স্কন্দ পুরাণম্।

আবন্ত্যখণ্ডম্।

অবন্তীক্ষেত্রমাহাত্ম্যম্।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ। স্রষ্টারোঽপি প্রজানাং প্রবলভবভয়াদ্যং নমস্যন্তি দেবা, যো হৃদ্যন্তে প্রবিষ্টঃ প্রবিহিতমনসাং ধ্যানযুক্তাত্মনাঞ্চ। লোকানামাদিদেবঃ স জয়তু ভগবান্ শ্রীমহাকালনামা বিভ্রাণঃ সোমলেখামহিবলয়যুতং ব্যক্তলিঙ্গং কপালম্॥ ১॥ উমোবাচ। পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি পুণ্যাশ্চ সরিতস্তথা। কথ্যন্তাং তানি যত্নেন শ্রদ্ধা মেষু প্রজায়তে॥ ২॥ ঈশ্বর উবাচ। অস্তি লোকেষু বিখ্যাতা গঙ্গা ত্রিপথগা নদী। সেবিতা দেবগন্ধর্বৈর্মুনিভিশ্চ নিষেবিতা॥ ৩॥ তপনস্য সুতা দেবী যমুনা লোকপাবনী। পিতৃণাং বল্লভা দেবী মহাপাতকনাশিনী॥ ৪॥ চন্দ্রভাগা বিতস্তা চ নর্ম্মদামরকণ্টকে। কুরুক্ষেত্রং গয়া দেবি প্রভাসং নৈমিষং তথা॥ ৫॥ কেদারং পুষ্করং চৈব তথা কায়াবরোহণম্। তথা পুণ্যতমং দেবি মহাকালবনং শুভম্॥ ৬ যত্রাস্তে শ্রীমহাকালঃ পাপেন্ধনহুতাশনঃ। ক্ষেত্রং যোজনপর্য্যন্তং ব্রহ্মহত্যাদিনাশনম্॥ ৭॥ ভুক্তিদং মুক্তিদং ক্ষেত্রং কলিকল্মষনাশনম্। প্রলয়েঽপ্যক্ষয়ং দেবি দুষ্প্রাপং ত্রিদশৈরপি॥ ৮॥ উমোবাচ। প্রভাবঃ কথ্যতাং দেব ক্ষেত্রস্যাস্য মহেশ্বর। যানি তীর্থানি বিদ্যন্তে যানি লিঙ্গানি

প্রথম অধ্যায়।

ব্যাস বলিলেন,—প্রজাস্রষ্টা দেবগণও প্রবল ভব-ভয়বশত যাঁহাকে নমস্কার করিয়া থাকেন, যিনি সংযতমনা ধ্যানাসক্ত যোগিগণের নিকটস্থ অপ্রকটমূর্ত্তি, নিখিল লোকের যিনি আদিদেব এবং যিনি অহিবলয়যুত ব্যক্ত লিঙ্গ কপাল ও শশি-কলা ধারণ করিয়া আছেন, সেই ভগবান্ শ্রীমহাকাল জয়যুক্ত হউন। উমা বলিলেন,—পৃথিবীতে যে সকল তীর্থ ও পুণ্য সরিৎ বিদ্যমান আছে, আপনি সেই সকলের বিষয় কীর্ত্তন করুন, ইহা শ্রবণ করিতে আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধা হয়। ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি! গঙ্গা নামে লোকবিখ্যাত এক ত্রিপথগা নদী আছে। ঐ নদী দেব, গন্ধর্ব্ব ও মুনিগণ কর্ত্তৃক নিষেবিত। লোকপাবনী তপন-সুতা যমুনাও পিতৃবল্লভা এবং মহাপাতকনাশিনী। চন্দ্রভাগা, বিতস্তা, অমরকণ্টকস্থ নর্ম্মদা, কুরুক্ষেত্র, গয়া, প্রভাস, নৈমিষ, কেদার, পুষ্কর, কায়াবরোহণ, এবং মহাকালবন, এই সকল স্থান শুভদায়ক ও পুণ্যতম। পাপেন্ধনের হুতাশন স্বরূপ শ্রীমহাকাল এই মহাকালবনে বিদ্যমান। মহাকালবন-ক্ষেত্র যোজনপরিমিত, ব্রহ্মহত্যাদি-নাশন ভুক্তিদ, মুক্তিদ ও কলি-কল্মষনাশন। হে দেবি! এই দেবদুর্ল্লভ ক্ষেত্র প্রলয়েও অক্ষয় থাকে। ১—৮। উমা বলিলেন,—হে মহেশ্বর! আপনি এই ক্ষেত্রের

সন্তি বৈ॥ ৯॥ তানহং শ্রোতুমিচ্ছামি পরং কৌতূহলং হি মে॥ ১০॥ মহাদেব উবাচ। শৃণু দেবি প্রযত্নেন প্রভাবং পাপনাশনম্। ক্ষেত্রমাদ্যং মহাদেবি সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্॥ ১১॥ সুমেরোঃ সন্নিধানে চ শিখরং রত্নচিহ্নিতম্। অনেকাশ্চর্য্যনিলয়ং বহুপাদপসঙ্কুলম্॥১২॥ বিচিত্রধাতুভিশ্চিত্রং স্বচ্ছস্ফটিকবেদিকম্। বিচিত্রবর্ণশোভাঢ্যমৃষিসঙ্ঘনিনাদিতম্॥ ১৩॥ মৃগনাগেন্দ্রসংযুক্তং গজযূথসমাকুলম্। নির্ঝরাম্বুপ্রপাতোত্থ-শীকরাকরসঙ্কুলম্॥ ১৪॥ বাতাহততরুব্রাত-প্রসূনাস্তানচিত্রিতম্। মৃগনাভিবরামোদবাসিতাশেষকাননম্॥ ১৫॥ লতাগৃহরতিস্থানং সিদ্ধবিদ্যাধরাশ্রয়ম্। প্রবীণকিন্নরব্রাতমধুরধ্বনিনাদিতম্॥১৬॥ তস্মিন্ বনে মহারম্যে শোভিতাশেষভূমিকম্। বৈরাজং নাম ভবনং ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ॥১৭॥ তত্র দিব্যাঙ্গনাগীতমধুরধ্বনিনাদিতা পারিজাততরুচ্ছন্নমঞ্জরীদামশোভিতা॥ ১৮॥ বহুবাদ্যসমুন্নদ্ধমহাস্বননিনাদিতা লয়তালযুতানেকগীতবাদিত্রনাদিতা॥ ১৯॥ বিন্যস্তা কোটিভিঃ শুভ্রৈর্নির্ম্মলাদর্শশোভিতা। লয়তালযুতানেকমহাকৌতুকসংযুতা॥ ২০॥ অপ্সরোনৃত্যবিন্যাসবিলাসোল্লাসশোভিতা। সভা কান্তিমতী নাম দেবানাং হর্ষদায়িকা॥২১॥ ঋষিসঙ্ঘসমাকীর্ণা মুনিবৃন্দনিষেবিতা। দ্বিজাতিবেদশব্দেন নাদিতানন্দদায়িকা॥ ২২॥ তস্যাং নিবিষ্টং বাগীশং শঙ্করারাধনে রতম্। সনৎকুমারং ব্রহ্মর্ষিং ব্রহ্মণো মানসং সুতম্॥ ২৩॥ মুনিমধ্যাৎ সমুত্থায় কৃষ্ণদ্বৈপায়নো মুনিঃ। পরাশরসুতো ব্যাসঃ প্রণিপত্য যথাবিধি॥ ২৪॥ কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা ভবভক্ত্যানুভাবিতঃ। পপ্রচ্ছ পরয়া তুষ্ট্যা হর্ষিতাঙ্গরুহাননঃ॥ ২৫॥ মহাকালস্য মাহাত্ম্যং প্রাণিনাং মোহনাশনম্। ব্যাস উবাচ। মহাকালবনং কস্মাৎ প্রোচ্যতে সর্ব্বতো বরম্॥ ২৬॥ ভগবন্ ক্ষেত্রমাহাত্ম্যং মহাকালস্য কথ্যতাম্। কথং গুহ্যবনং প্রোক্তং পীঠমূষরং তথা॥ ২৭॥ ফলং যথাত্র বসতাং মৃতানাঞ্চ গতির্যথা। স্নানেন যদ্ভবেৎ পুণ্যং দানেনাপি চ যৎ ফলম্॥ ২৮॥ কথমেতৎ শ্মশানঞ্চ ক্ষেত্রং প্রোক্তং যথা তথা। পৃষ্টং মে শঙ্করং ভক্ত্যা ব্রূহি ত্বং শাস্ত্রকোবিদ॥ ২৯॥ সনৎকুমার উবাচ। ক্ষীয়তে পাতকং যত্র তেনেদং

প্রভাব এবং যে সকল তীর্থ ও যে সকল লিঙ্গ তথায় আছে, সেই সকলের বিষয় কীর্ত্তন করুন। আমি ইহা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি; ইহাতে আমার পরম কৌতূহল জন্মিয়াছে। মহাদেব বলিলেন,—হে দেবি! তুমি সর্ব্বপাপ-প্রনাশন ঐ আদ্য ক্ষেত্রের প্রভাব আমার নিকট যত্ন সহকারে শ্রবণ কর। সুমেরুর সন্নিধানে রত্নচিহ্নিত এক অচল-শিখর বিরাজিত। ঐ অচলশিখর অনেক আশ্চর্য্যের নিলয়, বহুপাদপসঙ্কুল, বিচিত্র-ধাতু-রমণীয়, স্বচ্ছস্ফটিক-বেদিকাযুক্ত, বিচিত্রবর্ণে চারু, ঋষিসমূহের বেদ-নাদ-নিনাদিত, মৃগনাগেন্দ্র-সঙ্কুল, গজযূথসমাকুল, নির্ঝরাম্বুপাতোত্থ-শীকর-সমূহে অভিষিক্ত ও বাতাহত তরুরাজির স্খলিত কুসুম-নিচয়ে সুশোভিত। উহার কানন সকল উৎকৃষ্ট মৃগনাভি-গন্ধে আমোদিত, লতাগৃহ উহাতে রতিস্থান, উহা সিদ্ধ-বিদ্যাধরদিগের আশ্রয় এবং প্রবীণ-কিন্নরদিগের কণ্ঠস্বরে উহা নিনাদিত। ঐ স্থানে ব্রহ্মার বৈরাজ নামক সুচারু সুশোভন ভবন বিরাজিত। ঐ ভবনে কান্তিমতী নামে দেবতাদিগের এক সভা বিদ্যমান। উহা দিব্যাঙ্গনাদিগের সুমধুর গীতধ্বনিতে নিনাদিত; পারিজাতমঞ্জরী দ্বারা ও শোভিত, বহুবাদ্যনাদে নিনাদিত; লয়-তাল-সমন্বিত বহু গীত-ধ্বনিতে ঐ সভা মুখরিত; নির্ম্মল আদর্শপরিশোভিত কোটি কোটি স্তম্ভ উহাতে বিন্যস্ত রহিয়াছে; ঐ স্থানে লয়তালযুক্ত বিবিধ ক্রীড়াকৌতুক হয়, অপ্সরাদিগের নৃত্যবিন্যাসের বিলাসোল্লাসে উহা মনোহর, ঋষিসঙ্ঘে উহা পরিবৃত। ঐ সভা মুনিবৃন্দ-নিষেবিত, দ্বিজাতিগণের বেদনাদে মুখরিত, এবং উহা সকলেরই আনন্দদায়ক। ৯—২২। ঐ সভামধ্য হইতে পরাশরসুত কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মুনি বেদব্যাস ভবভক্তিবশতঃ সমুত্থিত হইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে সভাস্থ বাক্যবিশারদ, শঙ্করারাধনে রত, ব্রহ্মার মানস পুত্র, ব্রহ্মর্ষি সনৎকুমারকে যথাবিধি প্রণামপূর্ব্বক প্রাণিগণের মোহনাশক মহাকালমহাত্ম্যের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন, বলিলেন,—হে ভগবন্! কি হেতু মহাকালবনকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলে? আপনি এই মহাকালের ক্ষেত্রমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করুন। ইহা কিজন্য গুহ্যবন, পীঠ ও ঊষর বলিয়া কথিত হয়, এই ক্ষেত্রে বাস করিলে যে প্রকার ফল হয়, এখানে মরিলে যে রূপ গতি হয়, স্নান করিলে যেরূপ পুণ্য হয়, দান করিলে যেরূপ ফল হয়, এই ক্ষেত্রকে কি জন্যই বা শ্মশান বলে? হে শাস্ত্রকোবিদ! ইহা আপনি আমাকে বলুন। সনৎকুমার বলিলেন,—

ক্ষেত্রমুচ্যতে। যস্মাৎ স্থানঞ্চ মাতৃণাং পীঠং তেনৈব কথ্যতে ॥ ৩০ ॥ মৃতাঃ পুনর্ন জায়ন্তে তেনেদমূষরং স্মৃতম্। গুহ্যমেতৎ প্রিয়ং নিত্যং ক্ষেত্রং শম্ভোর্মহাত্মনঃ ॥ ৩১ ॥ যস্মাদিষ্টং হি ভূতানাং শ্মশানমতিবল্লভম্। মহাকালবনং যচ্চ তথা চৈবাবিমুক্তিকম্ ॥ ৩২ ॥ একাম্রকং ভদ্রকালং করবীরবনমেব চ। কোলাগিরিস্তথা কাশী প্রয়াগমমরেশ্বরম্ ॥ ৩৩ ॥ ভরথশ্চৈব কেদারং দিব্যং রুদ্রমহালয়ম্। দিব্যশ্মশানান্যেতানি রুদ্রস্যেষ্টানি নিত্যশঃ ॥ ৩৪ ॥ রমতে ভগবানেষু সিদ্ধক্ষেত্রেষু সর্ব্বদা। পৃথিব্যাং নৈমিষং তীর্থমুত্তমং তীর্থপুষ্করম্ ॥ ৩৫ ॥ ত্রয়াণামপি লোকানাং কুরুক্ষেত্রং প্রশস্যতে। কুরুক্ষেত্রাদ্দশগুণা পুণ্যা বারাণসী মতা ॥ ৩৬ ॥ তস্যা দশগুণং ব্যাস মহাকালবনোত্তমম্। প্রভাসাদ্যানি তীর্থানি পৃথিব্যামিহ যানি তু ॥ ৩৭ ॥ প্রভাসমুত্তমং তীর্থং ক্ষেত্রমাদ্যং পিনাকিনঃ। শ্রীশৈলমুত্তমং তীর্থং দেবদারুবনং তথা ॥ ৩৮ ॥ তস্মাদপ্যুত্তমং ব্যাস পুণ্যা বারাণসী মতা। তস্মাদ্দশগুণং প্রোক্তং সর্ব্বতীর্থোত্তমং যতঃ ॥ ২৯ ॥ মহাকালবনং গুহ্যং সিদ্ধক্ষেত্রং তথোষরম্। কিঞ্চিদ্গুহ্যান্যথান্যানি শ্মশানান্যপরাণি চ ॥ ৪০ ॥ সর্ব্বতস্তু সমাখ্যাতং মহাকালবনং মুনে। শ্মশানমূষরং ক্ষেত্রং পীঠন্তু বনমেব চ ॥ ৪১ ॥ পঞ্চৈকত্র ন লভ্যন্তে মহাকালপুরাদৃতে ॥ ৪২ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে মহাপুরাণ একাশিতি সাহস্র্যাং সংহিতায়াং পঞ্চম আবন্ত্যখণ্ডেঽবন্তীক্ষেত্রমাহাত্ম্যে মহাকালবনপ্রশংসাবর্ণনং নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

পাতকক্ষয় হয় বলিয়াই ইহাকে ক্ষেত্র বলে, মাতৃগণের স্থান বলিয়া ইহাকে পীঠ বলে ; এ স্থানে মৃত্যু হইলে আর জন্ম হয় না, এজন্য উহাকে উষর বলে ; এই স্থান অতি গুহ্য ও মহাদেবের প্রিয়। এই স্থান ভূতগণের হিতকর বলিয়া শ্মশান নামে অভিহিত। মহাকাল বন, অবিমুক্তিক, একাম্র, ভদ্রকাল, করবীরবন, কোলাগিরি, কাশী, প্রয়াগ, অমরেশ্বর, ভরত, কেদার ও রুদ্রমহালয়, এই স্থানগুলি শ্মশান এবং মহাদেবের নিত্য অভিলষিত। এই সকল সিদ্ধ ক্ষেত্রে ভগবান্ ভব নিত্য ক্রীড়া করেন। পৃথিবীর মধ্যে নৈমিষ ও পুষ্করতীর্থ উত্তম। কুরুক্ষেত্র ত্রৈলোক্যের তীর্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তীর্থ। আর বারাণসী কুরুক্ষেত্র হইতেও দশগুণ অধিক পুণ্যদায়িনী। হে ব্যাস! মহাকালবন উক্ত বারাণসী হইতেও দশগুণ অধিক পুণ্যজনক। পৃথিবীতে যে সকল তীর্থ আছে, তাহার মধ্যে প্রভাস অতি উত্তম ও পিনাকীর আদ্যক্ষেত্র। শ্রীশৈল ও দেবদারুবন তীর্থ অতি উৎকৃষ্ট। হে ব্যাস! এই সকল হইতেও বারাণসী উত্তম তীর্থ। মহাকালবন বারাণসী হইতেও দশগুণ অধিক পুণ্যজনক। গুহ্য, সিদ্ধক্ষেত্র এবং উষর। এই পৃথিবীতে কোন তীর্থ গুহ্য, কোন তীর্থ শ্মশান এবং কোন তীর্থ উষর ; কিন্তু এক মহাকালবন শ্মশান, উষর, ক্ষেত্র, পীঠ ও বন, এই পাঁচ প্রকার ; এই মহাকাল ভিন্ন অন্য কোন তীর্থে এই পাঁচটী গুণ একাধারে লাভ করা যায় না। ২৩—৪২।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত। ১।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ।

সনৎকুমার উবাচ। পুরা হ্যেকার্ণবে প্রাপ্তে নষ্টে স্থাবরজঙ্গমে। নাগ্নির্ন বায়ুরাদিত্যো ন ভূমির্ন দিশো নভঃ ॥ ১ ॥ ন নক্ষত্রাণি ন জ্যোতির্ন দ্যৌর্নেন্দুগ্রহাস্তথা। ন দেবাসুরগন্ধর্ব্বাঃ পিশাচোরগরাক্ষসাঃ ॥ ২ ॥ সরাংসি নৈব গিরয়ো নাপগা নাব্ধয়স্তথা। সর্ব্বমেব তমোভূতং ন প্রাজ্ঞায়ত কিঞ্চন ॥ ৩ ॥ তদৈকো হি মহাকালো লোকানুগ্রহকারণাৎ। তস্থৌ স্থানান্যশেষাণি কাষ্ঠাশ্চালোকয়ন প্রভুঃ ॥ ৪ ॥ সৃষ্ট্যর্থং স মহাকালঃ করে কামং

দ্বিতীয় অধ্যায়।

সনৎকুমার বলিলেন,—পূর্ব্বে মহাপ্রলয়ে একার্ণব অবস্থায় স্থাবর-জঙ্গম সমুদয় জগৎ নষ্ট হইলে না অগ্নি, না বায়ু, না আদিত্য, না ভূমি, না দিক্, না নক্ষত্র, না জ্যোতি, না স্বর্গ, না চন্দ্র, না গ্রহ, না দেবাসুর-গন্ধর্ব্ব, না পিশাচোরগ-রাক্ষস, না সরোবর, না গিরি, না নদী, না সমুদ্র, কিছুই ছিল না ; সমস্তই তমোময় হইয়াছিল, কিছুই জানিতে পারা যায় নাই। তখন একমাত্র মহাকাল লোকানুগ্রহের নিমিত্ত সর্ব্ব স্থান ও দিক্‌সকল আলোকিত করত

প্রতিষ্ঠিতম্। দক্ষিণস্থ তু তর্জ্জন্যাং স মমন্থাবিশো
ষিতম্ ॥ ৫ ॥ কললং বুদ্‌বুদং ভূত্বা তীব্রবেগবি-
বর্দ্ধিতম্। জজ্ঞে তদণ্ডং সুদৃঢ়ং সুষ্ঠু বৃত্তং হিরণ্ময়ম্ ॥
৬ ॥ করেণ তাড়িতং তদ্ধি বভূব দ্বিদলং মহৎ।
অধঃখণ্ডং স্মৃতা ভূমিরূর্দ্ধং দ্যৌস্তারকাম্বিতম্ ॥ ৭ ॥
মধ্যেঽভবত্তদা ব্রহ্মা পঞ্চবক্ত্রশ্চতুর্ভুজঃ। মহেশ্বরো-
ঽস্যুমাস্থৈব তমযোজদনন্তরম্ ॥ ৮ ॥ কুরু সৃষ্টিং
মহাবাহো বিচিত্রাং মদনুগ্রহাৎ। ইত্যুক্তান্তর্হিতঃ
ক্বাপি দেবো ব্রহ্মা ন জগ্নিবান্ ॥ ৯ ॥ প্রের্য্যমাণো-
ঽপি বৈ স্রষ্টুং ব্রহ্মা দেবমচিন্তয়ৎ। ব্রহ্মণা ধ্যায়-
মানশ্চ জ্ঞানার্থং ভগবান্ ভবঃ ॥ ১০ ॥ ব্রহ্মণস্তপসা
হৃষ্টঃ প্রাদাদ্বেদং ষড়ঙ্গকম্। লব্ধে বেদেঽপি ন
চিরাৎ সৃষ্টিং কর্ত্তুং শশাক সঃ ॥ ১১ ॥ তপসাতিষ্ঠদা-
ভূয়ঃ সমারাধয়িতুং ভবম্। নাপশ্যৎ স যদা দেবং
তদা তুষ্টাব ভাবিতঃ ॥ ১২ ॥ ব্রহ্মোবাচ। নমঃ
শিবায়ামলসত্ত্বচেতসে গুণত্রয়াতীতবিসারিতেজসে।
ষড়ঙ্গবেদস্থ মমাপি বেধসে পরস্বরূপানুভবায়
চক্ষুষে ॥ ১৩ ॥ নমোঽস্তু তে সৃষ্টিবিধৌ রজোজুষে
জগৎস্থিতৌ সত্ত্বমধিষ্ঠিতায় তে। বিনাশহেতৌ
তমসা মহীয়সে শিবায় নির্ব্বাণসুখপ্রদায়িনে ॥ ১৪ ॥
অশেষভূতপ্রকৃতেঃ পরায় বৈ, পরাত্মরূপায়
নমঃ শিবায় বৈ ॥ নৃবুদ্ধ্যহঙ্কারমনোবিধায়িনেভর্ত্রে চ
ষড়্‌বিংশকরূপকায় বৈ ॥ ১৫ ॥ ভূতোয়বহ্ন্যম্বর-
বায়ুচন্দ্রসূর্য্যাত্মরূপাভিরিদং তনূভিঃ। ব্যাপ্তং জগ-
দ্‌যস্ত নমোঽস্তু তস্মৈ ভূতং ভবিষ্যমথ বর্ত্তমানম্ ॥
১৬ ॥ যানীহ তেজাংসি জগন্তি যানি ভূতানি
ভব্যান্যথ কারণানি। ভবন্তি সৃষ্টৌ বিলয়ং বিনাশে
ব্রজন্তি যস্যাত্মনি তং নমামি ॥ ১৭ ॥ সনৎকুমার
উবাচ। এবং সংস্তবতো ব্যাস ব্রহ্মণো ভগবান্
পরঃ। অন্তর্হিত উবাচেদং ব্রহ্মন্ সংযাচ্যতাং বরঃ ॥
স বব্রে মনসা পুত্রং ভবং গৌরবকারণাৎ। বিজ্ঞা-
য়ান্তর্গতং তস্য পরমেশ উবাচ তম্ ॥ ১৯ ॥ যস্মান্মাং
মনসা পুত্রং চতুর্ম্মুখ সমীহসে। কস্মিংশ্চিৎ কারণে
তস্মাদহং ছেৎস্যামি তে শিরঃ ॥ ২০ ॥ অযং ত্যং

কামকে দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনীতে মন্থন করেন।
তাহাতে অবিশোধিত বুদ্বুদাকার কলল উৎপন্ন
হইয়া তাহা তীব্রবেগে বর্দ্ধিত হইতে থাকে। ক্রমশঃ
ঐ কলল সুদৃঢ় সুবৃত্ত হিরন্ময় অণ্ডাকারে
পরিণত হয়। ঐ খণ্ড করতাড়িত হইয়া দ্বিখণ্ডিত
হইলে উহার অধঃখণ্ড ভূমি ও ঊর্দ্ধখণ্ড তারকান্বিত
অন্তরিক্ষ হয় এবং এতদ্দ্বয়ের মধ্যস্থানে পঞ্চবক্ত্র
চতুর্ভুজ ব্রহ্মা উৎপন্ন হন। অনন্তর মহেশ্বর তাঁহার
যথোচিত সম্মান করিয়া তাঁহাকে বিচিত্র সৃষ্টিকার্য্যে
নিযুক্ত করেন; বলেন যে, হে মহাবাহো! তুমি
বিচিত্ররূপে সৃষ্টিকার্য্য সম্পাদন কর। এই কথা
বলিয়া দেবদেব হর কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেলেন।
এদিকে ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহা কর্ত্তৃক সৃষ্টিকার্য্যে
প্রেরিত হইয়াও তাহাতে প্রবৃত্ত না হইয়া কেবল
দেবদেবকে চিন্তা করিতে লাগিলেন। তৎকর্ত্তৃক
ধ্যাত হইয়া ভগবান্ ভব তুষ্টিলাভ করত তাঁহার
গোচরীভূত হইলেন এবং জ্ঞানলাভের জন্য
তাঁহাকে ষড়ঙ্গ বেদ প্রদান করিলেন। ব্রহ্মা বেদ
লাভ করিয়াও সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইলেন না।
তিনি পুনরায় ভবারাধনার জন্য তপস্যায় মনঃসমা-
ধান করিলেন। যখন তিনি তপস্যা করিয়া ভগ-
বান্ ভবকে লাভ করিতে পারিলেন না, তখন
তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন,—
হে শিব! আপনি অমল সত্ত্বচেতা, ত্রিগুণাতীত,
তেজোময়, ষড়ঙ্গবেদ ও আমারও বিধাতা, পর-
স্বরূপানুভব এবং চক্ষুঃস্বরূপ; আপনাকে নমস্কার।
হে দেব! তুমি সৃষ্টির নিমিত্ত রজোগুণাবলম্বী,
স্থিতির নিমিত্ত সত্ত্বগুণাবলম্বী এবং বিনাশের নিমিত্ত
তমোগুণাবলম্বী। তুমি মহীয়ান্, মঙ্গলময়, নির্ব্বাণ-
সুখপ্রদায়ী, অশেষ ভূতপ্রকৃতির পর, ও পরাত্ম-
রূপ, তোমাকে নমস্কার। হে দেব! আপনিই
নরের বুদ্ধি মন ও অহঙ্কারের বিধাতা, এবং ভর্ত্তা।
আপনিই ভূজ, জল বহ্নি, অম্বর, বায়ু, চন্দ্র, সূর্য্য,
ও আত্মরূপ তনু দ্বারা জগৎ ব্যাপ্ত করিয়া আছেন,
আপনাকে নমস্কার। হে দেব! আপনি ভূত,
ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান। যাবতীয় তেজ, যাবতীয়
জগৎ, এবং নিখিল ভূত, ভব্য কারণ, এ সকল
সৃষ্টিকালে আপনার দেহ হইতে উদ্ভূত আর প্রলয়ে
আপনার দেহেই বিলীন হইয়া থাকে; আপনাকে
নমস্কার।১—১৭। সনৎকুমারবলিলেন,—হে ব্যাস!
ব্রহ্মা ভগবান্ মহাদেবের এই প্রকার স্তব করিলে
তিনি প্রত্যক্ষ হইয়া তাঁহাকে বলিলেন,—হে
ব্রহ্মন্! বর গ্রহণ কর। ব্রহ্মা গৌরবান্বিত হই-
বার জন্য মনে মনে বলিলেন,—আপনি আমার
পুত্র হউন। ভগবান্ হর ব্রহ্মার আন্তরিক ভাব
বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে বলিলেন,—হে চতুর্ম্মুখ!
যে হেতু তুমি আমাকে মনে মনে পুত্ররূপে প্রার্থনা

যাচিতং যস্মান্মমাংশো নীললোহিতঃ। রুদ্রো ভবিষ্যতি সুতঃ স চ তে হিংস্যতি প্রভাম্॥ ২১॥ অস্তদ্‌যস্মাৎ স্মৃতো ভক্ত্যা ত্বয়াহং পিতৃভাবতঃ। পরব্রহ্মস্বরূপেণ জিজ্ঞাসা মম যা কৃতা॥ ২২॥ তস্মাদ্‌ব্রহ্মেতি লোকেঽত্র নাম খ্যাতিং ভবিষ্যতি। পিতামহত্বং তেনাপি পিতামহস্ততো হ্যসি॥২৩॥ লব্ধা শাপবরাবেবং পুত্রসৃষ্টিং চকার সঃ। স্বতেজোজনিতং বহ্নিং জুহ্বতঃ স্বেদমাবহৎ॥ ২৪॥ সমিদ্‌যুক্তেন হস্তেন ললাটং মার্জ্জতোঽভবৎ। স্বিন্নভ্রষ্টস্ততো রক্তবিন্দুরেকো বিভাবসৌ॥ ২৫॥ স নীললোহিতোঽভূদ্বৈ স চ রুদ্রো ভবাজ্ঞয়া। তদনন্তরমাসাদ্য উত্ততার সুতোঽগ্নিকাৎ॥ ২৬॥ পঞ্চবক্ত্রো দশভুজঃ শূলচাপাসিশক্তিমান্। ত্রিপঞ্চনয়নো রৌদ্রো ব্যালযজ্ঞোপবীতকঃ॥ ২৭॥ সেন্দুঃ কপর্দ্দং বিভ্রাণঃ সিংহচর্ম্মাম্বরং ধরঃ। জাতমেবং স দৃষ্ট্বা তু ব্রহ্মা নামাকরোত্তদা॥ ১৮॥ নীললোহিতনামেতি ভব রুদ্র পিনাকধৃক্। ততঃ প্রববৃতে সৃষ্টিঃ স্রষ্টুর্লোকপিতামহাৎ॥ ২৯॥ সপ্তাদৌ মানসান্ জজ্ঞে সনকাদীংস্ততোঽপরান্। মরীচিদক্ষপ্রভৃতীন্মন্বাদীংশ্চ প্রজাসৃজঃ॥ ৩০॥ অষ্টভেদান্ সুরান্ কৃত্বা তির্য্যগ্‌যোনিঞ্চ পঞ্চধা। মনুষ্যানেকভেদাংশ্চ সৃষ্টিমেবং সসর্জ্জ হ॥ ৩১॥ সৃষ্টিঃ সুরাদিকা জাতা কৃত্বা ব্রহ্মাণমপ্যধঃ। প্রণম্যাথ সিষেবুস্তে কেবলং নীললোহিতম্॥ ৩২॥ ততো ব্রহ্মাবদদ্রুদ্রমপূজ্যো হি ত্বয়া কৃতঃ। স্বতেজসা ভবান্ পূজ্যো যতো যাহি হিমালয়ম্॥৩৩॥ তং নীললোহিতঃ প্রোচে ভবতা নার্চ্চিতো হ্যহম্। ততো জগাম রুদ্রোঽসৌ স যত্র ভগবান্ ভবঃ॥ ৩৪॥ ততো ব্রহ্মাভবন্মূঢ়ো রজসা চোপবৃংহিতঃ। ততাপ তেজসা সৃষ্টিং মন্যমানো ময়া কৃতাম্॥ ৩৫॥ মত্তুল্যো নাস্তি বৈ দেবো যেন সৃষ্টিং প্রবর্দ্ধিতা। সদেবাসুরগন্ধর্ব্বা পশুপক্ষিমৃগাকুলা॥ ৩৬॥ এবং মূঢ়ঃ স পঞ্চাস্যো বিরঞ্চ্যোঽভবদ্দর্পিতঃ। প্রাগ্বক্ত্রং সুস্বরং তস্য সামবেদপ্রবর্ত্তকম্॥ ৩৭॥ দ্বিতীয়ং বদনং তস্য ঋগ্বেদস্য প্রবর্ত্তকম্। যজুর্ব্বেদধরং চাস্য-

---

করিতেছ, অতএব যে কোন কারণে আমি তোমার শিরশ্ছেদ করিব। তুমি অযাচ্য যাচ্ঞা করিলে বলিয়া আমার অংশ—নীললোহিত রুদ্র পুত্র হইয়া তোমার প্রভা বিনষ্ট করিবে। আর তুমি যে আমায় পিতৃভাবে ধ্যান করিয়াছ, এবং পরম ব্রহ্মস্বরূপ জ্ঞানে যে আমার স্তব করিয়াছ; এই জন্য তুমি এ লোকে ব্রহ্মা পিতামহ নামে বিখ্যাত হইবে। অতএব তুমি পিতামহ হইলে। ভগবান্ ব্রহ্মা মহাদেব হইতে এইরূপ শাপ ও বর লাভ করিয়া পুত্র সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি স্বতেজোজনিত বহ্নিতে হোম করিতে থাকিলে তাঁহার স্বেদ গলিত হইতে থাকে। ঐ অবস্থায় তিনি সমিধযুক্ত হস্তে স্বীয় ললাট মার্জ্জনা করেন; ঐ মার্জ্জিত স্বিন্ন ললাট হইতে এক বিন্দু রক্ত সমিদ্ধ অগ্নিতে পতিত হয়। ঐ রক্ত-বিন্দু হইতেই নীললোহিতের আবির্ভাব হয় এবং ঐ নীললোহিতই ভবের আজ্ঞায় রুদ্র হন। ব্রহ্মার নিকট হইতে ঐ যে সুত উৎপন্ন হইলেন, তিনি পঞ্চবক্ত্র, দশভুজ, শূল-চাপ অসি ও শক্তিধারী। পঞ্চদশনয়ন, ভয়ানক ব্যালযজ্ঞোপবীতী, চন্দ্রখণ্ডমণ্ডিত, কপর্দ্দী ও সিংহচর্ম্মাম্বরধর। ব্রহ্মা এতাদৃশ জাত কুমারকে অবলোকন করিয়া তাঁহার নামকরণ করিলেন; বলিলেন,—হে পিনাকধারিন্ রুদ্র! তোমার নাম হইল নীললোহিত। নীললোহিতের জন্মাবধি লোকপিতামহ ব্রহ্মা হইতে সৃষ্টি প্রবর্ত্তিত হইল। তিনি প্রথমতঃ সনকাদি সপ্ত মানসপুত্র উৎপাদন করিয়া পরে প্রজাসৃষ্টিকারী মরীচি দক্ষ প্রভৃতি ও মন্বাদিকে সৃজন করিলেন।১৮—৩০। অতঃপর অষ্টবিধ সুর, পঞ্চবিধ তির্য্যক্‌যোনি, ও একবিধ মনুষ্য সৃষ্ট হইল। জাত সুরাদি ব্রহ্মাকে অধঃকৃত করিয়া কেবল নীললোহিতের সেবা করিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া ব্রহ্মা নীললোহিতকে বলিলেন,—হে নীললোহিত! আপনি আমাকে অপূজ্য করিয়া স্বয়ং স্বতেজে পূজ্য হইয়া হিমালয়ে গমন করিতেছেন। ভগবান্ নীললোহিত তাঁহাকে বলিলেন,—তুমি আমার অর্চ্চনা কর নাই, এই জন্যই আমি ভগবান্ ভবসন্নিধানে গমন করিতেছি। অনন্তর ব্রহ্মা রজোগুণযুক্ত হইয়া মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। তিনি মনে করিলেন, আমার মত দেবতা আর নাই; আমি সদেবাসুরগন্ধর্ব্ব ও পশু-পক্ষিমৃগাকুল সৃষ্টি প্রবর্ত্তিত করিয়াছি। এইরূপ মনে করিয়া তিনি স্বীয় তেজে জগৎ তাপিত করিতে লাগিলেন। বিরিঞ্চি এইরূপ মোহপ্রাপ্ত হইয়া সদর্পে পঞ্চাস্য হইলেন। তাঁহার প্রথম বক্ত্র সুস্বর ও সামবেদপ্রবর্ত্তক, দ্বিতীয় ঋগ্বেদযুক্ত,

দথর্ব্বাখ্যং চতুর্থকম্॥ ৩৮॥ সঙ্গোপাঙ্গেতিহাসাংশ্চ সরহস্যান্ সসংগ্রহান্। বেদানধীতে বক্ত্রেণ পঞ্চমেনোপচক্ষুষা॥ ৩৯॥ তস্যাসুরাঃ সুরাঃ সর্ব্বে বক্ত্রস্যাদ্ভুততেজসঃ। তেজসা ন প্রকাশন্তে দীপাঃ সূর্য্যোদয়ে যথা॥ ৪০॥ সপুত্রা অপি সোদ্বেগা বভূবুর্নষ্টচেতসঃ। নাভিগন্তুং ন চ দ্রষ্টুং চিরং তেজোঽপসর্পিতুম্॥ ৪১॥ অভিভূতমিবাত্মানং মন্যমানা অবিদ্বিষঃ। সর্ব্বে তে মন্ত্রয়ামাসুর্দ্দেবা বৈ হিতমাত্মনঃ॥ ৪২॥ গচ্ছাম শরণং দেবং নিস্তেসা ব্রহ্মতেজসা। কিং তু তস্য ন জানামঃ স্থানং যত্র ব্যবস্থিতঃ॥ ৪৩॥ তং ভীমমত্র দ্রক্ষ্যামো ভক্ত্যা নান্যেন কেনচিৎ। এবং সম্মন্ত্র্য তে দেবাঃ কৃতাঞ্জলিপুটাস্তদা। চক্রুঃ স্তোত্রং মহেশস্য পরয়া স্বরসম্পদা। ৪৪॥ দেবা ঊচুঃ। নমস্তে দেবদেবেশ মহেশ্বর নমোনমঃ॥ ৪৫॥ ন বিদ্মঃ পরমং মূঢ়া মহিমানং তবাতুলম্। যদ্‌যোগ্যেন পরং ব্রহ্ম ভূতানাং ত্বং সনাতনঃ॥ ৪৬॥ প্রতিষ্ঠা সর্ব্বভূতানাং হেতুঃ সর্ব্বস্য সর্জ্জনে। বিভর্ষি চৈব নেত্রস্থান সোমসূর্য্যবিভাবসূন্॥ ৪৭॥ নামসঙ্কীর্ত্তনাদেব মুচ্যন্তে জন্তবোঽশুভাৎ। পৃথিব্যবগ্নিচন্দ্রার্কব্যোমবায়ুপলক্ষণাঃ॥ ৪৮॥ মূর্ত্তয়স্তে মহাদেব ব্যাপ্তমাভিরশেষতঃ। রজঃসত্ত্বতমোভাবৈর্ভ্রাম্যমাণং ত্বয়া জগৎ॥ ৪৯॥ নাববুধ্যোসি সর্ব্বেশ সর্ব্বমূর্ত্তিধরো যতঃ। ব্রহ্মাদীনাং সুরেশানাং সম্মোহনবিমোহনম্। ত্বং করোষি যুগাবর্ত্তকালে কালে চ দুঃসহম্॥ ৫০॥ সনৎকুমার উবাচ। প্রত্যক্ষং দর্শনং দত্ত্বা দেবানামনুকম্পয়া। প্রসন্নবদনো ভূত্বা দেবৈশ্চাপি নমস্কৃতঃ॥ ৫১॥ বাসয়ন্মোহনাম্না তু সহ দেবৈর্মহেশ্বরঃ॥ ৫২॥ এবং সংস্তূয়মানোঽসৌ দেবর্ষিপিতৃমানবৈঃ। অন্তর্হিত উবাচেদং দেবা ব্রূত যথেপ্সিতম্॥ ৫৩॥ দেবা ঊচুঃ। প্রত্যক্ষং দর্শনং স্থাণো প্রার্থয়াম সদা তব। ত্বয়া কারুণ্যতোঽস্মাকং বরশ্চাপি প্রদীয়তাম্॥ ৫৪॥ যদস্মাকং মহদ্বীর্য্যং তেজশ্চৈব পরাক্রমম্। তৎসর্ব্বং ব্রহ্মণা গ্রস্তং পঞ্চমাস্যস্য তেজসা॥ ৫৫॥ বিনেশুঃ সর্ব্বতেজাংসি ত্বৎপ্রসাদাৎ পুনঃ প্রভো। জায়ন্তে তদ্‌যথা পূর্ব্বং তথা

তৃতীয় যজুর্ব্বেদধর, চতুর্থ অথর্ব্ববেদবিশিষ্ট ও পঞ্চম সাঙ্গোপাঙ্গ ইতিহাস, সরহস্য ও সসংগ্রহ বেদাধ্যায়ী হইল। তাঁহার অদ্ভুততেজস্ক পঞ্চম বক্ত্রের তেজে আক্রান্ত হইয়া সুরাসুরগণ সূর্য্যপ্রতিহত দীপের ন্যায় হতপ্রভ হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা সপুত্র হইলেও উদ্বেগবশতঃ দীনচেতা হইলেন, তদীয় দর্শন করিতে ও গমন করিতে তাঁহাদের সামর্থ্য রহিল না। তাঁহাদের শত্রু না থাকিলেও তাঁহারা আপনাদিগকে অভিভূতবৎ মনে করিতে লাগিলেন। অতঃপর তাঁহারা সকলে মিলিত হইয়া আপন আপন হিত চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা ভাবিলেন, আমরা ব্রহ্মার তেজে নিস্তেজ হইয়াছি, অতএব আমরা দেবদেবকে শরণরূপে প্রাপ্ত হইব। কিন্তু আমরা তাঁহার আবাসস্থান অবগত নহি। সেই ভীমপুরুষকে আমরা ভক্তিদ্বারা এই স্থানেই দেখিব; তিনি ভক্তি ভিন্ন অন্য আর কিছু দ্বারা দর্শনীয় নহেন। তাঁহারা উক্ত প্রকার মন্ত্রণা করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সুস্বরে এইরূপ স্তব করিতে লাগিলেন যে, হে দেবদেব মহেশ্বর! আপনাকে নমস্কার নমস্কার। হে মহেশ্বর! তোমাকে নমস্কার। হে দেব! আমরা আপনার অপার মহিমা জ্ঞাত নহি। আপনি যোগগম্য সনাতন পরব্রহ্ম। হে ব্রহ্মন্! তুমি সর্ব্বভূতে প্রবিষ্ট, এবং তুমিই সকলের সৃষ্টিবিষয়ে হেতু। হে দেব! তুমি স্বীয়নেত্রে সোম, সূর্য্য, ও অগ্নিকে ধারণ করিয়াছ, তোমার নাম সঙ্কীর্ত্তন করিলে জীবগণ সকল প্রকার অশুভ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। হে মহাদেব! পৃথিবী, জল, অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য্য, আকাশ ও বায়ু তোমার মূর্ত্তি এবং তোমার এই সকল মূর্ত্তিই এই সত্ত্ব-রজস্তমোময় ভ্রাম্যমাণ নিখিল জগৎ ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে।৩১—৪৯। হে সর্ব্বেশ! তুমি যে সর্ব্বমূর্ত্তিধর তাহা আমরা জানিতে পারি না। হে দেব! তুমিই ব্রহ্মাদি সুরশ্রেষ্ঠগণের সম্মোহন-বিমোহন বিধান করিয়া থাক এবং তুমিই নির্দ্দিষ্টসময়ে দুঃসহ যুগাবর্ত্ত করিতেছ। সনৎকুমার বলিলেন,—অনন্তর মহেশ্বর প্রসন্ন হইয়া কৃপাপূর্ব্বক দেবগণকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন দানানন্তর তাঁহাদের কর্ত্তৃক নমস্কৃত ও স্তুত হইয়া, অন্তর্হিত অবস্থায় বলিলেন,—হে দেবগণ! তোমরা যথেপ্সিত বর প্রার্থনা কর। দেবগণ বলিলেন,—হে স্থাণো! আমরা তোমার সাক্ষাৎকার প্রার্থনা করি। তুমি দয়া করিয়া আমাদিগকে বর দান কর। আমাদের সুমহৎ বীর্য্য, তেজ, ও পরাক্রম, এ সকল পিতামহের পঞ্চম বদনের তেজে অভিভূত হইয়াছে। ফলতঃ আমাদের সকল তেজ বিনষ্ট হইয়াছে। হে প্রভো

রুদ্র মহেশ্বর ॥ ৫৬ ॥ সনৎকুমার উবাচ। প্রত্যক্ষ মেত্য বৈ পশ্চাচ্চলিতঃ শর্ব্ব এব হি। জগাম তত্র যত্রাসৌ রজোঽহঙ্কারমূর্ত্তিমান্। দেবাঃ স্তবন্তো দেবেশং পরিবার্য্য উপাবিশন্ ॥ ৫৭ ॥ ব্রহ্মা তমাগতং দেবং নাজ্ঞানাত্তমসা বৃতঃ। সূর্য্যকোটিসহস্রাণাং তেজসা রঞ্জয়ন্ জগৎ ॥ ৫৮ ॥ তদাদৃশ্যত বিশ্বাত্মা বিশ্বসৃগ্বিশ্বভাবনঃ। স পিতামহমাসীনং সকলে দেবমণ্ডলে ॥ ৫৯ ॥ তেজসাভিভবন্ রুদ্রস্তেন মত্তোঽগ্রতঃ স্থিতঃ। রুদ্রতেজোভিভূতঞ্চ ব্রহ্মবক্ত্রং ন রাজতে ॥ ৬০ ॥ রাত্রৌ প্রকাশকিরণশ্চন্দ্রঃ সূর্য্যোদয়ে যথা। সগর্ব্বোঽথাত্মজং দৃষ্ট্বা রুদ্রদেবং সনাতনম্ ॥ ৬১ ॥ অবন্দত করেণৈব প্রাহ বৈ সস্মিতং বচঃ। প্রত্যুবাচ বিরূপাক্ষো ব্রহ্মাণং তং হসন্নিব ॥ ৬২ ॥ যতো ন বেদ পরমং দেবং তত্তেজসাবৃতঃ। ততোঽট্টহাসং ভগবান্মুমোচ শশিশেখরঃ ॥ ৬৩ ॥ পশ্যতাং সর্ব্বদেবানাং শৃণ্বতাং বাচমুক্তবান্। তেনাট্টহাসশব্দেন মোহয়িত্বা পিতামহম্ ॥ ৬৪ ॥ তেজোরাশিশশাঙ্কাভঃ শশাঙ্কার্কাগ্নিলোচনঃ। বামাঙ্গুষ্ঠনখাগ্রেণ ব্রহ্মণঃ পঞ্চমং শিরঃ ॥ ৬৫ ॥ চকর্ত্ত কদলীগর্ভং নরঃ কররুহৈরিব। ছিদ্যমানং চ তদ্বক্ত্রং বুবুধে ন পিতামহঃ ॥ ৬৬ ॥ রুদ্রস্য তেজসা তস্মান্মোহিতো ন নতিং গতঃ। ছিন্নং তস্য শিরঃ পশ্চাদ্ রুদ্রহস্তে স্থিতং তদা ॥ ৬৭ ॥ অপশ্যদ্দৈবতৈঃ সার্দ্ধং রৌদ্রমতিভয়াজ্জ্বলৎ। মহেশ্বরকরাঙ্গুষ্ঠনখৈর্ব্বক্ত্রং বিরাজতে ॥ ৬৮ ॥ গ্রহমণ্ডলমধ্যস্থো দ্বিতীয় ইব চন্দ্রমাঃ। উৎক্ষিপ্য তৎকপালেন ননর্ত্ত শশিশেখরঃ ॥ ৬৯ ॥ শিখরস্থেন সূর্য্যেণ কৈলাস ইব পর্ব্বতঃ। ছিন্নে বক্ত্রে ততো দেবা হৃষ্টপুষ্টা বৃষধ্বজম্। তুষ্টুবুর্ব্বিবিধৈঃ স্তোত্রৈর্দ্দেবদেবং কপালিনম্ ॥ ৭০ ॥ দেবা ঊচুঃ। নমঃ কপালিনে নিত্যং মহাকালায় শঙ্খিনে ॥ ৭১ ॥ ঐশ্বর্য্যজ্ঞানযুক্তায় সর্ব্বভোগপ্রদায়িনে। নমো দর্পবিনাশায় সর্ব্বদেবময়ায় চ ॥ ৭২ ॥ কালসংহারকর্ত্তা ত্বং মহাকালস্ততো হ্যসি। ভক্তানাং দুঃখশমনো দুঃখান্তস্তেন রোচসে ॥ ৭৩ ॥ শঙ্করোঽপ্যাশু ভক্তানাং তেন ত্বং শঙ্করঃ স্মৃতঃ। ছিত্ত্বা ব্রহ্মশিরো যস্মাৎ কপালঞ্চ বিভর্ষি চ ॥ ৭৪ ॥ তেন দেব কপালী ত্বং

তোমার প্রসাদে যথাপূর্ব্ব আমাদের ঐ সকল তেজ হউক। সনৎকুমার বলিলেন,—দেবদেব দেবগণের সাক্ষাৎভূত হইয়া যেখানে রজোহঙ্কারমূর্ত্তিমান্ ব্রহ্মা বিরাজিত, সেই স্থানে গমন করিলেন। ঐ সময় দেবগণ চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া স্তব করিতে করিতে তাঁহার নিকট উপবিষ্ট হইলেন। তখন ব্রহ্মা তমসাচ্ছন্ন হইয়া সমাগত দেবদেবকে দেখিতে পান নাই। বিশ্বাত্মা বিশ্বসৃক্ বিশ্বভাবন দেবদেব তখন কোটি সূর্য্যতেজে দীপ্যমান হইয়া জগৎ রঞ্জিত করত দৃষ্ট হইলেন। তিনি অগ্রবর্ত্তী হইয়া দেবমণ্ডলে সমাসীন পিতামহকে স্বীয় তেজে অভিভূত করিলেন। রুদ্রতেজে অভিভূত হইয়া ব্রহ্মার বদন সূর্য্যোদয়কালীন চন্দ্রের ন্যায় প্রভাহীন হইল। অনন্তর ব্রহ্মা সগর্ব্বে স্বপুত্র সনাতন রুদ্রদেবকে দেখিয়া হস্তদ্বারা বন্দনা করিয়া সস্মিত বাক্যে সম্ভাষণ করিলেন। অনন্তর বিরূপাক্ষ হাসিতে হাসিতে ব্রহ্মাকে বলিলেন,—যে হেতু তুমি শশি-শেখরের তেজে আবৃত হইয়া তাঁহাকে জানিতে পার নাই। এজন্য তিনি অট্টহাস্য করিয়াছিলেন। দেবগণ শুনিতে ও দেখিতে থাকিলে তিনি এই কথা ব্রহ্মাকে বলিলেন। নরগণ যেমন নখাগ্র দ্বারা কদলীগর্ভ ছেদন করে, তেমনি চন্দ্রসূর্য্যানললোচন শশি-শেখর অট্টহাস্যে পিতামহকে মুগ্ধ করিয়া বামাঙ্গুষ্ঠের নখাগ্র দ্বারা তাঁহার পঞ্চম শির ছেদন করিলেন। কিন্তু পিতামহ তাহা বুঝিতে পারিলেন না। তিনি তখন রুদ্রতেজে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন না। তাঁহার ছিন্ন শির রুদ্রহস্তে অবস্থিত হইল। ঐ ভয়ানক জ্যোতির্ম্ময় বদন দেবদেব দেবগণের সহিত দর্শন করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার করাঙ্গুষ্ঠ নখে বিরাজিত হইয়া ব্রহ্মবদন গ্রহমণ্ডলমধ্যস্থ দ্বিতীয় চন্দ্রমার ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। শশিশেখর ঐ মস্তক কপালে ন্যস্ত করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। তিনি তখন সূর্য্য-শেখর কৈলাস পর্ব্বতের ন্যায় প্রতিভাত হইলেন। ব্রহ্মার পঞ্চম বক্ত্র ছিন্ন হইলে দেবগণ অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া বিবিধ স্তোত্র দ্বারা তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন,—তাঁহারা বলিলেন,—হে দেব! আপনি কপালী, মহাযোগী, শঙ্খধারী, ঐশ্বর্য্যযুক্ত, সর্ব্বভোগপ্রদায়ী, দর্পবিনাশন, সর্ব্বদেবময়, কালসংহারকর্ত্তা, মহাকাল, ভক্তদুঃখনাশক ও দুঃখান্তক, আপনাকে বারম্বার নমস্কার। ৫০—৭৩। হে দেব! আপনি ভক্তগণের শং অর্থাৎ মঙ্গল করেন; এজন্য আপনার নাম হইয়াছে শঙ্কর। আর আপনি ব্রহ্মশির ছেদন করিয়া কপাল

স্তুতো হসি প্রসীদ নঃ। এবং স্তুতঃ প্রসন্নাত্মা দেবানুত্থাপ্য শঙ্করঃ॥ ১৫॥ কৃপানিধিঃ স ভগবাংস্তত্রৈবান্তরধীয়ত। শশিশকলময়ূখৈর্ভাসিতং যৎ কপর্দ্দং স্রবতি গগনগঙ্গাতোয়বীচীবিচেয়ম্। সিতবিধৃতকপালো মালয়া রুদ্রপার্শ্বে স জয়তি জিতবেধা-উর্জ্জিতঃ প্রাজ্যতেজাঃ॥ ১৬॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ব্রহ্মশিরশ্ছেদবর্ণনং নাম দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ॥ ২॥

তৃতীয়োহধ্যায়ঃ।

সনৎকুমার উবাচ। ছিন্নে বক্ত্রে ততো ব্রহ্মা ক্রোধেন তমসা বৃতঃ। ললাটে স্বেদমুৎপন্নং গৃহীত্বাতাড়য়দ্ভুবি॥ ১॥ তৎস্বেদাৎ কুণ্ডলী জজ্ঞে সধনুঃ সমহেষুধিঃ। সহস্রকবচো বীরঃ কিং করোমীত্যুবাচ হ॥ ২॥ তমুবাচ বিরিঞ্চিস্তু দর্শয়ন্ রুদ্রমোজসা। বধ্যতামেষ দুর্ব্বুদ্ধির্জায়তে ন যথা পুনঃ॥ ৩॥ ব্রহ্মণো বচনং শ্রুত্বা ধনুরুদ্যম্য পৃষ্ঠতঃ। স প্রতস্থে মহেশস্য বাণহস্তোহতিরোষভৃৎ॥ ৪॥ স দৃষ্ট্বা পুরুষং চোগ্রমগমদ্বিস্মিতো ভবঃ। দিব্যবাণধনুর্হস্তং বেগবিক্রান্তগামিনম্॥ ৫॥ মম্না ন বধ্যোহতিবলঃ সখা বিষ্ণোর্ভবিষ্যতি। অনুগ্রাহ্যো হ্যহং তেন সখ্যার্থং তপসি স্থিতম্॥ ৬॥ চিন্তয়িত্বেমীশোহপি বিষ্ণোরাশ্রমমভ্যগাৎ। হুঙ্কারধ্বনিনা ব্রহ্মণ্যোহয়িত্বা ততো নরম্॥ ৭॥ প্রপাত্য চ তদা হৃষ্টঃ ক্রীড়াং কুর্ব্বন্ জগৎস্থিতৌ। যত্র নারায়ণঃ শ্রীমাংস্তপস্তেপে প্রতাপবান্॥ ৮॥ অদৃশ্যঃ সর্ব্বভূতানাং বিশ্বাত্মা বিশ্বসৃগ্বিভুঃ। তত্র প্রাপ্তো বিরূপাক্ষো দদর্শ মধুসূদনম্॥ ৯॥ একাঙ্গুষ্ঠস্থিতং ভূমৌ তপোহত্যন্তমনাতুরম্। যুগান্তার্কসহস্রস্য তেজসা প্রত্যমদ্ভুতম্॥ ১০॥ পুণ্যাধারসমাযুক্তং পুরাণপুরুষোত্তমম্। দৃষ্ট্বা নারায়ণং দেবং ভিক্ষাং দেহীত্যুবাচ হ॥ ১১॥ কপালং দর্শয়িত্বাগ্রে জলজ্জ্বলনসোৎকটম্। কপালপাণিং সম্প্রেক্ষ্য রুদ্রং বিষ্ণুরচিন্তয়ৎ॥ ১২॥ কোহয়ং যোগ্যো

ধারণ করিয়াছেন বলিয়া কপালী নামে আখ্যাত হইয়া থাকেন। হে দেব! আপনি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন। ভগবান্ শঙ্কর! দেবগণ কর্ত্তৃক এইরূপে স্তুত হইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে তাঁহাদিগকে উত্থাপিত করত সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। যাঁহার শশিখণ্ড-ময়ূখোদ্ভাসিত জটাসজ্য গগন-গঙ্গার তরঙ্গসঙ্গে বিধৌত হয়, কপাল যাঁহার কর-সহচর; এবং যিনি বিধাতাকে জয় করিয়াছেন, সেই উর্জ্জিত প্রাজ্যতেজা মালী শশিমৌলি জয়যুক্ত হউন। ১৪—১৬।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত। ২।

তৃতীয় অধ্যায়।

সনৎকুমার বলিলেন,—মস্তক ছিন্ন হইলে ভগবান্ ব্রহ্মা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তাঁহার ললাটে স্বেদ উৎপন্ন হইল। তিনি ঐ স্বেদ গ্রহণ করিয়া ভূমিতে নিক্ষেপ করিলেন। নিক্ষিপ্ত স্বেদ হইতে এক কুণ্ডলী নর জন্মগ্রহণ করিল। কুণ্ডলী সধনু, সমহেষুধি, সহস্রকবচ, এবং বীর। সে উৎপন্ন হইয়াই বলিল,—আমাকে কি করিতে হইবে? বিরিঞ্চি সতেজে রুদ্রকে দেখাইয়া বলিলেন,—এই দুর্ব্বুদ্ধিকে বধ কর; এ যেন পুনরায় আর না জন্মে। ঐ বীর ব্রহ্মার এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া ধনুর্গ্রহণ করত মহেশের প্রাণনাশের জন্য অতিরোষে বাণহস্তে ধাবিত হইল। মহেশ, দিব্যবাণ ও ধনুর্দ্ধারী বিক্রান্ত বেগগামী ঐ উগ্র পুরুষকে দর্শন করিয়া বিস্মিত হইলেন; ভাবিলেন,—এই মহাবল আমার বধ্য নহে; যে হেতু এ নিশ্চিতই বিষ্ণুর সখা হইবে। আমি বিষ্ণু কর্ত্তৃক অনুগৃহীত হইব। তিনি সখ্যার্থ তপোনিরত আছেন। মহেশ এই প্রকার চিন্তা করিয়া বিষ্ণুর আশ্রমে গমন করিলেন। তিনি যাইতে যাইতে হুঙ্কারধ্বনিতে সেই নরকে মোহিত করিয়া পাতিত করিলেন এবং হৃষ্ট হইয়া জগৎ-স্থিতির নিমিত্ত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। যেখানে প্রতাপবান্ বিশ্বাত্মা বিশ্বসৃক্ বিভু নারায়ণ তপস্যা করিতেছিলেন, ভগবান্ বিরূপাক্ষ সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে দর্শন করিলেন। তিনি দেখিলেন,—অনাতুর, সহস্র যুগান্তসূর্য্য-সমতেজা পুণ্যাধারস্বরূপ পুরাণ-পুরুষোত্তম নারায়ণ অঙ্গুষ্ঠে ভর দিয়া দণ্ডায়মান থাকিয়া তপস্যা করিতেছেন। নারায়ণকে এইরূপে তপস্যা করিতে দেখিয়া তিনি তাঁহাকে বলিলেন,—"ভিক্ষাং দেহি।" এই বলিয়া প্রজ্বলিত অনলোপম তাঁহার কপালপাত্র নারায়ণকে দেখাইলেন। নারায়ণ রুদ্রকে কপাল-

ভবেত্তিক্ষুর্ভিক্ষাদানস্য সাম্প্রতম্। যোগ্যোঽয়মিতি সঞ্চিন্ত্য দক্ষিণং ভুজমর্পয়ৎ ॥ ১৩ ॥ তং বিভেদান্তর্গতজ্ঞঃ শূলেন শশিশেখরঃ। ততঃ প্রবাহ উৎপন্নঃ শোণিতস্য বিভোর্ভুজাৎ ॥ ১৪ ॥ জাম্বূনদরসাকারা বহ্নিজ্বালেব নির্ম্মলা। নিস্পপাত কপালান্তে শম্ভুনা সম্প্রতীচ্ছিতা ॥ ১৫ ॥ ঋজ্বী বেগবতী শিপ্রা দীধিতীবাম্বরে রবেঃ। পঞ্চাশদ্‌যোজনা দীর্ঘা বিস্তারে দশযোজনা ॥ ১৬ ॥ দিব্যং বর্ষসহস্রং সা সমুবাহ হরের্ভুজাৎ। কিয়ন্তং কালমীশো হি ভিক্ষাং জগ্রাহ ভাবিতঃ ॥ ১৭ ॥ দত্তাং নারায়ণেনাথ সৎপাত্রে পাত্র উত্তমে। ততো নারায়ণঃ প্রাহ হরং পরমিদং বচঃ ॥ ১৮ ॥ সম্পূর্ণং তব পাত্রং হি ততো বৈ পরমেশ্বরঃ। সতোয়াম্বুদনির্ঘোষং শ্রুত্বা বাক্যং হরেহরঃ ॥ ১৯ ॥ শশিসূর্য্যাগ্নিনয়নঃ শশিশেখরশোভিতঃ। কপালে দৃষ্টিমাবেশ্য ত্রিনেত্রৈশ্চ জনার্দ্দনম্ ॥ ২০ ॥ অঙ্গুল্যা ঘটয়ন্ প্রাহ কপালং চাতিপূরিতম্। শ্রুত্বা হরিরিদং বাক্যং রক্তধারাং সমাহরৎ ॥ ২১ ॥ পার্শ্বতোঽথ হরেরীশঃ স্বাঙ্গুল্যা রুধিরং তদা। দিব্যং বর্ষসহস্রং চ দৃষ্টিপাতং মমন্থ বৈ ॥ ২২ ॥ মথ্যমানে ততো রক্তে কললং বুদ্বুদং ক্রমাৎ। বভূব চ ততঃ পশ্চাৎ কিরীটী সশরাসনঃ ॥ ২৩ ॥ সহস্রবাহু রক্তাক্ষো ধনুর্জ্জ্যাং সংস্পৃশন্ মুহুঃ। বভূব তূণীরগলো বৃষস্কন্ধোঽঙ্গুলিত্রবান্ ॥ ২৪ ॥ পুরুষোহর্জ্জুনসঙ্কাশঃ কপালে সম্প্রকাশয়ন্। তং দৃষ্ট্বা ভগবান্ বিষ্ণুঃ প্রাহ রুদ্রমিদং বচঃ ॥ ২৫ ॥ কপালে ভগবান্ কোঽয়ং প্রাদুর্ভূতোঽভবন্নরঃ। উক্তিং শ্রুত্বা হরিরীশস্তমুবাচ হরে শৃণু ॥ ২৬ ॥ নরো নামেতি পুরুষঃ পরমাস্ত্রবিদাংবরঃ। যস্ত্বয়োক্তো নর ইতি নরস্তস্মাদ্ভবিষ্যতি ॥ ২৭ ॥ নরনারায়ণৌ চোভৌ যুগে খ্যাতৌ ভবিষ্যতঃ। সংগ্রামে দেবকার্য্যেষু লোকানাং পরিপালনে ॥ ২৮ ॥ এষ নারায়ণ সখা নরস্তব ভবিষ্যতি। তব একাকিনঃ সংখ্যে তপসশ্চ মহামুনিঃ ॥ ২৯ ॥ বিজ্ঞানস্য পরীক্ষায়ৈ তেজো লোকে ভবিষ্যতি। তেজোঽধিকমিদং দিব্যং ব্রহ্মণঃ পঞ্চমং শিরঃ ॥ ৩০ ॥ তেজসা ব্রহ্মণো দীপ্তো ভুজস্য তব শোণিতাৎ। মম দৃষ্টিনিপাতাচ্চ ত্রীণি তেজাংসি যান্ততঃ ॥ ৩১ ॥ তৎসংযোগাৎ সমুৎপন্নঃ শত্রূন্ যুদ্ধে জয়িষ্যতি। অবধ্যা যে ভবিষ্যন্তি

পাণি দেখিয়া চিন্তা করিলেন। ইনি ব্যতীত ভিক্ষা দানের উপযুক্ত পাত্র অন্য আর কে আছে? ইনিই ভিক্ষাদানের উপযুক্ত পাত্র। এই ভাবিয়া বিরূপাক্ষকে দক্ষিণ ভুজ অর্পণ করিলেন। শশিশেখর অমনি তাহা শূল দ্বারা ভিন্ন করিলেন। বিষ্ণুর ভুজ হইতে তখন শোণিতধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। ঐ শোণিতধারা জাম্বুনদরসাকার ও বহ্নিজ্বালার ন্যায় নির্ম্মলা। দেবদেব মহাদেব তাহা কপালে ধারণ করিলেন। অম্বরস্থ সূর্য্যদীধিতির ন্যায় ঐ রুধিরধারা বেগবতী শিপ্রারূপে পরিণত হইল। উহা দৈর্ঘ্যে পঞ্চাশৎযোজন এবংবিস্তারে দশ যোজন। ঐ শোণিতধারা দিব্য সহস্র বৎসর কাল হরির ভুজ হইতে প্রবাহিত হইয়াছিল। মহেশ, নারায়ণপ্রদত্ত ভিক্ষা গ্রহণ করিলেন। অনন্তর নারায়ণ হরকে এই কথা বলিলেন,—আপনার পাত্র সম্পূর্ণ হইয়াছে। তখন শশি-সূর্য্যাগ্নিনয়ন, শশিশেখর হর অম্বুদনির্ঘোষবৎ হরির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া নেত্রত্রয় দ্বারা কপাল নিরীক্ষণ করিয়া অঙ্গুলী দ্বারা জনার্দ্দনকে অবঘট্টিত করিয়া (খুঁচিয়া দিয়া) বলিলেন,—কপাল অত্যন্ত পরিপূর্ণ হইয়াছে। হরি তখন মহেশের এই কথা শ্রবণ করিয়া রক্তধারা পরিহার করিলেন। মহেশ হরির পার্শ্বে থাকিয়া ঐ রুধির দেখিয়া দেখিয়া স্বীয় অঙ্গুলি দ্বারা দিব্য সহস্র বৎসর তাহা মন্থন করিলেন। ঐ মন্থনের ফলে তাহা হইতে বুদ্বুদাকার কলল উৎপন্ন হইল। পশ্চাৎ তাহা হইতে এক কিরীটী সশরাসন পুরুষ উৎপন্ন হইলেন।১—২৩। ঐ পুরুষ সহস্রবাহু, রক্তাক্ষ, মুহুর্ম্মুহু ধনুর্জ্জ্যাকর্ষণনিরত, তূণীরগল, বৃষস্কন্ধ, অঙ্গুলিত্র-সমন্বিত, এবং অর্জ্জুনসদৃশ। ঐ পুরুষকে দেখিয়া ভগবান্ বিষ্ণু রুদ্রকে এই কথা বলিলেন,—হে ভগবন্! আপনার কপালে এ—কোন্ নর প্রাদুর্ভূত হইল? হর হরির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন,—হরে! শ্রবণ কর, এ ব্যক্তি নরনামক পরমাস্ত্রবিৎ পুরুষ। তুমি ইঁহাকে নর বলিলে বলিয়া ইনি নরনামে অভিহিত হইবেন। তোমরা উভয়ে নর-নারায়ণ নামে খ্যাত হইবে এবং সংগ্রামে দেবকার্য্যে ও লোকপরিপালনে এই নর তোমার সখা হইবেন। ইনি যুদ্ধে তোমার সহায়, তপস্যায় মহামুনি এবং বিজ্ঞানের পরীক্ষায় তেজঃস্বরূপ হইবেন। ইনিই ব্রহ্মার তেজোধিক দিব্য পঞ্চম শির। ব্রহ্মার তেজ, তোমার হস্তের শোণিত এবং আমার দৃষ্টিপাত—এই ত্রিবিধ তেজে ইনি উৎপন্ন হইয়াছেন।

দুর্জ্জয়ান্তব চাপরে ॥ ৩২ ॥ শক্রস্থ চামরারাণাং তেষামেব ভয়ঙ্করঃ। এবমুক্তবতঃ শম্ভোর্বিস্মিতস্তস্য তেজসা ॥ ৩৩ ॥ হরিরপি স তত্রৈব তুষ্টাব হরকেশবৌ। নমো হর হরে তুভ্যং নমঃ শঙ্কর বিষ্ণবে ॥ ৩৪ ॥ নমস্তে শূলহস্তায় নমস্তে খড়্গপাণয়ে। নমো নমস্তে মেধ্যায় হৃষীকেশ নমোঽস্তু তে ॥ ৩৫ ॥ নমোঽস্তু বাচাং পতয়ে শ্রীধরায় নমোনমঃ। এবং স্তুবন্তং তং ভক্ত্যা কৃতাঞ্জলিপুটং নরম্ ॥ ৩৬ ॥ তথৈবাঞ্জলিসম্বদ্ধং গৃহীত্বাশু করদ্বয়ম্। উদ্ধৃত্যাথ কপালাত্তু পুনর্বচনমব্রবীৎ ॥ ৩৭ ॥ য এব পুরুষো রৌদ্রো ব্রহ্মণঃ স্বেদসম্ভবঃ। মম হুঙ্কারশব্দেন মোহনিদ্রামুপাগতঃ ॥ ৩৮ ॥ নিবোধ তং চ ত্বরিতমিত্যুক্তান্তর্হিতো হরঃ। নারায়ণস্য প্রত্যক্ষং বোধয়িত্বা দ্রুতং হি তম্ ॥ ৩৯ ॥ বামপাদেন হত্বা চ সমুত্তস্থৌ নরো রুষা। তয়োর্যুদ্ধং সমভবৎ স্বেদরক্তজয়োর্মহৎ ॥ ৪০ ॥ বিস্ফারিতা ধনুঃশব্দৈর্নাদিতাশেষভূতলম্। কবচং স্বেদজস্যৈকং রক্তজস্য তথা ভুজৌ ॥ ৪১ ॥ এবং সমেন বৈ যুদ্ধং দিব্যং জাতং তু ভূতলে। ত্রিবর্ষোনানি বর্ষাণাং শতানি দশ সুদ্বিজ ॥ ৪২ ॥ যুধ্যতোঃ সমতীতানি স্বেদরক্তজয়োর্মুনে। রক্তজো দ্বিভুজো দৃষ্ট্বা কবচৈকেন স্বেদজম্ ॥ ৪৩ ॥ বিভেদ বাণবেগেন ব্রহ্মণস্তং নরং পরম্। সসম্ভ্রমমুবাচেদং ব্রহ্মাণং মধুসূদনঃ ॥ ৪৪ ॥ মন্নরেণোচ্ছ্রিতো ব্রহ্মংস্ত্বদীয়ো বিনিপাতিতঃ। শ্রুত্বা তদাকুলো ব্রহ্মা বভাষে মধুসূদনম্ ॥ ৪৫ ॥ হরেঽন্যজন্মনি নরো মদীয়ো যদি হীয়তে। তেন তুষ্টেন সম্প্রোক্তং হরিণৈবং ভবিষ্যতি ॥ ৪৬ ॥ কৃত্বা তয়ো রণমপি নিবার্য্য তমুবাচ হ। অথান্যজন্মনি নরো মদীয়ো ভবিতা কলৌ ॥ ৪৭ ॥ ততো মহারণে জাতে তত্রাহং যোজয়ামি তম্। বিষ্ণুনাথ সমাহূয় মহেশ্বরস্ুরেশ্বরৌ ॥ ৪৮ ॥ উক্তাবিমৌ নরৌ রুদ্রৌ পালনীয়ৌ স্বশক্তিতঃ। স্বেদজাতাসৃগ্জাতৌ তু স্বকীয়াংশৌ ধরাতলে। স্বাংশভূতৌ দ্বাপরান্তে নিযোজ্যৌ ভূতলে ত্বয়া ॥ ৪৯ ॥ ততোঽব্রবীত্তদা বিষ্ণুং সুরেশো দুঃখিতং বচঃ ॥ ৫০ ॥ অস্মিন মন্বন্তরে দেব ত্রেতাযুগং তদা যদা। ত্বদ্রূপেণেহ মহতা সূর্য্যপুত্রহিতার্থিনা। বালী নাম মহাবাহুঃ

অতএব ইনি শক্রকুল উদ্বেজিত করিবেন। ইনি তোমার দুর্জ্জেয় শত্রুগণের এবং শক্র-শক্র অসুরগণেরও ভয়ঙ্কর হইবেন। শম্ভু এই কথা বলিলে হরি বিস্মিত হইলেন। অনন্তর নর হর-হরির স্তব করিতে লাগিলেন, যথা—হে হর! তোমাকে নমস্কার! হে হরে! তোমাকে নমস্কার। হে শঙ্কর ও বিষ্ণু! তোমাদিগকে নমস্কার। হে শূলহস্ত! তোমাকে নমস্কার; হে খড়্গপাণি! তোমাকে নমস্কার। হে মেধ্য হৃষীকেশ! তোমাকে নমস্কার। হে বাক্‌পতি শ্রীধর! তোমাকে নমস্কার। নরকে ভক্তিপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে স্তব করিতে দেখিয়া তাঁহাকে কপাল হইতে উত্থাপিত করত হর পুনরায় বলিলেন,—যে পুরুষ ব্রহ্মার স্বেদ হইতে সম্ভূত এবং আমার হুঙ্কারশব্দে মোহনিদ্রা প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহাকেও আপনি অবগত হউন। এই কথা বলিয়া তিনি অন্তর্হিত হইলেন। নর স্বেদজ পুরুষকে সত্বর নারায়ণের সাক্ষাৎকার জানাইয়া দিয়া বামপাদ দ্বারা তাহাকে হনন-পূর্ব্বক ক্রোধে উত্তেজিত হইয়া উঠিল। তখন স্বেদ-রক্তজ ঐ পুরুষদ্বয়ের তুমুল যুদ্ধ সঙ্ঘটিত হইল। তাহাদের ধনুরাস্ফালন-শব্দে পৃথিবী নাদিত হইল। হে দ্বিজ! স্বেদজের কবচ এবং রক্তজের ভুজযুগল, যুদ্ধে প্রধান অবলম্বন হইয়াছিল। এইরূপ সমাবস্থায় ভূতলে তাহাদের তিন বৎসর কম দশশত বৎসর যুদ্ধ চলিল। দ্বিভুজ রক্তজ স্বেদজকে একমাত্র কবচবিশিষ্ট দেখিয়া বাণ দ্বারা ভেদ করিলেন! তখন মধুসূদন সসম্ভ্রমে ব্রহ্মাকে বলিলেন,—দেখুন ব্রহ্মন্! আমার নর, আপনার নরকে নিপাতিত করিল। ব্রহ্মা তাহা শুনিয়া ব্যাকুলভাবে মধুসূদনকে বলিলেন,—হে হরে! আপনার নর যদি আমার নরকে পরাস্ত করিয়াছে, তাহা হইলে এ অন্য জন্মে আমারই হইবে। ব্রহ্মার তাদৃশ বাক্যে হরি সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—তাহাই হইবে। এই বলিয়া হর ও ব্রহ্মা উভয়ে তাহাদের যুদ্ধ নিবারণ করিয়া দিলেন। হরি বলিলেন,—অন্য জন্মে কলিযুগে নর আমার হইবে। ঐ সময় মহাসমর উপস্থিত হইলে আমি তাহাকে ঐ মহাসমরে নিযুক্ত করিব। বিষ্ণু, মহেশ্বর ও সুরেশ্বরকে আহ্বান করিয়া ক্রুদ্ধ নরদ্বয়কে যথাশক্তি পালন করিতে বলিলেন। তাঁহারাও স্বেদজ ও শোণিতজ নরদ্বয়কে দ্বাপরান্তে ধরাতলে নিয়োগ করিলেন। অনন্তর সুরেশ দুঃখিত হইয়া বিষ্ণুকে বলিলেন,—হে দেব। এই মন্বন্তরে ত্রেতাযুগে সূর্য্যপুত্র

সুগ্রীবার্থে নিপাতিতঃ ॥ ৫১ ॥ তেন দুঃখেন তপ্তোঽহং নাহং গৃহ্লামি তে নরম্। অগৃহ্নমানং দেবেশং কারণান্তরবাদিনম্ ॥ ৫২ ॥ বিষ্ণুঃ প্রোবাচ মঘবন্ ভুবো ভারাবতারণে। অবতারং করিষ্যামি মর্ত্ত্যলোকেঽপ্যহং বিভো ॥ ৫৩ ॥ ততো হৃষ্টোঽভবচ্ছক্রো বিষ্ণুবাক্যেন তেন বৈ। প্রতিগৃহ্য নরং হৃষ্টঃ সত্যমস্ত বচস্তব ॥ ৫৪ ॥ ইত্যুক্তা তু রবীন্দ্রৌ স প্রেষয়িত্বা চ তৌ পুনঃ। গত্বা চ পুণ্ডরীকাক্ষো ব্রহ্মাণং ব্রহ্মবেশ্মনি ॥ ৫৫ ॥ কৃতং জুগুপ্সিতং কর্ম্ম ব্রহ্মন্নীশং জিঘাংসতা। যত্ত্বয়া দেবদেবেশ পুমান্ কোপেন ভাষিতঃ ॥ ৫৬ ॥ শুদ্ধ্যর্থমস্ত পাপস্ত প্রায়শ্চিত্তং পরং কুরু। গৃহ্ণন্ বহ্নিত্রয়ং ব্রহ্মন্নগ্নিহোত্রমুপাস্ব হ ॥ ৫৭ ॥ একো বৈ গার্হপত্যোঽস্ত দ্বিতীয়াহবনীয়কঃ। দক্ষিণাগ্নিস্তৃতীয়স্ত ত্রিকুণ্ডেষু প্রকল্পয় ॥ ৫৮ ॥ বর্ত্তুলে তর্পয়াত্মানং মামথো ধনুষাকৃতৌ। চতুষ্কোণে হরং দেবমৃগ্‌যজুঃসামনামভিঃ ॥ ৫৯ ॥ হুত্বা ত্বগ্নিঞ্চ তপসা হরমেবার্চ্চ্য তৎক্ষণাৎ। দিব্যং বর্ষসহস্রং তু হুত্বাগ্নিং সিদ্ধিমাপ্স্যসি ॥ ৬০ ॥ প্রায়শ্চিত্তবিশুদ্ধাত্মা প্রতিপদ্য মহেশ্বরম্। ততো নিষ্কল্মষো ভূত্বা বিষাদস্তে গমিষ্যতি ॥ ৬১ ॥ ইত্যেবমুক্ত্বা হরিরুগ্রতেজা গতঃ স্বকীয়ং নিলয়ং মহাত্মা। ব্রহ্মাপি চিত্তং তপসে নিধায় সমাদধে সর্ব্বমথাচ্যুতোক্তম্ ॥ ৬২ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ব্রহ্মণঃ প্রায়শ্চিত্তবর্ণনং নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ। যোঽসৌ কপাল উৎপন্নো নরো নাম ধনুর্দ্ধরঃ। কিমেবং সোঽধুনা জাত উৎপত্তৌ বিশ্বকর্ম্মণঃ ॥ ১ ॥ কথং রুদ্রেণ জনিতঃ প্রভুণা বুদ্ধিপূর্ব্বকম্। বিষ্ণুনা বা ভগবতা ব্রহ্মণা ভাবভেদতঃ ॥ ২ ॥ কেন কস্মাৎ সমুৎপন্নঃ শঙ্করাচ্যুতব্রহ্মণাম্। ব্রহ্মা হিরণ্যগর্ভো যো যো জাতশ্চ চতুর্ম্মুখঃ ॥ ৩ ॥ অদ্ভুতং পঞ্চমং বক্ত্রং কথং তস্যাপ্যুপস্থিতম্। স তস্মৌ ভগবান্ ব্রহ্মা কথং রুদ্রে মনোঽদধৎ ॥৪॥ মূঢ়াত্মনা নরো যেন হন্তুং স

সুগ্রীবের হিতার্থী হইয়া আপনি বালী নামক মহাবাহুকে নিপাতিত করিয়াছেন। আমি সেই দুঃখেই নিতান্ত পরিতপ্ত আছি; সুতরাং আর আপনার নরকে গ্রহণ করিব না। বিষ্ণু তখন তাঁহাকে নর গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক ও কারণান্তরবাদী দর্শন করিয়া বলিলেন,—হে মঘবন্! আমি ভূভার হরণনিমিত্তই মর্ত্ত্যলোকে অবতীর্ণ হইয়া থাকি; এই জন্যই বালী নিহত হইয়াছে। শক্র তখন তাঁহার কথায় হৃষ্ট হইলেন এবং নরকে গ্রহণ করিয়া বিষ্ণুকে বলিলেন,—আপনি যাহা বলিলেন, তাহা সত্য। বিষ্ণু,—রবি ও ইন্দ্রকে ঐ কথা বলিয়া বিদায় দিয়া ব্রহ্মভবনে ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! আপনি দেবদেবের জিঘাংসা করিয়া অতি জুগুপ্সিত কর্ম্ম করিয়াছেন। আপনি ক্রোধের বশীভূত হইয়া তাঁহাকে কটু কথা বলিয়াছেন। সুতরাং এই পাপের শুদ্ধির নিমিত্ত আপনি প্রায়শ্চিত্ত করুন। হে ব্রহ্মন্! আপনি অগ্নিত্রয় গ্রহণ করত অগ্নিহোত্র উপাসনা করুন। প্রথম গার্হপত্য, দ্বিতীয় আহবনীয় এবং তৃতীয় দক্ষিণাগ্নি, এই অগ্নিত্রয়কে কুণ্ডত্রয়ে উপকল্পিত করুন। আপনি বর্ত্তুলাকার কুণ্ডে আপনাকে, ধনুরাকারে আমাকে, এবং চতুষ্কোণে হরকে যথাক্রমে ঋক, যজু ও সাম নাম উচ্চারণ করিয়া হোম দ্বারা তর্পিত করুন। এইরূপে দিব্য সহস্র বৎসর হোম, হরের অর্চ্চনা ও তপস্যা করিয়া সিদ্ধি লাভ করিবেন। আপনি প্রায়শ্চিত্ত-বিশুদ্ধাত্মা হইয়া মহেশ্বরকে লাভ করত নিষ্কল্মষ হইবেন; তাহার পর আপনার বিষাদ নষ্ট হইবে। উগ্রতেজা হরি, এই কথা বলিয়া স্বকীয় ভবনে গমন করিলেন। ব্রহ্মাও তখন অচ্যুতের বাক্যানুসারে তপস্যায় মনঃ-সমাধান করিলেন।২৪—৬২।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত। ৩।

চতুর্থ অধ্যায়।

ব্যাস বলিলেন,—নর নামক যে ধনুর্দ্ধর কপালে উৎপন্ন হইল, সে অধুনা বিশ্বকর্ম্মার উৎপত্তিতে কি জন্য জন্মিল? ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর, ইঁহারা কি উদ্দেশ্যে ইহাকে বুদ্ধিপূর্ব্বক জন্মাইলেন? এই নর, ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বরের কাহা হইতে কি হেতু উৎপন্ন হইল? যিনি হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা চতুর্ম্মুখ, তাঁহার আবার অদ্ভুত এক পঞ্চম বদন হইল কি প্রকারে? ভগবান্ ব্রহ্মা মোহ প্রাপ্ত হইয়া কি জন্য হরকে নিহত করিবার জন্য নরকে

প্রহিতো হরম্ ॥৫॥ সনৎকুমার উবাচ। মহেশ্বরহরী এতৌ দ্বাবেব সতি তিষ্ঠতঃ। তয়োরবিদিতং নাস্তি সিদ্ধাসিদ্ধং মহাত্মনোঃ ॥ ৬ ॥ ব্রহ্মণঃ পঞ্চমং বক্ত্রং যত্তদাসীন্মহাত্মনঃ। তস্যৈব মানসঃ সোঽগ্নিঃ শিরসা তেন বৈ ধৃতঃ ॥ ৭ ॥ যো নরো ব্রহ্মণঃ প্রোক্তঃ সোঽপ্যগ্নিস্তস্য মানসঃ। দধার তং মহাদেবঃ কৃত্বাঙ্গুল্যন্তরান্তরে ॥৮॥ পূর্ব্বং দৃষ্ট্বা সমুৎপত্তিমেবং তস্য মহান্নরঃ। তস্মাৎ কপালমঙ্গুল্যাং ঘট্টমানমজায়ত ॥ ৯ ॥ স তং হত্বা শরেণাজৌ ব্রহ্মণো নিহিতং রজঃ। মুমোহ রজসা সত্বং যদৃচ্ছাকৃৎ প্রভুর্যতঃ ॥ ১০ ॥ ব্যাস উবাচ। কথমগ্নিঃ সমুৎপন্নো যোঽগ্নিঃ সর্ব্বেণ ধারিতঃ। বিস্তরেণ তদাচক্ষ ভগবন্মুনিবন্দিত ॥ ১১ ॥ সনৎকুমার উবাচ। অব্যক্তাদীন্ সসর্জ্জাদাবণ্ডং হি তদজায়ত। জজ্ঞে সৌবর্ণবর্ণাভো ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ॥ ১২ ॥ স্বয়ম্ভুঃ স তপস্তপ্ত্বা দিব্যং বর্ষশতং মহৎ। স তপঃস্থো ব্যাজহার ভূর্ভুবঃস্বরিতি শ্রুতীঃ ॥ ১৩ ॥ শ্রুতিযোগাত্তু মনসঃ পশ্চাদগ্নিরজায়ত। অধোমুখঃ পপাতাগ্নিঃ পৃথিবীং নির্দ্দহন্ যদা ॥ ১৪ ॥ পাণিভ্যাং ব্রহ্মণা সোঽগ্নির্ভূমেরূর্দ্ধং নিবেশিতঃ। ততো দক্ষিণহস্তেন বেদ্যামগ্নিঃ প্রণীয়তে ॥ ১৫ ॥ পুরাপতন্নধোজ্বাল ঊর্দ্ধজ্বালো যদা ধৃতঃ। উত্তানশ্চ কৃতো যস্মাদ্ব্রহ্মণা নির্ম্মিতো মিথঃ ॥ ১৬ ॥ জ্বালাভিঃ প্রজ্বলন্নূর্দ্ধং সর্ব্বশব্দস্ফুলিঙ্গবান্। হিরণ্যবর্ণং ব্রহ্মাণং তদোবাচাগ্নিরুৎকটঃ ॥ ১৭ ॥ কিমর্থন্তু ত্বয়া দেব ভূমিভক্ষং নিবারিতম্। বুভুক্ষয়াহমাবিষ্ট আহারো মে প্রদীয়তাম্ ॥ ১৮ ॥ এব মুক্তোঽগ্নয়ে ব্রহ্মা স্বরোমাণি জুহাব সঃ। কৃশশ্চখাদ অগ্নিস্তু সর্ব্বরোমাণি ব্রহ্মণঃ ॥ অব্রবীচ্চ ন মে তৃপ্তির্ন চ মে দেহনির্বৃতিঃ। ত্বচং জুহাব ব্রহ্মা চ চখাদাগ্নিস্ত্বচং তদা ॥ ২০ ॥ অব্রবীত্তং তদা বহ্নিস্তৃপ্তির্নাস্তি মমেতি হি। জুহাব স্বানি মাংসানি স্বচোৎকৃত্য প্রজাপতিঃ ॥ ২১ ॥ অব্রবীচ্চ ন মে তৃপ্তির্ন চ মে দেহনির্বৃতিঃ। জুহাব ব্রহ্মা

প্রেরণ করিলেন? সনৎকুমার বলিলেন,—মহেশ্বর এবং হরি, ইঁহারা উভয়ে নিত্যপদার্থে অবস্থান করেন। এই মহাত্মদ্বয়ের সিদ্ধাসিদ্ধ কিছুই অবিদিত নাই। মহাত্মা ব্রহ্মার যে পঞ্চম বক্ত্র ছিল, তাহা তাঁহারই মানস অগ্নি, তিনি তাহা মস্তকে ধারণ করিতেন। আর যে ব্যক্তি ব্রহ্মার নর নামে কথিত, সেও তাঁহারই মানস অগ্নি মহাদেব তাহাকে অঙ্গুল্যন্তরে ধারণ করিয়াছিলেন। হর "ব্রহ্মার" অগ্রে জন্ম দেখিয়া তাঁহারই অঙ্গুলিতে কপাল অবঘট্টিত করেন। তাহাতেই ঐ মহান্ নর উৎপন্ন হয়। দেবদেব যুদ্ধে শর দ্বারা নরকে নিহত করিয়া ব্রহ্মায় রজোগুণ নিহিত করেন। ঐ রজোগুণ দ্বারা সত্ত্ব মোহপ্রাপ্ত হয়। দেবদেবের এরূপ করার কারণ এই যে, তিনি প্রভু; যিনি প্রভু, তিনি যদৃচ্ছাকারী হইয়া থাকেন। ব্যাস বলিলেন,—হে মুনিবন্দিত! যে অগ্নি সকলেই ধারণ করে, সেই অগ্নি কি প্রকারে উৎপন্ন হইল? আপনি তাহা বিস্তৃতরূপে বলুন। সনৎকুমার বলিলেন,—প্রথমে অব্যক্তাদি সৃষ্ট হয়, পরে তাহাই অণ্ডাকারে পরিণত হয়। দিব্য শত বৎসর তপস্যা করিয়া ঐ অণ্ডে সুবর্ণবর্ণাভ লোকপিতামহ ব্রহ্মা জন্মেন। পিতামহ—স্বয়ম্ভু। তিনি তপস্যা করিতে করিতে "ভূর্ভুবঃস্বঃ" এই শ্রুতি উচ্চারণ করেন। শ্রুতি উচ্চারণের ফলে মন হইতে পশ্চাৎ অগ্নি উৎপন্ন হয়। অগ্নি যখন পৃথিবীকে দগ্ধ করিয়া অধোমুখে পতিত হয়, তখন ব্রহ্মা ঐ অগ্নিকে হস্তদ্বয় দ্বারা ভূমির ঊর্দ্ধভাগে ধারণ করিয়া পরে দক্ষিণ হস্ত দ্বারা তাহা বেদীতে স্থাপন করিলেন। পূর্ব্বে অগ্নি অধোজ্বাল ও ঊর্দ্ধজ্বাল হইয়া পতিত হইতে হইতে যখন ব্রহ্মাকর্তৃক ধৃত ও উত্তানভাবে ভূমির উপরে রক্ষিত হন, তখন ঐ স্ফুলিঙ্গবান্ উৎকট অগ্নি ঊর্দ্ধভাবে প্রজ্বলিত হইয়া ভয়ানক চট-চটা শব্দ করিতে করিতে ব্রহ্মাকে বলিল,-হে দেব! কিজন্য আপনি আমাকে ভূমিভক্ষণ হইতে নিবারণ করিলেন; আমি বুভুক্ষিত হইয়াছি, আপনি আমার আহার প্রদান করুন। ১—১৮। ব্রহ্মা অগ্নি-কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তাঁহাকে আহারের নিমিত্ত নিজ রোম সকল প্রদান করিলেন। ক্ষুধা-ক্লিষ্ট অগ্নি তাঁহার প্রদত্ত সকল রোমই ভক্ষণ করিয়া ফেলিলেন। এবং বলিলেন,—ইহাতে আমার তৃপ্তি ও শরীর স্নিগ্ধ হইল না। অগ্নির এই কথা শুনিয়া তখন ব্রহ্মা পুনরায় তাঁহাকে আপনার গাত্রত্বক্ উন্মোচন করিয়া প্রদান করিলেন; অগ্নিও তাহা ভক্ষণ করিলেন। বহ্নি পুনরায় বলিল—আমার তৃপ্তি হইল না; প্রজাপতি তাহা শুনিয়া আবার স্বীয় গাত্রত্বক্ উন্মোচন করত তাঁহাকে প্রদান করিলেন। অগ্নি পুনরায় বলিল,—ইহাতেও আমার তৃপ্তি হইল না; তখন ব্রহ্মা স্বীয় অস্থি

চান্নানি তান্যশ্নাৎ স বুভুক্ষিতঃ॥ ২২॥ ততো ধাত্রা হুতাশায় কৃতো দেহো বিধাতুকঃ। তমদেহমথো দৃষ্ট্বা ব্রহ্মাণমবদচ্চ সঃ॥ ২৩॥ অহো ব্রহ্মন্ন মে তৃপ্তির্ন চ মে দেহনির্বৃতিঃ। ক্রুদ্ধেন ব্রহ্মণা সোঽগ্নির্হুঙ্কারেণ দ্বিধা কৃতঃ॥ ২৪॥ আহতু রুদতাবগ্নী আহারার্থং প্রজাপতিম্। হুঙ্কারেণ পুনর্ব্রহ্মা দ্বিধৈকৈকং চকার বৈ॥ ২৫॥ ত্রয়স্তেষাং রুদন্তিস্ম রুদন্ হ্যেকো হ্যসংবৃতঃ। ক্রুদ্ধেন ব্রহ্মণা ব্যাস হুঙ্কারেণৈব তাড়িতঃ॥ ২৬॥ রোরূয়মাণে চাগ্নৌ তু পুনর্ব্রহ্মা কৃপান্বিতঃ। প্রাহ কামাভিভূতানাং ভুঙ্ক্ষ্ব ত্বং দেহধাতুকম্॥ ২৭॥ সকামস্তস্য কামস্য সা বৃত্তিঃ সম্প্রকল্পিতা। অকারাগ্নিং সন্নিবিষ্টং দৃষ্ট্বা মনসি মানসঃ॥ ২৮॥ হুঙ্কারাগ্নিঃ প্রজজ্বাল কিমেতদিতি চাব্রবীৎ। ব্রহ্মা তমাহ ত্বমপি যথেষ্টাং বৃত্তিমাশ্রয়॥ ২৯॥ দেবমধ্যে বহির্বাপি মুনীনামাশ্রমেষু চ। ইত্যেবমুক্তস্তেনাশু বৃত্তিমেতামরোচয়ৎ॥ ৩০॥ অহমেবং প্রযাস্যামি পুনঃ পুনরুবাচ হ। যস্মাদেষ দ্বিতীয়োগ্নির্হুঙ্কারাৎ সমজায়ত॥ ৩১॥ সাভিমানোহপমানো বা হুঙ্কারো যত্র কথ্যতে। সা চ বৃত্তির্মমাদেশাদ্বুভুক্ষাশান্তয়ে তব॥ ৩২॥ ইকারাগ্নিং সমাহূয় ব্রহ্মা বচনমব্রবীৎ। ভবতোঽগ্নে ত্বিয়ং বৃত্তিরন্নং ভুক্তং দহেরিতি॥ ৩৩॥ উকারাগ্নিং সমাহূয় ব্রহ্মা বচনমব্রবীৎ। যৎপৃথিব্যাং গুরুধ্যানং ভগবংস্তৎসমাশ্রয়॥ ৩৪॥ অহং চ তে বিধাস্যামি স্থানমাহারমেব চ। ইত্যুক্তঃ স তু তেনাগ্নির্যৎপৃথিব্যাং শিলাচয়ঃ। ৩৫॥ যতোঽগ্নির্ব্যাস তেনোক্তো গিরৌ দুর্গে মহামুনে। উকারাগ্নিঃ স চাপ্যেষ সমুদ্রে বড়বামুখঃ॥ ৩৬॥ সোঽপি ত্রিয়ঃ সমাহূতো ব্রহ্মণা স্থানলিপ্সয়া। ত্বং চক্ষুঃ সর্বলোকস্য ব্রহ্মা বচনমব্রবীৎ॥৩৭॥ তস্মাৎ ত্বং সংস্কৃতাং বাণীং দ্বিজাতীনাং প্রকাশয়। দৈবী পুণ্যা হি পাপাংশ্চ আয়ুষ্যং হন্ত্যসংস্কৃতা॥ ৩৮॥ তস্মাদ্দ্বিজাতের্বিজ্ঞেয়া বাণী পুণ্যা প্রকাশিতা। বাক্ চ মাতা দ্বিজাতীনাং মুখে সা সম্প্রতিষ্ঠিতা॥ ৩৯॥ অনৃতাক্ষরবিন্যাসাদমঙ্গল্যা হ্যসংস্কৃতা। বক্তারং হন্ত্যতো হ্যগ্নিঃ সদা সংস্কৃতকৃদ্দ্বিজঃ॥ ৪০॥ আহূয় ভূয়োঽকারাগ্নিং প্রজাপতিরচক্ষুষম্। বাগ্দেববাণীমবদৎ সোঽপি

প্রদান করিলেন। বুভুক্ষিত বহ্নি তাহাও ভোজন করিল। এইরূপে ব্রহ্মা হুতাশনের নিমিত্ত স্বীয় দেহ বিধ্বস্ত করিলে বহ্নি তখন তাঁহাকে তথাবিধ দর্শন করিয়া বলিল,—হে ব্রহ্মন্! ইহাতেও আমার তৃপ্তি এবং দেহ-নির্বৃতি হইল না; তাহা শুনিয়া ব্রহ্মা কোপে অগ্নিকে দ্বিধাকৃত করিলেন। দ্বিধাকৃত হইয়াও বহ্নি কান্দিতে কান্দিতে প্রজাপতিকে আহারার্থ নিবেদন করিল। ব্রহ্মা তখন ঐ দ্বিধা-বিভক্ত বহ্নিকে পুনরায় দুই দুই ভাগে বিভক্ত করিলেন। হে ব্যাস! তখন তিনভাগ অগ্নি ক্রন্দন করিতে লাগিল! আর একভাগ অগ্নির ক্রন্দন সম্বরণ না হওয়ায় সে ক্রুদ্ধ ব্রহ্মা কর্তৃক তাড়িত হইল। অগ্নি রোরুদ্যমান হইলে ব্রহ্মা পুনরায় কৃপান্বিত হইয়া অগ্নিকে বলিলেন,—তুমি কামাভিভূত ব্যক্তিদিগের দেহধাতু ভক্ষণ করিবে। বিধাতা অগ্নির ঐরূপ বৃত্তি বিধান করিলেন। অকারাগ্নিকে তদবস্থ দেখিয়া মানস হুঙ্কারাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল এবং বলিল,—এ কি প্রকার? ব্রহ্মা তাহাকে বলিলেন,—তুমিও দেবমধ্যে, বহিঃপ্রদেশে এবং মুনিদিগের আশ্রমে যথেষ্ট বৃত্তি অবলম্বন কর। বহ্নি ব্রহ্মা কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া স্বীয় বৃত্তি মনোনীত করিয়া লইল। সে পুনঃপুন বলিল,—আমি চলিলাম। দ্বিতীয় অগ্নি হুঙ্কার হইতে জাত; যে স্থানে হুঙ্কারাগ্নি প্রবর্তিত হয়, সেই স্থানেই অভিমান ও অপমান অগ্নি বিদ্যমান থাকে। সুতরাং উহারাও আমার আদেশে বুভুক্ষাশান্তির নিমিত্ত হুঙ্কারাগ্নিরই বৃত্তি লাভ করিবে।১৯—৩২। ইকারাগ্নিকে আহ্বান করিয়া ব্রহ্মা বলিলেন,—হে অগ্নে! তুমি ভুক্ত অন্ন পাক করিবে; ইহাই তোমার বৃত্তি নির্দিষ্ট হইল। উকারাগ্নিকে ডাকিয়া ব্রহ্মা বলিলেন,—পৃথিবীতে যে গুরুতর চিন্তা আছে, তুমি তাহাকেই অবলম্বন কর। আরও কতিপয় স্থান ও আহার্য্য আমি তোমায় বলিয়া দিতেছি; যথা—শিলানিচয়, গিরি, দুর্গ, বড়বা-মুখ, এবং লোক-চক্ষু, এই সকল স্থানে তুমি বাস করিবে। আর তুমি দ্বিজাতিগণের বাণী সংস্কৃত করিয়া প্রকাশ কর। ঐ দৈবী পুণ্যা সংস্কৃতা বাণী—পাপ এবং অসংস্কৃতা বাণী আয়ু বিনষ্ট করে। অতএব দ্বিজাতির বাণীই পুণ্যা বলিয়া কীর্তিত। দ্বিজাতিগণের বাণী মাতৃস্বরূপা এবং তাহা তাঁহাদিগের মুখে প্রতিষ্ঠিত। অনৃতাক্ষর বিন্যাস হেতু ঐ বাণী অসংস্কৃতা ও অমঙ্গলা হয় এবং উহা বক্তাকে বিনাশ করে। অগ্নি সাক্ষাৎ সংস্কারকারী দ্বিজস্বরূপ। প্রজাপতি পুনরায় অচক্ষু বাগ্দেববাণী

সম্মীলিতেক্ষণঃ ॥ ৪১ ॥ ব্রহ্মাণমাহ বহ্নিস্ত বাচোহহং সুখমস্মি হে। স্থানং মম প্রযচ্ছস্ব সর্ব্বতেজোবরং পরম্ ॥ ৪২ ॥ ব্রহ্মা তমাহ যস্মাত্ত্বং তেজঃস্থানং সমীহসে। তস্মাত্তেজোময়ং যত্তে রবিস্থানং ভবিষ্যতি ॥ ৪৩ ॥ যস্মাত্তেজঃ প্রপশ্যন্তি চক্ষুর্ভবতি দুর্ব্বলম্। তস্মাত্তত্তেজসা যুক্তং পশ্যেদনিমিষং কচিৎ ॥ ৪৪ ॥ ইকারমথ সম্ভিন্নমগ্নিমাহ পিতামহঃ। সৌম্যদৃষ্ট্যা তু ব্রহ্মাণং সমুদীক্ষ্যুপাগতম্ ॥ ৪৫ ॥ যস্মাচ্ছীঘ্রং মহাসত্ত্ব সৌম্যদৃষ্টিরিহাগতঃ। তস্মাদাপ্যায়নং স্থানং সর্ব্বভূতমনোরমম্ ॥ ৪৬ ॥ সংশীতাত্মা শীতরশ্মিশ্চন্দ্রমাস্ত্বং ভবিষ্যসি। সর্ব্বতেজোঽধিকো দিব্যঃ সৌম্যঃ পরমভাস্বরঃ ॥ ৪৭ ॥ তরুস্থঃ সর্ব্বতেজাংসি তেজসাভিভবিষ্যসি। ইত্যুক্ত্বা তং বিসৃজ্যাথ উকারাগ্নিমথাহ্বয়ৎ ॥ ৪৮ ॥ ইহৈহীতীতি শিরসি সমাদায় প্রবেশয়ৎ। তত্রস্থং পঞ্চমং বক্ত্রমূর্দ্ধমেতৎ প্রজায়তে ॥ ৪৯ ॥ স এবং রূপবানগ্নিরুকারাগ্নিঃ প্রতিষ্ঠিত.। তস্মাদগ্নিশ্চ সূর্য্যশ্চ একমেতৌ বিনির্দ্দিশেৎ ॥ ৫০ ॥ ভবাগ্নিরূপং পরমং ব্রহ্মাণমিদমব্রবীৎ। মমাপি রুচিরং স্থানং প্রযচ্ছস্ব যথা স্বয়ম্ ॥ ৫১ ॥ ব্রহ্মা তমাহ কতমং স্থানং তে রোচতেঽনল। অগ্নিস্তং প্রত্যুবাচেদং স্থানং কথয় মে পরম্ ॥ ৫২ ॥ স্থানং নৈবাস্তি তে ভব্যং ততো হ্যেবং ভবিষ্যতি। অত্র তে স্থাতুমিচ্ছাস্তি যদি সংস্থাস্যতে ত্বিহ ॥ ৫৩ ॥ লোকে নিত্যং সমাচার লোকসংস্থিতিহেতুকঃ। সত্ত্বপার্থমিহাস ত্বং নিজসত্ত্বপরাক্রমঃ ॥ ৫৪ ॥ যদিহ ত্বং মহাজ্বালাভাভিঃ কলিতশোভনঃ। প্রাপ্স্যসে সর্ব্বজন্তূনাং ভাস্বরত্বমনুত্তমম্। ন হ্যেষ ধর্ম্মশৈবাদ্যো মায়ামোহিতকাময়া ॥ ৫৫ ॥ ইত্যুক্তে ব্রহ্মণা সোঽগ্নিঃ প্রজজ্বাল সহস্রশঃ। অনন্তজ্বালাভিস্ততো নানাবর্ণাদিভিঃ শ্রিতঃ ॥ ৫৬ ॥ অকারেকার উকারো ব্রহ্মা তমথ দৃষ্টবান্। নৈবাসৌ শাম্যতাং যাতি বহ্নির্ভূয়ো ব্যবর্দ্ধত ॥ ৫৭ ॥ ব্যাপ্তং ভবাগ্নিনা সর্ব্বং তির্য্যগূর্দ্ধমধস্তথা। জ্বালাভিরুপরি ক্ষিপ্তং দৃষ্ট্বাত্মানং সমন্ততঃ ॥ ৫৮ ॥ চিন্তয়ন্তং তু ব্রহ্মাণং

অকারাগ্নিকে আহ্বান করিয়া তাঁহাকে বলিলেন,—সেও চক্ষুরুন্মীলন করিয়া ব্রহ্মাকে বলিল,—আমি আপনার বাক্যে সুখী হইলাম। আপনি আমাকে সর্ব্বতেজোময় পরম স্থান প্রদান করুন। ব্রহ্মা তাহাকে বলিলেন,—যে হেতু তুমি তেজোময় স্থান প্রার্থনা করিতেছ; অতএব তেজোময় সূর্য্যমণ্ডল তোমার স্থান হইবে। তেজ পদার্থের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে চক্ষু দুর্ব্বল হয়, এজন্য জনগণ তোমার তেজোযুক্ত তেজঃপদার্থ অনিমিষনেত্রে কদাচিৎ নিরীক্ষণ করিবে। পিতামহ ইকাররূপ সংভিন্ন অগ্নিকে আহ্বান করিলে ইকারাগ্নি সৌম্যদৃষ্টিতে ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইল। ব্রহ্মা বলিলেন,—হে মহাসত্ত্ব! যে হেতু তুমি শীঘ্র শীঘ্র সৌম্যদৃষ্টিতে এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছ; অতএব তুমি সর্ব্বভূতমনোহর শীতাত্মা শীতরশ্মি হইবে এবং সর্ব্বতেজোধিক, সৌম্য পরমভাস্বর ও তরুস্থ হইয়া তুমি সর্ব্ব তেজ অভিভূত করিবে। এই কথা বলিয়া ব্রহ্মা তাঁহাকে বিসর্জ্জন দিলেন—এবং উকারাগ্নিকে আহ্বান করিলেন। "ইহ এহি" এই কথা বলিয়া উকারাগ্নিকে মস্তকে ধারণ করিয়া প্রবেশ করাইলেন। ঐ উকারাগ্নিতে ব্রহ্মার পঞ্চম বক্ত্র; উহা উর্দ্ধে বিরাজিত হইল। ঐ রূপবান উকারাগ্নি উর্দ্ধে প্রতিষ্ঠিত হইল বলিয়া সূর্য্য ও অগ্নি একরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অনন্তর অগ্নি ভবাগ্নিরূপে ব্রহ্মাকে বলিল,—আপনি আমারও এক মনোহর স্থান নির্দ্দেশ করুন।৩৩—৫১। তাহা শুনিয়া ব্রহ্মা তাহাকে বলিলেন,—হে অনল! তোমার কোন্ স্থান অভিমত হয়, বল। ভবাগ্নি তাঁহাকে পুনরায় বলিলেন,—আমায় একটী শ্রেষ্ঠ স্থান প্রদান করুন। ব্রহ্মা বলিলেন,—হে ভবাগ্নে! উত্তম স্থান আর নাই, তবে এইরূপ হইতে পারে,—যদি আপনার ইহাতে থাকিতে ইচ্ছা হয়, যদি থাকেন, তবে বলিতেছি যে, লোকসংস্থিতিহেতু আপনি এই লোকে নিত্য বিচরণ করুন। তুমি নিজ সত্ত্ব ও পরাক্রমে লোকসত্ত্বের নিমিত্ত এই পৃথিবীতে অবস্থিত হও। তুমি মহাজ্বালা দ্বারা স্বীয় শোভার বিকাশ কর। এইরূপ করিলে তুমি সর্ব্ব জন্তুগণের অনুত্তম ভাস্বরত্ব প্রাপ্ত হইবে। মায়ামুগ্ধ হইয়া তুমি ইহা স্বীকার করিতে অসম্মতও হইতে পার। ভগবান্ ব্রহ্মা এরূপ বলিলে ঐ ভবাগ্নি সহস্র সহস্র শিখা বিস্তার করিয়া প্রজ্বলিত হইল। সে বিবিধ বর্ণের অনন্ত জ্বালা-মালা বিস্তার করিল। ব্রহ্মা তাঁহার মধ্যে আকার ইকারও উকার প্রভৃতি অগ্নি নিরীক্ষণ করিলেন। ঐ ভবাগ্নি শমতা প্রাপ্ত না হইয়া ভূয়োভূয় বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তির্য্যক্, অধ, উর্দ্ধ সমস্ত স্থান ব্যাপ্ত হইল। তখন প্রজাপতি জ্বালমালা

ভাতং চৈব বিশেষতঃ। শিরস্যঞ্জলিমাধায় তুষ্টাবাথ প্রণম্য তম্॥ ৫৯॥ তেজোনিধিঞ্চ সর্ব্বেশং জ্ঞাতুমিচ্ছন্ প্রজাপতিঃ। নিরুক্তস্বরুক্তয়াহৈস্তৈঋ‍র্গৃযজুঃ সামভাষিতৈঃ॥ ৬০॥ ব্রহ্মোবাচ। সপ্ততেজো নমস্তেহস্তু পরস্য পরমাত্মনে। অদ্ভুতানাং প্রতিশ্রোত্রে তেজসাং নিধয়ে নমঃ॥ ৬১॥ বীজং যো বিশ্বভাবানাং সম্মোহনবিমোহনম্। অন্ধকারো যুগাবর্ত্তকালে কালে চ দুঃসহ॥ ৬২॥ উর্দ্ধবক্ত্র নমস্তেহস্তু সত্ত্বাত্মক ধরাত্মক। জলজ্জ্বালোৎপন্নজল জলজেশ জলেচর॥ ৬৩॥ জলজোৎফুল্লপত্রাক্ষ জলদেব হুতাশন। কৃষ্ণকান্তে কৃষ্ণমার্গ স্বর্গমার্গপ্রদায়ক॥ ৬৪॥ যজ্ঞাহুতিসমাচার যজ্ঞরূপ নমোনমঃ। স্বর্ণগর্ভ শমীগর্ভ জয় দেব সনাতন॥ ৬৫॥ তমোহার মহাহার স্বাহাপ্রিয় তমোহর। প্রদীপ্তরোচির্দ্দেবেশ চিত্রভানো নমোহস্তু তে॥ ৬৬॥ বৈশ্বানরানলোদগ্র উর্দ্ধপাবক সর্ব্বগ। বিভাবসো মহাভাগ কৃষ্ণবর্ত্মন্নমো নমোঃ॥ ৬৭॥ সনৎকুমার উবাচ। এবং স্তুতস্তদা সোহগ্নির্ব্বিরিঞ্চিমব্রবীদ্বচঃ। তুষ্টোহহং ভবতো ব্রহ্মন্ ভাবকর্ম্মপ্রসিধ্যতি॥ ৬৮॥ এবমুক্তস্তদা ব্রহ্মা নমস্কৃত্যাব্রবী পুনঃ। জ্ঞাতুমিচ্ছাম্যহং দেব কো হি ত্বং ভগবানিতি॥ ৬৯॥ অব্রবীৎ সোহথ ব্রহ্মাণং পুরুষস্ত্বং প্রজাপতিঃ। অজ্ঞেয়ং পরমং রূপং তেন যোগ্যেন পশ্য মে॥ ৭০॥ অথাপশ্যৎ স দিব্যেন ভগবন্তং সনাতনম্। সর্ব্বজ্ঞং বিধিকর্ত্তারমীশ্বরং সদসৎপরম্॥ ৭১॥ জ্বলনং গগনং ভূমিং দৃশ্যাদৃশ্যং পরং পদম্। ভূতং ভব্যং ভবিষ্যঞ্চ জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্। সদৈব কুরুতে দেবো ভুঙক্তে সর্ব্বং যতঃ প্রভুঃ॥ ৭২॥ অতিসম্ভূতিভব্যেন স্তোত্রেণাথ প্রজাপতিঃ। তুষ্টাব দেবং প্রকৃতং পুরাণমজমব্যয়ম্॥ ৭৩॥ ততোহতিরক্তবর্ণঞ্চ দৃষ্ট্বা দেবঃ প্রজাপতিঃ। বিশ্বতো বাহুচরণং বিশ্বতোহগ্নিশিরোমুখম্॥ ৭৪॥ ব্যক্তাব্যক্তপ্রণেতারং প্রণমঞ্ছিরসা স্বয়ম্। পশ্যতেহথ নমস্তেহস্তু তুভ্যং বিশ্বভবাত্মনে॥ ৭৫॥ পৃথিবী বায়ুরাকাশং যচ্চান্যদ্ভুবনত্রয়ম্। লোকালোকেশ্বরং চৈব জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্॥ ৭৬॥ তত্ত্বসর্গং ভূতসর্গং ভাবসর্গং তথৈব চ। ব্রহ্মতেজোময়াত্মানং

দ্বারা আপনাকে উর্দ্ধক্ষিপ্ত দেখিয়া ভীত ও চিন্তিত হইয়া মস্তকে অঞ্জলিবন্ধন-পূর্ব্বক ঐ প্রজ্বলিত তেজোনিধিকে স্বরূপত জানিবার নিমিত্ত ঋক্ যজু, ও সামবাক্যে স্তব করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, হে সপ্ততেজঃ! তুমি পরেরও পরমাত্মা; তোমাকে নমস্কার। তুমি অদ্ভুতের প্রতিশ্রোতা, এবং তেজোনিধি; তোমাকে নমস্কার। তুমি বিশ্বের বীজ, সম্মোহন, বিমোহন, যুগাবর্ত্তকালে দুঃসহ অন্ধকার, উর্দ্ধবক্ত্র, সত্ত্বাত্মা, ও ধরাত্মক, তোমাকে নমস্কার। হে দেব! তুমি জলজ্জ্বাল উৎপন্নজল, জলজেশ, জলচর, জলজোৎফুল্লপত্রাক্ষ, জলদেব, হুতাশন কৃষ্ণকান্তি, কৃষ্ণমার্গ, স্বর্গমার্গপ্রদায়ক, যজ্ঞাহুতিসমাচার ও যজ্ঞরূপ; তোমাকে নমস্কার। হে দেব! তুমি স্বর্ণগর্ভ, ও শমীগর্ভ, ও সনাতন; তোমাকে নমস্কার। তুমি তমোহার, সমাহার, স্বাহাপ্রিয়, তমোহর, প্রদীপ্তরোচিঃ, দেবেশ, ও চিত্রভানু, তোমাকে নমস্কার। হে বৈশ্বানর! তুমি অনলোদয়, উর্দ্ধপাবক, সর্ব্বগ, বিভাবসু, মহাভাগ, ও কৃষ্ণবর্ত্মা তোমাকে নমস্কার। সনৎকুমার বলিলেন,—ভবাগ্নি বিরিঞ্চি কর্ত্তৃক এইরূপে স্তুত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! আমি তুষ্ট হইয়াছি; আপনার কর্ম্ম সুসিদ্ধ হইবে। ৫২—৬৮। ভবাগ্নির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মা পুনরায় বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! তুমি কে? আমি ইহাই তোমার নিকট জানিতে ইচ্ছা করি। ভবাগ্নিও ব্রহ্মাকে বলিল,—হে ব্রহ্মন্! আপনি পুরুষ এবং প্রজাপতি, অতএব আপনি আমার আজ্ঞায় পরমরূপ অবলোকন করুন। অনন্তর ভগবান্ বিরিঞ্চি দিব্য চক্ষু দ্বারা ঐ সনাতন, সর্ব্বজ্ঞ, বিধি, কর্ত্তা, ঈশ্বর, সৎ, অসৎ, পরম, জ্বলনকে দর্শন করিলেন এবং বলিলেন,—হে অগ্নে! গগন, ভূমি, দৃশ্য, অদৃশ্য, পরমপদ, ভূত, ভব্য, ভবিষ্য, স্থাবর জঙ্গম ও জগৎ, এ সকল তুমিই সর্ব্বদা করিয়া থাক এবং তুমি সর্ব্বভুক্। প্রজাপতি উক্ত প্রকার বিভূতিযুক্ত বাক্যে প্রকৃত, পুরাণ, অজ ও অব্যয় অগ্নির স্তব করিলেন। দেব স্তবান্তে দেখিলেন,—বহ্নি রক্তবর্ণ, তাঁহার চতুর্দ্দিকে বাহু ও চরণ, তিনি বিশ্বতোহগ্নিশিরোমুখ, এবং ব্যক্তাব্যক্তপ্রণেতা। এইরূপ দর্শন করিয়া তিনি তাহাকে নমস্কার করিলেন এবং পুনরায় এই বলিয়া স্তব করিতে লাগিলেন যে, হে অগ্নে! তুমি পৃথিবী, তুমি বায়ু, তুমি আকাশ, তুমি ভুবনত্রয়, এবং লোকালোকেশ্বর। হে অগ্নে! তুমি স্থাবর জঙ্গম জগৎ তত্ত্বসর্গ, ভূতগণ, ভাবসর্গ, যৎকিঞ্চিৎ

সংপশ্যংশ্চক্ষুষা স্বতঃ। ৭৭। যৎকিঞ্চিদ্বস্তুজাতং হি তৎ সর্ব্বমচরং চরম্। এবং স্তুতঃ স তু তদা অনাদির্ভগবান্ প্রভুঃ। ৭৮। অথেশঃ প্রাহ ব্রহ্মাণং ত্বয়া দৃষ্টং যথাতথম্। সৃজেদানীং প্রজাঃ সর্ব্বাঃ স চ ত্বং বিনয়ান্বিতঃ। ৭৯। কর্ত্তাহমনুকর্ত্তা ত্বং লোকানাং স্থিতিকারণে। কুরুম্বৈতত্তথা ভাব্যং ময়া পূর্ব্বং বিনির্ম্মিতম্। ৮০। ইত্যুক্তো দেবদেবেন ব্রহ্মা বচনমব্রবীৎ। মমস্তেহস্তু মহাদেব ভব শর্ব্ব নমোহস্তু তে। ৮১। ত্বৎপ্রসাদাৎ প্রজাসর্গং কুর্ব্বতো মে মহেশ্বর। সখায়ং প্রাপ্তুমিচ্ছামি ত্বয়া দত্তং জগৎপতে। ৮২। মহেশ্বর উবাচ। ধ্যায়তঃ পুত্রকামস্ত স্রষ্টুকামস্ত তে যতঃ। কল্পিতং ভবিতা দেব মদুৎপত্তিঃ যদীপ্স্যসি। ৮৩। পুত্রত্বং প্রাপ্য হীশস্তে ছেৎস্যামি পঞ্চমং শিরঃ। তত্র চোৎপাদয়িষ্যামি নরনারায়ণাবুভৌ। ৮৪। ব্রহ্মোবাচ। কথং নারায়ণো দেবস্তপসা মন্যতে স নঃ। কীর্ত্তয়স্ব সখা ধন্তঃ স ন পূজ্যো ভবিষ্যতি। ৮৫। অথাপশ্যত্ততো ব্রহ্মা তেজসা হরিমচ্যুতম্। তং সর্ব্বগমনং গম্যং শিবং নারায়ণাত্মকম্। ৮৬। মহেশ্বরস্য তেজোহর্দ্ধং সন্তং নারায়ণং প্রভুম্। চকার ব্যাহৃত্যার্ত্তং শ্রীরূপং শক্তিসাম্যতঃ। ৮৭। অঙ্গুল্যা সংস্পৃশন্ দেবো ব্রহ্মাণমব্রবীদ্বচঃ। ব্রহ্মংস্তে পরমং ধাম ঋষির্নারায়ণানুগঃ। ৮৮। ভবিতা লোকরক্ষার্থং শ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বধনুষ্মতাম্। নারায়ণ মহাবীর্য্য শক্তিরেষা মদীয়িকা। ৮৯। ইত্যুক্তা ভগবান্ দেবস্তমগ্নিং পাণিনাগ্রহীৎ। দক্ষহস্তাঙ্গুলিনখমধ্যস্থং সমচীকরৎ। ৯০। ইতি সংকৃত্য সন্ততং নরশ্চৈব মহেশ্বরঃ। ব্রহ্মণো দর্শয়িত্বাথ তত্রৈবান্তরধীয়ত। ৯১। অথাব্রবীত্ততো ব্রহ্মা অগ্নিং তং তু যুগক্ষয়ে। স্পৃশন্ দক্ষিণবামাভ্যাং সান্ত্বয়ন্নিব তং গিরা। ৯২। ভৃগুশ্চৈবাঙ্গিরাঃ পুত্রৌ ভবিতারৌ ন সংশয়ঃ। অত্রৈব মম ভবতাং বংশে বিখ্যাতকর্ম্মণৌ। ৯৩। দ্বিধা সন্তজ্য তেনাগ্নিং সৃষ্টৈর্যজ্ঞো ভবিষ্যতি। ভবন্তৌ তিষ্ঠতস্তত্র পৃথিব্যাং দানমাশ্রিতৌ। ৯৪। ব্রহ্মণাগ্নী সমেতৌ তু ব্রহ্মাণমনুনোদিতৌ। তস্মাদেবং বিধাতব্যৌ নির্ম্মথ্য বিধিপূর্ব্বকম্। ৯৫। অতোহশ্বত্থে শমীগর্ভে সংযোগস্তত্র পঠ্যতে।

বস্তুজাত, চর, অচর। ও তুমি ব্রহ্মতেজোময় স্বীয় আত্মাকে আপনা আপনিই দেখিতেছ এবং চরাচর যাবতীয়বস্তুই তুমি। অনাদি ভগবান্ প্রভু অগ্নি এই প্রকার স্তুত হইয়া ব্রহ্মাকে বলিলেন,—আপনি অধুনা আমাকে যথাতথভাবে নিরীক্ষণ করিলেন; অধুনা বিনয়ান্বিত হইয়া প্রজা সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করুন। আমিই লোকস্থিতির কর্ত্তা আপনি আমার সহকারী, আপনি সৃষ্টি করুন; আপনি পূর্ব্বে যাহা করিয়া রাখিয়াছি, তদ্রূপই হইবে। ব্রহ্মা অগ্নি কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তাহাকে বলিলেন,—আমি আপনাকে জানিতে পারি নাই। আপনি ভব, শর্ব্ব, ও মহাদেব, আপনাকে নমস্কার। হে মহেশ্বর! আমি আপনার প্রসাদেই প্রজাসর্গ করিয়া থাকি। হে জগৎপতে! আপনারই প্রদত্ত আমার সখাকে অধুনা আপনি প্রদান করুন। মহেশ্বর বলিলেন,—হে দেব! আপনি যখন ইচ্ছা করিতেছেন, তখন আমি স্বয়ং ধ্যানস্থ পুত্রকাম ও সৃষ্টিকামী আপনার পুত্রত্ব প্রাপ্ত হইব। পুত্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া আমি আপনার পঞ্চম শির ছেদন করিব। ঐ ছিন্ন শিরে নর-নারায়ণ উৎপন্ন হইবেন। ব্রহ্মা বলিলেন,—হে দেব! দেব নারায়ণের কথা বলিলেন, তিনি যে আমাদের তপোবেদ্য ও পূজনীয়। আপনি উত্তম সখা কীর্ত্তন করিয়াছেন, আমি ধন্য হইলাম। অনন্তর ব্রহ্মা তেজোযুক্ত হরি অচ্যুতকে দর্শন করিলেন। তিনি সর্ব্বব্যাপী, জ্ঞেয়, গম্য, মঙ্গলময়, নারায়ণাত্মক, মহেশ্বরের অর্দ্ধ-তেজঃস্বরূপ, এবং প্রভু। তিনি হুঙ্কারপূর্ব্বক শক্তিসাম্যবশতঃ শ্রীরূপ ধারণ করিলেন। ৬৯—৮৭। এই সময় দেবদেব অঙ্গুলিদ্বারা স্পর্শ করিয়া ব্রহ্মাকে বলিলেন,—ব্রহ্মন্! আপনার তেজ অতি অদ্ভুত; যে হেতু নারায়ণ ঋষি লোকরক্ষার্থ আপনার অনুগামী হইলেন। তিনি সর্ব্বধনুর্দ্ধারিগণের শ্রেষ্ঠ নারায়ণস্বরূপ ও মহাবীর্য্য এবং তিনি আমারই শক্তি। এই বলিয়া দেবদেব দক্ষিণ হস্তের নখাঙ্গুলিতে অগ্নিকে গ্রহণ করিলেন এবং নরকেও সংকৃত করিয়া তাঁহাকে ব্রহ্মার দৃষ্টিগোচর করিয়া দিয়া স্বয়ং অন্তর্হিত হইলেন। ব্রহ্মা দক্ষিণ ও বামাঙ্গ দ্বারা স্পর্শ করিয়া সান্ত্বনাযুক্তবাক্যে অগ্নিকে বলিলেন,—আমার বংশে ভৃগু এবং অঙ্গিরা নামক বিখ্যাতকর্ম্মা দুই পুত্র জন্ম গ্রহণ করিবে। তাহাদের উৎপত্তি উপলক্ষে তোমাকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া এক যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইবে। তোমরা উভয়ে ঐ যজ্ঞে অধিষ্ঠিত থাকিয়া দান গ্রহণ করিবে। এই বলিয়া ব্রহ্মা ঐ অগ্নিদ্বয়কে মিলিত করিলে তাহারা তাঁহাকে তোষিত করিল এবং বলিল,—আপনি

ভার্গবাঙ্গিরসশ্চৈব দ্বিবিধো দৈব উচ্যতে। ৯৬। তস্মাৎসুতহিতঃ শ্রেষ্ঠশ্চতুর্থ ইতি কথ্যতে। এবং ব্যাস সমুৎপন্নো নরোঽহসৌ পূর্ব্বজন্মনি। ৯৭। এবং তু ব্রহ্মণো বক্ত্রং পঞ্চমং সমপদ্যত। ৯৮। এতদ্যো বুধ্যতে দেব তেজঃসর্গমনুত্তমম্। ব্রহ্মণো যাতি সালোক্যং শান্তো দান্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ। ৯৯। এতদ্যোঽগ্নিসমুদ্ভবং পশুপতের্মাহাত্ম্যসংসূচকং বহ্নেঃ সাধুমতিঃ শৃণোতি সততং যঃ শ্রদ্ধয়া ভাবিতম্। যো ব্যাস দ্বিজদেবতাপ্রমুখতঃ সংশ্রাবয়েদ্ভক্তিতঃ সোঽত্যর্থং ভবভাবিতঃ শিবপুরে সম্পূজ্যতে দৈবতৈঃ। ১০০।

ইতি শ্রীস্কান্দে বৈশ্বানরোৎপত্তিবর্ণনং নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ। ৪।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ। যুদ্ধে নিবারিতে তত্র রুদ্রস্বেদজয়োঃ পুরা। কিং কৃতং ব্রহ্মণা তত্র প্রায়শ্চিত্তং চ কর্ম্মণাম্। ১। জনার্দ্দনেন কিং কর্ম্ম শঙ্করেণ চ যমুনে। এতৎসর্ব্বং সমাখ্যাহি প্রসীদ বদতাম্বর। ২। সনৎকুমার উবাচ। ব্রহ্মা জুহাবাগ্নিহোত্রং বনৌষধিফলচ্ছদৈঃ। শস্তৈঃ কুশসমিদ্ভিশ্চ যথোক্তং হরিণা পুরা। ৩। বদর্য্যাশ্রমমাসাদ্য নরনারায়ণাবৃষী। তেপতুস্তৌ তপশ্চোগ্রং হিতার্থং সর্ব্বদেহিনাম্। ৪। কপালপাণির্দেবেশঃ পর্য্যটন্ বসুধামিমাম্। কুশস্থলীং সমাসাদ্য প্রবিষ্টস্তদ্বনোত্তমম্। ৫। নানাদ্রুমলতাকীর্ণং নানাপুষ্পোপশোভিতম্। নানাপক্ষিরবাকীর্ণং নানামৃগসমাকুলম্। ৬। দ্রুমপুষ্পভরামোদবাসিতং যৎ-সুবায়না। বুদ্ধিপূর্ব্বমিব স্তবৈঃ ফলপুষ্পৈঃ সুপূজিতম্। ৭। নানাগন্ধরসাঢ্যৈশ্চ পক্বাপক্বফলোত্তবৈঃ। ফলৈঃ সুবর্ণরূপাঢ্যৈরাসমন্তান্মনোরমৈঃ। ৮। জীর্ণাপত্রতৃণাদীনি শুষ্ককাষ্ঠফলানি চ। বহিঃ ক্ষিপন্তি জাতানি মরুতোঽত্যুগ্রহাণি চ। ৯। নানাপুষ্পসমূহানাং গন্ধমাদায় মারুতঃ। শীতলো বাতি তং ভূমিদেশং যত্র বিবেশ সঃ। ১০। হরিতস্নিগ্ধনিচ্ছিদ্রৈঃ পর্ণৈরচ্ছিদ্রকোটরৈঃ। বৃক্ষৈরনেকসংখ্যৈশ্চ ভূষিতং

যথাবিধি যজ্ঞ আরম্ভ করুন। ঐ যজ্ঞে অশ্বত্থে ও শমীগর্ভে অগ্নি-সংযোগ কীর্ত্তিত হইবে। ভার্গব ও অঙ্গিরা ইহারা উভয়েই দেবতা বলিয়া কথিত। ঐ যজ্ঞ সুতহিতকর, শ্রেষ্ঠ ও চতুর্থ বলিয়া অভিহিত। হে ব্যাস! পূর্ব্বে এইরূপে নর জন্মগ্রহণ করিয়াছিল এবং ভগবান্ ব্রহ্মার পঞ্চম বদন উৎপন্ন হইয়াছিল। যে ব্যক্তি অনুত্তম তেজঃসর্গের কথা বুঝিতে পারে, সে শান্ত, দান্ত ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া ব্রহ্মসালোক্য প্রাপ্ত হয়। হে ব্যাস! যে সাধুমতি ব্যক্তি সতত শ্রদ্ধার সহিত পশুপতির মাহাত্ম্য-সংসূচক অগ্নিসমুদ্ভব বৃত্তান্ত শ্রবণ করে, এবং দ্বিজ ও দেবগণের নিকট শ্রবণ করায়, সে শিবপুরে উপস্থিত হইয়া দেবগণ কর্ত্তৃক পূজিত হয়। ৮৮—১০০

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪।

পঞ্চম অধ্যায়

ব্যাস বলিলেন,—হে বাগ্মিবর! পূর্ব্বে রুদ্র ও স্বেদজের যুদ্ধ নিবৃত্ত হইলে, ব্রহ্মা কি প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন এবং জনার্দ্দন ও শঙ্করই বা কোন্ কর্ম্ম করিয়াছিলেন? আপনি প্রসন্ন হইয়া তাহা আমাদিগেরনিকট কীর্ত্তন করুন। সনৎকুমার বলিলেন,—ব্রহ্মা বনৌষধি ফল,পত্র ও প্রশস্ত সমিৎকুশ দ্বারা হরিকথিত বিধি অনুসারে অগ্নিহোত্রে হোম করিতে লাগিলেন। বদরিকাশ্রমবসী নর-নারায়ণ ঋষি সর্ব্ব দেহীর হিতের নিমিত্ত উগ্র তপস্যায় নিরত হইলেন। আর কপালপাণি দেবদেব বসুধা পর্য্যটন করত কুশস্থলী প্রাপ্ত হইয়া তন্মধ্যস্থ উত্তমবনে প্রবেশ করিলেন। ঐ বন নানা দ্রুমলতাকীর্ণ, বহু পুষ্পোপশোভিত, বিবিধ পক্ষিকূজনাকীর্ণ, অনেক মৃগসমাকুল, বহুল পুষ্পগন্ধামোদিত, ও সুগন্ধ গন্ধবহ-বাসিত। বনের ফল পুষ্প-নিচয় দেখিলে মনে হয়, যেন কেহ বুদ্ধিপূর্ব্বক ঐ সকল ফল-পুষ্প দ্বারা বনদেবীর পূজা করিয়াছে। নানা গন্ধ রসাঢ্য, সুবর্ণ-রৌপ্যবর্ণ, মনোহর, পক্বাপক্ব বিবিধ ফলজাত শোভা পাইতেছে, জীর্ণ পর্ণতৃণাদি ও শুষ্ক কাষ্ঠ-ফলাদি বায়ু যেন ঐ বন হইতে লইয়া দূরে নিক্ষেপ করিয়াছে। এই মনোহর অরণ্যে দেবদেব প্রবেশ করিলেন। এখানে সর্ব্বদা স্বভাবতই নানা সুরভিকুসুমসমূহের গন্ধ গ্রহণপূর্ব্বক শীতল মারুতহিল্লোল প্রবাহিত হইতেছে। ঐ বন হরিতস্নিগ্ধ, নিশ্ছিদ্রপর্ণ, অচ্ছিদ্রকোটর, সশিরদ্ধ, বহুসংখ্যক বৃক্ষ দ্বারা ভূষিত।

শিরসান্বিতৈঃ ॥ ১১ ॥ অরোগৈর্দর্শনীয়ৈশ্চ সুবৃত্তৈঃ কচিদুদ্ধতৈঃ। কুটুম্বৈরিব বিপ্রাণাং সিদ্ধিরেব ভাতি সর্বতঃ ॥ ১২ ॥ শোভনৈর্বায়ুসঙ্কীর্ণৈরঙ্কুরৈঃ প্রাবৃতা দ্রুমাঃ। কুলীনৈরিব নিশ্ছিদ্রৈঃ স্বগুণৈঃ প্রাবৃতা নরাঃ ॥ ১২ ॥ পবনোদ্ধূতশিখরৈঃ স্পর্শয়ন্তি পরস্পরম্। আরাৎ পবনতোঽন্যোন্যস্পৃষ্টশাখাবতংসকাঃ ॥ ১৪ ॥ নাগবৃক্ষাঃ কচিৎ পুষ্পৈর্ভ্রমরালীনকেসরৈঃ। নয়নৈরিব শোভন্তে ধবলৈঃ কৃষ্ণতারকৈঃ ॥ ১৫ ॥ পুষ্পসমৃদ্ধশিখরাঃ কর্ণিকারদ্রুমাঃ কচিৎ। যুগ্মযুগ্মবিবাহে চ শোভন্তে সাধু দম্পতী ॥১৬॥ সুপুষ্পবিভবাটোপৈঃ সিন্ধুবারস্য পঙ্ক্তয়ঃ। মূর্তিমত্য ইবাভান্তি পূজিতা বনদেবতাঃ ॥ ১৭ ॥ কচিৎ কচিৎ কুন্দলতাঃ সুপুষ্পাভরণোজ্জ্বলাঃ। দিক্ষুদিক্ষু প্রশোভন্তে বালচন্দ্রা ইবোদ্যতাঃ ॥ ১৮ ॥ অতিবিক্রমশোভাঢ্যা কাসন্ত্যো যূথিকালতাঃ। পুষ্পিতাঃ পুষ্পবিটপান্ বীজয়ন্ত্য ইবোত্থিতাঃ ॥১৯॥ শালার্জ্জুনাঃ কাচিদ্ভান্তি বনোদ্দেশেষু পুষ্পিতাঃ। ধৌতকৌশেয়বাসোভিঃ প্রাবৃতাঃ পুরুষোত্তমাঃ ॥ ২০ ॥ অবিমুক্তং তু বল্লীভিঃ পুষ্পিতাশ্চ দ্রুমাস্তথা। উপগূঢ়া বিরাজন্তে নারীভিরিব সুপ্রিয়াঃ ॥ ২১ ॥ চূতাশ্চ তিলকাশ্চৈব মঞ্জরীভিঃ করৈরিব। বায়ুপ্রস্তাভিরন্যোন্যং ঢৌকন্তীব হি সজ্জনান্ ॥ ২২ ॥ পরস্পরং চ সংযুক্তেস্তিলকাশোকপল্লবৈঃ। হস্তৈর্হস্তান্ স্পৃশন্তীব সুহৃদশ্চিত্তসঙ্গতাঃ ॥ ২৩ ॥ ফলপুষ্পনগা নম্রাঃ পেশলেনেব সজ্জনাঃ। অন্যোন্যমর্পয়ন্তীব সপুষ্পাণি ফলানি চ ॥ ২৪ ॥ মারুতাশ্লিষ্টসন্তুষ্টৈঃ পাদপাঃ শালিবারিভিঃ। আর্য্যাঃ সমাগতা লোকে প্রীতিদায় ইব স্থিতাঃ ॥২৫॥ পুষ্পাণামিব বেগেন স্বশোভার্থং ব্রজন্তি বৈ। সমসন্নাহমাসাদ্য পুরুষাঃ স্পর্দ্ধয়েব হি ॥ ২৬ ॥ পুষ্পশোভাভরনতৈঃ শিখরৈঃ কম্পসংযুতৈঃ। নৃত্যন্তি পক্ষিণো মত্ত যুক্তাঃ শোভনশেখরৈঃ ॥ ২৭ ॥ ভৃঙ্গাঃ পবনবিক্ষিপ্তামৃতবল্লীলতাশ্রিতাঃ। সবল্লিকাঃ প্রনৃত্যন্তি মানবা ইব সপ্রিয়াঃ ॥ ২৮ ॥ পুষ্পাভিঃ কুন্দবল্লীভিঃ পাদপাঃ কচিদাবৃতাঃ। ভাতি তারাগণৈ-

---

কুটুম্বগণের ন্যায় তত্রত্য অরোগী, দর্শনীয়, সুবৃত্ত ও কখন কখন উদ্ধত বনজাত বৃক্ষসমূহ বিপ্রগণের সর্বতোমুখী সুখসিদ্ধি সংঘটিত হইতেছে। নরগণ স্বীয় গুণে নিশ্ছিদ্র কুলীন দ্বারা যেমন পরিবেষ্টিত হয়, তেমনি ঐ বনজাত শোভমান পাদপনিচয় বায়ুচালিত অঙ্কুর দ্বারা আবৃত রহিয়াছে। তত্রত্য পবনচালিত বৃক্ষ সকল অন্যান্যস্পৃষ্টশাখামুকুটমণ্ডিত হইয়া পরস্পর পরস্পরের উপর পতিত হইতেছে। কোন স্থানে, ভ্রমর সকল পুষ্পকেসরে লীন থাকায় পবন-চালিত পরস্পর স্পৃষ্টশাখ নাগবৃক্ষ সকল ধবল কৃষ্ণ-তারক নয়ন দ্বারা যেন শোভা পাইতেছে। কোথাও পুষ্পসমৃদ্ধশিখর কর্ণিকার দ্রুম সকল জোড়া জোড়া অবস্থিত থাকিয়া যুগ্ম যুগ্ম বিবাহে দম্পতির ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছে। কোথাও সিন্ধুবারপঙ্ক্তি সুপুষ্পবৈভবগর্বে মূর্তিমতী বনদেবীর ন্যায় বিরাজ করিতেছে। কোথাও পুষ্পাভরণ-ভূষিতা কুন্দলতা-সকল দিকে দিকে উদীয়মান বালচন্দ্রের ন্যায় বিকশিত রহিয়াছে। কোথাও কোথাও বিক্রমশোভাঢ্যা পুষ্পিতা যূথিকালতা সকল যেন পুষ্পবিটপকে বীজন করিবার নিমিত্তই উত্থিত হইয়াছে। কোথাও কোথাও পুষ্পিত শালার্জ্জুন বৃক্ষসমূহ ধৌত কৌশেয়বসনধারী পুরুষোত্তমের ন্যায় শোভা পাইতেছে। কোথাও তত্রত্য বল্লীপরিবেষ্টিত পুষ্পিত পাদপ সকল নারীগণালিঙ্গিত প্রিয়তমের ন্যায় বিরাজিত রহিয়াছে। ১—২১। কোথাও চূত ও তিলকদ্রুম সকল বায়ুচালিত মঞ্জরীরূপ করদ্বারা যেন সজ্জন ব্যক্তিগণকে উপঢৌকন প্রদান করিতেছে। কোথাও তিলক ও অশোক পাদপ সকলের, পত্রসমূহ পরস্পরের উপর পতিত হওয়ায় তাহারা যেন সমপ্রাণ সখার ন্যায় পরস্পর করগ্রহণ করিতেছে। কোন স্থানে ফল-পুষ্পাবনমিত বৃক্ষ সকল সজ্জনগণের ন্যায়ই যেন পরস্পর পরস্পকে ফলপুষ্প বিতরণ করিতেছে এবং কচিৎ মারুতবিক্ষিপ্ত শালিবারি দ্বারা অভিষিক্ত হইয়া পাদপ সকল, লোকপ্রীতিপ্রদ মাননীয় ব্যক্তির ন্যায়ই যেন অবস্থিত রহিয়াছে। কোথাও পুষ্পনিচয় বায়ুবেগে চালিত হওয়ায় পুষ্পিত পাদপসমূহকে দেখিয়া মনে হইতেছে, যেন সম-সন্নাহ পুরুষগণ স্পর্দ্ধা সহকারে ধাবিত হইতেছে। বিহঙ্গকুল কচিৎ পুষ্পশোভাভর-নত কম্পযুক্ত পাদপশিখরে উপবিষ্ট থাকায় বোধ হইতেছে যেন তাহারা সহর্ষে নৃত্য করিতেছে। কোন কোন স্থানে পবন-চালিত ভৃঙ্গ অমৃতবল্লীলতায় বিজড়িত থাকিয়া ভৃঙ্গসকল যেন প্রিয়াযুক্ত মানবের ন্যায় নৃত্য করিতেছে। কোথাও পাদপরাজি পুষ্পিত কুন্দলতাবৃত হইয়া তারকানিচয়-মণ্ডিত নভস্তলের ন্যায় শোভা পাইতেছে।

শ্চিত্রৈঃ শরদীব নভস্তলম্॥ ২৯॥ দ্রুমাণামপ্যথাগ্রেষু পুষ্পিতা মাধবী লতা। শিখরা ইব শোভন্তে রচিতা বুদ্ধিপূর্ব্বকম্॥ ৩০॥ হরিতাঃ কাঞ্চনচ্ছায়াঃ ফলিতাঃ পুষ্পিতা দ্রুমাঃ। সৌহৃদং দর্শয়ন্তীব নরাঃ সাধুসমাগমে॥ ৩১॥ পুষ্পকিঞ্জল্কবহুলাঃ কিঞ্জল্কবহুলোদরাঃ। কিঞ্জল্কমত্তমধুপা বিশদা ইব শারিকাঃ॥ ৩২॥ শিরীষপুষ্পসঙ্কাশাঃ শুকা মিথুনতঃ কচিৎ। কীর্ত্তয়ন্তি গিরশ্চিত্রাঃ পূজিতা ব্রাহ্মণা যথা॥ ৩৩॥ সংযুক্তাঃ সহচারিণ্যা ময়ূরাশ্চিত্রবর্হিণঃ। বনান্তরে ব্যতিষ্ঠন্ত একান্ত ইব সংস্থিতাঃ॥ ৩৪॥ কূজন্তি পত্রিসঙ্ঘাতা নানাদ্ভুতবিরাবিণঃ। কুর্ব্বন্তি রমণীয়ং হি রমণীয়তরং বনম্॥ ৩৫॥ নানামৃগগণাকীর্ণং নিত্যং সমুদিতাণ্ডজম্। তদ্বনং নন্দনসমং মনোদৃষ্টিবিবর্দ্ধনম্॥ ৩৬॥ কপালপাণির্ভগবাংস্তথারূপং বনোত্তমম্। দদর্শ শঙ্করো দৃষ্ট্যা সৌম্যয়া নন্দনোপমম্॥ ৩৭॥ তা বৃক্ষপঙ্ক্তয়ঃ সর্ব্বা দৃষ্ট্বা রুদ্রং সমাগতম্। নিবেদ্য শম্ভবে ভক্ত্যা মুমুচুঃ পুষ্পসম্পদম্॥ ৩৮॥ পুষ্পপ্রতিগ্রহং কৃত্বা পাদপানাং মহেশ্বরঃ। বরং বৃণীধ্বং ভদ্রং বঃ পাদপানিত্যুবাচ সঃ॥ ৩৯॥ এবমুক্তে ভগবতা তরবো নিরবগ্রহাঃ। ঊচুঃ প্রাঞ্জলয়ঃ সর্ব্বে নমস্কৃত্য মহেশ্বরম্॥ ৪০॥ বরং দদাসি দেবেশ প্রসন্ন জনবৎসল। ইহৈব ভগবন্নিত্যং বনে সন্নিহিতো ভব॥ ৪১॥ এষ নঃ পরমঃ কামো দেবদেব নমোঽস্তু তে। ত্বং চেদ্বসসি দেবেশ বনেঽস্মিন্ বিশ্বভাবন॥ ৪২॥ সর্ব্বাত্মনা প্রপন্না বৈ যাচামহে বরোত্তমম্। কিমন্যবরকোটীভিরেষ নো দীয়তাং বরঃ॥ ৪৩॥ ইত্যুক্তঃ পাদপৈঃ সর্ব্বৈঃ শরণাগতবৎসলঃ। বরং দদৌ পাদপেভ্যঃ প্রোচ্যমানং ময়া শৃণু॥ ৪৪॥ মহেশ্বর উবাচ। বাঢ়ং মে মনসা বাসো নিত্যমত্র বনোত্তমে। বরং দদামি ভূয়ো বো ন বৃথা দর্শনং মম॥ ৪৫॥ নাগ্নির্ন বায়ুর্ন জলং ন সূর্য্যকিরণাতপঃ। ন বিদ্যুদশনিঃ শীতং রুজং বো জনয়িষ্যতি॥ ৪৬॥ নিত্যং পুষ্পবয়োপেতা নিত্যং সুস্থিরযৌবনাঃ। কামগাঃ কামরূপাশ্চ কামরূপফলপ্রদাঃ॥ ৪৭॥ কামসন্দর্শনাঃ পুংসাং তপঃসন্ধ্যাজ্বলদৃশাম্। শ্রিয়া পরময়া যুক্তা মৎপ্রসাদাদ্ভবিষ্যথ॥ ৪৮॥ এবং স বরদঃ শম্ভুরনুজগ্রাহ পাদপান্। স্থিত্বা বর্ষসহস্রং তু কপালং

কোথাও দ্রুমসমূহের অগ্রভাগে পুষ্পিতা মাধবীলতা বিরাজিত থাকায় বোধ হইতেছে—যেন কেহ বুদ্ধিপূর্ব্বক তাহাদের শিখরদেশ অলঙ্কৃত করিয়া দিয়াছে। কোথাও হরিদ্বর্ণ, কাঞ্চনচ্ছায়, ফলিত, পুষ্পিত দ্রুমরাজি যেন সাধুসমাগমে নরগণের ন্যায় সৌহৃদ্য প্রকাশ করিতেছে। কোন স্থানে শিরীষ পুষ্প-সঙ্কাশ পুষ্পকিঞ্জল্কে মত্ত মধুপকুল, শুভ্র শুক শারিকার ন্যায় বিচিত্র কথা কহিতেছে। অরণ্যের কোন অংশে সহচরীসম্মিলিত বিচিত্র ময়ুর-ময়ুরী ক্রীড়া করিতেছে। কোথাও অদ্ভুতরাবী বিহঙ্গকুল কূজন করিয়া ঐ রমণীয় বনকে রমণীয়তর করিয়া তুলিতেছে। বহুবিধ মৃগ ও অণ্ডজ অনবরত বিচরণ করিতেছে। এই বন নন্দন বনোপম, মনের আনন্দদায়ক ও দৃষ্টিসুখবর্দ্ধক। ভগবান্ কপালপাণি নন্দনোপম এই বন দর্শন করিলেন। বনস্থ বৃক্ষরাজি শঙ্করকে আগমন করিতে দেখিয়া তাহাদের পুষ্পসম্পদ্ তদুদ্দেশে ভক্তিপূর্ব্বক মোচন করিতে লাগিল। মহেশ্বরও তাহাদের প্রদত্ত পুষ্প প্রতিগ্রহ করিয়া বলিলেন,—"তোমাদের মঙ্গল হউক; বর গ্রহণ কর।" ভগবান্ শম্ভু এই কথা বলিলে তীরবর্ত্তী তরুরাজি কৃতাঞ্জলিপুটে নমস্কার করিয়া তাঁহাকে বলিল,—হে আশুতোষ ভক্তবৎসল দেবেশ! এই বর দেন,—যেন আপনি এই বনে নিত্য সন্নিহিত থাকেন। ইহাই আমাদের কামনা; হে দেবদেব! আপনাকে নমস্কার। হে দেব! আপনি যদি প্রসন্ন হইয়া এই বনে সর্ব্বতোভাবে বাস করেন, তাহা হইলে ইহাই আমাদের পরম বর; অন্যবরে প্রয়োজন কি? এই বরই আপনি আমাদিগকে প্রদান করুন।২২—৪৩। শরণাগতবৎসল ভগবান্ ভব, পাদপগণ কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া তাহাদিগকে যেরূপ বর দান করিলেন, তাহা আমি কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন। মহেশ্বর বলিলেন,—আমি এই বনোত্তমে নিশ্চিতই নিত্য বাস করিব—এই বর আমি তোমাদিগকে প্রদান করিলাম; পুনরায় অন্যবর প্রদান করিতেছি; আমার দর্শন বৃথা হইবার নহে। না অগ্নি, না বায়ু, না জল, না সূর্য্যকিরণাতপ না বিদ্যুৎ, না অশনি, না শিলা,—কেহই তোমাদের পীড়া জন্মাইতে পারিবে না। তোমরা এই বনে নিত্য পুষ্প-ফলোপিত, স্থিরযৌবন, কামগ, কামরূপ, কাম-রূপ-ফলপ্রদ, কামসন্দর্শন এবং তপস্বিতেজোযুক্ত হইবে। বরদ শম্ভু পাদপ-

চাক্ষিপদ্ভুবি ॥ ৪৯ ॥ ক্ষিতিং নিপতিতা তেন কম্পতে স্ম রসাতলম্। বিবশাস্তত্যজুর্ব্বেলাং সাগরাঃ ক্ষুভিতোর্ম্ময়ঃ ॥ ৫০ ॥ শক্রাশনিহতানীব ব্যাঘ্রব্যালান্বিতানি চ। শিখরাণি ব্যশীর্য্যন্ত পর্ব্বতানাং সহস্রশঃ ॥ ৫১ ॥ দেবসিদ্ধবিমানানি গন্ধর্ব্বনগরাণি চ। প্রস্ফুরন্তি বিনিপেতুর্বিনিনেশুর্ধরাতলে ॥ ৫২ ॥ কপোতমেঘাশ্চাত্যন্তং পুনঃ সন্ত্রাতদর্শনাঃ। জ্যোতিগ্রহাংশ্ছাদয়ন্তো বভূবুস্তীর্ণভাস্করাঃ ॥ ৫৩ ॥ মহতা তস্য শব্দেন জড়ান্ধবধিরং কৃতম্। বভূব ব্যাকুলং সর্ব্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ॥ ৫৪ ॥ সুরাসুরাণাং সর্ব্বেষাং শরীরাণি মনাংসি চ। অবসেদুশ্চকম্পুশ্চ কিমেতদিতি জজ্ঞিরে ॥৫৫॥ ধৈর্য্যমালম্ব্য সর্ব্বেঽপি সমাগম্যেন্দ্রপূর্ব্বকাঃ। ব্রহ্মলোকং সমাসাদ্য ব্রহ্মাণমিদমূচিরে ॥ ৫৬ ॥ কিং নিমিত্তং তু ভগবন্নেতদুৎপাতদর্শনে। ত্রৈলোক্যং কম্পিতং যেন সংযুক্তং কালকর্ম্মণা ॥ ৫৭ ॥ জাতং কল্পাবসানঞ্চ ভিন্নমর্য্যাদসাগরম্। চত্বারো দিগ্গজাঃ কিংস্বু বভূবুরচলাশ্চলাঃ ॥ ৫৮ ॥ ধরা সমাধৃতা কস্মাৎ সপ্তসাগরবারিণা। উৎপত্তির্নাস্তি সর্ব্বস্য ভগবন্ন প্রয়োজনম্ ॥ ৫৯ ॥ যাদৃশোঽয়ং শ্রুতঃ শব্দো ন ভূতো নাপি বিশ্রুতঃ। ত্রৈলোক্যমাকুলং যেন চক্রে রৌদ্রেণ ভূয়সা ॥ ৬০ ॥ এবমুক্তোঽব্রবীদ্ব্রহ্মা পরমেশানুভাবিতঃ। তৎপ্রসাদাৎ প্রতিজ্ঞানী জ্ঞাত্বা রুদ্রমুপস্থিতম্ ॥ ৬১ ॥ যৎপৃষ্টং মরুতঃ সর্ব্বে শৃণুধ্বং তত্র কারণম্। নিশ্চয়েনাত্র বিজ্ঞেয়ং শ্রদ্দধানৈর্যথাবিধি ॥ ৬২ ॥ মুগং ছিত্ত্বা নখাগ্রেণ মদেহাৎ পঞ্চমং শিরঃ। কপালপাণির্ভগবান্ বিষ্ণোরাশ্রমমভ্যগাৎ ॥ ৬৩ ॥ যযাচে পাত্রমাদায় ভিক্ষাং নারায়ণং প্রভুম্। উৎপপাত মুনিস্তত্র নরো নাম ধনুর্দ্ধরঃ ॥ ৬৪ ॥ ততঃ কুশস্থলীমেত্য ভগবাংস্তু বনোত্তমম্। বিবেশ তরুমার্গেণ পুষ্পামোদাভিনন্দিতঃ ॥ ৬৫ ॥ অনুগৃহ্যাথ ভগবান্ বনং তৎসর্ব্বগাগুজম্। জগতোঽনুগ্রহার্থায় তত্র বাসমরোচয়ৎ ॥ ৬৬ ॥ তৎকপালং করস্থং যন্ন্যস্তং ভগবতা ক্ষিতৌ তেনৈষা কম্পিতা ভূমিঃ কৃতং ত্রৈলোক্যমাকুলম্ ॥ ৬৭ ॥ তদ্দ্রষ্টুমথ বিরূপাক্ষং প্রাপদ্যত ময়া সহ।

দিগের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া এই বনে সহস্র বর্ষকাল যাবৎ অবস্থানপূর্ব্বক ভূতলে কপালপাত্র নিক্ষেপ করিলেন। ঐ কপাল ভূমিতে পতিত হইবামাত্র রসাতল কাঁপিয়া উঠিল; সাগরের উর্ম্মিমালা ক্ষুভিত হইয়া বেলাভূমি অতিক্রম করিল। ব্যাঘ্র-ভল্লুকাদিযুক্ত সহস্র সহস্র গিরি-শিখর বজ্রাহতের ন্যায় হইয়া বিশীর্ণ হইয়া পড়িল! দেব ও সিদ্ধগণের দ্যুতিমান্ বিমান সকল ও গন্ধর্ব্বনগর ধরাতলে পতিত হইয়া বিনষ্ট হইল! মেঘসমূহ সভয়ে দলবদ্ধ হইল। কপোত সকল ত্রস্তভাবে উৎপতিত হইয়া গ্রহতারাদি জ্যোতির্ম্মণ্ডল আচ্ছাদন করত অবশেষে ভাস্করেরও উপরে উত্থিত হইল! কপালপাতের মহান্ শব্দে সচরাচর ত্রৈলোক্য ব্যাকুলিত হইয়া জড়, অন্ধ ও বধির হইয়া উঠিল। সুরাসুরগণের মন এবং শরীর “অকস্মাৎ এ কি হইল!” এই রূপ ভাবনায় অবসন্ন ও কম্পিত হইতে লাগিল। এই সময় ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ ধৈর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক ব্রহ্মলোকে যাইয়া ব্রহ্মাকে বলিলেন,—হে দেব! কিজন্য এরূপ উৎপাত সঙ্ঘটিত হইল? এই উৎপাত জন্য যে জগৎ কম্পিত হইয়া উঠিল! অকালে প্রলয় উপস্থিত হইল; সাগর বেলা অতিক্রম করিল; দিগ্গজগণ বিচলিত হইয়া পড়িল; সপ্তসাগরপরিবৃতা এই ধরা তাহারা কিরূপে ধারণ করিবে, কারণ জানি না! হে ভগবন্! যে দ্রব্যের প্রয়োজন নাই, তাহার উৎপত্তি না হওয়াই ভাল; এ যে রকম শব্দ শুনা গেল, এ রকম কখন হয় নাই, এবং কখন শুনিও নাই। এই ভীষণ ব্যাপারে ত্রৈলোক্য চালিত হইল! ব্রহ্মা দেবগণ কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত ও পরমেশানুভাবিত হইয়া তাঁহারই জ্ঞান লাভ করত রুদ্র উপস্থিত' জানিয়া তিনি বলিলেন,—হে দেবগণ! তোমরা যাহা বলিলে, তাহার কারণ অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। কপালপাণি ভগবান্ নখাগ্র দ্বারা ব্রহ্মার পঞ্চম শির, ছেদন করিয়া বিষ্ণুসমীপে গমন করেন। পাত্র গ্রহণ করিয়া তিনি বিষ্ণু-সমীপে ভিক্ষা প্রার্থনা করিলে ঐ সময় নরমুনি নামক এক ধনুর্দ্ধর জন্ম লাভ করিলেন, অনন্তর ভগবান্ কুশস্থলী প্রাপ্ত হইয়া তরুমার্গে তন্মধ্যস্থ বনোত্তম প্রাপ্ত হন। তত্রত্য ঐ স্থানে পুষ্পামোদাভিনন্দিত হইয়া তিনি ঐ বনোত্তম এবং জগতের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশপূর্ব্বক তথায় বাস করিতে থাকিলে তাঁহার করস্থ সেই কপাল মৃত্তিকায় ক্ষিপ্ত হয়। সেই জন্যই এই পৃথিবী কম্পিতা ও ত্রৈলোক্য বিক্ষোভিত হইয়া পড়ে।

আরাধ্যমানো ভগবান্ প্রদাস্যতি বরং হি বঃ ॥ ৬৮ ॥ ইত্যুক্ত্বা ভগবান্ ব্রহ্মা সহ তৈর্দেবদানবৈঃ। জগাম তদ্বনোদ্দেশং যত্রাস্তে বৃষভধ্বজঃ ॥৬৯॥ প্রহৃষ্টমনসঃ সর্ব্বে কোকিলালাপলাপিতাম্। পুষ্পোচ্চয়োক্ষিতাং সীমাং বিবিশুঃ শঙ্করেপ্সবঃ ॥ ৭০ ॥ সম্প্রাপ্তং সর্ব্বমেতৈস্তদ্বনং নন্দনসন্নিভম্। সুবল্লীগৃহশোভাঢ্যং সুদৃঢ়ং শুশুভে তদা ॥ ৭১ ॥ দৃষ্ট্বা তদ্বনমুত্তমং তদ্ভূতামাহ্লাদকং চেতসাং নানাসৎকলপুষ্পপাদপবনৈরাসেবিতং সর্ব্বতঃ। তস্মিন্ বর্হিণহংসসারসকুলৈর্মণ্ডূকমৎস্যৈর্বৃতে দ্রক্ষ্যামো হরমত্র চেতসি সুরাঃ প্রাপুর্মুদং তে তদা ॥ ৭২ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে দেবাগমনবর্ণনং নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

সনৎকুমার উবাচ। প্রবিশ্যাথ বনং দেবাঃ সর্ব্বপুষ্পোপশোভিতম্। ইহ দেবোঽত্র দেবোঽত্র বিবিশুস্তে দিদৃক্ষবঃ। ১ ॥ অদ্ভুতস্য বনস্যান্তে ন তে দদৃশিরে সুরাঃ। বিচিন্বন্তো মহাদেবং দেবৈর্ব্বলবিলোকিতঃ ॥ ২ ॥ তমুবাচ স ভদ্রং বৈ দ্রক্ষ্যধ্বং ন তপো বিনা। বিচিন্বন্তো বিরূপাক্ষং নৈনং পশ্যত শঙ্করম্ ॥ ৩ ॥ স যুক্তং হৃদয়ে স্মৃত্বা ব্রহ্মা দেবাংস্ততোঽব্রবীৎ। ত্রিবিধো দর্শনোপায়স্তস্য দেবস্য সর্ব্বদা। ৪ ॥ শ্রদ্ধাজ্ঞানেন তপসা যোগেনৈব নিগদ্যতে। সকলং নিষ্কলং চাপি দেবাঃ পশ্যন্তি যোগিনঃ ॥ ৫ ॥ তপস্বিনস্ত সকলং জ্ঞানিনো নিষ্কলং পরম্। সমুৎপন্নেঽপি বিজ্ঞানে মন্দশ্রদ্ধো ন পশ্যতি ॥ ৬ ॥ ভক্ত্যা পরময়োপেতাঃ পরং পশ্যন্তি যোগিনঃ। দ্রষ্টব্যো নির্ব্বিকারোঽসৌ প্রধানপুরুষেশ্বরঃ ॥ ৭ ॥ নাদীক্ষিতৈরতো দেবাঃ শৈবীং দীক্ষাং প্রপদ্যত। কর্ম্মণা মনসা বাচা নিত্যযুক্তা মহেশ্বরে ॥ ৮ ॥ তপশ্চরত ভদ্রং বো রুদ্রারাধনতৎপরাঃ। শিবদীক্ষাং প্রপন্নানাং ভক্তানাং চ তপস্বিনাম্। ৯ ॥ সর্ব্বকালং বিজানাতি দাতব্যং দর্শনং ময়া। ব্রহ্মণো বচনং শ্রুত্বা হিতমেব যদুক্ত-

অধুনা তোমরা আমার সহিত সেই বিরূপাক্ষের শরণ গ্রহণ কর। তিনি পূজিত হইয়া আমাদিগকে বর প্রদান করিবেন। এই কথা বলিয়া ভগবান্ ব্রহ্মা, যেখানে বৃষভধ্বজ বিরাজ করিতেছেন, দেব-দানবের সহিত সেই বনোদ্দেশে গমন করিলেন। শঙ্করদর্শনেচ্ছু প্রহৃষ্টমনা দেবদানবগণ পুষ্পচয়োক্ষিতা কোকিলালাপলাপিতা ঐ বনসীমায় উপস্থিত হইলেন। দেব-দানব-পরিসেবিত নন্দনোপম বল্লীগৃহশোভিত ঐ বন তথায় শোভিত হইল। সুরগণ,—শিখী হংস সারসকুল ও মণ্ডূক-মৎস্য দ্বারা পরিশোভিত, ফুলপাদপোপসেবিত, মানসবৎ ঐ বনে ভগবান্ হরকে দর্শন করিব বলিয়া আমোদ প্রাপ্ত হইলেন।৪৪—৭২।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত। ৫।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

সনৎকুমার বলিলেন,—দেবগণ সর্ব্বপুষ্পোপশোভিত বনদ্দেশে প্রবিষ্ট হইয়া "এই দেব, এই দেব" করিতে করিতে তাঁহার দর্শনমানসে তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। ঐ অদ্ভুত বনমধ্যে তাঁহারা দেবকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিলেন না। তাঁহারা দেবদেবকে অন্বেষণ করিতে করিতে ঐ বনে বহু বিচরণ করিলেন। বহু বিচরণ করিয়াও যখন দেখিতে পাইলেন না, তখন ব্রহ্মা বলিলেন,—হে ভদ্রগণ। তপস্যা ব্যতিরেকে দেবদেবকে দেখিতে পাওয়া যায় না; আপনারা অন্বেষণ করিয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইবেন না। এই কথা বলিয়া তিনি কোন একটী বিষয় যুক্তিযুক্ত মনে করিয়া দেবতাদিগকে বলিলেন,—সেই দেবদেবের দর্শন লাভ করিবার নিমিত্ত ত্রিবিধ উপায় বর্ত্তমান আছে। সেই ত্রিবিধ উপায় এই যে, শ্রদ্ধাযুক্ত জ্ঞান, তপস্যা, ও যোগ। হে দেবগণ! যোগী, তপস্বী ও জ্ঞানিগণই সকল বা নিষ্কল, দেবদেবকে দর্শন করিয়া থাকেন। বিশিষ্ট জ্ঞানী হইলেও মন্দশ্রদ্ধ ব্যক্তি তাঁহাকে দেখিতে পায় না; পরম ভক্তিবলে যোগিগণ তাঁহাকে দর্শন করিয়া থাকেন। সেই প্রধান পুরুষেশ্বর অদীক্ষিত ব্যক্তির দর্শনযোগ্য নহেন। হে দেবগণ! অতএব আপনারা কায়মনোবাক্যে শৈবী দীক্ষা গ্রহণ করুন। ১—৮। হে দেবগণ! রুদ্রারাধন-তৎপর হইয়া তপস্যা করিলে আপনাদের মঙ্গল হইবে। শিবদীক্ষাপ্রপন্ন ভক্ত তপস্বীদিগের সর্ব্বকালেই দেবদেবের দর্শন লাভ হইয়া থাকে। দেবগণ ব্রহ্মার এইরূপ

বান্॥ ১০॥ শিবেক্ষাবিষ্টমতয়ো ব্রহ্মাণমিদমব্রুবন্। মার্গেণ বিধিনা চৈব শিবদীক্ষাসু তৎপরাঃ ॥ ১১॥ প্রপচ্ছ ব্রহ্মন্ সর্ব্বেষাং দীক্ষাং নঃ শিবতোষদাম্। শ্রুত্বেতি বচনং ব্রহ্মা প্রত্যুবাচ বিচারিতম্ ॥ ১২॥ সন্দীক্ষয়িষ্যে ক্ষিপ্রমহমাশুবিদীক্ষয়া। শিবযজ্ঞার্থ-সম্ভারানানয়ধ্বমলং সুরাঃ ॥১৩॥ বেদী প্রকল্প্যতামত্র যষ্টব্যোঽষ্টতনুঃ শিবঃ। পদ্মযোনের্বচঃ শ্রুত্বা চক্রুঃ সর্ব্বমতঃ সুরাঃ ॥১৪॥ বিনীতবেষাঃ প্রণতা অনেন-সত্তমষণ্ডঃ। শিবপ্রসাদসম্প্রাপ্ত্যৈ পুষ্করস্নানমীরি-তম্ ॥ ১৫॥ যজ্ঞং চকার বিধিনা বেধাশ্চন্দ্রার্দ্ধ-ধারিণঃ। পদ্মযোনিঃ পুরস্কৃত্য তদা দীক্ষাং প্রয়ো-গতঃ ॥১৬॥ অনুগ্রহেণ দেবাংস্তানকারয়ত ভাবতঃ। ততো ব্রতানাং প্রবরং ব্রতং দিব্যং মহাপ্রভুঃ ॥ ১৭॥ তেভ্যো দদৌ দেবতাভ্যঃ স তদপ্যবিরোধবিৎ। পঠ্যতে শিবশালায়াং মহাপাশুপতং ব্রতম্ ॥ ১৮॥ শৈবং যথোদিতং যচ্চ আগমাচারচেষ্টিতম্। শিবারাধনমুখ্যানাং মুনীনাং তীব্রতেজসাম্ ॥ ১৯॥ সর্ব্বানুগ্রাহকঃ শম্ভুঃ সর্ব্বদেবৈঃ প্রকল্পিতম্। তদেবং প্রার্থিতং বুদ্ধ্যা ব্রতং রৌদ্রং শিবং সমম্ ॥ ২০॥ তত্তেভ্যো বিস্ময়ং ত্যক্ত্বা প্রাযচ্ছৎ কনকাণ্ডজঃ। কামিকং ভস্মনামাঢ্যং সর্ব্বদা কীর্ত্তিতং শুভম্ ॥২১॥ পাপঘ্নং দুঃখশমনং পুষ্টিশ্রীবলবর্দ্ধনম্। সিদ্ধিদং কীর্ত্তিকৃৎকান্তং কলিকল্মষমোক্ষণম্ ॥ ২২॥ তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন ভস্মস্নানং সমাহিতাঃ। কুর্ব্বন্তো মানবা দান্তা দীক্ষিতাঃ সংযতেন্দ্রিয়াঃ ॥ ২৩॥ সর্ব্বে কমণ্ডলুধরাঃ সর্ব্বে রুদ্রাক্ষধারিণঃ। অনিষ্ট-দর্শনালাপসঙ্গত্যা পরিবর্জ্জিতাঃ ॥ ২৪॥ এবং ব্রত-ধরাঃ সর্ব্বে বনে তস্মিন্মহেশ্বরম্। আরাধয়ং-স্তমীশানং ব্রতেনৈব উমাধবম্ ॥ ২৫॥ ভক্ত্যা পরময়া যুক্তা বিধিনা পরমেণ চ। কালেন মহতা ধ্যানাদেবং জ্ঞাত্বা মনোগতম্ ॥ ২৬॥ রুদ্রধ্যানাগ্নি-নির্দ্দগ্ধকল্মষাশ্চ শ্রিয়ান্বিতাঃ। তদা হৃষ্টাসুরং শম্ভুঃ প্রত্যক্ষো ভগবানভূৎ ॥ ২৭॥ সনৎকুমার উবাচ। ব্রহ্মদণ্ডং বরং দেবাঃ সর্ব্বে শর্ব্বানুভাবিতাঃ। সমচীকরন্ প্রত্যক্তা ব্রহ্মাপীশানভা-বিতঃ ॥ ২৮॥ গতে বর্ষসহস্রে স দিব্যে দেবেশ্বরেশ্বরঃ। জাতানুকম্পো দেবানাং দীপো দর্শনমেয়িবান্॥ ২৯॥ গণৈর্নানাবিধৈঃ সার্দ্ধং নানাভূষণ ভূষিতৈঃ।

হিতকর বাক্য শ্রবণ করিয়া শিবদর্শনমানসে তাঁহাকে বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! আপনি আমা-দিগকে শিবতুষ্টিদায়িকা দীক্ষা প্রদান করুন। ব্রহ্মা দেবগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া বিবেচনাপূর্ব্বক বলিলেন,—হে সুরগণ! আমি সত্বর তোমা-দিগকে শিবদীক্ষায় দীক্ষিত করিতেছি। তোমরা অচিরাৎ শিবযজ্ঞের নিমিত্ত পর্য্যাপ্ত সম্ভার সংগ্রহ কর। এই স্থানে বেদী প্রণয়ন কর, ঐ বেদীতে অষ্টমূর্ত্তি মহাদেবের পূজা করিতে হইবে। পদ্মযোনির এতাদৃশ বাক্যে দেবগণ সব্ব সম্ভার সম্পন্ন করিলেন। তাঁহারা বিনীতবেশে প্রণত হইয়া দীক্ষা-সম্ভার আহরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে সমস্ত প্রশস্ত বস্তুজাত লাভ করিলেন। শিব-প্রসাদ লাভের জন্য পুষ্কর স্নান উত্তম বলিয়া কথিত হইয়াছে। দেবগণের যজ্ঞসম্ভার আহৃত হইলে ভগবান্ ব্রহ্মা তখন চন্দ্রমৌলির যজ্ঞ সমাধা করিলেন। পদ্মযোনি এইরূপে দেবগণকে শৈবী বিদ্যা প্রয়োগে দীক্ষিত করিয়া তাঁহাদিগকে অনু-গৃহীত করিলেন। অবিরোধী মহাপ্রভু ব্রহ্মা দেবগণকে ঐ ব্রতপ্রবর শৈব ব্রত প্রদান করিলেন। তত্রত্য শিব-শালায় মহা পাশুপত আগমাচার-সম্মত যথোচিত ঐ শৈব ব্রত পঠিত হইল। শম্ভু সর্ব্বানুগ্রাহক; ইহা বিবেচনা করিয়াই দেবগণ তাঁহার মঙ্গলময় ব্রত প্রার্থনা করিয়াছিলেন। কনকাণ্ডজ ব্রহ্মাও এজন্য তাঁহাদিগকে ঐ ঈপ্সিত-প্রদ, বিভূতিযুক্ত, সর্ব্বদা কীর্ত্তনীয়, শুভ, পাপঘ্ন, দুঃখশমন, পুষ্টি-শ্রী-বল-বর্দ্ধন, সিদ্ধিপ্রদ, কীর্ত্তি-দায়ক, কান্ত, ও কলি-কল্মষনাশন ব্রত প্রদান করি-লেন।১—২২। মানবগণ সমাহিতভাবে সর্ব্বপ্রযত্নে ভস্মস্নান করিলে তাহারা দান্ত ও সংযতেন্দ্রিয় হয়। দীক্ষিত দেবগণ কমণ্ডলুধর, রুদ্রাক্ষধারী, অনিষ্ট-দর্শন ও অনিষ্টালাপ-বর্জ্জিত হইয়া ভক্তি সহকারে বিধিপূর্ব্বক ঐ বনে মহেশ্বরের আরাধনা করিতে লাগিলেন। এই আরাধনার ফলে তাঁহারা অভিলষিত বিদিত হইয়া দগ্ধকল্মষ ও শ্রী-সম্পন্ন হইলেন। এবম্ভূত সময়ে ভগবান্ শম্ভু অসুরদলন করিয়া তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর হইলেন। সনৎকুমার বলিলেন,—শর্ব্বানুভাবিত দেবগণ ব্রহ্মদত্ত বিদ্যা গ্রহণ করিলেন। ব্রহ্মাও ঈশানভক্তি-সম্পন্ন হইয়া তদ্বিদ্যা প্রাপ্ত হইলেন। এই ভাবে দিব্য সহস্র বৎসর গত হইলে দেবদেবেশ্বর মহাদেব দয়া করিয়া বিবিধ ভূষণ-ভূষিত বহুগণ সমভি- ব্যাহারে প্রজ্জলিত দীপবৎ দেবগণের নয়ন-গোচর হইলেন

সুদর্পোদ্ধতদর্পৈর্ঘোরৈর্ঘোরবিঘাতিভিঃ ।৩০। কামরূপৈরকামৈশ্চ সর্ব্বকামসমন্বিতৈঃ। করীন্দ্রকরটাটোপপাটনৈঃ সিংহদেহিভিঃ। ৩১। অণিমাদিগুণৈর্দ্দিব্যৈর্যোগৈশ্বর্য্যাদিনামভিঃ। ব্যালোলকেশরশনাদংষ্ট্রাকটকটোদ্ভবৈঃ। ৩২। ব্যাঘ্রব্যালাননৈ রৌদ্রৈঃ কাককঙ্কবটৈস্তথা। ৩৩। অরূপৈঃ সমরূপৈশ্চ সুরূপৈর্বহুরূপকৈঃ। একদ্বিত্রিশিরোভিশ্চ বহুশীর্ষৈরশীর্ষকৈঃ। ৩৪। একদ্বিত্রিশিখৈশ্চৈব নানারূপবিরাজিতৈঃ। বহুনেত্রৈরনেত্রৈশ্চ একদ্বিত্রিবিলোচনৈঃ ।৩৫। এককর্ণৈর্দ্বিকর্ণৈশ্চ বহুকর্ণৈর্বিকর্ণকৈঃ একদ্বিত্রিসুনাসৈশ্চ বহুনাসৈরনাসিকৈঃ। ৩৬। একজঙ্ঘৈর্দ্বিজঙ্ঘৈশ্চ বহুজঙ্ঘৈরজঙ্ঘকৈঃ। একপাদৈর্দ্বিপাদৈশ্চ বহুপাদৈরপাদকৈঃ। ৩৭। গৌরশ্যামৈঃ শ্যামগৌরৈরসিতৈঃ কর্ব্বুরৈস্তথা। ভুজঙ্গহারবলয়ৈঃ কৃতযজ্ঞোপবীতকৈঃ। ৩৮। শূলাসিপট্টিশধরৈর্ভুশুণ্ডীপরিঘায়ুধৈঃ। চক্রক্রকচকোদণ্ডকাণ্ডদণ্ডাস্ত্রপাণিভিঃ। ৩৯। গদামুদ্গরপাষাণমুষলায়ুধহস্তকৈঃ। বজ্রশক্ত্যশনিপ্রাসকুন্তকর্ত্তৃকধারিভিঃ। ৪০। ভস্তাভেরীর্ব্বাদয়দ্ভির্বীণাপণববেণুকান্। মৃদঙ্গবিমলাঢক্কাকাহলানকদুন্দুভীন্। ৪১। হুড়ুক্কাশৃঙ্গিকাদ্যানি নানাবাদ্যানি বাদকৈঃ। এবং নানাবিধৈ রৌদ্রৈভীমৈর্ভীমপরাক্রমৈঃ। ৪২। গণেশ্বরৈঃ সুহৃদ্ভির্বৃতঃ সূর্য্যো গ্রহৈরিব। আবির্ভূতো মহাদেবঃ স্বগণৈঃ পরিবারিতঃ। তং পশ্যতাং তদা ব্যাস ব্রহ্মাদীনাং দিবৌকসাম্। ৪৩। অথ ব্রহ্মাদয়ো দেবা গণনায়কম্। তেজসাধ্যাসিতাস্তস্য বভূবুর্ভ্রান্তচেতসঃ। ততোঽবলম্ব্য তে ধৈর্য্যং দৃষ্ট্বা দেবং যথাবিধি। ষড়ঙ্গবেদযোগেন হৃষ্টচিত্তবপুর্দ্ধরাঃ। ৪৫। শিরোগতৈরঞ্জলিভিঃ পাদেভ্যশ্চ মহীং গতৈঃ। তুষ্টুবুঃ সৃষ্টিসংহার-স্থিতিকর্ত্তারমীশ্বরম্। দেবা উচুঃ। নমঃ শিবায় শান্তায় সগণায় সনন্দিনে। বৃষাসনায় সৌম্যায় শূলশক্তিধরায় তে। ৪৭। নমো দিক্‌চর্ম্মবস্ত্রায় শুচয়ে তীব্রতেজসে। ব্রহ্মণে ব্রহ্মদেহায় ব্রহ্মণা যোজিতায় চ। ৪৮। নমোঽন্ধকবিনাশায় পরেশায় নমো নমঃ।

ঐ গণগণ বিবিধ ভূষণে ভূষিতা, সুদর্প, উদ্ধতদর্পর, ঘোর, ঘোর-বিঘাতী, কামরূপ, অকাম, সর্ব্বকামসমন্বিত,করীন্দ্রকরোৎপাটনপটু, সিংহদেহী, অণিমাদি গুণযুক্ত, যোগৈশ্বর্য্যনামা, অদ্ভুত ব্যাঘ্রব্যালানন, ভয়ঙ্কর, কাককঙ্ক-বেষ্টিত, অরূপ, সমরূপ, কুরূপ ও বহুরূপ। তাহাদের মধ্যে কেহ একশিরস্ক, কেহ দ্বিশিরস্ক, কেহ ত্রিশিরস্ক, কেহ বহুশিরস্ক, কেহ অশিরস্ক, কেহ একশিখ, কেহ দ্বিশিখ, কেহ ত্রিশিখ, কেহ নানারূপ ; কেহ বহুনেত্র, কেহ নির্নেত্র, কেহ একনেত্র, কেহ দ্বিনেত্র, কেহ ত্রিনেত্র, কেহ এককর্ণ, কেহ দ্বিকর্ণ, কেহ বহুকর্ণ, কেহ অকর্ণ ; কেহ একনাসিক, কেহ দ্বিনাসিক, কেহ ত্রিনাসিক, কেহ কেহ বহুনাসিক, এবং কেহ বা অনাসিক। কেহ কেহ একজঙ্ঘ, কেহ দ্বিজঙ্ঘ, কেহ বহুজঙ্ঘ,এবং কেহ বা অজঙ্ঘক। কেহ একপাদ, কেহ দ্বিপাদ, কেহ বহুপাদ, এবং কেহ বা পাদহীন। কেহ কেহ গৌরশ্যাম, কেহ কেহ শ্যামগৌর, কেহ কেহ অসিতবর্ণ এবং কেহ কেহ কর্ব্বুর। তাহারা ভুজঙ্গের হার ও বলয় ধারণ করিয়াছে, কেহ বা ভুজঙ্গের যজ্ঞোপবীত করিয়াছে ; কেহ কেহ শূলপাণি, পট্টিশধর, কেহ কেহ ভূশুণ্ডীপরিঘায়ুধ, কাহার কাহার হস্তে চক্র, ক্রচ, কোদণ্ড, কাণ্ড, ও দণ্ড বিরাজ করিতেছে ; কাহার কাহারও হস্তে গদা, মুদ্গর, পাষাণ, মুষল, বিদ্যমান ; কেহ বজ্র, শক্তি, অশনি, প্রাস, কুন্ত ও কর্ত্তৃকা ধারণ করিয়াছে ; কেহ কেহ ভস্তা ও ভেরী, বাজাইতেছে, কেহ কেহ বা বীণা, পণব, বেণু, মৃদঙ্গ, বিমলা, ঢক্কা, কাহল, আনক, দুন্দুভি, হুড়ুক্কা ও শৃঙ্গিকা প্রভৃতি নানা বাদ্য বাদন করিতেছে, কেহ বা অত্যন্ত ভয়ানক, কেহ বা ভীমাকার এবং কেহ কেহ ভীমপরাক্রম। মহাগ্রহপরিবৃত আদিত্যের ন্যায় উক্তপ্রকার গণগণে পরিবৃত হইয়া দেবদেব মহাদেব দেবগণসমীপে আবির্ভূত হইলেন। হে ব্যাস! এইরূপে দেবদেব ব্রহ্মাদিদেবগণের সম্মুখে উপস্থিত হইলে তাঁহারা তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন।২৩-৪৩। ব্রহ্মাদি দেবগণ তাঁহাকে উক্তপ্রকার দর্শন করিয়া তাঁহার তেজে প্রতিহত হইয়া ভ্রান্তচিত্ত হইলেন। অনন্তর তাঁহারা ধৈর্য্যাবলম্বন করত দেবদেবকে যথাবিধি দর্শনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে অবনতমস্তকে পাদযুগলে পতিত হইয়া ষড়ঙ্গ বেদযোগে হৃষ্টচিত্তে সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কর্ত্তা দেবদেব ঈশ্বরের স্তব করিতে লাগিলেন। দেবগণ বলিলেন,—হে দেব! তুমি শিব, শান্ত, সগণ, সনন্দী, বৃষাসন, সৌম্য, ও শূল-শক্তিধর ; তোমাকে নমস্কার। হে দিগ্বাসঃ! হে চর্ম্মাম্বরধর! তুমি শুচি, তীব্রতেজা, ব্রহ্ম, ব্রহ্মদেহ, ও ব্রহ্মযোজিত ; তোমাকে নমস্কার। হে দেব! আপনি

রুদ্রায় পঞ্চবক্ত্রায় সর্ব্বরোগাপহারিণে। ৪৯ ॥ গিরিশায় সুরেশায় ঈশানায় নমো নমঃ। ভীমোগ্রাদিস্বরূপায় বিজয়ায়ঃ নমো নমঃ ॥ ৫০ ॥ সুরাসুরাধিপতয়ে যতীনাং পতয়ে নমঃ। চণ্ডায় চণ্ডদণ্ডায় বরখট্টাঙ্গদণ্ডিনে। ৫১ ॥ বিরূপাক্ষশুভাখ্যায় বিশ্বরূপায় বৈ নমঃ। শান্তায় চ মনোজ্ঞায় ত্রিনেত্রায় নমোনমঃ ॥ ৫২ ॥ বেধসে বিশ্বরূপায় দৈত্যসংহারিণে নমঃ। ভক্তানুকম্পিনেহত্যর্থং রুদ্রজ্ঞানপরায় চ ॥ ৫৩ ॥ বিরূপায় সুরূপায় রূপাণাং শতধারিণে। পঞ্চাস্যায় শুভাস্যায় চন্দ্রাস্যায় নমো নমঃ ॥ ৫৪ ॥ বরদায় বরাহায় সুকর্ম্মায় নমো নমঃ ॥ ৫৫ ॥ ত্রিনেত্র ত্রাণমস্মাকং ত্রিপুরঘ্ন বিধীয়তাম্। বাঙ্মনঃকায়ভাবৈস্ত্বাং প্রপন্নানাং মহেশ্বর ॥ ৫৬ ॥ সনৎকুমার উবাচ। এবং স্তুতস্তদা দেবৈর্ব্বিরিঞ্চ্যাদ্যৈস্তথা হরঃ। শরীরাণি বিলোক্যেশঃ কৃশান্যথ দিবৌকসাম্ ॥ ৫৭ ॥ দিব্যপ্রণ্যপধারেণ ত্রিবেধেনান্তরাত্মনা ॥ ৫৮ ॥ আরাধনাং সমীক্ষ্যাহ ব্রহ্মাদীনাং সুরেশ্বরঃ। সাধু সাধু মহাভাগাঃ শশ্বদ্ব্রতমুপাসিতম্ ॥ ৫৯ ॥ দিব্যেনানেন বিধিনা ভৃশমারাধিতো হ্যহম্। ভবদ্ভিঃ শ্রদ্ধয়াত্যর্থং মম দর্শনকাঙ্ক্ষয়া ॥ ৬০ ॥ ব্রতস্থা মাং হি পশ্যন্তি মানুষা দেবতা অপি। যদি যচ্চ প্রযচ্ছামি কাংশ্চিদ্বো হি বরাস্তুভান্। ৬১ ॥ একৈকশো দ্বিত্রিশো বা সমস্তেভ্যঃ সমেন বঃ। সর্ব্বকামপ্রসিদ্ধ্যর্থং দাস্যাম্যেনং বরং হি বঃ ॥ ৬২ ॥ হিতায় ভবতাং চাহমাগামুজ্জয়িনীং প্রতি। ক্ষিপ্তং কপালং চ ময়া কিং পুনর্ভদ্রমস্ত বঃ ॥ ৬৩ ॥ দেবা উচুঃ। কিং কৃতং হিতমস্মাকং কপালং ক্ষিপতা ত্বয়া ॥ ৬৪ ॥ কিমর্থং কম্পিতা ভূমিস্ত্রৈলোক্যং ব্যাকুলীকৃতম্। নৈতন্নিরর্থকং দেব কথ্যতামত্র কারণম্ ॥ ৬৫ ॥ মহাদেব উবাচ। যুষ্মদ্ধিতার্থমেতদ্বৈ ভয়ং বিনির্ম্মিতং কৃতম্। দেবতানাঞ্চ রক্ষার্থং শ্রূয়তামত্র কারণম্ ॥ ৬৬ ॥ অসুরো দ্রোহণো নাম বলবান্ যোগমায়িকঃ। অবস্থিতস্তবহুত্ত্য রসাতলতলাশ্রয়ম্ ॥ ৬৭ ॥ তস্য দৈত্যস্য বলিনো দৈত্যাঃ পরপুরঞ্জয়াঃ যুষ্মান্ জ্ঞাত্বা তপঃস্থাংশ্চাপ্যভ্যগুর্ব্বহবো হি তে ॥ ৬৮ ॥ সেন্দ্রান্নিহন্তুমিচ্ছন্তো মায়াপ্রচ্ছন্নচারকাঃ। পুরীং কনকশৃঙ্গাদ্যামেনামাগুঃ কুশস্থলীম্। সমুদ্যযুঃ সুরান্

অন্ধকরিপু, পরেশ, রুদ্র, পঞ্চবক্ত্র, সর্ব্বরোগাপহারী, গিরিশ, সুরেশ, ঈশান, ভীম, উগ্র, আদিস্বরূপ, বিজয়, সুরাসুরাধিপতি, যতিপতি, চণ্ড, চণ্ডদণ্ড, বরখট্টাঙ্গ, দণ্ডী, বিরূপাক্ষ, শুভাক্ষ, বিশ্বরূপ, শান্ত, মনোজ্ঞ, ত্রিনেত্র, বেধা, বিশ্বরূপ, দৈত্যসংহারী, ভক্তানুকম্পী, রুদ্রজ্ঞানপর, বিরূপ, সুরূপ, শতরূপ, পঞ্চাস্য, শুভাস্য, চন্দ্রাস্য, বরদ, বরাহ, ও সুকর্ম্ম, আপনাকে বার বার নমস্কার। হে ত্রিপুরঘ্ন! আমরা আপনাকে কায়মনো-বাক্যে প্রাপ্ত হইয়াছি; আপনি আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন। সনৎকুমার বলিলেন,—দেবদেব হর ব্রহ্মাদি দেবগণ কর্ত্তৃক এইরূপে স্তুত হইয়া তাঁহাদের শরীর তপঃকৃশ দেখিলেন এবং কায়মনো-বাক্যে তাঁহাদিগকে উপাসনা করিতে দেখিয়া বলিলেন,—হে মহাভাগগণ! আপনারা সাধু; যেহেতু আপনারা দিব্যবিধানে মদীয় দর্শনাকাঙ্ক্ষায় শাশ্বত ব্রত আচরণ এবং শ্রদ্ধা সহকারে আমার আরাধনা করিয়াছেন। ব্রতস্থ ব্যক্তি মানব বা দেবতা হউক, অবশ্যই আমার দর্শন লাভ করিয়া থাকে। সকলের প্রতিই আমার সম ব্যবহার। আমি যখন আপনাদিগকে শুভ বর প্রদান করিব, এক একটী করিয়াই হউক আর দুই তিনটী করিয়াই হউক, সকলকেই সমান ভাবেই প্রদান করিব। আপনাদের সকল কামনা সিদ্ধির নিমিত্ত আমি অবশ্যই বর প্রদান করিব।৪৪—৬২। আমি আপনাদের হিতের নিমিত্তই উজ্জয়িনীতে আগমন করিয়া কপাল ক্ষেপণ করিয়াছি; আর কি আপনাদের মঙ্গল কার্য্য করিব বলুন। দেবগণ বলিলেন,—হে দেব! আপনি কপাল ক্ষেপণ করিয়া আমাদের কি হিতকর কার্য্য করিয়াছেন? কি জন্য আপনি কপাল ক্ষেপণ করিয়া এই পৃথিবীকে কম্পিত এবং ত্রৈলোক্য ব্যাকুলীকৃত করিলেন? ইহাতো নিশ্চয়ই নিরর্থক নহে। ইহার কারণ, আপনি আমাদিগকে বলুন। মহাদেব বলিলেন,—আমি আপনাদের রক্ষা ও হিতের নিমিত্তই এই ভয়ঙ্কর ব্যাপারের অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম। বলবান্ যোগমায়িক দ্রোহণ নামক এক অসুর রসাতলতলে অবস্থান করিত। ঐ বলবান্ দৈত্যের পরপুরঞ্জয় বহুসৈন্য ইন্দ্রপ্রমুখ আপনাদিগকে ব্রতস্থ জানিতে পারিয়া বধ সাধনের চেষ্টা করে। পরে ঐ মায়াবিহারী প্রচ্ছন্নচারী দৈত্যগণ উদ্যতায়ুধ হইয়া আক্রমণপূর্ব্বক আপনাদিগকে নিহত করিবার জন্য কনকশৃঙ্গাঢ্যা এই কুশস্থলী পুরী আক্রমণ করে। ঐ সময়

হস্তমুদ্যতা উদ্যতায়ুধাঃ ॥ ৬৯ ॥ তেষাং কপালপাতেন ভূমিনিষ্কম্পনেন চ। শব্দেন চাতিঘোরেণ দেহাৎ প্রাণা বিনির্যযুঃ ॥ ৭০ ॥ লোকস্থিতিবিনাশার্থং তেষামাসীৎ সমুদ্যমঃ। রাজ্যৈশ্বর্য্যেণ দর্পিষ্ঠাস্তেন তে নিহতা ময়া ॥ ৭১ ॥ দেবা উচুঃ। বিশস্তানাং পুনশ্চৈবমেব চানুগ্রহঃ কৃতঃ। দেবানুগ্রহকর্ত্তা ত্বং গুণস্মৃতিনিষেবিতঃ ॥ ৭২ ॥ দিব্যদৃষ্টিভিরত্যর্থং যশোঽর্থং ভীম নন্দিতাঃ। ইত্যুক্তা প্রণতান্ দেবানুত্থাপ্যোচে পুনর্ভবঃ ॥ ৭৩ ॥ শিব উবাচ। পরিচর্য্যাভিসংযুক্তং নিত্যমুগ্রনিষেবিতম্। ধ্যানসাধননিষ্পন্নং যদন্যেষাং ন বিদ্যতে ॥ ৭৪ ॥ মনোবাক্কায়ভাবেন দুষ্করং দুশ্চরং তপঃ। অনেন তপসা যুক্তাঃ কষ্টেন দুঃসহেন চ ॥ ৭৫ ॥ মহতা তন্মসাধ্যেন বহুকালার্জ্জিতেন বঃ। সমস্তাদতিবর্দ্ধেতাং যুষ্মত্তেজস্তপোঽপি চ ॥ ৭৬ ॥ সনৎকুমার উবাচ। ইত্যুক্তা দেবদেবেন দেবা ব্রহ্মপুরোগমাঃ। উচুরুন্নাম্য বক্ত্রাণি স্থিতা জানুভিরীশ্বরম্ ॥ ৭৭ ॥ দেবা উচুঃ। প্রাণদস্ত্বং কারণস্ত্বং তপসাং দেব দৃশ্যসে। তদস্মাকং প্রবৃত্তানাং মানুষাণাং বরপ্রদ ॥ ৭৮ ॥ রক্ষাং কুরুষ্ব দেবেশ ভক্তানামভয়ঙ্কর ॥ ৭৯ ॥ ঈশ্বর উবাচ। যত্নেন বিধিনা দত্তং সুব্যক্তং দর্শনং হি বঃ। সুদুর্লভান্যপি পুনর্দ্দাস্যামি বো বরান্ বহূন্ ॥ ৮০ ॥ এবমুক্তে ভগবতা ব্রহ্মা বচনমব্রবীৎ। দেবানামগ্রতঃ স্থিত্বা শ্রুতশব্দোদ্ভবং ভবম্ ॥ ৮১ ॥ প্রাপ্তা বয়ং চ ভগবন্ সুপর্য্যাপ্তো মহাবরঃ। জায়তাং নঃ সদৈশ্বর্য্যং বাসস্থানমথাক্ষয়ম্ ॥ ৮২ ॥ শিব উবাচ। লোকেঽস্মিন্মম যে ভক্তা ময়া বিনিহতাশ্চ যে। নৈব তে দুর্গতিং যান্তি লভন্তে সুমতিং পরাম্ ॥ ৮৩ ॥ সার্দ্ধং তত্র জটাজুটৈঃ শিরোভিঃ শূলপাণয়ঃ। ভান্তি মদ্বামপার্শ্বস্থা ইমে তে দারুণা গণাঃ ॥ ৮৪ ॥ যেষাং বিনিগ্রহার্থায় যুষ্মৎসম্বোধনায় চ। সবিকারং ময়া ক্ষিপ্তং কপালং ধরণীতলে ॥ ৮৫ ॥ কৃতো মেঽনুগ্রহস্তেষাং ভক্তানাং ভক্তিমিচ্ছতাম্। বনেঽস্মিন্নিত্যবাসো মে বৃক্ষৈরভ্যর্থিতস্য চ ॥ ৮৬ ॥ মহাকালবনে দেবা আগতস্য মমানঘাঃ। তপস্ততাং চ ভবতাং মহাকালবনং ততঃ ॥ ৮৭ ॥ নামদ্বয়যুতং শুভং

আমি কপাল পাতিত করি; তজ্জন্য ভূমিকম্প হওয়ায় তাহার ঘোরতর শব্দে দেহ হইতে তাহাদের প্রাণবায়ু বহির্গত হয়। দৈত্যগণ লোকস্থিতিবিনাশের নিমিত্ত উদ্যম প্রকাশ করিয়াছিল। এই জন্য আমি রাজ্যৈশ্বর্য্যভোগী অতিদর্পী ঐ দৈত্যগণকে কপাল মোচনে নিহত করিয়াছি। দেবগণ বলিলেন,—হে দেব! আপনি এই অতিবিশস্ত দেবগণের প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছেন। হে দেব! আপনি গুণস্মৃতি-নিষেবিত হইয়াই দেবতাদিগের প্রতি দয়া করিয়াছেন। হে ভীম! আপনি দিব্য দৃষ্টি দ্বারা আমাদিগকে অভিনন্দিত করিয়া যশোলাভ করিলেন। অনন্তর দেবদেব প্রণত দেবগণকে উত্থাপিত করিয়া পুনবায় বলিলেন,—হে দেবগণ! পরিচর্য্যাভিসংযুক্ত উগ্রনিষেবিত ধ্যানসাধননিষ্পন্ন মদীয় ব্রত অন্য আর কেহ প্রাপ্ত হয় নাই, আপনারাই এই দুষ্কর দুশ্চর ব্রত কায়মনোবাক্যে আচরণ করিয়াছেন। এই ক্লেশকর দুঃসহ মহৎ তন্মসাধ্য বহুকালব্যাপী ব্রতাচরণের ফলে আপনাদের তেজ ও তপ বর্দ্ধিত হইবে। সনৎকুমার বলিলেন,—দেবদেব শঙ্কর এই কথা বলিলে ব্রহ্মপ্রমুখ দেবগণ জানুদ্বয়েভর দিয়া উপবেশন করত অধোবদনে তাঁহাকে বলিলেন,—হে দেব আপনি প্রাণদ এবং তপস্যার কারণরূপে দৃষ্ট হইয়া থাকেন। হে ভক্তগণের অভয়প্রদ! আপনি ব্রতচারী মনুষ্যদিগের ও আমাদিগের বরপ্রদ; অতএব আপনি আমাদিগকে রক্ষা করুন। ৬৯—৭৯। ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবগণ! আমি আপনাদিগকে যত্নপূর্ব্বক যথাবিধি দর্শন দান করিয়াছি এবং পুনরায় আপনাদিগকে সুদুর্লভ বহুবর প্রদান করিতেছি। ভগবান্ দেবদেব এই কথা বলিলে ব্রহ্মা দেবতাগণের সম্মুখে থাকিয়া দেবদেবের বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক বলিলেন,—হে ভগবন্! আমরা সুপর্য্যাপ্ত মহাবর সকল প্রাপ্ত হইয়াছি, অধুনা আমাদিগকে নিত্যৈশ্বর্য্য ও অক্ষয় বাসস্থান প্রদান করুন। দেবদেব বলিলেন,—এই লোকে যাহারা আমার ভক্ত এবং যাহারা আমা কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়াছে; তাহারা কদাচ দুর্গতি লাভ করে না; উত্তম গতিই তাহাদের হইয়া থাকে। এই দেখুন,—শূলপাণি জটাজুটযুক্ত মদ্বামপার্শ্বস্থ সেই দারুণ গণ দীপ্তি পাইতেছে—যাহাদিগকে আমি আপনাদিগের রক্ষার নিমিত্ত বিকার প্রাপ্ত হইয়া ধরণীতলে কপাল ক্ষেপণ করিয়া নিগৃহীত করিয়াছি; ভক্তিপ্রবণ সেই ভক্তগণকে আমি অনুগ্রহ করিয়াছি; তাহারা গণত্ব লাভ করিয়াছে। হে অনঘ দেবগণ! মহাকালবনে উপস্থিত হইলে আমি বনস্থিত বৃক্ষগণ কর্ত্তৃক অভ্যর্থিত হওয়ায়

লোকে খ্যাতং ভবিষ্যতি। গুহ্যং বনং শ্মশানঞ্চ ক্ষেত্রাণাং প্রবরং মহৎ ॥ ৮৮ ॥ কপালব্রতচর্য্যা চ ময়া হ্যেষা প্রকীর্ত্তিতা। কপালপাত্রে ভুঞ্জানঃ কপালব্রতভূষণঃ ॥ ৮৯ ॥ কপালপাণিঃ সন্তুষ্টো ভিক্ষাব্রতসমন্বিতঃ। শ্মশাননিলয়ো রৌদ্রো ব্রতোন্মত্তবিমূঢ়ধীঃ ॥ ৯০ ॥ নন্দিতঃ সর্ব্বভূতেষু প্রিয়াপ্রিয়সমঃ সদা। ভস্মভূষিতসর্ব্বাঙ্গো জ্ঞানী চৈব বিশেষতঃ ॥ ৯১ ॥ জিতেন্দ্রিয়োঽসর্ব্বসঙ্গো মৃত্তম্ভোদকসংগ্রহী। নিত্যযুক্তঃ সদা ব্যাপী জাপী জিতবরাসনঃ ॥ ৯২ ॥ পুণ্যতীর্থাশ্রমোপেতঃ স্বয়ে দেবে সমাহিতঃ। লোকাতীতং পরং জ্ঞানং মহাপাশুপতং ব্রতম্ ॥ ৯৩ ॥ কপালব্রতমাস্থায় পুরা চীর্ণং ময়া স্বয়ম্। কপালং পরমং গুহ্যং পবিত্রং পাপনাশনম্ ॥ ৯৪ ॥ কপালব্রতমেতদ্ধি দুর্দ্ধরং পরমাদ্ভুতম্। অত্যন্তমুৎকটং রৌদ্রমঘোরং লোমহর্ষণম্ ॥ ৯৫ ॥ মহাব্রতং দ্বিষন্মোহাৎপাপেনৈব স্থিতো নরঃ। ন মুচ্যতে স পাপেন জন্মকোটিশতৈরপি ॥ ৯৬ ॥ মহাপাশুপতং তস্মান্ন হন্যান্ন চ দূষয়েৎ। এতস্মিন্নিহতে তস্মাৎ কোটির্ভবতি ঘাতিতা ॥ ৯৭ ॥ এবং মহাব্রতং যস্তু ভোজয়েচ্ছ্রদ্ধয়ান্বিতঃ। তস্য ভুক্তা ভবেৎ কোটির্বিপ্রাণাং বেদপাঠিনাম্ ॥ ৯৮ ॥ কপালপূরণীং ভিক্ষাং যতীনাং যঃ প্রযচ্ছতি। বিমুক্তঃ সর্ব্বপাপেভ্যো নাসৌ দুর্গতিমাপ্নুয়াৎ ॥ ৯৯ ॥ কপালে ভোজনং শ্রেষ্ঠং মার্গোঽয়ং ব্রহ্মসম্ভবঃ। বদন্তি লোকে বেদেষু পূজিতং দেবদানবৈঃ ॥ ১০০ ॥ ধারয়িষ্যন্তি যে বিপ্রাঃ কপালং ভূতমোহনম্। মম তুল্যাস্ত তে ব্রহ্মন্ বিচরন্তি মহীতলে ॥ ১০১ ॥ জপৈকনিরতা ধীরাঃ কপালকৃতভূষণাঃ। মহাপাশুপতা লোকে রুদ্রাঃ সংসারতারকাঃ ॥ ১০২ ॥ ধর্ম্মাধর্ম্মবিমুক্তাশ্চ কৃত্যাকৃত্যবিবর্জ্জিতাঃ। দীক্ষয়া জ্ঞানযোগেন প্রাণিনস্তারয়ন্তি তে ॥ ১০৩ ॥ যানি তীর্থানি লোকেঽস্মিন্ যজ্ঞকোটিশতানি চ। বিশুদ্ধস্য বিজ্ঞানস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্ ॥ ১০৪ ॥ যথাহং সর্ব্বদেবানাং সম্পূজ্যো বৈ পিতামহ। তথৈব সর্ব্বযোগেভ্যঃ সম্পূজ্যোঽয়ং মহাব্রতঃ ॥ ০৫ ॥ সংসারবন্ধমোক্ষার্থং শিবগুহ্যমিদং ব্রতম্। যদেতৎ সর্ব্বধর্ম্মেণ অপুনর্ভব কারণম্ ॥ ১০৬ ॥ কপালব্রতমাদায় যস্ত্যজেদজিতেন্দ্রিয়ঃ। রৌরবং স প্রয়াত্যাশু

এই বনে আমার নিত্য বাস হইয়াছে। আপনাদের তপস্যাস্থান এই মহাকালবন—গুহ্যবন ও শ্মশান, এই নামদ্বয় যুক্ত হইয়া লোকবিখ্যাত হইবে। এই ক্ষেত্র ক্ষেত্রশ্রেষ্ঠ ও অতি মহৎ স্থান। এই স্থানে আমি কপাল পাত্রে ভোজন করিয়া কপাল-ব্রতচর্য্যা করিয়াছিলাম। কপালব্রতভূষণ, কপালপাণি, সন্তুষ্ট, ভিক্ষাব্রতসমন্বিত, শ্মশানালয়, রৌদ্র, ব্রতোন্মত্তবিমূঢ়ধী, সর্ব্বভূতে আনন্দিত, প্রিয়াপ্রিয়সম, ভস্মভূষিত-সর্ব্বাঙ্গ, জ্ঞানী, জিতেন্দ্রিয়, অসর্ব্বসঙ্গ, মৃত্তম্ভোদকসংগ্রহী, নিত্যযুক্ত, ব্যাপী, জাপী, জিতবরাসন, পুণ্যতীর্থাশ্রমোপেত, ও সমাহিত হইয়া আমি স্বয়ং পূর্ব্বে এখানে লোকাতীত পরম জ্ঞানময় মহাপাশুপত কপাল ব্রত আচরণ করিয়াছিলাম। কপাল ব্রত পরম গুহ্য, পবিত্র পাপনাশন, দুর্দ্ধর, পরমাদ্ভুত, অত্যন্ত সঙ্কট, রৌদ্র, অঘোর ও লোমহর্ষণ। এই মহাব্রতের প্রতি দ্বেষ করিলে মানব মুগ্ধ ও পাপী হইয়া থাকে। সে কোটিশত জন্মেও পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে না। অতএব কেহ কখন মহাপাশুপত ব্রতের হিংসা বা দোষ খ্যাপন করিও না। এই ব্রত কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক হিংসিত হইলে, ঐ ব্যক্তি কোটি হত্যার ফলভাগী হয়। এই মহাব্রতে যে ব্যক্তি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া অল্পমাত্রও ব্রাহ্মণ ভোজন করায়, তাহার কোটি ব্রাহ্মণভোজনের ফল লাভ হইয়া থাকে। যে মানব যতিদিগকে কপালপাত্র পূর্ণ করিয়া ভিক্ষা প্রদান করে, সেই ব্যক্তি সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হয় এবং কখন দুর্গতি লাভ করে না। ৮০—৯৯। কপালপাত্রে ভোজন অতীব প্রশংসনীয়; ইহা ব্রহ্মানুমোদিত বেদবিহিত এবং দেবদানব-পূজিত মত। হে ব্রহ্মন্! যে বিপ্র এই ভূতমোহন কপাল-পাত্র ধারণ করেন, তিনি আমার সদৃশ হইয়া মহীতলে বিচরণ করিয়া থাকেন। যে জপৈকনিরত ধীর ব্যক্তি কপালপাত্রকে আপনার ভূষণ করেন, তিনি মহাপাশুপত রুদ্রস্বরূপ, সংসার তারক, ধর্ম্মাধর্ম্ম-বিমুক্ত ও কৃত্যাকৃত্য-বিবর্জ্জিত হইয়া কেবল দীক্ষা ও জ্ঞানযোগ দ্বারা প্রাণিগণকে উদ্ধার করিয়া থাকেন। হে পিতামহ! এই লোকে যত তীর্থ আছে তাহা এবং শতকোটি যজ্ঞও বিশুদ্ধ জ্ঞানের ষোড়শী কলার যোগ্য নহে। যেমন আমি সর্ব্বদেবের সংপূজ্য, তেমনি এই বিশুদ্ধ ব্রত সকল যোগের শ্রেষ্ঠ। সংসারবন্ধ-মোক্ষের জন্যই এই মঙ্গলময় গুহ্য ব্রত। ইহা ভবনিবৃত্তির কারণ। যে অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি এই কপালব্রত গ্রহণ করিয়া

প্রণীতো যমকিঙ্করৈঃ ॥১০৭॥ আলাপয়ন্তি ভাবেন ন তু কর্ম্ম করোতি যঃ। সরাগচিত্তঃ শৃঙ্গারী ন চ ধর্ম্মপ্রিয়ঙ্করঃ ॥ ১০৮ ॥ একত্র ভোজী মিষ্টাশী কৈতবেন প্রিয়স্তথা। কুগ্রামনগরে বাসী কৃষিবাণিজ্যসেবকঃ ॥ ১০৯ ॥ ইত্যাদিদুষ্টদোষশ্চ তস্য সম্ভাষণাদপি। নরো নরকগামী স্যাদ্‌যতো মদ্‌ব্রতদূষকঃ ॥ ১১০ ॥ দৃষ্ট্বা চ শিষ্টমথ বৈ মহাব্রতধরো নরঃ। ন স্পৃশেদক্ষমক্ষেন স্পৃষ্ট্বা স্নায়াত্তু চাপ্সুভিঃ ॥ ১১১ ॥ এবং চ সর্ব্বমাখ্যাতং কপালস্য চ মোক্ষণম্। যথা ময়াত্র নিক্ষিপ্তমজ্ঞানেন হতং স্বয়ম্ ॥ ১১২ ॥ সনৎকুমার উবাচ। এবমুক্ত্বা স ভগবান্ ব্রহ্মাদ্যৈরমরৈঃ সহ। ক্ষেত্রং নিবাসয়ামাস যথাবৎ কথয়ামি তে ॥ ১১৩ ॥ আদ্যমেতৎশ্মশানং চ পঠ্যতে মুনিসত্তমৈঃ। মহাকালবনং ব্যাস যত্র সন্নিহিতো হরঃ ॥ ১১৪ ॥ অনুগ্রহস্য ভুবনং ভূমিভাগো ন সংশয়ঃ। অনুগ্রহার্থং ভূতানাং ক্ষেত্রান্তর্ম্মৃত্যুধর্ম্মিণাম্ ॥ ১১৫ ॥ সুসর্ণবজ্রপর্য্যঙ্কবেদিকা চ মহীকৃতা। বিচিত্রকুসুমা রত্নৈঃ কারিতা সর্ব্বশোভনা ॥ ১১৬ ॥ স্বর্ণবজ্রাঙ্কিততলা শ্রেষ্ঠা হরিতশাদ্বলা। ত্রিংশচ্চত্বারিংশপূাঃ কলশাঃ কোণসংস্থিতাঃ ॥ ১১৭ ॥ দ্বারাণি তত্র চত্বারি প্রবর্ণানি তপস্তি চ। কুম্ভাঃ শোভন্তি তত্রস্থাঃ উদিতা ভাস্করা ইব ॥ ১১৮ ॥ রমতে তত্র ভগবান্ বনানামুত্তমে বনে। সনন্দিদেবগণপঃ কালদণ্ডাদিসংযুতঃ ॥ ১১৯ ॥ এতৎকৃতযুগে সর্ব্বং প্রত্যক্ষং দৃশ্যতে বনে। ত্রেতায়াং ধর্ম্মনিরতাস্তাপসা ব্রহ্মচারিণঃ ॥ ১২০ ॥ দ্বাপরে ধর্ম্মশীলা যে শ্রুতবিজ্ঞানশালিনঃ। কলৌ তু শুদ্ধবিজ্ঞানশালিনঃ শঙ্করং হরম্ ॥ ১২১ ॥ তপোধিকাঃ প্রপশ্যন্তি দেবদেবং মহেশ্বরম্। মহাকালবনে নিত্যং শূলপট্টিশধারিণম্ ॥ ১২২ ॥ এতত্তে তথ্যমাখ্যাতং লোকানুগ্রহকারকম্। সহিতানুক্রমেণাত্র মন্ত্রৈশ্চ বিধিপূর্ব্বকম্ ॥ ১২৩ ॥ সমর্চ্চয়ন্তি যে বিপ্রা ভক্ত্যা শম্ভুমহাপদম্। বসন্তীহ সমীপং তে মহাকালানুভাবিতাঃ ॥ ১২৪ ॥ পঠতি য ইহ লোকে তস্য সংস্থানমেতৎপ্রথিতগুণগণৌঘৈরর্চ্চিতং দোষহং

পরিত্যাগ করে, সে শীঘ্রই যমকিঙ্করগৃহীত হইয়া রৌরবে পতিত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ভাব প্রকটনের নিমিত্ত ধর্ম্মের ভান করে, পরন্তু যথাযথরূপে ধর্ম্ম-কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে না, যে সরাগচিত্ত ও শৃঙ্গারী; কদাচ ধর্ম্মপ্রিয়কারী নহে। একসঙ্গে ভোজন করিতে বসিয়া অপরকে না দিয়া একাকী মিষ্টদ্রব্য ভক্ষণ করা, ছলাবলম্বনে মিষ্ট কথা বলা, কুগ্রামনগরে বাস ও কৃষিবাণিজ্য সেবা, এইগুলি দুষ্টদোষ; এই সকল দোষ কীর্ত্তন করিলেও মানব নরকগামী হয়, যেহেতু উক্ত দোষদুষ্ট ব্যক্তি মদীয় ব্রতদূষক হয়। মহাব্রতধর নর, শিষ্ট ব্যক্তিকেও দেখিয়া তাহাকে স্পর্শ করিবে না; স্পর্শ করিলে অবগাহন স্নান করিতে হইবে। এই আমি যে প্রকারে কপাল-মোক্ষণ, কপাল নিক্ষেপ, এবং তদ্দ্বারা যাহা নিহত করিয়াছিলাম, তৎসমস্ত কীর্ত্তন করিলাম। সনৎকুমার বলিলেন,—এই সকল কথা বলিয়া দেবদেব হর ব্রহ্মাদি দেবগণের সহিত সেই ক্ষেত্রে বাস করিতে লাগিলেন, ইহা আমি আপনাকে যথাযথ বলিতেছি। এই ক্ষেত্র আদ্য শ্মশান বলিয়া মুনিসত্তমগণ কীর্ত্তন করেন। হে ব্যাসদেব! এই মহাকালবন—যেখানে সাক্ষাৎ হর সন্নিহিত, ইহা অনুগ্রহনিলয়। মৃত্যুধর্ম্মী ভূতগণকে অনুগ্রহ করিবার জন্য এই ক্ষেত্রমধ্যে মহীকৃত সুবর্ণবজ্রময় পর্য্যঙ্ক-বেদিকা বিরাজিত আছে। এই পর্য্যঙ্কবেদিকা বিচিত্রকুসুমা রত্নখচিতা, সর্ব্বশোভনা, স্বর্ণবজ্রাঙ্কিততলা, শ্রেষ্ঠা ও হরিতশাদ্বলা। উহার কোণে ত্রিংশৎ বা চত্বারিংশৎ সংখ্যক পূর্ণ কলস সন্নিবেশিত আছে। ঐ বেদিকার চারিটী বিচিত্রবর্ণ প্রদীপ্তদ্বার আছে। তত্রত্য সজ্জিত কুম্ভগুলি উদিত ভাস্করের ন্যায়। ঐ শ্রেষ্ঠ বনে ঐরূপ বেদিকার উপর নন্দী দেব ও গণগণের সহিত কালদণ্ডাদিধর ভগবান্ হর ক্রীড়া করিয়া থাকেন। সত্যযুগে এই সকল ঘটনা প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হয়। ত্রেতাযুগে ধর্ম্মনিরত তাপস ব্রহ্মচারিগণ, দ্বাপরে ধর্ম্মশীল শ্রুতবিজ্ঞানশালী ব্যক্তিগণ, এবং কলিযুগে শুদ্ধবিজ্ঞানশালী ব্যক্তিগণ, এই সকল প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। তপোধিক ব্যক্তি, মঙ্গলময়, দেবদেব, মহেশ্বরকে মহাকালবনে নিত্য শূলপট্টিশধারিরূপে দর্শন করিয়া থাকেন। এই আমি তোমার নিকট মন্ত্র ও অনুক্রমের সহিত লোকানুগ্রাহক এই তথ্যতত্ত্ব বিধিপূর্ব্বক কীর্ত্তন করিলাম। যে বিপ্র ভক্তিপূর্ব্বক এই শম্ভুপীঠ অর্চ্চনা করেন, তিনি মহাকাল-সৎকৃত হইয়া এই পীঠের সমীপে বাস করেন। যে শুভমতি ব্যক্তি অভিষিক্ত হইয়া এই

তৎ। শুভমতিরভিবিক্তঃ সোহমরৈরর্চ্চ্যমানো ব্রজতি হরপুরং যঃ সং শৃণোত্যেকচিত্তঃ ॥ ১২৫ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে কপালমোক্ষণবর্ণনং নাম ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

সপ্তমোহধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ। ভগবন্ কেন বিধিনা মহাকালবনে নরৈঃ। রুদ্রলোকমভীপ্সদ্ভির্বস্তব্যং ক্ষেত্রবাসিভিঃ ॥ ১ ॥ কিং মনুষ্যৈরুত স্ত্রীভিঃ সিদ্ধ্যর্থং হ্যাশ্রমান্বিতৈঃ। বসন্তিঃ কিমনুষ্ঠেয়মেতৎ সর্ব্বং ব্রবীহি নঃ ॥ ২ ॥ নরৈঃ স্ত্রীভিশ্চ বস্তব্যং বর্ণৈশ্চাশ্রমবাসিভিঃ। স্বধর্ম্মাচারনিরতৈর্দম্ভমোহবিবর্জ্জিতৈঃ ॥ ৩ ॥ কর্ম্মণা মনসা বাচা রুদ্রভক্তৈর্যতেন্দ্রিয়ৈঃ। অনুগ্রহৃতিভিরক্ষুদ্রৈঃ সর্ব্বভূতহিতে রতৈঃ। কিং কুর্ব্বাণৈর্নরৈঃ কর্ম্ম রুদ্রভক্তিঃ ব্রবীহি নঃ ॥ ৪ ॥ সনৎকুমার উবাচ। ত্রিবিধা কথিতা হ্যত্র মনোবাক্কায়সম্ভবা। লৌকিকী বৈদিকী চাপ্যা ভবেদাধ্যাত্মিকী তথা ॥ ৫ ॥ ধ্যানধারণয়াবুদ্ধ্যা রুদ্রাণাং স্মরণং হি তৎ। রুদ্রভক্তিকরী চৈবা মানসী ভক্তিরুচ্যতে ॥ ৬ ॥ ব্রতোপবাসনিয়মৈর্যতেন্দ্রিয়নিরোধিভিঃ। কায়িকা ভক্তি রুদ্রস্য জ্ঞানধ্যানস্য ধর্ম্মিণাম্ ॥ ৭ ॥ গোঘৃতক্ষীরদধিভির্গন্ধরক্তকুশোদকৈঃ। গন্ধমাল্যৈশ্চ বিবিধৈর্ধাতুভিশ্চোপপাদিতা ॥ ৮ ॥ ঘৃতগুগ্গুলধূপৈশ্চ কৃষ্ণাগরুসুগন্ধিভিঃ। ভূষণৈর্হেমরত্নানাং চিত্রাভিঃ স্রগ্ভিরেব চ ॥ ৯ ॥ বাসপ্রবিসরাস্তোত্রৈঃ পতাকাব্যজনোচ্ছ্রিতৈঃ। নৃত্যবাদিত্রগীতৈশ্চ সর্ব্বপ্রত্যুপহারকৈঃ ॥ ১০ ॥ ভক্ষ্যভোজ্যান্নপানৈশ্চ যাবৎপূজাক্কতৈর্নরৈঃ। মহেশ্বরং পুরস্কৃত্য ভক্তিঃ সা লৌকিকী মতা ॥ ১১ ॥ বেদমন্ত্রহবির্যাগৈর্যা ক্রিয়া বৈদিকী মতা ॥ ১২ ॥ দর্শে চ পূর্ণমাস্যাং বা কর্ত্তব্যং চাগ্নিহোত্রকম্। প্রাশনং দক্ষিণাদানং পুরোডাশশ্চ সৎক্রিয়া ॥ ১৩ ॥ ইষ্টবৃত্তিঃ সোমপানং যাজ্ঞিকং সর্ব্বকর্ম্ম চ। ঋগ্‌যজুঃসামজাপ্যানি সংহিতাধ্যয়নানি চ ॥ ১৪ ॥ ক্রিয়তে রুদ্রমুদ্দিশ্য সা ভক্তির্বৈদিকী স্মৃতা। অগ্নিভূম্যনিলাকাশনিশাকরদিবাকরান্ ॥ ১৫ ॥ সমুদ্দিশ্য কৃতং কর্ম্ম তৎসর্ব্বং

গুণগণার্চ্চিত কলুষনাশী সন্দর্ভ পাঠ করে বা শ্রবণ করে, সে অমরগণ কর্ত্তৃক অর্চ্চিত হইয়া হরপুরে প্রস্থান করিয়া থাকে। ১১৯—১২৫।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত। ৬।

সপ্তম অধ্যায়।

ব্যাস বলিলেন,—হে ভগবন্! রুদ্রলোক গমনেচ্ছু নরগণ কোন্ বিধি অবলম্বনপূর্ব্বক এই মহাকাল-বনে বাস করিবে? তাহারা কি সিদ্ধিলাভের নিমিত্ত সস্ত্রীক এখানে বাস করিবে? আর বাস করিয়া তাহারা কোন্ ধর্ম্ম আচরণ করিবে?—এই সকল আপনি আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বলুন। আশ্রমবাসী নরগণ কিরূপে সস্ত্রীক, স্বধর্ম্মাচারনিরত, দম্ভমোহবিবর্জ্জিত, কায়মনোবাক্যে রুদ্রভক্ত, সংযতেন্দ্রিয়, অধিগতজ্ঞান, অদীনচেতা ও সর্ব্বভূতহিতৈষী হইয়া বাস করিবে? কোন্ কর্ম্ম করিলেই বা তাহাদের রুদ্রভক্তি লাভ হইবে? ঐ রুদ্রভক্তিই বা কতিবিধা? আপনি তাহা বলুন। সনৎকুমার বলিলেন,—মনো-বাক্-কায়সম্ভবা রুদ্রভক্তি ত্রিবিধা; যথা—লৌকিকী, বৈদিকী ও আধ্যাত্মিকী। ধ্যান-ধারণাদি বুদ্ধি দ্বারা যে রুদ্রগণের স্মরণ, তাহা রুদ্রভক্তিকরী মানসী ভক্তি বলিয়া কথিত। ব্রত, উপবাস ও নিয়ম দ্বারা ইন্দ্রিয়বৃত্তিনিরোধীদিগের যে রুদ্রসম্বন্ধীয় জ্ঞান ও ধ্যান, তাহাই কায়িকী ভক্তি। গব্যঘৃত, ক্ষীর, দধি, দুগ্ধ, রক্ত গন্ধ, কুশোদক, গন্ধমাল্য, বিবিধ ধাতু, ঘৃত, গুগ্গুল, ধূপ, কৃষ্ণাগুরু, অন্যান্য সুগন্ধি দ্রব্য, হেম-রত্নময় ভূষণ বিচিত্র স্রক্, বসন, স্তোত্র, পতাকা, ব্যজন, নৃত্য, বাদিত্র, গীত, সকল প্রকার উপহার, ভক্ষ্য, ভোজ্য, অনুপান, ও অক্ষতাদি দ্বারা মহেশ্বরোদ্দেশে মানবকৃত যে পূজা, তাহাই লৌকিকী ভক্তি। ১—১১। বেদমন্ত্র ও হবির্যাগ দ্বারা যে ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়, অমাবস্যা ও পূর্ণিমাতে যে অগ্নিহোত্র কর্ম্ম কর্ত্তব্য এবং প্রাশন দক্ষিণাদান পুরোডাশ সৎক্রিয়া ইষ্টবৃত্তি ও সোমপান প্রভৃতি যজ্ঞিয় সর্ব্বকর্ম্ম, ঋক্-যজুসামমন্ত্রের জপ ও সংহিতাপাঠ প্রভৃতি কর্ম্ম যে রুদ্র-উদ্দেশে অনুষ্ঠিত হয়, ইহাই বৈদেকী ভক্তি। অগ্নি, ভূমি, অনিল, আকাশ, নিশাকর ও দিবাকর উদ্দেশে যে সমস্ত কর্ম্ম কৃত হয়,

দৈবিকং ভবেৎ। আধ্যাত্মিকী তু দ্বিবিধা রুদ্রভক্তিঃ স্থিতা মুনে ॥১৬॥ সাংখ্যাখ্যা যৌগিকী চান্যা বিভাগং তত্র মে শৃণু। চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বানি প্রধানাদীনি সংখ্যয়া ॥ ১৭ ॥ অচেতনানি যোজ্যানি পুরুষঃ পঞ্চবিংশকঃ। চেতনঃ পুরুষো ভোক্তা ন কার্য্যং তস্য কর্ম্মণঃ ॥ ১৮ ॥ রুদ্রঃ ষড়্বিংশকঃ কর্ত্তা সর্ব্বজ্ঞশ্চেতনঃ প্রভুঃ। অজন্মা নিত্যমব্যক্তমধিষ্ঠাতা প্রয়োজকঃ ॥ ১৯ ॥ পুরুষো নিত্য ব্যক্তঃ স্যাৎকারণং চ মহেশ্বরঃ। তত্ত্বসর্গং ভবেৎ সর্গং ভূতসর্গং চ তত্ত্বতঃ ॥ ২০ ॥ সংখ্যয়া পরিসর্গায় প্রধানং চ গুণাত্মকম্। সাধর্ম্ম্যমাত্মনৈশ্বর্য্যং প্রধানং বৈ বিধর্ম্মি চ ॥ ২১ ॥ কারণং তচ্চ রুদ্রস্য কার্য্যত্বমিদমুচ্যতে। সর্ব্বত্র কর্ত্তৃতা রুদ্রে পুরুষে চাপ্যকর্ত্তৃতা ॥ ২২ ॥ অচৈতন্যং প্রধানে চ তচ্চ তত্ত্বমিদং স্মৃতম্। তত্ত্বান্তরেণ মুচ্যন্তে কার্য্যং কারণমেব চ ॥ ২৩ ॥ প্রয়োজনে চ বৈজাত্যং জ্ঞাত্বা তত্ত্বমসংখ্যয়া। সংখ্যান্তীত্যুচ্যতে প্রাজ্ঞৈ রুদ্রতত্ত্বার্থচিন্তকৈঃ ॥ ২৪ ॥

ইতি তস্য তত্ত্বভাবং তত্ত্বসংখ্যা চ তত্ত্বতঃ। রুদ্রতত্ত্বাধিকং চাপি জ্ঞানতত্ত্বং বিদুর্ব্বুধাঃ ॥ ২৫ ॥ সাংখ্যে কৃতা ভক্তিরেষা সদ্ভিরাধ্যাত্মিকী মতা। যোগিনামপি মে ভক্ত্যা শৃণু ভক্তিং মহামুনে ॥ ২৬ ॥ প্রাণায়ামপরো নিত্যং ধ্যায়তে নিয়তেন্দ্রিয়ঃ। ধারণাং হৃদয়ে ধৃত্বা ধ্যায়তে যে মহেশ্বরম্ ॥ ২৭ ॥ হৃৎকঞ্জকর্ণিকাসীনং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিলোচনম্। শশাঙ্কজ্যোতিজঠরং ব্যালবৃত্তকটীতটম্ ॥ ২৮ ॥ শ্বেতং দশভুজং ভদ্রং বরদাভয়হস্তকম্। যোগজা মানসী ব্যাস রুদ্রভক্তিঃ পরা স্মৃতা ॥ ২৯ ॥ য এব ভক্তিমান্ রুদ্রে রুদ্রভক্তঃ স উচ্যতে। বিধিং তু শৃণু মে ব্যাস যঃ স্মৃতঃ ক্ষেত্রবাসিনাম্ ॥ ৩০ ॥ স্বয়ং রুদ্রেণ বিহিতো ব্রহ্মাদীনাং সমাগমে। কথিতো বিস্তরাৎ পূর্ব্বং সর্ব্বেষাং তত্র সন্নিধৌ ॥ ৩১ ॥ নির্ম্মমা নিরহঙ্কারা নিঃসঙ্গা নিষ্পরিগ্রহাঃ। বন্ধুবর্গেণ নিঃস্নেহাঃ সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনাঃ ॥ ৩২ ॥ ভূতানাং কর্ম্মভির্নিত্যং ত্রিবিধৈরভয়প্রদাঃ। সাংখ্যযোগবিধিজ্ঞাশ্চ ধর্ম্মজ্ঞাশ্ছিন্নসংশয়াঃ ॥ ৩৩ ॥

তাহা দৈবিক কর্ম্ম। হে মুনে! আধ্যাত্মিকী রুদ্রভক্তি দ্বিবিধা; যথা—সাংখ্যা ও যৌগিকী; ইহারও আবার বিভাগ আছে, শ্রবণ করুন। প্রধানাদি চতুর্ব্বিংশতি প্রকার তত্ত্ব। ইহারা অচেতন ও সংখ্যা-যোজ্য। পুরুষ পঞ্চবিংশক; অর্থাৎ চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বাতীত। তিনি চেতন ও ভোক্তা; তাঁহার কোন কার্য্য নাই। রুদ্র ষড়্বিংশক কর্ত্তা, অর্থাৎ পুরুষ হইতেও শ্রেষ্ঠ। তিনি সর্ব্বজ্ঞ, চেতন, প্রভু, জন্মরহিত, নিত্য, অব্যক্ত, অধিষ্ঠাতা, ও প্রয়োজক। মহেশ্বর কারণ এবং নিত্য অব্যক্ত পুরুষ। তাঁহা হইতেই তত্ত্বসর্গ এবং তত্ত্ব হইতেই ভূতসর্গ হইয়া থাকে। সংখ্যাবিশিষ্টস্বরূপে সৃষ্টি-সম্পাদনের জন্যই প্রকৃতি গুণাত্মিকা। ঐশ্বর্য্য আত্মার সাধর্ম্ম্য, প্রধান (প্রকৃতি) পুরুষের বিধর্ম্মি। রুদ্রই কার্য্য-কারণাত্মক প্রকৃতি-পুরুষেরও কারণ। রুদ্রেরই কর্ত্তৃত্ব সর্ব্বত্র বিদ্যমান; পুরুষে নহে। প্রধান (প্রকৃতিতে) অচৈতন্য (জড়ত্ব) আছে, সেই জড়া প্রকৃতিই তত্ত্ব বলিয়া কথিত। জীব তত্ত্বান্তরিত হইলে তাহার কার্য্য-কারণ-ভাব বিনষ্ট হইয়া যায়। কেহ কেহ কার্য্যের নানাত্ব দেখিয়া তত্ত্ব অসংখ্য বলিয়া থাকেন; কিন্তু রুদ্রতত্ত্বার্থ-চিন্তক প্রাজ্ঞগণ বলেন যে, তত্ত্ব অসংখ্য নহে, তাহার সংখ্যা আছে। রুদ্রতত্ত্বার্থচিন্তকগণের মতে রুদ্রের তত্ত্ব-ভাব ও তত্ত্বের সংখ্যেয়ত্ব বিদ্যমান। কিন্তু কোন কোন মনীষী জ্ঞানতত্ত্বকে রুদ্রতত্ত্বাধিক বলিয়া থাকেন। এই যে মত, ইহা সাংখ্যবিৎ পণ্ডিতগণের সাংখ্যশাস্ত্রীয় আধ্যাত্মিকী ভক্তিমাত্র। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আপনি ভক্তিপূর্ব্বক আমার নিকট যোগিগণের রুদ্রভক্তি শ্রবণ করুন। ১২—২৬। নিয়তেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণ নিত্য প্রাণায়াম-পরায়ণ হইয়া ধ্যান করিবেন। মানবগণ যে, ধারণাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া শশাঙ্ক-জ্যোতির্জঠর, ব্যালাবৃতকটি, শ্বেত, দশভুজ, ভদ্র, বরদ, অভয়হস্ত, পঞ্চবক্ত্র, ত্রিলোচনকে হৃৎ-কঞ্জ-কর্ণিকাসীনরূপে ধ্যান করেন,—হে ব্যাসদেব! ইহাই যোগজা মানসী পরা রুদ্রভক্তি বলিয়া কথিত। রুদ্রে ভক্তিমান্ যে কেহ ব্যক্তি-কেই রুদ্রভক্ত বলা যায়। হে ব্যাসদেব! আপনি আমার নিকট সেই বিধি শ্রবণ করুন—যাহা রুদ্রক্ষেত্রবাসীদিগের প্রতি উক্ত হইয়াছে। স্বয়ং রুদ্র এই বিধি মহাকালবনে ব্রহ্মাদি দেবগণের সমক্ষে বিস্তৃতভাবে কীর্ত্তন করিয়াছেন যে যে বিপ্রগণ এই ক্ষেত্রে বাস করিয়া বিবিধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিবেন, তাঁহারা নির্ম্মম, নিরহঙ্কার, নিঃসঙ্গ, নিষ্পরিগ্রহ, বন্ধুবর্গে নিঃস্নেহ, লোষ্টে মণি-কাঞ্চনে সমজ্ঞান, ভূতাভয়দাতা, সাংখ্য-যোগবিধিজ্ঞ, ধর্ম্মজ্ঞ ও ছিন্নসংশয় হইবেন।

যজন্তো বিবিধৈর্যজ্ঞৈর্যে বিপ্রাঃ ক্ষেত্রবাসিনঃ। মহাকালবনে তেষাং মৃতানাং যৎফলং শৃণু॥ ৩৪॥ ব্রজন্ত্যেব সুদুষ্প্রাপ্যং ব্রহ্মসাযুজ্যমক্ষয়ম্। সম্প্রাপ্য ন পুনর্জন্ম লভন্তে মোক্ষমব্যয়ম্॥ ৩৫॥ পুনরাবর্ত্তনং হিত্বা বিধিং মাহেশ্বরং স্থিতাঃ। পুনরাবৃত্তিরন্যেষাং প্রপঞ্চাশ্রমবাসিনাম্॥ ৩৬॥ গার্হস্থ্যং বিধিমাসাদ্য ষট্‌কর্ম্মনিরতাঃ সদা। জুহ্বতে বিধিনা সম্যঙ্‌মন্ত্রস্তোত্রৈর্নিয়ন্ত্রিতাঃ॥ ৩৭॥ অধিকং ফলমায়ান্তি সর্ব্বদুঃখবিবর্জ্জিতাঃ। সর্ব্বলোকেষু চাস্যত্র গতিস্তস্য ন হন্যতে॥ ৩৮॥ দিব্যেনৈশ্বর্য্যযোগেন স্বারূঢ়ঃ স্বপরিগ্রহঃ। বহুসূর্য্যপ্রকাশেন বিমানেন সুবর্চ্চসা॥ ৩৯॥ বৃতঃ স্ত্রীণাং সহস্রৈশ্চ স্বচ্ছন্দগমনালয়ঃ। বিচরত্যবিচার্য্যৈব সর্ব্বলোকান্ দিবৌকসাম্॥ ৪০॥ স্পৃহণীয়তমঃ পুংসাং সর্ব্ববর্ণোত্তমো ধনী। স্বর্গাচ্চ্যুতঃ প্রজায়েত কুলে মহতি রূপবান্॥ ৪১॥ ধর্ম্মজ্ঞো রুদ্রভক্তশ্চ সর্ব্ববিদ্যার্থপারগঃ। তথৈব ব্রহ্মচর্য্যেণ গুরুশুশ্রূষণেন চ॥ ৪২॥ বেদাধ্যায়নসংযুক্তো ভৈক্ষবৃত্তির্জ্জিতেন্দ্রিয়ঃ। নিত্যং সত্যব্রতে যুক্তঃ স্বধর্ম্মে চ প্রমোদবান্॥ ৪৩॥ মৃতঃ কালে সমৃদ্ধেন সর্ব্বভোগাবলম্বিনা। সূর্য্যেণেব দ্বিতীয়েন বিমানেন বিচারিতঃ॥ ৪৪॥ গুহ্যকো নাম রুদ্রস্য গণঃ পরমসম্মতঃ। অপ্রমেয়বলৈশ্বর্য্যো দেবদানবপূজিতঃ॥ ৪৫॥ তেষাং চ সমতাং যাতি তুল্যৈশ্বর্য্যসমন্বিতঃ। দেবদানবমর্ত্ত্যেষু স চ পূজ্যতমো ভবেৎ॥ ৪৬॥ বর্ষকোটিসহস্রাণি বর্ষকোটিশতানি চ। এবমৈশ্বর্য্যসংযুক্তো রুদ্রলোকে মহীয়তে॥ ৪৭॥ বসিত্বাসৌ বিভূত্যা বৈ যদা চ চ্যবতে নরঃ। রুদ্রলোকচ্চ্যুতো ভূমৌ বসতে নাত্র সংশয়ঃ॥ ৪৮॥ মহাকালবনে ক্ষেত্রে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে স্থিতঃ। মহেশ্বরপরো নিত্যং বসেদ্বাথ ম্রিয়েত বা॥ ৪৯॥ মৃতোঽসৌ যাতি দিব্যে বৈ বিমানে সূর্য্যবর্চ্চসি। পূর্ণচন্দ্রপ্রকাশো বৈ শশিবৎ প্রিয়দর্শনঃ॥ ৫০॥ রুদ্রলোকং সমাসাদ্য গুহ্যকৈঃ সহ মোদতে। ঐশ্বর্য্যং চ মহদ্ভুঙ্‌ক্তে সর্ব্বস্য জগতঃ প্রভুঃ॥ ৫১॥ ভুক্ত্বা যুগসহস্রাণি রুদ্রলোকে মহীয়তে। প্রত্যুতস্তু পুনস্তস্মাৎ রুদ্রলোকাৎ ক্রমেণ তু॥ ৫২॥ নিত্যং প্রমুদিতস্তত্র ভুক্ত্বা লোকমনাময়ম্। দ্বিজানাং সাধনে নিত্যং কুলে

তাঁহারা যদি মহাকালবনে মৃত্যুগ্রস্ত হন, তাহা হইলে, তাঁহাদের যে ফল লাভ হয়, তাহা শ্রবণ করুন। তাঁহারা অক্ষয় ব্রহ্ম-সাযুজ্য লাভ করেন, তাঁহাদিগকে আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না, তাঁহারা অব্যয় মোক্ষ প্রাপ্ত হন। তাঁহারা মাহেশ্বর বিধি অবলম্বন করায় পুনরাবৃত্তি-রহিত হইয়া থাকেন। অন্য প্রপঞ্চাশ্রমবাসীদিগের পুনরাবৃত্তি বিদ্যমান। মানব গার্হস্থ্য-বিধি অবলম্বন করিয়া ধর্ম্ম-কর্ম্ম-নিরত হইবে, ও নিয়তেন্দ্রিয় হইয়া বিধিপূর্ব্বক মন্ত্র-স্তোত্র দ্বারা হোম করিবে, এরূপ করিলে সর্ব্বদুঃখ-বিবর্জ্জিত হইয়া অধিক ফল প্রাপ্ত হইবে। কোনলোকেই তাহার গতি প্রতিহত হইবে না; দিব্য ঐশ্বর্য্যযোগে স্বাধীনভাবে বহু সূর্য্যসদৃশ জ্যোতির্ম্ময় বিমানে আরোহণ-পূর্ব্বক সহস্রকামিনীপরিবৃত হইয়া স্বচ্ছন্দগমনে অবলীলাক্রমে দেবতাদিগের সকললোকেই বিচরণ করিয়া বেড়াইবে। অনন্তর সে স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া সকলের স্পৃহণীয়তম, সর্ব্ববর্ণোত্তম, ধনী, ও রূপবান্ হইয়া মহৎ কুলে জন্মগ্রহণ করিবে। ধর্ম্মজ্ঞ রুদ্রভক্ত ব্যক্তি সর্ব্ববিদ্যার্থ-পারগ, ব্রহ্মচর্য্য গুরুশুশ্রূষা ও বেদাধ্যয়নসংযুক্ত, ভৈক্ষবৃত্তি, জিতেন্দ্রিয়, নিত্য সত্যব্রত-রত ও স্বধর্ম্মে আমোদিত হন এবং মৃত্যুগ্রস্ত হইয়া সমৃদ্ধ সর্ব্বভোগবিশিষ্ট দ্বিতীয় সূর্য্যের ন্যায় বিমানে বিচরণ করেন। পরে তিনি গুহ্যক নামে রুদ্রের গণ হইয়া পরম সংযত অপ্রমেয়-বল ও ঐশ্বর্য্যযুক্ত এবং দেব দানব পূজিত হন। তিনি অতুল্য ঐশ্বর্য্য-সমন্বিত হইয়া গণগণের সাম্য লাভ করেন এবং দেব-দানব মর্ত্ত্যমধ্যে পূজ্যতম হইয়া থাকেন। এইরূপে শত সহস্রকোটি বৎসর পরম ঐশ্বর্য্যযুক্ত-হইয়া রুদ্রলোকে পূজিত হন। ২৭—৪৭। ঐরূপে স্বর্গভোগ করিয়া যখন ঐ ব্যক্তি রুদ্রলোক হইতে চ্যুত হয়, তখন সে মর্ত্ত্যধামে পরমসুখে বাস করে, এবিষয়ে সংশয় নাই। যদি কোন ব্যক্তি মহাকালবনে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে মহাদেবপরায়ণ হইয়া বাস করে, কিম্বা তথায় মৃত্যুগ্রস্ত হয়, তাহা হইলে সে হইয়া সূর্য্যবৎ জ্যোতির্ম্ময় দিব্য বিমানে বিচরণ করে এবং পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় প্রকাশমান ও প্রিয়দর্শন হয়। সে রুদ্রলোকে বাস করিয়া গুহ্যকগণের সহিত আমোদ প্রাপ্ত হয়; সকল ঐশ্বর্য্য ভোগ করে; সর্ব্বজগতের প্রভু হয়; যুগসহস্রকাল ভোগ-বাসনা চরিতার্থ করে, এবং রুদ্রলোকে পূজিত হয়। ক্রমে সেই রুদ্রভক্ত ব্যক্তি আমোদ সহকারে অনাময় ভোগ উপভোগ করিয়া, রুদ্রলোক হইতে ভ্রষ্ট

মহতি জায়তে ॥ ৫৩ ॥ মানবেষু চ ধর্ম্মেষু বসেচ্চয়াংশ্চ রূপবান্। স্পৃহণীয়বপুঃ স্ত্রীণাং মহাভোগপতির্ভবেৎ ॥ ৫৪ ॥ বানপ্রস্থসমাচারো বনৌষধিবিবর্জ্জিতঃ। শীর্ণপর্ণসমাহারঃ ফলপুষ্পাম্বু-ভোজনঃ ॥ ৫৫ ॥ কণাশনোঽশ্মকুট্টো বা দন্তোলূ-খলকোঽথ বা। যেন কেনাপ্যুপায়েন জীর্ণবল্কল-ধারকঃ ॥ ৫৬ ॥ জটী ত্রিষবণস্নায়ী মুক্তকেশঃ সুদণ্ডবান্। জলশায়ী পঞ্চতপা বর্ষাস্বভ্রাবকাশকঃ ॥ ৫৭ ॥ কীটকণ্টকপাষাণভূম্যাং তু শয়নং তথা। স্থানং বীরাসনরতঃ সংবিভাগী দৃঢ়ব্রতঃ ॥ ৫৮ ॥ অরণ্যোষধিভোক্তা চ সর্ব্বভূতাভয়প্রদঃ। নিত্যং ধর্ম্মপরো মৌনী জিতক্রোধো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৫৯ ॥ রুদ্রভক্তঃ ক্ষেত্রবাসী মহাকালবনে মুনিঃ। সর্ব্ব-সঙ্গপরিত্যাগী স্বারামো বিগতস্পৃহঃ ॥ ৬০ ॥ যশ্চাত্র বসতে ব্যাস শৃণু তস্য হি যা গতিঃ। তরুণার্ক-প্রদীপ্তেন বেদিকাস্তম্ভশোভিনা ॥ ৬১ ॥ রুদ্রভক্তো বিমানেন যাতি কামপ্রচারিণা। বিরাজমানো নভসি দ্বিতীয় ইব চন্দ্রমাঃ ॥ ৬২ ॥ গীতবাদিত্র-শব্দেন সংবৃতোঽপ্সরসাং গণৈঃ। বর্ষকোটিশতং সাগ্রং রুদ্রলোকে মহীয়তে ॥৬৩॥ রুদ্রলোকাচ্চ্যুত-শ্চাপি বিষ্ণুলোকে মহীয়তে। বিষ্ণুলোকাৎ পরি-ভ্রষ্টো ব্রহ্মলোকং স গচ্ছতি ॥ ৬৪ ॥ তস্মাদপি চ্যুতঃ স্থানাদ্দ্বীপেষু স হি জায়তে। স্বর্গেষু চ তথা-ন্যেষু ভোগান্ ভুঙ্‌ক্তে যথেচ্ছয়া ॥ ৬৫ ॥ ভুক্তৈ-শ্বর্য্যো নরস্তেষু মর্ত্ত্যামর্ত্ত্যেষু জায়তে। রাজা বা রাজতুল্যো বা জায়তে ধনবান্ সুখী। সুরূপঃ সুভগঃ কান্তঃ কীর্ত্তিমান্ রুদ্রভাবিতঃ ॥ ৬৬ ॥ ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রা বা ক্ষেত্রবাসিনঃ। স্বধর্ম্মনিরতা ব্যাস সভৃত্যাচারজীবিনঃ ॥ ৬৭ ॥ সর্ব্বা-ত্মনা রুদ্রভক্তা ভূতানুগ্রহকারিণঃ। মহাকালবনে ক্ষেত্রে যে বসন্তি মুমুক্ষবঃ ॥ ৬৮ ॥ মৃতাস্তে রুদ্রভবনং বিমানৈর্যান্তিশোভনৈঃ। অপ্সরোগণসংযুক্তৈঃকামগৈঃ কামরূপিভিঃ ॥ ৬৯ ॥ অথবা সংবিদগ্নৌ চ শরীরং বিজুহোতি যঃ। রুদ্রধ্যায়ী মহাসত্ত্বঃ স রুদ্রভবনে বসেৎ ॥ ৭০ ॥ রুদ্রলোকোঽক্ষয়স্তেষাং শাশ্বতো গুহ্যকৈঃ সহ। সর্ব্বলোকোত্তমো রম্যো ভবতীষ্টার্থ-

---

হয়; হইয়া মর্ত্ত্যধামে দ্বিজবহুল নগরে মহৎ দ্বিজ-কুলে জন্ম গ্রহণ করে। সে অত্যন্ত রূপবান্ হইয়া মানবের মধ্যে বাস করে; স্ত্রীগণের স্পৃহণীয় রূপ ধারণ করিয়া মহাভোগ উপভোগ করে। পরে সে বনৌষধিবর্জ্জিত বানপ্রস্থাচারী হয়। সে শীর্ণপর্ণ ও ফলপুষ্পাম্বু ভোজন করে। ফলাশন, অশ্মকুট্ট, ও দন্তোলূখলী হইয়া কোন প্রকারে বৃত্তি বিধান করে। জীর্ণবল্কল পরিধান করে; জটী ও ত্রিষবর্ণস্নায়ী হয় এবং কেশ মুণ্ডিত করে; দণ্ড ধারণ করে; পঞ্চতপা হইয়া বর্ষাকালে জলে শয়ন করে; কীট-কণ্টক-যুক্ত পাষাণ-ভূমিতে শয়ান থাকে এবং বীরাসনে উপবিষ্ট হয়। ঐ দৃঢ়ব্রত এইরূপে ব্রতবিধান পালন করিয়া অরণ্যের ওষধি ভোজন করে; সর্ব্বভূতে অভয় প্রদান করিয়া থাকে; নিত্য ধর্ম্মাচরণ করে; মৌনী হয়; জিতক্রোধ হইয়া ইন্দ্রিয় বশীভূত করিয়া থাকে এবং রুদ্রে ভক্তি প্রদর্শন করে! সে রুদ্রক্ষেত্র মহাকালবনে এইরূপে বাস করিয়া থাকে। অপিচ সে সর্ব্ব সঙ্গ পরিত্যাগ করে, এবং নিস্পৃহ হয়। হে ব্যাসদেব! যে মানব এই মহাকালবন ক্ষেত্রে বাস করে, তাহার যেরূপ গতি হয়, তাহা শ্রবণ করুন। সে তরুণার্কপ্রদীপ্ত বেদিকাস্তম্ভশোভী কামচারী বিমানে আরূঢ় হইয়া দ্বিতীয় চন্দ্রমার ন্যায় অপ্সরোঽঙ্গনাদিগের গীতবাদিত্রনাদে আমোদিত হইয়া কোটি বর্ষকাল রুদ্রলোকে পূজিত হয় ।৪৮-৬৩। পরে কালক্রমে যখন সে রুদ্রলোক হইতে পতিত হয়, তখন বিষ্ণুলোকে পূজিত হইয়া থাকে। এইরূপে বিষ্ণুলোক হইতে ভ্রষ্ট হইয়া ব্রহ্মলোকে, এবং ব্রহ্মলোক হইতে ভ্রষ্ট হইয়া দ্বীপে জন্ম গ্রহণ করে। ঐ ব্যক্তি কি স্বর্গে, কি অন্যস্থানে সকল স্থানেই যথেচ্ছ ভোগ উপভোগ করে। ঐরূপ উপ-ভোগের পর মর্ত্ত্যধামে নরসমাজে রাজা বা রাজতুল্য হইয়া জন্মে এবং সুরূপ, সুভগ, কান্ত, কীর্ত্তিমান্, রুদ্রভাবিত, ধনবান্ ও সুখী হয়। হে ব্যাসদেব! এইরূপ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতি যে কোন ক্ষেত্রবাসী বর্ণ স্বধর্ম্মনিরত হইয়া স্বীয় ঐশ্বর্য্য অনুসারে আচার অবলম্বন করিবে। যে ভূতানুগ্রহকারী রুদ্রভক্ত-গণ মুমুক্ষু হইয়া মহাকালবনক্ষেত্রে সর্ব্বতোভাবে বাস করে, সে মৃত্যুগ্রস্ত হইলে কামগ, কামরূপী শোভন বিমানে অপ্সরোগণপরিবৃত হইয়া রুদ্রভবনে গমন করিয়া থাকে। অথবা যে রুদ্রধ্যায়ী মহাসত্ত্ব ব্যক্তি সংবিৎ-অগ্নিতে শরীর আহুতি দিতে পারে, সে রুদ্রভবনে বসতি লাভ করে এবং শাশ্বত, সর্ব্বলোকোত্তম, রম্য, অক্ষয়

সাধকঃ ॥ ৭১ ॥ যে ত্যজন্তি মহাকালে প্রাণাননশনৈর্নরাঃ। তেষামপ্যক্ষয়ো ব্যাস রুদ্রলোকো মহাত্মনাম্ ॥ ৭২ ॥ সাংখ্যাঃ স্তুবন্তি তে রুদ্রং সর্ব্বদুঃখবিবর্জ্জিতাঃ। সর্ব্বামরযুতং দেবং নন্দিদেবগণৈর্যুতম্। অনাশকমৃতাঃ শূদ্রা মহাকালবনে নরাঃ ॥ ৭৩ ॥ সিংহযুক্তৈস্ত তে যান্তি বিমানৈরর্কসন্নিভৈঃ ॥ ৭৪ ॥ নানাবর্ণসুবর্ণাঢ্যৈর্দ্দিব্যগন্ধাধিবাসিতৈঃ। অনৌপম্যগুণৈরম্যৈরপ্সরোগীতবাদিতৈঃ ॥ ৭৫ ॥ পতাকাধ্বজবিন্যস্তৈর্নানাঘণ্টানিনাদিতৈঃ। সুপ্রভৈর্গুণসম্পন্নৈর্ম্ময়ূরবরচারিভিঃ ॥ ৭৬ ॥ রুদ্রলোকে নরা ধীরাঃ সর্ব্বেচানশনৈর্মৃতাঃ। তত্রোষিত্বা চিরং কালং ভোগান্ ভুক্ত্বা যথেপ্সিতান্। ধনী বিপ্রকুলে ভোগী জায়তে মর্ত্ত্যমাগতঃ ॥ ৭৭ ॥ করীষং সাধয়েদ্যস্তু মহাকালবনে নরঃ। সর্ব্বভোগবিনির্ম্মুক্তো রুদ্রলোকং স গচ্ছতি ॥ ৭৮ ॥ রুদ্রলোকে বসেত্তাবদ্যাবৎকল্পক্ষয়ো ভবেৎ ॥ ৭৯ ॥ তত্র ভুক্ত্বা মহাভোগানিহ জাতো মহীপতিঃ। পৃথিব্যাঃ সকলায়াশ্চ রূপবান্ সুভগো ভবেৎ ॥ ৮০ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে মহাকালবনবাসবিধিবর্ণনং
নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ। আচারঃ পরমো ধর্ম্মঃ সর্ব্বধর্ম্মপরায়ণ। স্বধর্ম্মনিরতাশ্চৈব জিতক্রোধা জিতেন্দ্রিয়াঃ ॥ ১ ॥ রুদ্রলোকং ব্রজন্তীহ নাত্র চিত্রা মতির্ম্মম। অসংশয়ঞ্চ গচ্ছন্তি লোকানন্যাংশ্চ্শিপ্রভৈঃ ॥ ২ ॥ বিনাপি ক্ষেত্রবাসেন তথৈব নিয়মেন চ। স্ত্রিয়ো ম্লেচ্ছাশ্চ শূদ্রাশ্চ পশবঃ পক্ষিণো মৃগাঃ ॥ ৩ ॥ মূকা জড়ান্ধবধিরাস্তপোনিয়মবর্জ্জিতাঃ। এষাং তু কা গতিশ্চৈতে মহাকালবনে মৃতাঃ ॥ ৪ ॥ সনৎকুমার উবাচ। স্ত্রিয়ো ম্লেচ্ছাশ্চ মূঢ়াশ্চ পশবঃ পক্ষিণো মৃগাঃ। কালেনৈব মৃতা ব্যাস রুদ্রলোকং ব্রজন্তি তে ॥ ৫ ॥ শরীরৈর্দ্দিব্যরূপৈশ্চ সর্ব্বভোগসমন্বিতাঃ। রমতে শম্ভুনা সার্দ্ধং শ্মশানে প্রেতসঙ্কুলে ॥ ৬ ॥ নির্ভৎর্সিতা পুরা দেবী কালীতি পার্ব্বতীতি চ। তদা সা কুপিতা দেবী কটকে শঙ্করং প্রতি ॥ ৭ ॥ এবং হি কলহো জাতঃ শিবগৌর্য্যোর্হি যত্র তু। দেবস্তত্র সমুদ্ভূতো নাম্না কলকলেশ্বরঃ ॥ ৮ ॥ কুতমগ্রে তদা কুণ্ডং নাম্না কলহনাশনম্। স্নানে তত্র কৃতে ব্যাস জাতাকলহিনী

রুদ্রলোক তাহার অক্ষয় হয়। হে ব্যাসদেব! যাহারা মহাকালবনে অনশনে প্রাণত্যাগ করে, সেই মহাত্মাদিগের অক্ষয় রুদ্রলোক লাভ হইয়া থাকে। সাংখ্যবিৎগণ সর্ব্বদুঃখবর্জ্জিত হইয়া সর্ব্বামরযুক্ত নন্দীর সহিত দেবরুদ্রের স্তব করিয়া থাকেন। মহাকালবনে অনশনমৃত শূদ্রগণও নানাবর্ণসুবর্ণাঢ্য, গন্ধাধিবাসিত, অনুপম, রম্য, অপ্সরাদিগের গীতবাদ্যনাদিত, ধ্বজ-পতাকাযুক্ত, নানা ঘণ্টা-নিনাদিত, সুপ্রভ, ময়ূরবরবিশিষ্ট, অর্কসান্নভ, সিংহযুক্ত বিমানে আরোহণ করিয়া রুদ্রলোকে গমন করে। মহাকালবনে অনশনমৃত নরগণ রুদ্রলোকে গমন করত বহুকাল যথেপ্সিত অশেষ ভোগ উপভোগ করার পর মর্ত্ত্যধামে আগমন করিয়া ধনী বিপ্রকুলে ভোগী হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। যে নর মহাকালবনে করীষ সাধন করে, সর্ব্বভোগ-নির্ম্মুক্ত হইয়া সে রুদ্রলোকে গমনপূর্ব্বক কল্পকাল পর্য্যন্ত তথায় বাস করে; সেখানকার ভোগ সমাধা করিয়া অবশেষে সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র রূপবান্ ও সুভগ হইয়া মর্ত্ত্যে রাজা হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে।৬৪—৮০।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত। ৭ ॥

অষ্টম অধ্যায়।

ব্যাস বলিলেন।—হেমুনে! সর্ব্বধর্ম্মনিরত! আচার পরম ধর্ম্ম। আচারবান্, স্বধর্ম্মনিরত, জিতক্রোধ, জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি রুদ্রলোকে গমন করিয়া থাকে; এ বিষয়ে আমার কোন সংশয় নাই। আর তাহারা শম্ভু ব্যতিরেকে কেবল ক্ষেত্রমাহাত্ম্য ও যম-নিয়মাদি দ্বারাও অন্যান্য লোকে গমন করিয়া থাকে, কিন্তু তপোনিয়ম-বর্জ্জিত স্ত্রী, ম্লেচ্ছ, পশু, পক্ষী, মৃগ, মূক, জড়, অন্ধ ও বধির—ইহারা মহাকালবনে মৃত হইলে কোন্ গতি লাভ করিয়া থাকে? ইহা আপনি বলুন। সনৎকুমার বলিলেন,—স্ত্রী, ম্লেচ্ছ, মূঢ়, পশু পক্ষী, ও মৃগ, ইহারা মহাকালবনে মৃত হইলে রুদ্রলোকে গমন করিয়া থাকে এবং দিব্য রূপগুণালঙ্কৃত হইয়া প্রেতসঙ্কুল শ্মশানে শম্ভুর সহিত ক্রীড়া করে। পূর্ব্বে দেবী পার্ব্বতী, মহাদেব কর্ত্তৃক কালী নামে আভাহত হইয়া আপনাকে নির্ভৎর্সিত বোধে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। ইহার ফলে হরগৌরীর পরস্পর কলহ উপস্থিত হয়। এজন্য দেব শঙ্কর ঐ স্থানে কলকলেশ্বর নামে সমুদ্ভূত হন। এবং ঐ স্থানে একটী কলহ-নাশক কুণ্ড

প্রিয়া॥ ৯॥ তস্মিংস্তীর্থে নরঃ স্নাত্বা পূজয়িত্বা মহেশ্বরম্। উপোষ্য রজনীমেকাং কুলানাং তারয়েচ্ছতম্॥ ১০॥ তত্র যচ্ছতি যো দানং ত্রুটি-মাত্রঞ্চ চন্দনম্। আত্মনা তারিতাস্তেন দশ পূর্ব্বে দশাপরে॥ ১১॥ ভূমিদানঞ্চ যস্তত্র প্রদাস্যতি নরো মুনে। অপি গোচর্ম্মমাত্রেণ সর্ব্বভূম্যধিপো ভবেৎ ১২॥ গামেকাং রক্তিকামেকাং ভূমেরপ্যেক-মঙ্গুলম্। যঃ প্রদাস্যতি ভক্ত্যা হি স বৈ রাজা ভবিষ্যতি॥ ১৩॥ ধেনুমশ্বাংস্তিলান্ বস্ত্রং ভাজনং তাম্রদোহনম্। উপানহঞ্চ ছত্রঞ্চ তথা চ শ্রেষ্ঠ-পাদুকে॥ ১৪॥ যে প্রদাস্যন্তি বিপ্রেভ্যস্তেষাং লোকাঃ সদাক্ষয়াঃ। তস্য দক্ষিণপার্শ্বে তু পৃষ্ঠে মাত্রাখ্যদেবতাঃ॥ ১৫॥ সা তত্র সর্ব্বলোকানাং দেবী দুরিতহারিণী। সর্ব্বতীর্থস্য বিজ্ঞেয়ং মণিকর্ণিক-মুত্তমম্॥ ১৬॥ তস্মিন্ স্নাত্বা তু যঃ পশ্যেৎ পৃষ্ঠমাতর আদদাৎ। স মুক্তঃ পর্ব্বপাপেভ্যঃ সিদ্ধিমাপ্নোতি বাঞ্ছিতাম্॥ ১৭॥ তাসাং তু দর্শনং কৃত্বা মার্গে গমনমাচরেৎ। ন ভয়ং তস্য চোরেভ্যো রক্ষো-ভূতভয়ং তথা॥ ১৮॥ স্বদেশে পরদেশে বা পর্ব্বতেষ্বটবীষু চ। ন সমুদ্রে ভয়ং তস্য তথা বৈ দুষ্টভাবনা॥ ১৯॥ গ্রহপীড়াসু সর্ব্বাসু তথা রাজ-ভয়াদিকম্। বস্তং বা যদি বা মেষং মহিষং চাপি ঘাতয়েৎ॥ ২০॥ দেবীমুদ্দিশ্য যো বিপ্র সোঽভীষ্ট-ফলমশ্নুতে। আশ্বিনস্য সিতাষ্টম্যামর্দ্ধরাত্রিগতে নরঃ। ২১॥ যঃ স্নাতি পুরতো দেব্যাঃ স সিদ্ধিং লভতে পরাম্। মৃতপুত্রা চ যা নারী কুণ্ডে স্নাত্বা সভর্ত্তৃকা॥ ২২॥ স্নাতি বৈ ফলকুম্ভেন অগ্রে দেব্যা বিধানতঃ। স্নাত্বা নান্যমুখং পশ্যেৎকুম্ভস্নানেন বৈ মুনে॥ ২৩॥ তস্য সঞ্জায়তে পুত্রো যথা দেবঃ ষড়াননঃ। পৃষ্ঠে মাতুঃ পরং পুণ্যং তীর্থমপ্সরসাং শুভাম্॥২৪॥ রূপসৌভাগ্যসম্পন্নস্তত্র স্নাতো ভবেন্নরঃ। উর্ব্বশ্যা বৈ পুরা ব্যাস তীর্থং যাস্য প্রভাবতঃ॥ ২৫॥ ভর্ত্তা পুরূরবা লব্ধ ঐলেয়োঽসৌ মহীপতিঃ। ইতি কৌতূহলং শ্রুত্বা ব্যাসো বচনমব্রবীৎ॥ ২৬॥ ব্যাস উবাচ। কথমপ্সরসাং তীর্থং তত্র জাতং মহামুনে। কারণেন যথা তেন যস্মিন্ কালে প্রতি-ষ্ঠিতম্। তথা তন্মে সবিস্তারে সরহস্যং প্রকীর্ত্তয়॥

আবিষ্কার করেন। ঐ কুণ্ডে স্নান করিলে প্রিয়া কলহ-প্রিয়া হন না। ঐ তীর্থে নর স্নান করিয়া মহেশ্বরের পূজা ও একরাত্র উপবাস করিলে, নিজের শতকুল উদ্ধার করিতে পারে। যে মানব ঐ স্থানে দানকার্য্য করে এবং ত্রুটিমাত্র চন্দন দান করে,সেই মানব আপনা-আপনিই নিজের পূর্ব্বাপর দশ কুল উদ্ধার করিয়া থাকে। হে মুনে! ঐ স্থানে যে ব্যক্তি গোচর্ম্ম-পরিমিত ভূমিও দান করে, সে সার্ব্বভৌম হয়। যে মানব ভক্তিপূর্ব্বক ঐ স্থানে একটী গাভী, একটী রক্তিকা (পুষ্প বিশেষ) ও একাঙ্গুল ভূমি প্রদান করে, সেই ব্যক্তি রাজা হয়। ধেনু, অশ্ব, তিল, বস্ত্র, ভাজন, তাম্রদোহন, উপানৎ, ছত্র তথা শ্রেষ্ঠ পাদুকাযুগল, যে জন ঐ স্থানে বিপ্র-গণকে প্রদান করে, তাহার অক্ষয় লোক লাভ হয়। পূর্ব্বোক্ত তীর্থের দক্ষিণ পার্শ্বে পৃষ্ঠমাতৃ নামে এক দেবতা আছেন। তিনি ঐ স্থানে সর্ব্বলোকের দুরিত হরণ করেন। মণিকর্ণিকাই উত্তম শাঙ্কর তীর্থ। এই মণিকর্ণিকায় স্নান করিয়া যে মানব আদরপূর্ব্বক পৃষ্ঠমাতৃদেবীর পূজা করে, সে সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া বাঞ্ছিত সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ঐ মাতৃদেবীকে দর্শন করিয়া পথে গমন করিলে, চোরভয়, রাক্ষসভয় ও ভূতভয় হয় না।১—১৮। স্বদেশে, পরদেশে, পর্ব্বতে, অটবীতে এবং সমুদ্রে কোন ভয় বা দুষ্টভাবনা থাকে না। সর্ব্ব প্রকার গ্রহপীড়া বা রাজভয় সম্ভবে না। হে বিপ্র! ঐ দেবী উদ্দেশে যদি কেহ ছাগ, মেষ বা মহিষ বলিদান দেয়, তাহা হইলে সে অভীষ্ট ফললাভ করে। আশ্বিন মাসের শুক্লা অষ্টমীতে যে মানব দেবীর অগ্রে স্নান করে, সে সিদ্ধিলাভ করে। যে নারীর সন্তান জন্মিয়া মারা পড়ে, সেই নারী ভর্ত্তার সহিত ঐ মাতৃকুণ্ডে স্নান করিবে। স্নান করার পর দেবীর অগ্রে সফল কুম্ভ স্থাপনপূর্ব্বক তাহার জলে স্নান করিয়া অন্য কাহারও মুখ দেখিবে না। হে মুনে! এরূপ করিলে স্নাত ব্যক্তির কার্ত্তিকের মত সন্তান জন্মে। এ সন্তান আর নষ্ট হয় না। পৃষ্ঠ মাতৃদেবীর পরম পুণ্য অপ্সরঃসেবিত, রূপ সৌভাগ্যদায়ক এই তীর্থে নর স্নান করিবে। পূর্ব্বে এই তীর্থপ্রভাবে উর্ব্বশী পুরূরবাকে ভর্ত্তৃরূপে লাভ করিয়াছিল। এই কৌতূহল-জনক বাক্য শুনিয়া ব্যাসদেব বলিলেন,— হে মহামুনে! কি প্রকারে ঐ স্থানে অপ্সরাদিগের তীর্থ আবির্ভূত হইল? যে কারণে, যে সময়ে ঐ তীর্থ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা

২৭। কথং পুরূরবাশ্চাসৌ ভার্য্যাত্বঞ্চ বরাপ্সরাঃ।
উর্ব্বশী নাম কা সা তু কেন জাতা বরাঙ্গনা। সর্ব্ব-
মেতদ্‌যথাবৃত্তং বদ কৌতূহলং হি মে। ২৮। সনৎ-
কুমার উবাচ। নরনারায়ণৌ পূর্ব্বং যত্র বৈ তেপতু-
স্তপঃ। ২৯। বদরিকাশ্রমস্থৌ তৌ তেনেন্দ্রো
ভয়মাগতঃ। সর্ব্বাশ্চাপ্সরসো তদা রূপযৌবন-
দর্পিতাঃ। ৩০। আদিষ্টা যা মঘবতা বিঘ্নার্থে চ
সমাগতাঃ। তৌ দৃষ্ট্বাপ্সরসস্তত্র রমন্তীর্ম্মদবিহ্বলাঃ।
৩১। বিঘ্নার্থমিহ আয়াতাস্তদা দেবৌ জজল্পতুঃ।
অস্মাকং ন স্ত্রিয়ঃ সন্তি তেন বৈ বিঘ্নকারণম্। ৩২।
এবং সঞ্জল্প্য চ নরো নারায়ণমুবাচ হ। করিষ্যাম্যহ-
মেকাং বৈ আসাস্তু রূপতোঽধিকাম্। ৩৩। মঞ্জর্য্যা
সহকারস্য স্ত্রীমূরুভ্যাং চকার হ। রূপেণাপ্রতিমাং
লোকে সর্ব্বাভরণভূষিতাম্। ৩৪। উত্থিতাং
প্রমদাং দৃষ্ট্বা জ্বলনাভাং বরাঙ্গনাম্। গত্বা শশং-
সুস্তাঃ শক্রং ন তৌ লোভয়িতুং ক্ষমাঃ। ৩৫।
শক্রস্তাসাং বচঃ শ্রুত্বা গত্বা দেবাবুবাচ হ। প্রণামা-
বনতো ভূত্বা কৃত্বা শিরসি চাঞ্জলিম্। ৩৬। অহ-
মর্থী স্ত্রিয়াশ্চাস্যাঃ প্রসাদঃ ক্রিয়তামিতি। ততস্তাং
দদতুর্দ্দেবাবিন্দ্রায় পরমেশ্বরৌ। ৩৭। অস্মদ্বচন-
সামর্থ্যাদ্‌গৃহাণেমাং ত্বমূর্ব্বশীম্। উরুভ্যাং জনিতা
যস্মান্নরেণেয়ং বরাঙ্গনা। ৩৮। মঞ্জর্য্যা সহকারস্য
তেনেয়মূর্ব্বশী স্মৃতা। পুরন্দরো গৃহীত্বা তামূর্ব্বশীং
পরমাঙ্গনাম্। ৩৯। গত্বা স্বর্গমথাহূয় চিত্রাঙ্গদমুবাচ
হ। শিক্ষাস্যাঃ ক্রিয়তাং চিত্র যথা নৃত্যে বিচক্ষণা।
৪০। ক্রিয়তামচিরাদেষা যত্নমাস্থায় শোভনম্।
এবমুক্তে তু শক্রেণ কৃতা তেন বিচক্ষণা। বরং
প্রবীণা সা জাতা নৃত্যে গীতে চ কোবিদা। ৪১।
এবং সা ন্যবসত্তত্র সুরসদ্মনি সুন্দরী। গতে
বহুতিথে কালে তত্রাগাৎস নরেশ্বরঃ। ৪২। ইলস্য
পুত্রো ধর্ম্মাত্মা নাম্না চৈব পুরূরবাঃ। ইন্দ্রস্যার্দ্ধাসন-
গতো নৃত্যং পশ্যতি তত্র হ। ৪৩। নৃত্যন্তীং
বাসবস্যাগ্রে উর্ব্বশীং বীক্ষ্য কামুকঃ। হৃতচিত্তস্তয়া

আমায় আপনি বিস্তৃতরূপে বলুন। কিরূপে পুরূরবা বরাঙ্গনা বরাপ্সরা উর্ব্বশীকে ভার্য্যারূপে লাভ করিয়াছিলেন? উর্ব্বশীই বা কে এবং কেই বা তাহাকে সৃজন করিল? এই সকল বৃত্তান্ত আপনি যথাযথ খ্যাপন করিয়া আমার কৌতূহল নিবারণ করুন। সনৎকুমার বলিলেন,—একদা নর-নারায়ণ বদরিকাশ্রমে তপশ্চরণ করেন। তাঁহাদের তপস্যায় ইন্দ্র ভয়প্রাপ্ত হন। ভীত হইয়া তিনি রূপ-যৌবন-দর্পিতা হৃদয়োন্মাদিনী অপ্সরা সকলকে নর-নারায়ণের তপস্যা-বিঘ্নোৎপাদনার্থ প্রেরণ করেন। দেবেন্দ্র-প্রেরিত বরাপ্সরাগণ তাঁহাদিগকে দেখিয়া বিবিধ লীলা-বিলাসাদি বিস্তার করত অতি বিচিত্ররূপে ক্রীড়া করিতে থাকে। ঐ দেবদ্বয় তখন তাহাদিগকে দেখিয়া পরামর্শ করেন যে, ইহারা আমাদের তপোবিঘ্নার্থ আগমন করিয়াছে। আমাদের নিকট স্ত্রী নাই বলিয়াই এই স্ত্রীগণ আমাদের তপোবিঘ্নের হেতু হইয়াছে। নর এই প্রকার নিশ্চয় করিয়া নারায়ণকে বলিলেন,—'আমি ইহাদের অপেক্ষা রূপবতী এক গুণবতী রমণীরত্ন সৃজন করি। এই বলিয়া তিনি সহকার-মঞ্জরী দ্বারা নিজ উরুযুগল হইতে এক স্ত্রীরত্ন উৎপাদন করিলেন। ঐ প্রমদা অলোক-সামান্যা রূপবতী,' ও সর্ব্বাভরণভূষিতা হইল। আগত অপ্সরাগণ ঐ অনলকান্তি বরাঙ্গনাকে উত্থিত হইতে দেখিয়া দেবেন্দ্রকে গিয়া বলিল,—আমরা ঋষিযুগলকে বিক্ষোভিত করিতে পারিলাম না। ইন্দ্র, তাহা শুনিয়া দেবদ্বয়ের নিকটে উপস্থিত হইয়া অবনতমস্তকে কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন,—আমি এই স্ত্রীরত্নটীকে প্রার্থনা করিতেছি, আপনারা অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে এই রত্নটী দিন। অনন্তর তাঁহারা উভয়ে প্রমদাকে ইন্দ্র-হস্তে সমর্পণ করিলেন এবং বলিলেন,—আমাদের বাক্যানুসারে আপনি এই উর্ব্বশীকে গ্রহণ করুন। এই বরাঙ্গনা নর-কর্ত্তৃক উরু হইতে সহকারমঞ্জরী দ্বারা উৎপাদিত হইয়াছে বলিয়া ইহার নাম হইল, উর্ব্বশী। পুরন্দর তখন পরমাঙ্গনা উর্ব্বশীকে গ্রহণ করিয়া স্বর্গে গমনপূর্ব্বক চিত্রাঙ্গদকে আহ্বান করিয়া বলিলেন,—হে চিত্র! যাহাতে এই প্রমদা নৃত্যকুশলা হয়, তুমি সেইভাবে ইহাকে শিক্ষা প্রদান কর।২৭—৪০। অচিরাৎ ইহাকে যত্নপূর্ব্বক নিপুণা কর। শক্র এরূপ বলিলে, চিত্রাঙ্গদ প্রমদাকে বিচক্ষণা করিয়া তুলিল। ঐ সুন্দরী সুশিক্ষার গুণে নৃত্যগীতে প্রাবীণ্য ও পরম পাণ্ডিত্য লাভ করিল। সুন্দরী নৃত্য-গীতে সুশিক্ষিতা হইয়া সুরভবনে বাস করিতে থাকিলে একদা পুরূরবা ইন্দ্রালয়ে আগমন করেন এবং ইন্দ্রের অর্দ্ধাসনভাগী হইয়া নৃত্য দেখিতে থাকেন। তিনি উর্ব্বশীকে বাসবের সম্মুখে নৃত্য করিতে দেখিয়া অত্যন্ত কামাতুর হইয়া পড়েন। রাজা

রাজা ন কিঞ্চিৎপ্রত্যপদ্যত ॥ ৪৪ ॥ ধৈর্য্যং চিত্তে সমাবেশ্ব মুহূর্ত্তং পর্য্যবস্থিতঃ। উর্ব্বশী চ তদা তেন দর্শনাহৃতমানসা ॥ ৪৫ ॥ তৎপ্রদেশাদ্বিনিষ্ক্রম্য কামার্ত্তা চাতিবিহ্বলা। ভূমৌ সা পতিতা বালা উচ্ছ্রিতাদ্রঙ্গমণ্ডলাৎ ॥ ৪৬ ॥ অথাত্মানঞ্চ সংবেদ্য উত্থিতা ভূমিমণ্ডলাৎ। দৃষ্টা সা রাজসিংহেন মন্মথেন প্রপীড়িতা ॥ ৪৭ ॥ গতঃ পুরূরবা ভূমিং তামেব মনসা স্মরন্‌। স্মরন্তী রাজশার্দ্দুলং গতা সাপ্যুর্ব্বশী গৃহম্‌ ॥ ৪৮ ॥ চিত্রাঙ্গদং গৃহে গত্বা দূতৎ সাথ চকার হ। চিত্রাঙ্গদেন সা নীতা রাত্রৌ যত্র পুরূরবাঃ ॥ ৪৯ ॥ উর্ব্বশ্যা রহিতঃ স্বর্গঃ শূন্যোঽপ্যাসীদ্দিবৌকসাম্‌। রাত্রাবেব চ সা তেন আনীতা ত্রিদিবং পুনঃ ॥ ৫০ ॥ তয়া বিরহিতঃ সোঽপি শূন্যচিত্তঃ পরিভ্রমন্‌। উন্মত্ততাং গতো ব্যাস ষষ্টিবর্ষাণি পার্থিবঃ ॥ ৫১ ॥ পরিভ্রমন্‌ স তীর্থানি মহাকালবনং গতঃ। গন্ধর্ব্বেণোর্ব্বশী স্বর্গে নীতা সা পরমাপ্সরাঃ ॥ ৫২ ॥ নাপি শেতে ন বা শ্নাতি হে রাজন্নিতি জল্পতি। তাবদপ্সরসঃ সর্ব্বাস্তাঃ প্রাপ্তা যত্র চোর্ব্বশী ॥ ৫৩ ॥ রম্ভা চ মেনকা চৈব প্রম্লোচা পুঞ্জিকস্থলী। জলপূর্ণাশ্রুপূর্ণা চ বসন্তা চন্দ্রিকা তথা ॥ ৫৪ ॥ সূর্য্যদত্তা বিশালাক্ষী চন্দ্রা চন্দ্রপ্রভা তথা। আগত্য তাস্ত সহিতা উর্ব্বশীং বাক্যমব্রু-বন্‌ ॥ ৫৫ ॥ কিং রোদিষি বরারোহে মর্ত্ত্যহেতোঃ সুলোচনে। তদ্বাক্যমুর্ব্বশী তাসাং শ্রুত্বা বচনম-ব্রবীৎ ॥ ৫৬ ॥ সৌখ্যং যচ্চো ন জানাতি সদ্ভাৎ স্ত্রীপুংসয়োর্হি যৎ। অনয়োপময়া জ্ঞেয়ং তত্ত্বার্থে কৃতনিশ্চয়া ॥ ৫৭ ॥ শ্রুত্বা চেতি বচস্তাস্তাঃ সম্মন্ত্র্য সমাহিতাঃ। অবিদিতে চ দেবানাং মহাকালবনে গতাঃ ॥ ৫৮ ॥ নৃপঞ্চ দদৃশুস্তত্র বৃক্ষচ্ছায়ানিবে-বিতম্‌ ॥ দৃষ্ট্বা চাথ নৃপং সর্ব্বা ভূশং জাতাঃ সুবিহ্বলাঃ ॥ ৫৯ ॥ দৃষ্ট্বা তথাবিধাঃ সর্ব্বাঃ কামার্ত্তাঃ সুরযোষিতঃ। মূঢ়চিত্তাঃ প্রহস্যৈবমুর্ব্বশী বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৬০ ॥ উর্ব্ব-শ্যুবাচ। অয়ং স পুরুষব্যাঘ্রো বিনা যেনাহমিদৃশী। ঐলঃ পুরূরবা নাম বিখ্যাতো জগতীপতিঃ ॥ ৬১ ॥ এবং ব্রুবন্ত্যাং বৈ তস্যামুর্ব্বশ্যামপ্সরোগণঃ। মৌনীভূতশ্চিরং তস্থৌ লজ্জয়ানতকন্ধরঃ ॥ ৬২ ॥ এতস্মিন্নন্তরে প্রায়াদ্ভগবাংস্তত্র নারদঃ। দৃষ্ট্বা তথা-গতাঃ সর্ব্বা উর্ব্বশ্যা সহিতং নৃপম্‌ ॥ ৬৩ ॥ সম্প্রেক্ষ্য

কর্ত্তৃক হৃতচিত্ত হইয়া আত্মহারা হন। তিনি ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া মুহূর্ত্তকাল সেখানে অবস্থান করেন। উর্ব্বশীও তখন রাজদর্শনে হৃতচিত্ত কামার্ত্ত ও অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়া রঙ্গমণ্ডপ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার সময় ভূমিতে পতিত হয়। এই সময় উর্ব্বশী রাজসমীপে আত্ম-নিবেদন করত স্মর-শরে পীড়িত হইয়া স্তম্ভিতার ন্যায় দণ্ডায়মান থাকে। অনন্তর পুরূরবা উর্ব্বশীকে স্মরণ করিতে করিতে স্বভবনে প্রত্যাগমন করেন। উর্ব্বশীও রাজশার্দ্দুলকে স্মরণ করিয়া গৃহে গমন করে। সে চিত্রাঙ্গদের গৃহে গমন করিয়া তাহাকে দূতনির্ব্বাচন করে। চিত্রাঙ্গদও সেই অনুসারে রাত্রিকালে উর্ব্বশীকে রাজার নিকট লইয়া যায়। তাহাতে দেবতাদিগের স্বর্গভূমি উর্ব্বশী-রহিত হইয়া শূন্যবৎ প্রতিভাত হয়। চিত্রাঙ্গদ রাত্রিকালেই আবার উর্ব্বশীকে ত্রিদিবপথে আনয়ন করে। হে ব্যাসদেব! পরে রাজা উর্ব্বশী-বিরহিত হইয়া ষষ্টি বর্ষকাল উন্মত্তের ন্যায় অতিবাহিত করেন। ঐ অবস্থায় তিনি তীর্থ ভ্রমণ করিতে করিতে মহাকালবনে গমন করেন। এ দিকে বরাপ্সরা উর্ব্বশীও চিত্রাঙ্গদ গন্ধর্ব্ব কর্ত্তৃক স্বর্গে নীত হইয়া সেখানে শয়ন বা ভোজন কিছুই করিতেছে না; কেবল "হা রাজন্‌! হা রাজন্‌!" বলিয়া বিলাপ করিতেছে। রম্ভা, মেনকা, প্রম্লোচা, পুঞ্জিকস্থলী, জলপূর্ণা, অশ্রুপূর্ণা, বসন্তা, চন্দ্রিকা, সূর্য্যদত্তা, বিশালাক্ষী, চন্দ্রা ও চন্দ্রপ্রভা, প্রভৃতি অপ্সরারা উর্ব্বশীর নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে বলিতেছে,—অয়ি বরারোহে! সুলোচনে! তুমি কি জন্য একজন মানবের নিমিত্ত রোদন করিতেছ; তাহাদের বাক্যে অতি ক্লেশে উর্ব্বশী বলিল,—অয়ি সখিগণ! যণ্ড যেমন স্ত্রী-পুরুষ-সংসর্গ-সুখ অবগত নহে, তদ্রূপ তোমরাও না জানিয়াই এরূপ বলিতেছ? উর্ব্বশীর এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া অপ্সরোগণ তখন উর্ব্বশীর সহিত পরামর্শ করিয়া দেবতাদিগের অজ্ঞাতসারে মহাকালবনে গিয়া বৃক্ষচ্ছায়াসমাসীন রাজাকে দর্শন করিল। দেখিবামাত্র তাহারা উৎ-কণ্ঠিতা কামার্ত্তা, ও মূঢ়চিত্তা হইয়া পড়িল। তখন উর্ব্বশী বলিল,—এই সেই পুরুষব্যাঘ্র, যাঁহার বিরহে আমি এতাদৃশী অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছি। ইনিই সেই ঐল পুরূরবা—বিখ্যাত জগতীপতি। উর্ব্বশী এই কথা বলিলে, অপ্সরোগণ মৌনভাবে লজ্জায় অবনতকন্ধর হইল। এমন সময়ে ভগবান্‌

চ ততঃ প্রাহ কিং যূয়মিহ [illegible]নাঃ। ত্যক্ত্বা তথাবিধং রম্যমিন্দ্রস্থালয়মুত্তমম্ ॥ ৬৪ ॥ বরঞ্চ ব্রিয়তাং শীঘ্রং বিয়োগো ন ভবিষ্যতি। মাহাত্ম্যং চাস্য তীর্থস্য কথয়ামাস নারদঃ ॥ ৬৫ ॥ অস্মিন্ হি দুর্ভগা তীর্থে স্নাত্বা স্ত্রী পুরুষোঽপি বা। সৌভাগ্যং লভতে সম্যক্ সর্ব্বভোগাংস্তথোত্তমান্ ॥ ৬৬ ॥ আত্মানং তালয়েদ্‌যস্তু তিলৈর্ব্বা লবণেন বা। শর্করাভিশ্চ বহ্বীভির্বিত্তশাঠ্যবিবর্জ্জিতঃ ॥ ৬৭ ॥ গুড়েন মধুনা বাপি দেবীমুদ্দিশ্য পার্ব্বতীম্। লবণেন স্বরূপাঢ্যস্তিলৈঃ সর্ব্বাঙ্গশোভনঃ ॥ ৬৮ ॥ দ্রব্যবৃদ্ধিঃ শর্করয়া গুড়েনাক্ষেষু পূর্ণতা। মধুনা চৈব সৌভাগ্যং তীর্থস্যাস্য প্রভাবতঃ ॥ ৬৯ ॥ দ্বাদশৈব তু যুগ্মানি দেব্যা দেবস্য ভোজয়েৎ। কূর্পীং নখরিণীং দদ্যাত্তাটঙ্কং কতকাঞ্চনম্ ॥ ৭০ ॥ বেত্রজ্যং কঞ্চুকীঞ্চৈব বস্ত্রে কৌসুম্ভকে তথা। শ্বেতানুলেপনং পুংসাং স্ত্রীণাং দদ্যাচ্চ কুঙ্কুমম্ ॥ ৭১ ॥ আষাঢ়ে শ্রাবণে বাপি মাসি ভাদ্রপদে তথা। শুক্লাশ্বিনতৃতীয়ায়ামুত্তমং ব্রতমাচরেৎ ॥ ৭২ ॥ উত্তমা জায়তে নারী যথা দেবী উমা তথা। উমামহেশ্বরৌ কার্য্যৌ সৌবর্ণৌ চ স্বশক্তিতঃ ॥ ৭৩ ॥ ধার্য্যৌ নার্য্যা হি তৌ দেবৌ স্বয়ং তুলাবরোহণে। ফলানি চৈব দেয়ানি শাকানি বিবিধানি চ ॥ ৭৪ ॥ তত্র দত্তং হুতং জপ্তং সর্ব্বং কোটিগুণং ভবেৎ। এবং যা কুরুতে তত্র তীর্থে নারী সমাহিতা ॥ ৭৫ ॥ গন্ধর্ব্বাপ্সরসাং লোকে মৃতা যাতি ন সংশয়ঃ। অত্র তীর্থে চ দ্বে লিঙ্গে পূজিতে দেবদানবৈঃ ॥ ৭৬ ॥ দৃষ্ট্বা তে পরমাং সিদ্ধিং প্রাপ্নুতো দম্পতী তদা। কার্ত্তিক্যাস্তু বিশেষেণ কৃত্বা তত্র প্রজাগরম্। সম্পূজ্য গন্ধপুষ্পৈশ্চ রুদ্রলোকমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৭৭ ॥ যথা দেব্যাঃ স্বরূপেণ বিয়োগো নৈব দৃশ্যতে। তথা তয়োর্বিয়োগশ্চ দৃশ্যতে ন কদাচন ॥ ৭৮ ॥ এবং কৃত্বাথ তাং বিপ্র সর্ব্বাশ্চ ত্রিদিবং গতাঃ। উক্তমপ্সরসাং তীর্থং তীর্থান্তরমথোচ্যতে ॥ ৭৯ ॥ দক্ষিণে পৃষ্ঠদেব্যা বৈ মাহিষং কুণ্ডমুচ্যতে। মহিষো দানবঃ পূর্ব্বং নিহতো গণনায়কৈঃ ॥ ৮০ ॥ তত্র তীর্থে নরঃ স্নাত্বা মাতৃঃ

নারদ মুনি তথায় আগমন করিলেন। তিনি অপ্সরাদিগকে এবং উর্ব্বশীর সহিত নৃপকে অবলোকন করিয়া বলিলেন,—কি নিমিত্ত তোমরা তথাবিধ রম্য ইন্দ্রালয় পরিত্যাগ করিয়া মৌনভাবে এখানে বসিয়া রহিয়াছ? তোমরা শীঘ্র আমার নিকট বর প্রার্থনা কর। কদাচ তোমাদের বিয়োগ ঘটিবে না। এই বলিয়া মুনিবর মহাকালবনতীর্থের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন,—এই তীর্থে যাহারা দুর্ভাগা, তাহারা স্নান করিলে সুভগা হয় এবং দুর্ভাগ্য পুরুষগণও এখানে স্নান করিয়া সৌভাগ্যলাভ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি বিত্তশাঠ্যরহিত হইয়া এখানে দেবী পার্ব্বতীর উদ্দেশে তিল, লবণ, শর্করা, গুড় বা মধু দ্বারা আপনাকে তোলিত করে, সে লবণ দানহেতু সুরূপাঢ্যত্ব, তিলদান হেতু সর্ব্বাঙ্গশোভনত্ব, শর্করা দান হেতু দ্রব্যবৃদ্ধি, গুড়দান হেতু পূর্ণতা এবং মধু দান হেতু সৌভাগ্যলাভ করে। ব্রত আচরণ করিয়া এখানে দেব ও দেবীর উদ্দেশে দ্বাদশটী অথবা যুগ্ম ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। কূর্পী, নখরিণী, তাটঙ্ক, কনকাঞ্চন, বেত্রজা, কঞ্চুকী এবং কুসুম্ভ-বস্ত্রযুগল দান করিবে। পুরুষ-দেবতাকে শ্বেতানুলেপন এবং স্ত্রী-দেবতাকে কুঙ্কুম দান করিবে। আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র ও আশ্বিন মাসের শুক্লা তৃতীয়াতে ব্রত আচরণ করিলে নারী উমাসদৃশী হয়। ঐ ব্রতে সুবর্ণময় উমামহেশ্বর নির্ম্মাণ করিতে হয়। ৫০—৭৩। নারী স্বয়ং আরোহণ করিয়া ঐ প্রতিমাদ্বয় তুলায় ধারণ করিবে এবং বিবিধ ফল, শাক প্রদান করিবে; তথায় হোম জপ বা দান যাহা কিছু করা যায়, তাহা কোটিগুণ ফল দায়ক হইয়া থাকে। যে নারী ঐ স্থানে সমাহিত হইয়া ব্রত-ধারণ করে, সে জীবনান্তে গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোলোকে গমন করিয়া থাকে। এই তীর্থে দুইটী শিবলিঙ্গ আছে; তাহারা দেবদানব কর্ত্তৃক পূজিত হন। দম্পতি ঐ লিঙ্গদ্বয় দর্শন করিলে সিদ্ধিলাভ করে। বিশেষতঃ কার্ত্তিক মাসে জাগরণ করিয়া গন্ধপুষ্প দ্বারা উক্ত লিঙ্গের পূজা করিলে, রুদ্রলোকপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। যেমন দেবের সহিত দেবীর কদাচ বিয়োগ সঙ্ঘটিত হয় না, তেমনি ঐ লিঙ্গদ্বয়ের কদাচ বিয়োগ দৃষ্ট হয় না। হে বিপ্র! অপ্সরোগণ এইরূপ ব্রতাচরণ করিয়া সকলে ত্রিদিবধামে গমন করে। এই আমি আপনার নিকট অপ্সরা-তীর্থের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম, ইদানীং অন্য তীর্থের বিষয় বলিতেছি। এই তীর্থে পৃষ্ঠদেবীর দক্ষিণে মাহিষকুণ্ড আছে। মহিষ দানব পূর্ব্বে ঐ স্থানে গণনায়ক কর্ত্তৃক নিহত

সম্পূজ্য যত্নতঃ। প্রেতরক্ষঃপিশাচানাং পীড়য়া স বিমুচ্যতে ॥ ৮১ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে হপ্সরঃকুণ্ডমাহাত্ম্য-বর্ণনং নামাষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

নবমোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ। কথং তন্মাহিষং কুণ্ডং মাতৄণামাকৃতিঃ কথম্। রুদ্রস্যৈব কথং ক্ষেত্রে মহিষো দানবো হতঃ ॥ ১ ॥ সনৎকুমার উবাচ। কপালখণ্ডমাদায় মহাদেবোঽপ্যমিতপ্রভম্। ব্রহ্মতেজোময়ং দিব্যং জ্বলন্তমিব চার্চ্চিষা ॥ ২ ॥ ক্রীড়মানো জগন্নাথো মোহয়ামাস বৈ সুরান্। নিমেষাৎ স ইমং লোকং যোগাত্মা যোগলীলয়া ॥ ৩ ॥ প্রাপ্য পুণ্যতমং ক্ষেত্রং যত্রাতিষ্ঠন্মহাপ্রভুঃ। তত্র তচ্চ মহদ্দিব্যং কপালং দেবতাধিপঃ ॥ ৪ ॥ স্থাপয়ামাস দীপ্তার্চির্গণানামগ্রতঃ প্রভুঃ। তৎস্থাপিতমথো দৃষ্ট্বা গতাঃ সর্ব্বে মহৌজসঃ ॥ ৫ ॥ বিনদৎসু মহানাদং নাদয়ন্তো দিশো দশ। ক্ষোভার্ণবাশনিপ্রখ্যং নভো যেন বিদীর্য্যতে ॥ ৬ ॥ তেন শব্দেন ঘোরেণ দানবো দেবকণ্টকঃ। হালাহল ইতি খ্যাতো দেশং তমভিধাবিতঃ ॥ ৭ ॥ অমৃষ্যমাণঃ ক্রোধার্ত্তো দুরাত্মা দুর্জ্জয়ঃ সুরৈঃ। ব্রহ্মদত্তবরশ্চৈব মাহিষং বপুরাস্থিতঃ ॥ ৮ ॥ দৈত্যৈঃ পরিবৃতো ঘোরৈঃ কোটিভিশ্চোদ্যতায়ুধৈঃ। তমায়ান্তং তু সক্রোধং মহিষং দেবকণ্টকম্ ॥ ৯ ॥ সমাবেক্ষ্যাহ বৈ দেবো গণান্ সর্ব্বান্ পিনাকধৃক্। মায়াবী গণপা দৈত্যস্ত্রৈলোক্যস্যাপি কণ্টকঃ ॥ ১০ ॥ আয়াতি ত্বরিতো যূয়ং তস্মাদেনং বিনিঘ্নথ। কপালস্য গতিং সর্ব্ব আশ্রিতা গণনায়কাঃ ॥ ১১ ॥ ততো দেবগণা দৃষ্ট্বা তমায়ান্তং মহাসুরম্। গর্জ্জমানং মহানাদং ভ্রমমাণং মহাভুজম্ ॥ ১২ ॥ বিভিদুঃ শূলসঙ্ঘাতৈরসিভির্মুষলৈস্তথা। সন্নহ্য শরজালেন তং তো ভূমৌ ন্যপাতয়ন্ ॥ ১৩ ॥ হতে তস্মিন্ মহাদেবো দেবান্ প্রোবাচ বৈ তদা। অহো দর্পাতিমূঢ়ঃ স দর্পেণ নিধনং গতঃ ॥ ১৪ ॥ এতস্মিন্নন্তরে ব্যাস তৎকপালাৎ সুভৈরবাঃ। দীপ্তাস্যা মাতরঃ সর্ব্বাঃ প্রচণ্ডাস্যা মহাবলাঃ ॥ ১৫ ॥ অভ্যধাবংস্তমুদ্দেশং মহাদেবং নিবেদ্য বৈ। দৈত্যাংস্তা ভক্ষয়ন্তি স্ম ভিত্ত্বা ভিত্ত্বা মহাবলাঃ ॥ ১৬ ॥ কপালমাতরস্তস্মাৎ

হইয়াছিল। নর ঐ তীর্থে স্নান করিয়া যত্নপূর্ব্বক মাতৃগণের পূজা অনুষ্ঠানান্তে প্রেত, রক্ষঃ ও পিশাচের পীড়া হইতে মুক্তিলাভ করে। ৭৪—৮১।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত। ৮।

নবম অধ্যায়।

ব্যাস বলিলেন,—হে মুনে! পূর্ব্বোক্ত মাহিষকুণ্ড কি প্রকার? মাতৃগণের আকৃতিই বা কি প্রকার? এবং রুদ্রক্ষেত্রে কিরূপেই বা মহিস দানব নিহত হইল? ইহা আপনি বলুন। সনৎকুমার বলিলেন,—ভগবান্ মহাদেব অমিতপ্রভ, ব্রহ্মতেজোময়, দিব্য, তেজঃ প্রদীপ্ত কপালখণ্ড গ্রহণ করিয়া সুরগণকে মোহিত করত যোগলীলাক্রমে নিমেষমধ্যে এই পুণ্যতম ক্ষেত্র প্রাপ্ত হইয়া ঐ অতি মহৎ দিব্য প্রদীপ্ত তেজস্ক কপাল গণসমূহের অগ্রে স্থাপন করেন। তদ্দর্শনে শিবসহচর মহৌজা গণসমুহ ভৈরব হুঙ্কারে দশদিক্ নিনাদিত করে। এই সময় ক্ষোভিত অর্ণব ও অশনিপাতের ন্যায় ঘোর রবে নভোমণ্ডল বিকীর্ণ করত দেবকণ্টক দানব হালাহল ঐ স্থানে আপতিত হইল। ঐ দুরাত্মা অতীব দুর্দ্ধর্ষ, ক্রোধার্ত্ত ও সুরদুর্জ্জয়। সে ব্রহ্মদত্ত বরে মাহিষ বপু ধারণপূর্ব্বক ভয়ঙ্কররূপে আয়ুধ উদ্যত করিয়া কোটি দৈত্য সমভিব্যাহারে ঐ স্থানে আগমন করিল। দেবদেব তখন ঐ দেবকণ্টক ক্রুদ্ধ মহিষকে আপতিত দেখিয়া গণসমূহকে বলিলেন—হে গণপালগণ! এই মায়াবী দেবকণ্টক মহিষ ত্বরা সহকারে সমাগত হইয়াছে, অতএব তোমরা ইহাকে নিহত কর। দেবদেবের আদেশে গণসমূহ কপালের পক্ষ আশ্রয় করিয়া এবং দেবগণ শূল অসি মুষল ও শরজাল গ্রহণপূর্ব্বক ঘোররবে সমাগত মহাভুজ ইতস্তত ভ্রমমাণ ঐ মহিষাসুরকে বিদ্ধ করত ভূমিতে পাতিত করিলেন। ১—১৩। তাহা দেখিয়া মহাদেব দেবগণকে বলিলেন,—হে দেবগণ! এই মহিষাসুর অত্যন্ত গর্ব্বিত হইয়াছিল; সেই গর্ব্বের ফলেই পাপাত্মা নিধন প্রাপ্ত হইল। এই কথা বলিতে বলিতে মহাদেবের কপাল হইতে ভৈরবী দীপ্তাস্যা প্রচণ্ডাস্যা মহাবলা মাতৃকাগণ আবির্ভূত হইয়া মহিষোদ্দেশে ধাবিত হইলেন এবং শঙ্করাদেশে দৈত্যগণকে ভেদ করিয়া ভক্ষণ করিতে

খ্যাতাঃ ক্ষেত্রে মহাবলাঃ। মহাকপালমস্মাদ্বৈ তাস্বপি পরিকীর্ত্তিতঃ॥ ১৭॥ স্থাপিতস্ত কপালস্ত ভিত্ত্বা ব্রহ্মতং পুরা। খ্যাতঃ শিবতড়াগশ্চ সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্॥ ১৮॥ তদদ্যাপি মহদ্দিব্যং সরস্তত্র প্রকাশতে। ত্রিষু লোকেষু বিখ্যাতং গণগন্ধর্ব্বসেবিতম্॥ ১৯॥ পাত্রস্থমুদ্ধৃতং বাপি শীতোষ্ণং কথিতং জলম্। রৌদ্রং সরঃ পুনাতীহাশ্বমেধাবভৃতো যথা॥ ২০॥ প্রাগাদ্‌ব্রহ্মাপি তং দেশং দেবতানাং শতৈর্বৃতঃ। স্বর্গলোকস্ত নিঃশ্রেণী কীর্ত্তিতা ব্রহ্মণা স্বয়ম্॥ ২১॥ অত্র ত্যজন্তি যে প্রাণান্ রুদ্রলোকং ব্রজন্তি তে। ধন্যা ব্যাস নরা মর্ত্ত্যে মহাকালবনে স্থিতাঃ॥ ২২॥ রৌদ্রে সরসি যে স্নান্তি জলং বাপি পিবন্তি যে। স্বধর্ম্মাচারনিরতাঃ পশ্যন্তীশানমীশ্বরম্॥ ২৩॥ ইতি স্বর্গগতা দেবাঃ স্পৃহাং কুর্ব্বন্তি নিত্যশঃ॥ ২৪॥ ইদং শুভং দিব্যমধর্ম্মনাশনং মহাকপালং সুরদৈত্যপূজিতম্। মহাপ্রভং পাপহরং সনাতনং সুরেশলোকাদপি দুর্লভং সদা॥ ২৫॥ তপোরতৈঃ সিদ্ধগণৈরভিষ্টুতং যথা নভস্থং দিননাথমণ্ডলম্। য একচিত্তঃ শৃণুয়াৎ প্রসাদতস্ত্রিবিষ্টপং গচ্ছতি সোঽভিনন্দিতঃ॥ ২৬॥

ইতি শ্রীস্কান্দে মহিষকুণ্ডরুদ্রসরোমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম নবমোঽধ্যায়ঃ॥ ৯॥

দশমোঽধ্যায়ঃ

সনৎকুমার উবাচ। অথাতঃ সম্প্রবক্ষ্যামি তীর্থং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতম্। স্বয়ম্ভুবং মহেশস্ত খ্যাতং কুটুম্বিকেশ্বরম্॥ ১॥ মুচ্যতে সর্ব্বপাপৈস্ত সপ্তজন্মকৃতৈরপি। শুচিঃ পশ্যতি যো দেবং কৃত্বা শ্রাদ্ধং যথাবিধি॥ ২॥ সর্ব্বাল্লোকানতিক্রম্য শিবলোকং স গচ্ছতি। যস্ত সর্ব্বাণি শাকানি কন্দানি বিবিধানি চ॥ ৩॥ তীরে তস্য প্রযচ্ছেত স প্রাপ্নোতি পরাং গতিম্। পৌষে প্রতিপদি সিতে অষ্টম্যাং বা সমাহিতঃ॥ ৪॥ একেনৈবোপবাসেন অশ্বমেধফলং লভেৎ। আশ্বিন্যাং পৌর্ণমাস্যাঞ্চ শুচিঃ পশ্যতি মানবঃ॥ ৫॥ পট্টবন্ধং মহেশস্য স বিপাপ্মা দিবং

লাগিলেন। এই জন্য তাঁহারা কপালমাতৃকা নামে খ্যাত হইলেন; আর ঐ কপালও মহাকপাল নামে কীর্ত্তিত হইল। পূর্ব্বে ঐ মহাকপাল ভেদ করিয়া ঐ স্থানে এক শিব-তড়াগ প্রাদুর্ভূত হয়, ঐ তড়াগ সর্ব্বপাপনাশন। উহা অদ্যাপি ঐস্থানে মহৎসরোবর রূপে প্রকাশ পাইতেছে। ঐ সরোবর ত্রিলোক-বিখ্যাত ও গণ-গন্ধর্ব্ব-সেবিত। ঐ সরোবরজল উদ্ধৃত করিয়া পাত্রস্থ করিলে উহা প্রয়োজনমত শীত, উষ্ণ বা কথিত হইয়া থাকে। রুদ্র-সরোবর অশ্বমেধের অবভৃতস্নানের ন্যায় লোক সকল পবিত্র করে। পূর্ব্বে ভগবান্ ব্রহ্মা শতদেবতা-পরিবৃত হইয়া ঐ সরোবরে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি ঐ স্থানে আগমন করিয়া ঐ সরসীকে স্বর্গের সিঁড়ি বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। যে জন এখানে প্রাণত্যাগ করে, সে ইন্দ্রলোকে গমন করে। হে ব্যাসদেব! যাহারা এই মহাকাল-বনে বাস করিয়া থাকে, তাহারা ধন্য। যে মানব রৌদ্রসরোবরে স্নান বা তাহার জলপান করে, সে ঈশানকে দর্শন করিয়া থাকে। এই জন্য স্বর্গগত দেবতারাও শুভ, দিব্য, অধর্ম্মনাশন, সুরদৈত্য পূজিত, মহাপ্রভ, পাপহর, সনাতন, সুরলোক হইতেও দুর্লভ, এই মহাকপালতীর্থ বাঞ্ছা করিয়া থাকেন। যে মানব তপোনিরত সিদ্ধগণ কর্ত্তৃক অভিষ্টুত নভঃস্থ দিননাথমণ্ডলসদৃশ ঐ ক্ষেত্রমাহাত্ম্য একচিত্ত হইয়া শ্রবণ করে, সেই ব্যক্তি দেবপ্রসাদে অভিনন্দিত হইয়া স্বর্গে গমন করিয়া থাকে। ১৪—২৬।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত। ৯।

দশম অধ্যায়

সনৎকুমার বলিলেন,—অতঃপর আমি ত্রৈলোক্যবিশ্রুত স্বয়ম্ভু মহেশের কুটুম্বিকেশ্বর নামক তীর্থ বলিতেছি। এই তীর্থ সেবা করিলে সপ্ত জন্মকৃত পাপ হইতে মানব মুক্তি লাভ করে। যে মানব শুচিভাবে শ্রাদ্ধ করিয়া যথাবিধি দেব দর্শন করে, সে সর্ব্ব লোক অতিক্রম করিয়া শিবলোকে গমন করিয়া থাকে। যে মানব সর্ব্ববিধ শাক ও বিবিধ কন্দ ঐ সরোবরতীরে প্রদান করে সে পরমা গতি প্রাপ্ত হয়। পৌষ মাসের সিতপক্ষীয় প্রতিপৎ ও অষ্টমীতিথিতে সমাহিতভাবে ঐ স্থানে একটী মাত্র উপবাস করিলে মানব অশ্বমেধ-ফল লাভ করে। যে নর আশ্বিন মাসীয় পৌর্ণমাসীতে ঐ স্থানে শুচিভাবে মহেশের পট্টবন্ধ দর্শন করে, সে বিগতপাপ হইয়া স্বর্গে

ব্রজেৎ। চৈত্রে মাসি সিতে পক্ষে পঞ্চম্যাং সমুপোষিতঃ॥ ৬॥ কর্পূরং কুঙ্কুমং চৈব মৃগনাভি সচন্দনম্। নিবেদয়ন্তি দেবায় নৈবেদ্যং ঘৃতপায়সম্॥ ৭॥ স্বরূপং চৈব বিপ্রেন্দ্র সভার্য্যং ভোজয়েদ্দ্বিজম্। রুদ্রলোকমবাপ্নোতি যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ॥ ৮॥

ইতি শ্রীস্কান্দে কুটুম্বিকেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম দশমোঽধ্যায়ঃ॥ ১০॥

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতঃ সম্প্রবক্ষ্যামি তীর্থং বিদ্যাধরস্য তু। তত্র স্নাত্বা শুচির্ভূত্বা বিদ্যাধরপতির্ভবেৎ॥ ১॥ ব্যাস উবাচ। কথং তীর্থমিদং ক্ষেত্রে জাতমত্র মহামুনে। প্রসাদাদ্ ব্রূহি মে ব্রহ্মন্ শ্রোতুমিচ্ছামি সাম্প্রতম্॥ ২॥ সনৎকুমার উবাচ। বিদ্যাধরপতিঃ কশ্চিদাসীদ্রূপধরঃ পুরা। গ্রথিতা পারিজাতস্য মালা তেন মনোরমা॥ ৩॥ গৃহীত্বা চ স তাং মালাং গতো বাসববেশ্মনি। নৃত্যন্তী বাসবস্যাগ্রে দৃষ্টা তেন চ মেনকা॥ ৪॥ দত্তা তস্যৈ তদা তেন সা মালা নৃত্যমাশ্রিতঃ। সা মেনকা স্বতাস্থানে মালয়া মোহিতাভবৎ॥ ৫॥ কোপাবিষ্টেন শক্রেণ শপ্তো বিদ্যাধরস্তদা। পৃথিব্যাং গচ্ছ পাপিষ্ঠ নৃত্যভঙ্গস্ত্বয়া কৃতঃ॥ ৬॥ বিদ্যাধরপদং ত্যক্ত্বা মম শাপাচ্চ সাম্প্রতম্। এবমুক্তস্তু শক্রেণ বাক্যং বিদ্যাধরোঽব্রবীৎ॥ ৭॥ অজানতা ময়া নাথ অপরাধঃ কৃতোঽধুনা। অনুগ্রহমতো দেব কুরু মে ত্বং প্রসাদতঃ॥ ৮॥ এবমুক্তঃ স শক্রো বৈ বিদ্যাধরমুবাচ হ। গচ্ছাবন্তীং ত্বমদ্যৈব যত্রাস্তে গাঙ্গটী গুহা॥ ৯॥ তস্যাশ্চোত্তরভাগে তু বিদ্যতে তীর্থমুত্তমম্। খ্যাতং ত্রিষু লোকেষু নাম্না বিদ্যাধরং শুভম্॥ ১০॥ ভক্ত্যা তত্র কৃতে স্নানে বিদ্যাধরপতির্ভবেৎ। অতস্ত্বমপি তত্রৈব কুরু স্নানং প্রযত্নতঃ॥ ১১॥ এবমুক্তঃ স শক্রেণ আগতোঽবন্তিমণ্ডলে। স্নানং কৃত্বা চ তেনৈব তীর্থে তস্মিন্ মনোরমে॥ ১২॥ প্রভাবাত্তস্য তীর্থস্য পুনঃ প্রাপ্তং পদং স্বকম্। এবং ব্যাস সমা-

গমন করিয়া থাকে। চৈত্রমাসের সিতপক্ষীয় পঞ্চমীতিথিতে উপবাসী থাকিয়া যে মানব কর্পূর, কুঙ্কুম, মৃগনাভি, চন্দন ও ঘৃতপায়স দেবদেবকে নিবেদন করে, এবং সভার্য্য দ্বিজকে ভোজন করায়, যাবৎ চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের অধিকারকাল, তাবৎ রুদ্রলোকে বাস করে। ১—৮।

দশম অধ্যায় সমাপ্ত। ১০।

একাদশ অধ্যায়।

সনৎকুমার বলিলেন,—হে ব্যাসদেব! অনন্তর আমি বিদ্যাধরদিগের তীর্থমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি। ঐ তীর্থে শুচিভাবে স্নান করিলে বিদ্যাধরপতি হয়। ব্যাস বলিলেন,—হে দেব! এখানে এই তীর্থ কি জন্য সম্ভূত হইল? আপনি তাহা আমাকে বলুন, আমি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। সনৎকুমার বলিলেন,—পূর্ব্বে এক রূপবান্ বিদ্যাধরপতি ছিলেন; তিনি একটী মনোহর পারিজাত-মালা গ্রন্থন করেন। পরে ঐ মালা লইয়া ইন্দ্রালয়ে যান এবং তথায় গিয়া মেনকাকে ইন্দ্রসম্মুখে নৃত্য করিতে দেখেন। তদ্দর্শনে তিনি ঐ মনোহারিণী মালা মেনকাকে প্রদান করিয়া স্বয়ং তাঁহার সহিত নৃত্য করিতে থাকেন। মেনকা ঐ মালা দ্বারা অস্থানে উপহৃত হইয়া মোহ প্রাপ্ত হয়। তদ্দর্শনে শক্র কোপাবিষ্ট হইয়া বিদ্যাধরপতিকে শাপ প্রদান করেন; বলেন,—পাপিষ্ঠ! ভূতলে পতিত হ, যে হেতু তুই নৃত্যভঙ্গ করিলি। ১—৬। অধুনা তুই আমার শাপে বিদ্যাধর-পদবী হইতে ভ্রষ্ট হ। বিদ্যাধরপতি শক্র কর্ত্তৃক এইরূপ অভিশপ্ত হইয়া বলিলেন,—হে নাথ! আমি অজ্ঞানবশতই অধুনা এই অপরাধ করিয়াছি। হে দেব! আপনি আমায় ক্ষমা করুন। অনন্তর শক্র তাঁহার অনুনয়বাক্যে বলিলেন, তুমি অদ্য অবন্তীনগরে গমন কর, তথায় গাঙ্গটী গুহা বিরাজিত। ঐ গুহার উত্তরদিগ্‌ভাগে উত্তম তীর্থ বিদ্যমান। ঐ তীর্থ ত্রিলোকবিখ্যাত এবং বিদ্যাধর তীর্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ। ঐ তীর্থে ভক্তিপূর্ব্বক স্নান করিলে বিদ্যাধরপতি হয়। অতএব তুমি ঐ তীর্থে গমন করিয়া যত্ন সহকারে স্নান কর। বিদ্যাধরপতি শক্রের এই অনুগ্রহবাক্যে অবন্তীনগরে আগমন করিয়া ঐ মনোরম তীর্থে স্নান করত তীর্থপ্রভাবে পুনরায় স্বীয় পদবী

খ্যাতং তীর্থং বিদ্যাধরং শুভম্ ॥ ১৩ ॥ তত্র পুষ্পাণি যো দদ্যাচ্চন্দনঞ্চ বিলেপনম্। লভেৎ সমস্তভোগান্ স ইহ লোকে পরত্র চ ॥ ১৪ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে বিদ্যাধরতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈকাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

সনৎকুমার উবাচ। উত্তরে তু প্রবক্ষ্যামি মর্কটেশ্বরমুত্তমম্। তত্র তীর্থঞ্চ বিখ্যাতং সর্ব্বকামপ্রদায়কম্ ॥ ১ ॥ তস্মিংস্তীর্থে নরঃ স্নাত্বা গোশতস্য ফলং লভেৎ। বিস্ফোটানাং প্রশান্ত্যর্থং বালানাং চৈব কারণে ॥ ২ ॥ মাপেন মাপিতান্ কৃত্বা মসূরাং-স্তত্র কুট্টয়েৎ। শীতলায়াঃ প্রভাবেন বালাঃ সন্তু নিরাময়াঃ ॥ ৩ ॥ যে পশ্যন্তি নরা ভক্ত্যা শীতলাং দুরিতাপহাম্। ন তেষাং দুষ্কৃতং কিঞ্চিন্ন দারিদ্র্যং দ্বিজোত্তম ॥ ৪ ॥ ন চ রোগভয়ং তেষাং গ্রহপীড়া তথৈব চ ॥ ৫ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে শীতলামাহাত্ম্যবর্ণনং নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

সনৎকুমার উবাচ। স্বর্গদ্বারে নরঃ স্নাত্বা দেবঞ্চ ভৈরবম্। শ্রাদ্ধং তত্রৈব কুর্ব্বীত পিতৄনুদ্দিশ্য ভক্তিতঃ ॥ ১ ॥ পিতৄংশ্চ স নরো ব্যাস তারয়েদাত্মনা সহ। স্বর্গদ্বারেণ যোঽভ্যেতি রুদ্রস্য পরমং পদম্ ॥ ২ ॥ ভৈরবস্যাগ্রতো দেবী পূর্ব্বে তিষ্ঠতি চাম্বিকা। তাং তু দৃষ্ট্বা নরঃ স্ত্রী বা মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ ॥ ৩ ॥ মহানবম্যাং পুরুষঃ কৃত্বা বস্তময়ং বলিম্। মহিষং বা সুরাং মাংসং মালাং বিল্বময়ীং শুভাম্। ভক্ত্যা নিবেদ্য দেব্যৈ তু সর্ব্বাং সিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৪ ॥ তত্র স্নাত্বা নরো ভক্ত্যা পূজাং কৃত্বা মহেশ্বরে। স্বর্গদ্বারেণ সোঽভ্যেতি রুদ্রস্য ভবনং দ্বিজ ॥ ৫ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে স্বর্গদ্বারমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

লাভ করিলেন। হে ব্যাসদেব! এই আমি মঙ্গলময় বিদ্যাধরতীর্থের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। যে জন ঐ তীর্থে চন্দন বা অন্য কোন বিলেপন বস্তু দান করে, যে ইহ লোকে ও পরলোকে সমস্ত ভোগ উপভোগ করিয়া থাকে। ৯—১৪।

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১১।

দ্বাদশ অধ্যায়।

সনৎকুমার বলিলেন,—বিদ্যাধর তীর্থের উত্তর দিক্‌ভাগে মর্কটেশ্বর নামে এক তীর্থ আছে, ঐ তীর্থ বিখ্যাত এবং সর্ব্বকামপ্রদায়ক। ঐ তীর্থে স্নান করিয়া মানব গোশতদানের ফল লাভ করিয়া থাকে। বালকদিগের বিস্ফোট নাশের জন্য মান দ্রব্য দ্বারা মাপিত করিয়া ঐস্থানে মসূর কুট্টন করিতে হয়! এরূপ করিলে শীতলা দেবীর প্রসাদে বালকগণ নিরাময় হয়। যে জন দুরিতাপহা শীতলাদেবীকে ভক্তিপূর্ব্বক দর্শন করে, তাহার কিছুমাত্র দারিদ্র্য, দুষ্কৃত, রোগভয় বা গ্রহপীড়া হয় না। ১—৫।

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১২।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

সনৎকুমার বলিলেন,—হে ব্যাসদেব! স্বর্গদ্বারতীর্থে নর স্নান ও ভৈরব দর্শন করিয়া পিতৃলোক উদ্দেশে ভক্তিপূর্ব্বক শ্রাদ্ধ করিবে। এরূপ করিলে ঐ নর, আপনার সহিত পিতৃলোককে উদ্ধার করে। স্বর্গদ্বারে যে মানব রুদ্রের পরম পদ এবং ভৈরবের অগ্রভাগে দেবীকে দর্শন করে, সে সর্ব্বপাতক হইতে মুক্ত হয়। মহানবমী-দিনে ঐ স্থানে মানব ছাগ, মহিষ, সুরা, মাংস, ও বিল্বপত্রের মালা ভক্তিপূর্ব্বক দেবদেবীকে নিবেদন করিয়া সিদ্ধিলাভ করে। ঐ স্থানে স্নান করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক মহেশ্বরের পূজা করিলে মানব স্বর্গদ্বার দিয়া রুদ্রভবনে উপস্থিত হয়। ১—৫।

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৩

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

সনৎকুমার উবাচ। স্নাত্বা চতুঃসমুদ্রে তু পশ্যেদ্রাজস্থলং শিবম্। যস্য দর্শনমাত্রেণ পুত্রবান্ জায়তে নরঃ॥১॥ সমুদ্রাঃ সন্তি চত্বারঃ ক্ষারক্ষীরদধীক্ষবঃ। সমীপে তস্য দেবস্য দ্যুম্নেন প্রতিষ্ঠিতাঃ॥২॥ ব্যাস উবাচ। রাজস্থলসমীপে তু সমুদ্রাঃ কেন হেতুনা। কথয় ত্বং মুনিশ্রেষ্ঠ দ্যুম্নেন প্রতিষ্ঠিতাঃ॥৩॥ লক্ষযোজনপর্য্যন্তং জম্বুদ্বীপং সুশোভনম্। মর্য্যাদায়াং স্থাপিতোঽয়ং সমুদ্রঃ ক্ষারসংজ্ঞিতঃ॥৪॥ শাকদ্বীপে দ্বিলক্ষে তু ক্ষীরাব্ধিঃ সম্প্রতিষ্ঠিতঃ। দধ্যব্ধিস্তু কুশদ্বীপে চতুর্লক্ষে প্রতিষ্ঠিতঃ। শাল্মলে ত্বিক্ষুজলধির্হ্যষ্টলক্ষে প্রতিষ্ঠিতঃ॥৫॥ চত্বারস্তে সমাখ্যাতাঃ সমুদ্রা ভূমিমণ্ডলে। রাজস্থলসমীপে তু কথমেকত্র সঙ্গতাঃ॥৫॥ সনৎকুমার উবাচ। দ্যুম্নো নাম রাজাসীৎ পুরাকল্পে সুধার্ম্মিকঃ। তস্য পত্নী বরারোহা নাম্না খ্যাতা সুদর্শনা॥৭॥ মুনিং দাল্ভ্যঞ্চ সা দৃষ্ট্বা পপ্রচ্ছ সুতকাম্যয়া। ভগবন্ কেন দানেন স্নানেন বিধিনাথবা॥৮॥ সর্ব্বলক্ষণসম্পূর্ণঃ পুত্রো লভ্যো ময়া কথম্। এতদাখ্যাহি বিপ্রর্ষে যাথাতথ্যং সুবিস্তরম্॥৯॥ দাল্ভ্য উবাচ। বিহিতাস্তে পুরা পুত্রাস্তবঃ পুত্রেপ্সয়োত্তমাঃ। স্বয়ম্ভুবেন দেবেন ব্রহ্মণা লোককারিণা॥১০॥ তেষু রাজ্ঞা কৃতে স্নানে তব পুত্রো ভবিষ্যতি। শঙ্করারাধনে পুত্রি তস্মাৎ প্রেরয় বল্লভম্॥১১॥ দাল্ভ্যস্যৈব তু বাক্যেন বিচিত্রাখ্যানকেন চ। প্রস্থাপয়ামাস পতিং শঙ্করারাধনে দ্রুতম্॥১২॥ স গত্বা তোষয়ামাস শঙ্করং গন্ধমাদনে। সন্তুষ্টঃ শঙ্করঃ প্রাহ শশিসূর্য্যাগ্নিলোচনঃ॥১৩॥ অবন্তীং গচ্ছ রাজেন্দ্র পুত্রং প্রাপ্স্যসি শোভনম্। মচ্ছাসনাজ্জলধয়ো গমিষ্যন্তি কুশস্থলীম্॥১৪॥ মেরুরূপে স্থলে রাজন্ সমীপে শঙ্করস্য চ। দ্রক্ষ্যসি ত্বং নরশ্রেষ্ঠ জলধীংস্তত্র সঙ্গতান্। অভ্যর্থিতাস্ত্বয়া তত্র স্থাস্যন্তি কলয়া সদা॥১৫॥ এবমুক্ত্বা মহাদেবো জগামাদর্শনং বিভুঃ। দ্যুম্নো ভার্য্যয়া সার্দ্ধমাজগাম কুশস্থলীম্॥১৬॥ আগতস্তু কুশস্থল্যাং সমুদ্রাংশ্চ দদর্শ হ। তাংস্তু দৃষ্ট্বা নমশ্চক্রে রাজস্থলসমীপতঃ॥১৭॥ তে বৈ

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

সনৎকুমার বলিলেন,—চতুঃসমুদ্রে স্নান করিয়া মানব রাজস্থল-শিব দর্শন করিবে—যাঁহার দর্শনমাত্র নর পুত্রবান্ হইয়া থাকে। চারিটী সমুদ্র আছে; ক্ষার, ক্ষীর, দধি, ও ইক্ষু। এই সমুদ্রসকল সেই দেবের সমীপে দ্যুম্ন কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত।—ব্যাস বলিলেন,—হে মুনীন্দ্র! দ্যুম্ন কর্ত্তৃক রাজস্থলের নিকট সমুদ্র প্রতিষ্ঠিত হইল কেন? লক্ষযোজন পর্য্যন্ত জম্বুদ্বীপ সুশোভন; ইহারই সীমায় এই ক্ষারসমুদ্র সংস্থাপিত। দ্বিলক্ষযোজনব্যাপী শাকদ্বীপে ক্ষীরাব্ধি প্রতিষ্ঠিত। এইরূপে চতুর্লক্ষ যোজন কুশদ্বীপে দধ্যব্ধি এবং অষ্ট লক্ষ যোজন শাল্মলদ্বীপে ইক্ষু জলধি অবস্থিত। ভূমণ্ডলে ঐ চারিটী সমুদ্র প্রসিদ্ধ। উহারা কিজন্য রাজস্থলসমীপে সঙ্গত হইল? সনৎকুমার বলিলেন,—পুরাকল্পে দ্যুম্ন নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার পত্নীর নাম সুদর্শনা। সুতকামা সুদর্শনা দাল্ভ্য মুনিকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে ভগবন্! দান স্নান বা অপর কোন্ বিধি অবলম্বন করিলে সর্ব্বসুলক্ষণ পুত্র লাভ করা যায়? হে বিপ্রর্ষে! আপনি ইহা আমার নিকট যথাযথ কীর্ত্তন করুন।১—৯। দাল্ভ্য বলিলেন,—হে পুত্রি! পূর্ব্বে লোককারী স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা তোমার পুত্র ইচ্ছা করিয়া উত্তম অব্ধি বিধান করিয়াছেন। ঐ সকল সমুদ্রে রাজা স্নান করিলে তোমার পুত্র জন্মিবে। পুত্রি! তুমি তোমার বল্লভকে শঙ্কর-আরাধনায় নিমিত্ত প্রেরণ কর। রাজ্ঞী মুনি দাল্ভ্যের বাক্যে শীঘ্র স্বীয় পতিকে শঙ্করার্চ্চনার নিমিত্ত প্রেরণ করিলেন। রাজা গন্ধমাদন পর্ব্বতে গমন করিয়া অর্চ্চনায় শঙ্করকে তুষ্ট করিলেন। শশি-সূর্য্যাগ্নিলোচন শঙ্কর তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—হে রাজেন্দ্র! অবন্তীতে গমন কর; শোভন পুত্র লাভ করিবে। আমার আদেশে জলধিসকল কুশস্থলীতে গমন করিয়াছে। হে রাজন্! ঐ স্থানে মেরুরূপ স্থলে শঙ্করসমীপে তুমি জলধি সমূহের মিলন দেখিতে পাইবে। তোমা কর্ত্তৃক অভ্যর্থিত হইয়া তাহারা কল-কল শব্দের সহিত নিত্য বিদ্যমান থাকিবে। ইহা বলিয়া বিভু মহাদেব অন্তর্হিত হইলেন। রাজা দ্যুম্ন ভার্য্যার সহিত কুশস্থলীতে আগমন করিলেন। তথায় আসিয়া তনি সমুদ্র সকল দর্শন করিলেন। রাজস্থান-সন্নিধানে তাঁহাদিগকে অবলোকন করিয়া

দৃষ্ট্বা চ সুদ্যুম্নং প্রণতং ভক্তবৎসলম্। প্রোচুর্ব্বারিধয়ঃ সর্ব্বে বরং বরয় সুব্রত ॥ ১৮॥ স বব্রে মনসা পুত্রং সর্ব্বলক্ষণসংযুতম্। উবাচ চ পুনা রাজা যাবত্তিষ্ঠতি মেদিনী। তাবদত্রৈব স্থাতব্যং রাজস্থলসমীপতঃ ॥ ১৯॥ সমুদ্রা উচুঃ। তাবৎস্থাস্যামহেঽত্রৈব যাবৎকল্পাবসানকম্ ॥ ২০॥ ভবিষ্যতি চ তে পুত্রঃ সর্ব্বলক্ষণসংযুতঃ। অত্র স্নুতে স্নানমাত্রেণ তস্মাৎস্নানং সমাচর ॥ ২১॥ স্থলে চাত্র শুভে রাজন্ স্থাস্যামঃ কলয়া সহ। এবং ব্যাস সমুদ্রাস্তু সুদ্যুম্নেনাবতারিতাঃ ॥ ২২॥ কুরুতে তেষু যো যাত্রাং তস্য পুণ্যফলং শৃণু। স্নানং কৃত্বা মহাপুণ্যে সমুদ্রে ক্ষারসংজ্ঞকে ॥ ২৩॥ কুর্য্যাচ্ছ্রাদ্ধং ততো ব্যাস পিতৃণাং ভক্তিতৎপরঃ। পূজয়েচ্চ মহাদেবং স্থলস্থং পার্ব্বতীপতিম্ ॥ ২৪॥ মণ্ডকাংশ্চ ততো দদ্যাদ্‌ব্রাহ্মণে বেদপারগে। পাত্রং তাম্রময়ং কার্য্যং লবণেন প্রপূরিতম্ ॥ ২৫॥ সহিরণ্যং চ দাতব্যং ব্রাহ্মণে বেদপারগে। সপ্তধান্যসমাযুক্তং বেণুজং বস্ত্রবেষ্টিতম্ ॥ ২৬॥ সদক্ষিণং ফলৈর্যুক্তমর্ঘ্যং দদ্যাৎপ্রযত্নতঃ। ক্ষীরাব্ধিং চ ততো গত্বা স্নানং কুর্য্যাচ্চ পূর্ব্ববৎ ॥ ২৭॥ ক্ষীরং তত্র প্রদাতব্যং তাম্রপাত্রেণ পূরিতম্। দধ্যব্ধৌ চ তথা কৃত্বা দদ্যাদ্দধ্যোদনং শুভম্ ॥ ২৮॥ ইক্ষ্বব্ধৌ চ তথা কৃত্বা দদ্যাদ্বিপ্রে গুড়ং শুভম্। যাত্রাং কৃত্বা তু বৈ ব্যাস গাং চ দদ্যাৎ পয়স্বিনীম্ ॥ ২৯॥ এবং যঃ কুরুতে যাত্রাং রাজস্থলসমীপতঃ। ভব্যাং হি লভতে লক্ষ্মীং পুত্রাংশ্চাপি মনোরমান্ ॥ ৩০॥ মৃতে স্বর্গমবাপ্নোতি যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ। তাবৎ স্বর্গফলং ভুক্ত্বা পশ্চান্মোক্ষং প্রযাস্যতি ॥ ৩১॥

ইতি শ্রীস্কান্দে চতুঃসমুদ্রমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪॥

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

সনৎকুমার উবাচ। শৃণু ব্যাস মহাতীর্থং নাম্না শঙ্করবাপিকা। ক্রীড়মানেন দেবেন নির্ম্মিতং তীর্থমুত্তমম্ ॥ ১॥ প্রক্ষিপ্তং দেবদেবেন কপালক্ষালনং জলম্। বাপীগতং কৃতং যস্মাদতঃ শঙ্করবাপিকা ॥ ২॥ অর্কাষ্টম্যাং নরঃ স্নাত্বা দিশাসু বিদিশাসু চ। পূর্ব্বাদিক্রমতো যাবদ্বাপীমধ্যে তথৈব

নমস্কার করিলেন। সমুদ্রগণ ভক্তবৎসল রাজা সুদ্যুম্নকে প্রণত দেখিয়া বলিলেন,—হে সুব্রত! বরগ্রহণ কর। রাজা মনে মনে সর্ব্বসুলক্ষণসম্পন্ন পুত্র বররূপে প্রার্থনা করিলেন এবং বলিলেন, যত দিন থাকিবে, ততদিন আপনারা এই কুশস্থলীতে অবস্থান করুন। সমুদ্রগণ বলিলেন,—আমরা কল্পাবসান কাল পর্য্যন্ত এই স্থানে থাকিব। এই স্থানে স্নানমাত্রে তোমার সর্ব্বলক্ষণযুক্ত পুত্র হইবে। অতএব তুমি এই স্থানে স্নান কর। হে রাজন্! এই শুভ স্থানে কলার সহিত আমরা থাকিব। হে ব্যাসদেব! এইরূপে রাজা সুদ্যুম্ন কর্ত্তৃক সমুদ্রগণ অবতারিত হইয়াছিল। ঐ স্থানে যাহারা যাত্রা করে, তাহাদের শুভফলের কথা শ্রবণ করুন। মহাপুণ্য ক্ষারসমুদ্রে স্নান করিয়া ভক্তি-তৎপর হইয়া পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ করিবে, স্থলস্থ পার্ব্বতীপতি মহাদেবের পূজা করিবে; বেদপারগ ব্রাহ্মণকে মণ্ডা সন্দেশ প্রদান করিবে, তাম্রময় পাত্র লবণ দ্বারা পূর্ণ করিয়া তাহার সহিত সুবর্ণ দিয়া বেদপারগ ব্রাহ্মণকে দান করিবে; সপ্তধান্য-সমাযুক্ত বেণুজ, বস্ত্রবেষ্টিত, সদক্ষিণ ফলযুক্ত অর্ঘ্য যত্নসহকারে দান করিবে; অনন্তর ক্ষীরাব্ধিতে গমন করিয়া পূর্ব্ববৎ স্নান করিবে। ঐ স্থানে তাম্রপাত্র-পূরিত ক্ষীর প্রদান করিবে; ঐরূপ দধিসমুদ্রে গমন করিয়া স্নান করিবে ও দধিদান করিবে। ইক্ষুসমুদ্রেও ঐরূপ করিয়া বিপ্রকে গুড় দান করিবে। হে ব্যাস! ঐ স্থানে যাত্রা করিয়া পয়স্বিনী ধেনু দান করিবে। রাজস্থল সন্নিধানে যাত্রা করিয়া যাহারা এই প্রকার অনুষ্ঠান করে, তাহারা অচলা লক্ষ্মী এবং মনোরম পুত্রলাভ করে এবং জীবনান্তে স্বর্গগমন করিয়া যাবৎ চতুর্দ্দশ ইন্দ্র, তাবৎ কাল বাস করে। তাবৎকাল স্বর্গ ভোগ করিয়া পশ্চাৎ মোক্ষ লাভ করে। ১০—৩১।

চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৪।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

সনৎকুমার বলিলেন,—হে ব্যাসদেব! শঙ্করবাপিকা নামক মহাতীর্থের কথা শ্রবণ করুন,—দেবদেব ক্রীড়া করিতে করিতে এই তীর্থ নির্ম্মাণ করেন। দেবদেব ঐ স্থানে কপাল-ক্ষালিত জল প্রক্ষেপ করেন। উহাকে বাপীগত করেন বলিয়া

চ॥৩॥ হবিষ্যান্নযুতান্ ব্যাস দদ্যাচ্চ করকান্নবান্। শাকমূলাংশ্চ বিপ্রেভ্যস্তস্য পুণ্যফলং শৃণু॥৪॥ পরত্র চেহ যে লোকাঃ সর্ব্বভাবসমন্বিতাঃ। তত্রতত্র সমায়াতি ভুনক্ত্যৈশ্বর্য্যমুত্তমম্॥৫॥ যে নরাঃ কীর্ত্তয়িষ্যন্তি মাহাত্ম্যমতিভাবিকাঃ। রুদ্রলোকেঽপি তে পূজ্যাস্তেভ্যোঽপি সততং নম॥৬॥ সনৎকুমার উবাচ। ততো বৈ দেবদেবেশঃ পিনাকী বৃষভধ্বজঃ। তুষ্টাব প্রযতো ভূত্বা দেবদেবং দিবাকরম্॥৭॥ আজগাম দিবানাথঃ সন্তুষ্টঃ প্রাহ শঙ্করম্॥৮॥ সূর্য্য উবাচ। বরং বরয় ভূতেশ বরদোঽস্মি দদামি তে। তমাহ বরদশ্চেত্ত্বং যাচ্যমানং কুরুষ মে॥৯॥ অংশেন স্থীয়তামত্র হিতার্থং সর্ব্বদেহিনাম্। অবতীর্ণো রবিস্তত্র শ্রুত্বা মাহেশ্বরং বচঃ॥১০॥ ততো দেবাধিদেবস্য শঙ্করস্য মহৌজসঃ। বাক্যেন ভাস্করস্তত্র যযৌ খ্যাতিং মহাদ্যুতিঃ॥১১॥ শঙ্করাদিত্যনামেতি লোকানুগ্রহকারকঃ। দেবা দৈত্যাশ্চ গন্ধর্ব্বা বিস্মিতাঃ সহ কিন্নরৈঃ॥১২॥ অহো ধন্যমিদং স্থানংযত্রাস্তেত্রিপুরান্তকঃ। ভাস্করোঽপি চ তত্রস্থস্তীর্থমধ্যে চ বর্ত্ততে॥১৩॥ ততস্তুষ্টাশ্চ তে সর্ব্বে ব্রহ্মাদ্যাঃ সুরসত্তমাঃ। দেবেশং পূজয়ামাসুরাদিত্যং শঙ্করং তথা॥১৪॥ মূর্ত্তিমন্তশ্চ তে দেবা অবতীর্য্য চ শোভনম্। স্থাপয়িত্বা-ব্রবীদ্বাক্যং যেঽত্র স্নাস্যন্তি মানবাঃ॥১৫॥ ন দুঃখং জায়তে তেষাং জরামরণশোকজম্। সর্ব্বযজ্ঞেষু যৎপুণ্যং সর্ব্বদানেষু যৎফলম্। তস্মাচ্চৈবাধিকং হ্যত্র শঙ্করাদিত্যদর্শনাৎ॥১৬॥ ব্যাধয়ো নাধয়শ্চৈব দারিদ্র্যং ন কদাচন। ঐশ্বর্য্যং চাতুলং তেষাং জায়তে ভুবি সর্ব্বদা॥১৭॥ ন রোগো ন চ দারিদ্র্যং বিয়োগো ন চ বন্ধুভিঃ। জায়তে মুনিশার্দ্দুল শঙ্করাদিত্যদর্শনাৎ॥১৮॥ ইত্যেবং দেবদেবেন পুরা বৈ শূলপাণিনা। শঙ্করাদিত্যনাম্না চ স্থাপিতং পরমং পদম্॥১৯॥

ইতি শ্রীস্কান্দে শঙ্করাদিত্যমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ॥১৫॥

উহার নাম শঙ্করবাপিকা। যে নর অর্কাষ্টমীতে দিগ্বিদিক্ বা পূর্ব্বাদিক্রমে যে স্থানে ইচ্ছা, স্নান, করিয়া বাপীমধ্যে হবিষ্যান্নসহ নব করকা ও শাক-মূল দান করে, তাহার পুণ্যফলের কথা শ্রবণ করুন। ইহ পরকালে লোক সকল যে যে বাঞ্ছিত ভোগ ইচ্ছা করে, তাহারা জন্ম গ্রহণ করিয়া সেই সেই ভোগ প্রাপ্ত হয়। যে সকল নর এই তীর্থের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করে, তাহারা রুদ্রলোকে পূজিত হয়, সুতরাং তাহাদিগকে নমস্কার! সনৎ কুমার বলিলেন,—একদা পিনাকী বৃষভধ্বজ দেব-দেব প্রীত হইয়া দেবদেব দিবাকরের স্তব করেন। তাহাতে দিবাকর সমুপস্থিত হইয়া সন্তুষ্ট হইলেন এবং শঙ্করকে বলিলেন,—হে ভূতেশ! আপনি বর গ্রহণ করুন, আমি আপনাকে বর প্রদান করিতেছি। দেবদেব আদিত্যকে বলিলেন,—আপনি যদি আমাকে বর দিবেন, তাহা হইলে আমাকে এই বর দেন যে, আপনি এই স্থানে অংশরূপে সর্ব্বদেহীর হিতের নিমিত্ত অবস্থান করুন। রবি মহেশ্বরের বাক্য শ্রবণ করিয়া ঐ স্থানে অবতীর্ণ হইলেন। অনন্তর ভাস্কর দেব-দেবের বাক্যে ঐ স্থানে খ্যাতিলাভ করিলেন। আদিত্য ঐ স্থানে লোকানুগ্রাহক ও শঙ্করাদিত্য নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিলেন। দেব, দৈত্য, গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরগণ তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইল। তাহারা ভাবিল,—অহো এই স্থান ধন্য! যেখানে ত্রিপুরান্তক বিরাজিত! ঐ তীর্থে আবার ভাস্করও বিদ্যমান! অনন্তর ব্রহ্মাদি সুরসত্তমগণ সন্তুষ্ট হইয়া শঙ্কর ও ভাস্করের পূজা করিলেন। ঐ দেবগণ সশরীরে ঐ স্থানে অবতীর্ণ হইয়া দেব শঙ্কর ও ভাস্করকে স্থাপন করত বলিলেন,—যে মানব এখানে স্নান করিবে, তাহার জরা-মরণ জনিত-দুঃখ হইবে না। সর্ব্বযজ্ঞে যে পুণ্য হয়, সর্ব্বদানে যে ফল হয়, এই স্থানে শঙ্করাদিত্য দর্শন করিলে ঐ সকল অপেক্ষা অধিক ফল লাভ হইয়া থাকে। এই তীর্থে আধি, ব্যাধি ও দারিদ্র কখনই নাই। যে এই তীর্থসেবা করে, তাহার ভূতলে অতুল ঐশ্বর্য্য লাভ হয়। হে মুনিশার্দ্দুল! শঙ্করাদিত্য দর্শনে রোগ, দারিদ্র্য, ও বন্ধুবিয়োগ, এ সকল হয় না। পূর্ব্বে শূলপাণি দেবদেব শঙ্করাদিত্য নামক এই তীর্থ স্থাপন করিয়াছেন। ১—১৯।

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৫।

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

সনৎকুমার উবাচ। অথান্যৎ সম্প্রবক্ষ্যামি তীর্থানাং তীর্থমুত্তমম্। স্থাপিতং পরমং তীর্থং স্বনাম্না মুনিসত্তম ॥ ১ ॥ একদা সময়ে ব্যাস কপালক্ষালনায় বৈ। তীর্থোদকং গৃহীত্বা তু কপালেন মহেশ্বরঃ ॥ ২ ॥ প্রক্ষাল্য চাক্ষিপদ্ভূমৌ তত্র তীর্থমনুত্তমম্। নাম্না গন্ধবতী পুণ্যা নদী ত্রৈলোক্যবিশ্রুতা ॥ ৩ ॥ ব্রহ্মণো রুধিরেণাশু পরিপূর্ণাভবৎ ক্ষণাৎ। তস্যাং স্নানং সদা শস্তং স্বয়ং দেবেন ভাষিতম্ ॥৪॥ শ্রাদ্ধং চ তর্পণং কৃত্বা তৎসর্ব্বং চাক্ষয়ং ভবেৎ। বায়ুভূতাশ্চ পিতরস্তস্যাস্তীরে তু দক্ষিণে ॥ ৫ ॥ তিষ্ঠন্তি মুনিশার্দ্দূল চিন্তয়ন্তি সগোত্রজম্। আগমিষ্যতি পুত্রোঽদ্য নপ্তা বা সন্ততাবিহ ॥ ৬ ॥ সংযাবং পায়সং বাপি শ্যামাকং সনিবারকম্। সকৃৎ ক্ষৌদ্রতিলৈর্যুক্তং পিণ্ডং দাস্যতি বৈ কদা ॥ ৭ ॥ তেন পিণ্ডপ্রদানেন তৃপ্তির্ভবতি চাক্ষয়া। যস্তু স্নাত্বা চ বৈ পিণ্ডং দদ্যাদ্বৈ চন্দ্রপর্ব্বণি ॥ ৮ ॥ পিতরো দ্বাদশাব্দানি তৃপ্তিং যাস্যন্তি তস্য বৈ। যেঽত্রাগত্য সুবিদ্বাংসো মানবা বা তথা ॥ ৯ ॥ পিতৄন্ সন্তর্পয়িষ্যন্তি স্বর্গস্তেষাং সদাক্ষয়ঃ। তত্র যদ্দীয়তে দানং ত্রুটিমাত্রং তু কাঞ্চনম্ ॥ ১০ ॥ অক্ষয়ং তস্য তৎ প্রোক্তং ব্রহ্মণা বৈ স্বয়ম্ভুবা। গঙ্গাদ্বারে প্রয়াগে চ কুরুক্ষেত্রেঽথ পুষ্করে ॥ ১১ ॥ বারাণস্যাং গয়ায়াং চ সা ন তৃপ্তির্ভবিষ্যতি। তুষ্টাশ্চ পিতরো নৃণাং দাস্যন্তি কাঙ্ক্ষিতান্ বরান্ ॥ ১২ ॥ যো যমুদ্দিশ্য বৈ কামমিহ শ্রাদ্ধং করিষ্যতি। তস্য তজ্জায়তে সর্ব্বং মৃতস্য পরমা গতিঃ ॥ ১৩ ॥ অষ্টমী নবমী চৈব অমাবস্যাথ পূর্ণিমা। সর্ব্বাণ্যেতানি বৈ ব্যাস রবেঃ সঙ্ক্রম এব চ ॥ ১৪ ॥ ব্রহ্মেন্দ্ররুদ্রদেবাংশ্চ সূর্য্যাগ্নিব্রহ্মদৈবতান্। বিশ্বেদেবান্ সগন্ধর্ব্বান্ যক্ষাংশ্চ মনুজান্ পশূন্ ॥ ১৫ ॥ সরীসৃপান্ পিতৃগণান্ যচ্চান্যদ্ভুবি সংস্থিতম্। শ্রাদ্ধং বৈ শ্রদ্ধয়া কুর্ব্বন্ প্রীণয়ত্যখিলং জগৎ ॥ ১৬ ॥ মাসিমাস্যসিতে পক্ষে পঞ্চদশ্যাং দ্বিজোত্তম। ইন্দুক্ষয়ে যদা মৈত্রং বিশাখাং চৈব রোহিণীম্ ॥ ১৭ ॥ শ্রাদ্ধে পিতৃগণাতৃপ্তিং প্রয়ান্তি পিতরোঽর্জ্জিতাম্। বাসবাজৈকপাদর্ক্ষে পিতৄণাং তৃপ্তিমিচ্ছতা ॥১৮॥ ভক্ত্যা শ্রাদ্ধং প্রকর্ত্তব্যং পিতরস্তেন তর্পিতাঃ। অপি ধন্যাঃ

ষোড়শ অধ্যায়।

সনৎকুমার বলিলেন,—অতঃপর আমি তীর্থসকলের উত্তম তীর্থসমূহ কীর্ত্তন করিতেছি। এই তীর্থ সকল দেবদেব স্বনামে নাম দিয়া প্রতিষ্ঠা করেন। হে ব্যাসদেব! একদা মহাদেব কপালক্ষালনের নিমিত্ত তীর্থোদক গ্রহণ করিয়া যে স্থানে ঐ কপালক্ষালিত জল প্রক্ষেপ করেন, ঐ স্থান হইতে গন্ধবতীনাম্নী ত্রৈলোক্যবিশ্রুতা পুণ্যনদী প্রবাহিত হয়। ঐ নদী ক্ষণকাল মধ্যে ব্রহ্মার রুধিরে পরিপূর্ণ হয়। ঐ নদীতে স্নান করা প্রশস্ত; উহা পরম তীর্থ, ইহা স্বয়ং দেবদেব বলিয়াছেন। ঐ স্থানে শ্রাদ্ধ বা তর্পণ করিলে, তৎসমস্ত অক্ষয় হয়। পিতৃগণ ঐ নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থান করত স্বীয় বংশজাত সন্তানগণকে এইরূপে চিন্তা করেন,—সম্ভবতঃ অদ্য আমাদের পুত্র বা পৌত্র সন্তানগণ এখানে আসিয়া আমাদিগকে সংযাব, পায়স, ও নীবারের তিল-মধু-যুক্ত পিণ্ড একবারও প্রদান করিবে। তাঁহাদিগকে ঐরূপে পিণ্ড প্রদান করিলে তাঁহাদের অক্ষয় তৃপ্তি লাভ হয়। যে নর স্নান করিয়া ঐ স্থানে পিতৃগণকে চন্দ্রযুক্ত পর্ব্বদিনে পিণ্ড প্রদান করে, তদীয় পিতৃলোকগণ তাহাতে দ্বাদশাব্দ তৃপ্তি লাভ করে। যে সুবিদ্বান্ মানব এই তীর্থে আগমন করিয়া পিতৃলোকের তৃপ্তি-বিধান করেন, তাঁহার সদা অক্ষয় স্বর্গ লাভ হয়। ঐ তীর্থে ত্রুটিমাত্র কাঞ্চন দান করিলে, তাহার অক্ষয় তৃপ্তি হয়; গঙ্গাদ্বার, প্রয়াগ, কুরুক্ষেত্র, বারাণসী ও গয়ায় তাদৃশ তৃপ্তি হয় না। ঐ তীর্থে শ্রাদ্ধ দান করিলে পিতৃগণ তুষ্ট হইয়া শ্রাদ্ধকর্ত্তাকে অভিলষিত বর প্রদান করেন। ১—১২। যে মানব যাহা কামনা করিয়া ঐ তীর্থে শ্রাদ্ধ করে, তাহার তাহাই হইয়া থাকে।—অধিকন্তু জীবনান্তে তাহার পরমা গতি লাভ হয়। হে ব্যাস! রবিসংক্রমণযুক্ত নবমী, অষ্টমী, অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় এই তীর্থে শ্রাদ্ধ করিয়া মানব ব্রহ্ম, ইন্দ্র, রুদ্র দেব, সূর্য্য, অগ্নি, ব্রহ্মদেবতা, বিশ্বদেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, মনুজ, পশু, সরীসৃপ, পিতৃগণ প্রভৃতি অন্য যাহা কিছু আছে, তৎসমস্তকেই প্রীত করিতে পারে। মাসে মাসে অসিত পক্ষে পূর্ণিমায় এবং ইন্দুক্ষয়ে যখন মৈত্র, বিশাখা, ও রোহিণী নক্ষত্র বিদ্যমান থাকিবে, ঐ সময় শ্রাদ্ধ প্রদত্ত হইলে পিতৃগণ তৃপ্তি লাভ করেন। পিতৃলোকদিগের তৃপ্তি ইচ্ছা করিয়া যে মানব ভক্তিপূর্ব্বক এই

কুলে জাতা অস্মাকং মতিশালিনঃ ॥ ১৯ ॥ যে কুর্ব্বন্তি চ বৈ শ্রাদ্ধং পিণ্ডান্ যে নির্ব্বপন্তি চ।° তেন পিণ্ডপ্রদানেন তৃপ্তির্নো ভবিতাক্ষয়া ॥ ২০ ॥ ইহৈত্য বৈ পুণ্যজলেষু সম্যক্ স্নাত্বা নরস্তাংস্ত লভেত কামান্। যান্ প্রাপ্য চ প্রেতগণৈঃ সমেতঃ স মোদতে দেববৃতোঽথ সিদ্ধঃ ॥ ২১ ॥ চিত্তং চ বিত্তং চ নৃণাং চ শুদ্ধং শস্তশ্চ কালঃ কথিতো বিধিশ্চ। পাত্রং যথোক্তং পরমা চ ভক্তির্নৃণাং প্রযচ্ছন্তি হি বাঞ্ছিতানি ॥ ২২ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে নীলগঙ্গবতীপ্রভাববর্ণনং নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

সনৎকুমার উবাচ। দশাশ্বমেধিকে স্নাত্বা দৃষ্ট্বা দেবং মহেশ্বরম্। দশানামশ্বমেধানাং ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥ ১ ॥ মনুনা মানবেন্দ্রেণ রাজ্ঞা চৈব যযাতিনা। রঘুণোশনসা চৈব লোমশেন মহর্ষিণা ॥ ২ ॥ অত্রিণা ভৃগুণা ব্যাস দত্তাত্রেয়েণ ধীমতা। পুরূরবসা পুণ্যেন নহুষেণ নলেন চ ॥

স্থানে শ্রাদ্ধ করে, তৎকর্ত্তৃক পিতৃগণ পরিতর্পিত হন এবং তাঁহারা মনে মনে বলেন, ধন্য আমাদের বংশজাত মতিমান্ পুত্রগণ।—যাহারা, আমাদিগের শ্রাদ্ধ করিতেছে এবং পিণ্ডনির্বপণ করিতেছে। এই সকল পিণ্ডদ্বারা আমাদের অক্ষয় তৃপ্তি হইবে। জনগণ এই তীর্থে আগমনপূর্ব্বক স্নান করিয়া সেই সেই কাম লাভ করেন, যাহা লাভ করিয়া তাঁহারা প্রেতগণের সহিত সিদ্ধি লাভ করিয়া মোদিত হন। এই তীর্থসেবী ব্যক্তি শুদ্ধ চিত্ত, বিত্ত, প্রশস্তকাল, বিধি, পাত্র ও পরমা ভক্তি লাভ করিয়া থাকে। ১৩ ২২

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশ অধ্যায়।

সনৎকুমার বলিলেন—দশাশ্বমেধিক তীর্থে স্নান করিয়া ও তত্রত্য মহেশকে দর্শন করিয়া মানব দশটী অশ্বমেধের ফল লাভ করে। হে ব্যাসদেব! মানবেন্দ্র মনু, রাজা যযাতি, রঘু, উশনা, মহর্ষি লোমশ, অত্রি, ভৃগু, ধীমান্ দত্তাত্রেয়, পুণ্যাত্মা পুরূরবা, নহুষ, ও নল, এই স্থানে

৩ ॥ অত্র স্নানেন সম্প্রাপ্তং দশাশ্বমেধিকং ফলম্। সম্প্রাপ্তে দ্বাপরস্যান্তে রাজ্ঞা বাষ্কলিনা তথা ॥ ৪ ॥ দশানামশ্বমেধানাং ফলং প্রাপ্তং দ্বিজোত্তম। কৃষ্ণবর্ণং তথা লিঙ্গং পূজিতং ভক্তিতঃ সদা ॥ ৫ ॥ দৃষ্ট্বা স্পৃষ্ট্বা চ তং দেবং প্রাগুক্তং লভতে ফলম্। চৈত্রে মাসি সিতাষ্টম্যাং দেবং সম্পূজ্য ভক্তিতঃ ॥ ৬ ॥ অশ্বং দদ্যাচ্চ বিপ্রায় সুরূপঞ্চ গুণান্বিতম্। যাবন্তি তস্য রোমাণি গণ্যন্তে সংখ্যয়া দ্বিজ ॥ ৭ ॥ তাবদ্বর্ষসহস্রাণি শিব-লোকে মহীয়তে। শিবলোকাৎ পরিভ্রষ্টঃ সার্ব্বভৌমো ভবেদ্ভুবি ॥ ৮ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে দশাশ্বমেধমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ

সনৎকুমার উবাচ। একানংশাং নমস্কৃত্য দেবীং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতাম্। পূজাং কৃত্বা বিধানেন সর্ব্বসিদ্ধিফলং লভেৎ ॥ ১ ॥ অণিমাদিগুণান্ সর্ব্বান্ গুটিকাসিদ্ধিমঞ্জনম্। খড়্গঞ্চ পাদুকে চৈব বিলবাসং

স্নান করিয়া দশটী অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন। হে দ্বিজোত্তম! দ্বাপর যুগের অবসান সময়ে রাজা বাষ্কলি এ তীর্থ সেবা করিয়া দশাশ্বমেধের ফল লাভ করিয়াছেন। এই তীর্থে ভক্তিপূর্ব্বক কৃষ্ণবর্ণ লিঙ্গের পূজা, দর্শন, ও স্পর্শন করিয়া মানব পূর্ব্ব-কথিত ফল লাভ করে। চৈত্রমাসীয় সিতাষ্টমীতে ভক্তিপূর্ব্বক দেবের পূজা করিয়া মানব ব্রাহ্মণকে সুরূপগুণান্বিত অশ্বদান করিবে, এরূপ করিলে ঐ অশ্বের যতগুলি লোম আছে, তাবৎ বর্ষ শিবলোকে সে বাস করিয়া পূজিত হইবে। শিবলোক হইতে ভ্রষ্ট হইয়া ঐ ব্যক্তি ভূতলে সার্ব্বভৌম হইয়া জন্ম গ্রহণ করিবে। ১—৮।

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশ অধ্যায়।

সনৎকুমার বলিলেন,—ত্রৈলোক্যবিশ্রুতা একানংশা দেবীকে নমস্কার করিয়া বিধিপূর্ব্বক তাঁহার পূজা করিয়া মানব সর্ব্বসিদ্ধি ফল লাভ করিবে। সমস্ত অণিমাদিগুণ, গুটিকাসিদ্ধি,

রসায়নম্। সর্ব্বং তুষ্টা প্রযচ্ছেত নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥ ২॥ সুরামাংসোপহারৈশ্চ ভক্ষ্যভোজ্যৈশ্চ পূজিতা। সর্ব্বান্ কামান্ নৃণাং দেবী তুষ্টা দদ্যাচ্চ সর্ব্বদা॥ ৩॥ মহানবম্যাং যো দেবীং মহিষেণ প্রপূজয়েৎ। মেষেণ বা যথালাভং সর্ব্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ॥ ৪॥ ব্যাস উবাচ। কথং দেবী সমুৎপন্না একানংশেতি বিশ্রুতা। তৎসর্ব্বং শ্রোতুমিচ্ছামি সর্ব্বপাপপ্রণাশিনী॥ ৫॥ সনৎকুমার উবাচ। পুরা কৃতযুগস্যাদৌ ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ। নিশাং সস্মার ভগবান্ স্বাং তনুং পূর্ব্বসম্ভবাম্॥ ৬॥ ততো ভগবতী রাত্রিরুপতস্থে পিতামহম্। তাং বিবিক্তে সমালোক্য ব্রহ্মোবাচ বিভাবরীম্॥ ৭॥ ব্রহ্মোবাচ। বিভাবরি মহামায়ে বিবুধানামুপস্থিতম্। যৎকর্ত্তব্যং ত্বয়া দেবি শৃণু চার্থস্য নিশ্চয়ম্॥ ৮॥ তারকো নাম দৈত্যেন্দ্রঃ সুরশত্রুরনির্জ্জিতঃ। ভয়েন তস্য বৈ দেবাস্ত্রস্তাঃ সর্ব্বে দিবৌকসঃ॥ ৯॥ তস্মাদ্ভদ্রে মহেশো বৈ জনয়িষ্যতি চেদ্বরম্। সুতং স ভবিতা তস্য তারকস্যান্তকঃ কিল॥ ১০॥

শঙ্করস্যাভবৎ পত্নী সতী দক্ষসুতা তু যা। সা পিতুঃ কুপিতা ভদ্রে কস্মিংশ্চিৎ কারণান্তরে॥ ১১॥ ভবিত্রী হিমশৈলস্য দুহিতা লোকপাবনী। বিরহেণ হরস্তস্যা মত্বা শূন্যং জগত্রয়ম্॥ ১২॥ অতপদ্ধিমশৈলস্য কন্দরে সিদ্ধসেবিতে। প্রতীক্ষমাণস্তজ্জন্ম কিঞ্চিৎ কালং বসিষ্যতি॥ ১৩॥ তস্মাৎ সুতপস্তপসোর্ভবতো যো মহাপ্রভুঃ। স ভবিষ্যতি দৈত্যস্য তারকস্য নিবারকঃ॥ ১৪॥ জাতমাত্রা তু সা দেবী স্বল্পসংজ্ঞৈব ভামিনী। বিরহোৎকণ্ঠিতা গাঢ়ং হরসঙ্গমলালসা॥ ১৫॥ তয়োঃ সুতপস্তপসোঃ সংযোগঃ স্যাৎ সুযুক্তয়োঃ। পার্ব্বতীহরয়োস্তস্মাৎ সুরতং শক্তিকারণম্॥ ১৬॥ ভবেত্তত্র সুরাণাং চ কার্য্যার্থে বিঘ্নমাচর। বিঘ্নং ত্বয়া বিধাতব্যং যথা তাভ্যাং তথা শৃণু॥ ১৭ গর্ভস্থানেঽথ তাং মাতঃ স্বেন রূপেণ রঞ্জয় ততো রহসি শর্ব্বস্তাং বিভ্রদানন্দপূর্ব্বকম্॥ ১৮ হাসয়িষ্যতি কালীতি ততঃ সা কুপিতা সতী প্রযাস্যতি তপঃ কর্ত্তুং ততঃ সা তপসা যুতা॥ ১৯

অঞ্জন, খড়্গ, পাদুকাযুগল, বিলবাস, ও রসায়ন—এ সকল একানংশা দেবী পূজিতা হইয়া জনগণকে প্রদান করিয়া থাকেন; এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই। ঐ দেবী মদ্য-মাংস-উপহার ও সর্ব্ববিধ ভক্ষ্যভোজ্য দ্বারা পূজিত হইয়া সর্ব্বদা নরগণকে সর্ব্ব অভিলষিত বস্তু প্রদান করিয়া থাকেন। যে মানব মহানবমীদিনে মহিষ বা মেষবলি দ্বারা দেবীর পূজা করে, সেই ব্যক্তি সকল কামনা লাভ করেন। ব্যাস বলিলেন,—একানংশা নামে বিখ্যাত দেবী কি জন্য সমুৎপন্ন হইলেন? ঐ সর্ব্বপাপপ্রণাশিনী কথা আমি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। সনৎকুমার বলিলেন,—পূর্ব্বে কৃতযুগের আদিতে লোকপিতামহ ব্রহ্মা পূর্ব্বসম্ভবা স্বীয়তনু নিশাকে স্মরণ করেন ভগবতী রজনী তাঁহা কর্ত্তৃক স্মৃত হইয়া তাঁহার সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। ভগবান্ ব্রহ্মা বিভাবরীকে নির্জ্জনে অবলোকন করিয়া বলিলেন,—হে মহামায়ে বিভাবরি! বিবুধদিগের যে কর্ত্তব্যকর্ম্ম উপস্থিত হইয়াছে. তাহা আপনি শ্রবণ করুন। দৈত্যেন্দ্র—দুর্জ্জয় তারকাসুর, সুরগণের শত্রু হইয়াছে। তাহার ভয়ে দেবগণ সর্ব্বদাই সশঙ্কিত। হে ভদ্রে! এই জন্যই জানাইতেছি যে, মহেশ যদি একটী পুত্র উৎপাদন করেন, তাহা হইলে ঐ পুত্র তারকান্তক হয়।১—১০। যে সতীনাম্নী দক্ষসুতা শঙ্করের পত্নী ছিলেন; তিনি কোন কারণ বশতঃ স্বীয় পিতার উপর ক্রুদ্ধ হইয়া দেহ পরিহারপূর্ব্বক হিমশৈলের দুহিতা হইবা জন্ম গ্রহণ করিবেন। হর তখন তাঁহার বিরহে জগত্রয় শূন্যের ন্যায় অবলোকন করিয়া হিমশৈলের সিদ্ধসেবিত কন্দরে তপস্যা করিবেন। তিনি তথায় সেই দেবীর জন্ম প্রতীক্ষা করিয়া কিছু কাল বাস করেন। তপস্বী হর-পার্ব্বতী হইতে যে মহাপ্রভু জন্ম গ্রহণ করিবেন; সেই মহাত্মাই তারক দৈত্যের বিনাশক হইবেন। পার্ব্বতী হিমশৈলের ভবনে জন্মিবামাত্রই বিরহোৎকণ্ঠিতা হইয়া গাঢ়রূপে হর-সঙ্গম ইচ্ছা করিবেন। তপোযুক্ত সুযুক্ত হর-পার্ব্বতীর যে সুরত, তাহাই শক্তি-কারণ। তুমি সুরকার্য্য সিদ্ধির জন্য তপোবিহীন হর-পার্ব্বতীর সুরতে বিঘ্ন উৎপাদন করিয়া সুরকার্য্য সম্পাদন কর। তুমি যে প্রকারে বিঘ্ন উৎপাদন করিবে, তাহা শ্রবণ কর। হে মাতঃ। তুমি পার্ব্বতীকে গর্ভস্থানে স্বীয়রূপ অন্ধকার দ্বারা রঞ্জিত করিবে। তাহা হইলেই শম্ভু আনন্দভরে নির্জ্জনে তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া তাঁহার উদরের কাল রং অবলোকনপূর্ব্বক তিনি তাঁহাকে কালী বলিয়া হাসিবেন

জনয়িষ্যতি যং শর্ব্বাদিন্দুবজ্জ্যোতির্মণ্ডলম্। স ভবিষ্যতি হন্তা বৈ সুরারীণাং ন সংশয়ঃ॥ ২০॥ ত্বয়াপি দানবা দেবি হন্তব্যা লোকদুর্জ্জয়াঃ। যাবচ্চ ন সতীদেহে সঙ্ক্রান্তগুণসঞ্চয়া॥ ২১॥ তৎসঙ্গমেন তাবত্ত্বং দৈত্যান্ হন্তুং ভবিষ্যসি। এবং কৃতে ত্বয়া দেবি তপঃ কালী করিষ্যতি॥ ২২॥ সমাপ্তনিয়মা স চ যদা গৌরী ভবিষ্যতি। তদা তবাপি সারূপ্যং শৈলজা সম্প্রদাস্যতি॥ ২৩॥ ততস্তবাপি সহজা সৈকানংশা ভবিষ্যতি। রূপাংশেন চ সংযুক্তা ত্বমুমাখ্যা ভবিষ্যসি॥ ২৪॥ একানংশেতি লোকস্ত্বাং বরদে পূজয়িষ্যতি। ভেদৈর্বহুবিধাকারৈঃ সর্ব্বগাং কামসাধনীম্॥ ২৫॥ ওঙ্কারবক্ত্রা গায়ত্রী ত্বমেব ব্রহ্মবাদিনী। আক্রান্তরুচিরাকারা রাজ্ঞাং চাহবশালিনী॥ ২৬॥ বিশাং ত্বং কমলাদেবী শূদ্রাণাং জননী স্বয়ম্। জ্ঞানিনাং জ্ঞেয়রূপা ত্বং ত্বং গতিঃ সর্ব্বদেহিনাম্॥ ২৭॥ ত্বং চ কীর্ত্তিমতাং কীর্ত্তিস্ত্বং ভূতিঃ সর্ব্বদেহিনাম্। রতিদা রক্তচিত্তানাং প্রীতিস্ত্বং স্নেহবর্ত্তিনাম্॥ ২৮॥ ত্বং কান্তিঃ কৃতভূষাণাং ত্বং শান্তির্দুষ্টকর্ম্মণাম্। ত্বঞ্চ ভ্রান্তিরবোধানাং ত্বং কীর্ত্তিঃ ক্রমযাজিনাম্॥ ২৯॥ মহাবেলা সমুদ্রাণাং বিলাসস্ত্বং বিলাসিনাম্। সম্ভূতিস্ত্বং পদার্থানাং স্থিতিস্ত্বং লোকপালিনাম্॥ ৩০॥ ইত্যনেকবিধৈর্দ্দেবি রূপৈর্লোকেষু চর্চ্চিতা। যে ত্বাং পশ্যন্তি বরদে পূজয়িষ্যন্তি চাপি যে। কামানাপ্স্যন্তি তে সর্ব্বে নিয়তং নাত্র সংশয়ঃ॥ ৩১॥ ইত্যেবং সা সমুৎপন্না ব্রহ্মণা সংস্তুতা সতী। একানংশা মহাদেবী ধ্যাতব্যা সাপি ভক্তিতঃ॥ ৩২॥

ইতি শ্রীস্কান্দে একানংশামাহাত্ম্যবর্ণনং নামাষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৮॥

একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ।

সনৎকুমার উবাচ। অথাতঃ সম্প্রবক্ষ্যামি হরসিদ্ধিং সুসিদ্ধিদাম্। পার্ব্বত্যা হরণে যত্র সিদ্ধিঃ প্রাপ্তা হরেণ চ॥ ১॥ বলিনৌ দানবৌ জাতৌ নাম্না চণ্ডপ্রচণ্ডকৌ। উৎখায় ত্রিদিবং

আর সতী তখন মহাদেবের কথায় কুপিতা হইয়া তপস্যা করিতে যাইবেন। তপস্যা করিলেই তিনি তপোযুক্তা হইবেন। তার পর তিনি শম্ভু হইতে যে ইন্দুবৎ জ্যোতির্ম্ময় সুত উৎপাদন করিবেন, সেই সুতই তারকহন্তা হইবে; ইহাতে আর সংশয় নাই। হে দেবি! তোমা কর্ত্তৃকই এক প্রকার লোকদুর্জ্জয় দানব নিহত হইবে; কেন না, তুমি যদি দেবীর অঙ্গ-সংক্রান্তা না হইবে, তাহা হইলে দেবী, তপস্যা করিবেন না। এ জন্য তোমাকেও দানব-হন্ত্রী বলা যাইতে পারে। কালী যখন নিয়ম সমস্ত করিয়া গৌরী হইবেন, তখন শৈলজা তোমার স্বারূপ্য তোমায় প্রদান করিবেন। অতএব তিনি তোমার সহজ একানংশা হইবেন। তুমি তাঁহার একাংশে সংযুক্তা হইয়া উমা আখ্যা লাভ করিবে। হে বরদে! তুমি বহুবিধাকার, সর্ব্বগা এবং কামসাধনী; লোকে তোমাকে একানংশা বলিয়া পূজা করিবে। তুমি ওঙ্কারবক্ত্রা, তুমি গায়ত্রী এবং ব্রহ্মবাদিনী। তুমি অক্রান্তরুচিরাকারা এবং রাজগণের আহবশালিনী। তুমি বৈশ্যদিগের কমলাদেবী এবং শূদ্রদিগের জননী। তুমি জ্ঞানিগণের জ্ঞেয়, এবং সর্ব্বদেহীর গতি। তুমি কীর্ত্তিমানদিগের কীর্ত্তি, সর্ব্বদেহীর ভূতি, অনুরক্তদিগের রতি, স্নেহবান্‌দিগের প্রীতি, ভূষিতদিগের কান্তি, দুষ্টকর্ম্মাদিগের শান্তি, অবোধদিগের ভ্রান্তি, ক্রমযাজীদিগের কীর্ত্তি, সমুদ্রগণের মহাবেলা, বিলাসীগণের বিলাস, পদার্থ সকলের সম্ভূতি এবং লোকপালীদিগের স্থিতি; হে দেবি! তুমি এই সকল রূপে লোকে পূজিত হও। হে দেবি! যে তোমাকে পূজা করে, এবং দেখে সেসকল অভিলষিত প্রাপ্ত হয়, এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। ব্রহ্মা কর্ত্তৃক সংস্তুত হইয়া ঐ একানংশা দেবী এইরূপে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। ইনি যত্ন সহকারে সকলেরই জ্ঞাতব্য।১২—৩২।

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৮।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

সনৎকুমার বলিলেন,—অতঃপর আমি সিদ্ধিদায়িকা হর-সিদ্ধির কথা বলিতেছি—যেখানে হর পার্ব্বতীহরণে সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। একদা চণ্ড ও প্রচণ্ড নামে দুই বলবান্ দানব প্রাদুর্ভূত হয়। উহারা স্বর্গে গমন করিয়া

সর্ব্বং গিরিশং কৈলাসমাগতৌ। ২। দৃষ্ট্বা তত্র গিরিশং তু উদ্যতাকাকহস্তকম্। •নাগেশং শশিখট্বাঙ্গং গৃহীত্বা দক্ষিণে করে। ৩। দেবি-দেবীতি জল্পন্তং দাসস্তেঽস্মীতিবাদিনম্। যাব-দেকং তু কলকং তাবদ্দ্যূতং প্রবর্ত্ততাম্। ৪ রাগীভূতে তদা দেবে তৌ প্রাপ্তৌ দেবকণ্টকৌ উৎসাদিতাঃ শিবগণা নন্দিনা প্রতিষেধিতৌ। ৫ ততস্তাভ্যাং তদা নন্দী শূলাভ্যাং প্রবিদারিতঃ সমং সব্যাদক্ষিণং বৈ সুস্রাব রুধিরং বহু। ৬ নন্দিনং তাড়িতং দৃষ্ট্বা তদা শিলাদনন্দনম্। ধ্যাতা হরেণ সা দেবী প্রণতা সাগ্রতঃ স্থিতা। ৭ বধ্যতাং তৌ মহাদৈত্যৌ বধামীতি বচোঽব্রবীৎ গৃহীত্বা মুদ্গরং ঘোরমতিক্রোধাদতাড়য়ৎ। ৮ যদা তয়া হতৌ দৃষ্টৌ দানবৌ বলগর্ব্বিতৌ। হর-স্তামাহ হে চণ্ডি সংহৃতৌ দুষ্টদানবৌ। ৯। হরসিদ্ধি-রিতো লোকে নাম্না খ্যাতিং গমিষ্যসি। ততঃ প্রভৃতি সা দেবী হরসিদ্ধিপ্রদায়িনী। হরসিদ্ধি-রিতি খ্যাতা মহাকালে বভূব হ। ১০। যঃ পশ্যেৎ পরয়া ভক্ত্যা হরসিদ্ধিং নরোত্তমঃ। সোঽক্ষয়া-ল্লঁভতে কামান্ মৃতঃ শিবপুরং ব্রজেৎ। ১১। আদিসিদ্ধিং মহাদেবীং নিত্যাং ব্যোমস্বরূপিণীম্। হরসিদ্ধিং প্রপশ্যেদ্যঃ সোঽভীষ্টং লভতে ফলম্। ১২। যঃ স্মরেদ্ধরসিদ্ধীতি মন্ত্রঞ্চ চতুরক্ষরম্। ন বৈরিণো ভয়ং তস্য দারিদ্র্যং নৈব জায়তে। ১৩। নরো মহানবম্যাং যো হরসিদ্ধিং প্রপূজয়েৎ। মহিষঞ্চ বলিং দদ্যাৎ স ভবেদ্ভূপতির্ভুবি। ১৪। নবম্যাং পূজিতা দেবী হরসিদ্ধির্হরপ্রিয়া। তুষ্টা নৃণাং সদা ব্যাস দদাত্যনবমং ফলম্। ১৫। সা পুণ্যা সা পবিত্রা চ সর্ব্বত্র সুখদায়িনী। স্মৃতা সম্পূজিতা দৃষ্টা ধনপুত্রসুখপ্রদা। ১৬। মহানবম্যাং যে ব্যাস ঘ্নন্তে মহিষাদ্যঃ। সর্ব্বে তে স্বর্গতিং যান্তি হৃতাং পাপং ন বিদ্যতে। ১৭।

ইতি শ্রীস্কান্দে হরসিদ্ধিমাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈকোনবিংশোঽধ্যায়ঃ। ১৯।

পশ্চাৎ কৈলাসে গিয়া উপস্থিত হয়। তথায় গিয়া তাহারা ভগবান মহেশকে দর্শন করে। মহেশ তখন দক্ষিণ করে নাগেশ, শশী ও খট্বাঙ্গ লইয়া দ্যূতক্রীড়ার জন্য 'দেবি দেবি' বলিয়া দেবীকে আহ্বান করিতেছেন। যেমন তিনি দেবীর সহিত একটী কলকে উপস্থিত হইলেন, অমনি দ্যূতক্রীড়া আরম্ভ হইল, তাঁহারা যখন দ্যূতে অত্যন্ত আসক্ত হইয়াছেন, এমন সময় ঐ দেবকণ্টক দৈত্যদ্বয় গিয়া ঐ স্থানে উপস্থিত হইল। উহারা শিলাদনন্দন নন্দী কর্ত্তৃক নিবারিত হইলেও শিবগণ সকলকে উৎসাদিত করিয়া ফেলে এবং নন্দীকেও তাহারা শূল দ্বারা দারিত করে। নন্দীর সব্যাসব্য উভয় অবয়ব হইতে রক্তধারা সমভাবে ক্ষরিত হইতে থাকে। তাঁহাকে তথাবিধ প্রহৃত দেখিয়া দেবদেব দেবীকে ধ্যান করিতে লাগিলেন। দেবী তাঁহা কর্ত্তৃক চিন্তিত হইয়া তাঁহার অগ্রে উপস্থিত হইয়া প্রণাম করিলেন। দেবদেব তখন তাঁহাকে বলিলেন,—ঐ মহা-দৈত্যদ্বয়কে বধ কর; দেবী বলিলেন—করিতেছি; এই বলিয়া তিনি ঘোর মুদ্গর ধারণ করত দৈত্যদ্বয়কে তাড়না করিলেন। ঐ তাড়নেই তাহারা পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। তখন দেবদেব দেবী কর্ত্তৃক ঐ বলগর্ব্বিত দৈত্যদ্বয়কে নিহত দেখিয়া তাঁহাকে বলিলেন,—হে চণ্ডি! তুমি দৈত্যদ্বয়কে নিহত করিয়া আমার ইষ্টসিদ্ধি করিলে, অতএব লোকে হরসিদ্ধি বলিয়া তুমি খ্যাতি লাভ করিবে। তদবধি ঐ দেবী হরসিদ্ধি প্রদান করিয়া মহাকালে হরসিদ্ধি নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। যে নরোত্তম ভক্তিপূর্ব্বক হরসিদ্ধি দর্শন করেন, তিনি অক্ষয় লোক লাভ করিয়া জীবনান্তে শিব-লোকে গমন করিয়া থাকেন। আদিসিদ্ধি, মহাদেবী, নিত্যা, ব্যোমস্বরূপিণী ঐ হরিসিদ্ধি দেবীকে যে ব্যক্তি দর্শন করে, সে অভীষ্ট ফল লাভ করিয়া থাকে। যিনি হরিসিদ্ধি ও তাঁহার চতুরক্ষর মন্ত্র স্মরণ করেন, তাঁহার বৈরিভয় ও দারিদ্র্যভয় হয় না। মহানবমী তিথিতে হরসিদ্ধি দেবীর পূজা করিলে এবং বলি দিলে, নর ভূতলে ভূপতি হয়। হরপ্রিয়া হরসিদ্ধিদেবী নবমীতে পূজিতা হইয়া উৎকৃষ্ট ফল প্রদান করেন। ঐ পুণ্যা, পবিত্রা, সুখদায়িনী দেবী স্মৃতা, পূজিতা ও দৃষ্টা হইয়া ধন, পুত্র ও সুখ প্রদান করিয়া থাকেন। হে ব্যাসদেব! মহানবমীর দিন যে মানব মহিষাদি বলি প্রদান করে, তাহার স্বর্গে গতি হয় এবং হন্তা ব্যক্তির পাপ হয় না। ১—১৭।

উনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৯।

বিংশোঽধ্যায়ঃ।

সনৎকুমার উবাচ। মাসমেকং নরো ভক্ত্যা পশ্যেদ্বা বটযক্ষিণীম্। পূজয়েৎ স্বর্ণপুষ্পৈশ্চ তস্য সিদ্ধির্ন হীয়তে॥১॥ পিশাচকে স্নাত্বা চতুর্দ্দশ্যাং বিশেষতঃ। তিলান্ দদাতি যো ভক্ত্যা ন পিশাচঃ প্রজায়তে॥২॥ যং সমুদ্দিশ্য যদ্দত্তং তদক্ষয়তরং ভবেৎ। তৎকুলং হি পিশাচত্বান্মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥৩॥ যস্য নাম্না নরঃ স্নাতি পিশাচত্বাৎ স মুচ্যতে। কুম্ভান্ বা করকান্বাপি যোঽত্র দদ্যাৎ সমগুকান্॥৪॥ তস্য বৈ শাশ্বতী মুক্তিঃ কুলে প্রেতো ন জায়তে। শিপ্রাগুপ্তেশ্বরং দৃষ্ট্বা রুদ্রভক্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ॥৫॥ মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যঃ কঞ্চুকেন ফণী যথা। স্নাত্বাগস্ত্যেশ্বরং পশ্যেদ্‌-যোঽতিভক্ত্যা চ মানবাঃ॥৬॥ ত্যক্ত্বা যমগৃহং ব্যাস রুদ্রলোকং স গচ্ছতি। শিপ্রায়াং যো নরঃ স্নাত্বা পশ্যেড্ঢুণ্ঢেশ্বরং শিবম্॥৭॥ সোঽশ্বমেধফলং ব্যাস লভতে নাত্র সংশয়ঃ। দেবেনাত্র পুরা ব্যাস বাদিতো ডমরুর্যতঃ॥৮॥ দেবস্তেন সমাখ্যাতো নাম্না ডমরুকেশ্বরঃ। ভক্ত্যা পশ্যেন্নরো যস্তু দেবং ডমরুকেশ্বরম্॥৯॥ নৈব ব্যাধিভয়ং তস্য মৃতঃ শিবপুরং ব্রজেৎ। অনাদিকল্পেশ্বরং যস্তু ভক্ত্যা পশ্যতি মানবঃ॥১০॥ রাজ্যং স লভতে স্বর্গং যথা দেবঃ পুরন্দরঃ। দেবানামপ্যসৌ ব্যাস স্পর্দ্ধনীয়ঃ সদা ভবেৎ॥১১॥ কল্পকোটিশতং সাগ্রং ভোগযুক্তশ্চ মোদতে! পশ্যেৎ সিদ্ধেশ্বরং যস্তু বীরভদ্রঞ্চ চণ্ডিকাম্॥১২॥ সোঽত্রৈব লভতে সিদ্ধিং জয়ং সর্ব্বত্র মানবঃ। স্বর্ণজালেশ্বরং দৃষ্ট্বা স্নাতস্তীর্থে ত্রিবিষ্টপে॥১৩॥ স্বর্ণেন পূজয়েদ্দেবং সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে। স্নাত্বা পশ্যেন্নরো ভক্ত্যা যঃ কর্কোটেশ্বরং শিবম্॥১৪॥ সর্পতো ন ভয়ং তস্য দারিদ্র্যং নৈব জায়তে। যঃ পশ্যেৎপরয়া ভক্ত্যা মহামায়াং সনাতনীম্॥১৫॥ বিষ্ণুমায়াবিনির্ম্মুক্তঃ স যাতি পরমং পদম্। অর্চ্চয়েৎ পরয়া ভক্ত্যা যঃ কপালেশ্বরং নরঃ॥১৬॥ স মুচ্যেত মহাপাপৈর্যদ্যপি ব্রহ্মহা

বিংশ অধ্যায়।

সনৎকুমার বলিলেন,—একমাসকাল যাবৎ ভক্তিপূর্ব্বক যে নর বটযক্ষিণী দর্শন করে, এবং স্বর্ণপুষ্প দ্বারা পূজা করে, তাহার সিদ্ধি অহীন থাকে। নর চতুর্দ্দশীতে পিশাচক তীর্থে স্নান করিয়া তিলদান করিলে পিশাচ হয় না। ঐ তীর্থে যদুদ্দেশে যাহা প্রদান করা যায়, তাহা অক্ষয় হইয়া থাকে। যাহা কর্ত্তৃক পিশাচক তীর্থে এই সকল অনুষ্ঠিত হয়, তাহার গৃহে কদাচ পিশাচ ভয় হয় না। নর যাহার নাম করিয়া এই তীর্থে স্নান করে, তাহার পিশাচ-আবেশ দূরীভূত হয়। যে ব্যক্তি এই তীর্থে সমগুক কুম্ভ বা করক প্রদান করে, তাহার শাশ্বতী মুক্তি হয় এবং তাহার কুলে প্রেত জন্মে না। শিপ্রা-গুপ্তেশ্বর দর্শন করিয়া রুদ্রভক্ত জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি কঞ্চুক হইতে ফণীর ন্যায় সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্তি লাভ করে। স্নান করিয়া যে ব্যক্তি ভক্তি-পূর্ব্বক অগস্ত্যেশ্বর দর্শন করে, সে যমলোক পরিত্যাগ করিয়া রুদ্রলোকে গমন করে। শিপ্রায় স্নান করিয়া যে নর ঢুণ্টেশ্বর শিবদর্শন করে, হে ব্যাসদেব! সেই ব্যক্তি অশ্বমেধ ফল লাভ করিয়া থাকে, ইহাতে কোন সংশয় নাই। হে ব্যাসদেব! পূর্ব্বে এই স্থানে দেবদেব ডমরুবাদন করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি এই স্থানে ডমরুকেশ্বর বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। ভক্তি-পূর্ব্বক ডমরুকেশ্বর শিবকে দর্শন করিয়া নর ব্যাধিভয় হইতে মুক্ত হইয়া শিবপুরে গমন করিয়া থাকে। হে ব্যাস! মানব ভক্তিপূর্ব্বক অনাদিকল্পেশ্বরকে দর্শন করিলে রাজ্য ও স্বর্গ লাভ করে; সে পুরন্দর হয়, দেবতাদিগেরও স্পর্দ্ধনীয় হয়; এবং কল্পকোটিশতকাল ভোগযুক্ত হইয়া আমোদ প্রাপ্ত হয়। যে মানব এই স্থানে বীরভদ্র, চণ্ডিকা ও সিদ্ধেশ্বরকে দর্শন করে, সেই ব্যক্তি সিদ্ধি ও জয় লাভ করে। স্বর্ণ-জালেশ্বরকে দর্শন করিয়া স্নানতীর্থ ত্রিপিষ্টপে স্বর্ণ দ্বারা যে মানব দেবদেবের পূজা করে, সে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তিলাভ করে। স্নান করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক যে নর কর্কোটেশ্বর শিব দর্শন করিয়া থাকে, সে অকুতোভয় হয়, এবং কদাপি দারিদ্র্য-গ্রস্ত হয় না। যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক সনাতনী মহা-মায়াকে দর্শন করে, সে বিষ্ণুমায়া পরিত্যাগ করিয়া পরমপদ লাভ করে। যে নর পরম ভক্তি সহকারে কপালেশ্বর শিব দর্শন করে, সে ব্রহ্মঘাতী হইলেও উক্ত পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া

ভবেৎ। স্বর্গদ্বারে নবঃ স্নাত্বা দৃষ্ট্বা দেবং চ ভৈরবম্।
১৭॥ দর্শনাত্তস্য দেবস্য শতযজ্ঞফলং ভবেৎ ॥১৮॥
ইতি শ্রীস্কান্দে চতুর্দ্দশতীর্থযাত্রাবর্ণনং নাম
বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

একবিংশোঽধ্যায়ঃ।

সনৎকুমার উবাচ। অথান্যৎসম্প্রবক্ষ্যামি দেবং ত্রিদশপূজিতম্। হনুমৎকেশ্বরং নাম ভুক্তিমুক্তি-ফলপ্রদম্ ॥ ১ ॥ শৈবে সরসি যঃ স্নাত্বা পশ্যেদ্ধনু-মৎকেশ্বরম্। কল্পকোটিসহস্রাণি বায়ুলোকে স মোদতে ॥ ২ ॥ ব্যাস উবাচ। হনুমৎকেশ্বরো যস্তু হ্যুক্তঃ পূর্ব্বং ত্বয়ানঘ। কথাং কথয় হেতস্য বৃত্তপূর্ব্বাং সনাতনীম্ ॥ ৩ ॥ সনৎকুমার উবাচ। ত্রৈলোক্যকণ্টকঃ পূর্ব্বং রাবণো নাম রাক্ষসঃ। বিষ্ণুনা রামরূপেণ লঙ্কায়াং বিনিপাতিতঃ ॥ ৪ ॥ ঘাতয়িত্বা তু তং দুষ্টং সীতামাদায় জানকীম্। বানরৈঃ সহ ঋক্ষৈশ্চ নগরীং স্বামুপাগতঃ ॥ ৫ ॥ তত্র রাজ্যমনুপ্রাপ্য ঋষিভিঃ পরিবারিতঃ। কথাবসানে রামেণ হ্যগস্ত্যো মুনিসত্তমঃ ॥ ৬ ॥ পুপ্রচ্ছ চ হ্রয়োর্বীর্য্যং শম্ভুবাতজয়োস্তদা। তদা দাশরথিং প্রাহ অগস্তির্মুনিসত্তমঃ ॥ ৭ ॥ অনৌপম্যো যথা দেবো যুদ্ধে শৌর্য্যে মহেশ্বরঃ। জ্ঞেয়ো বায়ুসুতস্তদ্বৎসত্যমেতদ্ব্রবীমি তে ॥৮॥ এতচ্ছ্রুত্বাথ হনুমান্ যদ্ধরেণোপমা মম। কৃতা মুনিবরেণেহ প্রত্যক্ষং রাঘবস্য হ ॥ ৯ ॥ গমিষ্যে নগরীং লঙ্কাং লিঙ্গমেকং প্রযাচিতুম্। রাক্ষসেন্দ্রং মহাভাগং বিভীষণমকল্মষম্ ॥ ১০ ॥ ততো গতঃ স লঙ্কায়াং বিভীষণমুবাচ হ। দেহি মে ত্বং মহাভাগ লিঙ্গমেকঞ্চ শোভনম্ ॥ ১১ ॥ উক্তশ্চ রাক্ষসেন্দ্রেণ গৃহাণৈতদ্যথারুচি। এতানি ষট্ চ লিঙ্গানি রাবণস্থাপিতানি বৈ ॥ ১২ ॥ ত্রৈলোক্যবিজয়াৎ পূর্ব্বং মম ভ্রাত্রা মহাত্মনা। এতেষু যদভীষ্টন্তে লিঙ্গং কথয় সুব্রত। তৎ প্রযচ্ছামি তেঽদ্যৈব সত্যমেতৎ প্লবঙ্গম ॥ ১৩ ॥ ততো জগ্রাহ হনুমান্ লিঙ্গং মৌক্তিকসন্নিভম্। যদেতদ্গৃহ্যতে বীর ত্বৎপ্রযচ্ছ মমানঘ ॥ ১৪ ॥ শ্রুত্বা হনুমতো বাক্যমথোবাচ বিভীষণঃ। দত্তমেতন্মহা-বীর লিঙ্গং যদ্ধৃতবানসি ॥ ১৫ ॥ শ্রূয়তে হি পুরা-

থাকে। নর স্বর্গদ্বার তীর্থে স্নান করিয়া এবং তত্রত্য ভৈরবকে দর্শন করিয়া স্নাননিবন্ধন শত-যজ্ঞের ফল লাভ করিয়া থাকে। ১—১৮।

বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২০।

একবিংশ অধ্যায়।

সনৎকুমার বলিলেন,—অনন্তর ভুক্তি-মুক্তি-প্রদায়ক হনুমৎকেশ্বর নামক অন্যএক ত্রিদশ-পূজিত দেবের কথা বলিতেছি। শৈব সরোবরে স্নান করিয়া যে ব্যক্তি হনুমৎকেশ্বর দর্শন করে, সেই ব্যক্তি কল্পকোটিকাল বায়ুলোকে বিহার করে। ব্যাসদেব বলিলেন,—হে অনঘ! তুমি যে পূর্ব্বে হনুমৎকেশ্বরের বিষয় বলিলে, তৎসম্বন্ধীয় পূর্ব্বতন সনাতনী কথা প্রকাশ করিয়া বল। সনৎকুমার বলি-লেন,—পূর্ব্বে ত্রৈলোক্যকণ্টক রাক্ষস রাবণ, রামরূপী বিষ্ণু কর্ত্তৃক লঙ্কায় নিহত হয়। রাম রাক্ষসকে নিপাতিত করিয়া জনকনন্দিনী সীতাকে গ্রহণ করত ঋক্ষ ও বানরগণ সমভিব্যাহারে নিজ পুরী অযোধ্যায় আগমন করেন। পুরী প্রাপ্ত হইয়া তিনি ঋষিগণের সহিত মিলিত হইলেন। রামচন্দ্রের সহিত ঋষিগণের কথোপ-কথন শেষ হইলে মুনিসত্তম অগস্ত্য শম্ভু ও বায়ু-পুত্রের শৌর্য্যের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। এইরূপ পৃষ্ট হইয়া দাশরথি মুনিসত্তম অগস্ত্যকে বলিলেন,—মহেশ্বর যেমন যুদ্ধে শৌর্য্যে অনৌপম্য, বায়ু-পুত্রকেও তদ্রূপ জানিবেন, ইহা আমি যথার্থ বলিলাম। হনুমান্ রাঘব-সমক্ষে অগস্ত্যকে হরের সহিত তাহার তুলনা করিতে দেখিয়া মনস্থ করিলেন যে, আমি রাক্ষসেন্দ্র মহাভাগ বিভীষণের নিকট লিঙ্গ প্রার্থনার নিমিত্ত লঙ্কায় গমন করিব। অন-ন্তর হনুমান্ লঙ্কায় গমন করিয়া বিভীষণকে বলি-লেন—হে মহাভাগ! তুমি আমাকে একটী শিব-লিঙ্গ প্রদান কর। রাক্ষসেন্দ্র বলিলেন,—ত্রৈলোক্য বিজয়ের পূর্ব্বে আমার ভ্রাতা রাক্ষসাধিপতি রাবণের স্থাপিত এই ছয়টী শিবলিঙ্গ আছে, তুমি যথারুচি গ্রহণ কর। হে সুব্রত! ইহার মধ্যে কোনটী তোমার অভিমত, তাহা তুমি বল, আমি প্রদানকরি-তেছি ।১—১৩। এই যে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, এইটী আমাকে দিন, এই বলিয়া হনুমান্ তখন একটী মৌক্তিকসন্নিভ লিঙ্গ গ্রহণ করিলেন। হনু-মানের বাক্য শ্রবণ করিয়া বিভীষণ বলিলেন,—হে বীর! তুমি যে লিঙ্গ ধারণ করিয়াছ, তাহাই

বৃত্তং লিঙ্গমেতদ্ধনেশ্বরঃ। রুদ্র ভক্ত্যাসমাযুক্ত-স্ত্রিকালমপ্যপূজয়ৎ॥ ১৬॥ রাবণেন যদা বদ্ধ-স্তদানীং হি ধনেশ্বরঃ। লিঙ্গস্যাস্য প্রভাবেন বিমুক্তঃ সমপদ্যত॥ ১৭॥ প্রসাদাত্তস্য লিঙ্গস্য ধনেশো ধনরক্ষকঃ। গৃহীত্বা তন্মহালিঙ্গং স্বস্থো জাতোঽথ বানরঃ॥ ১৮॥ সনৎকুমার উবাচ। গৃহীত্বা তু ততো লিঙ্গং প্রস্থিতো বিমলেঽম্বরে। সপ্তমে দিবসে চৈব সম্প্রাপ্তোঽবন্তিকাং পুরীম্॥ ১৯॥ তত্র রুদ্রসরস্তীরে স্থাপ্য স্নানমথাকরোৎ। মহাকালস্য পূজার্থং গমনং প্রত্যচিন্তয়ৎ॥ ২০॥ উদ্ধর্তুকামস্তল্লিঙ্গমুদ্ধর্তুং ন শশাক সঃ॥ ২১॥ ততো ব্যবস্থিতো দেবঃ প্রাহ তং বায়ুনন্দনম্। অস্মিন্ ক্ষেত্রে হনূমন্মাং স্বনাম্নৈব প্রতিষ্ঠাপয়॥ ২২॥ হনুমৎকেশ্বরং চাথ লোকে খ্যাতং ভবিষ্যতি। শৈলবচ্ছোন্নতং লিঙ্গং স্থাপিতং বায়ুসূনুনা॥ ২৩॥ শনৌ পশ্যেন্নরো যস্তু হনুমৎকেশ্বরং শিবম্। তস্য শত্রুভয়ং নাস্তি সংগ্রামে জয়মাপ্নুয়াৎ॥ ২৪॥ ন চ চৌরভয়ং তস্য ন দারিদ্র্যং ন দুর্গতিঃ। তৈলাভিষেকং যঃ কুর্য্যাদ্ধনুমৎকেশ্বরে শিবে॥ ২৫॥ তস্য রোগাঃ প্রলীয়ন্তে গ্রহপীড়া ন জায়তে। যে দ্রক্ষ্যন্তি নরা ভক্ত্যা তেষাং মোক্ষো ভবিষ্যতি॥ ২৬॥

ইতি শ্রীস্কান্দে হনুমৎকেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈকবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২১॥

দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীসনৎকুমার উবাচ। যমেশ্বরন্তু যঃ পশ্যেৎ স্নাপয়িত্বা তিলাম্ভসা। কুঙ্কুমেন সমালিপ্য পূজয়েদুৎপলৈস্ততঃ॥ ১॥ দহেৎকৃষ্ণাগুরুং ধূপং দাপয়েত্তিলতণ্ডুলান্। য এবমর্চ্চয়েদ্দেবমীশ্বরং শূলহস্তকম্॥ ২॥ যত্র কুত্র মৃতস্যাপি যমঃ পিতৃসমো ভবেৎ॥ ৩॥ সনৎকুমার উবাচ। কথয়ামি পরং ব্যাস তীর্থং তীর্থেষু চোত্তমম্। নাম্না রুদ্রসরঃ প্রোক্তং ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতম্॥ ৪॥ তত্র স্নাত্বা শুচির্ভূত্বা পশ্যেৎ কোটেশ্বরং শিবম্। মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো রুদ্রলোকং স গচ্ছতি॥ ৫॥ শ্রাদ্ধং তত্রৈব কৃত্বা তু শৃণু যৎফলমাপ্নুয়াৎ। দশানামশ্ব-

আমি তোমাকে প্রদান করিলাম। আমি পুরাবৃত্ত শুনিয়াছি যে, রুদ্রভক্ত ধনেশ্বর ত্রৈকালিক ভক্তিপূর্ব্বক এই লিঙ্গ পূজা করিতেন। ধনেশ্বর যখন রাবণ কর্ত্তৃক বদ্ধ হইয়াছিলেন, তখন তিনি এই লিঙ্গপ্রভাবে মুক্তি লাভ করেন। ঐ লিঙ্গপ্রসাদেই ধনেশ্বর ধনরক্ষক হইয়াছিলেন। হনুমান ঐ মহালিঙ্গ গ্রহণ করিয়া শান্তিলাভ করিলেন। সনৎকুমার বলিলেন,—হনুমান শিবলিঙ্গ গ্রহণপূর্ব্বক বিমল অম্বরে গমন করিতে লাগিলেন। তিনি সপ্ত দিবসে অবন্তীনগর পুরী প্রাপ্ত হইলেন। ঐ স্থানে রুদ্রসরোবরের তীরে ঐ লিঙ্গ স্থাপন করিয়া তিনি স্নান করিতে লাগিলেন। স্নানান্তে তিনি মহাকালের পূজা করিতে গিয়া ঐ লিঙ্গ তুলিতে ইচ্ছা করিয়া তাহা তুলিতে পারিলেন না। অনন্তর বিশেষরূপে অবস্থিত হইয়া ঐ লিঙ্গ বায়ুনন্দনকে বলিলেন,—এই ক্ষেত্রে তুমি আমাকে তোমারই নামে নাম দিয়া প্রতিষ্ঠা কর। এই লিঙ্গ হনুমৎকেশ্বর বলিয়া প্রসিদ্ধ হইবে। শৈলবৎ উন্নত ঐ লিঙ্গ ঐ স্থানে হনুমান্ কর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছে। শনিবারে যে নর ঐ লিঙ্গ দর্শন করে, তাহার শত্রুভয় হয় না এবং সংগ্রামে সে জয় লাভ করে; চৌরভয় হয় না, বা দারিদ্র্য-দুর্গতি হয় না। যে ব্যক্তি হনুমৎকেশ্বর শিবলিঙ্গের গাত্রে তৈল মর্দ্দন করে, তাহার কোন রোগ ও গ্রহপীড়া হয় না। যে নর তাঁহাকে ভক্তিপূর্ব্বক দর্শন করে, তাহার মোক্ষ হয়।১৪—২৬।

একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২১

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

সনৎকুমার বলিলেন,—যে ব্যক্তি তিল তৈল দ্বারা স্নান করাইয়া যমেশ্বরকে দর্শন করে; কুঙ্কুম দ্বারা লেপন করিয়া উৎপল দ্বারা পূজা করে, সমীপে কৃষ্ণাগুরু ধূপ পোড়ায় এবং তিলতণ্ডুল দান করে, শূলহস্ত দেবকে এইরূপে অর্চ্চনাকারী সেই ব্যক্তি যে কোন স্থানে মৃত হউক না কেন, যম তাহার পিতৃসম হয়। সনৎকুমার বলিলেন,—হে ব্যাসদেব! তীর্থ গণনের মধ্যে ত্রিলোকবিখ্যাত উক্ত তীর্থ রুদ্রসরোবরের কথা কীর্ত্তন করিতেছি। ঐ তীর্থে স্নান করিয়া শুচি হইয়া নর কোটেশ্বর শিবকে দর্শন করিলে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া রুদ্রলোকে গমন করিয়া থাকে। ঐ স্থানে শ্রাদ্ধ করিয়া মানব যে ফল লাভ করে, তাহা শ্রবণ কর।

মেধানাং বাজপেয়শতস্য চ ॥ ৬ ॥ ফলং কোটিগুণং ব্যাস লভতে নাত্র সংশয়ঃ। পিতৃনুদ্দিশ্য যৎ কিঞ্চিৎকোটিতীর্থে প্রদীয়তে ॥ ৭ ॥ তৎসর্ব্বং কোটি-গুণিতং জায়তে নাত্র সংশয়ঃ। কোটিতীর্থে নরঃ স্নাত্বা ধ্যায়েদ্‌যঃ পরমাক্ষরম্ ॥ ৮ ॥ মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো নির্ম্মোকেণ যথোরগঃ। প্রাতরুত্থায় যো বিপ্র তত্র স্নানং করোতি বৈ ॥ ৯ ॥ দৃষ্ট্বা দেবং মহাকালং গোসহস্রফলং লভেৎ। কোটিতীর্থে নরঃ স্নাত্বা সপ্তরাত্রোষিতঃ শুচিঃ ॥ ১০ ॥ চান্দ্রায়ণসহস্রস্য ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ। জাগরং তত্র কুর্য্যাদ্‌যো হ্যনন্তফলমশ্নুতে ॥ ১১ ॥ গন্ধপুষ্পার্চ্চনং কৃত্বা মহাস্নপনপূর্ব্বকম্। য এবং নয়তে রাত্রিং সোপবাসো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ১২ ॥ লভতে সর্ব্বকামিত্বং যৎসুরৈরপি দুর্লভম্। কার্ত্তিক্যামথ বৈশাখ্যাং দেবং তত্র প্রপূজয়েৎ ॥ ১৩ ॥ গন্ধপুষ্পৈশ্চ কালীনৈস্তথা বস্ত্রৈঃ সুশোভনৈঃ। কর্পূরং কুঙ্কুমং চৈব শ্রীখণ্ডমগরুং তথা ॥ ১৪ ॥ সমভাগানি কৃত্বা তু শিলাপৃষ্ঠে চ পেষয়েৎ। অনুলিপ্য মহাকালং রুদ্রস্যানুচরো ভবেৎ ॥ ১৫ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে রুদ্রসরোমাহাত্ম্যবর্ণনং
নাম দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২২ ॥

সে দশ অশ্বমেধের এবং শত বাজপেয়ের কোটি-গুণ ফল লাভ করে; হে ব্যাসদেব! এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। পিতৃলোক উদ্দেশে কোটি তীর্থে যাহা প্রদান করা যায়, তৎসমস্ত কোটিগুণিত হয়, ইহাতে কোন সংশয় নাই। কোটি স্নান করিয়া যে নর পরমাক্ষর ধ্যান করে, সে উরগের নির্ম্মোকত্যাগের ন্যায় সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হয়। প্রাতঃকালে উত্থিত হইয়া যে নর ঐ তীর্থে স্নান করে, সে দেবদেবকে দর্শন করিয়া গোসহস্র ফল লাভ করে। কোটিতীর্থে স্নান করিয়া নর সপ্তরাত্র শুচিভাবে বাস করিবে; এরূপ করিলে চান্দ্রায়ণসহস্রের ফল লাভ করে। যে ব্যক্তি ঐ স্থানে জাগরণ করে, সে অনন্ত ফল লাভ করিয়া থাকে। মহাস্নপনপূর্ব্বক গন্ধ-পুষ্প দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া যে জিতেন্দ্রিয় উপবাসী থাকিয়া এইরূপে রাত্রিজাগরণ করে, সে সুর-দুর্লভ সর্ব্বকামিত্ব লাভ করে। কার্ত্তিকী পূর্ণিমা ও বৈশাখী পূর্ণিমা দিনে ঐ তীর্থে ঋতুকাল-জাত পুষ্প, গন্ধ, ও সুশোভন বস্ত্রাদি দ্বারা দেবের পূজা করিবে; নর কর্পূর, কুঙ্কুম, শ্রীখণ্ড, ও অগুরু প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য সমভাগে একত্র শিলাতটে পেষণ-পূর্ব্বক মহাকালের গাত্রে লেপন করিয়া রুদ্রের অনুচর হইবে। ১—১৫।

দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২২।

ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ।

সনৎকুমার উবাচ। অথ যাত্রাং প্রবক্ষ্যামি মহা-কালস্য যত্নতঃ। শিবাং পুণ্যাং শ্রেয়স্করীং পুণ্যলোক-প্রদায়িনীম্ ॥ ১ ॥ স্নাত্বা সরসি রুদ্রস্য দৃষ্ট্বা কোটেশ্বরং শিবম্। নমস্কৃত্য ততো গচ্ছেন্মহাকালং সনাতনম্ ॥ ২ ॥ গন্ধৈঃ পুষ্পৈর্নমস্কারৈঃ সম্পূজ্য ত্রিদশেশ্বরম্। প্রণিপত্য ততো গচ্ছেদ্দেবং কপাল-মোচনম্ ॥ ৩ ॥ তত্রৈব দেবদেবেশঃ কপালং ন্যস্ত-বান্ ক্ষিতৌ। কপালে তৎক্ষণান্ন্যস্তে তত্রাভূল্লিঙ্গ-মুত্তমম্ ॥ ৪ ॥ কপালমোচনং নাম সর্ব্বপাপপ্রণা-শনম্। তত্র বৈ স্নপনং কুর্য্যাদাজ্যপলশতেন বৈ ॥ ৫ ॥ তদর্দ্ধার্দ্ধেন পাদেন বিত্তশাঠ্যবিবর্জ্জিতঃ। কালে পূর্ণে স বিপ্রেন্দ্র শিবলোকে মহীয়তে ॥ ৬ ॥

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

সনৎকুমার বলিলেন,—অনন্তর আমি যত্ন সহকারে মঙ্গলময়ী শ্রেয়স্করী পবিত্রা পুণ্যলোক-প্রদায়িনী যাত্রার কথা বলিতেছি। রুদ্র-সরোবরে স্নান করিয়া এবং কোটীশ্বর শিবকে দর্শন ও নমস্কার করিয়া নর পশ্চাৎ সনাতন মহাকাল-সান্নিধানে গমন করিবে। গন্ধ, পুষ্প, ও নমস্কার দ্বারা দেবদেবের পূজা ও প্রণিপাত করিয়া পশ্চাৎ কপালমোচনতীর্থে গমন করিবে। ঐ কপাল-মোচনতীর্থে দেবদেব ক্ষিতিতলে কপাল ন্যস্ত করিয়াছিলেন। কপাল ন্যস্ত করিলে তৎক্ষণাৎ ঐ স্থানে এক লিঙ্গ উদ্ভূত হয়। কপাল-মোচনতীর্থ সর্ব্বপাপপ্রণাশন। মানব ঐ স্থানে শত পল আজ্য দ্বারা লিঙ্গকে স্নান করাইবে; অথবা বিত্তশাঠ্য বর্জ্জন করিয়া তাহার পাদ-পরিমিত আজ্য দ্বারাও স্নান করাইবে। হে বিপ্রেন্দ্র! যে এইরূপ করে, সে শিবলোকে পূজিত হয়। ১—৬। এই

নমস্কৃত্য ততো গচ্ছেৎ কপিলেশ্বরমুত্তমম্। দর্শনাদস্য দেবস্য মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যয়া ॥ ৭ ॥ হনুমৎকেশ্বরং দেবং ততো গচ্ছেৎ সমাহিতঃ। ঐশ্বর্য্যমতুলং ব্যাস দর্শনাদস্য জায়তে ॥ ৮ ॥ ততো গচ্ছেন্মহাদেবং পৈপ্পলাখ্যং সনাতনম্। যস্য দর্শনমাত্রেণ মুক্তিঃ স্যাদ্দ্বিজসত্তম ॥ ৯ ॥ স্বপ্নেশ্বরং ততো গচ্ছেদ্ভক্তিশ্রদ্ধাসমন্বিতঃ। দর্শনাদস্য দেবস্য দুঃস্বপ্নশ্চ বিনশ্যতি ॥ ১০ ॥ ততো গচ্ছেন্মহাদেবমীশানং বিশ্বতোমুখম্। যস্য দর্শনমাত্রেণ বিশ্বস্যৈব পতির্ভবেৎ ॥ ১১ ॥ সোমেশ্বরং ততো গচ্ছেজ্জিতক্রোধো জিতেন্দ্রিয়ঃ। কুষ্ঠরোগাদিদোষেভ্যো দর্শনাদস্য মুচ্যতে ॥ ১২ ॥ বৈশ্বানরেশ্বরং ব্যাস ততো গচ্ছেৎ সমাহিতঃ। তস্য বৃদ্ধিঃ সদা লোকে জায়তে তস্য দর্শনাৎ ॥ ১৩ ॥ বীজপূরকহস্তন্তু নকুলীশং ততো ব্রজেৎ। রুদ্রত্বং দর্শনাত্তস্য জায়তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৪ ॥ ততো গচ্ছেন্মহাদেবং গদ্যাণেশ্বরমুত্তমম্। যস্য দর্শনমাত্রেণ জায়ন্তে সর্ব্বসিদ্ধয়ঃ ॥ ১৫ ॥ অভ্যর্থিতঃ সদা দেবৈঃ পূজিতঃ সিদ্ধিকারণাৎ। তেনাভ্যর্থিতেশ্বরোঽয়ং বিখ্যাতো বিঘ্ননায়কঃ ॥ ১৬ ॥ বয়োবৃদ্ধং ততো গচ্ছেন্মহাকালং সনাতনম্। ন রোগো ন জরা ব্যাধির্দর্শনান্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৭ ॥ বিঘ্ননাশং ততো গচ্ছেৎ প্রাণীশং বলমুত্তমম্। স্নানং ঘটশতৈস্তস্য কুর্য্যাদ্ভক্ত্যা সমাহিতঃ ॥ ১৮ ॥ তস্য চৈব কৃতে স্নানে লভ্যন্তে সর্ব্বসিদ্ধয়ঃ। স্বর্গশ্চাপি সদা ব্যাস দর্শনাদস্য জায়তে ॥ ১৯ ॥ তনয়ং তমনুস্মৃত্য দণ্ডপাণিং ততো ব্রজেৎ। যস্য দর্শনমাত্রেণ যমলোকো ন দৃশ্যতে ॥ ২০ ॥ পুষ্পদন্তং ততো গচ্ছেদ্ভক্তিশ্রদ্ধাসমন্বিতঃ। যস্য দর্শনমাত্রেণ মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ ॥ ২১ ॥ গুহ্যং চৈব মহাকালং ততো গচ্ছেৎ সমাহিতঃ। যস্য দর্শনমাত্রেণ গুহ্যপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ২২ ॥ ততো গচ্ছেৎসমাধিস্থো দুর্ব্বাসেশ্বরমুত্তমম্। যস্য দর্শনমাত্রেণ কৃতকৃত্যো নরো ভবেৎ ॥ ২৩ ॥ শ্বাসাবরোধনং কৃত্বা দুর্ব্বাসসঃ সমীপতঃ। গৌরীং গত্বা মহাদুর্গাং ত্যজেচ্ছ্বাসমনন্তরম্ ॥ ২৪ ॥ তত্রোচ্ছ্বাসো বিমোক্তব্যস্তামভ্যর্চ্চ্য তু সর্ব্বথা। কামেশ্বরং ততো

স্থানে দেবদেবকে নমস্কার করিয়া পশ্চাৎ উত্তম কপিলেশ্বর তীর্থে গমন করিবে। এই দেবের দর্শন মাত্রে ব্রহ্মহত্যাপাপ হইতেও মুক্তি লাভ করে। অনন্তর মানব সমাহিত হইয়া হনুমৎকেশ্বর সমীপে গমন করিবে। হে ব্যাসদেব! নর উহার দর্শনমাত্রেই অতুল ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া থাকে। পশ্চাৎ পৈপ্পলাখ্য মহাদেবের দর্শনের নিমিত্ত গমন করিবে; হে দ্বিজসত্তম! তাঁহার দর্শনে মুক্তি লাভ হয়। অনন্তর স্বপ্নেশ্বর লিঙ্গসমীপে গমন করিবে; এই দেবের দর্শন মাত্রে দুঃস্বপ্ন নাশ হয়। অনন্তর বিশ্বতোমুখ ঈশান মহাদেবের সন্নিধানে গমন করিবে; যাঁহার দর্শনে মানব বিশ্বপতি হয়। অনন্তর জিতক্রোধ ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া সোমেশ্বর সমীপে গমন করিবে; এই দেবের দর্শনমাত্রে মানব কুষ্ঠাদি রোগ হইতে মুক্তি লাভ করে। হে ব্যাসদেব! অতঃপর সমাহিত হইয়া বৈশ্বানরেশ্বর সমীপে গমন করিবে। তাঁহার দর্শনে মানবের বুদ্ধি লাভ হয়। অনন্তর বীজপূরহস্ত নকুলীশ সমীপে গমন করিবে; তাঁহার দর্শনে রুদ্রত্বপ্রাপ্তি ঘটে। অনন্তর গদ্যাণেশ্বর সমীপে গমন করিবে; যাহার দর্শনে সর্ব্ব সিদ্ধি লাভ হয়। দেবগণ ঐ দেবকে সিদ্ধির জন্য সর্ব্বদা উপাসনা করেন। তাঁহাদের কর্ত্তৃক অভ্যর্থিত হইয়া এই দেব বিঘ্ননায়করূপে বিখ্যাত। ৭—১৬। অনন্তর বয়োবৃদ্ধ সনাতন মহাকালদর্শনে গমন করিবে; ইঁহার দর্শনে রোগ, জরা, ব্যাধি—এ সকল কিছুই হয় না, এ বিষয়ে সংশয় নাই। অনন্তর প্রাণীশ বিঘ্ননাশ দর্শনে গমন করিবে; ইনি উত্তম বলদায়ক। ভক্তিপূর্ব্বক সমাহিতভাবে শত ঘট দ্বারা তাঁহার স্নান করাইতে হয়। তাঁহাকে স্নান করাইলে সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হয়। অধিকন্তু ইঁহাকে দর্শন করিলেও স্বর্গ লাভ হয়। অনন্তর দণ্ডপাণি তীর্থে গমন করিবে। উহার দর্শনে যমলোক দর্শন হয় না। অনন্তর ভক্তিশ্রদ্ধাসমন্বিত হইয়া পুষ্পদন্ত তীর্থে গমন করিবে; এই তীর্থ দর্শন করিলেও সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। অনন্তর সমাহিতভাবে গুহ্য মহাকাল ক্ষেত্রে গমন করিবে,—যাঁহার দর্শনমাত্রে গুহ্য পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। অনন্তর সমাধিস্থ হইয়া দুর্ব্বাসেশ্বর সমীপে গমন করিবে। যাঁহার দর্শনে নর কৃতকৃত্য হয়। দুর্ব্বাসালিঙ্গের সমীপে শ্বাসাবরোধ করিয়া গৌরীতীর্থে গমন করিবে; করিয়া—শ্বাস পরিত্যাগ করিবে। এই স্থানে গৌরী দেবীর অর্চ্চনা করিয়া সর্ব্বথা উচ্ছ্বাস মোচন করা কর্ত্তব্য। অনন্তর কামেশ্বর ক্ষেত্রে গমন করিবে; এখানে

গচ্ছেদ্দেবদেবং মহেশ্বরম্ ॥২৫॥ যস্য দর্শনমাত্রেণ যমলোকং ন পশ্যতি। বিধীশং চ ততো গচ্ছেদ্দেবদেবং মহেশ্বরম্ ॥ ২৬ ॥ যস্য দর্শনমাত্রেণ বধিরত্বং ন জায়তে। কীর্ত্তয়েদাত্মনো নাম স্থানং গোত্রং চ তস্য বৈ ॥ ২৭ ॥ ন কীর্ত্তয়েদ্যদা নাম সা যাত্রা বিফলীভবেৎ। দেবস্যাগ্রে ততো ব্যাস উপবিশ্য সমাহিতঃ ॥ ২৮ ॥ ভক্তিযুক্তস্ততো ব্রূয়াদ্রমস্কৃত্য পুনঃপুনঃ। ময়া সমর্পিতা যাত্রা ত্বৎপ্রসাদান্মহেশ্বর ॥ ২৯ ॥ সংসারসাগরাদ্ঘোরান্মামুদ্ধর জগৎপতে। অনেন বিধিনা যস্তু মহাকালং প্রদক্ষয়েৎ ॥ ৩০ ॥ প্রদক্ষিণীকৃতা তেন সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা। গোলক্ষং দ্বিজলক্ষায় দত্বা যল্লভতে ফলম্ ॥ ৩১ ॥ তৎফলং দেবদেবস্য সকৃদত্বা প্রদক্ষিণম্। ভক্ত্যা পরময়া যুক্তো মহাকালং প্রদক্ষয়েৎ ॥ ৩২ ॥ পদেপদে যজ্ঞফলমিতি মে শঙ্করোঽব্রবীৎ। ষষ্টিকোটিসহস্রাণি ষষ্টিকোটিশতানি চ ॥ ৩৩ ॥ পূজিতানি ভবন্ত্যত্র যাত্রেশ্বরসমর্চ্চনাৎ। য এবং কুরুতে যাত্রাং শিবধ্যানপরায়ণঃ ॥ ৩৪ ॥ সহস্রদক্ষিণাং দদ্যাত্তস্য পুণ্যফলং শৃণু। সপ্তজন্মকৃতাৎ পাপামুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৩৫ ॥ এবং যাত্রাং সমাপ্যাথ গত্বা নিজগৃহং নরঃ। যাত্রাদৈবতসংখ্যান্ বৈ বহ্নিংশতিদ্বিজোত্তমান্ ॥ ৩৬ ॥ ভোজয়েচ্ছিবভক্তাংশ্চ শিবধ্যানপরায়ণান্। সবস্ত্রাং দক্ষিণাং দত্বা প্রাপ্যাজ্ঞাং বিসর্জ্জয়েৎ ॥ ৩৭ ॥ যাত্রাক্রমেণ চৈকৈকং দ্বারান্তরমনুব্রজেৎ। ধর্ম্মোপদেশকে পশ্চাৎসর্ব্বোপস্করসংযুতাম্ ॥ ৩৮ ॥ ধেনুং পয়স্বিনীং দদ্যাদ্বিত্তশাঠ্যবিবর্জ্জিতঃ। ভুঞ্জীতাথ স্বয়ং ব্যাস সর্ব্বভৃত্যসমন্বিতঃ ॥ ৩৯ ॥ দীনানাথদরিদ্রান্ধবিকলাদ্যাংশ্চ ভোজয়েৎ। যদত্র ফলমুদ্দিষ্টং তদ্বদামি শৃণুষ্ব মে ॥ ৪০ ॥ কুলানাং শতমুদ্ধৃত্য মাতাপিত্রোঃ সমাহিতঃ। কল্পকোটিসহস্রাণি শিবলোকে স মোদতে ॥ ৪১ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে মহাকালেশ্বরযাত্রামাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৩ ॥

দেবদেব মহেশ্বরের দর্শনে যমলোক দেখিতে হয় না। অনন্তর দেবদেব মহেশ্বর বিধীশ সমীপে গমন করিবে; যাহার দর্শন মাত্রে মানব বধির হয় না। স্থানে আপনার নাম গোত্র উল্লেখ করিয়া স্নান করিতে হয়। যদি নাম কীর্ত্তন না করা হয়, তাহা হইলে তীর্থযাত্রা বিফল হয়। হে ব্যাসদেব! ঐ স্থানে সমাহিত হইয়া উপবেশনপূর্ব্বক ভক্তিযুক্ত হৃদয়ে পুনঃপুন বলিবে যে, হে মহেশ্বর! আমি তোমার প্রসাদে যাত্রা সমাপন করিলাম, হে জগৎপতে! তুমি আমায় সংসারসাগর হইতে উদ্ধার কর। এই বিধানে যে ব্যক্তি মহাকালের প্রদক্ষিণ করে, তাহার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করা হয়। লক্ষ দ্বিজকে লক্ষ গো দান করিয়া যে ফল লাভ হয়, দেবদেবকে একবার মাত্র প্রদক্ষিণ করিলে সেই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। পরমভক্তিযোগে মহাকালের প্রদক্ষিণ করা কর্ত্তব্য, এরূপ করিলে পদেপদে যজ্ঞ করার ফল লাভ হয়, একথা আমায় শঙ্কর বলিয়াছেন। যাত্রেশ্বরের অর্চ্চনা করিলে ষষ্টি কোটি সহস্র ও ষষ্টি কোটি শত বার পূজা করার ফল হয়। যে ব্যক্তি শিবধ্যানপরায়ণ হইয়া এরূপ যাত্রা করে, এবং সহস্র দক্ষিণা প্রদান করে, তাহার পুণ্যফল শ্রবণ করুন। তাহার সপ্তজন্মকৃত পাপ হইতে মুক্তি লাভ হয়, ইহাতে কোন সংশয় নাই। এইরূপে যাত্রা সমাপন করিয়া নর নিজ গৃহে গমন করিবে; করিয়া—যাত্রা-দৈবতসংখ্যক শিবভক্ত শিবধ্যানপরায়ণ ষষ্টি শত উত্তম দ্বিজকে ভোজন করাইবে। সহস্র মুদ্রা দক্ষিণা দিবে, অনুজ্ঞা লাভ করিয়া তাঁহাদিগকে বিদায় দিবে। যাত্রাক্রমে এক একটী দ্বারান্তরে গমন করিবে; এবং বিত্তশাঠ্য বর্জ্জন করিয়া ধর্ম্মোপদেশষ্টাকে সর্ব্ব উপকরণসংযুক্ত পয়স্বিনী ধেনু প্রদান করিবে। অনন্তর সর্ব্বভৃত্যসমন্বিত হইয়া স্বয়ং ভোজন করিবে; এবং দীনদরিদ্র অন্ধ ও বিকলাঙ্গাদিদিগকে ভোজন করাইবে। এ বিষয়ের ফলশ্রুতি কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। সমাহিত হইয়া যে এইরূপ কার্য্য করে, সে পিতামাতার কুল উদ্ধার করিয়া কল্পকোটি সহস্র কাল শিবলোকে আনন্দযুক্ত হয়। ১৭—৪১।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১০।

চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

সনৎকুমার উবাচ। বাল্মীকেশ্বরমিত্যাখ্যং যস্তু দেবং প্রপূজয়েৎ। মৌনী ধ্যানপরো ভূত্বা স কবিত্বমবাপ্নুয়াৎ ॥ ১ ॥ ব্যাস উবাচ। কথমত্র সমুৎপন্নঃ কোঽসৌ বাল্মীকেশ্বরঃ প্রভুঃ। যস্য দর্শনমাত্রেণ কবিত্বমুপজায়তে ॥ ২ ॥ সনৎকুমার উবাচ। আসীদ্ব্যাস পুরা বিপ্রঃ সুমতির্ভৃগুবংশজঃ। রূপযৌবনসম্পন্না তস্য ভার্য্যাথ কৌশিকী ॥ ৩ ॥ তস্য পুত্রঃ সমুৎপন্নো হ্যগ্নিশর্ম্মেতি নামতঃ। স পিত্রা প্রোচ্যমানোঽপি বেদাভ্যাসং ন মন্যতে ॥ ৪ ॥ ততো বহুতিথে কালে অনাবৃষ্টিরজায়ত। তস্যাং বিপদ্গতঃ সোঽথ দক্ষিণামাশ্রিতো দিশম্ ॥ ৫ ততোঽসৌ সুমতির্বিপ্রঃ সভার্য্যঃ সসুতস্তথা বিদেশং কাননং প্রাপ্তঃ কৃত্বা আশ্রমমাশ্রিতঃ ॥ ৬ আভীরৈর্দস্যুভিঃ সার্দ্ধং সঙ্গোঽভূদগ্নিশর্ম্মণঃ আগচ্ছন্তি পথা তেন যস্তং হন্তি স পাপকৃৎ ॥ ৭ ॥ স্মৃতির্নষ্টা গতা বেদা গতং গোত্রং গতা শ্রুতিঃ কস্মিংশ্চিদথ কালে তু তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গতঃ ॥ ৮ সপ্তর্ষয়ঃ পথা তেন সুব্রতাঃ সমুপস্থিতাঃ। অগ্নিশর্ম্মাথ তান্ দৃষ্ট্বা হন্তুকামোঽব্রবীদিদম্ ॥ ৯ ॥ বস্ত্রাণীমানি মুঞ্চধ্বং ছত্রিকোপানহৌ তথা। হন্তব্যা হি ময়া যূয়ং গন্তারো যমসাদনে ॥ ১০ ॥ তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা অত্রির্ব্রচনমব্রবীৎ। অস্মৎ-পীড়নজং পাপং কথং তে হৃদি বর্ত্ততে। বয়ং তপস্বিনো ভূত্বা তীর্থযাত্রাকৃতোদ্যমাঃ ॥ ১১ ॥ অগ্নিশর্ম্মোবাচ। মমাস্তি মাতাথ পিতা সুতো ভার্য্যা গরীয়সী। পোষয়ামি সদা তাংস্ত এতন্মে হৃদি সংস্থিতম্ ॥ ১২ ॥ অত্রিরুবাচ। পিত্রাদীনাশু পৃচ্ছস্ব স্বকর্ম্মোপার্জ্জিতং প্রতি। যদ্যুষ্মদর্থং ক্রিয়তে পাপং তৎ কস্য কথ্যতাম্ ॥ ১৩ ॥ যদি তে কথয়ন্তি স্ম মা মৃষা প্রাণিনো হবধীঃ ॥ ১৪ ॥ অগ্নিশর্ম্মোবাচ। ন কদাচিন্ময়া তে তু সংপৃষ্টা ঈদৃশং বচঃ। যুষ্মাকং বচসা মেঽদ্য প্রতিবোধঃ প্রবর্ত্ততে ॥ ১৫ ॥ গত্বা পৃচ্ছামি তান্ সর্ব্বান্ কস্য ভাবশ্চ কীদৃশঃ। যূয়মত্রৈব তিষ্ঠধ্বং যাবদাগমনং মম ॥ ১৬ ॥ ইত্যুক্ত্বা তান্ জগামাশু পিতরং সমুবাচ হ। ধর্ম্মস্য প্রতিঘাতেন প্রাণিনাং পীড়নেন চ ॥ ১৭ ॥ সুমহৎকৃতং তে পাপং

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

সনৎকুমার বলিলেন,—বাল্মীকেশ্বর নামক শিবলিঙ্গের যিনি মৌনী ধ্যান পরায়ণ হইয়া পূজা করেন, তিনি কবিত্ব প্রাপ্ত হন। ব্যাস বলিলেন,—এখানে কি প্রকারে তিনি সমুৎপন্ন হইলেন? বাল্মীকেশ্বর প্রভু কে?—যাঁহার দর্শনে কবিত্ব লাভ হয়? সনৎকুমার বলিলেন,—হে ব্যাসদেব! পূর্ব্বে সুমতি নামে ভৃগুবংশীয় এক বিপ্র ছিলেন; রূপযৌবনসম্পন্না কৌশিকা নামে তাঁহার এক ভার্য্যা ছিল। তাঁহাদের অগ্নিশর্ম্মা নামে এক পুত্র জন্মিয়াছিল। পুত্র পিতা কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া বেদাভ্যাস করিত না। এই ভাবে বহুকাল গত হইলে একদা অনাবৃষ্টি উপস্থিত হয়। এই অনাবৃষ্টি সময়ে সুমতি বিপ্র বিপদ্গ্রস্ত হইয়া ভার্য্যা-পুত্র সমভিব্যাহারে বিদেশে পর্য্যটন করিয়া অবশেষে কাননে গিয়া আশ্রম স্থাপিত করেন। আভীর দস্যুদিগের সহিত অগ্নি-শর্ম্মার সঙ্গ হয়। তাহাতে ঐ পাপমতি ঐ পথে যে আসিত তাহাকেই হনন করিত। তাহার শ্রুতি, বেদ, গোত্র, স্মৃতি প্রভৃতি সমস্তই বিনষ্ট হইয়াছিল। একদা তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে সুব্রত সপ্তর্ষিগণ ঐ পথে উপস্থিত হন। অগ্নিশর্ম্মা তাঁহাদিগকে নিধন করিবার মানসে এই কথা বলিল,—তোমরা তোমাদের বস্ত্র, ছত্র ও উপানৎ সকল মোচন কর, আমি তোমাদিগকে নিহত করিব; তোমরা যমসদনে গমন করিবে। তাহার বাক্য শুনিয়া ভগবান্ অত্রি বলিলেন,—আমরা তপস্বী; তীর্থযাত্রায় চলিয়াছি, আমাদের হত্যাজনিত পাপ তোমার হৃদয় কি জন্য ধারণ করিবে? অগ্নিশর্ম্মা বলিল—আমার মাতা, পিতা, সুত ও ভার্য্যা আছে আমি তাহাদিগকে পোষণ করি, এই জন্যই আমার হৃদয় পাপ ধারণ করিয়া থাকে। ১—১২। অত্রি বলিলেন,—তুমি গৃহে যাইয়া তোমার পিতা প্রভৃতিকে জিজ্ঞাসা কর যে, তোমাদের জন্য আমি যে পাপ করিতেছি, তাহা কাহার হইবে? যদি তাঁহারা বলেন যে, আমাদের জন্য নয়; তাহা হইলে বৃথা কেন প্রাণিবধ করিবে? অগ্নিশর্ম্মা বলিল,—আমি কখন তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি নাই। তোমাদের কথায় অদ্য আমার প্রতিবোধ জন্মিল। আমি গৃহে যাইয়া তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি—তাহাদের কাহার কীদৃশ ভাব। তোমরা এই স্থানে থাক, যাবৎ আমি ফিরে না আসি। তাঁহাদিগকে এই কথা বলিয়া অগ্নিশর্ম্মা বাড়ী গিয়া পিতাকে জিজ্ঞাসা

কস্য তৎ কথ্যতাং মম। পিতা প্রাহ তথা মাতা নাপুণ্যমাবয়োরিহ ॥ ১৮ ॥ ত্বং জানাসি যৎ কুরুষে কৃতং ভাব্যং পুনস্ত্বয়া। তয়োস্তদ্বচনং শ্রুত্বা ভার্য্যাং বচনমব্রবীৎ ॥ ১৯ ॥ তয়াপ্যুক্তং ন মে পাপং পাপমেতত্ত্বৈব হি। তদ্বাক্যমব্রবীৎ পুত্র বালোহহমিতি সোহব্রবীৎ ॥ ২০ ॥ তজ্জ্ঞাত্বা হৃদয়ং তেষাং চেষ্টিতং চৈব তত্ত্বতঃ। নষ্টোহহমিতি মত্বানঃ শরণং মে তপস্বিনঃ ॥ ২১ ॥ ক্ষিপ্ত্বাথ লগুড়ং কৃষ্ণং যেন বৈ জন্তবো হতাঃ। প্রকীর্য্য কেশাংস্বরিত ঋষীণামগ্রতঃ স্থিতঃ ॥ ২২ ॥ প্রণম্য দণ্ডপাতেন ততো বচনমব্রবীৎ। ন মে মাতা ন চ পিতা ন ভার্য্যা ন চ মে সুতঃ ॥ ২৩ ॥ সর্ব্বৈস্তৈঃ পরিমুক্তোহহং ভবতাং শরণং গতঃ। সদুপদেশদানান্মাং নরকাত্রাতুমর্হথ ॥ ২৪ ॥ এবং তং বাদিনং দৃষ্ট্বা ঋষয়োহত্রিমথাব্রুবন্। ভবতো বচনাদস্য প্রতিবোধঃ সমাগতঃ ॥ ২৫ ॥ ভবতাময়মনুগ্রাহ্যঃ শিষ্যো ভবতু তে মুনে। তথেত্যুক্ত্বাথ তান্ প্রাহ চাগ্নিং ধ্যানং সমাচর ॥ ২৬ ॥ অনেন ধ্যানযোগেন মহামন্ত্রজপেন চ। অনেকতুস্তরাত্যুগ্রপাপকৃজ্জনঘাতকঃ। সংস্থিতো বৃক্ষমূলে ত্বং পরাং সিদ্ধিং গমিষ্যসি ॥ ২৭ ॥ ইত্যুক্ত্বা তে যযুঃ সর্ব্বে সকামং সোহপি তত্র বৈ। তদ্ধ্যানস্থোহভবদ্যোগী বৎসরাণি ত্রয়োদশ ॥ ২৮ ॥ তস্যোপর্য্যভবত্তত্র বল্মীকোহবিচলস্য চ। নিবৃত্তাস্ত পথা তেন মুনয়স্তত্র শুশ্রুবুঃ ॥ ২৯ ॥ উদীরিতং ধ্বনিং তেন বল্মীকে বিস্ময়ান্বিতাঃ। ততঃ খনিত্বা বল্মীকং কাষ্ঠভূতোরুশঙ্কুভিঃ ॥ ৩০ ॥ তং দৃষ্ট্বোত্থাপয়ামাসুর্ম্মুনয়ো নয়সং,তম্। নমশ্চক্রেহথ তান্ সর্ব্বান্ সবিজ্ঞো মুনিপুঙ্গবান্ ॥ ৩১ ॥ তান্ প্রাহ প্রণতো ভূত্বা তপসা দীপ্ততেজসঃ। প্রসাদাদ্ভবতামদ্য জ্ঞানং লব্ধং ময়া শুভম্ ॥ ৩২ ॥ দীনোহহমুদ্ধৃতঃ সর্ব্বৈর্মগ্নোহহং পাপকর্দ্দমে। শ্রুত্বা তস্যেতি তে বাক্যমূচুঃ পরমধার্ম্মিকাঃ ॥ ৩৩ ॥ বল্মীকেহস্মিন্ স্থিতঃ পুত্র যতস্ত্বমেকচিত্ততঃ।

করিল,—ধর্ম্মপ্রতিঘাত ও প্রাণিপীড়ন করিয়া আমি যে পাপ অর্জ্জন করি, ঐ পাপ কাহার? পিতা ও মাতা বলিলেন,—পাপ আমাদের নহে। যাহা তুমি কর, তাহা তুমিই জান, কৃত কার্য্যের ফল তুমিই ভোগ করিবে; মাতাপিতার কথা শুনিয়া ভার্য্যাকে জিজ্ঞাসা করিল। ভার্য্যাও সেইরূপ উত্তর করিল; বলিল আমি-পাপভাগী নহি, পাপ—তোমারই। সে পুত্রকেও জিজ্ঞাসা করিল, পুত্র বলিল,—আমি ছেলেমানুষ, পাপপুণ্যের ধার ধারি না। তখন অগ্নিশর্ম্মা তাহাদের হৃদয় ও চেষ্টিত তত্ত্বতঃ অবগত হইয়া মনে করিল,—আমি অধঃপাতে গিয়াছি, এখন সেই তপস্বিগণই আমার শরণ। এই মনে করিয়া সে তখন তাহার কৃষ্ণবর্ণ লগুড়,—যাহাদ্বারা প্রাণিহত্যা করিত, তাহা দূরে নিক্ষেপ করিল। সে তখন নিজের কেশপাশ আলুলায়িত করিয়া ঋষিগণের অগ্রে দণ্ডায়মান হইল। তাঁহাদিগকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া বলিল,—না মাতা, না পিতা, না ভার্য্যা, না পুত্র, কেহই আমার পাপভার গ্রহণ করিল না, তাহাদের কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া আমি আপনাদের শরণ প্রাপ্ত হইলাম। আপনারা আমাকে সদুপদেশ প্রদান করিয়া নরক হইতে উদ্ধার করুন। তাহাকে এই কথা বলিতে দেখিয়া ঋষিগণ ভগবান্ অত্রিকে বলিলেন,—আপনার বাক্যে প্রতিবোধ হইয়াছে। আপনি ইহাকে অনুগ্রহ করুন, এ আপনার শিষ্য হউক। তাহাই হউক, এই কথা বলিয়া ভগবান্ অত্রি তাহাকে বলিলেন,—তুমি অগ্নির ধ্যান কর। তুমি অত্যন্ত দুস্তর ও অত্যুগ্র পাপকারী ও জনঘাতক। তুমি বৃক্ষতলে উপবিষ্ট হইয়া এই ধ্যানযোগে এবং মহামন্ত্রজপে সিদ্ধি লাভ করিবে। এই কথা বলিয়া তাঁহারা যথেচ্ছ স্থানে গমন করিলে সেও নির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন করিয়া ধ্যানস্থ হইল এবং ঐ অবস্থায় তাহার ত্রয়োদশ বৎসর অতিবাহিত হইল। সে অবিচল অবস্থায় তপস্যা করিতে থাকিলে উহার উপরিভাগে বল্মীক উৎপন্ন হইল। তখন ঐ পথে প্রত্যাবৃত্ত সেই মুনিগণ ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া বল্মীক হইতে উত্থিত ধ্বনি শ্রবণ করত বিস্মিত হইলেন। তাঁহারা ঐ বল্মীক খনন করিয়া কাষ্ঠভূত অগ্নিশর্ম্মাকে অবলোকনপূর্ব্বক উত্থাপিত করিলেন। সে ঐ মুনিপুত্রঙ্গবদিগকে নমস্কার করিল এবং প্রণত হইয়া বলিল,—আপনাদের প্রসাদে আমি অদ্য জ্ঞান লাভ করিলাম। আমি দীন; পাপকর্দ্দমে আমি মগ্ন ছিলাম, আপনারা তাহ হইতে আমার উদ্ধার করিয়াছেন। পরমধার্ম্মিক ঋষিগণ তখন তাহার বাক্য শুনিয়া বলিলেন,—হে পুত্র! তুমি বল্মীক মধ্যে ছিলে বলিয়া এই

বাল্মীকিরিতি তে নাম ভুবি খ্যাতং ভবিষ্যতি। ৩৪। ইত্যুক্তা মুনয়ো জগ্মুঃ স্বাং দিশাং তপসান্বিতাঃ গতেষু মুনিমুখ্যেষু বাল্মীকিস্তপতাং বরঃ কুশস্থল্যামথাগম্য সমারাধ্য মহেশ্বরম্। ৩৫ তস্মাৎ কবিত্বমাসাদ্য চক্রে কাব্যং মনোরমম্ রামায়ণঞ্চ যৎ প্রাহুঃ কথাং সু প্রথমস্থিতাম্ ৩৬। ততঃ প্রভৃতি দেবেশো বাল্মীকেশ্বরসংজ্ঞকঃ খ্যাতোঽবন্ত্যাং ততো ব্যাস নৃণাং কবিত্বদায়কঃ ৩৭। ইতি তে কথিতং লিঙ্গং বাল্মীকেশ্বরমুত্তমম্ যস্য দর্শনমাত্রেণ কবিত্বমুপপদ্যতে। ৩৮।

ইতি শ্রীস্কান্দে বাল্মীকেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম চতুর্বিংশোঽধ্যায়ঃ। ৪।

পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ।

সনৎকুমার উবাচ। শুক্রেশ্বরং সমভ্যর্চ্চ্য সিতপুষ্পৈর্বিলেপনৈঃ। প্রণিপত্য ততো ভক্ত্যা রুদ্রলোকে মহীয়তে। ১। ভীমেশ্বরং নরো দৃষ্ট্বা ভক্ত্যা সম্পূজ্য যত্নতঃ। ন ভয়ং লভতে ব্যাস রণে রাত্রৌ জলেঽনলে। ২। গর্গেশ্বরং স্নাপয়িত্বা তিলতৈলেন মানবঃ। বিল্বপত্রৈস্তু সংপূজ্য ধর্ম্মবৃদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ। ৩। উপোষিতশ্চতুর্দ্দশ্যাং তিলপ্রস্থতিলাম্ভসা। স্নাপয়িত্বা তিলৈরিষ্ট্বা সদা সৌখ্যমবাপ্নুয়াৎ। ৪। গোসহস্রং নরো দত্বা ভাবং কৃত্বা বিশেষতঃ। ভববন্ধবিনির্ম্মুক্তো রুদ্রলোকং স গচ্ছতি। ৫। কামেশ্বরং সমভ্যর্চ্চ্য কুঙ্কুমাদিবিলেপনৈঃ। কামিকেন বিমানেন যাতি স্বর্গং ন সংশয়ঃ। ৬। চূড়ামণিং নমস্কৃত্য নবম্যাং কার্ত্তিকে সিতে। ন বিযোনিং নরো যাতি ধর্ম্মবুদ্ধিঃ স জায়তে। ৭। চণ্ডীশ্বরং সমভ্যর্চ্চ্য কৃষ্ণাষ্টম্যামুপোষিতঃ। নির্ম্মাল্যোল্লঙ্ঘনোত্থেন ন শোকেনাপি লিপ্যতে। ৮। ইত্যাদিতীর্থানি মহেশ্বরস্য পুণ্যানি সর্ব্বাণি নরোঽভিগম্য। বিশুদ্ধচিত্তো ভুবি ভাবিতাত্মা প্রয়াতি শম্ভোর্ভবনং সুরম্যম্। ৯।

ইতি শ্রীস্কান্দে শুক্রেশ্বরভীমেশ্বরগর্গেশ্বরকামেশ্বরচূড়ামণীশ্বরচণ্ডীশ্বরাদিতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ। ২৫।

পৃথিবীতে বাল্মীকি নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিবে। এই কথা বলিয়া মুনিগণ যথাগত পথে গমন করিলেন। তাঁহারা প্রস্থিত হইলে তপোনিধি বাল্মীকি তখন কুশস্থলীতে গমন করিয়া মহেশের আরাধনাপূর্ব্বক কবিত্ব লাভ করত মনোরম রামায়ণ কাব্য প্রণয়ন করিলেন। এই রামায়ণই প্রথম কাব্য। তদবধি অবন্তীতে দেবদেব বাল্মীকেশ্বর নামে খ্যাত হইয়াছেন। ইনি নরগণের কবিত্বদায়ক। এই আপনাকে বল্মীকেশ্বর লিঙ্গের কথা বলিলাম—যাঁহার দর্শন মাত্রে নর কবিত্ব লাভ করে। ১৩-৩৮।

চতুর্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৪।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

সনৎকুমার বলিলেন,—সিতপুষ্প ও বিলেপন দ্বারা শুক্রেশ্বরের অর্চ্চনা ও প্রণাম করিয়া মানব রুদ্রলোকে গমন করে। ভক্তিপূর্ব্বক যত্ন সহকারে ভীমেশ্বর দর্শন করিয়া নরগণ রণে রাত্রিকালে, জলে ও অনলে ভয় প্রাপ্ত হয় না। মানব তিলতৈল দ্বারা গর্গেশ্বরকে স্নান করাইয়া এবং বিল্বপত্র দ্বারা পূজা করিয়া ধর্ম্মবৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। উপবাসী নর ঐ স্থানে তিলপ্রস্থ ও তিলজল দ্বারা লিঙ্গকে স্নান করাইয়া এবং তিল দ্বারা যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া সদা সৌখ্য প্রাপ্ত হয়। ঐ স্থানে নর গোসহস্র প্রদান করিয়া ভববন্ধবিনির্ম্মুক্ত হয় এবং রুদ্রলোকে গমন করে। কুঙ্কুম ও বিলেপন দ্বারা কামেশ্বরের অর্চ্চনা করিয়া নর কামগামী বিমানে স্বর্গ গমন করে, এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই। কার্ত্তিকমাসীয় সিতা নবমীতে চূড়ামণি লিঙ্গকে নমস্কার করিয়া নর বিজাতীয় যোনি প্রাপ্ত হয় না। কৃষ্ণাষ্টমীতে উপবাসী নর চণ্ডীশ্বরের অর্চ্চনা করিয়া নির্ম্মাল্য উল্লঙ্ঘন-জন্য শোকেও লিপ্ত হয় না। মহেশ্বরের এই সকল পুণ্যতীর্থ প্রাপ্ত ও পরিজ্ঞাত হইয়া নর বিশুদ্ধচিত্ত ও ভাবিতাত্মা হইয়া শম্ভুর সুরম্য ভবনে গমন করে। ১-৯।

পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৫

ষড়্বিংশোঽধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ। গুহ্যস্থানে পবিত্রাণি কীর্ত্তিতানি ত্বয়া মুনে। প্রমাণং কথয়স্বাদ্য মহাকালবনস্ত মে ॥ ১ ॥ সনৎকুমার উবাচ। যথাশ্রুতং ময়া পূর্ব্বং গদতো ব্রহ্মণঃ স্বয়ম্। তত্তেঽহং সম্প্রবক্ষ্যামি শৃণু ত্বং গদতো মম ॥ ২ ॥ যোজনস্তৈব পর্য্যন্তং চতুর্দ্দিক্ষু পশোভিতম্। সৌবর্ণৈস্তোরণৈশ্চৈবমুক্তাদাম-বিলম্বিভিঃ ॥ ৩ ॥ দ্বারাণি তত্র শোভন্তে কাঞ্চনৈঃ কলশৈঃ স্থিতৈঃ। সিতপদ্মমুখৈর্দ্বারৈরনেকমণি-মণ্ডিতৈঃ ॥৪॥ মহেশ্বরপ্রযুক্তাশ্চ দ্বারাধ্যক্ষা মহাবলাঃ। দ্বারেষু তেষু শোভন্তে লোকানুগ্রহকারকাঃ ॥ ৫ ॥ পিঙ্গলেশঃ স্থিতঃ পূর্ব্বে বালরূপো বিভাবসুঃ। তীর্থস্থাভিমুখো গৌরো গুরুগণৈরথানুগঃ ॥ ৬ ॥ দক্ষিণেঽপি মহাযোগী কায়াবরোহণেশ্বরঃ। বিশ্বেশঃ পশ্চিমে দ্বারে ক্ষেত্রস্থাভিমুখঃ স্থিতঃ ॥ ৭ ॥ নিযুক্তো বৈ মহেশেন বারুণীং দিশমাস্থিতঃ। উত্তরাং দিশমাশ্রিত্য স্থিতশ্চৈবোত্তরেশ্বরঃ। সাধকঃ সর্ব্বকার্য্যাণামাদিষ্টঃ শঙ্করেণ সঃ। মানবা যে বসন্ত্যত্র ক্ষেত্রমধ্যে সুধার্ম্মিকাঃ ॥ ৯ ॥ মৃতা রুদ্রপুরং যান্তি বিমানৈঃ সার্ব্বকামিকৈঃ। কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দশ্যা-মথ বার্কেন্দুসঙ্গমে ॥ ১০ ॥ পঞ্চেশানীং নমস্কৃত্য প্রতিলোমানুলোমতঃ। উপোষিতো দিনৈকেন ধ্যায়মানো মহেশ্বরম্ ॥ ১১ ॥ মুচ্যতে সর্ব্বপাপৈস্তু বহুজন্মকৃতৈরপি। এবঞ্চ বিপ্র যো যাত্রাং পঞ্চেশানীং সমারভেৎ ॥ ১২ ॥ অনেনৈব স্বদেহেন রুদ্রলোকং স গচ্ছতি। পঞ্চেশানীমথাস্তাং তে সুখেন ক্রিয়তে যথা ॥ ১৩ ॥ তথা শৃণু প্রবক্ষ্যামি সর্ব্বপাপপ্রণাশিনীম্। প্রাতঃ স্নাত্বা রুদ্রসর-স্যেকাদশ্যাং সমাহিতঃ ॥১৪॥ শ্রাদ্ধং কৃত্বা মহাকালং নত্বা চেশানমীশ্বরম্। পিঙ্গলেশং ততঃ প্রাপ্য স্নাত্বা শ্রাদ্ধং সমাচরেৎ ॥ ১৫ ॥ উপগম্য ততো দেবং গণেশং পিঙ্গলেশ্বরম্। গন্ধৈঃ পুষ্পৈশ্চ ধূপৈশ্চ তমভ্যর্চ্চ্য নিবর্ত্তয়েৎ ॥ ১৬ ॥ মহাকালেশ্বরং প্রাপ্য ভূয়ঃ স্নাতো জিতেন্দ্রিয়ঃ। অর্চ্চয়েদ্দেবদেবেশং স্বয়ম্ভুবং সনাতনম্ ॥ ১৭ ॥ ঈশানে গময়েদ্রাত্রিং

ষড়্বিংশ অধ্যায়।

ব্যাস বলিলেন,—হে মুনে! আপনি গুহ্য স্থানের পবিত্র তীর্থ সকল কীর্ত্তন করিলেন, অধুনা মহাকালবনের প্রমাণ বিস্তৃতরূপে কীর্ত্তন করুন। সনৎকুমার বলিলেন,—আমি পূর্ব্বে যাহা ব্রহ্মার প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়াছিলাম, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। ঐ মহাকালবন যোজনপর্য্যন্ত মুক্তাদামবিলম্বী সুবর্ণ-তোরণে উহার চতুর্দ্দিক উপশোভিত; কাঞ্চনকলস দ্বারা উহার সিত-পদ্মমুখ দ্বার সকল পরিশোভিত; উহার অসংখ্য দ্বার বহুমণি-মাণিক্যমণ্ডিত; ঐ দ্বার সকলে মহাবল দ্বারপালগণ মহাদেব কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া লোকানুগ্রাহকরূপে শোভা পাইতেছে। ঐ বনের পূর্ব্বদ্বারে পিঙ্গলেশ নামক বাল সূর্য্য অবস্থিত; উনি তীর্থাভিমুখ, গৌরবর্ণ, গুরু এবং গণগণ কর্ত্তৃক উপাসিত। দক্ষিণ দিকে মহাযোগী কায়াবরোহণেশ্বর। পশ্চিমদ্বারে বিশ্বেশ, তিনি ক্ষেত্রাভিমুখে অবস্থিত। ইনি মহেশ কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া বারুণী দিক্ আশ্রয় করিয়াছেন। উত্তর দ্বারে উত্তরেশ্বর অবস্থিত; ইনি সকল কার্য্যের সিদ্ধিদাতা এবং শঙ্কর কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া ঐ স্থানে অবস্থিত হইয়াছেন। যে সকল ধার্ম্মিক মানব এই ক্ষেত্রে বাস করেন, তাঁহারা জীবনান্তে কামগামী বিমানে রুদ্রপুরে গমন করিয়া থাকেন। কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশীতে অথবা অর্কেন্দুসঙ্গমে প্রতিলোমানুলোম ক্রমে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত, আর শেষ হইতে প্রথম পর্য্যন্ত এই ভাবে পঞ্চেশানীকে নমস্কার করিয়া একদিন উপবাসী থাকিয়া, মহাদেবের ধ্যান করিয়া বহুজন্মকৃত সর্ব্বপাপ হইতে মানব মুক্তি লাভ করে। এই প্রকারে যে বিপ্র পঞ্চেশানীর যাত্রা আরম্ভ করে, সেই ব্যক্তি এই দেহেই রুদ্রলোকে গমন করিয়া থাকে। পঞ্চেশানী যাত্রা—যে প্রকারে সুখে কৃত হয়, তাহা শ্রবণ করুন, আমি বলিতেছি। ঐ পঞ্চেশানী সর্ব্বপাপপ্রণাশিনী। মানব একাদশী তিথিতে সমাহিত হইয়া প্রাতঃকালে রুদ্রসরোবরে স্নান করিবে; শ্রাদ্ধ করিয়া মহা-কালকে নমস্কার করিবে; অনন্তর পিঙ্গলেশ-সন্নি-ধানে গমন করিবে এবং ঐ স্থানে স্নান করিয়া শ্রাদ্ধ প্রদান করিবে। ১-১৫। অনন্তর পিঙ্গলেশ্বর গণেশের নিকট গমন করিবে; গমন করিয়া গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, ও দীপ দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া নিবর্ত্তিত হইবে। অনন্তর মহাকালেশ্বর সমীপে গমন করিয়া স্নানান্তে জিতেন্দ্রিয় হইবে। এবং সনাতন স্বয়ম্ভু দেবদেবের অর্চ্চনা করিবে। অন-

কৃত্বা বৈ নক্তভোজনম্ । ধ্যায়মানো মহেশানং ভূমৌ বিন্যস্ত বিগ্রহম্ ॥ ১৮ ॥ দ্বাদশ্যাং পূর্ব্ববৎ সর্ব্বং প্রাতঃ স্নাত্বা ব্রজেন্নরঃ । কায়াবরোহণং গত্বা পিঙ্গলেশ্বরবদ্‌যজেৎ ॥ ১৯ ॥ ত্রয়োদশ্যামথাপ্যেবং বিশ্বেশং পশ্চিমেঽর্চ্চয়েৎ । চতুর্দ্দশ্যাং তথা সৌম্যে পূজয়েদুত্তরেশ্বরম্ ॥ ২০ ॥ অমাবাস্যাং শুচিঃ স্নাতো মহাকালেশ্বরং যজেৎ । গন্ধৈঃ পুষ্পৈশ্চ ধূপৈশ্চ নৈবেদ্যৈর্ব্বিবিধৈস্তথা ॥ ২১ ॥ গীতনৃত্যাদিকং কৃত্বা প্রণিপত্য ক্ষমাপয়েৎ । যাত্রাং কৃত্বা তু পূর্ব্বোক্তাং ততো নিজগৃহং ব্রজেৎ ॥ ২২ ॥ ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ পঞ্চ শিবভক্তিপরায়ণান্ । প্রণম্য দেবতারূপান্ মহাকালোষিতান্ দ্বিজান্ ॥ ২৩ ॥ পূজয়িত্বা হিরণ্যেন সূক্ষ্মবস্ত্রগুণৈর্নবৈঃ । রথং পিঙ্গলকে দদ্যাৎ গজং কায়াবরোহণে ॥ ২৩ ॥ দত্ত্বা বিশ্বেশ্বরে চাশ্বং বৃষং দত্ত্বা তু চোত্তরে । ধেনুং দত্ত্বা মহাকালে সর্ব্বোপস্করসংযুতম্ ॥২৫॥ য এবং কুরুতে ব্যাস তস্য পুণ্যফলং শৃণু ॥ ২৬ ॥ পিতৃকৈর্ম্মাতৃকৈঃ সার্দ্ধং কুলৈঃ স দিবি মোদতে । অপ্সরোগীতনৃত্যাদ্যৈর্ব্বিমানৈঃ সার্ব্বকামিকৈঃ ॥ ২৭ ॥ যস্তু প্রদক্ষিণাং কুর্য্যান্নিয়মেন কুশস্থলীম্ । প্রদক্ষিণীকৃতা তেন সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা ॥ ২৮ ॥ যস্তু পদ্মাবতীং পশ্যেদর্চ্চয়েৎ পঙ্কজৈর্নরঃ । দত্ত্বা ধূপং সনৈবেদ্যং মৃতো ব্রহ্মপুরং ব্রজেৎ ॥ ২৯ ॥ স্বর্ণশৃঙ্গাটিকাং ব্যাস কুসুমৈঃ স্বর্ণসন্নিভৈঃ সমভ্যর্চ্চ্য মহাভক্ত্যা স যাতি শিবমন্দিরম্ ॥ ৩০ ॥ অবন্তিনীং তু যঃ পশ্যেদ্দেবীং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতাম্ । কামিকেন বিমানেন যাতি পৌরন্দরং পুরম্ ॥ ৩১ ॥ অর্চ্চয়েৎ পঙ্কজৈর্ভক্ত্যা যো দেবীমমরাবতীম্ । অমরৈঃ সহ সংহৃষ্টো মোদতে দিবি সর্ব্বদা ॥ ৩২ ॥ দেবীমুজ্জয়িনীং ভক্ত্যা যঃ পশ্যতি সমাহিতঃ । সর্ব্বৈশ্বর্য্যসমাযুক্তো রুদ্রলোকে মহীয়তে ॥ ৩৩ ॥ বিশালাং চৈব যঃ পশ্যেদ্রুদ্রভক্ত্যা সমাহিতঃ । মুচ্যতে ত্রিবিধৈঃ পাপৈর্নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥৩৪॥ শৃণু ব্যাস মহাতীর্থং পুরা যদ্ব্রহ্মণার্চ্চিতম্ । অক্রূরেশ্বরমিত্যাখ্যং যত্র সিদ্ধঃ পিতামহঃ ॥ ৩৫ ॥ তত্র দেবার্চ্চনং কৃত্বা কৃষ্ণাষ্টম্যামুপোষিতঃ । জিতেন্দ্রিয়ঃ শুচির্দান্তো

স্তর ঈশানসমীপে গমনপূর্ব্বক নক্ত-ভোজনে যামিনী যাপন করিবে। ভূমিতে পতিত হইয়া মহেশের ধ্যান করিবে। নর দ্বাদশী তিথিতে পূর্ব্ববৎ স্নান করিয়া কায়াবরোহণতীর্থে গমন করিবে; ঐ স্থানে গমন করিয়া পিঙ্গলেশ্বরবৎ দেবদেবের পূজা করিবে। পশ্চিমদ্বারে ত্রয়োদশীতিথিতে এইরূপ বিশ্বেশের অর্চ্চনা করিবে। চতুর্দ্দশী তিথিতে উত্তরেশ্বরের পূজা করিবে। অমাবস্যা তিথিতে স্নান করিয়া শুচিভাবে গন্ধ, পুষ্প, ধূপ ও বিবিধ নৈবেদ্য দ্বারা মহাকালেশ্বরের পূজা করিবে। পূজা সমাপন করিয়া গীত-নৃত্যাদি করিবে; এবং প্রণাম করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিবে। অনন্তর পূর্ব্বোক্ত প্রকারে যাত্রা করিয়া নিজগৃহে গমন করিবে। গৃহে গমন করিয়া শিবভক্ত পাঁচটী ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। মহাকালতীর্থবাসী দেবতারূপী ঐ দ্বিজগণকে প্রণাম করিয়া নূতন সূক্ষ্মসূত্ররচিত বস্ত্র দ্বারা পূজা করিয়া পিঙ্গলেশকে রথ প্রদান করিবে। কায়াবরোহণে গজ প্রদান করিবে; বিশ্বেশ্বরে অশ্বদান করিবে; উত্তরেশ্বরে বৃষদান করিবে এবং মহাকালে সর্ব্বোপস্করযুক্ত ধেনু দান করিবে। হে ব্যাসদেব! যে ব্যক্তি এরূপ করে, তাহার পুণ্যফল শ্রবণ করুন। সে স্বীয়কুল ও মাতা-পিতাদিগের সহিত স্বর্গে আমোদ প্রাপ্ত হয় এবং সার্ব্বকামিক বিমানে অপ্সরোগণ নৃত্য-গীত করিতে করিতে তাহাকে বহন করে। ইহা পঞ্চেশানীযাত্রা মাহাত্ম্য। যে ব্যক্তি নিয়মপূর্ব্বক কুশস্থলী প্রদক্ষিণ করে, তাহার সপ্তদ্বীপা মহী প্রদক্ষিণ করা হয়। যে নর পঙ্কজ দ্বারা পদ্মাবতীর অর্চ্চনা করে, তাঁহাকে দর্শন করে, এবং সনৈবেদ্য ধূপ প্রদান করে, সে ব্রহ্মপুরে গমন করিয়া থাকে। ১৬-২৯। হে ব্যাসদেব! স্বর্ণ সন্নিভ কুসুম দ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক স্বর্ণশৃঙ্গাটিকা দেবীর অর্চ্চনা করিলে শিবলোকে গতি হয়। ত্রৈলোক্যবিশ্রুতা অবন্তিনী দেবীকে যে ব্যক্তি দর্শন করে, সে কামগামী বিমানে পুরন্দর-পুরে গমন করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক পঙ্কজ দ্বারা অমরাবতী দেবীর অর্চ্চনা করে, সে হৃষ্ট হইয়া অমরগণের সহিত স্বর্গে আমোদ প্রাপ্ত হয়। যে সমাহিতচিত্তে উজ্জয়িনী-দেবীকে দর্শন করে, সে ব্যক্তি সকল ঐশ্বর্য্যযুক্ত হইয়া রুদ্রলোকে পূজিত হয়। সমাহিতচিত্তে ভক্তিপূর্ব্বক বিশালাদেবীকে দর্শন করিলে বিবিধ পাপ হইতে মুক্তি লাভ করা যায়; এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই। হে ব্যাসদেব! পূর্ব্বে ভগবান্ ব্রহ্মা যে তীর্থের অর্চ্চনা করিয়াছিলেন; এবং তিনি যেখানে সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন; সেই অক্রূরেশ্বর তীর্থের কথা শ্রবণ করুন। এই তীর্থে কৃষ্ণাষ্টমীতে উপবাসী

রুদ্রলোকমবাপ্নুয়াৎ॥ ৩৬॥ ন বদেৎ কেনচিৎ সার্দ্ধং নরঃ প্রাতর্গৃহে স্থিতঃ। দৃষ্ট্বাক্রুরেশ্বরং দেবং হেমদানফলং লভেৎ॥ ৩৭॥ যস্তু পশুতি ব্রহ্মাণং শুচিঃ স্নাতো জিতেন্দ্রিয়ঃ। মুচ্যতে পাতকাদ্‌ঘোরাদ্‌ব্রহ্মলোকং মৃতো ব্রজেৎ॥ পদ্মাসনস্থিতো ব্রহ্মা ধ্যায়মানঃ পরং পদম্। বসিষ্ঠাদ্যৈর্মুনিবরৈর্ব্বিজ্ঞপ্তঃ কর্ম্মসম্ভবান্॥ ৩৯॥ ঋষয় উচুঃ। আদিত্যা মরুতঃ সাধ্যাস্তথা চৈবাশ্বিনাবুভৌ। পিতরো যে চ লোকানাং পূজ্যন্তে ভুবি মানবৈঃ॥ ৪০॥ গ্রহার্কতারকা যক্ষা দিগ্‌গজাশ্চানলানিলাঃ। অমী দেবা বয়ং সর্ব্বে ত্বদংশাঃ পরিপঠ্যতে॥ ৪১॥ কথং ধ্যায়সি দেবেশ এতৎ সর্ব্বং ব্রবীহি নঃ॥ ৪২॥ ব্রহ্মোবাচ। দ্বে বিদ্যে তত্ত্বরূপে যে পরা চৈবাপরা তথা। তে দ্বে চ মম রূপে দ্বে নিত্যে মূর্ত্তাত্মিকে মম॥ ৪৩॥ ঋষয় উচুঃ। পিতামহ কথং বিদ্মো ভবন্তং পরমং বিভুম্। যেনাস্মাকং পরা সিদ্ধির্জ্জায়তে তব দর্শনাৎ॥ ৪৪॥ ব্রহ্মোবাচ। মাহেশ্বরং পরং ক্ষেত্রং কুশস্থলীতি-শব্দিতম্। যজ্ঞার্থিনা ময়া দেবঃ শ্রীকণ্ঠ পার্ব্বতীপতিঃ॥ ৪৫॥ যাচিতস্তেন দেবেন উক্তোঽহং পরমেষ্ঠিনা। সমন্তাদ্‌যোজনং সাগ্রং ক্ষেত্রমেতৎ পিতামহঃ॥ ৪৬॥ ময়া দত্তং তব বিভো মহাকালবনাদৃতে। বারিতঃ স ময়া তত্র বনে গুপ্তো হি রোষতঃ। কপর্দ্দিনা চ তত্রোক্তো যাস্যামো ন তবান্তিকম্॥ ৪৭॥ আরব্ধো বৈ ততো যজ্ঞো নারায়ণপরিগ্রহাৎ। জ্ঞাতস্তথাপি মে যজ্ঞো দেবদেবেন শম্ভুনা॥ ৪৮॥ যজ্ঞবাটং কপর্দ্দীশস্ততো ভিক্ষার্থমাগতঃ। যাজ্ঞিকৈঃ সোঽথ তত্রোক্তো মাত্র তিষ্ঠ জুগুপ্সিতঃ॥ ৪৯॥ কপর্দ্দিনা চ তে তত্র উক্তা যাস্যাম্যহং পুনঃ। এবমুক্ত্বা কপালং স ভূমৌ সংস্থাপ্য তত্র হি॥ ৫০॥ স্নাতুং নদীং যযৌ শিপ্রাং কপর্দ্দী পরমেশ্বরঃ। উক্তং তস্মিন্ গতে শিপ্রাং কপর্দ্দিনি দ্বিজাতিভিঃ॥ ৫১॥ কথং হি ক্রিয়তে হোমঃ কপালে সদসি স্থিতে। অকপালানি শৌচানি পুরা প্রোক্তং মনীষিভিঃ॥ ৫২॥ তৎ কপালং সদস্যেন উৎক্ষিপ্তঃ পাণিনা স্বয়ম্। তস্মিন্ ক্ষিপ্তেঽভবচ্চান্যৎ পুনঃ ক্ষিপ্তেঽভবৎ

থাকিয়া দেবার্চ্চন করিলে জিতেন্দ্রিয়, শুচি, ও দান্ত, হওয়া যায় এবং রুদ্রলোকে গতি হয়। নর প্রাতঃকালে গৃহে থাকিয়া কাহারও সহিত কথা না কহিয়া অক্রুরেশ্বরকে দর্শন করিলে হেমদানের ফল লাভ করে। শুচি শান্ত ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া ব্রহ্মাকে দর্শন করিলে, পাপমুক্ত ও জীবনান্তে ব্রহ্মলোকে গতি হয়। ব্রহ্মা পদ্মাসন-স্থিত হইয়া পরম পদ ধ্যান করিতেছেন, এমন সময়ে বসিষ্ঠাদি মহর্ষিগণ তাঁহাকে কর্ম্মসম্ভব বিষয়ে প্রশ্ন করিলেন; তাঁহারা বলিলেন,—আদিত্য, মরুৎ, সাধ্য, অশ্বিনীকুমারদ্বয় এবং পিতৃগণ প্রভৃতিকে মানবগণই পূজা করিয়া থাকে। গ্রহ, অর্ক, তারকা, যক্ষ, দিগগজ, অনল ও অনিল প্রভৃতি আমরা সকলে আপনার অংশসম্ভূত; অতএব আপনি ধ্যান করিতেছেন কেন? তাহা আমাদিগকে বলুন। ব্রহ্মা বলিলেন,—তত্ত্বরূপ যে দুইটী বিদ্যা আছে; তাহা পরা ও অপরা। ঐ বিদ্যাদ্বয় নিত্য ও মূর্ত্তাত্মিকা ভেদে আমারই দুইটী রূপ। ঋষিগণ বলিলেন,—হে পিতামহ! আমরা কি প্রকারে আপনাকে তত্ত্বত জানিতে পারিব?—যাহাতে আপনার দর্শন মাত্রে আমাদের সিদ্ধি লাভ হইবে। ব্রহ্মা বলিলেন, কুশস্থলী নামে যে পরম মাহেশ্বর ক্ষেত্র আছে, আমি তথায় যজ্ঞানুষ্ঠান করিব বলিয়া মহাদেবের নিকট প্রার্থনা করি। তিনি আমাকে বলেন,—হে পিতামহ! এই ক্ষেত্র চতুর্দ্দিকে যোজন-পরিমিত। আমি মহাকালবন ব্যতীত তোমাকে ইহা প্রদান করিলাম। মহাকালবনে যাইতে বারিত হইয়া আমি ঐ বন পালন করিতে লাগিলাম। কপর্দ্দী আমাকে বলিলেন,—আমি তোমার নিকটে যাইব না। আমি তখন নারায়ণকে লইয়া যজ্ঞারম্ভ করিলাম। শম্ভু তাহা জানিতে পারিলেন।৩০-৪৮। অনন্তর তিনি ভিক্ষার্থ যজ্ঞবাটে উপস্থিত হইলেন। যাজ্ঞিকগণ তাঁহাকে বলেন,—হে জুগুপ্সিত! তুমি ক্ষণকাল অবস্থান কর। তাহাতে কপর্দ্দী বলিলেন,—আমি প্রত্যাবর্ত্তন করি। এই কথা বলিয়া তিনি কপাল ভূমিতে রক্ষা করিয়া স্নানার্থ শিপ্রা নদীতে গমন করেন। কপর্দ্দী সেখানে যাইলে দ্বিজাতিগণ তাঁহাকে বলেন,—সভায় আপনার কপাল থাকিতে কি প্রকারে হোম করা যাইতে পারে? পূর্ব্বে মনীষিগণ কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে যে, কপালসংসর্গ-বর্জ্জনই শৌচ। অতএব ঐ কপাল মুনিসত্তমগণ স্বয়ং উৎক্ষেপণ করিয়া ফেলেন। পরন্তু একটী ক্ষেপণ করিলে আর একটী হয়, পুনরায় তাহা ক্ষিপ্ত হইলে

পুনঃ ॥ ৫৩ ॥ এবং নাস্তং কপালানাং প্রাপ্য তে মুনিসত্তমাঃ। রুদ্রং কপর্দ্দিনং মত্বা শরণং তং সমাগতাঃ ॥ ৫৪ ॥ ততঃ স দর্শনং প্রাদাদ্ভক্ত্যা তুষ্টো মহেশ্বরঃ। কপালপাণির্ভগবানামুবাচ ততঃ প্রভুঃ ॥ ৫৫ ॥ বরং বরয় ভো ব্রহ্মন্ যত্তে মনসি বর্ত্ততে। নাস্ত্যদেয়ং ময়া তুভ্যং সর্ব্বং দাস্যামি তত্ত্বতঃ ॥ ৫৬ ॥ ব্রহ্মোত্তরমিদং স্থানং ময়া দত্তং চতুর্ম্মুখ। কারয়স্ব যথাকামং যথাবর্ণচতুষ্টয়ম্ ॥ ৫৭ ॥ এবং বদন্তং বরদমীশানং পরমেশ্বরম্। তথেতি চোক্তা সদসি ন ময়ান্যো বরো বৃতঃ ॥ ৫৮ ॥ উজ্জয়িনীতি বৈ নাম কুশস্থল্যাং নিবেশিতম্। কুণ্ডং মন্দাকিনী তত্র ময়া কৃতমনন্তরম্ ॥ ৫৯ তত্র বিপ্রাঃ কৃতে স্নানে সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে তস্যাং সংস্থাপয়েদ্দিক্ষু চতুরোঽর্ঘ্যঘটান্ শুভান্ ॥ ৬০ সতিলাংস্তান্ সবস্ত্রাংশ্চ সফলান্মণ্ডকৈঃ সহ কার্ত্তিক্যামথ মাঘ্যাঞ্চ চাতুর্ব্বিদ্যং প্রদাপয়েৎ ॥ ৬১ প্রথমঞ্চ ঋগ্বেদায় যজুর্ব্বেদায় দক্ষিণম্। পশ্চিমং সামবেদায় অথর্ব্বণে তথোত্তরম্ ॥ ৬২ ॥ বেদান্দিশ্য চাপ্যেবং প্রীয়তাং মে পিতামহঃ। কৃতে চৈবং হি যৎ পুণ্যং তচ্ছৃণুধ্বং সমাহিতাঃ ॥ ৬৩ ॥ সর্ব্বতীর্থেষু যৎ পুণ্যং মন্দাকিন্যাং তথা ভবেৎ। সহস্রগুণিতং স্নানং জাপ্যং লক্ষগুণং ভবেৎ ॥ ৬৪ ॥ দানং কোটিগুণং জ্ঞেয়ং মন্দাকিন্যাং ন সংশয়ঃ। কৌমুদে মাসি সম্প্রাপ্তে গোদানং তত্র কারয়েৎ ॥ ৬৫ ॥ ঘৃতধেনুঞ্চ কার্ত্তিক্যাং মাঘ্যাং তিলময়ীং তথা। জলধেনুং তু বৈশাখ্যাং দত্ত্বা মুচ্যেত পাতকৈঃ ॥ ৬৬ ॥ বাচিকং মানসং পাপং কর্ম্মজং যচ্চ দুষ্কৃতম্। বিনশ্যেৎ কিল্বিষং সর্ব্বং মন্দাকিন্যাস্তু দর্শনাৎ ॥ ৬৭ ॥ মন্দাকিনীসমং তীর্থং পৃথিব্যাং নৈব দৃশ্যতে। যস্য দর্শনমাত্রেণ ব্রহ্মলোকে স মোদতে ॥ ৬৮ ॥ মন্দাকিন্যান্তু যঃ স্নানং কৃত্বা শ্রাদ্ধং প্রদাস্যতি। দর্শে চ পূর্ণিমায়াং বা পিতৃলোকে স মোদতে ॥ ৬৯ ॥ পিতামহং তু যো ভক্ত্যা নিত্যং পশ্যতি মানবঃ। অশ্বমেধসহস্রেণ রাজসূয়শতেন চ ॥ ৭০ ॥ যুজ্যতে নাত্র সন্দেহঃ সত্যমেতত্তপোধনাঃ। ততো মন্বন্তরেঽতীতে প্রাপ্তে বৈবস্বতে- পুনঃ ॥ ৭১ ॥ তেনৈবোন্মত্তবেশেন ঊর্দ্ধশেষো মহে-

আবার অস্থ একটী হয়। ঐরূপে মুনিসত্তমগণ কপালের অন্ত না পাইয়া কপালীকে রুদ্ধ মনে করিয়া তাঁহার শরণ প্রাপ্ত হন। অনন্তর ভক্তিতুষ্ট মহেশ্বর দর্শন দান করেন। ঐ সময় ভগবান্ কপালী আমাকে বলেন,—হে ব্রহ্মন্! তোমার যাহা মনে হয়, তুমি বর প্রার্থনা কর। তোমাকে আমার অদেয় কিছুই নাই, সকলই তোমাকে দিতে পারি! হে চতুর্ম্মুখ! ব্রহ্মোত্তর নামক এই স্থান আমি তোমাকে দান করিলাম। এখানে তোমার যাহা ইচ্ছা হয় কর. এখানে তুমি বর্ণচতুষ্টয় স্থাপন কর। পরমেশ্বর ঈশান এই কথা বলিলে, আমি 'তাহাই হউক' এই বলিয়া আর অন্য বর চাহিলাম না। আমি উজ্জয়িনী নামে প্রসিদ্ধ কুশস্থলীতে এক কুণ্ড আবিষ্কার করিলাম। ঐ কুণ্ডের অব্যবহিত সন্নিধানে মন্দাকিনী বিরাজিত। ঐ স্থানে স্নান করিলে বিপ্রগণ সকল পাপ হইতে মুক্ত হন। ঐ কুণ্ডের চতুর্দ্দিকে চারিটী শুভ অর্ঘ্যঘট সংস্থাপিত করিবে। ঐ ঘটগুলি সতিল, সবস্ত্র, সফল, এবং মণ্ডা-বিশিষ্ট হইবে। কার্ত্তিকী বা মাঘী পূর্ণিমায় স্থাপিত হইলে উহারা চতুর্ব্বিদ্যা প্রদান করে। প্রথম ঘটটী ঋগ্বেদ, দক্ষিণস্থিত যজুর্ব্বেদ, পশ্চিমস্থিত সামবেদ ও উত্তরদিক্স্থিত ঘটটী অথর্ব্ববেদার্থ স্থাপন করিবে। এইরূপে বেদ উদ্দেশে প্রার্থনা করিবে যে, আমার প্রতি পিতামহ প্রীত হউন। এইরূপ করিলে যে পুণ্য হয়, তাহা সমাহিত হইয়া শ্রবণ করুন। ৪৯—৬৩। সমস্ত তীর্থে যে ফল হয়, এক মন্দাকিনীতেই সে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। অন্য তীর্থের স্নানে যে ফল, মন্দাকিনীতে তাহার সহস্রগুণ, এই স্থানে জপ লক্ষগুণ, এবং দান কোটিগুণ হয়; ইহাতে কোন সংশয় নাই। কার্ত্তিক মাস প্রাপ্ত হইলে ঐ স্থানে গোদান করিতে হয়। কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় ঘৃতধেনু, মাঘী পূর্ণিমায় তিলধেনু, এবং বৈশাখী পূর্ণিমায় জলধেনু দান করিলে পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। বাচিক, মানসিক ও যাহা কর্ম্মজ পাপ, এ সমস্তই মন্দাকিনীদর্শনে বিনষ্ট হইয়া থাকে। মন্দাকিনীসদৃশ তীর্থ পৃথিবীতে দৃষ্ট হয় না—যাহার দর্শন মাত্রে ব্রহ্মলোকে মোদিত হওয়া যায়। পূর্ণিমা বা অমাবস্যায় মন্দাকিনীতে স্নান করিয়া শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃলোকে গমন করিয়া আনন্দিত হওয়া যায়। ঐ স্থানে ব্রহ্মাকে নিত্য দর্শন করিলে সহস্র অশ্বমেধ ও শত রাজসূয় যজ্ঞের ফল পাওয়া যায়; হে তপোধনগণ! ইহা সত্য। অনন্তর মন্বন্তর অতীত হইলে বৈবস্বত মন্বন্তরের প্রাপ্তিতে দেবদেব উন্মত্তবেশে ঊর্দ্ধলিঙ্গ হইয়া ব্রহ্মার যজ্ঞ-

শ্বরঃ। প্রবিষ্টো ব্রহ্মণঃ সদ্মে দৃষ্টস্তৈর্দ্বিজসত্তমৈঃ।
৭২। তে ব্রাহ্মণাঃ শপন্তি স্ম নিন্দাং কুর্ব্বন্তি চাপরে। অপরে পাংশুভিঃ শিশ্নং ঘ্নন্তি তস্যাশপন্ দ্বিজাঃ। ৭৩। লোষ্টৈর্লগুড়কৈশ্চান্যে ঘ্নন্তি তং বলগর্ব্বিতাঃ। জটামুকুটকং কেচিদ্ধৃত্বা কর্ষন্তি চাপরে। ৭৪। পৃচ্ছন্তি ব্রতচর্য্যাং বৈ কেন ব্রতঞ্চ দর্শিতম্। অত্র চৈব স্ত্রিয়ঃ সন্তি কথমেতত্ত্বয়া কৃতম্। ৭৫। ব্রহ্মণা চেদৃশী চর্য্যা বিষ্ণুনা বা কৃতা স্বয়ম্। গিরিশেনাপি দেবেন কেনেদং দুষ্কৃতং কৃতম্। ৭৬। মা বিড়ম্বয় দেবেশং বধ্যো হি নস্তমদ্য বৈ। এবং তৈর্হন্যমানস্তু ব্রাহ্মণৈস্তত্র শঙ্করঃ।
৭৭। স্মিতং কৃত্বাব্রবীৎ সর্ব্বান্ ব্রাহ্মণান্ পরমেশ্বরঃ। কিং যূয়ং মামভিহথ হ্যুন্মত্তং নষ্টচেতসম্।
৭৮। যূয়ং কারুণিকাঃ সর্ব্বে মৈত্রভাবে ব্যবস্থিতাঃ। তমেবংবাদিনং দেবং জাল্মরূপধরং হরম্। ৭৯। মায়য়া তস্য দেবস্য মোহিতাস্তে দ্বিজাতয়ঃ। পুনঃ কপর্দ্দিনং জঘ্নুঃ পাণিপাদেন বৈ দ্বিজাঃ। ৮০। তাড্যমানস্তু তৈর্বিপ্রৈঃ পরং কোপমুপাগতম্। ততো দেবেন তে শপ্তা যূয়ং বেদবিবর্জ্জিতাঃ। ৮১। ঊর্দ্ধজটাঃ সলগুড়াঃ পরদারোপজীবিনঃ। রতা দ্যূতে চ বেশ্যায়াং পিতৃমাতৃবিবর্জ্জিতাঃ। ৮২। ন পুত্রে পিতৃবিত্তঞ্চ বিদ্যা বাপি ভবিষ্যতি। শেষো মম হতো যৈশ্চ তে সর্ব্বেন্দ্রিয়বর্জ্জিতাঃ। ৮৩। রৌদ্রাং ভিক্ষাং তু ভিক্ষন্তঃ পরপিণ্ডোপজীবিনঃ। আত্মানং বর্ণয়িষ্যন্তি ধনধান্যবিবর্জ্জিতাঃ। ৮৪। যৈশ্চ তত্র কৃতা বিপ্রৈর্হন্যমানে কৃপা ময়ি। তেষাং ধনঞ্চ পুত্রাশ্চ দাসীদাসাদয়শ্চ বৈ। ৮৫। কুলোৎপন্নাশ্চ বৈ নার্য্যো ভবিষ্যন্তি বরান্মম। এবং শাপং বরং দত্ত্বা গতোঽন্তর্দ্ধানমীশ্বরঃ। ৮৬। ততো দ্বিজা গতে দেবে মত্বা তং শঙ্করং বিভুম্। অন্বেষয়ন্তো যত্নেন মহাকালবনং গতাঃ। ৮৭। স্নাত্বা সরসি রুদ্রস্য জপন্তঃ শতরুদ্রিয়ম্। জপাবসানে তান্ দেবোঽশরীরিণ্যা গিরাব্রবীৎ। ৮৮। অনৃতং ন ময়া প্রোক্তং স্বৈরেষ্বপি কৃতঃ সুখম্। ভূয়োঽপ্যনুগ্রহং বিপ্রা

ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। এরূপ অবস্থায় দ্বিজসত্তমগণ তাঁহাকে দর্শন করিলেন। তখন ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে শাপ দিতে লাগিলেন,অপরে নিন্দা করিতে লাগিলেন; কেহ কেহ তাঁহার শিশ্নে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া প্রহার করিতে লাগিল এবং বলিল—এখানে রমণীগণ রহিয়াছে, কি জন্য তুমি এরূপ বীভৎস আচরণ করিতেছ? ব্রহ্মা ও বিষ্ণু ইঁহাদেরই বা ব্যবহার কিরূপ? দেব গিরিশকে এরূপ দুষ্কৃত আচরণ করিবার জন্য কেন তাঁহারা প্রশ্রয় দিতেছেন? দেবেশ! তুমি এরূপ আচরণ করিও না; করিলে তুমি আমাদের বধ্য হইবে। শঙ্কর ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক এইরূপে অভিহিত হইয়া প্রহৃত হইতে লাগিলেন। তথাবিধ প্রহৃত হইয়া একটু মৃদুহাসি হাসিয়া তিনি ব্রাহ্মণগণকে বলিলেন, আমি উন্মত্ত হইয়াছি, আমার জ্ঞান লোপ পাইয়াছে; কেন তোমরা আমাকে এরূপ প্রহার করিতেছ; তোমরা সকলে কারুণিক; আমাকে মিত্রভাবে দর্শন কর। বীভৎসরূপধারী হর এই কথা বলিলে,তাঁহার কথায় মোহিত হইয়া দ্বিজাতিগণ পুনরায় তাঁহাকে পাণিপাদ দ্বারা প্রহার করিতে লাগিলেন। বিপ্রগণ কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া তিনি তখন কুপিত হইলেন; হইয়া—তিনি তাঁহাদিগকে শাপ দিলেন যে, তোমরা বেদবর্জ্জিত হইবে; ঊর্দ্ধজট, ঊর্দ্ধলগুড় ও পরদারোপজীবী হইবে; দ্যূতে রত হইবে; মাতাপিতৃবর্জ্জিত হইয়া বেশ্যাসক্ত হইবে; তোমাদের পুত্রে পিতৃবিত্ত ও পিতৃবিদ্যা বর্ত্তিবে না; এই যে তোমরা আমার শিশ্নকে প্রহার করিলে, এ কারণ তোমরা ইন্দ্রিয়বর্জ্জিত হইবে; রৌদ্রীভিক্ষা অবলম্বন করিয়া পরপিণ্ডোপজীবী হইবে; এবং ধনধান্যবিবর্জ্জিত হইয়া "আমি দরিদ্র, আমাকে ভিক্ষা দাও" বলিয়া আত্ম-পরিচয় প্রদান করিয়া বেড়াইবে। ৬৪—৮৪। যাহারা আমার প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া তোমাদিগকে নিষেধ করিয়াছিল, তাহাদের ধন, পুত্র ও দাসদাসী হইবে; সৎকুলজাতা স্ত্রী তাহারা লাভ করিবে। এই প্রকার শাপ ও বর প্রদান করিয়া দেবেশ অন্তর্দ্ধান করিলেন। দেব অন্তর্হিত হইলে তখন দ্বিজগণ তাঁহাকে শঙ্কর বলিয়া জানিতে পারিয়া সযত্নে অন্বেষণ করিতে করিতে মহাকালবনে গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহারা রুদ্র-সরে স্নান করিয়া শতরুদ্রীয় জপ করিতে লাগিলেন। জপাবসানে দেবদেব তাঁহাদিগকে আকাশবাণী দ্বারা বলিলেন,—আমি তোমাদিগকে যাহা বলিয়াছি, তাহা অসত্য হইবার নহে; হে

যুষ্মাকং করবাণ্যহম্ ॥ ৮৯ ॥ শান্তা দান্তাশ্চ যে বিপ্রা ভক্তিমন্তো ময়ি স্থিতাঃ। ন তেষাং ছিদ্যতে বংশো ন ধনং ন চ সন্ততিঃ ॥ ৯০ ॥ অগ্নিহোত্ররতা যে চ ভক্তিমন্তো জনার্দ্দনে। পূজয়ন্তি চ ব্রহ্মাণং তেজোরাশিং দিবাকরম্ ॥ ৯১ ॥ নাশুভং বিদ্যতে তেষাং যেষাং সাম্যে স্থিতা মতিঃ। এতাবদুক্তা দেবেশস্তূষ্ণীমাসীজ্জগৎ প্রভুঃ ॥ ৯২ ॥ এবং শাপং বরং লব্ধা দেবদেবান্মহেশ্বরাৎ। আজগ্মুঃ সহিতাঃ সর্ব্বে যত্র দেবঃ পিতামহঃ ॥ ৯৩ ॥ বিরিঞ্চিমথ তে জাপ্যৈস্তোষয়ন্তোহগ্রতঃ স্থিতাঃ। তুষ্টস্তান-ব্রবীদ্ব্রহ্মা মত্তোহপি ব্রিয়তাং বরঃ ॥ ৯৪ ॥ ব্রহ্মণস্তেন বাক্যেন তুষ্টাঃ সর্ব্বে দ্বিজোত্তমাঃ। কো বরো যাচ্যতাং বিপ্রাঃ পরিতুষ্টে পিতামহে ॥ ৯৫ ॥ একে তত্রাব্রুবন্ বিপ্রা বেদান্ বৈ বৃণবামহৈ। ততোহন্যে চ ধনং ধান্যং ব্রিয়তামবিশঙ্কিতৈঃ ॥ ৯৬ ॥ অন্যে প্রাহুঃ কিমস্মাকং ধনৈস্তুষ্টে পিতামহে। অগ্নিহোত্রাণি বেদাশ্চ শাস্ত্রাণি বিবিধানি চ ॥ ৯৭ ॥

শান্তা আঢ্যাশ্চ লোকাশ্চ বরদানান্তবন্তু নঃ। এবং প্রজল্পতাং তত্র বিপ্রাণাং কোপ আবিশৎ ॥ ৯৮ ॥ পরস্পরং বরার্থেহথ যুদ্ধং কর্ত্তুং সমুদ্যতাঃ। যুধ্যন্তে সায়ুধাঃ কেচিৎ কেচিত্তত্রোপসর্পকাঃ ॥ ৯৯ ॥ কেচিদ্বিপ্রা উদাসীনাঃ কেচিদ্বৈ মৌনমাস্থিতাঃ। দৃষ্ট্বৈবং ভগবান্ প্রাহ বিপ্রান্ যুদ্ধং প্রকুর্ব্বতঃ ॥ ১০০ ॥ যস্মাৎ কুমন্ত্রিতা বিপ্রাঃ শালায়া বাহ্যসংস্থিতে। তস্মাদামূলতো বিপ্রা গুল্মে যুদ্ধোপসর্পকাঃ ॥ ১০১ ॥ উদাসীনস্তু যো গুল্মো বৃত্তিহীনো ভবিষ্যতি। বেদাস্তস্য ভবেয়ুর্বৈ যস্তস্তি মৌনসংস্থিতঃ ॥ ১০২ ॥ তৃতীয়ঃ সায়ুধো গুল্মো যোদ্ধুকামস্তু যঃ স্থিতঃ। পরদারেষু বেশ্যায়াং দ্যূতে চৌর্য্যে সদা রতঃ ॥ ১০৩ ॥ চতুর্ব্বিধঃ স বৈ বিপ্রো বৃত্তিহীনো ভবিষ্যতি। এবমুক্তা যযৌ ব্রহ্মা বৈরাজং ভবনোত্তমম্ ॥ ১০৪ ॥ এবং মে পরমং ক্ষেত্রং মুনয়োহবন্তিমণ্ডলে। যাং দেবনগরীং লোকে প্রবদন্তীহ মানবা ॥ ১০৫ ॥ তস্যাস্তু যে দ্বিজাঃ শান্তা বসন্তি ক্ষেত্রবাসিনঃ। ন তেষাং দুর্লভং কিঞ্চিন্মম লোকে ভবিষ্যতি ॥ ১০৬ ॥ কোলামুখে কুরুক্ষেত্রে নৈমিষে

বিপ্রগণ! আমি তোমাদিগকে পুনরায় অনুগ্রহ করিলাম। যে সকল শান্ত দান্ত দ্বিজ আমার প্রতি ভক্তিযুক্ত হয়, তাহাদের বংশ, ধন, ও সন্ততি উচ্ছিন্ন হয় না। যাহারা অগ্নিহোত্ররত, জনার্দ্দন ভক্তিযুক্ত এবং ব্রহ্মা ও তেজোরাশি দিবাকরের পূজা করিয়া থাকে, তাহা সমদানী-দিগের কদাচ অশুভ হয় না। এই কথা বলিয়া জগৎপ্রভু মৌনাবলম্বন করিলেন। বিপ্রগণ এইরূপে দেবদেব হইতে শাপ ও বর লাভান্তে সকলে সমবেত হইয়া পিতামহসমীপে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা বিরিঞ্চির স্তব করিয়া তাঁহার অগ্রে দণ্ডায়মান হইলেন। তিনি তুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন,—আমার নিকটও তোমরা বর গ্রহণ কর। তাঁহার কথা শুনিয়া দ্বিজগণ অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া এই বিতর্ক আরম্ভ করিলেন যে, পিতামহ সন্তুষ্ট হইয়াছেন; এখন ইঁহার নিকট কোন্ বর প্রার্থনা করা যাইবে। তাঁহাদের মধ্যে কতিপয় বিপ্র বলিলেন,—বেদ-প্রাপ্তিরূপ বর গ্রহণ করাই আমাদের উচিত অন্য কতিপয় বলিলেন,—নিঃশঙ্কে ধনধান্য বর গ্রহণ করাই আমাদের উচিত। অপর কতিপয় বলিলেন,—পিতামহ যখন তুষ্ট হইয়াছেন, আর আমাদের ধনের প্রয়োজন কি? বর প্রভাবে অগ্নি-হোত্র, বেদ, বিবিধশাস্ত্র, এবং লোক সকল শান্ত ও আঢ্য হউক। এইরূপ জল্পনা করিতে করিতে তাঁহাদের মধ্যে কোপের আবির্ভাব হইল। সকলে বর প্রার্থনা লইয়া যুদ্ধারম্ভ করিয়া দিলেন! কেহ কেহ অস্ত্রশস্ত্র লইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, কেহ কেহ বা স্থান পরিত্যাগ করিলেন; কতিপয় উদাসীন; এবং কতিপয় মৌনাবলম্বন করিলেন। ভগবান্ ব্রহ্মা বিপ্রগণকে এইরূপ যুদ্ধ করিতে দেখিয়া বলিলেন,—যে হেতু বিপ্রগণ এই যজ্ঞ-শালার বাহ্য সংস্থানে কুমন্ত্রণা করিয়াছে; অতএব আমূলত বিপ্রগণ গুল্মে যুদ্ধোপসর্পক হইবে। ৮৫-১০১ উদাসীন যে গুল্ম, তাহা বৃত্তিহীন হইবে। আর যাহারা মৌনাবলম্বন করিয়াছিল, তাহারা বেদ লাভ করিবে। এই মৌনাবলম্বিগণই তৃতীয়। সায়ুধ যুদ্ধকামী যে গুল্ম, তাহারা পরদার, বেশ্যা, দ্যূত, ও চৌর্য্যে সদা রত হইবে। এই সম্প্রদায়স্থ বিপ্রগণ উক্ত প্রকারে চতুর্ব্বিধ হইয়া বৃত্তিহীন হইবে। এই কথা বলিয়া ব্রহ্মা বৈরাজ ভবনে গমন করিলেন। হে মুনিগণ! এই প্রকারে আমার অবন্তীমণ্ডলে পরম ক্ষেত্র বিহিত হই যাহাকে মানবগণ দেবনগরী বলিয়া থাকে। অবন্তীমণ্ডলস্থ ঐ ক্ষেত্রে যাহারা বাস করে, তাহা-

পুষ্করেষু চ। বারাণস্যাং প্রভাসে চ তথা বদরিকাশ্রমে ॥ ১০৭ ॥ গঙ্গাদ্বারে প্রয়াগে চ গঙ্গাসাগরসঙ্গমে। রুদ্রকোট্যাং বিরূপাক্ষে মিত্রস্থাপি তথা বনে ॥ ১০৮ ॥ তীর্থেষেতেষু ক্ষেত্রেষু যা সিদ্ধির্দ্বাদশাব্দিকা। প্রাপ্যতে মানবৈর্লোকে সা মাসেনেহ লভ্যতে। উজ্জয়িন্যাং ন সন্দেহো ব্রহ্মচর্য্যে মনো যদি ॥ ১০৯ ॥ তীর্থানাং প্রবরং তীর্থং ক্ষেত্রাণামপি চোত্তমম্। সদাভিরুচিতং মহ্যমেতদ্বৈ মুনিসত্তমাঃ ॥ ১১০ ॥ মন্দাকিন্যাশ্চ মাহাত্ম্যং ক্ষেত্রস্যোৎপত্তিরুত্তমা। ভূয়ঃ কিমন্যদিচ্ছান্তি শ্রোতুং বৈ দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ১১১ ॥ সনৎকুমার উবাচ। এতত্তে ব্রহ্মণো বাক্যং শ্রুত্বা ব্যাস তথাবিধম্। বসিষ্ঠাদ্যাশ্চ মুনয়ঃ পরং ধ্যানমথো গতাঃ ॥ ১১২ ॥ ধ্যাত্বা তু সুচিরং কালং তত্র বাসে মনো দধুঃ। সাগ্নিহোত্রাঃ সপত্নীকা গতাশ্চাবন্তিমণ্ডলে ॥ ১১৩ ॥ মহাকালবনং দৃষ্ট্বা শিপ্রাং চৈব মহানদীম্। শ্মশানমূষরং চৈব নদীং গন্ধবতীং তথা ॥ ১১৪ ॥ কোটিতীর্থমুপস্পৃশ্য চক্রুর্বাসঞ্চ তত্র বৈ। স্মৃত্বা তদ্ব্রহ্মণো বাক্যং রুচিস্তেষাং তদাভবৎ ॥ ১১৫ ॥ অরুন্ধত্যা বশিষ্ঠশ্চ গমনং প্রতি নোদিতঃ। উবাচ তাং মহাত্মাসৌ স্বাং ভার্য্যাং মুনিসত্তমাঃ ॥ ১১৬ ॥ মহাকালঃ সরিচ্ছিপ্রা গতিশ্চৈব সুনির্ম্মলা। উজ্জয়িন্যাং বিশালাক্ষি বাসঃ কস্য ন রোচতে ॥ ১১৭ ॥ স্নানং কৃত্বা নরো যস্তু মহানদ্যাং হি দুর্লভম্। মহাকালং নমস্কৃত্য নরো মৃত্যুং ন শোচয়েৎ ॥ ১১৮ ॥ মৃতঃ কীটঃ পতঙ্গো বা রুদ্রস্যানুচরো ভবেৎ। যত্রৈবা শ্রূয়তে মুক্তিঃ কথং সা ত্যজ্যতে ময়া ॥ ১১৯ ॥ এবং প্রজল্প্যাথ মুনিপ্রধানস্তত্রৈব বাসং সহসা চকার। বনস্য বৃষ্টিং পরিকীর্ত্তয়ংস্তু স্থিতঃ সহৈবাত্র মুনিপ্রধানৈঃ ॥ ১২০ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে মন্দাকিনীক্ষেত্রমাহাত্ম্যবর্ণনং
নাম ষড়্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৬ ॥

সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ।

সনৎকুমার উবাচ। যোঽবন্ত্যামঙ্কপাদাখ্যে পশ্যেদ্রামজনার্দ্দনৌ। যয়োর্দ্দর্শনমাত্রেণ যমলোকঃ ন পশ্যতি ॥ ১ ॥ ব্যাস উবাচ। কথং তাবঙ্ক-

দের মদীয় লোকে গতি হয়। কোলামুখ, কুরুক্ষেত্র, নৈমিষ, পুষ্কর, বারাণসী, প্রভাস, বদরিকাশ্রম, গঙ্গাদ্বার, প্রয়াগ, গঙ্গাসাগ সঙ্গম, রুদ্রকোটি, বিরূপাক্ষবন এবং মিত্রবন, এই সকল তীর্থে যে দ্বাদশবৎসরলভ্য সিদ্ধি, তাহা এই স্থানে এই উজ্জয়িনীতে এক মাসে প্রাপ্ত হয়,—যদি তাহার ব্রহ্মচর্য্যে মন থাকে। ইহা তীর্থোত্তম এবং ক্ষেত্রোত্তম। হে মুনিসত্তমগণ! ইহা আমার সদা প্রীতিদায়ক। মন্দাকিনীর মাহাত্ম্য, এই ক্ষেত্রের উৎপত্তি কথা, ইহার মধ্যে—হে বিপ্রগণ! তোমরা আর কি শুনিতে ইচ্ছা কর? সনৎকুমার বলিলেন—হে ব্যাসদেব! বশিষ্ঠাদি মুনিগণ ভগবান্ ব্রহ্মার তথাবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহারা তৎপ্রবর্ত্তিত ক্ষেত্রে বাস করিতে মনস্থ করিলেন। সাগ্নিহোত্র সপত্নীক মুনিগণ অবন্তীমণ্ডলে গমনপূর্ব্বক মহাকালবন, মহানদী শিপ্রা, শ্মশান, ঊষরভূমি, গন্ধবতী নদী ও কোটীতীর্থে জল স্পর্শ করিয়া ঐ স্থানে বাস করিতে লাগিলেন। ভগবান্ ব্রহ্মার বাক্য স্মরণ করিয়া তাঁহাদের ঐ স্থানে বাস করিতে অনুরাগ জন্মিতে লাগিল। মহাত্মা বশিষ্ঠ স্বীয় ভার্য্যা অরুন্ধতী কর্ত্তৃক ঐ স্থানে বাস করিবার জন্য প্রণোদিত হইয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন,—যেখানে মহাকাল, সরিৎ শিপ্রা, এবং গতি—সুনির্ম্মলা—হে বিশালাক্ষি! সেই উজ্জয়িনীতে বাস করিতে কাহার না ইচ্ছা হয়? সেখানে মহানদীতে স্নান করিয়া ভগবান্ মহাকালকে নমস্কার করিয়া মৃত্যুর জন্য শোক করিতে হয় না। কীট পতঙ্গাদি ঐ স্থানে মৃত হইয়া রুদ্রের অনুচর হয়। যেখানে মুক্তি এত সুলভ বলিয়া কথিত হয়, সে স্থান আমি কি পরিত্যাগ করিতে পারি? মুনিপ্রধান বশিষ্ঠ ইরূপ কথোপকথনের পর সত্বর ঐ স্থানে বাস করিলেন। তিনি মুনিগণের সহিত ঐ স্থানের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করত অবস্থান করিতে লাগিলেন। ১০২-১২০।

ষড়্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৬।

——:——

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

সনৎকুমার বলিলেন,—অবন্তীর অঙ্কপাদে রাম-জনার্দ্দনকে দর্শন করিলে যমলোক দর্শন করিতে হয় না। ব্যাসদেব বলিলেন,—হে মহা-

পাদাখ্যে যাতাবত্র মহামুনে। ন পশ্যেদ্‌যমলোকং স যদ্যপি ব্রহ্মহা ভবেৎ ॥ ২ ॥ সনৎকুমার উবাচ। ভারাবতারণার্থায় দেবৌ রামজনার্দ্দনৌ। অবতীর্ণৌ যদোর্ব্বংশে দিব্যরূপৌ মহাদ্যুতী ॥ ৩ ॥ কংসং হত্বা সচানূরমুগ্রসেনং নরাধিপম্। অভিষিচ্য স্বয়ং রাজ্যে যদুসিংহ উবাচ তম্ ॥ ৪ ॥ কিং কার্য্যন্তে ময়া ব্রূহি কর্ত্তব্যং তে সুতে হতে। এবমুক্তঃ স রাজা বা উগ্রসেনোঽব্রবীদিদম্ ॥ ৫ ॥ সর্ব্বং সম্পৎস্যতে কৃষ্ণ ভবতো হি ন দুর্লভম্। বিজ্ঞাতাখিলবিজ্ঞানৌ ভবিতারাবুভাবপি ॥ ৬ ॥ গচ্ছেতমুজ্জয়িন্যাং বৈ কৃতবিদ্যৌ ভবিষ্যথঃ। ততঃ সান্দীপনিং বিপ্রং জগ্মতু রামকেশবৌ ॥ ৭ ॥ কণ্ঠস্থাংশ্চক্রতুর্ব্বেদানাচারমখিলং চ তৌ। সরহস্যং ধনুর্ব্বেদং সসংহারং তথৈব চ ॥ ৮ ॥ অহোরাত্রৈশ্চতুঃষষ্ট্যা তদদ্ভুতমভূদ্দ্বিজ। সান্দীপনিরসম্ভাব্যং তয়োঃ কর্ম্মাতিমানুষম্ ॥ ৯ ॥ বিচিন্ত্য তৌ তদা মেনে প্রাপ্তৌ চন্দ্রদিবাকরৌ। ততঃ কিঞ্চিৎস নোবাচ স্নাতুং তীর্থমথাযযৌ ॥ ১০ ॥ শিষ্যৈস্ত সহিতো বিপ্রো মহাকালবনেঽবিশৎ। শিষ্যৈঃ সহপ্রবিষ্টৌ দ্বৌ তদা তো রামকেশবৌ ॥ ১১ ॥ বন্দমানৌ মহাকালং স তং কেশবমব্রবীৎ। ত্বয়া নাথেন দেবানাং মানুষত্বে হি তিষ্ঠতা ॥ ১২ ॥ সুখমাসীচ্চ সাধূনামজ্ঞানানাঞ্চ সর্ব্বদা। জনে পীড়াকরা যে তু সদা বা বলদর্পিতাঃ ॥ ১৩ ॥ যুবাভ্যাং তে হতাঃ সর্ব্বে কংসপ্রমুখতো নৃপাঃ। মুনিসিদ্ধসুরাদীনাং স্থিতিঃ কার্য্যা ত্বয়াঽনঘ ॥ ১৪ ॥ করিষ্যামি তমিত্যুক্ত্বা স নমস্য ততো যযৌ। দৃষ্ট্বা সান্দীপনিং শিষ্যা ঊচুরেবং দিনেদিনে ॥ ১৫ ॥ কস্তু ন শ্রদ্দধে তেষাং বচস্তত্তাদ্ভুতং যতঃ। স্বয়ং যযৌ ততো দ্রষ্টুমাশ্চর্য্যং শিষ্যভাষিতম্ ॥ ১৬ ॥ ততস্তত্রোত্থিতঃ শব্দঃ সংশ্লেষে চ তথা তয়োঃ। তাবাগতৌ গৃহং তত্র গুরুর্ব্বচনমব্রবীৎ ॥ ১৭ ॥ ন বৈ জ্ঞাতৌ ময়া বীরৌ যদুবৃষ্ণিকুলোদ্ভবৌ। ততঃ সান্দীপনিং কৃষ্ণঃ কৃতকৃত্যোঽব্রবীদ্বচঃ ॥ ১৮।

মুনে! রামজনার্দ্দন কি জন্য অঙ্কপাদে গমন করিয়াছিলেন? এবং ব্রহ্মহা হইলেও কি জন্য তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া মানব যমলোক দর্শন করে না। সনৎকুমার বলিলেন,—ভূভার হরণের নিমিত্ত দিব্যরূপ মহাদ্যুতি দেব রাম-জনার্দ্দন যদু-বংশে অবতীর্ণ হন। যদুসিংহ শ্রীকৃষ্ণ সচানূর কংসকে নিহত করিয়া নরাধিপ উগ্রসেনকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া তাঁহাকে বলিলেন,—হে নরাধিপ! আমি আপনার পুত্রকে নিহত করিয়াছি বটে; কিন্তু আপাতত কি উপকার করিব, তাহা বলুন? ভগবান্ এরূপ কহিলে উগ্রসেন বলিলেন,—হে কৃষ্ণ! তোমার সমস্তই সম্পদ্যমান হইবে, কিছুই দুর্লভ থাকিবে না। অতএব তোমারা উভয়ে অখিল বিজ্ঞান জ্ঞাত হও। তোমারা উজ্জয়িনীতে গমন করিয়া কৃতবিদ্য হও। হে দ্বিজ! অনন্তর রামকৃষ্ণ বিপ্র সান্দীপনির নিকট গমন করিয়া চতুঃষষ্টি দিবসের মধ্যে চতুর্ব্বেদ, অখিল আচার, এবং সরহস্য সসংহার ধনুর্ব্বেদ, আয়ত্ত করিলেন। সান্দীপনি তাঁহাদের অত্যদ্ভুত অমানুষিক কর্ম্ম দেখিয়া চিন্তিত হইলেন এবং তাঁহাদিগকে "চন্দ্র-সূর্য্য সমাগত হইয়াছেন" বলিয়া মনে করিলেন। আর কিছু বলিলেন না। তীর্থস্নানে গমন করিলেন। অনন্তর তিনি শিষ্য সমভিব্যাহারে মহাকালবনে গমন করিলেন। রামকেশবও মুনি-শিষ্যগণের সহিত সেখানে উপস্থিত হইয়া মহাকালবনের বন্দনা করিলেন। তখন সান্দীপনি মুনি কেশবকে বলিলেন,—তুমি দেবতাদিগের নাথ হইয়া মনুষ্যত্বে বর্ত্তমান থাকাতে সাধু ও অজ্ঞান-দিগের সুখ বর্ত্তমান রহিয়াছে। যাহারা জন-পীড়াকারী বা বলদর্পিত, তুমি এতাদৃশ কংসপ্রমুখ নৃপতিদিগকে সংহার করিয়াছ। হে অনঘ! তুমি মুনি, সিদ্ধ ও সুরদিগের মর্য্যাদা স্থাপন করিয়াছ।১—১৪। সান্দীপনি কর্ত্তৃক কেশব এইরূপ অভিহিত হইয়া বলিলেন,—হাঁ, আমি করিয়াছি! এই বলিয়া তিনি মুনিকে নমস্কার করিয়া চলিয়া গেলেন। তিনি চলিয়া গেলে সান্দীপনির শিষ্যগণ তাঁহার নিকট দিন দিন কেশবের গুণপণার কথা আলোচনা করিতেন। কে না তাঁহাদের বাক্যে শ্রদ্ধা প্রকাশ করিবে? যেহেতু তাঁহাদের বাক্য অদ্ভুত। একদা মুনি, শিষ্যগণের কথায় অদ্ভুত রাম কেশব-লীলা দর্শন করিতে গেলেন। ঐ স্থানে গিয়া তিনি রাম-কৃষ্ণের ব্যায়াম-জনিত উত্থিত শব্দ শুনিতে পাইলেন। অনন্তর রাম-কেশব গৃহে আগমন করিলে মুনি তাঁহাদিগকে বলিলেন,—আমি জানিতাম না যে, তোমরা যদু-বৃষ্ণিকুলোদ্ভব বীর। কৃষ্ণ তখন কৃতকৃত্য হইয়া রামের সহিত পরামর্শ করিয়া রামকেই

গুর্ব্বর্থং কিং দদামীতি সহ রামেণ হর্ষিতঃ। তচ্ছুত্বা বচনং হৃদ্যং গুরুঃ প্রোবাচ হর্ষিতঃ॥ ১৯॥ পুত্রমিচ্ছাম্যহং ত্বত্তো যো মৃতো লবণাম্ভসি। পুত্র একো হি মে জাতঃ স চাপি তিমিনা হৃতঃ॥ ২০॥ প্রভাসে তীর্থযাত্রায়াং ত্বমেব ত্বমিহানয়। তথেতি চাব্রবীৎ কৃষ্ণো রামস্তানুমতে গতঃ॥ ২১॥ তং সমুদ্র উবাচেদং দৈত্যঃ পঞ্চজনো মহান্। তিমিরূপেণ তং বালং গ্রস্তবান্ময়ি সংস্থিতঃ॥ ২২॥ ততঃ পঞ্চজনং হত্বা গ্রাহরূপং মহাবলম্। তন্মধ্যস্থং চ জগ্রাহ শঙ্খং গ্রস্তো হি যঃ পুরা॥ ২৩॥ জলেশ্বর-গৃহাস্তেন গ্রাহেণাতীব লীলয়া। তস্যোদরে যদা বালং নাপ্তবাংস্তু জনার্দ্দনঃ॥ ২৫॥ যমালয়গতং মত্বা তদা বরুণমব্রবীৎ। ভগবন্ যাদসামীশ রথো মে দীয়তাং মহান্॥ ২৫॥ পুরাজিরে হতা দৈত্যা দানবা বলদর্পিতাঃ। ময়া যেন রথেনাদ্য মহ্যং স দীয়তাং রথঃ॥ ২৬॥ ন্যাসভূতো রথো যস্তে বিধৃতো নিহতারিণা। ময়াধর্ম্মং পুরস্কৃত্য স দীয়তামপাম্পতে॥ ২৭॥ যেনাহবে প্রেত-

বলিলেন,—গুরুকে কি প্রদান করা যাইবে? গুরু সান্দীপনি এই কথা শুনিতে পাইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে বলিলেন,—আমি তোমার নিকট পুত্র প্রার্থনা করি,—আমার পুত্র লবণ-সমুদ্রের জলে মগ্ন হইয়া মৃত হইয়াছে। আমার সবেমাত্র একটী পুত্র ছিল, তাহা তীর্থক্ষেত্র প্রভাসে তিমিতে গ্রাস করিয়াছে। এই তুমি তাহাকে আনয়ন কর। কৃষ্ণও রামের অনুমতি লইয়া বলিলেন—তাহাই হইবে। অনন্তর তিনি সমুদ্রতীরে গেলেন তখন সমুদ্র কেশবকে বলিলেন,—মহাদৈত্য পঞ্চজন তিমিরূপে সেই বালককে গ্রাস করিয়াছে; ঐ দৈত্য আমারই আশ্রয়ে থাকিয়া ঐ কার্য্য করিয়াছে। অনন্তর কেশব গ্রাহরূপী মহাবল ঐ দৈত্য পঞ্চজনকে নিহত করিয়া তন্মধ্যস্থ শঙ্খকে গ্রহণ করিলেন,—যে শঙ্খ পূর্ব্বে জলেশ্বর-গৃহ হইতে গ্রাহ-কর্ত্তৃক লীলাক্রমে গ্রস্ত হইয়াছিল। জনার্দ্দন তাহার উদরে যখন বালককে পাইলেন না, তখন যমালয়-গত মনে করিয়া বরুণকে বলিলেন,—হে ভগবন্! যাদঃপতে! আপনি আমায় রথ প্রদান করুন। —যাহা দ্বারা আমি পূর্ব্বে বলদর্পিত দৈত্য-দানব-গণকে নিহত করিয়াছিলাম। যে রথ অরি নিহত করিয়া আপনার নিকট ন্যাসস্বরূপ রক্ষা করিয়াছি; আপনি ধর্ম্মানুসারে তাহা আমাকে প্রদান করুন। ঐ রথ দ্বারা আমি প্রেতরাজকে রণে পরাজিত

রাজং জিত্বা পশ্যামি বালকম্। এতচ্ছুত্বা প্রহৃষ্টাত্মা জ্ঞাত্বা কার্য্যার্থিনং হরিম্। দদৌ তু রথমক্ষোভ্যং রণে তস্মৈ সুরাসুরৈঃ॥ ২৮॥ ততো হরিঃ সমালোক্য রথং রত্নপরিষ্কৃতম্। দ্বীপিচর্ম্মপরীধানং বৈয়াঘ্রপরিবারিতম্॥ ২৯॥ নানাচিত্রবিচিত্রাঙ্গং গরুড়ধ্বজরাজিতম্। সংযুক্তং শৈব্যসুগ্রীবপুষ্পদন্তবলাহকৈঃ॥ ৩০॥ অজেয়ং দেবদেবেন্দ্রদানবাসুররাক্ষসৈঃ। অনেকায়ুধসম্পূর্ণং মণিবিদ্রুমভূষিতম্॥ ৩১॥ সহস্রসূর্য্যপ্রতিমং চারুবক্ত্রং চতুর্যুগম্। কিঙ্কিণীশতশোভাঢ্যং ঘণ্টাচামরচন্দ্রিকম্॥ ৩২॥ সংবর্ত্তাকারবিষমং খগেন্দ্রবরকেতনম্। দৃষ্ট্বা কৃষ্ণঃ সরামস্তু মুমুদে বীতবিস্ময়াৎ॥ ৩৩॥ প্রদক্ষিণমুপাকৃত্য দেবতাভ্যঃ প্রণম্য চ। আরুরোহ রথং বিষ্ণুর্বিমানং সাগ্রযোজনম্॥ ৩৪॥ ততো জগাম ত্বরিতো জনার্দ্দনো জগন্নিবাসো যমলোকমাশ্রিতাম্। দিশং সহস্রৈঃ কিরণৈর্জ্বলতাং পুরীং দধ্মৌ চ শঙ্খং পরিগৃহ্য চাচ্যুতঃ॥ ৩৫॥ তত্র প্রধ্মাপয়ামাস শঙ্খং শার্ঙ্গধনুর্দ্ধরঃ। তেন শব্দেন বিত্রস্তাঃ কৃতান্তালয়বাসিনঃ॥ ৩৬॥ নরকান্তর্গতা মর্ত্ত্যাঃ পাপাচারপরায়ণাঃ। সুখমাপুঃ প্রসন্নাশ্চ বহবঃ কৃষ্ণদর্শনাৎ॥ ৩৭॥ শস্ত্রাণি কুণ্ঠতাং প্রাপুর্যন্ত্রাণি

করিয়া বালককে দর্শন করিব। কার্য্যার্থী হরির এই কথা শুনিয়া প্রহৃষ্টাত্মা যাদঃপতি সুরাসুরাক্ষোভ্য সেই রথ তাঁহাকে প্রদান করিলেন।১৫—২৮। অনন্তর সরাম হরি বীতবিস্ময় হইয়া ঐ রথ দেখিয়া আনন্দিত হইলেন। ঐ রথ রত্নপরিষ্কৃত দ্বীপিচর্ম্মপরিধান, বৈয়াঘ্র পরিবারিত, বিচিত্রাঙ্গ, গরুড়ধ্বজরাজিত, শৈব্য-সুগ্রীব-পুষ্পদন্ত ও বলাহক-সংযুক্ত, দেব, দানব, অসুর ও রাক্ষসগণের অজেয়, অনেকায়ুধসম্পূর্ণ, মণি-বিদ্রুম-ভূষিত, সহস্র সূর্য্যপ্রতিম, চারুবক্ত্র, চতুর্যুগ, কিঙ্কিণীশতশোভাঢ্য, ঘণ্টা-চামর-চন্দ্রিক, সংবর্ত্তাকার-বিষম, ও খগেন্দ্রবরকেতন। হরি ঐ যোজনপরিমিত রথ প্রদক্ষিণ করিয়া দেবতাগণকে নমস্কারপূর্ব্বক তাহাতে আরোহণ করিলেন। অনন্তর জগন্নিবাস জনার্দ্দন ত্বরিতগতিতে যমালয়ের দিকে রথ চালনা করিলেন। ঐ যমপুরী সহস্র কিরণোজ্জ্বলা। শার্ঙ্গধনুর্দ্ধর অচ্যুত রথ চালনা করিয়া শঙ্খ পূরিত করিলেন। সেই শঙ্খশব্দে কৃতান্তালয়বাসিগণ বিত্রস্ত হইল। নরকান্তর্গত পাপাচার-পরায়ণ মর্ত্ত্যগণ কৃষ্ণদর্শনে

বিবিধানি চ। বিদীর্ণানি তদা চাসুর্দ্দেবদেবস্য দর্শনাৎ ॥ ৩৮ ॥ অসিপত্রবনন্নাম শীর্ণপর্ণমজায়ত। রৌরবং নাম নরকমভৈরবমভূত্তদা ॥৩৯॥ অভৈরবং ভৈরবাখ্যং কুম্ভীপাকমবাচিকম্। শৃঙ্গাটং শৃঙ্গসদৃশং লোহসূচ্যপ্যসূচিকা ॥ ৪০ ॥ দুস্তরা সুতরা জাতা নদী বৈতরণী নৃণাম্। নরকান্তে তদা জাতে গতে বিশ্বেশ্বরে বিভৌ ॥ ৪১ ॥ পাপক্ষয়াত্ততঃ সর্ব্বে তে মুক্তা নারকা নরাঃ। পদমব্যয়মাসাদ্য দৃষ্ট্বা বিষ্ণুং তমোঽপহম্ ॥ ৪২ ॥ বিমানেষু সহস্রেষু হ্যারূঢাস্তে সমন্ততঃ। সমীক্ষ্য পুণ্ডরীকাক্ষং মুক্তাস্তে সর্ব্বপাতকাৎ ॥ ৪৩ ॥ ততঃ শূন্যং মুনে জাতং সর্ব্বং নিরয়মণ্ডলম্। দর্শনাত্তস্য দেবস্য বিষ্ণোর্বিশ্বস্বরূপিণঃ ॥ ৪৪ ॥ ততো দূতাঃ কৃতান্তস্য কৃষ্ণং যুদ্ধকারিণম্। বারয়ামাসুরত্যুগ্রা বিশন্তং নরকান্ প্রতি ॥ ৪৫ ॥ কিঙ্করা উচুঃ। মা বীরানেন মার্গেণ রথমানয় মানবম্। প্রয়াস্যন্ত্যধোগতিং পাপাৎ পরস্ত্রীস্বাপহারকাঃ ॥ ৪৬ ॥ যমাদিষ্টা নরাঃ পাপা যেহমোচ্যা বর্ষকোটিভিঃ। দৃষ্ট্বা ত এব সদ্যস্ত্বাং গতাঃ স্বর্গমপাবৃতাঃ ॥ ৪৭ ॥ এতচ্ছ্রুত্বা বচস্তেষাং কৃপয়া পীড়িতো ভৃশম্। পুনঃ প্রোবাচ মধুহা মোক্তাহমুপাগতঃ ॥ ৪৮ ॥ সর্ব্বেষাং স্বর্গদাতাহং যমলোকনিবারকঃ। অঞ্জসা যমরাজস্তু তো যমায়াখ্যাত মে বচঃ ॥ ৪৯ ॥ এতচ্ছ্রুত্বা বচো দূতাঃ সত্বরা যমমাগতাঃ। সর্ব্বমাচক্ষিরে বৃত্তং যথা নারকমোক্ষণম্ ॥ ৫০ ॥ ততো যমো রুষাবিষ্টঃ প্রাহ তান্ যমকিঙ্করান্। যঃ কশ্চিদাগতো মর্ত্ত্যো মর্য্যাদাভেদকৃন্নরঃ ॥ ৫১ ॥ তং গত্বা বারয়ধ্বং বৈ গৃহীত্বানীয়তামিতি। অয়ং নরান্তকো যাতু কিঙ্করঃ সহ কিঙ্করৈঃ ॥ ৫২ ॥ এবমুক্তো যমেনাথ কিঙ্করঃ স নরান্তকঃ। গত্বা তং বারয়ামাস বাগ্ভিরুগ্রাভিরচ্যুতম্ ॥ ৫৩ ॥ যদা ন বারিতস্তস্থৌ তদা ক্রুদ্ধো নরান্তকঃ। তদা শরৈরতীবোগ্রৈস্তাড়িতস্তেন কেশবঃ ॥ ৫৪ ॥ বলদেবোঽপি সমরে তাড়িতো বিবিধৈঃ শরৈঃ। তাবুভৌ তাড়িতৌ ঘোরৈঃ সমন্তদ্যমকিঙ্করৈঃ ॥ ৫৫ ॥ আদায় ধনুষী দিব্যে

নরকযাতনাভোগ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া সুখী হইল; এবং অতি প্রসন্ন হইল। দেবদেবকে দর্শন করিয়া যমদূতদিগের বিবিধ অস্ত্র ও বিবিধ যন্ত্র কুণ্ঠতাপ্রাপ্ত হইল এবং তাহাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইল; অসিপত্র নামক নরক শীর্ণপর্ণ হইল; রৌরব নরক ভীতিশূন্য হইল; ভৈরব নরক অভৈরব হইল; কুম্ভীপাক বর্ণনাতীত হইল; শৃঙ্গাট নরক শৃঙ্গসদৃশ হইল; লোহসূচী অসূচিবৎ হইল; এবং দুস্তরা বৈতরণী নদী সুখতরণীয় হইয়া উঠিল! বিভু বিশ্বেশ্বর, নরক-সন্নিধানে গমন করিলে নরকবাসী সকলের পাপক্ষয়নিবন্ধন তাহারা নরকভোগ হইতে মুক্তি লাভ করিল; অধিকন্তু তাহারা বিষ্ণুদর্শনে অব্যয় তমোপহ পদ প্রাপ্ত হইল। তাহারা সহস্র দিব্য বিমানে আরূঢ় হইয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে পুণ্ডরীকাক্ষকে দর্শন করিতে করিতে সর্ব্ব পাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া মুক্তি লাভ করিল। হে মুনে! এইরূপে বিষ্ণুদর্শনে সমস্ত নিরয়মণ্ডল শূন্য হইয়া গেল। তাহা দেখিয়া অত্যুগ্র কৃতান্তদূতগণ যুদ্ধার্থী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া নরকে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিল। তাহারা বলিল,—হে বীর! আপনি এ পথে রথ পরিচালন করিবেন না, এখানে পারদারিক ও পরস্বাপহারক পাপিগণ যমাদিষ্ট হইয়া নরকভোগ করিতেছে, তাহারা কোটিবর্ষ নরকভোগ করিলেও মুক্ত হইবার উপযুক্ত নহে। কিন্তু আপনি যদি এদিকে আগমন করেন, তাহা হইলে তাহারা আপনাকে দর্শন করিয়া সদ্য মুক্ত হইয়া স্বর্গে গমন করিবে। ২৯—৪৭। যমদূতদিগের এই কথা শুনিয়া পরম কারুণিক হরি অত্যন্ত পীড়িত হইলেন; এবং বলিলেন,—আমি নারকীদিগকে মুক্তি দিবার জন্যই এখানে আসিয়াছি। আমি সকলের স্বর্গদাতা ও যমলোকনিবারক। ওরে দূতগণ! তোরা শীঘ্র গিয়া তোদের যমরাজকে বল্। এই কথা শুনিয়া যমদূতগণ সত্বর যম-সন্নিধানে আগমনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের নারকি-মোচন বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। তাহা শুনিয়া যম ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কিঙ্করগণকে বলিলেন,—যে মর্ত্ত্য মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, তাহাকে ঐরূপ কর্ম্ম করিতে নিষেধ কর এবং আমার নিকট ধরিয়া লইয়া আইস। এই নরান্তক কতিপয় সৈন্য সমভিব্যাহারে তথায় যাউক। নরান্তক প্রভু কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া তথায় গমন করিল এবং উগ্রবাক্যে অচ্যুতকে নিষেধ করিল কিন্তু অচ্যুত নিষেধ মানিলেন না; তখন নরান্তক উগ্র শর দ্বারা তাঁহাকে তাড়িত করিল। বলদেবও তাহার শরে তাড়িত হইলেন। তাঁহারা যমকিঙ্কর নরান্তক কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া

জয়তুর্যমকিঙ্করান্। বাণৈরনেকসাহস্রৈঃ ক্রুদ্ধো রামজনার্দ্দনৌ॥ ৫৬॥ নরান্তকোঽপি সমরে বলেন বলিনার্দ্দিতঃ। পপাত গদয়া ভিন্নো মূর্দ্ধ্নি নির্যাত-লোচনঃ॥ ৫৭॥ ততো নরান্তকে বীরে পতিতে যমকিঙ্করে। কিঙ্করাণামভূৎ সৈন্যমার্ত্তং রণপরাঙ্মুখম্॥ ৫৮॥ তে দূত্বা রামকৃষ্ণাভ্যাং হন্যমানা ভয়াতুরাঃ। যমায় কথয়ামাসুর্নরান্তকস্য পাতিতঃ॥ ৫৯॥ ততো যমো যযৌ ক্রুদ্ধঃ সমন্তাৎ কিঙ্করৈর্বৃতঃ। ততঃ প্রাহ যমঃ ক্রুদ্ধো নো জিতোঽহং পুরা পরৈঃ॥ ৬০॥ ততো বাদিত্রনির্ঘোষৈস্তূর্য্যানকগোমুখৈঃ। নানাডমরুকৈশ্চৈব চিত্রগুপ্তশ্চ গচ্ছতি॥ ৬১॥ দেবা বিদ্যাধরাঃ সিদ্ধা দৃষ্ট্বা যান্তং মহাবলম্। কৃতান্তস্য রণেঽক্ষোভ্যং কামপালং জগৎপতিম্॥ ৬২॥ ততস্তে কিঙ্করাঃ সর্বে চিত্রগুপ্তেন নোদিতাঃ। রথমাবৃত্য বাণৌঘৈঃ প্রবিব্যধুঃ সমন্ততঃ॥ ৬৩॥ বলঞ্চ কেশবং সংখ্যে জয়তুস্তাবুভাবপি। রণে চ বিবিধৈর্ব্বাণৈশ্চিত্রগুপ্তস্য পশ্যতঃ॥ ৬৪॥ বিদার্য্য চ সহস্রাণি কিঙ্করাণাং সমন্ততঃ। কৃতান্তানীকিনীমধ্যে কৃতান্ত ইব কেশবঃ। চচার রণদুর্দ্ধর্ষঃ কামপালেন পালিতঃ॥ ৬৫॥ ততশ্চিত্রগুপ্তো রণে কিঙ্করাদ্যং বিদীর্ণং নিরীক্ষ্যার্ত্তনাদং চকার॥ ৬৬॥ শরৈঃ পঞ্চভিঃ কৃষ্ণমায়ান্তমাজৌ জঘানাষ্টভির্বক্ত্রদেশে স ভিন্নঃ। শরার্ত্তো রথোপস্থ আসীত্তদার্ত্তস্তমালোক্য ভিন্নং রণে নষ্টসংজ্ঞম্॥ ৬৭॥ রথং স্বং সমাদায় যাতঃ কৃতান্তস্ততশ্চিত্রগুপ্তে শরার্ত্তে প্রসুপ্তে। রণে কীর্ত্তিলুপ্তে ভয়ক্ষোভযুক্তঃ স্বসৈন্যৈশ্চ যুক্তো ভয়ার্ত্তো নিষণ্ণঃ॥ ৬৮॥ প্রধানাশ্চ ভগ্না বিচিত্রাশ্চ ভগ্নাস্ততশ্চিত্রগুপ্তং নিশম্যাথ ভগ্নম্। স কালস্তমায়ান্তমালোক্যদূরাদ্বরং সৈন্যমাদায় দেবারিশক্রম্। বিনাশায় যুধ্যদ্যুগান্তে প্রজানাং যথা বাড়বো জ্বালবৃদ্ধঃ প্রবৃত্তঃ। তমায়ান্তমালোক্য কালং করালং শরৈরাবৃণোদন্তকং কালকল্পৈঃ॥ ৭০॥ স কালঃ করালং সমাদায় দণ্ডং মুমোচাচ্যুতে পশ্যতাং দেবতানাম্। ততঃ কালদণ্ডঃ প্রজানাং বিনাশো হরেঃ সন্নিকাশং সমভ্যাজগাম॥ ৭১॥ ততো দেবগন্ধর্ব্বযক্ষা মুনীন্দ্রাঃ পরং বিস্ময়ং প্রাপুরাবীক্ষ্য রামম্। জ্বলন্তং চ জগ্রাহ কালস্য দণ্ডং স রামো বরং লীলয়ানন্তমূর্ত্তিঃ॥ ৭২॥ গৃহীতে বলেনাহবে কালদণ্ডে মোক্তুকামে পুনঃ

ধনুর্দ্ধারণ করত যমকিঙ্করগণকে তাড়িত করিতে লাগিলেন এবং অচ্যুত স্বয়ং গদা দ্বারা ভীষণ আঘাত করিলেন। ঐ প্রহারেই নরান্তক পতিত হইলে যমকিঙ্করগণ রামকৃষ্ণ কর্ত্তৃক প্রহৃত হইয়া ভয়ে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিল এবং যমকে গিয়া বলিল, - নরান্তক রণে পতিত হইয়াছে। তাহা শুনিয়া যম ক্রুদ্ধ হইয়া বহু সৈন্য সমভিব্যাহারে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন এবং তথায় গিয়া বলিলেন,—আমি কদাপি যুদ্ধে পরাজিত হই নাই। যমের সঙ্গে চিত্রগুপ্ত তূর্য্য আনক-গোমুখ প্রভৃতি বিবিধ বাদিত্র-নির্ঘোষ সহকারে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। তখন দেব, বিদ্যাধর ও সিদ্ধগণ জগৎপতিকে কৃতান্তসমরে নিরীক্ষণ করিলেন। চিত্রগুপ্ত তাঁহাকে রণাঙ্গনে আপতিত দেখিয়া কিঙ্করগণকে উত্তেজিত করিলেন। তাহারা বাণসমূহ দ্বারা অচ্যুতের রথের চতুর্দ্দিক্স্থ বলসমূহ ও তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে লাগিল। রামকৃষ্ণও বিবিধ বাণ দ্বারা তাহাদিগকে নিহত করিতে লাগিলেন। চিত্রগুপ্ত তাহা দেখিতে লাগিলেন। কেশব তখন সহস্র সহস্র যমকিঙ্করকে নিহত করিয়া কৃতান্ত-অনীকিনী মধ্যে কৃতান্তের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। এইরূপে তিনি কামপাল কর্ত্তৃক পালিত হইয়া রণে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তখন চিত্রগুপ্ত যমকিঙ্করগণকে ঐরূপ তাড়িত হইতে দেখিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন।৪৮—৬৬। ঐ সময় চিত্রগুপ্ত যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণকে আসিতে দেখিয়া তাঁহাকে পঞ্চবাণে বিদ্ধ করিলেন এবং স্বয়ং মুখমণ্ডলে অষ্টবাণ দ্বারা বিদ্ধ হইলেন। তখন চিত্রগুপ্ত শরার্ত্ত হইয়া রথোপস্থ হইল। কৃতান্ত তাহা দেখিয়া এবং চিত্রগুপ্তকে প্রহৃত ও প্রসুপ্ত দেখিয়া নিজরথে আরোহণপূর্ব্বক তথায় উপস্থিত হইলেন; বলিলেন,—এই সমরে আমার কীর্ত্তি লোপ পাইল! আমি সসৈন্যে ভীত ও অবসন্ন হইয়া পড়িলাম। কৃতান্ত তখন প্রধান প্রধান সৈন্যগণকে এবং চিত্রগুপ্তকে রণে ভগ্ন দেখিয়া এবং দূর হইতে অচ্যুতকে সম্মুখে সমাগত অবলোকনপূর্ব্বক তাঁহাকে বিনষ্ট করিবার জন্য প্রজ্বলিত বাড়বাগ্নির ন্যায় ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অচ্যুত তখন করাল কালকে তথাবিধ দর্শনপূর্ব্বক কালকল্প শরে তাঁহাকে আচ্ছাদিত করিলেন। তখন করাল কালও অচ্যুতের প্রতি দণ্ড মোচন করিলেন। দেবগণ তাহা দেখিতে লাগিলেন। ঐ কালদণ্ড ক্রমে

কালনাশায় বৈ। তূর্ণমভ্যেত্য তত্রান্তরে পদ্মজস্তং
রণে বারয়ামাস কৃষ্ণং তদা॥ ৭৩॥ মা মুঞ্চে-
ত্যব্রবীদ্বেধাঃ কালং কালায়ুধং বল। ত্বয়া বল-
বতা বীর চরাচরধরা ধরা॥ ৭৪॥ ধার্য্যতে শিরসা
দেব সংসারে নাস্তি তে সমঃ। ত্বয়া বিশ্বপতি-
র্বিষ্ণুরুৎসঙ্গেন সদোহ্যতে॥ ৭৫॥ কোহন্যোহস্তি
ত্বৎসমো রাম যো জগদ্দহনে ক্ষমঃ। জগৎস্রষ্টা
জগদ্গোপ্তা জগদ্ধর্ত্তা জগৎপতিঃ॥ ৭৪॥ পাল্যতে
যত্ত্বয়া সোহপি বিষ্ণুর্বিশ্বৈকনায়কঃ। কস্তে স্তুতি-
করোহস্তীহ কো গুণান্ বেত্তুমর্হতি॥ ৭৭॥ ততো
বয়ং ত্বদঙ্কস্থবিষ্ণুনাভিভবা যতঃ। ইত্যুক্ত্বা বলদেবঞ্চ
বাসুদেবং পুনর্বচঃ॥ ৭৮॥ উবাচ চতুরাস্যস্তু স্তুতি-
পূর্ব্বং বৃতঃ সুরৈঃ। কৃষ্ণকৃষ্ণ করালাস্য কালস্যাস্য
কৃপাং কুরু॥ ৭৯॥ যতো ভবন্তমায়াস্তং বিষ্ণুং
বিশ্বৈকনায়কম্। বেত্তি নায়ং জগন্নাথং নরকার্ণব-
তারকম্॥ ৮০॥ ত্বয়া বৈ ভগবন পূর্ব্বং যমঃ
সংস্থাপিতঃ পদে। নৃণাং দুষ্কৃতকর্ত্তৃণাং নরকায় যমঃ
প্রভো॥ ৮১॥ তস্মাদস্য জগন্নাথ ক্ষম্যতাং পুরু-
ষোত্তমে বিভো কৃপাং কুরুষ্বাস্য ব্রূহি যত্তে বিব-
ক্ষিতম্॥ ৮২॥ এতচ্ছ্রুত্বাব্রবীৎ কৃষ্ণো ধাতঃ শৃণু
গুরোর্মম। সান্দীপনেঃ সমানীতঃ সুতস্তেনাগত্য-
বিহ॥ ৮৩॥ সমর্প্যতাং সুরশ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠায় গুরু-
দক্ষিণা। আবাভ্যাং বৈ প্রতিজ্ঞাতা তস্মাৎ সা
পাল্যতাং বভো॥ ৮৪॥ এতৎ পিতামহঃ শ্রুত্বা
যমং সমরনির্জ্জিতম্। সমাহূয়াব্রবীদ্বিষ্ণুর্যদ্ব্রবীতি
কুরুষ তৎ॥ ৮৫॥ তচ্ছ্রুত্বা ধর্ম্মরাজস্তু বিরিঞ্চি-
মিদমব্রবীৎ। ভগবন্ বিশ্বকৃল্লোকে নৈষ মার্গস্ত্বয়া
কৃতঃ॥ ৮৬॥ যমলোকমনুপ্রাপ্য কায়হীনঃ শরীর-
বান্। যৎ কা[illegible]তি নৈতদত্র প্রপদ্যতে॥
৮৭॥ তচ্ছ্রুত্বা হি পুনর্ব্রহ্মা বিশ্বস্যাস্য বিভুঃ স্বয়ম্।
বিশ্বকৃদ্বিশ্বভৃদ্যস্মাদ্যদিচ্ছতি করোতু তৎ॥ ৮৮॥
তস্মাদর্পয় [illegible] মুনেঃ সান্দীপনেশ্চ যঃ। নরকে
যং পুনঃ কৃত্বা ত[illegible] মহামতে॥ ৮৯॥ তচ্ছ্রুত্বা

হরির নিকটবর্ত্তী হইলে অনন্তমূর্ত্তি রাম ঐ প্রজ্বলিত কাল-দণ্ড ধারণ করিয়া ফেলিলেন। তাহা দেখিয় দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ ও মুনীন্দ্রগণ অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন। শ্রীহরি তখন রামগৃহীত ঐ দণ্ড স্বয়ং গ্রহণ করিয়া কালকে নিহত করিবার জন্য তাহা পুনরায় মোচন করিবেন, এমন সময়ে পদ্মজন্মা তথায় উপস্থিত হইয়া শ্রীহরিকে বারণ করিলেন, এবং অনন্তকে বলিলেন,—আপনি কালসদৃশ কালায়ুধ দণ্ড মোচন করিবেন না। হে বীর! আ নি এই চরাচরধরা ধরা মস্তকে ধারণ করিয়া আছেন; এই সংসারে আপনার তুল্য দেব আর কেহই নাই। আপনি সর্ব্বদা বিশ্বপতি বিষ্ণুকে উৎসঙ্গে বহন করিয়া থাকেন। হে রাম! আপনার সদৃশ আর কে আছে? আপনি জগৎ দহনে সমর্থ। আপনি জগৎস্রষ্টা, জগৎ-পালয়িতা, জগদ্ভর্ত্তা এবং জগৎপতি। আপনি যাঁহাকে পালন করেন, সেই বিষ্ণুও বিশ্বৈকনায়ক। এই সংসারে কে আপনার স্তুতি করিতে সক্ষম এবং কেই বা গুণবর্ণনে সমর্থ? আমরা সকলে তোমার অঙ্কস্থ, এবং বিষ্ণুর নাভিপদ্ম হইতে জাত। দেববৃত পদ্মজন্মা বলদেবকে এই কথা বলিয়া বাসুদেবকে স্তুতিময় বাক্যে বলিতে লাগিলেন,—হে কৃষ্ণ হে কৃষ্ণ! আপনি এ করাল কালের প্রতি কৃপা করুন। যে হেতু এই কাল আপনাকে নরকার্ণবতারক বিশ্বৈকনায়ক জগন্নাথ বিষ্ণু বলিয়া জানিতে পারেন নাই। হে ভগবন্! আপনিই পূর্ব্বে দুষ্কৃতকারী নরগণকে নরক-যাতনা উপভোগ করাইবার জন্য এই যমকে উহার পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। হে পুরুষোত্তম! অতএব আপনি উহাকে ক্ষমা করুন। হে বিভো! আপনি উহাকে কৃপা করুন এবং আপনার যাহা বক্তব্য আছে, তাহা বলুন। এই কথা শুনিয়া বিষ্ণু, বিরিঞ্চিকে বলিলেন,—যম আমার গুরু সান্দী-পনির পুত্রকে আনয়ন করিয়াছে। এই জন্যই আমরা এখানে আগমন করিয়াছি।৬৭—৮৩। গুরু-পুত্রকে আমরা গুরুদক্ষিণারূপে প্রদান করিব। ইহা আমরা প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। হে বিভো! যাহাতে আমাদের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হয়, তাহা করিয়া দিউন। পিতামহ এই কথা শুনিয়া সমর-নির্জ্জিত যমকে আহ্বান করত বিষ্ণুকে এই সমস্ত বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপন করিলেন। তাহা অবগত হইয়া যম বিরিঞ্চিকে এই কথা বলিলেন,—হে ভগবন্ বিশ্বকৃৎ! এরূপ নিয়ম আপনি করেন নাই যে, যমলোকাগত জীবগণ কায়-রহিত হইয়া পুনরায় যমলোক হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করে। ইহা কদাচ উপপন্ন হয় না। ব্রহ্মা যমের তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন,— এই অচ্যুত স্বয়ং বিশ্বের বিভু বিশ্বকৃৎ এবং বিশ্বভৃৎ, অতএব ইঁহার যাহা ইচ্ছা তাহাই করুন। হে মহামতে! অতএব আপনি সান্দীপনির পুত্রকে নরকভোগ হইতে মুক্ত করিয়া প্রত্যর্পণ করুন।

ধর্ম্মরাজস্ত পুত্রং সান্দীপনেস্তথা। সসর্জ্জ বালরূপঞ্চ তদাত্মানং তদ্ভুতবম্॥ ৯০॥ অর্পয়ামাস কৃষ্ণস্য বালং রূপসমন্বিতম্। স সর্ব্বদেবতানাঞ্চ তদদ্ভুত-মিবাভবৎ॥ ৯১॥ ততঃ প্রাপ্য গুরোঃ পুত্রং প্রভুঃ প্রীতঃ প্রজাপতিম্। প্রাহ প্রাপ্তো ময়া ব্রহ্মন্ স্বরূপো দ্বিজদারকঃ॥ ৯২॥ শ্রীকৃষ্ণ উবাচ। অদ্য প্রভৃতি লোকেশ দেশে মচ্চরণাঙ্কিতে। অবন্ত্যা-মঙ্কপাদাখ্যে মৃতা নেক্ষন্তি তে যমম্॥ ৯৩॥ মহা-কালপুরে দেবমাদ্যং বৈ পুরুষোত্তমম্। বিশ্বরূপঞ্চ গোবিন্দং শঙ্খোদ্ধারঞ্চ কেশবম্॥ ৯৪॥ যে পশ্যন্তি কুশস্থল্যামেতেষাং মূর্ত্তিপঞ্চকম্। তে নরা ন গমিষ্যন্তি বিরঞ্চে নিরয়ং ক্বচিৎ॥ ৯৫॥ তথৈবা-গমনাদত্র মম রামস্য নারকাঃ। বিমুক্তাস্তে ত্বঘাদ্-ঘোরাৎ প্রাপ্নুবন্ত্বখিলা দিবম্॥ ৯৬॥ ইত্যুক্তে বচনে বেধাঃ প্রোবাচ প্রীতিমান্ হরিম্। যত্ত্বয়োক্তং বচঃ কৃষ্ণ তদস্তু সকলং সদা॥ ৯৭॥ যে চ ত্বামাদি-পুরুষং প্রথমং পুরুষোত্তমম্। প্রণম্য পশ্চাদ্রুদ্রক্ষ্যন্তি স্নাত্বা শিবসরস্যপি॥ ৯৮॥ অধোজ্বালং মহাকালং সোঽশ্বমেধফলং লভেৎ। এবমুক্তো হরিঃ পুত্র-মাদায় বলিনা সহ॥ ৯৯॥ সম্মান্য বেধসং কালং সমারোহদ্রথং ততঃ। শঙ্খমাপূরয়ামাস কৃতকার্য্যো জনার্দ্দনঃ॥ ১০০॥ মোক্ষায় নিরয়স্থানাং নৃণাং বৈ পাপকর্ম্মণাম্। ততস্তে শঙ্খশব্দেন স্মরণেনাচ্যুতস্য চ॥ ১০১॥ দিব্যান্ বিমানানারুহ্য দিবমেবাখিলা গতাঃ। শূন্যং তদ্মণ্ডলং জাতং নারায়ণসমাগমে॥ ১০২॥ কালোঽপি দণ্ডমাসাদ্য বলদেবাৎ পুনঃ পরম্। প্রবিবেশ ততো ধাতা তত্রৈবান্তরধীয়ত॥ ১০৩॥ কৃষ্ণোঽপি বলবান্ ধীরঃ প্রাপ্ত উজ্জয়িনীং পুরীম্। বলদেবসহায়স্তু সত্বরেণাণুগামিনা॥ ১০৪॥ ততঃ সান্দীপনেঃ পুত্রমর্পয়ামাস কেশিহা। গুরবে যৎ প্রতিজ্ঞাতং স তস্মাদনৃণোঽভবৎ॥ ১০৫॥ এবং সান্দীপনিঃ পুত্রং দৃষ্ট্বা চ পুনরাগতম্। নাগরাস্তত্র রাজা চ বিস্ময়ং পরমং যযুঃ॥ ১০৬॥ তৌ বীরাবর্চ্চ-য়ামাসুর্নত্বা দেবোত্তমোত্তমৌ। সান্দীপনিরুবাচেদং তৌ চ রামজনার্দ্দনৌ॥ ১০৭॥ ইহ স্থাস্যতি বাং কীর্ত্তির্যাবদাভূতসংপ্লবম্। স্থানে মদীয় এতস্মিং-স্তিষ্ঠন্তৌ যদুনন্দনৌ॥ ১০৮॥ ন বিজ্ঞাতৌ ময়া

তাহা শুনিয়া ধর্ম্মরাজ ঐ বালকোদ্ভব আত্মা বিসর্জ্জনপূর্ব্বক ঐ বালককে শ্রীকৃষ্ণের হস্তে অর্পণ করিলেন। ঐ বালক তখন সর্ব্ব দেবগণ কর্ত্তৃক অদ্ভুতরূপে দৃষ্ট হইল। শ্রীহরি বালককে প্রাপ্ত হইয়া বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! আমি অধুনা যথাস্বরূপ দ্বিজপুত্রকে লাভ করিলাম। হে লোকেশ! অদ্যাবধি নরগণ অবন্তীস্থিত অঙ্কপাদাখ্য তীর্থে মৃত্যুগ্রস্ত হইয়া যমদর্শন করিবে না এবং যাহারা মহাকালপুরে কুশস্থলীতে আদ্য দেব পুরুষোত্তম, বিশ্বরূপ, গোবিন্দ, শঙ্খোদ্ধার ও কেশব এই পঞ্চমূর্ত্তি অবলোকন করিবে, তাহারা নিরয়গামী হইবে না। আর আমার ও মদগ্রজ রামের এই স্থানে আগমন বশতঃ নারকিগণ পাপমুক্ত হইয়া স্বর্গে গমন করিবে। অচ্যুত এই কথা বলিলে ব্রহ্মা প্রীত হইয়া বলিলেন,—হে কৃষ্ণ! আপনি যাহা বলিলেন, তৎসমস্তই সিদ্ধ হউক। যে ব্যক্তি পুরুষোত্তম আদিপুরুষ—আপনাকে প্রণাম করিয়া পশ্চাৎ শিবসরোবরে স্নান করিয়া অধোজ্বাল মহাকালকে দর্শন করে, সে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করিয়া থাকে। হরি ব্রহ্মা কর্ত্তৃক এইরূপে আপ্যায়িত হইয়া গুরুপুত্রকে গ্রহণ করত ব্রহ্মা ও কালের যথোচিত সম্মানপূর্ব্বক শঙ্খ বাদন করিতে করিতে রথারোহণে প্রস্থান করিলেন। ৮৪—১০০। তাঁহার পবিত্র আগমনে নরকবাসী পাপীদিগের মুক্তি হইল। ঐ নরকবাসী পাপিগণ তাঁহার শঙ্খশব্দ শ্রবণে তাঁহাকে স্মরণ করিয়া সকলেই দিব্য বিমানে আরোহণ করত স্বর্গে গমন করিল। নারায়ণ-সমাগমে যমপুরী শূন্য হইল। কালও বলরামের নিকট হইতে স্বীয় দণ্ড গ্রহণ করিয়া নিজপুরে গমন করিলেন। তখন ধাতা ঐ স্থানে অন্তর্হিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণও উজ্জয়িনী পুরী প্রাপ্ত হইলেন। তিনি বলদেবের সহিত দিব্য বিমানে আরোহণপূর্ব্বক সান্দীপনির সমীপে উপস্থিত হইয় তাঁহার পুত্রকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করত স্বীয় প্রতিজ্ঞাঋণ হইতে মুক্তিলাভ করিলেন। তখন সান্দীপনি স্বীয় পুত্রকে সমাগত দেখিয়া আনন্দিত হইলেন এবং রাজা ও নাগরিকগণ তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইল। তাহারা সকলে ঐ দেবোপম রামকৃষ্ণকে যথোচিত পূজা করিতে লাগিল। সান্দীপনি তাঁহাদিগকে বলিলেন,—কল্প-কাল পর্য্যন্ত তোমাদের এই কীর্ত্তি বর্ত্তমান থাকিবে। হে যদুনন্দনদ্বয়! তোমরা যে আমার গৃহে বাস করিয়াছিলে, তাহা অদ্য আমার সার্থক হইল। তোমরা যে যদুকুল-সম্ভূত, তাহা আমি জানিতাম

বীরৌ যদুবৃষ্ণিকুলোদ্ভবৌ। নরনারায়ণৌ দেবৌ দেবকার্য্যা মাগতৌ। ১০৯। নাপমৃত্যুর্ভবেত্তস্য ন ব্যাধির্ন চ দুর্গতিঃ। প্রাপ্য হ্যত্র চ যঃ স্নাতি স্বর্গলোকে স মোদতে। ১১০। শঙ্খিনং বিশ্বরূপঞ্চ গোবিন্দং চক্রিণং তথা। চত্বারি বিষ্ণুক্ষেত্রাণি অঙ্কপাদস্ত পঞ্চমঃ। ১১১। এষাং যাত্রাং প্রবক্ষ্যামি যথা কার্য্যা মনীষিভিঃ। মন্দাকিন্যাং কৃতস্নানো দৃষ্ট্বা রামজনার্দ্দনৌ। ১১২। শঙ্খোদ্ধারে ততঃ স্নাত্বা প্রপশ্যেদ্বলকেশবৌ। স্নানং কৃত্বা ততঃ কুণ্ডে গোবিন্দঞ্চ সমর্চ্চয়েৎ। ১১৩। চক্রিণঞ্চ ততো দৃষ্ট্বা দেবদেবঞ্চ শঙ্খিনম্। অঙ্কপাদৌ ততো দৃষ্ট্বা বিশ্বরূপং ততো ব্রজেৎ। ১১৪। তস্যাগ্রতঃ কর্‌কুণ্ডে স্নানং কৃত্বা যথাবিধি। পুনস্তেন প্রকারেণ প্রপশ্যেদ্বলকেশবৌ। ১১৫। স্নানং কৃত্বা ততঃ কুণ্ডে গোবিন্দঞ্চ সমর্চ্চয়েৎ। তথৈব চক্রিহলিনৌ দৃষ্ট্বা তং কেশবং ব্রজেৎ। ১১৬। শিপ্রাম্ভসি নরঃ স্নাত্বা ভক্ত্যা সম্পূজ্য কেশবম্। পরাবৃত্যাঙ্কপাদে তু তাং রাত্রিং গময়েচ্ছুচিঃ। ১১৭। প্রাতর্বৈ ভোজয়েত্তত্র পঞ্চ বিপ্রাংশ্চ সুব্রতান্। গোদক্ষিণাং শঙ্খিনে তু বিশ্বরূপায় বৈ হয়ম্। ১১৮। গোবিন্দায় গজং দদ্যাৎ সর্ব্বং দদ্যাচ্চ কেশবে। উপোষ্য দ্বাদশীং বিপ্র যোঽঙ্কপাদং সমর্চ্চয়েৎ। ১১৯। গন্ধপুষ্পৈশ্চ ধূপৈশ্চ নৈবেদ্যৈর্বিবিধৈস্তথা। শ্রাদ্ধং যঃ কুরুতে সর্ব্বং তস্য পুণ্যফলং শৃণু। ১২০। কুলানাং শতমুদ্ধৃত্য বিমানৈঃ সার্ব্বকামিকৈঃ। গীতনৃত্যাদিভোগৈশ্চ বৈকুণ্ঠে সুচিরং বসেৎ। ১২১। পুনর্লোকমিমং প্রাপ্য পবিত্রে জায়তে কুলে। প্রাপ্নোত্যনন্তসন্তানং বিষ্ণুলোকং পুনর্ব্রজেৎ। ১২২।

ইতি শ্রীস্কান্দেঽঙ্কপাদমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম
সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ। ২৭।

অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

সনৎকুমার উবাচ। অথান্যং সম্প্রবক্ষ্যামি দেবং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতম্। চন্দ্রাদিত্যমিতি খ্যাতং চন্দ্রাদিত্যার্চ্চিতং পুরা। ১। যস্তং সমর্চ্চয়েদ্দেবং সুরাসুরনমস্কৃতম্। গন্ধপুষ্পৈস্তথা ধূপৈর্নৈবেদ্যৈর্বিবিধৈস্তথা। ২। চন্দ্রাদিত্যাদিসালোক্যং প্রয়াতি

না। তোমরা উভয়ে নর-নারায়ণ; দেব-কার্য্য সাধনের জন্য এই লোকে আগমন করিয়াছ। যে ব্যক্তি তীর্থ স্থান প্রাপ্ত হইয়া এই স্থানে স্নান করে তাহার কোন ব্যাধি-দুর্গতি হয় না এবং সে স্বর্গলোকে মুদিত হয়। শঙ্খী, বিশ্বরূপ, গোবিন্দ ও চক্রী, এই চারিটী বিষ্ণুক্ষেত্র; অঙ্কপাদ পঞ্চম। এই তীর্থসকলের যাত্রার বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি,—যে প্রকারে মনীষিগণ এই সকল তীর্থে যাত্রা করিবেন। নর মন্দাকিনীতে স্নান করিয়া রামজনার্দ্দনকে দর্শন করিবে। অনন্তর শঙ্খদ্বারে স্নান করিয়া বল-কেশবকে দর্শন করিবে। অনন্তর কুণ্ডে যথাবিধি স্নান করিয়া পুনরায় উক্ত প্রকারে বল কেশবকে দর্শন করিবে। অনন্তর পুনরায় কুণ্ডে স্নান করিয়া গোবিন্দের অর্চ্চনা করিবে। পূর্ব্বোক্ত প্রকারেই চক্রী ও হলীকে দর্শন করিয়া কেশবসন্নিধানে গমন করিবে। নরগণ শিপ্রাজলে স্নান করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক কেশ বর পূজা করিবে। অনন্তর তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া অঙ্কপাদে শুচিভাবে রাত্রিযাপন করিবে; প্রাতঃকালে পঞ্চ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে; এবং শঙ্খিদেবকে গো দক্ষিণা প্রদান করিবে। এইরূপে বিশ্বরূপকে হয়, গোবিন্দকে গজ, এবং কেশবকে সকল বস্তুই প্রদান করিবে। হে বিপ্র! যে ব্যক্তি এই স্থানে দ্বাদশীতে উপবাসী থাকিয়া গন্ধ, পুষ্প, ধূপ ও বিবিধ নৈবেদ্য দ্বারা অঙ্কপাদের অর্চ্চনা করে, এবং শ্রাদ্ধ করে, তাহার পুণ্যফল শ্রবণ করুন। যে ব্যক্তি ঐরূপ অনুষ্ঠান করে, সে স্বীয় শতকুল উদ্ধার করিয়া সর্ব্বকামিক বিমানে আরোহণপূর্ব্বক নৃত-গীতাদি বিবিধ ভোগের সহিত সুচির কাল বৈকুণ্ঠে বাস করে; পুনরায় ইহলোকে উত্তমকুলে জন্ম গ্রহণ করে, অনন্ত সন্তান প্রাপ্ত হয়, এবং বিষ্ণুলোকে গমন করে। ১০১—১২২।

সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৭।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

সনৎকুমার বলিলেন,—অনন্তর ত্রৈলোক্যবিশ্রুত চন্দ্রাদিত্যার্চ্চিত চন্দ্রাদিত্য দেবের কথা বলিতেছি। ঐ সুরাসুর-নমস্কৃত দেবকে গন্ধ, পুষ্প, ও বিবিধ নৈবেদ্যাদি দ্বারা পূজা করিলে যাবৎচন্দ্র-দিবাকর, সূর্য্যসঙ্কাশ বিমানে আরো-

সর্ব্বকামিকম্। বিমানৈঃসূর্য্যসঙ্কাশৈর্যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ ॥৩॥ সনৎকুমার উবাচ। করভেশং ততো গচ্ছেদ্দেবদেবং মহেশ্বরম্। যস্ত দর্শনমাত্রেণ কুযোনৌ নৈব জায়তে ॥৪॥ ব্যাস উবাচ। করভেশমহং দেবং শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ। কথং দেবঃ সমুৎপন্নঃ করভেশেতিসংজ্ঞিতঃ ॥৫॥ সনৎকুমার উবাচ। পুরা দেবগণৈঃ সার্দ্ধং দেবদেবো মহেশ্বরঃ। বনেঽস্মিন্ ক্রীড়য়ামাস পরমাহ্লাদসংযুতঃ ॥৬॥ ক্রীড়ন্ বহুতিথে কালে শঙ্করঃ করভোঽভবৎ। জ্ঞায়তে চ স নো দেবৈঃ শঙ্করঃ করভাকৃতিঃ ॥৭॥ অন্বেষয়ন্তি তে দেবাস্ততো বিস্ময়সংযুতাঃ। ন পশ্যন্তি যদা তত্র তং দেবং শূলপাণিনম্ ॥৮॥ দেবৈঃ পৃষ্টস্ততো ব্রহ্মা ক্কাস্তি দেবো মহেশ্বরঃ। ধ্যাত্বাথ ব্রহ্মণা দৃষ্টো গুপ্তো যোগপ্রভুর্হরঃ ॥৯॥ দেবৈঃ সার্দ্ধং ততো ব্রহ্মা পপ্রচ্ছ গণনায়কম্। ন দৃষ্টঃ শঙ্করোঽস্মাভির্গতঃ কুত্র বিনায়ক ॥১০॥ কথয়স্ব নমস্তভ্যং দাস্যামো লড্ডুকান্ বিভো। এবমুক্তস্তদা হৃষ্টঃ প্রোবাচ গণনায়কঃ ॥১১॥ করভোঽয়ং মহাদেবো দৃশ্যতে বিবুধোত্তমাঃ। শ্রুত্বা চৈবং বচো দেবাঃ প্রহৃষ্টাঃ করভং যযুঃ ॥১২॥ জ্ঞাতোঽস্মাভির্মহাদেব জয়স্ব ইতি তে স্বয়ম্। গত্বা চৈব ততঃ সর্ব্বে চতুর্দিক্ষু স্থিতাঃ স্বয়ম্ ॥১৩॥ বিচিন্ত্যেতি কথং জ্ঞাতঃ শঙ্করো বিস্ময়ং গতঃ। ত্যক্ত্বাথ কারভং রূপং দেবদেবো মহেশ্বরঃ ॥১৪॥ লিঙ্গমুৎপাদয়ামাস দিব্যং যৎকরভেশ্বরম্। তে দৃষ্ট্বাথ সুরাঃ সর্ব্বে সাষ্টাঙ্গপ্রণতিস্থিতাঃ ॥১৫॥ ততঃ প্রভৃতি বিখ্যাতঃ শঙ্করঃ করভেশ্বরঃ। কোটিতীর্থাদুত্তরস্মিন্ স্থাপয়ামাস নিঘ্নপম্ ॥১৬॥ স্বনাম্না প্রথিতং চক্রে করভং চাতিপূজিতম্। স্নাত্বা তত্র শুচির্ভূত্বা যস্তমর্চ্চয়তে শিবম্ ॥১৭॥ গন্ধপুষ্পৈশ্চ নৈবেদ্যৈঃ শৃণু তেষাং চ যৎফলম্। সর্ব্বমেধেষু যৎপুণ্যং সর্ব্বদানেষু যৎফলম্ ॥১৮॥ ততোঽধিকং স লভতে নাত্র কার্য্যা বিচারণা। মহাকালং ততো গচ্ছন্ সম্পূর্ণং ফলমাপ্নুয়াৎ ॥১৯॥ ততঃ প্রসিদ্ধো লোকে-

---

হণ করিয়া সর্ব্বকামপ্রদ চন্দ্রাদি-লোকে গমন করা যায়। সনৎকুমার বলিলেন, নর করভেশ তীর্থে গমন করিয়া দেবদেব মহেশ্বরের দর্শনে কুযোনি প্রাপ্ত হয় না। ব্যাস বলিলেন,-আমি করভেক দেবের বিষয় বিস্তৃতরূপে শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। দেব করভেশের কি প্রকারে করভেশ এই নাম হইল? সনৎকুমার বলিলেন,—পূর্ব্বে দেবগণের সহিত মহাদেব এই বনে পরমাহ্লাদে ক্রীড়া করেন। তিনি বহুকাল ক্রীড়া করিয়া অবশেষে করভত্ব প্রাপ্ত হন। কিন্তু দেবগণ তাহা বুঝিতে পারেন নাই। দেবগণ বিস্মিত হইয়া অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। যখন তাঁহারা শূলপাণিকে দেখিতে পাইলেন না, তখন তাঁহারা ব্রহ্মার নিকট গিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—দেব মহেশ্বর এখন কোথায় আছেন? ধ্যান করিয়া ব্রহ্মা দেখিলেন,—যোগপ্রভু হর এখন গুপ্ত অবস্থায় আছেন। অনন্তর ব্রহ্মা দেবগণের সহিত গণনায়কের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে বিনায়ক! আমরা শঙ্করকে দেখিতে পাইতেছি না, তিনি কোথায় গেলেন? হে বিভো! আপনাকে লড্ডুক (লাড়ু) দিব, আপনি তাহা বলুন; আপনাকে নমস্কার। এই-রূপে অভিহিত হইয়া গণনায়ক বলিলেন,—হে বিবুধোত্তমগণ! মহাদেব করভকরূপে বিচরণ করিতেছেন। দেবগণ তাহা শুনিয়া "হে মহাদেব! আমরা জানিতে পারিয়াছি, জানিতে পারিয়াছি," এই বলিতে বলিতে করভের নিকট গমন করিলেন। তাঁহারা ঐ স্থানে গমন করিয়া চতুর্দ্দিকে অবস্থিত হইলেন। ইহারা কি প্রকারে জানিতে পারিল! এই বলিয়া মহাদেব বিস্মিত হইলেন। অনন্তর দেবদেব মহেশ্বর করভ-রূপ পরিত্যাগ করিয়া এক দিব্য লিঙ্গ উৎপাদন করিলেন,—যাহা করভেশ্বর নামে খ্যাত রহিয়াছে। তখন দেবগণ ঐ লিঙ্গ দর্শন করিয়া সাষ্টাঙ্গপ্রণাম পুরঃসর অবস্থিত হইলেন।১-১৫। তদবধি ঐ শঙ্কর করভেশ্বর নামে খ্যাতি লাভ করেন। কোটি-তীর্থের উত্তরে দেবদেব বিঘ্ননাশন ঐ লিঙ্গ স্থাপন করিলেন। ঐ অতিপূজিত লিঙ্গকে তিনি স্বনামে খ্যাপিত করিলেন। ঐ স্থানে স্নান করিয়া গন্ধ, পুষ্প ও নৈবেদ্যাদি দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিলে যে ফল লাভ হয়, তাহা শ্রবণ করুন। সর্ব্বমেধে যে পুণ্য হয়, এবং সর্ব্বদানে যে ফল হয়, করভকে স্নান-পূজা করিয়া ঐ সমস্ত ফল হইতেও অধিক ফল লাভ করা যায়; এ বিষয়ে বিচার করিবার প্রয়োজন নাই। অনন্তর মহাকালে গমন করিয়া সম্পূর্ণ ফল লাভ করা যায়। এই মহাকাল তীর্থ হইতেও করভক তীর্থ এই

হৃদ্ধিপ্রদঃ করভেশ্বরঃ॥ ২০॥ সনৎকুমার উবাচ। লড্ডুকৈশ্চ ততো দেবৈর্ব্বিঘ্ননাথঃ সমর্চ্চিতঃ। তদাপ্রভৃতি বিখ্যাতো বিঘ্নেশো লড্ডুকপ্রিয়ঃ॥ ২১॥ যঃ সমর্চ্চয়তে ভক্ত্যা তস্য বিঘ্নো ন জায়তে। তস্মৈ দদাতি সন্তুষ্টঃ সর্ব্বান্ কামান্ বিনায়কঃ॥ ২২॥ নিরাহারশ্চতুর্থ্যাং চ স্নাত্বা শিপ্রাং বিশেষতঃ। রক্তাম্বরো ভূত্বা রক্তপুষ্পৈর্বিনায়কম্॥ ২৩॥ রক্তচন্দনতোয়েন মন্ত্রৈঃ স্নপনপূর্ব্বকম্। চন্দনেনাপি রক্তেন তং বিলেপ্য প্রপূজয়েৎ॥২৪॥ ধূপং দদ্যাত্তথা দিব্যং সুগন্ধং লড্ডুকপ্রিয়ে। নৈবেদ্যে লড্ডুকা দেয়া আজ্যখণ্ডপরিপ্লুতাঃ॥ ২৫॥ ন তস্য জায়তে ব্যাধির্ভয়ং বিঘ্নং কদাচন। লভতে চ তদাভীষ্টং মৃতঃ শিবপুরং ব্রজেৎ॥ ২৬॥ অবতীর্ণঃ পুনর্লোকে জায়তে বসুধাধিপঃ। মতিমান্ পুত্রবান্ শূরো নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥ ২৭॥ সনৎকুমার উবাচ। কুসুমেশং সুরদ্বারে . সুরাসুরনমস্কৃতম্। শ্রদ্ধয়া পূজয়েদ্যস্তু শিবলোকে স মোদতে॥ ২৮॥ জয়েশ্বরং তু যঃ পশ্যেদ্দেবদেবং মহেশ্বরম্। জয়ী স্যাৎ সর্ব্বকার্য্যেষু শিবলোকং স গচ্ছতি॥ ২৯॥ শিবদ্বারে শিবং লিঙ্গমর্চ্চয়েন্মানবো যদি। ত্রিদিবং যাতি যানেন গাণপত্যং চ বিন্দতি॥ অথান্যং সম্প্রবক্ষ্যামি মার্কণ্ডেশ্বরমুত্তমম্। মার্কণ্ডেয়ো মুনির্যত্র তপ্তবান্ সুমহত্তপঃ॥ ৩১॥ দৃষ্ট্বা তং শঙ্করং দেবং বাজপেয়ফলং লভেৎ। সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা চিরায়ুর্জ্জায়তে নরঃ॥ ৩২॥ শৃণু ব্যাস মহাস্থানং যস্যাং পূর্য্যামনুত্তমম্। যত্র তিষ্ঠতি সা দেবী ব্রহ্মাণী হংসবাহিনী॥ ৩৩॥ ভক্তানাং পূরয়েদাশাং পুত্রবৎপরিপালয়েৎ। যথা মাতা তথা দেবী দৃষ্টা শান্তিপরৈরপি॥৩৪॥ অর্চ্চিতা ব্রহ্মণা সা তু স্তুতা দেবী সুরোত্তমৈঃ। অর্চ্চয়েদ্গন্ধপুষ্পৈশ্চ নৈবেদ্যৈঃ সর্ব্বসিদ্ধিদাম্। অপি যা ব্রহ্মণঃ পূর্ব্বমভূদেব সুসিদ্ধিদা॥ ৩৫॥ যঃ স্নাত্বা ব্রহ্মসরসি পশ্যেদ্ব্রহ্মেশ্বরং শিবম্। ভববন্ধবিনির্ম্মুক্তো ব্রহ্মলোকে স মোদতে॥৩৬॥ অথান্যাং সম্প্রবক্ষ্যামি যজ্ঞবাপীমনুত্তমাম্। যত্র বৈ ব্রহ্মণা পূর্ব্বমিষ্টো যজ্ঞঃ সদক্ষিণঃ॥ ৩৭॥ যজ্ঞার্থং যৎকৃতং কুণ্ডং যজ্ঞবাপী চ সা স্মৃতা। পশুশ্চ পতিতো যস্মাত্তস্মাৎ

পৃথিবীতে প্রসিদ্ধ ঋদ্ধিপ্রদ। এই করভেশ্বর-মাহাত্ম্য কথিত হইল। সনৎকুমার বলিলেন,—অনন্তর দেবগণ লড্ডুক দ্বারা বিঘ্ননাথের অর্চ্চনা করেন। তদবধি লড্ডুকপ্রিয় বিঘ্নেশ বিখ্যাত হন। যে ব্যক্তি ঐ বিঘ্নেশের অর্চ্চনা করে, তাহার কোন বিঘ্ন উপস্থিত হয় না। বিনায়ক সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে সর্ব্বকাম প্রদান করেন। চতুর্থী তিথিতে নিরাহার অবস্থায় যে ব্যক্তি শিপ্রাতে স্নান করিয়া রক্তাম্বর পরিধানপূর্ব্বক রক্তপুষ্প ও রক্তচন্দন দ্বারা ঐ বিনায়ক দেবের পূজা করে, মন্ত্রপাঠ করত তাহাকে স্নান করায়, তাঁহার গাত্রে রক্তচন্দন লেপন করে; ধূপ দেয়, দিব্য সুগন্ধ দ্রব্য প্রদান করে, এবং নৈবেদ্যে আজ্যখণ্ড-পরিপ্লুত লড্ডুক প্রদান করে, তাহার কখন ব্যাধি, ভয়, ও বিঘ্ন হয় না। সে সর্ব্বদা অভীষ্ট লাভ করে; শিবপুরে গমন করে; পুনরায় লোকে বসুধাধিপ হইয়া জন্মে, এবং মতিমান্ পুত্রবান্ ও শূর হয়; এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই। এই গণেশমাহাত্ম্য কথিত হইল। সনৎকুমার বলিলেন,—কুসুমেশ সুরদ্বারে সুরাসুরনমস্কৃত। শ্রদ্ধাপূর্ব্বক যে ব্যক্তি এই কুসুমেশ দেবের পূজা করে, সে শিবলোকে পূজিত হয়। দেবদেব মহেশ্বর জয়েশ্বরকে যে ব্যক্তি দর্শন করে, সেই ব্যক্তি সর্ব্বকার্য্যে জয়ী হয়, এবং শিবলোকে গমন করে। ১৬—২৯। মানব যদি শিবদ্বারে শিবলিঙ্গের অর্চ্চনা করে, তাহা হইলে সে যানারোহণে ত্রিদিবে নীত হয় এবং গাণপত্য লাভ করে। অতঃপর অপর মার্কণ্ডেশ্বরের কথা বলিতেছি,—যেখানে মার্কণ্ডেয় মুনি সুমহৎ তপশ্চরণ করিয়াছিলেন। ঐ স্থানে শঙ্করকে দর্শন করিয়া মানব বাজপেয়-ফল লাভ করে এবং চিরায়ু হয়। হে ব্যাসদেব! এক উত্তম মহাস্থানের বিষয় শ্রবণ করুন—যেখানে দেবী হংসবাহিনী ব্রহ্মাণী ভক্তগণের আশা পূরণ করেন ও তাহাদিগকে পুত্রবৎ প্রতিপালন করেন। শান্তিপরায়ণ ভক্তগণের সম্বন্ধে ঐ দেবী মাতার ন্যায় দৃষ্ট হইয়া থাকেন। ঐ দেবী ব্রহ্মা কর্ত্তৃক অর্চ্চিত এবং সুরগণ কর্ত্তৃক স্তুত হইয়াছেন। গন্ধ, পুষ্প ও নৈবেদ্যাদি দ্বারা দেবীর অর্চ্চনা করিলে তিনি সর্ব্বসিদ্ধি প্রদান করেন, এই দেবী পূর্ব্বে ব্রহ্মাকে সিদ্ধি প্রদান করেন। ব্রহ্মসরোবরে স্নান করিয়া ব্রহ্মেশ্বর শিবকে দর্শন করিলে ভববন্ধ-নির্ম্মুক্ত হইয়া ব্রহ্মলোকে আমোদ প্রাপ্ত হয়। অপর এক যজ্ঞবাপীর কথা বলিতেছি; যেখানে ব্রহ্মা পূর্ব্বে সদক্ষিণ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। তিনি যজ্ঞার্থ যে কুণ্ড করেন, ঐ কুণ্ডই যজ্ঞ-নামে প্রসিদ্ধ। ঐ কুণ্ডে পশু পতিত হইয়া-

পশুপতিঃ স্মৃতঃ ॥ ৩৮ ॥ তস্যাং স্নাত্বা শুচির্ভূত্বা পশ্যেৎ পশুপতিং তু যঃ। উদ্ধরেৎ স পিতৃন্ ব্যাস পশুযোনিগতানপি ॥ ৩৯ ॥ সুবর্ণমণিমুক্তাদ্যৈ-র্বিমানৈঃ সর্ব্বকামগৈঃ। যাতি রুদ্রপুরং দিব্যং যত্র দেবো মহেশ্বরঃ ॥ ৪০ ॥ রূপকুণ্ডে নরঃ স্নাত্বা সুরূপো জায়তে নরঃ। স্বর্গে স দেবগন্ধর্ব্বৈঃ স্পৃহণীয়বপুর্ভবেৎ ॥ ৪১ ॥ কুণ্ডে স্নাত্বাপ্যনঙ্গে যঃ শুচির্ভূত্বা সমাহিতঃ। পশ্যেচ্চ দেবদেবেশমনঙ্গেনার্চ্চিতং পুরা। কামং স লভতেঽভীষ্টং মৃতো যাতি শিবালয়ম্ ॥ ৪২ ॥ আষাঢ়ে তু সিতাষ্টম্যাং জাগরং যস্তু কারয়েৎ। কেদারে যৎফলং প্রোক্তং তৎসমানমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৪৩ ॥ করীকুণ্ডে নরঃ স্নাত্বা বিশ্বরূপং তু যোঽর্চ্চয়েৎ। মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥ ৪৪ ॥ অজাগন্ধে নরঃ স্নাত্বা দৃষ্ট্বা ব্রহ্মেশ্বরং শিবম্। ব্রহ্মহত্যাসমং পাপং তৎক্ষণাৎ সংব্যপোহতি ॥ ৪৫ ॥ চক্রতীর্থে নরঃ স্নাত্বা চক্রস্বামিনমর্চ্চয়েৎ। জায়তে স নরো ব্যাস চক্রবর্ত্তী সদা ভুবি ॥ ৪৬ ॥ সিদ্ধেশ্বরং যদা পশ্যেৎ স্নাত্বা সুবিধিপূর্ব্বকম্। কামিকেন বিমানেন রুদ্রলোকং স গচ্ছতি ॥ ৪৭ ॥ সোমবত্যাং নরঃ স্নাত্বা যঃ সোমেশ্বরমর্চ্চয়েৎ। সোমবন্নির্ম্মলো ভূত্বা সোমলোকে স মোদতে ॥ ৪৮ ॥ ব্যাস উবাচ। তীর্থং সোমবতীনাম লিঙ্গং সোমেশ্বরং তথা। অভূদেতৎ কথং নাম শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ ॥ ৪৯ ॥ সনৎকুমার উবাচ। শৃণু ব্যাস যথোৎপন্নং সোম-তীর্থং সুশোভনম্। সোমেশ্বরং যথা লিঙ্গমেতৎ সত্যং বদামি তে ॥ ৫০ ॥ যো দেবো ভগবান্ সোমো লোকস্যাপ্যায়নং পরম্। আসীত্তস্য পুরা ব্যাস পিতা বিপ্রো মহাতপাঃ ॥ ৫১ ॥ অবন্ত্যাঞ্চ মহাভাগো যোঽত্রির্নামা তপোনিধিঃ। বর্ষাণাং ত্রীণি দিব্যানি সহস্রাণি তপো মহৎ ॥ ৫২ ॥ ঊর্দ্ধ-বাহুঃ স বৈ তেপে ব্রহ্মধ্যানপরায়ণঃ। ঊর্দ্ধং গতং ততো ব্যাস ব্রাহ্ম্যং তেজো মহাত্মনঃ ॥ ৫৩ ॥ নেত্রাভ্যাং তেন সুস্রাব ভাসয়চ্চ দিশো দশ। তেজস্তৎসহসা দৃষ্ট্বা দিশো দশোদ্ধতং স্বতঃ ॥ ৫৪ ॥ দিশশ্চ তদ্‌যদা ব্যাস সর্ব্বা ধর্ত্তুং ন চাশকন্। অসুস্রবস্তদা দিগ্‌ভ্যস্তদ্ধি তেজোঽতিদুঃসহম্ ॥ ৫৫ ॥ লোকাংশ্চ ভাসয়ৎসর্ব্বান ধরণ্যাং বৈ পপাত হ। সোমো জাতস্ততস্তেন শীতাংশুশ্চ জনপ্রিয়ঃ ॥ ৫৬ বারি সোমাৎ সমুৎপন্নং ব্যাস তেনৈব তেজসা।

ছিল বলিয়া তত্রত্য লিঙ্গ পশুপতি নামে প্রসিদ্ধ হন। ঐ স্থানে স্নানাচরণপূর্ব্বক শুচি হইয়া পশুপতি দর্শন করিলে পশুযোনিগত পিতৃলোককেও উদ্ধার করিয়া সুবর্ণ-মণি-মুক্তাদিযুক্ত কামগামী বিমানে আরোহণ-পূর্ব্বক মহেশ্বরসন্নিহিত রুদ্রপুরে গমন করা যায়। রূপকুণ্ডে নর স্নান করিয়া সুরূপ হয় এবং স্বর্গে গমন করিয়া সে দেব-গন্ধর্ব্বগণের স্পৃহণীয় বপু লাভ করে। যে ব্যক্তি অনঙ্গকুণ্ডে স্নানান্তে শুচি হইয়া অনঙ্গপূজিত দেবদেবকে দর্শন করে, সে অভিলষিত বস্তু লাভ করিয়া জীবনান্তে শিবলোকে গমন করে। যে ব্যক্তি আষাঢ় মাসের সিতাষ্টমীতে জাগরণ করে, সে কেদারতীর্থের সমান ফল লাভ করে, করিকুণ্ডে স্নান করিয়া বিশ্বরূপের অর্চ্চনা করিলে, সর্ব্বপাপ মুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করা যায়। অজাগন্ধে স্নান করিয়া ব্রহ্মেশ্বর শিব দর্শন করিলে তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মহত্যাপাপ বিনষ্ট হয়। চক্রতীর্থে স্নান করিয়া চক্রস্বামীর অর্চ্চনা করিলে চক্রবর্ত্তী হওয়া যায়। বিধিপূর্ব্বক স্নান করিয়া সিদ্ধেশ্বর দর্শন করিলে কামিক বিমানে রুদ্রলোকে গতি হয়। সোমবতীতে স্নান করিয়া সোমেশ্বরের অর্চ্চনা করিলে সোমবৎ নির্ম্মল হইয়া সোমলোকে মুদিত হওয়া যায়। ব্যাস বলিলেন,—সোমবতী তীর্থের সোমবতী নাম এবং সোমেশ্বর তীর্থের সোমেশ্বর নাম কিপ্রকারে হইল; তাহা আমি তত্ত্বতঃ শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। ৩০—৪৯। সনৎকুমার বলিলেন,—হে ব্যাসদেব! যে প্রকারে সোমতীর্থ ও সোমেশ্বর লিঙ্গ উৎপন্ন হইলেন, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। যে সোমদেব লোকের আপ্যায়ন-স্বরূপ, হে ব্যাসদেব! এক মহাতপা বিপ্র তাঁহার পিতা ছিলেন। ঐ বিপ্র অবন্তীনগরে বাস করিতেন; উঁহার নাম অত্রি, উনি তপোনিধি ছিলেন। ঐ ব্রহ্মধ্যানপরায়ণ অত্রি ঊর্দ্ধবাহু হইয়া বর্ষসহস্রত্রয় মহৎ তপ আচরণ করেন। তখন ঐ মহাত্মার ব্রাহ্মতেজ ঊর্দ্ধগামী হয়। নেত্রযুগল হইতে তেজ গলিত হইয়া দশদিক্ উদ্ভাসিত করে। সহসা ঐ তেজ দর্শন করিয়া দশদিক্ স্বতই উদ্ধত হইয়া উঠে। হে ব্যাসদেব! দিক্ সকল ঐ তেজ ধারণ করিতে সমর্থ হয় না। তখন ঐ অতিদুঃসহ তেজ দিক্ সকল হইতে ক্ষরিত হইয়া লোক সকল উদ্ভাসিত করত ধরণীমণ্ডলে পতিত হয়। ঐ তেজ হইতেই শীতাংশু জনপ্রিয় সোম দেব উৎপন্ন হন; সোম হইতেই তাঁহার তেজে জল প্রাদুর্ভূত হয়।

প্রবিষ্টা সা নদীং শিপ্রামমৃতেনাতিপূরিতা। ৫৭। ততঃ সোমবতী শিপ্রা বিখ্যাতা সর্ব্বসিদ্ধিদা। সোমযুক্তাং নদীং শিপ্রাং দৃষ্ট্বা পাপং ব্যপোহতি। ৫৮। খ্যাতা চ ত্রিষু লোকেষু পাপিনাং পুণ্যদায়িনী। ব্রহ্মহা বা সুরাপো বা স্তেয়ী বা গুরুতল্পগঃ। ৫৯। চত্বারোঽপ্যত্র পাপেন মুচ্যন্তে দর্শনাদ্ধ্রুবম্। অমাসোমৌ যদা যুক্তৌ সোমবত্যাং তদা মুনে। ৬০। স্নানং দানঞ্চ যো ধীমান্ জপং হোমং সমাচরেৎ। অক্ষয়ং তস্য তৎসর্ব্বং যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ। ৬১। তিলোদকপ্রদানেন পিণ্ডদানেন কারিতা। অকালে কালিকী তৃপ্তিঃ পিতৃণাঞ্চ যতো মতা। ৬২। সর্ব্বত্র দুর্লভা সিপ্রা সোমং সোমগ্রহস্তথা। সোমেশ্বরঃ সোমবারঃ সকারাঃ পঞ্চ দুর্লভাঃ। ৬৩। শিপ্রাসোমজলং ব্যাস কোটিতীর্থফলপ্রদম্। অমাসোমসমাযোগে পিতৃতীর্থসমং স্মৃতম্। ৬৪। অমায়াং সোমবারশ্চেদ্ব্যতীপাতো যদা ভবেৎ। শতগুণং গয়ায়াস্ত সোমবত্যাং প্রকীর্ত্তিতম্। ৬৫। এবং সোমবতীতীর্থং জাতমত্র মহামুনে। সোমং দৃষ্ট্বাথ পতিতং ক্ষিতৌ ব্রহ্মা জগদ্গুরুঃ। ৬৬। রথে তং স্থাপয়ামাস লোকানাং হিতকাম্যয়া। স তু বেদময়ো ব্যাস ধর্ম্মাক্ষঃ সত্যসংগ্রহঃ। ৬৭। যুক্তো বাজিসহস্রেণ ব্রহ্মণা প্রেরিতস্তদা। দৃষ্ট্বা সোমং ততো দেবা রথে তং ব্রহ্মণা যুতম্। ৬৮। তুষ্টুবুঃ সর্ব্বভাবেন হৃষ্টাঃ সর্ব্বে সমাহিতাঃ। তস্য সংস্তূয়মানস্য তেজঃ সোমস্য ভাস্বরম্। ৬৯। আপ্যায়মানং ত্রৈলোক্যান্ পপাত ধরণীতলে। ব্রহ্মা তেন রথেনাথ সাগরান্তাং বসুন্ধরাম্। ৭০। ত্রিঃসপ্তকৃত্বোঽতিশয়াচ্চকারাব্ধিপ্রদক্ষিণম্। তস্য তৎ পতিতং তেজো ব্যাস সোমস্য শীতলম্। ৭১। তদেবৌষধয়ো দিব্যা জাতা ভুবি সুনির্ম্মলাঃ। যাভির্ধার্য্যো হ্যয়ং লোকঃ প্রজাশ্চৈব চতুর্ব্বিধাঃ। ৭২। তুষ্টোঽথ ভগবান্ সোমো জগতেঃ সর্ব্বদা মুনে। দশবর্ষসহস্রাণি তেপেঽতিদুঃসহং তপঃ। ৭৩। ততস্তস্মৈ দদৌ বাক্যং ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ। বীজৌষধানি বিপ্রাণাং সোমো রাজা বভূব হ। ৭৪। সপ্তবিংশতিং সোমায় দাক্ষায়ণীর্মহাব্রতাঃ। পত্নীঃ প্রাচেতসো দক্ষো দদৌ নক্ষত্রসংজ্ঞকাঃ। ৭৫। স তৎপ্রাপ্য মহদ্রাজ্যং সোমো

ঐ জল নদীরূপে পরিণত হয় এবং ঐ অমৃতময়ী নদী শিপ্রায় প্রবেশ লাভ করে। তদবধি ঐ শিপ্রা সোমবতী নামে বিখ্যাতা ও সর্ব্বসিদ্ধিদায়িকা হয়। সোমযুক্তা শিপ্রা নদী দর্শন করিলে সর্ব্ব পাপ বিনষ্ট হয়। শিপ্রা পাপীদিগের পুণ্যদায়িনী বলিয়া ত্রিলোকবিখ্যাত। শিপ্রা দর্শন করিলে ব্রহ্মঘাতী, সুরাপায়ী, স্তেয়ী ও গুরুতল্পগামী এই চারি ব্যক্তিই পাপযুক্ত হইয়া থাকে। হে মুনে! যখন অমাবস্যা ও সোমবার উভয়ে মিলিত হইবে, তখন সোমবতী তীর্থে স্নান, দান, জপ, ও হোম করিলে যাবৎ চন্দ্রদিবাকর ঐ সকল অনুষ্ঠিত কর্ম্ম অক্ষয় হইয়া থাকে। ঐ স্থানে অকালে তিলোদক ও পিণ্ড প্রদান করিলেও পিতৃলোকের যথাকালবিহিত তৃপ্তি হইয়া থাকে। সিপ্রা সর্ব্বত্র দুর্লভ এবং সোমরস সোমগ্রহ, সোমেশ্বর লিঙ্গ ও সোমবার এই পঞ্চ সকারই দুর্লভ। হে ব্যাসদেব! সিপ্রা ও সোমজল কোটিতীর্থ-ফলপ্রদ ও অমা-সোম-সংযোগ পিতৃতীর্থ-সদৃশ জানিবেন। অমাযুক্ত সোমবারে যদি ব্যতীপাত হয়, তাহা হইলে সোমবতীতীর্থে এই যোগ গয়ার শতগুণ ফল প্রদান করে। হে মহামুনে! এবম্প্রকারে এই স্থানে সোমবতী তীর্থ উৎপন্ন হয়। জগদ্গুরু ব্রহ্মা সোমকে ক্ষিতিতলে পতিত দেখিয়া লোকহিত-কামনায় তাঁহাকে রথে স্থাপন করিলেন। হে ব্যাসদেব! ঐ সত্যসংগ্রহ ধর্ম্মাক্ষ বেদময় রথ যখন সহস্র বাজিযুক্ত হইয়া ব্রহ্মা কর্ত্তৃক চালিত হইল, তখন দেবগণ ব্রহ্মার সহিত সোমকে রথারূঢ় অবলোকন করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে সর্ব্বতোভাবে তাঁহাদের স্তব করিতে লাগিলেন। তখন স্তূয়মান সোমের ভাস্বর তেজোরাশি ত্রিলোক আপ্যায়িত করত ভূমণ্ডলে পতিত হইল। ঐ সময় ভগবান্ ব্রহ্মা সাগরান্তা বসুন্ধরা ও অব্ধি একবিংশতি বার প্রদক্ষিণ করিলেন। সোমের ধরণীপতিত শীতল তেজ সেই হইতে ভুবনে ওষধিরূপে পরিণত হইল; সেই ওষধি সকল এই লোক ও চতুর্ব্বিধ প্রজা ধারণ করিতেছে।৫০-৭২। অনন্তর ভগবান্ সোমদেব জগতের প্রতি তুষ্ট হইয়া দশসহস্র বর্ষ অতিদুঃসহ তপ আচরণ করেন। তাহার ফলে লোকপিতামহ ব্রহ্মা তাঁহাকে বলিলেন,—হে সোম! তুমি বীজৌষধি এবং ব্রাহ্মণগণের রাজা হইলে। প্রজাপতি দক্ষ এই সময় চন্দ্রকে তাঁহার একবিংশতি নক্ষত্রনামিকা কন্যা প্রদান করিলেন।

ভার্য্যাযুতস্তদা। সমারেভে রাজসূয়ং সহস্রশত-দক্ষিণম্ ॥ ৭৬ ॥ হোতা চ ভগবানত্রিরধ্বর্য্যুর্ভগবান্ ভৃগুঃ। হিরণ্যগর্ভশ্চোদ্গাতা ব্রহ্মা ব্রহ্মত্বমেয়িবান ॥ ৭৭ ॥ সদস্যো ভগবানবিষ্ণুঃ সনকাদিমুখৈর্বৃতঃ। দদৌ স দক্ষিণাং সোমস্ত্রীল্লোকান্ সুসমাহিতঃ ॥ ৭৮ ॥ সিনীবালী কুহূশ্চৈব রতিঃ পুষ্টিঃ প্রভা বসুঃ। কীর্ত্তির্ধৃতিশ্চ লক্ষ্মীস্তং দেব্যো দিব্যাঃ সিষেবিরে ॥ ৭৯ ॥ প্রাপ্যাবভৃথমব্যগ্রঃ সর্ব্বদেবর্ষিপূজিতঃ। অতীব রাজতে চন্দ্রো দশধা ভাসয়ন্ দিশঃ ॥ ৮০ ॥ তস্য তৎপ্রাপ্য দুষ্প্রাপ্যমৈশ্বর্য্যমৃষিসংস্কৃতম্। বিবভ্রাম মতির্ব্যাস বিনয়াদামপাস্য চ ॥ ৮১ ॥ বৃহস্পতেস্তদা ভার্য্যাং তারানাম্নীং যশস্বিনীম্। জহার তমসা সাধ্বীমবমান্যাঙ্গিরঃসুতম্ ॥ ৮২ ॥ বাচ্যমানস্তদা সোমো দেবৈর্দেবর্ষিভিস্তথা। নৈব বাস জয়ত্তারাং তস্মা আঙ্গিরসায় চ ॥ ৮৩ ॥ বৃহস্পতেস্ততঃ পক্ষং শক্রো জগ্রাহ কোপতঃ। স হি শিষ্যো মহাতেজা গুরোঃ পূর্ব্বং বৃহস্পতে ॥ ৮৪ ॥ ততো যুদ্ধমভূত্তত্র সুঘোরং শক্রসোমযোঃ। দেবানাং দানবানাঞ্চ

ব্যাস ত্রাসকরং মহৎ ॥ ৮৫ ॥ সর্ব্বে ভীতাস্ততো দেবাব্রহ্মাণংশরণংগতাঃ। অগ্রতো ব্রহ্মণো যুদ্ধংকথিতং শক্রসোমযোঃ ॥ ৮৬ ॥ দেবানাং বচনং শ্রুত্বা সার্দ্ধং দেবৈঃ পিতামহঃ। আগত্য যুদ্ধভূমিং সোঽবারয়দ্দেবদানবান্ ॥ ৮৭ ॥ বারিতাস্তে স্থিতাস্তত্র যুদ্ধং ত্যক্ত্বা সুরাসুরাঃ। তারামাদায় স তদা দদাবাঙ্গিরসে দ্বিজে ॥ ৮৮ ॥ তামন্তঃপ্রসবাং দৃষ্ট্বা প্রাহ ভার্য্যাং বৃহস্পতিঃ। মদীয়ায়াং ন তে যোন্যাং গর্ভো ধার্য্যঃ কথঞ্চন ॥ ৮৯ ॥ উৎসসর্জ্জ ততস্তারা কুমারং দেবরূপিণম্। ইষীকাস্তং সমাসাদ্য জ্বলন্তমিব পাবকম্ ॥ ৯০ ॥ স তেজো জাতমাত্রোঽপি দেবানামাক্ষিপচ্ছিশুঃ। ততঃ সংশয়মাপন্না উচুস্তারাং দিবৌকসঃ ॥ ৯১ ॥ কস্যায়ং ব্রূহি শুভগে সোমস্যাথ বৃহস্পতেঃ। নাচচক্ষ তু দেবানাং বেধাঃ পপ্রচ্ছ তাং পুনঃ ॥ ৯২ ॥ যদত্র সত্যং তদ্ব্রূহি তারে কস্য সুতো হ্যয়ম্। সা প্রাঞ্জলিরুবাচেদং ব্রহ্মাণং বরদং বিভুম্ ॥ ৯৩ ॥ সোমস্যেতি মহঃ সোঽয়ং কুমারো দেবসন্নিভঃ। সোমস্য তং সুতং জ্ঞাত্বা পরিষজ্য পিতামহঃ ॥ ৯৪ ॥ বুধ ইত্যকরো-

---

চন্দ্র মহৎরাজ্য ও ভার্য্যাযুক্ত হইয়া শত সহস্র দক্ষিণান্বিত রাজসূয় যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। ঐ যজ্ঞের হোতা ভগবান্ অত্রি, অধ্বর্য্যু ভৃগু, হিরণ্যগর্ভ উদ্গাতা এবং সনকাদি মুনিগণের সহিত ভগবান বিষ্ণু সদস্য হইলেন। সোম সমাহিতভাবে ত্রিলোক দক্ষিণা প্রদান করিলেন। সিনীবালী, কুহূ, রতি, পুষ্টি, প্রভা, বসু, কীর্ত্তি, ধৃতি, এবং লক্ষ্মী, এই দিব্য দেবীগণ তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন। তিনি তখন অবভৃথস্নান ও সর্ব্বদেবর্ষি-পূজিত হইয়া দশ দিক্ উদ্ভাসিত করত অতীব দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। চন্দ্র তখন ঋষি-সংস্কৃত দুষ্প্রাপ্য ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়া বিনয়াদি পরিত্যাগপূর্ব্বক ভ্রান্তমতি হইলেন। তিনি অজ্ঞানান্ধকারে অন্ধ হইয়া বৃহস্পতিকে অবমানিত করত তাঁহার ভার্য্যা যশস্বিনী সাধ্বী তারাকে অপহরণ করিলেন। দেব ও দেবর্ষিগণ কর্ত্তৃক তিনি বহুবার নিষিদ্ধ হইয়াও বৃহস্পতিকে তারা প্রত্যর্পণ করিলেন না। তখন শক্র ক্রুদ্ধ হইয়া বৃহস্পতির পক্ষ অবলম্বন করিলেন। শক্র তাঁহার প্রধান শিষ্য এবং মহাতেজা। অনন্তর শক্র ও সোমের ঘোরতর রণ উপস্থিত হইল। হে ব্যাসদেব! ঐ যুদ্ধ দেব-দানবের ত্রাসকর হইয়া উঠিল ।৭৩—৮৫। দেবগণ

ভীত হইয়া ব্রহ্মার শরণ প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহারা ব্রহ্মার অগ্রে সোম-সূর্য্যের যুদ্ধের বিষয় কীর্ত্তন করিলেন। পিতামহ তখন দেবগণের বাক্য শুনিয়া যুদ্ধভূমিতে আগমনপূর্ব্বক যুদ্ধার্থী দেব-দানবগণকে নিবারণ করিলেন। তাঁহারা ব্রহ্মার বাক্যে নিবারিত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন চন্দ্র তারাকে আঙ্গিরসের হস্তে প্রত্যর্পণ করিলেন। বৃহস্পতি তারাকে অন্তঃপ্রসবা দেখিয়া বলিলেন,—তুমি কোন প্রকারেই মদীয় যোনিতে গর্ভধারণ করিতে পার না। তাহা শুনিয়া তারা ইষীকাগ্র গ্রহণ করত জ্বলন্ত পাবকের ন্যায় দেবরূপী কুমারকে পরিত্যাগ করিলেন। ঐ শিশু জাতমাত্র স্বীয় তেজে দেবতাদিগের তেজ প্রতিহত করিতে লাগিল। অনন্তর দেবগণ বালকের তেজে সংশয়াপন্ন হইয়া তারাকে বলিলেন,—হে সুভগে! এই তনয় কাহার? বৃহস্পতির না সোমের? ইহা তুমি স্থির করিয়া বল। তিনি সাধারণ দেবগণকে যখন এ কথা বলিলেন না, তখন বিধাতা গিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে তারে! এই বালক কাহার পুত্র? তাহা তুমি সত্য করিয়া বল। তিনি তখন একান্তে ব্রহ্মাকে কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন,—এই দেবসন্নিভকুমার সোমের। পিতামহ

স্নাম তস্য পুত্রস্য বৈ তদা॥ পরদারাপহারাচ্চ যৎপাপং তেন দুঃসহম্ ॥ ৯৫ ॥ তেন সোমোঽভবৎ কুষ্ঠী ক্ষয়রোগযুতস্তদা। ততো রাজ্যে স্বকং পুত্রং স্থাপয়িত্বা যথাবিধি ॥ ৯৬ ॥ অবন্তীমাজগামাশু সোমো দেবদিদৃক্ষয়া। সোমাহে সোমবত্যাং চ অমাযোগে জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৯৭ ॥ স্নাত্বা সম্পূজয়ামাস সোমঃ সোমেশ্বরং ততঃ॥ তস্য ভক্ত্যা চ সন্তুষ্টঃ প্রাহ সোমং মহেশ্বরঃ ॥ ৯৮ ॥ মৎপ্রসাদাদ্বপুঃ কান্তং তব সোম ভবিষ্যতি ॥ সোমেশ্বরমিতি খ্যাতং ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়কম্ ॥ ৯৯ ॥ এবং ব্যাস তু তত্তীর্থং লিঙ্গং চৈবাতিদুর্লভম্॥ কথিতং তথ্যভাবেন ময়া তুষ্টেন সাম্প্রতম্ ॥ ১০০ ॥ শ্রাবণং প্রাপ্য যো মাসং সোমনাথং জিতেন্দ্রিয়ঃ॥ নিত্যং পশ্যেন্নরো ব্যাস তস্য পুণ্যফলং শৃণু ॥ ১০১ ॥ সৌরাষ্ট্রে সোমনাথস্য পূজায়াং প্রত্যহং ফলম্ ॥ লভতে স নরো ব্যাস নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ১০২ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে সোমবতীতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নামাষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৮ ॥

সোমের কুমার জানিতে পারিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া তাহার নাম রাখিলেন 'বুধ'। এদিকে পরদারাপহরণজনিত দুঃসহ পাপের ফলে চন্দ্র কুষ্ঠ ও ক্ষয়রোগগ্রস্ত হইলেন; হইয়া তিনি পুত্র বুধকে যথাবিধি রাজ্যে স্থাপনপূর্ব্বক দেবদর্শনের নিমিত্ত অবন্তীনগরে সত্বর যাত্রা করিলেন। অনন্তর সোম সোমবতীতীর্থে গমন করিয়া অমাবস্যাযুক্ত সোমবারে জিতেন্দ্রিয়ভাবে স্নান ও সোমেশ্বরের পূজা করিলেন। তাঁহার পূজায় সন্তুষ্ট হইয়া মহেশ্বর বলিলেন,—হে সোম! আমার প্রসাদে তোমার কমনীয় বপু হইবে। হে ব্যাসদেব! এইরূপে ঐ ভুক্তি-মুক্তি-প্রদায়ক তীর্থ ও তত্রত্য লিঙ্গ সোমেশ্বর নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। ঐ তীর্থ ও লিঙ্গ অতীব দুর্লভ, আমি ইহা হৃষ্টচিত্তে যথাযথ কীর্ত্তন করিলাম। জিতেন্দ্রিয় হইয়া শ্রাবণমাসে সোমনাথকে দর্শন করিলে যে পুণ্য হয়, তাহার ফল শ্রবণ করুন। ঐ সোমনাথ দর্শনে সৌরাষ্ট্রে সোমনাথের প্রতিদিন পূজা করিলে যে ফল, সেই ফল লাভ করা যায়, এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই। ৮৬—১০২।

অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৮।

একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

সনৎকুমার উবাচ। তীর্থস্থানরকস্যাস্য মাহাত্ম্যং শৃণু সাম্প্রতম্। তীর্থেন চানরকে স্নাত্বা দৃষ্ট্বা দেবং মহেশ্বরম্। ন পশ্যেন্নরকং ক্বাপি যদ্যপি ব্রহ্মহা ভবেৎ ॥ ১ ॥ ব্যাস উবাচ। কিয়ন্তো নরকাস্তাত কস্মিন্ স্থানে প্রতিষ্ঠিতাঃ। পতন্তি কেন পাপেন পাপিনস্তেষু দুঃখিতাঃ ॥ ২ ॥ তৎকথং প্রাণিনস্তত্র গচ্ছন্তি পাপকারিণঃ ॥ এতৎসর্ব্বং সমাখ্যাহি যদি তুষ্টোঽসি মে প্রভো ॥ ৩ ॥ সনৎকুমার উবাচ। শৃণুষ নরকান্ ব্যাস যাবন্তো যত্র সংস্থিতাঃ। ন লভ্যন্তে যথা চৈতে সত্যমেতদ্বদামিতে ॥ ৪ ॥ পাতালনিলয়াঃ সর্ব্বে বিখ্যাতা দুঃখদাঃ সদা। পুণ্যপ্লাবেন তে সর্ব্বে তির্য্যগ্‌যান্তি স্বকর্ম্মভিঃ॥ ৫ ॥ রৌরবঃ শূকরো রৌদ্রস্তালো বিনশকস্তথা। তপ্তকুম্ভস্তপ্তায়ো মহাজালস্তথৈব চ ॥ ৬ ॥ কুম্ভীপাকঃ ক্রকচনস্তথা দেবাতিদারুণ। কৃমিভুক্তিশ্চ রক্তাখ্যো লালাভক্ষশ্চ গণ্ডকঃ ॥ ৭ ॥ অধোমুখশ্চাস্থিভঙ্গো যন্ত্রপীড়নকস্তথা। সন্দংশো রুধিরাঙ্গশ্চ শ্বভোজ্যশ্চ

ঊনত্রিংশ অধ্যায়।

সনৎকুমার বলিলেন,—সম্প্রতি অনরকতীর্থের মাহাত্ম্য শ্রবণ করুন। অনরকতীর্থে স্নান ও তত্রত্য দেব মহেশ্বরকে দর্শন করিলে ব্রহ্মঘাতীকেও নরক দর্শন করিতে হয় না। ব্যাসদেব বলিলেন,—হে প্রভো! আপনি যদি আমার প্রতি তুষ্ট হইয়া থাকেন, তাহা হইলে নরক কতিবিধ? কোন্ স্থানে নরক অবস্থিত? পাপিগণ দুঃখভোগ করিবার নিমিত্ত কি হেতু ঐ নরকে পতিত হয়? পাপী জীব কি জন্য ঐ স্থানে গমন করে? এই সকল যথাযথ কীর্ত্তন করুন। সনৎকুমার বলিলেন,—হে ব্যাসদেব! নরক যত প্রকার, ঐ সকল নরক কোথায় আছে, এবং যাহাতে নরকে গমন করিতে হয় না, এ সকল সত্য বলিতেছি; আপনি তাহা শ্রবণ করুন। নরক সকল পাতালে অবস্থিত। ঐ নরক সকল সর্ব্বদা দুঃখদায়ক। জীব স্বীয় দুষ্কর্ম্মের ফলে নরকে গমন করিয়া থাকে। রৌরব, শূকর, রৌদ্র, তাল, বিনাশক, তপ্তকুম্ভ, তপ্তায়ঃ, মহাজাল, কুম্ভীপাক ক্রকচন, দেবাতিদারুণ, কৃমিভুক্তি, রক্তাখ্য, লালাভক্ষ, গণ্ডক, অধোমুখ, অস্থিভঙ্গ, যন্ত্রপীড়নক, সন্দংশ, রুধিরাঙ্গ, শ্বভোজ্য

কুভোজনঃ॥৮॥ইত্যেবমাদয়ঃ সর্ব্বে নরকা ভৃশদারুণাঃ। যমস্ত বিষয়ে সন্তি স্তা হি ভয়দায়িনঃ॥৯॥ পতন্তি পুরুষাস্তেষু পাপকর্ম্মরতাশ্চ যে। পতিতাশ্চ প্রপচ্যন্তে নরাঃ কর্ম্মানুরূপতঃ॥ ১০ ॥ যাতনাভির্বিচিত্রাভী রৌদ্রকর্ম্মক্ষয়াদ্ভৃশম্। সুগাঢ়ং হস্তয়োর্বদ্ধাস্তপ্তশৃঙ্খলয়া নরাঃ॥ ১১॥ মহাবৃক্ষাগ্রশৃঙ্গেষু লম্বন্তে যমকিঙ্করৈঃ। শোচন্তঃ স্বানি কর্ম্মাণি তুষ্ণীং তিষ্ঠন্তি নিশ্চলাঃ॥ ১২॥ অগ্নিবর্ণৈঃ শঙ্কুভিশ্চ লোহদণ্ডৈঃ সকণ্টকৈঃ। হন্যন্তে কিঙ্করৈর্ঘোরৈঃ সমন্তাৎ পাপকারিণঃ॥ ১৩॥ তত্তৎক্ষণাৎ প্রদীপ্তেন বহ্নিনা চ বিশেষতঃ। সমন্ততঃ প্রক্ষিপ্যন্তে কৃতাশ্চ জর্জ্জরীকৃতাঃ॥ ১৪॥ কূটসাক্ষী তথাসম্যক্পক্ষপাতেন যো বদেৎ। যশ্চান্যদনৃতং ব্রূয়াৎ স নরো যাতি রৌরবম্॥ ১৫॥ সুরাপো ব্রহ্মহা হর্ত্তা সুবর্ণস্য চ সূচকঃ। প্রযান্তি নরকাংশ্চৈব তৈঃ সংসর্গমুপৈতি যঃ॥ ১৬॥ ভ্রূণহা গুরুহন্তা চ গোঘ্নশ্চ মুনিসত্তম। যান্ত্যেতে নরকং রৌদ্রং যে চ বিশ্বাসঘাতকাঃ॥ ১৭॥ তপ্তলোষ্টেষু পচ্যন্তে যস্ত ভক্তং পরিত্যজেৎ। সুনাং সুতাঞ্চ যো গচ্ছেন্মহাজ্বালে স পাত্যতে॥ ১৮॥ কুম্ভীপাকে প্রয়াত্যেব পাদৈরূর্দ্ধৈরধোমুখঃ। করোতি কর্ম্ম বৈ নিত্যং যশ্চ গাং প্রতিষেধয়েৎ॥ ১৯॥ স্বামিদ্রোহী চ যো রৌদ্রস্তপ্তকুম্ভে স পাত্যতে। দেবদূষয়িতা যশ্চ বেদবিক্রয়িকস্তথা॥ ২০॥ পরস্ত্রীগামিনো যে চ যান্তি ক্রকচনে তু তে। চৌরোঽতিদারুণে যাতি মর্য্যাদাভেদকস্তথা॥ ২১॥ দেবদ্বিজপিতৃদ্বেষ্টা রত্নদূষয়িতা চ যঃ। স যাতি কৃমিভক্ষে বৈ রক্তাখ্যে চ পতন্তি তে॥ ২২॥ পিতৃদেবগুরূণাঞ্চ সপর্য্যাং ন করোতি যঃ॥ লালাভক্ষে স যাত্যুগ্রে কূটকর্ম্ম করোতি যঃ॥ ২৩॥ অন্ত্যজেভ্যো গ্রহীতা চ নরকে যাত্যধোমুখে। অস্থিভঙ্গে প্রয়াত্যেব একো মিষ্টান্নভুঙ্ নরঃ॥ ২৪॥ কৃতঘ্নঃ পিশুনঃ ক্রূরঃ কূটমানী বিড়ম্বকঃ। যন্ত্রপীড়নকে যান্তি পরগুহ্যপ্রকাশকঃ॥ ২৫॥ লাক্ষামাংসরসানাঞ্চ তিলানাং রসকস্য চ। বিক্রয়ী ব্রাহ্মণো যাতি সন্দংশে নাত্র সংশয়ঃ॥ ২৬॥ মধুহা গ্রামহন্তা চ যাতি বৈতরণীং নরঃ। বর্ণাশ্রমবিরুদ্ধং চ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি যে নরাঃ॥ ২৭॥ কর্ম্মণা মনসা বাচা

ও কুভোজন প্রভৃতি নরক সকল অত্যন্ত দারুণ। এই নরক সকল যমালয়ে অবস্থিত, অত্যন্ত ভয়দায়ক। পাপকর্ম্মরত পুরুষগণ স্বীয় কর্ম্মানুসারে এই স্থানে পতিত হয়। পতিত হইয়া তাহারা বিবিধ যাতনা উপভোগ করত পচিতে থাকে। যমকিঙ্করগণ তপ্ত শৃঙ্খলা দ্বারা পাপী জীবগণের হস্তদ্বয় দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া তাহাদিগকে বিশাল বৃক্ষের অগ্রদেশে লম্বিত করে। তাহারা তখন আপন আপন কৃত কর্ম্ম স্মরণ করিয়া অত্যন্ত অনুশোচনা করত নিশ্চলভাবে মৌনাবলম্বন করিয়া থাকে। দগ্ধ অগ্নিবর্ণ শঙ্কু (ডাণ্ডস্) ও সকণ্টক লৌহদণ্ড দ্বারা তাহারা তাড়িত হয়। কখন যমকিঙ্করগণ ঐ পাপকারী ব্যক্তিদিগের প্রতি প্রদীপ্ত বহ্নি ক্ষেপণ করিয়া তাহাদিগকে জর্জ্জরীভূত করে। কূটসাক্ষী ব্যক্তি, পক্ষপাতী ও অসম্যগ্‌বাদী ব্যক্তি এবং মিথ্যাবাদী ব্যক্তি, রৌরবে গমন করে। সুরাপায়ী, ব্রহ্মহা, সুবর্ণহর্ত্তা ও সূচক, ইহারা নরকে গমন করে এবং ইহাদের সংসর্গে যে ব্যক্তি থাকে, তাহাকেও নরকে গমন করিতে হয়। ভ্রূণহা, গুরু হন্তা, গোঘাতী, ও বিশ্বাসঘাতক ব্যক্তি রৌদ্র নরকে গমন করে। যে ভক্তকে পরিত্যাগ করে, সে তপ্তলোষ্টে পচিতে থাকে। যে ব্যক্তি সুনা ও সুতাতে গমন করে, সে মহাজ্বাল নরকে পতিত হয়। যে ব্যক্তি গোরুর আহারে বাধা প্রদান করে, তাহার পাদদ্বয় ঊর্দ্ধদিকে ও মস্তক নিম্নদিকে করিয়া তাহাকে কুম্ভীপাক নরকে পাতিত করে। যে স্বামিদ্রোহী হয়, তাহাকে তপ্তকুম্ভ নরকে পাতিত করে। দেবদূষয়িতা, বেদবিক্রয়ী ও পরস্ত্রীগামী ব্যক্তি ক্রকচন নরকে গমন করে। মর্য্যাদাভেদক ও চৌর, ইহারা অতি দারুণ নরকে গমন করে। দেব-দ্বিজ-পিতৃদ্বেষ্টা ও রত্নদূষয়িতা ব্যক্তি কৃমিভক্ষ নরকে গমন করে। যে ব্যক্তি পিতৃ-দেব-গুরুর পূজা না করে, সে রক্তাখ্য নরকে গমন করে। যে ব্যক্তি কূটকর্ম্ম করে, সে উগ্র লালাভক্ষ নরকে গমন করে। যে ব্যক্তি অন্ত্যজ জাতির নিকট প্রতিগ্রহ করে, সে অধোমুখ নরকে গমন করে। একাকী মিষ্টান্ন ভোজী নর অস্থিভঙ্গ নরকে গমন করে। কৃতঘ্ন, পিশুন, ক্রূর, কূটমানী, বিড়ম্বক, ও পরগুহ্যপ্রকাশক ব্যক্তি যন্ত্রপীড়ক নরকে গমন করে। মাংস, লাক্ষা, রস ও তিলরস-বিক্রয়ী ব্রাহ্মণ সন্দংশ নরকে গমন করে; ইহাতে সংশয় নাই। মধুহা ও গ্রামহন্তা নর বৈতরণীতে গমন করে। যে নর কায়-মনোবাক্যে বর্ণাশ্রম-

মহানদ্যাং প্রয়ান্তি তে । গুরূণামবমন্তা চ শাস্ত্রদূষয়িতা চ যঃ ॥ ২৮ ॥ অসিপত্রে প্রয়াত্যেব তথা পর্ব্ববিলঙ্ঘকঃ । ধনযৌবনমত্তা যে মর্য্যাদাভেদিনো নরাঃ ॥ ২৯ ॥ তে যান্তি নরকে ঘোরে কৃষ্ণসূত্রেঽতিদারুণে । অসংস্কৃতশ্চ যো বিপ্রো বৃষলীং সেবতে তু বৈ ॥ ৩০ ॥ বৃষলীমিথুনো যশ্চ পততস্তাবুভাবপি । উচ্ছিষ্টা যে স্পৃশন্তীহ গাবোঽগ্নিং জননীং দ্বিজান্ ॥ ৩১ ॥ তে পচ্যন্তে কুভোজ্যে চ মিত্রদ্বেষী বিশেষতঃ । পংক্তিভেদে দিবাস্বপ্নে যে নরো ব্রহ্মচারিণঃ ॥ ৩২ ॥ পুত্রৈরধ্যাপিতা যে বৈ তে পতন্তি শ্বভোজনে । এতে চান্যে চ নরকাঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥ ৩৩ ॥ তত্র দুষ্কৃতকর্ম্মাণঃ পচ্যন্তে যাতনাগতাঃ । নৃণাং স্বর্গাশ্চ যাবন্তস্তাবন্তো নিরয়াস্তথা ॥ ৩৪ ॥ পাপং কৃত্বা তু বহুলং প্রায়শ্চিত্তপরাঙ্মুখাঃ ॥ কৃতে পাপে চ বৈ তাপো যস্য পুংসঃ প্রজায়তে ॥ ৩৫ ॥ প্রায়শ্চিত্তন্তু তস্যৈকং শিবসংস্মরণং পরম্ । তস্মাদহর্নিশং শম্ভুং সংস্মরন পুরুষোত্তমঃ ॥ ৩৬ ॥ ন যাতি নরকং শুদ্ধঃ সঙ্ক্ষীণাখিলপাতকঃ । কার্ত্তিকস্যাসিতে পক্ষে কৃষ্ণা যা চ চতুর্দ্দশী । তস্যাং দীপঃ প্রদাতব্যো দেবদেবস্য চাগ্রতঃ ॥ ৩৭ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে নরককথনং নামৈকোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৯ ॥

ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ । দীপেঽস্মিন্ যৎফলং চাস্তি বিধিনা যেন দীয়তে । তৎসর্ব্বং ব্রূহি মে তাত দীপোৎপত্তিঞ্চ শোভনম্ ॥ ১ ॥ সনৎকুমার উবাচ । পুরা কৃতযুগে ব্যাস পার্ব্বতীঃ শঙ্করোঽগ্রতঃ । অভিপ্রযাচিতুং যাতস্তয়াপি সোঽভিযাচিতঃ ॥ ২ ॥ পার্ব্বত্যুবাচ । শরীরে কৃষ্ণতা শম্ভো মমাস্তি রূপহারিণী । তস্মাদ্‌যাচে ভৃশং শম্ভো প্রসীদ দিব্যলোচন ॥ ৩ ॥ ভবেন বর্ণিতা সা বৈ অতীব শোভনা মম । লোচনে পক্ষ্মমালায়াঃ শোভসেঽতিতরাং সদা ॥ ৪ ॥ সিতাব্জসংস্থিতো ভৃঙ্গো যথা শোভয়তে চ তম্ । তয়া তথা যাচিতোঽসৌ ধূর্জ্জটির্বৃষভাসনঃ ॥ ৫ ॥ বিরূপরূপ-

---

বিরুদ্ধে কার্য্য করে, সে মহানদীতে গমন করে। গুরুগণের অবমাননাকারী, শাস্ত্রদূষয়িতা ও পর্ব্ববিলঙ্ঘী ব্যক্তি অসিপত্র নরকে পতিত হয়। ধনযৌবন-মদে যে ব্যক্তি সীমা অতিক্রম করে, সে অতিদারুণ কৃষ্ণসূত্র নরকে গমন করে। যে অসংস্কৃত ব্রাহ্মণ বৃষলী-সেবা করে, এবং যে মিথুনীভাবে বৃষলীতে রত হয়, এই উভয় ব্রাহ্মণই নরকে পতিত হয়। যে ব্যক্তি উচ্ছিষ্ট-অবস্থায় গো, অগ্নি, মিত্র, জননী ও দ্বিজকে স্পর্শ করে, সে এবং মিত্রদ্বেষী ব্যক্তিও কুভোজ্য নরকে গমন করিয়া থাকে। যে অব্রহ্মচারী নর দিবানিদ্রা ও পংক্তিভেদ করে এবং যে পুত্র কর্ত্তৃক অধ্যাপিত হয়, এই উভয়েই শ্বভোজন নরকে গমন করে। ইত্যাদি শত শত সহস্র সহস্র নরক বিদ্যমান আছে। ঐ সমস্ত নরকেই দুষ্কৃতকর্ম্মা নরগণ যাতনায় পচ্যমান হয়। মানবগণের স্বর্গও যত প্রকার, নরকও তত প্রকার আছে। কৃতপাপ প্রায়শ্চিত্তরহিত ব্যক্তিগণ ঐ সকল নরকে গমন করিয়া থাকে। পাপ করিয়া যে মানবের তাপ উপস্থিত হয়, তাহার শিবস্মরণই একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত। এই জন্যই উত্তম পুরুষগণ অহর্নিশ শম্ভুস্মরণ করিয়া ক্ষীণপাতক ও শুদ্ধ হয়; তাহার ফলে তাঁহারা নরকে গমন করেন না। কার্ত্তিক মাসের অসিত পক্ষের যে চতুর্দ্দশী, ঐ তিথিতে দেবদেবের সম্মুখে দীপদান করিতে হয়। ১৯—৩৭।

উনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৯।

ত্রিংশ অধ্যায়।

বলিলেন,—হে তাত! দীপদানের যাহা ফল, যে বিধিতে দীপদান করিতে হয়, এবং যে প্রকারে দীপের উৎপত্তি হয়, তৎসমস্ত আপনি আমাকে বলুন। সনৎকুমার বলিলেন,—ব্যাসদেব! পূর্ব্বে সত্যযুগে শঙ্কর পার্ব্বতীর নিকট এবং পার্ব্বতী শঙ্করের নিকট কোন কিছু প্রার্থনার নিমিত্ত গমন করেন। পার্ব্বতী বলিলেন,—হে শম্ভো! আমার শরীরে রূপহারিণী কৃষ্ণতা বিদ্যমান। হে শম্ভো দিব্যলোচন! এই হেতু আমি প্রার্থনা করিতেছি। ভব তাঁহাকে বলিলেন,—তুমি আমার অতীব শোভনা, তুমি লোচনের পক্ষ্মমালার ন্যায় অত্যন্ত শোভা পাইতেছ। সিত সংস্থিত ভৃঙ্গ যেমন সিতাব্জকে শোভিত করে, তেমনি তুমিও আমাকে শোভিত করিতেছ। পার্ব্বতী বলিলেন,—তুমি আমাকে বিরূপা বলিয়া

কর্ত্তাসি ন শৃণোষি বচো যদা। তদা ত্বহং সবৈরাগ্যা চরেঽহং দুষ্করং তপঃ ॥ ৬ ॥ ভবস্তয়েতি চোক্তস্তু তস্যা বৈ পাণিমগ্রহীৎ। কদাচিচ্ছঙ্করো দেবো রতিং যাচিতবান্ প্রিয়াম্ ॥ ৭ ॥ রতিং দত্তবতী সা তু জহাস নাম কীর্ত্তয়ন্। সুদুঃখিতাভবৎ সা তু পরাঙ্মুখী বিহায় তম্ ॥ ৮ ॥ উবাচ রোষসংযুক্তা সংস্মৃত্য দেবভাষিতম্। তপোবনং ব্রজাম্যদ্য সুগৌরত্বোপলব্ধয়ে ॥ ৯ ॥ সুবর্ণরূপরূপা চ যদা পুনর্ভবামি চ। তদা তব সানুরাগা ভবামি চৈব নান্যথা ॥ ১০ ॥ ইতীদমেব জল্পন্তী জগাম বিন্ধ্যপর্ব্বতম্। হরঃ শুশোচ তত্তস্যাঃ ক গতা সা বিহায় মাম্ ॥ ১১ ॥ স্মরংস্তদেব চেষ্টিতং তদেব পূর্ব্বভাষিতম্। তদৈব মে বৃথা মতির্মুদা যদা ন মানিতা ॥ ১২ ॥ যতো ময়া হিমাদ্রিজা সমস্তলোকসুন্দরী। পুরৈব নাভিনন্দিতা গতা বিহায় মামিতি ॥ ১৩ ॥ ইতীদমেব সোঽবদদ্দর্শনং ততঃ প্রিয়বিয়োগমীদৃশং গুরুং ন সোঢ়ুমুৎসহে ॥ ১৪ ॥ ততো জগদ্ধি সঙ্কুলং মহাভয়েন সংযুতম্। সুরাসুরা মহর্ষয়ঃ পরংবিষাদমভ্যগুঃ ॥ ১৫ ॥ বিহায় মন্দিরাণি তে পরং বিষাদমাগতাঃ। হরস্তুতিং পরাং চ তে প্রচক্রুরদ্ভুতোপমাঃ ॥ ১৬ ॥ সনৎকুমার উবাচ। ন দৃশ্যতে যদা দেবো রুদ্রো বালেন্দুশেখরঃ। নষ্টালোকং জগৎসর্ব্বং কান্তারমভবত্তদা ॥ ১৭ ॥ ত্রীণি নেত্রাণি রুদ্রস্য যতঃ সূর্য্যেন্দুবহ্নয়ঃ। গতে রুদ্রে ন তে ভান্তি জগত্যস্মিংশ্চরাচরে ॥ ১৮ ॥ ততস্তমসি দুস্তারে সম্ভূতে লোমহর্ষণে। অন্যোন্যং হি ন পশ্যন্তি সুরাসুরস্তমোবৃতাঃ ॥ ১৯ ॥ এষা বুদ্ধিস্ততস্তেষামুৎপন্না কার্য্যসিদ্ধয়ে। যয়া বুদ্ধ্যা জগন্নাথো জ্ঞায়তে পার্ব্বতীপতিঃ ॥ ২০ ॥ ন হ্যালোকো বিনা তেন শশিসূর্য্যাগ্নিচক্ষুষা। রং ব্রুবন্তি স্ম তু খিতাস্তে বিসংজ্ঞয়া ॥ ২১ ॥ হে দেব হে মুনে সিদ্ধে হে ঋষে হে নিশাচর। হে দৈত্য হে দনুশ্রেষ্ঠ হে মনুষ্যানিদেশক ॥ ২২ ॥ গতোঽসি কাং দিশং তাত কো বা লব্ধস্ত্বয়া বিভো। ক্বচিদ্বিশ্রামভূমিস্তে

ইঙ্গিত করিতেছ, আমার কথা শুনিতেছ না; অতএব আমি বিরাগিণী হইয়া দুশ্চর তপস্যা করিব। দেবী এই কথা বলিলে ভব তাঁহার কর গ্রহণ করিলেন। কোন সময়ে শঙ্কর শঙ্করী-সমীপে রতি প্রার্থনা করেন, শঙ্করী তাহা দান করেন। এই সময় ভব শঙ্করীর 'কালী' এই নাম কীর্ত্তন করিয়া হাস্য করেন। তাহাতে তিনি অত্যন্ত দুঃখিতা হইয়া রতিদানে পরাঙ্মুখী হন এবং তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া ক্রুদ্ধা হইয়া দেবভাষিত স্মরণপূর্ব্বক বলিলেন,—আমি গৌরাঙ্গী হইবার নিমিত্ত তপোবনে গমন করি! যখন আমার সুবর্ণের ন্যায় বর্ণ হইবে, তখন আমি পুনরায় তোমার অনুরাগবর্দ্ধিনী হইব; তাহা না হইলে নহে। এই কথা বলিতে বলিতে দেবী বিন্ধ্যাচলে গমন করিলেন। হর তখন এইরূপে শোক করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি বলিলেন,—সেই দেবী আমায় পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গেলেন? তাঁহার সেই চেষ্টিত, সেই পূর্ব্ব ভাষিত আমার স্মরণ হইতেছে। কেন আমার তখন দুষ্টা মতি হইল। আমি তাঁহাকে উপহাস করিলাম। যেহেতু আমি ত্রিভুবনৈক-সুন্দরী শঙ্করীকে অভিনন্দিত করি নাই, এই জন্যই তিনি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করিলেন। প্রিয়াদর্শনে কাতর হইয়া তিনি এইরূপ বলিতে লাগিলেন এবং ঈদৃশ প্রিয়াবিয়োগ সহ্য করিতে সমর্থ হইলেন না; সুতরাং তিনি অদৃশ্য হইলেন। ইহার ফলে জগৎ মহাভয়ে ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। সুরাসুর-মহর্ষিগণ বিষণ্ণ হইলেন। তাঁহারা সকলে স্বীয় স্বীয় মন্দির পরিত্যাগ করিয়া হরের স্তুতি করিতে লাগিলেন। সনৎকুমার বলিলেন,—বালেন্দুশেখর রুদ্র যখন দৃষ্টিপথাতীত হইলেন, তখন এই জগৎ আলোক-বিহীন কান্তারে পরিণত হইল। জগৎ আলোকবিহীন হওয়ার কারণ এই যে, সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি, ইঁহারা তিনজন রুদ্রের তিনটী নেত্র; রুদ্রের অভাবে ইঁহাদেরও অভাব। রুদ্র গমন করিলে সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নিও এই চরাচরে প্রকাশিত হইলেন না, দুস্তর লোমহর্ষণ তম আবির্ভূত হইল। তাহার ফলে সুরাসুর অন্ধকারাবৃত হইয়া পরস্পর কেহ কাহাকেও দেখিতে পাইল না। তখন তাঁহাদের কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত বুদ্ধি উপস্থিত হইল—যে বুদ্ধি দ্বারা জগন্নাথ পার্ব্বতীপতিকে জানিতে পারা যায়। শশি-সূর্য্যাগ্নিনেত্র ভব ব্যতিরেকে আলোক কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? তাঁহারা বিসংজ্ঞ ও দুঃখিত হইয়া বলিতে লাগিলেন,— হে দেব! হে মুনে! হে সিদ্ধ! হে ঋষে! হে নিশাচর! হে দৈত্য! হে দনুশ্রেষ্ঠ! হে মনুষ্যানিদেশক! হে তাত! কোন দিক্ দিয়া কাহাকে লাভ করিলে; কোথায় তোমার বিশ্রাম-

ক্বচিদালম্বনেঽপি বা ॥ ২৩ ॥ পাথেয়মস্তি কিঞ্চিত্তে দিশি কিং যাথ কুত্রচিৎ। প্রকাশং বাহনং ছত্রমশনং শয়নং গৃহম্ ॥ ২৪ ॥ ক্বচিদ্বাসি কথং তোয়মথবা চিত্তনির্বৃতিঃ। বন্ধুঃ পুত্রোঽসি বা তাত বৃক্ষচ্ছায়া সুশীতলা ॥ ২৫ ॥ এবম্প্রকারঃ করুণং সমাভাষ্য পরস্পরম্। ভূয়শ্চিন্তাপরাঃ সর্ব্বে দেবাশ্চেন্দ্রপুরোগমাঃ ॥ ২৬ ॥ ভূমেব্বিবরমাশ্রিত্য প্রাণিনো যে বসন্ত্যপি। রসাতলে চ দৈতেয়াঃ সংস্থিতাঃ পন্নগাশ্চ যে ॥ ২৭ ॥ ন তেষাং বিদ্যতে সূর্য্যো নেন্দুর্নান্যে মহাগ্রহাঃ। নাগ্নির্দেবমুখং বিদ্যুন্নৈব তারককোটয়ঃ ॥ ২৮ ॥ কেনালোকেন পশ্যন্তি সমানি বিষমাণি চ। নরকস্থা নরা লোকে ন পশ্যন্ত্যন্যলোকগাঃ ॥ ২৯ ॥ বিচরন্তঃ সমং কো বা মনোরথশতপ্রদঃ। তৃষ্ণার্ত্তঃক্ষুধিতান্নং চ শ্রান্তানামথ বাহনম্ ॥ ৩০ ॥ সমে শয্যা জলে নৌশ্চ রোগে সৎপরিচারকঃ। শ্রেষ্ঠৌষধীভিঃ সন্মন্ত্রৈঃ সম্পদো ব্যাধিশঙ্কটে ॥ ৩১ ॥ সুহৃদ্বিদেশে চ্ছায়োষ্ণে নির্দ্ধূমঃ শিশিরে শিখী। মহাভয়ে পরিত্রাণং প্রকাশশ্চ মহানিশি ॥ ৩২ ॥ সর্ব্বদশ্চৈব সর্ব্বেষাং মনোরথশতপ্রদঃ। এক এব ভবান্ দ্যোতস্বাং চ জানীমস্তে বয়ম্ ॥ ৩৩ ॥ ব্রুবন্ত ইতি তে ব্যাস শুশ্রুবুর্ম্মধুরাং গিরম্। শ্রুতপূর্ব্বাং তমোমধ্যাদ্বিষ্ণোরদ্ভুতকর্ম্মণঃ ॥ ৩৪ ॥ ন জানন্তি স্থিতঃ কুত্র ভাষতে কেশবো বিভুঃ। শৃণুধ্বমিতি মে বাক্যং সর্ব্বে চৈব সমাহিতাঃ ॥ ৩৫ ॥ দানমেকং সদা সম্যক্ চিন্তামণিসমং স্মৃতম্। সর্ব্বেষামেব দানানাং দীপদানং প্রশস্যতে ॥ ৩৬ ॥ তচ্চ দেয়মতঃ সর্ব্বৈঃ শৃণুধ্বং তত্ত্বতো ভৃশম্। ময়া রসাতলে পূর্ব্বং নাগানামনুকম্পয়া ॥ ৩৭ ॥ উৎপাদিতো দীপবরো যেন ধ্বস্তমিদং তমঃ। এবম্ভূতশ্চ বায়ূনামপ্রধৃষ্যো মহাপ্রভঃ ৩৮ ॥ নিষ্কম্পো নির্ম্মলো হৃদ্যঃ সুস্থিরো ভাস্করপ্রভঃ। নাত্যুষ্ণো নাতিশীতশ্চ দেব্যা যোগসমুদ্ভবঃ। তেন দীপপ্রকাশেন গোকর্ণো নির্বৃতিং যযৌ ॥ ৩৯ ॥ নাগাঃ শেষাদয়ঃ সর্ব্বে মোদমানাশ্চ সঙ্ঘশঃ। দীপাদ্দীপসহস্রাণি দদুস্তে বৈ শিবাগ্রতঃ ॥ ৪০ ॥ পর্ব্বতেষু সমুদ্রেষু বনেষূপবনেষু চ। নদীতীরেষু সর্ব্বত্র দীপান্ প্রজ্বাল্য রেমিরে ॥ ৪১ ॥

স্থান? কোন্ আশ্রয়ে যাইতেছেন? তোমার পাথেয় বাহন, ছত্র, আহার্য্য, ও গৃহ আছে ত? কোথায় তুমি যাইতেছ? তোয় কোথায়? বন্ধু, পুত্র, তাত, ও সুশীতল বৃক্ষচ্ছায়া কোথায়? ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ পরস্পর এইরূপ করুণ সম্ভাষণ করিয়া পুনরায় চিন্তাপরায়ণ হইলেন। প্রাণিগণ বিবর আশ্রয় করিয়া বাস করিয়া থাকে। দৈত্য-পন্নগগণ রসাতলে বাস করিয়া থাকে। তাহাদের ত সূর্য্য, চন্দ্র, অন্যান্য মহাগ্রহ, দেবমুখ অগ্নি, বিদ্যুৎ ও তারকা প্রভৃতি কোনপ্রকার জ্যোতিষ্ময় পদার্থ নাই, তাহারা কোন্ আলোকে দর্শন ও সম-বিষম নির্ব্বাচন করিয়া থাকে? নরকস্থ নরগণ দেখিতে পায় না, অন্যান্য লোকগামী জনগণও আলোকাভাবে বিচরণ করে। কেহ বা শত মনোরথ প্রদান করিয়া থাকে? কেহ বা তৃষিতকে জল, ক্ষুধিতকে অন্ন, পান্থকে বাহন, শয়নেচ্ছুকে শয্যা, জলে নৌকা, রোগে সৎপরিচারক, ব্যাধি-সঙ্কটে সদুপদেশ ও শ্রেষ্ঠ ঔষধ, বিদেশে সুহৃদ, আতপে ছায়া, শিশিরে অগ্নি, মহাভয়ে ত্রাণ, এবং মহানিশিতে আলোক প্রদান করে? দেব সর্ব্বদাই সকলের মনোরথ শত প্রদান করিয়া থাকেন। একমাত্র আপনাকেই দ্যুতিমান্ বলিয়া আমরা জানি। এইরূপ বলিতে বলিতে দেবগণ তমোরাশির মধ্য হইতে অদ্ভুতকর্ম্মা বিষ্ণুর শ্রুতপূর্ব্ব সুমধুর বাক্য শুনিতে পাইলেন। কিন্তু ভগবান্ কেশব কোন্ স্থান হইতে বলিতেছেন, তাহা তাঁহারা জানিতে পারিলেন না। বিভু বিষ্ণু বলিতে লাগিলেন,—হে দেবগণ! তোমরা সকলে সমাহিত হইয়া শ্রবণ কর। একমাত্র দানই সর্ব্বদা সম্যক্ চিন্তামণি-সদৃশ; তন্মধ্যে দীপদানই অন্যান্য দান অপেক্ষা প্রশস্ত। ১৬—৩৬। ঐ দীপদান সকলেরই অনুষ্ঠেয়; আমি এবিষয়ের একটী কথা বলিতেছি, তোমরা তাহা যথাযথ শ্রবণ কর। আমি পূর্ব্বে নাগাদিগের প্রতি কৃপা করিয়া রসাতলে এক দীপশ্রেষ্ঠ উৎপাদন করিয়াছিলাম—যাহা দ্বারা এই তম বিধ্বস্ত হইয়াছিল। ঐ দীপ বায়ুর অপ্রধৃষ্য, মহাপ্রভ, নিষ্কম্প, নির্ম্মল, মনোজ্ঞ, সুস্থির, ভাস্কর-প্রভ, নাত্যুষ্ণ, নাতিশীত, এবং দেবীর যোগ-প্রভাবে সমুৎপন্ন। ঐ দীপ প্রকাশিত হওয়ায় গোকর্ণ নির্বৃত লাভ করে। শেষাদি নাগগণ প্রমোদিত হয়। যাহারা শিব-সন্নিধানে এক হইতে সহস্র পর্য্যন্ত দীপ প্রদান করে। তাহারা পর্ব্বত, সমুদ্র, বন, উপবন, নদীতীর প্রভৃতি স্থানে দীপদান করিয়া ক্রীড়া করে।

ভুঞ্জানাঃ পঞ্চ মূলানি দিব্যানি ক্ষীরসংযুতম্। পরমান্নঞ্চ মাংসানি মকরন্দং ঘৃতৌদনম্॥ ৪২॥ চন্দ্রশালিভবং ভক্তং তাম্বূলং সপ্তধা গর্তম্। মদ্যমষ্টপ্রকারন্তু ভার্য্যাপীতাবশেষকম্॥ ৪৩॥ শয়নেষু মহার্হেষু হৃদ্যাসু বনরাজিষু। বৃক্ষমূলেষু সর্ব্বেষু বনচ্ছায়োপশোভিষু॥ ৪৮॥ রমন্তে স্ম চ তে সর্ব্বে হ্যবেষ্টস্তঃ পরস্পরম্। কামতন্ত্রোপদিষ্টৈস্তু শাস্ত্রৈশ্চ চুম্বনাদিভিঃ॥ ৪৫॥ সূর্য্যতাপভয়ান্মুক্তাশ্চন্দ্ররশ্মিভয়াচ্চ তে। বিমুক্তাশ্চ ভয়াদ্‌ঘোরাৎপিপীলিকোদ্ভবাত্তথা॥ ৪৬॥ সূর্য্যতাপেন দাহঃ স্যাচ্ছীতং চন্দ্রমরীচিভিঃ। ময়ূরনকুলাদ্যৈশ্চ পিপীলীমরণাদ্ভয়ম্॥ ৪৩॥ সৌবর্ণান্‌ দীপকান্ কৃত্বা দ্বিজেভ্যস্তে দদুঃ পুনঃ। তেন পাতালমাশ্রিত্য কৃত্বা ভোগবতীং পুরীম্॥ ৪৮॥ বসন্তি সুখিনস্তত্র স্বর্গাদষ্টগুণৈঃ সুখৈঃ। এবমন্ধং তমো দেবাঃ পাতালাদ্দীপতো গতম্॥ ৪৯॥ এ দ্‌গুহ্যং ময়াখ্যাতং ভবতাং চানুকম্পয়া। দীপদানমতো যূয়ং কুরুধ্বং সুসমাহিতাঃ॥ ৫০॥ দীপাগ্নিনা বিনা নৈব তমোদারু প্রদহ্যতে। নারায়ণপরা দেবা নিশম্যাথ সমাহিতাঃ॥ ৫১॥ পপ্রচ্ছুস্তে পুনঃ সর্ব্বে হৃষ্টা দামোদরং বিভুম্। ব্রূহি নোঽগ্নিং জগন্নাথ স দীপো যেন জায়তে॥ ৫২॥ ঘোরে তমসি বৈ মগ্না নাগ্নিং জানীমহে বয়ম্। দেবানাং মানসো বহ্নিরথ কৃষ্ণেন কীর্ত্তিতঃ॥ ৫৩॥ তেন দীপং প্রতিজ্বাল্য দেবাঃ শিবপরায়ণাঃ। দদুস্তে শিবমুদ্দিশ্য সর্ব্বাভীষ্টফলপ্রদম্॥ ৫৪॥ দত্তে দীপে ততো দেবৈর্দৃষ্টো হৃষ্টো মহেশ্বরঃ। তিমিরং তদ্গতং চাপি জগদ্‌যেন জড়ীকৃতম্॥ ৫৫॥ ততো দেবাঃ সুখং প্রাপুঃ স্বর্গে সেন্দ্রপুরোগমাঃ। রাজ্যং ভোগান্বিতং প্রাপ্য সার্দ্ধং স্ত্রীভিশ্চ রেমিরে॥ ৫৬ দীপদানফলং জ্ঞাত্বা দৈতেয়াশ্চাপি বিস্মিতাঃ তথৈব তৎফলং জ্ঞাত্বা ব্যাস যক্ষাশ্চ বিস্মিতাঃ॥৫৭ পূজয়িত্বা মহাদেবং পুষ্পৈশ্চ নির্ম্মলৈর্জ্জলৈঃ দদুর্দীপসহস্রাণি সর্ব্বে শিবপরায়ণাঃ॥ ৫৮ স্বস্থানে চাভবন্ সর্ব্বে দীপদানাচ্চ শোভনাঃ স্বেচ্ছয়া ভুঞ্জতে ভোগান্ বন্ধুভৃত্যাদিসংযুতাঃ॥ ৫৯ নিরাহারাস্ততো ব্যাস পিশাচা বৈ নিরাশ্রয়াঃ

দিব্য মূল, ক্ষীর, পরমান্ন, মাংস, মকরন্দ ঘৃতৌদন, চন্দ্রশালিভব ভক্ত, সপ্তপ্রকার তাম্বূল এবং ভার্য্যা-পীতাবশিষ্ট অষ্ট প্রকার মদ্য, এই সকল পানীয় ও ভোজ্য দ্রব্য তাহারা পান ও ভোজন করিয়া বনচ্ছায়োপশোভী বৃক্ষমূলে ও মনোহর বনরাজিতে মহার্হ শয্যায় পরস্পর পরস্পরকে বেষ্টন করিয়া কামতন্ত্রোপদিষ্ট চুম্বনাদি দ্বারা ক্রীড়া করিতে লাগিল। তাহারা সূর্য্যতাপ, চন্দ্ররশ্মি ও পিপীলিকা জনিত ভয় হইতে বিমুক্ত হইল। সূর্য্যতাপে তাহাদের দাহ, চন্দ্ররশ্মিতে শৈত্য এবং ময়ূর, নকুল ও পিপীলিকা হইতে মরণভয় হইত। এইজন্য তাহারা সুবর্ণ দীপ নির্ম্মাণ করিয়া দ্বিজগণকে দান করিত। ঐ দানের ফলে তাহারা পাতাল আশ্রয় করত তথায় ভোগবতী পুরী নির্ম্মাণ করে এবং তথায় স্বর্গ হইতেও অষ্টগুণ অধিক ফলভাগী হইয়া বাস করিতে থাকে। হে দেবগণ! এইরূপে দীপপ্রভাবে পাতালতল হইতে তম অপসারিত হয়। আমি দয়া করিয়া এই গুহ্য বিষয় আপনাদের নিকট প্রকাশ করিলাম! অধুনা আপনারা সুসমাহিতভাবে দীপদানের অনুষ্ঠান করুন; দীপাগ্নি ব্যতিরেকে কদাপি তমঃ বিনষ্ট ও কাষ্ঠ দগ্ধ হয় না। অনন্তর নারায়ণ-পরায়ণ দেবগণ সমাহিতভাবে তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন। হে জগন্নাথ! আপনি আমাদিগকে অগ্নি কোথায়? তাহা বলুন—যাহা দ্বারা আমরা দীপ প্রস্তুত করিব। ৩৭—৫২। এই পৃথিবী ঘোর তমসাচ্ছন্না, অগ্নি কোথায়, তাহা আমরা জানিতে পারিতেছি না। দেবগণের কথা শুনিয়া কৃষ্ণ বলিলেন যে, বহ্নি দেবগণের মনঃ-সম্ভূত। তখন কৃষ্ণের বাক্য শুনিয়া শিবপরায়ণ দেবগণ সর্ব্বাভীষ্টফলপ্রদ দীপ প্রজ্বালন করিয়া শিব-উদ্দেশে প্রদান করিলেন। দীপ প্রদান করিয়া তাঁহারা দেব মহেশ্বরকে হৃষ্ট দর্শন করিলেন। তখন অন্ধকার সহসা কোথায় চলিয়া গেল—যাহা পূর্ব্বে এই জগৎকে অন্ধীভূত করিয়া রাখিয়াছিল। অনন্তর ইন্দ্রাদি দেবগণ সুখে স্বর্গে বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহারা ভোগান্বিত রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া স্ত্রীগণের সহিত রমণ করিতে লাগিলেন। হে ব্যাসদেব! তখন দীপদানের প্রভাব দর্শন করত দৈত্যগণ ও যক্ষগণ বিস্মিত হইয়া পুষ্প ও নির্ম্মল জল দ্বারা মহাদেবের পূজা সমাপনান্তে তদুদ্দেশে সহস্র দীপ প্রদান করিল। তাহারাও

দীপদানফলং জ্ঞাত্বা সর্ব্বে তেঽতীব বিস্মিতাঃ॥ ৬০॥ চণ্ডালাদগ্নিমানীয় দত্তদীপং শিবে রতাঃ। দীপদানফলং তে বৈ পুত্রদারসমন্বিতাঃ॥ ৬১॥ নীচমন্নং গতরসং পূতি পর্য্যুষিতং তথা। উচ্ছিষ্টং মৃত্তিকাস্পৃষ্টং ন মেধ্যং চাতিলঙ্ঘিতম্॥ ৬২॥ ভুঞ্জানাস্তে সদা হৃষ্টা রমন্তে তুষ্টভূমিষু। বিদ্যাধরাস্তথা মর্ত্ত্যাঃ সিদ্ধাশ্চ শিবমানসাঃ॥ ৬৩॥ দীপদানফলং জ্ঞাত্বা দত্তদীপং শিবাগ্রতঃ। দীপদানাত্ততঃ সর্ব্বে সর্ব্বভোগসমন্বিতাঃ॥ ৬৪॥ স্থানেষু মুদিতাস্তেষু রমন্তে সুখিনস্তদা। তিমিরং তদ্গতং চৈব ব্যাস লোকেষু দীপতঃ॥ ৬৫॥ ততো ঘোরং স্থিতং সম্যক্ প্রেতলোকেষু সর্ব্বদা। প্রেতলোকং তদা দৃষ্ট্বা ঘোরেণ তমসা বৃতম্॥ ৬৬॥ দামোদরং জগন্নাথমূচুঃ সর্ব্বে সুরোত্তমাঃ। ঘোরং চৈব তমো হত্বা প্রসন্নাস্তে সদা বিভো॥ ৬৭॥ গন্ধর্ব্বাশ্চ তথা যক্ষাঃ সিদ্ধা বিদ্যাধরোরগাঃ। বয়ং চৈব তথা মর্ত্ত্যা সর্ব্বভোগৈশ্চ সংযুতাঃ॥৬৮॥ স্থানেষু চ সদা হ্যেষু সুখিনশ্চ রমামহে। প্রেতলোকে নরা যে বৈ ঘোরেণ তমসা বৃতাঃ॥ ৬৯॥ বসন্তি চ জগন্নাথ বর্ত্তন্তে তেঽতিদুঃখিতাঃ। যৈর্নো কৃতং হি তৎকর্ম্ম কৃষ্ণালং পাপমোহিতৈঃ॥ ৭০॥ ন তেষাং বিদ্যতে কিঞ্চিদ্যৎ প্রকাশং করোতি চ। ঘোরে তমসি তে মগ্নাস্তত্র নার্কেন্দুবহ্নয়ঃ॥ ৭১॥ ন সহায়ো ন জায়েয়ং নালম্বো ন চ দেশিকাঃ। ন বাহনং ন শয্যা চ কেবলং তু মহত্তমঃ॥ ৭২॥ তত্রাষ্টাবিংশতিঃ খ্যাতা ঘোরা নরককোটয়ঃ। তমোময্যশ্চ তাঃ সর্ব্বাঃ পাপিনাং ভয়দাঃ সদা॥ ৭৩॥ সুখং তত্র কথং কৃষ্ণ লভন্তে দুঃখিতা নরাঃ। দারিদ্র্যদুঃখরোগৈশ্চ মায়ামোহৈশ্চ সর্ব্বদা॥ ৭৪॥ সনৎকুমার উবাচ। ইতি শ্রুত্বা তু দেবানাং প্রার্থনাং গরুড়ধ্বজঃ। উবাচ বচনং হৃদ্যং মনোরথফলপ্রদম্॥ ৭৫॥ শৃণুধ্বং ত্রিদশাঃ সর্ব্বে যৎপ্রবক্ষ্যামি বো বচঃ॥৭৬॥ অবন্ত্যাং বর্ত্ততে তীর্থং সদ্যঃ পাপহরং পরম্। অনরকাখ্যং মহাপুণ্যং সর্ব্বতীর্থোত্তমোত্তমম্॥

দীপদানের ফলে বন্ধু-ভৃত্যাদি সমভিব্যাহারে স্বীয় স্বীয় আবাসে যথেচ্ছ ভোগ সকল উপভোগ করিতে লাগিল। হে ব্যাসদেব! অনন্তর দীপদানের ফল দেখিয়া নিরাশ্রয় নিরাহার পিশাচগণ অত্যন্ত বিস্মিত হইল। তাহারা চণ্ডালগৃহ হইতে অগ্নি আনয়ন করিয়া ভক্তিসহকারে শিব-উদ্দেশে দীপদান করিল। দীপদানের ফলে তাহারা পুত্র-দার-সমন্বিত হইয়া নীচ, বিস্বাদ, পূতিগন্ধি, পর্য্যুষিত, উচ্ছিষ্ট, মৃত্তিকা-স্পৃষ্ট, অমেধ্য ও অতিলঙ্ঘিত অন্ন ভোজন করিয়া সর্ব্বদা হৃষ্টভাবে তুষ্টভূমিতে বিচরণ করিতে লাগিল। বিদ্যাধর, মর্ত্ত্য ও সিদ্ধগণ দীপদানের ফল প্রত্যক্ষ করিয়া শিবভক্তি সহকারে তাঁহার অগ্রে দীপ দান করিল, দীপদানের ফলে তাহারা সকলেই সর্ব্বভোগসমন্বিত হইয়া আপন আপন স্থানে সুখে আনন্দানুভব করিতে লাগিল। হে ব্যাসদেব! দীপপ্রভাবে এইরূপে লোক তিমিরশূন্য হইল। কেবল একমাত্র প্রেতলোকেই তিমিরের অবস্থান হইল। তাহা দেখিয়া দেবগণ জগন্নাথ দামোদরকে বলিলেন,—হে বিভো! ঘোর তমঃ বিনষ্ট হওয়ায় সকলেই প্রসন্ন হইয়াছে। গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, সিদ্ধ, বিদ্যাধর, মর্ত্ত্যগণ, এবং আমরা সকলে তিমির বিনষ্ট হওয়ায় সর্ব্বভোগসংযুক্ত হইয়া আপন আপন আবাসে সদা সুখে রমণ করিতেছি; কিন্তু প্রেতলোকে নরগণ ঘোর তমসাচ্ছন্ন হইয়া অতিদুঃখে বাস করিতেছে। হে কৃষ্ণ! তাহারা পাপমোহিত হইয়া দীপদান কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে নাই; তাহাদের নিকট এমন কিছু নাই, যাহা তাহাদের স্থান প্রকাশিত করে। তাহারা ঘোরান্ধকারে নিমগ্ন রহিয়াছে। তাহাদের নিকট চন্দ্র সূর্য্য ও অগ্নির সংস্পর্শও নাই; তাহাদের সেখানে সহায় নাই, জায়া নাই; অবলম্বন নাই; উপদেষ্টা নাই; বাহন নাই, শয্যা নাই, কেবল মহৎ তমোরাশি বিদ্যমান! সেখানে অষ্টাবিংশতিসংখ্যক ঘোর নরককোটি বিখ্যাত; সেই নরক সকল আবার ঘোর অন্ধকারময়; পাপীদিগকে সর্ব্বদা ভয় প্রদান করিতেছে! ৫৩—৭৩। হে কৃষ্ণ! ঐ দুঃখিত নরগণ সেখানে কি প্রকারে সুখ লাভ করিতে পারে? তাহারা যে সর্ব্বদা সেখানে দারিদ্র্যদুঃখ, রোগ ও মায়ামোহে নিপীড়িত হইতেছে। সনৎকুমার বলিলেন,—গরুড়ধ্বজ তখন দেবগণের এবংবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া মনোরথ-ফলপ্রদ এই হৃদয়গ্রাহী বাক্য বলিলেন,—হে দেবগণ! আমি যাহা বলি তাহা তোমরা শ্রবণ কর। অবন্তী নগরে সদ্য পাপহর এক উৎকৃষ্ট তীর্থ আছে। ঐ তীর্থের নাম অনরক; উহা মহাপুণ্য ও সর্ব্বতীর্থোত্তম।

৭৭ ॥ কার্ত্তিকস্যাসিতে পক্ষে চতুর্দ্দশ্যাং সমাহিতঃ। তত্র স্নাত্বা নরো যস্তু যমধ্যানপরায়ণঃ ॥ ৭৮ ॥ সংগৃহ্য বৈ তিলান্ কৃষ্ণান্ পিতৃভক্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ। দক্ষিণাভিমুখো ভূত্বা মধ্যাহ্নে সুরসত্তমাঃ ॥ ৭৯ ॥ অপসব্যং তথা কৃত্বা মন্ত্রৈঃ সন্তর্পয়েদ্যমম্। যমায় ধর্ম্মরাজায় মৃত্যবে চান্তকায় চ ॥ ৮০ ॥ বৈবস্বতায় কালায় দক্ষায় মনবে তথা। কৃষ্ণায় কৃষ্ণগুপ্তায় প্রেতলোকপরায় চ ॥ ৮১ ॥ হরয়ে হরিপুত্রায় কালিন্দীসোদরায় চ। তথা বৈ শ্রাদ্ধদেবায় পিতৃণাং পতয়ে তথা ॥ ৮২ ॥ মন্ত্রৈরেভির্নমঃপ্রোক্তৈরোঙ্কারাদ্যৈঃ সুশোভনৈঃ। জলাঞ্জলিং সদর্ভং বৈ দদ্যাচ্চ তিলসংযুতম্ ॥ ৮৩ ॥ সন্তর্পয়েদ্যমং দেবং তিলপাত্রং সমাহিতঃ। প্রাজ্ঞো বিপ্রায় বৈ দদ্যাদ্বিত্তশাঠ্যবিবর্জ্জিতঃ ॥ ৮৪ ॥ অনেন বিধিনা যস্তু সন্তর্পয়েদ্যমং বিভুম্। পিতরস্তস্য মুচ্যন্তে নিরয়ে যে গতা অপি ॥ ৮৫ ॥ রাত্রিং তত্রাথ সম্প্রাপ্য মানবঃ কামসংযুতঃ। নমঃ পিতৃভ্যঃ প্রেতেভ্যো নমো ধর্ম্মায় বিষ্ণবে ॥ ৮৬ ॥ নমঃ সূর্য্যায় রুদ্রায় কালান্তপতয়ে নমঃ। এভির্মন্ত্রৈর্যমে দীপং যো দদ্যাদ্ঘৃতপূরিতম্ ॥ ৮৭ ॥ কার্ত্তিকং হি সমগ্রং তু বর্দ্ধন্তে তস্য সম্পদঃ। সম্পূর্ণে কার্ত্তিকে চৈব দীপোদ্যাপনমাচরেৎ ॥ ৮৮ ॥ দিবাকরাহ্নেঽস্তমিতে চ সূর্য্যে দীপস্য বর্ত্তিঃ পুরুষপ্রমাণাম্। যূপাকৃতৌ দারুময়ে করোতি যথা চ ধীমান্ যমভক্তিচিত্তঃ ॥ ৮৯ ॥ নিক্ষিপ্য ভূমাবথ হস্তমাত্রং মূর্দ্ধ্নি দ্বিহস্তাষ্টদশান্বিতস্য। ধার্য্যাশ্চতস্রঃ শুভপাট্টিকাশ্চ ছিদ্রেণ যুক্তাশ্চতুরঙ্গুলেন ॥ ৯০ ॥ তৎকর্ণিকায়াং তু মহাপ্রকাশো দেয়ো হি দীপঃ পরয়া চ ভক্ত্যা। উদঙ্মুখান্ দীপবরাংস্তু থাষ্টৌ দলেষু তস্যা ঘৃতপূর্য্যমাণাঃ ॥ ৯১ ॥ অনঙ্গলগ্নং ধবলঞ্চ বস্ত্রং নবং সুরক্তং হ্যথবা সুশুক্লম্। বর্ত্ত্যাং প্রদেয়ঞ্চ স্বকে চ দদ্যাৎ স্নিগ্ধে স্থখণ্ডে সুসমে প্রশস্তে ॥ ৯২ ॥ তণ্ডুলপিষ্টোপরি সন্নিধায় যথা ন নির্যাতি ন কম্পতে চ। সর্ব্বং প্রকুর্য্যাত্রিগুণপ্রমাণং মধ্যস্থিতস্তস্য চ দীপরাজঃ ॥ ৯৩ ॥ দলেষু শোভার্থমতীব কুর্য্যান্মনোরথপ্রত্যুপলব্ধয়ে চ। ঘণ্টাষ্টকং লম্বিতপুষ্পদাম সবস্ত্রশোভান্বিতমত্র কার্য্যম্ ॥ ৯৪ ॥ সংলিপ্য ভূমিং ত্বথ গোময়েন পুনঃ সুগন্ধেন জলেন লিপ্ত্বা। কুর্য্যাদ্বিচিত্রং ত্বথ মণ্ডলে

অসিতপক্ষীয় কার্ত্তিকী চতুর্দ্দশীতে নর যমধ্যান-পরায়ণ হইয়া ঐ তীর্থে স্নান করিবে। হে সুর-সত্তমগণ! পিতৃভক্ত ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয় হইয়া কৃষ্ণতিল সংগ্রহপূর্ব্বক মধ্যাহ্নে দক্ষিণাভিমুখে অপসব্যক্রমে বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে যমকে সন্তর্পিত করিবে; মন্ত্র যথা—আপনি যম, ধর্ম্মরাজ, মৃত্যু, অন্তক, বৈবস্বত, কাল, দক্ষ, মনু, কৃষ্ণ, কৃষ্ণগুপ্ত, প্রেতলোক-পরায়ণ, হরি, রবিপুত্র, কালিন্দী-সোদর, শ্রাদ্ধদেব এবং পিতৃপতি, অপনাকে নমস্কার। এই ওঙ্কারাদি নমোঽন্ত সুশোভন মন্ত্রসমূহে তিল-সংযুক্ত সদর্ভ জলাঞ্জলি দ্বারা সমাহিতভাবে যম রাজকে সন্তর্পিত করিবে। মানব বুদ্ধিপূর্ব্বক বিত্তশাঠ্য বর্জ্জন করিয়া বিপ্রকে দান করিবে। এইরূপ বিধিতে যে ব্যক্তি যমরাজকে সন্তর্পিত করে, তাহার নিরয়গামী পিতৃলোক নরক-ভোগ হইতে মুক্তি লাভ করে। যে মানব সমগ্র কার্ত্তিক মাস ব্যাপিয়া ঐ তীর্থে যামিনীযোগে সকামভাবে "পিতৃপ্রেত, ধর্ম্ম, বিষ্ণু, সূর্য্য, রুদ্র ও কালান্তপতিকে নমস্কার' এই মন্ত্রে যমরাজকে ঘৃতপূরিত দীপ দান করে, তাহার সম্পদ্‌বৃদ্ধি হয়। কার্ত্তিক মাস সম্পূর্ণ হইলে দীপদান ব্রত উদ্‌যাপন করিবে।৭৪—৮৮। যমভক্তি-পরায়ণ জন রবিবারে সূর্য্য অস্তমিত হইলে পুরুষ-প্রমাণ বর্ত্তি নিস্মাণ করিয়া যূপাকৃতি কাষ্ঠোপরি তাহা স্থাপন করিবে। দীপাধার ঐ যূপাকৃতি কাষ্ঠের হস্তমাত্র ভূমিতে প্রোথিত করিয়া উহার মস্তকোপরি দ্বিহস্তপরিমিত অষ্টদলবিশিষ্ট অপর একখানি কাষ্ঠ সংলগ্ন করিবে। উহার উপরে চতুরঙ্গুল-পরিমিত প্রত্যেক ছিদ্রে চারিটী শুভপাট্টিকা সংযোজিত করিবে। এই পট্টিকার কর্ণিকায় পরম ভক্তি সহকারে সুপ্রকাশ দীপ প্রদান করিবে। ঘৃতপূরিত আটটী দীপ উত্তরমুখ করিয়া উক্ত কর্ণিকায় সজ্জিত করিয়া দিবে। শুভ্র অথবা রঞ্জিত বস্ত্রের বর্ত্তি করিয়া ঐ দীপগুলিতে প্রদান করিবে। ঐ দীপগুলি সূক্ষ্ম প্রশস্ত ও শ্রেণীবদ্ধ থাকা আবশ্যক। দীপ সকল যাহাতে না নির্ব্বাপিত ও কম্পিত হয়, এরূপে শালিপিষ্টের উপরে সংস্থাপিত করিবে। ঐ সজ্জিত দীপ সকল ত্রিগুণিত করিতে হইবে। দীপপঙ্‌ক্তির মধ্যস্থানে দীপরাজকে সংস্থাপিত করিবে। দীপরাজের শোভা-সম্পাদন ও মনোরথ-সিদ্ধির নিমিত্ত প্রত্যেক দীপে এক একটী ঘণ্টা ও পুষ্পদাম লম্বিত করিয়া দীপ সকলকে সবস্ত্রশোভান্বিত করিবে। গোময় দ্বারা

চ দলাষ্টকং বৈ কমলঞ্চ রম্যম্ ॥ ৯৫ ॥ ততো জলং শীতলমানয়িত্বা আপূর্য্য চাষ্টৌ কলসাংস্ত রম্যান্। নিধায় মূর্দ্ধ্নি ক্রমশো হি ধীমান্ ফলানি মূলানি তথেক্ষুকাণি ॥ ৯৬ ॥ মধ্বাজ্যযুক্তা দধিদুগ্ধপূর্ণা নৈঋ৺ত্যকোণাদথ দক্ষিণান্তম্। ধর্ম্মায় দদ্যাদথ শঙ্করায় দামোদরায়াপ্যথ বেধসে চ ॥ ৯৭ ॥ প্রজাপতিভ্যঃ ক্রমশো হি ভক্ত্যা প্রেতেভ্য ইন্দ্রায় তথা পিতৃভ্যঃ। হোমাদিপাত্রং তিলচূর্ণমেব দদ্যাদ্দ্বিজানাঞ্চ সদক্ষিণঞ্চ ॥ ৯৮ ॥ গাবো হিরণ্যং রজতঞ্চ বস্ত্রং ফলানি মূলানি যবাশ্চ ধান্যম্। গৃহং রথং কুঞ্জরমশ্বমেব মনোজ্ঞমন্যং হৃদয়প্রিয়ং যৎ ॥ ৯৯ ॥ বিদ্যাধিকেভ্যো দ্বিজসত্তমেভ্যঃ পৌরাণিকেভ্যশ্চ তথা দ্বিজেভ্যঃ। একৈকসুপ্রীণনমত্র কুর্য্যাদ্দীপৈর্দ্দলস্থৈশ্চ যমাদিকানাম্ ॥ ॥ ১০০ ॥ ধর্ম্মায় দেয়স্ত্বথ মধ্যদীপ আজ্ঞাং চ লব্ধা ব্রতদেশিকস্য। নৃত্যেন গীতেন সুশোভনেন যুক্তং সুবাদ্যেন চ কারয়েচ্চ ॥ ১০১ ॥ এতৎসমগ্রং বিধিবচ্চ কুর্য্যাৎস্বশক্তিমাদৌ স্বধনং সমীক্ষ্য। আহূয় বিপ্রাঞ্ছুভভাবযুক্তান বদেচ্চ ধীমান্ পরয়া চ ভক্ত্যা ॥ ১০২ ॥ দীপান্ সমগ্রান্ নব বর্জ্জয়িত্বা সর্ব্বং নয়েয়ুঃ স্থিতমত্র বিপ্রাঃ। প্রদক্ষিণীকৃত্য বিসৃজ্য বিপ্রাংস্ততো ভবেদ্বৈ স চ নক্তভোজী ॥ ১০৩ ॥ এবং কৃতে নাগলোকাদ্বিশিষ্টং সুখং ভবেৎ প্রেতলোকে স্থিতানাম্ ॥ ১০৪ ॥ এবং হ্যনরকে ব্যাস দীপদানং করোতি যঃ। তস্যৈব যৎফলং প্রোক্তং তদিহৈকমনাঃ শৃণু ॥ ১০৫ ॥ বিমানৈ কামিকৈর্দ্দিব্যৈরপ্সরোগণসেবিতৈঃ। উহ্যমানো দিবং যাতি যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ ॥ ১০৬ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে নরকেশ্বর দীপদানমাহাত্ম্য বর্ণনং নামত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩০ ॥

একত্রিংশোঽধ্যায়।

সনৎকুমার উবাচ। অথান্যৎ সম্প্রবক্ষ্যামি কেদারেশ্বরমুত্তমম্। প্রবরং সর্ব্বতীর্থানাং ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতম্ ॥ ১ ॥ তত্র স্নাত্বা শুচির্ভূত্বা যঃ পশ্যতি মহেশ্বরম্। কেদারে যৎফলং প্রোক্তং তদত্রাপি লভেন্নরঃ ॥ ২ ॥ সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ স্বকীয়কুলসংযুতঃ। বিমানেনার্কবর্ণেন শিবলোকে স

তত্রত্য ভূমি সংলিপ্ত করত পুনরায় ঐ স্থান সুগন্ধ জলে প্রক্ষালন করিয়া মণ্ডলোপরি অষ্টদল রম্য কমল নির্ম্মাণ করিবে এবং তদুপরি শীতলজলপূর্ণ রম্য অষ্টকলস স্থাপিত করিয়া কলসমস্তকে ফল, মূল, ইক্ষু, মধু, আজ্য, দধি, দুগ্ধ প্রদানানন্তর নৈঋতকোণ হইতে আরম্ভ করিয়া ঐ সুসজ্জিত কলস দক্ষিণার সহিত ধর্ম্ম, শঙ্কর, দামোদর, বেধা, প্রজাপতি, প্রেত, ইন্দ্র ও পিতৃগণকে ক্রমশঃ ভক্তিপূর্ব্বক প্রদান করিবে। দক্ষিণার সহিত তিলপূর্ণ হোমপাত্র ব্রাহ্মণকে প্রদান করিবে। গো, হিরণ্য, রজত, বস্ত্র, ফল, মূল, যব, ধান্য, গৃহ, রথ, কুঞ্জর, অশ্ব ও অন্য হৃদয়প্রিয় যাহা মনোজ্ঞ বস্তু, তাহা বিদ্যাধিক পৌরাণিক দ্বিজশ্রেষ্ঠদিগকে দান করিবে এবং এক একটী করিয়া দলস্থ দীপদ্বারা প্রীণিত করিবে। ব্রতদেশকের আজ্ঞা লইয়া ধর্ম্মকে মধ্যস্থ দীপটী প্রদান করিবে। অতঃপর সুশোভন নৃত্য, গীত ও বাদ্যোদ্যম করিবে। জনগণ প্রথমতঃ নিজ শক্তি ও ধনের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া এই ধর্ম্ম বিধিবৎ সম্পাদন করিবে। ধীমান্ ব্যক্তি শুভ-ভাবযুক্ত বিপ্রগণকে ভক্তিপূর্ব্বক আহ্বান করিয়া বলিবেন,—হে বিপ্রগণ! আপনারা নবম দীপটী বর্জ্জন করিয়া এই সজ্জিত সমস্ত দীপ লইয়া যাউন। এই বলিয়া বিপ্রগণকে প্রদক্ষিণ করত তাঁহাদিগকে বিদায় দিয়া ব্রতী নক্তভোজী হইবেন। এরূপ করিলে প্রেতলোকবাসী জনগণ নাগলোকবাসীদিগের অপেক্ষাও বিশিষ্ট সুখ লাভ করিবে। হে ব্যাসদেব! এই বিধি অনুসারে অনরক তীর্থে যে ব্যক্তি দীপদান করে, তাহার যে ফল লাভ হয়, তাহা অনন্যমনে শ্রবণ করুন। দীপদাতা ব্যক্তি দিব্য কামিক বিমান দ্বারা অপ্সরোগণ কর্ত্তৃক উহ্যমান হইয়া স্বর্গে গমন করে এবং তথায় যাবচ্চন্দ্র দিবাকর বাস করিয়া . . . .

ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩০

একত্রিংশ অধ্যায়।

সনৎকুমার বলিলেন,—অনন্তর ত্রৈলোক্যবিখ্যাত তীর্থপ্রবর কেদারেশ্বরতীর্থ বলিতেছি। ঐ তীর্থে স্নান করিয়া মানব মহেশ্বরকে দর্শন করিলে, কেদারের যে ফল উক্ত হইয়াছে, তাহা লাভ করে এবং সর্ব্বপাপনির্ম্মুক্ত হইয়া স্বকীয় কুলের সহিত অর্কবর্ণ বিমানে আরোহণ করিয়া

মোদতে ॥ ৩॥ জটাশৃঙ্গে নরঃ স্নাত্বা শুচির্ভূত্বা জিতেন্দ্রিয়ঃ। দৃষ্ট্বা জটেশ্বরং দেবং ততঃ পাপাদ্বিমুচ্যতে ॥ ৪॥ মহাতপনমাদৌ চ কৃত্বা গচ্ছেচ্ছিবং প্রতি। মাতৃকং পিতৃকং চৈব কুলানাং তারয়েচ্ছতম্ ॥ ৫॥ ইন্দ্রতীর্থে নরঃ স্নাত্বা দৃষ্ট্বা চেন্দ্রেশ্বরং শিবম্। বিমুক্তঃ সর্ব্বপাপেভ্যঃ শক্রলোকে মহীয়তে ॥ ৬॥ কুণ্ডেশ্বরং তু যঃ পশ্যেচ্ছিবধ্যানপরায়ণঃ। লভতে স নরো ব্যাস শিবদীক্ষাফলং শিবম্ ॥ ৭॥ গোপতীর্থে নরঃ স্নাত্বা দৃষ্ট্বা গোপেশ্বরং শিবম্। শিবলোকং নরো যাতি হ্যমৃতাদময়ো যথা ॥ ৮॥ স্নাত্বা তু চিপিটাতীর্থে শিবং দেবং প্রণম্য চ। তির্য্যগ্‌যোনিং নরো নৈব প্রয়াতি মুনিপুঙ্গব ॥ ৯॥ বিজয়ে চ নরঃ স্নাত্বা আনন্দেশ্বরপূজনাৎ বিমুক্তঃ সর্ব্বপাপেভ্যঃ স্বর্লোকে বিজয়ী ভবেৎ ॥১০॥ অথান্যৎ সম্প্রবক্ষ্যামি কুশস্থল্যাং বিনির্ম্মিতম্। দেবং রামেশ্বরং ব্যাস ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়কম্ ॥ ১১॥ চিত্রকূটাৎ পুরা রামো মৈথিল্যা লক্ষ্মণেন চ। সমন্বিতঃ সমাগত্য পপ্রচ্ছ মুনিসত্তমম্ ॥১২॥ রাম উবাচ। কানি তীর্থানি পুণ্যানি কিং বা ক্ষেত্রং মহামুনে। যত্র গত্বা ন চাপ্নোতি বিয়োগং সহ বান্ধবৈঃ ॥ ১৩॥ অনেন বনবাসেন মরণেন পিতুঃ প্রভো। ভরতস্য বিয়োগেন প্রতপ্যেঽহং ত্রিভির্মুনে ॥ ১৪॥ তদ্বাক্যং রাঘবেণোক্তং শ্রুত্বা বিপ্রর্ষভস্তদা। ধ্যাত্বা তু সুচিরং কালমিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ১৫ ॥ সাধু পৃষ্টং ত্বয়া বীর রঘূণাং বংশবর্দ্ধন। মম পিত্রা কৃতং ক্ষেত্রং প্রসাদ্য শিবমাদরাৎ ॥ ১৬॥ অবন্তীবিষয়ে রাম পুরী তস্মিন্ কুশস্থলী। উজ্জয়িনীতি বৈ নাম্না খ্যাতিং লোকে গতা বিভো ॥ ১৭॥ তত্র গত্বা দশরথং পিণ্ডদানেন তর্পয়। সুরাসুরগুরুস্তত্র মহাকালো ব্যবস্থিতঃ ॥ ১৮॥ দেবঃ স বৈ সদা রাজন্ বাঞ্ছিতার্থফলপ্রদঃ। দৃষ্ট্বা তস্মিঞ্জগন্নাথে বিয়োগো নৈব জায়তে ॥ ১৯॥ তত্র গচ্ছন্তি যে বিপ্রা রাজা চৈব মহাবলঃ। লভন্তে পরমং স্থানং যত্র দেবো মহেশ্বরঃ ॥ ২০॥ তীর্থানামপি তত্তীর্থং প্রবিশ্যেঽবন্তিমণ্ডলে। আজগাম ততোঽবন্তীং সা শিপ্রা যত্র পুণ্যদা ॥ ২১॥ তস্যাং স্নাত্বা ততো

শিবলোকে গমনানন্তর আমোদিত হয়। ইন্দ্রিয় সংযমপূর্ব্বক শুচিভাবে জটাশৃঙ্গে স্নান ও জটেশ্বরকে দর্শন করিলে পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। এই তীর্থে প্রথমত মহাতপনে গমন করিয়া পরে শিব দর্শন করিতে যাইতে হয়; এরূপ করিলে শত মাতৃকুল ও শত পিতৃকুল উদ্ধার করিতে পারা যায়। ইন্দ্রেশ্বরতীর্থে স্নান ও ইন্দ্রেশ্বর দর্শন করিলে সর্ব্বপাপমুক্ত হইয়া ইন্দ্রলোকে সম্মানিত হইতে পারা যায়। শিবধ্যান-পরায়ণ হইয়া কুণ্ডেশ্বর দর্শন করিলে মঙ্গলময় শিবদীক্ষার ফল লাভ করিতে পারা যায়। গোপতীর্থে স্নান করিয়া গোপেশ্বরকে দর্শন করিলে শিবলোকে গমন করিয়া অমৃতপানে অমরত্ব লাভ করিতে পারা যায়। চিপিটাতীর্থে স্নান ও তত্রত্য শিবকে প্রণাম করিলে তির্য্যগ্‌যোনি লাভ করিতে হয় না। বিজয়তীর্থে স্নানান্তে আনন্দেশ্বরের পূজা করিলে নিষ্পাপ হইয়া স্বর্গে বিজয়ী হইতে পারা যায়। অতঃপর অন্য এক ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়ক রামেশ্বর নামক কুশস্থলী-স্থিত শিব-লিঙ্গের কথা বলিতেছি। পূর্ব্বে রাম মৈথিলী ও লক্ষ্মণের সহিত সমাগত হইয়া মুনিসত্তমকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে মহামুনে! কোন্ কোন্ তীর্থ ও কোন কোন্ ক্ষেত্র পুণ্যদায়ক,—যেখানে গমন করিলে বন্ধুবিয়োগ হয় না? হে প্রভো! আমি আমার এই বনবাস জন্য, পিতার পরলোকপ্রাপ্তিজন্য এবং প্রাণাধিক ভরতের বিয়োগজন্য—অতিশয় পরিতপ্ত হইয়াছি। বিপ্রর্ষভ রাঘবের বাক্যে কিছু কাল চিন্তিত হইয়া বলিলেন,—হে বীর রঘুবংশবর্দ্ধন। আপনি সাধু প্রশ্ন করিয়াছেন। আমার পিতা শিবকে প্রসাদিত করত তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিয়া এক ক্ষেত্র নির্ম্মাণ করেন। ১-১৬। হে রাম! ঐ ক্ষেত্র অবন্তীনগরের অন্তঃপাতী কুশস্থলী নামক স্থানে অবস্থিত। ঐ নগরী অধুনা উজ্জয়িনী নামে বিখ্যাত। আপনি ঐ স্থানে গমন করিয়া আপনার পিতা দশরথকে পিণ্ডদানে তর্পিত করুন। সুরাসুরগুরু মহাকাল ঐ স্থানে অবস্থিত। হে রাজন্! দেব মহাকাল সদা বাঞ্ছিতার্থ-ফলপ্রদরূপে ঐ স্থানে বিরাজমান। ঐ দেবকে দর্শন করিলে কদাচ বন্ধুবিয়োগ হয় না। ঐ স্থানে যে বিপ্র, বা মহাবল রাজা গমন করেন, তাঁহারা সেই পরম স্থান লাভ করেন—যেখানে দেব মহেশ্বর বিরাজিত। হে রাম! ঐ তীর্থ, তীর্থ সকলের মধ্যে উত্তম, আপনি প্রথমে ঐ তীর্থক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া পরে অবন্তীনগরে আগমন করিবেন,—যেখানে পুণ্যদায়িনী শিপ্রা

রামস্তর্পয়ামাস পূর্ব্বজান্। মহাকালং যদা দ্রষ্টুং প্রতস্থে রঘুনন্দনঃ॥ ২২॥ বাণ্যা ততো-ঽশরীরিণ্যা দেবদেবেন ভাষিতম্। ভো ভো রাঘব ভদ্রন্তে স্বনাম্না স্থাপয়স্ব মাম্॥ ২৩॥ অত্র স্থানং ময়া দত্তং মা বিচারয় রাঘব। ততো হৃষ্টমনা রামো লক্ষ্মণং বাক্যমব্রবীৎ॥ ২৪॥ অনুগৃহীতাঃ সৌমিত্রে দেবদেবেন শম্ভুনা। তস্মাৎ স্থাপয় তীর্থেঽস্মিঁল্লিঙ্গং রামেশ্বরং শুভম্॥ ২৫॥ বাক্যং তল্লক্ষ্মণঃ শ্রুত্বা স্থাপয়ামাস শঙ্করম্। দৃষ্ট্বা দেবং পুরা রামো লক্ষ্মণং বাক্যমব্রবীৎ॥ ২৬॥ এহি লক্ষ্মণ শীঘ্রং ত্বং শিপ্রায়া জলমানয়। করিষ্যামি যতোঽত্রাহং দেবস্য স্নপনং শুভম্॥ ২৭॥ লক্ষ্মণস্ব-ব্রবীদ্বাক্যং সীতয়া কিং করিষ্যসি। রাম নাহং সর্ব্বকালং দাসভাবং করোমি তে॥ ২৮॥ ইয়ং চ পুষ্টা সুদৃঢ়া পীবরা চ মমাগ্রতঃ। বদ রাঘব সত্যেন অনয়া কিং করিষ্যসি॥ ২৯॥ শ্রুত্বা রামো হি তদ্বাক্যং লক্ষ্মণেন প্রভাষিতম্। বিমনা রাঘবস্তস্থৌ সীতা চাপি বরাননা॥ ৩০॥ যদুক্তং লক্ষ্মণেনাথ তচ্চ সীতা চকার হ। স্নাত্বা ভুক্ত্বা চ তৌ বীরৌ মহাকালমুপাগতৌ॥ ৩১॥ নীত্বা বিভাবরীং তত্র গমনায় মনো দধে। উত্তিষ্ঠ বৎস সৌমিত্রে ব্রজামো দক্ষিণাং দিশম্॥ ৩২॥ সৌমিত্রিরব্রবীদ্বাক্যং নাহং গন্তা কথঞ্চন। ব্রজ ত্বমনয়া সার্দ্ধং ভার্য্যয়া কমলেক্ষণ॥ ৩৩॥ নাহমগ্রে বনং যামি ন বাযোধ্যাং কথঞ্চন। এবং ব্রুবাণং সৌমিত্রিমুবাচ রঘুনন্দনঃ॥ ৩৪॥ কথং পূর্ব্বমযোধ্যায়া নির্গতোঽসি ময়া সহ। বনে বসাম্যহং রাম নব বর্ষাণি পঞ্চ চ॥ ৩৫॥ প্রসাদঃ ক্রিয়তাং মহ্যং নয় মামপি রাঘব। ইদানীং ত্বমর্দ্ধপথে কথং স্থাতাসি শত্রুহন্॥ ৩৬॥ লক্ষ্মণস্ব-ব্রবীদ্রাম নাহং গন্তা বনং পুনঃ। লক্ষ্মণং বিকৃতং জ্ঞাত্বা রামো বচনমব্রবীৎ॥ ৩৭॥ মা মামনুব্রজ সৌমিত্রে হ্যেকো যাস্যামি কাননম্। দ্বিতীয়াপি প্রিয়ং সীতা উক্তো রামেণ লক্ষ্মণঃ॥ ৩৮॥ ধনুঃ সংগৃহ্য বিমনা উত্তস্থৌ লক্ষ্মণস্তদা। প্রাপ্তৌ প্রাকারমর্য্যাদাং ক্ষেত্রসীমাং পরন্তপৌ॥ ৩৯॥ ক্ষেত্রসীমাং সমুল্লঙ্ঘ্য রামো লক্ষ্মণমব্রবীৎ॥ ৪০॥ নিবর্ত্তয়স্ব সৌমিত্রে সমর্পয়

বিরাজমানা। রাম ঐ স্থানে স্নান করিয়া পূর্ব্বপুরুষদিগের তর্পণ করিলেন। রঘুনন্দন, যখন মহাকালদর্শনে প্রস্থান করিতেছেন, এমন সময়ে দেবদেব অশরীরিণী বাণী দ্বারা বলিলেন,—ভো ভো রাঘব! তোমার মঙ্গল হউক; তুমি নিজের নামে আমাকে স্থাপন করিও। এই স্থান আমি তোমাকে দান করিলাম, স্থানের জন্য তুমি ইতস্তত করিও না। অনন্তর রাম অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন,—সৌমিত্রে! আমরা দেবদেব শম্ভু কর্ত্তৃক অনুগৃহীত হইলাম। অতএব তুমি এই তীর্থে রামেশ্বর নামক শুভ লিঙ্গ স্থাপন কর। লক্ষ্মণ তাহা শ্রবণ করিয়া লিঙ্গ স্থাপন করিলেন। রাম তাহা দর্শনে লক্ষ্মণকে বলিলেন,—লক্ষ্মণ! শীঘ্র এস, শিপ্রার জল আনয়ন কর, আমি সেই জলে দেবকে স্নান করাইয়া শুভ লাভ করিব। লক্ষ্মণ বলি-লেন,—সীতা কি করিতেছেন? আমি তোমার চাকর না কি? সীতা হৃষ্ট-পুষ্ট দৃঢ় ও স্থূল হইয়া বসিয়া রহিয়াছে; তুমি আমার সাক্ষাতে সত্য করিয়া বল দেখি,—ইহা দ্বারা তুমি কি করিবে? লক্ষ্মণের তথাবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া রাম বিমনা হইলেন। বরাননা সীতাদেবীও তাহা শুনিয়া অবাক্ হইলেন। তখন সীতাদেবী লক্ষ্ম-ণের বাক্যানুসারে কার্য্য করিতে লাগিলেন। এদিকে উভয় ভ্রাতায় স্নান-ভোজন সারিয়া মহাকাল দর্শনে গমন করিলেন। তথায় তাঁহারা যামিনীযাপন করিয়া প্রত্যাগমনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। রামচন্দ্র বলিলেন,—বৎস সৌমিত্রে! গাত্রোত্থান কর এ স্থান হইতে আমরা দক্ষিণদিকে গমন করিব। সৌমিত্রি তাহা শুনিয়া বলিলেন,—আমি কোন প্রকারে যাইতে পারিব না। তুমি আপনার ভার্য্যার সহিত গমন কর। আমি কোন প্রকারেই অগ্রে বনে বা অযোধ্যায় গমন করিব না। তাহা শুনিয়া রঘুনন্দন বলিলেন,—তবে কেন তুমি পূর্ব্বে অযোধ্যা পরিত্যাগ করিয়া আমার সঙ্গে আগমন করিলে? আমি চৌদ্দ বৎসর বনে বাস করিব। লক্ষ্মণ! প্রসন্ন হও; এবং আমাকেও আনন্দিত কর। হে শত্রুঘ্ন্! তুমি ইদানীং অর্দ্ধপথে কিরূপে থাকিবে? লক্ষ্মণ বলিলেন,—আমি বনে গমন করিব না। লক্ষ্মণকে বিকৃত দেখিয়া তখন রাম বলিলেন,—না না তোমাকে আসিতে হইবে না; আমি একাকীই বনে যাইব; সীতাই আমার সঙ্গে থাকিবেন। তখন লক্ষ্মণ বিমনা হইয়া ধনুগ্রহণ করত উত্থিত হইলেন। তাঁহারা ক্রমে প্রাকার—মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইলেন এবং ক্ষেত্রসীমা উল্লঙ্ঘন করিয়া রাম, লক্ষ্মণকে বলিলেন,—সৌমিত্রে! তুমি

চ মে ধনুঃ। রামবাক্যমুপশ্রুত্য সীতাং বৈ লক্ষ্মণো-হব্রবীৎ ॥ ৪১ ॥ কিমর্থং হি পরিত্যক্তঃ কোহপরাধঃ কৃতো ময়া। রামেণ হি পরিত্যক্তঃ প্রাণাংস্ত্যক্ষ্যাম্য-সংশয়ম্ ॥ ৪২ ॥ রামং ততোহব্রবীৎ সীতা কিমর্থং লক্ষ্মণস্ত্বয়া। দেব সন্ত্যজ্যতে বীরঃ সুমিত্রানন্দি-বর্দ্ধনঃ ॥৪৩ ॥ রাঘবস্ত্বব্রবীৎ সীতাং নাহং ত্যক্ষ্যামি লক্ষ্মণম্। ন কদাচিদপি স্বপ্নে লক্ষ্মণসদৃশং প্রিয়ম্ ॥ ৪৪ ॥ দৃষ্টপূর্ব্বং তু সুশ্রোণি ক্ষেত্রস্যাস্য বিচেষ্টিতম্ ॥ অস্মিন্ ক্ষেত্রে ন সৌভ্রাত্রং সর্ব্বো হি স্বার্থতৎপরঃ ॥ ৪৫ ॥ পরস্পরং ন মন্যন্তে স্বার্থনিষ্ঠৈকহেতবঃ। ন শৃণ্বন্তি পিতুঃ পুত্রাঃ পুত্রাণাং বা তথা পিতা ॥৪৬॥ ন চ শিষ্যো গুরোর্ব্বাক্যং গুরুর্ব্বা শিষ্যকর্ম্ম চ অর্থানুবন্ধিনী প্রীতির্ন কশ্চিৎকস্যচিৎ প্রিয়ঃ ॥ ৪৭ এবমুক্ত্বা যযৌ রামো লক্ষ্মণো জানকী তথা লিঙ্গং তত্র প্রতিষ্ঠাপ্য স্বনাম্না রঘুনন্দনঃ ॥ ৪৮ রামতীর্থে নরঃ স্নাত্বা দৃষ্ট্বা রামেশ্বরং শিবম্ বিমুক্তঃ সর্ব্বপাপেভ্যঃ শিবলোকং স গচ্ছতি ৪৯ ॥ সনৎকুমার উবাচ। তীর্থে সৌভাগ্যকে স্নাত্বা দৃষ্ট্বা সৌভাগ্যমীশ্বরম্। সর্ব্বপাপ-বিনির্ম্মুক্তঃ সৌভাগ্যং পরমং লভেৎ ॥ ৫০ ॥ ঘৃততীর্থে নরঃ স্নাত্বা ঘৃতেন স্নাপয়েচ্ছিবম্। ঘৃত-মগ্নাবথো হুত্বা রুদ্রলোকে মহীয়তে ॥ ৫১ ॥ দেবীং যোগীশ্বরীং পূজ্য সুরাসুরনমস্কৃতাম্। সর্ব্বপাপ-বিনির্মুক্তঃ পরং যোগমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৫২ ॥ শঙ্খাবর্ত্তে নরঃ স্নাত্বা সর্ব্বপাপবিবর্জ্জিতঃ। ধনধান্যসমাযুক্তো জায়তে নির্ম্মলে কুলে ॥ ৫৩ ॥ সুধোদকে চতুর্দ্দশ্যাং মুক্ত্যর্থং স্নাপয়েন্নরঃ। শিবং সুধেশ্বরং দৃষ্ট্বা ততো মোক্ষগতির্ভবেৎ ॥ ৫৪ ॥ তথান্যৎ সম্প্রবক্ষ্যামি তীর্থং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতম্। কিম্পুনেতি চ বিখ্যাতং ব্রহ্মহত্যাবিমোচনম্ ॥ ৫৫ ॥ পূর্ব্বং ত্রেতাযুগে ব্যাস সুনেত্রো নাম বৈ দ্বিজঃ। তস্য পুত্রঃ সমুৎপন্নো বিশ্বাবসুরিতি স্মৃতঃ ॥ ৫৬ ॥ যব-ক্রীতস্য শাপেন স্বপিতা তেন ঘাতিতঃ। ব্রহ্মহত্যান্বিতো ব্যাস তীর্থতীর্থং পরিভ্রমন্ ॥ ৫৭ ॥ তীর্থে কিংপুনকে স্নাত্বা ধারাতীর্থে গতো দ্বিজঃ। ততঃ কপিলধারায়াং চিন্তয়ত্যাত্মনা স্বয়ম্ ॥ ৫৮ ॥

আমায় ধনু সমর্পণ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন কর। রামের বাক্য শুনিয়া লক্ষ্মণ সীতাকে বলিলেন,—কি জন্য আমায় পরিত্যাগ করিলেন? আমি কি অপরাধ করিয়াছি? আমি রাম কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া নিশ্চয় প্রাণত্যাগ করিব। তখন সীতাদেবী রামকে বলিলেন,—হে দেব! আপনি কিজন্য সুমিত্রানন্দ-বর্দ্ধন লক্ষ্মণকে পরিত্যাগ করিলেন? রাঘব বলিলেন,—আমি লক্ষ্মণকে পরিত্যাগ করি নাই। হে সুশ্রোণি! আমি স্বপ্নেও কখন লক্ষ্মণের ন্যায় প্রিয়জন দর্শন করি নাই; ইহা এই ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য। এই ক্ষেত্রে সৌভাত্র নাই, সকলেই স্বার্থতৎপর। এখানে স্বার্থপরায়ণ হইয়া পরস্পর পরস্পরকে মানে না; এখানে পুত্র পিতার বাক্য শ্রবণ করে না এবং পিতাও পুত্রের কথা শ্রবণ করে না। এইরূপ শিষ্য গুরুর বাক্য শুনে না এবং গুরুও শিষ্যের কোন কর্ম্ম করেন না। এখানে অর্থানুবন্ধিনী প্রীতি; কেহ কাহারও প্রিয় নয়। এই কথা বলিয়া রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা গমন করিলেন। রামচন্দ্র ঐ স্থানে স্বনামে নাম দিয়া এক লিঙ্গ স্থাপন করিয়া গেলেন। ঐ রামতীর্থে স্নান ও রামেশ্বর শিব দর্শন করিলে লোকে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া শিবলোকে গমন করিয়া থাকে। ইহা রামেশ্বর মাহাত্ম্য। সনৎকুমার বলিলেন,—সৌভাগ্য তীর্থে স্নান ও তত্রত্য সৌভাগ্যদেবকে দর্শন করিলে নিষ্পাপ হইয়া সৌভাগ্য লাভ করিতে পারা যায়। ১৭—৫০। ঘৃত-তীর্থে স্নান, ঘৃত দ্বারা তত্রত্য শিবকে স্নপন ও অগ্নিতে ঘৃত হোম করিলে রুদ্রলোকে পূজিত হওয়া যায়। ঐ স্থানে সুরাসুর-নমস্কৃতা দেবী যোগেশ্বরীকে পূজা করিয়া পাপমুক্তি ও পরম যোগ লাভ করা যায়। শঙ্খাবর্ত্ত তীর্থে স্নান করিলে সর্ব্বপাপ-মুক্ত ও ধন-ধান্য-সমাযুক্ত হইয়া নির্ম্মল কুলে জন্ম লাভ করিতে পারা যায়। মুমুক্ষু ব্যক্তি চতুর্দ্দশীতিথিতে সুধোদক তীর্থে স্নান করিবে। সুধেশ্বর শিব দর্শন করিলে মোক্ষ লাভ করিতে পারা যায়। অন্য এক ত্রৈলোক্যবিশ্রুত তীর্থ কীর্ত্তন করিতেছি। কিম্পুননামক এক ব্রহ্ম-হত্যানাশক বিখ্যাত তীর্থ আছে। হে ব্যাসদেব! পূর্ব্বে ত্রেতাযুগে সুনেত্র নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। বিশ্বাবসু নামে তাঁহার এক পুত্র ছিলেন। যবক্রীতের শাপে বিশ্বাবসু স্বীয় পিতাকে নিহত করেন। অনন্তর ব্রহ্মহত্যান্বিত হইয়া ঐ দ্বিজপুত্র তীর্থ হইতে তীর্থান্তরে পরিভ্রমণ করিতে করিতে কিম্পুনক তীর্থে উপস্থিত হইয়া তথায় স্নানাচরণ করেন। পরে তিনি ধারাতীর্থে যাইয়া উপস্থিত হন। সেখান হইতে কপিলধারায় যাইয়া তিনি

কথং মে পতিতা ধারা অনৃতা বা শ্রুতিস্তথা। এবং হৃচিন্তয়ৎ সোঽথ পুনরায়াদবন্তিকাম্॥ ৫৯॥ অত্র তীর্থে পুনঃ স্নাতি যাবদ্বাণীং ততোঽশৃণোৎ। কিং পুনর্ধ্যায়সি ব্রহ্মন্ যেন জাতো দ্বিজোত্তমঃ॥ ৬০॥ ন তেঽস্তি ব্রহ্মহত্যা বৈ তীর্থস্নানেন নাশিতা। গচ্ছ শীঘ্রং গৃহং বিপ্র পাপহীনো যথাসুখম্॥ ৬১॥ সনৎকুমার উবাচ। পুনরন্যৎ প্রবক্ষ্যামি পত্তনেশ্বরমুত্তমম্। তত্র স্থিত্বা মহেশেন পুনঃ পত্তনমীক্ষিতম্॥ ৬২॥ পত্তনেশ্বর ইত্যাখ্যো দেবদেবো মহেশ্বরঃ। যস্তু গন্ধৈশ্চ পুষ্পৈশ্চ ধূপৈর্দীপৈর্মনোরমৈঃ॥ ৬৩॥ ভাবযুক্তো নরো ব্যাস পূজয়েদ্বিধিবৎসদা। যথাবত্তিষ্ঠতে লিঙ্গং বংশচ্ছেদো ন জায়তে॥ ৬৪॥ হংসযুক্তেন যানেন শিবলোকং স গচ্ছতি। তথান্যৎ সম্প্রবক্ষ্যামি তীর্থং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতম্॥ ৬৫॥ দুর্দ্ধর্ষমিতি বিখ্যাতং ব্রহ্মহত্যাবিমোচনম্। পুরা দিবাকরো ব্যাস চক্রে দুর্দ্ধর্ষনামতঃ॥ ৬৬॥ তীর্থ মাসীন্নদীতীরে বিখ্যাতং সূর্যসংস্কৃতম্। তেজঃপুঞ্জং ভবেল্লিঙ্গং গণগন্ধর্বপূজিতম্॥ ৬৭॥ সপ্তম্যামথবাষ্টম্যাং সঙ্ক্রান্তৌ রবিবাসরে। তত্র স্নাত্বা শুচির্ভূত্বা দিনমেকমুপোষিতঃ॥ ৬৮॥ দৃষ্ট্বা মহেশ্বরং তত্র শিপ্রাকূলে ব্যবস্থিতম্। পূজয়িত্বা তু ভাবেন যৎফলং তচ্ছৃণুষ্ব মে॥ ৬৯॥ পিতৃমাতৃকুলং সর্ব্বং সমুদ্ধৃত্য শিবং ব্রজেৎ। তত্র যচ্ছতি যো দানং গোহেমাদি বিশেষতঃ॥ ৭০॥ তাবত্তদক্ষয়ং লোকে যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ। তথান্যৎ সম্প্রবক্ষ্যামি গোপীন্দ্রং তীর্থমুত্তমম্॥ ৭১॥ গৌতমেন পুরা যত্র ইন্দ্রঃ শাপাদ্ভগীকৃতঃ। ভগত্রীড়ায়ুতঃ শক্রঃ প্রবিশ্য বনমুত্তমম্॥ ৭২॥ অতোষয়ত্তদোগ্রেণ তপসা শঙ্করং পুরা। তুষ্টেন শম্ভুনা বিপ্র যে ভগাস্তচ্ছরীরগাঃ॥ ৭৩॥ গোসহস্রীকৃতাস্তেন গোপীন্দ্রস্তেন কথ্যতে। তত্র স্নাত্বা দিবং যাতি শক্রতুল্যপরাক্রমঃ॥ ৭৪॥ যে মৃতাস্তে পুনর্জ্জন্ম নাপ্নুবন্তি মহীতলে। গঙ্গাতীর্থে নরঃ স্নাত্বা পুণ্যমাপ্নোতি পুষ্কলম্॥ ৭৫॥ জ্যৈষ্ঠশুক্লদশম্যাং তু গঙ্গায়াং ফলমাদিশেৎ। স্নাত্বা পুষ্পকরণ্ডে চ দৃষ্ট্বা পুষ্পকরণ্ডকম্॥ ৭৬॥ পুষ্পকেণ বিমানেন প্রয়াতো দিবি মোদতে। নরকাদুদ্ধরত্যাশু

আপনা-আপনি চিন্তিত হন,—কি জন্য আমার উপর ধারা পতিত হইতেছে; অথবা ইহা অনৃতা শ্রুতি। এইরূপ চিন্তার পর তিনি পুনরায় অবন্তীক্ষেত্রে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এখানে আসিয়া তিনি এক অশরীরিণী বাণী শ্রবণ করিয়া পুনরায় স্নান করিলেন। সেই বাণী এই—হে ব্রহ্মন্! আপনি কি চিন্তা করিতেছেন? আপনার ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ আর নাই, তাহা বিনষ্ট হইয়াছে। হে বিপ্র! আপনি শীঘ্র গৃহে গমন করুন; আপনি পাপহীন হইয়াছেন। ইহা কিম্পুন-মাহাত্ম্য। সনৎকুমার বলিলেন,—পুনরায় আমি অন্য আর এক উত্তম শিবপত্তনেশ্বর ক্ষেত্র বর্ণন করিতেছি। এই তীর্থে থাকিয়া মহেশ পুনরায় পত্তন দর্শন করিয়াছিলেন। অত্রত্য মহেশ্বর পত্তনেশ্বর-নামধেয়। যে জন মনোহর গন্ধপুষ্প ও ধূপ, দীপ দ্বারা ভাবযুক্ত হইয়া বিধিবৎ ঐ লিঙ্গের পূজা করে, তাহাদের বংশের চিহ্ন সর্ব্বদা বিদ্যমান থাকে, কদাচ বংশচ্ছেদ হয় না; অধিকন্তু সে শিবলোকে গমন করে। অপর আর এক ত্রৈলোক্যবিশ্রুত তীর্থ বলিতেছি; এই তীর্থ দুর্দ্ধর্ষ নামে বিখ্যাত এবং ইহা ব্রহ্মহত্যা-বিমোচন। হে ব্যাসদেব! পূর্ব্বে দিবাকর এই তীর্থের নাম করিয়াছিলেন,—দুর্দ্ধর্ষ। এই সূর্য্যসংস্কৃত তীর্থ নদাতীরে অবস্থিত ছিল। অত্রত্য লিঙ্গ তেজঃপুঞ্জবিশিষ্ট ও গণ-গন্ধর্ব্ব-পূজিত। সপ্তমী, অষ্টমী, সংক্রান্তি বা রবিবারে ঐ তীর্থে স্নানান্তে শুচি হইয়া একদিন উপবাসের পর শিপ্রাকূলস্থ মহেশ্বরকে দর্শন করত ভক্তি-ভাবে তাঁহার পূজা সমাপন করিবে। এরূপ পূজনের ফল শ্রবণ কর,—এরূপ অনুষ্ঠান করিলে নর পিতৃ-মাতৃ-কুল উদ্ধার করিয়া শিবলোকে গমন করে। ঐ তীর্থে যে ব্যক্তি গোহেমাদি দান করে—ঐ দান যাবৎ চন্দ্রদিবাকর অক্ষয় হয়। অনন্তর অপর এক গোপীন্দ্র নামক উত্তম তীর্থ বলিতেছি। ৫১—৭১। পূর্ব্বে—ইন্দ্র গৌতমের শাপে ভগাঙ্গ হইয়াছিলেন। তিনি ভগব্রীড়ায় বনপ্রবেশপূর্ব্বক উগ্রতপে শঙ্করকে প্রসাদিত করেন। হে বিপ্র! শক্রের তপস্যায় শম্ভু সন্তুষ্ট হইলে, তাঁহার শরীরস্থ ভগসমূহ গো-(চক্ষু) সহস্রে পরিণত হয়; এজন্য ঐ শিবের নাম হয়,—গোপীন্দ্র। ঐ তীর্থে স্নান করিলে স্বর্গে গমন করে এবং শক্রতুল্য পরাক্রমী হয়। ঐ তীর্থে মৃত হইলে মহীতলে আর জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। গঙ্গাতীর্থে স্নান করিলে পুষ্কল পুণ্য লাভ করা যায়। জ্যৈষ্ঠমাসীয় শুক্ল দশমীতে গঙ্গাস্নানের প্রভূত ফল কীর্ত্তিত হইয়াছে। পুষ্পকরণ্ডে স্নান ও পুষ্পকরণ্ড দর্শন করিলে পুষ্পকবিমানে স্বর্গ-

নরঃ স্নাত্বোত্তরেশ্বরে ॥ ৭৭ ॥ ইষ্টভোগসমাপন্নো যাতি স্বর্গং ন সংশয়ঃ। ভূতেশ্বরে নরঃ স্নাত্বা ভূতেশ্বরমথার্চ্চয়েৎ ॥৭৮॥ গন্ধপুষ্পাদিনৈবেদ্যৈর্মৃতো রুদ্রপুরং ব্রজেৎ। শিপ্রায়াং তু নরঃ স্নাত্বা কৈলাসং তু নমস্যতি ॥ ৭৯ ॥ সূর্য্যাহতং তমো যদ্বত্তদ্বৎপাপং প্রণশ্যতি। অম্বালিকাং চ যঃ পশ্যেৎ সমাধিনিয়মেন চ ॥ ৮০ ॥ স মুক্তঃ সর্ব্বপাপেভ্যঃ কঞ্চুকেন ফণী যথা। ঘণ্টেশ্বরং প্রবক্ষ্যামি যৎসুরৈরপি পূজিতম্ ॥ ৮১ ॥ যত্র কূপোদকং পীত্বা সৌভাগ্যমতুলং লভেৎ। অর্চ্চয়েদ্যস্তু দেবেশং গন্ধপুষ্পৈরনুক্রমাৎ ॥ ৮২ ॥ শিবলোকে বসেত্তাবদ্যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ। পুণ্যেশ্বরং তু যঃ পশ্যেচ্ছুচিঃ শান্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৮৩ ॥ স গাণপত্যমাপ্নোতি যৎসুরৈরপি দুর্লভম্। লম্পেশ্বরে নরঃ স্নাত্বা সমভ্যর্চ্চ্য মহেশ্বরম্ ॥ ৮৪ ॥ ন যাতি নরকং মর্ত্ত্যঃ স্বর্গলোকে মহীয়তে। তথান্যৎ সম্প্রবক্ষ্যামি যৎসুরৈরপি দুর্লভম্ ॥ ৮৫ ॥ পূজিতং ব্রহ্মণা পূর্ব্বং স্থবিরাখ্যং বিনায়কম্। তত্র স্নাত্বা শুচির্ভূত্বা পূজয়েদ্যো বিনায়কম্ ॥ ৮৬ ॥ গন্ধৈর্ধূপৈশ্চ নৈবেদ্যৈর্ভক্ষ্যৈর্ভোজ্যৈঃ ফলং শৃণু। সমীহিতা ভবেৎসিদ্ধির্মৃতঃ শিবপুরং ব্রজেৎ ॥ ৮৭ ॥ নবনদ্যাঃ সমীপে তু পার্ব্বতীং পূজয়েদ্বুধঃ। গন্ধপুষ্পৈশ্চ ধূপৈশ্চ সৌভাগ্যমতুলং লভেৎ ॥ ৮৮ ॥ কামোদকে নরঃ স্নাত্বা দৃষ্ট্বা কামং রতিপ্রিয়ম্। স্বর্গে চ দেবগন্ধর্ব্বস্পৃহণীয়বপুর্ভবেৎ ॥ ৮৯ ॥ প্রয়াগে তু নরঃ স্নাত্বা প্রয়াগেশন্তু পশ্যতি। সর্ব্বলোকানতিক্রম্য শিবলোকে মহীয়তে ॥ ৯০ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে সৌভাগ্যেশ্বরাদিনানাতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈকত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩১ ॥

গমন করিয়া তথায় আমোদিত হয়। নর উত্তরেশ্বরে স্নান করিয়া নরক হইতে স্বকুল উদ্ধার করত যথেষ্ট ভোগসমাযুক্ত হইয়া স্বর্গে গমন করে, ইহাতে কোন সংশয় নাই। ভূতেশ্বর তীর্থে স্নান ও গন্ধ-পুষ্পাদি-নৈবেদ্য দ্বারা তত্রত্য ভূতেশ্বর লিঙ্গের অর্চ্চনা করিলে এবং তথায় মৃত হইলে রুদ্রপুরে গতি হয়। শিপ্রায় স্নান করিয়া তত্রত্য কৈলাসেশ্বর শিবকে নমস্কার করিলে সূর্য্যোদয়ে তমোনাশের ন্যায় পাপরাশি নষ্ট হইয়া থাকে। সমাধিনিয়মযুক্ত হইয়া অম্বালিকা দর্শন করিলে কঞ্চুক হইতে ফণীর ন্যায় সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। অতঃপর ঘণ্টেশ্বরতীর্থ বলিতেছি।—যাহা সুরগণ পূজা করিয়া থাকেন। যেখানে কূপোদক পান করিয়া অতুল সৌভাগ্য লাভ করা যায়। যে ব্যক্তি গন্ধপুষ্প দ্বারা দেবেশের অর্চ্চনা করে, যাবৎ চতুর্দ্দশ ইন্দ্র, তাবৎ সে শিবলোকে বাস করিয়া থাকে। শুচি, শান্ত ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া পুণ্যেশ্বরে স্নান ও তাঁহার দর্শন করিলে সুরদুর্লভ গাণপত্য লাভ হয়। লম্পেশ্বর তীর্থে স্নান ও তত্রত্য শিবলিঙ্গের অর্চ্চনা করিলে নরকে যাইতে হয় না এবং স্বর্গে পূজিত হওয়া যায়। সুরদুর্লভ অন্য এক তীর্থ বলিতেছি;—পূর্ব্বে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক এই তীর্থস্থ স্থবিরাখ্য বিনায়ক পূজিত হইয়াছিলেন। ঐ তীর্থে স্নান করিয়া যে মানব গন্ধ, ধূপ, নৈবেদ্য ও ভক্ষ্য-ভোজ্য দ্বারা দেব বিনায়কের পূজা করে, তাহার পুণ্যফলের কথা শ্রবণ করুন। ঐ ব্যক্তি সিদ্ধি লাভ করিয়া শিবপুরে প্রয়াণ করে। যে ব্যক্তি নব নদীর সমীপে গন্ধ-পুষ্প ও ধূপ দ্বারা পার্ব্বতীর পূজা করে, সে অতুল সৌভাগ্য লাভ করিয়া থাকে। কামোদক তীর্থে স্নান ও তত্রত্য রতিপতি কামকে দর্শন করিলে স্বর্গে গমন করিয়া দেবগন্ধর্ব্বগণের স্পৃহণীয় শরীর লাভ করা যায়। প্রয়াগে স্নান করিয়া প্রয়াগেশ লিঙ্গ দর্শন করিলে সর্ব্বলোক অতিক্রমপূর্ব্বক শিবলোকে পূজিত হওয়া যায়। ৭২—৯০।

একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩১।

দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

সনৎকুমার উবাচ। অথান্যৎ সম্প্রবক্ষ্যামি নরাদিত্যং দিবাকরম্। যস্য দর্শনমাত্রেণ সর্ব্বরোগৈর্বিমুচ্যতে ॥ ১ ॥ স্থাপনান্তে প্রবক্ষ্যামি নরাদিত্যস্য যাদৃশী। যুদ্ধে নিবারিতে তস্মিন্ রক্তস্বেদজয়োঃ পুরা ॥ ২ ॥ নরনারায়ণৌ দেবাবতীর্ণৌ ধরাতলে।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

সনৎকুমার কহিলেন,— অতঃপর নরাদিত্য দিবাকরের মাহাত্ম্য বলিতেছি,—যাঁহার দর্শনমাত্রে সর্ব্বরোগ হইতে মুক্তি লাভ করা যায়। নরাদিত্যের স্থাপনা যে প্রকারে হয়, তাহা বলিতেছি। পূর্ব্বে রক্তজ ও স্বেদজের যুদ্ধ নিবারিত

কুন্ত্যাং দেব্যাঞ্চ দেবক্যাং মথুরায়ামজায়তাম্ ॥ ৩ ॥ এবং তৌ বর্দ্ধিতৌ লোকে কান্তৌ বৃদ্ধিং পরাং গতৌ। অন্যস্মাৎ কারণাৎ কৃষ্ণোঽন্যস্মাজ্জাতো ধনঞ্জয়ঃ ॥ ৪ ॥ কংসাদীন্ দানবান্ সর্ব্বান্ নিজঘান রণে হি সঃ। স্বর্গং গতস্ততঃ পার্থো বাসবাদস্ত্রসিদ্ধয়ে ॥ ৫ ॥ কৃতাস্ত্রেণ তু বীরেণ দেবরাজস্য দক্ষিণা। সংস্তুতা দেবরাজস্ত যযাচে তাং হি দক্ষিণাম্ ॥ ৬ ॥ নিবাতকবচা হ্যগ্রা হিরণ্যপুরবাসিনঃ। বধ্যন্তামর্জ্জুন ক্ষিপ্রমেষা মে গুরুদক্ষিণা ॥ ৭ ॥ অর্জ্জুনেন প্রতিজ্ঞাতো বধস্তেষাং দুরাত্মনাম্। ঐন্দ্রং স রথমাস্থায় গৃহীত্বা সশরং ধনুঃ ॥ ৮ ॥ নিহত্য তাংস্ততঃ পার্থঃ কৃত্বা কর্ম্ম সুদুষ্করম্। প্রীতিমুৎপাদয়ামাস সর্ব্বেষাঞ্চ দিবৌকসাম্ ॥ ৯ ॥ কৃতকার্য্যং তদা শক্রস্ত্বর্জ্জুনং বাক্যমব্রবীৎ। যত্তেঽভিরুচিরং বীর মৃত্যুলোকে সুদুর্লভম্ ॥ ১০ ॥ মনসা কাঙ্ক্ষিতং পার্থ বরং ত্বং বরয়োত্তমম্। স বব্রে প্রতিমে দ্বে তু যেঽর্চ্চিতে ব্রহ্মণা স্বয়ম্ ॥ ১১ ॥ ব্রহ্মণা প্রীতিযুক্তেন দক্ষায় প্রতিপাদিতে। দক্ষেণাপি যুগং সাগ্রং পূজিতে তিমিরাপহে ॥ ১২ ॥ সুরাণামসুরাণাঞ্চ বিগ্রহে সমুপস্থিতে। দানবৈর্নির্জ্জিতঃ শক্রো হৃতরাজ্যো বনং গতঃ ॥ ১৩ ॥ তপশ্চচার দুর্দ্ধর্ষমেকপাদঃ শতক্রতুঃ। দিব্যবর্ষসহস্রন্তু ধিষণস্তং দদর্শ হ ॥ ১৪ ॥ দৃষ্ট্বা তু দেবরাজস্তং বৃহস্পতিরুবাচ হ। হিত্বা ত্রিদিবমায়াতঃ কথং শক্র ত্বিদং বনম্ ॥ ১৫ ॥ একাকিনা বনস্থেন ন সাধ্যাঃ শত্রবস্ত্বয়া। জ্ঞাত্বৈবং দেবরাজ ত্বং শীঘ্রং দক্ষাশ্রমং ব্রজ ॥ ১৬ ॥ পূজার্থে ব্রহ্মণা দত্তে পারিজাতসমুদ্ভবে। চকার বিশ্বকর্ম্মা যে তে যাচস্ব প্রজাপতিম্ ॥ ১৭ ॥ শত্রূণাঞ্চ ক্ষয়ো ভাবী প্রসাদাদর্চ্চয়োস্তয়োঃ। গুরোস্তু তেন বাক্যেন হৃষ্টো দেবঃ শতক্রতুঃ ॥ ১৮ ॥ জগাম সত্বরস্তত্র যত্র দক্ষঃ প্রজাপতিঃ। বিনয়াবনতো ভূত্বা যযাচে প্রতিমে শুভে। দদৌ তস্মৈ ততো দক্ষঃ শক্রায় প্রতিমে শুভে ॥ ১৯ ॥ পূজিতে প্রতিমে ব্যাস শক্রেণ শরদাঃ

হইলে নর-নারায়ণ দেবদ্বয় ধরাতলে অবতীর্ণ হন। তাঁহারা দেবী কুন্তী ও দেবকীর উদরে জন্ম গ্রহণ করিয়া মথুরাতে ভূমিষ্ঠ হইলেন। জন্ম গ্রহণ করিয়া তাঁহারা উভয়ে কমনীয় রূপে বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন। উভয়ের মধ্যে কৃষ্ণ এককার্য্য উদ্ধারের নিমিত্ত এবং ধনঞ্জয় অপর এক কার্য্য উদ্ধারের নিমিত্ত জন্ম গ্রহণ করেন। কৃষ্ণ কংসাদি দানবগণকে রণে নিহত করেন। এদিকে পার্থ অস্ত্র শিক্ষার নিমিত্ত স্বর্গে দেবেন্দ্রের নিকট গমন করেন। তিনি কৃতাস্ত্র হইয়া দক্ষিণা প্রদানের নিমিত্ত দেবেন্দ্রের স্তব করেন। দেবেন্দ্র তাঁহার নিকট এই দক্ষিণা প্রার্থনা করিলেন যে, অত্যুগ্র নিবাতকবচগণ হিরণ্যপুরে বাস করিতেছে। হে অর্জ্জুন! তুমি সত্বর তাহাদিগকে বধ কর; ইহাই আমার প্রতি তোমার গুরুদক্ষিণা। অর্জ্জুন ঐ দুরাত্মাদিগের বধ প্রতিজ্ঞা করিয়া ঐন্দ্ররথে আরোহণপূর্ব্বক সশর শরাসন গ্রহণ করত নিবাতকবচপুরে যাত্রা করিয়া তাহাদিগকে বধ করিলেন। তিনি এই সুদুষ্কর কার্য্য করিয়া দেবগণের প্রীতি উৎপাদন করিলেন। তখন কৃতকার্য্য অর্জ্জুনকে দেবেন্দ্র বলিলেন,—হে বীর! যাহা এই লোকে সুদুর্লভ এবং যাহা তোমার কাঙ্ক্ষিত, তুমি সেইরূপ বর আমার নিকট প্রার্থনা কর। অর্জ্জুন বলিলেন,—দুইটী প্রতিমা প্রার্থনা করিতেছি,—যে প্রতিমা ব্রহ্মা স্বয়ং অর্চ্চনা করিয়াছিলেন। ব্রহ্মা প্রীতিযুক্ত হইয়া পরে প্রতিমাদ্বয় দক্ষকে প্রদান করেন। দক্ষ তাহা সাগ্রযুগ যাবৎ পূজা করেন। অনন্তর সুরাসুর যুদ্ধ সংঘটিত হইলে দানবগণ কর্তৃক নির্জ্জিত হইয়া শক্র বনগমন করেন। ১—১৩। বনে গিয়া তিনি দিব্য সহস্র বৎসর কাল একপাদে অবস্থান করত দুশ্চর তপশ্চাচরণ করেন। বৃহস্পতি তাহা দর্শন করেন। তাঁহাকে দেখিয়া তখন বৃহস্পতি বলিলেন,—হে শক্র! তুমি ত্রিদিবধাম পরিত্যাগ করিয়া কি জন্য এখানে আসিয়াছ? তুমি একাকী বনে থাকিলে শত্রুগণ তোমার আয়ত্ত হইবে না। হে দেবরাজ! তুমি ইহা জানিয়া দক্ষালয়ে গমন কর। পারিজাতসমুদ্ভূত যে প্রতিমাদ্বয় ব্রহ্মা দক্ষকে পূজার্থ প্রদান করিয়াছিলেন; যাহা বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মাণ করেন; ঐ প্রতিমাদ্বয় তুমি দক্ষ প্রজাপতির নিকট গিয়া প্রার্থনা কর। ঐ অর্চ্চাদ্বয়ের প্রসাদে তোমার শত্রুক্ষয় হইবে। দেব শতক্রতু তখন গুরুর বাক্যে হৃষ্ট হইলেন এবং সত্বর দক্ষ প্রজাপতির নিকট গমন করিলেন। যাইয়া বিনয়াবনতভাবে ঐ প্রতিমাদ্বয় তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিলেন। প্রার্থনা করিবামাত্র তিনি তাহা শতক্রতুকে প্রদান করিলেন। হে

শতম্। তয়োস্তু তেজসা সর্ব্বে বিনাশং দানবা গতাঃ॥ ২০॥ প্রতিমে চোচতুঃ শক্রং বরয়ুস্ব বরোত্তমম্। ভক্ত্যানয়া পরং তুষ্টাবাবাং জানীহি বাসব॥ ২১॥ বরং বব্রে তদা শক্রঃ প্রসন্নাত্মা দ্বিজোত্তম। অস্মাকং প্রতিপক্ষা যে দানবাঃ পাপচেতসঃ॥ ২২॥ সর্ব্বে তে নাশমৃচ্ছন্তু বর এষ মতো মম। যুবাং পূজিতুমিচ্ছামি যাবদিন্দ্রো ভবাম্যহম্॥ ২৩॥ তথেতি চোক্তা প্রতিমে তে নাকং প্রতি জগ্মতুঃ। তত্তু যাচে স্তবত্তার্থে বরার্থে প্রতিমাদ্বয়ম্॥ ২৪॥ ইন্দ্র উবাচ। সাধু পার্থ পুনঃ সাধু যত্রেত্থং প্রতিষ্ঠিতঃ। ইমে চ প্রতিমে পার্থ শঙ্করেণ মহাত্মনা॥ ২৫॥ সুরক্তৈঃ শতপত্রৈশ্চ পূজিতে ব্রহ্মণো দিনম্। ত্রৈলোক্যপালনার্থায় পূজিতে বিষ্ণুনা পুরা॥ ২৬॥ নীলোৎপলৈঃ সুগন্ধৈশ্চ সহস্রপরিবৎসরান্। ততঃ প্রজাপতিঃ সৃষ্টিং কর্ত্তুকামঃ সমাহিতঃ॥ ২৭॥ পূজয়ামাস প্রতিমে পদ্মৈ রক্তোৎপলৈঃ শুভৈঃ। ত্বমেব হি কথং পার্থ মৃত্যুলোকে নয়িষ্যতি॥ ২৮॥ এতাভ্যাং রহিতঃ স্বর্গো মৃত্যুতুল্যো ভবিষ্যতি। অদাতুকামং দেবেন্দ্রং প্রণিপত্য তমর্জ্জুনঃ॥ ২৯॥ উবাচ নাহমর্থ্যস্মিন্ বরেণানেন বৈ প্রভো। ততঃ শক্রঃ পুনঃ পার্থমুবাচ মুনিপুঙ্গব॥ ৩০॥ গৃহীত্বা ত্বমিমে বীর কুশস্থল্যাং নিবেশয়। শিপ্রায়া উত্তরে তীরে কেশবার্কং তু কেশবঃ॥ ৩১॥ প্রতিতিষ্ঠতি বৈ যত্র সর্ব্বপাপপ্রণাশনঃ। সংস্থাপয়স্ব বৈ তত্র সর্ব্বপাপপ্রণাশনে। ভবিষ্যতি তদা যাত্রা আষাঢ়ী চাথ কৌমুদী॥ ৩২॥ আগমিষ্যাম্যহং তত্র সহিতোঽপ্সরসাং গণৈঃ। মরুতশ্চাগমিষ্যন্তি মেঘাশ্চৈব সবিদ্যুতঃ॥ ৩৩। মেঘখণ্ডে সমুদ্ভূতে ময়ি তত্র প্রবর্ষতি। প্রবদিষ্যন্তি বৈ লোকাঃ প্রাপ্তো দেবঃ পুরন্দরঃ॥ ৩৪॥ ভাস্করঞ্চ নমস্কৃত্য ব্রহ্মাদ্যৈঃ পূজিতং বিভুম্। প্রতিযামি তু বীভৎসো পুনরেব যথাগতম্॥ ৩৫॥ এবং মূর্ত্তিদ্বয়ং ব্যাস দত্ত্বা পার্থায় বাসবঃ। ভূর্লোকং প্রেষয়ামাস সুতেন সহ পাণ্ডবম্॥ নারদো দ্বারকায়াস্তু কৃষ্ণস্যাহ্বানকারণাৎ। দেবরাজস্য তদ্বাক্যং সরহস্যঞ্চ কেশবম্॥ ৩৭॥ শ্রাবয়া-

ব্যাসদেব! শক্র শতবৎসর যাবৎ ঐ প্রতিমা পূজা করিলে তাহার তেজে দানবগণ বিনাশ প্রাপ্ত হইল। প্রতিমাদ্বয় শক্রকে বলিলেন,—বর প্রার্থনা কর। হে বাসব! আমরা তোমার ভক্তিতে তুষ্ট হইয়াছি, জানিবে। হে দ্বিজোত্তম! তখন শক্র সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদের নিকট এই বর প্রার্থনা করিলেন যে, আমাদের প্রতিপক্ষ পাপচেতা দানবগণ নাশ প্রাপ্ত হউক, ইহাই আমার প্রার্থনা বলিয়া জানিবেন। আমি যতদিন না পুনরায় ইন্দ্রপদ প্রাপ্ত হই, ততদিন আপনাদিগের পূজা করিতে ইচ্ছা করি। 'তাহাই হইবে,' এই বলিয়া প্রতিমাদ্বয় নাকলোকে গমন করিলেন। আমি ঐ ভবদ্দত্ত প্রতিমাদ্বয় আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি। ইন্দ্র বলিলেন,—সাধু পার্থ! পুনঃ সাধু! যে হেতু তোমাতে এই প্রতিমাদ্বয় অবস্থান করিবে। হে পার্থ! পূর্ব্বে সুরক্ত শতপত্র দ্বারা শঙ্কর ব্রহ্মার একদিন যাবৎ এই প্রতিমাদ্বয় পূজা করিয়াছেন; বিষ্ণু সহস্র বৎসর কাল সুগন্ধ নীলোৎপল দ্বারা ত্রৈলোক্য পালনের নিমিত্ত এই প্রতিমাদ্বয়ের পূজা করিয়াছেন; এবং ব্রহ্মাও সৃষ্টি করিবার জন্য সমাহিত হইয়া শুভ রক্তোৎপল দ্বারা এই প্রতিমাদ্বয়ের পূজা করিয়াছেন। হে পার্থ! তুমি ইহা কিরূপে মৃত্যুলোকে (নরলোকে) লইয়া যাইবে? এই প্রতিমাদ্বয় রক্ষিত হইলে স্বর্গ মর্ত্ত্যতুল্য হইবে। অর্জ্জুন তখন দেবেন্দ্রকে প্রতিমাদ্বয় দান করিতে অসম্মত দেখিয়া বলিলেন,—হে প্রভো! আমি অন্য বরের প্রার্থী নহি। হে মুনিপুঙ্গব! তখন শক্র পার্থকে পুনরায় বলিলেন,—হে বীর! তুমি ইহা গ্রহণ করিয়া কুশস্থলীতে নিবেশিত কর—যেখানে শিপ্রার উত্তর তীরে সর্ব্বপাপপ্রণাশন কেশবার্ক বিরাজিত। ঐ সর্ব্বপাপপ্রণাশক স্থানে তুমি ইহা স্থাপন করিবে। ঐ স্থানে আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষে মহা মহোৎসব হইবে। ১৪—৩২। আমি ঐ সময় অপ্সরোগণের সহিত তথায় উপস্থিত হইব এবং মরুদ্গণ ও সবিদ্যুৎ মেঘসমূহও ঐ স্থানে তখন উপস্থিত হইবে। মেঘসমূহ সমুদ্ভূত হইলে আমি সেখানে বর্ষণ করিব। লোকে বলিবে,—দেব পুরন্দর আগমন করিয়াছেন। হে অর্জ্জুন! ব্রহ্মাদিপূজিত বিভু ভাস্করকে নমস্কার করিয়া আমি যথাগত মার্গে প্রত্যাগমন করিব। হে ব্যাসদেব! অতঃপর বাসব পার্থকে মূর্ত্তিদ্বয় প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার সঙ্গে জয়ন্তকে দিয়া ভূর্লোকে প্রেরণ করিলেন। ভগবান্ নারদ মুনি তখন শ্রীকৃষ্ণের আহ্বান বশত দ্বার দ্বারকায় আগমন করিয়া স-রহস্য ঐ কথা কৃষ্ণকে শ্রবণ করাইলেন এবং তাঁহাকে

মাস বিপ্রেন্দ্রঃ এহি কৃষ্ণ কুশস্থলীম্। অর্চ্চে হি পারিজাতস্য বিশ্বকর্ম্মকৃকারিতে। ৩৮। ইন্দ্রেণাথ প্রদত্তে বৈ তে তুভ্যং পাণ্ডবায় চ। শ্রুত্বা শৌরিস্ত তদ্বাক্যং প্রতস্থেঽবন্তিনীং পুরীম্। ৩৯। অবান্তরঞ্চ আকাশাত্তমালিঙ্গ্য চ পাণ্ডবম্। প্রীতঃ প্রোবাচ বচনং পরিষ্বজ্য চ ফাল্গুনম্। ৪০। জন্ম মে সফলং জাতং প্রীতির্মে জনিতার্জ্জুন। যতো মে প্রীতিরতুলা ক্রিয়তাং কার্য্যমুত্তমম্। ৪১। ইত্যুক্তা তৌ তদা ব্যাস সমায়াতৌ কুশস্থলীম্। পার্থং প্রাহ তদা কৃষ্ণঃ সুসম্পূর্ণমনোরথঃ। ৪২। গত্বার্জ্জুন দিশং প্রাচীং মূর্ত্তিমেকাং নিবেশয়। পূর্ব্বাহ্ণে হি শুভং লগ্নং ভবিষ্যতি মনোরমম্। ৪৩। অহমপ্যুত্তরাং যামি স্থাপনার্থং নদীং মুনে। মম শঙ্খস্য নাদেন প্রতিতিষ্ঠ রবিং প্রভুম্। ৪৪। পূর্ব্বাং গত্বা ততঃ পার্থঃ শুভং স্থানং ব্যলোকয়ৎ। ব্যাস সংস্থাপয়ামাস দিননাথঞ্চ সুস্থিরম্। ৪৫। অর্কং দেবং স্থাপয়ামি যাবদ্ধ্যৌ চ পাণ্ডব। তাবৎ সং চাব্রবীদেনং স্থানং কারয় শোভনম্। ৪৬। কথয়ামাস পার্থায় তেজসা তেন দুঃসহম্। সব্যসাচী ততো ভীতো দৃষ্ট্বার্চ্চাং তাং প্রজ্বলন্তীম্। ৪৭। তেজস্তসহমানো বৈ দেবং বচনমব্রবীৎ। ক দেব ত্বাং স্থাপয়ামি কিং স্থানং তব রোচতে। ৪৮। সৌম্যরূপঃ সুদর্শশ্চ প্রজাভ্যো ভব গোপতে। দিবি সংস্থাশ্চ যে দেবা নাগাঃ পাতালসংশ্রয়াঃ। ৪৯। ভুবিস্থা মানবাঃ পূতা ভবন্তু তব দর্শনাৎ। সোঽর্জ্জুনমব্রবীদ্দেবো মা ভৈষং মম দর্শনাৎ। ৫০। দক্ষিণেন করেণাথ হৃতভয়েনাভয়প্রদঃ। সমাশ্বাস্যাথ তং শান্তং সৌম্যমূর্ত্তির্ব্বভূব হ। ৫১। প্রভাকরেণ দেবেন নিজং তেজঃ প্রদর্শিতম্। ততঃ সূর্য্যোঽব্রবীৎ স্থানমেতদেবাচলং মম। ৫২। প্রাপ্তে লগ্নে চ হরিণা শঙ্খশ্চাপূরিতো মহান্। নরেণ চ স বৈ সূর্য্যঃ স্থাপিতোঽমরসংস্তুতঃ। ৫৩। অর্জ্জুন উবাচ। জয়তি কিরণমালী ভাস্বরঃ শ্রান্তসপ্তিঃ সকলভুবনধামা প্রাগ্গৃদিগন্তাট্টহাসঃ। ভবতি বিগতপাপং কীর্ত্তনাদেব যস্য প্রচুরকলুষদোষৈর্গ্রস্তমঙ্গং নরাণাম্। ৫৪। ব্রহ্মাদ্যৈর্মুনিভিরভিষ্টুতং পতঙ্গং কঃ স্তোতুং কবিরভিবাঞ্ছতে প্রকামম্। স্তোষ্যেঽহং তদপি সুবি-

বলিলেন,—হে কৃষ্ণ! কুশস্থলীতে আগমন করুন। তথায় বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত পারিজাতের দুইটী প্রতিমা তোমার নিমিত্ত ও মধ্যম পাণ্ডবের নিমিত্ত প্রেরিত হইয়াছে। শৌরি তাহা শুনিয়া অবন্তিপুরে প্রস্থান করিলেন। যাইতে যাইতে আকাশ-পথেই তিনি প্রীত হইয়া পাণ্ডবকে আলিঙ্গন করিলেন এবং বলিলেন,—হে অর্জ্জুন! অদ্য আমার জন্ম সফল হইল; আমি প্রীত হইলাম। আমার যখন প্রীতি হইয়াছে, তখন এক কার্য্য করিতে হইবে। এই বলিয়া তাঁহারা উভয়ে কুশস্থলীতে সমাগত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণমনোরথ হইয়া পার্থকে বলিলেন,—হে অর্জ্জুন! তুমি প্রাচীদিকে গমন করিয়া এক মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা কর, পূর্ব্বাহ্ণে এক মনোহর শুভ লগ্ন আছে। আর আমি উত্তরদিকে—যেখানে নদী আছে, মূর্ত্তিস্থাপনের নিমিত্ত ঐ স্থানে গমন করি। তুমি আমার শঙ্খ-নাদে প্রভু রবির প্রতিষ্ঠা কর। অনন্তর পার্থ পূর্ব্বদিকে গমন করিয়া শুভস্থান অবলোকন করিলেন। হে ব্যাসদেব! তিনি স্থান নির্ব্বাচন করিয়া দিননাথকে ঐ স্থানে সুস্থিরভাবে স্থাপন করিলেন। পাণ্ডব যাবৎ "অর্চ্চাদেবকে স্থাপন করিলাম", এইরূপ চিন্তা করিয়াছেন, তাবৎ ঐ অর্চ্চারূপী অর্ক তাঁহাকে বলিলেন,—এই স্থানকে শোভিত কর। পার্থের প্রতি এইরূপ দুঃসহ বাক্য প্রযুক্ত হইলে সব্যসাচী তখন অর্চ্চাকে তৎপ্রতি ভাষমাণা দেখিয়া তাঁহার তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহাকে বলিলেন,—হে দেব! তোমাকে কোথায় স্থাপন করিব? কোন্ স্থান, আপনার রুচিকর হয়? ৩৩—৪৮। হে গোপতে! আপনি প্রজাগণের সৌম্যরূপ সুদর্শনীয় হউন। স্বর্গে দেবগণ, পাতালে নাগগণ, এবং ভূতলে মানবগণ সকলেই আপনার দর্শনে পবিত্র হউন। সেই দেব তখন অর্জ্জুনকে বলিলেন,—তুমি আমাকে দর্শন করিয়া ভীত হইও না! তিনি দক্ষিণ কর দ্বারা তাঁহাকে অভয় প্রদান ও সমাশ্বস্ত করিয়া সৌম্যমূর্ত্তি হইলেন। তখন প্রভাকর দেব তাঁহার নিজ রূপ প্রদর্শন করিলেন এবং তিনি বলিলেন,—এই অচলই আমার স্থান। সূর্য্যদেব এই কথা বলিলে, শুভলগ্নে নর অমরসংস্তুত সূর্য্যকে স্থাপিত করিলেন এবং হরি স্বয়ং শঙ্খ নিনাদিত করিলেন! অর্জ্জুন বলিলেন,—প্রাগ্গৃদিগন্তাট্টহাস, সকলভুবনধামা, শ্রান্তসপ্তি, ভাস্বর কিরণমালী, জয়যুক্ত হউন,—যাঁহার কীর্ত্তনে নরগণের প্রচুর কলুষদুষ্ট অঙ্গ বিগতপাপ হয়। ব্রহ্মাদি দেব ও মুনিগণ কর্ত্তৃক অভিষ্টুত সূর্য্যদেবকে কোন্ কবি স্তব করিতে সমর্থ হয়? হে সুবুদ্ধে! এই জন্যই

স্তুয়াৎ সুবুদ্ধে কিং দীপো জলতি হি নোদিতে শশাঙ্কে ॥ ৫৫ ॥ শাস্ত্রার্থকামনিপুণৈর্মুনিভিঃ স্তুতস্য কিং বস্তু যত্নরচিতং বিবিধৈঃ প্রয়োগৈঃ। দ্বৈপায়নপ্রভৃতিভির্মুনিভিঃ পুরাণৈরাপীতসারমিহ ভাতি জগৎ সমস্তম্ ॥ ৫৬ ॥ কামং তথাপ্যহমতীব বিচার্য্য বুদ্ধ্যা ভানোস্ত্রিলোকগুরুপূজিতপাদযুগ্মম্। বৃত্তৈঃ স্ফুটার্থমধুরাক্ষরসন্ধিযুক্তৈস্ত্বাং বৈ বিচিত্রগতিভিঃ পরিকীর্ত্তয়িষ্যে ॥ ৫৭ ॥ তাবজ্জগস্তবতি নিশ্চলমেব সর্ব্বং তাবৎ ক্রিয়াশ্চ বিবিধা ন চ যান্তি সিদ্ধিম্। যাবচ্চ নাথ কমলামলমণ্ডল ত্বমুত্তিষ্ঠসে ব্যপনয়ন্ কিরণৈস্তমাংসি ॥৫৮॥ তাবন্ন ভান্তি শিখরাণি মহীরুহাণাং গুচ্ছেষু ফুল্লবনমীলিতলোচনানি। পুষ্পাণি বোধয়সি ষট্‌চরণাকুলানি যাবন্ন ভাভিরমলাভিরনুত্তমাভিঃ ॥ ৫৯ ॥ উদ্যন্তমম্বরতলে সুরসিদ্ধসংঘাঃ সব্রহ্মদৈত্যমুনিকিন্নরনাগযক্ষাঃ। ত্বামর্চ্চয়ন্তি বিবুধাঃ প্রণতৈঃ শিরোভিশ্চঞ্চৎকিরীটমণিভাভিরনুত্তমাভিঃ ৬০ ॥ অস্তং গতে ত্বয়ি জগদ্ভবতি প্রসুপ্তং ভূয়স্ত্বয়ি প্রতপতি প্রতিবোধমেতি। এবং সদা বরদ লোকহিতার্থহেতোরেকস্ত্বমেব ভগবংস্তিমিরস্য হস্তা ॥ উৎসাহশক্তিনয়শৌর্য্যসমন্বিতানাং সেবাপ্রয়োগরচনাবিধিতৎপরাণাম্। কার্য্যাণি ন ফলদানি ভবন্তি পুংসাং হেতুস্ত্বভক্তিরিহ নাথ ন বেতি নূনম্ ॥ ৬২ ॥ যৎ সংযুগেষু রথকুঞ্জরকুন্তশক্তিনারাচচক্রশরতোমরভীমখড়্গৈঃ। ক্ষিপ্রং নরাঃ সমুপযান্তি বিজিত্য শত্রূন্ সর্ব্বং সদা প্রণতবৎসল চেষ্টিতং তে ॥ ৬৩ ॥ কান্তারদুর্গবিষমেষ্বপি বর্ত্তমানা ঋক্ষেভসিংহবহুকণ্টকতস্করেষু। তৃষ্ণান্বিতাশ্চ বহুশো কবিমূঢ়চিত্তাস্ত্বৎকীর্ত্তনাদ্ধি গতমৃত্যুভয়া ভবন্তি ॥ ৬৪ ॥ তেজোরাশিস্ত্বমিহ শরণং সর্ব্বতো দুঃখিতানাং ত্বত্তুল্যোঽন্যো জগতি সকলে নাস্তি কশ্চিদ্দয়ালুঃ। ত্বয্যেকস্মিন্ ভবতি সকলা ভক্তিরন্বিষ্যমাণা ত্বামাসাদ্য প্রভবতি কুতো ব্যাধিদুঃখং নরাণাম্ ॥ ৬৫ ॥ কঃ কুষ্ঠাভিহতঃ ক চারিভিরথো কো ব্যাধিভিঃ পীড়িতঃ কে পঙ্গ্বন্ধজড়াঃ ক শীর্ণচরণঃ কো বা বিপন্নক্রিয়ঃ। ইত্যেবং প্রসমীক্ষ্য দেব কৃপয়া দোষাৎ পরিত্রায়সে কস্যান্যস্য পরোপকারনিরতা চেষ্টা যথৈষা তব ॥৬৬॥

আমি তাঁহাকে সুবিস্তররূপে স্তব করিতে ইচ্ছা করিতেছি; যে হেতু শশাঙ্ক উদিত না হইলে কদাপি প্রদীপ জ্বলে না। শাস্ত্রার্থকামনিপুণ *দ্বৈপায়ন প্রভৃতি পুরাণ* মুনিগণ-স্তুত দেব সূর্য্যবিষয়ক অবশিষ্ট শব্দ আর কি আছে, যাহা দ্বারা আমি তাঁহার স্তব করিব? এই জগতের যাবতীয় শব্দামৃত তাঁহারা পান করিয়াছেন। তথাপি আমি বুদ্ধিপূর্ব্বক ত্রিলোকগুরু ভানুর পাদযুগ্ম মধুরাক্ষর বৃত্তদ্বারা কীর্ত্তন করিতেছি। হে নাথ! হে কমলামলমণ্ডল! তুমি যাবৎ কিরণদ্বারা তমোরাশি অপনোদন করিয়া উদীয়মান না হও, তাবৎ এই চরাচর জগৎ নিশ্চল থাকে এবং ক্রিয়া সকল সুসিদ্ধ হয় না। হে দেব! তুমি যাবৎ তোমার অনুত্তম অমল প্রভা দ্বারা ষট্‌পদ-সঙ্কুল ফুল্লবনের মীলিত নয়নস্বরূপ মহীরুহদিগের পুষ্পশিখর গুচ্ছে গুচ্ছে প্রস্ফুটিত না কর, তাবৎ তাহারা শোভিত হয় না হে দেব! ব্রহ্ম,! দৈত্য, মুনি, কিন্নর, নাগ ও যক্ষ গণের সহিত সুর-সিদ্ধসংঘ অম্বরতলে প্রকাশমান আপনাকে প্রণত মস্তকের কিরীটমণিপ্রভা দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। হে দেব! তুমি অস্তগমন করিলে এই জগৎ প্রসুপ্ত এবং তাপ প্রদান করিলে প্রবুদ্ধ হইয়া থাকে; হে বরদ! লোকহিতের নিমিত্ত কেবল তুমিই একমাত্র জগতের তিমিরহন্তা। হে দেব! উৎসাহ, শক্তি, নয়, শৌর্য্য, সেবা, প্রয়োগ, রচনা ও বিধিতৎপর পুরুষদিগের যে কার্য্যসিদ্ধি হয় না; তাহার কারণ কেবল তোমার প্রতি তাহাদের ভক্তি না থাকা ।৪৯—৬২। হে দেব! শরণাগত-বৎসল নরগণ যুদ্ধযাত্রা করিয়া রথ, কুঞ্জর, কুন্ত, শক্তি, নারাচ, চক্র, শর, তোমর ও তীক্ষ্ণ খড়্গ দ্বারা যে শত্রু জয় করে, তাহা কেবল আপনারই চেষ্টিত। হে দেব! কান্তার দুর্গ, বিষম স্থানে, ঋক্ষ, ইভ, সিংহ, বহুকণ্টক ও তস্করভয়ে পতিত, তৃষ্ণার্ত্ত, এবং বহুশোকবিমূঢ়চিত্ত নরগণ তোমার নাম কীর্ত্তন করিয়াই মৃত্যুভয় হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া থাকে। হে দেব! তুমি তেজোরাশি, তুমিই জগতে দুঃখিত জনের একমাত্র শরণ, এই জগতে তোমার মত দয়ালু আর কে আছে? তোমাতেই সকলের একমাত্র ভক্তি হওয়া বাঞ্ছনীয়; তোমার শরণাগতজনগণের ব্যাধি-দুঃখ কোথায়? কে কুষ্ঠাভিহত হইয়াছে—কে অরিকর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে?—কে ব্যাধিপীড়িত হইতেছে? কে পঙ্গু?—কে অন্ধ?—কে জড়?—কে শীর্ণচরণ? —কে বিপন্নক্রিয়?—হে দেব! আপনি এই প্রকারে জনগণকে পারদর্শন করিয়া তাহাদিগকে তাহাদিগের দোষ হইতে পরিত্রাণ করেন; এরূপ

ধর্ম্মঃ পরত্র কিল তিষ্ঠতি সেবিতোহসৌ কালান্তরেণ বিবুধা বরদা ভবন্তি। ত্বং সেবিতঃ প্রণতবৎসল ভূতিকামৈঃ সদ্যঃ প্রযচ্ছসি ফলং যদভীপ্সিতং তৈঃ ॥ ৬৭ ॥ বিভ্রান্তকান্তহরিণীসদৃশেক্ষণাভিঃ কান্তোরুহারমণিকুণ্ডলমেখলাভিঃ। তেষাং ভবন্তি ভবনানি বিলাসিনীভির্যেষাং নৃণাং ত্বমসি বৈ বরদঃ প্রসন্নঃ ॥ ৬৮ ॥ যৈস্ত্বং নরৈঃ সকৃদপি প্রণতঃ কথঞ্চিদ্ধ্যাতোহথবা ভুবননাথ তথান্তকালে। নিষ্কল্মষা জগতি দুষ্কৃতিনো ভবন্তি তে নির্ম্মলাঃ সুকৃতিনো গতিমাপ্নুবন্তি ॥ ৬৯ ॥ যে ত্বাং কুতর্কমতিভির্ন নমন্তি ভক্ত্যা রোমাঞ্চকঞ্চুকশতাকুলিতৈঃ শরীরৈঃ। তে নির্ধনাঃ পরগৃহেষবভূতমন্নং ক্ষুৎক্ষামকণ্ঠবদনাঃ পরিতর্কয়ন্তি ॥ ৭০ ॥ উদধিজলতরঙ্গক্ষোভলোলাক্ষিযুগ্মৈঃ সফণিমণিময়ূখোদ্ভাসিতৈর্লেলিহদ্ভিঃ। প্রণিপতিতশিরোভির্নাগমুখ্যৈরজস্রং শ্রুতিভিরনুপমাভিঃ স্তূয়সে পুষ্কলাভিঃ ॥ ৭১ ॥ তব সুরবর গচ্ছতোহনুসরন্তি ত্রিদশনদীকমলোদ্গতানি বাতৈঃ। কনককমলরেণুপিঞ্জরিতানি ভ্রমরকুলানি পতঙ্গ চামরাণি ॥ ৭২ ॥ তবধ্যানং জলনিধিনিবহে স্থিত্বা স্থিত্বা চরণনিবহৈঃ। আজীবার্থং প্রতপসি ভগবন্ কস্তে তুল্যস্ত্রিভুবনসময়ে ॥ ৭৩ ॥ উদয়াদ্রিনিতম্বসংস্থিতস্য হ্যদয়েষ্বস্তময়েষু চাবৃতস্য। কিরণাস্তপনীয়সপ্রভাস্তে বিলসন্তস্তড়িতো বিড়ম্বয়ন্তি ॥ ৭৪ ॥ যথাযথা ব্রজতি রথস্তবাম্বরে বিপাটয়ন্ ঘনতিমিরৌঘসঞ্চয়ান্। তথাতথা ক্ষুভিতমহানিলাস্থতং প্রতীয়তে সুমুহুরিব দুন্দুভির্যথা ॥ ৭৫ ॥ চারুপদ্মবিনিমীলিতেক্ষণাং চক্রবাককলহংসমেখলাম্। কামিনীমিব রতিশ্রমালসাং তাং বিবোধয়সি পদ্মিনীং করৈঃ ॥ ৭৬ ॥ নীললোলমতিকান্তমুৎপলং ভৃঙ্গতুঙ্গচরণাকুলীকৃতম্। ত্বৎপ্রভাভিরনুরাগরঞ্জিতং পদ্মরাগমিব শোভতে ভৃশম্ ॥ ৭৭ ॥ স্ফুরচ্ছশাঙ্কহারনির্ম্মলং খগ ত্বদঙ্কেষচঞ্চলম্। বিভাত্যতীব কান্তমম্বরং সমং বৃহচ্চৈকপাটলম্ ॥ ৭৮ ॥ হরিরিতি চ তাবমুহির্নিষেবিতমপ্যশুভং ভবতি চ যাবদেব কিরণৈস্তব পূজিততরম্। ঋষিভির্মুনিভিরুদারধীভিঃ শাশ্বতমার্গপরৈর্বরদ ন শক্যতে তব গুণস্তুতিরাপ্ত-

পরোপকারচেষ্টা আপনি ব্যতীত আর কোন্ দেবতার আছে? হে দেব! ধর্ম্ম সেবিত হইয়া কালান্তরে ফলপ্রদান করে, বিবুধগণ কালান্তরে বর প্রদান করেন; কিন্তু হে প্রণতবৎসল! আপনি ভূতিকাম জনগণ কর্ত্তৃক সেবিত হইয়া সদ্যই অভীপ্সিত ফল প্রদান করিয়া থাকেন। হে দেব! তুমি যাহাদিগকে বর প্রদান কর, তাহাদের ভবন সকল—বিভ্রান্ত কমনীয় হরিণীগণের নয়নের ন্যায় নয়নযুক্তা এবং মনোহর বৃহৎ হার, মণি, কুণ্ডল, ও মেখলালঙ্কৃতা কামিনীগণে সুশোভিত হয়। হে দেব! আপনি যে নর কর্ত্তৃক প্রণত ও মরণকালে ধ্যাত হন, ঐ নর দুষ্কৃতী হইলেও সুকৃতী হয় এবং উত্তম গতি লাভ করে। হে দেব! যাহারা কুতর্ক অবলম্বনে ভক্তিপূর্ব্বক রোমাঞ্চিতশরীরে তোমাকে প্রণাম করে না; তাহারা নির্ধন হইয়া ক্ষুৎক্ষামভাবে পরগৃহে উচ্ছিষ্টান্নের জন্য প্রার্থনা করে। হে দেব! নাগগণ, উদধিজলের ক্ষোভ বশত চঞ্চল অক্ষিযুক্ত ফণা-মণি-ময়ূখ দ্বারা উদ্ভাসিত ও লেলিহান মস্তক দ্বারা প্রণতিসহকারে অজস্র আপনার স্তব করে। হে সুরবর! তুমি যখন গমন কর, তখন ত্রিদশনদীর কমল হইতে উদ্গত, কনককমল-রেণুপিঞ্জরিত ভ্রমরকুল গতিবেগজনিত বায়ুবশে তোমার চামরের ন্যায় অনুগমন করে। ৬৩-৭২। হে দেব! তুমি চরণ সমূহ দ্বারা জলনিধি সমূহে অবস্থান করিতে করিতে আজীবার্থ উত্তপ্ত করিয়া থাক; সুতরাং তোমার তুল্য দেবতা ত্রিভুবনে আর কে আছে? হে দেব! তুমি যখন উদয়কালে উদয়াদ্রির নিতম্বে এবং অস্তগমনকালে অস্তগিরিতে অবস্থিতি কর, তখন তোমার সুবর্ণসদৃশপ্রভ কিরণমালা তড়িতের অনুকরণ করে। হে দেব! অম্বরে তোমার রথ ঘনতিমিরৌঘ বিপাটিত করত যেমন যেমন গমন করে, তেমনি তেমনি দুন্দুভিশব্দের ন্যায় ক্ষুভিত মহানিলের সংসরণশব্দ উত্থিত হয়, হে দেব। আপনি নিমীলিত-পদ্মেক্ষণা চক্রবাক-কল-হংস-মেখলা পদ্মিনীকে রতিশ্রমালসা কামিনীর ন্যায় কর দ্বারা বিবোধিত করিয়া থাকেন। হে দেব! ভৃঙ্গচরণাকুলাকৃত নীল লোল উৎপল, তোমার প্রভা দ্বারা রঞ্জিত হইয়া পদ্মরাগের ন্যায় অত্যন্ত শোভা পায়। হে খগ! শশাঙ্ক-হার-নির্ম্মল কমনীয় অম্বর, তোমার অঙ্কদেশে অচঞ্চলভাবে শোভা পাইয়া থাকে। তমোময় দিক্ সকলে তাবৎ অশুভস্বরূপ তম বিরাজিত থাকে,—যাবৎ তোমার কিরণ তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ না করে। হে বরদ! শাশ্বতমার্গপর উদারধী মুনিগণও

মিতুম্ ॥ ৭৯ ॥ ত্বং বিষ্ণুস্ত্বং শশাঙ্কস্ত্বমসুরমথনঃ ষণ্মুখস্ত্বং ধনেশস্ত্বং কালস্ত্বং চ ধাতা ক্ষিতিধর মলয়াপাশ্রয়স্ত্বং হুতাশঃ। ওঙ্কারস্ত্বং দ্বিজানাং ত্বমিহ জলনিধিস্ত্বং শরস্ত্বং চ রুদ্রস্ত্বং সূর্য্যস্ত্বং পয়োদো ব্রতযমনিয়মাস্ত্বং জগৎ সর্ব্বমেব ॥ ৮০। ত্বমনিন্দ্য গোপতে ত্রিপুরমথন মন্মথদাহকরস্ত্বমসুরভীমদর্পহা পাহি মাম্। ত্রিদশাধিপকমলবরাননস্ত্বমিহ দেবগুরুর্ভগবাংস্ত্রিভুবনমণ্ডলেহস্তি কতমস্তব তুল্যগুণঃ ॥ ৮১ ॥ আদিত্য ভাস্কর দিবাকর সপ্তসপ্তে মার্ত্তণ্ড সূর্য্য হরিদশ্বপতে চ ভানো। অশ্রান্তবাহনাথরূপ গভস্তিমালিংস্ত্বাং লোকনাথ শরণং প্রতিপদ্যতেহসৌ ॥ ৮২ ॥ প্রাগ্দিগ্বধূতিলকভাস্বরকর্ণপূর মন্দাকিনীদয়িতনাথ জগৎপ্রদীপ। হেমাদ্রিতাপন নভস্তলহারিরত্ন সন্ধ্যাঙ্গনাবদনরাগ নমো নমস্তে ॥ ৮৩ ॥ ব্রহ্মৈব সত্য শুভমঙ্গল লোকনাথ ব্যোমাঙ্গনেশ মুনিসংস্তুত বিশ্বমূর্ত্তে। আর্ত্তস্য শোকহর কিঙ্করপালকশ্চ ত্বং মে প্রসীদ ভগবঞ্ছরণাগতস্য ॥ ৮৪ ॥ কৃত্বাঞ্জলিং শিরসি পঙ্কজকুড্মলাভং যৎসংস্তুতস্ত্বমিহ দেব ময়াদ্য ভক্ত্যা। তেন প্রভো ভব মমোপরি সৌম্যমূর্ত্তির্ধর্ম্মে মতিং কুরু সদা শ্রিয়মূর্জ্জিতাং চ ॥৮৫॥ নমঃ সবিত্রে জগদেকচক্ষুষে জগৎপ্রসূতিস্থিতিনাশহেতবে। ত্রয়ীময়ায় ত্রিগুণাত্মধারিণে বিরিঞ্চিনারায়ণশঙ্করাত্মনে ॥ ৮৬ ॥ সূর্য্য উবাচ। তুষ্টোহহমধুনা পার্থ স্তোত্রেণানেন সুব্রত। বরং দাস্যামি যত্তেন যত্তে মনসি বর্ত্ততে ॥ ৮৭ ॥ মদ্দর্শনং হি বিফলং ন কদাচিৎ প্রজায়তে। শূরাণাং চ বিশেষেণ হ্যদেয়ং নাস্তি যত্নতঃ ॥ ৮৮ ॥ অর্জ্জুন উবাচ। এষ এব বরো মহ্যং বরাণামুত্তমোত্তমঃ। অত্র সন্নিহিতো দেব সর্ব্বকালং ভব প্রভো ॥ ৮৯ ॥ যে চ ত্বাং মানবা ভক্ত্যা স্তোষ্য প্রণতাঃ সদা। তেষাং ধনং চ ধান্যং চ পুত্রদারাদিকং বসু ॥ ৯০ ॥ মনসশ্চেপ্সিতং সর্ব্বং দাতব্যং হি বরো মম। সনৎকুমার উবাচ। আদিত্যোহস্মৈ বরং দত্ত্বা হ্যবাচ বচনং শুভম্ ॥ ৯১ ॥ যস্ত্বৎকৃতেন স্তোত্রেণ মাং স্তোষ্যতি নরোত্তমঃ। শ্রিয়া ন বিচ্যুতিস্তস্য ভবেদেষ বরো মম ॥ ৯২ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে অর্জ্জুনস্তুতিবর্ণনং নাম দ্বাত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩২ ॥

তোমার গুণস্তুতি করিতে সমর্থ হন না। হে দেব! তুমি বিষ্ণু, তুমি শশাঙ্ক, তুমি অসুরমথন এবং তুমি ষণ্মুখ, ধনেশ, কাল, ধাতা, ক্ষিতিধর, মলয়াশ্রয়, হুতাশ, দ্বিজগণের ওঙ্কার, জলনিধি, শর, রুদ্র, সূর্য্য, পয়োদ, ব্রত, যম, নিয়ম ও সর্ব্বজগৎ। তুমি অনিন্দ্য, গোপতি, ত্রিপুরমথন, মন্মথদাহকর, ও অসুরদর্পহা, তুমি আমাকে পালন কর; তুমি ত্রিদশাধিপ, কমল-বরানন, দেবগুরু ও ভগবান্, ত্রিভুবনে তোমার তুল্যগুণ কে আছে? হে আদিত্য, ভাস্কর, দিবাকর, সপ্তসপ্তি, মার্ত্তণ্ড, সূর্য্য, হরিদশ্বপতি, ভানু, অশ্রান্তবাহন, গভস্তিমালী ও লোকনাথ! আমি তোমার শরণ লইতেছি। হে প্রাচীদিক্-বধূর তিলক, ভাস্বর কর্ণপূর, মন্দাকিনীদয়িত-নাথ, জগৎপ্রদীপ, হেমাদ্রিতাপন, নভস্তলের মনোহর রত্ন এবং সন্ধ্যাঙ্গনা-বদনরাগ! তোমাকে নমস্কার, নমস্কার। হে ব্রহ্ম, সত্য, শুভ, মঙ্গল, লোকনাথ, ব্যোমাঙ্গনার ঈশ, মুনিসংস্তুত, বিশ্বমূর্ত্তে, আর্ত্তশোকহর, ও কিঙ্করপালক! শরণাগতের প্রতি প্রসন্ন হও। হে দেব! যে হেতু আমি অদ্য মস্তকে পঙ্কজ-কুড্মলাভ অঞ্জলি বন্ধনপূর্ব্বক আপনার স্তব করিয়াছি, হে দেব! আমার এই স্তবের ফলে আপনি সৌম্যমূর্ত্তি হউন এবং আমার উর্জ্জিতা শ্রী ও ধর্ম্মে মতি করুন। হে সবিতঃ, জগদেকবন্ধু, জগতের প্রসূতি-স্থিতিনাশহেতু, ত্রয়ীময়, ত্রিগুণাত্মধারী, ও বিরিঞ্চি-নারায়ণ-শঙ্করাত্মন্! তোমাকে নমস্কার। সূর্য্য বলিলেন,—সুব্রত পার্থ! আমি তোমার স্তবে তুষ্ট হইয়াছি; আমি তোমাকে বর প্রদান করিব—যাহা তোমার মন—প্রার্থনা কর। আমার দর্শন কদাচ বিফল হয় না। বিশেষতঃ শূরদিগকে আমার অদেয় কিছুই নাই। অর্জ্জুন বলিলেন,—এই বরই আমার বর সকলের মধ্যে উত্তম বলিয়া মনে হয় যে, আপনি সর্ব্বকাল এই স্থানে এই ভাবে অবস্থান করুন। যে মানব তোমাকে ভক্তিপূর্ব্বক স্তব করিবে, তাহার ধন, ধান্য, পুত্র-দারাদি, বসু এবং তাহার মনের যাবতীয় ঈপ্সিত—এই সমস্তই আমি তাহাকে প্রদান করি। সনৎকুমার বলিলেন,—আদিত্য অর্জ্জুনকে বর প্রদান করিয়া এই শুভ বাক্য বলিলেন,—যে নরোত্তম তোমার কৃত স্তোত্র দ্বারা আমার স্তব করিবে, তাহার কদাচ শ্রীর সহিত বিচ্যুতি হইবে না, ইহাই আমার বর। ৭৩-৯২।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩২।

ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

সনৎকুমার উবাচ। নারায়ণোঽপি সংস্থাপ্য শঙ্খং দধ্মৌ প্রযত্নতঃ। তুষ্টাব প্রয়তো ভূত্বা স্তোত্রেণানেন ভাস্করম্ ॥ ১ ॥ শ্রীকৃষ্ণ উবাচ। আদিত্যং ভাস্করং ভানুং রবিং সূর্য্যং দিবাকরম্। দিবাকরং দিবানাথং তপনং তপতাং বরম্ ॥ ২ ॥ বরেণ্যং বরদং বিষ্ণুমনঘং বাসবানুজম্। বলবীর্য্যং সহস্রাংশুং সহস্রকিরণদ্যুতিম্ ॥ ৩ ॥ ময়ূখমালিনং বিশ্বং মার্ত্তণ্ডং চণ্ডরোচিসম্। সদাগতিং সুভাস্বন্তং সপ্তসপ্তিং সুখোদয়ম্ ॥ ৪ ॥ দেবদেবমহির্বুধ্ন্যং ধাম্নাং নিধিমনুত্তমম্। তপোব্রহ্মময়ালোকং লোকপালমপাম্পতিম্ ॥ ৫ ॥ জগৎপ্রবোধজনকং জগদ্বীজং জগৎপ্রভুম্। অর্কং নিঃশ্রেয়সপরং কারণং শ্রেয়সাং পরম্ ॥ ৬ ॥ ইনং প্রভাবিণং পুণ্যং পতঙ্গং পতগেশ্বরম্। দাতারং বাঞ্ছিতার্থানাং দৃষ্টাদৃষ্টফলপ্রদম্ ॥ ৭ ॥ গৃহং গৃহকরং হংসং হরিদশ্বং হুতাশনম্। মঙ্গল্যং মঙ্গলং মেধ্যং ধ্রুবং ধর্ম্মপ্রবোধনম্ ॥ ৮ ॥ ভবসম্ভাবিতং ভাবং ভূতভব্যভবাত্মকম্। দুর্গমং দুর্গতিহরং হরনেত্রং ত্রয়ীময়ম্ ॥ ৯ ॥ ত্রৈলোক্যতিলকং তীর্থং তরণিং সর্ব্বতোমুখম্। তেজোরাশিং সুনির্ব্বাণং বিশ্বেশং ধাম সাম্প্রতম্ ॥ ১০ ॥ কল্পং কল্পানলং কালং কালচক্রং ক্রতুপ্রিয়ম্। ভূষণং মরুতং সূর্য্যং মণিরত্নং সুলোচনম্ ॥ ১১ ॥ ত্বষ্টারং বিষ্টরং বিশ্বং সদসৎকর্ম্মসাক্ষিকম্। সবিতারং সহস্রাক্ষং প্রজাপালমধোক্ষজম্ ॥ ১২ ॥ ব্রহ্মাণং বাসরারম্ভে রক্তবর্ণং মহাদ্যুতিম্। শুক্লং মধ্যং দিনে রুদ্রং শ্যামং বিষ্ণুং দিনক্ষয়ে ॥ ১৩ ॥ নামাষ্টশতং দিব্যং বিষ্ণুনা সমুদাহৃতম্। য ইদং প্রযতো ভূত্বা পঠেদ্ভক্ত্যা সমাহিতঃ ॥ ১৪ ॥ ন তস্য বিপদঃ কাপি সর্ব্বত্রাপি শুভা গতিঃ। ধনধান্যসুখাবাপ্তিঃ পুত্রলাভশ্চ জায়তে ॥ ১৫ ॥ তেজঃ প্রজ্ঞাং পরং লাভং জ্ঞানং চ লভতে গতিম্। এতৎ স্তুত্বা জগন্নাথো জগামাদর্শনং ততঃ ॥ ১৬ ॥ কেশবার্কমুখং দৃষ্ট্বা পদ্মরাগসমপ্রভম্। বিমুক্তঃ সর্ব্বপাপেভ্যঃ সূর্য্যলোকে মহীয়তে ॥ ১৭ ॥ কেশবার্কসমীপে তু রেণুতীর্থং প্রচক্ষতে। তদ্দৃষ্ট্বা সর্ব্বপাপেভ্যো মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৮ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে কেশবাদিত্যমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৩ ॥

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

সনৎকুমার বলিলেন,—নারায়ণও সূর্য্যদেবকে স্থাপিত করিয়া যত্ন সহকারে শঙ্খনাদ করিলেন এবং প্রযত হইয়া এইরূপে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন,—যিনি আদিত্য, ভাস্কর, ভানু, রবি, সূর্য্য, দিবাকর, দিবানাথ, তপন, তাপদাতৃশ্রেষ্ঠ, বরেণ্য, বরদ, বিষ্ণু, অনঘ, বাসবানুজ, বলবীর্য্য, সহস্রাংশু, সহস্রকিরণদ্যুতি, ময়ূখমালী, বিশ্ব, মার্ত্তণ্ড, চণ্ডরোচিঃ, সদাগতি, সুভাস্বান্, সপ্তসপ্তি, সুখোদয়, দেবদেব, অহির্ব্রধ্ন, ধামনিধি, তপোব্রহ্মময়ালোক, লোকপাল, অপাংপতি, জগৎপ্রবোধজনক, জগদ্বীজ, জগৎ-প্রভু, অর্ক, নিঃশ্রেয়সপর, কারণ, শ্রেয়ঃপর, ইন, প্রভাবী, পুণ্য, পতঙ্গ, পতগেশ্বর, বাঞ্ছিতার্থদাতা, দৃষ্টাদৃষ্টফলপ্রদ, গৃহ, গৃহকর, হংস, হরিদশ্ব, হুতাশন, মঙ্গল্য, মঙ্গল, মেধ্য, ধ্রুব, ধর্ম্মপ্রবোধন, ভবসম্ভাবিত, ভাব, ভূত, ভব্য, ভবাত্মক, দুর্গম, দুর্গতিহর, হরনেত্র, ত্রয়ীময়, ত্রৈলোক্যতিলক, তীর্থ, তরণি, সর্ব্বতোমুখ, তেজোরাশি, সুনির্ব্বাণ, বিশ্বেশ, ধাম, সাম্প্রত, কল্প, কল্পানল, কাল, কালচক্র, ক্রতুপ্রিয়, ভূষণ, মরুৎ, সূর্য্য, মণিরত্ন, সুলোচন, ত্বষ্টা, বিষ্টর, বিশ্ব, সদসৎ-কর্ম্মসাক্ষী, সবিতা, সহস্রাক্ষ, প্রজাপাল, ও অধোক্ষজ; তাঁহাকে আমি বন্দনা করি। হে দেব! আপনি বাসরারম্ভে—ব্রাহ্মণ, রক্তবর্ণ ও মহাদ্যুতি। মধ্যাহ্নে—শুক্ল। দিনক্ষয়ে—রুদ্র, শ্যাম ও বিষ্ণু। এই অষ্টাধিক শতনাম ভগবান্ বিষ্ণু কর্ত্তৃক উদাহৃত হইয়াছে। যে ব্যক্তি প্রযত ও সমাহিত-ভাবে ভক্তিসহকারে ইহা পাঠ করে, তাহার কোথাও বিপদ্ হয় না; পরন্তু শুভা গতি, ধন-ধান্য-সুখ, পুত্র, তেজ, প্রজ্ঞা, ও জ্ঞান, লাভ হইয়া থাকে। জগন্নাথ এই প্রকার স্তব করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। পদ্মরাগ-সমপ্রভ কেশবার্কের মুখ নিরীক্ষণ করিলে, সর্ব্বপাপমুক্ত হইয়া সূর্য্য-লোকে পূজিত হওয়া যায়। কেশবার্কের সমীপে রেণুতীর্থ আছে। তাহা দর্শন করিলে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়; ইহাতে কোন সংশয় নাই ॥১—১৮।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৩

চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

সনৎকুমার উবাচ। তীর্থমন্যদ্যথা বক্ষ্যে শক্তিভেদমিতি স্মৃতম্। স্কন্দস্য চ জটাভদ্রং চক্রে যত্র পুরা শিবঃ ॥ ১ ॥ তারকং চ তথা দৈত্যং হত্বা যত্র সুরদ্বিষম্। শক্তিং স্কন্দঃ স্বয়ং ক্রুদ্ধো নিশ্চিক্ষেপ মহীতলে ॥ ২ ॥ ব্যাস উবাচ। ভগবন্ ব্রূহি যত্নেন সংশয়ো মে মহামুনে। কথং স্কন্দঃ সমুৎপন্ন এতদিচ্ছামি বেদিতুম্ ॥ ৩ ॥ সনৎকুমার উবাচ। পুরা দেবাসুরে যুদ্ধে নির্জ্জিতা দানবৈঃ সুরাঃ। দিবং ত্যক্ত্বা দিশো যাতাঃ শক্রাদ্যা ভয়বিহ্বলাঃ ॥ ৪ ॥ তত্র তু দেবরাজেন তপসোগ্রেণ বৈ মুনে। আরাধিতো মহাদেবস্ত্র্যম্বকস্ত্রিপুরান্তকঃ ॥ ৫ ॥ ততস্তুষ্টো মহাদেবঃ শক্রস্যাভিমুখঃ স্থিতঃ। উবাচ বচনং শ্লক্ষ্ণং বরমিষ্টং দদামি তে ॥ ৬ ॥ শক্র উবাচ। যদি তুষ্টোঽসি ভগবন্ কারুণ্যান্মম শঙ্কর। মহাসেনাপতিং দেব প্রযচ্ছ পরমেশ্বর ॥ ৭ ॥ হর উবাচ। উৎপাদয়ামি দেবেন্দ্র স্ববীর্য্যাদূর্জ্জিতং সুতম্। সেনান্যং চ মহাসেনং সুরাণাং ভয়হারকম্ ॥ ৮ ॥ সনৎকুমার উবাচ। ইত্যুক্ত্বান্তর্দধে দেবঃ সর্ব্বভূতপতির্হরঃ। সুতচিন্তাপরো দেবো জগাম চ হিমালয়ম্ ॥ ৯ ॥ দেবদারুবনে তস্থৌ জ্ঞানধ্যানপরোঽভবৎ। ব্রহ্মাদয়োঽপি যং দেবং যোগিনো ধ্যানচিন্তকাঃ ॥ ১০ ॥ ধ্যায়ন্তি নিয়তাত্মানঃ প্রাণায়ামপরা মুনে। লিঙ্গমূর্ত্তিশ্চ যো নিত্যং পূজ্যতে সর্ব্বজন্তুভিঃ ॥ ১১ ॥ স ধ্যায়তি কিমর্থং তন্ন বিদ্মঃ পরমার্থিনঃ। এবং ধ্যানপরে দেবে দেবী হিমবতো গৃহে ॥ ১২ ॥ মধ্যে বয়সি বর্ত্তন্তী যাসীদ্দাক্ষায়ণী সতী। পিতুর্গেহে নিজো দেহো যয়া যোগাগ্নিসর্জ্জিতঃ ॥ ১৩ ॥ নিমন্ত্রিতো ন মে ভর্ত্তা ইতি কোপং চকার যা। তাং দেবীং হিমবান্ পূর্ব্বং শ্রুত্বা দেবর্ষিনারদাৎ ॥ ১৪ ॥ ভবভার্য্যা ভবিত্রীতি নান্যং বরমচিন্তয়ৎ। তপস্যতি চ রুদ্রায় সা সখীভ্যাং সমন্বিতা ॥ ১৫ ॥ কথং হি শঙ্করো দেবো মম ভর্ত্তা ভবিষ্যতি। যাবদেবং গতো দেবো দেবী হিমবতঃ সুতা ॥ ১৬ ॥ ততঃ সমাগতা

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

সনৎকুমার বলিলেন,—অতঃপর শক্তিভেদ নামক এক তীর্থের বিবরণ বলিতেছি—যেখানে ভগবান্ শিব পূর্ব্বে স্কন্দের জটাভদ্র করিয়াছিলেন। —যেখানে স্কন্দ সুরদ্বিট্ তারকাসুরের নিধন সাধনপূর্ব্বক স্বয়ং ক্রুদ্ধ হইয়া মহীতলে শক্তিপ্রক্ষেপ করেন। ব্যাস বলিলেন,—হে মহামুনে! আপনি ইহা যত্নপূর্ব্বক বলুন, এ বিষয়ে আমার সংশয় আছে; কিরূপে স্কন্দ উৎপন্ন হইলেন,—ইহা আমি জানিতে ইচ্ছা করি। সনৎকুমার বলিলেন,—পূর্ব্বে দেবাসুরযুদ্ধে দানব কর্ত্তৃক নির্জ্জিত হইয়া শক্রাদি দেবতাগণ ভয়-বিহ্বল হইয়া স্বর্গপরিত্যাগপূর্ব্বক দিগ্দিগন্তে গমন করেন। শক্র শক্তিভেদ তীর্থে গমন করিয়া উগ্র তপস্যা অবলম্বনে ত্রিপুরান্তক মহাদেব ত্র্যম্বকের আরাধনা করেন। তাঁহার আরাধনায় তুষ্ট হইয়া দেবদেব শক্রের অভিমুখে দণ্ডায়মান হইয়া মৃদুমধুর বাক্যে বলিলেন যে, তোমাকে আমি বর প্রদান করিতেছি। শক্র বলিলেন,—হে ভগবন্ শঙ্কর! আপনি যদি করুণার্দ্র হইয়া আমার প্রতি তুষ্ট হইয়াছেন, তাহা হইলে হে দেব, পরমেশ্বর! আপনি আমাদিগকে মহাসেনাপতি প্রদান করুন। হর বলিলেন,—হে দেবেন্দ্র! আমি স্ববীর্য্যে সুরগণের ভয়হারক সেনানীরও সেনানী এক ঊর্জ্জিত সুত উৎপাদন করিব। ১—৮। সনৎকুমার বলিলেন,—দেব সর্ব্বভূতপতি হর এই কথা বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। দেব ত্রিলোচন চিন্তান্বিত হইয়া হিমালয়ে গমন করিলেন। সেখানে গিয়া তিনি দেবদারুবনে ধ্যান-পরায়ণ হইয়া বাস করিতে লাগিলেন। তত্ত্বচিন্তকগণ নিয়তাত্মা প্রাণায়াম-পরায়ণ যোগিগণ ঐ দেবকে নিয়ত ধ্যান করিয়া থাকেন। ঐ লিঙ্গমূর্ত্তি দেবদেব সর্ব্বদা সর্ব্বজন্তু কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া থাকেন। কিন্তু তিনি কি নিমিত্ত কাহার ধ্যান করিতেছেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না! দেব ঐ স্থানে ধ্যান-পরায়ণ হইলে এদিকে দেবী দাক্ষায়ণী সতী মধ্য বয়সে পদার্পণ করিয়া হিমালয়ের গৃহে বর্ত্তমানা। যিনি পিতৃগৃহে যোগাবলম্বনে স্বীয় দেহ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। "আমার ভর্ত্তাকে পিতা নিমন্ত্রণ করিলেন না" এই অভিমানে যিনি কোপান্বিতা হইয়াছিলেন। হিমবান্ পূর্ব্ব হইতেই দেবর্ষি নারদের মুখে "ইনি ভব-ভার্য্যা হইবেন" ইহা জানিতে পারিয়া তাঁহার বিবাহের জন্য আর অন্য বর অন্বেষণ করেন নাই। এদিকে দেবী সখীগণ-সমন্বিতা হইয়া রুদ্রের জন্য তপস্যা করিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিলেন,—কি প্রকারে দেব শঙ্কর আমার ভর্ত্তা হইবেন। দেব হরও যেমন হিমালয়ে তপস্যার্থ গমন করেন, দেবীও তেমনি

দেবাঃ কৃত্বাগ্রে বলসূদনম্ । জগ্মুর্ব্রহ্মসদঃ পুণ্যং দ্রষ্টুং ব্রহ্মাণমব্যয়ম্ ॥ ১৭ ॥ তে সুরাস্তৎস্তুতিং কৃত্বা বাক্যমেতৎ সমৈরয়ন্ । শরণং ভব দেবানাং দানবৈর্ব্বিজিতাত্মনাম্ ॥ ১৮ ॥ ততোঽব্রবীচ্চ সুরান্ ব্রহ্মা জ্ঞাতং কার্য্যং সমাহিতম্ । নৈতচ্ছম্ভোর্ব্বিনা বীর্য্যাৎ কার্য্যসিদ্ধির্ভবিষ্যতি ॥ ১৯ ॥ তথা যত্নঃ দেবেশং যথা বাঞ্ছতি পার্ব্বতীম্ । ইত্যুক্ত্বান্তর্দধে ব্রহ্মা স্বপ্নে লব্ধং ধনং যথা ॥ ২০ ॥ ততো মেরুং সমাগত্য পুনর্ম্মন্ত্রং প্রচক্রিরে । তেষামাহেদৃশং শক্রস্তুষ্টঃ শম্ভুঃ পুরা মম ॥ ২১ ॥ প্রতিপন্নং চ দেবেন স্বাঙ্গাৎ সেনাপতিং প্রতি । তস্মাদেবং গতে কার্য্যে কারণং মকরধ্বজঃ ॥ ২২ ॥ ইতি সঞ্চিন্ত্য দেবেশঃ কামমাহূয় সত্বরম্ । উবাচ বচনং হৃদ্যং দেবানামনুকম্পয়া ॥২৩॥ যথা দেবো ভজেদ্দেবীং তথা কাম বিধীয়তাম্ । কারণং মহদেতদ্ধি দেবানাং সমুপস্থিতম্ ॥ ২৪ ॥ কামো বাক্যং হরেঃ শ্রুত্বা প্রহস্যেদমুবাচ হ । করিষ্যে সর্ব্বমেবং হি সখা মে চেত্তবেন্মধুঃ ॥ ২৫ ॥ তস্মিন্ ক্ষণেঽথ শক্রেণ কামবাক্যাদনন্তরম্ । সমাদিষ্টো মধুঃ ক্ষিপ্রং কামস্যানুচরো ভব ॥ ২৬ ॥ লব্ধা কামো মধুং মিত্রং প্রতস্থে ভার্য্যয়া সহ । কৃত্বা সজ্জং ধনুর্ব্বাণং পৌষ্পং পাণৌ সমাহিতঃ ॥ ২৭ ॥ যত্র দেবাধিদেবেশো দেবদারুবনে স্থিতঃ । নন্দীশ্বরঃ প্রতীহারঃ কৃতধ্যানোঽবতিষ্ঠতি ॥ ২৮ ॥ চূতবৃক্ষাশ্রিতঃ কামো যাবদ্বাণং সুমোহনম্ । সন্দধাত্যন্তরে চাস্মিন্ দেবী প্রাপ ভবাশ্রমম্ ॥ ২৯ ॥ ত্যক্তধ্যানব্রতো দেবো হৃষ্টস্বাহ্লাদচেতনঃ । ততো বিলোকয়ামাস দিশঃ সর্ব্বাঃ প্রযত্নতঃ ॥ ৩০ ॥ চূতবৃক্ষাশ্রিতং কামমপশ্যচ্চ ক্রুধান্বিতঃ । ভস্মীকৃতস্তৃতীয়াক্ষ্ণা বহ্নিজ্বালাবতা ততঃ ॥ ৩১ ॥ দেবোঽপ্যন্তর্দধে তস্মাৎ স্থানাদাশু গণৈঃ সহ । পার্ব্বতী বিস্মিতা সাধ্বী লজ্জিতা দুঃখিতাভবৎ ॥ ৩২ ॥ হিমবাংস্তাং সমুত্থাপ্য নিনায়াশু নিজং গৃহম্ । গতে দেবে চ দেব্যাঞ্চ কামপত্নী সুদুঃ-

---

তপস্যার্থ গমন করেন । অনন্তর দেবগণ বলসূদনকে অগ্রে করিয়া অব্যয় ব্রহ্মার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য পুণ্য ব্রহ্মসভায় উপস্থিত হইলেন । সুরগণ তথায় উপস্থিত হইয়া স্তুতিপূর্ব্বক তাঁহাকে এই কথা বলিলেন,—হে দেব ব্রহ্মন্ ! আপনি দানবনির্জ্জিত দেবগণের সহায় হউন । দেবগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মা বলিলেন,—আমি তোমাদের কার্য্য জ্ঞাত হইয়াছি । শম্ভুর বীর্য্য ব্যতিরেকে এ কার্য্য তোমাদের সিদ্ধ হইবার নহে । তোমরা দেবদেবের প্রতি সেইরূপ যত্ন কর, যাহাতে তিনি পার্ব্বতীকে বাঞ্ছা করেন । এই কথা বলিয়া দেব ব্রহ্মা স্বপ্নলব্ধ ধনের ন্যায়, অন্তর্হিত হইলেন । অনন্তর দেবগণ পুনরায় মেরুশৈলে গমন করিয়া মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন । শক্র বলিলেন,—পূর্ব্বে আমার প্রতি শঙ্কর তুষ্ট হইয়া এইরূপ বর দিয়াছিলেন যে, তিনি স্বীয় অঙ্গ হইতে সেনাপতি সৃজন করিবেন । অতএব এ কার্য্যে মকরধ্বজকে আবশ্যক হইতেছে । এইরূপ চিন্তা করিয়া দেবেশ সত্বর কামকে স্মরণ করিলেন এবং তাঁহাকে মনোহর বাক্যে বলিলেন,—হে কাম ! যাহাতে দেবদেব দেবীকে ভজনা করেন, তুমি সেইরূপ চেষ্টা কর । এই কার্য্যে দেবগণের মহৎ কার্য্য সিদ্ধ হইবে, তাঁহাদের অতিমহৎ কার্য্য উপস্থিত হইয়াছে । কাম ইন্দ্রের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া হাসিয়া বলিলেন,—আমি সমস্তই করিতে পারি, যদি আমার সখা মধু বিদ্যমান থাকেন । কামের কথা শুনিয়া শক্র তৎক্ষণাৎ স্ববাক্যের অনন্তরই মধুকে আদেশ করিলেন যে, তুমি শীঘ্র কামের অনুচর হও । কাম তখন সমাহিতভাবে জ্যা-যুক্ত পুষ্পময় মোহন ধনুর্ব্বাণহস্তে মধুকে সখা লাভ করিয়া ভার্য্যা রতির সহিত প্রস্থান করিলেন । এদিকে দেবদেব তখন দেবদারুবনে তপস্যায় নিমগ্ন রহিয়াছেন । নন্দীশ্বর প্রতীহার-কার্য্য করিতেছেন । এ হেন সময়ে কামদেব চূতবৃক্ষাশ্রিত হইয়া যেমন সুমোহন বাণ মহাদেবের অন্তরে সন্ধান করিলেন, অমনি তখন দেবী পার্ব্বতী সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । দেবেশ তখন ধ্যানব্রত পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে দিক্‌সকল নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন । তিনি দেখিলেন,—কাম চূতবৃক্ষ আশ্রয় করিয়াছে । তাহা দেখিয়া ক্রোধে অস্থির হইয়া তিনি তৃতীয় অক্ষি-সমুদ্ভব বহ্নিজ্বালায় কামকে ভস্ম করিয়া ফেলিলেন ; এবং তৎক্ষণাৎ তিনি গণসমভিব্যাহারে ঐ স্থান পরিত্যাগ করিলেন । তাহা দেখিয়া দেবী বিস্মিতা, লজ্জিতা ও অত্যন্ত দুঃখিতা হইলেন । হিমবান্ তখন তাঁহাকে উত্থাপিত করিয়া সত্বর গৃহে আনয়ন করিলেন । দেব ও দেবী তথা হইতে প্রস্থান করিলে কামপত্নী

খিতা ॥ ৩৩ ॥ ভস্মীকৃতং পতিং দৃষ্ট্বা বিললাপ সুদুঃখিতা। দৃষ্ট্বা রতিং সুদুঃখার্ত্তা বাগুবাচাশরীরিণী ॥ ৩৪ ॥ আশ্বাসয়ন্তীং কৃপয়া সখীমিব সুদুঃখিতাম্। মা রোদীস্ত্বং শুভাপাঙ্গি তব ভর্ত্তা করিষ্যতি ॥ ৩৫ ॥ সর্ব্বকার্য্যাণ্যনঙ্গোঽপি মিত্রকার্য্যং বিধানতঃ। যদা চায়ং মহাদেবঃ পরিণেষ্যতি পার্ব্বতীম্ ॥ ৩৬ ॥ ততঃ শম্ভোরনুধ্যানাদুত্থাস্যতি ন সংশয়ঃ। দ্বাপরান্তে যদা কৃষ্ণো দ্বারকায়াং নিবৎস্যতি ॥ ৩৭ ॥ তৎপুত্রো ভবিতা দেহী প্রদ্যুম্নো নাম তে পতিঃ। ইত্যুক্তা সাজহাচ্ছোকমাকাশজ্জাতয়া গিরা ॥ ৩৮ ॥ অচিন্তয়ত্তদা দেবী উমাপি হিমবদ্গৃহে। কামস্য দহনং তেজঃ শম্ভোর্যত্তদনুত্তমম্ ॥ ৩৯ ॥ কথং ভর্ত্তা ভবেদ্দেবঃ কামস্যোত্থাপনং কথম্। নৈতত্তপো বিনা কার্য্যং কচিৎ কস্যাপি সিধ্যতি ॥৪০॥ এবং সঞ্চিন্তয়িত্বাথ সখীভিঃ সহিতা ততঃ। তপশ্চকার সুমহৎ পিত্রাদেশাচ্ছুভব্রতা ॥ ৪১ ॥ বর্ষাস্বভ্রাবকাশস্থা হেমন্তে জলশায়িনী। গ্রীষ্মে পঞ্চাগ্নিতপ্তাঙ্গী তপস্যুগ্রে সমাস্থিতা ॥ ৪২ ॥ তাং দৃষ্ট্বা তপসোপেতাং ব্রহ্মচারিবপুর্হরঃ। আজগামাশ্রমং দেব্যাঃ কৃতাতিথ্যোঽব্রবীদিদম্ ॥ ৪৩ ॥ কৃশমধ্যে কৃশাপাঙ্গি কিমর্থং নবযৌবনে। তপঃ করোষি কল্যাণি কস্যার্থে কারণং বদ ॥ ৪৪ ॥ উবাচ চোত্তরং সা বৈ সত্যং চ মধুরং তথা। বটো তপঃসমারম্ভঃ ক্রিয়তে শঙ্করাপ্তয়ে ॥ ৪৫ ॥ বিচার্য্য চ হরঃ শ্রুত্বানন্দয়ৎ কার্য্যমাত্মনঃ। উমাভক্তিপরীক্ষার্থং শিবং বাচা নিনিন্দ বৈ ॥ ৪৬ ॥ তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা ন সেহে সা গিরেঃ সুতা। গন্তুকামামুমাং মত্বা তস্মাৎ স্থানান্মহেশ্বরঃ। স্বং বপুর্দ্দর্শয়ামাস ত্রিনেত্রং শূলপাণিনম্ ॥ ৪৭ ॥ লজ্জিতাভূত্তবানীশং দৃষ্ট্বা তস্থাবধোমুখী। বিজয়াথাহ যোগীন্দ্রং প্রার্থ্যা চাভিজনে ত্বিয়ম্। পার্ব্বতীহরণার্থায় যত্নং চ প্রকরোম্যহম্ ॥ ৪৮ ॥ ইত্যুক্ত্বান্তর্দ্দধে দেবো দেব্যাগাচ্চ পিতুর্গৃহম্। দেবীলাভায় সপ্তর্ষীন্ সস্মার স্মরশাসনঃ ॥ ৪৯ ॥ প্রণেমুস্তেঽপ্যথা-

তখন অত্যন্ত দুঃখিতা হইয়া ভস্মীভূত পতিকে দর্শন করত বিলাপ করিতে লাগিল। রতি এইরূপ দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলে তখন এক অশরীরিণী বাক্ সখীর ন্যায় রতিকে আশ্বাসিত করিয়া বলিতে লাগিল,—অয়ি শুভাপাঙ্গি। রোদন করিও না; যখন এই মহাদেব পার্ব্বতীকে পরিণয় করিবেন; তখন তোমার ভর্ত্তা অনঙ্গ হইলেও মিত্রগণের নিদেশানুসারে সকল কার্য্যই করিবে। তখন তোমার পতি শম্ভুর অনুধ্যান বশত উত্থান করিবে; ইহাতে কোন সংশয় নাই। দ্বাপরান্তে যখন কৃষ্ণ দ্বারকাতে বাস করিবেন, তখন তোমার পতি পুনরায় দেহী হইয়া প্রদ্যুম্ন নামে জন্ম গ্রহণ করিবে। রতি তখন আকাশবাণী শুনিয়া শোক পরিত্যাগ করিলেন। এহেন সময়ে উমা হিমালয়ের গৃহে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, শম্ভুর কামদহনতেজঃ অতি চমৎকার। দেবদেব কিরূপে আমার ভর্ত্তা হইবেন এবং কামেরই বা পুনরুত্থান হয় কি প্রকারে? এ কার্য্য কদাচ কাহারও বিনা তপস্যায় সিদ্ধ হয় না। তিনি এইরূপ চিন্তা করিয়া পিতা কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া সখী সমভিব্যাহারে সুমহৎ তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি বর্ষাকলে আচ্ছাদনরহিত স্থানে থাকিয়া—হেমন্তে জলশায়িনী হইয়া—গ্রীষ্মে পঞ্চাগ্নি-তপ্তাঙ্গী হইয়া উগ্র তপস্যায় মনঃসমাধান করিলেন।৯ -৪২। ঐ সময় ভগবান্ হর তপশ্চারিণী পার্ব্বতীকে দেখিবার জন্য ব্রহ্মচারিবেশে তাঁহার আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং দেবীকর্ত্তৃক কৃতাতিথ্য হইয়া এই সকল কথা বলিতে লাগিলেন,—অয়ি কৃশমধ্যে, কৃশাপাঙ্গি, কল্যাণি! তুমি এই নবযৌবনকালে কি নিমিত্ত তপস্যা করিতেছ; তাহা বল? পৃষ্ট হইয়া দেবী সত্য ও মধুর বাক্যে বলিলেন,—হে বটো! আমি শঙ্করকে প্রাপ্ত হইবার জন্য তপস্যা করিতেছি। দেবদেব হর তাহা শুনিয়া মনে মনে বিচার করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। তিনি উমার ভক্তিপরীক্ষা করিবার জন্য শিবনিন্দা করিতে লাগিলেন; গিরিসুতার তাহা সহ্য হইল না। তিনি স্থান পরিত্যাগ করিয়া গমনোদ্যতা হইলেন। তাহা দেখিয়া ভগবান্ শম্ভু তখন তাঁহাকে স্বীয় শূলধারী ত্রিনেত্র মূর্ত্তি দর্শন করাইলেন। দেবী তখন উমাপতি-মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া লজ্জায় অধোমুখী হইয়া থাকিলেন। অনন্তর বিজয়া যোগিরাজকে বলিলেন,—ইহাঁর বান্ধব-সমীপে আপনি ইহাঁকে প্রার্থনা করুন। "আমি পার্ব্বতীহরণের নিমিত্ত চেষ্টা করিতেছি" এই কথা বলিয়া দেব অন্তর্হিত হইলেন। দেবীও পিতৃগৃহে গমন

গম্য সংস্মৃতাঃ পরমেশ্বরম্। ঊচুশ্চ প্রাঞ্জলিপুটাঃ কুর্ম্ম কিং শাধি নো ভৃশম্॥ ৫০॥ ততোঽব্রবীন্মুনীশঃ সমস্তাংশ্চ গিরের্গৃহম্। গত্বা তথা কুরুধ্বং মে পার্ব্বতী স্যাদ্‌যথা প্রিয়া॥ ৫১॥ তথেতি তে প্রতিজ্ঞায় সঙ্কেতং শম্ভুনা সমম্। কৃত্বা জগ্মুঃ সপত্নীকা গিরীন্দ্রস্য নিবেশনম্॥ ৫২॥ দত্তার্ঘ্যা ভূধরেন্দ্রেণ কৃতাসনপরিগ্রহাঃ। ঊচুরদ্রিমুমাং যচ্ছ শঙ্করায়ার্থিনে প্রিয়াম্॥ ৫৩॥ দত্তেত্যুক্তা গিরীন্দ্রেণ নিরূপ্যোদ্বাহ-বাসরম্। লব্ধানুজ্ঞাঃ সমায়াতা যত্রাস্তে স মহেশ্বরঃ॥ ৫৪॥ ঊচুস্তে শঙ্করং সর্ব্বে দত্তা হিমবতা শিবা। কৃতকার্য্যাশ্চ সর্ব্বেঽপি বব্রজুস্তে যথাগতম্॥ ৫৫॥ চক্রুর্বিবাহসামগ্রীং ব্রহ্মেন্দ্রাদিসুরাস্তদা। বৃষাসনো জগামাথ নন্দীশপ্রমুখৈর্গণৈঃ॥ ৫৬॥ শঙ্খদুন্দুভিনাদৈশ্চ ব্রহ্মাদ্যৈরমরৈঃ সহ। প্রাপ্যাগেন্দ্রালয়ং হীশঃ কৃতকৌতুকমঙ্গলঃ॥ ৫৭॥ বিবাহহোমাং বিধানেন জগাম স্বালয়ং পুনঃ। তত্রৈকান্তরতির্দেবো যাবত্তিষ্ঠতি কামবান্॥ ৫৮॥ তাবদ্‌ব্রস্তৈঃ সুরৈরগ্নিঃ প্রেষিতোঽগান্মহেশ্বরম্। অগ্নৌ তত্র গতে দেবো রতিং কৃত্বা মহেশ্বরঃ॥ ৫৯॥ নিচিক্ষেপ মুখে বহ্নেঃ স্মরেতো ব্রীড়িতো ভৃশম্। রেতসা তেন তপ্তোঽগ্নির্গঙ্গাতোয়ে নিক্ষিপ্তবান্॥ ৬০॥ হররেতোঽগ্নিনোদ্গীর্ণং গঙ্গামধ্যে পপাত হ। তয়া তু স্বতটে ন্যস্তং দগ্ধয়া রুদ্ররেতসা॥ ৬১॥ সপ্তর্ষীণাঞ্চ ষট্‌পত্ন্যঃ স্নানার্থং জাহ্নবীং যযুঃ। শীতার্ত্তাস্তাঃ কৃতস্নানা দৃষ্ট্বা তেজস্তটে জ্বলৎ॥ ৬২॥ মত্বাগ্নিমিতি তাঃ সর্ব্বাস্তপন্তি স্ম যথেচ্ছয়া। তপন্তীনাঞ্চ বৈ তাসাং তদ্বীজসম্ভবং মুনে॥ ৬৩॥ ষড়াননং সমারূঢ়ং শ্রোণিদ্বারেণ সত্বরম্। যদাস্তোত্থমুৎপতিতুং শক্তা নাগ্নিপুরোগমাৎ॥ ৬৪॥ চিন্তাং জগ্মুস্তদা সর্ব্বা মুনিত্রাসাত্ততো ভয়াৎ। ততশ্চ তপসো বীর্য্যান্নি·ক্ষয্য স্বোদরাত্ত··॥ ৬৫॥ ষড়ুভি-

করিলেন। একদা দেব স্মরশাসন দেবীকে লাভ করিবার জন্য সপ্তর্ষিগণকে স্মরণ করিলেন। স্মরণ করিবামাত্র তাঁহারা দেবসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন,—বলুন,—আমরা কি করিব? তখন ঈশ তাঁহাদিগকে বলিলেন,—আপনারা গিরিগৃহে গমন করিয়া যাহাতে পার্ব্বতী আমার প্রিয় হন, সেইরূপ অনুষ্ঠান করুন। "তাহাই হউক" এই বলিয়া তাঁহারা শম্ভুর সহিত সঙ্কেত করিয়া সকলে সপত্নীক গিরীন্দ্রভবনে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা গিরীন্দ্র-ভবনে উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহাদিগকে ভক্তি সহকারে পাদ্য-অর্ঘ্য প্রদান করিলেন। তাঁহারা আসনাদি পরিগ্রহ করিয়া অদ্রিরাজকে বলিলেন,—প্রিয়ার্থী শঙ্করকে উমা সম্প্রদান করুন। গিরীন্দ্র কোন আপত্তি না করিয়া বলিলেন,—আমি দান করিয়াই রাখিয়াছি। গিরীন্দ্র এইরূপ বলিলে তাঁহারা তখন বিবাহ-বাসর নিরূপণ করিয়া তাঁহার অনুজ্ঞা লাভ করত মহেশ্বর সন্নিধানে আগমন করিলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন,—হিমবান্ উমা সম্প্রদান করিতে সম্মত হইয়াছেন। এই বলিয়া তাঁহারা যথাগত পথে গমন করিলেন। ব্রহ্মাদি সুরগণ বিবাহ-সামগ্রীর আয়োজন করিতে লাগিলেন। নন্দীশ-প্রমুখ গণগণ সহ বৃষাসন গমন করিলেন। অনন্তর কৃত-কৌতুক-মঙ্গল হর, ব্রহ্মাদি অমরগণের সহিত শঙ্খ-দুন্দুভি প্রভৃতি বিবিধ বাদ্যোদ্যম সহ গিরীন্দ্র-ভবনে উপস্থিত হইয়া যথাবিধি উমাকে বিবাহ করিয়া নিজালয়ে প্রত্যাগমন করিলেন। আলয়ে প্রত্যাগত হইয়া তিনি কামবান্ ও একান্তরতি-পরায়ণ হইলেন।৪৩—৫৮। তাহা জানিতে পারিয়া সুরগণ অত্যন্ত ত্রস্ত হই৷ অগ্নিকে মহেশ্বরসন্নিধানে প্রেরণ করিলেন। অগ্নিও মহেশ্বর সন্নিধানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অগ্নি সে স্থানে উপস্থিত হইলে দেবদেব রতি করিয়া অগ্নির মুখে স্ব-রেতঃ নিক্ষেপ করিলেন;—এরূপ করিয়া—তিনি অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন। অগ্নি ঐ রেতোদ্বারা অত্যন্ত তপ্ত হইয়া তাহা গঙ্গাতোয়ে নিক্ষেপ করিলেন। অগ্নি-উদ্গীর্ণ হররেত গঙ্গামধ্যে পতিত হইল। গঙ্গাদেবী রেতস্তেজে দগ্ধ হইয়া তাহা স্বতটে ন্যস্ত করিলেন। ঐ সময়ে অরুন্ধতী ব্যতীত সপ্তর্ষি-পত্নীগণ গঙ্গায় স্নান করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা স্নানান্তে শীতার্ত্ত হইয়া তটদেশে প্রজ্বলিত ঐ তেজ দেখিতে পাইলেন। তাঁহারা অগ্নি মনে করিয়া নিকটে গিয়া তাহার তাপ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। তখন ঐ বীর্য্য-সম্ভব ষড়ানন তাঁহাদের শ্রোণি-দ্বারে সত্বর সমারূঢ় হইলেন। তখন তাঁহারা ঐ অগ্নির নিকট হইতে উঠিয়া যাইতে পারিলেন না। স্বামিগণের ভয়ে ভীতা হইয়া তাঁহারা অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। অনন্তর তাঁহারা স্বীয় স্বীয় তপোবীর্য্যে তাহা স্বীয় স্বীয় উদর হইতে নিঃসারিত

রেকত্বমাপদ্য শ্বেতপর্ব্বতমস্তকে। মধ্যে শরাণাং বৈ কৃত্য নিক্ষিপ্তং বীর্য্যমুত্তমম্ ॥ ৬৬॥ শুক্লায়াং প্রতিপদ্যাসীদ্বিতীয়ায়াং সমীকৃতঃ। তৃতীয়ায়াঞ্চ সাকারঃ সর্ব্বলক্ষণলক্ষিতঃ ॥ ৬৭ ॥ চতুর্থ্যাং পরিপূর্ণাঙ্গঃ ষণ্মুখো দ্বাদশেক্ষণঃ। অলঙ্কৃতস্তু পঞ্চম্যাং ষষ্ঠ্যাঞ্চ স সমুত্থিতঃ ॥ ৬৮ ॥ তেজসা শ্বেততাম্রেণ ততাপ স জগত্রয়ম্। জাতমিত্থং সমাকর্ণ্য সর্ব্বে শক্রমুখাঃ সুরাঃ ॥ ৬৯ ॥ সমাগত্যাস্য সংস্কারং ব্রহ্মা চক্রে যথাবিধি। তুষ্টেন পার্ব্বতীশেন শক্তির্দত্তা দৃঢ়া শুভা ॥ ৭০ ॥ ততো গৌর্য্যা ময়ূরশ্চ বাহনে পরিকল্পিতঃ। ছাগশ্চৈবাগ্নিনা দত্তঃ কুক্কুটং সরিতাং পতিঃ ॥ ৭১ ॥ শূলেন কৃত্তিকাভিশ্চ বাধতঃ পুত্রকাম্যয়া। ততস্তু প্রাপ্তসংস্কারো ব্রহ্মাদ্যৈরভিনন্দিতঃ ॥ ৭২ ॥ শক্তিহস্তোঽভিষিক্তস্তু দেবসেনাসমাবৃতঃ। বিত্তাধিপেন সাম্মেন. পাবকিঃ ষণ্মুখোঽংশতঃ ॥ ৭৩ ॥ গাঙ্গেয়ঃ কার্ত্তিকেয়শ্চ গুহঃ স্কন্দ উমাসুতঃ। দেবসেনাপতিঃ স্বামী সেনানীশ্চ শিখিধ্বজঃ ॥ ৭৪ ॥ কুমারঃ শক্তিধারী চ তস্য নামানি ষোড়শ। যঃ পঠেন্মানবো ভক্ত্যা বাধা তস্য ন জায়তে ॥ ৭৫ ॥ এবং জাতো মহাসেনো দানবানাং ক্ষয়ঙ্করঃ। কুশস্থল্যাং সমানীতঃ শম্ভুনা স্থানকারণাৎ ॥ ৭৬ ॥ অভিষিক্তঃ স তেনাসৌ ভদ্রিতঃ স জটাঃ পুরা। তেন ভদ্রজটং নাম দেবতীর্থঞ্চ কথ্যতে ॥ ৭৭ ॥ কৃতাভিষেকং লব্ধাস্ত্রং মহাসেনং মহেশ্বরঃ। জগাদ চ সমধুরং সর্ব্বদেবসমাগমে ॥ ৭৮ ॥ রক্ষা কার্য্যা ত্বয়া পুত্র সামরস্য শতক্রতোঃ। দেবানাং বাধকাঃ সর্ব্বে নিহন্তব্যাঃ সুরদ্বিষঃ ॥ ৭৯ ॥ ইত্থং মহোৎসবে জাতে দৃপ্তপ্রমথসাগরে। মাতরোঽভ্যাগতাঃ সর্ব্বাঃ পাতালতলসংস্থিতাঃ ॥ ৮০ ॥ তাসামাহারসংজ্ঞাভিশ্চক্রে নামানি শঙ্করঃ। যানি তানি প্রবক্ষ্যামি শৃণু ত্বং মুনিপুঙ্গব ॥ ৮১ ॥ বটভোজনকামা যা জ্ঞেয়াস্তা বটমাতরঃ। ভুঞ্জতে চর্পটাস্তাস্তু তা বৈ চর্পটিমাতরঃ ॥ ৮২ ॥ ক্রীড়ার্থং শম্ভুনা চাথ প্রাপ্তা যাঃ পৌলভোজনে। ষণ্ণবতিমাতরঃ সত্যাঃ সর্ব্বাস্তাঃ পৌলমাতরঃ ॥ ৮৩ ॥ সর্ব্বাসাং দর্শনং পুণ্যং গ্রহভূতবিনাশনম্। প্রযত্নতঃ সদা দেব্যো দ্রষ্টব্যা মানবৈর্ম্মুনে ॥ ৮৪ ॥ লব্ধা শক্তিং মহাসেনো দেবসেনো মহাব্রতঃ। জঘান দানবেন্দ্রং তং

করিয়া সকলে একীভূত করত শ্বেতপর্ব্বত মস্তকে শরবণের মধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। ঐ শিববীর্য্য শুক্লা প্রতিপদে শরবণে ক্ষিপ্ত হয়, দ্বিতীয়ায় উহা সমীকৃত, তৃতীয়ায় সাকার ও সর্ব্বলক্ষণ লক্ষিত, চতুর্থীতে পরিপূর্ণাঙ্গ ষড়মুখ ও দ্বাদশেক্ষণ, পঞ্চমীতে অলঙ্কৃত এবং ষষ্ঠীতে সমুত্থিত হইল। উত্থিত হইয়া উহা শ্বেত-তাম্র তেজে ত্রিজগৎ তপ্ত করিতে লাগিল। শক্রপ্রমুখ সুরগণ তাহা জানিতে পারিয়া তাহার নিকটে আসিলেন। ব্রহ্মা তাঁহার যথাবিধি সংস্কার করিলেন। পার্ব্বতীশ তখন তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে শক্তি অর্পণ করিলেন। অনন্তর দেবী গৌরী ময়ূরকে তাঁহার বাহনরূপে কল্পনা করিলেন। এইরূপে অগ্নি ছাগ, এবং সরিৎপতি কুক্কুট প্রদান করিলেন। তিনি শূল ও কৃত্তিকাদি দ্বারা বর্দ্ধিত হইয়া সংস্কার প্রাপ্ত ও ব্রহ্মাদি দেবগণ কর্ত্তৃক অভিনন্দিত হইলেন। শক্তিহস্ত অভিষিক্ত হইয়া দেবসেনা-সমাযুক্ত হইলেন। কুবের তাঁহার পাবকি, সম্মুখ, গাঙ্গেয়, কার্ত্তিকেয়, গুহ, স্কন্দ, উমাসুত, দেবসেনাপতি, স্বামী, সেনানী, শিখিধ্বজ, কুমার ও শক্তিধারী নাম রাখেন। যে মানব এই নামাবলী পাঠ করে, তাহার কোন বাধা হয় না। দানবদিগের ভয়ঙ্কর মহাসেন এইরূপে জাত হইয়া শম্ভু কর্ত্তৃক কুশস্থলীতে আনীত হইয়া সংস্থাপিত হন।৬৯—৭৬। তিনি তাঁহা কর্ত্তৃক অভিষিক্ত হইয়া পূর্ব্বে জটা ভদ্রিত করেন, এজন্য ভদ্রজট নামক দেবতীর্থ প্রসিদ্ধি লাভ করে। তখন মহাদেব কৃতাভিষেক লব্ধাস্ত্র মহাসেনকে সর্ব্বদেবসন্নিধানে মধুরবাক্যে বলেন,—হে পুত্র! তুমি নিখিল অমরগণের সহিত শতক্রতুকে রক্ষা করিবে। দেববাধক দানবগণকে তুমি নিহত করিবে। এইরূপ দৃপ্ত-প্রমথসাগর মহোৎসব জাত হইলে পাতালতলস্থিত মাতৃগণ সমাগত হইলেন। শঙ্কর তাঁহাদের আহারসংজ্ঞা দ্বারা নামকরণ করিলেন। ঐ নাম সকল বলিতেছি, হে মুনিপুঙ্গব! শ্রবণ করুন। যিনি বটভোজনকামা, তাঁহার নাম বটমাতৃকা; যিনি চর্পটভোজনকামা, তাঁহার নাম চর্পটিমাতৃকা। আর শম্ভু পৌল ভোজনে ক্রীড়ার্থ যে ষণ্ণবতি মাতৃকা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাদের সকলের নাম পৌল মাতৃকা। ঐ মাতৃকাগণকে দর্শন করিলে পুণ্য হয়, এবং উহাদের দর্শন গ্রহভূতবিনাশন। হে মুনে! মানবগণ সর্ব্বদা যত্ন সহকারে ইঁহাদিগকে দর্শন করিবে। মহাব্রত দেবসেন মহাসেন শক্তি

তারকং তরসা তদা॥ ৮৫॥ দত্ত্বা রাজ্যং তথেন্দ্রায় স্ফীতং নিহতকণ্টকম্। কুশস্থলীং সমাগম্য তত্র বাসং সমাচরৎ॥ ৮৬॥ এবং নিহত্য দৈত্যেন্দ্রং স গাঙ্গেয়ো মহাবলঃ! শক্তিং শিপ্রাজলে মুক্তা পাতালং চ বিভেদ সা॥ ৮৭॥ ততো ভোগবতী ব্যাস শক্তিভেদেন নির্গতা। বন্দিতা সর্ব্বদেবৈশ্চ মুনিভিশ্চ তপোধনৈঃ॥ ৮৮॥ পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি সমুদ্রাদ্রিগতানি চ। শক্তিভেদে তু স্বস্থানি শতকোটিসহস্রশঃ॥ ৮৯॥ অতোঽতিপুণ্যং ত্রৈলোক্যে কোটিতীর্থমুদাহৃতম্। ব্রহ্মণা স্থাপিতস্তত্র কোটিতীর্থেশ্বরঃ শিবঃ॥ ৯০॥ কোটিতীর্থে নরঃ স্নাত্বা দৃষ্ট্বা কোটীশ্বরং শবম্। মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো নির্ম্মোকাদিব পন্নগঃ॥ ৯১॥ শ্রাদ্ধং করোতি যস্তত্র পিতৃভক্তো নরো মুনে। দশানামশ্বমেধানাং প্রাপ্নোতি সকলং ফলম্॥ ৯২॥ পিতৃনুদ্দিশ্য যৎকিঞ্চিৎ কোটিতীর্থে প্রদীয়তে। তৎসর্ব্বং কোটিগুণিতং জায়তে নাত্র সংশয়ঃ॥ ৯৩॥ তত্র তীর্থে নরো যস্ত গাং দদাতি পয়স্বিনীম্। সর্ব্বলোকানতিক্রম্য স গচ্ছেৎ পরমাং গতিম্॥ ৯৪॥ যাবন্ত্যঙ্গেষু রোমাণি তৎপ্রসূতিকুলেষু চ। তাবদ্‌যুগসহস্রাণি শিবলোকে মহীয়তে॥ ৯৫॥ পৌর্ণমাস্যামমাবাস্যাং পশ্যেচ্ছক্তিধরন্তু যঃ। নাপুত্রো নাধনো রোগী সপ্তজন্মসু জায়তে॥ ৯৬॥ জলপ্রবেশং যঃ কুর্য্যাত্তত্র তীর্থে নরোত্তমঃ। সোঽক্ষয়ং লভতে লোকং যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ॥ ৯৭॥ বৃষোৎসর্গন্তু যঃ কুর্য্যাৎ পিতৃভক্তো নরো মুনে। সোঽক্ষয়ং লভতে স্থানং যৎসুরৈরপি দুর্লভম্॥ ৯৮॥

ইতি শ্রীস্কান্দে শক্তিভেদতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৩৪॥

পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

সনৎকুমার উবাচ। স্বর্ণক্ষুরে নরঃ স্নাত্বা দৃষ্ট্বা দেবং মহেশ্বরম্। কপিলাশতদানস্য ফলমভ্যধিকং ভবেৎ॥ ১॥ বাপ্যাং পিতামহস্যাপি যঃ স্নায়াদ্বিজিতেন্দ্রিয়ঃ। হংসযুক্তেন যানেন ব্রহ্মলোকং স গচ্ছতি॥ ২॥ তৈলাভিধানমাতৄণাং রাত্রৌ যচ্ছতি যো বলিম্। তস্য সিদ্ধির্ভবেৎ সদ্যো মৃতঃ শিব-

---

লাভ করিয়া, দানবেন্দ্র তারকাসুরকে নিহত করিলেন এবং ইন্দ্রকে নিষ্কণ্টক বর্দ্ধিত রাজ্য প্রদান করিয়া কুশস্থলীতে আগমনপূর্ব্বক বাস করিতে লাগিলেন। ঐ মহাবল দৈত্যেন্দ্রকে নিহত করিয়া শিপ্রাজলে শক্তি নিক্ষেপ করিলেন, তাঁহার নিক্ষিপ্ত শক্তি পাতাল ভেদ করিল। ঐ শক্তিভেদনিবন্ধন ভোগবতী নির্গতা হইলেন। সর্ব্বদেব মুনি ও তপোধনগণ তাঁহার বন্দনা করিলেন। পৃথিবীর যাবতীয় তীর্থ, সমস্তই সমুদ্রগত, কিন্তু শতকোটি সহস্র তীর্থ এই শক্তিভেদে স্বস্থ আছে। এই জন্যই ত্রৈলোক্য মধ্যে কোটিতীর্থ অতিপুণ্য বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। ব্রহ্মা এই কোটিতীর্থে কোটি তীর্থেশ্বর নামক শিব স্থাপন করেন। কোটিতীর্থে স্নান করিলে ও তত্রত্য মহেশ্বরকে দর্শন করিলে নির্ম্মোকমুক্ত পন্নগের ন্যায় পাপমুক্ত হইতে পারা যায়। হে মুনে! যে ব্যক্তি ঐ স্থানে শ্রাদ্ধ করে, সে দশ অশ্বমেধের ফল লাভ করিয়া থাকে। কোটিতীর্থে পিতৃলোক-উদ্দেশে যাহা কিছু প্রদান করা যায়, তৎসমস্তই কোটিগুণ ফলদায়ক হইয়া থাকে, ইহাতে কোন সংশয় নাই। ঐ তীর্থে যে নর পয়স্বিনী ধেনু প্রদান করে, সে সর্ব্বলোক অতিক্রম করিয়া পরমাগতি লাভ করে। ধেনুর প্রসূতিকুলের গাত্রে যাবৎ সংখ্যক রোম থাকে, ঐ ধেনুপ্রদাতা ব্যক্তি তাবৎসংখ্যক বৎসর শিবলোকে পূজিত হয়। যে ব্যক্তি পূর্ণিমা ও অমাবস্যায় ঐ তীর্থে শক্তিধরকে দর্শন করে, সে সপ্ত জন্ম যাবৎ অপুত্রক, নির্ধন ও রোগী হয় না। ঐ তীর্থে জলপ্রবেশ করিলে যাবৎ চন্দ্র-দিবাকর অক্ষয় লোকে বাস হয়। ঐ তীর্থে বৃষোৎসর্গ করিলে পিতৃ-ভক্ত মানব সুরদুর্লভ অক্ষয় লোক লাভ করে। ৭৭—৯৮।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।৩৪

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

সনৎকুমার কহিলেন,—স্বর্ণক্ষুর তীর্থে নর স্নান ও দেবদর্শন করিয়া কপিলাশতদানেরও অধিক ফল লাভ করে। যে নর জিতেন্দ্রিয় হইয়া পিতামহের বাপীতে স্নান করে, সে হংস-যুক্ত বিমান আরোহণ করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করে। যে নর রাত্রিকালে তৈলাভিধান মাতৃকার নিকট বলি প্রদান করে, তাহার সদ

পুরং ব্রজেৎ॥ ৩॥ বিষ্ণুবাপ্যাং নরঃ স্নাত্বা চৈত্রে বা ফাল্গুনেঽথবা। জাগরং যস্তু কুর্ব্বীত সোপবাসো জিতেন্দ্রিয়ঃ। মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি॥ ৪॥ অভয়েশ্বরদেবস্য ভক্ত্যা নিয়তমানসঃ। পূজাবন্ধমথো দৃষ্ট্বা রুদ্রলোকং স গচ্ছতি॥ ৫॥ লোকে তু জায়তে দাতা সার্ব্বভৌমো মহীপতিঃ। যস্তগস্ত্যেশ্বরং গচ্ছেদেকচিত্তো নরো মুনে॥ ৬॥ দৃষ্ট্বাগস্ত্যেশ্বরং দেবং সোপবাসো জিতেন্দ্রিয়ঃ। অগস্ত্যোদয়বেলায়াং মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ॥ ৭॥ কৃত্বাগস্ত্যঞ্চ সৌবর্ণং রৌপ্যং বাথ স্বশক্তিতঃ। পঞ্চরত্নসমাযুক্তং বস্ত্রেণ চ সমন্বিতম্॥ ৮॥ তৎকালীনৈঃ ফলৈঃ পুষ্পৈঃ পূজনীয়ো বিধানতঃ। বিধানং তস্য বক্ষ্যামি চাতুর্বর্ণ্যে দ্বিজোত্তম॥ ৯॥ সপ্ত ধান্যানি মুখ্যানি তাবন্ত্যেব ফলানি চ। একং ধান্যং ফলং চৈকমগ্রে ত্যাজ্যং ভবেন্মুনে॥ ১০॥ যাবদ্বৈ সপ্ত বর্ষাণি ব্রতমেবং সমাচরেৎ॥ ১১॥ কাশপুষ্পপ্রতীকাশ বহ্নিমারুতসম্ভব॥ মিত্রাবরুণয়োঃ পুত্র কুম্ভযোনে নমোঽস্তু তে॥ ১২॥ দত্তেঽর্ঘ্যে যৎফলং ব্যাস তচ্চৈবৈকমনাঃ শৃণু। পুত্রবান্ ধনবাংশ্চৈব জায়তে নাত্র সংশয়ঃ॥ ১৩॥ মৃতঃ স্বর্গমবাপ্নোতি সম্পন্নে জায়তে কুলে। মর্ত্ত্যলোকং পুনঃ প্রাপ্য মহাযোগীশ্বরো ভবেৎ॥ ১৪॥ যশ্চৈতচ্ছৃণুয়ান্নিত্যং পঠেদ্বা সুসমাহিতঃ। সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো মুনিলোকে স মোদতে॥ ১৫॥

ইতি শ্রীস্কান্দেঽগস্ত্যেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥৩৫॥

ষটত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ। মহাকালং কিমর্থং তু কিং বা শিবপদং স্মৃতম্। কোটীশ্বরং কিমর্থং তু পাবকং তৎকিমুচ্যতে॥ ১॥ নরদীপং কিমর্থং তু দ্বিতীয়া বটমাতরঃ। অভয়েশ্বরং কিমর্থং তু শঙ্খোদ্ধারণমেব চ॥ ২॥ শূলেশ্বরং কিমর্থং তু কিমোঙ্কারস্তু কথ্যতে। ধূতপাপং কিমর্থং তু কিমঙ্গারেশ্বরং তথা॥ ৩॥ পুরী চোজ্জয়িনী দিব্যা সপ্তকল্পা কথং স্মৃতা। কথয়স্ব মুনিশ্রেষ্ঠ তস্যা নামানি যানি চ॥ ৪॥ সনৎকুমার উবাচ। শৃণু ব্যাস যথা খ্যাতা পুরী দিব্যা কুশস্থলী। নামতঃ কর্ম্মতঃ শ্রেষ্ঠা সপ্তকল্পানু-

---

সিদ্ধি লাভ ও জীবনান্তে শিবপুরে গতি হইয়া থাকে। চৈত্র বা ফাল্গুন মাসে বিষ্ণুবাপীতে যে নর স্নান করে, জাগরণ করে, ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া উপবাস করে, সে বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া থাকে। নিয়তমানস ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক অভয়েশ্বরের পূজা করিলে রুদ্রলোকে গমন করিয়া থাকে। পরে সার্ব্বভৌম মহীপতি হইয়া পরম দাতা হয়। অগস্ত্যেশ্বরে গমন করিয়া উপবাসী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া অগস্ত্যোদয়সময়ে তত্রত্য দেব দর্শন করিলে সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্তি লাভ ঘটে। শক্তি অনুসারে সুবর্ণ বা রৌপ্য দ্বারা অগস্ত্য নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহাকে পঞ্চরত্নসমাযুক্ত ও বস্ত্রাবৃত করত তৎকালজাত ফল ও পুষ্প দ্বারা পূজা করা কর্ত্তব্য। চাতুর্বর্ণ্যক্রমে ঐ পূজাবিধি কীর্ত্তন করিতেছি। সপ্ত ধান্য ও সপ্ত ফল এই কর্ম্মে মুখ্য। হে মুনে! ঐ ধান ও ফল বৎসর-বৎসর এক একটী পরিত্যাগ করিবে। সপ্ত বর্ষ পর্য্যন্ত উক্তক্রমে ব্রতাচরণ করিবে। অর্ঘ্যমন্ত্র যথা,—হে কাশপুষ্পপ্রতীকাশ, বহ্নিমারুতসম্ভব, মিত্রাবরুণতনয়, কুম্ভযোনে! তোমাকে নমস্কার। হে ব্যাসদেব! অর্ঘ্য প্রদান করিলে যে ফল লাভ হয়, তাহা একমনে শ্রবণ করুন,—অর্ঘ্যপ্রদাতা নর, পুত্রবান ধনবান, জীবনান্তে স্বর্গভাগী, উত্তম কুলে জন্মগ্রহীতা, ও মর্ত্ত্যলোকে মহাযোগীশ্বর হয়। যে ব্যক্তি সমাহিত হইয়া ইহা নিত্য শ্রবণ বা পাঠ করে, সে সর্ব্বপাপমুক্ত হইয়া মুনিলোকে আমোদ প্রাপ্ত হয়। ১—১৫।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৫।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়

ব্যাস বলিলেন,—মহাকাল কি জন্য প্রাদুর্ভূত, শিবপদই বা কি? কোটীশ্বর কি নিমিত্ত হইয়াছেন? পাবকই বা কি? নরদীপ কিজন্য উদ্ভূত? দ্বিতীয় বটমাতৃকা কি নিমিত্ত আবির্ভূত? অভয়েশ্বর ও শঙ্খোদ্ধার কিজন্য আবির্ভূত? শূলেশ্বর কি নিমিত্ত প্রাদুর্ভূত? ওঙ্কার কাহাকে বলে? ধূতপাপতীর্থ কি জন্য হইল? অঙ্গারেশ্বর কি জন্য প্রাদুর্ভূত হইলেন? উজ্জয়িনী পুরীকে কি জন্য সপ্তকল্পা বলে? এবং ইহার যে সকল নাম আছে, হে মুনিশ্রেষ্ঠ! তাহা আপনি কীর্ত্তন করুন। সনৎকুমার বলিলেন,—হে ব্যাসদেব! যেরূপে এই দিব্যা সপ্তকল্পানুবাহিনী

বাসনী ॥ ৫ ॥ প্রাক্কল্পে স্বর্ণশৃঙ্গাখ্যা দ্বিতীয়ে তু কুশস্থলী। তৃতীয়েঽবন্তিকা প্রোক্তা চতুর্থে ত্বমরাবতী ॥ ৬ ॥ বিখ্যাতা পঞ্চমে কল্পে পুরী চূড়ামণীতি চ। ষষ্ঠে পদ্মাবতী জ্ঞেয়া সপ্তমে চোজ্জয়িনী পুরী ॥ ৭ ॥ পুনরন্তে তু কল্পস্য স্বর্ণশৃঙ্গাদিকা স্মৃতা। এতানি সপ্ত নামানি প্রাতরুত্থায় যঃ পঠেৎ ॥ ৮ ॥ সপ্তজন্মকৃতাৎ পাপান্মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ। উজ্জয়িন্যাং পুরা রাজা বভূব কিল চান্ধকঃ ॥ ৯ ॥ তস্য পুত্রো মহাবীর্য্যো নাম্না কনকদানবঃ। যুদ্ধার্থং স মহাবীর্য্যঃ শক্রং যুদ্ধে সমাহ্বয়ৎ ॥ ১০ ॥ ক্রোধাদিন্দ্রেণ সংগ্রামে যুধ্যমানো নিপাতিতঃ। নিহত্য দানবং শক্রো ভয়াদন্ধাসুরস্য তু ॥ ১১ ॥ জগাম শঙ্করান্বেষী কৈলাসং শঙ্করালয়ম্। দৃষ্ট্বা প্রণম্য দেবেশং চন্দ্রার্দ্ধকৃতশেখরম্ ॥ ১২ ॥ ভীতো বিজ্ঞাপয়ামাস স চাশ্রাকুললোচনঃ। অভয়ং দেহি মে দেব দানবাদন্ধকাচ্চ বৈ ॥ ১৩ ॥ শক্রস্যেত্থং বচঃ শ্রুত্বা শরণাগতবৎসলঃ। দদাবভয়মেবাসৌ মা ভৈস্ত্বমন্ধকাদ্ধি বৈ ॥ ১৪ ॥ কৃত্বা রূপং মহাদেবো বিশ্বরূপং সুভৈরবম্। সর্পৈর্লিলহিরত্যুগ্রৈ[illegible]ংষ্ট্রৈর্বিষোল্বণৈঃ ॥ ১৪ ॥ পাতালোদররূপৈশ্চ ভৈরবারাবনাদিভিঃ। ভুজৈরনেকসাহস্রৈর্বহুশস্ত্রধৃতৈস্তথা ॥ ১৬ ॥ সিংহচর্ম্মপরীধানং ব্যাঘ্রত্বগুত্তরীয়কম্। গজাজিনকৃতাটোপং চন্দ্রাগ্নিরবিলোচনম্ ॥ ১৭ ॥ মহামহীধ্রতুল্যাভ্যাং জঙ্ঘাভ্যাং ভূষিতং সদা। ক্ষোভয়ংশ্চালয়ন্ সর্ব্বান্ পাতালস্য তলাবধি ॥ ১৮ ॥ ঈদৃগ্রূপং বিধায়েশো দনুদৈত্যভয়াবহম্। অবাতরন্মহীং ভীমঃ পাদেনৈকেন শঙ্করঃ ॥ ১৯ ॥ তত্রৈব হি হ্রদো জাতঃ সর্ব্বদৈবতবন্দিতঃ। খ্যাতং শিবপদং তদ্ধি যৎপদাক্রান্তবান্ বিভুঃ ॥ ২০ ॥ পাপানাং চ পুরা কোটিঃ পাদাঙ্গুষ্ঠেন দারিতা। কোটিতীর্থমতঃ খ্যাতং সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্ ॥ ২১ ॥ অগস্ত্যেন তথা কোটিস্তীর্থানামবধারিতা। অতোঽপীদং শুভং লোকে কোটিতীর্থং সদা স্মৃতম্ ॥ ২২ ॥ দৃষ্ট্বা তু ত্রিদশাঃ সর্ব্বে স্নাতা বৈ হিতকাম্যয়া। মহাকালকৃতং রূপং মহাকালস্ততঃ স্মৃতঃ ॥ ২৩ ॥ অন্ধাসুরোঽপি দনুজঃ পুত্রং শ্রুত্বা হতং যুধি। ক্রোধেন তমসাবিষ্টো রণতূর্য্যাণ্যবাদয়ৎ ॥ ২৪ ॥

শ্রেষ্ঠা কুশস্থলী পুরী নামতঃ কর্ম্মতঃ বিখ্যাতা হইয়াছে, তাহা আপনি শ্রবণ করুন। এই পুরী প্রথম কল্পে স্বর্ণশৃঙ্গা, দ্বিতীয় কল্পে কুশস্থলী, তৃতীয়ে অবন্তিকা, চতুর্থে অমরাবতী, পঞ্চমে চূড়ামণি, ষষ্ঠে পদ্মাবতী এবং সপ্তমকল্পে উজ্জয়িনী নামে বিখ্যাত হয়। পুনরায় কল্পান্তে এই পুরীর এই ভাবে সপ্ত নাম হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া এই সপ্ত নাম পাঠ করে, সে সপ্তজন্মকৃত পাপ হইতে মুক্তি লাভ করে, এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই। এই উজ্জয়িনী নগরীতে পূর্ব্বে অন্ধক নামে এক রাজা ছিল। তাহার কনকদানব নামে এক মহাবীর্য্য পুত্র হয়। সে একদা শক্রকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করে এবং ক্রোধ-পরায়ণ হইয়া ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিলে তাঁহা কর্ত্তৃক নিপাতিত হয়। শক্র ঐ দানবকে নিহত করিয়া অন্ধাসুরের ভয়ে শঙ্করকে অন্বেষণ করিতে করিতে তদীয় ভবন কৈলাসে উপস্থিত হন। তথায় উপস্থিত হইয়া তিনি দেবদর্শনপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রণাম করেন,—হে দেব! আপনি আমাকে অন্ধক দানবের ভয় হইতে রক্ষা করুন। শরণাগতবৎসল দেবদেব শক্রের এইরূপ কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে অভয় প্রদান করিলেন এবং বলিলেন,—অন্ধক হইতে তোমার কোন ভয় নাই। ইন্দ্রকে এই বলিয়া শঙ্কর বিষবহুল, তীক্ষ্ণদংষ্ট্র, অত্যুগ্র, লোলিহান সর্পগণ ও পাতালোদররূপ ভৈরবারাবী, বহুশস্ত্রযুক্ত অনেক সহস্র ভুজ দ্বারা সুভৈরব বিশ্বরূপ রূপ ধারণ করিলেন।১—১৬। তিনি সিংহচর্ম্ম পরিধান করিলেন; ব্যাঘ্রচর্ম্মের উত্তরীয় লইলেন; গজাজিন দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিলেন; তিনি মহামহীধ্রসম জঙ্ঘাযুগলে শোভিত হইলেন; তিনি পাতালতলাবধি সমস্ত ক্ষোভিত করিতে লাগিলেন; তিনি দনুদৈত্য-ভয়াবহ এইরূপ রূপ ধারণ করিয়া ভীমরূপে একপাদ দ্বারা মহীতটে অবতীর্ণ হইলেন। ঐ স্থানে সর্ব্বদৈবতবন্দিত এক হ্রদ জন্মিল। দেবদেব ঐ স্থান পাদ দ্বারা আক্রমণ করিয়াছিলেন বলিয়া ঐ হ্রদ শিবপদ আখ্যায় অভিহিত হইল। তিনি পূর্ব্বে পাদাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা কোটি দারিত করিয়াছিলেন, সেইজন্য ঐ সর্ব্বপাপপ্রণাশন স্থান কোটিতীর্থ আখ্যায় অভিহিত হয়। অগস্ত্য এই স্থানে কোটিতীর্থ অবধারণ করেন, এ জন্যও এই স্থান কোটিতীর্থ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। দেবগণ হিতকামনায় ঐ স্থানে মহাকালকৃত রূপ দর্শন করিয়া স্নান করেন, এ জন্য ঐ তীর্থের নাম মহাকাল হইয়াছে। অন্ধাসুর দানব যুদ্ধে পুত্রের নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত-ক্রোধে রণতূর্য্য বাদিত করে, এবং যেখানে দেবগণ

সসৈন্যো নির্গতঃ প্রাপ্তো যত্র তে ত্রিদশাঃ স্থিতাঃ। মহত্যা সেনয়া সার্দ্ধং রথবারণযুক্তয়া ॥ ২৫ ॥ তদেব দানবান্ বীক্ষ্য মহারবকৃতোদ্যমান্। বেপমানাঃ সুসন্নদ্ধাঃ শম্ভুং শরণমাযযুঃ ॥ ২৬ ॥ মা ভৈরিতি মহাকালো দেবানুক্ত্বা ত্রিলোচনঃ। গৃহীত্বা শূলমাতিষ্ঠদ্দষ্টাদংষ্ট্রাধরো রুষা ॥ ২৭ ॥ কোপযুক্তে বিরূপাক্ষে জ্বালাভিঃ পূরিতং নভঃ। অন্ধকেনাথ রুষ্টেন শরকোটিস্তু দুঃসহা ॥ ২৮ ॥ মুক্তা জগাম দেবানাং ননাশ শলভাকৃতি। বিস্ফুলিঙ্গার্চ্চিষং বহ্নিং মুঞ্চমানঃ পিনাকধৃক্ ॥ ২৯ ॥ শতশঃ শকলীচক্রে তঞ্চ বাণৈস্তাড়য়ৎ। অন্ধকোঽপি হি যুদ্ধস্থঃ শিথিলঃ শিথিলায়ুধঃ ॥ ৩০ ॥ নিরুদ্ধঃ শম্ভুনা বাণৈরলিভিঃ পঙ্কজং যথা। তস্য সৈন্যং প্রবিদ্ধঞ্চ তদ্গণৈর্যুধি যোধিভিঃ ॥ ৩১ ॥ যোধবরৈর্হতা দিব্যৈঃ স্থাণুসান্নিধ্যমাশ্রিতৈঃ। ততোঽন্ধকেন সৈন্যং স্বং ভিন্নং দৃষ্ট্বা তথা স্মরৈঃ ॥ ৩২ ॥ আত্মানঞ্চ মহেশেন বিদ্ধং চ বাণকোটিভিঃ। বিদলীকৃতদেহোঽসৌ ভয়মাশ্রিত্য বৈ গতঃ ॥ ৩৩ ॥ চকার তামসীং মায়াং মায়াশতবিশারদঃ। তয়ান্তর্হিতদেবেশো জগাম দিশমুত্তরাম্ ॥ ৩৪ ॥ শম্ভুর্ভীতিভরং বিভ্রদ্ভ্রাম ভুবি ভিন্নহৃৎ। যস্মিন্মার্গে গতো দেবস্তেন দৈত্যো জগাম হ ॥ ৩৫ ॥ বদন্ দৃশ্যতে ক্বাসৌ গতো দুষ্টঃ পুনঃ পুনঃ। উবাচ চান্ধকঃ শব্দং তথোবাচ মহেশ্বরঃ ॥ ৩৬ ॥ তত্র তীর্থমথোৎপন্নং বাগন্ধকমভিশ্রুতম্। তত্র স্নাত্বা শুচির্ভূত্বা যো বৈ দদ্যাৎ সশর্করম্ ॥ ৩৭ ॥ নবম্যাং মার্গশীর্ষস্য শুক্লায়াং শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ। অক্ষয়ং তদ্ভবেদ্দত্তং দাতা শিবপুরং ব্রজেৎ ॥ ৩৮ ॥ পিতৃনুদ্দিশ্য যৎকিঞ্চিদীয়তে ভক্তিতঃ শিবে। তৃপ্তাস্তিষ্ঠন্তি তে তাবদ্যাবদাভূতসংপ্লবম্ ॥ ৩৯ ॥ তমসা চ্ছাদিতা দেবাঃ সম্বভূবুঃ সমাকুলাঃ। সম্ভ্রান্তমনসঃ সর্ব্বে ন কিঞ্চিদপি মেনিরে ॥ ৪০ ॥ এতস্মিন্নন্তরে ব্যাস নরাদিত্যঃ স্বতেজসা। উত্তস্থৌ নররূপেণ কুর্ব্বন্ বিতিমিরা দিশঃ ॥ ৪১ ॥ নষ্টে তমসি দৈত্যোঽপি

বসতি করিতেছেন, তদভিমুখে যুদ্ধযাত্রা করে। দানব রথ-বারণযুক্ত মহতী সেনা সমভিব্যাহারে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়। দেবগণ মহারবে কৃতোদ্যম দানবসেনা অবলোকন করিয়া ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে সকলে সমবেত হইয়া শম্ভুর শরণ গ্রহণ করেন। মহাকাল ত্রিলোচন দেবতাদিগকে বলেন,—তোমাদের কোন ভয় নাই। এই বলিয়া তিনি শূল গ্রহণ করিয়া দংষ্ট্রা দ্বারা অধর দংশন করত অবস্থান করিতে লাগিলেন। বিরূপাক্ষের ক্রোধোদয় হইলে জ্বালা-মালায় নভস্থল পূরিত হইল। অন্ধক তখন অত্যন্ত রুষ্ট হইয়া দুঃসহ শরকোটি মোচন করিতে লাগিল। দানব মুক্ত ঐ শর দেবসমীপে গমন করিয়া বহ্নি সমীপে শলভের ন্যায় বিনষ্ট হইল। পিনাক-ধৃক্ তখন স্ফুলিঙ্গার্চ্চিঃ বহ্নিকল্প বাণ মোচন করিতে করিতে শত শত বাণ দ্বারা তাহাকে তাড়িত করিতে লাগিলেন। অন্ধক যুদ্ধ করিতে করিতে ক্রমশ শিথিলায়ুধ ও অবসন্ন হইয়া আসিতে লাগিল। অলিকুল যেমন পঙ্কজকে আবৃত করে, তদ্রূপ শম্ভুমুক্ত বাণজাল তাহাকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলে শিবগণ অন্ধক-সৈন্যগণকে ভীষণরূপে বিদ্ধ করিতে লাগিল। তাহারা এইরূপে শিবগণ-গণ কর্ত্তৃক বিদ্ধ হইয়া সকলে নিধন প্রাপ্ত হইল। তখন অন্ধক সৈন্যগণকে নিহত ও ভিন্ন দেখিয়া নিজেও মহেশ কর্ত্তৃক বাণকোটি দ্বারা বিদ্ধ হইয়া বিদলীকৃতদেহ হইল। সে অত্যন্ত ভীত হইয়া পলায়ন করিল; ঐ মায়াবিশারদ তামসী মায়া অবলম্বন করিল। তখন দেবদেবও মায়া দ্বারা অন্তর্হিত হইয়া উত্তরদিকে পলায়ন করিলেন। ১৭—৩৩। শম্ভু ভিন্নহৃদয় হইয়া ভয়ে ভূমণ্ডলে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। যে দিকে দেবদেব গমন করিলেন, সেই পথে দৈত্য তাঁহার পশ্চাৎ ধাবিত হইল এবং পুনঃপুন বলিতে লাগিলেন,—দুষ্ট অদৃশ্য হইয়া কোথায় পলায়ন করিল? তখন অন্ধক এক বিকট সিংহনাদ করিয়া উঠিল, মহেশ্বরও তদ্রূপ সিংহনাদ করিলেন। ঐ স্থানে বাগন্ধক নামে তীর্থ উৎপন্ন হইল। ঐ তীর্থে স্নান করিয়া শুচি হইয়া মার্গশীর্ষের শুক্লা নবমীতে শর্করার সহিত যাহা কিছু দান করিলে দত্ত বস্ত অক্ষয় এবং দাতা শিবপুরে গমন করেন। ঐ স্থানে পিতৃ-উদ্দেশে যাহা কিছু বস্ত শিবে দান করা যায়, তাহাতে পিতৃলোকগণ আভূতসংপ্লব কাল তৃপ্ত থাকেন। একদা দেবগণ তমসাচ্ছাদিত হইয়া আকুল হইয়া পড়েন। তাঁহারা সম্ভ্রান্তমানস হইয়া কিছুই দেখিতে পান না। হে ব্যাসদেব! এমন সময়ে নরাদিত্য দেব স্বীয় তেজে দিক্ সকল তিমিরহীন করিয়া নররূপে উত্থিত হইলেন, তম

প্রকাশে প্রকটে সতি। দেবা মুদমবাপুস্তে দৃষ্ট্বা নরং বিলোচনৈঃ ॥ ৪২ ॥ স্তবস্তো বিবিধৈঃ স্তোত্রৈর্নররূপং দিবাকরম্। উত্তস্থৌ নররূপেণ দীপ্তো যস্মাদ্দিবাকরঃ ॥ ৪৩ ॥ তেনাস্য নাম তে চক্রুর্নরদীপ ইতীশ্বরাঃ। যঃ পশ্যতি নরো ভক্ত্যা নরদীপং দিবাকরম্ ॥ ৪৪ ॥ মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো যদ্যপি ব্রহ্মহা ভবেৎ। ষষ্ঠ্যামর্কদিনে বিপ্র সপ্তম্যামুপবাসয়েৎ ॥৪৫॥ দিনচ্ছিদ্রেহথ সংক্রান্তৌ গ্রহণে বিষুবত্যথ। কুণ্ডে স্নাত্বা শুচির্ভূত্বা জপন্নিয়তমানসঃ ॥ ৪৬ ॥ নরদীপং নরঃ পশ্যেৎ স্তোত্রবাদিত্রমঙ্গলৈঃ। গন্ধৈর্ধূপৈস্তথা দীপৈর্নৈবেদ্যৈঃ পূজয়েত্তথা ॥ ৪৭ ॥ গীতং বাদ্যং পুরস্কৃত্য প্রণম্যাষ্টাঙ্গমেব চ। প্রাতর্মধ্যাপরাহ্ণে বা কৃত্বার্কস্য প্রদক্ষিণম্ ॥ ৪৮ ॥ স মুক্তঃ সর্ব্বপাপৈস্তু সপ্তজন্মকৃতৈরপি। সূর্য্যকোটিপ্রতীকাশৈর্বিমানৈঃ সার্ব্বকামিকৈঃ ॥ ৪৯ ॥ সূর্য্যলোকং প্রয়াত্যাশু যৎ সুরৈরপি দুর্লভম্। শক্রাৎ প্রাপ্য পুরা যস্মাদ্ভানুরত্র প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ৫০ ॥ নরেণৈব প্রসাদেন নরদীপস্ততো হ্যয়ম্। তদৈবাস্য পুরা ব্যাস যাত্রা শক্রেণ নির্ম্মিতা ॥ আগমিষ্যাম্যহং পার্থ সার্দ্ধং দেবৈঃ সমাহিতঃ। জ্যৈষ্ঠে সিতে দ্বিতীয়ায়াং নারদীপে তু সর্ব্বদা ॥ ৫২ ॥ তত্রাহমাগতো জ্ঞেয়ো লোকে দেবস্য বর্ষণাৎ। ততোহনন্তরমাগত্য দেবা যে ত্রিদশালয়াৎ ॥ ৫৩ ॥ দৃষ্ট্বা দেবং তথারূঢ়ং নরদীপং সুদীপিতম্। কৃত্বা যাত্রাঞ্চ তে যান্তি দেবযানৈরিতস্ততঃ ॥ ৫৪ ॥ যঃ পশ্যেন্মানবো ভক্ত্যা নরদীপং রথস্থিতম্। সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ সূর্য্যলোকে মহীয়তে ॥ ৫৫ ॥ রথযাত্রামথো বক্ষ্যে নরদীপস্য যা মুনে। তাং কৃত্বা চৈব যৎপুণ্যং মুনিভিঃ পরিকীর্ত্তিতম্ ॥ ৫৬ ॥ জ্যৈষ্ঠে সিতে দ্বিতীয়ায়াং রথস্থো হি দিবাকরঃ। কুশস্থলাং দ্বিজৈঃ শ্রেষ্ঠৈর্বাহ্যক্ষেপৈঃ প্রণীয়তে ॥ ৫৭ ॥ উত্তরাং দিশমায়াস্তং যঃ পশ্যতি দিবস্পতিম্। অগ্নিষ্টোমস্য যজ্ঞস্য লভতে সোহখিলং ফলম্ ॥ ৫৮ ॥ নিবৃত্য কেশবার্কাদ্‌যো রথং পশ্যতি মানবঃ। গুভীরস্বামিনো যাত্রা কৃতা তেন ন সংশয়ঃ ॥ ৫৯ ॥ রথমাকর্ষতে যস্তু রজ্জ্বাকর্ষেণ বৈ মুনে। কুলমুদ্ধরতে

ও দৈত্য বিনষ্ট হইলে জগৎ প্রকাশিত হইল এবং দেবগণ মুদান্বিত হইয়া নরকে দর্শন করিলেন। তাঁহারা বিবিধ স্তোত্রে নররূপ দিবাকরের স্তব করিতে লাগিলেন। দীপ্ত দিবাকর, নররূপে ঐ স্থানে উত্থিত হন বলিয়া দেবগণ উঁহার নাম রাখেন—নরদীপ। যে নর ঐ নরদীপ দিবাকরকে দর্শন করে, সে ব্রহ্মঘাতী হইলেও সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তি লাভ করে। হে বিপ্র! রবিবারে, ষষ্ঠীদিনে, সপ্তমীতিথিতে, দিনচ্ছিদ্রে, সংক্রান্তি, গ্রহণ, ও বিষুবদিনে উপবাসী থাকিয়া কুণ্ড-স্নানান্তে শুচি হইয়া নিয়তমানসে নরদীপের পূজা-জপ সমাপনপূর্ব্বক মানব স্তোত্র, বাদিত্র ও মঙ্গল অনুষ্ঠান সহকারে তাঁহাকে দর্শন করিবে এবং গন্ধ, পুষ্প, ধূপ দীপ ও নৈবেদ্যাদি দ্বারা তাঁহার পূজা করিবে। পরে গীত-বাদ্য-পুরঃসর সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিবে। যে ব্যক্তি প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে দেবকে প্রদক্ষিণ করে, সে সপ্তজন্মকৃত পাপ হইতে মুক্তি লাভ করে এব সূর্য্যকোটিপ্রতীকাশ কামগামী বিমানে আরোহণ করিয়া সুরদুর্লভ সূর্য্যলোকে গমন করে। পূর্ব্বে শক্রসমীপ হইতে আনীত হইয়া এই ভানুদেব নর কর্ত্তৃক এই স্থানে প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছেন, এই জন্যই এই দেবের নাম নরদীপ হইয়াছে। হে ব্যাসদেব! ঐ সময় হইতে এই স্থানে ইন্দ্রিয়কর্ত্তৃক ঐ দেবের মহোৎসব প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। সেই সময় দেবেন্দ্র অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন, হে পার্থ! আমি দেবগণসমভিব্যাহারে এই স্থানে আগমন করিব। জ্যৈষ্ঠমাসীয় সিত দ্বিতীয়ায় এই স্থানে নরদীপদেবের যাত্রা বসিবে। লোকে বর্ষণ করিবার নিমিত্ত আমি উক্ত যাত্রাকালে আগমন করিব। ঐ সময় দেবগণ ত্রিদশালয় হইতে এই স্থানে আগমন করিয়া যাত্রারূঢ় নরদীপকে সুদীপিত দর্শনপূর্ব্বক যাত্রানির্ব্বাহ করত দেবযানারোহণে ইতস্তত বিচরণ করিবে। ৩৫—৫৪। যে মানব ভক্তিসহকারে নরদীপকে রথস্থ দর্শন করে, সে সর্ব্বপাপমুক্ত হইয়া সূর্য্যলোকে পূজিত হয়। হে মুনে! অতঃপর নরদীপের রথযাত্রা, ও তৎকরণে মুনিগণকীর্ত্তিত পুণ্যের কথা বলিতেছি, দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ বাহুক্ষেপপুরঃসর জ্যৈষ্ঠমাসীয় সিত দ্বিতীয়ায় কুশস্থলীতে দেব দিবাকরকে রথস্থ করিবেন। যে মানব দেব দিবস্পতিকে উত্তরদিকে আগত দর্শন করে, সেই ব্যক্তি অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল লাভ করিয়া থাকে! কেশবার্ক তীর্থ হইতে নিবৃত্ত হইয়া যে মানব নরদীপের রথ দর্শন করে, তাহার গুভীরস্বামীর যাত্রা করা হয়, ইহাতে কোন সংশয় নাই। হে মুনে! যে ব্যক্তি নরদীপের রথরজ্জু আকর্ষণ করে, তাহার পূর্ব্ব

সোঽপি পূর্ব্বান্ পিতৃপিতামহান্ ॥ ৬০ ॥ দক্ষিণাভিমুখং যান্তং নরদীপং দ্বিজোত্তম। যে * সংযতাঃ প্রপশ্যন্তি তে যান্তি চ ত্রিবিষ্টপম্ ॥ ৬১ ॥ সূত্রেণ বেষ্টয়েৎ ক্ষেত্রং রথং দেবমথাপি বা। সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি কৃতপুণ্যশ্চ জায়তে ॥ ৬২ ॥ প্রদক্ষিণান্তু সূর্য্যস্য ভক্ত্যা কুর্ব্বন্তি যে নরাঃ। প্রদক্ষিণীকৃতা তৈস্ত সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা ॥ ৬৩ ॥ প্রাতরুত্থায় যো ভক্ত্যা মৌনী যাতি দিবাকরম্। দৃষ্ট্বা তু পূর্ব্বদ্বারেণ নমস্কৃত্য দ্বিজোত্তমম্ ॥ ৬৪ ॥ প্রবিশ্য দক্ষিণেনৈব রথচক্রং প্রপূজয়েৎ। তেন দ্বারেণ নিষ্ক্রম্য প্রণিপত্য ব্রজেত্ততঃ ॥ ৬৫ ॥ পশ্চিমং দ্বারমাশ্রিত্য রথস্থং সূর্য্যমর্চ্চয়েৎ। চামরঞ্চ বিতানঞ্চ ঘণ্টাদীনি নিবেদয়েৎ ॥ ৬৬ ॥ পূর্ব্বদ্বারে তু গৌর্দেয়া তথাশ্বশ্চৈব দক্ষিণে। পশ্চিমে চ গজঃ প্রোক্ত উত্তরে রথ এব চ ॥ ৬৭ ॥ কুর্য্যাদেবং তু যো যাত্রাং নরদীপস্য মানবঃ। সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি কৃতপুণ্যশ্চ জায়তে ॥ ৬৮ ॥ গোসূর্য্যশিবশক্রাণাং স্বর্লোকং লভতে শুভম্। প্রদক্ষিণা মহামেরোঃ কৃতা তেন ভবেন্মুনে ॥ ৬৯ ॥ দদ্যাদ্গবাং সহস্রং যো ব্যতীপাতশতে নরঃ। অশ্বানাঞ্চ সহস্রেণ যদ্যায়াত্তৎফলং লভেৎ ॥ ৭০ ॥ নরদীপে রথারূঢ়ে বপনং কারয়েত্তু যঃ। শ্রিয়া ন বিচ্যুতিস্তস্য সূর্য্যলোকে মহীয়তে ॥ ৭১ ॥ সূর্য্যস্য পুরতো বাপ্যাং মাসং নিত্যং সরস্বতী। যস্তামালোকতে মর্ত্ত্যো দুঃস্বপ্নং তস্য নশ্যতি ॥ ৭২ ॥ ভক্ত্যা যোঽনুদিনং ব্যাস নরদীপং প্রপশ্যতি। উত্তমং স্থানমাসাদ্য পুত্রপৌত্রসমন্বিতঃ ॥ ৭৩ ॥ প্রক্রীড্য বন্ধুভিঃ সার্দ্ধং মৃতঃ সূর্য্যপুরং ব্রজেৎ। প্রনষ্টে তিমিরে বিপ্র জাতে সর্ব্বত্র সুপ্রভে ॥ ৭৪ ॥ হতেঽন্ধকে মহেশেন শূলেন ত্রিশিখেন বৈ। প্রহৃষ্টাশ্চ সুরাঃ সর্ব্বে ব্রহ্মেন্দ্রপ্রমুখাস্তদা ॥ ৭৫ ॥ শঙ্খং দধ্মৌ তদা বিষ্ণুঃ সুরাণাং হিতকাম্যয়া। তত্র তীর্থমথোৎপন্নং শঙ্খোদ্ধারণসংজ্ঞকম্ ॥ ৭৬ ॥ তত্র সন্নিহিতো বিষ্ণুর্লিঙ্গঞ্চৈব চতুর্ম্মুখম্। অনাদ্যশ্চৈব বিপ্রেন্দ্র লিঙ্গস্যৈব সমীপতঃ ॥ ৭৭ ॥ দেবস্য দক্ষিণে ভাগে শূলেনাধিষ্ঠিতঃ স্থিতঃ। চতুর্দ্দশ্যাং তথাষ্টম্যাং যে পশ্যন্তি জিতেন্দ্রিয়াঃ ॥ ৭৮ ॥ তে ক্ষীণাশেষপাপৌঘাঃ প্রাপ্স্যন্তি পরমাং গতিম্। যোগিনীনাং বলিং যস্তু যথাবৎসম্প্রদাস্যতি ॥ ৭৯ ॥ ভূতপ্রেতপিশাচাদ্যৈর্নাসৌ কেনাপি বাধ্যতে। দ্বাদশীং সমুপোষ্যৈব স্নাত্বা দেবং

পিতৃ-পিতামহকুল উদ্ধৃত হইয়া থাকে। হে দ্বিজোত্তম! যে নরদীপকে দক্ষিণাভিমুখে গমন করিতে দেখে, সে স্বর্গে গমন করে। সূত্র দ্বারা ক্ষেত্র, রথ ও দেবকে বেষ্টন করিতে হয়, এরূপ করিলে, মানব সর্ব্বকাম লাভ করে। যে নর ভক্তিপূর্ব্বক সূর্য্যের প্রদক্ষিণ করে, তাহার সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা প্রদক্ষিণ করার ফল হয়। প্রাতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক যে মানব ভক্তিপূর্ব্বক মৌনী হইয়া দিবাকরসমীপে গমন করে,—পূর্ব্বদ্বার দিয়া তাঁহাকে দর্শন করে, নমস্কার করে, দক্ষিণ দিক্ দিয়া প্রবেশ করত রথচক্রের পূজা করে; পুনরায় ঐ দ্বার দিয়াই নিষ্ক্রান্ত হইয়া প্রণিপাতপূর্ব্বক প্রস্থান করে; পশ্চিম দ্বার আশ্রয় করিয়া রথস্থ সূর্য্যের অর্চ্চনা করে; চামর, বিতান ও ঘণ্টাদি তাঁহাকে নিবেদন করে, পূর্ব্বদ্বারে গো, দক্ষিণ দ্বারে অশ্ব, পশ্চিম দ্বারে গজ উত্তরদ্বারে দেবকে রথ প্রদান করে; যে মানব নরদীপের এই প্রকারে যাত্রা করে, সে সর্ব্বকাম লাভ করে, কৃতকৃত্য হয়, গো, সূর্য্য, শিব ও শক্র-সমান শুভ লোকে গমন করে এবং তাহার মহামেরু প্রদক্ষিণ করার ফল হয়। যে ব্যক্তি ব্যতীপাত যোগে ঐ তীর্থে সহস্র গো প্রদান করে, সে সহস্র অশ্বমেধকারীর পুণ্যফল লাভ করে। ৫৫—৭০। দেব নরদীপ রথারূঢ় হইলে যে ব্যক্তি বপন করে, সে কদাচ শ্রীভ্রষ্ট হয় না; পরন্তু সূর্য্যলোকে পূজিত হয়। সূর্য্যদেবের পুরোভাগস্থিত সরস্বতী দেবীকে অবলোকন করিলে মানবের দুঃস্বপ্ন নষ্ট হয়। হে ব্যাসদেব! যে ব্যক্তি অনুদিন ভক্তিপূর্ব্বক দেব নরদীপকে দর্শন করে, সে উত্তম স্থান, পুত্র, পৌত্র ও বন্ধু-বান্ধব লাভ করিয়া তাহাদের সহিত যথেচ্ছ আনন্দানুভব করত জীবনান্তে সূর্য্যপুরে গমন করে। হে বিপ্র! পরে তদানীন্তন তিমির বিনষ্ট হইয়া সর্ব্বস্থান আলোকিত হইলে মহেশ ত্রিশিখ শূল দ্বারা অন্ধকাসুরকে নিহত করেন। ঐ সময় বিষ্ণু সুরগণের হিত-কামনায় শঙ্খ নাদ করেন। এই জন্য সেই স্থানের নাম হয়,—শঙ্খোদ্ধারণ। ঐ স্থানে বিষ্ণু এবং এক চতুর্ম্মুখ লিঙ্গ নিত্য সন্নিহিত। আর ঐ লিঙ্গের দক্ষিণভাগে অনতিদূরে এক অনাদ্য নামক বৃক্ষ আছে। যে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয়ভাবে চতুর্দ্দশী বা অষ্টমীতে ঐ সকল দর্শন করে সে অশেষ পাপমুক্ত হইয়া পরম গতি লাভ করে। যে ব্যক্তি ঐ স্থানে যোগিনীগণকে যথাযথ বলি প্রদান করে, সে কদাচ-ভূত-প্রেত পিশাচ কর্ত্তৃক বাধিত হয়

জনার্দ্দনম্ ॥ ৮০ ॥ যঃ পশ্যেচ্ছ্রিনং দেবং সোঽচ্যুতং স্থানমাপ্নুয়াৎ ॥ ৮১ ॥ যঃ স্থূলসূক্ষ্মপ্রকটপ্রকাশো যঃ সর্ব্বভূতো ন চ সর্ব্বভূতঃ। বিশ্বং যতশ্চৈব হি বিশ্বহেতুর্নমোঽস্তু তস্মৈ পুরুষোত্তমায় ॥ ৮২ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে নরদীপমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৬ ॥

সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

সনৎকুমার উবাচ। ভিন্নেঽন্ধকে ত্রিশূলেন ধ্বনী রুদ্রস্য নির্গতঃ। তত্রোঙ্কারঃ সমুৎপন্নো দেবদেবো মহেশ্বরঃ ॥ ১ ॥ তত্র স্নাত্বা শুচির্ভূত্বা সমাধিনিয়মেন চ। দৃষ্ট্বোঙ্কারং মহাদেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ ॥ ২ ॥ হত্বান্ধকে ত্রিশূলশ্চ ভোগবত্যা জলে যযৌ। দৃষ্ট্বা শূলং সুতেজস্কং হাটকো বিস্ময়ং গতঃ। পপ্রচ্ছ কেন কার্য্যেণ ভবানিহ সমাগতঃ ॥ ৩ ॥ কথয়ামাস শূলোঽসৌ শঙ্করেণাহমীরিতঃ। অন্ধকস্য বধার্থায় পাপবৃত্তেঃ সুদুর্ম্মতেঃ ॥ ৪ ॥ ভিত্ত্বা তমহমাগ্নাতো ভোগবত্যা জলে শুভে। গমিষ্যামি পুনস্তত্র যত্র তিষ্ঠতি শঙ্করঃ ॥ ৫ ॥ শূলোক্তং বচনং শ্রুত্বা পরমেশদিদৃক্ষয়া। হাটকঃ শূলমার্গেণ নির্জ্জগাম জবেন সঃ। বহুবক্ত্রসমাকীর্ণং সুপ্রভং সুমনোরমম্ ॥ ৬ ॥ তং দৃষ্ট্বা ত্রিদশাঃ সর্ব্বে শূলেশং হাটকেশ্বরম্। প্রণম্য হৃষ্টরোমাণো যথা প্রোৎফুল্লপঙ্কজম্ ॥ ৭ ॥ তুষ্টুবুর্ব্বিবিধৈঃ স্তোত্রৈর্ব্রহ্মবিষ্ণুপুরোগমাঃ। হাটকেশ্বরনামাসীৎ পাতালে যো ব্যবস্থিতঃ ॥ ৮ ॥ নির্গতঃ শূলমার্গেণ তেন শূলেশ্বরঃ স্মৃতঃ। ধূতপাপং চ যত্তীর্থং দেবদেবস্য চোত্তরে ॥ ৯ ॥ তত্র পাপঃ স দৈত্যেন্দ্রো ধূতঃ শূলেন বীর্য্যবান্। তেন তীর্থমিদং ব্যাস ধূতপাপং নিগদ্যতে ॥ ১০ ॥ অষ্টম্যাং বা পৌর্ণমাস্যাং চতুর্দ্দশ্যাং শনৌ তথা। উপোষ্য রজনীমেকাং শিবভক্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ১১ ॥ ধূতপাপং তু যঃ পশ্যেদ্দেবদেবং মহেশ্বরম্। বিমুক্তঃ সর্ব্বপাপৈঃ স সপ্তজন্মকৃতৈরপি ॥ ১২ ॥ কুলানাং শতমুদ্ধৃত্য শিবলোকং চ গচ্ছতি। কৃতাভিষেকং যঃ পশ্যেৎ পৌষে মাসি স বৈ নরঃ ॥ ১৩ ॥ শূলেশ্বর-

---

না। যে মানব দ্বাদশীতিথিতে উপবাস ও স্নান করিয়া তত্রত্য দেব জনার্দ্দনকে দর্শন করে, তাহার অচ্যুত লোকে গতি হইয়া থাকে। যিনি স্থূল সূক্ষ্ম ও প্রকট প্রকাশ; যিনি সর্ব্বভূতস্বরূপ এবং ভূত হইতে পৃথক্, যাহা হইতে এই বিশ্ব এবং যিনি বিশ্বের হেতু, সেই দেব পুরুষোত্তমকে নমস্কার।৭১—৮২।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৬।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

সনৎকুমার বলিলেন,—ত্রিশূল দ্বারা অন্ধক নির্ভিন্ন হইলে তখন ভগবান্ রুদ্রের ধ্বনি নির্গত হয়। ঐ ধ্বনি হইতেই দেবদেব মহেশ্বরস্বরূপ ওঙ্কার সমুৎপন্ন হয়। ঐ তীর্থে স্নানান্তে শুচি হইয়া সমাধি নিয়ম দ্বারা ওঙ্কারেশ্বর নামক মহাদেবকে দর্শন করিয়া মানব সর্ব্বপাতক হইতে মুক্তিলাভ করে। মহাদেবের ত্রিশূল অন্ধককে নিহত করিয়া ভোগবতীর জলে গিয়া পতিত হয়। তত্রত্য হাটক সুতেজস্ক শূলকে দর্শন করিয়া বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করে,—কি কাজের জন্য আপনি এখানে রহিয়াছেন? শূল প্রত্যুত্তরে বলেন,—আমি দুর্ম্মতি পাপবৃত্ত অন্ধককে বধ করিবার নিমিত্ত মহেশ্বর কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া তাহাকে ভেদ করিয়া ভোগবতীর পবিত্র জলে এই অবগাহন করিতেছি; এখন আমি পুনরায় শঙ্কর-সমীপে গমন করিব।১—৫। হাটক (সুবর্ণ), তখন শূলের বচন শুনিয়া পরমেশের দর্শনমানসে শূল মার্গে অবলম্বন করিয়া বেগে তথা হইতে নির্গত হইল। দেবগণ ঐ বহুবক্ত্রসমাযুক্ত সুপ্রভ সুমনোহর উৎফুল্ল পঙ্কজবৎ হাটকেশ্বরকে দর্শন করিয়া রোমাঞ্চিত হইলেন এবং তাঁহাকে প্রণাম করিয়া স্তব করিলেন। ইনি পাতালে হাটকেশ্বর নামক শিব ছিলেন; শূলমার্গে এখানে আগমন করিলেন বলিয়া এই তীর্থে ইঁহার নাম হইল,—শূলেশ্বর। দেবদেবের উত্তরে ধূতপাপ নামক যে তীর্থ, এই তীর্থে বীর্য্যবান্ দৈত্যেন্দ্র শূল দ্বারা ধূত (নিহত) হয়; এজন্য এই তীর্থের নাম হয়,—ধূতপাপ। অষ্টমী, পৌর্ণমাসী বা চতুর্দ্দশী তিথিতে শনিবারে যে মানব এখানে জিতেন্দ্রিয়ভাবে এক রজনী উপবাসী থাকিয়া ধূতপাপদেবকে দর্শন করে, সে সপ্তজন্মকৃত পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া স্বীয় শতকুল উদ্ধার করত শিবলোকে গমন করে। যে নর পৌষমাসে কৃতাভিষেক

প্রভাবেণ মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যয়া। বিমানানাং সহস্রেণ মৃতো যাতি পরং পদম্ ॥ ১৪ ॥ ইতি চান্ধকশূলোহয়ং যাবদ্ভোগবতীং গতঃ। তাবৎ সমুত্থিতা ঘোরা অসুরা রুধিরোদ্ভবাঃ ॥ ১৫ ॥ খড়্গহস্তা মহাবীর্য্যা অনেকশতসংখ্যয়া। চতুর্দ্দিক্ষু স্থিতৈর্ঘোরৈর্হন্যমানো মহেশ্বরঃ। সিংহনাদং মুমোচাথ পীড়িতস্তৈর্দুরাত্মভিঃ ॥ ১৬ ॥ সিংহনাদেন তে পাপা মূর্চ্ছিতাঃ পতিতা ভুবি। পুনঃ সমুত্থিতা জঘ্নুর্দেবদেবং মহেশ্বরম্। বিত্রস্তাশ্চ ততো দেবা ব্রহ্মবিষ্ণুপুরোগমাঃ ॥ ১৭ ॥ অসাধ্যাংস্তাংস্তথা মত্বা মন্ত্রং কৃত্বা হিতৈষিণঃ। ততো দেবা বিচার্য্যাথ স্ত্রীং সৃজাম ইতি স্বয়ম্ ॥ ১৮ ॥ ইত্যুক্ত্বোৎপাদয়ামাস ব্রহ্মা হংসাসনাং শুভাম্। চতুর্ব্বক্ত্রাং চতুর্হস্তাং ব্রহ্মাণীং রূপধারিণীম্ ॥ ১৯ ॥ কুমারশ্চৈব কৌমারীং ময়ূরবরবাহনাম্। রক্তমাল্যাম্বরধরাং শক্তিকুক্কুটধারিণীম্ ॥ ২০ ॥ পুনঃ কুমারঃ কৌমারীং পক্ষীন্দ্রবরবাহনাম্। কৃষ্ণাং করালদশনাং ধর্ম্মরাজস্য বাহনীম্ ॥ ২১ ॥ দৈত্যদেহপ্রমথনীং দণ্ডমুদ্গরধারিণীম্। ললাটলোচনাং নীলাং কপালকরভূষিতাম্ ॥ ২২ ॥ সিংহাজিনধরাং কৃষ্ণাং সর্ব্বভূষণভূষিতাম্। কর্ত্রীহস্তাং খড়্গহস্তাং খেটখট্বাঙ্গধারিণীম্। চর্ম্মাস্থিকেশবপুষং চামুণ্ডামসৃজৎ প্রভুঃ ॥ ২৩ ॥ বটস্য নিকটে পূর্ব্বং নির্ম্মিতা লোকমাতরঃ। ততো লোকে সুবিখ্যাতাঃ প্রত্যক্ষা বটমাতরঃ। ২৪ ॥ তত্র স্নাত্বা শুচির্ভূত্বা মাতৄঃ পশ্যতি যো নরঃ। স মুক্তঃ সর্ব্বপাপেভ্যো মাতৃলোকে মহীয়তে ॥ ২৫ ॥ সিংহনাদোঽপি দেবেন কৃতো যত্র মহামুনে। তত্র সিংহেশ্বরো দেবঃ সর্ব্বদুষ্কৃতনাশনঃ ॥ ২৬ ॥ দর্শনাত্তস্য দেবস্য সিংহবৎ স বলী ভবেৎ। সিংহনাদে কৃতে যত্র জাতঃ কণ্টকিতং বপুঃ ॥ ২৭ ॥ তত্র কণ্টেশ্বরো দেবো ভক্তানাং সর্ব্বদঃ সদা। তত্র তীর্থে নরঃ স্নাত্বা দৃষ্ট্বা কণ্টেশ্বরং শিবম্ ॥ ২৮ ॥ গ্রহভূতপিশাচেভ্যো ন ভয়ং প্রাপ্নুয়াৎ ক্বচিৎ। ততস্তা মাতরঃ সর্ব্বা আদিষ্টাস্তু হরেণ বৈ ॥ ২৯ ॥ অন্ধকাসুরস্য রৌদ্রস্য পিবধ্বং রুধিরং দ্রুতম্। এতস্মিন্নন্তরে ব্যাস প্রজ্জ্বলজ্জ্বলনোপমঃ ॥ ৩০ ॥ অভয়ং শক্র মা ভৈস্ত্বং যত্রোবাচেতি শঙ্করঃ তত্র লিঙ্গং সমুদ্ভূতমভয়েশ্বরমুত্তমম্ ॥ ৩১ ॥ বন্দিতং দেবগন্ধর্ব্বৈঃ সিদ্ধবিদ্যাধরোরগৈঃ। তত্র স্নাত্বা শুচির্ভূত্বা সোপবাসো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৩২ ॥ অর্চ্চয়ে-

---

শূলেশ্বরদেবকে দর্শন করে, সে ব্রহ্মহত্যাপাপ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া জীবনান্তে সহস্র-বিমানে পরম পদে উন্নীত হয়। ঐ অন্ধকঘাতী শূল ভোগবতী পর্য্যন্ত গমনকরিয়াছিল,সেই স্থান হইতে রুধিরোদ্ভূত ঘোর বহুসংখ্যক অসুর উত্থিত হয়। ঐ অসুরগণ মহাবীর্য্য; তাহারা ঐ সময় চতুর্দ্দিক্ হইতে মহাদেবকে প্রহার করিতে থাকে। তাহাদের প্রহারে পীড়িত হইয়া মহাদেব সিংহনাদ করেন। ঐ সিংহনাদে পাপাত্মা অসুরগণ মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হয়। পরে উত্থিত হইয়া পুনরায় তাহারা মহাদেবকে তাড়িত করে। তখন ব্রহ্মাদিদেবগণ ভীত হইয়া তাহাদিগকে দুর্দ্দমনীয় মনে করেন এবং তাঁহারা তাহার প্রতিবিধানকল্পে এক মন্ত্রণাসভার আহ্বান করেন। ঐ সভায় "এক স্ত্রী সৃষ্টি করিতে হইবে" ইহাই নিরূপণ করিয়া ব্রহ্মা স্বয়ং হংসাসনা নাম্নী এক শুভা রমণী সৃজন করেন। ঐ রমণীর নাম চামুণ্ডা এবং তিনি চতুর্বক্ত্রা, চতুর্হস্তা, ব্রাহ্মণী। পুনরায় কুমার-কৌমারী শক্তি সৃজন করেন, ঐ শক্তি ময়ূরবর-বাহনা, রক্ত মাল্যাম্বর-ধরা, শক্তিকুক্কুট-ধারিণী, কৃষ্ণবর্ণা, করাল-দশনা, ধর্ম্মরাজবাহনস্বরূপা, দৈত্যদেহমথনী, দণ্ড-মুদ্গর-ধারিণী, ললাট-লোচনা, নীলা, কপাল-কর-ভূষিতা, সিংহাজিন-ধরা, সর্ব্ব-ভূষণ-ভূষিতা, কর্ত্রীহস্তা, খড়্গহস্তা,খেট-খট্বাঙ্গ ধারিণী এবং তাঁহার শরীরে চর্ম্ম, অস্থি ও কেশ বিরাজিত। তিনি চামুণ্ডা। পূর্ব্বে বটতরুর নিকটে লোকমাতৃকাগণ সৃষ্ট হইয়াছেন বলিয়া ইঁহারা জগতে বটমাতৃকা নামে বিখ্যাত। ঐ স্থানে শুচিভাবে স্নান করিয়া নর সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্তিলাভ করে এবং মাতৃ-লোকে পূজিত হয়।৬—২৫। হে মহামুনে! যেখানে দেবদেব সিংহনাদ করিয়াছিলেন, ঐ স্থানে দেব সিংহেশ্বর বিরাজমান। তদ্দর্শনে মানব সিংহবৎ বলবান্ হয়। যেখানে সিংহনাদ শুনিয়া দেবগণ কণ্টকিত হন, সেই স্থানে দেব কণ্টেশ্বর বিদ্যমান। ঐ তীর্থে নর স্নান ও দেবদর্শন করিয়া গ্রহ, ভূত ও পিশাচ হইতে কদাপি ভীত হয় না। অনন্তর মাতৃকাগণ অন্ধকাসুরের রুধির পান করিবার জন্য মহাদেব কর্ত্তৃক আদিষ্ট হন। হে ব্যাসদেব! এমন সময়ে প্রজ্বলিত অনলের ন্যায় ভগবান্ শঙ্কর যেখানে "হে শক্র! তোমার কোন ভয় নাই" বলিয়া শক্রকে অভয় প্রদান করেন, সেই স্থানে দেব-গন্ধর্ব্ব-সিদ্ধ-বিদ্যাধর-বন্দিত অভয়েশ্বর নামে উত্তম লিঙ্গ সমুদ্ভূত হন। ঐ স্থানে স্নানান্তে শুচি

দেবদেবেশমশ্বমেধফলং লভেৎ। ভূতপ্রেত-পিশাচেভ্যো ভয়ং তস্য ন বিদ্যতে ॥ ৩৩ ॥ সিংহযুক্তেন যানেন শিবলোকং স গচ্ছতি। অন্ধকস্য তু যা মায়া রক্তাসুরসমুদ্ভবা ॥ ৩৪ ॥ মাতৃভির্বধ্যমানাভিঃ ক্ষয়মাশু জগাম সা। দেব্যঃ পিবন্ত্যো রক্তৌঘং দৈত্যেয়তনুতশ্চ্যুতম্ ॥ ৩৫ ॥ ষট্তৃপ্তিং পরমাং জগ্মুর্ন তু তৃপ্তা ললাটজা। হতমায়ঃ শঙ্কস্ত ভিন্নশূলতনুচ্ছদঃ ॥ ৩৬ ॥ উত্তরাভিমুখং শূলমন্ধকো-হকর্ষয়দ্বলী। সন্নিরুদ্ধো মহাদেহো বারিতো গণপেন সঃ ॥ ৩৭ ॥ মহাবিনায়কঃ খ্যাতস্তস্মাল্লোকেহভবন্মুনে। দর্শনাত্তস্য দেবস্য ন বিঘ্নৈঃ পীড্যতে নরঃ ॥ ৩৮ ॥ মাসে মাসে চতুর্থ্যাং যো গণেশং পূজয়েদ্দ্বিজ। ন তস্য বিঘ্নং জায়েত ইহ লোকে পরত্র চ ॥ ৩৯ ॥ স্বেদবিন্দুরধো তস্য ললাটাদপতদ্ভুবি। তস্মাদঙ্গারকো জাতো রক্তমাল্যানুলেপনঃ ॥ ৪০ ॥ আবন্ত্যে বিষয়ে জাতো লোহিতাঙ্গো ধরাসুতঃ। অঙ্গারকস্ত রক্তাক্ষো মহাদেবসুতস্তথা ॥ ৪১ ॥ নামভিব্র্হ্মণা স্তুত্বা গ্রহমধ্যেহধিরোপিতঃ। তত্র তীর্থমথোৎপন্নমঙ্গারেশ্বরমুত্তমম্ ॥ ৪২ ॥ ব্রহ্মণা স্থাপিতং লিঙ্গং গণগন্ধর্ব্বসেবিতম্। শুচিস্তত্র চ যঃ স্নাতি নরো হ্যঙ্গারবাসরে ॥ ৪৩ ॥ দৃষ্ট্বাঙ্গারেশ্বরং সোহথ মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ। চতুর্থ্যাং মঙ্গলদিনে নক্তে চার্ঘ্যং নিবেদয়েৎ ॥ ৪৪ ॥ যাবৎ পূর্ণাশ্চতস্রঃ স্যুস্তাবৎ কার্য্যাঃ প্রযত্নতঃ। পঞ্চ বৈ করকাঃ কার্য্যাস্তাম্রপাত্রেণ সংযুতাঃ ॥ ৪৫ ॥ গুড়পীঠময়াঃ কার্য্যা রক্তবস্ত্রসমন্বিতাঃ। রক্তচন্দনসংযুক্তা রক্তপুষ্পৈশ্চ পূজিতাঃ ॥ ৪৬ ॥ তিলতণ্ডুলসম্পূর্ণমেকং তত্রৈব কারয়েৎ। দ্বিতীয়ং লড্ডুকৈশ্চৈব তৃতীয়ং পয়সা তথা ॥ ৪৭ ॥ উত্তরীভিশ্চতুর্থং চ পঞ্চমং মূলকৈস্তথা। কৃত্বা হ্যেবং বিধানেন মন্ত্রেণার্ঘ্যং নিবেদয়েৎ ॥ ৪৮ ॥ কুজায় লোহিতাঙ্গায় গ্রহমধ্যস্থিতায় চ। কার্ত্তিকেয়ানুরূপায় সুরূপায় নমো নমঃ ॥ ৪৯ ॥ শিবললাটসম্ভূত ধরণীগর্ভসম্ভব। রূপার্থং ত্বাং প্রপন্নোহস্মি গৃহাণার্ঘ্যং নমোহস্তু তে ॥ ৫০ ॥ জলিতাঙ্গারবর্ণাভ স্নিগ্ধবিক্রমভাসুর। পুত্রার্থী ত্বাং প্রপন্নোহস্মি গৃহাণার্ঘ্যং ধরাত্মজ ॥ ৫১ ॥ আবন্ত্যমণ্ডলে জাতো ধরণ্যাং চ শিবেন বৈ। পুত্রং দেহি ধনং দেহি যশো দেহি নমোহস্তু তে ॥ ৫২ ॥ এবং সম্পূজিতো

হইয়া তত্রত্য দেবদেবের অর্চ্চনা করিলে অশ্বমেধ-ফল লাভ হয়; ভূত প্রেত পিশাচ হইতে কোন ভয় থাকে না; সে সিংহযুক্ত যানে শিবলোকে গমন করে। রক্তাসুর-সমুদ্ভবা যে অন্ধক-মায়া, তাহা যুধ্যমান মাতৃকাগণ দ্বারা আশু বিনষ্ট হয়। তাঁহারা দৈত্যতনুপরিস্রুত রুধির সমস্ত পান করিতে থাকেন। ইহাতে তাঁহাদের মধ্যে ষট্-মাতৃকা পরমা তৃপ্তি লাভ করেন; কিন্তু ললাটজাতা মাতৃকা তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন না। তখন বিগত-মায়, ভিন্ন শূল-তনুচ্ছদ বলবান্ অন্ধক উত্তরাভিমুখে শূল আকর্ষণ করিতে থাকে; ঐ সময় ঐ মহাকায় গণপতি কর্ত্তৃক নিবারিত হয়। এই জন্যই ঐ স্থানের দেবতা মহাবিনায়ক নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ঐ দেবের দর্শনে নর কোন বিঘ্ন দ্বারা পীড়িত হয় না। হে দ্বিজ! মাসে মাসে চতুর্থী তিথিতে ঐ স্থানে গণেশের যে পূজা করে, তাহার ইহ পরকালে কখন কোন বিঘ্ন হয় না। যেখানে অন্ধকের ললাট হইতে স্বেদবিন্দু ভূতলে পতিত হয়, ঐ স্থানে রক্তমাল্যভূষিত অঙ্গারক নামে দেব প্রাদুর্ভূত হন। লোহিতাঙ্গ ধরাসুত অবন্তীপ্রদেশে জন্ম গ্রহণ করেন। উনি অঙ্গারক, রক্তাক্ষ ও মহাদেব-সুত প্রভৃতি নামে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক স্তুত হইয়া গ্রহ-মধ্যে অধিরোপিত হন। এ জন্য ঐ স্থানে অঙ্গারেশ্বর নামক দেব প্রকাশিত হন। ঐ লিঙ্গ ব্রহ্মা কর্ত্তৃক সংস্থাপিত এবং গণ-গন্ধর্ব্বগণ কর্ত্তৃক সেবিত। যে নর স্নানান্তে শুচিভাবে অঙ্গারেশ্বর দর্শন করে, সে সর্ব্বপাতক হইতে মুক্তি লাভ করে। মঙ্গলবার চতুর্থীতে ঐ স্থানে রাত্রিকালে দেবদেবকে অর্ঘ্য প্রদান করিবে। যাবৎ না চারিটী করকা পূর্ণ হয়, তাবৎ অর্ঘ্য নির্ম্মাণ করিবে। তাম্রময় পাঁচটী করকা করিবে। ঐ করকা গুড়-পীঠময়, রক্তবস্ত্র-সমন্বিত, রক্তচন্দনযুক্ত এবং রক্ত পুষ্প দ্বারা পূজিত হইবে।২৬—৪৬। অর্ঘ্য সকলের মধ্যে প্রথম অর্ঘ্যটী তিল-তণ্ডুল পূর্ণ, দ্বিতীয়টী লড্ডুকপূর্ণ, তৃতীয়টী দুগ্ধপূর্ণ, চতুর্থটী উত্তরীপূর্ণ এবং পঞ্চমটী মূলকপূর্ণ করিবে! এই বিধানে অর্ঘ্য নির্ম্মাণ করিয়া বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে নিবেদন করিবে; যথা—হে কুজ, লোহিতাঙ্গ, গ্রহমধ্যস্থিত, কার্ত্তিকেয়ানুরূপ, সুরূপ! তোমাকে নমস্কার, নমস্কার। হে শিব-ললাট-সম্ভূত, ধরণীগর্ভসম্ভব! রূপের নিমিত্ত তোমার শরণাপন্ন হইতেছি, অর্ঘ্য গ্রহণ কর; তোমাকে নমস্কার। হে জলিতাঙ্গারবর্ণাভ, স্নিগ্ধ-বিক্রম-ভাসুর! আমি পুত্রার্থী হইয়া তোমার শরণাগত হইতেছি; হে ধরাত্মজ! অর্ঘ্য গ্রহণ

ভৌমশ্চতুর্থ্যাং মুনিসত্তম। ভুক্ত্বা ভোগাংস্তথা পুত্রান্ প্রাপ্য বৈ ক্ষিতিমণ্ডলে। ৫৩। মৃতঃ স্বর্গমবাপ্নোতি যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ। ৫৪।

ইতি শ্রীস্কান্দেঽঙ্গারক-চতুর্থীব্রতমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ। ৩৭।

অষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

সনৎকুমার উবাচ। নাস্তি শেষং যদা রক্তং পীয়মানং চ রক্ষসঃ। চামুণ্ডায়াস্ততো রক্তমভূদাস্যং চ ভাস্বরম্। ১। কৃষ্ণং কৃতান্তকল্পাস্যং করালদশনাধরম্। প্রজ্বলত্যন্ধকে শান্তং জ্বলৎকেশরলোচনম্। ২। ঘর্ঘরনির্ঘোষস্ফীতফেৎকারবিস্বরম্। তার্ক্ষ্যপক্ষকৃতাপীড়ং তীক্ষ্ণদংষ্ট্রাঙ্কুরোজ্জ্বলম্। ৩। তস্মিন্মুখে কপালাগ্রং নিধায় রুষিতাননা। অপিবদ্রুধিরং চণ্ডী চণ্ডদোর্দ্দণ্ডমণ্ডিতা। ৪। তয়া পিবন্ত্যা দৈত্যেন্দ্রঃ শরীরে কৃশতাং গতঃ। ক্ষয়ং নিন্যেঽথ সঙ্কীর্ণঃ ক্ষুদ্রক্ষুভিতবীক্ষণঃ। ৫। ইত্থং নির্ব্বীর্য্যদেহোঽসৌ বভূবান্ধকদানবঃ। সর্ব্বাং সংহৃত্য মায়াং যো বলং ক্ষীণমথাকরোৎ। ৬। তীব্রং ভয়ং সমাসাদ্য প্রাণত্রাণপরায়ণঃ। নান্যাং গতিং লোকে দৈত্যস্তুষ্টাব শঙ্করম্। ৭। কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা রোমাঞ্চিতশরীরকঃ। সাত্ত্বিকং ভাবমাপন্নস্ত্যক্ত্বা চৈব রজস্তমঃ। ৮। লোকানাং কারণং দেবং বিবুধাধিপতিং প্রভুম্। শব্দযুক্ত্যান্বিতো ভক্ত্যা নির্ম্মলেনান্তরাত্মনা। ৯। শ্লাঘ্যং শিবং চ তুষ্টাব দেবং চন্দ্রার্দ্ধশেখরম্। ১০। অন্ধক উবাচ। কৃৎস্নস্য যোঽস্য জগতঃ সচরাচরস্য কর্ত্তা কৃতস্য চ তথা সুখদুঃখদাতা। সংসারহেতুরপি যঃ পুনরন্তকালে তং শঙ্করং শরণদং শরণং ব্রজামি। ১১। যং যোগিনাং বিগতমোহতমোরজস্কা ভক্ত্যৈকতানমনসা বিনিবৃত্তকামাঃ। ধ্যায়ন্তি যেঽখিলধিয়োঽমিতদিব্যভূতিং তং শঙ্করং শরণদং শরণং ব্রজামি। ১২। যশ্চন্দ্রখণ্ডমমলং বিলসন্ময়ূখং বদ্ধা সদা সুরসরিচ্ছিরসা বিভর্ত্তি। যস্যার্দ্ধদেহমভজদ্গিরিরাজপুত্রী তং শঙ্করং শরণদং শরণং ব্রজামি। ১৩। যঃ সিদ্ধচারণনিষেবিতপাদপদ্মো

কর। হে শিবকর্ত্তৃক ধরণীমধ্যস্থ অবন্তীমণ্ডলে জাত! তুমি আমায় পুত্র দাও, ধন দাও, যশ দাও, তোমাকে নমস্কার। হে মুনিসত্তম! যে মানব এই প্রকারে চতুর্থী তিথিতে ভৌম দেবের পূজা করে, সে সমস্ত ভোগ ও বহু পুত্র লাভ করিয়া জীবনান্তে চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের স্থিতিকালপরিমিত কাল স্বর্গলোক ভোগ করে। ৪৭—৫৪।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৭।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়।

সনৎকুমার বলিলেন,—যখন চামুণ্ডা অন্ধকের রুধির পান করিয়া শেষ করিতে পারিলেন না, তখন তাঁহার বদন রক্তবর্ণ, ভাস্বর, ও কৃতান্তবক্ত্রবৎ করাল হইয়া উঠিল। অন্ধক উত্তেজিত হইলে তাঁহার শান্ত লোচন প্রজ্বলিত অনলের ন্যায় হইয়া উঠিতে লাগিল। তাঁহার বদন-কমল হইতে ঘোর ঘর্ঘর নির্ঘোষের সহিত বিস্বর স্ফীত ফেৎকার নির্গত হইতে লাগিল। তিনি মস্তকে তার্ক্ষ্য-পক্ষের চূড়া বাঁধিয়াছিলেন; এবং তীক্ষ্ণ দংষ্ট্রাঙ্কুরে তাঁহার আনন উজ্জ্বল হইয়াছিল। ঐ চণ্ডদোর্দ্দণ্ড-মণ্ডিতা চণ্ডী তখন রুষিতাননে কপাল-পাত্র দ্বারা রুধির পান করিতে লাগিলেন। তিনি এইরূপে রুধির পান করিতে থাকিলে তখন দৈত্যেন্দ্রের শরীর কৃশ হইয়া আসিল। দৈত্যেন্দ্রের অক্ষিযুগল ক্ষীণ, ক্ষুদ্র ও ক্ষুভিত হইল। এইরূপে দৈত্য নির্বীর্য্য হইলে সে তাহার সকল মায়া সংহার করিয়া ক্ষীণবল হইয়া পড়িল। ১—৬। তীব্রভয়ে প্রাণ-ত্রাণপরায়ণ হইয়া গত্যন্তর না দেখিয়া দৈত্য তখন রোমাঞ্চিত শরীরে সাত্ত্বিক ভাব অবলম্বন করত কৃতাঞ্জলি-পুটে লোক-কারণ দেব দেবাধিদেব প্রভু চন্দ্রার্দ্ধ-শেখরের স্তব করিতে লাগিল; সে বলিল,—যিনি এই সচরাচর জগতের কর্ত্তা, সুখ-দুঃখ-দাতা, এবং যিনি অন্তকালে সংহারের হেতু, আমি সেই শরণদ শঙ্করের শরণ প্রাপ্ত হইলাম। বিগতমোহতমোরজস্ক ভক্তিনিরতচিত্ত নিবৃত্ত-কাম নিখিলধীসম্পন্ন যোগিগণ যাঁহাকে ধ্যান করেন; আমি সেই দিব্যমূর্ত্তি শরণদ শঙ্করের শরণ প্রাপ্ত হইলাম। যিনি স্ফুরিত-ময়ূখ অমল চন্দ্রখণ্ড এবং সুর-সরিৎ মস্তকে ধারণ করিয়াছেন; গিরিরাজপুত্রী যাঁহার ভজনা করেন, আমি সেই শরণদ শঙ্করের শরণ প্রাপ্ত হইলাম। সিদ্ধচারণ-গণ যাঁহার পাদপদ্ম

গঙ্গাং মহোর্ম্মিবিষমাং গগনাৎপতন্তীম্। মূর্দ্ধ্না দধে স্রজমিব ত্রিজগৎ পুনন্তীং তং শঙ্করং শরণদং শরণং ব্রজামি। ১৪। কৈলাসশৈলশিখরং প্রবিকম্প্যমানং কৈলাসশৃঙ্গসদৃশেন দশাননেন। যঃ পাদপদ্মপরিপীড়নসেব্যমানস্তং শঙ্করং শরণদং শরণং ব্রজামি। ১৫। দক্ষাধ্বরে চ নয়নে চ তথা ভগস্য পূষ্ণস্তথা দশনপঙ্ক্তিমশাতয়দ্ যঃ। ব্যষ্টম্ভয়ৎ কুলিশহস্তমথেন্দ্রমীশং তং শঙ্করং শরণদং শরণং ব্রজামি। ১৬। যেনাসকৃদ্দিতিসুতাশ্চ দনোঃ সুতাশ্চ বিদ্যাধরোরগগণাশ্চ বরৈঃ সমগ্রৈঃ। সংযোজিতা মুনিবরাঃ ফলমূলভক্ষাস্তং শঙ্করং শরণদং শরণং ব্রজামি। ১৭। এবং কৃতেঽপি বিষয়েষ্বপি সক্তভাবা জ্ঞানেন চ শ্রুতগুণৈরপি তেন যুক্তাঃ। যং সংশ্রিতাঃ সুখভুজঃ পুরুষা ভবন্তি তং শঙ্করং শরণদং শরণং ব্রজামি। ১৮। ব্রহ্মেন্দ্রবিষ্ণুমরুতাঞ্চ সষণ্মুখানাং যোঽদাদ্বরান্ সুবহুশো ভগবান্মহেশঃ। সুতঞ্চ মৃত্যুবদনাৎ পুনরুজ্জহার তং শঙ্করং শরণদং শরণং ব্রজামি। ১৯। আরাধিতস্তু তপসা হিমবন্নিকুঞ্জে ধূম্রব্রতেন তপসা চ পরৈরগম্যঃ। সঞ্জীবনীং সমদদাদ্ভৃগবে মহাত্মা তং শঙ্করং শরণদং শরণং ব্রজামি। ২০। ক্রীড়ার্থমেব ভগবান্ ভুবনানি সপ্ত নানানদীবিহগপাদপমণ্ডিতানি। সব্রহ্মকাণ্ড সসৃজে সুকৃতাভিধানি তং শঙ্করং শরণদং শরণং ব্রজামি। ২১। যঃ সব্যপাণিকমলাগ্রনখেন দেবস্তৎপঞ্চমং প্রসভমেব করালরূপম্। ব্রাহ্মং শিরস্তরণিপদ্মনিভং চকর্ত্ত তং শঙ্করং শরণদং শরণং ব্রজামি। ২২। যে ত্বাং সুরোত্তমগুরুং পুরুষা বিমূঢ়া জানন্তি নাস্য জগতঃ সচরাচরস্য। ঐশ্বর্য্যমানবিগমেহনুশয়েন পশ্চাত্তে যাতনামনুভবন্তি যথাহমেব। ২৩। যঃ পঠেৎ স্তুতিমিমাং শুচিকর্ম্মা যঃ শৃণোতি সততং শিবভক্তঃ। বিপ্রসংসদি সদা শুভকর্ম্মা স প্রযাতি শিবলোকমখণ্ডম্। ২৪। সনৎকুমার উবাচ। তস্যৈবং স্তুবতো দেবঃ শূলপাণির্বৃষধ্বজঃ। পূর্ণে বর্ষশতস্যান্তে প্রীতঃ প্রোবাচ শঙ্করঃ। ২৫। পুত্র তুষ্টোঽস্মি ভদ্রং তে জাতস্ত্বং নির্ম্মলোঽধুনা। দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মাং বিগতজ্বরঃ। ২৬। যচ্চ তে মনসা বাপি কিঞ্চিচ্চ কাঙ্ক্ষিতং ফলম্। তত্তৎসর্ব্বং প্রদাস্যামি ব্রূহি দানবসত্তম। ২৭। দানব উবাচ। ব্রাহ্মং বৈষ্ণবমৈন্দ্রং বা পদমাবৃত্তিলক্ষণম্। বিদিতং

সেবা করেন, গগন-পতিতা মহোর্ম্মিবিষমা জগৎপাবনী গঙ্গাকে যিনি মালার ন্যায় মস্তকে ধারণ করিয়াছেন, আমি সেই শরণদ শঙ্করের শরণ প্রাপ্ত হইলাম। দশানন কর্ত্তৃক প্রকম্পিত কৈলাস-শৈল-শিখর, যিনি পাদপদ্ম-পীড়নে স্থিরীকৃত করিয়াছিলেন; আমি সেই শরণদ শঙ্করের শরণ প্রাপ্ত হইলাম। যিনি দক্ষাধ্বরে ভগ সূর্য্যের চক্ষু ও পূষা সূর্য্যের দন্তপঙ্ক্তি ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন এবং বজ্রহস্ত ইন্দ্রকে তাড়িত করিয়াছিলেন; আমি সেই সরণদ শঙ্করের শরণ প্রাপ্ত হইলাম। যিনি বার বার দিতিসুত, দনুসুত, বিদ্যাধর, উরগগণ, ও মুনিগণকে বর প্রদান করেন; আমি সেই শরণদ শঙ্করের শরণ প্রাপ্ত হইলাম। সুখেচ্ছু পুরুষগণ ভক্তিভাবে যাঁহার পাদপদ্ম আশ্রয় করেন; আমি সেই শরণদ শঙ্করের শরণ প্রাপ্ত হইলাম। যিনি ষণ্মুখের সহিত ব্রহ্মেন্দ্রাদি দেবতাকে বর প্রদান করিয়াছেন এবং যিনি নিজ সুতকে মৃত্যুকবল হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, আমি সেই শরণদ শঙ্করের শরণ প্রাপ্ত হইলাম। যিনি হিমবন্নিকুঞ্জে আরাধিত হইয়া ভৃগুকে সঞ্জীবনী বিদ্যা প্রদান করেন; আমি সেই শরণদ শঙ্করের শরণাপন্ন হইলাম। যিনি ক্রীড়ার্থ নদী-বিহগ-পাদপসঙ্কুল এই ব্রহ্মাণ্ড সৃজন করিয়াছেন, আমি সেই শরণদ শঙ্করের শরণ প্রাপ্ত হইলাম। যিনি সব্য পাণির নখাগ্র দ্বারা ব্রহ্মার মস্তক কর্ত্তন করিয়াছিলেন, আমি সেই শরণদ শঙ্করের শরণ প্রাপ্ত হইলাম। যে ঐশ্বর্য্যভোগী বিমূঢ় ব্যক্তি ঐ সুরোত্তমগুরু মহেশকে জানিতে পারে না, সে আমারই মত যাতনা অনুভব করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি শুচিভাবে এই স্তব পাঠ বা বিপ্রসভায় শ্রবণ করে, সে অখণ্ড শিবলোকে গমন করিয়া থাকে। সনৎকুমার বলিলেন,—অন্ধক এইরূপে শঙ্করের স্তব করিলে প্রভু শঙ্কর শত বর্ষের পর প্রীত হইয়া তাহাকে বলিলেন,—পুত্র! আমি তোমার প্রতি তুষ্ট হইয়াছি, তোমার মঙ্গল হউক; তুমি অধুনা নির্ম্মল হইয়াছ। তোমাকে দিব্য চক্ষু প্রদান করিলাম, বিগতজ্বর হইয়া আমাকে দর্শন কর। হে দানবসত্তম! যাহা তোমার মনোগত, যাহা কাঙ্ক্ষিত, তাহা তুমি বল, আমি তোমায় প্রদান করিতেছি; দানব বলিল,—ব্রাহ্ম্য, বৈষ্ণব ও ঐন্দ্রপদ আবৃত্তিরহিত নয়; ইহা আমি জানি; আমি ঐ সকল পদ

মম তৎসর্ব্বং মনাগপি ন কাঙ্ক্ষয়ে ॥ ২৮ ॥ যদি তুষ্টোঽসি দেবেশ গাণপত্যং দদস্ব মে। সবিশেষং বিশুদ্ধঞ্চ তদক্ষয্যঞ্চ সর্ব্বদা ॥ ২৯ ॥ মহাদেব উবাচ। অমরো জরয়া ত্যক্তঃ সর্ব্বদুঃখবিবর্জ্জিতঃ। ভবিষ্যসি গণাধ্যক্ষঃ সর্ব্বলোকনমস্কৃতঃ ॥ ৩০ ॥ কামরূপো মহাযোগী মহাসত্ত্বো মহাবলঃ। অণিমাদিগুণৈর্যুক্তঃ প্রিয়শ্চ মম সর্ব্বদা ॥ ৩১ ॥ সনৎকুমার উবাচ। ততশ্চ সোঽন্ধকঃ শ্রীমান্ বরাল্লব্ধা সুদুর্লভান্। মহাদেবগণো ভূত্বা তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ৩২ ॥ গতেঽন্ধকে ততো দেব্যো ব্রহ্মাণ্যাদ্যাঃ সমাগতাঃ। স দেবো যত্র ভগবানন্ধকস্য বরপ্রদঃ ॥ ৩৩ ॥ তাস্তুষ্টুবুর্মহাদেবমথ তুষ্টো মহেশ্বরঃ। চামুণ্ডা চ মহেশেন সমাশ্বস্তা শিবাভবৎ ॥ ৩৪ ॥ শঙ্করং প্রণতং দৃষ্ট্বা তাসাং মধ্যে ব্যবস্থিতম্। ব্রহ্মাদয়োঽপি তে হৃষ্টাস্তুষ্টুবুর্বিবিধৈঃ স্তবৈঃ ॥ ৩৫ ॥ প্রশান্তাস্তা যদা দৃষ্টাঃ শম্ভুনা রুধিরাশনাঃ। তদা'বাচদিদং বাক্যং তাসাং স্থিত্যর্থমুত্তমম্ ॥ ৩৬ ॥ আবন্ত্যো বিষয়ে সর্ব্বা যস্মাজ্জাতা মহাবলাঃ। আবন্ত্যমাতরস্তস্মাৎ খ্যাতা লোকে ভবিষ্যথ ॥ ৩৭ ॥ অবন্ত্যাং প্রীতিসম্পন্নাঃ সর্ব্বপাপপ্রণাশিনীঃ। স্থিরা বসন্ত্যো লোকানাং বরদাশ্চ ভবিষ্যথ ॥ ৩৮ ॥ শ্রাবণস্য তু মাসস্য অমাবাস্যাং সমাহিতাঃ। যে দ্রক্ষ্যন্তি সদা ভক্ত্যা তেষাং লোকা মহোদয়াঃ ॥ ৩৯ ॥ অপুত্রো লভতে পুত্রান্ ধনার্থী লভতে ধনম্। রূপবান্ সুভগো ভোগী সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ ॥ ৪০ ॥ হংসযুক্তেন যানেন পিতৃলোকে মহীয়তে। পুরীমিমাঞ্চ রক্ষধ্বং কল্পেকল্পে ক্রমেণ তু ॥ ৪১ ॥ এবমুক্ত্বা তু দেবেশো গতঃ কৈলাসপর্ব্বতম্। স্তূয়মানো গণৈ রৌদ্রৈর্দৈত্যামরগণেশ্বরৈঃ ॥ ৪২ ॥ অসুরসুরগণানাং নায়কস্যানুকীর্ত্তিং কথয়তি কথনীয়াং শ্রদ্ধয়া যঃ শৃণোতি। সকলসুখনিধানং রুদ্রলোকং স কান্তং সুরগণদনুনাথৈরর্চ্চিতং যাত্যনন্তম্ ॥ ৪৩ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দেঽন্ধকবৃত্তান্তবর্ণনং নামাষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৮ ॥

একোনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ। ভগবন্ ক্ষেত্রমাহাত্ম্যং কথিতঞ্চ যথাতথম্। তীর্থানামুত্তমং তীর্থং পুণ্যানাং পুণ্য-

---

প্রার্থনা করিও না। হে দেবেশ! যদি আমার প্রতি তুষ্ট হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাকে গাণপত্য প্রদান করুন। ঐ গাণপত্য বিশুদ্ধ ও অক্ষয়। মহাদেব বলিলেন,—হে দানব! তুমি অমর, জরারহিত, দুঃখবর্জ্জিত, গণাধ্যক্ষ, সর্ব্বলোকনমস্কৃত, কামরূপ, মহাযোগী, মহাসত্ত্ব, মহাবল, অণিমাদিগুণযুক্ত ও সর্ব্বদা আমার প্রিয় হইবে। সনৎকুমার বলিলেন,—অনন্তর শ্রীমান্ অন্ধক দুর্লভ বর লাভানন্তর সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইল। অন্ধক গমন করিলে ব্রহ্মাণ্যাদি দেবীগণ আগমন করিলেন—যেখানে অন্ধকবর-প্রদাতা ভগবান্ দেবদেব বিরাজিত ছিলেন। মাতৃকাগণ দেব মহেশের স্তব করিলেন। মহেশ তাহাতে তুষ্ট হইলেন। চামুণ্ডা মহেশ কর্তৃক সমাশ্বস্তা হইয়া শিবা হইলেন। মহেশ তখন মাতৃকাগণসন্নিধানে প্রণত হইলেন। তাহা দেখিয়া ব্রহ্মাদি দেবগণ হৃষ্ট হইয়া স্তব করিতে লাগিলেন। মাতৃকাগণ রুধিরপানে হৃষ্ট ও প্রশান্ত হইলে তখন মহাদেব বলিলেন,—হে মহাবলাগণ! যেহেতু তোমরা আবন্ত্যবিষয়ে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ, অতএব তোমরা আবন্ত্যমাতৃকা নামে খ্যাতি লাভ করিবে। হে মাতৃকাগণ! তোমরা প্রীতি সহকারে এই অবন্তীপুরে বাস করিয়া সকলের পাপ নাশ কর এবং সকলের প্রতি বরপ্রদা হও। শ্রাবণমাসের অমাবস্যা তিথিতে যে মানব সমাহিত ভাবে মাতৃকাগণকে দর্শন করিবে, সে মহৎ লোক লাভ করিবে, অধিকন্তু অপুত্র হইলে পুত্র, ধনার্থী হইলে ধন এবং রূপসুভগত্ব, ভোগশালিত্ব ও সর্ব্বশাস্ত্রপারদর্শিত্ব লাভ করিয়া হংসযুক্ত বিমানে পিতৃলোকে গমন করিয়া পূজিত হইবে। হে দেবীগণ! তোমরা কল্পে কল্পে এই পুরী রক্ষা কর। গণাদিপরিবৃত দেবদেব এই কথা বলিয়া কৈলাস পর্ব্বতে গমন করিলেন। যে ব্যক্তি এই সুরাসুরনায়ক দেবদেবের গুণকীর্ত্তি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রবণ করে, সে সকল সুখনিদান সুরাসুরগণ-গণপূজিত কমনীয় রুদ্রলোকে গমন করিয়া থাকে। ২১—৪৩।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৮।

ঊনচত্বারিংশ অধ্যায়।

ব্যাসদেব বলিলেন,—হে ভগবন্! আপনি ক্ষেত্রমাহাত্ম্য ও পুণ্যবর্দ্ধন উত্তম তীর্থমাহাত্ম্য যথাযথ

বর্দ্ধনম্॥ ১॥ কতি সন্ত্যত্র তীর্থানি লিঙ্গানি চ তথা কতি। কথয়স্ব প্রসাদেন পৃচ্ছতো মম সাম্প্রতম্॥ ২॥ সনৎকুমার উবাচ। ষষ্টিকোটিসহস্রাণি ষষ্টিকোটিশতানি চ। মহাকালবনে ব্যাস লিঙ্গসংখ্যা ন বিদ্যতে॥ ৩॥ অকামো বা সকামো বা জায়তে যোঽত্র মানবঃ। মহাকালবনে রম্যে শিবলোকে মহীয়তে॥ ৪॥ কৃতকামানি তীর্থানি প্রাসাদায়তনানি চ। তেষু স্নাত্বা শুচির্ভূত্বা শিবলোকে মহীয়তে॥ ৫॥ পুণ্যানি সর্ব্বতীর্থানি সিদ্ধিক্ষেত্রাণি সর্ব্বতঃ। তেষাং মুখ্যতমং বিদ্ধি ক্ষেত্রং তীর্থং তথোত্তমম্॥ ৬॥ যঃ শৃণোতি মহাভক্ত্যা স যাতি পরমাং গতিম্॥ ৭॥

ইতি শ্রীস্কান্দে মহাকালবনমাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈকোনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৩৯॥

চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ। ভগবন্ ভবতা সর্ব্বং ভবভীতিবিনাশকম্। ঈশ্বরস্থানমাখ্যাতং সমন্তাৎ সাগ্রযোজনম্॥ ১॥ যত্র ক্ষেত্রে মৃতা মর্ত্ত্যাঃ সদাচারাস্তথোত্তমাঃ। বিমানস্থাঃ পুরে নূনমৈশ্বরে তে বসন্তি চ॥ ২॥ যত্র কীটপতঙ্গাদ্যা মৃতা যান্তি পরাং গতিম্। কিং তীর্থং পুণ্যমন্যচ্চ মহাকালবনাদৃতে॥ ৩॥ তস্মাদ্ব্রূহি মমৈকং তু প্রশ্নং তথ্যেন সাম্প্রতম্। কথং কনকশৃঙ্গেতি খ্যাতা হ্যেষা পুরা মুনে॥ ৪॥ কুশস্থলী কথং নাম তথাবন্তী কথং স্মৃতা। পদ্মাবতী কথং সাধো কথমুজ্জয়িনী তথা॥ ৫॥ নাম্নাং হেতুমথো তেষাং ব্রূহি ত্বং মুনিসত্তম॥ ৬॥ সনৎকুমার উবাচ। শৃণু ব্যাস প্রবক্ষ্যামি যথা পূর্ব্বং বিরিঞ্চিনা। কথিতং বামদেবায় গৌরকল্পে পুরাতনে॥ ৭॥ মহেশেন ভগবতা বিধিশ্চৈবাত্র হেতুতঃ। পৃষ্টস্তু স্বচ্যুতানাং চ কুতো নিবসতাং সুখম্॥ ৮॥ স্বর্গপ্রাপ্তিশ্চ ভবতি স্বেচ্ছাচারবিহারিণাম্। কোঽতিপুণ্যতমঃ শ্রেষ্ঠঃ প্রদেশঃ পাপদারকঃ॥ ৯॥ কুতো নিবর্ত্তিতং চিত্তং জায়তে বসতাং কচিৎ। বসতামপি লোকে শমৈহিকং পারলৌকিকম্। এতন্মে ভগবন্ ব্রূহি হিতার্থং সর্ব্বদেহিনাম্॥ ১০॥ সনৎকুমার উবাচ। এবমাদৌ পুরা কল্পে প্রোক্তঃ শ্রেষ্ঠঃ স শম্ভুনা॥ ১১॥ প্রোবাচ পার্ব্বতীকান্তং প্রভুঃ প্রীতঃ পিতামহঃ।

কীর্ত্তন করিলেন; কিন্তু এখানে কত তীর্থ, এবং কত লিঙ্গ আছে, তাহা সম্প্রতি অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। সনৎকুমার বলিলেন,- ব্যাসদেব! এই মহাকালবনে ষষ্টিসহস্র এবং ষষ্টিশত লিঙ্গসংখ্যা বিরাজিত। ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় যে মানব এই তীর্থে গমন করে, সে শিবলোকে পূজিত হয়। কামপ্রদ প্রাসাদ, তীর্থ ও আয়তন সকলে স্নানান্তে শুচি হইয়া মানব শিবলোকে পূজিত হয়। ঐ স্থানের সকল তীর্থই সিদ্ধক্ষেত্র এবং পুণ্যময়। ঐ সকলের মধ্যে ক্ষেত্রতীর্থই উত্তম। এই তীর্থের মাহাত্ম্য যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক শ্রবণ করে, সে পরম গতি লাভ করিয়া থাকে। ১—৭।

উনচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৯।

চত্বারিংশ অধ্যায়।

ব্যাস কহিলেন,—হে ভগবন্! আপনি ভবভীতি-বিনাশক সকল তীর্থ কীর্ত্তন করিলেন; কিন্তু যে ক্ষেত্রে সদাচার মর্ত্ত্যগণ মৃত হইয়া বিমানারোহণে ঈশ্বরপুরে গমন করে, এবং তথায় বাস করে, যে ক্ষেত্রে কীট-পতঙ্গাদিও জীবনান্তে পরা গতি লাভ করে, মহাকালবন ব্যতীত এমন কোন্ তীর্থ আছে? তাহা আপনি আমায় বলুন। সম্প্রতি ইহাই আমার একমাত্র প্রশ্ন। আরও এক কথা এই যে, কি জন্য এই পুরীর কনকশৃঙ্গা, কুশস্থলী, অবন্তী, পদ্মাবতী ও উজ্জয়িনী নাম হইল? হে মুনিসত্তম! এই সকল নামের হেতু কি, তাহা আপনি আমায় বলুন ১—৬। সনৎকুমার বলিলেন —হে ব্যাসদেব! পূর্ব্বে মহেশ, বিধিকে প্রশ্ন করেন যে, স্বর্গচ্যুত ব্যক্তিগণ কোথায় বাস করিলে সুখী হয়? কোথায় বাস করিলে স্বেচ্ছাচারবিহারীদিগেরও স্বর্গপ্রাপ্তি হয়? কোন্ প্রদেশ অতি পুণ্যতম ও পাপহারক? কোথায় বাস করিলে মানব চিত্তনির্ব্বৃতি লাভ করে? এবং কোথায় বাস করিলে মানবের ঐহিক ও পারলৌকিক ফল লাভ হয়? সর্ব্বদেহীর হিতের নিমিত্ত ইহা আমাকে বলুন। সনৎকুমার কহিলেন,—ভগবান্ বিধি পুরাতন কল্পে মহেশ কর্ত্তৃক এইরূপই পৃষ্ট হইয়াছিলেন; শম্ভু প্রশ্ন করিলে প্রীত পিতামহ তাঁহাকে বলিলেন,—

ভগবন্ সর্ব্বকর্ত্তা ত্বং সর্ব্বদর্শী সদাশিবঃ ॥ ১২ ॥ অজ্ঞানন্নিব ত্বং সর্ব্বং মাং পৃচ্ছসি সনাতন। যত্র কল্পান্তকো বহ্নিরবিজ্ঞাতঃ প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ১৭ ॥ ত্বমেব চ মহাকালঃ সর্ব্বং বৈ জ্ঞায়তে ত্বয়া। নাথ যে মানবাস্তত্র সদাচারাস্তথাপরে ॥ ১৪ ॥ নিবসন্তি ন তে মর্ত্ত্যাঃ সুরাস্তে বৈ ন সংশয়ঃ। লভন্তে চ পুনঃ স্বর্গং মৃতা বৈ কালপর্য্যয়ে ॥ ১৫ ॥ বর্ত্ততে চ পুরী তত্র রম্যহর্ম্ম্যা সুশোভনা। যস্যাং ভান্তি বিচিত্রাণি হর্ম্ম্যাণি বিবিধানি চ ॥ ১৬ ॥ স্বর্ণশৃঙ্গাশ্চ *প্রাসাদা বিহিতা বিশ্বকর্ম্মণা। দেবাঃ সন্তি সদা* তত্র তীর্থানি বিবিধানি চ ॥ ১৭ ॥ পূর্ব্বকল্পে স্থিতোঽহং চ যত্র ত্বং কেশবস্তথা। তামেব চ পুরীং দ্রষ্টুং সর্ব্বে লোকা হ্যবন্তিকাম্ ॥ ১৮ ॥ তথা দেবর্ষয়ঃ সিদ্ধা যক্ষকিন্নরদানবাঃ। আজগ্মুঃ স্থাণুনা সার্দ্ধং বেধসা ব্রহ্মযোনিনা ॥ ১৯ ॥ তথৈব চ বরা নার্য্যো দেবানামতিবল্লভাঃ। সমাপেতুঃ সহস্রাণি দ্রষ্টুমত্যদ্ভুতাং পুরীম্ ॥ ২০ ॥ আগত্য চ যদা দেবঃ সহ দেবৈর্ম্মহেশ্বরঃ। বীক্ষতে নগরীং রম্যামপশ্যদাবৃতাং তথা ॥ ২১ ॥ প্রাসাদৈঃ স্বর্ণশৃঙ্গাঢ্যৈর্ম্মণিরত্নবিভূষিতৈঃ। বিশ্বরূপো হি ভগবান্ রাজা বিশ্বৈকনায়কঃ ॥ ২২ ॥ তত্রাস্তে শোভনে দিব্যে প্রাসাদে মণিভূষিতে। সেব্যমানঃ সুরৈঃ সিদ্ধৈর্ম্মুনিবিদ্যাধরোরগৈঃ ॥ ২৩ ॥ ততো মহেশশ্চ পিতামহশ্চ সমেত্য তং বিশ্বপতিং ননন্দতুঃ। সমর্চ্চিতৌ তেন যথার্হমাদরাৎ সহাম্মুগাবাগমনং স্বপৃচ্ছৎ ॥ ২৪ ॥ কিমাগতৌ বা ত্রিদিবান্মহীতলং সহাম্মুগাবাশয়কশ্চ কথ্যতাম্। ততস্তু তাবূচতুরব্জজেশ্বরৌ ভবান্ হরে যত্র চ তত্র নৌ রতিঃ ॥ ২৫ ॥ ত্বয়া বিনা নৈব সুরালয়ে সুখং মহীতলে বাথ রসাতলেঽস্তি নঃ। কদা ত্বয়া কাঞ্চনশেখরা পুরী নিবেশিতা বেশ্মবতী বিচিত্রিতা ॥ ২৬ ॥ হরিরুবাচ। ত্বদর্থমেবেশ বিশেষশালিনী সৃষ্টা হি বৈ সর্ব্বগুণাকরা ময়া। প্রযচ্ছ বিশ্বেশ্বর চাবয়োরিহ স্থানঞ্চ তীর্থং প্রলয়েঽক্ষয়ঞ্চ ॥ ২৭ ॥ দদাম্যভীষ্টং যুবয়োরিহালয়ং প্রজাপতে হ্যুত্তরতস্তব স্থিতিঃ। মহেশ্বর ত্বং ব্রজ দক্ষিণালয়ং স্থানং সুদত্তং যুবয়োঃ সুশোভনম্ ॥ ২৮ ॥ মহাকালো হ্যধোজ্বালো জগদাত্মা প্রভুঃ স্থিতঃ।

হে ভগবন্! আপনি তো সর্ব্বকর্ত্তা, সর্ব্বদর্শী সদাশিব; আপনি অজ্ঞান লোকের মত কেন জিজ্ঞাসা করিতেছেন?—আপনাতে কল্পান্তক বহ্নি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। আপনি মহাকাল, আপনি সবই বিদিত। হে নাথ! যে মানব সদাচারী হইয়া তথায় বাস করে, তাহারা কদাচ মর্ত্ত্য নহে, নিশ্চয়ই তাহারা দেবতা। তাহারা কালপ্রাপ্ত হইয়া স্বর্গলাভ করিয়া থাকে। সেই স্থানে এক রম্যহর্ম্ম্যা সুশোভনা পুরী আছে—সেখানে বিচিত্র বিবিধ আরও হর্ম্ম্য শোভা পাইতেছে। যে স্থানের প্রাসাদ সকল বিশ্বকর্ম্ম-নির্ম্মিত। দেবগণ ঐ সকল প্রাসাদে সর্ব্বদা বাস করিয়া থাকেন। সেখানে বিবিধ তীর্থ বিরাজিত। পূর্ব্বকল্পে ঐ স্থানে আমি তুমি এবং কেশবও বাস করিয়াছিলাম। লোক সকল, দেবর্ষি, সিদ্ধ, যক্ষ, কিন্নর ও দানবগণ স্থাণুর সহিত তখন ঐ পুরী দেখিবার জন্য আগমন করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া দেব-দুর্লভ বরনারীগণও এই অত্যদ্ভুতা অবন্তিকা পুরী দর্শন করিতে আগমন করিয়াছিলেন। হে দেব! যখন আপনি দেবগণের সহিত এই নগরী দর্শন করিতে আগমন করেন, তখন এই নগরী স্বর্ণশৃঙ্গাঢ্য মণিরত্ন-বিভূষিত বিবিধ প্রাসাদে আবৃত ছিল। ভগবান্ বিশ্বরূপ বিশ্বৈকনায়ক আপনি এই দিব্যমণিভূষিত প্রাসাদে রাজা হইয়াছিলেন। সুর, সিদ্ধ, মুনি, বিদ্যাধর ও উরগগণ আপনার সেবানিরত ছিল।৭—২৩। তখন অব্জ এক মহেশ ও পিতামহ প্রভৃতি মিলিত হইয়া আপনাকে অভিনন্দিত করিতেন। তখন তাঁহারা আপনা কর্ত্তৃক সমর্চ্চিত হন এবং আপনি তাঁহাদিগের আগমন-কারণ জিজ্ঞাসা করেন,—কি জন্য আপনারা স্বর্গ হইতে মহীতলে আগমন করিয়াছেন? আপনাদের আশয় কি, তাহা বলুন। অনন্তর অব্জযোনি ও ঈশ্বর বলিলেন,—হে হরে। আপনি যেখানে আছেন, আমাদেরও সেই স্থানে থাকিবার ইচ্ছা। আপনা ব্যতীত সুরালয়ে রসাতলে বা মহীতলে কুত্রাপি সুখ নাই। আপনি কবে এ কাঞ্চন-শেখরা বিচিত্রা বেশ্মবতী পুরী নির্ম্মাণ করিলেন? হরি বলিলেন,—আমি আপনার জন্য বিশেষশালিনী সর্ব্বগুণাকরা পুরী সৃজন করিয়াছি। তখন ব্রহ্মা ও বিষ্ণু বলিলেন,—হে বিশ্বেশ্বর! আপনি আমাদিগকে স্থান প্রদান করুন।—যাহা তীর্থ এবং যাহা প্রলয়েও অক্ষয় থাকিবে। তখন বিশ্বেশ্বর বলিলেন,—হে প্রজাপতে! আপনাদিগকে আমি এই স্থানে স্থান দিলাম। এই উত্তরদিকে আপনার অবস্থিতি হইবে। আর হে

গণৈরনেকসাহস্রৈরাবৃতঃ পরমেশ্বরঃ ॥ ২৯ ॥ ক্রীড়ার্থং নগরী সৃষ্টা সর্ব্বভূতহিতৈষিণা। ময়াদ্য যুবয়োর্দত্তা বিহায়াচলমাত্মনঃ ॥ ৩০ ॥ ভবত্যাং হেমশৃঙ্গেতি যস্মাচ্চ সমুদীরিতা। পুরী কনকশৃঙ্গেতি লোকে খ্যাতা ভবিষ্যতি ॥ ৩১ ॥ এবং কনকশৃঙ্গেতি প্রথমং নাম কথ্যতে ॥ ৩২ ॥ জপন্তশ্চ স্থিতা যত্র ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ। নিত্যং রমন্তি ভক্তানাং সর্ব্বাভীষ্টফলপ্রদাঃ ॥ ৩৩ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে কনকশৃঙ্গাভিধানবৃত্তান্তবর্ণনং নাম চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪০ ॥

একচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

সনৎকুমার উবাচ। শৃণু ব্যাস যথেয়ন্তু প্রোচ্যতে হি কুশস্থলী। কল্পে তৎপুরুষে পূর্ব্বং বেদবিদ্ভির্মনীষিভিঃ ॥ ১ ॥ বেধসা সৃজিতং বিশ্বং দৈত্যদানবরাক্ষসম্। অন্যোন্যমদসম্মত্তমন্যোন্যদ্বেষি বৈ রণে ॥ ২ ॥ দেবাশ্চ দানবাঃ সংখ্যে নিত্যং স্পর্দ্ধাসমন্বিতাঃ। মনুষ্যা মনুজৈঃ সার্দ্ধং সিদ্ধবিদ্যাধরৈঃ সহ ॥ ৩ ॥ চারণাঃ কিন্নরৈঃ সার্দ্ধমেবং তে দ্বেষতৎপরাঃ। যুদ্ধং কুর্ব্বন্তি সততমবিস্পষ্টার্থয়া গিরা ॥ ৪ ॥ সর্ব্বে চৈব চ বলিনো দুর্ব্বলৈর্মনুজৈঃ সহ। পশবঃ পশুভিঃ সার্দ্ধং পক্ষিণঃ সহ পক্ষিভিঃ ॥ ৫ ॥ এবমন্যোন্যমন্যৈশ্চ নির্ম্মর্য্যাদমিদং জগৎ। দৃষ্ট্বা বিশ্বস্য কর্ত্তারং বিষ্ণুং বিশ্বেশ্বরং পরম্ ॥ ৬ ॥ ব্রজামি শরণং দেবং শরণার্ত্তিহরং হরিম্. এবং মনসি সঞ্চায় দধ্যৌ ধ্যানেন মাধবম্ ॥ ৭ ॥ ততো ধ্যাতো মহাযোগী বিশ্বরূপধরো হরিঃ। লোহদণ্ডধরঃ শ্রীমানিদমাহ পিতামহম্ ॥ ৮ ॥ ব্রহ্মন্ ধ্যাতস্ত্বয়া সম্যগ্ধ্যানযোগেন পশ্য মাম্। সমায়াতং তথা ধ্যাতং জগতাং পাতুমুদ্যতম্ ॥ ৯ ॥ ততো ধাতা নিশম্যৈতত্ত্যক্ত্বা ধ্যানমবেক্ষ্য তম্। সমুত্থায়ৈকমনসা নমশ্চক্রেঽর্চ্চয়ৎ পুনঃ ॥ ১০ ॥ পাদ্যেনাচমনীয়েন মধুপর্কেণ কেশবম্। পূজয়িত্বা পুনর্বাক্যমুবাচাচ্যুতমব্জজঃ ॥ ১১ ॥ ব্রহ্মোবাচ। দেবদেব জগন্নাথ জগৎ সৃষ্টমিদং ত্বয়া। ঋতে

মহেশ্বর! তুমি দক্ষিণালয়ে গমন কর। ঐ সুশোভন স্থান তোমাকে প্রদত্ত হইল! অধজাল জগদাত্মা প্রভু মহাকাল অনেক গণ-পরিবৃত হইয়া ক্রীড়া করিবার নিমিত্ত এই নগরী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। আমি সেই পুরী অদ্য আপনাদিগকে প্রদান করিলাম। আপনারা এই পুরীকে কনকশৃঙ্গা বলিয়াছেন বলিয়া ইহার নাম কনকশৃঙ্গা হইবে। এই কনকশৃঙ্গা নাম অবন্তী নগরীর প্রথম নাম। এই নাম জপ করিয়া ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বর ঐ স্থানে বাস করিতেছেন। তাঁহারা ভক্ত-বাঞ্ছা পূরণ করিয়া সর্ব্বদা ঐ স্থানে ক্রীড়া করিতেছেন। ২৪—৩৩।

চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪০।

একচত্বারিংশ অধ্যায়।

সনৎকুমার বলিলেন,—হে ব্যাসদেব! শ্রবণ করুন,—যে প্রকারে পূর্ব্বে তৎপুরুষ কল্পে বেদবিৎ মনীষিগণ অবন্তীপুরীর কুশস্থলী এই নামকরণ করেন। বিধাতা সদৈত্য-দানব-রাক্ষস এই বিশ্ব সৃজন করেন। ঐ দৈত্য-দানবগণ মদমত্ত হইয়া পরস্পর রণ করে। তাহারা যুদ্ধে নিত্য স্পর্দ্ধা করিতে লাগিল। মনুষ্যগণ মনুষ্যের সহিত, সিদ্ধ-বিদ্যাধরগণ সিদ্ধাদির সহিত, চারণগণ চারণগণের সহিত এবং কিন্নরগণ কিন্নরগণের সহিত পরস্পর বিদ্বেষভাবাপন্ন হইয়া সতত যুদ্ধ করিতে লাগিল। প্রায় সমস্ত বলবান্ জন্তুগণই দুর্ব্বল মনুষ্যগণের সহিত এবং পশুগণ পশুগণের সহিত, পক্ষিগণ পক্ষিগণের সহিত, পরস্পর নির্ভয়ে যুদ্ধ করিতে লাগিল। তখন এই জগৎ নির্ম্মর্য্যাদ হইয়া উঠিল। ঐ সময় ব্রহ্মা বিশ্বেশ্বর বিষ্ণুকে বিশ্বকর্ত্তা জানিয়া ঐ শরণার্ত্তিহর হরির শরণাপন্ন হই, এই সঙ্কল্প করিয়া তাঁহাকে ধ্যান করিলেন। ১—৭। অনন্তর ধ্যাত মহাযোগী লৌহদণ্ডধারী বিশ্বরূপধর হরি পিতামহকে এই কথা বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! আমি তোমা কর্ত্তৃক সম্যক্ ধ্যাত হইয়াছি; তুমি ধ্যানযোগে আমায় দর্শন কর—আমি সমাগত, ধ্যাত ও জগৎ পালন করিতে উদ্যত রহিয়াছি। অনন্তর ধাতা তাহা শ্রবণ করিয়া ধ্যান পরিত্যাগ করিয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক নমস্কার করত একমনে তাঁহার পুনরায় অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। তিনি পাদ্য, আচমনীয় ও মধুপর্ক দ্বারা তাঁহার পূজা করিলেন। পূজা করিয়া পুনরায় তাঁহাকে বলিলেন,—হে দেবদেব, জগন্নাথ! তুমি এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছ, তোমা ব্যতীত

ত্বয়া জগদ্বিভো নৈবাবস্থাতুমর্হতি ॥ ১২ ॥ শাস্তা ত্বমস্য বিশ্বস্য বিভক্তস্য চ নাপরঃ। ত্বত্তোঽস্তীদং জগৎ সর্ব্বং তস্মাত্ত্বমনুশাসয় ॥ ১৩ ॥ দেবদানবগন্ধর্ব্বাঃ সযক্ষোরগরাক্ষসাঃ। ত্বামৃতে পুণ্ডরীকাক্ষং ব্যাপিতাশেষবিগ্রহাঃ। পরস্পরং বিনিঘ্নন্তি তাংশ্চ ত্বং রক্ষিতুং ক্ষমঃ ॥ ১৪ ॥ ত্বমস্য বিশ্বস্য চরাচরস্য স্থিতেঃ সদা প্রাণভৃদাত্মরূপিণী ॥ ১৫ ॥ ত্বয়া ধৃতং সর্ব্বমিদং জগদ্বৈ যতস্ততোঽসি ত্বমুপেন্দ্রসংজ্ঞঃ। প্রবেশনং ব্যাপ্তমিদং স্বধাম যত্বমুচ্যসে বিষ্ণুরতো মুনীন্দ্রৈঃ ॥ ১৬ ॥ নিবাসিতং বিশ্বমিদং ত্বয়াদ্য বাসশ্চ ধাতোরিতি বাসুদেবঃ। তবানুগং বিশ্বমিদং বিভুস্ত্বমশেষবিশ্বস্য বিভাসি রাজা ॥ ১৭ ॥ সেনানুরূপং জগদেব যস্মাদতঃ স্মৃতস্ত্বং কিল বিশ্বসেনঃ। বিলেখনাদস্য চরাচরস্য কৃতেশ্চ ধাতোস্ত্বমতোঽসি কৃষ্ণঃ ॥ ১৮ ॥ জিতং ত্বয়া দেব জগত্রয়ং যজ্জিতেশ্চ ধাতোস্ত্বমতোঽসি জিষ্ণুঃ। তস্মাৎ সমস্তগ্রহলোকপালং জগদ্বিভো পালয় সর্ব্বকালম্ ॥ ১৯ ॥ ত্বমস্য সর্ব্বস্য ভবাদিরাজ স্তবাস্ত ভদ্রাসনমদ্বিতীয়ম্। প্রদক্ষিণাবর্ত্তনকস্ত শঙ্খঃ করস্থিতঃ শোভতি পুরুষস্য ॥ ২০ ॥ সুদর্শনং নাম ভবাস্তি চক্রমতো হি গীতঃ কবিভিস্ত চক্রী। ধ্বজোঽস্তি তে দেব সুপর্ণসেবিতস্তথা সুপর্ণশ্চ ভবাস্তি বাহনম্ ॥ ২১ ॥ তুরঙ্গমাঃ সন্ত তবারিসংহরে তথা হৃষীকেশ সুদন্তদন্তিনঃ। কিরীটনিষ্কাঙ্গদকর্ণপূরকেয়ূরহারোত্তমহেমসূত্রৈঃ ॥ ২২ ॥ বিচিত্রবস্ত্রোত্তমরক্তমাল্যৈর্ব্বিভূষিতস্ত্বং ভব ভীমসেনঃ। শ্রিয়া কদাচিচ্চ ন মুচ্যতে ভবান্ ভবন্তি তে নিত্যমনন্তসম্পদঃ ॥ ২৩ ॥ তবানুগা ভক্তিরিহাস্ত বৈ সতী মুকুন্দ ভক্তে ত্বমতঃ প্রসীদ মে ॥ ২৪ ॥ সনৎকুমার উবাচ। স এবমুক্তস্ত পুরো দিবৌকসাং বিভুঃ প্রসন্নস্ত্বিদমব্রবীদ্ধরিঃ। বিরিঞ্চ মে দর্শয় তস্য মণ্ডলং ত্বয়া বিমুক্তং চ সদাশিবং বিভো ॥ ২৫ ॥ স্থিরং স্থিতো যত্র জগৎ করোম্যহং ততো বিরঞ্চিঃ কুশমুষ্টিমাদদে। পবিত্রদেশস্য নিদর্শনায় জগাম পুণ্যং চ্যবনাশ্রমং তদা ॥ ২৬ ॥ ততঃ স্থলীমুচ্চতরামবাপ্য পিতামহঃ কেশবমাহ চাদরাৎ। ত্বদ্ভূতবং

এ জগৎ কদাচ স্থিতিশীল নহে॥ তুমি এই বিশ্বের শাস্তা, অপর কেহ নহে! তোমা হইতেই এই সমস্ত জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, অতএব তুমি এই জগৎ অনুশাসন কর। হে দেব! তোমা ব্যতিরেকে দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, উরগ ও রাক্ষসগণ পরস্পর বিদ্বিষ্ট হইয়া নিধন প্রাপ্ত হইতেছে; তুমিই তাহাদিগকে রক্ষা করিতে সক্ষম। তুমি এই চরাচর বিশ্বের স্থিতিকারণ তুমি সমস্ত জগৎ ধারণ করিয়া রহিয়াছ। তুমিই উপেন্দ্রসংজ্ঞক। তুমিই এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছ! এ জন্য তুমি মুনীন্দ্রগণ কর্ত্তৃক 'বিষ্ণু' আখ্যায় অভিহিত হও। এই বিশ্ব তোমাতে বাস করিতেছে বলিয়া বস ধাতু হইতে তোমার নাম হইয়াছে,—বাসুদেব। হে দেব! এই বিশ্ব তোমার অনুগত, তুমি বিভু, এবং তুমিই এই অশেষ বিশ্বের রাজা। এই বিশ্ব সেনানুরূপ বলিয়া তোমার নাম বিশ্বসেন; এই চরাচরের বিলেখন হেতু কৃ ধাতু হইতে তোমার নাম হইয়াছে,—কৃষ্ণ; এবং তুমি এই জগৎত্রয় জয় করিয়াছ বলিয়া জি ধাতু হইতে তোমার নাম হইয়াছে,—জিষ্ণু। হে বিভো! অতএব গ্রহ ও লোকপালগণের সহিত এই জগৎ তুমিই সর্ব্বকাল পালন করিতেছ। তুমি এই চরাচরের জন্মের আ রাজা তোমারই ইহা অদ্বিতীয় ভদ্রাসন; প্রদক্ষিণাবর্ত্ত শঙ্খ তোমারই করে শোভা পায়। তোমারই সুদর্শন নামক চক্র; এই জন্যই কবিগণ তোমাকে চক্রী বলিয়া থাকেন। হে দেব! তোমারই সুপর্ণসেবিত ধ্বজ বিদ্যমান, এবং বাহনও তোমার সুপর্ণ। ৮—২১। হে দেব! অরি সংহার করিবার জন্য তোমার বহু তুরঙ্গ, এবং বহু সুদন্ত মাতঙ্গ আছে। হে দেব! কিরীট, নিষ্ক, অঙ্গদ, কর্ণপূর, কেয়ূর, হার, উত্তম হেমসূত্র, বিচিত্র বস্ত্র, এবং উত্তম রক্তমাল্য দ্বারা তুমি সর্ব্বদা ভূষিত। শ্রীদেবী কদাচ তোমাকে পরিত্যাগ করেন না; তোমার নিত্য নিত্য অনন্ত সম্পদ্ বিরাজিত। হে দেব! আমার এই সতী ভক্তি সর্ব্বদা তোমাতেই বিরাজমানা; অতএব এই ভক্তের প্রতি প্রসন্ন হউন। সনৎকুমার বলিলেন,—বিভু হরি দেবগণ সকাশে এইরূপ স্তুত হইয়া প্রসন্ন বদনে বলিলেন,—হে বিরিঞ্চে! তুমি আমার ত্বৎকর্ত্তৃক পরিমুক্ত সদাশিবের মণ্ডল দেখাও; যেখানে স্থির থাকিয়া আমি জগৎ পালন করি। অনন্তর বিরিঞ্চি কুশমুষ্টি গ্রহণ করিলেন এবং পবিত্র দেশের নিদর্শনের নিমিত্ত পুণ্য চ্যবনাশ্রমে গমন করিলেন। অনন্তর উচ্চতর স্থলী প্রাপ্ত হইয়া পিতামহ কেশবকে বলিলেন,—

চাত্র পবিত্রমঙ্গলং ত্বয়া বিমুক্তং চ সদা শিবং বিভো। ২৭। ত্বমেব বিষ্ণুর্বিবুধার্চ্চিতঃ সদা স্মৃতো মুনীন্দ্রৈঃ স চ বিষ্টরশ্রবাঃ। নিষীদ বিশেশ কুশস্থলং যদা তদাশ্রিতো মাধবমাসরূপবান্। ২৮। কুশস্থলীং সংস্থিত এব দেব ইত্থং বিধাত্রা পুরুষোত্তমঃ স্তুতঃ। স্থলীং কুশৈরাস্তরিতামুপাবিশৎ কুশস্থলীং দেবমুনীন্দ্রসেবিতাম্। ২৯। সমন্ততো যোজন সংখ্যয়াবৃতাং ততো বিধাতা পুরুষোত্তমস্তথা। কুশস্থলীতি প্রথিতং জগত্ত্রয়ে প্রচক্রতুর্নাম চ তাবুভাবপি। ৩০। তত্র বিশ্বপতিঃ শ্রীমান্ বিশেশো বিশ্বকৃদ্বিভুঃ। বিশ্বং শশাস বিধাত্মা সর্ব্ববিশ্বস্য নায়কঃ। ৩১। এবং কুশস্থলী খ্যাতা হেমশৃঙ্গেতি যা পুরা। স্তীর্ণা কুশৈর্যতো ধাত্রা কুশস্থলী ততঃ স্মৃতা। ৩২।

ইতি শ্রীস্কান্দে কুশস্থলীনামহেতুকথাবর্ণনং নামৈকচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ। ৪১।

হে বিভো! এই তোমার পবিত্র উৎপত্তি-স্থান; তুমি এই সদা মঙ্গলময় স্থান পরিত্যাগ করিয়াছ। তুমি বিষ্ণু, তুমি সর্ব্বদা বিবুধগণ কর্ত্তৃক অর্চ্চিত হও এবং তুমিই মুনীন্দ্রগণ কর্ত্তৃক বিষ্টরশ্রবা বলিয়া স্মৃত হও। হে বিশেশ! এই কুশস্থল, তুমি এই স্থানে উপবেশন কর। অনন্তর মাধব কুশস্থল আশ্রয় করিলেন। পুরুষোত্তম বিধাতা কর্ত্তৃক এইরূপে স্তুত হইয়া দেবমুনীন্দ্রসেবিতা কুশাস্তীর্ণা স্থলীতে উপবেশন করিলেন। ঐ কুশস্থলী যোজন-পরিমিতা ভূমি। কুশস্থলী জগৎত্রয়ে প্রসিদ্ধ। বিধাতা ও বিষ্ণু উভয়ে এই স্থানের কুশস্থলী এই নামকরণ করেন। এই স্থানে অবস্থান করিয়া বিশ্বপতি শ্রীমান্ বিশেশ বিশ্বকৃৎ বিধাত্মা বিশ্বনায়ক বিশ্ব শাসন করেন। এইরূপে এই স্থান কুশস্থলী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। ইহার প্রথম নাম হেমশৃঙ্গা। বিধাতা এই স্থানে কুশ ছড়াইয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম হইয়াছে,—কুশস্থলী। ২২—৩২।

একচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪১।

দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

সনৎকুমার উবাচ। পুরা চৈশানকল্পে তু স্মৃতাবন্তী যথা পুরী। তথা শৃণু সুরৈঃ পূর্ব্বং দৈত্যসৈন্যপরাজিতৈঃ। ১। আশ্রিতং মেরুশিখরং বনকন্দগুহাবৃতম্। তত্র গত্বা দ্বিজশ্রেষ্ঠ মন্ত্রং চক্রুর্দ্দিবৌকসঃ। ২। অন্যোন্যঞ্চ সমাসাদ্য সমভ্যর্চ্চ্য পরস্পরম্। জগ্মুঃ সর্ব্বে সুরগণা যত্র ব্রহ্মা প্রজাপতিঃ। ৩। নিবেদয়াঞ্চক্রিরে সর্ব্বং তত্রাগমনকারণম্। তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা দেবানাং স প্রজেশ্বরঃ। ৪। জগাম ত্রিদশৈঃ সাকং দেবদেবং মহেশ্বরম্। স চাপি হ্যগমত্তত্র বৈকুণ্ঠং ধাম যত্র বৈ। ৫। ঋদ্ধিসিদ্ধিপ্রদং নিত্যং মুনিচারণসেবিতম্। কিন্নরৈর্গীয়মানং চ অপ্সরোগণসেবিতম্। ৬। ঋষিভির্ভার্গবাদিভির্দেবর্ষিনারদোত্তমৈঃ। সিদ্ধগন্ধর্ব্বমুখ্যৈশ্চ কুমারৈঃ সনকাদিভিঃ। ৭। প্রজাপতিগণাকীর্ণং মানবৈশ্চ চতুর্দ্দশৈঃ। বসুভির্বিশ্বদেবৈশ্চ পিতৃগণামৃতমৈর্গণৈঃ। ৮। সংসেব্যং চ সদাচারৈঃ পুণ্যবদ্ভির্জনৈস্তথা। দিব্যং দিব্যৈশ্চ প্রাসাদৈর্দিব্যপাদপশোভিতম্। ৯। মণিরত্নৈশ্চ সোপানৈর্দিব্যং সরস-

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়।

সনৎকুমার বলিলেন—পূর্ব্বে ঈশানকল্পে এই পুরীর নাম যে প্রকারে অবন্তী স্মৃত হইয়াছিল, তাহা শ্রবণ করুন। পূর্ব্বে দৈত্যসৈন্য-পরাজিত সুরগণ বন-কন্দর-গুহাবৃত মেরুশিখর আশ্রয় করেন ঐ স্থানে গিয়া তাঁহারা মন্ত্রণা করেন। ঐ স্থানে মিলিত হইয়া তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের অর্চ্চনাপূর্ব্বক যেখানে প্রজাপতি ব্রহ্মা অবস্থান করিতেছেন, তাঁহারা সেই স্থানে গমন করিলেন এবং তথায় তাঁহাদের উপস্থিতির কারণ জানাইলেন। প্রজেশ্বর দেবগণের অভিযোগ শ্রবণ করিয়া তাঁহাদের সহিত মহেশ্বরসন্নিধানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। মহেশ্বর আবার তাঁহাদের সহিত বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন। ঐ বৈকুণ্ঠ ধাম ঋদ্ধি-সিদ্ধিপ্রদ, মুনি-চারণ-সেবিত, কিন্নর-গীতধ্বনিত, অপ্সরোগণ-সেবিত, ভার্গবাদি ঋষি—নারদাদি দেবর্ষি,—সিদ্ধ-গন্ধর্ব্বমুখ্য—অশ্বিনী-কুমার—সনকাদি ও প্রজাপতি-গণাকীর্ণ, চতুর্দ্দশমনু-সেবিত, বসু, বিশ্বেদেব ও পিতৃগণ-সেবিত, এতদ্ভিন্ন অনেকানেক পুণ্যজন-সেবিত, দিব্য প্রাসাদ ও দিব্য পাদপগণে পরিশোভিত। ঐ

শোভিতম্। হংসকারণ্ডবাকীর্ণং মণিভাভিঃ সুভাস্বরম্॥ ১০॥ ষড়ূর্ম্মিরহিতং স্থানং যত্র তিষ্ঠন্তি পক্ষিণঃ। তত্র গত্বা সুরাঃ সর্ব্বে বাসুদেবদিদৃক্ষয়া। স্তুতিমারেভিরে কর্ত্তুং দেবদেব-জগৎপতেঃ॥ ১১॥ দেবা উচুঃ। নমোঽনন্তায় বৃহতে কূর্ম্মায় বৈ নমো-নমঃ॥ ১২॥ নৃসিংহরূপায়োগ্রায় নমো বারাহ-রূপিণে। রাঘবায় চ রামায় ব্রহ্মণেঽনন্তশক্তয়ে॥১৩॥ বাসুদেবায় শান্তায় যদূনাং পতয়ে নমঃ। নমো বুদ্ধায় শুদ্ধায় কল্কয়ে ম্লেচ্ছনাশিনে। ৪॥ ইতি স্তবাভিযুক্তানাং বাগুবাচাশরীরিণী। শৃণুধ্বং ভোঃ সুরাঃ সর্ব্বে ভূত্বা চৈকাগ্রমানসাঃ॥ ১৫॥ মহাকাল-বনে রম্যে ব্রহ্মর্ষিগণসেবিতে। তত্র পুণ্যা পুরী হ্যেকা সর্ব্বকামফলপ্রদা॥ ১৬॥ নাম্না কুশস্থলী রম্যা সিদ্ধগন্ধর্ব্বসেবিতা। কল্পাদৌ কল্পমধ্যে বা যত্র সন্নিহিতো হরঃ॥ ১৭॥ কল্পক্ষয়ে ক্ষয়ং যান্তি স্থাবরাণি চরাণি চ। তীর্থানি চৈব সর্ব্বাণি পুণ্যা-ন্যায়তনানি চ॥ ১৮॥ সরিতঃ সাগরাঃ সর্ব্বে সরাংস্যুপবনানি চ। ওষধীর্বৃক্ষবল্লীশ্চ যন্ত্রং মন্ত্রং শুভাশুভম্॥ ১৯॥ জ্যোতীংষি চন্দ্রসূর্য্যো চ সর্ব্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ। তেষাং বীজং চ পুণ্যঞ্চ বীজ কর্ম্মাশয়ং তথা॥ ২০॥ সর্ব্বমাদায় ভগবান্ভবস্তত্র তিষ্ঠতি। সর্ব্বতীর্থময়ী গঙ্গা সর্ব্বদেবময়ো হরিঃ॥ ২১॥ সর্ব্বযজ্ঞময়ো দেবঃ সর্ব্বধর্ম্মময়ী দয়া। রেবা চ সরিতাং শ্রেষ্ঠা ভুবি পুণ্যকৃতাধিকা॥ ২২॥ তস্মাদ্ধিতকরং ক্ষেত্রং কুরূণাং বৈ সুরোত্তমাঃ। তস্মাদ্দশগুণং মন্যে প্রয়াগং তীর্থমুত্তমম্॥ ২৩॥ তস্মাদ্দশগুণা কাশী কাশ্যা দশগুণা গয়া। ততো দশগুণা প্রোক্তা কুশস্থলী চ পুণ্যদা॥ ২৪॥ উপরাগসহস্রাণি ব্যতিপাতাযুতানি চ। অমাবাস্যাং তু এতস্যাঃ কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্॥ ২৫॥ লক্ষ-মিন্দুক্ষয়ে দানং সহস্রং চায়নদ্বয়ে। ব্যতীপাতে চ কোটিঃ স্যাদার্দ্রায়াং চ হ্যনন্তকম্॥২৬॥ তস্মাদ্ধিতকরা দেবা পুরী হ্যেষা কুশস্থলী। অনন্তানন্দসখ্যাতং দানং কিঞ্চিৎকৃতং নরৈঃ॥ ২৭॥ তৎসদৃশং ভোঃ সুরশ্রেষ্ঠাঃ সর্ব্বং তচ্চাক্ষয়ং ভবেৎ। তস্মাৎ সদ-প্রযত্নেন যূয়ং যাত হি মা চিরম্॥ ২৮॥ ক্ষীণপুণ্যা ভবন্তো বৈ বাধন্তে তেন বঃ সুরাঃ। মহাকালবনে রম্যে পুরী হ্যেষা কুশস্থলী॥ ২৯॥ তত্র গত্বা ভবন্তো বৈ স্নানদানাদিকং ভুবি। আচরধ্বং সুবিধিনা পুণ্যাৎ স্বর্গমবাপ্স্যথ॥ ৩০॥ এতচ্ছ্রুত্বা

স্থানের সরোবর সমূহ মণিরত্ন-মণ্ডিত সোপান-রাজি দ্বারা সুশোভিত হংসকারণ্ডবাকীর্ণ এবং মণিপ্রভায় সুভাস্বর। ঐ স্থান ষড়ূর্ম্মি-রহিত; ঐ স্থানে পক্ষিগণ অবস্থান করিতে পারে। দেবগণ বাসুদেব-দর্শন-লালসায় ঐ স্থানে গমন করিয়া দেবদেব জগৎপতির স্তুতি করিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন। দেবগণ বলি-লেন,—হে অনন্ত, বৃহৎ, কূর্ম্ম! তোমাকে নমস্কার। তুমি নৃসিংহ, উগ্র, বরাহরূপী, রাঘব, রাম, ব্রহ্মা, অনন্তশক্তি, বাসুদেব, শান্ত, যদুপতি, বুদ্ধ, শুদ্ধ, কল্কি, এবং ম্লেচ্ছনাশী; তোমাকে নমস্কার। দেবগণ এইরূপ স্তব করিতেছেন, এমন সময়ে অশরীরিণী বাণী বলিল,—সুরগণ! শ্রবণ করুন,—আপনারা একাগ্রমানসে ব্রহ্মর্ষিগণ-সেবিত রম্য মহাকালবনে গমন করুন। ঐ স্থানে সর্ব্বকামপ্রদা এক পুণ্যা পুরী আছে; ঐ পুরীর নাম কুশস্থলী, উহা সিদ্ধগন্ধর্ব্বগণ সেবিত—সেখানে কল্পাদিতে কল্পমধ্যে বা কল্পান্তে ভগবান্ ভব সন্নিহিত থাকেন। কল্পক্ষয়ে চরাচর সমস্ত পদার্থ, সকল তীর্থ, সমুদয় পুণ্য আয়তন, সরিৎ, সাগর, সরোবর, উপবন, ওষধি, বৃক্ষ, বল্লী, শুভাশুভ যন্ত্র, মন্ত্র, জ্যোতিঃসকল, চন্দ্র, সূর্য্য, সমস্ত বিষ্ণুময় জগৎ, ইহাদের বীজ কর্ম্মআশয়, এ সমস্তই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এই সমস্ত পদার্থ লইয়া ভগবান্ ভব ঐ স্থানে বাস করিতেছেন। যেমন সর্ব্বদেবময়ী গঙ্গা, সর্ব্বদেবময় হরি, সর্ব্বদেবময় বেদ, সর্ব্বধর্ম্মময়ী দয়া, তেমনি রেবা—নদীর শ্রেষ্ঠা। ইহা ভূতলে পুণ্যদায়িকা। ১—২২। হে সুরোত্তমগণ! কুরুক্ষেত্র হিতকর, প্রয়াগ তাহা হইতে দশগুণ পুণ্য-দায়ক, তাহা হইতে দশগুণ অধিক কাশী, আর কাশী হইতে দশগুণ অধিক পুণ্যদায়িনী কুশস্থলী। ব্যতিপাত-যুক্ত সহস্র উপরাগ, ও লক্ষ অমাবস্যা ইহার ষোড়শী কলার যোগ্য নহে। ইন্দু-ক্ষয়ে লক্ষদান, অয়নদ্বয়ে সহস্র দান, ব্যতিপাত কোটি দান,এবং আর্দ্রায় অনন্ত দান, হে দেবগণ! এ সকল হইতেও এই কুশস্থলী পুরী হিতকরী। হে সুরগণ! এই কুশস্থলীতে যদি কিঞ্চিন্মাত্রও দান করা যায়, তাহা হইলে তাহা অক্ষয় ফলজনক হইয়া থাকে, অতএব তোমরা সকলে অচিরে ঐ স্থানে গমন কর। হে দেবগণ! তোমরা ক্ষীণপুণ্য; রম্য মহাকালবনে কুশস্থলী পুরী—তোমরা ঐ পুরীতে গিয়া স্নান-দানাদি আচরণ কর,—পবিত্র হইয়া স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইবে। ব্রহ্মা, ঈশান প্রভৃতি

বচস্তস্যা বাণ্যাশ্চাকাশগং তদা। প্রণম্য শিরসা তস্থৈ ব্রহ্মেশানপুরোগমাঃ ॥ ৩১ ॥ পুনর্জ্জগ্মুঃ সুরাঃ সর্ব্বে যত্র মাহেশ্বরং বনম্। পুরীং চৈব দ্বিজশ্রেষ্ঠ সর্ব্বকামফলপ্রদাম্ ॥ ৩২ ॥ চাতুর্ব্বর্ণ্যসমাকীর্ণামৃষিগন্ধর্ব্বসেবিতাম্। পুণ্যবদ্ভির্জ্জনৈঃ পূর্ণাং সিদ্ধচারণসেবিতাম্ ॥ ৩৩ ॥ দরিদ্রো ন জড়ো মূর্খো ন রোগী ন চ মৎসরী। ন ব্যাধিতো নাপকারী জনঃ ক্বচিৎ প্রদৃশ্যতে ॥ ৩৪ ॥ দান্তাঃ শান্তাঃ সুশীলাশ্চ জরারোগবিবর্জ্জিতাঃ। স্বধর্ম্মনিরতা নিত্যং সদাচারাতিথিপ্রিয়াঃ ॥ ৩৫ ॥ নরা যত্র নিবসন্তি নার্য্যশ্চৈব পতিব্রতাঃ। মহোৎসবাঃ সুগীতানি হব্যং কব্যং গৃহেগৃহে ॥ ৩৬ ॥ ঈদৃশীং চ পুরীং দৃষ্ট্বা দেবা হর্ষং পরং গতাঃ। তত্র তীর্থং সমাখ্যাতং নাম্না পৈশাচমোচনম্ ॥ ৩৭ ॥ পুণ্যবদ্ভিঃ সদা সেব্যং সর্ব্বতীর্থনিষেবিতম্। তস্মিন্ স্নাত্বা চ জপ্ত্বা চ হুত্বা দত্ত্বা চ দেবতাঃ ॥ ৩৮ ॥ পুণ্যং চাথাক্ষয়ং লব্ধা পুনর্যাতাঃ সুরালয়ম্। জিত্বাসুরান্মহাহৃষ্টান্ স্থানং প্রাপ্তাঃ স্বকং স্বকম্ ॥ ৩৯ ॥ যেঽস্যাং কুর্য্যুর্ম্মহাভাগাঃ স্নানং দানং তথার্চ্চনম্। হবনং তর্পণং পিতৄংস্তৎসর্ব্বং স্যাদ্ধ্যনন্তকম্ ॥ ৪০ ॥ তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন এতৎকার্য্যং সদা বুধৈঃ। দেবতীর্থৌষধী বীজভূতানাং চৈব পালনম্ ॥ ৪১ ॥ কল্পেকল্পে চ যস্যাং বৈ তেনাবন্তী পুরী স্মৃতা। অদ্যপ্রভৃতি পুরী হ্যেষা নাম্নাবন্তী কুশস্থলী ॥ ৪২ ॥ ইত্যুক্ত্বা বৈ তদা দেবাঃ স্বধাম পরমং গতাঃ। তদারভ্য দ্বিজশ্রেষ্ঠ হ্যবন্তী ভুবি বিশ্রুতা ॥ ৪৩ ॥ য এতাং সুকথাং দিব্যাং পুণ্যাং চ পাপহারিণীম্। শৃণুয়াচ্ছ্রাবয়েদ্যো বৈ সর্ব্বপাপৈঃ স মুচ্যতে ॥ ৪৪ ॥ অপুত্রো লভতে পুত্রমধনো ধনমাপ্নুয়াৎ। বাজপেয়সহস্রাণাং রাজসূয়শতাধিকম্ ॥ ৪৫ ॥ পুণ্যং লব্ধা নরো নিত্যং শিবলোকে মহীয়তে ॥ ৪৬ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে অবন্ত্যভিধানকথাবর্ণনং নাম দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪২ ॥

ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

সনৎকুমার উবাচ। এতস্মিন্নন্তরে ব্যাস যথোজ্জয়নী স্মৃতা পুরী। তথাহং সম্প্রবক্ষ্যামি শৃণুষ ত্বং সমাহিতঃ ॥ ১ ॥ ত্রিপুরাখ্যো মহাদৈত্যঃ সর্ব্বদৈত্যজনেশ্বরঃ। তপস্তেপে সুদুর্দ্ধর্ষং ব্রহ্মণ-

---

দেবগণ আকাশবাণীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তদুদ্দেশে প্রণাম করত পুনরায় সকলে মাহেশ্বর বনে গমন করিলেন। তত্রত্য পুরী সর্ব্বকামফলপ্রদা; চাতুর্ব্বর্ণ্য-সমাকীর্ণা ও ঋষি-গন্ধর্ব্বসেবিতা। ঐ পুরী সর্ব্বদা পুণ্যজন পরিপূর্ণ। উহা সিদ্ধচারণসেবিত। দরিদ্র, জড়, মূর্খ, রোগী, মৎসরী, ব্যাধিত, ও অপকারী, ব্যক্তি ঐ স্থানে দেখা যায় না। দান্ত, শান্ত, সুশীল, জরারোগ-বর্জ্জিত, স্বধর্ম্মনিরত, নিত্য সদাচার, অতিথিপ্রিয়, নর সকল ঐ স্থানে বাস করিয়া থাকেন। ঐ স্থানের নারীগণ পতিব্রতা। ঐ স্থানে মহোৎসব, গীত ও হব্য-কব্য গৃহে গৃহে বিরাজিত। ঈদৃশী পুরী দর্শন করিয়া দেবগণ অত্যন্ত হৃষ্ট হইলেন। এ স্থানে পৈশাচমোচন নামক বিখ্যাত তীর্থ আছে। ঐ সর্ব্বতীর্থ নিষেবিত তীর্থ পুণ্যবান্ ব্যক্তি মাত্রেরই সেব্য। ঐ তীর্থে স্নান, জপ, হোম ও দানান্তে অক্ষয় পুণ্য লাভ করিয়া সুরগণ সুরালয়ে গমন করিয়া তত্রত্য দুষ্ট অসুরগণকে জয় করত স্বীয় স্বীয় স্থান লাভ করিলেন। হে মহাভাগগণ! যাহারা এই তীর্থে স্নান, দান, অর্চ্চনা, হবন, ও পিতৃতর্পণ করে; তাহাদের ঐ সকল কর্ম্ম অনন্ত ফলজনক হয়। সর্ব্বপ্রযত্নে বুধব্যক্তি এ স্থানে এই সকল স্নান দানাদি করিবেন। দেব, তীর্থ, ওষধি, বীজ ও ভূতগণের অবন বা পালন হয় বলিয়া কল্পে কল্পে এই পুরীর 'অবন্তী' এই নাম হইয়া থাকে। অদ্যাবধি এই কুশস্থলীর নাম হইল—অবন্তী। এই কথা বলিয়া দেবগণ স্বস্থানে গমন করিলেন! হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! সেই হইতে এই পুরী পৃথিবীতে 'অবন্তী' বলিয়া খ্যাত হইয়াছে। যে ব্যক্তি এই সুকথা শ্রবণ করে, বা কাহাকেও শ্রবণ করায়, সে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া থাকে এবং অপুত্র হইলে পুত্র, নির্ধন হইলে ধন, সহস্র বাজপেয়-ফল ও শতাধিক রাজসূয়-ফল লাভ করিয়া শিবলোকে পূজিত হয়। ২৩—৪৬।

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪২।

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়।

সনৎকুমার বলিলেন,—হে ব্যাসদেব! এই পুরীর নাম যেরূপে উজ্জয়িনী হইয়াছে, তাহা আমি বলিতেছি, সমাহিতভাবে শ্রবণ করুন। সর্ব্বদৈত্যেশ্বর মহাদৈত্য ত্রিপুরাখ্য দৈত্য ব্রহ্মার

ভক্তিকারণাৎ ॥ ২ ॥ আতপে চাগ্নিসেবাং বৈ প্রাবৃষি মেঘতর্পণম্। নমস্থিত্বা তদাত্মানং শীতকালে জলাশয়ে ॥ ৩ ॥ শীর্ণপত্রজলাহারো বায়ুভক্ষী নিরাশ্রয়ঃ। গায়ত্রীব্রতমাহায় ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহঃ ॥ ৪ ॥ এবং বর্ষসহস্রং তু তপস্তপ্তং সুদুশ্চরম্। পূর্ণে বর্ষসহস্রে তু ব্রহ্মা প্রীততমোঽব্রবীৎ ॥ ৫ ॥ ব্রিয়তাং ভোঽসুরশ্রেষ্ঠ বরং মত্তোঽভিবাঞ্ছিতম্। তৎসর্ব্বং সাম্প্রতং লোকে বরং তুভ্যং দদামি বৈ ॥ ৬ ॥ এবমুক্তঃ স বিধিনা দৈত্যস্ত্রিপুরসংজ্ঞিতঃ। উবাচ বচনং সদ্যো ব্রহ্মাণং সংশিতব্রতম্ ॥ ৭ ॥ ত্রিপুর উবাচ। যদি তুষ্টমনা ব্রহ্মন্ বরং মে দাতুমিচ্ছসি। দেবদানবগন্ধর্ব্বপিশাচোরগরাক্ষসৈঃ। অবধ্যোঽহং সদা ভূয়াং বরমেতদ্বৃণোম্যহম্ ॥ ৮ ॥ ব্রহ্মোবাচ। এবং ভবতু তে বৎস বিচরাকুতোভয়ঃ। ইত্যুক্ত্বা সহসা ব্রহ্মা তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ৯ ॥ তদারভ্য মহাদৈত্যো দেবানাং কদনং মহৎ। চকার কোপপূর্ণো বৈ পূর্ব্ববৈরমনুস্মরন্ ॥ ১০ ॥ বাসয়িত্বা যত্র তত্র ত্রিপুরাণি চরাণি চ। অত্র বাসকৃতঃ সর্ব্বে বর্ণাশ্রমপরা জনাঃ ॥ ১১ ॥ তেষাং বৈ কদনং চক্রে নানোপায়ৈন পাপধীঃ। তস্মিন্ পুরে দুষ্টবাসে ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ ॥ ১২ ॥ ন জুহুয়ুশ্চাগ্নিহোত্রং সোমপানং ন কর্হিচিৎ। কুতশ্চিৎ সুকৃতং কর্ম্ম জনাঃ কুর্ব্বন্তি নো মুনে ॥ ১৩ ॥ স্বাহাকারস্বধাকারবষট্কারবিবর্জ্জিতাঃ। নোৎসবো দৃশ্যতে গেহে কস্যচিদ্ভুবি বিস্তৃতঃ ॥ ১৪ ॥ দেবতায়তনং নাস্তি তথা নো শিবপূজনম্। নাস্তি যজ্ঞো ন দানানি ন গোব্রাহ্মণপূজনম্ ॥ ১৫ ॥ সদাচারজনো নাস্তি দয়ামানবিবর্জ্জিতা। ন দানী নোপকারী চ তপস্বী নৈব দৃশ্যতে ॥ ১৬ ॥ এবং ব্যাস পুরে তস্মিন্নষ্টপ্রায়মিদং জগৎ। প্রজানাং ব্রাহ্মণা মূলং বেদমূলা হি ব্রাহ্মণাঃ ॥ ১৭ ॥ বেদমূলপরা যজ্ঞা যজ্ঞমূলা হি দেবতাঃ। তস্মাদ্ব্যাস হতং সর্ব্বং কৃতং তেন দুরাত্মনা ॥ ১৮ ॥ তেন দেবগণাঃ সর্ব্বে হতপ্রায়া হতৌজসঃ। বিচরন্তি যথা মর্ত্ত্যা ভুবি তেন পরাজিতাঃ ॥ ১৯ ॥ অন্যোন্যকৃতসন্ধানা মন্ত্রং কৃত্বা সমাহিতাঃ। জগ্মুস্তে তত্র যত্রাস্তে প্রজাপতিররুম্মষঃ ॥ ২০ ॥ ত্রিদশাঃ কথয়ামাসুঃ স্বব্যসনকারণম্। তজ্জ্ঞাত্বা সহসোত্থায় ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ॥ ২১ ॥ জগাম

সন্তোষ-সাধনের নিমিত্ত দুর্দ্ধর্ষ তপ আচরণ করে। সে আতপে অগ্নিসেবা, বর্ষায় শীতকালে জলাশয়ে অবস্থান, শীর্ণ পর্ণ, জল ও বায়ু ভক্ষণ করিয়া নিরাশ্রয়ে অবস্থা করিতে থাকে। সে সর্ব্ব অবলম্বনীয় পরিত্যাগপূর্ব্বক গায়ত্রীব্রত অবলম্বনে সহস্র বর্ষ কাল সুদুশ্চর তপস্যা করে। সহস্র বর্ষ পূর্ণ হইলে ব্রহ্মা প্রীত হইয়া তাহাকে বলিলেন,—হে অসুরশ্রেষ্ঠ! তুমি আমার নিকট অভিলষিত বর প্রার্থনা কর, আমি তোমায় বর প্রদান করিব। তখন ব্রহ্মার তথাবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া ত্রিপুরাসুর বলিল,—হে ব্রহ্মন্! যদি আপনি তুষ্ট হইয়া বর দান করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, তবে আমি এই বর প্রার্থনা করি যে, আমি যেন দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, উরগ, ও রাক্ষসগণের অবধ্য হই, এই বর প্রদান করুন। ব্রহ্মা বলিলেন—"তথাস্তু" বৎস! তুমি অকুতোভয়ে বিচরণ কর। এই কথা বলিয়া ব্রহ্মা তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন। তদবধি ঐ দৈত্য পূর্ব্ব বৈর স্মরণ করিয়া দেবতাদিগের মহৎ ক্লেশ উৎপাদন করিতে লাগিল। এই তীর্থে যে সকল বর্ণাশ্রমাচারী ব্যক্তি বাস করেন, নানা উপায়ে ঐ পাপধী তাঁহাদেরও ক্লেশ উৎপাদন করিতে লাগিল। ঐ পুরে দুষ্ট ত্রিপুরাসুরের বাস-নিবন্ধন বেদপারগ ব্রাহ্মণগণ হোম, অগ্নিহোত্র ও সোমপান পর্য্যন্তও কোন প্রকারে করিতে সমর্থ হইলেন না।১-১৩। তাঁহারা স্বাহাকার, স্বধাকার বষট্কারবর্জ্জিত হইলেন। ভূতলে কাহার গৃহে কোন উৎসব দৃষ্ট হইল না। তখন দেবতায়তন, শিবপূজা, যজ্ঞ, দান, গো-ব্রাহ্মণপূজা, সদাচার ব্যক্তি, দয়া-মান, দানী, উপকারী, ও তপস্বী, এ সকল কিছুই আর দেখিতে পাওয়া গেল না। হে ব্যাসদেব! তখন এই জগৎ নষ্টপ্রায় হইয়া উঠিল। প্রজা সকলের মূল ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণের মূল বেদ, বেদমূল যজ্ঞ, ও যজ্ঞমূল দেবতা; সুতরাং হে ব্যাসদেব! ঐ দুরাত্মা ব্রাহ্মণের ক্রিয়ালোপ করিয়া সকলই নষ্ট করিল। দেবগণ হতপ্রায় হতবল ও তৎকর্তৃক পরাজিত হইয়া মর্ত্ত্যের ন্যায় ভূতলে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা পরস্পর সমাহিতভাবে মন্ত্রণা করিয়া—যেখানে অকল্মষ প্রজাপতি বিরাজমান, সেই স্থানে গমন করিলেন। তাঁহারা পিতামহ-সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া দুঃখ-কারণ নিবেদন করিলে পিতামহ সহসা উত্থিত

ত্রিদশৈঃ সার্দ্ধং মহাকালবনোত্তমম্। যত্রাস্তে সততং দেব উময়া সহিতঃ শিবঃ ॥ ২২ ॥ যত্রাবন্তী পুরী দিব্যা সর্ব্বতীর্থনিষেবিতা। তত্রাগত্য সুরৈঃ সাকং স্বয়ম্ভূশ্চতুরাননঃ ॥ ২৩ ॥ স্নানং দানং জপং হোমং কৃত্বা রুদ্রসরে তদা। পূজয়িত্বা মহাকালং ব্রহ্মা বচনমব্রবীৎ ॥ ২৪ ॥ ব্রহ্মোবাচ। দেবদেব মহাদেব ভক্তানামভয়ঙ্কর। শ্রূয়তাং ভোঃ সুরশ্রেষ্ঠ দেবকার্য্যমনুত্তমম্ ॥ ২৫ ॥ ত্রিপুরো নাম দৈত্যেন্দ্রো দেবানাং কদনং মহৎ। করোতি সততং দৈত্যো দেবব্রাহ্মণনিন্দকঃ ॥ ২৬ ॥ বাসয়িত্বা পুরস্তিস্রো বিস্তীর্ণা বিচরত্যথ। তত্র স্থিতানি ভূতানি নাশং যান্তি দুরাত্মনা ॥ ২৭ ॥ এবং কৃত্বা প্রজাঃ সর্ব্বাঃ ক্ষয়ং নীতাশ্চরাচরাঃ। উদ্বাসিতানি দ্বীপানি গ্রামাশ্চ নগরাণি চ ॥ ২৮ ॥ ঋষীণামাশ্রমাঃ সর্ব্বে যতীনামায়তনানি চ। এবং কৃত্বা সুরাঃ সর্ব্বে ভ্রষ্টরাজ্যাঃ পরাজিতাঃ ॥ ২৯ ॥ বিচরন্তি যথা মর্ত্ত্যাস্ত্রিপুরেণ দুরাত্মনা। মত্তো লব্ধবরো নিত্যং ব্রজত্যেবাকুতোভয়ঃ ॥ ৩০ ॥ তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন বধস্তস্য বিচিন্ত্যতাম্ ॥ ৩১ ॥ ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্য ব্রহ্মণঃ সংশিতাত্মনঃ। চিরং ধ্যাত্বা মহাদেবো ব্রহ্মাণং তমুবাচ হ ॥ ৩২ ॥ মহাদেব উবাচ। শ্রূয়তাং ভোঃ সুরশ্রেষ্ঠা ব্রহ্মশক্রপুরোগমাঃ। জয়োপায়ং করিষ্যামি দৈত্যস্যাস্য দুরাত্মনঃ ॥ ৩৩ ॥ তপশ্চরত যূয়ং বা আত্মনো জয়কাঙ্ক্ষিণঃ। অবন্ত্যাং যদ্ধুতং দত্তং তৎসর্ব্বং চাক্ষয়ং ভবেৎ ॥ ৩৪ ॥ ইত্যুক্ত্বা সর্ব্বদেবানাং তত্রৈবান্তর্হিতঃ শিবঃ। গত্বা শ্মশাননিলয়ে ভূতপ্রেতনিষেবিতে ॥ ৩৫ ॥ জয়ার্থং তস্য দৈত্যস্য ত্রিপুরস্য দুরাত্মনঃ। উপাসাঞ্চক্রিরে তত্র চামুণ্ডায়াঃ সুরেশ্বরাঃ ॥ ৩৬ ॥ মহিষৈশ্চ মহামেধ্যৈঃ পশুপুষ্পার্ঘ্যতর্পণৈঃ। বলিভির্বিবিধৈর্দানৈর্ধূপদীপাগ্নিতর্পণৈঃ। পূজয়িত্বা তদা দেবীং তামীড়ে বৃষভধ্বজঃ ॥ ৩৭ ॥ দুর্গাং ভগবতীং ভদ্রাং দুর্গসংসারতারণীম্। ত্রিপুরান্তকারিণীং কৃত্যাং চণ্ডমুণ্ডবধোদ্যমাম্ ॥ ৩৮ ॥ দৈত্যমেদোমদোন্মত্তাং রক্তাখ্যাং রক্তদন্তিকাম্। রক্তাম্বরধরাং ধীরাং রক্তপুষ্পাবতীং সতীম্ ॥ ৩৯ ॥ মহিষবাহিনীং শ্যামাং যজ্ঞাসনপরিগ্রহাম্। দ্বীপিচর্ম্মপরীধানাং শুক্রমাংসাতিভৈরবাম্ ॥ ৪০ ॥ পূজয়িত্বা প্রসন্নাত্মা ধ্যানমাস্থায় সংস্থিতঃ। তদা ভগ-

হইয়া তাঁহাদের সহিত—যেখানে সতত শঙ্করীর সহিত শঙ্কর বিরাজ করিতেছেন, সেই উত্তম মহাকালবনে গমন করিলেন। ঐ মহাকালবন মধ্যেই সর্ব্বতীর্থশ্রেষ্ঠা দিব্যা অবন্তীপুরী বিরাজমানা। চতুর্ম্মুখ দেবগণের সহিত ঐ স্থানে আগমনপূর্ব্বক স্নান, দান, জপ, হোম, এই সকল কর্ম্ম ও মহাকাল পূজা রুদ্রসরে সমাপন করিয়া দেবদেব-সন্নিধানে বলিতে লাগিলেন,—হে দেবদেব, মহাদেব, ভক্তগণের অভয়প্রদ! হে সুরশ্রেষ্ঠ! অনুত্তম দেবকার্য্য শ্রবণ করুন,—দেবব্রাহ্মণ-নিন্দক ত্রিপুর নামক দৈত্যেন্দ্র দেবগণের মহৎ ক্লেশ উৎপাদন করিয়াছে। ঐ দৈত্য ত্রিভুবনের ভয় প্রদান করিয়া বিচরণ করিতেছে এবং প্রাণিগণকে নিপীড়িত করিতে কুণ্ঠিত হইতেছে না। এইরূপে ঐ দুরাত্মা চরাচর জগৎ অন্তিম দশায় উপনীত করিয়াছে; ঐ পামর দ্বীপ, গ্রাম, নগর, ঋষিগণের আশ্রম, যতিদিগের আয়তন, এ সকল ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে। সুরগণ পরাজিত ও ভ্রষ্টরাজ্য হইয়া মর্ত্ত্যবাসীর ন্যায় দীনভাবে বিচরণ করিতেছেন। ঐ পাপাত্মা আমার নিকট বরলাভ করিয়া অকুতোভয়ে বিচরণ করিতেছে। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে তাহার বধের বিষয় চিন্তা করুন। বিধাতার বাক্য শুনিয়া মহাদেব তাঁহাকে বলিলেন,—হে ব্রহ্মশক্রপ্রমুখ সুরগণ! আপনারা শ্রবণ করুন,—আমি এই দুরাত্মা দৈত্যের জয়োপায় করিতেছি।১৪—৩৩। তোমরা জয়াকাঙ্ক্ষী হইয়া তপশ্চরণ কর। অবন্তীতে যাহা হোম বা দান করা যায়, তাহা অক্ষয় হইয়া থাকে। এই কথা বলিয়া দেব ত্রিলোচন তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন। দেবগণ তখন মহাকালবনস্থ ভূত-প্রেতনিষেবিত শ্মশাননিলয়ে গমন করিয়া দুরাত্মা ত্রিপুরদৈত্যের জয়ার্থ চামুণ্ডার উপাসনা করিতে লাগিলেন। মহিষ, মহামেধ্য পশুপুষ্পার্ঘ্য তর্পণ, বিবিধ বলিদান, ধূপ, দীপ, অগ্নি-তর্পণ, দ্বারা পূজা করিয়া বৃষভধ্বজ দেবী চামুণ্ডার ধ্যান করিলেন; যথা—তিনি দুর্গা, তিনি ভগবতী, তিনি ভদ্রা, এবং তিনি দুর্গসংসারতারিণী, ত্রিপুরান্তকারিণী, কৃত্যা, চণ্ড মুণ্ডবধোদ্যমা, দৈত্যমেদো-মদোন্মত্তা, রক্তাখ্যা, রক্তদন্তিকা, রক্তাম্বরধরা, ধীরা রক্তপুষ্পাবতী, সতী, মহিষবাহিনী, শ্যামা, যজ্ঞদলপরিগ্রহা, দ্বীপিচর্ম্ম-পরিধানা, ও শুক্রমাংসাতিভৈরবা। তিনি এই ভাবে পূজা করিয়া ধ্যাননিমগ্ন হইলেন। তখন

বতী ভদ্রা যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ। প্রসন্নবদনা ভূত্বা প্রত্যক্ষং প্রাহ চণ্ডিকা ॥ ৪১ ॥ দেব্যুবাচ। ব্রিয়তাং ভোঃ সুরশ্রেষ্ঠ বরং মত্তোঽভিবাঞ্ছিতম্। সর্ব্বং ত্বয়োক্তং যচ্ছামি জগতামুপকারকম্ ॥৪২॥ শ্রীহর উবাচ। যদি তুষ্টাসি বৈ দেবি দেহি মে বরমুত্তমম্। যেন হন্মি মহাদৈত্যং ত্রিপুরং দেবকণ্টকম্ ॥ ৪৩ ॥ শ্রীদেব্যুবাচ। জয় হ্যেনং মহাদেব গৃহাণ পাশুপতং পরম্। ময়া দত্তং সুরশ্রেষ্ঠ দৈত্যনাশকরং পরম্॥৪৪॥ মহাপাশুপতং শস্ত্রং করে কৃত্বা চ শঙ্করঃ ॥ ৪৫ ॥ উজ্জহার তদা শম্ভুর্দৈত্যনাশায় সত্বরঃ। মহাভৈরবিকো ভূত্বা সর্ব্বপ্রাণিভয়ঙ্করঃ ॥ ৪৬ ॥ স্তুতিং কৃত্বা যযৌ বাগ্ভিঃ পৃষ্ঠতোঽনুযযুঃ সুরাঃ। শরেণৈকেন বৈ রুদ্রো জঘান তং মহাসুরম্ ॥ ৪৭ ॥ মায়িনং তং ত্রিধা ভিত্বা মায়াযুদ্ধেন শঙ্করঃ। পুনরাগাৎ পুরীমেতামবন্তীমমরসেবিতাম্ ॥ ৪৮ ॥ জয়াশিষাং প্রযুঞ্জানা ঋষয়ঃ সিদ্ধচারণাঃ। তুষ্টুবুশ্চ তদা দেবা জয়শব্দেন হর্ষিতাঃ ॥ ৪৯ ॥ অপ্সরা ননৃতুস্তত্র গন্ধর্ব্বা ললিতং জগুঃ। ববৌ তদা পুণ্যতমো বায়ুঃ সুখপ্রদো নৃনাম্ ॥ ৫০ ॥ জয়শব্দস্তদা জাতঃ প্রাণিনাঞ্চ গৃহে গৃহে। জজ্বলুশ্চাগ্নয়ঃ শান্তাঃ শান্তা দিগ্জনিতস্বনাঃ ॥ ৫১ ॥ প্রবর্ত্তন্তে তদা যজ্ঞা মহোৎসবসদক্ষিণাঃ। দেবাঃ প্রপেদিরে স্থানং স্বকীয়ং পুনরাদৃতম্ ॥ ৫২ ॥ উজ্জিতো দানবো যস্মাত্ত্রৈলোক্যে স্থাপিতং যশঃ। তস্মাৎসর্ব্বৈঃ সুরশ্রেষ্ঠৈঋষিভিঃ সনকাদিভিঃ ॥ ৫৩ ॥ কৃতং নাম হ্যবন্ত্যা বা উজ্জয়িনী পাপনাশিনী। অবন্তী চ পুরা প্রোক্তা সর্ব্বকামবরপ্রদা ॥ ৫৪ ॥ অদ্যপ্রভৃতি পুরী ব্যাস উজ্জয়িনী সমাশ্রিতাঃ। যেঽস্যাং চ স্নানদানাদি ভুবি কুর্ব্বন্তি মানবাঃ ॥ ৫৫ ॥ ন তেষাং দুষ্কৃতং কিঞ্চিদ্দেহে তিষ্ঠতি পাপজম্ ॥ ৫৬ ॥ বিদ্যার্থী গিরীশং ধনার্থী ধনেশং সুতার্থী সুতেশং দিনেশং সুখার্থী। ধিয়োঽর্থী গণেশং প্রিয়ার্থী বসেদ্বৈ গিরাং প্রাহমানী জনশ্চোজ্জয়িন্যাম্ ॥ ৫৭ ॥ য এতস্যাং মহাভাগ সদা বসতি মানবঃ। ভুক্ত্বা কামানয়নোঽভীষ্টান্ ততঃ শিবপুরং ব্রজেৎ ॥ ৫৮ ॥ তত্রৈব বসতে নিত্যং কল্পকোটিশতাধিকম্ ॥ ৫৯ ॥

ভগবতী ভদ্রা চণ্ডিকা—যিনি এই জগৎ ধারণ করিতেছেন, প্রসন্নবদনে বলিলেন,—ভো সুরশ্রেষ্ঠ! তুমি আমার নিকট অভিবাঞ্ছিত বর প্রার্থনা কর। জগতের উপকারক তোমার প্রার্থিত সমস্ত বস্তুই আমি প্রদান করিব। তখন শঙ্কর বলিলেন, —হে দেবি! যদি তুষ্টা হইয়াছেন, তবে এই বর দিন—যাহাতে আমরা দেবকণ্টক মহাদৈত্য ত্রিপুরকে নিহত করিতে পারি। শ্রীমতী দেবী বলিলেন,—হে মহাদেব! ঐ দুষ্টকে জয় করুন, এই পাশুপত অস্ত্র গ্রহণ করুন; হে সুরশ্রেষ্ঠ! আমি এই দৈত্য নাশকর পরমাস্ত্র প্রদান করিতেছি তখন শঙ্কর মহাপাশুপত অস্ত্র গ্রহণ করত মহাভৈরবে সর্ব্বপ্রাণিভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া দৈত্যবিনাশের নিমিত্ত যাত্রা করিলেন। ঐ সময় সুরগণ পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাঁহার স্তব করিতে করিতে গমন করিতে লাগিলেন। ভগবান রুদ্র একই শরপ্রহারে ঐ মহাসুরকে নিহত করিলেন। তিনি ঐ মায়াবী দানবকে মায়াযুদ্ধে ত্রিধা ভিন্ন করিয়া পুনরায় সুরসেবিত অবন্তীপুরীতে প্রত্যাগমন করিলেন। তদ্দর্শনে মহর্ষি ও সিদ্ধ, চারণগণ তাঁহাকে জয়াশীর্ব্বাদ প্রদান করিতে লাগিলেন; দেবগণ হৃষ্ট হইয়া জয় শব্দে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন, অপ্সরোগণ নৃত্য করিতে লাগিল; গন্ধর্ব্বগণ সুললিতভাবে গান করিতে লাগিল; নরগণের সুখপ্রদ পুণ্য বায়ু বহিতে লাগিল; এবং প্রাণিগণের গৃহে গৃহে জয় শব্দ উত্থিত হইল। তখন শান্ত অগ্নি পুনরায় প্রজ্বলিত হইল; নানাদিকের উৎপাত শব্দ শান্ত হইল; মহোৎসব এবং দক্ষিণার সহিত যজ্ঞ প্রবর্ত্তিত হইল; এবং দেবগণ স্ব স্ব স্থান লাভ করিলেন, দানবকে জয় করিয়া ত্রৈলোক্যে যশ সংস্থাপিত হইয়াছিল বলিয়া সুরশ্রেষ্ঠগণ এবং সনকাদি ঋষিগণ এই পুরীর নাম রাখিয়াছিলেন,—উজ্জয়িনী। এই উজ্জয়িনী পাপনাশিনী। ইহার পূর্ব্ব নাম—সর্ব্বকামবরপ্রদা অবন্তী। হে ব্যাসদেব! অদ্যাবধি এই পুরীর নাম উজ্জয়িনী হইল। যে মানব এই স্থানে স্নানদানাদি করিবে, তাহার দেহে কিঞ্চিন্মাত্রও দুষ্কৃত থাকিবে না। বিদ্যার্থী গিরিশ, ধনার্থী ধনেশ, সুতার্থী সুতেশ, সুখার্থী দিনেশ, জ্ঞানার্থী গণেশ, এবং প্রিয়ার্থী ও বাগ্মিতার্থী ব্যক্তি উজ্জয়িনীর আশ্রয় লইবে। হে মহাভাগ! যে ব্যক্তি এই স্থানে বাস করে, সে অভিমত ভোগ করিয়া শিবপুরে গমন করে এবং তথায় গমন করিয়া কল্পকোটি শতাধিক কাল অর্থাৎ নিত্যকাল বাস করে

য এতাং বৈ কথাং পুণ্যাং পঠতে শৃণুতেঽথবা। মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো গোসহস্রফলং লভেৎ ॥ ৬০ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে অবন্তীক্ষেত্রমাহাত্ম্যে উজ্জয়িন্তিবিধানকথনং নাম ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৪৩॥

—

চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

সনৎকুমার উবাচ। অথাতঃ সম্প্রবক্ষ্যামি পদ্মাবতী যথাভবৎ। শৃণুষ চাদৃতো ব্যাস বহুপুণ্যকৃতাং কথাম্ ॥ ১ ॥ একদা সর্ব্বরত্নানাং হানির্জাতা সুরাসুরৈঃ। ধর্ম্মগ্লানির্নিরোধশ্চ জাতো বৈ দুষ্টদানবৈঃ ॥ ২ ॥ তদা সুরাসুরৈঃ সর্ব্বৈর্মিলিত্বা মথিতোঽম্বুধিঃ। মেরুর্বংশোদধিঃ পাত্রং রজ্জুর্বাসুকিপন্নগঃ ॥ ৩ ॥ কূর্ম্মপৃষ্ঠে বিধিং কৃত্বা রত্নানি দুদুহুস্তদা। আদৌ লক্ষ্মীর্বিনির্যাতা কৃষ্ণায় প্রতিপাদিতা ॥ ৪ ॥ তেন কৃত্বা বিষাদোঽভূদ্দেবদানবয়োস্তদা। এতস্মিন্নন্তরে প্রাপ্তো নারদো দেবদর্শনঃ ॥ ৫ ॥ বারিতঃ কলহস্তেন দেবদৈত্যসমুদ্ভবঃ। মহাকালবনে সান্ত পদ্মা সিন্ধুসমুদ্ভবা ॥ ৬ ॥ সাগরান্তে চ রত্নানি তিষ্ঠন্তি বিবিধানি চ। তানি সর্ব্বাণি চাদায় ভবতাং বৈ দদাম্যহম্ ॥ ৭ ॥ মথ্যতামুদধিঃ শীঘ্রং নাত্র কার্য্যা বিচারণা। পুনস্তে তূদ্যমং চক্রুরমৃতার্থং সুরাসুরাঃ ৮॥ মথ্যমানেঽম্বুধৌ তেষাং মণিঃ প্রাপ্তশ্চ কৌস্তুভঃ পারিজাততরুঃ পশ্চাৎ সুরা জাতা ততঃ পরম্ ॥ ৯ ধন্বন্তরিরথোৎপন্নশ্চন্দ্রো জাতোঽপি বৈ ততঃ কামধেনুস্ততো জাতা গজরত্নং ততঃ পরম্ ॥ ১০ উচ্চৈঃশ্রবা হয়শ্রেষ্ঠঃ সুধা রম্ভা ততস্ততঃ। ততঃ পরং চ সারঙ্গং ধনুঃ সর্ব্বাস্ত্রসম্ভবম্ ॥ ১১ ॥ পাঞ্চজন্যস্তথা শঙ্খঃ করে তিষ্ঠতি মুরদ্বিষঃ। নিধিরেষ মহাপদ্মো বিষং হালাহলং ততঃ ॥ ১২ ॥ চতুর্দ্দশাপি রত্নানি প্রাপ্তানি বিবিধানি চ। সমাদায় গতাস্তত্র যত্র মাহেশ্বরং বনম্ ॥ ১৩ ॥ গত্বা তে চ সমাসীনা মন্ত্রং চক্রুঃ পরস্পরম্। অহং পূর্ব্বমহং পূর্ব্বমিতি তে সমযন্ত্রিতাঃ ॥ ১৪ ॥ কোলাহলস্তথোৎপন্নো নারদঃ পুনরভ্যগাৎ। তেষাং কলিমলং দৃষ্ট্বা বিষ্ণুমারাধয়ত্তঃ ॥১৫॥ মোহনীরূপমাস্থায় নারীভূত্বাভ্যগাদ্ধরিঃ। অতিরূপবতী তন্বী তামালোক্য মহাসুরাঃ ॥ ১৬ ॥ বিহ্বলাঙ্গাশ্চ তে সর্ব্বে কামবাণবশঙ্গতাঃ। এতস্মিন্-

যে মানব এই কথা পাঠ বা শ্রবণ করে, সে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া গোসহস্রদানের ফল লাভ করে।৩৪—৫৪।

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪৩।

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়।

সনৎকুমার বলিলেন,—হে ব্যাসদেব! আপনি সাদরে শ্রবণ করুন,—অতঃপর অবন্তীপুরীর ‘পদ্মাবতী’ নামের বিবরণ বলিতেছি। এই কথা অতি পুণ্যদায়িনী। পূর্ব্বে মেরুকে মন্থনদণ্ড, উদধিকে পাত্র ও বাসুকিকে রজ্জু এবং কূর্ম্মপৃষ্ঠকে আধার কল্পনা করিয়া রত্ন সকল দোহন করা হইয়াছিল। তাহাতে সর্ব্বপ্রথমে লক্ষ্মীদেবী উদ্ভূতা হন, এবং তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণের করে অর্পণ করা হয়। ইহাতে দেব-দানবের মধ্যে মনোমালিন্য উপস্থিত হয়। এমন সময়ে দেবদর্শন নারদমুনি তথায় উপস্থিত হন। তিনি উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের কলহ মিটাইয়া দেন এবং তিনি বলেন,—পদ্মা মহাকালবনে অবস্থান করুন। সাগরমধ্যে বিবিধ রত্ন আছে, তাহা লইয়া আমি তোমাদিগকে প্রদান করিব। শীঘ্র তোমরা উদধি মন্থন কর। এ বিষয়ে আর ইতস্ততঃ করিবার আবশ্যক নাই। তাঁহার কথায় দেব-দানব উভয় দলেই পুনরায় অমৃতার্থ উদধিমন্থন আরম্ভ করিল।১—৮।মন্থন-কার্য্য চলিতে থাকিলে কৌস্তুভমণি, অনন্তর পারিজাত তরু, পশ্চাৎ সুরগণ, তারপর ধন্বন্তরি, তদনন্তর চন্দ্র, তারপর কামধেনু, তদনন্তর গজরত্ন, অতঃপর হয়শ্রেষ্ঠ উচ্চৈঃশ্রবা, অনন্তর সুধা, তারপর রম্ভা, তারপর শার্ঙ্গধনু, তারপর পঞ্চজন্য শঙ্খ, তারপর নিধি মহাপদ্ম, তারপর হলাহল, এই চতুর্দ্দশ ও আরও বিবিধ রত্ন উদ্ভূত হইল। এ সমস্তই লইয়া তাঁহারা মাহেশ্বর বনে গমন করিলেন। তথায় সমবেত হইয়া তাঁহারা পরস্পর মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। ঐ সময় তাঁহাদের “অহমহমিকায়” কোলাহল উত্থিত হইল। তখন নারদ পুনরায় ঐ স্থানে আগমন করিলেন। তাঁহাদের কলহ দর্শন করিয়া তিনি বিষ্ণুর আরাধনা করিলেন। ভগবান্ বিষ্ণু তৎক্ষণাৎ মোহনী নারীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া তথায় আবির্ভূত হইলেন। অসুরগণ তখন তাঁহাকে অতি রূপবতী তন্বী কামিনীমূর্ত্তি অবলোকন করিয়া বিহ্বলাঙ্গ ও কামবাণে নিতরাং বিদ্ধ হইয়া পড়িল।

স্তরে তেষাং সুরাং প্রাদাৎ সুরেশ্বরঃ ॥ ১৭ ॥ হস্ত-লাঘবযোগেন দেবানামমৃতং দদৌ। এতস্মিন্নন্তরে ব্যাস রাহুস্তদ্রূপধারকঃ ॥ ১৮ ॥ তেষামন্তরগো ভূত্বা পপৌ চামৃতমুত্তমম্। তজ্জ্ঞাত্বা চ ক্রতং বিষ্ণুঃ শিরশ্চক্রেণ চাচ্ছিনৎ ॥১৯॥ সুধাস্পর্শপ্রসঙ্গেন ন মমার সুরস্তদা। রাহুঃ কেতুরিতি খ্যাতৌ ক্ষেত্রেঽস্মিন্ মুনিসত্তমঃ ॥ ২০ ॥ রাহুকায়াৎ সমুদ্ভূতং বহু সুস্রাব শোণিতম্। তস্মিন্ ক্ষেত্রে মহত্তীর্থং জাতং তদ্দোষ-নাশনম্ ॥ ২১ ॥ তত্র স্নাত্বা শুচির্ভূত্বা রাহোর্দর্শন-তৎপরাঃ। ন তেষাং জায়তে কিঞ্চিৎ রাহুপীড়া কদাচন ॥ ২২ ॥ বাঞ্ছিতার্থমবাপ্নোতি গোসহস্র-ফলং ভবেৎ। ততস্তানি চ রত্নানি মহাকালবনে সুরাঃ ॥ ২৩ ॥ বিভজ্য ভাগাংস্তে সর্ব্বে প্রাপ্য রত্নভুজোঽভবন্। মণিং পদ্মাং ধনুঃ শঙ্খং বিষ্ণবে নারদো দদৌ ॥ ২৪ ॥ সূর্য্যায় চ দদৌ হৃষ্টং সপ্তাশ্বং চাপ্তিসম্ভবম্। ঐরাবতং গজশ্রেষ্ঠং বাসবায় সমর্পয়ৎ ॥ ২৫ ॥ পীযূষং দিবিষদাগণান্ দদৌ চন্দ্রং চ শম্ভবে। পারিজাতং তরুশ্রেষ্ঠং রম্ভাং চৈব বরাঙ্গনাম্ ॥ ২৬ ॥ ইন্দ্রক্রীড়াবনে রম্যে নন্দনে চ সমর্পয়ৎ। ঋষীণাং সমদাদ্ধেনুং কামদোগ্ধ্রীং যজ্ঞ-সিদ্ধয়ে ॥ ২৭ ॥ নিধিরেষ মহাপদ্মঃ কুবেরভবনং গতঃ। যত্তজ্জালাহলং প্রোক্তং বিষং কেনাপি নাদৃতম্ ॥ ২৮ ॥ যতোযতঃ প্রসরতি প্রলয়ং যান্তি জন্তব। দধার তদ্বিষং শম্ভুর্জগতাং হিতকাম্যয়া ॥ ২৯ ॥ তদাপ্রভৃতি মহাদেবো নীলকণ্ঠ ইতি স্মৃতঃ। রত্নকুণ্ডে নরঃ স্নাত্বা নীলগ্রীবং চ পশ্যতি ॥ ৩০ ॥ মুক্তো স সর্ব্বপাপেভ্যঃ সর্ব্বরত্নভুজো ভবেৎ। শতাশ্বমেধিকং পুণ্যং লব্ধ্বা শিবপুরং ব্রজেৎ ॥ ৩১ ॥ তদাদায় সুরাঃ সর্ব্বে ব্রহ্মবিষ্ণুপুরোগমাঃ। উচুশ্চ তে তদা ব্যাস হর্ষনির্ভরমানসাঃ ॥ ৩২ ॥ উজ্জয়িনীং সমাসাদ্য জাতা রত্নভুজো বয়ম্। পদ্মায়াশ্চ নিবাসেন যস্মাৎ সর্ব্বসুখাবহা ॥ ৩৩ ॥ তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু পদ্মা বসতু নিশ্চলা। অদ্যপ্রভৃতি পুরেষা পদ্মা-বতীতি চ স্মৃতা ॥ ৩৪ ॥ য এতস্যাং মহাভাগাঃ স্নানং দানং তথার্চ্চনম্। তর্পণং চৈব দেবানাং পিতৃণাং চ বিশেষতঃ ; ন তেষাং দুষ্কৃতং কিঞ্চিৎ দারিদ্র্যং ন দুর্গতিঃ। শতং কুলানি সর্ব্বাণি তারয়েয়ুরসংশয়াস্তদা ॥ ৩৬ ॥ ধনার্থী চৈব পুত্রার্থী বিদ্যার্থী

এই সময়ে সুরেশ্বর তাহাদিগকে সুরা এবং [হস্ত-লঘুতা] সহকারে ঝটিতি দেবতাগণকে অমৃত প্রদান করিলেন। এই সময়ের মধ্যে রাহু গিয়া তাঁহাদের মধ্য হইতে উত্তম অমৃত পান করিয়া ফেলিল। তাহা জানিতে পারিয়া বিষ্ণু চক্র দ্বারা তাহার শিরশ্ছেদ করিলেন। কিন্তু সুধা-স্পর্শপ্রসঙ্গে রাহু প্রাণে মারা পড়িল না। হে মুনিসত্তম! এই ক্ষেত্রে রাহু কেতু নামে বিখ্যাত হয়। শিরশ্ছেদ নিবন্ধন রাহুর কায় হইতে বহু রক্তস্রাব হইয়াছিল। ঐ ক্ষেত্রে রাহুদোষ-নাশক এক মহৎ তীর্থ আবিষ্কৃত হইল। ঐ স্থানে স্নানান্তে শুচি হইয়া রাহুদর্শন করিলে, কদাচ রাহুপীড়া হয় না, অপিচ বাঞ্ছিতার্থ ও গোসহস্রপ্রদানের ফল লাভ হইয়া থাকে। অনন্তর সুরগণ মহাকালবনে মন্থন-লব্ধ রত্ননিচয় ভাগ করিয়া লইলেন এবং সকলে এক একজন রত্নভুক্ হইলেন। নারদমুনি বিষ্ণুকে কৌস্তভমণি, লক্ষ্মী, শার্ঙ্গধনু ও পাঞ্চজন্য শঙ্খ দান করিলেন। এইরূপে তিনি সূর্য্যকে সপ্তাশ্ব, বাসবকে গজশ্রেষ্ঠ ঐরাবত, স্বর্গবাসিগণকে পীযূষ এবং শম্ভুকে চন্দ্র, প্রদান করিলেন। তিনি তরুশ্রেষ্ঠ পারিজাত ও বরাঙ্গনা রম্ভাকে ইন্দ্রের ক্রীড়োদ্যান নন্দনবনে রক্ষা করিলেন। তিনি ঋষিগণকে যজ্ঞসিদ্ধির নিমিত্ত কামধেনু প্রদান করিলেন। নিধি মহাপদ্ম কুবেরভবনে গমন করিল। কিন্তু হলাহল বিষ আর কেহ গ্রহণ করিলেন না। এ হলাহল যে দিক্ দিয়া প্রসৃত হইতে লাগিল, সেই দিকের জীবজন্তুগণ কালগ্রাসে পতিত হইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া জগতের হিতের নিমিত্ত শম্ভু তাহা ধারণ করিলেন। তদবধি মহাদেব নীলকণ্ঠ নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। নর রত্নকুণ্ডে স্নান করিয়া নীলকণ্ঠকে দর্শন করিলে পাপমুক্ত হইয়া সর্ব্বরত্নভাগী ও শতাশ্ব-মেধপুণ্যভাগী হইয়া শিবপুরে গমন করে ।৯—৩১। হে ব্যাস! ব্রহ্ম-বিষ্ণু-প্রমুখ সুরগণ তখন হর্ষনির্ভর মানসে বলিতে লাগিলেন,—আমরা সকলে উজ্জয়িনী প্রাপ্ত হইয়া রত্নাধিকারী হইলাম। পদ্মার নিবাস-নিবন্ধন এই স্থান সর্ব্বসুখাবহ হইয়াছে। পদ্মা এই স্থানে চিরকাল বাস করুন। এই পুরী অদ্যাবধি পদ্মাবতী নামে বিখ্যাত হউক। হে মহাভাগগণ! এই স্থানে যাঁহারা স্নান, দান, অর্চ্চনা, দেব ও পিতৃগণের তর্পণ করেন, তাঁহাদের দুষ্কৃত, দারিদ্রতা, বা দুর্গতি লাভ হয় না; তাঁহারা স্বীয় শত কুল উদ্ধার করিয়া থাকেন। ধনার্থী, পুত্রার্থী, বিদ্যার্থী ও বহু কামুক ব্যক্তি যে কোন

বহুকামুকঃ। যত্র কুত্র স্থিতো ভূত্বা পদ্মাবতীতি চ স্মরেৎ ॥ ৩৭ ॥ সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি শিবঃ সাক্ষাদ্ভবেন্নরঃ। এতস্যাস্ফলং নাম্নঃ কিং চিরং সেবনেন বৈ ॥ ৩৮ ॥ যে শৃণ্বন্তি কথাং পুণ্যাং যে শ্রাবয়ন্তি নিত্যশঃ। ন তেষাং পাতকং কিঞ্চিদশ্বমেধফলং লভেৎ ॥ ৩৯ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে পদ্মাবতীনামকথাবর্ণনং নাম চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৪ ॥

পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

সনৎকুমার উবাচ। শৃণুষ্বাবহিতো ব্যাস কথাং পাপহরাং পরাম্। এষা কুমুদ্বতী জাতা যথা পদ্মাবতী পুরী। তথাহং সম্প্রবক্ষ্যামি যথা মে লোমশোঽব্রবীৎ ॥ ১ ॥ লোমশ উবাচ। শৃণু বৎস ময়া দৃষ্টা বহুপুণ্যতমা পুরী। একদা তীর্থযাত্রায়াং গতোঽহং বৈ কুশস্থলীম্। গুহ্যাদ্গুহ্যতরং স্থানং যত্র সন্নিহিতো হরঃ ॥ ২ ॥ যস্য দর্শনমাত্রেণ ব্রহ্মহত্যাং ব্যপোহতি। যত্র তত্র স্থিতা বিপ্রা ব্রহ্মঘোষমকুর্ব্বত ॥ ৩ ॥ যজ্ঞাংশ্চৈব তথা চিত্রানৃত্বিজোদারকর্ম্মণঃ। ঋষয়শ্চ মহাভাগাঃ প্রকুর্ব্বন্তি সমাহিতাঃ ॥ ৪ ॥ ঋষিপত্ন্যস্তথা সাধ্ব্যঃ পরিচর্য্যাং প্রকুর্ব্বতে। দশবিষ্ণুসমাঃ খ্যাতাস্তত্রৈব নিবসন্তি তে ॥ ৫ ॥ রুদ্রা হ্যেকাদশ প্রোক্তা দ্বাদশার্কাস্তথৈব চ। অষ্টৌ চ বসবঃ খ্যাতা বিশ্বেদেবাস্ত্রয়োদশ ॥ ৬ ॥ অষ্টৌ চ দিগ্গজাশ্চৈব মনবশ্চ চতুর্দ্দশ। মরুদ্গণাশ্চ তে সর্ব্বে তত্রৈবেন্দ্রপুরোগমাঃ ॥ ৭ ॥ গন্ধর্ব্বাপ্সরসশ্চৈব কিন্নরোরগরাক্ষসাঃ। সিদ্ধাস্তপস্বিনো বৎস তত্রৈব সমুপস্থিতাঃ ॥ ৮ ॥ অষ্টৌ বৈ ভৈরবাঃ খ্যাতাশ্চত্বারঃ পবনাত্মজাঃ। বিনায়কাশ্চ ষট্ প্রোক্তা দেব্যশ্চ চতুর্ব্বিংশতিঃ ॥ ৯ ॥ এতে দেবগণাঃ প্রোক্তা রৌদ্রাশ্চৈব তথা গণাঃ। ব্রহ্মা বেদবিদাং শ্রেষ্ঠো মরীচিকশ্যপাদয়ঃ ॥ ১০ ॥ দক্ষঃ প্রজাপতিশ্রেষ্ঠো দিতির্বৈ দেবমাতরঃ। সুরভীপ্রমুখা গাবঃ স্থাবরাণি চরাণি চ ॥ ১১ ॥ তীর্থানি যানি সর্ব্বাণি নদ্যঃ প্রস্রবণানি চ। ক্ষেত্রাণি চৈব সর্ব্বাণি ভুবি পুণ্যতমানি বৈ ॥ ১২ ॥ সপ্ত পুর্য্যস্ত্রয়ো গ্রামা নবারণ্যা নবোষরাঃ। চতুর্দ্দশানি গুহ্যানি মুক্তিদ্বারাণি ভূতলে ॥ ১৩ ॥ সমুদ্রাশ্চৈব চত্বারো রত্নানি বিবিধানি চ। সতী পতিব্রতাঃ সাধ্ব্যস্তথা ব্রহ্মর্ষয়োঽমলাঃ। রাজর্ষয়স্তথা শান্তা ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ ॥ ১৪ ॥ বেদাঃ পুরাণস্মৃতয়ো গাথা গীতিপ্রহেলিকাঃ। উপাসাঞ্চক্রিরে তস্য দেবদেবমুমাপতেঃ ॥ ১৫ ॥

স্থানে থাকিয়াও যদি এই পদ্মাবতী পুরী স্মরণ করে, তাহা হইলে, সে সর্ব্বকাম লাভ করিয়া সাক্ষাৎ শিব হয়। হে ব্যাসদেব! এই হইল—এই তীর্থের নামের ফল! ইহার চির সেবনের ফল আর কি বলিব? যাহারা এই কথা শ্রবণ করে বা শ্রবণ করায়, তাহাদের কোন পাপ হয় না; অপিচ তাহারা অশ্বমেধফল লাভ করে। ৩৭-৩৯।

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪৪।

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়।

সনৎকুমার বলিলেন,—হে ব্যাসদেব! অবহিতচিত্তে এই পাপহরা কথা শ্রবণ করুন—যেরূপে এই পদ্মাবতী পুরীর নাম কুমুদ্বতী হইয়াছিল। এ সম্বন্ধে লোমশ আমাকে যেরূপ বলিয়াছিলেন, আমি আপনাকেও অবিকল সেইরূপ বলিতেছি। ভগবান্ লোমশ বলিয়াছিলেন,—হে বৎস! শ্রবণ কর,—আমি বহু পুণ্যতমা পুরী দেখিয়াছি। আমি একদা কুশস্থলী উদ্দেশে তীর্থযাত্রা করি। ঐ স্থান গুহ্য হইতেও গুহ্যতর। ঐ স্থানে ভগবান্ হর সন্নিহিত, হরদর্শনে মানবের ব্রহ্মহত্যা পাপও বিনষ্ট হয়। ঐ স্থানের যেখানে সেখানে ব্রাহ্মণগণ ব্রহ্মঘোষ করিতেছেন। ঐ স্থানের যজ্ঞ সকল বিচিত্র, ঋত্বিকগণ উদারকর্ম্মা, ঋষিগণ মহাভাগ এবং ঋষিপত্নীগণ সাধ্বী, ও পরিচর্য্যারত! ঐ স্থানে বিষ্ণুর দশাবতার, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, অষ্টবসু, ত্রয়োদশ বিশ্বদেব, অষ্ট দিগ্গজ, চতুর্দ্দশ মনু, মরুদ্গণ ইন্দ্রাদি দেবগণ, গন্ধর্ব্বগণ, অপ্সরোগণ, কিন্নরগণ, উরগগণ রাক্ষসগণ, সিদ্ধগণ, তপস্বিগণ, অষ্ট ভৈরব, চারি পবনাত্মজ ষট বিনায়ক, চতুর্ব্বিংশতি দেবী, সমস্ত দেবগণ, রুদ্রগণ, গণগণ, ব্রহ্মা, মরীচি, কশ্যপাদি, দক্ষ প্রজাপতি, দেবমাতা অদিতি, সুরভি প্রভৃতি, অস্থাবর, স্থাবর, সর্ব্বতীর্থ, নদী প্রস্রবণ, সর্ব্বপুণ্যতম ক্ষেত্র সপ্তপুরী, তিন গ্রাম, নব অরণ্য নবউষর ভূমি, চতুর্দ্দশ গুহ্য মুক্তিদ্বার, চারি সমুদ্র, বিবিধ রত্ন, সতী পতিব্রতা, অমল ব্রহ্মর্ষি রাজর্ষি, শান্ত বেদপরায়ণ ব্রাহ্মণ, বেদ, পুরাণ, স্মৃতি, গাথা, গীতি ও প্রহেলিকা, ইহারা সকলেই দেবদেব উমাপতির

তস্য দর্শনমাত্রেণ জাতোহহং বিজয়োহমলঃ। দীর্ঘায়ুর্দীর্ঘতপসা জরারোগবিবর্জ্জিতঃ ॥ ১৬ ॥ স্নাতোহহং সর্ব্বতীর্থেষু শুচির্ভূত্বা সমাহিতঃ। প্রসন্নমানসো জাতঃ সর্ব্বপাপপরাঙ্মুখঃ ॥ ১৭ ॥ দৃষ্ট্বা পদ্মাবতীং শুদ্ধাং সর্ব্বকামবরপ্রদাম্। ন যত্র দৃশ্যতে কশ্চিচ্ছোকরোগপরো জনঃ ॥ ১৮ ॥ ন দুঃখী ন চ দারিদ্র্যো ন মূর্খো নাজিতেন্দ্রিয়ঃ। পরস্পরবিরোধী ন নৃতির্য্যক্ষু চ দৃশ্যতে ॥ ১৯ ॥ অন্যোন্যং সর্ব্বমিত্রাণি অন্যোন্যং চোপকারিণঃ। সর্ব্বে দাতাশ্চ শান্তাশ্চ সর্ব্বে বিদ্যোপদেশিনঃ ॥ ২০ ॥ উদ্যানানি চ রম্যাণি বনান্যুপবনানি চ। হর্ম্ম্যাণি চ সুশুভ্রাণি শ্রেণীবদ্ধানি ভান্তি বৈ ॥ ২১ ॥ নানারত্নসমাকীর্ণৈর্হেমকুম্ভৈঃ সুশোভনৈঃ। বিরাজন্তে বিচিত্রাণি গীতবাদ্যমহোৎসবৈঃ ॥ ২২ ॥ সদৈব বসতে যত্র উময়া সহ শঙ্করঃ। । চন্দ্রচূড়ঃ কৃত্তিবাসাশ্চিতা-*ভস্মাঙ্গলেপনঃ ॥ ২৩ ॥* চন্দ্রজ্যোৎস্নাকলাপূর্ণমরীচিভিঃ সদা বভৌ। যত্র নো কৃষ্ণপক্ষোহভূন্নামাবাস্যা ন বৈ তমঃ ॥ ৩৪ ॥ সদৈব পুষ্পিতা শ্যামা বাল্যরূপবতী যথা। হর্ম্ম্যপৃষ্ঠে গবাক্ষে চ দ্বারাজিরগৃহান্তরে ॥ ২৫ ॥ গিরিগহ্বরকুঞ্জেষু গুহাস্বভ্যন্তরেষু চ। আশ্রমেষু চ রম্যেষু বনেষুপবনেষু চ ২৬ ॥ গৃহদীর্ঘিকাসু রম্যাসু শালামালাসু সর্ব্বতঃ। চন্দ্রজ্যোৎস্নাসমা পূর্ণা দৃশ্যন্তে ধবলা দিশঃ ॥ ২৭ ॥ কুমুদ্বতীপ্রফুল্লানি বিরাজন্তে সরাংসি চ। জ্যোতির্গণসমাকীর্ণং শরদীব নভঃস্থলম্ ॥ ২৮ ॥ নদ্যঃ সরাংসি সর্ব্বাণি বাপীকূপস্বপল্বলাঃ। কুমুদ্বত্যা সমাকীর্ণা আসীচ্চান্দ্রমসী মহী ॥ ২৯ ॥ যস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু প্রফুল্লা চ কুমুদ্বতী। তস্মাৎ পদ্মাবতী হ্যেষা জাতা কুমুদ্বতী পুরী ॥ ৩০ ॥ কুমুদ্বত্যাং নরা যে তু শ্রাদ্ধং কুর্য্যুঃ সমাহিতাঃ। ন তেষাং পিতরঃ স্বর্গাচ্চ্যবন্তে হি কদাচন ॥ ৩১ ॥ অক্ষয়ং লভতে শ্রাদ্ধং পিতৃণাং দত্তমক্ষয়ম্। স্নানং দানং তথা হোমো দেবতারাধনং তথা ॥ ৩২ ॥ যৎকিঞ্চিৎ ক্রিয়তে কর্ম্ম তৎসর্ব্বং চাক্ষয়ং ভবেৎ। এবং কুমুদ্বতী জাতা পুরী ব্যাস সনাতনী ॥ ৩৩ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে কুমুদ্বতীপ্রভাবকথনং নাম পঞ্চচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪৫ ॥

উপাসনা করিয়া থাকে।১-১৫। উমাপতির দর্শনমাত্রে আমি অমল, জয়শীল, দীর্ঘায়ু, দীর্ঘতপা ও জরারোগবর্জ্জিত, হইলাম। আমি সর্ব্বতীর্থে স্নান করিয়া শুচি, সমাহিত প্রসন্নমানস, ও সর্ব্বপাপ পরাঙ্মুখ হইলাম। সর্ব্বকামবরপ্রদা পদ্মাবতীকে দর্শন করায় যে স্থানের নরগণ শোকরোগপরায়ণ, দুঃখী, দারিদ্র, মূর্খ, অজিতেন্দ্রিয় ও পরস্পর বিরোধী দৃষ্ট হয় না; পরন্তু তাহারা পরস্পর মিত্রভাবাপন্ন, উপকারী, দাতা, শান্ত ও বিদ্যোপদেশী, দৃষ্ট হয়। ঐ স্থানে রম্য রম্য উদ্যান, বন, উপবন ও শ্রেণীবদ্ধ সুশুভ্র হর্ম্ম্যরাজি শোভা পাইতেছে। নানারত্নসমাকীর্ণ সুশোভন হেমকুম্ভ ঐ স্থানে বিরাজিত। ঐ স্থানে সর্ব্বদা গীত বাদ্য ও মহোৎসব চলিতেছে। ঐ স্থানে শঙ্কর সর্ব্বদা শঙ্করীর সহিত বিদ্যমান। কৃত্তিবাসা চন্দ্রচূড় সর্ব্বদা ঐ স্থানে ভস্মলিপ্ত সর্ব্বাঙ্গে চন্দ্রের পূর্ণকলা মরীচিদ্বারা দীপ্ত পাইতেছেন। ঐ স্থানে কৃষ্ণপক্ষ, অমাবস্যা বা তম নাই। ঐ পুরী যেন সর্ব্বদাই পুষ্পিতা, শ্যামা ও বাল্যরূপবতীর ন্যায় দৃষ্ট হইয়া থাকে। ঐপুরীর হর্ম্ম্যপৃষ্ঠে, গবাক্ষে, দ্বারে, আজিরে গৃহাভ্যন্তরে গিরিগহ্বরকুঞ্জে, গুহায়, আশ্রমে, রম্য বন উপবনে, গৃহদীর্ঘিকায় ও শালামালায় সর্ব্বদা চন্দ্রজ্যোৎস্না প্রসারিত রহিয়াছে। তাহার ফলে দিক্ সকল সর্ব্বদা ঐ স্থানে ধবলিত রহিয়াছে। জ্যোতিগণসমাকীর্ণ শরৎকালীন নভস্তলের ন্যায় সরোবরসকলে কুমুদ্বতী প্রস্ফুটিত রহিয়াছে। নদী, সরোবর বাপী, কূপ ও পল্বল সর্ব্বদা প্রস্ফুটিত কুমুদে সমাকীর্ণ রহিয়াছে। অধিক কি ঐ স্থান সর্ব্বদা চন্দ্রকিরণে উদ্ভাসিত হইয়া রহিয়াছে। ঐস্থানে সর্ব্বদা কুমুদ্বতী বিকসিতা হয় বলিয়া পুরীর নাম হইয়াছে কুমুদ্বতী। যে নর কুমুদ্বতীতে সমাহিতভাবে শ্রাদ্ধ করে, তাহার পিতৃলোক স্বর্গ হইতে কদাচ স্খলিত হয় না। ঐ স্থানে প্রদত্ত শ্রাদ্ধ স্নান, দান, হোম ও দেবতারাধন এ সকলই অক্ষয় হইয়া থাকে। এমন কি এখানে যাহা কিছু কর্ম্ম করা যায়, তৎসমস্তই অক্ষয় হইয়া থাকে। হে ব্যাসদেব! এইরূপে ঐ সনাতনী পুরীর নাম কুমুদ্বতী হইয়াছে। ১৬-৩৩।

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪৫।

ষট্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

সনৎকুমার উবাচ। অমরাবতী যথা জাতা পুরী হেয়া কুশস্থলী। শৃণু ব্যাস মহাভাগ যথা ব্রহ্মাব্রবীৎ সুরান্॥ ১॥ তথাহং সম্প্রবক্ষ্যামি বিস্তরেণ তপোধন। একদা ব্রহ্মণাদিষ্টঃ প্রজার্থ-মৃষিসত্তমঃ॥ ২॥ মারীচঃ কশ্যপস্তেপে তপঃ পরম-দুষ্করম্। মহাকালবনে রম্যে দিব্যে স হি মহা-মুনিঃ॥ ৩॥ শীর্ণপত্রানিলাহারো বায়ুভক্ষী জিতে-ন্দ্রিয়ঃ। পূর্ণে বর্ষসহস্রে তু বাগুবাচাশরীরিণী॥ ৪॥ শ্রূয়তাং ভো দ্বিজশ্রেষ্ঠ মম বাক্যমনুত্তমম্। যস্মা-ত্তপসি তপস্তীব্রং ফলমুদ্দিশ্য সুব্রত॥ ৫॥ তস্মাত্তে সন্ততিস্তাত যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ। তাবত্তিষ্ঠতু মেদিন্যাং যশসা পুত্রপৌত্রকঃ॥ ৬॥ অদিতিস্তে সতী ভার্য্যা ত্বয়া সহাচরত্তপঃ। তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু ছায়াভূতা যশস্বিনী॥ ৭॥ ভবিষ্যন্তি সুতাঃ সর্ব্বে বিষ্ণুশ্চেন্দ্রপুরোগমাঃ। অমরা নির্জ্জরা দেবা দিবি খ্যাতাঃ সদৈব হি॥ ৮॥ ত্বং চাপি চ ঋষিশ্রেষ্ঠঃ প্রজাপতিরকল্মষঃ। ভবিষ্যসি ন সন্দেহো মম বাক্যাদ্দ্বিজোত্তম॥ ৯॥ ইত্যুক্ত্বা চ পুনর্দেবী তত্রৈবান্তরধীয়ত। তদারভ্য পুরীং ব্যাস কুশস্থলীমনুত্তমাম্॥ ১০॥ কশ্যপঃ সহ দাক্ষিণ্যা সাগ্নিকঃ সমুপাশ্রিতঃ। প্রজাপি ববৃধে তস্মাৎ সদেবাসুরমানুষা॥ ১১॥ মরীচেঃ কশ্যপো জজ্ঞে ততঃ সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্। সুধাপানকৃতো দেবাঃ শার্বস্তেনামরাঃ কৃতাঃ॥ ১২॥ নন্দনং চাপি তত্রৈব মহাকালবনোত্তমে। কামধেনুঃ সমাখ্যাতা মনো-রথবরপ্রদা॥ ১৩॥ সা সিষেবে সদা তত্র মহাকালং মহেশ্বরম্। পারিজাততরুশ্রেষ্ঠস্তথা চাম্লানপঙ্কজম্॥ বিন্দুসরঃ সমাখ্যাতং মানসং সর উত্তমম্। হংস-সারসসমাকীর্ণং সুরসিদ্ধনিষেবিতম্॥ ১৫॥ মুক্তা-মণিসমাকীর্ণং রত্নশোভনশোভিতম্। নিধিরেষ মহাপদ্মঃ কহ্লারকুমুদোজ্জ্বলঃ॥ ১৬॥ যানি যানি চ দিব্যানি সন্তি ব্রহ্মাণ্ডগোলকে। তানি সর্ব্বাণি তিষ্ঠন্তি মহাকালবনে শুভে॥ ১৭॥ তেন তেনাত্মযোগেন মানবাশ্চাত্র সংস্থিতাঃ। তদাহারাস্তদাচারাস্তদ্রূপা-স্তৎপরাক্রমাঃ॥ ১৮॥ অন্যোন্যং চ সমাকীর্ণাঃ সর্ব্বে চামরসন্নিভাঃ। বিচরন্তি যথা দেবাঃ পুরীমেতাং

ষট্চত্বারিংশ অধ্যায়।

সনৎকুমার বলিলেন,—হে ব্যাসদেব! এই কুশস্থলী পুরীর নাম যে প্রকারে অমরাবতী হইয়াছিল, তাহা আপনি শ্রবণ করুন। ইহা বিধাতা সুরগণকে যে ভাবে বলিয়াছিলেন, আমিও অবিকল সেই ভাবে আপনাকে বলিতেছি,—একদা বিধাতা ঋষিসত্তম মারীচ কশ্যপকে প্রজা-সৃষ্টির নিমিত্ত আদেশ করেন। তিনি আদিষ্ট হইয়া রম্য মহাকালবনে শীর্ণ পর্ণ ও বায়ুভক্ষী হইয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন। তাঁহার তপস্যার সহস্র বর্ষ পূর্ণ হইলে তখন এক অশরীরিণী বাক্ বলিল,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আবার অনুত্তম বাক্য শ্রবণ করুন। হে সুব্রত! তুমি ফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া তীব্র তপস্যা করিয়াছ। ইহার ফলে তোমার সন্ততি লাভ হইবে। তোমার সন্ততিগণ পুত্র-পৌত্রাদির সহিত যাবচ্চন্দ্র-দিবাকর যশস্বী হইয়া পৃথিবীতে অবস্থান করিবে। সতী অদিতি তোমার ভার্য্যা। তিনি তোমার সহিত তপশ্চরণ করিয়াছেন। ঐ যশস্বিনী ছায়ার ন্যায় তোমার অনুগামিনী হইবেন। ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ তোমার সন্তান হইবেন। হে দ্বিজোত্তম! তুমি একজন ঋষিশ্রেষ্ঠ প্রজাপতি হইবে। ইহাতে কোন সংশয় নাই। এই কথা বলিয়া দেবী অশরীরিণী বাণী সেই স্থানেই অন্তর্হিতা হইলেন। হে ব্যাসদেব! দেবর্ষি সাগ্নিক মহর্ষি কশ্যপ অদিতির সহিত ঐ অনুত্তমা কুশস্থলী পুরীতে বাস করিতে লাগিলেন। সদেবা-সুরমানুষ তাঁহার প্রজা সকল বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।১—১১। মরীচি হইতে কশ্যপ জন্মেন। তাঁহাতেই এই সমস্ত প্রতিষ্ঠিত। সুধাপানকারী দেবগণকে তিনি উৎপাদন করিলেন। ঐ মহাকালবনেই নন্দনবন, মনোরথবরপ্রদা কামধেনু মহাকালের সেবা করেন। ঐ স্থানে পারিজাত তরু, ও অম্লান পঙ্কজ বিরাজিত। বিন্দুসর ও মানস সরোবর, সর্ব্বদা ঐ স্থানে হংস-সারস-সমাকীর্ণ, সুরসিদ্ধ-নিষেবিত, মুক্তামণি-গণাকীর্ণ ও রত্নশোভন-শোভিত দৃষ্ট হইতেছে। মহাপদ্ম নিধি ঐ স্থানে বিরাজিত! ঐ স্থানের সরোবর সকল কহ্লার ও কুমুদরাজি দ্বারা সর্ব্বদা সুশোভিত। অধিক আর কি বলিব? এই ব্রহ্মাণ্ডে যেখানে যাহা দিব্য বস্তু আছে, তৎসমস্তই ঐ মহাকালবনে বিরাজিত। মানবগণ ঐ স্থানে তদাহার, তদাচার, তদ্রূপ ও তৎপরাক্রম হইয়া দেবগণের ন্যায় বাস করে। দেবগণ যেমন স্বর্গে বিচরণ করেন, ঐ

জনা ভুবি ॥ ১৯ ॥ অমরাঙ্গনাসমা নার্য্যঃ সদৈব স্থিরযৌবনাঃ। ঈদৃশী চ পুরী দৃষ্টা ভুবি ব্যাস সনাতনী ॥ ২০ ॥ দেবদানবগন্ধর্ব্বৈঃ কিন্নরোরগ-রাক্ষসৈঃ। ভুক্তিমুক্তিপ্রদা নিত্যা বহুকালফল-প্রদা ॥ ২১ ॥ অমরাণাং কটকং হ্যত্র তস্মাজ্জাতা-মরাবতী। য এতস্যাং মহাভাগাঃ প্রসঙ্গেন সমাগতাঃ ॥ ২২ ॥ স্নানদানাদিকং কৃত্বা পশ্যন্ত্যেব মহেশ্বরম্। ন তেষাং দুর্লভং কিঞ্চিৎপুত্রতো ধনতোহপি বা ॥ ২৩ ॥ সর্ব্বভোগানবাপ্নোতি মৃতঃ শিবপুরং ব্রজেৎ। পঠনাচ্ছ্রবণাদ্বাপি শতক্রতুফলং লভেৎ ॥ ২৪ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে অমরাবতীনামকথনং নাম ষট্‌চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪৬ ॥

সপ্তচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ।

সনৎকুমার উবাচ। শৃণু ব্যাস মহাভাগ পুরী হ্যেষামরাবতী। বিশালা চ সমাখ্যাতা সর্ব্বলোকেষু গীয়তে ॥ ১ ॥ তথাহং সম্প্রবক্ষ্যামি ব্রহ্মণা কথিতং পুরা। গুহ্যাদ্‌গুহ্যতরং ক্ষেত্রং সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্ ॥ ২ ॥ উময়া সহিতো দেব এক এবাচরদ্বনে। ততো ভূতগণাঃ সর্ব্বে পশ্চাৎসর্ব্বে সুরাসুরাঃ ॥ ৩ ॥ বিষ্ণুর্দশাকৃতির্যত্র দেব্যো বৈ লোকমাতরঃ। বিনায়কাশ্চ বৈতালাঃ কুষ্মাণ্ডা ভৈরবাদয়ঃ ॥ ৪ ॥ কল্লোদ্ভেদাশ্চ লিঙ্গাশ্চ চতুরাশীতিসংখ্যকাঃ। ক্ষেত্রাণি ক্ষেত্রপালাশ্চ ঋদ্ধিঃ সিদ্ধিস্তথৈব চ ॥ ৫ ॥ পিতরো লোকপালাশ্চ সিদ্ধাঃ সিদ্ধিপ্রদাশ্চ যে। ঋষয়শ্চ মহাভাগা ঋষিপত্ন্যোহমলাশয়াঃ ॥ ৬ ॥ কিন্নরা দেবগন্ধর্ব্বা হ্যপ্সরাশ্চ বরাঙ্গনাঃ। মরুদ্‌গণাশ্চ যে সর্ব্বে সাধকানাং গণাশ্চ যে ॥ ৭ ॥ যক্ষা গুহ্যকসঙ্ঘাশ্চ পিশাচোরগরাক্ষসাঃ। স্থাবরা জঙ্গমাঃ সর্ব্বে ধ্যানং মানসমাশ্রিতাঃ ॥ ৮ ॥ উপাসাঞ্চক্রিরে তত্র দেবদেবমুমাপতিম্। তান্ দৃষ্ট্বা সা তদা দেবী পার্ব্বতী গিরিজা তদা। উবাচ শ্লক্ষ্ণয়া বাচা শঙ্করং জগদাশ্রয়ম্ ॥ ৯ ॥ পার্ব্বত্যুবাচ। দেবদেব জগন্নাথ জগদাধারতৎপর। পশ্য এতান্ মহাভাগান্ ধ্যায়মানাংস্ত্বমাশ্রিতান্ ॥১০॥ নাহ্যপেক্ষ্যাংশ্চ তান্ সর্ব্বান্ বাতবর্ষাতপার্দ্দিতান্। কুরুষ্ব ত্বং মহাভাগ এতেষামাত্মনো হিতম্ ॥ ১১ ॥ যথাযোগ্যং বাসনার্থং স্থানং পরশোভনম্।

মহাকালবনবাসী মানবগণও তদ্রূপ এই পুরীতে বাস করিয়া থাকেন। ঐ স্থানের নারীগণও অমরাঙ্গনাগণের ন্যায় সর্ব্বদা স্থিরযৌবনা হইয়া থাকে। হে ব্যাস! ঈদৃশী সনাতনী পুরী আমি দর্শন করিয়াছি। ঐ পুরী সুর, দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, উরগ ও রাক্ষসগণে পরিপূর্ণা, ভুক্তি-মুক্তিপ্রদা, নিত্যা ও বহুকালফলপ্রদা। এই স্থানে অমরগণের কটক আছে বলিয়া এই পুরীর নাম হইয়াছে,—অমরাবতী। যাহারা এই স্থানে প্রসঙ্গক্রমেও আসিয়া উপস্থিত হয় এবং এখানে আসিয়া স্নানদানাদি করার পর মহেশ্বর দর্শন করে, তাঁহার পুত্র এবং ধনের কোনরূপ অভাব থাকে না; অপিচ সর্ব্বভোগ উপভোগ করিয়া অন্তে শিবলোকে গমন করে। ইহা পাঠ ও শ্রবণ করিলে শতক্রতুর পাঠের ফল লাভ হয়।১২—২৪।

ষট্‌ চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪৬।

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়।

সনৎকুমার বলিলেন,—হে মহাভাগ ব্যাসদেব! যে প্রকারে এই অমরাবতী পুরী বিশালা নামে বিখ্যাত হইয়াছে, তাহা শ্রবণ করুন। ইহা পূর্ব্বে বিধাতা যেরূপ বলিয়াছিলেন, আমিও তদ্রূপ বলিতেছি। এই পুরী গুহ্য হইতেও গুহ্যতর ও সর্ব্ব পাপ প্রণাশন। একদা দেবদেব উমার সহিত বনে বিচরণ করেন। তখন ভূতগণ, সুরাসুরগণ, দশাকৃতি বিষ্ণু, লোকমাতৃকা, বিনায়ক, বেতাল, কুষ্মাণ্ড, ভৈরব, কল্লোদ্ভেদ, চতুরশীতি-সংখ্যক লিঙ্গ, ক্ষেত্র, ক্ষেত্রপাল ঋদ্ধি, সিদ্ধি, পিতৃ, লোকপাল, সিদ্ধিপ্রদ, সিদ্ধ, মহাভাগ, ঋষি, অমলাশয়া ঋষিপত্নী, কিন্নর, দেব, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, বরাঙ্গনা, মরুদ্‌গণ, সাধকগণ, যক্ষ গুহ্যক, পিশাচ, উরগ, রাক্ষস, স্থাবর ও জঙ্গম ইহারা সকলে দেবদেব উমাপতির উপাসনা করিতে থাকেন। তাহা দেখিয়া পার্ব্বতী গিরিজা জগৎকারণ শঙ্করকে মৃদু-মধুর বাক্যে বলেন,—হে দেবদেব,জগৎকারণ! আপনি দর্শন করুন,—আপনার আশ্রিত এই সুরাসুরগণ আপনাকে ধ্যান করিতেছে।১—১০। ইহারা আপনার উপেক্ষণীয় নহে। ইহারা বাত, বর্ষা ও আতপে পীড়িত হইয়াছে। হে মহাভাগ! আপনি ইহাদের হিত বিধান করুন। আপনি ইহাদের বাসের নিমিত্ত স্থান প্রদান করুন। হে

পুরীং কল্পয় মে নাথ বাসার্থং সর্ব্বকামদাম্ ॥ ১২ ॥
এষা মে বাসনা স্বামিন্ ভবতাং যদি রোচতে।
ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্যাঃ পার্ব্বত্যাঃ পরমেশ্বরঃ।
কল্পয়ামাস পুরীং রম্যাং সর্ব্বভূতমনোরমাম্ ॥ ১৩ ॥
আত্মনোঽপি হিতাং পুণ্যাং শম্ভুঃ সর্ব্বাত্মনা তদা।
বহুযোজনবিস্তীর্ণাং দিব্যাং দিব্যজনপ্রিয়াম্ ॥ ১৪ ॥
দিব্যাভিপ্রায়সংযুক্তাং দিব্যস্থানমনোরমাম্।
দিব্যসর্ব্বগুণোপেতাং বিশালাং বিরজাং শুভাম্ ॥
১৫ ॥ ক্রয়বিক্রয়সম্পন্নহট্টাট্টালকচত্বরাম্। বহুহর্ম্ম্য-
গৃহাকীর্ণাং সৌধপঙক্তিবিরাজিতাম্ ॥ ১৬ ॥
স্ফাটিকাভিত্তিরচিতাং বৈদূর্য্যমণিভূমিকাম্। প্রবাল-
স্তম্ভপ্রবরাং হেমাভরণসত্তরাম্ ॥ ১৭ ॥ আরক্ত-
মণিদেহল্যাং দ্বারশাখাভিমণ্ডিতাম্। জাম্বূনদ-
কপাটাঢ্যাং বজ্রার্গলসুসংস্কৃতাম্ ॥ ১৮ ॥ মণিরত্ন-
সমাভূমিদ্বারাজিরগৃহান্তরাম্। ঘোষজালাভিরম্যাং
চ মুক্তাদামবিলম্বিনীম্ ॥ ১৯ ॥ হেমস্তম্ভ-
ধ্বজোপেতাঃ পতাকাশ্চ গৃহেগৃহে। কলসাশ্চ
বিরাজন্তে মণিহেমোচিতা গৃহে ॥ ২০ ॥ বাপী-
কূপতড়াগানি সরাংসি বিমলানি চ। পদ্মকিঞ্জল্ক-
গন্ধীনি জলযন্ত্রোপশোভিতাম্ ॥ ২১ ॥ হংসকারণ্ডবা-
কীর্ণাং শিখণ্ডিগণশোভিতাম্। জলযন্ত্রকৃতাধারাং
গৃহবাপীবনাকরাম্ ॥ ২২ ॥ কচিন্নৃত্যন্তি ময়ূরাঃ
কচিৎ কূজন্তি কোকিলাঃ। ভ্রমরালীঢ়পুষ্পাঢ্য-
স্তবকা বনরাজয়ঃ ॥ ২৩ ॥ নরনারীগণাকীর্ণাং
বর্ণাশ্রমনিষেবিতাম্। হর্ম্ম্যান্তরগতা নার্য্যো
বিলোকনপরা বভুঃ ॥ ২৪ ॥ চন্দ্রমালাকৃতশ্রেণী-
তোরণানীব শোভতে। এবং ব্যাস পুরী
রম্যা আত্মযোগেন বাসিতা ॥ ২৫ ॥ যত্রালকা-
পুরী রম্যা কুবেরভবনাঙ্কিতা। ধবলা পুণ্যজনৈঃ
কীর্ণা পক্ষিভিশ্চোপশোভিতা ॥ ২৬ ॥ তত্র ভোগবতী
দিব্যা বরুণালয় উত্তমঃ। নাগকন্যাভিকপ্রাভির্নাগ-
পত্নীভিঃ সঙ্কুলা ॥ ২৭ ॥ সংযমনী পুরী শ্রেষ্ঠা
ধর্ম্মরাজেন পালিতা। সদাচারজনৈঃ পূর্ণা কৃতা
কৃতবিচক্ষণৈঃ ॥ ২৮ ॥ দেবতানাং পুরী রম্যা
বাসবেনাভিরক্ষিতা। পুণ্যস্ত্রীণাং গণাকীর্ণা
কিন্নরোদ্গীতমণ্ডিতা ॥ ২৯ ॥ এবংবিধানি রম্যাণি
পুরা বহুতরাণি চ। বহুবিস্তীর্ণমানানি শুভ্রাণ্যতি-
তরাণি চ ॥ ৩০ ॥ কচিদ্রম্ভাকৃতদ্বারা যবাঙ্কুরঘটাঃ
শুভাঃ। কচিদ্গায়ন্তি গন্ধর্ব্বাঃ কচিন্নৃত্যন্তি নর্ত্তকাঃ ॥
৩১ ॥ কচিদ্বালাঃ পঠন্তি স্ম বেদাধ্যয়নকা দ্বিজাঃ।

নাথ! আপনি আমার বাসের নিমিত্ত এক সর্ব্ব-কামদায়িনী পুরী নির্ম্মাণ করুন। হে স্বামিন্! যদি আপনার অভিপ্রেত হয়, তবে আমার বাসনা পূর্ণ করুন। পরমেশ্বর গিরিজার বাক্য শ্রবণ করিয়া সর্ব্বভূতমনোরমা এবং নিজেরও হিতকরী এক রম্যা পুরী কল্পনা করিলেন। ঐ পুরী বহু-যোজনবিস্তীর্ণা, দিব্যা, দিব্যজনপ্রিয়া, দিব্যাভিপ্রায়-যুক্তা, দিব্যস্থানমনোরমা, সর্ব্বগুণোপেতা, বিশালা বিরজা, শুভা, ক্রয়বিক্রয়সংশ্লিষ্ট-বহুহট্টঅট্টালক-বিশিষ্টা, বহুহর্ম্ম্যসংযুক্তা, সৌধপঙক্তিশালিনী, স্ফটিকনির্ম্মিতভিত্তি, বৈদূর্য্যমণিভূমিকা, প্রবাল-স্তম্ভা, হেমাভরণভূষিতা, আরক্তমণিদেহলী, দ্বারশাখা-মণ্ডিতা, জাম্বূনদকপাটাঢ্যা, ও বজ্রার্গল-সংযুক্তা। ঐ পুরীর দ্বার, চত্বর, গৃহাভ্যন্তর ও সভা-ভূমি এ সমস্তই মণি-নির্ম্মিত, উহা ঘোষজালাভিরম্যা মুক্তাদামবিলম্বিনী ও হেমস্তম্ভধ্বজোপেতা। ঐ পুরীর গৃহে গৃহে পতাকা, এবং মণিহেমার্চ্চিত কলস বিরাজিত। ঐ পুরীর বাপী, কূপ, ও তড়াগ সকল পদ্মকিঞ্জল্ক-গন্ধবিশিষ্ট; ঐ পুরীতে স্থানে স্থানে জলযন্ত্র উপশোভিত; উহা হংস-কারণ্ডবাকীর্ণা, শিখণ্ডিগণশোভিতা, জলযন্ত্রকৃতাধারা, এবং গৃহ-বাপীবনাকরা। উহার কোন স্থানে ময়ূরগণ নৃত্য করিতেছে; কোথাও কোকিলকুল কূজন করিতেছে; কোথাও কোথাও বনরাজির পুষ্পগৃহে অলিকুল মধুপান করিতেছে; নরনারীগণ সর্ব্বদা বিচরণ করিতেছে; উহা বর্ণাশ্রমনিষেবিতা; কোথাও কোথাও হর্ম্ম্যান্তরগতা বিলোকন-পরা নারীগণ শোভা পাইতেছে; তাহাতে বোধ হইতেছে যেন চাঁদের মালায় তোরণ সকল সজ্জিত রহিয়াছে। হে ব্যাসদেব! ঐ পুরীতে বহু আত্মযোগনিরত মহাত্মা বাস করিতেছেন।১১—২৫। ঐ নগরী মধ্যে অলকাপুরী বিরাজিতা; ঐ অলকাপুরীতে কুবের-ভবন বিদ্যমান। ঐ পুরী ধবলা, পুণ্যজন-সমাকীর্ণা ও পক্ষিসমূহ দ্বারা উপশোভিতা। ঐ পুরীতে ভোগ-বতী, বরুণালয়, নাগকন্যা, নাগপত্নী, ধর্ম্মরাজ-পালিত সংযমনী পুরী, সদাচারী জন, বিচক্ষণ ব্যক্তি, বাসব-রক্ষিত দেবপুরী, ও পুণ্যস্ত্রী সকল বিরাজিত। ঐ পুরী বহু বিস্তৃত শুভ্র রম্য হর্ম্ম্য সকলে পরিপূর্ণ। ঐ পুরীর কোথাও কোথাও দ্বারে রম্ভাতরু এবং যবাঙ্কুরবিশিষ্ট পূর্ণ ঘট বিরাজ করি-তেছে। কোথাও গন্ধর্ব্বগণ গান করিতেছে, কোথাও নর্ত্তকগণ নৃত্য করিতেছে; কোথাও বালকগণ

ক্বচিদ্যজ্ঞান্ যজন্তিস্ম যজমানাঃ সঋত্বিজঃ ॥ ৩২ ॥ ক্বচিচ্চাবভৃথস্নাতাঃ ক্বচিদ্দানঞ্চ কুর্ব্বত। ক্বচিৎ-ক্বচিত্তুপনয়নং বিবাহাগ্নিপরিগ্রহম্ ॥ ৩৩ ॥ ক্বচিদারাম-পূর্ত্তং বৈ ক্বচিদ্যাত্রাবধারণম্। বাপীকূপতড়াগানাং তথৈব বিধিপূর্ব্বকম্ ॥ ৩৪ ॥ ক্বচিৎকথাপ্রসঙ্গাংশ্চ পরিশংসন্তি বাচকাঃ। কচিদ্গাথাঃ প্রকুর্ব্বন্তি কবয়ঃ পুর উত্তমে ॥ ৩৫ ॥ ক্বচিন্মল্লা প্রনিযুধ্যন্তে নটা নাট্যপরাঃ ক্বচিৎ। তড়াগানি বিরাজন্তে মণিসোপানপঙ্‌ক্তিভিঃ ॥ ৩৬ ॥ চঞ্চলাশ্চপলা বালাঃ শ্যামাঃ ষোড়শবার্ষিকাঃ। বারিহারপরাস্তত্র মণিহেমঘটোৎকটাঃ ॥ ৩৭ ॥ এবং ব্যাস পুরী রম্যা নির্ম্মিতা যোগমায়য়া। শম্ভুনা সর্ব্বপাপঘ্নী প্রিয়া-প্রিয়চিকীর্ষয়া ॥ ৩৮ ॥ বিশালা বহুবিস্তীর্ণা পুণ্যা পুণ্যজনাশ্রয়া। তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু সর্ব্বলোকেষু গীয়তে ॥ ৩৯ ॥ বিশালেতি সমাখ্যাতা পুরী রম্যা সনাতনী। যত্র তত্র স্থিতো বাপি সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপি বা ॥ ৪০ ॥ বিশালেতি বদে-ন্নিত্যং শিবলোকে মহীয়তে। ঈদৃশী ন পুরী ব্যাস ভুবি ব্রহ্মাণ্ডগোলকে ॥ ৪১ ॥ বিশালাসদৃশী চান্যা ভুক্তিমুক্তিপ্রদা নৃণাম্। পিতৄনুদ্দিশ্য কুর্ব্বন্তি শ্রাদ্ধং কালে নরা যদি ॥ ৪২ ॥ তদক্ষয়ং ভবে-ত্তেষাং পিতৃকল্পে চ গীয়তে। স্নানদানাদিকং যৈস্তু বিশালায়াং প্রসঙ্গতঃ ॥ ৪৩ ॥ যত্র কুত্র গতাস্তে বৈ মৃতা যান্তি শিবালয়ম্। ধন্যাঃ পুণ্যতমা লোকে প্রীতির্যেষাং সদাচলা ॥ ৪৪ ॥ বিশালায়াং ফলং শশ্বচ্ছেষঃ শক্তো ন বর্ণিতুম্। কথাশ্রবণমাত্রেণ বাচ্যমানেন তৎক্ষণাৎ। মহাপাপোদ্ভবাৎপাপান্-মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৪৫ ॥ এবং ব্যাস পুরী জাতা বিশালা চ কুশস্থলী। প্রতিকল্পং যথা যাতা তথা মে শৃণু ভাষতঃ ॥ ৪৬ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে বিশালাভিধানকথনং নাম সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৭ ॥

অষ্টচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

সনৎকুমার উবাচ। শৃণুষ্বাবহিতো ব্যাস স্থিতিমেকাগ্রমানসঃ। ময়া ব্যাসমুখাৎপ্রাপ্তা কল্প-

পাঠ করিতেছে; কোথাও দ্বিজগণ বেদাধ্যয়ন করিতেছেন; কোথাও যজমানগণ ঋত্বিক্‌গণের সহিত যজ্ঞ-কর্ম্ম সমাধা করিতেছেন; কোথাও অব-ভৃতস্নাত ব্যক্তি দান করিতেছে; কোথাও উপনয়ন হইতেছে; কোথাও বিবাহাগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে, কোথাও আরাম প্রতিষ্ঠা হইতেছে; কোথাও যাত্রা নির্ব্বাচিত হইতেছে; কোথাও বাপী, কূপ, তড়াগ প্রভৃতির বিধিপূর্ব্বক প্রতিষ্ঠা হইতেছে; কোথাও কথাপ্রসঙ্গ চলিতেছে; কোথাও বাগ্মী জন বক্তৃতা করিতেছে, কোথাও কবিগণ গাথা কীর্ত্তন করিতেছে। কোথাও মল্লগণ মল্লযুদ্ধ করিতেছে; কোথাও নটগণ নাট্য করিতেছে, এবং ঐ পুরীর কোন অংশে তড়াগ সকল মণিময় সোপানরাজি দ্বারা শোভা পাইতেছে, ঐ পুরীতে চঞ্চলবসনা বালা ও ষোড়শবার্ষিকী শ্যামা স্ত্রীগণ মণিময় হেমঘট কক্ষে করিয়া বারি আহরণে গমন করিয়া থাকে। হে ব্যাসদেব! ঐ বিশালা পুরী মহাদেব যোগমায়ার নিমিত্ত নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ঐ বিশালা পুরী পুণ্যা, ও পুণ্যজনাশ্রয়া, বহু বিস্তীর্ণা! এই জন্য উহার নাম সর্ব্বলোকে বিশালা বলিয়া বিখ্যাত। মানব যেখানে সেখানে থাকিয়া যদি, যে কোন অবস্থায় 'বিশালা' এই নাম উচ্চা-রণ করে, তাহা হইলে, সে শিবলোকে পূজিত হয়। হে ব্যাসদেব! বিশালা সদৃশী ভুক্তিমুক্তি-প্রদা পুরী ব্রহ্মাণ্ডে আর নাই। এখানে যদি পিতৃলোক-উদ্দেশে শ্রাদ্ধ করা যায়, তাহা হইলে তাহা অক্ষয় হইয়া পিতৃকল্পে গীত হয়। যে মানব প্রসঙ্গক্রমেও বিশালা পুরীতে স্নান-দানাদি করে, সে যে কোন স্থানে গমন করুক না কেন, জীব-নান্তে নিশ্চয়ই শিবালয়ে গমন করে। এই তীর্থের প্রতি যাহার অচলা ভক্তি থাকে, সে ব্যক্তি এই পৃথিবীতে ধন্য ও পুণ্যতম হয়। বিশালা তীর্থের পুণ্যফল নিত্য; ইহা শেষও বর্ণন করিতে সক্ষম নহেন। যে ব্যক্তি এই কথা শ্রবণ করে, সে তৎ-ক্ষণাৎ মহাপাপ হইতে মুক্তিলাভ করে, ইহাতে সংশয় নাই। হে ব্যাসদেব! কুশস্থলীরই এইরূপে বিশালা নাম হইয়াছে। এই পুরী যেরূপে প্রতিকল্পে হয়, তাহা আমার নিকট শ্রবণ করুন। ২৬—৪৬।

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪৭।

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়।

সনৎকুমার কহিলেন,—শ্রবণ করুন,—আমি হে ব্যাসদেব! আপনি যে কথা কল্পভেদে অন্য ব্যাসমুখে শ্রবণ করিয়াছি। ঐ কথা শুভা,

ভেদে কথা শুভা ॥ ১ ॥ গুহ্যাদ্‌গুহ্যতরা শ্রেষ্ঠা ন দেয়া যস্য কস্যচিৎ। নাস্তিকায় কৃতঘ্নায় নাশিষ্যায় কদাচন ॥ ২ ॥ এষা পুণ্যতমা ব্যাস কথা পাপহরা পরা। যস্যাঃ শ্রবণমাত্রেণ কল্পদোষো ন বাধতে ॥ ৩ ॥ প্রমাণং কল্পপর্য্যন্তং ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ। মন্বন্তরেষু সর্ব্বেষু কল্পকল্পান্তরেষু চ ॥ ৪ ॥ যাবৎ-সংখ্যাপরিমিতা তাবতী শৃণু সত্তম। অহোরাত্রঞ্চ ভজতে সূর্য্যো মানুষদৈবতম্‌ ॥ ৫ ॥ তামুপাদায় গণনাং শৃণু সংখ্যাং দ্বিজোত্তম। নিমেষৈঃ পঞ্চদশভিঃ কাষ্ঠা ত্রিংশত্তু তাঃ কলা ॥ ৬ ॥ ত্রিংশৎকলা মুহূর্ত্তস্তু ত্রিংশতা তৈর্ম্মনীষিণঃ। অহোরাত্রমিতি প্রাহুশ্চন্দ্রাদিত্যগতিস্তদা ॥ ৭ ॥ রবির্গতিবিশেষেণ সন্ধ্যায়াং যাতি নিত্যশঃ। তদহস্তু মনুষ্যাণাং রাত্রিশ্চৈব তু তাদৃশী ॥ ৮ ॥ পক্ষো মাসা ঋতুশ্চাব্দময়নে চ প্রকীর্ত্তিতে। পিতৃণাং চৈব দেবানাং ব্রহ্মণশ্চ যথাতথম্‌ ॥ ৯ ॥ যাবৎ সংখ্যা সমাখ্যাতা আয়ুরন্তশ্চ তাদৃশঃ। অহোরাত্রাঃ পঞ্চদশ পক্ষ ইত্যভিশব্দিতঃ ॥ ১০ ॥ পক্ষৌ দ্বৌ তৌ কৃতৌ মাসৌ মাসৌ দ্বাবৃতুরুচ্যতে। অয়নং চর্তুভিস্ত্রিভিরব্দং দ্বে অয়নে স্মৃতম্‌ ॥ ১১ ॥ দক্ষিণং চোত্তরং চৈব সংখ্যাতত্ত্ববিশারদৈঃ। মানেনানেন যো মাসঃ পক্ষদ্বয়সমন্বিতঃ ॥ ১২ ॥ পিতৃণাং তদহোরাত্রমিতি কালবিদো বিদুঃ। শুক্লপক্ষস্ত্বহস্তেষাং কৃষ্ণপক্ষস্তু শর্ব্বরী ॥ ১৩ ॥ কৃষ্ণপক্ষে ত্বিহ শ্রাদ্ধং পিতৃণাং বর্ত্ততে দ্বিজ। মানুষেণ তু মানেন যো বৈ সংবৎসরঃ স্মৃতঃ ॥ ১৪ ॥ দেবানাং তদহোরাত্রং দিবা চৈবোত্তরায়ণম্‌। দক্ষিণায়নং স্মৃতা রাত্রিঃ প্রাজ্ঞৈস্তত্ত্বার্থকোবিদৈঃ ॥ ১৫ ॥ দিব্যমব্দং শতগুণং দিব্যমব্দসহস্রকম্‌। মুনিভিশ্চৈব তত্ত্বজ্ঞৈরহোরাত্রং মনোঃ স্মৃতম্‌ ॥ ১৬ ॥ অহোরাত্রং দশগুণং মানবঃ পক্ষ উচ্যতে। পক্ষাদ্দশগুণো মাসো মাসা দ্বাদশভির্গুণৈঃ ॥ ১৭ ॥ ঋতুর্ম্মনূনাং সম্প্রোক্তঃ প্রাজ্ঞৈস্তত্ত্বার্থদর্শিভিঃ। ষড়্‌ভিস্তৈর্ব্বর্ষং সম্প্রোক্তং তেন সংখ্যা নিবধ্যতে ॥ ১৮ ॥ চত্বার্য্যেব সহস্রাণি বর্ষাণান্তু কৃতং যুগম্‌। তাবতী তু ভবেৎ সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশশ্চ তথাবিধঃ ॥ ১৯ ॥ ত্রীণি বর্ষসহস্রাণি ত্রেতা তৎপরিমাণতঃ। তস্যাশ্চ ত্রিশতী সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশশ্চ তথা পরঃ ॥ ২০ ॥ তথা বর্ষসহস্রে দ্বে দ্বাপরং পরিকীর্ত্তিতম্‌। তস্য চ দ্বিশতী সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশশ্চ তথা

গুহ্য হইতেও গুহ্যতরা, শ্রেষ্ঠা, এবং যে কোন ব্যক্তিকে প্রদেয় নহে। নাস্তিক, কৃতঘ্ন, এবং যে শিষ্য নহে, এরূপ ব্যক্তিকে ইহা প্রদান করিতে নাই। হে ব্যাসদেব! এই কথা পুণ্যতমা, ও পাপহরা। ইহার শ্রবণমাত্রে কল্পদোষ বাধা প্রদান করে না। পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার প্রমাণ কল্প পর্য্যন্ত। সমস্ত মন্বন্তর ও কল্প কল্পান্তরে যাবৎ সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা শ্রবণ করুন। হে দ্বিজোত্তম! সূর্য্য মানুষদৈবত অহোরাত্র ভজনা করেন। ঐ গণনা অবলম্বন করিয়া আমি সংখ্যা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। পঞ্চদশ নিমেষে এক কাষ্ঠা, ত্রিংশৎকাষ্ঠায় এক কলা, ত্রিংশৎ কলায় এক মুহূর্ত্ত, ত্রিংশৎ মুহূর্ত্তে এক অহোরাত্র। ইহা হইল,—চন্দ্রাদিত্য-গতি। রবি গতিবিশেষ অবলম্বন করিয়া সন্ধ্যা-কালে নিত্য অস্তাচলে গমন করেন। উহাই হইল,—মনুষ্যদিগের দিন; রাত্রিও ঐরূপ জানিবে। পক্ষ, মাস, ঋতু, অব্দ, অয়ন এ সমস্তও পিতৃ, দেব ও ব্রহ্মার নামানুসারে যথাযথ কথিত হইতেছে। ইহাদিগের আয়ু ও অন্ত কথিতক্রমে কথিত হইবে। পঞ্চদশ আহারাত্রে এক পক্ষ হয়। দুই পক্ষে এক মাস, দুই মাসে এক ঋতু, তিন ঋতুতে এক অয়ন, দুই অয়নে এক অব্দ হয়। ঐ অয়ন দুই প্রকার—দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণ; ইহা সংখ্যাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক কীর্ত্তিত হইয়াছে। উক্ত মানে পক্ষদ্বয়সমন্বিত যে মাস, তাহা পিতৃগণের এক অহোরাত্র; ইহা কালবিৎগণ বলেন। ঐ পক্ষদ্বয়ের মধ্যে শুক্লপক্ষ পিতৃগণের দিন এবং কৃষ্ণপক্ষ রাত্রি জানিবে। হে দ্বিজ! কৃষ্ণপক্ষে পিতৃলোকদিগের শ্রাদ্ধ করিতে হয়। মানুষমানের এক বৎসরে দেবগণের এক অহোরাত্র হয়; উত্তরায়ণ তাঁহাদের দিবা আর দক্ষিণায়ন রাত্রি। ১—১৫। দিব্য শতগুণ অব্দ ও দিব্য অব্দসহস্র তত্ত্বজ্ঞ মুনিগণ কর্ত্তৃক মনুর এক অহোরাত্র কথিত হইয়াছে। দশগুণ অহোরাত্রে মনুর এক পক্ষ কথিত হয়। পক্ষের দশগুণ অধিক মাস, দ্বাদশমাসে ঋতু এবং ছয় ঋতুতে এক বৎসর। চারিসহস্র বর্ষে সত্যযুগ এবং উহার সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ রূপ তথাবিধ অর্থাৎ চারি চারি শত বৎসর করিয়া। ত্রেতাযুগের পরিমাণ তিন সহস্র বৎসর। ইহার সন্ধ্যাও সন্ধ্যাংশের পরিমাণ তিনশত বৎসর করিয়া। দ্বাপরযুগের পরিমাণ দুই সহস্র বৎসর। ইহার সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশের মান দুই দুইশত বৎসর।

পরঃ ॥ ২১ ॥ কলির্ব্বর্ষসহস্রঞ্চ সংখ্যা চোক্তা মনীষিভিঃ। তস্য চৈকশতী সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশশ্চ তথাবিধঃ ॥ ২২ ॥ এষা দ্বাদশসাহস্রী যুগসংখ্যা প্রকীর্ত্তিতা। দিব্যেনানেন মানেন যুগসংখ্যাং নিবোধ মে ॥ ২৩ ॥ সসর্জ্জ স পুনস্তাত জগৎ সর্ব্বমিদং ততঃ। কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ কলিশ্চৈব চতুর্যুগম্ ॥ ২৪ ॥ যুগং তদেকসপ্তত্যা গুণিতং দ্বিজসত্তম। মন্বন্তরমিতি প্রোক্তং সংখ্যানার্থবিশারদৈঃ ॥ ২৫ ॥ অয়নং চাপি তৎ প্রোক্তং দ্বেহয়নে দক্ষিণোত্তরে। মনুঃ প্রলীয়তে হ্যত্র সম্প্রাপ্তে জগতঃ প্রভৌ ॥ ২৬ ॥ ততোহপরো মনুঃ কালমেতাবন্তং ভবেৎ পুনঃ। সমতীতে তু রাজেন্দ্র প্রোক্তঃ সংবৎসরায় বৈ ॥ ২৭ ॥ তদেব চায়নং প্রোক্তং মুনিনা তত্ত্বদর্শিনা। ব্রহ্মণস্তদহঃ প্রোক্তং কল্পশ্চেতি স উচ্যতে ॥ ২৮ ॥ সহস্রযুগপর্য্যন্তং সা নিশা প্রোচ্যতে বুধৈঃ। নিমজ্জত্যত্র চোর্ব্বী সা সশৈলবনকাননা ॥ ২৯ ॥ তস্মিন্ যুগসহস্রে তু পূর্ণে বৈ দ্বিজসত্তম। ব্রাহ্মে দিবসপর্য্যন্তে কল্পো নিঃশেষ উচ্যতে ॥ ৩০ ॥ যুগানি সপ্ততিং তানি সাগ্রাণি কথিতানি তে। কৃতত্রেতাদিযুক্তানি মনোরন্তরমুচ্যতে ॥ ৩১ ॥ চতুর্দ্দশৈতে মনবঃ কথিতাঃ কীর্ত্তিবর্দ্ধনাঃ। বেদেষু সপুরাণেষু সর্ব্বেষু প্রভবিষ্ণবঃ ॥ ৩২ ॥ প্রজানাং পতয়ো ব্যাস ধক্তমেষাং প্রকীর্ত্তনম্ ॥ ৩৩ ॥ মন্বন্তরেষু সংহারাঃ সংহারান্তেষু সম্ভবাঃ। ন শক্যমন্তস্তেষাং বৈ বক্তুং বর্ষশতৈরপি ॥ ৩৪ ॥ বিসর্গশ্চ প্রজানাং বৈ সংহারস্ত চ ভারত। মন্বন্তরেষু সংহারঃ শ্রূয়তে ভরতর্ষভ ॥ ৩৫ ॥ যত্র তিষ্ঠন্তি বৈ দেবাঃ সর্ব্বে সপ্তর্ষিভিঃ সহ। তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রুতেন চ সমন্বিতাঃ ॥ ৩৬ ॥ পূর্ণে যুগসহস্রে তু কল্পো নিঃশেষ উচ্যতে। তত্র সর্ব্বাণি ভূতানি দগ্ধান্যাদিত্যরশ্মিভিঃ ॥ ৩৭ ॥ ব্রহ্মাণমগ্রতঃ কৃত্বা সহাদিত্যৈর্গণৈর্দ্বিজ। প্রবিশন্তি সুরশ্রেষ্ঠং হরিং নারায়ণং প্রভুম্ ॥ ৩৮ ॥ স স্রষ্টা সর্ব্বভূতানাং কল্পান্তে তু পুনঃপুনঃ। অব্যক্তঃ শাশ্বতো দেবস্তস্য সর্ব্বমিদং জগৎ ॥ ৩৯ ॥ স এব বিদ্যতে ব্যাস মহেশো সহ সংযুতঃ। মহাকালবনে বাসং চকার জগদীশ্বরঃ ॥ ৪০ ॥ প্রলয়ো ন বাধতে ব্যাস মহাকালবনোত্তমে। কল্পে কল্পে চ বৈ রম্যা পুরী হ্যেষা কুশস্থলী ॥ ৪১ ॥ নিরাময়া নিরাতঙ্কা নির্ব্বিকারা যুগেযুগে। মার্কণ্ডেয়োপদিষ্টানি কল্পানি সম্ভবন্তি চ ॥ ৪২ ॥ অত্রৈব চ বনে রম্যে ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ। প্রজানাং পতয়ো যে

কলিযুগের সংখ্যা সহস্র বৎসর। ইহারও সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশের মান এক একশত বৎসর। এই দ্বাদশ-সাহস্রী যুগসংখ্যা কথিত হইল। এই দিব্য মান দ্বারা যুগসংখ্যা শ্রবণ করুন। বিধাতা এই সমস্ত জগৎ সৃজন করিয়াছেন এবং কৃত, ত্রেতা, দ্বাপর, ও কলি এই চতুর্যুগও তিনিই সৃষ্টি করিয়াছেন। একসপ্ততিযুগে এক মন্বন্তর হয়। ইহা সংখ্যাবিদ্গণ বলিয়া থাকেন। অয়ন দুইটী ;—দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণ। জগৎপ্রভু সম্প্রাপ্ত হইলে মনু লয় প্রাপ্ত হয়। অনন্তর অপর মনু এতাবৎ কাল ব্যাপিয়া স্বীয় অধিকার পালন করেন। এই কাল অতীত হইলে, উঁহাদের এক বৎসর হয়। উঁহারও দুইটী অয়ন আছে। উক্ত কালেই ব্রহ্মার একদিন ও উঁহাই কল্প। পণ্ডিতগণ সহস্রযুগ পর্য্যন্ত কল্পনিশা কীর্ত্তন করেন। এই সময় সশৈল-বনকাননা উর্ব্বী নিমজ্জিত হয়। হে দ্বিজসত্তম! যুগ সহস্র পূর্ণ হইলে ব্রাহ্ম দিবস পর্য্যন্ত যে সময় উঁহাতে কল্প নিঃশেষ হয়। কৃত ত্রেতাদি সপ্ততি যুগকে মন্বন্তর বলে। বেদ ও পুরাণে কীর্ত্তিবর্দ্ধন চতুর্দ্দশ মনু কথিত হয়। ইঁহারা প্রজাপতি ; ইঁহাদের গুণকীর্ত্তন প্রশংসনীয়। ১৬—৩৩। মন্বন্তরে সংহার এবং সংহারান্তে পুনরায় উৎপত্তি হয়। হে ভারত। ইহার অন্ত শত বর্ষেও বলিতে সমর্থ হওয়া যায় না। এইরূপে প্রজাদিগের সৃষ্টি ও সংহারকার্য্য চলিতেছে। ঐ সময়ে ব্রহ্মচর্য্য, তপ ও শ্রুতিসমন্বিত হইয়া দেব ও সপ্তর্ষিগণ অবস্থান করেন। যুগসহস্র পূর্ণ হইলে কল্প নিঃশেষ হয়। কল্পান্তকালে আদিত্য-রশ্মি দ্বারা সর্ব্বভূত দগ্ধ হইয়া আদিত্য ও গণের সহিত বিধাতাকে অগ্রবর্ত্তী করত সুরশ্রেষ্ঠ নারায়ণ হরিতে প্রবেশ করে। তিনি পুনঃপুন কল্পান্তে সর্ব্বভূতের সৃষ্টি করেন। অব্যক্ত, শাশ্বত দেব এই সময় জগৎ সৃজন করেন। হে ব্যাসদেব! কল্পান্তকালে একমাত্র তিনিই মহেশ্বরের সহিত বিদ্যমান থাকেন। ঐ জগদীশ্বর তখন মহাকাল-বনে বাস করেন। প্রলয়েও মহাবনের কিছু আসিয়া যায় না। এই রমণীয় কুশস্থলী পুরী কল্পে কল্পে নিরাময়া নিরাতঙ্কা নির্ব্বিকারা। মার্কণ্ডেয়-উপদিষ্ট কল্প এই স্থান হইতেই সঞ্জাত হয়। এই রম্য-বনে লোকপিতামহ ব্রহ্মা এবং দক্ষ, মরীচি, কশ্যপ

তে দক্ষঃ প্রাচেতসস্তথা ॥ ৪৩ ॥ মরীচিঃ কশ্যপো রুদ্রো যেঽন্যে ভৃগ্বাদয়স্তথা । কল্পাদৌ সৃজন্তে লোকাংশ্চরাচরান্ যথা তথা ॥ ৪৪ ॥ এবমাদৌ পুরা ব্যাস কল্পং কল্পয়তে তদা । বরাহবামনবৈষ্ণ-পিত্রাং বৈ তথৈব চ ॥ ৪৫ ॥ কল্পভেদাঃ সমাখ্যাতা মহাকালবনে শুভে । চতুরাশীতিকল্পানি সঞ্জাতানি দ্বিজোত্তম ॥ ৪৬ ॥ তাবন্তি যোগলিঙ্গানি বনে তিষ্ঠন্তি সত্তম । পুনর্জ্জাতাঃ পুনর্নষ্টা মহীসাগর-পর্ব্বতাঃ ॥ ৪৭ ॥ পুনঃ পুনর্ভবিষ্যন্তি পুরী হ্যেষা-চলা স্মৃতা । তস্মাৎসর্ব্বেষু কালেষু সর্ব্বলোকেষু গীয়তে ॥ ৪৮ ॥ প্রতিকল্পেতি বিখ্যাতা ভুবি ব্যাস ভবিষ্যতি । যেঽস্যাং বৈ মানবা দান্তাঃ স্নানদানা-দিকং তথা ॥ ৪৯ ॥ জপং হোমং তথা শ্রাদ্ধং পিতৄ-হুদ্দিশ্য দেবতাঃ । ন তেষাং পুনরাবৃত্তিঃ কোটি-কল্পশতৈরপি ॥ ৫০ ॥ প্রতিকল্পামনুপ্রাপ্য দৃষ্ট্বা দেবং মহেশ্বরম্ । বৈশাখে পৌর্ণমাস্যাং বৈ স্নাপয়েত্ত্যেকবাসরম্ ॥ ৫১ ॥ প্রসঙ্গতো রজঃক্লান্তাঃ শিপ্রাম্ভসি চ মানবাঃ । ন তেষাং দুষ্কৃতং কিঞ্চি-দ্বিষ্ণুলোকে বসন্তি তে ॥ ৫২ ॥ মন্বন্তরসহস্রেষু কাশিবাসেষু যৎফলম্ । তৎফলং প্রাপ্নুয়াজ্জন্তুঃ প্রতিকল্পং ক্ষণাদপি ॥ ৫৩ ॥ প্রতিকল্পে চ কল্পান্তে সৈবাসীচ্চ পুরী শুভা । তস্মাৎ সর্ব্বজনৈঃ খ্যাতা প্রতিকল্পা দ্বিজোত্তম ॥ ৫৪ ॥ যে চৈতস্যাং মহাভাগাঃ প্রীতিং কুর্ব্বন্তি মানবাঃ । ন তেষাং কল্পভেদোঽস্য স্বপ্নবজ্জায়তে ক্ষণাৎ ॥ ৫৫ ॥ যঃ শৃণোতি কথাং পুণ্যাং প্রতিকল্পোদ্ভবাং শুভাম্ । শ্রাবয়েদ্বা প্রযত্নেন ব্রহ্মহত্যাং ব্যপোহতি ॥ ৫৬ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে প্রতিকল্পাভিধানকথনং নামাষ্ট-চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৮ ॥

একোনপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ।

সনৎকুমার উবাচ । এবং ব্যাস পুরী রম্যা নামভূতা সনাতনী । যুগেযুগে যথা জাতা তথা খ্যাতা ময়ানঘ ॥ ১ ॥ ব্যাস উবাচ । ভূয়োঽহং শ্রোতুমিচ্ছামি ত্বত্তো ব্রহ্মবিদাং বর । শিপ্রায়াশ্চ কথাং পুণ্যাং পবিত্রাং পাপহারিণীম্ ॥ ২ ॥ সুন্দরং কুণ্ডমাখ্যাতং পিশাচমোচনং তথা । নীলগঙ্গা ইতি প্রোক্তা কর্করাজমতঃ পরম্ ॥ ৩ ॥ পুষ্করাণি স সর্ব্বাণি গয়াতীর্থমনুত্তমম্ । গোমতীকুণ্ডমাখ্যাতং নাম্না ধর্ম্মসরস্তথা ॥ ৪ ॥ খ্যাতং সঙ্গমজং তীর্থং শনৈর্জন্মকথাং শুভাম্ । চ্যবনাশ্রমে চ যা বার্ত্তা তথা নাগালয়ে শুভে ॥ ৫ ॥ পুরুষোত্তমমহিমানং

রুদ্র, ও ভৃগু প্রভৃতি প্রজাপতিগণ কল্পাদিকালে চরাচর লোক সৃজন করেন। হে ব্যাসদেব! পূর্ব্বে মহাকালবনে বারাহ, বামন, বৈষ্ণব, ও পৈত্র প্রভৃতি কল্পভেদ সমাখ্যাত হয়। হে দ্বিজোত্তম! চতুরশীতি প্রকার কল্প সঞ্জাত হয়। ঐ কল্পিমাণে যোগলিঙ্গ সকল মহাকাল বনে অবস্থান করে। মহী, সাগর, পর্ব্বত এ সকল পুনঃপুন হইতেছে, এবং যাইতেছে; কিন্তু এই পুরী অচলা। ইহা সর্ব্ব-কালে প্রসিদ্ধ আছে বলিয়া ইহা প্রতিকল্পা নামে বিখ্যাতা। যে দমনশীল মানব এই স্থানে স্নান-দানাদি করে এবং পিতৃলোক ও দেবতার উদ্দেশে জপ, হোম ও শ্রাদ্ধ করে, তাহার কোটিকল্পশত কালেও পুনরাবৃত্তি হয় না। বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে যে মানব প্রতিকল্পায় গমন করিয়া মহেশ্বর দর্শন, তাঁহাকে একদিনমাত্র স্নপন এবং প্রসঙ্গক্রমে শিপ্রা-জলে স্নান করে, তাহার কিঞ্চিন্মাত্রও দুষ্কৃত থাকে না। অপিচ সে বিষ্ণুলোকে বাস করিয়া থাকে। সহস্র মন্বন্তর কাশীবাস করিলে যে ফল হয়, মানব প্রতি-কল্পাতীর্থে ক্ষণকালমাত্র বাস করিয়া ঐ ফল লাভ করিয়া থাকে; প্রতিকল্পেই ঐ মহাপুরী বিরাজিত আছে। এই জন্যই উহার নাম—প্রতিকল্পা হইয়াছে। যে মহাভাগ মানবগণ এই তীর্থে প্রীতি অনুভব করে, তাহাদের কদাপি কল্পভেদ হয় না, তাহা স্বপ্নবৎ ক্ষণমাত্র মনে হইয়া থাকে। এই প্রতিকল্পাসম্বন্ধীয় কথা যে মানব শ্রবণ করে বা শ্রবণ করায়, তাহার ব্রহ্মহত্যা-পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে। ৩৪—৫৬।

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪৮।

ঊনপঞ্চাশ অধ্যায়

সনৎকুমার বলিলেন,—হে ব্যাসদেব! এই রম্যা সনাতনী পুরী যুগে যুগে যেরূপে জন্মে, আমি তাহা কীর্ত্তন করিলাম। ব্যাস বলিলেন,—হে ব্রহ্মবিদ্বর! আমি শিপ্রার পবিত্র পাপহারিণী কথা, এবং সুন্দর কুণ্ড, পিশাচমোচন, নীলগঙ্গা, কর্করাজ, পুষ্কর, গয়াতীর্থ, গোমতীকুণ্ড, ধর্ম্মসর, সঙ্গমজতীর্থ, শনির জন্মকথা চ্যবনাশ্রমবার্ত্তা, নাগালয়বার্ত্তা, ও

কালে কেন কথং ভবেৎ। এতদ্বেদিতুমিচ্ছামি যত্তে মনসি বর্ত্ততে। ৬। সনৎকুমার উবাচ। শৃণু ব্যাস মহাভাগ কথাং পাপহরাং পরাম্। যস্মিন্ কালে যদা জাতা মহাকালবনে শুভে। ৭। নাস্তি বৎস মহীপৃষ্ঠে শিপ্রায়াঃ সদৃশী নদী। যস্যাস্তীরে ক্ষণান্মুক্তিঃ কিং চিরাৎ সেবনেন বৈ। ৮। বৈকুণ্ঠে জায়তে শিপ্রা জ্বরঘ্নী চ সুরালয়ে। মহাদ্বারে চ পাপঘ্নী পাতালেঽমৃতসম্ভবা। ৯। বারাহকল্পে বৈ প্রোক্তা বিষ্ণুদেহেতি নামতঃ। শিপ্রাবন্ত্যাং সমাখ্যাতা কামধেনুসমুদ্ভবা। ১০। ব্যাস উবাচ। বিচিত্রমিদমাখ্যাতং ভবতা ঋষিসত্তম। বক্তুমর্হসি শিপ্রায়াঃ সমাসেন কথাং শুভাম্। ১১। সনৎকুমার উবাচ। ব্রাহ্মং কপালমাদায় ভিক্ষার্থং সঞ্চরন্মহীম্। মহাদেবো বিশুদ্ধাত্মা সর্ব্বলোকেষু সর্ব্বতঃ। ১২। অপ্রাপ্তভিক্ষো ভিক্ষার্থী বৈকুণ্ঠমগমদ্বিভুঃ। গতশ্চাতিথ্যবেলায়াং ভ্রামমাণো যতস্ততঃ। ১৩। লোকনিন্দাপরঃ ক্রুদ্ধঃ ক্ষুধিতো বহুবাসরৈঃ। ভিক্ষাং দেহীতি ভো ব্রহ্মন্ ক্ষুধিতোঽহং সমাহিতঃ। ১৪। কপালং চ করে কৃত্বা ইত্যুবাচ পুনঃপুনঃ। গৃহ্যতাং হর ভিক্ষাং তে দদামীতি হরিস্তদা। ১৫। ইত্যুক্ত্বা করমুদ্যম্য তর্জ্জন্যঙ্গুলিমাদধৎ। তদা রুদ্রঃ সমাখ্যাতস্ত্রিশূলেনাহনৎক্রুধা। ১৬। তদাঙ্গুলিসমুদ্ভূতং বহু সুস্রাব শোণিতম্। তেনাশু পাত্রং তৎপূর্ণং শঙ্করস্য করে স্থিতম্। ১৭। তদা উদ্বেলিতা সা বৈ ধারা জাতা সমন্ততঃ। তত্র স্থানে সমুদ্ভূতা শিপ্রাসৃগ্ধারসম্ভবা। ১৮। বৈকুণ্ঠে চাভবৎ সদ্যো নদী ত্রৈলোক্যপাবনী। এবং শিপ্রা সরিচ্ছ্রেষ্ঠা ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতা। ১৯। জ্বরঘ্নী চ যথা প্রোক্তা তথা ব্যাস ব্রবীম্যহম্। যদা বাণাসুরো দৈত্যঃ কৃষ্ণেন সহ সংযুগে। ২০। যোধয়ামাস দৈত্যেন্দ্রো হ্যনিরুদ্ধপ্রহেলনঃ। সহস্রবাহুভির্ব্বীরো নানাপ্রহরণোদ্যতঃ। ২১। তস্মাৎ ক্রুদ্ধো বাসুদেবশ্চক্রমাদায় সত্বরঃ। চিচ্ছেদ বাহুসাহস্রং ক্ষুরপ্রেণাশুগামিনা। ২২। স তদা ভগ্নসঙ্কল্পশ্ছিন্নদোশ্চ ব্রণার্দ্দিতঃ। পরাঙ্মুখপরো ভূত্বা শঙ্করং শরণং যযৌ। ২৩। তদাগতং মহাদৈত্যং সমীপে ভয়বিহ্বলম্। বিলোক্য কৃপয়াবিষ্টো গতে সংগ্রামমূর্দ্ধনি। ২৪। ছিত্ত্বা

পুরুষোত্তমমাহাত্ম্য, এই সকলের বিবরণ শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। সনৎকুমার বলিলেন,—হে মহাভাগ ব্যাসদেব! মহাকালবন সম্বন্ধিনী পাপহারিণী কথা শ্রবণ করুন। হে বৎস! মহীপৃষ্ঠে, শিপ্রাসদৃশী নদী নাই। যাহার তীর মাত্র স্পর্শ করিলে, ক্ষণকালের মধ্যে মুক্তি হইয়া থাকে, তাহার আর সেবনের কথা কি বলিব? শিপ্রা বৈকুণ্ঠে জন্মিয়াছে। উহা সুরালয়ে জ্বরঘ্নী, মহাদ্বারে পাপঘ্নী এবং পাতালে অমৃত নামে খ্যাতা। বরাহকল্পে ইহার নাম ছিল,—বিষ্ণুদেহা। অবন্তীতে ঐ নদী কামধেনু হইতে জন্মে এবং উহার নাম হয়,—শিপ্রা। ব্যাস বলিলেন,—হে ঋষিসত্তম! আপনার এই কথা বিচিত্র। আপাতত আপনি সংক্ষেপে শিপ্রার কথা কীর্ত্তন করুন। সনৎকুমার বলিলেন,—একদা মহাদেব ব্রহ্মার কপাল গ্রহণ করিয়া ভিক্ষার্থ সর্ব্বলোক বিচরণ করেন। তিনি কুত্রাপি ভিক্ষা না পাইয়া অবশেষে বৈকুণ্ঠে গমন করেন। তিনি ইতস্তত ভ্রমণ করিয়া আতিথ্য-বেলায় সেখানে গিয়া উপস্থিত হন। তিনি বহুদিনের ক্ষুধায় ক্ষুধিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া লোকের নিন্দা করিতে করিতে 'ভিক্ষাং দেহি ভো ব্রহ্মন্!" বলিয়া সমাহিত ভাবে দণ্ডায়মান হন এবং কপালহস্তে পুনঃ পুনঃ ভিক্ষা চাহিতে লাগিলেন। তখন হরি বলিলেন,—হে হর! এই আমি আপনাকে ভিক্ষা দিতেছি গ্রহণ করুন। এই বলিয়া তিনি তর্জ্জনী অঙ্গুলি প্রদান করিলেন। তাহাতে রুদ্র ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার অঙ্গুলি ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ঐ অঙ্গুলি হইতে বহু শোণিত স্রাব হইতে লাগিল। ঐ রক্তে শঙ্করের হস্তস্থিত কপাল পাত্র পূর্ণ হইল। ১—১৭। তখন ঐ রক্তধারা উচ্ছলিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। ঐ ভূপতিত রক্তধারা হইতে শিপ্রা সমুদ্ভূত হইল। বৈকুণ্ঠেও ঐ ত্রৈলোক্যপাবনী নদী প্রবাহিত হইল। এই প্রকারে সরিৎ-শ্রেষ্ঠা শিপ্রা ত্রিলোক-বিশ্রুত হইল। হে ব্যাসদেব! অধুনা এই শিপ্রা যে প্রকারে জ্বরঘ্নী হইয়াছিল, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। যখন অনিরুদ্ধকে আবদ্ধ করিয়া নানাপ্রহরণধারী সহস্র বাহু বাণাসুর সমরে কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করে, তখন চক্রধারী বাসুদেব আশুগামী ক্ষুরপ্রান্ত দ্বারা তাহার সহস্র বাহু ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ঐ সময় বাণাসুর ভগ্নসঙ্কল্প, ছিন্নবাহু, ব্রণার্দ্দিত ও রণ-পরাঙ্মুখ হইয়া শঙ্করের শরণ প্রাপ্ত হইল। তখন মহাদেব ভয়বিহ্বল শরণাগত মহাদৈত্যকে দর্শন

বাহুসহস্রং বৈ দৈত্যরাজস্য চাহবে। কৃষ্ণঃ কৃষ্ণো মহাবাহুঃ পরসেনান্তকো বরঃ ॥ ২৫ ॥ স্থিতো যত্রাচলো ব্যাস তত্রাগতো মহেশ্বরঃ। বারয়ামাস কৃষ্ণং বৈ শরৌঘৈশ্চ সমারিরন্ ॥ ২৬ ॥ অন্যোন্যং চ সমাসাদ্য কৃত্বা যুদ্ধং তু দারুণম্। শস্ত্রাস্ত্রৈশ্চ মহাঘোরৈঃ সর্ব্বপ্রাণিভয়ঙ্করৈঃ ॥ ২৭ ॥ বৈষ্ণবাস্ত্রং তদা কৃষ্ণঃ সন্দধে হরজিঘাংসয়া। পাশুপতং চ নামাস্ত্রং সর্ব্বসংহারকারকম্ ॥ ২৮ ॥ সন্দধে বৈ তদা শম্ভুঃ কৃষ্ণপ্রাণহরোৎসুকঃ। হাহাকারস্তদা জাতঃ সর্ব্বলোকেষু শ্রূয়তে ॥ ২৯ ॥ মোহনাস্ত্রং পুনঃ কৃষ্ণঃ শিবোপরি মুমোচ হ। তেনাস্ত্রেণ তদা শম্ভুর্মোহিতো দেবমায়য়া ॥ ৩০ ॥ জৃম্ভমাণঃ স্থিতঃ সংখ্যে কিঞ্চিৎকালং মুহুর্মুহুঃ। লব্ধসংজ্ঞঃ পুনর্জাতো যদা রুদ্রো মহাহবে ॥ ৩১ ॥ তদা ক্রোধাভিভূতেন রুতো মাহেশ্বরো জ্বরঃ। ললাটফলকাৎ সদ্যো বীরভদ্রো মহাবলঃ ॥ ৩২ ॥ ত্রিনেত্রস্ত্রিশিরা হ্রস্বস্ত্রিপাদো বর্করাকৃতিঃ। ক্ষুদ্রো জটিলভস্মাঙ্গো মহাব্যাধির্দুরত্যয়ঃ ॥ ৩৩ ॥ কৃষ্ণসেনাং সমাসাদ্য মহাদেবেন প্রেরিতঃ। প্রাণিনাং কদনং চক্রে সর্ব্বেষাং কৃষ্ণসঙ্গিনাম্ ॥ ৩৪ ॥ পরাঙ্মুখপরা ভগ্না জ্বরাভিঘাতপীড়িতা। বভূব সহসা ব্যাস সেনা কৃষ্ণেন পালিতা ॥ ৩৫ ॥ তথাভূতাং সমালোক্য জৃম্ভমাণাং রুজার্দ্দিতাম্। স্বসেনাং ভগ্নসঙ্কল্পাং মাহেশজ্বরপীড়িতাম্ ॥ ৩৬ ॥ সসর্জ্জ বৈষ্ণবং তাপং কৃষ্ণঃ পরমকোপনঃ। তেন সহ বৈষ্ণবেন মাহেশ্বরেণ জ্বরেণ চ ॥ ৩৭ ॥ অন্যোন্যমভবদ্‌যুদ্ধং ঘোরং ঘোরতরং মহৎ। সংগ্রামং বহুলং কৃত্বা ভগ্নো মাহেশ্বরো জ্বরঃ ॥ ৩৮ ॥ সর্ব্বলোকেষু গত্বা বৈ ন শান্তিং প্রতিজগ্মিবান্। মহাকালবনে রম্যে প্রাপ্তস্তেনাভিপীড়িতঃ ॥ ৩৯ ॥ নিমগ্নোঽথ বৈ শিপ্রায়াং ততঃ শান্তিং পরাং যযৌ। দৃষ্ট্বা মাহেশ্বরং শান্তং জ্বরং পরমকোপনম্ ॥ ৪০ ॥ বৈষ্ণবোঽপি সমাসাদ্য তস্যাং মজ্জনমাচরৎ। তস্যা প্রভাবসম্পন্নৌ জ্বরৌ হরিহরোদ্ভবৌ ॥ ৪১ ॥ তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু জ্বরঘ্নী সাভবৎক্ষণাৎ। জ্বরাভিভূতাস্তাং প্রাপ্য জনাঃ পরমদুঃখিতাঃ ॥ ৪২ ॥ নিমজ্জন্তি চ শিপ্রায়াং ব্যাসোষসি সমাহিতাঃ। ন তেষাং বাধতে পীড়া জ্বরোদ্ভূতা কদাচন ॥ ৪৩ ॥ সত্যমুক্তং তদা ব্যাস ব্রহ্মহরিহরেণ চ ॥ ৪৪ ॥ যে শৃণ্বন্তি কথাং দিব্যাং

করিয়া কৃপা-পরবশ হইলেন এবং যেখানে মহাবাহু শ্রীকৃষ্ণ শত্রু-সেনার নিধন সাধন ও দৈত্যরাজের সহস্র বাহু ছেদন করিয়া অচলের ন্যায় অবস্থান করিতেছেন, তিনি সেই স্থানে আগমন করিলেন। আগমন করিয়াই তিনি শরবর্ষণে কৃষ্ণকে নিবারিত করিলেন। তখন পরস্পর দারুণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সর্ব্বপ্রাণি-ভয়ঙ্কর মহাঘোর শস্ত্রাস্ত্র সকল প্রযুক্ত হইতে লাগিল। কৃষ্ণ হরজিঘাংসায় বৈষ্ণবাস্ত্র সন্ধান করিলেন। শম্ভুও তখন কৃষ্ণের প্রাণনাশ-ইচ্ছায় সর্ব্বসংহারক পাশুপতাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। ঐ সময় ত্রৈলোক্যে হাহাকার রব উত্থিত হইল। পুনরায় কৃষ্ণ মহাদেবের প্রতি মোহন অস্ত্র মোচন করিলেন। ঐ অস্ত্রপ্রহারে মোহিত হইয়া শম্ভু তখন অলস হইয়া কিঞ্চিৎ কালের জন্য স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন। পরে যখন শম্ভু পুনরায় সমরে সংজ্ঞা লাভ করিলেন, তখন ক্রোধাভিভূত হইয়া তিনি মাহেশ্বর জ্বর সৃষ্টি করিলেন। ঐ জ্বর মহাদেবের ললাটপট্ট হইতে সঞ্জাত হইল। উহা মহাবীর, মহাবল, ত্রিনেত্র, ত্রিশিরস্ক, হ্রস্ব, ত্রিপাদ, বর্করাকৃতি, ক্ষুদ্র, জটিল, ভস্মাঙ্গ, মহাব্যাধি, ও দুরত্যয়। এই জ্বর মহাদেব কর্তৃক প্রেরিত হইয়া কৃষ্ণসেনায় সংক্রামিত হইল এবং কৃষ্ণপক্ষীয় যাবতীয় সেনাসমূহকে নিপীড়িত করিতে লাগিল। ১৮—৩৪। তখন জ্বরাভিঘাত-পীড়িত কৃষ্ণসেনা রণ-পরাঙ্মুখ হইয়া পড়িল। ঐ কৃষ্ণ স্বীয় সেনাগণকে মাহেশ্বর জ্বরে পীড়িত ও জৃম্ভিত দর্শন করিয়া অতি রোষে বৈষ্ণব তাপ সৃজন করিলেন। তখন ঐ উভয় জ্বরে পরস্পর তুমুল সংগ্রাম চলিতে লাগিল। এইরূপে বহু সংগ্রাম করিয়া মাহেশ্বর জ্বর রণে ভঙ্গ দিয়া ব্যাকুলিতভাবে ত্রিভুবন পর্য্যটন করিল। বিষ্ণুজ্বর কর্তৃক পীড়িত হইয়া মাহেশ্বর জ্বর অবশেষে মহাকালবনে গমন করত শিপ্রাজলে অবগাহনপূর্ব্বক শান্তি লাভ করিল। বৈষ্ণব জ্বরও মাহেশ্বর জ্বরকে শিপ্রাতে স্নান করিয়া শান্তি লাভ করিতে দেখিয়া সেই স্থানেই স্নানাচরণ করিল। ঐ উভয় জ্বর শিপ্রায় মজ্জন করিয়া বিগত-তাপ হইল বলিয়া সর্ব্বকালেই ঐ শিপ্রাকে লোকে জ্বরঘ্নী বলিয়া থাকে। যাহারা জ্বরাভিভূত হইয়া প্রাতঃকালে ঐ শিপ্রাজলে স্নানাচরণ করে, তাহার কদাচ জ্বরজন্য পীড়া থাকে না। হে

নরাশ্চৈকাগ্রমানসাঃ। ন তেষাং জায়তে কিঞ্চিজ্জ্বর-সন্তাপজং ভয়ম্॥ ৪৫॥

ইতি শ্রীস্কান্দে জরানুগ্রহো নামৈকোন-পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ॥ ৪৯॥

পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

সনৎকুমার উবাচ। পাপনাশিনী বিখ্যাতা যথা শিপ্রা পয়স্বিনী। তথাহং সম্প্রবক্ষ্যামি সমাসেন পরন্তপঃ॥ ১॥ পুরা কৃতযুগে ব্যাস দমনো নাম বৈ নৃপঃ। কীকটেষু সমাখ্যাতো রাজা পরমকোপনঃ॥ ২॥ উৎপথী সর্ব্বধর্ম্মাণাং গো-ব্রাহ্মণবিনিন্দকঃ। সুরাপায়ী হেমহারী মৎসরী গুরুতল্পগঃ॥ ৩॥ প্রজাসর্ব্বস্বহর্ত্তা চ পরদারাভি-মর্ষকঃ। ধূর্ত্তকো ধূর্ত্তসঙ্গী চ পিশুনস্তস্করা-কৃতিঃ॥ ৪॥ গোগ্রহঃ পুরভেদী চ বন্দী বন্দিজনপ্রিয়ঃ। কুৎসিতঃ কোপপূর্ণশ্চ বেদশাস্ত্র-বিবর্জ্জিতঃ॥ ৫॥ সাধুসঙ্গপরিত্যাগী দুষ্টো দুষ্টজন-প্রিয়ঃ। কুলাঙ্গনাপরিত্যাগী পণ্যস্ত্রীবৃষলীপতিঃ॥ ৬॥ ধর্ম্মনিন্দাকরো নিত্যমধর্ম্মে রমতে মতিঃ। ন হূয়ন্তে ন পূজ্যন্তে ন শ্রূয়ন্তে কথা বুধৈঃ॥ ৭॥ বেদা যাজ্ঞাশ্চ দেবানাং মূর্ত্তিঃ পদ্ভ্যাঞ্চ তাড্যতে। এবং দুষ্টতরো রাজা ন ভূতো ন ভবিষ্যতি॥ ৮॥ স একদা বনে ঘোরে মৃগয়াবনগোচরঃ। ইতস্ততো ভ্রমমাণো ব্যাধৈঃ পরিবৃতঃ খলঃ॥ ৯॥ ন লব্ধা খেটকং কিঞ্চিৎ ক্ষুধার্ত্তস্তৃষিতঃ খলঃ। একাকী বিগতোঽসঙ্গো মহাকালবনান্তিকে॥ ১০॥ রাত্রিঃ সমাগতা তত্র ঘোরা ঘোরনিষেবিতা। বৃক্ষমূলমুপা-বৃত্য শয়নার্থী ক্ষুধার্দ্দিতঃ॥ ১১॥ তত্রাশ্বং বিটপে বদ্ধা স্বয়মেব ভবীদত। তদৈব কালে বৃক্ষাগ্রে সর্পঃ পপাত মস্তকে॥ ১২॥ কিমিদং কুত আশ্চর্য্যং কৃত্বা হস্তেন বারিতঃ। তেন বারয়িতা রাজা দষ্টোঽঙ্গুষ্ঠে তদাহিনা॥ ১৩॥ দষ্টমাত্রে চ নৃপতির্ব্যথিতঃ ক্ষিতি-মাগতঃ। কিয়ৎকালে ব্যথাবিষ্টো মুমোহ ক্ষীণ-মঙ্গলঃ॥ ১৪॥ এতৎক্ষণাৎ প্রেতভূতো ঘোরে নরকসঞ্চয়ে। যমদূতৈস্তাড্যমানো বিবিধাস্ত্রৈঃ স্বকর্ম্মজৈঃ॥ ১৫॥ হর্ষিতাশ্চ গণাঃ সর্ব্বে যমরাজস্য কিঙ্করাঃ। বদ্ধা পাশৈশ্চ তং নিন্যুঃ পাপিষ্ঠং যম-

ব্যাসদেব! একথা কদাচ মিথ্যা নহে। একাগ্র মনে যে মানব এই কথা শ্রবণ করে, তাহার কদাচ জ্বর-সন্তাপ-জনিত ভয় ক্লেশ হয় না। ৩৫—৪৫।

ঊনপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪৯।

পঞ্চাশ অধ্যায়।

সনৎকুমার বলিলেন,—হে পরন্তপ! এই যশস্বিনী শিপ্রা নদী যেরূপে পাপনাশিনী হইল, আমি তাহা কীর্ত্তন করিতেছি,—পূর্ব্বে সত্যযুগে কীকটদেশে দমন নামে এক নৃপতি ছিলেন। ঐ নৃপ অতিক্রোধী, উৎপথগামী, ধর্ম্মভ্রষ্ট, গো-ব্রাহ্মণ-নিন্দক, সুরাপায়ী, হেমহারী, মৎসরী, গুরুতল্পগ, প্রজা-সর্ব্বস্বহর্ত্তা, পারদারিক, ধূর্ত্ত, ধূর্ত্তসঙ্গী, পিশুন, তস্করাকৃতি, গোগ্রহ, পুরভেদী, বন্দী, বন্দিজন-প্রিয়, কুৎসিত, ক্রুদ্ধ, বেদবর্জ্জিত, সাধুসঙ্গপরিত্যাগী, দুষ্ট, দুষ্টজন-প্রিয়, কুলাঙ্গনা-পরিত্যাগী, পণ্যস্ত্রীরত, বৃষলীপতি, এবং ধর্ম্মনিন্দক ছিলেন। তাঁহার নিত্য অধর্ম্মে মতি ছিল। তিনি পূজা, হোম ও পণ্ডিতগণের কথা শ্রবণ করিতেন না। তিনি বেদ, যজ্ঞ, দেবমূর্ত্তি, এ সকল পাদ দ্বারা ঠেলিয়া ফেলিয়া দিতেন। ইঁহার মত দুষ্ট রাজা ইহার পূর্ব্বে হয় নাই ও হইবেও না। তিনি একদা কতিপয় ব্যাধ সমভিব্যাহারে মৃগয়া-প্রসঙ্গে বনগমন করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে অত্যন্ত ক্ষুধিত ও তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া পড়েন। ঐ সময় তিনি মহাকালবন-সমীপে উপস্থিত হইলেন, তখন ঘোরা ঘোরনিষেবিতা রজনী উপস্থিত হইল। তিনি ক্ষুধা, তৃষ্ণায় কাতর হইয়া বৃক্ষমূল আশ্রয় করিলেন এবং তত্রত্য বৃক্ষে অশ্ব বন্ধন করিয়া স্বয়ং ঐ বৃক্ষমূলে উপবেশন করিলেন। উপবেশন করিবামাত্র বৃক্ষ হইতে তাঁহার মস্তকে এক সর্প পতিত হইল। একি—এটা কোথা হইতে—কি—আমার মস্তকে পতিত হইল? এই বলিয়া তাহা অপসারিত করিবার জন্য যেমন মস্তকে হস্ত প্রদান করিলেন, অমনি ঐ সর্প তাঁহার অঙ্গুষ্ঠে দংশন করিল। দংশন করিবামাত্র নৃপতি ভূতলশায়ী হইলেন। কিয়ৎকাল পরে তিনি এমনি ব্যথিত হইলেন যে, তিনি মোহপ্রাপ্ত হইলেন, ক্রমে তাঁহার জীবনাশা ক্ষীণ হইয়া আসিল। ১—১৪। তিনি প্রেত-রূপে ঘোর নরকে উপস্থিত হইলেন। যমদূতগণ তাঁহার কর্ম্মের ফলে তাঁহাকে বিবিধ অস্ত্রদ্বারা তাড়না করিতে লাগিল এবং তাহারা তাঁহাকে প্রহার করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। দূতগণ

মন্দিরে ॥ ১৭ ॥ এতস্মিন্নন্তরে ব্যাস ক্রব্যাদৈঃ খাদিতং শবম্। কিঞ্চিচ্ছেষতরং প্রাতর্বায়সেনাভিলক্ষিতম্ ॥ ১৭ ॥ তত্র গম্বানয়ন্মাংসং তুণ্ডেন বিয়দ্গতঃ। ততোহন্যৈর্বায়সৈর্বগো ভ্রম্যমাণ ইতস্ততঃ ॥ ১৮ ॥ তত্রাটতো হি যত্রান্তে দিব্যা শিপ্রা পয়স্বিনী। কিঞ্চিৎ কর্মবিপাকেন বায়সাস্যগতং কলম্ ॥ ১৯ ॥ পতিতং বৈ জলে তস্যাঃ শিপ্রায়াস্তস্য কায়জম্। তেন পুণ্যপ্রভাবেন শিবোহজায়ত তৎক্ষণাৎ ॥ ২০ ॥ ত্রিনেত্রোহথ জটাজুটী ব্যাঘ্রাম্বরপরীবৃতঃ। শূলহস্তো বৃষারূঢ়ো ভালচন্দ্রো হ্যমাপতিঃ ॥ ২১ ॥ ইত্যাশ্চর্য্যময়ং রূপং দৃষ্ট্বা দূতাশ্চ ধর্ষিতাঃ। তদ্গণৈস্তাড়িতা যয়া ধর্ম্মরাজ্ঞে শশংসিরে ॥ ২২ ॥ শ্রূয়তাং ভো মহারাজ ধর্ম্মরাজ নমোহস্তু তে। দূতানাং যদ্বচো রম্যং বহ্বাশ্চর্য্যময়ং পরম্ ॥ ২৩ ॥ কীকটাধিপতির্নন্দঃ পাপিষ্ঠো বৃষলীপতিঃ। দমনো নাম রাজাভূৎ সমস্তে ক্ষিতিমণ্ডলে ॥ ২৪ ॥ যানি কানি চ পাপানি ব্রহ্মহত্যাসমানি চ। তানি সর্ব্বাণি তেনাপি কৃতানি ভুবি সত্তম ॥ ২৫ ॥ মর্য্যাদাভেদকো মূঢ়ো বর্ণাশ্রমসুধর্ম্মিণাম্। কুসঙ্গী দ্যূতকোন্মাদী বক্তব্যস্তত্তরঃ খলঃ ॥ ২৬ ॥ যমদণ্ডপরঃ পাপী অস্মাকং হর্ষবর্দ্ধনঃ। স কথং শিবরূপী স্যাৎ কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্ ॥ ২৭ ॥ যাবন্তঃ পতিতাঃ পূর্ব্বে পাপিনঃ সর্ব্ব এব হি। কৃষ্ণেন তারিতাঃ সর্ব্বে ব্রহ্মপুত্রার্থিনা তদা ॥ ২৮ ॥ তদাপ্রভৃতি সর্ব্বাণি কুণ্ডানি নরকস্য বৈ। শুষ্কাণি চৈব দৃশ্যন্তে গ্রীষ্মান্তে বৈ হ্রদা যথা ॥ ২৯ ॥ ন চৈবার্ত্তরবং কিঞ্চিৎ শ্রূয়তে তব মন্দিরে। অস্মাকং জীবনং নাস্তি কিমুপায়ং বদস্ব নঃ ॥ ৩০ ॥ এক এবাগতো লোকে বৃত্তিদো নো যমাধিপ। সোঽপি শিবত্বমাপন্নঃ কস্মান্নো জীব্যতে কথম্ ॥ ৩১ ॥ ধর্ম্মরাজস্তদাশ্রুত্য কিঙ্করাণাং পরং বচঃ। চিরং ধ্যাত্বা স্বকানূচে দেশকালোচিতং বচঃ ॥ ৩২ ॥ ধর্ম্মরাজ উবাচ। শ্রূয়তাং ভো গণাঃ সর্ব্বৈঃ শ্রুতিরেকাগ্রমানসৈঃ। যেন পুণ্যপ্রভাবেন পাপিষ্ঠঃ শিবতাং গতঃ ॥ ৩৩ ॥ ভুবি পুণ্যতমে দেশে মহাকালবনে শুভে। শিপ্রানাম সরিচ্ছ্রেষ্ঠা সর্ব্বপাপহরা পরা ॥৩৪ ॥ যেষাং শিপ্রোর্ম্মিকস্পর্শো জায়তে ভুবি কিঙ্করাঃ। ন তেষাং পাতকং কিঞ্চিদন্ততঃ শিবপুরং ব্রজেৎ ॥ ৩৫ ॥ মনসা বপুষা বাচা পাপানি বিবিধানি চ। তৎক্ষণাৎ

এইরূপ প্রহার করিতে করিতে তাঁহাকে যমমন্দিরে লইয়া গেল। এদিকে তখন তাঁহার সেই বৃক্ষতলপতিত শবদেহ লইয়া মাংসাসী হিংস্রজন্তুগণ পরস্পর টানাটানি করিতেছে। ক্রমশ তাহারা ঐ শবদেহ প্রায় খাইয়া ফেলিয়াছে। পরদিন প্রাতে বায়সসমূহ অবশিষ্ট একটুকরা ঐ শবমাংস দেখিতে পাইয়া তাহা চঞ্চুপুটে ধারণ করিয়া আকাশে উড্ডীন হয়। তাহারা যদৃচ্ছাক্রমে উড়িতে উড়িতে শিপ্রানদীর উপরে যখন আসিয়াছে, তখন সেই মাংসখণ্ড লইয়া তাহাদের পরস্পর ঝগড়া উপস্থিত হওয়ায় তাহাদের চঞ্চুপুট হইতে দৈবাৎ একটুকরা মাংস ঐ শিপ্রাজলে পতিত হয়। পতিত হইবামাত্র ঐ পুণ্যের ফলে যমালয়গত নৃপ তৎক্ষণাৎ শিব হইলেন। তিনি ত্রিনেত্র, জটাজুটী, ব্যাঘ্রাম্বরপরিবৃত, শূলহস্ত, বৃষারূঢ়, ভালচন্দ্র ও উমাপতি হইলেন। যমদূতগণ ঐ আশ্চর্য্যরূপ দর্শন করিয়া গণগণ কর্ত্তৃক ধর্ষিত ও তাড়িত হইয়া ধর্ম্মরাজকে গিয়া বলিল,—মহারাজ ধর্ম্মরাজ! প্রণাম হই ; আশ্চর্য্যের কথা শ্রবণ করুন,—বৃষলীপতি, পাপিষ্ঠ অতিমন্দ দমন নামে কীকটদেশের এক রাজা ছিল। ঐ রাজা ব্রহ্মহত্যা সদৃশ যাহা কিছু পাপ আছে, তৎসমস্তই করিয়াছিল। ঐ রাজা মর্য্যাদাভেদক, মূঢ় বর্ণাশ্রমবিরোধী, কুসঙ্গী, দ্যূতক, উন্মাদী, ও খল ছিল। এইজন্য সে যমদণ্ডের উপযুক্ত হইয়া আমাদের হর্ষবর্দ্ধন করিতেছিল! সে হঠাৎ কি প্রকারে শিবরূপ ধারণ করিল। ইহাতে আমরা যারপর নাই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি।১৫—২৭। পূর্ব্বে যখন একবার কৃষ্ণ এক ব্রাহ্মণপুত্রকে পুনর্জ্জীবিত করিবার জন্য যাবতীয় নরকপতিত পাপীকে উদ্ধার করিয়াছিল তদবধি নরককুণ্ড সকল গ্রীষ্মকালের হ্রদের ন্যায় শুষ্ক রহিয়াছে। এখন আর তোমার মন্দিরে পাপিগণের আর্ত্তনাদ শুনা যায় না ; আমাদের কাজ-কর্ম্ম কিছুই নাই ; এখন আমাদের উপায় কি বল। হে যমরাজ! আমাদের বৃত্তিপ্রদ একটি মাত্র পাপী এখানে আগমন করিয়াছিল, সেটিও আমাদের ভাগ্যদোষে শিব হইয়া গেল ; এখন আমাদের বৃত্তি বজায় থাকে কি প্রকারে? ধর্ম্মরাজ স্বীয় কিঙ্করগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া কিয়ৎকাল চিন্তার পর তাহাদিগকে দেশকালোচিত বাক্য বলিলেন,—হে কিঙ্করগণ! যে পুণ্যপ্রভাবে ঐ পাপিষ্ঠ রাজা শিবত্বলাভ করিয়াছেন, তাহা অনন্যমনে শ্রবণ কর। ভূতলে মহাকালবন নামে এক মঙ্গলময় পুণ্যতম ক্ষেত্র

প্রলয়ং যান্তি শিপ্রাসন্নিধিসেবনাৎ ॥ ৩৬ ॥ শিপ্রেতি যো ব্রূতে যত্র কুত্রাপি মানবঃ। স এব শিবতাং যাতি ন জানে স্নানজং ফলম্ ॥ ৩৭ ॥ যত্র কীটপতঙ্গাশ্চ শিপ্রাবারিচরাশ্চ যে। মৃতাঃ শিবপুরং যান্তি শিপ্রানীরনিষেবণাৎ ॥ ৩৮ ॥ অন্যত্র মহাপাপং যেঽন্তে শিপ্রাতটং শ্রিতাঃ। মহাপাতকিনোঽপ্যেতে মৃতা যান্তি শিবালয়ম্ ॥ ৩৯ ॥ মাধবে মাসি সম্প্রাপ্তে নিমজ্জন্তি নরোত্তমাঃ। তেষাং নিরয়ং কিঞ্চিচ্ছিবরূপাশ্চরন্তি তে ॥ ৪০ ॥ বায়সেনাহৃতং মাংসং তস্য রাজ্ঞঃ কৃতাগসঃ। শিপ্রাগাধজলে ক্ষিপ্তং কা তত্র পরিদেবনা ॥ ৪১ ॥ বাপীকূপতড়াগাদি অধিকাধিকসৎফলম্। তস্মাদ্দশগুণং পুণ্যং নদীষু উচ্যতে ॥ ৪২ ॥ তস্মাদ্দশগুণা তাপী গোদা পুণ্যা ততোঽধিকা। তস্মাদ্দশগুণা রেবা গঙ্গা পুণ্যা ততোঽধিকা। তস্মাদ্দশগুণা শিপ্রা পবিত্রা পাপনাশিনী ॥ ৪৩ ॥ দমনস্য শরীরস্য মাংসং শিপ্রাসমাগতম্। তেন পুণ্যপ্রভাবেন শিবরূপধরোঽভবৎ ॥ ৪৪ ॥ ঈদৃশী চ নদী রম্যা অবন্ত্যাং ভুবি বর্ত্ততে। বাঞ্ছন্তি দেবতাঃ সর্ব্বাস্তস্যা দুর্লভদর্শনম্ ॥ ৪৫ ॥ ধর্ম্মরাজবচঃ শ্রুত্বা গণা বিস্ময়মাগতাঃ। মনসা চ নিরাতঙ্কাঃ শিপ্রাং শরণমাগতাঃ ॥ ৪৬ ॥ সনৎকুমার উবাচ। তদাপ্রভৃতি বিখ্যাতা শিপ্রেয়ং পাপনাশিনী। গীয়তে চ পুরাণেষু যস্যা মাহাত্ম্যমুত্তমম্ ॥ ৪৭ ॥ দমনস্য চ নির্মুক্তিঃ শিপ্রামাহাত্ম্যমুত্তমম্। যমদূতানাং সংবাদং শ্রুত্বা মুক্তির্ন সংশয়ঃ ॥ ৪৯ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে শিপ্রামাহাত্ম্যে পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫০ ॥

একপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

সনৎকুমার উবাচ। শৃণু ব্যাস মহাবুদ্ধে শিপ্রামাহাত্ম্যমুত্তমম্। যথামৃতভবা খ্যাতা পাতালে নাগসদ্মতে ॥১॥ একদা রুদ্রো ভিক্ষার্থং নাগলোকে বুভু-

---

আছে, ঐ ক্ষেত্রে সর্ব্বপাপহরা শিপ্রা নাম্নী এক শ্রেষ্ঠা নদী বিরাজিতা। হে কিঙ্করগণ! যাহাদের ঐ শিপ্রাজল স্পর্শ ঘটে, তাহাদের কিঞ্চিন্মাত্রও পাতক থাকে না। অপিচ তাহারা শিবলোকে গমন করিয়া থাকে। শিপ্রা সন্নিধিমাত্র সেবনে কায় মন ও বাক্য দ্বারা যে সকল পাপ উপার্জ্জন করা যায়, তাহা তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইয়া থাকে। মানব যে কোন স্থানে থাকিয়া যদি "শিপ্রা শিপ্রা" এই কথা বলে, সে শিবত্বলাভ করে; কিন্তু তাহার জলে স্নান করিলে যে কি হয়, তাহা আমি বর্ণন করিতে সক্ষম নহি। শিপ্রার কীট পতঙ্গগণও শিপ্রাবারি সেবন হেতু শিবলোকে গমন করিয়া থাকে। অন্যত্র মহাপাপ করিয়া যে মানব শেষ-দশায় সিপ্রাতট আশ্রয় করে, সে মহাপাতকী হইলেও জীবনান্তে শিবালয়ে গমন করিয়া থাকে। বৈশাখমাসে শিপ্রাজলে অবগাহন করিলে, নিরয়ে গমন করিতে হয় না, অপিচ শিবরূপ লাভ করিয়া জগতে বিচরণ করা যায়। পাতকী কীকটরাজের শবদেহের মাংস কাকে আনিয়া দৈবাৎ শিপ্রাজলে ফেলিয়াছিল, তাহাতেই তিনি শিবত্ব লাভ করিয়াছেন; আর শিপ্রার অগাধ জলে বিধিপূর্ব্বক শবের দেহাংশ বিক্ষিপ্ত হইলে তাহার ফলের কথা আর কি বলিব? বাপী, কূপ, তড়াগাদি অধিকাধিক সৎফলপ্রদ। তাহা হইতে নদীস্নানে দশগুণ অধিক ফল পাওয়া যায়। সাধারণ নদী হইতে তাপী দশগুণ অধিক পুণ্যদায়িনী; গোদাবরী তাহা হইতেও অধিকা; রেবা গোদাবরী হইতেও দশগুণ অধিক পুণ্যদায়িনী। শিপ্রা তাহা হইতেও দশগুণ অধিক পবিত্রা ও পাপনাশিনী। দমনরাজার দেহাংশের সহিত সিপ্রা-সমাগম হওয়ায় ঐ পুণ্যপ্রভাবে তিনি শিবত্ব লাভ করেন। অবন্তীতে এইরূপ এক রমণীয় নদী আছে। দেবতাগণও ঐ দুর্লভ স্থানের দর্শন প্রার্থনা করেন। ধর্ম্মরাজের বাক্য শুনিয়া কিঙ্করগণ বিস্ময়াপন্ন হইল এবং তাহারা নিরাতঙ্কচিত্তে শিপ্রার শরণ প্রাপ্ত হইল। সনৎকুমার বলিলেন,—তদবধি শিপ্রা পাপনাশিনী বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে। সিপ্রার উত্তম মাহাত্ম্য পুরাণসকলে গীত হইয়াছে। যমদূত-সংবাদে দমন-নির্ম্মুক্তিরূপ শিপ্রামাহাত্ম্য শ্রবণ করিলে মুক্তি নিঃসংশয় জানিবে। ২৮—৪৯।

পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৫০।

একপঞ্চাশ অধ্যায়

সনৎকুমার বলিলেন,—হে ব্যাসদেব! যে শিপ্রা পাতালে অমৃতভবা নামে খ্যাত হইয়াছে, তাহার মাহাত্ম্য শ্রবণ করুন,—একদা বুভুক্ষিত রুদ্র

কিনঃ। করে কপালমাদায় ভোগবত্যাং সমাগতঃ।
২। ভিক্ষাং দেহি বচো দীনং বাচয়িত্বা গৃহেগৃহে।
ভিক্ষা কেনাপি নো দত্তা ক্ষুধিতস্য চ ধূর্জটেঃ। ৩।
তদা ক্রোধাভিরক্তাক্ষঃ শূলপাণিঃ ক্ষুধার্দ্দিতঃ। ভ্রাম-
য়িত্বা পুরীং সর্ব্বাং শনৈর্বহির্বিনির্যযৌ। ৪। এক-
বিংশতিকুণ্ডানি পীযূষস্য দ্বিজোত্তম। যত্র তিষ্ঠন্তি
সর্ব্বাণি নাগলোকস্য রক্ষণে। ৫। তত্র গত্বা স
ভগবান্ শম্ভুঃ সর্ব্বাত্মসম্ভবঃ। অপিবন্নেত্রমার্গেণ
তৃতীয়েন চ শঙ্করঃ। ৬। রিক্তানি পীযূষকুণ্ডানি
কৃত্বা তত্রৈব সোত্থিতঃ। কম্পিতশ্চ তদা লোকো
নাগানাং সর্ব্বতোমুখম্। ৭। কস্যেদং কর্ম্ম কিং
জাতং সুধা যস্মাদিতো গতা। ইত্যুক্ত্বা চৈব তে
সর্ব্বে নাগা বাসুকিপুরোগমাঃ। ৮। মহদতি-
ক্রমণে শঙ্কাঃ পুরাত্তে নির্যযুর্বহিঃ। কিং কুর্ব্বাম ক
গচ্ছাম কস্যেদং হেলনং কৃতম্। ৯। যেনাস্মাকং
কোপিতেন হৃতং চামৃতমুত্তমম্। অস্মাকং জীবনং
তস্মাৎ কথং জীবাম পন্নগাঃ। ১০। ইত্যুক্ত্বা
পন্নগাঃ সর্ব্বে সস্ত্রীবালপরিগ্রহাঃ। হরিঞ্চ জগ্মুঃ
শরণং মনসা পরিশঙ্কিতাঃ। ১১। তেষামনুগ্রহা-
র্থায় বাগুবাচাশরীরিণী। শ্রূয়তামুরগাঃ সর্ব্বে
যুষ্মাভির্দেবদেবস্য হেলনম্। ১২। ভিক্ষার্থমাগতঃ শম্ভুঃ
ক্ষুধার্ত্তশ্চ গৃহেগৃহে। বিদিত্বাতিথিবেলায়াং কপাল-
করভিক্ষুকঃ। ১৩। দত্তা ন ভিক্ষা কেনাপি ভোগ-
বত্যাং পিনাকিনঃ। তদা বহির্গতো নাথঃ ক্ষুধিতো
ধর্ম্মবিগ্রহঃ। ১৪। তেন নষ্টা সুধা সর্ব্বা কুণ্ডস্থে
পন্নগোত্তমাঃ। যূয়ং প্রয়াত পাতালান্মহাকালবনো-
ত্তমে। ১৫। তত্রৈকা বৈ সরিচ্ছ্রেষ্ঠা শিপ্রানামেতি
বিশ্রুতা। ত্রৈলোক্যপাবনী হ্যেষা সর্ব্বকামফলপ্রদা।
১৬। যস্যা দর্শনমাত্রেণ সর্ব্বপাপক্ষয়ো ভবেৎ।
তত্র গত্বা ভবদ্ভিশ্চ স্নানং কার্য্যং যথাবিধি। ১৭।
ভজনং দেবদেবস্য ততঃ পূজাং করিষ্যথ। ভজনা-
দ্দেবদেবস্য শিপ্রাসলিলমজ্জনাৎ। ১৮। ভবিষ্যতি
ততঃ সদ্যঃ সুধা লোকে পুরেব বঃ। ইতি সম্ভাষ্য
তান্নাগাংস্তত্রৈবান্তরধীয়ত। ১৯। বাণীং ব্যাস
তদা দিব্যাং সহসা লোকসাক্ষিণীম্। শ্রুত্বা দেবে-
রিতাং বাণীং তথেত্যুক্ত্বা চ পন্নগাঃ। ২০। স্ত্রীবাল-
বৃদ্ধসহিতা মহাকালবনং যযুঃ। তত্র গত্বা দদৃশুস্তে
নদীং ত্রৈলোক্যবন্দিতাম্। ২১। সর্ব্বত্র কুসুমা-
কীর্ণাং তরুচ্ছায়াভিরাশ্রিতাম্। হংসকারণ্ডবাকীর্ণাং

কপালহস্তে ভিক্ষার্থ পাতালে গমন করিয়া ভোগ-বতীতীরে উপস্থিত হন। তিনি তথায় গৃহে গৃহে দীনভাবে ভিক্ষাটন করেন, কিন্তু কেহই তাঁহাকে ভিক্ষা প্রদান করে না। তখন ক্ষুধার্ত্ত শূলপাণি ক্রোধকষায়িত-লোচনে সমস্ত পুরী ভ্রমণ করিয়া ধীরে ধীরে পুরীর বাহিরে আগমন করেন। ঐ স্থানে নাগলোক-রক্ষিত একবিংশতিটী অমৃতকুণ্ড আছে। ভগবান্ শম্ভু দেখিবামাত্র তাহা তৃতীয় নেত্র দ্বারা পান করিয়া ফেলিলেন। তিনি অমৃত-কুণ্ডগুলিকে একবারে রিক্ত করিয়া উত্থিত হইলেন। তখন নাগলোক যুগপৎ কম্পিত হইয়া উঠিল। এ কাহার কর্ম্ম? কি হইল? আমাদের সুধা এখান হইতে কোথায় গেল? এইরূপ বিতর্ক করিয়া বাসুকি-প্রমুখ নাগগণ শঙ্কিতমনে পুর হইতে নির্গত হইল। কি করি? কোথায় যাই? কাহাকে আমরা অবহেলা করিয়াছি—যে কুপিত হইয়া আমাদের এই অমৃত অপহরণ করিল? আমাদের জীবন গতপ্রায়, আমরা কি প্রকারে জীবনধারণ করিব? এই প্রকার খেদ করিয়া সপুত্র-কলত্র নাগগণ হরির শরণ প্রাপ্ত হইল। তাহাদের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া এক অশরীরিণীবাক্ বলিল,—হে উরগগণ!—তোমরা শ্রবণ কর; তোমরা দেব-তাকে অবহেলা করিয়াছ। ভগবান্ শম্ভু অতিথি-বেলায় ক্ষুধার্ত্ত হইয়া কপালহস্তে ভিক্ষার্থ আগমন করিয়া তোমাদের গৃহে গৃহে পর্য্যটন করেন। তোমরা কেহই তাঁহাকে ভিক্ষা প্রদান কর নাই। এজন্য ঐ ধর্ম্মবিগ্রহ পুরবহির্গত হইয়া ক্ষুধিত অবস্থায় সুধাকুণ্ড দর্শন করত তাহা নিঃশেষে পান করিয়াছেন। তোমরা সকলে পাতাল হইতে মহাকালবনে গমন কর। ঐ বনে শিপ্রা নামে এক শ্রেষ্ঠা নদী আছে। ঐ নদী ত্রৈলোক্য-পাবনী ও সর্ব্বকামফলপ্রদা। উহার দর্শনমাত্রে সর্ব্বপাপ ক্ষয় হয়। ঐ নদীতে গমন করিয়া তোমরা অবগাহন, ও তত্রত্য দেবদেবের পূজা কর। দেবদেবের ভজনা ও শিপ্রা নদীতে স্নান করিলে তোমাদের পুরে পূর্ব্ববৎ সুধা হইবে। ঐ বাণী এই কথা বলিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিতা হইল। ১—১৯। হে ব্যাস! নাগগণ তখন লোক-সাক্ষিণী দেব-কথিতা দিব্যা বাণী শ্রবণ ও স্বীকার করিয়া আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা মহাকাল বনে গমন করিল। ঐ স্থানে গমন করিয়া তাহারা ত্রৈলোক্য-বন্দিতা ঐ নদী দর্শন করিল। ঐ নদী সর্ব্বত্র কুসুমাবকীর্ণা; উহা তরুচ্ছায়া-সমন্বিত, হংসকারণ্ডবা-

মণিমুক্তাপ্রবালকাম্‌ ॥ ২২ ॥ মণিসোপানরচিতাং পদ্মখণ্ডৈশ্চ মণ্ডিতাম্‌ । সায়ং প্রাতঃ স্থিতা বিপ্রাঃ সন্ধ্যোপাসনতৎপরাঃ ॥ ২৩ ॥ ঋষয়শ্চ মহাভাগা ভৃগ্বঙ্গিরসমুখ্যকাঃ । গন্ধর্ব্বাশ্চৈব তত্রৈব দেবর্ষি-নারদাদয়ঃ ॥ ২৪ ॥ বসবশ্চ তথাদিত্যা হ্যশ্বিনৌ মরুতস্তথা । রুদ্রাঃ সাধ্যাশ্চ দেবাশ্চ পিতরো বিমলাশয়াঃ । ২৫ ॥ উপাসতে চ শিপ্রাং বৈ সন্ধ্যাবেলাং সমাহিতাঃ । ঋষিপত্ন্যো মহাভাগা দেবকন্যাপ্সরোগণাঃ ॥ ২৬ ॥ পতিব্রতা মহাভাগাস্তত্রৈব পতিভিঃ সহ । উপাসন্তে সদাচারা বর্ণাশ্রমপুরোগমাঃ ॥ ২৭ ॥ রাজর্ষয়ঃ সমাসীনা নির্ব্বাণপদবীং গতাঃ । সিদ্ধা যোগেশ্বরাঃ শান্তাস্তাপসাঃ শংসিতব্রতাঃ ॥ ২৮ ॥ নানাদেশোদ্ভবা লোকা যাত্রিণঃ সমুপাগতাঃ । শিপ্রাকূলে সমাসীনা নরনারীসমন্বিতাঃ ॥ ২৯ ॥ কুর্ব্বন্তে তত্র ধর্ম্মাণি মহাদানানি সর্ব্বশঃ । এবম্বিধাং সমালোক্য ব্যাস ত্রৈলোক্যবন্দিতাম্‌ ॥ ৩০ ॥ নদীং সুধাময়ীং সর্ব্বাং নাগাঃ পরমহর্ষিতাঃ । স্নানদানাদিকং কৃত্বা মহাদেবমুপাসিরে ॥ ৩১ ॥ বেদোক্তবিধিনা সর্ব্বে ভক্ত্যা পন্নগসত্তমাঃ । পঞ্চাঙ্গপূর্ব্বকং স্নানং যক্ষকর্দ্দমলেপনম্‌ ॥ ৩২ ॥ অম্লানপঙ্কজাং মালাং নানাপুষ্পাক্ষতৈস্তথা । বাসঃস্রগনুলেপনাদ্যৈশ্চন্দনৈর্গন্ধধূপকৈঃ ॥ ৩৩ ॥ দীপদানাদিনৈবেদ্যৈস্তাম্বূলমথ দক্ষিণাঃ । কর্পূরার্ত্তিকয়াঃ সর্ব্বে মহাদেবমুপাগতাঃ । ভক্তিমারেভিরে কর্ত্তুং সুধাকামাস্তদোরগাঃ ॥ ৩৪ ॥ সর্পা উচুঃ । নমোঽনন্তায় বৃহতে সর্ব্বদেব নমো নমঃ । চন্দ্রমৌলে নমস্তেঽস্তু কপর্দ্দিন্‌ পরমাত্মনে । বৃষধ্বজ নমস্তেঽস্তু ত্রিশূলবরধারিণে ॥ ত্র্যম্বকায় নমস্তেঽস্তু জটামুকুটধারিণে । শেষহার নমস্তেঽস্তু চিতাভস্মাঙ্গধারিণে ॥ ৩৬ ॥ কৃত্তিবাস নমস্তেঽস্তু গিরীশায় নমো নমঃ । ত্রিপুরঘ্ন নমস্তেঽস্তু স্মরান্তক নমোঽস্তু তে ॥ ৩৭ ॥ মৃগব্যাধ নমস্তেঽস্তু ঘস্মরায় নমো নমঃ । শঙ্করায় নমস্তেঽস্তু সর্ব্বকামফলপ্রদ ॥ ৩৮ ॥ সর্ব্বসাক্ষিন্‌ নমস্তেঽস্তু সর্ব্বভূতাশয়াকৃতে । সর্ব্বাধার নমস্তেঽস্তু সর্ব্বশক্তিধরায় চ ॥ ৩৯ ॥ সর্ব্বভোগ নমস্তেঽস্তু সর্ব্ববীজসমুদ্ভব । দিব্যহাস নমস্তেঽস্তু নমোঽমৃতস্রবায় চ ॥ ৪০ ॥ কাম্যকায় নমস্তেঽস্তু সর্ব্বকামবরপ্রদ । নমঃ শিবায় শান্তায় পশূনাং পতয়ে নমঃ ॥ ৪১ ॥ নমো মৃড়ায় দান্তায় শান্তরূপায় বৈ নমঃ ॥ ৪২ ॥ এবং প্রসাদিতো নাগৈর্ভগবান্‌ বৃষভধ্বজঃ । প্রসন্নবদনো ভূত্বা প্রত্যক্ষঃ প্রাহ পন্নগান্‌ ॥ ৪৩ ॥ শ্রীমহাদেব উবাচ । শৃণুধ্বমুরগাঃ সর্ব্বে বচস্তথ্যং

কীর্ণ, মণিমুক্তা-প্রবালময়ী, মণিময়-সোপানবিশিষ্টা, ও পদ্মখণ্ডমণ্ডিতা । সন্ধ্যা-উপাসনাতৎপর বিপ্রগণ সায়ং ও প্রাতঃকালে ঐ স্থানে অবস্থিত থাকেন । ভৃগু, অঙ্গিরা প্রভৃতি মহাভাগ ঋষিগণ, গন্ধর্ব্বগণ, নারদাদি দেবর্ষি, বসু, আদিত্য অশ্বিনীকুমারদ্বয়, মারুত, রুদ্র, সাধ্যদেব, ও বিমলাশয় পিতৃগণ সন্ধ্যাকালে সমাহিত হইয়া শিপ্রার উপাসনা করেন । মহাভাগা ঋষিপত্নীগণ, দেবকন্যাগণ, ও অপ্সরাসমূহ এবং পতিব্রতাগণ পতির সহিত শিপ্রার উপাসনা করেন । বর্ণাশ্রমধর্ম্মী সদাচার রাজর্ষিগণ শিপ্রা-সমীপে অবস্থান করিয়া নির্ব্বাণ-পদবী প্রাপ্ত হইয়াছেন । সিদ্ধ, যোগেশ্বর, শান্ত ও সংশিতব্রত তাপসগণ, নানাদেশীয় অভ্যাগত নর-নারী—যাত্রিগণ শিপ্রাকূলে সমাসীন হইয়া ধর্ম্ম-কর্ম্ম—মহাদানাদির অনুষ্ঠান করে । হে ব্যাসদেব ! এবম্বিধা ত্রৈলোক্যবন্দিতা সুধাময়ী নদী দর্শন করিয়া নাগগণ হৃষ্টান্তঃকরণে স্নান-দানাদি সমাপনান্তে মহাদেবের অর্চ্চনা করিল । পন্নগসত্তমগণ ভক্তিপূর্ব্বক বেদোক্ত বিধানে পঞ্চাঙ্গ স্নান, যক্ষ-কর্দ্দমলেপন, বিকচ কমলের মালা, বিবিধ পুষ্প, অক্ষত, বাস, মাল্য, অনুলেপন, চন্দন, গন্ধ, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, তাম্বূল, দক্ষিণা, ও কর্পূরের নীরাজনা দ্বারা দেবদেবের উপাসনা করিয়া সুধাকামী হইয়া এই বলিয়া তাঁহার স্তব করিতে লাগিল ; যথা—হে অনন্ত, বৃহৎ, সর্ব্বদেবময় ! আপনাকে নমস্কার—নমস্কার । হে চন্দ্রমৌলি, কপর্দ্দিন্‌, পরমাত্মন্‌, বৃষধ্বজ, ত্রিশূলবরধারিন্‌ ! আপনাকে নমস্কার । হে ত্র্যম্বক, জটামুকুটধারিন্‌, শেষহার, চিতাভস্মময়াঙ্গ, কৃত্তিবাস, গিরিশ ! তোমাকে নমস্কার—নমস্কার । হে ত্রিপুরঘ্ন, স্মরান্তক মৃগব্যাধ, ঘস্মর, শঙ্কর, আত্মন্‌, সর্ব্বকামফলপ্রদ, সর্ব্বসাক্ষিন্‌, সর্ব্বভূতাশয়কৃতে, সর্ব্বাধার, সর্ব্বশক্তিধর, সর্ব্বভোগ, সর্ব্ববীজসমুদ্ভব, দিব্যহাস, অমৃতস্রব, কাম্যকাম, সর্ব্বকামবরপ্রদ ! আপনাকে নমস্কার—নমস্কার । হে শিব, শান্ত, পশুপতি; মৃড়, দান্ত, শান্তরূপ! আপনাকে নমস্কার—নমস্কার । ২০—৪২ । ভগবান্‌ বৃষভধ্বজ নাগগণ কর্ত্তৃক এইরূপে প্রসাদিত হইয়া প্রসন্নবদনে তাঁহাদের সাক্ষাদ্ভূত হইলেন

বদামি বঃ । নাগলোকে পুরা নিত্যং ভিক্ষার্থঞ্চাগতোঽস্ম্যহম্ ॥ ৪৪ ॥ গৃহেগৃহে ভোগবত্যাং ব্যচরৎ ক্ষুধিতো ভৃশম্ । কপালং চ করে কৃত্বা ধৃত্বা কন্থাং সুচীরকাম্ ॥ ৪৫ ॥ অপ্রাপ্তভিক্ষো ভিক্ষার্থী পুনরাগাৎ ততো গৃহম্ । তেন পাপপ্রসঙ্গেন সুধা নষ্টা চ বঃ স্থলাৎ ॥ ৪৬ ॥ কিঞ্চিৎপুণ্যপ্রসঙ্গেন মহাকালবনোত্তমে । যূয়ং প্রাপ্তা মহাভাগা হিত্বা নাগালয়োত্তমম্ ॥ ৪৭ ॥ আবালবৃদ্ধৈঃ সস্ত্রীভির্দৃষ্টা শিপ্রা সরিদ্বরা । যস্যা দর্শনমাত্রেণ সুনিষ্পাপোঽস্ম্যহং পুরা ॥ ৪৮ ॥ শিপ্রায়াং স্নানজং পুণ্যং বক্তুং শক্তো ন কীদৃশম্ । দর্শনাজ্জায়তে শম্ভুস্তৎক্ষণাদ্ভুবি পন্নগাঃ ॥ ৪৯ ॥ যস্মাৎ স্নানং কৃতং সর্ব্বৈঃ শিপ্রায়াং পন্নগোত্তমৈঃ । তেন পুণ্যপ্রভাবেন সুধাস্তু বো গৃহেগৃহে ॥ ৫০ ॥ নীত্বা শিপ্রোদকং পুণ্যং কুণ্ডেষু পরিষিঞ্চত । তেনৈতানি চ কুণ্ডানি অমৃতান্যেকবিংশতিঃ ॥ ৫১ ॥ সম্পূর্ণানি ভবিষ্যন্তি স্থিরাণি পন্নগোত্তমাঃ । তথেত্যুক্ত্বা চ তে সর্ব্বে ধৃত্বা শিপ্রোদকং করৈঃ ॥ ৫২ ॥ গতাস্তে বৈ স্বকং লোকং নমস্কৃত্বা মহেশ্বরম্ । ততঃ প্রভৃতি সা শিপ্রা নাগলোকেঽমৃতোদ্ভবা ॥ ৫৩ ॥ সর্ব্বলোকেষু বিখ্যাতা ব্যাস শিপ্রামৃতোদ্ভবা । যে তু তস্যাং প্রকুর্ব্বন্তি নরাঃ স্নানাদিকং ভুবি ॥ ৫৪ ॥ ন তেষাং দুষ্কৃতং কিঞ্চিন্নাপদো ন চ দুর্গতিঃ । ন বিয়োগো ভবেত্তেষাং পুত্রদারাদিকৈঃ কদা ॥ ৫৫ ॥ ন চ মিত্রাণি দুষ্যন্তি ন রোগো ন দরিদ্রতা । কথাং পাপহরাং পুণ্যাং সর্ব্বকামবরপ্রদাম্ । পঠনাচ্ছ্রবণাদ্বাপি গোসহস্রফলং লভেৎ ॥ ৫৬ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে শিপ্রামাহাত্ম্যেঽমৃতোদ্ভবানামকথা
বর্ণনং নামৈকপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫১ ॥

দ্বিপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ।

সনৎকুমার উবাচ । ভূয়ঃ শৃণু মহাভাগ শিপ্রামাহাত্ম্যমুত্তমম্ । যস্য শ্রবণমাত্রেণ হয়মেধফলং ভবেৎ ॥ ১ ॥ শিপ্রা চ সর্ব্বতঃ পুণ্যা পবিত্রা পাপহারিণী । অবন্ত্যাং চ বিশেষেণ শিপ্রা চোত্তরবাহিনী ॥ ২ ॥ তথাপি তৎসমুৎপত্তিং বিস্তরাদ্বদতো মম । যথা বারাহতনয়া বিষ্ণুদেহোদ্ভবা শিবা । শৃণু ব্যাস মহাপুণ্যাং কথাং পৌরাণিকীং শুভাম্ ॥ পুরা মহাসুরো জাতো হিরণ্যাক্ষো মহাবলঃ ॥ ৪ ॥

বলিলেন,—হে উরগগণ! আমি তোমাদিগকে তথ্য বাক্য বলিতেছি, শ্রবণ কর,—পূর্ব্বে আমি নাগলোকে ভিক্ষার্থ গমন করিয়া ক্ষুধার জ্বালায় গৃহে গৃহে কপালহস্তে বিচরণ করিয়াছিলাম। কিন্তু কোথাও ভিক্ষা প্রাপ্ত না হইয়া অবশেষে গৃহে প্রত্যাগমন করিলাম। সেই পাপপ্রসঙ্গে তোমাদের সুধাস্থল হইতে সুধা নষ্ট হইয়াছে। তোমাদের কিঞ্চিৎ পুণ্য ছিল, তাই তোমরা নাগলোক পরিত্যাগ করিয়া মহাকালবনে আগমন করিয়াছ। তোমরা আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সরিদ্বরা শিপ্রা দর্শন করিলে—যাহার দর্শনে পূর্ব্বে আমি নিষ্পাপ হইয়াছিলাম। শিপ্রায় স্নান করার ফল আমি বলিতে সক্ষম নহি; ইহার দর্শনে তৎক্ষণাৎ শিবত্বলাভ হয়। তোমরা যখন শিপ্রায় স্নান করিয়াছ, তখন তোমাদের ঐ পুণ্যের ফলে গৃহে গৃহে সুধা হইবে। তোমরা শিপ্রাবারি লইয়া গিয়া কুণ্ডে কুণ্ডে সিঞ্চন কর। তাহাতেই তোমাদের ঐ একবিংশতি সুধাকুণ্ড সুধা দ্বারা পরিপূর্ণ হইবে। তাহা শুনিয়া নাগগণ শিপ্রাবারি গ্রহণ করিয়া মহাদেবকে নমস্কারপূর্ব্বক স্বীয় লোকে গমন করিল। তদবধি ঐ শিপ্রা নাগলোকে অমৃতোদ্ভবা নামে খ্যাত হইয়াছে। হে ব্যাসদেব! অপরাপর সমস্ত লোকেও শিপ্রা অমৃতোদ্ভবা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। যে নরগণ শিপ্রায় স্নানাদি করে, তাহাদের দুষ্কৃত, আপদ্, দুর্গতি, পুত্রদারাদির সহিত বিয়োগ, মিত্রদোষ, রোগ, ও দরিদ্রতা এ সকল কিছুই হয় না। শিপ্রার পাপহরা বরপ্রদা কথা পাঠ ও শ্রবণ করিলে গোসহস্র দানের ফল লাভ হইয়া থাকে।৪৩—৫৬।

একপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৫১।

দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায়

সনৎকুমার বলিলেন,—হে মহাভাগ! পুনরায় শিপ্রামাহাত্ম্য শ্রবণ করুন,—যাহা শ্রবণ করিলে অশ্বমেধ-ফল লাভ হয়। শিপ্রা সকল স্থানেই পাপহারিণী, বিশেষতঃ অবন্তীতে উত্তর-বাহিনী শিপ্রা অত্যন্ত পাপহারিণী। যেরূপে এই বরাহতনয়া শিবা শিপ্রা বিষ্ণুদেহোদ্ভবা হইয়াছিল, তাহা আমার নিকট হইতে বিস্তৃতরূপে শ্রবণ করুন। হে ব্যাসদেব! আপনি এই মহাপুণ্যা পৌরাণিকী শুভ কথা শ্রবণ করুন। পূর্ব্বে হিরণ্যাক্ষ নামে

স চেমাং সকলাং পৃথ্বীং বশীকৃত্য চকার হ। রাজ্যং চ সার্ব্বভৌমানাং দানবৈশ্চ দুরাত্মভিঃ॥ ৫॥ জিত্বা চ সকলাল্লোঁকান্ সুরানিন্দ্রপুরোগমান্। দিক্পালান্ বসুপালাংশ্চ তিরস্কৃত্যাসুরাধিপঃ॥ ৬॥ স সর্ব্বান্ সর্ব্বলোকেভ্যঃ স্বয়মেবাধিতিষ্ঠতি। স্বর্গান্নিরাকৃতাঃ সর্ব্বে তেন দেবগণা ভুবি॥ ৭॥ বিচরন্তি যথা মর্ত্ত্যা ভ্রষ্টরাজ্যাঃ পরাজিতাঃ। অলব্ধশরণাঃ সর্ব্বে ব্রহ্মাণং শরণং যযুঃ॥ ৮॥ তত্র গত্বা নমস্কৃত্য দৈত্যকৃত্যং ন্যবেদয়ন্। ভগবন্ কিমিদং কার্য্যং ভবতা পরমেষ্ঠিনা॥ ৯॥ যেন দেবগণাঃ সর্ব্বে নষ্টপ্রায়াশ্চ তৎক্ষণাৎ। হিরণ্যাক্ষেণ দৈত্যেন হৃতং স্বর্গমকণ্টকম্॥ ১০॥ যজ্ঞভাগাংশ্চ বৈ সর্ব্বানু-পাপ্নোতি পৃথক্পৃথক। কেনোপায়েন জীবাম কথং তিষ্ঠাম ভূতলে॥ ১১॥ ইতি বিজ্ঞাপিতং তেষাং দেবানাং স পিতামহঃ। উবাচ বচনং রম্যং তৎ-কালসময়োচিতম্॥ ১২॥ ব্রহ্মোবাচ। শৃণুধ্বং ভোঃ সুরশ্রেষ্ঠা যূয়ং সর্ব্বে সমাহিতাঃ। পুরায়ং পার্ষদশ্রেষ্ঠো দ্বারপালঃ সমাহিতঃ॥ ১৩॥ বৈকুণ্ঠভবনে রম্যে বিষ্ণোরতুলতেজসঃ। জয়োনাম মহাবাহুর্বিজয়েন সমন্বিতঃ॥ ১৪॥ দ্বাবেব সচিবৌ দান্তৌ বিষ্ণুবেষ-ধরাবুভৌ। আত্তযষ্টী চ বিক্রান্তৌ দ্বারে সন্তিষ্ঠতঃ সদা॥ ১৫॥ একদা বৈ মুনিশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মণো মানসাত্মজাঃ। স্বৈরং চরন্তো লোকানাং বিষ্ণোর্ভবন-মাগতাঃ॥ ১৬॥ সনকাদয়ো মহাভাগা ভগবদ্দর্শন-লালসাঃ। তাভ্যাং নিবারিতাঃ সর্ব্বে পেতুর্ব্বৈ ধরণীতলে॥ ১৭॥ মুমূহুশ্চ তদা ব্যাস কুমারা ভৃশ-দুঃখিতাঃ। ততোহগাৎ মহাবাহুর্ভগবান্ কমলেক্ষণঃ॥ ১৮॥ দদর্শ সহসা বিষ্ণুঃ কুমারান্ ভুবি দুঃখিতান্ উত্থা-প্যাঙ্কং সমারোপ্য সস্বজে মধুসূদনঃ॥১৯॥ মূর্দ্ধ্নি চাঘ্রায় বাহুভ্যাং পরিষজ্য হ্যুবাচ হ। কস্মাদ্বঃ কশ্মল-মিদং কেনাপি দুঃখিতা ভৃশম্॥ ২০॥ সর্ব্বং তৎ-কারণং বালা ব্রূত নো ধর্ম্মবিত্তমাঃ॥ ২১॥ কুমারা ঊচুঃ। শ্রূয়তাং ভো মহারাজ অস্মাকং দুঃখমী-দৃশম্। যেন প্রাপ্তা বয়ং ব্রহ্মন্ দশামেতাং শৃণুষ্ব হ॥ ২২॥ আয়াতা ভ্রাতরোহপ্যেতে চত্বারো লোক-পর্য্যটাঃ। দর্শনার্থং রমানাথ সাভিলাষাঃ শুচার্দ্দিতাঃ।

এক মহাবল অসুর ছিল। ঐ অসুর পৃথিবী বশীভূত করিয়া সার্ব্বভৌমত্ব লাভ করে। হিরণ্যাক্ষ, দুরাত্মা দানবগণের সহিত সর্ব্বলোক, ইন্দ্রাদি দিক্পাল, ও বসুপালগণকে তিরস্কৃত ও জয় করিয়া আধিপত্য লাভ করে। সে সকল লোক হইতে সর্ব্ব বস্তু অধিকার করিয়া আনে এবং স্বর্গ হইতে দেবগণকে নিরাকৃত করে। দেবগণ তৎকর্ত্তৃক নিরাকৃত ও ভ্রষ্টরাজ্য হইয়া ভূতলে মর্ত্ত্যগণের ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন। ঐ অবস্থায় তাঁহারা কাহাকেও শরণ লাভ করিতে না পারিয়া ভগবান্ বিধাতার শরণ লইলেন। বিধাতার সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া তাঁহারা নমস্কারপূর্ব্বক দৈত্যকৃত্য নিবেদন করিলেন—হে ভগবন্ পরমেষ্ঠিন্! আমরা কি করিব? দেবগণ বিনষ্টপ্রায় হইয়াছে। হিরণ্যাক্ষ দৈত্য আমাদের নিষ্কণ্টক রাজ্য—স্বর্গ—জয় করিয়া লইয়াছে। সে আমাদের পৃথক্ পৃথক্ যজ্ঞভাগ হরণ করিয়াছে। আমরা আর কি উপায়ে জীবন-ধারণ করিব? ভূতলে বাসই বা আমরা কি প্রকারে করি? পিতামহ দেবগণের এই কাত-রোক্তি শ্রবণ করিয়া তৎকালোচিত রমণীয় বাক্য বলিলেন;—হে সুরগণ! সমাহিতভাবে শ্রবণ করুন,—পূর্ব্বে এই অসুর হিরণ্যাক্ষ অতুলতেজা বিষ্ণুর বৈকুণ্ঠভবনে দ্বারপাল ছিল। ইহারা দুই-জনই দ্বারপালত্বে নিযুক্ত ছিল। একের নাম জয় ও অন্যের বিজয়। এই দুইজনই প্রধান দ্বারপাল ছিল। ইহাদের বেশ ছিল,—বিষ্ণুর মত। এই মহাবলদ্বয় যষ্টি গ্রহণ করিয়া সর্ব্বদা দ্বাররক্ষা করিত। একদা ব্রহ্মার মানসপুত্র সনকাদি মহাভাগগণ ভগবদ্দর্শন-মানসে বিষ্ণুভবনে আগমন করিয়া দ্বারদেশে ঐ রক্ষিদ্বয় কর্ত্তৃক সবলে নিবারিত হইয়া ভূতলে পতিত হন। ১—১৭। পতিত হইয়া তাঁহারা অতি দুঃখে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। ঐ সময় ভগবান্ কমলাক্ষ ঐ স্থানে আগমন করিয়া সহসা কুমারগণকে দ্বারে পতিত ও নিতান্ত দুঃখিত দর্শন করেন। তথাবিধ অব-লোকন করিয়া তিনি তাঁহাদিগকে স্বীয় ক্রোড়ে উঠাইয়া লইয়া সস্নেহে আলিঙ্গন ও মস্তকাঘ্রাণ করেন। বাহুযুগলে আলিঙ্গন করিয়া তিনি তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—বৎসগণ! কি জন্য তোমাদের এই কষ্ট? কে তোমাদিগকে এরূপ দশায় উপনীত করিল? হে পুত্রগণ! তাহা তোমরা বল। কুমারগণ বলিলেন,—হে মহারাজ! আমরা যেরূপে এই দশা প্রাপ্ত হই-লাম এবং আমাদের দুঃখ যেরূপ তাহা শ্রবণ করুন,—আমরা চারি ভ্রাতায় লোক পর্য্যটন করিয়া একান্ত অভিলাষ হওয়ায় আপনাকে দর্শন করিবার

২৩। নিবারিতাশ্চ সহসা তাভ্যাং বৈ দ্বার-
পালনাৎ। তেনৈবেয়ং দশা প্রাপ্তা ভবতা পরি-
পালিতাঃ। ২৪। ভগবানুবাচ। অতঃ প্রভৃতি
স্থানেঽস্মিন্ স্থিতির্নাস্তি চ শাশ্বতী। এতয়োরাসুরী
যোনিঃ প্রাপ্স্যতে যন্মহাহিতৌ। ২৫। সদ্যঃ
প্রাপ্তৌ তদা ব্যাস আসুরীং যোনিমেব তৌ।
জয়বিজয়নামাখ্যৌ দুষ্টভাবসমাশ্রিতৌ। ২৬।
জন্মান্তরসহস্রেণ তপোদানসমাধিভিঃ। নরাণাং
ক্ষীণপাপানাং কৃষ্ণে ভক্তিঃ প্রজায়তে। ২৭।
দুষ্টভাবেন সদ্যো বৈ জন্মভির্জায়তে ত্রিভিঃ।
ভবিষ্যতি চ তস্মাদ্বো বিষ্ণুভক্তিঃ পরা স্মৃতা।
২৮। জন্মজন্মান্তরে জাতৌ তামসীং যোনিমুদ্গতৌ।
হিরণ্যকশিপুশ্চৈব হিরণ্যাক্ষো মহাবলঃ। ২৯।
তথৈব কুম্ভকর্ণাখ্যো রাবণো লোকরাবণঃ।
দন্তবক্রঃ শিশুপালশ্চ জন্মত্রয়মিতি স্মৃতম্। ৩০।
যোঽসৌ মহাবলো দৈত্যো হিরণ্যাক্ষ ইতি স্মৃতঃ।
দুষ্টভাবসমাপন্নো দেবব্রাহ্মণনিন্দকঃ। ৩১।
জিত্বা চ সকলান্ দেবান্ স্বয়মেবাধিতিষ্ঠতি।
৩২। স্বর্গান্নিরাকৃতাঃ সর্ব্বে ভ্রষ্টরাজ্যাঃ পরাজিতাঃ।
বিচর স্ম যথা মর্ত্ত্যাস্তেন দেবগণা ভুবি। ৩৩।
স্বধাকারো বষট্কারঃ স্বাহাকারো ন দৃশ্যতে।
দেবপূজার্চ্চনং নাস্তি ব্রাহ্মণানাং বিশেষতঃ। ৩৪।
নৈব তীর্থং প্রকাশেত পুণ্যান্যায়তনানি চ।
আশ্রমেষু চ সর্ব্বেষু ঋষীণাং চ মহাত্মনাম্। ৩৫।
উদ্বৃত্তাঃ চ প্রকুর্ব্বন্তি দুষ্টদৈত্যাঃ প্রহারিণঃ।
বর্ণাশ্রমবতাং ধর্ম্মাঃ স্ত্রীণাং চৈব সুশীলতা। ৩৬।
উচ্ছিন্না হি তদা জাতাস্তস্মিন্ রাজ্ঞি দুরাত্মনি।
দুষ্টাচারা দুরাত্মানো মায়িনো বহুমানিনঃ। ৩৭।
পার্ষণ্ডিনোঽপরাক্রান্তাঃ সর্ব্বে ধর্ম্মবহির্মুখাঃ।
পশুধর্ম্মরতাঃ সর্ব্বে সর্ব্বে ব্রহ্মেতিশংসিনঃ।
৩৮। বহুম্লেচ্ছা বহুক্লেশা বহ্বাবাধাবনী কৃতা।
কো বেদঃ কা স্মৃতিঃ পুণ্যা কো যজ্ঞঃ কা চ দক্ষিণা।
৩৯। তমোভূতং জগৎ সর্ব্বং দৃশ্যন্তে বসুধাতলে।
এবং ব্যাস যদা জাতং দুষ্টং সর্ব্বং জগত্রয়ম্।
৪০। যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্। ৪১
ইতি জ্ঞাত্বা মহাবিষ্ণুর্ব্বারাহং বপুরাস্থিতবান্। দধার

জন্য আসিতেছিলাম। আমরা যেমন দ্বারদেশে আগমন করিয়াছি, অমনি দ্বারপালগণ আসিয়া আমাদিগকে সবলে প্রতিহত করিল। তাহাতেই আমাদের এই দশা। তারপর আপনি আসিয়া আমাদিগকে উত্থাপিত করিলেন। পুত্রগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া ভগবান্ বলিলেন,—অদ্য হইতে আর এখানে ইহারা অবস্থান করিতে পাইবে না। ইহারা আমার অহিতকর কার্য্য করিয়াছে বলিয়া আসুরী যোনি লাভ করুক। হে ব্যাসদেব! ভগবানের এইরূপ আদেশ হইবা মাত্র জয়-বিজয় নামক দুষ্টভাবাশ্রিত ঐ দ্বারপালদ্বয় পূর্ব্বোক্ত অপরাধে তৎক্ষণাৎ অসুরযোনি লাভ করিল। সহস্র জন্মের দান তপস্যা ও সমাধির ফলে মানবের পাপক্ষয় ও শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি জন্মিয়া থাকে। দুষ্টভাবে সদ্য অর্থাৎ তিন জন্মে দেব ভক্তি জন্মে। সেই জন্যই তোমাদের পরম বিষ্ণু-ভক্তি জন্মিয়াছে। মহাবল হিরণ্য-কশিপু ও হিরণ্যাক্ষ জন্ম-জন্মান্তরে তামসী যোনি প্রাপ্ত হইয়াছিল।—এক জন্মে হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষ; এক জন্মে কুম্ভকর্ণ ও রাবণ, আর এক জন্মে দন্তবক্র ও শিশুপাল,—এই ইহাদের তিন জন্ম। হিরণ্যাক্ষ দৈত্য দুষ্টভাবাপন্ন ও দেবব্রাহ্মণনিন্দক এই হিরণ্যাক্ষ সকল দেবতাকে জয় করিয়া তাঁহাদের রাজ্য অধিকার করে। তাহাতে দেবগণ স্বর্গ হইতে নিরাকৃত ভ্রষ্টরাজ্য ও পরাজিত হইয়া মর্ত্ত্যগণের ন্যায় ধরণীতলে বিচরণ করেন। তখন স্বধাকার, বষট্কার, ও স্বাহাকার দৃষ্ট হইত না; ব্রাহ্মণেরও দেবপূজা ছিল না; তীর্থ প্রকাশিত হইত না; পুণ্যায়তন দেখা যাইত না; মহাত্মা ঋষিগণের আশ্রম, দুষ্ট দৈত্যগণ প্রহার করিয়া শূন্য করিয়াছিল। তখন বর্ণাশ্রমীদিগের ধর্ম্ম ও স্ত্রীগণের সুশীলতা উচ্ছিন্ন হইয়াছিল। সেই দুরাত্মা দৈত্য রাজা হইলে লোক সকল এইরূপ হইয়াছিল। ঐ সময় লোক সকল কদাচার, দুরাত্মা, মায়াবী, গর্ব্বী, পাষণ্ডী, অপরাক্রান্ত, ধর্ম্মবহির্ভূত, ও পশুধর্ম্মরত হইয়া পাড়য়াছিল। তখন সকলে "ব্রহ্ম ব্রহ্ম" বলিত অর্থাৎ মুখে মাত্র ব্রাহ্ম ধর্ম্ম খ্যাপন করিয়া কার্য্য-কুকার্য্য কিছুই বিবেচনা করিত না। তখন বহুম্লেচ্ছ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। পৃথিবী ক্লেশবহুল হইয়া উঠিয়াছিল। তখন কি বেদ—কি স্মৃতি—কি পুণ্য—কি যজ্ঞ—কি দক্ষিণা—এমন কি সমস্ত জগৎ তমোময় হইয়া উঠিয়াছিল। হে ব্যাসদেব! তখন জগত্রয় এইরূপে দুষ্টভাবাপন্ন হইল যখন যখন ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয় তখন তখন আমি জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি। ঐ

লীলয়া দিব্যং শ্বেতদ্বীপোপমং শুভম্ । ৪২ ॥ যূপ-দংষ্ট্রো হবির্গন্ধো বীজৌষধিতনূরুহঃ । বেদপাদঃ শুচির্দণ্ডী জিহ্বাগ্নিস্তালুকাহুতিঃ ॥ ৪৩ । অন্তরাস্ত-স্রুচাদাঢ়্যো যজ্ঞকায়ঃ সুদক্ষিণঃ । উদ্গানঘুর্ঘুরো-ন্নাদো বিহার ঋত্বিজাকৃতিঃ ॥ ৪৪ ॥ হোত্রশ্বাসপরো দক্ষসদস্তাবয়বঃ স্মৃতঃ । পুচ্ছকর্ম্মাশনো নিত্যং যজমানস্থমানদঃ ॥ ৪৫ ॥ বেদিপদ্বলসংস্তারো ব্রহ্মা-ধ্বর্য্যুর্বনাকরঃ । লোককল্পো লোকসাক্ষী পরাবর-বহঃ শুচিঃ ॥ ৪৬ ॥ আদ্যঃ পুরুষ ঈশানঃ পুরুহূতঃ পুরুষ্টুতঃ । তেনাসৌ নিহতো দৈত্যো হিরণ্যাক্ষো দুরাসদঃ ॥ ৪৭ ॥ সংগ্রামান্ সুবহূন্ কৃত্বা বহুকষ্টেন বিষ্ণুনা । দৈত্যেন পীড়িতা পৃথ্বী রসাতলতলঙ্গতা ॥ ৪৮ ॥ উদ্ধৃতা চ বরাহেণ দংষ্ট্রয়া চন্দ্ররেখয়া হতাস্তে দানবাঃ সর্ব্বে শেষাঃ পাতালমাযযুঃ ॥ ৪৯ ॥ ববুঃ পুণ্যাস্তথা বাতাঃ সুপ্রভোহভূদ্দিবাকরঃ । জজ্বলুশ্চাগ্নয়ঃ শান্তাঃ শান্তা দিগ্‌জনিতস্বনাঃ ॥ ৫০ ॥ সরিতো মার্গবাহিন্যঃ সাগরাঃ প্রকৃতিং গতাঃ । দৃষ্ট্বা দেবোহখিলং ব্যাস প্রসন্নাত্মা বভূব হ ॥ ৫১ ॥ বারাহমূর্ত্তির্ভগবান্ সর্ব্বকামফলপ্রদঃ । আনন্দ-নির্ভরো দেবো হতদৈত্যো বরপ্রদঃ ॥ ৫২ ॥ তস্যাপি হৃদয়াজ্জাতা নদী হ্যেষা সনাতনী । আনন্দজল-সম্পূর্ণা সর্ব্বানন্দবরপ্রদা ॥ ৫৩ ॥ বহুযোজনবিস্তারা বহুলা কামচারিণী । পদ্মাকরসমাকীর্ণা হংসকারণ্ড-সঙ্কুলা ॥ ৫৪ ॥ সরলা তরলচ্ছায়া যক্ষগন্ধর্ব্ব-সেবিতা । কিন্নরীগীয়মানা চ গীয়মানা খগালিভিঃ ॥ ৫৫ ॥ অপ্সরোভির্নৃত্যমানা স্তূয়মানা মহর্ষিভিঃ । হূয়মানা হুতাগ্নিভী রাজর্ষিভিঃ সমাশ্রিতা ॥ ৫৬ ॥ তুঙ্গস্তনভরাক্রান্তযোষিদ্ভিঃ ক্রীড়িতাম্বরা । ক্বচিৎ করিবরান্দোলৈ রমমাণা বিরাজিতা ॥ ৫৭ ॥ বেদ-বিদ্ভির্দ্বিজৈঃ সেব্যা ঋষিভিঃ সংশিতাত্মভিঃ । সর্ব্বদা সর্ব্বকালে চ সিদ্ধৈঃ সিদ্ধিপ্রদা নৃণাম্ ॥ ৫৮ ॥ মহা-কালবনে রম্যে রম্যা পদ্মাবতী পুরী । সুন্দরং কুণ্ডমপরং রম্যং প্রাচীনকং শুভম্ ॥ ৫৯ ॥ যত্র স্নাত্বা নরা যান্তি শিবলোকং সনাতনম্ । যত্র নীলা পরা ব্যাস শিপ্রা বৈ লোকপাবনী ॥ ৬০ ॥ বারাহেণ কৃতং সর্ব্বং দুষ্টদৈত্যনিবর্হণম্ । তেন দেবা নিরা-তঙ্কাঃ কৃতা বারাহমূর্ত্তিনা ॥ ৬১ ॥ কৃতপ্রাঞ্জলয়ঃ সর্ব্বে দেবা ইন্দ্রপুরোগমাঃ । স্তুতিং কৃত্বা মহা-

বলিয়া বিষ্ণু লীলাক্রমে শ্বেতদ্বীপোপম বরাহ-শরীর ধারণ করিলেন। তাঁহার ঐ বপু যূপদংষ্ট্র, ঘৃতগন্ধ, বীজ ও ওষধিরূপ রোমবিশিষ্ট, বেদপাদ, শুচি, দণ্ডী, জিহ্বাগ্নি তালুকাহুতি, যজ্ঞকায়, সুদক্ষিণ, উদ্গাম, ঘুর্ঘুরনাদী, ঋত্বিজাকৃতি, হোত্রশ্বাসপর, দক্ষসদস্তাবয়ব, পুচ্ছকর্ম্মাশন, যজমান-মানদ, বেদি-পদ্বল-সংস্তার, ব্রহ্মাধ্বর্য্যু, বনাকর, লোককল্প, লোক-সাক্ষী, পরাবরবহ, শুচি, আদ্যপুরুষ, ঈশান, পুরুহূত ও পুরুষ্টুত। ঐ বিষ্ণুই বহু সংগ্রাম করিয়া বহুকষ্টে হিরণ্যাক্ষ দৈত্যকে নিহত করেন। পৃথিবী ঐ দৈত্যের পাপভারে আক্রান্তা হইয়া রসাতল-তলে গমন করিয়াছিলেন। জ্যোৎস্নাধবল দন্ত দ্বারা বরাহ তাঁহাকে উদ্ধার করেন। হিরণ্যাক্ষ তাঁহা কর্ত্তৃক নিহত হইলে অবশিষ্ট দানব পাতালতলে গমন করে। তখন পুণ্য বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল; দিবাকর সুপ্রভ হইলেন; শান্ত অগ্নি প্রজ্বলিত হইল; দিক্ সকলের হাহাকার নিবৃত্তি পাইল; সরিৎ সকল স্বপথে প্রবাহিত হইল, এবং সাগর প্রকৃতিগত হইল। হে ব্যাসদেব! দেব তখন তাহা দর্শন করিয়া প্রসন্ন হইলেন। সর্ব্বকাম-ফলপ্রদ ভগবান্ বরাহমূর্ত্তি দৈত্যকে নিহত করিয়া আনন্দ-ময়ে বরপ্রদ হইলেন। তাঁহারই হৃদয় হইতে এই সনাতনী নদী প্রাদুর্ভূত হয়। ঐ নদী আনন্দ-জল-সম্পূর্ণা, সর্ব্বানন্দবরপ্রদা, বহুযোজন-বিস্তীর্ণা, বহুলা, কামচারিণী, পদ্মাকর-সমাকীর্ণা, হংস-কারণ্ডব-সঙ্কুলা, সরলা, তরলচ্ছায়া ও যক্ষ-গন্ধর্ব্ব-সেবিতা। কিন্নরীগণ ঐ নদীতীরে গান গাহিয়া বেড়ায়; পক্ষিকুল ঐ নদীকূলজাত তরু-রাজিতে অনবরত কূজন করে; অপ্সরোগণ ঐ নদীতরে নৃত্য করিতে করিতে বিচরণ করে; মহর্ষিগণ ঐ নদীতে স্নান, হোম, ও স্তবপাঠ করেন; রাজর্ষিগণ ঐ নদীকূলে বাস করিয়া-থাকেন; তুঙ্গস্তনভারাক্রান্ত রমণীগণ উহার জলে ক্রীড়া করে; কখন কখন করিগণ এ নদীর জলে খেলা করে; বেদবিদ্ দ্বিজগণ ও সংশিতাত্মা ঋষিগণ সর্ব্বদা ঐ নদীর সেবা করিয়া থাকেন; এবং সিদ্ধগণও ঐ স্থানে বাস করেন; রম্য মহাকালবনে রমণীয়া পদ্মাবতী পুরী এবং এক সুন্দর কুণ্ড আছে—যেখানে স্নান করিয়া নরগণ সনাতন শিবলোকে গমন করিয়া থাকে। ঐ স্থানেই লোকপাবনী নীলা শিপ্রানদী বিরাজিতা।১৮—৬০। ভগবান্ বরাহদেব সমস্ত দুষ্ট দৈত্যের উচ্ছেদ-সাধন করেন। তাহাতেই দেবগণ নিরাতঙ্ক হন। তখন ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ কৃতাঞ্জলিপুটে এই বলিয়া

বিষ্ণোঃ সততং পুরতঃ স্থিতাঃ ॥ ৬২ ॥ দেবদেব জগন্নাথ পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তন। কিং দানং কিং তপঃ পুণ্যং কিং তীর্থং কা চ দেবতা ॥ ৬৩ ॥ যেন পুণ্যপ্রভাবেন পুনঃ স্বর্গো হ্যবাপ্স্যতে। এতন্নিশ্চিত্য নো ব্রূহি সর্ব্বং গুহ্যতরং বিভো ॥ ৬৪ ॥ বিষ্ণুরুবাচ। শৃণুধ্বং ভোঃ সুরাঃ সর্ব্বে যুষ্মাকং সিদ্ধিকারণম্। গুহ্যাদ্‌গুহ্যতরং পুণ্যং মহাকালবনং শুভম্ ॥ ৬৫ ॥ মম দেহোদ্ভবা শিপ্রা যত্র লীনা পয়স্বিনী। নীলগঙ্গা সরিচ্ছ্রেষ্ঠা যত্র প্রাচী সরস্বতী ॥৬৬॥ পুষ্করং চ গয়াতীর্থং পুরুষোত্তমসরঃ শুভম্। তত্রৈব গচ্ছত ক্ষিপ্রং পুনর্লোকানবাপ্স্যথ ॥ ৬৭ ॥ ইতি শ্রুত্বা পরং বাক্যং দেবদেবজগদ্‌গুরোঃ। তত্র দেবগণাঃ সর্ব্বে ব্রহ্মশক্রপুরোগমাঃ ॥ ৬৮ ॥ মহাকালবনে রম্যে যত্র শিপ্রা সরিদ্বরা। স্নানদানাদিকং কৃত্বা শ্রাদ্ধং কৃত্বা যথোচিতম্ ॥ ৬৯ ॥ তেন পুণ্যপ্রভাবেন স্বকাল্লোঁকান্ গতাঃ সুরাঃ। এবং ব্যাস সমাখ্যাতা শিপ্রা বৈ লোকপাবনী ॥ ৭০ ॥ জাতং সরো বরাহস্য বিষ্ণোরতুলতেজসঃ। যস্য দর্শনমাত্রেণ ব্রহ্মহত্যাং ব্যপোহতি ॥ ৭১ ॥ অত্র স্নাত্বা পয়ঃ পীত্বা শ্রাদ্ধং কৃত্বা যথোচিতম্। পয়স্বিনীং চ গাং দত্ত্বা বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥ ৭২ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে শিপ্রামাহাত্ম্যবর্ণনং নাম দ্বিপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫২ ॥

ত্রিপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ

সনৎকুমার উবাচ। পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি তানি সর্ব্বাণি সুব্রত। অবন্ত্যাং সুন্দরে তীর্থে তিষ্ঠন্তি সর্ব্বদা ভুবি ॥ ১ ॥ ব্যাস উবাচ। কিমিদং সুন্দরং কুণ্ডং কদা কালেঽভবৎ ক্ষিতৌ। নির্ম্মিতং কেন কো দেবঃ কিং বা তস্য ফলং স্মৃতম্ ॥ ২ ॥ সনৎকুমার উবাচ। শৃণু পুণ্যতমে ক্ষেত্রে সুন্দরাখ্যং যদাভবৎ। সর্ব্বপাপপ্রশমনং বাঞ্ছিতার্থফলপ্রদম্ ॥৩॥ যস্য শ্রবণমাত্রেণ ব্রহ্মহত্যা ব্যপোহতি। অশ্বমেধাদিকং পুণ্যং বাজপেয়শতাধিকম্ ॥ ৪ ॥ পুরা কল্পক্ষয়ে ব্যাস নষ্টকল্পা চ মেদিনী। প্রচণ্ডবাতবর্ষাভ্যাং ঘূর্ণিতো মেরুপর্ব্বতঃ ॥ ৫ ॥ তদাত্র পতিতং ব্যাস

মহাবিষ্ণুর স্তব করিতে লাগিলেন,—হে দেবদেব জগন্নাথ, পুণ্যশ্রবণ-কীর্ত্তন! কি দান প্রভাবে কি তপস্যা প্রভাবে—কি পুণ্য প্রভাবে—কি তীর্থ প্রভাবে—কি দেবতাপ্রভাবে—কাহার প্রভাবে আমরা পুনরায় স্বর্গলাভ করিব? ইহা আপনি আমাদিগকে নিশ্চয় করিয়া বলুন। বিষ্ণু বলিলেন,—হে সুরগণ! তোমাদের সিদ্ধি-কারণ শ্রবণ কর; উহা গুহ্য হইতেও গুহ্যতর, পুণ্য শুভ মহাকালবন এবং আমার দেহোদ্ভবা শিপ্রা— যেখানে পয়স্বিনী নীলগঙ্গা, সরিৎ-শ্রেষ্ঠা প্রাচী, সরস্বতী, পুষ্কর, গয়াতীর্থ ও পুরুষোত্তম সরোবর বিরাজিত, সেই স্থানে—মহাকালবনস্থিত শিপ্রা নদীতে সত্বর গমন কর; তাহাতে তোমরা তোমাদের হৃত লোক প্রাপ্ত হইবে। বিধাতৃ-প্রমুখ দেবগণ তখন দেবদেব জগদ্‌গুরুর বাক্য শ্রবণ করিয়া—যেখানে সরিদ্বরা শিপ্রা বিরাজিতা, সেই রম্য মহাকালবনে গমন করিলেন এবং সেখানে স্নান-দানাদি ও শ্রাদ্ধ বিধান করিয়া তজ্জনিত পুণ্যপ্রভাবে স্বীয় লোক প্রাপ্ত হইলেন। হে ব্যাসদেব! এই জন্যই শিপ্রা লোক-পাবনী বলিয়া বিখ্যাত। ঐ মহাকালবন প্রদেশে বরাহ-রূপী অতুলতেজা বিষ্ণুর এক সরোবর আছে। তদ্দর্শনে ব্রহ্মহত্যা-জনিত পাপ বিনষ্ট হয়। ঐ সরোবরে স্নান, তাহার জল পান এবং তথায় শ্রাদ্ধ ও পয়স্বিনী ধেনু দান করিলে মানব বিষ্ণু-লোকে পূজিত হইয়া থাকে। ৬১—৭২।

দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥৫২॥

ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায়।

সনৎকুমার বলিলেন,—হে সুব্রত! পৃথিবীতে যত তীর্থ আছে, তৎসমস্তই অবন্তীনগরের সুন্দরতীর্থে বিদ্যমান! ব্যাস বলিলেন,—এই সুন্দর কুণ্ড কি প্রকার? কোন্ সময়ে কি নিমিত্ত ইহা আবিষ্কৃত হইয়াছিল? ঐ তীর্থে কোন্ দেবতা আছেন? ঐ স্থানে কি ফল লাভ করা যায়? সনৎকুমার বলিলেন,—যে প্রকারে পুণ্যতমক্ষেত্র মহাকালবনে সর্ব্ব পাপপ্রশমন বাঞ্ছিতার্থ-ফলপ্রদ সুন্দরাখ্য তীর্থ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা শ্রবণ করুন,—যাহা শ্রবণ করিলে ব্রহ্মহত্যা-পাপ বিনষ্ট হয় এবং অশ্বমেধাদি-জনিত ও শতাধিক বাজপেয়জনিত পুণ্য লাভ হয়। হে ব্যাসদেব! পূর্ব্বে কল্পক্ষয় কালে মেদিনী নষ্টসৃষ্টি হইলে প্রচণ্ড বাত ও বর্ষাধারায় ঐ সময় মেরুপর্ব্বত

বৈকুণ্ঠশিখরোত্তমম্। মহাকালবনে ঘোরে গুহে চাব্যয়কে ধ্রুবে॥ ৬॥ তৎক্ষণাৎ পতিতে শৃঙ্গে কুণ্ডং জাতং সুনিশ্চিতম্। রত্নসোপানমচ্ছোদং মুক্তাসৈকতপূরিতম্॥ ৭॥ জাম্বুনদকরারোহং হেমপদ্মবিরাজিতম্। কল্পদ্রুমকৃতচ্ছায়ং চিন্তামণিসমুচ্ছ্রিতম্॥ ৮॥ হংসকারণ্ডবাকীর্ণং চক্রবাকোপশোভিতম্। বীজৌষধিগণাকীর্ণং সর্ব্বতত্ত্বাভিসংবৃতম্॥ ৯॥ কল্পক্ষয়ে ন ক্ষীয়ন্তে যানি তত্ত্বানি সর্ব্বশঃ। তানি তত্র প্রতিষ্ঠন্তি মূর্ত্তিমন্তি পরাণি চ॥ ১০॥ বেদশাস্ত্রপুরাণানি গাথাগীতিক্ষরাক্ষরাঃ। ওঙ্কারশ্চ বষট্কারো গায়ত্রী ত্রিপদা পরা॥ ১১॥ কলাঃ কাষ্ঠা মুহূর্ত্তাশ্চ লবত্রুটিপলং ঘটিঃ। অহর্নিশঞ্চ যামাশ্চ পক্ষমাসাবৃতুস্তথা॥ ১২॥ সংবৎসরযুগৈশ্চৈব কুণ্ডে তিষ্ঠন্তি মূর্ত্তিতঃ। দেবা যক্ষাশ্চ নাগাশ্চ গুহ্যকাঃ কিন্নরাস্তথা॥ ১৩॥ গন্ধর্ব্বাপ্সরসো যক্ষাঃ সিদ্ধাঃ কিম্পুরুষাস্তথা। উপাসাঞ্চক্রিরে তস্য কল্পদোষভয়াতুরাঃ॥ ১৪॥ ব্রহ্মা রুদ্রশ্চ কালশ্চ লোকপালা মহৌজসঃ। কেচিদ্ধ্যানপরাঃ সিদ্ধাস্তাপসাঃ শংসিতব্রতাঃ॥ ১৫॥ তিষ্ঠন্তি বহুযুগং ব্যাস যাবৎ কল্পঃ সমাপ্যতে। সুদর্শনসমাকারং পূরিতং চামৃতাম্বুভিঃ॥ ১৬॥ দিব্যপাদপসংযুক্তং পারিজাতগুণান্বিতম্। দিব্যস্ত্রীস্নানগন্ধোদ্বৈর্ব্বাসিতোদগারিসৌরভম্॥ ১৭॥ কচিন্ময়ূরা নৃত্যন্তি কচিৎকূজন্তি কোকিলাঃ। কচিৎ কেকারবাঃ কাপি মেঘঘোষসমাকুলম্॥ ১৮॥ সুন্দরং সুন্দরাকারং সুন্দরং তেন চোচ্যতে। বহুপুণ্যকরং ব্যাস সর্ব্বপাপহরং পরম্॥ ১৯॥ যত্র সন্নিহিতো বিষ্ণুঃ শিবঃ শক্ত্যা যুতো বশী। উপাসাঞ্চক্রিরে শশ্বৎ সর্ব্বকালেষু সর্ব্বদা॥ ২০॥ পক্ষার্দ্ধং পক্ষমেকঞ্চ সুন্দরকুণ্ডে নরো বসেৎ। বৈকুণ্ঠে নিয়তং বাসো যাবৎকল্পশতং ভবেৎ॥ ২১॥ পক্ষিকীটপতঙ্গাশ্চ মৃতা যান্তি শিবালয়ম্। কিং পুনর্ম্মানবা লোকে স্নানপূতাশ্চ তত্র বৈ॥ ২২॥ যে দদতি তিলান্ ধেনূং গজবাজিরথাবনীঃ। দাসীর্দ্দাসান্সুবর্ণঞ্চ রত্নানি বিবিধানি চ॥ ২৩॥ শয্যাদানবিমানানি দানানি বিবিধানি চ। ন তেষাং দানজং বেদ্মি কীদৃগ্ ব্যাস ফলং ভবেৎ॥ ২৪॥ ভূয়ঃ শৃণু পরং ব্যাস সুন্দরকুণ্ডফলং স্মৃতম্। একদা বহুপাপেন পতিতঃ পাপযোনিষু॥ ২৫॥ পিশাচো মোক্ষমাপন্নঃ শিবরূপধরো গতঃ। পিশাচমোচনে স্নাত্বা দৃষ্ট্বা দেবং মহেশ্বরম্॥ ২৬॥

স্খলিত হয়। তাহার ফলে বৈকুণ্ঠ-শিখর মহাকালবনে ভাঙ্গিয়া পড়ে। ঐ শিখর পতিত হইবা মাত্র তৎক্ষণাৎ এক কুণ্ড উৎপন্ন হয়। ঐ কুণ্ড রত্নসোপানবিশিষ্ট, পরিষ্কৃত, মুক্তা-সৈকতপূরিত, জাম্বুনদকরারোহ, হেম-পদ্মময়, কল্পদ্রুমকৃতচ্ছায়, চিন্তামণিবিশিষ্ট, হংসকারণ্ডবাকীর্ণ, চক্রবাকপরিশোভিত, বীজ ও ওষধিসমাকীর্ণ ও সর্ব্ব তত্ত্বাভিসংযুক্ত। বেদশাস্ত্র, পুরাণ, গাথা, গীতি, ক্ষর, অক্ষর, ওঙ্কার, বষট্কার, গায়ত্রী, ত্রিপদী, কলা, কাষ্ঠা, মুহূর্ত্ত, লব, ত্রুটি, পল, ঘটী, অহর্নিশ, যাম, পক্ষ, মাস, ঋতু, সম্বৎসর ও যুগ প্রভৃতি যে সকল তত্ত্ব কল্পক্ষয়ে ক্ষয় না হয়, সেই সকল মূর্ত্তিমান্ পরম বস্তু ঐ কুণ্ডে প্রতিষ্ঠিত থাকে। দেব, যক্ষ, নাগ, গুহ্যক, কিন্নর, গন্ধর্ব্ব, অপ্সর, যক্ষ, সিদ্ধ ও কিম্পুরুষগণ কল্পক্ষয়ে ভয়ে ভীত হইয়া ঐ কুণ্ডের উপাসনা করিয়া থাকেন। ব্রহ্মা, রুদ্র, কাল, লোকপাল, ধ্যানপরায়ণ সিদ্ধ ও সংশিতব্রত তাপসগণ কল্পসমাপ্তিকাল পর্য্যন্ত ঐ স্থানে বাস করেন। ঐ কুণ্ড সুদর্শন সমাকার, অমৃতাম্বু-পূরিত, দিব্যপাদপযুক্ত, পারিজাত-গুণান্বিত, দিব্য স্ত্রীগণের স্নানজলে উহা বাসিত। উহার কোন অংশে ময়ূর নৃত্য করে, কোকিল কূজন করে; কোন স্থানে মেঘঘোষ-সমাকুল কেকারব শুনা যায়; উহা সুন্দর ও সুন্দরাকার। এই জন্যই উহা সুন্দরকুণ্ড নামে খ্যাত হইয়াছে। হে ব্যাসদেব! ঐ কুণ্ড বহু পুণ্য-জনক ও সর্ব্বপাপহর।১—১৯। ঐ স্থানে বিষ্ণু এবং শক্তিযুক্ত হর সর্ব্বদা নিত্য বস্তুর আরাধনা করেন। মানব যদি এক পক্ষ কিম্বা পক্ষার্দ্ধ পরিমিত কাল ঐ কুণ্ডে বাস করে, তাহা হইলে তাহার কল্পশতকাল বৈকুণ্ঠে বাস করার ফল হয়। পক্ষী, কীট ও পতঙ্গ সকল যখন এ স্থানে মৃত্যুগ্রস্ত হইলে শিবালয়ে গমন করিয়া থাকে, তখন আর তত্রত্য স্নান-পূত মানবের কথা কি বলিব? যে মানব ঐ স্থানে তিল, ধেনু, গজ, বাজী, রথ, অবনী, দাসী, দাস, সুবর্ণ, বিবিধ রত্ন, শয্যা, বিবিধ দান, ও বিমান, দান করে, তাহার ফলের কথা আমি বলিতে সক্ষম নহি। হে ব্যাসদেব! পুনরায় সুন্দর-কুণ্ডের ফল শ্রবণ করুন। একদা বহু পাপের ফলে পাপযোনিপ্রাপ্ত এক পিশাচ ঐ কুণ্ডে স্নান করিয়া পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া শিবত্ব প্রাপ্ত হয়। ঐ পিশাচ-

মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো যদ্যপি ব্রহ্মহা ভবেৎ॥ ২৭॥ ব্যাস উবাচ। কোঽসৌ পিশাচ ইতি খ্যাতঃ কিং তেন দুষ্কৃতং কৃতম্। যেন পাপপ্রসঙ্গেন পিশাচত্বমুপাগতঃ॥ ২৮॥ কথং তীর্থপ্রসঙ্গোঽস্য জাতো বৈ দ্বিজসত্তম। এতদ্বেদিতুমিচ্ছামি ত্বত্তো ব্রহ্মবিদাং বর॥ ২৯॥ সনৎকুমার উবাচ। শৃণু ব্যাস মহাখ্যানং তীর্থমাহাত্ম্যমুত্তমম্। যস্য শ্রবণমাত্রেণ সর্ব্বপাপক্ষয়ো ভবেৎ॥ ৩০॥ ব্রাহ্মণো দেবলো নাম দাক্ষিণাত্যো দ্বিজাধমঃ। সদা পাপরতো লোভী কূটসাক্ষী চ লম্পটঃ॥ ৩১॥ গুরুদ্রোহী কিতবো ধূর্ত্তো গুরুহা গুরুতল্পগঃ। হেমহারী সুরাপী চ ব্রহ্মহা স্বামিদ্রোহকঃ॥ ৩২॥ অভক্ষ্যভক্ষকশ্চৈব বেদশাস্ত্রবিবর্জ্জিতঃ। অনেকজন্মার্জ্জিতপাপী সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতঃ॥ ৩৩॥ বিশ্বাসঘাতকো মানী চৌরসঙ্গরতঃ খলঃ। দেশান্তরগতো মন্দশ্চৌরকার্য্যার্থসাধকঃ॥ ৩৪॥ বহবো নিহতা মার্গে পাপাচারেণ জন্তবঃ। মগধে স গতো দুষ্টঃ প্রসঙ্গাৎ পাপকারিণাম্॥ ৩৫॥ তত্রৈকো ব্রাহ্মণো দান্তো বেদবেদাঙ্গপারগঃ। সাগ্নিকঃ শুদ্ধসত্ত্বস্থো ব্রহ্মকর্ম্মরতঃ সদা॥ ৩৬॥ শ্বশুরগৃহে স্থিতা ভার্য্যা তামাদায় যশস্বিনীম্। চলিতো যানমারুহ্য তেন পাপেন ঘাতিতঃ॥ ৩৭॥ তস্য স্ত্রী চ বরারোহা রূপলাবণ্যশালিনী। পতিব্রতা মহাভাগা দৃঢ়চিত্তা শুচিস্মিতা॥ ৩৮॥ হতে ভর্ত্তরি দুঃখার্ত্তা পতিবিরহকাতরা। বনে ঘোরে পরিভ্রষ্টা কাষ্ঠান্যাদায় ভামিনী॥ ৩৯॥ আরুরোহ চিতাং দীপ্তাং পতিনা হৃষ্টমানসা। স চ দুষ্টতরঃ সর্ব্বং তস্য বিপ্রস্য জীবনম্॥ ৪০॥ গৃহীত্বা চলিতো মার্গে গৃহীতো রাজকিঙ্করৈঃ। বদ্ধ্বাসৌ চ তৈঃ সর্ব্বৈস্তেন বিত্তেন বৈ সহ। নীতোঽসৌ রাজভবনং নিবেদিতে রাজসন্নিধৌ॥ ৪১॥ পাতিতো বৈ গলে বদ্ধা রজ্জুনা বৃক্ষকোটরে। চাণ্ডালৈর্ম্ম্রিয়তো ভূমাবিতস্ততঃ শ্বপাকিভিঃ॥ ৪২॥ তেন কর্ম্মবিপাকেন রৌরবং নরকং গতঃ। ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি বিষ্ঠায়াং কৃমিতাং গতঃ॥ ৪৩॥ ততোঽন্যং নরকং প্রাপ্তো যমশাসনকারকৈঃ। অসিপত্রবনং ঘোরমায়সং তপ্তসায়কম্॥ ৪৪॥ মুদ্গরৈস্তাড্যমানো হি শৃঙ্খলাভিশ্চ কিঙ্করৈঃ। কুম্ভীপাকগতো রৌতি বৈতরণ্যাং সুপীড়িতঃ॥ ৪৫॥ এবং বহু-

মোচনে স্নান করিলে, মানব ব্রহ্মঘাতী হইলেও সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্তি লাভ করে। ব্যাস বলিলেন,—হে ব্রহ্মবিদ্‌বর! ঐ পিশাচ কে? সে কি দুষ্কৃত করিয়াছিল? কোন্ পাপের ফলেই বা সে পিশাচত্ব লাভ করে? এই তীর্থের প্রসঙ্গ উহার কিজন্য হইল? ইহা আমি আপনার নিকট জানিতে ইচ্ছা করি। সনৎকুমার বলিলেন,—হে ব্যাসদেব! যাহার শ্রবণমাত্র সর্ব্ব পাপ ক্ষয় হয়, ঐ উত্তম তীর্থ-মাহাত্ম্য শ্রবণ করুন,—এক দ্বিজাধম দাক্ষিণাত্য দেবল ব্রাহ্মণ ছিল। ঐ দেবল সদা পাপরত, লোভী, কূটসাক্ষী, লম্পট, গুরুদ্রোহী, কিতব, ধূর্ত্ত, গুরুহা, গুরুতল্পগ, হেমহারী, সুরাপায়ী, ব্রহ্মহা, স্বামিদ্রোহী, অভক্ষ্যভক্ষক, বেদবিবর্জ্জিত, পাপী, সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃত, অবিশ্বাসী, গর্ব্বী, চৌরসঙ্গরত, খল, দেশান্তরগত, মন্দ ও চৌরকার্য্যনিরত। ঐ পাপাত্মা বহু জন্তু নিহত করিয়াছিল। পাপকারীদিগের সহিত ঐ দুষ্ট মগধে গমন করে এবং সেখানে গিয়া দেখে,—এক ব্রহ্মকর্ম্মরত শুদ্ধসত্ত্ব সাগ্নিক বেদপারগ সংযমী ব্রাহ্মণ শ্বশুর-গৃহ হইতে আপনার ভার্য্যাকে লইয়া যানারোহণে গমন করিতেছেন। তাহা দেখিয়া ঐ পাপাত্মা দেবল তাঁহাকে নিহত করে। তখন ঐ নিহত ব্রাহ্মণের রূপ-লাবণ্যশালিনী পতিব্রতা স্ত্রী স্বীয় ভর্ত্তাকে নিহত দর্শন করিয়া পতিবিরহে দুঃখার্ত্তা ও কাতরা হইয়া তত্রত্য বনমধ্যে কাষ্ঠ আহরণ করিল এবং ঐ কাষ্ঠে চিতা নির্ম্মাণ ও তাহা প্রদীপ্ত করিয়া হৃষ্টমানসে পতির সহিত তাহাতে আরোহণ করিল। তখন দুষ্ট দেবল মৃত বিপ্রের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া পথে যাইতে যাইতে রাজকিঙ্করগণ কর্ত্তৃক ধৃত হইল। রাজকিঙ্করগণ ঐ দুষ্টকে বন্ধন করিয়া তাহার অপহৃত ধনের সহিত তাহাকে রাজভবনে আনয়ন করিল। ২০—৪১। অনন্তর রাজাদেশে ঘাতকগণ তাহার গলদেশে রজ্জু বন্ধন করিয়া বৃক্ষকোটরে তাহাকে অবঘৃষ্ট করিতে লাগিল। তাহাদের তীব্র তাড়নায় নিহত হইয়া পাপাত্মা ভূমিতে পতিত রহিল এবং স্বীয় দুষ্কর্ম্মের ফলে সে রৌরব নরকে পতিত হইয়া কৃমিরূপে ষষ্টিসহস্র বৎসর বিষ্ঠায় অবস্থান করিল। পরে যমদূতগণ তাহাকে অসিপত্রবন, তপ্তসায়ক ও ঘোর আয়স প্রভৃতি অন্যান্য নরকে পাতিত করিয়া মুদ্গর দ্বারা ভীষণরূপে প্রহার করিতে লাগিল। এইরূপে তাহারা তাহাকে কখন বা রজ্জু দ্বারা বন্ধন করিতে লাগিল; কখন বা তাহারা তাহাকে কুম্ভীপাকে বৈতরণীতে পাতিত করিল। ঐ দুষ্ট দারুণ

বিধান্ কুণ্ডান্ ভুক্তা পাপী নরাম্নবান্। ততঃ প্রেতত্বমাপন্নো যুগানাং পঞ্চসপ্ততিম্ ॥ ৪৬॥ মহাকায়ো মহাবাহো মহোদরঃ সূচীমুখঃ। ক্ষুত্তৃড্ভ্যাং চ পরাক্রান্তো মরুদেশং সমাশ্রিতঃ ॥ ৪৭ ॥ ততঃ কষ্টতরাং প্রাপ্য পৈশাচীং তনুমাশ্রিতঃ। কুটিলো দুষ্টভাবশ্চ দুষ্টচারী দিগম্বরঃ ॥ ৪৮ ॥ বিমূত্রপূর্বিতোচ্ছিষ্টপূতিপর্য্যুষিতভোজনঃ। শ্মশানোচ্ছিষ্টভোজী চ কৃত্তিবাসা বিলোচনঃ ॥ ৪৯ ॥ ভগ্নবাপীতড়াগে চ শুষ্কবৃক্ষে নিরুদকে। প্রাকারপরিখাগারে শূন্যাগারে নদীতটে ॥ ৫০ ॥ নিবাসো রোচতে তস্য সর্ব্বদা সর্ব্বসন্ধিষু। এবং বহুযুগে যাতে মহাকালবনে গতঃ ॥ ৫১ ॥ যত্র মাহেশ্বরং লিঙ্গং সুন্দরং কুণ্ডমুত্তমম্। তত্রোষিতত্বমাত্রেণ সিংহেন বিনিপাতিতঃ ॥ ৫২ ॥ ঘাতয়িত্বা চ তং পাপং জলার্থী কুণ্ডমাবিশৎ। দংষ্ট্রান্তরগতং চাস্যপতত্তস্য মুখাজ্জলে ॥ ৫৩ ॥ তেন পুণ্যপ্রভাবেণ সর্ব্বপাপং ক্ষয়ং গতম্। মৃতমাত্রে চ লিঙ্গং তন্মেত্রান্তরগতং তদা ॥ ৫৪ ॥ হিত্বা পৈশাচকং দেহং জ্যোতিস্তল্লিঙ্গমাবিশৎ। তদারভ্য পরং ব্যাস তীর্থং পৈশাচমোচনম্ ॥ ৫৫ ॥ পিশাচমোচনেশেতি দেবঃ খ্যাতিং ততো গতঃ। তাবদ্গর্জ্জন্তি পাপানি মদোন্মত্তগজা যথা ॥ ৫৬ ॥ যাবন্নায়াতি শিপ্রায়াস্তীর্থে পৈশাচমোচনে। পিশাচমোচনে স্নাত্বা শুচির্ভূত্বা সমাহিতঃ ॥ ৫৭ ॥ পিশাচমোচনং দেবং পূজয়িত্বা যথাবিধি। সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা জায়তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৫৮ ॥ পিশাচমোচনে ব্যাস মহাদানানি কারয়েৎ। ন তস্য পুনরাবৃত্তিঃ শিবলোকাৎ কদাচন ॥ ৫৯ ॥ পিশাচমোচনকথাং পবিত্রাং পাপহারিণীম্। যঃ পঠেচ্ছৃণুয়াচ্চৈব হয়মেধফলং লভেৎ ॥ ৬০

ইতি শ্রীস্কান্দে সুন্দরকুণ্ডপিশাচমোচনতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ত্রিপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৩ ॥

চতুঃপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ। কৃষ্ণ ... চ্ছামি ত্বত্তো ব্রহ্মবিদাং বর। নীলগঙ্গা কদা ব্রহ্মন্ শিপ্রাকুণ্ডে সমাগতা ॥ ১ ॥ সনৎকুমার উবাচ। শৃণু ব্যাস মহাতীর্থং সর্ব্বতীর্থফলপ্রদম্। নীলগঙ্গাং নরঃ স্নাত্বা

যন্ত্রণায় চীৎকার করিতে লাগিল। এইরূপে বিবিধ নরককুণ্ডে যাতনা ভোগ করিয়া ঐ পাপী পঞ্চসপ্ততি যুগের জন্য প্রেতত্ব প্রাপ্ত হইল। ঐ অবস্থায় সে মহাকায়, মহাবাহু, মহোদর, ও সূচীমুখ, হইয়া ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হইয়া মরুদেশ প্রাপ্ত হইল। সে কষ্টময় পৈশাচ দেহ লাভ করত কুটিল দুষ্ট, দিগম্বর ও বিমূত্র, উচ্ছিষ্ট, পূতি-পর্য্যুষিতভোগী, শ্মশানোচ্ছিষ্টাহারী, কৃত্তিবাসা ও বিলোচন, হইয়া ভগ্নতড়াগ, শুষ্কবৃক্ষ, প্রাকার, পরিখা, শূন্যাগার ও নদীতটে বাস করিতে লাগিল। এইরূপে তাহার বহুযুগ অতিবাহিত হইলে সে মহাকালবনে গিয়া উপস্থিত হইল—যেখানে সুন্দরকুণ্ড ও মহেশ্বর লিঙ্গ বিরাজিত। ঐ স্থানে গমন করিবা মাত্র তত্রত্য সিংহ তাহাকে আঘাত করিয়া পাতিত করিল। সে আহত হইয়া জল জল করিতে করিতে সসম্রমে স্খলিতভাবে সুন্দরকুণ্ডে গিয়া পতিত হইল। ঐ সময় তাহার একটী দাঁত ভাঙ্গিয়া কুণ্ডজলে পতিত হয়। ঐ পুণ্যের প্রভাবে তাহার সর্ব্বপাপ ক্ষয়প্রাপ্ত হইল। পিশাচ মৃতমাত্র দেখিতে দেখিতে শিবলিঙ্গরূপে পরিণত হইল। সে পৈশাচ দেহ পরিত্যাগ করিলে তাহার তেজ গিয়া লিঙ্গে প্রবেশ করিল। হে ব্যাসদেব! তদবধি ঐ তীর্থ পৈশাচমোচন নাম ধারণ করিয়াছে এবং তত্রত্য লিঙ্গের নাম ,—পিশাচমোচন। যাবৎ না শিপ্রান্তঃপাতী পৈশাচমোচন তীর্থে আগমন করা যায়, তাবৎ পাপ মদোন্মত্ত গজের ন্যায় গর্জ্জন করিতে থাকে। পিশাচমোচন তীর্থে স্নানান্তে শুচি হইয়া সমাহিতভাবে পিশাচমোচন দেবের যথাবিধি পূজা করিলে মানব সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া বিশুদ্ধাত্মা হয়; ইহাতে কোন সংশয় নাই। পিশাচমোচন তীর্থে মহাদান করিতে হয়; করিলে—শিবলোক হইতে কদাচ ভ্রষ্ট হইতে হয় না। পাপহারিণী পবিত্রা পিশাচমোচন কথা শ্রবণ করিলে অশ্বমেধ-ফললাভ হইয়া থাকে। ৪২—৬০।

ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৫৩।

চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায়

ব্যাস বলিলেন—হে ব্রহ্মন্! নীলগঙ্গা কোন্ সময়ে শিপ্রাকুণ্ডে মিলিত হইয়াছিল, আমি তাহা শুনিতে ইচ্ছা । সনৎকুমার বলিলেন,—হে ব্যাস! সর্ব্বতীর্থফলপ্রদ মহাতীর্থ কথা শ্রবণ করুন,—

সঙ্গমেশ্বরমর্চ্চয়েৎ। ২। দুঃসঙ্গসম্ভবা দোষা ন, ভবন্তি কদাচন। একদা ব্রহ্মলোকে বৈ গঙ্গা ত্রিপথগা নদী। ৩। গত্বা পুনস্তৌ শ্রী শ্লোকান্নীলবাসা শুচার্দ্দিতা। ভগবন্ কিমিদং জাতং পাতকং মে কৃতং পুরা। ৪। দুষ্টাচারাপরাধেন যেনেমাং প্রাপিতা দশাম্। সর্ব্বলোকেষু যৎকিঞ্চিজ্জনানাং পাতকং ভুবি। ৫। তৎসর্ব্বং তিষ্ঠতি ময়ি সর্ব্বেষামপি দেহিনাম্। তেনাহং বৈ ভরাক্রান্তা নো শক্যা চলিতুং ধরাম্। ৬। নীলভাসা বিবর্ণা চ সর্ব্বধর্ম্ম-বহির্মুখা। যৎকিঞ্চিৎ ক্রিয়তে কর্ম্ম শুভং বা যদি বাশুভম্। ৭। ময়ি ত্যক্তা পুনস্তীহ জন্তবঃ সর্ব্ব-শোহমলাঃ। তিষ্ঠন্তি পুণ্যলোকেষু ভুক্তিমুক্তিপ্রদেষু চ। ৮। অস্মাকং চ মহৎকষ্টং জাতং ধাতঃ পরং মলম্। ন হি শর্ম্ম ন বৈ শান্তির্ন নিদ্রা ন চ নির্বৃতিঃ। ন লোকে চ স্থিতির্মেঽদ্য পাপিষ্ঠায়াঃ সনাতনী। দুষ্টসঙ্গোদ্ভবৈর্দোষৈঃ প্লাবিতাহং জগদ্‌গুরো। ১০। কিং করোমি ক্ব গচ্ছামি যেন শান্তির্ভবেন্মম। কিং তপঃ কিং চ দানং মে কিং তীর্থং কিং চ সাধনম্। ১১। যেনাহং পাপলিপ্তাঙ্গী পুনঃ প্রকৃতি-মাপুয়াম্। এবং জ্ঞাত্বা মহাযোগিন যথা যোগ্যং তথা কুরু। ১ । ব্রহ্মোবাচ। শ্রূয়তাং ভোঃ সরিচ্ছ্রেষ্ঠে কারণং পাপনাশনম্। মহাকালবনে রম্যে পুরী হেম্বামরাবতী। ১৩। তত্র শিপ্রা সরিচ্ছ্রেষ্ঠা বর্ত্ততে ভুবি পাবনী। তস্যা দর্শনমাত্রেণ সর্ব্বপাপ-ক্ষয়ো ভবেৎ। ১৪। তত্র গচ্ছ মহাভাগে সদ্যশ্চাত্ম-বিশুদ্ধয়ে। ব্রহ্মণেতি সমাখ্যাতং শ্রুত্বা গঙ্গা সরিদ্বরা। ১৫। তমভিজ্ঞায় সম্প্রাপ্তা মহাকালবনং শুভম্। পুষ্করস্যাগ্নিভাগে চ যত্র দেবো মরুৎসুতঃ ১৬। বিন্ধ্যস্য চোত্তরে ভাগে। অগস্ত্যাশ্রমমুত্তমম্ সা পুত্রেণ তপস্তেপে পবিত্রা ব্রহ্মচারিণী। ১৭ পতিব্রতাভিঃ সর্ব্বাভিঃ পতিভির্ব্রহ্মচারিভিঃ দেবাঙ্গনাভির্বহুভিঃ ক্রীড়দ্ভির্বালকুঞ্জরৈঃ। ১৮ সরসীফুল্লকহ্লারৈর্মত্তালিকুলনাদিতৈঃ। নির্ব্বৈর-জন্তুভিঃ সেব্যং ব্রহ্মর্ষিগণসেবিতম্। ১৯। মনোহ্লাদ-করং পুণ্যং পবিত্রং পাপনাশনম্। তত্র প্রবেশ-মাত্রেণ নীলবাসাঃ সরিদ্বরা। ২০। শুক্লবাসা-

নর নীলগঙ্গায় স্নান করিয়া সঙ্গমেশ্বরের অর্চ্চনা করিবে। এরূপ করিলে কদাচ দুঃসঙ্গজনিত দোষ স্পর্শে না। একদা ত্রিপথগা গঙ্গা ত্রিভুবন পবিত্র করিয়া জন্তুগণের পাপে নীলবর্ণা ও তজ্জন্য শোকা-তুরা হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—ভগবন্! আমার কি এ পাতক জন্মিল? দুরাচার জন্তুগণের পাপে আমার এই দশা উপস্থিত হইয়াছে! লোক সকলে জন্তুগণ যে সকল পাপ করে, ঐ সকল পাপ তাহারা আমাতে ক্ষালন করে। সেই সকল পাপভারে আমি ভারাক্রান্ত হইয়াছি। আমি ধরায় যাইব না। পাপের কালিমা লাগিয়া আমার দেহ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। সর্ব্বধর্ম্মবহির্ভূত ব্যক্তিগণ যাহা কিছু শুভাশুভ কর্ম্ম করে, ঐ সকল কর্ম্মজনিত পাপ তাহারা আমার তরঙ্গে ত্যাগ করত অমল দেহ লাভ করিয়া ভুক্তিমুক্তিপ্রদ পুণ্যলোকে বাস করে; আর আমার এই মহৎ ক্লেশ! ধাতঃ! এজন্য আমার সুখ-শান্তি ও নিদ্রানিবৃত্তি কিছুই নাই। আমি এই উত্তম লোকে বাস করিতে পাই না। আমি পাপিষ্ঠা! নতুবা কেন আমি দুষ্টসঙ্গোদ্ভব দোষে প্লাবিত হইব! জগদ্‌গুরো! আমি কি করি, কোথায় যাই, কিরূপে আমার শান্তি হয়! তপ—কি দান—কি তীর্থ—কি সাধন—যাহাতে এই পাপলিপ্তাঙ্গী পুনঃ প্রকৃতি প্রাপ্ত হইতে পারে—হে মহাযোগিন্! আপনি সেইরূপ বিধান করুন। ১—১২। গঙ্গার এই-রূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মা বলিলেন,—হে সরি-দ্বরে! পাপনাশের কারণ শ্রবণ করুন,—রম্য মহাকালবনে অমরাবতী নামে এক পুরী আছে। তথায় শিপ্রা নামে এক পাবনী স্রোতস্বিনী বিরা-জিতা। তাহার দর্শনমাত্রে সর্ব্ব পাপ ক্ষয় হয়। হে মহাভাগে! আপনি আত্ম-শুদ্ধির নিমিত্ত সেই স্থানে গমন করুন। তখন সরিদ্বরা ব্রহ্মবাক্য শ্রবণ করিয়া মহাকালবনে গমন করিলেন। তিনি পুষ্করের অগ্নিকোণ দিয়া—যেখানে দেব মরুৎ-সুত বিন্ধ্যের উত্তর ভাগে অবস্থিত এবং পবিত্রা ব্রহ্ম-চারিণী অগস্ত্যাশ্রম, পুত্রের সহিত তপস্যা করিয়া-ছিলেন, সেই দিক্ দিয়া হৃদয়োন্মাদকর পুণ্য, পবিত্র পাপনাশন মহাকালবনে উপস্থিত হই-লেন। ঐ স্থানে পতিব্রতাগণ ব্রহ্মচারী পতির সহিত বিরাজ করে; বহু দেবাঙ্গনা ঐ স্থানে বিরাজিত; বালকুঞ্জরগণ ঐ স্থানে ক্রীড়া করে; মত্তালিকুলনাদিত সরসীফুল্ল কহ্লার ঐ স্থানে সুশোভিত; জন্তুগণ ঐ স্থানে নির্ব্বৈর হইয়া বাস করে; এবং উহা ব্রহ্মর্ষিগণসেবিত। নীলবাসা গঙ্গা ঐ স্থানে প্রবেশ করিবামাত্র শুক্লবাসা হইলেন

ভবৎ সদ্যো নষ্টপাপমলা শুভা। শরচ্চন্দ্রনিভাকারা ধূতপাপা পয়স্বিনী॥ ২১॥ তত্রৈব চাশ্রমং চক্রে মনঃসংহর্ষকারণম্। তৎপ্রভৃতি সমাখ্যাতং সর্ব্বলোকেষু পুণ্যদম্॥ ২২॥ নীলগঙ্গেতি বৈ ব্যাস তীর্থং কিল্বিষনাশনম্। অস্মিংস্তীর্থে নরঃ স্নাত্বা হনুমন্তমথার্চ্চয়েৎ॥ ২৩॥ তস্য সিদ্ধিঃ করগতা ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ। আশ্বিনে মাসি সম্প্রাপ্তে কৃষ্ণপক্ষে সমাহিতঃ॥ ২৪॥ দর্শে পিতৄন্ সমুদ্দিশ্য শ্রাদ্ধং কুর্য্যান্মহালয়ম্। তারিতং চ কুলং সর্ব্বং তেনাস্মৈকোত্তরং শতম্॥ ২৫॥ সমগোত্রেষু যে জাতাঃ পূর্ব্বজা নিরয়বাসিনঃ। তে সর্ব্বে সদ্গতিং যান্তি তেষাং লোকাঃ সনাতনাঃ॥ ২৬॥ স্নাত্বা তিলাঞ্জলিং দদ্যাৎ পিতৄনুদ্দিশ্য তৎপরঃ। অক্ষয়া জায়তে তৃপ্তিঃ স্বর্গলোকে মহীয়তে॥ ২৭॥ ভোজয়েদ্ব্রাহ্মণান্ সপ্ত শ্রাদ্ধং কৃত্বা তু পায়সৈঃ। অক্ষয়ং লভতে শ্রাদ্ধমশ্বমেধফলং লভেৎ॥ ২৮॥ তীর্থং পুণ্যতরং ব্যাস শৃণু চান্যদ্বদামি তে। দুগ্ধকুণ্ডমিতি খ্যাতং ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতম্॥ ২৯॥ সর্ব্বপাপহরং পুণ্যং সর্ব্বকামবরপ্রদম্। পুরা দুগ্ধবরা দেবী পৃথুনা ধর্ম্মমূর্ত্তিনা॥ ৩০॥ দুগ্ধং সর্ব্বং হবির্ভাব্যং সর্ব্বেষাং জীবনপ্রদম্। দত্তং নিধায় কুণ্ডেঽস্মিংস্তেন দুগ্ধসরঃ স্মৃতম্॥৩১॥ কুণ্ডে স্নাত্বা পয়ঃ পীত্বা দত্বা গাং চ পয়স্বিনীম্। সর্ব্ববাধাবিনির্ম্মুক্তো ধনধান্যসমন্বিতঃ॥৩২॥ জায়তে সর্ব্বকালেষু মৃতঃ স্বর্গপুরং ব্রজেৎ। ততঃ পুষ্করমাসাদ্য স্নানদানাদিকং চরেৎ॥ ৩৩॥ সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা পুষ্করস্য ফলং লভেৎ॥ ৩৪

ইতি শ্রীস্কান্দে নীলগঙ্গামাহাত্ম্যবর্ণনং নাম চতুঃপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ॥ ৫৪॥

পঞ্চপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ। কোঽসৌ বিন্ধ্যগিরির্ব্রহ্মন্ কদা কালে সমাগতঃ। মহাকালবনে রম্যে কেন বা প্রেষিতঃ পুরা॥ ১॥ সনৎকুমার উবাচ। পুরা রেবাজলৈর্ব্যাস প্লাবিতেয়ং বসুন্ধরা। তদা সর্ব্বসুরৈরেবমগস্তির্মুনিসত্তমঃ॥ ২॥ আরাধিতো মহাভাগো ধরণীত্রাণকারণাৎ। তদাগত্য গিরৌ রম্যে বিন্ধ্যে স মুনিসত্তমঃ॥৩॥ একাগ্রমানসো ভূত্বা ভবানীং বিন্ধ্যবাসিনীম্। আরাধয়ামাস তদা তাং চ দেবীং

এবং তাঁহার কালিমাময় কল্মষরাশি বিনষ্ট হইল। তিনি ধূতপাপা হইয়া শরচ্চন্দ্রনিভ আকার ধারণ করিলেন এবং ঐ স্থানে তিনি এক মনোভিমত আশ্রম করিলেন। হে ব্যাস! তদবধি ঐ স্থান নীলগঙ্গা নামে খ্যাত হইল। নর এই তীর্থে স্নান করিয়া যদি হনুমান্ দেবকে উপাসনা করে, তাহা হইলে তাহার সিদ্ধি করগত হয়। আশ্বিনমাসীয় অমাবস্যায় সমাহিতভাবে যে মানব পিতৃ-উদ্দেশে ঐ স্থানে মহালয়া-শ্রাদ্ধ করে, সে নিজের একাধিক শত কুল উদ্ধার করে এবং তাহার এই পুণ্যের ফলে সগোত্র নিরয়বাসিগণও সদ্গতি লাভ করিয়া থাকে। ঐ তীর্থে স্নান করিয়া পিতৃ-উদ্দেশে তিলাঞ্জলি প্রদান করিলে, পিতৃগণের অক্ষয় তৃপ্তি ও স্বর্গলোকে বসতি হইয়া থাকে। এই স্থানে শ্রাদ্ধ করিয়া যদি পায়স দ্বারা সাতটী ব্রাহ্মণ ভোজন করান যায়, তাহা হইলে শ্রাদ্ধ অক্ষয় হয় এবং শ্রাদ্ধকারী ব্যক্তি অশ্বমেধফল লাভ করে। হে ব্যাস! এক পুণ্যময় তীর্থের কথা বলিতেছি, তাহা শ্রবণ করুন,— দুগ্ধকুণ্ড নামে এক ত্রিলোক-বিখ্যাত তীর্থ আছে। ঐ তীর্থ পাপহর, পুণ্যদায়ক ও সর্ব্বকামবরপ্রদ। পূর্ব্বে ধর্ম্মমূর্ত্তি পৃথুকর্ত্তৃক পৃথিবী দুহ্যমানা হন। ঐ দুগ্ধ সকল হইতে সকলের জীবনস্বরূপ ঘৃত হয়। ঐ হবি অত্রত্য কুণ্ডে প্রদত্ত হওয়ায় এই কুণ্ড দুগ্ধসর নামে কথিত হইয়াছে। এই কুণ্ডে স্নান, পয়ঃপান ও পয়স্বিনী ধেনু দান করিলে সর্ব্বপাপমুক্ত ও ধনধান্য হইয়া থাকে এবং জীবনান্তে স্বর্গে গমন করে। অনন্তর পুষ্করে গমন করিয়া স্নান-দানাদি করিলে সে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া পুষ্করতীর্থের ফল লাভ করে। ১৩—৩৪।

চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।৫৪।

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায়।

ব্যাস বলিলেন,—হে ব্রহ্মন! ঐ বিন্ধ্যগিরি কে? এবং ঐ গিরি কোন্ সময়ে রম্য মহাকালবনে কাহা কর্ত্তৃক প্রেষিত হইয়াছিল? সনৎকুমার বলিলেন,— হে ব্যাসদেব! পূর্ব্বে রেবানদীর জলে বসুন্ধরা প্লাবিত হয়। তখন সুরগণ ধরণীর উদ্ধারকল্পে মুনিসত্তম অগস্তির আরাধনা করেন। সুরগণ আরাধনা করিলে তিনি রমণীয় বিন্ধ্যাচলে আগমন করিয়া বরলাভেচ্ছায় একাগ্রমানসে বিন্ধ্যবাসিনী

বরেপ্সয়া ॥৪॥ কংসবিদ্রাবণকরীমসুরাণাং ক্ষয়ঙ্করীম্। ভারাবতারণীং পুণ্যাং বলদেবানুজাং শুভাম্॥৫॥ যশোদাগর্ভসম্ভূতাং চাণূরবলমর্দ্দিনীম্। বিদ্যুদাভাং নভঃস্থাং চ কৃষ্ণাং কৃষ্ণাহিমর্দ্দিনীম্॥৬॥ জননীং দেবসেনস্য কবীনাং বাচমীশ্বরীম্। গায়ত্রীং দ্বিজমুখ্যানাং ব্যাহৃতিশ্ছন্দসাং বরাম্॥৭॥ সহস্রাক্ষীং তথেন্দ্রস্য ঋষেশ্চারুন্ধতীং পরাম্। গবাং কামদুঘাং শ্যামাং লতাং মধুতমপ্রিয়াম্॥৮॥ অদিতিং সর্ব্বমাতৃণাং পার্ব্বতী সর্ব্বযোষিতাম্। জ্যোৎস্নাং চান্দ্রমসীং বালাং সর্ব্বকামবরপ্রদাম্॥৯॥ শারদীমৃতুবেলায়াং বৃন্দাবনচরীং বরাম্। মায়িনাং বৈষ্ণবীং মায়াং সর্ব্বদৈত্যবিমোহিনীম্॥১০॥ লক্ষ্মীং চ শ্রীমতামিষ্টাং যক্ষিণীং ধনদার্চ্চিতাম্। মহোদধীপ্সিতাং বেলাং রাজ্ঞাং চ রাজসম্পদম্॥১১॥ বেদিকাং যজ্ঞশালানাং হবিরাহবনীং শুভাম্। দক্ষিণাং সর্ব্বদীক্ষাণাং সর্ব্বকামফলপ্রদাম্॥১২॥ এবং স্তুতা তদা দেবী প্রত্যক্ষা বিন্ধ্যবাসিনী। প্রাহ প্রসাদসুমুখী ঋষীণাং প্রবরং মুনিম্॥১৩॥ ব্রিয়তাং ভো দ্বিজশ্রেষ্ঠ যদস্মত্তোঽভিবাঞ্ছিতম্। যদীপ্সিতা ত্বয়া বৎস স্তুতির্মে শুচিনা কৃতা॥১৪॥ অগস্তিরুবাচ। যদি মাতর্ব্বরো দেয়ো দেবানামুপকারিণি। রেবেয়ং বর্দ্ধিতা লোকে সর্ব্বলোকভয়প্রদা॥১৫॥ তয়েদং প্লাবিতং বিশ্বং তস্যাস্ত্ব গ্রহণং কুরু। ইতি সা প্রার্থিতা তেন তদা কালে মহর্ষিণা॥১৬॥ আগাৎ সাধ্বী তদা ব্যাস মহাকালবনং শুভম্। সান্ত্বপূর্ব্বং বচস্তথ্যমগস্তিমিদমব্রবীৎ॥১৭॥ বারয়িস্যে পরাং দেবীং বর্দ্ধমানাং দ্রুতং হ্যহে। তাবৎকালং ন চোত্তিষ্ঠেদ্বিন্ধ্যো নাম মহাগিরিঃ॥১৮॥ যাবৎত্রিকূটে দ্বারে ত্বং স্থাস্যসি ঋষিসত্তম। দেবকার্য্যোদ্যতো নিত্যং দক্ষিণাং দিশমুত্তমাম্॥১৯॥ কুশস্থলী মহাপুণ্যা পবিত্রা পাপহারিণী। পুরী হ্যেষা মুনিশ্রেষ্ঠ ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতা। তত্রৈবাহং চিরং কালং মাতৃভির্নিবসামি বৈ॥২০॥ তত্রাপি ত্বং সদা সিদ্ধক্ষেত্রাধিপত্যমাপ্নুয়াঃ। মৎসরো নির্ম্মলং পুণ্যং বিমলোদং চ বিশ্রুতম্॥২১॥ যত্র পুণ্যবতাং বাসো দেব্যস্তিষ্ঠন্তি কোটিশঃ। তস্মিংস্তীর্থে নরাঃ স্নাত্বা শুচীভূয় সমাহিতাঃ॥২২॥ যজন্তি চৈব মাং ভক্ত্যা ধূপদীপাগ্নিতর্পণৈঃ। ক্ষীরখণ্ডাজ্যভোজ্যৈশ্চ ভোজয়েদ্বিধিবদ্দ্বিজান্॥২৩॥ ন তেষাং দুর্লভং

ভবানীর আরাধনা পূর্ব্বক এই বলিয়া স্তব করেন,—হে দেবি! তুমি কংসবিদ্রাবণকরী, অসুরঘ্নী, ভারাবতারণী, পুণ্যা, বলদেবানুজা, শুভা, যশোদাগর্ভসম্ভূতা, চাণূরবলমর্দ্দিনী, বিদ্যুদাভা, নভস্থা, কৃষ্ণা, কৃষ্ণাহিমর্দ্দিনী, দেবসেনজননী, কবিবাক্, ঈশ্বরী, দ্বিজগণের গায়ত্রী, ছন্দোমধ্যেব্যাহৃতি, ইন্দ্রের সহস্রাক্ষী, ঋষির অরুন্ধতী, গোগণের মধ্যে কামধেনু, শ্যামা, মধুতম-প্রিয়ালতা, সর্ব্বমাতৃগণের মধ্যে অদিতি, সর্ব্বস্ত্রীগণের মধ্যে পার্ব্বতী, চান্দ্রমসী জ্যোৎস্না, বালা, সর্ব্বকামপ্রদা, ঋতুমধ্যে শারদীবেলা, বৃন্দাবনচরী, শ্রেষ্ঠা, মায়িগণের পক্ষে সর্ব্বদৈত্যবিমোহিনী বৈষ্ণবী মায়া, শ্রীমান্‌গণের ইষ্টা লক্ষ্মী, যক্ষিণী, ধনদপূজনীয়া, মহোদধির ঈপ্সিতা বেলা, রাজাদিগের রাজসম্পদ্, বেদিকা, যজ্ঞশালা, আহবনীয় হবি ও সর্ব্বদীক্ষার কামফলপ্রদা দক্ষিণা। এইরূপে বিন্ধ্যবাসিনী মুনিসত্তম কর্ত্তৃক স্তুত হইয়া প্রত্যক্ষ হইলেন এবং হৃষ্টান্তঃকরণে তাঁহাকে বলিলেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! তুমি যাহা অভিলাষ করিয়াছ, তাহা আমার নিকট প্রার্থনা কর। তুমি আমার অভিমত স্তুতি করিয়াছ। অগস্তি বলিলেন,—হে মাতঃ! দেবগণের উপকারিণি! যদি অনুগ্রহ করিয়া বরদানে ইচ্ছা করিয়াছ, তাহা হইলে এই বর প্রদান কর,—রেবানদী বর্দ্ধিত হইয়া সর্ব্বলোকভয়প্রদা হইয়াছে সে এই বিশ্ব প্লাবিত করিয়াছে; আপনি তাহাকে গ্রহণ করুন। ঋষি এইরূপ প্রার্থনা করিলে সাধ্বী তখন রম্য মহাকালবনে আগমন করিলেন এবং আগমনকালে অগস্তিকে সান্ত্বনাপূর্ব্বক এই কথা বলিলেন,—হে ঋষে! আমি রেবাকে বর্দ্ধিতা হইতে নিবারণ করিব। কিন্তু তাবৎকাল মহাগিরি বিন্ধ্য উত্থিত হইবে না, যাবৎ তুমি দেবকার্য্যার্থী হইয়া দক্ষিণদিক্ আশ্রয় করিয়া ত্রিকূটদ্বারে অবস্থান করিবে। কুশস্থলী, মহাপুণ্যা, পবিত্রা ও পাপহারিণী হে মুনিশ্রেষ্ঠ! এই পুরী ত্রিলোকবিশ্রুত। ঐ স্থানে আমি মাতৃগণের সহিত বহুকাল বাস করিতেছি ॥১-২০॥ তুমিও ঐস্থানে বাস করিয়া সিদ্ধক্ষেত্রাধিপত্য লাভ কর। ঐ স্থানে আমার সরোবর আছে। ঐ সরোবর নির্ম্মল, পুণ্য, বিমলজল, ও প্রসিদ্ধ। ঐ স্থানে পুণ্যবান্‌দিগের বাসস্থান এবং কোটি কোটি দেবী ঐ স্থানে বাস করিতেছেন। ঐ স্থানে নর স্নানান্তে শুচি হইয়া সমাহিতভাবে ধূপ, দীপ, অগ্নি, কাষ্ঠ ও তর্পণ দ্বারা আমার পূজা করত ক্ষীর, খণ্ড, আজ্য, ও বিবিধ ভোজ্য, দ্বারা ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলে তাহাদের ত্রিভুবনে কিছুই দুর্ল

কিঞ্চিন্নিমু লোকেষু বিদ্যতে। ধনধান্যধরৈশ্বর্য্যপুত্রদারাদিসম্পদাম্ ॥ ২৪ ॥ প্রাপ্নুন্তে বিবিধা ভোগা দেবানামপি দুর্লভাঃ। শত্রুতো ন ভয়ং তেষাং দস্যুভ্যো বা ন রাজতঃ ॥ ২৫ ॥ ন শস্ত্রানলতোয়ৌঘাৎ কদাচিৎ সম্ভবিষ্যতি। দীর্ঘায়ুর্বুদ্ধিমাল্লোকে উষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ ॥ ২৬ ॥ সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা মৃতঃ শিবপুরং ব্রজেৎ। এবং ব্যাস পুরীং প্রাপ্য রম্যাং চোজ্জয়িনীং শুভাম্ ॥ ২৭ ॥ সমাশ্রিতা তদা দেবী সততং বিন্ধ্যবাসিনী। তস্মিংস্তীর্থে নরঃ স্নাত্বা সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ২৮ ॥ স্ত্রিয়ো বা রজোদোষার্ত্তা বন্ধ্যাঃ কাকবন্ধ্যাদিকাঃ। দুর্ভগাঃ শীলহীনাশ্চ সর্ব্বকামবিবর্জ্জিতাঃ ॥ ২৯ ॥ বিমলোদেহপি তাঃ স্নাত্বা দৃষ্ট্বা বৈ বিন্ধ্যবাসিনীম্। মুচ্যন্তে সর্ব্বদোষৈস্তা নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৩০ ॥ অপুত্রাঃ প্রাপ্নুয়ুঃ পুত্রান্ কন্যা বীরপতিং বরম্। প্রাপ্যতে সর্ব্বসৌভাগ্যং সর্ব্বকামবরপ্রদম্ ॥ ৩১ ॥ বিদ্যাবান্ জায়তে বিপ্রঃ ক্ষত্রিয়ো বিজয়ী ভবেৎ। বৈশ্যশ্চ বহুলাভাঢ্যঃ শূদ্রঃ সুখমথাপ্নুতে ॥ ৩২ ॥ কথাং পুণ্যবতীমেতাং সর্ব্বকামবরপ্রদাম্। পঠন্ বাপ্যথবা শৃণ্বন্ গোসহস্রফলং লভেৎ ॥ ৩৩ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে বিন্ধ্যবাসিনীবিমলোদতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম পঞ্চপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ॥ ৫৫ ॥

ষট্‌পঞ্চাশোহধ্যায়ঃ।

সনৎকুমার উবাচ। তীর্থমন্যতরং ব্যাস ক্ষাতাসঙ্গমসম্ভবম্। যত্র তু স্নানমাত্রেণ মহাপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ১ ॥ অমা বৈ শনিবারেণ যদায়াতি সমাহিতঃ। পিতৄনুদ্দিশ্য যঃ কুর্য্যাচ্ছ্রাদ্ধং চৈব তিলোদকম্ ॥ ২ ॥ পশ্যেচ্ছনৈশ্চরং দেবং স্থাবরং লিঙ্গমুত্তমম্। তস্য শানৈশ্চরী পীড়া ন ভবেত্তু কদাচন ॥ ৩ ॥ ব্যাস উবাচ। মহাতীর্থং সমাখ্যাতং মহাকালবনে শুভে। ভূয়স্তু শ্রোতুমিচ্ছামি বিস্তরেণ তপোধন ॥ ৪ ॥ সনৎকুমার উবাচ। শ্রূয়তাং ভো দ্বিজশ্রেষ্ঠ কথা পৌরাণিকী শুভা। যস্যাঃ শ্রবণমাত্রেণ মহাপাপক্ষয়ো ভবেৎ ॥ ৫ ॥ রেবা চর্ম্মণ্বতী ক্ষাতা তিস্রো নদ্যঃ পুরানঘ। জাতাস্ত্রৈলোক্যপাবন্যো ভুবি চামরকণ্টকাৎ ॥ ৬ ॥ পুণ্যাঃ পুণ্যজলা রম্যাঃ পবিত্রাঃ পাপহারকাঃ। পুনস্যাঃ সর্ব্বলোকা-

থাকে না এবং সে ধন-ধান্যময় ঐশ্বর্য্য ও পুত্রদারাদি সম্পদের সহিত দেবদুর্লভ বিবিধ ভোগ উপভোগ করিয়া থাকে। কদাচ তাহার শত্রু, দস্যু, রাজা, শস্ত্র, অনল ও তোয়রাশি হইতে ভয় হয় না এবং ঐ স্থানে বাস করিয়া সে দীর্ঘায়ু, বুদ্ধিমান ও পাপমুক্ত হইয়া জীবনান্তে শিবলোকে গমন করিয়া থাকে। হে ব্যাসদেব! এইরূপে দেবী বিন্ধ্যবাসিনী রম্যা উজ্জয়িনী পুরী আশ্রয় করেন। এই তীর্থে নর স্নান করিয়া সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্তি লাভ করে। নারীগণ রজোদোষার্ত্তা, বন্ধ্যা, কাকবন্ধ্যা, দুর্ভগা, শীলহীনা, ও সর্ব্বকামবর্জ্জিতা হইলে যদি তাহারা বিমলোদ তীর্থে স্নান ও বিন্ধ্যবাসিনীকে দর্শন করে, তাহা হইলে সর্ব্বদোষ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া থাকে; এ বিষয়ে বিচার করিবার কিছুই নাই। অপুত্রা পুত্র ও কন্যা বীরপতি এবং সর্ব্বকামপ্রদ সৌভাগ্য লাভ করে। ঐ তীর্থসেবী ব্যক্তি বিপ্র হইলে বিদ্বান, ক্ষত্রিয় হইলে বিজয়ী, বৈশ্য হইলে বহুলাভান্বিত, এবং শূদ্র হইলে বহু সুখ লাভ করিয়া থাকে। এই পুণ্যবতী কথা সর্ব্বকাম-বরপ্রদা; ইহা পাঠ ও শ্রবণ করিলে গোসহস্রপ্রদানের ফল লাভ হইয়া থাকে। ২১—৩৩।

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৫৫।

ষট্‌পঞ্চাশ অধ্যায়।

সনৎকুমার বলিলেন,—হে ব্যাসদেব! যেখানে স্নান করিলে মহাপাপ হইতে মুক্তি লাভ করা যায়, ক্ষাতা-সঙ্গম-সম্ভব এরূপ এক তীর্থের বিষয় শ্রবণ করুন। যে মানব শনিবার অমাবস্যায় সমাহিতভাবে এই তীর্থে আগমন করিয়া পিতৃউদ্দেশে শ্রাদ্ধ-তিলোদক প্রদানান্তে দেব শনৈশ্চর ও উত্তম স্থাবর লিঙ্গকে দর্শন করে, সে কদাচ শনিগ্রহ-জনিত পীড়া লাভ করে না। ব্যাস বলিলেন,—হে তপোধন! মহাকালবনের অনেক মহাতীর্থের কথা আপনি কীর্ত্তন করিলেন বটে, কিন্তু আমি পুনরায় তাহা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিতেছি। সনৎকুমার বলিলেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! যাহা শ্রবণ করিলে মহাপাপক্ষয় হয়, আমি সেইরূপ পৌরাণিকী কথা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। পূর্ব্বে রেবা, চর্ম্মণ্বতী, ও ক্ষাতানদী ইহারা অমরকণ্টক হইতে ভূতলে ত্রৈলোক্যপাবনীরূপে জন্মগ্রহণ করে। ঐ নদীত্রয় পুণ্যা, পুণ্যজলা, রম্যা, পবিত্রা, পাপহরা, এবং স্নান ও পানে

নাং স্নানাৎ পানাত্তথাপগাঃ ॥ ৭ ॥ একদোপবনে রম্যে মান্ধাতৃক্ষেত্র উত্তমে। মিথো রমন্তি সংহৃষ্টাঃ পরস্পরজিগীষয়া ॥ ৮ ॥ কিঞ্চিদ্দোষপ্রসঙ্গেন মিথো ভেদো হ্যজায়ত। রেবাসঙ্গং পরিত্যজ্য ক্ষাতা ভিত্ত্বা বিন্ধ্যগিরিং বরম্‌ ॥ ৯ ॥ মহাকালবনে রম্যে সমায়াতা সরিদ্বরা। যত্র শিপ্রা মহাপুণ্যা পুরী হ্যেষামরাবতী ॥ ১০ ॥ সর্ব্বতীর্থবরং শ্রেষ্ঠং নাম্না রুদ্রসরঃ স্মৃতম্‌। ভুক্তিমুক্তিপ্রদং নিত্যং সিদ্ধর্ষিগণ-সেবিতম্‌ ॥ ১১ ॥ তত্রাগত্য পুরা ক্ষাতা শিপ্রাসঙ্গং সমাশ্রিতা। তত্র তীর্থং পরং জাতং ক্ষাতাসঙ্গম-সংজ্ঞিতম্‌। যত্র ধৃতরজা জাতঃ সদ্যঃ প্রোক্তো বিভাবসুঃ ॥ ১২ ॥ ব্যাস উবাচ। কথং সূর্য্যস্ত্বয়া প্রোক্তো বিরজো হ্যভবৎ পুরা। এতদ্বেদিতুমিচ্ছামি ত্বত্তো ব্রহ্মবিদাং বর ॥ ১৩ ॥ সনৎকুমার উবাচ। পুরানুসূর্য্যাং সাবিত্রীং ত্বষ্টা স্বতনয়াং দদৌ ॥ ১৪ ॥ পতিধর্ম্মরতা নিত্যং সিষেবে লোকচক্ষুষে। তস্যাং বৈ মিথুনং জজ্ঞে লোকসাক্ষিবিভাবসোঃ ॥ ১৫ ॥ যমো বৈবস্বতো জাতো যমুনা লোকপাবনী। ততস্ত্বষ্টাব্রবীচ্ছায়াং স্বকীয়াং সুনৃতাং গিরম্‌ ॥ ১৬ ॥ মিথুনং মে তবোৎসঙ্গে ধৃতং ত্বং পরিপালয়। তাবদেবমিহ চ্ছায়ে যাবৎপিতুর্গৃহেচরী ॥ ১৭ ॥ রবিভক্তিরতা নিত্যং চর ত্বং মম বেশ্মনি। নো বাচ্যোহং কদা চ্ছায়ে পিতুর্বেশ্মগতা রবেঃ ॥ ১৮ ॥ এবং সা সময়ং কৃত্বা সাবিত্রী হ্যগমত্তদা। পিতুর্বেশ্মগতা বালা সবিতুর্ভয়বিহ্বলা ॥ ১৯ ॥ পিত্রা নিবারিতা সদ্যো বড়বারূপধারিণী। বিচচার বনে রম্যে বহুলোদক-শাদ্বলে ॥ ২০ ॥ একদা যাচিতা তেন বৈবস্বতেন বুভুক্ষতা। নোদনং বৈ তয়া দত্তং যাঃ য়ামাস তৎ-ক্ষণাৎ ॥ ২১ ॥ তদা পদা হতা তেন চ্ছায়া তং চ শশাপ হ। যতস্ত্বং মে পদাঘাতং কৃতবান বাল-ভাবনাৎ ॥ ২২ ॥ তস্মাত্ত্বং চ পদা খঞ্জো ভবিষ্যসি ন সংশয়ঃ। এবং শপ্তো রুজাক্রান্তো বিললাপ শুচার্দ্দিতঃ ॥ ২৩ ॥ এতস্মিন্নন্তরে ব্যাস পরিভূয় বসুন্ধরাম্‌। ভাবয়ন্ সকলাল্লোকান্ গ্রহচারী বিভা-বসুঃ ॥ ২৪ ॥ দৃষ্ট্বা চ তনয়ং পঙ্গুমিত্যুবাচ বিভা-বসুঃ। কিমিদং বৎস তে কষ্টং কুতঃ প্রাপ্তং ত্বয়ানঘ ॥ ২৫ ॥ ইতি পৃষ্টো যদা তেন সবিত্রা লোক-

সর্ব্বলোক-পাবনী। একদা ইহারা রম্য উপবন মান্ধাতৃক্ষেত্রে হৃষ্টান্তঃকরণে জিগীষায় পরস্পর ক্রীড়া করে। এই অবস্থায় কিঞ্চিৎ দোষ প্রসঙ্গে তাহাদের পরস্পরভেদ উপস্থিত হইল। তাহার ফলে ক্ষাতা রেবাসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া বিন্ধ্যা-গিরি বিদারণপূর্ব্বক—যেখানে মহাপুণ্যা শিপ্রা ও অমরাবতী পুরী বিরাজিতা, সেই রম্য মহা-কালবনে আসিয়া উপস্থিত হইল। ঐ স্থানে সর্ব্বতীর্থশ্রেষ্ঠ ভুক্তিমুক্তিপ্রদ সিদ্ধর্ষিগণ-সেবিত রুদ্র-সরোবর বর্ত্তমান। ঐ স্থানে আগমন করিয়া ক্ষাতা পূর্ব্বেই শিপ্রাসঙ্গ লাভ করে। তাহাতে ঐ স্থানে ক্ষাতাসঙ্গম নামক উত্তম তীর্থ প্রাদুর্ভূত হইল। ঐ স্থানে বিভাবসু সদ্য ধৃতরজা হইয়াছিলেন। ব্যাস বলিলেন,—সূর্য্য বিরজা হইয়াছিলেন আপনি একথা বলিলেন, পরন্তু ইহা কি প্রকার? আমি তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি। সনৎকুমার বলিলেন,—পূর্ব্বে ব্রহ্মা স্বতনয়া সূর্য্যানুরাগিণী সাবিত্রীকে তাঁহার করে সম্প্রদান করেন। পতিধর্ম্মরতা সাবিত্রী নিত্য লোকচক্ষু সবিতার সেবা করিলেন। তাহার ফলে সাবিত্রীতে বিভাবসু হইতে যম ও যমুনা জন্ম গ্রহণ করিলেন। তখন সাবিত্রী ছায়াকে সুনৃত বাক্যে বলিলেন,—হে ছায়ে! যতদিন আমি পিতৃগৃহে থাকি, ততদিন তুমি এই মিথুন পরিপালন কর। ইহাদিগকে আমি তোমার ক্রোড়ে প্রদান করিলাম। তুমি পতি-ভক্তিরতা হইয়া আমার ভবনে ধর্ম্মাচরণ কর। আমি পিতৃগৃহে বাস করিতেছি, তুমি ইহা রবিকে কদাচ বলিও না।১—১৮। সাবিত্রী ছায়াকে এইরূপ বলিয়া ভয়ে ভয়ে পিতৃভবনে গমন করিলেন। তিনি পিতৃভবনে আগমন করিয়া পিতামহ কর্ত্তৃক নিবারিত হইলেন। তখন তিনি বড়বারূপ ধারণ করিয়া বহুঘাস-জলশালী রম্য বনে বিচরণ করিতে লাগিলেন। একদা বৈবস্বত ক্ষুধার্ত্ত হইয়া ছায়ার নিকট অন্ন প্রার্থনা করিলে ছায়া তাঁহাকে তৎ-ক্ষণাৎ অন্ন প্রদান করিতে পারে নাই বলিয়া সে ছায়াকে পদাঘাত করে। পাদাহতা হইয়া ছায়া তখন তাহাকে এই বলিয়া শাপ দেয়,—যে হেতু তুমি আমাকে বালভাবে পদাঘাত করিলে, অতএব তুমি খঞ্জ হইবে ইহাতে কোন সংশয় নাই। যম তখন ছায়া কর্ত্তৃক শপ্ত হইয়া বিলাপ করিতে লাগিল। ইত্যবসরে গ্রহচারী বিভাবসু ত্রিলোক উদ্ভাসিত ও তেজে বসুন্ধরাকে পীড়িত করিয়া তনয়কে পঙ্গু দর্শন করত বলিলেন,—অয়ি বৎস! তোমার এ কি হইয়াছে, তোমার এই কষ্টের কারণ কি? পিতা সবিতা এইরূপ

ভাস্বতা। উবাচ গদ্গদাং বাচং যমঃ সংযমিনী-
পতিঃ॥২৬॥ প্রাতরাশায় মে নাথ যাচিতং মাতু-
রন্তিকাৎ। নো দত্তং ভোজনং ক্ষিপ্রং বালভাবেন
তাড়িতা॥২৭॥ পাদৌ মে গলিতৌ সদ্যো মাতুঃ
শাপপরাভবৌ। তচ্ছ্রুত্বা মোহমাপন্নো রবির্ধ্যান-
পরায়ণঃ॥২৮॥ বিচিত্রমিদমাখ্যাতং মাতুঃ শাপস্য
কারণম্। এবং ধ্যাত্বা চিরং কালং জ্ঞাতবান্ রবি-
রংশুমান্॥২৯॥ নেয়ং সা রুচিরাপাঙ্গী ত্বষ্টী
লোকস্য পাবনী। কেয়ং বা কুত আয়াতা কাসি
ত্বং চ শুচিস্মিতে॥৩০॥ ছায়োবাচ। নাহং সূর্য্যা
মহারাজ ছায়া তস্যাঃ স্বসম্ভবা। গতা বৈ সা পিতু-
র্গেহে বারিতাহং ত্বয়ানঘ॥৩১॥ সবিত্রে নৈব
বক্তব্যং ছায়ে কিঞ্চিৎ কথঞ্চন। এষ মে সময়ো নাথ
তেনাহং মৌনমাস্থিতা॥৩২॥ তচ্ছ্রুত্বা ভগবাংস্ত্বষ্টুঃ
সমীপং রোষমাস্থিতঃ। জগাম সহসা ভানুর্বহুরোষ-
সমন্বিতঃ॥৩৩॥ তং দৃষ্ট্বা সহসোত্থায় ত্বষ্টা লোক-
পিতামহঃ। পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয়ঞ্চ মধুপর্কৈরপূজয়ৎ॥
৩৪॥ নত্বা পাদৌ পরিক্রম্য বহুমানপুরঃসরম্।
উবাচ মধুরয়া বাচা প্রিয়ন্তে করবাম কিম্॥৩৫॥
রবিরুবাচ। ক্ব সানুসূর্য্যা সাবিত্রী মমানুপ্রিয়-
কারিণী। আগতা তে গৃহং তাত মম মার্গানু-
মোদিনী॥৩৬॥ ত্বষ্টোবাচ। ন জানীমো বয়ং
তাত প্রিয়া মে ক্ব গতা সুতা। ইত্যুক্তে বচনে
ত্বষ্ট্রা রবির্দুশ্চিন্তমানসঃ॥৩৭॥ কিং করোমি ক্ব
গচ্ছামি ক্ব চ প্রিয়তরা মম। ইতি সম্ভাষমাণে তু
ত্বষ্টা বাক্যমথাব্রবীৎ॥৩৮॥ তব তেজঃপরিভ্রষ্টা
ভগ্না কাসি গতাবলা। যদি তে বল্লভা ভার্য্যা
তেজস্তং পরিশাময়॥৩৯॥ সূর্য্য উবাচ। যদ্যেবং
দুঃসহং তেজো মম পূর্ব্বপিতামহ। তদা তে রোচতে
সম্যগ্ যথা স্যাদ্বৈ তথা কুরু॥৪০॥ ইতি সূর্য্যবচঃ
শ্রুত্বা শাণং কৃত্বা সুদর্শনম্। ত্বষ্টিতঃ ক্ষুরধারেণ
লঘীয়ান্নির্ম্মলোঽভবৎ॥৪১॥ তস্য ত্বষ্টিতমাত্রেণ
ত্বষ্টা চক্রে বিবস্বতঃ। শাণং সুদর্শনং চক্রং সৈকতা
মণিজাতয়ঃ॥৪২॥ তদা ত্বষ্টাব্রবীদ্বাক্যং মধুরং
সূর্য্যসন্নিধৌ। মহাকালবনে রম্যে বড়বারূপ-

জিজ্ঞাসা করিলে সুত রবিসুত তখন গদগদ
কণ্ঠে বলিলেন,—পিতঃ! আমি মাতার নিকট
প্রাতরাশ প্রার্থনা করিলে তিনি আমাকে তাহা
দিলেন না। এ জন্য আমি বাল-সুলভ চপলতার
বশীভূত হইয়া তাঁহাকে তাড়না করিয়াছিলাম।
তাই তিনি আমাকে শাপ দিয়াছেন, সেই শাপ-
প্রভাবে আমার পাদদ্বয় গলিয়া পড়িয়াছে। বাল
পুত্রের প্রতি মাতার শাপবাণী শ্রবণপূর্ব্বক তিনি
মুগ্ধ হইয়া ধ্যানস্থ অবস্থায় এইরূপ সত্য তত্ত্ব
অবগত হইলেন,—এ সেই রুচিরাপাঙ্গী বিধাতৃ-
নন্দিনী নহে। এ কে, কোথা হইতে বা আগমন
করিল! এইরূপ বিতর্ক করিয়া সবিতা সেই
ছায়াকে জিজ্ঞাসিলেন,—হে শুচিস্মিতে! তুমি কে?
এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া ছায়া বলিল,—মহারাজ!
আমি আপনার অনুগতা নহি। আমি সাবিত্রীর
ছায়া। তিনি আপনাকে বলিতে নিষেধ করিয়া
পিতৃগৃহে গমন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছিলেন,
—ছায়ে! তুমি কোন প্রকারে কিঞ্চিন্মাত্রও
আমার পিত্রালয়-যাত্রার কথা বলিও না। পূর্ব্বে
আমি তাঁহার নিকট প্রতিশ্রুত ছিলাম বলিয়া
আপনাকে না বলিয়া মৌনাবলম্বন করিয়াছিলাম।
তৎশ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া সবিতা সহসা বিধাতৃভবনে
গমন করিলেন। বিধাতা তাঁহাকে দেখিয়া সহসা
গাত্রোত্থান করত পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয় ও
মধুপর্ক প্রদানে অর্চ্চনা করিলেন। পরে নমস্কার
ও বহুমানপুরঃসর প্রদক্ষিণ করিয়া মধুর বাক্যে
বলিলেন,—আপনার কি করিব বলুন। তখন রবি
বলিলেন,—আমার প্রিয়কারিণী সাবিত্রী কোথায়?
শুনিলাম,—এখানে আগমন করিয়াছে। ত্বষ্টা
বলিলেন,—তাত! আমার প্রিয় পুত্রী কোথায়
গমন করিয়াছে, এ বিষয়ে আমি ত কিছুই অবগত
নহি। বিধাতা এই কথা বলিলে রবি তখন
চিন্তিত-মানসে—কি করি, কোথায় যাই, আমার
প্রিয়া কোথায় গেল? এই বলিয়া বিলাপ করিতে
থাকিলে ত্বষ্টা বলিলেন,—সম্ভবতঃ তোমার তেজ
সহিতে না পারিয়া অধুনা কোথায় গমন করিয়াছে।
সে তোমার যদি বল্লভা ভার্য্যা হয়, তাহা হইলে
তুমি তোমার তেজ কিছু কমাইয়া লও। ৯—৩৯।
সূর্য্য বলিলেন,—হে পিতামহ! যদি আপনি আমার
তেজ এরূপ দুঃসহ বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে
আপনি ইহার প্রতিকার যেরূপ মনে করেন,
তাহা করুন। সবিতার বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক বিধাতা
সুদর্শনকে শাণ করিয়া তদ্দ্বারা সূর্য্যকে ঘর্ষণ
করিতে লাগিলেন। তাহাতে সূর্য্য লঘু এবং নির্ম্মল
হইলেন। ত্বষ্টা সূর্য্যঘর্ষণে সুদর্শনকে শাণ ও
মণিসমূহকে সিকতা করিলেন এবং সূর্য্যকে
বলিলেন,—আপনি শীঘ্র মহাকালবনে গমন

ধারিণী ॥ ৪৩ ॥ গৃহ্যতাং ভোঃ সুরশ্রেষ্ঠ শীঘ্রং গত্বা তু শাদ্বলে। যত্র শিপ্রা সরিচ্ছ্রেষ্ঠা যত্র ক্ষাতা সমাগতা ॥ ৪৪ ॥ উভয়োঃ সঙ্গমো যত্র তত্র মুক্তির্ন সংশয়ঃ। তত্র তাং সুভগাং পত্নীং প্রাপ্স্যসি ত্বং ন সংশয়ঃ ॥ ৪৫ ॥ ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা সবিতা সর্ব্বতাপনঃ। তত্রাগমদ্বনং যত্র মহাকালস্য পাবনম্ ॥ ক্ষাতাসঙ্গমসংযুক্তা যত্র শিপ্রা পয়স্বিনী। তত্র ভুক্তিশ্চ মুক্তিশ্চ ধনধান্যসমাগমঃ ॥ ৪৭ ॥ তত্রাগত্য প্রিয়াং ভার্য্যাং বড়বারূপধারিণীম্। দদর্শ তাং পুনঃ শ্যামাং হরিরূপধরো হরিঃ ॥ ৪৮ ॥ নাসিকাঘ্রাণমাত্রেণ যত্র জাতৌ সুতাবুভৌ। দর্শনীয়ৌ সুরূপাঙ্গৌ ভিষজৌ তৌ দিবৌকসাম্ ॥ ৪৯ ॥ ছায়া চ সুষুবে তত্র মিথুনং দ্বিজসত্তম। তাপীং শনৈশ্চরং চৈব সর্ব্বলোকপ্রতাপনম্ ॥ ৫০ ॥ শনিযোগে যদামা বৈ জায়তে সর্ব্বকামদা। তদা স্নানং চ দানং চ শ্রাদ্ধং চৈব তু কারয়েৎ ॥ ৫১ ॥ তস্য হস্তগতা লক্ষ্মীর্জায়তে সর্ব্বদা ভুবি। ক্ষাতা সঙ্গমে নরঃ স্নাত্বা দানং দত্ত্বা চ শক্তিতঃ ॥ ৫২ ॥ স্থাবরেশং সমভ্যর্চ্চ্য তস্য পাপক্ষয়ো ভবেৎ। সৌরিঃ শনৈশ্চরো মন্দঃ কৃষ্ণোঽনন্তোঽন্তকো যমঃ ॥ ৬৩ ॥ পিঙ্গশ্ছায়াসুতো বক্রঃ স্থাবরঃ পিপ্পলায়নঃ। এতানি শনিনামানি প্রাতঃকালে পঠেন্নরঃ ॥ ৫৪ ॥ তস্য শানৈশ্চরী পীড়া ন ভবেত্তু কদাচন। যমধর্ম্মোঽপি চাত্রৈব তপস্তেপে সুদুস্তরম্ ॥ ৫৫ ॥ যজ্ঞকুণ্ডোত্তরে ভাগে যত্র তিষ্ঠতি মারুতিঃ। ধর্ম্মসরেতি বিখ্যাতং নাম্না তত্তীর্থমুত্তমম্ ॥ ৫৬ ॥ যত্র সিদ্ধিং পরাং প্রাপ্তস্তপসা পবনাত্মজঃ। তস্মিংস্তীর্থে নরঃ স্নাত্বা দত্ত্বা বৈ কাংস্যভাজনম্ ॥ ৫৭ ॥ সবাসোমণিমুক্তাভিঃ কাঞ্চনালঙ্কৃতং বরম্। ব্রাহ্মণেভ্যঃ স্বলঙ্কৃত্য বেদবিদ্ভ্যশ্চ সাদরম্ ॥ ৫৮ ॥ মাতৃলোকং সমুত্তীর্ণো ব্রহ্মলোকে মহীয়তে। শ্রাবণে মাস্যুভে পক্ষে একাদশ্যান্তু যো নরঃ ॥ ৫৯ ॥ ধর্ম্মতীর্থে সদাচারী স্নানদানাদিকাঃ ক্রিয়াঃ। করোতি সততং তস্য বিষ্ণুলোকঃ সনাতনঃ ॥ ৬০ ॥ চ্যবনাশ্রমে নরঃ স্নাত্বা চ্যবনেশ্বরং বিলোকয়েৎ। যত্র সিদ্ধিং গতৌ পুণ্যাবশ্বিনৌ ভিষজাং বরৌ ॥ ৬১ ॥ চ্যবনস্য প্রসাদেন দেবপঙ্‌ক্তিমবাপতুঃ। চ্যবনেন পুরা দৃষ্টিঃ প্রাপ্তা বৈ দেবভেষজাৎ ॥ ৬২ ॥ তস্মিংস্তীর্থে দ্বিজশ্রেষ্ঠ দিব্যদৃষ্টির্ভবেন্নরঃ। অত্রৈব প্রাপ্ত-

করুন। সাবিত্রী বড়বারূপ ধারণ করিয়া তত্রত্য শাদ্বল ক্ষেত্রে গমন করিয়াছে। হে সুরশ্রেষ্ঠ! আপনি সেখানে গিয়া তাহাকে গ্রহণ করুন। ঐস্থানে সরিদ্বরা শিপ্রা ক্ষাতার সহিত মিলিত হইয়াছে। ঐ সঙ্গমে মুক্তি নিশ্চিত। আপনি ঐ স্থানে আপনার সুভগা পত্নীকে লাভ করিবেন, ইহাতে কোন সংশয় নাই। সবিতা বিধাতার বাক্য শুনিয়া—যেখানে পবিত্র মহাকালবন বিরাজিত, যেখানে স্রোতস্বতী ক্ষাতা শিপ্রার সহিত মিলিত, যেখানে ভুক্তি-মুক্তি ও ধন-ধান্যসম্পদ্ নিত্য বিরাজিত সেই স্থানে আগমন করিয়া বড়বারূপধারিণী ভার্য্যাকে দর্শন করিলেন। তিনি হয়রূপ ধারণ করিয়া তাহার নাসিকাঘ্রাণ করিলে ঐ স্থানে যমজ সন্তান উৎপন্ন হইল। ঐ সুতযুগল দর্শনীয় ও সুকুমারাঙ্গ-সম্পন্ন হইল। উহারাই দেবতাদিগের ভিষক্। হে দ্বিজ-সত্তম! ঐ স্থানে ছায়াও এক পুত্র ও এক কন্যা প্রসব করে। উহাদের এক জনের নাম তাপী ও অন্যের নাম শনৈশ্চর। ঐ শনৈশ্চর সর্ব্বলোক-প্রতাপন। শনিবার অমাবস্যায় ঐ স্থানে স্নান-দান ও তপস্যা করিলে, লক্ষ্মী তাহার হস্তগতা হয়। নর ক্ষাতা-সঙ্গমে স্নান, শক্ত্যনুসারে দান ও স্থাবরেশের পূজা করিলে, তাহার সর্ব্ব পাপ ক্ষয় হয়। সৌরি, শনৈশ্চর, মন্দ, কৃষ্ণ, অনন্ত, অন্তক, যম, পিঙ্গ, ছায়াসুত, বক্র, স্থাবর, ও পিপ্পলায়ন, এই সকল শনিনাম প্রাতঃকালে যে নর পাঠ করে, তাহার শনিজনিত পীড়া হয় না। ৪০—৫৫। ধর্ম্মরাজ যমও এই স্থানে সুদুশ্চর তপস্যা করেন। সেখানে যজ্ঞকুণ্ডের উত্তরদিকে মারুতি বাস করিয়া থাকেন, ঐ তীর্থকে ধর্ম্মসর বলে। ঐ স্থানে পবনাত্মজ পরম সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। ঐ তীর্থে স্নান করিয়া নর যদি বাস, মণি, মুক্তা ও কাঞ্চনপরিপূরিত কাংস্যপাত্র অলঙ্কৃত করিয়া বেদবিৎ ব্রাহ্মণকে সাদরে প্রদান করে, তাহা হইলে সে মাতৃলোক উত্তীর্ণ হইয়া ব্রহ্মলোকে পূজিত হয়। শ্রাবণ মাসের উভয় পক্ষীয় একাদশীতে যে নর, সদাচারী হইয়া ধর্ম্মতীর্থে স্নান-দানাদি ক্রিয়া করে, সনাতন বিষ্ণুলোক তাহার নিশ্চিত। নর চ্যবনাশ্রমে স্নান করিয়া চ্যবনেশ্বরকে দর্শন করিবে। ঐ স্থানে অশ্বিনীকুমার-যুগল চ্যবনের প্রসাদে সিদ্ধি ও দেব-পঙ্‌ক্তি লাভ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে চ্যবন ঐ স্থানে দেবভিষক্ হইতে দৃষ্টিলাভ করিয়াছিলেন। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! ঐ স্থানে নর দিব্যদৃষ্টি লাভ

বান্ সূর্য্যঃ সাগ্নিহোত্রাশ্রমং পরম্। ৬৩। অগ্নুস্থ্যাং মহাভাগাং সাবিত্রীং লোকবিশ্রুতাম্। সূর্য্যলোকং সমাসাদ্য বুভুজে বিপুলাং শ্রিয়ম্। ৬৪। তস্মাদ্ব্যাস পরং তীর্থং ক্ষাতাসঙ্গমসংজ্ঞিতম্। সর্ব্বপাপহরং পুণ্যং সর্ব্বকামবরপ্রদম্। ৬৫। য এতান্তু কথাং পুণ্যাং শৃণোতি ভুবি ভক্তিতঃ। পঠেদ্বা প্রাতরুত্থায় তস্য পুণ্যফলং শৃণু। ৬৬। কপিলা-গোসহস্রেণ ফলং ভবতি পর্ব্বণি। তৎফলং সমবাপ্নোতি নাত্র কার্য্যা বিচারণা। ৬৭।

ইতি শ্রীস্কান্দে ক্ষাতাসঙ্গমমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ষট্পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ। ৫৬।

সপ্তপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

সনৎকুমার উবাচ। শৃণু ব্যাস প্রবক্ষ্যামি তীর্থমেকমতঃ পরম্। তীর্থানামুত্তমং তীর্থং গয়া নামেতি নামতঃ। ১। তত্র স্নাত্বা নরো নিত্যং মুচ্যতে চ ঋণত্রয়াৎ। দেবান্ পিতৄন সমভ্যর্চ্চ্য বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি। ২। ব্যাস উবাচ। কীকটেষু গয়া পুণ্যা নদী পুণ্যা পুনঃপুনা। চ্যবনস্যাশ্রমঃ পুণ্যঃ পুণ্যো রাজগিরিস্তথা। ৩। স কথং বিদিতো দেশে মহাকালবনে শুভে। এতদ্বেদিতুমিচ্ছামি বিস্তরেণ তপোধন। ৪। সনৎকুমার উবাচ। শৃণু ব্যাস কথাং পুণ্যাং পবিত্রাং পাপহারিণীম্। যস্যাঃ শ্রবণমাত্রেণ পিতরো যান্তি সদ্গতিম্। ৫। পুরা কৃতযুগে পুণ্যে যুগাদিদেবনামতঃ। রাজাসীৎ স তু ধর্ম্মাত্মা পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তনঃ। ৬। তস্য পালয়তঃ সম্যক্ প্রজাঃ পুত্রানিবৌরসান্। বভূবুঃ সর্ব্বসম্পন্না বর্দ্ধমানাঃ সমন্ততঃ। ৭। ধর্ম্মশ্চতুষ্পদো নিত্যং যস্মিন্ রাজ্ঞি প্রশাসতি। কালবর্ষী চ পর্জ্জন্য ঋতবঃ স্বাঙ্গচারিণঃ। ৮। বহুশস্যফলা পৃথ্বী গাবশ্চ বহুদুগ্ধদাঃ। বেদবাদরতা বিপ্রাঃ ক্ষত্রিয়া বাহুশালিনঃ। ৯। বৈশ্যা ধনপরা নিত্যং শূদ্রাঃ শুশ্রূষণে রতাঃ। বর্ণাশ্রমরতাঃ সর্ব্বে সর্ব্বে ধর্ম্মোপদেশকাঃ। ১০। শ্রুতিস্মৃতিপরো ধর্ম্মো হৃষ্টপুষ্টজনাকরঃ। নাধিব্যাধ্যভিভূতশ্চ লক্ষ্যতে কোঽপি মানবঃ। ১১। দুঃশীলা দুর্ভগা নারী বিধবা নৈব লক্ষ্যতে। বহুপুত্রাল্পপুত্রা চ মৃতপুত্রা ন বন্ধ্যকা। ১২। রূপশীলগুণোপেতা পতিব্রতপরা-

করে। ঐ স্থানে সূর্য্য অগ্নিহোত্রাশ্রম লাভ করিয়া মহাভাগা সাবিত্রীকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং পরে স্বীয় লোকে গমন করিয়া বিপুল আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন। হে ব্যাস! ক্ষাতাসঙ্গম নামক তীর্থ সর্ব্বপাপহর ও সর্ব্বকামপ্রদ। যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক এই পুণ্য কথা শ্রবণ করে, এবং প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া পাঠ করে, তাহার পুণ্যফল শ্রবণ করুন,—ঐ স্থানে পর্ব্বদিবসে কপিলা গো-সহস্র দান করিলে যে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, সে ব্যক্তির তৎসম ফল লাভ হইয়া থাকে, এ বিষয়ে বিচার করিবার আবশ্যক নাই। ৫৬—৬৭।

ষট্পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৫৬।

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায়।

সনৎকুমার বলিলেন,—হে ব্যাস! গয়ানামক এক উত্তম তীর্থের কথা বলিতেছি, আপনি শ্রবণ করুন;—নর ঐ তীর্থে স্নান করিয়া দেব ও পিতৃলোকের পূজা করিলে ঋণত্রয় হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া থাকে। ব্যাস বলিলেন,—কীকটে পুণ্যা গয়া, পুণ্যা পুনঃপুনা নদী, পুণ্য চ্যবনাশ্রম, ও পুণ্য রাজগিরি বিরাজিত। ঐ সকল স্থান মহাকালবনে কিরূপে বিদিত হওয়া যাইতে পারে? ইহা আমি বিস্তৃতরূপে জানিতে ইচ্ছা করি। ১—৪। সনৎকুমার বলিলেন,—হে ব্যাস। যাহা শ্রবণ করিলে পিতৃলোক সদ্গতি লাভ করেন, সেই পাপহারিণী পুণ্য কথা শ্রবণ করুন,—পূর্ব্বে সত্যযুগে যুগাদিদেব নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি ধার্ম্মিক ছিলেন। তাঁহার গুণ-গাথা শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিলে পুণ্য হয়। তিনি পুত্রনির্বিশেষে প্রজাপালন করিতে থাকিলে তাহারা বৰ্দ্ধিষ্ণু ও সর্ব্বদা সর্ব্বসম্পদে সম্পন্ন ছিল। তাঁহার শাসনকালে ধর্ম্ম চতুষ্পাদ, পর্জ্জন্য কালবর্ষী, ঋতু স্বাঙ্গচারী, পৃথ্বী বহুশস্য-ফলা, গো সকল বহুক্ষীরা, বিপ্রগণ বেদরত, ক্ষত্রিয়গণ বলশালী, বৈশ্য ধনাঢ্য, শূদ্রগণ শুশ্রূষারত, ও সকলেই বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-রত ও ধর্ম্মোপদেষ্টা ছিল। তখন ধর্ম্ম,—শ্রুতি ও স্মৃতিসঙ্গত এবং মানবগণ—হৃষ্টপুষ্ট ছিল। কোন মানবকেই তখন ব্যাধি-পীড়িত দেখা যাইত না। তখন নারীগণ দুর্ভগা, বিধবা, বহুপুত্রা বা অল্পপুত্রা মৃতপুত্রা, ও বন্ধ্যা হইত না; পরন্তু

য়ণা। নো মার্গঃ কণ্টসঙ্কীর্ণো দস্যুদোষৈশ্চ দূষিতঃ॥ ১৩॥ হূয়তাং ভুজ্যতাং শশ্বদ্দীয়তাঞ্চ গৃহেগৃহে। দয়াদানতপোহোমজপযজ্ঞক্রিয়াপরাঃ॥ ১৪॥ জনাঃ সর্ব্বত্র দৃশ্যন্তে সর্ব্বধর্ম্মপরায়ণাঃ। চতুষ্পাদচরো ধর্ম্মে হ্যধর্ম্মোঽপাদবিগ্রহঃ॥ ১৫॥ এবং রাজা স ধর্ম্মাত্মা যুগাদিদেবসংজ্ঞিতঃ। যেনেয়ং পালিতা পৃথ্বী ধর্ম্মেণ বর্দ্ধিতাঃ প্রজাঃ॥ ১৬॥ অবন্ত্যাঞ্চ পুরা ব্যাস যজ্ঞকোটিং সমাচরৎ। তস্মিন্ কালেঽতিবিক্রান্তস্তুহণ্ডো নাম দানবঃ॥ ১৭॥ তেন সর্ব্বং বশং নীতং চরাচরমিদং জগৎ। ঘোরং তপ্ত্বা তপঃ পুণ্যং ব্রহ্মলব্ধবরঃ খলঃ॥ ১৮॥ নৈব দেবা ন যজ্ঞাশ্চ বেদমার্গবিবর্জ্জিতাঃ। দেবতাপূজনং নাস্তি স্বধা স্বাহা ন দৃশ্যতে॥ ১৯॥ উৎসন্নো ধর্ম্মমার্গোঽয়ং শাশ্বতো বৈ দুরাত্মনা। নষ্টপ্রায়াঃ সুরাস্তেন কৃতাঃ সর্ব্বে দ্বিজোত্তমাঃ॥ ২০॥ ব্রহ্মাণং শরণং জগ্মুঃ পিতৃভিঃ সহ সাধুভিঃ। কিং কুর্ম্মো বা ক গচ্ছাম তুহণ্ডেন পরাজিতাঃ॥ ২১॥ ইতি শ্রুত্বা বচস্তেষাং ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ। সমুত্থায় ততঃ সর্ব্বৈর্বিষ্ণুলোকং জগাম হ॥ ২২॥ তত্র গত্বা সমারাধ্য বিষ্ণুং দেবগণৈঃ সহ। স্তুতিং পুরুষসূক্তেন বিষ্ণোরতুলতেজসঃ॥ ২৩॥ প্রচক্রুঃ সর্ব্ব এবৈতে হ্যাত্মনোঽভ্যুদয়ায় চ। তদা তেষাং শমিচ্ছন্তী বাগ্‌বাচাশরীরিণী॥ ২৪॥ শ্রূয়তাং ভোঃ সুরশ্রেষ্ঠা ভবতাং শ্রেয় উত্তমম্। যূয়ং যাত ক্ষিতৌ ক্ষিপ্রং মহাকালবনং প্রতি॥ ২৫॥ গুহ্যাদ্‌গুহ্যতরং পুণ্যং পবিত্রং পাপনাশনম্। নো যত্র মায়িনাং মায়া প্রকাশয়তি ভূতলে॥ ২৬॥ সর্ব্বতীর্থময়ং তীর্থং কোটিতীর্থবরপ্রদম্। যত্র শিপ্রা সরিচ্ছ্রেষ্ঠা সর্ব্বকামফলপ্রদা॥ ২৭॥ দৈত্যান্তকারিণী দিব্যা মহাকালী কুলেশ্বরী। কোটিকোটিগণাকীর্ণা মাতৃণাং শক্তিবর্দ্ধিনী॥ ২৮॥ যত্র গয়া মহাপুণ্যা ফল্গুশ্চৈব মহানদী। পুরুষোত্তমগিরিশ্রেষ্ঠো যত্র বুদ্ধগয়া স্মৃতা॥ ২৯॥ তথৈবাদ্যগয়া খ্যাতা ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতা। বিষ্ণোঃ ষোড়শপদীতীর্থং গদাধরবিনির্ম্মিতম্॥ ৩০॥ সর্ব্বপাপহরা পুণ্যা যত্র প্রাচী সরস্বতী। মহাসুরনদী প্রোক্তা যত্র তিষ্ঠতি পুণ্যদা॥ ৩১॥ ন্যগ্রোধশ্চাক্ষয়ো নিত্যঃ পুরা প্রোক্তো মহর্ষিণা। তত্রৈব সা শিলা প্রোক্তা প্রেতমোক্ষকরী শুভা॥ ৩২॥ তত্রৈব সন্তি তাঃ সর্ব্বা দেবতাঃ পিতৃকল্পজাঃ। সর্ব্বাক্ষরময়োঙ্কারঃ সর্ব্বদেবময়ো হরিঃ ৩৩॥ সর্ব্বতীর্থময়া দেবা

তাহারা রূপ-শীল-গুণোপেতা, ও পতিব্রত-পরায়ণা হইত। পথ সকল কণ্টকাকীর্ণ ও দস্যুদোষে দূষিত ছিল না, গৃহে গৃহে যজ্ঞ ও ‘দীয়তাং ভুজ্যতাং’ লাগিয়াই থাকিত; জনগণকে সর্ব্বত্র দয়া, দান, তপ, হোম, জপ, যজ্ঞ ও কর্ম্ম-পরায়ণ দেখা যাইত; ধর্ম্ম চতুষ্পাদে বিচরণ করিতেন; কিন্তু অধর্ম্মের পাদ ও বিগ্রহ কিছুই ছিল না। যুগাদিদেব রাজা এরূপ ধর্ম্মাত্মা ছিলেন যে, এই পৃথিবী তাঁহা কর্তৃক পালিত হইয়া সর্ব্বতোভাবে বর্দ্ধিতা হইয়াছিল। হে ব্যাসদেব! ঐ সময় অতি বিক্রান্ত তুহণ্ড নামক এক দানব অবন্তীতে কোটি যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া এই চরাচর জগৎ বশীভূত করে। সে ঘোর তপস্যা করিয়া ব্রহ্মার নিকট বর লাভ করিয়াছিল। তখন দেবগণ অদৃশ্য হইয়াছিলেন; যজ্ঞ ছিল না; সকলেই বেদমার্গ-বিবর্জ্জিত হইয়াছিল; দেবপূজা স্বাহা-স্বধা মন্ত্রোচ্চারণ এ সকল দেখা যাইত না; ঐ দুরাত্মা শাশ্বত ধর্ম্মমার্গকে উৎসন্ন দিয়াছিল; ঐ সময় সুরগণ ও দ্বিজগণ, পিতৃ ও সাধুগণের সহিত বিনষ্টপ্রায় হইয়া ব্রহ্মার শরণ গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন,—আমরা কি করিব? কোথায় যাইব? তুহণ্ড কর্তৃক আমরা পরাজিত হইয়াছি। তাঁহারা এইরূপ বলিলে লোক-পিতামহ ব্রহ্মা তাহা শ্রবণ করিয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক দেবগণের সহিত মিলিত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করিলেন। সেখানে যাইয়া তাঁহারা বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিয়া পুরুষসূক্ত দ্বারা আপনাদের অভ্যুদয়ের নিমিত্ত তাঁহার স্তব করিলেন। এমন সময় দেবগণের মঙ্গলদায়িনী অশরীরিণী বাণী বলিল,—হে সুরগণ! যেখানে মায়াবাদিগের মায়া প্রকাশ পায় না; যেখানে সর্ব্বতীর্থময় বরপ্রদ কোটিতীর্থ বিরাজিত, যেখানে কাম-ফলপ্রদা সরিদ্বরা শিপ্রা প্রবাহিতা; যেখানে কোটি কোটি গণাকীর্ণা মাতৃগণের শক্তিবর্দ্ধিনী দৈত্যদলনী কুলেশ্বরী মহাকালী বিরাজমানা; যেখানে মহাপুণ্যা গয়া, মহানদী ফল্গু ও গিরিশ্রেষ্ঠ পুরুষোত্তম অবস্থিত; যেখানে বুদ্ধগয়া, আদ্যগয়া, ও গদাধরনির্ম্মিত বিষ্ণুর ষোড়শপদীতীর্থ বিদ্যমান; যেখানে সর্ব্বপাপহরা মহাসুরনদী পুণ্যা প্রাচী সরস্বতী, অক্ষয়বট, প্রেতমুক্তিকরী শুভা শিলা, পিতৃকল্পজা দেবতা, সর্ব্বাক্ষরময় ওঙ্কার, সর্ব্বদেবময় হরি এবং সর্ব্বতীর্থময় দেবগণ অবস্থান করিতেছেন,

গয়া তীর্থমনুত্তমম্। শীঘ্রং গচ্ছত তত্রৈব পরাং সিদ্ধিমবাপ্স্যথ ॥ ৩৪ ॥ যত্র প্রবিষ্টমাত্রেণ পিতরো নিরয়স্থিতাঃ। তে সর্ব্বে স্বর্গমায়ান্তি ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ৩৫ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে গয়াতীর্থপ্রশংসাবর্ণনং নাম
সপ্তপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥৫৭॥

অষ্টপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ। বিচিত্রমিদমাখ্যাতং গয়ামাহাত্ম্যমুত্তমম্। ভগবন্ ভবতা সর্ব্বং বিদিতং বিশ্বমূর্ত্তিনা ॥ ১ ॥ তৎসর্ব্বং শ্রোতুমিচ্ছামি শ্রাদ্ধস্য ফলমুত্তমম্। ক্ষেত্রস্য চ দ্বিজশ্রেষ্ঠ বিস্তরেণ তপোধন ॥ ২ ॥ কিয়ন্তঃ পিতরো নিত্যং তৃপ্তা যান্তি সুরালয়ম্। কেষাং কে পিতরঃ প্রোক্তাঃ কিমুদ্দেশ্যাঃ পুরানঘ ॥ ৩ ॥ সনৎকুমার উবাচ। ধন্যোঽসি কৃতকৃত্যোঽসি যস্য তে নৈষ্ঠিকী মতিঃ। তথাপি শৃণু বৈ বৎস শ্রাদ্ধস্য বিধিমুত্তমম্ ॥ ৪ ॥ শ্রাদ্ধে প্রকল্পিতা লোকাঃ শ্রাদ্ধে ধর্ম্মঃ প্রতিষ্ঠিতঃ। শ্রাদ্ধে যজ্ঞা হি তিষ্ঠন্তি সর্ব্বকামফলপ্রদাঃ ॥ ৫ ॥ শ্রদ্ধয়া দীয়তে কিঞ্চিদ্দেবং ব্রহ্মাগ্নিতর্পণম্। শ্রাদ্ধং তু তদ্বিজানীয়াৎ পুরা প্রোক্তং মহর্ষিণা ॥ ৬ ॥ মনুষ্যা ঋষয়ঃ সর্ব্বে সুরসিদ্ধাশ্চ রাক্ষসাঃ। গন্ধর্ব্বাঃ কিন্নরা নাগা ব্রহ্মেশানসুরেশ্বরাঃ ॥ ৭ ॥ ত্রীন্ পিতৄংশ্চ সমুদ্দিশ্য শ্রাদ্ধং দদ্যুঃ সমাহিতাঃ। প্রাপ্নুবন্ত্যখিলান্ কামান্ সর্ব্বান্ ব্যাস মনোগতান্ ॥ ৮ ॥ এবং পরম্পরামার্গং প্রবর্ত্তন্তে সনাতনম্। তথাপি পিতরো হ্যেতে সমাখ্যাত-তমা ভুবি ॥ ৯ ॥ তৎসর্ব্বং সম্প্রবক্ষ্যামি যথা শ্রুতং তথা শৃণু। ত এতে পিতরো দেবা দেবাশ্চ পিতরস্তথা ॥ ১০ ॥ অন্যোন্যং পিতরো হ্যেতে দেবাঃ পিতৃগণৈঃ সহ। মার্কণ্ডেন পুরা পৃষ্টং প্রশ্নমেতদ্দ্বিজোত্তম ॥ ১১ ॥ নিবোধ ত্বং মতং সর্ব্বং যদুক্তং তৎসমাহিতঃ। যাবন্তস্তে পিতৃগণাস্তস্মিঁল্লোকে চ যে গতাঃ ॥ ১২ ॥ সনৎকুমার উবাচ। সপ্তৈতে যজতাং শ্রেষ্ঠাঃ সর্ব্বে পিতৃগণাঃ স্মৃতাঃ। চত্বারোঽমূর্ত্তিমন্তো বৈ ত্রয়স্তেষাঞ্চ মূর্ত্তয়ঃ ॥ ১৩ ॥ তেষাং লোকং বিসর্গঞ্চ কীর্ত্তয়িষ্যামি তচ্ছৃণু। প্রভাবং স্বং মহত্ত্বঞ্চ বিস্তরেণ তপোধন ॥১৪॥ ধর্ম্মমূর্ত্তিধরাস্তেষাং তপো যে পরমং গতাঃ। তেষাং নামানি লোকাংশ্চ কীর্ত্তয়িষ্যামি তচ্ছৃণু ॥ ১৫ ॥ লোকাঃ সনাতনা নাম যত্র তিষ্ঠন্তি ভাস্বরাঃ। অমূর্ত্তয়ঃ পিতৃগণাস্তে বৈ

তোমরা শীঘ্র সেই গুহ্য হইতেও গুহ্যতর পাপনাশন মহাকালবনে গমন কর। ঐ স্থানে গমন করিলে তোমরা শীঘ্রই সিদ্ধিলাভ করিবে। ঐ স্থানে প্রবেশ করিবামাত্র নিরয়গামী পিতৃগণ স্বর্গে গমন করিয়া ব্রহ্মত্বলাভ করেন। ৫—৩৫।

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৫৭।

অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায়।

ব্যাস বলিলেন,—হে ভগবন্! আপনি সম্যক্ বিদিত বিচিত্র গয়ামাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলেন। আপাতত ঐ ক্ষেত্রপ্রদত্ত শ্রাদ্ধমাহাত্ম্য শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। হে অনঘ! পিতৃগণ তৃপ্তিলাভ করিয়া কিরূপে স্বর্গে গমন করেন? কে কাহাদের পিতা এবং তাহাদের উদ্দেশ্য কি? সনৎকুমার বলিলেন,—হে ব্যাসদেব! আপনি ধন্য ও কৃতকৃত্য, যে হেতু আপনার এতাদৃশী নৈষ্ঠিকী মতি হইয়াছে। তথাপি আপনি আমার নিকট শ্রাদ্ধের উত্তম বিধি শ্রবণ করুন। শ্রাদ্ধে লোক সকল কল্পিত এবং ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত আছে। শ্রাদ্ধে সর্ব্বকাম ফলপ্রদ যজ্ঞ সকল বিদ্যমান। শ্রদ্ধাপূর্ব্বক দেব ও পিতৃ-উদ্দেশে যাহা কিছু প্রদান করা যায়, তাহাকেই শ্রাদ্ধ বলিয়া জানিবেন। ইহা পূর্ব্বে মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে। মনুষ্য, ঋষি, সুরসিদ্ধ, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, নাগ, ব্রহ্মা, ঈশান, ও সুরেশ্বর পিতৃগণের তিন পুরুষ উদ্দেশে সমাহিতভাবে শ্রাদ্ধ প্রদান করেন। হে ব্যাস! ইহাতে তাঁহারা সর্ব্ব অভিমতলাভ করিয়া থাকেন। ১—৮। এইরূপই পরম্পরাগত সনাতন মার্গ কথিত আছে। তথাপি পিতৃগণ এইলোকে যেরূপে বিখ্যাত আছেন, আমি তাহা যথাশ্রুত বলিতেছি, শ্রবণ করুন—পিতৃগণ দেবতা এবং দেবগণই পিতা, পিতৃগণ ও দেবগণ ইহাঁরা পরস্পর পরস্পরের পিতা। হে দ্বিজোত্তম পূর্ব্বে মার্কণ্ডেয় আমাকে এই প্রশ্নই করিয়াছিলেন পিতৃলোক যতগুলি এবং পিতৃলোকে যাহারা গমন করিয়াছেন, আপনি সমাহিতভাবে তাহা শ্রবণ করুন। সনৎকুমার বলিলেন,—সপ্ত পিতৃজন পূজনীয়তম বলিয়া কথিত। ইহাঁদের মধ্যে চারিজন মূর্ত্তিমান্ আর তিন জন অমূর্ত্তি। ইহাঁদের লোকসৃষ্টি, প্রভাব, ও মহিমা, বিস্তৃতরূপে বলিতেছি শ্রবণ করুন,—সনাতন নামক ইহাঁদের ভাস্বর

পুত্রাঃ প্রজাপতেঃ। ১৬। বিরাজস্য দ্বিজশ্রেষ্ঠ বৈরাজা ইতি নঃ শ্রুতম্। যজন্তে তান্ দেবগণা বিধিদৃষ্টেন কর্ম্মণা। ১৭। এতে বৈ যোগবিভ্রষ্টা লোকান্ প্রাপ্য সনাতনান্। পুনর্যুগসহস্রান্তে জায়ন্তে ব্রহ্মবাদিনঃ। ১৮। তে প্রাপ্য তাং স্মৃতিং ভূয়ঃ সাঙ্খ্যযোগমনুত্তমম্। যান্তি যোগগতিং সিদ্ধাঃ পুনরাবৃত্তিদুর্লভাম্। ১৯। এতে স্ম্যঃ পিতরস্তাত যোগিনাং যোগবর্দ্ধনাঃ। আপ্যায়য়ন্তি যে পূর্ব্বং সোমং যোগবলেন বৈ। ২০। তস্মাচ্ছ্রাদ্ধানি দেয়ানি যোগিনাং দ্বিজসত্তম। এষ বৈ প্রথমঃ কল্পঃ সোমপানামনুত্তমঃ। ২১। এতেষাং মানসী কন্যা মেনা নাম মহাগিরেঃ। পত্নী হিমবতঃ শ্রেষ্ঠা যস্যাং মৈনাক উচ্যতে। ২২। মৈনাকস্য সুতঃ শ্রীমান্ ক্রৌঞ্চো নাম মহাগিরিঃ। অগ্নিষ্বাত্তাঃ পিতৃগণাস্তত্র তিষ্ঠন্তি ভাস্বরাঃ। ২৩। যাম্যাং বর্হিষদশ্চাসন্ যমাশ্চ পশ্চিমাং দিশম্। সোমপাশ্চোত্তরাং প্রাপ্তা দিশং ধনদপালিতাম্। ২৪। অমূর্ত্তিমন্তাবাকাশে কব্যবাড়নলৌ ক্ষিতৌ। ২৫। যক্ষরক্ষঃপিশাচাশ্চ যজন্তে ভাবিতাত্মনঃ। সাধ্যা দেবান্ যজন্তি স্ম বিশ্বেদেবা ঋষীংস্তথা। ২৬। মানবাঃ শ্রাদ্ধদেবঞ্চ ঋষয়ো ব্রহ্ম সনাতনম্। এবং পরম্পরাপ্রাপ্তঃ শ্রাদ্ধধর্ম্মঃ সনাতনঃ। ২৭। দেবকার্য্যাৎপরং কার্য্যং পিতৃকার্য্যং বিশিষ্যতে। ভরদ্বাজাত্মজাঃ সপ্ত শ্রাদ্ধধর্ম্মপরায়ণাঃ। ২৮। জাতিস্মরত্বমাপন্না নির্ব্বাণপদবীং গতাঃ। গুরোশ্চ দোগ্ধ্রীং গাং হত্বা সংপ্লুতে বৈ দ্বিজাধমাঃ। ২৯। পিতৃনুদ্দিশ্য তে সর্ব্বে ভক্ষয়ন্তঃ ক্ষুধার্দ্দিতাঃ। তেন পুণ্যপ্রভাবেন যোগভ্রষ্টা দিবং গতাঃ। ৩০। সপ্ত জাতিস্মরান্তে বৈ যোগযুক্তা বভূবিরে। তস্মাচ্ছ্রাদ্ধং পরং প্রোক্তং সূরিভিঃ পরমাত্মভিঃ। ৩১। শ্রাদ্ধে প্রতিষ্ঠিতা লোকাঃ শ্রাদ্ধে যোগঃ পরন্তপ। এবন্তে পিতরঃ প্রোক্তাঃ শ্রাদ্ধস্য চ বিধিং শৃণু। ৩২। ব্রহ্মচর্য্যরতো দান্তো ন ক্রোধী ন চ মৎসরী। শৌচাচারপরো ধীরঃ শান্তদৃষ্টির্জিতেন্দ্রিয়ঃ। ৩৩। এবং যঃ কুরুতে শ্রাদ্ধং তীর্থে চৈব বিশেষতঃ। ততোহধিকতরা প্রোক্তা তৃপ্তির্ব্ব্যাস ক্ষয়েহহনি। ৩৪। বৃদ্ধিশ্রাদ্ধে তথা প্রোক্তা মহালয়ে শতাধিকা। ততো দশগুণা প্রোক্তা প্রয়াগে দ্বিজসত্তম। ৩৫। প্রয়াগাদ্দশগুণা

লোক বিরাজিত। এই লোকে মূর্ত্তিহীন পিতৃগণ বাস করেন; অমূর্ত্ত পিতৃগণ প্রজাপতির পুত্র। বিরাজের পুত্রগণ বৈরাজ-পিতৃ নামে প্রসিদ্ধ। দেবগণ বিধিপূর্ব্বক ইহাঁদের পূজা করেন। ইহাঁরা যোগবিভ্রষ্ট হইয়া সনাতন লোক সকল লাভ করত পুনরায় যুগসহস্রান্তে ব্রহ্মচারী হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন। পরে স্মৃতি লাভ করত অনুত্তম সাংখ্য-যোগাবলম্বনে পুনরাবৃত্তি-দুর্লভ যোগগতি প্রাপ্ত হন। হে তাত! এই ত যোগবর্দ্ধন পিতৃগণের বিবরণ কথিত হইল। এই পিতৃগণই পূর্ব্বে যোগবলে সোমকে আপ্যায়িত করেন। হে দ্বিজসত্তম! সুতরাং ইহাঁদিগকে শ্রাদ্ধ প্রদান করা কর্ত্তব্য। এই সোমপায়ীদিগেরই প্রথম সৃষ্টি হয়। মহাগিরি হিমালয়ের পত্নী মেনা ইহাঁদের মানসী কন্যা; এই মেনাতে মৈনাক উৎপন্ন হন। মহাগিরি ক্রৌঞ্চ মৈনাকের পুত্র। ভাস্বর অগ্নিষ্বাত্তাদি পিতৃগণ ঐ স্থানে বাস করেন। বর্হিষদ পিতৃগণ যাম্যদিক্ যমপিতৃগণ পশ্চিমদিক্ সোমপা পিতৃগণ ধনদ-পালিত উত্তরদিক্ অমূর্ত্ত পিতৃগণ আকাশ এবং কব্যবাট্ ও অনল পিতৃগণ ক্ষিতি আশ্রয় করিয়া থাকেন। যক্ষ, রক্ষ ও পিশাচগণ ভাবিতাত্মা পিতৃগণের পূজা করেন। সাধ্যগণ দেবতাদিগের, বিশ্বেদেবগণ ঋষিদিগের, মানবগণ শ্রাদ্ধদেবের এবং ঋষিগণ ব্রহ্মসনাতনের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। এইরূপ পরম্পরাপ্রাপ্ত শ্রাদ্ধধর্ম্ম সনাতন। এই পিতৃকার্য্য দেবকার্য্য হইতেও বিশিষ্ট পূর্ব্বে শ্রাদ্ধধর্ম্ম-পরায়ণ সপ্ত ভরদ্বাজ-তনয় শ্রাদ্ধপ্রভাবে জাতিস্মরত্ব প্রাপ্ত হইয়া নির্ব্বাণ-পদবী লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা ক্ষুধার্দ্দিত হইয়া পিতৃ-উদ্দেশে গুরুর দুহ্যমানা গাভী হনন করিয়া ভক্ষণ করেন। এই পুণ্যপ্রভাবে তাঁহারা যোগভ্রষ্ট হইয়া স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন। পিতৃ-উদ্দেশে গোহত্যা করায় ইহাঁরা জাতিস্মর ও পরম যোগী হইয়াছিলেন। এই জন্য পণ্ডিতগণ শ্রাদ্ধকে উৎকৃষ্ট বলিয়া কীর্ত্তন করেন।১—৩১। শ্রাদ্ধে লোক সকল ও যোগ প্রতিষ্ঠিত। এই ত আপনার নিকট পিতৃগণের কথা কীর্ত্তন করিলাম। অতঃপর শ্রাদ্ধবিধি শ্রবণ করুন। ব্রহ্মচর্য্যব্রত, দান্ত, অক্রোধী, অমৎসরী, শৌচাচার-পরায়ণ, ধীর, শান্তদৃষ্টি, ও জিতেন্দ্রিয়, হইয়া শ্রাদ্ধ ও বিশেষত তীর্থশ্রাদ্ধ করিলে তাহাতে পিতৃগণের যেরূপ তৃপ্তি হয়, ক্ষয় দিবসে শ্রাদ্ধ করিলে তাঁহাদের ততোধিক তৃপ্ত হইয়া থাকে। এইরূপ মহালয়ে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিলে শতগুণ অধিক তৃপ্তি, প্রয়াগে তাহা

তৃপ্তিঃ কুরুক্ষেত্রে চ সত্তম। কুরুক্ষেত্রাত্ততো ব্যাস দশাধিকা গয়া স্মৃতা ॥ ৩৬ ॥ ততো দশাধিকা ব্যাস মহাকালবনে শুভে। অবন্ত্যাং সর্ব্বতঃ পুণ্যং গয়াতীর্থে চ সর্ব্বদা ॥ ৩৭ ॥ যেষাং নিরয়মাপন্নাঃ পিতরো জন্মজন্মনি। তেষামুদ্ধরণার্থায় তীর্থমেতৎসুদুর্লভম্ ॥ ৩৮ ॥ সকৃৎস্মরণমাত্রেণ পিতৃণাং দত্তমক্ষয়ম্। যে নরা রণমধ্যস্থাঃ পিতৃবংশবিবর্জ্জিতাঃ ॥ ৩৯ ॥ গর্ভপাতে মৃতা যে চ নামগোত্রচ্যুতাস্তথা। স্বগোত্রে পরগোত্রে বা আত্মঘাতমৃতাঃ পরে ॥ ৪০ ॥ তেষামুদ্ধরণার্থায় অত্র শ্রাদ্ধং বিধীয়তাম্। উদ্বন্ধনমৃতা যে চ বিষশস্ত্রৈর্ম্মৃতাশ্চ যে ॥ ৪১ ॥ দংষ্ট্রিভির্ব্যঙ্গতো বাপি দৌর্ভাগ্যে মৃতাশ্চ যে। তেষামুদ্ধরণার্থায় অত্র শ্রাদ্ধং বিধীয়তে ॥ ৪২ ॥ অগ্নিদগ্ধাশ্চ যে জীবা নাগ্নিদগ্ধাস্তথা পরে ॥ ৪৩ ॥ বিদ্যুদ্‌ঘাতেন যে কেচিন্মুদ্গরাভিহতাঃ পরে। তেষামুদ্ধরণার্থায় অত্র শ্রাদ্ধং বিধীয়তে ॥ ৪৪ ॥ রৌরবে চান্ধতামিস্রে কালসূত্রে চ যে গতাঃ। অনেকযাতনাসংস্থাঃ প্রেতলোকে চ যে গতাঃ ॥ ৪৫ ॥ অসিপত্রবনে ঘোরে কুম্ভীপাকে চ যে গতাঃ। পশুযোনিগতা যে চ পক্ষিকীটসরীসৃপাঃ। তেষামুদ্ধরণার্থায় অত্র শ্রাদ্ধং বিধীয়তে ॥ ৪৬ ॥ উদকেষু মৃতা যে চ নারীসূতীমৃতাস্তথা ॥ ৪৭ ॥ অশ্ব-শূকরকৃমিদংষ্ট্রিশৃঙ্গিশকটাহতাঃ। তেষামুদ্ধরণার্থায় অত্র শ্রাদ্ধং বিধীয়তে ॥ ৪৮ ॥ ভগ্নদংষ্ট্রাশ্চ শস্ত্রাস্ত্রৈর্ব্যাঘ্রাহিগজভূমিপৈঃ। শলভৈর্বৃশ্চিকৈর্দ্দংষ্ট্রিচৌরৈর্যে চাপি ঘাতিতাঃ। তেষামুদ্ধরণার্থায় অত্র শ্রাদ্ধং বিধীয়তে ॥ ৪৯ ॥ অষ্টশল্যৈর্ম্মৃতা যে চ শৌচাচারবিবর্জ্জিতাঃ। বিসূচিকামৃতা যে চ যে চাতীসারতো মৃতাঃ। তেষামুদ্ধরণার্থায় অত্র শ্রাদ্ধং বিধীয়তে ॥ ৫০ ॥ শাকিন্যাদিগ্রহগ্রস্তজলমধ্যে চ যে মৃতাঃ। অস্পৃশ্যস্পর্শসংস্পৃষ্টাঃ পাপা অপত্যবর্জ্জিতাঃ। তেষামুদ্ধরণার্থায় অত্র শ্রাদ্ধং বিধীয়তে ॥ ৫১ ॥ জন্মান্তরসহস্রাণি ভ্রমন্তি স্বেন কর্ম্মণা। মানুষ্যং দুর্লভং যেষাং তেভ্যঃ শ্রাদ্ধং বিধীয়তাম্ ॥ ৫২ ॥ যেঽন্যজন্মন্যবান্ধবা যেঽন্যজন্মনি বান্ধবাঃ। যেঽন্যজন্মনি সম্বন্ধা মিত্রামিত্রে তথা পরে। তেষামুদ্ধরণার্থায় অত্র শ্রাদ্ধং বিধীয়তে ॥৫৩॥ পিতৃবংশে মৃতা যে চ মাতৃবংশে তথৈব চ। গুরুশ্বশুরবন্ধূনাং যে চান্যে বান্ধবা মৃতাঃ। তেষামুদ্ধ-

হইতে দশগুণ অধিক, কুরুক্ষেত্রে তাহা হইতে দশগুণ অধিক, গয়ায় তাহা হইতে দশগুণ অধিক, মহাকালবনে তাহা হইতে দশগুণ অধিক, এবং অবন্তীস্থ গয়াতীর্থে শ্রাদ্ধ প্রদান করিলে পিতৃগণ সর্ব্বতীর্থ অপেক্ষা অধিক তৃপ্তি লাভ করেন। যাহাদের পিতৃগণ নিরয়গামী হইয়াছেন, তাঁহাদের নিরয়গামী পিতৃগণের উদ্ধারের নিমিত্ত এই গয়াতীর্থ সুদুর্লভ। একবারমাত্র স্মরণ করিলে পিতৃগণের প্রদত্ত দ্রব্য অক্ষয় হইয়া থাকে। যাহারা সমর-মৃত, পিতৃবংশ বিবর্জ্জিত, গর্ভপাত-মৃত, নামগোত্র-চ্যুত, আত্মঘাতী, ও পরগোত্রগত হইয়াছে; তাহাদের উদ্ধারের নিমিত্ত এই গয়াতীর্থে শ্রাদ্ধ করিতে হয়। যাহারা উদ্বন্ধনমৃত,বিষমৃত,শস্ত্রমৃত,দংষ্ট্রিদষ্ট ও দৌর্ভাগ্যহেতু মৃত, তাহাদের উদ্ধারের জন্য গয়াক্ষেত্রে শ্রাদ্ধ করা কর্ত্তব্য। যাহারা অগ্নিদগ্ধ ও অনগ্নিদগ্ধ-মৃত বিদ্যুদ্‌ঘাত-মৃত ও মুদ্গরাভিহত, তাহাদের উদ্ধারের নিমিত্ত গয়ায় শ্রাদ্ধ-বিধান কর্ত্তব্য। যাহারা রৌরব, অন্ধতামিস্র, ও কালসূত্রে গমন করিয়াছে; অনেক যাতনা পাইয়া মরিয়াছে, প্রেতলোকে গমন করিয়াছে; অসিপত্রবন ও ঘোর কুম্ভীপাক নরকে গমন করিয়াছে; পশুযোনিতে গমন করিয়াছে; এবং পক্ষী, কীট ও সরীসৃপ-যোনিতে গমন করিয়াছে; তাহাদের উদ্ধারের নিমিত্ত গয়াক্ষেত্রে শ্রাদ্ধ করা কর্ত্তব্য। যাহারা জলমগ্ন হইয়া মরিয়াছে, সূতিকাগৃহে মৃত হইয়াছে, এবং অশ্ব, শূকর, কৃমি, দংষ্ট্রী, কুক্কুর, শৃঙ্গী ও শকট দ্বারা যে কোনরূপে মৃত হইয়াছে, তাহাদের উদ্ধারের নিমিত্ত গয়াক্ষেত্রে শ্রাদ্ধ-বিধান করা কর্ত্তব্য। যাহারা ভগ্নদংষ্ট্র হইয়া এবং শস্ত্র, অস্ত্র, ব্যাঘ্র, অহি, গজ, ভূমিপ, শলভ, বৃশ্চিক, দংষ্ট্রী, ও চোর দ্বারা ঘাতিত হইয়াছে; তাহাদের উদ্ধারের নিমিত্ত এই গয়াক্ষেত্রে শ্রাদ্ধ বিধান করিবে। যাহারা অষ্ট শল্য দ্বারা মৃত, শৌচাচার-বিবর্জ্জিত, বিসূচিকামৃত, ও অতীসার-মৃত, তাহাদের উদ্ধারের নিমিত্ত এই স্থানে শ্রাদ্ধ করিবে। যাহারা শাকিন্যাদিগ্রহ-গ্রস্ত হইয়া মৃত এবং অস্পৃশ্য-সংস্পর্শ-সংস্পৃষ্ট, পাপ, ও অপত্য-বর্জ্জিত, তাহাদের উদ্ধারের নিমিত্ত এই স্থানে শ্রাদ্ধ করা উচিত। যাহারা স্বীয় কর্ম্মের ফলে জন্মান্তরসহস্র ভিন্ন ভিন্ন যোনিতে গমন করিয়াছে, এবং যাহাদের মানুষ যোনি দুর্ল্লভ, তাহাদের নিমিত্ত এই স্থানে শ্রাদ্ধ করা কর্ত্তব্য। যাহারা অন্য জন্মে বান্ধব-রহিত, যাহারা জন্মান্তরের বান্ধব ও অন্য জন্মে মিত্রামিত্র-সম্বন্ধ বিশিষ্ট, তাহাদের উদ্ধারের নিমিত্ত এই স্থানে শ্রাদ্ধ

রণার্থায় অত্র শ্রাদ্ধং বিধীয়তে ॥ ৫৪ ॥ যে মে কুলে লুপ্তপিণ্ডাঃ পুত্রদারাদিবর্জ্জিতাঃ। ক্রিয়ালোপগতা যে চ তেভ্যঃ শ্রাদ্ধং বিধীয়তে ॥ ৫৫ ॥ পঙ্গুকুব্জা বিরূপাশ্চ আমগর্ভাশ্চ যে মৃতাঃ। জ্ঞাতাজ্ঞাতাঃ কুলে যে চ তেভ্যঃ শ্রাদ্ধং বিধীয়তে ॥ ৫৬ ॥ আব্রহ্ম-ভুবনাদ্ যে চ অন্যৈর্দুর্ম্মরণৈর্মৃতাঃ। তেষামুদ্ধর-ণার্থায় অত্র শ্রাদ্ধং বিধীয়তে ॥ ৫৭ ॥ তৃষার্ত্তাঃ ক্ষুধিতাশ্চৈব হাপিতাশ্চৈব যে মৃতাঃ। প্রেত-যোনিং গতাশ্চৈব ম্লেচ্ছযোনিং গতাশ্চ যে। তেষা-মুদ্ধরণার্থায় অত্র শ্রাদ্ধং বিধীয়তে ॥ ৫৮ ॥ এবং শ্রাদ্ধবিধিং ব্যাস তস্মিংস্তীর্থে সমাচরেৎ। ঋণ-ত্রয়বিনির্ম্মুক্তো বাঞ্ছিতার্থং লভেত সঃ। গয়ায়াং চ সমাসাদ্য সুরা ইন্দ্রপুরোগমাঃ। চক্রুশ্চ বিধিবৎ সর্ব্বে তদুক্তং দেবভাষয়া ॥ ৫৯

ইতি শ্রীস্কান্দে শ্রাদ্ধবিধিবর্ণনং নামাষ্ট-পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৮ ॥

বিধান করা কর্ত্তব্য। যাহারা পিতৃবংশে ও মাতৃ-বংশে মৃত, এবং গুরু, শ্বশুর ও বন্ধুদিগের যে মৃত বান্ধব, তাহাদিগের উদ্ধারের নিমিত্ত এই ক্ষেত্রে শ্রাদ্ধ করা উচিত। যাহারা লুপ্তপিণ্ড, পুত্র-দার-বিবর্জ্জিত, ও ক্রিয়ালোপগত, তাহাদের নিমিত্ত এই স্থানে শ্রাদ্ধ করা উচিত। যাহারা পঙ্গু, কুব্জ, বিরূপ, ও আমগর্ভ হইয়া মৃত হয়, এবং যাহারা কুলে অজ্ঞাত বা জ্ঞাত, তাহাদের উদ্ধারের নিমিত্ত এই স্থানে শ্রাদ্ধ করা উচিত। নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে যাহারা দুর্ম্ম-রণে মৃত হইয়াছে, তাহাদের উদ্ধারের নিমিত্ত এই স্থানে শ্রাদ্ধ বিধান করিবে। যাহারা তৃষ্ণার্ত্ত, ক্ষুধার্ত্ত, পরিত্যক্ত, প্রেতযোনিগত, ও ম্লেচ্ছ-যোনিগত, তাহাদিগের উদ্ধারের নিমিত্ত এই স্থানে শ্রাদ্ধ বিধান করিবে। হে ব্যাসদেব! এইরূপে ঐ তীর্থে শ্রাদ্ধ করা বিধেয়। এরূপ করিলে ঋণত্রয় হইতে মুক্তিলাভান্তে বাঞ্ছিতার্থ লাভ ঘটে। ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ গয়াতীর্থ প্রাপ্ত হইয়া দেবভাষায় যেরূপ বিধি উক্ত হইয়াছে, সেই বিধি অনুসারে বিধিবৎ শ্রাদ্ধ করেন। ৩২—৫৯।

অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥৫৮॥

একোনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

সনৎকুমার উবাচ। ততঃ সুরগণাঃ সর্ব্বে ধুত-পাপাঃ সমাহিতাঃ। পুনর্যোগবলং প্রাপ্য স্বাধিকারং যযুঃ পুরা ॥ ১ ॥ এবং ব্যাস গয়াতীর্থং কুমুদ্বত্যাং সুনিশ্চিতম্। গয়ায়াং যানি তীর্থানি পুণ্যান্যায়তনানি চ ॥ ২ ॥ তত্তীর্থেষু নরঃ স্নাত্বা তত্তত্তীর্থফলং লভেৎ। তথৈব চ গয়াক্ষেত্রং গয়াশ্রাদ্ধফলপ্রদম্ ॥ ৩ ॥ ফল্গুশ্চ সরিতাং শ্রেষ্ঠা তথৈব ফলদায়িনী। আদি-গয়া বুদ্ধগয়া তথা বিষ্ণুপদী স্মৃতা ॥ ৪ ॥ গয়াকোষ্ঠ-স্তথা প্রোক্তো গদাধরপদানি চ। বেদিকা ষোড়শী প্রোক্তা তথৈব চাক্ষয়ো বটঃ ॥ ৫ ॥ প্রেতমুক্তিকরী নিত্যং শিলা চোক্তা তথৈব চ। অচ্ছোদা নিম্নগা প্রোক্তা পিতৃণাং চাশ্রমোত্তমঃ ॥ ৬ ॥ দেবানাং দান-বানাং চ যক্ষকিন্নররক্ষসাম্। পন্নগানাং চ সর্ব্বেষাং তথৈবাশ্রম উত্তমঃ ॥ ৭ ॥ এতৎস্থানেষু সর্ব্বেষু স্নান-দানাদিকাঃ ক্রিয়াঃ। শ্রাদ্ধং চ বিধিবদ্দেয়ং তত্তত্তীর্থ-ফলং লভেৎ ॥ ৮ ॥ গয়ায়াং পিতৃরূপেণ স্বয়মেব জনার্দ্দনঃ। তং ধ্যাত্বা পুণ্ডরীকাক্ষং মুচ্যতে চ ঋণ-ত্রয়াৎ ॥ ৯ ॥ এবং ব্যাস গয়াতীর্থং পুরাবন্ত্যাং প্রতি-ষ্ঠিতম্। পশ্চাত্তু কৈকটে জাতং যত্র সন্নিহিতো-

ঊনষষ্টিতম অধ্যায়।

সনৎকুমার বলিলেন,—অনন্তর সুরগণ বিধুত-পাপ হইয়া যোগবলাবলম্বনে স্বাধিকার প্রাপ্ত হই-লেন। হে ব্যাসদেব! গয়াতীর্থ এবং গয়াক্ষেত্রে যে সকল তীর্থ ও পুণ্যায়তন বিরাজিত আছে, ঐ সকলই কুমুদ্বতীতে অবস্থিত। ঐ তীর্থে নর স্নান করিয়া গয়াক্ষেত্রবৎ ফল লাভ করে। তত্রত্য গয়াক্ষেত্রও গয়াক্ষেত্রবৎ শ্রাদ্ধফলপ্রদ। ফল্গু সরিৎ-সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠা এবং ফলদায়িনীও তদ্রূপ। আদিগয়া, বুদ্ধগয়া, বিষ্ণুপদী, গয়াকোষ্ঠ, গদাধরপদ, ষোড়শী বেদিকা, অক্ষয় বট, প্রেতমুক্তিকরী শিলা, অচ্ছোদা নদী, পিতৃগণের উত্তম আশ্রম এবং দেব, দানব, যক্ষ, কিন্নর, রাক্ষস, ও পন্নগগণের উত্তম আশ্রম, এই সকল স্থানে স্নান দানাদিক্রিয়া, ও বিধিবৎ দেয় শ্রাদ্ধ তত্তৎ তীর্থের উপযুক্ত ফল প্রদান করিয়া থাকে। গয়ায় পিতৃরূপে স্বয়ং জনার্দ্দন অবস্থিত। ঐ পুণ্ডরীকাক্ষকে ধ্যান করিয়া মানব ঋণত্রয় হইতে মুক্তি লাভ করে। ১-৯। হে ব্যাস! এইরূপ গয়াতীর্থ অবন্তীতে প্রতিষ্ঠিত হইবার পর যেখানে গয়াসুর সন্নিহিত, ঐ কৈকটদেশে পুনরায়

হসুরঃ ॥ ১০ ॥ তদারভ্য দ্বিজশ্রেষ্ঠ গয়া তত্র প্রতিষ্ঠিতা। গদাধরপদাঘাতৈর্মহাসুরো নিপাতিতঃ ॥ ১ ॥ তৎপদে চ মহিমানং জনার্দ্দনসমর্পিতম্ ॥ ১২ ॥ পঞ্চক্রোশং গয়াক্ষেত্রং ক্রোশমেকং গয়াশিরঃ। যত্র তত্র করিষ্যামি পিতৃণাং দত্তমক্ষয়ম্। সর্ব্বদা সর্ব্বকালেষু গয়াশ্রাদ্ধং বিধীয়তে ॥ ১৩ ॥ সংবৎসরে পরং ব্যাস দিনমেকং প্রতিষ্ঠিতম্। কন্যাস্থে চ দিবানাথে হস্তনক্ষত্রসংযুতে। মহালয়েতি তৎ প্রোক্তং পিতৃণাং দত্তমক্ষয়ম্ ॥ ১৪ ॥ সর্ব্বদা সর্ব্বকালেষু গয়াশ্রাদ্ধং বিধীয়তে ॥ ১৫ ॥ সংবৎসরে পরঃ ব্যাস দিনমেকং প্রতিষ্ঠিতম্। অন্বষ্টকায়াং কুর্ব্বন্তি মাতৃণাং শ্রাদ্ধমুত্তমম্ ॥ ১৬ ॥ অক্ষয্যা জায়তে তৃপ্তিঃ পিতৃণাং কল্পসংখ্যয়া। এবং ব্যাস পুরী রম্যা স্নানদানাদিকর্ম্মসু ॥ ১৭ ॥ ভূয়শ্চ সম্প্রবক্ষ্যামি মাহাত্ম্যং পরমাদ্ভুতম্। তচ্ছৃণুষ মহাখ্যানং পবিত্রং পাপনাশনম্ ॥ ১৮ ॥ সপ্তর্ষীণাং চ যা ভার্য্যা ঋষিপত্ন্যঃ পতিব্রতাঃ। স্বাহাদোষপরিভ্রষ্টা দূষিতাঃ পাবকেন চ ॥ ১৯ ॥ ঋষিভিশ্চ পরিত্যক্তা বভ্রমুশ্চ বনাদ্বনম্। এবং বহুতিথে কালে নারদো দেবদর্শনঃ ॥ ২০ ॥ তাসাং চ প্রিয়মন্বিচ্ছন্ সমায়াতো বনান্তরে। তাভিশ্চ সংকৃতো নিত্যং সমাসীনো ধৃতব্রতঃ ॥ ২১ ॥ উবাচ শ্লক্ষ্ণয়া বাচা দেশকালোচিতং বচঃ। কিমিদং বিকৃতং জাতং ভবতীনাং পরাভবঃ ॥ ২২ ॥ কস্মাচ্চ ঋষিভিস্ত্যক্তা লোকমাতরঃ পতিব্রতাঃ ॥ ২৩ ॥ ঋষিপত্ন্য উচুঃ। ন জানীমো বয়ং তাত যেন দোষেণ তাপসৈঃ। বিমুক্তাঃ সাগ্নিকৈঃ ক্ষিপ্রং কার্ত্তিকেয়প্রসঙ্গতঃ ॥ ২৪ ॥ লোকাপবাদজং কিঞ্চিজ্জাতং দিষ্টবশাদঘম্। কিং কুর্ম্মো বা ক্ব গচ্ছামঃ কিং তপঃ কা চ দেবতা ॥ ২৫ ॥ যস্যারাধনপুণ্যেন পতিসান্নিধ্যমাপ্নুয়ুঃ। এতন্নিশ্চিত্য ভো ব্রহ্মন্ ব্রূহি ত্বং বেদ তত্ত্বতঃ ॥ ২৬ ॥ ইতি পৃষ্টস্তদা তাভিঋষিপত্নীভির্নারদঃ। উবাচ সুচিরং ধ্যাত্বা তাসাং স শর্ম্মহেতবে ॥ ২৭ ॥ নারদ উবাচ। শ্রূয়তাং ভোস্তপঃশ্রেষ্ঠা ভবতীনাং চ কারণম্। মহাকালবনে রম্যে গয়াতীর্থমনুত্তমম্ ॥ ২৮ ॥ তত্রৈব চাক্ষয়ো নাম ন্যগ্রোধঃ শাখিনাং বরঃ। তত্রাগমনমাত্রেণ ধূতদোষা ভবিষ্যথ ॥ ২৯ ॥ সর্ব্বদোষহরং তীর্থং সর্ব্বকামবরপ্রদম্। সর্ব্বসৌখ্য-

অবস্থিত হয়। ঐ সময় হইতেই সেই গয়াতীর্থ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া আসিতেছে। গদাধরপদাঘাতে মহাসুর গয়াসুর ঐ স্থানে নিপাতিত হয়। ঐ পদের মহিমা জনার্দ্দন কর্ত্তৃক সমর্পিত হইয়াছে। গয়াক্ষেত্র পঞ্চক্রোশপরিমিত এবং গয়াশির একক্রোশপরিমিত। উক্ত স্থানের যেখানেই শ্রাদ্ধ করা যাউক না কেন, প্রদত্ত মাত্র তাহা অক্ষয় হইয়া থাকে। হে ব্যাসদেব! সম্বৎসরের মধ্যে একটী শ্রাদ্ধের প্রশস্ত দিন আছে, তাহা বলিতেছি। হস্তানক্ষত্রযুক্ত রবি কন্যারাশিস্থ হইলে মহালয়া হইয়া থাকে। উহাতে প্রদত্ত শ্রাদ্ধ অক্ষয় হইয়া থাকে। গয়াশ্রাদ্ধ সর্ব্বদা সর্ব্বকালে বিহিত। হে ব্যাস! সম্বৎসর মধ্যে শ্রাদ্ধের আরও একটী প্রকাণ্ড দিন আছে, তাহা অন্বষ্টকা; অন্বষ্টকায় পিতৃ-মাতৃশ্রাদ্ধ করিলে কল্পসংখ্যক কাল তাঁহাদের অক্ষয় তৃপ্তি হইয়া থাকে। হে ব্যাস! স্নান-দানাদিকার্য্য বিষয়ক অন্য এক তীর্থের কথা বলিতেছি, শ্রবণ করুন,—ঐ তীর্থের মাহাত্ম্য পরমাদ্ভুত এবং উহা পবিত্র ও পাপনাশন। সপ্তর্ষিগণের যে পতিব্রতা পত্নীগণ আছেন, স্বাহাদোষে উহাঁরা পাবক কর্ত্তৃক দূষিত হইয়া পরিভ্রষ্ট হন। তাহার ফলে তাঁহারা ঋষিগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া বন হইতে বনান্তরে পর্য্যটন করেন। এইরূপে তাঁহাদের বহুকাল গত হইলে দেবদর্শন নারদ তাঁহাদের হিতবিধান মানসে বনমধ্যে আগমন করিলেন এবং সপ্তর্ষি পত্নীগণ কর্ত্তৃক সংকৃত ও সমীপে সমাসীন হইয়া মধুর সম্ভাষণে তাঁহাদিগকে দেশকালোচিত বাক্য বলিলেন,—কিরূপে আপনাদের পরাভবস্বরূপ বিকৃতি জন্মিল ? আপনারা লোকমাতা পতিব্রতা হইয়া কিজন্য ঋষিগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছেন ? ১০-২৩। ঋষিপত্নীগণ বলিলেন,—হে তাত! ঋষিগণ কি দোষে আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাহা আমরা জানি না। তবে, আমাদের ভাগ্যদোষে কার্ত্তিকেয় প্রসঙ্গে লোকাপবাদজনিত কিঞ্চিৎ পাপ আমাদের ঘটিয়াছে। আমরা এখন কি করি, কোথায় যাই, কোন্ তপস্যা বা কোন দেবতার আরাধনা করি। যে দেবতার আরাধনা করিয়া আমরা পতি-সান্নিধ্য লাভ করিতে পারি, তাহা তুমি নিশ্চয় করিয়া বল। ঋষিপত্নীগণ কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া নারদ কিয়ৎকাল ধ্যানস্থ থাকার পর তাঁহাদের হিতকর বাক্য বলিলেন,—হে তাপসীশ্রেষ্ঠাগণ! আপনাদের দুঃখ-নিবৃত্তির উপায় শ্রবণ করুন। রম্য মহাকালবনে অনুত্তম গয়াতীর্থ বিরাজিত। ঐ তীর্থে শাখিশ্রেষ্ঠ অক্ষয় বট অবস্থিত। সেইস্থানে গমন মাত্র

কর্ত্তুং পুণ্যং তত্র গচ্ছত মা চিরম্॥ ৩০॥ নারদস্য বচঃ শ্রুত্বা ঋষিপত্ন্যঃ সুচোদিতাঃ। মহাকালবনে ব্যাস ইচ্ছন্ত্যঃ প্রিয়মাত্মনঃ॥ ৩১॥ আজগ্মুস্তত্ত্বনং তত্র যত্র তীর্থং গয়াভিধম্। তত্র গত্বা শুচীভূয় স্নানদানাদিকাঃ ক্রিয়াঃ॥ ৩২॥ কৃতাস্তাভিশ্চ পুণ্যাভির্নভস্যস্যাসিতেতরে। পঞ্চম্যামৃষিসংজ্ঞায়াং তাভিঃ সুচরিতং ব্রতম্॥ ৩৩॥ উপোষ্য চৈকরাত্রং তু জাগরং চৈব যোগতঃ। কৃতমাত্রে ব্রতে ব্যাস ধূতপাপা বভূঃ ক্ষণাৎ॥ ৩৪॥ ভর্ত্তৃকোপপরিভ্রষ্টাঃ সদ্যঃ প্রাপ্তা গৃহাশ্রমম্। ঋষিভিঃ সাগ্নিকং দত্তং পূর্ব্ববদৃষিসত্তম॥ ৩৫॥ তদাপ্রভৃতি লোকেঽস্মিন্ পঞ্চমী ঋষিসংজ্ঞিতা। যে নরাশ্চাথ নার্য্যো যাস্তাং কুর্ব্বন্তি তু ভক্তিতঃ॥ ৩৬॥ নীবারাহারকং কৃত্বা শুচীভূয় সমাহিতাঃ॥ ৩৭॥ ন তেষাং জায়তে কিঞ্চিদাপদ্দুঃখং কদাচন। দুর্ভগত্বং চ নারীণাং ন বিয়োগশ্চ মাতৃভিঃ॥ ৩৮॥ পুত্রতো ধনতো বাপি কদাচিৎ সম্ভবিষ্যতি। এবং ব্যাস সমাখ্যাতং যত্ত্বয়া পরিপৃচ্ছিতম্॥ ৩৯॥ অবন্ত্যামীদৃশং তীর্থং বর্ত্ততে ভুবি সত্তম। তাদৃশং পুণ্যদং কিঞ্চিন্নাস্তি ব্রহ্মাণ্ডগোলকে॥ ৪০॥ অস্মিংস্তীর্থে নরঃ কশ্চিন্মহাদানানি চেচ্চরেৎ। অক্ষয়াণি ভবন্ত্যস্য বিষ্ণুলোকে মহীয়তে॥ ৪১॥ যো বৈ নিয়মবান্ ভূত্বা কথামেতাং শৃণোতি বা। পঠেচ্চ সততং ব্যাস হয়মেধফলং লভেৎ॥ ৪২

ইতি শ্রীস্কান্দে গয়াতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈকোনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৫৯॥

ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ

ব্যাস উবাচ। পুরুষোত্তমং পরং তীর্থং ত্বয়া প্রোক্তং পুরানঘ। মাহাত্ম্যং তস্য তীর্থস্য বিস্তরাদ্বদ মে প্রভো। এতদ্ধ শ্রোতুমিচ্ছামি ত্বত্তো ব্রহ্মবিদাং বর॥ ১॥ সনৎকুমার উবাচ। শৃণুষ ভো দ্বিজশ্রেষ্ঠ কথাং পাপহরাং পরাম্॥ ২॥ যস্যাঃ শ্রবণমাত্রেণ মহাপাপক্ষয়ো ভবেৎ। পুরাকল্পেষু বৈ ব্রহ্মন্ বৈকুণ্ঠে বিমলে শুভে॥ ৩॥ সমাসীনো রমানাথঃ পার্ষদৈঃ সনকাদিভিঃ। মহর্ষিভিঃ সদাচারৈঃ পিতামহপুরোগমৈঃ॥ ৪॥ ঋদ্ধিসিদ্ধিগুণোপেতৈস্তৈস্তৈর্মহদাদিভিঃ। গণগন্ধর্ব্বসঙ্ঘৈশ্চ সেব্যমানঃ সমন্ততঃ॥ ৫ কিন্নরোদ্গানসম্মানৈর্নৃত্যদ্ভিরপ্সরোগণৈঃ

আপনাদের সমস্ত দোষ ক্ষালিত হইবে। ঐ তীর্থ সর্ব্বদোষহর, সর্ব্বকামবরপ্রদ, সর্ব্ব সৌখ্যকর এবং পুণ্যজনক। ঐ স্থানে আপনারা গমন করুন। নারদের বাক্যে ঋষিপত্নীগণ আত্ম-হিতবাঞ্ছায় যেখানে গয়াক্ষেত্র অবস্থিত, সেই মহাকালবনে গমন করিলেন। তাঁহারা ঐ স্থানে আগমন করিয়া ভাদ্রমাসের শুক্লপক্ষীয় পঞ্চমী তিথিতে একরাত্রি উপবাস ও জাগরণপূর্ব্বক ব্রতাবলম্বন করিলেন। এইরূপে ব্রতাচরণ মাত্র ক্ষণকালের মধ্যে তাঁহাদের সর্ব্ব পাপ বিদূরিত হইল। ব্রতাচরণের ফলে তাঁহারা ভর্ত্তৃকোপ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া গৃহাশ্রম প্রাপ্ত হইলেন। হে ঋষিসত্তম! তদবধি এই লোকে ঋষি-পঞ্চমী ব্রত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। নর এবং নারী, সকলেই ভক্তিপূর্ব্বক শুচি ও সমাহিত হইয়া নীবার আহারপূর্ব্বক এই ব্রত করিবে। ইহাতে তাহাদের আপদ্ বা দুঃখ কদাচ হইবে না। এই ব্রত করিলে নারীগণের দুর্ভগত্ব, এবং মাতা, পুত্র ও সম্পত্তি হইতে কদাচ বিয়োগ হয় না। হে ব্যাস! আপনি যেমন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, সেইরূপ তীর্থ কথিত হইল। অবন্তীতে এরূপ তীর্থ বিদ্যমান আছে, যাহা ব্রহ্মাণ্ডগোলকে দেখিতে পাওয়া যায় না। এই তীর্থে কোন মানব যদি মহাদান আচরণ করে, তাহা হইলে সে বিষ্ণুলোকে পূজিত হয়। যে মানব নিয়মাবলম্বনে এই কথা শ্রবণ বা পাঠ করে, সে অশ্বমেধফল লাভ করিয়া থাকে। ২৪—৪২।

ঊনষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৫৯।

ষষ্টিতম অধ্যায়

ব্যাস বলিলেন,—হে অনঘ! আপনি পূর্ব্বে পুরুষোত্তম তীর্থের কথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন; আপাতত আপনি ঐ তীর্থের মাহাত্ম্য বিস্তৃতরূপে বলুন। ইহা আমি শুনিতে ইচ্ছা করি। সনৎকুমার বলিলেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! যাহা শ্রবণ করিলে মহাপাপক্ষয় হয়, সেই পাপহর কথা শ্রবণ করুন,—পুরাকল্পে বিমল শুভময় বৈকুণ্ঠে রমাপতি পার্ষদগণের সহিত উপবিষ্ট আছেন, পিতামহাদি মহাদিতত্ত্ব, ও ঋদ্ধিসিদ্ধিগুণোপেত সদাচার মহর্ষিগণ ও গণগন্ধর্ব্বসত্তম ঐ সভায় বিদ্যমান ছিলেন। ঐ সময় চিন্তামণিগৃহের

চিন্তামণিগৃহোদ্গারললিতাঙ্গনভূমিষু ॥ ৬ ॥ কল্পক্রম-কৃতচ্ছায় আসীনো হি মুরদ্বিষঃ। ধর্ম্মবাদরতাঃ সর্ব্বে ব্রহ্মমার্গসুনিশ্চিতাঃ ॥ ৭ ॥ তেষাং মধ্যে পরা ভাষা হ্যপৃচ্ছৎ কমলাপতিম্। লক্ষ্মীরুবাচ। পুণ্য কানাংবিধিংনাথ শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ। সর্ব্বজ্ঞোঽসি মহাপ্রাজ্ঞ বাচ্যতাং যদি রোচতে ॥ ৯ ॥ শ্রীভগবানুবাচ। দানং স্নানং তপঃ শ্রাদ্ধং সদা শস্তং হি শোভনে। তথাপি বিধিনা প্রাপ্তং তৎসর্ব্বং চাক্ষয়ং ভবেৎ ॥ ১০ ॥ দেশে কালে পর্ব্বণি চ তীর্থে চায়তনে পদে। দানং স্নানং তপঃ শ্রাদ্ধং মুনিভিঃ পরিকীর্ত্তিতম্ ॥ ১১ ॥ পূর্ণমাস্যামমাবাস্যা সংক্রান্তৌ গ্রহণে তথা। বৈধৃতৌ চ ব্যতীপাতে দানবৃদ্ধি পরা স্মৃতা ॥ ১২ ॥ গঙ্গায়াং ভাস্করক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে চ পুষ্করে। গোদাবর্য্যাং গয়ায়াঞ্চ তীর্থে চামরকণ্টকে ॥ ১৩ ॥ অবন্ত্যাঞ্চ হুতং দত্তং তৎসর্ব্বং চাক্ষয়ং ভবেৎ। তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন পর্ব্বে তীর্থঃ সমাচরেৎ ॥ ১৪ ॥ কুচৈলো দুর্ভগো মূর্খো জড়ো রোগসমন্বিতঃ। তীর্থপর্ব্বপরিভ্রষ্টো নরো ভবতি নিশ্চিতম্ ॥ ১৫ ॥ কে যোগাঃ সুকৃতানাঞ্চ কর্ত্তব্যাশ্চ বিশেষতঃ ॥ ১৬ ॥ শ্রীকৃষ্ণ উবাচ। সাধু পৃষ্টঃ প্রিয়ে প্রশ্নঃ পুণ্যকানাং ত্বয়ানঘে। মলমাসে সমায়াতে যে নরা ব্রতবর্জ্জিতাঃ। জন্মজন্মনি দারিদ্র্যং তেষাং ভবতি শোভনে ॥ ১৭ ॥ শ্রীরুক্মিণ্যুবাচ। কীদৃশো হি মলো মাসঃ কেন যোগেন জায়তে। কদা কালে সমায়াতি এতন্মে বদ বিস্তরাৎ ॥ ১৮ ॥ শ্রীকৃষ্ণ উবাচ। যুক্তমুক্তং ত্বয়া দেবি প্রশ্নঃ কালেহয়মীদৃশঃ। দেবতাপিতৃকার্য্যাণি বিধিনা হি মলিম্লুচে ॥ ১৯ ॥ ক্ষৌরং মৌঞ্জী বিবাহশ্চ ব্রতোপবাসকং তথা। বিশেষেণ গৃহস্থানাং বর্জ্জ্যং মুনিবরোত্তমৈঃ ॥ ২০ ॥ সংবৎসরত্রয়ান্তে চ মাসোঽয়মধিগচ্ছতি। অসংক্রমে রবেরস্মিংস্তস্মাদধিকমাসকঃ ॥ ২১ ॥ অধিমাসাধিপত্যোঽহং সদৈব পুরুষোত্তমঃ। মমাভিধানং তীর্থং চ মহাকালবনে শুভম্ ॥ ২২ ॥ পুরুষোত্তমাখ্যং মে ধাম সদৈবাত্র প্রতিষ্ঠতি। তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন গন্তব্যং হি ত্বয়া সহ ॥ ২৩ ॥ মহাকালবনে তত্র যত্র তীর্থং মমাভিধম্। প্রাণিনো যে সমায়ান্তি মজ্জনার্থং প্রিয়ে ধ্রুবম্ ॥ ২৪ ॥ তেষামিহ মমাদেয়ং ন কদাপি ভবিষ্যতি। ধনধান্যকলত্রাদিপুত্রসৌখ্যং সদৈব হি ॥ ২৫ ॥ অসঙক্রান্তেঽপি সম্প্রাপ্তে মামুদ্দিশ্য ব্রতং চরেৎ। অধিমাসাধি-

ললিত অঙ্গনভূমিতে কিন্নরগণের গান ও অপ্সরোগণের নৃত্য হইতেছিল। ছায়াময় কল্পদ্রুমের তলে ঐ সভা বসিয়াছিল। ঐ সভার সভ্যগণ ব্রহ্মমার্গ নিশ্চয় করিয়া মুরহরের ধর্ম্মবাদে নিরত ছিলেন। ইত্যবসরে কমলা কমলাপতিকে বলিলেন,—হে নাথ! যদি আপনার ইচ্ছা হয়, তবে আপনি পুণ্যবিধি কীর্ত্তন করুন। আপনি সর্ব্বজ্ঞ ও মহাপ্রাজ্ঞ। শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে শোভনে! স্নান, দান, তপ, ও শ্রাদ্ধ প্রশস্ত বটে, তথাপি এই সকল, বৈধভাবে হইলে অক্ষয় হয়। দেশ, কাল, পর্ব্ব, তীর্থ ও আয়তনে, স্নান, দান, তপ, শ্রাদ্ধ, মুনিগণ কীর্ত্তন করিয়াছেন। পূর্ণিমা, অমাবস্যা, সংক্রান্তি, গ্রহণ, বৈধৃতি, ও ব্যতীপাতে দান করিলে তাহা বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। গঙ্গা, ভাস্করক্ষেত্র, কুরুক্ষেত্র, পুষ্কর, গোদাবরী, গয়া, অমরকণ্টক, ও অবন্তীতে হুত ও দত্ত বস্তু অক্ষয় হইয়া থাকে। সুতরাং সকলে যত্ন সহকারে তীর্থ-সেবা করিবে। কুচৈল দুর্ভগ, মুর্খ, জড় ও রোগী ব্যক্তি নিশ্চয়ই তীর্থ-পর্ব্ব-পরিভ্রষ্ট হইয়া থাকে। সুকৃতী ব্যক্তিদিগের যোগই বা কি এবং কর্ত্তব্যই বা কি? শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—অয়ি প্রিয়ে অনঘে! তুমি সাধু প্রশ্ন করিয়াছ। মলমাসে যে নর রথনিয়মাদি ব্রতাচরণ না করে, তাহার জন্ম জন্ম দারিদ্র্য লাভ ঘটিয়া থাকে। শ্রীরুক্মিণী বলিলেন,—হে প্রভো! মলমাস কিপ্রকার; কিরূপে হয়, এবং কোন্‌কালে তাহা সঙ্ঘটিত হইয়া থাকে? ইহা বিস্তৃতরূপে বলুন। ১—১৮। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—হে দেবি! তুমি যুক্তিযুক্ত প্রশ্ন করিয়াছ। মলমাসে দেব ও পিতৃকার্য্য, ক্ষৌর, মৌঞ্জী, বিবাহ, এবং ব্রতোপবাস, গৃহস্থগণের বর্জ্জনীয়। সংবৎসরত্রয়ান্তে এই মাস আগমন করে। রবির অসংক্রমণ—ন্যূনাধিক গতিবশতঃ অধিমাস অর্থাৎ একমাস অধিক হয়। আমিই ঐ অধিক মাসের অধিপতি। মহাকাল বনে আমার নামে এক শুভ তীর্থ আছে। পুরুষোত্তমাখ্য আমার ধাম ঐ স্থানে বিরাজিত। সুতরাং তোমার সহিত ঐ স্থানে আমার গমন করা উচিত। হে প্রিয়ে! যে সকল মানব স্নানার্থে ঐ তীর্থে আগমন করে, তাহাদিগকে আমার অদেয় কিছুই নাই। তাহাদের ধন, ধান্য, কলত্র, পুত্র ও সুখ সর্ব্বদা বিদ্যমান থাকে। রবির অসংক্রমণ সম্প্রাপ্ত

পত্যোঽহং সদা বৈ পুরুষোত্তমঃ ॥ ১৬ ॥ স্নানং দানং জপো হোমঃ স্বাধ্যায়ঃ পিতৃতর্পণম্। দেবতার্চ্চা চ মধ্যাহ্নে যে কুর্ব্বন্তি নরোত্তমাঃ ॥ ২৭ ॥ অক্ষয়ং চ ভবেৎ সর্ব্বং তেষাং বৈ কমলে ধ্রুবম্। মলমাসো গতঃ শূন্যো যেষাং দেবি প্রমাদতঃ ॥ ২৮ ॥ দারিদ্র্যং চ সদা তেষাং শোকরোগবিবর্দ্ধনম্। অধিমাসে সমায়াতে অবন্ত্যাং ব্রতমাচরেৎ ॥ ২৯ ॥ তেষাং দদাম্যহং প্রীত্যা স্বামেব চ ন সংশয়ঃ। স্বল্পং দানমলং কার্য্যং যৎকিঞ্চিদিহ যৎকৃতম্। তৎসর্ব্বং মৎপ্রসাদেন হ্যনন্তং প্রিয়দর্শনে ॥ ৩০ ॥ শ্রীরুবাচ। ঈদৃশো হি ত্বয়া প্রোক্তো হ্যধিমাসস্য সুব্রত ॥ ৩১ ॥ মহিমা হ্যপি লোকানাং সর্ব্বকামবরপ্রদঃ। অধিমাসব্রতং পুণ্যং কথয়স্ব প্রসাদতঃ ॥ ৩১ ॥ শ্রীকৃষ্ণ উবাচ। অসঙ্ক্রান্তো যদা মাসঃ প্রাপ্যতে মানবৈঃ প্রিয়ে। মহোৎসবস্তদা কার্য্য আত্মনো হিতকাঙ্ক্ষিভিঃ ॥৩৩॥ কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দ্দশ্যাং নবম্যাং বা সুরেশ্বরি। অষ্টম্যাং চাথ কর্ত্তব্যং ব্রতং শোকবিনাশনম্ ॥ ৩৪ ॥ যথালাভোপহারেণ মাসে চাপি মলিম্লুচে। পুণ্যাহে প্রাতরুত্থায় কৃত্বা পৌর্ব্বাহ্নিকীং ক্রিয়াম্ ॥৩৫॥ গৃহীত্বা নিয়মং পশ্চাদ্বাসুদেবং হৃদি স্মরন্। উপবাসং চ নক্তং চ একভুক্তং চ মানিনি ॥ ৩৬ ॥ একস্ত নিশ্চয়ং কৃত্বা ততো বিপ্রান্নিমন্ত্রয়েৎ। সপত্নীকান্ সদাচারান্ কুলীনান্ জ্ঞাতিসম্ভবান্ ॥ ৩৭ ॥ ততো মধ্যাহ্নসময়ে লক্ষ্মীযুক্তং সনাতনম্। স্থাপয়েদব্রণে কুম্ভে বেদমন্ত্রৈর্দ্বিজাতিভিঃ ॥ ৩৮ ॥ পূজয়েৎ পরয়া ভক্ত্যা গোত্রিভিঃ সপিতামহম্। গন্ধতোয়েন সংস্থাপ্য পঞ্চামৃতৈস্তথৈব চ ॥ ৩৯ ॥ মিষ্টান্নৈর্নবভিশ্চৈব নৈবেদ্যৈর্ধূপদীপকৈঃ। আচ্ছাদনৈশ্চ বস্ত্রৈশ্চ পীতকৌশেয়কৈস্তথা ॥ ৪০ ॥ ঘণ্টামৃদঙ্গনির্হ্রাদৈর্ঘোষধ্বনিসমন্বিতৈঃ। আরাত্ত্রিকং ব্রতী কুর্য্যাৎ কর্পূরাগুরুচন্দনৈঃ ॥ ৪১ ॥ অলাভে তুলস্যৈকেশ্চাপি ফলস্যানন্ত্যহেতবে। তাম্রপাত্রস্থিতে তোয়ে চন্দনাক্ষতপুষ্পকৈঃ ॥ ৪২ ॥ অর্ঘ্যং দদ্যাৎ সপত্নীকঃ প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা। পঞ্চরত্নৈঃ সমাযুক্তৈর্জানুনী কৃত্যা ভূতলে। সমাদায় চ পাণিভ্যাং সর্ব্বভক্তিসমন্বিতঃ ॥ ৪৩ ॥ কৃপাবন্ সর্ব্বভূতেষু জগদানন্দকারক। গৃহাণার্ঘ্যমিমং দেব সম্পূর্ণফলদো ভব ॥ ৪৪ ॥ স্বয়ম্ভুবে নমস্তুভ্যং ব্রহ্মণেঽমিততেজসে। নমোঽস্তু তে শ্রিয়ানন্দ ব্রহ্মানন্দ কৃপাকর ॥ ৪৫ ॥

হইলে আমার উদ্দেশে ব্রতাচরণ করিবে মৎস্বরূপী পুরুষোত্তম ক্ষেত্রই অধিমাসাধিপ ঐ সময়ে ঐ ক্ষেত্রে যে মানব স্নান, দান, জপ, হোম, স্বাধ্যায়, পিতৃতর্পণ, ও দেবপূজা অনুষ্ঠান করে, তাহার ঐ সকল কর্ম্ম নিশ্চয়ই অক্ষয় হয়। হে দেবি! মলমাস যাহাদের শূন্য অবস্থায় গমন করে, তাহারা সর্ব্বদা রোগ-শোক-বিবর্দ্ধন দারিদ্র্য লাভ করে। অধিমাস সমাগত হইলে অবন্তীতে ব্রতাচরণ করিতে হয়। যাহারা করে, আমি তাহাদিগকে তোমাকে প্রদান করি অর্থাৎ তাহাদের শ্রীবৃদ্ধি হয়। এই স্থানে যৎকিঞ্চিৎ স্বল্প বস্তুও প্রদত্ত হইলে, তাহা আমার প্রসাদে অনন্ত হইয়া থাকে। শ্রী বলিলেন,—হে সুব্রত! আপনি লোক সকলের সর্ব্বকামপ্রদ অধিমাসমহিমা কীর্ত্তন করিলেন। অধুনা কৃপা করিয়া আপনি পুণ্যজনক অধিমাসব্রত কীর্ত্তন করুন। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—হে প্রিয়ে! মানব যখন অসংক্রান্ত (মলমাসান্বিত) মাস প্রাপ্ত হইবে, তখন তাহারা নিজহিতকামনায় মহোৎসব করিবে। হে সুরেশ্বরি! কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী, নবমী বা অষ্টমীতে শোকবিনাশক ব্রত করিবে। মলমাসীয় পুণ্যাহে প্রাতে গাত্রোত্থান করিয়া মানব পৌর্ব্বাহ্নিকী ক্রিয়া সমাপনান্তে যথালাভোপচারে আমাকে হৃদয়ে স্মরণ করিয়া উপবাসী বা একভুক্ত হইবে এবং সদাচার, কুলীন, জ্ঞাতি-সম্ভব সপত্নীক ব্রাহ্মণদিগকে নিমন্ত্রণ করিবে ।১৯—৩৭। অনন্তর মধ্যাহ্ন বেদমন্ত্রে গোত্রসম্ভূত দ্বিজাতিগণ দ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক অব্রণকুম্ভে সপিতামহ লক্ষ্মী-নারায়ণের স্নান ও পূজা করাইবে। গন্ধতোয় ও পঞ্চামৃত দ্বারা তাঁহাকে স্নান করাইয়া নব মিষ্টান্ন, নৈবেদ্য, ধূপ, দীপ, পীত-কৌশেয়ক আচ্ছাদনবস্ত্র এবং ঘণ্টা ও মৃদঙ্গনাদ দ্বারা তাঁহার পূজা করিবে। অতঃপর ব্রতী উহা অলাভে ফলানন্ত্যহেতু কর্পূর ও অগুরু চন্দন দ্বারা নীরাজন করিবে। তাম্রপাত্রস্থিত জলে চন্দন, পুষ্প, অক্ষত ও পঞ্চ রত্ন প্রদান করিয়া সপত্নীক ব্রতী হৃষ্টান্তঃকরণে জানুযুগল ভূতলে পাতিত করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক অর্ঘ্য প্রদান করিবে। মন্ত্র যথা—হে সর্ব্বভূত-দয়ানিধে, জগদানন্দনকারক! আপনি আমার অর্ঘ্য গ্রহণ করুন এবং সম্পূর্ণ ফল-দায়ক হউন। প্রার্থনা-মন্ত্র যথা—হে স্বয়ম্ভু! তোমাকে নমস্কার। তুমি ব্রহ্মা, অমিততেজা, শ্রীদেবীর আনন্দদায়ক, ব্রহ্মানন্দ ও

এবং সম্প্রার্থ্য গোবিন্দং পূজয়েদ্ব্রাহ্মণান্ স্বয়ম্। সপত্নীকান্ শুচীন্ স্নাতান্ লক্ষ্মীনারায়ণৌ স্মরন্॥ ৪৬॥ পূজয়িত্বা বিধানেন ভোজয়েদ্ঘৃতপায়সৈঃ॥ ৪৭॥ ভোজয়িত্বা বিধানেন সপত্নীকং যথোচিতম্। বিদ্যা-বিনয়সম্পন্নং তথা পত্ন্যা সমন্বিতম্॥ ৪৮॥ পূজয়িত্বা যথাশক্ত্যা বস্ত্রালঙ্কারকুঙ্কুমৈঃ। গোস্তন্যাম্র-কপিত্থৈশ্চ খর্জ্জুরৈঃ কদলীফলৈঃ॥ ৪৯॥ পনসৈ-র্নারিকেলৈশ্চ নারঙ্গৈর্দাড়িমৈস্তথা। ঘৃতপক্বান্ন-গোধূমৈঃ শুভৈঃ সোমালিকৈর্বটৈঃ॥ ৫০॥ শর্করাঘৃতপূরৈশ্চ কর্ণিকৈঃ খণ্ডমণ্ডকৈঃ। উর্ব্বারু-কর্কটীশাকৈঃ শৃঙ্গবেরৈঃ সমূলকৈঃ॥ ৫১॥ অন্যৈশ্চ বিবিধৈঃ শাকৈরান্নৈঃ পক্বৈঃ পৃথক্ পৃথক্। ভক্ষ্য-ভোজ্যলেহ্যপেয়কন্দকানি বিশেষতঃ॥ ৫২॥ সুবা-সিতান্ গোরসাংশ্চ পরিবেষ্য মৃদু ব্রুবন্। ইদং স্বাদু রসং ভোজ্যং ভবদর্থে প্রকল্পিতম্॥ ৫৩॥ যাচ্যতাং রোচতে যচ্চ যন্ময়া পাচিতং প্রভো। ধন্যোঽস্ম্যনুগৃহীতোঽস্মি কৃতং সার্থকং মন্দিরম্॥ ৫৪॥ বিসর্জ্জয়েত্ততো বিপ্রান্ দত্ত্বা তাম্বুলদক্ষিণাঃ। চতুর্ভি-র্মিলিতৈর্দ্দেবি তাম্বুলং মম বল্লভম্॥ ৫৫॥ যো দদাতি দ্বিজশ্রেষ্ঠে স ভবেৎ সুভগো নরঃ। সুভগা চ সদাচারা বল্লভা স্বজনে সদা॥ ৫৬॥ পুত্র-সৌভাগ্যযুক্তা চ তাম্বূলৈর্জ্জায়তে প্রিয়ে। পত্রৈস্তু কেশবঃ প্রীতঃ পূগৈর্গৌরীশঃ সহোময়া॥ ৫৭॥ চূর্ণকে-নানলঃ প্রীতঃ খদিরেণ তু মন্মথঃ। চতুর্ভির্বিশ্ব-রূপোঽসৌ যঃ পুষ্ণাতি জগত্রয়ম্॥ ৫৮॥ পরিতোষ্য স'ত্নীকান্ হস্তে দত্ত্বা চ মোদকান্। আসীমান্ত-মনুব্রজ্য ভুঞ্জীত সহ বন্ধুভিঃ॥ ৫৯॥ অসংক্রান্তে ব্রতং নারী যা করোতীহ সুপ্রিয়ে। দারিদ্র্যং পুত্রশোকঞ্চ বৈধব্যং নাপ্নুয়াৎ ক্বচিৎ॥ ৬০॥ নরো বা যদি বা নারী যঃ কুর্য্যাচ্চ মলিম্লুচে। স সর্ব্বসুখভোক্তা চ ভবেন্নাস্ত্যেব সংশয়ঃ॥ ৬১॥ মলিম্লুচে প্রাপ্য ন পূজিতো যৈর্নারায়ণোঽহং পরয়েহ ভক্ত্যা। কথং ভবেয়ুঃ সুখপুত্রসম্পৎ সুহৃৎসুভার্য্যাঃ সুগুণৈরুপেতাঃ॥ ৬২॥

ইতি শ্রীস্কান্দে দানাদিমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৬০॥

কৃপাকর, তোমাকে নমস্কার। এইরূপে গোবিন্দের নিকট প্রার্থনা জানাইয়া লক্ষ্মী-নারায়ণ স্মরণপূর্ব্বক স্বয়ং শুচি, স্নাত, সপত্নীক ব্রাহ্মণগণের পূজা করিবে। এইরূপে পূজা করিয়া বস্ত্রালঙ্কার প্রদানান্তে গোদুগ্ধ, ঘৃত, পায়স, আম্র, কপিত্থ, খর্জ্জুর, কদলীফল, পনস, নারিকেল, নারঙ্গ, দাড়িম, ঘৃত-পক্ব অন্ন, গোধূম, সোমালিক, বট, শর্করা, ঘৃতপূর, কর্ণিক, খণ্ড, মণ্ড, উর্ব্বারু, কর্কটীশাক, শৃঙ্গবের, মূলক, অন্যান্য বিবিধ শাক, পক্ব আম্র, নানাবিধ ভক্ষ্য ভোজ্য লেহ্য পেয় কন্দ ও সুবাসিত গোরস দ্বারা সস্ত্রীক তাঁহাদিগকে পরিবেশন করিয়া মৃদুভাবে বলিবে,—এই সুস্বাদু ভোজ্য আমি আপনাদের জন্য প্রস্তুত করিয়াছি। হে প্রভুগণ! আপনাদের জন্য আমি যাহা পাক করাইয়াছি, তাহার মধ্যে যদি কিছু আপনাদের ইচ্ছা হয় ত আমায় বলুন। আমি ধন্য ও অনুগৃহীত হইলাম। আমার গৃহ অদ্য পবিত্র ও সার্থক হইল। অনন্তর তাম্বুল ও দক্ষিণা প্রদান করিয়া বিপ্রগণকে বিদায় দিবে। হে দেবি! চারিটী দ্রব্য (পান, চূণ, খদির, সুপারি) মিলিত করিয়া তাম্বুল প্রদান করিলে তাহা আমার অভিমত ও প্রিয় হয়। বিপ্রকে যে এরূপ প্রদান করে, সে সুভগ হয়। নারী এরূপ প্রদান করিলে সুভগা, সদাচারা, স্বজন-বল্লভা ও পুত্রসৌভাগ্যযুক্তা হয়। তাম্বূলের পত্র দ্বারা কেশব, পূগ দ্বারা উমার সহিত উমেশ চূর্ণক দ্বারা অনল ও খদির দ্বারা মন্মথ প্রীত হন। আর এই চারি বস্তু মিলিত তাম্বূল দ্বারা বিশ্বরূপ—যিনি জগত্রয় পোষণ করেন, তিনি প্রীত হন। ভুক্ত সপত্নীক ব্রাহ্মণগণকে মোদক দানে পরিতুষ্ট করিয়া সীমান্ত পর্য্যন্ত অনুগমন করিবে। অতঃপর স্বয়ং বন্ধুগণের সহিত ভোজন করিবে। হে প্রিয়ে! যে নারী রবি-অসংক্রমণে ব্রত করে, তাহার দারিদ্র, পুত্রশোক, ও বৈধব্য কদাচ ঘটে না। নর অথবা নারী যদি মলমাসে এই ব্রত আচরণ করে, তাহা হইলে তাহারা সর্ব্বসুখভাগী হয়, এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই। মলমাস প্রাপ্ত হইলে যে নর পরম ভক্তি সহকারে আমার পূজা না করে, সে কিরূপে সুখ, পুত্র, সম্পৎ, সুহৃৎ ও গুণবতী ভার্য্যা লাভ করিবে? ৩৮—৬২।

ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৬০।

একষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

সনৎকুমার উবাচ। অধিমাসং সমাসাদ্য যোঽন্যত্র স্থিতিমাত্মনঃ। করোতি স নরো মূর্খো মহাকালবনাদৃতে। ১। অধিমাসে নরো ব্যাস তীর্থে পুরুষোত্তমাভিধে। স্নাত্বা দত্ত্বা চ দানানি তেষাং লোকাঃ সনাতনাঃ। ২। পুরুষোত্তমং সমভ্যর্চ্চ্য রমালালিতপাদকম্। তথৈব চ উমাং দেবীং শঙ্করেণ চ পূজয়েৎ। ৩। বাঞ্ছিতার্থশতং প্রাপ্য বিষ্ণুলোকে মহীয়তে। ভাদ্রপদে সিতে পক্ষে একাদশ্যাং সমাহিতঃ। উপোষ্য বিধিবদ্ব্যাস রাত্রৌ জাগরণং চরেৎ। ৪। বিষ্ণোশ্চ পূজনং কার্য্যং জলযাত্রা তথৈব চ। পুরুষোত্তমসরে নিত্যং তস্য পুণ্যফলং শৃণু। ৫। পুত্রদারধনং সম্যগায়ুরারোগ্যসম্পদঃ। ন তেষাং দুর্লভং কিঞ্চিৎত্রিষু লোকেষু বিদ্যতে। ৬। তস্য পূর্ব্বতরে ভাগে জটেশ্বরমহেশ্বরঃ। তিষ্ঠতি তাপসস্তীরে যত্র রাজা ভগীরথঃ। ৭। তপস্তপ্ত্বা পরং লেভে পুণ্যং পুণ্যবতাং বরঃ। গঙ্গাং ভূতলমানীয় সর্ব্বলোকসুখায় বৈ। ৮। তস্য তীর্থে নরঃ স্নাত্বা তিলধেনুং প্রদাপয়েৎ। সর্ব্বযজ্ঞফলং প্রাপ্য পুত্রবান্‌জায়তে নরঃ। ৯। তস্যেশানতরে ভাগে রামো ভার্গবসত্তমঃ। তপস্তেপে শুদ্ধাত্মা আত্মকার্য্যবিশুদ্ধয়ে। ১০। কৌশিকী চ সরিচ্ছ্রেষ্ঠা সর্ব্বতীর্থবরপ্রদা। তত্র স্নাত্বা নরো জাতিহত্যাদোষবিবর্জ্জিতঃ। ১১। রামেশ্বরং সমালোক্য ধূতপাপো ভবেন্নরঃ। ১২।

ইতি শ্রীস্কান্দেঽধিমাসস্নানদানাদিমাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈকষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ। ৬১।

দ্বিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ। গোমতীকুণ্ডং ত্বয়া প্রোক্তং পুরা ব্রহ্মন্ সনাতনম্। কস্মিন্ কালে কদা জাতং তন্মে বদ সুবিস্তরাৎ। ১। সনৎকুমার উবাচ। শৃণুষ্ব ভো মহাপ্রাজ্ঞ কথাং পাপহরাং পরাম্। গোমতীকুণ্ডোদ্ভবাং পুণ্যাং পুরা রুদ্রেণ ভাষিতাম্। ২। নৈমিষে চ সমাসীনা ঋষয়ঃ শৌনকাদয়ঃ। কথয়ন্তি কথাং পুণ্যাং সর্ব্বতীর্থোদ্ভবাং শুভাম্। ৩।

একষষ্টিতম অধ্যায়।

সনৎকুমার বলিলেন,—মলমাস প্রাপ্ত হইয়া যে নর মহাকালবন পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র বাস করে, সে মূর্খ। হে ব্যাসদেব! যে নর অধিমাসে পুরুষোত্তম তীর্থে স্নান ও দানাদি করে, তাহার সনাতন লোক লাভ হয়। ঐ স্থানে রমাপূজিত পুরুষোত্তমের অর্চ্চনা করিয়া যদি কেহ উমার সহিত শঙ্করের পূজা করে, তাহা হইলে সে শত বাঞ্ছিতার্থ লাভ করিয়া বিষ্ণুলোকে পূজিত হয়। হে ব্যাস! নর ভাদ্র-সিতপক্ষীয় একাদশীতে উপবাস করিয়া ঐ তীর্থে রাত্রিজাগরণ করিবে এবং বিষ্ণুপূজান্তে পুরুষোত্তমসরোবরে বিষ্ণুর যাত্রা করিয়া সম্পাদন করিবে। এরূপ করিলে তাহার যে পুণ্য হয়, তাহা শ্রবণ করুন,—পুত্র দার, ধন, আয়ু, আরোগ্য, ও সম্পদ্, এ সকল তাহার কদাচ দুর্লভ হয় না। এই তীর্থের পূর্ব্বদিক্‌ভাগে জটেশ্বর মহাদেব বিরাজিত। সর্ব্বলোক-সুখের নিমিত্ত ভূতলে গঙ্গা আনয়নপূর্ব্বক এই স্থানে রাজা ভগীরথ তপস্যা করিয়া পরম শ্রেয় লাভ করিয়াছিলেন। এই তীর্থে নর স্নান করিয়া তিলধেনু দান করিবে। এরূপ করিলে সর্ব্বযজ্ঞ-ফল লাভ করিয়া পুত্র প্রাপ্ত হয়। এই স্থানের ঈশানকোণে ভার্গবসত্তম রাম আত্মকার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত তপস্যা করেন। এই স্থানে কৌশিকী নামে সর্ব্বতীর্থ-ফলপ্রদা নদী আছে। এই নদীতে স্নান করিলে নর স্বজাতিহত্যাজনিত পাপ হইতে মুক্তি লাভ করে। এই তীর্থে রামেশ্বর শিবদর্শন করিয়া মানব বিগতপাপ হইবে। ১—১২।

একষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৬১।

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়।

ব্যাস বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! আপনি পূর্ব্বে গোমতীকুণ্ড নামে যে সনাতন তীর্থ কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা কোন্ কালে, কোন্ সময়ে জন্মিয়াছিল? ইহা আমায় বলুন। সনৎকুমার বলিলেন,—হে মহাপ্রাজ্ঞ! আপনি রুদ্রকথিত গোমতীতীর্থ-বিষয়ক পুণ্যকথা শ্রবণ করুন। একদা নৈমিষারণ্যবাসী শৌনকাদি মুনিগণ সর্ব্বতীর্থবিষয়ক পুণ্যকথার প্রস্তাব করিলে ঐ সময় ভগবান্

তস্মিন্নবসরে পুণ্যে কাশীমাহাত্ম্যমুত্তমম্। কথিতং নারদেনৈব পবিত্রং পাপহারকম্॥ ৪॥ উষরঃ পুণ্য পাপানাং ধন্যা বারাণসী পুরী। এবং লভন্তে মোক্ষঞ্চ সমং চণ্ডালপণ্ডিতাঃ॥ ৫॥ অসীবরুণয়োর্মধ্যে পঞ্চক্রোশী মহাফলম্। অমরা মরণমিচ্ছন্তি কা কথা ইতরে জনাঃ॥ ৬॥ ইতি স্মৃত্বা তদা ব্যাস স্বয়ম্ভুঃ প্রত্যভাষত। শৃণ্বতাং সর্ব্বদেবানামৃষীণাঞ্চ পরন্তপ॥ ৭॥ নদী ন গোমতীতুল্যা কৃষ্ণতুল্যা ন দেবতা। সর্ব্বপাতালভূমধ্যে ন দ্বারকাসমা পুরী॥ ৮॥ ইতি তে নিশ্চয়ং জ্ঞাত্বা ঋষয়ঃ শৌনকাদয়ঃ। যত্র তত্র স্থিতাঃ সর্ব্বে প্রাতঃসন্ধ্যামুপাসিতুম্॥ ৯॥ তত্রৈব গোমতীতীরে চক্রুস্তে বৈ ধৃতব্রতাঃ। সান্দীপনোঽপি তত্রৈব প্রাতঃসন্ধ্যাং সমাচরৎ॥ ১০॥ এবং বহুতিথে কালে চরতস্তস্য বৈ ব্রতম্। সান্দীপনস্য বৈ ব্যাস হ্যবন্তীপুরবাসিনঃ॥ ১১॥ তস্যৈব কামপূর্ত্ত্যর্থং বিদ্যার্থিনৌ রামজনার্দ্দনৌ। সমায়াতৌ সুকুমারাঙ্গৌ সততং ব্রহ্মচারিণৌ॥ ১২॥ নিবাসং চক্রতুস্তস্য গুরোর্গেহে পরন্তপ তস্য পাঠয়তঃ সম্যগ্‌বিদ্যাং সর্ব্বশ্রুতীঃ পরম্॥ ১৩॥ উষস্যুষসি তত্রৈব দৃশ্যতে ন তদা গুরুঃ। বদেযাপদেশকালোঽয়ং ক গতো নৌ গুরুর্ব্বরঃ॥ ১৪॥ ইতি পৃষ্টে তয়োরেবং গুরুপত্নী হ্যুবাচ হ। সদৈব কুরুতে বৎস প্রাতঃসন্ধ্যাত্যুপাসনম্॥ ১৫॥ তত্রৈব যাতি বৈ নিত্যং গুরুস্তে স্নানকারণাৎ। গোমতী বৈ সরিচ্ছ্রেষ্ঠা দ্বারকায়াঞ্চ পাবনী॥ ১৬॥ ইতি শ্রুত্বা তদা কৃষ্ণো রামেণ সহ সংযুতঃ। কিং কর্ত্তব্যমিহাস্মাভিরাত্মনো হিতমুত্তমম্॥ ১৭॥ গুরোরাগমনং কাঙ্ক্ষে অত্রৈব স্থিতিকাঙ্ক্ষয়া। এতস্মিন্নেব কালে তু সান্দীপনিরগাদ্‌গৃহম্॥ ১৮॥ তত উত্থায় তৌ বীরৌ গুরোরাবন্দনং ততঃ। প্রশ্রয়াবনতৌ কৃত্বা হ্যক্রতাং বচনং গুরুম্॥ ১৯॥ শ্রূয়তাং ভো মহাযোগিন্নস্মাকং বাসকারণম্। বিদ্যার্থিনাবিহ প্রাপ্তৌ যুষ্মাকঞ্চ গৃহোত্তমে॥ ২০॥ প্রাতঃকালে চ তে ব্রহ্মন্ সময়ো নাস্তি নৌ প্রভো। এতচ্ছ্রুত্বা বচস্তস্য কৃষ্ণস্য চ বলস্য চ॥ ২১॥ উবাচ ভগবান্ ব্যাস আত্মনো ব্রতকারণম্। অস্মাকং পরমং বৎস ব্রতং বৈ শাশ্বতং মতম্॥ ২২॥ গোমতীস্নানং কর্ত্তব্যং প্রাতঃকালে সদা বুধৈঃ। তত্রৈবোপাসনং পুণ্যং সন্ধ্যায়া ইতি নিশ্চিতম্॥ ২৩॥ ইতি নিশ্চিত্য

নারদ পাপ-হারক পবিত্র কাশী-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। ঐ ধন্যা বারাণসীপুরী পাপ ও পুণ্যের উষরক্ষেত্রস্বরূপ। চণ্ডাল ও পণ্ডিত ঐ স্থানে সমভাবে মোক্ষ লাভ করিয়া থাকে। অসি ও বরণার মধ্যবর্ত্তী যে পঞ্চক্রোশী স্থান, তাহাই মহাফল কাশী নামে প্রসিদ্ধ। অমরগণও ঐ স্থানে মরণ ইচ্ছা করেন; অন্যে পরে কা কথা? এই কথা স্মরণ করিয়া স্বয়ম্ভু দেব ও ঋষিগণকে বলিলেন,—গোমতীর তুল্য নদী, কৃষ্ণতুল্য দেবতা, এবং দ্বারকার সমান পুরী, স্বর্গ, পাতাল ও ভূমধ্যে কুত্রাপি নাই। শৌনকাদি ঋষিগণ এই নিশ্চয় জ্ঞাত হইয়া গোমতীতীরের যেখানে-সেখানে সন্ধ্যা উপাসনা করিতে লাগিলেন। সান্দীপনি মুনিও ঐ স্থানে প্রাতঃসন্ধ্যা আরাধনা করিলেন। ঋষিগণ এইরূপে তথায় ব্রতাচরণ করিতে থাকিলে অবন্তীপুরবাসী সান্দীপনিমুনির কামনা-পূরণের জন্য রাম-কৃষ্ণ বিদ্যার্থীরূপে তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করিতে আগমন করিলেন। উঁহারা সুকুমারাঙ্গ ও ব্রহ্মচারী। তাঁহারা গুরুগৃহে বাস করিয়াই সর্ব্ববিদ্যা ও সর্ব্বশ্রুতি পাঠ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা প্রতিদিন প্রাতঃকালে গুরুকে দেখিতে পাইতেন না বলিয়া একদিন গুরুপত্নীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—ইহা বিদ্যা উপদেশের সময়, আমাদের গুরু কোথায় গেলেন? গুরুপত্নী বলিলেন,—হে বৎসদ্বয়! তোমাদের গুরু সন্ধ্যা উপাসনা ও স্নানাচরণার্থ প্রতিদিন দ্বারকাস্থ পাবনী গোমতী নদীতে গমন করেন। ১—১৬। ইহা শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণ রামের সহিত তাঁহাদের হিতের নিমিত্ত "কর্ত্তব্য কি" এই বিতর্কের পর ঐ স্থানেই গুরুর আগমনাকাঙ্ক্ষায় থাকা কর্ত্তব্য এরূপ নির্ব্বাচন করিবা মাত্র তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের গুরু স্বগৃহে প্রত্যাগত হইলেন। তিনি প্রত্যাগমন করিবা মাত্র ঐ বীরযুগল গাত্রোত্থান করিয়া গুরুর বন্দনা করিলেন এবং বিনয়াবনত হইয়া গুরুকে বলিলেন,—হে মহাযোগিন্! আপনি আমাদের এখানে অবস্থানের কারণ শ্রবণ করুন,—আমরা বিদ্যার্থী হইয়া আপনার গৃহে আগমন করিয়াছি। কিন্তু প্রাতঃকালে আপনার সময় নাই। মুনি—কৃষ্ণ ও রামের এই কথা শ্রবণ করিয়া স্বীয় ব্রতের কথা বলিলেন,—হে বৎসদ্বয়! ব্রতই আমাদের পরম ধর্ম্ম; পণ্ডিতগণের সর্ব্বদা গোমতী নদীতে প্রাতঃস্নান ও সন্ধ্যা উপাসনা করা কর্ত্তব্য, ইহা নিশ্চয় জানিবে। হে বৎসদ্বয়! এই আমার

আবির্ভবদ্যোগ্যং ক্রিয়তাং তথা। তচ্ছ্রুত্বা ভগবান্ বিষ্ণুর্মায়ামানুষরূপবান॥ ২৪॥ গোমত্যারাধনং চক্রে কুশস্থল্যাং দ্বিজোত্তম। যত্র শিবেশ্বরো দেবো যজ্ঞকুণ্ডমনুত্তমম্॥ ২৫॥ কন্থড়েশ্বরস্যোত্তরে ভাগে গোমতী সা সমাগতা। পাতালতলমাভেদ্য সরস্বত্যা সহাগতা॥ ২৬॥ প্রাতরুত্থায় তে সর্ব্বে গোমতীং সরিতাং বরাম্। দদৃশুঃ রুচিরাপাঙ্গীং ব্যাস স্বাশ্রমগামিনীম্॥ ২৭॥ শ্রীকৃষ্ণ উবাচ। অত্রৈব চাগতা ব্রহ্মন্ গোমতী সরিতাংবরা। স্নানদানাদিকং সর্ব্বমত্রৈব সমুপাসয়॥ ২৮॥ গোমত্যত্র সমালীনা যজ্ঞকুণ্ডে সরস্বতী। তদাপ্রভৃতি লোকেঽস্মিন্ গোমতীকুণ্ডমুচ্যতে॥ ২৯॥ সর্ব্বেষামপি লোকানাং মার্গোঽত্রৈব চ বিদ্যতে। তস্মাদ্ব্যাস মহাপুণ্যং ভুবি তীর্থমনুত্তমম্॥ ৩০॥ গোমতীকুণ্ডমাখ্যাতং সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্। ভাদ্রে মাস্যসিতাষ্টম্যাং কৃষ্ণজন্মসমুদ্ভবম্॥ ৩১॥ তত্র স্নাত্বা নরো নিত্যং রাত্রৌ জাগরণং চরেৎ। উপোষ্য বিধিবদ্ব্যাস সশিষ্যং ব্যাসমর্চ্চয়েৎ॥ ৩২॥ বৈষ্ণবাংশ্চ নরাংশ্চৈব কৃষ্ণজন্মোৎসুকান্ বরান্। নানাসুগন্ধপুষ্পাদ্যৈর্বস্ত্রালঙ্কারসংযুতৈঃ॥ ৩৩॥ গোব্রাহ্মণানাং পূজাশ্চ ক্রিয়ন্তে যৈঃ সমাহিতৈঃ। ন তেষাং দুর্লভং কিঞ্চিৎসর্ব্বলোকেষু বিদ্যতে॥ ৩৪॥ গোমতীস্নানজাৎ পুণ্যাদ্বাসুদেবসমাগমাৎ। মনোরথফলপ্রাপ্তির্জায়তে নাত্র সংশয়ঃ॥ ৩৫॥ তথা চৈত্রসিতে পক্ষে যাবচ্চৈকাদশী ভবেৎ। তদ্দিনে চ নরঃ স্নাত্বা গোমত্যাং চ বিশেষতঃ॥ ৩৬॥ রাত্রৌ জাগরণং কৃত্বা বিষ্ণুপূজাং তথৈব চ। আমলকীং ততো গত্বা প্রদক্ষিণাৎ পদে পদে॥ ৩৭॥ গোসহস্রফলং তেষাং প্রাপ্যতে নাত্র সংশয়ঃ। যে শৃণ্বন্তি কথাং পুণ্যাং পবিত্রাং পাপহারিণীম্॥ ৩৮॥ সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তা বিষ্ণুলোকং প্রয়ান্তি তে॥ ৩৯

ইতি শ্রীস্কান্দে গোমতীতীর্থকুণ্ডমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম দ্বিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৬২

ত্রিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

সনৎকুমার উবাচ। কন্থড়েশ্বর ইতি খ্যাতং তত্র তীর্থমনুত্তমম্। তত্র তীর্থে নরঃ স্নাত্বা দৃষ্ট্বা দেবং মহেশ্বরম্॥ ১॥ মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যঃ শুচিঃ

নিশ্চিত কথা অবগত হইয়া যাহা উচিত হয়, তাহা তোমরা কর। হে দ্বিজোত্তম! গুরুর এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া মায়ামানুষরূপধারী ভগবান্ বিষ্ণু কুশস্থলীতে গোমতীর আরাধনা করিতে লাগিলেন। ঐ স্থানে দেব শিবেশ্বর ও অনুত্তম যজ্ঞকুণ্ড বিরাজিত। কন্থড়েশ্বর শিবের উত্তরদিকে পাতালতল ভেদ করিয়া গোমতী নদী সরস্বতীর সহিত মিলিত হইয়াছে। হে ব্যাসদেব! তাঁহারা সকলে প্রাতে গাত্রোত্থান করিয়া রুচিরাপাঙ্গী সরিদ্বরা গোমতীকে স্বাশ্রমগামিনী দর্শন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! এই স্থানে সরিদ্বরা গোমতী বিরাজিতা। আপনি এই স্থানেই স্নান-দানাদি আচরণ করুন। এই যজ্ঞকুণ্ডে সরস্বতী ও গোমতী মিলিত হইয়াছে। এই জন্যই ইহা গোমতীকুণ্ড নামে প্রসিদ্ধ। এই স্থানেই সর্ব্বলোকের গতি বিরাজিত। হে ব্যাস! ভূতলে এই মহাপুণ্য তীর্থ অনুত্তম। ইহা গোমতীকুণ্ড নামে প্রসিদ্ধ এবং সর্ব্বপাপপ্রণাশন। ভাদ্রমাসীয় অসিতাষ্টমীতে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয়। ঐ সময় নর ঐ তীর্থে স্নানান্তে রাত্রি জাগরণ, উপবাস ও ব্যাসদেবের অর্চ্চনা করিবে এবং নানা সুগন্ধ পুষ্পাদি ও বস্ত্রালঙ্কার দ্বারা কৃষ্ণজন্মোৎসুক বরণীয় নর ও গো-ব্রাহ্মণের যথাবিধি সমাহিতভাবে পূজা করিবে। এরূপ করিলে তাহার কোন লোকে কিছুই দুর্লভ থাকে না। গোমতী-স্নান-জনিত পুণ্য, ও বাসুদেব-সমাগমবশত মানবের মনোরথ-প্রাপ্তি ঘটে; ইহাতে কোন সংশয় নাই। ঐরূপ চৈত্রমাসের সিতপক্ষীয় একাদশীতে নর গোমতীতে স্নান, রাত্রিজাগরণ ও বিষ্ণুপূজা করিয়া আমলকী তীর্থে গমনপূর্ব্বক পদে পদে তাহার প্রদক্ষিণ করিবে। এরূপ করিলে সে গোসহস্রদানের ফল প্রাপ্ত হয়। এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই। এই পবিত্র পাপহারিণী কথা যে ব্যক্তি শ্রবণ করে, যে সর্ব্বপাপ-বিনির্ম্মুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করে। ১৭—৩৯।

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৬০।

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়।

সনৎকুমার বলিলেন,—কন্থড়েশ্বর নামে এক উত্তম তীর্থ আছে। ঐ তীর্থে নর স্নানান্তে মহেশ্বর দর্শন করিলে সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্তিলাভ

প্রযতমানসঃ। বিমানশতসংযুক্তঃ শিবলোকে মহীয়তে॥ ২॥ ভুবি পুণ্যতমং তীর্থং সর্ব্বপাপহরং পরম্। খগর্ত্তাসঙ্গমো যত্র গঙ্গেশ্বরসমীপতঃ॥ ৩॥ মহাপাপহরং পুণ্যং মহাপুণ্যফলপ্রদম্। আকাশাৎ পতিতা যত্র গঙ্গা ত্রৈলোক্যপাবনী॥ ৪॥ বিধৃতা শিরসি সদ্যো মহাদেবেন শম্ভুনা। তস্মিংস্তীর্থে নরঃ স্নাত্বা গঙ্গেশমবলোকয়েৎ॥ ৫॥ গঙ্গাস্নানফলং প্রাপ্য বিষ্ণুলোকে মহীয়তে। বীরেশ্বরমনুপ্রাপ্য তস্মিংস্তীর্থে নরো বসেৎ॥ ৬॥ সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা বীরলোকমবাপ্নুয়াৎ। তীর্থমন্যন্মহাপুণ্যং ভুবি খ্যাতং মহর্ষিভিঃ॥ ৭॥ বামনকুণ্ডেতি বিখ্যাতং ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতম্। যস্য দর্শনমাত্রেণ ব্রহ্মহত্যাং ব্যাপোহতি॥ ৮॥ মনোরথশতং প্রাপ্য পশ্চাদ্বিষ্ণুপুরং ব্রজেৎ। ব্যাস উবাচ। কদা কালে সমুৎপন্নং বামনাখ্যং পুরানঘ॥ ৯॥ তৎসর্ব্বং শ্রোতুমিচ্ছামি ত্বত্তো ব্রহ্মবিদাং বর। সনৎকুমার উবাচ। শৃণুষ্ব ভো দ্বিজশ্রেষ্ঠ কথাং পাপহরাং পরাম্॥ ১০॥ যস্য শ্রবণমাত্রেণ সর্ব্বপাপাৎ প্রমুচ্যতে। দৈত্যেন্দ্রস্তু পুরা প্রোক্তো বিষ্ণুভক্তিপরায়ণঃ॥ ১১॥ প্রহ্লাদ ইতি বিখ্যাতঃ সর্ব্বধর্ম্মভৃতাং বরঃ। আচারবিজিতো ধর্ম্মঃ সত্যেন বিজিতা রমা॥ ১২॥ ধৈর্য্যেণ চ ধৃতা লোকাঃ ক্ষময়া বিধৃতা মহী। গাম্ভীর্য্যেণার্ণবা দিব্যাঃ শৌর্য্যেণ শত্রুণাং গণাঃ॥ ১৩॥ প্রশ্রয়েণাভ্যাগতাশ্চ জিতাস্তেন মহাত্মনা। দক্ষিণাভির্জ্জিতো যজ্ঞো হবিষা হব্যবাহনঃ॥ ১৪॥ শৌচাচারবিশুদ্ধাত্মা তপসা চ হতাশুভঃ। দানমানজিতা বিপ্রা ভোজনাচ্ছদনাদিভিঃ॥ ১৫॥ সংস্কারেণ জিতং জন্ম দমেনাত্মা সনাতনঃ। প্রাণায়ামজিতো বায়ুর্যোগধ্যানজিতো হরিঃ॥ ১৬॥ ঈদৃশশ্চ মহাযোগী সত্যধর্ম্মপরায়ণঃ। প্রহ্লাদেন সমো ধীরো ন ভূতো ন ভবিষ্যতি॥ ১৭॥ তস্য পৌত্রঃ সদাচারী বলিরিত্যভিধীয়তে। তস্য পালয়তঃ সম্যক্ প্রজাঃ সম্যগ্বিবর্দ্ধিতাঃ॥ ১৮॥ নাল্লায়ুর্ন জড়ো মূর্খো ন রোগী ন চ মৎসরী। অপুত্রো দ্রব্যহীনশ্চ কোঽপি নাস্তি মহীতলে॥ ১৯॥ মহারাজো মহীপালো যজ্বা বিপুলদক্ষিণঃ। সপ্তদ্বীপবতী তেন পালিতা বসুধা সদা॥ ২০॥ একদা চ সমাসীনে সভামধ্যে বরাসনে। জয়শব্দে বর্ত্তমানে গন্ধর্ব্বা ললিতং জগুঃ॥ ২১॥ বাদ্যমানেষু বাদ্যেষু ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ। কথায়াং কথ্যমানায়াং শুভায়াং চ বিচক্ষণৈঃ॥২২॥ সূতা বৈতালিকাঃ সিদ্ধাশ্চারণাশ্চ

করে এবং শুচি ও প্রযতমানসে শত বিমানে আরোহণপূর্ব্বক শিবলোকে গমন করিয়া সেখানে পূজিত হয়। ভূতলে সর্ব্বপাপহর অন্য এক তীর্থ আছে। এই তীর্থে গঙ্গেশ্বরসমীপে খগর্ত্তাসঙ্গম বিরাজিত। ঐ স্থান মহাপাপহর, পুণ্য ও মহাপুণ্য ফলপ্রদ। ত্রিলোক-পাবনী গঙ্গা আকাশ হইতে ঐ স্থানে পতিত হন। মহাদেব তাহা মস্তকে ধারণ করেন। নর ঐ তীর্থে স্নানান্তে গঙ্গেশকে অবলোকন করিলে গঙ্গাস্নানের ফললাভ করিয়া বিষ্ণুলোকে পূজিত হয়। অনন্তর নর বীরেশ্বর তীর্থ প্রাপ্ত হইয়া ঐ স্থানে বাস করিবে। এরূপ করিলে নর সর্ব্ব-পাপ-বিশুদ্ধাত্মা হইয়া বীরলোক প্রাপ্ত হয়। অন্য এক ভুবন-বিখ্যাত মহাপুণ্যজনক বামনকুণ্ড নামক তীর্থ আছে। ঐ তীর্থ দর্শন করিলে ব্রহ্মহত্যা-জনিত পাপ অপগত হয় এবং মনোরথশত লাভ করিয়া পশ্চাৎ বিষ্ণুপুরে গমন করে। ব্যাস বলিলেন,—হে অনঘ! পূর্ব্বে কোন্ সময়ে বামন উৎপন্ন হইয়াছিলেন? ইহা আমি আপনার নিকট শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। সনৎকুমার বলিলেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! পরম পাপহরা কথা শ্রবণ করুন, এই কথা শ্রবণ করিলে সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্তি লাভ করা যায়। পূর্ব্বে বিষ্ণুভক্তি পরায়ণ প্রহ্লাদ নামে এক পরম ধার্ম্মিক দৈত্য ছিলেন। তিনি আচারে ধর্ম্ম, সত্যে রমা, ধৈর্য্যে লোক, ক্ষমায় মহী, গাম্ভীর্য্যে অর্ণব, শৌর্য্যে শত্রুগণ, বিনয়ে অভ্যাগত, দক্ষিণায় যজ্ঞ, হবিতে হব্যবাহন, শৌচাচার ও তপস্যায় অশুভ, দান-মান ও ভোজনাচ্ছাদনে বিপ্র, সংস্কারে জন্ম, দমে সনাতন আত্মা, প্রাণায়ামে বায়ু ও যোগ-ধ্যানে শ্রীহরিকে জয় করিয়াছিলেন।১ ১৬। ঈদৃশ সত্যধর্ম্মপরায়ণ ধীর যোগী হয় নাই হইবেও না। তাঁহার পৌত্রের নাম বলি। তিনি সদাচারী ছিলেন। তাঁহার শাসনকালে প্রজাগণ সর্ব্বতোভাবে বর্দ্ধিত হইয়াছিল। তখন কেহ জড়, মূর্খ, রোগী, মৎসরী, অদ্রব্য, ও অপুত্র ছিল না। তিনি মহারাজ, মহীপাল, যজ্বা, ও বিপুলদক্ষিণ ছিলেন। তিনি সপ্তদ্বীপবতী মহী পালন করেন। একদা তিনি সভামধ্যে বরাসনে সমাসীন হইলে জয়শব্দ সমুত্থিত হইল; গন্ধর্ব্বগণ ললিত স্বরে গান গাহিতে লাগিল; উত্তম উত্তম বাদ্যযন্ত্র বাদিত হইলে অপ্সরোগণ নৃত্য করিতে লাগিল; বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ শুভ কথার প্রস্তাব করিলেন;

বহুশ্রুতাঃ। ঋষয়শ্চ সমায়াতাস্তত্রৈব দ্বিজসত্তম ॥২৩॥ সুন্দোপসুন্দতুহুণ্ডাদ্যা মহিষাসুরকোঙ্কণাঃ। শুম্ভনিশুম্ভধূম্রাক্ষকালকেয়াশ্চ দানবাঃ ॥২৪॥ কালনেমিশ্চ বিক্রান্তো দৌহৃদো মূষকো যমঃ। নিকুম্ভঃ কুম্ভবিশঠৌ হুষ্ককশ্চ মহাবলঃ ॥ ২৫ ॥ শঙ্খো জলন্ধরো রৌদ্রো বাতাপী চ বলাধিকঃ। সর্ব্বজিদ্বিশ্বহন্তা চ কামচারী হলায়ুধঃ ॥ ২৬ ॥ এতে চান্যে চ বহবো দনুবংশবিবর্দ্ধনাঃ। উপাসাঞ্চক্রিরে তত্র বলিরাজমকল্মষম্ ॥ ২৭ ॥ সিদ্ধা নাগাশ্চ যক্ষাশ্চ কিন্নরাঃ কিম্পুরুষাস্তথা। খেচরা ভূচরা বালা রাক্ষসাশ্চৈব দারুণাঃ ॥ ২৮ ॥ এতে চান্যে চ বহবো রাজানং পর্য্যুপাসত। তত্র সভা মহাদিব্যা শুশুভে চ দ্বিজোত্তম ॥ ২৯ ॥ গ্রহৈরুজ্জ্বলিতৈঃ কীর্ণো শরদীব নভঃস্থলম্। তৎসভায়াং সমাসীনো ররাজ বলিরাট্ তথা ॥ ৩০ ॥ মরুদ্ভিরিব সংবীতো বাসবো দিবি দৈবতৈঃ। একদা চ সভামধ্যে নারদো দেবদর্শনঃ ॥৩১॥ আগতস্তেষু সর্ব্বেষুদানবেষু স্থিতেষু চ। দৃষ্ট্বা তমাগতং সর্ব্বে হ্যুত্তস্থুর্দিতিনন্দনাঃ ॥ ৩২ ॥ ববন্দিরে সর্ব্বশস্ত বলিনা কিন্নরোত্তমম্। সৎকৃত্য চাসনং দত্ত্বা পপ্রচ্ছ কুশলং নৃপঃ ॥ ৩৩ ॥ কৃত্বাতিথ্যং সমাসীনো নারদঃ প্রাহ সত্তমঃ। মেঘগম্ভীরয়া বাচা বলিং প্রাহর্ষিসত্তমঃ ॥ ৩৪ ॥ নারদ উবাচ। শ্রূয়তাং দিতিজশ্রেষ্ঠ গতোঽহং বৃষমন্দিরে। তত্র দেবসভা রম্যা দিব্যাভিপ্রায়সংযুতা। তত্র দেবাঃ সগন্ধর্ব্বাঃ পুরন্দরপুরোগমাঃ ॥ ৩৫ ॥ সমাসীনাঃ কথাং পুণ্যাং কথয়ন্তি পরস্পরম্। তত্র দৈত্যকথাং শুভ্রাং ময়া খ্যাতাং ন সেহিরে ॥ ৩৬ ॥ হিরণ্যকশিপুর্দৈত্যঃ পুরাসীচ্চ প্রজাপতিঃ। ত্রৈলোক্যবিজয়ী নেতা যেনেয়ং বসুধা জিতা ॥ ৩৭ সর্ব্বলোকং বশীকৃত্য বুভুজে চ বসুন্ধরাম্। অতীব তেজঃসম্পন্নো মহাবলপরাক্রমঃ ॥ ৩৮ ॥ বশী সর্ব্বত্রগঃ কামী নৃসিংহেন নিপাতিতঃ। বলিং কিয়দ্বলং লোকে নারদ ত্বং প্রশংসসি ॥৩৯॥ ইতি মাং ধর্ষয়িত্বা চ বিড়ৌজা লোকসংগ্রহী। বহুধা বাদয়ন্ বাদান্ কটুকান্ দানবোত্তম ॥ ৪০ ॥ তস্মাত্ত্বং দানবশ্রেষ্ঠ পিতৃপর্য্যাগতাং মহীম্। বিজিত্য সার্ব্বভৌমত্বং লভস্ব বসুধাধিপ ॥ ৪১ ॥ কিয়দ্বলধৃতা নূনং দেবাশ্চ দনুজোত্তম। পলায়নপরা দান্তাঃ সদৈব রণভীরবঃ ॥ ৪২ ॥ মম বাক্যপরো ভূত্বা ত্রৈলোক্যাধিপতির্ভব। নারদস্য বচঃ শ্রুত্বা বলির্বৈরোচনিস্তদা ॥

এবং সূত, মাগধ, বৈতালিক, সিদ্ধ, চারণ, বহুশ্রুত ঋষি, সুন্দ, উপসুন্দ, তুহুণ্ড, মহিষাসুর, শুম্ভ, নিশুম্ভ, ধূম্রাক্ষ, কালকেয়, কালনেমি, বিক্রান্ত,দৌহৃদ, মূষক, যক্ষ, নিকুম্ভ, কুম্ভ, বিশঠ, মহাবল, অন্ধক, শঙ্খ, রৌদ্র, জলন্ধর, বলাধিক, বাতাপী, সর্ব্বজিৎ, বিশ্বহন্তা, কামচারী হলায়ুধ, সিদ্ধ, নাগ, যক্ষ, কিন্নর কিম্পুরুষ,খেচর,ভূচর, বলা; দারুণ রাক্ষস ও অন্যান্য সকলে রাজা বলির উপাসনা করিতে লাগিল। হে দ্বিজোত্তম! উজ্জ্বলগ্রহগণ সমাকীর্ণ শরৎকালীন নভস্তলের ন্যায় ঐ মহতী সভা শোভা পাইতে লাগিল। এতাদৃশী সভায় বলিরাজ স্বর্গে দেবগণপরিবৃত দেবেন্দ্রের ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিলেন। এবম্ভূত সময়ে ভগবান্ দেবর্ষি নারদ ঐ দানব-পরিবৃত সভামণ্ডপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে সমাগত দেখিয়া দিতি-নন্দনগণ সকলেই গাত্রোত্থান করিলেন। রাজা বলি উত্থিত হইয়া আসনাদি প্রদানে তাঁহার সৎকার করিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। ঋষিসত্তম নারদ সমাসীন হইয়া মেঘগম্ভীর বচনে বলিরাজকে বলিলেন,—হে রাজন্। দৈত্যশ্রেষ্ঠ! শ্রবণ কর, আমি একদিন দেবেন্দ্রভবনে দেব-সভায় গমন করি। ঐ সভায় গন্ধর্ব্বগণ এবং ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ সমবেত হইয়াছিলেন। সমাসীন দেবগণ তথায় পুণ্য কথায় পরস্পর আলাপ করিতে থাকিলে আমি সুবিমল দৈত্যকথার অবতারণা করি ; কিন্তু দেবগণ তাহা সহিতে না পারিয়া বলিলেন,—দৈত্য হিরণ্যকশিপু নামে পূর্ব্বে এক প্রজাপতি ছিলেন বটে; ইহা আমরা স্বীকার করি। তিনি ত্রৈলোক্যবিজয়ী নেতা ছিলেন; তিনি বসুধা জয় করিয়াছিলেন; এবং সর্ব্বলোক বশীভূত করিয়া বসুন্ধরা ভোগ করিয়াছিলেন। তিনি অতীব তেজঃসম্পন্ন, মহাবল-পরাক্রম, বশী, সর্ব্বত্রগ, ও কামী ছিলেন। পরে দেব নৃসিংহ তাঁহাকে নিপাতিত করেন। বলি, জগতে কতটুকু বল ধারণ করে? নারদ! তুমি তার প্রশংসা করিতেছ! ১৭—৩৯। এই বলিয়া দেবেন্দ্র আমায় অপ্রতিভ তোমাদের বহু প্রকার কটুবাদ বলিতে লাগিলেন। হে দানবোত্তম! অতএব আপনি আপনার পিতৃ-পূর্ব্বাগত মহী পুনরায় জয় করিয়া সার্ব্বভৌমত্ব লাভ করুন। দেবতারা আর কতটুকু বল ধারণ করে? তাহারা রণভীরু; সর্ব্বদাই রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করে। তুমি আমার কথা শুনিয়া ত্রৈলোক্যাধিপতি হও। দেবর্ষি নার-

৪৩॥ চকার কোপমতুলং ত্রৈলোক্যবিজয়ে দ্বিজ। মন্ত্রয়িত্বাসুরান্ সর্ব্বান্ সর্ব্বদৈত্যজনেশ্বরঃ॥ ৪৪॥ সংগ্রামমকরোত্তীব্রং বাসবেন বলীয়সা। জিত্বা চ সকলান্ দেবান্ বশীচক্রে সবাসবান্॥ ৪৫॥ সর্ব্বলোকেশ্বরো জাতো বলির্বৈরোচনোঽসুরঃ। হৃতাধিকারাস্ত্রিদশা ভ্রষ্টরাজ্যাঃ পরাজিতাঃ॥ ৪৬॥ বিচরন্তি যথা মর্ত্ত্যাস্তেন দেবগণা ভুবি। কিঞ্চিৎ-কালং সমাসাদ্য ব্রাহ্মণং শরণং যযুঃ॥ ৪৭॥ ভো ব্রহ্মন্ বলিনা ভ্রষ্টা দেবলোকাৎ পরন্তপ। কিং কুর্ম্মঃ ক চ গচ্ছামঃ কমুপায়ং চরামহে॥ ৪৮॥ ব্রহ্মোবাচ। শ্রূয়তাং ভোঃ সুরশ্রেষ্ঠা যুষ্মাকং সাধনং পরম্। যূয়ং যাত পুরীং রম্যাং পদ্মাবতীমমরোত্তমাঃ॥ ৪৯॥ তত্র তীর্থবরং শ্রেষ্ঠং নাম্না-চোত্তরমানসম্। যত্রাষ্টসিদ্ধিদা খ্যাতা মহাসিদ্ধিপ্রদা নৃণাম্॥ ৫০॥ নিবসন্তি নবৈবাপি তত্র তিষ্ঠন্তি সত্তম। তস্যৈব দক্ষিণে ভাগে বিষ্ণুতীর্থমনুত্তমম্॥ ৫১॥ তত্র স্নাত্বা নরঃ পশ্যেৎ সিদ্ধেশ্বরীং সুসিদ্ধিদাম্। ঋদ্ধিসিদ্ধিপরো ভূত্বা বিষ্ণুলোকে মহীয়তে॥ ৫২॥ আশ্বিনস্য সিতে পক্ষে দশম্যাং দিবসে তথা। অষ্টসিদ্ধিশমীদেশে গণেশ্বরং প্রপূজয়েৎ॥ ৫৩॥ বিজয়ী সর্ব্বলোকেষু জায়তে নাত্র সংশয়ঃ। শমীমূলস্থিতং নিত্যমৃদ্ধিসিদ্ধিবর-প্রদম্॥ ৫৪॥ পূজয়েদ্বৈ নরো নিত্যং গণেশং সর্ব্বকামদম্। সর্ব্বকামবরং লব্ধ্বা পুত্রবান্ ধনবান্ ভবেৎ॥ ৫৫॥ তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন মহাকালবনং ব্রজেৎ। যত্র বিষ্ণুসরস্তীর্থং তত্র গচ্ছত মা চিরম্॥ ৫৬॥ উপাসনাং সুরশ্রেষ্ঠা বিষ্ণোরতুলতেজসঃ কুরুধ্বং সর্ব্বভীতিভ্যস্ত্রাতা স স্যাৎ সুরোত্তমাঃ॥ ৫৭॥ ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্য ব্রহ্মণঃ শংসিতাত্মনঃ। মহাকালবনে প্রাপ্তা দেবাস্তে কার্য্যসাধকাঃ॥ ৫৮॥ অত্রাগত্য শুচীভূয় স্নানদানাদিকর্ম্মতঃ। উপাসাক্রিয়ে সিদ্ধা বিষ্ণু-ভক্তিপরায়ণাঃ॥ ৫৯॥ ব্রহ্মাণমথ তে সর্ব্বে পপ্রচ্ছুর্বিবিধাদরাৎ। উপাসনায়া দেবস্য দেবাঃ শক্রপুরোগমাঃ॥ ৬০॥ দেবা ঊচুঃ। ব্রহ্মন্ কেন প্রকারেণ বিষ্ণুভক্তিঃ পরা ভবেৎ। তৎসর্ব্বং শ্রোতুমিচ্ছামস্ত্বত্তো ব্রহ্মবিদাং বর॥ ৬১॥ ব্রহ্মোবাচ। শ্রূয়তাং ভোঃ সুরশ্রেষ্ঠা বিষ্ণুভক্তি-মনুত্তমাম্। শুক্লাম্বরধরং দেবং শশিবর্ণং চতুর্ভুজম্॥ ৬২॥ প্রসন্নবদনং ধ্যায়েৎ সর্ব্ববিঘ্নোপশান্তয়ে।

দের এইরূপ বাক্যে বৈরোচনি তখন ত্রৈলোক্য-বিজয়ের নিমিত্ত অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। তিনি অসুরগণের সহিত মন্ত্রণাপূর্ব্বক বাসব সহ তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। তিনি সমরে ইন্দ্রের সহিত দেবগণকে পরাভূত করিয়া সর্ব্বলোকেশ্বর হইলেন। দেবগণের অধিকার বিনষ্ট হইলে তাঁহারা রাজ্যভ্রষ্ট ও পরাজিত হইয়া মর্ত্ত্যের ন্যায় ভূতলে বিচরণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইলে তাঁহারা ব্রহ্মার শরণ লইলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! বলি আমাদিগকে দেবলোক হইতে তাড়াইয়া দিয়াছে। আমরা কি করি, কোথায় যাই, উপায়ই বা আমা-দের কি হয়? ব্রহ্মা বলিলেন,—হে সুরশ্রেষ্ঠগণ! আপনাদের এক উপায় আছে, শ্রবণ করুন। আপ-নারা রমণীয় পদ্মাবতী পুরীতে গমন করুন। ঐ স্থানে উত্তরমানস নামে তীর্থবর বিরাজিত। মহাসিদ্ধিপ্রদা পদ্মাবতী নরগণের অণিমাদ্যষ্ট-সিদ্ধিদায়িনী। ঐ স্থানে নবনিধি বর্ত্তমান। এই স্থানের দক্ষিণদিকে অত্যুত্তম বিষ্ণুতীর্থ। নর এই তীর্থে স্নান করিয়া সিদ্ধিদায়িনী সিদ্ধেশ্বরীকে অব-লোকন করিলে সিদ্ধিপরায়ণ হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করে। আশ্বিনমাসের সিতপক্ষীয় দশমী তিথিতে অষ্টসিদ্ধিদায়ক শমীমূলে গণেশ্বরের পূজা করিলে মানব সর্ব্বলোকে বিজয়ী হয়, এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই। শমীমূলস্থিত ঋদ্ধি-সিদ্ধিবরপ্রদ সর্ব্বকামদ গণেশদেবের নিত্য পূজা করিয়া নর সর্ব্বকাম বর লাভ করত পুত্রবান্ হয়। হে সুরগণ! সুতরাং তোমরা সর্ব্বপ্রযত্নে মহাকাল বনে গমন কর। ঐ স্থানে বিষ্ণুসর তীর্থ বিদ্যমান আছে। তথায় অতুল-তেজা বিষ্ণুর উপাসনা কর, তিনি সর্ব্বভয়ের ত্রাতা। ৪০—৫৭। সংশিতাত্মা ব্রহ্মার বাক্য শ্রবণ করিয়া সুরগণ কার্য্য-সাধনার্থ মহাকালবনে গমন করি-লেন। তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহারা স্নান-দানাদি কর্ম্মাচরণান্তে উপাসনা করিতে লাগিলেন এবং ঐ সময় তাঁহারা ভগবান ব্রহ্মার নিকট উপাসনাবিধি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তাঁহারা বলিলেন,—হে ব্রহ্মবিদ্বর! কিরূপে বিষ্ণু-ভক্তি উদিত হয়? ইহা আমরা আপনার নিকট শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। ব্রহ্মা বলিলেন,—হে সুরশ্রেষ্ঠগণ! অত্যু-ত্তমা বিষ্ণুভক্তি শ্রবণ করুন,—ভগবান বিষ্ণু শুক্লা-ম্বরধারী, শশিপ্রভ, চতুর্ভুজ, ও প্রসন্নবদন। বিঘ্ন-শান্তির জন্য তাঁহাকে এইরূপ ধ্যান করিতে হয়।

লাভস্তেষাং জয়স্তেষাং কুতস্তেষাং পরাজয়ঃ। ৬৩॥ যেষামিন্দীবরশ্যামো হৃদয়স্থো জনার্দ্দনঃ। অভীপ্সিতার্থসিদ্ধ্যর্থং পূজ্যতে যঃ সুরৈরপি॥ ৬৪॥ সর্ব্ববিঘ্নহরস্তস্মৈ গণাধিপতয়ে নমঃ।॰ কল্পাদৌ সৃষ্টিকামেন প্রেরিতোঽহং চ শৌরিণা॥ ৬৫॥ ন শক্তো বৈ প্রজাঃ কর্ত্তুং বিষ্ণুধ্যানপরায়ণঃ। এতস্মিন্নন্তরে সদ্যো মার্কণ্ডেয়ো মহাঋষিঃ॥ ৬৬॥ সর্ব্বসিদ্ধেশ্বরো দান্তো দীর্ঘায়ুর্ব্বিজিতেন্দ্রিয়ঃ। ময়া দৃষ্টোঽথ গত্বা তং তদাঽহং সমুপস্থিতঃ। ততঃ প্রফুল্লনয়নৌ সৎকৃত্য চেতরেতরম্॥ ৬৭॥ পৃচ্ছমানৌ পরং স্বাস্থ্যং সুখাসীনৌ সুরোত্তমাঃ। তদা ময়া স পৃষ্টো বৈ মার্কণ্ডেয়ো মহামুনিঃ॥ ৬৮॥ ভগবন্ কেন প্রকারেণ প্রজা মেনাময়া ভবেৎ। তৎসর্ব্বং শ্রোতুমিচ্ছামি ভগবন্ মুনিবন্দিত॥ ৬৯॥ শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। বিষ্ণুভক্তিঃ পরা নিত্যা সর্ব্বার্ত্তিদুঃখনাশিনী। সর্ব্বপাপহরা পুণ্যা সর্ব্বসুখপ্রদায়িনী॥ ৭০॥ এষা ব্রাহ্মী মহাবিদ্যা ন দেয়া যস্য কস্যচিৎ। কৃতঘ্নায় হ্যশিষ্যায় নাস্তিকায়ানৃতায় চ॥ ৭১॥ ঈর্ষ্যকায় চ রূক্ষায় কামিকায় কদাচন। তদ্গতং সর্ব্বং বিঘ্নন্তি যত্তদ্ধর্ম্মং সনাতনম্॥ ৭২॥ এতদ্গুহ্যতমং শাস্ত্রং সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্। পবিত্রঞ্চ পবিত্রাণাং পাবনানাঞ্চ পাবনম্॥ ৭৩॥ বিষ্ণোর্নামসহস্রঞ্চ বিষ্ণুভক্তিকরং শুভম্। সর্ব্বসিদ্ধিকরং নৃণাং ভুক্তিমুক্তিপ্রদং শুভম্॥ ৭৪॥ ওঁ অস্য শ্রীবিষ্ণুসহস্রনামস্তোত্রমন্ত্রস্য মার্কণ্ডেয় ঋষিঃ বিষ্ণুর্দেবতা অনুষ্টুপ্ছন্দঃ সর্ব্বকামাবাপ্ত্যর্থে জপে বিনিয়োগঃ। অথ ধ্যানম্। সজলজলদনীলং দর্শিতোদারশীলং করতলধৃতশৈলং বেণুবাদ্যে রসালম্। ব্রজজনকুলপালং কামিনীকেলিলোলং তরুণতুলসিমালং নৌমি গোপালবালম্॥ ৭৫॥ ওঁ বিশ্বং বিষ্ণুর্হৃষীকেশঃ সর্ব্বাত্মা সর্ব্বভাবনঃ। সর্ব্বগঃ শর্ব্বরীনাথো ভূতগ্রামাশয়াশয়ঃ॥ ৭৬॥ অনাদিনিধনো দেবঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বসম্ভবঃ। সর্ব্বব্যাপী জগদ্ধাতা সর্ব্বশক্তিধরোঽনঘঃ॥ ৭৭॥ জগদ্বীজং জগৎস্রষ্টা জগদীশো জগৎপতিঃ। জগদ্গুরুর্জগন্নাথো জগদ্ধাতা জগন্ময়ঃ॥ ৭৮॥ সর্ব্বাকৃতিধরঃ সর্ব্ববিশ্বরূপী জনার্দ্দনঃ। অজন্মা শাশ্বতো নিত্যো বিশ্বাধারো বিভুঃ প্রভুঃ॥ ৭৯॥ বহুরূপৈকরূপশ্চ সর্ব্বরূপধরো হরঃ। কালাগ্নিপ্রভবো বায়ুঃ প্রলয়ান্তকরোঽক্ষয়ঃ॥ ৮০॥ মহার্ণবো মহামেঘো জলবুদ্বুদসম্ভবঃ। সংস্কৃতো

যাহারা ইন্দীবরশ্যাম জনার্দ্দনকে হৃদয়ে ধারণ করে, তাহাদের সর্ব্বদাই লাভ ও জয় হইয়া থাকে; কুত্রাপি তাহাদের পরাজয় হয় না। অভীষ্ট লাভের নিমিত্ত সুরগণও যাঁহার পূজা করিয়া থাকেন, সেই সর্ব্ববিঘ্নহারী গণাধিপতিকে নমস্কার। শ্রীহরি কল্পাদিকালে সৃষ্টিকরণার্থ আমায় নিযুক্ত করেন। কিন্তু আমি সৃষ্টি করিতে অক্ষম হইয়া তাঁহাকে ধ্যান করিতে লাগিলাম। এমন সময়ে বিজিতেন্দ্রিয় সর্ব্বসিদ্ধীশ্বর দীর্ঘায়ু মহর্ষি মার্কণ্ডেয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমি তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া তাঁহার সৎকারপূর্ব্বক উপবেশন করাইলাম। তিনি উপবেশন করিয়া আমার কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। অনন্তর আমি তাঁহাকে বলিলাম,—হে ভগবন্ মুনিবন্দিত! কিরূপে আমাদের অনাময় হইবে? ইহা আমরা শুনিতে ইচ্ছা করি। মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—সর্ব্বদুঃখপ্রণাশিনী পুণ্যা পাপহরা নিত্যা পরা বিষ্ণুভক্তিই সর্ব্বদুঃখার্ত্তিনাশিনী। এই ব্রাহ্মী মহাবিদ্যা, কৃতঘ্ন, অশিষ্য,নাস্তিক, অনৃতী, ঈর্ষ্যক, রুক্ষ, ও কামিক প্রভৃতি ব্যক্তিকে দেওয়া উচিত নহে। ঐ সকল ব্যক্তিকে প্রদান করিলে তদ্গত সনাতন গুণ নষ্ট হইয়া যায়। এই গুহ্যতম শাস্ত্র সর্ব্বপাপপ্রণাশন এবং পবিত্রেরও পবিত্র। এই বিষ্ণুর সহস্রনাম বিষ্ণু, ভক্তিদায়ক, মঙ্গল্য, সর্ব্বসিদ্ধিকর ও ভুক্তি-মুক্তি-প্রদায়ক। এই সহস্রনামস্তোত্র মন্ত্রের ঋষি মার্কণ্ডেয় দেবতা বিষ্ণু, ছন্দঃ অনুষ্টুপ্ এবং সর্ব্ব কামনা সিদ্ধির জন্য উহার নিয়োগ জানিবেন। বিষ্ণুর ধ্যান যথা —যিনি সজল জলদের ন্যায় নীলবর্ণ উদারস্বভাব, করতলে যিনি শৈল ধারণ করিয়াছেন, বেণুবাদ্যে যিনি রসাল, যিনি ব্রজজন-কুল-পালক, কামিনী-কেলি-লোল,এবং তরুণতুলসীমালামণ্ডিত, সেই বাল গোপালকে আমি নমস্কার করি। ৬৮—৭৫। তিনি বিশ্ব, বিষ্ণু, হৃষীকেশ, সর্ব্বাত্মা, সর্ব্বভাবন, সর্ব্বগ, শর্ব্বরীনাথ,ভূতাশয়াশয়, অনাদিনিধন, দেব, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বসম্ভব, সর্ব্বব্যাপী, জগদ্ধাতা, সর্ব্বশক্তিধর, অনঘ, জগদ্বীজ, জগৎস্রষ্টা, জগদীশ, জগৎপতি, জগদ্গুরু, জগন্নাথ, জগদ্ধাতা, জগন্ময়, সর্ব্বাকৃতিধর, সর্ব্ববিশ্বরূপী, জনর্দ্দন, অজন্মা, শাশ্বত, নিত্য, বিশ্বাধার, বিভু, প্রভু, সর্ব্বরূপ, একরূপ, সর্ব্বরূপধর, হর, কালাগ্নিপ্রভব, বায়ু, প্রলয়ান্তকর, অক্ষয়, মহার্ণব, মহামেঘ, জলবুদ্বুদ

বিকৃতো মৎস্যো মহামৎস্যস্তিমিঙ্গিলঃ ॥ ৮১ ॥ অনন্তো বাসুকিঃ শেষো বরাহো ধরণীধরঃ। পয়ঃ-ক্ষীরবিবেকাঢ্যো হংসো হৈমগিরিস্থিতঃ ॥ ৮২ ॥ হয়গ্রীবো বিশালাক্ষো হয়কর্ণো হয়াকৃতিঃ। মন্থনো রত্নহারী চ কূর্ম্মো ধরধরাধরঃ ॥ ৮৩ ॥ বিনিদ্রো নিদ্রিতো নন্দী সুনন্দো নন্দনপ্রিয়ঃ। নাভিনাল-মৃণালী চ স্বয়ম্ভূশ্চতুরাননঃ ॥ ৮৪ ॥ প্রজাপতিপরো দক্ষঃ সৃষ্টিকর্ত্তা প্রজাকরঃ। মরীচিঃ কশ্যপো দক্ষঃ সুরাসুরগুরুঃ কবিঃ ॥ ৮৫ ॥ বামনো বামমার্গী চ বাস-কর্ম্মা বৃহদ্বপুঃ। ত্রৈলোক্যক্রমণো দীপো বলিযজ্ঞবিনা-শনঃ ॥ ৮৬ ॥ যজ্ঞহর্ত্তা যজ্ঞকর্ত্তা যজ্ঞেশো যজ্ঞ-ভুগ্‌বিভুঃ। সহস্রাংশুর্ভগো ভানুর্বিবস্বান্ রবিরংশু-মান্ ॥ ৮৭ ॥ তিগ্মতেজাশ্চাল্পতেজাঃ কর্ম্মসাক্ষী মনুর্যমঃ। দেবরাজঃ সুরপতির্দানবারিঃ শচীপতিঃ ॥ ৮৮ ॥ অগ্নির্বায়ুসখো বহ্নির্বরুণো যাদসাং পতিঃ। নৈঋর্তো নাদনোঽনাদী যক্ষরক্ষোধনাধিপঃ ॥ ৮৯ ॥ কুবেরো বিত্তবান্ বেগো বসুপালো বিলাসকৃৎ। অমৃতস্রবণঃ সোমঃ সোমপানকরঃ সুধীঃ ॥ ৯০ ॥ সর্ব্বৌষধিকরঃ শ্রীমান্নিশাকরদিবাকরঃ। বিষারির্বিষহর্ত্তা চ বিষকণ্ঠধরো গিরিঃ ॥ ৯১ ॥ নীলকণ্ঠো বৃষী রুদ্রো ভালচন্দ্রো হ্যুমাপতিঃ। শিবঃ শান্তো বশী বীরো ধ্যানী মানী চ মানদঃ ॥ ৯২ ॥ কৃমিকীটো মৃগব্যাধো মৃগহা মৃগলাঞ্ছনঃ। বটুকো ভৈরবো বালঃ কপালী দণ্ড-বিগ্রহঃ ॥ ৯৩ ॥ শ্মশানবাসী মাংসাশী দুষ্টনাশী বরান্তকৃৎ। যোগিনীত্রাসকো যোগী ধ্যানস্থো ধ্যানবাসনঃ ॥ ৯৪ ॥ সেনানী সেনদঃ স্কন্দো মহাকালো গণাধিপঃ। আদিদেবো গণপতির্বিঘ্নহা বিঘ্ননাশনঃ ॥ ৯৫ ॥ ঋদ্ধিসিদ্ধিপ্রদো দন্তী ভালচন্দ্রো গজাননঃ। নৃসিংহ উগ্রদংষ্ট্রশ্চ নখী দানবনাশকৃৎ ॥ ৯৬ ॥ প্রহ্লাদপোষকর্ত্তা চ সর্ব্বদৈত্যজনেশ্বরঃ। শলভঃ সাগরঃ সাক্ষী কল্পদ্রুমবিকল্পকঃ ॥ ৯৭ ॥ হেমদো হেমভাগী চ হিমকর্ত্তা হিমাচলঃ। ভূধরো ভূমিদো মেরুঃ কৈলাসশিখরো গিরিঃ ॥ ৯৮ ॥ লোকা-লোকান্তরো লোকী বিলোকী ভুবনেশ্বরঃ। দিক্‌পালো দিক্‌পতির্দিব্যো দিব্যকায়ো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৯৯ ॥ বিরূপো রূপবান্ রাগী নৃত্যগীতবিশারদঃ। হাহা হুহুশ্চিত্ররথো দেবর্ষির্নারদঃ সখা ॥ ১০০ ॥ বিশ্বদেবাঃ সাধ্যদেবাঃ ধৃতাশীশ্চ চলোঽচলঃ। কপিলো জল্পকো বাদী দত্তো হৈহয়সঙ্ঘরাট্ ॥ ১০১ ॥ বসিষ্ঠো বামদেবশ্চ সপ্তর্ষিপ্রবরো ভৃগুঃ। জামদগ্ন্যো মহাবীরঃ ক্ষত্রিয়ান্ত-করো হ্যৃষিঃ ॥ ১০২ ॥ হিরণ্যকশিপুশ্চৈব হিরণ্যাক্ষো হরপ্রিয়ঃ। অগস্ত্যঃ পুলহো দক্ষঃ পৌলস্ত্যো রাবণো ঘটঃ ॥ ১০৩ ॥ দেবারিস্তাপসস্তাপী বিভীষণ-

---

সম্ভব, সংস্কৃত, বিকৃত, মৎস্য, মহামৎস্য, তিমি-ঙ্গিল, অনন্ত, বাসুকি, শেষ, বরাহ, ধরণীধর, পয়ঃক্ষীর-বিবেকাঢ্য, হংস, হৈমগিরিস্থিত, হয়গ্রীব, বিশালাক্ষ, হয়কর্ণ, হয়াকৃতি, মন্থন, রত্নহারী, কূর্ম্ম, ধরধরাধর, বিনিদ্র, নিদ্রিত, নন্দী, সুনন্দ, নন্দনপ্রিয়, নাভিনাল-মৃণালী, স্বয়ম্ভু, চতুরানন, প্রজাপতিপর, দক্ষ, সৃষ্টিকর্ত্তা, প্রজাকর, মরীচি, কশ্যপ, দক্ষ, সুরাসুরগুরু, কবি, বামন, বামমার্গী, বামকর্ম্মা, বৃহদ্বপু, ত্রৈলোক্যক্রমণ, দীপ, বলিযজ্ঞবিনাশন, যজ্ঞহর্ত্তা, যজ্ঞকর্ত্তা, যজ্ঞেশ, যজ্ঞভুক্, বিভু, সহস্রাংশু, ভগ, ভানু, বিবস্বান্, রবি, অংশুমান্, তিগ্মতেজা, অল্পতেজা, কর্ম্মসাক্ষী, মনু, যম, দেবরাজ, সুররাজ, দানবারি, শচীপতি, অগ্নি, বায়ুসখ, বহ্নি, বরুণ, যাদঃপতি, নৈঋর্ত, নাদন, অনাদী, যক্ষ, রক্ষ, ধনাধিপ, কুবের, বিত্তবান্, বেগ, বসুপাল, বিলাসকৃৎ, অমৃতস্রবণ, সোম, সোমপানকর, সুধী, সর্ব্বৌষধিকর, শ্রীমান, নিশাকর, দিবাকর, বিষারি, বিষহর্ত্তা, বিষকণ্ঠধর, গিরি, নীলকণ্ঠ, বৃষী, রুদ্র, ভালচন্দ্র, উমাপতি, শিব, শান্ত, বশী, বীর, ধ্যানী, মানী, মানদ, কৃমিকীট, মৃগব্যাধ, মৃগহা, মৃগলাঞ্ছন, বটুক, ভৈরব, বাল, কপালী, দণ্ডবিগ্রহ, শ্মশান-বাসী, মাংসাশী, দুষ্টনাশী, বরান্তকৃৎ, যোগিনী, ত্রাসক, যোগী, ধ্যানস্থ, ধ্যানবাসন, সেনানী, সেনদ, স্কন্দ, মহাকাল, গণাধিপ, আদিদেব, গণপতি, বিঘ্নহা, বিঘ্ননাশন, ঋদ্ধি-সিদ্ধিপ্রদ, দন্তী, ভালচন্দ্র, গজানন, নৃসিংহ, উগ্রদংষ্ট্র, নখী, দানব-নাশকৃৎ, প্রহ্লাদপোষকর্ত্তা, সর্ব্বদৈত্যজনেশ্বর, শলভ, সাগর, সাক্ষী, কল্পদ্রুমবিকল্পক, হেমদ, হেমভাগী, হিমকর্ত্তা, হিমাচল, ভূধর, ভূমিদ, মেরু, কৈলাসশিখর, গিরি, লোক-লোকান্তর, লোকী, বিলোকী, ভুবনেশ্বর, দিক্‌পাল, দিক্‌পতি, দিব্য, দিব্যকায়, জিতেন্দ্রিয়, বিরূপ, রূপবান্, রাগী, নৃত্য-গীতবিশারদ, হাহা, হুহু, চিত্ররথ, দেবর্ষি, নারদ, সখা, বিশ্বদেব, সাধ্যদেব, ধৃতাশী, চল অচল, কপিল, জল্পক, বাদী, দত্ত, হৈহয়সঙ্ঘরাট্, বশিষ্ঠ, বামদেব, সপ্তর্ষিপ্রবর, ভৃগু, জামদগ্ন্য, মহাবীর, ক্ষত্রিয়ান্তকর, ঋষি, হিরণ্যকশিপু, হিরণ্যাক্ষ, হর-প্রিয়, অগস্ত্য, পুলহ, দক্ষ, পৌলস্ত্য, রাবণ, ঘট,

হরিপ্রিয়ঃ। তেজস্বী তেজদস্তেজী ঈশো রাজপতিঃ প্রভুঃ ॥ ১০৪ ॥ দাশরথী রাঘবো রামো রঘুবংশবিবর্দ্ধনঃ। সীতাপতিঃ পতিঃ শ্রীমান্ ব্রহ্মণ্যো ভক্তবৎসলঃ ॥ ১০৫ ॥ সন্নদ্ধঃ কবচী খড্গী চীরবাসা দিগম্বরঃ। কিরীটী কুণ্ডলী চাপী শঙ্খচক্রী গদাধরঃ ॥ ১০৬ ॥ কৌসল্যানন্দনোদারো ভূমিশায়ী গুহপ্রিয়ঃ। সৌমিত্রো ভরতো বালঃ শত্রুঘ্নো ভরতাগ্রজঃ ॥ ১০৭ ॥ লক্ষ্মণঃ পরবীরঘ্নঃ স্ত্রীসহায়ঃ কপীশ্বরঃ। হনুমানৃক্ষরাজশ্চ সুগ্রীবো বালিনাশনঃ ॥ ১০৮ ॥ দূতপ্রিয়ো দূতকারী হঙ্গদো গদতাং বরঃ। বনধ্বংসী বনী বেগী বানরধ্বজলাঙ্গুলী ॥ ১০৯ ॥ রবিদংষ্ট্রী চ লঙ্কাহা হাহাকারো বরপ্রদঃ। ভবসেতুর্মহাসেতুর্বদ্ধসেতু রমেশ্বরঃ ॥ ১১০ ॥ জানকীবল্লভঃ কামী কিরীটী কুণ্ডলী খগী। পুণ্ডরীকবিশালাক্ষো মহাবাহুর্ঘনাকৃতিঃ ॥ ১১১ ॥ চঞ্চলশ্চপলঃ কামী বামী বামাঙ্গবৎসলঃ। স্ত্রীপ্রিয়ঃ স্ত্রীপরঃ স্ত্রৈণঃ স্ত্রিয়ো বামাঙ্গবাসকঃ ॥ ১১২ ॥ জিতবৈরী জিতকামো জিতক্রোধো জিতেন্দ্রিয়ঃ। শান্তো দান্তো দয়ারামো হ্যেকস্ত্রীব্রতধারকঃ ॥ ১১৩ ॥ সাত্ত্বিকঃ সত্ত্বসংস্থানো মদহা ক্রোধহা খরঃ। বহুরাক্ষসসংবীতঃ সর্ব্বরাক্ষসনাশকৃৎ ॥ ১১৪ ॥ রাবণারী রণক্ষুদ্রদশমস্তকচ্ছেদকঃ। রাজ্যকারী যজ্ঞকারী দাতা ভোক্তা তপোধনঃ ॥ ১১৫ ॥ অযোধ্যাধিপতিঃ কান্তো বৈকুণ্ঠোঽকুণ্ঠবিগ্রহঃ। সত্যব্রতো ব্রতী শূরস্তপী সত্যফলপ্রদঃ ॥ ১১৬ ॥ সর্ব্বসাক্ষী সর্ব্বগশ্চ সর্ব্বপ্রাণহরোঽব্যয়ঃ। প্রাণশ্চাথাপ্যপানশ্চব্যানোদানঃ সমানতঃ ॥ ১১৭ ॥ নাগঃ কৃকলঃ কূর্ম্মশ্চ দেবদত্তো ধনঞ্জয়ঃ। সর্ব্বপ্রাণবিদো ব্যাপী যোগধারকধারকঃ ॥ ১১৮ ॥ তত্ত্ববিত্তত্ত্বদস্তত্ত্বী সর্ব্বতত্ত্ববিশারদঃ। ধ্যানস্থো ধ্যানশালী চ মনস্বী যোগবিত্তমঃ ॥ ১১৯ ॥ ব্রহ্মজ্ঞো ব্রহ্মদো ব্রহ্মজ্ঞাতা চ ব্রহ্মসম্ভবঃ। অধ্যাত্মবিদ্বিদো দীপো জ্যোতীরূপো নিরঞ্জনঃ ॥ ১২০ ॥ জ্ঞানদোঽজ্ঞানহা জ্ঞানী গুরুঃ শিষ্যোপদেশকঃ। সুশিষ্যঃ শিক্ষিতঃ শালী শিষ্যশিক্ষাবিশারদঃ ॥১২১॥ মন্ত্রদো মন্ত্রহা মন্ত্রী তন্ত্রী তন্ত্রজনপ্রিয়ঃ। সন্মন্ত্রো মন্ত্রবিন্মন্ত্রী যন্ত্রমন্ত্রৈকভঞ্জনঃ ॥ ১২২ ॥ মারণো মোহনো মোহী স্তম্ভোচ্চাটনকৃৎ খলঃ। বহুমায়ো বিমায়শ্চ মহামায়াবিমোহকঃ ॥ ১২৩ ॥ মোক্ষদো বন্ধকো বন্দী হ্যাকর্ষণবিকর্ষণঃ। হ্রীঙ্কারো বীজরূপী চ ক্লীঙ্কারঃ কীলকাধিপঃ ॥ ১২৪ ॥ সৌঙ্কারঃ শক্তিমাঞ্ছক্তিঃ সর্ব্বশক্তিধরো ধরঃ। অকারোকার ওঙ্কারশ্ছন্দোগায়ত্রসম্ভবঃ ॥ ১২৫ ॥ বেদো বেদবিদো বেদী বেদাধ্যায়ী সদাশিবঃ। ঋগ্‌যজুঃসামাথর্ব্বেশঃ সামগানকরোঽকরী ॥ ১২৬ ॥ ত্রিপদী

দেবারি, তাপস, তাপী, বিভীষণ, হরিপ্রিয়, তেজস্বী, তেজদ, তেজী, ঈশ, রাজপতি, প্রভু, দাশরথি, রাঘব, রাম, রঘুবংশবিবর্দ্ধন, সীতাপতি, পতি, শ্রীমান্, ব্রহ্মণ্য, ভক্তবৎসল, সন্নদ্ধ, কবচী, খড়্গী, চীরবাসা, দিগম্বর কিরীটী, কুণ্ডলী, চাপী, শঙ্খচক্রী, গদাধর, কৌশল্যানন্দন, উদার, ভূমিশায়ী, গুহপ্রিয়, সৌমিত্র, ভরত, বাণ, শত্রুঘ্ন, ভরতাগ্রজ, লক্ষ্মণ, পরবীরঘ্ন, স্ত্রীসহায়, কপীশ্বর, হনুমান্, ঋক্ষরাজ, সুগ্রীব বালিনাশন, দূতপ্রিয়, দূতকারী, অঙ্গদ, গদতাংবর, বনধ্বংসী, বনী, বেগী, বানরধ্বজ, লাঙ্গুলী, রবিদংষ্ট্রী, লঙ্কহা, হাহাকার, বরপ্রদ, ভবসেতু, মহাসেতু, বদ্ধসেতু, রামেশ্বর, জানকীবল্লভ, কামী, কিরীটী, কুণ্ডলী, খগী, পুণ্ডরীকবিশালাক্ষ, মহাবাহু, ঘনাকৃতি, চঞ্চল, চপল, কামী, বামী, বামাঙ্গবৎসল, স্ত্রীপ্রিয়, স্ত্রীপর, স্ত্রৈণ, স্ত্রীবামাঙ্গবাসক, জিতবৈরী, জিতকাম, জিতক্রোধ, জিতেন্দ্রিয়, শান্ত, দান্ত, দয়ারাম, একস্ত্রীব্রতধারক, সাত্ত্বিক, সত্ত্বসংস্থান, মদহা, ক্রোধহা, খর, বহুরাক্ষসসংবীত, সর্ব্বরাক্ষসনাশকৃৎ, রাবণারি, রণক্ষুদ্র, দশমস্তকচ্ছেদক, রাজ্যকারী, যজ্ঞকারী, দাতা, ভোক্তা, তপোধন, অযোধ্যাধিপতি, ক্রান্তবৈকুণ্ঠ, অকুণ্ঠবিগ্রহ, সত্যব্রত, ব্রতী, শূর, তপী, সত্যফলপ্রদ, সর্ব্বসাক্ষী, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বপ্রাণহর, অব্যয়, প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান, সমান, নাগ, কৃকল, কূর্ম্ম, দেবদত্ত, ধনঞ্জয়, সর্ব্বপ্রাণবিৎ, ব্যাপী, যোগধারক-ধারক, তত্ত্ববিৎ, তত্ত্বদ, তত্ত্বী, সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ, ধ্যানস্থ, ধ্যানশালী, মনস্বী, যোগবিত্তম, ব্রহ্মজ্ঞ, ব্রহ্মদ, ব্রহ্মজ্ঞাতা, ব্রহ্মসম্ভব, অধ্যাত্মবিৎ, বিদ, দীপ, জ্যোতীরূপ, নিরঞ্জন, জ্ঞানদ, অজ্ঞানহা, জ্ঞানী, গুরু, শিষ্য, উপদেশক, সুশিষ্য, শিক্ষিত, শালী, শিষ্য শিক্ষাবিশারদ, মন্ত্রদ, মন্ত্রহা, মন্ত্রী, তন্ত্রী, তন্ত্রজনপ্রিয়, সন্মন্ত্র, মন্ত্রবিৎ, মন্ত্রী, যন্ত্রমন্ত্রৈকভাজন, মারণ, মোহন, মোহী, স্তম্ভোচ্চাটনকৃৎ, খল, বহুমায়, বিমায়, মহামায়াবিমোহক, মোক্ষদ, বন্ধক, বন্দী, আকর্ষণ, বিকর্ষণ, হ্রীঙ্কারবীজরূপী, ক্লীঙ্কারকীলকাধিপ, সৌঙ্কার-শক্তিমান, শক্তি, সর্ব্বশক্তিধর ধর, অকার, উকার, ছন্দ, গায়ত্রসম্ভব, বেদ, বেদবিৎ, বেদী, বেদাধ্যায়ী, সদাশিব, ঋগ্‌যজুঃসামাথর্ব্বেশ,

বহুপাদী চ শতপথঃ সর্ব্বতোমুখঃ। প্রাকৃতঃ সংস্কৃতো যোগী গীতগ্রন্থ প্রহেলিকঃ ॥১২৭॥ সগুণো বিগুণশ্ছন্দো নিঃসঙ্গো বিগুণো গুণী। নির্গুণো গুণবান্ সঙ্গী কর্ম্মী ধর্ম্মী চ কর্ম্মদঃ ॥ ১২৮ ॥ নিষ্কর্ম্মা কামকামী চ নিঃসঙ্গঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ। নির্লোভো নিরহঙ্কারী নিষ্কিঞ্চন-জনপ্রিয়ঃ ॥ ১২৯ ॥ সর্ব্বসঙ্গকরো রাগী সর্ব্বত্যাগী বহিশ্চরঃ। একপাদো দ্বিপাদশ্চ বহুপাদোঽল্পপাদকঃ ॥ ১৩০ ॥ দ্বিপদস্ত্রিপদোঽপাদী বিপাদী পদসংগ্রহঃ। খেচরো ভূচরো ভ্রামী ভৃঙ্গকীটমধুপ্রিয়ঃ ॥ ১৩১ ॥ ক্রতুঃ সংবৎসরো মাসো গণিতার্কো হ্যহর্নিশঃ। কৃতং ত্রেতা কলিশ্চৈব দ্বাপরশ্চতুরাকৃতিঃ ॥ ১৩২ ॥ দিবাকালকরঃ কালঃ কুলধর্ম্মঃ সনাতনঃ। কলা কাষ্ঠা কলা নাড্যো যামঃ পক্ষঃ সিতাসিতঃ ॥ ১৩৩ ॥ যুগো যুগন্ধরো যোগ্যো যুগধর্ম্মপ্রবর্ত্তকঃ। কুলাচারঃ কুলকরঃ কুলদৈবকরঃ কুলী ॥ ১৩৪ ॥ চতুরাশ্রমচারী চ গৃহস্থো হ্যতিথিপ্রিয়ঃ। বনস্থো বনচারী চ বানপ্রস্থাশ্রমোঽশ্রমী ॥ ১৩৫ ॥ বটুকো ব্রহ্মচারী চ শিখাসূত্রী কমণ্ডলী। ত্রিজটী ধ্যানবান্ ধ্যানী বদ্রিকাশ্রমবাসকৃৎ ॥ ১৩৬ ॥ হেমাদ্রিপ্রভবো হৈমো হেমরাশির্হিমাকরঃ। মহাপ্রস্থানকো বিপ্রো বিরাগী রাগবান্ গৃহী ॥ ১৩৭ ॥ নরনারায়ণোঽনাগো কেদারোদারবিগ্রহঃ। গঙ্গাদ্বারতপঃসারস্তপোবন-তপোনিধিঃ ॥ ১৩৮ ॥ নিধিরেষ মহাপদ্মঃ পদ্মাকর-শ্রিয়ালয়ঃ। পদ্মনাভঃ পরীতাত্মা পরিব্রাট্ পুরুষোত্তমঃ ॥ ১৩৯ ॥ পরানন্দঃ পুরাণশ্চ সম্রাড়্রাজ-বিরাজকঃ। চক্রস্থশ্চক্রপালস্থশ্চক্রবর্ত্তী নরাধিপঃ ॥ ১৪০ ॥ আয়ুর্ব্বেদবিদো বৈদ্যো ধন্বন্তরিশ্চ রোগহা। ঔষধীবীজসম্ভূতো রোগী রোগবিনাশকৃৎ ॥ ১৪১ ॥ চেতনশ্চেতকোঽচিন্ত্যশ্চিত্তচিন্তাবিনাশকৃৎ। অতী-ন্দ্রিয়ঃ সুখস্পর্শশ্চরচারী বিহঙ্গমঃ ॥ ১৪২ ॥ গরুড়ঃ পক্ষিরাজশ্চ চাক্ষুষো বিনতাত্মজঃ। বিষ্ণু-যানবিমানস্থো মনোময়তুরঙ্গমঃ ॥ ১৪৩ ॥ বহুবৃষ্টি-করো বর্ষা ঐরাবণবিরাবণঃ। উচ্চৈঃশ্রবাঃরুণো গামী হরিদশ্বো হরিপ্রিয়ঃ ॥ ১৪৪ ॥ প্রাবৃষো মেঘমালী চ গজরত্নপুরন্দরঃ। বসুদো বসুধারশ্চ নিদ্রালুঃ পন্নগাশনঃ ॥ ১৪৫ ॥ শেষশায়ী জলেশায়ী ব্যাসঃ সত্যবতীসুতঃ। বেদব্যাসকরো বাগ্মী বহুশাখাবিকল্পকঃ ॥ ১৪৬ ॥ স্মৃতিঃ পুরাণধর্ম্মার্থী পরাবরবিচক্ষণঃ। সহস্রশীর্ষা সহস্রাক্ষঃ সহস্রবদনো-জ্জ্বলঃ ॥ ১৪৭ ॥ সহস্রবাহুঃ সহস্রাংশুঃ সহস্রকিরণো নরঃ। বহুশীর্ষৈকশীর্ষশ্চ ত্রিশিরা বিশিরাঃ শিরী ॥ ১৪৮ ॥ জটিলো ভস্মরাগী চ দিব্যাম্বরধরঃ শুচিঃ। অণুরূপো বৃহদ্রূপো বিরূপো বিকরাকৃতিঃ ॥ ১৪৯ ॥

সামগানকর, অকরী, ত্রিপদ, বহুপাদী, শতপথ, সর্ব্ব-তোমুখ, প্রাকৃত, সংস্কৃত, যোগী, গীতগ্রন্থ, প্রহেলিক, সগুণ, বিগুণ, ছন্দ নিঃসঙ্গ, বিগুণ, গুণী, নির্গুণ, গুণবান্, সঙ্গী, কর্ম্মী, ধর্ম্মী, কর্ম্মদ, নিষ্কর্ম্মা, কামগামী, নিঃসঙ্গ, সঙ্গবর্জ্জিত, নির্লোভ, নিরহঙ্কার, নিষ্কিঞ্চন-জনপ্রিয়, সর্ব্বসঙ্গকর, রাগী, সর্ব্বত্যাগী, বহিশ্চর, একপাদ, দ্বিপাদ, বহুপাদ, অল্পপাদক, দ্বিপদ, ত্রিপাদ, অপাদী, বিপাদী, পদসংস্কৃত, খেচর, ভূচর, ভ্রামী, ভৃঙ্গকীট, মধুপ্রিয়, ক্রতু, সম্বৎসর, মাস, গণিতার্ক অহর্নিশ, কৃত, ত্রেতা, কলি, দ্বাপর, চতুরাকৃতি, দিবাকালকর, কাল, কুলধর্ম্ম, সনাতন, কলা, কাষ্ঠা, কলা, নাড়ী, যাম, পক্ষ, সিতাসিত, যুগ, যুগন্ধর, যোগ্য, যুগধর্ম্মপ্রবর্ত্তক, কুলাচার, কুল-কর, কুলদৈবকর, কুলী, চতুরাশ্রমচারী, গৃহস্থ, অতিথিপ্রিয়, বনস্থ, বনচারী, বানপ্রস্থাশ্রম, আশ্রমী, বটুক, ব্রহ্মচারী, শিখাসূত্রী, কমণ্ডলী; ত্রিজটী, ধ্যানবান্, ধ্যানী, বদ্রিকাশ্রমবাসকৃৎ, হেমাদ্রিপ্রভব, হৈম, হেমরাশি, হিমাকর, মহাপ্রস্থানক, বিপ্র, বিরাগী, রাগবান্, গৃহী, নর-নারায়ণ, অনাগ, কেদার, উদারবিগ্রহ, গঙ্গাদ্বার, তপঃসার, তপো-বন, তপোনিধি, নিধি, মহাপদ্ম, পদ্মাকর, শ্রিয়ালয়, পদ্মনাভ, পরীতাত্মা, পরিব্রাট্, পুরুষোত্তম, পরা-নন্দ, পুরাণ, সম্রাট্, রাজাবিরাজক, চক্রস্থ, চক্র-পালস্থ, চক্রবর্ত্তী, নরাধিপ, আয়ুর্ব্বেদবিৎ, বৈদ্য, ধন্বন্তরি, রোগহা, ঔষধিবীজসম্ভূত, রোগী, রোগ-বিনাশকৃৎ, চেতন, চেতক, অচিন্ত্য, চিত্তচিন্তাবিনাশ-কৃৎ, অতীন্দ্রিয়, সুখস্পর্শ, চরচারী, বিহঙ্গম, গরুড়, পক্ষিরাজ, চাক্ষুষ, বিনতাত্মজ, বিষ্ণুযানবিমানস্থ, মনোময়তুরঙ্গম, বহুবৃষ্টিকর, বর্ষা, ঐরাবণ-বিরাবণ, উচ্চৈঃশ্রবা, অরুণগামী, হরিদশ্ব, হরিপ্রিয়, প্রাবৃষ, মেঘমালী, গজরত্ন,পুরন্দর, বসুদ, বসুধর, নিদ্রালু, পন্নগাশন, শেষশায়ী, জলেশায়ী, ব্যাস, সত্যবতীসুত, বেদব্যাসকর, বাগ্মী, বহুশাখা-বিক-ল্পক, স্মৃতি, পুরাণধর্ম্মার্থী, পরাবর-বিচক্ষণ, সহস্র-শীর্ষা, সহস্রাক্ষ, সহস্রবদনোজ্জ্বল, সহস্রবাহু, সহস্রাংশু, সহস্রকিরণ, নর, বহুশীর্ষ, একশীর্ষ, ত্রিশিরা, বিশিরা, শিরী, জটিল, ভস্মরাগী, দিব্যা-ম্বরধর, শুচি, অণুরূপ, বৃহদ্রূপ, বিরূপ, বিকরা-

সমুদ্রমাথকো মাথী সর্ব্বরত্নহরো হরিঃ। বজ্রবৈদূর্য্যকো বজ্রী চিন্তামণিমহামণিঃ ॥ ১৫০ ॥ অনির্ম্মূল্যো মহামূল্যো নির্ম্মূল্যঃ সুরভিঃ সুখী। পিতা মাতা শিশুর্ব্বন্ধুর্দ্ধাতা ত্বষ্টার্য্যমা যমঃ ॥ ১৫১ ॥ অন্তঃস্থো বাহ্যকারী চ বহিঃস্থো বৈ বহিশ্চরঃ। পাবনঃ পাবকঃ পাকী সর্ব্বভক্ষী হুতাশনঃ ॥ ১৫২ ॥ ভগবান্ ভগহা ভাগী ভবভঞ্জো ভয়ঙ্করঃ। কায়স্থঃ কার্য্যকারী চ কার্য্যকর্ত্তা করপ্রদঃ ॥ ১৫৩ ॥ একধর্ম্মা দ্বিধর্ম্মা চ সুখী দৃত্যোপজীবকঃ। বালকস্তারকস্ত্রাতা কালো মূষকভক্ষকঃ ॥ ১৫৪ ॥ সঞ্জীবনো জীবকর্ত্তা সজীবো জীবসম্ভবঃ। ষড়্বিংশকো মহাবিষ্ণুঃ সর্ব্বব্যাপী মহেশ্বরঃ ॥ ১৫৫ ॥ দিব্যাঙ্গদো মুক্তমালী শ্রীবৎসো মকরধ্বজঃ। শ্যামমূর্ত্তির্ঘনশ্যামঃ পীতবাসাঃ শুভাননঃ ॥ ১৫৬ ॥ চীরবাসা বিবাসাশ্চ ভূতদানববল্লভঃ। অমৃতোঽমৃতভাগী চ মোহিনীরূপধারকঃ ॥ ১৫৭ ॥ দিব্যদৃষ্টিঃ সমদৃষ্টির্দেবদানববঞ্চকঃ। কবন্ধঃ কেতুকারী চ স্বর্ভানুশ্চন্দ্রতাপনঃ ॥ ১৫৮ ॥ গ্রহরাজো গ্রহী গ্রাহঃ সর্ব্বগ্রহবিমোচকঃ। দানমানজপো হোমঃ সানুকূলঃ শুভগ্রহঃ ॥ ১৫৯ ॥ বিঘ্নকর্ত্তাপহর্ত্তা চ বিঘ্ননাশো বিনায়কঃ। অপকারোপকারী চ সর্ব্বসিদ্ধিফলপ্রদঃ ॥ ১৬০ ॥ সেবকঃ সামদানী চ ভেদী দণ্ডী চ মৎসরী। দয়াবান্ দানশীলশ্চ দানী যজ্বা প্রতিগ্রহী ॥ ১৬১ ॥ হবিরগ্নিশ্চরুস্থালী সমিধশ্চানিলো যমঃ। হোতোদ্গাতা শুচিঃ কুণ্ডঃ সামগো বৈকৃতিঃ সবঃ ॥ ১৬২ ॥ দ্রব্যং পাত্রাণি সঙ্কল্পো মুষলো হ্যরণিঃ কুশঃ। দীক্ষিতো মণ্ডপো বেদির্য্যজমানঃ পশুঃ ক্রতুঃ ॥ ১৬৩ ॥ দক্ষিণা স্বস্তিমান্ স্বস্তি হ্যাশীর্ব্বাদঃ শুভপ্রদঃ। আদিবৃক্ষো মহাবৃক্ষো দেববৃক্ষো বনস্পতিঃ ॥১৬৪॥ প্রয়াগো বেণুমান্ বেণী ন্যগ্রোধশ্চাক্ষয়ো বটঃ। সুতীর্থস্তীর্থকারী চ তীর্থরাজো ব্রতী ব্রতঃ ॥ ১৬৫ ॥ বৃত্তিদাতা পৃথুঃ পুত্রো দোগ্ধা গোর্ব্বৎস এব চ। ক্ষীরং ক্ষীরবহঃ ক্ষীরী ক্ষীরভাগবিভাগবিৎ ॥ ১৬৬ ॥ রাজ্যভাগবিদো ভাগী সর্ব্বভাগবিকল্পকঃ। বাহনো বাহকো বেগী পাদচারী তপশ্চরঃ ॥ ১৬৭ ॥ গোপনো গোপকো গোপী গোপকন্যাবিহারকৃৎ। বাসুদেবো বিশালাক্ষঃ কৃষ্ণো গোপীজনপ্রিয়ঃ ॥ ১৬৮ ॥ দেবকীনন্দনো নন্দী নন্দগোপগৃহাশ্রমী। যশোদানন্দনো দামী দামোদর উলূখলী ॥ ১৬৯ ॥ পূতনারিঃ পদাকারী লীলাশকটভঞ্জকঃ। নবনীতপ্রিয়ো বাগ্মী বৎসপালকবালকঃ ॥ ১৭০ ॥ বৎসরূপধরো বৎসী বৎসহা ধেনুকান্তকৃৎ। বকারির্ব্বনবাসী চ বনক্রীড়াবিশারদঃ ॥ ১৭১ ॥ কৃষ্ণবর্ণাকৃতিঃ কান্তো বেণুবেত্রবিধারকঃ। গোপমোক্ষকরো মোক্ষো যমুনাপুলিনেচরঃ ॥ ১৭২ ॥

কৃতি, সমুদ্রমাথক, মাথী, সর্ব্বরত্নহর, হরি, বজ্রবৈদূর্য্যক, বজ্রী, চিন্তামণি-মহামণি, অনির্ম্মূল্য, মহামূল্য, নির্ম্মূল্য, সুরভি, সুখী, পিতা মাতা শিশু, বন্ধু, ধাতা, ত্বষ্টা, অর্য্যমা, যম, অন্তঃস্থ, বাহ্যকারী, বহিঃস্থ, বহিশ্চর, পাচন, পাচক, পাকী, সর্ব্বভক্ষী, হুতাশন, ভগবান্, ভগহা, ভাগী, ভবভঞ্জ, ভয়ঙ্কর, কায়স্থ, কার্য্যকারী, কার্য্যকর্ত্তা, করপ্রদ, একধর্ম্মা, দ্বিধর্ম্মা, সুখী নৃত্যোপজীবক, বালক, তারক, ত্রাতা, কালমূষকভক্ষক, সঞ্জীবন, জীবকর্ত্তা, সজীব, জীবসম্ভব, ষড়্বিংশক, মহাবিষ্ণু, সর্ব্বব্যাপী, মহেশ্বর, দিব্যাঙ্গদ, মুক্তমালী, শ্রীবৎস, মকরধ্বজ, শ্যামমূর্ত্তি, ঘনশ্যাম, পীতবাসা, শুভানন, চীরবাসা, ভূতদানববল্লভ, অমৃত, অমৃতভাগী, মোহিনীরূপধারক, দিব্যদৃষ্টি, সমদৃষ্টি দেবদানব-বঞ্চক, কবন্ধ, কেতুকারী, স্বর্ভানু, চন্দ্রতাপন, গ্রহরাজ, গ্রহী, গ্রাহ, সর্ব্বগ্রহবিমোচক, দান, মান, জপ, হোম, সানুকূল, শুভগ্রহ, বিঘ্নকর্ত্তা, অপহর্ত্তা, বিঘ্ননাশ, বিনায়ক, অপকার, উপকারী, সর্ব্বসিদ্ধিফলপ্রদ, সেবক, সামদানী, ভেদী, দণ্ডী, মৎসরী, দয়াবান্, দানশীল, দানী, যজ্বা, প্রতিগ্রহী, হবি, অগ্নি, চরুস্থলী, সমিধ, অনিল, যম, হোতা, উদ্গাতা, শুচি, কুণ্ড, সামগ, বৈকৃতি সব, দ্রব্য, পাত্র, সঙ্কল্প, মুষল, অরণি, কুশ, দীক্ষিত, মণ্ডপ, বেদী, যজমান, পশু, ক্রতু, দক্ষিণা, স্বস্তিমান্, আশীর্ব্বাদ, শুভপ্রদ, আদিবৃক্ষ, মহাবৃক্ষ, দেববৃক্ষ, বনস্পতি, প্রয়াগ, বেণুমান, বেণী, ন্যগ্রোধ, অক্ষয়বট, সুতীর্থ, তীর্থকারী, তীর্থরাজ, ব্রতী, ব্রত, বৃত্তিদাতা, পৃথু, পুত্র, দোগ্ধা, গো, বৎস, ক্ষীর, ক্ষীরবহ, ক্ষীরী, ক্ষীভাগবিভাগবিৎ, রাজ্যভাগবিৎ, ভাগী, সর্ব্বভাগবিকল্পক, বাহন, বাহক, যোগী, পাদচারী, তপশ্চর, গোপন, গোপক, গোপী, গোপকন্যাবিহারকৃৎ, বাসুদেব, বিশালাক্ষ, কৃষ্ণ, গোপীজনপ্রিয়, দেবকীনন্দন, নন্দী, নন্দগোপগৃহাশ্রমী, যশোদানন্দন, দামী, দামোদর, উলূখলী, পূতনারি, পদাকারী, লীলাশকটভঞ্জক, নবনীতপ্রিয়, বাগ্মী, বৎসপালক-বালক, বৎসরূপধর, বৎসী, বৎসহা, ধেনুকান্তকৃৎ, বকারি, বনবাসী, বনক্রীড়াবিশারদ,

মায়াবৎসকরো মায়ী ব্রহ্মমায়াপমোহকঃ। আত্মসার-বিহারজ্ঞো গোপদারকদারকঃ ॥ ১৭৩ ॥ গোচারী গোপতির্গোপী গোবর্দ্ধনধরো বলী। ইন্দ্রদ্যুম্নো মথধ্বংসী বৃষ্টিহা গোপরক্ষকঃ ॥ ১৭৪ ॥ সুরভি-ত্রাণকর্ত্তা চ দাবপানকরঃ কলী। কালীয়মর্দ্দনঃ কালী যমুনাহ্রদবিহারকঃ ॥ ১৭৫ ॥ সঙ্কর্ষণো বলশ্লাঘ্যো বলদেবো হলায়ুধঃ। লাঙ্গলী মুষলী চক্রী রামো রোহিণিনন্দনঃ ॥ ১৭৬ ॥ যমুনা-কর্ষণোদ্ধারো নীলবাসা হলো হলী। রেবতী রমণো লোলো বহুমানকরঃ পরঃ ॥ ৭৭ ॥ ধেনু-কারির্মহাবীরো গোপকন্যাবিদূষকঃ। কামমানহরঃ কামী গোপীবাসোহপতস্করঃ ॥ ১৭৮ ॥ বেণুবাদী চ নাদী চ নৃত্যগীতবিশারদঃ। গোপীমোহকরো গানী রাসকো রজনীচরঃ ॥ ১৭৯ ॥ দিব্যমালী বিমালী চ বনমালাবিভূষিতঃ। কৈটভারিশ্চ কংসারির্মধুহা মধুসূদনঃ ॥ ১৮০ ॥ চাণূরমর্দ্দনো মল্লো মুষ্টী মুষ্টিক-নাশকৃৎ। মুরহা মোদকো মোদী মদঘ্নো নরকান্ত-কৃৎ ॥ ১৮১ ॥ বিদ্যাধ্যায়ী ভূমিশায়ী সুদামা সুসখা সুখী। সকলো বিকলো বৈদ্যঃ কলিতো বৈ কলা-নিধিঃ ॥ ১৮২ ॥ বিদ্যাশালী বিশালী চ পিতৃমাতৃ-বিমোক্ষকঃ। রুক্মিণীরমণো রম্যঃ কালিন্দীপতিঃ শঙ্খহা ॥ ১৮৩ ॥ পাঞ্চজন্যো মহাপদ্মো বহুনায়ক-নায়কঃ। ধুন্ধুমারো নিকুম্ভঘ্নঃ শম্বরান্তো রতিপ্রিয়ঃ। ১৮৪ ॥ প্রদ্যুম্নশ্চানিরুদ্ধশ্চ সাত্বতাং পতিরর্জ্জুনঃ ফাল্গুনশ্চ গুড়াকেশঃ সব্যসাচী ধনঞ্জয়ঃ ॥ ১৮৫ ॥ কিরীটী চ ধনুষ্পাণির্ধনুর্ব্বেদবিশারদঃ। শিখণ্ডী সাত্যকিঃ শৈব্যো ভীমো ভীমপরাক্রমঃ ॥ ১৮৬ ॥ পাঞ্চালশ্চাভিমন্যুশ্চ সৌভদ্রো দ্রৌপদীপতিঃ। যুধিষ্ঠিরো ধর্ম্মরাজঃ সত্যবাদী শুচিব্রতঃ ॥ ১৮৭ ॥ নকুলঃ সহদেবশ্চ কর্ণো দুর্য্যোধনো ঘৃণী। গাঙ্গেয়ো-হথ গদাপাণির্ভীষ্মো ভাগীরথীসুতঃ ॥ ১৮৮ ॥ প্রজ্ঞা-চক্ষুর্ধৃতরাষ্ট্রো ভারদ্বাজোহথ গৌতমঃ। অশ্বত্থামা বিকর্ণশ্চ জহ্নুর্যুদ্ধবিশারদঃ ॥ ১৮৯ ॥ সীমন্তিকো গদী শাম্বো বিশ্বামিত্রো দুরাসদঃ। দুর্ব্বাসা দুর্ব্বিনী-তশ্চ মার্কণ্ডেয়ো মহামুনিঃ ॥ ১৯০ ॥ লোমশো নির্ম্মলোহলোমী দীর্ঘায়ুশ্চ চিরোহচিরী। পুনর্জীবী মৃতো ভাবী ভূতো ভব্যো ভবিষ্যকঃ ॥ ১৯১ ॥ ত্রিকালোহথ ত্রিলিঙ্গশ্চ ত্রিনেত্রস্ত্রিপদীপতিঃ। যাদবো যাজ্ঞবল্ক্যশ্চ যদুবংশবিবর্দ্ধনঃ ॥ ১৯২ ॥ শল্যক্রীড়ী বিক্রীড়শ্চ যাদবান্তকরঃ কলিঃ। সদয়ো হৃদয়ো দায়ো দায়দো দায়ভাগ্‌দয়ী ॥ ১৯৩ ॥ মহোদধির্মহীপৃষ্ঠো নীলপর্ব্বতবাসকৃৎ। একবর্ণো বিবর্ণশ্চ সর্ব্ববর্ণ-বহিশ্চরঃ ॥ ১৯৪ ॥ যজ্ঞনিন্দী বেদনিন্দী বেদবাহ্যো বলো বলিঃ। বৌদ্ধারির্ব্বাধকো বাধো জগন্নাথো

কৃষ্ণবর্ণাকৃতি, কান্ত, বেণুবেত্রবিধায়ক, গোপমোক্ষকর, মোক্ষ, যমুনাপুলিনেচর, মায়াবৎসকর, মায়ী, ব্রহ্মমায়াপমোহক, আত্মসার, বিহারজ্ঞ, গোপদারক-দারক, গোচারী, গোপতি, গোপ, গোবর্দ্ধনধর, বলী, ইন্দ্রদ্যুম্ন, মথধ্বংসী, বৃষ্টিহা, গোপরক্ষক, সুরভিত্রাণকর্ত্তা, দাবপানকর, কলী, কালীয়মর্দ্দন, কালী, যমুনাহ্রদবিহারক, সঙ্কর্ষণ, বলশ্লাঘ্য, বলদেব, হলায়ুধ, লাঙ্গলী, মুষলী, চক্রী, রাম, রোহিণীনন্দন, যমুনাকর্ষণোদ্ধার, নীলবাসা, হল, হলী, রেবতী-রমণ, লোল, বহুমানকর, পর, ধেনুকারি, মহাবীর, গোপ-কন্যাবিদূষক, কামানহর, কামী, গোপীবাসোপতস্কর, বেণুবাদী, নাদী নৃত্যগীতবিশারদ, গোপীমোহকর, গামী, রাসক, রজনীচর, দিব্যমালী, বিমালী, বন-মালাবিভূষিত, কৈটভারি, কংসারি, মধুহা, মধুসূদন, চাণূরমর্দ্দন, মল্ল, মুষ্টী, মুষ্টিকনাশকৃৎ, মুরহা, মোদক, মোদী, মদঘ্ন, নরকান্তকৃৎ, বিদ্যাধ্যায়ী, ভূমিশায়ী, সুদামা, সুসখা, সুখী, সকল, বিকল, বৈদ্য, কলিত, কলানিধি, বিদ্যাশালী, বিশালী, পিতৃ-মাতৃবিমো-ক্ষক, রুক্মিণী-রমণ, রম্য, কালিন্দীপতি, শঙ্খহা, পাঞ্চজন্য, মহাপদ্ম, বহুনায়ক-নায়ক, ধুন্ধুমার, নিকু-ম্ভঘ্ন, শম্বরান্ত, রতিপ্রিয়, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ সাত্বৎ-পতি, অর্জ্জুন, ফাল্গুন, গুড়াকেশ, সব্যসাচী, ধনঞ্জয়, কিরীটী, ধনুষ্পাণি, ধনুর্ব্বেদবিশারদ, শিখণ্ডী, সাত্যকি, শৈব্য, ভীম, ভীমপরাক্রম, পাঞ্চাল, অভি মন্যু, দ্রৌপদীপতি, যুধিষ্ঠির, ধর্ম্মরাজ, সত্যবাদী শুচিব্রত, নকুল, সহদেব, কর্ণ, দুর্য্যোধন, ঘৃণী, গাঙ্গেয়, গদাপাণি, ভীষ্ম, ভাগীরথীরথীসুত, প্রজ্ঞাচক্ষু, ধৃতরাষ্ট্র, ভারদ্বাজ, গৌতম, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ, জহ্নু, যুদ্ধবিশারদ, সীমন্তক, গদী, শাম্ব, বিশ্বামিত্র, দুরা-সদ, দুর্ব্বাসা, দুর্ব্বিনীত, মার্কণ্ডেয় মহামুনি, লোমশ, নির্ম্মল অলোমী, দীর্ঘায়ু, চির, অচিরী পুনর্জীবী, মৃত, ভাবী, ভূত, ভব্য, ভবিষ্যক, ত্রিকাল, ত্রিলিঙ্গ, ত্রিনেত্র, ত্রিপদীপতি, যাদব, যাজ্ঞবল্ক্য, যদুবংশ-বিবর্দ্ধন, শল্যক্রীড়, বিক্রীড়, যাদবান্তকর, কলি, সদয়, হৃদয়, দায়, দায়াদ, দায়ভাক্, দায়ী, মহো-দধি, মহীপৃষ্ঠ, নীলপর্ব্বতবাসকৃৎ, একবর্ণ, বিবর্ণ, সর্ব্ববর্ণবহিশ্চর, যজ্ঞনিন্দী, বেদনিন্দী, বেদবাহ্য, বল,

জগৎপতিঃ। ১৯৫। ভক্তির্ভাগবতো ভাগী বিভক্তো ভগবৎপ্রিয়ঃ। ত্রিগ্রামোঽথ নবারণ্যো গুহোপনিষদাসনঃ। ১৯৬। শালিগ্রামঃ শিলাযুক্তো বিশালো গণ্ডকাশ্রয়ঃ। শ্রুতদেবঃ শ্রুতঃ শ্রাবী শ্রুতবোধঃ শ্রুতশ্রবাঃ। ১৯৭। কল্কিঃ কালকলঃ কল্কো দুষ্টম্লেচ্ছবিনাশকৃৎ। কুঙ্কুমী ধবলো ধীরঃ ক্ষমাকরো বৃষাকপিঃ। ১৯৮। কিঙ্করঃ কিন্নরঃ কণ্বঃ কেকী কিম্পুরুষাধিপঃ। একরোমা বিরোমা চ বহুরোমা বৃহৎকবিঃ। ১৯৯। বজ্রপ্রহরণো বজ্রী বৃত্রঘ্নো বাসবানুজঃ। বহুতীর্থকরস্তীর্থঃ সর্ব্বতীর্থজনেশ্বরঃ। ২০০। ব্যতীপাতোপরাগশ্চ দানবৃদ্ধিকরঃ শুভঃ। অসংখ্যেয়োঽপ্রমেয়শ্চ সংখ্যাকারো বিসংখ্যকঃ। ২০১। মিহিকোত্তারকস্তারো বালচন্দ্রঃ সুধাকরঃ। কিংবর্ণঃ কীদৃশঃ কিঞ্চিৎ কিংস্বভাবঃ কিমাশ্রয়ঃ। ২০২। নির্লোকশ্চ নিরাকারী বহ্বাকারৈককারকঃ। দৌহিত্রঃ পুত্রিকঃ পৌত্রো নপ্তা বংশধরো ধরঃ। ২০৩। দ্রবীভূতো দয়ালুশ্চ সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদো মণিঃ। ২০৪। আধারোঽপি বিধারশ্চ ধরাসূনুঃ সুমঙ্গলঃ। মঙ্গলো মঙ্গলাকারো মাঙ্গল্যঃ সর্ব্বমঙ্গলঃ। ২০৫। নাম্নাং সহস্রং নামেদং বিষ্ণোরতুলতেজসঃ। সর্ব্বসিদ্ধিকরং কাম্যং পুণ্যং হরিহরাত্মকম্। ২০৬। যঃ পঠেৎ প্রাতরুত্থায় শুচির্ভূত্বা সমাহিতঃ। যশ্চেদং শৃণুয়ান্নিত্যং নরো নিশ্চলমানসঃ। ২০৭। ত্রিসন্ধ্যং শ্রদ্ধয়া যুক্তঃ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে। নন্দতে পুত্রপৌত্রৈশ্চ দারৈর্ভৃত্যৈশ্চ পূজিতঃ। ২০৮। প্রাপ্নুতে বিপুলাং লক্ষ্মীং মুচ্যতে সর্ব্বসঙ্কটাৎ। সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি লভতে বিপুলং যশঃ। ২০৯। বিদ্যাবান্ জায়তে বিপ্রঃ ক্ষত্রিয়ো বিজয়ী ভবেৎ বৈশ্যশ্চ ধনলাভাঢ্যঃ শূদ্রঃ সুখমবাপ্নুয়াৎ। ২১০। রণে ঘোরে বিবাদে চ ব্যাপারে পারতন্ত্রকে বিজয়ী জয়মাপ্নোতি সর্ব্বদা সর্ব্বকর্ম্মসু। ২১১ একধা দশধা চৈব শতধা চ সহস্রধা। পঠতে হি নরো নিত্যং তথৈব ফলমশ্নুতে। ২১২। পুত্রার্থী প্রাপ্নুতে পুত্রান্ ধনার্থী ধনমব্যয়ম্। মোক্ষার্থী প্রাপ্নুতে মোক্ষং ধর্ম্মার্থী ধর্ম্মসঞ্চয়ম্। ২১৩। কন্যার্থী প্রাপ্নুতে কন্যাং দুর্লভাং যৎসুরৈরপি। জ্ঞানার্থী জায়তে জ্ঞানী যোগী যোগেষু যুজ্যতে। ২১৪। মহোৎপাতেষু ঘোরেষু দুর্ভিক্ষে রাজবিগ্রহে। মহামারীসমুদ্ভূতে দারিদ্র্যে দুঃখপীড়িতে। ২১৫। অরণ্যে প্রান্তরে বাপি দাবাগ্নিপরিবারিতে। সিংহব্যাঘ্রাভিভূতেঽপি বনে হস্তিসমাকুলে। ২১৬। রাজ্ঞা ক্রুদ্ধেন চাজ্ঞপ্তে দস্যুভিঃ সহ সঙ্গমে। বিদ্যুৎপাতেষু ঘোরেষু স্মর্ত্তব্যং হি সদা নরৈঃ। ২১৭। গ্রহপীড়াসু চোগ্রাসু বধবন্ধগতাবপি। মহার্ণবে

বলি, বৌদ্ধারি, বাধক, বাধ, জগন্নাথ, জগৎপতি, ভক্তি, ভাগবত, ভাগী, বিভক্ত, ভগবৎপ্রিয়, ত্রিগ্রাম, নবারণ্য, গুহোপনিষদাসন, শালিগ্রাম, শিলাযুক্ত, বিশাল, গণ্ডকাশ্রয়, শ্রুতদেব, শ্রুত, শ্রাবী, শ্রুতবোধ, শ্রুতশ্রবা, কল্কি, কালকল, কল্ক, দুষ্টম্লেচ্ছবিনাশকৃৎ, ধবল, ধীর, ক্ষমাকর, বৃষাকপি, কিঙ্কর, কিন্নর, কণ্ব, কেকী, কিম্পুরুষাধিপ, একরোমা, বিরোমা, বহুরোমা, বৃহৎকবি, বজ্রপ্রহরণ, বজ্রী, বৃত্রঘ্ন, বাসবানুজ, বহুতীর্থকর, তীর্থ, সর্ব্বতীর্থজনেশ্বর, ব্যতীপাতোপরাগ, দানবৃদ্ধিকর, শুভ, অসংখ্যেয়, অপ্রমেয়, সংখ্যাকার, বিসংখ্যক, মিহিকোত্তারক, তার, বালচন্দ্র, সুধাকর, কিংবর্ণ, কীদৃশ, কিঞ্চিৎ, কিংস্বভাব, কিমাশ্রয়, নির্লোক, নিরাকারী, বহ্বাকার, এককারক, দৌহিত্র, পুত্রিক, পৌত্র, নপ্তা, বংশধর, ধর, দ্রবীভূত, দয়ালু, সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ, মণি, আধার, বিধার, ধরাসূনু, সুমঙ্গল, মঙ্গল মঙ্গলাকার, মাঙ্গল্য, ও সর্ব্বমঙ্গল, অতুলতেজা ভগবান্ বিষ্ণুর এই সহস্র নাম সিদ্ধিপ্রদ, কাম্য, পুণ্যপ্রদ, ও হরিহরাত্মক। ইহা যে মানব প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া শুচি ও সমাহিত ভাবে পাঠ ও নিশ্চলমানসে ত্রিসন্ধ্যা শ্রবণ করে, সে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। পুত্র, পৌত্র, দার, ও ভৃত্যগণ কর্ত্তৃক পূজিত ও আনন্দিত হয়; সর্ব্বসঙ্কট হইতে মুক্তি লাভ করিয়া বিপুল লক্ষ্মী লাভ করে; এবং সর্ব্ব অভিমত ও বিপুল যশ প্রাপ্ত হয়।৭৬-২০৯। এই সহস্র নাম পাঠের ফলে বিপ্র বিদ্বান্ ও ক্ষত্রিয় বিজয়ী, হয় এবং বৈশ্য ধনলাভ ও শূদ্র সুখ লাভ করে; ঘোর রণ, বিবাদ, ও পারতন্ত্রক ব্যাপারে সর্ব্ব কর্ম্মে সর্ব্বদা জয়লাভ করিয়া থাকে। নর ইহা সর্ব্বদা একবার দশবার, শতবার ও সহস্রবার পাঠ করিবে এরূপ করিলে তদুপযুক্ত ফল লাভ করিয়া থাকে। পুত্রার্থী পুত্র, ধনার্থী ধন, মোক্ষার্থী মোক্ষ, ধর্ম্মার্থী ধর্ম্মসঞ্চয়, ও কন্যার্থী ব্যক্তি দেবদুর্লভ কন্যা লাভ করে। ইহা পাঠ করিলে জ্ঞানার্থী জ্ঞানী ও যোগী যোগযুক্ত হইয়া থাকে। মহোৎপাত, ঘোর দুর্ভিক্ষ, রাজবিগ্রহ, মহামারী, দারিদ্র্য, বিবিধ দুঃখজন্য পীড়া, অরণ্য, প্রান্তর, দাবাগ্নি-পরিবৃত সিংহব্যাঘ্রও হস্তি-সমাকুল বন, ক্রুদ্ধ রাজার আদেশ, দস্যু-সঙ্গম, ঘোর বিদ্যুৎপাত,

মহানদ্যাং পোতস্থেষু ন চাপদঃ ॥ ২১৮ ॥ রোগগ্রস্তো বিবর্ণশ্চ গতকেশনখত্বচঃ । পঠনাচ্ছ্রবণাদ্বাপি দিব্যকায়া ভবন্তি তে ॥ ২১৯ ॥ তুলসীবনসংস্থানে সরোদ্বীপে সুরালয়ে। বদ্রিকাশ্রমে শুভে দেশে গঙ্গাদ্বারে তপোবনে ॥ ২২০ ॥ মধুবনে প্রয়াগে চ দ্বারকায়াং সমাহিতঃ। মহাকালবনে সিদ্ধে নিয়তাঃ সর্ব্বকামিকাঃ ২২১ ॥ যে পঠন্তি শতাবর্ত্তং ভক্তিমন্তো জিতেন্দ্রিয়াঃ। তে সিদ্ধাঃ সিদ্ধিদা লোকে বিচরন্তি মহীতলে ॥ ২২২ ॥ অন্যোন্যভেদভেদানাং মৈত্রীকরণমুত্তমম্। মোহনং মোহনানাং চ পবিত্রং পাপনাশনম্ ॥ ২২৩ ॥ বালগ্রহবিনাশায় শান্তীকরণমুত্তমম্। দুর্বৃত্তানাং চ পাপানাং বুদ্ধিনাশকরং পরম্ ॥ ২২৪ ॥ পতদ্গর্ভা চ বন্ধ্যা চ স্রাবিণী কাকবন্ধ্যকা। অনায়াসেন সততং পুত্রমেব প্রসূয়তে ॥ ২২৫ ॥ পয়ঃপুষ্কলদা গাবো বহুধান্যফলা কৃষিঃ। স্বামিধর্ম্মপরা ভৃত্যা নারী পতিব্রতা ভবেৎ ॥ ২২৬ ॥ অকালমৃত্যুনাশায় তথা দুঃস্বপ্নদর্শনে। শান্তিকর্ম্মণি সর্ব্বত্র স্মর্ত্তব্যং চ সদা নরৈঃ ॥ ২২৭ ॥ যঃ পঠত্যন্বহং মর্ত্ত্যঃ শুচিমান্ বিষ্ণুসন্নিধৌ। একাকী চ জিতাহারো জিতক্রোধো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ২২৮ ॥ গরুড়ারোহসম্পন্নঃ পীতবাসাশ্চতুর্ভুজঃ। বাঞ্ছিতং প্রাপ্য লোকেঽস্মিন্ বিষ্ণুলোকে স গচ্ছতি ॥ ২২৯ ॥ একতঃ সকলা বিদ্যা একতঃ সকলং তপঃ। একতঃ সকলো ধর্ম্মো নাম বিষ্ণোস্তথৈকতঃ ॥ ২৩০ ॥ যো হি নামসহস্রেণ স্তোতুমিচ্ছতি বৈ দ্বিজঃ। সোঽহমেকেন শ্লোকেন স্তুত এব ন সংশয়ঃ ॥ ২৩১ ॥ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎসহস্রবদনোজ্জ্বলঃ। সহস্রনামানন্তাক্ষঃ সহস্রবাহুর্নমোঽস্তু তে ॥ ২৩২ ॥ বিষ্ণোর্নামসহস্রং বৈ পুরাণং বেদসম্মতম্। পঠিতব্যং সদা ভক্তৈঃ সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গলম্ ॥ ২৩৩ ॥ ইতি স্তবাভিযুক্তানাং দেবানাং তত্র বৈ দ্বিজ। প্রত্যক্ষং প্রাহ ভগবান্ বরদো বরাদর্চ্চিতঃ ॥ ২৩৪ ॥ শ্রীভগবানুবাচ। ব্রিয়তাং ভোঃ সুরাঃ সর্ব্বৈর্বরোঽস্মো হ্যভিবাঞ্ছিতঃ। তৎ বঃ সম্প্রদাস্যামি নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ২৩৫ ॥ দেবা ঊচুঃ। বরদোঽসি যদা বিষ্ণো বরমেতং দদস্ব নঃ। অদিতের্গর্ভসম্ভূতঃ শক্রস্যাপ্যনুজো ভব ॥ ২৩৬ ॥ তথেতি সম্প্রার্থিতো দেবৈর্ব্রহ্মশক্রপুরোগমৈঃ।

উগ্র গ্রহপীড়া, বধ-বন্ধন-গতি, মহার্ণব, মহানদী ও পোত, এই সকলে সর্ব্বদা ইহা নরগণের স্মরণ করা কর্ত্তব্য। যে এরূপ করে, তাহার কোন আপদ্ হয় না। রোগী, বিবর্ণ, গতকেশ-নখত্বক্ ব্যক্তি সকল ইহা পাঠ ও শ্রবণ করিয়া দিব্যকায় হয়। তুলসীবন-সন্নিধানে সরদ্বীপে, সুরালয়ে, শুভ দেশ, বদরিকাশ্রম, গঙ্গাদ্বার, তপোবন, মধুবন, প্রয়াগ ও সিদ্ধ মহাকালবনে যে সকল মানব ভক্তিপূর্ব্বক জিতেন্দ্রিয় ভাবে শতাবৃত্ত করিয়া এই স্তোত্র পাঠ করে, তাহারা সিদ্ধিলাভ করিয়া জগতে সিদ্ধি বিতরণ করিয়া থাকে। এই স্তোত্র পরস্পর ভেদভিন্ন ব্যক্তিগণের উত্তম মৈত্রীকরণ, মোহন, পবিত্র, পাপনাশন, বালগ্রহবিনাশের নিমিত্ত উত্তম শান্তিকর, এবং দুর্ব্বৃত্ত পাপীদিগের বুদ্ধিনাশকর। ইহার প্রভাবে পতিতগর্ভা, বন্ধ্যা, স্রাবিণী ও কাকবন্ধ্যা নারীগণও অনায়াসে পুত্রলাভ করে। গাভীকে পুষ্কলদুগ্ধদায়িনী, কৃষিকে বহুধান্যফলা, ভৃত্যকে স্বামিধর্ম্ম-পরায়ণ, নারীকে পতিব্রতা, অকালমৃত্যুবিনাশ, দুঃস্বপ্ন দর্শন, ও শান্তিকর্ম্ম করণার্থ নর ইহা সর্ব্বদা স্মরণ করিবে। যে মানব জিতাহার, জিতক্রোধ, ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া শুচিভাবে বিষ্ণুসান্নিধানে একাকী এই মন্ত্র পাঠ করে, সে ইহলোকে বাঞ্ছিতার্থ লাভ করত পীতবাস ও চতুর্ভুজ হইয়া গরুড়ারোহণে বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া থাকে।২০-২২৯। এক বিষ্ণুনাম হইতেই সকল বিদ্যা, সকল তপ, এবং সকল ধর্ম্ম লাভ হইয়া থাকে। যিনি নামসহস্র দ্বারা ভগবান্ বিষ্ণুকে স্তব করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি এই একটী শ্লোক দ্বারাই তাঁহার স্তব করিতে পারেন; যথা—তিনি সহস্রপাৎ, সহস্রাক্ষ, সহস্রবদন দ্বারা উজ্জ্বল, সহস্রনাম, অনন্তাক্ষ ও সহস্রবাহু, তাঁহাকে আমরা নমস্কার করি। বিষ্ণুর সহস্রনাম বেদ ও পুরাণ সম্মত। এই সর্ব্বমঙ্গল-মঙ্গল স্তব সদা পঠনীয়। হে দ্বিজ! বরদায়ক ভগবান্ বিষ্ণু স্তবাভিযুক্ত দেবগণ কর্ত্তৃক অর্চ্চিত হইয়া তাঁহাদের সাক্ষাদ্ভূত হইলেন এবং বলিলেন,—হে সুরগণ! তোমরা আমার নিকট অভিবাঞ্ছিত বর গ্রহণ কর, তোমাদের যাহা অভিলষিত, তাহা আমি প্রদান করিব, এ বিষয়ে কোন আপত্তি নাই। দেবগণ বলিলেন,—দেব! আপনি যখন আমাদের প্রতি বরদ হইয়াছেন, তখন আমরা এই বর প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনি অদিতিগর্ভে ইন্দ্রের অনুজ হইয়া জন্ম গ্রহণ করুন। ব্রহ্ম-শক্র প্রভৃতি দেবগণ কর্ত্তৃক ঐরূপ প্রার্থিত হইয়া তিনি 'তথাস্তু' বাক্যে অনুমোদনপূর্ব্বক

তথেত্যুক্তা চ ভগবাংস্তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ২৩৭ ॥ ততঃ কতিপয়ে কালে ভগবানদিতিনন্দনঃ। বিষ্ণুরূপধরোহনন্তো বামনত্বাচ্চ বামনঃ॥ ২৩৮ ॥ বলির্বৈরোচনো ব্যাস বাজিমেধশতেন চ। ইজে দ্বিজবরশ্রেষ্ঠ ইন্দ্ররাজ্যজিহীর্ষয়া ॥ ২৩৯ ॥ ঋত্বিজং কশ্যপং কৃত্বা হোতারং ভৃগুসত্তমম্। ব্রহ্মা তত্রাভবচ্চৈব স্বয়মেব পিতামহঃ ॥ ২৪০ ॥ অধ্বর্য্যুর্ভগবানত্রির্বভূব মুনিসত্তমঃ। উদ্গাতা নারদশ্চৈব বসিষ্ঠশ্চ সভাসদঃ॥ ২৪১ ॥ যে যত্র বিহিতাঃ সর্ব্বে তত্র তত্র মুনীশ্বরাঃ। বলিস্তত্রাভবদ্ব্যাস দীক্ষিতো রাজসত্তমঃ ॥ ২৪২ ॥ এবং প্রবর্ত্তমানেষু যজ্ঞেষু মুনিসত্তম। হূয়তাং ভুজ্যতাং চৈব দীয়তাং ধীয়তাং তথা ॥ ২৪৩ ॥ ইতি বাচঃ শুভাস্তত্র শ্রূয়ন্তে চ দ্বিজোত্তম। তস্মিন্ কালে শুচিস্মেষু বামনোহগাচ্ছুচিস্মিতঃ ॥ ২৪৪ ॥ পঠমানো মুখাগ্রেণ চাতুর্ব্বৈদিকমন্ত্রকান্। দ্বারে তিষ্ঠতি রাজেন্দ্র বামনো দ্বিজসত্তমঃ ॥ ২৪৫ ॥ প্রতিহারেণ বৈ ব্যাস সর্ব্বং রাজ্ঞে নিবেদিতম্। উত্থায় চ মহারাজো বলির্বৈরোচনিস্তদা ॥ ২৪৬॥ অর্ঘ্যমাদায় তৎসর্ব্বং জগাম দৈবঃ সভাসদৈঃ। পূজয়িত্বা যথান্যায়ং বামনং লোকভাবনম্ ॥ ২৪৭ ॥ আনয়িত্বা সভামধ্যে দত্ত্বাসনপরিগ্রহম্। কুতস্ত্বাগমনং ব্রহ্মন্ কিং তেহভীষ্টং দদামি বৈ ॥ ২৪৮ ॥ বামন উবাচ। রাজরাজাখিলা সৃষ্টির্ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ। ততোহহমাগতো ভূমন্ যজ্ঞং চৈব দিদৃক্ষয়া ॥ ২৪৯ ॥ বরুণস্য চ যজ্ঞো বৈ দৃষ্টো মে বৈ পুরানঘ। যক্ষাধিপতের্নূনং চ যজ্ঞং বৈ দৃষ্টবানহম্ ॥ ২৫০ ॥ ধর্ম্মস্যাপি চ যজ্ঞো মে প্রজাপতেশ্চ সত্তম। বায়োর্যজ্ঞো মহারাজ দৃষ্টো মে বিধিপূর্ব্বকঃ ॥ ২৫১ ॥ রাজর্ষীণাং চ যে যজ্ঞা দৃষ্টাস্তেহপি মহাব্রত। যাদৃশং বৈ মহারাজ যজ্ঞং তে দৃষ্টবানহম্ ॥ ২৫২ ॥ ঈদৃশো রাজরাজেন্দ্র ন ভূতো ন ভবিষ্যতি। তস্মাদিহাগতে রাজন্ যাচনার্থং তবানঘ ॥ ২৫৩ ॥ বলিরুবাচ। যাচস্ব ত্বং দ্বিজশ্রেষ্ঠ কিং তেহভীষ্টং দদাম্যহম্ ॥ ২৫৪ ॥ বামন উবাচ। দেহি মে রাজরাজেন্দ্র পদানি ত্রীণি মেদিনীম্। বাসার্থং রোচতে তেহদ্য যদি পার্থিবসত্তম ॥ ২৫৫ ॥ বলিরুবাচ। কিমিদং যাচিতং বিপ্র স্বল্পং তে নহি তে পরম্। গজবাজিরথাঃ ক্ষৌণীরত্নানি বিবিধানি চ॥ ২৫৬ ॥ দাসদাসীবরারোহাঃ স্ত্রিয়ো নানা বসূনি চ। দ্রব্যাণি

সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। ইহার কিছুকাল পরেই বিষ্ণুরূপধর ভগবান্ হরি অদিতিনন্দন হইয়া জন্ম গ্রহণ করিলেন। ইনিই অনন্ত ও ব্রহ্মত্ব বশতঃ বামন নামে অভিহিত। হে ব্যাসদেব! এই সময় বিরোচন-নন্দন বলি ইন্দ্ররাজ্য হরণমানসে শতাশ্বমেধ যজ্ঞ করিতে লাগিলেন। ঐ যজ্ঞে কশ্যপ ঋত্বিক, ভৃগু হোতা, স্বয়ং পিতামহ ব্রহ্মা, অত্রি অধ্বর্য্যু, নারদ, উদ্গাতা, ও বশিষ্ঠ সভাসদ্ হইলেন। হে ব্যাস! ঋষিগণের মধ্যে যিনি যে কর্ম্মে ব্রতী হইয়াছিলেন, বলি সেই সকলের নিকটই দীক্ষিত হইলেন। হে দ্বিজোত্তম! যজ্ঞ প্রবর্ত্তিত হইলে যজ্ঞক্ষেত্রে কেবল "দীয়তাং, ভুজ্যতাং, হূয়তাং, ধীয়তাং" এইরূপ শুভ বাক্য শ্রুত হইতে লাগিল। এমন সময় শুচিস্মিত ভগবান্ বামনদেব চাতুর্ব্বৈদিক মন্ত্র সকল মুখাগ্রে পাঠ করিতে করিতে গিয়া যজ্ঞাগারদ্বারে উপস্থিত হইলেন। প্রতিহারিগণ এ সংবাদ রাজা বৈরোচনিকে নিবেদন করিল। রাজা বৈরোচনি সংবাদ শ্রুত হইবামাত্র অর্ঘ্য গ্রহণপূর্ব্বক সভাসদ্গণের সহিত দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া লোকভাবন বামনের যথাবিধি পূজা করত তাঁহাকে সভার মধ্যে আনয়ন করিয়া আসন প্রদান করিলেন এবং জিজ্ঞাসিলেন,—হে ব্রহ্মন্! কোথা হইতে আগমন করিতেছেন? আপনার অভিলষিত কি? তাহা বলুন, আমি প্রদান করি। বামন বলিলেন,—এই নিখিল সৃষ্টি ব্রহ্মার; এই জন্যই আমি যজ্ঞদর্শনমানসে এখানে আগমন করিয়াছি। আমি বরুণযজ্ঞ, যজ্ঞাধিপতির যজ্ঞ, ধর্ম্মের যজ্ঞ, প্রজাপতি-যজ্ঞ, বায়ু-যজ্ঞ ও রাজর্ষি-যজ্ঞ দর্শন করিয়াছি; কিন্তু আপনি যেরূপ যজ্ঞ করিতেছেন, এরূপ যজ্ঞ আমি কুত্রাপি দর্শন করি নাই। এরূপ যজ্ঞ কখন হয় নাই এবং হইবেও না। হে অনঘ! আমি যাচ্ঞা করিতে এখানে আগমন করিয়াছি। বলি বলিলেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আপনি অভীষ্ট বস্তু প্রার্থনা করুন, আমি প্রদান করিতেছি। বামন বলিলেন,—হে পার্থিবসত্তম! আপনার যদি ইচ্ছা হয়, তবে বাসার্থ আমাকে ত্রিপাদ-পরিমিত ভূমি প্রদান করুন। বলি বলিলেন,—হে বিপ্র! আপনি এ কি স্বল্প প্রার্থনা করিতেছেন; আপনার উৎকৃষ্ট গজ, বাজী, রথ, ক্ষৌণী, বিবিধ রত্ন, দাস-দাসী, বরারোহা স্ত্রী, বিবিধ ধন ও দ্রব্য নাই; এই সকল

বামনী শুভ্রে যাচস্ব ত্বং দ্বিজোত্তম ॥ ২৫৭ ॥ *পাত্রোঽসি কৃতকৃত্যোঽসি বেদবেদাঙ্গপারগ ॥২৫৮॥* বামন উবাচ। ন মে কিঞ্চিৎস্পৃহা রাজন্ বিদ্যতে ভুবি মানদ। দেহি ত্বং ত্রিপদাং ভূমিং যদি শ্রদ্ধাস্তি তেঽধুনা ॥ ২৫৯ ॥ ইত্যুক্তে বামনেনাথ বলির্বচনমব্রবীৎ। গৃহাণ ত্রিপদাং ভূমিং বাসস্থার্থং হি মানদ ॥ ২৬০ ॥ ইত্যুক্ত্বা স চ রাজর্ষির্দদৌ ভূমিং দ্বিজায় বৈ। বারিতোঽপি তদা ব্যাস ভৃগুণা দৈবনোদিতঃ ॥ ২৬১ ॥ দত্তমাত্রে জলে সদ্যো ব্রহ্মাণ্ডং চাক্রমদ্ধরিঃ। সার্দ্ধপাদদ্বয়ং জাতা সশৈলবনকাননা ॥ ২৬২ ॥ বসুধেয়ং তদা ব্যাস বলিনা চার্পিতং বসু। জিত্বাসুরগণান্ সর্ব্বান্ রাজ্যং দত্ত্বা শতক্রতোঃ ॥ ২৬৩ ॥ পশ্চাৎ কুমদ্বতীং প্রাপ্তো বিষ্ণুর্বামনরূপধৃক্ ॥ ২৬৪ ॥ ঋদ্ধিসিদ্ধ্যাশ্রমে পুণ্যে তীর্থং কৃত্বাত্মসম্ভবম্। নিবাসমকরোদ্ব্যাস তত্রৈব স সুরোত্তমঃ ॥ ২৬৫ ॥ বামনেন কৃতং তীর্থং বামনং কুণ্ডমুচ্যতে। ভাদ্রে মাসি সিতে পক্ষে দ্বাদশী শ্রবণান্বিতা ॥ ২৬৬ ॥ বামনদ্বাদশী প্রোক্তা হত্যাকোটিবিনাশিনী। অস্মিংস্তীর্থে নরঃ স্নাত্বা হ্যুপোষ্যৈকাদশীং যদা ॥ ২৬৭ ॥ রাত্রৌ জাগরণং কুর্য্যাদ্ ব্রহ্মত্বায় কল্পতে। দ্বাদশ্যাং বৈ বিবিশেষেণ মহাদানানি কুর্ব্বতে ॥ ২৬৮ ॥ ন তেষাং দুর্লভং কিঞ্চিৎত্রিষু লোকেষু বিদ্যতে। এবং বৈ বামনং তীর্থং পুরা প্রোক্তং মহর্ষিণা ॥ ২৬৯ ॥ সর্ব্বপাপহরং পুণ্যং সর্ব্বকামবরপ্রদম্। প্রাপ্যতে তেন সর্ব্বং হি নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ২৭০ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে বামনকুণ্ডমহিমবিষ্ণুসহস্রনাম-
কথনং নাম ত্রিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৩ ॥

চতুঃষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ।

সনৎকুমার উবাচ। অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি বীরেশ্বরমথো শৃণু। তস্মিংস্তীর্থে নরঃ স্নাত্বা বীরলোকমবাপ্নুয়াৎ ॥ ১ ॥ নাগানাং প্রবরং তীর্থং সর্ব্বকামবরপ্রদম্। কালভৈরবমিত্যাখ্যং তচ্চ তীর্থং পরং স্মৃতম্ ॥ ২ ॥ যস্য দর্শনমাত্রেণ সর্ব্বদুঃখাদ্বিমুক্তো ভবেৎ ॥ ৩ ॥ ব্যাস উবাচ। কস্মিন কালে হি বিখ্যাতং কালভৈরবসংজ্ঞিতম্।

আপনি প্রার্থনা করুন। আপনি বেদবেদাঙ্গপারগ; সুতরাং দানের উপযুক্ত পাত্র। আপনি দান গ্রহণ করিয়া কৃতকৃত্য হউন। বামন বলিলেন,—হে রাজন্! পৃথিবীতে আমার কিছুমাত্র স্পৃহা নাই। আপনার যদি ইচ্ছা হয়, তবে আমাকে ত্রিপাদমাত্র ভূমিই প্রদান করুন। বামন এই কথা বলিলে বলি বলিলেন,—হে মানদ! এই আপনি বাস করিবার নিমিত্ত ত্রিপদা ভূমি গ্রহণ করুন। এই কথা বলিয়া রাজর্ষি বলি ভৃগু কর্ত্তৃক বারিত হইলেও বামনকে ভূমি দান করিলেন। বলি যেমন উৎসর্গ-জল সিঞ্চন করিয়াছেন, অমনি হরি ব্রহ্মাণ্ড আক্রমণ করিলেন। হে ব্যাস! তখন ভগবানের সার্দ্ধদ্বয়পদ সশৈল-বন-কাননা বসুধারূপে পরিণত হইল। তিনি অসুরগণকে জয় করিয়া শতক্রতুকে রাজ্যপ্রদান করিলেন এবং দানানন্তর তিনি কুমুদ্বতীতে গমন করিলেন। তিনি ঋদ্ধি-সিদ্ধাশ্রমে এক আত্ম-সম্ভব তীর্থ প্রতিষ্ঠা করিলেন। তিনি ঐ তীর্থেই বাস করিতে লাগিলেন। বামনদেব ঐ তীর্থ করেন বলিয়া উহার নাম—বামনকুণ্ড হয়। ভাদ্রমাসীয় শুক্লপক্ষে শ্রবণানক্ষত্রান্বিত দ্বাদশীতে বামনদ্বাদশী হয়, এইদ্বাদশী হত্যা-কোটিবিনাশিনী। এই তীর্থে নর স্নান করিয়া যদি একাদশীর উপবাস করে এবং রাত্রিজাগরণ করে, তাহা হইলে সে ব্রহ্মত্ব লাভ করিয়া থাকে। বিশেষতঃ যদি ঐ স্থানে মহাদান করে, তাহা হইলে তাহার এই লোকে কিছুমাত্র দুর্লভ থাকে না। এইরূপ বামনতীর্থ পূর্ব্বে মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক কীর্ত্তিত হইয়াছে। এই তীর্থ সর্ব্বপাপহর, পুণ্য ও সর্ব্বকামবরপ্রদ। এই তীর্থ হইতে সমস্ত পাওয়া যায়; এ বিষয়ে তর্ক করা উচিত নহে। ২৩০—২৭০।

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৬৩।

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়।

সনৎকুমার বলিলেন,—অতঃপর বীরেশ্বরতীর্থ বলিতেছি, শ্রবণ করুন। এই তীর্থে নর স্নান করিয়া বীরলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সর্ব্বকামবরপ্রদ নাগপ্রবর এক তীর্থ আছে। উহার নাম কালভৈরব এবং উহা উৎকৃষ্ট তীর্থ। ঐ তীর্থ দর্শন করিলে মানব সর্ব্ব দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে। ব্যাস বলিলেন,—হে মুনিবরশ্রেষ্ঠ! কোন কালে কালভৈরব তীর্থ প্রসিদ্ধি লাভ করে? তাহা

তীর্থং মুনিবরশ্রেষ্ঠ এতদ্বিস্তরতো বদ ॥ ৪ ॥ সনৎকুমার উবাচ। পুরায়ং ভৈরবো যোগী যোগিনীত্রাসকারকঃ। কালচক্রকৃতাঃ কৃত্যা যোগিনীনাং গণাস্তদা ॥ ৫ ॥ তাসাং কালীতি বিখ্যাতা যোগিনী পরমোত্তমা। তয়ায়ং পালিতে নিত্যং পুত্রবদ্ভৈরবোঽমলঃ ॥ ৬ ॥ তেনৈতে চ বিনির্দ্ধূতা দোষোৎপাতাশ্চ সত্তম। ত্রিবিধা ভুবি বিখ্যাতাঃ সর্ব্ববিঘ্নকরাঃ পরাঃ ॥ ৭ ॥ কালকৃত্যাস্তদা তেন ভ্রংশিতাঃ পরমাত্মনা। মহামারী পূতন কৃত্যা শকুনী রেবতী খলা ॥ ৮ ॥ কোটরী তামসী মায়া নবৈতা মাতৃকাঃ স্মৃতাঃ। দুষ্টদোষবহা দুষ্টাঃ সর্ব্বপ্রাণিভয়ঙ্করাঃ ॥ ৯ ॥ বশীচক্রে স ধর্ম্মাত্মা সর্ব্বকামবরপ্রদাঃ। শিপ্রাতীরে স্থিতো নিত্যং কূলে চোত্তরতঃ শুভে ॥ ১০ ॥ উষরস্য পরে পূর্ব্বে সোঽপি তিষ্ঠতি সর্ব্বদা। আষাঢ়স্য সিতে পক্ষে রবিবারে সমাহিতঃ ॥ ১১ ॥ নবমীং চাষ্টমীং প্রাপ্য চতুর্দ্দশ্যাং বিশেষতঃ। পূজাং কুর্ব্বন্তি যে কেচিন্নরা নিশ্চলমানসাঃ ॥ ১২ ॥ বিবাহে পুত্রজননে মাঙ্গল্যে চ শুভে পরম্। পত্রপুষ্পার্ঘ্যগন্ধৈশ্চ নৈবেদ্যৈর্বিবিধৈস্তথা ॥ ১৩ ॥ তাম্বূলবাসগন্ধাদ্যৈঃ পূজয়েদ্বরদরূপিণম্। বিপ্রাণাং ভোজনৈর্হোমৈস্তর্পয়েৎ সততং বিভুম্ ॥ ১৪ ॥ এতৎ পরমকল্যাণমেতৎপরমমঙ্গলম্। নত্বা স্তুত্বা চ তং দেবং সর্ব্বকামার্থসিদ্ধয়ে ॥ ১৫ ॥ সকলকলুষহারী ধূর্ত্তদুষ্টান্তকারী সুচিরচরিতচারী মুণ্ডমৌঞ্জীপ্রচারী। করকলিতকপালী কুণ্ডলী দণ্ডপাণিঃ স ভবতু সুখকারী ভৈরবো ভাবহারী ॥ ১৬ ॥ বিবিধরাসবিলাসবিলাসিতং নববধূরবধূতপরাক্রমম্। মদবিঘূর্ণিতগোষ্পদগোষ্পদং ভবপদং সততং সততং স্মরে ॥ ১৭ ॥ অমলকমলনেত্রং চারুচন্দ্রাবতংসং সকলগুণগরিষ্ঠং কামিনীকামরূপম্। পরিহৃতপরিতাপং ডাকিনীনাশহেতুং ভজ জন শিবরূপং ভৈরবং ভূতনাথম্ ॥ ১৮ ॥ সবলবলবিঘাতং ক্ষেত্রপালৈকপালং বিকটকটিকরালং হ্যট্টহাসং বিশালম্। করগতকরবালং নাগযজ্ঞোপবীতং ভজ জন শিবরূপং ভৈরবং ভূতনাথম্ ॥ ভবভয়পরিহারং যোগিনীত্রাসকারং সকলসুরগণেশং চারুচন্দ্রার্কনেত্রম্। মুকুটরুচিরভালং মুক্তমালং বিশালং ভজ জন শিবরূপং ভৈরবং ভূতনাথম্ ॥ ২০ ॥ চতুর্ভুজং শঙ্খগদাধরায়ুধং পীতাম্বরং সান্দ্রপয়োদসৌভগম্। শ্রীবৎসলক্ষ্মং

আপনি বিস্তৃতরূপে বলুন। সনৎকুমার বলিলেন,—পূর্ব্বে ভৈরব যোগী যোগিনীত্রাসকর ছিলেন। যোগিনীগণের কালচক্র-কৃত এক কৃত্যা হয়। পূর্ব্বোক্ত যোগিনীগণের মধ্যে কালীই উৎকৃষ্টা হন। তাঁহা কর্ত্তৃক ভৈরব পুত্রবৎ পালিত হন। ঐ ভৈরব কর্ত্তৃক যোগিনীগণ বিনির্দ্ধূত হন। একারণ ইহারা ভুবনে ত্রিবিধ ও সকলের বিঘ্নকর হন। ঐ পরমাত্মা ভৈরব কর্ত্তৃক তখন কালকৃত্যা ভ্রংশিত হয়। মহামায়া, পূতনা, কৃত্যা, শকুনী, রেবতী, খলা, কোটরী, তামসী, ও মায়া—এই নয় জন মাতৃকা বলিয়া কথিত। ইহারা দুষ্টদোষবহা, দুষ্টা, ও সর্ব্বপ্রাণিভয়ঙ্করা। ঐ ধর্ম্মাত্মা ভৈরব মাতৃকাগণকে বশীভূত করেন। ইনি শিপ্রার শুভ উত্তরকূলে অবস্থান করিয়াছিলেন এবং ইনি উষরের পরে ও পূর্ব্বে সর্ব্বদা বাস করিতেন। আষাঢ়ীয় সিতপক্ষাধিকরণক রবিবাসরে এবং নবমী, অষ্টমী ও চতুর্দ্দশীতে সমাহিতভাবে যে কোন নর নিশ্চলমানসে ঐ তীর্থস্থ ভৈরবের পূজা করিবে। বিবাহ, পুত্রজন্ম ও মাঙ্গল্যকর্ম্মে, পত্র, পুষ্প, অর্ঘ্য, গন্ধ, বিবিধ নৈবেদ্য, তাম্বূল, বাস ও গন্ধাদি দ্বারা বরদরূপী ভৈরবের পূজা করিবে। ব্রাহ্মণভোজন ও হোম দ্বারা বিভুকে সর্ব্বদা তর্পিত করিবে। এই কর্ম্ম পরম কল্যাণদায়ক এবং পরম মঙ্গলপ্রদ। সর্ব্বকামসিদ্ধির নিমিত্ত ঐ দেব ভৈরবের নমস্কার ও পূজা করা উচিত। সকলকলুষহারী, ধূর্ত্ত ও দুষ্টের অন্তকারী, সুচির চরিতচারী, মুণ্ড-মৌঞ্জপ্রচারী, কর-কলিতকপালী, কুণ্ডলী, দণ্ডপাণি ও ভাবহারী ভৈরব সুখকারী হউন। যিনি বিবিধ রাসবিলাসে বিলাসী, নববধূগণের ক্রীড়ারসে যাঁহার পরাক্রম অবধূত হইয়াছে, মদ দ্বারা যাঁহার গোপাদবৎ চক্ষু আঘূর্ণিত হইয়াছে, সেই ভবাধার বিরাট্ পুরুষকে স্মরণ করি। যিনি অমলকমলনেত্র, চারুচন্দ্রাবতংস, সকলগুণগরিষ্ঠ, কামিনীকামরূপ, পরিহৃতপরিতাপ ও ডাকিনীনাশহেতু, সেই শিবরূপী ভূতনাথ ভৈরবকে ভজনা কর। যিনি সবল-বল-বিঘাত, ক্ষেত্রপালৈকপাল, বিকটকটিকরাল, সাট্টহাস, বিশাল, করবালধারী ও নাগযজ্ঞোপবীতী, হে জনগণ! সেই শিবরূপী ভূতনাথ ভৈরবকে ভজনা কর। যিনি ভবভয়পরিহারক, যোগিনীত্রাসকারী, সকলসুরগণেশ, চারুচন্দ্রার্কনেত্র, মুকুটরুচিরভাল মুক্তমাল ও বিশাল সেই শিবরূপ ভূতনাথ ভৈরবকে ভজনা কর। যিনি চতুর্ভুজ, শঙ্খ গদা ও আয়ুধধারী, পীতাম্বর

গলশোভিকৌস্তুভং শীলপ্রদং শঙ্কররক্ষণং ভজে ॥ ২১ ॥ লোকাভিরামং ভুবনাভিরামং প্রিয়াভিরামং যশসাভিরামম্। কীর্ত্ত্যাভিরামং তপসাভিরামং তং ভূতনাথং শরণং প্রপদ্যে ॥ ২২ ॥ আদ্যং ব্রহ্ম সনাতনং শুচি পরং শুদ্ধিপ্রদং কামদং সেব্যং ভক্তিসমন্বিতং হরিহরৈঃ স্বষ্ট্যাসহং সাধুভিঃ। যোগ্যং যোগবিচারিতং যুগধরং যোগ্যাননং যোগিনং বন্দেহহং সকলং কলঙ্করহিতং সংসেবিতং ভৈরবম্ ॥ ২৩ ॥ ভৈরবাষ্টকমিদং পুণ্যং প্রাতঃকালে পঠেন্নরঃ। দুঃস্বপ্ননাশনং তস্য বাঞ্ছিতার্থফলং ভবেৎ ॥ ২৪ ॥ রাজদ্বারে বিবাদে চ সংগ্রামে সঙ্কটে তথা। রাজ্ঞা ক্রুদ্ধেন চাজ্ঞপ্তে শক্রবন্ধগতে তথা ॥ ২৫ ॥ দারিদ্র্যদুঃখনাশায় পঠিতব্যং সমাহিতৈঃ। ন তেষাং জায়তে কিঞ্চিদ্দুর্লভং ভুবি বাঞ্ছিতম্ ॥ ২৬ ॥ অস্মিংস্তীর্থে প্রকর্ত্তব্যং স্নানদানাদিকং নরৈঃ। সংসারভয়ভীতৈশ্চ পূজিতো ভৈরবো বরঃ। তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন কর্ত্তব্যং তীর্থমুত্তমম্ ॥ ২৭ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে কালভৈরবতীর্থযাত্রাবর্ণনং নাম চতুঃষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬৪ ॥

পঞ্চষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ। নাগতীর্থং ত্বয়া ব্রহ্মন্ পুরা প্রোক্তং যশস্বিনা। তস্য তীর্থবরস্যাপি মহিমানং চ সত্তম ॥ ১ ॥ ভূয়স্ত শ্রোতুমিচ্ছামি ত্বত্তো ব্রহ্মবিদাং বর। কিয়ৎকালে সমাখ্যাতমেতদ্বিস্তরতো বদ ॥ ২ ॥ সনৎকুমার উবাচ। শৃণু ব্রহ্মন্ প্রবক্ষ্যামি তবাগ্রে নাগতীর্থজাম্। কথাং পুণ্যতমাং ভূভ্যং ভুবি পাপহরাং পরাম্ ॥ ৩ ॥ যস্যাঃ শ্রবণমাত্রেণ শাপমুক্তো ভবেন্নরঃ। পুরা নাগাঃ পরিভ্রষ্টা মাতুঃ শাপাৎ পরন্তপ ॥ ৪ ॥ জনমেজয়েন দগ্ধাস্তে মোক্ষিতা হ্যাস্তিকেন চ। পপ্রচ্ছুস্তে দ্বিজশ্রেষ্ঠ জরৎকার্ব্বাত্মজং তদা ॥ ৫ ॥ নাগা ঊচুঃ। ব্রহ্মংস্তব প্রসাদেন মোক্ষিতা হব্যবাহনাৎ। জনমেজয়স্য যজ্ঞেহস্মিন্ দেবরাজস্য সন্নিধৌ ॥ ৬ ॥ অস্মাকং ভূতিমবিচ্ছন্ বাসস্থার্থং পরন্তপ। যস্মিন্ স্থানে সদা ব্রহ্মন্নিবাসো জায়তেহভয়ঃ ॥ ৭ ॥ আস্তীক উবাচ। শ্রূয়তাং মাতুলশ্রেষ্ঠা যুষ্মাকং হিতমুত্তমম্। মহাকালবনে রম্যে যা বৈ কুশস্থলী স্মৃতা ॥ ৮ ॥ তস্যা হি দক্ষিণে ভাগে পূর্ব্বতীর্থং সনাতনম্।

সান্দ্রপয়োদসুভগ, শ্রীবৎসচিহ্নযুক্ত, কৌস্তুভধারী, শীলপ্রদ ও শঙ্কররক্ষক তাঁহাকে ভজনা করি। যিনি লোকাভিরাম, ভুবনাভিরাম, প্রিয়াভিরাম, যশোভিরাম, কীর্ত্ত্যভিরাম ও তপোভিরাম সেই ভূতনাথকে শরণরূপে প্রাপ্ত হই। যিনি আদ্য ব্রহ্ম সনাতন, শুচি, শুদ্ধিপ্রদ, কামদ, সেব্য, ভক্তিসমন্বিত, যোগ্য, যোগবিচারিত, যুগধর, যোগ্যানন, যোগী, সকল, কলঙ্করহিত এবং সংসেবিত, সেই ভৈরবদেবকে আমি বন্দনা করি। নর এই ভৈরবাষ্টক প্রাতঃকালে পাঠ করিবে। এরূপ করিলে তাহার দুঃস্বপ্ননাশ ও বাঞ্ছিতার্থ লাভ হইয়া থাকে। রাজদ্বার, বিবাদ, সংগ্রাম, সঙ্কট, ক্রুদ্ধ রাজার আজ্ঞা, শক্র বন্ধপ্রাপ্তি ও দারিদ্র ও দুঃখনাশ বিষয়ে ইহা সমাহিতভাবে পঠনীয়। ভূতলে বাঞ্ছিত দ্রব্যের মধ্যে পাঠকারীর কিছুই দুর্লভ হয় না। সংসারভয়-ভীত নর এই তীর্থে স্নান দানাদি ও ভৈরবের পূজা করিবে। এই ভৈরবের যত্নপূর্ব্বক সকলেরই সেবা করা কর্ত্তব্য ।১৬—২৭।

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৬৪।

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়।

ব্যাস বলিলেন,—যশস্বিন্! আপনি পূর্ব্বে নাগতীর্থ কহিয়াছেন। আমি ইহা পুনর্বার আপনার নিকট শুনিতে ইচ্ছা করি। কোন্ কালে এই তীর্থ প্রসিদ্ধ লাভ করিয়াছিল? ইহা আপনি বিস্তৃতভাবে বলুন। সনৎকুমার বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! শ্রবণ করুন, আমি আপনার নিকট নানা তীর্থের কথা কহিতেছি। এই কথা ভূতলে পুণ্যতমা ও পাপহারিণী। এই কথা শ্রবণ করিলে নর পাপমুক্ত হয়। হে পরন্তপ! পূর্ব্বে নাগগণ মাতৃশাপপরিভ্রষ্ট হইয়া জন্মেজয় কর্ত্তৃক দগ্ধ ও আস্তিক কর্ত্তৃক মোচিত হয়। তাহারা জরৎকারুর আত্মজকে এইরূপে প্রশ্ন করে,—হে ব্রহ্মন্! আপনার প্রসাদে আমরা জন্মেজয়-যজ্ঞে হব্যবাহন হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছি। অধুনা আপনি হিতকামনা করিয়া আমাদের অক্ষয় বাসস্থান কল্পনা করুন। আস্তীক বলিলেন,—হে মাতুলশ্রেষ্ঠগণ! আপনাদের হিতকর স্থান কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন,—রম্য মহাকালবনে কুশস্থলীনাম্নী এক পুরী আছে।১—৮। তাহার

নাগালয়ং পুরা প্রোক্তং যত্র সন্নিহিতো হরিঃ॥ ৯॥ যোগনিদ্রাং সমাসাদ্য শেতে ব্রহ্ম সনাতনম্। শেষশায়ীতি বিখ্যাতঃ সর্ব্বলোকেষু গীয়তে॥ ১০॥ কল্মদোষো ন তত্রৈব বাধতে সর্ব্বদেহিনাম্। বকদাল্‌ভ্য ঋষিস্তত্র তপস্তেপে ধৃতব্রতঃ॥ ১১॥ লোমশশ্চ মহাতেজাস্তত্রৈব প্রতিতিষ্ঠতি। দীর্ঘায়ুষ্ট্বং সমাপন্নো মার্কণ্ডেয়ো মহামুনিঃ॥ ১২॥ ন বর্ত্ততে কালচক্রং মহাকালপ্রতাপতঃ। কপিলঃ সিদ্ধিমাপন্নো যত্র তীর্থবরোত্তমে॥ ১৩॥ হরিশ্চন্দ্রো বিমুক্তো-হভূদ্গার্হ্যচণ্ডালযোনিতঃ। সপ্তর্ষিপ্রবরা যে তে নির্ব্বাণপদবীং গতাঃ॥ ১৪॥ এতস্মাৎ কারণাৎ সর্ব্বৈস্তত্র বিশ্রম্যতাং সদা। মাতুঃ শাপোদ্ভবো দোষো যুষ্মাকং নৈব বাধতে॥ ১৫॥ এতত্তে বচনং শ্রুত্বা মহর্ষেরাস্তিকস্য চ। আগচ্ছংস্তত্র তে শীঘ্রং বাসার্থং পন্নগোত্তমাঃ॥ ১৬॥ এলাপত্রঃ কম্বলশ্চ কর্কোটকধনঞ্জয়ৌ। বাসুকিঃ পন্নগশ্রেষ্ঠ-স্তক্ষকো নীল এব চ॥ ১৭॥ পদ্মকশ্চার্ব্বুদশ্চৈব নাগাস্তে সর্ব্ব এব হি। অত্রাগত্য স্বস্বস্থানানি চক্রুস্তে সুচিরব্রতাঃ॥ ১৮॥ তত্র রম্যাণি তীর্থানি জাতানি পরমাণি চ। নবানি চক্রুঃ কুণ্ডানি তীর্থভূতানি সত্তম॥ ১৯॥ মহাপুণ্যপ্রদান্যাহু-র্মহাপাপহরাণি চ। যত্র সিদ্ধাশ্চ গন্ধর্ব্বা ঋষয়ঃ সংশিতব্রতাঃ॥ ২০॥ অপ্সরোগণসঙ্ঘৈশ্চ সেব্যন্তে চ সদা বরৈঃ। যত্র শেষো মহানাগঃ পুরা প্রোক্তো মহর্ষিণা॥ ২১॥ শেষশায়ী হলং বিষ্ণু-র্ভগবান্ কমলেক্ষণঃ। তত্র সর্ব্বাণি তীর্থানি তিষ্ঠন্তি ভুবি সর্ব্বদা॥ ২২॥ শ্বেতদ্বীপেতি-বিখ্যাতা মণিবিক্রান্তভূমিকা। যত্র পুণ্যাশ্চ বৈ বৃক্ষাঃ পুষ্পিতাশ্চৈব সর্ব্বশঃ॥ ২৩॥ হংসকারণ্ড-কাকাদিপিককোকিলসারসাঃ। পদ্মখণ্ডগণাস্তত্র নৃত্যন্তি চ শিখণ্ডিনঃ॥ ২৪॥ নিধিরেষ মহাপদ্মো নীলোৎপলসুগন্ধিনা। বাসিতো বায়ুনা শুভ্রঃ কিন্নরোদ্গারনাদিতঃ॥ ২৫॥ যত্র সুসংস্কৃতা নার্য্যো বিহরন্তি সুরাঙ্গনাঃ। নাগকন্যাভী রম্যাভির্মণ্ডিতং পরমাদ্ভুতম্॥ ২৬॥ যত্র স্নাত্বা নরো যাতি বৈকুণ্ঠং ধাম শোভনম্। শেষশায়ী হরির্যত্র শেতে হি চ রমাপতিঃ॥ ২৭॥ তত্র রমাসরো নাম তীর্থং পরম-শোভনম্। যত্র স্নাত্বা নরো নিত্যং শ্রীমান্ ভবতি নান্যথা॥ ২৮॥ এবং ব্যাস পরং স্থানং সর্ব্বপাপ-

দক্ষিণদিকে পূর্ব্বতীর্থ বিরাজিত। ঐ স্থানে নাগালয় আছে। ঐ নাগালয়ে হরি সন্নিহিত। তিনি যোগ-নিদ্রা প্রাপ্ত হইয়া শয়ন করিয়া আছেন। এজন্যই তিনি শেষশায়ী বলিয়া গীত হন। ঐ স্থানে দেহিগণের কল্মদোষ নাই। বক-দাল্‌ভ্য ঋষি ঐ স্থানে ব্রত ধারণ করিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন। মহাতেজা লোমশ মুনিও ঐ স্থানে অবস্থিত ছিলেন। দীর্ঘায়ুষ্ট্ব-সম্পন্ন মহামুনি মার্কণ্ডেয়ও ঐ স্থানে বাস করিয়াছিলেন। মহাকালের প্রতাপে ঐ স্থানে কালচক্র প্রবর্ত্তিত হইত না। ঐ তীর্থবরোত্তমেই কপিলমুনি সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রাজা হরিশ্চন্দ্র নিন্দিত চণ্ডাল-যোনি হইতে ঐ স্থানেই মুক্তিলাভ করেন। সপ্তর্ষিগণ ঐ স্থানেই নির্ব্বাণপদবীলাভ করিয়াছেন। এই সকল কারণদৃষ্টে আমি বলিতেছি যে, আপনারা ঐ স্থানে বাস করুন। মাতৃশাপ-জনিত দোষ আপনাদের বাধিবে না। মহর্ষি আস্তীকের এই বাক্য শুনিয়া নাগগণ বাসার্থ সত্বর ঐ স্থানে আগমন করিল। এলাপত্র, কম্বল, কর্কোটক, ধনঞ্জয়, বাসুকি, পন্নগশ্রেষ্ঠ, তক্ষক, নীল, পদ্মক ও অর্ব্বুদ এই সকল নাগ ঐ স্থানে আগমন করিয়া স্ব স্ব স্থান কল্পনা করিল। ঐ স্থানে রমণীয় পরম তীর্থ প্রাদুর্ভূত হইল। তাহারা তীর্থভূত নূতন কুণ্ড করিল; ঐ সকল কুণ্ড মহাপুণ্যপ্রদ ও মহাপাপহর বলিয়া কথিত। ঐ সকল স্থানে সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব ও সংশিতব্রত ঋষিগণ অপ্সরাগণ কর্ত্তৃক সদা সেবিত হন।১—২০। ঐ স্থানে মহানাগ শেষ পূর্ব্বে মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক শেষ-শায়ী ভগবান্ কমলেক্ষণ বিষ্ণু বলিয়া কথিত হইয়াছিল। ঐ স্থানে শ্বেতদ্বীপাখ্য মণিবিক্রান্ত ভূমিক বিরাজিত। ঐস্থানে পুণ্য বৃক্ষসকল সর্ব্বদাই পুষ্পিত। ঐ স্থানে হংস, কারণ্ড, কাকাদি, পিক, কোকিল, সারস, পদ্মখণ্ডগণ ও শিখণ্ডিগণ নৃত্য করিতেছে। ঐ স্থানে কিন্নরোদ্গারে নাদিত মহাপদ্ম নিধি নীলোৎপল সুগন্ধি বায়ুদ্বারা বাসিত হইতেছে। সুরাঙ্গনাগণ ঐ স্থানে বিহার করিয়া থাকে। রমণীয়াকৃতি নাগকন্যাগণ কর্ত্তৃক ঐ স্থান অদ্ভুতভাবে মণ্ডিত। ঐ স্থানে স্নান করিয়া নর শোভন বৈকুণ্ঠ ধাম প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ঐ স্থানে রমাপতি হরি শেষ শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন। ঐ স্থানে রমাসর নামে পরমশোভন তীর্থ আছে। তাহাতে স্নান করিয়া নর শ্রীমান্ হয়, ইহার অন্যথা হয় না।

হরং পরম্। অত্রৈব চ পরং তীর্থং বলেরাশ্রমমদ্ভুতম্ ॥ ২৯ ॥ অত্র স্নানাদিকং কার্য্যং যত্র সন্নিহিতো হরিঃ। সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা নরো ভবতি তৎক্ষণাৎ ॥ ৩০ ॥ কিয়ৎপ্রমাণমাত্রঞ্চ যে দদন্তি বসুন্ধরাম্। তনূরুহাণি যাবন্তি তাবৎকালমসুসঙ্খ্যয়া ॥ ৩১ ॥ অক্ষয্যা লভ্যতে বৃদ্ধিস্তেষাং লোকাঃ সনাতনাঃ। শ্রাবণে মাসি দর্শে চ পঞ্চম্যাং সোমবাসরে ॥ ৩২ ॥ নাগানাং পূজনং কার্য্যং শ্রাদ্ধং দর্শে বিধীয়তে। অক্ষয়ং জায়তে শ্রাদ্ধং বাঞ্ছিতার্থং ভবেত্ততঃ ॥ ৩৩ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে নাগতীর্থমহিমবর্ণনং নাম পঞ্চষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৫ ॥

ষট্‌ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ

সনৎকুমার উবাচ। ভূয়ঃ শৃণু পরং ব্যাস তীর্থানামুত্তমং বরম্। তত্তীর্থং সর্ব্বপাপঘ্নং নৃসিংহস্য মহাত্মনঃ ॥ ১ ॥ যস্য দর্শনমাত্রেণ সর্ব্বপাপং সমুত্তরেৎ। দৈত্যরাজঃ সমাখ্যাতো হিরণ্যকশিপুঃ পুরা ॥ ২ ॥ তেনেয়ং বসুধা সর্ব্বা সম্প্রাপ্তা চ দুরাত্মনা। দুষ্টদৈত্যবলৈর্ব্ব্যাপ্তা ভারাক্রান্তা শুচার্দ্দিতা ॥ ৩ ॥ গৌর্ভূত্বাশ্রুমুখী দেবৈর্ব্রহ্মাণং শরণং যযৌ। ভারাক্রান্তাং ধরাং দৃষ্ট্বা ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ॥ ৪ ॥ উবাচ শ্লক্ষ্ণয়া বাচা তস্যাঃ শ্রমং ব্যপোহিতুম্। শ্রূয়তাং ভোঽবনে পুণ্যে ভবত্যা উপকারকম্ ॥ ৫ ॥ বচো বদামি তে তথ্যং দেশকালোচিতং তথা। পুরানেন তপশ্চীর্ণং দুষ্করং সর্ব্বদেহিনাম্ ॥ ৬ ॥ গায়ত্র্যুপাসনা তেন কৃতা সুনিয়তাত্মনা। ময়া চাস্য বরো দত্তঃ প্রীতিযুক্তেন চেতসা ॥ ৭ ॥ ন দিবা ন তথা রাত্রৌ নান্তরিক্ষে ন ভূতলে। নাতিশুষ্কেণ চার্দ্রেণ ন চাস্ত্রশস্ত্রঘাতনৈঃ ॥ ৮ ॥ ন দেবাসুরগন্ধর্ব্বৈর্ন যক্ষোরগকিন্নরৈঃ। পিশাচৈর্গুহ্যকাদ্যৈশ্চ রাক্ষসৈর্ন কদাচন ॥ ৯ ॥ মানবৈঃ পক্ষিজাতৈশ্চ ন মে মৃত্যুর্ভবেদিতি। এককরতলাঘাতৈঃ সকুলবলবাহনম্ ॥ ১০ ॥ মারয়িষ্যতি মাং বীরঃ স মে মৃত্যুর্ভবিষ্যতি। তথেত্যুক্তাতিহৃষ্টাত্মা তমহঞ্চ তদাবনে ॥ ১১ ॥ আগমঞ্চৈব লোকং স্বং স দৈত্যো ঘোরশাসনঃ। বভূব সর্ব্বলোকানাং শাস্তা চাতুলবিক্রমঃ ॥ ১২ ॥ তস্যৈবাধিকৃতা

হে ব্যাস! ঐ স্থান এইরূপ সর্ব্বপাপহর। এই স্থানেই পরম তীর্থ বলির আশ্রম আছে। এখানে স্নানাদি করণীয়। এই স্থানে হরি সন্নিহিত। ঐ স্থানে স্নানাদি করিলে নর তৎক্ষণাৎ সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা হয়। যে বসুন্ধরা দান করে, তাহার আর কিয়ৎ পরিমাণ পুণ্য হয়? এই তীর্থসেবী ব্যক্তির যতগুলি গাত্রলোম থাকে, তাবৎ পরিমাণ কাল সে অব্যয় লোক ও বৃদ্ধি লাভ করিয়া থাকে। শ্রাবণ মাসের অমাবস্যায় এবং সোমবার পঞ্চমীতে নাগগণের পূজা করা কর্ত্তব্য। অমাবস্যাতে শ্রাদ্ধই বিধেয়। এরূপ করিলে শ্রাদ্ধ অক্ষয় ও বাঞ্ছিতার্থ-ফলপ্রদ হয়।২৯—৩৩।

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৬৫।

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়।

সনৎকুমার বলিলেন,—হে ব্যাস! এক তীর্থোত্তমের বিষয় শ্রবণ করুন। ইহা সর্ব্বপাপঘ্ন ও ভগবান্ নৃসিংহের এই তীর্থ। ইহার দর্শনমাত্রে সর্ব্বপাপ হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। পূর্ব্বে হিরণ্যকশিপু নামে বিখ্যাত এক দৈত্যরাজ ছিল। ঐ দুরাত্মা এই সমগ্র বসুধা প্রাপ্ত হইয়াছিল। তখন পৃথ্বী দেবী দুষ্ট দৈত্যবল-পরিব্যাপ্ত ভারাক্রান্ত ও অত্যন্ত শোকাতুর হইয়া গোরূপ ধারণপূর্ব্বক অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে গিয়া ব্রহ্মার শরণ লইলেন। লোক-পিতামহ ব্রহ্মা তাঁহার শ্রমাপনোদনের জন্য মধুর বাক্য বলিলেন,—হে পৃথ্বি! শ্রবণ কর,—আমি তোমার হিতকর দেশ-কালোচিত বাক্য বলিতেছি। পূর্ব্বে এই হিরণ্যকশিপু সর্ব্বদেহিগণের দুশ্চর তপশ্চরণ করিয়াছিল ও সুনিয়তভাবে গায়ত্রীর উপাসনা করিয়াছিল। এই জন্য আমি প্রীত হইয়া উহাকে বর দান করিয়াছিলাম যে, না দিনে, না রাত্রিতে, না অন্তরীক্ষে, না ভূতলে, না অতিশুষ্কে, না আর্দ্রে, না অস্ত্র-শস্ত্রঘাতনে, না দেবাসুর-গন্ধর্ব্ব দ্বারা, না যক্ষোরগকিন্নর দ্বারা, না পিশাচ দ্বারা, না গুহ্যক দ্বারা, না রাক্ষস দ্বারা, না পক্ষিজাতি দ্বারা, না মানব জাতি দ্বারা, কিছুতেই তোমার মৃত্যু হইবে না। দৈত্য বলিল, যে বীর আমার এক করতলাঘাতে কুল, বল ও বাহনের সহিত মারিবে। তাহার হস্তেই যেন আমার মৃত্যু হয়। হে অবনে! আমি তুষ্ট হইয়া তাহাকে ঐ রূপ বরই প্রদান করিয়াছিলাম এবং স্বালয়ে গমন করিয়াছিলাম। বরলাভ করিয়া ঐ ঘোরশাসন অতুলবিক্রম দৈত্য সর্ব্বলোকের শাস্তা হইয়াছিল।১—১২।

লোকে বভূবুর্বিগতজ্বরাঃ। ত্রৈলোক্যং বুভুজে নিত্যং সর্ব্বদৈত্যজনেশ্বরঃ ॥ ১৩ ॥ তস্মাদ্যূয়ং বনং যাত মহাকালং মহেশিতুঃ। তত্র তীর্থং মহচ্চাসীৎ সর্ব্বতীর্থবরোত্তমম্ ॥ ১৪ ॥ সঙ্গমেশ্বরস্য দক্ষিণে কর্করাজোত্তরে তথা। শিপ্রাতীরে শুভে দেশে পূর্ব্বং বৈকুণ্ঠসন্নিভম্ ॥ ১৫ ॥ নৃসিংহাখ্যং পরং ধাম তস্য তীর্থং প্রতিষ্ঠিতম্। তত্র গত্বা সুরশ্রেষ্ঠাঃ স্নানদানাদিকাঃ ক্রিয়াঃ ॥ ১৬ ॥ কুরুত সত্বরং সর্ব্বে পুনর্লোকানবাপ্স্যথ। তে তস্য বচনং শ্রুত্বা দেবা ইন্দ্রপুরোগমাঃ ॥ ১৭ ॥ মহাকালবনং প্রাপ্তা যত্র শিপ্রা পয়স্বিনী। নৃসিংহতীর্থোপকূলে উষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ ॥ ১৮ ॥ স্নানদানাদিকং কৃত্বা নৃসিংহস্যার্চ্চনং তথা। এবং কৃত্বা বিধানেন পরাং সিদ্ধিমিতো গতাঃ ॥ ১৯ ॥ নৃসিংহস্য স্বরূপেণ হতো দানবপুঙ্গবঃ। সভামধ্যে তদা ব্যাস হরিণামিত্রঘাতিনা ॥ ২০ ॥ করেণৈকপ্রহারেণ হিরণ্যকশিপুর্হতঃ। ততঃ সুরগণাঃ সর্ব্বে স্বাধিকারান্ যযুস্তদা ॥ ২১ ॥ তদারভ্য সুরাঃ সর্ব্বে মধ্যাহ্নোপাসনং তদা। প্রকুর্ব্বন্তি চ তত্রৈব যত্র তীর্থে হরিঃ পরম্ ॥ ২২ ॥ এবং তীর্থং পরং ব্যাস অবন্ত্যাং বিদ্যতে ভুবি। অস্মিংস্তীর্থে দ্বিজশ্রেষ্ঠ স্নানদানাদিকাঃ ক্রিয়াঃ ॥ ২৩ ॥ যে কুর্ব্বন্তি নরাঃ পুণ্যাস্তে যান্তি পরমাং গতিম্। সর্ব্বদা সর্ব্বকালেষু পুণ্যদং তীর্থমুত্তমম্ ॥ ২৪ ॥ কদাচিন্নৃসিংহতিথিং প্রাপ্য চৈব চতুর্দ্দশীম্। স্নানং কৃত্বার্চ্চনং তস্য নৃসিংহস্য চ ধীমতঃ ॥ ২৫ ॥ নৃসিংহেশ্বরদেবেশং পূজয়েদ্যঃ সমাহিতঃ। তস্য হস্তগতা লক্ষ্মীর্ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ২৬ ॥ ততোঽগস্ত্যেশ্বরং দেবং যঃ পশ্যেৎ সুসমাহিতঃ। তস্য ব্যাস ক্ষিতৌ কিঞ্চিদ্দুর্লভং নৈব দৃশ্যতে ॥ ২৭ ॥ যত্র সিদ্ধিং পরাং প্রাপ্তো হনুমান্ পবনাত্মজঃ। ব্রহ্মচারী সদাচারো যতিঃ সর্ব্বার্থসাধকঃ ॥ ২৮ ॥ তিষ্ঠতি পরদৈবজ্ঞঃ সর্ব্বকামার্থসিদ্ধয়ে। যস্মিন্ বটে পুরা তপ্তং তপঃ পরমদুশ্চরম্ ॥ ২৯ ॥ মিত্রাবরুণপুত্রেণ সিদ্ধিহেতোস্তপস্বিনা। বোধী ন্যগ্রোধ ইত্যাখ্যো হ্যগস্তিবট এব চ ॥ ৩০ ॥ নরো নারীসমাযুক্তঃ সাবিত্রীব্রতমাচরেৎ। সৌভাগ্যং লভতে নিত্যং সাবিত্র্যাশ্চ পরন্তপ ॥৩১॥ যস্মিংস্তীর্থে নরঃ স্নাত্বা দত্বা দানঞ্চ সৌভগম্। অষ্টসৌভাগ্যসম্পূর্ণং বংশপাত্রং সবাসকম্ ॥ ৩২ ॥ সপ্তধান্যসমোপেতং পঞ্চরত্নপরিষ্কৃতম্। সৌগন্ধ্যাদীনি মাল্যানি মৌলিসূত্রসমাযুতম্ ॥ ৩৩ ॥ সাবিত্রীং হাটকীং কৃত্বা যথাশক্তি পরন্তপ। যো বৈ দদাতি

লোক সকল তৎকর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়া বিগতজ্বর হইল। সে সর্ব্ব দৈত্যজনেশ্বর হইয়া ত্রৈলোক্য ভোগ করিতে লাগিল। অতএব আপনারা মহাকালবনে গমন করুন। ঐ স্থানে সর্ব্বতীর্থবরোত্তম মহৎ তীর্থ আছে। সঙ্গমেশ্বরের দক্ষিণে ও কর্করাজের উত্তরে শিপ্রাতীরে শুভদেশে বৈকুণ্ঠসন্নিভ নৃসিংহ নামক নৃসিংহদেবের এক তীর্থ প্রতিষ্ঠিত আছে। হে সুরশ্রেষ্ঠগণ! ঐ স্থানে গমন করিয়া আপনারা স্নান-দানাদি ক্রিয়া করুন, স্বর্লোক প্রাপ্ত হইবেন। ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাকালবনে—যেখানে পয়স্বিনী শিপ্রা বিরাজিত সেই নৃসিংহতীর্থের উপকূলে বহু বৎসর বাস করিয়া স্নান-দানাদি ক্রিয়া ও নৃসিংহদেবের অর্চ্চনাপূর্ব্বক পরম সিদ্ধি লাভ করেন। হে ব্যাসদেব! পরে অমিত্রঘাতী হরি সভামধ্যে নৃসিংহরূপে দানবপুঙ্গবকে নিহত করেন। এক করপ্রহারে হিরণ্যকশিপু নিহত হয়। অতঃপর সুরগণ অধিকার প্রাপ্ত হইলেন। তদবধি হরি-সন্নিহিত ঐ তীর্থে সুরগণ মধ্যাহ্ন-উপাসনা করিতে লাগিলেন। হে ব্যাসদেব! এই প্রকার উৎকৃষ্ট তীর্থ অ তে বিদ্যমান আছে। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! এই তীর্থে যে সকল নর স্নান-দানাদি ক্রিয়া করে, তাহারা পরম গতি লাভ করিয়া থাকে। এই উত্তম তীর্থ সর্ব্বদা পুণ্যদায়ক।১৩-২৪। কদাচিৎ নৃসিংহ তিথি ও চতুর্দ্দশী প্রাপ্ত হইয়া স্নান ও নৃসিংহদেবের অর্চ্চনা করিলে লক্ষ্মী হস্তগতা হন; ইহাতে কোন সংশয় নাই। অনন্তর সমাহিতভাবে যে মানব অগস্ত্যেশ্বর দেবেশের দর্শন করে, পৃথিবীতে তাহার কিছুই দুর্লভ থাকে না। ঐ তীর্থে পবনাত্মজ হনুমান সিদ্ধপ্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মচারী, সদাচার, যতি ও সর্ব্বার্থ সাধক হন। হনুমান পরদেবতা জ্ঞাত হইয়া সর্ব্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত ঐ স্থানে অবস্থান করেন। যে তীর্থে বটমূলে পূর্ব্বে মিত্রাবরুণ-পুত্র সিদ্ধিলাভের নিমিত্ত তপশ্চরণ করিয়াছিলেন, ঐ স্থানে বোধী, ন্যগ্রোধ ও অগস্তি-নামক বট বিরাজিত। ঐ বটমূলে নর নারী-সমাযুক্ত হইয়া সাবিত্রীব্রতাচরণ করিলে সৌভাগ্য লাভ করে। এই তীর্থে স্নান করিয়া নর অষ্টসৌভাগ্য-সম্পূর্ণ সপ্তধান্যোপেত পঞ্চরত্ন-বিশিষ্ট মৌলিসূত্রসমাযুক্ত সবস্ত্র বংশপত্র, মাল্য ও সুবর্ণময়ী সাবিত্রী বেদ-বেদাঙ্গবিৎ বিপ্রকে দান

বিপ্রায় দেববেদাঙ্গধীমতে ॥ ৩৪ ॥ লভতে বিপুলাং লক্ষ্মীং বহুভোগকরীং শুভাম্। ভুক্ত্বা বৈ বিবিধান্ ভোগান্ পুনঃ স্বর্গমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৩৫ ॥ সাবিত্রীব্রত-কুমারী জায়তে পতিবল্লভা। পতিব্রতা মহাভাগা বিধবা ন কদাচন ॥ ৩৬ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে নৃসিংহতীর্থমহিমবর্ণনং নাম ষট্‌ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

সপ্তষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

সনৎকুমার উবাচ। শৃণু ব্যাস পরং তীর্থং ভুবি বিখ্যাতমুত্তমম্। কুটুম্বেশ্বরেতি বিখ্যাতো নাম্না চৈব মহেশ্বরঃ ॥ ১ ॥ তস্য তীর্থং বরং তীর্থং সর্ব্বতীর্থফলপ্রদম্। যস্মিংস্তীর্থে নরঃ স্নাত্বা কুটুম্বী জায়তে ধ্রুবম্ ॥ ২ ॥ কুটুম্বার্থং তপস্তেপে পুরা দক্ষঃ প্রজাপতিঃ। নারদেন পুরা ব্যাস পুত্রষষ্টির্বিবাসিতা ॥ ৩ ॥ প্রজাকামঃ স ধর্ম্মাত্মা সুচিরং ব্রতমাচরৎ। সপত্নীকো মহাতেজা নিরাহারো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৪ ॥ অস্মিংস্তীর্থে শুচিঃ স্নাতো জপন্ ব্রহ্ম সনাতনম্। বর্ষাণামযুতং ব্যাস তপস্তেপে সুদারুণম্ ॥ ৫ ॥ তেন তীর্থপ্রসাদেন লভেৎ স বহ্বীং প্রজাম্। প্রজাপতিরিতি খ্যাতো জাতো দক্ষঃ প্রতাপবান্ ॥ ৬ ॥ ব্রহ্মাপি তত্র বৈ পশ্চাত্তপঃ কৃত্বা সুদুষ্করম্। নিষ্কলঙ্কমলং রূপং প্রাপ্তবাংস্তৎ-ক্ষণাদ্বিধিঃ ॥ ৭ ॥ মহাদেবোঽপি তত্রৈব প্রাপ্তবান্ ব্রহ্মণঃ পদম্। চতুর্ম্মুখধরং লিঙ্গং দৃশ্যতেঽদ্যাপি সত্তম ॥ ৮ ॥ ভদ্রপীঠধরা দেবী ভদ্রকালীতি বিশ্রুতা। তত্রৈব চ সদা ব্যাস ক্রীড়তি স্ম ধৃতব্রতা ॥ ৯ ॥ দ্বারে তিষ্ঠতি তত্রৈব ভৈরব ক্ষেত্রপালকঃ। পাদেন খঞ্জতাং যাতঃ পুরা দৈত্যবরার্দ্দিতঃ ॥ ১০ ॥ পুত্রবৎ পালিতো দেব্যা সদা তিষ্ঠতি তৎস্থলে। যে তে দেবগণাঃ সর্ব্বে তস্মিংস্তীর্থে প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥ ১১ ॥ ঋষয়োঽপি মহাভাগাঃ সদা পর্ব্বণিপর্ব্বণি। আয়ান্তি চৈব সন্ধ্যার্থং বহুপুত্রপ্রদে সরে ॥ ১২ ॥ অস্মিংস্তীর্থে সদাচারাঃ স্নানং কুর্ব্বন্তি যে নরাঃ। ন তেষাং দুর্লভং কিঞ্চিজ্জায়তে জন্মজন্মনি ॥ ১৩ ॥ মহাবাধাসু ঘোরাসু মহামারীষু তৎপরৈঃ। হবনং ক্রিয়তে নিত্যং সর্ষপৈ রাজিকৈর্যবৈঃ ॥ ১৪ ॥ পায়স-র্বিবিধৈর্ভোগৈস্তেষাং দোষো ন জায়তে। দুর্ভিক্ষে রাজ্যভ্রংশে চ সংগ্রামে ভৃশদারুণে ॥ ২৫ ॥ পূজয়েৎ

করিবে। এরূপ করিলে শুভকরী বিপুল লক্ষ্মী লাভ হয় এবং বিবিধ ভোগ উপভোগের পর স্বর্গে গমন করিয়া থাকে। সাবিত্রীব্রতকারিণী নারী পতিবল্লভা, পতিব্রতা, ও মহাভাগা হয় এবং সে কদাচ বিধবা হয় না। ২৫—৩৬।

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৬৬।

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়।

সনৎকুমার বলিলেন,—হে ব্যাসদেব! এক পরমতীর্থের বিষয় বলিতেছি; এই তীর্থ কুটুম্বেশ্বর নামে বিখ্যাত এবং ঐ স্থানে মহেশ্বর দেব বিরাজিত। ঐ তীর্থ উৎকৃষ্ট ও সর্ব্বতীর্থফলপ্রদ। ঐ তীর্থে স্নান করিয়া নর কুটুম্বী হয়। পূর্ব্বে দক্ষপ্রজাপতি কুটুম্বার্থ ঐ স্থানে তপস্যা করেন। হে ব্যাসদেব! নারদ পূর্ব্বে দক্ষের ষষ্টিপুত্র নির্বাসিত করিয়াছিলেন। পরে ধর্ম্মাত্মা দক্ষ প্রজাকামী হইয়া এই স্থানে সুচির-কাল ব্রতাচরণ করেন। ঐ মহাতেজা দক্ষ নিরাহার জিতেন্দ্রিয়ও সপত্নীক হইয়াএই তীর্থেস্নাতও শুচি হইয়া অযুত বর্ষকাল যাবৎ সনাতন ব্রহ্ম জপ করিয়া সুদারুণ তপস্যা করেন। ১—৫। অনন্তর তিনি ঐ তীর্থ-প্রভাবে বহু প্রজা লাভ করিয়া প্রজাপতি নামে বিখ্যাত হন। ব্রহ্মাও পূর্ব্বে ঐ স্থানে সুদুষ্কর তপস্যা করিয়া তৎক্ষণাৎ নিষ্কলঙ্ক রূপ প্রাপ্ত হন। হে সত্তম! অদ্যাপি ঐ স্থানে চতুর্ম্মুখধর লিঙ্গ দৃষ্ট হইয়া থাকে। ভদ্রপীঠধরা দেবী ঐস্থানে ভদ্রকালী নামে প্রসিদ্ধ হইয়া সর্ব্বদা ক্রীড়া করেন। ক্ষেত্রপাল নামক ভৈরব ঐ স্থানে দ্বারে অবস্থান করেন। ইঁনি ইতপূর্ব্বে দৈত্যপতি কর্ত্তৃক অর্দ্দিত হইয়া খঞ্জ হইয়াছিলেন। অধুনা দেবীকর্ত্তৃক পুত্র-বৎ পালিত হইয়া ঐ স্থানে অবস্থান করিতেছেন। ঐ তীর্থে যে সকল দেব ও মহাভাগ ঋষিগণ বাস করেন, তাঁহারা পর্ব্বে পর্ব্বে সন্ধ্যা-উপাসনার নিমিত্ত বহুপুত্র হ্রদ সরোবরে আগমন করেন। যে সকল নর সদাচার হইয়া ঐ তীর্থে স্নান করে, তাহাদের জন্ম জন্মান্তরে কিছুই দুর্ল্লভ হয় না। মহাবাধা ও ঘোর মহামারী উপস্থিত হইলে মানব এই স্থানে সর্ষপ, রাজিক, যব, পায়স ও বিবিধ ভোগ দ্বারা হোম করিবে। এরূপ করিলে কোন দোষ জন্মে না। মানব দুর্ভিক্ষ, রাজ্যভ্রংশ, সংগ্রাম ও আপদে সমা-

ক্ষেত্রপালঞ্চ সর্ব্বাপদি সমাহিতঃ। সর্ব্বদুঃখবিনির্ম্মুক্তো জায়তে নাত্র সংশয়ঃ॥ ১৬॥ স্নাত্বা কুটুম্বকে তীর্থে পূজয়িত্বা মহেশ্বরম্। দানং কুষ্মাণ্ডকং দদ্যাদ্ব্রাহ্মণায় তপস্বিনে॥ ১৭॥ সৌবর্ণমণিমুক্তাভির্ব্বাসোহলঙ্কারসংযুতম্। ধনধান্যসমাযুক্তঃ কুটুম্বী জায়তে নরঃ॥ ১৮॥ ফাল্গুনে চ সিতে পক্ষে যা বৈ চতুর্দ্দশী ভবেৎ। ত্রয়োদশীযুতা ব্যাস শিবরাত্রিস্তথোচ্যতে॥ ১৯॥ তদ্দিনে চ নরঃ স্নাত্বা রাত্রৌ জাগরণং চরেৎ। বিল্বোদকেন গন্ধেন বহুপুষ্পফলৈস্তথা॥ ২০॥ ধূপৈর্দীপৈশ্চ নৈবেদ্যৈর্ব্বাসোহলঙ্কারকাদিভিঃ। পূজয়েদ্যো নরো ভক্ত্যা গিরীশং সগণং পরম্॥ ২১॥ তস্য পাপং ক্ষয়ং যাতি শিবলোকে মহীয়তে। দ্বাদশৈকাদশীপুণ্যং লভতে ভুবি মানবঃ॥ ২২॥ অশ্বমেধফলং তস্য জাগরে চ ক্ষণেক্ষণে। ততশ্চ প্রাতরুত্থায় স্নানদানাদিকাঃ ক্রিয়াঃ॥ ২৩॥ কৃত্বা তু বিধিবদ্ব্যাস শিবপূজার্চ্চনং তথা। বিপ্রাংশ্চ ভোজয়েৎ সপ্ত তস্য পুণ্যফলং শৃণু॥ ২৪॥ কপিলানাং সবৎসানাং সহস্রাণি চতুর্দ্দশ। বাজপেয়সহস্রস্য ফলং প্রাপ্নোতি নান্যথা॥ ২৫॥

ইতি শ্রীস্কান্দে কুটুম্বেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম সপ্তষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৬৭॥

অষ্টষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

সনৎকুমার উবাচ। শৃণু ব্যাস মহাপুণ্যং তীর্থং পরমশোভনম্। দেবপ্রয়াগমাখ্যাতং সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্॥ ১॥ দেবানাঞ্চ পরং স্থানং যত্র তীর্থং পরন্তপ। সোমতীর্থোত্তরে ভাগে প্রয়াগস্য চ দক্ষিণে॥ ২॥ শিপ্রায়াঃ পূর্ব্বভাগে চ যত্র তীর্থং প্রতিষ্ঠিতম্। তত্র তীর্থে নরঃ স্নাত্বা পশ্যেচ্চৈব পুরোত্তমম্॥ ৩॥ দেবং মাধবমিত্যাখ্যং ভুবি সর্ব্বফলপ্রদম্। দদাতি তস্য দেবেন্দ্রো বাঞ্ছিতার্থং জগৎপতিঃ॥ ৪॥ আনন্দভৈরবস্তত্র সর্ব্বদেবনমস্কৃতঃ। যস্য দর্শনমাত্রেণ সর্ব্বপাপক্ষয়ো ভবেৎ॥ ৫॥ ন তস্য জায়তে ব্যাস যাতনা ভৈরবী কদা। স্বর্গদ্বারে সদা ব্যাস জায়তে নির্ভয়ঃ পুমান্॥ ৬॥ জ্যৈষ্ঠে মাসে সিতে পক্ষে দশম্যাং বুধহস্তয়োঃ। গরানন্দে ব্যতীপাতে কন্যাচন্দ্রে বৃষে রবৌ। দশাদা জায়তে বৎস গঙ্গাজন্ম পরং শুচি॥ ৭॥ তদ্দিনে চ নরঃ স্নাত্বা সর্ব্বতীর্থফলং লভেৎ।

হিত হইয়া ক্ষেত্রপালের পূজা করিবে। এরূপ করিলে সর্ব্ব দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি লাভ হয়। কুটুম্বক তীর্থে স্নান ও মহেশ্বরের পূজা করিয়া সুবর্ণ-মণি-মুক্তা-যুক্ত ও বস্ত্রালঙ্কারবিশিষ্ট কুষ্মাণ্ড দান করিলে নর ধনধান্য-সমাযুক্ত ও কুটুম্বী হয়। হে ব্যাসদেব! ত্রয়োদশীযুক্ত ফাল্গুনমাসীয় অসিতা চতুর্দ্দশীকে শিবরাত্রি বলে। ঐ শিবরাত্রিদিনে নর স্নান করিয়া রাত্রিজাগরণ করিবে এবং বিল্বোদক, গন্ধ, বহু পুষ্প-ফল, ধূপ, নৈবেদ্য, বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি দ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক সগণ গিরিশের পূজা করিবে। এরূপ করিলে তাহার সর্ব্ব পাপ ক্ষয় হয় এবং সে শিবলোকে পূজিত হইয়া থাকে। অধিকন্তু সে দ্বাদশ একাদশীর পুণ্য এবং জাগরণ সময়ের ক্ষণে ক্ষণে অশ্বমেধ-ফল লাভ করিয়া থাকে। হে ব্যাসদেব! শিবরাত্রির জাগরণের পরদিন প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া ব্রতী ব্যক্তি স্নান-দানাদি আচরণ ও শিবপূজা নিষ্পন্নান্তে ব্রাহ্মণভোজন করাইবেন। এরূপ ব্রতানুষ্ঠান করিলে যেরূপ ফল লাভ হয়, তাহা শ্রবণ করুন,—শিবরাত্রিব্রতাচারী ব্যক্তি উক্ত প্রকারে ব্রতাচরণ করিলে চতুর্দ্দশ সহস্র সবৎসা কপিলা দানের ও সহস্র বাজপেয়-যজ্ঞের ফল লাভ করিয়া থাকে।১৬—২৫।

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৬৭।

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়।

সনৎকুমার বলিলেন,—হে ব্যাসদেব! এক পরমশোভন মহাতীর্থের কথা শ্রবণ করুন। এই তীর্থ দেবপ্রয়াগ নামে আখ্যাত, সর্ব্বপাপপ্রণাশন ও দেবগণের উৎকৃষ্ট স্থান। সোমতীর্থের উত্তরভাগে, প্রয়াগের দক্ষিণে ও শিপ্রার পূর্ব্বদিকে এই তীর্থ প্রতিষ্ঠিত। নর এই তীর্থে স্নান করিয়া সর্ব্বফলপ্রদ মাধবাখ্য দেবকে দর্শন করিবে। ঐ দেবদেব, দর্শনকারী ব্যক্তিকে বাঞ্ছিতার্থ প্রদান করেন। এই স্থানে সর্ব্বদেব-নমস্কৃত আনন্দভৈরব বিরাজ করিতেছেন। আনন্দভৈরবের দর্শনমাত্র সর্ব্ব পাপ ক্ষয় হয়। দর্শনকারী ব্যক্তির কদাপি ভৈরবীযাতনা হয় না এবং সে স্বর্গদ্বারে নির্ভয় হয়। জ্যৈষ্ঠমাসীয় সিতপক্ষে বুধবার দশমীতে, হস্তানক্ষত্রে, গরকরণে প্রীতিযোগে, ব্যতীপাতে, চন্দ্র কন্যারাশি ও রবি বৃষরাশিতে স্থিত হইলে দশাদা নামক যোগ হইয়া

অখণ্ডঞ্চ পরং তীর্থং শৃণু ব্যাস হ্যতঃ পরম্ ॥ ৮ ॥ যস্য শ্রবণমাত্রেণ ব্রতভঙ্গো ন জায়তে। এক এব পুরা ব্রহ্মন্ ব্রাহ্মণো ব্রহ্মবিত্তমঃ ॥ ৯ ॥ ধর্ম্মশর্ম্মেতি বিখ্যাতঃ সদাচাররতঃ শুচিঃ। বহুব্রতধরো দান্তো দেববেদাঙ্গপারগঃ ॥ ১০ ॥ কিঞ্চিদ্দোষপ্রসঙ্গেন ব্রতপূর্ত্তির্ন চাভবৎ। এবং বহুতিথে কালে নারদো দেবদর্শনঃ ॥ ১১ ॥ তস্য গেহাগতো ব্রহ্মন্নাতিথ্যার্থং মহাতপাঃ। তদোত্থায় দ্বিজো নিত্যং বহুমানপুরঃসরম্ ॥ ১২ ॥ সৎকৃত্য নারদং ভূমন্ বিধিদৃষ্টেন কর্ম্মণা। পূজয়িত্বা দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ পপ্রচ্ছ মুনিসত্তমম্ ॥ ১৩ ॥ ভগবন্ ভবতা সর্ব্বং বিদিতং জ্ঞানচক্ষুষা। অস্মাকঞ্চ পরং দোষঃ কিঞ্চিজ্জাতঃ পুরানঘ ॥ ১৪ ॥ যেন পাপপ্রসঙ্গেন ব্রতভঙ্গোহভবদ্ধ্রুবম্। কারণং ব্রূহি মে নাথ কিং দোষোহত্র তু গম্যতে ॥ ১৫ ॥ নারদ উবাচ। শ্রূয়তাং ভো দ্বিজশ্রেষ্ঠ ভবদ্দিষ্টং পুরাকৃতম্। মহারাষ্ট্রে সুবিখ্যাতো ব্রাহ্মণো ধনসঞ্চকঃ ॥ ১৬ ॥ ব্রহ্মদত্তেতি খ্যাতো বিপ্রো বেদব্রাহ্মণনিন্দকঃ। ধনলোভী পরাক্রান্তঃ সর্ব্বধর্ম্মবহির্ম্মুখঃ ॥ ১৭ ॥ নাস্তিকো দেবতীর্থেষু পরদ্রব্যাপহারকঃ। পরস্ত্রীষু রতো নিত্যং দ্যূতবাদী চ তস্করঃ ॥ ১৮ ॥ এবমায়ুঃপারক্ষীণো ধনহীনোহভবত্তদা। ইতস্ততোহভ্রমদ্ভ্রষ্টো নদীতীরে সুবিহ্বলঃ ॥ ১৯ ॥ গতশ্চৌর্য্যপ্রসঙ্গেন যাত্রিকৈঃ সহ সঙ্গতঃ। কিঞ্চিৎকালেষু দুঃশীলো মৃতিং প্রাপ্তো রুজার্দ্দিতঃ ॥ ২০ ॥ নীতঃ সংযমনীং বিপ্রস্তৎকালং যমকিঙ্করৈঃ। যমরাজপুরং প্রাপ্তো বহুপাপকরো দ্বিজঃ ॥ ২১ ॥ দৃষ্টোহসৌ ধর্ম্মরাজেন তদা পাপপরায়ণঃ। নিরীক্ষ্য সংসোবাচ ধর্ম্মপূর্ব্বমিদং বচঃ ॥ ২২ ॥ শৃণুধ্বং কিঙ্করাঃ সর্ব্বে যূয়মেকাগ্রমানসাঃ। অনেনাচরিতং সর্ব্বং দুষ্কর্ম্ম সর্ব্বকিল্বিষম্ ॥ ২৩ ॥ গোদাতীরে মৃতঃ পাপী হ্যত্র নঃ কারণং ন হি। তিস্রঃ কোট্যোহর্দ্ধকোটিশ্চ যানি তীর্থান্যহর্নিশম্ ॥ ২৪ ॥ অয়ান্তি গৌতমীতীরে সিংহস্থেহপি বৃহস্পতৌ। তেষাস্তু বায়ুসংস্পর্শো জাতোহস্যান্তে কলেবরে ॥ ২৫ ॥ তেন পুণ্যপ্রভাবেন নোহস্মাকং কারণং ক্বচিৎ। গ্রাহ্যো ভবদ্ভির্নৈবায়ং মুচ্যতাং ভোঃ পুরঃসরাঃ ॥ ২৬ ॥ এবং তৈর্ম্মোচিতো

থাকে। ইহা গঙ্গার পবিত্র জন্ম দিন। মানব ঐ দিনে এই স্থানে স্নান করিয়া সর্ব্ব তীর্থ ফল লাভ করে। হে ব্যাসদেব! অতঃপর উৎকৃষ্ট অখণ্ড-তীর্থের কথা বলিতেছি শ্রবণ করুন, ইহা শ্রবণ করিলে ব্রতভঙ্গ হয় না। হে ব্রহ্মন্! পূর্ব্বে ধর্ম্মশর্ম্মা নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। ঐ ব্রাহ্মণ বিখ্যাত সদাচারী শুচি বহু ব্রত-ধর দান্ত ও বেদ-বেদাঙ্গপারগ ছিলেন। কিঞ্চিৎ দোষপ্রসঙ্গে তাঁহার ব্রতভঙ্গ হয়। কিছুকাল অতীত হইলে একদা দেবদর্শন নারদ আতিথ্যের নিমিত্ত তাঁহার গৃহে উপস্থিত হন। নারদকে দর্শন করিয়া গাত্রোত্থান করিয়া ঐ দ্বিজ বহুমানপুরঃসর বিধিবৎ নারদের সৎকার ও অর্চ্চনাপূর্ব্বক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে ভগবন্! আপনি জ্ঞানচক্ষু দ্বারা সমস্ত অবলোকন করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে আমার কিছু দোষ সঙ্ঘটিত হয়। এই দোষ বশতঃই আমি ব্রত হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছি। হে নাথ! সম্প্রতি আপনি ঐ দোষ কি? তাহা বলিয়া দিন। নারদ বলিলেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আপনি আপনার পুরাকৃত শ্রবণ করুন। মহারাষ্ট্রে এক বিখ্যাত ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার নাম ব্রহ্মদত্ত। তিনি বেদ-ব্রাহ্মণনিন্দক, ধনলোভী, পরাক্রান্ত, সর্ব্বধর্ম্ম-বহির্ম্মুখ, নাস্তিক, দেবতীর্থে পরদ্রব্যাপহারক, পরস্ত্রী-রত, দ্যূতবাদী ও তস্কর ছিলেন।৯—১৮। তিনি এই সকল দুষ্কর্ম্মের ফলে ক্ষীণায়ু ও ধনহীন হন। তিনি ঐ অবস্থায় ইতস্তত নদীতীরে ভ্রমণ করিতে করিতে চৌর্য্যপ্রসঙ্গে চৌর ব্যক্তির সহিত সঙ্গত হন। পরে ঐ সকল দুষ্কার্য্য করিয়া কালক্রমে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তখন যমকিঙ্করগণ তাঁহাকে সংযমনীপুরীতে লইয়া যায়। ঐ ব্রাহ্মণ যমপুরে নীত হইলে যমরাজ তাঁহাকে দর্শন করেন। দর্শন করিয়া এই ধর্ম্মনয় বাক্য বলেন যে, হে কিঙ্করগণ! তোমরা একাগ্রমনে শ্রবণ কর। এই ব্রাহ্মণ সর্ব্বপ্রকার দুষ্কর্ম্ম—সর্ব্ব প্রকার পাপ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, কিন্তু ইনি গোদাবরীতীরে জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছেন, এ জন্য ইহার প্রতি আমাদের প্রভুতা নাই। ঐ গোদাবরীতীরে সার্দ্ধ-ত্রিকোটি তীর্থ অহর্নিশ বিরাজিত। সিংহস্থ বৃহস্পতিতেও ঐ সকল তীর্থ গৌতমীতীরে আগমন করে। ঐ সকল তীর্থ-গণের বায়ু ইহার অন্তিমকালে কলেবরে স্পৃষ্ট হইয়াছে। ঐ পুণ্যের প্রভাবে ইহার প্রতি আমাদের প্রভাব বিস্তারের কারণ দেখিতেছি না! হে কিঙ্কর-গণ! ইহাকে তোমরা গ্রহণ করিও না, সর্ব্বাগ্রে মোচন কর। পরে ঐ বিপ্র যমকিঙ্করগণ কর্ত্তৃক মোচিত হইয়া ব্রহ্মগতি লাভ করেন। হে দ্বিজবর!

বিপ্রঃ পুনর্ব্রহ্মগতিং গতঃ। তেন পাপপ্রসঙ্গেন ব্রতভঙ্গী গতো ভুবি ॥ ২৭॥ ব্রাহ্মণ উবাচ। ব্রহ্মন্ কেন প্রকারেণ সর্ব্বপাপক্ষয়ো ভবেৎ। কিং তপঃ কিং চ দানং চ কিং তীর্থব্রতসেবনম্॥ ২৮॥ যেন পুণ্যপ্রভাবেন ব্রতভঙ্গো ন জায়তে॥ ২৯॥ নারদ উবাচ। শৃণু দ্বিজবরশ্রেষ্ঠ মহাকালবনং স্মৃতম্। যত্র রুদ্রসরঃ প্রোক্তমৃষিণা তত্ত্বদর্শিনা॥ ৩০॥ কোটিকোটিস্তুতীর্থানি বর্ত্তন্তে দ্বিজসত্তম। কোটিতীর্থেতি বিখ্যাতং তস্মাদ্দ্বিজ সনাতনম্॥ ৩১॥ তত্তীর্থস্যোত্তরে ভাগে সুতীর্থং সর্ব্বকামদম্। নাম্নাখণ্ডসরঃ খ্যাতমখণ্ডেশ্বরসন্নিধৌ ॥ ৩২॥ যস্য দর্শনমাত্রেণ সর্ব্বযজ্ঞফলং লভেৎ। তস্মাদ্ধ সর্ব্বথা বৎস গচ্ছ ত্বং তত্র মা চিরম্॥ ৩৩॥ ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা স দ্বিজোঽগাৎ কুমুদ্বতীম্। স্নাত্বাঽখণ্ডসরে ব্যাস দৃষ্ট্বা দেবং মহেশ্বরম্॥ ৩৪॥ সদ্যঃ পুণ্যবতাং লোকান্ প্রাপ্তো বৈ দ্বিজসত্তমঃ। এবং ব্যাস মহাতীর্থমখণ্ডেশ্বরমুত্তমম্॥ ৩৫॥

ইতি শ্রীস্কান্দেঽখণ্ডেশ্বরমহিমবর্ণনং নামাষ্টষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৬৮॥

আপনিই ঐ মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণ ছিলেন। উক্তপ্রকার পাপপ্রসঙ্গে আপনার ব্রতভঙ্গ ঘটিয়াছে। ব্রাহ্মণ বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! কি প্রকারে সর্ব্বপাপ ক্ষয় হয়? কোন্ তপ, কোন্ দান, বা কোন্ তীর্থ সেবা করিলে তত্তৎ কর্ম্মজনিত পুণ্যপ্রভাবে ব্রতভঙ্গ সঙ্ঘটিত হয় না? নারদ বলিলেন,—হে দ্বিজবর! শ্রবণ করুন,—মহাকালবন নামে এক প্রসিদ্ধ তীর্থ আছে। তত্ত্বদর্শী ঋষিগণ ঐ স্থানে রুদ্রসর বিদ্যমান বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। ঐ স্থানে কোটি কোটি সুতীর্থ বিরাজিত। এ জন্য ঐ স্থান কোটিতীর্থ নামে বিখ্যাত হইয়াছে। ঐ তীর্থের উত্তর ভাগে অখণ্ডেশ্বরের সমীপে অখণ্ডসর নামক সর্ব্বকামময় সুতীর্থ বিদ্যমান আছে। তাঁহার দর্শন মাত্রে সর্ব্বযজ্ঞ ফল লাভ হয়। হে দ্বিজোত্তম! অতএব আপনি ঐ তীর্থে অচিরে গমন করুন। ঐ দ্বিজ তখন মহর্ষি নারদের বাক্যে কুমুদ্বতীতীর্থে গমন করিলেন এবং তত্রত্য অখণ্ডসরে স্নান ও দেব দর্শন করিয়া পুণ্যবান্‌দিগের লোকে গমন করিলেন। হে ব্যাসদেব! অখণ্ডেশ্বর নামক মহাতীর্থ এই কথিত হইল। ১৯—৩৫।

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৬৮।

একোনসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

সনৎকুমার উবাচ। ভূয়ঃ শৃণু পরং তীর্থং সর্ব্বতীর্থফলপ্রদম্। কীর্ত্তিতং ব্রহ্মণা পূর্ব্বং মার্কণ্ডেয়স্য পৃচ্ছতঃ॥ ১॥ শৃণু বৎস মহীপৃষ্ঠে শিপ্রা দিব্যতরা নদী। তস্যাস্তীরে বরং তীর্থং কর্করাজেতি বিশ্রুতম্ ॥ ২॥ যস্য দর্শনমাত্রেণ মহাপাপক্ষয়ো ভবেৎ। বিকারা মানসাঃ সর্ব্বে চন্দ্রো মানসসম্ভবঃ॥ ৩॥ তস্য স্থানেগতো ভানুর্যাম্যায়নকরঃ পরঃ। ঋতুত্রয়ং সমাখ্যাতং বিধুম্রার্চ্চিস্তদুচ্যতে॥ ৪॥ তত্র মৃতাঃ প্রবর্ত্তন্তে যোগিনোঽপি পরন্তপ। চাতুর্ম্মাস্যে হরৌ সুপ্তে যে নরা ব্রতবর্জ্জিতাঃ॥ ৫॥ ন তেষাং সদ্গতির্বৎস সত্যমেব ব্রবীমি তে। চাতুর্ম্মাস্যে মৃতা যে চ যে মৃতা দক্ষিণায়নে॥ ৬॥ তেষামুদ্ধরণার্থায় তীর্থমেতদ্বিনির্ম্মিতম্। কর্করাজ ইতি খ্যাতং সর্ব্বলোকেষু গীয়তে॥ ৭॥ মার্কণ্ডেয় উবাচ। ভগবন ভবতা সর্ব্বং নির্ম্মিতং বিশ্বমূর্ত্তিনা। চরাচরমিদং বিশ্বং জগৎসর্ব্বং জগৎপতে॥ ৮॥ চাতুর্ম্মাস্যে হরৌ সুপ্তে ধর্ম্মাচারবিধিঃ স্মৃতঃ। তদহং

ঊনসপ্ততিতম অধ্যায়।

সনৎকুমার বলিলেন,—হে ব্যাসদেব! সর্ব্বতীর্থফলপ্রদ এক তীর্থ শ্রবণ করুন। এই তীর্থকথা ভগবান্ ব্রহ্মা প্রশ্নকারী মার্কণ্ডেয়কে এইরূপ বলিয়াছিলেন যে, মহীপৃষ্ঠে শিপ্রানাম্নী এক নদী আছে। ইহার তীরে কর্করাজ নামে প্রসিদ্ধ এক উত্তম তীর্থ বিরাজিত। ইহা দর্শন করিলে মহাপাপ ক্ষয় হয়। তথায় মানস বিকার সকল মানস সম্ভব চন্দ্র হইয়াছে। সূর্য্য ঐ স্থানে গমন করায় ঋতুত্রয়ে তাঁহার দক্ষিণ গতি হইয়াছে এবং তিনি বিধুম্রার্চ্চ নামে অভিহিত হইয়াছেন। হে পরন্তপ! ঐ স্থানে মৃত হইলে মানব যোগী হইয়া থাকে। ঐ স্থানে হরিশয়নে যে নর চাতুর্ম্মাস্য ব্রতবর্জ্জিত হয়, তাহার কদাচ সদ্গতি লাভ হয় না; ইহা আমি সত্য বলিতেছি। চাতুর্ম্মাস্যে এবং দক্ষিণায়নে যে জন ঐ তীর্থে মৃত হয়, তাহাদের উদ্ধারের নিমিত্তই এই কর্করাজ তীর্থ সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে ভগবন! আপনি এই চরাচর জগৎ সমস্তই নির্ম্মাণ করিয়াছেন। চাতুর্ম্মাস্য ও হরিশয়নে ধর্ম্মাচার-বিধি

শ্রোতুমিচ্ছামি ত্বত্তো ব্রহ্মবিদাং বর ॥৯॥ ব্রহ্মোবাচ। শৃণু বৎস বরং পুণ্যং চাতুর্ম্মাস্যফলং শুভম্। যচ্ছ্রুত্বা ভারতে খণ্ডে নৃণাং মুক্তির্ন দুর্লভা ॥ ১০ ॥ মুক্তিপ্রদোঽয়ং ভগবান্ সংসারোত্তারকারণঃ। যস্য স্মরণমাত্রেণ সর্ব্বপাপক্ষয়ো ভবেৎ ॥ ১১ ॥ মানুষ্যং দুর্লভং লোকে তত্রাপি চ কুলীনতা। তত্রাপি সংযমিত্বং চ তত্র সৎসঙ্গমঃ শুভঃ ॥ ১২ ॥ সৎসঙ্গমো ন যত্রাস্তি বিষ্ণুভক্তির্ব্বা তানি ন। চাতুর্ম্মাস্যে বিশেষেণ বিষ্ণুব্রতকরঃ শুভঃ ॥ ১৩ ॥ চাতুর্ম্মাস্যেঽব্রতী যস্তু তস্য পুণ্যং নিরর্থকম্। সর্ব্বতীর্থানি দানানি পুণ্যান্যায়তনানি চ ॥ ১৪ ॥ বিষ্ণুমাশ্রিত্য তিষ্ঠন্তি চাতুর্ম্মাস্যে সমাগতে। স বিষ্ণুরাশ্রিতো নিত্যং কর্করাজং সুতীর্থকম্ ॥ ১৫ ॥ সুপুষ্টেন চ দেহেন জীবিতং তস্য শোভনম্। চাতুর্ম্মাস্যে সমায়াতে হরির্যেনার্চ্চিতস্তদা ॥ ১৬ ॥ কৃতার্থাস্তস্য বিবুধা যাবজ্জীবং বরপ্রদাঃ। সম্প্রাপ্য মানুষং দেহং চাতুর্ম্মাস্যে পরাঙ্মুখঃ ॥ ১৭ ॥ তস্য পাপশতান্যাহুর্দেহস্থানি ন সংশয়ঃ। মানুষ্যং দুর্লভং লোকে হরিভক্তিশ্চ দুর্লভা ॥ ১৮ ॥ চাতুর্ম্মাস্যে বিশেষেণ সুপ্তে দেবে জনার্দ্দনে। চাতুর্ম্মাস্যে নরঃ স্নাত্বা কর্করাজে দ্বিজোত্তম ॥ ১৯ ॥ সর্ব্বক্রতুফলং প্রাপ্য দেববদ্দিবি মোদতে। বিশেষেণ তু তৎস্নানং কর্কস্থেঽপি দিবাকরে ॥ ২০ ॥ দুর্লভং সর্ব্বজন্তূনাং সসুরাসুরমানুষম্। দেহশুদ্ধিং বিধায়াদৌ মুক্তিমার্গমবাপ্নুয়াৎ ॥ ২১ ॥ তত্রাপি নির্ঝরে কূপে তড়াগে বা সরস্যপি। তস্মাত্তদধিকং পুণ্যং সমাখ্যাতং সুরাসুরৈঃ। তেষু যঃ স্নাতি বৈ নিত্যং তস্য পাপক্ষয়ো ভবেৎ ॥ ২২ ॥ তস্মান্নদ্যধিকা পুণ্যা সমাখ্যাতা সুরাসুরৈঃ। পুষ্করে চ প্রয়াগে চ যত্র ক্বাপি মহাজলে ॥ ২৩ ॥ চাতুর্ম্মাস্যে তু যঃ স্নাতি পুণ্যসংখ্যা ততোঽধিকা। রেবায়াং ভাস্করে ক্ষেত্রে প্রাচ্যাং সাগরসঙ্গমে ॥ ২৪ ॥ একাহমপি যঃ স্নাতি চাতুর্ম্মাস্যে ন দুঃখভাক্। দিনত্রয়ং চ যঃ স্নাতি নর্ম্মদায়াং সমাহিতঃ ॥ ২৫ ॥ সুপ্তে দেবে জগন্নাথে পাপং যাতি সহস্রধা। পক্ষমেকং তু যঃ স্নাতি গোদাবর্য্যাং দিনোদয়ে ॥ ২৬ ॥ স ভিত্ত্বা কর্ম্মজং দেহং যাতি বিষ্ণোঃ

কথিত আছে। হে ব্রহ্মবিদাংবর! আপনার নিকট হইতে তাহা শ্রবণ করি। ব্রহ্মা বলিলেন,—হে দ্বিজোত্তম! পুণ্যময় শুভ চাতুর্ম্মাস্যফল শ্রবণ করুন। ইহা শ্রবণ করিয়া ভারতবর্ষবাসীদিগের মুক্তি দুর্লভ হয় না। ইহা মুক্তিপ্রদ ও উদ্ধারকারক। ইহার স্মরণে সর্ব্বপাপক্ষয় হয়। এই লোকে প্রথমত মনুষ্যত্বই দুর্লভ, তাহার উপর কুলীনতা, কুলীনতার উপর সংযমিত্ব, তদুপরি সৎসঙ্গ দুর্লভ। এই সৎসঙ্গ যেখানে নাই, সেখানে বিষ্ণুভক্তিও নাই। কিন্তু চাতুর্ম্মাস্যে বিষ্ণুভক্তি বিরাজিত। যে ব্যক্তি চাতুর্ম্মাস্যে অব্রতী, তাহার পুণ্য নিরর্থক। সর্ব্বতীর্থ, দান, পুণ্য আয়তন, এ সকল চাতুর্ম্মাস্যে বিষ্ণুকে আশ্রয় করিয়াই অবস্থান করে। ঐ বিষ্ণুই আবার সুতীর্থ কর্করাজে অবস্থিত। চাতুর্ম্মাস্য সমাগত হইলে যে ব্যক্তি হরির অর্চ্চনা করে, তাহার দেহ সুপুষ্ট ও জীবন শোভিত হইয়া থাকে এবং দেবগণ যাবজ্জীবন তাহার প্রতি বরদায়ক হন। যে ব্যক্তি মানব-দেহ লাভ করিয়া চাতুর্ম্মাস্য ব্রতে পরাঙ্মুখ হয়, তাহার দেহে শত পাপ আশ্রয় গ্রহণ করে; ইহাতে কোন সংশয় নাই। এই লোকে মনুষ্যত্ব দুর্লভ, মনুষ্যত্বে হরিভক্তি আরও অধিক দুর্লভ। হে দ্বিজোত্তম! হরিশয়নে চাতুর্ম্মাস্য ব্রত অবলম্বন করিয়া কর্করাজ-তীর্থে স্নান করিলে মানব সর্ব্বক্রতু-ফল লাভান্তে দেববৎ আমোদ প্রাপ্ত হয়। বিশেষতঃ দিবাকর কর্কটরাশিস্থ হইলে ঐ তীর্থে স্নান সুরাসুর মানুষ সকলেরই পক্ষে দুর্লভ। কিন্তু স্নান করিতে পারিলে দেহশুদ্ধি ও মুক্তিমার্গ প্রাপ্ত হয়।১—২১। সুরাসুরগণ তত্রত্য নির্ঝর, কূপ, তড়াগ ও সরোবর-স্নানকে তীর্থস্নান অপেক্ষা অধিক বলিয়াছেন। ঐ সকল নির্ঝরাদিতে যে মানব নিত্য স্নান করে, তাহার পাপক্ষয় হয়। নদীস্নান পূর্ব্বোক্ত স্নান সকলে স্নান করা অপেক্ষা অধিক পুণ্যদায়ক; ইহা সুরাসুরগণ বলিয়াছেন। পুষ্কর, প্রয়াগ, বা যে কোন মহাতীর্থজলে চাতুর্ম্মাস্যে যে স্নান করে, পূর্ব্বোক্ত স্নানাপেক্ষা তাহার অধিক পুণ্য হয়। রেবা, ভাস্করক্ষেত্র পূর্ব্বে সাগরসঙ্গমে চাতুর্ম্মাস্যে একাহমাত্র যে মানব স্নান করে, সে কদাপি দুঃখভাগী হয় না। যে ব্যক্তি হরিশয়নে তিন দিন মাত্র নর্ম্মদায় স্নান করে, তাহার পাপ সহস্রধা চূর্ণ হইয়া যায় অর্থাৎ থাকে না। যে মানব গোদাবরীতে পক্ষকাল প্রাতঃস্নান করে, সে স্বীয় কর্ম্মজ দেহ ভেদ করিয়া

সলোকতাম্। অবন্ত্যাং কর্করাজে তু সাক্ষাদ্বিষ্ণুর্ভবেন্নরঃ। ক্ষণমেকং ক্ষণার্দ্ধং বা চাতুর্ম্মাস্যে হ্যতিন্দ্রয়েৎ ॥ ২৭ ॥ তিলোদকেনামলসংযুতেন বিষ্ণোদকেনাপি চ মজ্জয়েদ্যঃ। ন তস্য জানামি ফলাধিকং বৈ কিং তস্য কীদৃঙ্মুনিভিঃ প্রণীতম্ ॥ ২৮ ॥ গঙ্গাং স্মরতি যো নিত্যমুদপানসমীপতঃ। তদ্গাঙ্গেয়জলং জাতং তেন স্নানং সমাচরেৎ ॥ ২৯ ॥ গঙ্গাপি দেবদেবস্য চরণাঙ্গুষ্ঠবাহিনী। পাপহা সা সদা প্রোক্তা চাতুর্ম্মাস্যে বিশেষতঃ ॥ ৩০ ॥ চাতুর্ম্মাস্যে জলগতো দেবো নারায়ণো ভবেৎ। সর্ব্বতীর্থাধিকং স্নানং বিষ্ণুতেজোংশসঙ্গতম্ ॥ ৩১ ॥ স্নানং দশবিধং কার্য্যং বিষ্ণুনাম্না মহাফলম্। শুপ্তে দেবে বিশেষেণ নরো দেবত্বমাপ্নুয়াৎ ॥ ৩২ ॥ বিনা স্নানং তু যৎকর্ম্ম পুণ্যকার্য্যময়ং শুভম্। ক্রিয়তে বিফলং ব্রহ্মংস্তদ্গৃহ্ণন্তি হি রাক্ষসাঃ ॥ ৩৩ ॥ স্নানেন সত্যমাপ্নোতি সত্যে ধর্ম্মঃ সনাতনঃ ॥ ধর্ম্মান্মোক্ষপথং প্রাপ্য পুনর্নৈবাবসীদতি ॥ ৩৪ ॥ যে চাধ্যাত্মবিদঃ পুণ্যা যে চ বেদান্তপারগাঃ। সর্ব্বদানপ্রদানে চ তেষাং স্নানেন শুধ্যতি ॥ ৩৫ ॥ কৃতস্নানস্য হি হরির্দ্দেহমাশ্রিত্য তিষ্ঠতি। সর্ব্বক্রিয়াফলং যেষু সম্পূর্ণফলদং ভবেৎ ॥ ৩৬ ॥ সর্ব্বপাপবিনাশায় দেবতাতোষণায় চ। চাতুর্ম্মাস্যে জলস্নানং সর্ব্বপাপক্ষয়াবহম্ ॥ ৩৭ ॥ নিশায়াং চৈব ন স্নায়াৎ সন্ধ্যায়াং গ্রহণং বিনা। উষ্ণোদকেন ন স্নায়াদ্রাত্রৌ শুদ্ধির্ন জায়তে ॥৩৮॥ ভানুসন্দর্শনাচ্ছুদ্ধির্ব্বিহিতা সর্ব্বকর্ম্মসু। চাতুর্ম্মাস্যে বিশেষেণ জলশুদ্ধিস্তু ভাবিনী ॥ ৩৯ ॥ অশক্ত্যাং তু শরীরস্য ভস্মস্নানেন শুধ্যতি। মন্ত্রস্নানেন বিপ্রেন্দ্র বিষ্ণুপাদোদকেন বা ॥ ৪০ ॥ নারায়ণাগ্রতঃ স্নানং ক্ষেত্রে তীর্থে নদীষু চ। বিশেষতোঽপি শিপ্রায়াং তীর্থে কর্কাভিধে বরে ॥৪১॥ যশ্চ স্নাতি নরো নিত্যং স যাতি বৈষ্ণবং পদম্। তস্মাত্ত্বং ভার্গবশ্রেষ্ঠ তত্র গচ্ছস্ব মা চিরম্ ॥ ৪২ ॥ পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি পুণ্যান্যায়তনানি চ। তানি সর্ব্বাণি তিষ্ঠন্তি কর্করাজজলে সদা ॥ ৪৩ ॥ কর্কস্থে চ দিবানাথে স্নানং কুর্ব্বন্তি যে নরাঃ। ন তেষাং পুনরাবৃত্তিঃ কল্পকোটিশতৈরপি ॥ ৪৪ ॥ চাতুর্ম্মাস্যং সমাসাদ্য তত্রৈব নিবসাম্যহম্। নাস্তি রেবাসমা পুণ্যা নদী ব্রহ্মাণ্ডভূতলে ॥৪৫॥ মহেশাম্না-

---

বিষ্ণু-সালোক্য প্রাপ্ত হয়। অবন্তীস্থিত কর্করাজ তীর্থে চাতুর্ম্মাস্যে ক্ষণমাত্রকাল বা ক্ষণার্দ্ধকাল যাপন করিলে, নর সাক্ষাৎ বিষ্ণু হয়। আমলকীযুক্ত তিলোদক বা বিষ্ণোদক দ্বারা যে মানব ঐ তীর্থে স্নান করে, তাহার ফলপ্রাপ্তির কথা মুনিগণ কিরূপ কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা অবগত নহি। যে মানব নিত্য উদপান-সমীপে গঙ্গা স্মরণ করে, তাহার সম্বন্ধে ঐ উদপান-জল গঙ্গাজল তুল্য হয়; সুতরাং ঐ জলে স্নান করিবে। গঙ্গা, দেবদেবের চরণাঙ্গুষ্ঠবাহিনী। তিনি নিত্য পাপহারিণী; বিশেষতঃ চাতুর্ম্মাস্যে তিনি অধিকতর পাপহারিণী। চাতুর্ম্মাস্যে নারায়ণ জলগত হন। ঐ সময় বিষ্ণু-তেজঃস্বরূপ জলে স্নান, সর্ব্বতীর্থসেবা অপেক্ষা অধিক ফলদায়ক। বিষ্ণুনামানুসারে স্নান দশবিধ। উহা মহাফলদায়ক। হরিশয়নে স্নান করিয়া নর দেবত্ব প্রাপ্ত হয়। হে ব্রহ্মন্! স্নান ব্যতিরেকে অনুষ্ঠিত পুণ্য কর্ম্ম বিফল হয় এবং সেই কর্ম্ম রাক্ষসগণ গ্রহণ করে। স্নান হইতে সত্য লাভ হয়; সত্যে সনাতন ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত। ধর্ম্ম হইতে মোক্ষপথ লাভ করিলে আর মানবকে অবসাদ প্রাপ্ত হইতে হয় না। তীর্থস্নায়ী ব্যক্তিগণ, অধ্যাত্মবিৎ, পবিত্র, বেদান্তপারগ এবং দানকারী ব্যক্তিগণের ন্যায় শুদ্ধিলাভ করেন। হরি কৃত-স্নান ব্যক্তির দেহে নিত্য অবস্থান করেন। স্নানান্তে আচরিত সর্ব্ব কর্ম্মই সম্পূর্ণ ফলদায়ক হয়। সর্ব্ব পাপক্ষয় এবং দেবতার তুষ্টিবিধানার্থ চাতুর্ম্মাস্যে জলস্নান সর্ব্বপাপক্ষয়কর হইয়া থাকে। গ্রহণ ব্যতিরেকে রাত্রিতে এবং উষ্ণোদকে স্নান করিবে না। নৈশ স্নান শুদ্ধিজনক নহে। ভানু-দর্শন সংঘটিত হইলে সর্ব্ব কর্ম্মে শুদ্ধি বিহিত হয়, বিশেষতঃ চাতুর্ম্মাস্যে জল দ্বারাই শুদ্ধি হইয়া থাকে। শরীরের অসহপক্ষে ভস্ম বা মন্ত্র-স্নান দ্বারাই শুদ্ধি লাভ হয়। বিষ্ণুপাদোদক ধারণ করিলেও স্নানসিদ্ধি হয়। নারায়ণাগ্রে, তীর্থক্ষেত্রে, নদীতে, বিশেষত শিপ্রায় এবং কর্কতীর্থে স্নান করিলে নর বিষ্ণুপদ লাভ করে। হে ভার্গব-শ্রেষ্ঠ! অতএব আপনি অচিরে পূর্ব্বোক্ত তীর্থে গমন করুন। পৃথিবীতে যে সকল তীর্থ ও পুণ্য আয়তন আছে, তৎসমুদয়ই ঐ কর্কতীর্থজলে বিরাজিত। দিবানাথ কর্কটরাশিস্থিত হইলে যে নর কর্কতীর্থে স্নান করে, শত কল্পকোটি কালেও তাহার পুনরাবৃত্তি হয় না। চাতুর্ম্মাস্যে আমি ঐ তীর্থে বাস করিয়া থাকি। যেমন ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে

পয়ো দেবো মুক্তিদো ন জনার্দ্দনাৎ। উজ্জয়িনীসমা নাস্তি পুরী কামবরপ্রদা॥ ৪৬॥ কর্করাজসমং তীর্থং নাস্তি বৎস মহীতলে। যস্য দর্শনমাত্রেণ মুক্তিভাগী ভবেন্নরঃ॥ ৪৭॥ এবং ব্যাস সমাখ্যাতং ব্রহ্মণা ভার্গবায় চ। তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন মহাকালবনং ব্রজ॥ ৪৮॥ অস্মাকং চাপি তত্রৈব স্থানং পরমশোভনম্। চাতুর্ম্মাস্যে হরৌ সুপ্তে যাবদযায়াৎ প্রবোধিনী॥ ৪৯॥ তাবৎকালং হি তত্রৈব মুক্তিরেব ন সংশয়ঃ। চাতুর্ম্মাস্যে হরৌ সুপ্তে জহাতি চেৎ কলেবরম্॥ ৫০॥ যমলোকে চিরং বাসো জায়তে নাত্র সংশয়ঃ। তস্মাত্তুলসিকাভাগে শালিগ্রামে সুরালয়ে॥ ৫১॥ আত্মানং হি পণীকৃত্য তত্রৈব সন্নিযোজয়েৎ। যাবৎ প্রবোধিনী চৈতি দ্বাদশী দ্বিজসত্তম॥ ৫২॥ পশ্চাদ্ঘৃতসুবর্ণেন মোচয়িত্বা স্বকং নয়েৎ। চাতুর্ম্মাস্যোদ্ভবং দোষং বাধতে ন চ মানবম্॥ ৫৩॥ যস্য শিপ্রোদকে স্নানং কর্করাজেঽনুজায়তে। এবং ব্যাস বরং তীর্থং সর্ব্বতীর্থফলপ্রদম্॥ ৫৪॥ পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি সরিতঃ সাগরাশ্চ যে। তে সর্ব্বে চ সমায়ান্তি চাতুর্ম্মাস্যে দ্বিজোত্তম॥ ৫৫॥ তস্মাচ্চ তদ্বরং তীর্থং কর্করাজ ইতি স্মৃতম্॥ ৫৬॥ য এতাং বৈ কথাং পুণ্যাং শৃণ্বন্তি শ্রাবয়ন্তি চ। ন তেষাং জায়তে দোষশ্চাতুর্ম্মাস্যোদ্ভবঃ কদা॥ ৫৭॥

ইতি শ্রীস্কান্দে কর্করাজতীর্থমহিমবর্ণনং নামৈকোনসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ॥৬৯॥

সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

সনৎকুমার উবাচ। মেরোশ্চ দক্ষিণে ভাগে দুগ্ধকুণ্ডোত্তরে তথা। ঋষভঃ পর্ব্বতশ্রেষ্ঠো দেবগন্ধর্ব্বসেবিতঃ॥ ১॥ যত্র দেবাঙ্গনা রম্যাঃ ক্রীড়ন্তি সততং দ্বিজ। তত্র রম্যসরো নাম তিষ্ঠতে সর্ব্বকামদম্॥ ২॥ তত্র তীর্থে নরঃ স্নাত্বা সুভগো জায়তে ধ্রুবম্। দেবৈশ্চ ক্রীড়তে নিত্যং ভুবি বিখ্যাতকঃ পরম্॥ ৩॥ ভাদ্রপদসিতাষ্টমী মৈত্রর্ক্ষেণ সমন্বিতা। তদ্দিনেঽত্র সমাগম্য স্নানদানাদিকাঃ ক্রিয়াঃ॥ ৪॥ করোতি সততং ব্যাস তেষাং লোকাঃ সনাতনাঃ। মেরোশ্চেশানকে তীর্থং দিব্যং পরম-

বেরা তুল্য নদী নাই, মহেশ ও জনার্দ্দন হইতে মুক্তিদায়ক দেবতা আর নাই এবং উজ্জয়িনীর সমান কামবরপ্রদা নদী নাই, তদ্রূপ কর্করাজ তুল্য তীর্থ মহীতলে আর নাই। ঐ তীর্থদর্শনে নর মুক্তিভাগী হয়। হে ব্যাসদেব! ভগবান ব্রহ্মা ভার্গবকে এই সকল তীর্থকথা বলিয়াছিলেন। অতএব আপনি মহাকালবনে গমন করুন। আমাদেরও ঐ স্থানে পরম শোভন স্থান আছে। চাতুর্ম্মাস্যে হরিশয়নে যাবৎকাল হরি প্রবুদ্ধ না হন, তাবৎ ঐ স্থানে মুক্তি বিরাজিত; এ বিষয়ে সংশয় নাই। চাতুর্ম্মাস্যে হরিশয়নে যে নর ঐ স্থানে কলেবর পরিত্যাগ করে, তাহাকে যমলোকে চিরকাল বাস করিতে হয়, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। এ জন্য মানব প্রবোধিনী দ্বাদশী পর্য্যন্ত কাল অর্থাৎ যত দিন না উত্থান-একাদশী আসে, ততদিন তুলসিকাভাগে সুরালয়ে বা শালিগ্রামে উক্তস্থানে আপনাকে বিক্রয় করিয়া বাস করিবে। পশ্চাৎ ঘৃত ও সুবর্ণ দ্বারা আপনাকে মুক্ত করিয়া লইবে। এরূপ করিলে মানবের চাতুর্ম্মাস্যোক্ত দোষ জন্মে না। যাহারা শিপ্রায় স্নান করিয়া তৎপশ্চাৎ কর্করাজে স্নান করে, তাহাদের সর্ব্বতীর্থফল লাভ হইয়া থাকে। হে দ্বিজোত্তম! পৃথিবীতে যাবতীয় তীর্থ, সরিৎ ও সাগর বিদ্যমান আছে, তৎসমুদয়ই চাতুর্ম্মাস্যে কর্করাজ তীর্থে আগমন করে। এ কারণ ঐ কর্করাজ তীর্থ তীর্থোত্তম বলিয়া কথিত। যে এই কথা শ্রবণ করে বা শ্রবণ করায়, কদাপি তাহার চাতুর্ম্মাস্যোদ্ভব দোষ সঙ্ঘটিত হয় না। ২২—৫৭।

ঊনসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত

সপ্ততিতম অধ্যায়

সনৎকুমার বলিলেন,—মেরুর দক্ষিণ ভাগে দুগ্ধকুণ্ডের উত্তরে দেব-গন্ধর্ব্ব-সেবিত ঋষভনামক পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ বিরাজিত। ঐ পর্ব্বতে রম্য দেবাঙ্গনাগণ সতত ক্রীড়া করিয়া থাকেন। ঐ পর্ব্বতোপরি রম্যসর নামক সরোবর বিদ্যমান আছে। ঐ তীর্থে নরগণ স্নান করিয়া অচিরে সুভগ হয় এবং ভূতলে বিখ্যাত হইয়া দেবগণের সহিত ক্রীড়া করে। আনুরাধাযুক্ত ভাদ্রপদীয় সিতাষ্টমীতে যে নর উক্ত তীর্থে গমন করিয়া স্নান-দানাদি ক্রিয়া করে, তাহার সনাতন লোক লাভ হয়। মেরুর ঈশান দিকে দিব্য এক পরম

শোভনম্॥ ৫॥ বিন্দুসরেতি বিখ্যাতং সর্ব্বকামবরপ্রদম্। গঙ্গা সরস্বতী পুণ্যা সরযূশ্চ পয়স্বিনী॥ ৬॥ এতাঃ সরিদ্বরা যাতাস্তত্র সন্ত্যবতীর্ণাঃ। যে সিদ্ধা যে চ সাধ্যাশ্চ তপস্বিনো ধৃতব্রতাঃ॥ ৭॥ উপাসাঞ্চক্রিরে তত্র তস্য তীর্থস্য সর্ব্বদা। তস্মিংস্তীর্থে নরঃ স্নাত্বা সর্ব্বান্ প্রাপ্নুতে ধ্রুবম্॥ ৮॥ ভাদ্রপদে চ শুক্লা বৈ চতুর্থী যা প্রকীর্ত্তিতা। সিদ্ধা সা সর্ব্বদা প্রোক্তা যত্র জাতো গণাধিপঃ॥ ৮॥ মনঃকামেশ্বরঃ খ্যাতঃ সর্ব্বকামবরপ্রদঃ। তস্য তীর্থে নরঃ স্নাত্বা দৃষ্ট্বা দেবং গণেশ্বরম্। মনোরথশতং প্রাপ্য কামচারী ভবেন্নরঃ॥ ১০॥ ব্যাস উবাচ। অস্মিন্ ক্ষেত্রে শুভে ব্রহ্মন্মহাকালবনোত্তমে॥ ১১॥ তীর্থানি কতিসংখ্যানি দেবতায়তনানি চ। যানি কানি চ খ্যাতানি তানি নো বদ বিস্তরাৎ॥ ১২॥ সনৎকুমার উবাচ। শৃণু ব্যাস ঋষিশ্রেষ্ঠ কথাং পাপহরাং পরাম্। অবন্ত্যাং যানি তীর্থানি লিঙ্গানি চ মহামুনে॥ ১৩॥ তানি বর্ণয়িতুং শক্তঃ স্বয়ম্ভূশ্চতুরাননঃ। বর্ষাণামযুতৈঃ ষড়ভির্ন চ বক্তুং কথঞ্চন॥ ১৪॥ যাবন্তো মেঘমালানাং বিন্দবো হি স্রবন্তি চ। ধরিত্র্যাং তৃণসংখ্যা বৈ পৃথিব্যাং সিকতাস্তথা॥ ১৫॥ নভসো জ্যোতিষাং সংখ্যাং বক্তুং কোঽপি ন শক্নুতে। ন হি তীর্থলিঙ্গসংখ্যাঃ সন্ত্যবন্ত্যাং তপোধন॥ ১৬॥ অন্তরিক্ষে চ মেদিন্যাং তীর্থভূতা পুরী ত্বিয়ম্। বাপীকূপতড়াগাদিপ্রস্রবোদ্গারণানি চ॥ ১৭॥ নদ্যঃ সরাংসি খাতাশ্চ তীর্থভূতং হি সর্ব্বশঃ। তথাপি দেবযাত্রায়াং প্রসঙ্গেন নিবোধ মে॥ ১৮॥ যানি কানি চ মুখ্যানি তানি তুভ্যং বদাম্যহম্। যস্তত্রাত্বা মোক্ষ্যসে নিত্যং পূর্ব্বাচীর্ণশুভাশুভৈঃ॥ ১৯॥ প্রাতরুত্থায় যো নিত্যং শুচিঃ প্রযতমানসঃ। বিষ্ণুস্মরণসম্পন্নঃ সর্ব্বকামক্রিয়াদিকম্॥ ২০॥ কৃত্বা বৈ সর্ব্বগন্ধাদিতিলাক্ষতসমন্বিতঃ। স্নাত্বা রুদ্রসরে তাত তথৈব চ ব্রতং চরেৎ॥ ২১॥ উর্জ্জমাধবয়োশ্চৈব বৈশাখাষাঢ়য়োস্তথা। শিবরাত্র্যাং বিশেষেণ দেবযাত্রা প্রশস্যতে॥ ২২॥ যস্য দেবস্য যত্তীর্থং যস্য দেবস্য সন্নিধৌ। তত্রাভিষেকঃ কার্য্যো বৈ দেবতায়াশ্চ পূজনম্॥ ২৩॥ বিধিবচ্চাচরেদ্যস্তু স সর্ব্বং ফলমশ্নুতে। তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন দেবযাত্রাং সমাচরেৎ॥ ২৪॥ ব্যাস উবাচ। ব্রহ্মন্ কেন প্রকারেণ দেবযাত্রাং চরেন্নরঃ। তৎসর্ব্বং শ্রোতুমিচ্ছামি বিস্তরেণ তপোধনঃ॥ ২৫॥ সনৎকুমার উবাচ। শৃণু ব্যাস পরং গুহ্যং প্রবক্ষ্যামি যথা-

শোভন তীর্থ আছে। ঐ তীর্থের নাম বিন্দুসর উহা সর্ব্বকামবরপ্রদ। গঙ্গা, সরস্বতী, পুণ্যা, সরযূ, পয়স্বিনী, এই সকল সরিদ্বরা ঐ তীর্থ দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। সিদ্ধগণ, সাধ্যগণ এবং ধৃতব্রত তপস্বিগণ সর্ব্বদা ঐ তীর্থের উপাসনা করিয়া থাকেন। মানব ঐ তীর্থে স্নান করিয়া সর্ব্ব অভিলষিত লাভ করিয়া থাকে। ভাদ্রপদের যে শুক্লা চতুর্থী, উহা সিদ্ধা বলিয়া কথিত। ঐ চতুর্থীতে মনঃকামেশ্বর সর্ব্বকামবরপ্রদ গণাধিপ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। নর তাঁহার তীর্থে স্নান করিয়া গণাধিপকে দর্শনপূর্ব্বক শত মনোরথ লাভ করে এবং কামচারী হয়। ব্যাস বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! এই শুভ মহাকালবনোত্তমে কতগুলি বিখ্যাত তীর্থ এবং কতগুলি দেবতায়তন আছে, তাহা আপনি বিস্তৃতরূপে বলুন। সনৎকুমার বলিলেন,—হে ঋষিশ্রেষ্ঠ ব্যাস! এই পাপহারিণী কথা শ্রবণ করুন। অবন্তীতে যতগুলি তীর্থ ও লিঙ্গ আছে, তাহা স্বয়ং চতুরাননও ছয় অযুত বৎসরে কদাপি বর্ণন করিতে সক্ষম নহেন। যেমন মেঘমালা হইতে পতিত বারিবিন্দু, পৃথিবীস্থ তৃণ ও সিকতা, এবং নভোমণ্ডলস্থ নক্ষত্রসমূহের সংখ্যা কেহ বলিতে পারে না, তেমনি অবন্তীস্থিত তীর্থ ও লিঙ্গসংখ্যাও কেহ করিতে সক্ষম নহে। এই পুরী অন্তরিক্ষ ও মেদিনীর তীর্থভূতা। এই তীর্থাস্থিত বাপী, কূপ, তড়াগ, প্রস্রবণ, হ্রদ, নদী, সরোবর, খাত, এতৎসমুদায়ই তীর্থভূত। তথাপি দেবযাত্রাপ্রসঙ্গে তত্রত্য মুখ্য মুখ্য তীর্থাদির আমি উল্লেখ করিতেছি। তাহা শ্রবণ করিয়া আপনি পূর্ব্বাচরিত শুভাশুভ কর্ম্মফল হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবেন। ১—১৯। নর প্রাতে গাত্রোত্থান করিয়া, শুচি ও প্রযতভাবে বিষ্ণুস্মরণপূর্ব্বক গন্ধাদি তিলাক্ষত দ্বারা সর্ব্বকামক্রিয়া সমাপনান্তে রুদ্রসরে স্নান ও ব্রতাচরণ করিবে। জ্যৈষ্ঠে চৈত্রে বৈশাখে ও আষাঢ়ে এবং শিবরাত্রিতে দেবযাত্রা প্রশস্ত। যে দেবতার সন্নিধানে যে দেবতার যে তীর্থ, সেই তীর্থে স্নান ও তদ্দেবতার বিধিবৎ পূজা করিলে সর্ব্ব ফল লাভ হয়। অতএব সকলেরই সর্ব্বদা দেবযাত্রা আচরণ করা কর্ত্তব্য। ব্যাস বলিলেন,—হে তপোধন! কি প্রকারে দেবযাত্রা আচরণ করিতে হয়, তৎসমস্ত আমি শুনিতে

শ্রুতম্। উমামহেশ্বরসংবাদং দেবযাত্রাদিকর্ম্মসু ॥ ২৬ ॥ উমোবাচ। প্রভাবঃ কথ্যতাং দেব ক্ষেত্রস্যাস্য মহেশ্বর। যানি তীর্থানি বিদ্যন্তে যানি লিঙ্গানি সন্তি বৈ। তান্যাদিতো মে ভূমস্থং বদস্ব বদতাং-বর ॥ ২৭ ॥ ঈশ্বর উবাচ। শৃণু দেবি প্রযত্নেন প্রভাবং পাপনাশনম্ ॥ ২৯ ॥ ক্ষেত্রমাদ্যং মহাদেবি মমাতীব প্রিয়ং সদা। যত্র শিপ্রা মহাপুণ্যা দিব্যা নবনদী প্রিয়া ॥ ২৯ ॥ নীলগঙ্গাসঙ্গমং চ তথা গন্ধবতী নদী। চতস্রো মে প্রিয়া নদ্যঃ কুমুদ্বত্যাং হি সুব্রতে ॥ ৩০ ॥ ঈশ্বরাশ্চতুরাশীতিস্তথাষ্টৌ সন্তি ভৈরবাঃ। একাদশ তথা রুদ্রা আদিত্যা দ্বাদশ স্মৃতাঃ ॥ ৩১ ॥ ষড়ৈব বিনায়কাশ্চাত্র দেব্যশ্চ চতুর্ব্বিংশতিঃ। যতোঽহমাগতো ভদ্রে মহাকাল-বনোত্তমে ॥ ৩২ ॥ বিষ্ণুব্রহ্মাদয়ঃ সর্ব্বে হ্যত্রৈব নিহিতাঃ শুভে। দেবৈর্ব্যাপ্তমিদং ক্ষেত্রং দেবি যোজনমায়তম্ ॥ ৩৩ ॥ দশ বিষ্ণুঃ সমাখ্যাতা-স্তেষাং নামানি মে শৃণু। বাসুদেবো হ্যনন্তশ্চ বলরামো জনার্দ্দনঃ ॥ ৩৪ ॥ নারায়ণো হৃষীকেশো বারাহো ধরণীধরঃ। বিষ্ণুর্বামনরূপেণ শেষশায়ী শ্রিয়ালয়ঃ ॥ ৩৫ ॥ দশৈতে বৈষ্ণবাঃ প্রোক্তাঃ সর্ব্ব-পাপহরাঃ পরাঃ ॥ ৩৬ ॥ উমোবাচ। ভগবন্ শ্রোতুমিচ্ছামি দেবানামনুপূর্ব্বশঃ। মহাকালবনে রম্যে যে বসন্তি সুরেশ্বরাঃ ॥ ৩৭ ॥ বিনায়কা ভৈরবা দেব্যো যে সন্তি পবনাত্মজাঃ। রুদ্রাদি-ত্যাস্তথা চান্যে তেষাং নামানি মে বদ ॥ ৩৮ ॥ ঈশ্বর উবাচ। ঋদ্ধিদঃ সিদ্ধিদো নিত্যং কামদো বৈ গণাধিপঃ। বিঘ্নহা চ প্রমোদী চ চতুর্থীব্রতক-প্রিয়ঃ ॥ ৩৯ ॥ ষড়েতে বৈ সমাখ্যাতা বিঘ্ননাশকরাঃ পরাঃ। উমা চণ্ডীশ্বরী গৌরী ঋদ্ধিসিদ্ধিপ্রদা নৃণাম্ ॥ ৪০ ॥ বটযক্ষিণী বীরভদ্রা ইত্যেতাশ্চাষ্ট মাতরঃ ॥ ৪১ ॥ মহামায়া সতী খ্যাতা কপালমাতৃকা তথা। অম্বিকা শীতলা চৈব একানংশা চ সিদ্ধিদা ॥ ৪২ ॥ ব্রহ্মাণী পার্ব্বতী চৈব যোগিনী যোগশালিনী। কৌমারী ভগবতী চৈব ষট্কৃত্তিকাস্তথৈব চ ॥ ৪৩ ॥ চর্পটামাতৃকাঃ খ্যাতা বটমাতর এব চ। সরস্বতী তথা খ্যাতা মহালক্ষ্মীশ্চ বৈ স্মৃতা ॥ ৪৪ ॥ যোগিনী মাতৃকা খ্যাতাশ্চতুঃষষ্টিস্তথা স্মৃতাঃ। কালিকা চ মহাকালী চামুণ্ডা ব্রহ্মচারিণী ॥ ৪৫ ॥ বৈষ্ণবী চ সমাখ্যাতা বারাহী বিন্ধ্যবাসিনী। অম্বা অম্বালিকা চৈব চতুর্ব্বিংশতিকাঃ পরাঃ ॥ ৪৬ ॥ হনুমান্ ব্রহ্মচারী চ কুমারশ্চ মহাবলী। চত্বারো বৈ সমাখ্যাতা ময়া

ইচ্ছা করি। সনৎকুমার বলিলেন,—হে ব্যাস! শ্রবণ করুন,—আমি এক পরম গুহ্য বিষয় উমামহেশ্বরসংবাদ দেবযাত্রাদি কর্ম্মে বলিতেছি। উমা বলিলেন,—হে মহেশ্বর! আপনি এই অবন্তীক্ষেত্রের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করুন। ঐ ক্ষেত্রে যাবতীয় তীর্থ ও যাবতীয় লিঙ্গ আছে, হে বাগ্মিপ্রবর! আপনি তৎসমস্ত বর্ণন করুন। ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি! তুমি যত্নপূর্ব্বক ঐ ক্ষেত্রের পাপনাশন প্রভাব শ্রবণ কর। অবন্তী-ক্ষেত্র আদ্য ক্ষেত্র; উহা আমার অতীব প্রিয়। ঐ স্থানে নদী শিপ্রা বিরাজিতা। ঐ শিপ্রায় নব নদী মিলিত হইয়াছে। ঐ স্থানে নীলগঙ্গাসঙ্গম, গন্ধবতী নদী ও কুমুদ্বতী সঙ্গতা চারিটি আমার প্রিয় নদী আছে। এবং ঐস্থানে চতুরশীতি লিঙ্গ, অষ্ট ভৈরব, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, ষট্সংখ্যক বিনায়ক, ও চতুর্ব্বিংশতি দেবী আছেন। হে ভদ্রে! এই জন্যই আমি মহাকালবনে অবস্থান করিতেছি। হে দেবি! ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ এই স্থানেই অবস্থান করেন। এই ক্ষেত্র যোজনপরিমাণ আয়ত। এই ক্ষেত্রে দশ বিষ্ণু প্রসিদ্ধ; ইঁহাদের নাম শ্রবণ কর,—বাসু-দেব, অনন্ত, বলরাম, জনার্দ্দন, নারায়ণ, হৃষীকেশ বরাহ, ধরণীধর, বামনরূপী বিষ্ণু ও লক্ষ্মী-অধিষ্ঠিত শেষশায়ী। বিষ্ণুর এই দশ মূর্ত্তি সর্ব্বপাপহর। ২০—৩৬। উমা বলিলেন,—হে ভগবন! রম্য মহা-কালবনে যে সকল সুরেশ্বর, বিনায়ক, ভৈরব, দেবী, পবনাত্মজ, রুদ্র ও আদিত্য আছেন, আমি আনুপূর্ব্বীক্রমে তাঁহাদের নাম শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। ঈশ্বর বলিলেন,—ঋদ্ধিদ! সিদ্ধিদ, কামদ, গণাধিপ, বিঘ্নহা, প্রমোদী ও চতুর্থীব্রতপ্রিয় এই ছয় দেবতা পরমবিঘ্ননাশকর। উমা চণ্ডীশ্বরী, গৌরী নরগণের ঋদ্ধিসিদ্ধিপ্রদা বটযক্ষিণী ও বীরভদ্রা ইঁহারা অষ্টমাতৃকা। সতী নামে খ্যাতা মহামায়া, কপাল-মাতৃকা, অম্বিকা, শীতলা, একানংশা, সিদ্ধিদা, ব্রাহ্মণী, পার্ব্বতী, যোগিনী, যোগশালিনী, কৌমারী, ভগবতী, ষট্কৃত্তিকা, চর্পটামাতৃকা, বটমাতৃকা, সরস্বতী, মহালক্ষ্মী, যোগিনীমাতৃকা, চতুঃষষ্টিযোগিনী, কালিকা, মহাকালী, চামুণ্ডা, ব্রহ্মচারিণী, বৈষ্ণবী, বারাহী, বিন্ধ্যবাসিনী, অম্বা, অম্বালিকা, ইঁহারা, চতুর্ব্বিংশতি-সংখ্যক। হনুমান, ব্রহ্মচারী, কুমার ও মহাবলী ইঁহারা পবনাত্মজ বলিয়া আমা কর্ত্তৃক আখ্যাত

ভে পবনাত্মজাঃ ॥ ৪৭ ॥ দণ্ডপাণিশ্চ বিক্রান্তো মহাভৈরবসিতাসিতাঃ। বটুকো বালকো নন্দী ষট্‌পঞ্চাশতিকোঽপরঃ ॥ ৪৮ ॥ কালভৈরবশ্চ বিখ্যাতঃ ক্ষেত্রপালস্তথাষ্টমঃ। অষ্টৈব ভৈরবাঃ খ্যাতা মহাপাপহরাঃ পরাঃ। কপর্দী চ কপালী চ কলানাথো বৃষাসনঃ ॥ ৪৯ ॥ ত্র্যম্বকঃ শূলপাণিশ্চ চীরবাসা দিগম্বরঃ। গিরীশঃ কামচারী চ সর্ব্বঃ সর্ব্বাঙ্গভূষণঃ ॥ ৫০ ॥ রুদ্রাশ্চৈকাদশ প্রোক্তাঃ শত্রুপক্ষবিনাশনাঃ। অরুণঃ সূর্য্যো বেদাঙ্গো ভানুরিন্দ্রো রবিরংশুমান্ ॥ ৫১ ॥ সুবর্ণরেতাহঃকর্ত্তা মিত্রো বিষ্ণুঃ সনাতনঃ। ইত্যেতে দ্বাদশাদিত্যাঃ সর্ব্বরোগহরাঃ পরাঃ ॥ ৫২ ॥ অগস্ত্যেশ্বরমুখ্যানাং লিঙ্গানাং চতুরাশিনাম্। হিমাচলসুতে নিত্যং নামানি গদতঃ শৃণু ॥ ৫৩ ॥ অগস্ত্যেশ্বর আখ্যাতো গুহেশ্বরস্ততঃ পরম্। ঢুণ্ঢেশ্বরস্ততঃ প্রোক্তো ডমরুকেশ্বরশ্চ ভামিনি ॥ ৫৪ ॥ অনাদিকল্পেশ্বরঃ শম্ভুঃ স্বর্ণজ্বালেশ্বরঃ পরঃ। ত্রিবিষ্টপেশ্বরো দেবঃ কপালেশ্বরসংজ্ঞকঃ ॥ ৫৫ ॥ কর্কোটকেশ্বরঃ শম্ভুঃ সিদ্ধেশ্বরস্ততঃ পরম্। স্বর্গদ্বারেশ্বরো রুদ্রো লোকপালেশ্বরোঽপরঃ ॥ ৫৬ ॥ কামেশ্বর ইতি খ্যাতঃ কুটুম্বেশ্বরস্ততঃ পরম্। ইন্দ্রদ্যুম্নেশ্বরঃ খ্যাত ঈশানেশস্ততঃ পরম্ ॥ ৫৭ ॥ অপ্সরেশ্বর ইতি খ্যাতঃ কঙ্কলেশ্বর এব চ। নাগচণ্ডেশ্বরো দেবো দিবাপাপহরোঽপরঃ ॥ ৫৮ ॥ প্রতিহারেশ্বরশ্চৈব কুক্কুটেশস্ততঃ পরম্। মেঘনাদেশ্বরঃ পুণ্যো মহাকালেশ্বরঃ পরঃ ॥৫৯ ॥ মুক্তেশ্বরঃ সমাখ্যাতঃ সোমেশ্বরস্ততঃ পরম্। অনরকেশ্বরো দেবো জটেশ্বরস্ততঃ পরম্ ॥ ৬০ ॥ রামেশ্বরো মহাদেবশ্চ্যবনেশস্ততঃ পরম্। অখণ্ডেশঃ সমাখ্যাতঃ পত্তনেশস্ততঃ স্মৃতঃ ॥ ৬১ ॥ আনন্দেশস্ততঃ প্রোক্তঃ কন্থড়েশস্ততঃ পরম্। ইন্দ্রেশ্বর ইতি খ্যাতো মার্কণ্ডেশস্ততঃ পরঃ ॥ ৬২ ॥ শিবেশ্বর ইতি প্রোক্তঃ কুসুমেশস্ততঃ পরম্। অক্রূরেশ ইতি খ্যাতঃ কুণ্ডেশ্বরস্ততঃ পরম্ ॥ ৬৩ ॥ পুষ্পেশ্বরঃ সমাখ্যাতো গঙ্গেশ্বরস্ততঃ পরম্। শূলেশ্বরেতি বিখ্যাত ওঙ্কারেশস্ততঃ স্মৃতঃ ॥ ৬৪ ॥ কণ্টকেশো মহারুদ্রঃ সিংহেশ্বরস্ততঃ পরম্। রেবন্তেশ্বরঃ পরো দেবো ঘণ্টেশ্বরপুরঃসরঃ ॥ ৬৫ ॥ প্রয়াগেশ্বরো মহাদেবঃ সিদ্ধেশ্বরস্ততঃ পরম্। মাতঙ্গেশ্বরঃ পরো দেবঃ সৌভাগ্যেশস্ততো বরঃ ॥ ৬৬ ॥ রূপেশ্বরেতি বিখ্যাতো ব্রহ্মেশ্বরস্ততঃ পরম্। জম্বেশ্বরস্ততো দেবঃ কেদারেশ্বর এব চ ॥ ৬৭ ॥ পিশাচেশ্বরশম্ভুশ্চ সঙ্গমেশস্ততঃ পরঃ। দুর্দ্দরেশশ্চ বিখ্যাতশ্চণ্ডাদিত্যেশ্বরস্ততঃ ॥ ৬৮ ॥ করভেশ্বরঃ পরঃ প্রোক্তো রাজস্থলেশ্বরঃ শিবঃ। বড়লেশ্বরস্ততঃ প্রোক্তো হ্যরুণেশস্ততঃ স্মৃতঃ ॥ ৬৯ ॥ পুষ্পদন্তেশ্বরো দেবো

হইয়াছে। দণ্ডপাণি, বিক্রান্ত, মহাভৈরব, সিত অসিত, বটুক, বালক, নন্দী, অপর ষট্‌পঞ্চাশটী বিখ্যাত কালভৈরব, অষ্ট ক্ষেত্রপাল, মহাপাপহর অষ্টভৈরব, কপর্দ্দী, কপালী, কলানাথ, বৃষাসন, ত্র্যম্বক, শূলপাণি, চীরবাসা, দিগম্বর, গিরিশ, কামচারী, সর্ব্বাঙ্গভূষণ, ইহাঁরা একাদশ রুদ্র নামে বিখ্যাত এবং শত্রুপক্ষবিনাশক। অরুণ, সূর্য্য, বেদাঙ্গ, ভানু, ইন্দ্র, রবি, অংশুমান্, সুবর্ণরেতা, অহঃকর্ত্তা, মিত্র, বিষ্ণু, সনাতন, ইহাঁরা দ্বাদশ আদিত্য নামে প্রসিদ্ধ এবং সর্ব্বপাপহর। হে হিমাচলসুতে! অগস্ত্যেশ্বর লিঙ্গের নিত্য নাম সকল আমি কীর্ত্তন করিতেছি তুমি শ্রবণ কর,—অগস্ত্যেশ্বর, গুহেশ্বর, ঢুণ্ঢেশ্বর, ডমরুকেশ্বর, অনাদিকল্পেশ্বর, শম্ভু, স্বর্ণজ্বালেশ্বর, ত্রিবিষ্টপেশ্বর, কপালেশ্বর, কর্কোটকেশ্বর, শম্ভু, সিদ্ধেশ্বর, স্বর্গদ্বারেশ্বর, লোক পালেশ্বর, কামেশ্বর, কটুম্বেশ্বর, ইন্দ্রদ্যুম্নেশ্বর, ঈশানেশ্বর, অপ্সরেশ্বর, কলকলেশ্বর, নাগচণ্ডেশ্বর, দিবা পাপহর, প্রতিহারেশ্বর, কুক্কুটেশ্বর, মেঘনাদেশ্বর, মহাকালেশ্বর, মুক্তেশ্বর, সোমেশ্বর, অনরকেশ্বর, জটেশ্বর, অনন্তর রামেশ্বর, তৎপশ্চাৎ চ্যবনেশ্বর, অতঃপর অখণ্ডেশ, তদনন্তর পত্তনেশ, অনন্তর আনন্দেশ, তৎপশ্চাৎ কন্থড়েশ, তৎপশ্চাৎ ইন্দ্রেশ্বর, তৎপশ্চাৎ মার্কণ্ডেশ, তৎপশ্চাৎ শিবেশ্বর, তৎপশ্চাৎ কুসুমেশ, তৎপশ্চাৎ অক্রূরেশ, তৎপশ্চাৎ কুণ্ডেশ্বর, তৎপশ্চাৎ পুষ্পেশ্বর, তৎপশ্চাৎ গঙ্গেশ্বর, তৎপশ্চাৎ শূলেশ্বর, তৎপশ্চাৎ ওঙ্কারেশ্বর, তৎপশ্চাৎ কণ্টকেশ, তৎপশ্চাৎ সিংহেশ্বর, তৎপশ্চাৎ রেবন্তেশ্বর, তৎপশ্চাৎ ঘণ্টেশ্বর, তৎপশ্চাৎ প্রয়াগেশ্বর, তৎপশ্চাৎ সিদ্ধেশ্বর, তৎপশ্চাৎ মাতঙ্গেশ্বর, তৎপশ্চাৎ সৌভাগ্যেশ্বর, তৎপশ্চাৎ রূপেশ্বর, তৎপশ্চাৎ ব্রহ্মেশ্বর, তৎপশ্চাৎ জম্বেশ্বর, তৎপশ্চাৎ কেদারেশ্বর, তৎপশ্চাৎ পিশাচেশ্বর, তৎপশ্চাৎ সঙ্গমেশ্বর, তৎপশ্চাৎ দুর্দ্দমেশ, তৎপশ্চাৎ চণ্ডাদিত্যেশ্বর, তৎপশ্চাৎ করভেশ্বর, তৎপশ্চাৎ রাজস্থানেশ্বর, তৎপশ্চাৎ বড়লেশ্বর, তৎপশ্চাৎ অরুণেশ, তৎপশ্চাৎ পুষ্পদন্তেশ, তৎপশ্চাৎ

হরিমুক্তেশ্বরস্ততঃ। হনুমন্তেশ্বরো দেবো বিশ্বে-
শ্বরস্ততঃ পরম্ ॥ ৭০ ॥ স্বপ্নেশ্বর ইতি খ্যাতঃ
সিদ্ধেশ্বরস্ততঃ পরঃ। নীলকণ্ঠেশ্বরো দেবঃ স্থাবরেশ-
স্ততঃ পরম্ ॥ ৭১ ॥ কামেশ্বর ইতি প্রোক্তঃ প্রতি-
হারেশ্বরস্ততঃ। পশুপতীশ্বরঃ প্রোক্তো বিশ্বেশ্বর-
স্ততঃ পরঃ। স্বর্ণজালেশ্বরঃ প্রোক্তো মনঃকামেশ্বর-
॥ ৭২ ॥ দুর্ব্বাসেশ্বরনামাসৌ নাগচণ্ডেশ্বর-
স্ততঃ। খর্পরেশশ্চ বিখ্যাতো ব্রহ্মেশ্বরস্ততঃ পরম্
৭৩ ॥ পাতালেশ্বর আখ্যাতো গুপ্তেশ্বরস্ততঃ পরঃ
কপিলেশ্বর ইত্যাখ্যো যোগযোগেশ্বরঃ পরঃ ॥ ৭৪
ভীমেশ্বরেতি বিখ্যাতো ধনুঃসহস্রাভিধঃ পরঃ
অগ্নীশ্বরঃ পরঃ প্রোক্তো দেবেশ্বরস্ততঃ পরঃ ॥ ৭৫
দ্বাদশার্কঃ সমাখ্যাতো দশাশ্বমেধিকেশ্বরঃ। গদা-
ধরেশ্বরঃ খ্যাতো বৈজনাথেতি শম্ভুরাট্ ॥ ৭৬ ॥
সোমনাথেশ্বরঃ খ্যাতো ধুম্রেশ্বরস্ততঃ পরঃ। ভীম-
শঙ্কর ইত্যাখ্যো ঘণ্টেশ্বরস্ততঃ পরঃ ॥ ৭৭ ॥ উষ-
রেশ্বরসংজ্ঞশ্চ চন্দ্রাদিত্যেশ্বরঃ পরঃ। কেশবার্কঃ
সমাখ্যাতঃ শক্তিভেদেশ্বরঃ পরঃ ॥ ৭৮ ॥ রামেশ্বরঃ
পরো দেবো বাল্মীকেশ্বরশঙ্করঃ। জালেশ্বরঃ শিবঃ
প্রোক্তো হৃভয়েশস্ততঃ পরঃ ॥ ৭৯ ॥ বিঘ্নহস্তে-
শ্বরঃ প্রোক্তশ্চক্রলেশস্ততঃ পরঃ। পুরুষো-
ত্তমেতি বিখ্যাতো বীরেশ্বরস্ততঃ পরঃ ॥ ৮০ ॥
কর্ণেশ্বরশ্চ বিখ্যাতঃ পৃথুকেশস্ততঃ পরম্।
আনন্দেশশ্চ বিখ্যাতঃ কোটেশ্বরস্ততঃ পরঃ ॥ ৮১ ॥
অবিমুক্তেশ্বরঃ প্রোক্তো হনুমৎকেশ্বরঃ পরঃ।
বিমলেশ্বরেতি বিখ্যাতশ্চন্দ্রেশ্বরস্ততঃ পরঃ ॥ ৮২ ॥
বিন্দুকেশশ্চ বিখ্যাতো বালুকেশ্বরসংজ্ঞকঃ।
বৃহস্পতীশ্বরো দেবো হংসখ্যাতেশ্বরস্ততঃ ॥ ৮৩ ॥
যানি কানি চ তীর্থানি তানি লিঙ্গানি সত্তম।
তিষ্ঠন্তি তত্র পূজ্যানি তানি বন্দ্যানি সর্ব্বশঃ ॥ ৮৪ ॥
চত্বারো বিদিতাঃ সর্ব্বে দ্বারপালা মহাত্মভিঃ।
পিঙ্গলেশ্বরেতি চ খ্যাতঃ পূর্ব্বদ্বারে দ্বিজোত্তম ॥
৮৫ ॥ দক্ষিণে চ তথা দ্বারে কায়াবরোহণেশ্বরঃ।
বিল্বকেশ্বরেতি বিখ্যাতঃ পশ্চিমদ্বারমাশ্রিতঃ ॥ ৮৬ ॥
দর্দ্দুরেশ্বরস্ততঃ প্রোক্তো দ্বারে চোত্তরসংজ্ঞিকে।
এতে চান্যে চ বহবো লিঙ্গাখ্যাস্ত্রিভুবনেশ্বরাঃ ॥
৮৭ ॥ মহাকালবনে রম্যে সমাখ্যাতা হি পাবনাঃ।
ষষ্টিকোটিসহস্রাণি ষষ্টিকোটিশতানি চ ॥ ৮৮ ॥
মহাকালবনে ব্যাস লিঙ্গসংখ্যা ন বিদ্যতে।
তথাপি চ প্রধানেন ময়াত্র পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৮৯ ॥
যস্য দেবস্য যত্তীর্থং তন্নাম্না পরিকীর্ত্তিতম্।
স্নাত্বা দত্ত্বা চ তদ্দানং তত্তীর্থস্য ফলং লভেৎ ॥
৯০ ॥ তথা নবগ্রহাঃ পুণ্যাঃ সমাখ্যাতাঃ পুরানঘ।

অবিমুক্তেশ্বর, তৎপশ্চাৎ হনুমন্তেশ্বর, তৎপশ্চাৎ বিশ্বেশ্বর তৎপশ্চাৎ স্বপ্নেশ্বর, তৎপশ্চাৎ সিদ্ধেশ্বর, তৎপশ্চাৎ নীলকণ্ঠেশ্বর, তৎপশ্চাৎ স্থাবরেশ, তৎপশ্চাৎ কামেশ্বর, তৎপশ্চাৎ প্রতিহারেশ্বর, তৎপশ্চাৎ পশুপতীশ্বর, তৎপশ্চাৎ বীরেশ্বর, তৎপশ্চাৎ স্বর্ণজালেশ্বর, তৎপশ্চাৎ মনঃকামেশ্বর, তৎপশ্চাৎ দুর্ব্বাসেশ্বর, তৎপশ্চাৎ নাগচণ্ডেশ্বর, তৎপশ্চাৎ খর্পরেশ্বর, তৎপশ্চাৎ ব্রহ্মেশ্বর, তৎপশ্চাৎ পাতালেশ্বর, তৎপশ্চাৎ গুপ্তেশ্বর, তৎপশ্চাৎ কপিলেশ্বর, তৎপশ্চাৎ যোগেশ্বর, তৎপশ্চাৎ ভীমেশ্বর, তৎপশ্চাৎ ধনুঃসহস্রাভিধ, তৎপশ্চাৎ অগ্নীশ্বর, তৎপশ্চাৎ দেবেশ্বর, তৎপশ্চাৎ দ্বাদশার্ক, তৎপশ্চাৎ দশাশ্বমেধিকেশ্বর, তৎপশ্চাৎ গদাধরেশ্বর, তৎপশ্চাৎ বৈজনাথ শম্ভুরাট্, তৎপশ্চাৎ সোমনাথেশ্বর, তৎপশ্চাৎ ধুম্রেশ্বর, তৎপশ্চাৎ ভীমশঙ্কর, তৎপশ্চাৎ ঘণ্টেশ্বর, তৎপশ্চাৎ উষরেশ্বর, ও তৎপশ্চাৎ চন্দ্রাদিত্যেশ্বর দর্শন করা কর্ত্তব্য। এইরূপ পরে পরে কেশবার্ক, শক্তিভেদেশ্বর, রামেশ্বর, বাল্মীকেশ্বর, জলেশ্বর, অভয়েশ্বর, বিঘ্নহস্তেশ্বর, চক্রলেশ্বর, পুরুষোত্তম, বীরেশ্বর, কর্ণেশ্বর, পৃথুকেশ, আনন্দেশ, কোটেশ্বর, অবিমুক্তেশ্বর, হনুমৎকেশ্বর, বিমলেশ্বর, চন্দ্রেশ্বর, বিন্দুকেশ, বালুকেশ্বর, বৃহস্পতীশ্বর ও অসংখ্যাতেশ্বর শিব বিরাজিত।৬৭-৮৩। যে কোন তীর্থ বা যে কোন লিঙ্গ যেথানে আছে, তৎসমস্তই পূজ্য ও বন্দনীয়। প্রত্যেক তীর্থমন্দিরে চারিজন করিয়া দ্বারপাল থাকেন। হে দ্বিজোত্তম! পূর্ব্বদ্বারে পিঙ্গলেশ্বর, দক্ষিণদ্বারে কায়াবরোহণেশ্বর, পশ্চিমদ্বারে বিল্বকেশ্বর এবং উত্তরদ্বারে দর্দ্দুরেশ্বর দেব অবস্থান করেন। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য বহু ত্রিভুবনেশ্বর লিঙ্গ ঐ রম্য মহাকালবনে অবস্থিত। মহাকালবনে ষষ্টিকোটিসহস্র ও ষষ্টি কোটিশত লিঙ্গ অবস্থিত। ফলতঃ ঐ স্থানে কত লিঙ্গ আছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। আমি প্রধান প্রধান লিঙ্গেরই উল্লেখ করিলাম। যে দেবতার যে তীর্থ, তাহা তাঁহারই নামে বিখ্যাত। মানব তীর্থে স্নান ও দান করিয়া নির্দ্দিষ্ট ফল লাভ করিয়া থাকে। হে অনঘ! পূর্ব্বে ঐ বনে নবগ্রহগণ প্রসিদ্ধি লাভ করেন, তাঁহাদের পুণ্য-

তেষাং নামানি পুণ্যানি তীর্থানি চ তথা শৃণু।
৯১। নরাদিত্য ইতি খ্যাতঃ সোমেশ্বরস্ততঃ পরঃ।
মঙ্গলেশ্বরঃ সমাখ্যাতো বুধেশ্বরস্ততঃ পরম্ ॥ ৯২॥
বৃহস্পতীশ্বরঃ প্রোক্তস্তথা শুক্রেশ্বরঃ শিবঃ।
স্থাবরেশ্বরো মহাদেবঃ সমাখ্যাতো মুনীশ্বরৈঃ॥ ৯৩॥
রাহুকেতু সমাখ্যাতৌ তেষাং তীর্থানি সত্তম।
তত্তীর্থেষু নরৈঃ স্নাত্বা সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥ ৯৪॥
গ্রহা রাজ্যং প্রযচ্ছন্তি গ্রহা রাজ্যং হরন্তি চ।
গ্রহৈস্তু ব্যাপিতং সর্ব্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্॥
৯৫। গ্রহতীর্থে নরঃ স্নাত্বা গ্রহাণামর্চ্চনং চরেৎ
ন তস্য গ্রহপীড়া বৈ বাধতে হি কদাচন॥ ৯৬॥
এবং ব্যাস সমাখ্যাতা ময়া দেবাশ্চ তীর্থকাঃ।
যাত্রা পুণ্যতরা শ্রেষ্ঠা পবিত্রা পাপনাশিনী॥ ৯৭॥
গ্রহপীড়াসু চোগ্রাসু দারিদ্র্যে ঘোরসঙ্কটে।
তেষামুদ্ধরণার্থায় দেবযাত্রা প্রকীর্ত্তিতা॥ ৯৮॥
ক্ষেত্রস্যান্তর্গৃহীং নিত্যং যে কুর্ব্বন্তি নরোত্তমাঃ।
ন তেষাং দুর্লভং কিঞ্চিত্ত্রিষু লোকেষু বিদ্যতে॥
৯৯। অপুত্রো লভতে পুত্রং নির্দ্ধনো ধনমাপ্নুয়াৎ।
বিদ্যাবান্ জায়তে বিপ্রঃ ক্ষত্রিয়ো বিজয়ী ভবেৎ॥
১০০। অক্ষয়া সন্ততিস্তস্য শিবলোকে মহীয়তে॥ ১০১

ইতি শ্রীস্কান্দে দেবযাত্রান্তর্গৃহীসর্ব্বতীর্থযাত্রানুক্রমণিকাদিকথনং নাম সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৭০॥

ময় নামে যে সকল পুণ্যতীর্থ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, তাহা শ্রবণ করুন; যথা,—নরাদিত্য, সোমেশ্বর, মঙ্গলেশ্বর, বুধেশ্বর, বৃহস্পতীশ্বর, শুক্রেশ্বর, স্থাবরেশ্বর, মুনীশ্বর, রাহু, কেতু ও তন্নামক তীর্থ, এই সকল তীর্থে নর স্নান করিয়া সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তি লাভ করে। গ্রহগণ রাজ্য দান করেন; আবার রাজ্য হরণও করিয়া থাকেন। এই সচরাচর ত্রৈলোক্য গ্রহগণ ব্যাপিয়া আছেন। নর গ্রহতীর্থে স্নান করিয়া গ্রহগণের অর্চ্চনা করিবে। এরূপ করিলে তাহার কদাচ গ্রহপীড়া সঙ্ঘটিত হয় না। হে ব্যাসদেব! এই আমি আপনার নিকট দেবতা ও তীর্থের কথা বর্ণন করিলাম। দেবযাত্রাও পরম পবিত্রা ও পাপনাশিনী। ভয়ানক গ্রহপীড়া, দারিদ্র, ও ঘোরসঙ্কটে নরগণের উদ্ধারের নিমিত্ত দেবযাত্রা কীর্ত্তিত হয়। যে সকল শ্রেষ্ঠ মানব ক্ষেত্রমধ্যে পূর্ব্বোক্তরূপ যাত্রা করে, ত্রৈলোক্যে তাহাদের কিছুরই অভাব থাকে না;—অপুত্র পুত্র, নির্ধন ধন, বিপ্র বিদ্যা ও ক্ষত্রিয় বিজয়লাভ করিয়া থাকে। তাহাদের সন্ততিগণ শিবলোকে পূজিত হয়। ৭০।৮৫—১০১।

সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

একসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ। ভগবন্ ভবতা সর্ব্বং কথিতং দেবমূর্ত্তিনা। অবন্তীতীর্থমাহাত্ম্যং পবিত্রং বেদসম্মিতম্॥ ১॥ ভূয়স্তু শ্রোতুমিচ্ছামি ত্বত্তো ব্রহ্মবিদাং বর। মহাকালবনে রম্যে অবন্ত্যাং ভুবি সত্তম। তীর্থানি কতিসংখ্যানি বিদ্যন্তে হ্যত্র সুব্রত॥ ২॥ সনৎকুমার উবাচ। শ্রূয়তাং ভো দ্বিজশ্রেষ্ঠ কথাং পাপহরাং পরাম্॥ ৩॥ উমামহেশ্বরসংবাদং নারদস্য চ ধীমতঃ। নারদেন পুরা পৃষ্টং প্রশ্নমেতদ্দ্বিজোত্তম॥ ৪॥ নারদ উবাচ। ভগবন্ শ্রোতুমিচ্ছামি মহাকালবনে শুভে। তীর্থানি যানি বর্ত্তন্তে তানি নো বদ বিস্তরাৎ॥ ৫॥ ইতি পৃষ্টস্তদা বিপ্র নারদেন পুরানঘ। উবাচ প্রশ্রয়া বাচা উময়া সহিতো হরঃ॥ ৬॥ শ্রীমহাদেব উবাচ। শৃণুষ ভো ঋষিশ্রেষ্ঠ মহাকালবনে শুভে। তীর্থানি যানি তিষ্ঠন্তি তানি বক্ষ্যামি সুব্রত॥ ৭॥ পুষ্করাদ্যানি তীর্থানি যানি কানি মহীতলে। তানি সর্ব্বাণি বর্ত্তন্তে মহাকালবনোত্তমে॥ ৮॥

একসপ্ততিতম অধ্যায়।

ব্যাস বলিলেন,—হে ভগবন্ দেবমূর্ত্তে! আপনি বেদ-সম্মত পবিত্র অবন্তীতীর্থ-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন; কিন্তু আমি পুনরায় আপনার প্রমুখাৎ তাহা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। হে সুব্রত! রম্য মহাকালবনস্থিত অবন্তী নগরীতে কতসংখ্যক তীর্থ বিদ্যমান আছে, তাহা আপনি বলুন। সনৎকুমার বলিলেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! ভবৎপৃষ্ট তাপহারিণী কথা শ্রবণ করুন। এই কথা উমেশ উমাকে বলিয়াছিলেন। হে দ্বিজোত্তম! বিষয়ে কথা দেবর্ষি নারদ তাঁহাদের নিকট এইরূপে প্রশ্ন করিয়াছিলেন — হে ভগবন! মঙ্গলময় মহাকালবনে যে সকল তীর্থ আছে, তাহা আপনি বিস্তৃতরূপে বর্ণন করুন; শুনিতে ইচ্ছা করি। পূর্ব্বে নারদ কর্ত্তৃক পৃষ্ট হইয়া ভগবান্ হর ভগবতীর সহিত মধুর বাক্যে এই কথা বলিয়াছিলেন,—হে ঋষিশ্রেষ্ঠ! শুভ মহাকালবনে যতগুলি তীর্থ আছে, আমি তাহা

অসংখ্যাতসহস্রাণি কোটিকোটীনি সত্তম। রুদ্রসরে নিমজ্জন্তি কোটিতীর্থং তথোচ্যতে ॥ ৯ ॥ নীহার-কণিকাবৃষ্টিং গিরৌ বর্ষন্তি কিন্নরাঃ। হেমন্তে চৈব বৃত্তান্তে তীর্থে পৈশাচমোচনে ॥ ১০ ॥ ন হি সংখ্যা বিজানামি তীর্থানি ভুবি সত্তম। কিয়ন্তি সন্তি তীর্থানি লিঙ্গানি চ তথৈব চ ॥ ১১ ॥ তথাপি চ প্রধান্যেন কথয়িষ্যামি সত্তম। সংবৎসরস্য যাবন্তি অহানি চ দ্বিজোত্তম ॥ ১২ ॥ তাবন্তি প্রাপণীয়ানি প্রসিদ্ধানি পরন্তপ। বৎসরে পরিপূর্ণে চ জায়তেঽবন্তিযাত্রিকা ॥ ১৩ ॥ বিধিবৎকুরুতে যস্তু সাক্ষাৎ শম্ভুর্ভবেচ্চ সঃ। মন্বন্তরসহস্রেষু কাশীবাসে চ যৎফলম্ ॥ ১৪ ॥ তৎফলং জায়তে-ঽবন্ত্যাং বৈশাখে পঞ্চভির্দিনৈঃ। অবন্তীযাত্রা কর্ত্তব্যা প্রযত্নেন মুমুক্ষুণা ॥ ১৫ ॥ মাধবেঽপি বিশেষেণ হ্যবন্তীস্নানমাচরেৎ। যো হি বৈশাখমাসাদ্য অবন্ত্যাং ব্যাস মানবঃ ॥ ১৬ ॥ সংবৎসরব্রতী স্নাতস্তীর্থেতীর্থে যথাবিধি। দত্ত্বা দানানি সর্ব্বাণি সমূলং ফলমশ্নুতে ॥ ১৭ ॥ ভুক্ত্বা ভোগান্ সুবিপুলান্ শিবলোকে মহীয়তে ॥ ১৮ ॥ মাহাত্ম্য-মেতচ্ছিবভক্তিবর্দ্ধনং যশস্করং পুণ্যবিবর্দ্ধনং চ। যঃ শ্রাবয়েদ্বা শৃণুয়াচ্চ ভক্ত্যা কুলং সমুদ্ধৃত্য হরেঃ পদং ব্রজেৎ ॥ ১৯ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে মহাপুরাণ একাশীতিসাহস্র্যাং সংহিতায়াং পঞ্চম আবন্ত্যখণ্ডেঽবন্তী-ক্ষেত্রমাহাত্ম্যে ব্যাসসনৎকুমার-সংবাদেঽবন্তীক্ষেত্রমাহাত্ম্য-বর্ণনং নামৈকসপ্ততিতমো-ঽধ্যায়ঃ ॥ ৭১ ॥

কীর্ত্তন করিতেছি, আপনারা শ্রবণ করুন। মহীতলে পুষ্করাদি যাবতীয় তীর্থ বিদ্যমান আছে, তাবৎ-সংখ্যক তীর্থই মহাকালবনে বিরাজিত। অসংখ্য সহস্র ও কোটি কোটি তীর্থ তত্রত্য রুদ্রসরে নিমজ্জিত আছে, এই জন্যই ঐ তীর্থের নাম কোটিতীর্থ হইয়াছে। হেমন্তকালে পৈশাচমোচন তীর্থে কিন্নর-গণ নীহার-কণিকা বৃষ্টি করিয়া থাকে, ইহা দেখা যায়। হে সত্তম! পৃথিবীতে তীর্থ ও লিঙ্গ যে কত আছে, তাহার সংখ্যা আমি জানি না। তথাপি প্রধান প্রধান তীর্থ ও লিঙ্গের বিবরণ কীর্ত্তন করি-তেছি। হে দ্বিজোত্তম! বৎসর মধ্যে যত দিন আছে, অবন্তীক্ষেত্রে গমন করিতে করিতে ততদিন অতিবাহিত করা কর্ত্তব্য। বৎসর পূর্ণ হইলে অবন্তীযাত্রা সম্পন্ন হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি বিধি-পূর্ব্বক অবন্তীযাত্রা করে, সে সাক্ষাৎ শম্ভু হইয়া থাকে। সহস্র মন্বন্তরকাল কাশীবাস করিলে যে ফল হয়, বৈশাখ মাসে অবন্তীতে পাঁচদিন মাত্র স্নান করিলে তৎফল হইয়া থাকে। মুমুক্ষু ব্যক্তি যত্ন-সহকারে অবন্তীযাত্রা করিবে। মধু-মাসে অবন্তী-স্নান অবশ্য কর্ত্তব্য। যে মানব বৈশাখ মাসে অবন্তীক্ষেত্র প্রাপ্ত হইয়া সংবৎসর যাবৎ তীর্থে তীর্থে স্নান করিয়া বেড়ায় এবং যথাবিধি দান করে, তাহার অশেষ ফল লাভ হইয়া থাকে। সে ঐ কর্ম্মের ফলে বিপুল ভোগ ভোগ করিয়া শিবলোকে পূজিত হয়। যে মানব পুণ্যবিবর্দ্ধন যশস্কর এই শিবভক্তি-মাহাত্ম্য শ্রবণ করে, বা শ্রবণ করায়, সে নিজ কুল উদ্ধার করিয়া বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হয়। ১—১৯।

একসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৭১।

সমাপ্তমিদং অবন্তীক্ষেত্রমাহাত্ম্যম্। ৫—১

চতুরশীতিলিঙ্গ-মাহাত্ম্যম্

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

উমোবাচ। পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি পুণ্যাশ্চ সরিত-স্তথা। কথ্যন্তাং তানি যত্নেন শ্রাদ্ধং যেষু প্রদীয়তে। ১। ঈশ্বর উবাচ। অস্তি লোকেষু বিখ্যাতা গঙ্গা ত্রিপথগামিনী। সেবিতা দেবগন্ধর্ব্বৈর্মুনিভিশ্চ নিষেবিতা ।২। তপনস্য সুতা দেবী যমুনা লোকপাবনী। পিতৃণাং বল্লভা দেবি মহাপাতক-হারিণী ।৩। চন্দ্রভাগা বিতস্তা চ নর্ম্মদামর-কণ্টকে। কুরুক্ষেত্রং গয়া দেবি প্রভাসং নৈমিষং তথা।৪। কেদারং পুষ্করঞ্চৈব তথা কায়াবরো-হণম্। তথা পুণ্যতমং দেবি মহাকালবনং শুভম্ ।৫। যত্রাস্তে শ্রীমহাকালঃ পাপেন্ধনহুতাশনঃ। ক্ষেত্রং যোজনপর্য্যন্তং ব্রহ্মহত্যাবিনাশনম্ ।৬। ভুক্তিদং মুক্তিদং ক্ষেত্রং কলিকল্মষনাশনম্। প্রলয়েঽপ্যক্ষয়ং দেবি দুষ্প্রাপ্যং ত্রিদশৈরপি ।৭

উমোবাচ। প্রভাবঃ কথ্যতাং দেব ক্ষেত্রস্তাস্ মহেশ্বর ।৮। যানি তীর্থানি বন্দ্যানি যানি লিঙ্গানি সন্তি বৈ। তান্যহং শ্রোতুমিচ্ছামি পরং কৌতুহলং হি মে ।৯। ঈশ্বর উবাচ। শৃণু দেবি প্রযত্নে প্রভাবং পাপনাশনম্। ক্ষেত্রমাদ্যং মহাদে মমাতীব প্রিয়ং সদা ।১০। যত্রাস্তি চ মহাপুণ্ সর্ব্বপাপহরা পরা। তথা গন্ধবতী পুণ্যা দিব্য নবনদী প্রিয়া ।১১। নীলগঙ্গা চতুর্থী তু শ্রেষ্ঠ নদ্যঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ। আসাং তু সঙ্গমে স্নাত্বা শ্রাদ্ধং যঃ কুরুতে নরঃ ।১২। গঙ্গায়াস্ত্রিগুণং দেবি চতু-র্ব্বর্গফলপ্রদম্। ক্ষেত্রং যোজনপর্য্যন্তমবন্ত্যা বিদ্ধি সুব্রতে ।১৩। সিদ্ধলিঙ্গানি তিষ্ঠন্তি ভুক্তিমুক্তি-

প্রথম অধ্যায়

উমা বলিলেন,—হে দেব! পৃথিবীতে যে সকল তীর্থ ও নদী আছে,—যে সকল স্থানে শ্রাদ্ধ প্রদত্ত হয়, আপনি যত্ন সহকারে তৎসমুদয় কীর্ত্তন করুন। ঈশ্বর বলিলেন,—এই লোকে ত্রিপথগামিনী গঙ্গা নামে এক নদী আছে। ঐ নদী দেব, গন্ধর্ব্ব ও মুনিগণ কর্ত্তৃক সেবিত। তপন-নন্দিনী লোকপাবনী দেবী যমুনা পিতৃগণের বল্লভা এবং মহাপাতকহারিণী। হে দেবি! চন্দ্রভাগা, বিতস্তা, অমরকণ্টকস্থ নর্ম্মদা, কুরুক্ষেত্র গয়া, প্রভাস, নৈমিষ, কেদার, পুষ্কর, কায়াবরোহণ ও মহাকালবন—এ সমুদয় স্থানই মঙ্গলদায়ক। এই মহাকালবনে পাপ-ইন্ধনের হুতাশন স্বরূপ শ্রী-মহাকাল বিরাজিত। ঐ ক্ষেত্র যোজনপরিমিত, ব্রহ্মহত্যা-বিনাশন, ভুক্তি-মুক্তি-প্রদ, কলিকল্মষ-নাশন, প্রলয়কালেও অক্ষয় এবং দেবগণেরও দুষ্প্রাপ্য। উমা বলিলেন,—হে মহেশ্বর! ঐ তীর্থের প্রভাব এবং ঐ স্থানে যে যে তীর্থ ও লিঙ্গ বন্দনীয় তাহা আপনি কীর্ত্তন করুন, শ্রবণ করিবার নিমিত্ত আমার পরম কৌতুহল জন্মিয়াছে। ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি! ঐ ক্ষেত্রের পাপনাশন প্রভাব শ্রবণ কর। ঐ ক্ষেত্র আমার অত্যন্ত প্রিয় এবং উহা আদ্য ক্ষেত্র।১-১০। ঐ ক্ষেত্রে মহা-পুণ্যা সর্ব্বপাপহরা গন্ধবতী নদী ও দিব্য নবনদী বিরাজিত। ঐ নবনদী নদী সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ইহাদের মধ্যে নীলগঙ্গা চতুর্থী। যে নর ইহাদের সঙ্গমে স্নান করিয়া শ্রাদ্ধ করে, তাহার প্রদত্ত ঐ শ্রাদ্ধ গয়াপ্রদত্ত শ্রাদ্ধাপেক্ষা তিনগুণ অধিক পুণ্যদায়ক ও চতুর্ব্বর্গফলপ্রদ। হে সুব্রতে অবন্তীক্ষেত্র যোজন পরিমিত। ঐ স্থানে ভুক্তি-মুক্তিপ্রদ সিদ্ধ লিঙ্গ সকল, চতুরশীতি

করাণি চ। ঈশ্বরাশ্চতুরাশীতিস্তথাষ্টৌ সন্তি ভৈরবাঃ ॥ ১৪ ॥ একাদশ তথা রুদ্রা আদিত্যা দ্বাদশ স্মৃতাঃ। ষড়ুৈব বিনায়কাশ্চাত্র চতুর্ব্বিংশতি-মাতরঃ ॥ ১৫ ॥ যদাহং গতবাংস্তত্র মহাকালবনে শুভে। ব্রহ্মবিষ্ণ্বাদয়ঃ সর্ব্বে তত্রাজগ্মুর্মুদান্বিতাঃ ১৬ ॥ এভির্ব্যাপ্তং ক্ষেত্রমিদং দেবি যোজনমাত্রকম্ দশস্থানগতো বিষ্ণুঃ সর্ব্বপাপপ্রণাশনঃ ॥ ১৭ এতন্নামানি যোঽধীতে প্রভাতে ভক্তিতঃ পুমান্ বিমুক্তঃ সর্ব্বপাপেভ্য রুদ্রলোকং স গচ্ছতি ॥ ১৮ উমোবাচ। চতুরাশীতিলিঙ্গানি ত্বয়োক্তানীহ যানি তু। তানি বিস্তরতো ব্রূহি সর্ব্বপাপহরাণি তু ॥ ১৯ ॥ হর উবাচ। শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি তেষাং নামানি যানি চ। খ্যাতং পৃথিব্যাং প্রথমমগস্ত্যে-শ্বরমুত্তমম্। যস্য দর্শনমাত্রেণ কৃতকৃত্যো নরো ভবেৎ ॥ ২০ ॥ উমোবাচ। অগস্ত্যেশ্বরনামেহ কথং লব্ধমনেন বৈ। কস্মিন্ স্থানে কথং জাতং বিস্তরাদ্বক্তুমর্হসি ॥ ২১ ॥ হর উবাচ। শৃণু দেবি মহাভাগে কথামস্য পরাতনীম্। সর্ব্বপাপপ্রশমনী সমীহিতফলপ্রদাম্ ॥ ২২ ॥ পুরাসুরৈর্জ্জিতা দেবা নিরুৎসাহাশ্চ তে ভৃতঃ। ভাগাশ্চৈষাং হৃতাঃ সর্ব্বে নিরাশাঃ পিতরঃ কৃতাঃ। ভ্রষ্টৈশ্বর্য্যাস্তদা দেবি চেরুর্দ্দেবা মহীতলে ॥ ২৩ ॥ ততঃ কদাচিত্তে দীনা দীপ্তমাদিত্যবর্চ্চসম্। দদৃশুস্তেজসা যুক্ত-মগস্ত্যং বিপুলব্রতম্ ॥ ২৪ ॥ অভিবাদ্য ততো দেবা দৃষ্ট্বা তং তেজসা বৃতম্। ইদমূচুর্ম্মহাত্মানমগস্ত্যং লোকবিশ্রুতম্ ॥ ২৫ ॥ দানবৈর্ন্নির্জ্জিতা যুদ্ধে সর্ব্বে স্বর্গাচ্চ পাতিতাঃ। ততস্ত্বং নো ভয়াত্তীব্রাত্ত্রায়স্ব মুনিপুঙ্গব ॥ ২৬ ॥ ইত্যুক্তঃ স তদা দেবৈরগস্ত্যঃ কুপিতোঽভবৎ। প্রজজ্বাল চ তেজস্বী কালাগ্নি-রিব সংক্ষয়ে ॥ ২৭ ॥ তদা দীপ্তাংশুজালেন নির্দ্দগ্ধা দানবাস্তথা। অন্তরিক্ষান্মহাদেবি পতিতাশ্চ সহস্রশঃ ॥ ২৮ ॥ দহ্যমানাস্ততো দৈত্যাস্তস্যাগস্ত্যস্য তেজসা। খস্থাশ্চ দানবাঃ সর্ব্বে পাতালং ব্রজুর্ভয়াৎ ॥ ২৯ ॥ ততোঽগস্ত্যো মনস্বী বৈ তানহত্বা শোকমূর্চ্ছিতঃ। বভূবাতিশয়ং চাসৌ চিন্তয়োদ্বিগ্নমানসঃ ॥ ৩০ ॥ কৃতং ঘোরং মহৎপাপং হত্বা যদ্দানবা ময়া। অহিংসা

দেবতা! অষ্ট ভৈরব, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, ষট্ বিনায়ক, এবং চতুর্ব্বিংশতি মাতৃকা বিদ্যমান আছেন। হে শুভে! আমি যখন মহাকালবনে গমন করি, তখন ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ মুদান্বিত হইয়া ঐ স্থানে আগমন করেন। যোজন-পরিমিত ঐ ক্ষেত্র ইহাঁরাই পরিব্যাপ্ত করেন। সর্ব্বপাপপ্রণাশন বিষ্ণু দশস্থানগত। যে ব্যক্তি প্রভাতে ঐ সকল নাম ভক্তিপূর্ব্বক পাঠ করে, সে সর্ব্বপাপমুক্ত হইয়া রুদ্রলোকে গমন করে। উমা বলিলেন,—আপনি যে ঐ তীর্থস্থ চতুরশীতি লিঙ্গের কথা বলিলেন,—তাহা বিস্তৃতরূপে বলুন, আমি ঐ সকল সর্ব্বপাপহর লিঙ্গের কথা শুনিতে ইচ্ছা করি। হর বলি-লেন,—হে দেবি! ঐ সকল লিঙ্গের নাম আমি কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। প্রথমতঃ এই পৃথিবীতে অগস্ত্যেশ্বর নামক উত্তম লিঙ্গ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁহার দর্শন মাত্রে নর কৃতকৃত্য হয়। উমা বলিলেন,—হে দেব! কি প্রকারে এই লিঙ্গ অগস্ত্যেশ্বর নাম প্রাপ্ত হইলেন? এবং কোন স্থানে বা কি প্রকারে এই লিঙ্গ প্রাদুর্ভূত জন্মিলেন? তাহা আপনি বিস্তৃতরূপে বলুন। হর বলি-লেন,—হে দেবি! মহাভাগে! ইহার পুরাতনী কথা শ্রবণ কর। এই কথা সর্ব্বপাপপ্রশমনী এবং সমীহিতফলপ্রদা। পূর্ব্বে দেবগণ অসুরগণ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া নিরুৎসাহ হইয়া পড়েন। তাঁহাদের ভাগ অপহৃত হয় এবং তজ্জন্য সকলে অতীব নিরাশ হন। হে দেবি! তখন তাঁহারা ঐশ্বর্য্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়া মহীতলে বিচরণ করিতে থাকেন। অনন্তর কদাচিৎ তাঁহারা দীনভাবে বিচরণ করিতে করিতে দীপ্ত আদিত্যতেজা ব্রতচারী অগস্ত্যকে দর্শন করিলেন। দর্শন করিবা মাত্র তাঁহারা তাঁহাকে অভিবাদনপুরঃসর এই কথা বলিলেন,—আমরা দানবগণ কর্ত্তৃক নির্জ্জিত হইয়া স্বর্গ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছি এবং ভূতলে পতিত হইয়া মর্ত্ত্যবৎ বিচরণ করিতেছি। হে মুনিপুঙ্গব! আপনি আমাদিগকে ঐ তীব্র ভয় হইতে রক্ষা করুন। দেবগণের বাক্যে ভগবান অগস্ত্য দৈত্যগণের প্রতি কুপিত হইয়া প্রলয়াগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার দীপ্তাংশু-জালে নির্দ্দগ্ধ হইয়া দৈত্যগণ অন্তরিক্ষ হইতে পতিত হইল। তাহারা মুনির তীব্র তেজে দগ্ধ হইয়া ভয়ে পাতালে প্রবেশ করিল।১১-২৯। অনন্তর মহাত্মা অগস্ত্যমুনি দৈত্যগণকে নিহত করিয়া শোক-মূর্চ্ছিত ও অতিশয় চিন্তিত হইলেন। তিনি ভাবিলেন, আমি দৈত্যগণকে নিহত করিয়া

হিংসা পরমো ধর্ম্মো মনুনা কথ্যতে যতঃ। কিং করোমি ক্ব গচ্ছামি কথং শুধ্যেয় চাপ্যহম্॥ ৩১॥ এবং চিন্তয়তস্তস্য সমাগচ্ছৎ পিতামহঃ। প্রোবাচ স মুনিং তত্র কস্মাত্ত্বং শোকবিহ্বলঃ॥ ৩২॥ লক্ষ্যসে মুনিশার্দ্দূল কারণং কথ্যতাং ত্বরম্। স ব্রহ্মাণং নমস্কৃত্য কথয়ামাস পৃচ্ছতঃ॥ ৩৩॥ দেবদেব জগন্নাথ দহ্যতেহহর্নিশং মনঃ। ব্রহ্মহত্যা সমায়াতা যন্ময়া দানবা হতাঃ॥ ৩৪॥ মমোপায়ং সমাচক্ষ্ব প্রসাদাৎ সুরসত্তম। বহুকালার্জ্জিতং দেব গতং মে সংক্ষয়ং তপঃ॥ ৩৫॥ প্রোবাচেদং সুরশ্রেষ্ঠঃ শৃণু ত্বং যত্নতঃ পরম্। উপায়ং সর্ব্বপাপস্য ক্ষয়ো যেন ভবেদ্ধ্রুবম্॥ ৩৬॥ মহাকালবনে দিব্যে যক্ষগন্ধর্ব্বসেবিতে। উত্তরে বটযক্ষিণ্যা যত্তল্লিঙ্গমনুত্তমম্॥ ৩৭॥ পিশাচতীর্থস্য ভাগে দক্ষিণতঃ স্থিতম্। তং সমারাধ্যতঃ সর্ব্বং পাপং নাশমবাপ্নুয়াৎ॥ ৩৮॥ আরাধয় শুভং লিঙ্গং সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্। বাঢ়ং প্রোবাচ ধর্ম্মাত্মা মহাকালবনং যযৌ॥ ৩৯॥ তস্মিন্ স লিঙ্গে দেবেশি সমারাধনতৎপরঃ। বভূবাহর্নিশং ভক্ত্যা তদ্ধ্যানৈকরতো মুনিঃ॥ ৪০॥ অহং তুষ্টস্তদা দেবি মুনেস্তস্য মহাত্মনঃ॥ ৪১॥ প্রোক্তং ময়া মহাভাগ মুনে শৃণু সমাহিতঃ। বরং বরয় বিপ্রেন্দ্র যত্তে মনসি বর্ত্ততে॥ ৪২॥ তুষ্টোহহমনয়া ভক্ত্যা তপসা দুষ্করেণ তু। লিঙ্গস্যাস্য প্রভাবেণ জাতস্ত্বং নির্ম্মলোহধুনা॥ ৪৩॥ প্রনষ্টা ব্রহ্মহত্যা তে দানবোত্থা মুনীশ্বর। মদীয়ং বচনং শ্রুত্বা তেনোক্তং বরবর্ণিনি॥ ৪৪॥ যদি দেব প্রসন্নস্ত্বং শরণাগতবৎসলঃ। ত্বদঙ্ঘ্রিযুগলে ভূয়ান্মম ভক্তির্মহেশ্বর॥ ৪৫॥ তপস্যথ তথা ধর্ম্মে ন মে বিঘ্নো ভবেদিতি। তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা কুম্ভযোনের্ম্মহাত্মনঃ। ময়া প্রোক্তং বিশালাক্ষি মুনে এবং ভবিষ্যতি॥ ৪৬॥ যত্ত্বয়া পূজিতো দেবো ব্রহ্মহত্যাবিনাশনঃ। ত্বন্নাম্না ত্রিষু লোকেষু সোহয়ং খ্যাতো ভবিষ্যতি॥ ৪৭॥ অগস্ত্যেশ্বরদেবোহপি বিখ্যাতো ভুবনত্রয়ে। এবমুক্তো ময়া দেবি স বিপ্রস্তত্র সংস্থিতঃ। কৃপয়া তস্য লিঙ্গস্য পঞ্চমুদ্রাবিভূষিতঃ

মহাপাপ করিলাম; ভগবান্ মনু অহিংসাকে পরম ধর্ম্ম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কি করি? যাই কোথায়? কি প্রকারে আমার শুদ্ধি লাভ হয়? তিনি এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার নিকট পিতামহ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আসিয়াই তিনি বলিলেন,—হে মুনিশার্দ্দূল! কি জন্য তোমাকে শোক-বিহ্বল দেখিতেছি? শীঘ্র ইহার কারণ কি বল? মুনিপুঙ্গব নমস্কারপূর্ব্বক বলিলেন,—হে দেবদেব জগন্নাথ! আমার হৃদয় নিরন্তর দগ্ধ হইতেছে; ব্রহ্মহত্যা আমায় প্রাপ্ত হইয়াছে; আমি দৈত্যগণকে নিহত করিয়াছি। হে সুরসত্তম! আপনি আমার পাপমুক্তির উপায় বলিয়া দিউন। আমার বহুকালার্জ্জিত পুণ্য বিনষ্ট হইয়াছে। মহামুনি অগস্ত্যের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া সুরশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা বলিলেন—যাহাতে আপনার সর্ব্বপাপ ক্ষয় হইবে, তাহার উপায় শ্রবণ করুন। যক্ষগন্ধর্ব্বসেবিত দিব্য মহাকালবনোদ্দেশে পিশাচতীর্থের দক্ষিণে এবং বটযক্ষিণীর উত্তরে যে অত্যুত্তম লিঙ্গ বিরাজ করিতেছেন, আপনি তাঁহার আরাধনা করুন; তাহা হইলে আপনার সর্ব্বপাপ বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। আপনি সর্ব্বপাপ-প্রণাশন ঐ শুভ লিঙ্গের আরাধনা করুন। ভগবান্ বিধাতার এই বাক্যে মহামুনি অগস্ত্য 'বাঢ়ং' বলিয়া মহাকালবনে গমন করিলেন এবং সেখানে গমন করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক অনন্যমনে অহর্নিশ পূর্ব্বোক্ত লিঙ্গের আরাধনা করিতে লাগিলেন। হে দেবি! আমি তাহাতে তুষ্ট হইলাম এবং বলিলাম,—হে মহাভাগ মুনে! সমাহিত হইয়া শ্রবণ করুন। আপনার যাহা ইচ্ছা হয়, বর গ্রহণ করুন। আমি আপনার ভক্তি ও দুষ্কর তপস্যায় তুষ্টি লাভ করিয়াছি। এই লিঙ্গপ্রভাবে আপনি অধুনা নিষ্পাপ হইয়াছেন। দানববধনিমিত্ত ব্রহ্মহত্যা আপনার নিবর্ত্তিত হইয়াছে। হে বরবর্ণিনি! আমার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া মুনি বলিলেন,—হে শরণাগতবৎসল! আমার প্রতি যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে এই হউক—যেন আপনার শ্রীচরণযুগলে আমার ভক্তি থাকে এবং আমার যেন কদাচ তপস্যায় ও ধর্ম্মে অন্তরায় ঘটে না। হে বিশালাক্ষি! তখন মুনি কুম্ভযোনির বাক্য শ্রবণ করিয়া আমি তাঁহাকে বলিলাম,—'তথাস্তু'. আপনি যে ব্রহ্মহত্যাবিনাশন দেবের পূজা করিয়াছেন, আপনার নামে তাঁহার নাম ত্রিলোক-বিখ্যাত হইবে।৩০-৪৬। তিনি অগস্ত্যেশ্বর নামে ত্রিভুবন-বিখ্যাত হইবেন। হে দেবি! আমি এইরূপ বলিলে ঐ বিপ্র তখন সেই লিঙ্গের অনুগ্রহে পঞ্চমুদ্রা-বিভূষিত হইয়া

যে নরাস্তন্মহালিঙ্গং নিরীক্ষিষ্যন্তি ভক্তিতঃ। সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তাঃ সর্ব্বকামৈরলঙ্কৃতাঃ ॥৪৯॥ ভবিষ্যন্তি মহাত্মানঃ পুত্রৈশ্বর্য্যসমন্বিতাঃ। অন্তকালে চ মাং যান্তি বিমানৈঃ সর্ব্বকামদৈঃ ॥ ৫০ ॥ স্তুতা গন্ধর্ব্বমুখ্যৈশ্চ রুদ্রলোকে চ শাশ্বতে। যেঽর্চ্চয়ন্তি সদা দেবমগস্ত্যেশ্বরসংজ্ঞকম্ ॥ ৫১ ॥ কৃতপুণ্যা নরা মর্ত্ত্যাস্তে যান্তি পরমং পদম্। সংস্মৃতে দেবদেবেশে নরাণাং কোটিজন্মজম্ ॥ ৫২ ॥ অশুভং ক্ষয়মাপ্নোতি কস্তং ন প্রণমেচ্ছিবম্। যঃ প্রণম্য নরো ভক্ত্যা দেবং তঞ্চ নিষেবতে ॥ ৫৩ ॥ মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যাদিপাতকৈর্নরকপ্রদৈঃ ॥ ৫৪ ॥ রাজসূয়শতেনৈব যৎপুণ্যঞ্চ ভবিষ্যতি। তৎ পুণ্যমধিকং দেবি দর্শনাচ্চ ভবিষ্যতি ॥ ৫৫
কিং তীর্থৈর্ব্বিবিধৈঃ স্নানৈঃ কিং দানৈর্ব্বিবিধৈঃ কৃতৈঃ। তে প্রাপ্স্যন্তি ফলং সর্ব্বে মৎপ্রসাদান্ন সংশয়ঃ ॥ ৫৬ ॥ অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দ্দশ্যাং দিনে সোমস্য শক্তিতঃ। যঃ করিষ্যতি লিঙ্গস্য পূজাং ভক্তিসমন্বিতঃ। কুলানাং তারয়ত্যেব মাতৃকং পিতৃকং শতম্ ॥৫৭॥ যে চ পশ্যন্তি পুরুষা ভাবহীনাঃ প্রসঙ্গতঃ। ন তে পশ্যন্তি সংসারে নরকং বৈ কদাচন ॥ ৫৮ ॥ এতত্তে কথিতং দেবি লিঙ্গমাহাত্ম্যমুত্তমম্। প্রথমং কথিতং লোকে দ্বিতীয়ং শৃণু যত্নতঃ ॥ ৫৯ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে চতুরশীতিলিঙ্গমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

শ্রীরুদ্র উবাচ। শৃণু গুহেশ্বরং লিঙ্গং দ্বিতীয়ং পাপনাশনম্। যস্য দর্শনমাত্রেণ জায়তে সিদ্ধিরুত্তমা ॥ ১ ॥ পুরা রথন্তরে কল্পে দেবদারুবনে শুভে। ঋষির্মঙ্কণকো নাম বেদবেদাঙ্গপারগঃ। যোগাভ্যাসরতো নিত্যং শান্তিদান্তিসমাস্থিতিঃ ॥ ২ ॥ সিদ্ধিকামস্তপস্তেপে কথং সিদ্ধো ভবাম্যহম্ রক্তময়বিকারোঽয়ং কথং যাস্যতি সংক্ষয়ম্ ॥ ৩ ॥ ইতি সঞ্চিন্ত্য হৃদয়ে প্রারব্ধং তপ উত্তমম্। বহূন্যব্দসহস্রাণি তস্যাতীতানি পার্ব্বতি ॥ ৪ কস্মিংশ্চিদথ কালে তু বিদ্ধস্য পর্ব্বতাত্মজে। করাচ্ছাকরসো জাতঃ কুশাগ্রেণ তদৈব হি ॥

ঐ স্থানে বাস করিলেন। হে দেবি! ঐ মহালিঙ্গ যে সকল নর ভক্তিপূর্ব্বক দর্শন করে, তাহারা সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্ত, ও পুত্রৈশ্বর্য্য-সমন্বিত হইয়া অন্তকালে সর্ব্বকামদ বিমান দ্বারা মদীয় লোকে গমন করিয়া থাকে এবং শাশ্বত রুদ্রলোকে গমন করিয়া তাহারা গন্ধর্ব্বমুখ্যগণ কর্ত্তৃক স্তুত হইয়া থাকে। যাহারা নিত্য অগস্ত্যেশ্বর দেবের অর্চ্চনা করে, সেই সমস্ত লোক কৃতপুণ্য হইয়া পরমপদ লাভ করিয়া থাকে। ঐ লিঙ্গ মাত্র স্মরণ করিলে নরগণের কোটীজন্মজাত পাপ নষ্ট হয়। অতএব কোন্ ব্যক্তি না তাঁহাকে প্রণাম করিবে? যে নর ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া ঐ লিঙ্গের সেবা করে, সে নরকপ্রদ ব্রহ্মহত্যাদি মহাপাপ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠান করিলে যে পুণ্য অর্জ্জিত হয়, ঐ লিঙ্গ দর্শন করিলে ততোধিক পুণ্য হইয়া থাকে। বিবিধ তীর্থস্নান ও বিবিধ দানের প্রয়োজন কি? মানবগণ আমার প্রসাদে তত্তৎকর্ম্মজনিত ফল লাভ করিয়া থাকে; ইহাতে কোন সংশয় নাই। সোমবার অষ্টমী বা চতুর্দ্দশীতে যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক লিঙ্গার্চ্চন করে, সে মাতৃ ও পিতৃকুল উদ্ধার করিয়া থাকে। যে সকল পুরুষ ভক্তিহীন হইয়াও প্রসঙ্গাধীন অগস্ত্যেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করে, তাহাদিগকেও কদাচ নরক দর্শন করিতে হয় না। হে দেবি! এইত তোমাকে লিঙ্গমাহাত্ম্য বলিলাম। এইটীই প্রথম লিঙ্গ; অতঃপর দ্বিতীয় লিঙ্গের কথা বলিতেছি, যত্নসহকারে শ্রবণ কর। ৪৭—৫৯।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত। ১।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

শ্রীরুদ্র বলিলেন,—হে দেবি! যাহার দর্শনমাত্রে উত্তমা সিদ্ধি লব্ধ হইয়া থাকে, সেই পাপনাশন দ্বিতীয় লিঙ্গ গুহেশ্বরের মহিমা শ্রবণ কর। পূর্ব্বে রথন্তর কল্পে শুভ দেবদারুবনে মঙ্কণক নামক ঋষি "কিরূপে আমি সিদ্ধি লাভ করিব? কিরূপে আমার এই রক্তময় বিকার-দেহ ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে" এইরূপ মনে করিয়া সিদ্ধি কামনায় তপস্যা করিতেন। তিনি সর্ব্বদা যোগাভ্যাসরত, শান্তি-দান্তি-সম্পন্ন, ও সিদ্ধিকামী ছিলেন। তিনি পূর্ব্বোক্ত প্রকার চিন্তা করিয়া তপস্যা আরম্ভ করিলেন। অয়ি পার্ব্বতি! এইরূপে তাঁহার বহু অব্দ অতীত হইলে একদা কুশাগ্র দ্বারা তাঁহার হস্ত বিদ্ধ

৫। স চ দৃষ্ট্বা তদাশ্চর্য্যং বিস্ময়ং পরমং গতঃ। মেনে সিদ্ধিং পরাং প্রাপ্তাং সগর্ব্বো বাক্যমব্রবীৎ। ৬। অহো তপঃপ্রভাবোঽয়ং প্রাপ্তা সিদ্ধির্ময়াদ্য বৈ। মত্তুল্যো নাস্তি বৈ বিপ্রো যেন সিদ্ধিঃ সমাগতা। ৭। শরীরং কুৎসিতং চেদং মলমূত্রেণ সংযুতম্। মজ্জস্নায়ুবসাপৃক্তমাংসশোণিতপূরিতম্। হর্ষেণ মহতা যুক্তঃ স ননর্ত্ত দ্বিজস্তথা। ৮। এতস্মিন্ নৃত্যতি বিপ্রে জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্। অনৃত্যদ্রাগসংযুক্তং প্রভাবাত্তস্য বৈ মুনেঃ। ৯। ন স্বাধ্যায়ো বষট্কারঃ কর্ম্মকাণ্ডো ন চ ক্বচিৎ। ১০। এতস্মিন্নন্তরে দেবা ব্রহ্মবিষ্ণুপুরঃসরাঃ। মামূচুর্বিস্মিতাঃ সর্ব্বে নাথ নৃত্যং তদা কুরু। ১১। ঋষৌ মঙ্কণকে দেব নৃত্যতি নৃত্যতি সর্ব্বতঃ। সদেবাসুরমানুষ্যং সর্ব্বং লোকত্রয়ং বিভো। ১২। চলিতাঃ পর্ব্বতাঃ স্থানাৎ ক্ষুভিতা মেঘপঙ্ক্তয়ঃ। শিখরাণি বিশীর্য্যন্তে ধরণী পীড়িতা ভৃশম্। ১৩। স্রোতোমাত্রা মহানদ্যো গ্রহা উন্মার্গতঃ স্থিতাঃ। ১৪। ত্রৈলোক্যং ব্যাকুলীভূতং যাবন্নায়াতি সংক্ষয়ম্। তাবন্নিবারয়স্বৈনং নান্যঃ শক্তো বিনা ত্বয়া। ১৫। তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা ত্রিদশানাং যশস্বিনি। প্রতিজ্ঞাতং ময়াত্যর্থং গত্বা তস্য সমীপতঃ। ১৬। দ্বিজরূপং সমাস্থায় ময়া পৃষ্টো দ্বিজোত্তমঃ। কিমর্থং নৃত্যসি ব্রহ্মন্ কস্মাত্তে হর্ষ আগতঃ। ১৭। বিরুদ্ধমৃষিধর্ম্মাণাং কামরাগেণ নর্ত্তনম্। গীতঞ্চ নর্ত্তনং চৈব যুবতীজনবল্লভম্। ১৮। ব্রাহ্মণস্য তপোভ্রংশঃ সদাচারস্য সত্তম। ইতি মত্বা দ্বিজশ্রেষ্ঠ কিমর্থং নৃত্যসে ভৃশম্। ১৯। ঋষিরুবাচ। কিং ন পশ্যসি ভো ব্রহ্মন্ করাচ্ছাকরসং চ্যুতম্। অতএব হি মে নৃত্যং সিদ্ধোঽহং নাত্র সংশয়ঃ। ২০। তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা হাসোঽতীব ময়া কৃতঃ। অঙ্গুষ্ঠস্তাড়িতঃ স্বীয়োঽঙ্গুল্যগ্রেণ চ পার্ব্বতি। ২১। ততো বিনির্গতং ভস্ম তৎক্ষণাদ্ধিমপাণ্ডুরম্। হাসেনোক্তো বিশালাক্ষি সগর্ব্বো ব্রাহ্মণো ময়া। ২২। পশ্য মেঽঙ্গুষ্ঠতো ব্রহ্মন্ ভূরি ভস্ম বিনির্গতম্। ন নৃত্যোঽহং ন মে হর্ষস্তথাপি মুনিসত্তম। ২৩। তদ্দৃষ্ট্বা মহদাশ্চর্য্যং লজ্জিতো দ্বিজসত্তমঃ। ধৈর্য্যঞ্চ তাদৃশং দৃষ্ট্বা বিস্ময়ং

হইলে তাঁহার হস্ত হইতে শাকরস উৎপন্ন হইল। তিনি তদ্দর্শনে অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন এবং মনে করিলেন—আমি পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছি। তখন তিনি সগর্ব্বে এইরূপ বাক্য বলিতে লাগিলেন,—অহো! আমার তপঃপ্রভাব! আমি অদ্য সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছি। আমার তুল্য সিদ্ধিপ্রাপ্ত বিপ্র আর জগতে নাই। এই মল-মূত্র-সংযুক্ত শরীর অতি কুৎসিত। ইহা মজ্জা, স্নায়ু, বসা, মাংস, ও শোণিত-পূরিত। দ্বিজ অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। তিনি নৃত্য আরম্ভ করিলে সচরাচর জগৎ তাঁহার প্রভাবে রাগসংযুক্ত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিল। তখন আর স্বাধ্যায়, বষট্কার, কর্ম্মকাণ্ড কিছুই কোথাও থাকিল না। এমন সময়ে ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ বিস্মিত হইয়া আমায় বলিলেন,—হে নাথ! নৃত্য নিবারণ করুন। ঋষি মঙ্কণক নৃত্য করায় সচরাচর জগৎ নৃত্য করিতেছে। পর্ব্বত সকল স্থানচ্যুত হইতেছে, মেঘশ্রেণী ক্ষুভিত হইতেছে, অচলশিখর বিলীন হইতেছে, ধরণী পীড়িতা হইতেছেন; মহানদীর জল সমুদয় উচ্ছলিত হইতেছে; গ্রহগণ উন্মার্গগামী হইতেছে; এবং ত্রৈলোক্য ব্যাকুলীভূত হইতেছে। হে দেব! যাহাতে প্রলয়কাল উপস্থিত না হয়, আপনি তাহা করুন। আপনি তাঁহার নৃত্য নিবারণ করুন। আপনি ব্যতীত নিবারণ করিতে আর কেহ সক্ষম নহে। হে যশস্বিনি! আমি তখন দেবগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক বিপ্রের সমীপে গিয়া উপস্থিত হইলাম এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—হে বিপ্র! কি জন্য আপনি নৃত্য করিতেছেন; আপনার এরূপ হর্ষের কারণ কি? কামরাগে নর্ত্তন, ঋষি-ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ। গীত, নর্ত্তন, ও যুবতী-জন-বাল্লভ্য, এই সকল ব্রাহ্মণের তপ ও সদাচারের অন্তরায়-স্বরূপ। ইহা জানিয়া-শুনিয়াও হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! কি জন্য আপনি নৃত্য করিতেছেন? ঋষি বলিলেন,—আপনি কি দেখিতে পাইতেছেন না,—আমার হস্ত হইতে শাকরস চ্যুত হইয়াছে; এই জন্যই আমি নৃত্য করিতেছি; আমি নিশ্চয়ই সিদ্ধ হইয়াছি, ইহাতে কোন সংশয় নাই।১—২০। হে পার্ব্বতি! আমি তখন বিপ্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত হাস্য করিলাম এবং অঙ্গুল্যগ্র দ্বারা অঙ্গুষ্ঠ তাড়িত করিলাম। তৎক্ষণাৎ আমার অঙ্গুষ্ঠ হইতে ভস্ম বিনির্গত হইল। তখন আমি সগর্ব্বে হাস্য করিতে করিতে ব্রাহ্মণকে বলিলাম,—দেখুন—আমার অঙ্গুষ্ঠ হইতে ভূরি ভস্ম নির্গত হইল; কিন্তু আমি তোমার মত হর্ষে নৃত্য করিতেছি না। তদ্দর্শনে দ্বিজসত্তম অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া আমার তাদৃশ ধৈর্য্য দর্শনপূর্ব্বক অতিশয় বিস্মিত হইলেন

পরমং গতঃ ২৪। অব্রবীৎ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা বিস্মিতেনান্তরাত্মনা। নান্যং দেবমহং মন্যে ত্বাং মুক্ত্বা বৃষভধ্বজম্। ২৫। নান্যস্য বিদ্যতে শক্তিরীদৃশী ভুবনত্রয়ে। তস্মাৎ ক্ষমস্ব দেবেশ ময়াজ্ঞানাদনুষ্ঠিতম্। ২৬। তপঃক্ষয়করং কর্ম্ম বিরুদ্ধং নর্ত্তনং সতাম্। বহুকালার্জ্জিতং পুণ্যং তপসা দুষ্করেণ তু। তদ্গতং সহসা দেব মদীয়ং নর্ত্তনেন তু। ২৭। তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা ময়োক্তো দ্বিজসত্তমঃ। বরং বরয় ভদ্রন্তে তুষ্টোঽহং দ্বিজসত্তম। ২৮। জ্ঞানেনানেন বিপ্রেন্দ্র কং তে কামং করোম্যহম্। ২৯। ঋষিরুবাচ। যদি দেব প্রসন্নস্ত্বং শরণাগতবৎসল। যথা ন স্যাত্তপোহানিস্তথা নীতির্বিধীয়তাম্। ৩০। ময়া প্রোক্তং প্রসন্নেন তস্য বিপ্রস্য পার্ব্বতি। তপস্তে বর্দ্ধতাং বিপ্র মহাকালবনং ব্রজ। ৩১। তত্রাস্তে সর্ব্বদা পুণ্যা সপ্তকল্পোদ্ভবা গুহা। পিশাচেশ্বরদেবস্য উত্তরেণ ব্যবস্থিতা। ৩২। তত্র দ্রক্ষ্যসি যল্লিঙ্গং সপ্তকল্পোদ্ভবং শুভম্। তস্য দর্শনমাত্রেণ তপস্তে বৃদ্ধিমেষ্যতি। ৩৩। কামক্রোধোদ্ভবং পাপং লোভমোহসমন্বিতম্। ঈর্ষ্যামৎসরজং চৈব নাশং যাতি চ কিল্বিষম্। ৩৪। মদীয়ং বচনং শ্রুত্বা স বিপ্রো বেদপারগঃ। শ্রুত্বা চ নিয়মং দেবি মদুক্তং স ততো দ্বিজঃ। ৩৫। নিঃস্পৃহো নিয়তো ভূত্বা নমস্কৃত্য পুনঃপুনঃ। আজগাম গুহা যত্র মহাকালবনোত্তমে। ৩৬। দদর্শ তত্র তল্লিঙ্গং তপসো বর্দ্ধনং পরম্। দ্বাদশাদিত্যসঙ্কাশো জাতো বৈ লিঙ্গদর্শনাৎ। ৩৭। এতস্মিন্নন্তরে দেবি দেবৈরুক্তং নভস্তলে। গোপ্যং লিঙ্গং গুহোত্থং তু দৃষ্টং মঙ্কণকেন তু। ৩৮। সিদ্ধিঃ প্রাপ্তা দ্বিজেনৈব দর্শনেন সুদুর্লভা। তস্মাদ্‌গুহেশ্বরো দেবি ভবিষ্যতি মহীতলে। ৩৯। ভক্ত্যা পরময়োপেতা যে দ্রক্ষ্যন্তি গুহেশ্বরম্। ন তেষাং জায়তে বিঘ্নো ধর্ম্মস্য তপসস্তথা। ৪০। অষ্টম্যাং বা চতুর্দ্দশ্যাং দর্শনং যঃ করিষ্যতি। ব্রহ্মলোকং গমিষ্যন্তি পিতরস্তস্য দেহিনঃ। ৪১। অত্রাগত্য প্রযত্নেন দর্শনং যঃ করিষ্যতি। উদ্ধরিষ্যতি চাত্মানং পুরুষানেকবিংশতিম্। ৪২। কৃত্বা পাপসহস্রাণি দর্শনং যঃ করিষ্যতি। স যাতি পরমং স্থানং যত্র দেবো মহে-

এবং কৃতাঞ্জলি-পুটে বিস্মিতভাবে বলিলেন,—আমি অদ্য হইতে আপনি ব্যতীত আর অন্য দেবতাকে মানিব না, ত্রিভুবন মধ্যে অন্য দেবতার আপনার ন্যায় শক্তি নাই। অতএব হে দেবেশ! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। আমি অজ্ঞান বশতই ঐরূপ তপঃক্ষয়কর অসজ্জনোচিত নর্ত্তন করিয়াছিলাম। আমি বহুকাল দুষ্কর তপস্যা করিয়া পুণ্য অর্জ্জন করিয়াছিলাম; নর্ত্তন দ্বারা আমার সে পুণ্য বিনষ্ট হইল। তাঁহার বাক্য শুনিয়া আমি তাঁহাকে বলিলাম,—হে দ্বিজসত্তম! আমি আপনার ঈদৃশ জ্ঞান দর্শনে তুষ্ট হইয়াছি। আপনি বর প্রার্থনা করুন। হে বিপ্রেন্দ্র! আমি আপনার কোন্ কর্ম্ম করিব, তাহা বলুন? ঋষি বলিলেন,—হে শরণাগত-বৎসল! যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন, তবে যাহাতে আমার তপোহানি না হয়, আপনি তাহা করুন। হে পার্ব্বতি! আমি তখন তাঁহাকে বলিলাম,—হে বিপ্র! আপনার তপস্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে, আপনি মহাকালবনে গমন করুন। ঐ স্থানে সপ্তকল্পোদ্ভবা এক শুভা গুহা আছে। ঐ গুহা পিশাচেশ্বরের উত্তর দিকে অবস্থিত। ঐ স্থানে আপনি লিঙ্গ দেখিবেন, ঐ লিঙ্গ সপ্তকল্পোদ্ভব এবং শুভ। তাঁহার দর্শনমাত্রে আপনার তপস্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। আপনার কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, ঈর্ষ্যা, মাৎসর্য্য-জনিত যে কিছু পাপ নষ্ট হইবে। হে দেবি! তখন আমার বাক্য ও মদুক্ত নিয়ম শুনিয়া দ্বিজ আমাকে পুনঃপুনঃ নমস্কারপূর্ব্বক যেখানে গুহা বিদ্যমান, সেই মহাকালবনে আগমন করিলেন। ঐ স্থানে আগমন করিয়া তিনি তপোবর্দ্ধন সেই লিঙ্গ দর্শন করিলেন এবং দর্শন করিবা মাত্র তিনি দ্বাদশাদিত্যসঙ্কাশ হইয়া গেলেন। এমন সময়ে নভস্থল হইতে দেবগণ বলিতে লাগিলেন,—এই গুহোত্থ গোপ্য লিঙ্গ মঙ্কণ দর্শন করিলেন। ইহার ফলে ইনি সুদুর্লভ সিদ্ধি প্রাপ্ত হইবেন আর এই লিঙ্গ অদ্য হইতে মহীতলে গুহেশ্বর নামে খ্যাত হইলেন। ২১—৩৯। যে নর ভক্তি সহকারে এই গুহেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করিবে, কদাচ তাহার ধর্ম্ম ও তপস্যার ব্যাঘাত জন্মিবে না। অষ্টমী বা চতুর্দ্দশীতে যে মানব এই লিঙ্গ দর্শন করিবে, তাহার পিতৃলোকগণ ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া থাকেন। ঐ স্থানে আগমন করিয়া পরম যত্ন সহকারে যাঁহারা লিঙ্গ দর্শন করেন, তাঁহারা আপনাকে এবং স্বীয় একবিংশতি পুরুষকে উদ্ধার করিয়া থাকেন। যে মানব সহস্র পাপ করিয়া ঐ লিঙ্গ

ক্ষয়ঃ ॥ ৪৩ ॥ ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং স্তেয়ং গুর্ব্বঙ্গনাগমঃ। দর্শনাত্তস্য লিঙ্গস্য সর্ব্বং যাস্যতি সংক্ষয়ম্ ॥ ৪৪ ॥ যৎকিঞ্চিদশুভং কর্ম্ম জন্মকোটিশতার্জ্জিতম্। ক্ষয়ং যাস্যতি তৎসর্ব্বং স্পর্শমাত্রেণ নান্যথা ॥ ৪৫ ॥ মহাপাতকযুক্তা হি দেহিনো যে মহীতলে। তেঽপি লিঙ্গং সমাসাদ্য মুচ্যন্তে সর্ব্বপাতকৈঃ ॥ ৪৬ ॥ ইত্যুক্ত্বা স দ্বিজো দেবি দিব্যো মঙ্কণকো মুনিঃ। কৃত্বাশ্রমপদং পুণ্যং তত্রৈব তপসি স্থিতঃ ॥ ৪৭ ॥ এষ বৈ কথিতো দেবি প্রভাবঃ পাপনাশনঃ। শ্রবণাৎ কীর্ত্তনাদ্বাপি সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৪৮ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে গুহেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

শ্রীরুদ্র উবাচ। ঢুণ্ঢেশ্বরং তৃতীয়ন্তু সুখস্বর্গফলপ্রদম্। সর্ব্বপাপহরং লিঙ্গং নৃণাং দুষ্কৃতনাশনম্ ॥ ১ ॥ ঢুণ্ঢশ্চাসীৎ পুরা দেবি কৈলাসে গণনায়কঃ। স চ কামী দুরাচারো ব্যসনোপহতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ২ ॥ গতোঽহসৌ শক্রলোকন্তু কৌতুকার্থং যদৃচ্ছয়া। যত্র নৃত্যতি সা রম্ভা শক্রস্যাগ্রে বিবৃণ্বতী ॥ ৩ ॥ ভাবান্ বহুবিধান্ রম্যান্ দৃষ্টিহস্তাদিকান্ শুভান্। সূচীবিদ্ধাদিকরণান্ পতাকাদিকহস্তকান্। নৃত্যং হস্তাদিসংযুক্তং লয়তালানুগং তথা ॥ ৪ ॥ শক্রোঽপি ত্রিদশৈঃ সার্দ্ধং তন্মুখাসক্তলোচনঃ। বভূব হৃষ্টচেতা বৈ হৃষিতাঙ্গরুহাননঃ ॥ ৫ ॥ এতস্মিন্নন্তরে দেবি ঢুণ্ঢস্তল্ললিতেন তু। কামরাগবশেনৈব ভাব্যর্থেন চ মোহিতঃ ॥ ৬ ॥ তেন রঙ্গরতা রম্ভা পুষ্পগুচ্ছেন তাড়িতা। স শপ্তো বাসবেনৈব দৃষ্ট্বান্যায়ং গণস্য তু ॥ ৭ ॥ পত ত্বং মানুষ লোকং রঙ্গভঙ্গস্ত্বয়া কৃতঃ। ইতি শপ্তো গণো দেবি শক্রেণামিততেজসা ॥ ৮ ॥ পতিতো মানুষে লোকে বিসংজ্ঞো বিহ্বলেন্দ্রিয়ঃ। কাদিগ্‌ভূতো হতোৎসাহো বিললাপ পুনঃপুনঃ ॥ ৯ ॥ অহোঽন্যায়ফলং প্রাপ্তং ময়া মোহাদনুষ্ঠিতম্। তস্মান্নীতির্বিধাতব্যা পুরুষেণ বিজানতা ॥ ১০ ॥ ন্যায়মার্গং সমাশ্রিত্য

দর্শন করে, সে মহেশ্বরাধিষ্ঠিত পরম স্থানে গমন করে। ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, স্তেয়, গুর্ব্বঙ্গনাগমন প্রভৃতি পাপ, তাঁহার দর্শনমাত্রে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। জন্মকোটিশতার্জ্জিত যাহা কিছু অশুভ কর্ম্ম, তাহা লিঙ্গস্পর্শনমাত্রে ক্ষয় হইয়া যায়। এই মহীতলে যাহারা মহাপাতকযুক্ত তাহারা এই লিঙ্গসমীপে আগমন মাত্রেই সর্ব্বপাতক হইতে মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। হে দেবি! এই কথা বলিয়া মঙ্কণক মুনি আশ্রম প্রস্তুত করিয়া ঐ স্থানেই তপস্যায় নিরত হইলেন। হে দেবি এই আমি গুহেশ্বর লিঙ্গের পাপনাশন প্রভাব কীর্ত্তন করিলাম। ইহা শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিলে সর্ব্ব পাপ বিনষ্ট হয়। ৪০—৪৮।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত। ২।

তৃতীয় অধ্যায়।

শ্রীরুদ্র বলিলেন,—হে দেবি! অতঃপর ঢুণ্ঢেশ্বর নামক তৃতীয় লিঙ্গের কথা শ্রবণ কর। এই লিঙ্গ সুখস্বর্গফলপ্রদ, সর্ব্বপাপহর, ও নরগণের দুষ্কৃতিনাশন। হে দেবি! ঢুণ্ঢ নামে কৈলাসে এক গণনায়ক ছিল। সে অত্যন্ত কামী, দুরাচার ও ব্যসনোপহতেন্দ্রিয় ছিল। একদা ঢুণ্ঢ কৌতুকার্থ যদৃচ্ছাবশে শক্রলোকে গমন করে। সেখানে গিয়া সে দেখে যে, রম্ভা শক্রের সম্মুখে নৃত্য করিতেছে এবং নাচিতে নাচিতে দৃষ্টিভঙ্গী, হস্তভঙ্গী, সূচীবিদ্ধাদি করণ প্রভৃতি বহুবিধ রমণীয় ভাব বিস্তার করিতেছে। সে পতাকাধারণভঙ্গীতে এবং হস্তাদিসংযোগে লয়তান সন্নিবেশিত করিয়া সুললিত রূপে নৃত্য করিতেছে। শক্র অপরাপর দেবগণের সহিত তন্মুখাসক্তদৃষ্টি হইয়াছেন। তিনি হৃষ্টচেতা ও রোমাঞ্চিত হইয়াছেন। হে দেবি! এমন সময়ে ঢুণ্ঢ রম্ভার ললিত নৃত্যে মুগ্ধ হইয়া কামভাবে তাহাকে পুষ্পগুচ্ছ নিক্ষেপ করিয়া তাড়িত করিল। শক্র তাহার অন্যায়াচরণ দর্শন করিয়া এই বলিয়া তাহাকে শাপ দিলেন যে, তুই মানুষলোকে পতিত হ; যে হেতু তুই রঙ্গভঙ্গ করিলি। শক্র কর্ত্তৃক এইরূপ অভিশপ্ত হইয়া ঢুণ্ঢ তখন সংজ্ঞাহীন ও বিহ্বলেন্দ্রিয়ভাবে মানুষ লোকে পতিত হইল এবং পতিত হইয়া নিরুৎসাহভাবে পুনঃপুন এই প্রকার বিলাপ করিতে লাগিল,—আমি মোহবশে অন্যায়াচরণ করিয়া তাহার নিদারুণ ফল প্রাপ্ত হইলাম। অতএব জ্ঞানপূর্ব্বক পুরুষগণ নীতি

যেন সিদ্ধির্ভবেন্মম ॥ ১১ ॥ ইত্যুক্ত্বা স তপস্তেপে মহেন্দ্রে পর্ব্বতোত্তমে। শ্রীশৈলে মলয়ে বিন্ধ্যে পারিযাত্রে যমালয়ে ॥ ১২ ॥ নো সিদ্ধোহসৌ যদা দেবি তদা গঙ্গামহস্তটম্। যমুনাং চন্দ্রভাগাঞ্চ বিতস্তাং নর্ম্মদাং নদীম্ ॥ ১৩ ॥ গোদাবরীং ভীমরথীং কৌশিকীং শারদাং শিবাম্। চর্ম্মণ্বতীং সমাসাদ্য স্নাত্বা ত্যক্তক্রিয়েঽভবৎ ॥ ১৪ ॥ তীর্থং ব্যর্থং তপো ব্যর্থং তীর্থযাত্রাফলং যতঃ। ন প্রাপ্তং চ ময়াভীষ্টমটতা কর্ম্মভূমিষু ॥ ১৫ ॥ এতস্মিন্নন্তরে দেবি বাগুবাচাশরীরিণী। আশ্বাসয়ন্তী গণপং মহাকালায়নে ব্রজ ॥ ১৬ ॥ প্রয়াগাদ্যানি তীর্থানি পৃথিব্যাং যানি সন্তি বৈ। সদা সিদ্ধিকরং তেষাং মহাকালং বিশিষ্যতে ॥ ১৭ ॥ তত্রাস্তে সুমহাপুণ্যং লিঙ্গং সর্ব্বার্থসাধকম্। পিশাচেশ্বরসান্নিধ্যে তমারাধয় সত্বরম্ ॥ ১৮ ॥ প্রসাদাত্তস্য লিঙ্গস্য পুনর্যাস্যসি শাঙ্করম্। লোকং তেজস্বিনাং গম্যং দুর্লভং পাপিনাং সদা ॥ ১৯ ॥ ইতি শ্রুত্বা ততো বাণীমাকাশস্থাং গণস্তদা। আজগাম মুদা যুক্তো মহাকালবনোত্তমে ॥ ২০ ॥ দদর্শ তত্র তল্লিঙ্গং সর্ব্বসম্পৎকরং শুভম্। পূজয়ামাস দেবেশং ভক্ত্যা পরময়া যুতঃ ॥ ২১ ॥ লিঙ্গমধ্যাত্ততো বাণী নিঃসৃতা পর্ব্বতাত্মজে। অহো তুষ্টোঽহস্মি তে বৎস কিং কামং প্রদদাম্যহম্ ॥ ২২ ॥ ঢুণ্ঢ উবাচ। যদি তুষ্টোঽসি দেবেশ শরণাগতবৎসল। ত্বৎপাদপঙ্কজে ভূয়াদ্ভক্তির্মেঽবিচলা সদা ॥ ২৩ ॥ বরমেনং প্রযচ্ছাশু যদি তুষ্টো মহেশ্বরঃ ॥ ২৪ ॥ যে চ ত্বাং মানবা দেব পশ্যন্তি পরমেশ্বর। পাপাৎ সদ্যো বিনির্ম্মুক্তাস্তে ভবন্তু মহীতলে ॥ ২৫ ॥ ঢুণ্ঢস্য ভাষিতং শ্রুত্বা লিঙ্গেনোক্তং যশস্বিনি। যে চ মাং পূজয়িষ্যন্তি শ্রদ্ধয়া পরয়া পুনঃ। তে ভবিষ্যন্তি সততং সদা পাতকবর্জ্জিতাঃ ॥ ২৬ ॥ লপ্স্যন্তি তে পরান্ কামান্ ভবিষ্যন্তি গণোত্তমাঃ। পূজ্যাঃ সর্ব্বেষু লোকেষু সর্ব্বালঙ্কারভূষিতাঃ ॥ ২৭ ॥ এবং লব্ধবরো ঢুণ্ঢঃ প্রাঞ্জলিঃ পুনরব্রবীৎ। মন্নাম্না প্রথিতং লিঙ্গং সম্ভূয়াদ্ভুবনে সদা ॥ ২৮ ॥ এবমাস্ত্বিতি লিঙ্গেন প্রোক্তং তুষ্টেন পার্ব্বতি। তদাপ্রভৃতি বিখ্যাতো দেবো ঢুণ্ঢেশ্বরঃ পরঃ ॥ ২৯ ॥ যস্য দর্শনমাত্রেণ সদা

অবলম্বন করিবেন। স্থায়মার্গ অবলম্বন করিলে আমার সিদ্ধিলাভ হইবে, এইরূপ স্থির করিয়া ঢুণ্ঢ মহেন্দ্র পর্ব্বতে, শ্রীশৈলে, মলয়ে, বিন্ধ্যে, পারিযাত্রে, ও যমালয়ে তপস্যা করিল। কিন্তু তাহাতে যখন সিদ্ধি লাভ করিতে পারিল না, তখন সে গঙ্গা, যমুনা, চন্দ্রভাগা, বিতস্তা, নর্ম্মদা, গোদাবরী, ভীমরথী, কৌশিকী, শারদা, শিবা, চর্ম্মণ্বতী প্রভৃতি নদীতে স্নানাচরণ করিয়া তাহাতেও অসিদ্ধি দর্শনপূর্ব্বক সে মনে মনে বলিতে লাগিল,—তীর্থ ব্যর্থ, তপ ব্যর্থ, ও তীর্থযাত্রা-ফল ব্যর্থ; যেহেতু আমি এই সকল অনুষ্ঠান করিয়াও অভীষ্টলাভ করিতে পারিলাম না। হে দেবি! এমন সময়ে এক অশরীরিণী বাণী তাহাকে সমাশ্বাসিত করিয়া বলিল,—তুমি মহাকালবনে গমন কর। প্রয়াগাদি যাবতীয় তীর্থ পৃথিবীতে বিদ্যমান আছে, তৎসমুদয় অপেক্ষা মহাকালবন বিশিষ্ট এবং সিদ্ধিদায়ক। ঐস্থানে পিশাচেশ্বরসন্নিকটে মহাপুণ্য সর্ব্বার্থ-সাধক এক লিঙ্গ আছেন। তুমি সত্বর তাঁহার আরাধনা কর। তাঁহার প্রসাদে তুমি পাপীদিগের দুর্লভ তেজস্বিগম্য শঙ্কর লোকে গমন করিবে। ঢুণ্ঢ এইরূপ আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া মহাকালবনোত্তমে আগমন করিল। তথায় আগমন করিয়া সে সর্ব্বসম্পৎকর শুভ লিঙ্গ দর্শন করিল এবং পরম ভক্তি সহকারে তাঁহার পূজা সমাধা করিল। তখন লিঙ্গমধ্য হইতে এইরূপ বাণী উদ্ভূত হইল,—হে বৎস! আমি তুষ্ট হইয়াছি, তোমায় কি কামবর প্রদান করিব, তাহা তুমি বল। ঢুণ্ঢ বলিল,—হে শরণাগতবৎসল! আপনি যদি আমার প্রতি তুষ্ট হইয়াছেন, তাহা হইলে এই বর প্রদান করুন যে, যেন আপনার পাদপঙ্কজে আমার সর্ব্বদা অচলা ভক্তি থাকে। আপনি যদি তুষ্ট হইয়াছেন, তাহা হইলে আমায় এই বরই প্রদান করুন। হে পরমেশ্বর! যে সকল মানব আপনাকে দর্শন করে, তাহারা সদাই পাপ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া মহীতলে বিরাজ করিয়া থাকে। হে যশস্বিনি! ঢুণ্ঢের বাক্য শ্রবণ করিয়া লিঙ্গ বলিলেন, যাহারা পরম শ্রদ্ধা সহকারে আমার পূজা করিবে, তাহারা সর্ব্বদা পাতকবর্জ্জিত হইবে; পরম কামনা লাভ করিবে; এবং সর্ব্বলঙ্কারভূষিত গণোত্তম হইয়া সর্ব্বলোকে পূজ্য হইবে। ঢুণ্ঢ পূর্ব্বোক্ত প্রকার বরলাভ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে পুনরায় বলিল,—এই লিঙ্গ আমার নামে জগতে প্রথিত হউক। লিঙ্গ তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—'এবমস্তু'। তদবধি ঐ লিঙ্গ ঢুণ্ঢেশ্বর নামে বিখ্যাত হইল। ঐ ঢুণ্ঢেশ্বর লিঙ্গ দর্শনমাত্রে

সিদ্ধির্ভবেন্নৃণাম্ ॥ ৩০ ॥ ভক্ত্যা যে পূজয়িষ্যন্তি দেবং ঢুণ্ঢেশ্বরং পরম্। আজন্মপ্রভবং পাপং তেষাং যাস্যতি তৎক্ষণাৎ ॥ ৩১ ॥ স এব সুকৃতী লোকে স এব মম বল্লভঃ। যঃ পশ্যতি নরো ভক্ত্যা লিঙ্গং ঢুণ্ঢেশ্বরং পরম্ ॥ ৩২ ॥ রাজসূয়শতেনৈব যৎপুণ্যং চ ভবিষ্যতি। ততো ভবিষ্যত্যধিকং ঢুণ্ঢেশ্বরনিরীক্ষণাৎ ॥ ৩৩ ॥ মানসং বাচিকং বাপি কায়িকং গুহ্যসম্ভবম্। প্রকাশং বাপ্রকাশঞ্চ প্রসঙ্গাদপি যৎকৃতম্। তৎসর্ব্বং যাস্যতি ক্ষিপ্রং ঢুণ্ঢেশ্বরস্য দর্শনাৎ ॥ ৩৪ ॥ ইত্যুক্তস্তু ময়া দেবি স ঢুণ্ঢো গণনায়কঃ। কৃতো লিঙ্গস্য মাহাত্ম্যাদ্‌গতো লোকে মদীয়কে। রেজে চ গণপৈঃ সার্দ্ধং মমাভীষ্টতরোঽভবৎ ॥ ৩৫ ॥ এব তে কথিতো দেবি প্রভাবঃ পাপনাশনঃ। শ্রবণাৎ কীর্ত্তনাচ্চাপি মম লোকে মহীয়তে ॥ ৩৬ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ঢুণ্ঢেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ। খ্যাতোঽবন্ত্যাং চতুর্থোঽসৌ দেবো ডমরুকেশ্বরঃ। দৃষ্টে যস্মিন্ জগন্নাথে যাতি পাপঞ্চ সংক্ষয়ম্ ॥ ১ ॥ পুরা বৈবস্বতে কল্পে রুরুর্নাম মহাসুরঃ। তস্য পুত্রো মহাবাহুর্বজ্রো নাম মহাবলঃ। বভূব স মহাকায়স্তীক্ষ্ণদংষ্ট্রো ভয়ঙ্করঃ ॥ ২ ॥ তেন দেবাঃ স্বাধিকারাচ্চালিতাস্ত্রিদশালয়াৎ ॥ ৩ ॥ ততো নীতং ধনং তেষাং ব্রহ্মাণং তে ততো যযুঃ। ব্রহ্মাপি ভয়সংবিগ্নো বভূবাকুলিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৪ ॥ জ্ঞাত্বাবধ্যং সুরৈঃ সার্দ্ধং সর্ব্বৈঃ সোঽথ মহাবলঃ। তেষু নষ্টেষু যে বিপ্রা যজ্বানোঽথ তপস্বিনঃ। তান্ জঘান স দুষ্টাত্মা যে চান্যে ধর্ম্মচারিণঃ ॥ ৫ ॥ নিঃস্বাধ্যায়বষট্কারং তদাসীদ্ধরণীতলম্। নষ্টযজ্ঞোৎসবং দেবি হাহাভূতমচেতনম্ ॥ ৬ ॥ ততঃ প্রব্যথিতা দেবাস্তথা সর্ব্বে মহর্ষয়ঃ। সমেত্যামন্ত্রয়ন্মন্ত্রং বধার্থং তস্য দুর্ম্মতেঃ ॥ ৭ ॥ ততঃ কায়োঽভবৎ সদ্যঃ সর্ব্বেষাং পুরতস্তদা। তেষাং চিন্তয়তাং দেবি তেজঃপুঞ্জেন চাবৃতঃ ॥ ৮ ॥ তস্মাৎ

মানবের সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক ঢুণ্ঢেশ্বরের পূজা করে, তাহার আজন্ম-কৃত পাপ তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়। ভক্তি পূর্ব্বক ঢুণ্ঢেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করিলে মানব সুকৃতী ও আমার প্রিয় হয়। শত রাজসূয় যজ্ঞে যে পুণ্য লাভ হয়, ঢুণ্ঢেশ্বর নিরীক্ষণে ততোধিক পুণ্য লাভ হইয়া থাকে। মানস, বাচিক, কায়িক, গুহ্য-সম্ভূত প্রকাশ্য, অপ্রকাশ্য বা প্রসঙ্গাধীন যে সকল পাপ হইয়া থাকে, তৎসমুদয়ই ঢুণ্ঢেশ্বর দর্শনে বিনষ্ট হইয়া থাকে। হে দেবি! ঢুণ্ঢ আমা কর্ত্তৃক উক্ত হইয়া লিঙ্গ পূজা করিয়া লিঙ্গ-মাহাত্ম্যে মদীয় লোকে গমন করিল এবং আমার প্রিয়তম হইয়া গণপতিগণের সহিত বিরাজ করিতে লাগিল। হে দেবি! এই আমি তোমার নিকট পাপনাশন প্রভাব কীর্ত্তন করিলাম, ইহা শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিলে মদীয় লোকে গতি হইয়া থাকে। ২২—৩৬।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত। ৩।

চতুর্থ অধ্যায়।

শ্রীমহাদেব বলিলেন,—যাহা দর্শন করিলে পাপ ক্ষয় হয়, অবন্তীস্থিত সেই চতুর্থলিঙ্গ ডমরুকেশ্বরের মাহাত্ম্য বলিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে বৈবস্বত মন্বন্তরে রুরু নামে এক দৈত্য ছিল। তাহার পুত্রের নাম বজ্র। বজ্র মহাবল বীর মহাকায় তীক্ষ্ণদংষ্ট্র ও অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ছিল। তাহার প্রতাপে দেবগণ স্বাধিকারচ্যুত হন। তাঁহাদের ধন-রত্নাদি সমুদয় ঐ দৈত্য অপহরণ করে। এমন সময়ে দেবগণ ব্রহ্মার শরণ লন। ব্রহ্মাও বজ্রদৈত্যকে অবধ্য জানিয়া ভয় সংবিগ্ন ও ব্যাকুলিতেন্দ্রিয় হইয়া পড়েন। অনন্তর দেবগণ পলায়ন-পরায়ণ হইলে যজ্বা তপস্বী ধর্ম্মচারী বিপ্রগণ ঐ দুষ্ট দৈত্য কর্ত্তৃক নিহত হইতে লাগিলেন। তখন স্বাধ্যায়, বষট্কার, যজ্ঞ, উৎসব, এ সমুদয় পৃথিবী হইতে অন্তরিত হইল। ধরণীতল হাহাকারময় হইয়া উঠিল। ঐ সময় দেবগণ ও মহর্ষিগণ অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন এবং তাঁহারা সমবেত হইয়া দুর্ম্মতি দৈত্যের বধের নিমিত্ত মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। ১—৭। তাঁহারা মন্ত্রণা করিতে থাকিলে তাঁহাদের সম্মুখে তেজঃপুঞ্জাবৃত এক দেহ আবি-

কৃত্যা সমুৎপন্না দিব্যা কমললোচনা। দ্যোতয়ন্তী দিশঃ সর্ব্বাঃ স্বতেজোভিঃ সমন্ততঃ॥ ৯॥ সাব্রবীৎ ত্রিদশান্ সর্ব্বান্ কস্মাৎ সৃষ্টা হ্যহং সুরাঃ। যৎ কর্ত্তব্যং ময়া কর্ম্ম তচ্ছীঘ্রং সন্নিবেদ্যতাম্॥ ১০॥ ততস্তে ত্রিদশাঃ সর্ব্বে শ্রুত্বা তস্যাঃ শুভা গিরঃ। আচখ্যুঃ সকলং তস্যৈ তদা বজ্রস্য চেষ্টিতম্॥ ১১॥ শ্রুত্বা জহাস সা দেবী সাট্টহাসং মুহুর্ম্মুহুঃ। তস্যা হসন্ত্যা নিঃসস্রুঃ কন্যাঃ কমললোচনাঃ॥ ১২॥ পাশাঙ্কুশধরা রৌদ্রা জ্বালামালাবৃতাননাঃ। ফেৎ-কারেণ চ সন্নাদৈশ্চালয়ন্ত্যশ্চরাচরম্॥ ১৩॥ গতাঃ সর্ব্বা মহাদেবি যত্র বজ্রো মহাসুরঃ। যুদ্ধং তু তুমুলং জাতং তাভিস্তস্য ভয়াবহম্॥ ১৪॥ শস্ত্রা-স্ত্রৈর্বহুধা মুক্তৈর্ব্যাপ্তঞ্চৈব দিগন্তরম্। সন্নদ্ধাখিল-সৈন্যাস্তে যুযুধুঃ সমরে ভৃশম্॥ ১৫॥ ততঃ প্রব-বৃতে যুদ্ধং তয়া দেব্যা সুরদ্বিষাম্। ততো মাতৃ-গণং ক্রুদ্ধং মর্দ্দয়ন্তং মহাসুরান্। পরাঙ্মুখং বলং দৃষ্ট্বা বজ্রো মায়ামথাসৃজৎ॥ ১৬॥ তামসীং নাম দুঃসাধ্যাং যথা মুহ্যন্তি কন্যকাঃ॥ ১৭॥ তমোভূতে ততস্তস্মিন্ সা দেবী ভয়বিহ্বলা। তাভিঃ সার্দ্ধং সমায়াতা মহাকালবনোত্তমম্॥ ১৮॥ কপালবান্ হরো যত্র লিঙ্গাকারেণ সংস্থিতঃ। জ্ঞাত্বা মাতৃগণং নষ্টং ততো মায়াপ্রভাবতঃ॥ ১৯॥ বজ্রো-ঽপি ত্রিদশান্ জ্ঞাত্বা দেব্যা সার্দ্ধমথোষিতান্। আজগাম তমুদ্দেশং স্বসৈন্যপরিবারিতঃ॥ ২০॥ মহাকালবনে দিব্যে রথকোটিশতৈর্বৃতঃ। সমন্তাচ্চ বনং দেবি তৎক্রুদ্ধো বাক্যমব্রবীৎ॥ ২১॥ অদ্য দেবান্ হনিষ্যামি তয়াস্মাকং সুদু-ষ্টয়া। কন্যাভিঃ সহ যা নষ্টা তমোমায়া-বলেন তু॥ ২২॥ এতাস্মন্নন্তরে কালে নারদো মুনিসত্তমঃ। সোৎসুকস্তু সমায়াতো মন্দরে চারু-কন্দরে॥ ২৩॥ কথয়ামাস দেবানাং বজ্রাদ্দেব-পরাভবম্॥ ২৪॥ মহাকালবনে দেব তাড়িতাস্ত্রিদশাঃ প্রভো। বজ্রেণ রুরুপুত্রেণ তস্মাদ্‌যাহি মহেশ্বর॥ ২৫॥ নারদস্য বচঃ শ্রুত্বা ততোঽহং পরমেশ্বরি। মন্দরাদাগতস্তূর্ণং কৃত্বা রূপং সুভৈরবম্॥ ২৬॥

ভূত হইল। তাহা হইতে দিব্যা কমললোচনা এক কৃত্যা সমুৎপন্না হইলেন। ঐ কৃত্যা স্বীয় তেজে দিক্ সকল প্রদীপিত করিয়া বলিলেন—হে সুরগণ! কি জন্য আমায় সৃজন করিলে? আমাকে যাহা করিতে হইবে, তাহা শীঘ্র নিবেদন কর। অনন্তর দেবগণ তাঁহার শুভ বাক্যের শ্রুতি করিয়া দুরাত্মা বজ্র-চেষ্টিত আমূলতঃ নিবেদন করিলেন। তৎ-শ্রবণে দেবী মুহুর্ম্মুহু অট্টহাস্য করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার অট্টহাস্য হইতে কমললোচনা বহু কন্যা নিঃসৃত হইল। ঐ কন্যাগণ পাশাঙ্কুশধরা বিভীষিকা-ময়ী ও জ্বালা-মালাবৃতাননা। তাহাদের ফেৎকার শব্দে ও গম্ভীর নাদে চরাচর জগৎ কম্পিত হইতে লাগিল। হে মহাদেবি! এইরূপে তাঁহারা মহা-সুর বজ্র উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। দৈত্য বজ্রের সহিত তাঁহাদের তুমুল ভয়াবহ রণসঙ্ঘর্ষ উপস্থিত হইল। বহুধা-মুক্ত শস্ত্রাস্ত্র দ্বারা দিগন্তর পরিপূর্ণ হইল। সন্নদ্ধ সৈন্যগণ সমরে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করিতে লাগিল। অনন্তর দেবীর সহিত দৈত্যগণের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মাতৃকাগণ ক্রুদ্ধ দৈত্যসৈন্যগণকে নিহত করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া দৈত্যসৈন্যগণ রণ-পরাঙ্মুখ হইল। তদ্দর্শনে বজ্র তাহার দুঃসাধ্যা তামসী মায়া সৃজন করিল। ঐ মায়া-প্রভাবে মাতৃকাগণ মোহ প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। তখন রণস্থল তমোভূত হইয়া উঠিল। ঐ সময় দেবী ভয়-বিহ্বলা হইয়া মাতৃকাগণের সহিত মহাকাল বনোত্তমে আগমন করিলেন। ঐ স্থানে কপালবান্ হর লিঙ্গাকারে অবস্থিত। দৈত্য বজ্র স্বীয় মায়া-প্রভাবে মাতৃকা-গণকে নিহত মনে করিল এবং দেবীর পক্ষে দেবগণ অবস্থিত, ইহা মনে করিয়া সসৈন্যে রথকোটি-পরি-বৃত হইয়া তাঁহাদের উদ্দেশে মহাকালবনে আগমন করিল। ঐ স্থানে আগমন করিয়া সে সক্রোধে বলিতে লাগিল যে, অদ্য আমি সেই দুষ্টার সহিত দুরাত্মা দেবগণকে নিহত করিব। সে দুষ্টা আমার তমো-মায়া-বলে মাতৃকাগণের সহিত রণে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া পলায়ন করিয়াছে। ৮—২২। বজ্র এইরূপ আস্ফালন করিতে থাকিলে, ওদিকে মহর্ষি নারদ কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া চারুকন্দর মন্দরে হর-সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে বজ্রদৈত্য হইতে দেবগণের পরাভব-বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। মুনি বলিলেন—হে প্রভো মহেশ্বর! দুষ্ট বজ্র দৈত্য কর্ত্তৃক দেবগণ মহাকালবনে তাড়িত হইয়াছেন। হে পরমেশ্বরি! তখন আমি নারদমুখে দেব-পরাভব শ্রবণ করিয়া ভৈরবরূপ ধারণপূর্ব্বক সত্বর মন্দর-কন্দরে আগমন

সর্পৈর্গণৈস্তিরত্যুগ্রৈর্ভীষণৈর্গণসংবৃতঃ। অগ্রে দৃষ্টং মহৎসৈন্যং দানবানাং ভয়াবহম্। ২৭। মহাকালবনং রুদ্ধং সমন্তাদসুরেণ তু। বজ্রেণ রুরুপুত্রেণ দুঃসহেন যশস্বিনি। ২৮। তদাগত্য ময়া তাড্য রৌদ্রং ডমরুকং তথা। মোহিতং সহসা সৈন্যং বজ্রস্যৈব দুরাত্মনঃ। ২৯। ডমরুকস্য নাদেন হ্যুত্থিতং লিঙ্গমুত্তমম্। বিদার্য্য বসুধাং দেবি জ্বালামালাকুলং তদা। ৩০। তস্য লিঙ্গস্য চ তদা মহাজ্বালা বিনির্গতা। একদেশাদ্দ্বরারোহে ব্রহ্মাণ্ডব্যাপিনী তথা। লিঙ্গস্যান্যপ্রদেশাত্তু বায়ুঃ সমভবন্মহান্। ৩২। তেজোজ্বালাসমূহেন বাতেন প্রেরিতেন চ। সহ চক্রেণ তৎসৈন্যং দগ্ধং ভস্মত্বমাগতম্। ৩৩। ততো দেবগণাঃ সর্ব্বে হর্ষনির্ভরমানসাঃ। নমশ্চক্রুর্হতে তস্মিন্ রুরুপুত্রে মহাবলে। ৩৪। অস্য দেবস্য মাহাত্ম্যাদ্দগ্ধো বজ্রো মহাবলঃ। সসৈন্যোঽভূত্ততস্তস্মাদেব ডমরুকেশ্বরঃ। খ্যাতিং যাস্যতি লোকেঽস্মিন্ সর্ব্বকামফলপ্রদঃ। ৩৫। ডমরুকস্য তু নাদেন জাতো যস্মান্মহীতলে। অতঃ পূজ্যবরো দেবো ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ। ৩৬। দৃষ্ট্বা যে পূজয়িষ্যন্তি দেবং ডরুকেশ্বরম্। তে সর্ব্বে দুঃপনি ভবিষ্যন্তি গতজ্বরাঃ। ৩৭। চান্দ্রায়ণানাং বিধিবচ্ছতানামথ যৎফলম্। তৎফলং সমবাপ্নোতি ডমরুকেশ্বরপূজনাৎ। ৩৮। অস্মিন্ স্থানে স্থিতং লিঙ্গং ভক্ত্যা ডমরুকেশ্বরম্। প্রসঙ্গাদপি পশ্যন্তি হ্যপি পাপপরা নরাঃ। ৩৯। তেঽপ্যবশ্যং তু যাস্যন্তি রুদ্রলোকং সনাতনম্। ভক্ত্যাঃ স্তোষ্যন্তি যে লিঙ্গং খ্যাতং ডমরুকেশ্বরম্। ৪০। মানসৈঃ পাতকৈর্মুক্তা যাস্যন্তি পরমং পদম্। অশ্বমেধসহস্রং তু বাজপেয়শতং ভবেৎ। গোসহস্রফলং চাত্র দৃষ্ট্বা প্রাপ্স্যন্তি মানবাঃ। ৪১। যো যাতি সঙ্গরে ধীরো দৃষ্ট্বা ডমরুকেশ্বরম্। জয়েদ্রিপূনথান্তে স রুদ্রলোকে মহীয়তে। ৪২। এষ তে কথিতো দেবি প্রভাবঃ পাপনাশনঃ। স্তুতশ্চ কীর্ত্তিতশ্চৈব সর্ব্বাভীষ্টফলপ্রদঃ। ৪৩।

ইতি শ্রীস্কান্দে ডমরুকেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ। ৪।

করিলাম! ভীষণ অত্যুগ্র লেলিহান সর্পগণ ও গণগণ আমার অনুগমন করিল। আমি সম্মুখেই সুমহৎ ভয়ানক দানব-সৈন্য অবলোকন করিলাম। আরও দেখিলাম যে, তখন রুরুপুত্র দুঃসহ বজ্র মহাকালবনের চতুর্দ্দিক্ অবরোধ করিয়া অবস্থান করিতেছে। ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়াই আমি ভয়ানক রূপে ডমরু তাড়িত করিলাম। তাহাতেই দুষ্ট দৈত্যের সৈন্যগণ মোহিত হইয়া পড়িল। ডমরুনাদে ঐ স্থানে পৃথিবী বিদারণপূর্ব্বক জ্বালা-মালাকুল এক উত্তম লিঙ্গ উত্থিত হইল। ঐ সময় লিঙ্গের একাংশ হইতে ব্রহ্মাণ্ডব্যাপিনী মহাজ্বালা নির্গত হইতে লাগিল এবং অপরাংশ হইতে মহান্ বায়ু প্রবাহিত হইল। তখন তেজ ও বায়ু প্রেরিত চক্র দ্বারা দৈত্য-সৈন্য ভস্মসাৎ হইয়া গেল। মহাবল রুরুপুত্র নিহত হইলে দেবগণ অত্যন্ত প্রীত হইয়া আমায় নমস্কার করিতে লাগিলেন। ঐ লিঙ্গমাহাত্ম্যেই মহাবল বজ্র সসৈন্যে দগ্ধ হইল। ডমরু-নাদে জাত বলিয়া ঐ লিঙ্গ এই লোকে সর্ব্বকাম ফলপ্রদ ডমরুকেশ্বর নামে খ্যাত হইয়াছে। ঐ দেব পূজনীয় হইবেন, এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই! যে ব্যক্তি দর্শনানন্তর ডমরুকেশ্বরের পূজা করে সে সর্ব্ব দুঃখ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া বিগতজ্বর হয়। বিধিবৎ শত চান্দ্রায়ণ অনুষ্ঠান করিলে যে ফল লাভ হয়, এক ডমরুকেশ্বর পূজনে তৎফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। অত্রত্য ডমরুকেশ্বর লিঙ্গ প্রসঙ্গ বশতঃও ভক্তিপূর্ব্বক দর্শন করিলে পাপ-পরায়ণ নরও সনাতন রুদ্রলোকে গমন করিয়া থাকে। যে ভক্ত বিখ্যাত ডমরুকেশ্বর লিঙ্গের স্তব করে, সে মানস পাতক হইতে মুক্তিলাভ করিয়া পরম পদ লাভ করিয়া থাকে এবং সহস্র অশ্বমেধ-ফল, শত বাজপেয়ফল ও গোসহস্র দানের ফল লাভ করিয়া থাকে। যে মানব ডমরুকেশ্বর দর্শন করিয়া যুদ্ধযাত্রা করে, সে রিপুজয় করিয়া জীবনান্তে রুদ্রলোকে পূজিত হয়। হে দেবি! এই আমি তোমার নিকট পাপনাশক ডমরুক লিঙ্গপ্রভাব কীর্ত্তন করিলাম। এই লিঙ্গ স্তুত ও কীর্ত্তিত হইয়া সর্ব্বাভীষ্ট প্রদান করিয়া থাকে।২৩—৪৩।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ।

শ্রীরুদ্র উবাচ। অনাদিকল্পেশ্বরং দেবং পঞ্চমং বিদ্ধি পার্ব্বতি। সর্ব্বপাপহরং নিত্যমনাদির্গীয়তে সদা ॥ ১ ॥ কল্পস্যাদৌ পুরা দেবি লিঙ্গমেতদ্বিনির্গতম্। যদা নাগ্নির্ন চাদিত্যো ন ভূমির্ন দিশো ন খম্। ২ ॥ ন বায়ুর্ন জলং চৈব ন দ্যৌর্নেন্দুর্গ্রহা ন চ। ন দেবাসুরগন্ধর্ব্বা ন পিশাচা ন রাক্ষসাঃ ॥ ৩ ॥ অতো লিঙ্গাৎ সমুদ্ভূতং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্। কালেন চ লয়ং যাতি লিঙ্গেঽস্মিন্ পর্ব্বতাত্মজে ॥ ৪ ॥ অস্মাল্লিঙ্গাৎ সমুদ্ভূতা বংশা দেবর্ষিপৈতৃকাঃ। মন্বন্তরাণি বংশানি বংশ্যানুচরিতং চ যৎ ॥ ৫ ॥ যাবত্যঃ সৃষ্টয়শ্চৈ যাবন্তঃ প্রলয়াস্তথা। সমুদ্রাঃ পর্ব্বতাশ্চৈব নিম্নগাঃ কাননানি চ ॥ ৬ ॥ ভূর্লোকাদ্যাশ্চ যে লোকাঃ পাতালাঃ সপ্ত যে স্মৃতাঃ। গতিস্তথার্কসোমাদিগ্রহর্ক্ষজ্যোতিষামপি ॥ ৭ ॥ দৃশ্যাদৃশ্যং চ তৎসর্ব্বমতো লিঙ্গাদ্বরাননে। অনাদিকারণং যত্তদব্যক্তাখ্যং মহর্ষয়ঃ। যদাহুঃ পুরুষং সূক্ষ্মং নিত্যং সদাসদাত্মকম্ ॥ ৮ ॥ ধ্রুবমক্ষয়মজরমমেয়ং নান্যসংশ্রয়ম্। গন্ধরূপরসৈর্হীনং শব্দস্পর্শবিবর্জ্জিতম্ ॥ ৯ ॥ অনাদ্যন্তং জগদ্যোনিং ত্রিগুণপ্রভবাব্যয়ম্। অসাদৃশ্যমবিজ্ঞেয়ং লিঙ্গং প্রোক্তং মহর্ষিভিঃ ॥ ১০ প্রলয়স্যান্তে তেনেদং দিব্যমাসীদশেষতঃ ॥ ১১ অহমূর্ব্ব্যাং, প্রবুদ্ধস্তু জগদাদিরনাদিমান্। সর্ব্বহেতুরচিন্ত্যাত্মা পরঃ কোঽপ্যপরক্রিয়ঃ ॥ ১২ প্রকৃতিং পুরুষং চৈব প্রবিশ্যাশু জগৎপতিঃ ক্ষোভয়ামাস যোগেন পরেণ পরমেশ্বরঃ ॥ ১৩ যথা সন্নিধিমাত্রেণ গন্ধঃ ক্ষোভায় জায়তে। মনসো নোপকর্ত্তৃত্বাত্তথাসৌ পরমেশ্বরঃ। অনাদিঃ কথ্যতে দেবো জগৎকারণতৎপরম্ ॥ ১৪ ॥ প্রধানং ক্ষোভ্যমাণং তু তেন লিঙ্গেন পার্ব্বতি। জায়তে ভুবনাধারো ব্রহ্মাণ্ড ইতি বিশ্রুতঃ ॥ ১৫ ॥ যস্মিন্ খণ্ডে জগৎসর্ব্বং সদেবাসুরমানুষম্। উৎপন্নং চ বিলীনং চ যস্যান্তোঽপি ন লভ্যতে ॥ ১৬ ॥ স এব ক্ষোভকঃ পূর্ব্বং স ক্ষোভ্যঃ পৃথিবীপতিঃ। স সঙ্কোচবিকাসাভ্যাং প্রধানত্বে ব্যবস্থিতঃ ॥ ১৭ ॥ উৎপন্নঃ স জগন্নাথো নির্গুণোঽপি রজোগুণঃ। ভুঞ্জন্ প্রবর্ত্ততে সর্গং ব্রহ্মত্বং সমুপাগতঃ ॥ ১৮ ॥ ব্রহ্মত্বে সৃজতে লোকাংস্ততঃ সত্ত্বাতিরেকতঃ। বিষ্ণুত্বমেত্য ধর্ম্মেণ করোতি পরিপালনম্ ॥ ১৯ ॥ ততস্তমোগুণোদ্রিক্তো রুদ্রত্বেনাখিলং জগৎ। উপসংহৃত্য বৈ শেতে ত্রৈলোক্যং ত্রিগুণোঽগুণঃ ॥ ২০ ॥ যথা

পঞ্চম অধ্যায় ।

শ্রীরুদ্র বলিলেন,—হে পার্ব্বতি! অতঃপর পঞ্চম অনাদিকল্পেশ্বর নামক লিঙ্গের বিবরণ শ্রবণ কর। এই লিঙ্গ সর্ব্বপাপহর ও অনাদি। হে দেবি! যখন অগ্নি, আদিত্য, ভূমি, দিক্, আকাশ, বায়ু, জল, স্বর্গ, গ্রহ, ইন্দু, দেব, অসুর, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, রাক্ষস প্রভৃতি কিছুই ছিল না, সেই কল্পাদি কালে এই লিঙ্গ আবির্ভূত হন। এই লিঙ্গ হইতেই সচরাচর জগৎ উদ্ভূত হইয়াছে! আবার কালে ইঁহাতেই ঐ সমস্ত লয় পাইয়া থাকে। হে বরাননে! এই লিঙ্গ হইতে দেবর্ষি-বংশ, পিতৃবংশ, মন্বন্তর, বংশ, বংশানুচরিত যাবতীয় সৃষ্টি, যাবতীয় প্রলয়, সমুদ্র, পর্ব্বত, নদী, কানন, ভূর্লোকাদি, সপ্ত পাতাল, সোম-সূর্য্যাদি গ্রহ, নক্ষত্র ও জ্যোতিঃপদার্থ-গণের গতি, ও অপরাপর দৃশ্যাদৃশ্য সমুদয় উদ্ভূত হইয়াছে। এই লিঙ্গ অনাদি কারণ; সুতরাং ইঁহাকে মহর্ষিগণ অব্যক্ত বলিয়া থাকেন। ইনি সূক্ষ্ম, নিত্য, সদাসদাত্মক, ধ্রুব, অক্ষয়, অজর, অমেয় ও নান্যসংশ্রয়, পুরুষ। ইনি মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক গন্ধ-রূপ-রস-হীন, শব্দস্পর্শ-বিবর্জ্জিত, অনাদ্যন্ত, জগদ্যোনি, ত্রিগুণপ্রভব, অব্যয় অসাদৃশ্য ও অবিজ্ঞেয় লিঙ্গ বলিয়া কথিত। এই লিঙ্গ প্রলয়ান্তেও বিদ্যমান থাকেন। আমাকেই ঐ লিঙ্গরূপে উর্ব্বীতলে প্রাদুর্ভূত জানিবে। ঐ লিঙ্গ জগদাদি, অনাদি; সর্ব্বহেতু, অচিন্ত্যাত্মা, পর ও অপরক্রিয়। মন যেমন গন্ধ সন্নিধিমাত্রে ক্ষুব্ধ হয়, তদ্রূপ ঐ জগৎপতি পরমেশ্বর, পুরুষ সন্দর্শন করাইয়া প্রকৃতিকে ক্ষোভিত করেন। হে পার্ব্বতি! ঐ দেব অনাদি ও জগৎ-কারণ-কারণ। প্রকৃতি ঐ লিঙ্গকর্ত্তৃক ক্ষোভিত হইয়া জগদাধার ব্রহ্মাণ্ডরূপে পরিণত হন। ঐ অণ্ডে সদেবাসুর সমস্ত জগৎ উৎপন্ন ও বিলীন হইয়া থাকে। কিন্তু অণ্ডের অন্ত পাওয়া যায় না। তিনি ক্ষোভক, ক্ষোভ্য, ও পৃথিবীপতি তিনিই সঙ্কোচ ও বিকাশগুণশালিনী প্রকৃতি ও প্রধানরূপে প্রতিষ্ঠিত। ১—১৭। তিনি নির্গুণ হইলেও রজোগুণবিশিষ্ট হইয়া উৎপন্ন হন। তিনিই ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হইয়া সৃষ্টি প্রবর্ত্তিত করেন। তিনি ব্রহ্মা হইয়া লোক সৃজন করেন। তিনিই বিষ্ণু হইয়া সত্ত্বগুণাবলম্বনে জগৎ পালন করেন এবং তিনিই তমোগুণাবলম্বী হইয়া রুদ্ররূপে

প্রাগ্বাপকঃ ক্ষেত্রী পালকো লাবকস্তথা। স সংজ্ঞা যাতি তদ্বচ্চ ব্রহ্মবিষ্ণুহরত্রতাঃ ॥ ২১ ॥ ব্রহ্মত্বে সৃজতে লোকান্ রুদ্রত্বে সংহরত্যপি। বিষ্ণুত্বে পাত তান্ সর্ব্বাংস্ত্রিয়োঽবস্থাঃ স্মৃতাঃ সদা ॥ ২২ ॥ রজো ব্রহ্মা তমো রুদ্রঃ সত্ত্বং বিষ্ণুর্জগৎপাতিঃ। এত এব ত্রয়ো বেদা এত এব ত্রয়ো নরাঃ ॥ ২৩ ॥ কল্পে কল্পে হ্যনাদিস্ত গীয়তে ত্রিদশৈঃ সদা। পিতৃভিশ্চ গণৈঃ সিদ্ধৈরতোঽনাদিকল্পেশ্বরঃ ॥ ২৪ ॥ নাম প্রাপ্তঃ বিশালাক্ষি মহাকালবনং সদা। যদা জাতো বিবাদস্তু ব্রহ্মণঃ কেশবস্য চ ॥ ২৫ ॥ অহং জ্যায়ানহং জ্যায়ান্ কল্পাদৌ সৃষ্টিকারণাৎ। দিব্যা সমুত্থিতা বাণী নিরালম্বা তদাম্বরাৎ ॥ ২৬ ॥ মহাকালবনে লিঙ্গং কল্পেশ্বরেতিসংজ্ঞকম্। তস্যাদিমথবান্তং চ যঃ পশ্যতি স চ প্রভুঃ। ভাবিষ্যতি ন সন্দেহো ন বাদঃ ক্রিয়তামিতি ॥ ২৭ ॥ ততো দেবি গতো ব্রহ্মা ঊর্দ্ধলোকমনন্তকম্। অধোলোকং গতো বিষ্ণুস্তেন বাক্যেন সত্বরম্ ॥ ২৮ ॥ নাদিদৃষ্টো ন চান্তশ্চ ব্রহ্মণা কেশবেন তু। তদা তৌ বিস্ময়াপন্নৌ তুষ্টুবাতে পরস্পরম্ ॥ ২৯ ॥ বেদোক্তৈঃ সূক্তৈর্বিবিধৈরভিনন্দ্য পুরঃস্থিতৌ। নাদিরস্তি ন চান্তশ্চ ন চ কল্পোঽত্র দৃশ্যতে ॥ ৩০ ॥ তস্মাদনাদিকল্পোঽয়মদ্যপ্রভৃতি ভূতলে। খ্যাতিং যাস্যতি নাম্না চ মহাকালবনোত্তমে ॥ ৩১ ॥ পঞ্চপাতকসংযুক্তো যো মর্ত্যো দুষ্টমানসঃ। সোঽপি গচ্ছেচ্ছিবং দৃষ্ট্বানাদিকল্পেশ্বরং শিবম্ ॥ ৩২ ॥ শিবমস্তু সদা তেষাং যেষাং ত্বং দর্শনং গতঃ। তে ধন্যা মানুষে লোকে যে ত্বাং শরণমাগতাঃ ॥ ৩৩ ॥ সর্ব্বতীর্থাভিষেকৈস্তু যৎপুণ্যং প্রাপ্যতে নরৈঃ। তৎসর্ব্বমধিকং দেব লভ্যতে তব দর্শনাৎ ॥ ৩৪ ॥ তাবৎপতন্তি সংসারে সুখদুঃখসমাকুলে যাবন্ন দৃশ্যতে দেব সংসারার্ণবতারকঃ ॥ ৩৫ ॥ যদা পাপক্ষয়ঃ পুংসাং তদা ত্বদ্দর্শনং ভবেৎ ॥ ৩৬ ॥ ব্রহ্মহা বা সুরাপো বা স্তেয়ী চ গুরুতল্পগঃ। তৎসংসর্গী নরো যস্তু মহাকিল্বিষকারকঃ। সোঽপি যাতি পরং স্থানং পুনরাবৃত্তিবর্জ্জিতম্ ॥ ৩৭ ॥ যৎফলং চাশ্বমেধেন রাজসূয়েন যৎফলং। তৎফলম্ সমবাপ্নোতি তব দেব সমর্চ্চনাৎ ॥ ৩৮ ॥ তে নরাঃ পশবো লোকে তেষাং

সংহার করিয়া শয়ন করেন। তিনি ত্রিগুণ এবং নির্গুণ। তিনি পূর্ব্বে যেমন বাবক ক্ষেত্রী, পালক ও নায়ক সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়াছিলেন, তদ্রূপ এই লিঙ্গও ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র-সংজ্ঞায় অভিহিত হন। ইনি ব্রহ্মত্বে লোকসৃষ্টি, ও রুদ্রত্বে সংহার ও বিষ্ণুত্বে পালন করিয়া থাকেন। ইহাই ঐ লিঙ্গের তিন অবস্থা। রজঃ ব্রহ্মা, তম রুদ্র, এবং সত্ত্ব জগৎপতি বিষ্ণু। ইঁহারাই তিন বেদ ও তিন নর। এতৎসমুদয়স্বরূপ ঐ লিঙ্গই অনাদি বলিয়া কল্পে কল্পে কীর্ত্তিত হইয়া আসিতেছেন। হে বিশালাক্ষি! এই জন্যই পিতৃ, গণ, ও সিদ্ধগণ কর্ত্তৃক মহাকাল বনে ঐ লিঙ্গ অনাদিকল্পেশ্বর নামে বিখ্যাত। কল্পাদিতে সৃষ্টির নিমিত্ত 'আমি বড় আমি বড়' বলিয়া যখন ব্রহ্মা ও কেশবের বিবাদ উপস্থিত হয়। তখন এই আকাশবাণী উত্থিত হয় যে মহাকালবনে কল্পেশ্বর নামে যে লিঙ্গ আছেন, তাঁহার আদি অথবা অন্ত আপনাদের মধ্যে যিনি দেখিতে পাইবেন, তিনিই প্রভু হইবেন; ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। আপনারা বিবাদ করিবেন না। হে দেবি! তখন আকাশবাণীর বাক্যে ব্রহ্মা সত্বর অনন্ত ঊর্দ্ধলোকে এবং বিষ্ণু অধোলোকে গমন করিলেন। কিন্তু ব্রহ্মা লিঙ্গের আদি ও বিষ্ণু লিঙ্গের অন্ত দর্শন করিতে পারিলেন না। তখন তাঁহারা উভয়ে বিস্ময়াপন্ন ও সম্মুখবর্ত্তী হইয়া বিবিধ বেদোক্ত সূক্ত দ্বারা স্তব করিতে লাগিলেন, ইহার আদি অন্ত ও মধ্য, কিছুই দৃষ্ট হয় না। এজন্য ইনি অদ্য হইতে জগতে আদিকল্পেশ্বর শিব নামে বিখ্যাত হইবেন। হে দেব! আপনি যাহাদের দৃষ্টি-গোচর হইবেন, তাহাদের মঙ্গল হইবে। যাহারা আপনার শরণ লইবে, তাহারা মানুষলোকে ধন্য। নরগণ নিখিল তীর্থে স্নান করিয়া যে পুণ্য লাভ করে, আপনার দর্শনে তাহারা ততোধিক পুণ্য লাভ করিবে। হে দেব! যাবৎ না মানবের আপনার দর্শন লাভ ঘটে, তাবৎ তাহাদিগকে সুখ-দুঃখ-সমাকুল সংসারে পতিত হইতে হয়, তাবৎ তাহারা সংসারার্ণবতারককে দেখিতে পায় না, এবং তাবৎ তাহাদের পাপ ক্ষয় হয় না। ব্রহ্মহা, সুরাপায়ী, স্তেয়ী, গুরুতল্পগামী বা যে কোন প্রকার মহাপাপকারী ব্যক্তি যদি আপনার সংসর্গ করে, তাহা হইলে সে পুনরাবৃত্তি-বর্জ্জিত স্থানে গমন করিয়া থাকে। অশ্বমেধ ও রাজসূয় যজ্ঞে যে ফল লাভ হইয়া থাকে, মানব আপনার অর্চ্চনা করিলে সেই সকল ফল লাভ করিতে পারে। যাহারা অনাদিকল্পেশ্বর শিব

জন্ম নিরর্থকম্। যৈর্ন দৃষ্টো মহাদেবোহনাদিকল্পেশ্বরঃ শিবঃ। ৩৯। ইত্যুক্তা কেশবো দেবো ব্রহ্মা চৈব বরাননে। বামে দক্ষিণভাগে চ তস্য লিঙ্গস্য সংস্থিতৌ। ৪০। এষ তে কথিতো দেবি প্রভাবঃ পাপনাশনঃ। যস্য শ্রবণমাত্রেণ লভ্যতে পরমং পদম্। ৪১।

ইতি শ্রীস্কান্দে হনাদিকল্পেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম পঞ্চমোহধ্যায়ঃ। ৫।

ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ। স্বর্ণজ্বালেশ্বরং ষষ্ঠং বিদ্ধি চাত্র যশস্বিনি। যস্য দর্শনমাত্রেণ ধনবানিহ জায়তে। ১। পুরা সার্দ্ধং ত্বয়া দেবি ক্রীড়িতো মম মন্দিরে। জাতং বর্ষশতং দিব্যং সুরতৈকরসস্য চ। ২। দেবৈঃ সর্ব্বৈস্ততো বহ্নিঃ প্রেরিতো মম সন্নিধৌ। ততো বহ্নিঃ সমায়াতস্ত্রৈলোক্যার্থে যশস্বিনি। ৩। ততো বহ্নিমুখে ক্ষিপ্তং বীর্য্যং স্বং ক্রীড়তা ময়া। দহ্যমানস্তদা তেন গঙ্গাং বহ্নির্জ্জগাম হ। ৪। তত্র গত্বা প্রচিক্ষেপ বীর্য্যমগ্নিঃ সুদুর্দ্ধরম্। তথাপি দহ্যতে বহ্নির্বীর্য্যশেষেণ পার্ব্বতি। ৫। জাতং রম্যং ততো দিব্যং বীর্য্যশেষেন কাঞ্চনম্। জলন্তং চাতিতাপেন দুঃসহং দুর্দ্ধরং প্রিয়ে। ৬। অগ্নেরপত্যং প্রথমং দৃষ্ট্বোৎপন্নং তু পার্ব্বতি। লোভাভিভূতা অসুরাঃ সুরা গন্ধর্ব্বকিন্নরাঃ। ৭। যক্ষাঃ সাধ্যাঃ পিশাচাশ্চ মনুষ্যা রাক্ষসাঃ খগাঃ। অভ্যধাবন্ সুসংরব্ধাস্তে সুবর্ণজিঘৃক্ষবঃ। ৮। সুবর্ণার্থে মহান্নাদো মমেদমিতি জল্পতাম্। অজ্ঞানাৎ সঙ্গরশ্চৈব সঞ্জাতঃ প্রাণহারকঃ। ৯। অথাবরণমুখ্যানি নানাপ্রহরণানি চ। প্রগৃহ্যাভ্যনদন্নাদৈর্দেবৈঃ সার্দ্ধং যশস্বিনি। ১০। অসুরা অসুরৈঃ সার্দ্ধং মনুষ্যা মানুষৈঃ সহ। গন্ধর্ব্বাঃ সহ গন্ধর্ব্বৈঃ কিন্নরৈঃ সহ কিন্নরাঃ। ১১। ভূতৈঃ সার্দ্ধং চ ভূতানি রাক্ষসৈঃ সহ রাক্ষসাঃ। বেতালৈঃ সহ বেতালা যুদ্ধং চক্রুঃ সুদারুণম্। ১২। পুত্রস্তু পিতরং দ্বেষ্টি পিতা পুত্রং তথৈব চ। হন্তি ভার্য্যা স্বভর্ত্তারং ভর্ত্তা চ স্বাং প্রিয়াং তথা। ১৩। মাতরং স্বসুতো হন্তি মাতা পুত্রং হিনস্তি চ। ততো বৈরবিনির্ব্বন্ধঃ সঞ্জাতঃ স্বর্ণকারণাৎ। ১৪। সুরাণামসুরাণাং চ সর্ব্বং ঘোরতরং মহৎ। প্রাসাশ্চ বিপুলাস্তীক্ষ্ণান্যপতন্ত সহস্রশঃ। তোমরাশ্চ সুতীক্ষ্ণাগ্রাঃ

দর্শন করে নাই, তাহারা পশু এবং তাহাদের জন্ম নিরর্থক। হে বরাননে! কেশব ও ব্রহ্মা ইহাঁরা উভয়ে এইরূপ স্তব করিয়া লিঙ্গের বামে ও দক্ষিণে অবস্থান করিলেন। হে দেবি! যাহা শ্রবণ করিলে পরম পদ লাভ হয়, আমি সেই পাপনাশনলিঙ্গপ্রভাব তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। ১৮—৪১।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত। ৫।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

শ্রীমহাদেব বলিলেন,—হে যশস্বিনি! যাহার দর্শন মাত্রে মানব ধনবান্ হয়, আমি সেই ষষ্ঠ স্বর্ণজ্বালেশ্বর লিঙ্গের কথা বলিতেছি,—হে দেবি! পূর্ব্বে স্বগৃহে উপবিষ্ট হইয়া আমি তোমার সহিত সুরতক্রীড়া করি। দেবতারা ঐ সময়ে বহ্নিকে আমার নিকট প্রেরণ করেন। বহ্নিও দেবতাদেশে আমার নিকটে সমাগত হন। আমি ক্রীড়া করিতে করিতে বহ্নির মুখে বীর্য্যক্ষেপ করি। বহ্নি বীর্য্যতেজে দহ্যমান হইয়া গঙ্গায় গমন করেন। গঙ্গায় গমন করিয়া ঐ সুদুর্দ্ধর বীর্য্য গঙ্গায় নিক্ষেপ করেন। কিন্তু অবশিষ্ট বীর্য্য তাঁহার মুখে লাগিয়া থাকায় তাহার জ্বালায় বহ্নি দগ্ধ হইতে থাকেন। অনন্তর ঐ বীর্য্যশেষে দিব্য কাঞ্চন উৎপন্ন হয়। ঐ জাজ্বল্যমান দুঃসহ সুবর্ণ বহ্নির পুত্ররূপে বিরাজ করে। তখন লোভাভিভূত হইয়া অসুর, সুর, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, যক্ষ, সাধ্য, পিশাচ, মনুষ্য, রাক্ষস ও খগগণ সুবর্ণগ্রহণাভিলাষে ধাবিত হয়। তাহাতে তখন "ইহা আমার, ইহা আমার" এইরূপ মহানাদ উত্থিত হয়। ক্রমশঃ তাহাদের মধ্যে প্রাণহারক সংগ্রাম উপস্থিত হয়। তখন দেবগণের সহিত দেবগণ নানা প্রহরণ ও নানা আবরণ ধারণ করিয়া হুঙ্কার করিতে থাকে। এইরূপ অসুর অসুরের সহিত, মানুষ মানুষের সহিত, গন্ধর্ব্ব গন্ধর্ব্বের সহিত, কিন্নর কিন্নরের সহিত, ভূত ভূতের সহিত, রাক্ষস রাক্ষসের সহিতও বেতাল বেতালের সহিত সুদারুণ যুদ্ধ করিতে লাগিল। ১—১২। সুবর্ণলাভের জন্য পুত্র পিতাকে দ্বেষ করিতে লাগিল এবং পিতা পুত্রকে দ্বেষ করিতে লাগিল। এইরূপ ভার্য্যা ভর্ত্তাকে ভর্ত্তা ভার্য্যাকে, মাতা পুত্রকে, ও পুত্র মাতাকে সুবর্ণের জন্য হত্যা করিতে লাগিল। এদিকে সুরাসুরগণের ঘোরতর বিপুল তীক্ষ্ণ সহস্র সহস্র

শস্ত্রাণি বিবিধানি চ॥ ১৫॥ সুবর্ণার্থে মহাদেবি বমন্তো রুধিরং বহু॥ ১৬॥ অসিশক্তিগদাঋষ্ট্যো নিপেতুর্ধরণীতলে। ছিন্নানি পট্টিশৈশ্চৈব শিরাংসি যুধি দারুণৈঃ॥ ১৭॥ রুধিরেণাবলিপ্তাঙ্গা নিহতাশ্চ পরস্পরম্। অদ্রীণামিব কূটানি ধাতুযুক্তানি শেরতে॥ ১৮॥ হাহাকারঃ সমভবদ্ভয়কৃচ্ছ সহস্রশঃ। অন্যোন্যং ছিন্দতাং শস্ত্রৈঃ সুবর্ণস্য চ কারণাৎ॥ ১৯॥ পরিঘৈরায়সৈঃ পাশৈর্বজ্রকল্পৈশ্চ মুষ্টিভিঃ। নিঘ্নতাং সমরেঽন্যোন্যং শব্দো দিবমিবাস্পৃশৎ॥ ২০॥ ছিন্ধিভিন্ধি প্রধাব ত্বং পাতয়াধিসরেতি চ। অশ্রূয়ন্ত মহাঘোরাঃ শব্দাস্তত্র সমন্ততঃ॥ ২১॥ এবং তু তুমুলে যুদ্ধে বর্ত্তমানে মহাভয়ে। কম্পিতা ধরণী দেবি দেবাস্ত্রস্তাঃ সবাসবাঃ॥ ২২॥ ক্ষুভ্যন্তি স্ম সমুদ্রাশ্চ চেলুশ্চ ধরণীধরাঃ। তস্যার্থে পীড়িতং সর্ব্বং সদেবাসুরমানুষম্॥ ২৩॥ ঋষয়ো বালখিল্যাদ্যা দেবাঃ শক্রপুরোগমাঃ। বৃহস্পতিং পুরস্কৃত্য ব্রহ্মলোকং গতাঃ প্রিয়ঃ॥ ২৪॥ সোচ্ছ্বাসা কথয়ামাসুর্জ্জর্জ্জরীকৃতমস্তকাঃ। বৃত্তান্তং বিস্তরাৎ সর্ব্বং লোকত্রয়বিনাশনম্॥ ২৫॥ তচ্ছ্রুত্বা বচনং তেষাং ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ। চিন্তয়িত্বা চ তৈঃ সার্দ্ধমাজগাম মমান্তিকম্॥ ২৬॥ ময়া পৃষ্টাস্তু তে সর্ব্বে কেনৈতে জর্জ্জরীকৃতাঃ। শস্ত্রাস্ত্রৈঃ পীড়িতাঃ কেন কস্মাদ্বো ভয়মাগতম্॥ ২৭॥ কশ্চাসৌ দানবো দুষ্টো যেন বৈ পীড়িতা ভৃশম্। তৎসর্ব্বং কথিতং দেবি মমাগ্রে ভয়বিহ্বলৈঃ॥ ২৮॥ তে মামূচুস্তদা দেবা ব্রহ্মাদ্যা ভয়কারণম্॥ ২৯॥ লোভাৎ সর্ব্বে বিনষ্টাঃ স্ম সুবর্ণস্য চ কারণাৎ। পীড়িতং চ জগৎ সর্ব্বং সদেবাসুরমানুষম্॥ ৩০॥ ইতি তেষাং বচঃ শ্রুত্বা ময়া জ্ঞাতং বরাননে। তস্যার্থে কলহো ঘোরঃ সঞ্জাতো হি পরস্পরম্॥ ৩১॥ লোকত্রয়বিনাশশ্চ সহসা যেন বৈ কৃতঃ। যমুদ্দিশ্য ত্যজেৎ প্রাণাংস্তমাহুর্ব্রহ্মঘাতকম্॥ ৩২॥ ব্রহ্মহা বহ্নিপুত্রস্য যমুদ্দিশ্য মৃতো জনঃ। শরীরং শবলং চৈব সবিকারং ভবিষ্যতি॥ ৩৩॥ ধাতবো হি ভবিষ্যন্তি তস্য দেহে ন সংশয়ঃ। লক্ষ্যতে দুঃখমতুলং ছেদদাহাদিঘর্ষণম্॥

প্রাসাস্ত্র নিপতিত হইতে লাগিল। চারিদিক্ হইতে তীক্ষ্ণাগ্র তোমর, ও বিবিধ শস্ত্র পতিত হইতে লাগিল। কেহ কেহ রুধির বমন করিতে লাগিল। ইতস্ততঃ অসি, শক্তি, গদা, ও যষ্টি নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। দারুণ পট্টিশ দ্বারা যুদ্ধে শির সকল ছিন্ন হইতে লাগিল। জনগণ রক্তাক্ত কলেবরে পরস্পর নিহত হইতে লাগিল এবং তাহারা ধাতুযুক্ত অদ্রিকূটের ন্যায় সমরাঙ্গনে শয়ন করিতে লাগিল। তখন মহান্ হাহাকার শ্রুত হইতে লাগিল এবং চতুর্দ্দিক্ বিভীষিকাময় হইয়া উঠিল। সুবর্ণের নিমিত্ত এইরূপ পরস্পর পরস্পরকে ছেদন করিতে লাগিল। জনগণ লৌহময় পরিঘ, বজ্রকল্প প্রাস ও মুষ্টিপ্রহারে পরস্পর এরূপ হনন করিতে লাগিল যে, ঐ শব্দে আকাশ পরিপূর্ণ হইল। ঐ স্থানে কেবল "ছেদ কর, ভেদ কর, পাতিত কর, অনুধাবন কর" এইরূপ মহাঘোর শব্দ শ্রুত হইতে লাগিল। এই প্রকার মহাভয়প্রদ তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইলে ধরণী কম্পিতা ও সবাসব দেবগণ ত্রস্ত হইয়া উঠিল। সমুদ্র ক্ষোভিত ও ধরণীধর সকল চালিত হইতে লাগিল। সুবর্ণের জন্য এইরূপে সদেবাসুরমানুষ পীড়িত হইতে লাগিল। তখন বালখিল্যাদি ঋষিগণ এবং শক্রপ্রমুখ দেবগণ বৃহস্পতিকে অগ্রে করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। তাঁহারা তথায় উপস্থিত হইয়া জর্জ্জরীকৃত-মস্তকে সোচ্ছ্বাসে সেই লোকত্রয় বিনাশন-বৃত্তান্ত বিস্তৃতভাবে বর্ণন করিলেন। তাহাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া লোকপিতামহ ব্রহ্মা চিন্তা করত তাঁহাদের সহিত আমার সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।১৩—২৬। আমি তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—কোন্ ব্যক্তি কর্ত্তৃক তোমরা জর্জ্জরীকৃত হইলে? কে তোমাদিগকে শস্ত্র দ্বারা প্রহার করিল? কাহা হইতেই বা তোমরা ভয় পাইয়াছ? কোন দানব এরূপ দুষ্ট হইয়াছে,—যাহা কর্ত্তৃক তোমরা প্রহৃত হইয়াছ? হে দেবি! দেবগণ তখন ভয়-বিহ্বল হইয়া আমার অগ্রে সমস্ত নিবেদন করিলেন। ব্রহ্মাদি দেবগণ তখন আমায় ভয়-কারণ বিজ্ঞাপন করিলেন যে, তাহারা লোভাকৃষ্ট হইয়া এরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন ও সদেবাসুরমানুষ পীড়িত হইয়াছে। হে বরাননে! আমি তাহাদের এই বাক্য শুনিয়া জানিলাম যে, সুবর্ণের নিমিত্ত তাহাদের পরস্পর কলহ হইয়াছে এবং এই কারণেই লোকত্রয়বিনাশ সজ্ঘটিত হইয়াছে। যাহার উদ্দেশে লোকে প্রাণ পরিত্যাগ করে, তাহাকে ব্রহ্মঘাতক বলে। বহুলোক বহ্নিপুত্রের উদ্দেশে জীবন বিসর্জ্জন করায় সে ব্রহ্মঘাতী হইয়াছে। অতএব উহার শরীর শবল ও সবিকার হইবে। উহার দেহ হইতে ধাতু উৎপন্ন হইবে; ইহাতে কোন সংশয় নাই এবং

৩৪ ॥ এতস্মিন্নন্তরে বহ্নির্দৃষ্ট্বা পুত্রস্য চেষ্টিতম্। জ্ঞাত্বা ক্রোধং মদীয়ং তু ভীতো বৈ পুত্রকারণাৎ॥ ৩৫ ॥ আজগাম সুবর্ণেন সার্দ্ধং দেবি মমান্তিকম্। প্রসাদিতোঽহং পুত্রার্থে বহ্নিনা হি বরাননে॥ ৩৬ ॥ রক্ষণীয়স্ত্বয়া দেব পুত্রোঽয়ং তব শঙ্কর। ভাণ্ডাগারে স্বকীয়ে তু ক্রিয়তাং পরমেশ্বর॥ ৩৭ ॥ ত্বয়ি তুষ্টে মহাদেব প্রাপ্যোঽয়ং নাত্র সংশয়ঃ। ইচ্ছয়া দায়তাং দেবি যস্য কস্য জনস্য চ॥ ৩৮ ॥ ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা পিতৃদেবমুখস্য চ। তথেতি চ প্রতিজ্ঞাতং ময়া লোভাদ্যশস্বিনি॥ ৩৯ ॥ স্নেহান্ময়া বহ্নিপুত্র উৎসঙ্গে চ কৃতস্তদা। স্নেহাদ্বৈ চুম্বিতো মূর্দ্ধ্নি পরিঘ্রাতঃ পুনঃপুনঃ॥ ৪০ ॥ দদামি তে মহাভাগ বরং বরয় শোভনম্। পরিতুষ্টোঽস্মি বৈ কামং যথেষ্টং সমবাপ্নুহি॥ ৪১ ॥ অহমাজ্ঞাপয়ামি ত্বাং শ্রেয়শ্চৈবমবাপ্স্যসি। মমাভীষ্টকরং স্থানং বিদ্যতে পৃথিবীতলে॥ ৪২ ॥ অক্ষয়ং প্রলয়ে পুত্র মহাকাল বনং শুভম্। তত্রৈব বিদ্যতে লিঙ্গং কর্কোটকস্য দক্ষিণে॥ ৪৩ ॥ মহাপাপহরং পুত্র দর্শনাদ্দীপ্তিদায়কম্। তস্য দর্শনমাত্রেণ কৃতকৃত্যো ভবিষ্যসি॥ ৪৪ ॥ পুণ্যশ্চৈব পবিত্রেণ দুর্লভশ্চ ভবিষ্যতি। অকুলীনঃ কুলীনস্তু সমলো নির্ম্মলো নরঃ॥ ৪৫ ॥ বিরূপো রূপবাংশ্চৈব তৎপ্রসাদাদ্ভবিষ্যতি। দানানি পরিপূর্ণানি ব্রতানি নিয়মাস্তথা॥ ৪৬ ॥ যজ্ঞাশ্চৈবোপবাসাশ্চ তীর্থং পিণ্ডাদিকং ত্বয়া। সুসম্পূর্ণা ভবিষ্যন্তি তব দানেন সুব্রত॥ ৪৭ ॥ সর্ব্বেষাং চৈব রত্নানামাধিপত্যং করিষ্যসি। প্রিয়াভীষ্টো হি দেবানাং লোকানাং চ ভবিষ্যসি॥ ৪৮ ॥ ইত্যুক্তোঽসৌ মহাদেবি দিব্যরূপো বরাননে। জ্বালামালাবৃতঃ পুণ্যো নির্ম্মলো হি বভূব হ॥ ৪৯। লিঙ্গেনোক্তঃ সুবর্ণস্তু দিষ্ট্যাস্ত্বেতি কাঞ্চনম্। অদ্যপ্রভৃতি নাম্না বৈ খ্যাতিং যাস্যসি ভূতলে॥ ৫০ ॥ স্থাতব্যং মৎসমীপে তু বহ্নিপুত্র ত্বয়া সদা। অক্ষয়া ভবিতা কীর্ত্তিস্তদীয়া ভুবনত্রয়ে॥ ৫১ ॥ ইত্যুক্তো দেবি লিঙ্গেন বহ্নিপুত্রোঽতিনির্ম্মলঃ। জ্বালাবৃততনুর্জ্জাতঃ সূর্য্যকোটিসমপ্রভঃ॥ ৫২॥ দীপ্তির্লব্ধা সুবর্ণেন জ্বালামালাকুলা তদা। অতো দেবি সুবিখ্যাতঃ স্বর্ণজালেশ্বরঃ শিবঃ॥ ৫৩ ॥ যস্তমর্চ্চয়তে ভক্ত্যা স্বর্ণজালেশ্বরং শিবম্। তস্য সঞ্জায়তে দেবি বিজয়ো রাজ্যমুত্তমম্। ঐশ্বর্য্যং দান-

ছেদ-দাহাদি বহু দুঃখও লক্ষিত হইবে। আমি এইরূপ মনে করিতেছি, এমন সময়ে বহ্নি পুত্রচেষ্টিত ও তৎপ্রতি আমার ক্রোধ অবগত হইয়া পুত্রের মঙ্গল নিমিত্ত সত্বর সুবর্ণের সহিত আমার নিকট আগমন করিলেন। হে বরাননে! বহ্নি কর্ত্তৃক আমি প্রসাদিত হইলাম। বহ্নি বলিলেন,—হে দেব! আপনি ইহাকে রক্ষা করুন। এ আপনারই পুত্র। হে পরমেশ্বর! আপনি ইহাকে আপনার ভাণ্ডাগারে স্থাপন করুন। হে দেব! আপনি তুষ্ট হইলে লোক ইহা প্রাপ্ত হইবে। দেবী ইচ্ছাপূর্ব্বক যাহাকে তাহাকে ইহা প্রদান করিবেন। আমি পিতৃদেবপ্রধান বহ্নির এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া লোভবশত 'তথাস্তু' বলিলাম এবং স্নেহবশত বহ্নিপুত্রকে ক্রোড়ে করিয়া চুম্বন ও পুনঃপুন তাহার মস্তক আঘ্রাণ করিলাম। তাহাকে বলিলাম,—হে মহাভাগ! তোমাকে বর দান করিতেছি, গ্রহণ কর। আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি। অভিলষিত প্রাপ্ত হইবে। আমি আজ্ঞা করিতেছি, তুমি শ্রেয়োলাভ করিবে। এই পৃথিবীমধ্যে আমার এক অভীষ্টতম স্থান আছে। হে পুত্র! ঐ স্থান প্রলয়েও অক্ষয় থাকে এবং তাহার নাম মহাকালবন। ঐ স্থানে কর্কোটকের দক্ষিণে এক লিঙ্গ আছেন। ঐ লিঙ্গ মহাপাপহর এবং দর্শনে দীপ্তিদান করেন। তাহার দর্শনে তুমি কৃতকৃত্য হইবে এবং তোমার দুর্লভ পুণ্য লাভ হইবে। তৎপ্রসাদে অকুলীন কুলীন, সমল নির্ম্মল ও বিরূপ রূপবান্ হইবে। হে সুব্রত! ঐ স্থানে তোমাকে দান করিলে দান, ব্রত, নিয়ম, যজ্ঞ, উপবাস, তীর্থ, ও পিণ্ডাদি সুসম্পূর্ণ হইবে। তুমি ঐ স্থানে সকল রত্নের উপর আধিপত্য করিবে এবং দেবগণের ও লোক সকলের প্রিয় ও অভীষ্ট হইবে। ২৭—৪৮। হে দেবি! এই কথা বলিবামাত্র বহ্নিপুত্র দিব্যরূপ, জ্বালামালাবৃত ও নির্ম্মল হইল। লিঙ্গ তখন বহ্নিপুত্রকে বলিলেন,—অদ্য হইতে তুমি ভূতলে সুবর্ণ ও কাঞ্চন বলিয়া খ্যাতি লাভ করিবে। হে বহ্নিপুত্র! তুমি সর্ব্বদা মৎসমীপে অবস্থান কর, ভুবনত্রয়ে তোমার কীর্ত্তি অক্ষয় হইবে। হে দেবি! বহ্নিপুত্র লিঙ্গ কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া অতিনির্ম্মল, জ্বালামালাবৃততনু ও সূর্য্যকোটিসমপ্রভ হইল। সে জ্বালাসমাকুলা দীপ্তি লাভ করিল। হে দেবি! এই জন্যই স্বর্ণজালেশ্বর শিব খ্যাত হইয়াছেন। যে নর ভক্তিপূর্ব্বক স্বর্ণজালেশ্বর শিবের অর্চ্চনা

শক্তিশ্চ পুত্রপৌত্রমনন্তকম্ ॥৫৪॥ জ্ঞানতোঽজ্ঞানতো বাপি যৎপাপং কুরুতে নরঃ। তৎক্ষণাদ্যাতি দেহোত্থং দর্শনান্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৫৫ ॥ যৎফলং পিণ্ডদানেন গয়ায়াং লভতে নরঃ। তৎফল দ্বিগুণং প্রোক্তং পূজয়া নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৫৬ ॥ গায়ত্র্যাঃ শতসাহস্রৈঃ সম্যগ্‌জপ্তৈশ্চ যৎফলম্। তৎফলং সমবাপ্নোতি স্বর্ণজ্বালেশ্বরস্তুতেঃ ॥ ৫৭ ॥ যৎপুণ্যং সর্ব্বদানেন দত্তেন বিধিপূর্ব্বকম্। তৎফলং সমবাপ্নোতি কীর্ত্তনান্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৫৮ ॥ পূজয়ন্তি চতুর্দ্দশ্যাং স্বর্ণজ্বালেশ্বরন্তু যে। পূজ্যন্তে তে সদা লক্ষ্ম্যা পুরয়ন্ত্যা মনোরথান্ ॥ ৫৯ ॥ রক্ষিতং ত্রিদশৈর্দেব গণৈর্নানাবিধৈস্তথা। লিঙ্গং কশ্চিন্ন জানাতি মম মায়াবিমোহিতঃ ॥ ৬০ ॥ মম প্রসাদাত্তদ্দেবি দৃশ্যতে লিঙ্গমুত্তমম্। এতত্তে কথিতং সম্যগন্যচ্ছৃণু বরাননে ॥ ৬১ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে স্বর্ণজ্বালেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

করে, তাহার বিজয়, উর্জ্জিত রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, দানশক্তি, ও অনন্ত পুত্র পৌত্র লাভ হয়। নর জ্ঞানপূর্ব্বক বা অজ্ঞানপূর্ব্বক পাপ করিলে ঐ লিঙ্গ দর্শন মাত্র তাহা বিনষ্ট হইয়া যায়। মানব গয়ায় পিণ্ডদান করিয়া যে ফল লাভ করে; ঐ লিঙ্গপূজায় তাহার দ্বিগুণ ফল লব্ধ হইয়া থাকে। ইহাতে কোন সংশয় নাই। লক্ষবার গায়ত্রী জপ করিয়া মানব যে ফল লাভ করে, স্বর্ণজ্বালেশ্বরের স্তুতিমাত্র করিলে তৎফল লাভ হইয়া থাকে। নিখিল দানে যে ফল পাওয়া যায়, স্বর্ণজ্বালেশ্বরের নামকীর্ত্তনে তৎফল লাভ হইয়া থাকে। যাহারা চতুর্দ্দশীতে স্বর্ণজ্বালেশ্বরের পূজা করে, লক্ষ্মী তাঁহাদের মনোরথ পূরণ করিয়া সর্ব্বদা পূজা করিয়া থাকেন। হে দেবি! আমার মায়ায় বিমোহিত হইয়া কেহ কেহ এই নানাবিধ গণদেব-রক্ষিত এই লিঙ্গ দেখিতে পায় না। আমার প্রসাদেই এই লিঙ্গ দৃষ্ট হইয়া থাকে। হে বরাননে! এই তোমাকে সমস্ত বলিলাম; অধুনা অন্য বিষয় শ্রবণ কর। ৪৯—৬১।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত। ৬।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ। ত্রিবিষ্টপেশ্বরং দেবি সপ্তমং পরিতাম্বুজে। যস্য দর্শনমাত্রেণ লভ্যতে ত্রিবিষ্টপম্ ॥ ১ ॥ পুরা বারাহকল্পে তু দেবর্ষির্নারদোঽমলঃ। ত্রিবিষ্টপং গতো দেবি দ্রষ্টুকামঃ শতক্রতুম্ ॥ ২ ॥ তত্রোদ্যানবনে রম্যে কল্পবৃক্ষবিরাজিতে। সর্ব্বত্র কুসুমামোদসুখস্পর্শানিলাকুলে ॥ ৩ ॥ বীণাবেণুরবৈর্ঘুষ্টে দেবগন্ধর্ব্বসেবিতে। বজ্রেন্দ্রনীলবৈদূর্য্যচন্দ্রকান্তাদিদীপিতে ॥ ৪ ॥ ব্রহ্মলোকাদিভির্লোকৈরনৌপম্যগুণে শুভে। দদর্শ তত্র দেবেশমুপবিষ্টং শতক্রতুম্। স্তূয়মানং মুদা দেবৈঃ সিদ্ধচারণকিন্নরৈঃ ॥ ৫ ॥ পৃষ্টস্তু নারদো দেবি বাসবেন মহামুনিঃ। কথয়ামাস মাহাত্ম্যং মহাকালবনস্য চ ॥ ৬ ॥ মহাকালবনং রম্যং সদানন্দকরং শুভম্। সেব্যং পুণ্যং পবিত্রঞ্চ তীর্থানামুত্তমোত্তমম্ ॥ ৭ ॥ পুণ্যং পশ্যন্তি যে লোকা মহাকালবনং শুভম্। ব্রহ্মহত্যাদিকং পাপং তেষাং নশ্যতি নিশ্চিতম্ ॥ ৮ ॥ স্বয়ং তিষ্ঠতি দেবোঽত্র

সপ্তম অধ্যায়।

শ্রীমহাদেব বলিলেন,—হে দেবি! যাঁহার দর্শন মাত্রে স্বর্গ লাভ হইয়া থাকে, সেই সপ্তম লিঙ্গ ত্রিবিষ্টপেশ্বরের বিষয় শ্রবণ কর—পূর্ব্বে বরাহকল্পে দেবর্ষি নারদ শতক্রতুকে দর্শন করিবার জন্য স্বর্গে গমন করেন এবং তত্রত্য ক্রীড়োদ্যানে শতক্রতুকে উপবিষ্ট ও দেব-সিদ্ধ-চারণ-কিন্নরগণ কর্ত্তৃক তাঁহাকে স্তূয়মান দর্শন করিলেন। ঐ ক্রীড়োদ্যানে বহু কল্পবৃক্ষ বিরাজিত। ঐ উদ্যানের সর্ব্বত্র কুসুমামোদিত সুখস্পর্শ অনিল প্রবাহিত। ঐ স্থানে বীণাবেণুরব সর্ব্বদাই শ্রুত হইয়া থাকে। দেব-গন্ধর্ব্বগণ ঐ স্থানে সর্ব্বদা বিরাজ করেন। ঐ উদ্যান বজ্র, ইন্দ্রনীল, বৈদূর্য্য, চন্দ্রকান্ত প্রভৃতি মণিগণে প্রদীপিত এবং তথায় অনুপম লোক সকল অবস্থিত। অনন্তর শতক্রতু কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া দেবর্ষি নারদ মহাকালবনের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন,—মহাকালবন রম্য; সদানন্দকর, শুভ, সেব্য পুণ্য, পবিত্র, ও তীর্থ সকলের মধ্যে অত্যুত্তম। যাহারা এই পুণ্য শুভ মহাকালবন দর্শন করে, তাহাদের ব্রহ্মহত্যাদি পাপ নিশ্চয় বিনষ্ট হইয়া থাকে। ২—৮। স্বয়ং দেব এইস্থানে ভূতগণে পরিবৃত হইয়া

সর্ব্বভূতগণৈর্বৃতঃ। তস্মাত্তত্তীর্থমুখ্যানাং প্রবরং কথ্যতে বুধৈঃ॥ ৯॥ পৃথিব্যাং নৈমিষং পুণ্যং সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্। তস্মাদ্দশগুণং প্রোক্তং পুষ্করং তীর্থমুত্তমম্॥ ১০। ততো দশগুণং প্রোক্তং প্রয়াগং সর্ব্বকামিকম্। তস্মাদ্দশগুণং প্রোক্তং বিখ্যাতমমরেশ্বরম্॥ ১১॥ প্রাচী সরস্বতী পুণ্যা তস্মাদ্দশগুণা স্মৃতা। তস্মাদ্দশগুণং প্রোক্তং গয়াকূপং বিশিষ্যতে॥ ১২॥ তস্মাদ্দশগুণং দেবি কুরুক্ষেত্রং বিশিষ্যতে। কুরুক্ষেত্রাদ্দশগুণা পুণ্যা বারাণসী তথা॥ ১৩॥ তস্যা দশগুণং শ্রেষ্ঠং মহাকালং বিশিষ্যতে। মহাকালবনং শক্র কিল ত্রৈলোক্যভূষণম্ ১৪॥ ষষ্টিকোটিসহস্রাণি ষষ্টিকোটিশতানি চ। লিঙ্গানি তত্র বিদ্যন্তে ভুক্তিমুক্তিকরাণি চ॥ ১৫॥ শক্তয়ো নব কোটীশ্চ তস্মিন্ ক্ষেত্রে বসন্তি হি॥১৬॥ কৃমিকীটপতঙ্গাশ্চ মৃতা যত্র শতক্রতো। যান্তি দিব্যৈর্বিমানৈশ্চ রুদ্রলোকং সনাতনম্। মাহাত্ম্যমদ্ভুতং শ্রুত্বা নারদাৎ সুরসত্তমঃ॥ ১৭॥ সর্ব্বদেবগণৈঃ সার্দ্ধমাজগাম ত্বরান্বিতঃ। বাসবঃ শ্রীমহাকালবনং হর্ষসমন্বিতঃ॥ ১৮॥ দৃষ্ট্বা তথাবিধং রম্যং মহাকালবনং শুভম্। ত্রিবিষ্টপাদপ্যধিকং প্রলয়েঽপ্যক্ষয়ং স্মৃতম্॥ ১৯॥ বিচিত্রাণি চ হর্ম্ম্যাণি কাঞ্চনানি শুভানি চ। প্রাসাদাঃ শতশো ভৌমমণিবিদ্রুমভূষিতাঃ॥ ২০॥ বজ্রেন্দ্রনীলরচিতাঃ শুদ্ধস্ফটিকসন্নিভাঃ। তোরণানি বিচিত্রাণি মাণিক্যরচিতানি চ। দৃষ্ট্বা তথাবিধং রম্যং মহাকালবনোত্তমম্॥২১॥ নারদং প্রশশংসুস্তে সর্ব্বে দেবা মুদান্বিতাঃ। দেবর্ষীণাং মহাপ্রাজ্ঞো যেনেয়ং কথিতা কথা॥ ২২॥ ন কৈলাসং গমিষ্যামো ন চ মেরুং তথাবিধম্। ন মন্দরং গমিষ্যামো ন যাস্যামস্ত্রিবিষ্টপম্॥ ২৩॥ এষামরাবতী শ্রেষ্ঠা হ্যেষা ভোগবতী শুভা। এষা পৈতামহো লোকো বিষ্ণুলোকস্তথৈব চ॥ ২৪॥ এতস্মিন্নন্তরে দেবি শূন্যং জাতং ত্রিবিষ্টপম্। জ্ঞাত্বা শূন্যমথাত্মানং চিন্তয়িত্বা পুনঃপুনঃ। গমনায় মতিং চক্রে কৃত্বা দেহমথাত্মনঃ॥ ২৫॥ ত্যক্ত্বা মাং ত্রিদশাঃ সর্ব্বে মহাকালবনং গতাঃ। অহং তত্রৈব যাস্যামি যত্র তে ত্রিদশা গতাঃ॥ ২৬॥ ইত্যুক্ত্বা তৎক্ষণং প্রাপ্তো মহাকালবনোত্তমে। কৌতুকাৎ সোঽথ বৈ শ্রেষ্ঠং তীর্থং তত্রাপি ভূতলে। দদর্শ রমণীয়ং

বাস করেন। এই জন্যই পণ্ডিতগণ ইহাকে তীর্থপ্রবর বলিয়া থাকেন। পৃথিবীর মধ্যে নৈমিষ তীর্থ সর্ব্বপাপপ্রণাশন; পুষ্কর তাহা হইতেও দশগুণ অধিক, প্রয়াগ তাহা হইতে দশগুণ অধিক, অমরেশ্বর তাহা হইতে দশগুণ অধিক, পুণ্যা সরস্বতী তাহা হইতে দশগুণ অধিক, গয়াকূপ তাহা হইতে দশগুণ অধিক, কুরুক্ষেত্র তাহা হইতে দশগুণ অধিক, বারাণসী তাহা হইতেও দশগুণ অধিক, আর মহাকালবন তাহা হইতে দশগুণ অধিক। হে শক্র! এই মহাকালবন ত্রৈলোক্যভূষণ। ঐ স্থানে কোটিসহস্র ও ষষ্টি কোটি শত ভুক্তি-মুক্তিপ্রদ লিঙ্গ আর নবকোটি শক্তি বর্ত্তমান। হে শক্র! কৃমি-কীট-পতঙ্গও ঐ স্থানে মৃত হইলে তাহারা দিব্য বিমানে সনাতন রুদ্রলোকে গমন করিয়া থাকে। সুরসত্তম, দেবর্ষি নারদের মুখে মহাকালবনের অদ্ভুত মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া সর্ব্ব দেবগণের সহিত সত্বর সহর্ষে শ্রীমহাকালবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং রম্য মহাকালবন দর্শন করিলেন। তাঁহারা দেখিলেন,—মহাকালবন স্বর্গ হইতেও মনোরম এবং উহা প্রলয়েও ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না। উহার হর্ম্ম্য সকল বিচিত্র; উহাতে শুভদর্শন কাঞ্চন বিরাজিত। শত শত প্রাসাদ ঐ স্থানে ভৌম মণি-বিদ্রুম দ্বারা শোভা পাইতেছে। বজ্রেন্দ্রনীল মণি দ্বারা ঐ প্রাসাদ সকল রচিত হইয়া শুদ্ধ স্ফটিকের ন্যায় দীপ্তি পাইতেছে। প্রাসাদ-তোরণ সকল মণি-মাণিক্যরচিত এবং বিচিত্র। দেবগণ মহাকালবনের এতাদৃশ শোভা দেখিয়া সানন্দে দেবর্ষি নারদের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। কারণ—তিনিই তাঁহাদিগকে এই মহাকালবনের কথা বলিয়াছিলেন। ৯—২২। তাঁহারা বলিলেন,—এই মহাকালবনই শ্রেষ্ঠা অমরাবতী, শুভা ভোগবতী, পৈতামহ লোক, এবং বিষ্ণুলোক। হে দেবি! এই সময় ত্রিদশালয় শূন্য হইয়াছিল। ত্রিদশালয় আপনাকে শূন্য দেখিয়া পুনঃপুন চিন্তাপূর্ব্বক দেহধারণ করত মহাকালবনে আগমন করিবার জন্য কৃতনিশ্চয় হইল এবং ত্রিবিষ্টপ এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিল যে, দেবগণ আমায় পরিত্যাগ করিয়া মহাকালবনে গমন করিয়াছেন। দেবগণ যেখানে গমন করিয়াছেন, আমিও সেই স্থানে গমন করি। এইরূপ চিন্তা করিয়া ত্রিপিষ্টপ তৎক্ষণাৎ আসিয়া মহাকালবনে উপস্থিত হইল। ফলে কৌতুকবশত ত্রিপিষ্টপও ভূতলে ঐ তীর্থশ্রেষ্ঠে আগমন করিল! আসিয়া দেবগণ-

তৈর্দ্দেবৈঃ পরিবৃতং তদা ॥ ২৭ ॥ এতস্মিন্নেব কালে তু বাগুবাচাশরীরিণী । ভোভোস্ত্রিবিষ্টপাত্রৈব স্বনাম্না স্থাপয়স্ব মাম্ । কর্কোটকস্য পূর্ব্বে তু মহামায়াশ্চ দক্ষিণে ॥ ২৮ ॥ ইত্যুক্তো দেবদেবেন হৃষ্টস্তদ্গত-চেতসা । স্বনাম্না স্থাপয়ামাস দেবং ত্রিবিষ্টপেশ্বরম্ ॥ ২৯ ॥ পূজয়িত্বা শুভৈঃ পুষ্পৈরুবাচেদং বরাননে । অদ্যপ্রভৃতি ভূর্লোকে নাম্না খ্যাতিং গমিষ্যতি ॥৩০॥ যে ত্বাং পশ্যন্তি যত্নেন অপি দুষ্কৃতকারিণঃ । তে যাস্যন্তি পরং স্থানং দিব্যালঙ্কারভূষিতাঃ ॥ ৩১ ॥ অষ্টম্যাং চ চতুর্দ্দশ্যাং সংক্রান্তৌ বা বিশেষতঃ । যঃ করিষ্যতি পূজাঞ্চ ভক্তিযুক্তো হি মানবঃ ॥ ৩২ ॥ বিমানবরমাস্থায় কামগং রত্নভূষিতম্ । উদিতাদিত্য-সঙ্কাশং মৎসমীপে বসিষ্যতি ॥ ৩৩ ॥ কিং দানৈ-র্ব্বিবিধৈর্দ্দত্তৈঃ কিং যজ্ঞৈর্ব্বিবিধৈঃ কৃতৈঃ । তে প্রাপ্স্যন্তি ফলং সর্ব্বং যে ত্বাং দ্রক্ষ্যন্তি ভক্তিতঃ ॥ ৩৪ ॥ যংযং কামমভিধ্যায় পূজয়িষ্যন্তি মানবাঃ । তত্তন্মনোরথপ্রাপ্তির্ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৩৫ ॥ ত্রিদশৈশ্চ পুনঃ প্রোক্তং দৃষ্ট্বা মল্লিঙ্গমুত্তমম্ । ত্রিবিষ্টপেন ধন্যেন স্থাপিতং দেবমীশ্বরম্ ॥ ৩৬ ॥ পূজয়িষ্যন্তি যে ধন্যা দেবং ত্রিবিষ্টপেশ্বরম্ । তেষাং বাসোঽক্ষয়ো দিব্যো ভবিষ্যতি ত্রিবিষ্টপে ॥ ৩৭ ॥ ইত্যুক্ত্বা পূজয়ামাস ভূয়ো লিঙ্গং ত্রিবিষ্টপম্ । সার্দ্ধং ত্রিবিষ্টপেনৈব পুনঃ স্থানং স্বকং গতঃ ॥৩৮॥ এষ তে কথিতো দেবি প্রভাবঃ পাপনাশনঃ । শ্রবণাৎ-কীর্ত্তনাদ্বাপি স্বর্গলোকোঽক্ষয়ো ভবেৎ ॥ ৩৯ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ত্রিবিষ্টপেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ।

শ্রীরুদ্র উবাচ । কপালেশ্বরসংজ্ঞঞ্চ হ্যষ্টমং বিদ্ধি পার্ব্বতি । যস্য দর্শনমাত্রেণ ব্রহ্মহত্যা প্রণশ্যতি ॥ ১ ॥ পুরা বৈবস্বতে কল্পে ত্রেতাকালে সমাগতে । মহাকালবনে দিব্যে যজ্ঞে পৈতামহে প্রিয়ে ॥ ২ ॥ উপবিষ্টেষু বিপ্রেষু হূয়মানে হুতাশনে । বেষং কাপালিকং কৃত্বা গতোঽহং তত্র সংসদি ॥ ৩ ॥ জীর্ণকন্থাবৃতো দেবি মুণ্ডঃ খট্বাঙ্গধারকঃ । চিতা-

---

পরিবৃত রমণীয় মহাকালবন দর্শন করিল। এমন সময়ে এক অশরীরিণী বাক্ বলিল,—ভো ভো ত্রিবিষ্টপ! তুমি কর্কোটকের পূর্ব্বে এবং মহামায়ার দক্ষিণে স্বনামে আমাকে স্থাপন কর। দেবদেব কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া ত্রিবিষ্টপ স্বনামে তাঁহাকে স্থাপন করিল। এজন্য তাহার নাম হইয়াছে,—ত্রিবিষ্টপেশ্বর। হে বরাননে! ত্রিবিষ্টপ শুভ পুষ্প দ্বারা তাঁহার পূজা করিয়া বলিল,—অদ্যাবধি ভূলোকে আপনি ত্রিবিষ্টপেশ্বর নামে খ্যাতি লাভ করিবেন। দুষ্কৃতকারী ব্যক্তিও যদি আপনাকে দর্শন করে, তাহা হইলে তাহারা দিব্য অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া পরম পদ প্রাপ্ত হইবে। অষ্টমী, চতুর্দ্দশী বা সংক্রান্তিতে যে মানব ভক্তিযুক্ত হইয়া আপনার পূজা করিবে, সে রত্নভূষিত আদিত্যসঙ্কাশ কামগ বিমানে আরোহণ করিয়া আমার সমীপে আগমনপূর্ব্বক বাস করিবে। যাহারা ভক্তিপূর্ব্বক আপনাকে দর্শন করে, তাহাদের বিবিধ দান বা বিবিধ যজ্ঞের প্রয়োজন কি? তাহারা বাঞ্ছিত সকল ফলই লাভ করিবে। যাহা যাহা কামনা করিয়া মানব আপনার পূজা করিবে, তাহাদের সেই সেই কামনাই পূর্ণ হইবে; ইহাতে কোন সংশয় নাই। দেবগণ পুনরায় আমার লিঙ্গ দর্শন করিয়া বলিলেন,—ত্রিবিষ্টপ ধন্য, যে হেতু সে এই দেব ঈশ্বরকে স্থাপন করিল। যে ধন্য ব্যক্তি সকল ত্রিবিষ্টপেশ্বরের পূজা করে, ত্রিবিষ্টপে তাহাদের অক্ষয় বাস হইয়া থাকে। এই কথা বলিয়া তাঁহারা ত্রিবিষ্টপের সহিত পুনরায় ত্রিবিষ্টপেশ্বর লিঙ্গের পূজা করিয়া স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন। হে দেবি! এই আমি তোমার নিকট পাপনাশন লিঙ্গপ্রভাব বর্ণন করিলাম। ইহা শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিলে অক্ষয় স্বর্গলোক লাভ হইয়া থাকে। ২৩—৩৯।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত। ৭।

অষ্টম অধ্যায়

শ্রীরুদ্র বলিলেন, হে পার্ব্বতি! যাহার দর্শন মাত্রে ব্রহ্মহত্যা বিনষ্ট হয়; আমি সেই কপালেশ্বর নামক অষ্টম লিঙ্গের কথা বলিতেছি। পূর্ব্বে বৈবস্বত কল্পে ত্রেতাযুগ সমাগত হইলে দিব্য মহাকালবনে পিতামহ এক যজ্ঞ করেন। ঐ যজ্ঞে ব্রতী ব্রাহ্মণগণ উপবিষ্ট আছেন। হুতাশনে হোম হইতেছে; এমন সময়ে আমি কাপালিক বেশধারণ-পূর্ব্বক ঐ স্থানে উপস্থিত হইলাম। আমার সঙ্গে

ভস্মবিলিপ্তাঙ্গো বিকৃতো বিকৃতাননঃ। কপালঞ্চ করে কৃত্বা কপালকৃতভূষণঃ ॥ ৪ ॥ ব্রাহ্মণাশ্চ ততঃ ক্রুদ্ধা দৃষ্ট্বা মাং জাল্মরূপিণম্। কপালধারিণং সর্ব্বে ধিক্‌শব্দৈশ্চ জগর্হিরে ॥ ৫ ॥ অসকৃৎ পাপপাপেতি গচ্ছগচ্ছ বিড়ম্বিতাঃ। কথঞ্চ হোমঃ ক্রিয়তে প্রাপ্তে কাপালিকে পুরঃ ॥ ৬ ॥ অকপালানি শৌচানি ইতি বেদেষু গীয়তে। যজ্ঞবেদির্ন চেহা তু মনুষ্যাস্থিধরস্ত বৈ ॥ ৭ ॥ ময়া প্রোক্তাস্তু তে বিপ্রাঃ শ্রূয়তাং দ্বিজসত্তমাঃ। যূয়ং কারুণিকাঃ সর্ব্বে পরদুঃখেন দুঃখিতাঃ ॥ ৮ ॥ কর্ত্তব্যা চ দয়া সদ্ভিঃ সর্ব্বদা সর্ব্বদেহিনাম্। সর্ব্বেষামেব জন্তূনাং মিত্রং ব্রাহ্মণ উচ্যতে ॥ ৯ ॥ অহং কাপালিকো বিপ্রো ভস্মভূষিতবিগ্রহঃ। কাপালব্রতমাস্থায় চরামি পৃথিবীতলে ॥ ১০ ॥ আরাধয়ামি সততং মহাদেবং জগৎপতিম্। ব্রহ্মহত্যাবিনাশায় ব্রতং দ্বাদশবার্ষিকম্ ॥ ১১ ॥ অঘঘ্নং বিশ্রুতং লোকে প্রারব্ধং হি ময়া দ্বিজাঃ। প্রায়শ্চিত্তনিমিত্তন্তু শুদ্ধো যাস্যামি সদ্গতিম্ ॥ ১২ ॥ মদীয়ং বচনং শ্রুত্বা তৈঃ প্রোক্তং দ্বিজসত্তমৈঃ। অতীব পাপিষ্ঠতরো যো হ্যেবং ভাষসেহধম ॥ ১৩ ॥ কপালৈর্ভূষিতো নিন্দ্যো বিশেষেণ তু বিগ্রহঃ। নাকারিতো মহাদেবো দক্ষযজ্ঞমহোৎসবে ॥ ১৪ ॥ যস্মিন্ যজ্ঞে সমায়াতা আদিত্যা বসবস্তথা। বিশ্বেদেবাশ্চ মরুতো গন্ধর্ব্বাঃ কিন্নরাস্তথা ॥ ১৫ ॥ ব্রহ্মা বিষ্ণুঃ সহস্রাক্ষো বরুণো বায়ুরেব চ। ধনদঃ সাগরা নদ্যঃ সরাংসি সকলানি চ ॥ ১৬ ॥ সুপর্ণা গিরয়ো নাগাঃ সর্ব্বে চাকারিতাঃ ক্রতৌ। সানুগাস্তে সভার্য্যাশ্চ ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ। ১৭ ॥ ব্রহ্মর্ষয়ো মহাভাগাস্তথা দেবর্ষয়োহমলাঃ। এবমুক্তা মহাদেবং মানুষাস্থিবিভূষিতম্ ॥ ১৮ ॥ অপবিত্রমিতি জ্ঞাত্বা কথং ত্বং বক্তুমর্হসি। প্রবেশো দীয়তাং মহ্যং বিশেষেণাসি ব্রহ্মহা ॥ ১৯ ॥ ইত্যুক্তোহহং যদা বিপ্রৈর্ম্ময়া প্রোক্তং বচস্তদা। প্রতীক্ষ্যতাং মুহূর্ত্তন্তু ভুক্তা যাস্যাম্যহং পুনঃ ॥ ২০ ॥ ইত্যুক্তে বচনে দেবি তাড়িতোহহং ভৃশং তদা। লোষ্টৈর্লগুড়কৈঃ পাদৈর্মুষ্টিভিশ্চ পুনঃপুনঃ ॥ ২১ ॥ অথ প্রহস্য তৎক্ষিপ্ত্বা তাং বেদিং দর্ভসংস্তৃতাম্। কপালদীপবন্নষ্টো ন জ্ঞাতোহহং দ্বিজোত্তমৈঃ ॥ ২২ ॥ ময়ি

কন্থা, মুণ্ড ও খট্টাঙ্গ আছে। আমার গাত্রে চিতাভস্ম বিলিপ্ত তাহাতে আমি বিকৃত ও বিকৃতানন হইয়াছি। করে আমার কপাল আছে এবং কপাল দ্বারা ভূষণ করিয়াছি। ব্রাহ্মণগণ আমাকে এইরূপ বীভৎসরূপী ও কপালধারী দর্শনপূর্ব্বক ধিক্ ধিক্ বলিয়া নিন্দা করিতে লাগিল। বার বার তাহারা আমায় 'পাপ, পাপ— দূর দূর" বলিয়া গালি দিতে লাগিল। তাহারা বলিল, সম্মুখে কাপালিক থাকিতে কিরূপে হোম করা যাইতে পারে? বেদে বলে— "অকপালানি শৌচানি" ওহে! তুমি যজ্ঞবেদির নিকট হইতে পলায়ন কর; তোমার শরীরে মনুষ্যের অস্থি রহিয়াছে। আমি তাহাদিগকে বলিলাম,— হে দ্বিজ সত্তমগণ! শ্রবণ করুন। দেখুন, আপনারা পরম কারুণিক এবং পরদুঃখে কাতর। আপনারা আমাকে দয়া করুন। সৎব্যক্তির সর্ব্বদা সকলকে দয়া করা উচিত। আরও দেখুন, ব্রাহ্মণগণ সকলেরই মিত্র। ইহা শাস্ত্রে বলিয়া থাকে। আমি কাপালিক, আমার সর্ব্বাঙ্গে ভস্ম। আমি কপালব্রত অবলম্বন করিয়া পৃথিবী ভ্রমণ করিতেছি। আমি জগৎপতি মহাদেবের আরাধনা করি। আমি ব্রহ্মহত্যাপাপবিনাশের জন্য দ্বাদশবার্ষিক ব্রত অবলম্বন করিয়াছি। এই ব্রত পাপঘ্ন বলিয়া লোকে প্রসিদ্ধ; এ জন্য আমি প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্ত ইহা আচরণ করিতেছি। শুদ্ধ হইয়া সদ্গতি লাভ করিব ১—১২। আমার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তখন দ্বিজগণ বলিল,—রে অধম! যে ব্যক্তি এরূপ কথা বলে, সে অতীব পাপিষ্ঠতর। তুই জানিস্ না যে, কপালভূষিতদেহ মহাদেব দক্ষযজ্ঞে আহূত হন নাই। ঐ যজ্ঞে আদিত্য, বসু, বিশ্বদেব, মরুৎ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, সহস্রাক্ষ, বরুণ, বায়ু, ধনদ, সাগর, নদী, সরোবর, সুবর্ণ, গিরি, নাগ, সভৃত্য সভার্য্য বেদপারগ ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মর্ষি ও দেবর্ষিগণ সমাগত হইয়াছিলেন। তাঁহারা মানুষাস্থিবিভূষিত মহাদেবকে অপবিত্র বলিয়াছেন, ইহা জানিয়া-শুনিয়া তুই কিজন্য এরূপ বলিতেছিস্। এখন আমাদিগকে পথ প্রদান কর্, তুই পাপী, ব্রহ্মহা। বিপ্রগণ যখন আমাকে এরূপ বলিল, তখন আমি বলিলাম,—তোমরা একটুক্ষণ অপেক্ষা কর, আমি চারিটি খাইয়া লই। তারপর যাইতেছি। হে দেবি! আমি যেমন ওই কথা বলিয়াছি, অমনি তাহারা আমাকে লোষ্ট্র, লগুড়, পদাঘাত ও মুষ্ট্যাঘাতে প্রহার আরম্ভ করিয়া দিল। এই সময় আমি হাস্য করিয়া দর্ভ-সংস্তৃতা সেই যজ্ঞ-বেদি কপালক্ষেপণ করিয়া অন্তর্হিত হইলাম। তখন ঐ

নষ্টে কপালং তৎক্ষিপ্তং মণ্ডপবাহতঃ। অথান্যত্তত্র সঞ্জাতং তাদৃগ্রূপং যশস্বিনি ॥ ২৩ ॥ এবং শতসহস্রাণি প্রযুতান্যর্ব্বুদানি চ। তত্র ক্ষিপ্তানি জাতানি ততস্তে বিস্ময়ান্বিতাঃ ॥ ২৪ ॥ অর্থাহুর্দ্বিজাঃ সর্ব্বে নেদমন্যস্য চেষ্টিতম্। ঋতে দেবান্মহাদেবাদ্গঙ্গাচন্দ্রার্দ্ধশেখরাৎ ॥ ২৫ ॥ ততোঽহং বিবিধৈঃ স্তোত্রৈঃ স্তুতো বিপ্রৈঃ পৃথক্ পৃথক্। হোমং চক্রুশ্চ তে বহ্নৌ মন্ত্রৈশ্চ শতরুদ্রিয়ৈঃ ॥ ২৬ ॥ অহং তুষ্টস্তদা দেবি দ্বিজানামনুকম্পয়া। বিয়তাং ব্রাহ্মণাঃ সর্ব্বে বরং যন্মসেপ্সিতম্ ॥ ২৭ ॥ তদা তে ব্রাহ্মণাঃ প্রোচুর্যস্ত্বদানাদ্বধস্তব। কৃতস্তেন কৃতাস্মাভির্ব্রহ্মহত্যা জগৎপ্রভো ॥ ২৮ ॥ ব্রহ্মহত্যাবিনাশায় প্রসাদং কুরু নঃ প্রভো। বরয়ামো বরং হ্যেনং নান্যং বরমভীপ্সিতম্ ॥ ২৯ ॥ দ্বিজানাঞ্চ তদা তেষামগ্রে কথিতবানিদম্। যত্র রাশিঃ কপালানাং ভবদ্ভির্বিহিতো ভুবি ॥ ৩০ ॥ অনাদিলিঙ্গং তত্রাসীচ্ছন্নং কালবিপর্য্যয়ে। পশ্যন্তু বিপ্রাস্তল্লিঙ্গং ব্রহ্মহত্যাবিমোচনম্ ॥ ৩১ ॥ কৃতা ময়াপি বিপ্রেন্দ্রা ব্রহ্মহত্যা স্বয়ং পুরা। ছিন্দতা ব্রহ্মণঃ শীর্ষং পঞ্চমং তেজসোৎকটম্ ॥ ৩২ ॥ ব্রহ্মহত্যা ততো জাতা মমাতীব সুদুঃসহা। কপালং চ করে লগ্নং তথা চাতীব দুঃসহম্ ॥ ৩৩ ॥ দহ্যমানস্ততশ্চাহং বাঢ়ং বৈ ব্রহ্মহত্যয়া। নাশায় সত্বরং তস্যাঃ স্বাশ্রমান্নির্গতঃ ॥ ৩৪ ॥ গতঃ সর্ব্বেষু তীর্থেষু নৈব মুক্তস্তু হত্যয়া। ততো দুঃখী সুসন্তপ্তো নৈব লেভে সুখং ক্বচিৎ ॥ ৩৫ ॥ এতস্মিন্নন্তরে দেবী বাগভূচ্চাশরীরিণী। গচ্ছাবন্তীং স্বয়ং নাথ কিমর্থং খিদ্যতে বৃথা ॥ ৩৬ ॥ মহাকালবনং পুণ্যং ত্বয়া নাথ বিনির্ম্মিতম্। কপালকরসংস্থানং রুদ্রমদ্ভুতদর্শনম্। ন জানাসি কথং ক্ষেত্রং মহাপাতকনাশনম্ ॥ ৩৭ ॥ তস্মিন্ ক্ষেত্রে মহল্লিঙ্গং গজরূপস্য সন্নিধৌ। বিদ্যতে পশ্য দেবেশ ব্রহ্মহত্যা প্রণশ্যতি ॥ ৩৮ ॥ ততোঽহমাগতঃ শ্রুত্বা বাক্যং শ্রুত্বা তদোত্তমম্। মহালিঙ্গং ময়া দৃষ্টং কপালকরসংস্থিতম্ ॥ ৩৯ ॥ মম হস্তাত্তদা বিপ্রাঃ কপালমপতদ্ভুবি। কপালেশ্বরদেবোঽয়মিতি নাম ময়া কৃতম্ ॥ ৪০ ॥

কপাল তাহারা বাহিরে নিক্ষেপ করিল; নিক্ষেপ করিবামাত্র তথায় আর একটী কপাল উদ্ভূত হইল। এইরূপে তাহারা শত সহস্র ও অযুত অর্ব্বুদ কপাল নিক্ষেপ করিল, আর নিক্ষেপ করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ আবার তথায় শত সহস্র ও অযুত অর্ব্বুদ কপাল জন্মিতে লাগিল। তদ্দর্শনে তাহারা অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া বুদ্ধিপূর্ব্বক বলিল যে, ইহা চন্দ্রার্দ্ধশেখর মহাদেব ভিন্ন অন্য কাহারও কার্য্য নহে। তখন তাহারা পৃথক্ পৃথক্ বিবিধ স্তোত্রে আমার স্তব করিল। শতরুদ্রিয় মন্ত্রে অগ্নিতে আমার হোম করিল। আমি তাহাদের প্রতি তুষ্ট হইলাম। তাহাদিগকে দয়া করিয়া বলিলাম,—হে ব্রাহ্মণগণ! তোমাদের যথারুচি বর গ্রহণ কর। তাহারা বলিল,—হে দেব! আমরা অজ্ঞানপূর্ব্বক আপনাকে আঘাত করিয়াছি। আমাদের ব্রহ্মহত্যা সংঘটিত হইয়াছে। আপনি কৃপা করিয়া আমাদের ব্রহ্মহত্যা বিনাশ করুন। আমরা আপনার নিকট. এই বর প্রার্থনা করিতেছি, অন্য বরের আবশ্যক নাই। আমি তখন দ্বিজগণকে বলিলাম,—তোমরা যেখানে কপাল নিক্ষেপ করিয়া কপালের রাশি করিয়াছ, সেই স্থানে প্রচ্ছন্নভাবে এক লিঙ্গ বিরাজ করিতেছেন। তোমরা ঐ ব্রহ্মহত্যাবিমোচক লিঙ্গ দর্শন কর। হে বিপ্রেন্দ্রগণ! আমিও পূর্ব্বে ব্রহ্মার পঞ্চম মস্তক ছেদন করিয়া ব্রহ্মহত্যাভাগী হইয়াছিলাম। ঐ ব্রহ্মহত্যা আবার অত্যন্ত দুঃসহ হইয়াছিল এবং ঐ সময় আমার হস্তে কপাল সংলগ্ন হয়। তাহাও আমার অত্যন্ত দুঃসহ হইয়াছিল। এইরূপে আমি ব্রহ্মহত্যা-ব্যাপ্ত হইয়া অতিশয় দাহ প্রাপ্ত হই। এ কারণ আমি ব্রহ্মহত্যা নাশের জন্য তীর্থযাত্রা করি। আমি সকল তীর্থেই গমন করিয়াছিলাম, কিন্তু ব্রহ্মহত্যা হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারি নাই। তাহাতে অত্যন্ত দুঃখে পরিতপ্ত হইয়া কোথাও সুখ লাভ করিতে পারি নাই। ১৩—৩৫। এই সময় এক দৈববাণী হয় যে, হে দেব! অবন্তীক্ষেত্রে গমন করুন, কি জন্য বৃথা ক্লেশ পাইতেছেন! আপনিই ত মহাকালবন নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ঐ মহাকালবনে কপালকরসংস্থান অদ্ভুতদর্শন রুদ্র বিরাজিত। হে দেব! এই মহাপাতকনাশন ক্ষেত্র আপনার অবিদিত হইল কিরূপে? ঐ ক্ষেত্রে গজরূপের নিকটে মহৎ লিঙ্গ অবস্থিত; ঐ লিঙ্গ আপনি দর্শন করুন; তাহা হইলেই ব্রহ্মহত্যা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবেন। অনন্তর আমি দৈববাণী শুনিয়া সত্বর মহাকালবনে আগমনপূর্ব্বক কপালকর-সংস্থিত মহালিঙ্গ দর্শন করিলাম। তখন আমার হস্ত হইতে কপাল ভূমিতে এই অনুসারে আমি ঐ লিঙ্গের

পশ্যন্তু বিপ্রাস্তং দেবং কপালেশ্বরসংজ্ঞকম্। যস্য দর্শনমাত্রেণ নিষ্কলঙ্কা ভবিষ্যথ ॥ ৪১ ॥ লিঙ্গং দৃষ্টং তদা তৈস্তু কপালৈর্বহুভির্বৃতম্। কৃতার্থাস্তে তদা জাতাস্তস্য লিঙ্গস্য দর্শনাৎ ॥ ৪২ ॥ অতোঽসৌ ভুবি বিখ্যাতঃ কপালেশ্বরসংজ্ঞকঃ। যেঽর্চ্চয়ন্তি মহাদেবি কপালেশ্বরসংজ্ঞকম্ ॥ ৪৩ ॥ কৃতপুণ্যা নরা দেবি তে যান্তি পরমং পদম্। কৃত্বাপি পাতকং ঘোরং ব্রহ্মহত্যাদিকং নরঃ ॥ ৪৪ ॥ তৎপাপং বিলয়ং যাতি লিঙ্গস্যাস্য চ দর্শনাৎ। কর্ম্মণা মনসা বাচা যৎপাপং সমুপার্জ্জিতম্। তৎক্ষপয়তি দেবোঽয়ং চতুর্দ্দশ্যাং সমর্চ্চিতঃ ॥ ৪৫ ॥ প্রসঙ্গাদপি যে পূজাং করিষ্যন্তি বরাননে। তেঽপি কামানবাপ্স্যন্তি যাংশ্চ কাংশ্চিৎসুদুর্লভান্। ঐশ্বর্য্যং ধর্ম্মমতুলং দীর্ঘমায়ুররোগতাম্ ॥ ৪৬ ॥ নিঃসপত্নত্বমতুলং যচ্চান্যত্তদবাপ্নুয়াৎ। অতীব পাপিনো যে চ ক্রূরকর্ম্মরতা নরাঃ ॥ ৪৭ ॥ বিপাপ্মানো ভবিষ্যন্তি গণেশাশ্চ মম প্রিয়ে। নিয়মেন প্রপশ্যন্তি যে দেবং বৎসরং প্রিয়ে। তে পশ্যন্তি তনুং ত্যক্ত্বা মদীয়ং ভবনং প্রিয়ম্ ॥ ৮ ॥ এষ তে কথিতো দেবি প্রভাবঃ পাপনাশনঃ। কপালেশ্বরদেবস্য স্বর্গদ্বারেশ্বরং শৃণু ॥ ৪৯

ইতি শ্রীস্কান্দে কপালেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নামাষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

নবমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীরুদ্র উবাচ। স্বর্গদ্বারেশ্বরং লিঙ্গং নবমং বিদ্ধি পার্ব্বতি। সর্ব্বপাপহরং দেবি স্বর্গমোক্ষফলপ্রদম্ ॥ ১ ॥ যদা দেবি সমায়াতাঃ কৈলাসে পর্ব্বতোত্তমে। অশ্বিন্যাদ্যা ভগিন্যস্তাস্ত্বাং দৃষ্ট্বা বিস্ময়ান্বিতাঃ ॥ ২ ॥ নিমন্ত্রিতা বয়ং যজ্ঞে সকান্তাঃ সপরিগ্রহাঃ। স্নেহেন দেবি তাতেন বহুমানপুরঃসরম্ ॥ ৩ ॥ কচ্চিৎ স্মৃতা বিশালাক্ষি কিং বা তাতস্য বিস্মৃতিঃ। কারণং কিং সমুদ্দিশ্য তাতেন ন নিমন্ত্রিতা ॥ ৪ ॥ তাসাং তদ্বচনং শ্রুত্বা অবমানাত্তদা ত্বয়া। প্রাণা মুক্তাস্তু যোগেন পুরতস্তাসু পার্ব্বতি। ৫ ॥ অথ তাঃ শোকসন্তপ্তা গতা যত্র প্রজাপতিঃ। আচখ্যুঃ সকলং বৃত্তং দক্ষস্যাগ্রে যথাতথম্ ॥ ৬ ॥ তচ্ছ্রুত্বা দারুণং বাক্যং দক্ষো নোবাচ কিঞ্চন ॥ ৭ ॥

নাম রাখিলাম,—কপালেশ্বর দেব। হে বিপ্রগণ! তোমরা ঐ লিঙ্গ দর্শন কর! উঁহার দর্শনমাত্রে নিষ্কলঙ্ক হইবে। তখন বিপ্রগণ বহুকপাল-পরিবৃত লিঙ্গ দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইলেন। এই জন্য ঐ লিঙ্গ ভূতলে কপালেশ্বর-সংজ্ঞক হইয়াছেন। হে মহাদেবি! যাহারা এই লিঙ্গের অর্চ্চনা করে, তাহারা কৃতপুণ্য হইয়া পরম পদ লাভ করে। নর ব্রহ্মহত্যাদি ঘোর পাপ করিয়া লিঙ্গদর্শন করিলে লিঙ্গপ্রভাবে তাহার ঐ পাপ বিনষ্ট হয়। চতুর্দ্দশীতে ঐ লিঙ্গের অর্চ্চনা করিলে, কায়-মনো-বাক্যে অর্জ্জিত পাপ বিনষ্ট হয়। হে বরাননে! প্রসঙ্গাধীনও যদি কেহ ঐ লিঙ্গপূজা করে তাহা হইলে সেও অতি দুর্লভ অভিলষিত লাভ করে। অধিকন্তু ঐ ব্যক্তি ঐশ্বর্য্য, অতুল ধর্ম্ম, দীর্ঘায়ু, আরোগ্য, ও নিঃশত্রুত্ব লাভ করিয়া থাকে। যাহারা অতিপাপী, অতি ক্রূরকর্ম্মরত, তাহারাও লিঙ্গার্চ্চনা করিয়া বিগতপাপ ও গণাধিপত্য লাভ করে। হে প্রিয়ে! যাহারা বৎসরকাল নিয়মপূর্ব্বক ঐ লিঙ্গ দর্শন করে, তাহারা আমার প্রিয়লোকে গমন করিয়া থাকে। হে দেবি! এই আমি তোমার নিকট পাপনাশন কপালেশ্বর-লিঙ্গ-প্রভাব কীর্ত্তন করিলাম। অতঃপর স্বর্গদ্বারেশ্বরের মাহাত্ম্য শ্রবণ কর। ৩৬—৪৯।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত। ৮।

নবম অধ্যায়।

শ্রীরুদ্র কহিলেন,—হে পার্ব্বতি! সর্ব্বপাপহর স্বর্গমোক্ষফলপ্রদ স্বর্গদ্বারেশ্বর নামক নবম লিঙ্গের কথা শ্রবণ কর। হে দেবি! যখন অশ্বিনী আদি তোমার ভগিনীগণ কৈলাসে আগমন করিয়া তোমায় অবলোকনপূর্ব্বক বিস্মিত হয় এবং তাহারা বলে, সপরিবারে সস্নেহে তাত কর্ত্তৃক আমরা বহুমানপুরঃসর নিমন্ত্রিত হইয়াছি। হে বিশালাক্ষি! ইহা তোমার মনে পড়ে কি? মনে পড়িবে বৈ কি? —তাত-চরিত কি কেহ কখন বিস্মৃত হইতে পারে? তোমার ভগিনীগণ তোমাকে জিজ্ঞাসা করে,—কি জন্য পিতা তোমাদিগকে নিমন্ত্রণ করেন নাই; ইহার কারণ কি? তুমি তখন তাহাদের বাক্যে অবমানিত হইয়া তাহাদের অগ্রে যোগাবলম্বনে প্রাণ পরিত্যাগ কর। অনন্তর তোমার ভগিনীগণ দুঃখিত হইয়া প্রজাপতি-সমীপে গমন করে। তাহারা পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া তোমার কথা যথাযথ বর্ণন করে। কিন্তু তোমার পিতা সেই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়াও বাঙ্-

ময়া দৃষ্টা যদা দেবি ভূমৌ পঞ্চত্বমাগতা। যজ্ঞ-প্রধ্বংসনার্থায় তদা বৈ প্রেরিতা গণাঃ॥ ৮॥ তে গত্বাথ গণা রৌদ্রাঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ। বিরূপা ভীষণা রৌদ্রা নানাশস্ত্রা মহাবলাঃ। মুমুচুঃ শর-বর্ষাণি কুর্ব্বন্তো ভৈরবান্ রবান্॥ ৯॥ ততো দেব-গণাঃ সর্ব্বে বসবঃ সহ ভাস্করৈঃ। বিশ্বেদেবাশ্চ সাধ্যাশ্চ ধনুর্হস্তা মহাবলাঃ॥ ১০॥ যুদ্ধায় চ বিনিষ্ক্রান্তা মুমুচুঃ সায়কান্ সিতান্। তে সমেত্যাথ যুযুধুঃ প্রমথা বিবুধৈঃ সহ। মুমুচুঃ শরবর্ষাণি বারিধারা যথা ঘনাঃ॥ ১১॥ তেষাং মধ্যে গণো নাম বীরভদ্রো মহাবলঃ। স শক্রং তাড়য়ামাস শূলেন হৃদয়ে তথা॥ ১২॥ স তু তেন প্রহারেণ বিসংজ্ঞো নিষসাদ হ। অথ মুষ্ট্যা হতঃ কুম্ভে নাগ ঐরাবতস্তথা॥ ১৩॥ স হতঃ সহসা তেন গজেন্দ্রো ভৈরবান্ রবান্। বিনদন্ ভয়মাস্থায় যজ্ঞবাটমুপাদ্রবৎ॥ ১৪॥ এতস্মিন্নন্তরে দেবাঃ কৃতাস্তেন পরাঙ্মুখাঃ। তস্তে শরণং জগ্মুর্বিষ্ণুং বিশ্বৈকনায়কম্॥ ১৫॥ ততঃ কোপসমাবিষ্টো বিষ্ণুর্দৃষ্ট্বা দিবৌকসান্। গণৌঘদ্রাবিতান সর্ব্বান্ মুমোচাশু সুদর্শনম্॥ ১৬॥ তদাপতত্তু বেগেন চক্রং বিষ্ণোঃ সুদর্শনম্। প্রসার্য্য বক্ত্রং সহসা গ্রাসদস্তং চকার হ॥ ১৭॥ তস্মিংশ্চক্রে তদা গ্রস্তে হৃমোঘে দৈত্যসূদনে। ক্রুদ্ধো নারায়ণো দেবি বীরভদ্রমুপাদ্রবৎ॥ ১৮॥ গৃহীত্বা পাদয়োর্ভূমৌ নিজঘানাতিদূরতঃ। হন্যমানস্তাথ ভূমৌ গদয়া চ সুদর্শনম্॥ ১৯॥ রুধিরোদ্গারসংযুক্তং বক্ত্রাত্তচ্চ বিনির্গতম্। মত্তো লব্ধবরো দেবি বীরভদ্রো গণোত্তমঃ। ন তু পঞ্চত্বমাপন্নো গদয়া তাড়িতো-ঽপি সঃ॥ ২০॥ ততস্তু প্রমথাঃ সর্ব্বে বিষ্ণুবীর্য্য-বলার্দ্দিতাঃ। কৃচ্ছ্রেণ সহসা প্রাপ্তা যত্রাহং দেবি সংস্থিতঃ॥ ২১॥ মাং দৃষ্ট্বা শূলহস্তং তু বিষ্ণুশ্চান্তর-ধীয়ত। ইন্দ্রোঽপি ত্রিদশৈঃ সার্দ্ধং পিতৃভির্ব্রাহ্মণৈঃ সহ॥ ২২॥ মত্ত্রাসপরীতাত্মা ততশ্চাদর্শনং গতঃ। এবং বিধ্বংসিতে যজ্ঞে নষ্টো দেবগণো যদা॥ ২৩॥ ময়া নিরূপিতো দেবি স্বর্গদ্বারে গণস্তদা। প্রবেশো নৈব দাতব্যস্ত্রিদশানাং গণেশ্বর॥ ২৪॥ দ্বারাবরোধঃ কর্ত্তব্যো যত্নতঃ শাসনান্মম। যঃ কোঽপি দৃশ্যতে দেবঃ স হন্তব্যো ন সংশয়ঃ॥ ২৫॥ উদ্বসশ্চ ততো

নিষ্পত্তি করেন না। হে দেবি! আমি তখন তোমার পঞ্চত্বপ্রাপ্ত দেহ ভূতলে লুণ্ঠিত দেখিয়া তোমার পিতার যজ্ঞ ধ্বংস করিবার জন্য গণগণ প্রেরণ করি। শত শত সহস্র সহস্র বিকৃতাকার ভীষণ মহাবল গণ সকল তখন নানা শস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক ভৈরব নাদ করিতে করিতে যজ্ঞস্থানে উপস্থিত হইয়া শর বর্ষণ করিতে থাকে। তখন তোমার পিতার পক্ষ হইতে দেব, বসু, ভাস্কর, বিশ্বেদেব ও মহাবল সাধ্যগণ যুদ্ধের নিমিত্ত নিষ্ক্রান্ত হইয়া সমরে সিত সায়ক সকল মোচন করিতে থাকে। এইরূপে দেবগণে আর প্রমথগণে তুমুল সংগ্রাম চলিতে থাকে। উভয় পক্ষ হইতে বারিধারার ন্যায় শর বর্ষণ হইতে থাকে। ঐ সময় গণগণ-মধ্যে মহাবল বীরভদ্র নামক এক গণ শক্রের হৃদয়ে ভীষণরূপে শূলাঘাত করে। ঐ প্রহারে শক্র বিসংজ্ঞ হইয়া বসিয়া পড়েন। তাহার ঐরাবতের কুম্ভপ্রদেশেও বীরভদ্র মুষ্টিপ্রহার করে; ঐ প্রহারে ভয়ানকরূপে আহত হইয়া নাগরাজ ভয়ঙ্কর শব্দে যজ্ঞকাষ্ঠের চতুর্দ্দিকে ধাবন করিতে থাকে। এইরূপে বীরভদ্রের সমরে পরাঙ্মুখ হইয়া দেবগণ বিশ্বৈকনায়ক বিষ্ণুর নিকট গমন করেন। বিষ্ণু তাঁহাদিগকে গণ-বিদ্রাবিত দেখিয়া সক্রোধে গণগণের প্রতি সুদর্শন চক্র মোচন করেন। ঐ ভীষণ চক্র মহাবেগে পতিত হইবামাত্র মহাবল বীরভদ্র তখন বদন ব্যাদানপূর্ব্বক সহসা তাহা গ্রাস করিয়া ফেলে।১—১৭। হে দেবি! তখন মধুসূদন কর্ত্তৃক দৈত্যসূদন চক্র, বীরভদ্র গ্রস্ত হইতে দেখিয়া সক্রোধে বীরভদ্রের প্রতি ধাবিত হইলেন এবং দূর হইতে তিনি বীর-ভদ্রের পাদদ্বয়ে গদা প্রহার করিলেন। গদাঘাতে বীরভদ্র ভূমিতে পতিত হইলে তাহার মুখ হইতে রুধিরোদ্গার সহ সুদর্শন চক্র ভূমিতে পতিত হইল। সনাতন বীরভদ্র নারায়ণ কর্ত্তৃক তথাবিধ তাড়িত হইয়াও আমার বরপ্রভাবে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল না। অনন্তর প্রমথগণ বিষ্ণুবীর্য্যে পীড়িত হইয়া অতি কষ্টে আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। বিষ্ণু আমাকে শূলধারী দেখিয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হই-লেন। দেব, পিতৃ ও ব্রাহ্মণগণের সহিত ইন্দ্রও আমার নিকট ভয় পাইয়া অদৃশ্য হইলেন। এইরূপে যজ্ঞ ধ্বস্ত ও দেবগণ বিনষ্ট হইলে আমি স্বর্গদ্বারে গণগণকে নিযুক্ত করিলাম। তাহাদিগকে বলিয়া দিলাম, তোমরা দেবগণকে প্রবেশ করিতে দিবে না। আমার আজ্ঞায় তোমরা স্বর্গদ্বার রুদ্ধ কর। যে কোন দেবতা দ্বারে উপস্থিত হইবে, তাহাকে

জাতঃ স্বর্গো দেবা বিনির্জ্জিতাঃ ॥ ২৬ ॥ স্বর্গদ্বারে নিরুদ্ধে তু শক্রাদ্যা ভয়বিহ্বলাঃ। ব্রহ্মলোকং গতা দেবা ন্যবেদয়ন্ পুনঃপুনঃ ॥ ২৭ ॥ তস্যাগ্রে কথিতং সর্ব্বং স্বর্গদ্বারাবরোধনম্। মহেশ্বরগণৈর্ব্যাপ্তং স্বর্গদ্বারং পিতামহ ॥ ২৮ ॥ প্রবেশো দুর্লভো জাতঃ কৃতে দ্বারাবরোধনে। কেনোপায়েন যাস্যামঃ স্বর্গলোকং জগদ্বিধম্ ॥ ২৯ ॥ নাস্মাকং জায়তে প্রীতির্বিনা স্বর্গং পিতামহ ॥ ৩০ ॥ ইতি তেষাং বচঃ শ্রুত্বা প্রোক্তং তু ব্রহ্মণা তদা। আরাধ্যঃ শঙ্করো দেবো মহাদেবো জগৎপতিঃ ॥ ৩১ ॥ স্তুত্যো বন্দ্যো নমস্কার্য্যঃ সৃষ্টিসংহারকারকঃ। দুর্লভস্তু সুরাঃ স্বর্গো বিনা তস্য প্রসাদতঃ ॥ ৩২ ॥ গোপ্তা স্রষ্টা সমর্থশ্চ স চাস্মাকং পরা গতিঃ। স এবারাধনীয়স্তু স চ পূজ্যতমো মতঃ ॥ ৩৩ ॥ তস্মাৎসর্ব্বপ্রযত্নেন গম্যতাং শরণং শিবঃ। উপায়ং কথয়িষ্যামি শ্রূয়তাং সাবধানতঃ ॥ ৩৪ ॥ ত্রিদশৈঃ সহিতঃ শক্র তূর্ণং গচ্ছ মমাজ্ঞয়া। মহাকালবনে রম্যে কপালেশ্বরপূর্ব্বতঃ ॥ ৩৫ ॥ স্বর্গদ্বারপরং লিঙ্গং বিদ্যতে তত্র বাসব। লোকানামনুকম্পার্থং মহাদেবেন নির্ম্মিতম্। তমারাধয়ত ক্ষিপ্রং স বঃ কামং প্রদাস্যতি ॥ ৩৬ ॥ ব্রহ্মণো বচনং শ্রুত্বা ত্রিদশা মুদিতা ভৃশম্। সমায়াতা মহাদেবি মহাকালবনং তদা ॥ ৩৭ ॥ স্বর্গদ্বারপ্রদং পুণ্যং দদৃশুর্লিঙ্গমুত্তমম্। তস্য দর্শনমাত্রেণ স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্ ॥ ৩৮ ॥ স্বর্গলোকং গতাঃ সর্ব্বে যথাপূর্ব্বং যশস্বিনি। নিঃশঙ্কাংস্ত্রিদশান্ দৃষ্ট্বা বিজ্ঞপ্তোঽহং গণৈস্তদা ॥ ৩৯ ॥ ময়াজ্ঞপ্তাশ্চ তে সর্ব্বে নিবর্ত্তধ্বং গণোত্তমাঃ। স্বয়মেব প্রতিজ্ঞাতং কথং মিথ্যা ভবিষ্যতি ॥ ৪০ ॥ স্বর্গদ্বারপ্রদো দেবো দৃষ্টো দেবৈর্ন সংশয়ঃ। মহাকালবনে রম্যে কথিতো হি বিরিঞ্চিনা ॥ ৪১ ॥ স্বর্গদ্বারং গতাঃ সদ্যঃ শক্রাদ্যাস্ত্রিদশা গণাঃ। অতঃ প্রভৃতি বিখ্যাতঃ স্বর্গদ্বারেশ্বরঃ শিবঃ ॥ ৪২ ॥ খ্যাতিং যাস্যতি ভূলোকে স্বর্গলোকপ্রদায়কঃ ॥ ৪৩ ॥ যে পশ্যন্তি নরা লোকে স্বর্গদ্বারেশ্বরং শিবম্। তে যান্তি স্বর্গলোকং হি স্বর্গদ্বারেশ্বরার্চ্চনাৎ ॥ ৪৪ ॥ স্বর্গদ্বারেশ্বরং দেবং যে পশ্যন্তি প্রসঙ্গতঃ। ন তেষাং ভয়মস্তীতি কল্পকোটিশতৈরপি ॥ ৪৫ ॥ অশ্বমেধসহস্রেণ যৎপুণ্যং সমুদাহৃতম্। তৎ পুণ্যমাবকং

প্রহার করিয়া তাড়িত করিবে। দেবি! তখন স্বর্গ উদ্বাস্ত হইল; দেবগণ নির্জ্জিত হইলেন। শক্রাদি দেবগণ ভয়বিহ্বল হইয়া মন্ত্রণাপূর্ব্বক ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া তাঁহারা স্বর্গদ্বাররোধের কথা পিতামহকে জানাইলেন। তাঁহারা বলিলেন,—হে পিতামহ! মহেশ্বরপ্রেরিত সেনাগণ স্বর্গদ্বার অবরুদ্ধ করিয়াছে। আমরা স্বর্গে প্রবেশ করিতে পারিতেছি না; কি উপায়ে আমরা স্বর্গে প্রবেশ করিতে পারি? স্বর্গ ভিন্ন অন্য স্থান আমাদের প্রীতিপ্রদ নহে। দেবগণের এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া ভগবান ব্রহ্মা বলিলেন,—হে দেবগণ! তোমরা জগৎপতি শঙ্করের আরাধনা কর। তিনি আমাদের স্তুত্য, বন্দনীয়, নমস্কার্য্য ও সৃষ্টি স্থিতি-সংহার-কারক। তাঁহার অনুগ্রহ ব্যতিরেকে স্বর্গ লাভ করা দুর্লভ। তিনি আমাদের গোপ্তা, স্রষ্টা, সামর্থ্য ও পরমগতি। তিনি আমাদের আরাধ্য ও পূজ্যতম। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে শিবের শরণ গ্রহণ কর। আমি এই উপায় বলিলাম। হে শক্র! দেবগণের সহিত রম্য মহাকালবনে গমন কর। ঐ স্থানে কপালেশ্বরের পূর্ব্বে স্বর্গদ্বার নামক পরম লিঙ্গ আছেন। লোকানুগ্রহের নিমিত্ত ঐ লিঙ্গ স্বয়ং মহাদেব নির্ম্মাণ করিয়াছেন। আপনারা শীঘ্র ঐ স্থানে গিয়া লিঙ্গারাধনা করুন। তিনি নিশ্চয়ই আপনাদিগকে অভিলষিত প্রদান করিবেন। ১৮—৩৬। হে দেবি! তখন পিতামহের বাক্যে দেবগণ সানন্দে মহাকালবনে আগমন করিলেন। আগমন করিয়া স্বর্গদ্বারপ্রদ উত্তম লিঙ্গ দর্শন করিলেন। তাঁহার দর্শনমাত্র তাঁহাদের স্বর্গদ্বার মুক্ত হইল। তাঁহারা তখন স্বর্গলোকে গমন করিলেন। এই সময় দেবগণকে নিঃসঙ্কোচে যাইতে দেখিয়া গণগণ আমাকে জানাইল। আমি তাহাদিগকে বলিলাম,—হে গণগণ! অতঃপর তোমরা নিবর্ত্তিত হও। আমিই প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, উক্ত লিঙ্গ স্বর্গদ্বারপ্রদ; এখন তাহা মিথ্যা হইবে কি প্রকারে? দেবগণ বিরিঞ্চি কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া মহাকালবনে আগমন করিয়া স্বর্গদ্বারেশ্বর লিঙ্গ দর্শনপূর্ব্বক সদ্য স্বর্গে গমন করিতেছেন। এই কারণে অদ্য হইতে এই লিঙ্গ স্বর্গদ্বারেশ্বর শিব নামে ভূতলে খ্যাতি লাভ করিবে। যাহারা এই স্বর্গদ্বারেশ্বর শিব দর্শন ও তাঁহার অর্চ্চনা করে, তাহারা স্বর্গলোকে গমন করিয়া থাকে। যাহারা প্রসঙ্গবশতও স্বর্গদ্বারেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করে, কল্প-কোটি শত কালেও তাহাদের

দেবি স্বর্গদ্বারেশ্বরার্চ্চনাৎ ॥ ৪৬ ॥ জন্মান্তরসহস্রেণ যৎপাপং পূর্ব্বসঞ্চিতম্। তৎপাপং বিলয়ং যাস্তি লিঙ্গস্যাস্য চ কীর্ত্তনাৎ ॥ ৪৭ ॥ অষ্টম্যাং বা চতুর্দ্দশ্যামথবা চন্দ্রবাসরে। যে পশ্যন্তি নরা ভক্ত্যা স্বর্গদ্বারেশ্বরং শিবম্। তে দেবি মে শরীরস্তু প্রবিষ্টাস্ত্বপুনর্ভবাঃ ॥ ৪৮ ॥ দশকোটিসহস্রাণি তস্মিন্ লিঙ্গে তু পূজিতে। পূজিতানি ভবন্তীহ লিঙ্গান্যন্তঃস্থিতানি তু ॥ ৪৯ ॥ স্পর্শনাত্তস্য লিঙ্গস্য কীর্ত্তনাদ্‌যজনাত্তথা। সুখেন স্বর্গমায়ান্তি যথা কামানবাপ্নুয়াৎ ॥ ৫০ ॥ অকামা বা সকামা বা যে পশ্যন্তি দিনে দিনে। তেঽপি পুণ্যা মহাভাগাঃ স্বর্গলোকং প্রযান্তি বৈ ॥ ৫১ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে স্বর্গদ্বারেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

দশমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ। কর্কোটেশ্বরসংজ্ঞং চ দশমং বিদ্ধি পার্ব্বতি। যস্য দর্শনমাত্রেণ বিষৈর্নৈবাভিভূয়তে ॥ ১ ॥ মাত্রা চ ভুজগাঃ শপ্তাঃ স্ববচোভঙ্গকারণাৎ। মদ্বচো ন কৃতং যস্মাত্তবহ্নিঃ পাপকর্ম্মণি ॥ ২ ॥ বহ্নির্হি ধক্ষ্যতে যুষ্মান সত্রে জন্মেজয়স্য হি। শ্রুত্বা শাপং ততো মাতুর্মৃত্যুভীতাশ্চ পন্নগাঃ ॥ ৩ ॥ গতাঃ সর্ব্বে যথাস্থানং জীবনার্থং যশস্বিনি হিমশৈলং গতঃ শেষস্তপঃ কর্ত্তুং ততঃ প্রিয়ে ॥ ৪ সর্পশ্চ কম্বলো নাম লোকং পৈতামহং গতঃ। শঙ্খচূড়োঽথ নাগেন্দ্রো মণিপূরং গতস্ততঃ ॥ ৫ ॥ যমুনাম্ভসি সংলীনঃ কালিয়ো ভয়বিহ্বলঃ ॥ ৬ ॥ এবং তে সর্পরাজানো নাগাঃ সুস্মিতশোভনে। কুরুক্ষেত্রে গতাঃ সর্ব্বে তপশ্চর্ত্তুং যশস্বিনি। ধৃতরাষ্ট্রস্তথা নাগঃ প্রয়াগমগমৎ প্রিয়ে ॥ ৭ ॥ এলাপত্রস্তু নাগেন্দ্রো ব্রহ্মলোকং জগাম হ। প্রণম্য তমথোবাচ মাতৃকৃৎসঙ্গসংস্থিতাঃ ॥ ৮ ॥ মাত্রা শপ্তা বয়ং দেব কুদ্ধয়া তব সন্নিধৌ। সা কথং শাপকালে তু ভবতা ন নিরাবিতা ॥ ৯ ॥ ব্রহ্মোবাচ। নিষিদ্ধা নৈব তে মাতা ভাবিকর্ম্মবলান্মম। সর্পসত্রো হি ভবিতা রাজ্ঞো জন্মেজয়স্য চ ॥ ১০ ॥ ত্বং চ বৎস মমাদেশান্মহাকালবনং ব্রজ। শাস্ত্যর্থং সর্ব্বনাগানাং ভক্ত্যা সত্বরম্ ॥ ১১ ॥ সমারাধয় দেবেশং মহামায়াসমী-

কোন ভয় হয় না। সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিলে যে পুণ্য নির্দ্দিষ্ট আছে, স্বর্গদ্বারের অর্চ্চনায় ততোধিক পুণ্য লাভ হইয়া থাকে। পূর্ব্ব জন্মান্তরসহস্রে যে পাপ সঞ্চিত থাকে, তাহা এই লিঙ্গ-মাহাত্ম্যকীর্ত্তনে বিনষ্ট হইয়া থাকে। হে দেবি! যাহারা স্বর্গদ্বারেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করে, তাহারা আমার শরীরে প্রবেশ করিয়া থাকে, তাহাদের আর পুনরাবৃত্তি হয় না। ঐ লিঙ্গের পূজা করিলে দশকোটি লিঙ্গের পূজা করা হয়। ঐ লিঙ্গের স্পর্শন কীর্ত্তন ও যজন করিলে সুখে স্বর্গে গমন করিয়া অভিলষিত প্রাপ্ত হয়। ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় যাহারা প্রতিদিন ঐ লিঙ্গ দর্শন করে, সেই পুণ্য মহাভাগ ব্যক্তিগণ স্বর্গলোকে প্রয়াণ করিয়া থাকেন। ৩৭—৫১।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত।

দশম অধ্যায়।

শ্রীমহাদেব বলিলেন,—হে পার্ব্বতি! যাঁহার দর্শনমাত্রে বিষদোষ নষ্ট হয়, সেই দশম লিঙ্গ কর্কোটকেশ্বরের বিবরণ শ্রবণ কর। একদা ভুজগগণ মাতৃবাক্য পালন না করার জন্য মাতা কর্ত্তৃক এইরূপে অভিশপ্ত হয় যে, যেহেতু তোমরা আমার বাক্য পালন করিলে না; অতএব তোমরা জনমেজয়ের যজ্ঞে বহ্নি কর্ত্তৃক দগ্ধ হইবে। পন্নগগণ মাতৃমুখে এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মৃত্যুভয়ে সকলে যথেচ্ছ স্থানে প্রস্থান করিতে লাগিল। হে প্রিয়ে! শেষ হিমশৈলে তপস্যার্থ গমন করিলেন। কম্বল নামক সর্প ব্রহ্মসদন, নাগেন্দ্র শঙ্খচূড় মণিপুর, এবং কালিয় সর্প ভয়-বিহ্বল হইয়া যমুনাজলে গমন করিল। হে সুস্মিতশোভনে! অপরাপর নাগরাজগণ কুরুক্ষেত্রে তপস্যা করিবার জন্য গমন করিল। ধৃতরাষ্ট্র নাগ প্রয়াগ, এবং এলাপত্র ব্রহ্মলোকে গমন করিল। এলাপত্র পিতামহকে প্রণিপাত-পুরঃসর নিবেদন করিল, -হে দেব! আমরা উৎসঙ্গস্থিত অবস্থায় মাতা কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়াছি। কি জন্য আপনি শাপকালে তাঁহাকে নিবারণ করিলেন না। ১—৯। ব্রহ্মা বলিলেন,—দেখ এলাপত্র! অবশ্যম্ভাবী কর্ম্মের বাধ্য হইয়া আমি তোমার মাতাকে নিবারণ করিতে পারি নাই। রাজা জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞ হইবে। বৎস! সর্ব্বনাগের শান্তির জন্য ভক্তিযুক্ত হইয়া সত্বর তুমি মহাকাল-

পত্তঃ। ভবিত্রা তত্র তে সিদ্ধির্দেবদেবপ্রসাদতঃ ॥১২॥ তত্র গত্বাথ কর্কোটঃ স্বয়ং দেবি সমাহিতঃ। দেব-মারাধয়ামাস মহামায়াপুরঃস্থিতঃ। তস্য তুষ্টোঽথ দেবেশো বরং প্রাদাদযশস্বিনি ॥ ১৩ ॥ যে দন্দশূকাঃ ক্রূরাশ্চ পাপচারা বিষোল্বণাঃ। তেষাং বিনাশো ভবিতা ন তু যে ধর্ম্ম-চারিণঃ ॥ ১৪ ॥ ভক্ত্যা তবাদ্য তুষ্টোঽস্মি ত্বং মে সাযুজ্যতাং ব্রজ। দেবে তত্র বিলীনোঽথ নাগঃ কর্কোটকঃ প্রিয়ে ॥ ১৫ ॥ কর্কোটকেশ্বরঃ খ্যাত-স্ততো দেবো মহেশ্বরঃ। তস্য দর্শনমাত্রেণ ব্যাধয়ো যান্তি সংক্ষয়ম্ ॥ ১৬ ॥ যস্তং পূজয়তে দেবং ভক্ত্যা যুক্তো হি মানবঃ। ঐশ্বর্য্যং জায়তে তস্য কুলানাং তারয়েচ্ছতম্ ॥ ১৭ ॥ ব্যাধিতো ব্যাধিতো মুক্তো দুঃখী দুঃখাৎ প্রমুচ্যতে। দর্শনাত্তু ভবেৎ সদ্যঃ সর্ব্বপাতকবর্জ্জিতঃ ॥ ১৮ ॥ নিয়মেন প্রপশ্যন্তি যে চ কর্কোটকেশ্বরম্। তে সর্ব্বকামানাপ্নোন্তি বসন্ত্যন্তে চ মৎপুরে ॥ ১৯ ॥ পঞ্চম্যাঞ্চ চতুর্দ্দশ্যাং যে পশ্যন্তি রবের্দ্দিনে। ন তেষাং তু কুলে সর্পাঃ পীড়াং কুর্ব্বন্তি কর্হিচিৎ ॥ ২০ ॥ যা নারী দুর্ভগা সাপি সৌভাগ্যং লভতে সদা। গুব্বিণী লভতে পুত্রমরোগং কুল-ভূষণম্। শিশুগ্রহাশ্চ নশ্যন্তি নাপমৃত্যুভয়ং ভবেৎ ॥ ২১ ॥ যং যং কামমভিধ্যায়েন্মনসা ভক্তিমান্ নরঃ। তং তং দুর্ল্লভমাপ্নোতি কর্কোটেশ্বরদর্শনাৎ ॥ ২২। এষ তে কথিতো দেবি প্রভাবঃ পাপনাশনঃ কর্কোটেশ্বরদেবস্য শৃণু সিদ্ধেশ্বরং পরম্ ॥ ২৩ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে কর্কোটেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ। লিঙ্গমেকাদশং বিদ্ধি দেবি সিদ্ধেশ্বরং শুভম্। বীরভদ্রসমীপে তু সর্ব্বসিদ্ধি-প্রদায়কম্ ॥ ১ ॥ দেবদারুবনে পূর্ব্বং বিপ্রা যোগ-সমাধিতাঃ। স্পর্দ্ধয়া সিদ্ধিলব্ধ্যর্থং তপোঽকুর্ব্বত সংযতাঃ ॥ ২ ॥ শাকাহারা নিরাহারাঃ পর্ণাহারা-

বনে গমন কর। সেখানে মহামায়ার সমীপে দেবদেবের আরাধনা কর। তাঁহার প্রসাদে তুমি সিদ্ধি লাভ করিবে। হে দেবি! তখন ঐ সকল নাগ ঐ স্থানে গমন করত মহামায়ার সম্মুখস্থ দেবদেবের আরাধনা করিল। তাহার আরাধনায় তিনি প্রসন্ন হইয়া এইরূপ বর প্রদান করিলেন যে, সর্পগণের মধ্যে যাহারা ক্রূর, পাপাচার ও তীব্রবিষ; তাহারাই বিনষ্ট হইবে, ধর্ম্ম-চারিগণ বিনষ্ট হইবে না। আমি অদ্য তোমার ভক্তিতে তুষ্ট হইয়াছি; তুমি আমার সাযুজ্য লাভ কর। হে প্রিয়ে! তখন কর্কোটক নাগ দেব-শরীরে বিলীন হইল। তদবধি দেব মহে-শ্বর কর্কোটকেশ্বর নামে বিখ্যাত হইলেন। তাঁহার দর্শনমাত্রে ব্যাধি নষ্ট হয়। যে মানব ভক্তিপূর্ব্বক-ঐ দেবের পূজা করে, তাহার ঐশ্বর্য্য লাভ হয় এবং সে শত কুল উদ্ধার করে। ঐ দেবের পূজা করিলে ব্যাধিত ব্যক্তি ব্যাধি হইতে এবং দুঃখী ব্যক্তি দুঃখ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। তাঁহার দর্শনে লোক সর্ব্বথা পাতক হইতে মুক্তি লাভ করে। যাহারা নিয়মপূর্ব্বক কর্কোটকেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করে, তাহারা সর্ব্ব অভিলষিত লাভ করিয়া অন্তে মদীয় পুরে বাস করিয়া থাকে। রবিবার পঞ্চমী বা চতুর্দ্দশীতে যে নর কর্কোটকেশ্বর দর্শন করে, সর্পগণ তাহার কুলে কদাচ পীড়া উৎপাদন করে না। দুর্ভগা নারী উক্ত লিঙ্গের অর্চ্চনা করিলে সৌভাগ্য লাভ করিয়া থাকে। ঐ লিঙ্গার্চ্চনা করিয়া গুর্ব্বিণী কুলভূষণ আরোগী পুত্র লাভ করে, তাহার শিশুগ্রহ নষ্ট হয় এবং তাহার কদাচ অপমৃত্যুভয় থাকে না। ভক্তিমান নর মনে যাহা যাহা কামনা করে, কর্কোটকেশ্বর দর্শনে তাহার সেই সেই কামনা সিদ্ধ হইয়া থাকে। হে দেবি! এই আমি তোমার নিকট কার্কোটকেশ্বর দেবের পাপনাশন প্রভাব কীর্ত্তন করিলাম, অতঃপর সিদ্ধেশ্বর লিঙ্গের মহিমা শ্রবণ কর। ১০—২৩।

দশম অধ্যায় সমাপ্ত। ১০।

একাদশ অধ্যায়

শ্রীমহাদেব বলিলেন,—হে দেবি! অতঃপর বীরভদ্রসমীপস্থ সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়ক শুভ একাদশ লিঙ্গ সিদ্ধেশ্বরের মাহাত্ম্য অবগত হও। পূর্ব্বে দেব-দারুবনে বিপ্রগণ সিদ্ধিলাভের নিমিত্ত পরস্পর স্পর্দ্ধা করিয়া যোগ করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ শাকাহারে, কেহ নিরাহারে,

স্তথাপরে। দন্তোলূখলিনঃ কেচিদশ্মকুট্টাস্তথাপরে॥ ৩॥ কেচিদ্বীরাসনরতা ধূম্রপানরতাঃ পরে। পাদৈরূর্দ্ধৈরধোবক্ত্রৈঃ কেচিদভ্রাবকাশিকাঃ॥ ৪॥ কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদীনি কুর্ব্বন্ত্যন্যে সমাহিতাঃ। ন চাপি পরমা প্রাপ্তা সিদ্ধির্বর্ষশতৈরপি॥ ৫॥ দুঃখার্ত্তাশ্চিন্তয়ামাসুঃ কথং সিদ্ধির্ভবিষ্যতি। তপসা দুষ্করে নৈব সিদ্ধির্নৈবাত্র লভ্যতে॥ ৬॥ ব্যর্থা শ্রুতিস্তথা জাতা যা গীতা মুনিভিঃ পুরা। তপসা লভ্যতে সর্ব্বং তপোমূলমিদং জগৎ॥ ৭॥ অঞ্জনং গুটিকা চৈব পাদুকাগমনং তথা। খড়্গসিদ্ধির্বিলে বাসশ্চিন্তামণিরপেক্ষিতম্॥ ৮॥ এবং তেহচিন্তয়ন্ সিদ্ধাঃ পরমামর্ষপূরিতাঃ। উৎসর্য্য তত্তপোধর্ম্মং নাস্তিক্যং ভাবমাগতাঃ॥ ৯॥ এতস্মিন্নেব কালে তু বাগুবাচাশরীরিণী। আশ্বাসয়ন্তী তান্ সিদ্ধান্ মাতা পুত্রমিবৌরসম্॥ ১০॥ মাবমন্যধ্বমার্য্যা হি শ্রুতির্ব্যর্থা মহীতলে। তপো ন নিন্দ্যং ধর্ম্মো বা শ্রূয়তামত্র কারণম্॥ ১১॥ ভবিতা ভবতাং সিদ্ধিরত্র নৈব তপোধনাঃ। স্পর্দ্ধয়া সিদ্ধিকামৈশ্চ তপস্তদ্ধি কৃতং বৃথা॥ ১২॥ কামাচ্চ তপসো হানিরহঙ্কারাচ্চ বিস্ময়ঃ। ক্রোধাল্লোভাত্তথা মোহাজ্জায়তে নাত্র সংশয়ঃ॥ ১৩॥ স্পর্দ্ধয়া রহিতো যস্তু কামক্রোধবিবর্জ্জিতঃ। করোতি কর্ম্ম ভাবেন স তপঃফলমশ্নুতে॥ ১৪॥ বাসনারহিতো যস্তু একচিত্তঃ সমাহিতঃ। আস্তিকঃ শ্রদ্দধানশ্চ স তপঃফলমশ্নুতে॥ ১৫॥ মাতৃবৎ পরদারাণি পরদ্রব্যাণি লোষ্ট্রবৎ। যঃ পশ্যতি নরো নিত্যং স তপঃ ফলমশ্নুতে॥ ১৬॥ ঈদৃশে পুরুষৈর্বিপ্রাস্তপঃসিদ্ধিশ্চ দৃশ্যতে। ভবদ্ভিঃ স্পর্দ্ধয়া চৈব কৃতবদ্ভিশ্চ দুষ্করম্॥ ১৭॥ তস্মাদ্বর্ষসহস্রেণ নৈব সিদ্ধির্ভবিষ্যতি। যদি মদ্বচনং কার্য্যং নির্ব্বিকল্পেন চেতসা॥ ১৮॥ মহাকালবনং গত্বা যূয়ং সর্ব্বে সমাহিতাঃ। আরাধয়ধ্বং দেবেশং সদা সিদ্ধিপ্রদায়কম্॥ ১৯॥ দর্শনাত্তস্য দেবস্য লভ্যতে সিদ্ধিরুত্তমা। সনকাদয়োঽপি যে দেবমাসাদ্য যোগতৎপরাঃ। পূজয়িত্বাপি ভাবেন সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ॥ ২০॥ রাজা বসুমতা পূর্ব্বং খড়্গসিদ্ধিঃ সুদুর্লভা। প্রাপ্তা দর্শনমাত্রেণ লিঙ্গস্যাস্য প্রভাবতঃ॥

কেহ পর্ণাহারে, কেহ দন্তোলূখলী হইয়া, কেহ অশ্মকুট্ট হইয়া, কেহ কেহ বীরাসনে, কেহ কেহ ধূমপানে, কেহ কেহ ঊর্দ্ধপদে ও অধোমুখ হইয়া, কেহ কেহ আকাশস্থ হইয়া এবং কেহ কেহ কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণ অবলম্বনে সমাহিতভাবে তপস্যা করিতে লাগিলেন। কিন্তু শত বর্ষ তপস্যা করিয়াও সিদ্ধি লাভ করিতে পারিলেন না। তখন তাঁহারা চিন্তা করিতে লাগিলেন,—কিরূপে আমাদের সিদ্ধি লাভ হইবে? দুষ্কর তপস্যাচরণেও আমাদের সিদ্ধি লাভ হইল না! তপস্যা দ্বারা সমস্তই লাভ করা যায়। এই জগৎ তপোমূল। তপস্যা দ্বারা অঞ্জন, গুটিকা, পাদুকাগমন, খড়্গসিদ্ধি ও চিন্তামণি সিদ্ধি লব্ধ হইয়া থাকে। এই মুনিগণগীত শ্রুতি বিফল হইল! বিপ্রগণ অমর্ষকষায়িত হইয়া এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা অনুষ্ঠেয় তপ পরিত্যাগ করিয়া নাস্তিক্য অবলম্বন করিলেন। এমন সময় মাতা যেমন পুত্রদিগকে আশ্বাসিত করেন, তেমনি অশরীরিণী বাক্ তাঁহাদিগকে আশ্বাসিত করিয়া বলিল,—হে আর্য্যগণ! আপনারা শ্রুতিবাক্যে অবজ্ঞা করিবেন না। শ্রুতিবাক্য ব্যর্থ হয় না। তপ বা ধর্ম্ম নিন্দনীয় নহে। তবে যে আপনারা ফল প্রাপ্ত হন নাই, ইহার কারণ শ্রবণ করুন। এখানে আপনাদের সিদ্ধি লাভ হইবে না। বৃথা আপনারা পরস্পর স্পর্দ্ধা সহকারে তপস্যা করিতেছেন। কাম, অহঙ্কার, ক্রোধ, লোভ ও মোহ হইতে তপস্যার হানি হয়; ইহাতে কোন সংশয় নাই। যে ব্যক্তি স্পর্দ্ধারহিত ও কামক্রোধ-বিবর্জ্জিত হইয়া ভক্তিসহকারে তপোনুষ্ঠান করে, সে অবশ্যই তপঃফল লাভ করিয়া থাকে। যে মানব বাসনা-রহিত একান্ত সমাহিত, আস্তিক ও শ্রদ্ধাবান, সে নিশ্চয়ই তপঃফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ১—১৫। যে মানব পরদারে মাতৃবৎ ও পরদ্রব্যে লোষ্ট্রবৎ জ্ঞান করিয়া থাকে, সে অবশ্যই তপঃফল ভোগ করে। হে বিপ্রগণ! ঈদৃশ পুরুষেই তপঃসিদ্ধি দৃষ্ট হইয়া থাকে। আপনারা স্পর্দ্ধা সহকারে তপস্যা করিয়াছেন, এ জন্য বর্ষ সহস্রেও আপনাদিগের সিদ্ধি লাভ ঘটিবে না। যদি আপনারা নিঃসন্দেহে আমার বাক্য পালনীয় মনে করেন, তাহা হইলে সমাহিতভাবে আপনারা মহাকালবনে গমন করুন। সেখানে গমন করিয়া সিদ্ধিপ্রদায়ক দেবেশের সর্ব্বদা আরাধনা করুন। তাঁহার দর্শনমাত্রে তৎক্ষণাৎ উত্তমা সিদ্ধি লাভ করিবেন। যোগ তৎপর সনকাদি দেবগণ ঐ স্থানে আগমন করিয়া দেবেশের পূজাপূর্ব্বক পরমা সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। রাজা বসুমান্ দেবদর্শনমাত্রে খড়্গসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। মহাত্মা হৈহয় পাদুকাসিদ্ধি

২১ ॥ পাদুকাগমনং লব্ধং হৈহয়েন মহাত্মনা। কৃতবীরাত্মজেনৈব বাহূনাং চ সহস্রকম্ ॥ ২২ ॥ অদৃশ্যকরণং চৈব প্রাপ্তং চান্যকণা পুরা। স্বর্ণসিদ্ধিশ্চ সিদ্ধেন পাদলেপো রসায়নম্। অঞ্জনং চ তথা লব্ধং লিঙ্গস্যাস্য চ দর্শনাৎ ॥ ২৩ ॥ আকাশবচনং শ্রুত্বা তে সিদ্ধা বিস্ময়ান্বিতাঃ। সমাযাতা মুদা যুক্তা মহাকালবনোত্তমে ॥ ২৪ ॥ সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদং চৈব দদৃশুর্লিঙ্গমুত্তমম্। দর্শনাত্তস্য লিঙ্গস্য সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ ॥ ২৫ ॥ ততঃ প্রভৃতি বিখ্যাতো দেবৈঃ সিদ্ধেশ্বরঃ পরঃ। যে পশ্যন্তি নরা দেবি দেবং সিদ্ধেশ্বরং পরম্। ন তেষাং দুর্লভা সিদ্ধির্ভবিষ্যতি মহীতলে ॥ ২৬ ॥ সিদ্ধেশ্বরং গমিষ্যন্তি ভাবহীনাঃ প্রসঙ্গতঃ। সংসিদ্ধাস্তে ভবিষ্যন্তি নিয়তা নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২৭ ॥ মহাপাতকসংযুক্তো যস্তু সিদ্ধেশ্বরং স্মরেৎ। সংসিদ্ধস্তু ভবেন্নূনং জ্ঞানৈশ্বর্য্যসমন্বিতঃ ॥ ২৮ ॥ নিয়মেন তু যঃ পশ্যেদ্দেবং সিদ্ধেশ্বরং পরম্। ষণ্মাসাজ্জায়তে সিদ্ধির্বাঞ্ছিতা যা ভবেদ্ধৃদি ॥ ২৯ ॥ অষ্টম্যাং চ চতুর্দ্দশ্যাং কৃষ্ণপক্ষে বিশেষতঃ। সিদ্ধেশ্বরং তু যঃ পশ্যেৎ স পশ্যেন্মম মন্দিরম্ ॥ ৩০ ॥ অপুত্রো লভতে পুত্রং নির্দ্ধনশ্চ ধনং লভেৎ। বিদ্যার্থী লভতে বিদ্যাং ভার্য্যার্থী লভতে স্ত্রিয়ম্ ॥ ৩১ ॥ সংক্রান্তৌ সোমবারে চ গ্রহণে চৈব যোঽর্চ্চয়েৎ। কুলানাং শতমুদ্ধৃত্য পৈতৃকং স্বাধিকং প্রিয়ে। মোদতে মম লোকে চ যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ ॥ ৩২ ॥ এষ তে কথিতো দেবি প্রভাবঃ পাপনাশনঃ সিদ্ধেশ্বরস্য দেবস্য লোকপালেশ্বরং শৃণু ॥ ৩৩ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে সিদ্ধেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈকাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীহর উবাচ। দ্বাদশং বিদ্ধি দেবেশি লোকপালেশ্বরং শিবম্। যস্য দর্শনমাত্রেণ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ১ ॥ পুরা দৈত্যগণা দেবি প্রাদুর্ভূতাঃ সহস্রশঃ। হিরণ্যকশিপোর্বক্ষঃস্থলাদতিপরাক্রমাঃ ॥ ২ ॥ তৈরিয়ং বসুধা ব্যাপ্তা সশৈলবনকাননা। বিধ্বস্তাঃ স্বাশ্রমাঃ সর্ব্বে যজ্ঞা বিধ্বংসিতাস্তথা ॥ ৩ ॥ ব্রাহ্মণা ভক্ষিতাশ্চৈব বেদবেদাঙ্গপারগাঃ। পূরিতা-

---

প্রাপ্ত হইয়াছেন। কৃতবীরাত্মজ সহস্রবাহু পাইয়াছেন। অন্যরা এস্থানে আগমন করিয়া স্বর্ণসিদ্ধি, পাদলেপ রসায়ন, ও অঞ্জন প্রাপ্ত হইয়াছেন। বিপ্রগণ এইরূপ আকাশবচন শ্রবণ করিয়া সহর্ষে মহাকালবনোত্তমে আগমন করিলেন। তথায় আগমন করিয়া সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ লিঙ্গ দর্শন করিলেন। লিঙ্গদর্শন মাত্রেই উত্তমা সিদ্ধি লাভ করিলেন। তদবধি ঐ লিঙ্গ দেবগণ কর্ত্তৃক সিদ্ধেশ্বর নামে বিখ্যাত হইলেন। হে দেবি! যাহারা ঐ সিদ্ধেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করে, সিদ্ধি তাহাদের দুর্লভ নহে। যদি কেহ অনিচ্ছায় প্রসঙ্গবশতও সিদ্ধেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করিয়া ফেলে, তাহা হইলেও তাহার সিদ্ধিপ্রাপ্তি ঘটে, এবিষয়ে কোন সংশয় নাই। মহাপাতকসংযুক্ত ব্যক্তি যদি সিদ্ধেশ্বর লিঙ্গের স্মরণমাত্র করে, তাহা হইলে তাহার সিদ্ধি ও জ্ঞানৈশ্বর্য্য লাভ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি নিয়মপূর্ব্বক সিদ্ধেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করিয়া থাকে, ষণ্মাসের মধ্যে তাহার বাঞ্ছিতার্থসিদ্ধি ঘটিয়া থাকে। অষ্টমী বা চতুর্দ্দশীতে বিশেষতঃ কৃষ্ণপক্ষে যে জন সিদ্ধেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করে, সে মদীয় মন্দিরে গমন করিয়া থাকে। সিদ্ধেশ্বরলিঙ্গপূজক অপুত্র ব্যক্তি পুত্র, নির্দ্ধন ব্যক্তি ধন, বিদ্যার্থী বিদ্যা ও ভার্য্যার্থী ভার্য্যা লাভ করিয়া থাকে। সংক্রান্তি, সোমবার ও গ্রহণে যে জন সিদ্ধেশ্বরের অর্চ্চনা করে, সে নিজের উদ্ধার সাধন করিয়া পৈতৃক শতকুল উদ্ধার করিয়া থাকে এবং চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের অধিকারকাল যাবৎ সে মদীয় লোকে আনন্দ উপভোগ করে। হে দেবি! এই আমি সিদ্ধেশ্বরলিঙ্গের পাপনাশন প্রভাব তোমার নিকট বর্ণন করিলাম। অতঃপর লোকপালেশ্বরমাহাত্ম্য শ্রবণ কর। ১৬—৩০।

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১১।

দ্বাদশ অধ্যায়।

শ্রীহর বলিলেন,—হে দেবেশি! যাঁহার দর্শন মাত্র মানব সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তি লাভ করে, সেই লোকপালেশ্বর শিবের মাহাত্ম্য অবগত হও। হে দেবি! পূর্ব্বে হিরণ্যকশিপুর বক্ষস্থল হইতে বহু সহস্র দৈত্য প্রাদুর্ভূত হয়। তাহারা সশৈলবনকাননা এই পৃথিবী অবরোধ করে। তাহারা আশ্রম সকল ও যজ্ঞ ধ্বংস করিতে লাগিল। তাহারা বেদবেদাঙ্গপারগ ব্রাহ্মণগণকে

ন্যগ্নিকুণ্ডানি পাংশুনা মধুনাতথা ॥৪॥ বিধ্বস্তাঃ কলসাঃ সর্ব্বে মৃদ্ভাণ্ডাদি চ চূর্ণিতম্। নিঃস্বাধ্যায়বষট্‌কারা স্বধাস্বাহাবিবর্জ্জিতা ॥ ৫ ॥ কৃতা চ ধরণী দেবি নষ্টযজ্ঞোৎসবাভবৎ। লোকপালাস্ততো ভীতা মাধবং শরণং গতাঃ ॥ ৬ ॥ ঊচুঃ প্রাঞ্জলয়ঃ সর্ব্বে ক্ষুধার্ত্তা দুঃখিতাঃ কৃতাঃ। বয়ং গ্লানিং গতা দেব যজ্ঞভাগং বিনাকৃতাঃ ॥ ৭ ॥ বয়ং ত্রাতাস্ত্বয়া পূর্ব্বং নমুচের্বৃষপর্ব্বণঃ। হিরণ্যকশিপো রৌদ্রান্নরকাচ্চ মুরোস্তথা ॥ ৮ ॥ তথা রক্ষ সুরশ্রেষ্ঠ ভয়ং নঃ সমুপস্থিতম্ ॥ ৯ ॥ তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা শঙ্খচক্রগদাধরঃ। জগাম স ততো দৈত্যাঃ প্রবিষ্টা বরুণালয়ম্ ॥ ১০ ॥ তে নিষ্ক্রম্য ততো রাত্রৌ নিঘ্নন্তি দ্বিজসত্তমান্। তাপসান্ দীক্ষিতান্ দেবি ধর্ম্মব্রতপরায়ণান্ ॥ ১১ ॥ অথ স্বর্গং গতাঃ কান্তে জিতঃ শক্রো মরুৎপতিঃ। তথৈব দক্ষিণামাশাং ধর্ম্মরাজো জিতস্ততঃ ॥ ১১ ॥ গত্বাথ পশ্চিমামাশাং জলরাজো বিনির্জ্জিতঃ। উত্তরে ধনদো দেবি দৈত্যৈর্দৈত্যৈঃ স বিনির্জ্জিতঃ ॥ ১৩ ॥ ততস্তে ব্যাকুলা জাতা বিষ্ণুং

ভক্ষণ করিতে লাগিল; অগ্নিকুণ্ড সকল ধূলি ও মদ্য দ্বারা পূরণ করিল, আশ্রমস্থ কলসসমুদয় ভগ্ন ও ভাণ্ডনিচয় চূর্ণ করিল। তখন এই ধরণী নিঃস্বাধ্যায়, বষট্‌কার-রহিত ও স্বধা-স্বাহা-বিবর্জ্জিত হইল। পৃথিবীতে আর উৎসব দেখা যাইল না। লোকপালগণ নারায়ণের শরণ গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা কৃতাঞ্জলিপুটে নারায়ণকে বলিলেন,—হে দেব! আমরা ক্ষুধার্ত্ত হইয়া অতিশয় দুঃখভোগ করিতেছি। যজ্ঞভাগ বিনষ্ট হওয়ায় আমরা ম্লান হইয়া পড়িয়াছি। পূর্ব্বে আপনি আমাদিগকে নমুচি, বৃষপর্ব্বা, হিরণ্যকশিপু, নরক, ও মুর দৈত্য হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। অধুনা আমাদের দৈত্যভয় উপস্থিত হইয়াছে। আপনি আমাদিগকে রক্ষা করুন। দেবগণের এবম্বিধ বাক্য শ্রবণে শঙ্খ-চক্র-গদাধর শ্রীহরি দৈত্যগণ উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন। দৈত্যগণ তখন বরুণালয়ে প্রবেশ করিল। রাত্রিকালে তাহারা নির্গত হইয়া ধর্ম্মপরায়ণ দীক্ষিত তাপস দ্বিজসত্তমদিগকে হিংসা করিতে লাগিল। ক্রমে তাহারা স্বর্গ আক্রমণপূর্ব্বক শক্রকে জয় করিয়া পরে দক্ষিণদিকে যাত্রা করিল। ঐ যাত্রার ফলে যমরাজ পরাজিত হইলেন। দৈত্যগণ এইরূপে পশ্চিম দিকে যাত্রা করিয়া বরুণকে, ও উত্তরে কুবেরকে পরাজিত করিল।

শরণমাগতাঃ। উপায়ঃ কথিতো দেবি দেবেভ্যো বিষ্ণুনা তদা ॥ ১৪ ॥ মহাকালবনং গত্বা দেবা ভক্ত্যা সমাহিতাঃ। আরাধয়ত সর্ব্বেশং শঙ্করং লোকশঙ্করম্ ॥ ১৫ ॥ ভবতাং ভবিতা সিদ্ধিস্তত্র তস্য প্রসাদতঃ ॥ ১৬ ॥ ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা কৃষ্ণস্যামিততেজসঃ। প্রস্থিতা লোকপালাস্তে মহাকালবনে শুভে ॥ ১৭ ॥ তাবত্তত্রৈব সংক্রুদ্ধা দৈত্যৈঃ শস্ত্রধরৈস্তদা। ভূয়ো নষ্টাশ্চ সম্প্রাপ্তা যত্র দেবো জনার্দ্দনঃ ॥ ১৮ ॥ কথয়ামাসুরত্যুগ্রং যথা রুদ্ধং জগত্রয়ম্। নারায়ণেন তে প্রোক্তা লোকপালাঃ পুনঃপুনঃ ॥ ১৯ ॥ যূয়ং ব্রতধরা ভূত্বা কপালৈশ্চ বিভূষিতাঃ। খট্টাঙ্গধারিণঃ শান্তাঃ পঞ্চমুদ্রাবিভূষিতাঃ ॥ ২০ ॥ ভস্মভূষিতসর্ব্বাঙ্গাঃ ক্ষুদ্রঘণ্টাবিরাজিতাঃ। মহাব্রতধরা ভূত্বা মহাকালবনোত্তমম্। গচ্ছধ্বং ব্রহ্মণা সার্দ্ধং পাদবদ্ধৈশ্চ নূপুরৈঃ ॥ ২১ ॥ অথ তে লোকপালাশ্চ শ্রুত্বা কৃষ্ণস্য ভাষিতম্। সমায়াতা মহাদেবি কৃত্বা কাপালিকং বপুঃ ॥ ২২ ॥ তত্র দৃষ্টং মহল্লিঙ্গং তেজসাং রাশিমদ্ভুতম্। স্তুতং চ বিবিধৈঃ স্তোত্রৈর্লোকপালৈঃ পুনঃপুনঃ ॥ ২৩ ॥ ততস্তু তস্য লিঙ্গস্য

অনন্তর দেবতা ব্যাকুলিতভাবে বিষ্ণুর শরণ গ্রহণ করিলেন। ঐ সময় ভগবান্ বিষ্ণু দেবগণকে এই উপায় বলিয়া দিলেন যে, হে দেবগণ! আপনারা মহাকালবনে গমন করিয়া সমাহিতভাবে ভক্তিপূর্ব্বক লোক-শঙ্কর দেবদেব ভগবান্ শঙ্করের আরাধনা করুন। তাঁহার প্রসাদে আপনাদের সিদ্ধিলাভ হইবে।১-১৬। দেবগণ তখন অমিততেজা বিষ্ণুর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া শুভমহাকালবনে প্রস্থান করিলেন। দৈত্যগণ পুনরায় তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিল। তাঁহারা আবার দেব জনার্দ্দনের নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং দৈত্যগণের পুনরায় তীব্র আক্রমণের কথা নিবেদন করিলেন। তৎশ্রবণে নারায়ণ পুনঃপুনঃ তাঁহাদিগকে বলিলেন,—আপনারা ব্রতচারী হইয়া কপাল, খট্টাঙ্গ, পঞ্চমুদ্রা, ভস্ম ও ক্ষুদ্র ঘণ্টা ধারণ করত পাদদ্বয়ে নূপুর বন্ধনপূর্ব্বক মহাকালবনে পুনরায় গমন করুন। হে মহাদেবি! অনন্তর লোকপালগণ শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া কাপালিক বেশে মহাকালবনে আগমনপূর্ব্বক অদ্ভুত তেজোরাশি মহালিঙ্গ দর্শন করিলেন। লিঙ্গ দর্শন করিয়া তাঁহারা পুনঃপুন বিবিধ স্তোত্রদ্বারা তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। তখন ঐ তেজঃশরীর

বহ্নিজ্বালা বিনিঃসৃতা। যয়া তে দানবাঃ সর্ব্বে দগ্ধা ভস্মত্বমাগতাঃ ॥ ২৪ ॥ জ্ঞাত্বা লিঙ্গস্য মাহাত্ম্যং নাম চক্রুঃ সমাহিতাঃ। সেবিতং লোকপালৈস্তু লিঙ্গং তেজোময়ং পরম্ ॥ ২৫ ॥ লোকপালেশ্বরো নাম খ্যাতিং যাস্যতি ভূতলে। ইত্যুক্তা ত্রিদশাঃ সর্ব্বে লোকপালৈঃ সমাদৃতাঃ। স্বস্বস্থানংগতা দিব্যংযথাপূর্ব্বং মুদান্বিতাঃ ॥ ২৬ ॥ যে পশ্যন্তি নরা দেবি লোকপালেশ্বরং শিবম্। সমৃদ্ধিভিঃ সুসম্পন্না ভবেয়ুর্জ্জন্মজন্মসু ॥ ২৭ ॥ ন দারিদ্র্যং ন চ ব্যাধির্নাকালমরণং তথা। ঐশ্বর্য্যং চাতুলং তেষাং জায়তে দর্শনাৎ সদা ॥ ২৮ ॥ যো যমুদ্দিশ্য বৈ কামং দর্শনং তু করিষ্যতি। তস্য তজ্জায়তে সর্ব্বং মৃতস্য পরমা গতিঃ ॥ ২৯ ॥ অশ্বমেধস্য যজ্ঞস্য সম্যগিষ্টস্য যৎফলম্। তৎফলং লভতে দেবি লোকপালেশ্বরার্চ্চনাৎ ॥ ৩০ ॥ প্রসঙ্গেনাপি যঃ পশ্যেল্লোকপালেশ্বরং শিবম্। মোদতে স্বর্গলোকে স লোকপালৈঃ সমং সদা ॥ ৩১ ॥ সংক্রান্তৌ সোমবারে চ চতুর্দ্দশ্যাং বিশেষতঃ। যে পশ্যন্তি নরা ভক্ত্যা হ্যষ্টম্যাময়নদ্বয়ে ॥ ৩২ ॥ তে দুর্দ্ধর্ষা ভবন্তীহ শত্রূণাং সঙ্গরে তথা। মৃতা যান্তি বিমানেন শক্রলোকং সুদুর্ল্লভম্ ॥ ৩৩ ॥ ক্রমেণ কারণং লোকং ধনদস্য যথাসুখম্। পুনঃ পৈতামহং যান্তি লোকং দৈবৈঃ সুদুর্লভম্ ॥ ৩৪ ॥ এষ তে কথিতো দেবি প্রভাবঃ পাপনাশনঃ। দুর্লভঃ পরমো গুহ্যং কামেশ্বরমথো শৃণু ॥ ৩৫ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে লোকপালেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

হর উবাচ। বিদ্ধি কামেশ্বরং দেবি তত্র লিঙ্গং ত্রয়োদশম্। যস্য দর্শনমাত্রেণ সৌভাগ্যং জায়তে শুভম্ ॥ ১ ॥ ব্রহ্মণো ধ্যায়মানস্য প্রজাকামস্য পার্ব্বতি। উৎপন্নোঽর্কপ্রভাকারো লাবণ্যনিচয়ো মহান্। অলঙ্কারাবৃতঃ কান্তো দিব্যমণ্ডনমণ্ডিতঃ ॥ ২ ॥ তং দৃষ্ট্বা পরমং দিব্যং কান্তং সৌভাগ্যশোভিতম্। অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং ব্রহ্মা প্রোবাচ তং তদা ॥ ৩ ॥ কো ভবান্ কিং নিমিত্তং

হইতে বহ্নিজ্বালা নিঃসৃত হইল। দৈত্যগণ ঐ বহ্নিজ্বালায় দগ্ধ হইয়া ভস্মসাৎ হইয়া গেল। ঐ সময় দেবগণ লিঙ্গ-মাহাত্ম্য অবলোকন করিয়া সমাহিতভাবে তাঁহার নামকরণ করিলেন। ঐ তেজোময় লিঙ্গ দেবগণ কর্ত্তৃক সেবিত হইলেন। দেবগণ বলিলেন,—এই লিঙ্গ অদ্য হইতে লোকপালেশ্বর নামে ভুবনে খ্যাতি লাভ করিবে। এই বলিয়া দেবগণ লোকপালগণের সহিত সহর্ষে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। হে দেবি! যাহারা এই লোকপালেশ্বর শিব দর্শন করে, তাহারা জন্মে জন্মে সুসমৃদ্ধ হইয়া থাকে এবং কদাপি তাহাদের দারিদ্র্য, ব্যাধি, অকালমরণ ও ঐশ্বর্য্যাভাব সঙ্ঘটিত হয় না। যে ব্যক্তি যাহা কামনা করিয়া ঐ দেবকে দর্শন করে, সে সেই কামনানুযায়ী বস্তুই লাভ করিয়া থাকে এবং জীবনান্তে তাহার পরম গতি হয়। অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্যক্ অনুষ্ঠিত হইলে, যে ফল লাভ হয়, লোকপালেশ্বরের অর্চ্চনা করিলেও সেই ফল লব্ধ হইয়া থাকে। প্রসঙ্গবশতও যদি কেহ লোকপালেশ্বর দর্শন করে, তাহা হইলে সে লোকপালগণের সহিত স্বর্গে আনন্দানুভব করিয়া থাকে। সংক্রান্তি, সোমবার, চতুর্দ্দশী, অষ্টমী ও অয়নদ্বয়ে যাহারা লোকপালেশ্বর দর্শন করে, তাহারা সংগ্রামে শত্রুগণের দুর্দ্ধর্ষ হয় এবং জীবনান্তে বিমানযানে ক্রমানুসারে সুদুর্লভ শক্রলোক, বরুণলোক, কৌবেরলোক ও সুদুর্লভ পৈতামহ লোকে গমন করিয়া থাকে। হে দেবি! এই আমি তোমার নিকট দুর্লভ লোকপালেশ্বরপ্রভাব কীর্ত্তন করিলাম, অধুনা কামেশ্বরলিঙ্গ-মাহাত্ম্য শ্রবণ কর। ১৭—৩৫

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত

ত্রয়োদশ অধ্যায়

হর বলিলেন,—হে দেবি! যাহার দর্শনমাত্রে পরম সৌভাগ্য লাভ হয়, সেই ত্রয়োদশ লিঙ্গ কামেশ্বরের মাহাত্ম্য শ্রবণ কর। হে পার্ব্বতি! প্রজাকামনায় একদা পিতামহ ব্রহ্মা ধ্যানস্থ হইলে এক আদিত্যসঙ্কাশ লাবণ্য-সমষ্টি উৎপন্ন হয়। ঐ লাবণ্য-সমষ্টি অলঙ্কৃত, কমনীয়, ও দিব্যমণ্ডনমণ্ডিত। ভগবান্ ব্রহ্মা ঐ পরম সৌভাগ্য-শোভিত অপ্রতর্ক্য অবিজ্ঞেয় মূর্ত্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—আপনি কে? কি নিমিত্ত এখানে প্রাদুর্ভূত হই-

ত্বং ইহ বা কিমুপাগতঃ। বদ ত্বং মন্মথাকার কন্দর্প ইব লক্ষ্যসে॥ ৪॥ ব্রহ্মণো বচনং শ্রুত্বা প্রোক্তং তেনৈব সাদরম্। অহং তে সৃষ্টিকামস্য ভাবেন বিহিতোঽহংশকঃ। প্রজাপতে মহাভাগ কিং করোমি দিশস্ব মাম্॥ ৫॥ ব্রহ্মোবাচ। ময়া তু সৃষ্টিকামেন যে প্রজাপতয়ঃ কৃতাঃ। ন তে শক্তাঃ প্রজাঃ স্রষ্টুং কামৈস্তে সুখমাপ্নুয়ুঃ॥ ৬॥ ত্বমগ্রণীঃ প্রজাসর্গে ত্বদধীনমিদং জগৎ। কুরু সৃষ্টিং বিচিত্রাঞ্চ কন্দর্প মম শাসনাৎ॥ ৭॥ ইত্যুক্তো ব্রহ্মণা দেবি জগামাদর্শনং স্মরঃ। ক্রুদ্ধেন ব্রহ্মণা শপ্তো বিনাশং যাস্যসি ধ্রুবম্॥ ৮॥ মদ্বচো ন কৃতং যস্মাদ্ভবনেনেত্রোদ্ভবাগ্নিনা। তচ্ছ্রুত্বা দারুণং শাপং কন্দর্পো ভয়বিহ্বলঃ। ব্রহ্মাণং প্রণতো ভূত্বা প্রহ্বঃ প্রাঞ্জলিরব্রবীৎ॥ ৯॥ প্রসীদ দেবদেবেশ অনন্যাগতিকে ময়ি। নহি নির্ভরতাং যান্তি প্রভূণামাশ্রিতে ক্রমঃ॥ ১০॥ ব্রহ্মোবাচ। যস্মাত্তে ভক্তিরতুলা মমোপরি মহামতে। তস্মাৎ স্থানানি দত্তানি তব দ্বাদশ সঙ্খ্যয়া॥ ১১॥ কামিনীনাং কটাক্ষেষু কেশপাশেষু চৈব হি। জঘনস্তননাভৌ তু দোর্মূলেঽধরপল্লবে॥ ১২॥ বসন্তে কোকিলালাপে জ্যোৎস্নায়াং জলদাগমে। কামার্থে চ ময়া দত্তৌ সবলৌ মধুমাধবৌ॥ ১৩॥ স্ত্রিয়োঽমৃতময্যা ধন্যাঃ সংসারে সারকারণম্। রতেশ্চৈব নিধানানি সন্তানার্থং বিনির্ম্মিতাঃ॥ ১৪॥ এতাভির্ব্বরনারীভির্জ্জগদেবং বশীকৃতম্। স্ত্রীভিরাসক্তমনসঃ কুতঃ পুংসো মনস্বিতা॥ ১৫॥ কুতশ্চাপি স্ববশতা স্ত্রীগৌরবগতস্য চ। স্ত্রিয় এব বিনাশায় পূর্ব্বেষামমরদ্বিষাম্॥ ১৬॥ স্ত্রিয় এব হি দেবানামিন্দ্রাদীনাং ভয়াশ্রয়াঃ। নারীভির্লব্ধবৃত্তেশ্চ পুরুষস্যাপি সর্ব্বতঃ॥ ১৭॥ পরাভবঃ প্রভবতি বিবশত্বঞ্চ ভীষণম্। স্ত্রীভিরাজিতচিত্তস্য সুলভো বিপদোদয়ঃ॥ ১৮॥ ইত্যুক্তো মন্মথো ভদ্রে ব্রহ্মণা চ বিসর্জ্জিতঃ। দত্ত্বা বৈ পুষ্পকং চাপং তথা বৈ বাণপঞ্চকম্॥ ১৯॥ রতিপ্রীতিসমাযুক্তো ঝষকেতুর্ম্মনোভবঃ। বিভ্রময়তি লোকাংস্ত্রীন্ সসহায়ো ধনুর্দ্ধরঃ॥ ২০॥ পণ্ডিতাংস্তাপসান বীরান সুধিয়শ্চ জিতেন্দ্রিয়ান। কালে কুশলভাবজ্ঞান দেবান

লেন? আপনাকে কন্দর্পের ন্যায় দেখিতেছি। বিধাতার বাক্য শ্রবণ করিয়া ঐ লাবণ্য-সমষ্টি বলিল,—আমি আপনার সৃষ্টিকামনায় আপনার অংশরূপে উৎপাদিত হইয়াছি। হে মহাভাগ প্রজাপতে! আমি এখন কি করিব? তাহা আদেশ করুন। ব্রহ্মা বলিলেন,—আমি সৃষ্টি কামনায় যে সকল প্রজাপতি সৃষ্টি করিয়াছি, তাঁহারা অধুনা প্রজা সৃষ্টি করিতে অক্ষম; তাঁহারা ইদানীং বিশ্রামলাভ করিবেন। তুমিই প্রজাসৃষ্টি বিষয়ে অগ্রণী হইলে। এই জগৎ তোমার অধীন হইল। হে কন্দর্প! তুমি অধুনা মদীয় শাসনে বিচিত্রা সৃষ্টি প্রবর্ত্তিত কর। বিধাতা এই কথা বলিলে কন্দর্প অন্তর্হিত হইলেন। বিধাতা তখন ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে এইরূপ শাপ প্রদান করিলেন,—যে হেতু তুমি আমার বাক্য অনুমোদন করিলে না, এই অপরাধে তুমি ভবনেত্রোদ্ভব অগ্নিতে নিশ্চয়ই দগ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিবে। কন্দর্প বিধাতার এই দারুণ বাক্যে ভয়বিহ্বল হইয়া তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক বিনীতভাবে কৃতাঞ্জলিপুটে বলিল, হে দেবদেব! এই অনন্যোপায় জনে প্রসন্ন হউন। দেখুন, আশ্রিত জনের প্রতি প্রভুগণের রোষপরতন্ত্র হওয়া উচিত নহে। ব্রহ্মা বলিলেন,—হে সুবুদ্ধে! আমার প্রতি যখন তোমার অতুল ভক্তি, তখন আমি তোমায় দ্বাদশসংখ্যক স্থান প্রদান করিতেছি। কামিনীগণের কটাক্ষ, কেশপাশ, জঘন, স্তন, নাভিদেশ, বাহুমূল ও অধরপল্লব এবং বসন্ত, কোকিলালাপ, জ্যোৎস্না, ও জলদাগম এই দ্বাদশ স্থান তোমায় আমি প্রদান করিলাম। আর আমি তোমার সাহায্যার্থ তোমায় মধু, মাধব ও অমৃতময়ী স্ত্রী সমর্পণ করিলাম। এই স্ত্রীজাতিই সংসারের মূল কারণ ও রতিনিধান এবং ইহারাই আমা কর্ত্তৃক সন্তানার্থ বিনির্ম্মিত হইয়াছে। বরনারীগণ কর্ত্তৃক জগৎ বশীকৃত হয়। স্ত্রীজনাসক্ত-চিত্ত পুরুষের মনস্বিতা বিনষ্ট হয়। স্ত্রীগৌরব-গত পুরুষের স্বাধীনতা থাকে না। স্ত্রীগণই পূর্ব্বে দৈত্যবিনাশের হেতু হইয়াছিল। স্ত্রীজাতিই ইন্দ্রাদি দেবগণের ভয়ের কারণ। স্ত্রীকবলিত পুরুষের সর্ব্বত্রই ভীষণতর পরাভব ও পরাধীনতা সঙ্ঘটিত হইয়া থাকে এবং স্ত্রীজিতচিত্ত ব্যক্তি মাত্রেরই বিপদোদয় সুলভ জানিবে। হে ভদ্রে! এই সকল কথা বলিয়া বিধাতা মন্মথকে বিদায় দিবার সময় পুষ্পচাপ, ও পঞ্চবাণ প্রদান করিলেন। তখন রতিপ্রীতি-সমাযুক্ত মীনকেতন সসহচর মনোভব ধনুর্দ্ধারণপূর্ব্বক পণ্ডিত, বীর, তাপস, সুধী, জিতেন্দ্রিয়, কাল-কুশল-ভাবজ্ঞ, দেব,

পিতৃগণাংস্তথা ॥ ২১ ॥ ভূতপ্রেতপিশাচাংশ্চ যক্ষ-গন্ধর্ব্বকিন্নরান্। কৃমিকীটপতঙ্গাংশ্চ ভূতগ্রামং চতুর্ব্বিধম্ ॥ ২২ ॥ মমার্থে চ কৃতো যত্নশ্চিন্তয়িত্বা পুনঃপুনঃ। দুঃসাধ্যঃ শঙ্করো দেবঃ শ্রূয়তে ভুবন-ত্রয়ে। তস্য দেবস্য কঃ শক্তঃ ক্ষোভণার্থং ময়া বিনা ॥ ২৩ ॥ ইত্যুক্ত্বা তু সমায়াতো যত্রাহং তপসি স্থিতঃ। রত্যা যুতঃ স গর্ব্বেণ সখ্যাহয়ং মধুনাশ্রিতঃ ॥ ২৪ ॥ দৃষ্টবান্মাং তদা কামঃ পিঙ্গকূটজটাসটম্। কিঞ্চিন্নিমিত্ততোহনিদ্রং ভোগীন্দ্রকৃতভূষণম্ ॥ ২৫ ॥ প্রেক্ষমাণমৃজুস্থানং নাসাবংশাগ্রলোচনম্। ততো-হবমরকাকারমালম্ব্যাশ্রয়মাত্রকম্ ॥ ২৬ ॥ প্রবিষ্টঃ করন্ধ্রেণ মদনো হৃদয়ে মম। রত্যর্থং কামতপ্তেন সংস্মৃতা ভবতী ময়া ॥ ২৬ ॥ সমাধের্ভাবনা দিব্যা লক্ষ্যপ্রত্যক্ষরূপিণী। গতা মম বিমলতা তৎক্ষণাদেব পার্ব্বতি ॥ ২৮ ॥ উন্মত্ততাং গতোহহং বৈ বিকৃতিং মদনাত্মিকাম্। নিরাকৃতং ময়া দেবি ধৈর্য্যমালম্ব্য যত্নতঃ ॥ ২৯ ॥ দৃষ্টো মায়াত্মহৃদয়ে মন্মথোহপথ্যকারকঃ। দেহস্থং নির্দ্দহিষ্যামি প্রত্যা-হারপ্রয়োগতঃ ॥ ৩০ ॥ অমানুষীং ব্রজেদ্‌যোনিং যোগিনং প্রবিশেদ্‌যদি। বাহ্যাগ্নৌ ধারণাং কৃত্বা দেহসংস্থে বিনির্দ্দহেৎ ॥ ৩১ ॥ এতস্মিন্নন্তরে সোহপি সন্তপ্তো মদনো ভৃশম্। ইচ্ছাশরীরো দুর্জ্ঞেয়ো নিঃসৃতো ব্যসনাত্মকঃ ॥ ৩২ ॥ সহকার-তরোর্মূলে ভূত্বা মধুসখস্তদা। মুমোচ মোহনং নাম মার্গণং মকরধ্বজঃ ॥ ৩৩ ॥ স চাপি হৃদয়ে প্রাপ্তো মদীয়ে লীলয়া শরঃ। ততোহহং কুপিতো দেবি নেত্রং কৃত্বা তৃতীয়কম্ ॥ ৩৪ ॥ তন্নেত্রবিস্ফুলিঙ্গেন ক্রোশতাং নাকবাসিনাম্। গমিতো ভস্মসাত্তূর্ণং কন্দর্পঃ কামিদর্পকঃ ॥ ৩৫ ॥ তস্মিন্ দগ্ধে ততঃ কামে রতিঃ শোকপরায়ণা। বিললাপ সুদুঃখার্ত্তা পতি-ভক্তিপরায়ণা ॥ ৩৬ ॥ হা নাথ হা মম প্রাণ হা স্বামিন্ কং জগাসি মাম্। পতিব্রতাং পতিপ্রাণাং কস্মান্মাং ত্যজসি প্রভো ॥ ৩৭ ॥ এবঞ্চ বিলপন্তীং

পিতৃ, ভূত, প্রেত, পিশাচ, যক্ষ-গন্ধর্ব্ব-কিন্নর, কৃমি-কীট-পতঙ্গ ও চতুর্ব্বিধ ভূতগ্রাম, এমন কি নিখিল জগৎকেই নিপীড়িত করিতে লাগিল। পরে আমাকে নির্য্যাতিত করিবে, মনে করিয়া সে পুনঃপুনঃ এইরূপ চিন্তা করিয়াছিল যে, শুনি-য়াছি,—ত্রিভুবনের মধ্যে দেব শঙ্কর দুঃসাধ্য। আমি ভিন্ন অপর কেহই সেই দেবকে ক্ষোভিত করিতে সক্ষম নহে। এইরূপ চিন্তা করিয়া মীন-কেতন—আমি যেখানে তপস্যা করিতেছি, সেই স্থানে আগমন করিল। সে রতি ও সখা মধুর সহিত আগমন করিয়া আমাকে দর্শন করিল। তখন আমার কুটিল জটাজুট পিঙ্গরিত রহিয়াছে। কোন কারণ বশত আমি বিগতনিদ্র হইয়াছি। ভোগীন্দ্র-গণ আমার অঙ্গে ভূষণ-শোভা সম্পাদন করিতেছে। আমার দৃষ্টি তখন ঋজুভাবাপন্ন এবং আমার নাসা-বংশাগ্রে নিহিত। আমি তখন মাত্র অবমরক (অতি-সূক্ষ্ম জন্তু) আকার অবলম্বন করিয়া অবস্থিত। এমন সময় মদন কররন্ধ্র দিয়া আমার হৃদয়ে প্রবেশ করিল। আমি কামাভিভূত হইয়া রত্যর্থ সমাধির ভাবনারূপা দিব্যা লক্ষ্য-প্রত্যক্ষরূপিণী তোমাকে স্মরণ করিলাম। হে দেবি! স্মরণমাত্রে তৎ-ক্ষণাৎ আমার বিমলতা বিদূরিত হইল। ক্ষণকাল পরে আবার আমার মান্মথ বিকার উপস্থিত হইল। আমি উন্মত্ত হইলাম। পরে মান্মথ বিকার নিরাকরণ করিয়া যত্নপূর্ব্বক ধৈর্য্য ধারণ করিলাম। আমি অহিতকর মন্মথকে হৃদয়ে দর্শন করিলাম এবং প্রত্যাহারপ্রয়োগে আমার দেহে অবস্থানকালেই আমি তাহাকে দগ্ধ করিলাম। সে অমানুষী যোনি লাভ করিল। যোগিশরীরে প্রবেশ করিলে অমানুষী যোনি লব্ধ হইয়া থাকে। বাহ্য অগ্নিতে ধারণা করিয়া আভ্যন্তর অগ্নিতে দাহ করিতে হয়। এজন্য আমি আভ্যন্তর অগ্নিতে মন্মথকে দগ্ধ করিলাম। মদন এই সময়ে অত্যন্ত সন্তপ্ত হইয়া ইচ্ছাশরীর ধারণ করত অতিদুঃখে মদীয় দেহ হইতে নিঃসৃত হইল এবং সে সখা মধুর সহিত সহকার তরুর মূল-দেশ আশ্রয় করিয়া মদুদ্দেশে মোহন বাণ মোচন করিল।১—৩৩। ঐ বাণ লীলা সহকারে মদীয় হৃদয়ে প্রবেশ করিল। হে দেবি! তখন আমি অত্যন্ত কুপিত হইয়া তৃতীয় নেত্র সৃজন করিলাম। এবং ঐ নেত্রোত্থ স্ফুলিঙ্গ দ্বারা তাহাকে ভস্মাবশেষ করিলাম। কন্দর্প ভস্মাবশিষ্ট হইলে দেবগণ হাহাকার করিতে লাগিল। এ দিকে পতিমরণে জন্য পতি-ভক্তি-পরায়ণা দুঃখার্ত্তা রতি দুঃসহ শোকে এই বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিল,—হা নাথ! হা প্রাণাধিক! হা স্বামিন্! কি নিমিত্ত পরিত্যাগ করিলে? হে প্রভো! আমি যে পতি-ব্রতা—পতি-প্রাণা, কি জন্য আমায় পরিত্যাগ করিলে? রতি এইরূপ বিলাপ করিতে থাকিলে

তাং বাগুবাচাশরীরিণী। মা ত্বং রুদ বিশালাক্ষি পুনরেষ পতিস্তব। প্রসাদাদ্দেবদেবস্য উত্থাস্যতি শিবস্য চ। ৩৮। প্রার্থিতোঽহং ততো দেবি তস্মিন্নবসরে প্রিয়ে। এষ কামস্ত্বয়া দগ্ধঃ ক্রোধেন পরমেশ্বর। ৩৯। যেনানেন প্রভো নষ্টা সৃষ্টির্বৈ ধরণীতলে। কৃপাং বিধেহি দেবেশ দীনায়ৈ দেহি মে পতিম্। ৪০। ততোঽহমব্রুবং দেবী তাং রতিং দীনভাগিনীম্। অনেন মদনেনাদ্য কৃতং তরলিতং মনঃ। ৪১। ততো দগ্ধং ময়াস্যাঙ্গং জীবয়ে ত্বৎপ্রসাদতঃ। অঙ্গং দগ্ধং ময়াস্যাদ্য তৃতীয়নেত্রবহ্নিনা। ৪২। তস্মাদনঙ্গ এবৈষ প্রজাসু বিচরিষ্যতি। অনঙ্গোঽপি যদাবন্ত্যাং লিঙ্গং সংসেবয়িষ্যতি। ৪৩। দেবানামনুকম্পার্থমনঙ্গোঽসৌ কৃতো ময়া। ত্রিদশৈশ্চ সমাদিষ্টঃ কামোঽবন্ত্যাং জগাম হ। ৪৪। তত্র গত্বা হ্যনঙ্গোঽপি ভক্তিভাবসমন্বিতঃ। দদর্শ পরমং লিঙ্গং সমীহিতফলপ্রদম্। ৪৫। প্রোক্তং তুষ্টেন লিঙ্গেন কাম কামমবাপ্স্যসি। অনঙ্গোঽপি সমর্থস্ত্বং ভবিষ্যসি ন সংশয়ঃ। ৪৬। জন্ম প্রাপ্স্যসি রুক্মিণ্যা গর্ভে কৃষ্ণস্য সঙ্গমাৎ। ভবিতা বিশ্রুতো লোকে নাম্না শম্বরসূদনঃ। ৪৭। অনঙ্গেন ত্বয়া সম্যগ্যস্মাত্তোষিতোঽপি সন্। তস্মাৎ খ্যাতিং গমিষ্যামি ত্বন্নাম্না কাম সর্বদা। ৪৮। যে ত্বাং পশ্যন্তি কন্দর্পং ভক্ত্যা পরময়া যুতাঃ। প্রাপ্নুবন্তি গতিং নিত্যাং তে সদানন্দদায়িকাম্। ৪৯। দীর্ঘায়ুষো ভবিষ্যন্তি রূপং তেষাং ভবিষ্যতি। কুলং চ নির্মলং তেষাং যে ত্বাং পশ্যন্তি মন্মথ। ৫০। ঐশ্বর্যং পরমান্ ভোগান্ স্ত্রিয়ো দিব্যকলান্বিতাঃ। অরোগা সন্ততিস্তেষাং ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ। ৫১। চৈত্রশুক্লত্রয়োদশ্যাং যে মাং পশ্যন্তি ভক্তিতঃ। দেবলোকং সমাসাদ্য মোদিষ্যন্তি হি তে নরাঃ। ৫২। যক্ষা গণেশ্বরাঃ সিদ্ধাঃ সিদ্ধগন্ধর্বসেবিতাঃ। রুদ্রলোকং গমিষ্যন্তি বিমানৈঃ সর্বকামিকৈঃ। ৫৩। ইত্যুক্তঃ কামদেবোঽপি লিঙ্গেন পরমেশ্বরি। তত্রাশ্রমপদং চক্রে তস্য লিঙ্গস্য সন্নিধৌ। ৫৪। এষ তে কথিতো দেবি প্রভাবঃ পাপনাশনঃ। কামেশ্বরস্য পুণ্যস্য কুটুম্বেশ্বরবৈভবম্। ৫৫

ইতি শ্রীস্কান্দে কামেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ। ১৩।

অশরীরিণী বাক্ তাহাকে বলিল,—হে বিশালাক্ষি! রোদন করিও না; পুনরায় তোমার পতি দেবদেব শঙ্কর-প্রসাদে জীবিত হইবে। হে দেবি! এই সময় আমি রতি কর্ত্তৃক এইরূপ প্রার্থিত হই যে, হে পরমেশ্বর! এই কামকে আপনি দগ্ধ করিলেন; কিন্তু ইহাতে ধরণীতলে সৃষ্টি নষ্ট হইল। হে দেবেশ! আপনি কৃপা করিয়া এই দীনার পতি প্রদান করুন। হে দেবি! অনন্তর আমি দীনভাগিনী রতিকে বলিলাম,—মদন অদ্য আমার মনকে তরলিত করিয়াছিল; এ জন্য আমি ইহার অঙ্গ দগ্ধ করিয়াছি। পুনরায় তোমায় প্রসন্ন হইয়া আমি উহাকে জীবিত করিব। অদ্য আমি তৃতীয় নেত্রোত্থ বহ্নি দ্বারা ইহার অঙ্গ দগ্ধ করিয়াছি বলিয়া ইহাকে লোকে অনঙ্গ বলিবে। অনঙ্গ হইয়াও এ অবন্তীতে লিঙ্গসেবা করিবে। দেবগণের প্রতি অনুকম্পা করিয়া আমি ইহাকে অনঙ্গ করিলাম। অনন্তর কাম দেবগণ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া অবন্তীক্ষেত্রে গমন করিল। অনঙ্গ হইলেও সেখানে গমন করিয়া সে সমীহিত ফলপ্রদ পরম লিঙ্গ দর্শন করিল। লিঙ্গ তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—কাম! তুমি অভিলষিত লাভ করিবে। অনঙ্গ হইলেও তুমি সমর্থ হইবে; ইহাতে কোন সংশয় নাই। তুমি কৃষ্ণের সঙ্গমে রুক্মিণীর গর্ভে জন্ম লাভ করিবে এবং "শম্বরসূদন" বলিয়া লোকে খ্যাতি লাভ করিবে। অনঙ্গ হইলেও তুমি যখন মন দ্বারা আমাকে তোষিত করিয়াছ, তখন আমি নিশ্চয়ই তোমার নামে খ্যাতি লাভ করিব। যাহারা তোমাকে পরম ভক্তি সহকারে দর্শন করিবে, তাহারা সদানন্দদায়িকা গতি লাভ করিবে। হে মন্মথ! যাহারা তোমাকে দর্শন করে, তাহারা দীর্ঘায়ু, রূপ, নির্ম্মল কুল, ঐশ্বর্য্য, পরম ভোগ, দিব্যকলান্বিতা স্ত্রী, নীরোগ সন্ততি লাভ করিয়া থাকে, ইহাতে সংশয় নাই। চৈত্রমাসে শুক্লা চতুর্দ্দশীতে যাহারা আমাকে দর্শন করে, তাহারা দেবলোক প্রাপ্ত হইয়া আমোদ অনুভব করে এবং যক্ষ, গণেশ্বর, সিদ্ধ, ও সিদ্ধ-গন্ধর্ব্ব-সেবিত হইয়া সার্ব্বকামিক বিমানে রুদ্রলোকে গমন করিয়া থাকে। হে পরমেশ্বরি! কামদেব লিঙ্গ কর্ত্তৃক এই প্রকার অভিহিত হইয়া ঐ স্থানে ঐ লিঙ্গের নিকট আশ্রম স্থাপন করিল। এই আমি কামেশ্বর লিঙ্গের পাপনাশক প্রভাব

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ। কুটুম্বেশ্বরসংজ্ঞন্তু দেবং বিদ্ধি চতুর্দ্দশম্। যস্য দর্শনমাত্রেণ গোত্রবৃদ্ধিশ্চ জায়তে॥ ১॥ যদা দেবাসুরৈঃ পূর্ব্বং মথিতঃ ক্ষীর-সাগরঃ। তদা চ নির্গতং দেবি দুর্দ্ধরং দুঃসহং বিষম্॥ ২॥ কালকূটময়ং রৌদ্রং বিষং জ্বালা-বিভীষণম্। দহ্যতে চ জগত্তেন সদেবাসুরমানুষম্॥ ৩॥ ততো দেবগণাঃ সর্ব্বে সাসুরা যক্ষরাক্ষসাঃ। বিষজ্বালাতিভীতাশ্চ মামেব শরণং গতাঃ॥ ৪॥ স্তুতোঽহং বিবিধৈঃ স্তোত্রৈরিদমুক্তং বরাননে। অমৃতার্থে কৃতো যত্নঃ সম্প্রাপ্তং মরণং বিভো॥ ৫॥ অন্যথা চিন্তিতং কার্য্যং দৈবেন কৃতমন্যথা। অতি-মথিতুমারব্ধে লোভাদ্বৈ ক্ষীরসাগরম্॥ ৬॥ উৎ-পন্নং কালকূটন্তু যেন দগ্ধং চরাচরম্। ততোঽস্মাকং ভয়ং জাতং কালকূটোদ্ভবং প্রভো॥ ৭॥ রক্ষাং কুরু জগন্নাথ শরণাগতবৎসল। হিতার্থং সর্ব্ব-লোকানাং যথা ন প্রলয়ো ভবেৎ॥ ৮॥ ময়া তেষাং বচঃ শ্রুত্বা ত্রিদশানাং যশস্বিনি। মায়ূরং রূপমাস্থায় দেবানামনুকম্পয়া। কণ্ঠে ধৃতং মহারৌদ্রং কালকূটাহ্বয়ং তদা॥ ৯॥ ত্বং ভীতা সহসা নষ্টা রূপং দৃষ্ট্বা তু মামকম্। বিষবৃক্ষমসেব্যং তু ততোঽহং দুঃখিতোঽভবম্॥ ১০॥ নদীসঙ্ঘ-সমাযুক্তা গঙ্গা দৃষ্টা চ পার্শ্বতঃ। সা চ প্রোক্তা ময়া দেবি সাদরং স্তুতিপূর্ব্বকম্॥ ১১॥ কালকূটবিষং গঙ্গে বেগান্নয় মহোদধিম্। নান্যা শক্তা সমানেতুং ত্বাং বিনা লোকপাবনি॥ ১২॥ গঙ্গোবাচ। নাস্তি মে ভগবঞ্ছক্তির্বিবোঢ়ুং চ জগৎপতে। রৌদ্ররূপী চ দুঃসেব্যো দহত্যেব ন সংশয়ঃ॥ ১৩॥ ততস্তু যমুনা প্রোক্তা ন সমর্থা সরস্বতী। অন্যাশ্চ বিবিধা নদ্যো ময়াহূতাঃ পৃথক্ পৃথক্॥ ১৪॥ অশক্তাস্তাঃ সমানেতুং কালকূটাহ্বয়ং বিষম্। তদাহূতা ময়া দেবি শিপ্রা ব্রহ্মসমুদ্ভবা॥ ১৫॥ শিপ্রে পুত্রি মমাদেশান্মহা-কাল বনং ব্রজ। গৃহীত্বা কালকূটং তু পুরঃ কামে-শ্বরস্য হি॥ ১৬॥ বিদ্যতে পরমং লিঙ্গং তস্মিল্লিঙ্গে

বর্ণন করিলাম; অতঃপর কুটুম্বেশ্বরলিঙ্গ-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৩।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

শ্রীমহাদেব বলিলেন,—হে দেবি! যাঁহার দর্শন-মাত্র গোত্র বর্দ্ধিত হয়, আমি কুটুম্বেশ্বর নামক সেই চতুর্দ্দশ লিঙ্গের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি, অব-গত হও। পূর্ব্বে যখন দেবাসুরগণ মিলিত হইয়া ক্ষীরসাগর মন্থন করে, তখন দুর্দ্ধর দুঃসহ বিষ উদ্গত হয়! এই বিষ কালকূটময় ও ভীষণ জ্বালা-যুক্ত। ঐ বিষপ্রভাবে যখন সদেবাসুরমানুষ জগৎ দগ্ধ হইতে লাগিল, তখন সযক্ষ রাক্ষস দেবগণ বিষজ্বালায় ভীত হইয়া আমার শরণ গ্রহণ করেন এবং ত্রিবিধ স্তোত্রদ্বারা তাঁহারা স্তব করিয়া বলিলেন,—হে দেব! আমরা অমৃতার্থ যত্ন করিয়া-ছিলাম; কিন্তু তাহাতে আমাদের মরণ উপস্থিত। আমরা এক উদ্দেশ্যে কার্য্য করিতেছিলাম; কিন্তু তাহা অন্য প্রকার হইয়া পড়িল। আমরা লোভ বশতঃ ক্ষীরসাগর অত্যন্ত মন্থন করিলে কালকূট উৎপন্ন হইল। ঐ কালকূটপ্রভাবে এখন চরাচর দগ্ধ হইতে বসিয়াছে। হে প্রভো! কালকূট হইতে আমাদের এই ভয় উপস্থিত। হে শরণাগতবৎসল জগন্নাথ! আপনি আমাদিগকে রক্ষা করুন। আপনি না রক্ষা করিলে সর্ব্ব লোকের প্রলয় উপ-স্থিত হইবে। হে যশস্বিনি! আমি তখন তাহাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃপাপূর্ব্বক স্বীয় কণ্ঠে সেই অতিভীষণ কালকূট নামক বিষ ধারণ করিলাম। তদ্দর্শনে তুমি ভীত হইয়া অন্তর্হিত হইলে, কারণ, বিষবৃক্ষ অসেব্য। আমি দুঃখিত হইলাম। ১—১০। ঐ সময়ে আমি পার্শ্বে নদীগণযুক্তা গঙ্গাকে দর্শন করিয়া স্তুতিপূর্ব্বক বলিলাম—হে দেবি! তুমি এই কাল-কূট বিষ তরঙ্গসঙ্গে সাগরে লইয়া যাও। তুমি ভিন্ন এ কার্য্য করিতে আর কেহ সমর্থ নহে। গঙ্গা বলিল,—হে ভগবন! আমার কালকূট-বহন করিবার শক্তি নাই। এই রৌদ্ররূপ দুঃসেব্য বিষ নিশ্চয়ই দগ্ধ করিবে, ইহাতে কোন সংশয় নাই। অনন্তর যমুনা, সরস্বতী ও অন্যান্য বিবিধ নদী আমাকর্ত্তৃক পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে আহূত হইয়া সকলেই বিষ বহনে অসম্মতি জ্ঞাপন করিল। তাহারা সকলেই কালকূট-বহনে অস-ম্মতি জ্ঞাপন করিলে আমি ব্রহ্ম-সমুদ্ভবা শিপ্রাকে আহ্বান করিয়া বলিলাম,—পুত্রি শিপ্রে! তুমি আমার আদেশে এই কালকূট বহন করিয়া মহাকালবনে গমন কর। সেখানে গমন করিয়া দেখিবে,—কামেশ্বর লিঙ্গের নিকটে এক পরম লিঙ্গ

নিযোজয়। ময়া প্রোক্তা তদা প্রাহ ব্রহ্মণঃ পরমা কলা॥ ১৬॥ এষাস্মি প্রস্থিতা দেব তব বাক্যাদসংশয়ম্। দুঃস্পর্শঃ কালকূটোঽয়ং নূনং মাং ভক্ষয়িষ্যসি॥ ১৮॥ অসেব্যাঽহং ভবিষ্যামি দুষ্টসম্পর্কযোগতঃ। ততো ময়া পুনঃ প্রোক্তা শিপ্রা পাতকনাশিনী॥ ১৯॥ যানি তীর্থানি ভূলোকে পাতালে যানি সন্তি বৈ। স্বর্গলোকে হ্যন্তরিক্ষে পুণ্যানি চারুহাসিনি॥ ২০॥ তানি সর্ব্বাণি সেবার্থমাগতান্য মম বাক্যতঃ। আজ্ঞাং তব করিষ্যন্তি গচ্ছ পুত্রি মমাজ্ঞয়া॥ ২১॥ এবমুক্তা তদা শিপ্রা গৃহীত্বা কালকূটকম্। সমায়াতা বরারোহে যত্র লিঙ্গমনুত্তমম্॥ ২২॥ তদ্বিষং কালকূটাহ্বং নিক্ষিপ্তং লিঙ্গমূর্দ্ধনি। বিষলিঙ্গস্ততো জাতো দৃষ্টো মৃত্যুপ্রদায়কঃ॥ ২৩॥ পশুঃ পক্ষী নরো বাপি যো হি পশ্যতি তং শিবম্। ম্রিয়তে স তদা দেবি তস্য দেবস্য দর্শনাৎ॥ ২৪॥ তীর্থযাত্রাং ততঃ কর্ত্তুং তত্রায়াতাস্তপোধনাঃ। তঞ্চ দেবং ততো দৃষ্ট্বা মৃতাঃ সর্ব্বে চ তৎক্ষণাৎ॥ ২৫॥ ততো হাহাকৃতং দেবি ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্। হাহাকারং মহচ্ছ্রুত্বা ময়া তে দ্বিজসত্তমাঃ। সঞ্জীবিতাশ্চ বৈ সর্ব্বে দৃষ্টিপাতেন পার্ব্বতি॥ ২৬॥ তুষ্টুবুঃ প্রণতা বিপ্রা মামতো বিবিধৈঃ স্তবৈঃ। ময়া প্রোক্তাশ্চ তে বিপ্রা বৃণুধ্বং বরমুত্তমম্॥ ২৭॥ তৈরুক্তং প্রণতৈর্দেবি লোকানাঞ্চ হিতার্থতঃ। সম্ভ্রিয়ন্তে প্রজা দেব লিঙ্গেনানেন শঙ্কর॥ ২৮॥ তাঃ সংরক্ষ জগন্নাথ হ্যেষোঽস্মাকং বরঃ প্রভো। প্রতিজ্ঞাতং ময়া দেবি লোকানামনুকম্পয়া॥ ২৯॥ ক্ষেমারোগ্যকরং লিঙ্গং ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ। কায়াবরোহণাদ্বিপ্রাঃ স্বয়মত্রাগমিষ্যতি॥ ৩০॥ লকুলীশস্তদা চায়ং দেবঃ স্পৃশ্যো ভবিষ্যতি। বৃদ্ধিকারী কুটুম্বস্য ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥ ৩১॥ কুটুম্বেশ্বর ইতি নাম্না লোকে খ্যাতিং গমিষ্যতি। ইত্যুক্তাস্তে ময়া বিপ্রাস্তত্রৈব তপসি স্থিতাঃ॥৩২॥ লকুলীশোঽথ তল্লিঙ্গমারুরোহ মমাজ্ঞয়া। জনয়ন্ বিস্ময়ং লোকে কীর্ত্তিং জনপদে তথা॥৩৩॥ কুটুম্বেশ্বরসংজ্ঞন্তু যে পশ্যন্তি যশস্বিনি। তেষাং কুলে তু বৃদ্ধিঃ স্যাৎ কুটুম্বস্য ন সংশয়ঃ॥৩৪॥ আশ্বিনাসিতপঞ্চম্যাং দর্শনং যঃ করিষ্যতি। বহুপুত্রো বহুধনো ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥ ৩৫॥ মহতীং শ্রিয়মাপ্নোতি রোগৈশ্চাপি

বিদ্যমান আছেন। এই বিষ তুমি তাঁহাতে নিয়োজিত করিবে। ব্রহ্মার পরমা কলা শিপ্রা তখন বলিল—দেব! এই আমি আপনার বাক্যে তথায় প্রস্থান করিতেছি। এই দুঃস্পর্শ কালকূট নিশ্চয়ই আমাকে ভক্ষণ করিবে এবং আমি এই দুষ্টসংস্পর্শে জনগণের অসেব্য হইব। তখন আমি পুনরায় শিপ্রাকে বলিলাম—হে পুত্রি! ভূলোকে, পাতালে, স্বর্গে এবং অন্তরীক্ষে যত পুণ্য তীর্থ আছে, আমার বাক্যে ঐ সমুদয় তীর্থই আসিয়া তোমার সেবা করিবে। আমি আজ্ঞা করিতেছি, তুমি আমার আজ্ঞায় কালকূট লইয়া গমন কর। হে বরারোহে! তখন শিপ্রা কালকূট গ্রহণপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত লিঙ্গসমীপে উপস্থিত হইল এবং ঐ বিষ লিঙ্গমস্তকে নিহিত করিল। হে দেবি! বিষনিক্ষেপে ঐ লিঙ্গ বিষ-লিঙ্গ হইল। তখন ঐ লিঙ্গ দর্শনমাত্র মৃত্যু ঘটিতে লাগিল। পশু, পক্ষী, নর, যে কেহ ঐ লিঙ্গ দর্শন করিতে লাগিল, তাহারাই মৃত্যুমুখে পতিত হইতে লাগিল। ঐ সময় কতিপয় তপোধন তীর্থদর্শনবাসনায় ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া দেব দর্শনপূর্ব্বক মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। ত্রৈলোক্যে হাহাকার উত্থিত হইল। হে দেবি! তখন আমি হাহাকার শ্রবণ করিয়া ঐ তপোধনগণকে দৃষ্টিপাতমাত্রে জীবিত করিলাম। বিপ্রগণ আমাকে বিবিধ স্তব দ্বারা তুষ্ট করিয়া প্রণাম করিল। আমি তাহাদিগকে বলিলাম,—হে বিপ্রগণ! বর গ্রহণ কর। ১১—২৭। তাহারা প্রণতিপূর্ব্বক বলিল,—হে শঙ্কর! এই লিঙ্গদর্শনে প্রজাগণ বিনষ্ট হইতেছে, আপনি লোক-রক্ষা করুন। হে জগন্নাথ! ইহাই আমাদের বর। হে দেবি! তখন আমি এই প্রতিজ্ঞা করিলাম যে, এই লিঙ্গ ক্ষেমারোগ্যকর হইবে; ইহাতে কোন সংশয় নাই। হে বিপ্রগণ! কায়াবরোহণার্থ এই স্থানে লকুলীশ আগমন করিবেন। তিনি আগমন করিলেই এই লিঙ্গ স্পৃশ্য ও কুটুম্ববৃদ্ধিকারী হইবেন; ইহাতে কোন সংশয় নাই। ঐ লিঙ্গ সেই সময় হইতে কুটুম্বেশ্বর নামে খ্যাতি লাভ করিবেন। আমি এই কথা বলিলে বিপ্রগণ ঐ স্থানে তপস্যা করিতে লাগিল। আমার আদেশে লকুলীশ তত্রত্য লিঙ্গে আরোহণ করিলেন। ইহাতে লোক সমুদয় বিস্মিত ও লোকে তাঁহার কীর্ত্তি স্থাপিত হইল। যাহারা কুটুম্বেশ্বর দর্শন করে, তাহাদের কুলে কুটুম্ব বর্দ্ধিত হয়, ইহাতে কোন সংশয় নাই। আশ্বিনমাসের অসিত

প্রমুচ্যতে। সর্ব্বকামসমৃদ্ধোঽসৌ মম লোকে মোদতে॥ ৩৬॥ দর্শনং যে করিষ্যন্তি স্পর্শনং যজনং তথা। তে সর্ব্বে কামসম্পূর্ণাঃ প্রযান্তি মম মন্দিরম্॥ ৩৭॥ সমীপে তু সরিচ্ছিপ্রা বাপীকূপেন সংযুতা। যস্যা দর্শনমাত্রেণ নরঃ পাপাৎ প্রমুচ্যতে॥ ৩৮॥ সোমবারেঽর্কবারে চ স্নাত্বা তস্যাং সমাহিতঃ। অষ্টম্যাং বা চতুর্দ্দশ্যাং যঃ পশ্যেৎ কুটুম্বেশ্বরম্॥৩৯॥ রাজসূয়সহস্রস্য বাজপেয়শতস্য চ। ফলং স লভতে দেবি সত্যমেতন্ময়োদিতম্॥ ৪০॥ এষ তে কথিতো দেবি প্রভাবঃ পাপনাশনঃ। কুটুম্বেশ্বরদেবস্য ইন্দ্রদ্যুম্নেশ্বরং শৃণু॥ ৪১॥

ইতি শ্রীস্কান্দে কুটুম্বেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৪

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ। ইন্দ্রদ্যুম্নেশ্বরং বিদ্ধি শিবং পঞ্চদশং প্রিয়ে। যস্য দর্শনমাত্রেণ যশঃ কীর্ত্তিশ্চ জায়তে॥ ১॥ আসীদ্রাজা পুরা দেবি ইন্দ্রদ্যুম্নো মহীপতিঃ। যেনেয়ং রক্ষিতা পৃথ্বী পিতা পুত্রমিবৌরসম্॥ ২॥ ইষ্ট্বা সোঽথ বহূন্ যজ্ঞান্ ভূমৌ প্রচুরদক্ষিণান্। গতঃ স্বর্গং মহাত্মা বৈ সর্ব্বকামফলপ্রদম্॥ ৩॥ স চাথ প্রচ্যুতঃ স্বর্গান্নষ্টকীর্ত্তির্যদা ক্ষিতৌ। পপাত ভূমৌ সহসা গতপুণ্যো নরাধিপঃ। পতিতশ্চিন্তয়ামাস ভৃশং শোকপরিপ্লুতঃ॥ ৪ কৃতস্য কর্ম্মণস্ত্বত্র ভুজ্যতে যৎফলং দিবি ন চান্যৎ ক্রিয়তে তদ্যদ্ভূতলস্থেন ভুজ্যতে॥ ৫ সোঽত্র দোষো মতস্তস্মামতস্তৎপতনং চ যৎ পতনাত্তু মহদ্দুঃখং পরিতাপশ্চ জায়তে॥ ৬ স্বর্গভাজো ভবন্তীহ যাবৎকীর্ত্তিশ্চ জায়তে। দিবং স্পৃশতি ভূমিং চ শব্দঃ পুণ্যস্য কর্ম্মণঃ। যাবৎ স শব্দো ভবতি তাবৎপুরুষ উচ্যতে॥ ৭॥ অকীর্ত্তিঃ কীর্ত্ত্যতে যস্য লোকে ভূতস্য কস্যচিৎ। স পতত্যধমাঁল্লোকান্ যাবৎ শব্দোঽস্য কীর্ত্তিতঃ॥ ৮॥ তস্মাৎ কল্যাণবৃত্তঃ স্যাদন্যথা পতনং ধ্রুবম্। বিধায় বৃত্তং পাপিষ্ঠং কীর্ত্তিমেবাভিবর্দ্ধয়েৎ॥ ৯॥ অত্যন্তং শ্লাঘয়াম্যত্র কীর্ত্তিং স্বর্গকরাং পরাম্।

পঞ্চমীতে যাহারা ঐ লিঙ্গদর্শন করে, তাহারা বহুপুত্র ও বহুধন হইয়া থাকে; এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই। অপিচ সে শ্রী আরোগ্য ও সর্ব্বকাম-সমৃদ্ধি লাভ করিয়া মদীয় লোকে আনন্দ অনুভব করে। যাহারা ঐ লিঙ্গ দর্শন, স্পর্শন ও যজন করে, তাহারা পূর্ণকাম হইয়া মম মন্দিরে গমন করিয়া থাকে। যাহার দর্শনমাত্র নর সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্তি লাভ করে, সেই বাপীকূপ-সংযুক্তা সরিৎ শিপ্রা ঐ লিঙ্গসমীপে বিরাজিতা। সোম বা রবিবারে যে মানব শিপ্রায় স্নান করিয়া অষ্টমী বা চতুর্দ্দশীতে কুটুম্বেশ্বর দর্শন করে, সে সহস্র রাজসূয় ও শত বাজপেয় যজ্ঞের ফল লাভ করিয়া থাকে। হে দেবি! ইহা আমি সত্য বলিলাম। হে দেবি! এই আমি তোমার নিকট কুটুম্বেশ্বর দেবের পাপনাশন প্রভাব কীর্ত্তন করিলাম, অতঃপর ইন্দ্রদ্যুম্নেশ্বর-মাহাত্ম্য শ্রবণ কর।২৮—৪১।

চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৪

পঞ্চদশ অধ্যায়।

শ্রীমহাদেব বলিলেন,—হে প্রিয়ে! যাঁহার দর্শন মাত্রে পরম যশ উপার্জ্জিত হয়, আমি সেই ইন্দ্রদ্যুম্নেশ্বর নামক পঞ্চদশ লিঙ্গের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। হে দেবি! পূর্ব্বে ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি পুত্র-নির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিতেন। তিনি ভূতলে প্রচুরদক্ষিণ বহু যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া কালে সর্ব্ব কামফলপ্রদ স্বর্গ লাভ করেন। ক্রমে তাঁহার পুণ্যক্ষয় হইলে তিনি ভূতলে সহসা পতিত হন। পতিত হইয়া তিনি শোকে এইরূপ চিন্তা করেন,—স্বর্গে, কৃত কর্ম্মের ফল ভোগ হইয়া থাকে। সেখানে এমন কোন কর্ম্ম করা হয় না, যাহার ফল ভূতলে পতিত হইয়া ভোগ করা যায়; ইহাই মহৎ দোষ। স্বর্গ হইতে পতিত হইলে মহৎ দুঃখ ও পরিতাপ জন্মে। যাবৎ কীর্ত্তি বিদ্যমান থাকে, তাবৎ মানব স্বর্গভাগী হয়। পুণ্য কর্ম্মের শব্দ, স্বর্গ ও মর্ত্ত্য স্পর্শ করিয়া থাকে। যতদিন কীর্ত্তি বিদ্যমান থাকে, তত দিন পুরুষকে জীবিত বলা যায়। এই লোকে যাহার যত দিন অকীর্ত্তি কীর্ত্তিত হয়, সে ততদিন অধম লোকে পতিত হইয়া থাকে। অতএব ভূতমাত্রেরই কল্যাণবৃত্তি হওয়া আবশ্যক। অন্যথা পতন অনিবার্য্য। পাপিষ্ঠবৃত্তাচরণেও কীর্ত্তিবর্দ্ধন করা উচিত। কীর্ত্তি অত্যন্ত শ্লাঘনীয়া। কীর্ত্তি

দেবৈরপি হি সা কীর্ত্তিঃ কাঙ্ক্ষ্যতে পরমা যতঃ॥ ১০॥ যাবৎকীর্ত্তির্মনুষ্যাণাং বর্ত্ততে ভুবি চাক্ষয়া। তেজঃপুঞ্জেন যুক্তানি শরীরাণি ভবন্তি হি॥ ১১॥ ন স্বেদো ন চ দৌর্গন্ধ্যং পুরীষং মূত্রমেব বা। তেষাং নির্বচনং রাজা বিধাতা চ ত্রিবিষ্টপে। উহ্যন্তে তে বিমানৈশ্চ নানাভরণভূষিতাঃ॥ ১২॥ এবং বিমৃশ্য নৃপতিরিন্দ্রদ্যুম্নো বরাননে। স্বর্গকামো জগামাথ হিমবন্তং নগোত্তমম্॥ ১৩॥ যত্র তেপে তপস্তীব্রং মার্কণ্ডেয়ো মহামুনিঃ। দৃষ্ট্বা প্রণম্য শিরসা সাষ্টাঙ্গং চ পুনঃপুনঃ। পপ্রচ্ছ বিনয়োপেতস্তমৃষিং শংসিতব্রতম্॥ ১৪॥ বিদিতাস্তব ধর্ম্মজ্ঞ দেবদানবরাক্ষসাঃ। রাজবংশাশ্চ বিবিধা ঋষিবংশাশ্চ শাশ্বতাঃ॥ ১৫॥ ন তেঽস্ত্যবিদিতং কিঞ্চিদস্মিল্লোকে দ্বিজোত্তম। এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং তত্ত্বেন কথ্যতাং ত্বয়া। কথং কীর্ত্তির্ব্বা লোকে জায়তে কিন্তপঃফলাৎ॥ ১৬॥ মার্কণ্ডেয় উবাচ। হন্ত তে কথয়িষ্যামি যতঃ কীর্ত্তিং সমীহসে। যাবৎ কীর্ত্তির্ভূমিসংস্থা তাবদ্বস সুরৈঃ সহ। তদ্গচ্ছ শীঘ্রং ধর্ম্মজ্ঞ মহাকালবনোত্তমম্॥ ১৭॥ কন্থলেশ্বরদেবস্য সমীপে বামভাগতঃ। লিঙ্গং পাপহরং তত্র সমারাধয় যত্নতঃ॥ ১৮॥ তস্যাভ্যর্চ্চনমাত্রেণ লপ্স্যসে কীর্ত্তিমুত্তমাম্। স্বর্গং সনাতনং চৈব যৎসুরৈরপি দুর্লভম্॥ ১৯॥ গত্বা স পূজয়ামাস তল্লিঙ্গং কীর্ত্তিতং ত্বিদম্। ততো দেবাঃ সগন্ধর্ব্বাঃ প্রশস্য চ মুদান্বিতাঃ॥ ২০॥ অন্তরিক্ষে বিমানস্থাঃ প্রোচুর্বাচং নরাধিপম্। ত্বৎকীর্ত্তির্নির্ম্মলা জাতা লিঙ্গস্যাস্য সমর্চ্চনাৎ॥ ২১॥ অদ্যপ্রভৃতি রাজেন্দ্র লিঙ্গং ত্বন্নাম নামতঃ। খ্যাতিং যাস্যতি লোকেঽস্মিন্নিন্দ্রদ্যুম্নেতি নিশ্চিতম্॥ ২২॥ ইন্দ্রদ্যুম্নেশ্বরং দেবং পূজয়িষ্যন্তি যে নরাঃ। সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তা বিমানৈঃ সর্ব্বকামিকৈঃ॥ ২৩॥ স্বর্গং যাস্যন্তি তে হৃষ্টাঃ স্তূয়মানাঃ সুরর্ষিভিঃ। কিঞ্চিচ্চ দুর্লভং লোকে তেষাং নৈব ভবিষ্যতি॥ ২৪॥ দর্শনং যে করিষ্যন্তি লোভাদ্বাপি প্রসঙ্গতঃ। তেষাং কীর্ত্তির্যশঃ পুণ্যং ধর্ম্মশ্চৈবং ভবিষ্যতি॥ ২৫॥ ন স্বর্গাৎ পতনং তেষাং যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ। যে চ

পরম স্বর্গকরী। দেবগণও কীর্ত্তি আকাঙ্ক্ষা করেন। ভূতলে মানবগণের যতদিন কীর্ত্তি বিরাজ করে, ততদিন তাহার কলেবর তেজঃপুঞ্জময় হইয়া থাকে। অপিচ তাহাদের শরীরে স্বেদ, দৌর্গন্ধ্য, পুরীষ ও মূত্র এ সব কিছুই থাকে না। তাহাদের উদাহরণ, রাজা ও বিধাতা। কীর্ত্তিমান্ লোক সকল কালে নানা আভরণ-ভূষিত হইয়া স্বর্গীয় বিমান বাহিত হয়। হে বরাননে! যেখানে মহামুনি মার্কণ্ডেয় তীব্র তপস্যায় নিরত ছিলেন, ইন্দ্রদ্যুম্ন নরপতি এই সকল বিতর্ক করিয়া স্বর্গকামনায় সেই নগোত্তম হিমালয়ে গমন করিলেন। তিনি ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া পুনঃপুনঃ সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতপুরঃসর সবিনয়ে ঋষিকে বলিলেন,—হে ধর্ম্মজ্ঞ! দেব, দানব, রাক্ষস, বিবিধ রাজবংশ ও ঋষিবংশ, এ সকল আপনার সমস্তই বিদিত। হে দ্বিজোত্তম! এই লোকে আপনার অবিদিত কিছুই নাই। এই সকল আমি আপনার নিকট শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি; আপনি তত্ত্বতঃ কীর্ত্তন করুন। হে দেব! কোন তপস্যার ফলে কি প্রকারে কীর্ত্তি হইয়া থাকে? তাহা আপনি প্রকাশ করুন। মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—আপনি যখন কীর্ত্তির নিমিত্ত জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তখন আমি তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন,—ভূতলে যতদিন কীর্ত্তি ঘোষিত হয়, ততদিন স্বর্গবাস হইয়া থাকে। অতএব হে ধর্ম্মজ্ঞ! আপনি মহাকালবনে গমন করুন। ঐ স্থানে কন্থলেশ্বরের বামভাগে অনতিদূরে এক পাপহর লিঙ্গ আছেন, সেখানে গিয়া যত্নপূর্ব্বক তাঁহার আরাধনা করুন।—১৮। তাঁহার আরাধনা মাত্রে উত্তমা কীর্ত্তি এবং সনাতন স্বর্গ লাভ করিবেন। ইহা সুরগণেরও দুর্লভ। অনন্তর রাজা ঐ স্থানে গমন করিয়া উক্ত লিঙ্গের পূজা করিলেন। তাহাতে দেবগণ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া অন্তরিক্ষে বিমানে অবস্থানপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন,—লিঙ্গ অর্চ্চনার ফলে আপনার নির্ম্মল কীর্ত্তি জন্মিয়াছে। হে রাজন্! অদ্য হইতে এই লিঙ্গ আপনার নামে নাম প্রাপ্ত হইয়া ইন্দ্রদ্যুম্ন সংজ্ঞায় লোকে খ্যাতি লাভ করিবে। যাহারা এই ইন্দ্রদ্যুম্ন লিঙ্গের পূজা করিবে, তাহারা সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া সার্ব্বকামিক বিমানে আরোহণপূর্ব্বক হৃষ্টান্তঃকরণে স্বর্গে গমন করিবে। ঐ সময়ে সুরর্ষিগণ তাহাদের স্তব করিবেন। লোকে তাহাদের দুর্লভ কিছুই থাকিবে না। যাহারা লোভ বা প্রসঙ্গবশে ঐ লিঙ্গ দর্শন করে, তাহাদের কীর্ত্তি, যশ, পুণ্য ও ধর্ম্ম হইয়া থাকে এবং তাহারা চতুর্দ্দশইন্দ্রের

পূজাং করিষ্যন্তি চতুর্দ্দশ্যাং বিশেষতঃ। তে কুলং তারয়িষ্যন্তি মাতৃকং পৈতৃকং সদা ॥ ২৬ ॥ ইত্যুক্ত্বা ত্রিদশাঃ সর্ব্বে লিঙ্গং সম্পূজ্য যত্নতঃ। ইন্দ্রদ্যুম্নেন সহিতাঃ পুনঃ স্বর্গং গতাঃ প্রিয়ে ॥ ২৭ ॥ এষ তে কথিতো দেবি প্রভাবঃ পাপনাশনঃ। ইন্দ্রদ্যুম্নেশ দেবস্য শ্রূয়তামপরং প্রিয়ে ॥ ২৮ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ইন্দ্রদ্যুম্নেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ঈশানেশ্বরসংজ্ঞন্তু ষোড়শং বিদ্ধি পার্ব্বতি। যস্য দর্শনমাত্রেণ ঐশ্বর্য্যং জায়তে নৃণাম্ ॥ ১ ॥ তুহুণ্ডেন পুরা দেবি সর্ব্বে হ্যুপদ্রুতাঃ সুরাঃ। ঋষয়শ্চ মহাভাগা যক্ষগন্ধর্ব্বকিন্নরাঃ ॥ ২ ॥ নন্দনাখ্যং বনং সর্ব্বং তদধীনমভূৎ কিল। ঐরাবণং দিগেন্দ্রঞ্চ জিত্বা দ্বারি সমাদধৎ ॥ ৩ ॥ উচ্চৈঃশ্রবসসংজ্ঞন্তু হৃতবান্ দানবেশ্বরঃ। দেবাঙ্গনানাং সর্ব্বাসাং বিধ্বংসং কর্ত্তুমুদ্যতঃ ॥ ৪ ॥ স্বর্গমার্গঃ খিলীভূতস্তদ্ভয়েন হ্যভূৎ সতি। হৃতাধিকারা দেবাশ্চ মন্ত্রং সমুপচক্রমুঃ ॥ ৫ ॥ তস্মিন্ কালে চ কালজ্ঞো নারদোঽথ মহামুনিঃ। আজগাম মহাতেজা ভ্রমমাণশ্চ মন্ত্রিভিঃ ॥ ৬ ॥ দেবৈর্নমস্কৃতঃ সোঽথ পূজিতশ্চ যথাবিধি। নিবেদিতং যথাবৃত্তং তুহুণ্ডস্য বিচেষ্টিতম্ ॥ ৭ ॥ পপ্রচ্ছুরথ তে মন্ত্রং নারদং মুনিসত্তমম্। কথয়স্ব মহাবুদ্ধে সর্ব্বং জানাসি সর্ব্বতঃ ॥ ৮ ॥ ঈদৃক্কালে সমায়াতে কিং কর্ত্তব্যং মহামুনে। নাজ্ঞাতং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চিদ্দেবর্ষিসত্তম ॥ ৯ ॥ মুহূর্ত্তং ধ্যানমালম্ব্য কিঞ্চিন্মীল্য চ লোচনে। উপায়ং কথয়ামাস সর্ব্বদুঃখবিনাশনম্ ॥ ১০ ॥ মহাকালবনে রম্যে শীঘ্রং গচ্ছন্তু বিহ্বলাঃ। ইন্দ্রদ্যুম্নেশ্বরস্যৈব পশ্চাদ্ভাগে ব্যবস্থিতাঃ। সেবধ্বং পরমং লিঙ্গমীশানেশ্বরসংজ্ঞকম্ ॥ ১১ ॥ পুরা চেশানকল্পে তু ঈশানেন সুখেন হি। মুনিনা শ্রোত্রিয়েণৈব বেদাভ্যাসরতেন বৈ। উত্তমাঙ্গপদং লব্ধং শঙ্করস্য চ মূর্দ্ধনি ॥ ১২ ॥ তস্যারাধনমাত্রেণ মনোঽভীষ্টং হি লভ্যতে ॥ ১৩ ॥ নারদস্য বচঃ শ্রুত্বা দেবা মুদিতমানসাঃ। জগ্মুস্তত্র মহালিঙ্গং স্তুতিং সর্ব্বেঽপ্যকুর্ব্বত ॥ ১৪ ॥ ঈশানেশান

অধিকারকাল যাবৎ স্বর্গ হইতে পতিত হয় না। যাহারা চতুর্দ্দশী তিথিতে ঐ লিঙ্গের পূজা করে, তাহারা মাতৃ ও পিতৃ কুল উদ্ধার করিয়া থাকে। দেবগণ এই কথা বলিয়া ইন্দ্রদ্যুম্নের সহিত পুনরায় স্বর্গে গমন করিলেন। হে দেবি! এই আমি তোমার নিকট ইন্দ্রদ্যুম্নেশ্বরলিঙ্গের পাপনাশন প্রভাব কীর্ত্তন করিলাম; অতঃপর অপর লিঙ্গ-মাহাত্ম্য শ্রবণ কর। ১৯—২৮।

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৫।

ষোড়শ অধ্যায়।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে পার্ব্বতি! যাহার দর্শন-মাত্রে ঐশ্বর্য্য জন্মে আমি সেই ঈশানেশ্বর সংজ্ঞক ষোড়শলিঙ্গের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি, অবগত হও। পূর্ব্বে তুহুণ্ড নামক এক দৈত্য সুর ঋষি, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, ও কিন্নরগণকে উপদ্রুত করে। নন্দনবন ঐ দৈত্যের অধিকারভুক্ত হয়। সে ঐরাবতকে জয় করিয়া নিজ দ্বারে বন্ধন করে। হয়রত্ন উচ্চৈঃশ্রবাকে হরণ করিয়া লইয়া যায়। দেবাঙ্গনাগণকে ধর্ষিত করে। এই সময়ে ঐ দুষ্ট দৈত্যেরভয়ে স্বর্গমার্গ খিলীভূত হয়। দেবগণ হৃতা-ধিকার হইয়া তখন মন্ত্রণা করিতে থাকেন। ইত্যব-সরে মহামুনি নারদ ঐ স্থানে আগমন করেন। দেবর্ষি ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে ঐ স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলে দেবগণ যথাবিধি নমস্কার-পূর্ব্বক তাঁহার নিকটে তুহুণ্ডচেষ্টিত বিবৃত করিয়া মন্ত্রণা জিজ্ঞাসা করিলেন; তাঁহারা বলিলেন,—হে বুদ্ধিমন্! আপনি সমস্তই অবগত আছেন; ইদানীং আমাদের কর্ত্তব্য কি? তাহা নিশ্চয় করিয়া দিন; ত্রিলোকমধ্যে আপনার অবিদিত কিছুই নাই। ১—৯। দেবগণ কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া দেবর্ষি তখন মুহূর্ত্তকালের জন্য ধ্যানাবলম্বন করত লোচনদ্বয় ঈষৎ মীলিত করিয়া সর্ব্বদুঃখবিনাশক উপায় বলিতে লাগিলেন,—আপনারা সত্বর রম্য মহাকালবনে গমন করুন। সেখানে ইন্দ্রদ্যুম্নেশ্বরের পশ্চাদ্ভাগে এক লিঙ্গ বিরাজিত। ঐ লিঙ্গের নাম ঈশানেশ্বর। আপনারা তাঁহার আরাধনা করুন। পূর্ব্বে ঈশানকল্পে ঈশাননামক কোন বেদাভ্যাসরত শ্রোত্রিয় মুনি শঙ্করমস্তকে উত্তমাঙ্গ-পদ লাভ করেন। উক্ত লিঙ্গের আরাধনামাত্রে মনোভীষ্ট লাভ হয়। দেবর্ষি নারদের বাক্য শ্রবণ করিয়া দেব-গণ ঐ স্থানে গমন করিয়া মুদিতমনে এই বলিয়া লিঙ্গের স্তব করিতে লাগিলেন; হে ঈশানেশ!

ঈশান তৎপুরুষ নমোঽস্তু তে। নমো বাম মহাঘোর সদ্যোমুখ নমো নমঃ ॥ ১৫ ॥ ত্র্যক্ষ ভর্গ মহাদেব উমাকান্ত নমো নমঃ। নমঃ শিব নমো ভীম নমঃ সর্ব্ব নমোনমঃ ॥ ১৬ ॥ নমঃ শম্ভো নমো রুদ্র বিরূপাক্ষ নমো নমঃ। ত্বয়া দেব প্রজাঃ সর্ব্বাঃ সদেবাসুরমানুষাঃ ॥ ১৭ ॥ স্থাবরাণি চ ভূতানি জঙ্গমানি চরাণি চ। ব্রহ্ম বেদাশ্চ বেদ্যং চ ত্বয়া সৃষ্টং মহেশ্বর ॥ ১৮ ॥ শিরস্তে গগনং দেবা নেত্রে শশিদিবাকরৌ। নিঃশ্বাসঃ পবনশ্চাপি তেজোঽগ্নিশ্চ তবাচ্যুতঃ ॥ ১৯ ॥ বাহবস্তে দিশঃ সর্ব্বাঃ কুক্ষিশ্চৈব মহার্ণবঃ। ঊরূ তে পর্ব্বতা দেব চরণৌ পৃথিবী মতা ॥ ২০ ॥ ইন্দ্রসোমাগ্নিবরুণা দেবাসুরমহোরগাঃ। প্রহ্বাস্ত্বামনুতিষ্ঠন্তি স্তুবন্তো বিবিধৈঃ স্তবৈঃ ॥ ২১ ॥ ত্বয়া ব্যাপ্তানি ভূতানি সর্ব্বাণি ভুবনেশ্বর। ত্বয়ি তুষ্টে জগত্তুষ্টং ত্বয়ি ক্রুদ্ধে মহদ্ভয়ম্ ॥ ২২ ॥ ভয়ানামপনেতাসি ত্বমেকঃ শক্রসূদনঃ। অসুরাণাং সমগ্রাণাং বিনাশশ্চ ত্বয়া কৃতঃ ॥২৩॥ ন চ বিক্রমণৈর্দেব নির্ব্বাণমগমৎপরম্। ত্বং হি কর্ত্তা বিকর্ত্তা চ ভূতানামিহ সর্ব্বশঃ ॥২৪॥ আরাধ্য ত্বাং সর্ব্বে তে নমস্যন্তি চ সর্ব্বশঃ। এতস্মিন্নন্তরে দেবি লিঙ্গমধ্যাৎসমুত্থিতা ॥ ২৫ ॥ ধূমাবৃতা মহাজ্বালা যয়া দগ্ধঃ স দানবঃ। তুহুণ্ডো মুণ্ডপুত্রস্তু সসৈন্য-পরিবারিতঃ ॥ ২৬ ॥ স্বাধিকারাংশ্চ সম্প্রাপুর্লিঙ্গস্যাস্য প্রভাবতঃ। সুরৈশ্চাখ্যা সমাদিষ্টা লিঙ্গস্যাস্যৈব হর্ষিতৈঃ ॥ ২৭ ॥ ঐশ্বর্য্যশীলমস্মাস্তু প্রাপ্তমস্মাকং চ বিনিশ্চিতম্। ঈশান ইতি বিখ্যাতস্ত্রৈলোক্যে চ ভবিষ্যতি ॥ ২৮ ॥ ঈশানেশ্বরসংজ্ঞং তু যে সমারাধয়ন্তি চ। কীর্ত্তির্লক্ষ্মীঞ্চ বা তেষাং সিদ্ধিঃ প্রীতির্ভবিষ্যতি ॥ ২৯ ॥ পূজ্যমানঃ সদা দেবৈর্গন্ধর্ব্বাপ্সরসাঙ্গণৈঃ। স্বর্গলোকং গমিষ্যন্তি বিমানৈরুজ্জ্বলৈর্মুদা ॥ ৩০ ॥ ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাঃ স্ত্রিয়ঃ কুমারিকাঃ। যথাভিলষিতান্ কামানাপ্নুবন্তি ন সংশয়ঃ ॥ ৩১ ॥ যঃ করোতি নরঃ সম্যগ্দর্শনং নিয়মস্থিতঃ। ন কুত্র তস্য হানিঃ স্যাদ্যাবজ্জন্মশতং ভবেৎ ॥৩২॥ সর্ব্বদা সর্ব্বকার্য্যেষু তে সমর্থা যশস্বিনি। ঈশানেশ্বরসংজ্ঞং তু যে পশ্যন্তি দিনেদিনে ॥ ৩৩ ॥ এবং তে কথিতো দেবি প্রভাবঃ পাপনাশনঃ। ঈশানেশ্বরদেবস্য শৃণু ত্বামপ্সরেশ্বরঃ ॥ ৩৪ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ঈশানেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

তৎপুরুষ, মহাঘোর সদ্যোমুখ! তোমাকে নমস্কার। হে ত্র্যক্ষ, ভর্গ, মহাদেব, উমাকান্ত, শিব, ভীম, সর্ব্ব! তোমাকে নমস্কার। হে শম্ভো, রুদ্র, বিরূপাক্ষ! তোমাকে নমস্কার। হে দেব! তুমি সদেবাসুর নিখিল প্রজা, স্থাবর, জঙ্গম ভূত, চর, ব্রহ্ম, বেদ, ও বেদ্য, এ সমস্তই সৃজন করিয়াছ। গগন ও দেবগণ আপনার মস্তক, শশী ও দিবাকর আপনার নেত্রযুগল, পবন আপনার নিশ্বাস, অগ্নি আপনার তেজ, দিক্ সকল আপনার বাহু, মহার্ণব আপনার কুক্ষি, পর্ব্বত আপনার ঊরু, এবং পৃথিবী আপনার চরণযুগল। ইন্দ্র, সোম, অগ্নি, বরুণ, দেব অসুর, মহোরগগণ বিনীতভাবে আপনার স্তব ও পূজা করিয়া থাকেন। আপনি সমস্ত ভূত ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন। আপনি তুষ্ট হইলেই জগৎ তুষ্ট হয় এবং আপনি ক্রুদ্ধ হইলেই মহৎ ভয় হইয়া থাকে। হে শক্রসূদন! আপনিই এক মাত্র ভয়ের অপনেতা। আপনিই মহাবল অসুরদিগকে নিহত করিয়াছেন। তাহারা আপনার নিকট বিক্রম প্রকাশ করার জন্য নির্ব্বাণ-পদবী লাভ করিতে পারে নাই। আপনিই ভূতগণের কর্ত্তা, এবং বিকর্ত্তা। সকলেই আপনার আরাধনা করিয়া নমস্কার করে। হে দেবি! দেবগণ এইরূপ স্তব করিলে ঐ লিঙ্গ মধ্য হইতে ধূমাকীর্ণা মহাজ্বালা বিনির্গত হইল। ঐ জ্বালাপ্রভাবে সসৈন্য-পরিবারিত মুণ্ড-পুত্র তুহুণ্ড দগ্ধ হইয়া গেল। সুরগণ লিঙ্গপ্রভাবে স্বাধিকার লাভ করিলেন। এই সময়ে সুরগণ হৃষ্ট হইয়া ঐ লিঙ্গের আখ্যা প্রদান করিলেন। তাঁহারা বলিলেন,—যে হেতু আমরা লিঙ্গপ্রভাবে ঐশ্বর্য্য ও শীল প্রাপ্ত হইলাম, অতএব এই লিঙ্গ ত্রৈলোক্যে ঈশান নামে বিখ্যাত হইবে। যাহারা এই ঈশানেশ্বর লিঙ্গের আরাধনা করিবে, তাহারা কীর্ত্তি, শ্রী, সিদ্ধি, ও প্রীতি লাভ করিবে। অপিচ তাহারা দেব, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া উজ্জ্বল বিমানে আরোহণপূর্ব্বক স্বর্গলোকে গমন করিবে। এই লিঙ্গের পূজা করিলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র স্ত্রী ও কুমারী, ইহারা যথাভিলষিত ফল প্রাপ্ত হইবে; ইহাতে কোন সংশয় নাই। যে নর নিয়মস্থিত হইয়া দেব দর্শন করে, শতজন্মেও কুত্রাপি কিঞ্চিৎ তাহার হানি হয় না। যাহারা প্রতিদিন ঈশানেশ্বর দর্শন করে, তাহারা সর্ব্বদা সর্ব্বকার্য্যে সমর্থ হয়। হে দেবি! এই আমি

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। দেবং সপ্তদশং বিদ্ধি বিখ্যাতমপ্সরেশ্বরম্। যস্য দর্শনমাত্রেণ লোকোঽভীষ্টানবাপ্নুয়াৎ॥ ১॥ নন্দনাখ্যে বনে দেবি সর্ব্বকামসমন্বিতে। সিদ্ধচারণগন্ধর্ব্বকিন্নরোদ্গীতনাদিতে॥ ২॥ শুককোকিলচক্রাহ্বচকোরকুররাবৃতে। দিব্যলোকোপমস্থানে ত্রিবিষ্টপবিভূষণে॥ ৩॥ তত্রোপবিষ্টো বৃত্রারিঃ সুরজ্যেষ্ঠৈশ্চ সেবিতঃ। ননর্ত্ত রম্ভা তস্যাগ্রে নৃত্যভাবান্ বিরূপতী॥ ৪॥ ততোঽন্যচিত্তা সঞ্জাতা কিঞ্চিৎস্মৃত্বা প্রমাদতঃ। লয়তালবিহীনা চ দৃষ্টা দৈবাসবেন সা॥ ৫॥ চুকোপ চ সুরশ্রেষ্ঠস্তস্যাঃ শাপং দদৌ কিল। বিস্মৃতির্ম্মানুষং কর্ম্ম ন দিব্যং ক্বাপি দৃশ্যতে। তস্মাত্তু মানুষে লোকে গচ্ছ ত্বং নিষ্প্রভা সতী॥ ৬॥ অথেন্দ্রকোপসংক্ষোভাৎ পতিতা ভুবি সাপ্সরাঃ। নিশ্চেষ্টা বিকলীভূতা রুদতী বিস্বরং বহু॥ ৭॥ করুণ বিলপন্তী চ কিং ময়া দুষ্কৃতং কৃতম্। নির্ম্মলং ন তপস্তপ্তং কথং নারাধিতঃ সুরঃ॥ ৮॥ অথাপ্সরোগণঃ সর্ব্বঃ সখীগণসমন্বিতঃ। রম্ভা যত্রৈব পতিতা সমায়াতো বরাননে। তস্যাঃ শোকাগ্নিদাহেন সন্তপ্তোঽপ্সরসাং গণঃ॥ ৯॥ সুসুপ্তা পদ্মিনী সাভ্রে যথা নৈব বিরাজতে। তথা শাপেন বিধ্বস্তা রম্ভা নো রাজতে সদা॥ ১০॥ সখীগণৈঃ পরিবৃতা রম্ভা দৃষ্টা বরাননে। দেবর্ষিণা নারদেন বিস্মিতেনান্তরাত্মনা॥ ১১॥ কস্মাদপ্সরসঃ সদ্যো দৃশ্যন্তে শোকবিহ্বলাঃ। কস্মাচ্চ করুণং রম্ভা রোদিত্যেষা মুহুর্ম্মুহুঃ॥ ১২॥ পপ্রচ্ছ চ সমাগত্য কস্মাদপ্সরসো বরাঃ। বিষণ্ণবদনা দীনাঃ কথ্যতাং মম সাদরম্॥ ১৩॥ বৃত্তান্তং কথয়ামাসুস্তাশ্চ তস্মৈ পুরাতনম্। শ্রুত্বা চ নারদস্তত্র ধ্যানাসক্তোঽভবন্মুনিঃ॥ ১৪॥ উপায়ং কথয়ামাস হিতং তাসাং প্রযত্নতঃ। গচ্ছন্ত্বপ্সরসঃ সর্ব্বা মহাকালবনোত্তমে॥ ১৫॥

তোমার নিকট ঈশানেশ্বর দেবের পাপনাশন প্রভাব কীর্ত্তন করিলাম, অধুনা অপ্সরেশ্বর লিঙ্গ-মাহাত্ম্য শ্রবণ কর। ১০—৩৪।

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৬।

সপ্তদশ অধ্যায়।

ঈশ্বর বলিলেন,—যাহার দর্শনমাত্রে লোক অভীষ্ট লাভ করে, আমি সেই অপ্সরেশ্বর নামক সপ্তদশ লিঙ্গের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি; শ্রবণ কর। একদা দেবেন্দ্র দিব্যলোকোপম স্বর্গগৌরব নন্দনবনে উপবিষ্ট আছেন। সিদ্ধ, চারণ গন্ধর্ব্ব, ও কিন্নরগণ গান করিতেছে। শুক, কোকিল, চক্রবাক, চকোর ও কুরর প্রভৃতি পক্ষিগণ ইতস্তত বৃক্ষে বৃক্ষে বিচরণ করিতেছে। নৃত্যভাব সকল বিস্তার করিয়া রম্ভা নাচিতেছে। নাচিতে নাচিতে সে কি মনে করিয়া অন্যমনস্ক হইল! তাহার ফলে লয়-তাল বিচ্ছিন্ন ও অসঙ্গত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে বাসব ক্রুদ্ধ হইয়া এই বলিয়া তাহাকে শাপ দিলেন যে, বিস্মৃতি মানুষের ধর্ম্ম; স্বর্গবাসীদিগের নহে। তুই বিস্মৃতি প্রাপ্ত হইয়াছিস্; অতএব প্রভাহীন হইয়া মানুষলোকে গমন কর্। অনন্তর দেবেন্দ্রশাপপ্রভাবে অপ্সরা রম্ভা স্বর্গ হইতে ভূতলে পতিত হইল। পতিত হইয়া সে স্পন্দনহীন ও বিকলাঙ্গ হইয়া বিকৃতস্বরে রোদন করিতে লাগিল। সে করুণস্বরে এই বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিল,—হায়! আমি কি দুষ্কর্ম্ম করিলাম। আমি কখন নির্ম্মল তপ উপার্জ্জন করি নাই। কেন আমি দেবগণের আরাধনা করিলাম না? অনন্তর অপ্সরোগণ সকলে সখীগণ সমভিব্যাহারে, যেখানে রম্ভা পতিত হইয়াছে, সেই স্থানে আগমন করিল। তাহারা ঐ স্থানে আগমন করিয়া সকলেই তাহার দুঃখে সমবেদনা প্রকাশ করিতে লাগিল এবং তাহারা তথা মেঘাচ্ছন্ন দিনের সুষুপ্তা পদ্মিনীর ন্যায় শাপ-বিধ্বস্তা রম্ভাকে অবলোকন করিল। এমন সময় দেবর্ষি নারদ তথায় আগমন করিয়া তাহাদিগকে তথাবিধ দর্শন করিয়া বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে অপ্সরোগণ! তোমাদিগকে এরূপ শোক-বিহ্বল দেখিতেছি কেন? কি জন্যই বা রম্ভা মুহুর্ম্মুহু করুণস্বরে রোদন করিতেছে? মুনি নিকটে গিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—অপ্সরোগণ! কিজন্য তোমরা বিষণ্ণবদনে দীনভাবে রোদন করিতেছ, সাদরে বল? ১—১৩। দেবর্ষি এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা যথাবৃত্ত বর্ণন করিল। তখন দেবর্ষি তাহা শ্রবণ করিয়া কিঞ্চিৎ কালের জন্য ধ্যানাসক্ত হইলেন এবং তাহাদিগকে এই হিতোপদেশ প্রদান করিলেন যে, হে অপ্সরোগণ! তোমরা যত্ন সহকারে মহা-

আরাধয়ধ্বং দেবেশং লিঙ্গং সর্ব্বার্থসাধকম্। পৃচ্ছাদেব্যাস্ত পুরতঃ পুরা কল্পে প্রপূজিতম্॥ ১৬ ॥ উর্ব্বশ্যা মমবাক্যেন ভর্ত্তা প্রাপ্তঃ পুরূরবাঃ। নারদস্য বচঃ শ্রুত্বা সমাজগ্মুর্গণাস্তথা॥ ১৭॥ মহাকালবনে রম্যে লিঙ্গারাধনকাম্যয়া। ততস্তুষ্টঃ স্বয়ং রুদ্রস্তাসাং ভক্ত্যা বরং দদৌ॥ ১৮ ॥ রম্ভে প্রাপ্স্যসি সৌভাগ্যং স্বর্গলোকং যশস্বিনি। ভবিষ্যসি মহাভাগে জিষ্ণোস্ত্বং বল্লভা ধ্রুবম্॥ ১৯ ॥ তস্মাত্ত্রিবিষ্টপং গচ্ছ সজ্যেনানেন পূজিতা। আরাধিতোহপ্সরোভিশ্চ পুরা স্বর্গার্থকাম্যয়া। অতোহপ্সরেশ্বর খ্যাতো যযৌ খ্যাতিং জগত্ত্রয়ে ॥২০॥ যে সমারাধয়িষ্যন্তি ভক্ত্যা চাপ্সরসেশ্বরম্। তে সর্ব্বকামসম্পূর্ণা ভবিষ্যন্তি যুগেযুগে॥ ২১ প্রেরয়িষ্যন্তি যে লোকে দর্শনার্থং যশস্বিনি। স্থানভ্রংশো বিয়োগশ্চ তেষাং স্বপ্নে ন জায়তে ॥২২॥ কিং দানৈঃ কিং তপোভিশ্চ কিং যজ্ঞৈর্ব্বহুদক্ষিণৈঃ। স্পর্শনাল্লভতে রাজ্যং স্বর্গং মোক্ষং ক্রমেণ তু॥ ২৩॥ এষ তে কথিতো দেবি প্রভাবঃ পাপনাশনঃ। অপ্সরেশ্বরদেবস্য শ্রূয়তাং কলকলেশ্বরঃ॥ ২৪ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে চতুঃহপ্সরেশ্বর-মাহাত্ম্যবর্ণনং নাম সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ

শ্রীশিব উবাচ। দেবমষ্টাদশং বিদ্ধি খ্যাতং কলকলেশ্বরম্ যস্য দর্শনমাত্রেণ কলহো নৈব জায়তে॥ ১ ॥ সর্ব্বদুঃখোপশমনং পূর্ব্বপাপপ্রমোচনম্। ব্যাধিসর্পাগ্নিচৌরাণাং শমনং বাঞ্ছিতপ্রদম্॥ ২ ॥ মম দেবি ত্বয়া সার্দ্ধং কলহঃ সমপদ্যত। পুরা বিস্তরতো বচ্মি শৃণ্বেকাগ্রমনাঃ শুভে॥ ৩॥ যদা ত্বং হিমশৈলস্য দুহিতা বরবর্ণিনি। তদা বিবাহিতং কান্তে যথোক্তবিধিনা ময়া॥ ৪॥ বিনিবৃত্তে বিবাহে চ ত্বয়া সার্দ্ধং বরাননে। মহাকালীতি নাম্না বৈ বর্ণেনাপি চ তাদৃশী॥ ৫॥ নীলোৎপলনিভপ্রখ্যা নীলকুঞ্চিতমূর্দ্ধজা। অপ্যেকস্মিংস্তদা ত্বং হি মাতৄণাং মণ্ডপে শুভে। মধ্যে সমুপবিষ্টাসি কৃষ্ণাঞ্জনসমপ্রভা॥ ৬ কালি সুন্দরি মৎপার্শ্বে বল্লভে ত্বমুপাবিশ। শরীরে

কালবনে গমন কর। গমন করিয়া তথায় সর্ব্বার্থসাধক দেবেশ লিঙ্গের আরাধনা কর। পূর্ব্বে উর্ব্বশী আমার উপদেশে পৃচ্ছাদেবীর পুরোভাগে লিঙ্গারাধনা করিয়া ভর্ত্তা পুরূরবাকে লাভ করিয়াছিল। দেবর্ষির বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহারা রম্য মহাকালবনে গমন করিল। অনন্তর রুদ্র তাঁহাদের ভক্তিতে তুষ্ট হইয়া বর প্রদান

সৌভাগ্য ও স্বর্গলোক পুনরায় প্রাপ্ত হইবে এবং পুনরায় তুমি জিষ্ণুর বল্লভা হইবে! তুমি সঙ্গিনীগণ কর্ত্তৃক সেবিত হইয়া স্বর্গে গমন কর। এই লিঙ্গ পূর্ব্বে অপ্সরোগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়াছিলেন বলিয়া ইনি জগত্ত্রয়ে অপ্সরেশ্বর নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। যাহারা ভক্তিপূর্ব্বক অপ্সরেশ্বর লিঙ্গের অর্চ্চনা করে, তাহারা যুগে যুগে সফলমনোরথ হইয়া থাকে। হে যশস্বিনি! যাহারা ঐ লিঙ্গ দর্শনার্থ মানবগণকে প্রেরণ করে তাহাদের স্বপ্নেও কদাপি স্বস্থান-চ্যুতি ও বিয়োগ সঙ্ঘটিত হয় না। দান, তপস্যা ও বহুদক্ষিণ যজ্ঞ করিবার আবশ্যক কি? কারণ, এই অপ্সরেশ্বর

লিঙ্গ স্পর্শ করিলেই রাজ্য, স্বর্গ, ও মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে। হে দেবি! এই ত তোমার নিকট অপ্সরেশ্বর লিঙ্গের পাপ-নাশন প্রভাব কীর্ত্তন করিলাম; অধুনা কলকলেশ্বর লিঙ্গের মাহাত্ম্য শ্রবণ কর। ১৪—২৪।

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৭

অষ্টাদশ অধ্যায়।

শ্রীশিব বলিলেন,—হে দেবি! যাঁহার দর্শনমাত্রে কলহ হয় না, সেই কলকলেশ্বর নামক অষ্টাদশ লিঙ্গ-মাহাত্ম্য অবগত হও। এই লিঙ্গ সর্ব্বদুঃখনাশক, সর্ব্ব পাপমোচন, ব্যাধি-সর্প-অগ্নি, ও চৌরভয়নাশক এবং বাঞ্ছিতপ্রদ। হে দেবি! পূর্ব্বে এক সময় তোমার সহিত আমার কলহ হইয়াছিল। তাহা বিস্তৃতরূপে বলিতেছি, অনন্যমনে শ্রবণ কর। হে বরবর্ণিনি! তুমি যখন হিমশৈলের দুহিতা ছিলে, তখন আমি তোমায় যথোক্ত বিধানে বিবাহ করিয়াছিলাম। তোমার সহিত আমার বিবাহ হইয়া গেলে তুমি মহাকালী নামে অলঙ্কৃতা হও এবং তোমার বর্ণও তখন ঐরূপই ছিল। তুমি তখন নীলোৎপল-প্রখ্যা ও নীলকুঞ্চিতকেশা ছিলে। ঐ সময় একদিন তুমি মাতৃকাগণ মধ্যে উপবিষ্টা থাকিয়া কৃষ্ণাঞ্জনসমপ্রভায় শোভা বিস্তার করিতেছিলে। ঐ সময় আমি তোমাকে বলিলাম,—হে

মম ত্বঙ্গি সিতে ভাস্মসিতদ্যুতিঃ ॥ ৭ ॥ ভুজঙ্গী-
বাসিতা শুভ্রে সংশ্লিষ্টা চন্দনে তরৌ। রজনীবাসিতে
পক্ষে দৃষ্টিদোষহরাসি মে ॥ ৮ ॥ ইত্যুক্তাসি ময়া
দেবি গিরিজে চারুহাসিনি। তদা প্রোক্তং
ত্বয়া বাক্যং মামুদ্দিশ্য সগদ্গদম্ ॥ ৯ ॥ যদা
ত্বয়া মদর্থে হি প্রেরিতা বেদপারগাঃ। সপ্তর্ষয়ো
মহাভাগাঃ কিঙ্কৃতে ন তদাথ মাম্ ১০ ॥ তদা ত্বয়া
মদর্থেহপি প্রার্থিতো জনকো মম। হিমাদ্রিরাজো যত্নেন
কিং কালী ন তদাথ মাম্ ॥ ১১ ॥ যদাপ্যুক্তং
ত্বয়া দৈন্যান্মদর্থে গচ্ছ নারদ। প্রার্থয়তাং পার্বতী
শীঘ্রং কিং কালী ন তদাথ মাম্ ॥ ১২ ॥ সত্যোয়ং
লৌকিকী গাথা ন বৃথা পরিজায়তে। স্বকৃতেন
জনঃ সর্ব্বো জাড্যেন পরিভূয়তে ॥ ১৩ ॥ অব-
শ্যমর্থী প্রাপ্নোতি খণ্ডনাং তুণ্ডমুণ্ডনাম্। তপোভি-
র্দীর্ঘচরিতৈর্যত্ত্বাং প্রার্থিতবত্যহম্ ॥ ১৪ ॥ তস্মা
মে নিয়তস্ত্বেষ হ্যমানঃ পদে পদে। নৈবাস্মি
কুটিলা রৌদ্রা বিষমা ন চ ধূর্জ্জটে ॥ ১৫ ॥ নাকু-
লীনা বৃথাচারা ন তুষ্টা ন সমৎসরা। সর্বিক্তং

যতঃ খ্যাতো ব্যক্তং দোষাকরাশ্রয়ঃ ॥ ১৬ ॥
অকুলীনো বৃথাচারো মাৎসর্য্যেণাশ্রিতঃ সদা।
নাহং মুদ্রামি নয়নে তত্র হন্তা ত্বমেব চ ॥ ১৭ ॥
আদিত্যস্ত্বাং বিজানাতু ভগবান্ দ্বাদশাত্মকঃ।
ময়া নোৎপাটিনা দন্তাঃ কস্যাপি নিরপত্রপ ॥ ১৮ ॥
পূষা দেবো বিজানাতি দ্বাদশাত্মা দিবাকরঃ।
মূর্দ্ধ্নি শূলং তব যতঃ স্বৈর্দোষৈর্ব্বামধিক্ষিপঃ ॥
১৯ ॥ যত্ত্বু মামাহ কৃষ্ণেতি মহাকালেতিবিশ্রুতঃ।
ইত্যথাপি প্রবাদোহয়ং প্রবরঃ খ্যাপি তে হর ॥ ২০ ॥
নিদর্শনার্থং ন দ্বেষাচ্ছ্রুত্বা তং ক্ষন্তুমর্হসি। বিরূপো
যাবদাদর্শে নাত্মনঃ পশ্যতে মুখম্ ॥ ২১ ॥ মন্যতে
তাবদাত্মানমন্যেভ্যো রূপবত্তমম্। যদা তু মুখ-
মাদর্শে বিকৃতং সোহভিবীক্ষতে ॥ ২২ ॥ তদে-
তরং বিজানাতি হ্যাত্মানং নেতরং জনম্। সত্য-
ধর্ম্মচ্যুতাৎ পুংসঃ ক্ষুদ্রাদাশীবিষাদিব ॥ ২৩ ॥ স
নাস্তিকোহপ্যুদ্বিজতে জনঃ কিং পুনরাস্তিকঃ।
ইত্যুক্তোহহং ত্বয়া দেবি ময়া কোলাহলঃ কৃতঃ ॥২৪॥

কালি! হে বল্লভে! হে সুন্দরি! তুমি আমার পার্শ্বে উপবেশন কর। ইহাতে তুমি চন্দনতরু-স্থিত কৃষ্ণা ভুজঙ্গীর ন্যায় আমার শুভ্র শরীরের শোভা বর্দ্ধন করিবে এবং অসিতপক্ষীয়া রজনীর ন্যায় দৃষ্টি-দোষ উৎপাদন করিবে। হে চারুহাসিনি গিরিজে! আমি তোমায় এই কথা বলিলে তখন তুমি গদগদ-কণ্ঠে আমায় বলিলে,—যখন তুমি আমার জন্য মহাভাগ বেদপারগ সপ্তর্ষিগণকে প্রেরণ করিয়াছিলে, তখন কেন আমায় কালী বল নাই? যখন তুমি আমার জন্য আমার পিতা হিমাদ্রিরাজের নিকট প্রার্থনা জানাইয়া-ছিলে, তখন কেন আমায় 'কালী' বল নাই? যখন তুমি আমার জন্য দীনভাবে দেবর্ষি নারদকে বলিয়াছিলে,—নারদ! শীঘ্র যাইয়া পার্ব্বতীর নিকট আমার প্রার্থনা জানাও, তখন কেন আমায় 'কালী' বল নাই? এই লৌকিকী গাথা কখন মিথ্যা হইবার নহে যে, নিজের স্বার্থের জন্য লোককে সঙ্কুচিত হইতে হয়। অর্থী ব্যক্তি নিশ্চয়ই প্রত্যাখ্যাত ও তুণ্ড-মুণ্ডনা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আমি যেমন দীর্ঘ তপস্যা করিয়া তোমায় প্রার্থনা করিয়াছিলাম,—তেমনি তুমি আমার পদে পদে অবমাননা করিতেছ। হে ধূর্জ্জটে! আমি তোমার মত কুটিলা, ক্রোধশীলা, বিষমা, অকু-লীনা, বৃথাচারা, সমৎসরা ও দুষ্টা নহি। দেখ, তুমি সর্পময়, বলিয়া লোকে দোষাকরাশ্রয় বলিয়া খ্যাত হইয়াছ। তুমি অকুলীন, বৃথাচার এবং মৎসরী। আমি তোমার দৃষ্টি-দোষ উৎপাদন করি নাই। তোমা দ্বারাই তাহা সঙ্ঘটিত হইয়াছিল। ভগবান দ্বাদশাত্মা আদিত্য তোমাকে জানেন। হে নির্লজ্জ! আমি কাহারও দন্ত উৎপাটিত করি নাই; ইহা দ্বাদশাত্মা দেব পূষা জানেন। তুমি মস্তক দ্বারা শূল বহন কর। তুমি নিজের দোষে আমাকে দোষী দেখিতেছ। দেখ, তুমি আমায় কৃষ্ণা বলিলে; কিন্তু তুমি স্বয়ং মহাকাল নামে বিখ্যাত। হে হর! নিদর্শনার্থ এই একটী মাত্র প্রকাণ্ড প্রবাদ তোমাকে দেখাইয়া দিলাম; ইহা আমি দ্বেষ বশতঃ বলি নাই। ইহা শুনিয়া তুমি অতঃপর বিরত হও। বিরূপ ব্যক্তি যতক্ষণ আদর্শে আপনার মুখ না দেখে, সে ততক্ষণই আপনাকে অন্য হইতে রূপবান্ বলিয়া মনে করে। যখন সে আপনার বিকৃত বদন আদর্শে নিরীক্ষণ করে, তখন আর ইতরকে নিন্দিত বলিয়া মনে করে না। ক্ষুদ্র আশীবিষের ন্যায় ঐরূপ সত্যধর্ম্মচ্যুত ব্যক্তি হইতে নাস্তিক ব্যক্তিও উৎপীড়িত হয়, আস্তিক ব্যক্তির কথা আর কি বলিব? হে দেবি! তুমি এই সকল কথা বলিলে আমি তখন এই বলিয়া কোলাহল করিয়া উঠিলাম

অনাত্মজ্ঞাসি গিরিজে মূঢ়ে পণ্ডিতমানিনি। সত্যং সর্বৈরবয়বৈঃ স্বতোঽপি সদৃশঃ পিতুঃ॥ ২৫॥ কাঠিন্যং কষ্টমস্তোতি ধাতুভ্যো বহুঘাতিতা। কুটিলত্বং চ সর্বেভ্যোঽসেব্যত্বং চ হিমাদিব॥ ২৬॥ ইত্যুক্তাসি ময়া দেবি পুনঃ প্রোক্তং ত্বয়া বচঃ। তথাপি দুষ্টসংসর্গাৎ সংক্রান্তং সর্বমেব হি॥ ২৭॥ ব্যালেভ্যোঽনেকজিহ্বত্বং ভস্মতঃ স্নেহবর্জ্জনম্। হৃৎকালুষ্যং শশাঙ্কাদ্বৈ দুর্ব্বোধত্বং বৃষাদপি॥ ২৮॥ শ্মশানবাসাদ্ভীরুত্বং নগ্নত্বং চ ন লজ্জয়া। নির্ঘৃণত্বং কপালাচ্চ দয়া তে বিগতা চিরম্॥ ২৯॥ এবং তদাভবদ্রৌদ্রঃ কলহো ভয়ঙ্করস্তুভে। এবং প্রবৃত্তে তু তদা কম্পিতং ভুবনত্রয়ম্॥ ৩০॥ ভীতাশ্চ দেবগন্ধর্ব্বা যক্ষগন্ধর্বরাক্ষসাঃ। তস্মাৎ কোলাহলো ভূমিং ভিত্ত্বা লিঙ্গমভূত্তদা॥ ৩১॥ লিঙ্গমধ্যাৎ সমুৎপন্না বাণী সুখকরী শুভা। আশ্বাসয়ন্তী দেবান্ বৈ ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্॥ ৩২॥ নামাস্য চক্রুর্দেবেশাস্তদা কলকলেশ্বরম্। স্মরনামাসৌ ততোঽভূচ্ছঙ্করো ভুবি বিশ্রুতঃ॥ ৩৩॥ যস্তমর্চ্চয়তে ভক্ত্যা দেবং কলকলেশ্বরম্। ন রাক্ষসাঃ পিশাচাশ্চ ন ভূতা ন বিনায়কাঃ। বিঘ্নং কুর্য্যুর্বরারোহে কলহো ন ভবেদ্গৃহে॥ ৩৪॥ সুশীলা গৃহিণী তস্য সুরূপা সুভগা প্রিয়ে। বহুপুত্রা বহুধনা জায়তে দর্শনাত্তথা॥ ৩৫॥ যে পশ্যন্তি চতুর্দ্দশ্যাং দেবং কলকলেশ্বরম্। ন দুঃখং ন জরাব্যাধির্নাকালমরণং তথা॥ ৩৬॥ ন চ শত্রুভয়ং তেষাং জায়তে গিরিপুত্রিকে। লোকোঽক্ষয়ো ভবেদ্দেবি যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ॥ ৩৭॥ এষ তে কথিতো দেবি প্রভাবঃ পাপনাশনঃ। যস্য শ্রবণমাত্রেণ ক্ষেমমত্র পরত্র চ॥ ৩৮॥

ইতি শ্রীস্কান্দে কলকলেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নামাষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৮

যে, হে অনাত্মজ্ঞে গিরিজে, মূঢ়ে পণ্ডিতমানিনি! সত্যসত্যই তুমি সর্ব্বাবয়বে তোমার পিতার সদৃশই হইয়াছ। তুমি ধাতুনিচয় হইতে কষ্টজনক কাঠিন্য এবং বহুঘাতিতা, অপরাপর পাষাণ-নিচয় হইতে কুটিলতা ও হিম হইতে অসেব্যত্ব লাভ করিয়াছ। হে দেবি! আমি এই কথা বলিলে পুনরায় তুমি আমাকে বলিলে, তুমি যাহা বলিলে সত্য, তথাপি তোমার সংস্রবে থাকিয়া দুষ্ট সংসর্গবশতঃ আমার আরও অনেক দোষ সংক্রামিত হইয়াছে। ব্যালসংসর্গে আমার জিহ্বা বহু হইয়াছে; ভস্ম-সংসর্গে স্নেহ-বর্জ্জিত হইয়াছি; শশাঙ্ক হইতে হৃৎ-কালুষ্য ঘটিয়াছে; বৃষারোহণে আমার দুর্ব্বোধত্ব জন্মিয়াছে, শ্মশানবাসে আমি ভীরু হইয়াছি, আর লজ্জাবশত উলঙ্গিনী হই নাই মাত্র। কপাল স্পর্শ করিয়া আমার নির্ঘৃণত্ব জন্মিয়াছে এবং তোমার সহবাস হেতু দয়াও আমার বহুদিনই তিরোহিত হইয়াছে। হে শুভে! তখন তোমায় আমায় এইরূপ ভয়ঙ্কর কলহ হইতে থাকিলে ত্রিভুবন কম্পিত হইল। দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, সকলে ভয় পাইল। এমন সময় ঐ কোলাহলভূমি ভেদ করিয়া এক লিঙ্গ উত্থিত হইল। ঐ লিঙ্গ হইতে শুভকরী বাণী উত্থিত হইয়া সচরাচর ত্রৈলোক্য দেবগণকে আশ্বাসিত করিল। দেবগণ তখন ঐ লিঙ্গের নাম করিলেন, কলকলেশ্বর। ঐ লিঙ্গ ভূতলেশ্বররূপে বিশ্রুত হইলেন। যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক ঐ কলকলেশ্বর লিঙ্গের আরাধনা করে, রাক্ষস, পিশাচ, ভূত, ও বিনায়ক, ইহারা কদাপি তাহার বিঘ্ন উৎপাদন করিতে পারে না। অপিচ তাহার গৃহে কখন কলহ হয় না। হে প্রিয়ে! ঐ লিঙ্গ দর্শন করিলে সুশীলা, সুরূপা, সুভগা, বহুপুত্রা ও বহুধনা গৃহিণী লাভ হইয়া থাকে। যাহারা চতুর্দ্দশীতে দেব কলকলেশ্বরকে দর্শন করে, তাহারা দুঃখ, জরা, ব্যাধি, অকালমরণ, ও কদাচ শত্রুভয় প্রাপ্ত হয় না। অপিচ তাহাদের অক্ষয় লোক লাভ হইয়া থাকে। হে দেবি! এই আমি তোমার নিকট পাপনাশন কলকলেশ্বরপ্রভাব কীর্ত্তন করিলাম; ইহা শ্রবণমাত্রে ইহ পরত্র কল্যাণ লাভ হয়। ১—৩৮।

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৮।

একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। একোনবিংশতিতমং নাগচণ্ডেশ্বরং প্রিয়ে। নির্ম্মাল্যলঙ্ঘনাৎ পাপান্মুচ্যতে যস্য

ঊনবিংশ অধ্যায়।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে প্রিয়ে! যাঁহার দর্শনমাত্রে নির্ম্মাল্য-লঙ্ঘন-জনিত পাপ হইতে মুক্তি

দর্শনাৎ ॥ ১ ॥ তস্য প্রভাবং সুভগং কথয়াম্যথ বিস্তরাৎ। শৃণ্বেকাগ্রমনা দেবি সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্ ॥ পুরা দেবর্ষিগন্ধর্বাশ্চারণা গুহ্যকাস্তথা। উপবিষ্টাঃ সুধর্ম্মায়াং কথয়ন্তঃ শুভাং কথাম্ ॥ ৩ ॥ এতস্মিন্নন্তরে শক্রো দেবর্ষিং নারদং মুনিম্। পপ্রচ্ছ সাদরং দেবি সমায়াতং শুচিব্রতম্ ॥ ৪ ॥ দৃষ্ট্বা বিনয়সম্পন্নং ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণম্। মেখলাজিনকৌপীনং বীণাদণ্ডবিভূষিতম্ ॥ ৫ ॥ ত্বয়া দৃষ্টমিদং সর্ব্বং ত্রৈলোক্যং ভূর্ভুবাদিকম্। উৎপাদ্যমানমুৎপন্নং প্রলয়াচ্চ সহস্রশঃ ॥ ৬ ॥ ত্বত্তুল্যো নাস্তি লোকেঽস্মিন্মুক্তেকং পরমেষ্ঠিনম্। জগৎকারণমব্যক্তং নিত্যং সদসদাত্মকম্ ॥ ৭ ॥ যোগেন তপসা ভক্ত্যা যত্ত্বয়া পরিতোষিতঃ। ত্রৈলোক্যমভিজানাসি তৎসর্ব্বং সর্ব্বতঃ স্ফুটম্ ॥ ৮ ॥ অতোঽহং প্রষ্টুমিচ্ছামি কথ্যতাং মম নিশ্চয়ম্। পৃথিব্যাং প্রবরং ক্ষেত্রং পাবনং ভুক্তিমুক্তিদম্ ॥ ৯ ॥ এবং শ্রুত্বা তদা ধ্যাত্বা চিন্তয়ামাস নারদঃ। চিন্তয়িত্বা চিরং কালমিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ১০ ॥ দেবরাজ শৃণু ত্বং পুণ্যং ক্ষেত্ররাজমনুত্তমম্। ক্ষেত্রাণামুত্তমং ক্ষেত্রং প্রয়াগঞ্চ প্রশস্যতে ॥ ১১ ॥ তস্মাদ্দশগুণং ক্ষেত্রং মহাকালস্য কথ্যতে। ভুক্তিদং মুক্তিদং তচ্চ দর্শনাদপি বাসব ॥ এতচ্ছ্রুত্বা সহস্রাক্ষো বর্ণয়িত্বা চ তং মুনিম্। সর্ব্বৈর্দেবগণৈঃ সার্দ্ধং বিমানস্থস্তরান্বিতঃ ॥ ১৩ ॥ অন্তরিক্ষস্থিতো জিষ্ণুরদ্রাক্ষীচ্চ সুরৈঃ সহ। ক্ষেত্রং লিঙ্গৈঃ সমাকীর্ণমঙ্গুলস্যান্তরং ন হি ॥ ১৪ ॥ ষষ্টিকোটিসহস্রাণি ষষ্টিকোটিশতানি চ। মহাকালবনে রম্যে নির্ম্মাল্যং লঙ্ঘ্যতে কথম্ ॥ ১৫ ॥ নির্ম্মাল্যলঙ্ঘনাদ্দোষো মহান্ ভবতি নিশ্চিতম্। ইত্যালোচ্য পুনর্দেবি জগ্মুঃ স্বর্গে মনোরমাঃ ॥ ১৬ ॥ নির্ম্মাল্যদোষভীতাস্তে ক্ষেত্রে ন বিবিশুঃ সুরাঃ। এতস্মিন্নন্তরে দেবি বিমানস্থো গণোত্তমঃ ॥ ১৭ ॥ গণৈর্নানাবিধৈঃ সেব্যোগীয়মানশ্চ কিন্নরৈঃ। চারণৈঃ স্তূয়মানস্তু স্বর্গলোকং ব্রজন্ সুরৈঃ ॥ ১৮ ॥ প্রফুল্লনয়নৈর্দৃষ্টঃ কোঽয়ং ধন্যো মহাতপাঃ। তেজসা দীপ্যমানোঽয়মপ্সরোভিশ্চ সেব্যতে ॥ ১৯ ॥ পপ্রচ্ছুরমরাঃ সর্ব্বে কোঽয়ং রুদ্রনিভো গণঃ। যাতি কুত্র মহাবাহো

লাভ করা যায়, আমি সেই একোনবিংশতিতম নাগচণ্ডেশ্বর লিঙ্গের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি; শ্রবণ কর। হে দেবি! আমি তাঁহার সর্ব্বপাপপ্রণাশন সুভগ প্রভাব কীর্ত্তন করিতেছি অনন্যমনে শ্রবণ কর। হে দেবি! পূর্ব্বে দেব, গন্ধর্ব্ব চারণ ও গুহ্যকগণ সুধর্ম্মা নাম্নী সভায় উপবেশন হইয়া হিতকরী কথা বলিতেছিলেন, ইত্যবসরে দেবর্ষি নারদ ঐ স্থানে উপস্থিত হইলেন। শক্র শুচিব্রত, বিনয়ী, ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণ, মেখলা, অজিন ও কৌপীনধারী এবং বীণাহস্ত ঋষিকে সমাগত দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে ব্রহ্মন্! আপনি সহস্র সহস্র বার এই ভূর্ভুবাদি ত্রৈলোক্যের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় দর্শন করিয়াছেন। এই চরাচরে আপনার মত মুক্ত পুরুষ দৃষ্ট হয় না। আপনি পরম ভক্তিযোগ ও তপস্যা দ্বারা সদসদাত্মক নিত্য অব্যক্ত পুরুষ জগৎকারণকে দর্শন করিয়াছেন এবং এই ত্রৈলোক্য সমস্ত স্ফুটরূপে অবগত আছেন। এই জন্যই আমি আপনাকে প্রশ্ন করিতেছি; আপনি আমায় পবিত্র ভুক্তি-মুক্তিপ্রদ পৃথিবীর মধ্যে যাহা উৎকৃষ্ট ক্ষেত্র, তাহা প্রকাশ করিয়া বলুন। ইহা শুনিয়া ভগবান্ নারদ চিন্তা করিলেন। এইরূপে তিনি অনেক ক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন,—হে দেবরাজ! ক্ষেত্র সকলের মধ্যে অত্যুত্তম ক্ষেত্ররাজ হইতেছে প্রয়াগ। আর প্রয়াগ হইতে দশগুণ অধিক হইতেছে,—মহাকালবন। এই মহাকালবন দৃষ্টমাত্রে ভুক্তি-মুক্তি প্রদান করিয়া থাকে। মুনিবরের বাক্য শ্রবণ করিয়া শক্র দেবগণ সমভিব্যাহারে বিমানবরে আরোহণপূর্ব্বক অন্তরিক্ষ হইতে ঐ ক্ষেত্র দর্শন করিলেন। তিনি দেখিলেন,—এ ক্ষেত্রে অঙ্গুলপরিমিত অবকাশ নাই। ষাটি হাজার কোটি সহস্র এবং ষষ্টিকোটি শত লিঙ্গ ঐ ক্ষেত্রে বিরাজ করিতেছেন। তিনি ভাবিলেন,—এই স্থানে গমন করিয়া কিরূপে লোকে নির্ম্মাল্য লঙ্ঘন করে? নির্ম্মাল্য লঙ্ঘনে মহান্ দোষ জন্মে। এইরূপ সংশয়াপন্ন হইয়া নির্ম্মাল্যলঙ্ঘন-ভয়ে তিনি অপরাপর দেবগণের সহিত ক্ষেত্রে প্রবেশ না করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন। এই সময় কোন এক গণোত্তম বিমানবরে আরোহণপূর্ব্বক স্বর্গলোকে গমন করিতে লাগিলেন। আর গণগণ তাহার সেবা করিতে লাগিল, কিন্নরগণ তাহার নিকট গান করিতে লাগিল; এবং চারণগণ তাঁহার স্তব করিতে লাগিল। তখন দেবগণ তাঁহাকে প্রসন্ননয়নে দর্শন করিয়া এইরূপ বলিতে লাগিলেন,—এই যে রুদ্রনিভ তেজঃপুঞ্জ পুরুষ অপ্সরোগণ কর্তৃক সেবিত হইতেছেন; ইনি কে? এই মহাবাহু হাসিমুখে হৃষ্টান্তঃ-

হৃষ্টাত্মা প্রহসন্মুখঃ ॥ ২০ ॥ পৃষ্টস্তদা সুরৈঃ সর্ব্বৈর্ব্বিস্ময়াবিষ্টমানসৈঃ। কস্ত্বং পুরুষশার্দ্দুল কিং ত্বয়া সুকৃতং কৃতম্ ॥ ২১ ॥ দেবানাং পুরতো দেবি নিঃশেষং কথিতং তদা। মহাকালো মহাদেবঃ পূজিতো ভক্তিতঃ স্তুতঃ ॥ ২২ ॥ হৃষ্টেন তেন মে দত্তং গণত্বং যৎ সুদুর্লভম্। নাম দত্তঞ্চ সুভগং নাগচণ্ড ইতি ধ্রুবম্ ॥ ২৩ ॥ পপ্রচ্ছুরমরাস্তচ্চ সাদরং গণসত্তম। নাগচণ্ড ত্বয়া তত্র নির্ম্মাল্যং পতিতং স্বথ ॥ ২৪ ॥ মহাকালবনে পুণ্যে লঙ্ঘিতং চরতা ত্বয়া। সঞ্চারো নাস্তি তত্রৈব লিঙ্গসঙ্কীর্ণতা যতঃ ॥ ২৫ ॥ উপায়স্তেন কথিতো দেবানাং পুরতস্তদা। তত্র তিষ্ঠতি দেবেশা লিঙ্গং সর্ব্বফলপ্রদম্ ॥ ২৬ ॥ ঈশানেশ্বরদেবস্য তিষ্ঠতীশানভাগতঃ। তস্য দর্শনমাত্রেণ ন স গচ্ছতি দুষ্কৃতম্ ॥ ২৭ ॥ নির্ম্মাল্যলঙ্ঘনোদ্ভূতং যৎ পাপং জায়তে মহৎ। তৎসর্ব্বং নাশমায়াতি তস্য লিঙ্গস্য দর্শনাৎ ॥ ২৮ ॥ ততো দেবগণাঃ সর্ব্বে মহাকালবনে পুনঃ। সমায়াতা মহাভাগা মহাকালশ্চ পূজিতঃ ॥ ২৯ ॥ যথা লিঙ্গঞ্চ তদ্দৃষ্টং সর্ব্বদোষক্ষয়ঙ্করম্। তস্য দর্শনমাত্রেণ নির্ম্মাল্যলঙ্ঘনাদিভিঃ। দোষো নষ্টঃ সুরাণাঞ্চ ততো নামাস্য চক্রিরে ॥ ৩০ ॥ অস্মাকং তেন কথিতং নাগচণ্ডেন ধীমতা। নাগচণ্ডেশ্বরাখ্যানমতো লোকে ভবিষ্যতি ॥ ৩১ ॥ কৃত্বাস্য নাম তে দেবা জগ্মুঃ স্বর্গেহমুত্তমম্। পূজয়িষ্যন্তি যে কেচিন্নাগচণ্ডেশ্বরং শিবম্। নির্ম্মাল্যলঙ্ঘনোদ্ভূতং তেষাং নশ্যতি পাতকম্ ॥ ৩২ ॥ নাগচণ্ডেশ্বরং দেবং যে পশ্যন্তি দিনেদিনে। অজ্ঞানাজ্জ্ঞানতঃ পাপং তেষাং নশ্যতি নান্যথা ॥ ৩৩ ॥ আহ্লাদং নির্বৃতিং স্বাস্থ্যমারোগ্যং চারুরূপতাম্। সপ্তজন্মান্যবাপ্নোতি দর্শনেন ন সংশয়ঃ ॥ ৩৪ ॥ প্রাপ্নোত্যভিমতান্ কামান্ দেবানামপি দুর্লভান্। কীর্ত্তনান্মাত্র সন্দেহো নাগচণ্ডেশ্বরস্য চ ॥ ৩৫ ॥ এষ তে কথিতো দেবি প্রভাবঃ পাপনাশনঃ। নাগচণ্ডেশ্বরস্যৈব প্রতীহারেশ্বরং শৃণু ॥ ৩৬

ইতি শ্রীস্কান্দে নাগচণ্ডেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈকোনবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯ ॥

করণে কোথায় যাইতেছেন? এই প্রকার বিতর্ক করিয়া সুরগণ বিস্মিতভাবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে পুরুষশার্দ্দূল! আপনি কে? আপনি কি এমন সুকৃত করিয়াছেন যে, স্বর্গে দেবগণ সন্নিধানে বিচরণ করিতেছেন? এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া তিনি দেবগণসন্নিধানে বলিতে লাগিলেন,—আমি ভক্তিপূর্ব্বক মহাকাল মহাদেবের অর্চ্চনা ও স্তব করিয়াছি। তিনি সন্তুষ্ট হইয়া আমায় সুদুর্লভ গণত্ব প্রদান করিয়াছেন এবং আমার নাম দিয়াছেন,—নাগচণ্ড। তখন দেবগণ তাঁহাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে নাগচণ্ড! ঐ ক্ষেত্রে বহু নির্ম্মাল্য পতিত রহিয়াছে; আপনি নির্ম্মাল্য লঙ্ঘন না করিয়া কিরূপে ঐ স্থানে অবস্থান করিয়াছেন? ঐ স্থান লিঙ্গ সঙ্কীর্ণতাবশতঃ দুঃসঞ্চারণীয়। দেবগণ এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি এই উপায় বলিলেন যে, ঐ স্থানে এক সর্ব্বফলপ্রদ লিঙ্গ আছেন। ঐ লিঙ্গ ঈশানেশ্বর দেবের ঈশান ভাগে অবস্থিত। তাঁহার দর্শন মাত্রে আর কোন ব্যক্তি দুষ্কৃতভাগী হয় না। নির্ম্মাল্য-লঙ্ঘন জনিত যে পাপ হয়, ঐ লিঙ্গ দর্শন করিলে সেই পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে অনন্তর দেবগণ সকলে মিলিত হইয়া মহাকাল বনে গমন করিয়া সেই লিঙ্গ পূজা করিলেন। ঐ সর্ব্বদোষহর লিঙ্গ দর্শনমাত্রে দেবগণের নির্ম্মাল্য-লঙ্ঘনজনিত দোষ নষ্ট হইল। এই জন্য তাঁহারা ঐ লিঙ্গের নামকরণ করিলেন,—নাগচণ্ডেশ্বর। তিনি ঐ নামে লোকে বিখ্যাত হইলেন। দেবগণ তাঁহার নামকরণ করিয়া নিজ আলয়ে প্রত্যাগমন করিলেন। যাহারা নাগচণ্ডেশ্বর লিঙ্গের পূজা করে, তাহারা নির্ম্মাল্যলঙ্ঘনজনিত পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। যাহারা জ্ঞান বা অজ্ঞানপূর্ব্বক প্রতিদিন নাগচণ্ডেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করিয়া থাকে, তাহাদের পাপ নাশ হয়, কদাচ ইহার অন্যথা হয় না। ঐ লিঙ্গদর্শনে সপ্ত জন্মাবচ্ছিন্ন আহ্লাদ, নির্বৃতি, স্বাস্থ্য, আরোগ্য ও সুচারু রূপ লাভ করে, ইহাতে কোন সংশয় নাই। ঐ লিঙ্গের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলে দেব-দুর্লভ অভিমত, লাভ হইয়া থাকে, এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই। হে দেবি! এই আমি তোমায় নাগচণ্ডেশ্বরের পাপ-নাশক প্রভাব কীর্ত্তন করিলাম; অধুনা প্রতীহারেশ্বরমাহাত্ম্য শ্রবণ কর ।১৫—৩৬।

উনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৯।

বিংশোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। প্রতীহারেশ্বরং দেবি বিদ্ধি বিংশতিমং প্রিয়ে। যস্য দর্শনমাত্রেণ ধনবানিহ জায়তে॥ ১॥ দক্ষকোপাদ্বং চ দেবি পুরা প্রাণৈর্বিসর্জ্জিতৈঃ। হিমাচলে তথা জাতা ময়া প্রাপ্তা পুনঃ প্রিয়ে॥ ২॥ প্রারব্ধা চ ময়া দেবি ত্বয়া সার্দ্ধং রতিস্তদা। দিব্যং বর্ষশতং জাতং সাগ্রং দেবি প্রমোদতঃ। অনুরাগবশাচ্চৈব মন্মথেন প্রপীড়িতা॥ ৩॥ মহারতিং সমীক্ষ্যাথ দেবাঃ সংক্ষুব্ধমানসাঃ। চক্রুর্মন্ত্রং যথাকালং বাসবাদ্যা যথোচিতম্॥ ৪॥ দিব্যং বর্ষশতং কুতো গৌর্য্যা সহ সদা রতিম্। কুরুতেঽত্রৈতি দেবোঽয়ং মন্দরে চারুকন্দরে॥ ৫॥ অনয়োর্বীজসম্পত্তেঃ পুত্রো যো হি ভবেদ্যদা। বিনঙ্ক্ষ্যতি স ত্রৈলোক্যমখিলং চ ন সংশয়ঃ॥ ৬॥ তস্য তেজোঽপি নো বোঢ়ুং সমর্থা নিশ্চিতং বয়ম্। তস্মাদৎক্রিয়তাং কর্ম্ম রতির্যেনোপশাম্যতি॥ ৭॥ উপায়ং দৃষ্টবাংস্তত্র দেবানাং গুরুরগ্রণীঃ। বৃহস্পতির্মহাতেজা বেদশাস্ত্রার্থপারগঃ॥ ৮॥ গচ্ছন্তু ত্রিদশাঃ সর্ব্বে শিবস্য তু সমীপতঃ। স্বয়ং বিজ্ঞাপ্যতাং দেবস্তৎকর্ম্ম ন করিষ্যতি॥ ৯॥ ইতি নিশ্চিত্য তে দেবি জগ্মুঃ শীঘ্রং সুরাস্তদা। মন্দরাদ্রেঃ শুভে দ্বারি স্থিতাস্তে বিস্ময়াবিলাঃ॥ ১০॥ গণানামধিপো নন্দী দ্বারি তিষ্ঠতি যত্নতঃ। ত্বয়া সার্দ্ধমহং দেবি কুর্ব্বংস্তিষ্ঠামি তাং রতিম্॥ ১১॥ অথ প্রবেশো দেবানাং দুষ্করো মম পার্শ্বতঃ। তদা চিন্তয়মানাশ্চ তত্র তিষ্ঠন্তি তে সুরাঃ॥ ১২॥ অগ্নিনা তদ্ধিতং বাক্যমুক্তং তেষাং পুরঃ শুভম্। হংসরূপং সমাস্থায় যাস্যামি শিবসন্নিধৌ॥ ১৩॥ বঞ্চয়িত্বা প্রতীহারং কৃতং তেন তথৈব চ। হংসরূপেণ কথিতং কর্ণে মম শুচিস্মিতে॥ ১৪॥ ইন্দ্রাদ্যা অমরা দেবা দ্বারি তিষ্ঠন্তি সংযতাঃ। শ্রুত্বা তস্য চ তদ্বাক্যং ততোঽহং দ্বারমাগতঃ॥ ১৫॥ ততশ্চৈতৈঃ কৃতো মহ্যং প্রণামশ্চ যথাক্রমম্। ময়া দৃষ্টাশ্চ তে দেবা যুষ্মাকং কিং করোম্যহম্॥ ১৬॥ তৈরুক্তং ত্যজ্যতাং চৈব সম্ভোগশ্চ সুদারুণঃ। তথা ময়া কৃতং দেবি গতাস্তে ত্রিদিবং পুনঃ॥ ১৭॥ ততঃ শপ্তো ময়া নন্দী ভূলোকং গচ্ছ

বিংশ অধ্যায়।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি! যাঁহার দর্শনমাত্রে লোক ধনবান্ হয়, আমি সেই বিংশ লিঙ্গ প্রতীহারেশ্বরের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। হে দেবি! তুমি দক্ষকোপে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়া হিমাচলে জন্ম গ্রহণ করিলে পুনরায় আমি তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া তোমার সহিত দিব্যবর্ষশতব্যাপিনী রতি আরম্ভ করি। হে দেবি! ঐ সময়ে তুমি স্মরপীড়িতা হইয়া প্রমোদভরে অনুরাগবতী হইয়াছিলে। ইন্দ্রাদি দেবগণ তখন আমাদের মহারতি অবলোকনপূর্ব্বক সংক্ষুব্ধমানসে এইরূপ মন্ত্রণা করেন যে, ভগবান ভব মন্দরের চারুকন্দরে দেবী গৌরীর সহিত ধারাবাহিকরূপে দিব্যশতবর্ষব্যাপিনী রতি করিতেছেন। উঁহাদের বীজ-সম্পত্তি হইতে যে পুত্র উৎপন্ন হইবে, সে নিশ্চয়ই এই ত্রৈলোক্য বিনাশ করিবে, ইহাতে কোন সংশয় নাই। আর আমরা তাঁহার তেজও সহ্য করিতে সক্ষম হইব না। ইহা নিশ্চিত। অতএব এক কর্ম্ম করা যাউক; যাহাতে ঐ রতি উপশম প্রাপ্ত হয়। এবিষয়ে বেদশাস্ত্রার্থপারগ মহাতেজা দেবগুরু বৃহস্পতি উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া বলিলেন যে, হে দেবগণ! তোমরা সকলে মিলিত হইয়া দেবসন্নিধানে উপস্থিত হও। এবং স্বয়ং তাঁহাকে বিজ্ঞাপন কর, তাহা হইলে তিনি তৎকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইবেন। হে দেবি! দেবগণ তখন বৃহস্পতির বাক্যে মন্দরাচলের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হন। ঐ সময় নন্দী দ্বারে প্রতিহারকর্ম্মে নিযুক্ত ছিল। আর আমি তোমার সহিত রতি করিতেছিলাম।১—১১॥দেবগণ আমার নিকট আগমন করিতে সমর্থ হন নাই। তাঁহারা দ্বারে অবস্থান করিয়া চিন্তা করিতেছিলেন। তখন তাঁহাদের মধ্য হইতে অগ্নি এই হিতকর বাক্য বলেন,—আমি হংসরূপ ধারণ করিয়া শিবসন্নিধানে গমন করি। এই প্রকার নিশ্চয়ের পর অগ্নি হংসরূপে প্রতীহারভূমি অতিক্রম করিয়া আমার নিকট আগমনপূর্ব্বক কাণে কাণে বলিলেন, হে দেব! ইন্দ্রাদি দেবগণ দ্বারে অবস্থান করিতেছেন! তৎশ্রবণে আমি দ্বারে উপস্থিত হইলাম। দেবগণ আমায় যথাক্রমে প্রণাম করিলেন। আমি দেবগণকে দর্শন করিয়া বলিলাম, তোমাদের কি প্রিয়ানুষ্ঠান করিব? তাঁহারা বলিলেন,—হে দেব! এই সুদারুণ সম্ভোগ পরিত্যাগ করুন। আমি তাহাই করিলাম। তাঁহারা ত্রিদশালয়ে

সত্বরম্। ততঃ শাপপরিভ্রষ্টঃ পৃথিব্যাং পতিতস্তদা॥ ১৮॥ সোচ্ছ্বাসহৃদয়ো দীনো দুঃখব্যাকুললোচনঃ। বিলপংশ্চ তথা নন্দী বিলুঠঞ্ছোকতো ভুবি॥ ১৯॥ বঞ্চিতশ্চাগ্নিনা বাঢ়ং বাসবেন বিশেষতঃ। কিং ময়া দুষ্কৃতং কর্ম্ম কৃতং কিঞ্চিৎপুরাতনম্॥ ২০॥ স দৃষ্টো লোকপালৈস্তু তামবস্থাং গতো গণঃ। পৃষ্টশ্চ তৈঃকুতো নন্দিন বিলাপং কুরুষে মহৎ॥ ২১॥ সর্ব্বং নিবেদিতং তেন তেষামগ্রে চ নন্দিনা। উপায়ঃ কথিতস্তৈশ্চ মহাকালবনে ততঃ॥ ২২॥ ততশ্চ বচনং শ্রুত্বা নন্দী রোমাঞ্চকঞ্চুকঃ। মহাকালবনে দেবি জগাম স তদা গণঃ। পূজয়ামাস বিধিবদ্ধৃত্বা কাপালিকীং তনুম্॥ ২৩॥ অশরীরসমুৎপন্না বাণী লিঙ্গাত্তদা প্রিয়ে। সঞ্জাতা শাপমোক্ষস্তে প্রতীহার সুভক্তিতঃ। পূজিতোঽসৌ মহাভক্ত্যা প্রতীহারেণ নন্দিনা॥ ২৪॥ তদাপ্রভৃতি লোকেঽস্মিন্ প্রতীহারেশ্বরেশ্বরঃ। ময়া তে কথিতো দেবি প্রতীহারেশ্বরস্য চ। প্রভাবঃ সর্ব্বলোকানামত্যভীষ্টফলপ্রদঃ॥ ২৫॥ পূজয়িষ্যন্তি যে ভক্ত্যা প্রতীহারেশ্বরং শিবম্। স্থানভ্রংশো বিয়োগশ্চ তেষাং স্বপ্নেঽপি নো ভবেৎ॥ ২৬॥ সপ্তজন্মকৃতং পাপং স্বল্পং বা যদি বা বহু। তৎসর্ব্বং নাশমায়াতি প্রতীহারেশ্বরার্চ্চনাৎ॥ ২৭॥ মনসা যে স্মরিষ্যন্তি প্রতীহারেশ্বরং শিবম্। এবং তস্য কুলং সর্ব্বং যাতি স্বর্গং ন সংশয়ঃ॥ ২৮॥

ইতি শ্রীস্কান্দে প্রতীহারেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম বিংশোঽধ্যায়॥ ২০॥

একবিংশোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। একবিংশতিকং বিদ্ধি কুক্কুটেশ্বরসংজ্ঞকম্। যস্য দর্শনমাত্রেণ তির্য্যগ্‌যোনির্ন লভ্যতে॥ ১॥ কৌশিকো নাম রাজাভূৎ কুক্কুটো জায়তে সদা। দৃশ্যতে বাসরে ভাগে সর্ব্বাভরণভূষিতঃ॥২॥ ব্যাপ্তা চ পৃথিবী তেন সশৈলবনকাননা। পূর্ব্বকর্ম্মপ্রভাবেন প্রাপ্তঃ রাজ্যমকণ্টকম্॥৩॥ বিশালা নাম বিখ্যাতা ভার্য্যা তস্য মহীপতেঃ। রূপলাবণ্যসংযুক্তা চতুঃষষ্টিকলান্বিতা॥ ৪॥ তয়া চকার সহিতঃ স রাজ্যং রাজসত্তমঃ। সা বল্লভাপি নৃপতেঃ

গমন করিলেন। পরে আমি নন্দীকে শাপ দিলাম। নন্দী শাপপ্রভাবে ভূতলে পতিত হইল। পতিত হইয়া সোচ্ছ্বাসহৃদয়ে দীন ও দুঃখ-ব্যাকুলিতলোচনে শোকে বিলাপ করিতে করিতে লুণ্ঠিত হইতে লাগিল এবং সে মনে মনে বলিতে লাগিল,—আমি অগ্নি ও বাসব কর্ত্তৃক বঞ্চিত হইলাম। আমি পূর্ব্বে কোন দুষ্কৃত করিয়াছিলাম। এই সময় লোকপালগণ তাহাকে ঐ অবস্থায় দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করেন,—হে নন্দিন্! তুমি বিলাপ করিতেছ কেন? নন্দী সমস্ত শাপ-বিবরণ তাঁহাদিগকে নিবেদন করিলে তাঁহারা তাহাকে শাপ-মুক্তির উপায় বলিয়া দিলেন যে তুমি মহাকালবনে গমন কর। নন্দী তাঁহাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া মহাকালবনে আগমন করিল এবং তথায় কাপালিক-তনু ধারণ করত দেবদেবের পূজা করিল। হে প্রিয়ে! পূজা করিবামাত্র লিঙ্গ-মধ্য হইতে এই অশরীরিণী বাণী উচ্চারিত হইল যে, হে প্রতীহারিন্! অত্যন্ত ভক্তিপ্রভাবে তোমার শাপমোক্ষ হইয়াছে। প্রতীহারী নন্দী কর্ত্তৃক পূজিত হওয়ায় তদবধি ঐ লিঙ্গ প্রতীহারেশ্বর নামে বিখ্যাত হইল। হে দেবি! আমি তোমার নিকট প্রতীহারেশ্বর লিঙ্গের সর্ব্বলোকাভীষ্টপ্রদ মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম। যাহারা ভক্তিপূর্ব্বক প্রতীহারেশ্বর লিঙ্গের পূজা করে, স্বপ্নেও কখন তাহাদের স্থানভ্রংশ ও বিয়োগ সংঘটিত হয় না। প্রতীহারেশ্বরের অর্চ্চনা করিলে স্বল্পই হউক আর অধিকই হউক, সপ্তজন্ম-কৃত পাপ বিনষ্ট হয়। যাহারা মনে মনে প্রতীহারেশ্বর শিবের পূজা করে, তাহাদের সমস্ত কুল স্বর্গে গমন করিয়া থাকে; ইহাতে কোনও সংশয় নাই।১২—২৮।

বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২০।

একবিংশ অধ্যায়।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি! যাহার দর্শনমাত্রে তির্য্যক্‌যোনি লাভ করিতে হয় না,—আমি সেই একবিংশলিঙ্গ কুক্কুটেশ্বরের মাহাত্ম্য বলিতেছি, শ্রবণ কর। কৌশিক নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি রাত্রিকালে কুক্কুট এবং দিবাভাগে সর্ব্বাভরণভূষিত পুরুষ হইয়া থাকিতেন। তিনি পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলে সশৈলবন-কাননা এই সমগ্র পৃথিবী নিষ্কণ্টকে ভোগ করিতেন। রাজার পত্নীর নাম ছিল,—বিশালা। রাজ্ঞী রূপ-লাবণ্যবতী ও চতুঃষষ্টিকলান্বিতা ছিলেন। নৃপতি এবম্বিধা রাজ্ঞীর সহিত সুখে রাজ্য করিতেন

প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সী ॥ ৫ ॥ তয়া সার্দ্ধং কদাচিচ্চ সুরতং নাস্তি পার্থিব। সন্তপ্তা সর্ব্বদা সা চ রত্যভাবাদ্বভূব হ ॥ ৬ ॥ এবং গচ্ছতি কালে তু সহ রাজ্ঞা স্মরাতুরা। সর্ব্বসত্ত্বকৃতজ্ঞা সা বিশালা বিপুলেক্ষণা। দদর্শ কীটমিথুনমনঙ্গ-কলহাতুরম্ ॥ ৭ ॥ প্রসাদয়ংস্তথা কীটঃ স্বাং প্রিয়াঞ্চ মুহুর্মুহুঃ। দাসোঽস্মি তব কান্তেঽহং রূপসৌভাগ্য-সুন্দরি ॥ ৮ ॥ ভজস্ব মাং যথাকামমনঙ্গশরপীড়িতম্। শিরসা প্রণতেনৈব রচিতস্তে ময়াঞ্জলিঃ ॥ ৯ ॥ ন ত্বয়া সদৃশী লোকে কামিনী বিদ্যতে ক্বচিৎ। সুবর্ণবর্ণসদৃশী মত্তক্তা চারুহাসিনী ॥ ১০ ॥ কুতো বা ময়ি দীনে ত্বং ক্রুদ্ধেব প্রিয়বাদিনি। কিমর্থং বদ কল্যাণি সরোষবদনা স্থিতা ॥ ১১ ॥ সা তমাহ প্রকোপাচ্চ কিমালপসি মাং বৃথা। ত্বয়া মোদকচূর্ণং তু মাং বিহায় মনোরমাম্। প্রদত্তং কামলুব্ধেন অন্যস্যৈ কীটকাধম ॥ ১২ ॥ নাহমেবং করিষ্যামি কীটঃ প্রাহ পুনঃপুনঃ। স্পৃশামি পাদৌ সত্যেন প্রণতস্য প্রসীদ মে ॥ ১৩ ॥ ইতি তদ্বচনং শ্রুত্বা সা প্রসন্নাভবত্তদা। আত্মানমর্পয়ামাস কামনায় পিপীলিকা ॥ ১৪ ॥ দৃষ্ট্বা তন্মহদাশ্চর্য্যং সা রাজ্ঞী বিললাপ হ। ধিগ্রাজ্যং ধিক্ চ মে রূপং ধিক্ চ যৌবনমদ্য মে। ন কামিতাহং কান্তেন মরিষ্যামি ন সংশয়ঃ ॥ ১৫ ॥ এবং বিলপ্য বহুধা বিনিঃশ্বস্য পুনঃপুনঃ। উন্মত্তেব বিশালাক্ষী গালবস্যাশ্রমং গতা ॥ ১৬ ॥ দৃষ্ট্বা তমৃষিমাসীনং তপোযোনিং দৃঢ়-ব্রতম্। উবাচ প্রণতাঙ্গী সা শোকসন্তপ্তমানসা ॥ ১৭ ॥ একোঽয়ং সংশয়ো ব্রহ্মন্ হৃদয়ে পরিবর্ত্ততে। বশ্যোঽপি হি চ মে ভর্ত্তা রূপলাবণ্যবানপি। ন জানে কারণং কিং তু সঙ্গমো নোপজায়তে ॥ ১৮ ॥ যো গত্বা প্রমদারাজ্যং জিত্বা সর্ব্বাঃ পুরা রণে। আজহার শুভাস্তাসাং মধ্যাদষ্টৌ বরাঙ্গনাঃ। নৈব কাময়তে তাস্তু কিমেতদিতি সুব্রত ॥ ১৯ ॥ বাজিনো বারণাশ্চৈব ধনধান্যমনন্তকম্। বর্ত্ততে হি জনঃ সর্ব্বো মমাজ্ঞাং পালয়ন্ ক্ষিতৌ ॥ ২০ ॥ কেন কর্ম্ম-

রাজ্ঞী নৃপতির প্রাণাপেক্ষা গরীয়সী ও বল্লভা হইলেও রাজার সহিত কখনও তাঁহার সুরত সঙ্ঘটিত হয় নাই। সুরতাভাবে রাজ্ঞী সর্ব্বদা সন্তপ্তা থাকিতেন। এইরূপে কালাতিপাত হইতে থাকিলে একদা সর্ব্বসত্ত্বকৃতজ্ঞা স্মরাতুরা রাজ্ঞী রাজার সহিত একাসনে উপবিষ্টা আছেন, এমন সময় অনঙ্গ-কলহাতুর এক কীটমিথুন তাঁহার নয়নপথে পতিত হইল। তিনি দেখিলেন,—স্মরাতুর কীট মুহুর্ম্মুহু স্বীয় প্রিয়াকে প্রসাদিত করিতেছে। সে বলিতেছে,—অয়ি কান্তে! অয়ি রূপ-সৌভাগ্যবতি! হে সুন্দরি! আমি তোমার দাস। তুমি এই অনঙ্গ-পীড়িত দাসকে যথেচ্ছ ভজনা কর। আমি তোমাকে মস্তক দ্বারা প্রণাম করিতেছি এবং তোমার জন্য এই অঞ্জলি রচনা করিয়াছি। আমি তোমার মত সুবর্ণ-বর্ণসদৃশী চারুহাসিনী মত্তক্তা কামিনী ত্রিভুবনে দর্শন করি নাই। হে প্রিয়-বাদিনি! কিজন্য তুমি আমার উপর কোপ করিয়াছ? হে কল্যাণি! বল,—কিজন্য তোমার বদন মলিন দেখিতেছি! তখন কীট-কামিনী সকোপে বলিল,—হে কীটাধম! কিজন্য তুমি বৃথা আলাপ করিতেছ? তুমি আমার ন্যায় রমণীয়া কামিনীকে পরিত্যাগ করিয়া কামলোভে অন্য কামিনীর নিকট গমন করিয়া তাহাদিগকে মোদক-প্রদান কর। তখন কীট বার বার বলিল, আমি আর এরূপ কখন করিব না। তোমার পাদস্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি। তুমি প্রণতজনের প্রতি প্রসন্ন হও।১—১৩। কীট-নায়কের এতাদৃশ অনুনয়বাক্য শ্রবণ করিয়া কীট-কামিনী তখন প্রসন্না হইয়া কামভাবে আত্মসমর্পণ করিল! রাজ্ঞী কীটদিগের এই আশ্চর্য্য প্রিয়ানুবর্ত্তিতা দর্শন করিয়া দুঃখে এইরূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন,—আমার রাজ্যে ধিক্ আমার রূপযৌবনে ধিক্! যে হেতু কান্ত আমায় কামনা করেন না। আমি নিশ্চয়ই এ জীবন বিসর্জ্জন দিব। এই প্রকার বিলাপ করিয়া রাজ্ঞী পুনঃপুন দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ-পূর্ব্বক উন্মত্তার ন্যায় গালবাশ্রমে গমন করিলেন এবং তথায় তপোযোনি দৃঢ়ব্রত ঋষিসত্তমকে সমাসীন দেখিয়া প্রণিপাতপূর্ব্বক শোকসন্তপ্ত মানসে বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! আমার হৃদয়ের সংশয় এই যে, আমার ভর্ত্তা বশ্য ও রূপলাবণ্যবান্ হইলেও—জানি না,—কি কারণে আমাদের সঙ্গমসংঘটিত হয় না। আমার স্বামীই পূর্ব্বে একবার প্রমদারাজ্যে গমন করিয়া রণে তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া তাহাদেরই মধ্য হইতে অষ্টবরাঙ্গনা আহরণ করিয়াছিলেন; কিন্তু কখনও তাহাদের প্রতি কামনা করেন না। হে সুব্রত! এ কি? হে ব্রহ্মন্। আমার বাজী, বারণ, অনন্ত ধনধান্য বিদ্যমান। পৃথিবীস্থ সকলেই আমার আজ্ঞা পালন করে; কিন্তু তাহাতে কি

বিপাকেণ মমেদং যৌবনং দৃঢ়ম্। ব্যর্থং জাতং দ্বিজশ্রেষ্ঠ রতিং ন কুরুতে নৃপঃ॥ ২১॥ দৃশ্যতে বাসরে ভাগে রাত্রৌ চৈব ন দৃশ্যতে। ইহজন্মকৃতং চৈতদাহোস্বিৎপারলৌকিকম্॥ ২২॥ দুষ্কৃতাবর্জ্জনং ব্রহ্মন্ মমেদং বক্তুমর্হসি। তস্যাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা গালবো বাক্যমব্রবীৎ॥ ২৩॥ শৃণু পুত্রি পুরাবৃত্তং বালভাবেন যৎকৃতম্। অনেন রাজ্ঞা ধর্ম্মজ্ঞে রাত্রৌ যেন ন দৃশ্যতে॥ ২৪॥ বিদূরথস্য তনয়স্তব ভর্ত্তা স নিশ্চিতম্। মাংসাহারী দোষরতির্বিষয়াসক্তমানসঃ॥ ২৫॥ কুক্কুটানাঞ্চ মাংসেন প্রীতিস্তস্য তদাভবৎ। বহবঃ কুক্কুটাস্তেন ভক্ষিতা রাজসূনুনা॥ ২৬॥ এবং ভক্ষয়তস্তস্য বহুশো বৎসরা গতাঃ। কালেন মহতা রাজ্ঞা তাম্রচূড়েন মন্ত্রিণঃ। পৃষ্টাঃ কিং কারণং নাত্র সমায়ান্তি হি কুক্কুটাঃ॥ ২৭॥ অথ কেনাপি কথিতং কুক্কুটানাঞ্চ ভক্ষণম্। বিদূরথস্য পুত্রেণ কৌশিকেন দুরাত্মনা। ভক্ষিতাঃ কুক্কুটাঃ সর্ব্বে বিনা কারণতো নৃপ॥ ২৮॥ তাম্রচূড়োঽথ সংক্রুদ্ধো দদৌ শাপং দুরাত্মনে। কৌশিকায় ক্ষয়ো রোগো ভবিষ্যতি ভয়াবহঃ॥ ২৯॥

তদাপ্রভৃত্যসৌ ক্ষীণো রাজপুত্রো দিনেদিনে। ঔষধৈরধিকোঽভ্যোত ব্যাধিনা পীড়িতো ভৃশম্॥ ৩০॥ অথ কেনাপি কামেন বামদেবাশ্রমং গতঃ। ক্ষয়রোগাভিভূতোঽসৌ মরণোৎসুকমানসঃ। পপ্র-বামদেবং স নমস্কৃত্য পুনঃপুনঃ॥ ৩১॥ ভগবন্ কেন পাপেন ক্ষীয়তেঽহর্নিশং বপুঃ। মদীয়ং পোষ্যমাণং হি মাংসেন বিবিধেন চ॥ ৩২॥ বামদেবোঽথ তং প্রাহ কুক্কুটা ভক্ষিতাস্ত্বয়া। তাম্রচূড়েন শপ্তোঽসি কুক্কুটানাং নৃপেণ হি॥ ৩৩॥ তমেব শরণং গচ্ছ স উপায়ং বদিষ্যতি। ততঃ স তাম্রচূড়স্যাভ্যর্ণমাগান্নৃপাত্মজঃ॥ ৩৪॥ দৃষ্ট্বা চ তাম্রচূড়ং তং মহাভক্ত্যা কৃতাঞ্জলিঃ। প্রোবাচ প্রণতো ভূত্বা পাহি মাং শরণাগতম্॥ ৩৫॥ অজ্ঞানাদ্ভক্ষিতা দেব কুক্কুটাঃ পুষ্টিকারণাৎ। ক্ষন্তুমর্হসি দেবেশ মমাগঃ কৃপণস্য চ॥ ৩৬॥ প্রোবাচ তাম্রচূড়োঽথ যস্মাৎ প্রার্থয়সে নৃপ। তস্মাত্ত্বং বাসরে প্রাপ্তে পুরুষস্ত্বং ভবিষ্যতি॥ ৩৭॥ শাস্তা গোপ্তা চ লোকানাং রাজা দণ্ডধরঃ প্রভুঃ। কুক্কুটো ভবিতা রাত্রৌ সর্ব্বভোগবিবর্জ্জিতঃ॥ ৩৮॥ অতো ন দৃশ্যতে

হয়? আমার এই দৃঢ় যৌবন কোন্ কর্ম্মবিপাকে ব্যর্থ হইতেছে? নৃপ আমার সহিত রতি করেন না। তাঁহাকে দিবাভাগে দেখিতে পাওয়া যায়, রাত্রিকালে দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহা আমার ঐহিক বা পারত্রিক দুষ্কৃতের ফল! হে ব্রহ্মন্! তাহা আপনি দয়া করিয়া বলুন। রাজ্ঞীর এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া গালব বলিলেন—হে পুত্রি! শ্রবণ কর,—এই রাজা বাল্যভাবে যাহা করিয়াছিলেন, এবং যে জন্য রাত্রিতে তিনি দৃষ্ট হন না। বিদূরথের পুত্র তোমার ভর্ত্তা হইয়াছেন, ইহা নিশ্চিত। ঐ বিদূরথ-তনয় মাংসাহারী, দোষরতি ও অত্যন্ত বিষয়াসক্ত ছিলেন। কুক্কুট-মাংসে তাঁহার অত্যন্ত প্রীতি ছিল। রাজপুত্র বহু বৎসর কাল বহু কুক্কুট ভক্ষণ করিয়াছিলেন। বহুকাল এইরূপে গত হইলে একদা কুক্কুট-রাজ তাম্রচূড় মন্ত্রিগণকে প্রশ্ন করিলেন যে, কি জন্য কুক্কুট সকল আর এখানে বিচরণ করে না? ঐ সময় কোন এক কুক্কুট বলিল,—বিদূরথ-পুত্র দুরাত্মা কৌশিক, কুক্কুট সকলকে ভক্ষণ করিয়াছে। হে নৃপ! বিনা কারণেই কুক্কুটগণ ভক্ষিত হইয়াছে। এই কথা শুনিয়া রাজা তাম্রচূড় সক্রোধে দুরাত্মা কৌশিককে এই শাপ দিল যে, ঐ দুরাত্মার

ভয়াবহ ক্ষয়রোগ হইবে। তদবধি রাজপুত্র দিন দিন ক্ষীণ হইতে লাগিলেন। ঔষধে ব্যাধি অধিক হইতে লাগিল। রাজপুত্র কোন কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত একদা বামদেবাশ্রমে গমন করেন। ঐ সময় তিনি ক্ষয় রোগের নিদারুণ পীড়ায় জীবন বিসর্জ্জন দিতে ইচ্ছা করিয়া নমস্কারপূর্ব্বক মুনি বামদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে ভগবন্! কোন্ পাপে আমার এই বিবিধমাংস-পুষ্ট তনু ক্ষীণ হইতেছে। বামদেব বলিলেন,—তুমি কুক্কুট ভক্ষণ করিয়াছ, তজ্জন্য কুক্কুটরাজ তাম্রচূড় তোমাকে শাপ দিয়াছে। তুমি তাহার শরণ গ্রহণ কর। অনন্তর রাজতনয় মুনিবাক্যে কুক্কুটরাজ তাম্রচূড়ের নিকট গমন করিলেন এবং তথায় উপস্থিত হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক তাহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন,—হে দেব! আমি শরণাগত, আমাকে রক্ষা করুন। আমি অজ্ঞান বশে নিজ দেহের পুষ্টির নিমিত্ত কুক্কুট সকল ভক্ষণ করিয়াছি। হে দেব! আপনি এই অপরাধীকে ক্ষমা করুন।১৪—৩৬। অনন্তর তাম্রচূড় বলিলেন,—হে নৃপ! তুমি যখন আমার নিকট প্রার্থনা জানাইতেছ, তখন তুমি দিবসে পুরুষ হইয়া লোক-পালক দণ্ডধর রাজা হইবে; আর রাত্রিকালে কুক্কুট হইয়া সর্ব্বভোগ-বিবর্জ্জিত হইবে।

পুত্রি তির্য্যগ্ভাবং সমাশ্রিতঃ ॥ ৩৯ ॥ ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা গালবস্য মহাত্মনঃ। সা সম্পূজ্য বিশালাক্ষী গালবং মুনিসত্তমম্। পপ্রচ্ছ পরয়া ভক্ত্যা শাপান্তো হি কথং ভবেৎ ॥ ৪০ ॥ গালবঃ কথয়ামাস ধ্যানেনালোক্য যত্নতঃ ॥ ৪১ ॥ মহাকালবনে লিঙ্গং পক্ষিযোনিবিমোচনম্। জ্বালেশ্বরস্য দেবস্য পূর্ব্বভাগে ব্যবস্থিতম্। তস্য দর্শনমাত্রেণ শাপস্যান্তো ভবিষ্যতি ॥ ৪২ ॥ সা প্রণম্য মুনিশ্রেষ্ঠমাজগাম ত্বরান্বিতা। যত্রাস্তে নৃপশার্দ্দূলো বিধ্যন্ বহুবিধান্ মৃগান্ ॥ ৪৩ ॥ প্রফুল্লনয়নাভ্যাং সা দৃষ্টা লোলেক্ষণা প্রিয়া। আহ্লাদিতা বহুবিধৈঃ কোমলৈর্বচনামৃতৈঃ ॥ ৪৪ ॥ ততস্তেন তদা রাজ্ঞা প্রোক্তা সা মৃগলোচনা। ইদানীং কিং ময়া কান্তে কার্য্যং ভবতি কথ্যতাম্ ॥ ৪৫ ॥ তয়া প্রোক্তং মহারাজ গম্যতেঽদ্য ময়া সহ। মহাকালবনে পুণ্যে সর্ব্বদুষ্কৃতনাশনে ॥ ৪৬ ॥ তস্যাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা ত্বরমাণো মুদান্বিতঃ। তয়া নীতোঽথ নৃপতির্লিঙ্গস্যাস্য সমীপতঃ ॥ ৪৭ ॥ পূজয়িত্বাথ তল্লিঙ্গং পক্ষিযোনিবিমোচনম্। তত্রৈব চ স্থিতো রাজা প্রিয়য়া সহ পার্থিবঃ। ৪৮ ॥ তস্যাং রাত্রৌ ন সঞ্জাতঃ কুক্কুটো যাদৃশঃ সদা। শিবপ্রসাদাদভবদ্দিব্যরূপী মনোহরঃ ॥ ৪৯ ॥ রূপেণ নির্জ্জিতঃ কামস্তেনাপ্রতিমতেজসা। ততো বিস্ময়মাপন্নশ্চিন্তয়ামাস পার্থিবঃ। কোঽয়ং প্রভাবো যেনাহং শাপান্মুক্তঃ সুদুস্তরাৎ ॥ ৫০ ॥ প্রিয়াং পপ্রচ্ছ নৃপতিঃ পূর্ণেন্দুবদনাং ভৃশম্। কথং শাপাদ্বিমুক্তোঽহং কেন পুণ্যেন কর্ম্মণা ॥ ৫১ ॥ অথ সা কথয়ামাস বৃত্তান্তং বিস্তরান্মুদা। গালবেন হি যৎপ্রোক্তং যৎকিঞ্চিচ্ছাপমোক্ষণম্ ॥ ৫২ ॥ রাজঞ্ছাপাদ্বিমুক্তোঽসি লিঙ্গস্যাস্য প্রভাবতঃ। পুনঃ প্রসাদ্য তল্লিঙ্গং ভুক্ত্বা ভোগাংশ্চিরং ভুবি ॥ ৫৩ ॥ তয়া সার্দ্ধং যযৌ রাজা স্বর্গং সুরগণৈঃ স্তুতঃ। তদা প্রভৃতি তল্লিঙ্গং কুক্কুটেশ্বরসংজ্ঞকম্ ॥ ৫৪ ॥ বিখ্যাতং দেবি লোকেঽস্মিন্ সর্ব্বকামফলপ্রদম্। তচ্চ যে পূজয়িষ্যন্তি কুক্কুটেশ্বরসংজ্ঞকম্। তির্য্যগ্যোনিং ন যাস্যন্তি ন বিয়োগো ভবিষ্যতি ॥ ৫৫ ॥ ন চাপি নরকাবাপ্তির্ন দুঃখং ন জরা ভয়ম্। নাকালে মরণং

অয়ি পুত্রি! এই জন্যই তুমি রাত্রিকালে রাজাকে দেখিতে পাও না। রজনীতে তিনি তির্য্যক্ভাব অবলম্বন করেন। বিশালাক্ষী রাজ্ঞী তখন মুনিবর গালবের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া পূজাপূর্ব্বক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে দেব! কি প্রকারে তাঁহার শাপান্ত হইবে? গালব কিঞ্চিৎকাল ধ্যানস্থ থাকিয়া বলিলেন,—মহাকালবনে জ্বালেশ্বর দেবের পূর্ব্বভাগে পক্ষিযোনিবিমোচন এক লিঙ্গ আছেন। তাঁহার দর্শনমাত্রে শাপ-বিমোচন হইবে। মুনিবাক্য শ্রবণ করিয়া রাজ্ঞী তখন প্রণামপূর্ব্বক তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া—যেখানে নৃপশার্দ্দূল মৃগয়া করিতেছিলেন, সত্বর সেই স্থানে গমন করিলেন। তথায় গমন করিবামাত্র রাজা হর্ষোৎফুল্ল-নয়নে অবলোকন করিয়া বহুবিধ কোমল বচনামৃত বর্ষণে তাঁহাকে আপ্যায়িত করত বলিলেন,—হে কান্তে! অধুনা আমায় কি করিতে হইবে, তাহা বল? তখন রাজ্ঞী বলিলেন,—অদ্য আমার সহিত আপনাকে দুষ্কৃত-নাশন পুণ্য মহাকালবনে গমন করিতে হইবে। রাজ্ঞীর ব্যাক্যামৃত পান করিয়া নৃপতি মুদান্বিত ও সত্বর হইলেন, পরে তিনি রাজ্ঞীর সমভিব্যাহারে মহাকালবনে উপস্থিত হইয়া পক্ষিযোনিবিমোচন লিঙ্গের পূজা করত ঐ দিবস ঐ স্থানে অবস্থান করিলেন।৩৭—৩৮। লিঙ্গ পূজার ফলে ঐ দিন রাত্রিতে তিনি আর পূর্ব্ববৎ কুক্কুট হইলেন না; দিব্যরূপধর মনোরম পুরুষ হইলেন। তাঁহার অপ্রতিম সৌন্দর্য্যে কন্দর্প নির্জ্জিত হইল। তখন বিস্মিত হইয়া পার্থিব এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে—এই লিঙ্গের কি অপূর্ব্ব প্রভাব! প্রভাব দ্বারা আমি সুদুস্তর শাপ হইতে মুক্তি লাভ করিলাম। তিনি তখন তাঁহার পূর্ণেন্দুবদনা প্রিয়াকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে প্রিয়ে! আমি কোন্ পুণ্যপ্রভাবে শাপ হইতে মুক্তি লাভ করিলাম? তখন মহিষী রাজা কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া মুনিবরগালবের কথিত সমস্ত বৃত্তান্ত যথাযথ বর্ণন করিয়া বলিলেন,—রাজন্! আপনি এই লিঙ্গপ্রভাবে শাপ হইতে মুক্তি লাভ করিলেন। তখন রাজা পুনরায় লিঙ্গার্চ্চনা করিয়া বিবিধ ভোগ উপভোগ করত মহিষীর সহিত সুরপুরে গমন করিলেন। ঐ সময় সুরগণ তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। হে দেবি! তদবধি ঐ সর্ব্বকামফলপ্রদ লিঙ্গ কুক্কুটেশ্বর নামে ভুবন-বিখ্যাত হইয়াছেন। যাহারা ঐ কুক্কুটেশ্বর লিঙ্গের পূজা করে, তাহারা কদাচ তির্য্যক্ যোনি লাভ করে না এবং কদাপি তাহাদের বিয়োগ সঙ্ঘটিত হয় না। ঐ লিঙ্গ

নৃণাং ন চ কষ্টং ভবিষ্যতি ॥ ৫৬ ॥ রূপসৌভাগ্য-সম্পন্না ভবিষ্যন্তি যুগেযুগে। চতুর্দ্দশ্যাং প্রপশ্যন্তি লিঙ্গং যে কুক্কুটেশ্বরম্। তেষাং কুলে চ যে কেচিৎ পিতরো নিরয়স্থিতাঃ ॥ ৫৭ ॥ তির্য্যগ্‌যোনিগতা যে চ পশুযোনিং তু যে গতাঃ। বৃক্ষত্বমথবা প্রাপ্তাস্তেষাং মোক্ষো ভবিষ্যতি ॥ ৫৮ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে কুক্কুটেশ্বরলিঙ্গমাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈকবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২১ ॥

দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীবিশ্বনাথ উবাচ। দ্বাবিংশতিতমং বিদ্ধি কর্কটেশ্বরসংজ্ঞকম্। যস্য দর্শনমাত্রেণ তির্য্যগ্‌যোনির্ন দৃশ্যতে ॥ ১ ॥ আসীৎ পুরা বৃহৎকল্পে ধর্ম্মমূর্ত্তির্জনাধিপঃ। সুহৃচ্ছক্রস্য নিহতা যেন দৈত্যাঃ সহস্রশঃ ॥২॥ সোমসূর্য্যাদয়ো যস্য তেজসা নিষ্প্রভাঃ কৃতাঃ। প্রজাশ্চ পালিতা যেন নিহতাঃ সমরে দ্বিষঃ ॥ ৩ ॥ যথেচ্ছরূপধারী চ সংগ্রামেষপরাজিতঃ। তস্য ভানুমতী নাম ভার্য্যা ত্রৈলোক্যসুন্দরী ॥৪॥ রাজ্ঞস্তস্যাগ্রমহিষী প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সী। দশনারীসহস্রাণাং মধ্যে শ্রীরিব রাজিতা ॥৫॥ নৃপো নৃপসহস্রেণ ন কদাচিৎ প্রমুচ্যতে। কদাচিদেকান্তগতঃ পপ্রচ্ছ স্বপুরোহিতম্। বিস্ময়েনাকুলমনা বশিষ্ঠমৃষিসত্তমম্ ॥ ৬ ॥ ভগবন্ কেন ধর্ম্মেণ মম লক্ষ্মীরনুত্তমা। কস্মাচ্চ বিপুলং তেজো দুঃসহং মম দৃশ্যতে ॥ ৭ ॥ বশিষ্ঠ উবাচ। পুরা ত্বমবনীপাসীঃ শূদ্রজাতিসমুদ্ভবঃ। বহুদোষসমাবিষ্টো দুষ্টয়া ভার্য্যয়ান্বিতঃ ॥ ৮ ॥ নিবসন্ দুষ্টহৃদয়ো বর্ষাণি সুবহূন্যপি। মহাক্রোধাভিভূতাত্মা সদা নিষ্ঠুরজল্পকঃ ॥ ৯ ॥ সদা ব্রহ্মস্বহারী ত্বং সদা বেদবিনিন্দকঃ। সদা চাসূয়কো রাজন্ সদা বিশ্বাসঘাতকঃ ॥ ১০ ॥ অথ পঞ্চত্বমাপন্নঃ কালে নরকমাপ্তবান্। তাম্রভ্রাষ্ট্রে পরং দগ্ধো দশবর্ষাণি পঞ্চ চ ॥ ১১ ॥ রৌরবে কুম্ভিপাকে চ মহারৌরবসংজ্ঞকে। সূক্ষ্মাণি তিলমাত্রাণি কৃত্বা খণ্ডান্যনেকশঃ ॥ ১২ ॥ মূষায়াং ধমিতো রাজন্নসিপত্রে চ দারিতঃ। শেষপাতকশুদ্ধ্যর্থং ধরায়ামবতারিতঃ ॥ ১৩ ॥ বিধায় কার্কটং রূপং যমেন ত্বয়ি পার্থিব। শিবস্য সরো বিখ্যাতং মহাকালবনোত্তমে ॥ ১৪ ॥ দত্তং জপ্তং কৃতং যচ্চ

অর্চনা করিলে মানবগণের নরকপ্রাপ্তি, দুঃখ, জরা, ভয়, অকালমৃত্যু ও কষ্ট হয় না। পরন্তু তাহারা যুগে যুগে রূপসৌভাগ্য-সম্পন্ন হইয়া থাকে। যাহারা চতুর্দ্দশী তিথিতে ঐ লিঙ্গ দর্শন করে, তাহাদের বংশীয় নিরয়গামী তির্য্যক্‌যোনি-গত, পশুযোনিগত ও বৃক্ষত্ব-প্রাপ্ত পিতৃগণ মুক্তি লাভ করিয়া থাকে ।৪৯—৫৮।

একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২১।

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

শ্রীবিশ্বনাথ বলিলেন,—হে দেবি! যাঁহাকে দর্শন করিলে তির্য্যক্‌যোনি লাভ করিতে হয় না, আমি সেই কর্কটেশ্বরসংজ্ঞক দ্বাবিংশতিতম লিঙ্গের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। পূর্ব্বে বৃহৎকল্পে ধর্ম্মমূর্ত্তি নামে এক রাজা ছিলেন। ইন্দ্রের সহিত তাঁহার সখ্য ছিল। তিনি সহস্র সহস্র দৈত্য রণে নিহত করিয়াছিলেন,তিনি স্বীয় তেজে চন্দ্র সূর্য্যকেও নিষ্প্রভ করিয়াছিলেন। এবং বহু শত্রু তাঁহা কর্ত্তৃক জিত হইয়াছিল। তিনি কামরূপী ও সমরে অপরাজিত ছিলেন। ভানুমতী নামে তাঁহার এক অলোকসামান্য-রূপবতী প্রাণাধিকা মহিষী ছিলেন। তিনি অযুত নারীর মধ্যে লক্ষ্মীর ন্যায় বিরাজ করিতেন। নৃপতিও সর্ব্বদা সহস্র নরপতি পরিবেষ্টিত থাকিতেন। একদা তিনি নির্জ্জনে স্বপুরোহিত বসিষ্ঠকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, হে ভগবন্! কোন্ ধর্ম্ম বশতঃ আমার অনুত্তমা লক্ষ্মী ও দুঃসহ তেজ লব্ধ হইয়াছে? ১—৭। বশিষ্ঠ বলিলেন,—হে রাজন্! পূর্ব্বে আপনি শূদ্রজাতিসমুদ্ভব এক নরপতি ছিলেন। বহুদোষ আপনাতে বিদ্যমান ছিল এবং এই মহিষীই আপনার মহিষী ছিলেন। হে রাজন্! আপনি দুষ্টহৃদয়ে বহু বর্ষ বাস করিয়া ছিলেন, আপনি অত্যন্ত ক্রোধী, পরুষভাষী, ব্রহ্মস্বহারী, বেদনিন্দক, অসূয়া-পরায়ণ, ও বিশ্বাস-ঘাতক ছিলেন। অনন্তর আপনি কালে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়া নরকে গমন করেন। তথায় পঞ্চদশ বর্ষ তাম্রভ্রাষ্ট্রে আপনি দগ্ধ হন। অতঃপর রৌরব, কুম্ভীপাক ও মহারৌরব নামক নরকে আপনাকে পাতিত করিয়া সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম খণ্ড করিয়া ছেদন করে। পরে যমদূতগণ মূষায় পাতিত করিয়া আপনাকে ধমিত ও অসিপত্রবনে পাতিত করিয়া দারিত করে। অনন্তর পাতকশেষের শুদ্ধির নিমিত্ত যম কর্ত্তৃক আপনি কর্কটরূপে ধরাতলস্থ মহাকালবনমধ্যগত বিখ্যাত শিব-সরো-

হুতং দেবার্চ্চনাদি যৎ। সর্ব্বং তদক্ষয়ং কর্ম্ম তস্মিন্ সরসি বিশ্রুতম্॥ ১৫॥ নিক্ষিপ্তস্ত্বং তদা তেন ভাবি পুণ্যেন কর্ম্মণা। তত্র স্থিতস্ত্বং ভূপাল বর্ষাণাং পঞ্চকং তথা॥ ১৬॥ কদাচিত্তীরভূম্যাং ত্বং গতঃ সংক্রীড়িতুং শনৈঃ। সমীক্ষ্য তত্র কাকেন ধৃত্বা চঞ্চুপুটেন চ॥১৭॥ আকাশমার্গং চোড্ডীনঃ স ত্বয়া তাড়িতো ভৃশম্ ত্বত্তীক্ষ্ণপাতৈশ্চরণৈস্তাড়িতো ব্যথিতস্তদা॥ ১৮॥ মুক্তস্ত্বং চঞ্চুপুটতো বায়সেনাকুলেন তু। স্বর্গদ্বারস্য পূর্ব্বে তু দেব্যগারে সুপুণ্যদে॥ ১৯॥ শিবস্য ক্ষিপ্তস্ত্বং শীঘ্রং চঞ্চ্বাক্ষেপপ্রপীড়িতঃ। মৃতোঽসি সন্নিধৌ তত্র দেবস্য পরমেষ্ঠিনঃ॥ ২০॥ বিমুচ্য দেহং তজ্জীর্ণং যাবত্তং কার্কটং পুরা। তৎক্ষণাদ্দিব্যদেহশ্চ দিব্যাভরণভূষিতঃ॥ ২১॥ তস্য লিঙ্গস্য মাহাত্ম্যাদ্ভূত্বা বিদ্যাধরেশ্বরঃ। কামগেন বিমানেন পূজ্যমানো গণেশ্বরৈঃ॥ ২২॥ স্বর্গে ব্রজংস্ত্বং সম্পৃষ্টঃ সুরসঙ্ঘৈশ্চ সাদরম্। কোঽয়ং মহাত্মা মুদিতো যাতি দিব্যপথোঽম্বরাৎ॥ ২৩॥ ততো রুদ্রগণৈঃ সর্ব্বং সুরাণাং কথিতং পুরা। বৃত্তান্তং বিস্তরাৎ সর্ব্বং কার্কটত্ববিমোচনম্॥ ২৪॥ তস্য লিঙ্গস্য দেবেশঃ প্রভাবোঽয়মুপস্থিতঃ। দেবৈঃ প্রোক্তঞ্চ সহসা লিঙ্গস্যাস্য প্রভাবতঃ॥ ২৫॥ কার্কটীযোনিমুক্তস্ত প্রাপ্তঃ স্বর্গসুখং যতঃ। কর্কটেশ্বরনামায়মতো লোকে ভবিষ্যতি॥ ২৬॥ তদাপ্রভৃতি দেবোঽয়ং কর্কটেশ্বরসংজ্ঞকঃ। ত্বয়া স্বর্গে মহাভোগা ভুক্তা রাজন্ যথেচ্ছয়া॥ ২৭॥ আগতোঽসি পুনর্ভূমৌ লব্ধং রাজ্যমকণ্টকম্। তস্য লিঙ্গস্য মাহাত্ম্যাজ্জাতং সর্ব্বং তবাধুনা॥ ২৮॥ তস্মাৎ পার্থিব ভূয়স্ত্বং লিঙ্গমারাধয় দ্রুতম্। জাতিস্মরত্বমাপন্নো বশিষ্ঠবচনাত্তদা॥ ২৯॥ পূর্ব্বং কর্ম্ম স্মৃতং তেন স্বকীয়ং পার্থিবেন তু। পুনর্গত্বা চ তল্লিঙ্গং পূজয়ামাস যত্নতঃ॥ ৩০॥ তস্মিঁল্লিঙ্গে লয়ং প্রাপ্তঃ স্বশরীরেণ পার্ব্বতি। যেঽর্চ্চয়ন্তি সদা ভক্ত্যা কর্কটেশ্বরসংজ্ঞকম্। ভুক্তা ভোগাংশ্চিরং ভূমৌ তে যান্তি পরমাং গতিম্॥ ৩১॥ নিয়মেন প্রপশ্যন্তি যে দেবং কর্কটেশ্বরম্। অষ্টম্যাং বা চতুর্দ্দশ্যাং তেষাং পুণ্যফলং শৃণু॥ ৩২॥ সূর্য্যদীপ্তিপ্রতিকাশৈর্বিমানৈঃ সর্ব্বকামিকৈঃ। মৃতা মম পুরং যান্তি ত্রিসপ্তকুলসংযুতাঃ॥ ৩৩॥ তত্র দিব্যে-

বরে পাতিত হন। ঐ স্থানে যাহা কিছু দত্ত, জপ্ত, কৃত ও হুত হয়, এতৎসমস্ত এবং দেবার্চ্চনাদি অক্ষয় হইয়া থাকে। হে ভূপাল! আপনি পূর্ব্বপুণ্যের ফলে ঐ স্থানে নিক্ষিপ্ত হইয়া পঞ্চ বর্ষ কাল অবস্থান করেন। ঐ সময় একদিন আপনি তীর ভূমিতে ক্রীড়া করিতে যান। তাহা দেখিয়া এক কাক আপনাকে চঞ্চুপুটে ধারণ করিয়া আকাশমার্গে উড্ডীন হয়। আপনি আপনার তীক্ষ্ণ চরণ দ্বারা তখন কাককে তাড়িত করেন। কাক অত্যন্ত পীড়িত হইয়া স্বর্গদ্বারের পূর্ব্বে পুণ্যদায়ক দেবী-আগারে শিব-সম্মুখে আপনাকে ক্ষেপণ করে। আপনি কাক-চঞ্চুমুক্ত হইয়া ঐ স্থানে পতিত হন এবং স্বীয় কর্কটদেহ পরিত্যাগ করেন। তাহার ফলে তৎক্ষণাৎ আপনি দিব্য দেহ ধারণ ও দিব্যাভরণ ভূষিত হইয়া বিদ্যাধরেশ্বররূপে কামগ বিমানে আরোহণপূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় গণেশ্বরগণ আপনার স্তব করিতে লাগিল। তাহারা ঐরূপ স্তব করিতে থাকিলে, সুরগণ তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—কে ওই মহাত্মা অম্বরতলে দিব্য পথে গমন করিতেছেন? তখন তাহারা লিঙ্গপ্রভাবে আপনার কর্কটত্ববিমুক্তি বৃত্তান্ত সমস্ত বর্ণন করিল এবং বলিল,—হে দেবগণ! সেই লিঙ্গের প্রভাব এই উপস্থিত হইয়াছে। দেবগণ সহসা বলিলেন,—কি, ইহা লিঙ্গের প্রভাব! ইনি লিঙ্গপ্রভাবে কর্কটযোনি হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। অতএব ঐ লিঙ্গ লোকে কর্কটেশ্বর নামে বিখ্যাত হইবে। তদবধি ঐ লিঙ্গ কর্কটেশ্বর নামে অভিহিত হইয়াছেন। আর আপনি স্বর্গে মহাভোগ ভোগ করিয়া পুনরায় ভূতলে আগমনপূর্ব্বক নিষ্কণ্টকে রাজ্য ভোগ করিতেছেন। সেই লিঙ্গের প্রভাবেই অধুনা আপনার এই সমস্ত ঐশ্বর্য্য সঙ্ঘটিত হইয়াছে। হে নৃপতে! অতএব আপনি পুনরায় ঐ লিঙ্গের আরাধনা করুন। বশিষ্ঠবাক্যে নৃপতি তখন জাতিস্মরত্ব লাভ করিয়া স্বীয় পূর্ব্বচরিত অবগত হইলেন। এবং পুনরায় মহাকালবনে গমন করিয়া সেই লিঙ্গের অর্চ্চনা করিয়া স্বীয় শরীরের সহিত ঐ লিঙ্গে লয় প্রাপ্ত হইলেন। হে পার্ব্বতি! যাহারা ঐ লিঙ্গ অর্চ্চনা করে, তাহারা ভূতলে সুচিরকাল ভোগ উপভোগ করত শেষে পরম গতি লাভ করিয়া থাকে। ১—৩১। যাহারা অষ্টমী বা চতুর্দ্দশী তিথিতে নিয়মপূর্ব্বক কর্কটেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করে, তাহাদের পুণ্য-ফল শ্রবণ কর,—তাহারা দেহান্তে সূর্য্যসঙ্কাশ সার্ব্বকামিক বিমানে আরোহণপূর্ব্বক একবিংশতি

ম্বহাভোগৈঃ স্ত্রীসহস্রৈর্মনোরমৈঃ। কল্পকোটিশতৈ-র্দেবি সেব্যমানা বসন্তি হি ॥ ৩৪ ॥ তদন্তে বিষ্ণু-ভবনে তাবৎকালঞ্চ সন্তি হি। বৈষ্ণবৈর্বিবিধৈ-র্ভোগৈঃ স্ত্রীসহস্রৈস্ত সেবিতাঃ ॥ ৩৫ ॥ বিষ্ণুলোকাদ্-ব্রহ্মলোকং সম্প্রাপ্য মুদিতাঃ পুনঃ। ভোগান্নানা-বিধান্ ভুক্ত্বা ততো যান্তি পরং পদম্ ॥ ৩৬ ॥ দশাশ্ব-মেধৈর্যৎপুণ্যং তৎফলং তীর্থযাত্রয়া। কর্কটেশ্বর-দেবস্য মেঘনাদেশ্বরং শৃণু ॥ ৩৭ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে কর্কটেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২২ ॥

ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীহর উবাচ। মেঘনাদেশ্বরং দেবি ত্রয়োবিংশ-তিমং শৃণু। যস্য দর্শনমাত্রেণ প্রাপ্যন্তে সর্ব-সিদ্ধয়ঃ ॥ ১ ॥ রাজমূলা মহাদেবি যোগক্ষেমাঃ সুবৃষ্টয়ঃ। প্রজাশ্চ ব্যাধয়শ্চৈব মরণঞ্চ ভয়ানি চ ॥ ২ ॥ রাজা কৃতং তথা ত্রেতা দ্বাপরশ্চ তথা কলিঃ। রাজমূলানি সর্বাণি রাজা ধর্মস্য কারণম্ ॥ ৩ ॥ রাজা বভূব লোকেঽস্মিন্ মদান্ধো নাম পার্বতি। অহ-ঙ্কারাবৃতো দুষ্টো দেবব্রাহ্মণকণ্টকঃ ॥ ৪ ॥ কলি-দ্বাপরয়োঃ সন্ধৌ তস্য দোষাচ্চ ভামিনি। অনা-বৃষ্টিরভূদ্‌ঘোরা লোকে দ্বাদশবার্ষিকী ॥ ৫ ॥ ন ববর্ষ সহস্রাক্ষঃ প্রতিলোমোঽভবৎ প্রভুঃ। নাদৃশ্য-ন্তাপি রাত্র্যন্তে কুত এবাভ্রজাতয়ঃ ॥ ৬ ॥ নদ্যঃ সংক্ষিপ্ততোয়ৌঘাঃ ক্বচিদন্তর্হিতাস্তদা। নিবৃত্তযজ্ঞ-স্বাধ্যায়া নির্বষট্‌কারমঙ্গলাঃ ॥ ৭ ॥ উচ্ছিন্নকৃষি-গোরক্ষা নিবৃত্তবিপণাস্তথা। অস্থিকঙ্কালসঙ্কীর্ণা হাহাভূতনরাকুলাঃ ॥ ৮ ॥ শূন্যভূয়িষ্ঠনগরা দগ্ধগ্রাম-নিবেশিনঃ। গোঽজাশ্বমহিষৈর্হীনা ভক্ষ্যমাণাঃ পরস্পরম্ ॥ ৯ ॥ আশ্রমান্ সম্পরিত্যজ্য পর্য্য-ধাবন্নিতস্ততঃ। ব্রাহ্মণা দুঃখবহুলা মৃতা নষ্টাশ্চ পার্বতি ॥ ১০ ॥ সৃষ্টিরুন্মূলিতা সর্বা জঙ্গমা স্থাব-রাখিলা। এতস্মিন্নন্তরে দেবাঃ শক্রাদ্যা ভয়-বিহ্বলাঃ ॥ ১১ ॥ শরণ্যং শরণং জগ্মুর্দেবদেবং জনার্দনম্। ক্ষীরোদস্যোত্তরে কূলে শ্বেতদ্বীপং মনোরমম্ ॥ ১২ ॥ ব্রহ্মলোকাদিভির্লোকৈরনৌপম্য-

...কুলের সহিত মদীয় লোকে গমন করিয়া থাকে। ...খানে গমন করার পর তাহারা সহস্র সংখ্যক মনোরমা নারী কর্তৃক কল্পকোটিশত কাল যাবৎ ...রতে থাকে। অতঃপর তাহারা বিষ্ণুলোকে গমনপূর্বক তাবৎকাল বাস করত বিবিধ বৈষ্ণবভোগ ...কল দ্বারা সহস্র যুবতী কর্তৃক সেবিত হইয়া সেখান হইতে ব্রহ্মলোকে গমন করে। সেখানে গমন করিয়া বিবিধ ভোগ ভোগ করত পরে পরমপদ লাভ করি...য়া থাকে। কর্কটেশ্বর তীর্থ যাত্রা করিলে দশা-শ্বমেধে যে পুণ্য হয়, তাহা লাভ করা যায়। অতঃপর মেঘনাদেশ্বর-লিঙ্গ-মাহাত্ম্য শ্রবণ কর।৩২—৩৭।

দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২২।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

শ্রীহর বলিলেন,—হে দেবি! যাঁহার দর্শন-মাত্রে সর্বসিদ্ধি লাভ হয়, সেই ত্রয়োবিংশতিতম মেঘনাদেশ্বর-লিঙ্গ-মাহাত্ম্য শ্রবণ কর। হে মহা-দেবি! যোগক্ষেম সুবৃষ্টি, প্রজা, ব্যাধি, মরণ, ও ভয়, এ সমস্তেরই কারণ রাজা। রাজাই সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি, এই যুগচতুষ্টয়। সকলেরই মূল রাজা এবং রাজাই ধর্মের কারণ। হে দেবি! এইলোকে রাজগণ সময়ে সময়ে মদান্ধ, অহঙ্কারী, দুষ্ট, ও বেদ-ব্রাহ্মণ-কণ্টক হইয়া থাকে। হে দেবি! একদা কলি ও দ্বাপরের সন্ধিসময়ে রাজদোষে মহতী দ্বাদশবার্ষিকী অনাবৃষ্টি সঙ্ঘটিত হয়। তখন দেবেন্দ্র প্রতিকূলবর্তী হইয়া বর্ষণ করিতেন না। রাত্র্যন্তে কোথাও মেঘ দৃষ্ট হইত না। তাহাতে নদী সকল সংক্ষিপ্তস্রোতা এবং ক্বচিৎ অন্তর্হিতা হইল। যজ্ঞ, স্বাধ্যায়, বষট্‌কার, মঙ্গল, কৃষি, গোরক্ষা ও বিপণি, সমুদয় তখন পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হইল। নর-গণ অস্থি-চর্মসার হইয়া হাহাকার করিতে লাগিল। নগর সকল শূন্য হইল। গ্রাম ও উপনিবেশ-সমুদয় দগ্ধ হইল। গো, অজ ও মহিষ সকল পরস্পর পরস্পরকে ভক্ষণ করিয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইতে লাগিল। ব্রাহ্মণগণ কেহ কেহ অতি দুঃখে আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন এবং কেহ কেহ বিনষ্ট হইলেন।১—১০ এইরূপে সচরাচর সৃষ্টি উন্মূলিত হইতে লাগিল। এই সময় শক্রাদি দেবগণ ভয়-বিহ্বল হইয়া শরণ্য দেবদেব জনার্দনের শরণ গ্রহণ করিলেন। ক্ষীরোদের উত্তরকূলে মনোহর শ্বেতদ্বীপ। ব্রহ্মলোকাদি

শুণং শুভম্। সদানন্দকরং শান্তং সূর্য্যকোটিসমপ্রভম্ ॥ ১৩ ॥ স্বেচ্ছাকল্পিতবিন্যাসপ্রাসাদশয়নাসনম্। বজ্রেন্দ্রনীলবৈদূর্য্যচন্দ্রকান্তাদিদীপিতম্ ॥ ১৪ ॥ জরামৃত্যুভয়োপেতসর্ব্বব্যাধিবিবর্জ্জিতম্। তস্মিন্ দ্বীপে ততো দেবি সূর্য্যকোটিসমপ্রভম্। সাষ্টাঙ্গাং প্রণতিং কৃত্বা তে দেবাঃ স্তুতিমব্রুবন্ ॥ ১৫ ॥ ভবান্ ব্রহ্মা চ রুদ্রশ্চ মহেন্দ্রো দেবসত্তমঃ। ভবান্ কর্ত্তা বিকর্ত্তা চ লোকানাং প্রভবোহব্যয়ঃ ॥ ১৬ ॥ এবং চ সত্যং পরমং তপশ্চ পরমং তথা। পবিত্রং পরমং মার্গং যজ্ঞস্ত্বং পরমঃ প্রভো ॥ ১৭ ॥ পরং হৌত্রং পরং ধাম ত্বামাহুঃ পুরুষং পরম্। এবং স্তুতস্তদা তৈস্তু দেবদেবো বরাননে ॥ ১৮ ॥ প্রাহ দেবাংস্ততঃ কৃষ্ণঃ কিং করোম্যদ্য বঃ সুরাঃ। বিজ্ঞপ্তস্তৈর্হরির্দেবো হ্যনাবৃষ্ট্যা প্রপীড়িতৈঃ ॥ ১৯ ॥ উপায়ঃ কথ্যতাং দেব তুষ্টিপুষ্টির্যথা ভবেৎ। ধ্যানেন চিন্তয়িত্বা চ কথয়ামাস কেশবঃ ॥ ২০ ॥ গচ্ছধ্বং ত্রিদশাঃ সর্ব্বে মহাকালবনে শুভে। লিঙ্গং বৃষ্টিকরং তত্র পুরা মেঘৈঃ প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ২১ ॥ মেঘা বৃষ্টিকরাঃ সর্ব্বে তস্মিল্লিঙ্গে চ সন্তি বৈ। তস্য লিঙ্গস্য মাহাত্ম্যাদ্বৃষ্টিরেব ভবিষ্যতি ॥ ২২ ॥ প্রতীহারেশ্বরাদেবাদীশানে বিদ্যতে সুরাঃ। তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা বাসুদেবস্য পার্ব্বতি ॥ ২৩ ॥ মহাকালবনে প্রাপ্তা যত্রাস্তে লিঙ্গমুত্তমম্। তুষ্টুবুঃ পরয়া ভক্ত্যা দৃষ্ট্বা দেবং মনোরমম্ ॥ ২৪ ॥ নমস্তেঽস্তু মহেশায় নমোঽনন্তায় মালিনে। নমস্তৈজসমূর্ত্তায় নমঃ সৌন্দর্য্যশালিনে ॥ ২৫ নমো যোগায় বেদায় নমঃ পিঙ্গজটায় তে। অনন্তজ্ঞানদেহায় নম ঈশ্বরমূর্ত্তয়ে ॥ ২৬ ॥ নমঃ শুভ্রাট্টহাসায় নমস্তেঽস্তু শিখণ্ডিনে। শঙ্করায় নমস্তেঽস্তু নমস্তেঽস্তু পিনাকিনে ॥ ২৭ ॥ নমোঽনন্তকায় ভব্যায় ত্র্যম্বকায়াস্তু তে নমঃ। নমস্তে বহুরূপায় নমস্তেঽচিন্ত্যমূর্ত্তয়ে ॥ নমো যোগশরীরায় নমস্তে সর্ব্ব সর্ব্বদা। নষ্টং দেব জগৎসর্ব্বমনাবৃষ্ট্যা প্রপীড়িতম্ ॥ ২৯ ॥ সুবৃষ্ট্যা দেবদেবেশ পাহি নঃ শরণাগতান্। এতস্মিন্নন্তরে মেঘা পার্ব্বণাঙ্গারবর্চ্চসঃ ॥ ৩০ ॥ লিঙ্গমধ্যাৎ সমুত্তস্থুর্নাদয়ন্তো নভস্তলম্। অন্যোন্যবেগাভিহতা ববর্ষুর্ভূতলে তদা ॥ ৩১ ॥ জাতং বিনিষ্প্রভং সর্ব্বং ন প্রাজ্ঞায়ত কিঞ্চন। তিমিরৌঘপরিক্ষিপ্তা রেজুশ্চাথ

লোকসমূহ তাহার উপমাস্থানীয় নহে। ঐ দ্বীপ মঙ্গলময়, সদানন্দকর ও কোটিসূর্য্যনিভ। শ্বেতদ্বীপের প্রাসাদ-শয়নাসনাদি স্বেচ্ছাকল্পিত। সেই দ্বীপ বজ্র, ইন্দ্রনীল ও চন্দ্রকান্ত মণিনিচয় দ্বারা প্রদীপিত। সেখানে জরা ও মৃত্যুভয় নাই এবং ব্যাধিভয়ও তথায় বিরল। হে দেবি! ঐ সূর্য্যসঙ্কাশ দ্বীপে দেবগণ উপস্থিত হইয়া জনার্দ্দনকে সাষ্টাঙ্গ প্রণতিপূর্ব্বক এই বলিয়া স্তব করিতে লাগিলেন,—হে দেব! আপনি ব্রহ্মা, রুদ্র, মহেন্দ্র, দেবসত্তম, কর্ত্তা, বিকর্ত্তা, লোকপ্রভব, অব্যয়, সত্য, পরম তপ, পবিত্র পরম মার্গ, যজ্ঞ, পরম হৌত্র, এবং পরম ধাম। হে দেবি! জনার্দ্দন তখন এইরূপে স্তুত হইয়া বলিলেন,—হে সুরগণ! আমি তোমাদের কি উপকার করিব—তাহা বল? তখন দেবগণ বলিলেন,—হে দেব! আমরা অনাবৃষ্টি দ্বারা পীড়িত হইতেছি। আপনি ইহার প্রতিকার করুন। এবং যাহাতে আমাদের তুষ্টি ও পুষ্টি হয়, তাহা বলুন। জনার্দ্দন তখন ধ্যানাবলম্বনে চিন্তিত হইয়া বলিলেন,—হে দেবগণ! তোমরা শুভ মহাকালবনে গমন কর। পূর্ব্বে ঐ স্থানে মেঘকর্ত্তৃক বৃষ্টিদায়ক লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ঐ লিঙ্গে বৃষ্টিপ্রদায়ক মেঘ সকল বিরাজিত আছে; ঐ লিঙ্গমাহাত্ম্যে বৃষ্টি হইবে। ১১—২২। ঐ লিঙ্গ প্রতীহারেশ্বর লিঙ্গের ঈশানকোণে অবস্থিত। হে পার্ব্বতি! সুরগণ তখন বাসুদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাকালবনে—যেখানে লিঙ্গ বিরাজ করিতেছেন, সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া দেবদর্শনপূর্ব্বক ভক্তিসহকারে এই বলিয়া স্তব করিতে লাগিলেন,—হে মহেশ, অনন্ত, মালাধারিন, তেজোমূর্ত্তে, সৌন্দর্য্যশালিন! আপনাকে নমস্কার। হে দেব! আপনি যোগ, বেদ, পিঙ্গজট, অনন্তজ্ঞানদেহ, ও ঈশ্বরমূর্ত্তি, আপনাকে নমস্কার। হে দেব! আপনি শুভ্রাট্টহাস, শিখণ্ডী, শঙ্কর ও পিনাকী, আপনাকে নমস্কার। হে দেব! আপনি অনন্ত ভব্য, ত্র্যম্বক, বহুরূপ, অচিন্ত্যমূর্ত্তি, ও যোগশরীর, আপনাকে ভূয়োভূয় নমস্কার। হে দেব! অনাবৃষ্টিতে এই জগৎ প্রপীড়িত হইতেছে; আপনি সুবৃষ্টি দ্বারা এই শরণাগত জনগণকে পালন করুন। এইরূপ স্তব করিতে থাকিলে ঐ লিঙ্গ মধ্য হইতে পার্ব্বণাঙ্গারসদৃশ মেঘনিচয় উত্থিত হইয়া গম্ভীরগর্জ্জনে নভস্তল নিনাদিত করিতে লাগিল এবং পরস্পরের বেগে পরস্পর অভিহত হইয়া ভূতলে বর্ষণ করিতে লাগিল। তখন সমস্ত নিষ্প্রভ হইয়া পড়িল; কিছুই দৃষ্ট

দিশো দশ ॥ ৩২ ॥ তে তস্য দেবদেবস্য মাহাত্ম্যেন প্রতোষিতাঃ। দেবাঃ প্রীতিং পরাং জগ্মুঃ সর্ব্বে-ঽমৃতমিবোত্তমাঃ ॥ ৩৩ ॥ ততস্তমঃ সংহৃতস্তো বিনেশুশ্চ বলাহকাঃ। প্রববুঃ শীতলা বাতাঃ প্রশান্তাশ্চ দিশো দশ ॥৩৪॥ শুদ্ধপ্রভাণি জ্যোতীংষি সোমং চক্রুঃ প্রদক্ষিণাম্। অবিগ্রহং গ্রহাশ্চক্রুঃ প্রশান্তাশ্চাপি সিন্ধবঃ ॥ ৩৫ ॥ মহর্ষয়ো বিশোকাশ্চ গন্ধর্ব্বাশ্চ কলং জগুঃ। অভূৎ সৃষ্টিঃ পুনঃ সর্ব্বা লিঙ্গস্যাস্য প্রভাবতঃ ॥ ৩৬ ॥ সুরৈঃ সম্পূজ্য ভক্ত্যা তে চক্রুর্নাম যথার্থতঃ। অস্য লিঙ্গস্য মাহাত্ম্যং দৃষ্ট্বা প্রীতাঃ সুরা বহু ॥ ৩৭ ॥ মেঘনাদে-শ্বরঃ নাম ভবিষ্যত্যস্য সর্ব্বতঃ। মেঘনাদেশ্বরা-খ্যানং ময়া তে কথিতং প্রিয়ে ॥ ৩৮ ॥ ভবিষ্যন্তি নরা ভূমৌ কৃতার্থাস্তৎপ্রভাবতঃ। দর্শনাদস্য লিঙ্গস্য কামবৃষ্টির্ভবিষ্যতি ॥ ৩৯ ॥ কল্পকোটিসহ-স্রাণি কল্পকোটিশতানি চ। কুর্ব্বন্ লিঙ্গস্য স্নপনং রুদ্রলোকে মহীয়তে ॥ ৪০ ॥ প্রভাবঃ পঠ্যতে যত্র মেঘনাদস্য পার্ব্বতি। অতিবৃষ্টিশ্চৈব তত্র ভবি-ষ্যতি চ ভূতলে ॥ ৪১ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে মেঘনাদেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৩ ॥

চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। মহালয়ং মহাভাগে চতুর্ব্বিংশ-তিকং শুভম্। ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ॥ ১ ॥ উৎপাদিতং ধৃতং ব্যাপ্তং ত্বয়া দেব ময়া শ্রুতম্। ত্বয়ৈকেন বিশুদ্ধেন সর্ব্বগেন মহাত্মনা ॥ ২ ॥ অত্যর্থং মুনয়ঃ সর্ব্বে মুদিতা মৌনিনোঽব্যয়াঃ। বদন্তি কারণং চাস্য ত্রৈলোক্যস্য মহেশ্বর ॥ ৩ ॥ ত্বয়া সর্ব্বমিদং সৃষ্টং ত্রৈলোক্যং ভূর্ভুবাদিকম্। উৎপাদ্যমানমুৎপন্নং প্রলীয়চ্চ সহস্রশঃ ॥ ৪ ॥ দেবদানবগন্ধর্ব্বমুনিচারণভোগি-নাম্। উৎপত্তিস্থিতিসংহারাস্ত্বয়া দৃষ্টা মুহুর্মুহুঃ ॥ ৫ ॥ জগচ্চরাচরং দেব কুত্র স্থিত্বা সৃজস্যলম্। লীলয়া সংহরস্যেতৎ প্রসাদাদ্বক্তুমর্হসি ॥ ৬ ॥ কোঽসৌ মহালয়ো রৌদ্রগ্রহরূপী ব্যবস্থিতঃ। যস্মিন্ ধৃতং ত্বয়া সর্ব্বং ত্রৈলোক্যং ভূর্ভুবাদিকম্ ॥ ৭ ॥ ইতি

হইল না। তিমির-লিপ্ত হইয়াই যেন দশ-দিক্ অন্ধকার হইয়া আসিল! তখন দেবগণ লিঙ্গ-মাহাত্ম্যে তোষিত হইয়া অমৃতবৎ প্রীতি লাভ করি-লেন। অনন্তর বলাহকনিচয় তম, সংহার করত বিনাশ প্রাপ্ত হইলে তখন শীতল বায়ু প্রবাহিত হইল। জ্যোতিষ্কগণ বিমলপ্রভ হইয়া নিশানাথকে প্রদক্ষিণ করিল। গ্রহগণ অবিগ্রহ ও সিন্ধু প্রশান্ত হইল। মহর্ষিগণ শোক-শূন্য ও গন্ধর্ব্বগণ কলস্বরে গান তৎপর লাগিল। লিঙ্গপ্রভাবে পুনরায় সৃষ্টি হইল। সুরগণ অর্চ্চনাপূর্ব্বক তাঁহার নাম করণ করিলেন। তাঁহারা লিঙ্গমাহাত্ম্য দর্শনপূর্ব্বক প্রীত হইয়া লিঙ্গকে মেঘনাদেশ্বর নাম প্রদান করিলেন। হে প্রিয়ে! এই আমি তোমার নিকট মেঘনাদেশ্বরের আখ্যান কীর্ত্তন করিলাম। লিঙ্গপ্রভাবে ভূতলে নরগণ কৃতার্থ হইল। ঐ লিঙ্গ দর্শন করিবামাত্র কল্পকোটি সহস্র বৎসর এবং কল্পকোটি-শতবৎসর যথেচ্ছ বৃষ্টি হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ঐ লিঙ্গকে স্নান করায়, সে রুদ্রলোকে পূজিত হইয়া থাকে। হে পার্ব্বতি! যেখানে মেঘনাদলিঙ্গের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হয়, সেখানে অতিবৃষ্টি হইয়া থাকে। ২৩—৪১।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৩।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে মহাভাগে! মহালয়েশ্বর নামক চতুর্ব্বিংশতিতম লিঙ্গের বিবরণ শ্রবণ কর। হে দেবি! তুমি আমায় পূর্ব্বে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে যে, হে দেব! আমি শুনিয়াছি যে, আপনিই বিশুদ্ধ সর্ব্বগ ও মহান্ আত্মা; আপনি ব্রহ্মাদিস্তম্বাদি পর্য্যন্ত সচরাচর জগৎ উৎপাদন করেন, আপনিই ধারণ করেন এবং আপনিই এই ত্রৈলোক্যে ব্যাপ্ত থাকেন। হে মহেশ্বর। মুনিগণ আপনাকেই এই ত্রৈলোক্যের কারণ বলিয়া থাকেন। হে দেব! আপনিই ভূর্ভুবাদি এই সমুদয় ত্রৈলোক্য সৃষ্টি করিয়াছেন এবং আপনাতেই সমগ্র বিশ্ব উৎপদ্যমান হইতেছে ও হইয়া থাকে, আবার আপনাতেই ইহা প্রলীন হয়। দেব দানব, গন্ধর্ব্ব, মুনি, চারণ ও ভোগী, এতৎসমুদয়েরই উৎপত্তি, স্থিতি, লয়, মুহুর্মুহু আপনাতেই হইয়া থাকে। হে দেব! আপনি কোথায় অবস্থিত থাকিয়া এই চরাচর জগৎ সৃজন ও সংহার করিতে সমর্থ হন? অনুগ্রহপূর্ব্বক আপনি তাহা বলুন।১—৬। হে দেব! যাহাতে আপনি এই ভূর্ভুবাদি ত্রৈলোক্য নিহিত রাখিয়াছেন, সেই

পৃষ্টস্ত্বয়া দেবি ময়া তে কথিতং পুরা। ইদানীং কথয়িষ্যামি শৃণুষ্বৈকাগ্রমানসা ॥ ৮ ॥ পৃথিব্যাদীনি ভূতানি মহাকালবনে প্রিয়ে। ধৃতানি প্রলয়স্যান্তে একোদ্দেশে মহালয়ে ॥ ৯ ॥ ব্রহ্মলোকাদিভির্লোকৈ-রনৌপম্যগুণং শুভম্। স্থানং মহালয়ং তত্র মমানন্দকরং পরম্ ॥ ১০ ॥ পরং ব্রহ্মময়ং লিঙ্গং তত্র তিষ্ঠতি সর্ব্বদা। তস্য লিঙ্গস্য মধ্যে তু ধৃতং কৃৎস্নং চরাচরম্ ॥ ১১ ॥ তত্র ব্রহ্মাদয়ো দেবা বিষ্ণুস্তত্রৈব সংস্থিতঃ। লিঙ্গস্যাভ্যন্তরে দেবি সর্ব্বমেবাধিতিষ্ঠতি। তস্মাল্লিঙ্গাৎ সমুৎপন্নো মহা-নাত্মা মহামতিঃ ॥ ১২ ॥ ভূতাদিশ্চাপ্যহঙ্কারো বিষ্ণুঃ শম্ভুশ্চ পার্ব্বতি। বুদ্ধিঃ প্রজ্ঞা ধৃতিঃ খ্যাতিঃ স্মৃতির্লজ্জা সরস্বতী ॥ ১৩ ॥ সর্ব্বতঃপাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্। সর্ব্বতঃশ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ ১৪ ॥ অস্মাদ্ভূতানি লিঙ্গানি মহাভূতানি পঞ্চ বৈ। পৃথিবী বায়ুরাকাশ মাপো জ্যোতিঃ প্রলীয়তে ॥ ১৫ ॥ স্থলমাপ-স্তথাকাশং জন্ম চাপি চতুর্ব্বিধম্। অণ্ড-জোদ্ভিজ্জকং সস্বেদং জরায়ুজমথাপি বা ॥ ১৬ ॥

চতুর্দ্ধা জন্মচিহ্নং যল্লিঙ্গেঽস্মিন্নেব লক্ষ্যতে। তপঃ কর্ম্ম চ পুণ্যঞ্চ ব্রতং দানং তথৈব চ ॥ ১৭ ॥ রজঃ সত্ত্বং তমোভাবস্তস্মাল্লিঙ্গাচ্চ জায়তে। তস্মিং-স্তচ্ছ্রূয়তে সত্যং জ্যোতির্ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥ ১৮ ॥ অব্যক্তকারণং সূক্ষ্মং যত্তৎসদসদাত্মকম্। যস্মাৎ পিতামহো জজ্ঞে প্রভুরেকঃ প্রজাপতিঃ ॥ ১৯ ॥ বিশ্বে-দেবাস্তথাদিত্যা বসবোঽথাশ্বিনাবপি। যক্ষাঃ সাধ্যাঃ পিশাচাশ্চ গুহ্যকাঃ পিতরস্তথা ॥ ২০ ॥ আপো দ্যৌঃ পৃথিবী বায়ুরন্তরিক্ষং দিশস্তথা। সংবৎ-সরর্ত্তবো মাসাঃ পক্ষাহোরাত্রয়স্তথা ॥ ২১ ॥ যচ্চান্য-দপি তৎসর্ব্বং সম্ভূতং লোকসাক্ষিকম্। যদিদং দৃশ্যতে কিঞ্চিত্তস্যান্তে চ প্রলীয়তে ॥ ২২ ॥ অতো মহালয়োনাম বিখ্যাতো ভুবনত্রয়ে। মুক্তীশ্বরস্য দেবস্য দক্ষিণে সংব্যবস্থিতঃ ॥ ২৩ ॥ যঃ পূজয়ে-ল্লিঙ্গং রুদ্রমূর্ত্তিং মহালয়ম্। ত্রৈলোক্যবিজয়ী নিত্যং কীর্ত্তিমান্ স নরো ভবেৎ ॥ ২৪ ॥ মহালয়ে-শ্বরে পুণ্যে পূজিতে পরমেশ্বরে। ভক্ত্যা পরময়া চৈব সর্ব্বে দেবাঃ সুপূজিতাঃ। ভবন্তীহ মহাভাগে যত্নৈস্তৈরপি পূজ্যতে ॥ ২৫ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে মহালয়েশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

যোত্র প্রহররূপী মহালয় কোথায় অবস্থিত? হে দেবি! পূর্ব্বে তুমি আমায় এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে আমি তোমায় যাহা বলিয়াছিলাম, ইদানীং তাহা বলিতেছি, একাগ্রমনে শ্রবণ কর,—হে প্রিয়ে! প্রলয় কালে আমি পৃথিব্যাদি ভূত সকল মহাকালবনস্থ মহালয়ের একদেশে ধারণ করিয়া রাখি। ঐ স্থান ব্রহ্মলোকাদি হইতেও উৎকৃষ্ট গুণ-সম্পন্ন এবং মমানন্দকর। ঐ স্থানে পরম ব্রহ্মময় লিঙ্গ বিরাজিত। ঐ লিঙ্গমধ্যে সমস্ত চরাচর ধৃত হয়। ঐ লিঙ্গেই ব্রহ্মাদি দেবগণ ও বিষ্ণু অবস্থিত আছেন। হে দেবি! লিঙ্গ মধ্যেই সমস্ত বিরাজিত। ঐ লিঙ্গ হইতেই মহামতি মহান্ আত্মা উৎপন্ন হইয়াছেন এবং উহা হইতেই ভূতাদি, অহঙ্কার, বিষ্ণু, শম্ভু, বুদ্ধি, প্রজ্ঞা, ধৃতি, খ্যাতি, স্মৃতি, লজ্জা, সরস্বতী উৎপন্ন হইয়াছেন। ঐ লিঙ্গের চতুর্দ্দিকেই পাণি-পাদ এবং চতুর্দ্দিকেই অক্ষি, শির, মুখ, বিদ্যমান! লিঙ্গের সর্ব্বদিকেই শ্রুতি বিরাজিত এবং তিনি সমস্ত জগৎ আবৃত করিয়া অবস্থিত। তাঁহা-তেই ভূতগণ ও কারণীভূত মহাভূত—পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল ও জ্যোতি, এই সমুদয়ই প্রলীন হইয়া থাকে। স্থল, জল, আকাশ, চতুর্ব্বিধ সৃষ্টি—অণ্ডজ, উদ্ভিজ্জ, স্বেদজ ও জরায়ুজ প্রভৃতি, এ সমুদয়ই এই লিঙ্গে লক্ষিত হইয়া থাকে। তপ, কর্ম্ম, পুণ্য, ব্রত, দান, সত্ত্ব, রজ, তম, এতৎসমস্তও ঐ লিঙ্গ হইতে জন্মিয়া থাকে। অব্যক্ত সূক্ষ্ম কারণ সদসদাত্মক পরম জ্যোতি সনাতন ব্রহ্ম—যাঁহা হইতে পিতামহ ব্রহ্মা প্রজাপতি জন্ম গ্রহণ করেন, তিনিও ঐ লিঙ্গে উদ্ভূত হইয়া থাকেন। বিশ্বেদেব, আদিত্য, বসু, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, যক্ষ, সাধ্য, পিশাচ, গুহ্যক, পিতৃগণ, জল, দিব পৃথিবী, বায়ু, অন্তরীক্ষ, দিক, সংবৎসর, মা অহোরাত্র, এবং অন্য যাহা কিছু দৃষ্ট সমস্তই ঐ লিঙ্গে প্রলীন হইয়া থাকে। ঐ লিঙ্গ মহালয় নামে ভুবনত্রয়ে বিখ্যাত এই লিঙ্গ মুক্তীশ্বর দেবের দক্ষিণে অং যে ব্যক্তি রুদ্রমূর্ত্তি ঐ মহালয়লিঙ্গের আরাধনা করে, সে ত্রৈলোক্যবিজয়ী ও কীর্ত্তিমান হয়। ভক্তিপূর্ব্বক মহালয়েশ্বর লিঙ্গ পূজিত হইলে সকল দেবতাই পূজিত হন, কারণ, দেবগণও তাহারা পূজা করিয়া থাকেন। ৭—২৫।

চতুর্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৪।

পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীহর উবাচ। পঞ্চবিংশতিকং দেবং বিদ্ধি মুক্তীশ্বরং প্রিয়ে। যস্য দর্শনমাত্রেণ মুক্তির্ভবতি পার্ব্বতি ॥ ১ ॥ পুরা রাথন্তরে কল্পে বভূব দ্বিজসত্তমঃ। মুক্তির্নাম মহাভাগো সংশিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ২ ॥ মহাকালসমীপে তু মুক্তিলিঙ্গমনুত্তমম্। মহাকালবনে রম্যে তত্রাস্তে যোগতৎপরঃ ॥ ৩ ॥ তত্তপ্যেপে জিতাহারো বৎসরাণি ত্রয়োদশ। কদাচিৎ সোঽভিষেকায় আজগাম মহানদীম্ ॥ ৪ ॥ শিপ্রাং বিপ্রপ্রিয়াং পুণ্যাং মহাপাতকনাশিনীম্। তত্র স্নাত্বা জপন বিপ্রো দদর্শায়ান্তমগ্রতঃ ॥ ৫ ॥ ব্যাধং মহাধনুষ্পাণিং রক্তনেত্রং সুভীষণম্। বদন্তং হন্তুকামং বৈ বল্কলানাং জিঘৃক্ষয়া ॥ ৬ ॥ তং দৃষ্ট্বা স্খলিতো বিপ্রো ব্রহ্মঘ্নস্য ভয়ার্দিতঃ। ধ্যায়ন্নারায়ণং দেবং তস্থৌ তত্রৈব স দ্বিজঃ ॥ ৭ ॥ সং দৃষ্ট্বাগ্রে হরিং ব্যাধো ভীত ইবাগতঃ। বিহায় সশরং চাপং ততো বচনমব্রবীৎ ॥ ৮ ॥ ব্যাধ উবাচ। হন্তুমিচ্ছুরহং ব্রহ্মন ভবন্তমিহাগতঃ। ইদানীং সা গতা বুদ্ধিস্তাং দৃষ্ট্বৈব মহাপ্রভম্ ॥ ৯ ॥ ব্রাহ্মণানাং সহস্রাণি স্ত্রীণামযুতশস্তথা। নিহতানি ময়া ব্রহ্মন্ বৃত্তিহেতোঃ কুটুম্বিনা ॥ ১০ ॥ ন চ মে ব্যথিতং চিত্তং কদাচিদপি জায়তে। ইদানীং তপ্তুমিচ্ছামি তপোঽহং ত্বৎসমীপতঃ ॥ ১১ ॥ উপদেশপ্রদানেন প্রসাদং কর্ত্তুমর্হসি। এবমুক্তো হ্যসৌ বিপ্রো নোত্তরং প্রত্যপদ্যত ॥ ১২ ॥ ব্রহ্মহা পাপকর্ম্মেতি মত্বা ব্রাহ্মণপুঙ্গবঃ। অনুক্তোঽপি সধর্ম্মজ্ঞ ব্যাধস্তত্রৈব তস্থিবান্ ॥ ১৩ ॥ স্নাত্বা সদ্যঃ সমায়াতো মুক্তিলিঙ্গসমীপতঃ। দ্বিজেন সহিতো দেবি দৃষ্ট্বা দেবং সনাতনম্ ॥ ১৪ ॥ তৎক্ষণাদ্দিব্যদেহস্তু তস্মিন্ লিঙ্গে লয়ং গতঃ। দৃষ্ট্বা তন্মহদাশ্চর্য্যং মুক্তিবিপ্রো নিজান্তরে। চিন্তয়ামাস সহসা মুক্তিঃ প্রাপ্তা বরাননে ॥ ১৫ ॥ ব্যাধেন পাপযুক্তেন সমাধিরহিতেন চ। ময়া পুনঃ সমাচীর্ণং তপঃ পরমদুষ্করম্ ॥ ১৬ ॥ ন প্রাপ্তা পরমা মূর্ত্তির্মুক্তির্নৈব চ লভ্যতে। এবং স চিন্তয়িত্বাথ বৈরাগ্যাদ্ব্রাহ্মণর্ষভঃ। অন্তর্জলগতো ভূত্বা চচার বিপুলং তপঃ ॥ ১৭ ॥ কস্যচিত্ত্বথ কালস্য তাং

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

শ্রীহর বলিলেন,—হে পার্ব্বতি! যাহার দর্শন মাত্রে সদ্য মুক্তিলাভ হইয়া থাকে, আমি সেই পঞ্চবিংশতিতম লিঙ্গ মুক্তীশ্বর দেবের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর,—হে দেবি। পূর্ব্বে রথন্তর কল্পে মুক্তিনামক এক দ্বিজসত্তম ছিলেন। তিনি সংশিতাত্মা ও জিতেন্দ্রিয় ছিলেন। রম্য মহাকালবনে মহাকালের সমীপে মুক্তিলিঙ্গ অবস্থিত। ঐ মুক্তিলিঙ্গের নিকট জিতাহার দ্বিজসত্তম মুক্তি ত্রয়োদশ বর্ষ তপস্যা করেন। এক দিন তিনি স্নানার্থ মহাপাতক নাশিনী মহানদী শিপ্রায় আগমন করেন। তিনি স্নান ও জপ সমাপনান্তে এক আরক্তনেত্র ভীষণ ধনুষ্পাণি ব্যাধকে নিরীক্ষণ করিলেন। ঐ ব্যাধ বলিল,—আমি বল্কলের নিমিত্ত তোমাকে নিহত করিব। বিপ্র তখন ঐ ব্রহ্মঘাতী ব্যাধের ভয়ঙ্কর বাক্য শ্রবণ করিয়া সভয়ে নারায়ণকে ধ্যান করিতে লাগিলেন। ব্যাধ তখন সম্মুখে বিপ্রাগত হরিকে দর্শন করিয়া সশর ধনু পরিত্যাগপূর্ব্বক বলিল,—হে ব্রহ্মন্! আমি আপনাকে নিহত করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম। অধুনা আপনাকে মহাপ্রভ দর্শন করায় আমার জ্ঞান জন্মিল। হে ব্রহ্মন্। আমি কুটুম্ব প্রতিপালনের জন্য সহস্র ব্রাহ্মণ ও অযুত স্ত্রী নিহত করিয়াছি। কিন্তু কখনও আমার চিত্ত ব্যথিত হয় নাই, আজ আপনাকে দর্শন করিয়া আপনার নিকট আমার তপস্যা করিতে ইচ্ছা হইতেছে। উপদেশ প্রদান করিয়া আপনি আমায় দয়া করুন। ব্যাধ এই সকল কথা বলিলেও বিপ্র উহাকে ব্রহ্মঘাতী পাপ কর্ম্মজ্ঞানে কোন উত্তর প্রদান করিলেন না। তিনি কোনরূপ উত্তর প্রদান না করিলেও ব্যাধ ঐ স্থানেই উপবিষ্ট থাকিল এবং ক্ষণকাল পরে সে স্নান করিয়া আসিয়া ব্রাহ্মণের সহিত তৎ-সমীপবর্ত্তী মুক্তিলিঙ্গেশ্বর দর্শন করিল। দর্শন করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ সে দিব্যদেহ হইয়া ঐ লিঙ্গে লয়প্রাপ্ত হইল। হে বরাননে। তখন বিপ্র আশ্চর্য্য-জনক মুক্তিপ্রাপ্তি দর্শন করিয়া চিন্তা করিলেন,—এই ব্যাধ পাপী ও সমাধি-রহিত হইয়া মুক্তিলাভ করিল। আর আমি পরম দুষ্কর তপ আচরণ করিয়াছি; কিন্তু ঐরূপ দিব্য মূর্ত্তি ও মুক্তি লাভ করিতে পারিলাম না। এইরূপ চিন্তা করিয়া বৈরাগ্যবশতঃ ব্রাহ্মণর্ষভ জলমধ্যস্থ হইয়া বিপুল তপস্যা করিতে লাগিলেন।১-১৭।

নদীমগমৎ কিল। ব্যাঘ্রো বভুক্ষিতঃ সাধ্বি তং বিহন্তুং সমুদ্যতঃ ॥১৮॥ অন্তর্জলচরং বিপ্রং যাবদ্ব্যাঘ্রো জিঘৃক্ষতি। নমো নারায়ণায়েতি তাবদ্বাক্যং দ্বিজোঽব্রবীৎ ॥ ১৯ ॥ ব্যাঘ্রেণাপি শ্রুতো মন্ত্রোঽজহাৎ প্রাণাংশ্চ তৎক্ষণাৎ। দিব্যাম্বরধরো দেবি দিব্যাভরণভূষিতঃ। দিব্যালঙ্কারশোভাঢ্যঃ পুরুষশ্চাভবৎ শুভঃ ॥ ২০ ॥ সোঽব্রবীদ্যামি তং দেশং যত্র বিষ্ণুঃ সনাতনঃ। ত্বৎপ্রসাদাদ্দ্বিজশ্রেষ্ঠ মুক্তো শাপান্নিরাময়ঃ ॥ ২১ ॥ ইত্যুক্তে ব্রাহ্মণঃ প্রাহ কোঽসি ত্বং পুরুষর্ষভ। সোঽব্রবীদস্মি রাজেন্দ্রঃ প্রতাপী পূর্ব্বজন্মনি ॥ ২২ ॥ দীর্ঘবাহুরিতি খ্যাতঃ সর্ব্বধর্ম্মবিশারদঃ। অহং জানামি বেদাংশ্চ শাস্ত্রাণি বিবিধানি চ ॥ ২৩ ॥ শুভাশুভমহং বেদ্মি সর্ব্বজ্ঞোঽহং মহীতলে। ব্রাহ্মণৈর্নৈব মে কার্য্যং কিং বস্তু ব্রহ্মণা ইতি ॥ ২৪ ॥ তস্মৈকস্মিন্ দিনে বিপ্রাঃ সর্ব্বে ক্রোধসমন্বিতাঃ। দদুঃ শাপং দুরাধর্ষং ক্রূরো ব্যাঘ্রো ভবিষ্যতি ॥ ২৫ ॥ অপমানেন বিপ্রাণাং মাংসাহারী ভয়াবহঃ। সঞ্জাতোঽস্মি দ্বিজশ্রেষ্ঠ পশ্য কালবিপর্য্যয়ে ॥ ২৬ ॥ ইত্যুক্তোঽহং পুরা তৈস্তু ব্রাহ্মণৈর্বেদপারগৈঃ। দুর্দ্ধর্ষোঽয়ং ময়া প্রাপ্তো ব্রহ্মশাপো দ্বিজর্ষভ ॥ ২৭ ॥ ততস্তে ব্রাহ্মণাঃ সর্ব্বে প্রণিপত্য ময়া মুনে। প্রসাদিতাভৃশং বিপ্র তদা গদ্গদয়া গিরা ॥ ২৮ ॥ জানামি তেজো বিপ্রাণাং মহাভাগ্যঞ্চ ধীমতাম্। অপেয়ঃ সাগরঃ ক্রোধাৎ কৃতো বৈর্লবণোদকঃ ॥ ২৯ ॥ তথৈব দীপ্ততপসাং মুনীনাং ভাবিতাত্মনাম্। যেষাং ক্রোধাগ্নিরদ্যাপি কণ্ডকে নোপশাম্যতি ॥ ৩০ ॥ ব্রাহ্মণানাং পরীভাবাদ্বাতাপিশ্চ দুরাত্মবান্। অগস্তিমৃষিমাসাদ্য জীর্ণঃ ক্রূরো মহাসুরঃ ॥ ৩১ ॥ সর্ব্বভক্ষঃ কৃতো বহ্নির্ভৃগুণা কারণান্তরে। গৌতমেন পুরা শক্রঃ স সহস্রভগঃ কৃতঃ ॥ ৩২ ॥ দশধা কেশবো জজ্ঞে ব্রহ্মশাপাৎ সুদুস্তরাৎ। প্রসন্নৈর্ব্বালখিল্যৈশ্চ পক্ষীন্দ্রো গরুড়ঃ কৃতঃ ॥ ৩৩ ॥ অশ্বিনৌ দেবভিষজৌ চ্যবনেন মহাত্মনা। বিষ্টম্ভয়িত্বা কুলিশং কৃতৌ তৌ সোমপায়িনৌ ॥ ৩৪ ॥ কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনেনৈব বাহুনাঞ্চ সহস্রকম্। দত্তাত্রেয়প্রসাদেন প্রাপ্তং পরমদুর্লভম্ ॥ ৩৫ ॥ পুরা সেন্দ্রা বশিষ্ঠেন রক্ষিতাস্ত্রিদিবৌকসঃ। ব্রাহ্মণপ্রভবং

একদা এক বুভুক্ষিত ব্যাঘ্র জলপানার্থ ঐ নদীতীরে আগমন করিয়া বিপ্রকে নিহত করিবার জন্য উদ্যত হইল। ব্যাঘ্র জলমধ্যস্থিত ব্রাহ্মণকে যেমন ধরিতে যাইবে, অমনি ব্রাহ্মণ তখন "নমো নারায়ণায়" এই মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন। ব্যাঘ্র ঐ মন্ত্র শ্রবণ করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া দিব্যাম্বরধর দিব্যাভরণ-ভূষিত এক রমণীয় পুরুষ মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক বলিল, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! [illegible] লাভ করিলাম, অধুনা আমি যেখানে সনাতন বিষ্ণু বিরাজিত, সেই অনাময় লোকে গমন করিব। ঐ পুরুষ এইকথা বলিলে তখন ব্রাহ্মণ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে পুরুষর্ষভ! আপনি কে? তখন ঐ পুরুষ বলিল,—হে ব্রাহ্মণ! আমি পূর্ব্বজন্মে দীর্ঘবাহু নামে এক প্রতাপী সর্ব্বধর্ম্ম-বিশারদ রাজা ছিলাম। আমি বেদ, বিবিধ শাস্ত্র, ও শুভাশুভ যাবতীয় বিষয় অবগত আছি, আমাকে আপনি সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া জানিবেন। আমার ব্রাহ্মণ দ্বারা কার্য্য নাই; ব্রাহ্মণ অতি কুৎসিত বস্তু। আমার এইরূপ ধারণা হইলে তাঁহারা এক দিন ক্রোধে সমন্বিত হইয়া আমায় 'ক্রূর ব্যাঘ্র হ' বলিয়া শাপ প্রদান করেন। হে দ্বিজবর! আমি বিপ্রাবমাননায় শাপ-প্রভাবে ভয়াবহ মাংসাহারী হইলাম; এখন আমার কালবিপর্য্যয় উপস্থিত হইয়াছে। হে দ্বিজর্ষভ! আমি পূর্ব্বে বেদপারগ ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক এইরূপ দুর্দ্ধর্ষ শাপ প্রাপ্ত হইয়া প্রণামপূর্ব্বক গদগদ বাক্যে তাঁহাদিগকে প্রসাদিত করিলাম। এজন্য আমি ধীমান বিপ্রগণের ভাগ্য ও তেজের বিষয় অবগত আছি। তাঁহারা ক্রোধে সাগর জল লবণাক্ত করিয়া অপেয় করিয়াছিলেন তাঁহাদের ক্রোধাগ্নি অদ্যাপি কণ্ডকে বিরাজিত রহিয়াছে; উপশান্ত হয় নাই। তাঁহাদের মধ্যে মহর্ষি অগস্তি দুরাত্মা ক্রূর মহাসুর বাতাপিকে জীর্ণ করিয়াছিলেন। ভৃগু বহ্নিকে সর্ব্বভক্ষ এবং গৌতম শক্রকে সহস্রভগ করেন। সুদুস্তর ব্রহ্মশাপ হইতেই কেশবকে দশধা জন্মগ্রহণ করিতে হইয়াছিল। বালখিল্যগণ প্রসন্ন হইয়া পক্ষীন্দ্র গরুড়কে উৎপাদন করেন। মহাত্মা চ্যবন ইন্দ্রবজ্রকে প্রতিহত করিয়া দেবভিষক্ অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে সোমপায়ী করেন। ভগবান্ দত্তাত্রেয়ের প্রসাদে কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন সহস্র বাহু লাভ করিয়াছিলেন ।১৮—৩৫। পূর্ব্বে ইন্দ্রাদি দেবগণ বসিষ্ঠ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়াছিলেন। সৌখ্য, কীর্ত্তি,

সৌখ্যং কীর্ত্তিরায়ুর্যশো বলম্॥ ৩৬॥ লোক শ্বরাশ্চৈব সর্ব্বে ব্রাহ্মণপূর্ব্বকাঃ। এতে হি সোমরাজান ঈশ্বরাঃ সুখদুঃখয়োঃ॥ ৩৭॥ ভস্মীকুর্য্যুর্জ্জগদিদং ক্রুদ্ধাঃ প্রত্যক্ষদর্শনাঃ। প্রভাবা বহবশ্চাপি শ্রূয়ন্তে ব্রহ্মবাদিনাম্॥ ৩৮॥ ক্রোধশ্চ বিপুলঃ সদ্যঃ সদ্যঃ প্রত্যয়কারকঃ। অহং কোপাদ্দ্বিজেন্দ্রাণাং গতো নিরয়যাতনাম্॥ ৩৯॥ নিত্যং ক্রোধাচ্ছ্রিয়ং রক্ষেদ্ধনং রক্ষেৎ সমৎসরাৎ। বিদ্যাং মানাপমানাভ্যামাত্মানং তু প্রমাদতঃ॥ ৪০॥ ময়াজ্ঞানাৎ কৃতং পাপং রাজগর্ব্বেণ দৈবতঃ। ক্ষন্তুমর্হথ বিপ্রেন্দ্র ভবতঃ শরণাগতম্॥ ৪১॥ অথ তুষ্টা দ্বিজাঃ সর্ব্বে ত উচুর্ব্বামিদং মুদা। ষষ্ঠান্নকালিকস্তেঽগ্রে যদা স্থাস্যতি কশ্চন॥ ৪২॥ মাংসভোক্তা চ ভবিতা কঞ্চিৎকালং নরাধিপ। যদা শিপ্রান্তরে পুণ্যে স্নাতস্তু দ্বিজসত্তমঃ॥ ৪২॥ অন্তর্জ্জলগতেনোক্তো নমো নারায়ণেতি চ। জিঘৃক্ষুর্ব্যাঘ্ররূপেণ তদা মুক্তো ভবিষ্যসি॥ ৪৪॥ এবং স ভবতা প্রোক্তো নমো নারায়ণেতি চ। মন্ত্রঃ শ্রুতো ময়া ত্বত্তস্তস্মেস্থং ব্যুষ্টিরাগতা॥ ৪৫॥ জাতোঽহং দিব্যদেহস্ত প্রসাদাত্তব সুব্রত। স কৃতার্থোঽস্মি সঞ্জাতো ভগবন্ দর্শনাত্তব॥ ৪৬॥ বরঞ্চ গৃহ্যতাং মত্তো যশ্চ তে সংশয়ো হৃদি। তং চ ব্রূহি দ্বিজশ্রেষ্ঠ সর্ব্বং সম্পাদয়ামি তে॥ ৪৭॥ তবোপদেশদানেন আনৃণ্যং গন্তুমুৎসহে॥ ৪৮॥ ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা দিব্যদেহস্য স দ্বিজঃ। প্রোবাচ পরয়া তুষ্ট্যা প্রফুল্লমুখপঙ্কজঃ॥ ৪৯॥ অদ্য মে সফলং জ্ঞানমদ্য মে সফলং তপ। অদ্য মে সফলা জিহ্বা সফলং চক্ষুরদ্য মে॥ ৫০॥ শ্রুতং দেবেন সম্প্রোক্তং যাত্বা পশ্চাস্তি দেহিনঃ। প্রাক্‌শরীরগতং তেঽদ্য ব্যাঘ্ররূপং তপোত্তম॥ ৫১॥ তেজোময়ং শরীরং তু ব্রহ্মরূপং সনাতনম্। যদি ত্বমনুগ্রাহ্যো যদ্যেবং কর্ত্তুমর্হসি॥ ৫২॥ কারণং শ্রোতুমিচ্ছামি হৃদি মে বর্ত্ততে চিরম্। কথং মুক্তির্মহাভাগ মুক্তিকামেন যত্নতঃ॥ ৫৩॥ যোগাভ্যাসরতেনাপি বৎসরাংশ্চ ত্রয়োদশ। ন লব্ধা পরমাশ্চর্য্যং তপসা দুষ্করেণ তু॥ ৫৪॥ ব্যাধেনাপি ভৃশং তেন প্রাপ্তা মুক্তিঃ ক্ষণেন তু। অত্র মে সংশয়ো জাতঃ কো হেতুঃ কথ্যতাং ভৃশম্॥ ৫৫॥ তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা ততো

আয়ু, যশ, বল, এ সমস্তই ব্রাহ্মণপ্রভব। লোকালোকেশ্বর সকলেই ব্রাহ্মণপূর্ব্বক। ইঁহারাই সোমাধিকারী এবং সুখদুঃখের ঈশ্বর। এই প্রত্যক্ষ দেবতা ব্রাহ্মণগণ ক্রুদ্ধ হইয়া জগৎকে ভস্মীভূত করিতে পারেন। ইঁহাদের বহুবিধ প্রভাব শ্রুত হয়। ইঁহাদের ক্রোধ অতি ভয়ঙ্কর, সদ্য প্রত্যয়কারক এবং ক্ষণস্থায়ী। আমি ইঁহাদেরই কোপে নিরয়যাতনা অনুভব করিয়াছি। ক্রোধ হইতে শ্রী, সমৎসর হইতে ধন, মান ও অপমান হইতে বিদ্যা ও প্রমাদ হইতে আত্ম-রক্ষা করিবে। আমি রাজগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া অজ্ঞানবশে মহৎ পাপ করিয়াছিলাম। হে বিপ্রগণ! আমি আপনাদের শরণগ্রহণ করিলাম, আপনারা আমায় ক্ষমা করুন। তাঁহারা তুষ্ট হইয়া আমায় বলিলেন,—যখন তোমার অগ্রে কোন ষষ্ঠান্নকালিক উপস্থিত হইবে; হে নরাধিপ! তখন তুমি কিছুকালের জন্য মাংসভোক্তা হইবে। যখন শিপ্রাজলে স্নাত দ্বিজসত্তম জলমধ্যে থাকিয়া "নমো নারায়ণায়" এই উচ্চারণ করিবেন, তখন তুমি তাঁহাকে ধরিতে গিয়া শাপ হইতে মুক্তিলাভ করিবে। এই জন্যই আমি আপনার উচ্চারিত নমো নারায়ণায় মন্ত্র শ্রবণ করিয়া মুক্তিলাভ করত আপনার প্রসাদে দিব্য দেহ লাভ করিলাম। হে ভগবন্! আমি আপনার দর্শন লাভ করিয়া কৃতার্থ হইলাম। আপনার যাহা অভিলাষ এবং আপনার যাহা হৃদয়ের সংশয়, আপনি আমার নিকট তাহা প্রকাশ করিয়া বর গ্রহণ করুন। আমি আপনার সমস্ত অভিলষিত সম্পাদন করিব। আমি আপনাকে তপস্যা-বিষয়ক উপদেশ করিয়া আনৃণ্য লাভ করিতে ইচ্ছা করি। দ্বিজসত্তম তাহার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে প্রফুল্লবদনে বলিলেন,—অদ্য আমার জ্ঞান, তপ, জিহ্বা ও চক্ষু সফল হইল। হে তপস্বিশ্রেষ্ঠ! অদ্য তোমার প্রাক্‌শরীরগত ব্যাঘ্ররূপ বিনষ্ট হইয়া সনাতন ব্রহ্মরূপ উপস্থিত হইয়াছে। যদি তুমি আমাকে অনুগ্রহ করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে আমি মুক্তিকারণ শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি; আমার হৃদয়ে মহান্ সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, হে মহাভাগ! কিরূপে মুক্তিকামী ব্যক্তিগণের মুক্তিলাভ হইয়া থাকে? আমি ত্রয়োদশ বৎসর দুষ্কর যোগাভ্যাস করিয়াছি; কিন্তু কি আশ্চর্য্যের বিষয়, মুক্তি লাভ করিতে পারি নাই। পূর্ব্বে এক ব্যাধ আমার সাক্ষাতে ক্ষণকালের মধ্যে মুক্তিলাভ করে। আমার এ বিষয়ে সংশয়

বচনমব্রবীৎ! কথয়ামি পরং গুহ্যং রহস্যং মুক্তি-
লক্ষণম্ ॥ ৫৬ ॥ মহাদেবমুপাস্বাশু মুনে মুক্তিঃ
সুদুর্লভা। পুরাতনৈস্তু বিদ্বদ্ভিরিদমুক্তং মহাত্মভিঃ ॥
৫৭ ॥ শৃণুষ্বৈকমনা বিপ্র কুরু যত্নং যথার্থতঃ।
মন্নিয়োগাদ্দ্বিজশ্রেষ্ঠ ততো মুক্তিমবাপ্স্যসি ॥ ৫৮ ॥
শপ্তোঽহং বৈ যদা বিপ্রৈস্তদা মে তোষিতা ভৃশম্।
মমানুকম্পয়া প্রোক্তং মুক্তিস্তে ভবিতা নৃপ ॥ ৫৯ ॥
মুক্তিকামো মহাকালে মুক্তির্ব্রাহ্মণসত্তমঃ। বিদ্যতে
তপসা যুক্তঃ স তে প্রশ্নং করিষ্যতি ॥ ৬০ ॥ মুক্তীশ্বরং
তদা লিঙ্গং তস্যাগ্রে কথয়িষ্যসি। তবাপি তস্য
মুক্তেশ্চ মুক্তিরেবং ভবিষ্যতি ॥ ৬১ ॥ পূর্ব্বং হি
চিহ্নিতং কর্ম্ম দেহিনো ন বিমুঞ্চতি। ধাত্রা বিধিরয়ং
দৃষ্টো বহুধা কর্মভিশ্চ যঃ ॥ ৬২ ॥ ইতি তস্য বচঃ
শ্রুত্বা স বিপ্রো ব্রহ্মবিত্তমঃ। অন্তর্জলাৎ সমুত্থায়
ততো বচনমব্রবীৎ ॥ ৬৩ ॥ দিষ্ট্যা ত্বমাগতো ভূপ
দিষ্ট্যা তে সঙ্গতং ময়া। ঈদৃশা দুর্লভা লোকে নরা
মুক্তিপ্রদর্শকাঃ ॥ ৬৪ ॥ ইত্যুক্ত্বা নৃপবিপ্রৌ তৌ
মুক্তিলিঙ্গং সমাগতৌ। দর্শনার্থং বিশালাক্ষি দৃষ্ট্বা
দেবং সনাতনম্ ॥ ৬৫ ॥ তৎক্ষণাৎ সশরীরৌ তৌ
তস্মিঁল্লিঙ্গে লয়ং গতৌ। ঈদৃশোঽহং ময়া দেবি-
মহিমা কথিতস্তব ॥ ৬৬ ॥ অস্য লিঙ্গস্য সংস্পর্শা-
ন্মুক্তির্ভবতি নান্যথা। যোঽর্চ্চয়েত্তু সদা ভক্ত্যা
মুক্তিলিঙ্গং সনাতনম্। অপি পাপসমাযুক্তঃ স যাতি
পরমাং গতিম্ ॥ ৬৭ ॥ রে মূঢাঃ কিং তপোভিশ্চ
কিং দানৈর্নিয়মৈশ্চ কিম্। কুরুধ্বং মুক্তিলিঙ্গস্য দর্শনং
মুক্তিদায়কম্ ॥ ৬৮ ॥ ন মাং বিদুর্দেবগণা নাসুরা ন
মহর্ষয়ঃ। পরং রূপং বিশালাক্ষি যদশ্মদ্যুতি নির্ম্মলম্ ॥
৬৯ ॥ ন মে বেত্তি পরং রূপং স্বয়ং সাক্ষাৎ প্রজা-
পতিঃ। ন বিষ্ণুস্ত্রিদশশ্রেষ্ঠাঃ কুতোঽন্যে মুনয়ঃ প্রিয়ে ॥
৭০ ॥ যদেতদ্দৃশ্যতে তেজো লিঙ্গরূপং যশস্বিনি।
এতদেব শুকাদ্যা হি ধ্যায়ন্তি ত্রিদশা অমী ॥ ৭১ ॥
অনেকজন্মসংশুদ্ধা যোগিনোঽনুগ্রহান্মম। প্রবিশন্তি
তনুং দেবি মদীয়াং মুক্তিদায়িকাম্ ॥ ৭২ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে মুক্তীশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম
পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৫ ॥

জন্মিয়াছে। আপনি রহস্যোদ্ঘাটন করিয়া আমার সংশয় অপনয়ন করুন। ব্রাহ্মণের বাক্য শ্রবণ করিয়া তখন ঐ দিব্য পুরুষ বলিল,—আমি পরম গুহ্য মুক্তিলক্ষণ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন,—হে মুনে! আপনি সত্বর মহাদেবের উপাসনা করুন; সুদুর্লভ মুক্তিলাভ করিবেন। পুরাণ ও বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ এই কথা বলিয়া থাকেন। হে বিপ্র! আপনি অনন্যমনে শ্রবণ করুন। শ্রবণ করিলে নিশ্চয়ই মুক্তিলাভ করিবেন। বিপ্রগণ যখন আমাকে শাপ প্রদান করেন, তখন আমি তাঁহাদিগকে প্রসাদিত করিয়াছিলাম। তাঁহারা এই কথা বলিয়াছিলেন যে, হে নৃপ! আপনার মুক্তি হইবে। এক মুক্তিকামী ব্রাহ্মণসত্তম মহাকালবনে মুক্তি-বিষয়ক তোমায় প্রশ্ন করিবেন। তুমি তাঁহার অগ্রে মুক্তীশ্বরলিঙ্গের কথা বলিবে; তাহা হইলে তোমার ও তাঁহার উভয়েরই মুক্তিলাভ হইবে। পূর্ব্বজন্ম-কৃত কর্ম্ম দেহীকে পরিত্যাগ করে না, স্বয়ং বিধাতা এই বিধি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ব্রহ্মবিত্তম ঐ বিপ্র তখন তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া জল হইতে উত্থিত হইলেন এবং বলিলেন,—হে ভূপ! আপনি ভাগ্য বশতঃ এখানে আগমন করিয়াছিলেন এবং ভাগ্যবশেই আপনার সহিত আমার মিলন হইল। ভবাদৃশ মুক্তিপথপ্রদর্শক লোক জগতে বিরল হে। বিশালাক্ষি! এই কথা বলার পর উভয়েই তাঁহারা দর্শনার্থ মুক্তিলিঙ্গের সমীপে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা দর্শন করিবামাত্র উভয়েই ঐ লিঙ্গে লয় প্রাপ্ত হইলেন। হে দেবি! এই আমি তোমার নিকট মুক্তিলিঙ্গের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম। এই লিঙ্গ স্পর্শ করিলে মুক্তি নিশ্চিত, ইহার অন্যথা নাই। যাহারা ভক্তি-পূর্ব্বক মুক্তিলিঙ্গের অর্চ্চনা করে, তাহারা পা মুক্ত হইয়া পরম গতি লাভ করিয়া থাকে। রে মূঢগণ! তপ, দান, নিয়ম, করিয়া কি হইবে? মুক্তিদায়ক মুক্তিলিঙ্গ দর্শন কর। হে বিশালাক্ষি! দেব, অসুর, মহর্ষি ইহারা কেহই আমার ঐ লিঙ্গরূপ অবগত নহে। সাক্ষাৎ প্রজাপতিও আমার রূপ অবগত নহেন। বিষ্ণুও আমার রূপ অবগত নহেন। অপর দেব ও মুনিগণের কথা আর কি বলিব? হে যশস্বিনি! এই যে লিঙ্গ-রূপ আমার রূপ দৃষ্ট হইতেছে, ইহাই শুকাদি মুনিগণ এবং দেবগণ ধ্যান করিয়া থাকেন। হে দেবি! বহু পুণ্যের ফলে অনেক জন্মসংশুদ্ধ মুনিগণ আমার মুক্তিদায়িকা তনুতে প্রবিষ্ট হইয়া থাকেন। ৫৬-৭২।

পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৫।

ষড়্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। বিদ্ধি ষড়্বিংশকং দেবি দেবং সোমেশ্বরং পরম্। যস্য দর্শনমাত্রেণ নিষ্কলঙ্কো নরো ভবেৎ॥ ১॥ অত্রির্নাম মহাভাগো ব্রহ্মণো মানসঃ সুতঃ। প্রজাপতিরভুদ্দেবি কল্পে বারাহসংজ্ঞকে॥ ২॥ তস্য পুত্রোঽভবৎ সোমো দক্ষোঽথ মাতৃভাগতঃ। সপ্তবিংশতির্যাঃ কন্যা দাক্ষায়ণ্যঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥ ৩॥ সোমপত্ন্যো হি সন্তব্যাস্তাসাং শ্রেষ্ঠা তু রোহিণী। তামেব ভজতে সোমো নেতরা ইতি সুশ্রম॥ ৪॥ ইতরাঃ প্রোচুরাগত্য দক্ষস্যাগ্রে যথাতথম্। দক্ষোঽথ স তদাগত্য তমুবাচ স নাকরোৎ॥ ৫॥ যদা ন বারিতস্তস্থৌ দক্ষঃ ক্রুদ্ধস্তদা প্রিয়ে। শশাপ সোমং সঙক্রুদ্ধঃ শীঘ্রমন্তর্হিতো ভব। শশাপ সোমো দক্ষন্তু ভবানপি ভবিষ্যতি॥ ৭॥ অমেকত্বং বিহায়ৈতজ্জলদেহং সনাতনম্। অতঃ প্রাচেতসো দক্ষো ব্রহ্মপুত্রোঽপি গীয়তে॥ ৮॥ এবমন্তর্হিতঃ সোমো গতো বৈ দক্ষশাপতঃ। দেবাশ্চ নাগা যক্ষাশ্চ গন্ধর্ব্বাঃ পিতৃভিঃ সহ। বৈরাজং ব্রহ্মসদনং ব্রহ্মাণং সমুপস্থিতাঃ॥৯॥ তস্যাগ্রে কথয়ামাসুর্নমস্কৃত্য পুনঃপুনঃ। ভগবন্ সর্ব্বভূতানামাদিকর্ত্তা স্বয়ম্ভুবঃ॥ ১০॥ স্রষ্টা চ হব্যকব্যানাং পাহি নঃ শরণাগতান্। দেবানাং বচনং শ্রুত্বা জ্ঞাত্বা দেবঃ প্রজাপতিঃ॥ ১১॥ আশ্বাসয়ামাস সুরান্ সুশ্লিষ্টৈর্ব্বচনাম্বুভিঃ। অবশ্যং ত্রিদশাস্তেন প্রাপ্তব্যং কর্ম্মণঃ ফলম্॥ ১২॥ শাপান্তং ভগবান্ দেবো বিষ্ণুরেব করিষ্যতি। এতচ্ছ্রুত্বা ততো দেবা বাক্যং পঙ্কজজন্মনঃ। শরণ্যং শরণং বিষ্ণুমুপতস্থুর্গতব্যথাঃ॥ ১৩॥ ব্রহ্মণা সহিতা দেবি স্তুতিং চক্রুঃ সমাহিতাঃ। নমস্তে দেবদেবেশ নমস্তে বিশ্বভাবন। নমস্তেঽস্তু হৃষীকেশ মহাপুরুষপূর্ব্বজ॥ ১৪॥ নারায়ণ জগন্নাথ দেবাস্ত্বাং শরণং গতাঃ। ত্বং হি নঃ পরমো ধ্যেয়স্ত্বং হি নঃ পরমো গুরুঃ॥ ১৫॥ ত্বং হি নঃ পরমো দেবো ব্রহ্মাদীনাং সুরোত্তম। অন্তর্দ্ধানং গতঃ সোমো দক্ষশাপাজ্জনার্দ্দন॥ ১৬॥ বিনা সোমেন চৌষধ্যো নষ্টা দেব মহীতলে। তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা বিষ্ণুর্ব্বচনমব্রবীৎ॥ ১৭॥ ভয়ং ত্যজধ্বমমরা অভয়ং বো দদাম্যহম্। নষ্টং চন্দ্রমসং শীঘ্রং মানয়িষ্যাম্যসংশয়ম্॥

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি! যাহার দর্শনমাত্রে নর নিষ্কলঙ্ক হয়, আমি সেই ষড়্বিংশ লিঙ্গ সোমেশ্বরের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। হে দেবি! বারাহকল্পে ব্রহ্মার মানসপুত্র মহাভাগ অত্রি প্রজাপতি ছিলেন। তাহার পুত্র সোম ও দক্ষ। দক্ষের সপ্তবিংশতি কন্যা ছিলেন। তাঁহারা দাক্ষায়ণী বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইঁহারা সকলেই সোমের পত্নী ছিলেন। রোহিণী ইঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠা ছিলেন। সোম অপর পত্নীগণকে উপেক্ষা করিয়া তাঁহাকেই ভজনা করিতেন। ইহা আমরা শুনিয়াছি। তখন অপরাপর দক্ষকন্যাগণ ঐ বৃত্তান্ত দক্ষকে জানাইলেন। দক্ষ চন্দ্রকে নিষেধ করিলেন, কিন্তু চন্দ্র তাঁহার নিষেধ মানিলেন না। নিষেধ অগ্রাহ্য করিলে দক্ষ চন্দ্রকে "শীঘ্রমন্তর্হিতো ভব" বলিয়া শাপ দিলেন। শাপপ্রভাবে চন্দ্র অন্তর্হিত হইলেন। চন্দ্রও দক্ষকে "ভবানপি ভবিষ্যতি" বলিয়া শাপ দিয়াছিলেন। দক্ষ সেই হইতে জলদেহ লাভ করেন। তিনি প্রাচেতস ব্রহ্মপুত্র বলিয়া খ্যাত হন। চন্দ্র দক্ষশাপে অন্তর্হিত হইলে দেব, নাগ, যক্ষ, ও গন্ধর্ব্বগণ পিতৃগণের সহিত বৈরাজ ব্রহ্মসদনে উপস্থিত হইয়া তাঁহারা অগ্রে নমস্কার করিলেন,—হে ভগবন্! আপনি সর্ব্বভূতের আদিকর্ত্তা ও হব্য-কব্যের স্রষ্টা। আমরা আপনার শরণ গ্রহণ করিয়াছি, আপনি এই শরণাগত জনগণকে রক্ষা করুন। দেব প্রজাপতি দেববাক্যে সমস্ত অবগত হইয়া সংশ্লিষ্ট বচনবারি সিঞ্চন করিয়া তাঁহাদিগকে আশ্বাসিত করিলেন। বলিলেন, হে ত্রিদশগণ! চন্দ্র অবশ্যই কর্ম্মফল ভোগ করিবেন। ভগবান্ বিষ্ণু তাঁহার শাপান্ত করিবেন। এই কথা শুনিয়া সুরগণ ভগবান্ বিষ্ণুকে শরণরূপে প্রাপ্ত হইলেন এবং ব্রহ্মার সহিত তাঁহারা সকলেই জনার্দ্দনের এই বলিয়া স্তব করিতে লাগিলেন,—হে দেবদেবেশ, বিশ্বভাবন, হৃষীকেশ, মহাপুরুষপূর্ব্বজ, নারায়ণ জগন্নাথ! আপনাকে ভূয়োভূয় নমস্কার, আমরা আপনাকে শরণরূপে প্রাপ্ত হইয়াছি। আপনি আমাদের পরমধ্যেয়, পরমগুরু এবং পরম দেবতা। হে জনার্দ্দন! দক্ষশাপে সোম অন্তর্হিত হইয়াছেন। হে দেব! সোম ব্যতিরেকে ওষধি সকল বিনষ্ট হইতেছে। বিষ্ণু দেবগণের এইরূপ বাক্য শুনিয়া বলিলেন,—হে অমরগণ! ভয় পরিত্যাগ কর, আমি তোমাদিগকে অভয় প্রদান করিতেছি। আমি নিঃসন্দেহ

১৮। এবমুক্ত্বা তু ভগবান্ বিসৃজ্য ত্রিদশেশ্বরান্। সোমং সস্মার সহসা শঙ্খচক্রগদাধরঃ। ১৯। যদা স্মৃতো ন চাভ্যেতি তদা ক্রুদ্ধো জনার্দ্দনঃ। পুরাণপুরুষো দেবো ব্রহ্মাণমিদমব্রবীৎ। ২০। দেবৈরসুরসঙ্ঘৈশ্চ মথ্যতাং কলসোদধিঃ। ভবিষ্যতি পুনশ্চন্দ্রো মথ্যমানে মহোদধৌ। ২১। অমৃতং তত্র লপ্স্যধ্বং রত্নানি বিবিধানি চ। তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা বাসুদেবস্য পার্ব্বতি। ২২। মন্থানং মন্দরং কৃত্বা নেত্রং কৃত্বা চ বাসুকিম্। দেবা মথিতুমারব্ধাঃ সমুদ্রং নিধিমম্ভসাম্। ২৩। সোমার্থে চ পুরা দেবি তথৈবাসুরদানবাঃ। এতৈর্মুখমুপাশ্লিষ্টো নাগরাজো মহের্ষ্যয়া। ২৪। বিবুধাঃ সহিতাঃ সর্ব্বে যতঃ পুচ্ছং ততঃ স্থিতাঃ। অতো বৈ ভগবান্ দেবো যতো নারায়ণস্ততঃ। ২৫। শিরস্যুদম্য নাগস্য পুনঃপুনরবাক্ষিপৎ। উদধৌ মথ্যমানে বৈ মহাঞ্চব্দো বভূব হ। ২৬। তত্র নানাজলচরা বিনিষ্পিষ্টা মহাদ্রিণা। বিলয়ং সমুপাজগ্মুঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ। ২৭। তস্মিংস্ত মথিতে দেবি প্রযত্নাৎ কেশবস্য চ। প্রসন্নাত্মা সমুৎপন্নঃ সোমঃ শীতাংশুরুজ্জ্বলঃ। ২৮। তমেব দেবা মনুজাঃ পিতরশ্চ যশস্বিনি। উপজীবন্তি বৃক্ষাশ্চ তথৈবৌষধয়ো বিধুম্। ২৯। সমুৎপন্নমথো দৃষ্ট্বা ভগবান্ প্রাহ কেশবঃ। পালয়েমাঃ প্রজাশ্চন্দ্র ত্বং জ্যেষ্ঠো জগতো ভব। ৩০। ইত্যুক্তো বাসুদেবেন প্রজাঃ পালয়িতুং শশী। পূর্ব্বং সোমোঽপি যো নষ্টঃ প্রবিষ্টো গহনং বনম্। ৩১। তস্যাগ্রে নারদঃ সর্ব্বং কথয়ামাস সত্বরম্। দেবর্ষের্ব্বচনং শ্রুত্বা নারদস্য মহাত্মনঃ। ৩২। পীড়িতো দক্ষশাপেন সোমোঽপ্যন্তর্হিতস্তদা। জগাম শরণং দেবি ব্রহ্মাণং পরমেষ্ঠিনম্। ৩৩। তত্র গত্বা যথাশাপং কথয়ামাস গদ্গদঃ। পূর্ব্বচন্দ্রবচঃ শ্রুত্বা ব্রহ্মা বচনমব্রবীৎ। ৩৪। অয়ং মে প্রথমঃ পুত্রঃ পীড়িতঃ শশিনা ভৃশম্। নবেনোদধিজাতেন কিং ময়া ক্রিয়তে পুনঃ। ৩৫। বিষ্ণুনা চ বলং দত্তমস্মৈ চন্দ্রমসে দৃঢ়ম্। তস্মাদ্‌যাস্যামি তত্রাহং যত্র দেবো জনার্দ্দনঃ। ৩৬। তং দৃষ্ট্বা মধুহন্তারং ব্রহ্মা বিষ্ণুমুবাচ হ। ত্বদাদেশাজ্জগন্নাথ এষ চন্দ্রঃ কৃতো ময়া। ৩৭। স চায়ং পীড়িতো দেব শশাঙ্কেন নবেন

নষ্ট চন্দ্রকে আনয়ন করিব। ভগবান্ বিষ্ণু দেবগণকে বিদায় দিয়া সহসা সোমকে স্মরণ করিলেন। কিন্তু সোম উপস্থিত হইলেন না। তদ্দর্শনে জনার্দ্দন ক্রুদ্ধ হইয়া ব্রহ্মাকে বলিলেন,— হে ব্রহ্মন্! দেবাসুর মিলিত হইয়া কলসোদধি মন্থন করা যাউক। এরূপ করিলে পুনরায় চন্দ্র জন্মিবে। অধিকন্তু অমৃত ও বিবিধ রত্ন লাভ হইবে। দেবগণ জনার্দ্দনের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া মন্দরকে মন্থন ও বাসুকিকে রজ্জু করিয়া অম্ভোনিধি মন্থন করিতে আরম্ভ করিলেন। হে দেবি! তখন সুর-দানবগণ পুনরায় সোমার্থ উদধি মন্থন করিতে লাগিলেন। দানবগণ প্রবল ঈর্ষ্যায় বাসুকির মুখের দিক ধারণ করিল। দেবগণ বাসুকির পুচ্ছের দিকে অবস্থিত ছিলেন। নারায়ণ বাসুকির পুচ্ছ উদ্যমিত করিয়া তাহাকে আক্ষিপ্ত করেন। এইভাবে উদধি মথিত হইতে থাকিলে মহান্ শব্দ উত্থিত হইল। ঐ সময় শত শত সহস্র সহস্র জলচর সকল মহাদ্রি দ্বারা বিনিষ্পিষ্ট হইয়া বিলয় প্রাপ্ত হইতে লাগিল। কেশবের প্রযত্নে এইরূপে সাগর মথিত হইতে থাকিলে প্রসন্নাত্মা শীতাংশু সোম প্রাদুর্ভূত হইলেন। দেব, মনুষ্য, পিতৃ, বৃক্ষ, ঔষধি ইহারা সকলেই তাঁহাকে অবলম্বন করিলেন। বিধুকে সমুৎপন্ন দেখিয়া ভগবান্ কেশব বলিলেন,— হে চন্দ্র! তুমি প্রজা পালন কর। তুমিই এই জগতে জ্যেষ্ঠ হইলে। —৩০। বাসুদেব এই কথা বলিলে শশী প্রজা পালন করিতে আরম্ভ করিলেন। পূর্ব্ববিনষ্ট সোমও ঐ সময়ে গহনবনে প্রবেশ করিলে দেবর্ষি নারদ তাঁহাকে সকল বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপন করিলেন। দেবর্ষির বাক্য শ্রবণ করিয়া দক্ষশাপগ্রস্ত সোম অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার শরণ গ্রহণ করিলেন। ব্রহ্মার সমীপে উপস্থিত হইয়া তিনি গদগদ বাক্যে বিজ্ঞাপ্য বিজ্ঞাপন করিলে ভগবান্ ব্রহ্মা বলিলেন, তুমি আমার প্রথম পুত্র, তুমি নবোদিত শশী কর্ত্তৃক পীড়িত হইতেছ বটে; কিন্তু আমি কি করিব; বিষ্ণু তাঁহাকে দৃঢ় ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন। যাহা হউক আমি জনার্দ্দনের নিকট গমন করিতেছি। এই কথা বলিয়া তিনি বিষ্ণুকে দেখিয়া বলিলেন,—হে জগন্নাথ! আপনার আদেশে এই প্রথম চন্দ্রকে আমি সৃজন করিয়াছিলাম, এ এখন নব শশাঙ্ক কর্ত্তৃক পীড়িত হই-

বে। ইত্যুক্তো ব্রহ্মণা দেবি বাসুদেবো জগৎপতিঃ। বৃত্তান্তং কথয়ামাস ব্রহ্মাগ্রে চ পুনঃপুনঃ। ৩৮। ব্রহ্মাপি পূর্ব্বচন্দ্রার্থে বিষ্ণুং লোকনমস্কৃতম্। তুষ্টাব প্রণতো ভূত্বা প্রাঞ্জলিঃ প্রণতঃ স্থিতঃ। ৩৯। নমঃ কৃষ্ণ নমো বিষ্ণো নমো জিষ্ণো নমো নমঃ। নমো বামন গোবিন্দ নমোঽনন্ত নমোঽচ্যুত। ৪০। জয়স্ব গোবিন্দ মহানুভাব জয়স্ব বিষ্ণো জয় পদ্মনাভ। জয়স্ব সর্ব্বাদ্য গদাধরেশ জয়স্ব বিশ্বেশ্বর বিশ্বমূর্ত্তে। ৪১। এবং স্তুতস্তদা দেবি ব্রহ্মণা লোককারিণা। সমীপস্থং সমালোক্য সোমং বচনমব্রবীৎ। ৪২। গচ্ছ সোম মমাদেশান্মহাকালবনোত্তমে। উত্তরে মুক্তিলিঙ্গস্য লিঙ্গং কান্তিকরং পরম্। তমারাধয় যত্নেন স তে দেহং প্রদাস্যতি। ৪৩। ইত্যুক্তো বাসুদেবেন ব্রহ্মণা চ পুনঃপুনঃ। আজগাম মহাদেবি মহাকালবনোত্তমে। লিঙ্গং দৃষ্ট্বা চ তুষ্টাব স্তোত্রেণানেন সুব্রতে। ৪৪। চন্দ্র উবাচ। নমো দেবাধিদেবায় ত্রিনেত্রায় মহাত্মনে। রক্তপিঙ্গলনেত্রায় জটামুকুটধারিণে। ৪৫। ভূতবেতালজুষ্টায় মহাদেবায় শূলিনে। ভীমাট্টহাসযুক্তায় কপর্দ্দিস্থাণবে নমঃ। ৪৬। পূষ্ণো দন্তবিনাশায় তথান্ধকবিনাশিনে। কৈলাসবরবাসায় সর্ব্বদেবায় তে নমঃ। ৪৭। বিকরালোর্দ্ধকেশায় ভৈরবায় নমো নমঃ। অগ্নিজ্বালাকরালায় কলিধর্ম্মবিবাসিনে। ৪৮। তথা দারুবনধ্বংসকারিণে তিগ্মশূলিনে। কৃতকঙ্কণভোগীন্দ্রকণ্ঠসূত্রায় শূলিনে। ৪৯। প্রচণ্ডদণ্ডহস্তায় বড়বাগ্নিমুখায় চ। বেদান্তবেদ্যায় নমো যজ্ঞমূর্ত্তে নমো নমঃ। ৫০। দক্ষযজ্ঞবিনাশায় জগদ্ভয়করায় চ। বিশ্বেশ্বরায় দেবায় স্থূলসূক্ষ্মায় শম্ভবে। কপর্দ্দিনে করালায় সর্ব্বদেবায় তে নমঃ। ৫১। এবং স্তুতস্তদা দেবি চন্দ্রেণান্তর্হিতেন চ। লিঙ্গরূপী মহাদেবস্তুষ্টো বাক্যমথাব্রবীৎ। ৫২। স্তোত্রেণানেন তুষ্টোঽস্মি ব্রূহি সোম কিমিচ্ছসি। যত্তেঽভিলষিতং সর্ব্বং তৎকর্ত্তাস্মি ন সংশয়ঃ। ৫৩। সোম উবাচ। যদি ত্বহমনুগ্রাহ্যো যদি তুষ্টোঽসি মে প্রভো। কান্ত্যা দীপ্ত্যা তথা মূর্ত্ত্যা তথা রূপেণ চ প্রভো। ৫৪। স্বপদং কর্তুমিচ্ছামি ত্বৎপ্রসাদান্মহেশ্বর। এবমস্ত্বিতি লিঙ্গেন তৎক্ষণাদুডুনীচরঃ। ৫৫। দ্বিজরাজেন তৎপ্রাপ্তং লিঙ্গস্যাস্য প্রসাদতঃ। সোমেনারাধিতো যস্মাদ্দেবদেবো মহেশ্বরি। ৫৬। তেন সোমেশ্বরো নাম

তেছে। ব্রহ্মা বিষ্ণু-সমীপে এই কথা বলিলে জগৎপতি বাসুদেব প্রথমচন্দ্র-বিষয়ক যাবতীয় বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। কিন্তু ব্রহ্মাও পূর্ব্বচন্দ্রের নিমিত্ত কৃতাঞ্জলিপুটে লোক-নমস্কৃত বিষ্ণুকে প্রণামপূর্ব্বক এই বলিয়া স্তব করিতে লাগিলেন,—হে কৃষ্ণ, বিষ্ণো জিষ্ণো, বামন, গোবিন্দ, অনন্ত, অচ্যুত, আপনাকে ভূয়োভূয় নমস্কার। হে গোবিন্দ মহানুভাব, বিষ্ণো, পদ্মনাভ, সর্ব্বাদ্য, গদাধরেশ বিশ্বেশ্বর, বিশ্বমূর্ত্তে! আপনার বারম্বার জয় হউক। ব্রহ্মা এই প্রকার স্তব করিলে ভগবান্ বিষ্ণু, সমীপস্থ সোমকে বলিলেন,—হে সোম! মহাকালবনোত্তমে গমন কর। ঐ স্থানে মুক্তিলিঙ্গের উত্তরে কান্তিকর লিঙ্গ বিরাজিত আছেন। যত্নপূর্ব্বক তুমি তাঁহার আরাধনা কর। তিনি তোমাকে দেহ প্রদান করিবেন। হে দেবি! ব্রহ্মা ও বাসুদেব এই কথা বলিলে তখন সোম মহাকালবনে আগমন করিলেন এবং লিঙ্গদর্শনান্তে এই স্তোত্রে তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন,—হে দেবাধিদেব, ত্রিনেত্র, মহাত্মন্, রক্তপিঙ্গল-নেত্র, জটামুকুটধারিন্, ভূতবেতালতুষ্ট, মহাদেব, শূলিন, ভীমাট্টহাসযুক্ত, কপর্দ্দিন্, স্থাণো, দন্তবিনাশ, অন্ধকবিনাশ, কৈলাসবরবাস, সর্ব্বদেব, আপনাকে নমস্কার। হে বিকরাল, ঊর্দ্ধকেশ, ভৈরব, অগ্নিজ্বালাকরাল, কলিধর্ম্মবিনাশিন্, দারুবন-ধ্বংসকারিন্, তিগ্মশূলিন্, ভোগীন্দ্রকৃতকণ্ঠসূত্র, ভোগীন্দ্রকৃত-কঙ্কণ, প্রচণ্ডদণ্ডহস্ত, বড়বাগ্নিমুখ, বেদান্তবেদ্য, যজ্ঞমূর্ত্তে! আপনাকে নমস্কার। হে দক্ষযজ্ঞবিনাশিন্, জগদ্ভয়কর, বিশ্বেশ্বর, দেব, স্থূল, সূক্ষ্ম, শম্ভো, কপর্দ্দিন্, করাল, সর্ব্বদ! আপনাকে নমস্কার। চন্দ্র এইরূপ স্তব করিলে তখন লিঙ্গরূপী মহাদেব তাঁহার প্রতি তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—সোম! আমি তোমার স্তবে তুষ্ট হইয়াছি, তুমি কি ইচ্ছাকর বল। তোমার যাহা ইচ্ছা, আমি তাহাই করিব ইহাতে কোন সংশয় নাই। সোম বলিলেন,—হে প্রভো! যদি আমায় অনুগ্রহ করেন, যদি আমার প্রতি তুষ্ট হইয়া থাকেন, তাহা হইলে কান্তি, দীপ্তি, মূর্ত্তি ও রূপ প্রদান করিয়া আমায় স্বপদে স্থাপন করুন। লিঙ্গ 'তথাস্ত' বলিলে দ্বিজরাজ তৎক্ষণাৎ নিশানাথ হইলেন। হে মহেশ্বরি! সোম আরাধনা করিয়াছিলেন বলিয়া ঐ লিঙ্গ ভুবনত্রয়ে

বিখ্যাতং ভুবনত্রয়ে। যেহর্চ্চয়ন্তি মহাদেবি দেবং সোমেশ্বরং পরম্॥ ৫৭॥ কৃতপুণ্যা নরা মর্ত্যাস্তে যান্তি পরমং পদম্। যঃ পশ্যতি নরো ভক্ত্যা লিঙ্গং সোমেশ্বরং প্রিয়ে॥ ৫৮॥ বিমুক্তো জন্মদুঃখাদ্যৈ-লীয়তে ময়ি মানবঃ। তে নরাঃ পশবো লোকে কিং তেষাং জীবিতে ফলম্॥ ৫৯॥ যৈশ্চ সোমেশ্বরো দেবো ন দৃষ্টো ন চ পূজিতঃ। সংসারেহস্মিন্মহাঘোরে জন্মরোগভয়াকুলে॥ ৬০॥ একঃ সোমেশ্বরঃ পূজ্যঃ কুষ্ঠরোগবিনাশনঃ। স এব সুকৃতী লোকে কুলং তেনাভ্যলঙ্কৃতম্॥ ৬১॥ আধারঃ সর্ব্বলোকানাং যেন সোমেশ্বরোহর্চ্চিতঃ। সকৃদভ্যর্চ্চ্য সোমেশং বিল্বপত্রেণ মানবঃ। মুক্তো ভোগী নিরাতঙ্কো মম লোকে বসেচ্চিরম্॥ ৬২॥ কাঞ্চনৈঃ কুসুমৈর্দ্দেবি লিঙ্গং সোমেশ্বরং প্রিয়ে। পূজয়ন্তি নরা ভক্ত্যা তে যান্তি পরমাং গতিম্॥ ৬৩॥ এষ তে কথিতো দেবি প্রভাবঃ পাপনাশনঃ। সোমেশ্বরস্য দেবস্য শৃণু-ষানরকেশ্বরম্॥ ৬৪॥

ইতি শ্রীস্কান্দে সোমেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ষড়্বিংশোহধ্যায়ঃ॥ ২৬॥

সপ্তবিংশোহধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ। সপ্তবিংশতিমং দেব্য-নরকেশ্বরসংজ্ঞকম্। যস্য দর্শনমাত্রেণ স্বপ্নেহপি নরকঃ কুতঃ॥ ১॥ পুরা কলিযুগে দেবি কল্পে বারাহসংজ্ঞকে। কলুষং কালমাসাদ্য সত্যে চ প্রলয়ং গতে॥ ২॥ নির্ম্মর্য্যাদা নিরাধারা নিরোকা নাস্তিকা জনাঃ। বর্ণাশ্রমাশ্চ সঞ্জাতা বঞ্চয়ন্তি পরস্পরম্॥ ৩॥ নার্চ্চয়ন্তি সুরান্ বিপ্রাঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি কুৎসিতম্। লোভমোহপরা ভূত্বা কামাসক্তাশ্চ মানবাঃ॥ ৪॥ বৈরবদ্ধাশ্চ সঞ্জাতাঃ পরস্পরবধে রতাঃ। নিবৃত্তযজ্ঞস্বাধ্যায়পিণ্ডোদকবিবর্জ্জিতাঃ ৫॥ ব্রাহ্মণাঃ সর্ব্বভক্ষ্যাশ্চ মৃষাবাদপরায়ণাঃ ভূয়িষ্ঠং কূটমানৈশ্চ পণ্যং বিক্রীণতে তদা॥ ৬ দৃশ্যন্তে ষোড়শে বর্ষে নরাঃ পলিতিনঃ প্রিয়ে আয়ুঃক্ষয়ো মনুষ্যাণাং ক্ষিপ্রমেব প্রপদ্যতে ৭ এবংবিধাঃ সমুদ্ভূতা নরা নার্য্যশ্চ পাতকৈঃ। নরকেষু প্রপদ্যন্তে ক্রমাৎপাপানুসারতঃ॥ ৮॥ কুঠারৈর্ভিন্নমূর্দ্ধানঃ ক্রকচৈঃ পাটিতাঃ পরে। অগ্নিবর্ণৈশ্চ সন্দংশৈরুৎপাটিত-বিলোচনাঃ॥ ৯॥

সোমেশ্বর নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। যাহারা ঐ সোমেশ্বরের অর্চ্চনা করে, তাহারা পবিত্র হইয়া পরম পদে গমন করে। যে মানব ভক্তিপূর্ব্বক সোমেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করে, সে জন্মজনিত দুঃখ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া আমাতে লীন হইয়া থাকে। যাহারা সোমেশ্বর দেবকে দর্শন বা তাঁহার পূজা করে নাই, তাহারা পশুস্বরূপ; তাহাদের জীবনে প্রয়োজন কি? জন্মরোগভয়াকুল এই মহাঘোর সংসারে একমাত্র সোমেশ্বরই পূজ্য। ইনি কুষ্ঠরোগ-বিনাশন। যে ব্যক্তি লোকাধার সোমেশ্বরের অর্চ্চনা করিয়াছে, সে-ই সুকৃতী এবং সে-ই কুলভূষণ। মানব একবারমাত্র বিল্বপত্র দ্বারা সোমেশ্বরের অর্চ্চনাপূর্ব্বক মুক্ত, ভোগী ও নিরাতঙ্ক হইয়া মদীয় লোকে সুচির কাল বাস করে। হে প্রিয়ে! যে সকল মানব কাঞ্চন-কুসুম দ্বারা সোমেশ্বর লিঙ্গের অর্চ্চনা করে, তাহারা পরম গতিলাভ করিয়া থাকে। হে দেবি! এই আমি তোমার নিকট সোমেশ্বর লিঙ্গের পাপ-নাশন প্রস্তাব কীর্ত্তন করিলাম, অতঃপর অনরকেশ্বর লিঙ্গের মাহাত্ম্য শ্রবণ কর।৩১—৬৪।

ষড়্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৬।

সপ্তবিংশ অধ্যায়

শ্রীমহাদেব বলিলেন,—হে দেবি! যাঁহার দর্শনমাত্রে স্বপ্নেও কদাচ নরক দর্শন হয় না, আমি সেই সপ্তবিংশতিতম অনরকেশ্বর লিঙ্গের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। হে দেবি! পূর্ব্বে সত্যযুগাবসানে বারাহকল্পে কলিযুগে বর্ণাশ্রমী জনগণ নির্ম্মর্য্যাদ, নিরাধার, নিরাশ্রয় ও নাস্তিক হইয়া পড়ে এবং তাহারা পরস্পর পরস্পরকে বঞ্চনা করিতে থাকে। বিপ্রগণ দেবার্চ্চনা পরিত্যাগ করিয়া কুৎসিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন। মানবমাত্রেই লোভ-মোহপরায়ণ ও কামাসক্ত, বদ্ধবৈর, পরস্পর বধানরত, নিবৃত্তযজ্ঞ-স্বাধ্যায়, ও নিবৃত্ত-পিণ্ডোদক হইয়া পড়িল। ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বভক্ষ, মৃষাবাদপরায়ণ ও পণ্যবিক্রয়ী হইলেন। ষোড়শ বর্ষেই নরগণ পলিতযুক্ত হইতে লাগিল মনুষ্যের শীঘ্র শীঘ্র আয়ুঃক্ষয় হইতে লাগিল। নর-নারীগণ এইরূপে পাপসঞ্চয় করত ক্রমশঃ পাপানুসারে নরকে পাতিত হইতে লাগিল। যমদূতগণ কুঠার দ্বারা কাহার কাহার মস্তক ছেদন করিতে লাগিল; কাহাকে বা ক্রকচ দ্বারা পাটিত করিতে লাগিল। অগ্নিবর্ণ সন্দংশ দ্বারা কাহারও লোচন-

ভিন্নাশ্চায়োময়ৈস্তীক্ষ্ণৈরগ্নিতপ্তৈশ্চ কীলকৈঃ। পীড্যন্তে শৈলশিখরৈশ্চূর্ণ্যন্তে ক্রূরভূধরৈঃ॥ ১০॥ ক্ষিপ্যন্তে তপ্তকুণ্ডেষু দহ্যন্তে বহ্নিরাশিষু। অমেধ্যেঽধোমুখাশ্চান্যে মর্দ্দিতা দণ্ডপাণিনা॥ ১১॥ লোহৈশ্চ শৃঙ্খলৈর্বদ্ধা হ্যধোবক্ত্রৈশ্চ লম্বিতৈঃ। অন্তরীক্ষে পরিক্ষেপাৎ ক্রন্দন্তোঽতীব দুঃখিতাঃ॥ ১২॥ কৃমিভিভ্রমরৈস্তীক্ষ্ণৈর্দংশৈশ্চ মশকৈস্তথা। লোহতুণ্ডৈশ্চ বিহগৈর্নির্দ্দয়ৈর্ভক্ষিতা নরাঃ॥ ১৩॥ কেচিৎ কৃত্তাঃ প্রধাবন্তি তোয়ার্থঞ্চ তৃষাতুরাঃ। স্বমূত্রং পায়িতাশ্চণ্ডৈঃ ক্ষুভিতাশ্চাপি ঘাতনৈঃ॥ ১৪॥ যৈশ্চাঙ্গৈঃ পতিতং কর্ম্ম ক্রিয়তে পুরুষৈর্ভুবি। তেষাং তান্যেব চাঙ্গানি শোধ্যন্তে যাতনাগতৈঃ॥ ১৫॥ যে পশ্যন্তি গুরুং দেবান্ ব্রাহ্মণান্ ক্রুদ্ধচক্ষুষা। দুষ্টেন পরদারাংশ্চ বীক্ষন্তে লোচনেন যে। তেষাং নেত্রাণি ভিদ্যন্তে কৃষ্যন্তে লোহশঙ্কুভিঃ॥ ১৬॥ শ্রবণৌ চ প্রপূর্য্যন্তে লোহেন শঙ্কুনা ততঃ। পুনশ্চ শস্ত্রৈঃ কৃষ্যন্তে পুনস্তপ্তৈশ্চ কীলকৈঃ॥ ১৭॥ লৌহৈর্বেগাগ্নিখণ্ডৈস্তে যৈঃ শ্রুতং গুরুনিন্দনম্। মিত্রাণাং দেবতানাঞ্চ সাধ্বীনামথবা ক্বচিৎ॥ ১৮॥ শতশঃ পাট্যতে জিহ্বা বহ্নিবর্ণৈরয়োমুখৈঃ। শঙ্কুভিস্তীক্ষ্ণসূক্ষ্মাগ্রৈঃ পূর্য্যন্তে চাননৈঃ পুনঃ॥ ১৯॥ তদ্বক্ত্রাণিবহূনবারান্যেঽপবাদরতা নরাঃ। যে গুরুং মাতরং বাপি পারুষ্যেণ বদন্তি বৈ॥ ২০॥ যে নিন্নন্তি দুরাচারাঃ সুরার্থায়োপকল্পিতে। আরামে পুষ্পপত্রাণি তেষামঙ্গানি কৃন্ততি॥ ২১॥ যৈরপ্যালিঙ্গিতা নারী পরস্থ চ দুরাত্মভিঃ। তেষাময়োময়ী নারী বহ্নিবর্ণা তু বক্ষসি॥ ২২॥ স্থাপ্যতে বধ্যতে চাপি প্রচণ্ডৈর্যমকিঙ্করৈঃ। নার্য্যশ্চ পুরুষৈস্তপ্তৈরালিঙ্গ্যন্তে হ্যয়োময়ৈঃ॥ ২৩॥ তদা লোহময়ে গেহে জ্বলিতানলসংস্তরে। নিক্ষিপ্যন্তে নরৈঃ সার্দ্ধমাসাদ্য কালসংক্ষয়ম্॥ ২৪॥ যাবতী বেদনা দেহে ইহ লোকে প্রদৃশ্যতে। নরাণামঙ্গপীড়া বৈ তস্মাচ্ছতগুণা ভবেৎ॥ ২৫॥ কাকৈশ্চ বৃশ্চিকৈর্গৃধ্রৈর্ভক্ষ্যন্তেঽপ্যপরে নরাঃ। দহ্যমানা বিলপন্তি ভ্রাতস্তাতেতি চাকুলাঃ। বদন্ত্যসকৃদুদ্বিগ্না ন চ শান্তিং লভন্তি বৈ॥ ২৬॥ দুঃখানি তে প্রাপ্নুবন্তি যান্ত-

---

উৎপাটিত হইতে লাগিল। কেহ বা লৌহময় তীক্ষ্ণ অগ্নিতপ্ত কীলক দ্বারা ভিন্ন হইতে লাগিল। কেহ কেহ বা শৈলশিখর দ্বারা পীড়িত ও চূর্ণিত হইল। কেহ বা তপ্তকুণ্ডে ক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। কেহ বা বহ্নিকুণ্ডে দগ্ধ হইতে লাগিল। কাহাকেও বা অধোমুখে অমেধ্যপূর্ণ কুণ্ডে পাতিত করিয়া দণ্ডপাণি দূতগণ মর্দ্দন করিতে লাগিল। কেহ কেহ লৌহময় শৃঙ্খল দ্বারা বদ্ধ হইয়া অধোমুখে লম্বিত হইতে লাগিল; কেহ কেহ বা অন্তরীক্ষে ক্ষিপ্ত হইয়া অতীতদুঃখেক্রন্দন করিতে লাগিল। নরগণ কৃমি, ভ্রমর, তীক্ষ্ণ দংশ, মশক, ও নির্দ্দয় লৌহতুণ্ড বিহগগণ কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইতে লাগিল। কেহ কেহ ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া পিপাসায় ধাবন করিতে থাকিলে যমদূতগণ তাহাদিগকে ধরিয়া স্বমূত্র পান করাইতে লাগিল। যাহারা যে অঙ্গ দ্বারা পাপ কর্ম্ম করে, যমদূতগণ তাহাদের সেই অঙ্গে প্রহার দিয়া শোধন করিয়া দেয়। যাহারা কোপচক্ষে গুরু, দেব, ও ব্রাহ্মণকে দর্শন করে, এবং যাহারা পরদার দর্শন করে, যমদূতগণ লৌহশঙ্কু দ্বারা তাহাদের নেত্র উৎপাটন করিয়া দেয়। যাহারা মিত্র, দেব, সাধ্বী স্ত্রী ও গুরুনিন্দা শ্রবণ করে, যমদূতগণ লৌহ শঙ্কু দ্বারা তাহাদের কর্ণ পরিপূর্ণ করিয়া দেয়; অপিচ, শস্ত্র, তপ্ত কীলক ও লৌহখণ্ড দ্বারা তাহাদের কর্ণ কর্ষণ ও খনন করিয়া থাকে। যে সকল নর অপবাদনিরত, যমদূতগণ বহ্নিবর্ণ অয়োমুখ দ্বারা তাহাদের জিহ্বা পাটিত করে এবং বহুবার তীক্ষ্ণ সূক্ষ্মাগ্র শঙ্কু দ্বারা তাহাদের বদন পূর্ণ করিয়া দিয়া থাকে। যাহারা গুরু বা মাতার প্রতি পরুষ ভাষা প্রয়োগ করে এবং যাহারা দেবোপকল্পিত পুষ্প পত্র নষ্ট করিয়া দেয়, যমদূতগণ তাহাদের দেহচ্ছেদ করিয়া থাকে।১-২১। যাহারা পরনারী আলিঙ্গন করে, যমকিঙ্করগণ লৌহময়ী অগ্নিবর্ণা দগ্ধনারী, তাহাদের বক্ষস্থলে স্থাপন করিয়া বন্ধন করিয়া দেয়। আর যে সকল নারী পরপুরুষ আলিঙ্গন করে, অগ্নিতপ্ত লোহিতবর্ণ লৌহময় পুরুষ তাহাদিগকে আলিঙ্গন করায়। যমকিঙ্করগণ মধ্যে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া লৌহময় গৃহমধ্যে পাপীদিগকে নিক্ষেপ করিয়া থাকে। ইহলোকে নরগণের যেরূপ অঙ্গপীড়া হয়, যমপুরে তাহার শতগুণ অধিক হইয়া থাকে। কাক, বৃশ্চিক, ও গৃধ্রগণ পাপীদিগকে ভক্ষণ করে। পাপিগণ দহ্যমান হইয়া "হা ভ্রাতঃ, হা তাত!" বলিয়া রোদন করিয়া থাকে, কোন রকমেই শান্তি লাভ করিতে পারে না, অপার দুঃখ অনুভব করিয়া থাকে। পাপি-

সহানি পার্থিতি। এবং তে যাতনাদুঃখং প্রাপ্নুবন্তি সুনিশ্চিতম্। নিমির্নাম মহাভাগো যমমার্গং দদর্শ হ ॥ ২৭ ॥ রৌদ্রং ভয়ানকং দুর্গং পূরিতং পাপকর্ম্মভিঃ। তমসা সংবৃতঞ্চৈব কেশশৈবালশাদ্বলম্ ॥ ২৮ ॥ সম্পৃক্তং পাপকৃদ্গন্ধৈর্মাংসশোণিতকর্দ্দমৈঃ। বহ্নিজ্বালেন দীপ্তেন সমন্তাৎ পরিবারিতম্ ॥ ২৯ ॥ অধোমুখৈশ্চ কর্কোটৈর্গৃধ্রৈশ্চ সমভিদ্রুতম্। সূচীমুখৈস্তথা প্রেতৈর্বিন্ধ্যশৈলোপমৈর্বৃতম্ ॥ ৩০ ॥ বৃক্ষৈ রুধিরমাংসৈশ্চ ছিন্নবাহুরুপাণিভিঃ। নিকৃত্তোদরহস্তৈশ্চ তত্র তত্র প্রচারিতৈঃ ॥ ৩১ ॥ বৃতং কুণপদুর্গন্ধৈরশিবং ভোগবর্জ্জিতম্। অসিপত্রবনঞ্চৈব সমন্তাৎ পরিবারিতম্ ॥ ৩২ ॥ করম্ভবালুকাকীর্ণমায়সীশ্চ শিলাঃ পৃথক্। দদর্শ চাপি দেহোত্থযাতনাং পাপকর্ম্মণাম্ ॥ ৩৩ ॥ স তং দুর্গন্ধমালক্ষ্য পুরুষং তমুবাচ হ। কিয়দধ্বানমস্মাভির্গন্তব্যমিদমব্রবীৎ ॥ ৩৪ ॥ দেশোঽয়ং কশ্চ দেবানামেতদিচ্ছামি বেদিতুম্। ইত্যুক্তো যমদূতস্তু দণ্ডহস্তোঽগ্নিসপ্রভঃ। পুরতো দর্শয়ন্মার্গমিত এহীত্যুবাচ হ ॥ ৩৫ ॥ ভূয়ঃ স রাজা তং প্রাহ কিঙ্করং বিনয়ান্বিতঃ। ভো যাম্যপুরুষাচক্ষ্ব কিং ময়া দুষ্কৃতং কৃতম্ ॥ ৩৬ ॥ যেনেদং ব্যসনং প্রাপ্তং ময়া চ ধার্ম্মিকেণ হি। মিমিনামাহং বিখ্যাতো জনকানামহং কুলে ॥ ৩৭ ॥ জাতো বিদেহবিষয়ে সম্যগুপমনুজপালকঃ। চাতুর্ব্বর্ণ্যঞ্চ ধর্ম্মস্থং কৃত্বা সংরক্ষিতং ময়া ॥ ৩৮ ॥ ধর্ম্মপ্রধানকল্পেন মনুনাত্র যথা পুরা। যজ্ঞৈর্ম্ময়েষ্টৈঃ বহুভির্দ্ধর্ম্মতঃ পালিতা মহী ॥ ৩৯ ॥ নোৎসৃষ্টশ্চৈব সংগ্রামো নাতিথিবিমুখোঽভবৎ। কৃতা স্পৃহা চ ন ময়া পরস্ত্রীবিত্তবাদিষু ॥ ৪০ ॥ সোঽহং কথমিমং প্রাপ্তো নরকং ভৃশদারুণম্। ইতি পৃষ্টস্তদা তেন নিমিনা যমকিঙ্করঃ। উবাচ প্রণতো ভূত্বা ক্রুরোঽপি প্রশ্রিতং বচঃ ॥ ৪১ ॥ পুরুষ উবাচ। মহারাজ যথাথ ত্বং তথৈতন্নাত্র সংশয়ঃ। কিন্তু স্বল্পং কৃতং পাপং ভবতস্তৎ স্মারয়ামি তৎ ॥ ৪২ ॥ উক্তা যা দক্ষিণা শ্রাদ্ধে ন দত্তা সা ত্বয়া নৃপ। প্রমাদাদ্বিস্মৃতা চৈব তস্যেদং কর্ম্মণঃ ফলম্ ॥৪৩॥ এতাবদেব তে পাপং নান্যৎকিঞ্চন বিদ্যতে। বৈদেহাগচ্ছ পুণ্যানামুপভোগায় পার্থিব ॥ ৪৪ ॥ এবং শ্রুত্বা তু

গণ এইরূপে যমপুরে যাতনা ভোগ করে। মহাভাগ নিমি যমমার্গ দর্শন করিয়াছিলেন। ঐ মার্গ রৌদ্র, ভয়ানক, দুর্গম, পাপপূরিত, তমসাচ্ছন্ন ও কেশশৈবাল-শাদ্বল। ঐ স্থান পাপীদিগের মাংসশোণিতগন্ধে পরিপূর্ণ, বহ্নিজ্বালাময়, এবং গৃধ্র ও কর্কোটকগণ অধোমুখে অতিবেগে ঐ স্থানে উৎপতিত হইতেছে। শৈলোপম সূচীমুখ প্রেতগণ ঐ স্থানের সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেছে। ছিন্নবাহু পাণি ও ছিন্নোদর-হস্ত পাতকী প্রাণী সকল তথায় ইতঃস্তত বিচরণ করিতেছে। ঐ স্থান শব দুর্গন্ধময়, অশিব ও ভোগবর্জ্জিত। অসিপত্রবন ঐ স্থানের সর্ব্বত্রই বিরাজিত, ঐ স্থান করম্ভবালুকাপূর্ণ। নিমি ঐ স্থানের পাপকারী ব্যক্তিগণের দেহোত্থ যাতনা দর্শন ও অত্যন্ত দুর্গন্ধ অনুভব করিয়া যমপুরুষকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—আর কতদূর আমাকে গমন করিতে হইবে? ইহা দেবগণের কোন্ স্থান, তাহা আমি জানিতে ইচ্ছা করি। যমদূত নিমি কর্ত্তৃক পূর্ব্বোক্ত প্রকারে অভিহিত হইয়া বলিল,—এই সম্মুখে পথ,এই পথেই আগমন কর। পুনরায় রাজা বিনীত ভাবে দূতকে জিজ্ঞাসা করিলেন—হে যমপুরুষ! তুমি বল, আমি কি পাপ করিয়াছি?—আমি ধার্ম্মিক হইয়াও যদ্দ্বারা এতাদৃশ ব্যসন প্রাপ্ত হইলাম। আমি জনকের কুলে নিমি নামক বিখ্যাত রাজা। আমি বিদেহ নগরে মনুজপালক হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি। আমি চাতুর্ব্বর্ণ্য ধর্ম্ম সংস্থাপন করিয়াছি। ধর্ম্মরক্ষণ কল্পে ভগবান্ মনু যেমন যজ্ঞাদি দ্বারা মহী পালন করিয়াছিলেন, আমিও তদ্রূপ বহু যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানপূর্ব্বক এই মহী পালন করিয়াছি। আমি কদাপি সংগ্রাম পরিত্যাগ করি নাই। অতিথি, আমার নিকট হইতে কদাচ বিমুখ হয় নাই। আমি কখনও পরস্ত্রী ও পর ধনে লোভ করি নাই।২২-৪০। তবে কি জন্য আমি এই দারুণ নরক প্রাপ্ত হইলাম? রাজা নিমি কর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া ক্রুরস্বভাব হইলেও প্রণতিপূর্ব্বক যমকিঙ্কর বলিল,—হে মহারাজ! আপনি যাহা বলিলেন, তাহা সত্য, ইহাতে কোন সংশয় নাই। কিন্তু আপনি স্বল্প পাপ করিয়াছিলেন। তাহা আমি আপনাকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি। হে নৃপ! আপনি প্রমাদ বশতঃ শ্রাদ্ধে দক্ষিণা প্রদান করেন নাই, তাহারই ফলে আপনার এই নরকদর্শন। হে রাজন্! ইহাই আপনার পাপ; আর অন্য কোন পাপ আপনার নাই। হে বৈদেহ! আপনি

রাজর্ষির্নিমির্দূতমথাব্রবীৎ। যাস্যামি দেবানুচর যত্র মাং ত্বং হি নেষ্যসি ॥ ৪৫ ॥ কিঞ্চিৎ পৃচ্ছামি তে তৎ ত্বং যথাবদ্বক্তুমর্হসি। বজ্রতুণ্ডাস্ত্বমী কাকাঃ পুংসাং নয়নহারিণঃ ॥ ৪৬ ॥ পুনঃপুনশ্চ নেত্রাণি তদ্বত্তেষাং ভবন্তি হি। কিং কৃতং কর্ম্ম দূতেন্দ্র কথয়ৈতজ্জুগুপ্সিতম্ ॥ ৪৭ ॥ হরন্ত্যেষাং তথা জিহ্বাং জায়মানাং পুনর্নবাম্। করপত্রেণ পাট্যন্তে কস্মাদেতে সুদুঃখিতাঃ ॥ ৪৮ ॥ কিমেতে নষ্টচিত্তাশ্চ তুদ্যন্তেঽহর্নিশং নরাঃ। এতাশ্চান্যাশ্চ দৃশ্যন্তে যাতনাঃ পাপকর্ম্মিণাম্। কিয়ৎকালং ভবিষ্যন্তি তন্মমোদ্দেশতো বদ ॥ ৪৯ ॥ পুরুষ উবাচ। যন্মাং পৃচ্ছসি ভূপাল পাপকর্ম্মফলোদয়ম্। তত্তেঽহং সম্প্রবক্ষ্যামি সঙ্ক্ষেপেণ যথাতথম্ ॥ ৫০ ॥ পুণ্যা পুণ্যে হি পুরুষঃ পর্য্যায়েণ সমশ্নুতে। ভুঞ্জতশ্চ ক্ষয়ং যাতি পুণ্যং পাপমথাপি বা ॥ ৫১ ॥ ন তু ভোগাদৃতে পুণ্যং পাপং কর্ম্ম চ মানবঃ। পরিত্যজতি রাজেন্দ্র সত্যমেতদ্ব্রবীম্যহম্ ॥ ৫২ ॥ এবমেতে মহাপাপা যাতনাভিরহর্নিশম্। ক্ষপয়ন্তি মহাঘোরং নরকান্তরবর্ত্তিনঃ ৫৩। দেবত্বেঽথ মনুষ্যত্বে তির্য্যক্ত্বেঽথ শুভাশুভম্ পুণ্যপাপোদ্ভবং ভুঙ্ক্তে সুখদুঃখং ন সংশয়ঃ ॥ ৫৪ এতদুদ্দেশতো রাজন্ ভবতা কথিতং ময়া স্বকর্ম্মফলমোক্ষাণাং পুণ্যানাং পাপিনাং তথা ॥ ৫৫ তদেহ্যন্যত্র গচ্ছামি যথা দৃষ্টং ত্বয়াধুনা। ততস্তমগ্রতঃ কৃত্বা স রাজা গন্তুমুদ্যতঃ ॥ ৫৬ ॥ তদা হি সর্বৈরুদ্ঘুষ্টং যাতনাস্থায়িভির্নৃভিঃ। প্রসাদং কুরু ভূপেতি তিষ্ঠতাবন্মুহূর্ত্তকম্। ত্বদঙ্গসঙ্গী পবনো দেহান্ হ্লাদয়তে হি নঃ ॥ ৫৭ ॥ পরিতাপং চ গাত্রেভ্যঃ পীড়া বাধাশ্চ কৃৎস্নশঃ। অপহন্তি নরব্যাঘ্র কৃপাং কুরু মহীপতে ॥ ৫৮ ॥ এতচ্ছ্রুত্বা বচস্তেষাং তং যাম্যপুরুষং নৃপঃ। পপ্রচ্ছ কথমেতেষামাহ্লাদো ময়ি তিষ্ঠতি ॥ ৫৯ ॥ কিং ময়া কর্ম্ম তৎপুণ্যং মর্ত্ত্যলোকে মহৎকৃতম্। প্রহ্লাদজননী দৃষ্টির্যস্যেয়ং তদুদীর্য্যতাম্ ॥ ৬০ ॥ পুরুষ উবাচ। ত্বয়া দৃষ্টো মহাকালে বিখ্যাতোঽনরকেশ্বরঃ। আশ্বিনস্য চতুর্দ্দশ্যাং তস্মেদং

পুণ্য উপভোগের নিমিত্ত আগমন করুন। দূতের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজর্ষি নিমি বলিলেন,—হে দেবানুচর! তুমি আমাকে যথানে লইয়া যাইবে, আমি সেই স্থানেই যাইব। আমি তোমাকে কিঞ্চিৎ জিজ্ঞাসা করি, তুমি তাহার উত্তর প্রদান কর। ঐ যে বজ্রতুণ্ড কাক সকল যে সকল নরের পুনঃপুনঃ জায়মান নয়ন উৎপাটন করিতেছে, তাহারা কোন্ জুগুপ্সিত কর্ম্ম করিয়াছে; ঐ যে, উহাদের পুনঃপুন জায়মান জিহ্বা কর্ত্তিত হইতেছে এবং করপত্র দ্বারা উহাদিগকে পাটিত করিতেছে, ইহারা কি জন্য এরূপ দুঃখ ভোগ করিতেছে? ঐ যে কতিপয় নর নিরন্তর নিপীড়িত হইতেছে, ইহারা কি পাপ করিয়াছে? এই যে পাপিগণ যাতনা ভোগ করিতেছে, এবং আরও অন্যান্য যে সকল যাতনা তাহারা ভোগ করিয়া থাকে, এই সকল যাতনা তাহারা কতদিন ভোগ করিয়া থাকে, তাহা তুমি আমার নিকট নিবেদন কর। যমপুরুষ বলিল,—হে ভূপাল! আপনি যে আমায় পাপকর্ম্মের ফল জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তাহা আমি সংক্ষেপে বলিতেছি, শ্রবণ করুন,—হে রাজন্! মানব পর্য্যায়ানুসারে পুণ্যাপুণ্য ভোগ করিয়া থাকে এবং ভোগ সমাপ্ত হইলেই তাহা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। ভোগ ব্যতিরেকে কোন প্রকারেই তাহা ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না। এইজন্যই ঐ মহাপাপগণ নরকে পতিত হইয়া পাপফল যাতনা ভোগ করিয়া সময় অতিবাহিত করিতেছে। কি দেবতা, কি মনুষ্য, কি তির্য্যক্ জাতি,—সকলেই পুণ্যপাপোদ্ভব সুখ-দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। হে রাজন্! এই আমি আপনার নিকট পুণ্যজন ও পাপিগণের স্ব-কর্ম্ম-ফল মোক্ষের কথা কীর্ত্তন করিলাম। এখন আপনি পাপীদিগকে দেখিতে দেখিতে আমার সঙ্গে আসুন অন্যত্র গমন করি। অনন্তর রাজা পুরুষের অনুগমন করিতে লাগিলেন। ঐ সকল যাতনা-ভোগকারী পাপিগণ নৃপকে দেখিয়া বলিতে লাগিল,—হে নৃপ! অনুগ্রহপূর্ব্বক আপনি মুহূর্ত্ত মাত্র দণ্ডায়মান থাকুন, আপনার অঙ্গসংসগী বায়ু, আমাদের গাত্রে সংলগ্ন হইয়া আমাদের শরীর শীতল ও যাতনা-শূন্য করিতেছে। তাহাদের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া নৃপ তখন যাম্য পুরুষকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—কিজন্য ইহারা আমাকে দর্শন করিয়া আহ্লাদিত হইতেছে। আমি ধরাতলে এমন কি পুণ্য কর্ম্ম করিয়াছিলাম যে, তাহার ফলে ইহারা আমাকে দর্শন করিয়া আপ্যায়িত হইতেছে? যমপুরুষ বলিলেন,—হে নৃপ! আপনি আশ্বিন মাসের চতুর্দ্দশীতে মহাকালে অনরকেশ্বর দেবকে দর্শন

ফলমীদৃশম্ ॥ ৬১ ॥ ত্বত্তস্তদ্গাত্রসংসর্গী পবনো হ্লাদদায়কঃ। পাপকর্ম্মকৃতাং রাজন্ যাতনা ন প্রবাধতে ॥ ৬২ ॥ রাজোবাচ। যদি মৎসন্নিধানে সা যাতনা ন প্রবাধতে। ততো ভদ্রমুখাত্রাহং স্থাস্যে স্থাণুরিবাচলঃ ॥ ৬৩ ॥ পুরুষ উবাচ। এহি রাজেন্দ্র গচ্ছাবো নিজপুণ্যসমার্জ্জিতান্। ভুঙ্ক্ষ ভোগান্ন যাস্যেতাং যাতনাং পাপকর্ম্মণাম্ ॥ ৬৪ ॥ রাজোবাচ। ন স্বর্গে ব্রহ্মলোকে বা তৎসুখং প্রাপ্যতে নরৈঃ। যদার্ত্তজন্তুং নির্ব্বাণমানেতুমিতি মে মতিঃ ॥ ৬৫ ॥ তস্মান্ন তাবদ্যাস্যামি যাবদেতে সুদুঃখিতাঃ। মৎসন্নিধানাৎসুখিনো ভবন্তু নরকৌকসঃ ॥ ৬৬ ॥ প্রাপ্স্যন্তে তে যদি সুখং বহবো দুঃখিতে ময়ি। কিন্নু প্রাপ্তং ময়া সর্ব্বং তস্মাত্ত্বং ব্রজ মা চিরম্ ॥ ৬৭ ॥ পুরুষ উবাচ। এষ ধর্ম্মশ্চ শক্রশ্চ ত্বাং নেতুং সমুপাগতৌ। অবশ্যমস্মাদ্গন্তব্যং তস্মাৎপার্থিব গম্যতাম্ ॥ ৬৮ ॥ এতস্মিন্নন্তরে ধর্ম্মঃ শক্রেণ সহিতোঽব্রবীৎ। নিমে পরমধর্ম্মজ্ঞ প্রীতা দেবগণাস্তব ॥ ৬৯ ॥ এহ্যেহি পুরুষব্যাঘ্র কৃতমেতাবতা প্রভো। সিদ্ধিঃ প্রাপ্তা ত্বয়া রাজন্ লোকাশ্চাপ্যক্ষয়ান্বিতাঃ ॥ ৭০ ॥ ন চ মন্যুস্ত্বয়া কার্য্যঃ শৃণু মে বচনং বিভো। অবশ্যং নরকস্তাবদ্দ্রষ্টব্যঃ সর্ব্বরাজভিঃ ॥ ৭১ ॥ নয়ামি ত্বামহং স্বর্গং ত্বয়া সম্যগুপাসিতঃ। বিমানবরমারুহ্য বিমলং চাদ্য গম্যতাম্ ॥ ৭২ ॥ নিমিরুবাচ। নরকে মানবা ধর্ম্ম পীড্যন্তেঽত্র সহস্রশঃ। ত্রাহীতি বার্ত্তাং ক্রন্দন্তো মামতো ন ব্রজাম্যহম্ ॥ ৭৩ ॥ ইন্দ্র উবাচ। কর্ম্মণা নরকে প্রাপ্তিরেষাং চ পাপকর্ম্মণাম্। স্বর্গে ত্বয়াপি গন্তব্যং নৃপ পুণ্যেন কর্ম্মণা ॥ ৭৪ ॥ রাজোবাচ। পরিজানাসি ধর্ম্মজ্ঞ ত্বং বা শক্র শচীপতে। বিশিষ্টং মম কিং পুণ্যং শুভং তদ্বক্তুমর্হসি ॥ ৭৫ ॥ ধর্ম্ম উবাচ। আশ্বিনস্য তু মাসস্য কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দ্দশী। তস্যাং ত্বয়া মহাবাহো মহাকালবনোত্তমে। দৃষ্টো দেবঃ সুবিখ্যাতঃ স্বর্গদোঽনরকেশ্বরঃ ॥ ৭৬ ॥ তদ্বিশিষ্টং চ তে পুণ্যং তস্য সংখ্যা ন বিদ্যতে। স্বকর্ম্মোপার্জ্জিতং পুণ্যং ভুঙ্ক্ষ রাজন্ যথাসুখম্! এতে নারকিকাঃ সর্ব্বে ক্ষপয়ন্তু স্বকর্ম্মজাম্ ॥ ৭৭ ॥

করিয়াছিলেন, সেই জন্য উহারা আপনাকে দর্শন করিয়া পরিতাপশূন্য হইতেছে এবং সেই কারণেই আপনার অঙ্গসংসর্গী বায়ু পাপীদিগের আনন্দদায়ক ও পরিতাপনাশক হইয়াছে। রাজা বলিলেন,—হে ভদ্রমুখ! আমি অবস্থান করিলে যদি উহাদের যাতনার লাঘব হয় তাহা হইলে আমি এই স্থানে স্থাণুর ন্যায় অচল হইয়া অবস্থান করি। যমপুরুষ বলিল,—হে রাজন্! আপনি আমার সঙ্গে থাকুন, নিজ পুণ্যকর্ম্মের ফল উপভোগ করুন, পাপকর্ম্মের ফল উপভোগ করিবেন না। রাজা বলিলেন,—নর যদি দুঃখার্ত্ত ব্যক্তির দুঃখ নাশ করিতে পারে, তাহা হইলে তাহাতে তাহার যে সুখ হয়, এরূপ সুখ ব্রহ্মলোকে বা স্বর্গেও লব্ধ হয় না। অতএব আমি এস্থান হইতে যাইব না, এই নরকপতিত দুঃখার্ত্ত ব্যক্তিগণ আমার সান্নিধ্যে সুখ লাভ করুক। আমি একাকী দুঃখ ভোগ করিলে যদি এই বহুসংখ্যক নরকগামী পাপী সুখ লাভ করে, তাহা হইলে আমার কি না লব্ধ হয়? অতএব তুমি গমন কর। পুরুষ বলিলেন,—হে রাজন্! ধর্ম্ম এবং স্বয়ং শক্র আপনাকে লইতে আসিয়াছেন, অবশ্য আপনাকে এস্থান হইতে গমন করিতে হইবে, অতএব আপনি চলুন। ইত্যবসরে ধর্ম্ম ও শক্র আগমন করিয়া নৃপকে বলিলেন,—হে নিমে! দেবগণ আপনার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন, আপনি আসুন, আপনি সিদ্ধি ও অক্ষয় লোক লাভ করিয়াছেন। হে বিভো আপনি ক্রোধ করিবেন না, আমার বাক্য শ্রবণ করুন। সকল রাজাই নরক দর্শন করিয়া থাকেন। আমি আপনাকে স্বর্গে লইয়া যাইব। অদ্য আপনি বিমানবরে আরোহণ করিয়া স্বর্গে গমন করুন ।৪১—৭১। রাজা বলিলেন,—হে ধর্ম্ম! এই নরকে সহস্র সহস্র নর পীড়িত হইতেছে। তাহারা "ত্রাহি ত্রাহি" বলিতেছে। অতএব আমি স্বর্গে গমন করিব না। ইন্দ্র বলিলেন,—হে নৃপ! পাপকর্ম্মের ফলে ইহারা নরকে পতিত হইয়াছে, আপনি পুণ্যকর্ম্মের প্রভাবে আমাদের সহিত স্বর্গে গমন করুন। রাজা বলিলেন,—হে ধর্ম্মজ্ঞ শক্র! আমি আপনার নিকট জানিতে ইচ্ছা করি যে, আমি কি বিশিষ্ট পুণ্য কর্ম্ম করিয়াছি? আপনি ইহা আমার নিকট প্রকাশ করুন। ধর্ম্ম বলিলেন,—হে নৃপ! আপনি আশ্বিন মাসের চতুর্দ্দশী তিথিতে মহাকালবনে অনরকেশ্বর দর্শন করিয়াছিলেন। ইহাই আপনার বিশিষ্ট পুণ্য, এ পুণ্যের সীমা নাই। হে রাজন্! আপনি স্বকর্ম্মের ফল ভোগ করুন; আর এই পাপিগণ পাপকর্ম্মোচিত যাতনা ভোগ করিয়া নির্দ্দিষ্ট কাল অতিবাহিত করুক।

রাজোবাচ। কথং স্পৃহাং করিষ্যন্তি সৎসঙ্গেষু চ মানবাঃ। যদি মৎসন্নিধাবেষামুৎকর্ষো নোপজায়তে ৭৮॥ তস্মাদ্যৎ সুকৃতং কিঞ্চিদ্বিশিষ্টতরমস্তি বৈ। তেন মুচ্যন্তু নরকাৎ পাপিনো যাতনাগতাঃ ॥ ৭৯ ॥ ধর্ম্ম উবাচ। রাজংস্ত্বয়া কৃতং পূর্ব্বেঽনরকেশ্বর দর্শনম্। তদুৎপন্নস্য পুণ্যস্য কালামেভ্যঃ প্রযচ্ছ বৈ ॥ ৮০ ॥ তৎপুণ্যস্য প্রভাবেণ মোক্ষ্যন্তে নরকাদিমে। তথা কৃতে ততস্তেন বিমুক্তা নরকাচ্চ তে ॥ ৮১ ॥ ততোঽব্রবীদ্ধর্ম্মরাজো নিমিং শক্রসমন্বিতঃ। এবং শ্রেষ্ঠতরং স্থানং ত্বয়া প্রাপ্তং মহীপতে ॥ ৮২ ॥ এতাংশ্চ নারকান্ পশ্য বিমুক্তান্ পাপকর্ম্মণঃ। ততোঽপতৎপুষ্পবৃষ্টিস্তস্যোপরি মহীপতেঃ ॥ ৮৩ ॥ বিমানং চাধিরোপ্যৈনং স্বর্লোকমনয়দ্ধরিঃ। যে যে তত্রাভবন্ পাপা যাতনাভ্যঃ পরিচ্যুতাঃ ॥ ৮৪ ॥ প্রভাবাত্তস্য দেবস্য স্বর্গলোকং গতাঃ প্রিয়ে। অতো দেবঃ সুবিখ্যাতঃ স দেবোঽনরকেশ্বরঃ ॥ ৮৫ ॥ স্তুতো দেবগণৈঃ সর্ব্বৈর্নরকাদবতারকঃ। জাতঃ স এব সুকৃতী কুলং তেনৈব পাবিতম্ ॥ ৮৬ ॥ যঃ পশ্যতি নরো নিত্যং দেবং চানরকেশ্বরম্। যেঽর্চ্চয়ন্তি নরা ভক্ত্যা দেবং চানরকেশ্বরম্। তেষাং বিলীয়তে পাপং পূর্ব্বজন্মশতোদ্ভবম্ ॥ ৮৭ ॥ যেঽনুমোদন্তি দেবস্য দর্শনং পর্ব্বতাত্মজে। তেঽপি পাপবিনির্ম্মুক্তাঃ প্রয়ান্তি মম মন্দিরে ॥ ৮৮ ॥ সমতীতং ভবিষ্যচ্চ কুলানামযুতং নরঃ। মম লোকং নয়ত্যাশু তস্য লিঙ্গস্য দর্শনাৎ ॥ ৮৯ ॥ শিবযোগসমাযুক্তা কৃষ্ণা যা চ চতুর্দ্দশী। সা প্রোক্তা বল্লভা তস্য সর্ব্বপাপপ্রণাশিনী ॥ ৯০ ॥ যে চায়ান্তি নরাস্তস্যাং দেবং চানরকেশ্বরম্। উপোষ্য পাপৈর্মুচ্যন্তে তে নরাঃ শতজন্মজৈঃ ॥ ৯১ ॥ কর্ম্মণা মনসা বাচা যৎপাপং সমুপার্জ্জিতম্। তৎক্ষালয়তি দেবোঽসৌ তিথৌ তস্যাং সমর্চ্চিতঃ ॥ ৯২ ॥ এব তে কথিতো দেবি প্রভাবঃ পাপনাশনঃ। জটেশ্বরস্য দেবস্য শৃণু মাহাত্ম্যমুত্তমম্ ॥ ৯৩ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দেঽনরকেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৭ ॥

রাজা বলিলেন।—আমার সন্নিধিমাত্রে যদি ইহাদের উৎকর্ষ না জন্মিল, তাহা আর কি জন্য সৎসঙ্গে স্পৃহা জন্মিবে? অতএব আমার যাহা কিছু বিশিষ্ট পুণ্য আছে, সেই পুণ্যপ্রভাবে এই নরকগত পাপিগণ যাতনাভোগ হইতে মুক্তি লাভ করুক। ধর্ম্ম বলিলেন,—হে রাজন্! আপনি পূর্ব্বে যে অনরকেশ্বর দর্শন করিয়াছিলেন, তজ্জনিত পুণ্যের কলামাত্র ইহাদিগকে প্রদান করুন, সেই পুণ্যপ্রভাবেই ইহারা নরকযাতনা হইতে মুক্তি লাভ করিবে। অনন্তর তাহাই অনুষ্ঠিত হইল, নরকবাসিগণও মুক্তিলাভ করিল। এই সময়ে শক্র ও ধর্ম্মরাজ, নিমিকে বলিলেন,—হে নরপতে! এই পুণ্যকর্ম্মের ফলে আপনি শ্রেষ্ঠতর লোক লাভ করিলেন; আর এদিকে দেখুন, নারকিগণ নরকভোগ হইতে মুক্তি লাভ করিল। ইত্যবসরে নৃপতির মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি পতিত হইল। ইন্দ্র তাঁহাকে বিমানে আরোহণ করাইয়া স্বর্গে লইয়া গেলেন। যে সকল পাপী নরকে যাতনা ভোগ করিতেছিল, তাহারা নৃপপ্রভাবে যাতনা হইতে মুক্তি লাভ করিয়া স্বর্গলোকে গমন করিল। হে প্রিয়ে! এই জন্যই লিঙ্গের নাম হইল,—অনরকেশ্বর। অনন্তর ঐ নরক-তারক নৃপ, দেবগণ কর্ত্তৃক স্তুত হইতে লাগিলেন। তিনি সুকৃতী পুরুষ এবং তিনিই জন্ম দ্বারা স্বীয় কুল পবিত্র করিয়াছেন; যিনি অনরকেশ্বর দেবকে নিত্য দর্শন করেন। যে ব্যক্তি নিত্য তাঁহার অর্চ্চনা করে, তাহাদের শত পূর্ব্বজন্মোদ্ভব পাপ বিনষ্ট হয়। হে পর্ব্বতাত্মজে! যাহারা অনরকেশ্বর দেবের দর্শন অনুমোদন করে, তাহারা পাপনির্ম্মুক্ত হইয়া মদীয় মন্দিরে গমন করিয়া থাকে। ঐ লিঙ্গ দর্শন করিলে নর অতীত ও ভবিষ্যৎ অযুত কুল মদীয় লোকে প্রেরণ করে। শিবযোগসমাযুক্তা কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী, শিবের অত্যন্ত প্রিয় এবং সর্ব্বপাপপ্রণাশিনী। যাহারা ঐ তিথিতে অনরকেশ্বর দেব সন্নিধানে আগমন করিয়া ঐ স্থানে উপবাস করে, তাহারা শতজন্মজ পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। ঐ তিথিতে দেব অনরকেশ্বর অর্চ্চিত হইয়া লোকের কায়-মন ও বাক্য দ্বারা উপার্জ্জিত পাপ ক্ষালন করিয়া দেন। হে দেবি! এই আমি তোমার নিকট অনরকেশ্বরের প্রভাব কীর্ত্তন করিলাম, অতঃপর জটেশ্বরমাহাত্ম্য শ্রবণ কর। ৭২—৯৩।

সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৭।

অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীদেবদেব উবাচ। অষ্টাবিংশতিকং বিদ্ধি বিখ্যাতং চ জটেশ্বরম্। যস্য দর্শনমাত্রেণ মুক্তো ভবতি মানবঃ॥ ১॥ পুরা রথন্তরে কল্পে বীরধন্বা মহীপতিঃ। ধর্ম্মাত্মা চ যশস্বী চ বভূব ভুবি বিশ্রুতঃ॥ ২॥ স কদাচিদ্বনং গত্বা মৃগহেতোর্বরাননে। ব্যাপাদয়ন্ মৃগগণান্ ধনুষা ক্রোধবিহ্বলঃ॥ ৩॥ জগাম তত্র যত্রাসন্ ভ্রাতরঃ পঞ্চ সুব্রতাঃ। সংবর্ত্তস্য সুতা দেবি মৃগরূপেণ সংস্থিতাঃ॥ ৪॥ তে কদাচিদ্বনে পঞ্চ দৃষ্ট্বা হরিণপোতকান্। শ্বসতো জাতমাত্রাংশ্চ কৌতূহলসমন্বিতাঃ॥ ৫॥ একৈকং জগৃহুস্তত্র মৃতাস্তে স্বতিদুঃখিতাঃ। ততঃ সর্ব্বে চ তে পঞ্চ যযুর্ব্বৈ পিতুরন্তিকম্॥ ৬॥ প্রায়শ্চিত্তং সমীহন্তঃ সংবর্ত্তং সাংসদের্বৃতম্। উচুস্তে বচনং চেদং মৃগহিংসাশ্রিতং তদা॥ ৭॥ জাতমাত্রা মৃগাঃ পঞ্চ অস্মাভির্নিহতাঃ প্রভো। অকামতস্ততোঽস্মাকং প্রায়শ্চিত্তং বিধীয়তাম্॥ ৮॥ উচে স শুদ্ধিমাপ্নোতি প্রায়শ্চিত্তে কৃতে সতি। অনধীত্য ধর্ম্মশাস্ত্রং প্রায়শ্চিত্তং দদাতি যঃ। প্রায়শ্চিত্তী ভবেৎ পূতঃ কিল্বিষং দাতরি ব্রজেৎ॥ ৯॥ ধর্ম্মশাস্ত্রসমারূঢ়া বেদখড়্গধরা দ্বিজাঃ। ক্রীড়ার্থমপি যদ্ব্রূয়ুঃ স ধর্ম্মঃ পরমঃ স্মৃতঃ॥ ১০॥ ব্রহ্মচ্ছিদ্রং জপচ্ছিদ্রং যচ্ছিদ্রং যজ্ঞকর্ম্মণি। অচ্ছিদ্রং জায়তে সর্ব্বং ব্রাহ্মণৈরুপপাদিতম্॥ ১১॥ অচ্ছিদ্রমিতি যদ্বাক্যং বদন্তি ক্ষিতিদেবতাঃ। প্রণশ্যত্যখিলং পাপমগ্নিষ্টোমফলং ভবেৎ॥ ১২॥ ইত্যেবং বদতি শ্রেষ্ঠে সংবর্ত্তে দ্বিজসত্তমে। সমাগতাশ্চ মুনয়ো ভৃগ্বত্র্যাঙ্গিরসাদয়ঃ॥ ১৩॥ তেষামর্থে যথাবৃত্তং কথয়ামাসুরেব তে। সংবর্ত্তস্য সুতা দীনা ভক্তিনম্রাঃ পুনঃপুনঃ॥ ১৪॥ তেঽপ্যূচুর্ধর্ম্মশাস্ত্রাণি বিহিতানি যথার্থতঃ। প্রায়শ্চিত্তং যথোদ্দিষ্টং দেশকালবিভাগতঃ॥ ১৫॥ অশীতির্যস্য বর্ষাণি বালো বাপ্যূনষোড়শঃ। প্রায়শ্চিত্তার্দ্ধমর্হন্তি স্ত্রিয়ো বৈ ব্যাধিতস্য চ॥ ১৬॥ দেশং কালং বয়ঃ শক্তিং পাপং চাবেক্ষ্য যত্নতঃ। প্রায়শ্চিত্তং প্রকল্প্যং স্যাদিতি ধর্ম্মো ব্যবস্থিতঃ॥ ১৭॥ ইদানীং মৃগচর্ম্মাণি পরিধায় ধৃতব্রতাঃ। চরধ্বং পঞ্চ বর্ষাণি ততঃ শুদ্ধা ভবিষ্যথ॥ ১৮॥ এবমুক্তাস্তু তে বালা মৃগধর্ম্মোপজীবিনঃ। বনং বিবিশুরব্যগ্রা ধ্যায়ন্তো

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

শ্রীমহাদেব বলিলেন,—হে দেবি। যাহার দর্শনমাত্রে মানব মুক্তিলাভ করে, আমি সেই বিখ্যাত জটেশ্বর লিঙ্গের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। পূর্ব্বে রথন্তর কল্পে বীরধন্বা নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি ধার্ম্মিক, যশস্বী ও ভুবনবিখ্যাত ছিলেন। হে বরাননে! তিনি একদা মৃগয়ার্থ বনে গমন করিয়া সক্রোধে ধনু দ্বারা বহু মৃগ ব্যাপাদন করত যেখানে সংবর্ত্ত-সুত পঞ্চ ভ্রাতা মৃগরূপে বিরাজিত, সেই স্থানে গমন করিলেন। একদা ঐ পঞ্চ ভ্রাতা সদ্যোজাত, লুণ্ঠিত পঞ্চ হরিণশিশুকে দর্শনপূর্ব্বক কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া এক একটীকে গ্রহণ করেন, এবং গ্রহণ করিবামাত্র তাহারা পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। ইহাতে তাহারা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া পিতার নিকট গমন করত প্রায়শ্চিত্ত করিবার অভিলাষে বলিল,—হে প্রভো! আমরা অনিচ্ছায় সদ্যোজাত পঞ্চ মৃগশিশু নিহত করিয়াছি। আপনি আমাদের প্রায়শ্চিত্ত বিধান করুন। তাহাদের পিতা বলিল,—প্রায়শ্চিত্ত করিলে নিশ্চয়ই শুদ্ধিলাভ করিবে। ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন না করিয়া প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা প্রদান করিলে, প্রায়শ্চিত্তী ব্যক্তি পূত হয়, কিন্তু প্রায়শ্চিত্তীর পাপ, ব্যবস্থাপক ব্যক্তিতে সংক্রামিত হয়। ধর্ম্মশাস্ত্রাধিরূঢ় বেদ-খড়্গধর দ্বিজগণ ক্রীড়ার্থও যাহা বলেন, তাহা পরম ধর্ম্ম। ব্রহ্মচ্ছিদ্র, জপচ্ছিদ্র ও যজ্ঞচ্ছিদ্র, এই সকল যদি ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক উপপাদিত হয়, তাহা হইলে অচ্ছিদ্র হইয়া থাকে। ভূসুরগণ যদি অচ্ছিদ্র বাক্য বলেন, তাহা হইলে, অখিল পাপ বিনষ্ট হয় এবং অগ্নিষ্টোমফল লব্ধ হইয়া থাকে।১-১২। দ্বিজসত্তম সংবর্ত্ত এই কথা বলিতে থাকিলে ভৃগু, অত্রি, অঙ্গিরা প্রভৃতি মুনিগণ ঐ স্থানে আগমন করিয়া যথাবৃত্ত প্রায়শ্চিত্তবিধি বলিতে লাগিলেন। সংবর্ত্তের সুতগণ বিনীতভাবে অবস্থান করিল। মুনিগণ দেশ-কালবিভাগ অনুসারে যথাযথ ধর্ম্মশাস্ত্র বলিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন—যাহারা অশীতিপর বৃদ্ধ, যাহারা ষোড়শ বৎসরের ন্যূনবয়স্ক, স্ত্রীজাতি এবং ব্যধিত, ইহারা অর্দ্ধ প্রায়শ্চিত্ত করিবে। দেশ, কাল, বয়স, শক্তি, এই সকল যত্নপূর্ব্বক দর্শন করিয়া প্রায়শ্চিত্তের বিধান দিতে হয়; ইহাই ধর্ম্ম-সিদ্ধান্ত। হে সংবর্ত্তপুত্রগণ! তোমরা ইদানীং মৃগচর্ম্ম পরিধানপূর্ব্বক পঞ্চবর্ষ কাল যাবৎ ব্রতাচরণ কর; ইহাতেই শুদ্ধি লাভ করিবে। ঐ বালকগণ

ব্রহ্ম শাশ্বতম্॥ ১৯ ॥ ততো বর্ষে হ্যতিক্রান্তে বীরধন্বা মহীপতিঃ। তত্রাজগাম যস্মিংস্তে চরন্তি মৃগরূপিণঃ॥ ২০ ॥ তে চাপ্যেকতরোর্মূলে মৃগধর্ম্মোপজীবিনঃ। জপন্তঃ সংস্থিতাস্তে হি রাজ্ঞা দৃষ্টা মৃগা ইতি॥ ২১॥ মত্বা বিদ্ধাস্ত নারাচৈর্মৃতাস্তে ব্রহ্মবাদিনঃ। তান্ দৃষ্ট্বা চ মৃতান্ রাজা ব্রাহ্মণান্ সংশিতব্রতান্। ভয়েন বেপমানস্তু দেবরাতাশ্রমং যযৌ॥ ২২ ॥ তত্রাপৃচ্ছদ্‌ব্রহ্মবধ্যা মম জাতা মহামুনে। আমূলান্তং বধাস্তস্য কথয়িত্বা নরাধিপঃ॥ ভৃশং শোকপরীতাত্মা রুরোদ ভৃশদুঃখিতঃ। স ঋষির্দেবকল্পস্তু রুদন্তং নৃপসত্তমম্॥ ২৪ ॥ উবাচ মা ভৈর্নৃপতে অপনেষ্যামি পাতকম্। পাতালে সুতলাখ্যে তু নিমজ্জন্তী যথা ধরা॥ ২৫॥ উদ্ধৃতা দেবদেবেন বিষ্ণুনা ক্রোড়মূর্ত্তিনা। তদ্বত্ত্বনস্তং রাজেন্দ্র ব্রহ্মহত্যাপরিপ্লুতম্। উদ্ধরিষ্যতি দেবোঽসৌ স্বয়মেব জনার্দ্দনঃ॥ ২৬॥ এবমুক্তস্ততো রাজা ত্বরিতো বাক্যমব্রবীৎ॥ ২৭ ॥ কিমনেন দ্বিজেনৈব নিষ্প্রভেন দুরাত্মনা। উদ্ধর্ত্তুং নৈব শক্নোতি স্বয়মেব দ্বিজাধমঃ॥ ২৮ ॥ ইত্যুক্ত্বা কোপরক্তাক্ষঃ খড়্গেনৈব জঘান তম্। মৃতং দৃষ্ট্বা দ্বিজং রাজা ক্রোধেন কলুষীকৃতঃ॥ ২৯॥ তস্মিন্নেব বনে দেবি পাপসঙ্ঘেন মোহিতঃ। জঘান কপিলাং দোগ্ধ্রীং সবৎসাং গালবস্য চ॥ ৩০॥ ক্ষুধার্ত্তশ্চ তৃষার্ত্তশ্চ বাল্যান্মোহাচ্চ সাহসাৎ। ক্রূরা বুদ্ধিঃ সমভবজ্জটীভূতঞ্চ পাতকম্॥ ৩১ ॥ জটীভূতেন পাপেন বভ্রাম গহনে বনে। স কদাচিত্তুরঙ্গেণ হৃতো দূরং মহদ্বনম্॥ ৩২॥ ব্যাঘ্রসিংহগজাকীর্ণং মৃগশম্বরসেবিতম্। একাকী তত্র রাজাসাবশ্বং মুক্ত্বা তরোরধঃ॥ ৩৩ ॥ কুশোপরি তদা তত্র সুষাপ চ স নির্ভয়ম্। তত্র ব্যাধাঃ সমচরন্ দৃষ্ট্বা সুপ্তং চ নির্ভয়ম্॥ ৩৪॥ তে গতাস্ত্বরিতা ব্যাধাঃ স্বভর্ত্তুঃ কথনায় বৈ। স্বামিনা তেন নির্দ্দিষ্টা নিগ্রহীতুং প্রচক্রমুঃ॥ ৩৫॥ তাবদ্রাজ্ঞঃ শরীরাত্তু শ্বেতাভরণভূষিতা। উত্থায় চক্রমাদায় তয়া ম্লেচ্ছাশ্চ পাতিতাঃ॥ ৩৬॥ দস্যূন্নিহত্য সা দেবী তত্রৈবাদর্শনং গতা॥ ৩৭॥ অথ রাজা তয়া মুক্তঃ প্রতিবুদ্ধো-

---

এইরূপ অভিহিত হইয়া মৃগচর্ম্ম পরিধান করত শাশ্বত ব্রহ্ম ধ্যানপূর্ব্বক ধীরভাবে বনগমন করিল। অনন্তর বর্ষাকাল অতীত হইলে বীরধন্বা মহীপতি—যেখানে ঐ মৃগরূপী পঞ্চভ্রাতা বিচরণ করিতেছিল, ঐ স্থানে আগমন করিলেন। ঐ মৃগধর্ম্মাক্রান্ত পঞ্চভ্রাতা এক তরুমূলে অবস্থিত হইয়া জপ করিতেছিল, ঐ সময় নৃপতি তাহাদিগকে দেখিতে পাইলেন। তিনি ঐ অবস্থায় তাহাদিগকে মৃগ মনে করিয়া বিদ্ধ করিলেন। বিদ্ধ হইবা মাত্র তাহারা পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। রাজা তখন ঐ সংশিতব্রত ব্রাহ্মণকুমারদিগকে মৃত অবলোকন করিয়া ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে দেবরাতাশ্রমে গমন করিলেন। সেখানে উপস্থিত হইয়া তিনি বলিলেন,—হে মহামুনে! আমি ব্রহ্মহত্যাভাগী হইয়াছি। এইরূপে তিনি আমূলাগ্র সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদনপূর্ব্বক একান্ত শোকাতুর হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। দেবকল্প ঋষি বলিলেন,—হে নৃপতে! ভয় নাই, আপনার পাতক অপনয়ন করিব। দেবদেব জনার্দ্দন সুতলাখ্য পাতাল হইতে যেমন নিমজ্জিতা মহীকে উদ্ধার করিয়াছেন, তেমনি তিনি আপনাকেও ব্রহ্মহত্যা হইতে উদ্ধার করিবেন। ঐ ত্বরিতকারী রাজা তখন মুনিবাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন,—এই নিস্তেজ দুরাত্মা দ্বিজাধম কোন কার্য্যেরই উপযুক্ত নহে। এই দ্বিজাধম স্বয়ং উদ্ধার করিতে সক্ষম নহে। এই কথা বলিয়াই ক্রোধারুণনেত্রে খড়্গ দ্বারা তাঁহাকে নিহত করিলেন। রাজা তখন ঐ মুনিকে মৃত দেখিয়া কোপকষায়িতনেত্রে ঐ বনে ভ্রমণ করিতে করিতে একদিন গালবের দোগ্ধ্রী সবৎসা কপিলাকে নিহত করিলেন। ক্ষুধার্ত্ত ও তৃষ্ণার্ত্ত ঐ রাজার বাল্য, মোহ ও সাহস বশতঃ পাপ জটীভূত হইল। তাহার ফলে তিনি গহন বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তিনি একদা তুরঙ্গ কর্ত্তৃক দূর ভয়ঙ্কর বনে নীত হইলেন। ঐ বন ব্যাঘ্র সিংহ ও গজাকীর্ণ এবং মৃগ-শবর-সেবিত। রাজা একাকী তরুতলে অশ্ব-বন্ধনপূর্ব্বক কুশোপরি নির্ভয়ে নিদ্রা যাইতেছেন, এমন সময় কতিপয় ব্যাধ ঐ স্থানে আগমন করিয়া রাজাকে তদবস্থ দর্শন করিল। তদ্দর্শনে তাহারা দ্রুতপদে গমন করিয়া ঐ সংবাদ তাহাদের স্বামীকে বিজ্ঞাপন করিল। তাহাদের স্বামী কর্ত্তৃক তাহারা রাজাকে নিগৃহীত করিতে আদিষ্ট হইয়া তথাবিধ আচরণে যেমন প্রবৃত্ত হইবে, অমনি সুপ্ত রাজার শরীর হইতে সালঙ্কারা দেবী চক্রহস্তে নিঃসৃত হইয়া ঐ দস্যু ব্যাধগণকে পাতিত করত সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন।১৩—৩৭। রাজা এইরূপে

হথ তৎক্ষণাৎ। ম্লেচ্ছাংশ্চ নিহতান্ দৃষ্ট্বা চিন্তয়ামাস পার্থিবঃ ॥ ৩৮ ॥ গোবধ্যা ব্রহ্মবধ্যা চ বনে হ্যস্মিন্ সুদারুণা। কথং ময়া নৃশংসেন প্রাপ্তা পাপপরম্পরা ॥ ৩৯ ॥ এবং স চিন্তয়িত্বাথ নিঃশ্বস্য চ পুনঃপুনঃ। তমেবাশ্বং সমারুহ্য বামদেবাশ্রমং যযৌ ॥ ৪০ ॥ মুনিনা বামদেবেন দৃষ্টো রাজা তথাবিধঃ। জটীভূতেন পাপেন পীড়িতো দুঃখিতস্তদা ॥ ৪১ ॥ বামদেব উবাচ। অয়ং স পুরুষব্যাঘ্রো বীরধন্বা মহীপতিঃ। সোমবংশসমুৎপন্নো দশাং কষ্টাং সমাগতঃ ॥ ৪২ ॥ উদ্ধরিষ্যামি রাজানমেনং পুরুষসত্তমম্। ইত্যালোচ্য তদা বিপ্রো বামদেবো মহাতপাঃ। প্রত্যুবাচ মহীপালং বীরধন্বানমাতুরম্ ॥ ৪৩ ॥ ভো ভো রাজন্ মহীপাল বীরধন্বেতিবিশ্রুতঃ। বিদূরথস্য তনয়ো বিখ্যাতো ভুবনত্রয়ে ॥৪৪॥ প্রাগ্ভবে ব্যাধরূপেণ নিহত্য বিপিনে মৃগান্। দৃঢ়ং জাগরণং রাত্রাবামলক্যাস্তরোরধঃ ॥ ৪৫ ॥ ফাল্গুনামলপক্ষে ত্বামলক্যেকাদশী শুভা। পুষ্যার্ক্ষযোগিনী তস্যাং জামদগ্ন্যপ্রদক্ষিণা ॥ ৪৬ ॥ পূজা লোকৈঃ কৃতা দৃষ্টা বিস্ময়েন ত্বয়া পুরা। অকামাদুপবাসোঽভূত্তস্যাং জাগরণং পুনঃ ॥ ৪৭ ॥ তৎপ্রভাবাদভূ- রাজা মহাবলপরাক্রমঃ। তয়া সংরক্ষিতো রাজন্ ম্লেচ্ছবর্গাদ্বনেঽধুনা ॥ ৪৮ ॥ নিহতাঃ শত্রবঃ সর্ব্বে তয়ৈব শুভমাপ্স্যসি। পূর্ব্বকর্ম্মবিপাকেন ব্রহ্মহত্যা সমাগতা ॥ ৪৯ ॥ জ্ঞাতা তপঃপ্রভাবেন ময়া যোগবলেন চ। জটীভূতং শরীরং তে পাপসঙ্ঘেন পার্থিব ॥ ৫০ ॥ ইদানীং পালয়িষ্যামি শৃণু মে বচনং পরম্ ॥ ৫১ ॥ ইত্যুক্তো বামদেবেন মুনিনা স মহীপতিঃ। প্রণম্য প্রয়তা ভূত্বা পপ্রচ্ছ চ পুনঃপুনঃ ॥ ৫২ ॥ কথং যাস্যন্তি মে হত্যা গোব্রাহ্মণসমুদ্ভবাঃ। উপদেশপ্রদানেন প্রসাদং কর্ত্তুমর্হসি ॥ ৫৩ ॥ তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা বামদেবো মহামুনিঃ। কথয়ামাস মাহাত্ম্যং লিঙ্গস্যাস্য যশস্বিনি ॥ ৫৪ ॥ মহাকালবনং গচ্ছ মহারাজ মমাজ্ঞয়া। তত্রাস্তে দেবদে বাহপি জগদ্ব্যাপী জটেশ্বরঃ ॥ ৫৫ ॥ পাপসঙ্ঘপ্রহর্ত্তা চ সর্ব্ববেদেষু পঠ্যতে। দেবস্থানরকেশস্য উত্তরে স ব্যবস্থিতঃ ॥ ৫৬ ॥ তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা বামদেবস্য পার্থিবঃ। আজগাম ত্বরাযুক্তো মহাকালবনোত্তমে ॥ ৫৭ ॥ তত্র দৃষ্ট্বা জগদ্বন্দ্যং দেবদেবং জটেশ্বরম্। স্তুতিং চকার রাজেন্দ্রো

দস্যুহস্ত হইতে মুক্তি লাভ করত প্রতিবুদ্ধ হইয়া দেখিলেন যে, কতিপয় ম্লেচ্ছ নিহত হইয়া পতিত রহিয়াছে। তদ্দর্শনে তিনি এইরূপ চিন্তা করিলেন যে, গোহত্যা ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি সুদারুণ পাপ-পরম্পরা আমি এই বনে প্রাপ্ত হইয়াছি। তিনি এই প্রকার চিন্তা করিয়া পুনঃপুন নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক সেই অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক বামদেবাশ্রমে গমন করিলেন। মুনি বামদেব তাঁহাকে পাপে জটীভূত ও দুঃখিত অবলোকন করিলেন এবং বলিলেন,—এই সেই পুরুষ-ব্যাঘ্র সোমবংশীয় মহীপতি বীরধন্বা, কষ্টতর দশা প্রাপ্ত হইয়াছেন! আমি পুরুষসত্তমকে উদ্ধার করিব। মুনিবর তখন এইরূপ চিন্তা করিয়া মহীপালকে বলিলেন,—ভো ভো রাজন্! বিদূরথতনয় বীরধন্বন্! আপনি ভুবন-বিখ্যাত পুরুষ। পূর্ব্বজন্মে আপনি বিপিনে বহুমৃগ হিংসা করিয়া ফাল্গুনমাসীয় শুক্লা পুষ্যানক্ষত্র-যোগিনী আমলকী-একাদশী তিথিতে রাত্রিকালে আমলকী-তরুতলে জাগরণ করিয়াছিলেন। ঐ দিন সাধারণ লোক ঐ স্থানে পূজা করিতেছিল। তদ্দর্শনে আপনি বিস্মিত হন। সে দিন ঐ স্থানে অনিচ্ছায় আপনার জাগরণ ও উপবাস সঙ্ঘটিত হইয়াছিল। তাহারই প্রভাবে আপনি মহাবল রাজা হইয়াছেন। সে দিন বনে আপনি দেবী কর্ত্তৃক ম্লেচ্ছদিগের হস্ত হইতে পরিত্রাত হইয়াছেন। দেবীই আপনার শত্রুগণকে নিহত করিয়াছেন। আপনি শুভ লাভ করিবেন। আপনি প্রাক্তন কর্ম্মবিপাকে ব্রহ্মহত্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন। এ সমস্তই আমি যোগবলে অবগত হইয়াছি। হে পার্থিব! পাপে আপনার শরীর জটীভূত হইয়াছে, আমি উহা রক্ষা করিব। আপনি আমার বাক্য শ্রবণ করুন।৩৮—৫১। বামদেব কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া মহীপতি প্রণামপূর্ব্বক তাঁহাকে বলিলেন,—হে মুনে! কি প্রকারে আমার গোহত্যা ও ব্রহ্মহত্যা-জনিত পাপ বিনষ্ট হইবে? আপনি তাহা উপদেশ দিন। নৃপবাক্য শ্রবণ করিয়া মুনি লিঙ্গ মাহাত্ম্য বলিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন,—হে মহারাজ! আপনি মহাকালবনে গমন করুন। এই স্থানে জগদ্ব্যাপী দেবদেব জটেশ্বর বিরাজিত। ইনি সর্ব্বদেবের মধ্যে উত্তম পাপসংহর্ত্তা এবং অনরকেশ্বরের উত্তর দিগ্‌ভাবে অবস্থিত। এইরূপ মুনিবাক্য শ্রবণ করিয়া পার্থিব বনোত্তম মহাকালে গমন করিলেন। ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া তিনি দেবদর্শনপূর্ব্বক ভক্তি সহকারে তাঁহার এইরূপ

ভক্ত্যা পরময়া পুনঃ ॥ ৫৮ ॥ শিবায় তে নমো নিত্যং বিশ্বকায় নমো নমঃ। নমো দিব্যায় গুহ্যায় গূঢ়ব্রতশরীরিণে ॥ ৫০ ॥ নমো জটায় রামায় মায়য়াক্রান্তকারিণে। নমোঽস্তু বহুরূপায় নমো নীলাভরূপিণে ॥ ৬০ ॥ নমো ভোগায় ধূম্রায় নমোঽস্তু গগনাত্মনে। নমো বহ্নিসমূহায় নমস্তে নির্ম্মলাকর ॥ ৬১ ॥ নমো মহান্ধকারার্ক নমস্তে শক্রঘাতিনে। নমঃ সংসারপারায় দিব্যরূপশরীরিণে। নমঃ কনকবর্ণায় নমো মোহিতমোহিনে ॥ ৬২ ॥ নমঃ সুরূপায় সুরার্চ্চিতায় নমো বিরূপায় প্রকৃতেঃ পরায়। নমো নমো রূপনিরাশ্রয়ায় শ্যামাসুরূপায় নমো নমস্তে ॥ ৬৩ ॥ ইতি স্তুতস্তদা দেবি মহাদেবো মহেশ্বরঃ। জটাবেষ্টিতসর্ব্বাঙ্গো লিঙ্গমধ্যাচ্চ নিঃসৃতঃ ॥ ৬৪ ॥ ভস্মচর্চ্চিতসর্ব্বাঙ্গো ভোগিভোগাঙ্গদোজ্জ্বলঃ। হিমরাশিনিভাকারো রজতাচলনির্ম্মলঃ ॥ ৬৫ ॥ মুক্তালতানিভাভিশ্চ জটাভির্ভূষিতো বিভুঃ। কপিলাভিঃ করালাভির্বিকটাভিশ্চ বেষ্টিতঃ ॥ ৬৬ ॥ ভোগীন্দ্রফণবদ্ধাভিঃ সিতপীতাদিভিস্তথা। নদীরূপাভিরন্যাভিঃ শোভিতোঽসৌ জটেশ্বরঃ ॥ ৬৭ ॥ রাজানং প্রত্যুবাচেদং বচনং পরিতাত্মজে। স্তোত্রেণানে রাজেন্দ্র তুষ্টোঽহং তোষিতস্ত্বয়া ॥ ৬৮ ॥ জটীভূতঞ্চ তে পাপং গতং মদ্দর্শনেন বৈ। তস্মাৎ স্থানং পরং গচ্ছ মদীয়ং শাশ্বতং মুদা ॥ ৬৯ ॥ ইত্যুক্তো দেবদেবেন বীরধন্বা মহীপতিঃ। জগাম পরমং স্থানং দাহপ্রলয়বর্জ্জিতম্ ॥ ৭০ ॥ কামগেন বিমানেন স্তূয়মানো গণৈঃ প্রিয়ে। পাপসঙ্ঘেন মুক্তোঽসৌ জটীভূতেশদর্শনাৎ ॥ ৭১ ॥ লিঙ্গশ্চাতঃ সমাখ্যাতো নাম্না দেবো জটেশ্বরঃ। জটেশ্বরং বরারোহে যে পশ্যন্তি সুভক্তিতঃ। তেষাং পাপং জটীভূতং তৎক্ষণাদেব নশ্যতি ॥ ৭২ ॥ যেঽর্চ্চয়ন্তি সদা দেবি দেবদেবং জটেশ্বরম্। তেষাং বলং প্রভাবশ্চ সৌভাগ্যঞ্চ ভবিষ্যতি ॥ ৭৩ ॥ যেঽপ্যত্র দেবগন্ধর্ব্বা যক্ষরাক্ষসমানবাঃ। লিঙ্গঞ্চ পূজয়িষ্যন্তি বিধিবদ্ভক্তিভাবতঃ ॥ ৭৪ ॥ তেঽপি কামানবাপ্স্যন্তি যাংশ্চ কাংশ্চ সুদুর্লভান্। ঐশ্বর্য্যং ধর্ম্মমতুলং দীর্ঘমায়ুররোগতাম্ ॥ ৭৫ ॥ নিঃসপত্নত্বমতুলং যচ্চান্যত্তদবাপ্নুয়াৎ। পাপিনঃ ক্রূরকর্ম্মাণো যেঽপি লিঙ্গং সমাশ্রিতাঃ। তেঽপি পাপবিনির্ম্মুক্তা ভবিষ্যন্তি গতজ্বরাঃ ॥ ৭৬ ॥ জটেশ্বরং প্রপশ্যন্তি ভক্ত্যা যে চ দিনে দিনে। তে ধর্ম্মধনসৌভাগ্যৈর্ভবিষ্যন্তি

স্তুতি করিতে লাগিলেন,—হে শিব! আপনাকে নমস্কার; হে বিশ্বক! আপনাকে ভূয়োভূয় নমস্কার হে দিব্য, গুহ্য, গূঢ়ব্রতশরীরিন, জট, রাম, মায়াক্রান্তকারিন্! আপনাকে ভূয়োভূয় নমস্কার। হে বহুরূপ নীলাভরূপিন্, যোগ, ধূম্র, গগনাত্মন, বহ্নিসমূহ, নির্ম্মলাকার, মহান্ধকার, অর্ক, শক্রঘাতিন্ সংসারপার দিব্যরূপশরীরিন্, কনকবর্ণ, মোহিত, মোহিন্, সুরূপ, সুরার্চ্চিত, বিরূপ, প্রকৃতিপর, রূপনিরাশ্রয় ও শ্যামাসুরূপ! তোমাকে ভূয়োভূয় নমস্কার। হে দেবি! রাজা এই প্রকার স্তব করিলে জটাবেষ্টিতসর্ব্বাঙ্গ মহাদেব মহেশ্বর লিঙ্গমধ্য হইতে নির্গত হইলেন তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ভস্ম-চর্চ্চিত, তিনি ভোগি-ভোগালঙ্কারে প্রদীপ্ত এবং হিমরাশি ও রজতাচলের ন্যায় বিরাজিত। মুক্তালতানিভ, কপিলবর্ণ, করাল, বিকট, ভোগীন্দ্রফণবদ্ধ, সিতপীত, নদীসদৃশ জটাপটল তাঁহার শোভা বর্দ্ধন করিতে লাগিল। তিনি রাজাকে বলিলেন—হে রাজেন্দ্র! আমি তোমার স্তবে পরিতুষ্ট হইয়াছি। আমার দর্শনমাত্রেই তোমার জটীভূত পাপ বিনষ্ট হইয়াছে। অধুনা তুমি নিত্য ধাম মদীয় লোকে গমন কর। মহীপতি বীরধন্বা মহদেব কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া কামগ বিমানে আরোহণপূর্ব্বক দাহ প্রলয়াদি বর্জ্জিত পরম ধামে উপস্থিত হইলেন। ঐ সময়ে গণসমূহ তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিল। ঐ লিঙ্গ দর্শনে তিনি জটীভূত পাপসঙ্ঘ হইতে মুক্তি লাভ করিলেন বলিয়া লিঙ্গের নাম হইল,—জটেশ্বর। হে বরারোহে! যাহারা ভক্তিপূর্ব্বক জটেশ্বর দর্শন করে, তাহাদের জটীভূত পাপ তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়।৫২—৭২। হে দেবি! যাহারা দেবদেব জটেশ্বরের অর্চ্চনা করে, তাহাদের বল, প্রভাব, সৌভাগ্য হইয়া থাকে। দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, বা মানব যে কেহ এই জটেশ্বর লিঙ্গের বিধিবৎ পূজা করে, তাহারা যে কোন সুদুর্লভ অভিলষিত লাভ করিতে পারে। অধিকন্তু তাহারা ঐশ্বর্য্য, অতুল ধর্ম্ম দীর্ঘায়ু, অরোগিতা, অবৈ এবং আরও অন্যান্য যাহা কিছু হিতকর, তাহা লাভ করিয়া থাকে। পাপী এবং ক্রূরকর্ম্মা হইলেও যাহারা লিঙ্গাশ্রয় করিবে, তাহারা বিগতজ্বর হইয়া পাপ-নির্ম্মুক্ত হইবে। যাহারা প্রতিদিন জটেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করে, তাহারা ধর্ম্ম, ধন ও সৌভাগ্য লাভ করিয়া

সমন্বিতাঃ ॥ ৭৭ ॥ ব্যাধিতো ব্যাধিনা মুক্তো দুঃখী দুঃখাৎ প্রমুচ্যতে। দর্শনাত্তু ভবেৎ সদ্যঃ সর্ব্বপাতকবর্জ্জিতঃ ॥ ৭৮ ॥ জটেশ্বরস্য মাহাত্ম্যং যে পঠিষ্যন্তি পার্ব্বতি। শ্রোষ্যন্তি যেঽপি মন্তক্ত্যা প্রযতাঃ শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ ॥ ৭৯ ॥ তে সর্ব্বকামানাপ্যান্তি গতিমন্তে চ মৎপুরে। যা নারী দুর্ভগা সাপি সৌভাগ্যং লভতে সদা ॥ ৮০ ॥ গুর্ব্বিণী লভতে পুত্রমরোগং শ্রুতিভূষণম্। শিশুগ্রহাশ্চ নশ্যন্তি নাপমৃত্যুভয়ং ভবেৎ ॥ ৮১ ॥ মাঙ্গল্যমিদমায়ুষ্যং ধর্ম্মকামাশ্রয়ং মহৎ। দুঃস্বপ্নজং ভয়ং ঘোরং পাপজং যাতি সংক্ষয়ম্ ॥ ৮২ ॥ দুর্ভুক্তং দুর্জ্জনস্পর্শং যচ্চাল্পায়ুষ্করং ভবেৎ। লিঙ্গাখ্যানকথাং শ্রুত্বা বিনশ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৮৩ ॥ শ্রাদ্ধেষু যঃ পঠেদেতাং জটেশ্বরকথাং শুভাম্। তদক্ষয়ং ভবেচ্ছ্রাদ্ধং পিতৃণাং প্রীতিবর্দ্ধনম্ ॥ এষ তে কথিতো দেবি প্রভাবঃ পাপনাশনঃ। জটেশ্বরস্য দেবস্য শৃণু রামেশ্বরং শিবম্ ॥ ৮৫ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে জটেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নামাষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৮ ॥

একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীহর উবাচ। একোনত্রিংশতং বিদ্ধি দেবং রামেশ্বরং প্রিয়ে। যস্য দর্শনমাত্রেণ মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যয়া ॥ ১ ॥ পুরা ত্রেতাযুগে দেবি রামঃ শস্ত্রভৃতাং বরঃ। শূরঃ সর্ব্বগুণোপেতঃ পিতৃভক্তো বভূব হ ॥ ২ ॥ রেণুকাগর্ভসম্ভূতঃ স্বয়ং রামো বভূব হ। বিষ্ণুরেবাবতীর্ণোঽসৌ ভৃগোঃ শাপাৎ সুদুস্তরাৎ ॥ ৩ ॥ স কদাচিন্নিযুক্তোঽসৌ মুনিনা জমদগ্নিনা। শিরশ্ছিন্দ্ধীত্যুবাচেদং মাতুস্তে বিপুলং সুত ॥ ৪ ॥ স পিতুর্ব্বচনং শ্রুত্বা ভ্রাতৃণাং মাতুরেব চ। শিরাংসি চিচ্ছিদে রামো জমদগ্নির্ব্বরং দদৌ ॥ সর্ব্বেষাং পৃথিবীশানাং ত্বমজেয়ো ভবিষ্যসি। সর্ব্বক্ষয়করো ভাবী নচিরাদেব ভার্গব ॥ ৬ ॥ গৃহাণ পরশুং পুত্র বহ্নিজ্বালোদ্ভবং দৃঢ়ম্। অনেন শিতশস্ত্রেণ ততঃ খ্যাতো ভবিষ্যতি ॥ ৭ ॥ অথ কেনাপি কালেন কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনো নৃপঃ। হৈহয়ানাং কুলে জাতঃ সহস্রবাহুবিশ্রুতঃ ॥ ৮ ॥ জঘান জমদগ্নিন্তু কামধেনুকৃতে কুধীঃ। পিতরং নিহতং দৃষ্ট্বা রামঃ

থাকে। জটেশ্বর লিঙ্গ দর্শনে পীড়িত ব্যক্তি পীড়া হইতে এবং দুঃখী ব্যক্তি দুঃখ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। জটেশ্বর দর্শনে সকল পাতকই বিনষ্ট হইয়া থাকে। হে পার্ব্বতি! যাহারা জটেশ্বর লিঙ্গের মহাত্ম্য পাঠ এবং ভক্তিপূর্ব্বক প্রযত হইয়া শ্রবণ করে, তাহারা সর্ব্ব অভিলষিত লাভ করিয়া অন্তে মদীয় পুরে গমন করিয়া থাকে। দুর্ভগা নারী যদি উহার অর্চ্চনা করে, তাহা হইলে সে সুভগা হইয়া থাকে। এইরূপে গুর্ব্বিণী স্ত্রী শ্রুতিভূষণ অরোগ পুত্র লাভ করে। অপিচ তাহার শিশুগ্রহ বিনষ্ট হয় এবং অপমৃত্যু সঙ্ঘটিত হয় না। এই লিঙ্গ-মহাত্ম্য মঙ্গলকর, আয়ুষ্য, ধর্ম্মকামাশ্রয় ও মহৎ। এই লিঙ্গ-মাহাত্ম্য-কথা শ্রবণ করিলে দুঃস্বপ্নজনিত ভয়, পাপজভয়, সংক্ষয়, দুর্ভুক্তি, দুর্জ্জনস্পর্শ এবং যাহা অল্পায়ুষ্কর, তাহা বিনষ্ট হয়, ইহাতে কোন সংশয় নাই। যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধে জটেশ্বর মাহাত্ম্য পাঠ করে, তাহার অনুষ্ঠিত শ্রাদ্ধ পিতৃলোকের প্রীতিবর্দ্ধক ও অক্ষয় হয়। হে দেবি! এই আমি তোমার নিকট জটেশ্বর লিঙ্গের পাপনাশন প্রভাব কীর্ত্তন করিলাম, অতঃপর রামেশ্বর শিবের প্রভাব শ্রবণ কর। ৭৩—৮৫।

অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৮।

ঊনত্রিংশ অধ্যায়।

শ্রীহর বলিলেন,—হে দেবি! যাহার দর্শন মাত্রে ব্রহ্মহত্যা হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারা যায়, আমি সেই একোনত্রিংশত্তম রামেশ্বর লিঙ্গের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে ত্রেতাযুগে শস্ত্রধারিশ্রেষ্ঠ রাম জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি শূর, সর্ব্বগুণোপেত ও পিতৃভক্ত ছিলেন। রেণুকার গর্ভে তাঁহার জন্ম হয়। ভৃগুর সুদুস্তর শাপপ্রভাবে ভগবান্ বিষ্ণুই এই পরশুরামরূপে অবতীর্ণ হন। একদা মুনি জমদগ্নি রামকে বলিলেন,—পুত্র! তুমি তোমার মাতার শিরশ্ছেদ কর। পিতৃবাক্য শিরোধার্য্য করিয়া তিনি মাতৃমস্তক ছেদন করিলেন। তিনি মাতৃমস্তক ছেদন করিলে তাঁহার পিতা সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে এই বলিয়া বর প্রদান করিলেন যে, তুমি নিখিল ভূপতির অজেয় ও অচিরাৎ সর্ব্বক্ষত্রিয়-ক্ষয়কর হইবে। অগ্নি পুত্র! তুমি এই বহ্নিজ্বালোদ্ভব দৃঢ় পরশু গ্রহণ কর। তুমি এই শিত শস্ত্র দ্বারা পৃথিবীতে খ্যাত হইবে। অনন্তর একদা হৈহয়কুল-সম্ভূত সহস্রবাহু-সমন্বিত কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন কামধেনুর নিমিত্ত রাম-

ক্রুদ্ধোঽব্রবীদিদম্ ॥ ৯ ॥ অথ পশ্যন্তু মে বীর্য্যং ত্রয়ো লোকাঃ সনাতনম্। স চ পশ্যতু দুর্ব্বুদ্ধির্ম্মহা কৃতবীর্য্যজঃ ॥ ১০ ॥ মৎপিতা নিহতো যেন সৎকর্ম্মনিরতঃ সদা। তস্য বাহুসহস্রং তু ছেৎস্যামীহ ন সংশয়ঃ ॥ ১১ ॥ ইত্যুক্ত্বা ক্রোধরক্তাক্ষঃ কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনং ভুবি। ধর্ষয়িত্বা যথাকামং ক্রোশমানং পুনঃ পুনঃ ॥১২॥ কৃৎস্নং বাহুসহস্রং চ চিচ্ছেদ ভৃগুনন্দনঃ। পরশ্বধেন তীক্ষ্ণেন ভ্রাতিভি' সহিতং তদা ॥ ১৩ ॥ রথস্থং পাতয়ামাস জঘান নৃপতিং প্রিয়ে। ত্রিঃসপ্তকৃত্বঃ পৃথিবী তেন নিঃক্ষত্রিয়া কৃতা ॥ ১৪ ॥ কৃত্বা নিঃক্ষত্রিয়াং চৈব ভার্গবঃ স মহাবলঃ। সর্ব্বপাপবিনাশায় বাজিমেধেন চেষ্টবান্ ॥ ১৫ ॥ তস্মিন্ যজ্ঞে মহাদানে দক্ষিণাং ভৃগুনন্দনঃ। মারীচায় দদৌ প্রীতঃ কশ্যপায় বসুন্ধরাম্ ॥ ১৬ ॥ বারুণাংস্তুরগান্ শুভ্রান্ রথং চ রথিনাং বরঃ। হিরণ্যমক্ষয়ং ধেনূর্গজেন্দ্রাংশ্চ মহামতিঃ ॥ ১৭ ॥ তদা তস্মিন্মহাযজ্ঞে বাজিমেধে মহাযশাঃ। তথাপি ন গতা হত্যা হ্যনেকপ্রাণিসম্ভবা ॥ ১৮ ॥ এবং কিল পুরাণেষু সর্ব্বাগমভিদাদিষু। বিশ্বস্তঘাতিনাং চৈব নিষ্কৃতিঃ শ্রূয়তে যথা ॥ ১৯ ॥ অশ্বমেধেন যজ্ঞেন ব্রহ্মহত্যা বিনশ্যতি। অথবা দ্বাদশাব্দেন যদ্যেকাশ্না কৃতা ভুবি ॥ ২০ ॥ ময়া পুনর্নৃশংসেন বহবঃ প্রাণিনো হতাঃ। বিশ্বস্তাশ্চ প্রমত্তাশ্চ গর্ভস্থাশ্চ পুনঃপুনঃ ॥২১॥ স্ত্রিয়ো বৃদ্ধাশ্চ বালাশ্চ মাতা চৈব বিশেষতঃ। ইতি দুঃখান্বিতো রামো বিষাদঃ পরমং গতঃ ॥২২॥ চিন্তয়িত্বা মুহূর্ত্তং তু গতো রৈবতকং গিরিম্। তথা তপোহতদ্ঘোরং বহূন্ বর্ষগণান্ প্রিয়ে ॥ ২৩ ॥ তথাপি ন গতা হত্যা হ্যনেকপ্রাণিসম্ভবা। অথ রামো জগামাথ মাহেন্দ্রে মলয়ে তথা ॥ ২৪ ॥ সহ্যে হিমালয়ে রম্যে পুণ্যে বদরিকাশ্রমে। চরিত্বা পর্ব্বতান্ সর্ব্বান্ স্নানার্থং নর্ম্মদাং যযৌ ॥ ২৫ ॥ যমুনাং চন্দ্রভাগাং চ গঙ্গাং ত্রিপথগামিনীম্। ইরাবতীং বিতস্তাং চ পরাং চর্ম্মণ্বতীং শুভাম্ ॥ ২৬ ॥ বিশালাং কপিলাং দুর্গাং গভীরাং গোমতীং শিবাম্। গোদাবরীং দশার্ণাং চ পুণ্যাং ভীমরথীং তথা ॥ ২৭ ॥ গয়াং চৈব কুরুক্ষেত্রং নৈমিষং পুষ্করং তথা অট্টহাসং প্রভাসং চ কেদারমমরেশ্বরম্ ॥ ২৮ ॥ কৃতযাত্রোঽপি দুঃখার্ত্তশ্চিন্তয়ামাস ভার্গবঃ। ন নূনং তীর্থমাহাত্ম্যং দৃশ্যতে ভুবি সাম্প্রতম্ ॥ ২৯ ॥ ন গতা ব্রহ্মহত্যা মে কৃতো ধর্ম্মো নিরর্থকঃ। মিথ্যা তৎকথ্যতে শাস্ত্রে তীর্থদানাদিভিঃ শুভৈঃ।

পিতা জমদগ্নিকে নিহত করে। রাম পিতাকে তথাবিধ নিহত দেখিয়া সক্রোধে বলিলেন,—অদ্য ত্রিলোকবাসিগণ আমার সনাতন বীর্য্য অবলোকন করুক আর অবলোকন করুক,—সেই ব্রহ্মঘাতী দুর্ব্বুদ্ধি কৃতবীর্য্যপুত্র—যে সৎকর্ম্মনিরত মদীয় পিতাকে নিহত করিয়াছে। অদ্য সেই দুরাত্মার সহস্রবাহু ছেদন করিব, ইহাতে আর কোন সংশয় নাই। এই কথা বলিয়া ক্রোধরক্তাক্ষ রাম কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনকে রথ হইতে ভূতলে পাতিত ও যথেচ্ছ ধর্ষিত করিয়া তীক্ষ্ণধার পরশু দ্বারা তাঁহার সহস্রবাহু ছেদন করিলেন। ঐ সময়ে কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন পুনঃপুন আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। তিনি কেবল কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনকে নিহত করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, তাঁহার ভ্রাতিগণকেও নিহত করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি একবিংশতি বার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করেন। পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপনপূর্ব্বক ঐ যজ্ঞে দক্ষিণাস্বরূপ সমস্ত পৃথিবী—তুরগ, রথ, হিরণ্য, ধেনু, গজেন্দ্র প্রভৃতি যাহা কিছু মারীচ কশ্যপকে প্রদান করেন। এই প্রকার দানাদি করিলেও তাঁহার ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ অপগত হইল না। তিনি ভাবিলেন,—সকল আগম পুরাণাদিতেই বিশ্বস্তঘাতীরও নিষ্কৃতি শ্রুত হওয়া যায়, অশ্বমেধ যজ্ঞে ব্রহ্মহত্যা বিনষ্ট হইয়া থাকে, অথবা যদি দ্বাদশাব্দ একাসনে উপবেশন করে, তাহা হইলেও ব্রহ্মহত্যা অপগত হয়।১—২০। আমি নৃশংসভাবে বিশ্বস্ত, প্রমত্ত, গর্ভস্থ, স্ত্রী, বৃদ্ধ, বালক এবং বিশেষত মাতা—এইরূপ বহু প্রাণী নিহত করিয়াছি। রাম এইরূপ দুঃখান্বিত হইয়া বিপৎসাগরে মগ্ন হইলেন। তিনি মুহূর্ত্তকাল এইপ্রকার চিন্তা করিয়া মহেন্দ্র, মলয়, সহ্য, হিমালয়, পুণ্য বদরিকাশ্রম, অন্যান্য সমস্ত পর্ব্বত, নর্ম্মদা, যমুনা, চন্দ্রভাগা, ত্রিপথগামিনী গঙ্গা, ইরাবতী, বিতস্তা, চর্ম্মণ্বতী, বিশালা, কপিলা দুর্গা, গম্ভীরা, গোমতী, শিবা, গোদাবরী, দশার্ণা, ভীমরথী, গয়া, কুরুক্ষেত্র, নৈমিষ, পুষ্কর, অট্টহাস, প্রভাস, কেদার ও অমরেশ্বর তীর্থে গমন করিয়া দুঃখিতভাবে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন,—সম্প্রতি আর আমি তীর্থ মাহাত্ম্য দেখিতে পাইতেছি না। আমার ব্রহ্মহত্যা বিনষ্ট হইল না; অনুষ্ঠিত ধর্ম্ম নিষ্ফল হইল। তীর্থযাত্রা দানাদি দ্বারা ধর্ম্ম অর্জ্জিত

যদি স্যাৎ সত্যমেতচ্চ নষ্টং জাতং কথং মম।
৩০॥ এতস্মিন্নেব কালে তু নারদো মুনিপুঙ্গবঃ।
আজগাম তমুদ্দেশং যত্র রামো ব্যবস্থিতঃ॥ ৩১॥
বিষণ্ণবদনো দীনশ্চিন্তয়ানঃ পুনঃপুনঃ। দৃষ্ট্বা
তথাবিধো রামঃ প্রত্যুবাচাথ নারদম্ ॥ ৩২॥
ভো ভো নারদ দেবর্ষে শৃণু মে পরমং বচঃ।
জননী নিহতা পূর্ব্বং পিতুর্বাক্যাদ্দ্বিজোত্তম ॥ ৩৩॥
পিতুঃ পরাভবাদ্ভূমৌ ভূমিপালা ময়া হতাঃ। গর্ভা
বিদারিতাঃ স্ত্রীণাং বালা বৃদ্ধাশ্চ যোষিতঃ॥ ৩৪॥
নিরন্তরা হতা লোকা বিশোকেনাদয়ালুনা। পশ্চাদ্-
ঘৃণা সমুৎপন্না পরলোকং মমেক্ষতঃ॥ ৩৫॥ যজ্ঞঃ
কৃতোঽশ্বমেধশ্চ দত্তং দানমনেকধা। স্নাতোঽহং
সর্ব্বতীর্থেষু সর্ব্বপ্রস্রবণেষু চ॥ ৩৬॥ পর্ব্বতেষু
তপস্তপ্তং হুতং জপ্তং নিরন্তরম্। ব্রহ্মহত্যা-
বিনাশার্থং কিং কিং নাত্র ময়া কৃতম্॥ ৩৭॥
পরং নৈব গতা হত্যা তস্মাৎ সর্ব্বং নিরর্থকম্॥
৩৮॥ ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা নারদো ভগবানৃষিঃ।
প্রত্যুবাচ হিতং সত্যং চিরং ধ্যাত্বা বচস্তদা। ভো
ভো রাম কিমাত্মানং ন স্মরস্যধুনা হরিম্॥ ৩৯॥
ত্বয়ৈব কথিতং পূর্ব্বং ব্রহ্মহত্যাবিনাশনম্। মহাকাল-
বনে ক্ষেত্রে ক্ষেত্রাণামুত্তমং পরম্। তস্মিন্ ক্ষেত্রে
মহালিঙ্গং ব্রহ্মহত্যাবিনাশনম্॥ ৪০॥ জটেশ্বরো
মহাভাগ বিদ্যতে সর্ব্বসিদ্ধিদম্। কৃতাবতার রাম
ত্বং তত্র গচ্ছাবিলম্বিতম্। নারদস্য বচঃ শ্রুত্বা
স্মৃত্বা ক্ষেত্রমনুত্তমম্॥ ৪১॥ জগাম ত্বরিতং দেবি
মহাকালবনে ততঃ। লিঙ্গমারাধয়ামাস ততো
হত্যা গতা ক্ষয়ম্। লিঙ্গমধ্যাদহং দেবি প্রসন্নো
নির্গতস্তদা॥ ৪২॥ জামদগ্ন্যো ময়া প্রোক্তঃ কান্ত-
কামং দদাম্যহম্। স প্রোবাচ ততো রামো ভক্তি-
নম্রাত্মকন্ধরঃ॥ ৪৩॥ ত্বৎপাদপঙ্কজে ভূয়াদ্ভক্তির্মে
বিপুলা সদা। বরমেকং প্রযচ্ছাদ্য যদি তুষ্টো
মহেশ্বর॥ ৪৪॥ ইত্যুক্তোঽহং তদা তেন যথা
তুষ্টেন পার্ব্বতি। তস্মৈ দত্তা ময়াভীষ্টা বরা কীর্ত্তি-
করা স্থিতিঃ॥ ৪৫॥ অদ্যপ্রভৃতি তে নাম্না দেবঃ
খ্যাতো ভবিষ্যতি। তদা রামেশ্বর ইতি ত্রিষু

হয় বলিয়া পুরাণাদি শাস্ত্রে যে উক্ত হইয়াছে, তাহা মিথ্যা; আর তাহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে আমার তীর্থযাত্রা নিষ্ফল হইবে কেন? এমন সময়ে দেবর্ষি নারদ যেখানে রাম অবস্থান করিতেছিলেন, সে স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি দেখিলেন,—রাম বিষণ্ণবদনে ও দীনভাবে চিন্তা করিতেছেন। এমন সময়ে রাম তাঁহাকে দর্শন করিয়া বলিলেন,—ভো ভো দেবর্ষি নারদ! আমার বাক্য শ্রবণ করুন,—আমি পূর্ব্বে পিতৃবাক্যে জননীকে নিহত করিয়াছি। পিতৃপরাভব বশতঃ আমি ভূমিপালদিগকে বধ করিয়াছি এবং এতদুপলক্ষে কত স্ত্রীগণের গর্ভ বিদারণ করিয়াছি। নিরন্তর নির্দ্দয় ও বিশোক হইয়া বালক, বৃদ্ধ, ও স্ত্রীহত্যা করিয়াছি। পরলোকের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া অধুনা আমার ঘৃণা জন্মিতেছে। আমি পূর্ব্বে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছি, অনেক দান করিয়াছি, সর্ব্ব তীর্থ ও প্রস্রবণে স্নান করিয়াছি; এবং পর্ব্বতে পর্ব্বতে নিরন্তর হোম ও জপ করিয়াছি। ব্রহ্মহত্যা বিনাশের জন্য আমার অননুষ্ঠিত কিছুই নাই। কিন্তু ঐ সকল কর্ম্মানুষ্ঠানে আমার ব্রহ্মহত্যা অপগত হইল না; সকল কর্ম্মই নিরর্থক হইল। রামের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া ভগবান্ নারদ ঋষি ধ্যানান্তে বলিলেন,—হে রাম! তুমি কি আত্মবিস্মৃত হইয়াছ? পূর্ব্বে তুমিই ব্রহ্মহত্যা-বিনাশন উপায় বলিয়াছিলে। মহাকালবনের মধ্যে এক উত্তম ক্ষেত্র আছে। ঐ ক্ষেত্রে ব্রহ্মহত্যা-বিনাশক এক মহালিঙ্গ আছেন। ২১—৪০। তাঁহার নাম জটেশ্বর, তিনি সর্ব্বসিদ্ধিদায়ক। হে কৃতাবতার রাম! তুমি অবিলম্বে ঐ স্থানে গমন কর। হে দেবি! তখন রাম স্মৃতিপ্রাপ্ত হইয়া সত্বর ঐ স্থানে গমন করিলেন এবং তথায় উপস্থিত হইয়া তিনি লিঙ্গারাধনার ফলে ব্রহ্মহত্যা হইতে অব্যাহতি লাভ করিলেন। হে দেবি! আমি তখন প্রসন্ন হইয়া লিঙ্গমধ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম এবং জামদগ্ন্যকে আমি কমনীয় ও অভিলষিত বাক্য বলিলাম। জামদগ্ন্য অবনতমস্তকে বলিল,—হে দেব! আপনার পাদপঙ্কজে আমার বিপুল ভক্তি হউক। হে মহেশ্বর! আপনি যদি আমার প্রতি তুষ্ট হইয়াছেন, তাহা হইলে আমায় উক্ত বরই প্রদান করুন। হে পার্ব্বতি! আমি তখন রাম কর্ত্তৃক ঐরূপ অভিহিত হইলে অভীষ্টপ্রদ কীর্ত্তিকরী স্থিতি তাহাকে প্রদান করিলাম; বলিলাম,—অদ্যাবধি তোমার নামে এই দেব খ্যাত হইবেন। সেই হইতে এই লিঙ্গ

লোকেষু গীয়তে ॥ ৪৬ ॥ ভক্ত্যা যে পূজয়িষ্যন্তি দেবং রামেশ্বরং পরম্। আজন্মপ্রভবং পাপং তেষাং নশ্যতি তৎক্ষণাৎ॥ ৪৭ ॥ স এব পুণ্যবান্ পূজ্য ইহ লোকে পরত্র চ। যঃ পশ্যতি নরো ভক্ত্যা দেবং রামেশ্বরং শিবম্॥ ৪৮॥ যেঽনুমোদন্তি দেবস্য দর্শনং যজনং তথা। তেঽপি পাপবিনির্ম্মুক্তাঃ প্রয়ান্তি মম মন্দিরম্॥ ৪৯॥ যচ্চাপি পাতকং ঘোরং ব্রহ্মহত্যাসহস্রকম্। তৎপাপং বিলয়ং যাতি রামেশ্বরসমর্চ্চনাৎ॥ ৫০॥ দুষ্প্রাপ্যং যৎফলং বিপ্রৈর্ব্বাজপেয়াদিভির্ম্মখৈঃ। প্রাপ্যতে তৎসুখেনৈব শ্রীরামেশ্বরদর্শনাৎ॥ ৫১ ॥ যে হতাভিমুখাঃ শূরা গোবিপ্রার্থে রণাজিরে। গতিরভ্যধিকা তেভ্যো দৃষ্ট্বা রামেশ্বরং শিবম্॥ ৫২॥ জিতাস্তেন সদা লোকা রামেণৈব জগত্রয়ম্। দৃষ্টং যেন সদা ভক্ত্যা লিঙ্গং রামেশ্বরং শিবম্॥ ৫৩॥ এষ তে কথিতো দেবি প্রভাবঃ পাপনাশনঃ। রামেশ্বরস্য দেবস্য শৃণু ত্বং চ্যবনেশ্বরম্॥ ৫৪॥

ইতি শ্রীস্কান্দে রামেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈকোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৯॥

ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীবিশ্বনাথ উবাচ। ত্রিংশত্তমং বিজানীহি ত্বং দেবি চ্যবনেশ্বরম্। যস্য দর্শনমাত্রেণ স্বর্গভ্রংশো ন জায়তে॥ ১॥ ভৃগোর্ম্মহর্ষেঃ পুত্রশ্চ চ্যবনো নাম পার্ব্বতি। স্থাণুভূতস্তপস্তেপে নিরাহারো মহামুনিঃ॥ ২॥ বিতস্তায়াস্তটে রম্যে বহুবর্ষগণান্ কিল। স বল্মীকোঽভবদ্বিপ্রো লতাভিরভিসংবৃতঃ॥ ৩॥ কালেন মহতা দেবি সমাকীর্ণঃ পিপীলকৈঃ। তথা স সংবৃতো ধীমান্ মৃৎপিণ্ড ইব সর্ব্বশঃ॥ ৪॥ আজগাম তমুদ্দেশং বিহর্ত্তুং বন উত্তমে। শর্য্যাতির্নাম ধর্ম্মাত্মা সকুটুম্বো মুদান্বিতঃ॥ ৫॥ তস্য স্ত্রীণাং সহস্রাণি চত্বার্য্যাসন্ পরিগ্রহঃ। একৈব তু সুতা শুভ্রা সুকন্যা নাম নামতঃ॥ ৬॥ সা সখীভিঃ পরিবৃতা সর্ব্বাভরণভূষিতা। সা ভ্রম্যমাণা বল্মীকে দৃষ্ট্বা ভার্গবচক্ষুষী॥ ৭॥ সা কৌতুকাৎ কণ্টকেন বুদ্ধিমোহবতী তদা। কিং নু খল্বিদমিত্যুক্ত্বা নির্ব্বিভেদাস্য লোচনে॥ ৮॥ অভবৎ স তয়া বিদ্ধো নেত্রয়োঃ পরমার্ত্তিমান্। ততঃ শর্য্যাতিসৈন্যস্য

রামেশ্বর নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। যাহারা ভক্তিপূর্ব্বক এই রামেশ্বর লিঙ্গের পূজা করে, তাহাদের আজন্মপ্রভব পাপ তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়। যে নর ভক্তিপূর্ব্বক রামেশ্বর-শিবদর্শন করে, সেই ইহলোকে পূজনীয় এবং পুণ্যবান্। যাহারা ঐদেবের দর্শন ও যজন অনুমোদন করে, তাহারা পাপমুক্ত হইয়া মদীয় মন্দিরে গমন করিয়া থাকে। সহস্র ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি যে সকল ঘোর পাতক আছে, রামেশ্বর-শিবদর্শন করিলে তৎসমস্তই বিলয় প্রাপ্ত হয়। বাজপেয়াদি যজ্ঞানুষ্ঠানেও বিপ্রদিগের যে ফল দুষ্প্রাপ্য হয়, তাহা তাহাদের শ্রীরামেশ্বরের দর্শনে সুলভ হইয়া থাকে। যে সকল শূর, গো-বিপ্রার্থে রণাঙ্গনে জীবন বিসর্জ্জন দেয়, তাহাদের অপেক্ষাও অধিক পুণ্য রামেশ্বরদর্শনে সঙ্ঘটিত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক রামেশ্বর-লিঙ্গদর্শন করিয়াছেন, তিনি রামেশ্বরের ন্যায় ত্রিলোকবিজয়ী হইয়া থাকেন। হে দেবি! এই আমি রামেশ্বর দেবের পাপনাশক প্রভাব কীর্ত্তন করিলাম, অতঃপর চ্যবনেশ্বর লিঙ্গের মাহাত্ম্য শ্রবণ কর। ৪১—৫৪।

উনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৯

ত্রিংশ অধ্যায়

শ্রীবিশ্বনাথ বলিলেন,—হে দেবি! যাহার দর্শন মাত্রে মানব স্বর্গ হইতে ভ্রষ্ট হয় না, আমি সেই ত্রিংশত্তম চ্যবনেশ্বর-লিঙ্গ-মহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। হে দেবি! ভৃগু মহর্ষির পুত্র চ্যবন নামক এক মহামুনি ছিলেন। তিনি নিরাহারে তপস্যা করিয়া স্থাণুভূত হন। রম্য শিপ্রাতটে তপস্যা করিয়া তাঁহার বহুবর্ষ অতীত হয়। তপস্যা করিতে করিতে ক্রমে তিনি বল্মীক ও লতায় জড়িত হইয়া যান। হে দেবি! ক্রমে পিপীলিকা সকল চ্যবনের গাত্র আকীর্ণ করিল। তখন তিনি মৃৎপিণ্ডের ন্যায় হইলেন। ঐ সময়ে ধর্ম্মাত্মা শর্য্যাতি সপরিবারে ঐ স্থানে বিচরণার্থ আগমন করিলেন। তাঁহার সঙ্গে তাঁহার পরিণীতা চারি হাজার স্ত্রী ও সুকন্যা নামে তাঁহার এক কন্যা আসিয়াছিলেন। সর্ব্বাভরণভূষিতা সুকন্যা সখীগণপরিবৃতা হইয়া ইতস্তত বিচরণ করিতে করিতে বল্মীকমধ্যে চ্যবনের চক্ষু (খদ্যোতের ন্যায়) মিটু মিটু করিতেছে, দেখিতে পাইলেন। তদ্দর্শনে তিনি 'ইহা কি?' এইরূপ কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া কণ্টক দ্বারা তাঁহার লোচনযুগল বিদ্ধ করিলেন। তিনি নেত্রে বিদ্ধ হইয়া অতীব

শকৃন্মূত্রং সমাকৃণৎ ॥ ৯ ॥ ততো রুদ্ধে শকৃন্মূত্রে পর্য্যতপ্যত পার্থিবঃ। প্রত্যুবাচ ততঃ ক্রুদ্ধো রাজা গদ্গদয়া গিরা ॥ ১০ ॥ কেনাপকৃতমদ্যেহ ভার্গবস্য মহাত্মনঃ। তপোনিত্যস্য বৃদ্ধস্য রোষণস্য বিশেষতঃ ॥ ১১ ॥ জ্ঞাতং বা যদি বাজ্ঞাতং তদিদং কৃত মা চিরম্। তমূচুঃ সৈনিকাঃ সর্ব্বে ন বিদ্মোঽপকৃতং বয়ম্ ॥ ১২ ॥ ততঃ স পৃথিবীপালঃ সাম্না চোগ্রেণ চ স্বয়ং। পর্য্যপৃচ্ছৎ স্ববর্গঞ্চ ভূয়োভূয়ঃ সুদুঃখিতঃ ॥ ১৩ ॥ পিতরং দুঃখিতং দৃষ্ট্বা সুকন্যা তমথাব্রবীৎ। ময়া কিঞ্চিচ্চ বল্মীকে দৃষ্টং সত্ত্বমতিচ্ছবি ॥ ১৪ ॥ খদ্যোতবদভিজ্ঞাতং তন্ময়া বিদ্ধমন্তিকম্। এতচ্ছ্রুত্বা তু শর্য্যাতির্বল্মীকং ক্ষিপ্রমভ্যগাৎ ॥ ১৫ ॥ তত্রাপশ্যত্তপোবৃদ্ধং বয়ো বৃদ্ধঞ্চ ভার্গবম্। প্রার্থয়ামাস সৈন্যার্থে প্রাঞ্জলিঃ স মহীপতিঃ ॥ ১৬ ॥ অজ্ঞানাদ্বালয়া যত্তেঽপকৃতং তু মহীশ্বর। ইমামেব চ তে কন্যাং দদামি সুদৃঢ়ব্রতাম্ ॥ ১৭ ॥ ভার্য্যার্থে ত্বং গৃহাণেমাং প্রসীদ দ্বিজসত্তম। ততোঽব্রবীন্মহীপালং চ্যবনো ভার্গবস্তথা ॥ ১৮ ॥ যদ্যেবং প্রতিগৃহ্নৈতাং ক্ষমিষ্যামি মহীপতে। দদৌ দুহিতরং তস্মৈ চ্যবনায় মহীপতিঃ ॥ ১৯ ॥ প্রতিগৃহ্য চ তাং কন্যাং ভগবান্ প্রসসাদ হ। প্রাপ্তে প্রসাদে রাজাথ সসৈন্যো বিষয়ং গতঃ ॥ ২০ ॥ সুকন্যাপি পতিং লব্ধা তপস্বিনমনিন্দিতা। নিত্যং পর্য্যচরৎ প্রীত্যা তপসা নিয়মেন চ ॥ ২১ ॥ কস্যচিত্ত্বথ কালস্য নাসত্যাবশ্বিনৌ প্রিয়ে। কৃতাভিষেকাং বিবৃতাং সুকন্যাং তামপশ্যতাম্ ॥ ২২ ॥ তাং দৃষ্ট্বা দর্শনীয়াঙ্গীং দেবরাজসুতামিব। উচতুঃ সমুপক্রুত্য কস্য ত্বমতিশোভনে ॥ ২৩ ॥ সা প্রোবাচ মহাভাগা পতিব্রতপরায়ণা। শর্য্যাতিতনয়াং চৈব ভার্য্যাঞ্চ চ্যবনস্য হি ॥ ২৪ ॥ ততোঽশ্বিনৌ প্রহস্যৈনামব্রূতাং পুনরেব তু। কস্মাদেবংবিধা ভূত্বা জরাজর্জ্জরিতং পতিম্ ॥ ২৫ ॥ ত্বমপাস্সেহ কল্যাণি কামভোগবহিষ্কৃতা। বৃদ্ধং চ্যবনমুৎসৃজ্য বরয়স্বৈকমাবয়োঃ ॥ ২৬ ॥ পত্যর্থং দেবগর্ভাভে মা বৃথা যৌবনং কৃথাঃ। এবমুক্তা সুকন্যা তু দস্রৌ তাবিদমব্রবীৎ ॥ ২৭ ॥ রতাহং

পীড়িত হইলেন। ইহার ফলে শর্য্যাতির সমুদয় সৈন্যের মল-মূত্র-রোধ হইল। তাহা দেখিয়া শর্য্যাতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া গদগদ বাক্যে বলিলেন, —সম্ভবতঃ কেহ অদ্য তোমরা বৃদ্ধ ক্রোধপরায়ণ ভার্গব চ্যবনের অপকার করিয়াছ। এ সম্বন্ধে তোমারা কিছু জান কি না শীঘ্র বল? সৈনিকগণ বলিল,—আমরা তাঁহার অপকারের বিষয় কিছুই অবগত নহি। অনন্তর পৃথিবীপাল দুঃখিত হইয়া স্বীয় কুটুম্ববর্গকে ভূয়োভূয় জিজ্ঞাসা করিলেন। সুকন্যা তখন পিতাকে দুঃখিত দেখিয়া বলিলেন, আমি কিন্তু বল্মীকে একটী জ্যোতির্ম্ময় খদ্যোতবৎ বস্তু দেখিয়াছিলাম এবং আমি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তাহা কণ্টক দ্বারা বিদ্ধ করিয়াছিলাম। শর্য্যাতি কন্যার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সত্বর বল্মীকসমীপে উপস্থিত হইলেন। সেখানে গিয়া তিনি তপোবৃদ্ধ এবং বয়োবৃদ্ধ ভার্গবকে দর্শন করিলেন। তিনি তখন কৃতাঞ্জলিপুটে সৈন্যদিগের ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং বলিলেন,—হে ভূ-সুর! অজ্ঞান বশতঃ আমার কন্যা যে আপনার নিকট অপরাধ করিয়াছে, আপনি তাহাকে ক্ষমা করুন। আমি এই দৃঢ়ব্রতা কন্যাকে ভার্য্যার্থ আপনাকে সমর্পণ করিলাম। আপনি প্রসন্ন হইয়, ইহাকে গ্রহণ করুন। তখন চ্যবন মহীপালকে বলিলেন,—হে মহীপতে! যদি তোমার কন্যাকে প্রতিগ্রহ করি, তাহা হইলে অবশ্যই ক্ষমা করিতে হইবে। মুনির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা তাঁহাকে কন্যা সম্প্রদান করিলেন। তিনি কন্যা লাভ করিয়া নৃপের প্রতি প্রসন্ন হইলেন। এই অবসরে নৃপ রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ১—২০। এদিকে অনিন্দিতা সুকন্যাও তপস্বী ভর্ত্তা লাভ করিয়া তপ নিয়মের সহিত প্রীতি সহকারে নিত্য তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছুকাল অতীত হইলে একদা অশ্বিনীকুমার-যুগল দেবরাজকন্যার ন্যায় দর্শনীয়াঙ্গী কৃতস্নানা সুকন্যাকে বিবৃতা দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে অতিশোভনে! তুমি কাহার—? সুকন্যা জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিলেন —আমি রাজা শর্য্যাতির কন্যা এবং মহামুনি চ্যবনের ভার্য্যা। সুকন্যার এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহারা হাস্য সহকারে বলিলেন,—কি জন্য তুমি এতাদৃশী রূপবতী হইয়া জরাজর্জ্জরিত পতির উপাসনা করত কামভোগে,বহিষ্কৃত হইয়াছ? বৃদ্ধ চ্যবনকে পরিত্যাগ করিয়া তুমি আমাদের একজনকে পতিত্বে বরণ কর. যৌবন বৃথা অতিবাহিত করিও না। তাঁহারা এইরূপ বলিলে, সুকন্যা তাঁহাদিগকে বলিলেন,—আমি চ্যবনদেবে

চ্যবনে দেবে মৈবং মা পর্য্যশঙ্কতম্। ততোঽহব্রূতাং পুনস্তেনামাবাং দেবভিষগ্বরৌ॥ ২৮॥ যুবানং রূপসম্পন্নং করিষ্যাবঃ পতিং তব। এতেন সময়েনাবামামন্ত্রয় সুমধ্যমে॥ ২৯॥ সা তয়োর্বচনং শ্রুত্বা কথয়ামাস ভার্গবে। তচ্ছ্রুত্বা চ্যবনো ভার্য্যাং ক্রিয়তামিত্যভাষত॥ ৩০॥ উচতু রাজপুত্রীং তাং পতিস্তব বিশত্বপঃ। ততোঽপ্সু চ্যবনঃ শীঘ্রং রূপার্থী প্রবিবেশ হ॥ ৩১॥ অশ্বিনাবপি তৎকালে সরঃ প্রাবিশতাং প্রিয়ে। ততো মুহূর্ত্তাদুত্তীর্ণাঃ সর্ব্বে তে সরসস্তদা॥ ৩ ॥ দিব্যরূপধরাঃ সর্ব্বে যুবানো দিব্যকুণ্ডলাঃ। তুল্যবেষধরাশ্চৈব মনসঃ প্রীতিবর্দ্ধনাঃ॥ ৩৩॥ তেঽব্রুবন্ সহিতাঃ সর্ব্বে বৃণীষ্বান্যতমং শুভম্। অস্মাকমীপ্সিতং ভদ্রে পতিত্বে বরবর্ণিনি॥ ৩৪॥ সা সমীক্ষ্য তু তান্ সর্ব্বাংস্তুল্যরূপধরান্ স্থিতান্। নিশ্চিত্য মনসা বুদ্ধ্যা দেবী বব্রে স্বকং পতিম্॥ ৩৫॥ লব্ধ্বা তু চ্যবনো ভার্য্যাং বয়োরূপং তু বাঞ্ছিতম্। হৃষ্টোঽব্রবীন্মহাতেজাস্তৌ নাসত্যাবিদং বচঃ॥ ৩৬॥ যদহং রূপসম্পন্নো বয়সা চ সমন্বিতঃ। কৃতো ভবদ্ভ্যাং বৃদ্ধঃ সন্ ভার্য্যাঞ্চ প্রাপ্তবানিমাম্॥ ৩৭॥ তস্মাদ্যুবাং করিষ্যামি প্রীত্যাহং সোমপায়িনৌ। সত্যমেতন্ন সন্দেহো দেবরাজস্য পশ্যতঃ॥ ৩৮॥ তচ্ছ্রুত্বা হৃষ্টমনসৌ দিবং দেবৌ প্রজগ্মতুঃ। যাজয়ামাস সোমার্হৌ নাসত্যাবশ্বিনাবিতি॥ ৩৯॥ ভিষজৌ দেবতানাং হি কর্ম্মণা তেন গর্হিতৌ। আভ্যামর্থায় সোমং ত্বং প্রদাস্যসি যদি স্বয়ম্॥ ৪০॥ বজ্রং তে প্রহরিষ্যামি ঘোররূপং সুদারুণম্। এবমুক্তঃ স্ময়ন্নিন্দ্রমভিবীক্ষ্য স ভার্গবঃ। বলিনং বাসবং জ্ঞাত্বা চিন্তয়ামাস সত্বরম্॥ ৪১॥ দেবমারাধয়িষ্যামি মহাদেবং মহেশ্বরম্। যস্য কর্ম্মকরঃ শক্রো যস্য দেবা বশানুগাঃ। যঃ সমর্থো জগদ্গোপ্তা সৃষ্টিসংহারকারকঃ॥ ৪২॥ ইত্যুক্ত্বা চ্যবনো দেবি মহাকালবনং গতঃ। রামেশ্বরস্য দেবস্য লিঙ্গমীশানতঃ স্থিতম্। শ্রদ্ধয়ারাধিতং তেন চ্যবনেন মহাত্মনা॥ ৪৩॥ তস্য প্রসন্নো রুদ্রস্তু স বজ্রাদভয়ং দদৌ। তস্য প্রহরতো বাহুং স্তম্ভয়ামাস ভার্গবঃ॥ ৪৪॥ সমারাধনতুষ্টস্য লিঙ্গস্যাস্য

রত্ন, আমাকে ওসকল কথা বলিবেন না। তাঁহারা পুনরায় বলিলেন,—আমরা দেবভিষক্, আমরা তোমার পতিকে রূপসম্পন্ন করিব। এই অনুযোগে তুমি আমাদিগকে আহ্বান কর। সুকন্যা তাহাদের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া ভার্গবকে তাহা নিবেদন করিলেন। চ্যবন তাহাতে সম্মতি প্রকাশ করিলেন। দেবভিষক্‌দ্বয় তখন রাজপুত্রীকে বলিলেন,—তোমার পতি জলে নিমজ্জিত হউন। রূপার্থী চ্যবন বিনা আপত্তিতে জলে প্রবেশ করিলেন। ঐ সময় অশ্বিনীকুমারদ্বয়ও জলমগ্ন হইলেন। অনন্তর মুহূর্ত্তকাল পরে তাঁহারা সকলেই যুগপৎ জল হইতে উত্থিত হইলেন—সকলেই দিব্যরূপধর, সকলেই যুবা, সকলেই দিব্য কুণ্ডলধারী, তুল্য বেষধর এবং সকলেই প্রীতিপ্রফুল্লমানস। তাঁহারা সকলেই একবারে বলিলেন,—হে বরবর্ণিনি! তুমি ইচ্ছামত আমাদের মধ্যে এক জনকে পতিত্বে বরণ কর। তখন তিনি সকলেই তুল্যরূপধারী দর্শন করিয়া মনে মনে বুদ্ধিপূর্ব্বক নিশ্চয় করত স্বীয় পতি চ্যবনকেই বরণ করিলেন। তখন চ্যবন ভার্য্যা, যৌবন ও বাঞ্ছিত রূপ লাভ করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে বলিলেন,—আপনারা যখন বৃদ্ধ আমাকে রূপ, বয়ঃ ও এই ভার্য্যাসম্পন্ন করিলেন, তখন আমি আপনাদিগকে নিশ্চয়ই সোমপায়ী করিব; ইহাতে কোন সংশয় নাই। দেবরাজ ইহা চাহিয়া চাহিয়া দেখিবেন। মুনিবাক্য শ্রবণ করিয়া দেবদ্বয় স্বর্গে গমন করিলেন। চ্যবন তাঁহাদিগকে সোমার্হ করিয়া যাজন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা ভৈষজ্য কর্ম্মের জন্যই দেবসভায় নিন্দিত ছিলেন। অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে সোমাধিকারী দর্শন করিয়া দেবেন্দ্র চ্যবনকে বলিলেন,—আপনি যদি ভিষক্‌দ্বয়কে সোম প্রদান করেন, তাহা হইলে এই ভয়ঙ্কর বজ্র দ্বারা আপনাকে প্রহার করিব। ইন্দ্রকে বলবান্ জানিয়া চ্যবন এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন,—আমি দেবদেব মহেশ্বরের আরাধনা করি। শক্র ইঁহার কর্ম্মকর এবং অপরাপর দেবগণও তাঁহার বশীভূত! তিনি সমর্থ, জগৎপালক ও সৃষ্টি-সংহারকারক। ২১—৪২। হে দেবি! এই সকল পর্য্যালোচনা করিয়া চ্যবন মহাকালবনে গমন করিলেন। সেখানে উপস্থিত হইয়া তিনি রামেশ্বর দেবের ঈশানভাগে অবস্থিত লিঙ্গের শ্রদ্ধা সহকারে আরাধনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার আরাধনায় রুদ্র প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে বজ্রভয় হইতে অভয় প্রদান করিলেন। ইন্দ্র তাঁহাকে বজ্র প্রহার করিতে উদ্যত হইলে তিনি আরাধনতুষ্ট লিঙ্গপ্রভাবে তাঁহার বাহু স্তম্ভিত

প্রভাবতঃ। এতস্মিন্নন্তরে জ্বালা নিঃসৃতা লিঙ্গমধ্যতঃ ॥ ৪৫ ॥ তয়া দেবগণাঃ সর্ব্বে দহ্যমানা বিচেতসঃ। প্রোচুর্গদ্গদয়া বাচা ধূমেনান্ধীকৃতেক্ষণাঃ ॥ ৪৬ ॥ ক্রিয়েতাং সোমপাবেতাবশ্বিনৌ বলসূদন। দেবানাং বচনং শ্রুত্বা চ্যবনং ভয়পীড়িতঃ। প্রত্যুবাচ ততঃ শক্রঃ প্রণামানতকন্ধরঃ ॥ ৪৭ ॥ সোমপাবশ্বিনাবেতাবদ্যপ্রভৃতি ভার্গব ॥ ভবিষ্যতস্ততঃ সর্ব্বমেতৎ সত্যং ব্রবীমি তে ॥ ৪৮ ॥ মা তে মিথ্যাভিসংরম্ভো ভবিষ্যতি তপোধন। লিঙ্গস্যাস্য প্রভাবোঽয়ং যদহং নিষ্প্রভীকৃতঃ ॥ ৪৯ ॥ তত্ত্বন্নামধেয়েন প্রসিদ্ধির্ভুবি যাস্যতি। আরাধিতং যতো দেবি চ্যবনেন মহাত্মনা ॥ ৫০ ॥ চ্যবনেশ্বরমেতদ্ধি খ্যাতং ত্রিভুবনেঽভবৎ। ভক্ত্যা যে পূজয়িষ্যন্তি দেবেশং চ্যবনেশ্বরম্। আজন্মপ্রভবং পাপং তেষাং নশ্যতি তৎক্ষণাৎ ॥ ৫১ ॥ যঃ পশ্যতি নরো নিত্যং চ্যবনেশ্বরসংজ্ঞকম্। জন্মদুঃখজরারোগৈর্মুক্তো মুক্তিমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৫২ ॥ যং যং কামমভিধ্যায়েন্মনসাভিমতং নরঃ। তং তং দুর্লভমাপ্নোতি চ্যবনেশ্বরদর্শনাৎ ॥ ৫৩ ॥ নিয়মেন প্রপশ্যন্তি যে দেবং চ্যবনেশ্বরম্। তে প্রয়ান্তি তনুং ত্যক্ত্বা মদীয়ে ভুবনে প্রিয়ে ॥ ৫৪ ॥ যঃ শৃণোতি কথাং পুণ্যাং সর্ব্বপাপহরাং শুভাম্। স পুণ্যাত্মা পরং স্থানং যাতি দিব্যং ন সংশয়ঃ ॥ ৫৫ ॥ ভক্তিহীনঃ ক্রিয়াহীনো যঃ পশ্যতি প্রসঙ্গতঃ। স পুণ্যাং গতিমাপ্নোতি যোগিগম্যাং যশস্বিনি ॥ ৫৬ ॥ পুষ্পৈর্বিচিত্রৈর্যে দেবং যজন্তে চ্যবনেশ্বরম্। সংসারার্ণবমুল্লঙ্ঘ্য তে যান্তি পরমং পদম্ ॥ ৫৭ ॥ এষ তে কথিতো দেবি প্রভাবঃ পাপনাশনঃ। চ্যবনেশ্বরদেবস্য শৃণু খণ্ডেশ্বরং শিবে ॥ ৫৮ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে চ্যবনেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম
ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩০ ॥

একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীমহাদেব উবাচ। একত্রিংশত্তমং বিদ্ধি দেবং খণ্ডেশ্বরং প্রিয়ে। সম্পূর্ণং জায়তে যস্য দর্শাদ্দানব্রতাদিকম্ ॥ ১ ॥ আসীত্ত্রেতাযুগে দেবি ভদ্রাশ্বো নাম পার্থিবঃ। যস্য নাম্নাভবদ্বর্ষং ভদ্রাশ্বং নাম নামতঃ ॥ ২ ॥ তস্যাগস্ত্যঃ কদাচিৎ তু গৃহমাগম্য সত্তমঃ।

করিলেন এবং লিঙ্গ মধ্য হইতে জ্বালা নির্গত হইয়া দেবগণকে দগ্ধ করিতে লাগিল। দেবগণ ঐ জ্বালার ধূমে অন্ধীকৃত হইয়া বলিতে লাগিলেন;—হে বলসূদন! আপনি অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে সোমপায়ী করুন। দেবগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবেন্দ্র ভয়ে অবনতমস্তকে চ্যবনকে প্রণাম করিয়া বলিলেন,—হে ভার্গব! অদ্যাবধি অশ্বিনীকুমারদ্বয় সোমপায়ী হইল। ইহা আমি আপনাকে সত্য কহিলাম। আপনি লিঙ্গপ্রভাবে আমাকে নিষ্প্রভ করিয়াছেন বলিয়া ঐ লিঙ্গ আপনার নামানুসারে প্রসিদ্ধি লাভ করিবে। হে দেবি। এই লিঙ্গ চ্যবন কর্ত্তৃক আরাধিত হইয়াছিলেন বলিয়া এই লিঙ্গের নাম হইয়াছে,—চ্যবনেশ্বর। যে সকল ভক্ত চ্যবনেশ্বর লিঙ্গের অর্চ্চনা করে, তাহাদের আজন্মপ্রভব পাপ তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়। যে নর নিত্য চ্যবনেশ্বর দর্শন করে, সে জন্ম, দুঃখ, জরা ও রোগ হইতে মুক্ত লাভ করিয়া মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মানব যাহা যাহা অভিলষিত অভিলাষ করে, চ্যবনেশ্বর দর্শন করিলে তাহাদের সেই সেই অভিলষিত লব্ধ হইয়া থাকে। যাহারা নিয়মপূর্ব্বক চ্যবনেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করে, তাহারা তনুত্যাগ করিয়া মদীয় লোকে গমন করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি এই সর্ব্বপাপহরা কথা শ্রবণ করে, সেই পুণ্যাত্মা ব্যক্তি মদীয় দিব্য লোকে গমন করিয়া থাকে। ভক্তিহীন অথবা ক্রিয়াহীন যে কোন ব্যক্তি প্রসঙ্গবশতও যদি ঐ দেবদর্শন করে, যোগিগম্যা পুণ্যা গতি লাভ করিয়া থাকে। যাহারা বিচিত্র পুষ্প দ্বারা দেব চ্যবনেশ্বরের পূজা করে, তাহারা সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হইয়া অন্তে পরম পদে উপনীত হয়। হে দেবি! এই আমি তোমার নিকট চ্যবনেশ্বর দেবের পাপনাশক প্রভাব কীর্ত্তন করিলাম, অনন্তর খণ্ডেশ্বর-মাহাত্ম্য শ্রবণ কর ॥৪৩—৫৮॥

ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩০

একত্রিংশ অধ্যায়।

শ্রীমহাদেব বলিলেন,—হে দেবি! যাঁহার দর্শনমাত্রে দানব্রতাদি সম্পূর্ণ হয়, সেই একত্রিংশত্তম খণ্ডেশ্বরলিঙ্গ-মাহাত্ম্য শ্রবণ কর। ত্রেতাযুগে ভদ্রাশ্ব নামক এক নৃপ ছিলেন। তাঁহার নামে ভদ্রাশ্ব নামক বর্ষ প্রচলিত হইয়াছে। একদা

উবাচ সপ্তরাত্রং তু বসামি ভবতো গৃহে ॥ ৩ ॥ তং রাজা শিরসা নত্বা স্বাস্থতামিত্যভাষত। তস্য কান্তি-মতী নাম ভার্য্যা পরমশোভনা ॥ ৪ ॥ তস্যাস্তেজঃ সমভবদ্দ্বাদশাদিত্যসন্নিভম্। সপত্নীনাং শতং তস্যা বিদ্যতে বরবর্ণিনি ॥ ৫ ॥ তা দাস্য ইব কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ত্যহরহঃ সদা। কান্তিমত্যাঃ প্রভাবেন ভয়োত্রস্তাঃ সুলোচনাঃ ॥ ৬ ॥ তামগস্ত্যস্তথা দৃষ্ট্বা তন্মুখাসক্ত-লোচনাম্। এবম্ভূতাং তথা দৃষ্ট্বা রাজ্ঞীং পরম-শোভনাম্। সাধু সাধু জগন্নাথেত্যগস্ত্যঃ প্রাহ হর্ষিতঃ ॥ ৭ ॥ দ্বিতীয়ে দিবসেঽপ্যেবং রাজ্ঞীং দৃষ্ট্বা মহাপ্রভাম্। অহো হ্যঙ্গনয়া সৃষ্টং জগদেতচ্চরা-চরম্ ॥ ৮ ॥ ইত্যগস্ত্যো দ্বিতীয়েঽহ্নি রাজ্ঞীং দৃষ্ট্বে-ত্যুবাচ হ। তৃতীয়েঽহ্নি চ তাং দৃষ্ট্বা পুনরেবমুবাচ হ ॥ ৯ ॥ অহো মূঢ়া ন জানন্তি লিঙ্গমাহাত্ম্যমুত্তমম্। মহাকালবনে ক্ষেত্রে চ্যবনেশস্য পূর্ব্বতঃ ॥ ১০ ॥ খণ্ডব্রতানি জায়ন্তে পূর্ণানি দর্শনাদ্‌যতঃ। চতুর্থে দিবসে হস্তাবুৎক্ষিপ্য পুনরব্রবীৎ ॥ ১১ ॥ সাধু সাধু জগন্নাথ সাধু ভদ্রাশ্ব সুব্রত। পঞ্চমে দিবসেঽপ্যেবং ষষ্ঠে চৈব পুনঃপুনঃ ॥ ১২ ॥ নৃত্যন্তং সপ্তমে দৃষ্ট্বা নৃত্যসমন্বিতঃ ॥ ১৩ ॥ অগস্ত্য উবাচ। অহো ভূপাল মূঢ়স্ত্বং মহামূর্খাশ্চ মন্ত্রিণঃ। অহো পুরোহিতো মূর্খো যে ন জানন্তি মে মতম্ ॥ ১৪ ॥ ঈদৃশা অপি জায়ন্তে রাজানো যস্য দর্শনাৎ। এবমুক্তস্ততো রাজা কৃতা-ঞ্জলিরভাষত ॥ ১৫ ॥ ন জানীমো বয়ং ব্রহ্মন্নভি-প্রায়ং তবাধুনা। কথয়স্ব মহাভাগ যদ্যনুগ্রহকৃত্তবান্ ॥ ১৬ ॥ অগস্ত্য উবাচ। ইয়ং রাজ্ঞী ত্বদীয়াভূদ্দাসী বৈশ্যস্য বৈদিশে। নগরে হরিদত্তস্য ত্বমস্যাঃ পতি-রেব চ। খণ্ডব্রতপ্রভাবেন জাতঃ কর্ম্মকরো ভবান্ ॥ ১৭ ॥ স চ বৈশ্যো মহাকালে গত্বা দেবং মহেশ্বরম্। অর্চ্চয়ামাস বিধিবদ্গন্ধপুষ্পাদিভিঃ শুভৈঃ ॥ ১৮ ॥ অভ্যর্চ্চ্য তু গৃহং যাবত্তবন্তো রক্ষ-পালকৌ। ততঃ কালেন মহতা মৃতৌ দ্বাবপি দম্পতী ॥ ১৯ ॥ তেন পুণ্যেন তে জন্ম প্রিয়ব্রত-গৃহেঽভবৎ। ইয়ঞ্চ পত্নী তে জাতা পুরা বৈশ্য-প্রদাসিকা ॥ ২০ ॥ পরকীয়প্রসঙ্গেন সঞ্জাতা ভূমি-কৃত্তমা। রাজ্যং পত্নী সুতা সাধ্বিত্যুক্তং বচনং দিনে পত্ন্যা সমন্বিতঃ। প্রোবাচ চৈনং রাজা স বিস্মিতেনান্তরাত্মনা। কিং হর্ষকারণং ব্রহ্মন্ যেন

ভগবান্ অগস্ত্য তাঁহার সাক্ষাতে উপস্থিত হইয়া বলেন,—আমি তোমার গৃহে সপ্তরাত্র বাস করিব। রাজা মস্তক দ্বারা প্রণাম করিয়া তাঁহাকে বলিলেন,—আপনি বাস করিবেন, ইহাতে আর আপত্তি কি? বাস করুন। রাজার কান্তিমতী নামে পরমশোভনা ভার্য্যা। দ্বাদশ আদিত্যের স্থায় তিনি তেজস্বিনী। তাঁহার একশত সপত্নী। তাহারা কান্তিমতীর প্রভাবে ভীতত্রস্ত হইয়া অহরহ দাসীর ন্যায় তাঁহার কার্য্য করিত। একদিন মুনি রাজ্ঞীকে তন্মুখাসক্তদৃষ্টি অবলোকন করিয়া সহর্ষে বলিলেন,—"সাধু সাধু জগন্নাথ!" "দ্বিতীয় দিবসেও ঐরূপ রাজ্ঞীকে অতি লাবণ্যবতী অবলোকন করিয়া তিনি বলিলেন,—অহো! এই অঙ্গনা চরাচর জগৎ সৃষ্কৃত করিয়াছে। তৃতীয় দিবসে তিনি বলিলেন,—"অহো! ইহারা সকলেই মূঢ়া; কারণ ইহারা মহা-কালবনস্থ চ্যবনেশ লিঙ্গের মাহাত্ম্য অবগত নহে। ঐ লিঙ্গ দর্শনে খণ্ডব্রত পূর্ণ হয়। মুনি চতুর্থ দিবসে হস্ত উৎক্ষিপ্ত করিয়া বলিলেন,—"সাধু সাধু জগন্নাথ! সাধু ভদ্রাশ্ব সুব্রত!"। পঞ্চম ও ষষ্ঠ দিবসেও তিনি এইরূপই বলিলেন। পরে সপ্তম দিনে তাঁহাকে নৃত্য করিতে দেখিয়া রাজা রাজ্ঞীর সহিত বিস্মিত হইয়া বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! আপনার হর্ষের কারণ কি? নৃত্য করিতেছেন কেন? তখন অগস্ত্য বলিলেন,—অহো! ভূপাল! তুমি মূর্খ, তোমার মন্ত্রিগণ মহামূর্খ, এবং পুরোহিতগণও মূর্খ; যে হেতু তোমরা আমার অভিমত অবগত নহ। যাহাকে দর্শন করিলে তোমার মত রাজার উৎপত্তি হয়, তাহাকে তোমরা কেহই জান না। তিনি এই কথা বলিলে রাজা কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন—হে ব্রহ্মন্। আমরা আপনার অভিপ্রায় অবগত নহি, আপনি দয়া করিয়া প্রকাশ করুন। —১৬। অগস্ত্য বলিলেন,—হে রাজন্! তোমার এই রাজ্ঞী বিদিশা নগরে বৈশ্য হরিদত্তের দাসী ছিল। আর তুমি তাঁহার ভৃত্য ছিলে। এখন তুমি ইহার পতি হইয়াছ। ঐ বৈশ্য মহাকালে গমন করিয়া শুভ পুষ্পাদি দ্বারা বিধিবৎ দেব মহেশ্বরের পূজা করিয়াছিল। তোমরাও মহাকালে গমন করিয়া লিঙ্গ পূজা করিয়াছিলে বলিয়া জীবনান্তে প্রিয়ব্রত-গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ। আর তোমার এই পত্নী বৈশ্যের দাসী ছিলেন। বৈশ্য-সান্নিধ্য বশতঃ ইনি উত্তম ভূমি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই আমি রাজ্য, পত্নী, সুতা, সাধু বিষয়ক বাক্য

ময়া ॥ ২১ ॥ তস্য দেবস্য মাহাত্ম্যাদ্যজন্তং বিবিধৈর্মখৈঃ। পশ্যামি ত্বাং মহীপাল ভূপালশতবেষ্টিতম্ ॥ ২২ ॥ অতঃ সাধু পুরা প্রোক্তং ময়া তব মহীপতে ॥ ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা কুম্ভযোনের্মহাত্মনঃ। মহাকালবনে গন্তুং মতিং চক্রে মহীপতিঃ। ততঃ সান্তঃপুরঃ প্রায়াত্তেন সার্দ্ধং মহর্ষিণা ॥ ২৪ ॥ অগস্ত্যকথিতং লিঙ্গং দদর্শ শ্রদ্ধয়া পুনঃ। পূজয়ামাস বিধিবৎ পত্ন্যা সার্দ্ধং মহীপতিঃ ॥ ২৫ ॥ ততস্তুষ্টস্তদা দেবো নৃপং প্রাহামিতদ্যুতিঃ। মনোঽভীষ্টং তপস্তেঽস্তু ভোগমৈশ্বর্য্যমেব চ ॥ ২৬ ॥ কুলং প্রভাবং সৌভাগ্যং দীর্ঘমায়ুররোগিতাম্। নিঃসপত্নং ততো রাজ্যং কৃত্বা স্বর্গমবাপ্স্যতি ॥ ২৭ ॥ ইত্যুক্তো দেবদেবেন গতোঽসৌ বিষয়ং স্বকম্। নিষ্কণ্টকং ততো রাজ্যং কৃত্বা স্বর্গং গতঃ প্রিয়ে ॥ ২৮ ॥ অনেকজন্মচরিতং খণ্ডব্রতকদম্বকম্। সম্পূর্ণমভবদ্দেবি লিঙ্গস্যাস্য প্রভাবতঃ ॥ ২৯ ॥ অতঃ খণ্ডেশ্বরো দেবো বিখ্যাতো ভুবনত্রয়ে। যে পশ্যন্তি নরা দেবি দেবং খণ্ডেশ্বরং শিবম্ ॥ ৩০ ॥ খণ্ডব্রতানি পূর্ণানি তেষামাশু ভবন্তি হি। তপঃখণ্ডং ব্রতে খণ্ডং দানখণ্ডঞ্চ যৎকৃতম্। তৎসর্ব্বং পূর্ণতাং যাতি শ্রীখণ্ডেশ্বরদর্শনাৎ ॥ ৩১ ॥ দৃষ্ট্বা খণ্ডেশ্বরং দেবং পাপবিদ্ধৈঃ প্রমুচ্যতে। সপ্তজন্মকৃতৈর্দেবি মনোবাক্কায়কর্ম্মভিঃ ॥ ৩২ ॥ দৃষ্ট্বা খণ্ডেশ্বরং দেবং কৃতকৃত্যত্বমাপ্যতে। তস্য নশ্যতি দৌর্ভাগ্যং সপ্তজন্মোদ্ভবং প্রিয়ে ॥ ৩৩ ॥ খণ্ডেশ্বরেঽর্চ্চিতে দেবে সর্ব্বে দেবাঃ সবাসবাঃ। বরদাশ্চৈব ভবন্তি বরবর্ণিনি ॥ ৩৪ ॥ দেবং খণ্ডেশ্বরং যে বৈ যজন্তি শ্রদ্ধয়া প্রিয়ে। পুষ্পৈর্নানাবিধৈঃ স্নানৈঃ সুগন্ধৈশ্চ বিশেষতঃ ॥ ৩৫ ॥ ধূপদীপৈর্নমস্কারৈর্জপৈঃ স্তোত্রৈঃ পৃথগ্বিধৈঃ। তে সর্ব্বে কামসম্পন্নাঃ শ্রীমন্তো রাজ্যসংযুতাঃ ॥ ৩৬ ॥ দীর্ঘায়ুষঃ শুভাচারা জায়ন্তে দেহিনোঽমলাঃ। অতিশ্রেষ্ঠা গতিস্তেষাং বিশোকা নিত্যমক্ষয়াঃ। খণ্ডেশ্বরপ্রসাদেন জায়ন্তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৩৭ ॥ এতে চ বিষ্ণুব্রহ্মেন্দ্রকুবেরদহনাদয়ঃ। পরাং সিদ্ধিং সুসম্প্রাপ্তাঃ খণ্ডেশ্বরসমর্চ্চনাৎ ॥ ৩৮ ॥ এষ তে কথিতো দেবি প্রভাবঃ পাপনাশনঃ। খণ্ডেশ্বরস্য দেবস্য শৃণু বৈ পত্তনেশ্বরম্ ॥ ৩৯ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে খণ্ডেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈকত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩১

বলিলাম। হে ভূপাল! আমি সেই দেবপ্রভাবেই আপনাকে বিবিধ যজ্ঞকারী ও নৃপতিগণপরিবেষ্টিত অবলোকন করিলাম। হে মহীপতে! এই জন্যই আমি তোমাকে পূর্ব্বে সাধু বলিয়াছি। অতঃপর মহীপতি মুনি কুম্ভযোনির বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাকালবনে গমন করিতে ইচ্ছা করিলেন এবং অবরোধ জনের সহিত মুনি সমভিব্যাহারে তথায় গমন করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক লিঙ্গ দর্শন করত পত্নীর সহিত তাঁহার পূজা করিলেন। নৃপ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া অমিতদ্যুতি দেবদেব তাঁহাকে বলিলেন, তুমি মনো-[illegible], তপ, ভোগ, ঐশ্বর্য্য, কুল, প্রভাব, সৌভাগ্য, [illegible] অরোগিতা, অবৈর, ও রাজ্য লাভ করিয়া অন্তে স্বর্গ প্রাপ্ত হইবে। দেবদেব কর্ত্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া নৃপ স্বীয় রাজধানীতে গমন করিলেন এবং রাজ্যে গমন করিয়া রাজ্য ভোগ করত অবশেষে স্বর্গ প্রাপ্ত হইলেন। হে দেবি! তাঁহার অনেকজন্মাচরিত খণ্ডব্রতসমূহ লিঙ্গপ্রভাবে সম্পূর্ণ হইল। অতঃপর ঐ লিঙ্গ ত্রিভুবনে খণ্ডেশ্বর নামে বিখ্যাত হইলেন। হে দেবি! যাহারা খণ্ডেশ্বর দেব দর্শন করে, তাহাদের খণ্ডব্রত সকল আশু পূর্ণ হয়। খণ্ডেশ্বর দেব দর্শন করিলে তপঃখণ্ড, ব্রতখণ্ড ও দানখণ্ড প্রভৃতি পরিপূর্ণ হইয়া থাকে। হে দেবি! খণ্ডেশ্বর দেব দর্শন করিলে সপ্তজন্মকৃত কায়-মনোবাক্য-জাত পাপ সকল হইতে মুক্তিলাভ করা যায়। খণ্ডেশ্বর দেব দর্শন করিলে মানব সপ্তজন্ম-জাত দুর্ভাগ্য হইতে মুক্তিলাভ করিয়া কৃতকৃত্য হইয়া থাকে খণ্ডেশ্বর অর্চ্চিত হইলে সবাসব দেবগণ সন্তুষ্ট ও বরদ হন। যাহারা বিবিধ পুষ্প, স্নান, সুগন্ধ দ্রব্য, ধূপ, দীপ, নমস্কার, জপ ও স্তোত্র দ্বারা শ্রদ্ধাসহকারে দেব খণ্ডেশ্বরের অর্চ্চনা করে, তাহারা কামসম্পন্ন, শ্রীমান্, রাজ্যসংযুক্ত, দীর্ঘায়ু ও শুভাচার ও অমল হইয়া থাকে। খণ্ডেশ্বরপ্রসাদে মানব শ্রেষ্ঠগতিপ্রাপ্ত, বিশোক ও নিত্য অক্ষয় হয়। এই খণ্ডেশ্বরের অর্চ্চনা করিয়া বিষ্ণু ব্রহ্মা ইন্দ্র কুবের ও অনল, ইঁহারা পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। হে দেবি! এই আমি তোমার নিকট খণ্ডেশ্বর দেবের পাপনাশক প্রভাব কীর্ত্তন করিলাম, অনন্তর পত্তনেশ্বরমাহাত্ম্য শ্রবণ কর।

একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩১। ১৭—৩৯।

দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ত্রিষু লোকেষু বিখ্যাতং দ্বাত্রিংশত্তমমুত্তমম্। বিদ্ধি সিদ্ধিপ্রদং পুংসাং পত্তনেশ্বরমীশ্বরম্॥১॥ পুরাহং-পর্ব্বতে দেবি মন্দরেচারুকন্দরে। ক্রীড়ন্ সার্দ্ধং ত্বয়া পৃষ্টঃ কদাচিদ্রহসি স্থিতঃ॥২॥ কিমর্থং পর্ব্বতং ত্যক্ত্বা কৈলাসং রমণীয়কম্। মুক্তাফলশিলাশুভ্রং শঙ্খচন্দ্রাংশুনির্ম্মলম্॥৩॥ সিদ্ধচারণগন্ধর্ব্বকিন্নরোদ্গীতনাদিতম্। সদাপুষ্পদ্রুমচ্ছন্নং কদলীবনরাজিতম্॥ ৪॥ অথ কোকিলচক্রাহ্বচকোরকুররাকুলম্। পুণ্যলোকোপমং স্থানং ত্রিবিষ্টপবিভূষণম্॥৫॥ মহাকালবনে শূন্যে নানাগুল্মলতাবৃতে। গজেন্দ্রগজশার্দ্দূল সিংহশম্বরসঙ্কুলে॥৬॥ ঋক্ষবানরগোমায়ুজন্তুকাদিবিরাজিতে। ময়ূরসর্পমার্জ্জারমূষিকাদিবিরাজিতে॥ ৭॥ কথং বাসঃ কৃতো দেব কৌতূহলমিদং মম॥৮॥ ইতি পৃষ্টস্ত্বয়া দেবি মন্দরে চারুকন্দরে। ময়া প্রোক্তং প্রসন্নেন পত্তনং চ মম প্রিয়ে॥৯॥ মহাকালবনং রম্যং স্বর্গাৎ সুখকরং পরম্। শ্মশানপীঠসৎক্ষেত্রবনোষরসমাশ্রিতম্॥ ১০॥ অনৌপম্যগুণং বিদ্ধি পত্তনং সর্ব্বতাস্বজে। এবং পত্তনদেবো বৈ ন দৃষ্টো ভুবনত্রয়ে। গীতবাদিত্রচাতুর্য্যৈঃ স্পর্দ্ধতে যঃ সুরালয়ম্॥১১॥ এতস্মিন্নন্তরে দেবি দেবর্ষির্নারদো মুনিঃ। দ্রষ্টুকামঃ সমায়াতো মন্দরে মাং যশস্বিনি॥১২॥ বিনোদার্থং ময়া পৃষ্টস্তৎপ্রয়ার্থং কুতূহলাৎ। ক ত্বয়া গমিতঃ কালঃ কল্পসংখ্যো মহামুনে॥১৩॥ কস্মিন্নাশ্রমসংস্থানে তপসঃ সঞ্চয়ঃ কৃতঃ। তীর্থানি কানি ভ্রান্তানি ক তে রতিরভূচ্চিরম্॥ ১৪॥ কৌতুকং দৃষ্টপূর্ব্বং তু বদ মে মুনিসত্তম। ইতি পৃষ্টো ময়া দেবি ব্রহ্মপুত্রো মহামুনিঃ। কথয়ামাস বৃত্তান্তং পত্তনস্য প্রযত্নতঃ বহূনি সম্পরিক্রম্য তীর্থান্যায়তনানি চ। পত্তনানি বিচিত্রাণি দেশাশ্চ নগরাণি চ॥১৬॥ অটনার্থং মহাদেব জম্বুদ্বীপে মনোরমে। দৃষ্টঃ পত্তনরাজশ্চ সদানন্দকরঃ পরঃ॥ ১৭॥ স্বেচ্ছাকল্পিতবিন্যাসঃ প্রাসাদশতকল্পিতঃ। ইচ্ছাকামফলাবাপ্তিরনির্দ্দেশ্য-

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি! মানবগণের সিদ্ধিপ্রদ ত্রিলোকবিখ্যাত দ্বাত্রিংশত্তম লিঙ্গ পত্তনেশ্বরের মাহাত্ম্য শ্রবণ কর।—হে দেবি! আমি পূর্ব্বে মন্দরের চারু কন্দরে তোমার সহিত অত্যন্ত আসক্তির সহিত ক্রীড়া করিতে থাকিলে তুমি আমায় জিজ্ঞাসা করিলে যে, হে দেব! কি জন্য আপনি পুণ্যলোকোপম স্বর্গালঙ্কারস্বরূপ রমণীয় পরিচ্ছন্ন কৈলাস পর্ব্বত পরিত্যাগপূর্ব্বক এই শূন্য মহাকালবনে বাস করিলেন? দেখুন,—কৈলাসাচল—মুক্তাফল-শুভ্র, শঙ্খচন্দ্রাংশুনির্ম্মল, সিদ্ধ চারণ গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরগণের গীতনাদিত, পুষ্পদ্রুম-সমাচ্ছন্ন, কদলীবন-বিশিষ্ট এবং কোকিল, চক্রবাক, চকোর ও কুররকুলে সমাকুল। আর এই মহাকাল বন—নানা গুল্ম-লতাবৃত এবং গজেন্দ্র, গজ, শার্দ্দূল, সিংহ, শম্বর, ঋক্ষ, বানর, গোমায়ু, ময়ূর সর্প, মার্জ্জার, মূষিক প্রভৃতি নানাবিধ হিংস্র ও অহিংস্র জন্তুতে পরিব্যাপ্ত। কি জন্য এখানে আপনি বাস করিলেন? ইহা আমার কৌতূহলের বিষয় হইয়াছে। হে দেবি! তুমি এই কথা বলিলে আমি মন্দর-কন্দরে অবস্থিত থাকিয়া হৃষ্টচিত্তে তোমায় আমার রম্যপুর মহাকালবনের কথা বলিলাম। এই মহাকালবন রম্য ও স্বর্গ হইতেও সুখদায়ক। এখানে শ্মশান পীঠ সৎক্ষেত্র বন উষর-ভূমি বিরাজিত। ইহা অতুলনীয় গুণসম্পন্ন। এরূপ গুণ আমি ত্রিভুবনে কুত্রাপি দেখি নাই। এই পুর গীতবাদিত্র ও চাতুর্য্যে সুরালয় অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ।১- ১ হে দেবি। আমি তোমার নিকট এই সকল কথা বলিতেছি, এমন সময়ে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য নারদ মুনি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমি তোমার কৌতূহল বর্দ্ধনের জন্য নারদকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—হে মহামুনে! তুমি এই কল্পসংখ্যক কাল কোথায় যাপন করিলে? কোন্ আশ্রমেই বা তপস্যা করিয়াছ? কোন্ তীর্থ ভ্রমণ করিয়াছ? কোন্ তীর্থেই বা তোমার চিরানুরাগ এবং যেখানে যাহা কৌতূহলজনক বস্তু নিরীক্ষণ করিয়াছ, তৎসমস্ত তুমি আমার নিকট কীর্ত্তন কর। নারদ আমা কর্ত্তৃক এইরূপ পৃষ্ট হইয়া পত্তনবৃত্তান্ত বর্ণন করিতে লাগিলেন যে, হে মহাদেব! আমি তীর্থ, আয়তন, বিচিত্র পত্তন, দেশ, নগর প্রভৃতি বহু স্থান ভ্রমণ করত অবশেষে মনোরম জম্বুদ্বীপে উপদ্বীপে উপস্থিত হইয়া যে পত্তনরাজ দর্শন করিলাম, তাহা সদানন্দকর, স্বেচ্ছাকৃতবিন্যাস, প্রাসাদশত-রাজিত। ঐ স্থানে ইচ্ছায় অভিলষিত

সুখাবহঃ॥ ১৮॥ সর্ব্বর্তুকুসুমামোদসুখস্পর্শানিলাবৃতঃ। বীণাবেণরবৈর্ঘুষ্টো মনঃপ্রহ্লাদকারকঃ॥ ১৯॥ বজ্রেন্দ্রনীলবৈদূর্য্য-চন্দ্রকান্তাদিদীপিতঃ। জরামৃত্যুভয়োপেতঃ সর্ব্বব্যাধিবিবর্জ্জিতঃ॥ ২০॥ শক্রাগ্নিযমরক্ষোঽব্ধিবায়ুসোমেশসেবিতঃ। উর্দ্ধাধঃসপ্তলোকেষু পুণ্যেষু নিবসন্তি হি॥ ২১॥ সদা প্রমুদিতা দেবাস্তেঽপি কাঙ্ক্ষন্তি পত্তনম্। তত্র শান্তা মহাত্মানো নিবসন্তি মহেশ্বর॥২২॥ বিদ্যোতিতদিশো দান্তাঃ সূর্য্যবৈশ্বানরপ্রভাঃ। দিব্যাম্বরধরা ধীরা জটামুকুটধারিণঃ॥ ২৩॥ বিপ্রা মাহেশ্বরাঃ পুণ্যাঃ ক্ষত্রিয়া হরতৎপরাঃ। মুমুক্ষবস্তপোনিষ্ঠা বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চিরায়ুষঃ॥ ২৪॥ স শুভ্ররূপঃ স চ লোহিতাকৃতিঃ স চাপি পীতঃ স সিতেতরঃ ক্বচিৎ। সনামধেয়ঃ স চ নামবর্জ্জ্যঃ সোঽদৃশ্যরূপঃ স চ দৃষ্টরূপঃ॥২৫॥ ক্বচিদ্রবিসহস্রাক্ষঃ ক্বচিদেকরবিপ্রভঃ। ক্বচিচ্চন্দ্রাদ্বিশিষ্যেত ক্বচিদঙ্গুলিকান্তিমান্॥ ২৬॥ জন্মমৃত্যুজরারোগৈর্দুঃখানি বিবিধানি চ। প্রয়ান্তি বিলয়ং তানি প্রসন্নে পত্তনেশ্বরে॥ ২৭॥ এষ তে কথিতো দেবি প্রভাবঃ পাপনাশনঃ। পত্তনেশস্য দেবস্য আনন্দেশমতঃ শৃণু॥ ২৮॥

ইতি শ্রীস্কান্দে পত্তনেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৩২॥

ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীহর উবাচ। ত্রয়স্ত্রিংশত্তমং দেবমানন্দেশ্বরমীশ্বরম্। বিদ্ধি পাপহরং পুণ্যং সর্ব্বসম্পৎকরং সদা॥ ১॥ পুরা রাথন্তরে কল্পে বভূব পৃথিবীপতিঃ। অনমিত্র ইতি খ্যাতঃ সার্ব্বভৌমো মহীতলে॥ ২॥ স ধর্ম্মাত্মা মহাত্মা চ পরাক্রমধনো নৃপঃ। অতীত্য সর্ব্বভূতানি বভৌ ভানুরিবাব্যয়ঃ॥ ৩॥ সমঃ শত্রৌ চ পুত্রে চ মিত্রে চ পরধর্ম্মবিৎ। গিরিভদ্রা গিরেঃ পুত্রী তেনোঢ়া বরবর্ণিনী॥ ৪॥ অতীব বল্লভা সা চ প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সী। আনন্দ ইতি পুত্রোঽভূত্তস্য জ্ঞানরতঃ সুধীঃ॥ ৫॥ জাতমাত্রো নিজোৎসঙ্গে স্থিরমুল্লাপ্য বৈ পুনঃ। পরিষজতি হার্দ্দেন উল্লাপয়তি পুনঃপুনঃ॥ ৬॥ স জাতিস্মরণো জাতো মাতুরুৎসঙ্গমাস্থিতঃ। জহাস চ তদা মাতা সংক্রুদ্ধা

ফল লাভ করা যায়; সুখের ইয়ত্তা নাই; সকল ঋতুতেই কুসুমামোদ-সুখকর সুখস্পর্শ অনিল সঞ্চরিত; চতুর্দ্দিকেই হৃদয়ানন্দকর বীণা-বেণুর ঝঙ্কার এবং বজ্র, ইন্দ্রনীল, বৈদূর্য্য, ও চন্দ্রকান্তমণির প্রভা সর্ব্বত্র বিরাজিত। জরা-মৃত্যু-ভয় তথায় নাই। ঐ স্থান সর্ব্বব্যাধিবিবর্জ্জিত। শক্র, অগ্নি, যম, রক্ষ, বায়ু ও সোম প্রভৃতি দেবতা ঐ স্থানের উর্দ্ধ, অধঃ প্রভৃতি সপ্ত পুণ্য লোকে বিরাজ করেন। হে মহেশ্বর! মহাত্মা শান্ত দেবগণ হৃষ্টান্তঃকরণে সর্ব্বদা ঐ স্থানে বাস করিতে ইচ্ছা করেন। সূর্য্য-বৈশ্বানরপ্রভ দিব্যাম্বরধর জটা-মুকুটধারী ধীর মাহেশ্বর বিপ্রগণ দিক্ সকল প্রদ্যোতিত করিয়া ঐ স্থানে বাস করিতেছেন। ঐ স্থানের ক্ষত্রিয়গণও হর-তৎপর, মুমুক্ষু ও তপোনিষ্ঠ। তত্রত্য বৈশ্য ও শূদ্রগণও চিরায়ু। তত্রত্য দেব পত্তনেশ্বর শুভ্ররূপ, লোহিতাকৃতি, পীত, সিতেতরবর্ণ, স নামধেয়, নাম-বর্জ্জিত, অদৃশ্যরূপ, কখন দৃষ্টরূপ, কখন তিনি রবি-সহস্রাক্ষ, কখন এক রবিপ্রভ, কখন তিনি চন্দ্র হইতেও বিশিষ্ট এবং কখনও তিনি অঙ্গুলিকান্তিমান। ঐ দেব পত্তনেশ্বর লিঙ্গ প্রসন্ন হইলে জন্ম, মৃত্যু, জরা, রোগ ও বিবিধ দুঃখ, এ সমস্তই প্রলয় প্রাপ্ত হয়। হে দেবি! এই আমি তোমার নিকট পত্তনেশ্বর দেবের পাপনাশন প্রভাব কীর্ত্তন করিলাম, অতঃপর আনন্দেশ্বর লিঙ্গের মাহাত্ম্য শ্রবণ কর। ১২—২৮।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩২।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

শ্রীহর বলিলেন,—হে দেবি! সর্ব্বসম্পৎকর পাপহর পুণ্য ত্রয়স্ত্রিংশ লিঙ্গ আনন্দেশ্বরের মাহাত্ম্য শ্রবণ কর,—পূর্ব্বে রথন্তর কল্পে অনমিত্র নামে এক সার্ব্বভৌম নরপতি ছিলেন। তিনি ধার্ম্মিক, মহাত্মা, ও পরাক্রম-ধন, ছিলেন। তিনি সর্ব্বভূত অতিক্রম করিয়া ভানুর ন্যায় দীপ্তি পাইতেন। ঐ পরধর্ম্মবিৎ রাজা শত্রু মিত্র ও পুত্রে সমজ্ঞান করিতেন। গিরিভদ্রানাম্নী গিরিপুত্রী বরবর্ণিনীকে তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন। গিরিভদ্রা তাঁহার প্রাণাপেক্ষাও গরীয়সী ও বল্লভা ছিলেন। কালে ইঁহাদের আনন্দ নামে এক জ্ঞানরত সুধী পুত্র জন্মগ্রহণ করে। জাতমাত্র জননী তাহাকে ক্রোড়ে করিলেন এবং স্নেহ বশত আলিঙ্গন করিয়া শিশুকে বারবার সোহাগ করিতে ঐ বালক জাতমাত্র জাতিস্মর হইয়া

বাক্যমব্রবীৎ॥ ৭॥ ভীতাস্মি কিমিদং বৎস হাসো যদ্বদনে তব। অকালবোধঃ সঞ্জাতঃ কিংস্বিৎপশ্যসি শোভনম্॥ ৮॥ ইত্যুক্তো মাতরং প্রাহ, সর্ব্বোঽপি স্বার্থমীহতে। মাং নেতুমিচ্ছতি পুরো মার্জ্জারী কিং ন পশ্যসি। অন্তর্দ্ধানগতা চেয়ং দ্বিতীয়া জাতহারিণী॥ ৯॥ পুত্রপ্রীত্যা চ মাতস্ত্বমতঃ স্বার্থং সমীহসে। উল্লাপ্যোল্লাপ্য বহুশঃ পরিষ্বজসি মাং বত॥ ১০॥ উদ্ভূতে বালকে স্নেহাৎ সম্ভ্রমাৎ স্ত্রীজনোঽপ্যয়ম্। ততোঽহমাগতো হাসঃ শৃণু চাপ্যত্র কারণম্॥ ১১॥ স্বার্থে প্রসক্তা মার্জ্জারী লোলুপা মামবেক্ষতে। তথান্তর্দ্ধানগা চেয়ং দ্বিতীয়া জাতহারিণী॥ ১২॥ ত্বং তু ক্রমেণোপভোগ্যং মত্তঃ ফলমভীপ্সসি। ন মাং জানাসি কোঽপ্যেবং ন বৈ চোপকৃতং ময়া॥ ১৩॥ সঙ্গতির্নাতিবালানাং পঞ্চসপ্ত দিনাত্মকম্। তথাপি স্নিহ্যসি প্রীত্যা পরিষ্বজসি সন্ততম্॥ ১৪॥ তাতেতি বৎস ভো ভদ্র ইত্যালীকং ব্রবীষি মাম্। পুত্রস্য বচনং শ্রুত্বা ক্রুদ্ধা মাতাব্রবীদিদম্॥ ১৫॥ নাহং ত্বামুপকারার্থং বৎস প্রীত্যা পরিষ্বজে। স্বার্থো ময়া পরিত্যক্তো যস্ত্বত্তো মে ভবিষ্যতি॥ ১৬॥ ইত্যুক্ত্বা সা তমুৎসৃজ্য নিষ্ক্রান্তা সূতিকাগৃহাৎ। জহার তৎপরিত্যক্তং সা তদা জাতহারিণী॥ ১৭॥ সা হৃত্বা তং তদা বালং পূর্ব্বজাতিস্মরং প্রিয়ে। হৈমিন্যাঃ শয়নে স্বস্থ-বিক্রান্তস্য মহীভৃতঃ॥ ১৮॥ মত্বা স্বকীয়ং পুত্রন্তু বিক্রান্তেন মহীভৃতা। কৃতং বৈ নামকরণমানন্দ ইতি বিশ্রুতম্॥ ১৯॥ বিক্রান্তস্য সুতো নীতো বোধস্য চ দ্বিজন্মনঃ। চৈত্রনামা কৃতস্তেন সংস্কৃতো বেদমন্ত্রকৈঃ॥ ২০॥ তৃতীয়ং ভক্ষয়ামাস বোধপুত্রং নিশাচরী। জাতিস্মরোঽপ্যথানন্দঃ কৃতোপনয়নস্তদা॥ ২১॥ গুরুণা সমনুজ্ঞাতঃ ক্রিয়তামভিবাদনম্। জনন্যাঃ প্রাগুপস্থ নমিত্যুক্তো বাক্যমব্রবীৎ॥ ২২॥ বন্দ্যা মে কতমা মাতা জনিত্রী পালিনী চ বা।

জননীর উৎসঙ্গে অবস্থানপূর্ব্বক হাসিতে লাগিল। তখন জননী ক্রুদ্ধা হইয়া বলিলেন,—হে বৎস! এ কি! আমি ভীতা হইয়াছি। তোমার বদনে হাস্য দেখিতেছি, এ অকাল-বোধ তোমার কিরূপে হইল? তুমি কি দেখিতেছ? জননী এই কথা বলিলে শিশু বলিল,—সকলেই স্বার্থ আকাঙ্ক্ষা করে। ঐ দেখ মা! তুমি কি দেখিতে পাইতেছ না যে, সম্মুখে মার্জ্জারী আমাকে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিতেছে। আর এই জাতহারিণী এদিকে অন্তর্হিত রহিয়াছে। হে মাতঃ! ইহাদের মধ্যে তুমিও পুত্রপ্রীতিবশতঃ স্বার্থ ইচ্ছা করিতেছ; দেখ,—বারবার তুমি আমায় সোহাগ করিয়া করিয়া আলিঙ্গন করিতেছ। তুমি সদ্যঃ প্রসূত বালককে স্নেহ করিতেছ; এই জন্যই আমার হাসি আসিতেছিল। আরও হাসির অন্য কারণ শ্রবণ কর,—দেখ, একদিকে স্বার্থের অধীন হইয়া এই মার্জ্জারী আমাকে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিতেছে, আর একদিকে জাতহারিণী আমায় গ্রহণ করিবার জন্য অন্তর্হিত অবস্থায় অবস্থান করিতেছে; আর অন্যদিকে তুমিও আমা হইতে ক্রমোপভোগ্য ফলাকাঙ্ক্ষা করিতেছ। তুমি কি জানিতে পারিতেছ না? ইহা কে না বুঝিতে পারে যে, আমি তোমার উপকার করিতে পারিব না—বালকদিগের সঙ্গতি নাই? আমি মাত্র পাঁচ সাত দিনের শিশু। তথাপি তুমি প্রীতিবশত আমায় স্নেহ সহকারে আলিঙ্গন করিতেছ। তুমি আমায় নিত্য তাত! বৎস! ভদ্র! বলিয়া অলীক সম্বোধন করিতেছ। পুত্রবাক্য শ্রবণ করিয়া জননী তখন ক্রুদ্ধা হইয়া বলিলেন,—বৎস! আমি তোমায় উপকারের জন্য প্রীতি সহকারে আলিঙ্গন করি নাই। তোমা হইতে আমার যে স্বার্থ রক্ষিত হইবে, আমি তাহা পরিত্যাগ করিয়াছি। এই কথা বলিয়া জননী শিশুকে পরিত্যাগ করিয়া সূতিকাগৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন। জননী পরিত্যাগ করিলে ঐ জননী-পরিত্যক্ত শিশুকে তখন জাতহারিণী হরণ করিয়া লইয়া বিক্রান্ত নরপতির পত্নী হৈমিনীর শয্যায় রক্ষা করিল।১—১৮। বিক্রান্ত নরপতি স্বীয়পুত্র মনে করিয়া ঐ শিশুর নামকরণাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। বালকের নাম রাখিলেন,—আনন্দ। শিশু ঐ নামে বিখ্যাত হইল। বিক্রান্ত নরপতির সন্তানকে লইয়া জাতহারিণী বোধ নামক এক দ্বিজের গৃহে তাঁহার সন্তানকে অপহরণপূর্ব্বক রক্ষা করিল। ঐ পুত্রের নাম রাখিল,—চৈত্র। ব্রাহ্মণ চৈত্রের যথাবিধি সংস্কার সম্পন্ন করিলেন। ঐ জাতহারিণী নিশাচরী অবশেষে পারিবর্ত্তনোদ্‌বৃত্ত তৃতীয় বোধপুত্রকে ভক্ষণ করিল। একদা গুরু উপনয়নকালে আনন্দকে তাহার মাতাকে অভিবাদন করিতে বলিলে, সে বলিল,—আমি কোন্ মাতাকে অভিবাদন করিব—জনয়িত্রী না পালয়িত্রীকে?

আনন্দস্য বচঃ শ্রুত্বা গুরুর্বচনমব্রবীৎ ॥ ২৩ ॥ নম্বিয়ং তে মহাভাগ জনিত্রী জনকাত্মজা। বিক্রান্তস্যাগ্রমহিষী হৈমিনী নাম নামতঃ ॥ ২৪ ॥ আনন্দ উবাচ। চৈত্রস্য প্রসবিত্রীয়ং চৈত্রোঽহয়ং দ্বিজবেশ্মনি। সংস্কৃতো ব্রাহ্মণৈর্নস্ত্রৈর্গিরিভদ্রাসুতস্ত্বহম্ ॥ ২৫ ॥ গুরুরাহ ততঃ কস্ত্বং চৈত্রঃ কো বা ত্বয়োচ্যতে। ততঃ স কথয়ামাস পূর্ব্ববৃত্তান্তমাদিতঃ ॥ ২৬ ॥ গুরুরুবাচ। অতীব গহনং বৎস সঙ্কটং মহদাগতম্। ন বেদ্মি কিঞ্চিন্মোহেন ভ্রমন্তি মম বুদ্ধয়ঃ ॥ ২৭ ॥ আনন্দ উবাচ। মোহস্যাবসরঃ কোঽত্র জগত্যেবং ব্যবস্থিতঃ। কঃ কস্য পুত্রো বিপ্রর্ষে কো বা কস্য ন বান্ধবঃ ॥ ২৮ ॥ অতঃ সংসারতা হন্তি সংসারং প্রাণিনামিহ। মহামোহহতং চেতশ্চিত্রমত্র কথং গুরো ॥ ২৯ ॥ ব্রহ্মপুত্রস্য দুষ্টস্য দুঃসহস্য সুতা ভুবি। জাতহারিণিকা নাম পারবর্ত্তয়তে সুতান্ ॥ ৩০ ॥ মাতৃদ্বয়ং ময়া প্রাপ্তমস্মিন্নেব হি জন্মনি। মাতৃদ্বয়মথো প্রাপ্তং জাতিং সংস্মরতা সতা ॥ ৩১ ॥ সোঽহং তপঃ করিষ্যামি চৈত্র আনীয়তামিতি। ততঃ সুবিস্মিতো রাজা সভার্য্যঃ সহ বন্ধুভিঃ ॥ ৩২ ॥ তস্মাদ্বিবর্ত্ত্য মমতামমুমেনে চ তং প্রতি। চৈত্রমানীয় তনয়ং রাজ্যযোগ্যং চকার সঃ ॥ ৩৩ ॥ সম্মান্য ব্রাহ্মণং যেন পুত্রবুদ্ধ্যা স পালিতঃ। সোঽপ্যানন্দস্তপস্তেপে মহাকালবনে শুভে ॥ ৩৪ ॥ ইন্দ্রেশ্বরস্য দেবস্য পশ্চিমে লিঙ্গমুত্তমম্। ভক্ত্যা হ্যারাধয়ামাস তপসা দুষ্করেণ তু ॥ ৩৫ ॥ তপস্যন্তং ততস্তং তু দেবঃ প্রাহ শুচিস্মিতে। কিমর্থং তপ্যসে বৎস তপস্তীব্রং ব্রবীমি তে ॥ ৩৬ ॥ মন্ত্রনা ভবতা ভাব্যং যত্নেন ব্রজ তৎকুরু। অলং তে তপসা তস্মিংস্ততো মুক্তিমবাপ্স্যসি ॥ ৩৭ ॥ ইত্যুক্তো দেবদেবেন তথেত্যাহ মহামতিঃ। বভূব স মন্ত্রুর্দেবি ব্রহ্মতুল্যো মহাযশাঃ ॥ ৩৮ ॥ পুত্রানুৎপাদয়ামাস লিঙ্গস্যাস্য সমর্চ্চনাৎ। কৃতং নাম তদা দেবৈরানন্দেশ্বরমুত্তমম্ ॥ ৩৯ ॥ আনন্দেন যতঃ প্রাপ্তা সিদ্ধির্দেবি সুদুর্লভা। অতো নাম সুবিখ্যাতমানন্দেশ্বরমীক্ষ্যতাম্ ॥ ৪০ ॥ যে পশ্যন্তি বিশালাক্ষি আনন্দেশ্বরমীশ্বরম্। তে পুত্রপৌত্রসম্পন্না ভবিষ্যন্তি মহীতলে ॥ ৪১ ॥ যেষাং ক্ষীণং নৃণাং পাপং কোটিজন্মশতোদ্ভবম্। তেষাং ভবতি

আনন্দের বাক্য শুনিয়া গুরু বলিলেন—হে মহাভাগ! নরপতি বিক্রান্তের জ্যেষ্ঠা মহিষী হৈমিনীইত তোমার জনয়িত্রী মাতা। আনন্দ বলিল,—ইনি চৈত্রের প্রসবিত্রী। চৈত্র এখন বোধ নামক দ্বিজের গৃহে সংস্কৃত হইয়া অবস্থান করিতেছে। আমি গিরিভদ্রার পুত্র। তখন গুরু বলিলেন,—তাহা হইলে তুমি কে; এবং চৈত্রই বা কে? তাহা তুমি বল? অতঃপর আনন্দ পূর্ব্ববৃত্তান্ত বিবৃত করিল। গুরু বলিলেন,—বৎস! আমি তোমার কথা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। ইহা অতি সঙ্কট। আমার বুদ্ধি ভ্রমযুক্ত হইতেছে। আনন্দ বলিল,—হে বিপ্রর্ষে! এ বিষয়ে মোহের কারণ কিছুই নাই। জগতের ব্যাপারই এইরূপ। এ জগতে কে কার পুত্র? বা কে কার বান্ধব? সংসারই প্রাণিগণের সংসার মোচন করে। জীবের চিত্ত সর্ব্বদাই মোহসঙ্কুল। এবিষয়ে আর চিত্র কি গুরো! দুষ্ট ব্রহ্মপুত্রর দুঃসহের সুতা—নাম—জাতহারিণী। সে-ই সুতসকলকে পরিবর্ত্তন করিয়া থাকে। এই কারণেই আমি এই জন্মেই দুই মাতা প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি জাতিস্মর বলিয়া সমস্ত অবগত আছি। আমি তপস্যা করিব। আপনারা আপনাদের পুত্র চৈত্রকে আনয়ন করুন। তাহার বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজার সহিত রাজ্ঞী এবং বন্ধু-বান্ধব সকলেই বিস্মিত হইলেন। তখন রাজা, পুত্রবুদ্ধিতে পালন করিয়াছিলেন বলিয়া চৈত্র-পিতা ব্রাহ্মণকে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার অনুমতিক্রমে চৈত্রকে আনয়ন করিয়া রাজ্যযোগ্য করিলেন। ১৯—৩৩। তখন ঐ আনন্দ ভক্তিপূর্ব্বক মহাকালবনে ইন্দ্রেশ্বর দেবের পশ্চিমদিকে অবস্থিত লিঙ্গের আরাধনা করিতে লাগিল। হে শুচিস্মিতে! দেব সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে বলিলেন,—হে বৎস! তুমি কি জন্য এই তীব্র তপস্যা করিতেছ? তোমায় আমি ষড়ক্ষর মন্ত্র উপদেশ দিতেছি, আর তোমার তপস্যা করিতে হইবে না। তুমি আমার নির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন কর, সেই স্থানে মুক্তি লাভ করিবে। দেবদেব এই কথা বলিলে ঐ মহামতি তাহা স্বীকার করিল। মন্ত্রপ্রভাবে ঐ মহাযশা ব্রহ্মতুল্য হইল। লিঙ্গার্চ্চনার ফলে ঐ আনন্দ পুত্রোৎপাদন করিল? তখন দেবগণ ঐ লিঙ্গের নাম রাখিলেন,—আনন্দেশ্বর। এই নামের কারণ,—আনন্দ এই স্থানে সুদুর্ল্লভ সিদ্ধি লাভ করিয়াছিল! এই জন্যই ভুবনে ইহা আনন্দেশ্বর নাম খ্যাত আছে। হে বিশালাক্ষি! যাহারা আনন্দেশ্বর দর্শন করে, তাহারা মহীতলে পুত্র-পৌত্র-সম্পন্ন হইয়া থাকে।

সা ভক্তিরানন্দেশ্বরদর্শনাৎ ॥ ৪২ ॥ তদৈব পুরুষো মুক্তো জন্মমৃত্যুজরাদিভিঃ। যদা পশ্যতি দেবেশ মানন্দেশ্বরসংজ্ঞকম্। ময়োক্তং মুক্তিদং নৃণামানন্দেশ্বরদর্শনম্। স্বর্গাপবর্গদং দেবমানন্দং লিঙ্গমুত্তমম্। অত্র দেবৈর্বিশালাক্ষি পূজিতং লিঙ্গমুত্তমম্ ॥ ৪৪ ॥ এষ তে কথিতো দেবি প্রভাবঃ পাপনাশনঃ। আনন্দেশ্বরদেবস্য শৃণু ত্বং কন্থড়েশ্বরম্ ॥ ৪৫ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে আনন্দেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৩

চতুঃত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীহর উবাচ। চতুস্ত্রিংশত্তমং বিদ্ধি দেবং বৈ কন্থড়েশ্বরম্। যস্য দর্শনমাত্রেণ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ১ ॥ বিতস্তায়াস্তটে রম্যে ব্রাহ্মণো নিবসন্ পুরা। বভূব পাণ্ডবো নাম দারিদ্রেণাতিপীড়িতঃ ॥ ২ ॥ জ্ঞাতিভিশ্চ পরিত্যক্তো দুষ্টয়া ভার্য্যয়া তথা। কন্থাপ্যেকা স্থিতা যস্য সর্ব্বস্বপ্রেমধারিণী ॥ ৩ ॥ তেনাহং সুতকামেন তোষিতো গিরিগহ্বরে। ময়াপ্যুক্তং বিশালাক্ষি পুত্রস্তব ভবিষ্যতি ॥ ৪ ॥ তস্য পুত্রঃ সমুৎপন্নঃ কন্থামধ্যাদযোনিজঃ। শীতোষ্ণবারিণী কন্থা তস্য পুত্রস্য সাভবৎ ॥ ৫ ॥ স চ লব্ধঃ প্রসাদেন মদীয়েন বরাননে। রুদ্রেণ চ বরো দত্তঃ কন্থায়া ভবিতা পুনঃ ॥ ৬ ॥ অথ ষষ্ঠে গতে বর্ষে মৌঞ্জীবন্ধমচিন্তয়ৎ। তদামন্ত্র্য মুনীন্ সর্ব্বান্ প্রসাদ্য চ পুনঃপুনঃ। নমস্কৃত্য ঋষীন্ সর্ব্বান্ পূজয়ামাস ভক্তিতঃ ॥ ৭ ॥ ফলৈর্বিত্তানুসারেণ মৌঞ্জী তস্যাপ্যবন্ধত। তেঽপ্যুক্তা মুনয়ঃ সর্ব্বে প্রসাদ্য চ পুনঃপুনঃ ॥ ৮ ॥ দীয়তামাশিষো হৃষ্টাঃ পুত্রায় মুনিসত্তমাঃ। মম পুত্রস্য পুত্রোঽয়ং দীর্ঘায়ুর্জায়তাং চিরম্ ॥ ৯ ॥ তুষ্ণীম্ভূতাঃ স্থিতাঃ সর্ব্বে তচ্ছ্রুত্বা নোত্তরং দদুঃ। যদা তে নোত্তরং প্রোচুস্তদা মুনিবরঃ স্বয়ম্। ধ্যানেন চিন্তয়ামাস নূনমল্পায়ুষং সুতম্ ॥ ১০ ইতি জ্ঞাত্বা তু সম্মোহমগমৎ সহসা মুনিঃ বিললাপ স দুঃখার্ত্তঃ সুতস্নেহেন দুঃখিতঃ ॥ ১১ বাড়ব উবাচ। দত্তঃ স্বয়ং মহেশেন মমাল্পায়ুঃ

যে সকল নরের কোটিজন্মশতোদ্ভব পাপ বিদ্যমান, আনন্দেশ্বরদর্শনে তাহাদের সে পাপ ক্ষীণ হইয়া ভক্তিতে পরিণত হয়। পুরুষ যখন আনন্দেশ্বর দেব দর্শন করে, তখন সে জন্ম, মৃত্যু, জরা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া থাকে। আমি এই মানবগণের স্বর্গাপবর্গপ্রদ আনন্দেশ্বর দর্শন বর্ণন করিলাম। হে দেবি! এই স্থানে দেবগণও ঐ লিঙ্গের উপাসনা করিয়া থাকেন। হে দেবি এই আমি আনন্দেশ্বর দেবের পাপনাশন প্রভাব কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে কন্থড়েশ্বরের মাহাত্ম্য শ্রবণ কর। ৩৪—৪৫।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৩।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

শ্রীহর বলিলেন,—হে দেবি! যাঁহার দর্শনমাত্রে মানব সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্তি লাভ করে, আমি সেই কন্থড়েশ্বর চতুস্ত্রিংশত্তম লিঙ্গের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি। পূর্ব্বে বিতস্তাতটে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। ঐ ব্রাহ্মণের নাম পাণ্ডব। তিনি অত্যন্ত দারিদ্র্য-পীড়িত ছিলেন। তাঁহার জ্ঞাতি ও ভার্য্যা সকলেই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিল। সম্বলের মধ্যে তাঁহার এক সর্ব্বস্ব-প্রেমধারিণী কন্থা ছিল। ঐ বিপ্র মুক্তিকামী হইয়া একদা গিরিগহ্বরে আমার তপস্যা করে, আমি সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে বলি যে, তোমার পুত্র হইবে। আমার বাক্যে কন্থা হইতে তাহার পুত্র জন্মিল। ঐ কন্থা শীতোষ্ণবারিণী ছিল। হে দেবি! মদীয় প্রসাদে বিপ্রের পুত্র লাভ হইল। আমার বরে কন্থা হইতেও পুত্র জন্মিয়াছিল। অনন্তর ষষ্ঠবর্ষ উপস্থিত হইলে বিপ্র পুত্রের মৌঞ্জীবন্ধ করিলেন। তদুপলক্ষে আমন্ত্রিত হইয়া বহু মুনি আগমন করিলেন। বিপ্র তাঁহাদিগকে ভক্তিপূর্ব্বক নমস্কার ও পূজা করিলেন। বিত্তানুসারে বিপ্রকুমারের মৌঞ্জীবন্ধ শেষ হইয়া গেল। মুনিগণ সকলেই প্রসাদিত হইয়া বলিলেন,—সকলেই বিপ্রপুত্রকে আশীর্ব্বাদ প্রদান করুন। বিপ্র বলিলেন,—আমার পুত্রকে আপনারা দীর্ঘায়ু বর প্রদান করুন। বিপ্রবচনে মুনিগণ সকলেই নিরুত্তর রহিলেন। ইহাতে বিপ্র সন্দিগ্ধ হইয়া ধ্যানাবলম্বনে জানিলেন যে, আমার পুত্র অল্পায়ু; সেই জন্য ইঁহারা দীর্ঘায়ু বর প্রদান করিলেন না।১—১০। বিপ্র ইহা বুঝিতে পারিয়া পুত্রস্নেহবশত অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং তিনি এই বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন যে, এই পুত্র

কথং স্মৃতঃ। রুদ্রেণ চ বরো দত্তঃ প্রসন্নেন পুরা মম ॥ ১২ ॥ মত্তুল্যবীর্য্যঃ পুত্রস্তে কন্থামধ্যাভবিষ্যতি। জাতং চ দত্বা হ্যল্পায়ুং মিথ্যা ত্র্যক্ষস্য তদ্বচঃ ॥ ১৩ ॥ পিতরং দুঃখিতং দৃষ্ট্বা তূষ্ণীম্ভূতো মুনিস্তদা। স বালঃ সহসা বাক্যং বভাষে হর্ষবর্দ্ধনম্ ॥ ১৪ ॥ ত্যজত ভয়মিদানীং যন্মমার্থে বিষণ্ণা বিনিহতনিজযত্নং প্রেতরাজং করোমি। শৃণুত মম গিরং ভোঃ সেশ্বরা লোকপালাঃ পিতৃপতিবিজয়ার্থং সৎপ্রতিজ্ঞা মমৈষা ॥ ১৫ ॥ অতিবিষমতপোভিঃ শঙ্করং তোষয়িত্বা স্বপিতুরপি চ ভক্ত্যা হন্মি মৃত্যোর্জয়াশাম্। কিমতিশয়বিষাদব্যাকুলাস্তাত সর্ব্বে সপদি পিতৃপতিং তং স্বে বশে স্থাপয়ামি ॥ ১৬ ॥ প্রয়ামি রুদ্রং শরণং মহেশ্বরং দেবং বরং চাপ্যুময়াবিহীনম্। শৃণ্বন্তু সর্ব্বে মুনয়ঃ সমন্তান্ন মাদৃশে মৃত্যুপরাভবোঽস্তি ॥১৭॥ তপোভিরুগ্রৈঃ শিতিকণ্ঠপাদৌ প্রসাদ্য মৃত্যুং নচিরাচ্ছিনেদ্যে। কন্থাজবাক্যামৃতলোলনেত্রাঃ সঞ্জাতরোমাঞ্চলসৎস্বদেহাঃ ॥ ১৮ ॥ পপ্রচ্ছুরেনং মুনয়ঃ শিশুং তং জানাসি রুদ্রং পরমং কথং ত্বম্। বয়ং চিরং কালমুপাসমানাস্তপোভিরুগ্রৈর্ব্রতসঞ্চয়ৈশ্চ ॥ ১৯ ॥ তথাপি বিদ্মো ন বয়ং মহেশং জ্ঞাতস্ত্বয়াসৌ কথমর্ভকেণ। ঈহামহে তং কিল পুত্র সম্যক্ শ্রোতুং প্রহর্ষাদ্ভুতজাতরোমাঃ ॥ ২০ ॥ জ্ঞাতস্ত্বয়া কুত্র কথং মহেশো মহেশ্বরো বৈ ভুবনৈকনাথঃ ॥ ২১ ॥ ইতি তেষাং বচঃ শ্রুত্বা মুনীনাং ভাবিতাত্মনাম্। স বালঃ কথয়ামাস বৃত্তান্তং পর্ব্বতাত্মজে ॥ ২২ ॥ মমাত্র ক্রীড়তঃ সিদ্ধঃ সিদ্ধিদঃ সমুপাগতঃ। বিজ্ঞায়াল্পায়ুষং মাং তু বাৎসল্যাদব্রবীদিদম্ ॥ ২৩ ॥ গচ্ছ পুত্র মমাদেশান্মহাকালবনোত্তমে। দক্ষিণে চাস্তি যল্লিঙ্গমানন্দেশ্বরলিঙ্গতঃ ॥ ২৪ ॥ তমারাধয় শীঘ্রং ত্বং চিরঞ্জীবী ভবিষ্যসি। তস্যোপদেশদানেন জ্ঞাতং সম্যঙ্মহেশ্বরাৎ ॥ ২৫ ॥ নান্যো দেবোঽস্তি লোকেষু সত্যং সত্যং মুনীশ্বরাঃ। তস্মাদদ্যৈব যাস্যামি মহাকালবনে শুভে ॥ ২৬ ॥ লিঙ্গমারাধয়িষ্যামি বিষাদস্ত্যজ্যতামিহ। তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা তেন সার্দ্ধং মহর্ষয়ঃ ॥ ২৭ ॥ পিতা চ বিস্মিতো দেবি সর্ব্ব এব সমাগতাঃ। দেবমারাধয়ামাস বালঃ

স্বয়ং মহেশ আমায় প্রদান করিয়াছেন, এ কি জন্য অল্পায়ুঃ হইল। রুদ্র আমায় প্রসন্ন হইয়া এই বর দিয়াছিলেন যে, তোমার পুত্র আমার তুল্যবল হইয়া কন্থামধ্য হইতে জন্মগ্রহণ করিবে। তাঁহার এ বাক্য মিথ্যা হইল কি প্রকারে? বিপ্রবালক তখন পিতাকে দুঃখিত দেখিয়া কিয়ৎকাল তূষ্ণীম্ভাবে থাকিয়া হর্ষজনক বাক্য বলিল,—হে পিতঃ! আপনি বিষণ্ণ হইবেন না। আমি স্বয়ং প্রেতরাজকে হতচেষ্টিত করিব—হে সদেব লোকপালগণ! আপনারা আমার এই পিতৃপতিবিজয়িনী প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করুন। আমি অতি বিষম তপস্যা দ্বারা শঙ্করকে তুষ্ট করিয়া স্বীয় পিতারও মৃত্যুভয় বিদূরিত করিব। হে তাত! আপনি কিজন্য যমভয়ে ভীত হইতেছেন? আমি ঝটিতি সেই কৃতান্তকে স্ববশে স্থাপন করিব। আমি অচিরে উমাসহ দেব মহেশ্বরের শরণ গ্রহণ করিব। হে মুনিগণ! আপনারা চতুর্দ্দিক্ হইতে শ্রবণ করুন যে, মাদৃশ ব্যক্তির কদাপি মৃত্যু-পরাভব সম্ভব হইতে পারে না। আমি তপস্যা দ্বারা শিতিকণ্ঠ-পাদপদ্ম প্রসাদিত করিয়া অচিরাৎ মৃত্যুকে বিনষ্ট করিব। কন্থা-পুত্রের এই উর্জ্জিত বাক্য শ্রবণ করিয়া মুনিগণ চকিতনেত্র ও রোমাঞ্চিত হইলেন এবং তাঁহারা তথাবিধ অবস্থায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—কিরূপে তুমি সেই পরম রুদ্রকে অবগত হইলে? আমরা সুচিরকাল ব্যাপিয়া বহু তপস্যা দ্বারা আরাধনা করিয়া তাঁহার তত্ত্ব অবগত হইতে পারি নাই, তুমি বালক হইয়া কিরূপে তাঁহাকে জানিতে পারিলে? ইহা আমরা তোমার নিকট শুনিতে ইচ্ছা করি। হে অর্ভক! তুমি কোথায় কিপ্রকারে সেই ভুবনৈকনাথকে জানিতে পারিলে।১১—২১। হে পর্ব্বতাত্মজে! বালকের সেই বাক্য শুনিয়া মুনিগণ চমৎকৃত হইলে ঐ বালক তাঁহাদিগকে বৃত্তান্ত বলিতে লাগিল,—আমি এই স্থানে ক্রীড়া করিতেছিলাম, আর স্বয়ং সিদ্ধিদায়ক এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি আমাকে অল্পায়ু জানিয়া বাৎসল্যবশে বলিলেন,—হে পুত্র! আমার আদেশে তুমি মহাকালবনে গমন কর। ঐ স্থানে আনন্দেশ্বর লিঙ্গের দক্ষিণে যে লিঙ্গ আছেন, তুমি তাঁহার আরাধনা করিবে। করিলে নিশ্চয়ই তুমি চিরজীবী হইবে। তাঁহার উপদেশে আমি জানিয়াছি যে, মহেশ্বর হইতে শ্রেষ্ঠ দেবতা আর নাই। অতএব আমি আজই মহাকালবনে গমন করিব—করিয়া তথায় লিঙ্গারাধনা করিব, আপনারা সকলে বিষাদ পরিত্যাগ করুন। হে দেবি! ঐ বালকের বাক্য শুনিয়া তাহার পিতার সহিত সকল

কালজিঘাংসয়া ॥ ২৮ ॥ লিঙ্গমধ্যাত্ততো বাণী নিঃসৃতা পর্ব্বতাত্মজে। অহো তুষ্টোঽস্মি তে বৎস কং কামং প্রদদাম্যহম্ ॥ ২৯ ॥ বাল উবাচ। যদি তুষ্টোঽসি মে দেব যে ত্বাং পশ্যন্তি শঙ্কর। পাপকম্থাবিনির্ম্মুক্তাস্তে সন্তু চিরজীবিনঃ ॥ ৩০ ॥ বালস্য ভাষিতং শ্রুত্বা লিঙ্গেনোক্তং যশস্বিনি। যে চ মাং পূজয়িষ্যন্তি শ্রদ্ধয়া পরয়া যুতাঃ। তে ভবিষ্যন্তি সততং জরামরণবর্জ্জিতাঃ ॥ ৩১ ॥ লপ্স্যন্তে পরমান্ কামান্ ভবিষ্যন্তি গণোত্তম। পূজ্যাঃ সর্ব্বেষু লোকেষু সর্ব্বালঙ্কারভূষিতাঃ ॥ ৩২ ॥ এবং লব্ধবরঃ কম্থঃ প্রাঞ্জলিঃ সমুপস্থিতঃ। লিঙ্গেনোক্তঃ প্রসন্নেন ভূয়ো বরয় সুব্রত ॥ ৩৩ ॥ বরো বৈ দুর্লভো লোকে দেবদানবগুহ্যকৈঃ। ময়াবতারিতো যস্মাৎ ন্যাস্ত্যদেয়ং তবাধুনা ॥ ৩৪ ॥ বালেনোক্তো মহাদেব যদি দেয়ো বরঃ পুনঃ। মন্নাম্না দেব তে খ্যাতির্ভূয়াত্রিভুবনে ভুবি ॥ ৩৫ ॥ এবমস্ত্বিতি লিঙ্গেন প্রোক্তং তুষ্টেন পার্ব্বতি। তদা প্রভৃতি দেবেশো বিখ্যাতঃ কম্থড়েশ্বরঃ। যস্য দর্শনমাত্রেণ চিরায়ুর্জায়তে নরঃ ॥ ৩৬ ॥ যঃ সমীক্ষতি তল্লিঙ্গং কম্থড়েশ্বরমীশ্বরম্ ॥ ৩৭ ॥ পাপকম্থাবিনির্ম্মুক্তো মুক্তিং যাস্যতি গৌরি সঃ। পুণ্যং যশস্যং গেয়ং তল্লিঙ্গং পাপপ্রণাশনম্। পুনাতি পাতকান্ সর্ব্বান্ মম নামানুকীর্ত্তনাৎ ॥ ৩৮ ॥ তেঽধন্যাঃ পুরুষা লোকে তেষাং জন্ম নিরর্থকম্। যৈর্ন দৃষ্টো মহাকালে দেবোঽসৌ কম্থড়েশ্বরঃ ॥ ৩৯ ॥ এষ তে কথিতো দেবি প্রভাবঃ পাপনাশনঃ। কম্থড়েশ্বরদেবস্য ইন্দ্রেশ্বরমথো শৃণু ॥ ৪০ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে কম্থড়েশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৪ ॥

পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ। পঞ্চত্রিংশত্তমং দেবমিন্দ্রেশ্বরং মনুত্তমম্। মহাসিদ্ধিপ্রদং দেবি ব্রহ্মহত্যাবিনাশনম্ ॥ ১ ॥ আসীৎ প্রজাপতিস্ত্বষ্টা তস্য পুত্রঃ কুশধ্বজঃ। স্বকর্ম্মনিরতো দান্তো বাসবেন নিপাতিতঃ ॥ ২

মুনিই বিস্মিত হইলেন। অনন্তর ঐ বালক মৃত্যু-জিঘাংসায় দেবদেবের আরাধনা করিল। তাহার ফলে লিঙ্গমধ্য হইতে এই বাণী উদিত হইল যে, বৎস! আমি তুষ্ট হইয়াছি, কোন্ অভিলাষিত তোমায় প্রদান করিব, তাহা বল? বালক বলিল,—হে দেব! যদি আমার প্রতি তুষ্ট হইয়াছেন, তবে এই বর দিন যে, যাহারা আপনাকে দর্শন করিবে, তাহারা যেন পাপ কম্থা হইতে মুক্তি লাভ করিয়া চিরজীবী হয়। বালকের বাক্য শুনিয়া তখন লিঙ্গ বলিলেন,—যাহারা শ্রদ্ধা সহকারে আমার পূজা করিবে, তাহারা জরামরণবর্জ্জিত হইয়া পরম অভিলষিত লাভ করিবে এবং সর্ব্বালঙ্কারভূষিত গণোত্তম হইয়া সর্ব্বলোকে বিচরণ করিবে। কম্থ উক্ত প্রকার বর লাভ করিলে লিঙ্গ প্রসন্ন হইয়া পুনরায় বলিলেন,—হে সুব্রত! তুমি দ্বিতীয়বার বর প্রার্থনা কর। এই বর দেব-দানব ও গুহ্যকগণের দুর্লভ, আমি ইহা তোমার জন্যই অবতারিত করিয়াছি; সুতরাং আমি তোমাকেই প্রদান করিব। লিঙ্গ এই কথা বলিলে ঐ বালক কম্থ বলিল,—হে দেব! যদি আমায় বর প্রদান করেন, তাহা হইলে আমি এই বর প্রার্থনা করিতেছি যে, আমার নামে আপনি ত্রিভুবনে প্রসিদ্ধি লাভ করুন। লিঙ্গ তখন তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—তাহাই হইবে। হে পার্ব্বতি! তদবধি ঐ লিঙ্গ কম্থড়েশ্বর নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। ঐ লিঙ্গ দর্শন করিলে নর চিরায়ু হইয়া থাকে। অয়ি গৌরি! যে মানব ঐ কম্থড়েশ্বর লিঙ্গ নিরীক্ষণ করে, সে পাপ-কম্থা-নির্ম্মুক্ত হইয়া মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। ঐ লিঙ্গ পবিত্র, যশস্য, কীর্ত্তনীয় ও পাপপ্রণাশন; উহার নাম কীর্ত্তন করিলে সর্ব্ববিধ পাতক বিনষ্ট হইয়া থাকে। যাহারা মহাকালবনে কম্থড়েশ্বর লিঙ্গ দর্শন করে নাই, তাহারা অধন্য এবং তাহাদের জন্ম নিরর্থক। হে দেবি! এই আমি তোমার নিকট কম্থড়েশ্বর-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম, অধুনা ইন্দ্রেশ্বরমাহাত্ম্য শ্রবণ কর। ২২—৪০।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৪

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়

মহাদেব বলিলেন,—হে দেবি! অতঃপর ব্রহ্মহত্যা-বিনাশন মহাসিদ্ধিপ্রদ পঞ্চত্রিংশ লিঙ্গ ইন্দ্রেশ্বরের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। কুশধ্বজ নামে প্রজাপতি ত্বষ্টার এক পুত্র ছিলেন। তিনি স্বকর্ম্ম-নিরত ও দান্ত ছিলেন। বাসব তাঁহাকে

তস্য পুত্রং হতং শ্রুত্বা ত্বষ্টা ক্রুদ্ধঃ প্রজাপতিঃ। অবলুচ্য জটামেকামিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ৩ ॥ অদ্য পশ্যন্তু মে বীর্য্যং ত্রয়ো লোকাঃ সদেবতাঃ। স চ পশ্যতু দুর্ব্বুদ্ধির্ব্রহ্মহা পাকশাসনঃ ॥ ৪ ॥ স্বকর্ম্মনিরতো যেন মৎসুতো বিনিপাতিতঃ। ইত্যুক্ত্বা কোপ-রক্তাক্ষো জটামগ্নৌ জুহাব তাম্ ॥ ৫ ॥ ততো বৃত্রঃ সমুত্তস্থৌ জালামালাসমাকুলঃ। মহাকায়ো মহাদংষ্ট্রো ভিন্নাঞ্জনচয়প্রভঃ ॥ ৬ ॥ ইন্দ্রশত্রুরমেয়াত্মা ত্বষ্টু-স্তেজোঽভিবৃংহিতঃ। অহন্যহনি সোঽবর্দ্ধদিষুপাতং মহাবলম্ ॥ ৭ ॥ বধায় চাত্মনো দৃষ্ট্বা বৃত্রং শক্রো মহাসুরম্। চিন্তয়ামাস সহসা কিং কৃতং সুকৃতং ভবেৎ ॥ ৮ ॥ এতস্মিন্নন্তরে প্রাপ্তো বৃত্রো বলবতাং বরঃ। দদর্শ বাসবং তত্র দেবৈঃ সার্দ্ধং বরাননে ॥ ৯ ॥ দৈত্যো বৃত্রো মহাকায়শ্চক্রে সংগ্রামমুল্বণম্। নানাশস্ত্রাস্ত্রসংক্ষোভং ভটসঙ্ঘট্টসঙ্কটম্ ॥ ১০ ॥ ছিন্নভিন্নতনুত্রাণক্রোধরক্তধরাতলম্। লূনাননাব্জ-প্রকরং করপল্লবদুর্গমম্ ॥ ১১ ॥ কবন্ধসঙ্ঘনর্ত্তনং ঘটিতামরসৈনিকম্। বিকীর্ণাভরণস্ফীতস্ফুরদ্‌-যোধাঙ্গভূষণম্ ॥ ১২ ॥ কল্লোলরুধিরোদ্গারপাটলী-কৃতদিঙ্মুখম্। তস্মিন্ রণে মহাভীমে দেবান্ ভিত্ত্বা সগুহ্যকান্ ॥ ১৩ ॥ বাসবং বন্ধয়িত্বা তু স্বর্গলোকং জগাম হ। রাজ্যং চকার নিঃশঙ্কো নিঃসপত্নং বরাননে ॥ ১৪ ॥ ততস্তু বদ্ধে দেবেন্দ্রে বৃহস্পতি-রুদারধীঃ। আজগাম তমুদ্দেশং যত্র বদ্ধঃ শতক্রতুঃ ॥ ১৫ ॥ দৃষ্ট্বা তথাবিধং শক্রমাশীর্ভিরভিনন্দ্য চ। বন্ধনান্মোচয়িত্বা তু প্রোবাচেদং বচস্তদা ॥ ১৬ ॥ অনু-কূলো ন কালোঽয়ং সুরেশস্য তবাধুনা। উদ্যোগঃ সুমহান্ দৃষ্টঃ সঙ্খ্যাতশ্চ সুরদ্বিষাম্। দৃষ্টা হি প্রবরাঃ সর্ব্বে ময়া তত্র মহাসুরাঃ ॥ ১৭ ॥ একৈকোঽপি বিজেতুং ত্বাং শক্তঃ স্যাদিতি মে মতিঃ। ন তাদৃক্ সঙ্গম শক্র কদাচিৎ সুরবিদ্বিষাম্। দৃষ্টো বাপি শ্রুতো বাপি যাদৃশো হ্যবলোকিতঃ ॥ ১৮ ॥ বৃহস্পতি-বচঃ শ্রুত্বা শক্রঃ সম্ভ্রমমাগমৎ। ধ্যাত্বা মুহূর্ত্তং প্রোবাচ বৃহদ্‌বুদ্ধে বৃহস্পতে ॥ ১৯ ॥ কিমত্র প্রতি-কর্ত্তব্যং বদ তাবদ্‌বৃহস্পতে। বহবো বলবন্তশ্চ

নিহত করেন। প্রজাপতি ত্বষ্টা বাসব কর্ত্তৃক পুত্র নিহত হইয়াছে, শ্রবণ করিয়া ক্রোধে স্বীয় জটা উৎপাটনপূর্ব্বক বলিলেন,—অদ্য দেবগণের সহিত ত্রিলোকবাসী আমার বীর্য্য অবলোকন করুন; আর অবলোকন করুক,—সেই দুর্ব্বুদ্ধি ব্রহ্মঘাতী পাকশাসন। ঐ দুর্ব্বুদ্ধি স্বকর্ম্ম-নিরত মৎপুত্রকে নিহত করিয়াছে। হে দেবি! ত্বষ্টা কোপরক্ত নয়নে এই কথা বলিয়া স্বীয় উৎপাটিত জটা অগ্নিতে হোম করিলেন। তাহার ফলে জালামালা-সমাকুল বৃত্র উৎপন্ন হইল। ঐ বৃত্র মহাকায়, মহাদংষ্ট্র, ও ভিন্নাঞ্জনচয়প্রভ। ঐ বৃত্র অমেয়াত্মা ত্বষ্টার তেজে ইন্দ্রশত্রুরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া দৈনন্দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তখন শক্র স্বীয় বধের নিমিত্ত বৃত্রকে উৎপন্ন হইতে দেখিয়া নিজ মঙ্গলের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। এমন সময় বলি-শ্রেষ্ঠ বৃত্র আপতিত হইয়া দেবগণের সহিত বাস-বকে দর্শন করিল। হে বরাননে! ঐ সময় বৃত্র অতি অসহনীয় ঘোর রণ আরম্ভ করিল। রণ-স্থল, নানা শস্ত্রাস্ত্রের পরিচালনে ক্ষোভিত এবং ভটগণের সংঘর্ষে সঙ্কট হইয়া উঠিল। ধরাতল, ক্রোধপরায়ণ যোধসমূহের তনুত্রাণ সকল ইতস্ততঃ ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িলে রক্তপ্রবাহে রঞ্জিত হইয়া গেল। যোধগণের কর্ত্তিত মুখ-কমলে রণভূমি পরিপূর্ণ হইল। এত ছিন্ন হস্ত পতিত হইল যে, রণভূমি দুর্গম হইয়া উঠিল। কবন্ধসমূহ নৃত্য করিতে লাগিল। রণাঙ্গনে বিকীর্ণ আভরণ সকল মৃত-পতিত ও স্ফীত-স্ফুরিত যোধগণের অঙ্গভূষা সম্পাদন করিতে লাগিল। প্রবাহিত রুধির-কল্লোলে এবং ঐ রুধিরকণা ইতস্তত বিকীর্ণ হওয়ায় দিঙ্মুখ পাটলাকৃত হইল। অয়ি বরাননে! এই মহাভয়ঙ্কর সমরে বৃত্র দেবদল ছিন্ন-ভিন্ন করত ইন্দ্রকে বন্ধন করিয়া স্বর্গলোকে গমনপূর্ব্বক নিঃশঙ্কভাবে নিষ্কণ্টকে রাজ্য করিতে লাগিল।১—১৪। দেবেন্দ্র শক্র কর্ত্তৃক শৃঙ্খলিত হইলে তখন উদারধী বৃহস্পতি তাহার নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি শক্রকে তথাবিধ দর্শন করিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদপ্রয়োগে অভিনন্দিত করিলেন, এবং বন্ধন-মোচন করিয়া দিয়া এই কথা বলিলেন,—হে সুরেশ। তোমার এখন মন্দ সময়; দৈত্যদিগের সুমহান্ উদ্যোগ; আর তাহাদের দলও অত্যন্ত পুষ্ট। আমি তাহা-দের সকলকেই অতি নিপুণ দেখিলাম, তাহারা সকলেই মহাশূর; আমার বোধ হয়,—তাহাদের প্রত্যেকেই তোমার নিধন-সাধনে সক্ষম। আমি এতাদৃশ সংগ্রাম কখন দেখি নাই এবং শুনি নাই। বৃহস্পতির এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া শক্র সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিয়া কিঞ্চিৎ চিন্তা করত বলিলেন,—হে মহাবুদ্ধে বৃহস্পতে! অল্প দিনের মধ্যেই যে

দানবাঃ স্বল্পকৈর্দিনৈঃ। মৎসকাশং সমেষ্যন্তি স চ বৃত্রো মহাবলঃ॥ ২০॥ ইতি শক্রবচঃ শ্রুত্বা বৃহস্পতিরুবাচ তম্। উপায়ঃ ক্রিয়তাং তূর্ণং গচ্ছ শক্র মমাজ্ঞয়া॥ ২১॥ মহাকালবনে রম্যে খণ্ডেশ্বরস্য দক্ষিণে। সর্ব্বসম্পৎকরং লিঙ্গং বিদ্যতে তত্র বাসব॥ ২২॥ তদারাধয় যত্নেন ততে কামং প্রদাস্যতি। বৃহস্পতিবচঃ শ্রুত্বা শক্রঃ শীঘ্রতরং গতঃ॥ ২৩॥ মহাকালবনে দেবি দৃষ্ট্বা লিঙ্গমনুত্তমম্। স্তুতিং চকার সহসা ভক্তিনম্রাত্মকন্ধরঃ॥ ২৪॥ নমো দেবাধিদেবায় শঙ্করায় বৃষায় চ। কাম্যায় বহুরূপায় ব্যালযজ্ঞোপবীতিনে। বরেণ্যায় নমো নিত্যং নমস্তে সর্ব্বকামদ॥ ২৫॥ আদ্যঃ প্রজাসৃষ্টিকরস্ত্বমেব কালঃ প্রজাঃ সংহরসি ত্বমেব। অপাংপতির্ভূতপতিস্ত্বমেব ধনেশ্বরস্ত্বং দহনস্ত্বমেব॥ ২৬॥ চন্দ্রশ্চ সূর্য্যঃ পবনস্ত্বমেব ধাতা বিধাতা পরমঃ পুরাণঃ। জলাশয়স্ত্বং বরুণস্ত্বমেব শৈলোত্তমশ্চ ভুজগেশ্বরশ্চ। ডিণ্ডির্মহাকাল বৃষস্ত্বমেব বিনায়কো গুহ্যবরস্ত্বমেব॥ ২৭॥ ইতীরিতাং স্তুতিং শ্রুত্বা লিঙ্গেনোক্তঃ শতক্রতুঃ। গচ্ছ শক্র মমাদেশান্মত্তেজোবৃংহিতো রণে। হনিষ্যসি ন সন্দেহো বৃত্রং রিপুবিদারণ॥ ২৮॥ তস্য লিঙ্গস্য মাহাত্ম্যাদপাং ফেনেন পার্ব্বতি। জঘান সমরে বৃত্রং পশ্যতাং ত্রিদশদ্বিষাম্॥ ২৯॥ নিহত্য দানবান্ পশ্চাল্লীলয়া রণকর্কশঃ। উবাচেন্দ্রস্তদা দেবান্ হতো বৃত্রো মহারণে॥ ৩০॥ ত্রৈলোক্যাধ্যক্ষতাং প্রাপ্তা ভবন্তো মৎপরাক্রমাৎ। এবমুক্তাস্তু শক্রেণ তে দেবা বিস্ময়ান্বিতাঃ॥ ৩১॥ অস্য দেবস্য মাহাত্ম্যাদ্ধতো বৃত্রো মহাসুরঃ। শরীরে চ স্থিতাঃ পাপা দর্শনাৎ সংক্ষয়ং গতাঃ॥ ৩২॥ ইন্দ্রেণারাধিতো যস্মাদ্দেবদেবো মহেশ্বরঃ। তস্মাদিন্দ্রেশ্বরো নাম খ্যাতো ভুবি ভবিষ্যতি॥ ৩৩॥ দর্শনাদস্য লিঙ্গস্য পুরীমিন্দ্রস্য শোভনাম্। পাপিনোঽপি গমিষ্যন্তি সর্ব্বপাতকবর্জ্জিতাঃ॥ ৩৪॥ যঃ পশ্যতি নরো নিত্যং শ্রীইন্দ্রেশ্বরসংজ্ঞকম্। স মুক্তঃ পাতকৈঃ সর্ব্বৈর্দিবি মোদিষ্যতে চিরম্॥ ৩৫॥ ইন্দ্রেণারাধিতং লিঙ্গং ভক্ত্যা যঃ পূজয়িষ্যতি। স যাতি বৈ পরং স্থানং দিব্যকল্পচতুষ্টয়ম্॥ ৩৬॥ যেন চেন্দ্রেশ্বরো দেবো ভক্ত্যা সম্যক্ প্রপূজিতঃ। তেন বিষ্ণুপ্রভৃতয়ো বয়ং সর্ব্বে সবাসবাঃ। মুনয়ো লোকপালাশ্চ পূজিতাঃ স্যুর্ন সংশয়ঃ॥ ৩৭॥ ইত্যুক্তঃ

অতি বীর্য্যবান্ বহু দানব বীর—বিশেষ মহাবল বৃত্র প্রাদুর্ভূত হইয়া আমাকে আক্রমণ করিল, ইহার প্রতিকার কি? ইন্দ্রের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বৃহস্পতি বলিলেন,—হে শক্র! এক উপায় আছে, তুমি আমার আদেশে মহাকালবনে গমন করিয়া খণ্ডেশ্বরের দক্ষিণে যে এক সর্ব্ব সম্পৎকর লিঙ্গ আছেন, তাহার আরাধনা কর, তিনি তোমার অভিলষিত পূরণ করিবেন। হে দেবি! তখন শক্র বৃহস্পতির বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাকালবনে গমন করত লিঙ্গারাধনাপূর্ব্বক অবনতমস্তকে এইরূপে তাঁহার স্তুতি করিতে লাগিলেন,—হে দেবাধিদেব, শঙ্কর, বৃষ কাম্য, বহুরূপ, ব্যালযজ্ঞোপবীতী, বরেণ্য, সর্ব্বকামদ! আপনাকে নমস্কার। হে দেব! আপনিই আদ্য, প্রজাসৃষ্টিকর, কাল, প্রজাসংহারকর্ত্তা, অপাংপতি, ভূতপতি, ধনেশ্বর, দহন, চন্দ্র, সূর্য্য, পবন, ধাতা, বিধাতা, পরম, পুরাণ, জলাশয়, বরুণ, শৈলোত্তম ভুজগেশ্বর, ডিণ্ডি, মহাকাল, বৃষ, বিনায়ক, ও গুহ্যবর। হে দেবি! লিঙ্গ শক্রের এবম্বিধ স্তুতি শ্রবণ করিয়া বলিলেন,—হে শক্র! তুমি গমন কর; আমার তেজে তুমি রণে নিশ্চয়ই বৃত্রকে বিনাশ করিবে; ইহাতে কোন সংশয় নাই। অনন্তর শক্র লিঙ্গের বরে জলফেন দ্বারা বৃত্রকে দৈত্যগণের সমক্ষেই সমরে নিহত করিলেন। অপরাপর দৈত্যগণকেও তিনি এই মহাসমরে অবলীলাক্রমে নিহত করিয়া দেবগণকে বলিলেন,—হে দেবগণ! আপনারা আমার পরাক্রমে ত্রৈলোক্যাধিকার লাভ করিলেন। শক্র এই কথা বলিলে দেবগণ অতিশয় বিস্ময়ান্বিত হইলেন। এই দেব-মাহাত্ম্যে মহাসুর বৃত্র নিহত হইল। তাঁহার দর্শনে শরীরস্থিত পাপপুঞ্জ বিলয় প্রাপ্ত হয়। ইন্দ্র এই লিঙ্গের আরাধনা করিয়াছিলেন বলিয়া ইঁহার নাম হইয়াছে,—ইন্দ্রেশ্বর। ইঁহার দর্শনমাত্রে পাপিগণও ইন্দ্রের শোভনা পুরী লাভ করিয়া থাকে। যে মানব এই ইন্দ্রেশ্বর লিঙ্গ নিত্য দর্শন করে, সে সর্ব্বপাপ-মুক্ত হইয়া স্বর্গে আমোদ উপভোগ করিয়া থাকে। যে মানব এই ইন্দ্রারাধিত লিঙ্গের পূজা করে, সে দিব্য কল্পচতুষ্টয় কাল যাবৎ পরশ্রেষ্ঠ লোকে বাস করিয়া থাকে। যিনি ভক্তিপূর্ব্বক ইন্দ্রেশ্বর লিঙ্গের অর্চ্চনা করেন, তৎকর্ত্তৃক বিষ্ণু প্রভৃতি সবাসব দেবগণ, মুনি ও লোকপাল

স সুরৈঃ শক্রো বৈকুণ্ঠাদ্যৈঃ সমন্ততঃ। তৈরেব সহিতো দেবো জগামাথ ত্রিবিষ্টপম্ ॥ ৩৮ ॥ ইন্দ্রেশ্বরস্য দেবস্য প্রভাবঃ কথিতস্তয়ম্। মার্কণ্ডেয়েশ্বরং দেবং শৃণু পার্ব্বতি সাম্প্রতম্ ॥ ৩৯ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ইন্দ্রেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৫ ॥

ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীহর উবাচ। মার্কণ্ডেয়েশ্বরং বিদ্ধি ষট্‌ত্রিংশত্তমমীশ্বরম্। যস্য দর্শনমাত্রেণ পুত্রবান্ জায়তে নরঃ॥ ১ ॥ ব্রহ্মবংশসমুৎপন্নো মৃকণ্ডো নাম তাপসঃ। বেদাধ্যয়নসম্পন্নঃ স চাপুত্রো বভূব হ ॥ ২ ॥ পুত্রার্থং চিন্তয়ামাস কথং পুত্রো ভবেদিতি। অপুত্রস্য কুতো লোক ইতি বেদেষু পঠ্যতে॥ ৩॥ তস্মাত্তপঃ করিষ্যামি যেন মে তনয়ো ভবেৎ। এবং সঞ্চিন্ত্য বহুধা স জগাম হিমালয়ম্ ॥ ৪ ॥ চকার বসতিং চাপি তপসে ভাবিতাত্মবান্। বায়ুভক্ষোঽম্বুভক্ষশ্চ নিরাহারোর্দ্ধপাদকঃ॥ ৫ ॥ শাকমূলফলাহারঃ পর্ণাশ্যেক-দ্বিপর্ণভুক্। এবমাদীনি চান্যানি তপাংসি সুবহূন্যপি ॥ ৬ ॥ চকার স মুনিস্তত্র বর্ষাণি দ্বাদশৈব তু। ন তুষ্টোঽহং তদা দেবি তপসা দুষ্করেণ তু ॥ ৭ ॥ ততো জ্ঞাত্বা মতিং তস্য বিজ্ঞপ্তোঽহং তদা ত্বয়া। করোত্যেব তপঃ ক্রূরং পুত্রহেতোর্ম্মুনির্ম্মহান্ ॥ ৮ ॥ তেজসা দীপয়ঞ্শৈলং শোষয়ন্ সজলাশয়ান্। তপসা দুষ্করেণৈব ক্ষুভিতা নাকবাসিনঃ॥ ৯ ॥ সমুদ্রাঃ ক্ষুভিতাঃ সর্ব্বে চন্দ্রাদিত্যৌ তথৈব চ। ঋষয়ো বিস্মৃতিং প্রাপ্তাঃ কম্পেতে চাপি রোদসী। অকালপ্রলয়ো দেব ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥ ১০ ॥ মুনয়ে তস্মৈ কণ্ডায় পুত্রো বৈ দীয়তামিতি। ময়া প্রোক্তং বরারোহে পুত্রমিচ্ছত্যযোনিজম্ ॥ ১১ ॥ অক্ষয়ং সুবিশালাক্ষি সহস্রাক্ষমিবাপরম্। চন্দ্রাভং চন্দ্রবদনং চন্দ্রবদ্ভুবনপ্রিয়ম্ ॥ ১২ ॥ নীলোৎপলদলশ্যামং নীলোৎপলদলেক্ষণম্। বিশালচারুজঘনং চারুকুণ্ডলমণ্ডিতম্। পুত্রমিচ্ছতি দেবেশি মৃকণ্ডোঽয়ং মহামুনিঃ॥ ১৩॥ ত্বয়াপ্যুক্তং পুনর্দেবি কারুণ্যাদ্ভক্তিবৎসলে। ন দদাসি মুনেঃ পুত্রং তপ্যতো বিষমং তপঃ॥ ১৪ ॥ ফলস্য দাতা তপসা কথং ত্বং গীয়সে বুধৈঃ। কস্মাৎ নু শরণং গচ্ছেল্লোকানাং সম্ভবং

পূজিত হন। শক্র সুরগণ কর্ত্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া তাঁহাদের সহিত স্বর্গে গমন করিলেন। হে দেবি! এই আমি ইন্দ্রেশ্বর লিঙ্গের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম, অতঃপর মার্কণ্ডেয়েশ্বর দেবের মাহাত্ম্য শ্রবণ কর। ১৫—৩৯।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৫।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়।

শ্রীহর বলিলেন,—হে দেবি! যাহার দর্শনে নর পুত্র লাভ করে, আমি সেই ষট্‌ত্রিংশ মার্কণ্ডেয়েশ্বর লিঙ্গের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। মৃকণ্ডু নামক তাপস ব্রহ্মবংশে সমুৎপন্ন হন। ইনি অপুত্রক ছিলেন। ইনি এইরূপে বহু চিন্তা করেন যে, কিরূপে আমার পুত্র হইবে? অপুত্রক ব্যক্তির গতি নাই, ইহা বেদে কথিত আছে। অতএব আমি তপস্যা করিব। তপস্যা করিলে আমার সন্তান উৎপন্ন হইবে। এইরূপ চিন্তা করিয়া মৃকণ্ডু হিমাচলে গমন করিলেন। সেখানে গমন করিয়া তিনি বায়ুভক্ষ, অম্বুভক্ষ, নিরাহার, উর্দ্ধপাদ, শাক-মূলফলাহারী, পর্ণাশী, একপর্ণাহারী ও দ্বিপর্ণাহারী হইয়া বহু তপস্যা করিতে লাগিলেন। হে দেবি! মুনি মৃকণ্ডু এইরূপ দ্বাদশবর্ষ তপস্যা করিলেন; কিন্তু আমি তাহার তাদৃশ দুষ্কর তপস্যাতেও তুষ্ট হইলাম না। তখন তুমি আমায় বলিলে এই মহামুনি মৃকণ্ড পুত্র নিমিত্ত তপস্যা করিতেছেন—তাঁহার তপঃপ্রভাবে শৈল সকল প্রদীপ্ত, জলাশয় শুষ্ক, স্বর্গবাসী সমুদ্র ও চন্দ্রাদিত্য ক্ষুভিত, ঋষিগণ বিস্মৃতিপ্রাপ্ত, এবং রোদসী কম্পিত হইতেছে। হে দেব! মুনির তপঃপ্রভাবে অকালে প্রলয় উপস্থিত হইবে, ইহাতে কোন সংশয় নাই। আপনি মুনিকে পুত্র প্রদান করুন। হে বিশালাক্ষি! আমি তখন তোমায় বলিলাম,—এই মুনি অযোনিজ, অক্ষয়, ইন্দ্রতুল্য, চন্দ্রাভ, চন্দ্রবদন, চন্দ্রের ন্যায় ভুবনপ্রিয়, নীলোৎপলদলের ন্যায় শ্যামবর্ণ, নীলোৎপলদলের ন্যায় নেত্রযুক্ত, বিশাল ও চারুজঘনবিশিষ্ট এবং চারুকুণ্ডল-মণ্ডিত পুত্র প্রার্থনা করেন।১—১৩। হে দেবি! তুমি পুনরায় আমায় বলিলে,—এই মুনি বিষম তপস্যা করিতেছেন, আপনি যদি ইঁহাকে পুত্র প্রদান না করেন, তাহা হইলে লোকে কি জন্য আপনাকে তপঃফলপ্রদাতা বলিবে, এবং কেই বা আপনার শরণ লইবে?

ভবম্॥ ১৫ ॥ করোষি সর্ব্বদৈত্যানাং সর্ব্বদেবাকুলাকুলম্। ত্বয়াহং সুচিরং দেব সৎকৃতা করুণাকর॥ ১৬॥ নান্যো মামনুকম্পার্থং প্রযচ্ছেৎ প্রবরং বরম্। স ত্বং সর্ব্বজগন্নাথ প্রভুঃ কর্ত্তা প্রশাসিতা॥ ১৭॥ হেতুঃ স্বামী মহেশানো দয়ালুর্ভক্তবৎসলঃ। সর্ব্বেশ্বর স্তুতোঽভীষ্টং কিং ন বিপ্রায় দীয়তে॥ ১৮॥ তপসা ক্ষীণপাপস্য ব্রহ্মত্বে ভাবিতাত্মনঃ। অস্য পুত্রপ্রদানং ত্বং কুরু মদ্বচনাচ্ছিব॥ ১৯॥ ময়া ত্বং বর্ণিতা দেবি স্নেহাক্ষরপদৈঃ শুভৈঃ। লোলপঙ্কজপত্রাক্ষি গৌরি ভূধরগাত্মজে॥ ২০॥ স্কন্দমাতঃ কলাপূর্ণচন্দ্রবিম্বনিভাননে। কৃশোদরি বিনিঃস্পৃষ্টচামীকরনিভদ্যুতে॥ ২১॥ ত্বয়োক্তং প্রকরিষ্যামি বাক্যং দ্বিরদগামিনি। ত্বং সিদ্ধিঃ সাধকা সাধ্যং ত্বং ক্রিয়া প্রক্রমাশ্রয়া॥ ২২॥ ত্বং মায়া শ্রীর্দ্যুতিঃ শ্রীমচ্ছ্রদ্ধারুচিরসন্ততিঃ। কৃত্বা মানং বহুবিধং ময়ৈব সহ সুন্দরি॥ ২৩॥ ভ্রাজসে বিবিধাকারা মোহয়িত্বাখিলং জগৎ। ত্বয়াপ্যুক্তং পুনর্দেবি ক্রিয়তাং তু বচো মম॥ ২৪॥ মুনয়েঽস্মৈ তপঃক্ষীণসর্ব্বগাত্রায় সাম্প্রতম্। বরঃ প্রদীয়তামস্মৈ ব্রাহ্মণায় মহেশ্বর॥ ২৫॥ ময়াপ্যুক্তং বিশালাক্ষি শ্রূয়তাং বচনং মম। অসৌ গচ্ছতু বিপ্রেন্দ্রো মহাকালবনোত্তমে॥ ২৬॥ পত্তনেশ্বরপূর্ব্বে তু তত্রাস্তে লিঙ্গমুত্তমম্। পুত্রপ্রদং বিশালাক্ষি মহাপাতকনাশনম্॥ ২৭॥ মদীয়ং বচনং শ্রুত্বা ত্বয়াপ্যুক্তো দ্বিজোত্তমঃ। মহাকালবনং গচ্ছ পুত্রার্থমৃষিসত্তম। তত্র লিঙ্গং সমারাধ্য লপ্স্যসে পুত্রমুত্তমম্॥ ২৮॥ ত্বয়া সম্প্রেরিতো বিপ্রস্তথেতি কৃতনিশ্চয়ঃ। আশয়া পরয়া যুক্তঃ পুত্রকামো জগাম সঃ॥ ২৯॥ তত্র দৃষ্ট্বা মহালিঙ্গং পুত্রদং পাপনাশনম্। ভক্ত্যা সংসেবয়ামাস তপসা দুষ্করেণ তু॥ ৩০॥ অথ কেনাপি কালেন নিঃসৃতোঽহং ত্বয়া সহ। লিঙ্গমধ্যাদ্বরারোহে স চ প্রোক্তো দ্বিজোত্তমঃ॥ ৩১॥ শর্ব্বোঽহমিতি জানীহি ব্রূহি কিং করবাণি তে। আবাং পুরা প্রসন্নৌ তে জ্ঞাতং তব বিচেষ্টিতম্॥ ৩২॥ যমিচ্ছসি বরং ব্রহ্মংস্তদদ্য প্রদদামি তে। ময়া প্রোক্তঃ প্রসন্নেন মুনিঃ পরমবিস্মিতঃ॥ ৩৩॥ প্রহ্বঃ প্রাহ সুহৃদয়ে স হৃষ্টো মুনিসত্তমঃ। অপত্যহেতোর্দেবেশৌ কিমলভ্যং

হে দেব! আপনি আমার সম্মান রক্ষার্থ সর্ব্ব দেব ও দৈত্যগণকে আকুলিত করিয়াছেন। অনুকম্পা করিয়া আমাকে বর প্রদান করিতে আপনি ভিন্ন অন্য কেহ আর নাই। হে দেব! আপনি জগন্নাথ, প্রভু, কর্ত্তা, স্বামী, শাস্তিকারণ মহেশান, দয়ালু, ভক্তবৎসল এবং সর্ব্বেশ্বর; কি জন্য আপনি স্তুত হইয়াও বিপ্রকে অভীষ্ট বর প্রদান করিতেছেন না? এই মুনি তপঃপ্রভাবে ক্ষীণপাপ হইয়াছেন এবং ইনি ব্রহ্মভাবে ভাবিতাত্মা। আপনি আমার বাক্যে ইঁহাকে পুত্র প্রদান করুন। হে দেবি! তুমি এই সকল কথা বলিলে আমিও তোমাকে সস্নেহে বলিলাম,—হে লোলপঙ্কজপত্রাক্ষি! তুমি গৌরী, ভূধরাত্মজা, স্কন্দমাতা, পূর্ণচন্দ্রনিভাননা, কৃশোদরী এবং তোমার কান্তি সুবর্ণের ন্যায়। হে দ্বিরদগামিনি! আমি তোমার বাক্যানুযায়ী কার্য্য করিব। তুমি সাধ্বী, সাধকসাধ্যা, প্রক্রমাশ্রয়া, ক্রিয়া, মায়া, শ্রী, দ্যুতি, শ্রদ্ধা ও রুচি। হে দেবি! তুমি বহুবিধ মান করিয়া এইরূপে বিবিধাকারে অখিল জগৎ মোহিত করত আমার সহিত দীপ্তি পাইয়া থাক। আমি এইরূপ বলিলে তুমি পুনরায় আমায় বলিলে,—আপনি সম্প্রতি আমার বাক্য রক্ষা করিয়া তপঃক্ষীণগাত্র মুনিকে পুত্র প্রদান করুন। আমি বলিলাম,—আমার বাক্য শ্রবণ কর, ঐ বিপ্র মহাকালবনে গমন করুন। ঐ স্থানে পত্তনেশ্বর লিঙ্গের পূর্ব্বে এক উত্তম লিঙ্গ আছেন। ঐ লিঙ্গ পুত্রপ্রদ ও মহাপাতকনাশন। ১৪-২৭। হে দেবি! ঐ সময় আমার বাক্য শ্রবণ করিয়া তুমিও ঐ বিপ্রকে বলিলে যে আপনি পুত্রার্থ মহাকালবনে গমন করুন। ঐ স্থানে লিঙ্গারাধনা করিলে আপনি উত্তম পুত্র লাভ করিবেন। তোমার বাক্যে কৃতনিশ্চয় হইয়া বিপ্র পুত্র কামনায় মহাকালবনে গমন করিলেন। সেখানে গমন করিয়া তিনি ভক্তি সহকারে লিঙ্গার্চ্চনাপূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই সময় এক দিন তোমার সহিত আমি লিঙ্গমধ্য হইতে আবির্ভূত হইয়া বিপ্রকে বলিলাম,—হে বিপ্র! আমি শর্ব্ব, তোমার কি উপকার করিব বল। আমরা উভয়ে পূর্ব্ব হইতেই তোমার প্রতি প্রসন্ন আছি এবং আমরা তোমার অভিমত অবগত আছি। হে ব্রহ্মন্! আপনি যে বর ইচ্ছা করেন, তাহা অদ্য প্রদান করিব। আমি এই কথা বলিলে মুনি অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। হে দেবি! তখন মুনি নম্রভাবে হৃষ্টান্তঃকরণে বলিলেন,—হে দেব ও দেবি! আমি পুত্রের জন্য তপস্যা করিতেছি,

ভবেন্মম ॥ ৩৪ ॥ ময়া প্রোক্তস্তদা দেবি মৃকণ্ডো মুনিসত্তমঃ। অযোনিজস্তে তনয়ো মানুষো বৈ ভবিষ্যতি। ঐশ্বর্য্যজ্ঞানসম্পন্নো দীর্ঘায়ুঃ সর্ব্ববিৎ মহাতপাঃ। পুত্রঃ পরমধর্ম্মাত্মা মার্কণ্ডেয়ো মহামুনিঃ ॥ ৩৬ ॥ স জাতমাত্রো ধর্ম্মাত্মা তত্রৈব তপসি স্থিতঃ। দেবমারাধয়ামাস স তুষ্টোঽথ বরং দদৌ ॥ ৩৭ ॥ ত্বয়াহং জাতমাত্রেণ তপসা তোষিতো যতঃ। তস্মাৎ খ্যাতিং গমিষ্যামি ত্বন্নাম্না দ্বিজসত্তম ॥ ৩৮ ॥ যে মাং পশ্যন্তি বিপ্রেন্দ্র ভক্ত্যা পরময়া যুতাঃ। প্রাপ্নুবন্তি গতিং নিত্যাং তে সদানন্দদায়িনীম্ ॥ ৩৭ ॥ প্রসঙ্গাদ্যে গমিষ্যন্তি তে সদা দুঃখবর্জ্জিতাঃ। দেবদেবং সমারাধ্য মোদিষ্যন্তি হি তে নরাঃ ॥ ৪০ ॥ ত্র্যক্ষা গণেশ্বরাঃ সিদ্ধাঃ সিদ্ধগন্ধর্ব্বসেবিতাঃ। ভবিষ্যন্তি সততং মম ভক্তাশ্চ যে নরাঃ ॥ ৪১ ॥ যে মাং সম্পূজয়িষ্যন্তি হৃদ্যৈঃ পুষ্পৈঃ সুগন্ধিভিঃ। দীর্ঘায়ুষো ভবিষ্যন্তি সদা দুঃখবিবর্জ্জিতাঃ ॥ ৪২ ॥ ইত্যুক্তে তেন লিঙ্গেন মার্কণ্ডেয়ো মহাতপাঃ। তপশ্চচার তত্রৈব মহাকালবনে স্থিতঃ ॥ ৪৩ ॥ প্রভাবঃ কথিতো দেবি মার্কণ্ডেয়েশ্বরস্য চ। শিবেশ্বরস্য দেবস্য মাহাত্ম্যং শৃণু সাম্প্রতম্ ॥ ৪৪ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে মার্কণ্ডেয়েশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৬ ॥

সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীহর উবাচ। সপ্তত্রিংশত্তমং বিদ্ধি শিবেশ্বরমনন্তকম্। যস্য দর্শনমাত্রেণ জায়ন্তে সর্ব্বসম্পদঃ ॥ ১ ॥ রাজা রিপুঞ্জয়ো নাম ব্রহ্মকল্পে পুরাভবৎ। মহাকালবনে রম্যে প্রজাপালনতৎপরঃ ॥ ২ ॥ দেবপূজাং ব্রতং দানং ধ্যানং স্বাধ্যায়সৎক্রিয়াম্। প্রজাপালনকং কৃত্বা ন স জানাতি কিঞ্চন ॥ ৩ ॥ স প্রজাঃ পালয়ামাস পুত্রবৎপরিপালিতাঃ। প্রজাস্তাঃ সুখসংবৃদ্ধা জরামৃত্যুবিবর্জ্জিতাঃ ॥ ৪ ॥ পুত্রিণো ধনধান্যাঢ্যাঃ সর্ব্বকামসমন্বিতাঃ। তস্যৈব তেজসা ব্যাপ্তং মহাকালপুরং প্রিয়ে ॥ ৫ ॥ এতস্মিন্নন্তরে পৃথ্বীং তস্মিন্ শাসতি পার্ব্বতি। মহাকালবনং দেবি স্বপুরং চিহ্নিতং ময়া। বিনা চোজ্জয়িনীং গন্তুং ন রতিং প্রাপ কুত্রচিৎ ॥ ৬ ॥ তদা ময়া গণেশস্য

ইহা কি আমার অলভ্য হইবে? মুনি এই কথা বলিলে আমি বলিলাম,—হে মুনিসত্তম! তোমার অযোনিজ মানুষ পুত্র জন্ম গ্রহণ করিবে। তোমার ঐ পুত্র ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন, দীর্ঘায়ু, সর্ব্ববিৎ ও সুখী হইবে। আমি এই কথা বলিতে বলিতেই মুনির মার্কণ্ডেয় নামে পরম ধর্ম্মাত্মা মহাতপা পুত্র প্রাদুর্ভূত হইলেন। ঐ ধর্ম্মাত্মা জন্মিবামাত্র তপস্যা করিতে লাগিলেন। তাঁহার তপস্যায় দেব তুষ্ট হইয়া তাহাকে এই বর প্রদান করিলেন যে হে দ্বিজসত্তম! তুমি জন্মিবামাত্র যখন আমাকে তুষ্ট করিয়াছ, তখন আমি তোমার নামে খ্যাতিলাভ করিব। হে বিপ্রেন্দ্র! যাহারা ভক্তিপূর্ব্বক আমাকে দর্শন করিবে, তাহারা নিত্য সদানন্দদায়িনী গতি প্রাপ্ত হইবে। যাহারা প্রসঙ্গাধীন আমাকে দর্শন করে, তাহারাও সর্ব্বদা দুঃখবর্জ্জিত হইয়া আমোদ-উপভোগ করে। যাহারা আমার ভক্ত, তাহারা ত্রিনেত্র, গণেশ্বর সিদ্ধ ও সিদ্ধগন্ধর্ব্বসেবিত হয়। যাহারা মনোরম সুগন্ধ পুষ্প দ্বারা আমার অর্চ্চনা করে, তাহারা দীর্ঘায়ু ও সর্ব্বদা দুঃখবর্জ্জিত হয়। লিঙ্গ এই সকল কথা বলিলে মহাতপা মার্কণ্ডেয় মহাকালবনে তপস্যা করিতে লাগিলেন। হে দেবি! এই আমি মার্কণ্ডেয়েশ্বর লিঙ্গের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম, সম্প্রতি শিবেশ্বর লিঙ্গের মাহাত্ম্য শ্রবণ কর। ২৮—৪৪

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৬।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়

শ্রীহর বলিলেন,—হে দেবি! যাহার দর্শনমাত্র সর্ব্ব সম্পদ্ লাভ হয়, সেই অসীম-মহিম সপ্তত্রিংশত্তম শিবেশ্বর-লিঙ্গ-মাহাত্ম্য শ্রবণ কর। পূর্ব্বে ব্রহ্মকল্পে মহাকালবনে রিপুঞ্জয় নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি দেবপূজা, দান, ব্রত, ধ্যান, স্বাধ্যায়, সৎক্রিয়া, ও প্রজাপালন, এই সকল লইয়াই থাকিতেন, অন্য কিছু জানিতেন না। তিনি পুত্রবৎ প্রজাপালন করিতেন। তাঁহার শাসনকালে প্রজাগণ সুখী, জরামৃত্যুরহিত, পুত্রবান্, ধনবান্, আঢ্য ও সর্ব্ব কাম-সমন্বিত ছিল। ঐ সময়ে তাঁহার তেজে মহাকালবন ব্যাপ্ত হইয়াছিল। আমিও তখন স্বপুর মহাকালবন চিহ্নিত করিয়া লইলাম। উজ্জয়িনী ব্যতিরেকে অন্য কুত্রাপি

শিবসংজ্ঞো গণাগ্রণীঃ। চিন্তিতস্তৎক্ষণাৎ প্রাপ্তঃ কিং করোমীত্যুবাচ হ॥ ৭॥ ময়াপ্যুক্তো গণেশো হি গচ্ছ পুত্র মম প্রিয়ম্। মহাকালপুরং ব্যাপ্তং রাজ্ঞা রিপুঞ্জয়েন হি॥ ৮॥ ইত্যুক্তঃ স ময়া দেবি তথেত্যুক্ত্বা কৃতাঞ্জলিঃ। গতোঽসৌ মানুষে লোকে মমাজ্ঞাহর্ষিতাননঃ॥ ৯॥ গতে শিবগণে দেবি সন্তুষ্টোঽহং শুচিস্মিতে। যুক্তিজ্ঞানবৃতো দক্ষঃ প্রভোর্ভৃত্যো হি দুর্লভঃ॥ ১০॥ ততঃ স ভিক্ষুরূপেণ বহ্বৌষধিপরিগ্রহঃ। গৃহীত্বা দুন্দুভিং স্কন্ধে বচনং চেদমব্রবীৎ॥ ১১॥ কশ্চ ভূতবিষগ্রস্তো নানাদোষৈঃ সমাশ্রিতঃ। কস্য কো ব্যাধিরস্ত্যুগ্রো যমহং প্রশমং নয়ে॥ ১২॥ কোঽপুত্রঃ পুত্রবানস্তু মন্ত্রবলমাশ্রিতঃ। বৈদ্যোঽস্মি সর্ব্বযুক্তিজ্ঞঃ সর্ব্বকামপ্রদায়কঃ॥ ১৩॥ তস্য বাক্যং সমাকর্ণ্য কৌতূহলসমন্বিতঃ। সবৃদ্ধবালনারীকো জনস্তমভিজগ্মিবান্॥ ১৪॥ তেষাং স নাশয়ামাস ব্যাধিং দুর্জ্জয়মপ্যতি। তে চ তস্মৈ সুমহতীং পূজাং চক্রুঃ সুহর্ষিতাঃ। হেমরত্নাম্বরধনৈর্গ্রামপুরাদিভিঃ॥ ১৫॥ এবং স স্তবসত্তত্র বর্ষাণি চ চতুর্দ্দশ। নৃপতেরন্তরপ্রেক্ষী ন চান্তরমবাপ সঃ॥ ১৬॥ অহোঽতিদুষ্করো রাজা অহো লোকপরায়ণঃ। অহো তেজোনিধির্বীরো দুর্জ্জয়োঽসৌ মহামতিঃ॥ ১৭॥ এবং স চিন্তয়ংস্তত্র ভিক্ষুরূপী শিবো গণঃ। জীর্ণোদ্যানলতাজালগহনে সংবৃতঃ স্থিতঃ॥ ১৮॥ অত্রান্তরে তু নৃপতেস্তস্য লোকব্রতস্য তু। মহিষী নির্জ্জরা রাজ্ঞঃ প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সী॥ ১৯॥ রূপেণাপ্রতিমা লোকে সা চাপুত্রা সুদুঃখিনী। সপত্নীবহুলা দেবী শ্রুত্বা ভিক্ষুং সমাশ্রিতা॥ ২০॥ সর্ব্বকামপ্রদং জ্ঞাত্বা নাগরাণাং সকৌতুকম্। স্বাং সখীং প্রেষয়ামাস সুনন্দাং নাম ভামিনী॥ ২১॥ ভিক্ষোরায়তনে গুপ্তমন্তঃপুরমতন্দ্রিতা। তদা চাসাদিতো বিচিন্ত্য নগরং তদা। উবাচ চিন্তাপরমং ভিক্ষুং ভিক্ষাসমন্বিতম্॥ ২২॥ প্রণম্য প্রাঞ্জলির্ভূত্বা কার্য্যার্থং বিগতব্যথা। ভগবন্মহিষী রাজ্ঞঃ প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সী। বন্ধ্যা পুত্রার্থিনী দেবী গুপ্তং ত্বাং দ্রষ্টুমিচ্ছতি॥ ২৩॥ ভবান্ কৃপাকরঃ প্রায়ঃ

গমনে আমার ইচ্ছা হইত না। তৎকালে আমি শিব নামক গণাগ্রণীকে চিন্তা করিলাম। চিন্তা করিবামাত্র সে উপস্থিত হইয়া বলিল,—আমাকে কি করিতে আজ্ঞা হয়? আমি বলিলাম,—হে পুত্র! তুমি মহাকালবনে গমন কর। ঐ স্থান রাজা রিপুঞ্জয় অধিকার করিয়া আছে। আমি এই কথা বলিলে গণেশ কৃতাঞ্জলি হইয়া 'তথাস্তু' বাক্যে আমার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করত নির্দ্দিষ্ট স্থান মানুষলোকে গমন করিল। আমি তাহার আজ্ঞাপালনে সন্তুষ্ট হইলাম, কারণ যুক্তি-জ্ঞান নিপুণ ভৃত্য প্রভুর পক্ষে দুর্ল্লভ। অনন্তর ঐ গণাগ্রণী ভিক্ষুরূপ ধারণ করিয়া বহু ঔষধি সংগ্রহপূর্ব্বক স্কন্ধস্থিত দুন্দুভি তাড়ন করত এইরূপ বলিতে বলিতে গমন করিতে লাগিল যে, ওহে কাহাকেও ভূতে পাইয়াছে—কাহাকেও কোন দোষ আশ্রয় করিয়াছে—কাহারও কোন ব্যাধি আছে? তাহা হইলে আমায় বল, আমি ঐ সকল উপশমিত করিব। কে অপুত্র আছ বল? আমি মন্ত্রবলে পুত্রবান্ করিয়া দিব। আমি সর্ব্বযুক্তিজ্ঞ বৈদ্য, আমি সকল অভীষ্ট প্রদান করিতে পারি। তাহার এইরূপ বাক্য শুনিয়া আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই কৌতূহলান্বিত হইয়া তাহার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। গণাগ্রণী ঐ সকল সমাগত লোকের দুরারোগ্য ব্যাধি সকল বিনষ্ট করিতে লাগিল। নীরোগ ব্যক্তিগণ তাহাকে হৃষ্টান্তঃকরণে ধন, রত্ন, গ্রাম ও পুরাদি প্রদানে আপ্যায়িত করিতে লাগিল। ঐ গণাগ্রণী এই ভাবে ঐ স্থানে চতুর্দ্দশ বর্ষ অতিবাহিত করিল। সে নৃপতির ছিদ্র দেখিবার জন্য অবস্থান করিয়াও কিছুতেই তাহা দেখিতে না পারিয়া এই প্রকার চিন্তা করিতে লাগিল,—অহো! এই রাজা কি দুষ্কর! অহো এই রাজা কি লোকপরায়ণ। অহো এই রাজা তেজস্বী! অহো! এই রাজা অতি দুর্জ্জয়, অতি বুদ্ধিমান্! ঐ গণাগ্রণী এইরূপ চিন্তাপরায়ণ হইয়া সেই স্থানে এক জীর্ণোদ্যানে লতাবৃত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিল।১-১৮। ইত্যবসরে সপত্নী-বহুলা সুতার্থিনী রাজার প্রাণাধিকা মহিষী জনরবে সর্ব্বকামদ ভিক্ষুর আগমন জানিতে পারিয়া তাহার নিকট স্বীয় সখীকে গুপ্তভাবে প্রেরণ করিলেন। সখী ভিক্ষু-সমীপে উপস্থিত হইয়া প্রণামপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিল,—হে ভগবন্! রাজার প্রাণাধিকা মহিষী বন্ধ্যা; তিনি পুত্রার্থিনী হইয়া গুপ্তভাবে আপনাকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করেন। হে ভগবন্! আপনি প্রায়ই কৃপা করিয়া জনগণকে অভিলষিত প্রদান

প্রাজানামীহিতপ্রদঃ। এবং শ্রুত্বা শিবগণো লব্ধা রন্ধ্রমুবাচ হ ॥ ২৪ ॥ ভিক্ষুরুবাচ। ভদ্রে কেয়ং তব মতির্বিপরীতপ্রলাপিনী। অবিজ্ঞাতো নরপতেগৃহমেহীতি ভাষসে। অবিজ্ঞাতঃ পুরে দৃষ্টঃ সাহসী পুরুষো ভবেৎ ॥ ২৫ ॥ এবং মত্বা ব্রজ ক্ষিপ্রং স্বমেবান্তঃপুরং শুভে। নাহং তত্রাগমিষ্যামি যাবন্ন নৃপতের্ব্বচঃ ॥ ২৬ ॥ সা তু তস্য বচঃ শ্রুত্বা ভিক্ষোঃ ক্ষুভিতমানসা। জগামান্তঃপুরং তূর্ণং দেব্যৈ তচ্চ ন্যবেদয়ৎ ॥ ২৭ ॥ সখীবচস্তু সা শ্রুত্বা দেবী দীনা উবাচ তাম্। সুনন্দে বা উপায়োঽস্তি রাজা যেন প্রবর্ত্ততে। ভিক্ষোরানয়নে ক্ষিপ্রং যাবন্নাসৌ ব্রজেৎ ক্বচিৎ ॥ ২৮ ॥ উবাচ সা তাং যুক্ত্যৈবং সুনন্দা যুক্তভাষিণী। ত্বং তস্য বল্লভা রাজ্ঞঃ প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সী ॥ ২৯ ॥ তস্মাদস্বস্থচিত্তত্বং রাজ্ঞঃ স্বং সম্প্রদর্শয়। হেতুনা তেন রাজা চ বাক্যং তব করিষ্যতি ॥ ৩০ ॥ এতস্মিন্নেব কালে তু দেব্যা দর্শনলালসঃ। জগামান্তঃপুরং রাজা প্রিয়াং দীনাং দদর্শ হ। তামপৃচ্ছত্ততো রাজা স্নেহার্দ্রীকৃতমানসঃ ॥ ৩১ ॥ রাজোবাচ। কিমিদং দেবি তে রূপং বিমনস্কেব ভাষসে। ভগ্নাসি কেন দুঃখেন কস্তাপকৃত্তমীদৃশম্ ॥ ৩২ ॥ নৃপস্য বচনং শ্রুত্বা রাজ্ঞী বচনমব্রবীৎ। ন পুত্রা নৃপ মে সন্তি তেন মে নাস্তি নির্বৃতিঃ ॥ ৩৩ ॥ ক্রীড়নং পীড়নায়ৈব তেষাং যে পুত্রবর্জ্জিতাঃ। অপুত্রা জগতো দীনা দুঃখিতাঃ পুত্রবর্জ্জিতাঃ। অপুত্রে চ গতির্নাস্তি সুতাপুত্রবিবর্জ্জিতে ॥ ৩৪ ॥ সুখিনস্তে জনা লোকে যে বালং পাংসুভূষিতম্। পরিষ্বজন্তি স্বসুতমস্ফুটাক্ষরভাষকম্ ॥ ৩৫ ॥ অনেন কারণেনাস্মি নির্ব্বেদং পরমং গতা। উপায়ো হি ময়া দৃষ্টঃ পুত্রার্থে মম সাম্প্রতম্ ॥ ৩৬ ॥ ইহ ভিক্ষুঃ সমায়াতো দেবরূপী সনাতনঃ। তস্য চাব্যাহতা শক্তিঃ শ্রূয়তে সর্ব্ববস্তুষু ॥ ৩৭ ॥ সস্ত্রীবালো জনশ্চাত্র শরণং যস্য গচ্ছতি। তস্য ভিক্ষোঃ প্রসাদেন সুতবত্যো বয়ং নৃপ। ভবিষ্যামোঽত্র সন্দেহো ন মে মনসি বর্ত্ততে ॥ ৩৮ ॥ তস্যাঃ স বচনং শ্রুত্বা জীর্ণোদ্যানং জগাম

করিয়া থাকেন। গণ এই কথা শুনিয়া ছিদ্র পাইয়া বলিল,—হে ভদ্রে! তোমার এ কি বিপরীত বুদ্ধি! আমি নরপতির অপরিচিত ব্যক্তি; আমাকে তুমি অন্তঃপুরে গমন করিতে বলিতেছ! অন্তঃপুরে অবিজ্ঞাত পুরুষ দৃষ্ট হইলে সে চোর বলিয়া ধৃত হয়। অয়ি শুভে! ইহা বিবেচনা করিয়া অন্তঃপুরে প্রস্থান কর। আমি নৃপবাক্য-ব্যতিরেকে সেখানে যাইতে পারিব না। সখী ভিক্ষুর এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থানপূর্ব্বক মহিষীকে সমস্ত নিবেদন করিল। সখীবাক্য শ্রবণ করিয়া রাজ্ঞী দীনভাবে তাহাকে বলিলেন,—সুনন্দে! ভিক্ষু এ স্থান হইতে প্রস্থান করিতে না-করিতে তাঁহাকে এ স্থানে আনয়ন করাইবার নিমিত্ত রাজাকে সম্মত করিবার উপায় কি বল দেখি? রাজ্ঞীর এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া যুক্তভাষিণী সুনন্দা বলিল,—আপনি রাজার প্রাণাধিকা বল্লভা মহিষী; অতএব আপনি রাজাকে আপনার অসুস্থভাব প্রদর্শন করুন। এরূপ করিলে রাজা অবশ্যই আপনার বাক্যানুযায়ী কার্য্য করিবেন। সখী ও রাজ্ঞীর পরস্পর এই রূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় রাজা দেবীর দর্শনকামনায় অন্তঃপুরে আগমন করিয়া দেবীকে সখীপরামর্শানুসারে দীনভাবে অবস্থান করিতে দেখিলেন। রাজা মহিষীকে তথাবিধ দর্শন করিয়া স্নেহার্দ্রীকৃত চিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে দেবি! কি জন্য তোমার রূপ এরূপ মলিন দেখিতেছি? কি হেতু তোমাকে অন্যমনস্কার ন্যায় অবলোকন করিতেছি? হে দেবি! কি দুঃখে তুমি এরূপ ভগ্নমনা হইয়াছ? কে তোমার ঈদৃশ অপকার করিয়াছে? ১৯-৩২। রাজার এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজ্ঞী বলিলেন,—হে রাজন্! আমার পুত্র নাই, এই জন্যই আমি দুঃখিত। দেখুন,—যাহারা পুত্রবর্জ্জিত, ক্রীড়া তাহাদের পীড়াদায়ক হয়। জগতের মধ্যে অপুত্রক ব্যক্তিই দীন এবং অপুত্রক ব্যক্তিই দুঃখিত। সুতা-পুত্র বর্জ্জিত মানবের গতি নাই। যাহারা অস্ফুটাক্ষরভাষী পাংশুভূষিত স্বীয় পুত্রকে আলিঙ্গন করে, তাহারাই এ জগতে সুখী। হে স্বামিন্! এই জন্যই আমি নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি পুত্রার্থ এক উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছি, আপনি তাহা শ্রবণ করুন—এই স্থানে একজন দেবরূপী সনাতন ভিক্ষু আগমন করিয়াছেন; সর্ব্ব বিষয়ে তাঁহার অব্যাহত শক্তি। আপামর সাধারণ সকলেই তাঁহার শরণ লইয়াছে। হে নৃপ! আমার মনে হয়,—আমরাও তাঁহার প্রসাদে পুত্রধন লাভ করিব। এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। রাজা রাজ্ঞীর এবম্ভূত বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার সহিত জীর্ণোদ্যানে গমন

হ। প্রিয়য়া সহিতো রাজা তঞ্চ ভিক্ষুং দদর্শ হ ॥ ৩৯ ॥ দৃষ্টমাত্রো নৃপতিনা ভিক্ষুর্লিঙ্গত্বমাগতঃ। দৃষ্ট্বা সুমহদাশ্চর্য্যং ভক্তিনম্রো মহীপতিঃ। পূজয়ামাস বিধিবত্তল্লিঙ্গং ভিক্ষুরূপকম্ ॥ ৪০ ॥ অপুত্রোঽস্মীত্যুবাচেদং ধন্যেয়ং মহিষী মম। দেহি মে তনয়ং দেব শিবো ভবান্ মহেশ্বরঃ ॥ ৪১ ॥ ইত্যুক্তো রাজসিংহেন ভিক্ষুলিঙ্গাকৃতিস্তদা। প্রত্যুবাচ মহীপালং পুত্রস্তে ভবিতা নৃপ ॥ ৪২ ॥ ততঃপ্রভৃতি রাজাসৌ সকলত্রো মহামতিঃ। সর্ব্বভাবেন তং দেবং জগাম শরণং মুদা ॥ ৪৩ ॥ দেবদেবস্য মাহাত্ম্যাৎ পুত্রো জাতো মহাবলঃ। ধর্ম্মাত্মা চ যশস্বী চ সার্ব্বভৌমো গুণাধিকঃ ॥ ৪৪ ॥ অথাহং মন্দরাদ্দেবি কৌতুকাত্তু সমাগতঃ। লিঙ্গাকারং গণং দৃষ্ট্বা রাজানং সেবকং তথা ৪৫ ॥ যোগৈশ্বর্য্যেণ চ ময়া কৃতং বৈ পুরমাত্মনঃ। নানারত্নপ্রভোদ্যোতং নানাসিদ্ধিনিষেবিতম্। তচ্ছিবং শাশ্বতং স্থানং দত্তং দেবি তদা ময়া ॥ ৪৬ ॥ মার্কণ্ডেয়েশ্বরাদ্দেবাদুত্তরে বরবর্ণিনি। তদাপ্রভৃতি দেবোঽসৌ শিবেশ্বর ইতি স্মৃতঃ ॥ ৪৭ ॥ যেঽর্চ্চয়িষ্যন্তি সততং শিবেশ্বরমনুত্তমম্। নির্ধূতসর্ব্বপাপাস্তে ভবিষ্যন্তি গণোত্তমাঃ ॥ ৪৮ ॥ বিদিত্বার্ভগুরুং লোকং যে দ্রক্ষ্যন্তি শিবেশ্বরম্। অন্তকালে প্রদাস্যামি তেষাং জ্ঞানমনুত্তমম্ ॥ ৪৯ ॥ মোক্ষং সুদুর্লভং মত্বা সংসারং চাতিভীষণম্। অপুনর্ভবহেতুত্বাৎ সংসেব্যোঽসৌ শিবেশ্বরঃ ॥ ৫০ ॥ সর্ব্বাবস্থোঽপি যো মর্ত্ত্যঃ সংশ্রয়েত্তং শিবেশ্বরম্। স তাং গতিমবাপ্নোতি যজ্ঞৈর্দানৈর্হি যা গতিঃ ॥ ৫১ ॥ আখ্যানং প্রযতো মর্ত্ত্যো য ইদং শ্রাবয়েচ্ছুচিঃ। পঠেদ্বা বাচয়েদ্বাপি স মুচ্যেৎ সর্ব্বকিল্বিষৈঃ ॥ ৫২ ॥ এষ তে কথিতো দেবি প্রভাবঃ পাপনাশনঃ। শিবেশ্বরস্য দেবস্য কুসুমেশমতঃ শৃণু ॥ ৫৩ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে শিবেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম
সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৭ ॥

অষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ। অষ্টত্রিংশত্তমং বিদ্ধি কুসুমেশ্বরসংজ্ঞকম্। দেবং স্বর্গপ্রদং দেবি মহাপাতকনাশনম্ ॥ ১ ॥ পুরা বৈবস্বতে কল্পে প্রাপ্তে

করিয়া ভিক্ষুকে দর্শন করিলেন। রাজা দেখিবামাত্র ভিক্ষু লিঙ্গ হইয়া গেল। রাজা এই মহৎ আশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শন করিয়া ভক্তিনম্রভাবে তাঁহার বিধিবৎ পূজা করিলেন এবং প্রার্থনা জানাইলেন যে হে দেব! আমি অপুত্রক আর আমার এই মহিষী। হে শিব মহেশ্বর! আপনি আমাদিগকে পুত্র-ধন প্রদান করুন। নৃপ এইরূপ প্রার্থনা জানাইলে লিঙ্গাকৃতি ভিক্ষু বলিলেন,—হে নৃপ! আপনার পুত্র হইবে। রাজা পুত্রবর লাভ করিয়া তদবধি সকলত্র সর্ব্বতোভাবে ঐ দেবের শরণ গ্রহণ করিলেন। লিঙ্গপ্রভাবে তাঁহার মহাবল সন্তান জন্ম গ্রহণ করিল। ঐ সন্তান ধার্ম্মিক, যশস্বী, সার্ব্বভৌম ও গুণী হইল। হে দেবি! আমি কৌতুকবশত মন্দর হইতে আগমন করিয়া লিঙ্গাকার গণ ও সেবক রাজাকে দর্শনপূর্ব্বক যোগৈশ্বর্য্য দ্বারা আপনার পুর নির্ম্মাণ করিয়া লইলাম। ঐ পুর নানারত্নপ্রভাদীপ্ত, ও নানা সিদ্ধি-সেবিত। হে দেবি! আমি ঐ শাশ্বত স্থান লিঙ্গ উদ্দেশে প্রদান করিলাম। এই জন্যই ঐ লিঙ্গ মার্কণ্ডেয়েশ্বরের উত্তরে শিবেশ্বর নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া অবস্থিত আছেন। যাহারা ঐ শিবেশ্বর লিঙ্গের অর্চনা করে, তাহারা বিগতপাপ হইয়া গাণপত্য লাভ করে। পুত্রপ্রদ জানিয়া যাহারা শিবেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করে, আমি তাহাদিগকে অন্তকালে অত্যুত্তম জ্ঞান প্রদান করি। মোক্ষ সুদুর্লভ, সংসার অতিভীষণ এবং শিবেশ্বরলিঙ্গদর্শন অপুনর্ভবহেতু, ইহা জানিয়া লোক সকল ঐ লিঙ্গের সেবা করিবে। যে কোন অবস্থায় যে কোন ব্যক্তি যদি শিবেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করে, তাহা হইলে সে যজ্ঞ-দানে যে গতি লাভ হয়, সেই গতি লাভ করিয়া থাকে। যে মানব প্রযত হইয়া এই আখ্যান শুনায়, পাঠ করে বা পাঠ করায়, সে সর্ব্ববিধ পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। হে দেবি! এই আমি তোমার নিকট শিবেশ্বর লিঙ্গের পাপনাশন প্রভাব কীর্ত্তন করিলাম, অতঃপর কুসুমেশ লিঙ্গ-মাহাত্ম্য শ্রবণ কর। ৩৩—৫৩।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৭।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি! অতঃপর মহাপাতকনাশন স্বর্গপ্রদ অষ্টত্রিংশলিঙ্গ কুসুমেশ্বরের মাহাত্ম্য শ্রবণ কর। পূর্ব্বে বারাহ সংজ্ঞক বৈবস্বত কল্প উপ·

বারাহসংজ্ঞকে। প্রাতুর্ভূতে বিশালাক্ষি কৈলাসাদহমাগতঃ॥ ২ ॥ মহাকালবনে রম্যে রমমাণস্য পার্ব্বতি। ত্বয়া সার্দ্ধং মমাক্ষৈশ্চ প্রাতুরাসীন্মহাস্বনঃ॥ ৩॥ পৃষ্টোঽহং চ তদা শ্রুত্বা শব্দং চাতীব তুঃসহম্। শব্দোৎপত্তির্ময়া দেবি কথিতা সা ত্বদগ্রতঃ॥ ৪॥ এতে গণেশাঃ ক্রীড়ন্তি মধ্যে বৈ বীরকো গণঃ। কুসুমৈর্ভূষিতোঽত্যর্থং মমাতীব সুবল্লভঃ॥ ৫ ॥ কুসুমৈর্হন্যতেঽত্যর্থং পূজ্যতে কুসুমোৎকরৈঃ। স এব বীরকো দেবি সদা মে হর্ষদায়কঃ॥ ৬॥ নানাশ্চর্য্যগুণাধারো গণেশ্বরশতার্চ্চিতঃ। মদীয়ং বচনং শ্রুত্বা ত্বয়াপ্যুক্তং বরাননে॥ ৭॥ ন দৃশ্যতে বিনা পুণ্যৈঃ পুত্রস্যাননপঙ্কজম্। ঈদৃশস্য সুতস্যাপি মমোৎকণ্ঠা মহেশ্বর॥ ৮॥ কদাহমীদৃশং পুত্রং দ্রক্ষ্যাম্যানন্দদায়কম্। ময়া তব বচঃ শ্রুত্বা হসিত্বা চ পুনঃপুনঃ। প্রোক্তং পার্ব্বতি পুত্রোঽয়ং প্রদত্তো বীরকোঽধুনা॥ ৯॥ এষ এব সুতস্তেঽস্তু নয়নানন্দদায়কঃ। ত্বয়া মাত্রা কৃতার্থস্তু বীরকঃ কুসুমার্চ্চিতঃ॥ ১০ ॥ মদীয়ং বচনং শ্রুত্বা প্রেষিতা বিজয়া ত্বয়া। দত্তো হরেণ মে পুত্রো বিজয়ে শীঘ্রমানয়॥ ১১॥ বিজয়োবাচ গণপং গণমধ্যে চ বর্ত্তিনম্। এহি বীরক চাপল্যাত্বয়া দেবঃ প্রকোপিতঃ। কিমুন্মত্তবদত্যর্থং নৃত্যরাগেণ মোহিতঃ॥ ১২॥ ইত্যুক্তো ভয়সন্ত্রস্তঃ কুসুমৈর্ভূষিতস্তদা। ত্বৎসমীপং সমায়াতো বিজয়ানুগতঃ শনৈঃ॥ ১৩॥ ভূষিতং কুসুমৈর্দৃষ্ট্বা ভয়ত্রস্তং চ বীরকম্। ত্বয়া চাকারিতো দেবি গিরা মধুরবর্ণয়া॥ ১৪॥ এহ্যেহি জাতোঽসি মে পুত্রকস্ত্বং দেবেন দত্তোঽধুনা বীরকোঽসি। উক্ত্বত্যেবমঙ্কে নিধায়াথ তং পর্য্যচুম্বঃ কপোলে কলংবাদিনম্॥১৫॥ মূর্দ্ধন্যুপাঘ্রায় সম্মার্জ্জ্য গাত্রাণি সা ভূষয়ামাস দিব্যৈঃ স্বয়ং ভূষণৈঃ। কিঙ্কিণীমেখলানূপুরৈঃ সন্মণীনিষ্ককেয়ূরহারোৎকরৈঃ সদ্গুণৈঃ॥ ১৬॥ কোমলৈঃ পল্লবৈশ্চিত্রিতৈশ্চারুভির্দিব্যমন্ত্রোদ্ভবৈস্তস্য শুভ্রৈস্ততঃ। ভূতিভিশ্চাকরোর্মিশ্রসিদ্ধার্থকৈরঙ্গরক্ষাবিধীংস্তস্য তুষ্টা সতী॥ ১৭॥ এবমাধায় চৈবকথ কৃত্বা স্রজং মূর্দ্ধ্নি গোরোচনাপত্রভঙ্গোজ্জ্বলৈঃ।

স্থিত হইলে আমি কৈলাস হইতে আগমন করিয়া রম্য মহাকালবনে তোমার সহিত রমণ করিতে থাকিলে আমার অক্ষমালা হইতে মহান শব্দ উত্থিত হয়। তুমি শব্দ শ্রবণ করিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা কর যে, এরূপ তুঃসহ শব্দ কিজন্য উত্থিত হইতেছে? তুমি এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে আমি শব্দোৎপত্তিবিষয়ে তোমায় এইরূপ বিজ্ঞাপন করিলাম যে, গণপতিগণ ক্রীড়া করিতেছে; ইহাদের মধ্যে কুসুম-ভূষিত, আমার অত্যন্ত প্রিয় গণ বীরক কুসুম দ্বারা আহত ও পূজিত হইতেছে। হে দেবি! ঐ বীরক আমার অত্যন্ত হর্ষদায়ক। ঐ বীরক নানা আশ্চর্য্য গুণ-সম্পন্ন ও গণেশ্বর-শতার্চ্চিত। হে বরাননে! ঐ সময় তুমি আমার বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক বলিলে,—পুণ্য ব্যতিরেকে পুত্রের কখন মুখ দেখিতে পাওয়া যায় না। হে মহেশ্বর! আমার ঈদৃশ পুত্র লাভ করিবার নিমিত্ত উৎকণ্ঠা জন্মিয়াছে। কবে আমি আনন্দদায়ক ঈদৃশ পুত্রমুখ অবলোকন করিব? অয়ি পার্ব্বতি! আমি তোমার এই সকল কথা শুনিয়া বলিলাম,—অধুনা আমি তোমাকে এই বীরককে পুত্ররূপে প্রদান করিলাম। এই গণানন্দদায়ক বীরক তোমার পুত্র হইল। বীরক তোমাকে জননীরূপে লাভ করিয়া কৃতার্থ হউক। আমি এই কথা বলিলে তুমি আমার কথা শুনিয়া বীরককে আনাইবার জন্য বিজয়াকে তাহার নিকট প্রেরণ করিলে। ঐ সময়ে তুমি বিজয়াকে বলিলে, হর আমাকে বীরককে পুত্ররূপে প্রদান করিয়াছেন, তুমি শীঘ্র তাহাকে আনয়ন কর। বিজয়া গণমধ্যবর্ত্তী বীরকের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে বলিল,—বীরক! এস; চাপল্যবশতঃ তুমি দেবকে কুপিত করিতেছ, নৃত্যরাগে মুগ্ধ হইয়া উন্মত্তপ্রায় হইয়াছ! এ কি! বিজয়া এই কথা বলিলে কুসুম-ভূষিত বীরক ভীত হইয়া বিজয়ার সঙ্গে তোমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। হে দেবি! তখন তুমি কুসুম-ভূষিত ভয়ত্রস্ত বীরককে দেখিয়া মধুবর্ষী বাক্যে বলিলে — পুত্র বীরক! এস; দেব আমায় তোমাকে প্রদান করিয়াছেন। এই কথা বলিয়া তুমি তাহার কপোলে চুম্বন করিলে, বীরক কলকণ্ঠে তোমার সহিত কথা কহিতে লাগিল।১—১৫। তুমি তাহার মস্তকাঘ্রাণপূর্ব্বক গাত্রমার্জ্জন করিয়া দিয়া তাহাকে কিঙ্কিণী, মেখলা, নূপুর, মণি, নিষ্ক, কেয়ূর, হার প্রভৃতি দিব্য ভূষণ ও কোমল পল্লব দ্বারা অলঙ্কৃত করিলে এবং মন্ত্রপূত শুভ্র বিভূতি ও সিদ্ধার্থক দ্বারা তাহার অঙ্গরক্ষা করিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলে। তুমি তাহার মস্তকে মালা দিয়া গোরোচনা দ্বারা উজ্জ্বল পত্রভঙ্গ

বৎস গচ্ছাধুনা ক্রীড় সার্দ্ধং গণৈরপ্রমত্তো যথা বালচর্য্যাং শনৈঃ॥ ১৮ ॥ সোঽপি সিদ্ধাকুলে গণ্ডশৈলে মিলদ্রত্নজালে বৃহচ্ছালতালাকুলে। ক্বচিৎ ফুল্লমালাতমালালিমালে ক্বচিৎ বৃক্ষমূলে বিলোলাসিমালে॥ ১৯॥ ক্বচিৎ স্বল্পপঙ্কে জলে পঙ্কজালে ক্বচিৎ বৃক্ষখণ্ডে শুভে নিষ্কলঙ্কে। পরিক্রীড়তে বালকো বৈ বিহারী গণেশাধিপো দেবতানন্দকারী॥ ২০॥ এবং বিক্রীড়তস্তস্য বীরকস্য গণস্য চ। সন্ধ্যা তমোময়ী প্রাপ্তা বিজ্ঞপ্তোঽহং ত্বয়া প্রিয়ে॥ ২১॥ ঐশ্বর্য্যং দীয়তামস্য মম পুত্রস্য শঙ্কর। শরীরার্দ্ধং গণেশত্বং লোকপালত্বমগ্রতঃ॥ ২২॥ লিঙ্গত্বমক্ষয়ত্বং চ স্থানং দিব্যং সুদুর্লভম্। বন্দ্যমানং যথা দেব সিদ্ধগন্ধর্বকিন্নরৈঃ। ব্রহ্মেন্দ্রবরুণাদিতালোকপালেশ্বরেশ্বরৈঃ॥ ২৩॥ এতৈরেব গণৈঃ সার্দ্ধং স্তূয়মানং মহাত্মভিঃ। অলঙ্কৃতো ময়া যস্মাৎ কুসুমৈর্বিবিধৈঃ শুভৈঃ॥ ২৪॥ কুসুমেশ্বরসংজ্ঞস্তু তস্মাৎ খ্যাতো ভবত্বিতি। ময়াপ্যুক্তং বিশালাক্ষি বীরকং দয়িতং মম॥ ২৫॥ মৎপ্রভাবসমং দিব্যং সেবিতং গণপৈঃ সদা। শৃণু গন্ধর্বগীতানাং মাধুর্য্যমমৃতোপমম্॥ ২৬॥ পশ্য কিন্নরনারীণাং গায়ন্তীনাং মনোরমম্। পশ্যাপ্সরঃসমূহস্য নৃত্যমেতন্নিরন্তরম্॥ ২৭॥ বিদ্যাধরৈঃ পরিবৃতঃ কুসুমেশো বরাননে। বিশেষতো ময়া দেবি প্রথমং প্রমথেশ্বরঃ। কুসুমেশ্বরতাং নীতো যদা কুসুমমণ্ডিতঃ॥ ২৮॥ স্থানং দত্তং বিশালাক্ষি শিবলিঙ্গস্য চোত্তরে। বরো দত্তো বহুমতো দুষ্প্রাপ্যস্ত্রিদশৈরপি॥ ২৯॥ যে ত্বাং দ্রক্ষ্যন্তি গণপ কুসুমেশ্বরসংজ্ঞকম্। ন তেষাং জায়তে পাপং পদ্মপত্রে যথা জলম্॥ ৩০॥ কুসুমৈরর্চ্চয়িষ্যন্তি যে নরাঃ কুসুমেশ্বরম্। মৎস্থানং তে সমাসাদ্য মোদিষ্যন্তি গতব্যথাঃ॥ ৩১॥ যোঽপ্যেকং দিবসং মর্ত্ত্যস্ত্বাং পশ্যতি সমাহিতঃ। স মুক্তঃ পাতকৈঃ সর্ব্বৈর্মম লোকং গমিষ্যতি॥ ৩২॥ যঃ পূজয়তি ভাবেন কুসুমৈঃ কুসুমেশ্বরম্। স প্রাপ্স্যতি পরং স্থানং পুনরাবৃত্তিদুর্লভম্॥ ৩৩॥ এবমাদিবরৈঃ পুষ্টঃ কৃতোঽয়ং কুসুমেশ্বরঃ। কৃতকৃত্যো গণো দেবি লিঙ্গেনেশ্বরতাং গতঃ॥ ৩৪॥ কুসুমেশ্বরদেবস্য প্রভাবঃ কথিতস্তয়ম্। অক্রূরেশস্য দেবস্য শ্রূয়তাং তদনন্তরম্॥ ৫॥

ইতি শ্রীস্কান্দে কুসুমেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নামাষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

রচনা করিয়া দিলে এবং বলিলে,—বৎস! অধুনা গণসমূহ ও প্রমথগণের সহিত অপ্রমত্ত ভাবে ক্রীড়া কর। তখন বীরক কখন সিদ্ধাকুল শাল-তাল-তমাল-মালিতরত্নরাজিত গণ্ডশৈলে, কখন অলি-মালা-গুঞ্জিত বৃক্ষমূলে, কখন স্বল্পপঙ্ক জলে, কখন পঙ্কে এবং কখন বৃক্ষখণ্ডে, ক্রীড়া করিতে লাগিল। হে দেবি! বীরক এইরূপে ক্রীড়া করিতে করিতে তমোময়ী সন্ধ্যা সমাগত হইল তখন তুমি আমায় বলিলে,—হে শঙ্কর! আপনি বীরককে নিজের শরীরার্দ্ধ গণেশত্ব, লোকপালত্ব, লিঙ্গত্ব, অক্ষয়স্বরূপ ঐশ্বর্য্য ও দিব্য সুদুর্লভ স্থান প্রদান করুন এবং যাহাতে দেব, সিদ্ধ, গন্ধর্ব, কিন্নর, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, বরুণ, লোকপাল ও লোকপালেশ্বরগণ ইহার বন্দনা করেন, আপনি সেইরূপ ব্যবস্থা করুন। আর আমি কুসুম দ্বারা ভূষিত করিয়াছি বলিয়া এ জগতে কুসুমেশ্বর নামে বিখ্যাত হউক। হে দেবি! ঐ সময়ে আমিও তোমাকে বলিলাম,—বীরক আমার প্রিয়পাত্র। জনগণ সর্ব্বদা ইহাকে আমার সমান দেখিবে। হে দেবি! ঐ গন্ধর্ব্বগণের মধুর গীত শ্রবণ কর, ঐ দেখ কিন্নররমণীগণ গান করিতেছে; ঐ দেখ,—ওদিকে অপ্সরোগণ বীরককে বেষ্টন করিয়া নিরন্তর নৃত্য করিতেছে; এদিকে ঐ অবলোকন কর, বিদ্যাধরগণ কুসুমেশ বীরককে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। দেবি! আমি প্রথমেই যখন ও কুসুমমণ্ডিত ছিল, তখন উঁহাকে কুসুমেশ্বরত্ব প্রদান করিয়াছি; শিবলিঙ্গের উত্তরে স্থান দিয়াছি এবং বহুমত দেবদুর্লভ বর প্রদান করিয়াছি। যাহারা ঐ কুসুমেশ্বরকে দর্শন করে, তাহাদের শরীরে পদ্মপত্রের জলের ন্যায় পাপ স্থির থাকিতে পারে না। যাহারা কুসুমেশ্বরকে কুসুম দ্বারা অর্চ্চনা করে, তাহারা বিগতব্যথ হইয়া মদীয় লোক প্রাপ্ত হয়। যে মানব একদিন মাত্রও সমাহিতভাবে কুসুমেশ্বরকে দর্শন করে, সে সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া মদীয় লোকে গমন করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি ভক্তিভাবে কুসুম দ্বারা কুসুমেশ্বরের অর্চ্চনা করে, সে পরম স্থান প্রাপ্ত হয়, তাহার আর পুনরাবৃত্তি ঘটে না। হে দেবি! আমি কুসুমেশ্বরকে উক্ত প্রকার গুণসমষ্টিতে ভূষিত করিয়াছি, ও কৃতকৃত্য হইয়াছি। বীরক ঈশ্বরত্ব লাভ করিয়াছে। হে দেবি! এই আমি এই কুসুমেশ্বর দেবের প্রভাব কীর্ত্তন করিলাম, অতঃ-

একোনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

হর উবাচ। অক্রূরেশ্বরমেকোনচত্বারিংশত্তমং শৃণু। যস্য দর্শনমাত্রেণ সুবুদ্ধির্জায়তে নৃণাম্॥ ১॥ পুরা ত্বয়ৈব কল্পাদৌ পরয়া শক্তিরূপয়া। কৃতং কৃৎস্নং বরারোহে ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্॥ ২॥ ততস্ত্বং সংস্তুতা দেবৈঃ সকিন্নরমহোরগৈঃ। প্রদক্ষিণাং প্রকুর্ব্বন্তি গণা নানাবিধাস্তু তে॥ ৩॥ নমস্কারং প্রকুর্ব্বন্তি স্তোত্রং কুর্ব্বন্তি চাপরে। ন করোতি নমস্কারমেকো ভৃঙ্গিরিটিস্তদা॥ ৪॥ ক্রূরাং বুদ্ধিং সমাসাদ্য গর্ব্বেণাতীব গর্ব্বিতঃ॥ ৫॥ একো দেবো মহাদেবঃ স্ত্রিয়া কিমনয়া মম। যদা নায়াতি তে পার্শ্বং তদা প্রোক্তস্ত্বয়াগতঃ॥ ৬॥ কস্মান্ন কুরুষে পূজাং প্রদক্ষিণমথো স্তুতিম্। মদ্ভক্তো মদধীনোঽসি মম পুত্রো ময়া কৃতঃ। ইত্থম্ভূতগণেশ ত্বং কিং বৈ লৌল্যেন বর্ত্তসে॥ ৭॥ ইতি ভৃঙ্গিরিটিঃ শ্রুত্বা ক্রুদ্ধস্তামাহ গর্ব্বিতঃ। নাহং পার্ব্বতি তে পুত্রঃ পুত্রোঽহং শঙ্করস্য তু॥ ৮॥ এষ এব চ মে মাতা এষ এব চ মে পিতা। এবং রাত্রিদিনং যামি শরণং পরমেষ্ঠিনম্॥ ৯॥ ত্বমপ্যস্যৈব শরণং ননু পার্ব্বতি সংস্থিতা। যদি চ ত্বামহং বন্দে তদ্বন্দে সকলান্ গণান্॥ ১০॥ ইতি ভৃঙ্গিরিটেঃ শ্রুত্বা বাক্যং কুপিতয়া ত্বয়া। তস্যোক্তং প্রমথেশস্য ভীরু ভৃঙ্গিরিটেরিদম্॥ ১১॥ সুতো ভূত্বা ভবান্ কস্মাদদাক্ষিণ্যং ব্রবীষি মাম্। ত্বঙ্মাংসশোণিতান্ত্রং চ মাতৃকং তনয়স্য তু॥ ১২॥ নখদন্তাস্থিসঙ্ঘাতঃ শিশ্নং বাক্যং শিরস্তথা। তথৈব শুক্রং গণপ পৈতৃকং তু শরীরকম্॥ ১৩॥ ইতি ভৃঙ্গিরিটিঃ শ্রুত্বা সদ্যো যোগবলেন তু। মাংসাদি ত্যক্তবান্ সর্ব্বং মাতৃকং ভাগমেব হি॥ ১৪॥ ততঃ প্রভৃতি বামোরু নখদন্তাস্থিনাসিকঃ। স চ ক্রূরাং মতিং কৃত্বা ক্রোধসংরক্তলোচনঃ॥ ১৫॥ ত্বাং পরিত্যজ্য দুঃখার্ত্ত আজগাম মমান্তিকম্। অথ ত্বয়া তদা শপ্তো গণো ভৃঙ্গিরিটিঃ প্রিয়ে॥ ১৬॥ ক্রূরা বুদ্ধিঃ কৃতা যস্মাত্ত্বয়া কুমতিনা ভৃশম্। তস্মাত্ত্বং মানুষে লোকে গমিষ্যসি ন

পর অক্রূরেশ্বরের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। ১৬—৩৫।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৮।

ঊনচত্বারিংশ অধ্যায়।

হর বলিলেন,—হে দেবি! যাঁহার দর্শন মাত্র নরগণের সুবুদ্ধি জন্মে, আমি সেই ঊনচত্বারিংশ অক্রূরেশ্বরের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। হে দেবি! পূর্ব্বে কল্পাদিতে তুমি শক্তিরূপে এই সচরাচর ত্রৈলোক্য সৃজন কর। তখন দেব, কিন্নর, ও মহোরগগণ তোমার স্তব করে, গণসমূহ তোমায় প্রদক্ষিণ করিয়া নমস্কার করে এবং অপরাপর সকলে স্তোত্রপাঠ করিতে থাকে; কেবল ভৃঙ্গিরিটি দুর্ব্বুদ্ধিপরিচালিত ও গর্ব্বিত হইয়া তোমায় নমস্কার করে না। সে বলিত,—একমাত্র দেবতা মহাদেব, তাঁহার স্ত্রী দ্বারা আমার কি সিদ্ধ হইতে পারে? এই সকল কথা বলিয়া যখন তোমার নিকটে আসিত না, তখন তুমি তাহাকে বলিয়াছিলে,—কি জন্য তুমি আমার পূজা, প্রদক্ষিণ ও স্তুতি কর না? তুমি আমার ভক্ত, আমার অধীনে। আমি তোমাকে পুত্র করিয়াছি; তুমি আমার গণেশের মত হইয়াছ, কি জন্য চপলতা দেখাও? তখন ভৃঙ্গিরিটি তোমার কথায় ক্রুদ্ধ হইয়া বলে,—পার্ব্বতি! আমি তোমার পুত্র নহি; শঙ্করের পুত্র। এই মহাদেবই আমার মাতা এবং উনিই আমার পিতা। এই জন্যই আমি রাত্রিদিন তাঁহার শরণ লইয়া থাকি। হে পার্ব্বতি! তুমিও ত উঁহারই শরণ লইয়া আছ। আমি যদি তোমারই পূজা করিব, তাহা হইলে গণসমূহের পূজা করিতে হানি কি? ১—১০। হে ভীরু! তুমি ভৃঙ্গিরিটির এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া কুপিত হইয়া তাহাকে বলিলে,- ভৃঙ্গিরিটে! তুমি পুত্র হইয়া কি জন্য আমার অপমান-সূচক বাক্য বলিতেছ, পুত্রের ত্বক্, মাংস, শোণিত ও অন্ত্র, এ গুলি মাতা হইতে জন্মে; আর নখ, দন্ত, অস্থি, শিশ্ন, বাক্, মস্তক, ও শুক্র, এ গুলি পিতা হইতে জন্মিয়া থাকে। ভৃঙ্গিরিটি তোমার এই সকল কথা শুনিয়া যোগবলে নিজ শরীরের মাংসাদি মাতৃ অংশ পরিত্যাগ করিল। হে বামোরু! তখন ভৃঙ্গিরিটি নখ-দন্তাদি পিতৃ-অংশে মাত্র শরীর ধারণ করিয়া ক্রোধকষায়িতনেত্রে তোমার নিকট হইতে মৎসন্নিধানে আসিয়া উপস্থিত হইল। ঐ সময় তুমি তাঁহাকে এই শাপ দিলে যে, রে কুমতি! যে হেতু তুই অত্যন্ত ক্রূরবুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিস্, অতএব তুই মানুষলোকে গমন

সংশয়ঃ॥ ১৭॥ ইত্যুক্তস্ত ত্বয়া দেবি গণো ভৃঙ্গিরিটিস্তথা। পপাত মানুষং লোকং পুণ্যান্তে সুকৃতী যথা॥ ১৮॥ স গত্বা পুষ্করদ্বীপং তপসে ভাবিতাত্মবান্। তত্রৈকপাদূৰ্দ্ধভুজো দশপদ্মান্ ব্যবস্থিতঃ। দগ্ধীভূতঞ্চ তপসা জগদ্বৈ দুষ্করেণ তু॥ ১৯॥ ততো ব্রহ্মা চ বিষ্ণুশ্চ শক্রশ্চ ত্রিদশৈঃ সহ। বয়ঞ্চ চারুজঘনে তৎসমীপং সমাগতঃ॥ ২০॥ উপগম্য ততস্তস্য কথিতং পুরতো ময়া। অলং ক্রূরেণ তপসা লোকস্যোৎসাদনেন বৈ॥ ২১॥ ত্রৈলোক্যমপি নিঃসংজ্ঞং জাতমেবং স্থিতে ত্বয়ি। সংহরস্ব তপো ঘোরং লোকসন্তাপনং মহৎ॥ ২২॥ প্রার্থ্যতাং পার্ব্বতী পুত্র সা দাস্যতি বরং চ তে। অস্যাঃ প্রসাদান্মুক্তিস্তে শাপাচ্চৈব ভবিষ্যতি॥ ২৩॥ এবমুক্তস্তদা তেন প্রার্থিতা ত্বং মহেশ্বরি। গণেন ভৃঙ্গিরিটিনা ভক্তিনম্রেণ সাদরাৎ॥ ২৪॥ ত্বয়া প্রোক্তং বিশালাক্ষি পুত্র গচ্ছ মমাজ্ঞয়া। মহাকালবনে রম্যে তত্রাক্রূরো ভবিষ্যসি॥ ২৪॥ পুনঃ প্রাপ্স্যসি কৈলাসং সিদ্ধগন্ধর্ব্বসেবিতম্। অক্রূপাদাগ্রতো লিঙ্গং সপ্তকল্পানুগং মহৎ। যস্য দর্শনমাত্রেণ শুভা বুদ্ধিঃ প্রজায়তে॥ ২৫॥ কৃতঘ্না নাস্তিকাঃ ক্রূরা যে চ বিশ্বাসঘাতকাঃ। মহাপাতকিনো যে চ যে চ শাপবশং গতাঃ। দর্শনাত্তস্য লিঙ্গস্য তেঽপি স্বর্গভুজো নরাঃ॥ ২৭॥ ক্রূরাং বুদ্ধিং সমাসাদ্য কংসং হত্বা চ কেশিহা। বলদেবেন সহিতস্ত্যক্ত্বা তাং মথুরাং পুরীম্॥ ২৮॥ মহাকালবনং গত্বা তোষয়িত্বা মহেশ্বরম্। অক্রূরত্বঞ্চ সম্প্রাপ্তং কীর্ত্তির্লব্ধা চ শাশ্বতী॥ ২৯॥ ত্বদীয়ং বচনং শ্রুত্বা গণো ভৃঙ্গিরিটিস্তদা। তথেতি প্রত্যয়ী জাতো মহাকালবনং গতঃ। দেবমারাধয়ামাস তপসা দুষ্করেণ তু॥ ৩০॥ এতস্মিন্নন্তরে দেবি লিঙ্গমধ্যাত্ত্বমুত্থিতা। অর্দ্ধাঙ্গং মামকং কৃত্বা স্বকীয়াঙ্গমথার্দ্ধিতঃ। ফণীন্দ্রবদ্ধজূটার্দ্ধমর্দ্ধধম্মিল্লভূষিতম্॥ ৩১॥ পত্রবল্লীবিচিত্রার্দ্ধমর্দ্ধচন্দ্র-বিরাজিতম্। মুক্তাহারনিবদ্ধার্দ্ধমর্দ্ধং সর্পৈশ্চ বেষ্টিতম্॥ ৩২॥ ততো ভৃঙ্গিরিটির্দেবি দৃষ্ট্বা তন্মহদদ্ভুতম্। চিন্তয়ামাস হৃদয়ে ময়াজ্ঞানাদনুষ্ঠিতম্॥ ৩৩॥ উমা চ শঙ্করশ্চৈব দেহমেকং সনাতনম্। একা মূর্ত্তিরনির্দেশ্যা দ্বিধা ভেদেন দৃশ্যতে॥ ৩৪॥ এবং চিন্তয়তস্তস্য

কর। হে দেবি! তুমি এইরূপ শাপ প্রদান করিলে ভৃঙ্গিরিটি পুণ্যক্ষয়ে সুকৃতী ব্যক্তির ন্যায় ধরাতলে পতিত হইল। ভূতলে পতিত হইয়া সে পুষ্করদ্বীপে গমনপূর্ব্বক সেখানে একপাদে অবস্থান করত দশপদ্ম-পরিমিত কাল যাবৎ তপস্যা করিল। তাহার দুশ্চর তপস্যায় জগৎ দগ্ধীভূত হইলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শক্র প্রভৃতি দেবগণ ও আমি, আমরা সকলে মিলিত হইয়া ঐ স্থানে গমন করিলাম এবং আমিরাম তাহাকে বলিলাম,—এই ক্রূর লোকোৎসাদন তপস্যার প্রয়োজন কি? তুমি এই ভাবে তপস্যা করায় ত্রৈলোক্য নিঃসংজ্ঞ হইতেছে; তুমি এই লোক-সন্তাপন মহৎ তপ উপসংহার করিয়া পার্ব্বতীর নিকট প্রার্থনা কর; তাঁহার প্রসাদে তোমার মুক্তি হইবে। তাহাকে এই কথা বলিলে সে তোমার নিকট আসিয়া ভক্তিনম্রভাবে প্রার্থনা জানাইল। তুমি তাহাকে বলিলে, অয়ি পুত্র! রম্য মহাকালবনে গমন কর; সেখানে গমন করিয়া তুমি অক্রূর হইবে এবং সিদ্ধ-গন্ধর্ব্ব সেবিত কৈলাসধামে উপস্থিত হইবে। ঐ স্থানে সপ্তকল্প কাল হইতে অক্রূপাদের অগ্রে এক লিঙ্গ বিরাজ করিতেছেন, ইঁহার দর্শন মাত্রে লোক শুভবুদ্ধি লাভ করে। কৃতঘ্ন, নাস্তিক, ক্রূর, বিশ্বাসঘাতক,এবং মহাপাতকী ব্যক্তিগণ ঐ লিঙ্গ দর্শন করি। স্বর্গভাগী হয়।১১-২৭। ভগবান্ কেশিহা ক্রূর বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া কংসের নিধন-সাধনপূর্ব্বক বলদেবের সহিত মথুরা পুরী পরিত্যাগ করত মহাকালবনে উপস্থিত হন এবং তথায় উপস্থিত হইয়া মহেশ্বরের আরাধনাপূর্ব্বক অক্রূরত্ব ও শাশ্বতী কীর্ত্তি লাভ করেন। তোমার এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া গণ ভৃঙ্গিরিটি বিশ্বস্তহৃদে মহাকালবনে গমন করিল। সেখানে যাইয়া সে দুষ্কর তপশ্চরণে দেবারাধনা করিতে লাগিল। হে দেবি! এই সময়ে তুমি লিঙ্গমধ্য হইতে আবির্ভূত হইলে। ঐ সময়ে তোমার দেহ আমার অর্দ্ধ অঙ্গে ও তোমার অর্দ্ধ অঙ্গে ভূষিত হইল। তোমার মস্তকের একাংশে ফণীন্দ্র-বদ্ধ জটাজূট আর অপরাংশে ধম্মিল্ল শোভা পাইতে লাগিল। এইরূপ তোমার ললাটের একাংশ পত্রবল্লী দ্বারা ও অপরাংশ অর্দ্ধচন্দ্র দ্বারা শোভিত হইল। তোমার গলদেশের একভাগে মুক্তার হার ও অপর ভাগে সর্প বিরাজিত হইল। তখন ভৃঙ্গিরিটি তোমার এবম্বিধ অদ্ভুত রূপ দর্শন করিয়া চিন্তা করিল যে, আমি অজ্ঞানবশতই পার্ব্বতীর অপমান করিয়াছিলাম। উমা ও শঙ্কর, একই সনাতনদেহ, একই মূর্ত্তি; ভেদজ্ঞান করিলেই

ভক্তিনম্রস্য পার্ব্বতি। প্রোক্তং ত্বয়া প্রসন্নাহং বরং বরয় পুত্রক ॥ ৩৫ ॥ তেনোক্তং যদি তুষ্টাসি মাতর্মম মহেশ্বরি। অস্য লিঙ্গস্য মাহাত্ম্যাৎ ক্রূরা বুদ্ধির্গতা মম ॥ ৩৬ ॥ অক্রূরেশ্বরনামায়ং দেবঃ খ্যাতো ভবত্বিতি। ত্বং দেবি সর্ব্বভাবানামেকা কারণমুচ্যতে ॥ ৩৭ ॥ ত্বং মূর্ত্তা পুণ্যনিচয়া ত্বং গতিঃ পুণ্যসেবিনাম্। পিতা মাতা সুহৃদ্বন্ধুস্ত্বমেকা কারণং পরম্ ॥ ৩৮ ॥ কুরু পুণ্যতমং স্থানং ব্রহ্মহত্যাদিনাশনম্। ভুক্তিদং মুক্তিদং চৈব বাঞ্ছিতার্থপ্রদায়কম্ ॥ ৩৯ ॥ তথেতি চ ত্বয়া প্রোক্তং গিরা মধুরয়া তদা। যত্তে প্রিয়তমং বৎস তৎসর্ব্বং প্রকরোম্যহম্ ॥ ৪০ ॥ ন মেঽস্তি দুষ্করং পুত্র ত্বৎকৃতে কনকপ্রভ। অস্মিন্ স্থানে তু যে দেবমক্রূরেশ্বরসংজ্ঞকম্। প্রসঙ্গাদপি পশ্যন্তি অপি পাপরতা নরাঃ। তেঽপ্যবশ্যং ভবিষ্যন্তি ত্বৎসমা নিয়তং গণাঃ ॥ ৪১ ॥ ভক্ত্যা স্তোষ্যন্তি যে নাম লিঙ্গস্যাস্য চ মানবাঃ। মানসৈঃ পাতকৈর্মুক্তা যাস্যন্তি স্বর্গমক্ষয়ম্ ॥ ৪২ ॥ স্নাত্বা তু বিধিবৎ পূজাং যঃ করিষ্যতি মানবঃ। স মুক্তঃ পাতকৈঃ সর্ব্বৈঃ প্রাপ্স্যতে রবিমণ্ডলম্ ॥ ৪৩ ॥ আয়ুরারোগ্যমৈশ্বর্য্যং কামমত্র হি বাঞ্ছিতম্। গোসহস্রফলং চাত্র স্পৃষ্ট্বা প্রাপ্স্যতি মানবঃ ॥ ৪৪ ॥ স্নাত্বা মন্দাকিনীকুণ্ডে যোঽক্রূরেশ্বরমীশ্বরম্ য়েদ্বিবিধৈঃ পুষ্পৈর্মহাপাপহতোঽপি বা ॥ ৪৫ ॥ বিমানং দিব্যমারূঢ়ো যাবৎ কল্পচতুষ্টয়ম্। গন্ধর্ব্বৈর্গীয়মানস্তু সোঽপি স্বর্গং গমিষ্যতি ॥ ৪৬ ॥ ইত্যুক্তঃ স গণো দেবি মৎসমীপমুপাগতঃ। শাপান্মুক্তস্ত্বয়া সার্দ্ধং বিস্মৃতা কিং বরাননে ॥ ৪৭ ॥ এষ তে কথিতো দেবি প্রভাবঃ পাপনাশনঃ। অক্রূরেশ্বরদেবস্য শৃণু কুণ্ডেশ্বরং পরম্ ॥ ৪৮ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দেঽক্রূরেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈকোনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৯ ॥

চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। চত্বারিংশত্তমং বিদ্ধি কুণ্ডেশ্বরমতঃ শৃণু। যস্য দর্শনমাত্রেণ লভতে সদ্গতিঃ পরা ॥

দ্বিধা প্রতীতি হইয়া থাকে। হে দেবি! সে এই প্রকার চিন্তা করিলে তুমি প্রসন্না হইয়া তাহাকে বলিলে,—বৎস! আমি প্রসন্না হইয়াছি, তুমি বর গ্রহণ কর। তোমার এতাদৃশ বাক্যে ভৃঙ্গিরিটি বলিল,—হে মাতঃ মহেশ্বরি! যদি তুমি আমার প্রতি তুষ্ট হইয়াছ, তাহা হইলে আমায় এই বর প্রদান কর যে, এই লিঙ্গপ্রসাদে আমার ক্রূর বুদ্ধি বিনষ্ট হউক; আর এই লিঙ্গ অক্রূরেশ্বর নামে বিখ্যাত হউন। হে দেবি! তুমিই সর্ব্ব সৎপদার্থের একমাত্র কারণ, তুমি মূর্ত্ত, তুমি পুণ্যনিচয়, তুমি পুণ্যসেবীদিগের গতি, তুমি পিতা, মাতা, সুহৃৎ, বন্ধু এবং তুমিই পরম কারণ। হে দেবি! তুমি ভুক্তি-মুক্তিদ বাঞ্ছিতার্থ-প্রদায়ক ব্রহ্মহত্যা-বিনাশন পুণ্যতম স্থান প্রণয়ন কর। হে প্রিয়ে! এই সময় তুমি তাহাকে বলিলে,—অয়ি বৎস! তুমি যাহা ভালবাস, আমি তৎসমস্তই করিব। অয়ি পুত্র! হে স্বর্ণবর্ণ! তোমার জন্য আমার কিছুই দুষ্কর নহে। এই স্থানে যাহারা প্রসঙ্গ বশতঃ দেব অক্রূরেশ্বরকে দর্শন করিবে, তাহারা পাপী হইলেও তোমার সমান হইবে। যাহারা ভক্তিপূর্ব্বক এই লিঙ্গের স্তব করিবে, তাহারা মনোগত পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া অক্ষয় স্বর্গ লাভ করিবে। যে মানব স্নান করিয়া বিধিবৎ ঐ লিঙ্গের পূজা করে, সে সর্ব্ব পাপ-মুক্ত হইয়া রবিমণ্ডলে গমন করিয়া থাকে। মানব ঐ লিঙ্গ স্পর্শ করিলে আয়ু, আরোগ্য, ঐশ্বর্য্য, অভিলষিত ও গোসহস্র দানফল লাভ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি মন্দাকিনীকুণ্ডে স্নান করিয়া বিবিধ পুষ্প দ্বারা অক্রূরেশ্বর লিঙ্গের পূজা করে, সে পাপী হইলেও দিব্য বিমানে আরোহণপূর্ব্বক গন্ধর্ব্বগণ কর্তৃক গীত হইতে হইতে স্বর্গে গমন করিয়া থাকে। হে দেবি! আমি এই কথা বলিলে ঐ গণ আমার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং সে শাপ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিল। হে বরাননে! তুমি কি ইহা বিস্মৃত হইয়াছ? এই আমি অক্রূরেশ্বর দেবের পাপনাশন প্রভাব কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে কুণ্ডেশ্বর-মাহাত্ম্য শ্রবণ কর।২৮—৪৮।

ঊনচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৯।

চত্বারিংশ অধ্যায়।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি! যাহার দর্শনমাত্রে সদ্গতি লাভ হয়, আমি সেই চত্বারিংশ লিঙ্গ কুণ্ডেশ্বরমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ

১। বিজ্ঞপ্তোঽহং ত্বয়া দেবি মন্দরে চারুকন্দরে। বীরকং দ্রষ্টুমিচ্ছামি ক্ব গতো মম পুত্রকঃ ॥ ২ ॥ ময়া প্রোক্তং বিশালাক্ষি মহাকালবনোত্তমে। জনমধ্যে স্থিতস্তেপে তপঃ পরমদারুণম্‌ ॥ ৩ ॥ মুনিভিঃ সহিতো ধীমান ভ্রাজমানোঽংশুমানিব। গচ্ছামস্তত্র তং দ্রষ্টুং গণৈঃ সার্দ্ধং বরাননে ॥ ৪ ॥ মদীয়ং বচনং শ্রুত্বা ত্বয়াহং প্রেরিতস্তদা। উত্তিষ্ঠ শম্ভো গচ্ছামো বৃষমারুহ্য সত্বরম্‌ ॥ ৫ ॥ সপ্রস্রবৌ স্তনৌ জাতৌ সদ্যঃ সংস্মৃত্য বীরকম্‌। ময়া স্মৃতো বৃষো দেবি ধর্ম্মরূপী সনাতনঃ ॥ ৬ ॥ মদীয়ং চিন্তিতং জ্ঞাত্বা মম পার্শ্বমুপাগতঃ। আরূঢ়োঽহং ত্বয়া সার্দ্ধং তস্মিন্নেব বৃষে তদা ॥ ৭ ॥ প্রস্থিতস্তৎক্ষণাচ্ছীঘ্রং গণৈর্নানাবিধৈঃ সহ। বেগাৎ প্রয়াতো বৃষভস্কন্ধা লম্বিতয়া ত্বয়া ॥ ৮ ॥ রণদ্বলয়বাহুভ্যাং গাঢ়মালিঙ্গিতো হ্যহম্‌। ত্বং ভীতা চ তদা জাতা যদাতীব প্রণোদিতঃ ॥ ৯ ॥ বৃষো ময়া বিশালাক্ষি স রুষ্টো গণৈপেস্তদা। রুষ্টঞ্চ সত্বরং দৃষ্ট্বা প্রোক্তঞ্চ ভীতয়া তদা ॥ ১০ ॥ শ্রান্তাস্মি সাম্প্রতং দেব দ্রুবেগেনানেন ভীষিতা। তদ্বিশ্রমিতুমিচ্ছামি ভূধরস্য তটে বিভো ॥ ১১ ॥ কথং পদ্ভ্যাং গমিষ্যামি বিষমোঽয়ং গিরির্মহান্‌। ত্বদীয়ং বচনং শ্রুত্বা বাঢ়মুক্তং প্রিয়ে ময়া ॥ ১২ ॥ মুহূর্ত্তং চারুজঘনে শৈলপাদমুপাশ্রিতা। কুরু শ্রমাপনয়নং যাবদ্বেগাৎ প্রয়াম্যহম্‌ ॥ ১৩ ॥ পন্থানং ত্বৎসুখং যত্র তং বয়ং মৃগয়ামহে। এষ কুণ্ডো গণাধ্যক্ষস্ত্বৎসমীপে বসিষ্যতি। ত্বদাজ্ঞাবশবর্ত্তী চ কিঙ্করঃ স্থাপিতো ময়া ॥ ১৪ ॥ এবমুক্তা ততো দেবি সংস্থাপ্য গণরক্ষকম্‌। আরূঢ়োঽহং গিরেঃ প্রান্তমুদয়াদ্রিং রবির্যথা ॥ ১৫ ॥ ততোঽহবলোকিতোঽত্যর্থং রমণীয়ো মহাগিরিঃ। ইদং রম্যমিদং রম্যমিত্যস্মিন্‌ বরপর্ব্বতে ॥ ১৬ ॥ পশ্যতো মম শৈলেন্দ্রং গতাঃ সংবৎসরা দশ। ত্বয়াথ চিন্তিতং দেবি ক্ব গতস্ত্রিপুরান্তকঃ ॥ ১৭ ॥ নূনং ন মদনাতপ্তাং বেত্তি মাং রতিবর্জ্জিতাম্‌। মাং বিহায় মহাদেবো নির্ব্বিশঙ্কঃ ক্ব বর্ত্ততে ॥ ১৮ ॥ হরস্ত

কর। হে দেবি! একদা মন্দরের চারু কন্দরে তুমি আমায় বলিলে,—আমি বীরককে দেখিতে ইচ্ছা করি, আমার স্নেহের পুত্র বীরক কোথায় গেল? আমি বলিলাম,—অয়ি বিশালাক্ষি! মহাকালবনোত্তমে সে জনমধ্যে থাকিয়া তপশ্চরণ করত ঋষিগণের সহিত অংশুমানের ন্যায় বিরাজ করিতেছে। আমরা গণসমূহের সহিত তাহাকে দেখিতে যাইব। আমার বাক্য শ্রবণ করিয়া তুমি আমায় তথায় যাইবার জন্য অনুরোধ করিলে; বলিলে,—হে শম্ভো! উত্থিত হউন, সত্বর বৃষে আরোহণ করুন; বীরকের নিকট গমন করিব। পুত্র বীরককে স্মরণ করিয়া আমার স্তনযুগল ক্ষরিত হইতেছে। হে দেবি! আমি তখন ধর্ম্মরূপী সনাতন বৃষকে স্মরণ করিলাম, স্মৃত হইবামাত্র বৃষ আমার পার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন আমি তোমার সহিত বৃষে আরোহণ করিলাম। গণসমূহ অতিবেগে বৃষকে চালিত করিল। সেই বেগে তুমি বৃষস্কন্ধে লম্বিত হইয়া গেলে এবং ভীত হইয়া আমাকে গাঢ়রূপে আলিঙ্গন করিলে। ঐ সময়ে তোমার হস্তস্থিত বলয় রণিত হইল। বৃষকে অতিবেগে চালিত করায় তুমি ভীতা হইলে বলিয়া আমি গণসমূহ দ্বারা বৃষকে সংযত করাইলাম। এ সময় বৃষকে হঠাৎ আকর্ষণ করায় তুমি ভীত হইয়া বলিলে,—হে দেব! আমি বৃষের অতিবেগ চালনে শ্রান্তা হইয়াছি ও ভয় পাইয়াছি; অতএব ওই ভূধরের তটদেশে কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিতে ইচ্ছা করি। ১—১১। আমি এখন পাদচারে কিছু দূর গমন করিব। কারণ,—এই গিরিভূমি উচ্চাবচ। হে প্রিয়ে! তখন আমি তোমার বাক্যে অনুমোদন করিয়াছিলাম,—হে চারুজঘনে! তুমি এই শৈলপাদ আশ্রয় করিয়া শ্রমাপনয়ন কর; ততক্ষণ আমি দ্রুতবেগে গমন করিয়া তোমার গমন-সুখকর পথ পরিদর্শন করিয়া আসি। এই গণাধ্যক্ষ কুণ্ড তোমার রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত থাকুক। এ তোমার অত্যন্ত বশবর্ত্তী হইবে। হে দেবি! এই কথা বলিয়া আমি গণরক্ষককে সংস্থাপনপূর্ব্বক প্রাতঃকালীন রবির উদয়াদ্রি-আরোহণের ন্যায় অচলোপরি আরোহণ করিলাম। ঐ গিরি আমার অত্যন্ত রমণীয় বলিয়া মনে হইল। আমি ঐ অচলবরে "এইটী অতি সুদৃশ্য, এইটী অতি সুদৃশ্য" এইভাবে বিবিধ অপূর্ব্ব বস্তু অবলোকন করিতে করিতে দশ বৎসর কাল অতিবাহিত করিয়া ফেলিলাম। হে দেবি! তখন তুমি এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলে যে, নিশ্চয় শঙ্কর আমায় ভুলিয়া গিয়াছেন; আমি রতিবর্জ্জিত অবস্থায় মদনতাপে জর্জ্জরিত হইতেছি, তিনি আমায় পরিত্যাগ করিয়া নির্ব্বিশঙ্কভাবে কোথায়

কাপ যাতস্য বৈরং সংস্মৃত্য চিত্তজঃ। বাধতে মামনঙ্গোঽপি চাপরোপিতমার্গণঃ। বিলোকয়ন্তীং ত্বাং দৃষ্ট্বা বিলপন্তীং পুনঃপুনঃ ॥ ১৯ ॥ ততঃ কুণ্ডো গণাধ্যক্ষো জ্ঞাত্বা ভাবং ত্বদীয়কম্। উৎকৃষ্টেন স্বরেণোক্তং মা দেবি বিমনা ভব ॥ ২০ ॥ আয়াত এষ তে ভর্ত্তা মা চেতঃ কলুষং কুরু। এতচ্ছ্রুত্বা বচস্তস্য কুণ্ডস্য কমলাননে ॥ ২১ ॥ দুঃখার্ত্তয়া ত্বয়া প্রোক্তঃ কুণ্ডে বেদ্মি ন শঙ্করম্। ক্ব গতঃ কিঞ্চ কুরুতে কালং দীর্ঘমিমং শিবঃ। দর্শয়স্ব মহাদেবমিত্যুক্তোঽসৌ পুনঃপুনঃ ॥ ২২ ॥ যদা ন দর্শিতস্তেন কুণ্ডেনাহং বরাননে। তদা শপ্তস্ত্বয়া দেবি শ্রদ্ধয়া গণরক্ষকঃ ॥ ২৩ ॥ গচ্ছ ত্বং মানুষং লোকং যস্মান্ন কথিতো হরঃ। এতস্মিন্নন্তরে দেবি প্রাপ্তোঽহং ত্বৎসমীপতঃ ॥ ২৪ ॥ পৃষ্টশ্চাহং ত্বয়া দেবি বিহায় ক্ব গতোঽসি মাম্। দুর্গমে পর্ব্বতে শৃঙ্গে তস্মাত্ত্যক্ষ্যামি জীবিতম্ ॥ ২৫ ॥ গহ্বাগ্রে ভূধরস্যাস্য কিং কৃতঞ্চ ত্বয়া বিভো। ময়া তব বচঃ শ্রুত্বা কথিতং সর্ব্বমেব তৎ ॥ ২৬ ॥ দুরাধর্ষতরঃ শৈলঃ সমন্তাদ্দুরতিক্রমঃ। ত্বৎপ্রিয়ার্থং মহাভাগে ময়া মার্গোঽবলোকিতঃ ॥ ২৭ ॥ যেন মার্গেণ বিশ্রব্ধং গমিষ্যামো' সুমধ্যমে। অয়ং কুণ্ডো গণো দেবি বিষণ্ণো ব্যাকুলঃ কৃতঃ ॥ ২৮ ॥ ত্বয়াপ্যুক্তং মহাদেব কুণ্ডঃ শপ্তো ময়া গণঃ। মমাজ্ঞা ন কৃতা যস্মাদ্বিফলং ন বচো মম। তস্মাদ্ যাতু মমাদেশান্মহাকালবনং শুভম্ ॥ ২৯ ॥ ভৈরবং রূপমাস্থায় যত্র ত্বং চোত্তরে স্থিতঃ। তস্যাগ্রতঃ স্থিতং লিঙ্গং বর্ত্ততে কামদং সদা ॥ ৩০ ॥ তস্য দর্শনমাত্রেণ গণপোঽয়ং ভবিষ্যতি। কুণ্ডেশ্বরেতি বিখ্যাতঃ স দেবো বৈ ভবিষ্যতি ॥ ৩১ ॥ ইত্যুক্তঃ স ত্বয়া দেবি সমাসাদ্য পুনঃপুনঃ। প্রস্থাপিতস্ত্বয়াদেশাদ্‌ব্রজ কুণ্ড মমাজ্ঞয়া ॥ ৩২ ॥ মহাকালবনং শীঘ্রং লিঙ্গমারাধ্য সত্বরম্। কীর্ত্তিস্তে ভবিতা পুত্র ত্রিষু লোকেষু শাশ্বতী ॥ ইত্যুক্তস্তৎক্ষণাৎ প্রাপ্তো দৃষ্ট্বা লিঙ্গং তু শাশ্বতম্। উত্তরস্য শিবস্যাগ্রে পূজয়ামাস ভক্তিতঃ ॥ ৩৪ ॥ ততো দেবাঃ সগন্ধর্ব্বাঃ সিদ্ধাশ্চ পরমর্ষয়ঃ। যক্ষা

অবস্থান করিতেছেন! অনঙ্গের অঙ্গ না থাকিলেও সে হরকে অনুপস্থিত দেখিয়া পূর্ব্ব বৈর স্মরণ করত কুসুমচাপ দ্বারা আমায় প্রহার করিতেছে। হে দেবি! ঐ সময় তোমাকে এই ভাবে পুনঃপুনঃ বিলাপ করিতে দেখিয়া গণাধ্যক্ষ কুণ্ড মধুর বাক্যে বলিল,—অয়ি মাতঃ! ঐ পিতা আসিতেছেন, মা! চিত্ত কলুষিত করিও না! হে কমলাননে! তুমি কুণ্ডের ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া দুঃখিতভাবে বলিলে,—কুণ্ড! আমি জানি না,—শঙ্কর কোথায় গিয়া এতকাল কি করিতেছেন? তুমি আমায় তাঁহাকে দর্শন করাও। কুণ্ড তোমার এই বাক্যে যখন আমাকে দেখাইতে পারিল না তখন তুমি কুপিত হইয়া তাহাকে শাপ দিলে। তুমি তাহাকে বলিলে—যেহেতু তুমি আমাকে হর-দর্শন করাইলে না, অতএব তুমি মানুষলোকে গমন কর। হে দেবি! তুমি এই কথা বলিতেছ, এমন সময়ে আমি তোমার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। তুমি আমাকে বলিলে,—হে দেব! আপনি আমাকে এই দুর্গম জন-শূন্য গিরিদুর্গে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় চলিয়া গেলেন, অতএব আমি আর এ জীবন রাখিব না। গিরিশিখর হইতে পতিত হইয়া জীবন বিসর্জ্জন দিব। আমি তোমার এতাদৃশ ভয়ানক বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলাম,—হে দেবি! এই শৈল অতি দুর্গম ও দুরতিক্রমণীয়। তোমারই গমনসুখের জন্য আমি উত্তম পথ দেখিয়া আসিলাম। ঐ পথে গমন করিলে আমরা সুখে গমন করিব। এই কুণ্ডকে বিষণ্ণ ও ব্যাকুল দেখিতেছি কিজন্য? হে দেবি! আমি এই সকল কথা বলিলে তুমি বলিলে,—হে মহাদেব! কুণ্ড আমার কথা শুনে নাই, এজন্য আমি উহাকে শাপ দিয়াছি আমার বাক্য বিফল হইবার নহে, সুতরাং কুণ্ড মহাকালবনে যেখানে উত্তর দিকে ভৈরবরূপ অবলম্বন করিয়া আপনি অবস্থান করিতেছেন, সেই স্থানে গমন করুক। উক্ত ভৈরবের সম্মুখভাগে এক কামদায়ী লিঙ্গ আছেন, সেই লিঙ্গ দর্শন করিয়া এই কুণ্ড গাণপত্য লাভ করিবে এবং কুণ্ডেশ্বর দেব বলিয়া বিখ্যাত হইবে। ১২—৩১। এই কথা বলিয়া তুমি তাহাকে বারম্বার ক্রোড়ে করত মহাকালবনে পাঠাইলে এবং বলিলে,—তুমি মহাকালবনে গমন করিয়া সত্বর লিঙ্গ আরাধনা কর। হে পুত্র! ত্রিভুবনে তোমার শাশ্বতী কীর্ত্তি বিদ্যমান থাকিবে। তুমি এই কথা বলিলে কুণ্ড তৎক্ষণাৎ সেখানে উপস্থিত হইয়া তত্রত্য শিবের উত্তর দিকে শাশ্বত লিঙ্গ দর্শনপূর্ব্বক ভক্তি সহকারে পূজা করিল। অনন্তর ঐ স্থানে দেব, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, ঋষি, যক্ষ ও অপ্সরো-

শ্চাপ্সরসশ্চৈব সমাজগ্মুঃ সহস্রশঃ॥ ৩৫॥ অথাহং তৎক্ষণাৎ প্রাপ্তস্ত্বয়া সার্দ্ধং গণৈর্বৃতঃ। দৃষ্ট্বা কুণ্ডং গণেশং তু লিঙ্গারাধনতৎপরম্॥ ৩৬॥ সমাধিধ্যাননিরতং প্রোক্তমস্মাভিরাদরাৎ। তুষ্টা তে পার্ব্বতী পুত্র প্রার্থ্যতাং বরমুত্তমম্॥ ৩৭॥ অক্ষয়ং তু পদং প্রাপ্তং ত্বয়া লিঙ্গস্য দর্শনাৎ। অদ্যপ্রভৃতি দেবোঽয়ং খ্যাতো ভুবি ভবিষ্যতি। নাম্না কুণ্ডেশ্বরো যস্মাৎ সর্ব্বসম্পৎকরঃ সদা॥ ৩৮॥ কুণ্ডেশ্বরমনাদিং তু ভক্ত্যা পশ্যতি যো নরঃ। সোঽশ্বমেধসহস্রস্য ফলং প্রাপ্নোতি নান্যথা॥ ৩৯॥ তস্য দানফলং সর্ব্বং সর্ব্বতীর্থফলং সদা। লিঙ্গং কুণ্ডেশ্বরং যস্তু ভক্ত্যা সম্পূজয়িষ্যতি॥ ৪০॥ দশানামশ্বমেধানামগ্নিষ্টোমশতস্য চ। স্পর্শনাৎ ফলমাপ্নোতি কুণ্ডেশ্বরস্য সর্ব্বদা॥ ৪১॥ প্রাতঃ পশ্যন্তি যে ভক্ত্যা কৃত্বা নিয়মপূর্ব্বকম্। সিদ্ধিং সুকামিকীং স্বষ্টাঃ সম্প্রাপ্স্যন্তি ন সংশয়ঃ॥ ৪২॥ এষ তে কথিতো দেবি প্রভাবঃ পাপনাশনঃ। কুণ্ডেশ্বরস্য দেবস্য শৃণু লুম্পেশ্বরং পরম্॥ ৪৩॥

ইতি শ্রীস্কান্দে মহাপুরাণে কুণ্ডেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৪০

একচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ। চত্বারিংশত্তমং সৈকমীশ্বরং বিদ্ধি পার্ব্বতি। লুম্পেশ্বরমিতি খ্যাতং নাম যস্য মহীতলে॥ ১॥ দেশে ম্লেচ্ছগণাকীর্ণে বভূব জগতীপতিঃ। লুম্পাধিপ ইতি খ্যাতো মহেন্দ্রসমবিক্রমঃ॥ ২॥ তস্যাসীদ্দয়িতা ভার্য্যা বিশালা নাম নামতঃ। সা যৌবনগুণোপেতা রূপেণাপ্রতিমা ভুবি॥ ৩॥ স যুদ্ধকামো নৃপতিঃ পর্য্যপৃচ্ছদ্দ্বিজোত্তমান্॥ ৪॥ অথ কেনাপি কথিতমাশ্রমে সামগো দ্বিজঃ। তেন সার্দ্ধং মহাবাহো যুধ্যস্ব ত্বং নৃপোত্তম॥ ৫॥ ততঃ স প্রস্থিতো রাজা ম্লেচ্ছৈঃ সার্দ্ধং সহস্রশঃ। তুষারৈর্ব্বর্ব্বরৈর্লুম্পৈঃ পহ্লবৈঃ খগণৈস্তথা॥ ৬॥ দস্যুভিঃ সংবৃতঃ ক্রূরৈঃ ক্রোধেনাকুলিতেন্দ্রিয়ঃ। আজগামাশ্রমং পুণ্যং সামগস্য মুনেস্তদা॥ ৭॥ মুনিনা পূজিতস্তেন মধুপর্কাদিবিষ্টরৈঃ। এতস্মিন্নন্তরে রাজা হোমধেনুং দদর্শ হ॥ ৮॥ প্রার্থয়ামাস সহসা ন দত্তা মুনিনা তদা। প্রমথ্য চাশ্রমং তস্য হোমধেনুং জহার সঃ। বনং বভঞ্জ সকলং তস্য বিপ্রস্য পশ্যতঃ॥ ৯॥ কাল্যমানাঞ্চ গাং দৃষ্ট্বা বৎসং চাতীব

গণ আগমন করিল। আমিও তোমার সহিত গণসমূহে পরিবৃত হইয়া ঐ স্থানে গমনপূর্ব্বক লিঙ্গারাধনতৎপর ও সমাধিনিষ্ঠ কুণ্ডকে দর্শন করত সাদরে বলিলাম,—অয়ি পুত্র! তোমার প্রতি পার্ব্বতী তুষ্ট হইয়াছেন, তুমি উঁহার নিকট বর প্রার্থনা কর। তুমি লিঙ্গদর্শন-ফলে অক্ষয় পদ প্রাপ্ত হইয়াছ! অদ্যাবধি এই দেব ভূতলে কুণ্ডেশ্বর নামে খ্যাত হইবেন। যে মানব ভক্তিসহকারে অনাদি লিঙ্গ কুণ্ডেশ্বর দর্শন করে, সে সহস্র অশ্বমেধের ফল লাভ করিয়া থাকে; ইহার অন্যথা হয় না। যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক কুণ্ডেশ্বর লিঙ্গের অর্চ্চনা করে, তাহার দানফল ও সর্ব্বতীর্থফল লব্ধ হইয়া থাকে। কুণ্ডেশ্বর লিঙ্গ স্পর্শ করিলে শত অগ্নিষ্টোম ও দশ অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়। যাহারা প্রাতঃকালে ভক্তিসহকারে ঐ লিঙ্গ দর্শন করিবে, তাহারা অভিলষিত সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে, ইহাতে কোন সংশয় নাই! হে দেবি! এই আমি তোমার নিকট কুণ্ডেশ্বরের পাপনাশন প্রভাব কীর্ত্তন করিলাম. অতঃপর লুম্পেশ্বর-লিঙ্গ-মাহাত্ম্য শ্রবণ কর।৩২-৪৩।

চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪০।

একচত্বারিংশ অধ্যায়।

শ্রীমহাদেব বলিলেন,—হে দেবি! যিনি জগতে লুম্পেশ্বর নামে বিখ্যাত, সেই একচত্বারিংশ লিঙ্গমাহাত্ম্য আমার নিকট শ্রবণ কর। দেশ ম্লেচ্ছাকীর্ণ হইলে ঐ সময়ে লুম্পাধিপ নামে এক নরপতি ছিলেন। ঐ রাজা মহেন্দ্রের ন্যায় বলশালী ছিলেন। বিশালা নামে ইঁহার প্রিয়তমা মহিষী ছিলেন। রাজ্ঞী যাবতীয় যৌবনগুণে উপশোভিতা ও অপ্রতিম রূপলাবণ্যবতী ছিলেন। একদা রাজা যুদ্ধকামী হইয়া দ্বিজোত্তমগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রাহ্মণগণের মধ্যে একজন বলিলেন,—আশ্রমে সামগ দ্বিজ আছেন, তাঁহার সহিত যুদ্ধ করুন। অনন্তর রাজা ম্লেচ্ছ, তুষার, বর্ব্বর, লুম্প, পহ্লব, খগণ ও ক্রূর দস্যুগণ সমভিব্যাহারে ক্রোধাকুলিতভাবে সামগ মুনির আশ্রম অবরোধ করিলেন। কিন্তু মুনি তাঁহাকে মধুপর্ক ও বিষ্টর প্রভৃতি দ্বারা যথাবিধি অভ্যর্থনা করিলেন। ইত্যবসরে রাজা মুনিবরের হোমধেনু অবলোকন করিয়া তাহা প্রার্থনা করিলেন; কিন্তু মুনিবর হোমধেনু দিতে পারিলেন না। তখন রাজা তাঁহার আশ্রম মথিত করিয়া হোমধেনু বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন এবং সমস্ত

দুঃখিতম্। উবাচ বচনং বিপ্রো মা রাজন্ সাহসং কুরু ॥ ১০ ॥ এবং বদন্তং বিপ্রেন্দ্রং শরৈস্তীক্ষ্ণৈর্জঘান হ। লুম্পঃ ক্রোধসমাবিষ্টো দুষ্টো দুষ্টজনৈর্বৃতঃ ॥ ১১ ॥ অসকৃৎপুত্রপুত্রেতি বিলপন্তমনাথবৎ। হত্বা চ সাশ্রমং বিপ্রং জগাম স্বগৃহং নৃপঃ ॥ ১২ ॥ এতস্মিন্নন্তরে পুত্রঃ সমিৎ-পাণিরুপাগতঃ। দৃষ্ট্বা চ পিতরং বিপ্রং তদা মৃত্যুবশংগতম্। অনাগসং মহাত্মানং বিললাপ সুদুঃখিতঃ ॥ ১৩ ॥ কেনেদং কুৎসিতং কর্ম্ম কৃতং পাপেন মে পিতা। অযুধ্যমানো বৃদ্ধঃ সন্ হতঃ শরশতৈঃ শিতৈঃ ॥ ১৪ ॥ বিলপ্যৈবং সকরুণং বহু নানাবিধং তথা। প্রেতকার্য্যাণি সর্ব্বাণি পিতুশ্চক্রে বিধানতঃ ॥ ১৫ ॥ দদাহ পিতরং চাগ্নৌ তোয়মাদায় সত্বরম্। তস্য লুম্পাধিপস্যাপি দদৌ শাপং সুদারুণম্ ॥ ১৬ ॥ স্বধর্ম্মনিরতো বিদ্বান্ যেন মে নিহতঃ পিতা। স পাপাত্মা দুরাচারঃ কুষ্ঠরোগমবাপ্নুয়াৎ ॥ ১৭ ॥ এতস্মিন্নন্তরে রাজা কুষ্ঠরোগেণ পীড়িতঃ। অচঙ্ক্রমণতাং প্রাপ্তো লুম্পাধীশো বরাননে ॥ ১৮ ॥ ঔষধৈরধিকোহভ্যেতি ব্রহ্মশাপপ্রভাবতঃ। বৈরাগ্যান্মর্ত্তুকামোহসৌ কাষ্ঠান্যাদায় দুঃখিতঃ ॥ ১৯ ॥ চিতাং কর্ত্তুং সমারেভে সময়েঽস্মিন্নথ নারদঃ। পূজিতো বিধিনা তেন দুঃখিতেন নৃপেণ চ ॥ ২০ ॥ অথ পপ্রচ্ছ লুম্পোহসৌ নারদং মুনিসত্তমম্। অকস্মান্মম দেবর্ষে কুষ্ঠরোগো বভূব হ। তেনাহং পীড়িতোঽতীব ন চ শান্তিং ব্রজত্যসৌ ॥ ২১ ॥ ঔষধৈর্বর্দ্ধতে কস্মাদেতদাখ্যাতুমর্হসি। ন তেঽস্ত্যবিদিতং কিঞ্চিদিহ লোকে পরত্র চ ॥ ২২ ॥ তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা লুম্পাধীশস্য নারদঃ। কথয়ামাস তৎসর্ব্বং ব্রহ্মশাপং সুদুস্তরম্ ॥ ২৩ ॥ ততঃ সভার্য্যো নৃপতিঃ প্রার্থয়ামাস নারদম্। কথং মে ভগবঞ্ছাপো দুস্তরো যাস্যতি ক্ষয়ম্ ॥ ২৪ ॥ এবমুক্তস্তু লুম্পেন নারদো ভগবানৃষিঃ। কারুণ্যাৎ কথয়ামাস সভার্য্যস্য যশস্বিনি ॥ ২৫ ॥ মহাকালবনে রাজল্লিঙ্গং কুষ্ঠহরং পরম্। সর্ব্বসম্পৎকরং তত্র বিদ্যতে পাপনাশনম্ ॥ ২৬ ॥ শিপ্রায়াশ্চ তটে রম্যে কেশবার্কস্য পূর্ব্বতঃ। তত্র ত্বং গচ্ছ রাজেন্দ্র

তপোবন বিধ্বস্ত করিয়া দিলেন। মুনিবর তাহা সাক্ষাৎ দর্শন করিলেন। রাজা গাভী ও বৎসকে প্রহার করিতে থাকিলে তদ্দর্শনে মুনিবর তাঁহাকে বলিলেন,—রাজন্! এতাদৃশ সাহস করিও না। রাজা লুম্প, মুনিবরের এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধে তীক্ষ্ণ শরজাল দ্বারা তাঁহাকে নিহত করিলেন। ঐ সময় মুনিবর 'হা পুত্র! হা পুত্র!' বলিয়া বার বার আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। নৃপ তখন মুনিকে নিহত করিয়া স্বগৃহে গমন করিলেন।১—১২

ইত্যবসরে কুশসমিধ্ সংগ্রহ করিয়া মুনিবরের পুত্র আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন এবং দেখিলেন যে, পিতা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। মুনিপুত্র তখন নিরপরাধ স্বীয় পিতাকে মৃত্যুগ্রস্ত দেখিয়া এই বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন,—কে এই কুৎসিত কর্ম্ম করিল! কোন্ পাতকী আমার অযুধ্যমান বৃদ্ধ পিতাকে শত শত শাণিত শর দ্বারা বিদ্ধ করিয়াছে! মুনিপুত্র এই প্রকার বহু বিলাপ করিয়া বিধিবৎ মৃত পিতার প্রেতকার্য্য সম্পন্ন করিলেন। তিনি পিতার শবদেহ দাহ করিয়া রাজা জল আনয়নপূর্ব্বক লুম্পকে এই বলিয়া শাপ দিলেন যে, যে পাপাত্মা দুরাচার আমার স্বধর্ম্ম-নিরত বিদ্বান্ পিতাকে নিহত করিয়াছে, সে কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হইবে। হে বরাননে! মুনিপুত্রের শাপপ্রভাবে লুম্পাধীশ কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হইয়া চলচ্ছক্তিরহিত হইলেন। তিনি অপ্রতিকার্য্য দারুণ কুষ্ঠরোগের মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণায় কাতর হইয়া বৈরাগ্যবশত জীবন বিসর্জ্জন দিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন এবং দুঃখিতভাবে কাষ্ঠ আহরণ করাইয়া চিতা প্রস্তুত করাইতে লাগিলেন। এমন সময়ে ঐ স্থানে মহর্ষি নারদ আগমন করিলেন। নৃপ দুঃখিতান্তঃকরণে তাঁহার বিধিবৎ পূজা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে দেবর্ষে! অকস্মাৎ আমার কুষ্ঠরোগ জন্মিয়াছে, তাহাতে আমি শান্তিলাভ করিতে পারিতেছি না। ঔষধ প্রয়োগ করিলে রোগবৃদ্ধি হইতেছে। হে দেব! আপনি ইহার কারণ কি বলুন? জগতে আপনার অবিদিত কিছুই নাই। দেবর্ষি রাজার এই কথা শুনিয়া সুদুস্তর ব্রহ্মশাপের কথা বলিলেন,—দেবর্ষির বাক্য শ্রবণ করিয়া নৃপতি ভার্য্যার সহিত তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিলেন যে, হে ভগবন্! কি প্রকারে আমার এই দুস্তর শাপ ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে, আপনি তাহা বলিয়া দিউন। দেবর্ষি এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া করুণার্দ্রচিত্তে বলিলেন,—হে রাজন্! মহাকালবনে শিপ্রাতটে কেশবার্কের পূর্ব্বে কুষ্ঠহর, সর্ব্বসম্পৎকর ও পাপ-নাশন এক লিঙ্গ আছেন। ঐ স্থানে আপনি গমন করুন।

কান্ত্যা যুক্তো ভবিষ্যসি ॥ ২৭॥ এবমুক্তস্তু লুম্পো-ঽসো হ্যাজগাম ত্বরান্বিতঃ। মহাকালবনং রম্যং মহর্ষিগণসেবিতম্ ॥ ২৮ ॥ প্রাপ্তঃ স্বর্গোপমং ভূপঃ শিপ্রয়া পরিশোভিতম্। বিবেশ চ মুদা যুক্তো দৃষ্ট্বা লিঙ্গমনুত্তমম্ ॥ ২৯ ॥ স্নাত্বা শিপ্রাজলে পুণ্যে মহাপাতকনাশনে। দর্শনাত্তস্য লিঙ্গস্য দিব্যরূপো বভূব হ ॥ ৩০ ॥ কুষ্ঠরোগেণ মুক্তস্তু মুক্তো বৈ ব্রহ্মহত্যয়া। কৃতকৃত্যো নৃপো জাতো দর্শনাদেব পার্ব্বতি ॥ ৩১ ॥ স তত্র তামুষিত্বৈকাং রজনীং পৃথিবীপতিঃ। তাপসানাং পরং চক্রে সৎকারং ভার্য্যয়া সহ ॥ ৩২ ॥ ততঃ কৃতস্বস্ত্যয়নস্তাপসৈস্তৈর্মহাত্মভিঃ। দিব্যজ্ঞানান্বিতৈর্দিব্যৈঃ সূর্য্যবৈশ্বানরপ্রভৈঃ ॥ ৩৩ ॥ কৃতং নাম তদা তস্য লিঙ্গস্য কমলাননে। লুম্পেনারাধিতো যস্মাদ্দেবোঽয়ং কুষ্ঠনাশনঃ। লুম্পেশ্বর ইতি খ্যাতো ভবিষ্যতি মহীতলে ॥ ৩৪ ॥ পূজয়িষ্যন্তি যে ভক্ত্যা লিঙ্গং লুম্পেশ্বরং পরম্। স্নাত্বা শিপ্রাজলে পুণ্যে তে যাস্যন্তি পরং পদম্ ॥ ৩৫ ॥ প্রাপয়িষ্যন্তি যান্ কামান্ মনসা চেপ্সিতান্ প্রিয়ান্। তানাপ্স্যন্তি ন সন্দেহো লুম্পেশস্য চ দর্শনাৎ ॥ ৩৬ ॥ মহাপাপসমাযুক্তো যঃ পশ্যতি সমাহিতঃ। লিঙ্গং লুম্পেশ্বরং সোঽপি দেবতুল্যো ভবিষ্যতি ॥ ৩৭ ॥ গোঘ্নশ্চৈব কৃতঘ্নশ্চ মাতৃহা গুরুতল্পগঃ। দুষ্টকর্ম্মসমাচারো ভ্রাতৃহা পিতৃহা তথা ॥ ৩৮ ॥ লুম্পেশ্বরং সকৃৎ পশ্যন্ মুচ্যতে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ। পূজিতোঽপি দহেৎ পাপং সপ্তজন্মার্জ্জিতঞ্চ যৎ ॥ ৩৯ ॥ ইত্যুক্ত্বা মুনয়ঃ সর্ব্বে পূজয়ামাসুরন্বিতাঃ। কুষ্ঠরোগবিনির্ম্মুক্তো রাজা স্ববিষয়ং গতঃ ॥ ৪০ ॥ এষ তে কথিতো দেবি প্রভাবঃ পাপনাশনঃ। লুম্পেশ্বরস্য দেবস্য শৃণু গঙ্গেশ্বরং পরম্ ॥ ৪১ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে লুম্পেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈকোনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪১ ॥

দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীহর উবাচ। দ্বাচত্বারিংশতং দেবং গঙ্গেশ্বরমথো শৃণু। যস্য দর্শনমাত্রেণ সর্ব্বতীর্থফলং ভবেৎ ধ্রুবাধারং জগদ্যোনেঃ পদং নারায়ণস্য তু ॥ ১
পদাৎপ্রবৃত্তা যা দেবী গঙ্গা ত্রিপথগা নদী। সা প্রবিশ্য সুধাযোনিং সোমমাধারমম্ভসাম্ ॥ ২ ॥

তাহা হইলে কান্তি লাভ করিবেন। দেবর্ষি এই কথা বলিলে রাজা লুম্প সত্বর মহর্ষিগণসেবিত মহাকালবনে আগমন করিলেন। ঐ শিপ্রা-পরিশোভিত স্বর্গোপম স্থানে তিনি প্রবেশ করিয়া লিঙ্গ দর্শনপূর্ব্বক মহাপাতকনাশন শিপ্রাজলে স্নান করিলেন এবং লিঙ্গদর্শনফলে দিব্য রূপ প্রাপ্ত হইলেন। হে পার্ব্বতি! ঐ রাজা লিঙ্গ দর্শনপ্রভাবে কুষ্ঠরোগ ও ব্রহ্মহত্যা হইতে মুক্তি লাভ করিয়া কৃতকৃত্য হইলেন। রাজা এক রাত্রি ঐ স্থানে বাস করিয়া ভার্য্যার সহিত তত্রত্য তাপসগণের সৎকার করিলেন; দিব্য জ্ঞানসম্পন্ন সূর্য্য-বৈশ্বানরপ্রভ মহাত্মা তাপসগণও তাঁহার স্বস্ত্যয়ন করিলেন; ঐ সময় লুম্পারাধিত বলিয়া ঐ কুষ্ঠনাশন লিঙ্গের নাম করা হইল,—লুম্পেশ্বর। লিঙ্গ লুম্পেশ্বর নামে জগতে বিখ্যাত হইলেন। যাহারা ভক্তিপূর্ব্বক ঐ লিঙ্গের পূজা করে, এবং পুণ্য শিপ্রাজলে স্নান করে, তাহারা পরমপদ লাভ করিয়া থাকে। লুম্পেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করিলে যাহারা যে যে অভিলষিত কামনা করে, তাহারা তাহাই লাভ করিয়া থাকে, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। মহাপাপসমাযুক্ত ব্যক্তিও যদি এ লিঙ্গ সমাহিতভাবে দর্শন করে; তাহা হইলে সে দেবতুল্য হয়। গোঘ্ন, কৃতঘ্ন, মাতৃহা, গুরুতল্পগ, দুষ্কর্ম্মা, ও ভ্রাতৃহা ব্যক্তিও যদি একবার মাত্র লুম্পেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করে, তাহা হইলে তাহারা ঐ সকল দুষ্কর্ম্ম-জনিত পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া থাকে ঐ লিঙ্গ পূজিত হইয়া সপ্তজন্মার্জ্জিত পাপকে দগ্ধ করিয়া থাকেন। এই সকল কথা বলিয়া মুনিগণ রাজাকে সম্মানিত করিলেন, রাজাও কুষ্ঠরোগ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া স্বীয় রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। হে দেবি! এই আমি তোমার নিকট লুম্পেশ্বর দেবের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম, অতঃপর গঙ্গেশ্বরমাহাত্ম্য শ্রবণ কর। ১৩—৪১।

এক চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪১।

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়।

শ্রীহর বলিলেন —হে দেবি! যাহার দর্শন মাত্র সর্ব্বতীর্থফল লাভ হয়, আমি সেই দ্বিচত্বারিংশ লিঙ্গ গঙ্গেশ্বরের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। জগদ্যোনি নারায়ণের ধ্রুবাধার পদ হইতে দেবী ত্রিপথগামিনী গঙ্গা প্রবাহিত হন। ঐ গঙ্গানদী

ততঃ সংবর্দ্ধমানার্করশ্মিসঙ্গতিপাবনী। পপাত মেরুপৃষ্ঠে চ সা চতুর্দ্ধা ততো যযৌ॥ ৩॥ মেরুকূটতটান্তেভ্যো নিপতন্তী যশস্বিনী। বিকীর্য্যমাণসলিলা নিরালম্বা পপাত সা॥ ৪॥ মন্দরাদিষু শৈলেষু প্রবিভক্তোদকা সমম্। তত্র সীতেতি বিখ্যাতা যযৌ চৈত্ররথং বনম্॥ ৫॥ তৎ প্লাবয়িত্বা চ যযাবরুণোদং সরিদ্বরা॥ ৬॥ তথৈবালকনন্দাখ্যা দক্ষিণে গন্ধমাদনে। মেরুপাদবনং গত্বা নন্দনে দেবনন্দনে॥ ৭॥ মানসঞ্চ মহাবেগাৎ প্লাবয়িত্বা সরোবরম্। তস্মাচ্চ শৈলরাজানং রম্যং ত্রিশিখরং গতা॥ ৮॥ তস্মাচ্চ পর্ব্বতাঃ সর্ব্বে প্লাবিতাস্তৎক্ষণাৎ প্রিয়ে। তান্ প্লাবয়িত্বা সম্প্রাপ্তা হিমবন্তং মহাগিরিম্॥ ৯॥ ময়া ধৃতা চ তত্রৈব জটাজূটেন পার্ব্বতি। ন মুক্তা চ যদা গঙ্গা তদা ক্রুদ্ধা মমোপরি॥ ১০॥ গাত্রাণি প্লাবয়ামাস মদীয়ানি বরাননে। ময়া চ রুদ্ধা ক্রোধেন জটামধ্যে যশস্বিনি॥ ১১॥ তত্রৈব স তপশ্চক্রে বহুকল্পশতানি চ। ভগীরথেনোপবাসৈঃ স্তুত্যা চারাধিতো হ্যহম্॥ ১২॥ তদা মুক্তা ময়া দেবি গঙ্গা ত্রিপথগামিনী। মহাকালমনুপ্রাপ্তা প্লাবয়িত্বোত্তরান্ কুরূন্॥ ১৩॥ সমুদ্রমহিষী জাতা প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সী। নদীনামুত্তমা গঙ্গা সমুদ্রেণ কৃতা তদা। স তয়া সহিতো রেমে সমুদ্রঃ সরিতাং পতিঃ॥ ১৪॥ ততঃ কদাচিদ্ব্রহ্মাণমুপাসাঞ্চক্রিরে সুরাঃ। তথার্ণবো জগামাথ ব্রহ্মলোকং সনাতনম্। গঙ্গয়া সহিতো দেবি দর্শনার্থং মহোৎসবে॥১৫॥ অথ গঙ্গা সরিচ্ছ্রেষ্ঠা সমুপায়াৎ পিতামহম্। তস্যা বাসঃ সমুদ্ধৃতং মারুতেন শশিপ্রভম্॥ ১৬॥ ততোঽভবন্ সুরগণাঃ সহসাবাঙ্মুখাস্তদা। মহাভিষস্তু রাজর্ষির্নিঃশঙ্কো দৃষ্টবান্নদীম্॥ ১৭॥ তস্য ভাবং বিদিত্বাথ ব্রহ্মণা স তিরস্কৃতঃ। উক্তস্তু জাতো মর্ত্ত্যেষু পুনর্লোকানবাপ্স্যসি॥ ১৮॥ গঙ্গা শপ্তাথ ক্রুদ্ধেন সমুদ্রেণ যশস্বিনি। মাং বিহায়াক্তসক্তাসি তস্মাদ্যাস্যসি মানুষম্॥ ১৯॥ লোকমল্পায়ুষং দীনা তত্র দুঃখমবাপ্স্যসি। তং শাপং দারুণং শ্রুত্বা গঙ্গা বচনমব্রবীৎ॥ ২০॥ বিনাপরাধাচ্ছপ্তাহং কস্মাদ্বৈ দেব-

---

সুধাযোনি বারিনিদান চন্দ্রমণ্ডলে প্রবেশপূর্ব্বক পরে বর্দ্ধমান অর্করশ্মিসংসর্গে পবিত্র হইয়া মেরুপৃষ্ঠে আসিয়া পড়েন। মেরুপৃষ্ঠে পতিত হওয়ার পর তিনি চারিভাগে বিভক্ত হন এবং বিকীর্য্যমাণ সলিলা হইয়া মেরুকূটতট হইতে নিরালম্বভাবে মন্দরাদি শৈলে আগমন করেন। ঐ স্থানে তাঁহার জলরাশি বিভক্ত হইয়া যায় এবং তিনি সিতা নামে বিখ্যাতা হন। ঐ স্থান হইতে তিনি চৈত্ররথ বনে গমন করেন, চৈত্ররথবন প্লাবিত করিয়া পরে অরুণোদ পর্য্যন্ত প্রবাহিত হন। তথায় তাহার নাম হয়,—অলকনন্দা। ঐ স্থানের দক্ষিণে অবস্থিত গন্ধমাদনপর্ব্বত প্লাবিত করিয়া পরে তিনি মেরুপাদবনে গমন করেন। তথা হইতে দেবনন্দন নন্দনে গিয়া মহাবেগে মানস সরোবর প্লাবিত করত তথা হইতে শৈলরাজ ত্রিশিখরে পতিত হন। ত্রিশিখর হইতে তিনি বহু পর্ব্বত প্লাবিত করিয়া মহাচল হিমালয়ে আগমন করেন। এইখানেই আমি উঁহাকে জটাজূটে ধারণ করি। ধারণ করিয়া আমি তাঁহাকে যখন পরিত্যাগ করিলাম না, তখন তিনি আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইলেন। ক্রুদ্ধ হইয়া আমার গাত্র প্লাবিত করিলেন। আমিও ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে জটামধ্যে রুদ্ধ করিলাম। তখন তিনি আমার জটামধ্যেই থাকিয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন। অনন্তর ভগীরথ উপবাস ও স্তুতি দ্বারা আমার আরাধনা করিলে আমি তাঁহাকে মোচন করিলাম। তিনি আমাকর্ত্তৃক মুক্ত হইয়া মহাকালবনে গমনপূর্ব্বক উত্তরকুরু প্লাবিত করত সমুদ্রের প্রাণাধিকা প্রেয়সী হইলেন। সমুদ্র গঙ্গাকে লাভ করিয়া তাহাকে নদী সকলের শ্রেষ্ঠা করিয়া দিলেন এবং তাঁহার সহিত রমণ করিতে লাগিলেন। ১—১৪। একদা সুরগণ ব্রহ্মার উপাসনা করিলে সমুদ্র উৎসব দর্শনার্থ গঙ্গার সহিত সনাতন ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। গঙ্গা তথায় উপস্থিত হইয়া পিতামহের নিকট সাক্ষাৎ করণার্থ উপস্থিত হইলেন। ঐ সময় মারুতসঞ্চারে তাঁহার শশিপ্রভ পরিধেয় বসন উড়িয়া গেল। সুরগণ সকলেই তখন অধোবদন হইলেন। কিন্তু রাজর্ষি মহাভিষ নিঃশঙ্কভাবে তাঁহাকে তদবস্থ দর্শন করিলেন। পিতামহ রাজর্ষির ভাব অবগত হইয়া তাঁহাকে তিরস্কারপূর্ব্বক বলিলেন,—তুমি মর্ত্ত্যধামে জন্মগ্রহণ করিয়া পুনরায় স্বীয়লোক প্রাপ্ত হইবে সমুদ্রও ক্রুদ্ধ হইয়া গঙ্গাকে এইরূপ শাপ দিলেন যে, যে হেতু তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যাসক্ত হইয়াছ, অতএব তুমি অল্পায়ু মানুষলোকে গমন করিয়া নিরন্তর দুঃখ ভোগ কর। গঙ্গাদেবী ঐ দারুণ শাপ শ্রবণ করিয়া বলিলেন,—হে স্বামিন্! কিজন্য

সংসদি। পতিব্রতা পতিপ্রাণা পতিনা পরমার্থতঃ॥ ২১॥ প্রমাদাদ্বস্ত্রমুদ্ধূতং বায়ুনা ব্যাপকেন তু। প্রত্যুবাচ ততো ব্রহ্মা তাং নদীং লোকপাবনীম্॥২২॥ বসূনাং কারণাদ্দেবি শপ্তা যস্মান্মহানদি। ভাবার্থে তোয়নিধিনা তস্মাচ্ছীঘ্রং ব্রজাধুনা॥২৩॥ মহাকালবনে রম্যে সিদ্ধগন্ধর্ব্বসেবিতে। শিপ্রায়া দক্ষিণে ভাগে বিদ্যতে লিঙ্গমুত্তমম্॥২৪॥ সর্ব্বসিদ্ধিকরং পুণ্যং সর্ব্বপাতকনাশনম্। তমারাধয় যত্নেন স তে দাস্যতি বাঞ্ছিতম্॥ ২৫॥ পিতামহবচঃ শ্রুত্বা তুষ্টা ত্রিপথগামিনী। গমনং তত্র মেহভীষ্টং বিদ্যতে যৎ সখী মম। শিপ্রাপি মে প্রিয়া পুণ্যা মহাপাতকনাশিনী॥ ২৬॥ ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসা দিব্যা দেবনদী তদা। আজগাম মহাকালে হ্যপশ্যল্লিঙ্গমুত্তমম্॥ ২৭॥ পূজয়ামাস পয়সা দিব্যেন বিধিনা তদা। দৃষ্ট্বা শিপ্রাং সখীং তত্র সংশ্লেষং চাভবত্তয়োঃ॥ ২৮॥ ততঃ প্রভৃতি সঞ্জাতা সা শিপ্রা পূর্ব্ববাহিনী। ত্রিষু লোকেষু বিখ্যাতো দেবো গঙ্গেশ্বরঃ স্বয়ম্। গঙ্গয়ারাধিতো যস্মাৎ সমীহিতফলপ্রদঃ॥ ২৯॥ সংস্তুতা দেবগন্ধর্ব্বৈর্গঙ্গা দেবনদী তদা। ঋষিভিঃ-র্বালখিল্যাদ্যৈস্তথান্যৈর্মুনিভির্মুদা॥ ৩০॥ সমুদ্রস্তত্র সম্প্রাপ্তো মানিতা সা মহানদী। লিঙ্গেনোক্তা তদা গঙ্গা কলয়া স্থীয়তামিতি॥ ৩১॥ তৎসমীপে মহাপুণ্যে যাবত্তিষ্ঠতি মেদিনী। অঙ্গীকৃতং সমুদ্রেণ যথোক্তং চ তথাস্থিতি॥ ৩২॥ এবমুক্তা গতা গঙ্গা কলয়া তত্র সংস্থিতা। গঙ্গেশ্বরং তু যঃ পশ্যেৎ স্নাত্বা শিপ্রাম্ভসি প্রিয়ে॥ ৩৩॥ গোসহস্রফলং তস্য জায়তে নাত্র সংশয়ঃ। সর্ব্বতীর্থফলং তস্য সর্ব্বধর্ম্মফলং তথা॥ ৩৪॥ সর্ব্বযজ্ঞফলং সম্যক্ সর্ব্বদানফলং তথা। সর্ব্বযোগফলং দেবি প্রাপ্নোত্যেব নিরন্তরম্॥ ৩৫॥ তত্র তীর্থানি সুভগে পৃথিব্যাং যানি কানিচিৎ। ধর্ম্মারণ্যং ফল্গুতীর্থং পুষ্করং নৈমিষং গয়া॥ ৩৬॥ প্রয়াগং চ কুরুক্ষেত্রং কেদারমমরেশ্বরম্। চন্দ্রভাগা বিপাশা চ সরযূর্দেবিকা কুহূঃ॥ ৩৭॥ গোদাবরী শতদ্রুশ্চ বাহুদা বেত্রবত্যপি। সর্ব্বা এবাত্র সরিতঃ সঙ্গতাঃ সন্তি গঙ্গয়া॥ ৩৮॥ গুপ্তানি পুণ্যতীর্থানি সিদ্ধক্ষেত্রাণি চৈব হি। তত্র সর্ব্বাণি তিষ্ঠন্তি কলা-

---

আমায় দেবসভায় বিনা অপরাধে অভিশাপ প্রদান করিলেন? আমি পতিব্রতা ও পতিপ্রাণা; সর্ব্বত্র সঞ্চারী বায়ু আমার বস্ত্র উদ্ধূত করিল, ইহাতে আমার অপরাধ কি? গঙ্গার এই বিনীত বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মা বলিলেন,—গঙ্গে! তুমি বসুদিগের জন্য অভিশপ্ত হইলে অতএব তুমি শীঘ্র তোয়নিধির সহিত সিদ্ধগন্ধর্ব্বসেবিত রম্য মহাকালবনে গমন কর। শিপ্রা নদীর দক্ষিণে উত্তম লিঙ্গ বিরাজিত। ঐ লিঙ্গ সর্ব্বসিদ্ধিকর পবিত্র ও সর্ব্বপাতকনাশন। তুমি ভক্তিসহকারে তাঁহার আরাধনা কর, তিনি বাঞ্ছিত প্রদান করিবেন। ত্রিপথগা তখন পিতামহের বাক্য শ্রবণ করিয়া ভাবিলেন,—ঐ স্থানে গমন করিলে আমার অভীষ্ট সিদ্ধও হইবে; আর ঐ স্থানে আমার প্রিয় সখী মহাপাতকনাশিনী শিপ্রা আছে, তাহার সহিতও সাক্ষাৎ হইবে। এই প্রকার চিন্তা করিয়া দেবনদী গঙ্গা মহাকালবনে আগমন করিয়া লিঙ্গ দর্শন করিলেন। লিঙ্গ দর্শন করিয়া তিনি দিব্য বিধি অনুসারে তাঁহার পূজাজল দ্বারা তাঁহার পূজা করিলেন এবং তাঁহার সখী শিপ্রাকে দর্শন করিয়া তিনি তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। ঐ সময় হইতে শিপ্রা পূর্ব্ববাহিনী হইয়াছেন। গঙ্গাদেবী অর্চ্চনা করিয়াছেন বলিয়া তত্রত্য লিঙ্গ গঙ্গেশ্বর নামে ত্রিলোকবিখ্যাত হইলেন। গঙ্গাদেবী ঐ স্থানে দেব, গন্ধর্ব, বালখিল্যাদি ঋষি ও অন্যান্য মুনিগণ কর্তৃক স্তুত হইয়াছেন। সমুদ্রও ঐ স্থানে গমন করেন। মহানদী গঙ্গা তখন স্বামিসন্দর্শনে মানিনী হইলেন। ঐ সময় লিঙ্গ বলিলেন,—অয়ি গঙ্গে! যতদিন মেদিনী বিদ্যমান থাকিবে, ততদিন তুমি এই স্থানে কলামাত্র রূপে অবস্থান কর। সমুদ্রও তথাস্তু বাক্যে লিঙ্গবাক্য অনুমোদন করিলেন। দেবী গঙ্গা লিঙ্গবাক্যে তথায় কলামাত্রে অবস্থিত হইয়া গমন করিলেন। হে প্রিয়ে! যে ব্যক্তি শিপ্রাজলে স্নান করিয়া গঙ্গেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করে, তাহার গোসহস্রদানফল, সর্ব্বতীর্থফল, সর্ব্বধর্ম্মফল, সর্ব্বযজ্ঞফল, সর্ব্বদানফল ও সর্ব্ব যোগফল লব্ধ হইয়া থাকে, ইহাতে কোন সংশয় নাই।১৫—৩৫ অয়ি সুভগে! ধর্ম্মারণ্য, ফল্গুতীর্থ, পুষ্কর, নৈমিষ, প্রয়াগ, কুরুক্ষেত্র, কেদার, অমরেশ্বর, চন্দ্রভাগা, বিপাশা, সরযূ, দেবিকা, কুহূ, গোদাবরী, শতদ্রু, বাহুদা ও বেত্রবতী প্রভৃতি যাবতীয় নদী, তীর্থ ও ধর্ম্মারণ্য এই পৃথিবীতে আছে, তৎসমস্তই এই স্থানে গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। আরও যাবতীয় গুপ্ত পুণ্যতীর্থ ও সিদ্ধক্ষেত্র আছে, তৎসমস্তও কলামাত্রে ঐ স্থানে বিদ্যমান।

মাত্রেণ পার্ব্বতি ॥ ৩৯ ॥ এতেষাং ফলমাপ্নোতি যঃ পশ্যতি সমাহিতঃ। স্নাত্বা গঙ্গেশ্বরং দেবং সত্যমেতন্ময়োদিতম্। অতঃ পুণ্যতমং স্থানং গীয়তে গণবন্দিতে ॥ ৪০ ॥ এষ তে কথিতো দেবি প্রভাবঃ পাপনাশনঃ। গঙ্গেশ্বরস্য দেবস্য শৃণ্বঙ্গারেশ্বরং পরম্ ॥ ৪১ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে গঙ্গেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪২ ॥

ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীশিব উবাচ। চত্বারিংশত্তমং বিদ্ধি ত্র্যধিকং পর্ব্বতাত্মজে। যস্য দর্শনমাত্রেণ জায়ন্তে সর্ব্বসম্পদঃ ॥ ১ ॥ আদিকল্পে পুরা জাতো বক্রাঙ্গো লোহিতচ্ছবিঃ। রৌদ্রস্ত্বঙ্গারসদৃশো মম গাত্রাদ্বরাননে। ময়া ধৃতো ধরণ্যাং স বিখ্যাতো ভূমিপুত্রকঃ ॥ ২ ॥ জাতমাত্রে সুতে তস্মিন্মহাকায়ে ভয়াবহে। কম্পিতা ধরণী দেবী দেবাস্ত্রস্তাঃ সবাসবাঃ ॥ ৩ ॥ ক্ষোভং গতাঃ সমুদ্রাশ্চ চেলুশ্চ ধরণীধরাঃ। তেনৈব পীড়িতং সর্ব্বং সদেবাসুরমানুষম্ ॥ ৪ ॥ ঋষয়ো

হে পার্ব্বতি! যে ব্যক্তি ঐ স্থানে স্নান করিয়া সমাহিতমনে গঙ্গেশ্বর দেবকে দর্শন করে, সে পূর্ব্বোক্ত যাবতীয় তীর্থস্নানের ফললাভ করিয়া থাকে, ইহা আমি সত্য কহিলাম। অয়ি গণবন্দিতে! এই জন্যই ঐ স্থান অতি পুণ্যতম। হে দেবি! এই আমি তোমার নিকট গঙ্গেশ্বর দেবের পাপনাশন মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম, আপাতত অঙ্গারেশ্বরমাহাত্ম্য শ্রবণ কর। ৩৮—৪১।

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪২।

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়।

শ্রীশিব বলিলেন,—হে দেবি! যাহার দর্শনমাত্র সর্ব্ব সম্পত্তি লাভ হইয়া থাকে, আমি সেই ত্রিচত্বারিংশ লিঙ্গমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে আদিকল্পে আমার দেহ হইতে অতি রৌদ্র অঙ্গার সদৃশ লোহিতচ্ছবি বক্রাঙ্গ জন্ম গ্রহণ করে। আমি ঐ ভূমিসুতকে ধরাধামে বিখ্যাত করি। ঐ ভয়াবহ মহাকায় পুত্র জাতমাত্রে ধরণী কম্পিত, সবাসব দেবগণ ত্রস্ত, সমুদ্র ক্ষোভিত ও ধরণীধরগণ চালিত হইল। এমন কি সদেবাসুর সমস্ত

বালখিল্যাশ্চ দেবাঃ শক্রপুরোগমাঃ। বৃহস্পতিং পুরস্কৃত্য ব্রহ্মলোকং গতাঃ প্রিয়ে ॥ ৫ ॥ সোচ্ছ্বাসাঃ কথয়ামাসুর্নমস্কৃত্য পিতামহম্। বৃত্তান্তং বিস্তরাৎ সর্ব্বং লোকত্রয়বিনাশনম্ ॥ ৬ ॥ হরগাত্রোদ্ভবেনৈব জাতমাত্রেণ লীলয়া। লোকত্রয়ং সমাক্রান্তং পীড়িতং ভক্ষিতং তথা ॥ ৭ ॥ তচ্ছ্রুত্বা বচনং তেষাং ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ। চিন্তয়িত্বা তু তৈঃ সার্দ্ধমাজগাম মমান্তিকম্ ॥ ৮ ॥ ময়া পৃষ্টাস্ত তে সর্ব্বে কিমর্থং ভয়বিহ্বলাঃ। সোচ্ছ্বাসহৃদয়া দীনাঃ কস্মাদ্বো ভয়মাগতম্ ॥ ৯ ॥ তৈঃ সর্ব্বং কথিতং দেবি মমাগ্রে ভয়বিহ্বলৈঃ। ত্বদঙ্গসম্ভবেনৈব দেবদেব জগৎপতে। পীড়িতং ভক্ষিতঞ্চৈব সদেবাসুরমানবম্ ॥ ১০ ॥ ইতি তেষাং বচঃ শ্রুত্বা ক্ষেমার্থং কৃপয়া ময়া। আকারিতো মৎসমীপমুবাচ বদতাং বরঃ ॥ ১১ ॥ আদেশো দীয়তাং দেব কিং করোমীত্যুবাচ সঃ। নাকর্ষ ত্বং জগদিদং ময়া প্রোক্তঃ পুনঃপুনঃ ॥ ১২ ॥ মমাঙ্গাদ্রজসা জাতস্তেনাঙ্গারক উচ্যসে।

জগৎ পীড়িত হইতে লাগিল। ঐ সময়ে বালখিল্য ঋষিগণ এবং শক্রপ্রমুখ দেবগণ মহাভাগ বৃহস্পতিকে অগ্রে করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। হে প্রিয়ে! ব্রহ্মলোকে গিয়া তাঁহারা প্রণামপূর্ব্বক ঐ লোকত্রয়বিনাশক বৃত্তান্ত পিতামহকে বিস্তাররূপে বিজ্ঞাপন করিলেন যে,—হে দেব! হরগাত্র হইতে ভূমিসুত জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সে জাতমাত্র ত্রিলোক পীড়িত ও ভক্ষিত হইতেছে। এই কথা শুনিয়া লোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা কিয়ৎকাল চিন্তা করত তাঁহাদের সহিত আমার নিকট আগমন করিলেন। আমি তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—কি জন্য আপনাদিগকে ভয়বিহ্বল, সোচ্ছ্বাসহৃদয়, দীন ও ক্ষীণ দেখিতেছি আপনারা কাহার নিকট ভয়প্রাপ্ত হইয়াছেন? ১—৯। হে দেবি! তাহারা ভয়-বিহ্বল হইয়া আমায় বলিলেন,—হে দেব জগৎপতে! আপনার অঙ্গসম্ভূত ভূমিসুত এই সদেবাসুর জগৎ পীড়িত করিয়া ভক্ষণ করিতেছে। আমি তাঁহাদের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃপাপরবশ হইলাম এবং লোক মঙ্গলার্থ ভূমিপুত্রকে আহ্বান করিলাম। সেই বাগ্মিবর আমার নিকট উপস্থিত হইয়া প্রণামপূর্ব্বক বলিল,—হে দেব! কি করিতে হইবে, আদেশ করুন? তাহার এই বাক্যে আমি তাহাকে পুনঃপুন বলিলাম,—তুমি এই জগৎকে পীড়িত করিও না, তুমি আমার অঙ্গ হইতে রজোগুণ-প্রভাবে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ; এই জন্য তুমি

লোকানাং স্বস্তয়ে নিত্যং মঙ্গলোঽসি ময়া কৃতঃ ॥ ১৩ ॥ ইদানীং বক্রতাং যাতো বক্রস্ত্বং গীয়সে বুধৈঃ। বিজ্ঞপ্তোঽহং তদা তেন মম বাক্যং শ্রুতং যদা। আহারেণ বিনা দেব কথং তৃপ্তির্ভবিষ্যতি ॥ ১৪ ॥ তস্মান্মে দেহি সুস্থানমাধিপত্যঞ্চ দেহি মে। শক্তিং চ দেহি মে শীঘ্রমাহারং দেহি মে প্রভো ॥ ১৫ ॥ তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা পুত্রোঽয়ং মম বল্লভঃ। তস্মাদ্দাস্যামি পরমং স্থানমক্ষয়মুত্তমম্ ॥ ১৬ ॥ ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসা স্মৃতং স্থানং ময়োত্তমম্। উৎসঙ্গে চ সুতং কৃত্বা প্রেম্ণা প্রোক্তং পুনঃপুনঃ ॥ ১৭ ॥ দত্তং পুত্র ময়া স্থানং মহাকালবনোত্তমে। গঙ্গেশ্বরস্য পূর্ব্বে তু প্রশস্তং স্থানমুত্তমম্ ॥ ১৮ ॥ খগর্ত্তা চৈব শিপ্রা চ সঙ্গমস্তত্র বিদ্যতে ॥ ১৯ ॥ যদা ময়া ধৃতা গঙ্গা তদা সা চন্দ্রমণ্ডলাৎ। প্রমাদাৎ পতিতা ভূমৌ মহাকালবনোত্তমে ॥ ২০ ॥ খগর্ত্তেতি চ বিখ্যাতা খাদ্‌ভ্রষ্টা প্রাপ তৎ ক্ষিতৌ। অতো ময়াবতারস্তু সহসা তত্র বৈ কৃতঃ ॥ ২১ ॥ লিঙ্গমূর্ত্তিরহং পুত্র তিষ্ঠামি সুরপূজিতঃ। তৎস্থানং দুর্লভং দেবৈস্তস্মাত্ত্বং গচ্ছ সত্বরম্ ॥ ২২ ॥ পূজিতোঽহং ত্বয়া তত্র সঙ্গমে লোকপূজিতে। ত্রিষু লোকেষু খ্যাস্যামি খ্যাতিং বৈ তব নামতঃ ॥ ২৩ ॥ মধ্যে গ্রহাণাং সর্ব্বেষামাধিপত্যং ময়া তব। দত্তং তৃতীয়কং স্থানং তত্র তৃপ্তির্ভবিষ্যতি ॥ ২৪ ॥ পূজাং প্রাপ্স্যসি তত্রৈব গ্রহমধ্যে ব্যবস্থিতঃ। তিথির্দত্তা চতুর্থী তে তস্যাং যে ব্রততৎপরাঃ ॥ ২৫ ॥ ত্বামুদ্দিশ্য করিষ্যন্তি পূজাং শান্তিং সদক্ষিণাম্। তেন সর্ব্বেণ তে তৃপ্তির্ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ২৬ ॥ বারশ্চৈকশ্চ তে দত্তো মঙ্গলার্থং ময়া তব। নববস্ত্রপরীধানং বিদ্যারম্ভং দিনে তব। তৈলাভ্যঙ্গং করিষ্যন্তি ন চ প্রাপ্স্যন্তি তে বলম্ ॥ ২৭ ॥ ইত্যুক্তস্তু ময়া দেবি বক্রাঙ্গো মঙ্গলঃ সুতঃ। অঙ্গারকেতি বিখ্যাতস্তথেত্যঙ্গীচকার সঃ ॥ ২৮ ॥ সন্তুষ্টস্তেন বাক্যেন মদীয়েন বরাননে। আজগাম মুদা যুক্তো মহাকালবনোত্তমে ॥ ২৯ ॥ শিপ্রায়াশ্চ তটে রম্যে খগর্ত্তাসঙ্গমান্তিকম্। দৃষ্টোঽহং লিঙ্গরূপেণ পরাং তুষ্টিমুপাগতঃ ॥ ৩০ ॥ ময়া চালিঙ্গিতঃ প্রেম্ণা চুম্বিতঃ

অঙ্গারক নাম প্রসিদ্ধ হইয়াছ। আমি লোক সকলের নিত্য মঙ্গলের নিমিত্ত তোমাকে মঙ্গলময় করিয়াছি। ইদানীং তুমি বক্রভাবাপন্ন হইয়াছ বলিয়া পণ্ডিতগণ তোমাকে বক্র বলিয়া কীর্ত্তন করিতেছেন। ভূমিসুত আমার এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া আমাকে বলিল,—হে দেব! আহার ব্যতিরেকে কিরূপে আমার তৃপ্তি হইবে? অতএব আপনি শীঘ্র আমায় সুস্থান, আধিপত্য, শক্তি ও আহার প্রদান করুন। আমি তাহার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া চিন্তা করিলাম যে, এ আমার প্রিয় পুত্র, সুতরাং ইহাকে অক্ষয় উত্তম স্থান প্রদান করিব। এইরূপ চিন্তা করিয়া আমি উত্তম স্থান নির্ব্বাচন করিয়া তাহাকে ক্রোড়ে ধারণ করিলাম এবং বাৎসল্য বশত বার বার বলিলাম,—হে পুত্র! আমি তোমায় মহাকালবনোত্তমে উত্তম স্থান প্রদান করিলাম। ঐ প্রশস্ত উত্তম স্থান গঙ্গেশ্বর লিঙ্গের পূর্ব্বে অবস্থিত। ঐ স্থানে খগর্ত্তা ও শিপ্রার পুণ্যময় সঙ্গম সঙ্ঘটিত হইয়াছে। যখন আমি জটাজুটে গঙ্গাকে ধারণ করিয়াছিলাম, তখন গঙ্গা প্রমাদ বশতঃ চন্দ্রমণ্ডল হইতে ভূমিতলে মহাকাল বনে পতিত হন। ঐ সময়ে গঙ্গা ঐ স্থানে খগর্ত্তা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এই সকল কারণে আমি ঐ স্থানে লিঙ্গমূর্ত্তি ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হই। সুরগণ তখন ঐ স্থানে আমার পূজা করেন। হে পুত্র! ঐ স্থান অতি পবিত্র ও দেব-দুর্লভ, অতএব তুমি সত্বর ঐ স্থানে গমন কর। পূর্ব্বোক্ত লোক-পূজিত সঙ্গমে আমি তোমা কর্ত্তৃক পূজিত হই। এই জন্য আমি ত্রিভুবনে তোমার নামে খ্যাতিলাভ করিয়াছি। তোমাকে আমি গ্রহগণের আধিপত্য ও তৃতীয় স্থান প্রদান করিয়াছি, ইহাতে তোমার তৃপ্তি হইবে। তুমি গ্রহমধ্যে ব্যবস্থিত হইয়া পূজা লাভ করিবে। আমি তোমাকে চতুর্থী তিথি প্রদান করিলাম। ব্রততৎপর ব্যক্তি ঐ তিথিতে তোমার উদ্দেশে দক্ষিণা পূজা ও শান্তি করিবে, ইহাতে তুমি পরম তৃপ্তিলাভ করিবে; ইহাতে কোন সংশয় নাই। আর তোমার মঙ্গলের জন্য আমি তোমাকে একটী বারও প্রদান করিয়াছি। ঐ বারে মানবগণ নব বস্ত্র পরিধান, বিদ্যারম্ভ ও তৈলাভ্যঙ্গ করিবে না। এরূপ করিলে তাহারা তোমার কোপপ্রাপ্ত হইবে। ১০—২৭। হে দেবি! আমার এই সমুদায় বাক্য শ্রবণ করিয়া অঙ্গারক নামে প্রসিদ্ধ মদীয় সুত মঙ্গল 'তথাস্তু' বাক্যে আমার বাক্য অঙ্গীকারপূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে মহাকালবনে—শিপ্রাতটে খগর্ত্তা-সঙ্গম-সন্নিধানে আগমন করিল। আমি লিঙ্গরূপে হৃষ্টান্তঃকরণে তাহা দর্শন করিয়া স্নেহ বশতঃ আলি-

শিরসি প্রিয়ে। বরো দত্তো বিশালাক্ষি বাঞ্ছিতং তে ভবিষ্যতি ॥ ৩১ ॥ দৃষ্টোঽহং চ ত্বয়া পুত্র ভক্ত্যা চারাধিতস্ত্বয়া। মম বাক্যং কৃতং যস্মাত্তস্মাত্তুষ্টোঽস্মি মঙ্গল ॥ ৩২ ॥ অঙ্গারেশ্বরনামাহমদ্যপ্রভৃতি পুত্রক। ত্রিষু লোকেষু বিখ্যাতো ভবিষ্যামি ন সংশয়ঃ ॥৩৩॥ যে মাং পশ্যন্তি সততং সঙ্গমেঽত্র ব্যবস্থিতম্। ন তেষাং পুনরাবৃত্তির্ভবিষ্যতি মহীতলে ॥ ৩৪ ॥ যে মাং সম্পূজয়িষ্যন্তি হ্যঙ্গারকদিনে নরাঃ। কলৌ যুগে কৃতার্থাস্তে ভবিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ ॥ ৩৫ ॥ চতুর্থ্যাং মঙ্গলদিনে যে মাং পশ্যন্তি সুব্রতাঃ। ন তে যাস্যন্তি সংসারে ঘোরে দুঃখশতাকুলে ॥ ৩৬ ॥ অমাবস্যা চ ভৌমশ্চ সংযোগো দৃশ্যতে যদা। খগর্ত্তায়াশ্চ শিপ্রায়াঃ সঙ্গমে দেবপূজিতে ॥ ৩৭ ॥ স্নাত্বা তদা প্রপশ্যন্তি মামত্রৈব ব্যবস্থিতম্। তেষাং পুণ্যফলং দেবি সমাসাচ্ছৃণু সাম্প্রতম্ ॥ ৩৮ ॥ বারাণস্যাং প্রয়াগে চ কুরুক্ষেত্রে চ যৎফলম্। গয়ায়াং পুষ্করে প্রোক্তং তৎপুণ্যমধিকং ভবেৎ ॥ ৩৯ ॥ এষ তে কথিতো দেবি প্রভাবঃ পাপনাশনঃ। অঙ্গারেশ্বর-দেবস্য শ্রূয়তামুত্তরেশ্বরম্ ॥ ৪০ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দেঽঙ্গারকেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৩ ॥

চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ

ঈশ্বর উবাচ। চত্বারিংশত্তমং বিদ্ধি চতুর্ভিরধিকং পরম্। যস্য দর্শনমাত্রেণ সমীহিতফলং লভেৎ। উত্তরেশমিতি খ্যাতং সমীহিতফলপ্রদম্ ॥ ১ ॥ পুরা নিযুক্তাঃ শক্রেণ যে মেঘা বৃষ্টিকারকাঃ। তৈঃ প্লাবিতং জগৎ সর্ব্বং সপর্ব্বতমহীতলম্ ॥ ২ ॥ একার্ণবে ততো জাতে দেবা ভীতা বরাননে। নিঃস্বাধ্যায়বষট্কারাঃ স্বধাস্বাহাবিবর্জ্জিতাঃ ॥ ৩ ॥ নৈবাপ্যায়নমস্মাকং বিনা হোমেন জায়তে। বয়-মাপ্যায়িতা বিপ্রৈর্যজ্ঞভাগৈর্যথোচিতৈঃ ॥ ৪ ॥ তেষাং বয়ং প্রযচ্ছামঃ কামান্ যজ্ঞাদিপূজিতাঃ। নাস্তি তৎ সম্প্রমেবৈতদন্যোন্যমবদন্ সুরাঃ ॥ ৫ ॥ দৃষ্ট্বা পৃথ্বীং জলে মগ্নাং ব্রহ্মাণং শরণং গতাঃ। কথয়ামাসুর-ত্যুগ্রং নমস্কৃত্য পিতামহম্ ॥ ৬ ॥ একার্ণবা মহী

জনপূর্ব্বক তাহার মস্তকাঘ্রাণ করিলাম এবং তাহাকে বাঞ্ছিত বর প্রদান করিলাম; বলিলাম,—হে মঙ্গল! তুমি ভক্তিভরে আমাকে দর্শন করিয়াছ, আমার আরাধনা করিয়াছ এবং আমার বাক্য প্রতিপালন করিয়াছ, এজন্য আমি তোমার প্রতি তুষ্ট হইয়াছি। হে পুত্র! অদ্য হইতে আমি অঙ্গারেশ্বর নামে ত্রিভুবনে বিখ্যাত হইলাম, ইহাতে কোন সংশয় নাই। যাহারা এই তীর্থসঙ্গমস্থলে আমাকে দর্শন করিবে, কদাচ তাহাদের আর মহীতলে পুনরাবৃত্তি হইবে না। যে সকল নর মঙ্গলবারে আমার পূজা করিবে, এই কলিযুগে তাহারাই কৃতার্থ; ইহাতে আর সংশয় নাই। মঙ্গলবারযুক্ত চতুর্থীতে যাহারা আমার দর্শন করিবে, তাহারা শত দুঃখসঙ্কুল ঘোর সংসারে কদাচ গমন করিবে না। হে দেবি! যাহারা মঙ্গলবার অমাবস্যায় দেবপূজিত খগর্ত্তা-শিপ্রা-সঙ্গমে স্নান করিয়া ঐ স্থানে অবস্থিত আমাকে দর্শন করিবে, সংক্ষেপে তাহাদের পুণ্যফল কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর,—বারাণসী, কুরুক্ষেত্র, গয়া, ও পুষ্করে যাদৃশ পুণ্য লাভ হয়, ঐ স্থানে আমাকে দর্শন করিলে তাহাদের ততোধিক পুণ্যলাভ হইবে। হে দেবি! এই আমি তোমার নিকট অঙ্গারকেশ্বরের পাপনাশন প্রভাব কীর্ত্তন করিলাম, অতঃপর উত্তরেশ্বরের মাহাত্ম্য শ্রবণ কর। ২৮—৪০।

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪৩।

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি! যাঁহার দর্শনমাত্র অভিলষিত ফল লাভ হয়, আমি সেই চতুশ্চত্বারিংশ লিঙ্গ উত্তরেশ্বরের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ঐ লিঙ্গ উত্তরেশ নামে প্রসিদ্ধ ও সমীহিত-ফলপ্রদ। পূর্ব্বে শক্র যে সকল মেঘকে বৃষ্টিকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাহারা বর্ষণ করিয়া সপর্ব্বত-মহীতল সমস্ত জগৎ প্লাবিত করে। তাহার ফলে জগৎ একার্ণবীকৃত হয়; ইহাতে দেবগণ অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়েন। ব্রাহ্মণগণ স্বাধ্যায় ও বষট্কার-হীন এবং স্বাহাস্বধাবর্জ্জিত হন। হে দেবি! ব্রাহ্মণগণ স্বাহা-স্বধা বর্জ্জিত হওয়ায় আমরাও আর তাঁহাদের দ্বারা আপ্যায়িত হইলাম না; তাঁহাদের যজ্ঞাদি দ্বারাইতো আমরা আপ্যায়িত হইয়া থাকি। তাহাদের দ্বারা পূজিত হইয়া আমরা তাঁহাদিগকে অভিলষিত বর প্রদান করি। এই সকল কথা বলিতে বলিতে সুরগণ পরস্পর পরামর্শ নিরত পৃথিবীকে জলমগ্ন দেখিয়া ভগবান্ ব্রহ্মার শরণ গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা পিতামহ-সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে

জাতা বিনষ্টাঃ ক্রতবঃ প্রভো। নিঃস্বাধ্যায়বষট্কারং জগজ্জাতং পিতামহ ॥ ৭ ॥ দেবানাং বচনং শ্রুত্বা ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ। মুহূর্ত্তং চিন্তয়ামাস কিমেতদিতি বিস্মিতঃ ॥ ৮ ॥ অকালে প্রলয়ঃ কস্মান্নিমগ্না পৃথিবী জলে। গতা সৃষ্টির্নদীয়া তু ব্যর্থং জাতং বচো মম ॥ ৯ ॥ ইতি সঞ্চিন্ত্য হৃদয়ে সস্মার বলসূদনম্। স্মৃতমাত্রস্তু বলহা হ্যাজগাম পিতামহম্ ॥ ১০ ॥ প্রোবাচ বচনং শ্রুত্বা নমস্কৃত্য পিতামহম্। স্মৃতোঽহং কেন কার্য্যেণ দেবাজ্ঞাং মে পিতামহ ॥ ১১ ॥ ব্রহ্মণোক্তস্তদা শক্রঃ কিমর্থং প্লাবিতা মহী। অসম্বদ্ধৈস্ত্বদীয়ৈশ্চ মেঘৈঃ কিং সহসা কৃতম্ ॥ ১২ ॥ ততঃ সর্ব্বে সমাহূতা মেঘাঃ শক্রেণ পার্ব্বতি। পিতামহসমক্ষন্তু সমায়াতাশ্চ তৎক্ষণাৎ ॥ ১৩ ॥ পিতামহেন শক্রেণ মর্য্যাদা চ কৃতা তদা। গজো নাম মহামেঘঃ পূর্ব্বস্যাং দিশি নির্ম্মিতঃ ॥ ১৪ ॥ গজাকারৈস্ততো মেঘৈঃ সহস্রৈর্দশভির্বৃতঃ। গবয়ো দক্ষিণামাশাং ষট্সহস্রাধিপঃ কৃতঃ ॥ ১৫ ॥ শরভঃ পশ্চিমামাশাং সহস্রাধিপতিঃ কৃতঃ। উত্তরো নাম যো মেঘো মেঘৈঃ কোটিভিরাবৃতঃ ॥ ১৬ ॥ উত্তরস্যাং দিশি তদা প্রভুত্বে সম্প্রতিষ্ঠিতঃ। মর্য্যাদা চ কৃতা দেবি ব্রহ্মণা বাসবেন তু ॥ ১৭ ॥ প্রাবৃট্কালে চ বর্ষধ্বং নক্ষত্রৈর্জলৈর্জৈর্দ্রুতম্। আর্দ্রাদিস্বাতিপর্য্যন্তং নক্ষত্রদশকং স্মৃতম্ ॥ ১৮ ॥ ব্রহ্মশক্রবচঃ শ্রুত্বা তথেতি কৃতনিশ্চয়াঃ। ববৃষুর্নিয়তে কালে তন্নামানি ভবন্তি হি ॥ ১৯ ॥ এবং ব্যবস্থিতে লোকে মর্য্যাদায়াং স্থিতা ঘনাঃ। ব্রাহ্মণা বিজয়া জাতাস্ত্রিদশা মুদিতা ভৃশম্ ॥ ২০ ॥ ক্রূরগ্রহৈরথো রুদ্ধাস্তে মেঘা বৃষ্টিকারকাঃ। শনৈশ্চরেণ ভৌমেন ভাস্করেণাথ কেতুনা ॥ ২১ ॥ পীড়িতাঃ শরণং জগ্মুর্বাসবং ভয়বিহ্বলাঃ। নিবেদিতং ভয়াৎ সর্ব্বং নমস্কৃত্য পুনঃপুনঃ ॥ ২২ ॥ মেঘানাং বচনং শ্রুত্বা সন্ত্রস্তো বাসবস্তদা। উবাচ বচনং তেষাং নাহং শক্তো নিবারণে। গ্রহাণামসমর্থোঽহং সদৈবেব পয়োধরাঃ ॥ ২৩ ॥ অহং রাজ্যাৎ পরিভ্রষ্টঃ কৃতঃ ক্রূরগ্রহৈঃ পুরা। স্থাপিতোঽহং কদাচিচ্চ সুপ্রসন্নৈর্গ্রহৈঃ পদে ॥ ২৪ ॥ মম

প্রণতিপুরঃসর উগ্রভাবে বলিলেন,—হে প্রভো! মহী একার্ণবা এবং ক্রতু সকল বিনষ্ট হইয়াছে,—জগৎ নিঃস্বাধ্যায় ও বষট্কারহীন হইয়াছে। দেবগণের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া লোকপিতামহ ব্রহ্মা বিস্মিতভাবে "একি সঙ্ঘটিত হইল" বলিয়া এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন,—কি হেতু অকালে প্রলয় সঙ্ঘটিত হইল! পৃথিবী জলমগ্না হইয়াছে। কি নিমিত্তই বা আমার সৃষ্টি বিনষ্ট হইল ও বাক্য বিফল হইল! ১—৯। তিনি এই প্রকার চিন্তা করিয়া দেবেন্দ্রকে স্মরণ করিলেন; স্মরণ করিবামাত্র দেবেন্দ্র পিতামহসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া নমস্কারপূর্ব্বক বলিলেন,—হে দেব! কি জন্য আমায় স্মরণ করিয়াছেন? কি করিতে হইবে, আদেশ করুন। তখন ভগবান্ ব্রহ্মা বলিলেন,—হে দেবেন্দ্র! তোমার মেঘ সকল অসম্বদ্ধ হইয়া কি জন্য পৃথিবী প্লাবিত করিয়াছে? উহারা এরূপ অন্যায় সাহস করিল কেন? পিতামহ এই কথা বলিলে দেবেন্দ্র তৎক্ষণাৎ মেঘগণকে আহ্বান করিলেন। আহূত হইবামাত্র মেঘবৃন্দ পিতামহসমীপে আসিয়া উপস্থিত হইল। পিতামহ তখন তাহাদের মধ্যে এইরূপ নিয়ম করিয়া দিলেন,—তিনি পূর্ব্বদিকে গজ নামক মেঘকে দশসহস্র মেঘের সহিত নিযুক্ত করিলেন। এই প্রকার গবয়কে দক্ষিণ দিকে ষট্সহস্র মেঘের অধিপতি করিয়া, শরভকে পশ্চিমদিকে সহস্র মেঘের অধিপতি করিয়া এবং উত্তর নামক মেঘকে উত্তরদিকে কোটি মেঘের অধিপতি করিয়া নিযুক্ত করিলেন। হে দেবি! ব্রহ্মা ও বাসব এইরূপ নিয়ম স্থাপন করিয়া মেঘনিচয়কে বলিলেন,—তোমরা জলাশ্রয়ী নক্ষত্রগণের সহিত প্রাবৃট্ কালে বর্ষণ করিবে। আর্দ্রাদি স্বাতি পর্য্যন্ত দশটী নক্ষত্র জলাশ্রয়ী। মেঘগণ ব্রহ্মা ও দেবেন্দ্রের বাক্যে উক্ত নিয়মে বর্ষণ করিতে লাগিল। উক্তপ্রকার ব্যবস্থা সংস্থাপিত হইলে মেঘনিচয় যথানিয়মে কার্য্য করিতে লাগিল। ঐ সময় ব্রাহ্মণগণ জয়শীল ও দেবগণ আনন্দিত হইলেন। একদা বর্ষণকারী মেঘনিচয় ক্রূরগ্রহ শনৈশ্চর ভৌম, ভাস্কর ও কেতু কর্তৃক অত্যন্ত পীড়িত ও ভীত হইয়া দেবেন্দ্রের নিকট গমনপূর্ব্বক পুনঃপুনঃ নমস্কার করত নিবেদন করিল যে, আমরা গ্রহগণ কর্ত্তৃক অত্যন্ত পীড়িত হইতেছি। ১০—২২। দেবেন্দ্র মেঘদলের বাক্য শ্রবণ করিয়া সন্ত্রস্ত হইলেন এবং বলিলেন,—হে মেঘদল! আমি গ্রহগণকে নিবারণ করিতে সক্ষম নহি। হে জলধরগণ! আমি গ্রহগণকে নিবারণ করিতে সর্ব্বদা অসমর্থ জানিবে। গ্রহগণ ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকেই রাজ্যভ্রষ্ট করিয়াছিলেন, আবার তাঁহারাই প্রসন্ন হইয়া আমায়

মাস্বাশ্চ পূজ্যাশ্চ গ্রহা এব যতোঽধিকাঃ। গ্রহাঃ সর্ব্বহরাঃ প্রোক্তা ইতি মে বর্ত্ততে মতিঃ ॥ ২৫ ॥ একস্মিন্নন্তরে ভূমৌ সঞ্জাতা শতবার্ষিকী। অনাবৃষ্টির্মহারৌদ্রা সর্ব্বপ্রাণিবিনাশিনী ॥ ২৬ ॥ অস্থিকঙ্কালশকলা শ্বেতপর্ব্বতসন্নিভা। পৃথিবী তৎক্ষণাজ্জাতা বিনা তোয়েন পার্ব্বতি ॥ ২৭ ॥ দেবাঃ সর্ব্বে পুনর্ভীতা ব্রহ্মাণং শরণং গতাঃ। ঊচুশ্চ প্রণতাঃ সর্ব্বে ত্রাহি নঃ শরণাগতান্ ॥ ২৮ ॥ অনাবৃষ্ট্যা জগৎ সর্ব্বং পীড়িতং চ পিতামহ। অকালে প্রলয়ো জাতঃ পুনরেব চ তাদৃশঃ ॥ ২৯ ॥ ত্বয়া চ বাসবেনৈব নিযুক্তা যে পয়োধরাঃ। ক্রূরগ্রহৈরতীবোগ্রৈঃ পীড়িতাস্তে পিতামহ ॥ ৩০ ॥ দেবানাং বচনং শ্রুত্বা ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ। অহং বিভেমি ভো দেবা গ্রহৈস্তৈর্বলবত্তরৈঃ ॥ ৩১ ॥ সর্ব্বং জানামি মাহাত্ম্যং গ্রহাণাং ক্রূরচেতসাম্। শনৈশ্চরেণ বক্রেণ ভবন্তঃ পীড়িতাঃ সদা ॥ ৩২ ॥ বরুণো যাদসাং নাথো মঙ্গলেন প্রপীড়িতঃ। রাজ্যাদ্ভ্রষ্টস্তু বহুধা কেতুনা বাসবঃ কৃতঃ ॥ ৩৩ ॥ শিরশ্ছেদো ময়া প্রাপ্তো বক্রেণ রাবণা পুরা। একৈকশঃ সমর্থাস্তে কিং পুনঃ সঙ্ঘশঃ স্থিতাঃ। তস্মাৎ সর্ব্বে মহাদেবং গচ্ছামঃ শরণং বয়ম্ ॥ ৩৪ ॥ ব্রহ্মণো বচনং শ্রুত্বা সর্ব্বে দেবাঃ সবাসবাঃ। ব্রহ্মাণং চ পুরস্কৃত্য মামেব শরণং গতাঃ ॥ ৩৫ ॥ উক্তোঽহং ত্রিদশৈঃ সর্ব্বৈঃ পাহি নঃ শরণাগতান্। ত্বং নো ধাতা বিধাতা চ সৃষ্টিসংহারকারকঃ ॥ ৩৬ ॥ ক্রূরগ্রহৈর্মহাদেব রুদ্ধা মেঘাঃ সমন্ততঃ। ন কুর্ব্বন্তি প্রভো বৃষ্টিমনাবৃষ্টিঃ সুদারুণা ॥ ৩৭ ॥ সর্ব্বপ্রাণিবিনাশায় সঞ্জাতা শতবার্ষিকী। তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা ময়া জ্ঞাতং বরাননে। ক্রূরগ্রহাণাং সামর্থ্যং যথা চ বিদিতং মম ॥ ৩৮ ॥ ইতি জ্ঞাত্বা মহাদেবি উপায়শ্চিন্তিতো ময়া। উত্তরো নাম যো মেঘো মেঘৈঃ কোটিভিরাবৃতঃ। অহূতস্তৎক্ষণাৎ প্রাপ্তঃ কিং করোমীত্যুবাচ হ ॥ ৩৯ ॥ ময়া প্রোক্তো মমাদেশাদ্গচ্ছ ত্বং ঘনসংযুতঃ। মহাকালবনং রম্যং বাঞ্ছিতার্থফলপ্রদম্ ॥ ৪০ ॥ গঙ্গেশ্বরস্য দেবস্য দক্ষিণে

মদীয় পদে সংস্থাপন করেন। তাঁহারা মাননীয় ও পূজ্য; কারণ তাঁহারা বিপুল শক্তিশালী। আমার মনে হয়,—তাঁহারা সমস্তই বিনষ্ট করিতে পারেন। মেঘনিচয়ের অভীষ্ট পূর্ণ হইল না। ইত্যবসরে অতি ভীষণ সর্ব্বপ্রাণি-বিনাশিনী শতবার্ষিকী অনাবৃষ্টি উপস্থিত হইল। অনাহারে প্রাণিগণ মৃত্যুমুখে পতিত হইতে থাকিলে ধরাতলে স্থানে স্থানে শ্বেতপর্ব্বতসন্নিভ অস্থিরাশি দৃষ্ট হইতে লাগিল। ঐ সময় দেবগণ পুনরায় অত্যন্ত ভীত হইয়া ভগবান্ ব্রহ্মার শরণ গ্রহণ করিয়া প্রণতভাবে তাঁহাকে নিবেদন করিলেন,—হে দেব! আমরা আপনার শরণ লইয়াছি, আপনি আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন। অনাবৃষ্টিবশতঃ সমস্ত জগৎ উৎসাদিত হইতেছে; পুনরায় বুঝি বা অকালে প্রলয় সঙ্ঘটিত হয়! আপনি এবং দেবেন্দ্র, আপনারা উভয়ে পয়োধরনিচয়কে নিয়মবন্ধনপূর্ব্বক নিযুক্ত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ক্রূর গ্রহগণ কর্ত্তৃক তাহারা অতিশয় পীড়িত হইয়া মহতী অনাবৃষ্টি উৎপাদন করিয়াছে। দেবগণের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া লোকপিতামহ ব্রহ্মা বলিলেন,—হে দেবগণ! আমিও সেই অতি বলবান্ গ্রহগণকে ভয় করিয়া থাকি। আমি ক্রূরচেতা গ্রহগণের বিচেষ্টিত সমস্তই অবগত আছি। শনৈশ্চর গ্রহ বক্র হইয়া সর্ব্বদা আপনাদিগকে পীড়িত করিয়া থাকে। মঙ্গল গ্রহ যাদঃপতি বরুণকে নিতান্ত নিপীড়িত করিয়াছিলেন। কেতুগ্রহ বহুবার দেবেন্দ্রকে পদচ্যুত করিয়াছিলেন। রবিগ্রহ ক্রুদ্ধ হইয়া পূর্ব্বে আমার শিরশ্ছেদ করিয়াছিলেন। গ্রহগণ এক একজনই ক্রুদ্ধ হইয়া অতি উৎকট কর্ম্ম সম্পাদন করিতে পারেন, সকলে মিলিত হইলে যে ভয়ঙ্কর কর্ম্ম সাধন করিবেন, ইহার আর বৈচিত্র্য কি? অতএব চল, আমরা সকলে মহাদেবের শরণ গ্রহণ করি। হে দেবি! ব্রহ্মার এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবগণ ব্রহ্মার সহিত আমার শরণ লইলেন। তাঁহারা আমার শরণ গ্রহণ করিয়া আমাকে বলিলেন,—হে দেব! আমরা আপনার শরণাগত, আমাদিগকে রক্ষা করুন। আপনি ধাতা, বিধাতা ও সৃষ্টিসংহার-কারক; হে মহাদেব! ক্রূর গ্রহগণ মেঘনিচয়কে একেবারে অবরুদ্ধ করিয়াছে। হে প্রভো! মেঘবৃন্দ আর বর্ষণ করিতেছে না, জগতে সুদারুণ শতবার্ষিকী অনাবৃষ্টি উপস্থিত হইয়া নিখিল প্রাণীর নিধন-সাধন করিতেছে। হে বরাননে! আমি তাহাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রূর গ্রহগণের সামর্থ্য সমুদয় অবগত হইলাম।২৩—৩৮। আমি মনে মনে উপায় নির্দ্ধারিত করিয়া কোটিমেঘ-পরিবৃত উত্তর নামক মেঘকে তৎক্ষণাৎ আহ্বান করিলাম। উত্তর আহূত হইবা মাত্র

লিঙ্গমুত্তমম্। তমারাধয় যত্নেন স তে দাস্যতি বাঞ্ছিতম্ ॥ ৪১ ॥ এবমুক্তো ময়া মেঘ উত্তরো মেঘসংযুতঃ। জগাম ত্বরয়া যুক্তো মহাকালবনে শুভে ॥ ৪২ ॥ দৃষ্ট্বা বৃষ্টিকরং লিঙ্গং পূজয়ামাস ভক্তিতঃ। শিপ্রাজলং গৃহীত্বা তু স্নাপয়াস প্রযত্নতঃ। তাবদ্যাবজ্জলং শিপ্রাং পুনরেবাগতং প্রিয়ে ॥ ৪৩ ॥ এতস্মিন্নন্তরে তস্মাদদ্ভুতং ধূমমণ্ডলম্। লিঙ্গমধ্যাদ্বরারোহে জ্বালামালাকুলং মহৎ ॥ ৪৪ ॥ ততো জ্বালাময়ং সর্ব্বমভূদম্বরগোচরম্। তস্য জ্বালাসমূহেন দগ্ধং বৈ গ্রহমণ্ডলম্ ॥ ৪৫ ॥ সনক্ষত্রপথং যাবত্ততো ভীতা গ্রহাঃ প্রিয়ে। তমেব শরণং প্রাপ্তা ধূমজ্বালাকুলাননাঃ ॥ ৪৬ ॥ ততো ব্রহ্মা চ বিষ্ণুশ্চ তদ্দৃষ্ট্বা মহদদ্ভুতম্। দেবৈর্বৃতঃ সহস্রাক্ষো লিঙ্গান্তিকমুপাগতঃ ॥ ৪৭ ॥ তল্লিঙ্গং সুমহজ্জালং জ্বালাভিঃ পূরিতাম্বরম্। দুষ্প্রেক্ষ্যং দুর্ব্বিদং ভীমং বর্দ্ধমানং দদর্শ সঃ ॥ ৪৮ ॥ অক্ষোর্নিমেষমাত্রেণ ববৃধে যোজনাযুতম্। দৃষ্ট্বা তু বর্দ্ধমানস্য লিঙ্গস্যাত্যদ্ভুতাকৃতিম্। সুরেশো মোহমাপন্নো বিসংজ্ঞাশ্চ গ্রহাস্তদা ॥ ৪৯ ॥ ততস্তু তস্য লিঙ্গস্য বারিধারা বিনিঃসৃতাঃ। একোদ্দেশাদ্বরারোহে ধরা হ্যেকার্ণবীকৃতা ॥ ৫০ ॥ লিঙ্গস্যান্যপ্রদেশাত্তু বায়ুঃ সমভবন্মহান। ইতরাস্মিন্ প্রদেশে তু সমুৎপাতিতামভূৎ ॥ ৫১ ॥ সধূমা সমভূজ্জ্বালা লিঙ্গস্যান্যপ্রদেশতঃ ॥ ৫২ ॥ এবমত্যদ্ভুতং দৃষ্ট্বা বর্দ্ধমানং সমন্ততঃ। লিঙ্গমব্যক্তমুদ্ভূতমাপূরিত[illegible]ম্বরম্ ॥ ৫৩ ॥ গ্রহাশ্চ বিহ্বলা জাতা ধূমেনাকুলিতেন্দ্রিয়াঃ। তুষ্টুবুশ্চ তদা লিঙ্গং দহ্যমানাঃ সমন্ততঃ ॥ ৫৪ ॥ গ্রহা উচুঃ। নমঃ স্বরূপায় সুরার্চ্চিতায় নমো বিরূপপ্রকৃতিক্রিয়ায়। নমো নমো রূপনিরাশ্রয়ায় জলস্বরূপায় নমো নমস্তে ॥ ৫৫ ॥ ইতি স্তুতো যদা দেবি গ্রহৈঃ ক্রূরৈস্তদা প্রিয়ে। লিঙ্গাৎ প্রাদুরভূৎ শম্ভুঃ স্বরূপো বিগ্রহাকৃতিঃ ॥ ৫৬ ॥ ভস্মধূসরসর্ব্বাঙ্গো ভোগিভোগাঙ্গদোজ্জ্বলঃ। হিমরাশিনিভাকারো রজতাচলনির্ম্মলঃ। উবাচ চৈতান্ প্রণতান্ গ্রহান্ কম্পিতকন্ধরান্ ॥ ৫৭ ॥ কিং বা কামং মনোহভীষ্টং ভবন্তো যদদামাহম্। মমামোঘমিদং সর্ব্বং দর্শনং চাতিদুর্লভম্ ॥ ৫৮ ॥ ভবন্তো লোকতুষ্ট্যর্থং দর্শনং হি দদামাহম্। এবমুক্তা গ্রহাঃ সর্ব্বে প্রোচুঃ প্রাঞ্জলয়স্তদা ॥ ৫৯ ॥ যদি দেয়ো বরো দেব যদি

উপস্থিত হইয়া আমাকে বলিল,—হে দেব! আমি কি করিব, আদেশ করুন? আমি তাহাকে বলিলাম,—তুমি মেঘদলে পরিবৃত হইয়া রম্য মহাকালবনে যেখানে নন্দীশ্বরের দক্ষিণ ভাগে উত্তম লিঙ্গ বিরাজিত, সেইখানে গমন কর। তুমি ঐ স্থানে গমন করিয়া যত্নপূর্ব্বক ঐ লিঙ্গের আরাধনা কর, তিনি সন্তুষ্ট হইয়া তোমায় বাঞ্ছিতার্থ প্রদান করিবেন। আমি এই কথা বলিলে উত্তর মেঘ, মেঘবৃন্দপরিবৃত হইয়া মহাকালবনে গমনপূর্ব্বক ভক্তিসহকারে শিপ্রাজল দ্বারা বৃষ্টিদায়ক লিঙ্গের আরাধনা করিল। আরাধনা করিবা মাত্র ঐ লিঙ্গমধ্য হইতে জ্বালা-মালাসমাকুল এক ধূমমণ্ডল উত্থিত হইল। ঐ ধূমমণ্ডল অম্বরতলে উত্থিত হইয়া সনক্ষত্র গ্রহগণকে আকুলিত করিল। তাহারা ভয়ঙ্কর ধূমমণ্ডল দ্বারা আকুলিতানন হইয়া ঐ লিঙ্গের শরণ গ্রহণ করিল। অনন্তর ব্রহ্মা ও বিষ্ণু, ইহাঁর মহৎ অদ্ভুত ঘটনা দেখিয়া দেবেন্দ্রের সহিত লিঙ্গসমীপে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা ঐ স্থানে আগমন করিয়া ঐ লিঙ্গকে জ্বালামালা-সমাকুল দুষ্প্রেক্ষ্য, দুর্ব্বিজ্ঞেয়, ভয়ঙ্কর ও বর্দ্ধমান দর্শন করিলেন। তাঁহাদের চক্ষুর নিমেষমাত্রে ঐ সময় লিঙ্গ অযুতযোজন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলেন। তখন লিঙ্গের মহতী আকৃতি দর্শন করিয়া দেবেন্দ্র মোহপ্রাপ্ত হইলেন, গ্রহগণ বিসংজ্ঞ হইল। ইত্যবসরে লিঙ্গমধ্য হইতে মুষলধারে বারিধারা বিনিঃসৃত হইয়া জগৎ একার্ণবীকৃত করিল; আর লিঙ্গের অপরাংশ হইতে মহান বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল। একাংশে বিদ্যুৎ চমকাইতে লাগিল। কোন অংশ হইতে জ্বালা-মালা বিনিঃসৃত হইতে লাগিল। এইরূপ অদ্ভুত, চতুর্দ্দিকে বর্দ্ধিত, অব্যক্ত, উদ্ভূত লিঙ্গকে ভুবনতল পূরিত করিতে দেখিয়া গ্রহগণ ধূমাকুলিতনেত্রে আকুলীভূত ও দহ্যমান হইয়া এই বলিয়া তাঁহার স্তব করিতে লাগিল,—হে স্বরূপ, সুরার্চ্চিত, বিরূপপ্রকৃতিক্রিয়, রূপনিরাশ্রয়, জলস্বরূপ! আপনাকে নমস্কার। হে দেবি! ক্রূর গ্রহগণ এই প্রকার স্তব করিলে লিঙ্গমধ্য হইতে এক ভস্মধূসর সর্ব্বাঙ্গ, ভোগিভোগাঙ্গদোজ্জ্বল হিমরাশিনিভ রজতাচলনির্ম্মল-বিগ্রহ প্রাদুর্ভূত হইয়া কম্পিতকন্ধর প্রণত গ্রহগণকে বলিলেন—আমি তোমাদিগকে যাহা প্রদান করিব, এমন কি অভিলষিত তোমাদের আছে, তাহা বল? আমার সমুদয় কর্ম্মই অদ্ভুত ও অতি দুর্লভ। আমি লোকতুষ্টির নিমিত্ত তোমাদিগকে দর্শন দিলাম। ৩৯—৫৮। লিঙ্গ এই কথা বলিলে গ্রহগণ

তুষ্টোঽসি শঙ্কর। কর্ম্মারম্ভেষু সর্ব্বেষু পূজাস্মাকং যথা ভবেৎ। তথা কুরু মহাদেব যেন তৃপ্তির্ভবিষ্যতি ॥ ৬০ ॥ এবং ভবিষ্যতীত্যুক্তা মেঘং চোত্তরমুক্তবান। তুষ্টোঽস্ম্যহং তু তে বৎস গৃহাণ বরমীপ্সিতম্ ॥ ৬১ ॥ তচ্ছ্রুত্বা বচনং তত্র হ্যুত্তরঃ প্রাহ হর্ষিতঃ। যদি তুষ্টোঽসি ভগবংস্তন্মহং দীয়তাং বরঃ ॥ ৬২ ॥ যদাস্মাকং মহাবাধাং কদা কোঽপি করিষ্যতি। তদা বৃষ্টির্বিধাতব্যা ত্বয়া দেব সদা ভুবি ॥ ৬৩ ॥ রক্ষা কার্য্যা চ মেঘানাং রক্ষণীয়াস্ত্বয়া বয়ম্। এবমস্ত্বিতি তেনোক্তং লিঙ্গেন নগগাত্রজে ॥ ৬৪ ॥ অদ্যপ্রভৃতি তে নাম্না খ্যাতিং যাস্যামি ভূতলে। উত্তরেশ্বরসংজ্ঞোঽহং ভবিষ্যামি ন সংশয়ঃ ॥ ৬৫ ॥ যে মাং সম্পূজয়িষ্যন্তি ভক্ত্যা পরময়া যুতাঃ। তেষাং দাস্যামি সততং বাঞ্ছিতার্থফলং ভুবি ॥ ৬৬ ॥ পশ্যন্তি প্রযতা যে মাং কৃত্বা নিয়মপূর্ব্বকম্। তে যাস্যন্তি পুরং শৈবং যাবৎ কল্পাষ্টকাযুতম্ ॥ ৬৭ ॥ আরূঢাঃ সূর্য্যসঙ্কাশৈর্বিমানৈঃ সার্ব্বকামিকৈঃ। ক্ষুদ্রকন্যাসমাকীর্ণৈর্হংসসারসসংযুতৈঃ ॥ ৬৮ ॥ নৃত্যবাদিত্রনির্ঘুষ্টৈরুৎকটধ্বনিনাদিতৈঃ। দোধূয়মানৈশ্চ নরৈঃ স্তূয়মানাঃ সুরাসুরৈঃ ॥ ৬৯ ॥ প্রসঙ্গাদ্ভক্তিহীনোঽপি যো মাং পশ্যত্যশাঠ্যতঃ। ঐশ্বর্য্যং তস্য দাস্যামি হ্যুত্তরেষু কুরুষ্বথ ॥ ৭০ ॥ স্মরিষ্যতি চ যো নিত্যং প্রভাতে চোত্তরেশ্বরম্। স যাতি পরমং স্থানং দাহপ্রলয়বর্জ্জিতম্ ॥ ৭১ ॥ এষ তে কথিতো দেবি প্রভাবঃ পাপনাশনঃ। উত্তরেশ্বরদেবস্য শৃণু ত্রিলোচনেশ্বরম্ ॥ ৭২ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে উত্তরেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৪ ॥

পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীদেবদেব উবাচ। পঞ্চচত্বারিকং বিদ্ধি দেবং ত্রিলোচনেশ্বরম্। যস্য দর্শনমাত্রেণ সর্ব্বসিদ্ধিরবাপ্যতে ॥ ১ ॥ ইতিহাসমিহাসীদ্‌যৎ পীঠে বিরজসংজ্ঞকে। ত্রিলোচনস্য প্রাসাদে মণিমাণিক্যনির্ম্মিতে ॥ ২ ॥ নানাভঙ্গিগবাক্ষাঢ্যে রত্নসানাবিবা-

সকলে কৃতাঞ্জলিপুটে বলিল,—হে দেব! আপনি যদি আমাদিগকে বর দেন, তাহা হইলে এই বর প্রদান করুন যে, লোকসকল যেন কর্ম্মারম্ভে আমাদের পূজা করে। এরূপ করিলে আমরা পরিতৃপ্ত হইব। লিঙ্গ গ্রহগণকে বলিলেন,—তাহাই হইবে। এই বলিয়া তিনি উত্তরনামক মেঘকে বলিলেন,—হে বৎস! আমি তোমার প্রতি তুষ্ট হইয়াছি, অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। লিঙ্গের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া উত্তর হৃষ্টান্তকরণে বলিল,—হে দেব! যদি আমার প্রতি তুষ্ট হইয়াছেন, তাহা হইলে এই বর প্রদান করুন যে, যখন কেহ কখন আমাদের মহতী বাধা উপস্থিত করিবে, তখন আপনি পৃথিবীতে বৃষ্টি প্রদান করিবেন এবং আমাদিগকে রক্ষা করিবেন—আমরা আপনার রক্ষণীয়। অয়ি নগগাত্রজে! লিঙ্গ উত্তরের প্রার্থনায় "এবমস্তু" বলিয়া কহিলেন,—আমি অদ্য হইতে ভূতলে তোমার নামে অর্থাৎ উত্তরেশ্বর সংজ্ঞায় খ্যাতি লাভ করিব, তাহাতে আর কোন সংশয় নাই। যাহারা ভক্তি সহকারে আমার পূজা করিবে, আমি তাহাদিগকে বাঞ্ছিতার্থ প্রদান করিব। যাহারা নিয়মপূর্ব্বক আমাকে দর্শন করিবে, তাহারা কন্যান্বিত নর ও সুরাসুরগণকর্তৃক স্তূয়মান হইয়া নৃত্যবাদিত্রনির্ঘুষ্ট উৎকট ধ্বনিনাদিত, হংস-সারস-সংযুক্ত, ক্ষুদ্রকন্যাগণসমাকীর্ণ সার্ব্বকালিক সূর্য্যসঙ্কাশ বিমানে আরোহণ করিয়া মদীয় লোকে গমনপূর্ব্বক অষ্ট অযুত-কল্পকাল যাবৎ বাস করিবে। যে ব্যক্তি শাঠ্য-রহিত হইয়া প্রসঙ্গ বশতও আমাকে দর্শন করে, আমি তাহাকে উত্তর কুরুদেশে ঐশ্বর্য্য প্রদান করিয়া থাকি। যে মানব প্রভাতে আমাকে স্মরণ করে, সে দাহ প্রলয়-বর্জ্জিত পরম লোকে গমন করিয়া থাকে। হে দেবি! এই আমি তোমার নিকট উত্তরেশ্বর লিঙ্গের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম, অধুনা ত্রিলোচনেশ্বর লিঙ্গের মাহাত্ম্য শ্রবণ কর। ৫৯—৭২।

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪৪।

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়

শ্রীদেবদেব বলিলেন,—হে দেবি! যাঁহার দর্শনমাত্রে সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে, আমি সেই পঞ্চচত্বারিংশ ত্রিলোচন নামক লিঙ্গের মাহাত্ম্য বলিতেছি, শ্রবণ কর।—ইতিহাসে এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে যে, বিরজ নামক পীঠে মণিমাণিক্য-নির্ম্মিত রত্নসানুপম, নানা রকমের গবাক্ষবিশিষ্ট, সুবর্ণ কলস

পরে। দেদীপ্যমানসৌবর্ণকলসেন বিরাজিতে ॥৩॥ পার্ব্বণেন শশাঙ্কেন খেদাদিব সমাসিতে। তত্র পারাবতদ্বন্দ্বং বসৎ স্বৈরং কৃতালয়ম্ ॥৪॥ প্রাতঃ সায়ঞ্চ মধ্যাহ্নে কুর্ব্বন্নিত্যং প্রদক্ষিণম্। উড্ডীয়মানং পরিতঃ পক্ষবাতৈরিতস্ততঃ ॥ ৫ ॥ রজঃ প্রাসাদসংলগ্নং দূরীকুর্ব্বদ্দিশো দশ। ত্রিলোচনেতি সতত নাম ভক্তৈরুদাহৃতম্। ত্রিবিষ্টপেতি চ তথা তয়োঃ কর্ণাতিথীভবেৎ ॥ ৬ ॥ চতুর্বিধানি বাদ্যানি শম্ভুপ্রীতিকরাণ্যলম্। তয়োঃ কর্ণগুহং প্রাপ্য প্রতিশব্দং প্রতন্বতে ॥ ৭ ॥ মঙ্গলারাত্রিকজ্যোতিস্ত্রিসন্ধ্যং পক্ষিণোস্তয়োঃ। নেত্রান্তং নির্ব্বিশন্নিত্যং ভক্তচেষ্টাং প্রদর্শয়েৎ ॥ ৮ ॥ প্রাণযাত্রাং বিহায়াপি কদাচিৎস্থিরমানসৌ। নোড্ডীয় বাঞ্ছিতং যাতঃ পশ্যন্তৌ কৌতুকং খগৌ ॥ ৯ ॥ তত্রাসকৃজ্জনাকীর্ণং প্রাসাদং পরিতোহবনৌ। তণ্ডুলাদি চরন্তৌ তৌ কুর্ব্বন্তৌ চ প্রদক্ষিণম্ ॥ ১০ ॥ দেবদক্ষিণদিগভাগে বিষ্ণুদেহোদ্ভবং জলম্। তৃষার্ত্তৌ পিবতো নিত্যং স্নাত্বা চাজগ্মতুশ্চ তৌ ॥ ১১ ॥ তয়োরিত্থং বিচরতোস্ত্রিলোচনসমীপতঃ। অগাদ্বহুতিথঃ কালো দ্বিজয়োঃ সাধুচেষ্টয়োঃ ॥ ১২ ॥ অথ দেবালয়স্কন্ধে গবাক্ষান্ত-

দ্বারা দেদীপ্যমান, দেব ত্রিলোচনের এক প্রাসাদ ছিল। ঐ প্রাসাদটী দেখিলে মনে হইত,—যেন পৌর্ণমাসীর পূর্ণচন্দ্র খেদ করিয়া ঐ স্থানে আসিয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন। ঐ প্রাসাদে দুইটী পারাবত যদৃচ্ছাক্রমে আসিয়া নীড় নির্ম্মাণপূর্ব্বক বাস করিত। তাহারা প্রাতে মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে ঐ প্রাসাদ প্রদক্ষিণ করিয়া পক্ষবাত দ্বারা প্রাসাদ-সংলগ্ন ধূলি দূরীভূত করত ভক্তগণোচ্চারিত ত্রিলোচনের নাম তাহারা সতত শ্রবণ করিত। শম্ভুপ্রীতিকর চতুর্ব্বিধ বাদ্য নিত্য তাহাদের কর্ণের অতিথি হইত এবং মঙ্গল-আরতির জ্যোতি ত্রিসন্ধ্যা তাহাদের নেত্রে সংলগ্ন হইয়া তাহাদিগকে ভক্তচেষ্টা প্রদর্শন করিত। একদা তাহারা উড়িয়া বাঞ্ছিত খাদ্য লাভকরত জীবিকা নির্ব্বাহের চেষ্টা পরিত্যাগপূর্ব্বক স্থির মানসে কৌতুক দেখিতে লাগিল। তাহারা বার বার প্রাসাদ জনাকীর্ণ অবলোকনে অগত্যা প্রাসাদের চতুর্দ্দিকে ভূতলে পতিত তণ্ডুলাদি ভক্ষণ করিতে করিতে প্রাসাদ প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল; পিপাসার্ত্ত হইয়া দেবের দক্ষিণদিক্‌স্থিত গঙ্গা নদীর জল পান করিতে লাগিল; সময়ে সময়ে ঐ জলে স্নান করিয়া

র্গতৌ চ তৌ। শ্যেনেন কেনচিদ্দৃষ্টৌ ক্রূরদৃষ্ট্যা সুখং স্থিতৌ ॥ ১৩ ॥ তচ্চ পারাবতদ্বন্দ্বং শ্যেনঃ পরিজিঘৃক্ষয়া। অবতীর্য্যাম্বরাদাশু উপবিষ্টঃ শিবালয়ে ॥ ১৪ ॥ ততো বিলোকয়ামাস তদাগমবিনির্গমৌ। কেন মার্গেণ বিশতো দুর্গমেণ পতত্রিণৌ ॥ ১৫ ॥ কেনাধ্বনা চ নির্যাতঃ কিংকালে কুরুতশ্চ কিম্। কথং যুগপদেতৌ মে গ্রাহ্যৌ স্বৈরং ভবিষ্যতঃ ॥ ১৬ ॥ দুর্ব্বলোহপ্যাকলয়িতুং সহসারির্ন শক্যতে। করিণাঞ্চ সহস্রেণ বরাশ্বানাঞ্চ লক্ষতঃ ॥ ১৭ ॥ ন কর্ম্ম সিধ্যেন্নৃপতের্দুর্গেণৈকেন যদ্ভবেৎ। দুর্গস্থো নাভিভূয়েত বিপক্ষঃ কেনচিৎ ক্বচিৎ। স্বতন্ত্রং যদি দুর্গং স্যাদপমার্গপ্রকাশকম্ ॥ ১৮ ॥ ইতি দুর্গবলং শংসঞ্শ্যেনো রোষারুণেক্ষণঃ। অসাধ্বসৌ কলরবৌ বীক্ষ্য যাতো নভোঽঙ্গনে ॥ ১৯ ॥ অথ পারাবতী দক্ষা বিপক্ষক্ষপণেক্ষণম্। মহাবলং দুর্গবলাৎ প্রাহ পারাবতং পতিম্ ॥ ২০ ॥ কলরব্যুবাচ। প্রিয় পারাবত প্রাজ্ঞ সর্ব্বকামসুখার্ণব। তব

আসিত। এই সাধুচেষ্ট পারাবতদ্বয় এইরূপে দেবসন্নিধানে থাকিয়া বহুকাল অতিবাহিত করিল। এক সময় তাহারা দেবালয়স্কন্ধে গবাক্ষমধ্যে বিচরণ করিতেছে, এমন সময়ে এক শ্যেনপক্ষী ক্রূর দৃষ্টিতে ঐ খগদম্পতিকে দর্শন করিল। তাহাদিগকে গ্রহণেচ্ছায় শ্যেন ঐ শিবালয়ে উপবিষ্ট হইল। ঐ স্থানে উপবিষ্ট হইয়া শ্যেন তাহাদের আগম-নির্গম—তাহারা কোন্‌পথ দিয়া প্রবেশ করে, কোন্‌পথ দিয়াই বা নির্গত হয়, কোন্ সময় কোন্ কর্ম্ম করে, এই সকল দেখিতে লাগিল। কিরূপে ইহারা যুগপৎ আমার গ্রাহ্য হইবে; এইরূপ চিন্তা করিয়া শ্যেন স্বগত ভাবে বলিতে লাগিল,—অরি দুর্ব্বল হইলেও সহসা তাহাকে আকুলিত করা যায় না। একমাত্র দুর্গ দ্বারা নৃপতির যে কার্য্য সিদ্ধ হয়, তাহা সহস্র করী ও লক্ষ অশ্বদ্বারাও সাধিত হয় না। দুর্গ যদি স্বতন্ত্র হয়, তাহার পথ যদি অপ্রকাশিত থাকে, তাহা হইলে কেহ কখন দুর্গস্থ বিপক্ষকে অভিভূত করিতে পারে না। ১—১৮। শ্যেন এইরূপে দুর্গের প্রশংসা করিয়া রোষারুণিতনেত্রে নির্ভয় পারাবত যুগলকে অবলোকন করিয়া নভোমণ্ডলে উৎপতিত হইল। অনন্তর দক্ষা পারাবতী বিপক্ষক্ষপণেক্ষণ দুর্গবলে বলীয়ান্ নিজপতি পারাবতকে বলিল,—হে প্রিয়! আপনি প্রাজ্ঞ এবং সর্ব্বকামসুখভোগী, কিন্তু

দৃষ্টিবিষয়ং প্রাপ্তঃ শ্যেনোঽয়ং প্রবলো রিপুঃ॥ ২১॥ স চ তদ্বাক্যমাকর্ণ্য পারাবত্যাশ্চ সৎপতিঃ। পারাবতীমুবাচেদং কা চিন্তেতি তব প্রিয়ে॥ ২২॥ পারাবত উবাচ। কতি নাম ন সন্তীহ সুভগে ব্যোমচারিণঃ। কতি দেবালয়াদৌষু খগা নোপবসন্তি হি॥ ২৩॥ কতি চৈব ন পশ্যন্তি নৌ সুখস্থাবিহ প্রিয়ে। তেভ্যো যদীহ ভেতব্যং কুতো নৌ তৎসুখং প্রিয়ে॥ ২৪॥ রম ত্বং চ ময়া সার্দ্ধং ত্যজ চিন্তামিমাং শুভে। অস্য শ্যেনবরাকস্য গণনাপি ন মে হৃদি॥ ২৫॥ ইত্থং পারাবতবরাচ্ছ্রুত্বা পারাবতী বচঃ। মৌনমালম্ব্য সন্তস্থে পত্যুঃ পাদার্পিতেক্ষণা॥ ২৬॥ হিতবক্ত্যো-পদিশ্যাপি প্রিয়ং প্রিয়চিকীর্ষয়া। পত্ন্যা জোষং সমাস্থেয়ং কার্য্যং পত্যুর্বচঃ সদা॥ ২৭॥ অন্যে-দ্যুরপ্যথায়াতঃ শ্যেনঃ পশ্যন স দম্পতী। অপরিচ্ছিন্নয়া দৃষ্ট্যা যথা মৃত্যুর্গতায়ুষম্॥ ২৮॥ অথ মণ্ডলগত্যা স প্রাসাদং পরিতো ভ্রমন্। প্রোবাচ প্রেয়সী নাথ দৃষ্টো দুষ্টস্ত্বয়াহিতঃ॥ ২৯॥ তস্যা বাক্যং সমাকর্ণ্য পুনঃ কলরবোঽব্রবীৎ। কিং করিষ্যত্যসৌ মুগ্ধে মম ব্যোমবিহারিণঃ॥ ৩০॥ দুর্গঞ্চ স্বর্গতুল্যং মে যত্র নাস্ত্যরিতো ভয়ম্। অয়ং ন তাং গতিং বেত্তি যাং বেদাহং নভোঙ্গনে॥ ৩১॥ প্রডীনোড্ডীনসংডীনকাণ্ডব্যাণ্ডকপাটিকা। স্রংসিনী মণ্ডলবতী গতয়োঽষ্টাবুদাহৃতাঃ॥৩২॥ যথৈ-তাসু হি কৌশল্যং ময়ি বর্ত্ততি চ প্রিয়ে। গতিষু ক্বাপি কস্যাপি পক্ষিণো ন তথাম্বরে। সুখেন তিষ্ঠ কা চিন্তা ময়ি জীবতি তে প্রিয়ে॥ ৩৩॥ ইতি তদ্বচনং শ্রুত্বা আস্থিতা মূকবৎ সতী। অপরেদ্যুরপি শ্যেনস্তত্রায়াতঃ শিলাতলে॥ ৩৪॥ কিয়দন্তরমাসাদ্য উপবিষ্টোঽতিহৃষ্টবৎ। আয়ামান্তে চ স স্থিত্বা তৎকুলায়কুলস্য চ॥ ৩৫॥ পুনঃ শ্যেনো বিনির্যাতঃ সাপি কান্তাব্রবীৎ পুনঃ। প্রিয় স্থানমিদং ত্যাজ্যং দুষ্টদৃষ্টিবিদূষিতম্॥ ৩৬॥ অসৌ ক্রূরোঽতিনিকটমুপবিষ্টোঽতিহৃষ্টবৎ। সাবজ্ঞং স পুনঃ প্রাহ কিং করিষ্যত্যসৌ প্রিয়॥ ৩৭॥ মৃগাক্ষীণাং স্বভাবোঽয়ং প্রায়শো ভীরুচেতসঃ।

দেখুন প্রবল রিপু শ্যেন অদ্য আপনার দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছে। পারাবতীর বাক্য শুনিয়া পারাবত বলিল,—প্রিয়ে! তোমার চিন্তা কি? অয়ি সুভগে! কোন্ ব্যোমচারী এখানে বাস করে নাই? কোন্ খগ এই দেবালয়ে অবস্থান করে নাই? কাহারাই বা আমাদিগকে এইস্থানে সুখে বাস করিতে দেখে নাই? ঐ সকল পক্ষীকে যদি ভয় করিয়া চলিতে হয়, তাহা হইলে আর আমাদের এখানে সুখ কি বল? অয়ি শুভে! তুমি চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া আমার সহিত রমণ কর; নগণ্য শ্যেনকে আমি গণনাও করি না। পারাবতী স্বীয় পতির এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহার পাদপদ্মে দৃষ্টি অর্পণ করিয়া মৌনাবলম্বনে অবস্থান করিতে লাগিল; কারণ, হিতবতী পত্নী পতির প্রিয়কামনায় তাঁহাকে হিতোপদেশ প্রদান করিয়া মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক পতিবাক্য প্রতিপালন করিবে। পরদিন আবার ঐ দুষ্ট শ্যেন আসিয়া মৃত্যু যেমন গতায়ু ব্যক্তিকে নিরীক্ষণ করে তদ্রূপ প্রাসাদের উপরিভাগে মণ্ডলগতিতে ভ্রমণ করিতে করিতে অবিচ্ছিন্ন দৃষ্টিতে ঐ কপোত-দম্পতিকে নিরীক্ষণ করিল। তাহা দেখিয়া কপোতী বলিল—নাথ! ঐ দেখুন,—আবার আপনার শত্রু শ্যেন আসিয়া আপনাকে লোল দৃষ্টিতে দর্শন করিতেছে। প্রেয়সীর বাক্য শ্রবণ করিয়া তখন কলরব বলিল,—অয়ি মুগ্ধে! শ্যেন আসিয়া আমার কি করিবে? আমার দুর্গ স্বর্গতুল্য; এই দুর্গে অবস্থান করিলে আর হইতে আমার কোন ভয় নাই। প্রিয়ে! আমি নভোমণ্ডলে উৎপতনের যে সকল গতি জানি, ঐ শ্যেন সে সকল গতি জানে না। প্রডীন, উড্ডীন, সণ্ডীন, কাণ্ড, ব্যাণ্ড, কপাটিকা, স্রংসিনী, ও মণ্ডলবতী, প্রভৃতি অষ্টবিধ গতি আছে। আকাশে উৎপতনকালে এই সকল গতিতে আমি যেমন কৌশল দেখাইতে পারি, এমন কোন পক্ষীই পারে না। অয়ি প্রিয়ে! তুমি সুখে অবস্থান কর; আমি জীবিত থাকিতে তোমার চিন্তা কি?১৯—৩৩। পতিব্রতা কপোতী তখন পতির এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া মৌনাবলম্বন করিয়া রহিল। পুনরায় পরদিন আবার শ্যেন আসিয়া কপোতদম্পতির কুলায় নিকটে শিলাতলে অতি হৃষ্টভাবে উপবিষ্ট হইল। এই দিন শ্যেন সেখানে কিঞ্চিৎক্ষণ উপবিষ্ট থাকিয়া তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। কপোত-কান্তা আবার বলিতে লাগিল,—হে প্রিয়! এই শ্যেন-দৃষ্টিদূষিত স্থান পরিত্যাগ করুন; ঐ দেখুন,—ঐ ক্রূর শ্যেন আমাদের নিকটেই অতি হৃষ্টভাবে উপবিষ্ট রহিয়াছে। প্রিয়ার এই কথা শুনিয়া কপোত পুনরায় অবজ্ঞার সহিত বলিল,—প্রিয়ে!

ইতরেষ্বপি প্রাপ্তঃ স চ শ্যেনো মহাবলঃ ॥ ৩৮ ॥
তয়োরভিমুখ তত্র স্থিতো যামদ্বয়াবধি। পুন-
র্বিলোক্য ঊর্দ্ধ্বং শীঘ্রং যাতো যথাগতম্ ॥ ৩৯ ॥
গতেঽথ শকুনৌ তস্মিন সা বভাষে বিহঙ্গমম্।
নাথ স্থানান্তরং যাবো মৃত্যুর্বৈ নিকটেঽঽগাৎ ॥ ৪০ ॥
পুনর্দৃষ্টে প্রণষ্টঃ স্যাদাবাসশ্চ সুখং প্রিয়। প্রিয়
যস্যাস্তি পক্ষস্য গতিঃ সর্ব্বত্র সিদ্ধিদা ॥ ৪১ ॥ স
কিং স্বদেশরাগেণ নাশং প্রাপ্নোতি বুদ্ধিমান্।
সোপসর্গং নিজং দেশং ত্যক্তা যোঽন্যং তু ন ব্রজেৎ ॥
৪২ ॥ স পঙ্গুর্নাশমাপ্নোতি কূলস্থিত ইব দ্রুমঃ।
প্রিয়োদিতং নিশম্যেতি স ভবিতব্যাদশার্দ্দিতঃ ॥ ৪৩ ॥
তাং বাক্যং পুনরপ্যাহ প্রিয়ে মা ভৈঃ খগাদ্দিতা।
অপরস্মিন্নহনি চ স শ্যেনঃ প্রাতরেব হি ॥ ৪৪ ॥
তদ্দ্বারদেশমাসাদ্য সাগ্রং যাবৎ স্থিতোঽচলঃ।
অস্তাচলস্য শিখরং যাতে ভানৌ গতে খগে ॥ ৪৫ ॥
কুলায়াদ্বাহ্যমাগত্যোবাচ পারাবতী পতিম্। নাথ
নির্গমণস্যায়ং কালঃ কালোঽস্তি দূরতঃ ॥ ৪৬ ॥
যাবত্তাবদ্বিনির্যাহি ত্যক্তা মামপি শংসিনীম্। ত্বয়ি
জীবতি দুষ্প্রাপং ন কিঞ্চিজ্জগতীতলে ॥ ৪৭ ॥
পুনর্দারাঃ পুনঃ পুত্রাঃ পুনর্বসু পুনর্গৃহম্। যদ্যাত্মা
রক্ষিতঃ পুংসাং দারৈরপি ধনৈরপি ॥ ৪৮ ॥ তদা
সর্ব্বং হরিশ্চন্দ্রভূপতেরিব লভ্যতে। অয়মাত্মা
প্রিয়ো বন্ধুরয়মাত্মা মহদ্ধনম্ ॥ ৪৯ ॥ ধর্ম্মার্থকাম-
মোক্ষাণামযমাত্মার্জ্জকঃ পরঃ। যাবদাত্মনি বৈ ক্ষেমং
তাবৎ ক্ষেমং জগত্রয়ে ॥ ৫০ ॥ সোঽপি ক্ষেমঃ সুগ-
ন্তিনা যশসা সহ বাঞ্ছ্যতে। যশোহীনং তু যৎ
ক্ষেমং তৎ ক্ষেমান্নিধনং বরম্ ॥ ৫১ ॥ তদ্যশঃ
প্রাপ্যতে পুম্ভির্নীতিমার্গপ্রবর্ত্তিভিঃ। অতো
নীতিপথং চিন্ত্য নাথ স্থানাদিতো ব্রজ। ন ব্রজি-
ষ্যসি চেৎপ্রাতস্ততো মাং সংস্মরিষ্যসি ॥ ৫২ ॥
ইত্যুক্তোঽপি স বৈ পত্ন্যা পারাবত্যা সুমেধয়া।
ন নির্যযৌ ততঃ স্থানাদ্ভবিতব্যা প্রতিবারিতঃ ॥ ৫৩ ॥
অথোদসি সমাগত্য শ্যেনেন বলিনা তদা। নির্গম-

শ্যেন আমাদের কি করিবে? মৃগাক্ষীদিগের স্বভাবই এইরূপ তাহারা প্রায়ই ভীরু হইয়া থাকে পুনরায় আবার শ্যেন পরদিন আসিয়া উপস্থিত, এ দিন সে কপোতদম্পতির সম্মুখে প্রায় দ্বিপ্রহর কাল উপবিষ্ট থাকিয়া তাহাদের যাতায়াতের পথ অবলোকনপূর্ব্বক সত্বর স্বস্থান উদ্দেশে উড্ডীন হইল। শ্যেন উড্ডীন হইলে পুনরায় কপোতপ্রিয়া বলিল,—নাথ! চলুন, আমরা স্থানান্তরে গমন করি; আমার মনে হইতেছে,—যেন মৃত্যু আমাদের অনুগমন করিতেছে। হে প্রিয়! পুনরায় ঐ শ্যেন দৃষ্ট হইলে আমাদের আবাস ও সুখ উভয়ই বিনষ্ট হইবে। যাহার পক্ষের গতি আছে, তাহার সেই গতি সর্ব্বত্রই সিদ্ধিপ্রদ হইয়া থাকে। সেই বুদ্ধিমান কি কখন স্বদেশানুরাগে নাশ প্রাপ্ত হয়? যে ব্যক্তি শত্রুসঙ্কুল নিজ দেশ পরিত্যাগ না করে, সেই পঙ্গু কূলস্থিত দ্রুমের ন্যায় বিনষ্ট হইয়া থাকে। কপোত প্রিয়মুখে এই সকল কথা শুনিয়া ভবিতব্যতা-পরিচালিত হইয়া পুনরায় বলিল,—অয়ি প্রিয়ে! তুমি খগভয়ে ভীত হইও না। পরদিন প্রাতঃকালে পুনরায় শ্যেন আসিয়া সায়ংকালীন অচলের ন্যায় তাহাদের দ্বারদেশে উপবেশন করিল। পরে মরীচিমালী অস্তাচল-চূড়া অবলম্বন করিলে সে ঐ স্থান পরিত্যাগ করিয়া উড্ডীন হইল। তখন কপোতকামিনী কলরবী বাহিরে আসিয়া পতিকে আবার বলিল,—হে নাথ! এই আমাদের পলায়নের উপযুক্ত সময়, এই সময় কাল (শ্যেন) দূরে অবস্থান করিতেছে, সে পুনরায় আসিতে না-আসিতে আপনি আমাকেও পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করুন। আপনি জীবিত থাকিলে জগতে আপনার কিছুই দুর্লভ থাকিবে না। ধন এবং দার-বিনিময়েও যদি আত্মাকে রক্ষা করিতে পারা যায় তাহা হইলে পুনরায় গৃহ, ধন ও দার লব্ধ হইতে পারে। হরিশ্চন্দ্র নরপতি এইরূপ করিয়াছিলেন। দেখুন, এই আত্মাই প্রিয় বন্ধু, এই আত্মাই মহৎ ধন, এবং এই আত্মাই ধর্ম্মার্থকাম-মোক্ষের হেতু। যাবৎকাল আত্ম-মঙ্গল বিরাজিত থাকে, তাবৎকালই মানবের জগত্রয় মঙ্গলময়। সুবুদ্ধি ব্যক্তিগণ ঐ আত্মমঙ্গল যশের সহিত বাঞ্ছা করিয়া থাকেন। যশোহীন যে আত্ম-মঙ্গল তাহা হইতে নিধনতাও শ্রেয়ঃ। নীতিমার্গানুসারী ব্যক্তি যশোযুক্ত আত্ম-মঙ্গল লাভ করিয়া থাকেন। হে নাথ! অতএব আপনি নীতি-পথ চিন্তা করিয়া এ স্থান হইতে প্রস্থান করুন। আপনি কল্য প্রাতঃকালে যদি এ স্থান পরিত্যাগ না করেন, তাহা হইলে আমাকে স্মরণ করিতে হইবে অর্থাৎ আমি জীবন বিসর্জ্জন দিব। ৩৮—৫২। কান্তা এইরূপ অভিহিত হইয়াও কপোত ভবিতব্যতার বশবর্ত্তী হইয়া স্বস্থান পরিত্যাগ করিল না। অনন্তর

দ্বারমারুদ্ধং কিঞ্চিত্তষ্ক্ষবত্ত তদা ॥ ৫৪ ॥ দিনানি কতিচিত্তত্রাতিষ্ঠচ্ছ্যেনো মহাবলঃ। পারাবতমুবাচেদং ধিক্ত্বাং পৌরুষবর্জ্জিতম্ ॥ ৫৫ ॥ কিং বা যুধ্যস্ব দুর্ব্বুদ্ধে কিং বা নির্যাহি মে গিরা। ক্ষুধাক্ষীণো মৃতঃ পশ্চান্নিরয়ং পশ্যসি ধ্রুবম্। বিধিরেব হি সাহায্যং ন কুর্য্যাত্তব নোদিতম্ ॥ ৫৬ ॥ ইত্থং শ্যেনেন স প্রোক্তঃ পত্ন্যা স সহিতঃ খগঃ। অযুধ্যত্তেন শ্যেনেন স্বদুর্গদ্বারমাশ্রিতঃ ॥ ৫৭ ॥ ক্ষুধিতস্তৃষিতঃ সোহথ শ্যেনেন বলিনা ধৃতঃ। চরণেন দৃঢ়েনাশু চঞ্চ্বা সাপি ধৃতা খগী ॥ ৫৮ ॥ তাবাদায়োড্ডয়াঞ্চক্রে শ্যেনো ব্যোমনি সত্বরম্। চিন্তয়ন ভক্ষণস্থানমন্যৎ পক্ষিবিবর্জ্জিতম্ ॥ ৫৯ ॥ অথ পত্ন্যা কলরবঃ প্রোক্তস্তত্র সুমেধয়া। যতোঽহবমানিতা নাথ ত্বয়াহং স্ত্রীতি বুদ্ধিতঃ ॥ ৬০ ॥ অতোঽবস্থামিমাং প্রাপ্তঃ কিং কুর্য্যামবলা যতঃ। অধুনাপি বচশ্চৈকং করোষি যদি মে প্রিয় ॥ ৬১ ॥ তদা হিতং তে বক্ষ্যামি কুর্ব্বৈতদবিচারিতম্। মমৈকবাক্যকরণাৎ স্ত্রীজিতো ন ভবিষ্যসি ॥ ৬২ ॥ যাবদাস্যং গতাস্যাস্য যাবৎস্বস্তো ন ভূমিগঃ। তাবদাস্যবিমুক্ত্যৈ ত্বং চঞ্চ্বা পাদং দৃঢ়ং দশ ॥ ৬৩ ॥ ইতি পত্নীবচঃ শ্রুত্বা তথা স কৃতবান্ খগঃ। স পীড়িতো দৃঢ়ং পাদে শ্যেনশ্চীৎকৃতবান্ বহুঃ ॥ ৬৪ ॥ তেন চীৎকরণে নাথ মুক্তা সা মুখসম্পুটাৎ। পাদাঙ্গুলীনাং শৃন্থে সোঽপি পারাবতোঽপতৎ ॥ ৬৫ ॥ বিপদ্যপি চ প্রাজ্ঞৈর্ন সন্ত্যাজ্যঃ ক্বচিদুদ্যমঃ। ক্ব চ চঞ্চুপুটস্তস্য ক্ব চ তৎপাদপীড়নম্ ॥ ৬৬ ॥ ক্ব চ দ্বয়োস্তথাভূতং দূরে মোক্ষণমদ্ভুতম্। দুর্ব্বলেঽপ্যুদ্যমঃ শ্রেয়ানিতি শাস্ত্রেষু গীয়তে ॥ ৬৭ ॥ তস্মাদ্ভাগ্যানুসারেণ ফলতোব সদোদ্যমঃ। প্রশংসন্ত্যুদ্যমং চাতো বিপদ্যপি মনীষিণঃ ॥ ৬৮ ॥ অথ তৌ কালযোগেন জম্বুমার্গে মৃতৌ তদা। জম্বুমার্গে মৃতা যে বৈ তেষাং স্বর্গঃ সদাক্ষয়ঃ ॥ ৬৯ ॥ পুণ্যশেষে তদা জাতো গন্ধর্ব্বতনয়ঃ শুভঃ। মন্দারদামতনয়ো নাম্না পরিমলালয়ঃ ॥ ৭০ ॥ অনেকবিদ্যানিলয়ঃ কলাকৌশলভাজনম্। কৌমারং বপুরাসাদ্য

পরদিন প্রত্যূষে একটী ভক্ষ্য মৃগে করিয়া দুরন্ত শ্যেন আপতিত হইয়া তাহাদের দ্বারদেশ অবরোধ করিল। সে দ্বার অবরোধ করিয়া কিছুদিন ঐ স্থানে বাস করিয়া পারাবতকে বলিল,—রে পৌরুষবর্জ্জিত! তোকে ধিক্, রে দুর্ব্বুদ্ধে! হয় আসিয়া আমার সহিত যুদ্ধ কর, নচেৎ উড্ডীন হইয়া পলায়ন কর্। ক্ষুধার্ত্ত হইয়া মরিলে তুই নিশ্চয় নিরয়ে গমন করিবি। বিধি তখন তোর সাহায্য করিবেন না। দুরন্ত শ্যেন এই কথা বলিলে, তখন কপোত নিজ দুর্গদ্বার আশ্রয় করিয়া পত্নী সমভিব্যাহারে শ্যেনের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। উপবাস-কৃশ কপোত-কপোতী শ্যেন-যুদ্ধে পরাজিত হইল। তখন ঐ কপোতান্তক শ্যেন স্বীয় নখর চরণে কপোতকে আর চঞ্চু দ্বারা কপোতীকে ধৃত করিয়া ব্যোম-পথে উৎপতনপূর্ব্বক মনে মনে অন্য পক্ষি-বর্জ্জিত ভক্ষণস্থান অন্বেষণ করিতে লাগিল। এই সময় মেধাবিনী কলরবী কলরবকে বলিল,—হে নাথ! স্ত্রী বলিয়া তুমি আমার বুদ্ধিকে অবজ্ঞা করিলে, এই জন্যই এরূপ অবস্থা সঙ্ঘটিত হইল,—আমি অবলা; আমি আর কি করিব? অয়ি প্রিয়! এখনও যদি আমার একটী হিতকর কথা শ্রবণ কর, তাহা হইলে আমি বলি। আমার একটী কথা শুনিলে আপনাকে কেহ স্ত্রৈণ বলিবে না। এই বলিয়া বুদ্ধিমতী কপোতী বলিল,—নাথ! শ্যেন আমাকে উদরস্থ করিতে না-করিতে এবং ও স্বস্থভাবে ভূমিতে বসিতে না বসিতে আপনি চঞ্চু দ্বারা দৃঢ়রূপে উহার পাদদেশে দংশন করুন। কপোত তখন পত্নীর হিতকর বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাই করিল। কপোতের দৃঢ় দংশনে অসহ্য যাতনায় শ্যেন তখন যেমন চীৎকার করিয়া উঠিল, অমনি চঞ্চুপুট বিস্ফারিত হওয়ায় শ্যেনমুখ হইতে কপোতী উৎপতিত হইল। আর দংশনযাতনায় শ্যেনের পদাঙ্গুলী শ্লথ হওয়ায় কপোতও উড্ডয়নপর হইয়া পলায়ন করিল। অতএব বিপদেও কাহারও উদ্যম পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে। কোথায় কপোতের চঞ্চুপুট, কোথায় শ্যেনের পাদপীড়ন, আর কোথায় বা শ্যেন-গৃহীত কপোত-কপোতীর মুক্তিলাভ! দুর্ব্বল ব্যক্তিরও উদ্যম করা শ্রেয়; ইহা শাস্ত্রে গীত হইয়াছে। ভাগ্যানুসারে উদ্যম সর্ব্বদা ফলিত হইয়া থাকে; এই জন্যই মনীষিগণ নিত্য উদ্যমের প্রশংসা করিয়া থাকেন। ৫৩—৬৮। অনন্তর কালপ্রাপ্ত হইয়া ঐ কপোত-দম্পতি জম্বুমার্গে মৃত্যুগ্রস্ত হইল। জম্বুমার্গে যাহারা মৃত হয়, তাহাদের অক্ষয় স্বর্গ লব্ধ হইয়া থাকে। ঐ কপোত পুণ্যশেষে স্বর্গভোগান্তে পরিমলালয় নামে মন্দারদাম গন্ধর্ব্বের তনয় হইয়া জন্ম গ্রহণ করিল। এই গন্ধর্ব্বযোনিতে জন্মগ্রহণ

শিবভক্তিপরোঽভবৎ॥ ৭১॥ নিয়মং চাপি জগ্রাহ বিজিতেন্দ্রিয়মানসঃ। একপত্নীব্রতং নিত্যং চরিষ্যামীতি নিশ্চিতম্॥ ৭২॥ পরযোষিৎসমাসক্তিরায়ুঃ কীর্ত্তিং বলং সুখম্। হরেৎ স্বর্গগতিং চাপি তস্মাত্তাং বর্জ্জয়েৎ সুধীঃ॥ ৭৩॥ অপরং চাপি নিয়মং স শুচিষ্মান্ সমাদদে। গতজন্মান্তরাভ্যাসাত্ত্রিলোচনসমাশ্রয়াৎ॥৭৪॥ সমস্তপুণ্যনিলয়ঃ সমস্তার্থপ্রকাশকঃ। সমস্তকামজনকং পরানন্দৈককারণম্॥ ৭৫॥ যাবচ্ছরীরং নিরুজং যাবন্মেন্দ্রিয়বিপ্লবঃ। তাবত্ত্রিলোচনোঽবন্ত্যাং মন্তব্যো নাত্র সংশয়॥৭৬॥ ইত্থং মন্দারদামিঃ স কাশ্যাং পরিমলালয়ঃ। নিত্যং ত্রিবিষ্টপং দ্রষ্টুং সমাগচ্ছৎ প্রযত্নতঃ॥ ৭৭॥ পারাবত্যপি সঞ্জাতা রত্নদ্বীপস্য মন্দিরে। নাগরাজস্য পাতালে নাম্না রত্নাবলীতি চ॥ ৭৮॥ সমস্তনাগকন্যানাং রূপশীলকলাগুণৈঃ। একৈব রত্নভূতাসীদ্রত্নদ্বীপোরগাত্মজা॥ ৭৯॥ তস্যাঃ সখীদ্বয়ং চাসীদেকা নাম্না প্রভাবতী। কলাবতী তথান্যা চ নিত্যং তদনুগে শুভে॥ ৮০॥ স্বদেহাদনপায়িন্যৌ ছায়া কান্তী যথা তথা। পূর্ব্বে সখ্যৌ ভবেতাং হি রত্নাবল্যা মহেশ্বরি॥ ৮১॥ সা তু বাল্যে ব্যতিক্রান্তে কিঞ্চিদুদ্ভিন্নযৌবনা। শিবভক্তং স্বপিতরং দৃষ্ট্বা নিয়মমগ্রহীৎ॥ ৮২॥ পিতস্ত্রিলোচনং কাশ্যামর্চ্চয়িত্বা দিনে দিনে। আভ্যাং সখীভ্যাং সহিতা মৌনং ত্যক্ষ্যামি নান্যথা॥ ৮৩॥ এবং নাগকুমারী সা সখীদ্বয়সমন্বিতা। ত্রিলোচনং সমভ্যর্চ্চ্য গৃহানহরহর্ব্রজৎ॥ ৮৪॥ মাং প্রত্যগ্রেঃ সুকুসুমৈঃ সুগুম্ভৈরিষ্টগন্ধিভিঃ। সুবিচিত্রাণি মাল্যানি পরিগুম্ফ্যার্চ্চয়দ্বিভুম্॥ ৮৫॥ তিস্রোঽপি গীতং গায়ন্তি ললিতৈকৈব সুস্বরম্। নারীমণ্ডলভেদেন লাস্যং তিস্রোঽপি কুর্ব্বতে॥ ৮৬॥ বীণাবেণুমৃদঙ্গাংশ্চ লয়তালবিচক্ষণাঃ। বাদয়ন্তি মুদা যুক্তাস্তিস্রোঽপি বিরমন্তি বৈ॥ ৮৭॥ ইত্থমারাধয়ন্তীশং তিস্রো নাগকুমারিকাঃ। বিচিত্রভঙ্গীমালাভিরর্চ্চয়ন্ত্যস্ত্রিলোচনম্॥ ৮৮॥ প্রাতশ্চতুর্থ্যাং তাঃ স্নাত্বা তীর্থে পিলিপিলে শুভে। ত্রিলোচনং সমর্চ্চ্যাথ প্রসুপ্তা রঙ্গমণ্ডপে॥ ৮৯॥ সুপ্তাসু তাসু স শিবস্ত্রিনেত্রঃ

করিয়া সে অনেক বিদ্যা বিনয়-কলা-কৌশল-ভাজন ও শিবভক্তিপরায়ণ হইয়াছিল। সে জিতেন্দ্রিয় হইয়া এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে, আমি নিত্য একপত্নীব্রত প্রতিপালন করিব, পরদারাসক্তি, আয়ু, কীর্ত্তি, ধন, সুখ, এ সমস্তই হরণ করিয়া থাকে অতএব বুদ্ধিমান ব্যক্তি কদাচ এরূপ কর্ম করিবেন না। ত্রিলোচনের আশ্রয় হেতু গত জন্মের অভ্যাসবশতঃ সে আরও এইরূপ এক নিয়ম প্রতিপালন করিয়াছিল যে, যতদিন আমার শরীর নীরোগ থাকিবে, এবং যতদিন আমার ইন্দ্রিয়গণ সবল থাকিবে, ততদিন আমি অবন্তীতে গমন করিয়া সমস্তপুণ্যনিলয় সর্ব্বার্থপ্রদাতা, নিখিলকামজনক, সেই পরানন্দৈককারণের ভজনা করিব; ইহাতে কোন সংশয় নাই। ঐ মন্দারদামি (গন্ধর্ব্বতনয়রূপে জাত কপোত) এইরূপ নিয়মাবদ্ধ হইয়া নিত্য কাশীতে থাকিয়া স্বর্গ দর্শন করিতে যাইত। পারাবতীও রত্নদ্বীপ নামক নাগরাজের গৃহে তাহার কন্যারূপে পাতালে জন্মগ্রহণ করিল। তাহার নাম হইয়াছিল রত্নাবলী। রত্নাবলী রূপ, গুণ ও কলাগুণে সমস্ত নাগ কন্যা হইতে শ্রেয়সী এবং রত্নভূতা ছিল। তাহার দুই সখী ছিল; একজনের নাম প্রভাবতী ও অপরের নাম কলাবতী। ছায়া ও কান্তি যেমন দেহের অনপায়িনী তেমনি ঐ সখীদ্বয় রত্নাবলীর অনুগতা ছিল। হে মহেশ্বরি! সখীদ্বয় রত্নাবলী হইতে বয়োধিকা ছিল। রত্নাবলীর বাল্যকাল অতিক্রান্ত হইলে যৌবন কিঞ্চিৎ উদ্ভিন্ন হইল। সে স্বীয় পিতাকে শিবভক্ত দেখিয়া নিজেও নিয়ম গ্রহণ করিল। সে পিতাকে বলিল,—পিতঃ! আমি সখীদ্বয়ের সহিত প্রতিদিন কাশীতে গমনপূর্ব্বক ত্রিলোচনের অর্চ্চনা করিয়া মৌন পরিত্যাগ করিব, নচেৎ মৌন পরিত্যাগ করিব না। নাগকুমারী এইরূপ নিয়মপূর্ব্বক প্রতিদিন সখীদ্বয়ের সহিত কাশীধামে ত্রিলোচনের আরাধনা করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতে লাগিল। সে এইভাবে প্রত্যহ অভিনব সুগন্ধি পুষ্পগ্রথিত বিচিত্র মাল্য দ্বারা আমায় আরাধনা করিতে লাগিল। আরাধনান্তে তিনজনই সুস্বরে সুললিত গীত বাদিত্র এবং নারীমণ্ডল ভেদ করিয়া তিন জনেই নৃত্য করিত। লয়-তালবিচক্ষণা ঐ তিন জনই হৃষ্টান্তঃকরণে বীণা-বেণু মৃদঙ্গ বাদন করিয়া পরিশ্রান্ত হইলে বিশ্রাম করিতে কুণ্ঠিত হইত না। তাহারা এইরূপে বিচিত্র ভঙ্গী ও মালা দ্বারা ত্রিলোচনের আরাধনা করিতে লাগিল। ৬৯—৮৮। চতুর্থী তিথির প্রাতে শুভ পিলিপিলা তীর্থে স্নান করিয়া ত্রিলোচনের অর্চ্চনাপূর্ব্বক রঙ্গমণ্ডপে নিদ্রা

শশিভূষণঃ। বামার্দ্ধবিলসচ্ছক্তির্নাগযজ্ঞোপবীতকঃ॥ লিঙ্গাদেব হি নির্গত্য গঙ্গাপন্নগমেখলঃ। প্রত্যুবাচ ততঃ কন্যা বিভুরুত্তিষ্ঠতেতি সঃ॥ ৯১॥ উত্থায় তা বিনির্মথ্য লোচনে শ্রুতিসঙ্গমে। অঙ্গমোটনবত্যশ্চ তদা নিঘূর্ণিতেক্ষণাঃ॥ ৯২॥ যাবৎপশ্যন্তি পুরতঃ সম্ভ্রমাপন্নমানসাঃ। অতর্কিতাগমস্তাবত্তাভিদৃষ্টস্ত্রিলোচনঃ॥ ৯৩॥ বরবন্দিরেহথ তা বালা জ্ঞাত্বা লক্ষ্মভিরীশ্বরম্। তুষ্টুবুশ্চ প্রহৃষ্টাস্তাঃ সন্নকণ্ঠ্যোহতিবিক্লবম্॥ ৯৪॥ জয় শম্ভো জয়েশান জয় সর্ব্বগ সর্ব্বদ। জয় ত্রিপুরসংহর্ত্তর্জয়ান্ধকনিষূদন॥ ৯৫॥ জয় জালন্ধরহর জয় কন্দর্পদর্পহৃৎ। জয় ত্রৈলোক্যজনক জয় ত্রৈলোক্যবন্দিত। জয় ভক্তজনাধীশ জয় প্রমথনায়ক॥ ৯৬॥ নমস্তভ্যং নমস্তভ্যং নমস্তভ্যং নমোনমঃ। ত্রিলোচন নমস্তভ্যং ত্রিবিষ্টপ নমোহস্তু তে॥ ৯৭॥ ইত্যুক্ত্বা দণ্ডবদ্ভূমৌ প্রণিপেতুঃ কুমারিকাঃ। অথোত্থাপ্য কুমারীস্তাঃ প্রোবাচ শশিভূষণঃ॥ ৯৮॥ সুতো মন্দারদামশ্চ নাম্না পরিমলালয়। পতির্বিদ্যাধরবরো ভবতীনাং ভবিষ্যতি॥ ৯৯॥ চিরং বিদ্যাধরে লোকে ভোগান্ ভুক্ত্বা সমন্ততঃ। ততো হ্যবন্তিকাং প্রাপ্য মাং ধ্যাত্বা সিদ্ধিমাপ্স্যথ॥ ১০০॥ জন্মান্তরেহপি মে ভক্তির্ভবতীভিশ্চ তেন চ। বিহিতা তেন বো জন্ম নির্ম্মলং ভক্তিভাবিতম্॥ ১০১॥ এতৎপ্রভাবতীস্তোত্রং যে পঠিষ্যন্তি মে পুরঃ। তেভ্যঃ কামান্ প্রদাস্যামি ভবতীনাময়ং বরঃ॥ ১০২॥ ইত্যুক্তবতি দেবেশে তাঃ কন্যা হৃষ্টমানসাঃ। প্রণম্য প্রোচুরীশানং প্রবদ্ধকরসম্পুটা॥ ১০৩॥ নাগকন্যা উচুঃ। পৃচ্ছামো ব্রূহি নো নাথ করুণাকর শঙ্কর। জন্মান্তরে কথং সেবা চতুর্ভির্ভবতঃ কৃতা॥ ১০৪॥ ততঃ প্রাক্তনবৃত্তান্তমেতস্যাপি কৃতাত্মনঃ। অস্মাকমপি চাখ্যাহি কৃপাং কুরু কৃপানিধে॥ ১০৫॥ ইতি শ্রুত্বা প্রণয়তো বালোদীরিতমীপ্সিতম্। প্রোবাচ তাসামপি চ ভবান্তরবিচেষ্টিতম্॥ ১০৬॥ ঈশ্বর উবাচ। শৃণুধ্বং নাগতনয়াস্তিস্রোহপি হি সমাহিতাঃ। প্রাগ্ভবং ভবতীনাঞ্চ তস্যাপি কথয়াম্যহম্॥ ১০৭॥ এষা রত্নাবলী পূর্ব্বমাসীৎ পারাবতী খগী। স চ বিদ্যাধরবরঃ পতিরস্যাঃ খগোহভবৎ॥ ১০৮॥ প্রাসাদে চ মমৈতাভ্যামুষিতং সুচিরং সুখম্। রজঃ প্রাসাদসংলগ্নং নুন্নং পক্ষানিলৈঃ পুনঃ॥ ১০৯॥ উপরিষ্টা-

যাইত। তাহারা নিদ্রিত থাকিলে শশিভূষণ ত্রিনেত্র বামার্দ্ধে শক্তি ও নাগ-যজ্ঞোপবীত ধারণপূর্ব্বক গঙ্গা ও পন্নগ দ্বারা মেখলা রচনা করত লিঙ্গ হইতে নির্গত হইতেন এবং রঙ্গমণ্ডপে উপস্থিত হইয়া ঐ নাগ-কন্যাদিগকে উত্থাপিত করিতেন। তাহারা উত্থিত হইয়া আকর্ণ বিস্ফারিত লোচন মথিত করত অঙ্গমোটন করিত। তাহারা সুপ্তোত্থিত হইয়া নিদ্রাবশে চক্ষু বিঘূর্ণিত করত যেমন সম্ভ্রান্তভাবে নেত্র উন্মীলন করিত; অমনি হে শম্ভো! তোমার জয় হউক, তুমি ঈশান, সর্ব্বগ, সর্ব্বদ, ত্রিপুরসংহর্তা, অন্ধক-নিষূদন, জালন্ধরহর, কন্দর্পদর্পহারিন্, ত্রৈলোক্যজনক, ত্রৈলোক্য-বন্দিত, ভক্তজনাধীশ ও প্রমথনায়ক, তোমাকে নমস্কার নমস্কার নমস্কার। হে ত্রিলোচন! হে ত্রিবিষ্টপ! তোমাকে নমস্কার। কুমারীগণ এইরূপ স্তব করিয়া লিঙ্গকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিত। ঐ সময় শশিভূষণ তাহাদিগকে উত্থাপিত করত বলিয়াছিলেন, মন্দারদাম গন্ধর্ব্বের পুত্র পরিমলালয় তোমাদের পতি হইবে। তোমরা সুচিরকাল গন্ধর্ব্বলোকে ভোগ সকল উপভোগ করিয়া পরে অবন্তী পুরীতে গমনপূর্ব্বক সিদ্ধিলাভ করিবে। জন্মান্তরেও তোমারা তোমাদের পতির সহিত আমার ভক্তি করিবে। ইহা দ্বারা তোমাদের নির্ম্মল ভক্তিভাবিত কুলে উৎপত্তি হইবে। যাহারা আমার সম্মুখে এই প্রভাবতীস্তোত্র পাঠ করিবে, তাহাদিগকে আমি অভিলষিত বর প্রদান করিব। ৮৯—১০২। দেবেশ এই কথা বলিলে ঐ কন্যাগণ হৃষ্টমানসে ও কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে বলিল,—হে করুণাকর শঙ্কর! আমাদের জিজ্ঞাসা এই যে আমরা চারিজন কিরূপে জন্মান্তরে আপনার সেবা করিলাম? হে দয়ানিধে! আপনি কৃপা করিয়া আমাদের ও ঐ গন্ধর্ব্বতনয়ের জন্মান্তরবৃত্তান্ত কীর্ত্তন করুন। লিঙ্গদেব বালিকাদিগের জিজ্ঞাসিত শ্রবণ করিয়া তাহাদের জন্মান্তরচেষ্টিত বর্ণন করিতে লাগিলেন; তিনি বলিলেন,—হে নাগকন্যাগণ! তোমরা সমাহিত ভাবে শ্রবণ কর, আমি তোমাদের পূর্ব্বজন্ম-বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি। এই বালিকা রত্নাবলী, এ পূর্ব্বে পারাবতী ছিল। আর সেই বিদ্যাধর পতি পরিমলালয় ইহার পতি কপোত ছিল। ইহারা উভয়ে সুচিরকাল অতি সুখে আমার প্রাসাদে বাস করিয়াছিল। ইহারা পক্ষানিল দ্বারা আমার প্রাসাদ-সংলগ্ন

দধন্তাচ্চ কৃত্বা ভূরিপ্রদক্ষিণাঃ। ব্যোম্নি সঞ্চরমাণাভ্যাং সঙ্কীর্ণঞ্চ মমাজিরে ॥ ১১০ ॥ স্নাতং চতুর্নদে তীর্থে পীতং তত্রাম্বু চাসকৃৎ। আভ্যাং কলরবাভ্যাঞ্চ কৃতাঃ কলরবা মুদা ॥ ১১১ ॥ এতাভ্যাং স্থিরচিত্তাভ্যাং মুদিতা ত্বমতীব হি। দৃষ্টা হি কৌতুকান্যত্র মম ভক্তৈঃ কৃতান্যপি ॥ ১১২ ॥ অমূভ্যাং বহুশো দৃষ্টা মম মঙ্গলদীপিকা। পীতং শ্রুতিপুটাভ্যাঞ্চ মম নামাক্ষরামৃতম্। তির্য্যগ্‌যোনিপ্রভাবেণ ন মৃতৌ মম সন্নিধৌ ॥ ১১৩ ॥ জম্বুমার্গে মৃতৌ যস্মাৎ স্বর্গপ্রাপ্তিকরে ধ্রুবম্। তস্মাৎ পারাবতী হ্যেষা রত্নদীপসুতাভবৎ ॥ ১১৪ ॥ পতিঃ পারাবতোহস্যাশ্চ জাতো বিদ্যাধরাঙ্গজঃ। এষা প্রভাবতী নাগী নাগরাজস্য সদ্মনি। ইহ জন্মনি কন্যাসীৎ পূর্ব্বজন্ম ব্রবীমি চ ॥ ১১৫ ॥ ত্রিশিখস্যোরগেন্দ্রস্য সুতা চেয়ং কলাবতী। এতস্যা অপি বৃত্তান্তং নিশাময় তু বচ্যহম্ ॥ ১১৬ ॥ ভবান্তরে তৃতীয়েহত্র কন্যে চারায়ণস্য চ। আস্তাং মহর্ষেঃ শীলাঢ্যে প্রেমবত্যৌ পরস্পরম্ ॥ ১১৭ ॥ পিত্রা চারায়ণেনাপি তাভ্যাং সম্প্রেরিতেন বৈ। আমুষ্যায়ণপুত্রায় দত্তে নারায়ণায় হি ॥ ১১৮ ॥ অপ্রাপ্তযৌবনোহরণো সমিদাহরণায় বৈ। গতো বিধিবশাদ্দষ্টো দন্দশূকেন কাননে ॥ ১১৯ ॥ ভবানীগৌতমীনাম্ন্যৌ তে তু চারায়ণাঙ্গজে। বৈধব্যদুঃখমাপন্নে দৈন্যগ্রস্তে বভূবতুঃ ॥ ১২০ ॥ অতএব প্রযত্নেন পরিণেতা বিবর্জ্জয়েৎ। দেবতাসরিদাহ্বানকন্যাপাণিগ্রহং সুধীঃ ॥১২১॥ অথর্ষেঃ কস্যচিদ্দৈবাদাশ্রমে •দেবসন্নিভে। রম্ভাফলান্যদত্তানি মোহাজ্জগ্রহতুস্তদা ॥ ১২২ ॥ কৃত্বা নানোপবাসাদিব্রতানি ব্রাহ্মণাঙ্গজে। অথাস্য নিধনং কালাচ্ছাখামৃগ্যৌ বভূবতুঃ ॥ ১২৩। ফলচৌর্য্যবিপাকেন বানরত্বং তযোরভূৎ। শীলরক্ষণভাবেনাবস্ত্যাং জনিমবাপতুঃ ॥ ১২৪ ॥ স চ নারায়ণো বিপ্রঃ পিতৃশুশ্রূষণে রতঃ। দষ্টোহপি দন্দশূকেন কাশ্যাং পারাবতোহভবৎ ॥ ১২৫ ॥ এবং ভবান্তরে চাসীদেতয়োঃ পতিরেব সঃ। তিসৃণাং ভবতীনাঞ্চ ভাবী ভর্ত্তা পুনঃ স বৈ ॥ ১২৬ ॥

সম্মুখে ত্রিলোচনকে দেখিতে পাইত। তাহারা প্রতিদিন এইরূপে অতর্কিতাগত ত্রিলোচনকে দর্শন করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে বন্দনা ও স্তব করিত। ধূলি অপসারিত করিত। প্রাসাদের উপরিভাগে ও নিম্নভাগে ইহারা প্রদক্ষিণ করিত এবং আকাশে সঞ্চরণ করিলেও ইহারা আমার অঙ্গন-সীমা অতিক্রম করিত না। এই কলরব ও কলরবী, ইহারা চতুর্নদে স্নান ও তথাকার জল পান করিয়া আনন্দে কলরব করিত। হে দেবি! এই পারাবতদ্বয় স্থিরচিত্ত হইলে তুমি অত্যন্ত আনন্দিত হইতে। আমার ভক্তগণকৃত কৌতুক দর্শনপূর্ব্বক ইহারা বহুবার আমার মঙ্গল-আরাত্রিক দর্শন করিত। আমার নামামৃত পান করিয়া ইহারা আনন্দিত হইত। তির্য্যগ্‌যোনি বলিয়া ইহারা আমার নিকট প্রাণত্যাগ করে নাই। ইহারা জম্বুমার্গে প্রাণত্যাগ করিয়া স্বর্গলাভ করিয়াছে। সেই পারাবতীই নাগকন্যারূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া নাগরাজ রত্নদীপের সুতা হইয়াছে, আর সেই পারাবত গন্ধর্ব্বরাজতনয়রূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া গন্ধর্ব্বদিগের অধিপতি হইয়া পরিমলালয় নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। আর এই প্রভাবতী বর্ত্তমান জন্মে নাগকন্যারূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, ইহার পূর্ব্ব জন্ম বলিতেছি। কলাবতী ত্রিশিখ নামক উরগেন্দ্রের কন্যা। ইহারও পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত বলিতেছি, তোমরা শ্রবণ কর। এই জন্মের তৃতীয় জন্মে প্রভাবতী ও কলাবতী, ইহারা উভয়ে চারায়ণ মহর্ষির কন্যা ছিল। ইহারা উভয় ভগিনীই পরস্পর প্রেমবতী ও সৎস্বভাবা ছিল। পিতা ইহাদিগকে ইহাদের উদ্দেশে আগত আমুষ্যায়ণপুত্র নারায়ণকে প্রদান করেন। ঐ নারায়ণ একদা সমিধ আহরণের জন্য বনগমন করিলে দৈবাৎ তাহাকে এক সর্প দংশন করে। নারায়ণ কালকবলিত হইলে ভবানী ও গৌতমী নাম্নী এই কন্যাদ্বয় বৈধব্য প্রাপ্ত হইয়া দৈন্যগ্রস্ত হয়। এই জন্যই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি বিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক দেবতা প্রতিষ্ঠা, সরিৎ-আহ্বান ও কন্যাপাণিগ্রহ কার্য্য করিবেন।১৪ —১২১। কোন সময় ঐ বিধবা কন্যাদ্বয় কোন ঋষিকে দিবার নিমিত্ত প্রদত্ত রম্ভাফল তাঁহাকে না দিয়া মোহবশতঃ ভক্ষণ করে, ইহার ফলে তাহারা বিবিধ উপবাসাদি ব্রত করিয়া জীবনান্তে বানরী হইয়া জন্মগ্রহণ করে। ফলচৌর্য্যনিবন্ধন পাপে ইহাদের বানরযোনি লাভ হয়। কিন্তু স্বভাব বিশুদ্ধ ছিল বলিয়া অবন্তীতে ইহারা জন্মে, আর ইহাদের পতি নারায়ণ সর্পদংশনে অপমৃত্যুগ্রস্ত হইলেও কাশীতে পারাবত হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। জন্মান্তরে এই নারায়ণই প্রভাবতী ও কলাবতীর পতি ছিল। আর অধুনা তোমাদের তিন জনেরই

প্রাসাদস্যাপি পার্শ্বে তু ন্যগ্রোধশ্চ মহানগঃ। তস্মিন্ শাখিনি বাসাঢ্যৌ শাখামৃগৌ বভূবতুঃ ॥১২৭॥ বিষ্ণুদেহজলে তীর্থে ক্রীড়য়া চ মমজ্জতুঃ। পপতুশ্চাপি পানীয়ং তস্মিংস্তীর্থে তৃষাতুরে ॥ ১২৮ ॥ জাতিস্বভাবচাপল্যাৎ ক্রীড়ন্তৌ চ প্রদক্ষিণম্। চক্রতুর্বহুকৃত্বশ্চ লিঙ্গং দদৃশতুর্বহু ॥ ১২৯ ॥ বিচরন্তাবিত্থং স্বৈরং তত্র ন্যগ্রোধসন্নিধৌ। কেনচিদ্যোগবেষেণ পাশেন চ নিয়ন্ত্রিতে ॥ ১৩০ ॥ ভিক্ষার্থং শিক্ষিতে তেন ন খুৰ্ধ্বর্ন নিবর্ত্তনম্। অথ তে ক্বাপি মর্কটৌ কালধর্ম্মবশং গতে ॥ ১৩১ ॥ অবন্তীবাসপুণ্যেন ত্রিলোচনস্য সেবয়া। প্রাদক্ষিণ্যানুরূপেণ জাতে নাগসুতে অপি ॥ ১৩২ ॥ অধুনা তং পতিং প্রাপ্য বিদ্যাধরকুমারকম্। নির্বিশ্য স্বর্গভোগাংশ্চাবন্ত্যাং নির্বৃতিমাপ্স্যথ ॥ ১৩৩ ॥ যৈরল্পমপি চাবন্ত্যাং কৃতং কর্ম্ম শুভাবহম্। তস্য মোক্ষঃ পরীপাকো নিশ্চিতং মদনুগ্রহাৎ। ত্রৈলোক্যেঽপি চ সর্ব্বস্মিন্ শ্রেষ্ঠাবন্তী পুরী সদা ॥ ১৩৪ ॥ ততোঽপি লিঙ্গমোঙ্কারং ততোঽপ্যত্র ত্রিলোচনম্। তিষ্ঠমানোঽত্র লিঙ্গেঽহং ভুক্তিং মুক্তিং দদামি বৈ ॥ ১৩৫ ॥ অতঃ সর্ব্বপ্রযত্নেনাবন্ত্যাং পূজ্যস্ত্রিলোচনঃ। ইত্যুক্ত্বা দেবদেবেশস্তৎপ্রাসাদান্তরেঽবিশৎ ॥ ১৩৬ ॥ লিঙ্গস্বরূপমাসাদ্য শুভং ত্রিভুবনাদপি। তাশ্চ স্বসদনং প্রাপ্য তদ্বৃত্তান্তমশেষতঃ। স্বমাতুঃ পুরতশ্চোক্ত্বা কৃতকৃত্যা ইবাভবন্ ॥ ১৩৭ ॥ একদা মাধবে মাসি সহ সার্থাঃ সমাগতাঃ। বিদ্যাধরাস্তথা নাগা মিলিতাঃ সপরিচ্ছদাঃ ॥ ১৩৮ ॥ বিরজস্কে মহাক্ষেত্রে ত্রিলোচনসমীপতঃ। দেবস্য বরদানাচ্চ পৃষ্টাস্তেঽন্যোন্যং কুলাবলিম্ ॥ ১৩৯ ॥ বিদ্যাধরায় তাং কন্যা নাগেস্ত্রিস্রোঽপি কল্পিতাঃ। মন্দারদামা সন্তুষ্টঃ প্রাপ্য তচ্চ সুষাত্রয়ম্ ॥ ১৪০ ॥ রত্নদীপশ্চ নাগেন্দ্রঃ পদ্মী চ ভুজগেশ্বরঃ। বিশিখোঽপি ফণীন্দ্রশ্চ হৃষ্টা এতে ত্রয়োঽপি চ। জামাতরং সমাসাদ্য শুভং পরিমলালয়ম্ ॥ ১৪১ ॥ অন্যোন্যং স্বজনাস্তে তু মুদা বিকসিতেক্ষণাঃ। বিবাহোৎসবমারচ্য স্বংস্বং ভবনমাবিশন্ ॥ ১৪২ ॥ ত্রিলোচনস্য লিঙ্গস্য বর্ণয়ন্তোঽপি গৌরবম্। স চ বিদ্যাধরঃ শ্রীমান্নাগীভিৰ্বিপুলং সুখম্। মুক্তাবন্তীং ততঃ প্রাপ্য সংসেব্য চ

ভাবী ভর্ত্তা সেই গন্ধর্ব্বপতি পরিমলালয়। আমার প্রাসাদের পার্শ্বে এক বিশাল বটবৃক্ষ আছে, ঐ বৃক্ষে উক্ত বানরীদ্বয় বাস করিত; বিষ্ণুদেহজলতীর্থে জলক্রীড়া করিয়া অবগাহন করিত, ঐ জল পিপাসার্ত্ত হইয়া পান করিত; জাতি-সুলভ স্বভাব-চাপল্য বশত ক্রীড়া করিতে করিতে প্রাসাদ প্রদক্ষিণ করিত; এবং বহুবার লিঙ্গ দর্শন করিয়া ন্যগ্রোধবরে অবস্থানপূর্ব্বক উঁহারা এইরূপে কালাতিপাত করিত। ইত্যবসরে একদিন উঁহারা যোগবেশের জনৈক পাশে নিয়ন্ত্রিত হয়। তাহারা ভিক্ষা করিবার জন্য ঐ বানরীদ্বয়কে শিক্ষা দিলেও তাহারা লম্ফন-উল্লম্ফন প্রভৃতি কিছুই করিত না। অনন্তর উঁহারা কালধর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়া জন্মান্তরে অবন্তীবাস ও প্রাসাদ-প্রদক্ষিণ প্রভৃতির পুণ্যফলে নাগ কন্যা হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। এই হইল,—প্রভাবতী ও কলাবতীর পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত। অধুনা ইহারা বিদ্যধরকুমারকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গীয় ভোগ সকল উপভোগ করত অবন্তীতে নির্ব্বৃতি লাভ করিবে। যাহারা অবন্তীতে কিঞ্চিন্মাত্রও শুভাশুভ কর্ম্ম করে, তাহারা আমার অনুগ্রহে মুক্তি লাভ করিয়া থাকে, ইহা নিশ্চিত। সমস্ত ত্রৈলোক্যের মধ্যে এই অবন্তীপুরী শ্রেষ্ঠা, অবন্তী হইতে তত্রত্য ওঙ্কার লিঙ্গ শ্রেষ্ঠ, তাহা হইতেও ত্রিলোচন শ্রেষ্ঠ। আমি এই লিঙ্গে থাকিয়া ভুক্তি-মুক্তি প্রদান করিয়া থাকি। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে অবন্তীস্থ ত্রিলোচনের পূজা করা কর্ত্তব্য। হে দেবি! বালিকাত্রয়কে এই কথা বলিয়া দেবদেব লিঙ্গস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া প্রাসাদ-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাহারাও সকলে স্বভবনে গমন করিয়া লিঙ্গোক্ত বৃত্তান্ত স্বীয় পিতামাতার নিকট নিবেদন করিয়া কৃতকৃত্য হইল। ১২২—১৩৭। একদা মধুমাসে নাগ ও বিদ্যাধরগণ মিলিত ও সুপরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া বিরজস্ক মহাক্ষেত্রে ত্রিলোচনের সমীপে গমন করে। লিঙ্গের বরদানহেতু তাহারা আপন আপন কুলাবলী পর্য্যালোচনা করিলে নাগরাজ স্বীয় কন্যাত্রয়কে বিদ্যাধরপুত্র পরিমলালয়কে প্রদান করিল। মন্দারদাম পুত্রবধূত্রয় লাভ করিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়। এই বিবাহ সম্বন্ধে নাগরাজ রত্নদীপ ভুজঙ্গেশ্বর, পদ্মী ও বিশিখ, ইঁহারা সকলেই হৃষ্ট হইল। পরিমলালয়কে জামাতা লাভ করিয়া ইহারা সকলেই হর্ষ-বিকসিত নয়নে বিবাহ-উৎসব নির্ব্বাহ করিয়া স্ব স্ব ভবনে প্রবেশ করিল। তাহারা গৃহপ্রবেশকালে ত্রিলোচনের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে লাগিল। অনন্তর বিদ্যাধরপতি পরিমলালয় নাগকামিনীত্রয়কে পত্নী লাভ করিয়া তাহাদের সহিত বিপুল সুখ

ত্রিলোচনম্ ॥ ১৪৩ ॥ গায়ন্ গীতং সুমধুরং নারীভিঃ সহিতঃ কৃতী। আত্মানং চাতিবিস্মৃত্য মধ্যেলিঙ্গং লয়ং গতঃ ॥ ১৪৪ ॥ ত্রিলোচনস্য মহিমা কলৌ দেবেন গোপিতঃ। ততোঽল্পসত্ত্বা মনুজা ন তল্লিঙ্গমুপাসতে ॥ ১৪৫ ॥ ত্রিলোচনকথামেতাং শ্রুত্বা পাপাদ্বিভোঽপ্যহো। বিপাপো জায়তে মর্ত্ত্যো লভতে চ পরাং গতিম্ ॥ ১৪৬ ॥ এষ তে কথিতো দেবি প্রভাবঃ পাপনাশনঃ। ত্রিলোচনস্য দেবস্য শৃণু বীরেশ্বরং পরম্ ॥ ১৪৭ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ত্রিলোচনমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৫ ॥

ষট্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীহর উবাচ। ষট্চত্বারিংশকং দেবি বীরেশ্বরমথো শৃণু। যস্য দর্শনমাত্রেণ কুলবৃদ্ধির্ভবেদ্ধ্রুবম্ ॥১॥ নিশাময় মহাদেবি বীরেশাবির্ভবং পরম্। যচ্ছ্রুত্বা পিতরঃ পুণ্যং প্রাপ্নুয়ুর্বিপুলং শিবে ॥ ২ ॥ আসীদমিত্রজিন্নাম রাজা পরপুরঞ্জয়ঃ। ধার্ম্মিকঃ

অনুভব করত তাহাদের সহিত অবন্তীতে গমনপূর্ব্বক ত্রিলোচনকে দর্শন করিলেন। দেবদর্শনের পর তিনি পত্নীদিগের সহিত সুমধুর গীত গাহিয়া আত্মবিস্মরণপূর্ব্বক লিঙ্গমধ্যে লয় প্রাপ্ত হইলেন। ঐ লিঙ্গ কলিকালে আত্মমহিমা গোপন করিয়াছেন। সেই জন্যই অল্পবল মানবগণ ঐ লিঙ্গের উপাসনা করে না। অহো! এই লিঙ্গকথা শ্রবণ করিয়া নর নিষ্পাপ হইয়া পরম গতি লাভ করিয়া থাকে। হে দেবি! এই আমি তোমার নিকট ত্রিলোচনের পাপনাশন প্রভাব কীর্ত্তন করিলাম, অধুনা বীরেশ্বরলিঙ্গমাহাত্ম্য শ্রবণ কর। ১৩৮—১৪৭।

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪৫।

ষট্চত্বারিংশ অধ্যায়।

শ্রীহর বলিলেন,—হে দেবি! যাহার দর্শনমাত্রে কুলবৃদ্ধি হইয়া থাকে, আমি সেই বীরেশ্বর লিঙ্গের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যাহা শ্রবণ করিয়া পিতৃগণ বিপুল পুণ্য প্রাপ্ত হন, আমি সেই বীরেশ্বর লিঙ্গের আবির্ভাব বিবরণ কীর্ত্তন করিতেছি,—শিবে! তুমি সমাহিত ভাবে

সত্ত্বসম্পন্নঃ প্রজারঞ্জনতৎপরঃ ॥ ৩ ॥ যশোঽন্বিতো বদান্যশ্চ সুধীর্ব্রাহ্মণদেবতঃ। সদৈবাবভৃথস্নাতঃ পরিক্লিন্নশিরোরুহঃ ॥ ৪ ॥ বিনীতো নীতিসম্পন্নঃ কুশলঃ সর্ব্বকর্ম্মসু। বিদ্যাবিশারদশ্চাথ গুণবান্ গুণিবৎসলঃ ॥ ৫ ॥ কৃতজ্ঞো মধুরালাপঃ পাপকর্ম্মপরাঙ্মুখঃ। সত্যবাক্শৌচনিলয়ঃ সত্যবাগ্ বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৬ ॥ রণাঙ্গনে কৃতান্তস্য সংখ্যাবাংশ্চ সদোহজিরে। কামিনীকেলিকালজ্ঞো যুবাপি স্থবিরপ্রিয়ঃ ॥ ৭ ॥ ধর্ম্মার্থধনকোশশ্চ সমৃদ্ধবলবাহনঃ। সুভগশ্চ সুরূপশ্চ সুমেধাঃ সুপ্রজাপ্রিয়ঃ ॥ ৮ ॥ স্থৈর্য্যধৈর্য্যসমাপন্নো দেশকালবিচক্ষণঃ। মান্যানাং মানদো নিত্যং সর্ব্বদূষণবর্জ্জিতঃ ॥ ৯ ॥ বাসুদেবাঙ্ঘ্রিযুগলে চেতোবৃত্তিং নিধায় চ। চকার রাজ্যং নির্দ্বন্দ্বং ধিগ্গীতিবিবর্জ্জিতম্ ॥ ১০॥ অলঙ্ঘ্যশাসনঃ শ্রীমান্ বিষ্ণুভক্তিপরায়ণঃ। অভুনক্ প্রবরান্ ভোগান্ সমন্তাদ্বিষ্ণুসংস্কৃতান্ ॥ ১১ ॥ হরেরারাধনান্যুচ্চৈঃ প্রতিসৌধং পদেপদে। তস্য রাজ্যে সমভবন্মহাভাগনিধেঃ শিবে ॥ ১২ ॥ গোবিন্দগোপ-

---

শ্রবণ কর। অমিত্রজিৎ নামে এক পরপুরঞ্জয় রাজা ছিলেন, তিনি ধার্ম্মিক, সত্ত্বসম্পন্ন, প্রজারঞ্জন, যশস্বী, বদান্য, সুধী, ব্রাহ্মণদেবত, নিত্য-অবভৃত, স্নাত, স্নান দ্বারা ক্লিন্ন-শিরোরুহ, বিনীত, নীতিসম্পন্ন, কর্ম্মকুশল, বিদ্যা-বিশারদ, গুণবান্, গুণি-বৎসল, কৃতজ্ঞ, মধুরালাপী, পাপ-পরাঙ্মুখ, সত্যবাক্, শুচি, বিজিতেন্দ্রিয়, রণাঙ্গনে কৃতান্তস্বরূপ, চত্বরে রণকাম্মী ও কামিনী-কেলি-কালজ্ঞ ছিলেন। তিনি কামিনীগণের সহিত কেলি করিবার কাল জানিতেন; যুবা হইয়াও তিনি স্থবিরদিগকে ভাল বাসিতেন; ধর্ম্মের নিমিত্তই তাঁহার ধনসঞ্চয় ছিল; তাঁহার বলবাহনের অভাব ছিল না; এবং তিনি সুভগ, সুরূপ, সুমেধা, ও প্রজাপ্রিয় ছিলেন ।১—৮। তিনি ধীর, স্থির, দেশ-কালজ্ঞ ছিলেন এবং মাননীয়দিগের সম্মান রক্ষা করিতেন। তাঁহার কোন দোষ ছিল না। তিনি বাসুদেবের চরণ-কমলে মনো-মধুকরকে নিহিত করত নিষ্কণ্টকে রাজ্য করিতেন। কেহ কখন তাঁহাকে ধিক্কার প্রদান করে নাই। তাঁহার শাসন কেহ কখন লঙ্ঘন করে নাই। সেই শ্রীমান্ বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ রাজা বিষ্ণুসংস্কৃত উৎকৃষ্ট ভোগ সকল উপভোগ করিয়াছিলেন। অয়ি শিবে! সেই রাজার রাজ্যে প্রতিসৌধে পদে পদে হরির আরাধনা হইত হে গোবিন্দ, গোপ,

গোপাল গোপীজনমনোহর। গদাপাণে গুণাতীত গুণাঢ্য গরুড়ধ্বজ ॥ ১৩ ॥ কেশিহন্ কৈটভারাতে কংসারে কমলাপতে ॥ ১৪ ॥ কৃষ্ণ কেশব কঞ্জাক্ষ কীনাশভয়নাশন। পুরুষোত্তম পাপারে পুণ্ডরীক-বিলোচন ॥ ১৫ ॥ পীতকৌশেয়বসন পদ্মনাভ পরাৎপর। জনার্দ্দন জগন্নাথ জাহ্নবীজলজন্মভূঃ ॥ ১৬ ॥ জন্মিনাং জন্মহরণ জঞ্জপূকৌঘনাশন। ক্ষঃ শ্রীকণ্ঠ শ্রীকর শ্রেয়সাং নিধে ॥ ১৭ ॥ শ্রীরঙ্গ শার্ঙ্গকোদণ্ড শৌরে শীতাংশুলোচন। দৈত্যারে দানবারাতে দামোদর দুরন্তক ॥ ১৮ ॥ দেবকীহৃদয়ানন্দ দন্দশূকেশ্বরেশয়। বিষ্ণো বৈকুণ্ঠ-নিলয় বাণারে বিষ্টরশ্রবঃ ॥ ১৯ ॥ বিষ্বক্সেন বিভো বীর বনমালিন্ বলিপ্রিয়। ত্রিবিক্রম ত্রিলোকেশচক্র-পাণে চতুর্ভুজ ॥২০॥ ইত্যাদীনিপবিত্রাণি নামানি প্রতি মন্দিরে। স্ত্রীবৃদ্ধবালগোপালবদনোদীরিতানি তু ॥ ২১ ॥ শ্রূয়ন্তে যত্র কুত্রাপি রম্যাণি মধুবিদ্বিষঃ। সুরম্যকাননান্যেব বিলোক্যন্তে গৃহেগৃহে ॥ ২২ ॥ বিচিত্রাণি চরিত্রাণি গীয়ন্তে চ গৃহেগৃহে। সৌধভিত্তিষু দৃশ্যন্তে চিত্রাণি কৃত্রিমাণি চ ॥ ২৩ ॥ ঋতে হরি-কথায়াস্তু নান্যা বার্ত্তা নিশম্যতে। হরিণা নৈব বধ্যন্তে হরিনামাংসধারিণঃ ॥ ২৪ ॥ তস্য রাজ্যে ভয়াদ্ব্যাধৈররণ্যে সুখচারিণঃ। ন মৎস্যা নৈব চ বকা বরাহাশ্চ ন কেনচিৎ ॥ ২৫ ॥ হন্যন্তে ক্বাপি তদ্ভীত্যা মৎস্যমাংসাশিনাপি বৈ। অপুত্রা ন নরাস্তস্য রাষ্ট্রেঽমিত্রজিতঃ ক্বচিৎ ॥ ২৬ ॥ স্তনপানং ন কুর্ব্বন্তি সম্প্রাপ্য হরিবাসরম্। পশবোঽপি তৃণাহারং পরিত্যজ্য হরের্দিনে। উপোষণপরা জাতা অন্যেষাং কা কথা নৃণাম্ ॥২৭॥ মহামহোৎসবঃ সর্ব্বৈঃ পুরৌকোভির্বিরিতন্যতে। অস্মিন্ প্রশাসতি ভুব সম্প্রাপ্তে হরিবাসরে ॥ ২৮ ॥ যো বিষ্ণুভক্তি-রহিতঃ প্রাণৈরপি ধনৈরপি। স এব দণ্ড্যো ভুক্তে যো রাজ্যেঽমিত্রজিতঃ ক্ষিতৌ ॥ ২৯ ॥ অন্ত্যজা অপি শূদ্রাস্তে শঙ্খচক্রাঙ্কধারণঃ। সম্প্রাপ্য বৈষ্ণবীং দীক্ষাং দীক্ষিতা ইতি সংস্থিতাঃ ॥ ৩০ ॥ শুভানি যানি কল্যাণ ক্রিয়ন্তেঽনুদিনং জনৈঃ। বাসু-দেবে সমার্প্যন্তে তানি তৈরফলেপ্সুভিঃ ॥ ৩১ বিনা মুকুন্দগোবিন্দপরমানন্দমচ্যুতম্। নান্যো জপ্যেত নম্যেত সভাজ্যেত জনঃ ক্বচিৎ। কৃষ্ণ এব পরো বন্ধুস্তস্যাসীদবনী-পতেঃ ॥ ৩২ ॥ এবং তস্মিন্ মহীপালে রাজ্যে সম্যক্প্রশাসতি। একদা নারদঃ শ্রীমাংস্তং দিদৃক্ষুঃ

গোপাল ও গোপীজনের মনোহর! হে গদা-পাণি, গুণাতীত গুণাঢ্য, গরুড়ধ্বজ, কেশিহা, কৈটভারাতে, কংসারে, কমলাপতে, কৃষ্ণ, কেশব কঞ্জাক্ষ, কীনাশভয়নাশন, পুরুষোত্তম, পাপারে, পুণ্ডরীক-বিলোচন, পীত কৌশেয়বসন, পদ্মনাভ, পরাৎপর, জনার্দ্দন, জগন্নাথ, জাহ্নবীজলজন্মভূ, জন্মীদিগের জন্মহরণ, জঞ্জপূকৌঘনাশন, শ্রীবৎসবক্ষঃ, শ্রীকণ্ঠ, শ্রীকর, শ্রেয়োনিধে, শ্রীরঙ্গ, শার্ঙ্গকোদণ্ড, শৌরে, শীতাংশুলোচন, দৈত্যারে, দানবারে, দামো-দর, দুরন্তক, দেবকীহৃদয়ানন্দ, দন্দশূকেশ্বরেশয়, বিষ্ণো, বৈকুণ্ঠনিলয়, বাণারে, বিষ্টরশ্রবঃ বিষ্বক্সেন, বিভো, বীর, বনমালিন্, বলিপ্রিয়, ত্রিবিক্রমন ত্রিলো-কেশ, চক্রপাণে ও চতুর্ভুজ! এইরূপ নাম সেই রাজার রাজ্যে প্রতিমন্দিরে স্ত্রী, বৃদ্ধ, বাল, গোপাল,—সকলকেই যেখানে সেখানে উচ্চারণ করিতে শুনা যাইত। তাঁহার রাজ্যে গৃহে গৃহে সুরম্য কানন ও গৃহে গৃহে বিচিত্র চরিত্রকীর্ত্তন হইত। সৌধভিত্তিতে বিচিত্র কৃত্রিম চিত্র সকল লক্ষিত হইত। হরিকথা ভিন্ন অন্য কথা ঐ স্থানে শ্রুত হইত না। সিংহও তাঁহার রাজ্যে মৃগহিংসা পরিত্যাগ করিয়াছিল। ব্যাধগণও ঐ স্থানে "অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ" ছিল, তাহারা রাজ ভয়ে কদাপি বরাহ, বক, এমন কি মৎস পর্য্যন্ত হিংসা করিত না। মৎস্যমাংসাশী ব্যক্তিরাও রাজভয়ে হিংসা ত্যাগ করিয়া ছিল। তাঁহার রাজ্যে অপুত্রক নর ও অমিত্রজিত নর প্রায়ই দৃষ্ট হইত না। হরিবাসরের দিন কেহ আহার করিত না, এমন কি স্তন্যপায়ী শিশুগণও স্তন্য পান করিত না। পশুগণও ঐ দিন তৃণাহার বর্জ্জন করিত, অপরাপরের কথা আর কি বলিব? পুরবাসীরা হরিবাসরের দিন মহামহোৎসব করিত। যে ব্যক্তি বিষ্ণুভক্তিরহিত হইত, সে ধনে-প্রাণে দণ্ডনীয় হইত। অন্ত্যজ ব্যক্তিগণও শঙ্খচক্র চিহ্ন ধারণ করিত। সকলেই বৈষ্ণবী দীক্ষায় দীক্ষিত হইত, এইরূপ নিয়ম ছিল। জনগণ কেহ দৈব কর্ম্ম করিলে তৎফল-কামনা বাসুদেবে সমর্পণ করিত। জনগণ মুকুন্দ, গোবিন্দ, পরমানন্দ অচ্যুত ব্যতি-রেকে আর কাহারও জপ নমস্কার ও অর্চ্চনা করিত না। শ্রীকৃষ্ণই ঐ অবনীপতির একমাত্র পরম বন্ধু ছিলেন। মহীপাল এইরূপে রাজ্য শাসন করিতে থাকিলে একদা শ্রীমান্ নারদমুনি রাজার সহিত

সমাযযৌ ॥৩৩॥ রাজ্ঞা সমর্চ্চিতঃ সোঽথ মধুপর্কবিধানতঃ। নারদো বর্ণয়ামাস তমমিত্রজিতং নৃপম্‌ ॥৩৪॥
শ্রীনারদ উবাচ। ধন্যোঽসি কৃতকৃত্যোঽসি মান্যোঽপ্যসি দিবৌকসাম্‌। সর্ব্বভূতেষু গোবিন্দং পরিপশ্যন্‌ বিশাম্পতে ॥ ৩৫ ॥ যো বেদপুরুষো বিষ্ণুর্যো যজ্ঞপুরুষো হরিঃ। যোঽন্তরাত্মাস্য জগতঃ কর্ত্তা ভর্ত্তা বিভুঃ ॥ ৩৬ ॥ তন্ময়ং পশ্যতো বিশ্বং তব ভূপালসত্তম। দর্শনং প্রাপ্য শুভদং শুচিত্বমগমং পরম্‌ ॥ ৩৭ ॥ এষ এব হি সারোঽত্র সংসারে ক্ষণভঙ্গুরে। কমলাকান্তপাদাব্জভক্তিভাবোঽখিলপ্রদঃ ॥ ৩৮ ॥ পরিত্যজ্য হি যঃ সর্ব্বং বিষ্ণুমেকং সদা ভজেৎ। সুমেধসং ভজন্তে তং পদার্থাঃ সর্ব্ব এব হি ॥ ৩৯ ॥ হৃষীকেশে হৃষীকাণি যস্য স্থৈর্য্যং গতান্যহো। স এব স্থৈর্য্যমাপ্নোতি ব্রহ্মাণ্ডেঽতীব চঞ্চলে ॥ ৪০ ॥ যৌবনং ধনমায়ুষ্যং জলং পদ্মদলে যথা। অতীব চঞ্চলং জ্ঞাত্বাচ্যুতমেব সদাশ্রয়েৎ ॥ ৪১ ॥ বাচি চেতসি কর্ণেঽথ যস্য দেবো জনার্দ্দনঃ। স এব সর্ব্বদা বন্দ্যো নররূপী জনার্দ্দনঃ। নির্ব্যাজপ্রণিধানেন শীলয়িত্বা শ্রিয়ঃপতিম্‌ ॥ ৪২ ॥ পুরুষোত্তমতাং কো ন প্রাপ্নুয়াদিব ভূতলে। অনয়া বিষ্ণুভক্ত্যা তে সন্তুষ্টেন্দ্রিয়মানসঃ। উপকর্ত্তুমনা ক্রয়াং তন্নিশাময় ভূপতে ॥ ৪৩ ॥ মালাবিদ্যাধর সুতা নাম্না মলয়গন্ধিনী। ক্রীড়ন্তী পিতুরাক্রীড়ে হৃতা কঙ্কালকেতুনা ॥ ৪৪ । কপালকেতুপুত্রেণ দানবেন বলীয়সা। আগামিন্যাং তৃতীয়ায়াং তস্যাঃ পাণিগ্রহঃ কিল ॥ ৪৫ ॥ পাতালে চম্পকাবত্যাং নগর্য্যাং সাস্তি সাম্প্রতম্‌। হাটকেশাৎ সমাগচ্ছং-স্তয়াহং সাশ্রুনেত্রয়া ॥ ৪৬ ॥ দৃষ্টঃ প্রণম্য বিজ্ঞপ্তো যথা তচ্চ নিশাময়। ব্রহ্মচারিন্মুনিশ্রেষ্ঠ গন্ধমাদনশৈলতঃ ॥ ৪৭ ॥ বালক্রীড়নকাসক্তাং মাং জহ্রে ত্রস্তমানসাম্‌। কঙ্কালকেতুর্দুর্বৃত্তস্তস্য নাস্তি চ ঘাতকঃ ॥ ৪৮ ॥ স মত্ত্রিশূলঘাতেন ম্রিয়তে নান্যথা রণে। জগৎ পর্য্যাকুলীকৃত্য নিদ্রাত্যথ বিনির্ভয়ঃ ॥ ৪৯ ॥ যদি কোঽপি কৃতজ্ঞো মাং হন্তেমং দুষ্টদানবম্‌। মদ্দত্তেন ত্রিশূলেন নয়েদ্ভদ্রং চ বৈ কৃতম্‌ ॥ ৫০ ॥

সাক্ষাৎ করিবার জন্য আগমন করিলেন। মধুপর্কবিধানে রাজা কর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়া মহর্ষি নৃপতির বর্ণন আরম্ভ করিলেন। তিনি বলিলেন,—হে বিশাম্পতে। আপনি সর্ব্বভূতে গোবিন্দকে দর্শন করিয়া ধন্য কৃতকৃত্য ও দেবগণেরও মান্য হইয়াছেন। যিনি বেদপুরুষ, যিনি যজ্ঞপুরুষ, যিনি এই জগতের অন্তরাত্মা, কর্ত্তা, পালয়িতা ও বিভু, আপনি সেই বিষ্ণুকে জগন্ময় দেখিতেছেন, অদ্য আমি আপনার দর্শন লাভ করিয়া পবিত্র হইলাম। কমলাকান্তপদাম্বুজে যে ভক্তিভাব, ক্ষণভঙ্গুর সংসারে তাহাই সার এবং অখিলপ্রদ। যে ব্যক্তি সমস্ত পরিত্যাগ করিয়াও একমাত্র বিষ্ণুর অর্চ্চনা করে, নিখিল পদার্থই ঐ সুমেধা ব্যক্তিকে ভজনা করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়গ্রাম সংযমপূর্ব্বক হৃষীকেশে চিত্ত সমর্পণ করে, সেই ব্যক্তি এই অস্থির জগতে স্থৈর্য্য লাভ করিয়া থাকে। যৌবন, ধন ও আয়ু এ সকল পদ্মপত্রের জলের ন্যায় অতীব চঞ্চল, ইহা জানিয়া জনগণ অচ্যুতের শরণ গ্রহণ করিবে। যাহার চিত্তে বাক্যে ও কর্ণে জনার্দ্দন সর্ব্বদা বিরাজ করেন, সেই সকলের পূজনীয় এবং তিনিই নররূপী জনার্দ্দন। নির্ব্যাজ প্রণিধান দ্বারা শ্রীকান্তকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে চিন্তা করিয়া কে না ভূতলে পুরুষোত্তমত্ব প্রাপ্ত হইবে? হে ভূপতে! বিষ্ণুভক্তির দ্বারা আপনার ইন্দ্রিয় ও মন সংযত হইয়াছে, আপনার উপকার করিবার ইচ্ছায় আপনাকে একটী গল্প বলিতেছি, শ্রবণ করুন,—হে রাজন্‌! একদা মলয়গন্ধিনী নাম্নী মালাবিদ্যাধর-সুতা তাহার পিতার ক্রোড়-দেশে ক্রীড়া করিতেছিল, এমন সময় দানব কপালকেতুর পুত্র কঙ্কালকেতু তাহাকে হরণ করে, আগামী তৃতীয়া তিথিতে ঐ বালিকার বিবাহ হইবে। অধুনা সে পাতালে চম্পকাবতী নগরীতে বাস করিতেছে। হে ভূপ! আমি হাটকেশ লিঙ্গ দর্শন করিয়া আসিতেছি, ঐ সময় ঐ সাশ্রুনয়না কন্যা আমাকে প্রণামপূর্ব্বক যাহা জানাইল, আমি তাহা আপনাকে জানাইতেছি, শ্রবণ করুন। ঐ কন্যা আমায় বলিল,—হে ব্রহ্মচারিন্‌! মুনিশ্রেষ্ঠ! একদা আমি গন্ধমাদনশৈলে ক্রীড়নক লইয়া ক্রীড়া করিতেছি, ঐ সময়ে দুর্বৃত্ত কঙ্কালকেতু আমাকে হরণ করে। ঐ পাপাত্মার কাহারও হস্তে মৃত্যু নাই, কেবল সে আমার ত্রিশূলপ্রহারে মৃত্যুগ্রস্ত হইবে; যুদ্ধে সে কিছুতেই মরিবে না। ঐ দুষ্ট এখন জগৎকে পর্য্যাকুলীকৃত করিয়া নির্ভয়ে নিদ্রা যাইতেছে।৯—৪৯। যদি কোন কৃতজ্ঞ ব্যক্তি মদ্দত্ত ত্রিশূল দ্বারা এই দুষ্ট দানবকে নিহত করিয়া

যদ্যত্রোপচিকীর্ষুস্ত্বং রক্ষ মাং দুষ্টদানবাৎ। মমাপি হি বরো দত্তো ভগবত্যোময়া পুরা। বিষ্ণুভক্তো যুবা ধীমান্ পুত্রি ত্বাং পরিণেষ্যতি ॥ ৫১ ॥ আত্ত-যথা ত্বদ্বাক্যং তথ্যতাং ব্রজেৎ। তথা নিমিত্তমাত্রং ত্বং ভব যত্নং সমাচর ॥ ৫২ ॥ ইতি তদ্বচনাদ্রাজন্ বিষ্ণুভক্তিপরায়ণম্। যুবানং চাপি ধীমন্তং ত্বামনুপ্রাপ্তবানহম্ ॥ ৫৩ ॥ তদ্গচ্ছ কার্য্য-সিদ্ধ্যৈ ত্বং হত্বা তং দুষ্টদানবম্। আনয়াশু মহা বাহো শুভাং মলয়গন্ধিনীম্ ॥ ৫৪ ॥ সা তু বিদ্যা-ধরী বালা বিলোক্য ত্বাং নরেশ্বর। অবশ্যমেব তচ্ছূলং দাস্যতীতি বিনিশ্চিতম্। পার্ব্বতীবচনাদ্দুষ্টং ঘাতয়িষ্যস্যসংশয়ম্ ॥ ৫৫ ॥ ইতি নারদবাক্যং স নিশম্যামিত্রজিন্নৃপঃ। অনল্পোৎকলিকো জাতো বিদ্যাধরসুতাং প্রতি। উপায়ং চাপি পপ্রচ্ছ গন্তুং বৈ চম্পকাবতীম্ ॥ ৫৬ ॥ নারদেন পুনঃ প্রোক্তঃ স রাজা গিরিরাজজে। তূর্ণমর্ণবমাসাদ্য পূর্ণিমা-দিবসে নৃপ ॥ ৫৭ ॥ ভবান্ দ্রক্ষ্যতি পোতস্থকল্প-বৃক্ষরথাস্থিতাম্। তত্র দিব্যাঙ্গনাং কাঞ্চিদ্দিব্য-পর্য্যঙ্কসুস্থিতাম্। বীণামাদায় গায়ন্তীং গাথামত্যন্ত-সুস্বরম্ ॥ ৫৮ ॥ যৎকর্ম্ম বিহিতং যেন শুভং বাপ্য-থবাশুভম্। স এব ভুঙ্‌ক্তে তত্তথ্যং বিধিস্তত্র নিয়ন্ত্রিতঃ ॥ ৫৯ ॥ গাথামিমাং তু সঙ্গীয় সরথা সমহীরুহা। সপর্য্যঙ্কা ক্ষণাদেব মধ্যেসিন্ধু প্রবে-ক্ষ্যতি ॥ ৬০ ॥ ভবানপ্যবিশঙ্কস্তু ততঃ পোতান্মহা-র্ণবে। তমনুব্রজতু ক্ষিপ্রং যজ্ঞবারাহসাধ্বসান্ ॥ ৬১ ॥ ততো দ্রক্ষ্যসি পাতালে নগরীং চম্পকাবতীম্। মহামনোহরাং রাজন্ সনাথাং বালয়া তয়া ॥ ৬২ ॥ ইত্যুক্ত্বান্তর্হিতো দেবি স চতুর্ম্মুখনন্দনঃ। রাজা-প্যর্ণবমাসাদ্য যথোক্তং পরিলক্ষ্য চ ॥ ৬৩ ॥ বিবে-শান্তঃসমুদ্রঞ্চ নগরীমাসসাদ তাম্। সাপি বিদ্যা-ধরী বালা নেত্রয়োঃ প্রাঘুর্ণীকৃতা ॥ ৬৪ ॥ তেন রাজ্ঞা ত্রিজগতীসৌন্দর্য্যশ্রীরিবৈকিকা। পাতালে দেব-তেয়ং বা মম নেত্রোৎসবায় কিম্ ॥ ৬৫ ॥ নিরমায়ি মামাদেশাৎ স্রষ্টৃসৃষ্টিবিলক্ষণা। কুহূরাহুভয়-দ্বেষাৎ কান্তিশ্চান্দ্রমসী কিমু ॥ ৬৬ ॥ যোষিদ্রূপং

আমার উদ্ধার-সাধন করে, তাহা হইলে বড় ভাল হয়। আপনি যদি আমার উপকার করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে এই দানবের হস্ত হইতে আমাকে মুক্ত করুন। পূর্ব্বে ভগবতী উমা আমাকেও এইরূপ বর দিয়াছিলেন যে, হে পুত্রি! কোন এক বিষ্ণুভক্ত ধীমান্ যুবা তোমার পরি-ণেতা হইবে। আগামী তৃতীয়া তিথির মধ্যে এই বর আসিবে, ইহার জন্য তোমাকে কিছু করিতে হইবে না, তুমি নিমিত্ত মাত্র হইয়া যত্ন কর। হে রাজন্! অদ্য আমি সেই বরানুসারেই আপনাকে বিষ্ণুভক্ত ধীমান্ যুবারূপে প্রাপ্ত হইয়াছি। হে রাজন্! অধুনা আপনি কার্য্য-সিদ্ধির নিমিত্ত ঐ দুষ্ট দানবকে সত্বর নিহত করিয়া ঐ মলয়গন্ধি-নীকে আনয়ন করুন। ঐ কন্যা নিশ্চয়ই আপ-নাকে শূল প্রদান করিবে। আর পার্ব্বতীর বর-প্রভাবে আপনি ঐ দানবকে নিহত করিতে পারিবেন; এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই। নৃপ অমিত্রজিৎ দেবর্ষি নারদের মুখে এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বিদ্যাধরসুতার প্রতি অত্যন্ত উৎসুক হইয়া উঠিলেন। তখন তিনি চম্পকাবতী গমনের উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন। হে গিরিজে! দেবর্ষি নারদ পুনরায় তাঁহাকে এইরূপ পথ বলিয়া দিলেন যে, হে নৃপ! আপনি পূর্ণিমা তিথিতে অর্ণবযানে সমুদ্রে যাত্রা করিয়া যাইতে যাইতে দেখিতে পাইবেন,—পোতস্থ কল্পবৃক্ষযুক্ত রথে এক দিব্যাঙ্গনা সুসজ্জিত পর্য্যঙ্কোপরি শয়ন করিয়া বীণাস্বরযোগে সুস্বরে একটী গাথা গান করিতেছে। সেই গাথা এই,—যে ব্যক্তি শুভাশুভ যেরূপ কর্ম্ম করিবে, সে তাহার ফল ভোগ করিবে; এই বিধি সুনি-শ্চিত। ঐ কামিনী এই গাথা গান করিয়া রথ, মহীরুহ ও পর্য্যঙ্কের সহিত ক্ষণকালের মধ্যে সমুদ্রজলে নিমজ্জিত হইবে। আপনি ইহা দর্শন-পূর্ব্বক শঙ্কিত না হইয়া যজ্ঞবরাহের ন্যায় তাহার অনুগমন করিবেন। অনন্তর পাতালে গমন করিয়া ঐ বালিকাধ্যুষিতা মহামনোহরা চম্পকাবতী নগরী দেখিতে পাইবেন। ৫০—৬২। হে দেবি! এই কথা বলিয়া দেবর্ষি নারদ অন্তর্হিত হইলেন। রাজাও অর্ণবযাত্রা করিয়া মুনিকথিত সমস্ত অবলোকনপূর্ব্বক সমুদ্র-মধ্যে প্রবেশ করিয়া চম্পকাবতী নগরী প্রাপ্ত হইলেন। ঐ স্থানে উপস্থিত হইবামাত্র ঐ বালিকা তাঁহার নয়ন-পথে পতিত হইল। তিনি বালিকার সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিয়া স্বগত বলিতে লাগিলেন,—এই কুমারী কি ত্রিজগতের সৌন্দর্য্য-শ্রী? না পাতালের দেবতা! না কেবল আমারই নয়নোৎসবের জন্য স্রষ্টৃ-সৃষ্টি-বিলক্ষণা এই মনো-মোহিনী নির্ম্মিত হইয়াছে। না কুহূ রাহুর প্রতি

সমাশ্রিত্য তিষ্ঠত্যত্রাকুতোভয়া। ইত্থং ক্ষণং চ নির্ব্বর্ণ্য স রাজাগচ্ছদন্তিকম্॥ ৬৭॥ সা বিলোক্যাথ তং বালং নিতরাং মধুরাকৃতিম্। বিশালোরঃস্থলতলপ্রলম্বতুলসীস্রজম্॥ ৬৮॥ শঙ্খ-চক্রাঙ্কসুভগভুজদ্বয়বিরাজিতম্। হরিনামাক্ষর-সুধাসুধৌতরদনাদলিম্॥ ৬৯॥ ভবানীভক্তি-বীজোত্থভূরুহং পুরুষাকৃতিম্। অনেনাত্র কৃতং কস্ত ভবনং মধুরাকৃতি॥ ৭০॥ ইতি পর্য্যাকুলী-কৃত্য চক্ষুষী চ মুহুর্মুহুঃ। কঙ্কালকেতুর্দুর্বৃত্তস্ত্ববধ্যঃ পরহেতিভিঃ॥ ৭১॥ তাবদ্গুপ্তং সমাতিষ্ঠ শস্ত্রাগারেঽত্র গহ্বরে। ন মে কন্যাব্রতং ভগ্নং সামর্থ্যাচ্চণ্ডিকাবরাৎ॥ ৭২॥ আগামিন্যাং তৃতীয়ায়াং পরশ্বঃ পাণিপীড়নম্। স চিকীর্ষতি দুষ্টাত্মা গতায়ুর্মম শাপতঃ॥ ৭৩॥ মা ভৈষীতিং কুরু যুবংস্তৎকার্য্যং ভবিতাচিরাৎ। বিদ্যাধর্য্যেতি চোক্তঃ স শস্ত্রাগারে নিগূঢ়বৎ॥ ৭৪॥ স্থিরো বীরো মহাবাহুর্দানবাগমনেক্ষণঃ॥ ৭৫॥ অথ সায়ং সমায়াতো দানবো ভীষণাকৃতিঃ। ত্রিশূলং কলয়ন্ পাণৌ মৃত্যোরপি ভয়াবহম্॥ ৭৬॥ আগত্য দানবো রৌদ্রঃ প্রলয়াম্বুদনিস্বনঃ। বিদ্যাধরীং জগাদেতি মদাঘূর্ণিতলোচনঃ॥ ৭৭॥ গৃহাণেমানি রত্নানি দিব্যানি বরবর্ণিনি। কন্যা ত্বং হি পর-শ্বস্তে পাণিগ্রাহো ভবিষ্যতি॥ ৭৮॥ দাসীনাময়ুতং প্রাতর্দাস্যামি তব সুন্দরি। আসুরীণাং সুরীণাঞ্চ দানবীনাং মনোহরম্॥ ৭৯॥ গন্ধর্বীণাং কিন্নরীণাং সততং পরিচারিকাঃ। বিদ্যা-ধরীণাং নাগীনাং যক্ষীণাঞ্চ শতানি ষট্॥ ৮০॥ রাক্ষসীনাং শতান্যষ্টৌ শতমপ্সরসাং বরম্। এতাস্তে পরিচারিণ্যো ভবিষ্যন্ত্যমলাশয়ে॥ ৮১॥ যাবৎ-সম্পত্তিসম্ভারো দিক্পালানাং গৃহেষু বৈ। মৎপরি-গ্রহতাং প্রাপ্তো তাবতস্ত্বং মহেশ্বরী॥ ৮২॥ দিব্যান্ ভোগানয়া সার্দ্ধং ভোক্ষ্যসে মৎপরিগ্রহাৎ। কদা পরশ্বো ভবিতা যস্মিন্ বৈবাহিকো বিধিঃ॥ ৮৩॥ ত্বদঙ্গসঙ্গসংস্পর্শসুখস্বাদাতিমেদুরঃ। পরাং নির্ব্বৃতি-মাপ্স্যামি পরশ্বো নিকটং যদি॥ ৮৪॥ মনোরথা-শ্চিরং যাবদ্যে মে হৃদি সমেধিতাঃ। তান্ কৃতার্থী-করিষ্যামি পরশ্বস্তব সঙ্গমাৎ॥ ৮৫॥ জিত্বা দেবা-

ভয়-দ্বেষ হেতু চান্দ্রমসী শ্রী নারীরূপ ধারণ করিয়া এই স্থানে অকুতোভয়ে বিরাজ করিতেছে? রাজা ক্ষণকাল এইরূপ বিতর্ক করিয়া ঐ কামিনীর নিকটে উপস্থিত হইলেন। ঐ বালিকা দেখিলেন যে, তাঁহার বিশাল বক্ষস্থলে তুলসীমালা লম্বিত রহিয়াছে, তাঁহার ভুজদ্বয় শঙ্খচক্র-চিহ্নে চিহ্নিত, হরিনামরূপ সুধাপানে তাঁহার দশনাবলী বিধৌত হইয়াছে, এবং ভবানীভক্তি-বীজ দ্বারা তাঁহার ভূরুহ উত্থিত। বালিকা এইরূপ পুরুষাকৃতি দর্শন করিয়া মুহুর্মুহুঃ নয়নযুগল মার্জ্জন করত কহিলেন,—হে মধুরাকৃতে! আপনি এখানে আগমন করিয়া এই ভবনকে মধুরাকৃতি করিলেন। এই দুর্বৃত্ত কঙ্কালকেতু পরাস্ত্র দ্বারা অবধ্য, অতএব আপনি শস্ত্রাগারস্থ গহ্বরে গুপ্তভাবে অবস্থান করুন। চণ্ডিকাব্রত সামর্থ্যে আমার কন্যাব্রত ভঙ্গ হয় নাই। আগামী পরশ্ব তৃতীয়া তিথিতে আমার পাণিগ্রহণ করিবে বলিয়া ঐ দুষ্টাত্মা নিদ্রিত আছে। ও আমার শাপে গতায়ু হইয়াছে। হে যুবন! আপনি ভয় করিবেন না, অচিরাৎ আপনার কার্য্যসিদ্ধি হইবে। নৃপ অমিত্রজিৎ বিদ্যাধরী-বাক্যে দানবের আগমন প্রতীক্ষা করিয়া শস্ত্রাগারে গুপ্তভাবে অবস্থান করিলেন। অনন্তর সায়ংকালে ঐ ভীষণাকৃতি দানব কৃতান্তেরও ভীতিপ্রদ ভয়ানক ত্রিশূল হস্তে ধারণ করিয়া সমাগত হইল। দানব ঐ স্থানে আগমন করিয়া প্রলয়াম্বুদ নিঃস্বনে বিদ্যা-ধরীকে বলিল,—অয়ি বরবর্ণিনি! এই দিব্য রত্ন সকল গ্রহণ কর। তুমি কন্যা অবস্থায় আছ, পরশ্বদিনে তোমার পাণিগ্রহণ করিব। অয়ি সুন্দরি! কল্য প্রাতঃকালে তোমায় দশ সহস্র দাসী প্রদান করিব,—আসুরী, সুরী, দানবী, গন্ধর্বী, কিন্নরী, বিদ্যাধরী, নাগী ও যক্ষীদিগের এক শত আট, রাক্ষসী ও অপ্সরোগণের এক শত আট,—ইহারা তোমার পরিচারিকা হইবে। অয়ি কন্যে! তুমি আমায় বিবাহ করিলে দিক্-পালগণের গৃহে যত সম্পত্তি আছে, ঐ সমস্ত সম্পত্তি তুমি ভোগ করিবে। হায়! যে দিন আমার বিবাহ বিধি সম্পন্ন হইবে, সেই পরশ্ব দিন কবে আসিবে? 'পরশ্ব' যদি নিকটে আসে, তাহা হইলে আমি তোমার অঙ্গ-সংস্পর্শ-সুখের আস্বাদ লইয়া অতি মেদুর (মোলায়েম) ভাব ধারণ করত পরম নির্বৃতি লাভ করি। ৬৭—৮৪। হে পরশ্ব! আমি সুচির-কাল যাবৎ যে যে ভাব হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছি, তোমার সমাগমে সেই সেই ভাব চরিতার্থ করিব। অয়ি মৃগশাবাক্ষি! আমি রণে

রণে সর্ব্বানিন্দ্রাদীন্ মৃগলোচনে। ত্রৈলোক্যৈশ্বর্য্যসম্পত্তেস্ত্বাং করিষ্যামি চেশ্বরীম্ ॥ ৮৬ ॥ আধায়াঙ্কে ত্রিশূলঞ্চ সুষ্বাপেতি প্রলপ্য সঃ। নরমাংসস্য স্বাদেন প্রমত্তো বীতসাধ্বসঃ ॥ ৮৭ ॥ বরং স্মরন্তী সা গৌর্য্যা বিদ্যাধরকুমারিকা। বিজ্ঞায় তং প্রমত্তঞ্চ প্রসুপ্তং চাতিনির্ভয়ম্। আহূয় তং নরবরং বরং সর্ব্বাঙ্গসুন্দরম্ ॥ ৮৮ ॥ বিষ্ণুভক্তিকৃতত্রাণং প্রাণনাথেতি জল্প্য চ। শূলং তদঙ্কাদাদায় দদৌ তস্মৈ চ সুন্দরী ॥ ৮৯ ॥ তমাদায় ত্রিশূলঞ্চ স তদামিত্রজিন্নৃপঃ। সংস্মরংশ্চক্রিণং চিত্তে জগদ্রক্ষামণিং হরিম্ ॥ ৯০ ॥ জগাদোত্তিষ্ঠ রে দুষ্ট কন্যাদূষণলালস। যুধ্যস্ব চ ময়া সার্দ্ধং ন সুপ্তং হন্ম্যহং রিপুম্ ॥ ৯১ ॥ ইতি সংশ্রুত্য সংপ্রাপ্তঃ কস্য দৃষ্টোঽদ্য চান্তকঃ। ক আয়ুরাদ্য সন্ত্যক্তো যঃ প্রাপ্তো মম গোচরম্ ॥ ৯২ ॥ মম প্রচণ্ডদোর্দ্দণ্ডকণ্ডূকণ্ডূয়নক্ষমঃ। মাল্যো নরোঽয়ং ভবিতা কিং ত্রিশূলেন সুন্দরি ॥ ৯৩ ॥ মা ভৈর্ষে কৌতুকং পশ্য ভক্ষ্যোঽয়ং মম সাম্প্রতম্। কালেন মত্তো ভীতেন স্বয়মেবোপঢৌকিতঃ ॥ ৯৪ ॥ ইত্যুক্ত্বা মুষ্টিঘাতেন তেনোচ্চৈর্দণ্ডশূন্যনা। হৃদয়ে নিহতো রাজা শিলাতিকঠিনে দ্রুতম্ ॥ ৯৫ ॥ স চক্রিণা কৃতত্রাণঃ পীড়াং নাল্পীয়সীমপি। বিবেদ কঠিনোরস্কঃ করস্তস্য প্রপীড়িতঃ ॥ ৯৬ ॥ অথ কোপবতা রাজ্ঞা হতো বক্ত্রে চপেটয়া। আঘূর্ণিতশিরা ভূমৌ পতিত্বা পুনরুত্থিতঃ। উবাচ চ বচো ধৈর্য্যমবষ্টভ্য মহাবলী ॥ ৯৭ ॥ দানব উবাচ। জ্ঞাতং তত্ত্বং মনুষ্যোঽসি নৃরূপেণ চতুর্ভুজঃ। ততস্ত্বং ছিদ্রমাসাদ্য হন্তুং মাং দানবান্তক ॥ ৯৮ ॥ এবংবিধো হি মধুভিদ্‌যদি ত্বং বলবানসি। বিহায়ৈতন্মহচ্ছূলং যুধ্যস্ব স্বায়ুধৈর্ময়া ॥ ৯৯ ॥ ত্বয়া কপটরূপেণ বলিনা কৈটভাদয়ঃ। ন বলেন হতাঃ সংখ্যে হতা এব চ্ছলেন হি ॥ ১০০ ॥ বলিং পাতালমনয়স্ত্বং নুবামনতাং দধৎ। নৃমৃগত্বেন ভবতা হিরণ্যকশিপুর্হতঃ ॥ ১০১ ॥ তথা জটিলরূপেণ লঙ্কেশো বিনিপাতিতঃ। গোপালবেষমালম্ব্য কংসাদ্যা ঘাতিতাস্ত্বয়া। স্ত্রীভূয় চাহরস্ত্বং হি বিপ্রতার্য্যাসুরান্ সুধান্ ॥ ২ ॥ যাদোরূপেণ ভবতা শঙ্খাদ্যা নিহতা ইহ।

ইন্দ্রাদি দেবগণকে পরাজিত করিয়া তোমাকে ত্রৈলোক্যের ঐশ্বর্য্য-সম্পত্তির ঈশ্বরী করিব। নরমাংসের স্বাদে প্রমত্ত ও বীতভয় হইয়া ঐ দানব এই সকল কথা বলিয়া ক্রোড়দেশে ত্রিশূল রক্ষিত করিয়া নিদ্রিত হইল। তখন বিদ্যাধর-কুমারী দেবী গৌরীর বর স্মরণপূর্ব্বক প্রমত্তদানবকে প্রসুপ্ত দেখিয়া লুক্কায়িত অমিত্রজিৎ রাজাকে আহ্বান করত 'প্রাণনাথ' বলিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিল এবং ঐ প্রসুপ্ত দানবের ক্রোড়দেশ হইতে শূল গ্রহণপূর্ব্বক নৃপহস্তে প্রদান করিল। তখন নৃপ ঐ ত্রিশূল গ্রহণ করত মনে মনে জগৎ রক্ষামণি চক্রীকে স্মরণপূর্ব্বক বলিলেন,—রে কন্যাদূষণলালস দুষ্ট! গাত্রোত্থান কর, আমার সহিত যুদ্ধ কর, আমি সুপ্ত ব্যক্তিকে নিহত করিব না। নৃপতির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া দানব গাত্রোত্থানপূর্ব্বক ক্রোধে বলিল,—হে সুন্দরি! অদ্য কাহার মৃত্যু উপস্থিত? কে অন্তক দর্শন করিয়াছে? অদ্য কাহার আয়ুঃশেষ হইল? কে আমার নিকট উপস্থিত হইয়া আমার প্রচণ্ড দোর্দ্দণ্ডের কণ্ডূ কণ্ডূয়নে প্রবৃত্ত হইতেছে? এ নর—মাল্যস্বরূপ—তবে আর ত্রিশূলের প্রয়োজন কি? অয়ি সুন্দরি! ভয় নাই, কৌতুক দেখ; এ এখনি আমার ভক্ষ্য হইবে। বোধ হয়—কাল ভীত হইয়া স্বয়ং মৃত ব্যক্তিকে আমার উপহাররূপে প্রেরণ করিয়াছে। এই কথা বলিয়া ক্রুদ্ধ দানব রাজার কঠিন বক্ষস্থলে মুষ্ট্যাঘাত করিল। রাজা চক্রিপ্রভাবে পরিত্রাণ পাইয়া অণুমাত্রও ব্যথিত হইলেন না। তাঁহার বক্ষস্থলে প্রহার করায় বরং দানবের হস্তই অত্যন্ত পীড়িত হইল। অনন্তর রাজা অতিক্রোধে দানবের মুখে এক চপেটাঘাত করিলেন। ঐ প্রহারে দানবের মস্তক ঘূর্ণিত হওয়ায় সে পড়িয়া গেল। পুনরায় উত্থিত হইয়া ধৈর্য্য ধারণ করত ঐ ক্রুদ্ধ দানব বলিল,—আমি তত্ত্বার্থ অবগত হইয়াছি, তুমি নররূপী চতুর্ভুজ। হে দানবান্তক! এই জন্যই তুমি ছিদ্র প্রাপ্ত হইয়া আমাকে নিহত করিতে আসিয়াছ। ওইরূপ ছলনা দ্বারাই তুমি 'মধুজিৎ' হইয়াছে। যদি তুমি বলবান হও, তাহা হইলে এই মহৎ শূল পরিত্যাগ করিয়া নিজ আয়ুধ দ্বারা আমার সহিত যুদ্ধ কর। ৮৫—৯৯। তুমি ছল দ্বারা কৈটভ প্রভৃতিকে নিহত করিয়াছ, বল দ্বারা নহে। তুমি কামরূপ ধারণপূর্ব্বক বলিকে পাতালে প্রেরণ করিয়াছ, নৃসিংহরূপে হিরণ্যকশিপুকে নিহত করিয়াছ; জটিলরূপে লঙ্কাপতিকে নিপাতিত করিয়াছ, গোপালরূপে কংসাদিকে ঘাতিত করিয়াছ, স্ত্রীরূপ ধারণপূর্ব্বক অসুরগণকে প্রতারিত করত সুধা হরণ করিয়াছ এবং তুমি যাদোরূপে অগণ্য শঙ্খাদিকে

মায়াবিনা স্বয়াগণ্যাঃ সর্ব্বমর্ম্মজ্ঞ মাধব ॥ ৩ ॥ ন ত্বত্তোঽহং বিভেম্যদ্য সদ্যঃ পাতঃ শরীরিণাম্। বরং তব শ্রয়ে মৃত্যুং বলেনাপি ছলেন বা ॥ ১০৪ ॥ ন ত্যক্ষ্যসি ত্রিশূলং ত্বং ন ত্বাং যোৎস্যামহং রণে। অবশ্যমেব মর্ত্তব্যং ময়া প্রাতঃ শরীরিণা ॥ ৫ ॥ ইয়ং বিদ্যাধরী কন্যা ন ময়া দূষিতা সতী! সাক্ষাচ্ছ্রীরিব মন্তব্যা তবার্থং রক্ষিতা ময়া ॥ ৬ ॥ ইত্যুক্ত্বা বামদোর্দণ্ডপ্রহারেণাপি নিষ্ঠুরম্। নিজঘান দনোঃ সূনুস্তং শিলোচ্চয়ঘাতিনা ॥ ৭ ॥ নৃপতিস্তথ সংরব্ধো বিষহ্য রণমূর্দ্ধনি। জঘানাশু তদা ক্রুরং ত্রিশূলেনাথ বক্ষসি ॥ ১০৮ ॥ তৎপ্রহারান্মহাবাহুঃ পঞ্চত্বমগমৎ ক্ষণাৎ। লক্ষ্যীচকার তদ্বক্তুং ত্রিশূলং তোলয়ন্ করে ॥৯॥ পশ্যতোঽস্য মহাবাহোঃ স চ প্রাণান্ জহৌ ক্ষণাৎ। ইত্থং কঙ্কালকেতুং স নিহত্য সুরকম্পনম্ ॥ ১১০ ॥ বিদ্যাধরীং প্রপশ্যন্তীং প্রাহ হৃষ্টতনূরুহঃ। নারদস্য মুনের্বাক্যাত্তব সুশ্রোণি বাঞ্ছিতম্ ॥ ১১১ ॥ কৃতং ময়া কৃতঞ্চে কিং করবাণ্যধুনা বদ। শ্রুত্বেতি তস্য সা বাক্যং প্রাহ গম্ভীরচেতসা ॥ ১১২ ॥ মলয়গন্ধিন্যুবাচ। অত্যুদারমতে বীর নিজপ্রাণৈঃ পণীকৃতাম্। কিং মাং পৃচ্ছসি যুবতীং কুলকন্যামদূষিতাম্ ॥ ১১৩ ॥ ইতি ব্রুবত্যাং কন্যায়াং পুনঃ স্বৈরচরো মুনিঃ। অতর্কিতাগমঃ প্রাপ্তো নারদো দেবলোকতঃ ॥ ১১৪ ॥ তত্তস্তুষ্টুবতুস্তৌ তু তং দৃষ্ট্বা মুনিসত্তমম্। কৃতপ্রণামৌ মুনিনা প্রক্রিয়া প্রাপিতাশিষৌ ॥১৫॥ পাণিগ্রহেণ বিধিনাভিষিক্তৌ নারদেন তু। জগ্মতুর্নারদাদিষ্টবর্ত্মনা কৃতমঙ্গলৌ ॥ ১১৬ ॥ তয়া মলয়গন্ধিন্যা বৃতঃ সোঽমিত্রজিন্নৃপঃ। পুরীং চোজ্জয়িনীং প্রাপ্য পৌরৈর্বিহিতমঙ্গলাম্ ॥ ১১৭ ॥ তদ্বীক্ষণাদপি নরো নারকীং নৈব জাতুচিৎ। গতিং প্রাপ্নোতি মেধাবী তাং পুরীমবিশন্নৃপঃ ॥১১৮॥ যস্যাং পূর্য্যাং প্রবেশং ন লভন্তে বাসবাদয়ঃ। কৈবল্যজয়িজৈত্র্যাং হি তাং পুরীমবিশন্নৃপঃ ॥ ১১৯ ॥ সাপি বিদ্যাধর্য্যবন্তীং সমৃদ্ধাং বীক্ষ্য দূরতঃ। নিনিন্দ স্বর্গলোকঞ্চ পাতালনগরীমপি ॥ ১২০ ॥ প্রাপ্যামিত্রজিতং কান্তং তথা দৃষ্ট্বা ন সা বধূঃ। যথা দৃষ্ট্বাপ্যহোঽবন্তীং পরমানন্দদায়িনীম্ ॥ ১২১ ॥ সা কৃতার্থামিবাত্মানং মন্যমানা মনস্বিনী। তেন পত্যোজ্জয়িন্যাঞ্চ পরাং নির্বৃতিমাপ সা ॥ ১২২ ॥

নিহত করিয়াছ। হে মাধব! আমি তোমাকে ভয় করি না, কারণ—শরীরীদিগের শরীর পাত অবশ্যম্ভাবী। তুমি বলেই হউক বা ছলেই হউক আমাকে নিহত কর; ত্রিশূল পরিত্যাগ করিও না, আমি তোমার সহিত যুদ্ধ করিব না। আমি প্রাতঃকালে অবশ্যই প্রাণত্যাগ করিব। এই বিদ্যাধরীকন্যা, আমি ইহাকে দূষিত করি নাই, এ সতী। এ সাক্ষাৎ লক্ষ্মীস্বরূপা, আমি তোমার জন্য রক্ষা করিয়াছি। এই বলিয়া শিলোচ্চয়প্রহারী দানব নিষ্ঠুরভাবে নৃপতিকে বামদোর্দ্দণ্ড দ্বারা প্রহার করিলেন। অনন্তর নৃপতি অতিকোপে ত্রিশূল দ্বারা দানবের বক্ষস্থলে প্রহার করিলেন, ঐ প্রহারে তৎক্ষণাৎ দানব পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। তখন তিনি ত্রিশূল উত্তোলন করিয়া দানবের মুখের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন। ঐ মহাবাহুর সমক্ষে দানব প্রাণ পরিত্যাগ করিল। তিনি সুরকম্পন দানব কঙ্কালকেতুকে এইরূপে নিহত করিয়া দর্শনকারিণী বিদ্যাধরীকে হৃষ্টান্তঃকরণে বলিলেন,—হে সুশ্রোণি! আমি দেবর্ষি নারদের বাক্যে তোমার বাঞ্ছিত পূরণ করিলাম অধুনা আর কি করিব বল? রাজার বাক্য শ্রবণ করিয়া মলয়গন্ধিনী বলিল,—অয়ি অতিউদারবুদ্ধে বীর! আমি আপনার নিজ প্রাণ দ্বারা পণীকৃতা যুবতী কুলকামিনী এবং অদূষিতা; সুতরাং আমায় আর কি জিজ্ঞাসা করিতেছেন; কামিনী এই কথা বলিতেছে, তখন স্বৈরচর দেবর্ষি নারদ অতর্কিতভাবে দেবলোক হইতে ঐ স্থানে আগমন করিলেন। তাঁহারা উভয়ে দেবর্ষিকে দর্শন করিয়া প্রণামপূর্ব্বক স্তব করিতে লাগিলেন। মুনি তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ প্রদান করিলেন। অনন্তর তাঁহারা মুনির কর্ত্তৃক পাণিগ্রহণবিধানে অভিষিক্ত ও কৃতমঙ্গল হইয়া মুনি আদিষ্ট পথে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর মলয়গন্ধিনী কর্ত্তৃক বৃত হইয়া বিহিতমঙ্গল নৃপ অমিত্রজিৎ পৌরগণ কর্ত্তৃক উজ্জয়িনী নগরী প্রাপ্ত হইলেন। নর ঐ নগরী দর্শন করিলে নারকী গতি প্রাপ্ত হয় না। বাসবাদি দেবগণ ঐ নগরে প্রবেশ লাভ করিতে পারেন না। নৃপ ঐ কৈবল্যবিজয়িনী পুরীতে প্রবেশ লাভ করিলেন। ১০০—১১৯। বিদ্যাধরসুন্দরীও দূর হইতে ঐ সমৃদ্ধা উজ্জয়িনী নগরী দর্শন করিয়া স্বর্গ এবং পাতালপুরীও নিন্দা করিলেন। বিদ্যাধরসুতা উজ্জয়িনী নগরী দেখিয়া যেমন সন্তুষ্ট হইলেন, অমিত্রজিৎ নৃপতিকে পতিত্বে লাভ করিয়াও তেমনি আহ্লাদিত হইলেন। ঐ মনস্বিনী আপনাকে কৃতার্থ মনে

সোঽপ্যমিত্রজিদাসাদ্য পত্নীং মলয়গন্ধিনীম্। ধর্ম্ম-প্রধানং সংসেব্য কামং প্রাপোত্তমং সুখম্ ॥ ১২৩॥ সা পতিং বিষ্ণুভজনে রতং প্রোবাচ ভামিনী ॥ ১২৪॥ রাজ্ঞ্যুবাচ। ভূপাভীষ্টতৃতীয়ায়াং চরিষ্যামি মহাব্রতম্। রাজোবাচ। দেব্যভীষ্টতৃতীয়ায়াং ব্রতং কীদৃগ্ভবেদ্বদ ॥ ১২৫ ॥ ইতি রাজ্ঞোদিতা রাজ্ঞী প্রবক্তুমুপচক্রমে। ইতিকর্ত্তব্যতাং তস্য ব্রতস্য সবিধানকাম্ ॥ ১২৬॥ রাজ্ঞ্যুবাচ। পুরা দেবর্ষিণা চেদং ব্রতং লক্ষ্ম্যৈ প্রতিশ্রুতম্। তয়া প্রাপ্তাশ্চ সকলাঃ কামাঃ স্বর্গাপবর্গদাঃ ॥ ১২৭ ॥ মার্গশীর্ষতৃতীয়ায়াং শুক্লায়াং কলশোপরি। তাম্রপাত্রং নিধায়ৈব তণ্ডুলৈঃ পরিপূরিতম্ ॥ ১২৮॥ অচ্ছিদ্রঞ্চ নবীনঞ্চ রজনীরাগরঞ্জিতম্। বাসঃ পাত্রোপরি ন্যস্য সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতরং পরম্ ॥ ১২৯॥ তস্যোপরি শুভং পদ্মং রবিরশ্মিপ্রকাশিতম্। তৎকর্ণিকায়া উপরি চতুঃস্বর্ণবিনির্ম্মিতম্। বিধিং সম্পূয়েদ্ভক্ত্যা রক্তমাল্যাম্বরাদিভিঃ ॥ ১৩০ ॥ পুষ্পৈঃ সুগন্ধৈঃ কর্পূরকস্তূর্য্যাদিভিরর্চ্চয়েৎ। রাত্রৌ জাগরণং কার্য্যং বিপ্রাণাং পরমোৎসবৈঃ ॥ ১৩১ ॥ হোমঃ কার্য্যো মহাভক্ত্যা সহস্রপরিসংখ্যয়া। নবপ্রসূতাং কপিলাং দদ্যাচ্চ সুপয়স্বিনীম্ ॥ ১৩২ ॥ দদ্যাদাচার্য্যবর্য্যায় সালঙ্কারাং সদক্ষিণাম্। উপোষ্য দম্পতী ভক্ত্যা নবাম্বরবিভূষিতৌ ॥ ১৩৩॥ প্রাতঃ স্নাত্বা চতুর্থ্যাঞ্চ সম্পূজ্যাচার্য্যমাদিতঃ। বস্ত্রৈরাভরণৈর্ম্মাল্যৈর্দক্ষিণাভির্মুদান্বিতঃ। সোপস্করাঞ্চ তাং মূর্ত্তিমাচার্য্যায় প্রদাপয়েৎ ॥ ১৩৪ ॥ নমো বিশ্ববিধানজ্ঞে বিদ্যে বিবিধকারিণি। সুতঞ্চ শঙ্করং দেহি তুষ্টা হ্যস্মাদ্‌ব্রতোত্তমাৎ ॥ ১৩৫ ॥ সহস্রং ভোজয়িত্বাথ দ্বিজানাং ভক্তিপূর্ব্বকম্। ভুক্তশেষেণ চান্নেন কুর্য্যাদ্বৈ পারণং ততঃ ॥ ১৩৬ ॥ ইত্থমেতদ্‌ব্রতং নাথ চিকীর্ষামি ত্বদাজ্ঞয়া। কুরু চৈতৎ প্রিয়ং মহ্যমভীষ্টফললব্ধয়ে ॥ ১৩৭ ॥ ইতি ভূপালবর্য্যেণ শ্রুত্বা সংহৃষ্টচেতসা। তদা ব্রতং সমাচীর্ণং সান্তর্ব্বত্নী বভূব হ ॥ ১৩৮ ॥ তয়াথ প্রার্থিতা গৌরী গর্ভিণ্যা ভক্তিতোষিতা। পুত্রং দেহি মহামায়ে সাক্ষাদ্বিষ্ণ্বংশসম্ভবম্ ॥ ১৩৯ ॥ জাতমাত্রো ব্রজেৎ স্বর্গং পুনরায়াতি চাত্র বৈ। ভক্তঃ সদাশিবেঽত্যর্থং প্রসিদ্ধঃ সর্ব্বভূতলে। বিনৈব

করিয়া রাজার সহিত উজ্জয়িনীতে নির্বৃতি লাভ করিলেন। নরপতি অমিত্রজিৎও মলয়গন্ধিনী বিদ্যাধরকামিনীকে পত্নী লাভ করিয়া ধর্ম্মপ্রধান কামসকল সেবা করত উত্তম সুখ প্রাপ্ত হইলেন। রাজ্ঞী বিদ্যাধরকামিনী বিষ্ণুভজনে রত নরপতি অমিত্রজিৎকে বলিলেন,—হে নৃপ! আমি অভীষ্ট তৃতীয়াতে মহাব্রত আচরণ করিব। রাজা বলিলেন,—হে দেবি! অভীষ্ট তৃতীয়াতে কীদৃশ ব্রত করিবে বল? রাজা জিজ্ঞাসা করিলে রাজ্ঞী ব্রতের ইতিকর্ত্তব্যতা বলিতে আরম্ভ করিলেন,—তিনি বলিলেন,—পূর্ব্বে দেবর্ষি এই ব্রত লক্ষ্মীকে প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি এই ব্রতাচরণ করিয়া স্বর্গাপবর্গ প্রভৃতি কাম সকল লাভ করিয়াছিলেন। মার্গশীর্ষের শুক্লা তৃতীয়াতে কলসের উপরিভাগে অচ্ছিদ্র নবীন রজনীরাগরঞ্জিত তণ্ডুলপূর্ণ তাম্রপাত্র নিহিত করিয়া তদুপরি সূক্ষ্মসূত্র-নির্ম্মিত বস্ত্র রক্ষা করিয়া তাহার উপরিভাগে রবিরশ্মিপ্রকাশিত পদ্ম নিহিত করিয়া ঐ পদ্মের কর্ণিকোপরি চারিটী স্বর্ণ-নির্ম্মিত ব্রহ্মা সংস্থাপনপূর্ব্বক রক্ত মাল্যাম্বরাদি, সুগন্ধ পুষ্প ও কর্পূর কস্তূরী প্রভৃতি দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিতে হয়। বিপ্রগণের উৎসবের সহিত রাত্রি জাগরণ করা উচিত। ভক্তিপূর্ব্বক সহস্র সংখ্যক হোম করা কর্ত্তব্য। সুপয়স্বিনী নবপ্রসূতা সালঙ্কারা সদক্ষিণা কপিলা আচার্য্যকে দান করা বিধেয়। নবাম্বর-বিভূষিত দম্পতি ভক্তিপূর্ব্বক উপবাস করিয়া চতুর্থীতে প্রাতঃস্নানবিধানান্তে বস্ত্র, আভরণ মালা ও দক্ষিণাদি দ্বারা আচার্য্যের পূজা করিয়া সোপস্কর পূজিত মূর্ত্তিগুলি তাঁহাকে প্রদান করিবেন। মন্ত্র যথা—হে বিশ্ববিধানজ্ঞে বিদ্যে বিবিধকারিণি! তুমি এই ব্রতাচরণ হেতু তুষ্ট হইয়া মঙ্গলময় সুত প্রদান কর। অনন্তর ভক্তিপূর্ব্বক সহস্র দ্বিজ ভোজন করাইয়া ব্রাহ্মণের ভুক্ত শেষ অন্ন দ্বারা পারণ করিবে। হে নাথ! আমি আপনার আজ্ঞায় এই ব্রত আচরণ করিতে ইচ্ছা করি। হে নাথ! আপনি অভীষ্ট ফললাভের নিমিত্ত এই প্রিয় ব্রত করুন। ১২০—১৩৭। নৃপতি প্রিয়ার বাক্যে হৃষ্টচিত্তে ব্রতাচরণ করিলেন, রাজ্ঞী অন্তর্ব্বত্নী হইলেন। রাজ্ঞী গর্ভিণী হইয়া দেবী গৌরীর নিকট প্রার্থনা করিলেন যে, হে দেবি মহামায়ে! আপনি আমায় সাক্ষাৎ বিষ্ণ্বংশসম্ভূত পুত্র প্রদান করুন। রাজ্ঞী এইরূপ পুত্রপ্রার্থনা করিলেন যে, পুত্র জাতমাত্র স্বর্গে গমন করিয়া পুনরায় আগমন করিবে; সদাশিবে অতীব

স্তন্যপানেন ষোড়শাব্দাকৃতিঃ ক্ষণাৎ ॥১৪০॥ এবম্ভূতঃ সুতো গৌরি যথা স্যান্মে তথা কুরু। মৃড়ান্যাপি তথেত্যুক্তা রাজ্ঞী ভক্ত্যাতিতুষ্টয়া ॥ ১৪ ॥ অথ কালেন তনয়ং মূলর্ক্ষে সাপ্যজীজনৎ। হিতৈ-রমাত্যৈরথ সা বিজ্ঞপ্তারিষ্টসংস্থিতা ॥ ১৪২ ॥ দেবি রাজার্থিনী ত্বং তু ত্যজ দুষ্টর্ক্ষজং সুতম্। সা মন্ত্রিবাক্যমাকর্ণ্য কেবলং পতিদেবতা ॥ ১৪৩ ॥ অত্যাক্ষীত্তং তথা প্রাপ্তং তনয়ং নয়কোবিদা। ধাত্রিকাং তু সমাহূয় প্রাহেদং সা নৃপাঙ্গনা ॥ ১৪৪ ॥ পঞ্চমুদ্রে মহাপীঠে বিকটা নাম মাতৃকা। তদগ্রে স্থাপয়িত্বামুং বালং ধাত্রি হিদং বদ ॥ ১৪৫ ॥ গৌরি দত্তঃ শিশুরসৌ তবাগ্রে বিনিবেদিতঃ। রাজ্ঞ্যা পত্যুঃ প্রিয়ৈষিণ্যা মন্ত্রিবিজ্ঞপ্তিমুন্নয়া ॥ ১৪৬ ॥ সাপি রাজ্ঞ্যুদিতং শ্রুত্বা বালং শিশুশশিপ্রভম্। বিকটায়াঃ পুরোভাগে সংস্থাপ্য গৃহমাগতা ॥ ১৪৭ ॥ অথ সা বিকটা দেবী সমাহূয় চ যোগিনীঃ। উবাচ নয়ত ক্ষিপ্রং শিশুং মাতৃগণাগ্রতঃ ॥১৪৮॥ তাসামাজ্ঞাং চ কুরুত রক্ষতামুং প্রযত্নতঃ। যোগিন্যো বিকটাবাক্যাৎ খেচর্য্যস্তৎক্ষণেন তম্ ॥ ১৪৯ ॥ নিন্যুর্গগনমার্গেণ ব্রাহ্ম্যাদ্যা যত্র মাতরঃ। প্রণম্য যোগিনীবৃন্দং তং শিশুং সূর্য্যবচসম্ পুরো নিধায় মাতৃণাং প্রোচুশ্চ বিকটোদিতম্ ॥ ১৫০ ॥ ব্রহ্মাণী বৈষ্ণবী রৌদ্রী বারাহী নারসিংহিকা। কৌমারী চাপি মাহেন্দ্রী চামুণ্ডা চৈব চণ্ডিকা ॥ ১৫১ ॥ দৃষ্ট্বা তং বালকং রম্যং বিকটাপ্রেষিতং ততঃ। পপ্রচ্ছুর্যুগপদ্বাক্যং কস্তে বাল প্রমুখ্যকঃ ॥ ১৫২ ॥ মাতৃভিশ্চেতি পৃষ্টস্তু যদা কিঞ্চিন্ন বক্তি সঃ। তদা চ যোগিনীচক্রং প্রাহ মাতৃগণস্থিতি ॥ ১৫৩ ॥ রাজ্যযোগ্যো ভবত্যেষ মহালক্ষণলক্ষিতঃ। পুনস্তত্রৈব নেতব্যো যোগিন্যস্ত্ববিলম্বিতম্ ॥ ১৫৪ ॥ পঞ্চমুদ্রা মহাদেবী তিষ্ঠতে যত্র কামদা। যস্যাঃ সংসেবনান্নৃণাং নির্ব্বাণশ্রীরদূরতঃ ॥ ১৫৫ ॥ তৎ-পীঠসেবনাদস্য ষোড়শাব্দাকৃতেঃ শিশোঃ। সিদ্ধির্ভবিত্রী পরমা রুদ্রস্যানুগ্রহাৎ পরা ॥ ১৫৬ ॥

ভক্তিমান্ ও জগৎপ্রসিদ্ধ হইবে; এবং স্তন্যপান করিতে না-করিতেই ক্ষণকালের মধ্যে ষোড়শ বর্ষ বয়স্কের ন্যায় দৃষ্ট হইবে। হে দেবি! গৌরি! যাহাতে আমার এইরূপ পুত্র হয়, আপনি তাহা করুন। এই বলিয়া রাজ্ঞী তাঁহার স্তব করিলে, তিনি তথাস্তু বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। রাজ্ঞীও যথাসময়ে শুভ নক্ষত্রে পুত্র প্রসব করিলেন। অনন্তর হিতৈষী অমাত্যগণ রাজ্ঞীকে বলিলেন,—“রাজ্ঞি! আপনি অরিষ্টসংস্থিতা হইয়াছেন, হে দেবি! ইহাতে রাজার অমঙ্গল হইবে, আপনিও ত রাজার মঙ্গলার্থিনী, সুতরাং এ দুষ্ট নক্ষত্রজাত শিশুকে পরিত্যাগ করুন। তখন পতিপ্রাণা রাজ্ঞী পতির মঙ্গলকামনায় মন্ত্রিবাক্য শ্রবণ করিয়া ঐ প্রসূত তনয়কে পরিত্যাগ করিলেন তিনি ধাত্রীকে আহ্বান করাইয়া বলিয়া দিলেন যে, পঞ্চমুদ্র মহাপীঠে বিকটানাম্নী মাতৃকা আছেন, ঐ মাতৃকার অগ্রে এই বালককে রক্ষা করিয়া এই কথা বলিবে,—হে গৌরি! তুমি এই শিশু প্রদান করিয়াছিলে, অতএব তোমারই অগ্রে ইহাকে রাখিয়া চলিলাম। পতিহিতকারিণী রাজ্ঞী মন্ত্রিবাক্যে পুত্রের এই ব্যবস্থা করিলেন। অনন্তর ধাত্রী রাজ্ঞীবাক্যে শশিপ্রভ শিশুকে লইয়া বিকটার সম্মুখে সংস্থাপিত করত গৃহে প্রত্যাগমন করিল। অনন্তর বিকটাদেবী যোগিনীগণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন,—সত্বর এই শিশুকে মাতৃগণের নিকট লইয়া যাও। তাঁহারা তোমাদিগকে যাহা বলিবেন, তোমরা তাহাই করিবে। খেচরী যোগিনীগণ তাঁহার বাক্যে তৎক্ষণাৎ ঐ শিশুকে আকাশ-মার্গে লইয়া যাইয়া ব্রাহ্মী প্রভৃতি মাতৃকার নিকট লইয়া গেল। তাহারা মাতৃকা-সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া প্রণামপূর্ব্বক সূর্য্যকান্তি শিশুকে তাঁহাদের সম্মুখে রক্ষা করিয়া বিকটা কথিত সমুদয় বাক্য বলিল। ১৩৮—১৫০। তখন ব্রহ্মাণী, বৈষ্ণবী, রৌদ্রী, বারাহী, নারসিংহিকা, কৌমারী মাহেন্দ্রী, চামুণ্ডা, ও চণ্ডিকা, ইঁহারা সকলে মিলিত হইয়া ঐ রমণীয়াকৃতি বালককে দর্শনপূর্ব্বক যুগপৎ বালককে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে বাল! তোমার জন্মদাতা কে? মাতৃকাগণ এইরূপ প্রশ্ন করিলে বালক যখন কিছুই বলিল না তখন যোগিনীগণ মাতৃকাগণকে বলিল—এই বালক রাজযোগ্য হইবে, মহালক্ষণ-লক্ষিত দৃষ্ট হইতেছে। যোগিনীগণের এই কথা শুনিয়া মাতৃকাগণ বলিলেন,—হে যোগিনীগণ! তোমরা অবিলম্বে ইহাকে লইয়া কামদায়িনী মহাদেবী পঞ্চমুদ্রার নিকট যাও। তাঁহার অর্চ্চনামাত্রে নারায়ণের নির্ব্বাণশ্রী নিকটস্থ হয়। তাঁহার সেবামাত্রে রুদ্রানুগ্রহে এই ষোড়শাব্দাকৃতি শিশুর

এবং মাতৃগণাৎ সদ্যো যোগিনীভিঃ ক্ষণেন তু। প্রাপিতো মাতৃবাক্যেন পঞ্চমুদ্রান্তিকং পুনঃ॥ ১৫৭॥ সম্প্রাপ্য তন্মহাপীঠং স্বর্গলোকাদিহাগতঃ। মহাকালবনে পুণ্যে তত্তাপ বিপুলং তপঃ॥ ১৫৮॥ তপসাতীব তীব্রেণ নিশ্চলেন্দ্রিয়মানসঃ। তস্য রাজকুমারস্য প্রসন্নোঽভূদুমাধবঃ॥১৫৯॥ আবির্বভূব পুরতো লিঙ্গরূপেণ শঙ্করঃ। উবাচ চ প্রসন্নোঽস্মি বরং ব্রূহি নৃপাঙ্গজ॥ ১৬০॥ সর্ব্বজ্যোতির্ম্ময়ং লিঙ্গং পুরতো দৃষ্টবান্ স্বয়ম্। সপ্তপাতালমুদ্ভিদ্যোত্থিতং বৃহদনুগ্রহাৎ॥১৬১॥ প্রণম্য দণ্ডবদ্ভূমৌ পরিতুষ্টাব ধূর্জ্জটিম্। সুকৃতৈর্জন্মান্তরাভ্যাসাৎ সুহৃষ্টো রুদ্রদৈবতৈঃ। বরং চ প্রার্থয়াঞ্চক্রে পরিহৃষ্টতনূরুহঃ॥ ১৬২॥ দেবদেব মহাদেব যদি দেয়ো বরো মম। তদত্র ভবতা স্থেয়ং ভবতাপদ্নং সদা॥১৬৩॥ অস্মিল্লিঙ্গে স্থিতঃ শম্ভো কুরু ভক্তসমীহিতম্। বিনা মুদ্রাদিকরণং মন্ত্রেনাপি বিনা বিভো॥ ১৬৪॥ অস্য লিঙ্গস্য যে ভক্তা মনোবাক্কায়কর্ম্মভিঃ। সদৈবানুগ্রহস্তেষু কর্ত্তব্যো বর এষ মে॥ ১৬৫॥ ইতি তদ্বরমাকর্ণ্য লিঙ্গরূপোঽবদৎ প্রভুঃ। এব বীরেশ্বরং নাম লিঙ্গমেতত্বদাখ্যয়া। অবন্ত্যাং সম্প্রদাস্যামি ভক্তানাং চিন্তিতান্যহো॥ ১৬৭॥ অত্র দত্তং হুতং জপ্তং স্বতমর্চ্চিতমেব চ। তদক্ষয়ং মুক্ত যদুক্তস্তে বীর বৈষ্ণবসূনুনা॥ ১৬৬॥ বীর ভবেদত্র ভক্তানাং নাত্র সংশয়ঃ॥ ১৬৮॥ ত্বং তু রাজ্যং পরং প্রাপ্য সর্ব্বভূপালদুর্লভম্। ভুক্ত্বা ভোগাংশ্চ বিপুলানন্তে সিদ্ধিমবাপ্স্যসি॥ ১৬৯॥ এষ তে কথিতো দেবি প্রভাবঃ পাপনাশনঃ। বীরেশ্বরস্য দেবস্য নূপুরেশমথো শৃণু॥ ১৭০॥

ইতি শ্রীস্কান্দে বীরেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ষট্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৪৬॥

সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীদেবদেব উবাচ। সপ্তাধিকং বিজানীহি নূপুরেশ্বরসংজ্ঞকম্। যস্য দর্শনমাত্রেণ প্রাপ্যন্তে সর্ব্বসিদ্ধয়ঃ॥ ১॥ পুরা রাথন্তরে কল্পে নূপুরো নাম বৈ গণঃ। রুদ্রভক্তিপরো নিত্যং পঞ্চমুদ্রাবিভূষিতঃ॥২॥ স একদা কুবেরস্য সভায়াং প্রাপ্য সংস্থিতঃ।

পরম সিদ্ধি লাভ হইবে। যোগিনীগণ মাতৃকাবাক্যে পুনরায় ঐ শিশুকে পঞ্চমুদ্রানিকটে লইয়া গেল। বালক ঐ মহাপীঠ প্রাপ্ত হইবামাত্র স্বর্গলোক হইতে পুনরাগত হইল এবং মহাকালবনে বিপুল তপশ্চরণ করিতে লাগিল। ঐ রাজকুমার তপস্যায় নিশ্চলেন্দ্রিয় হইল। রাজকুমারের তপস্যায় উমাকান্ত প্রসন্ন হইয়া লিঙ্গরূপে আবির্ভূত হইলেন এবং বলিলেন,—হে রাজকুমার! আমি প্রসন্ন হইয়াছি, তুমি বর গ্রহণ কর। কুমার দেখিলেন,—মহদাকার লিঙ্গ সপ্ত পাতাল ভেদ করিয়া জ্যোতিস্ময়রূপে সম্মুখে উপস্থিত। তখন তিনি প্রণামপূর্ব্বক উৎকৃষ্ট বাক্য দ্বারা তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। স্তবানন্তর হৃষ্টান্তঃকরণে তাঁহার নিকট এই বর প্রার্থনা করিলেন,—হে দেবদেব মহাদেব! যদি আমাকে বর দিব বলিয়া মনে করিয়াছেন, তাহা হইলে এই বর প্রদান করুন যে, আপনি যেন সর্ব্বদা এই স্থানে থাকিয়া জনগণের ভবতাপ নিবারণ করেন। হে শম্ভো! আপনি এই লিঙ্গে অবস্থান করিয়া ভক্তগণের বাঞ্ছা পূর্ণ করুন। যাহারা মুদ্রা-মন্ত্র-রহিত হইয়াও কায়, মন, বাক্যে আপনার প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিবে, হে বিভো! আপনি তাহাদের প্রতি অনুগ্রহ করিবেন; ইহাই আমার বর। রাজকুমারের প্রার্থনা শুনিয়া লিঙ্গরূপী প্রভু বলিলেন,—হে বীর বৈষ্ণবপুত্র! তুমি যাহা বলিলে তাহাই হইবে। হে বীর! তোমার নামানুসারেই এই লিঙ্গ বীরেশ্বর নামে বিখ্যাত হইবে, আর আমি অবন্তীতে অবস্থানপূর্ব্বক ভক্তগণের অভিলষিত প্রদান করিব। এই স্থানে ভক্তগণের দত্ত, হুত, জপ্ত ও অর্চ্চিত, এ সমস্তই অক্ষয় হইবে। ইহাতে কোন সংশয় নাই। তুমি সর্ব্বরাজদুর্লভ রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া বিপুল ভোগ উপভোগ করত অন্তে সিদ্ধি লাভ করিবে। হে দেবি! এই আমি বীরেশ্বরের পাপনাশন প্রভাব কীর্ত্তন করিলাম, অধুনা নূপুরেশ-মাহাত্ম্য শ্রবণ কর। ১৫১-১৭০।

ষট্চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪৬।

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়।

শ্রীদেবদেব বলিলেন,—হে দেবি! যাঁহার দর্শনমাত্রে সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হয়, সেই সপ্তচত্বারিংশ লিঙ্গকে নূপুরেশ্বর বলিয়া জানিবে। পূর্ব্বে রাথন্তর কল্পে নূপুর নামে এক গণ ছিল। ঐ গণ রুদ্রভক্ত এবং পঞ্চমুদ্রাবিভূষিত ছিল। সে

দ্রষ্টুং মহোৎসবং তত্র অপ্সরোভিঃ কৃতং তদা ॥ ৩ ॥ ননৃতুশ্চাপরাস্তত্র হ্যুর্ব্বশী যোষিতাং বরা। রম্ভা তিলোত্তমা মেনা ননৃতুর্হর্ষসংযুতাঃ ॥ ৪ ॥ তাসাং নৃত্যং তদা বীক্ষ্য নূপুরো গণপস্তদা। কামবাণার্দ্দিতো নূনং তাসাং মধ্যে ননর্ত্ত হ ॥ ৫ ॥ নৃত্যমানস্ততো হৃষ্টঃ পুষ্পগুচ্ছেন বক্ষসি। উর্ব্বশীং তাড়য়ামাস কামবাণপ্রপীড়িতঃ ॥ ৬ ॥ উর্ব্বশী তু ততঃ ক্রুদ্ধা পুষ্পগুচ্ছেন তাড়িতা। জগাম শরণং দেবং ধনদং সর্ব্বকামদম্ ॥ ৭ ॥ উবাচ ধনদস্তত্র ক্রোধেনাকুলমানসঃ ॥ ৮ ॥ যস্মাত্ত্বয়া রঙ্গভঙ্গঃ কৃতঃ কামার্দ্দিতেন বৈ। তস্মাত্ত্বং মানুষে লোকে পতস্ব পাপপূরুষ ॥ ৯ ॥ কুবেরস্য চ শাপাত্তু জগাম ধরণীতলম্। বিললাপ সুদুঃখার্ত্তঃ কিং কৃতং পাপিনা ময়া ॥ ১০ ॥ বিলপ্য সুভৃশং সোঽথ শরণং পরমেশ্বরীম্। জগাম মনসা দেবি ত্বাং স বৈ বরদায়িনীম্ ॥ ১১ ॥ ত্বং তুষ্টা তু তদা জাতা প্রত্যক্ষা পরমেশ্বরী। উবাচ গণপং প্রীত্যা ভক্তিনম্রং তদা ভুবি ॥ ১২ ॥ গচ্ছ পুত্র মমাদেশান্মহাকালবনং শুভম্। প্রাচী সরস্বতী তত্র বাপ্যাকারা চ বিদ্যতে ॥ ১৩ ॥ তস্যা দক্ষিণতো বৎস বিদ্যতে লিঙ্গমুত্তমম্। বাপ্যাং স্নাত্বা চ তল্লিঙ্গং সমারাধয় ভক্তিতঃ ॥ ১৪ ॥ সা প্রাচী স চ দেবেশস্বন্নাম্না খ্যাতিমেষ্যতি। ইত্যুক্তো নূপুরো দেবি মহাকালবনং গতঃ ॥ ১৫ ॥ ত্বয়া চ প্রেরিতো দেবি কীর্ত্ত্যর্থং তত্র গমাতাম্। ইত্যুক্তো নূপুরো দিব্যো গণো হৃষ্টঃ কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ১৬ ॥ মহাকালবনং রম্যং দেবগন্ধর্ব্বসেবিতম্। দদর্শ তত্র তল্লিঙ্গং সুরগন্ধর্ব্বসেবিতম্ ॥ ১৭ ॥ প্রাচী সরস্বতী তত্র বাপ্যাকারা চ সংস্থিতা। তস্যাং স্নাত্বা ততো দেবং পূজয়ামাস নূপুরঃ ॥ ১৮ ॥ ততো দেবঃ প্রসন্নাত্মা প্রত্যুবাচাথ নূপুরম্। সাধু নূপুর ভদ্রং তে স্বস্তি প্রাপ্নুহি সর্ব্বদা। ॥ ১৯ ॥ ভবিতা বল্লভো দেব্যাঃ পার্ব্বত্যাঃ শঙ্করস্য চ। ইত্যুক্তস্তেন লিঙ্গেন তৎক্ষণান্নূপুরঃ প্রিয়ে ॥ ২০ ॥ উদিতাদিত্যসঙ্কাশো বিভাবসুসমদ্যুতিঃ। তেজোরাশিশ্চ সঞ্জাতো দুর্নিরীক্ষ্যস্ত্রিবিষ্টপৈঃ ॥ ২১ ॥ প্রভাবং তাদৃশং দৃষ্ট্বা দেবৈরুক্তং বরাননে। অহো লিঙ্গস্য মাহাত্ম্যং দৃশ্যতেঽত্যদ্ভুতং ভুবি ॥ ২২ ॥ প্রাপ্তা চ কামিতা সিদ্ধির্নূপুরেণ চ দর্শনাৎ। অতো দেবোঽদ্যপ্রভৃতি বিখ্যাতো ভূতলেঽভবৎ ॥ ২৩ ॥ সর্ব্বকামপ্রদো লিঙ্গং নূপুরেশ্বর নামতঃ। দর্শনং

একদা অপ্সরোগণ-কৃত মহোৎসব দেখিবার নিমিত্ত কুবের-সভায় উপস্থিত হয়। দেখে,—সেখানে স্ত্রীরত্ন উর্ব্বশী, রম্ভা, তিলোত্তমা ও মেনা প্রভৃতি অপ্সরোগণ হর্ষসহকারে নৃত্য করিতেছে। তাহাদিগকে নৃত্য করিতে দেখিয়া গণপ নূপুর কামবাণার্দ্দিত হইয়া তাহাদের মধ্যে নৃত্য করিতে লাগিল। যে পুষ্পগুচ্ছ হৃদয়ে ধারণ করিয়া নৃত্য করিতে করিতে কামবাণপ্রপীড়িত হইয়া উর্ব্বশীকে তাহা দ্বারা তাড়িত করে, উর্ব্বশী পুষ্পগুচ্ছতাড়িত হইয়া ক্রোধে কুবেরের শরণ লইল। তখন ধনদ ক্রোধাকুলিত-মানসে বলিলেন,—যে হেতু তুই কামার্দ্দিত হইয়া রঙ্গভঙ্গ করিয়াছিস্; অতএব মানুষ লোকে পতিত হইয়া পাপপুরুষ হ। গণ কুবের-শাপে ধরণীতলে পতিত হইয়া "হায় করিলাম কি!" বলিয়া দুঃখিত হৃদয়ে বিলাপ করিতে লাগিল। হে দেবি! গণ উক্ত প্রকারে অত্যন্ত বিলাপ করিয়া মনে মনে তোমাকে শরণরূপে প্রাপ্ত হইল। তুমি তাহার প্রত্যক্ষীভূত হইয়া বলিলে—হে পুত্র গণপ! তুমি আমার আদেশে শুভ মহাকালবনে গমন কর। ঐ স্থানে সরস্বতী নদী বাপীর আকারে বিরাজিত আছে। তাহার দক্ষিণে উত্তম লিঙ্গ বিরাজিত। ঐ বাপীতে স্নান করিয়া তুমি লিঙ্গারাধনা করিবে। স্নানের ফলে ঐ সরস্বতী ও দেব লিঙ্গ তোমার নামে খ্যাতিলাভ করিবে। হে দেবি! তুমি এই কথা বলিলে নূপুর মহাকালবনে গমন করিল। ঐ স্থানে গমন করিয়া সে হৃষ্টান্তঃকরণে কৃতাঞ্জলিপুটে তোমার বাক্য গ্রহণ করিয়া দেবগন্ধর্ব্ব-সেবিত রম্য মহাকালবনে গমনপূর্ব্বক সুর-গন্ধর্ব্বসেবিত লিঙ্গ দর্শন করিল। ঐ স্থানে প্রাচী সরস্বতী বাপীর আকারে বিরাজিত। তাহাতে স্নান করিয়া নূপুর লিঙ্গের পূজা করিল। পূজায় তুষ্ট হইয়া দেব নূপুরকে বলিলেন—সাধু নূপুর! সাধু, তোমার মঙ্গল হউক; তুমি স্বস্তি প্রাপ্ত হইবে। হে প্রিয়! তুমি দেবী পার্ব্বতী ও শঙ্করের প্রিয় হইবে। হে প্রিয়ে! তুমি নূপুরকে এই কথা বলিলে নূপুর তৎক্ষণাৎ উদিতাদিত্য-সঙ্কাশ হইয়া দেবগণ-দুর্নিরীক্ষ্য তেজোরাশি হইয়া পড়িল। হে বরাননে! নূপুরের প্রভাব দেখিয়া দেবগণ বলিলেন,—অহো! লিঙ্গের কি অদ্ভুত মাহাত্ম্য! নূপুর দর্শনমাত্রে সিদ্ধিলাভ করিল। অতএব অদ্য হইতে দেব ভূতলে নূপুরেশ্বর নামে বিখ্যাত

যে করিষ্যন্তি স্নাত্বা বাপ্যাং সমাহিতাঃ ॥ ২৪ ॥ নূপুরেশ্বররুদ্রস্য তে যান্তি পরমং পদম্। যে চ পূজাং করিষ্যন্তি ভক্তিভাবসমন্বিতাঃ। বসন্তি মুদিতাঃ সর্ব্বে যাবদাভূতসংপ্লবম্ ॥ ২৫ ॥ জন্মমৃত্যু-জরারোগদুঃখানি বিবিধানি চ। প্রয়ান্তি বিলয়ং সদ্যঃ পূজিতে নূপুরেশ্বরে ॥ ২৬ ॥ বাপী গঙ্গাসমা সা তু স্বয়মেব শুভেক্ষণে। সঙ্গমস্তু বিতস্তায়াং যমুনায়াস্তু সুব্রতে। প্রয়াগমেতজ্জানীহি ভূধরে-ন্দ্রাঙ্গসম্ভবে ॥ ২৭ ॥ সোমতীর্থং তদা দেবি সর্ব্ব-পাতকনাশনম্। তত্র স্নাত্বা পুমান্ দেবি বাজপেয়-ফলং লভেৎ ॥ ২৮ ॥ কৃষ্ণাষ্টম্যাং চ যঃ স্নাত্বা পূজয়েন্নূপুরেশ্বরম্। কুলং বৈ তারয়েৎ সোঽপি মাতৃকং পিতৃকং শতম্ ॥ ২৯ ॥ এষ তে কথিতো দেবি প্রভাবঃ পাপনাশনঃ। নূপুরেশ্বরদেবস্য শ্রূয়তামভয়েশ্বরম্ ॥ ৩০ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে নূপুরেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৭ ॥

অষ্টচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীরুদ্র উবাচ। অষ্টাধিকং বিজানীহি চত্বারিং-শত্তমং প্রিয়ে। যস্য দর্শনমাত্রেণ ন ভবস্য ভয়ং ভবেৎ ॥ ১ ॥ কল্পাবসানে প্রথমে পাদ্মে পদ্মনিভে-ক্ষণে। নষ্টচন্দ্রার্কনক্ষত্রে নষ্টভূমিত্রিবিষ্টপে। ব্রহ্মা বৈ চিন্তয়ামাস কথং সৃষ্টির্ভবেদিতি ॥ ২ ॥ ইত্যা-কুলিতরূপস্য তস্য নেত্রদ্বয়াত্তদা। পপাতাশ্রুকণঃ স্থূলো নেত্রাদ্বামান্মহাত্মনঃ ॥ ৩ ॥ তস্মাদশ্রুকণাজ্জাতো হারবো নাম দানবঃ। তীক্ষ্ণদংষ্ট্রো মহাকায়ো ভিন্না-ঞ্জনচয়প্রভঃ ॥ ৪ ॥ দক্ষিণান্নয়নাজ্জাতঃ কালকেলী-তি বিশ্রুতঃ। কৃষ্ণদেহোঽতিদীর্ঘশ্চ মহাদংষ্ট্রোর্দ্ধ-রোমকঃ ॥ ৫ ॥ করালবদনো দুষ্টো যমরূপো দুরাসদঃ। কৃষ্ণাঞ্জনচয়াকারঃ পাশপাণির্বিভীষণঃ ॥ ৬ ॥ তৌ তু দৈত্যৌ সমাগত্য কৃতসঙ্কেতকৌ তদা। ব্রহ্মাণং হন্তুমিচ্ছন্তৌ প্রমত্তাবভিধাবিতৌ ॥ ৭ ॥ ততো ব্রহ্মা ভয়াবিষ্টঃ কান্দিশীকস্তদাঽভবৎ। ততো জলেঽতিগম্ভীরে সোঽপশ্যদমিতদ্যুতিম্ ॥ ৮ ॥ পুরুষং পীতবসনং শঙ্খচক্রগদাধরম্। তমা-লোক্য ততো ব্রহ্মা সন্ত্রাসং পরমং গতঃ। উবাচ

ও সর্ব্বকামপ্রদ হইলেন। যাহারা বাপীতে স্নান করিয়া সমাহিতভাবে নূপুরেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করে, তাহারা পরমপদ প্রাপ্ত হয়। যাহারা ভক্তিসহ-কারে নূপুরেশ্বরের পূজা করে, তাহারা প্রলয় কাল পর্য্যন্ত মুদিতমনে স্বর্গে বাস করিয়া থাকে। নূপুরেশ্বর পূজিত হইলে, জন্ম, মৃত্যু, জরা, রোগ ও বিবিধ দুঃখ সদ্য বিলয় প্রাপ্ত হয়। হে দেবি! ঐ বিতস্তা-যমুনা-সঙ্গম-সম্ভূত বাপী গঙ্গাসদৃশী এবং ইহাকে প্রয়াগতুল্য জানিবে। ঐ স্থানেই সোমতীর্থ বিরাজিত। ঐ তীর্থ সর্ব্বপাতক-নাশন। ঐ তীর্থে স্নান করিয়া নর বাজপেয়ফল লাভ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি কৃষ্ণাষ্টমী-তে স্নান করিয়া নূপুরেশ্বরের পূজা করে, সে নিজের পিতৃ-মাতৃ-কুল উদ্ধার করিয়া থাকে। হে দেবি! এই আমি তোমার নিকট নূপুরেশ্বর দেবের পাপ-নাশন প্রভাব কীর্ত্তন করিলাম, অধুনা অভয়েশ্বর-মাহাত্ম্য শ্রবণ কর। ১—৩০।

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪৭।

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়

শ্রীরুদ্র বলিলেন,—হে দেবি! যাঁহার দর্শন মাত্রে ভব-ভয় নিবারিত হয়, সেই লিঙ্গকে অষ্টচত্বা-রিংশ লিঙ্গ বলিয়া জানিবে। হে কমলনিভেক্ষণে! প্রথম পাদ্ম কল্পের অবসানকালে চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র, পৃথিবী ও স্বর্গ এ সমস্ত বিনষ্ট হইয়া গেলে ব্রহ্মা সৃষ্টি-বিষয়ক চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি এইরূপ চিন্তা করিতে থাকিলে তাঁহার বাম নেত্র হইতে এক স্থূল অশ্রুকণা পতিত হইল। ঐ অশ্রুকণা হইতে হারব নামক এক দানব উৎপন্ন হয়। ঐ দানব তীক্ষ্ণদংষ্ট্র, মহাকায় ও ভিন্নাঞ্জন-চয়প্রভ। তাঁহার দক্ষিণ নেত্র হইতে কালকেলি নামে কৃষ্ণদেহ, অতিদীর্ঘ, মহাদংষ্ট্র ঊর্দ্ধরোমা, করাল-বদন, দুষ্ট, যমরূপ, দুরাসদ, কৃষ্ণাঞ্জননিভ, পাশপাণি ও অতিভয়ানক দানব উৎপন্ন হয়। ঐ দৈত্যদ্বয় পরস্পর সঙ্কেত করিয়া প্রমত্তভাবে ব্রহ্মাকে নিহত করিতে উদ্যত হইয়া তাঁহার প্রতি ধাবিত হইল। তদ্দর্শনে বিধাতা কোন্ দিক্ দিয়া পলায়ন করিবেন, তাহা নিশ্চয় করিতে না পারিয়া অতি গম্ভীর জলে শঙ্খ-চক্রধর, পীতবসন এক পুরুষমূর্ত্তি দর্শন-

কো ভবাংস্তে নিঃশেষেঽস্মিংশ্চরাচরে ॥৯॥ তমুবাচ ততো বিষ্ণুরহমেব জগৎপিতা। লোককৃল্লোকসংহর্ত্তা লোকস্থিতিবিধায়কঃ ॥ ১০ ॥ ইত্যুক্তঃ পদ্মজস্তেন কৃষ্ণেনাক্লিষ্টকর্ম্মণা। প্রত্যুবাচ তদা ব্রহ্মা স্রষ্টাহং ভুবনত্রয়ে ॥ ১১ ॥ ময়া সৃষ্টং জগৎ সর্ব্বং সদেবাসুরমানুষম্। অত্রান্তরে চ তৌ দৈত্যাবায়াতৌ বলদর্পিতৌ ॥ ১২ ॥ ভোক্তুকামৌ ক্ষুধাবিষ্টৌ দৃষ্ট্বা ব্রহ্মাব্রবীদিদম্। কৃষ্ণং কমলপত্রাক্ষং কম্পিতাধরপল্লবঃ ॥ ১৩ ॥ যদি ত্বং কারণং কিঞ্চিদস্য লোকস্য কথ্যসে। তদা তাবসুরৌ ভীমৌ হন্তুমর্হসি সাম্প্রতম্ ॥ ১৪ ॥ তচ্ছ্রুত্বা তু তদা বিষ্ণুর্জ্ঞাত্বা দুঃখং পরস্পরম্। ক্ষণং বিশ্রম্যতাং তাবৎপশ্চাদ্দ্বন্দ্বং ভবিষ্যতি ॥১৫॥ ইত্যুক্তা কৃতসঙ্কেতৌ তৌ দৈত্যৌ বলগর্ব্বিতৌ। ব্রহ্মনারায়ণৌ হন্তুং ধাবিতৌ তু ত্বরান্বিতৌ ॥ ১ ব্রহ্মবিষ্ণু তদা দৃষ্ট্বা দানবৌ দুর্জ্জয়ৌ রণে। সন্ত্রাসং জগ্মতুস্তত্র স্বেদকম্পপরিপ্লুতৌ ॥ ১৭ ॥ অন্যোন্যমূচতুস্তৌ হি দেশকালোচিতং বচঃ। কর্ত্তব্যং কিং নু বা কার্য্যং মম বা তব বা ভবেৎ ॥ ১৮ ॥ উপস্থিতং ভয়ং ঘোরং তত্র কিং কার্য্যমস্তি নৌ। আসন্নং মরণং দৃষ্ট্বা ব্রহ্মা প্রোবাচ কেশবম্ ॥ ১৯ ॥ গম্যতাং কৃষ্ণ শীঘ্রং বৈ মহাকালবনোত্তমম্। প্রলয়েঽপ্যক্ষয়ং প্রোক্তং তত্র রক্ষা ভবিষ্যতি অহং তত্র গমিষ্যামি ব্রজ ত্বং তত্র কেশব ॥ ২০ ॥ ইত্যুক্তো ব্রহ্মণা কৃষ্ণো জগাম সহ তেন বৈ। মহাকালবনং প্রাপ্তৌ ন চ দৃষ্টো মহেশ্বরঃ। তত্রাপি দশসাহস্রং কালং পর্য্যটতোস্তয়োঃ ॥ ২১ ॥ ততো জ্বালাময়ং দিব্যং নূপুরেশ্বরদক্ষিণে। দৃষ্ট্বা তল্লিঙ্গমাহাত্ম্যং ব্রহ্মাবিষ্ণু ততঃ স্বয়ম্। প্রার্থয়াঞ্চক্রতুর্দ্দেবমভয়ং দেহি নৌ প্রভো ॥ ২২ ॥ শরণং ভব দেবেশ দানবাভ্যাং প্রপীড়িতৌ। অভয়ঞ্চ ততো দত্তং তেন লিঙ্গেন পার্ব্বতি ॥ ২৩ ॥ শুশ্রাব গর্জ্জিতং তাভ্যাং দানবাভ্যাং পিতামহঃ। প্রত্যুবাচ ভয়ত্রস্তো লিঙ্গং কম্পিতকন্ধরঃ ॥ ২৪ ॥ স এষ মৃত্যুরস্মাকমেতি শীঘ্রং ভয়াবহঃ। দীয়তামভয়ং দেব কৃষ্ণেনোক্তং তদা প্রিয়ে ॥ ২৫ ॥ ভয়ার্ত্তবচনং শ্রুত্বা ব্রহ্মণঃ কেশবস্য চ। তৌ দেবৌ তেন লিঙ্গেন

পূর্ব্বক ত্রস্তভাবে তাঁহার নিকট গমন করত বলিলেন,—আপনি কে এই অসীম চরাচরে শায়িত রহিয়াছেন? তিনি তখন বলিলেন,—আমি জগৎপিতা, লোককৃৎ, লোকসংহর্ত্তা ও লোকস্থিতিবিধায়ক। তিনি এই কথা বলিলে বিধাতা বলিলেন,—আমিই ত্রিভুবনের স্রষ্টা এই দেব সদেবাসুর সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করিয়াছি। তাঁহাদের উভয়ের এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময় ঐ বলদর্পিত ক্ষুধার্ত্ত দৈত্যদ্বয় ঐ স্থানে তাঁহাদিগকে ভক্ষণ করিবার জন্য আগমন করিল। তখন ব্রহ্মা কম্পিতাধরপল্লবে কমলপত্রাক্ষ শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন,—তুমি যদি এই বিশ্বের কারণ, তাহা হইলে সম্প্রতি তুমি এই দুষ্ট দৈত্যদ্বয়কে নিহত কর। বিধাতৃবাক্য শ্রবণপূর্ব্বক বিষ্ণু পরস্পরের দুঃখ অবগত হইয়া বলিলেন,—ক্ষণকাল বিশ্রাম করুন, পরে দ্বন্দ্ব হইবে। এই কথা বলিয়া বলদর্পিত দৈত্যদ্বয়কে সঙ্কেত করিলেন। তখন দৈত্যদ্বয় ত্বরান্বিত হইয়া ব্রহ্মা ও বিষ্ণুকে নিহত করিবার জন্য ধাবিত হইল। তখন ব্রহ্মা ও বিষ্ণু রণদুর্জ্জয় দানবদ্বয়কে অবলোকন করিয়া সত্রাসে স্বেদ-কম্প-পরিপ্লুত হইয়া পলায়ন করিতে করিতে পরস্পর এই দেশকালোচিত বাক্য বলিতে লাগিলেন।—এখন আপনার বা আমার কর্ত্তব্য কি? এখন আমাদের ঘোর ভয় উপস্থিত। এইরূপ কথোপকথনের পর বিধাতা মরণ নিকট দেখিয়া কেশবকে বলিলেন,—হে কৃষ্ণ! তুমি শীঘ্র মহাকালবনে গমন কর। ঐ স্থান প্রলয়েও অক্ষয় থাকে, অতএব আমাদেরও রক্ষা হইবে চল, তোমায় আমায় উভয়েই ঐ স্থানে গমন করি। বিধাতা এই কথা বলিলে উভয়েই ঐ স্থানে গমন করিলেন। তাঁহারা মহাকালবন প্রাপ্ত হইলেন; কিন্তু মহেশ্বরকে দেখিতে পাইলেন না। ঐ স্থানে পর্য্যটন করিতে করিতে তাঁহাদের অযুত বৎসর কাল অতীত হইল। তখন নূপুরেশ্বর লিঙ্গের দক্ষিণ দিক্‌ভাগে জ্বালাময় লিঙ্গ দর্শন করিলেন। লিঙ্গ দর্শন করিয়া তাঁহারা তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিলেন,—হে দেব! আপনি আমাদিগকে অভয় প্রদান করুন, আমরা দানবদ্বয় দ্বারা প্রপীড়িত হইয়াছি। তাঁহারা এইরূপ প্রার্থনা জানাইলে দেব তাঁহাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া অভয় প্রদান করিলেন। তিনি অভয় প্রদান করিবামাত্র পিতামহ ঐ দানবদ্বয়ের গর্জ্জিত শ্রবণ করিলেন। ঐ গর্জ্জিতশ্রবণে ভীত হইয়া কেশব কম্পিতকন্ধরে লিঙ্গকে জানাইলেন,—হে দেব! ঐ আমাদের মৃত্যু উপস্থিত হইয়াছে। হে দেব! আমাদিগকে অভয় প্রদান করুন। হে দেবি! আমি তখন কেশব ও বিধাতার ভয়ার্ত্ত-বচন শ্রবণ করিয়া ঐ

জঠরে সন্নিবেশিতৌ ॥ ২৬ ॥ দৃষ্টং তাভ্যাং জগৎ সর্ব্বং সার্কচন্দ্রমহীধরম্। সসিদ্ধগন্ধর্ব্বকুলং শৈলতাললতাকুলম্ ॥ ২৭ ॥ সমুদ্রপীঠসংযুক্তং নানাবর্ণাশ্রমোজ্জ্বলম্। সপাতালতলং দেবি সভুজঙ্গমহীরুহম্ ॥ ২৮ ॥ সসপ্তলোকবিন্যাসং সদেবাসুররাক্ষসম্। পুনস্তৌ নিঃসৃতৌ তস্মাজ্জঠরাদ্বিস্ময়ান্বিতৌ ॥ ২৯ ॥ দৃষ্টৌ ভস্মীকৃতৌ দৈত্যৌ তেন লিঙ্গেন পার্ব্বতি। তুষ্টুবাতে পরং লিঙ্গং ভক্ত্যা পরময়া যুতৌ ॥ ৩০ ॥ লিঙ্গেনোক্তং প্রসন্নেন ভবদ্ভ্যাং কিং দদাম্যহম্। মমামোঘমিদং দেবৌ দর্শনং চাতিদুর্লভম্ ॥ ৩১ ॥ ততো ব্রহ্মা চ বিষ্ণুশ্চ বরয়ামাসতুর্বরম্। যদি দেয়ো বরোঽস্মাকং নৃণামভয়দো ভব ॥ ৩২ ॥ যে চ ত্বাং পূজয়িষ্যন্তি যক্ষ্যন্তি চ সমাহিতাঃ। সংস্মরিষ্যন্তি সততং তেষামভয়দো ভবে ॥ ৩৩ ॥ অভয়েশ্বরসংজ্ঞশ্চ খ্যাতো ভুবি ভবিষ্যসি। তে কৃতার্থা ভবিষ্যন্তি যে ত্বাং পশ্যন্তি ভক্তিতঃ ॥ ৩৪ ॥ ভবিষ্যতি ভয়ং নৈব সংসারপতনং তথা। ধনপুত্রকলত্রাণাং বিয়োগো

দেবদ্বয়কে স্বীয় জঠরমধ্যে সন্নিবেশিত করিলাম। হে দেবি! তখন তাঁহারা আমার উদরস্থ হইয়া উদরমধ্যে চন্দ্র, মহীধর, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, শৈল, তাল, তমাল, সমুদ্র, নানা বর্ণাশ্রম, পাতালতল, ভুজঙ্গ, মহীরুহ ও সদেবাসুর সপ্তলোকের সহিত সপ্ত জগৎ দর্শন করিলেন। পুনরায় তাঁহারা উদরমধ্যে ঐ সকল দর্শন করিয়া বিস্মিতভাবে নিঃসৃত হইলেন। নিঃসৃত হইয়া তাঁহারা ঐ দানবদ্বয়কে লিঙ্গ-কর্ত্তৃক ভস্মীকৃত অবলোকনপূর্ব্বক তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের স্তবে তুষ্ট হইয়া লিঙ্গ বলিলেন, আমি প্রসন্ন হইয়াছি, তোমাকে কি প্রদান করিব, তাহা বল? হে দেবদ্বয়! আমার এই অমোঘ দর্শন অতি দুর্লভ। অনন্তর ব্রহ্মা ও বিষ্ণু বর গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা বলিলেন,—হে দেব! যদি আমাদিগকে বর দেয় বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে আপনি এই বর দেন যে, আপনি যেন নরগণের অভয়প্রদ হন। যাহারা আপনার পূজা করিবে, বা স্মরণ করিবে, আপনি সতত তাহাদিগের অভয়প্রদ হইবেন এবং আপনি অভয়েশ্বর নামে ভূতলে খ্যাতি লাভ করিবেন। যাহারা আপনাকে ভক্তিপূর্ব্বক দর্শন করিবে, তাহারা কৃতার্থ হইবে, কদাচ তাহাদের সংসারপতনভয় হইবে না, এবং কদাচ

ন ভবিষ্যতি ॥ ৩৫ ॥ দুঃখিতা দুর্ভগা নারী দর্শনং যা করিষ্যতি। সৌভাগ্যসুখসংযুক্তা ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ। বীরং তু গুর্ব্বিণী কন্যা পতিমাপ্স্যতি শোভনম্ ॥ ৩৬ ॥ যং যং কামমভিধ্যায় যে ত্বাং পশ্যন্তি মানবাঃ। তং তং মনোরথং সর্ব্বং গমিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ ॥ ৩৭ ॥ এবং ভবিষ্যতীত্যুক্তা লিঙ্গেন পরমেশ্বরি। বিসর্জ্জিতৌ গতৌ দেবৌ ব্রহ্মবিষ্ণু স্বমালয়ম্ ॥ ৩৮ ॥ এষ তে কথিতো দেবি প্রভাবঃ পাপনাশনঃ। অভয়েশ্বরদেবস্য শ্রূয়তাং পৃথুকেশ্বরম্ ॥ ৩৯ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে অভয়েশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নামাষ্টচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৮ ॥

একোনপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। শৃণু পঞ্চাশদেকোনং দেবেশং পৃথুকেশ্বরম্। যস্য দর্শনমাত্রেণ সার্ব্বভৌমো নরো ভবেৎ ॥ ১ ॥ বংশে স্বায়ম্ভুবে দেবি হ্যঙ্গো রাজা বভূব হ। মৃত্যোস্তু দুহিতা তেন পরিণীতা সুদুর্ম্মুখা ॥

তাহাদের ধন-পুত্র-কলত্র বিয়োগ সংঘটিত হইবে না। দুঃখিতা এবং দুর্ভগা নারী যদি আপনাকে দর্শন করে, তাহা হইলে যে নিঃসংশয় সুভগা ও সুখসংযুক্তা হইবে। গুর্ব্বিণীগণ আপনাকে দর্শন করিয়া বীর পুত্র এবং কন্যাগণ পতি লাভ করিবে। মানবগণ যাহা যাহা কামনা করিয়া আপনাকে দর্শন করিবে তাহারা সেই সেই কামনা লাভ করিবে! হে দেবি! তখন বিধাতা ও কেশবের প্রার্থনায় লিঙ্গ তথাস্তু বলিয়া তাঁহাদিগকে বিদায় দিলে, তাঁহারা উভয়ে স্ব স্ব ভবনে গমন করিলেন। হে দেবি! এই আমি তোমার নিকট অভয়েশ্বর দেবের পাপনাশন প্রভাব কীর্ত্তন করিলাম, অধুনা পৃথুকেশ্বর দেবের মাহাত্ম্য শ্রবণ কর। ১—৩৯।

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪৮।

উনপঞ্চাশ অধ্যায়

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি! যাঁহার দর্শন মাত্রে নর সার্ব্বভৌমপদবী প্রাপ্ত হয়, তুমি সেই পৃথুকেশ্বর দেবকে একোনপঞ্চাশত্তম লিঙ্গ বলিয়া জানিবে। স্বায়ম্ভুবংশে অঙ্গরাজ জন্মগ্রহণ করেন

২॥ বেণনামা সুতো জাতো নাস্তিকো ধর্ম্মদূষকঃ। দেবব্রহ্মস্বহারী চ পরভার্য্যাপহারকঃ॥ ৩॥ স চ শপ্তো দ্বিজৈর্দেবি তৎক্ষণান্নিধনং গতঃ।। তদূরোর্মথ্যমানাত্তু নিপেতুর্ম্লেচ্ছজাতয়ঃ॥ ৪॥ শরীরে মাতুরংশেন কৃষ্ণাঞ্জনচয়প্রভাঃ। পিতুরংশাৎ সমুৎপন্নো ধার্ম্মিকো দ্বিজসত্তমৈঃ। মথিতাদ্দক্ষিণাদ্ধস্তাৎ পৃথুঃ প্রথিতবিক্রমঃ॥ ৫॥ স বিপ্রৈরভিষিক্তশ্চ তপঃ কৃত্বা সুদুষ্করম্‌। বিষ্ণোর্বরেণ মহতা প্রভুত্বমগমন্নৃপঃ॥ ৬॥ স চ স্বাধ্যায়রহিতা নির্বষট্‌কারনির্ধনাঃ। হাহাভূতাঃ প্রজা দৃষ্ট্বা ততোঽভূদ্দুঃখিতো নৃপঃ॥ ৭॥ স দোগ্ধুমৈচ্ছত্ত্রৈলোক্যং সদেবাসুরমানুষম্‌॥ ৮॥ এতস্মিন্নন্তরে প্রাপ্তো নারদো মুনিসত্তমঃ। ক্রোধাবিষ্টং পৃথুং দৃষ্ট্বা বাক্যং চেদমুবাচ হ॥ ৯॥ লোকত্রয়বিনাশায় মা কোপং কুরু ভূপতে। পৃথ্ব্যানয়া গ্রাসিতানি শস্যানি বিবিধানি চ। গিলিতানি চ অন্নানি বিদ্ধ্যেবৈতন্মতং মম॥ ১০॥ নারদস্য চ বাক্যেন ক্রোধং চক্রে পৃথুস্তদা। নির্দগ্ধুমৈচ্ছৎ পৃথিবীং সশৈলবনকাননাম্‌॥ ১১॥ মুমোচ শস্ত্রমাগ্নেয়ং তেন সা ধরণী তদা। দহ্যমানা ভয়ার্ত্তা চ গৌর্ভূত্বা পৃথুমভ্যগাৎ॥ ১২॥ সা বধ্যমানা তেনৈবং নৃপং বচনমব্রবীৎ। শরণং সমনুপ্রাপ্তা গৌরহং নৃপসত্তম॥ ১৩॥ গৌরবধ্যা মহীপাল বৎসং কৃত্বা চ দুগ্ধি মাম্‌॥ ১৪॥ তস্যাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা দুদোহ নৃপসত্তমঃ। ভাস্বদ্রত্নানি শস্যানি কৃত্বা বৎসং হিমালয়ম্‌॥ ১৫॥ জাতাঃ প্রজাশ্চ সুমুখাঃ প্রবৃত্তশ্চ মহোৎসবঃ। প্রবৃত্তা যাগদানাদিক্রিয়া মঙ্গলপূর্ব্বিকাঃ॥ ১৬॥ রাজাথ চিন্তয়ামাস ময়া পাপমিদং কৃতম্‌। অবধ্যাশ্চ স্ত্রিয়ঃ প্রোক্তা গৌরবধ্যা দ্বিজস্তথা॥ ১৭॥ স্ত্রীরূপধারিণী পৃথ্বী মোহাদেষা ময়া হতা। গোবধে চ কৃতা বুদ্ধিরহো পাপপরম্পরা। তস্মাদ্বহ্নিং প্রবেক্ষ্যামি চিতাং কৃত্বা ন সংশয়ঃ॥ ১৮॥ এবং চিন্তয়তস্তস্য পৃথোরমিততেজসঃ। আজগাম পুনস্তত্র নারদো ভগবানৃষিঃ॥ ১৯॥ দৃষ্ট্বা তথাবিধং দীনং চিন্তয়ানং পৃথুং প্রিয়ে। উবাচ নারদো ধীমান্‌ কিমেতদিতি পার্থিব॥ ২০॥ ততঃ স কথয়ামাস ময়া পাপমিদং কৃতম্‌। অবধ্যা স্ত্রী হতা বিপ্র কৃতা

তিনি মৃত্যুর সুদুর্ম্মুখা দুহিতাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। বেণনামে তাঁহার নাস্তিক ধর্ম্মদূষক পুত্র হয়। ঐ বেণ দেবব্রহ্মস্বাপহারী, ও পরভার্য্যাপহারক ছিলেন। ঐ বেণ দ্বিজগণ কর্ত্তৃক শপ্ত হইয়া নিধন প্রাপ্ত হন। তাঁহার মথ্যমান উরুদেশ হইতে ম্লেচ্ছজাতি উৎপন্ন হয়, তাহাদের মাতৃঅংশজাত শরীর কৃষ্ণাঞ্জনচয়প্রভ ছিল। আর তাঁহার মথিত দক্ষিণ হস্ত হইতে প্রথিতবিক্রম পৃথু, পিতৃঅংশ হেতু ধার্ম্মিক হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিপ্রগণ কর্ত্তৃক অভিষিক্ত হইয়া সুদুষ্কর তপশ্চরণপূর্ব্বক বিষ্ণুর বরে প্রভুত্ব লাভ করেন। এক সময়ে প্রজাগণকে স্বাধ্যায়-রহিত, নির্বষট্‌কার, নির্ধন ও হাহাকার করিতে দেখিয়া তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হন। তিনি সদেবাসুর ত্রৈলোক্য দোহন করিতে ইচ্ছা করিলেন, এমন সময় নারদ মুনি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে ক্রোধাবিষ্ট দর্শনপূর্ব্বক বলিলেন,—হে ভূপতে! লোকত্রয়-বিনাশের নিমিত্ত কোপ করিবেন না। আমার মনে হয়, পৃথিবীই এই সমুদয় শস্য ও খাদ্য হরণ করিয়াছেন। মহারাজ পৃথু তখন দেবর্ষি নারদের বাক্যে ক্রুদ্ধ হইয়া সশৈলবনকাননা পৃথিবীকে দগ্ধ করিতে ইচ্ছা করিলেন। তিনি পৃথিবী-উদ্দেশে ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন, তখন পৃথিবী ব্রহ্মাস্ত্রের তেজে দহ্যমান হইয়া গোরূপে রাজসমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজসমীপে উপস্থিত হইয়া তিনি তাঁহাকে বলিলেন,—হে রাজন! আমি আপনার শরণপ্রাপ্ত হইলাম, আমি গো—অবধ্যা; অতএব আপনি বৎস কল্পনা করিয়া আমাকে দোহন করুন। নৃপসত্তম পৃথ্বী-বাক্য শ্রবণানন্তর হিমালয়কে বৎস কল্পনা করিয়া উজ্জ্বল রত্ন সকল দোহন করিতে লাগিলেন। দোহনের ফলে প্রজা জন্মিল, মহোৎসব প্রবৃত্ত হইল এবং যজ্ঞ দানাদি ক্রিয়া প্রবর্ত্তিত হইল। তখন রাজা চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, আমি পাপকর্ম্ম করিয়াছি, স্ত্রী এবং গো, শাস্ত্রে অবধ্য বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। আমি মোহবশত এই স্ত্রীরূপধারিণী পৃথ্বীকে বধ করিয়াছি এবং গোবধ করিবার জন্যও ইচ্ছা করিয়াছিলাম, অহো! আমার মহৎ পাপ সঞ্চিত হইয়াছে। অতএব আমি চিতা প্রস্তুত করিয়া নিঃসংশয়ে বহ্নিপ্রবেশ করি। ১—১৮। নৃপতি পৃথু এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় দেবর্ষি নারদ তৎসন্নিধানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজ সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া তিনি রাজাকে তথাবিধ চিন্তা করিতে দেখিয়া বলিলেন,—"কিমেতৎ পার্থিব!" দেবর্ষি এই কথা বলিলে রাজা বলিলেন,—হে দেব! আমি

বুদ্ধিশ্চ গোবধে ॥ ২১ ॥ কাল্লোকান্ গমিষ্যামি কৃত্বা কর্ম্ম সুদারুণম্। মরিষ্যামি ন সন্দেহো ব্রহ্মহা পাপপূরুষঃ ॥ ২২ ॥ অথ চেষ্টোপদেশেন দুঃখাদুদ্ধর মাং দ্বিজ। তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা কথয়ামাস নারদঃ। মহাপাপপ্রশমনং লিঙ্গমাহাত্ম্যমুত্তমম্ ॥ ২৩ ॥ মহাকালবনে লিঙ্গমভয়েশ্বরপশ্চিমে। মহাপাপক্ষয়করং বিদ্যতে তত্র ভূপতে। গচ্ছ ত্বং সহসা রাজংস্তত্র পূতো ভবিষ্যসি ॥ ২৪ ॥ নারদস্য বচঃ শ্রুত্বা পৃথুস্তত্র জগাম সঃ। দৃষ্ট্বা লিঙ্গঞ্চ বৈ রম্যং বিপাপস্তৎক্ষণাদভূৎ ॥ ২৫ ॥ দ্বাদশাদিত্যসঙ্কাশো বভূব পৃথিবীপতিঃ ॥ ২৬ ॥ ততোঽন্তরিক্ষগৈর্দেবি কৃতং নাম বরাননে। পৃথুনা পূজিতো যস্মাদ্বিখ্যাতি মহীতলে। অদ্যপ্রভৃতি বিখ্যাতো দেবোঽয়ং পৃথুকেশ্বরঃ ॥ ২৭ ॥ যে চ দ্রক্ষ্যন্তি দেবেশং পৃথুকেশ্বরমীশ্বরম্। তে সর্ব্বকামসম্পূর্ণা ভবিষ্যন্তি মহীতলে ॥ ২৮ ॥ অজ্ঞানাজ্‌জ্ঞানতো বাপি যৎপাপং জায়তে নৃণাম্। তৎপাপং যাস্যতি ক্ষিপ্রং পৃথুকেশ্বরদর্শনাৎ ॥ ২৯ ॥ বাচিকং

পাপ করিয়াছি,—আমি অবধ্যা স্ত্রী হত্যা করিয়াছি এবং গোবধে ইচ্ছা করিয়াছিলাম। আমি দারুণ দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি, কোন লোকে আমার গতি হইবে, নিশ্চয় আমি নিরয়ে যাইব; কারণ আমি ব্রহ্মঘাতী পাপপুরুষ। হে দ্বিজ! অতএব আপনি হিতোপদেশ প্রদান করিয়া আমাকে দুঃখ হইতে উদ্ধার করুন। দেবর্ষি নারদ তখন রাজার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন,—হে নৃপ! মহাকালবনে অভয়েশ্বর লিঙ্গের পশ্চিম দিক্ ভাগে মহাপাপনাশন এক মহামহিম লিঙ্গ আছেন, হে নৃপ! সত্বর ঐ স্থানে গমন করুন, নিশ্চয়ই পবিত্রতা লাভ করিবেন। দেবর্ষি নারদের বাক্যে পৃথু ঐ স্থানে গমন করিলেন। সেখানে গমন করিয়া তিনি লিঙ্গ দর্শনে বিগত-পাপ হইলেন। নৃপতি লিঙ্গ দর্শন করিয়া দ্বাদশাদিত্যসঙ্কাশ হইলেন। হে বরাননে! অনন্তর অন্তরিক্ষচরগণ ঐ লিঙ্গের এই নাম-করণ করিলেন যে, মহারাজ পৃথু এই লিঙ্গের পূজা করিয়াছেন. বলিয়া ইনি ভূতলে পৃথুকেশ্বর নামে বিখ্যাত হইবেন। যাঁহারা এই পৃথুকেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করিবেন, ভূতলে তাঁহাদের সকল মনোরথ সিদ্ধ হইবে। মানবগণের অজ্ঞান বা জ্ঞানপূর্ব্বক যে সকল পাপ সঙ্ঘটিত হয়, পৃথুকেশ্বর দর্শন করিলে তাহাদের সেই পাপ বিনষ্ট হয়। পৃথুকেশ্বর দর্শন

মানসং বাপি কায়িকং গুহ্যসম্ভবম্। প্রকাশং বা কৃতং পাপং প্রসঙ্গাদপি যৎকৃতম্। তৎসর্ব্বং যাস্যতি ক্ষিপ্রং পৃথুকেশ্বরদর্শনাৎ ॥ ৩০ ॥ পূজয়িষ্যন্তি যে ভক্ত্যা দেবং বৈ পৃথুকেশ্বরম্। রাজ্যং প্রাপ্স্যন্তি তে সম্যঙ্‌নৃলোকে চ ত্রিবিষ্টপে ॥ ৩১ ॥ ভুক্ত্বা রাজ্যং মনুষ্যাণাং দেবানাঞ্চ মহীতলে। যাস্যন্তি পরমং স্থানং ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ ॥ ৩২ ॥ ইত্যুক্ত্বা দেবসঙ্ঘৈশ্চ পূজিতঃ পৃথুকেশ্বরঃ। পৃথুঃ শশাস পৃথিবীং সপত্তনাং সপর্ব্বতাম্ ॥ ৩৩ ॥ এষ তে কথিতো দেবি প্রভাবঃ পাপনাশনঃ। পৃথুকেশ্বর দেবস্য শৃণু বৈ স্থাবরেশ্বরম্ ॥ ৩৪ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে পৃথুকেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈকোনপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৯ ॥

পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ। শৃণু দেবি প্রযত্নেন পঞ্চাশত্তমমীশ্বরম্। যস্য দর্শনমাত্রেণ গ্রহবাধা ন জায়তে ॥ ১ ॥ সংজ্ঞা নাম রবের্ভার্য্যা সা

করিলে মানবের কায়িক, বাচিক মানসিক, প্রকাশিত, অপ্রকাশিত ও প্রসঙ্গজাত, যে কোন রকম পাপ, তৎসমস্তই বিনষ্ট হইয়া থাকে। যাহারা ভক্তিপূর্ব্বক পৃথুকেশ্বর লিঙ্গের অর্চ্চনা করে, তাহারা নরলোকে ও দেবলোকে রাজ্যলাভ করিয়া থাকে এবং তাহারা ভূতলে মনুষ্য রাজ্য ও স্বর্গে দেব রাজ্য উপভোগ করিয়া অন্তে ব্রহ্মার পরম পদে গমন করে। এই সকল কথা বলিয়া দেবগণ লিঙ্গ পূজা করিলেন। রাজা পৃথু সপত্তনা সপর্ব্বতা পৃথিবী শাসন করিতে লাগিলেন। হে দেবি! এই আমি তোমার নিকট পৃথুকেশ্বর লিঙ্গের পাপনাশন প্রভাব কীর্ত্তন করিলাম, অধুনা স্থাবরেশ্বর লিঙ্গমাহাত্ম্য শ্রবণ কর।

ঊনপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪৯।

পঞ্চাশ অধ্যায়।

শ্রীমহাদেব বলিলেন,—হে দেবি! যাহার দর্শন মাত্রে গ্রহবাধা বিনষ্ট হয়, তুমি সেই পঞ্চাশত্তম লিঙ্গমাহাত্ম্য শ্রবণ কর। রবির ভার্য্যার নাম সংজ্ঞা, সংজ্ঞা ব্রহ্মার কন্যা। কদাচিৎ সংজ্ঞা ভর্ত্তার

সুতা বিশ্বকর্ম্মণঃ। ভর্ত্তুস্তেজোঽসহন্ত্যাথ কদাচিচ্চৈব সংজ্ঞয়া। ছায়াময়ী চাত্মনস্তু নির্ম্মিতা তরসা তয়া॥ ২॥ সা প্রোক্তা সাদরেণৈব স্থীয়তাং সূর্য্যসন্নিধৌ। পৃষ্টয়াপি ন বাচ্যং তে মদীয়ং গমনং রবেঃ॥ ৩॥ ইত্যুক্ত্বা সা তদা সংজ্ঞা জগাম ভবনং পিতুঃ। সংজ্ঞেয়মিতি মত্বানো দ্বিতীয়ায়াং দিবস্পতিঃ। জনয়ামাস তনয়ং নামতো যঃ শনৈশ্চরঃ॥ ৪॥ তস্মিন্ জাতে ভয়ং জগ্মুঃ সদেবাসুরমানুষাঃ। ত্রৈলোক্যং জাতমাত্রেণ আক্রান্তং সচরাচরম্॥ ৫॥ ইন্দ্রোঽপি ভয়সন্ত্রস্তো ব্রহ্মাণং শরণং গতঃ। সূর্য্যপুত্রস্য বৃত্তান্তং কথয়ামাস গদ্গদম্॥ ৬॥ ভিন্নং তু রোহিণীচক্রং ব্যাপ্তং নক্ষত্রমণ্ডলম্। জাতমাত্রেণ চাক্রান্তং ত্রৈলোক্যং রবিসূনুনা॥ ৭॥ বাসবস্য বচঃ শ্রুত্বা ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ। আহূয় সহসা সূর্য্যং বচনং চেদমব্রবীৎ॥ ৮॥ মর্য্যাদা ক্রিয়তাং ভানো বার্য্যতাং পুত্র ঔরসঃ। আক্রান্তং তেজসা তেন ত্রৈলোক্যং ভূর্ভুবাদিকম্॥ ৯॥ ব্রহ্মণো বচনং শ্রুত্বা রবিণা প্রোক্তমীদৃশঃ। অসাধ্যোঽয়ং মম সুতো বার্য্যতাং স্বয়মেব ত্বম্॥ ১০॥ পশ্য মে চরণৌ দগ্ধৌ দৃষ্টিমাত্রেণ লীলয়া। ব্রহ্মাপি ভয়সন্ত্রস্তো জগাম মনসা হরিম্॥ ১১॥ সূর্য্যস্য বচনং শ্রুত্বা হরিঃ প্রাপ্তস্তু তৎক্ষণাৎ। ব্রহ্মণো বচনং শ্রুত্বা ভীতঃ কৃষ্ণোঽব্রবীদিদম্॥ ১২॥ গম্যতাং তত্র যত্রাস্তে দেবদেবো মহেশ্বরঃ। কৃষ্ণস্য বচনাৎ সর্ব্বে মমান্তিকমুপাগতাঃ॥ ১৩॥ বৃত্তান্তঃ কথিতঃ সর্ব্বো রবিপুত্রস্য পার্ব্বতি। ময়া স্মৃতস্তু সম্প্রাপ্তঃ সূর্য্যপুত্রস্তু তৎক্ষণাৎ॥ ১৪॥ অধোদৃষ্টির্ময়া দৃষ্টো বক্রাঙ্গো রূপতোঽসিতঃ। স্থৈর্য্যং কৃত্বা নমস্কৃত্য বিজ্ঞপ্তোঽহং শনৈঃ শনৈঃ॥ ১৫॥ কিমর্থং বৈ স্মৃতো দেব দেহ্যাজ্ঞাং মম শঙ্কর। আদেশে তব তিষ্ঠামি কিং করোমি প্রশাধি মাম্॥ ১৬॥ ইত্যুক্তোঽহং তদা তেন রবিপুত্রেণ পার্ব্বতি। ময়া স বারিতোঽত্যর্থং মা পীড়য় জগত্ত্রয়ম্॥ ১৭॥ তেনোক্তং দেহি মে স্থানং পানমাহারমেব চ। ময়া দত্তং বিশালাক্ষি পূজার্থং স্থানমুত্তমম্॥ ১৮॥

তেজ সহিতে না পারিয়া আপনার একটী ছায়াময়ী মূর্ত্তি সৃষ্টি করে। ছায়াময়ী মূর্ত্তি করিয়া তাহাকে বলে, তুমি আদরের সহিত সূর্য্যসমীপে বাস কর। আমার কথা জিজ্ঞাসা করিলেও তুমি সূর্য্যকে বলিও না; এই বলিয়া সংজ্ঞা পিতৃভবনে গমন করে। সূর্য্য ছায়াকেই সংজ্ঞা বলিয়া মনে করিলেন। ছায়ার গর্ভে একটী পুত্র উৎপন্ন হইল; তাহার নাম হইল শনৈশ্চর। শনৈশ্চর জন্মিবামাত্র সদেবাসুরমানুষ সকলেই ভীত হইলেন। শনৈশ্চর জাতমাত্র সচরাচর ত্রৈলোক্য আক্রমণ করিলেন। ইন্দ্রও ভয়ত্রস্ত হইয়া ব্রহ্মার শরণ লইলেন। বিধাতৃ-সমীপে উপস্থিত হইয়া দেবেন্দ্র গদগদকণ্ঠে এইরূপে তাঁহাকে শনৈশ্চরের বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপন করিতে লাগিলেন,—হে দেব! সূর্য্যপুত্র শনৈশ্চর জাতমাত্র রোহিণীচক্র ভেদ করিয়াছে, এবং নক্ষত্রমণ্ডল ব্যাপ্ত করিয়াছে। বাসবের বাক্য শ্রবণ করিয়া বিধাতা সূর্য্যকে আহ্বানপূর্ব্বক এই কথা বলিলেন,—হে ভানো! পুত্রকে সংযত কর, তাহাকে নিবারণ করিয়া দিও। সে ভূর্ভুবাদি ত্রৈলোক্য আক্রমণ করিয়াছে। বিধাতৃবাক্য শ্রবণ করিয়া রবি এই কথা বলিলেন,—পুত্র আমার সাধ্য; অতএব আপনি স্বয়ংই তাহাকে নিষেধ করিয়া দিবেন। এই দেখুন সে ক্রীড়া করিতে করিতে আমার চরণের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করায় আমার পা পুড়িয়া গিয়াছে। রবির এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মাও মনে মনে ভীত হইয়া তৎক্ষণাৎ হরির নিকট গমন করিলেন। হরিও ব্রহ্মবাক্য শ্রবণে ভীত হইয়া এই কথা বলিলেন,—হে বিধাতঃ! আপনি মহেশ্বরের নিকট গমন করুন। হে দেবি! তখন কৃষ্ণবাক্যে সকলে মিলিত হইয়া আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং রবিপুত্রের সমস্ত বিবরণ আমাকে বিদিত করিলেন। আমি বিদিতার্থ হইয়া রবিপুত্রকে স্মরণ করিলাম; স্মরণ করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ সে আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। ২—১৪। আমি তাহাকে অধোদৃষ্টি, বক্রাঙ্গ, ও রূপবান্ দর্শন করিলাম। সে তখন নমস্কার করিয়া আস্তে আস্তে আমায় নিবেদন করিল,—হে দেব! কি জন্য আমায় স্মরণ করিয়াছেন? কোন্ আদেশ পালন করিতে হইবে বলুন। আমি আপনার আদেশে বর্ত্তমান, কি করিতে হইবে আমায় বলুন। হে পার্ব্বতি! রবিপুত্র আমায় এই কথা বলিলে আমি জগৎপীড়ন করিতে নিষেধ করিয়া দিলাম। সে আমাকে বলিল,—হে দেব! আপনি তাহা হইলে আমাকে পানীয়, আহার্য্য ও

মেষাদিরাশিসংস্থঃ সংস্ত্রিংশন্মাসান প্রপীড়য়। মানুষান্ ক্রমশো বৎস তত্র তৃপ্তিমবাপ্স্যসি॥ ১৯॥ অষ্টমশ্চ চতুর্থশ্চ দ্বিতীয়ো জন্মসংস্থিতঃ। দ্বাদশ-রাশিসংস্থোঽপি বিরুদ্ধো ভব সর্ব্বদা॥ ২০॥ একাদশো বা ষষ্ঠো বা তৃতীয়স্থানগোঽথবা। ভব ভব্যতরো নৃণামতঃ পূজা ভবিষ্যতি॥ ২১॥ পঞ্চমো নবমশ্চৈব উদাসীনস্ত সপ্তমঃ। ভব রাশি-গতো নিত্যং মানুষে কর্ম্মভির্যুতে॥ ২২॥ পূজাং প্রাপ্স্যসি চাত্যর্থং গ্রহাণামধিকং সদা। গতিঃ স্থিরা ভবিত্রী তে বরঃ শ্রেষ্ঠোঽভিধীয়তে॥ ২৩॥ অতস্তে স্থাবরং নাম ভবিষ্যতি মহীতলে। শনৈশ্চরস্থং রাশিস্থো গ্রহাণামধিকো যতঃ॥২৪॥ অতঃ শনৈশ্চরো নাম ভবিষ্যসি সদা ভুবি। গজগণ্ডনিভাকারো মম কণ্ঠসমোঽপি চ॥ ২৫॥ বর্ণতো হসিতো নাম ভবিষ্যসি মহীতলে। গ্রহমধ্যে হ্যধোদৃষ্টির্গতির্মন্দা ভবিষ্যতি। তুষ্টো দদাসি রাজ্যঞ্চ রুষ্টো বৈ হরসি ক্ষণাৎ॥ ২৬॥ দেবাসুরমনুষ্যাশ্চ সিদ্ধবিদ্যাধরো-রগাঃ। ত্বৎক্রূরদৃষ্টিনিহতা নাশং যাস্যন্তি নান্যথা॥ ২৭॥ তব প্রসাদাৎ প্রাপ্স্যন্তি মনোঽভীষ্টং সুদুর্লভম্। অন্যচ্চ তে প্রদাস্যামি স্থানং গুহ্যং মনোহরম্॥ ২৮॥ মনোঽভীষ্টকরং পুণ্যং দেব-দানবদুর্লভম্। প্রলয়েঽপ্যক্ষয়ং প্রোক্তং মহাকাল-বনং পরম্॥ ২৯॥ তত্র গচ্ছ মমাদেশাৎ পৃথুকে-শ্বরপশ্চিমে। বিদ্যতে তত্র যল্লিঙ্গং তত্তে নাম্না ভবিষ্যতি॥ ৩০॥ কীর্ত্তিরেষা ত্বদীয়াপি ত্রৈলোক্যে ভবিতা ধ্রুবম্॥ ৩১॥ ইত্যুক্তঃ স্থাবরো দেবি মমাজ্ঞাপালকস্তদা। জগাম ত্বরিতো রম্যং মহা-কালবনং শুভম্॥ ৩২॥ দৃষ্ট্বা তত্রৈব তল্লিঙ্গং স্থানং লব্ধং সুশোভনম্। তল্লিঙ্গং ভুবনে খ্যাতং নামতঃ স্থাবরেশ্বরম্॥ ৩৩॥ শনিনোক্তং তদা দেবি যেঽত্র দ্রক্ষ্যন্তি ভক্তিতঃ। ময়া প্রপূজিতং লিঙ্গং বিখ্যাতং স্থাবরেশ্বরম্। তেষাং পীড়া মদীয়া তু ন ভবিষ্যতি কর্হিচিৎ॥ ৩৪॥ মদীয়ে চ দিনে যো বৈ নিয়মেন প্রপশ্যতি। তস্যাহং সকলাং বাধাং শময়িষ্যাম্য-সংশয়ম্॥ ৩৫॥ ধক্ষ্যামি সততং পীড়ামন্যগ্রহ-কৃতামপি। মদীয়ঞ্চ ভয়ং তস্য স্বপ্নেঽপি ন ভবিষ্যতি॥ ৩৬॥ ন গ্রহা ন পিশাচাশ্চ

স্থান প্রদান করুন। হে দেবি! শনৈশ্চর এইরূপ প্রার্থনা করিলে আমি তাহাকে পূজার্থ উত্তম স্থান প্রদান করিলাম; বলিলাম,—তুমি মেষাদি রাশি-স্থিত হইয়া ত্রিংশৎ মাস ব্যাপিয়া মনুষ্যদিগকে পীড়া দিবে, ইহাতে তোমার তৃপ্তি হইবে। অষ্টম, চতুর্থ, দ্বিতীয়, জন্মস্থানস্থিত ও দ্বাদশরাশিস্থিত হইয়া তুমি সর্ব্বদা বিরুদ্ধ হইবে; আর একাদশ, ষষ্ঠ ও তৃতীয় স্থান প্রাপ্ত হইয়া তুমি মানবগণের শুভদায়ক হইবে; ইহাতে তুমি পূজা লাভ করিবে। পঞ্চম, নবম ও সপ্তম স্থানস্থিত হইয়া তুমি উদাসীন হইবে। মানুষগণ কর্ম্মযুক্ত থাকিলে তুমি নিত্য রাশিগত হইবে। তুমি সর্ব্বদা গ্রহগণ অপেক্ষা অধিক পূজা লাভ করিবে। তোমার স্থির গতি হইবে, এবং তুমি স্বয়ং গ্রহমধ্যে শ্রেষ্ঠ হইবে। তোমার গতি স্থির বলিয়া মহীতলে তোমার নাম হইবে স্থাবর। তুমি গ্রহশ্রেষ্ঠ। রাশিস্থ হইয়া তুমি মন্দ-মন্দ ভাবে বিচরণ কর বলিয়া ভুবনে তোমার শনৈশ্চর নাম হইবে। গজগণ্ডের ন্যায় অথবা আমার গলদেশের ন্যায় তোমার বর্ণ হইবে। গ্রহগণের মধ্যে তোমার অধোদৃষ্টি এবং মন্দা গতি হইবে। তুমি তুষ্ট হইলে রাজ্য দিবে এবং রুষ্ট হইলে তৎক্ষণাৎ নিধন করিবে। দেব,অসুর,মনুষ্য, সিদ্ধ, বিদ্যাধর, উরগ,—ইহারা তোমার ক্রূরদৃষ্টি-পাতে নিহত হইয়া বিনষ্ট হইবে, ইহার অন্যথা হইবে না। ১৫—২৭। জনগণ তোমার প্রসাদে সুদুর্লভ অভীষ্ট লাভ করিবে। আমি তোমাকে আরও অন্য একটী গুহ্য মনোরম স্থান প্রদান করিব। ঐ স্থান মনোভীষ্টকর, পুণ্য, দেব-দানব-দুর্লভ, ও প্রলয়েও অক্ষয়। সেই স্থানের নাম মহাকালবন। ঐ স্থানে তুমি গমন কর। ঐ স্থানে পৃথুকেশ্বর লিঙ্গের দক্ষিণ দিক্‌ভাগে এক লিঙ্গ আছেন, ঐ লিঙ্গ তোমার নামে বিখ্যাত হইবেন। ইহাতে ত্রিভুবনে তোমার কীর্ত্তি ঘোষিত হইবে। হে দেবি! আমার এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া শনৈশ্চর সত্বর মহাকাল-বনে গমন করিল। সেখানে সে লিঙ্গ দর্শনান্তে সুশোভন স্থান লাভ করিল এবং ঐ লিঙ্গ স্থাব-রেশ্বর নামে খ্যাত হইল। হে দেবি! তখন শনৈ-শ্চর বলিল,—যাহারা আমার পূজিত এই স্থাবরে-শ্বর লিঙ্গ দর্শন করিবে, তাহারা কদাচ আমার প্রদত্ত পীড়া পাইবে না। আমার দিনে যে ব্যক্তি নিয়মপূর্ব্বক লিঙ্গ দর্শন করিবে, আমি তাহার সকল বাধা উপশমিত করিব, অপিচ অন্য গ্রহ-কৃত পীড়া আমি তাহাদের দগ্ধ করিব। স্বপ্নেও তাহারা আমার প্রদত্ত পীড়া অনুভব করিবে না। আমি তুষ্ট হইলে কি গ্রহ, কি পিশাচ,

ন যক্ষা ন চ রাক্ষসাঃ। বিঘ্নং কুর্ব্বন্তি তস্যাপি ময়ি তুষ্টে ন সংশয়ঃ ॥ ৩৭॥ সংক্রান্তৌ শনিবারে চ ব্যতীপাতেঽয়নে তথা। যে পশ্যন্তি নরা ভক্ত্যা লিঙ্গং বৈ স্থাবরেশ্বরম্। ভবিষ্যত্যক্ষয়স্তেষাং স্থিরো বাসস্ত্রিবিষ্টপে ॥ ৩৮॥ নিয়মেন প্রপশ্যন্তি মম বারেঽত্র যে নরাঃ। ন তেষাং দুষ্কৃতং কিঞ্চিদ্দুষ্কৃতোত্থা ন চাপদঃ ॥ ৩৯॥ ভবিষ্যতি ন দারিদ্র্যং ন চৈবেষ্টবিয়োজনম্। দাস্যামি পুত্রকামস্য ফলং পুত্রকৃতং সদা ॥ ৪০॥ অধনস্য ধনং চৈব ভয়ার্ত্তস্যাভয়ং তথা। স্বর্গং বৈ স্বর্গকামস্য প্রযচ্ছামি চ বাঞ্ছিতম্ ॥ ৪১॥ ইত্যুক্ত্বা পূজয়ামাস ভূয়ো লিঙ্গং শনৈশ্চরঃ। পূজয়িত্বা শুভৈঃ পুষ্পৈর্ভক্ত্যা তত্রৈব সংস্থিতঃ ॥ ৪২॥ এষ তে কথিতো দেবি প্রভাবঃ পাপনাশনঃ। স্থাবরেশ্বরদেবস্য শূলেশ্বরমথো শৃণু ॥ ৪৩॥

ইতি শ্রীস্কান্দে স্থাবরেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫০॥

একপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। একাধিকং বিজানীহি পঞ্চাশত্তমমীশ্বরম্। দেবং শূলেশ্বরং দেবি সর্ব্বব্যাধিবিনাশনম্ ॥ ১॥ আদ্যে কল্পে প্রবৃত্তে চ রাজ্যহেতোর্ব্বরাননে। দেবানাং দানবানাং চ যুদ্ধমাসীৎসুদারুণম্। দৈত্যানামীশ্বরে জম্ভে দেবানাং চ শচীপতৌ ॥ ২॥ ততো দেবাঃ পরাভূতা দৈত্যা বিজয়িনোঽভবন্। অন্ধকো মন্দরং প্রাপ্তো দূতং মে প্রাহিণোত্তদা ॥৩॥ স দূতো মামুবাচোচ্চৈঃ সগর্ব্বো দুষ্টমানসঃ। অন্ধকেনাহমাদিষ্টঃ শৃণু শঙ্কর মদ্বচঃ ॥ ৪॥ গৌরীং মে দেহি পত্ন্যর্থং মন্দরস্ত্যজ্যতাময়ম্। এবং কৃতে কৃতার্থস্ত্বমন্যথা নাস্তি তে গতিঃ ॥ ৫॥ উক্তোঽহং তেন দূতেন ত্বয়া সহ মহাগিরৌ। স্মিতাননঃ ক্ষণং ভূত্বা ময়া প্রোক্তমিদং বচঃ ॥ ৬॥ গচ্ছ দূত মমাদেশাদন্ধকং ব্রূহি সত্বরম্। ইহাভ্যেত্যাহবং কৃত্বা জিত্বেমাং সুন্দরীং নয় ॥ ৭॥ ইত্যুক্তঃ প্রযযৌ দূতস্তেনাখ্যাতং বচো মম। অন্ধকোঽপি তদা দৈত্যঃ সমরার্থী তু মন্দ-

---

কি যক্ষ, কি রাক্ষস, কেহই তাহার বিঘ্ন উৎপাদন করিতে পারে না, এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই। সংক্রান্তি, শনিবার, ব্যতীপাত, ও অয়নে যে নর ভক্তিপূর্ব্বক স্থাবরেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করে, স্বর্গে তাহার অক্ষয় নিবাস লাভ হয়। যাহারা শনিবারে নিয়মপূর্ব্বক আমাকে দর্শন করে, তাহাদের কোন রকম দুষ্কৃত বা দুষ্কৃত জন্য আপদ হয় না। অপিচ কদাপি তাহাদের দারিদ্র্য ও ইষ্ট-বিয়োগ সম্ঘটিত হয় না। আমি পুত্রকামীকে পুত্র, নির্দ্ধনকে ধন, ভয়ার্ত্তকে অভয় এবং স্বর্গকামীকে স্বর্গ প্রদান করিয়া থাকি। অতঃপর শনৈশ্বর পুনরায় শুভ পুষ্প দ্বারা ঐ লিঙ্গের পূজা করিয়া ঐ স্থানেই অবস্থান করিলেন। হে দেবি! এই আমি তোমার নিকট স্থাবরেশ্বর দেবের পাপনাশন মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম, অতঃপর শূলেশ্বর দেবের মাহাত্ম্য শ্রবণ কর। ২৮—৪৩।

পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৫০

একপঞ্চাশ অধ্যায়।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি! অতঃপর তুমি সর্ব্ব ব্যাধি-বিনাশন একপঞ্চাশত্তম লিঙ্গ শূলেশ্বরের মাহাত্ম্য শ্রবণ কর,—আদ্য কল্পপ্রবৃত্তিকালে দেবদানবে সুদারুণ যুদ্ধ উপস্থিত হয়। ঐ সময় জম্ভ দৈত্যগণের এবং শচীপতি দেবতাদিগের অধিপতি ছিলেন। যুদ্ধে দেবগণ পরাভূত আর দৈত্যগণ জয়লাভ করে। জয়লাভ করিয়া অন্ধকাসুর মন্দরপর্ব্বতে আগমন করত মদুদ্দেশে দূত প্রেরণ করিল। ঐ দুরাত্মা দূত আমার নিকট আগমনপূর্ব্বক সগর্ব্বে উচ্চৈঃস্বরে বলিল,—শঙ্কর! অন্ধক তোমাকে যাহা আদেশ করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ কর। অন্ধক বলিয়াছেন,—হে শঙ্কর! তুমি গৌরীকে আমার পত্নী করিবার জন্য প্রদান করিয়া অচিরাৎ এই মন্দরাচল পরিত্যাগ কর। এরূপ করিলে তোমার মঙ্গল হইবে, নচেৎ তোমার গতি নাই। হে দেবি! তোমার সহিত আমি এরূপ অভিহিত হইয়া ঈষৎ হাস্য করত তাহাকে বলিলাম,—দূত। তুমি অন্ধককে গিয়া বল যে, সে যেন এখানে আগমনপূর্ব্বক যুদ্ধ করত এই সুন্দরীকে জয় করিয়া লইয়া যায়। আমি এই কথা বলিলে দূত গিয়া তাহা অন্ধককে বলিল।

রম্। সমায়াতঃ সহামাত্যো বলেন চতুরঙ্গিণা ॥ ৮ ॥ ময়া সহ ততস্তস্য ঘোরং যুদ্ধমভূচ্চিরম্। অন্ধকস্য রথো ঘোরশ্ছিন্নো ভিন্নঃ সমন্ততঃ ॥ ৯ ॥ ততঃ ক্রুদ্ধোঽন্ধকো দেবি রথাত্তস্মাদবপ্লুতঃ। মদ্রথং বলবান্ গৃহ্য ময়া সহ বলোৎকটঃ। যুযুধে স মহা দৈত্যঃ শূলেন তাড়িতো ময়া ॥ ১০ ॥ ময়া ধৃতো-ন্তরিক্ষে স শূলপ্রোতো মহাসুরঃ। শূলপ্রোতোঽথ বৈ দুষ্টস্তাবৎস ভ্রামিতো ময়া ॥ ১১ ॥ সুস্রাব তস্য গাত্রেভ্যঃ শোণিতৌঘস্ততো মহান্। বিন্দোর্বিন্দো তু রক্তস্য তত্তুল্যা দানবাস্তথা ॥ ১২ ॥ সম্ভূতাঃ কোটিশো দেবি তৈরহং পুনরর্দ্দিতঃ। কিং কর্ত্তব্যমিতি ধ্যায়ং স্থিতোঽহং তত্র ভামিনি ॥ ১৩ ॥ ময়া চোৎপাদিতা দুর্গা রক্তদন্তা সুভীষণা। অন্ধকস্য তদা পীতং রক্তং বহুবিধং তয়া ॥১৪॥ তস্মিন্ পীতে ততো রক্তে নোত্তস্থুর্দেবি চাপরে। পূর্ব্বোত্থিতাস্তয়ৈবাশু নিহতা দানবাধিপাঃ। তেন শূলবরেণৈব তৎক্ষণান্নিধনং গতাঃ ॥ ১৫ ॥ স মামুবাচ হৃষ্টাত্মা কৃতাঞ্জলিপুটোঽন্ধকঃ। ত্বয়ি ভক্তিঃ সদা মেঽস্তু দুর্লভং তব দর্শনম্ ॥ ১৬ ॥ স্বামিনা নিহতশ্চাহং কোঽন্যো ধন্যতরো হি মৎ। ত্বচ্ছূলেন বিনির্ভিন্নো হ্যন্তরিক্ষে ততোঽপ্যহম্ ॥ ১৭ ॥ সঙ্কল্পাক্ষেপবিক্ষেপং কল্পকার্য্যপ্রবর্ত্তকম্। সহস্রবক্ত্রশিরসং ত্বামহং শরণং ব্রজে ॥ ১৮ ॥ গিরীন্দ্রতনয়ানাথং গিরীন্দ্রশিখরালয়ম্। মহালয়কৃতাবাসং ত্বামহং শরণং ব্রজে ॥ ১৯ ॥ এবং স্তুতোঽহং দৈত্যেন শূলপ্রোতেন সুন্দরী। ততো মে করুণা জাতা কৃতোঽন্ধকো গণস্তদা ॥ ২০ ॥ স চ শূলবরো দেবি ময়া প্রোক্তো মুদা তদা। এহি শূল হতো দৈত্যস্ত্বয়া দুষ্টোঽন্ধকো মৃধে ॥ ২১ ॥ পরিতুষ্টঃ প্রযচ্ছামি পরমং স্থানমুত্তমম্। ন দেবৈর্ন চ গন্ধর্ব্বৈর্নাপি তৎপরমর্ষিভিঃ ॥ ২২ ॥ সম্প্রাপ্যং মামনারাধ্য তথা বিধ্বস্তকল্মষৈঃ। মামুবাচ ততঃ শূলঃ প্রণম্যানতকন্ধরঃ ॥ ২৩ ॥ যদি প্রসন্নো ভগবন্ করুণা ময়ি তে যদি। কথয়স্ব পরং স্থানং মনো মে যত্র শুধ্যতি। দুষ্টসম্পর্কসঞ্জাতমস্যৎপাতকমাত্মনঃ ॥ ২৪ ॥ ততো ময়া সমাদিষ্টঃ করুণার্দ্রিতচেতসা। মহাকালবনং

অন্ধকও দূত মুখে মদীয় বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক চতুরঙ্গবলে সজ্জিত হইয়া অমাত্য সমভিব্যাহারে মন্দরাচল আক্রমণ করিল। ঐ সময় আমার সহিত তাহার তুমুল যুদ্ধ হয়; আমি তাহার রথ ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া ফেলিলে সে ক্রোধে লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক আমার রথে পতিত হইয়া আমার সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করে। আমি ঐ সময় তাহাকে শূল দ্বারা তাড়িত করি। শূল-প্রোত করিয়া ঐ দুষ্ট অসুরকে আমি শূন্যমার্গে ভ্রামিত করিতে থাকিলে তাহার গাত্র হইতে রক্তবিন্দু সকল ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। ঐ ভূ-পতিত রক্তবিন্দু হইতে কোটি কোটি তত্তুল্য দানব বীর উৎপন্ন হইয়া আমাকে অত্যন্ত পীড়িত করিতে লাগিল। আমি তখন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া সুভীষণা রক্তদন্তিকা দুর্গাকে উৎপাদন করিলাম। দেবী রক্তদন্তিকা অন্ধকাসুরের রুধির পান করিতে থাকিলে আর অপর দানব বীর উত্থিত হইতে পারিল না। পূর্ব্বোত্থিত দানববীরগণকে দেবী তৎক্ষণাৎ শূল দ্বারা নিহত করিলেন। এই সময় অন্ধক হৃষ্ট হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে আমাকে বলিল, — সর্ব্বদা আমার আপনার প্রতি ভক্তি হউক। আপনার দর্শন দুর্লভ। আমি আপনা কর্ত্তৃক আহত হইয়াছি, আমা অপেক্ষা পুণ্যবান্ আর কে আছে? আমি আপনার শূল দ্বারা নির্ভিন্ন হইয়া অন্তরিক্ষে অবস্থান করিতেছি।১—১৭। আপনি সঙ্কল্পাক্ষেপবিক্ষেপাত্মক, কল্পকার্য্যের প্রবর্ত্তক, আপনার বক্ত্র ও মস্তক সহস্র, আমি আপনার শরণ লইলাম। আপনি গিরীন্দ্রতনয়ার নাথ, গিরীন্দ্রশিখরে আপনার বাসস্থান; আর মহালয়েও আপনি বাস করিয়া থাকেন, আমি আপনার শরণ লইলাম। হে সুন্দরি! আমি দৈত্য কর্ত্তৃক এইরূপে স্তুত হইয়া তাহার প্রতি করুণা করত তাহাকে গণমধ্যে গণ্য করিয়া লইলাম। আর যে শূল দ্বারা আমি অন্ধককে বিদ্ধ করিয়া ছিলাম, সেই শূলকে বলিলাম,—হে শূল! তুমি এস, তুমি যুদ্ধে দুষ্ট দৈত্যকে নিহত করিয়াছ। আমি পরিতুষ্ট হইয়া তোমাকে উত্তম স্থান প্রদান করিতেছি। বিগতকল্মষ দেব, গন্ধর্ব্ব ও ঋষিগণও আমার আরাধনা না করিয়া ঐ স্থান প্রাপ্ত হয় না। আমার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া শূল অবনতমস্তকে বলিল,—হে দেব! যদি আমার প্রতি আপনার করুণা হইয়া থাকে, তাহা হইলে এমন এক স্থান আমায় বলিয়া দিউন—যেখানে আমার মন ও দুষ্টসম্পর্কজাত পাতক শুদ্ধি লাভ করিতে পারে। অনন্তর আমি করুণার্দ্রচিত্তে

রম্যমতিপুণ্যফলপ্রদম্ ॥ ২৫ ॥ তত্রাস্মৎপ্রাপ্তিদং লিঙ্গং লোকানুগ্রহকারকম্। পৃথুকেশ্বরপূর্ব্বেণ তদারাধয় যত্নতঃ ॥ ২৬ ॥ মদীয়ং বচনং শ্রুত্বা স জগাম ত্বরান্বিতঃ। দদর্শ তত্র তল্লিঙ্গমনেকফলদায়কম্ ॥ ২৭ ॥ লিঙ্গেনাপি চ পুনর্দৃষ্টঃ শূলঃ শঙ্করবল্লভঃ। সম্ভূতোহনেকবক্ত্রশ্চ হর্ষাদ্বিস্মিতমানসঃ ॥ ২৮ ॥ স্নেহাৎ সংশ্লেষিতোহত্যর্থং পৃষ্টশ্চ কুশলং পুনঃ। কথিতং তেন শূলেন বৃত্তান্ধকবধং তদা ॥ ২৯ ॥ প্রভুণা প্রেরিতোহত্যর্থং শুদ্ধ্যর্থং ভবতোহন্তিকে। তদ্দর্শনেন পূতোহহং যাস্যামি শিবসন্নিধৌ। অদ্যপ্রভৃতি ভূর্লোকে মন্নাম্না খ্যাতিমেষ্যসি ॥ ৩০ ॥ ততো ভবিষ্যত্যধিকং দর্শনাত্তে নৃণোমাহম্। কিং তীর্থৈর্বিবিধৈঃ স্নাতৈঃ কিং দানৈর্বিবিধৈঃ কৃতৈঃ ॥ ৩১ ॥ তে প্রাপ্স্যন্তি ফলং সর্ব্বং যে ত্বাং দ্রক্ষ্যন্তি ভক্তিতঃ ॥ ৩২ ॥ যঃ করিষ্যতি তে পূজাং ভক্তিযুক্তোহপি মানবঃ। অষ্টম্যাং বা চতুর্দ্দশ্যাং দিনে ভৌমস্য ভক্তিতঃ ॥ ৩৩ ॥ বিমানবরমাস্থায় কামগং রত্নভূষিতম্। উদিতাদিত্যসঙ্কাশং স মুদা বিচরিষ্যতি ॥ ৩৪ ॥ ত্বন্নাম যে গ্রহীষ্যন্তি সর্ব্বদা ভয়পীড়িতাঃ। ব্যাধিভিঃ পীড়িতা নিত্যং দুঃখৈর্ব্বা ক্লেশিতা ভৃশম্। ন ভবিষ্যতি ভীস্তেষাং ঘোরসংসারসাগরে ॥ ৩৫ ॥ যে ত্বাং দ্রক্ষ্যন্তি পুরুষা ভাবহীনাঃ প্রসঙ্গতঃ। ন পতিষ্যন্তি সংসারে নরকে চাতিদারুণে ॥ ৩৬ ॥ ইত্যুক্তং তেন শূলেন লিঙ্গমাশ্লিষ্য যত্নতঃ ॥ ৩৭ ॥ এষ তে কথিতো দেবি প্রভাবঃ পাপনাশনঃ। শূলেশ্বরস্য দেবস্য অথোঙ্কারেশ্বরং শৃণু ॥ ৩৮ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে শূলেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈকপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ॥ ৫১ ॥

তাহাকে বলিলাম,—তুমি অতি রম্য, পুণ্যফলপ্রদ মহাকালবনে গমন কর। ঐ স্থানে পৃথুকেশ্বর লিঙ্গের পূর্ব্বে লোকানুগ্রহকারক মৎপ্রাপ্তিদায়ক এক লিঙ্গ আছেন, তুমি ঐ স্থানে গমন করিয়া যত্নপূর্ব্বক তাঁহার আরাধনা কর। আমার বাক্যে শূল তথায় গমন করিয়া অনন্তফলদায়ক ঐ লিঙ্গ দর্শন করিল। লিঙ্গও তাহাকে দর্শন করিলেন। ঐ দর্শনের ফলে শূল অনেকবক্ত্র হইয়া বিস্মিত হইল এবং লিঙ্গ কর্ত্তৃক সস্নেহে আলিঙ্গিত ও জিজ্ঞাসিত হইয়া সে স্বীয় কুশল ও অন্ধকবধবৃত্তান্ত বিজ্ঞাপন করিল। সে আরও বলিল,—আমি প্রভু কর্ত্তৃক শুদ্ধির নিমিত্ত আপনার নিকট প্রেরিত হইয়াছি। এখন আমি আপনার দর্শন লাভ করিয়া পবিত্র হইলাম; সুতরাং শিবসন্নিধানে গমন করিতেছি। অদ্যাবধি আপনি আমার নামে খ্যাতি লাভ করিবেন। আপনার দর্শনে মানব শ্রেয়োলাভ করিবে, ইহাই আমি আপনার নিকট বররূপে প্রার্থনা করি। যাহারা ভক্তিপূর্ব্বক আপনাকে দর্শন করিবে, তাহাদের বিবিধ তীর্থস্নান ও বিবিধ দান করার প্রয়োজন কি? তাহারা আপনাকে দর্শন করিয়াই স্বর্গফল লাভ করিবে। যে মানব অষ্টমী চতুর্দ্দশী বা সোমবারে ভক্তি সহকারে আপনার পূজা করিবে, সে উদ্যদাদিত্যসঙ্কাশ রত্নভূষিত কামগামী বিমানে আরোহণপূর্ব্বক সানন্দে বিচরণ করিবে। যাহারা ভয়পীড়িত ব্যাধিপীড়িত ও অত্যন্ত ক্লেশিত হইয়া আপনার নাম গ্রহণ করিবে, তাহারা নির্ভয় হইয়া ঘোর সংসারসাগর হইতে মুক্তিলাভ করিবে। যে সকল ভক্তিহীন মানব প্রসঙ্গাধীনও আপনাকে দর্শন করিবে, তাহারাও সংসার এবং ঘোর নরকে পতিত হইবে না। শূল যত্নপূর্ব্বক লিঙ্গকে আলিঙ্গন করিয়া এই সকল কথা বলিল। হে দেবি! এই আমি তোমার নিকট শূলেশ্বর লিঙ্গের পাপাপহ মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম, অতঃপর ওঙ্কারেশ্বরের মাহাত্ম্য শ্রবণ কর। ১৮—৩৮।

একপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫১ ॥

দ্বিপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ।

শ্রীবিশ্বেশ্বর উবাচ। দ্ব্যধিকং দেবি জানীহি পঞ্চাশত্তমমীশ্বরম্। ওঙ্কারেশ্বর ইত্যাখ্যা যস্যাস্তি ভুবনত্রয়ে ॥ ১ ॥ প্রাকৃতে কল্পসংজ্ঞে তু প্রথমে প্রথমং ময়া। বক্ত্রাদুৎপাদিতো দেবি পুরুষঃ কপিলাকৃতিঃ ॥

দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায়।

শ্রীবিশ্বেশ্বর বলিলেন,—হে দেবি! যিনি জগতে ওঙ্কারেশ্বর বলিয়া প্রসিদ্ধ, আমি সেই দ্বিপঞ্চাশত্তম লিঙ্গের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।—আমি পূর্ব্বে প্রাকৃত কল্পে মুখ হইতে কপিলাকৃতি

॥ ২ ॥ ততঃ স পুরুষো দিব্যঃ কিং করোমীত্যুপস্থিতঃ। বিভজাত্মানমিত্যুক্তো মযান্তর্দ্ধানগোহভবৎ ॥ ৩ ॥ নির্ব্বাণস্যেব দীপস্য গতিস্তস্য ন লক্ষিতা। ততস্তস্যাভবচ্চিন্তা কথমাত্মা বিভজ্যতে ॥ ৪ ॥ এবং চিন্তয়তস্তস্য চতুর্ম্মিত্যোত্থিতস্ততঃ। ত্রিবর্ণস্বররূপী চ চতুর্ব্বর্গফলপ্রদঃ ॥ ৫ ॥ ঋগ্যজুঃসামনামা চ ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মকঃ। ব্যাপ্নুবন্ সকলাল্লোকান্ প্রভাবৈঃ পৃথুভিস্তদা ॥ ৬ ॥ ওঙ্কার ইতি তস্যাখ্যা ময়া দত্তা প্রসাদতঃ। তদোক্তাভিরুদারাভির্বাণীভিঃ সমলঙ্কৃতঃ ॥ ৭ ॥ হৃদয়াত্তস্য দেবস্য বষট্কারঃ সমুত্থিতঃ। ছন্দসাং প্রবরা দেবী চতুর্ব্বিংশাক্ষরা পরা ॥ ৮ ॥ ষট্কুক্ষিঃ সা ত্রিপাদা চ পঞ্চশীর্ষোপলক্ষিতা। সমীপবর্ত্তিনী দেবী পার্শ্বে তত্র ব্যবস্থিতা ॥ ৯ ॥ গায়ত্রী মধুরভাষা সাবিত্রী লোকবিশ্রুতা। স চোঙ্কারো ময়া প্রোক্তো গায়ত্র্যা সহ পার্ব্বতি। সৃষ্টিং কুরু মমাদেশাদ্বিচিত্রামনয়া সহ ॥ ১০ ॥ ইত্যুক্তস্ত্রিশিখো ভূত্বা হিরণ্যসদৃশাকৃতিঃ। সৃষ্টিমুৎপাদয়ামাস স্বশরীরান্মমাজ্ঞয়া ॥ ১১ ॥ পূর্ব্বং দেবগণাশ্চৈব ত্রয়স্ত্রিংশচ্চ দেবতাঃ। মনুষ্যা ঋষয়শ্চৈব বেদপ্রামাণ্যতঃ কৃতাঃ ॥ ১২ ॥ তেষাং দেহে প্রবিষ্টানাং প্রাদুর্ভাবঃ পুনর্ভবেৎ। যথা সূর্য্যস্য সততমুদয়াস্তমনং ভবেৎ ॥ ১৩ ॥ সংহৃত্যোঙ্কারমখিলান্ দেবাসুরসপন্নগান্। কৃত্বাত্মগর্ভে ভগবানোঙ্কারো জগতঃ প্রভুঃ ॥ ১৪ ॥ সসর্জ্জ সর্ব্বভূতানি কল্পান্তে পর্ব্বতাত্মজে। অব্যক্তঃ শাশ্বতশ্চৈব তস্য সর্ব্বমিদং জগৎ ॥ ১৫ ॥ কর্ত্তা চৈব বিকর্ত্তা চ সংহর্ত্তা চ মহাংস্ত যঃ। ওঙ্কারপূর্ব্বকা বেদা যজ্ঞাশ্চোঙ্কারপূর্ব্বকাঃ ॥ ১৬ ॥ ওঙ্কারপূর্ব্বকং জ্ঞানং তপশ্চোঙ্কারপূর্ব্বকম্। স্বয়ম্ভুরিতি বিজ্ঞেয়ঃ স ব্রহ্মা ভুবনাধিপঃ ॥ ১৭ ॥ স বায়ুরিতি বিজ্ঞেয়ঃ সর্ব্বজ্ঞঃ স প্রজাকরঃ। বিশ্বেদেবাস্তথা সাধ্যা রুদ্রাদিত্যাস্তথাশ্বিনৌ ॥ ১৮ ॥ প্রজানাং পতয়শ্চৈব সপ্ত চৈব মহর্ষয়ঃ। বসবোহপ্সরসশ্চৈব গন্ধর্ব্বাশ্চৈব রাক্ষসাঃ ॥ ১৮ ॥ দৈত্যাঃ পিশাচা রক্ষাংসি ভূতানি বিবিধানি চ। ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রা ম্লেচ্ছাদয়ো ভুবি। সর্ব্বে চতুস্পদাশ্চৈব তির্য্যগ্যোনিগতাস্তথা ॥ ২০ ॥ জঙ্গমানি চ সত্ত্বানি যচ্চান্যজ্জীবসংজ্ঞকম্। কৃত্বা সর্ব্বমশেষং চ মমান্তিকমুপাগতঃ ॥ ২১ ॥ প্রণম্য প্রয়তো ভূত্বা বচনং চেদমব্রবীৎ। কৃতা সৃষ্টির্ম্ময়া দেব ত্বৎপ্রসাদান্মহেশ্বর ॥ ২২ ॥ দেহি মে পরমং স্থানং যথা কীর্ত্তি-

এক পুরুষ সৃষ্টি করি। ঐ পুরুষ "কি করিতে হইবে?" বলিয়া আমার সম্মুখে উপস্থিত হয়। আমি তাহাকে বলি,—তুমি স্বীয় আত্মাকে বিভক্ত কর। এই কথা বলিলে ঐ পুরুষ অন্তর্হিত হইল। নির্ব্বাণপ্রাপ্ত দীপের ন্যায় আর তাহার স্থিতি লক্ষিত হইল না। অনন্তর সে "কিরূপে আত্মাকে বিভক্ত করি?" এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিল। এইরূপ চিন্তা করিতে থাকিলে আমার প্রসাদে তাহার দেহ ভেদ করিয়া ত্রিবর্ণস্বররূপী চতুর্ব্বর্গফলপ্রদ ঋক্-যজুঃ-সাম-নামক ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মক ওঙ্কার স্বীয় প্রভাবে অখিল লোক পরিব্যাপ্ত করিয়া আবির্ভূত হইল। ঐ সময় আমার উদারা বাণী দ্বারা সমলঙ্কৃত হইয়া ঐ ওঙ্কারের হৃদয় হইতে বষট্কার উত্থিত হইল। আর ছন্দঃশ্রেষ্ঠা চতুর্ব্বিংশাক্ষরা ষট্কুক্ষি ত্রিপাদা পঞ্চশীর্ষা মধুরভাষা দেবী গায়ত্রীও তাহারই পার্শ্বে অবস্থিত হইলেন। এই গায়ত্রী দেবীই সাবিত্রী নামে লোকে প্রসিদ্ধ। হে পার্ব্বতি! আমি গায়ত্রীসহিত ঐ ওঙ্কারকে বলিলাম,—তোমরা উভয়ে বিচিত্র সৃষ্টি প্রবর্ত্তিত কর। আমি এই কথা বলিলে হিরণ্যসদৃশাকৃতি ত্রিশিখ ওঙ্কার স্বীয় শরীর হইতে বিবিধ সৃষ্টি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সর্ব্ব প্রথমে বেদ প্রমাণানুসারে ত্রয়স্ত্রিংশৎ দেবতা, মনুষ্য ও কতিপয় ঋষি উৎপাদিত হইলেন। ইহারা দেহযুক্ত হইলে সূর্য্যের উদয়াস্তের ন্যায় ইহাদের আবির্ভাব ও তিরোভাব হইতে লাগিল। হে পর্ব্বতাত্মজে! এই জগৎ-প্রভু ভগবান ওঙ্কার কল্পান্তকালে সদেবাসুর নিখিল জগৎ সংহার করিয়া আত্মগর্ভে নিহিত করত পুনরায় সমুদয় ভূত সৃজন করিয়া থাকেন। এই দেব অব্যক্ত ও শাশ্বত। ইনিই সর্ব্ব জগৎ সৃজন করিয়া থাকেন।১—১৫। ইনি কর্ত্তা, বিকর্ত্তা, সংহর্ত্তা ও মহান্। ওঙ্কার হইতেই বেদ, যজ্ঞ, জ্ঞান, ও তপ প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। ওঙ্কারই ভুবনাধিপ স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা, বায়ু, সর্ব্বজ্ঞ, প্রজাকর, বিশ্বেদেব, সাধ্য, রুদ্র, আদিত্য, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, প্রজাপতি, সপ্তর্ষি, বসু, অপ্সরা, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস, দৈত্য, পিশাচ, রক্ষ, ভূত, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, ম্লেচ্ছাদি, চতুষ্পদ ও তির্য্যক্‌যোনি। অনন্তর ওঙ্কার আমার বাক্যে জঙ্গম সত্ত্ব এবং অন্য যাহা কিছু জীবসংজ্ঞক, তৎসমস্ত সৃজন করিয়া আমার নিকট উপস্থিত হইল এবং প্রণতিপূর্ব্বক বলিল,—হে দেব! আমি আপনার প্রসাদে সৃষ্টি করিয়াছি।

র্ব্বা ভবেৎ। ওঙ্কারস্য বচঃ শ্রুত্বা ময়া প্রোক্তং বরাননে ॥ ২৩ ॥ মমাভীষ্টকরং স্থানং নিত্যমব্যয়মক্ষয়ম্। মহাকালবনং দিব্যং সর্ব্বসম্পৎকরং শুভম্ ॥ ২৪ ॥ তত্র তে ভবিতা কীর্ত্তিঃ শাশ্বতী নাত্র সংশয়ঃ। শূলেশ্বরস্য দেবস্য পূর্ব্বভাগে ব্যবস্থিতম্ ॥ ২৫ ॥ ত্রিকল্পপ্রভবং লিঙ্গং ত্বন্নাম্না খ্যাতিমেষ্যতি। ওঙ্কারেশ্বর ইত্যাখ্যা ভবিষ্যতি জগত্ত্রয়ে ॥ ২৬ ॥ ইত্যুক্তো হি ময়া দেবি ওঙ্কারো হৃষ্টমানসঃ। দদর্শ তত্র তল্লিঙ্গং তস্মিন্ লিঙ্গে লয়ং গতঃ ॥২৭॥ ততঃ প্রভৃতি বেদেষু ওঙ্কারঃ ক্রিয়তে দ্বিজৈঃ। পুণ্যার্থং মঙ্গলার্থঞ্চ প্রথমং সর্ব্ববস্তুষু ॥ ২৮ ॥ লয়ঙ্গতো যদোঙ্কারস্তদাপ্রভৃতি পার্ব্বতি। ময়োচ্যমানং লিঙ্গস্য প্রভাবাতিশয়ং শৃণু ॥ ২৯ ॥ যদ্‌যুগাদিসহস্রেষু ব্যতীপাতশতেষু চ। অয়নানাং সহস্রেষু যৎপুণ্যং সমুদাহৃতম্। তৎপুণ্যমধিকং দেবি ওঙ্কারেশ্বরদর্শনাৎ ॥ ৩০ ॥ চতুর্ষ্বপি চ বেদেষু সমধীতেষু যৎফলং। ততোঽধিকং ফলং প্রোক্তমোঙ্কারেশ্বরদর্শনাৎ ॥ ৩১ ॥ ব্রহ্মচর্য্যেণ যৎপুণ্যং যাবজ্জীবং কৃতেন চ। তৎপুণ্যমধিকং প্রোক্তমোঙ্কারেশ্বরদর্শনাৎ ॥ ৩২ ॥ করীষসাধনে পুণ্যং যচ্চ পুণ্যমনাশকে। তৎপুণ্যমধিকং দেবি ওঙ্কারেশ্বরদর্শনাৎ ॥ ৩৩ ॥ পূজায়াং যৎফলং প্রোক্তং তস্য সংখ্যা ন বিদ্যতে ॥ ৩৪ ॥ কিং যজ্ঞৈর্বহুবিত্তাঢ্যৈঃ কিং তপোভিঃ সুদুষ্করৈঃ। ওঙ্কারদর্শনাদেব তৎফলং লভতে যতঃ ॥ ৩৫ ॥ পূজনাৎস্পর্শনাদ্বাপি কীর্ত্তনাচ্ছ্রবণাত্তথা। ওঙ্কারেশ্বরদেবস্য নরাঃ স্যুর্ম্মুক্তিভাজনাঃ ॥ ৩৬ ॥ এষ তে কথিতো দেবি প্রভাবঃ পাপনাশনঃ। ওঙ্কারেশ্বরদেবস্য শৃণু বিশ্বেশ্বরং পরম্ ॥ ৩৭ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ওঙ্কারেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম দ্বিপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫২ ॥

ত্রিপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ত্রিপঞ্চাশত্তমং বিদ্ধি সুপ্রসিদ্ধমথেশ্বরম্। পরং বিশ্বেশ্বরং খ্যাতং বিশ্বেষু ভুবনেষ্বপি ॥ ১ ॥ বভূব নৃপতিঃ পূর্ব্বং বিদর্ভায়াং বিদূরথঃ। সোঽস্তঃপুরাযুতোপেতং চক্রে রাজ্যমক-

আপনি আমাকে উত্তম স্থান প্রদান করুন, যদ্দ্বারা আমার অক্ষয় কীর্ত্তি সংস্থাপিত হইবে। অয়ি বরাননে। আমি ওঙ্কারের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলাম,—আমার অভিমত স্থান মহাকালবন। ঐ স্থান নিত্য, অব্যয়, অক্ষয়,মঙ্গলময় ও সর্ব্বসম্পৎকর। ঐ স্থানে তোমার শাশ্বতী কীর্ত্তি সংস্থাপিত হইবে। শূলেশ্বর দেবের পূর্ব্বভাগে ত্রিকল্প কাল ব্যাপিয়া যে লিঙ্গ অবস্থান করিতেছেন, ঐ লিঙ্গ তোমার নামে খ্যাতি লাভ করিবেন। ত্রিভুবনে তাঁহার ওঙ্কারেশ্বর, এই আখ্যা প্রসিদ্ধি লাভ করিবে। হে দেবি! ওঙ্কার আমা কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে ঐ স্থানে ঐ লিঙ্গকে দর্শন করিয়া তাঁহাতে লয় প্রাপ্ত হইল। তদবধি দ্বিজগণ পুণ্যার্থ ও মঙ্গলার্থ ওঙ্কারকে বেদে এবং সকল বিষয়েরই প্রথমে স্থান প্রদান করিলেন। অয়ি পার্ব্বতি! লিঙ্গমধ্যে ওঙ্কারের লয় প্রাপ্তির পর হইতে আমি তাঁহার প্রভাব কীর্ত্তন করিতেছি; শ্রবণ কর,—সহস্র যুগাদ্যায়, শত ব্যতীপাতে ও সহস্র অয়নে যে পুণ্য কথিত আছে, ওঙ্কারেশ্বর দর্শনে ঐ সকল পুণ্য লাভ হইয়া থাকে। চতুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিলে যে পুণ্য লাভ হয়, ওঙ্কারেশ্বরদর্শনে ততোধিক পুণ্যপ্রাপ্তি ঘটে। যাবজ্জীবন ব্রহ্মচর্য্য করিলে যে পুণ্য অর্জ্জিত হয়, ওঙ্কারেশ্বরদর্শনে ততোধিক পুণ্য পাওয়া যায়। করীষসাধন এবং অহিংসায় যে পুণ্য সঙ্ঘটিত হয়, ওঙ্কারেশ্বরদর্শনে ততোধিক পুণ্য সঙ্ঘটিত হইয়া থাকে। ওঙ্কারেশ্বরের পূজা করিলে যে পুণ্যপ্রাপ্তি হয়, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। বহুবিত্তসাধ্য যজ্ঞ এবং সুদুশ্চর তপস্যা করিয়া কি হইবে? কারণ ওঙ্কারেশ্বরদর্শন করিলেই তৎপুণ লাভ হইয়া থাকে। ওঙ্কারেশ্বরের পূজা, স্পর্শ, তাঁহার গুণকীর্ত্তন ও তদ্‌গুণ শ্রবণ করিলে নর মুক্তিভাজন হইয়া থাকে। হে দেবি! এই আমি তোমার নিকট ওঙ্কারেশ্বর লিঙ্গের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম; অধুনা বিশ্বেশ্বরের মাহাত্ম্য শ্রবণ কর। ১৬—৩৭।

দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৫২

ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায়

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি! অধুনা বিশ্ববিখ্যাত ত্রিপঞ্চাশ লিঙ্গ প্রসিদ্ধ বিশ্বেশ্বরের মাহাত্ম্য শ্রবণ কর,—পূর্ব্বে বিদর্ভানগরে বিদূরথ নামে নৃপতি

ণ্টকম্ ॥ ২ ॥ জঘান তাপসং সোঽথ প্রমাদান্মৃগয়াং গতঃ। কৃষ্ণাজিনধরং শান্তং ধ্যায়ন্তং ব্রহ্ম শাশ্বতম্ ॥ ৩ ॥ মৃগং মত্বা মহারণ্যে ব্রাহ্মণং দৈবমোহিতঃ। তেনকর্ম্মবিপাকেন দেহান্তে রৌরবংগতঃ ॥ ৪ ॥ তত্রাসৌ যাতনা ঘোরা অনুভূয়াত্মকালতঃ। তস্মাদিহাগতো মর্ত্ত্যে সর্পো বিষধরোঽভবৎ ॥ ৫ ॥ অদশৎ সোঽপি কোপেন ব্রাহ্মণং চরণে প্রিয়ে। লকুটেন হতঃ সোঽপি পঞ্চত্বং তৎক্ষণাদ্গতঃ ॥ ৬ ॥ চ্যুতস্তু নরকাৎ সিংহো দ্বিতীয়েঽভূৎ সুদারুণঃ। রাজানং ভক্ষয়ামাস রাজলোকৈর্নিপাতিতঃ ॥ ৭ ॥ পুনর্ব্ব্যাঘ্রো বভূবাসৌ তৃতীয়েঽপি ভবান্তরে। তীক্ষ্ণপাদনখৈর্ঘোরৈর্ঘাতয়ামাস শূকরান্ ॥ ৮ ॥ তেনাপি বৈশ্যো নিধনং নীতঃ কশ্চিদ্বনান্তরে। নিষাদৈর্নিহতঃ সোঽপি বাণৈঃ পঞ্চত্বমাগতঃ ॥ ৯ ॥ চতুর্থেঽপি গজো জাতঃ সিংহাদ্বধমবাপ্তবান্। পঞ্চমে মকরো জাতঃ ক্ষারাম্ভসি মহোদধৌ ॥ ১০ ॥ স্নাতুকামামধো রামামজঘানাতিপাপকৃৎ। ধীবরৈঃ কৃতধিক্কারৈর্বড়িশৈঃ সন্নিপাতিতঃ ॥ ১১ ॥ পুনঃ ষষ্ঠে ভবে জাতঃ পিশাচঃ পিশিতাশনঃ। সিদ্ধমন্ত্রৈরথোদগ্রৈরথর্ব্বপ্রভবৈর্ভৃশম্ ॥ ১২ ॥ মন্ত্রী মন্ত্রবিদাং শ্রেষ্ঠো ব্রাহ্মণস্তং জঘান হ। সপ্তমে স পুনর্জাতো দুর্নিরীক্ষ্যবপুর্ভৃশম্ ॥ ১৩ ॥ তীক্ষ্ণদংষ্ট্রঃ করালাস্যো মাংসশোণিতভোজনঃ। শুষ্কাঙ্গো মরুভূমীষু পাপিষ্ঠো ব্রহ্মরাক্ষসঃ ॥ ১৪ ॥ আক্রম্য নিমিরাজেন রাজ্ঞা রাক্ষসশত্রুণা। সমারোপ্য ধনুঃ সংখ্যে ব্রহ্মাস্ত্রেণ নিপাতিতঃ ॥ ১৫ ॥ দারুণঃ সারমেয়োঽভূদতিরুক্ষোঽষ্টমে ভবে। স শূকরখুরঘাতব্রণৈঃ পঞ্চত্বমাগতঃ ॥ ১৬ ॥ নবমে জম্বুকো জাতঃ শ্মশানে স চ মাংসভুক্। লৌল্যাৎ স নিধনং প্রাপ্তো দুঃখার্ত্তো দাববহ্নিনা ॥ ১৭ ॥ দশমে ত্বভবদ্গৃধ্রস্তীক্ষ্ণতুণ্ডো ভয়াবহঃ। পূতিমাংসবসাহারো রোগেণ নিধনং গতঃ ॥ ১৮ ॥ একাদশেঽপি চণ্ডালো গতোঽবন্ত্যাং বরাননে। দ্রব্যস্য হরণার্থং বৈ প্রবিষ্টো দ্বিজবেশ্মনি ॥ ১৯ ॥ স দণ্ডপাশিকেনৈব প্রাপ্তো বদ্ধশ্চ তৎক্ষণাৎ। আনীতো হি বধার্থায় বৃক্ষাগ্রে হ্যবলম্বিতঃ ॥ ২০ ॥ তত্রৈব লিঙ্গমাসন্নং সাধ্বি শূলেশ্বরোত্তরে। তস্য দৃষ্টিপথং প্রাপ্তমতিবিক্লবচেতসঃ ॥ ২১ ॥ ক্ষণেন

ছিলেন। ইহাঁর অযুত অন্তঃপুরিকা ছিল এবং ইনি নিষ্কণ্টকে রাজ্য পালন করিতেন। একদা নরপতি মৃগয়া-গমন করিয়া দৈবাৎ মৃগভ্রমে এক তাপস বিপ্রকে নিহত করেন। তাপস কৃষ্ণাজিনধারী, শান্ত ও নিত্য ব্রহ্ম ধ্যান-পরায়ণ ছিলেন। রাজা এই গুরুতর কর্ম্মবিপাকে দেহান্তে রৌরব নরকে গমনপূর্ব্বক নির্দ্দিষ্ট কালানুসারে তীব্র যাতনা উপভোগ করিয়া পরে ভোগান্তে তথা হইতে বিষধর সর্প হইয়া মর্ত্ত্যে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি সর্প হইয়া এক ব্রাহ্মণের চরণে দংশন করিলেন। ব্রাহ্মণের লগুড়-প্রহারে তিনি তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব পাইয়া পুনরায় নরকভোগ করত দারুণ সিংহ হইয়া জন্ম গ্রহণ করিলেন। এবার তিনি এক রাজাকে ভক্ষণ করিয়া রাজপুরুষগণ কর্ত্তৃক নিপাতিত হন। পুনরায় তিনি ব্যাঘ্র হইয়া জন্মগ্রহণ করত বহু শূকরের নিধন সাধনপূর্ব্বক কোন বনে এক বৈশ্যকে বিনষ্ট করিয়া নিষাদের শরে জীবন বিসর্জ্জন দিলেন। এইবার তাঁহার চতুর্থ জন্ম, এই চতুর্থ জন্মে তিনি গজরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া সিংহ কর্ত্তৃক খাদিত হইলেন। পঞ্চম জন্মে তিনি মহোদধির ক্ষারবারিতে মকররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া স্নানার্থিনী এক কামিনীকে ভক্ষণ করত ধীবরগণ কর্ত্তৃক বড়িশ দ্বারা নিপাতিত হন ।১—১১। ষষ্ঠ জন্মে তিনি পিশিতাশন পিশাচ হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন। এই জন্মে কোন এক মন্ত্রবিৎ ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ অথর্ব্ব-প্রভব অত্যুগ্র সিদ্ধমন্ত্র দ্বারা তাঁহাকে বিনাশ করেন। সপ্তম জন্মে তিনি দুর্নিরীক্ষ্যকায়, তীক্ষ্ণদংষ্ট্র, করালাস্য, মাংসাশী, শোণিতপায়ী, শুষ্কাঙ্গ, পাপিষ্ঠ, ব্রহ্মরাক্ষস হইয়া মরুভূমিতে জন্ম গ্রহণ করেন; রাক্ষসশত্রু নিমিরাজ আক্রমণ করিয়া যুদ্ধে ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা তাঁহাকে নিহত করেন। অষ্টম জন্মে ইনি সারমেয় হইয়া উৎপত্তি লাভ করত শূকরখুরপ্রহারে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন। নবম জন্মে তিনি শ্মশানবিহারী মাংসভুক জম্বুক হইয়া চাপল্য বশতঃ অতিদুঃখে দাবাগ্নিতে জীবন বিসর্জ্জন দেন। দশম জন্মে তিনি পূতিমাংসবসাহারী তীক্ষ্ণ ভয়ানক গৃধ্র হইয়া জন্ম গ্রহণ করত রোগপ্রভাবে নিধন প্রাপ্ত হন। অয়ি বরাননে! অবশেষে একাদশ জন্মে ঐ রাজা অবন্তীতে চণ্ডালরূপে জন্মিয়া চুরি করিবার নিমিত্ত এক ব্রাহ্মণের গৃহে প্রবিষ্ট হন। ব্রাহ্মণ দণ্ড দ্বারা প্রহার করিয়া তৎক্ষণাৎ পাশবদ্ধ করেন। পাশবদ্ধ করিয়া বধ করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে এক বৃক্ষে লম্বিত রাখেন। ঐ বৃক্ষের সন্নিকটে শূলেশ্বরের উত্তরে এক লিঙ্গ ছিলেন।

নিধনং প্রাপ্তঃ স গতস্ত্রিদশালয়ম্। তত্র ভুক্ত্বা বরান ভোগানবতীর্য্য চ ভূতলে ॥ ২২ ॥ জাতঃ খ্যাতো বিদর্ভায়াং বিশেশো নাম পার্থিবঃ। জাতিস্মরত্বমাপন্নো লিঙ্গদর্শনপুণ্যতঃ ॥ ২৩ ॥ দুর্লভান্ বুভুজে ভোগান্ প্রাপ্তঃ রাজ্যং চকার সঃ। সোঽভিষিচ্য সুতং রাজ্যে বিনীতমতির্ধর্ম্মবিৎ। সংস্মরন্ পূর্ব্ববৃত্তান্তং জগামাবন্তিকাং পুরীম্ ॥ ২৪ ॥ তত্র দৃষ্ট্বা মহল্লিঙ্গং দুর্দ্দর্শমতিতেজসা। দিব্যেন চক্ষুষাপশ্যল্লিঙ্গমধ্যে চরাচরম্ ॥ ২৫ ॥ লিঙ্গমধ্যে স্থিতাঃ সর্ব্বে সাগরাঃ সরিতস্তথা। দ্বীপাশ্চ পর্ব্বতাশ্চৈব তথান্যা দিব্যভূতয়ঃ ॥ ২৬ ॥ চন্দ্রমাঃ সহ নক্ষত্রৈরাদিত্যশ্চাগ্নিনা সহ। ধনদো বরুণশ্চৈব যমঃ শক্রো মরুৎপতিঃ ॥ ২৭ ॥ মরুতো দেবগন্ধর্ব্বা ঋষয়শ্চ তপোধনাঃ। নাগা যক্ষাঃ পিশাচাশ্চ রাক্ষসা ভীমবিক্রমাঃ ॥ ২৮ ॥ ব্রহ্মাদ্যা দেবতাশ্চান্যাঃ স্কন্দো লম্বোদরস্তথা। সর্ব্বং ত্রিভুবনং দেবি লিঙ্গমধ্যে বিলোকিতম্ ॥ ২৯ ॥ প্রভাবং তস্য লিঙ্গস্য জ্ঞাত্বা সম্যঙ্‌মহীপতিঃ। সংযতঃ পূজয়ামাস বিশ্বযোনিং মহেশ্বরম্ ॥ ৩০ ॥ প্রসন্নশ্চাভবত্তস্য বচনং চেদমব্রবীৎ। বরং বরয় ভদ্রং তে কিমভীষ্টং দদামি তে ॥ ৩১ ॥ তেনোক্তং বচনং রাজ্ঞা যদি তুষ্টোঽসি মে প্রভো। যে ত্বাং পশ্যন্তি মনুজাঃ শ্রদ্ধয়াশ্রদ্ধয়াথবা ॥ ৩২ ॥ মা ভূত্তেষাং প্রপতনং ঘোরে সংসারসাগরে। বিশ্বেশ্বরেতি নাম্না বৈ প্রসিদ্ধো ভব ভূতলে ॥ ৩৩ ॥ ইত্যুক্তে বচনং ভূয়ো বিশেশোঽলঙ্কৃতো গণৈঃ। বিমানেন সুদীপ্তেন গতো লোকং মদীয়কম্ ॥ ৩৪ ॥ গণৈর্নানাবিধৈঃ সার্দ্ধং স্তূয়মানো বরাননে। কিরীটী কুণ্ডলী চৈব মুক্তাহারবিভূষিতঃ। বিমানং তস্য তদ্দিব্যং পরিক্রম্য সমন্ততঃ ॥ ৩৫ ॥ সমহেন্দ্রধনাধ্যক্ষনানানাকনিবাসিনঃ। মুনয়ঃ সিদ্ধগন্ধর্ব্বাস্তথা চাপ্সরসাং গণাঃ ॥ ৩৬ ॥ নৃত্যেনামরনারীণাং বিলোকিতবিনোদকঃ। যুগকোটিসহস্রং তু মৎসমীপে ব্যবস্থিতঃ ॥ ৩৭ ॥ অতো দেবি ভুবি খ্যাতো দেবো বিশ্বেশ্বরেশ্বরঃ। দৃষ্ট্বা লিঙ্গং চ বিশেশং পাতকৈর্বিপ্রমুচ্যতে ॥ ৩৮ ॥ সপ্তজন্ম-

অতি ব্যাকুলিতচিত্ত চণ্ডালযোনিপ্রাপ্ত রাজা ঐ লিঙ্গকে দর্শন করিয়া নিধন প্রাপ্ত হন। ইহার ফলে তিনি সুরপুরে গমন করেন। সেখানে তিনি নিখিল শ্রেষ্ঠ ভোগ উপভোগ করত পুনরায় ভূতলে বিদর্ভনগরে বিশেশ নামে নরপতি হইয়া উৎপন্ন হন। এই জন্মে তিনি লিঙ্গ-দর্শন পুণ্যে জাতিস্মরত্ব লাভ করেন। রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া তিনি দুর্লভ ভোগ সকল উপভোগ করিতে লাগিলেন। এইরূপে তিনি কিছুদিন রাজ্য প্রতিপালন করিয়া বিনীত পুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করত পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মরণপূর্ব্বক অবন্তী নগরীতে গমন করিলেন। ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া তিনি লিঙ্গ দর্শনপূর্ব্বক অতি জ্যোতিষ্মান্ দিব্যচক্ষু দ্বারা তন্মধ্যে চরাচর জগৎ দর্শন করিলেন। তিনি দেখিলেন,—লিঙ্গমধ্যে সাগর ও সরিৎ সকল, দ্বীপ, পর্ব্বত, অন্যান্য দিব্যমূর্ত্তি, চন্দ্রমা, নক্ষত্র, আদিত্য, অগ্নি ধনদ, বরুণ, যম, শক্র, মরুৎপতি, মরুৎ, দেব, গন্ধর্ব, ঋষি, তপোধন, নাগ, যক্ষ, পিশাচ, ভীমবিক্রম রাক্ষস, ব্রহ্মাদি দেবতা, স্কন্দ, ও লম্বোদর—এমন কি সমস্ত ত্রিভুবনই বিরাজিত রহিয়াছে। মহীপতি সম্যক্‌রূপে লিঙ্গপ্রভাব অবগত হইয়া প্রযতভাবে বিশ্বযোনি মহেশ্বরের পূজা করিলেন।২২—৩০। লিঙ্গ তাঁহার অর্চ্চনায় প্রসন্ন হইয়া বলিলেন,—হে ভদ্র! আমি তোমাকে কোন্ অভীষ্ট প্রদান করিব? তাহা তুমি প্রার্থনা কর। লিঙ্গবচনে রাজা বলিলেন,—হে প্রভো! যদি আপনি আমার প্রতি হইয়াছেন, তাহা হইলে আমায় এই বর প্রদান করুন যে, যাহারা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক আপনাকে দর্শন করিবে, তাহাদিগকে যেন কদাচ এই ঘোর সংসার-সাগরে পতিত হইতে না হয়; আর আপনি বিশ্বেশ্বরনামে ভূতলে প্রসিদ্ধি লাভ করুন। রাজা বিশেশ এই কথা বলিলেন। পরে তিনি গণসমূহ কর্ত্তৃক অলঙ্কৃত হইয়া সুদীপ্ত বিমানে মদীয় লোকে গমন করিলেন। অয়ি বরাননে! ঐ সময় গণসমূহ তাঁহার স্তব করিতে লাগল; তিনি কিরীট, কুণ্ডল ও মুক্তাহার প্রভৃতি অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া ঐ বিমানের চতুর্দ্দিকে পাদচারণ করিতে লাগিলেন। মহেন্দ্র, ও ধনাধ্যক্ষ, প্রভৃতি নানা সুরপুরবাসী মুনি, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব এবং অপ্সরোগণ কর্ত্তৃক তিনি আপ্যায়িত হইলেন। অমরনারীগণের নৃত্যদর্শন করিয়া তিনি আমোদ প্রাপ্ত হইলেন। এই ভাবে সেই নরপতি যুগকোটিসহস্র কাল মৎসমীপে অবস্থিত রহিলেন। হে দেবি! এই জন্যই ভূতলে দেব বিশ্বেশ্বর নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। মানবগণ বিশ্বেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করায় সপ্ত জন্মের

কৃতৈর্দেহী মনোবাক্কায়কর্ম্মভিঃ। দৃষ্ট্বা বিশ্বেশ্বরং লিঙ্গং কৃতকৃত্যত্বমাপ্যতে ॥ ৩৯ ॥ তস্য নশ্যতি দৌর্ভাগ্যমলক্ষ্মীর্নাশমেতি চ। প্রাপ্নোতি দেহী কামাংশ্চ সমৃদ্ধিং মানসীং সদা ॥ ৪০ ॥ দুঃস্বপ্নো ব্যাধয়ঃ ক্রূরা গ্রহা ভূতাশ্চ দারুণাঃ। প্রণশ্যন্তি বরারোহে বিশ্বেশে পূজিতে সদা ॥ ৪১ ॥ যে কেচিচ্ছ্রদ্ধয়া যুক্তা লিঙ্গমারাধয়ন্তি বৈ। তে সর্ব্বকামসম্পন্না জায়ন্তে চ যুগেযুগে ॥ ৪২ ॥ অন্তে গতিশ্চ সা দিব্যা জয়তে মৎপ্রসাদতঃ। যত্র সম্পূজ্যতে লিঙ্গং তস্মিন্ দেশে শুভাঃ ক্রিয়াঃ ॥ ৪৩ ॥ ন তত্র দুর্ভিক্ষভয়ং নাপমৃত্যুভয়ং ক্বচিৎ। প্রেতযোনৌ চ বৈতালা ন নাগা ন চ দংষ্ট্রিণঃ ॥ ৪৪ ॥ এতে চ বিষ্ণুব্রহ্মেন্দ্রকুবেরবরুণাদয়ঃ। লিঙ্গার্চ্চনেন সম্প্রাপ্তা পরাং সিদ্ধিং মহৌজসঃ ॥ ৪৫ ॥ এষ তে কথিতো দেবি প্রভাবঃ পাপনাশনঃ। বিশ্বেশ্বরস্য দেবস্য কণ্ঠেশ্বরমতঃ শৃণু ॥ ৪৬ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে বিশ্বেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ত্রিপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৩ ॥

চতুঃপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীমহাদেব উবাচ। চতুঃপঞ্চাশতং বিদ্ধি দেবং কণ্টেশ্বরং প্রিয়ে। যস্য দর্শনমাত্রেণ কৃতকৃত্যো নরো ভবেৎ ॥ ১ ॥ আদ্যকল্পে পুরা দেবি রাজাভূৎ সত্যবিক্রমঃ। স শত্রুভির্ব্বিজিতঃ সংখ্যে হৃতকোশোঽতিদুঃখিতঃ ॥ ২ ॥ বনং জগাম গহনমেকাকী শ্রমকর্শিতঃ। তত্রাশ্রমং দদর্শাথ বসিষ্ঠস্য মহাত্মনঃ ॥ ৩ ॥ তেনর্ষিণা বসিষ্ঠেন দৃষ্টমাত্রঃ স ভূপতিঃ। পূজিতো বিষ্টরাদ্যেন রাজার্হেণ চ সাদরম্ ॥ ৪ ॥ জ্ঞাত্বা তপঃপ্রভাবেণ সূর্য্যবংশোদ্ভবং নৃপম্। পপ্রচ্ছাগমনং দেবি কুশলং চ পুনঃপুনঃ ॥ ৫ ॥ স নৃপঃ কথয়ামাস বসিষ্ঠায় সুদুঃখিতঃ। রাজ্যং চ সকলং ব্রহ্মন্ হৃতং বিদ্বেষিভির্মম ॥ ৬ ॥ ত্বামহং শরণং প্রাপ্তো দুঃখৈকায়তনো যতঃ। নিষ্কণ্টকং কথং রাজ্যং ভবিষ্যতি পুনঃ প্রভো। উপদেশপ্রদানেন প্রসাদং কর্তুমর্হসি ॥ ৭ ॥ তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা বসিষ্ঠো ভগবান্ ঋষিঃ। ধ্যাত্বা চ কথয়ামাস বহুকৌতু-

মনোবাক্কায়কর্ম্মকৃত পাতক হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। বিশ্বেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করিলে মানব কৃতার্থ হয় এবং তাহাদের দৌর্ভাগ্য ও অলক্ষ্মী বিনষ্ট হইয়া থাকে। হে বরারোহে! যাহারা বিশ্বেশ্বর লিঙ্গের পূজা করে, তাহারা অভিলষিত, মানসী সমৃদ্ধি লাভ করে এবং তাহাদের দুঃস্বপ্ন, ব্যাধি, ক্রূর গ্রহ, আবিষ্ট দারুণ ভূত এ সকল বিনষ্ট হয়। যাহারা শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া ঐ লিঙ্গারাধনা করে, তাহারা যুগে যুগে সর্ব্বকাম-সম্পন্ন হইয়া জন্ম গ্রহণ করে এবং মৎপ্রসাদে অন্তে তাহাদের শুভা গতি হইয়া থাকে। যেখানে উক্ত লিঙ্গ পূজিত হয়, সেখানকার ক্রিয়া শুভ হয় এবং ঐ স্থানে দুর্ভিক্ষভয়, অপমৃত্যুভয়, প্রেতযোনি, বেতাল, নাগ, ও দংষ্ট্রী ইহারা তিষ্ঠিতে পারে না। বিষ্ণু, ব্রহ্মা ইন্দ্র, কুবের ও বরুণ, ইহারা লিঙ্গার্চ্চনা করিয়া পরম সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। হে দেবি! এই আমি তোমার নিকট বিশ্বেশ্বর দেবের পাপ-নাশন প্রভাব কীর্ত্তন করিলাম। অতঃপর কণ্টেশ্বর-মাহাত্ম্য শ্রবণ কর।৩১—৪৬।

ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৫৩।

চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায়।

শ্রীমহাদেব বলিলেন,—হে দেবি! যাঁহার দর্শনমাত্রে নর কৃতকৃত্য হয়, আমি সেই ত্রিপঞ্চাশ লিঙ্গ কণ্টেশ্বরের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে আদ্য কল্পে সত্যবিক্রম নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি শত্রু কর্তৃক যুদ্ধে পরাজিত ও হৃত-কোশ হইয় অতি দুঃখিতভাবে বনগমন করেন। বনগমন করিয়া তিনি মহর্ষি বসিষ্ঠের আশ্রমে উপস্থিত হন। মহর্ষি দেখিবামাত্র রাজাকে আশ্রমে আসনাদি দ্বারা তাঁহার রাজোচিত সম্মান করেন। তিনি ধ্যানস্থ হইয়া জানিতে পারিলেন যে, ঐ নরপতি সূর্য্যবংশীয়। তাহা জানিয়া তিনি পুনঃপুন রাজাকে তাঁহার কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজা দুঃখের সহিত তাঁহাকে আমূলত পরিচয় প্রদান করিলেন। তিনি বলিলেন,—ব্রহ্মন্। শত্রু-গণ আমার রাজ্য অধিকার করিয়াছে। আমি অধুনা আপনার শরণ লইতেছি। আমি ইদানীং দুঃখের একমাত্র আস্পদ হইয়াছি। হে দেব! কিরূপে আমি পুনরায় হৃত রাজ্য লাভ করিব? আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক আমায় এ বিষয়ে উপদেশ প্রদান করুন। নৃপতির এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া মহর্ষি বসিষ্ঠ কিয়ৎকাল ধ্যানাবলম্বনে বিদিতার্থ

হলান্বিতঃ ॥ ৮ ॥ মহাকালবনং ভূপ ব্রজ ত্বং কার্য্যসিদ্ধয়ে। দিব্যা নদী বনে তত্র বিশ্রুতা ভুবনত্রয়ে ॥ ৯ ॥ তস্যাস্তীরে শুভং লিঙ্গং পৃথুকেশ্বরদক্ষিণে। দ্রক্ষ্যসে নৃপশার্দ্দূল তপস্থন্তং চ তাপসম্। অস্থিচর্ম্মাবশেষং তু চীরবল্কলধারিণম্ ॥ ১০ ॥ বচনাত্তস্য বিপ্রস্য বসিষ্ঠস্য মহাত্মনঃ। জগাম মহসা রাজা মহাকালবনং শুভম্ ॥ দদর্শ তাপসং তত্র চিরঞ্জীবিনমব্যয়ম্। উপবাসকৃতক্ষামং দ্বাদশাদিত্যবর্চ্চসম্ ॥ ১২ ॥ তাপসেন নৃপো দৃষ্টো মিত্রোহয়ং মম বল্লভঃ। প্রাপ্তো রাজ্যপরিভ্রষ্টো জ্ঞাত্বা বচনমব্রবীৎ ॥ ১৩ ॥ এহ্যেহি নৃপশার্দ্দূল দিষ্ট্যা প্রাপ্তোহসি মেহন্তিকে। ইত্যুক্ত্বা তাপসেনৈব হুঙ্কারশ্চ কৃতস্তদা ॥ ১৪ ॥ তদ্ধুঙ্কারাত্তু পাতালং ভিত্বা পঞ্চ চ কন্যকাঃ। নির্য্যযুঃ কাঞ্চনং পীঠমেকা তাসাং প্রগৃহ্য বৈ ॥ ১৫ ॥ ভৃঙ্গারস্তু গৃহীত্বান্যা নিঃসৃতা জলসংভৃতম্। পাদপ্রক্ষালনার্থায় তৃতীয়া সমুপস্থিতা ॥ ১৬ ॥ অন্যে দ্বে ব্যজনে গৃহ্য পার্শ্বাভ্যাং চ ব্যবস্থিতে। ততো হুঙ্কারমকরোৎপুনরেব মহাতপাঃ ॥ ১৭ ॥ তেন হুঙ্কারশব্দেন দেবলোকাৎ সমাগতম্। দৃষ্টা চাপ্সরসাং সঙ্ঘং নৃত্যগীতমনোহরম্ ॥ ১৮ ॥ অনন্তরং দদর্শাথ লিঙ্গং জ্যোতিষ্করং পরম্। উৎপন্নঞ্চ জগদ্‌যস্মিল্লীয়তে সচরাচরম্ ॥ ১৯ ॥ তদ্দৃষ্ট্বা বিস্ময়াবিষ্টো বভূব নৃপসত্তমঃ। প্রণম্য শিরসা বিপ্রং কিমিদং দ্বিজসত্তম ॥ ২০ ॥ এবং পৃষ্টো নৃপেণাথ স বিপ্রো বাক্যমব্রবীৎ। সপ্তজন্মানি রাজেন্দ্র ত্বয়াহং পরিতোষিতঃ ॥ ২১ ॥ অতস্তে দর্শিতা মায়া তপসা দুষ্করেণ তু। লিঙ্গস্যাস্য প্রভাবেণ পশ্য মে তপসো বলম্ ॥ ২২ ॥ হুঙ্কারেণ কৃতা পৃথ্বী জলপূর্ণা তু তৎক্ষণাৎ। হুঙ্কারাচ্চ জলং গ্রস্তং মুখাদগ্নিরজায়ত ॥ ২৩ ॥ হুঙ্কারাৎপৃথিবী সর্ব্বা জাতা বহ্নিময়ী তদা। সংহৃত্য তৎক্ষণাদ্বহ্নিং মুখাদ্বায়ুর্বিনির্য্যযৌ ॥ ২৪ ॥ হুঙ্কারেণ কৃতং সর্ব্বং তৎক্ষণাদেব পার্ব্বতি। ন দিশঃ প্রদিশো বাপি ন

হইয়া বলিলেন,—হে রাজন্! আপনি মহাকালবনে গমন করুন,—ইহাতে আপনার কার্য্যসিদ্ধি হইবে। ঐ বনে ভুবনবিখ্যাত দিব্যা নদী বিরাজিত। ঐ নদীর তীরে পৃথুকেশ্বরের দক্ষিণভাগে মঙ্গলময় লিঙ্গ বিরাজ করিতেছেন। হে নৃপ! ঐ স্থানে গমন করিয়া আপনি তাহা দেখিতে পাইবেন। আরও আপনি ঐ স্থানে এক চীরবল্কলধারী অস্থি-চর্ম্মসার তাপস দেখিতে পাইবেন। নরপতি মহর্ষি বসিষ্ঠের বাক্য শ্রবণ করিয়া সহসা কল্যাণ-কর মহাকালবনে আগমন করিলেন। ঐ স্থানে আগমন করিয়া তিনি এক তাপসকে অবলোকন করিলেন। ঐ তাপস চিরজীবী, অবিনাশী, উপবাসকৃশ, এবং দ্বাদশাদিত্যতুল্য তেজস্বী। তাপস নৃপকে দেখিতে পাইয়া তাঁহার সহিত মিত্রবৎ ব্যবহার করিলেন এবং তিনি যে রাজ্য-পরিভ্রষ্ট হইয়া আগমন করিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারিলেন। পরে তিনি বিদিতার্থ হইয়া বলিলেন,—হে নৃপশার্দ্দূল! আসুন আসুন, সৌভাগ্যবশতই অদ্য আপনি মৎসমীপে আগমন করিয়াছেন। এই কথা বলিয়া তাপস এক হুঙ্কার করিলেন। ঐ হুঙ্কারের ফলে পাতাল-তল ভেদ করিয়া পঞ্চ কন্যা উত্থিত হইল। তাহাদের মধ্যে একজনের হস্তে কাঞ্চনপীঠ, একজনের হস্তে জল-পূরিত ভৃঙ্গার, তৃতীয়া কামিনী নৃপতির পদপ্রক্ষালনের নিমিত্ত উদ্‌গ্রীবা এবং অপর কামিনীদ্বয় ব্যজনহস্তে নৃপতির দুই পার্শ্বে দণ্ডায়মানা হইল।১—১৬। অনন্তর মহাতপা পুনরায় হুঙ্কার শব্দ করিলেন। এই হুঙ্কারশব্দে দেবলোক হইতে অপ্সরাগণ মনোহর নৃত্যগীত করিতে করিতে আগমন করিল। এই সময় নৃপতি ঐ স্থানে এক জ্যোতির্ম্ময় লিঙ্গ দেখিতে পাইলেন। ঐ লিঙ্গ হইতে এই সচরাচর জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, এবং উঁহাতেই লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। নৃপসত্তম এই সকল অবলোকন করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। তিনি তখন জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে দ্বিজসত্তম! এ সকল কি? নৃপ কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তাপস বিপ্র বলিলেন,—হে রাজেন্দ্র! আমি আপনা কর্ত্তৃক সপ্তজন্ম পরিতোষিত হইয়াছি। এই জন্যই আমি দুষ্কর তপস্যাপ্রভাবে আপনাকে এই সকল মায়া প্রদর্শন করিলাম। এই লিঙ্গপ্রসাদে আমার এইরূপ তপস্যার ফল লব্ধ হইয়াছে, অবলোকন করুন। এই বলিয়া ঐ তাপস তৎক্ষণাৎ হুঙ্কার দ্বারা পৃথিবীকে জলপূর্ণা করিলেন। পুনরায় হুঙ্কার দ্বারা তিনি মুখ হইতে অগ্নি উৎপাদন করিলেন। তখন পৃথিবী ঐ বহ্নিতে বহ্নিময়ী হইলেন। তখন তিনি অগ্নি সংহার করিয়া মুখ হইতে বায়ু প্রবাহ নিঃসারিত করিলেন। হে পার্ব্বতি! হুঙ্কার দ্বারা ঐ বিপ্র এই সকল প্রাদুর্ভূত করিলেন

নক্ষত্রগ্রহাস্তদা ॥ ২৫ ॥ ততো বভ্রাম তস্মিন্তি স নৃপো বিস্ময়ান্বিতঃ। চিন্তয়ামাস সহসা ক লিঙ্গং ক চ তাপসঃ ॥ ২৬ ॥ এবং চিন্তয়তস্তস্য ততঃ শব্দো মহানভূৎ। তস্মাচ্ছব্দাচ্চ সঞ্জাতং পুরং প্রাকার-সংবৃতম্ ॥ ২৭ ॥ সুহর্ম্যকক্ষ্যারচিতং বিশালং বিশুদ্ধজাম্বুনদভূষিতং চ। দিব্যৈর্জনৈঃ সেবিত-মাত্মবিদ্ভির্দদর্শ রাজা সহসা পুরং তৎ ॥ ২৮ ॥ ভূয়োঽভবন্মহাশব্দস্তস্মাৎ স্ত্রীযুগলং বভৌ। সিতবস্ত্র-ধরা চৈকা কৃষ্ণবস্ত্রধরা সিতা ॥ ২৯ ॥ পুনঃ শব্দো বভূবাথ তস্মাৎপুরুষসত্তমঃ। দ্বিশিরাঃ ষণ্মুখশ্চৈব পাদৈর্দ্বাদশভির্যুতঃ ॥ ৩০ ॥ পুনঃ শব্দাচ্চ সঞ্জাতে পুরুষঃ সপ্তধা গতঃ। সংহৃতং হি পুনস্তচ্চ দর্শয়িত্বা দ্বিজেন তু। প্রোক্তমিত্থং বিশালাক্ষি জাতং কণ্টকিতং নৃপম্ ॥ ৩১ ॥ পশ্য লোকমিমং মহ্যং তপসা নির্ম্মিতং নৃপ। ত্বৎপ্রিয়ার্থময়ং লোকো দর্শিতস্তে নৃপোত্তম ॥ ৩২ ॥ এবমুক্তস্তদা তেন তাপসেন নরাধিপঃ। বিস্ময়াপন্নহৃদয়ঃ পপ্রচ্ছ প্রযতঃ সুধীঃ ॥ ৩৩ ॥ ভগবন সিতকৃষ্ণে দ্বে কে স্ত্রিয়ৌ দ্বিজসত্তম। কোঽসৌ দ্বাদশপাদ্বিপ্র দ্বিশিরাঃ ষণ্মুখঃ পুনঃ ॥ ৩৪ ॥ কশ্চাসৌ পুরুষো ব্রহ্মন্ য একঃ সপ্তধাঽভবৎ। তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা কথয়ামাস তাপসঃ ॥ ৩৫ ॥ এতে স্ত্রিয়ৌ ত্বয়া দৃষ্টে সিতকৃষ্ণে নৃপোত্তম। তে চ রাত্র্যহনী প্রোক্তে ব্রহ্মণা নির্ম্মিতে পুরা ॥ ৩৬ ॥ শীর্ষদ্বয়ঞ্চ যদ্দৃষ্টং তেঽয়নে দ্বে প্রকীর্ত্তিতে। মুখানি যানি দৃষ্টানি ষট্ চ তে হ্যৃতবঃ স্মৃতাঃ। পাদা দ্বাদশ যে দৃষ্টা মাসা দ্বাদশ তে স্মৃতাঃ ॥ ৩৭ ॥ যঃ পুমান্ সপ্তধা জাত একীভূতো নরেশ্বর। স সমুদ্রস্ত বিজ্ঞেয়ঃ সপ্তধৈকো ব্যবস্থিতঃ ॥ ৩৮ ॥ এতৎসম্বৎসরং চক্রং ত্বৎপ্রিয়ার্থং নিদর্শিতম্। এবং বিদিত্বা রাজেন্দ্র ন শোকং কর্ত্তুমর্হসি ॥ ৩৯ ॥ সর্ব্বো বিনশ্বরো লোকঃ সদেবাসুরমানুষঃ। ময়া দৃষ্টো হি বহুশো লিঙ্গস্যাস্য প্রভাবতঃ ॥ ৪০ ॥ কুরু শত্রুবিনাশায় লিঙ্গস্যাস্য চ দর্শনম্। রাজ্যং নিষ্কণ্টকং রাজন ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৪১ ॥ এবমুক্তস্তদা রাজা দৃষ্টবাল্লিঙ্গ-

---

তখন আর দিক্, বিদিক নক্ষত্র, গ্রহ কিছুই লক্ষিত হইল না। তখন নৃপ 'জগৎ নাই' মনে করিয়া ভ্রান্ত ও বিস্মিত হইলেন এবং তিনি চিন্তা করিলেন যে, লিঙ্গই বা কোথায় গেলেন এবং তাপসই বা কোথায় গেলেন? তিনি এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় এক মহান শব্দ উত্থিত হইল। ঐ শব্দে এক নগর—প্রাকার-সংবৃত প্রাসাদ-সমন্বিত, বিশুদ্ধ সুবর্ণভূষিত, ও দিব্য-জন-সংসেবিত হইল। রাজা সহসা ঐ পুরী দেখিলেন। পুনরায় এক মহান্ শব্দ উত্থিত হইল। এই শব্দে দুইটী স্ত্রীলোক জন্ম গ্রহণ করিল। ঐ স্ত্রীযুগলের মধ্যে একজন সিত বস্ত্রধারিণী আর একজন কৃষ্ণবস্ত্রপরিধানা। অপর এক ভীষণ শব্দ হইল, ঐ শব্দে পুরুষ উৎপন্ন হইল। ঐ পুরুষের দুইটী মস্তক, ছয়টী বদন, এবং দ্বাদশটী পদ। পুনরায় এক শব্দ হইল, ঐ শব্দে এক পুরুষ প্রাদুর্ভূত হইল, প্রাদুর্ভূত হইবা মাত্র সে সপ্তধা বিভক্ত হইয়া গেল। এই সময় দ্বিজ এই প্রকার আত্মপ্রভাব প্রদর্শন করিয়া ঐ সকল অদ্ভুত ব্যাপার উপসংহার করিলেন এবং ঐ সকল দর্শনে কণ্টকিত-কলেবর নৃপতিকে বলিলেন,—হে নৃপ! আপনি যাহা দেখিলেন, এই সকল লোক আমি তপস্যাপ্রভাবে সৃজন করিলাম। হে নৃপোত্তম! আমি এই সকল লোক আপনার প্রীতির নিমিত্তই প্রদর্শন করিলাম। তাপস এই কথা বলিলে নৃপ বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে দ্বিজসত্তম! ঐ শুক্লবর্ণা ও কৃষ্ণবর্ণা স্ত্রীযুগল কে? দ্বাদশপাদ, দ্বিশিরা, ষণ্মুখ ঐ পুরুষ কে? এবং ঐ যে এক পুরুষ সপ্তধা বিভক্ত হইলেন, উনিই বা কে? নৃপতি এই প্রকার জিজ্ঞাসা করিলে তাপস বলিলেন,—হে নৃপোত্তম! আপনি যে শুক্লবর্ণা ও কৃষ্ণবর্ণা স্ত্রীযুগল দর্শন করিয়াছেন, তাহারা রাত্রি ও দিন; আর এক পুরুষের যে দুই মস্তক দেখিয়াছিলেন, ঐ মস্তকদ্বয়ই অয়নদ্বয়; যে ছয় মুখ দেখিয়াছিলেন, উহা ছয় ঋতু, এবং তাঁহার যে দ্বাদশটী পা দেখিয়াছিলেন, ঐ পা দ্বাদশটী দ্বাদশ মাস। আর যে পুরুষ এক হইয়া সপ্তধা বিভক্ত হইয়াছিলেন, তিনি সপ্ত সমুদ্র। আমি আপনার প্রীতির জন্য ঐ সংবৎসর-চক্র আপনাকে প্রদর্শন করিয়াছি। হে রাজেন্দ্র! এই সদেবাসুর মানুষলোক বিনশ্বর; ইহা জানিয়া আপনি শোক পরিত্যাগ করুন। আমি লিঙ্গ-প্রভাবে এ সকল পরিদর্শন করিয়াছি। আপনি শত্রুবিনাশের জন্য লিঙ্গ-দর্শন করুন, লিঙ্গ দর্শন করিলে আপনার রাজ্য নিষ্কণ্টক হইবে; ইহাতে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। রাজা তাপস কর্তৃক এইরূপ কথিত

মুত্তমম্। দর্শনাত্তস্য লিঙ্গস্য কণ্টকা যে মহীভৃতঃ। বিদ্বেষিণো মৃতাস্তেঽপি শ্রুতাস্তেন মহীভৃতা ॥ ৪২ ॥ গতস্তং বিষয়ং রাজা চক্রবর্ত্তী বভূব হ। লিঙ্গস্যাস্য প্রভাবেণ রাজ্যং কৃত্বা মহাধনৈঃ ॥ ৪৩ ॥ যজ্ঞৈশ্চ বিবিধৈরিষ্ট্বা পরং নির্ব্বাণমাপ্তবান্। তাপসেন শ্রুতং সর্ব্বং দৃষ্টং ধ্যানেন তেন বৈ ॥ ৪৪ ॥ লব্ধং নিষ্কণ্টকং রাজ্যং লিঙ্গস্যাস্য চ দর্শনাৎ। মম মিত্রেণ সহসা রাজ্যভ্রষ্টেন তেন বৈ ॥ ৪৫ ॥ অতো নাম সুবিখ্যাতং কণ্টেশ্বর ইতি ক্ষিতৌ। ভবিষ্যতি ন সন্দেহো দর্শনাদ্রাজ্যদায়কঃ ॥ ৪৬ ॥ অদ্যপ্রভৃতি পশ্যন্তি দেবং কণ্টেশ্বরং শিবম্। তেষাঞ্চ কণ্টকাঃ সদ্যো বিনশ্যন্তি ন সংশয়ঃ ॥ ৪৭ ॥ নৈমিষেঽথ কুরুক্ষেত্রে গঙ্গাদ্বারে চ পুষ্করে। স্নানাৎ সংসেবনাদ্বাপি যৎপুণ্যঞ্চ ভবিষ্যতি। তৎপুণ্যং ভবিতা সম্যক্ শ্রীকণ্টেশ্বরদর্শনাৎ ॥ ৪৮ ॥ গৃহিণো লিঙ্গিনো বাপি যে পশ্যন্তি যতব্রতাঃ। দেবং কণ্টেশ্বরং ভক্ত্যা তেষাং সিদ্ধির্ভবিষ্যতি ॥ ৪৯ ॥ জন্মান্তরসহস্রেণ যৎপাপং পূর্ব্বসঞ্চিতম্। তৎসর্ব্বং যাস্যতি ক্ষিপ্রং শ্রীকণ্টেশ্বরদর্শনাৎ ॥ ৫০ ॥ দত্তং জপ্তং হুতং চেষ্টং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ। ধ্যানমধ্যয়নং চৈব সর্ব্বং ভবতি চাক্ষয়ম্ ॥ ৫১ ॥ এবং ব্রুবাণং তং বিপ্রং তাপসং সংশিতব্রতম্। লিঙ্গেনোক্তং বিশালাক্ষি তুষ্টেন বরপূর্ব্বকম্ ॥ ৫২ ॥ জরারোগবিনির্ম্মুক্তঃ সর্ব্বশোকবিবর্জ্জিতঃ। ভবিষ্যতি গাণধ্যক্ষো বরদঃ সর্ব্বপূজিতঃ। অবধ্যশ্চাপি সর্ব্বেষাং যোগৈশ্বর্য্যসমান্বিতঃ ॥ ৫৩ ॥ এবমুক্তোঽথ লিঙ্গেন তাপসো গণতাং গতঃ। গণৈঃ পরিবৃতো দেবি মম পার্শ্বমুপাগতঃ ॥ ৫৪ ॥ অন্ধকেন পুরা যুদ্ধে সিংহনাদো যদা কৃতঃ। তদা দেবি মদীয়ং তু জাতং কণ্টকিতং বপুঃ ॥ ৫৫ ॥ উৎপন্নঞ্চ তদা লিঙ্গমশেষারিবিনাশনম্। দেবানাং কণ্টকা যে চ দগ্ধা লিঙ্গাগ্নিনা যতঃ। অতঃ কণ্টেশ্বরো দেবো বিখ্যাতো ভুবনত্রয়ে ॥ ৫৬ ॥ এষ তে কথিতো দেবি প্রভাবঃ পাপনাশনঃ কণ্টেশ্বরস্য দেবস্য শৃণু সিংহেশ্বরং পরম্ ॥ ৫৭ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে কণ্টেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম চতুঃপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৪ ॥

হইয়া লিঙ্গদর্শনপূর্ব্বক নিষ্কণ্টক হইলেন। তাঁহার শত্রুগণ সকলেই কালকবলে পতিত হইয়াছে, ইহা তিনি ঐ স্থানে থাকিয়াই শ্রুত হইলেন। অনন্তর তিনি স্বীয় রাজধানীতে গমন করিয়া চক্রবর্ত্তী রাজা হইলেন। তিনি লিঙ্গপ্রভাবে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়া বিবিধ যজ্ঞ সমাপনান্তে অন্তে নির্ব্বাণপদবী লাভ করিলেন। তাপস এই সমস্ত সংবাদ জানিতে পারিলেন। তিনি ধ্যান-দৃষ্টিতে সমস্তই দর্শন করিয়াছিলেন;—তিনি জানিয়াছিলেন যে, তাঁহার রাজ্যভ্রষ্ট মিত্র লিঙ্গদর্শন প্রভাবে পুনরায় নিষ্কণ্টক রাজ্য লাভ করিয়াছেন। আমার মিত্র রাজা এই লিঙ্গ দর্শন করিয়া নিষ্কণ্টকে রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া ক্ষিতিতলে এ লিঙ্গের নাম হইল,—কণ্টেশ্বর! ঐ লিঙ্গ দর্শন মাত্রে রাজ্য প্রদান করেন। অদ্য হইতে এই কণ্টেশ্বর লিঙ্গ যাহারা দর্শন করিবে, তাহাদের কণ্টকসমূহ বিনষ্ট হইবে, ইহাতে কোন সংশয় নাই। নৈমিষে, কুরুক্ষেত্রে, গঙ্গাদ্বারে, পুষ্করে, স্নান ও যজ্ঞাদি করিয়া যে পুণ্য-লাভ হয়, শ্রীকণ্টেশ্বর দর্শন করিলে সেই পুণ্যলাভ হইয়া থাকে। গৃহী সন্ন্যাসী বা ব্রহ্মচারী—যে কেহ এই কণ্টেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করিবেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই সিদ্ধি লাভ করিবেন। শ্রীকণ্টেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করিলে জন্মান্তরসহস্রকৃত পূর্ব্বসঞ্চিত পাপ বিনষ্ট হয়। শ্রীকণ্টেশ্বর দর্শনে দত্ত, জপ্ত, হুত, ইষ্ট, তপ্ত, কৃত ও অধীত, যাহা কিছু তৎসমস্তই অক্ষয় হইয়া থাকে। হে দেবি! তাপস ব্রাহ্মণ এই সকল বলিলে লিঙ্গ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে এই বর দান করিলেন যে, তুমি জরারোগ-মুক্ত, শোক-বর্জ্জিত হইয়া গণাধ্যক্ষ হইবে। গণাধ্যক্ষ হইয়া বরদ, সর্ব্বপূজিত, সকলের অবধ্য ও যোগৈশ্বর্য্য-যুক্ত হইবে। লিঙ্গ এইরূপ বর প্রদান করিলে তাপস গণত্ব লাভ করিলেন। গণত্ব লাভ করিয়া অবশেষে আমার নিকট আগমন করিলেন। হে দেবি! পূর্ব্বে যুদ্ধকালে যখন অন্ধক সিংহনাদ করিয়াছিল, তখন আমার শরীর কণ্টকিত হইয়াছিল। ঐ সময় অশেষারি-বিনাশন এই লিঙ্গ উৎপন্ন হন। এই লিঙ্গাগ্নি দ্বারা দেব-কণ্টক সকল দগ্ধীভূত হইয়াছে বলিয়া এই লিঙ্গের ত্রিভুবনে কণ্টকেশ্বর বলিয়া বিখ্যাতি হইয়াছে। হে দেবি! এই আমি কণ্টকেশ্বর দেবের পাপনাশন প্রভাব কীর্ত্তন করিলাম, অতঃপর সিংহেশ্বরমাহাত্ম্য শ্রবণ কর। ১৭—৫৭।

চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৫৪

পঞ্চপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ।

শ্রীঈশ্বর উবাচ। পঞ্চাধিকং বিজানীহি পঞ্চাশত্তমমীশ্বরম্‌। সিংহেশ্বরং বরারোহে মহাভয়বিনাশনম্‌ ॥ ১ ॥ সদ্যঃকল্পে ত্বয়া দেবি মদর্থং হি মহত্তপঃ। কৃতং নীলোৎপলাপাঙ্গি ভীষণং সংশিতব্রতম্‌। তপসা তব রৌদ্রেণ দগ্ধং হি ভুবনত্রয়ম্‌ ॥ ২ ॥ দুষ্করং হি তপো জ্ঞাত্বা ভগবাংশ্চতুরাননঃ। আগত্যোবাচ দেবেশো দেবি ত্বাং শুভয়া গিরা ॥৩॥ কিং পুত্রি প্রাপ্তুকামাসি কিমলভ্যং দদামি তে। বিরম্যতামতিক্লেশাত্তপসোঽস্মান্মমাজ্ঞয়া ॥ ৪ ॥ ত্বয়া চ বচনং শ্রুত্বা গুরোর্গৌরবগর্ভিতম্‌। প্রিয়ং তথ্যং হিতং তত্র বর্ণনির্ণীতবাঞ্ছিতম্‌ ॥ ৫ ॥ প্রত্যুক্তঃ স তদা ব্রহ্মা প্রণামনম্রয়া ত্বয়া। তপসা দুষ্করেণাপ্তঃ পতিত্বে শঙ্করো ময়া ॥ ৬ ॥ স মাং শ্যামলবর্ণেতি বহুশঃ প্রোক্তবান্‌ ভবঃ। শ্যামাহং কাঞ্চনাকারা বল্লভেন চ সংযুতা। ভর্ত্তা ভূতপতির্বশ্যঃ কথং স্যাদিতি মে তপঃ ॥ ৭ ॥ ত্বদীয়ং বচনং শ্রুত্বা বরার্থে বরদঃ প্রভুঃ। এবং ভবিষ্যতীত্যাহ ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ॥ ৮ ॥ কিয়তা চৈব কালেন বাঞ্ছাসিদ্ধির্ভবিষ্যতি। গৌরীনাম্না তু তে মূর্ত্তিঃ কান্ত্যা দীপ্ত্যা ভবিষ্যতি ॥ ৯ ॥ এতচ্ছ্রুত্বা ত্বয়া বাক্যং ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ। ক্রুদ্ধা ত্বং গিরিজেঽত্যর্থং কালেঽভীষ্টং ভবিষ্যতি ॥১০॥ ক্রোধাৎ সিংহঃ সমুদ্ভূতো বদনাত্তে ভয়াবহঃ। বিবৃতাস্যো মহারৌদ্রো জটাজটিলকন্ধরঃ ॥ ১১ ॥ প্রোদ্ধূতবন্ধুলাঙ্গুলো দংষ্ট্রোৎকটমুখোৎকটঃ। তস্যাস্যে পতিতুং দেবি ব্যবসায়ঃ কৃতস্ত্বয়া ॥ ১২ ॥ সোঽপি সিংহঃ ক্ষুধাবিষ্টস্ত্বাং ভক্ষয়িতুমুদ্যতঃ। নচৈবাসৌ সমর্থোঽভূদ্বীক্ষিতুং বা তপোধিকাম্‌ ॥ ১৩ ॥ স দহ্যমানং সহসা তেজসা তপসা তব। পরাঙ্মুখঃ সমভবৎ প্রাণত্রাণপরায়ণঃ ॥ ১৪ ॥ ততস্তবাভূৎ করুণা সিংহং প্রতি যতব্রতে। ক্ষুধিতস্য ত্বয়া তস্য ক্ষীরং হ্যমৃতসন্নিভম্‌ ॥ ১৫ ॥ উৎপাদিতং স্তনাভ্যাং তু তস্য সিংহস্য কারণাৎ। তথাপি দহ্যতেঽত্যর্থং দুষ্টভাবং যতো গতঃ ॥ ১৬ ॥ তেনোক্তং দহ্যমানেন মাতর্দগ্ধোঽস্মি তেজসা। ত্বদীয়েন দুরাচারো দুষ্টোঽহং পাপবিগ্রহঃ ॥ ১৭ ॥ ত্বামভুকামো দুষ্টাত্মা ত্বয়াঽহং

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায়।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি! মহাভয়বিনাশন পঞ্চপঞ্চাশ সিংহেশ্বর লিঙ্গ-মাহাত্ম্য শ্রবণ কর। সদ্যঃ কল্পে তুমি মদর্থ অতি ভীষণ মহৎ তপ করিয়াছিলে। তোমার তপঃপ্রভাবে ত্রিভুবন দগ্ধ হয়, দেখিয়া ভগবান্‌ চতুরানন তোমার নিকট উপস্থিত হইয়া মঙ্গলময় বাক্যে তোমাকে বলিলেন,—অয়ি পুত্রি! তুমি কি প্রার্থনা কর, কোন্‌ দুর্লভ বর তোমায় প্রদান করিব ? তাহা বল। আমার বাক্যে তুমি এই অতি ক্লেশদায়ক তপশ্চরণ হইতে নিবৃত্ত হও। বিধাতা এই কথা বলিলে তুমি সামপূর্ব্বক তাঁহাকে এই গৌরবান্বিত, প্রিয়, তথ্য, ও হিতকর বাক্য বলিলে যে, আমি এই তপস্যাপ্রভাবে ভগবান্‌ শঙ্করকে পতিত্বে লাভ করিতে ইচ্ছা করি। তিনি আমাকে শ্যামলবর্ণা বলিয়া বহুবার নিন্দা করিয়াছেন। আমি শ্যামা, সুতরাং আমি কাঞ্চনাকারা হইয়া স্বীয় বল্লভের সহিত সংযুক্ত হইতে ইচ্ছা করি। মদীয় ভর্ত্তা ভূতপতিকে বশীভূত করিবার জন্যই আমার এই তপস্যা। তুমি এই কথা বলিলে বরদ বিধাতা বলিলেন,—তাহাই হইবে—কিছুকাল পরে তোমার বাঞ্ছাসিদ্ধি হইবে। তোমার নাম হইবে গৌরী এবং ঐ নামানুরূপই তোমার কান্তি ও দীপ্তি হইবে। ১—৯। হে দেবি! বিধাতা যে তোমায় বলিয়াছিলেন যে, কিছুকাল পরে তোমার অভীষ্ট পূর্ণ হইবে, তুমি তাঁহার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত কুপিত হইয়াছিলে। ঐ কোপের ফলে তোমার মুখ হইতে এক ভয়ঙ্কর সিংহ প্রাদুর্ভূত হইল। ঐ সিংহ বিবৃতাস্য, মহারৌদ্র, জটাজটিল-কন্ধর, মনোহরলাঙ্গুলযুক্ত, ও বিকট দশনে করালাস্য। দেবি! তুমি তখন ঐ সিংহের বিবৃতাননে পতিত হইতে চেষ্টা করিয়াছিলে; সিংহও ক্ষুধার্ত্ত ছল বলিয়া তোমাকে ভক্ষণ করিতে উদ্যত হইয়াছিল; কিন্তু সে তোমার তপঃপ্রভাবে তোমার দিকে তাকাইতেও পারে নাই। সে সহসা তোমার তেজে দহ্যমান হইয়া প্রাণভয়ে পরাঙ্মুখ হইল। অয়ি যতব্রতে! তখন সিংহের প্রতি তোমার করুণা হইল। তুমি তাহাকে ক্ষুধিত জানিয়া তাহার জন্য নিজের স্তনদ্বয় হইতে অমৃতসন্নিভ ক্ষীর ক্ষরিত করিলে। তথাপি ঐ সিংহ তোমার নিকট উদ্ধতভাব প্রদর্শন করিয়াছিল বলিয়া তোমার তেজে দগ্ধ হইতে লাগিল। ঐ সময় সিংহ তোমায় বলিল,—মা! আমি আপনার তেজে দগ্ধ হইতেছি, আমি দুরাচার, দুষ্ট এবং পাপবিগ্রহ। মা! তুমি আমায়

জনিতোঽধুনা। তস্মাদ্যাস্যামি নরকং মাতৃহা গুরুঘাতকঃ। ১৮। তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা দুঃখিতস্য সুতস্য তু। মমত্বেন বিশালাক্ষি সিংহস্য কথিতং ত্বয়া। ১৯। অস্ত্যন্যং বিদ্যতে ক্ষেত্রং মহাকালবনং সুত। তত্র গচ্ছ মমাদেশাচ্ছীঘ্রং দেববিনির্ম্মিতম্। ২০। কণ্টেশ্বরস্য দেবস্য সমীপে লিঙ্গমুত্তমম্। সিংহনাদাৎসমুৎপন্নং শঙ্করস্য মহাত্মনঃ। ২১। অন্ধকাসুরযুদ্ধে বৈ পীড়িতে বাসবে পুরা। ত্বদীয়ং বচনং শ্রুত্বা সিংহস্ত্বরিতবিক্রমঃ। ২২। গতো মহাকালবনং দৃষ্টো দেবোঽথ তৎক্ষণাৎ। দিব্যদেহো মৃগারিস্তু জাতো লিঙ্গস্য দর্শনাৎ। ২৩। মমত্বাত্তস্য লিঙ্গস্য ত্বং গতা তত্র পার্ব্বতি। সিংহিকারূপমাস্থায় শীঘ্রং সিংহস্বয়া প্রিয়ে। ২৪। দৃষ্টো দিব্যশরীরস্তু লিঙ্গস্যাস্য প্রভাবতঃ। তব তুষ্টিঃ পরা জাতা দৃষ্ট্বা সিংহং মহাদ্যুতিম্। ২৫। কৃতং নাম ত্বয়া দেবি লিঙ্গস্যাস্য বরাননে। দিব্যদেহস্তু সিংহোঽয়ং জাতো লিঙ্গস্য দর্শনাৎ। ২৬। অতঃ সিংহেশ্বরো দেবো ভুবি খ্যাতো ভবিষ্যতি। এতস্মিন্নন্তরে ব্রহ্মা সম্প্রাপ্তস্তত্র সুব্রতে। উবাচ ত্বাং বরারোহে দেবৈঃ পরিবৃতস্তদা। ২৭। য এষ সিংহঃ সম্ভূতস্তব ক্রোধাৎ সুতো যতঃ। ততোঽসৌ বাহনো দেবি ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ। ২৮। লিঙ্গং সিংহেশ্বরং ভক্ত্যা যঃ পশ্যতি সমাহিতঃ। তস্য বাসোঽক্ষয়ো দিব্যো ভবিষ্যতি ত্রিবিষ্টপে। ২৯। কীর্ত্তনান্মুচ্যতে পাপাদ্ দৃষ্ট্বা ভদ্রাণি পশ্যতি। স্পর্শনাদস্য লিঙ্গস্য পুনাত্যাসপ্তমং কুলম্। ৩০। মনসা চিন্তিতান্ কামাংস্তাংশ্চ প্রাপ্নোতি পুষ্কলান্। তদৈব পুরুষো মুক্তো জন্মদুঃখজরাদিভিঃ। ৩১। যদা পশ্যতি সিংহেশং সংসারার্ণবতারকম্। ব্যালব্যাঘ্রাদয়শ্চৌরাস্তথা সাহসিকাশ্চ যে। ৩২। তেভ্যো ভয়ং ন ভবতি শ্রীসিংহেশ্বরদর্শনাৎ। যজ্ঞানাং তপসাং চৈব দানাদীনাং চ যৎফলম্। তৎফলং জায়তে সম্যগ্‌দৃষ্ট্বা সিংহেশ্বরং শিবম্। ৩৩। মদীয়ং লোকমাপ্নোতি সুরাসুরনমস্কৃতম্। যঃ পশ্যতি প্রযত্নেন দেবং সিংহেশ্বরং তদা। ৩৪। ইত্যুক্ত্বাসৌ জগামাথ ব্রহ্মা লোকং স্বকং প্রিয়ে। যদ্বপুস্তব পূর্ব্বং স্যাৎকালকান্তিকলঙ্কিতম্। প্রভাবাত্তপসস্তস্য গৌরত্বং প্রাপ্ত-

উৎপাদন করিয়াছ, আর আমি তোমায় ভক্ষণ করিতে গিয়াছি, আমা হইতে দুরাত্মা আর কে আছে মা? আমি মাতৃহা,—গুরুঘাতক, সুতরাং নরক আমার নিশ্চিত। অয়ি বিশালাক্ষি! তুমি তখন দুঃখিত পুত্রের বিলাপ শ্রবণ করিয়া মমত্ব বশত তাহাকে বলিলে,—অয়ি সুত! মহাকালবন নামে এক পাপঘ্ন ক্ষেত্র আছে, তুমি শীঘ্র ঐ স্থানে গমন কর; দেবদেব উহা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ঐ স্থানে কণ্টকেশ্বরের সমীপে এক লিঙ্গ আছেন, অন্ধকাসুর-যুদ্ধে যখন বাসব নিপীড়িত হন, তখন মহাত্মা শঙ্কর সিংহনাদ করিয়াছিলেন, ঐ সিংহনাদ হইতে উক্ত লিঙ্গ উৎপন্ন হন। তুমি এই কথা বলিলে সিংহ ত্বরিত গমনে মহাকালবনে গমন করিয়া লিঙ্গ দর্শনপূর্ব্বক দিব্যদেহ হইল। অয়ি পার্ব্বতি! তুমি ঐ সময় সুতবাৎসল্যবশত সিংহ দর্শনমানসে সিংহিকারূপ ধারণপূর্ব্বক মহাকাল-বনে গমন করিয়া সিংহকে লিঙ্গপ্রভাবে দিব্য-শরীর অবলোকন করত তুষ্টিলাভ করিলে। অয়ি বরাননে! অতঃপর তুমি লিঙ্গের নামকরণ করিলে। সিংহ লিঙ্গদর্শনে দিব্যদেহ লাভ করিল বলিয়া ঐ লিঙ্গের নাম হইল—সিংহেশ্বর। হে সুব্রতে! এমন সময় ভগবান্ ব্রহ্মা ঐস্থানে আগমন করিয়া দেবগণের সহিত তোমাকে বলি-লেন,—হে দেবি! তোমার ক্রোধ হইতে যে সিংহ তোমার সুতরূপে উৎপন্ন হইয়াছিল, সে তোমার বাহন হইবে, ইহাতে কোন সংশয় নাই। যে ব্যক্তি সমাহিত ভাবে সিংহেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করে, স্বর্গে তাহার অক্ষয় বাস কল্পিত হয়। ঐ লিঙ্গের গুণাগুণ কীর্ত্তনে পাপ হইতে মুক্তিলাভ হয়, তাঁহাকে দর্শন করিলে শুভ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, এবং স্পর্শ করিলে সপ্ত কুল পর্য্যন্ত পবিত্র ও অভিলষিত লাভ হইয়া থাকে। মানব যখন সিংহেশ্বর দেবকে দর্শন করে, তখনই সে জন্ম-দুঃখ-জরাদি হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। সিংহেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করিলে ব্যাল, ব্যাঘ্রাদি, চোর ও সাহসিক প্রভৃতির হস্ত হইতে মুক্তিলাভ হয়। যজ্ঞ, দান ও তপস্যা করিলে যে ফল লব্ধ হয়, সিংহেশ্বর শিব দর্শন করিলে ঐ সকল ফল পাওয়া যায়। যে ব্যক্তি দেব সিংহেশ্বরকে দর্শন করে, সে সুরাসুর-নমস্কৃত মদীয় লোকে গমন করিয়া থাকে। অয়ি প্রিয়ে! ভগবান্ ব্রহ্মা এই সকল কথা বলিয়া স্বীয় লোকে প্রস্থান করিলেন। হে দেবি! পূর্ব্বে তোমার যে কালকান্তিকলঙ্কিত দেহ ছিল, তাহা,

মদ্ভুতম্॥ ৩৫॥ এষ তে কথিতো দেবি প্রভাবঃ পাপনাশনঃ। সিংহেশ্বরস্য দেবস্য রেবন্তেশমতঃ শৃণু॥ ৩৬॥

ইতি শ্রীস্কান্দে সিংহেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম পঞ্চপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ॥ ৫৫॥

ষট্পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ। ষট্পঞ্চাশত্তমং বিদ্ধি রেবন্তেশ্বরসংজ্ঞকম্। যস্য দর্শনমাত্রেণ পরা সিদ্ধিঃ প্রজায়তে॥ ১॥ অসহন্তী পুরা সংজ্ঞা রবেস্তেজোঽতিদুঃসহম্। তপঃ কর্ত্তুং গতা দেবি জ্ঞাত্বা সূর্য্যেণ সুব্রতা॥ ২॥ অশ্বরূপং ততঃ কৃত্বা জগামাথোত্তরান্ কুরূন্। দদৃশে তত্র সংজ্ঞাং চ বড়বারূপধারিণীম্॥ ৩॥ গতা সা সম্মুখং তস্য পৃষ্ঠরক্ষাতৎপরা। ততোঽভূন্নাসিকাযোগস্তয়োস্তত্র সমেতয়োঃ॥ ৫॥ নাসত্যদস্রৌ তনয়াবশ্ববক্ত্রৌ বিনির্গতৌ। রেতসোঽন্তে চ রেবন্তঃ খড়্গী চর্ম্মী তনুত্রধৃক্॥ ৬॥ অশ্বারূঢ়ঃ সমুদ্ভূতস্ততো বাণধনুর্দ্ধরঃ। তেন বৈ জাতমাত্রেণ অশ্বারূঢ়েন লীলয়া। নির্জ্জিতং চ জগচ্চেদং সদেবাসুরমানুষম্॥ ৭॥ ততো দেবাঃ পরাভূতা ব্রহ্মাণং শরণং গতাঃ। প্রণম্য কথয়ামাসুর্ভয়কম্পিতকন্ধরাঃ॥ ৮॥ অস্মাকং বিভবং তেজো রবিপুত্রেণ নাশিতম্। রেবন্তেন সুরেন্দ্রেণ শৃণু লোকপিতামহ॥ ৯॥ তস্য গাত্রসমুদ্ভূতো বহ্নির্ধাবতি কালজিৎ। জ্বলন্তি পাদপাস্তেন পতন্তি শিখরাণি চ॥ ১০॥ সর্ব্বতো ব্যাকুলীভূতং হাহাকারমচেতনম্। তেনৈব পীড়িতং সর্ব্বং জ্বালামালাসমাকুলম্॥ ১১॥ দশদিক্ষু প্রবৃত্তোঽয়ং সমিদ্ধো হব্যবাহনঃ। সর্ব্বং কিংশুকসঙ্কাশং প্রজ্বলন্নিব দৃশ্যতে॥ ১২॥ ইতি তেষাং বচঃ শ্রুত্বা ব্রহ্মণোক্তং বরাননে। জ্ঞাতং ময়া সুরশ্রেষ্ঠা ভবতাং কার্য্যমীদৃশম্॥ ১৩॥ ভবিষ্যতি চ বস্তচ্চ কাঙ্ক্ষিতং যৎসুরোত্তমাঃ। গচ্ছধ্বং সহসা তস্মাচ্ছঙ্করং শরণং সুরাঃ॥ ১৪॥ ব্রহ্মণো বচনং শ্রুত্বা মমান্তিকমুপাগতাঃ। ত্রিদশা ভয়সন্ত্রস্তা নত্বা মামিদমব্রুবন্॥ ১৫॥ আদিত্যতনয়েনৈব রেবন্তেন মহেশ্বর। দগ্ধং

তোমার তপস্যার প্রভাবে গৌরবর্ণ হইল। দেবি! এই আমি তোমার নিকট সিংহেশ্বর লিঙ্গের পাপনাশন প্রভাব কীর্ত্তন করিলাম, অতঃপর রেবন্তেশ্বর লিঙ্গের মাহাত্ম্য শ্রবণ কর।১০—৩৬।

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ষট্পঞ্চাশ অধ্যায়।

শ্রীমহাদেব বলিলেন,—দেবি! যাহার দর্শন মাত্রে পরা সিদ্ধি জন্মে, আমি সেই ষট্পঞ্চাশ লিঙ্গ রেবন্তেশ্বরের মাহাত্ম্য বলিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে সংজ্ঞা অতিদুঃসহ রবিতেজ সহিতে না পারিয়া তপস্যার্থ গমন করিলে, সূর্য্য তাহা জানিতে পারিয়া তাহার পশ্চাদনুসরণ করত উত্তর কুরুতে উপস্থিত হন। ঐ স্থানে গমন করিয়া তিনি সংজ্ঞাকে বড়বারূপিণী দর্শন করেন। বড়বাও পৃষ্ঠরক্ষণতৎপরা হইয়া অশ্বের সম্মুখে উপস্থিত হয়। অশ্ব ও বড়বা উভয়ে মিলিত হইলে উঁহাদের পরস্পরের নাসিকাসংযোগ হয়। তাহার ফলে নাসত্য ও দস্র, এই তনয়দ্বয় জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহারা অশ্বমুখ হইয়াছিলেন। রেতঃপাতাবসানে খড়্গী, চর্ম্মী ও তনুত্রধৃক রেবন্ত জন্মেন। রেবন্ত অশ্বারূঢ় হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পরে বাণ ও ধনুর্দ্ধারী হন। রেবন্ত জন্মমাত্র অশ্বারূঢ় হইয়া সদেবাসুরমানুষ এই জগৎ জয় করেন। দেবগণ পরাভূত হইয়া ব্রহ্মার শরণ গ্রহণ করেন। বিধাতৃসমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহারা প্রণামপূর্ব্বক ভয়-কম্পিতভাবে জানান যে, হে দেব! আমাদের বিভব এবং তেজ রবিপুত্র রেবন্ত বিনষ্ট করিয়াছে। তাহার গাত্রসমুদ্ভূত কালজিৎ বহ্নি ধাবিত হইলে পাদপ সকল প্রজ্বলিত হয়, এবং পর্ব্বতশিখর পড়িয়া যায়। তাহার প্রভাবে জ্বালামালাকুল সমুদয় জগৎ পীড়িত ও ব্যাকুলীভূত হইয়া হাহাকার করিতেছে। সমিদ্ধ হব্যবাহন দশদিকে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে। সমস্তই প্রজ্বলিত হইয়া কিংশুক-আকার ধারণ করিয়াছে। ১—১২। হে বরাননে! দেবগণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বিধাতা বলিলেন, —হে সুরশ্রেষ্ঠগণ! আমি তোমাদের ঈদৃশ কার্য্য অবগত আছি। তোমাদের কাঙ্ক্ষিত সিদ্ধ হইবে। তোমরা শীঘ্র শঙ্করের শরণ লও। তাহারা বিধাতার এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া আমার নিকট আগমন করিলেন। ভয়সন্ত্রস্ত দেবগণ আমার নিকটে উপস্থিত হইয়া প্রণামপূর্ব্বক আমাকে বলিলেন,—হে দেব মহেশ্বর! আদিত্য-

ত্রিভুবনং সর্ব্বং শরীরস্থেন বহ্নিনা। তেজসা মহতা চৈব বিক্রমেণ বলেন চ ॥ ১৬॥ অসাধ্যঃ কিল সোঽস্মাকং সর্ব্বেষাং দেবসত্তম। ভবান্ প্রভবতে তস্য নান্যঃ শঙ্কর কশ্চন ॥ ১৭॥ ত্বাং প্রপদ্যামহে সর্ব্বে ভয়ার্ত্তাঃ শরণার্থিনঃ। শরণ্যং বরদং দেবং ত্রিদশানাং মহেশ্বর ॥ ১৮॥ ময়া স্মৃতঃ সূর্য্যপুত্রো রেবন্তস্তৎক্ষণাৎপ্রিয়ে। প্রাপ্তঃ প্রীতিপ্রসন্নাত্মা বচনং চেদমব্রবীৎ ॥ ১৯॥ কিং ময় দেব কর্ত্তব্যং ব্রূহি সর্ব্বমশেষতঃ। ততো ময় সূর্য্যপুত্র উৎসঙ্গে চ কৃতস্তদা ॥ ২০॥ স্নেহাদাচুম্বিতো মূর্দ্ধ্নি পরিষক্তঃ পুনঃপুনঃ। দদামি তে মহাভাগ বরং বরয় সুব্রত ॥ ২১॥ পরিতুষ্টোঽস্মি তে কামং যথেষ্টং কামমাপ্নুহি। ইদমাজ্ঞাপয়ামি ত্বাং শ্রেয়শ্চৈবমবাপ্স্যসি ॥ ২২॥ মমাভীষ্টং পরং স্থানং বিদ্যতে পৃথিবীতলে। অক্ষয়ং প্রলয়ে পুত্র মহাকালবনং শুভম্। তত্র দাস্যামি তে স্থানং তত্র কীর্ত্তির্ভবিষ্যতি ॥ ২৩॥ পূর্ব্বে কণ্টেশ্বরস্যাপি স্থানং পরমদুর্লভম্। তত্র ত্বং বস রেবন্ত লিঙ্গং দ্রক্ষ্যসি শাশ্বতম্ ॥ ২৪॥ সর্ব্বদা ত্রিদশৈঃ পূজ্যো ভবিষ্যসি ন সংশয়ঃ। গুহ্যকাধিপতিস্ত্বং চ স্বর্গলোকে ভবিষ্যসি ॥ ২৫॥ অশ্বশালাসু সর্ব্বাসু পূজনীয়ো ভবিষ্যসি। নৃপতীনাং গৃহে চৈব বসিষ্যসি সুপূজিতঃ ॥ ২৬॥ তেজো মদীয়ং তৎস্থানং লিঙ্গাকারং সনাতনম্। পূজিতং ত্রিদশৈস্তত্র সংসেব্যং যত্নতস্ত্বয়া ॥ ২৭॥ এবমুক্তো ময়া দেবি রেবন্তো রবিজস্তদা। জগামাকাশমাবিশ্য মহাকালবনং ক্ষণাৎ ॥ ২৮॥ দদর্শ তত্র তল্লিঙ্গং জ্যোতীরূপং সনাতনম্। সূর্য্যপুত্রস্তু রেবন্তো দৃষ্টো লিঙ্গেন পার্ব্বতি ॥ ২৯॥ প্রোক্তঃ প্রণয়পূর্ব্বেণ দিষ্ট্যা দৃষ্টোঽসি সূর্য্যজ। অদ্যপ্রভৃতি তে নাম্না খ্যাতিং যাস্যামি ভূতলে ॥ ৩০॥ স্থাতব্যং মৎসমীপে তু সূতপুত্র ত্বয়া সদা। অক্ষয়া ভাবতা কীর্ত্তিস্ত্বদীয়া ভুবনত্রয়ে ॥ ৩১॥ রেবন্তেশ্বরসংজ্ঞোঽহং ভবিষ্যামি ন সংশয়ঃ। যে মাং দ্রক্ষ্যন্তি রেবন্ত ভক্ত্যা পরময়া যুতাঃ। তেষামশ্বা ভবিষ্যন্তি বিজয়ো যশ উর্জ্জিতম্ ॥ ৩২॥ ঐশ্বর্য্যং দানশক্তিশ্চ পুত্রপৌত্র-

তনয় রেবন্ত শরীরস্থ বহ্নি দ্বারা ত্রিভুবন দগ্ধ করিতেছে। হে দেবসত্তম! সে আমাদের সর্ব্বথা অসাধ্য। আপনি ব্যতীত অন্য কেহ তাহার প্রতীকারে সক্ষম নহে। আমরা ভয়ার্ত্ত, এজন্য আপনার শরণ লইলাম। হে মহেশ্বর! আপনি দেবগণের শরণ্য ও বরদ। হে প্রিয়ে! দেবগণ এইকথা বলিলে আমি তৎক্ষণাৎ রেবন্তকে স্মরণ করিলাম। সে স্মৃত হইবা মাত্র প্রীতি-প্রফুল্লবদনে আমার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল,—হে দেব! কি করিতে হইবে? সমস্ত সম্পূর্ণরূপ বলুন। তাহার কথা শুনিয়া আমি তাহাকে ক্রোড়ে ধারণ করিলাম এবং স্নেহবশত আলিঙ্গন করিয়া পুনঃপুনঃ তাহার মস্তকে চুম্বন করিলাম; বলিলাম,—হে সুব্রত! আমি তোমাকে বর দান করিতেছি, তুমি প্রার্থনা কর। আমি তোমার প্রতি পরিতুষ্ট হইয়াছি, তুমি যথেষ্ট বর প্রার্থনা কর। আরও আমি তাহাকে বলিলাম,—তোমার শ্রেয়ো লাভ হইবে। পৃথিবীতলে আমার অভীষ্ট এক উৎকৃষ্ট স্থান আছে, ঐ স্থান প্রলয়েও অক্ষয়, উহার নাম মহাকালবন। আমি ঐ স্থানে তোমাকে স্থান প্রদান করিব, ইহাতে তোমার অক্ষয় কীর্ত্তি সংস্থাপিত হইবে। ঐ পরম দুর্লভ স্থান কণ্টেশ্বরের পূর্ব্বে বিরাজিত। অয়ি রেবন্ত! ঐ স্থানে তুমি বাস কর, শাশ্বত লিঙ্গ দেখিতে পাইবে; দেবগণ তোমার পূজা করিবেন; ইহাতে কোন সংশয় নাই। তুমি স্বর্গলোকে গুহ্যকাধিপতি হইবে। সমুদয় অশ্বশালায় লোকে তোমার পূজা করিবে। নৃপতিগৃহে তুমি সুপূজিত হইবে। ঐ স্থানে আমার লিঙ্গাকার সনাতন তেজ বিরাজিত; ঐ তেজ দেবপূজিত; তুমি উহা যত্নপূর্ব্বক সেবা করিবে। হে দেবি! আমি রেবন্তকে এই কথা বলিলে সে আকাশে অদৃশ্য হইয়া ক্ষণকালের মধ্যে মহাকালবনে উপস্থিত হইল। ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া সে জ্যোতীরূপ সনাতন লিঙ্গ দর্শন করিল। লিঙ্গও ঐ সূর্য্যপুত্র রেবন্তকে দর্শন দিলেন এবং বলিলেন,—হে সূর্য্যপুত্র! আমি ভাগ্যবশতই তোমাকে দর্শন দিলাম। আমি অদ্য হইতে ক্ষিতিতলে তোমার নামে খ্যাতি লাভ করিব। হে সূর্য্যপুত্র! তুমি সর্ব্বদা আমার নিকট অবস্থান করিবে। ইহাতে তোমার ভুবনত্রয়ে অক্ষয় কীর্ত্তি হইবে। আমি রেবন্তেশ্বর নাম ধারণ করিব, সন্দেহ নাই। হে রেবন্ত! যাহারা আমায় ভক্তিপূর্ব্বক দর্শন করিবে, তাহাদের অশ্ব, বিজয়, যশ, ঐশ্বর্য্য, দানশক্তি, অনন্ত পুত্র-পৌত্র লাভ হইবে এবং তাদৃশ

মনস্তকম্। গুহ্যকানাং পতির্ভূত্বা স্বর্গলোকে স বৎস্যতি॥ ৩৩ লিঙ্গস্য বচনং শ্রুত্বা প্রোক্তং বৈ রবিসূনুনা। রেবন্তেন বিশালাক্ষি সন্তুষ্টেনান্তরাত্মনা॥ ৩৪॥ দেহি মে হ্যচলাং ভক্তিং দেহি মে স্থানমুত্তমম্। দেহি মে পরমং জ্ঞানং ধ্রুবাং কীর্ত্তিং চ দেহি মে॥ ৩৫॥ ভগবন্ ভূতভব্যেশ ভববন্ধভয়াপহ। সংস্কৃতার্থোঽস্মি সঞ্জাতস্তব দেবস্য দর্শনাৎ॥ ৩৬॥ জন্মকোটিসুসংশুদ্ধা যে ত্বাং পশ্যন্তি দেহিনঃ। ন তেষাং পুনরাবৃত্তির্ঘোরসংসারসাগরে॥ ৩৭॥ ইত্যুক্ত্বা রবিসূনুর্বৈ রেবন্তো রবিবল্লভঃ। রেবন্তেশ্বরদেবস্য সমীপে সংব্যবস্থিতঃ॥ ৩৮॥ এষ তে কথিতো দেবি প্রভাবঃ পাপনাশনঃ। রেবন্তেশ্বরদেবস্য ঘণ্টেশ্বরমথো শৃণু॥৩৯॥

ইতি শ্রীস্কান্দে রেবন্তেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ষট্‌পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ॥ ৫৬॥

সপ্তপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। সপ্তপঞ্চাশতং বিদ্ধি ঘণ্টেশ্বরমথো শৃণু। যস্য দর্শনমাত্রেণ কামাবাপ্তিশ্চ জায়তে॥১॥ ঘণ্টো নাম গণশ্রেষ্ঠো বভূব মমবল্লভঃ। চাক্ষুষস্য মনোঃ কালে কৌতুকার্থং যদৃচ্ছয়া। প্রস্থিতো ব্রহ্মসদনং দ্রষ্টুং ব্রহ্মাণমব্যয়ম্॥২॥ অথায়ান্তং সমালোক্য গন্ধর্ব্বং গীতকোবিদম্। চিত্রসেনং গণশ্রেষ্ঠঃ পপ্রচ্ছ কুশলং মুদা॥৩॥ ময়া তত্রৈব গন্তব্যং সদনে পরমেষ্ঠিনঃ। গীতৈরারাধয়িষ্যামি ব্রহ্মাণং জগতাং পতিম্॥ ৪॥ চিত্রসেনোঽথ তং দেবি প্রত্যুক্তো ঘণ্টমব্রবীৎ। পদ্মযোনিঃ সুরৈঃ সার্দ্ধং গুহ্যং মন্ত্রমচীকরৎ॥ ৫॥ এতচ্ছ্রুত্বা গণো ঘণ্টস্তস্থৌ বিস্মিতমানসঃ। মুহূর্ত্তং চিন্তয়ামাস প্রতিহারনিবারিতঃ॥ ৬॥ হিত্বা স্বামিনমীশানং দ্রষ্টুং ব্রহ্মাণমাগতঃ। প্রবেশোঽপি ন লভ্যেত প্রসাদো দূরতঃ স্থিতঃ॥ ৭॥ এবং চিন্তয়তস্তস্য সাগ্রঃ সংবৎসরো গতঃ। ঘণ্টস্য ব্রহ্মণো দ্বারি প্রবেশো দেবি নাভবৎ॥৮॥ নির্গচ্ছন্তমথালোক্য বীণাহস্তং সমুৎসুকম্। নারদং স গণশ্রেষ্ঠঃ পদ্মযোনিং গৃহোদরাৎ॥ ৯॥ প্রোক্তো

ব্যক্তি গুহ্যকপতি হইয়া স্বর্গধামে বাস করিবে। হে দেবি! লিঙ্গবাক্য শ্রবণ করিয়া রবিসুত রেবন্ত হৃষ্টান্তঃকরণে বলিল,—হে দেব! আপনি আমায় অচলা ভক্তি, উত্তম স্থান, পরম জ্ঞান, ও ধ্রুবা কীর্ত্তি, প্রদান করুন। হে ভগবন্ ভূতভব্যেশ! আপনি ভববন্ধ-ভয়াপহ। হে দেব! আমি আপনার দর্শন লাভ করিয়া সংস্কৃত হইলাম। যাহারা আপনাকে দর্শন করে, তাহাদের কোটি জন্ম পবিত্র হয় এবং ঘোর সংসারসাগরে তাহাদিগকে আর আগমন করিতে হয় না। রবিসুত রেবন্ত এই সকল কথা বলিয়া রেবন্তেশ্বর লিঙ্গ-সমীপে অবস্থিত হইল। হে দেবি! এই আমি তোমার নিকট রেবন্তেশ্বর লিঙ্গের পাপনাশক প্রভাব কীর্ত্তন করিলাম, অধুনা ঘণ্টেশ্বর-লিঙ্গমাহাত্ম্য শ্রবণ কর।২৫—৩৯।

ষট্‌পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৫৬।

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায়।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি! যাঁহার দর্শনমাত্র সর্ব্বাভিলষিত লব্ধ হইয়া থাকে, আমি সেই সপ্তপঞ্চাশ লিঙ্গ ঘণ্টেশ্বরের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। চাক্ষুষ মনুর অধিকারকালে ঘণ্ট নামে আমার এক প্রিয়তমগণ ছিল। সে কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া যদৃচ্ছাক্রমে ব্রহ্মসদন দেখিবার নিমিত্ত পদ্মালয়ে গমন করে। ঐ স্থানে গমনপূর্ব্বক সে গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রসেনকে দেখিতে পাইয়া তাঁহার কুশল জিজ্ঞাসা করে। অনন্তর গন্ধর্ব্বরাজ বলেন,—আমিও ব্রহ্মসদনে গমন করিতেছি, আমি জগৎপতি ব্রহ্মাকে গীত দ্বারা তোষিত করিয়া থাকি। গন্ধর্ব্বরাজ এই কথা বলার পর পুনরায় ঘণ্ট কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিলেন,—ভগবান্ পদ্মযোনি এখন সুরগণের সহিত গুহ্য বিষয়ের মন্ত্রণা করিতেছেন। ঘণ্ট গন্ধর্ব্বরাজের এই কথা শুনিয়া কিয়ৎকাল বিস্মিত ভাবে অবস্থান করিল এবং প্রতিহার-নিবারিত হইয়া এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিল যে, আমি স্বীয় প্রভু ঈশানকে পরিত্যাগ করিয়া প্রসাদলাভার্থ বিধাতাকে দর্শন করিতে আসিলাম। আসিয়া প্রবেশ লাভই করিতে পারিলাম না। প্রসাদ লাভের কথা দূরে আস্তাম্। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে ঘণ্টের বর্ষাধিক কাল অতীত হইয়া গেল। প্রবেশলাভ তাহার ভাগ্যে ঘটিল না। একদিন ঘণ্ট দেখিল যে, বীণাহস্তে নারদ মুনি ব্রহ্মসভা হইতে সমুৎসুকভাবে নির্গত হইতেছেন, নারদকে দেখিয়া সে বলিল, হে মুনে! আপনি আমার বিষয় ভগ-

ঘণ্টেন সহসা মাং নিবেদয় নারদ। গণোঽহং গীতজ্ঞো মহাদেবস্য বল্লভঃ॥ ১০॥ দর্শনার্থং সমায়াতো ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ। ঘণ্টস্য বচনং শ্রুত্বা প্রীতিমানভবন্মুনিঃ। নারদঃ প্রত্যুবাচেদং সমাশ্বাস্য সকৈতবম্॥ ১১॥ অহং বৃহস্পতেঃ পার্শ্বে প্রেষিতোঽস্মি গণাধিপ। কিঞ্চিৎকার্য্যান্তরং প্রষ্টুং ব্রহ্মণা লোককর্ত্তৃণা। আয়াস্যামি ক্ষণেনৈব তাবৎকালং প্রতীক্ষ্যতাম্॥ ১২॥ ইত্যুক্তা নারদো দেবি মম পার্শ্বমুপাগতঃ। বৃত্তান্তং কথয়ামাস ঘণ্টস্য মুনিসত্তমঃ॥ ১৩॥ ঈদৃশো দুর্লভো ভৃত্যো ঘণ্টেন সদৃশঃ প্রভো। যস্ত্বাং ত্যক্তা গতো দেব সেবায়ৈ পরমেষ্ঠিনঃ। স্থিতঃ সংবৎসরং সাগ্রং প্রবেশং ন চ লব্ধবান্॥ ১৪॥ তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য নারদস্য মুনেস্তদা। ময়া শপ্তস্ত কোপেন পত ঘণ্ট মহীতলে॥ ১৫॥ মাং ত্যক্তা হি গতোঽন্যত্র সেবার্থং পরবেশ্মনি। ময়েত্যুক্তে চ বচনে ব্রহ্মদ্বারি স্থিতোঽপি সন্॥ ১৬॥ পতিতো ভূতলে ঘণ্টো দেবদারুবনান্তিকে। আত্মানং পতিতং দৃষ্ট্বা ভূমৌ ঘণ্টেন পার্ব্বতি॥ ১৭॥ প্রোক্তং শোকোত্তরেণৈব বচনং গদ্গদাক্ষরম্। সেবার্থং যাতি যোঽন্যত্র পরিহৃত্য স্বকং প্রভুম্॥ ১৮॥ স যাতি নরকং ঘোরমপকীর্ত্তিং চ বিন্দতি। নারদেন মম স্বদ্য বঞ্চিতস্যদ্বয়ংগতম্। যস্মাৎস্বামী ন মে ব্রহ্মা ন চ দেবো মহেশ্বরঃ॥১৯॥ এবংবিলপতস্তস্য নারদো মুনিসত্তমঃ। আজগাম তমুদ্দেশং যত্র ঘণ্টো ব্যবস্থিতঃ॥ ২০॥ দেবদারুবনে দেবি দর্শনার্থং তপস্বিনাম্। ঘণ্টেন নারদো দৃষ্টো ভীতেনাকুলচেতসা॥ ২১॥ অবস্থামীদৃশীং কৃত্বা কিমন্যন্মে করিষ্যতি। এবং তং চিন্তয়ানং তু নারদো বাক্যমব্রবীৎ॥ ২২॥ গণাধ্যক্ষ ন তে কার্য্যো মন্যুঃ পুণ্যবিনাশনঃ। কীর্ত্ত্যর্থং পতিতো ঘণ্ট প্রায়শ্চিত্তার্থমেব চ॥ ২৩॥ প্রায়শ্চিত্তবিশুদ্ধাত্মা প্রভুং প্রাপ্স্যসি শঙ্করম্। তস্মাদ্গচ্ছ মমাদেশান্মহাকালবনং শুভম্॥ ২৪॥ রেবন্তেশ্বরপূর্ব্বে তু বিদ্যতে লিঙ্গমুত্তমম্। সর্ব্বসম্পৎকরং দিব্যং তন্নাম্না

বান্ পদ্মযোনিকে বলিয়া দিন, আমি একজন গীতবত্তজ্ঞ মহাদেবের প্রিয়গণ। আমি তাঁহার দর্শনার্থ এখানে আসিয়াছি। ঘণ্টের বচন শুনিয়া মুনি প্রীতিমান্ হইলেন এবং সকৈতবে তাহাকে সমাশ্বস্ত করিয়া বলিলেন,—হে গণাধিপ! লোককর্ত্তা ব্রহ্মা একটী বিশেষ কথা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য আমাকে বৃহস্পতির নিকট প্রেরণ করিয়াছেন, আমি সত্বর সেই কথাটী জিজ্ঞাসা করিয়া আসি, তুমি ক্ষণকাল অপেক্ষা কর। হে দেবি! নারদ ঘণ্টকে এই কথা বলিয়া আমার নিকট আগমনপূর্ব্বক ঘণ্টের সমস্ত বিবরণ বিজ্ঞাপন করিল এবং অবশেষে বলিল,—হে প্রভো! আপনার ঘণ্টের ন্যায় ঈদৃশ দুর্লভ প্রিয় ভৃত্য আপনাকে ত্যাগ করিয়া পরমেষ্ঠীর সেবা করিবার জন্য গিয়াছে। সে সংবৎসর ব্যাপিয়া দ্বারে দণ্ডায়মান আছে, তাহাকে প্রবেশ করিতে দেয় নাই। আমি নারদের মুখে এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া কোপে তাহাকে এই বলিয়া শাপ দিলাম যে, পত ঘণ্ট! মহীতলে।—'যেহেতু তুই আমাকে পরিত্যাগ করিয়া সেবার্থ অপরের ভবনে গমন করিয়াছিস্। আমি এইরূপ শাপ প্রদান করিলে সে ব্রহ্মদ্বারে অবস্থিত থাকিয়াও ভূতলে দেবদারুবনের নিকট পতিত হইল। পতিত হইয়া শোকাকুলচিত্তে গদ্গদ কণ্ঠে বলিতে লাগিল,—যে জন স্বীয় প্রভুকে পরিত্যাগ করিয়া সবার্থ অন্যত্র গমন করে, সে ঘোর নরকে পতিত হয় এবং অপকীর্ত্তি লাভ করিয়া থাকে। দেবর্ষি নারদ আমার সহিত বঞ্চনা করায় আমার উভয় কুল নষ্ট হইল। ব্রহ্মাও আমার স্বামী হইলেন না আর দেব মহেশ্বরকে ত পূর্ব্বেই পরিত্যাগ করিয়াছি।১৯। ঘণ্ট এই প্রকার বিলাপ করিতে থাকিলে মুনিসত্তম নারদ, যেখানে ঘণ্ট পতিত আছে, তদুদ্দেশে তপস্বিগণের সহিত দর্শনবাসনায় গমন করিলেন। দেবর্ষি গমন করিতেছেন, এমন সময় ঘণ্ট তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া ভয়ে আকুলিত হইয়া ভাবিতে লাগিল যে, ইনি আমাকে এতবদস্থ করিয়াছেন, আবার যে কি করিবেন, তাহা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। ঘণ্ট এইরূপ চিন্তা করিতেছে, এমন সময় নারদ ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া তাহাকে বলিলেন,—ঘণ্ট! তুমি ক্রোধ করিও না, ক্রোধ করিলে পুণ্য বিনষ্ট হয়। তুমি যে পতিত হইয়াছ, ইহাতে তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল, এবং ইহা দ্বারা তোমার কীর্ত্তি সংস্থাপিত হইবে। তুমি প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা বিশুদ্ধাত্মা হইয়া প্রভু শঙ্করকে প্রাপ্ত হইবে। অতএব তুমি সত্বর শুভদায়ক মহাকালবনে গমন কর। ঐ স্থানে রেবন্তেশ্বরের পূর্ব্বে এক উত্তম লিঙ্গ আছেন, ঐ লিঙ্গ সর্ব্বসম্পৎকর; তোমার নামে তিনি

প্যাতিমেস্যতি ॥ ২৫ ॥ ইত্যুক্তো নারদেনৈব জৈগীষব্যঃ সমাগতঃ। তেনাপি কথিতং সর্ব্বং সত্যমুক্তমনেন বৈ ॥ ২৬ ॥ নারদেন গণাধ্যক্ষ কীর্ত্তিস্তে ভবিতাক্ষয়া। কশ্যপেন মৃকণ্ডেন কণ্বেন জমদগ্নিনা ॥ ২৭ ॥ অত্রিণা ভৃগুণা দেবি লোমশেন সুরর্ষিণা। প্রোক্তো ঘণ্টো গতঃ শীঘ্রং মহাকালবনং শুভম্ ॥ ২৮ ॥ যত্র ঘণ্টানিনাদেন যুধ্যতো মম সংযুগে। পাপক্ষয়করং দেবি সম্ভূতং লিঙ্গমুত্তমম্। দৃষ্টং তত্র গণেনৈব লিঙ্গং তেজোময়ং শুভম্ ॥ ২৯ ॥ দর্শনাত্তস্য লিঙ্গস্য ভূয়ো ঘণ্টো গণোঽভবৎ। লক্ষ্ম্যা কান্ত্যা সমাযুক্তঃ সহস্রকিরণাকৃতিঃ ॥ ৩০ ॥ ঘণ্টোঽভিনন্দিতোঽত্যর্থং বিমানৈঃ সার্ব্বকামিকৈঃ। মম পার্শ্বং সমায়াতো মমাতীব প্রিয়োঽভবৎ ॥ ৩১ ॥ যে পশ্যন্তি বিশালাক্ষি দেবং ঘণ্টেশ্বরং শিবম্। তে ঘণ্টাভির্নাদিতাস্তু বিমানৈঃ সার্ব্বকামিকৈঃ ॥ ৩২ ॥ যাস্যন্তি সুচিরং কালং মম লোকং সনাতনম্। ঘণ্টেশ্বরং পরং লিঙ্গং নাখ্যেয়ং যস্য কস্যচিৎ ॥ ৩৩ ॥ ব্যাধিতো যদি বা দীনো দুঃখিতো বা ভবেন্নরঃ। যঃ পশ্যতি প্রসঙ্গেন দেবং ঘণ্টেশ্বরং প্রিয়ে। দীপ্তকাঞ্চনবর্ণাভৈর্ব্বিমানৈঃ সার্ব্বকামিকৈঃ ॥ ৩৪ গন্ধর্ব্বাপ্সরসাং মধ্যে স্বর্গে মোদতি মানবঃ। ঈপ্সিতাঁল্লভতে কামান্ বীণাবেণুবিনোদিতঃ ॥ ৩৫ ॥ ততঃ স্বর্গাৎ পরিভ্রষ্টঃ সর্ব্বৈশ্বর্য্যসমন্বিতঃ। হিরণ্য-ধান্যসম্পূর্ণে সমৃদ্ধে জায়তে কুলে। রাজা বা রাজতুল্যো বা জম্বুদ্বীপপতির্ভবেৎ ॥ ৩৬ ॥ যঃ পূজয়তি দেবেশং শ্রদ্ধয়া পরয়া যুতঃ। স যাতি পরমং স্থানমপুনর্ভবকারণম্ ॥ ৩৭ ॥ এষ তে কথিতো দেবি প্রভাবঃ পাপনাশনঃ। ঘণ্টেশ্বরস্য দেবস্য প্রয়াগেশমথো শৃণু ॥ ৩৮ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ঘণ্টেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম সপ্তপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৭ ॥

অষ্টপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। প্রয়াগেশ্বরসংজ্ঞং তু সর্ব্বকামকরং পরম্। অষ্টাধিকং বিজানীহি পঞ্চাশত্তমমীশ্বরম্ ॥ ১ ॥ আসীৎপ্রথমকল্পে তু মনুঃ স্বায়ম্ভুবঃ পুরা। তস্য প্রিয়ব্রতঃ পুত্রো যজ্বা পরমধার্ম্মিকঃ ॥ ২ ॥ স

খ্যাতি লাভ করিবেন। মহর্ষি এই কথা বলিতে-ছেন, ইতিমধ্যে ঐ স্থানে জৈগীষব্য আগমন করি-লেন। তিনি উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—দেবর্ষি নারদ যাহা বলিলেন,—সমস্তই সত্য। হে গণাধ্যক্ষ! দেবর্ষি নারদের আদেশ পালন করিলে তোমার কীর্ত্তি লাভ হইবে। হে দেবি! কশ্যপ, মৃকণ্ড, কণ্ব, জমদগ্নি, অত্রি, লোমশ ও ভৃগু, ইঁহারা সকলেই ঘণ্টকে মহাকালবনে গমন করিতে বলিলে সে মহাকালবনে গমন করিল। হে দেবি! আমি যেখানে ঘণ্টানিনাদ করিতে করিতে যুদ্ধ করিতে ছিলাম, সেই স্থানে পাপক্ষয়-কর এক লিঙ্গ প্রাদুর্ভূত হইলেন। ঘণ্ট ঐ তেজোময় লিঙ্গ দর্শন করিল, এবং দর্শনমাত্রে সে পুনরায় গণমধ্যে গণ্য হইল। সে অতিশয় কান্তি-সম্পন্ন, সহস্র-কিরণাকৃতি, ও অত্যন্ত অভিনন্দিত হইয়া সর্ব্ব-কামিক বিমানে আরোহণপূর্ব্বক আমার নিকট আগমন করত অতীব প্রিয় হইল। যাহারা ঘণ্টেশ্বর শিব দর্শন করে, তাহারা ঘণ্টাবাদ্যযুক্ত সার্ব্বকামিক বিমানে আরোহণপূর্ব্বক সুচিরকালের জন্য সনাতন মদীয় লোকে গমন করিয়া থাকে। এই ঘণ্টেশ্বর লিঙ্গের বিষয় যে কোন ব্যক্তিকে বলা উচিত নয়। ব্যাধিত, দীন, ও দুঃখিত ব্যক্তি যদি প্রসঙ্গাধীনও এই লিঙ্গ দর্শন করে, তাহা হইলে সে দীপ্ত কাঞ্চনময় সার্ব্বকামিক বিমানে আরোহণ করিয়া স্বর্গগমনপূর্ব্বক গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরো-গণের সহিত আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকে এবং বীণাবেণুবিনোদিত হইয়া অভিলষিত সকল লাভ করে। পরে স্বর্গ হইতে পরিভ্রষ্ট হইলে সর্ব্বৈশ্বর্য্য-সমন্বিত হইয়া হিরণ্য-ধান্য-সম্পূর্ণ সমৃদ্ধ কুলে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক রাজা বা রাজতুল্য হইয়া জম্বুদ্বীপে আধিপত্য করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি পরম শ্রদ্ধাসহকারে ঘণ্টেশ্বর লিঙ্গের পূজা করে, সে পুনরাবৃত্তি-রহিত পরম ধামে গমন করিয়া থাকে। হে দেবি! এই আমি তোমার নিকট ঘণ্টেশ্বরের পাপনাশন প্রভাব কীর্ত্তন করিলাম, অতঃপর প্রয়াগেশ লিঙ্গের মাহাত্ম্য শ্রবণ কর। ২০—৩৮।

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৫৭।

অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায়।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি! প্রয়াগেশ্বর লিঙ্গকে অষ্টপঞ্চাশত্তম বলিয়া জানিবে, এই লিঙ্গ সর্ব্ব অভিলষিত-দায়ক। পূর্ব্বে প্রথম কল্পে স্বয়ম্ভুব মনু ছিলেন। তাঁহার পুত্র প্রিয়ব্রত; ইনি পরম

চেষ্টা বহুভির্যজ্ঞৈঃ সমাপ্তবরদক্ষিণৈঃ। সপ্তদ্বীপেষু সম্প্রাপ্য ভরতাদীন্ সুতান্ প্রিয়ে ॥৩॥ স্বয়ং বিশালাং বদরীং গত্বা তেপে মহত্তপঃ। কালেন বহুনা তত্র নারদঃ সমুপস্থিতঃ ॥ ৪ ॥ পূজিতো বিষ্টরার্ঘ্যেণ রাজ্ঞা প্রিয়ব্রতেন চ। স পৃষ্টঃ পূজয়িত্বা তু কিমাশ্চর্য্যং বদস্ব মে ॥ ৫ ॥ ইত্যুক্তঃ কথয়ামাস নারদো মুনিসত্তমঃ। শ্বেতদ্বীপে ময়া রাজন্ কন্যা দৃষ্টা সরোবরে ॥ ৬ ॥ সা চ পৃষ্টা বিশালাক্ষী কস্মাত্ত্বসসি নির্জ্জনে। কাসি ভদ্রে কথং বাসি কিং বা কার্য্যমিহ ত্বয়া ॥ ৭ ॥ কর্ত্তব্যং চারুসর্ব্বাঙ্গি তন্মমাচক্ষ্ব শোভনে। এবমুক্তা ময়া সা হি মাং দৃষ্ট্বা মীলিতেক্ষণম্ ॥৮॥ স্মৃত্বা তুষ্ণীংস্থিতা যাবত্তাবন্মে জ্ঞানমুত্তমম্। বিস্মৃতাঃ সর্ব্ববেদাশ্চ সর্ব্বশাস্ত্রাণি চৈব হি ॥ ৯ ॥ ততোঽহং বিস্ময়াবিষ্টশ্চিন্তামোহসমন্বিতঃ। তামেব শরণং গত্বা যাবৎপশ্যামি পার্থিব ॥ ১০ ॥ তাবদ্দিব্যঃ পুমাংস্তস্যাঃ শরীরে সমদৃশ্যত। তস্যাপি পুংসো হৃদয়ে দ্বিতীয়স্তস্য চোরসি। তস্যাপি হৃদয়ে চান্যস্তৃতীয়স্তু ব্যবস্থিতঃ ॥ ১১ ॥ ততঃ পৃষ্টা ময়া দেবি সা কুমারী কথঞ্চন। বেদা নষ্টা মমাশেষা ভদ্রে কিং ব্রূহি কারণম্ ॥ ১২ ॥ কন্যোবাচ। মাতাহং সর্ব্বদেবানাং সাবিত্রী নাম নামতঃ। মাং ন জানাসি যেন ত্বমতো বেদা হৃতাস্তব ॥ ১৩ ॥ এবমুক্তে ময়া পৃষ্টা বিস্ময়েন মহীপতে। বেদানাং ত্বং তু মাতা বৈ কথয়স্ব মমানঘে ॥ ১৪ ॥ ত্বদীয়হৃদয়ে দেবি ক এতে পুরুষাস্ত্রয়ঃ ॥ ১৫ ॥ কন্যোবাচ। য এষ মচ্ছরীরস্থঃ শুভাঙ্গশ্চারুশোভনঃ। এষ ঋগ্বেদনামা তু যজুর্ব্বেদো দ্বিতীয়কঃ ॥ ১৬ ॥ সামবেদস্তৃতীয়স্তু ত্রয়ো বেদা ময়ি স্থিতাঃ। ত্রয়োঽগ্নয়স্ত্রয়ো দেবা মচ্ছরীরে স্থিতা দ্বিজ ॥ ১৭ ॥ ইত্যুক্ত্বা সা তদা কন্যা পশ্যতো মম ভূপতে। অন্তর্দ্ধানং গতা সদ্যস্ততোঽহং বিস্মিতোঽভবম্ ॥ ১৮ ॥ কিং করোমি ক গচ্ছামি শরণং যামি কং প্রভুম্। কথমাবির্ভবিষ্যন্তি বেদাঃ শাস্ত্রাণি সাম্প্রতম্ ॥ ১৯ ॥ কামিকস্তীর্থরাজস্তু প্রয়াগঃ শ্রূয়তে শ্রুতৌ। অহং তত্র গমিষ্যামি জ্ঞানং

ধর্ম্মিক ও যজনশীল ছিলেন। তিনি প্রচুর দক্ষিণাদি দ্বারা বহু যজ্ঞ যজন করত সপ্তদ্বীপে ভরতাদি স্বীয় পুত্রগণকে সংস্থাপনপূর্ব্বক স্বয়ং বিশালা-স্থিত বদরীক্ষেত্রে গমন করিয়া মহতী তপস্যা আচরণ করিতে লাগিলেন। তিনি এইরূপ তপস্যা করিতে থাকিলে একদা ঐ স্থানে নারদ মুনি আগমন করিলেন। তিনি ঐ স্থানে উপস্থিত হইলে রাজা প্রিয়ব্রত আসনাদি প্রদানে তাঁহাকে যথাবিধি সৎকৃত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে মুনে! আপনি কি আশ্চর্য্য দর্শন করিয়াছেন, তাহা বলুন? রাজা এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে দেবর্ষি নারদ বলিলেন,—হে রাজন্! আমি শ্বেতদ্বীপে সরোবরে এক কন্যা দর্শন করিয়াছিলাম। আমি ঐ কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—অয়ি বিশালাক্ষি! তুমি কি জন্য নির্জ্জনে বসিয়া রহিয়াছ? তুমি কে? কি জন্য এখানে অবস্থিত? তুমি কি করিতে ইচ্ছা কর এবং তোমার কর্ত্তব্যই বা কি? এই সকল তুমি আমাকে প্রকাশ করিয়া বল। আমি এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে কামিনী নয়নদ্বয় উন্মীলন করিয়া আমাকে দর্শন করিল এবং কি যেন স্মরণ করিয়া মৌনাবলম্বন করিয়া রহিল। কামিনী মৌনাবলম্বন করিলে আমি সর্ব্ব বেদ ও সর্ব্ব শাস্ত্র বিস্মৃত হইলাম। এরূপ হওয়ায় আমি বিস্ময়াবিষ্ট, চিন্তিত ও বিমুগ্ধ হইয়া ঐ কন্যার শরণ গ্রহণপূর্ব্বক যেমন তাহার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম, অমনি তাহার শরীরে এক পুরুষ লক্ষিত হইল। ঐ লক্ষিত পুরুষের বক্ষঃস্থলে আর একটী পুরুষ আবার তাহারও বক্ষঃস্থলে আর একটী পুরুষ রহিয়াছে, দেখিলাম ।১-১১। অনন্তর আমি ঐ কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—হে ভদ্রে! অধীত বেদ আমার স্মৃতিপথাতীত হইল কেন? ইহার কারণ কি, তাহা তুমি বল? আমি এই কথা বলিলে কন্যা বলিল,—আমি বেদ-মাতা সাবিত্রী। তুমি আমাকে জাননা বলিয়া বেদ সকল তোমায় পরিত্যাগ করিয়াছে। হে নৃপ! কন্যা এই কথা বলিলে আমি তাঁহাকে বলিলাম,—হে কন্যে! তুমি বেদমাতা, অতএব তুমি বল, তোমার হৃদয়ে যে পুরুষত্রয় দৃষ্ট হইতেছে, উহারা কে? কন্যা বলিল,—এই যে আমার শরীরে যিনি অবস্থান করিতেছেন, ইনি ঋগ্বেদ, দ্বিতীয় যজুর্ব্বেদ, আর তৃতীয় সামবেদ, এই বেদত্রয় আমাতে অবস্থিত। হে বিপ্র! আমার শরীরে তিনটী অগ্নি ও তিন বেদ বিদ্যমান। হে ভূপতে! এই বলিয়া ঐ কন্যা, আমার সমক্ষেই অন্তর্দ্ধান করিল। আমি বিস্ময়াপন্ন হইলাম; ভাবিলাম, কি করি, কোথায় যাই, কাহার শরণ লই! বেদ এবং শাস্ত্র সকলই বা কি প্রকারে আমার আবির্ভূত হইবে; শ্রুতিতে শুনিয়াছি প্রয়াগ

সম্যগ্‌ভবিষ্যতি ॥ ২০ ॥ নষ্টবেদেন বৈরভ্যেণ প্রাপ্তা সিদ্ধিরনুত্তমা। সাবিত্রী শ্রূয়তে তত্র অক্ষয্যবটসন্নিধৌ ॥ ২১ ॥ এবং মনসি সন্ধায় গতোঽহং নৃপসত্তম। প্রয়াগং কামিকং তীর্থং সর্ব্বদেবনমস্কৃতম্ ॥ ২২ ॥ তপস্তীব্রং ময়া তত্র তপ্তং পরমদুষ্করম্। অথাজগাম রাজেন্দ্র প্রয়াগো মূর্ত্তিমান্ স্বয়ম্ ॥ ২৩ ॥ উক্তোঽহং প্রণয়াত্তেন ন মাং তাপয় নারদ। ব্রহ্মপুত্র প্রয়াগোঽহং ভীষিতস্তপসা তব ॥ ২৪ ॥ ভবতঃ পার্শ্বমায়াতঃ প্রণয়েন তপোধন। ধন্যোঽসি সর্ব্বথা ব্রহ্মংস্তপসা চ বিশেষতঃ ॥ ২৫ ॥ ময়া সার্দ্ধং ত্বয়া ব্রহ্মন্ গন্তিঃ কার্য্যোঽবিকল্পতঃ। মহাকালবনে রম্যে তত্র তে জ্ঞানমুত্তমম্। ভবিষ্যতি ন সন্দেহো মম কীর্ত্তিশ্চ সুস্থিরা ॥ ২৬ ॥ এবং হি ব্রুবতস্তস্য প্রয়াগস্য নৃপোত্তম। প্রাদুর্ব্বভূব সহসা পীতবাসা জনার্দ্দনঃ ॥ ২৭ ॥ শঙ্খচক্রগদাপাণির্গরুড়স্থো বিয়দ্গতঃ। উবাচ মেঘগম্ভীরং বাক্যং স পুরুষোত্তমঃ ॥ ২৮ ॥ এহি নারদ গচ্ছামঃ প্রয়াগো যত্র যাস্যতি। কৃষ্ণস্য বচনং শ্রুত্বা ময়া প্রোক্তো জনার্দ্দনঃ ॥ ২৯ ॥ জ্ঞানং মে দেহি দেবেশ কথং যস্যামি তদ্বনম্। মহাকালং জগন্নাথ শ্রুতজ্ঞানবিবর্জ্জিতঃ ॥ ৩০ ॥ ইত্যুক্তঃ শ্রীধরেণাহং মহাকালবনং নৃপ। আনীতস্তৎক্ষণাচ্ছীঘ্রং প্রয়াগসহিতস্তদা ॥ ৩১ ॥ ঘণ্টেশ্বরস্য পূর্ব্বে তু নবনদ্যাস্তু দক্ষিণে। তত্র লিঙ্গমনাদিস্তু জ্যোতীরূপং সনাতনম্ ॥ ৩২ ॥ প্রয়াগঃ পূজয়ামাস পশ্যতো মম ভূপতে। লিঙ্গেনোক্তং প্রসন্নেন কিমর্থং ত্বমিহাগতঃ ॥ ৩৩ ॥ প্রয়াগ প্রযতো ভূত্বা প্রসন্নোঽহং সদা তব। দর্শনঞ্চ মদীয়ন্তু বিফলং ন ভবিষ্যতি ॥ ৩৪ ॥ ইত্যুক্তস্তেন লিঙ্গেন মদর্থং প্রার্থিতস্তদা। জ্ঞানং দেহি দ্বিজায়াস্মৈ নারদায় মহাত্মনে ॥ ৩৫ ॥ নষ্টা বেদাশ্চ শাস্ত্রাণি সাবিত্র্যা দর্শনাৎ প্রভো ॥ ৩৬ ॥ ততো লিঙ্গাৎ সমুত্তস্থৌ ব্রহ্মা বেদৈর্বৃতস্তদা। ষড়ঙ্গৈঃ সরহস্যৈশ্চ পুরাণৈঃ সহিতস্তদা ॥ ৩৭ ॥ ইত্যুক্তোঽহং তদা দেব্যা সাবিত্র্যা নৃপসত্তম। লিঙ্গস্যাস্য প্রভাবেণ প্রয়াগাভ্যর্থিতস্য বৈ ॥ ৩৮ ॥ প্রতিভাস্যন্তি তে বেদা ধর্ম্মশাস্ত্রাণি নারদ। ইত্যুক্তে বচনে ভূয়ঃ

তীর্থ অভিলষিতপ্রদ। অতএব ঐখানেই গমন করি, জ্ঞানলাভ হইবে। নষ্টবেদ বৈভ্য ঐ স্থানে বেদ সকল পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শুনা যায় প্রয়াগে অক্ষয় বটসন্নিধানে সাবিত্রী আছেন। হে নৃপ! আমি মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া সর্ব্বদেবনমস্কৃত কামদায়ক তীর্থ প্রয়াগে গমন করিলাম। ঐ স্থানে গমন করিয়া আমি দুষ্কর তীব্র তপস্যা করিতে লাগিলাম। প্রয়াগতীর্থ সপ্রণয়ে আমায় বলিল,—হে নারদ! আপনি আমাকে তাপিত করিবেন না। আমি ব্রহ্মপুত্র প্রয়াগ, তোমার তপস্যায় ভীত হইতেছি। আমি প্রণয় বশতই তোমার নিকট আসিয়াছি। হে ব্রহ্মন্। আপনি তপস্যা দ্বারা সর্ব্বদা ধন্য হইয়া আছেন। আপনি বিকল্পরহিত হইয়া আমার সহিত কার্য্য করুন। মহাকালবনে চলুন, ঐ স্থানে গমন করিলে উত্তম জ্ঞান ও কীর্ত্তি সুস্থির হইবে। প্রয়াগ আমায় এই সকল কথা বলিতে থাকিলে ঐ সময় সহসা পীতবাসা জনার্দ্দন ঐ স্থানে প্রাদুর্ভূত হইলেন। তিনি শঙ্খ-চক্র-গদাধারণপূর্ব্বক গরুড়ারোহণে আকাশ-পথে উত্থিত হইয়া মেঘ-গম্ভীর বাক্যে আমায় বলিলেন,—হে নারদ! এস, প্রয়াগ যেখানে যাইবে, আমরাও সেই স্থানে গমন করি,। শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শুনিয়া আমি বলিলাম, হে দেবেশ! আপনি আমায় শ্রুতজ্ঞান প্রদান করুন; নচেৎ কিরূপে তথায় যাইব? হে নৃপ! আমি এই কথা বলিলে শ্রীধর তৎক্ষণাৎ প্রয়াগকে ও আমাকে মহাকালবনে আনয়ন করিলেন। আমরা দেখিলাম,—ঐ স্থানে ঘণ্টেশ্বরের পূর্ব্বদিগ্‌ভাগে ও নব নদীর দক্ষিণ পার্শ্বে জ্যোতীরূপ এক সনাতন লিঙ্গ বিদ্যমান রহিয়াছেন।২২—৩২। আমাদের সাক্ষাতে প্রয়াগ ঐ লিঙ্গের পূজা করিলেন। লিঙ্গ প্রয়াগকর্ত্তৃক পূজিত হইয়া তাহাকে বলিলেন,—কিজন্য এখানে আগমন করিয়াছ? হে প্রয়াগ! তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি; আমার দর্শন বিফল হইবার নহে। লিঙ্গ এই কথা বলিলে প্রয়াগ আমার নিমিত্ত প্রার্থনা করিলেন যে হে দেব! আপনি বিপ্রবর নারদকে জ্ঞান প্রদান করুন। হে প্রভো! সাবিত্রীদর্শন জন্য ইনি সর্ব্ব শাস্ত্র ও বেদ বিস্মৃত হইয়াছেন। এই কথা বলিবামাত্র লিঙ্গমধ্য হইতে পুরাণের সহিত ষড়ঙ্গ সরহস্য বেদ-পরিবৃত হইয়া ব্রহ্মা প্রাদুর্ভূত হইলেন। হে নৃপসত্তম! সাবিত্রী দেবীও আমার পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন,—হে নারদ! প্রয়াগাভ্যর্থিত লিঙ্গের প্রভাবে বেদ ও ধর্ম্ম শাস্ত্র সকল তোমার প্রতিভাত হইবে। ইহাঁদের বাক্যে পুনরায় বেদ ও ধর্ম্মশাস্ত্র আমি প্রাপ্ত হইলাম

প্রাপ্তা বেদা ময়া নৃপ ॥ ৩৯ ॥ জ্ঞানং ষড়ঙ্গসহিতং শাস্ত্রাণি বিবিধানি চ। লব্ধজ্ঞানেন রাজেন্দ্র ময়া প্রোক্তং বচস্তদা ॥ ৪০ ॥ প্রয়াগেনার্চ্চিতো দেবো মম জ্ঞানস্য কারণাৎ। প্রয়াগেশ্বরসংজ্ঞঞ্চ খ্যাতিং লোকেষু যাস্যতি ॥ ৪১ ॥ তদাপ্রভৃতি তল্লিঙ্গং তীর্থকোটিশতৈর্বৃতম্। স্বর্গাপবর্গফলদং তত্র ত্বং গন্তুমর্হসি ॥ ৪২ ॥ কিমনেনাশ্বমেধেন ইষ্টেন নৃপসত্তম। অশ্বমেধশতফলং জায়তে তস্য দর্শনাৎ। তপসা কিং সুতপ্তেন কায়ক্লেশকরেণ তু। বাঞ্ছিতং লভতে সদ্যঃ প্রয়াগেশ্বরদর্শনাৎ ॥ ৪৪ ॥ ঈশ্বর উবাচ। নারদস্য বচঃ শ্রুত্বা স্বায়ম্ভুবসুতো নৃপঃ। প্রিয়ব্রতো মহাদেবি মহাকালবনং গতঃ ॥ ৪৫ ॥ দদর্শ তত্র তল্লিঙ্গং নবনদ্যাস্তু দক্ষিণে। দর্শনাত্তস্য লিঙ্গস্য মৎসমীপং সমাগতঃ ॥ ৪৬ ॥ ময়া সম্মানিতো দেবি গণানামধিপঃ কৃতঃ। যে পশ্যন্তি নরা ভক্ত্যা প্রয়াগেশ্বরমীশ্বরম্। তে ধন্যা মানুষে লোকে ক্লিশ্যন্ত্যন্যে নিরর্থকাঃ ॥ ৪৭ ॥ যা গতির্যোগযুক্তস্য সত্ত্বস্থস্য মনীষিণঃ। সা গতির্জায়তে সম্যক্প্রয়াগেশ্বরদর্শনাৎ ॥ ৪৮ ॥ মাঘমাসে সমেষ্যন্তি প্রয়াগেশ্বরদর্শনম্। কর্ত্তুং যে মানুষাস্তেষামশ্বমেধঃ পদেপদে ॥ ৪৯ ॥ এষ তে কথিতো দেবি প্রভাবঃ পাপনাশনঃ। প্রয়াগেশ্বরদেবস্য শৃণু সিদ্ধেশ্বরং পরম্ ॥ ৫০ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে প্রয়াগেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নামাষ্টপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৮ ॥

এবং লিঙ্গকে বলিলাম,—হে দেব! প্রয়াগ আমার জন্য আপনার অর্চ্চনা করিয়াছেন; অতএব আপনি প্রয়াগেশ্বর নামে জগতে খ্যাতি লাভ করিবেন। হে নৃপ! ঐ সময় হইতে লিঙ্গ শতকোটিতীর্থপরিবৃত ও স্বর্গাপবর্গফলদ হইয়াছেন। তুমি ঐ স্থানে গমন কর। অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবার প্রয়োজন কি? ঐ লিঙ্গের দর্শন মাত্রে অশ্বমেধফল লাভ হইয়া থাকে। দুঃখদায়ক তপ ও ক্লেশকর কার্য্য করিবার আবশ্যক নাই, কারণ প্রয়াগেশ্বর দর্শন করিলে বাঞ্ছিত ফল লাভ হইয়া থাকে। ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি! দেবর্ষি নারদের বাক্য শ্রবণ করিয়া স্বায়ম্ভুব সুত নৃপ প্রিয়ব্রত মহাকালবনে গমন করিলেন। ঐ স্থানে গমন করিয়া নবনদীর দক্ষিণে লিঙ্গ দর্শন করিলেন। তিনি লিঙ্গ দর্শন করিয়া মৎসন্নিধানে আগমন করিলেন। হে দেবি! আমি তাঁহাকে সম্মানিত করিয়া গণনায়ক করিলাম। যাহারা ভক্তিপূর্ব্বক প্রয়াগেশ্বর দেবকে দর্শন করে, তাহারা এই নরলোকে ধন্য; অপর সকল মনুষ্যই নিরর্থক ক্লেশ উপভোগ করে। যোগযুক্ত সত্ত্বস্থ মনীষীদিগের যে গতি, প্রায়গেশ্বর দর্শন করিলেও সেই গতি লাভ হইয়া থাকে। যে সকল মানব মাঘমাসে প্রয়াগেশ্বর দর্শন করিতে গমন করে, তাহারা পদে পদে অশ্বমেধফল লাভ করিয়া থাকে। হে দেবি! এই আমি তোমার নিকট প্রয়াগেশ্বর দেবের পাপনাশন প্রভাব কীর্ত্তন করিলাম; অধুনা সিদ্ধেশ্বর-লিঙ্গ-মাহাত্ম্য শ্রবণ কর। ৩৩—৫০।

অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৫৮।

একোনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীমহাদেব উবাচ। একোনষষ্টিকং বিদ্ধি দেবং সিদ্ধেশ্বরং প্রিয়ে। যস্য দর্শনমাত্রেণ সিদ্ধিঃ পুংসাং প্রজায়তে ॥ ১ ॥ আসীদশ্বশিরা নাম রাজা পরমধার্ম্মিকঃ। সোঽশ্বমেধেন যজ্ঞেন দৃষ্ট্বা সবহুদক্ষিণম্ ॥ ২ ॥ স্নাতশ্চাবভৃথে হৃষ্টো ব্রাহ্মণৈঃ পরিবারিতঃ। যাবদাস্তে স রাজর্ষিস্তাবৎ সিদ্ধোঽতিদীপ্তিমান্ ॥ ৩ ॥ নানৌষধিপ্রভাবজ্ঞো মন্ত্রতন্ত্রবিশারদঃ। আযযৌ কপিলঃ শ্রীমান্ জৈগীষব্যশ্চ সিদ্ধরাট্ ॥ ৪ ॥ তয়োস্ত্বরিতমুত্থায় স রাজাভ্যাগতক্রিয়াম্। চকার পরয়া যুক্তো মুদা বৈ পৃথিবীপতিঃ ॥ ৫ ॥ তাবর্চ্চিতাবাসনস্থৌ ক্ষমাশীলৌ

ঊনষষ্টিতম অধ্যায়।

শ্রীমহাদেব বলিলেন,—হে দেবি! যাঁহার দর্শন মাত্রে মানবের সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে, সেই একোনষষ্টিতম লিঙ্গকে সিদ্ধেশ্বর বলিয়া জানিবে। অশ্বশিরা নামে এক পরমধার্ম্মিক রাজা ছিলেন। তিনি বহুদক্ষিণ অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া অবভৃতস্নানান্তে ব্রাহ্মণগণপরিবৃত হইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে অবস্থান করিতেছেন, এমন সময় অতিদীপ্তিমান্ নানা ওষধিগুণজ্ঞ মন্ত্রতন্ত্র-বিশারদ সিদ্ধ কপিল ও সিদ্ধরাজ শ্রীমান্ জৈগীষব্য ঐ স্থানে আগমন করিলেন। তাঁহারা উপস্থিত হইবামাত্র রাজা গাত্রোত্থানপূর্ব্বক পরম হর্ষ সহকারে তাঁহাদের বিধি-

শুচিব্রতৌ। মহৌজসো মহাভাগৌ মুমুক্ষুমুনিপুঙ্গবৌ ॥ ৬ ॥ বিদ্যাবিনয়সম্পন্নৌ ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণৌ। অনেকসৃষ্টিসংহারস্থিতিকার্য্যপরায়ণৌ ॥ ৭ ॥ উদয়াদিত্যসঙ্কাশৌ বিভাবসুসমদ্যুতী। তেজোরাশিসমাযুক্তৌ দুর্নিরীক্ষ্যৌ পৃথগ্জনৈঃ ॥ ৮ ॥ বিনয়েনোপসঙ্গম্য প্রণিপত্যাভিবাদ্য চ। স রাজা প্রাঞ্জলির্ভূত্বা প্রশ্নমেনমপৃচ্ছত ॥ ৯ ॥ অশ্বশিরা উবাচ। শ্রুতং ময়া মুনিশ্রেষ্ঠৌ নান্যো দেবো জনার্দ্দনাৎ। ধ্যাতোঽথ পূজিতো নৃণাং মুক্তিদো ভববন্ধনাৎ ॥ ১০ ॥ সংস্মৃতে তু হৃষীকেশে নরাণাং কোটিজন্মজম্। অশুভং ক্ষয়মাপ্নোতি কথং ন প্রণমেদ্ধরিম্ ॥ ১১ ॥ সমারাধ্য জগন্নাথং শক্রাদ্যাস্ত্রিদিবৌকসঃ। বসন্তি মুদিতাঃ স্বর্গে দিব্যদ্যুতিসমন্বিতাঃ ॥ ১২ ॥ জন্মমৃত্যুজরারোগদুঃখানি বিবিধানি চ। প্রয়ান্তি বিলয়ং সদ্যঃ প্রসন্নে গরুড়ধ্বজে ॥ ১৩ ॥ ইতি পৃষ্টস্তদা তেন প্রার্থিবেন যশস্বিনা। উচতুস্তং নৃপং সিদ্ধৌ সিদ্ধিবিজ্ঞানকোবিদৌ ॥ ১৪ ॥ ক এব প্রোচ্যতে রাজংস্ত্বয়া নারায়ণোঽধুনা। আবাং নারায়ণৌ দ্বৌ তু ত্বৎপ্রত্যক্ষং গতৌ নৃপ ॥ ১৫ ॥ অশ্বশিরা উবাচ। ভবন্তৌ ব্রাহ্মণৌ সিদ্ধৌ তপসা দগ্ধকিল্বিষৌ। যুবাং নারায়ণৌ কস্মাদিতি বাক্যমুবাচ সঃ ॥ ১৬ ॥ শঙ্খচক্রগদাপাণিঃ পীতবাসা জনার্দ্দনঃ। গরুড়স্থো হৃষীকেশঃ কস্তস্য সদৃশো ভুবি ॥ ১৭ ॥ তস্য রাজ্ঞো বচঃ শ্রুত্বা সংসিদ্ধৌ যোগকোবিদৌ। দর্শয়ামাসতুস্তৌ হি কৃত্বা নারায়ণং বপুঃ ॥ ১৮ ॥ কপিলো মন্ত্রমাহাত্ম্যাৎ স্বয়ং বিষ্ণুর্বভূব হ। শঙ্খচক্রগদাপাণিঃ পীতবাসাশ্চ তৎক্ষণাৎ ॥ ১৯ ॥ জৈগীষব্যশ্চ গরুড়স্তৎক্ষণাৎ সমজায়ত। ততঃ সমভবত্তত্র রাজবেশ্মনি কৌতুকম্ ॥ ২০ ॥ দৃষ্ট্বা নারায়ণং দেবং গরুড়স্থং সনাতনম্। আশ্চর্য্যং তাদৃশং দৃষ্ট্বা স রাজা বিস্ময়ান্বিতঃ। উবাচ ক্ষম্যতাং সিদ্ধৌ নায়ং বিষ্ণুরথেদৃশঃ ॥ ২১ ॥ তস্য ব্রহ্মা সমুৎপন্নো নাভিপঙ্কজমধ্যতঃ। তস্মাত্তু ব্রহ্মণো রুদ্রঃ স বিষ্ণুঃ পরমেশ্বরঃ ॥ ২২ ॥ ইতি রাজ্ঞো বচঃ শ্রুত্বা তদা তৌ সিদ্ধসত্তমৌ। চক্রতুঃ পরমাং মায়াং যোগাচার্য্যৌ সুমায়িকৌ ॥ ২৩ ॥ কপিলঃ পদ্মনাভস্তু পদ্মমধ্যে প্রজাপতিঃ। বভূব স্বয়মেবাত্র সহসা

বৎ সৎকার করিলেন। এই মুনিদ্বয় ক্ষমাশীল, শুচি, তেজস্বী, মহাভাগ, মুমুক্ষু শ্রেষ্ঠ, বিদ্বান্, বিনয়ী, ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণ, সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় করিতে সমর্থ, উদয়াচলসঙ্কাশ, আদিত্যদ্যুতি, তেজোরাশিযুক্ত, ও প্রাকৃতজনের দুষ্প্রেক্ষ্য। ইঁহারা আসীত হইয়া আসন পরিগ্রহ করিলে রাজা বিনীতভাবে নিকটে যাইয়া প্রণিপাতপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে এই প্রশ্ন করিলেন যে, হে মুনিশ্রেষ্ঠদ্বয়! আমি শুনিয়াছি যে, জনার্দ্দন ব্যতিরেকে অন্য কোন দেবতাই ধ্যাত বা পূজিত হইয়া মানবগণকে ভববন্ধন হইতে মুক্তি প্রদান করিতে সক্ষম নহেন. হৃষীকেশ সংস্মৃত হইবামাত্র নরগণের কোটিজন্মার্জ্জিত অশুভ ক্ষয় পাইয়া থাকে; অতএব কি জন্য লোকে হরিকে প্রণাম না করিবে? ইন্দ্রাদি দেবগণ ঐ জগন্নাথের আরাধনা করত দিব্যদ্যুতিসমন্বিত হইয়া মুদিতমনে স্বর্গে বাস করিতেছেন। তিনি প্রসন্ন হইলে জনগণের জন্ম-মৃত্যু-জরা রোগ জনিত বিবিধ দুঃখ বিলয় প্রাপ্ত হয়। রাজা কর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া সিদ্ধিবিজ্ঞানকোবিদ সিদ্ধ মুনিদ্বয় নৃপতিকে বলিতে লাগিলেন,—হে রাজন্! আপনি অধুনা কাহাকে নারায়ণ বলিতেছেন? আমরাইত দুইজনে নারায়ণ, আপনার গোচরীভূত হইয়াছি।১—১৫। অশ্বশিরা বলিলেন,—আপনারা ত সিদ্ধ ব্রাহ্মণ,তপঃপ্রভাবেবিগতপাপ হইয়াছেন; নারায়ণ হইবেন কি প্রকারে? জনার্দ্দন ত শঙ্খ-চক্র-গদাপাণি, পীতবাসা, গরুড়স্থ এবং হৃষীকেশ; তাঁহার সদৃশ জগতে কে আছে? রাজার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সিদ্ধ যোগ-কোবিদ মুনিদ্বয় তাঁহাকে নারায়ণবপু দর্শন করাইলেন। ভগবান্ কপিল মন্ত্রমাহাত্ম্যে স্বয়ং শঙ্খ-চক্র-গদাপাণি পীতবাসা বিষ্ণু হইলেন আর জৈগীষব্য গরুড় হইলেন। তখন রাজবাটীতে এক মহান্ কৌতুক উপস্থিত হইল। রাজা মুনিদ্বয়কে গরুড়স্থ সনাতন নারায়ণ হইতে দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং বলিলেন,—হে সিদ্ধদ্বয়! ক্ষমা করুন, দেখুন, বিষ্ণু ত এরূপ নহেন; তাঁহার নাভিকমল হইতে ব্রহ্মা সমুৎপন্ন হইয়াছেন, আর ঐ ব্রহ্মা হইতে রুদ্র হইয়াছেন, অতএব ব্রহ্মা ও রুদ্র, এতদুভয়ের জনক যিনি, তিনিই পরমেশ্বর বিষ্ণু। রাজার এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া সিদ্ধসত্তম মন্ত্রজ্ঞ যোগাচার্য্য মুনিদ্বয় রাজার বাক্যানুযায়ী রূপ ধারণ করিলেন। মহামুনি ভগবান্ কপিল সহসা যোগপ্রভাবে পদ্মনাভ ও পদ্মমধ্যস্থ প্রজাপতি হইলেন; আর জৈগী-

যোগতস্তদা ॥ ২৪ ॥ জৈগীষব্যোঽথ রুদ্রস্তু তস্যাগ্রে বাক্যে ব্যবস্থিতঃ। দদর্শ মহদাশ্চর্য্যং স রাজা যোগমোহিতঃ ॥ ২৫ ॥ কৌতুকাৎপ্রত্যুবাচেদং ভীতঃ কম্পিতকন্ধরঃ। নেত্থং ভবতি বিশ্বেশো মায়ৈষা যোগিনাং তদা। সর্ব্বরূপী হরিঃ শ্রীমান্ সর্ব্বগঃ সর্ব্বদঃ স্মৃতঃ ॥ ২৬ ॥ ততো বাক্যাবসানে তু তস্য রাজ্ঞশ্চ সংসদি। মশকা মৎকুণা যুকা ভ্রমরাঃ পক্ষিণো মৃগাঃ ॥ ২৭ ॥ অশ্বা গাবো হয়াঃ সিংহা ব্যাঘ্রা গোমহিষাস্তথা। অন্যেঽপি পশবঃ কীটা গ্রাম্যারণ্যাশ্চ সর্ব্বশঃ ॥ ২৮ ॥ দৃশ্যন্তে রাজভবনে কোটিশঃ পর্ব্বতাত্মজে। তং দৃষ্ট্বা ভূতসঙ্ঘাতং রাজা বিস্মিতমানসঃ ॥ ২৯ ॥ যাবচ্চিন্তয়তে কিং স্যাত্তাবজ্জাতং নৃপেণ হি। জৈগীষব্যস্য মাহাত্ম্যং কপিলস্য মহাত্মনঃ ॥ ৩০ ॥ কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা স রাজাশ্বশিরাস্তদা। পপ্রচ্ছ চ দ্বিজৌ ভক্ত্যা কিমিদং সিদ্ধসত্তমৌ ॥ ৩১ ॥ সামর্থ্যমীদৃশং লব্ধং কস্মাদ্বৈ তপসো বলাৎ। অদ্য মে সফলোৎপত্তিরদ্য মে সফলং শ্রুতম্ ॥ ৩২ ॥ সফলা মে মনোবৃত্তির্যুবয়োর্দর্শনেন বৈ। তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা কপিলো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৩৩ ॥ মহাকালবনে রাজন্ বিদ্যতে লিঙ্গমুত্তমম্। খ্যাতং সিদ্ধেশ্বরং নাম্না সিদ্ধৈরভ্যর্চ্চিতং সদা ॥ ৩৪ ॥ সৌভাগ্যেশ্বরপূর্ব্বে তু সৌভাগ্যারোগ্যদায়কম্। প্রভাবাত্তস্য লিঙ্গস্য প্রাপ্তা সিদ্ধিরনুত্তমা ॥ ৩৫ ॥ জৈগীষব্যেন সিদ্ধেন ময়া বৈ নৃপসত্তম। তস্মাদ্‌ব্রজ মহাবাহো মহাকালবনং শুভম্ ॥ ৩৬ ॥ তত্র দ্রক্ষ্যসি সর্ব্বেশং শঙ্খচক্রগদাধরম্। লিঙ্গমূর্ত্তৌ স্থিতং বিষ্ণুং যস্তে সিদ্ধিং প্রদাস্যতি ॥ ৩৭ ॥ সংসিদ্ধা বহবস্তত্র সনকাদ্যা নরেশ্বর। তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা কপিলস্য মহাত্মনঃ ॥ ৩৮ ॥ জগাম সহসা তত্র স রাজাশ্বশিরাস্তদা দদর্শ চৈব তৌ সিদ্ধৌ সিদ্ধেশ্বরসমীপতঃ ॥ ৩৯ ॥ অন্যে চ বহবঃ সিদ্ধাঃ সিদ্ধনাথাস্তথা পরে। জ্ঞাত্বা সিদ্ধেশ্বরং দেবং সিদ্ধসঙ্ঘৈঃ সমর্চ্চিতম্ ॥ ৪০ ॥ লিঙ্গমধ্যে স্থিতং বিষ্ণুং জ্ঞাত্বা স নৃপসত্তমঃ। পূজয়ামাস ভাবেন পরমেণ সমাধিনা ॥ ৪১ ॥ ততস্তুষ্টোঽব্রবীদ্দেবো বরং বরয় সুব্রত। যত্তেঽভিলষিতং সর্ব্বমহং দাস্যামি ভূপতে ॥ ৪২ ॥ লিঙ্গস্য বচনং শ্রুত্বা নৃপেণোক্তং চ তচ্ছৃণু। যদি মেঽস্তি

ষব্য রুদ্র হইলেন। রাজা তখন যোগমোহিত হইয়া মহৎ আশ্চর্য্য দর্শনপূর্ব্বক কৌতুক বশতঃ ভীত ও কম্পিত কন্ধরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—বিশ্বেশ বিষ্ণু এরূপ নহেন, এ কেবল যোগিগণের মায়া মাত্র। হরি সর্ব্বরূপী, সর্ব্বগ ও সর্ব্বদায়ক। হে পর্ব্বতাত্মজে! রাজার বাক্য শেষ হইতে না হইতে রাজসভায় মশক, মৎকুণ, যুক, ভ্রমর, মৃগ, পক্ষী, গো, অশ্ব, সিংহ, ব্যাঘ্র, মহিষ, অন্যান্য আরও বন্য গ্রাম্য বহুবিধ কোটি কোটি পশু ও কীট দৃষ্ট হইতে লাগিল। তখন রাজা ঐ জীবসমষ্টি দর্শন করিয়া বিস্মিতমানসে যেমন 'এ কি হইল' বলিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, অমনি রাজা ভগবান্ কপিল ও জৈগীষব্য মুনির প্রভাব দর্শন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে দ্বিজদ্বয়! এ কি? আপনারা কোন্ তপস্যা প্রভাবে এরূপ সামর্থ্য লাভ করিয়াছেন? আপনাদের দর্শন লাভ করিয়া অদ্য আমার জন্ম, শ্রুত ও মনোবৃত্তি সফল হইল। রাজার এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া মহর্ষি কপিল বলিলেন,—হে রাজন্! মহাকালবনে এক উত্তম লিঙ্গ আছেন, ঐ লিঙ্গের নাম সিদ্ধেশ্বর, তিনি সর্ব্বদা সিদ্ধগণ কর্ত্তৃক অর্চ্চিত হন।১৬—৩৪। ঐ সৌভাগ্যদায়ক লিঙ্গ, সৌভাগ্যেশ্বর লিঙ্গের পূর্ব্বদিক্‌ভাগে অবস্থিত; আমরা ঐ লিঙ্গপ্রভাবে এই অনুত্তম সিদ্ধি লাভ করিয়াছি। হে নৃপ! আপনিও মহাকালবনে গমন করুন, ঐ স্থানে গমন করিয়া আপনি শঙ্খ-চক্র গদাধর সর্ব্বেশ বিষ্ণুকে উক্ত শিবলিঙ্গমধ্যে অবস্থিত দেখিতে পাইবেন। তাঁহাকে দর্শন করিলেই তিনি আপনাকে সিদ্ধি প্রদান করিবেন। হে নরেশ্বর! সনকাদি বহু মুনি ঐ স্থানে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। রাজা অশ্বশিরা তখন ভগবান্ কপিলের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া সত্বর ঐ স্থানে গমনপূর্ব্বক সিদ্ধেশ্বর লিঙ্গসমীপে ঐ সিদ্ধ মুনিদ্বয় কপিল ও জৈগীষব্যকে দর্শন করিলেন। অন্যান্য বহুসংখ্যক সিদ্ধ ও সিদ্ধনাথ ঐ স্থানে অবস্থান করিতেছেন। রাজা সিদ্ধ-সমূহ-পূজিত সিদ্ধেশ্বর লিঙ্গ এবং ঐ লিঙ্গমধ্যে অবস্থিত বিষ্ণুকে সম্যক্ দর্শন করিয়া পরম ভক্তি সহকারে পূজা করিলেন। অনন্তর পূজায় তুষ্টি লাভ করিয়া দেবদেব বলিলেন,—হে সুব্রত! তুমি অভিলষিত বর প্রার্থনা কর, তোমার সমস্ত অভিলষিতই আমি তোমাকে প্রদান করিব। হে দেবি! লিঙ্গবাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা যাহা বলিলেন, তাহা শ্রবণ কর। তিনি বলিলেন,—হে দেব! যদি

দয়া দেব প্রসন্নোঽসি হি চেৎপ্রভো। ৪৩। যত্তে রূপং পরং নাথ তদ্দর্শয় মমাচ্যুত। এতদেব হি মে দেব সদাভিলষিতং হৃদি। ৪৪। আজন্মনো জগন্নাথ কদা দ্রক্ষ্যে জনার্দ্দনম্। এতদিচ্ছাম্যহং দেব বরাণাং প্রবরং বরম্। দীয়মানং ত্বয়াভীষ্টং খ্যাতং সিদ্ধেশ্বরং ক্ষিতৌ। ৪৫। নৃপস্য বচনং শ্রুত্বা লিঙ্গেনোক্তং বরাননে। ন মে বিদুর্দেবগণা নাসুরা ন মহর্ষয়ঃ। ৪৬। পরং রূপং নৃপশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণোঽহং লিঙ্গতাং গতঃ। মম লোকং তু যে প্রাপ্তা মুনয়ো মন্ত্রভূষিতাঃ। ৪৭। ন চৈতে মাং বিজানন্তি পরমার্থেন পার্থিব। যদেতদ্দৃশ্যতে তেজো লিঙ্গরূপেণ মামকম্। ৪৮। এতদেব হি ব্রহ্মাদ্যা ধ্যায়ন্তি ত্রিদশাস্ত্বমী। অতো ন মে পরং রূপং দ্রষ্টুং কশ্চিৎক্ষমো ভবেৎ। ৪৯। অনেকজন্মসংশুদ্ধা যোগিনো মদনুগ্রহাৎ। প্রবিশন্তি তনৌ মহ্যং মুক্তাঃ সংসারবন্ধনৈঃ। ৫০। এবং হি ব্রুবতস্তস্য সিদ্ধিঃ প্রাপ্তা নৃপেণ হি। বিষ্ণুরূপং সমাস্থায় তস্মিন্ লিঙ্গে লয়ং গতঃ। ৫১। অতো দেবি সুবিখ্যাতং লিঙ্গং সিদ্ধেশ্বরং পরম্। যে পশ্যন্তি নরা ভক্ত্যা তেষাং সিদ্ধিশ্চ শাশ্বতী। ৫২। অঞ্জনং পাদলেপং চ পাদুকাসিদ্ধিরেব চ। গুটিকা খড়্গসিদ্ধিশ্চ মহাসিদ্ধিঃ সুদুর্লভা। ৫৩। দিব্যৌষধৈশ্চ যা সিদ্ধির্মন্ত্রস্পর্শোদ্ভবা চ যা। এতাশ্চ সিদ্ধয়ঃ প্রোক্তা অপরা লঘিমাদয়ঃ। ৫৪। ধর্ম্মার্থকামসিদ্ধিশ্চ মোক্ষসিদ্ধিরনুত্তমা। জায়তে নাত্র সন্দেহঃ শ্রীসিদ্ধেশ্বরদর্শনাৎ। ৫৫। এষ তে কথিতো দেবি প্রভাবঃ পাপনাশনঃ। সেদ্ধেশ্বরস্য দেবস্য মতঙ্গেশমথো শৃণু। ৫৬।

ইতি শ্রীস্কান্দে সিদ্ধেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈকোনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ। ৫৯।

আমার প্রতি আপনার দয়া হইয়া থাকে, যদি আমার প্রতি আপনি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আপনি আপনার পরম রূপ আমায় প্রদর্শন করান; হে দেব! ইহাই আমার অভিলষিত। হে জগন্নাথ! জন্ম গ্রহণ করিয়া কবে আমি জনার্দ্দনকে দর্শন করিব? জন্মাবধি এই ইচ্ছা আমার হৃদয়ে বিরাজ করিতেছে। অতএব ইহাই আমার বর, আপনি এই ইচ্ছা আমার সুসিদ্ধ করুন। কারণ, জগতে আপনি সিদ্ধেশ্বর বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। নৃপতির এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া লিঙ্গ বলিলেন,—হে রাজন্! দেব অসুর ও মহর্ষি, ইহাঁরা কেহই আমার পরম রূপ অবগত নহেন, লিঙ্গত্ব প্রাপ্ত আমিই শ্রীকৃষ্ণ। মন্ত্রভূষিত মুনিগণ—যাহারা মদীয় লোকে গমন করিয়াছে, তাহারাও পরমার্থত আমাকে জানে না। লিঙ্গরূপী আমার যে তেজ দৃষ্ট হয়, এই তেজ ব্রহ্মাদি দেবগণও ধ্যান করিয়া থাকেন। অতএব কেহই আমার পরম রূপ দর্শন করিতে সক্ষম নহে। যোগিগণ বহু জন্মের পর আমার অনুগ্রহে সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া মদীয় দেহে প্রবেশ লাভ করেন। তিনি এই কথা বলিতেছেন, ইতিমধ্যে নৃপ সিদ্ধি লাভ করিয়া বিষ্ণুরূপ ধারণ করত সিদ্ধেশ্বর লিঙ্গে লয় প্রাপ্ত হইলেন। হে দেবি! এই জন্যই সিদ্ধেশ্বর লিঙ্গ খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। যাহারা ভক্তিপূর্ব্বক ঐ লিঙ্গ দর্শন করে, তাহারা শাশ্বতী সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে। অঞ্জন, পাদলেপ, পাদুকা, গুটিকা, খড়্গ, সুদুর্লভ মহাসিদ্ধি, ও দিব্য ঔষধ দ্বারা যে সিদ্ধি, ও মন্ত্রস্পর্শোদ্ভবা প্রভৃতি সিদ্ধি এবং অপর যে লঘিমাদি সিদ্ধি, ধর্ম্মার্থকামসিদ্ধি ও মোক্ষসিদ্ধি, এই সকল সিদ্ধি সিদ্ধেশ্বর দর্শন করিলে লাভ করা যায়, এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই। হে দেবি! এই আমি তোমার নিকট সিদ্ধেশ্বর লিঙ্গের পাপনাশন প্রভাব কীর্ত্তন করিলাম, অতঃপর মতঙ্গেশ-লিঙ্গবিবরণ শ্রবণ কর। ৩৫—৫৬।

ঊনষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৫৯।

ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ। মতঙ্গেশ্বরসংজ্ঞং তু ষষ্টিসঙ্খ্যাকমীশ্বরম্। বিদ্ধি পাপহরং দেবি সমীহিতকরং সদা। ১। সুগতির্নাম বিপ্রেন্দ্রো বভূব দ্বাপরে যুগে। সত্যবাদী সদা দান্তো বেদাধ্যয়নতৎপরঃ। ২। মতঙ্গস্তস্য পুত্রোঽভূদ্বাল্যাদ্দারুণতাং

ষষ্টিতম অধ্যায়।

শ্রীমহাদেব বলিলেন,—হে দেবি! মতঙ্গেশ্বর নামক ষষ্টিতম লিঙ্গ পাপহর ও অভিলষিতপ্রদ বলিয়া জানিবে। দ্বাপরযুগে সুমতি নামক এক বিপ্রেন্দ্র ছিলেন। তিনি সত্যবাদী, দান্ত, ও বেদাধ্যয়নতৎপর ছিলেন। মতঙ্গ নামে তাঁহার এক

গতঃ। স বালং গর্দ্দভং দেবি তিষ্ঠন্তং মাতুরন্তিকে। দণ্ডকাষ্ঠেন সহসা তাড়য়ামাস চাপলাৎ॥ ৩॥ তং তু তীব্রাহতং দৃষ্ট্বা গর্দ্দভী পুত্রগৃদ্ধিনী। উবাচ মা শুচঃ পুত্র চণ্ডালোহয়ং ন বৈ দ্বিজঃ॥ ৪॥ ব্রাহ্মণে দারুণং নাস্তি মৈত্রো ব্রাহ্মণ উচ্যতে। তুদন্ পাপাকৃতিরয়ং বালে ন কুরুতে দয়াম্॥৫॥ স্বকীয়াং ভজতে চাথ প্রকৃতিং মানবঃ সদা। এতচ্ছ্রুত্বা মতঙ্গস্তু দারুণং গর্দ্দভীবচঃ॥ ৬ ॥ দণ্ডকাষ্ঠং পরিত্যজ্য রাসভীং প্রত্যভাষত। ব্রূহি রাসভি কল্যাণি মাতা মে যেন দূষিতা॥ ৭॥ কথং মাং বেৎসি চণ্ডালং যাযাবরকুলোদ্ভবম্। কেন জাতোঽস্মি চণ্ডালো ব্রাহ্মণ্যং যেন মে গতম্॥ ৮॥ গর্দ্দভ্যুবাচ। নাপিতেন প্রমত্তেন ব্রাহ্মণ্যাং বৃষলেন হি। ততস্ত্বমসি চাণ্ডালো ব্রাহ্মণ্যং তেন তে গতম্॥ ৯॥ এবমুক্তো মতঙ্গস্তু পিতরং বাক্যমব্রবীৎ। তাতাশ্চর্য্যং শ্রুতং মেঽদ্য জাতোঽহং নাপিতেন বৈ॥ ১০॥ গর্দ্দভ্যা কথিতং সম্যক্ তস্মাত্তপ্স্যে মহত্তপঃ। এবমুক্তা স পিতরং প্রতস্থে কৃতনিশ্চয়ঃ॥ ১১॥ স গত্বা চ ততোঽরণ্যমতপ্যত মহত্তপঃ। ততঃ সন্তাপয়ামাস বিবুধাংস্তপসান্বিতঃ॥ ১২॥ তং তথা তপসা যুক্তমুবাচ হরিবাহনঃ। মতঙ্গ তপ্যসে কিং ত্বং ভোগানুৎসৃজ্য মানুষান্। বরং দদামি তেঽহং তং বৃণীষ্ব ত্বং যদিচ্ছসি॥ ১৩॥ মতঙ্গ উবাচ। ব্রাহ্মণ্যং কাময়ানোঽহমিদমারব্ধবাংস্তপঃ। দেহি মে শাশ্বতং শক্র বরং এষ বৃতো ময়া॥ ১৪॥ এতচ্ছ্রুত্বা তু বচনং তমুবাচ পুরন্দরঃ। ব্রাহ্মণ্যং যাচসে ত্বং হি দুষ্প্রাপমকৃতাত্মভিঃ॥ ১৫॥ নাশমেষ্যসি দুর্ব্বুদ্ধে তদুপারম মা চিরম্। চণ্ডালযোনৌ জাতেন ন তৎপ্রাপ্যং কথঞ্চন॥ ১৬॥ এবমুক্তো মতঙ্গস্তু সংশিতাত্মা যতব্রতঃ। অতিষ্ঠদেকপাদেন বর্ষাণাং শতসংখ্যয়া॥ ১৭॥ তমুবাচ ততঃ শক্রঃ পুনরেব মহাযশাঃ। ব্রাহ্মণ্যং দুর্লভং বীর মা কৃথাঃ সাহসং বৃথা॥ ১৮॥ ন হি শক্যং প্রাপ্তুমেবমচিরান্নাশমেষ্যসি। বৃণু বা কামমন্যং ত্বং ব্রাহ্মণত্বং সুদুর্লভম্॥

পুত্র ছিল, সে বাল্যকাল হইতেই অতি দুর্দ্দান্ত ছিল। সে বালচাপল্যবশত মাতৃ-সমীপে স্থিত এক গর্দ্দভকে সহসা দণ্ড দ্বারা তাড়িত করে। বৎসবৎসলা গর্দ্দভী বৎসকে তীব্ররূপে আহত দেখিয়া বলিল,—পুত্র! শোক করিও না, এ ব্রাহ্মণ নহে—চণ্ডাল। ব্রাহ্মণে দারুণতা নাই; ব্রাহ্মণ মিত্র বলিয়া উক্ত হইয়াছেন; কিন্তু এই পাপাকৃতি তোমাকে দয়া না করিয়াই প্রহার করিল। মানব সর্ব্বদা স্বীয় প্রকৃতিই ভজনা করিয়া থাকে। মতঙ্গ গর্দ্দভীর এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া দণ্ডকাষ্ঠ পরিত্যাগপূর্ব্বক তাহাকে বলিল,—হে কল্যাণি রাসভি! তুমি বল,—কি প্রকারে আমার মাতা দূষিতা হইলেন? তুমি কিরূপে আমাকে যাযাবরকুলোদ্ভব চণ্ডাল বলিয়া জানিলে? কোন্ ব্যক্তি কর্ত্তৃক আমি চণ্ডালরূপে উৎপাদিত হইলাম? মতঙ্গ এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে গর্দ্দভী বলিল,—এক নীচ প্রমত্ত নাপিত কর্ত্তৃক তুমি উৎপাদিত হইয়াছ, এই জন্য তুমি চণ্ডাল; তোমার ব্রাহ্মণ্য বিনষ্ট হইয়াছে। গর্দ্দভীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মতঙ্গ স্বীয় পিতাকে বলিল,—হে পিতঃ! আমি অদ্য এক আশ্চর্য্য কথা শ্রবণ করিলাম। গর্দ্দভী বলিল যে, এক নাপিত আমার জন্ম দিয়াছে। অতএব আমি তপশ্চরণ করিব। মতঙ্গ পিতাকে এই কথা বলিয়া তপস্যার্থ প্রস্থান করিল।১—১১। বন গমন করিয়া সে তপশ্চরণ করিতে লাগিল। তাঁহার তপস্যাপ্রভাবে দেবগণ সন্তাপিত হইলেন। সে এইরূপ তপস্যা করিতে থাকিলে হরিবাহন তাহাকে বলিলেন,—হে মতঙ্গ! তুমি ভোগ সকল পরিত্যাগ করিয়া কি জন্য তপস্যা করিতেছ? তুমি যাহা ইচ্ছা কর—বল; আমি তোমাকে বর প্রদান করিতেছি। মতঙ্গ বলিল,—আমি ব্রাহ্মণ্য কামনা করিয়া এই মহৎ তপ আরম্ভ করিয়াছি। হে দেব! আপনি আমাকে ব্রাহ্মণ্যরূপ বর প্রদান করুন। মতঙ্গের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পুরন্দর বলিলেন,—হে মতঙ্গ! তুমি ব্রাহ্মণ্য প্রার্থনা করিতেছ বটে; কিন্তু তাহা অকৃতাত্মা ব্যক্তির দুর্লভ। দুর্ব্বুদ্ধে! তুমি নাশ প্রাপ্ত হইবে; অতএব তুমি ইহা হইতে বিরত হও। তুমি চণ্ডালযোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ, সুতরাং কোন প্রকারেই ব্রাহ্মণ্য লাভ করিতে পারিবে না। দেবেন্দ্র এই কথা বলিলে সংশিতাত্মা যতব্রত মতঙ্গ শতবর্ষ কাল যাবৎ এক পাদে অবস্থান করিয়া তপস্যা করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে মহাযশা দেবেন্দ্র পুনরায় তাহাকে বলিলেন,—হে বীর! ব্রাহ্মণ্য অতি দুর্ল্লভ, তুমি ব্রাহ্মণ্য লাভের জন্য এতাদৃশ সাহস করিও না; বৃথা কেন ক্লেশ অনুভব করিতেছ? এরূপ করিলে তুমি নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে। তুমি অন্য অভিলষিত

১৯। এবমুক্তো মতঙ্গস্তু সংশিতাত্মা দৃঢ়ব্রতঃ। সহস্রমেকং পাদেন তস্থৌধ্যানামবর্ত্তত ॥ ২০ ॥ তদেব চ পুনর্বাক্যমুবাচ বলবৃত্রহা। চণ্ডালযোনৌ জাতেন নাবাপ্যন্তে কথঞ্চন ॥ ২১ ॥ অন্যং বরং বৃণীষ ত্বং মা বৃথাস্তৎ স্বয়ং শ্রমম্। এবমুক্তো মতঙ্গস্তু ভৃশং শোকপরায়ণঃ ॥ ২২ ॥ অতিষ্ঠত গয়াং গত্বা সোঽঙ্গুষ্ঠেন শতং সমাঃ। সুদুষ্করং বহন্ যোগংপ্রাণায়ামপরায়ণঃ ॥ ২৩ ॥ ত্বগস্থিভূতো ধর্ম্মাত্মা ততাপ পরমং তপঃ। তপস্তং তমভিক্রম্য পরিজগ্রাহ বাসবঃ ॥ ২৪ ॥ বরাণামীশ্বরো দাতা সর্ব্বভূতহিতে রতঃ ॥ ২৫ ॥ শক্র উবাচ। মতঙ্গ ব্রাহ্মণত্বং হি বিরুদ্ধমিহ দৃশ্যতে। ব্রাহ্মণ্যং দুর্ল্লভং তাত হ্যসতাং পাপশীলিনাম্ ॥ ২৬ ॥ ব্রাহ্মণে সর্ব্বভূতানাং যোগক্ষেমঃ সমাহিতঃ। তদ্বৎস্বজ্যেহ দুষ্প্রাপ্যং ব্রাহ্মণ্যমকৃতাত্মভিঃ ॥ ২৭ ॥ অন্যং বরং বৃণীষ ত্বং দুর্লভোঽয়ং হি তে বরঃ ॥ ২৮ ॥ মতঙ্গ উবাচ। কিং মাং তুদসি দুঃখার্ত্তং মৃতং মারয়সে চ মাম্। তং তু শোচামি যো লব্ধা ব্রহ্মণ্যং নানুপালয়েৎ ॥ ২৯ ॥ ব্রাহ্মণ্যং যদি দুষ্প্রাপ্যং ত্রিভির্বর্ণৈঃ শতক্রতো। তপসা চ কথং লব্ধং বিশ্বামিত্রেণ ভূভুজা ॥ ৩০ ॥ বীতহব্যশ্চ রাজর্ষিস্তপসা বিপ্রতাং গতঃ। তস্মাত্তপঃ করিষ্যামি নির্দ্বন্দ্বো নিষ্পরিগ্রহঃ ॥ ৩১ ॥ অহিংসাদমসত্যস্থঃ কথং নার্হামি বিপ্রতাম্। দৈবেন কৃতমেতদ্ধি যদ্যহং মাতৃদোষতঃ ॥ ৩২ ॥ এতামবস্থাং সম্প্রাপ্তো দৈবযোগাৎ পুরন্দর। নূনং দৈবং ন শক্যন্তু পৌরুষেণ নিবর্ত্তিতুম্ ॥ ৩৩ ॥ যদহং যত্নবানেবং ন লভে বিপ্রতাং বিভো। এবং জ্ঞাত্বা তু দেবেশ দাতুমর্হসি মে বরম্ ॥ ৩৪ ॥ যদি তেঽহমনুগ্রাহ্যঃ কিঞ্চিদ্বা সুকৃতং মম। তদুপায়ং হি মে শংস কথং বিপ্রো ভবামি বৈ ॥ ৩৫ ॥ যথা মমাক্ষয়া কীর্ত্তির্ভবেদ্বাপি পুরন্দর। কর্ত্তুমর্হসি তদেব শিরসা ত্বাং প্রসাদয়ে ॥ ৩৬ ॥ ইত্যুক্তো হি মতঙ্গেন বাসবো বলবৃত্রহা। কথয়ামাস সন্তুষ্টো লিঙ্গমাহাত্ম্যমুত্তমম্ ॥ ৩৭ ॥ ইন্দ্র উবাচ। মহাকালবনে

প্রার্থনা কর, ব্রাহ্মণ্য চাহিও না,তাহা দুর্ল্লভ। দেবেন্দ্র এই কথা বলিলে সংশিতাত্মা দৃঢ়ব্রত মতঙ্গ সহস্র বর্ষ কাল যাবৎ একপাদে অবস্থান করিয়া তপস্যা করিতে লাগিল। দেবেন্দ্র তাহাকে পুনরায় বলিলেন,—তুমি চণ্ডালযোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ, কোন প্রকারেই ব্রাহ্মণ্য লাভ করিতে পারিবে না, অন্য বর প্রার্থনা কর; বৃথা কেন শ্রম করিতেছ? দেবেন্দ্র এই কথা বলিলে মতঙ্গ অত্যন্ত শোকাতুর হইয়া গয়াক্ষেত্রে গমনপূর্ব্বক শতবর্ষ যাবৎ অঙ্গুষ্ঠে ভর করত দণ্ডায়মান থাকিয়া যোগ ও প্রাণায়াম অনুষ্ঠান দ্বারা অস্থি-চর্ম্মমাত্রাবশিষ্ট-শরীরে মহৎ তপ করিতে লাগিল। সে এইরূপে তপ করিতে থাকিলে সর্ব্বভূতহিতৈষী বরদাতা দেবেন্দ্র ধাবিত হইয়া তাহাকে গ্রহণ করিলেন এবং বলিলেন,—হে মতঙ্গ! ব্রাহ্মণত্ব তোমার পক্ষে বিরুদ্ধ দেখিতেছি। হে তাত! পাপকারী অসৎ ব্যক্তিগণের পক্ষে ব্রাহ্মণত্ব দুষ্প্রাপ্য। ব্রাহ্মণে সর্ব্বভূতের যোগক্ষেম নিহিত রহিয়াছে; অতএব তুমি দুষ্প্রাপ্য ব্রাহ্মণত্ব পরিত্যাগ করিয়া অন্য বর প্রার্থনা কর; ব্রাহ্মণ্য দুর্ল্লভ। মতঙ্গ বলিল,—হে শক্র! কি জন্য আপনি এই দুঃখার্ত্ত ব্যক্তিকে পীড়া দিতেছেন; মৃতকে মারিয়া আপনার কি ফল হইবে? আমি তাহাদের জন্য শোক করিতেছি—যাহারা ব্রাহ্মণ্য লাভ করিয়া তাহা পালন না করে। হে শতক্রতো! ব্রাহ্মণত্ব যদি তিন বর্ণেরই দুর্ল্লভ হয়, তাহা হইলে রাজা বিশ্বামিত্র কিরূপে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন ?১২—৩০। দেখুন,—বীতহব্য রাজর্ষি তপঃপ্রভাবে ব্রাহ্মণ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অতএব আমি নির্দ্বন্দ্ব ও নিষ্পরিগ্রহ হইয়া তপস্যা করিব কেন আমি অহিংসা-দম-সত্যস্থ হইয়া ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে পারিব না! দৈববশতঃ নাহয় এইরূপ ঘটনাই ঘটিয়াছে! যদিও আমি মাতৃদোষে এইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছি,—হে পুরন্দর! তা বলিয়া কি আমি পৌরুষ দ্বারা দৈবকে নিবর্ত্তিত করিতে পারিব না? দেখুন, আমি এইরূপ যত্ন করিতেছি, কিন্তু ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে পারিতেছি না, ইহা আপনি ভাল করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখুন; দেখিয়া আমায় বর দান করিবেন। যদি আমি আপনার অনুগ্রহের পাত্র হই—কিছুমাত্রও যদি আমার সুকৃত থাকে, তাহা হইলে আপনি আমার উপায় বলিয়া দিন—যাহাতে আমি ব্রাহ্মণ হইতে পারি। হে পুরন্দর! যাহাতে আমার অক্ষয় কীর্ত্তি হয়, আপনি তাহা করুন; আপনাকে আমি মস্তক দ্বারা প্রণাম করিতেছি। মাতঙ্গের এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া বাসব তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া লিঙ্গ-মাহাত্ম্য বলিতে লাগিলেন। ইন্দ্র কহিলেন,—পূর্ব্বে ব্রহ্মা মহাকালবনে

লিঙ্গং স্থাপিতং ব্রহ্মণা পুরা। দিব্যমূর্ত্তিধরং দিব্যং শ্রীসিদ্ধেশ্বরপূর্ব্বতঃ॥ ৩৮॥ তস্য দর্শনমাত্রেণ বিপ্রত্বং সমবাপ্স্যসি। বাসবস্য চ বাক্যেন মতঙ্গো গতবাংস্তদা॥ ৩৯॥ মহাকালবনং রম্যং সিদ্ধক্ষেত্রমথাপরম্। দদর্শ তত্র তাল্লিঙ্গমশেষফলদায়কম্॥ ৪০॥ দৃষ্ট্বা সম্পূজয়ামাস পুষ্পৈর্নানাবিধৈস্তথা। পূজিতঃ প্রত্যুবাচেদং মতঙ্গং দেবসত্তমঃ॥ ৪১॥ অহো মহান্ সভাগ্যোঽসি যত্ত্বয়া তোষিতোঽস্ম্যহম্। মত্তঃ সর্ব্বং সমুদ্ভূতং ব্রহ্মাণ্ডং ভূর্ভুবাদিকম্॥ ৪২॥ বরদোঽস্মি বরাহাণাং শাপদোঽস্মি দুরাত্মনাম্। ব্রাহ্মণ্যং মৎপ্রসাদাচ্চ অক্ষয়ং তে ভবিষ্যতি॥ ৪৩॥ ততোঽসৌ বিপ্রতাং যাতো মতঙ্গো লিঙ্গদর্শনাৎ। পুনঃ পূজাপ্রভাবেণ ব্রহ্মলোকং গতো দ্বিজঃ॥ ৪৪॥ ব্রাহ্মণ্যং দুর্লভং লব্ধং লিঙ্গস্যাস্য প্রভাবতঃ। মতঙ্গেন বরারোহে তস্মাদ্দেবো বিগীয়তে॥ ৪৫॥ মতঙ্গেশ্বরকো লোকে ব্রহ্মলোকপ্রদায়কঃ। বর্ণাশ্রমেষু বিদ্বিষ্টাঃ পাষণ্ডবচনে রতাঃ॥ ৪৬॥ নির্ম্মর্য্যাদা নিরাচারা নিঃশঙ্কাশ্চাতিলোলুপাঃ। নির্ঘৃণাঃ ক্রূরকর্ম্মাণো ধূর্ত্তা কলিযুগে নরাঃ। দর্শনাত্তস্য লিঙ্গস্য তেঽপি যান্তি ত্রিবিষ্টপম্॥ ৪৭॥ যে বিশুদ্ধা মহাভাগা ধ্যানিনো মুক্তিভাগিনঃ। তে পশ্যন্তি কলৌ দেবি মতঙ্গেশ্বরমীশ্বরম্॥ ৪৮॥ ব্রহ্মধ্যানপরা যে চ যজ্ঞদানক্রিয়ারতাঃ। তে পশ্যন্তি কলৌ দেবি মতঙ্গেশ্বরমীশ্বরম্॥ ৪৯॥ যেঽর্চ্চয়ন্তি মহাদেবি মতঙ্গেশ্বরমীশ্বরম্। কৃতপুণ্যা নরা মর্ত্ত্যে তেষাং বাসোঽক্ষয়ো দিবি॥ ৫০॥ এষ তে কথিতো দেবি প্রভাবঃ পাপনাশনঃ। মতঙ্গেশ্বরদেবস্য শৃণু সৌভাগ্যমীশ্বরম্॥ ৫১॥

ইতি শ্রীস্কান্দে মতঙ্গেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ। ৬০।

একষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। একষষ্টিতমং বিদ্ধি সৌভাগ্যেশ্বরমীশ্বরম্। যস্য দর্শনমাত্রেণ সৌভাগ্যমতুলং লভেৎ॥ ১॥ প্রথমে প্রাকৃতে কল্পে রাজাভূদশ্ববাহনঃ। প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে রম্যে ধর্ম্মাত্মা কীর্ত্তিবর্দ্ধনঃ॥ ২॥ অনেকযজ্ঞকৃৎ প্রাজ্ঞঃ সংগ্রামেষ্বপরা-

---

এক লিঙ্গ স্থাপন করিয়াছিলেন, সিদ্ধেশ্বর লিঙ্গের পূর্ব্বদিক্‌ভাগে ঐ দিব্যমূর্ত্তিধর লিঙ্গ বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার দর্শনমাত্র তুমি বিপ্রত্ব লাভ করিবে। মতঙ্গ বাসবের এই কথা শুনিয়া সিদ্ধক্ষেত্র রম্য মহাকালবনে গমনপূর্ব্বক অশেষফলদায়ক ঐ লিঙ্গ দর্শন করিল। দর্শনানন্তর সে বিবিধ পুষ্প দ্বারা ঐ লিঙ্গের পূজা করিল। লিঙ্গ পূজিত হইয়া মাতঙ্গকে বলিলেন—মতঙ্গ! তুমি অতি ভাগ্যবান; কারণ, তুমি আমায় তোষিত করিয়াছ, আমা হইতে এই সমস্ত ভূর্ভবাদি ব্রহ্মাণ্ড সমুদ্ভূত হইয়াছে। আমিই বরার্হদিগকে বর, এবং দুরাত্মাদিগকে শাপ প্রদান করিয়া থাকি। আমার প্রসাদে তুমি অক্ষয় ব্রহ্মণ্য লাভ করিবে। অনন্তর মতঙ্গ লিঙ্গদর্শনপ্রভাবে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া পুনরায় দেবদেবের পূজা করত ব্রহ্মলোকে গমন করিল। হে বরারোহে! মতঙ্গ ঐ লিঙ্গপ্রভাবে দুর্লভ ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিল বলিয়া ঐ দেব, জগতে ব্রহ্মলোক-প্রদায়ক মতঙ্গেশ্বর নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। বর্ণাশ্রম-বিদ্বিষ্ট, পাষণ্ড, নির্ম্মর্য্যাদ, নিরাচার, নিঃশঙ্ক, অতিলোলুপ, নির্ঘৃণ, ক্রূরকর্ম্মা, ও ধূর্ত্তগণও কলিযুগে উক্ত লিঙ্গ দর্শনমাত্রে স্বর্গে গমন করিয়া থাকে। হে দেবি! যাহারা বিশুদ্ধ, মহাভাগ, ধ্যাননিপুণ, ও মুক্তিভাগী হইতে ইচ্ছা করিবে, তাহারাই কলিযুগে মতঙ্গেশ্বর দর্শন করিবে। যাহারা ব্রহ্ম-ধ্যানপর ও যজ্ঞ-দান-রত, তাহারাই কলিযুগে দেব মতঙ্গেশ্বরকে দর্শন করিয়া থাকে। হে দেবি! যাহারা ঈশ্বর মতঙ্গেশ্বরকে দর্শন করে, তাহারা মর্ত্ত্যধামে পুণ্য অর্জ্জন করিয়া থাকে এবং স্বর্গে তাহাদের অক্ষয় নিবাস হয়। হে দেবি! এই আমি তোমার নিকট মতঙ্গেশ্বর দেবের পাপনাশন প্রভাব কীর্ত্তন করিলাম; অতঃপর সৌভাগ্যেশ্বরলিঙ্গ-মাহাত্ম্য শ্রবণ কর। ৩১—৫১।

ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৬০।

একষষ্টিতম অধ্যায়

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি! যাঁহার দর্শনমাত্রে অতুল সৌভাগ্য লাভ হয়, সেই সৌভাগ্যেশ্বর লিঙ্গকে একষষ্টিতম বলিয়া জানিবে। প্রথম প্রাকৃতকল্পে রম্য প্রাগ্‌জ্যোতিসপুরে ধর্ম্মাত্মা কীর্ত্তিবর্দ্ধন অশ্ববাহন নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি অনেক যজ্ঞানুষ্ঠাতা, প্রাজ্ঞ ও সংগ্রামে

জিতঃ। তস্য ভার্য্যা বিশালাক্ষী নাম্না মদনমঞ্জরী ॥ ৩॥ কাশিরাজসুতা সুভ্রূ রূপেণাতীব শোভনা। দক্ষা সুশীলা ধর্ম্মিষ্ঠা গৃহব্যাপারকোবিদা ॥ ৪॥ চতুঃষষ্টিকলাযুক্তা সদা ভর্ত্তৃহিতে রতা। পূর্ণেন্দুবদনা সৌম্যা সদা মধুরভাষিণী ॥ ৫॥ পূর্ব্বকর্ম্মবশাদ্দেবি দুর্ভগা সমজায়ত। সা নেষ্টা তস্য নৃপতের্নেত্রোদ্বেগকরী সদা ॥ ৬॥ শ্রোত্রোদ্বেগকরং বাক্যং তস্য রাজ্ঞঃ করোতি সা। দদাহ লোচনে রাজ্ঞস্তস্যাঃ সন্দর্শনং সদা ॥ ৭॥ মূর্চ্ছাং প্রাপ্নোত্যসহ্যাং স তস্যাঃ স্পর্শেন ভূপতিঃ। কদাচালোকিতো রাজা তয়া প্রেম্ণা বরাননে। দহ্যমানোঽতিতীব্রেণ বহ্নিনা বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৮॥ দ্বাস্থৈতাং দুর্ভগাং ভার্য্যামাদায় বিপিনে বনে। পরিত্যজাশু নৈতত্তে বিচার্য্যং বচনং মম ॥ ৯॥ ততো নৃপস্য বচনমবিচার্য্যমবেক্ষ্য সঃ। দ্বাঃস্থস্তত্যাজ তাং সুভ্রূমারোপ্য স্যন্দনং বনে ॥ ১০॥ সা চ ত্যক্তা বনে শূন্যে রুদতী চ মুহুর্ম্মুহুঃ। সস্মার তং মহীপালং তমমন্যত দৈবতম্ ॥ ১১॥ অথ সা চারুসর্ব্বাঙ্গী তত্রাসক্তাগ্রমানসা। নিশ্বাসপরমা নিন্যে দিনশেষং তথা নিশাম্ ॥ ১২ ॥ নিশ্বসন্ত্যনবদ্যাঙ্গী হাহেতি রুদতী মুহুঃ। মন্দভাগ্যেতি চাত্মানং নিনিন্দ মদিরেক্ষণা ॥ ১৩॥ ন বিহারে ন চাহারে রমণীয়ে ন তদ্বনে। ন কন্দরেষু শৈলানাং সা ববন্ধ তদা রতিম্। ত্যক্তা তেন বরারোহে নিনিন্দ নিজযৌবনম্ ॥ ১৪॥ দুর্ভগাহং ক জাতাত্র দুষ্টদৈববশীকৃতা। কথং প্রাপ্তঃ স মে ভর্ত্তা তাদৃশো নৃপসত্তমঃ ॥ ১৫ ॥ ধন্যোঽয়মতিপুণ্যোঽয়ং যোঽয়ং যৌবনগোচরঃ। অন্যাসামসতীনাঞ্চ রমিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ১৬ ॥ অভীষ্টা কস্যচিৎ কান্তা কান্তঃ কস্যাশ্চিদীপ্সিতঃ। পরস্পরানুরাগাঢ্যং দাম্পত্যমতিদুর্লভম্ ॥ ১৭ ॥ মমায়ং বল্লভো রাজা ন চাহং নৃপবল্লভা। পরস্পরানুরাগো হি ধন্যানামেব জায়তে ॥ ১৮॥ যদ্যদ্য স মহীপালো ন ময়া সঙ্গমেষ্যতি। তৎকামাগ্নিরবশ্যং মাং ক্ষপয়িষ্যতি দুঃসহঃ ॥ ১৯ ॥ রমণীয়মভূদ্যত্তু

অপরাজিত ছিলেন। তাঁহার ভার্য্যার নাম মদনমঞ্জরী। মদনমঞ্জরী বিশালাক্ষী ছিলেন। কাশীরাজ ইঁহার পিতা। ইনি সুভ্রূ, সুন্দরী, দক্ষা, সুশীলা, ধর্ম্মিষ্ঠা, গৃহকর্ম্মনিপুণা, চতুঃষষ্টি-কলাযুক্তা, ভর্ত্তৃ-হিতকারিণী, পূর্ণেন্দুবদনা, সৌম্যা ও সদা মধুরভাষিণী ছিলেন। রাজ্ঞী পূর্ব্বকর্ম্মবশে দুর্ভগা ছিলেন। রাজা তাঁহাকে ভাল বাসিতেন না। তিনি রাজার চক্ষুঃশূল ছিলেন এবং তাঁহার বাক্যও রাজার কর্ণশূল হইয়াছিল। রাণীকে দর্শন করিলে রাজার নেত্র দাহ-যুক্ত হইত। নৃপ রাজ্ঞীর স্পর্শে অসহনীয় মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইতেন। অয়ি বরাননে! একদা রাজ্ঞী প্রেমভরে রাজাকে দর্শন করিলে তিনি যেন অতি তীব্র বাহ্নি দ্বারা দগ্ধ হইলেন এবং বলিলেন,—রে দৌবারিকগণ! শীঘ্র এই দুর্ভাগ্যবতী আমার ভার্য্যাকে লইয়া তোরা অরণ্যে পরিত্যাগ করিয়া আয়; ইহাতে তোদের বিচার্য্য কিছুমাত্র নাই। অনন্তর দৌবারিক নৃপবাক্য অবিলঙ্ঘ্য ভাবিয়া রাজ্ঞীকে রথে আরোহণ করাইয়া লইয়া গিয়া বনে পরিত্যাগ করিল। রাজ্ঞী বনে পরিত্যক্তা হইয়া বারম্বার রোদন করিতে লাগিলেন। তিনি রাজাকে দেবতা জ্ঞানে পুনঃপুন চিন্তা করিতে লাগিলেন। এই ভাবে তিনি ঐ স্থানে স্বীয় আত্মায় মনঃসমাধানপূর্ব্বক কেবল নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে দিনযামিনী অতিবাহিত করিলেন। অনবদ্যাঙ্গী রাজ্ঞী হাহাকার রবে কাঁদিতে কাঁদিতে কেবল দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন এবং বলিতে লাগিলেন,—হায়! আমি কি মন্দভাগ্যা, এই বলিতে বলিতে সেই রাজপত্নী বিহারে, আহারে, রমণীয় বনে, ও শৈলকন্দরে কুত্রাপি শান্তি লাভ করিতে পারিল না। হে বরারোহে! ঐ মদিরেক্ষণা রাজা কর্ত্তৃক বনে পরিত্যক্তা হইয়া নিজ যৌবনের নিন্দা করিতে লাগিলেন আর বলিলেন,—দুষ্ট দৈব আমায় দুর্ভগা করিয়া সৃজন করিয়াছেন, আমি পুনরায় কিরূপে মদীয় ভর্ত্তা নৃপসত্তমকে প্রাপ্ত হইব? তিনি ধন্য ও অতি পুণ্য; তিনি যৌবনপ্রাপ্ত; সুতরাং নিশ্চয়ই অন্য কোন অসতী রমণীর সহিত রমণ করিবেন; ইহাতে আর কোন সংশয় নাই। কোন কোন পুরুষ অভীষ্ট কান্তা লাভ করে, আর কোন কোন রমণী অভীষ্ট কান্ত লাভ করিয়া থাকে; কিন্তু পতি ও পত্নী পরস্পরের অনুরাগাঢ্য দাম্পত্য অতি দুর্লভ। ১—১৭। আমি রাজার প্রতি অনুরাগবতী বটি, কিন্তু রাজার আমার প্রতি অনুরাগ নাই। পতি পত্নী পরস্পরের যে অনুরাগ, তাহা ধন্য ব্যক্তিগণেরই সঙ্ঘটিত হইয়া থাকে। মহীপাল যদি অদ্য আমার সঙ্গ না করেন, তাহা হইলে তাঁহার জন্য আমার যে

পুংস্কোকিলনিনাদিতম্। হীনং হি বল্লভেনৈবং দহতীবাদ্য মে বনম্ ॥ ২০ ॥ ইত্থং সা মদনাবিষ্টা বিলপন্তী পুনঃপুনঃ। দদর্শ তাপসং তত্র ত্রিকালজ্ঞং দৃঢ়ব্রতম্ ॥ ২১ ॥ মেখলাজিনকৌপীনদণ্ডকাষ্ঠোপ-জীবনম্। মহৌজসং মহাভাগং মুমুক্ষুং মুনিপুঙ্গবম্ ॥ ২২ ॥ উদয়াদিত্যসঙ্কাশং বিভাবসুসমদ্যুতিম্। তং দৃষ্ট্বা সহসোত্থায় সা রাজ্ঞী দুর্ম্মনা সতী ॥ ২৩ ॥ বিনয়েনোপসঙ্গম্য প্রণিপত্যাভিবাদ্য চ। বিয়োগ-কারণং রাজ্ঞঃ পপ্রচ্ছ প্রণতা সতী ॥ ২৪ ॥ ভগবন্ কাশিরাজস্য সুতাহমতিবল্লভা। ভগিনী শত্রুসেনস্য মাতুশ্চাতীব বল্লভা ॥ ২৫ ॥ অশ্ববাহনসংজ্ঞেন নৃপেণোঢ়া মহামুনে। ধর্ম্মতো ধর্ম্মকল্পেন প্রজাপতি-সমেন তু ॥ ২৬ ॥ সা কিমর্থং ন চাভীষ্টা জাতাহং তস্য ভূপতেঃ। স চাতীব মমাভীষ্টো নৃপতিঃ সর্ব্বদা বিভো ॥ ২৭ ॥ দুর্ভগাহং কথং জাতা কর্ম্মণা কেন তাপস। কথং ভবতি বশ্যো মে ভর্ত্তা নৃপতিসত্তমঃ। সৌভাগ্যং চ কথং মে স্যাদিতি সত্যং চ কথ্যতাম্ ॥ ২৮ ॥ তস্যাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা স মুনিঃ সংশিতব্রতঃ। জ্ঞানেন কথয়ামাস তস্যা দৌর্ভাগ্যকারণম্ ॥ ২৯ ॥ পাণিগ্রহণকালে ত্বং গ্রহৈঃ পাপৈর্বিলোকিতা। ভর্ত্তা তে নৃপতিঃ পুত্রি গ্রহৈঃ সৌম্যৈর্বিলোকিতঃ ॥ ৩০ ॥ তেন তে বল্লভো রাজা ন ত্বং ভূপস্য বল্লভা। ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা সা রাজ্ঞী দীনমানসা। পপ্রচ্ছ বিনয়োপেতা ভক্তিনম্রাত্মকন্ধরা ॥ ৩১ ॥ ভগবন্ কেন দানেন স্নানেন নিয়মেন চ। কর্ম্মণা কেন সৌভাগ্যং পরমং হি কথং ভবেৎ ॥ ৩২ ॥ ইতি তস্যা বচঃ শ্রুত্বা স মুনিঃ সংশিতব্রতঃ। কথয়ামাস মাহাত্ম্যং সৌভাগ্যং যেন লভ্যতে ॥ ৩৩ ॥ মহাকালবনে পুত্রি লিঙ্গং সৌভাগ্যদায়কম্। মতঙ্গেশ্বরপার্শ্বে তু বিদ্যতেঽভীষ্টদায়কম্। তস্য দর্শনমাত্রেণ সৌভাগ্যং সমবাপ্স্যসি ॥ ৩৪ ॥ ইন্দ্রাণ্যারাধিতং লিঙ্গং পুরা সৌভাগ্যকারণাৎ। সৌভাগ্যং পরমং লব্ধং নষ্টঃ শক্রোঽপি লব্ধবান্। তস্মাদ্ গচ্ছ মমাদেশান্মহাকালবনং শুভম্ ॥ ৩৫ ॥ সৌভাগ্যং

দুঃসহ কামাগ্নি, তাহা আমাকে নিশ্চয়ই দগ্ধ করিবে। যেখানে পুংস্কোকিলকূজন অতি রমণীয়, বলিয়া মনে হয়, সেই বল্লভহীন বন অদ্য আমায় দাহ করিবে। হে দেবি! সেই রাজ্ঞী মদনাবিষ্টা হইয়া এইরূপে বিলাপ করিতে লাগিলেন। তিনি বিলাপ করিতে করিতে ঐ স্থানে এক ত্রিকালজ্ঞ দৃঢ়ব্রত মুনিকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহার কটিদেশে মেখলা, পরিধানে কৌপীন, এবং স্কন্ধে অজিন; হস্তে তাঁহার দণ্ডকাষ্ঠ বিরাজিত! তিনি মহৌজা, মহাভাগ, মুমুক্ষু মুনিমধ্যে শ্রেষ্ঠ, উদয়াদিত্যসঙ্কাশ, ও বিভাবসুসমদ্যুতি। রাজ্ঞী তাঁহাকে দর্শন করিয়া সহসা গাত্রোত্থানপূর্ব্বক বিনীতভাবে তাঁহার নিকট গমন করত প্রণামান্তে স্বীয় বিয়োগ-কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে ভগবন্! আমি কাশিরাজের অতি বল্লভা সুতা, ও শত্রুসেনের ভগিনী। আমি মাতার অতি প্রিয়তমা কন্যা ছিলাম। রাজা অশ্ববাহন আমার পরিণেতা! তিনি ধর্ম্মে সাক্ষাৎ ধর্ম্ম ও প্রজাপতি তুল্য; কিন্তু কিজন্য আমি তাঁহার অনুরাগভাগিনী হইলাম না? হে বিভো! তিনিত আমার একান্ত অভীষ্ট! হে তাপস! কিজন্য আমি দুর্ভগা হইলাম, নৃপতিসত্তম ভর্ত্তা আমার কিরূপে বশীভূত হইবেন? এবং কিরূপেই বা আমি সুভগা হইব? এই সকল আপনি সত্য করিয়া বলুন। রাজ্ঞীর তাদৃশ বচন শ্রবণ করিয়া সংশিতব্রত মুনি জ্ঞান দ্বারা রাজ্ঞীর দুর্ভগা হইবার এইরূপ কারণ নির্দ্দেশ করিলেন যে, অয়ি পুত্রি! পাণিগ্রহণসময়ে তোমার প্রতি পাপগ্রহগণের আর তোমার ভর্ত্তার প্রতি সৌম্য গ্রহগণের দৃষ্টি পতিত হইয়াছিল। এই জন্যই রাজা তোমার বল্লভ; কিন্তু তুমি তাঁহার নও। রাজ্ঞী তাঁহার উক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া দীনমানসে বিনীতভাবে অবনতমস্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে ভগবন্! কোন্ দান, কোন তীর্থস্নান, কোন্ নিয়ম, কোন কর্ম্ম এবং কোন্ সৌভাগ্য দ্বারাই বা আমার শ্রেয়োলাভ হইবে? আপনি তাহা বলিয়া দিন। সংশিতব্রত মুনি রাজ্ঞীর এতা-দৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া যদ্দ্বারা তাঁহার পতি লাভ হইবে, সেইরূপ মাহাত্ম্য ও সৌভাগ্য বলিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন,—অয়ি পুত্রি! মহা-কালবনে মতঙ্গেশ্বর লিঙ্গপার্শ্বে সৌভাগ্য ও অভীষ্ট-দায়ক এক লিঙ্গ আছেন, তাঁহার দর্শন মাত্রে তুমি সৌভাগ্য লাভ করিবে। ১৮—৩৪। পূর্ব্বে ইন্দ্রাণী সৌভাগ্যলাভের জন্য ঐ লিঙ্গের আরাধনা করিয়া ছিলেন। আরাধনা করিয়া তিনি পরম সৌভাগ্য এবং নষ্ট পতিকে বল্লভরূপে লাভ করিয়াছিলেন। অতএব তুমি শুভ মহাকাল

ভবিতা তত্র কান্তেন সহ দর্শনম্। পুত্রো ভবিষ্যতি শুভে তস্য লিঙ্গস্য দর্শনাৎ ॥ ৩৬ ॥ ইত্যুক্তা সা তদা তেন তাপসেন বরাননে। বিদ্যতে যত্র তল্লিঙ্গং মহাকালবনং গতা ॥ ৩৭ ॥ দদর্শ প্রণয়োপেতা লিঙ্গং সৌভাগ্যদায়কম্। দর্শনাত্তস্য লিঙ্গস্য রাজা সস্মার তাং প্রিয়াম্ ॥ ৩৮ ॥ পপ্রচ্ছ জমদগ্নিস্তু ক্ব গতা মে প্রিয়া বিভো। ভক্ষিতা বিপিনে বিপ্র সিংহব্যাঘ্রনিশাচরৈঃ ॥ ৩৯ ॥ ময়া ত্যক্তা নৃশংসেন অহং,, তস্যাশ্চ বল্লভঃ। এবং ব্রুবাণো নৃপতিঃ প্রত্যুক্তো জমদগ্নিনা ॥ ৪০ ॥ ন ভক্ষিতা সা ভূপাল সিংহব্যাঘ্রনিশাচরৈঃ। সা চাবিপ্লুতচারিত্রা ত্বদ্ভক্তা চ পতিব্রতা ॥ ৪১ ॥ মহাকালবনং রাজন্ গতা সৌভাগ্যকাম্যয়া। ভার্য্যা রক্ষ্যা মহীপাল ইতি সা শ্রুতিরুত্তমা ॥ ৪২ ॥ ভার্য্যায়াং রক্ষ্যমাণায়াং প্রজা ভবতি রক্ষিতা। আত্মা হি জায়তে তস্যাং সা রক্ষ্যাতো নরেশ্বর ॥ ৪৩ ॥ ধর্ম্মহানিশ্চানুদিনমভার্য্যস্য ভবেন্নৃপ। নিত্য-ক্রিয়ায়া বিভ্রংশঃ স চাপি পতনায় বৈ ॥ ৪৪ ॥ পত্ন্যানুকূলয়া ভাব্যং যথাশীলেঽপি ভর্ত্তরি। দুঃশীলা দুর্ভগা ভার্য্যা পোষণীয়া নরেশ্বর ॥ ৪৫ ॥ ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা সমায়াতো নরেশ্বরঃ। মহা-কালবনে রম্যে দদর্শ স্বাং প্রিয়াং তদা ॥ ৪৬ ॥ সৌভাগ্যালঙ্কৃতাং শুভ্রাং পূজয়ন্তীং মহেশ্বরম্। দৃষ্ট্বা স্নেহেন চালিঙ্গ্য প্রত্যুবাচ স তাং প্রিয়াম্ ॥ ৪৭ ॥ বিরহেণ ত্বদীয়েন সন্তপ্তোঽহং বরাননে। অদ্য মে সফলং চক্ষুর্জীবিতঞ্চ সুজীবিতম্ ॥ ৪৮ ॥ যত্ত্বাং পশ্যামি সুভগে কৃতার্থোঽহং কৃতস্ত্বয়া। এবং দৃষ্টাতিহর্ষেণ সা দদর্শ তদা পতিম্। উবাচ চ প্রসীদেতি ভূয়ো ভূয়ো মুদান্বিতা ॥৪৯॥ ততঃ স রাজা রভসাৎ পরিষজ্যাহ ভামিনীম্। প্রিয়ে প্রসন্ন এবাহং ভূয়ো ভূয়ো ব্রবীমি কিম্ ॥ ৫০ ॥ ততঃ সমাগমো জাতো জাতঃ পুত্রোঽতিধার্ম্মিক। তস্য লিঙ্গস্য মাহাত্ম্যাদ্দত্তো নাম স গীয়তে ॥ ৫১ ॥ সৌভাগ্যমতুলং লব্ধং তয়া দেব্যা হিমাত্মজে। সৌভাগ্যেশ্বরসংজ্ঞস্তু ততঃ প্রভৃতি ভূতলে।

বনে গমন কর। ঐ স্থানে গমন করিলে সৌভাগ্য এবং স্বীয় কান্তের দর্শন লাভ করিবে। অয়ি পুত্রি! ঐ লিঙ্গ দর্শন করিলে তোমার পুত্র হইবে। অয়ি বরাননে! মুনিবাক্য শ্রবণান্তে রাজ্ঞী —যেখানে সেই লিঙ্গ বিরাজ করিতেছেন, সেই মহাকাল বনে গমন করিলেন এবং ভর্তৃপ্রণয়-কাঙ্ক্ষিণী হইয়া সৌভাগ্যদায়ক লিঙ্গ দর্শন করিলেন। দর্শন করিবামাত্র রাজা তাঁহাকে স্মরণ করিলেন। তিনি প্রিয়াবিয়োগে উৎকণ্ঠিত হইয়া জমদগ্নিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে বিভো! আমার প্রিয়া কোথায় গিয়াছেন? হে বিপ্র! বোধ হয়,—আমার প্রিয়তমাকে সিংহ, ব্যাঘ্র বা নিশাচরে ভক্ষণ করিয়াছে। আমি অতি নৃশংস, তাই বল্লভ হইয়াও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছি! নৃপতি এইরূপ দুঃখ প্রকাশ করিতে থাকিলে জমদগ্নি তাঁহাকে বলিলেন,—হে ভূপাল! তাঁহাকে সিংহ, ব্যাঘ্র ও নিশাচরে ভক্ষণ করে নাই, তিনি পবিত্র-চরিত্রা, ত্বদ্ভক্তা, ও পতিব্রতা; তিনি সৌভাগ্য আকাঙ্ক্ষায় মহাকালবনে গমন করিয়াছেন। হে মহীপাল! "ভার্য্যা সর্ব্বদাই রক্ষণীয়া" এইরূপ শ্রুতি আছে, ভার্য্যা রক্ষিতা হইলেই প্রজাও রক্ষিত হয়। হে নরেশ্বর! আত্মাই ভার্য্যাতে জন্ম গ্রহণ করে, অতএব আপনি তাঁহাকে রক্ষা করুন। ভার্য্যাহীন ব্যক্তির দিন দিন ধর্ম্মক্ষয় হয় এবং নিত্য ক্রিয়া লোপ পাইয়া থাকে। এই সকল পতনের কারণ। ভর্ত্তা যেরূপ স্বভাব-সম্পন্ন হউক না কেন, পত্নী কিন্তু ভর্ত্তার প্রতি অনুকূল হইয়া থাকে। অতএব দুঃশীলা ও দুর্ভগা ভার্য্যাও পোষণ করা কর্ত্তব্য।৩৫—৪৫। রাজা মুনিবরের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাকালবনে আগমনপূর্ব্বক সৌভাগ্যালঙ্কৃতা শুভ্র প্রিয়াকে মহেশ্বরের পূজা করিতে দেখিলেন। প্রিয়াকে তথাবিধ অবলোকন করিয়া রাজা সস্নেহে আলিঙ্গনপূর্ব্বক বলিলেন,—অয়ি বরাননে! আমি তোমার বিরহে সন্তপ্ত হইয়াছি, অদ্য আমার চক্ষুর জন্ম সফল হইল এবং আমারও জীবন সার্থক বলিয়া মনে করিলাম; কারণ আমি তোমাকে দেখিতে পাইয়াছি; তুমি আমাকে কৃতার্থ করিলে। রাজ্ঞী প্রিয়কর্ত্তৃক সস্নেহে দৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে দর্শন করিলেন এবং হর্ষ সহকারে পুনঃপুন বলি-লেন,—হে স্বামিন্! আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। অনন্তর রাজা নির্দ্দয় নিপীড়ন করত বলিলেন,—প্রিয়ে! আমি প্রসন্নই ত আছি, বার বার আর বলিব কত? অনন্তর উভয়ের সমাগম হইল, তাহার ফলে অতি ধার্ম্মিক পুত্র জন্ম গ্রহণ করিল। লিঙ্গ-মাহাত্ম্যে ঐ পুত্র দত্ত নামে গীত হইয়া অতুল সৌভাগ্য লাভ করিল। হে দেবি! তদবধি ঐ

৫২। যে পশ্যন্তি বিশালাক্ষি সৌভাগ্যেশ্বরমীশ্বরম্। তেষাং কুলে ন দৌর্ভাগ্যং জায়তে পর্ব্বতাত্মজে ॥৫৩॥ ভবিষ্যতি ন দারিদ্র্যং বিয়োগো ন চ বন্ধুভিঃ। পুত্রমিত্রকলত্রাণাং লিঙ্গস্য চ সমর্চ্চনাৎ ॥৫৪॥ নোপসর্গভয়ং তেষাং যে পশ্যন্তি বরাননে। সৌভাগ্যেশ্বরসংজ্ঞং তু ন গ্রহাদিভয়ং ভবেৎ ॥ ৫৫ ॥ সর্ব্ববাধাবিনির্ম্মুক্তো ধনধান্যসমন্বিতঃ। মনুষ্যো জায়তে দেবি সৌভাগ্যেশ্বরদর্শনাৎ। সম্পূজ্যঃ সর্ব্বলোকেষু সৌভাগ্যৈকনিধির্ভবেৎ ॥ ৫৬ ॥ জায়তে ভূপতির্লোকে সার্ব্বভৌমো বরাননে। নাপুত্রা নাধনা নারী ন দীনা ন চ দুঃখিতা। জায়তে দুর্ভগা নৈব সৌভাগ্যেশ্বরদর্শনাৎ ॥ ৫৭ ॥ ন বৈধব্যং ন চ ব্যাধির্নাকালমরণং প্রিয়ে। ন পুত্রভর্তৃজং দুঃখং জায়তে লিঙ্গদর্শনাৎ ॥ ৫৮ ॥ যথা লক্ষ্মীর্হরের্নিত্যং সাবিত্রী ব্রহ্মণঃ স্মৃতা। রোহিণী বল্লভা চেন্দোঃ শচী শক্রস্য বল্লভা। তথা সা জায়তে নারী সৌভাগ্যেশ্বরদর্শনাৎ ॥ ৫৯ ॥ এষ তে কথিতো দেবি প্রভাবঃ পাপনাশনঃ। সৌভাগ্যেশ্বরদেবস্য শৃণু রূপেশ্বরং প্রিয়ে। ৬০ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে লিঙ্গমাহাত্ম্যে সৌভাগ্যেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈকষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬১ ॥

দ্বিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। দ্বিষষ্টিকং বিজানীহি দেবং রূপেশ্বরং প্রিয়ে। যস্য দর্শনমাত্রেণ রূপবান্ জায়তে নরঃ। ১ ॥ পাদ্মকল্পে মহাদেবি পদ্মো নাম মহীপতিঃ। পদ্মগর্ভসমুদ্ভূতো বহুবাতিপরাক্রমী। পৃথিব্যাশ্চতুরন্তায়া জাতো ধর্ম্মরতো বলী ॥ ২ ॥ স কদাচিন্মহাবাহুঃ প্রভূতবলবাহনঃ। বনং জগাম গহনং হয়নাগশতৈর্বৃতঃ ॥ ৩ ॥ বিল্বার্কখদিরাকীর্ণং কপিত্থধবসঙ্কুলম্। মৃগসিংহৈর্বৃতং ঘোরৈরন্যৈশ্চাপি বনেচরৈঃ ॥ ৪ ॥ তত্র বন্যসহস্রাণি হত্বা সবলবাহনঃ। রাজা মৃগপ্রসঙ্গেন বনমন্যদ্বিবেশ সঃ ॥৫॥ এক এবোত্তমবলঃ ক্ষুৎপিপাসাসমন্বিতঃ। স বনস্থান্তমাসাদ্য মহদারণ্যমাসদৎ ॥ ৬ ॥ তচ্চাপ্যতীত্য নৃপতির্দদর্শাশ্রমমুত্তমম্। মনঃপ্রহ্লাদজননং

লিঙ্গ ভূতলে সৌভাগ্যেশ্বর নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিলেন। হে বিশালাক্ষি! যাহারা সৌভাগ্যেশ্বর দেবকে দর্শন করে, তাহাদের কুলে কদাচ দৌর্ভাগ্য জন্মে না। অপিচ কদাপি তাহাদের দারিদ্র্য ও পুত্র, পৌত্র, কলত্র প্রভৃতি বন্ধুবিয়োগ সঙ্ঘটিত হয় না। যাহারা ঐ লিঙ্গ দর্শন করে, তাহাদের কোন উপসর্গভয় বা গ্রহাদিভয় থাকে না। হে দেবি! সৌভাগ্যেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করিলে মনুষ্য সর্ব্ব বাধা-বিনির্ম্মুক্ত হইয়া ধন-ধান্য-সমন্বিত, সর্ব্বলোক-পূজ্য, সুভগ ও সার্ব্বভৌম ভূপতি হইয়া থাকে। যে নারী সৌভাগ্যেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করে, সে অপুত্রা, অধনা, দীনা, দুঃখিতা ও দুর্ভগা হয় না। আপচ কদাচ তাহার বৈধব্য, ব্যাধি, অকালমরণ ও পুত্রভর্তৃজ দুঃখ জন্মে না। সে হরির লক্ষ্মীর ন্যায়, ব্রহ্মার সাবিত্রীর ন্যায়, চন্দ্রের রোহিণীর ন্যায় এবং শক্রের শচীর ন্যায় পতি-বল্লভা হইয়া থাকে। হে দেবি! এই আমি তোমার নিকট সৌভাগ্যেশ্বর দেবের পাপনাশন প্রভাব কীর্ত্তন করিলাম, অতঃপর রূপেশ্বর দেবের মাহাত্ম্য শ্রবণ কর ।৪৬—৬০।

একষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৬১।

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি! যাঁহার দর্শন মাত্র মানব রূপবান্ হয়, সেই রূপেশ্বর লিঙ্গকে দ্বিষষ্টিতম বলিয়া জানিবে। হে মহাদেবি। পাদ্মকল্পে পদ্ম নামে একমহীপতি ছিলেন। ভগবান্ পদ্মগর্ভ হইতে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি অত্যন্ত পরাক্রমী ছিলেন। তিনি চতুর্দ্দিগন্তা পৃথিবীর একমাত্র বলীয়ান্ ধর্ম্মরত রাজা হইয়াছিলেন। একদা ঐ মহাবাহু নাগ, হয় প্রভৃতি প্রভূত বলবাহন সমভিব্যাহারে গহন বনে গমন করেন। ঐ বন—বিল্ব, অর্ক, খদির, কপিত্থ, ধবল প্রভৃতি বৃক্ষরাজিতে পরিপূর্ণ; ভয়ানক সিংহ, ব্যাঘ্র, মৃগ প্রভৃতি হিংস্র জন্তুগণ সর্ব্বদা ঐ বনে বিচরণ করিতেছে। রাজা এই ঘোর অরণ্যে সবলবাহনে সহস্র সহস্র বন্য জন্তু নিহত করিয়া মৃগয়াপ্রসঙ্গে অন্য এক বনে গিয়া প্রবেশ করিলেন। তিনি কতিপয় উত্তম বল সঙ্গে লইয়া বনমধ্যভাগে এক মহৎ অরণ্য প্রাপ্ত হইয়া ক্ষুধা ও পিপাসায় অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। ক্রমশঃ তিনি ঐ বন উত্তীর্ণ হইয়া এক অত্যুত্তম আশ্রম দর্শন করিলেন। ঐ আশ্রম দেখিলেই মনে আনন্দ উদিত

দৃষ্টিকান্তমতীব চ ॥ ৭ ॥ পুষ্পিতৈঃ পাদপৈঃ কীর্ণমতীব সুখশাদ্বলম্ । ততোঽগচ্ছন্মহাবাহুরেকোঽমাত্যান্ বিসৃজ্য তান্ ॥ ৮ ॥ নাপশ্যদাশ্রমে তস্মিংস্তমৃষিং সংশিতব্রতম্ । উবাচ ক ইহেত্যুচ্চৈর্বনং সন্নাদয়ন্নিব ॥ ৯ ॥ শ্রুত্বাথ তং তথা শব্দং কন্যা শ্রীরিব রূপিণী । নিশ্চক্রামাশ্রমাত্তস্মাত্তাপসাকারধারিণী ॥ ১০ ॥ সা তং দৃষ্ট্বৈব রাজানং পদ্মগর্ভসমুদ্ভবম্ । আসনেনার্চ্চয়িত্বা চ পপ্রচ্ছ নাম তং তদা ॥ ১১ ॥ উবাচ স্ময়মানাথ কিং কার্য্যং ক্রিয়তামিতি । তামব্রবীত্ততো রাজা কন্যাং মধুরভাষিণীম্ ॥ ১২ ॥ দৃষ্ট্বা চৈবানবদ্যাঙ্গীং যথাবৎপ্রতিপূজিতঃ । আগতোঽহং মহাভাগে মুনিশ্রেষ্ঠমুপাসিতুম্ ক গতো ভগবান্ ভদ্রে তন্মমাচক্ষ শোভনে । এবমুক্তা তু সা কন্যা তেন রাজ্ঞা তদাশ্রমে । হসন্তী প্রত্যুবাচেদং বাক্যং সমধুরাক্ষরম্ ॥ ১৪ ॥ কণ্বাহং পৃথিবীপাল কৌমারব্রহ্মচারিণঃ । তপস্বিনো ধৃতিমতো ধর্ম্মজ্ঞস্য মনস্বিনঃ ॥ [১৫ ॥ সুতা কণ্বস্য মামেবং বিদ্ধি ত্বং মনুজাধিপ । কণ্বং হি পিতরং মন্যে পিতরং স্বমজানতী ॥ ১৬ ॥ তস্যাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা নৃপেণোক্তং বরাননে । সুব্যক্তং রাজপুত্রী ত্বং যথা কল্যাণি ভাষসে ॥ ১৭ ॥ ভার্য্যা মে ভব সুশ্রোণি ব্রূহি কিং করবাণি তে । সুবর্ণরত্নবাসাংসি কুণ্ডলে পরিহারকে ॥ ১৮ ॥ আহরামি তবাদ্যাহং ভার্য্যা মে ভব শোভনে । গন্ধর্ব্বেণ চ মাং ভীরু বিবাহেনৈব সুন্দরি । বিবাহানাঞ্চ রম্ভোরু গান্ধর্ব্বঃ শ্রেষ্ঠ উচ্যতে ॥ ১৯ ॥ নৃপস্য বচনং শ্রুত্বা কন্যা বচনমব্রবীৎ । মুহূর্ত্তং সম্প্রতীক্ষস্ব স মাং তুভ্যং প্রদাস্যতি ॥ ২০ ॥ রাজোবাচ । ইচ্ছামি ত্বাং বরারোহে ভজমানামনিন্দিতে । তদর্থং মাং স্থিতং বিদ্ধি ত্বয়া মেঽপহৃতং মনঃ ॥ ২১ ॥ আত্মনো বন্ধুরাত্মৈব গতিরাত্মৈব চাত্মনঃ । আত্মনৈবাত্মনো দানং কর্ত্তুমর্হসি ধর্ম্মতঃ ২২ ॥ কন্যোবাচ । যদি ধর্ম্মপথস্ত্বেষ যদি চাত্মা প্রভুর্ম্মম । সত্যং মে প্রতিজানীহি দত্তমাত্মানমদ্য তে ॥ ২৩ ॥ ইতি তস্যা বচঃ শ্রুত্বা পরিণীতা নৃপেণ হি । গান্ধর্ব্বেণ বিধানেন কামাসক্তেন পার্ব্বতি ॥ ২৪ ॥ কামিতা সা নৃপেণৈব ততো গন্তুং সমুদ্যতা ।

হয়, এবং উহা নয়নানন্দ-জনক । ঐ বনের সকল স্থানে পুষ্পিত পাদপ, ও সুখশাদ্বল । নৃপতি সমভিব্যাহারী অমাত্যবর্গকে বিসর্জ্জন দিয়া একাকী ঐ আশ্রমপদে প্রবেশ করিলেন । আশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়া তিনি সংশিতব্রত ঋষিকে দেখিতে পাইলেন না । এই সময় তিনি বনভূমি নিনাদিত করত উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন,—এখানে কে আছেন ? নৃপতির এই গম্ভীর নাদ শ্রবণ করিয়া মূর্ত্তিমতী কান্তির ন্যায় এক তাপসীরূপধারিণী মুনিকন্যা আশ্রমমধ্য হইতে নিষ্ক্রান্তা হইলেন । তিনি বাহিরে আসিয়া পদ্মগর্ভসমুদ্ভব রাজাকে দর্শনান্তে আসনাদি দ্বারা তাঁহার যথাবিধি সৎকার করত স্মিতপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন,—আপনার কি কার্য্য করিব ? রাজা যথাবিধি পূজিত হইয়া ঐ অনিন্দিতাঙ্গী মধুরভাষিণী কন্যাকে দর্শনপূর্ব্বক বলিলেন,—অয়ি মহাভাগে ! আমি মুনিবরের উপসনা করিতে আসিয়াছি, তিনি কোথায় গিয়াছেন ? তাহা তুমি আমাকে বল ! রাজা এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে মুনিকন্যা হাসিতে হাসিতে মধুরাক্ষরে বলিলেন,—হে মহীপাল ! জানিবেন, আমি কৌমার ব্রহ্মচারী, তপস্বী, ধৃতিমান্ ধর্ম্মজ্ঞ মনস্বী ভগবান্ কণ্বমুনির কন্যা ; আমার পিতা কে, তাহা আমি জানি না, কণ্বকেই পিতা বলিয়া জানি । মুনিকন্যার এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া নৃপ বলিলেন,—অয়ি কল্যাণি ! তোমার মধুরালাপে আমার মনে হইতেছে, তুমি নিশ্চয়ই রাজকন্যা । তুমি আমার ভার্য্যা হও, তোমার কি উপকার করিব বল ? অয়ি শোভনে সুবর্ণ, রত্ন, বাস, কুণ্ডল, এ সমস্ত অদ্য আমি তোমাকে আহরণ করিয়া দিতেছি, অয়ি শোভনে ! অয়ি সুন্দরি ! গান্ধর্ব্ব বিধানে বিবাহ করিয়া তুমি আমার ভার্য্যা হও । হে রম্ভোরু ! বিবাহ সকলের মধ্যে গান্ধর্ব্ব বিবাহই উৎকৃষ্ট । ১—১৯ । নৃপের এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া মুনিকন্যা বলিলেন,—হে নৃপ ! মুহূর্ত্তকাল অপেক্ষা করুন, পিতা আসিয়া আপনাকে আমায় সম্প্রদান করিবেন । রাজা বলিলেন,—হে অনিন্দিতে ! আমার ইচ্ছা হইতেছে,—তুমি আমাকে ভজনা কর, আমি তোমার নিমিত্ত এখানে অবস্থিত জানিবে । তুমি আমার মন হরণ করিয়াছ । দেখ, আত্মাই আত্মার বন্ধু, আত্মাই আত্মার গতি ; অতএব তুমি ধর্ম্মানুসারে আপনা আপনিই আপনাকে দান কর । কন্যা বলিল,—ইহা যদি ধর্ম্মপথ হয়, যদি আত্মা আমার প্রভু হন, তাহা হইলে আপনি নিশ্চয়ই জানিবেন যে, আমি আপনাকে আত্মপ্রদান করিয়াছি । হে পার্ব্বতি ! কামাসক্ত রাজা মুনিকন্যার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া গান্ধর্ব্ব বিধানে তাহাকে বিবাহ করিলেন । কন্যা নৃপের প্রতি জাতকামা হইয়া তাঁহার

এতস্মিন্নন্তরে দেবি কণ্বশ্চাশ্রমমভ্যগাৎ। ২৫। সা কন্যা পিতরং দৃষ্ট্বা হ্রিয়া নোপজগাম তম্। বিজ্ঞায়াথ চ তাং বিপ্রো দিব্যজ্ঞানো মহাতপাঃ। উবাচ পরমং ক্রুদ্ধস্তাং কন্যাং কামমোহিতাম্। ত্বয়াপি দুষ্টে রহসি মামবজ্ঞায় যৎকৃতঃ। ২৭। স্বয়ং স্বয়ম্বরো মোহাত্তস্মাৎ কৃষ্ণা ভবিষ্যসি। কুৎসিতা নির্ঘৃণা দীনা নির্লজ্জা রূপবর্জ্জিতা। ২৮। অয়ং তে নৃপতির্ভর্ত্তা দুষ্টরূপী ভবিষ্যতি। ২৯। ইত্যুক্তা তৎক্ষণাজ্জাতা সা কন্যা রূপবর্জ্জিতা। কুরূপো নৃপতির্জ্জাতঃ শাপাত্তস্য মহাত্মনঃ। ৩০। অথ প্রসাদয়ামাস সা কন্যা পিতরং তদা। বালানভিজ্ঞা মূঢ়াহং মন্মথেন প্রপীড়িতা। ৩১। অজ্ঞানাচ্চ কৃতং পাপং তাত ত্বং ক্ষন্তুমর্হসি। অয়ং মহীপতিস্তাত প্রত্যালীনো মহাব্রতঃ। ৩২। ন চাহং প্রার্থিতা তেন ময়াসৌ প্রার্থিতো নৃপঃ। তস্মাদনুগ্রহং তাত কর্ত্তুমর্হসি চাবয়োঃ। ৩৩। ইতি তস্যা বচঃ শ্রুত্বা স বিপ্রোঽভিকৃপান্বিতঃ। উবাচ স্বাং দুহিতরমাশ্বাস্যৈবং পুনঃপুনঃ। ৩৪। নৈব বাগনৃতং পুত্রি যাবদদ্য স্বয়াম্যহম্। দৈবমত্র পরং মন্যে ধিগ্‌বুদ্ধিং ধিক্ পরাক্রমম্। ৩৫। অকার্য্যং কারিতো যেন বলাদহমনিন্দিতে। উপদেশং প্রদাস্যামি তত্ত্বং কর্ত্তুমিহার্হসি। ৩৬। মহাকালবনে পুণ্যে লিঙ্গং রূপপ্রদায়কম্। পশুপেশ্বরপূর্ব্বে তু বিদ্যতেঽভীষ্টদায়কম্। ৩৭। তত্র গচ্ছ ত্বরাযুক্তা সহ ভর্ত্রা নৃপেণ হি। রূপং প্রাপ্স্যসি দুষ্প্রাপ্যং লিঙ্গদর্শনমাত্রতঃ। ৩৮। ইত্যুক্তা সা তদা কন্যা সহ ভর্ত্রা গতা প্রিয়ে। মহাকালবনে রম্যে যত্র লিঙ্গমনুত্তমম্। ৩৯। দদর্শ পরয়া ভক্ত্যা স চ রাজা নরোত্তমঃ। তৎক্ষণাদ্দিব্যদেহা সা রূপেণাতিমনোহরা। দিব্যবস্ত্রপরীধানা দিব্যালঙ্কারভূষিতা। ৪০। স চ রাজা তথা জাতঃ কন্দর্পসদৃশাকৃতিঃ। রূপেণাপ্রতিমো লোকে তস্য লিঙ্গস্য দর্শনাৎ। ৪১। অতো লোকেষু বিখ্যাতো দেবো রূপেশ্বরঃ প্রিয়ে। রূপদো ধনদোঽত্যর্থ পুত্রদঃ স্বর্গদস্তথা। ৪২। স চ রাজা স্বকং প্রাপ্তো রাষ্ট্রং শস্যাদিসংযুতম্। প্রিয়য়া পরয়া সার্দ্ধং চক্রে রাজ্যমকণ্টকম্। ৪৩। রাজ্যং কৃত্বা গতঃ স্বর্গং ভার্য্যয়া

সঙ্গে গমন করিতে উদ্যত হইলেন। এমন সময় ভগবান্ কণ্ব আশ্রমে প্রত্যাগত হইলেন। কন্যা তখন পিতাকে দর্শন করিয়া লজ্জায় তাঁহার সমীপে গমন করিলেন না। মহাতপা কণ্ব দিব্য জ্ঞান দ্বারা সমস্ত বিষয় সম্যক্ বিদিত হইলেন। বিদিতার্থ হইয়া তিনি সক্রোধে কাম-মোহিতা কন্যাকে বলিলেন,—রে দুষ্টে! তুই যখন আমাকে অবজ্ঞা করিয়া মোহবশতঃ স্বয়ংবরা হইয়াছিস্, তখন তুই কৃষ্ণা, কুৎসিতা, নির্ঘৃণা, দীনা, নির্লজ্জা, ও রূপবর্জ্জিতা হইবি। আর তোর এই ভর্ত্তা দুষ্টরূপ হইবে। মুনি এই কথা বলিবামাত্র শাপপ্রভাবে কন্যা রূপবর্জ্জিতা ও নৃপতি কুরূপ হইলেন। অনন্তর কন্যা এই বলিয়া পিতাকে প্রসাদিত করিতে লাগিল যে, হে তাত! আমি বালা, অনভিজ্ঞা, মন্মথ কর্ত্তৃক প্রপীড়িত হইয়া আমি মূঢ়া হইয়াছিলাম, অজ্ঞানবশত এইরূপ করিয়া ফেলিয়াছি, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। হে তাত! এই মহীপতি মহাব্রত, ইনি আমাকে প্রার্থনা করেন নাই; আমিই উহাঁকে প্রার্থনা করিয়াছি। হে তাত! অতএব আপনি আমাদের উভয়কেই অনুগ্রহ করুন। অনন্তর বিপ্র কন্যার এতাদৃশ বাক্য শ্রবণান্তে কৃপাপরতন্ত্র হইয়া তাহাকে আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক পুনঃপুনঃ বলিলেন,—হে পুত্রি! আমার বাক্য মিথ্যা হইবার নহে, দৈবাৎ কি না হয়? আমার বুদ্ধিকে ধিক্, আমার পরাক্রমকে ধিক্, যে হেতু আমি দৈবাৎ অকার্য্য করিলাম। হে পুত্রি! আমি উপদেশ প্রদান করিতেছি, তাহা শ্রবণ কর;—পুণ্য মহাকালবনে পশুপেশ্বর লিঙ্গের পূর্ব্বদিক্‌ভাগে এক রূপপ্রদায়ক লিঙ্গ আছেন, ভর্ত্তার সহিত তুমি ঐ স্থানে গমন কর। লিঙ্গ দর্শন মাত্রে তুমি দুর্ল্লভ রূপ প্রাপ্ত হইবে। হে প্রিয়ে! এই কথা বলিলে কন্যা ভর্ত্তার সহিত রম্য মহাকালবনে—যেখানে লিঙ্গ বিরাজ করিতেছেন, ঐ স্থানে গমনপূর্ব্বক ভক্তি সহকারে লিঙ্গ দর্শন করিলেন; দর্শন করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ দিব্যবস্ত্রপরিধানা ও দিব্যালঙ্কারভূষিতা হইলেন। এইরূপে রাজাও লিঙ্গপ্রভাবে কন্দর্পসদৃশাকৃতি অপ্রতিম রূপ লাভ করিলেন। লিঙ্গ দর্শনে রাজা অলোক-সামান্য রূপ ধারণ করিলেন। হে প্রিয়ে! এই জন্যই দেব রূপেশ্বর লোকে বিখ্যাত হইয়াছেন। ঐ লিঙ্গ রূপদ, ধনদ, পুত্রদ, ও স্বর্গদ। অতঃপর ঐ রাজা প্রিয়ার সহিত শস্যশালী স্বীয় অকণ্টক রাষ্ট্র প্রাপ্ত হইলেন। রাজা

সহ পার্ব্বতী। দেদীপ্যমানো বপুষা দ্বিতীয় ইব ভাস্করঃ॥ ৪৪॥ বিমানেন সুদীপ্তেন বন্দ্যমানো দিবালয়ে। দর্শনাত্তস্য লিঙ্গস্য প্রাপ্তঃ পদমনাময়ম্॥ ৪৫॥ যে পশ্যন্তি বিশালাক্ষি দেবং রূপেশ্বরং শিবম্। ন তে রূপেণ হীয়ন্তে যশসা চ কুলেন চ॥ ৪৬॥ সদা রূপকরং লিঙ্গং ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদম্। যে পশ্যন্তি বরারোহে তেষাং লোকাঃ সদাক্ষয়াঃ॥ ৪৭॥ যেঽর্চ্চয়ন্তি নরা নিত্যং দেবং রূপেশ্বরং পরম্। তেঽর্চ্চিতা যান্তি যানেন মম লোকং সনাতনম্॥ ৪৮॥ স এব সুকৃতী লোকে কুলং তেনাপ্যলঙ্কৃতম্। যঃ পূজয়তি রূপেশং রূপসৌভাগ্যদায়কম্॥ ৪৯॥ যঃ পূজয়তি দেবেশং প্রসঙ্গাদপি পার্ব্বতি। ধনবান্ রূপবান্ সোঽপি রাজা ভবতি ভূতলে॥ ৫০॥ এষ তে কথিতো দেবি প্রভাবঃ পাপনাশনঃ। রূপেশ্বরস্য দেবস্য ধনুঃসাহস্রকং শৃণু॥ ৫১॥

ইতি শ্রীস্কান্দে রূপেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম দ্বিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ। ৬২।

ত্রিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীহর উবাচ। ধনুঃসাহস্রনামানমীশ্বরং শৃণু পার্ব্বতি। ত্রিষষ্টিসঙ্খ্যকং দিব্যং দর্শনাৎপাপনাশনম্॥ ১॥ বিদূরথো নাম নৃপঃ খ্যাতকীর্ত্তিরভূদ্ভুবি। তস্য পুত্রদ্বয়ং জাতং সুনীতিঃ সুমতিস্তথা॥ ২॥ একদা তু বনং যাতো মৃগয়াং স বিদূরথঃ। দদর্শ গর্ত্তং সুমহদ্ভূমের্ম্মুখমিবোদ্গতম্॥ ৩॥ তং দৃষ্ট্বা চিন্তয়ামাস কিমেতদিতি পার্থিবঃ। পাতালবিবরং মন্যে বড়বানলসন্নিভম্॥ ৪॥ চিন্তয়ন্নিব তত্রাসৌ দদর্শ বিজনে বনে। ব্রাহ্মণং সুব্রতং নাম তপস্বিনমকল্মষম্॥ ৫॥ স তং প্রপচ্ছ নৃপতিঃ কিমেতদিতি ভো দ্বিজ॥ ৬॥ ব্রাহ্মণ উবাচ। দানবঃ সুমহাবীর্য্যো বসত্যুগ্রো রসাতলে। কুজম্ভো নাম বিখ্যাতো ভিনত্তি বসুধামিমাম্॥ ৭॥ তমজিত্বা কথং রাজ্যং ভোক্ষ্যসে বসুধাধিপ। তেন বিধ্বংসিতা বিপ্রা রাত্রৌ নিঃসৃত্য পার্থিব॥ ৮॥ উপদ্রুতাস্তথা দেশা ধ্বস্তাশ্চৈব তথাশ্রমাঃ। আপ্যায়য়তি দৈত্যোঽয়ং স বলী মুষলায়ুধঃ॥ ৯॥ যদি ত্বং ঘাতয়স্যেনং

ভোগ করিয়া পরে সুদীপ্ত দিব্য বিমানে আরোহণপূর্ব্বক দেবগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া ভাস্করের ন্যায় দীপ্ত-কলেবরে ভার্য্যার সহিত স্বর্গলোকে গমন করিলেন। তিনি ঐ লিঙ্গ দর্শন করিয়া পরম অনাময় পদ লাভ করিলেন। হে বিশালাক্ষি! যাহারা রূপেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করে, তাহারা উত্তম রূপ, যশ ও কুল লাভ করিয়া থাকে। ঐ লিঙ্গ সর্ব্বদা রূপ ও ভুক্তি মুক্তি প্রদান করিয়া থাকেন। যাহারা ঐ লিঙ্গ দর্শন করে, তাহাদের অক্ষয় লোক লাভ হয়। যে সকল নর নিত্য রূপেশ্বর লিঙ্গের অর্চ্চনা করে, তাহারা অর্চ্চিত হইয়া দিব্যযানে মদীয় লোকে গমন করে। যে মানব রূপ-সৌভাগ্যদায়ক রূপেশ্বর লিঙ্গের অর্চ্চনা করে, সে-ই এই পৃথিবীতে সুকৃতী এবং স্বীয় কুল অলঙ্কৃত করিয়া থাকে। হে পার্ব্বতি! যে মানব প্রসঙ্গক্রমেও ঐ লিঙ্গ দর্শন করে, সে ধন-ধান্য-রূপবান্ হইয়া ভূতলে রাজা হয়। হে দেবি! এই আমি তোমার নিকট রূপেশ্বর লিঙ্গের পাপনাশন প্রভাব কীর্ত্তন করিলাম, অধুনা ধনুঃসাহস্রক-লিঙ্গ-মাহাত্ম্য শ্রবণ কর।২০-৫১।

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৬২।

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়।

শ্রীহর বলিলেন,—হে পার্ব্বতি! হে দেবি! ধনুঃসাহস্রক নামক ত্রিষষ্টিতম লিঙ্গ-মাহাত্ম্য শ্রবণ কর। ভূতলে বিদূরথ নামে এক প্রখ্যাতকীর্ত্তি রাজা ছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র ছিল, নাম—সুনীতি ও সুমতি। বিদূরথ একদা মৃগয়ার্থ বনগমন করিয়া পৃথিবীর মুখের ন্যায় এক গর্ত্ত অবলোকন করেন। তদ্দর্শনে নৃপ এটা কি? এই বলিয়া চিন্তা করিতে থাকেন। তিনি মনে করেন,—এটা পাতাল-বিবর; বাড়বানলের ন্যায় ইহার মুখ দেখা যাইতেছে! এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি ঐ বিজন বনে সুব্রত নামক এক অকল্মষ তাপস ব্রাহ্মণকে দর্শন করিলেন। তিনি ব্রাহ্মণকে করিলেন যে, হে দ্বিজ! এটা কি? ব্রাহ্মণ বলিলেন,—রসাতলে কুজম্ভ নামে এক মহাবীর দানব বাস করে, সে-ই এইস্থানে বসুধাকে ভেদ করিয়াছে। হে বসুধাধিপ! আপনি তাহাকে জয় না করিয়া কিরূপে রাজ্য ভোগ করিতেছেন? ঐ দানব রাত্রিকালে নিঃসৃত হইয়া সমস্ত বিপ্রকে বিধ্বস্ত করিয়াছে। সে দেশ ও আশ্রম যার পর নাই উপদ্রুত করিয়াছে। ঐ বলবান্ দানব মুষলায়ুধ। যদি আপনি এই পাতাল-

পাতালান্তরগোচরম্। ততঃ সমস্তবসুধাপতিরেব ভবিষ্যসি॥ ১০॥ ইতি বিপ্রবচঃ শ্রুত্বা মন্ত্রয়ামাস পার্থিবঃ। মন্ত্রিভিঃ সহিতোঽমোঘং শ্রুত্বা মুষলমন্ত্রিজে॥ ১১॥ তং মন্ত্রং ক্রিয়মাণন্তু সুহৃভ্যাং সহ মন্ত্রিভিঃ। তৎপার্শ্ববর্ত্তিনী কন্যা শুশ্রাবাথ মুদাবতী॥ ১২॥ ততঃ কতিপয়াহে তু তাং কন্যাং জলজেক্ষণাম্। জহারোপবনাদ্দৈত্যঃ কুজম্ভঃ স্বসখীবৃতাম্॥ ১৩॥ এতচ্ছ্রুত্বা মহীপালঃ ক্রোধপর্য্যাকুলেক্ষণঃ। উবাচ পুত্রৌ জানেঽহং স কুজম্ভো মহাসুরঃ॥ ১৪॥ দৃষ্ট্বা ভূমৌ পুরা গর্ত্তং তত্র সংশয়িতে ময়ি। কথিতো দ্বিজমুখ্যেন ময়া পৃষ্টেন পুত্রকৌ॥ ১৫॥ স হন্তব্যাং সোঽপহর্ত্তা মুদাবত্যাঃ সুদুর্ম্মতিঃ। প্রস্থিতৌ নৃপভক্ত্যাথ স্বসৈন্যপরিবারিতৌ॥ ১৬॥ তৌ সুতৌ তত্র সম্প্রাপ্তৌ পাতালে পিতৃশাসনাৎ। যুযুধাতে কুজম্ভেন স্বশক্ত্যা সেনয়া বৃতৌ॥ ১৭॥ ততঃ পরিঘনিস্ত্রিংশশক্তিশূলপরশ্বধৈঃ। বাণৈশ্চিত্রতরং যুদ্ধং তেষামাসীৎ সুদারুণম্॥ ১৮॥ ততো মায়াবলবতা তেন দৈত্যেন তৎক্ষণাৎ। অমোঘেনাদ্বিতীয়েন

বাসী দানবকে নিহত করিতে পারেন, তাহা হইলে আপনি সমস্ত বসুধার অধিপতি হইবেন। বিপ্রের এই সকল কথা শুনিয়া নৃপতি মন্ত্রিগণের সহিত মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। রাজা, মন্ত্রী ও পুত্রদ্বয়ের সহিত মন্ত্রণা করিতে থাকিলে তাহার ঐ মন্ত্রণা, রাজকন্যা মুদাবতী শুনিলেন। অনন্তর একদা ঐ জলজেক্ষণা মুদাবতী স্বীয় সখীগণ সমভিব্যাহারে উপবনে বিহার করিতেছেন, ইত্যবসরে দৈত্য কুজম্ভ তাহাকে হরণ করিল। তচ্ছ্রবণে মহীপাল ক্রোধকষায়িত-নয়নে পুত্রদ্বয়কে বলিলেন,—হে পুত্রদ্বয়! আমি ঐ কুজম্ভকে জানি; সে মহাসুর। আমি পূর্ব্বে ভূমিতে তৎকৃত গর্ত্ত দেখিয়াই সংশয় করিয়াছিলাম। আমি ঐ গর্ত্ত দেখিয়া এক দ্বিজপুঙ্গবকে ঐ গর্ত্ত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করি, তিনি গর্ত্তবিষয়ক সমস্ত কথা আমায় বলেন। অয়ি পুত্রদ্বয়! তোমরা মুদাবতীর অপহর্ত্তা সেই দুর্ম্মতিকে নিহত কর। এইরূপ পিতৃবাক্য শ্রবণ করত রাজ-পুত্রদ্বয় সৈন্যপরিবারিত হইয়া পাতালে গমন করিলেন। সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহারা স্বীয় সৈন্য সমভিব্যাহারে দৈত্য কুজম্ভের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। পরিঘ, খড়্গ, শক্তি, শূল, পরশু ও বাণ প্রভৃতি বিবিধ অস্ত্র দ্বারা তাঁহাদের সুদারুণ যুদ্ধ চলিতে লাগিল। হে পার্ব্বতি! উহাদের

মুষলেন বরাননে॥ ১৯॥ হতসৈন্যৌ রণে বদ্ধৌ রাজপুত্রৌ মহাবলৌ॥ ২০॥ ততঃ শ্রুত্বা মহীপালো বিবর্ণবদনোঽভবৎ। বদ্ধপুত্রঃ পরামার্ত্তিং জগাম গিরিপুত্রিকে॥ ২১॥ রুরোদ বহুধাত্যর্থং পুত্রস্নেহেন পার্থিবঃ। ততো বিলপতস্তস্য মার্কণ্ডেয়ো মহামুনিঃ। অনেকসৃষ্টিসংহারদৃষ্টকার্য্যপরাবরঃ॥ ২২॥ উদিতাদিত্যসঙ্কাশঃ সপ্তকল্পানুগো বশী। আজগাম নৃপাভ্যাসে বিলপন্তং দদর্শ সঃ। রাজানং কথয়ামাস ত্রিকালজ্ঞো মহামুনিঃ॥ ২৩॥ মা শুচস্ত্বং মহীপাল ক্ষত্রিয়োঽসি দৃঢ়ব্রতঃ। ক শোকঃ ক মহীপালো দুর্জ্জেয়ো লোকপালবৎ॥ ২৪॥ শোকং কুপুরুষাচীর্ণং ত্যজ ত্বং রাজসত্তম। উদ্যমং কুরু রাজেন্দ্র কুজম্ভং ঘাতয়িষ্যসি॥ ২৫॥ নাত্যুচ্চং মেরুশিখরং নাতিনীচং রসাতলম্। ব্যবসায়ঃ সখা যস্য নাস্তি দূরে মহোদধিঃ॥ ২৬॥ মহাকালবনে লিঙ্গমারাধয় সমাহিতঃ। রূপেশ্বরস্য দেবস্য পার্শ্বে দক্ষিণতঃ স্থিতম্॥ ২৭॥ ধনুঃসাহস্রতুল্যং তু মুষলস্য

উভয় পক্ষ এইরূপ যুদ্ধ করিতে থাকিলে ঐ মায়াবী বলবান্ দৈত্য অমোঘ অদ্বিতীয় মুষল দ্বারা রাজপুত্রদ্বয়ের সমস্ত বল ক্ষয় করিয়া তাঁহাদিগকে বদ্ধ করিল। পুত্রের বন্ধনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া মহীপাল বিষণ্ণ ও আর্ত দুঃখিত হইলেন। তিনি অপত্যস্নেহের বশীভূত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। রাজা এইরূপ রোদন করিতেছেন এমন সময় মহামুনি মার্কণ্ডেয় ঐ স্থানে আগমনপূর্ব্বক তাঁহাকে তদবস্থ দর্শন করিলেন। মুনি বহু সৃষ্টি-সংহার প্রভৃতি ও বিধ্বস্ত হইতে দেখিয়াছেন; উদিত আদিত্যের ন্যায় তাঁহার দেহকান্তি; এবং তিনি সপ্ত কল্পজীবী ও বশী। ঐ ত্রিকালজ্ঞ মুনি রাজাকে বলিলেন,—হে মহীপাল! তোমার শোক করা উচিত নহে; তুমি ক্ষত্রিয়, দৃঢ়ব্রত হও। কোথায় শোক, আর কোথায় দুর্জ্জেয় লোকপাল-সদৃশ রাজা! শোক কাপুরুষের আচরণীয়। হে রাজন্! অতএব আপনি শোক পরিত্যাগপূর্ব্বক উদ্যম করুন, কুম্ভজকে নিহত করিতে পারিবেন। হে রাজন্! অধ্যবসায় যাহার সহায়, মেরুশিখরও তাহার নিকট অত্যুচ্চ নহে, পাতালকেও সে অতি নীচ মনে করে না এবং মহোদধিও তাহার সমীপস্থ হইয়া থাকে। হে রাজন্! মহাকালবনে রূপেশ্বর দেবের দক্ষিণদিক্‌ভাগে এক লিঙ্গ আছেন, তুমি সমাহিতভাবে তাঁহার আরাধনা কর, তাঁহার

নিবারণম্। ধনুঃ প্রাপ্স্যসি রাজেন্দ্র কুজম্ভং বিনিপাতয় ॥ ২৮ ॥ ধনুঃসাহস্রহস্তৈস্তু রক্ষিতং যোধসত্তমৈঃ। লিঙ্গং দেবাসুরৈর্যুদ্ধে সহস্রাক্ষেণ সেবিতম্। ইন্দ্রেণ চ ধনুর্লব্ধং জম্ভো বৈ যেন পাতিতঃ ॥ ২৯ ॥ তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা স রাজাথ বিদূরথঃ। জগাম ত্বরিতো দেবি মহাকালবনং শুভম্ ॥ ৩০ ॥ দদর্শ তত্র তল্লিঙ্গং পূজয়ামাস ভক্তিতঃ। তস্য তুষ্টস্তদা দেবো দদৌ দিব্যং ধনুস্তদা ॥ ৩১ ॥ ধনুঃসাহস্রতুল্যং চ মুষলস্য নিবারণম্। ধনুর্লব্ধা তদা রাজা বদ্ধগোধাঙ্গুলিত্রবান্। জগাম ধীরঃ পাতালং তেন গর্জেন সত্বরম্ ॥ ৩২ ॥ ততো জ্যাস্বনমত্যুগ্রং স চক্রে পার্থিবস্তদা। যেন পাতালমখিলমাসীদাপূরিতান্তরম্ ॥ ৩৩ ॥ ততো জ্যাস্বনমাকর্ণ্য কুজম্ভো দানবেশ্বরঃ। আজগামাতিকোপেন স্বসৈন্যপরিবারিতঃ ॥ ৩৪ ॥ ততো যুদ্ধমভূত্তস্য সহ রাজ্ঞা বরাননে। দিনানি ত্রীণি স যদা যোধিতস্তেন দানবঃ ॥ ৩৫ ॥ ততঃ কোপপরীতাত্মা মুষলায়াভ্যধাবত। গন্ধৈর্মাল্যৈস্তথা ধূপৈঃ পূজ্যমানঃ স তিষ্ঠতি ॥ ৩৬ ॥ যাবদ্ গৃহ্ণাতি মুষলং তাবৎ সা চ মুদাবতী। পস্পর্শ চন্দনব্যাজৈরনেকৈশ্চ পুনঃপুনঃ ॥ ৩৭ ॥ ততঃ স গত্বা যুযুধে মুষলেনাসুরেশ্বরঃ। তদা মুষলপাতাস্তে ধনুষা নিষ্প্রভীকৃতাঃ ॥ ৩৮ ॥ ধনুর্জ্যাঘাতশব্দেন পতিতে ভূতলে তদা। গতো বৈবস্বতং লোকং কুজম্ভো নাম দানবঃ ॥ ৩৯ ॥ ততোঽপতৎ পুষ্পবৃষ্টিস্তস্যোপরি মহীপতেঃ। জগুর্গন্ধর্বপতয়ো দেববাদ্যানি সস্বনুঃ ॥ ৪০ ॥ স চাপি রাজা তং হত্বা পুত্রৌ লব্ধা সুতাং তদা। মুদাবতীং মুদা যুক্তো হর্ষগদ্গদনির্ভরঃ ॥ ৪১ ॥ পুত্রাভ্যাং সহিতো দেবি সুসম্পূর্ণমনোরথঃ। সান্তঃপুরপরীবারঃ পুনরায়াদ্বরাননে ॥ ৪২ ॥ মহাকালবনে রম্যে যত্র তল্লিঙ্গমুত্তমম্। পূজয়ামাস রত্নৈশ্চ বস্ত্রৈরাভরণৈস্তথা ॥ ৪৩ ॥ ততঃ স পূজিতো দেবৈঃ শক্রেণ চ পুনঃপুনঃ। অস্য লিঙ্গস্য মাহাত্ম্যাদ্ধনুঃ প্রাপ্তং নৃপেণ বৈ ॥ ৪৪ ॥ কুজম্ভোঽপি হতো দৈত্যো দেববিদ্বেষকারকঃ। ধনুঃসাহস্রনামায়মতঃ খ্যাতিং গমিষ্যতি ॥ ৪৫ ॥ ভক্ত্যা যে পূজয়িষ্যন্তি ধনুঃসাহস্রমীশ্বরম্।

আরাধনা করিলে তুমি সহস্রধনুতুল্য মুষলনিবারক ধনুঃ প্রাপ্ত হইবে; তাহা দ্বারা কুজম্ভকে নিহত করিবে। পূর্ব্বে দেবাসুরসংগ্রামসময়ে এই দেবেন্দ্র-সেবিত লিঙ্গ যোধসত্তমগণ সহস্রধনু ধারণপূর্ব্বক রক্ষা করিয়াছিল। দেবেন্দ্র তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া ধনু লাভ করিয়াছিলেন, সেই ধনু দ্বারা তিনি জম্ভকে নিহত করেন। হে দেবি! তখন রাজা বিদূরথ মুনিবাক্য শ্রবণপূর্ব্বক শুভ মহাকালবনে গমন করিয়া ভক্তিসহকারে লিঙ্গের পূজা করিলেন। রাজা কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া লিঙ্গ তাঁহাকে দিব্য ধনুঃ প্রদান করিলেন। ঐ ধনুঃ সহস্রধনুতুল্য এবং মুষলনিবারক। তাহা লাভ করিয়া তিনি গোধা ও অঙ্গুলিত্র বন্ধনপূর্ব্বক ধীরভাবে পাতালে সত্বর গমন করিলেন। রসাতলে উপস্থিত হইয়া তিনি অত্যুগ্র জ্যাতলধ্বনি করিতে লাগিলেন। ঐ শব্দে সমস্ত পাতালতল আপূরিত হইল। অনন্তর জ্যাস্বন শ্রবণ করিয়া দৈত্য কুজম্ভ অতি কোপে স্বসৈন্যে পরিবৃত হইয়া রাজাকে আক্রমণ করিল। এই সময় রাজার সহিত দানবের লোমহর্ষণ যুদ্ধ সঙ্ঘটিত হইল। দানব তিনদিন যাবৎ রাজার সহিত যুদ্ধ করিয়া অনন্তর অতীব ক্রুদ্ধ হইয়া মুষলগ্রহণের নিমিত্ত ধাবিত হইল। মুষল তখন গন্ধ মাল্য দ্বারা পূজিত হইতেছিল। দৈত্য যেমন মুষল গ্রহণ করিবে, ঐ সময় মুদাবতী চন্দন গ্রহণচ্ছলে মুষলটাকে বারম্বার স্পর্শ করিলেন। অনন্তর অসুরেশ্বর মুষলগ্রহণে ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিল। রাজা তাহার মুষলপাত ধনুর্দ্বারা ব্যর্থ করিয়া দিলেন। তখন নৃপতির ধনুর্জ্যাঘাতশব্দে অসুর ভূতলে পতিত হইল। পতিত হইবামাত্র যমালয়ে গমন করিল। কুজম্ভ নিহত হইলে মহীপতির উপর পুষ্পবৃষ্টি পতিত হইতে লাগিল; গন্ধর্ব্বগণ গান করিতে লাগিল এবং দেব-বাদ্য সকল বাজিয়া উঠিল। রাজা দৈত্যকে নিহত করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে পুত্রদ্বয় ও গুণবতী মুদাবতীর উদ্ধার সাধন করত পূর্ণমনোরথ হইয়া অন্তঃপুরবাসী পরিবারবর্গের সহিত পুনরায় মহাকালবনে গমন করিলেন। সেখানে উপস্থিত হইয়া তিনি রত্ন, বস্ত্র, ও আভরণাদি দ্বারা লিঙ্গারাধনা করিলেন। শক্র এই লিঙ্গের পুনঃপুনঃ পূজা করিয়াছিলেন। নৃপতিও এই লিঙ্গ অর্চ্চনার ফলে ধনু লাভ করিলেন। সেই ধনুর্দ্বারা দেবদ্বেষী কুজম্ভদৈত্য নিহত হইল। হে দেবি! এইজন্যই এই লিঙ্গ ধনুঃসাহস্র নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন।১—৪৫। যাহারা ভক্তিপূর্ব্বক ধনুঃসাহস্র দেবের আরাধনা করে,

যান্তি শত্রবস্তেষাং ক্ষয়ং নৈবাত্র সংশয়ঃ ॥ ৪৬
অর্চ্চিতে দেবদেবেশে ধনুঃসাহস্রিকে শিবে
অর্চ্চিতাঃ সর্ব্বদেবাঃ স্যুর্ব্বরদাশ্চ ন সংশয়ঃ ॥ ৪৭
প্রাতর্মধ্যেঽপরাহ্নে চ ধনুঃসাহস্রকং শিবম্। যে
নমন্তি নরা নিত্যং ন তে নরকভোগিনঃ ॥ ৪৮ ॥
তীর্থানাঞ্চ যথা গঙ্গা রক্ষিতা যোধসত্তমৈঃ।
তথায়ং রক্ষকো দেবো নাম্না ধনুঃসহস্রকঃ ॥ ৪৯ ॥
তত্র গঙ্গাদিতীর্থানি বিদ্যন্তে বিবিধানি চ।
সুরহস্যাতিপুণ্যানি সদ্যঃ পাপহরাণি চ ॥ ৫০
তেষাং ফলং ন নির্দ্দিষ্টং যে পশ্যন্তি তু ভক্তিতঃ
ধনুঃসাহস্রকং নাম সদা শত্রুক্ষয়ঙ্করম্ ॥ ৫১
এষ তে কথিতো দেবি প্রভাবঃ পাপনাশনঃ
ধনুঃসাহস্রদেবস্য দেবং পশুপতিং শৃণু ॥ ৫২

ইতি শ্রীস্কান্দে ধনুঃসাহস্রমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম
ত্রিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৩ ॥

তাহাদের শত্রু নিধন প্রাপ্ত হইয়া থাকে ; এ বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় নাই। হে দেবি! এই ধনুঃসাহস্র দেব অর্চ্চিত হইলে সর্ব্বদেবতাই অর্চ্চিত হইয়া বর প্রদান করেন ; ইহাতে কোন সংশয় নাই। প্রাতে মধ্যাহ্নে, ও সায়াহ্নে যাহারা উক্ত লিঙ্গকে প্রণাম করে, তাহারা নরকভোগী হয় না। তীর্থ সকলের মধ্যে যেমন গঙ্গা, সেনানীগণমধ্যে যেমন রাজা, লিঙ্গসকলের মধ্যে তেমনি এই ধনুঃসাহস্রক লিঙ্গ। সুগুপ্ত, অতিপুণ্য সদ্যঃপাপহর গঙ্গাদি বিবিধ তীর্থ ঐ লিঙ্গে বিরাজ করিতেছে। যাহারা ধনুঃসাহস্রক নামক এই শত্রুক্ষয়কর লিঙ্গ দর্শন করে, তাহাদের দর্শনফল অদ্যাপি নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। হে দেবি! এই আমি তোমার নিকট ধনুঃসাহস্র দেবের পাপনাশক প্রভাব কীর্ত্তন করিলাম, অতঃপর পশুপতি দেবের মাহাত্ম্য শ্রবণ কর। ৪৬—৫২।

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৬৩।

চতুঃষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। শৃণু ত্বং পশুপত্যাখ্যং চতুঃ-
ষষ্টিকমীশ্বরম্। যস্য দর্শনমাত্রেণ পশুযোনির্ন
লভ্যতে ॥ ১ ॥ পশুপালো মহাদেবি বভূব ভুবি
বিশ্রুতঃ। রাজা পরমধর্ম্মিষ্ঠঃ পশূনাং পালনে রতঃ।
২ ॥ দিদৃক্ষুঃ স কদাচিচ্চ গতস্তোয়নিধিং প্রতি
দদর্শ তত্র পুরুষান্ পঞ্চ প্রাধান্যতঃ স্থিতান্। একা
স্ত্রী মুক্তকেশা সা ভ্রমন্তী চ পুনঃপুনঃ ॥ ৩ ॥ অথ
রাজা ভয়াবিষ্টো বিসংজ্ঞঃ সমপদ্যত। সংবেষ্টিতো
দস্যুভিস্তৈস্তয়া নার্য্যা বিশেষতঃ ॥ ৪ ॥ ততোঽন্যে
সমপাতঞ্চ আগত্য নৃপসত্তমম্। সংবেষ্ট্য সংস্থিতৈঃ
সর্ব্বৈস্ততো ক্রুদ্ধো মহীপতিঃ ॥ ৫ ॥ ক্রুদ্ধে রাজনি
তে সর্ব্বে একীভূতাশ্চ দস্যবঃ। ঘাতিতাঃ পশু-
পালেন ন মৃতাঃ পুনরুত্থিতাঃ ॥ ৬ ॥ তস্য তাং
ধৃষ্টতাং জ্ঞাত্বা স্থৈর্য্যঞ্চ নৃপতের্ম্মৃধে। তস্যৈব নৃপ-
তের্দেহে লীনাস্তে দশ দস্যবঃ ॥ ৭ ॥ অমূর্ত্তা ইব
তে সর্ব্বে একীভূতাস্ততোঽভবন্। তান্ দৃষ্ট্বা
দুঃখিতো রাজা পশুপালোঽভবৎ ক্ষণাৎ ॥ ৮ ॥ অথা-

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি! যাহার দর্শন মাত্রে পশুযোনিতে গমন করিতে হয় না, আমি সেই চতুঃষষ্টিতম লিঙ্গ পশুপতিনাথের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। হে দেবি! ভূতলে পশুপাল নামে এক বিখ্যাত রাজা ছিলেন। তাঁহার ধর্ম্মে মতি ছিল এবং তিনি সর্ব্বদা পশুপালনে রত থাকিতেন। একদা তিনি তোয়নিধিদর্শনে গমন করেন। সেখানে উপস্থিত হইয়া তিনি পাঁচজন বলিষ্ঠ পুরুষ ও একটী স্ত্রী দেখিতে পান। স্ত্রীটীর কেশকলাপ আলুলায়িত এবং পুনঃপুন তিনি ভ্রমণ করিতেছেন। রাজা তদ্দর্শনে স-ভয়ে সংজ্ঞাহীন হন। তিনি হতচেতন হইলে দস্যুগণ,—বিশেষতঃ সেই নারী ও অন্যান্য লোক যুগপৎ আগমন করিয়া সকলে তাঁহাকে ঘেরিয়া দাঁড়াইল। তিনি ক্রুদ্ধ হইলেন, দস্যুগণ সকলেই সমবেত হইল। এই সময় ঐ মৃতপ্রায় নৃপতি পুনরুত্থিত হইয়া তাহাদিগকে ঘাতিত করিলেন। নৃপতির ধৃষ্টতা ও ধৈর্য্য দেখিয়া তাঁহারা সকলেই তাঁহার গাত্রে লীন হইল। অমূর্ত্তের ন্যায় হইয়া তাহারা একীভূত হইয়া গেল। তাহাদিগকে তথাবিধ দর্শন করিয়া রাজা পশুপাল দুঃখিত হইলেন। ১—৮।

পশুস্তদায়ান্তং নারদং মুনিপুঙ্গবম্। ব্রহ্মপুত্রং তপোযুক্তং পপ্রচ্ছ স নৃপস্তদা ॥ ৯ ॥ পশুপাল উবাচ। ভগবন্ ব্রহ্মপুত্রাদ্য ময়া দৃষ্টং তু কৌতুকম্। অকস্মাৎ পুরুষাঃ পঞ্চ সমায়াতা ভয়াবহাঃ ॥ ১০ ॥ তৈরহং বেষ্টিতো দুষ্টৈর্ব্যাকুলশ্চ কৃতস্তদা। মুষ্টিভির্হন্যমানোঽহং স্বস্থো জাতো দ্বিজ ক্ষণাৎ ॥ ১১ ॥ ততোঽন্যে পুরুষাঃ পঞ্চ সমায়াতা নিযুধ্য মাম্। হন্যতাং হন্যতামেষ মুক্তিকামো নৃপাধমঃ ॥ ১২ ॥ এবং তৈঃ পীড়িতোঽত্যর্থং পুনর্মোহমুপাগতঃ। এতস্মিন্নন্তরে সা স্ত্রী মামুবাচ পুনঃপুনঃ ॥ ১৩ ॥ দৃঢ়ো ভব মহারাজ মা বিষাদং কুরু প্রভো। হীনবীর্য্যা অমী চোরাঃ সমর্থস্ত্বং স্থিরো ভব ॥ ১৪ ॥ তস্যা বাক্যেন বিপ্রেন্দ্র ময়া ধৈর্য্যেণ সংযুগে। দশ প্রধানপুরুষা জিতাস্তে ন মৃতাঃ প্রভো ॥ ১৫ ॥ প্রলীনা মচ্ছরীরে তু কেঽপ্যেতে কাপি সাবলা। পশুপালবচঃ শ্রুত্বা নারদো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ১৬ ॥ যে ত্বয়া পুরুষা দৃষ্টাস্ত্বয়ি লীনা জিতা মৃধে। বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি তে পঞ্চ পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি চ। ভ্রমন্তী যা চ নারী সা ত্বয়া দৃষ্টা নৃপোত্তম ॥ ১৭ ॥ মনোরূপেণ সা বুদ্ধির্ভ্রমত্যেব হি ন স্থিরা। জিতানি তানি পূর্ব্বেণ ব্রহ্মণা লোককর্ত্তৃণা ॥ ১৮ ॥ সোঽপি ক্রোধবশং নীত ইন্দ্রিয়ৈর্বিষয়ৈঃ প্রিয়ৈঃ। পিতামহেন স্বে যজ্ঞে শম্ভোর্ভাগো ন কল্পিতঃ ॥ ১৯ ॥ মহাদেবো জগন্নাথঃ সৃষ্টিসংহারকারকঃ। ইন্দ্রিয়ৈর্মোহিতো রাজন ক্রোধং চক্রে সুরান্ প্রতি ॥ ২০ ॥ সুরা বিভূতয়ো যস্য ক্রীড়ার্থং ভুবনত্রয়ম্। তেন ভাগনিমিত্তার্থং চক্রে সজ্যং ধনুস্তদা ॥ ২১ ॥ পূষ্ণশ্চ দন্তাঃ সন্তগ্না মোহিতশ্চ দিবাকরঃ। নেত্রে ভগো ভগস্যাপি বিদ্ধো যজ্ঞো মৃগাকৃতিঃ ॥ ২২ ॥ পশবশ্চ কৃতা দেবা মুনয়ো বেদবর্জ্জিতাঃ। ঋষীণাং ধর্ম্মশাস্ত্রাণি হৃতানি বিভুনা তথা ॥ ২৩ ॥ দুর্জ্জয়ানীন্দ্রিয়াণ্যাহুর্মুনয়ো বেদপারগাঃ। মনোরূপেণ যা বুদ্ধিঃ সা চাতীব সুদুর্জ্জয়া ॥ ২৪ ॥ তস্মাদ্রাজন্ মহাবাহো মা বিষাদং বৃথা কৃথাঃ। তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা নারদস্য মহাত্মনঃ। পশুপালো মহাদেবি বক্তুং সমুপচক্রমে ॥ ২৫ ॥ পশুপাল উবাচ। কথং তে ভগবন্ মুক্তা দেবাঃ শক্রপুরোগমাঃ। পশুভাবাচ্চ ব্রহ্মাপি শ্রোতুমিচ্ছামি কথ্যতাম্ ॥ ২৬ ॥ তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা নারদঃ

ঐ সময় রাজা, ব্রহ্মপুত্র তপোযুক্ত দেবর্ষি নারদকে ঐ স্থানে আগমন করিতে দেখিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে ভগবন্! অদ্য আমি এক মহৎ কৌতুক দর্শন করিলাম। অকস্মাৎ পাঁচ জন পুরুষ আমার নিকট আগমন করিয়া তাহারা আমাকে বেষ্টনপূর্ব্বক মুষ্টিপ্রহারে পীড়িত করিল, তাহার পর ক্ষণকাল মধ্যে সুস্থ হইলাম। অনন্তর অপর পাঁচ জন পুরুষ আসিয়া আমার সহিত যুদ্ধ করত বলিল—এই মুক্তিকামী নৃপাধমকে নিহত কর, নিহত কর। পরে আমি ঐ পাঁচ জন কর্ত্তৃক পীড়িত হইয়া মোহ প্রাপ্ত হইলাম। এই সময় এক নারী ? আমায় পুনঃপুন বলিল,—হে মহারাজ! আপনি দৃঢ় হউন, বিষণ্ণ হইবেন না। ঐ চোরগণ হীনবীর্য্য, আপনি বলবান্, স্থির হউন! হে দেব! অনন্তর আমি ঐ স্ত্রীর বাক্যে ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক যুদ্ধে ঐ দশজন প্রকাণ্ড পুরুষকে পরাজিত করিলাম; কিন্তু তাহারা মরিল না, আমার শরীরে লীন হইল। হে দেব! উহারা কে এবং ঐ নারীই কে? রাজা পশুপালের বাক্য শুনিয়া নারদ বলিলেন,—হে রাজন্! তুমি যে পুরুষদিগকে জয় করিয়াছিলে, কিন্তু তাহারা মরে নাই, ঐ পুরুষগণ ইন্দ্রিয়। তাহাদের পাঁচটী বুদ্ধীন্দ্রিয় ও পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়। আর যে নারীকে আপনি ভ্রমণ করিতে দেখিয়াছিলেন, সে বুদ্ধি মনোরূপে সর্ব্বদা ভ্রমণ করিয়া থাকে, সে কদাচ স্থির থাকে না। লোককর্ত্তা বিধাতা পূর্ব্বে তাহাদিগকে জয় করিয়াছিলেন; কিন্তু পরে ইন্দ্রিয়বিষয়গণ তাঁহাকেও ক্রোধে বশীভূত করিয়াছিল; কেননা তিনি স্বীয় যজ্ঞে শম্ভুর ভাগ-কল্পনা করেন নাই। হে রাজন! মহাদেব—জগতের নাথ এবং সৃষ্টি-সংহারকারক; তিনিও ইন্দ্রিয়গ্রাম কর্ত্তৃক মোহিত হইয়া সুরগণের প্রতি ক্রোধ করিয়াছিলেন। সুরগণ যাঁহার বিভূতি, ত্রিভুবন যাঁহার ক্রীড়ার নিমিত্ত, তিনি স্বীয় যজ্ঞভাগের জন্য নিজ ধনুকে জ্যা-রোপণ করেন এবং ইন্দ্রের দন্তপংক্তিকে উৎপাটিত, দিবাকরকে মোহিত, ভগকে অন্ধ, মৃগাকৃতি যজ্ঞকে বিদ্ধ, দেবগণকে পশু, মুনিগণকে বেদবর্জ্জিত, এবং ঋষিগণকে ধর্ম্মশাস্ত্রহীন করিয়াছিলেন। ৯—২৩। হে রাজন্! বেদপারগ মুনিগণ ইন্দ্রিয়গ্রামকে দুর্জ্জয় বলিয়াছেন। আর মনোরূপিণী যে বুদ্ধি, সেও অপরাজেয়; অতএব বৃথা খেদ করিও না। হে দেবি! রাজা পশুপাল এতাদৃশ মুনিবাক্য শ্রবণ করিয়া পুনরায় তাঁহাকে বলিলেন,—হে দেব! বিধাতৃপ্রমুখ দেবগণ কিরূপে সেই পশুভাব হইতে মুক্তিলাভ করিলেন? আমি

পুনরব্রবীৎ। পশুত্বেঽপি গতা দেবা ঋষির্ভির্মুনিভিঃ সহ॥ ২৭॥ ব্রহ্মাণমগ্রতঃ কৃত্বা গতাঃ শরণমীশ্বরম্। স্তুতিভিস্তোষিতো দেবো ভক্তানুগ্রহকারকঃ॥ ২৮॥ উবাচ বচনং রাজন্ যৎকর্ত্তব্যং তদুচ্যতাম্॥ ২৯॥ দেবা উচুঃ। বেদশাস্ত্রাণি বিজ্ঞানং দেহি নো ভব মা চিরম্। দেবত্বং পূর্ব্ববদ্দেব যদি তুষ্টো মহেশ্বরঃ॥ ৩০॥ ঈশ্বর উবাচ। ভবন্তঃ পশবঃ সর্ব্বে ময়া সার্দ্ধঞ্চ গম্যতাম্। মহাকালবনে ক্ষেত্রে পশুভাববিমোক্ষকে॥ ৩১॥ অহং পতির্ব্বো ভবিতা ততো মোক্ষমাবাপ্স্যথ। ভবতামনুকম্পার্থং লোকানুগ্রহকারণম্। লিঙ্গরূপী ভবিষ্যামি নাম্না পশুপতীশ্বরঃ॥ ৩২॥ অথ তে ত্রিদশাঃ সর্ব্বে দৃষ্ট্বা দেবং তমীশ্বরম্। পশুভাববিনির্ম্মুক্তা গতা হৃষ্টাস্ত্রিবিষ্টপম্। ব্রহ্মা পশুপতিং প্রাহ প্রসন্নেনান্তরাত্মনা॥৩৩॥ যে ত্বাং পশ্যন্তি দেবেশ ভক্ত্যা পরময়া যুতাঃ। তেষাং কুলে পশুত্বঞ্চ যে গতাঃ পিতরঃ প্রভো। স্বকৈঃ কর্ম্মবিপাকৈশ্চ তেষাং মোক্ষো ভবিষ্যতি॥৩৪॥ অজ্ঞানাজ্জ্ঞানতো বাপি যৎপাপং ক্রিয়তে নরৈঃ। তৎপাপং বিলয়ং যাতু তস্য দেবস্য পূজনাৎ॥ ৩৫॥ তে নরাঃ পশবো লোকে কিং তেষাং জীবিতে ফলম্। যৈর্ন দৃষ্টঃ পশুপতিঃ পশুযোনিবিমোচকঃ॥ ৩৬॥ কৌমারে যৌবনে বাল্যে বার্দ্ধকে যদুপার্জ্জিতম্। তৎপাপং বিলয়ং যাতি দৃষ্ট্বা পশুপতিং শিবম্॥ ৩৭॥ পৌষমাসে তু সম্প্রাপ্তে যে ত্বাং পশ্যন্তি মানবাঃ। তেষাং ত্বং বরদো দেব সদাভীষ্টকরো ভবেঃ॥ ৩৮॥ সূর্য্যগ্রহে যথা দত্তং কুরুক্ষেত্রে বিশেষতঃ। পাত্রে দানং সুবর্ণস্য প্রোক্তমক্ষয্যমব্যয়ম্॥ ৩৯॥ পৌষমাসে দিনৈকেন নরাণামধিকং তথা। ত্বদ্দর্শনেন দেবেশ ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥ ৪০॥ ইত্যুক্ত্বা ভগবান্ ব্রহ্মা ব্রহ্মলোকং গতো নৃপ। কৃতকৃত্যঃ প্রহৃষ্টাত্মা মুনিভিঃ কবিভিঃ সহ॥ ৪১॥ তস্মাত্বমপি রাজেন্দ্র যদীচ্ছসি পরাং গতিম্। সমারাধয় তল্লিঙ্গং পশুযোনিবিমোচনম্। মহাকালবনং গত্বা ইন্দ্রেশ্বরস্য দক্ষিণে॥ ৪২॥ তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা নারদস্য মহাত্মনঃ। জগাম পশুপালোঽপি মহাকালবনং প্রিয়ে। দর্শনাত্তস্য লিঙ্গস্য গতোঽসৌ

শুনিতে ইচ্ছা করি, বলুন। নৃপ জিজ্ঞাসা করিলে মুনি পুনরায় বলিলেন,—পশু হইলেও ইন্দ্রাদি দেবগণ বিধাতাকে অগ্রে করিয়া দেবদেব ঈশ্বরের শরণ গ্রহণপূর্ব্বক স্তুতি দ্বারা তাঁহাকে তোষিত করিলেন। তিনি দেবগণের স্তবে তুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন,—হে দেবগণ! তোমাদের কি করিতে হইবে বল? দেবগণ বলিলেন,—হে মহেশ্বর! যদি তুষ্ট হইয়াছেন, তাহা হইলে পূর্ব্ববৎ আমাদিগকে বেদশাস্ত্র এবং বিজ্ঞান প্রদান করুন। ঈশ্বর বলিলেন,— তোমরা পশুভাব প্রাপ্ত হইয়াছ; অতএব আমার সহিত পশুভাববিমোচন মহাকালবনে গমন কর। আমি তোমাদের পতি হইব, ইহাতে তোমরা মুক্তি লাভ করিবে। আমি তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া লোকানুগ্রহকারক পশুপতীশ্বর নামক লিঙ্গ হইব। অনন্তর ঐ পশুভাবপ্রাপ্ত দেবগণ পশুপতীশ্বর লিঙ্গ দর্শন করিয়া পশুভাব হইতে মুক্তি লাভ করত হৃষ্টান্তঃকরণে সকলে স্বীয়পুরে গমন করিলেন। বিধাতা প্রসন্ন হইয়া পশুপতিকে বলিলেন—হে দেব! যাহারা ভক্তি সহকারে আপনাকে দর্শন করিবে, তাহাদের কুলে যে সকল পিতৃলোক স্বীয় কর্ম্মবিপাকে পশুভাব প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাদের মুক্তি লাভ হইবে। জ্ঞানপূর্ব্বক বা অজ্ঞান পূর্ব্বক নরগণ যে সকল পাপাচরণ করিয়া থাকে, আপনাকে দর্শন করিলে তাহাদের সেই সকল পাপ প্রনষ্ট হইবে। যাহারা পশুভাববিমোচক পশুপতি লিঙ্গ দর্শন না করিয়াছে, তাহারা পশু; তাহাদের জীবনে ফল কি? পশুপতি লিঙ্গ দর্শন করিলে কৌমারে, যৌবনে, বাল্যে, ও বার্দ্ধক্যে যে পাপাচরণ করা হইয়াছে, তাহা বিলয় প্রাপ্ত হইবে। হে দেব! পৌষমাসে যে সকল মানব আপনাকে দর্শন করিবে, আপনি সর্ব্বদা তাহাদিগকে অভীষ্ট বর প্রদান করিবেন। হে দেব! সূর্য্যগ্রহণে কুরুক্ষেত্রে কৃত দান ও সৎ পাত্রে সুবর্ণদান অক্ষয় বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে; কিন্তু নরগণ যদি পৌষমাসে আপনাকে দর্শন করে, তাহা হইলে তাহাদের ততোধিক ফললাভ হইবে ইহাতে কোন সংশয় নাই। হে নৃপ! এই কথা বলিয়া ভগবান্ বিধাতা কৃতকৃত্য হইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে মুনি ও কবিগণ সহ স্বীয় লোকে গমন করিলেন। হে রাজেন্দ্র! আপনিও যদি পরম গতি ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে মহাকালবনে গমন করিয়া ইন্দ্রেশ্বর দেবের দক্ষিণদিকৃভাগে অবস্থিত পশুযোনিবিমোচক পশুপতি লিঙ্গ দর্শন করুন। হে প্রিয়ে! দেবর্ষি নারদের বাক্য শ্রবণ করিয়া নরপতি পশুপাল মহাকালবনে গমন করি-

পরমাং গতিম্ ॥ ৪৩ ॥ এষ তে কথিতো দেবি প্রভাবঃ পাপনাশনঃ। পশুপত্যাখ্যদেবস্য শৃণু ব্রহ্মেশ্বরং শিবম্ ॥ ৪৪ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে পশুপতীশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম চতুঃষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৪ ॥

পঞ্চষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীহর উবাচ। পঞ্চষষ্টিকসঙ্খ্যাকং বিদ্ধি ব্রহ্মেশ্বরং প্রিয়ে। যস্য দর্শনমাত্রেণ ব্রহ্মলোকো হ্যবাপ্যতে ॥ ১ ॥ পুলোমা নাম দৈত্যেন্দ্রো মহাবলপরাক্রমঃ। পৌলোমানাং সহস্রৈস্তু পূজ্যমানঃ স তিষ্ঠতি ॥ ২ ॥ আনর্চ্চুস্তেঽপি তং দৈত্যং সুরেশং ত্রিদশা ইব। স কদাচিৎ সমক্ষন্তু দৈত্যানামিদমব্রবীৎ ॥ ৩ ॥ অদ্যাপি লোকপালানামর্কেন্দুজ্বলনাম্ভসাম্। শতক্রতোর্ধনেশস্য যমস্য বরুণস্য চ ॥ ৪ ॥ যদি নাম ততঃ কিং মে তপসা জীবিতেন চ। সোঽহং বিদ্রাবয়িষ্যামি সর্ব্বানেব দিবৌকসঃ ॥ ৫ ॥ সর্ব্বৈরেতৈঃ পরিবৃতঃ পৌলোমৈর্ব্বলবত্তরৈঃ। ইত্যুক্ত্বা গতবান্ দেবি সাগরং দৈত্যসংবৃতঃ। তাবচ্ছয়ানং সহসা হ্যপশ্যন্মধুসূদনম্ ॥ ৬ ॥ শারদাভ্রসমাভাসং মধ্যেকালং যথা ঘনম্। তমালোক্য ততো দৈত্যানব্রবীদনুগাংস্তথা ॥ ৭ ॥ অয়ং স দানবগিরি-বজ্রো হি মধুসূদনঃ। কীর্ত্তিকান্তাকলাকেলি-বৈধব্যাদেশকো দ্বিষাম্ ॥ ৮ ॥ দৈত্যসীমন্তিনীকান্ত-পত্রবল্লীপ্রভঞ্জকঃ। অয়মস্মজ্জয়-বধূ-বৈধব্যাদেশকঃ পরঃ ॥ ৯ ॥ গতশঙ্কঃ স্বপিত্যেকঃ সর্ব্বদা কুটিলাশয়ঃ। হন্তব্যস্ত্বরয়া দুষ্টঃ কাঙ্ক্ষিতো দর্শনং গতঃ ॥১০॥ ইত্যুক্ত্বা স হি দৈত্যেন্দ্রঃ পুলোমাতিরুষান্বিতঃ। অভিদুদ্রাব বেগেন তাবদগ্রে পিতামহম্। দদর্শ নাভিকমলে চিন্তয়ানং পুনঃপুনঃ ॥ ১১ ॥ অথ ব্যাকুলতাং প্রাপ্তো ব্রহ্মা দৃষ্ট্বা তদদ্ভুতম্। আয়ান্তং দৈত্যসিংহানাং সৈন্যং রণসুদুর্জ্জয়ম্ ॥ ১২ ॥ অথ বোধং গতঃ ক্ষিপ্রং কৈটভারির্ম্মহাবলঃ। দদর্শাগ্রে পুলোমং তু স্বসৈন্যপরিবারিতম্ ॥ ১৩ ॥ অজেয়ঃ সঙ্গরে ধীরো ব্রহ্মাণমিদমব্রবীৎ ॥ ১৪ ॥ বিষ্ণুরুবাচ। পুলোমস্য বিনাশার্থমুদ্যোগঃ ক্রিয়তা-

লেন। ঐ স্থানে গমন করিয়া লিঙ্গ দর্শনপূর্ব্বক পরম গতি লাভ করিলেন। হে দেবি! এই আমি তোমার নিকট পশুপতি লিঙ্গের পাপনাশন প্রভা। কীর্ত্তন করিলাম, অতঃপর ব্রহ্মেশ্বরশিব মাহাত্ম্য শ্রবণ কর।২৪—৪৪।

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।৬৪।

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়

শ্রীহর বলিলেন,—হে প্রিয়ে! যাঁহাকে দর্শন করিলে ব্রহ্মলোক লাভ হয়, সেই পঞ্চষষ্টিতম লিঙ্গকে ব্রহ্মেশ্বর বলিয়া জানিবে। পুলোমা নামে মহাবলপরাক্রম দৈত্যদিগের এক অধিপতি ছিল, দেবগণের ইন্দ্রারাধনার ন্যায় সহস্র সহস্র পৌলোম, তাঁহার পূজা করিত। একদা পুলোমা দৈত্যগণের সম্মুখে বলিল,—অদ্যাদি লোকপাল—অর্ক ইন্দু, বহ্নি, জল, শতক্রতু, ধনেশ, যম ও বরুণের আধিপত্য বিরাজিত রহিয়াছে, অতএব আমার তপস্যা ও জীবনে ধিক্! আমি এই সমস্ত বলবান্ পৌলোম পরিবৃত হইয়া সমুদয় দেবগণকে বিদ্রাবিত করিব। এই বলিয়া পুলোমা দৈত্যপরিবৃত হইয়া সাগরাভিমুখে গমন করিল। তথায় উপস্থিত হইয়া সহসা সাগরগর্ভে মধুসূদনকে শয়ান দেখিল।১—৬। সে দেখিল,—শারদ অভ্রের ন্যায় তাঁহার কান্তি, এবং মধ্যদেশ তাঁহার কৃষ্ণবর্ণ। তথাবিধ মধুসূদনকে দর্শন করিয়া দৈত্য, অনুগামী দৈত্যগণকে বলিল,—এই সেই দানবগিরির বজ্রস্বরূপ মধুসূদন; এইই শত্রুগণের কীর্ত্তি-কান্তার বৈধব্যজনক; দৈত্যসীমন্তিনীগণের কমনীয় পত্রবল্লী এই ব্যক্তিই ভিন্ন করিয়া থাকে এবং এই-ই আমাদের জয়-বধূর বৈধব্যপ্রদাতা। এই কুটিলাশয় নিঃশঙ্ক চিত্তে নিদ্রা যাইতেছে; আমি এই দুষ্টকে নিহত করিব; আমি ইহারই দর্শন কামনা করিতেছিলাম। এই কথা বলিয়া দৈত্যেন্দ্র পুলোমা প্রথমে তাঁহার নাভি-কমলাস্থিত পিতামহ-উদ্দেশে ধাবিত হইল। সে ধাবিত হইয়া দেখিল যে, পিতামহ নাভি-কমলে অবস্থিত হইয়া পুনঃপুনঃ ধ্যান করিতেছেন। ঐ সময় ব্রহ্মা দৈত্যপতি পুলোমার রণদুর্জ্জয় অত্যদ্ভুত সৈন্যগণকে আপতিত দেখিয়া ব্যাকুলিত হইলেন। অনন্তর রণদুর্জ্জয় মহাবল কৈটভারি জাগরিত হইয়া সম্মুখে দৈত্যসৈন্যপরিবৃত পুলোমাকে দর্শন করিলেন এবং তিনি তথাবিধ দর্শন করিয়া বিধাতাকে বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! পুলোমাকে বিনাশ করিবার জন্য উদ্যোগ করুন,

মিতি। অসৌ লব্ধবরো দৈত্যঃ সহসা মাং বিজেষ্যতি। তস্মাদ্গচ্ছ ত্বরাযুক্তো মহাকালবনে শুভে। লিঙ্গং দ্রক্ষ্যসি তত্রৈব সপ্তকল্পোদ্ভবং পরম্॥ ১৬॥ উত্তরে চ্যবনেশস্য শিবশক্তিসমন্বিতম্। তস্য লিঙ্গস্য মাহাত্ম্যাদ্বলং প্রাপ্স্যতি শাশ্বতম্॥ ১৭॥ কুণ্ডেশ্বর-করস্পর্শকারি বারি নিরন্তরম্। তদানয় গৃহীত্বা তু তেনায়ং বধ্যতামিতি॥ ১৮॥ ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ। আজগাম মুহূর্ত্তেন যত্র তল্লিঙ্গমুত্তমম্॥ ১৯॥ স্তুতিং চকার সহসা দৃষ্ট্বা ভক্ত্যা পিতামহঃ॥ ২০॥ ব্রহ্মোবাচ। নমস্তে দিব্যরূপায় নমস্তে বহুরূপিণে। নমোঽবিষহ্যবীর্য্যায় নমো বিশ্বক্রিয়াত্মনে॥ ২১॥ নমঃ পিঙ্গকপর্দ্দায় নমঃ খণ্ডেন্দুধারিণে। নমঃ কনকবর্ণায় নমো বন-নিবাসিনে॥ ২২॥ বন্দে ত্বাং ভূতভর্ত্তারং সদা শত্রুবিনাশনম্। রণৎকনককেয়ূরং ধৃতপূর্ণেন্দুমণ্ডলম্॥ ২৩॥ বন্দে ত্বাং ত্রিদশাধ্যক্ষং বিশ্বাধ্যক্ষং মহেশ্বরম্। ক্ষীণসংসারদুঃখৌঘং মুনিধ্যাতপদং সদা॥ ২৪॥ বন্দে ত্বাং সর্ব্বদা দেবং দৈত্যসঙ্ঘাত-নাশনম্। টঙ্কপট্টিশশূলাগ্রধনুঃখড়্গগদাধরম্॥ ২৫॥

ঐ দৈত্য বর প্রাপ্ত হইয়াছে; ও সহসা আমাকে জয় করিবে। অতএব আপনি শীঘ্র মহাকালবনে গমন করুন। ঐ স্থানে গমন করিয়া আপনি চ্যবনেশ্বরের উত্তরদিক্‌ভাগে শিবশক্তি-সমন্বিত সপ্তকল্পোদ্ভব লিঙ্গ দেখিতে পাইবেন; পরে ঐ লিঙ্গ দর্শনফলে শাশ্বত বল-লাভ করিবেন। ঐ স্থান হইতে আপনি কুণ্ডেশ্বর-করস্পর্শকারী বারি আনয়ন করুন, তাহা দ্বারা এই দুষ্ট দৈত্য নিহত হইবে। বিষ্ণুবাক্য শ্রবণ করিয়া লোক-পিতামহ মুহূর্ত্তকালের মধ্যে লিঙ্গসমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি লিঙ্গসমীপে উপস্থিত হইয়া দর্শনপূর্ব্বক ভক্তিসহকারে বক্ষ্য-মাণ প্রকারে তাঁহার স্তুতি করিলেন; যথা—হে দিব্যরূপ, বহুরূপিন্, অবিসহ্যবীর্য্য, বিশ্বক্রিয়াত্মন্, পিঙ্গকপর্দ্দ, খণ্ডেন্দুধারিন্, কনকবর্ণ, বননিবাসিন্! তোমাকে আমি পুনঃপুন নমস্কার করি। হে দেব! আপনি ভূতভর্ত্তা, শত্রুবিনাশন, মুখরিত-কনক-কেয়ূরবিশিষ্ট, পূর্ণচন্দ্রধারী, দেবকর্ত্তা, বিশ্বাধ্যক্ষ, মহেশ্বর, সংসারদুঃখবিহীন ও মুনিপূজিত-চরণ; আপনাকে আমি নমস্কার করি। হে দেব! আপনি দৈত্যারি, এবং টঙ্ক, পট্টিশ, শূল, ধনু, খড়্গ ও গদাধারী, আমি আপনার বন্দনা

এবং স্তুতঃ স ভগবাল্লিঙ্গরূপী মহেশ্বরঃ। কিঞ্চিৎ-স্মিতমুখঃ প্রাহ ব্রহ্মাণং লোককারণম্॥ ২৬॥ কিং তেঽভীষ্টং করোম্যদ্য কিং দদামি পিতামহ। কস্মাৎ স্তৌষি মুনিশ্রেষ্ঠ কস্মাদার্ত্তোঽসি দৃশ্যসে॥ ২৭॥ ইতি লিঙ্গবচঃ শ্রুত্বা কথিতং ব্রহ্মণা তদা। বৃত্তান্তং বিস্তরাৎ সর্ব্বং লিঙ্গেনোক্তং তদা প্রিয়ে॥ ২৮॥ জলং গৃহাণ বাগীশ শাস্ত্রজং শত্রুবারণম্। হনিষ্যসি ক্ষণেনৈব পুলোমং সহসৈন্যকম্॥ ২৯॥ ইত্যুক্তঃ সত্বরো ব্রহ্মা গতো যত্র জনার্দ্দনঃ। জলেন তেন তান্ দৈত্যান্ পাতয়ামাস ভূতলে॥ ৩০॥ স পুলোমা মহানাসীৎ স্বারোচিষেঽন্তরে মনৌ। কৃষ্ণোঽপি ব্রহ্মণা সার্দ্ধমাজগাম কুশস্থলীম্॥ ৩১॥ দদর্শ তত্র তল্লিঙ্গং নাম চক্রে জনার্দ্দনঃ। ব্রহ্মণা সংস্তুতো দেবো মমানুগ্রহকারণাৎ। তস্মাৎ ব্রহ্মেশ্বরো নাম খ্যাতিং লোকেষু যাস্যতি॥ ৩২॥ যে দ্রক্ষ্যন্তি নরা ভক্ত্যা দেবং ব্রহ্মেশ্বরং শিবম্। তে ব্রহ্মলোকমাক্রম্য সমেষ্যন্তি মমান্তিকম্॥ ৩৩॥

করি।৭—২৫। ভগবান্ লিঙ্গরূপী মহেশ্বর বিধাতা কর্ত্তৃক এইরূপে স্তুত হইয়া সস্মিতবদনে লোক-কারণ ব্রহ্মাকে বলিলেন,—হে পিতামহ! অদ্য আমি তোমার কি উপকার করিব? এবং কিইবা তোমাকে প্রদান করিব? কি জন্য তুমি আমায় স্তব করিতেছ? এবং কি জন্যই বা তোমাকে আর্ত্ত দেখিতেছি। লিঙ্গের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মা সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। বিধাতৃ-বাক্য শ্রবণ করিয়া লিঙ্গ বলিলেন,—হে বাগীশ! এই শাস্ত্রজ শত্রুনিবারক জল গ্রহণ কর। ইহা দ্বারা ক্ষণকালের মধ্যে সসৈন্য পুলোমাকে বিনষ্ট করিতে পারিবে। ব্রহ্মা এই কথা শ্রবণান্তে জল গ্রহণপূর্ব্বক যেখানে জনার্দ্দন অবস্থিত, সেই স্থানে গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া তিনি জল দ্বারা দৈত্যগণকে নিহত করিলেন। স্বারোচিষ মনুর অধিকারকালে পুলোমা দৈত্য-গণের অধিপতি ছিল। অনন্তর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মার সহিত কুশস্থলী পুরীতে আগমনপূর্ব্বক ঐ স্থানে লিঙ্গ দর্শন করত তাঁহার নামকরণ করি-লেন যে, ব্রহ্মা আমার প্রতি অনুগ্রহের জন্য আপ-নার স্তব করিয়াছিলেন বলিয়া আপনি ব্রহ্মেশ্বর নামে জগতে খ্যাতি লাভ করিবেন। যে সকল নর ভক্তিপূর্ব্বক ব্রহ্মেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করিবে, তাহারা ব্রহ্মলোক প্রাপ্তির পর মদীয় লোকে আগমন

যস্তু পশ্যেৎ প্রসঙ্গেন দেবং ব্রহ্মেশ্বরং শিবম্। কৃতকৃত্যঃ স পুরুষো ন শোচেন্মরণং সদা ॥ ৩৪ ॥ যঃ পুষ্করং নরো গত্বা তপো বর্ষশতং চরেৎ। অন্যো ব্রহ্মেশ্বরং পশ্যেত্তস্য পুণ্যং ততোঽধিকম্ ॥ ৩৫ ॥ পঞ্চপাতকসংযুক্তো যো মর্ত্ত্যো দুষ্টমানসঃ। সোঽপি গচ্ছেচ্ছিবং স্থানং দৃষ্ট্বা ব্রহ্মেশ্বরং শিবম্ ॥ ৩৬ ॥ চান্দ্রায়ণানাং বিধিবদ্দশানামেব যৎফলম্। তৎফলং সমবাপ্নোতি ব্রহ্মেশ্বরস্য দর্শনাৎ ॥ ৩৭ ॥ ইত্যুক্ত্বা গতবান্ বিষ্ণুর্বৈকুণ্ঠং শাশ্বতং প্রিয়ে। ব্রহ্মলোকং জগামাথ ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ॥ ৩৮ ॥ এষ তে কথিতো দেবি প্রভাবঃ পাপনাশনঃ। ব্রহ্মেশ্বরস্য দেবস্য জল্পেশ্বরমথো শৃণু ॥ ৩৯ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ব্রহ্মেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম পঞ্চষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৫ ॥

ষট্‌ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ষট্‌ষষ্টিতমকং বিদ্ধি দেবং জল্পেশ্বরং প্রিয়ে। যস্য দর্শনমাত্রেণ মহাপাপং শমং ব্রজেৎ ॥ ১ ॥ জল্পো নাম মহাদেবি রাজাভূদ্‌ভুবি বিশ্রুতঃ। সদা জল্পরতো নিত্যং জল্পবাদপ্রবর্ত্তকঃ ॥ ২ ॥ বিকল্পবহুলো নিত্যং সংসারগতিচিন্তকঃ। সুবাহুপ্রমুখাঃ পঞ্চ পুত্রা জাতা মহাবলাঃ ॥ ৩ ॥ তস্য রাজ্ঞো বরারোহে মূর্ত্তাঃ পঞ্চাগ্নয়ো যথা। সুবাহুঃ শত্রুমর্দ্দী চ জয়ো বিজয় এব চ বিক্রান্তঃ পঞ্চমঃ পুত্রঃ সর্ব্বে শস্ত্রাস্ত্রপারগাঃ ॥ ৪ পিত্রা জল্পেন তে রাজ্ঞা পৃথগ্রাজ্যে প্রতিষ্ঠিতাঃ পৃথক্ পুত্রা হি তে সর্ব্বে পৃথগ্দেশাধিপাঃ কৃতাঃ ॥ ৫ প্রাচ্যাং সুবাহুর্নৃপতির্যাম্যাং বৈ শত্রুমর্দ্দনঃ পশ্চিমায়াং জয়ো রাজা উত্তরে বিজয়ো নৃপঃ ॥ ৬ মধ্যে বিক্রান্তসংজ্ঞস্তু স্বপদে বিনিযোজিতঃ। ব্যবস্থামীদৃশীং কৃত্বা স্বয়মেব বনং যযৌ ॥ ৭ ॥ বভূবুর্মন্ত্রিণস্তেষাং হিতা বংশক্রমাগতাঃ। বুভুজুঃ স্বস্বরাজ্যানি মন্ত্রিভিঃ সহিতাস্তদা ॥ ৮ ॥ বিক্রান্তস্য চ যো মন্ত্রী বিকল্পৈকপরায়ণঃ। তেনোক্তং বিজনে দেশে বিক্রান্তস্য মহীভৃতঃ ॥ ৯ ॥ যস্যৈষা পৃথিবী কৃৎস্না স সমর্থঃ প্রকীর্ত্তিতঃ। উদ্যমেন পদং লব্ধং বাসবেন

করিবে। যে ব্যক্তি প্রসঙ্গাধীনও ব্রহ্মেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করিবে, সে কৃতকৃত্য হইয়া মরণশোক হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবে। যদি কোন মানব পুষ্কর তীর্থে গমন করিয়া শতবর্ষ যাবৎ তপশ্চরণ করে, আর অন্য কেহ যদি ব্রহ্মেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করে, তাহা হইলে এতদুভয়ের মধ্যে ব্রহ্মেশ্বর দর্শনকারীরই অধিক পুণ্য লাভ হইবে। যে দুষ্ট-মানস মর্ত্ত্য পঞ্চপাতকসংযুক্ত, সে ব্রহ্মেশ্বর শিবদর্শন ফলে শিবলোক প্রাপ্ত হইবে। বিধিবৎ দশবার চান্দ্রায়ণ অনুষ্ঠান করিলে যে ফল লাভ হয়, ব্রহ্মেশ্বর দর্শন করিলে তৎফল লাভ হইবে। হে প্রিয়ে! এই সকল কথা বলিয়া ভগবান বিষ্ণু বৈকুণ্ঠে এবং লোকপিতামহ ব্রহ্মা স্বীয় লোকে গমন করিলেন। হে দেবি! এই আমি তোমার নিকট ব্রহ্মেশ্বরের পাপ-নাশন প্রভাব কীর্ত্তন করিলাম, অতঃপর জল্পেশ্বর-মাহাত্ম্য শ্রবণ কর ২৬—৩৯।

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৬৫।

ষটষষ্টিতম অধ্যায়।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি! যাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র মহাপাপ উপশমিত হয়, তুমি সেই ষট্‌ষষ্টিতম লিঙ্গকে জল্পেশ্বর বলিয়া জানিবে। হে দেবি! জল্প নামে পৃথিবীতে এক রাজা ছিলেন। তিনি সর্ব্বদা জল্পনা করিতে ভাল বাসিতেন, এবং অনেক জল্পনা তিনি স্বয়ং প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। তাঁহার মন অত্যন্ত সন্দিগ্ধ ছিল। তিনি সর্ব্বদা সংসারগতি চিন্তা করিতেন। সুবাহুপ্রমুখ তাঁহার মহাবল পাঁচ পুত্র হয়, এই পাঁচ পুত্র পাঁচ অগ্নির ন্যায় ছিল। ইহাদের নাম—সুবাহু, শত্রুমর্দ্দী, জয়, বিজয় এবং পঞ্চম বিক্রান্ত। ইহারা সকলেই শস্ত্রাস্ত্রপারগ। রাজা জল্প ইহাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ রাজ্যে অভিষিক্ত করেন। ইহারা প্রত্যেকেই এক এক দেশের অধিপতি হইয়াছিল। পূর্ব্বদেশে সুবাহু, দক্ষিণদেশে শত্রুমর্দ্দন, পশ্চিম দেশে জয়, উত্তরে বিজয় এবং মধ্যদেশে স্বরাজ্যে বিক্রান্ত পিতা কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইল। জল্পরাজ এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া স্বয়ং বনগমন করিলেন। বংশক্রমাগত মন্ত্রিগণ তাঁহাদের হিতকর মন্ত্রী হইলেন। তাঁহারা স্ব স্ব মন্ত্রিগণের সহিত রাজ্য ভোগ করিতে লাগিলেন।১—৮। বিক্রান্তের মন্ত্রী বিকল্পপরায়ণ ছিলেন। একদা তিনি নির্জ্জন স্থানে রাজা বিক্রান্তকে বলিলেন,—এই সমগ্রা পৃথিবী যাঁহার, তিনিই সমর্থ। মহাত্মা বাসবও উদ্যম

মহাত্মনা॥ ১০॥ ত্রিদশৈশ্চামৃতং লব্ধমুদ্যমেন মহীপতে॥ ১১॥ হীনোদ্যমা মানবা যে ক্ষত্রিয়াশ্চ বিশেষতঃ। তে হাস্যাস্পদতাং যান্তি হীনবীর্য্যা দিনে দিনে॥ ১২॥ স্নেহং চ কুরুতে ভ্রাতা রাজ্যলুব্ধোহর্থকারণাৎ। অর্থবীর্য্যেণ তেনৈব সন্তোষং কুরুতে নৃপ॥ ১৩॥ ক্রিয়তে ন কিমর্থন্তু ভূপ মন্ত্রপরিগ্রহঃ। ভুজ্যতে সকলং রাজ্যং ময়া তে মন্ত্রিণা বলাৎ॥ ১৪॥ পরোঽপি হিতবান্ বন্ধুর্বন্ধুরপ্যহিতঃ পরঃ। অহিতো দেহজো ব্যাধির্হিতমারণ্যমৌষধম্॥ ১৫॥ ভূমিমেতে নির্গিলন্তি সর্পা বিলশয়ানিব। রাজানমবিরোদ্ধারং ব্রাহ্মণং চাপ্রবাসিনম্॥ ১৬॥ মায়য়া মোহিতং সর্ব্বং কো বা কস্য চ বান্ধবঃ। উদ্যমঃ ক্রিয়তাং তস্মাদ্ভ্রাতৃণাং নিগ্রহে দ্রুতম্॥ ১৭॥ ভ্রাতৃভির্ভ্রাতরঃ সর্ব্বে নিহতা রাজ্যকারণাৎ। ধর্ম্মং চ শাশ্বতং জ্ঞাত্বা নিহতাশ্চাসুরাঃ সুরৈঃ॥ ১৮॥ ইতি মন্ত্রিবচঃ শ্রুত্বা স রাজা বিস্ময়ান্বিতঃ। হসিত্বা প্রত্যুবাচেদং মমায়ং শত্রুরাগতঃ॥ ১৯॥ বিক্রান্ত উবাচ। বয়ং চ ভ্রাতরঃ পঞ্চ পৃথিবীং কাময়ামহে। অতুষ্টাঃ পৃথগৈশ্বর্য্যং কথং কৃৎস্না ভবিষ্যতি॥ ২০॥ জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা সুবাহুশ্চ দ্বিতীয়ঃ শত্রুমর্দনঃ। জয়শ্চ বিজয়শ্চৈব তেষাং লঘুরহং যতঃ॥ ২১॥ মন্ত্র্যুবাচ। রাজ্যে স্থিতং পূজয়ন্তি জ্যেষ্ঠং পূজার্হনৈর্ন্নরৈঃ। কনিষ্ঠজ্যেষ্ঠতা কেয়ং রাজ্যং প্রার্থয়তাং নৃণাম্॥ ২২॥ তথেতি চ প্রতিজ্ঞাতে বিক্রান্তেন মহীভৃতা। স মন্ত্রী কারয়ামাস অভিচারবিধিং তদা॥ ২৩॥ আথর্ব্বণেন মন্ত্রেণ পুরোধাঃ প্রচকার হ। জ্ঞাতং পুরোহিতৈস্তেষাং তেঽপি চক্রুঃ সমাহিতাঃ॥ ২৪॥ অথ কৃত্যা সমুৎপন্না পশ্চাৎ কৃত্যাচতুষ্টয়ম্। সপুরোহিতভৃত্যাংস্তানগ্রসংস্ত সমং তদা॥ ২৫॥ ততঃ সমস্তলোকস্য বিস্ময়শ্চাভবন্মহান্। যদেককালং নেশুস্তে পৃথক্পুরনিবাসিনঃ॥ ২৬॥ ততঃ শ্রুত্বা চ নিধনং পুত্রাণাং জনকো নৃপঃ। বনে বশিষ্ঠং পপ্রচ্ছ কিমেতদ্ভগবন্

দ্বারা স্বীয় পদ লাভ করেন। দেবগণ উদ্যম হইতেই অমৃত প্রাপ্ত হন। যে সকল মানব হীনোদ্যম, বিশেষতঃ ক্ষত্রিয় যদি অধ্যবসায়রহিত হয়, তাহা হইলে তাহারা হাস্যাস্পদতা লাভ করিয়া দিন দিন হীনবীর্য্য হইয়া পড়ে। হে নৃপ! দেখুন,—ভ্রাতৃগণ প্রায়ই রাজ্যলোভে স্নেহ করিয়া থাকে, এবং অর্থবলে সন্তোষ বিধান করে। হে নৃপ! কিজন্য আপনি আমার মন্ত্র গ্রহণ করিতেছেন না? আমার মত মন্ত্রীর নীতি-কৌশলে আপনি সমস্ত রাজ্যই ভোগ করিবেন। দেখুন,—বাহ্য বন্য আরণ্য ঔষধের ন্যায় পরও হিতকর বন্ধু হয়, আর দেহজ ব্যাধিসদৃশ আত্মীয় গৃহস্থ বন্ধুও অহিতকর হইয়া থাকে। সর্প যেমন সর্পকে উদরস্থ করে, তেমনি রাজগণ ভূমিকে আয়ত্ত করিবেন। মায়াতে মুগ্ধ হইয়াই রাজা অবিরোধী, আর ব্রাহ্মণ অপ্রবাসী হইয়া থাকেন। মায়াতেই সমস্ত জগৎ বিমুগ্ধ হইয়া রহিয়াছে; এখানে কাহারও সহিত কাহারও বন্ধুত্ব নাই। হে রাজন্! অতএব আপনি ভ্রাতৃগণের উচ্ছেদ-সাধনের জন্য উদ্যম প্রকাশ করুন। দেখুন, রাজ্যলাভের নিমিত্ত ভ্রাতৃগণ ভ্রাতৃগণকে নিহত করিয়া থাকে। ইহা শাশ্বত ধর্ম্ম; ইহা জানিয়াই সুরগণ অসুরগণকে নিহত করিয়াছিলেন। মন্ত্রীর এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা বিস্মিত হইলেন এবং হাস্য সহকারে স্বগত বলিলেন,—এ আমার শত্রু আসিয়াছে। অতঃপর বিক্রান্ত প্রকাশ্যে বলিলেন,—আমরা পঞ্চ ভ্রাতায় পৃথিবী ভোগ করিতেছি, এখন অসন্তুষ্ট হইয়া আমি যদি সমগ্র ঐশ্বর্য্য ইচ্ছা করি, তাহা কিরূপে সম্ভব হইবে? জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সুবাহু, দ্বিতীয় শত্রুমর্দ্দন, ইহাঁদের পর জয়-বিজয়, তাহার পর আমি; আমি সর্ব্বকনিষ্ঠ। জ্যেষ্ঠগণ বিদ্যমান থাকিতে, সর্ব্ব কনিষ্ঠের সমগ্র ঐশ্বর্য্যভোগ অসম্ভব। বিশেষতঃ তাঁহারা আমার পূজনীয়।৯—২১। রাজা বিক্রান্তের বাক্য শ্রবণ করিয়া মন্ত্রী বলিলেন,—রাজাসনে অধিরূঢ় জ্যেষ্ঠকেই পূজা করিতে হয়। রাজ্যপ্রার্থীদিগের আর কনিষ্ঠ-জ্যেষ্ঠতা কি আছে? মন্ত্রীর এই সকল কূটনীতি শ্রবণ করিয়া মহীপাল বিক্রান্ত সম্মতি প্রদান করিলেন। তখন মন্ত্রী আথর্ব্বণ বিধি দ্বারা অভিচার করাইতে লাগিলেন, পুরোধা নিযুক্ত হইলেন। ইত্যবসরে প্রতিপক্ষগণও জানিতে পারিলেন, জানিতে পারিয়া তাঁহারাও পুরোহিতগণকে নিয়োগ করিলেন, তাঁহারাও সমাহিতভাবে কর্ম্ম করিতে লাগিলেন। অনন্তর কৃত্যা উপস্থিত হইল। ক্রমশঃ কৃত্যাচতুষ্টয় প্রাদুর্ভূত হইয়া সপুরোহিত-ভৃত্য তাহাদের সকলকেই যুগপৎ গ্রাস করিল। পুরবাসিগণ এককালে তাহাদিগকে বিনষ্ট হইতে দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইল। অনন্তর নৃপতি জনক বনে

প্রভো। ২৭। তেনাপি কথিতং সর্ব্বং বশিষ্ঠেন মহাত্মনা। দিব্যজ্ঞানেন বৃত্তান্তং বিকল্পং চাকরোন্নৃপঃ। ২৮। রাজোবাচ। নিমিত্তোঽহং বিনাশস্য ধিগ্ ধিগ্ জন্ম মদীয়কম্। সার্দ্ধং স্বমাত্যপুত্রৈশ্চ মৃতং ব্রাহ্মণপঞ্চকম্। ২৯। মত্তোঽন্যঃ কঃ পাপরতো ভবিষ্যতি মহান্ ভুবি। যদি জন্ম মদীয়ং স্যান্ন চ জাতু মহীতলে। ৩০। ততস্তে ন বিনশ্যেয়ুর্ম্ম পুত্রপুরোহিতাঃ। ধিগ্রাজ্যং ধিক্ চ মে জন্ম ভূভুজাং চ মহাকুলে। ৩১। কারণত্বং গতো যোঽহং বিনাশস্য দ্বিজন্মনাম্। কুর্ব্বন্তঃ স্বামিনস্তেঽর্থং পুত্রাণাং মম যাজকাঃ। নাশং যযুর্ন্ন তুষ্টাস্তে তুষ্টোঽহং নাশকারণে। ৩২। ইত্থমুদ্বিগ্নহৃদয়ঃ স জল্পঃ পৃথিবীপতিঃ। পপ্রচ্ছ চ পুনঃ প্রহ্বো বশিষ্ঠং জ্ঞানিনাং বরম্। ৩৩। রাজোবাচ। ভগবন্ ব্রূহি মে তীর্থমবিয়োগকরং সদা। সদ্যঃ পাপহরং বিপ্র লিঙ্গং বা কথয় প্রভো। ৩৪। তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা জল্পস্য পৃথিবীপতেঃ। বশিষ্ঠঃ কথয়ামাস দিব্যজ্ঞানেন পার্ব্বতি।৩৫। গচ্ছ জল্প মমাদেশান্মহাকালবনোত্তমম্। কৃত্বা নিঃক্ষত্রিয়াং পৃথ্বীং যত্র রামস্তপস্যতি। তত্র লিঙ্গমনাদ্যং চ কুক্কুটেশ্বরপশ্চিমে। ৩৬। তদারাধয় রাজেন্দ্র জামদগ্ন্যাশ্রমে স্থিতঃ। বশিষ্ঠস্য বচঃ শ্রুত্বা জল্পোঽহসৌ পৃথিবীপতিঃ। ৩৭। দেবদারুবনং ত্যক্ত্বা মহাকালবনং গতঃ। দদর্শ তত্র তল্লিঙ্গমনাদ্যং দেবসংস্তুতম্। পূজয়ামাস বিধিবৎ পরমেণ সমাধিনা। ৩৮। তত্র বাণী সমুৎপন্না লিঙ্গমধ্যাদ্বরাননে। ন ত্বং পাপসমাচারো ন ত্বং মরণকারণম্। পুত্রাণাং নৃপ বিপ্রাণামদৃষ্টং তত্র কারণম্। ৩৯। বিপাকেন স্বকীয়েন গতা বৈবস্বতং পুরম্। মা শোকং কুরু রাজেন্দ্র গহনা কর্ম্মণো গতিঃ। ৪০। অনেন শুদ্ধভাবেন তুষ্টোঽহং নৃপসত্তম। যদভীষ্টং বরং ব্রূহি তত্তে দাস্যামি নান্যথা। ৪১। রাজোবাচ যদি তুষ্টোঽসি মে দেব যদি দেয়ো বরো মম। সংসারসাগরে ঘোরে মা ভবেন্মম জন্ম চ। ৪২।

থাকিয়াই পুত্রগণের নিধন-বার্ত্তা শ্রবণ করত মুনিবর বসিষ্ঠকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে প্রভো! কি জন্য আমার পুত্রগণ যুগপৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল? মুনিবর বসিষ্ঠ নৃপতি কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া দিব্যজ্ঞানপ্রভাবে বিকল্প-কৃত সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। তচ্ছ্রবণে রাজা বলিলেন,—আমিই তাহাদের বিনাশের কারণ; আমার নিরর্থক জীবনে ধিক্! কারণ,—অমাত্য-পুত্রগণের সহিত পাঁচজন ব্রাহ্মণ নিহত হইয়াছেন। ভূতলে আমার ন্যায় পাপী আর কে আছে? ভূতলে যদি আমার জন্ম না হইত, তাহা হইলে ত আমার পুত্র ও পুরোহিতগণ বিনষ্ট হইতেন না। আমি রাজকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, আমার জন্ম ও রাজ্যে ধিক্! যে হেতু আমি ব্রাহ্মণবিনাশের কারণ হইলাম। আমার পুত্রযাজক ব্রাহ্মণগণ তাহাদের জন্যই নাশ প্রাপ্ত হইয়াছেন, অতএব তাঁহাদিগকে তুষ্ট বলা যায় না, আমিই তাহাদের নাশের কারণ। এই প্রকার উদ্বিগ্ন হইয়া রাজা জল্প পুনরায় বিনীতভাবে মুনিবর বসিষ্ঠকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, হে প্রভো! আমাকে এক অবিয়োগকর তীর্থ ও সদ্যঃপাপহর লিঙ্গের কথা বলিয়া দেন। হে পার্ব্বতি! তখন রাজবাক্য শ্রবণ করিয়া মুনি বলিলেন,—হে জল্প! তুমি মহাকালবনে গমন কর, পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করিয়া রাম ঐ স্থানে তপস্যা করেন। ঐ স্থানে কুক্কুটেশ্বর দেবের পশ্চিমদিক্‌ভাগে এক অনাদ্য লিঙ্গ আছেন, তুমি জামদগ্ন্যের আশ্রমে অবস্থিত হইয়া ঐ লিঙ্গের আরাধনা কর। অনন্তর রাজা বসিষ্ঠবাক্য শ্রবণ করিয়া দেবদারুবন পরিত্যাগপূর্ব্বক মহাকালবনে গমন করিলেন। সেখানে উপস্থিত হইয়া তিনি দেবসংস্তুত অনাদি লিঙ্গ দর্শনপূর্ব্বক পরম সমাধি অবলম্বনে তাঁহার পূজা করিলেন।২২—৩৮। হে বরাননে! পরে ঐ লিঙ্গমধ্য হইতে এই বাণী সমুৎপন্ন হইল যে, হে নৃপ! তুমি পাতকী বা তোমার পুত্রাদির মরণের কারণ নহ; তোমার পুত্র ও ব্রাহ্মণগণের মৃত্যুর কারণ—তাহাদেরই অদৃষ্ট। তাহারা স্বকীয় কর্ম্মবিপাক দ্বারা বৈবস্বতপুরে গমন করিয়াছে। হে রাজেন্দ্র! তুমি শোক করিও না; দেখ—কর্ম্মের গতি অতি গহন। হে নৃপ! আমি তোমার এই শুদ্ধভাবে তুষ্ট হইয়াছি, তোমার যাহা অভীষ্ট, তাহা তুমি আমার নিকট প্রার্থনা কর, আমি প্রদান করিতেছি। লিঙ্গ এই কথা বলিলে, রাজা বলিলেন,—হে দেব! আপনি যদি আমার প্রতি তুষ্ট হইয়া থাকেন, যদি আমাকে বর দেওয়া আপনার উচিত বলিয়া মনে হয়, তাহা হইলে এই বর দেন,—যেন এই ঘোর সংসারসাগরে আর আমার জন্ম না হয়। হে

অক্ষয়াং দেহি মে কীর্ত্তিং নাম্না মে বিশ্রুতো ভুবি। অয়ং জল্লেশ্বরো দেবো জল্লেনারাধিতো বিভুঃ॥৪৩॥ বদন্ত ত্রিদশাঃ সর্ব্বে এষ মে দুর্লভো বরঃ। যে ত্বাং পশ্যন্তি মনুজা মন্নাম্না খ্যাতিমাগতম্। তেষাং বিয়োগো মা ভূয়াৎ পুত্রতো ধনতোঽপি বা॥ ৪৪॥ ন সংসারভয়ং তেষাং দস্যুতো নৈব রাজতঃ। ন ভূতগ্রহরোগেভ্যো ভয়মস্ত কদাচন॥ ৪৫॥ শিবমস্ত সদা তেষাং যেষাং ত্বং দর্শনং গতঃ। তে ধন্যা মানুষে লোকে যে ত্বাং শরণমাগতাঃ॥ ৪৬॥ সর্ব্বতীর্থাভিষেকৈস্ত যৎপুণ্যং প্রাপ্যতে নরৈঃ। তৎ সর্ব্বমধিকং দেব লভ্যতে তব দর্শনাৎ॥ ৪৭॥ তাবৎ পততি সংসারে ঘোরে দুঃখশতাকুলে। যাবন্ন দৃশ্যতে দেবঃ সংসারার্ণবতারকঃ॥ ৪৮॥ যদা পাপক্ষয়ঃ পুংসাং তদা তে দর্শনং ভবেৎ সহসা সুকৃতৈনৈব নাল্পেন তপসা প্রভো॥ ৪৯॥ এবং ভবিষ্যতীত্যুক্ত্বা তেন লিঙ্গেন পার্ব্বতি। পশ্যতাং সর্ব্বদেবানাং স্বতনৌ সন্নিবেশিতঃ॥ ৫০॥ তস্মিল্লিঙ্গে লয়ং প্রাপ্তে নৃপে জল্লে বরাননে। দেবো জল্লেশ্বরঃ খ্যাতো দেবৈরুক্তো মহীতলে। ভুক্তিদো মুক্তিদশ্চৈব সদাভীষ্টকরঃ স্মৃতঃ॥ ৫১॥ এষ তে কথিতো দেবি প্রভাবঃ পাপনাশনঃ। জল্লেশ্বরস্য দেবস্য শৃণু কেদারসংজ্ঞকম্॥ ৫২॥

ইতি শ্রীস্কান্দে জল্লেশ্বরলিঙ্গমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ষট্‌ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৬৬॥

দেব! আর এক বর এই যে, আপনি আমার নামে জগতে বিখ্যাত হইয়া আমার কীর্ত্তি রাখুন। দেবগণ সকলে যেন বলেন,—এই বিভু জল্ল কর্ত্তৃক আরাধিত হইয়াছিলেন বলিয়া ইঁহার নাম হইয়াছে, জল্লেশ্বর। হে দেব! ইহাই আমার দুর্লভ বর। যাহারা আপনাকে দর্শন করিবে, কদাচ তাহাদের যেন পুত্র ও ধনবিয়োগ না হয়। হে দেব! যাহারা আপনাকে দর্শন করিয়াছে, তাহাদের সংসারভয়, দস্যুভয়, রাজভয় এবং ভূত,-গ্রহ, ও রোগভয় যেন কদাচ না হয় এবং সর্ব্বদা তাহাদের যেন মঙ্গল হইয়া থাকে। হে দেব! যাহারা আপনার শরণ লইয়াছে, তাহারা মানুষলোকে ধন্য। নিখিল তীর্থে স্নান করিয়া মানব যে ফল লাভ করে, আপনাকে দর্শন করিলে তদপেক্ষা যেন অধিক ফল লাভ হয়। হে সংসারার্ণবতারক! মানব যাবৎ না আপনাকে দর্শন করে, তাবৎ সে ঘোরদুঃখশতাকুল সংসারসাগরে পতিত হয়। হে দেব! মানবের যখন পাপক্ষয় হয়, তখন মহৎ সুকৃত ও বিপুল তপস্যার ফলে আপনাকে দর্শন করিয়া থাকে। হে দেবি পার্ব্বতি! রাজা জল্ল এই সকল প্রার্থনা করিলে লিঙ্গ "এবমস্ত" বলিয়া দেবগণ সমক্ষেই স্বীয় তনুতে অন্তর্দ্ধান করিলেন। হে বরাননে! অনন্তর রাজা জল্লও ঐ লিঙ্গে লয় প্রাপ্ত হইলে দেব, দেবগণ কর্ত্তৃক জল্লেশ্বর নামে খ্যাত, ভুক্তিদ, মুক্তিদ ও সদা অভীষ্টকর বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিলেন। হে দেবি! এই আমি তোমার নিকট জল্লেশ্বরমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম, অতঃপর কেদারেশ্বর-মাহাত্ম্য শ্রবণ কর।৩৯—৫২।

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৬৬।

সপ্তষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। সপ্তষষ্টিকসংখ্যাকং কেদারেশ্বরসংজ্ঞকম্। দেবং শৃণু বরারোহে দর্শনাৎপাপনাশনম্॥ ১॥ সৃষ্টিকালে পুরা দেবি দেবা ব্যাপ্তা হিমেন হি। শীতার্ত্তা বিহ্বলাঃ সর্ব্বে ব্রহ্মাণং শরণং গতাঃ॥ ২॥ হিমাদ্রিণার্দ্দিতাঃ সর্ব্বে বয়ং দেব জগৎপতে। ত্রাহি ভীতাংশ্চতুর্ব্বক্ত্র পিতামহ নমোঽস্ত তে॥ ৩॥ দেবানাং বচনং শ্রুত্বা প্রোক্তং বৈ ব্রহ্মণা প্রিয়ে। পীড়িতা হিমশৈলেন শঙ্করশ্বশুরেণ চ॥ ৪॥ নাহং যাতুং সমর্থোঽস্মি সত্যমেতন্ময়ো-

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়।

ঈশ্বর বলিলেন—হে দেবি! যাহাকে দর্শন করিলে পাপনাশ হয়, সেই সপ্তষষ্টিতম কেদারেশ্বর-লিঙ্গ-মাহাত্ম্য শ্রবণ কর। হে দেবি! পূর্ব্বে সৃষ্টিসময়ে দেবগণ হিমাভিষিক্ত হইয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহারা শীতার্ত্ত ও অত্যন্ত ব্যাকুলচিত্ত হইয়া বিধাতার শরণ গ্রহণ করেন। পিতামহসমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহারা বলেন,—হে দেব জগৎপতে! আমরা সকলে হিমাদ্রি কর্ত্তৃক অর্দ্দিত হইয়া ভীত হইয়াছি। আপনি আমাদিগকে ত্রাণ করুন; আপনাকে নমস্কার। দেবগণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মা বলিলেন, হিমশৈল—শঙ্করের শ্বশুর,—তিনি তোমাদিগকে পীড়া দিয়াছেন, আমি

দিতম্। মহাদেবমৃতে দেবা গতিরন্যা ন বিদ্যতে॥ ৫॥ স এব শরণং দেবঃ সর্ব্বেষাং নো ভবিষ্যতি। তস্যাজ্ঞয়া ময়া সর্ব্বে পর্ব্বতা রচিতাঃ পুরা॥ ৬॥ কৃতা সৃষ্টির্বিচিত্রা চ হিমাদ্রিশ্চ ময়া কৃতঃ। অসেব্যঃ সর্ব্বজন্তূনামধৃষ্যো দুর্গমো গিরিঃ॥ ৭॥ হিমাচলস্য তত্রৈব শাস্তা দেবো মহেশ্বরঃ। তস্মাদ্‌যাস্যামহে দেবা কৈলাসং পর্ব্বতোত্তমম্॥ ৮॥ যত্র তিষ্ঠতি বিশ্বাত্মা দেবদেবো মহেশ্বরঃ। এবমুক্ত্বা গতো ব্রহ্মা দেবৈঃ সার্দ্ধং মমান্তিকম্। দৃষ্টোঽহং পূজিতস্তৈস্তু স্তুতোঽহং বিবিধৈঃ স্তবৈঃ॥ ৯॥ ময়া সম্মানিতা দেবাশ্চতুর্ব্বক্ত্রঃ প্রপূজিতঃ। পূজয়িত্বা ময়া পৃষ্টো ব্রহ্মাগমনকারণম্॥ ১০॥ কিং কার্য্যং ত্রিদশৈঃ সার্দ্ধমাগতোঽসি পিতামহ। কথিতং ব্রহ্মণা সর্ব্বং শ্রুতং সর্ব্বং ময়া প্রিয়ে॥ ১১॥ হিমাচলং সমাহূয় মর্য্যাদা চ কৃতা ময়া। শৈলানাং রাজরাজত্বে হিমাদ্রিশ্চ প্রতিষ্ঠিতঃ॥ ১২॥ দেবানাং বিহগাশ্চৈব গন্ধর্ব্বাণাং তথৈব চ। যক্ষাণামথ নাগানাং কিন্নরাণাং তথৈব চ॥ ১৩॥ বিদ্যাধরাণাং ক্রীড়ার্থং পৃথক্‌-পৃথঙ্‌নিবেশিতাঃ। রূপতো ভাতি শৈলেন্দ্রঃ শুদ্ধস্ফটিকসন্নিভঃ॥ ১৪॥ জাহ্নবীনির্ঝরোষ্ণীষঃ সর্ব্বাণীজনকস্তথা॥ ১৫॥ সর্ব্বদেবময়ো দিব্যঃ সর্ব্বতীর্থময়ঃ কৃতঃ। সর্ব্বাশ্রমনিবাসশ্চ সর্ব্বামরনিষেবিতঃ॥ ১৬॥ এবং সংস্থাপ্য শৈলেন্দ্রং লিঙ্গমূর্ত্তিরহং স্থিতঃ। বিখ্যাতস্ত্রিষু লোকেষু কেদারেশ্বরনামতঃ॥ ১৭॥ উদকং নির্ম্মিতং তত্র মন্ত্রপূর্ণং ময়া প্রিয়ে। মাহাত্ম্যং বিবিধং প্রোক্তং লিঙ্গস্য চ জলস্য চ॥ ১৮॥ যোঽত্রাগত্য নরো ভক্ত্যা সম্যঙ্‌মাং পূজয়িষ্যতি। জলং যোঽত্রৈব গৃহ্লাতি বিধানেন বরাননে। তস্যোদরে ভবিষ্যামি লিঙ্গরূপী ন সংশয়ঃ॥ ১৯॥ ইত্যুক্তে বচনে দেবি সদেবাসুরপন্নগাঃ। যক্ষরক্ষঃপিশাচাশ্চ ভূতবেতালকিন্নরাঃ॥ ২০॥ বিদ্যাধরগণাশ্চৈব মম দর্শনলালসাঃ। সমায়াতা বরারোহে পীত্বা তত্র জলং শুভম্॥ ২১॥ দৃষ্টোঽহং বিধিনা তৈস্তু লিঙ্গমূর্ত্তিগতঃ প্রিয়ে। মম তুল্যাশ্চ তে জাতাস্তস্মিন্নদ্রিবরে স্থিতাঃ। জনলোকগতৈঃ সিদ্ধৈঃ পূজ্যমানা বরাননে॥ ২২॥ অথ কালেন বহুনা শ্রুত্বা মাহাত্ম্য-

সেখানে যাইতে পারিব না, ইহা আমি তোমাদিগকে সত্য বলিলাম। হে দেবগণ! মহাদেব ব্যতিরেকে তোমাদের অন্য গতি দেখিতেছি না। তিনিই তোমাদের সকলের সহায় হইবেন। আমি পূর্ব্বে তাঁহারই আজ্ঞায় পর্ব্বত সকল উৎপাদন করিয়াছিলাম। হিমাদ্রি আমার বিচিত্র সৃষ্টি; উহা আমিই করিয়াছি। ইহা জন্তুগণের অসেব্য অধৃষ্য ও দুর্গম। মহেশ্বর হিমালয়ের শাস্তা। হে দেবগণ! চল, আমরা সকলে মিলিয়া পর্ব্বতোত্তম কৈলাসে গমন করি। সেখানে দেবদেব হর নিশ্চয় আছেন। এই কথা বলিয়া বিধাতা দেবগণের সহিত মৎসন্নিধানে আগমন করিলেন। সাক্ষাৎ হইবামাত্র তাঁহারা পূজাপূর্ব্বক বিবিধ স্তোত্র দ্বারা আমার স্তব করিলেন। আমিও দেবগণের সম্মান ও চতুর্ম্মুখের পূজা করিলাম। পূজান্তে আমি তাঁহার আগমনকারণ জিজ্ঞাসা করিলাম যে, হে ব্রহ্মন্! দেবগণ সমভিব্যহারে কি জন্য আগমন করিয়াছেন। আমার এই জিজ্ঞাসায় তিনিও বক্তব্য বিজ্ঞাপন করিলেন, আমি তাহা শুনিলাম। ব্রহ্মার বাক্য শ্রবণ করিয়া আমি তোমার পিতাকে আহ্বান করিলাম এবং মর্য্যাদা নির্দ্দেশ করিয়া দিলাম। শৈলদিগের রাজরাজত্বে তিনিই প্রতিষ্ঠিত হইলেন। দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ,নাগ, কিন্নর, ও বিদ্যাধর, ইহাদের ক্রীড়ার্থ পৃথক্ পৃথক্ ভূমি নির্দ্দেশ করিয়া দিলাম। শৈলেন্দ্র রূপে ঠিক শুদ্ধ স্ফটিকের ন্যায় হইলেন; জাহ্নবী নির্ঝর তাঁহার উষ্ণীষ হইল; তোমার পিতা সর্ব্ব দেবময়, দিব্য, সর্ব্বতীর্থময়, সকল আশ্রমের নিবাস, এবং সর্ব্বামরনিষেবিত। আমি এই ভাবে শৈলেন্দ্রের মর্য্যাদা স্থাপনপূর্ব্বক ত্রিলোকবিখ্যাত কেদারেশ্বর নামে প্রসিদ্ধি লাভ করত লিঙ্গমূর্ত্তিতে ঐ স্থানে বাস করিলাম। ১—১৭। হে দেবি! আমি মন্ত্রপূর্ণ উদক নির্ম্মাণ করিলাম এবং ঐ জল ও লিঙ্গের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম যে, যে ব্যক্তি এখানে অগমনপূর্ব্বক আমার পূজা করিবে এবং বিধিপূর্ব্বক এই জল গ্রহণ করিবে, তাহার উদরে আমি লিঙ্গরূপে উপস্থিত হইব; ইহাতে কোন সংশয় নাই। হে দেবি! আমি এই কথা বলিলে সদেবাসুর পন্নগ, যক্ষ, রক্ষ, পিশাচ, ভূত, বেতাল, কিন্নর, ও বিদ্যাধরগণ আমার দর্শনলালসায় আগমনপূর্ব্বক ঐ জল পান করিয়া আমাকে যথাবিধি দর্শন করিল এবং তাহারা আমার সদৃশ হইয়া ঐ অদ্রিবরে বাস করিল। জনলোকগত সিদ্ধগণ তাহাদের পূজা করিতে লাগিলেন। অনন্তর কিয়ৎকাল অতীত হইলে সেই জলের ও

মুত্তমম্। কেদারেশ্বরদেবস্য জলস্য চ বিশেষতঃ॥ ২৩॥ মনুষ্যাঃ সমুপায়াতাস্তে রজোবহুলা যতঃ। তমঃপ্রায়া বিশালাক্ষি তদাহং মাহিষং বপুঃ॥ ২৪॥ কৃতবাংস্তত্রয়ার্থায় ন চ তে ভীতিমাগতাঃ। ইহ দেবোঽত্র দেবোঽত্র বভ্রমুস্তে দিদৃক্ষবঃ॥ ২৫॥ ন তৈর্দৃষ্টো মহাদেবি যতোঽহং মহিষাকৃতিঃ। স্বতোঽস্ম্যলক্ষ্যরূপেণ ততস্তে দীনমানসাঃ। উদ্বিগ্না নিশ্বসন্তশ্চ বৈরাগ্যং পরমং গতাঃ॥ ২৬॥ নাত্র দেবো ন তীর্থানি ন গঙ্গা পুণ্যদায়িনী। ন ধর্ম্মো ন পরো লোকঃ সর্ব্বমেতদ্বিড়ম্বনম্॥ ২৭॥ এবং কিল পুরাণেষু শ্রূয়তে সর্ব্বদা শ্রুতৌ। হিমালয়ে চ কেদারং লিঙ্গং মোক্ষপ্রদায়কম্॥ ২৮॥ এবং তু বদতাং তেষাং মানুষাণাং যশস্বিনি। আকাশাদুত্থিতা বাণী ময়া প্রোক্তানুকম্পয়া॥ ২৯॥ অমার্গং মা বদস্ত্বত্র ন নিন্দ্যাঃ শ্রুতয়োঽব্যয়াঃ। পুরাণং নান্যথা প্রোক্তং ব্রহ্মণা লোককর্ত্তৃণা॥ ৩০॥ যে নিন্দন্তি পুরাণানি ধর্ম্মশাস্ত্রাণি নাস্তিকাঃ। তে যান্তি নরকং ঘোরং যাবদাভূতসংপ্লবম্॥ ৩১॥ সদা দেবোঽত্র কেদারঃ স্বর্গমোক্ষপ্রদায়কঃ। বিদ্যতে ত্রিদশৈঃ পূজ্যঃ সততং নৈব দৃশ্যতে॥ ৩২॥ করোতি পূজাং হিমবান্ মাসানষ্টৌ চ শাশ্বতান্। হিমাদ্রিস্তেন পুণ্যেন নগেন্দ্রশ্চ কৃতো নগৈঃ। সেব্যশ্চ রমণীয়শ্চ সর্ব্বতীর্থনমস্কৃতঃ॥ ৩৩॥ সর্ব্বরত্ননিধানশ্চ দেবানাং বল্লভস্তথা। গ্রীষ্মে চৈব বসন্তে চ দেবদেবোঽত্র দৃশ্যতে॥ ৩৪॥ নিয়তেনৈব কালেন মানুষাণাঞ্চ সর্ব্বদা। যদি বুদ্ধিঃ পরা জাতা সর্ব্বদা মম দর্শনে॥ ৩৫॥ আখ্যাস্যে তদুপায়ঞ্চ শ্রূয়তাং সাবধানতঃ। মা বিকল্পোঽত্র কর্ত্তব্যঃ সর্ব্বান্ কামানবাপ্স্যথ॥ ৩৬॥ ক্ষেত্রাণামুত্তমং ক্ষেত্রং ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়কম্। প্রলয়েঽপ্যক্ষয়ং প্রোক্তং মহাকালবনং নরাঃ॥ ৩৭॥ তত্রাহং সম্ভবিষ্যামি লোকানামনুকম্পয়া। লিঙ্গরূপেণ শিপ্রায়াস্তটে পুণ্যে সুশোভনে॥ ৩৮॥ সোমেশ্বরস্য দেবস্য পশ্চিমে স্থানমুত্তমম্। প্রসিদ্ধমুপযাস্যামি কেদারেশ্বরনামতঃ॥ ৩৯॥ সর্ব্বদা দর্শনং তত্র ময়া সার্দ্ধং ভবিষ্যতি। সর্ব্বেষাঞ্চ প্রদাস্যামি সর্ব্বান্ কামান্ন সংশয়ঃ॥ ৪০॥ ইহ যাবৎ ফলং তস্মাদ্দাস্যামি হ্যধিকং ততঃ। ইতি তে মানবাঃ সর্ব্বে শ্রুত্বা বাণীং মনোরমাম্। আকাশাদুত্থিতাং

আমার মাহাত্ম্য শ্রবণপূর্ব্বক রজ ও তমোবহুল মনুষ্যগণ মৎসমীপে আগমন করিল। হে দেবি! তখন আমি তাহাদিগকে ভয় দেখাইবার জন্য মাহিষ বপু ধারণ করিলাম; কিন্তু তাহারা 'এইস্থানে দেব, এইস্থানে দেব এই করিতে করিতে দর্শনার্থী হইয়া ভ্রমণ করিতে লাগিল। আমি মহিষ আকৃতি ধারণ করিয়াছিলাম বলিয়া তাহারা আমায় দেখিতে পাইল না; আমি অলক্ষ্যভাবে থাকিলাম। ইহাতে তাহারা দীনমনা হইল এবং উদ্বিগ্ন হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক বৈরাগ্য সহকারে বলিতে লাগিল যে, এখানে দেবতা, গঙ্গা, তীর্থ, ধর্ম্ম, ও পরলোক, এ সকল কিছু মাত্র নাই, সর্ব্বৈব মিথ্যা, ঐ সকল কথা বিড়ম্বনামাত্র। শ্রুতি এবং পুরাণে এইরূপ শ্রুত হওয়া যায় যে, হিমালয়ে মোক্ষপ্রদায়ক কেদারেশ্বর লিঙ্গ আছেন, কিন্তু তাহা কৈ? হে যশস্বিনি! তাহারা এই প্রকার বাক্য বলিলে, আমার কৃপায় মৎকথিত এইরূপ আকাশবাণী উত্থিত হইল যে এখানে অধর্ম্ম করিবে না, অব্যয় শ্রুতি সকলকে নিন্দা করিবে না; ব্রহ্মকথিত পুরাণ শাস্ত্র নিন্দা করিবে না। যে সকল নাস্তিক ধর্ম্মশাস্ত্র পুরাণের নিন্দা করিবে, তাহারা আভূতসম্প্লব কাল ঘোর নরকে পতিত থাকিবে। এই স্বর্গ-মোক্ষ-প্রদায়ক কেদার লিঙ্গ সর্ব্বদাই বিদ্যমান আছেন। ইনি ত্রিদশপূজ্য, কখন কখন ইঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না। হিমবান্ অষ্টমাস যাবৎ ইঁহার পূজা করেন, এই পুণ্য হেতুই ইনি নগাধিরাজ, সেব্য, রমণীয়, সর্ব্বতীর্থনমস্কৃত, সর্ব্বরত্ননিধান ও দেববল্লভ হইয়াছেন। গ্রীষ্ম ও বসন্তে নিয়মিত সময়ে মানবগণ এই দেব কেদারেশ্বরকে দেখিতে পাইয়া থাকে। যদি আমাকে দেখিবার নিমিত্ত কাহারও ইচ্ছা হয়, তবে আমি উপায় বলিতেছি সাবধানে শ্রবণ করুক। ইহাতে কেহ সন্দেহ করিবে না, ইহা নিঃসংশয়ে ধারণা করিলে সর্ব্বকাম লাভ হইয়া থাকে। ১৮—৩৬। হে নরগণ! ভুক্তিমুক্তিপ্রদ মহাকালবন ক্ষেত্রসমূহের মধ্যে উত্তম এবং ইহা প্রলয়েও অক্ষয়। ঐ মহাকালবনে শিপ্রার সুশোভন পুণ্যতটে সোমেশ্বর দেবের পশ্চিম দিক্‌ভাগে যে উত্তম স্থানে আছে, ঐ স্থানে আমি লোকানুগ্রহের জন্য লিঙ্গরূপে অবতীর্ণ হইব এবং আমি কেদারেশ্বর নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিব। ঐ স্থানে সকলের সহিত আমার দর্শন ঘটিবে, এবং আমি সকলকেই ঐ স্থানে অভিলষিত প্রদান করিব। এই স্থানে আমাকে দর্শন করিয়া যে ফল লাভ হয়, মহাকালবনে ততোধিক

দিব্যাং মনঃপ্রহ্লাদকারিকাম্ ॥ ৪১ ॥ গতা বনং মহাকালং সংস্মরন্তো মহেশ্বরম্। বিকল্পেন বিচিত্রেণ সত্যমেবেতি নান্যথা ॥ ৪২ ॥ স্নাত্বা শিপ্রাজলে পুণ্যে যাবৎপশ্যন্তি ভাস্করম্। তাবদ্দৃষ্টিপথোৎপন্নং লিঙ্গং পাপপ্রণাশনম্ ॥ ৪৩ ॥ অথ তে হর্ষিতাঃ প্রোচুঃ কেদারোঽয়ং ন সংশয়ঃ। দৃষ্টোঽস্মাকং ন সন্দেহো গঙ্গা শিপ্রাজলে স্থিতা ॥ ৪৪ ॥ ততস্তে পূজয়ামাসুঃ পুষ্পৈর্নানাবিধৈস্তথা। পূজিতোঽহং বিশালাক্ষি তেষাং তুষ্টো বরাননে ॥ ৪৫ ॥ দুর্লভোঽতিবরো দত্তঃ কৈলাসে স্থানমুত্তমম্। অক্ষয়ঞ্চ পদং দত্তং পুনরাবৃত্তিবর্জ্জিতম্ ॥ ৪৬ ॥ অতোঽহং ত্রিদশৈঃ প্রোক্তঃ কেদারেশ্বরনামতঃ। প্রার্থিতঃ পরয়া ভক্ত্যা লোকানামনুকম্পয়া ॥ ৪৭ ॥ ইহাগত্য নরা যে চ ত্বাং পশ্যন্তি সুভক্তিতঃ। তেষাং ফলং ত্বয়া দেব দাতব্যমধিকং যতঃ ॥ ৪৮ ॥ হিমাদ্রৌ হিমনাথস্য যাত্রায়াঃ প্রত্যহং ফলম্। লভন্তে চ নরা নিত্যং নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৪৯ ॥ ব্রহ্মহা বা সুরাপো বা স্তেয়ী বা গুরুতল্পগঃ। তৎসম্পর্কী নরো যস্তু ত্বাং দৃষ্ট্বা কিল্বিষাকরঃ ॥ ৫০ ॥ সোঽপি যাতি পরং স্থানং পুনরাবৃত্তিবর্জ্জিতম্। চান্দ্রায়ণানাং বিধিবচ্চতানাং চৈব যৎফলম্। তৎফলং সমবাপ্নোতি কেদারেশ্বরদর্শনাৎ ॥ ৫১ ॥ তে নরাঃ পশবো লোকে তেষাং জন্ম নিরর্থকম্। যৈর্ন দৃষ্টো মহাকালে কেদারেশ্বরসংজ্ঞকঃ ॥৫২॥ কৌমারে যৌবনে বাল্যে বার্দ্ধকে যদুপার্জ্জিতম্। তৎপাপং সংক্ষয়ং যাতি কেদারেশ্বরদর্শনাৎ ॥ ৫৩ ॥ হিমালয়কৃতা যাত্রা তস্যাঃ প্রোক্তং চ যৎফলম্। তৎফলং সমবাপ্নোতি কেদারেশ্বরদর্শনাৎ ॥ ৫৪ ॥ ইত্যুক্তোঽহং তদা দেবি দেবৈঃ প্রণতিপূর্ব্বকম্। তথেতি চ ময়া প্রোক্তং তেঽপি দেবা দিবং গতাঃ ॥ ৫৫ ॥ এষ তে কথিতো দেবি প্রভাবঃ পাপনাশনঃ। কেদারেশ্বরদেবস্য পিশাচাখ্যমতঃ শৃণু ॥ ৫৬ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে কেদারেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম সপ্তষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৭ ॥

ফল হইবে। মানবগণ আমার এই মনঃপ্রহ্লাদকারিণী দিব্যা আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া মহেশ্বর-স্মরণপূর্ব্বক মহাকাল বনে গমন করিল। তাহারা ঐ স্থানে গমন করিয়া যাবৎ ভাস্কর অবলোকন করিবে, তাবৎ পাপপ্রণাশন লিঙ্গ তাহাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইল। অনন্তর তাহারা হৃষ্টান্তঃকরণে বলিল,—ইনি নিশ্চয়ই কেদারলিঙ্গ আমরা ইহা দর্শন করিলাম। ইহাতে এই স্থানে গঙ্গা শিপ্রজলে অবস্থিতা। অনন্তর তাহারা আমাকে নানাবিধ পুষ্পে পূজা করিল। আমি তুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে বর দিলাম। আমি তাহাদিগকে কৈলাসে পুনরাবৃত্তিরহিত অক্ষয় উত্তম স্থান বররূপে প্রদান করিলাম। অতঃপর দেবগণ আমায় 'কেদারেশ্বর' নাম প্রদান করিয়া লোকানুগ্রহের নিমিত্ত ভক্তিপূর্ব্বক আমার নিকট প্রার্থনা করিলেন যে, হে দেব! যে সকল নর এই স্থানে আগমন করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক আপনাকে দর্শন করিবে, আপনি তাহাদিগকে অধিক ফল প্রদান করিবেন। হিমাদ্রিতে হিমনাথের প্রাত্যাহিক যাত্রাতে যে ফল লাভ হয়, নরগণ সেই ফল লাভ করিবে। ইহাতে বিচার করিবার আবশ্যক নাই। ব্রহ্মঘাতী, সুরাপায়ী, স্তেয়ী, গুরুতল্পগ, ও তৎসম্পর্কী নরগণ আপনাকে দর্শন করিয়া সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত হইবে এবং পুনরাবৃত্তিবর্জ্জিত পরম স্থানে গমন করিবে। শত চান্দ্রায়ণ ব্রতের যে ফল, কেদারেশ্বর দর্শন করিলেও সেই ফল হইবে। যাহারা মহাকালবনে কেদারেশ্বর-লিঙ্গ দর্শন না করিয়াছে সেই সকল নর জন্তুর সমান এবং তাহাদের জন্ম নিরর্থক। কৌমারে, বাল্যে যৌবনে, ও বার্দ্ধক্যে যে পাপ অর্জ্জিত হয় কেদারেশ্বরদর্শনে তাহা ক্ষয় পাইবে। হিমালয়যাত্রায় যে ফল উক্ত হইয়াছে, কেদারেশ্বরদর্শনে তৎফল লাভ হইবে হে দেবি! দেবগণ তখন আমায় উক্ত সকল কথা বলিলে, আমিও তথাস্তু বাক্যে স্বীকার করিলাম; অনন্তর দেবগণ স্বর্গে গমন করিলেন। হে দেবি! এই আমি তোমার নিকট কেদারেশ্বর দেবের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম; অতঃপর পিশাচেশ্বর দেবের মাহাত্ম্য শ্রবণ কর। ৪১—৫৬।

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৬৭।

অষ্টষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। অষ্টষষ্টিকসংখ্যাকং পিশাচাখ্যমথেশ্বরম্। শৃণু দেবি প্রযত্নেন দর্শনাৎ পাপনাশনম্। ১। আদৌ কলিযুগে দেবি শূদ্রো বহুধনোঽভবৎ। সোমো নাম সুবিখ্যাতো নাস্তিকো বেদনিন্দকঃ। ২। অব্রহ্মণ্যো নৃশংসশ্চ কদর্য্যো নিরপত্রপঃ। বিশ্বাসঘাতকশ্চৈব পরস্বহরণে রতঃ। ৩। ত্রিবর্গহন্তা চান্যেষামাত্মকামানুবর্ত্তকঃ। স কদাচিন্মৃতো দেবি কষ্টেন পরমেণ চ। ৪। মরুদেশে পিশাচোঽভূন্নগ্নো দীনো ভয়াবহঃ। নাশকৃৎ স পিশাচানাং স্বপক্ষোচ্ছেদকারকঃ। ৫। বহবো মর্দ্দিতাস্তেন পিশাচা বলবত্তরাঃ। ৬। তথ তেনৈব মার্গেণ কদাচিচ্ছাকটায়নঃ। স্বাধ্যায়নিরতো বিদ্বান্ বাগ্মী শমপরায়ণঃ। ৭। উদয়াদিত্যসঙ্কাশো বিভাবসুসমদ্যুতিঃ। শকটেন সদা যাতি স পশ্যন্ পর্ব্বতান্বহে। ৮। গতো দদর্শ তং রৌদ্রং পিশাচঞ্চ ভয়াবহম্। স পিশাচঃ ক্ষুধাবিষ্টো ভোক্তুকামোঽভ্যধাবত। ৯। দৃষ্ট্বা তং শকটারূঢ়ং ব্রাহ্মণং শাকটায়নম্। শকটস্য ধ্বনিং শ্রুত্বা রূপং দৃষ্ট্বা দ্বিজস্য চ। ১০। তথারূপঃ পিশাচস্তু কর্ণাভ্যাং বধিরীকৃতঃ। আত্মত্রাণপরো ভূত্বা নষ্টঃ কষ্টেন পার্ব্বতি। তং ধাবন্তং সমালোক্য পিশাচং ব্রাহ্মণোঽব্রবীৎ। ১১। পিশাচ ত্রস্তরূপোঽসি ত্বরিতশ্চৈব লক্ষ্যসে। ক ধাবসি সমাচক্ষ্ব কুতস্তে ভয়মাগতম্। ১২। পিশাচ উবাচ। শকটস্যাস্য মহতো ঘোষং শ্রুত্বা ভয়ঙ্করম্। কর্ণাভ্যাং বধিরো জাতো বিসংজ্ঞস্তব দর্শনাৎ। ১৩। ব্রাহ্মণ উবাচ। পিশাচানাং বলিষ্ঠাশ্চ শ্রূয়ন্তে ব্রহ্মরাক্ষসাঃ। স ত্বং মাং ভোক্তুকামোঽসি বিখ্যাতো ব্রহ্মরাক্ষসঃ। ১৪। পিশাচ উবাচ। পিশাচানাং সমর্থোঽস্মি নষ্টোঽহং তব দর্শনাৎ। দুঃখং হি মৃত্যুঃ সর্ব্বেষাং জীবিতঞ্চ সুদুর্ল্লভম্। অতো ভীতঃ পলায়ামি জীবহেতোঃ সুখার্থতঃ। ১৫। ব্রাহ্মণ উবাচ। কুতঃ পিশাচ সৌখ্যং তে মরণং শ্রেয় এব তে। পৈশাচী কুৎসিতা যোনিঃ পাপিনামেব জায়তে। ১৬। পিশাচ উবাচ। সর্ব্বত্র হি গতো জীবো ভবত্যেব সুখাশ্রয়ঃ। তস্মাজ্জীবিতুমিচ্ছামি প্রসীদ ব্রহ্মরাক্ষস। ১৭। ব্রাহ্মণ উবাচ। নাহং ত্বাং ভোক্তুকামোঽস্মি ব্রাহ্মণোঽহং ন

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি! অধুনা দর্শনমাত্রে পাপক্ষয়কারী অষ্টষষ্টিতম লিঙ্গ পিশাচেশ্বরমাহাত্ম্য শ্রবণ কর। কলিপ্রারম্ভসময়ে এক শূদ্র অত্যন্ত ধনাঢ্য হয়, তাহার নাম ছিল,—সোম; সে নাস্তিক, বেদনিন্দক, ব্রাহ্মণদ্বেষী, নৃশংস, কদর্য্য, নির্লজ্জ বিশ্বাসঘাতক, পরস্বাপহারী, অন্যের সুবর্ণাপহারক, ও যথেচ্ছচারী, ছিল। একদা ঐ শূদ্র অতি কষ্টে মৃত্যুগ্রস্ত হইয়া মরুদেশে পিশাচ হয়। এই অবস্থায় সে নগ্ন, দীন ও ভয়ঙ্কর ছিল। ঐ পিশাচ পিশাচদিগের উচ্ছেদ-সাধন করিয়া স্বপক্ষোচ্ছেদক হইয়াছিল, সে অনেক বলবান পিশাচকে মর্দ্দিত করিয়াছিল। একদা ঐ পথে স্বাধ্যায়নিরত, বিদ্বান, বাগ্মী, শম-পরায়ণ, উদয়াদিত্যসঙ্কাশ, বিভাবসুসমদ্যুতি, বিপ্র শাকটায়ন শকটে আরোহণ করিয়া যাইতে যাইতে ঐ ভয়াবহ পিশাচকে দর্শন করিলেন। ঐ পিশাচও ক্ষুধাবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে ভক্ষণ করিবার নিমিত্ত ধাবিত হইল। ধাবিত হইয়া সে শকটধ্বনি শ্রবণ ও দ্বিজরূপ দর্শনপূর্ব্বক তথাবিধ বলবান দুর্দ্দম হইলেও স্বীয় কর্ণ বধিরীকৃত হইতে দেখিয়া প্রাণভয়ে অতিকষ্টে পলায়ন করিল। তখন পিশাচকে ধাবিত হইতে দেখিয়া ব্রাহ্মণ বলিলেন,—রে পিশাচ! তোকে ভীত ও এত ব্যগ্র দেখিতেছি কেন? যাইতেছিস্ কোথায়? কাহা হইতে ভয় প্রাপ্ত হইলি বল্? পিশাচ বলিল,—এই মহৎ শকটের গতি-শব্দ শ্রবণ করায় আমার কর্ণ বধির হইয়াছে, আর আপনাকে দর্শন করিয়া আমার সংজ্ঞা লোপ পাইতেছে, এই জন্য পলায়ন করিতেছি।১—১৩। ব্রাহ্মণ বলিলেন,—শুনা যায় যে, ব্রহ্মরাক্ষসগণ পিশাচের মধ্যে বলিষ্ঠ; তুইও ত একজন বিখ্যাত ব্রহ্মরাক্ষস; আমাকে খাইতে আসিয়াছিলি; পিশাচ বলিল,—পিশাচগণের মধ্যে আমি বলবান্ বটি; কিন্তু তোমাকে দেখিয়াই যে আমি যাইতে বসিয়াছি; মৃত্যু সকলেরই দুঃখদায়ক এবং জীবন সকলেরই সুখকর; এই জন্য ভয়ে পলায়ন করিয়া সুখকর জীবন রক্ষা করিতেছি। ব্রাহ্মণ বলিলেন,—রে পিশাচ! তোর সুখ কোথায়? তোর মরণই সুখকর; কারণ তুই পাপিলভ্য কুৎসিত পিশাচযোনি লাভ করিয়াছিস্। পিশাচ বলিল,—জীব যে যোনিতে গমন করুক না কেন, তাহাতেই সে সুখ অনুভব করে; এই জন্যই বাঁচিতে ইচ্ছা করিতেছি, হে ব্রহ্মরাক্ষস! তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। ব্রাহ্মণ বলিলেন,—ওরে আমি তোকে ভোজন

রাক্ষসঃ। সর্ব্বভূতহিতার্থায় বিচরামি মহীতলে। ১৮। সর্ব্বেষামেব জন্তূনাং মৈত্রো ব্রাহ্মণ উচ্যতে। মা কুরুষ্ব ভয়ং মত্তো মিত্রভাবগতো হ্যহম্‌। ১৯। তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা পিশাচঃ স্বস্থমানসঃ। প্রণম্য প্রত্যুবাচেদং ব্রাহ্মণং শাকটায়নম্‌। ২০। যদি তে সর্ব্বভূতানাং দত্তা হ্যভয়দক্ষিণা। কর্ম্মণা মনসা বাচা মিত্রভাবং গতো যদি। ২১। পৃচ্ছামি ত্বাং মহাভাগ সংশয়ো হৃদয়ে স্থিতঃ। কৃত্বানুকম্পয়া সম্যক্‌ তন্মে ব্যাখ্যাতুমর্হসি। ২২। কেন কর্ম্মবিপাকেণ পৈশাচং যাতি মানবঃ। পিশাচত্বাৎ কথং মুক্তিঃ প্রাপ্যতে পাপকর্ম্মভিঃ। ২৩। ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা পিশাচস্য বরাননে। মমত্বেনাবৃতস্তস্মৈ প্রাবোচচ্ছাকটায়নঃ। ২৪। অপহৃত্য চ বিপ্রস্বং দেবস্বং চ বিশেষতঃ। তেন পাপেন পাপিষ্ঠাঃ পিশাচত্বং প্রয়ান্তি চ। ২৫। পিতরং মাতরং চৈব স্ত্রিয়ং বালং দ্বিজং তথা। বঞ্চয়িত্বা হরত্যর্থং স পিশাচো ভবেন্নরঃ। ২৬। রাজদ্রব্যং গৃহীত্বা তু ন যজেন্ন দদাতি যঃ। আত্মানমেব পুষ্ণাতি পিশাচত্বং স গচ্ছতি। ২৭। বিশ্বাসঘাতকা যে চ পরদাররতাশ্চ যে। প্রাপ্নুবন্তি পিশাচত্বং তথা যে বেদনিন্দকাঃ। ২৮। নিন্দন্তি যে পুরাণানি ধর্ম্মশাস্ত্রাণি সর্ব্বদা। তে ভবন্তি পিশাচাশ্চ যে যদা পিশুনা নরাঃ। ২৯। ইতি তে কথিতং সর্ব্বং বেদপ্রামাণ্যতোঽধুনা। ইদানীং কথয়িষ্যামি যত্ত্বং জাতোঽসি তচ্ছৃণু। ৩০। সোমকো নাম শূদ্রস্ত্বং পরমর্ম্মপ্রকাশকঃ। বিশ্বাসঘাতকো জাতো দেবব্রাহ্মণদূষকঃ। ৩১। নাস্তিকো ভিন্নমর্য্যাদো জন্মন্যত্রাপি সপ্তমে। স্বকুলং পাতয়িত্বাত্র নরকে দারুণে ভৃশম্‌। ৩২। পিশাচযোনিং সম্প্রাপ্তঃ পুনঃ প্রাপ্স্যসি রৌরবম্‌। মহারৌরবসংজ্ঞং তু ক্রকচং কালসূত্রকম্‌। যন্ত্রপীড়নকং রৌদ্রং মথনং কুম্ভবালুকম্‌। ৩৩। ইত্যেবং বদতস্তস্য ব্রাহ্মণস্য যশস্বিনি। সস্মার প্রাক্তনং জন্ম সৎসঙ্গাৎ কুৎসিতং স্বকম্‌। ৩৪। দুঃখাভিভূতো নিশ্চেষ্টো ধিগ্‌ধিগিত্যসকৃদ্রুবন্‌। পতিতো ভূতলে দেবি ইদং বাক্যমথাব্রবীৎ। ৩৫। অহো কেনাপি পুণ্যেন ভবতা সহ দর্শনম্‌। জাতং মমাল্পপুণ্যস্য দীনস্য কৃপণস্য চ। ৩৬। নাস্তি ধর্ম্মসমং মিত্রং নাস্তি ধর্ম্মসমা

করিতে চাহি না, আমি ব্রাহ্মণ, রাক্ষস নহি, সর্ব্বভূতের হিতের নিমিত্ত আমি মহীতলে বিচরণ করিয়া থাকি। ব্রাহ্মণ সকল জীবেরই মিত্র, আমা হইতে তোর কোন ভয় নাই। তুই আমাকে মিত্র বলিয়া জানিবি। পিশাচ ব্রাহ্মণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সুস্থচিত্ত হইল এবং তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক বলিল—হে ব্রাহ্মণ! তুমি যদি সর্ব্বভূতে অভয় প্রদান করিয়া থাক, এবং কায়মনোবাক্যে সকলকেই যদি মিত্রভাবে দর্শন করিয়া থাক, তাহা হইলে আমি তোমাকে একটী প্রশ্ন করিতে ইচ্ছা করি, আমার হৃদয়ে একটী সংশয় আছে, তুমি দয়া করিয়া আমার সেই সংশয় অপনোদন কর। আমার সংশয় এই যে, কোন্‌ কর্ম্মবিপাকে মানব পৈশাচী যোনি লাভ করিয়া থাকে এবং কি উপায়েই বা পিশাচ-যোনি হইতে মুক্তিলাভ হয়? অয়ি বরাননে! শাকটায়ন পিশাচের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মমতাকৃষ্ট চিত্তে বলিলেন,—যাহারা ব্রাহ্মণস্ব ও দেবস্ব হরণ করে, সেই পাপিষ্ঠগণ পিশাচযোনি লাভ করিয়া থাকে। যাহারা পিতা, মাতা, স্ত্রী, বালক ও দ্বিজকে বঞ্চনা করিয়া অর্থ গ্রহণ করে, তাহারা পিশাচ হয়। যাহারা রাজার ধন গ্রহণপূর্ব্বক দান যজনাদি না করিয়া সেই অর্থে আত্মপোষণ করে, তাহারা পিশাচযোনি প্রাপ্ত হয়। যাহারা বিশ্বাস-ঘাতক, পরদাররত, বেদনিন্দক, পুরাণনিন্দক, ধর্ম্মশাস্ত্র-নিন্দক ও পিশুন, তাহারা পিশাচযোনিতে গমন করিয়া থাকে। এই আমি বেদপ্রমাণানুসারে পিশাচযোনিপ্রাপ্তির বিবরণ বলিলাম, অতঃপর তুই কিরূপে পিশাচ হইয়াছিস্‌, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর্‌। তুই সপ্তম জন্মে শূদ্র ছিলি। তোর নাম ছিল,—সোমক। তুই পরমর্ম্মপ্রকাশক, বিশ্বাসঘাতক, দেব-ব্রাহ্মণ-দূষক, নাস্তিক, ও মর্য্যাদাভেদী ছিলি। তুই দারুণ নরকে স্বীয় কুল পাতিত করিয়া এই পিশাচযোনি লাভ করিয়াছিস্‌, ইহার পর তুই ক্রকচ কালসূত্রক, যন্ত্রপীড়ক, রৌদ্র, মথন ও কুম্ভবালুক, প্রভৃতি নরকে পতিত হইবি। হে যশস্বিনি! শাকটায়ন এই কথা বলিলে সংসর্গগুণে পিশাচের পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত স্মৃতিপথে উদিত হইল। পিশাচ নিজ পূর্ব্বতন কুৎসিত জন্ম-বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত ও নিশ্চেষ্ট হইয়া পুনঃপুন আপনাকে ধিক্কারপ্রদান করত ভূতলে পতিত হইয়া এই কথা বলিতে লাগিল,—হা।। অদ্য কোন্‌ পুণ্যের ফলে এই পাপী দীন ও কৃপণ আপনার দর্শন লাভ করিল! হে প্রভো! আমি দেখিতেছি,—ধর্ম্মের তুল্য

গতিঃ। নাস্তি ধর্ম্মসমং ত্রাণং স চ নাস্তি মম প্রভো ॥ ৩৭ ॥ মগ্নোঽহং দুঃখজলধৌ মগ্নোঽহং পাপকর্দ্দমে। ভ্রান্তোঽহমন্ধতমসি ত্বত্ত্বাং শরণং গতঃ ॥ ৩৮ ॥ নমস্তেঽস্তু মহাভাগ কিং করোমি প্রশাধি মাম্। ত্বত্তপোবলনির্দ্দিষ্টমিদং প্রাপ্তং ময়াধুনা ॥ ৩৯ ॥ এবং নিগদতস্তস্য পিশাচস্য বরাননে। কথয়ামাস মাহাত্ম্যং স বিপ্রঃ শাকটায়নঃ ॥ ৪০ ॥ পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি আসমুদ্রগতানি বৈ। ক্ষেত্রাণি যানি সন্তীহ তেষাং ক্ষেত্রং সুপুণ্যদম্ ॥ ৪১ ॥ মহাকালবনং ক্ষেত্রং প্রলয়েঽপ্যক্ষয়ং গতম্। লিঙ্গং তত্র মহাক্ষেত্রে পিশাচত্ববিনাশনম্ ॥ ৪২ ॥ ঢুণ্ঢেশ্বরস্য দেবস্য দক্ষিণে ত্রিদশার্চ্চিতম্। পৈশাচং বিদ্যতে ভূয়ঃ পিশাচযোনিনাশনম্। তস্য দর্শনমাত্রেণ পিশাচত্বাৎ প্রমোক্ষ্যসে ॥ ৪৩ ॥ তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা স পিশাচো বরাননে। আজগাম ত্বরাযুক্তো নমস্কৃত্য দ্বিজং তদা ॥ ৪৪ ॥ মহাকালবনে পুণ্যে সমীহিতফলপ্রদে। দদর্শ তত্র তল্লিঙ্গং স্নাত্বা শিপ্রাজলে শুভে ॥ ৪৫ ॥ দর্শনাত্তস্য লিঙ্গস্য স পিশাচো বরাননে। তৎক্ষণাদ্দিব্যদেহস্থ দিব্যাভরণভূষিতঃ ॥ ৪৬ ॥ দিব্যং বিমানমারূঢ়ো গতো লোকে সনাতনে। উদ্ধৃত্য সকলং গোত্রং মাতৃকং পৈতৃকং তথা ॥ ৪৭ ॥ দৃষ্ট্বা তন্মহদাশ্চর্য্যং মাহাত্ম্যাতিশয়ং প্রিয়ে। প্রোক্তং দেবৈর্ব্বিমানস্থৈঃ সিদ্ধৈরাকাশগৈস্তথা ॥ ৪৮ ॥ পিশাচোঽপি গতঃ স্বর্গমস্য লিঙ্গস্য দর্শনাৎ। অতো দেবঃ স বিখ্যাতো ভবিষ্যতি মহীতলে। পিশাচেশ্বরসংজ্ঞস্তু সর্ব্বপাপপ্রণাশনঃ ॥ ৪৯ ॥ যে পশ্যন্তি নরা দেবি পিশাচেশ্বরসংজ্ঞকম্। তেষাং হি পিতরঃ সদ্যো যে চাপি নিরয়ে স্থিতাঃ। পিশাচত্বাদ্বিমুচ্যন্তে স্বর্গং যান্তি ন সংশয়ঃ ॥ ৫০ ॥ অশ্বমেধস্য যজ্ঞস্য সম্যগিষ্টস্য যৎফলম্। তৎফলং লভতে সোঽপি পিশাচেশ্বরদর্শনাৎ ॥ ৫১ ॥ গয়ায়াং পিণ্ডদানেন যৎপুণ্যং সমুদাহৃতম্। তৎপুণ্যমধিকং জ্ঞেয়ং পিশাচেশ্বরদর্শনাৎ ॥ ৫২ ॥ যে পশ্যন্তি চতুর্দ্দশ্যাং পিশাচেশ্বরসংজ্ঞকম্। প্রেতত্বঞ্চ পিশাচত্বং কুলে তেষাং ন জায়তে ॥ ৫৩ ॥ ন বিযোনিং নরো যাতি নরকং চ ন পশ্যতি। প্রসঙ্গেনাপি যঃ পশ্যেৎ পিশাচেশ্বরসংজ্ঞকম্ ॥ ৫৪ ॥ সর্বৈশ্বর্য্যসমাযুক্তঃ সর্ব্ববন্ধুসমন্বিতঃ। মোদতে পিতৃলোকে স পিশাচে-

---

বন্ধু, ধর্ম্মসদৃশী গতি এবং ধর্ম্মসম পরিত্রাণের উপায় আর নাই। আমি দুঃখসাগরে এবং পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইয়াছি, এবং ঘোর অন্ধকারে ভ্রান্ত হইয়া আপনার শরণাগত হইয়াছি। হে মহাভাগ! আপনাকে নমস্কার! আমি কি করিব? আমায় উপদেশ প্রদান করুন। আমি অধুনা আপনার তপোবললব্ধ জ্ঞান প্রাপ্ত হইলাম। হে বরাননে! ঐ পিশাচ এই সকল বাক্য বলিলে শকটায়ন তাহার নিকট মহাকালবনমাহাত্ম্য বলিতে লাগিলেন। পৃথিবীতে আসমুদ্র যাবতীয় তীর্থ ও যাবতীয় ক্ষেত্র আছে, ঐ সকল অপেক্ষা মহাকালবন সমধিক পুণ্যপ্রদ এবং উহা প্রলয়েও লয় প্রাপ্ত হয় না। ঐ ক্ষেত্রে ঢুণ্ঢেশ্বরের দক্ষিণ দিক্‌ভাগে পিশাচত্ব-বিনাশন লিঙ্গ আছেন, ঐ লিঙ্গ পিশাচ-যোনি হইতে মোচন করিয়া থাকেন। অয়ি বরাননে! পিশাচ, ব্রাহ্মণ শাকটায়নের মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া বাঞ্ছিতার্থ ফলপ্রদ পুণ্যময় মহাকালবনে আগমন করিল। ঐ স্থানে আগমন করিয়া সে লিঙ্গ দর্শনান্তে তাঁহাকে নমস্কারপূর্ব্বক তত্রত্য শিপ্রাজলে স্নান ও লিঙ্গ দর্শন করিল। লিঙ্গ দর্শনের ফলে পরে সে তৎক্ষণাৎ দিব্য দেহ লাভ করিয়া স্বীয় পিতৃ-মাতৃকুল উদ্ধার করত মনোহর বিমান আরোহণপূর্ব্বক সনাতন লোক প্রাপ্ত হইল। তদ্দর্শনে লিঙ্গের অত্যাশ্চর্য্য মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিয়া বিমানস্থ দেবগণ ও আকাশচারী সিদ্ধগণ বলিতে লাগিলেন যে, এই লিঙ্গ দর্শন করিয়া পিশাচও স্বর্গ প্রাপ্ত হইল। অতএব ঐ লিঙ্গ মহীতলে সর্ব্বপাপ-প্রণাশন পিশাচেশ্বর নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিবেন। হে দেবি! যাহারা পিশাচেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করে, তাহাদের নিরয়গামী পিতৃগণও পিশাচত্ব হইতে মুক্তিলাভ করে, এ বিষয়ে আর কোন সংশয় নাই। ঐ ব্যক্তি সম্যক্ অনুষ্ঠিত অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ করিয়া থাকে। গয়ায় পিণ্ড প্রদান করিলে যে পুণ্য লাভ হয়, পিশাচেশ্বর দর্শন করিলে সেই পুণ্য লাভ হইয়া থাকে। যাহারা চতুর্দ্দশী তিথিতে পিশাচেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করে, তাহাদের কুলে কদাচ প্রেতত্ব ও পিশাচত্ব সঙ্ঘটিত হয় না। যে ব্যক্তি প্রসঙ্গাধীনও এই লিঙ্গ দর্শন করে, সে কদাচ হীনযোনিতে জন্মগ্রহণ করে না এবং তাহাকে নরক দর্শন করিতে হয় না। মানব পিশাচেশ্বরকে দর্শন করিলে সর্ব্ব ঐশ্বর্য্যযুক্ত ও সর্ব্ব বন্ধুসমাযুক্ত হইয়া

শ্বরদর্শনাৎ ॥ ৫৫ ॥ কীর্ত্তনান্মুচ্যতে পাপাদ্দৃষ্ট্বা স্বর্গং চ গচ্ছতি। স্পর্শনাদস্য লিঙ্গস্য পুনাত্যাসপ্তমং কুলম্ ॥ ৫৬ ॥ তদৈব স নরো মুক্তঃ সংসারনিগড়াদিভিঃ। যদৈব বীক্ষতে লিঙ্গং পিশাচেশ্বরসংজ্ঞকম্ ॥ ৫৭ ॥ যজ্ঞানাং তপসাং চৈব দানানাং চৈব যৎফলম্। তৎফলং কোটিগুণিতং জায়তে তস্য দর্শনাৎ ॥ ৫৮ ॥ যদি পঞ্চেচ্চতুর্দ্দশ্যাং বৈশাখে কার্ত্তিকে তথা। তস্য পুণ্যমসঙ্খ্যাতং জায়তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৫৯ ॥ এষ তে কথিতো দেবি প্রভাবঃ পাপনাশনঃ। পিশাচেশ্বরদেবস্য শ্রূয়তাং সঙ্গমেশ্বরম্ ॥ ৬০ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে পিশাচেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নামাষ্টষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ৬৮

একোনসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। একোনসপ্ততিং দেবি শৃণু পার্ব্বতি যত্নতঃ। যস্য দর্শনমাত্রেণ সঙ্গমো জায়তে সদা ॥ ১ ॥ কলিঙ্গবিষয়ে দেবি সুবাহুর্নাম পার্থিবঃ। বভূব ভুবি বিখ্যাতো যজ্বা পরমধার্ম্মিকঃ ॥ ২ ॥ তস্য পত্নী বিশালাক্ষী দুহিতা দৃঢধন্বনঃ। কাঞ্চীপুরনিবাসস্য ক্ষাত্রব্রতরতস্য চ ॥ ৩ ॥ পরস্পরানুরাগত্বাৎ পরা প্রীতিরভূত্তয়োঃ। তস্য রাজ্ঞঃ শিরোঽর্ত্তিস্তু মধ্যাহ্নে জায়তে সদা ॥ ৪ ॥ আয়ুর্ব্বেদবিদাং মুখ্যৈঃ শরীরস্য চিকিৎসকৈঃ। তৈঃ প্রণীতাঃ প্রিয়ে যোগা ব্যথাবৃদ্ধির্দিনেদিনে ॥ ৫ ॥ এবং বহুতরে কালে গতে দেবি মহীপতিম্। প্রত্যুবাচ বিশালাক্ষী ভর্ত্তুর্দুঃখেন পীড়িতা ॥ ৬ ॥ কথমেবা শিরোরোগে জরা তে পৃথিবীপতে। বৈদ্যাশ্চ বহবো দেব নানাশাস্ত্রবিশারদাঃ। প্রযতন্তেঽস্য নাশায় তথাপ্যেষ ন শাম্যতি ॥ ৭ ॥ এবং স প্রিয়য়া প্রোক্তঃ সুবাহুঃ পৃথিবীপতিঃ। প্রত্যুবাচ প্রিয়াং ভার্য্যাং প্রেম্ণা প্রণয়বৎসলাম্ ॥ ৮ ॥ সুখদুঃখাশ্রয়ং দেবি শরীরং সর্ব্বদেহিনাম্। পূর্ব্বকর্ম্মানুসারেণ সুখং দুঃখঞ্চ জায়তে ॥ ৯ ॥ ইতি সম্বোধিতা রাজ্ঞী তেন রাজ্ঞা বরাননে। পুনঃ প্রোবাচ হার্দ্দেন তমেবাগং সুদুঃখিতা ॥ ১০ ॥ যদা সা বারিতাত্যর্থং

পিতৃলোকে আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকে। এই লিঙ্গের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলে পাপমুক্তি, দর্শন করিলে স্বর্গগমন এবং স্পর্শ করিলে সপ্তম কুল পর্য্যন্ত পবিত্র হইয়া থাকে। পিশাচেশ্বর লিঙ্গ যখনই দর্শন করা যায়, তখনই সংসার-নিগড় হইতে মুক্তি পাইতে পারা যায়। যজ্ঞ, তপ, ও দানের যে ফল নির্দ্দিষ্ট আছে, পিশাচেশ্বর দর্শনে তাহার কোটিগুণ পুণ্যলাভ হইয়া থাকে। বৈশাখ বা কার্ত্তিক মাসের চতুর্দ্দশীতে যদি পিশাচেশ্বর দেবকে দর্শন করা যায়, তাহা হইলে পুণ্যের আর অবধি থাকে না, ইহা নিঃসন্দেহ। হে দেবি! এই আমি তোমার নিকট পিশাচেশ্বর দেবের পাপনাশন প্রস্তাব কীর্ত্তন করিলাম, অতঃপর সঙ্গমেশ্বর লিঙ্গের মাহাত্ম্য শ্রবণ কর। ১৪—৬০।

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত

ঊনসপ্ততিতম অধ্যায়।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি! যে লিঙ্গ দর্শন করিলে অনবরত সঙ্গম সঙ্ঘটিত হইয়া থাকে, সেই ঊনসপ্ততিতম লিঙ্গ-মাহাত্ম্য তুমি শ্রবণ কর।—কলিঙ্গদেশে সুবাহু নামে এক রাজা ছিলেন। পৃথিবীর মধ্যে তিনি একজন প্রসিদ্ধ যজনশীল ও পরম ধার্ম্মিক। তাঁহার মহিষীর নাম বিশালাক্ষী তিনি কাঞ্চীপুরনিবাসী ক্ষাত্রধর্ম্মনিরত রাজা দৃঢধন্বার দুহিতা। রাজা ও রাজ্ঞীর পরস্পরের প্রতি অনুরাগ থাকায় তাঁহাদের পরম প্রীতি জন্মিয়াছিল। রাজার শিরঃপীড়া ছিল। তাঁহার এই পীড়া মধ্যাহ্নকালে প্রকাশ পাইত। শরীরচিকিৎসকমুখ্য আয়ুর্ব্বেদবিদ্‌গণ বিধিপূর্ব্বক যোগ সকল প্রয়োগ করিতে থাকিলেও তাঁহার শিরঃপীড়ার উপশম হইল না; বরং দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। এইরূপে কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইলে একদিন ভর্ত্তৃদুঃখে অতীব দুঃখিত হইয়া বিশালাক্ষী মহীপতিকে বলিলেন,—হে মহীপাল! আপনার শিরোরোগে এ কিরূপ কাতরতা? বৈদ্যগণ নানাশাস্ত্রবিশারদ, তাঁহারা এই পীড়া উপশমিত করিবার জন্য প্রাণপণে প্রতিকার করিতেছেন, তথাপি এই পীড়ার উপশম হইতেছে না।১—৭। রাজ্ঞী এই সকল কথা বলিলে রাজা তাঁহাকে বলিলেন,—হে দেবি! শরীরধারীদিগের শরীর সুখদুঃখের আধার; পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মের ফলেই সুখ-দুঃখ হইয়া থাকে। রাজা রাজ্ঞীকে সুখ-দুঃখসঙ্ঘটনের কথা এইরূপ বুঝাইয়া দিলেও তিনি পুনরায় দুঃখিতভাবে বলিতে

পৃচ্ছত্যেব পুনঃপুনঃ। তদা রাজা প্রহস্যৈব তাঞ্চ রাজ্ঞীমুবাচ হ ॥ ১১ ॥ যদি ত্বং শ্রোতুকামাসি রোগ-স্যাস্য সমুদ্ভবম্। কারণং তত্ত্বতো দেবি নাখ্যাস্যা-ম্যহমত্র বৈ ॥ ১২ ॥ মহাকালবনং গত্বা সিদ্ধগন্ধর্ব-সেবিতম্। তত্র তে কথয়িষ্যামি যদি কৌতূহলং তব ॥ ১৩ ॥ শ্বঃ প্রভাতে গমিষ্যামি ত্বয়া সার্দ্ধং শুচিস্মিতে। ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা সা রাজ্ঞী বিস্মিতা স্থিতা। উৎসুকা গমনার্থায় মহাকালবনং শুভম্ ॥ ১৪ ॥ অথ সা রজনী বৃত্তা প্রভাতে নৃপসত্তমঃ। প্রতস্থে ভার্য্যয়া সার্দ্ধং সৈন্যেন মহতা বৃতঃ ॥ ১৫ ॥ আজগাম ক্রমেণৈব মহাকালবনং শুভম্। আবাসং বিদধে ধীমান্ শিপ্রাতীরে নৃপস্তদা ॥ ১৬ ॥ পাতালবাহিনী তত্র গঙ্গা ত্রিপথগামিনী। দ্বিতীয়া নীলগঙ্গা চ শিপ্রয়া সহ সঙ্গতা ॥ ১৭ ॥ তাসাং চ সঙ্গমস্তত্র তল্লিঙ্গং সঙ্গমেশ্বরম্। পূজিতং গঙ্গয়া সার্দ্ধং শিপ্রয়া নীলগঙ্গয়া ॥ ১৮ ॥ অথ প্রাপ্তে সুবাহৌ চ সা রাজ্ঞী বিস্ময়ান্বিতা। পপ্রচ্ছ প্রণয়োপেতা কথ্যতামত্র কারণম্। যত্ত্বয়োক্তং পুরা দেব কথয়িষ্যামি তত্র বৈ ॥ ১৯ ॥ এবমুক্তঃ সুবাহুস্তু প্রিয়য়া পৃথিবীপতিঃ। প্রত্যুবাচ প্রিয়াং প্রেম্ণা প্রহস্য চ পুনঃপুনঃ ॥ ২০ ॥ সুখং স্বপিহি ভদ্রাঙ্গি শ্রান্তা বয়মনিন্দিতে। প্রভাতে কথয়িষ্যামি শিরোরোগস্য কারণম্ ॥ ২১ ॥ অথ সা রজনী বৃত্তা প্রভাতে নৃপসত্তমঃ। কথয়ামাস মাহাত্ম্যং দেবস্য পরমেষ্ঠিনঃ ॥ ২২ ॥ অহমাসং কুশূদ্রস্তু সর্ব্বদা বেদনিন্দকঃ। বিশ্বাসঘাতকো নিত্যং ত্বমপ্যেবং তথাবিধা ॥ ২৩ ॥ পুত্রো জাতস্তু দুঃশীলো দেব-ব্রাহ্মণবঞ্চকঃ। কুরূপঃ কর্কশো দুষ্টঃ প্রকৃত্যা পাপপূরুষঃ ॥ ২৪ ॥ অথ দীর্ঘেণ কালেন দ্বাদশাব্দং ভয়াবহা। অনাবৃষ্টিস্তু সঞ্জাতা সর্ব্বপ্রাণিভয়ঙ্করী ॥ ২৫ ॥ বিয়োগস্তু ত্বয়া প্রাপ্তো ময়া সার্দ্ধং সুতেন চ। ততোঽহং দুঃখসন্তপ্তো বৈরাগ্যং পরমং গতঃ ॥ ২৬ ॥ ইচ্ছতা নিধনং সদ্যো ময়া প্রোক্তমিদং বচঃ। মম পুণ্যবিহীনস্য পাপধ্যানরতস্য চ ॥ ২৭ ॥ সুতেন ভার্য্যয়া সার্দ্ধং সঙ্গমো দুর্লভঃ পুনঃ। কথং স্বপিতি পাপিষ্ঠঃ কৃত্বা পাপং সুদারুণম্ ॥ ২৮ ॥ কুটুম্বার্থে করোত্যেবমেকাকী নিস্তর

লাগিলেন। রাজা তাঁহাকে বার বার প্রবোধ দিলেও তিনি যখন পুনঃপুন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, তখন রাজা তাঁহাকে হাসিয়া বলিলেন,—হে দেবি! তুমি যদি রোগের কারণ শুনিতে একান্তই ইচ্ছুক হইয়া থাক, তাহা হইলে আমি এখানে তোমাকে তাহা বলিতে পারিব না, সিদ্ধক্ষেত্র মহাকালবনে গমন করিয়া সমস্ত বলিব। প্রভাতে আমি তোমার সহিত মহাকালবনে গমন করিব। রাজ্ঞী রাজার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বিস্মিতা হইলেন এবং মহা-কালবনে গমনের জন্য উদ্‌গ্রীবা হইয়া রহিলেন। পরে রাত্রি প্রভাত হইলে তাঁহারা উভয়ে বহু সৈন্য সমভিব্যাহারে মহাকালবনে গমন করিলেন। ঐ স্থানে গমন করিয়া তাঁহারা শিপ্রাতটে বাসস্থান নির্ম্মাণ করিলেন। ঐ স্থানে ত্রিপথগামিনী গঙ্গা পাতালবাহিনী হইয়াছেন। আর দ্বিতীয় নীল গঙ্গা ঐ স্থানে শিপ্রার সহিত মিলিতা হইয়াছেন। এই নদীগণের সঙ্গমস্থানে লিঙ্গ অবস্থিত বলিয়া লিঙ্গের নাম হইয়াছে সঙ্গমেশ্বর এই সঙ্গমেশ্বর গঙ্গা, নীলগঙ্গা ও শিপ্রাকর্ত্তৃক পূজিত হইয়াছেন। রাজা সুবাহু ঐ স্থানে উপস্থিত হইলে রাজ্ঞী বিশালাক্ষী রাজাকে বলিলেন,—হে দেব! আপনি যে বলিয়াছিলেন, ঐ স্থানে গমন করিয়া রোগ কারণ সমস্ত বিবৃত করিব, তা এখন আপনার রোগের কারণ কি? বলুন।৮—১৯। রাজ্ঞীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা পুনঃপুন হাস্যপূর্ব্বক সপ্রেমে বলিলেন,—হে অনিন্দিতাঙ্গি! এখন সুখে নিদ্রা যাও, প্রভাতে আমার শিররোগের কারণ তোমাকে সব বলিব। অনন্তর রাত্রি প্রভাত হইলে নৃপসত্তম রাজ্ঞীর নিকট দেব পরমেষ্ঠীর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন,—দেবি! পূর্ব্বজন্মে আমি এক দুষ্ট শূদ্র ছিলাম। বেদনিন্দা, বিশ্বাসঘাতকতা আমার নিত্যকর্ম্ম ছিল। আর তুমিও আমারই মত ছিলে। আমাদের এক পুত্র জন্মে। ঐ পুত্র বেদব্রাহ্মণ, বঞ্চক দুঃশীল, কুরূপ, কর্কশ, দুষ্ট ও পাপিষ্ঠ ছিল। এই ভাবে আমাদের কিয়ৎদিন অতিবাহিত হইবার পর দ্বাদশাব্দ-ব্যাপিনী সর্ব্বপ্রাণিভয়ঙ্করী অনাবৃষ্টি উপস্থিত হয়। ঐ সময় তুমি আমাদের পিতা-পুত্রের সহিত বিযুক্ত হও। তাহার ফলে দুঃখসন্তপ্ত হইয়া আমি বৈরাগ্য প্রাপ্ত হই এবং প্রাণত্যাগবাসনায় এই কথা বলি,—এই পুণ্যবিহীন পাপীর কি আর পুনরায় পত্নী ও পুত্রের সহিত সাক্ষাৎ লাভ হইবে? পাপিষ্ঠ ব্যক্তি দারুণ পাপ করিয়াও কিরূপে নিশ্চিন্ত থাকে? সে একাকী কুটুম্ব জনের জন্য খেদ করে; একাকীই সংসার-সাগর উত্তীর্ণ

ত্যসৌ। ধর্ম্ম এব পরো বন্ধুর্ধর্ম্ম এব পরা গতিঃ। ধর্ম্মেণ সাধ্যতে সর্ব্বং তস্মাদ্ধর্ম্মং সমাশ্রয়েৎ ॥ ২৯ ॥ ইতি চিন্তয়তোঽত্যর্থং মম প্রাণা গতাঃ প্রিয়ে। বিবিধা যাতনা প্রাপ্তা ময়া নরককোটিষু ॥ ৩০ ॥ অন্তকালেঽপি ধর্ম্মস্য প্রশংসা যা ময়া কৃতা। মৎস্যোঽহং তেন পুণ্যেন জাতঃ শিপ্রাজলে শুভে ॥ ৩১ ॥ ত্বং চ শ্যেনী ততো জাতা তস্মিন্নেব বনোত্তমে। প্রাবৃট্‌কালেঽথ সম্প্রাপ্তে আশ্লেষানুগতে রবৌ ॥ ৩২ ॥ নদীত্রয়রয়েণৈব নিঃসৃতোঽহং জলাত্ততঃ। ত্বয়া শিরসি সম্প্রাপ্তো নখৈর্বিদ্ধোঽস্মি সুন্দরি ॥ ৩৩ ॥ আনীতোঽহং ত্বয়া দেবি সঙ্গমেশ্বরসন্নিধৌ। কৈবর্ত্তৈর্নিধনং প্রাপ্তং ত্বয়া সার্দ্ধং বরাননে ॥ ৩৪ ॥ ম্রিয়মাণেন মে দৃষ্টো দেবোঽসৌ সঙ্গমেশ্বরঃ। শিপ্রয়া প্লাপিতোঽত্যর্থং গঙ্গয়া নীলগঙ্গয়া ॥ ৩৫ ॥ তস্য দর্শনমাত্রেণ জাতোঽহং পৃথিবীপতিঃ। কলিঙ্গবিষয়ে দেবি সর্ব্বভূপালবন্দিতঃ ॥ ৩৬ ॥ সুতা ত্বং বল্লভা জাতা কাঞ্চীপুরনিবাসিনঃ। ক্ষাত্রব্রতরতস্যৈব সুভগা দৃঢ়ধন্বনঃ ॥ ৩৭ ॥ আবাং রাজত্বমাপন্নৌ তস্য লিঙ্গস্য দর্শনাৎ। ত্বয়া করজৈর্বিদ্ধো মারিতো লগুড়ৈশ্চ তৈঃ ॥ ৩৮ ॥ মধ্যাহ্নে কদনং স্মৃত্বা ততো মে শিরসি ব্যথা। স্মরামি জাতিমাত্মীয়ামস্য দেবস্য দর্শনাৎ ॥ ৩৯ ॥ এতত্তে কথিতং দেবি পৃষ্টোঽহং যত্ত্বয়া পুরা। গচ্ছ সুন্দরি ভদ্রং তে যত্র তে বর্ত্ততে মনঃ ॥ ৪০ ॥ স্থাতব্যং চ ময়াত্রৈব সেব্যোঽসৌ সঙ্গমেশ্বরঃ ॥ ৪১ ॥ ততঃ সা নিরবদ্যাঙ্গী নীলোৎপলবিলোচনা। করুণং সুস্বরং কৃত্বা ভর্ত্তারমিদমব্রবীৎ ॥ ৪২ ॥ ময়াপি সংস্মৃতং দেবং পূর্ব্বজন্মনি চেষ্টিতম্। অস্য লিঙ্গস্য মাহাত্ম্যাত্তির্য্যগ্‌যোনিগতাবপি ॥ ৪৩ ॥ প্রাপ্তাবাবাং মনুষ্যত্বং নির্ম্মলেষু কুলেষু চ। প্রাপ্তা শ্রীরতুলা লোকে প্রাপ্তং রাজ্যমকণ্টকম্ ॥ ৪৪ ॥ প্রাপ্তা ভার্য্যা প্রিয়াহং তে ত্বঞ্চ প্রাপ্তো ময়া নৃপ। খ্যাতোঽয়ং ত্রিষু লোকেষু নামতঃ সঙ্গমেশ্বরঃ ॥ ৪৫ ॥ অস্য দেবস্য মাহাত্ম্যাদ্বিয়োগো ন ভবিষ্যতি। যথা কৃষ্ণস্য লক্ষ্ম্যা চ পার্ব্বত্যা চ শিবস্য চ ॥ ৪৬ ॥ পুনঃ প্রণম্য প্রণতা

হইয়া থাকে। ধর্ম্মই পরম বন্ধু, ধর্ম্মই পরম গতি এবং ধর্ম্মদ্বারাই সমুদয় সাধিত হয়, অতএব ধর্ম্মকে সকলেরই অবলম্বন করা উচিত। অয়ি প্রিয়ে! এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে আমি প্রাণ পরিত্যাগ করিলাম। প্রাণত্যাগান্তে আমি যমালয়ে গমন করত বিবিধ নরক যাতনা ভোগ করিলাম। কিন্তু অন্তিমকালে ধর্ম্মের প্রশংসা করার জন্য আমি শিপ্রাজলে মৎস্য হইয়া জন্মিলাম। তুমিও তখন ঐ বনোত্তমে শ্যেনপক্ষিণী হইয়া জন্মগ্রহণ কর। একদা প্রাবৃট্‌কালে রবি অশ্লেষানুগত হইলে নদীত্রয়ের বেগে আমি জল হইতে নিঃসৃত হইলাম। তুমি তখন 'ছোঁ' মারিয়া নখ দ্বারা আমার মস্তক বিদ্ধ করত দৃঢ়রূপে ধারণপূর্ব্বক আমাকে লইয়া সঙ্গমেশ্বর-সন্নিধানে গমন করিলে। ঐ সময় কৈবর্ত্তগণের হস্তে তুমি ও আমি, উভয়েই প্রাণত্যাগ করিলাম। প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া শিপ্রা, নীলগঙ্গা ও গঙ্গা কর্ত্তৃক সঙ্গমেশ্বরকে প্লাপিত হইতে দেখিলাম। তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র আমি কলিঙ্গদেশের রাজা হইয়া জন্মিলাম। সকল নরপতিই আমার চরণ বন্দনা করিল। এই সময় তুমি কাঞ্চীপুরাধীশ্বর ক্ষত্রধর্ম্মনিরত দৃঢ়ধন্বার কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিলে। সেই দিন লিঙ্গ দর্শনের ফলে তুমি ও আমি রাজত্ব লাভ করিলাম। তুমি আমাকে নখর দ্বারা বিদ্ধ করিয়াছিলে, কৈবর্ত্তগণ লগুড় দ্বারা প্রহার করিয়াছিল, এবং মধ্যাহ্নকালে এই সমুদয় ঘটনা ঘটিয়াছিল। অদ্যাপি আমার মধ্যাহ্ন সময়ে ঐ সমুদয় ঘটনা স্মরণ হয়। এই জন্যই আমার মধ্যাহ্নসময়ে এই শিরোবেদনা হইয়া থাকে। দেবদর্শনপ্রভাবে আমি জাতিস্মরত্ব লাভ করিয়াছি। হে দেবি! তুমি যাহা প্রশ্ন করিয়াছিলে, তাহা আমি সমস্ত বলিলাম। তোমার যেখানে মন যায়, তুমি সেই স্থানে গমন কর, তোমার মঙ্গল হউক। আমি এই স্থানে থাকিয়া দেব সঙ্গমেশ্বরের আরাধনা করিব।২০-৪১। রাজার এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া নীলোৎপল-বিলোচনা আনন্দিতাঙ্গী রাজ্ঞী অতি করুণকণ্ঠে সুস্বরে তাঁহাকে বলিলেন,—হে দেব! আমারও পূর্ব্বজন্মের চেষ্টিত সকল স্মরণ হয় যে, এই লিঙ্গপ্রভাবে আমারা উভয়ে তির্য্যগ্‌যোনি গত হইয়াও মনুষ্যত্ব লাভ করত নির্ম্মলকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি; করিয়া অতুল শ্রী ও নিষ্কণ্টক রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছি। আপনি আমাকে প্রিয় ভার্য্যারূপে লাভ করিয়াছেন এবং আমিও আপনাকে ভর্ত্তারূপে প্রাপ্ত হইয়াছি। এই লিঙ্গ ত্রিভুবনে সঙ্গমেশ্বর নামে বিখ্যাত হইবেন। এই লিঙ্গমাহাত্ম্যে পতিপত্নীর বিয়োগ সঙ্ঘটিত হয় না, লক্ষ্মী-জনার্দ্দন ও

সহসা মন্মথাকুলা। ভর্ত্তা সুবাহুর্মে ভূয়াদস্মিন্নিহ-জন্মনি॥ ৪৭॥ তব দেব প্রসাদেন যদি ত্বং সঙ্গমেশ্বরঃ। ততো বিলোক্য সোমেষং কুসুমেষু তরঙ্গিতাম্। কান্তাং পিবন্নিব দৃশা প্রাহ তাং তরলেক্ষণাম্॥ ৪৮॥ সহজেনাভিজন্মেন গুণৈঃ কান্ত্যা বিভূষিতা। ময়া প্রাপ্তা বিশালাক্ষি প্রাপ্তং মজ্জন্মনঃ ফলম্॥ ৪৯॥ ততস্তাং ভয়সন্ত্রস্তাং কম্পিতাধরপল্লবাম্। গৃহীত্বা চ করে কান্তাং জগামান্তঃপুরং নিজম্॥ ৫০॥ বদন্ কন্দর্পসর্পেণ দষ্টোহহং দৈবতোহধুনা। চচার তত্র নিঃসারং সংসারং কলয়ন্ ধিয়া॥ ৫১॥ পুরে মম বরারোহে চিরং রেমে তয়া সহ। এবং রাজা প্রিয়াং প্রাপ্য নিবেদ্য চ নিজাং কথাম্॥ ৫২॥ ভেজে রাজ্যং তয়া সার্দ্ধং বিস্তারিতমহোৎসবঃ। অশাশ্বতমিদং জ্ঞাত্বা অর্থিভ্যোহপি দদৌ ধনম্॥ ৫৩॥ অপূর্ব্বত্যাগিনা তেন ত্রৈলোক্যং বিস্ময়ং যযৌ। রাজ্যং কৃত্বা চিরং কালং সভার্য্যো নৃপসত্তমঃ॥ ৫৪॥ ভুক্ত্বা চ বিপুলান্ ভোগাংস্তস্মিংল্লিঙ্গে লয়ং গতঃ। অতো দেবি সুবিখ্যাতো দেবোহসৌ সঙ্গমেশ্বরম্। ৫৫॥ যঃ পশ্যেৎ পরয়া ভক্ত্যা তল্লিঙ্গং সঙ্গমেশ্বরম্। ন বিয়োগো ভবেত্তস্য পুত্রভ্রাতৃপ্রিয়াদিভিঃ॥ ৫৬॥ নিয়মেন তু যঃ পশ্যেত্তল্লিঙ্গং সঙ্গমেশ্বরম্। রাজসূয়সহস্রস্য ফলং তস্যাধিকং ভবেৎ॥ ৫৭॥ গাঙ্গঞ্চ সকলং পুণ্যং যামুনং নার্ম্মদং তথা। জায়তে চান্দ্রভাগঞ্চ সঙ্গমেশ্বরদর্শনাৎ॥ ৫৮॥ যঃ পশ্যেচ্ছ্রাবণে মাসি তল্লিঙ্গং সঙ্গমেশ্বরম্। কার্ত্তিকস্বামিনো যাত্রা কৃতা তেন ন সংশয়ঃ॥ ৫৯॥ মাসি চাশ্বযুগে দেবং যঃ পশ্যেৎসঙ্গমেশ্বরম্। কৃতং তেন সহস্রং তু বাজপেয়ং বরাননে॥ ৬০॥ যঃ পশ্যেৎ কার্ত্তিকে মাসি তল্লিঙ্গং সঙ্গমেশ্বরম্। রাজসূয়সহস্রং তু কৃতং তেন ন সংশয়ঃ॥ ৬১॥ চতুরো বার্ষিকান্মাসান্ যঃ পশ্যেৎ সঙ্গমেশ্বরম্। স যাতি পরমং স্থানং মমাভীষ্টতরং প্রিয়ে। ৬২॥ এষ তে কথিতো দেবি প্রভাবঃ পাপনাশনঃ। সঙ্গমেশ্বরদেবস্য শৃণু দুর্দ্ধর্ষমীশ্বরম্॥ ৬৩॥

ইতি শ্রীস্কান্দে সঙ্গমেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈকোনসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ॥ ৬৯॥

হর-পার্ব্বতীর ন্যায় চিরসঙ্গত থাকে। এই বলিয়া মন্মথাকুলা রাজ্ঞী লিঙ্গ-সমীপে প্রণত হইয়া প্রার্থনা করিলেন যে, হে দেব! আপনি যদি সঙ্গমেশ্বর, তাহা হইলে জন্মে জন্মে যেন এই নরপতি সুবাহু আমার পতি হন। রাজ্ঞী লিঙ্গ-সমীপে এইরূপ প্রার্থনা করিবামাত্র এদিকে নরপতি তখন তরলেক্ষণা কুসুমেষু-তরঙ্গিতা কান্তাকে সোমেষ নয়নযুগল দ্বারা পান করিয়াই যেন বলিলেন,—হে বিশালাক্ষি! তুমি সহজ আভিজাত্য, বিবিধ গুণ, ও কান্তি দ্বারা বিভূষিতা, আমি তোমাকে লাভ করিয়া জন্ম সফল মনে করিয়াছি। অনন্তর নরপতি ভয়-সন্ত্রস্তা কম্পিতাধরপল্লবা কান্তাকে বলিলেন,—"অয়ি প্রিয়ে! অধুনা আমায় দৈবাৎ কন্দর্প-সর্পে দংশন করিল।" এই কথা বলিয়া তাঁহার কর ধারণ করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। হে পার্ব্বতি! এইরূপে ঐ দম্পতি মহাকালবনে গমনাগমনরহিত সংসার-ধর্ম্ম আচরণ করত রমণ করিতে লাগিল। রাজা প্রিয়াকে পূর্ব্বোক্ত সমস্ত কথা বলিয়া নানা উৎসবের সহিত রাজ্ঞীর সহিত রাজ্য করিতে লাগিলেন। রাজা এই জগৎ অনিত্য বুঝিয়া প্রার্থিগণকে দান করিতে লাগিলেন। তাঁহার দান দেখিয়া ত্রৈলোক্য বিস্মিত হইল। রাজা সপত্নীক বহুকাল রাজ্য করিয়া বিপুল ভোগ উপভোগ করত সঙ্গমেশ্বর লিঙ্গে লয়প্রাপ্ত হইলেন। হে দেবি! এই জন্য ঐ লিঙ্গ সঙ্গমেশ্বর নামে বিখ্যাত হইলেন। যে ব্যক্তি পরম ভক্তি সহকারে ঐ সঙ্গমেশ্বর লিঙ্গের পূজা করে, তাহার কদাচ পুত্র-ভ্রাতৃ ও প্রিয়াদির সহিত বিয়োগ হয় না। যাহারা নিয়মপূর্ব্বক ঐ লিঙ্গ দর্শন করে, তাহারা রাজসূয় যজ্ঞের অধিক ফল লাভ করিয়া থাকে। সঙ্গমেশ্বর দর্শন করিলে গঙ্গা, যমুনা, নর্ম্মদা ও চন্দ্রভাগা নদীতে স্নান করার ফল লাভ হয়। শ্রাবণমাসে যে ব্যক্তি সঙ্গমেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করে, তাহার নিশ্চয়ই কার্ত্তিকস্বামীর যাত্রা করা হয়, ইহাতে কোন সংশয় নাই। আশ্বিনমাসে যে ব্যক্তি দেব সঙ্গমেশ্বরকে দর্শন করে, তাহার সহস্র বাজপেয় যজ্ঞ করার ফল হয়। যে ব্যক্তি কার্ত্তিকমাসে ঐ লিঙ্গ দেখে, তাহার রাজসূয়সহস্রের ফল হয়। কার্ত্তিকমাস হইতে চারিমাস যে ব্যক্তি ঐ লিঙ্গ দর্শন করে, সে আমার অভীষ্ট পরম স্থান লাভ করিয়া থাকে। হে দেবি! এই আমি তোমার নিকট সঙ্গমেশ্বর দেবের মহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম। অতঃপর দুর্দ্ধর্ষেশ্বর দেবের মাহাত্ম্য শ্রবণ কর। ৪২—৬৩।

উনসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৬৯।

সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। শৃণু সপ্ততিকং দেব দুর্দ্ধর্ষেশ্বরমীশ্বরম্। যস্য দর্শনতো দেবি নরঃ পাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥ ১॥ দুর্দ্ধর্ষোনাম রাজাভূন্নেপালবিষয়ে পুরা। পুণ্যকেতুর্যশস্বী চ সত্যসন্ধো দৃঢ়ব্রতঃ॥ ২॥ তিস্রস্তস্যাভবন্ ভার্য্যাস্তত্তুল্যাঃ সুমনোহরাঃ। বিহরন্ স বনোদ্যানে বসন্তে পৃথিবীপতিঃ॥ ৩॥ কদা মৃগরসাবিষ্টো দৈবাদ্বৈ বাতরংহসা। তুরঙ্গেণোহিতঃ প্রাপ বনং রুচিরপাদপম্॥ ৪॥ গজেন্দ্রমৃগশার্দ্দূলসিংহসম্বরসংকুলম্। ঋক্ষবানরবারাহগণ্ডকাদিবিরাজিতম্॥ ৫॥ তস্মিন্ বনে সুবিস্তীর্ণং কদলীখণ্ডমণ্ডিতম্। হংসকারণ্ডবাকীর্ণং চক্রবাকোপশোভিতম্॥ ৬॥ দদর্শ দর্পণস্বচ্ছং সরো নীরজরাজিতম্। স্নাতসিদ্ধবধূবৃন্দকুচকুঙ্কুমপিঞ্জরম্॥ ৭॥ দদর্শ কন্যাং তত্রৈব কাননস্যেব দেবতাম্। স তাং দৃষ্ট্বা সুচার্ব্বঙ্গীং মন্মথেন প্রপীড়িতঃ॥ ৮॥ চিত্রন্যস্ত ইব ক্ষিপ্রমভূদ্বিস্ময়নিশ্চলঃ। সা ভুজঙ্গীব সঙ্কৃষ্টা মন্ত্রেণৈবান্তিকং যযৌ॥ ৯॥ কন্দর্পকোটিসদৃশং বিশ্রান্তং নৃপমব্রবীৎ। সুতাং মাং বিদ্ধি রাজেন্দ্র কল্পস্য প্রাণবল্লভাম্॥ ১০॥ তপোরতস্য শান্তস্য সর্ব্বদা ব্রহ্মচারিণঃ। মদর্থে প্রার্থ্যতাং বিপ্র স মাং তুভ্যং প্রদাস্যতি॥ ১১॥ ইতি তস্যা বচঃ শ্রুত্বা মন্মথেনাকুলীকৃতঃ। লজ্জাং ত্যক্ত্বা স ভূপালো যযাচে বিজনে চ তাম্॥ ১২॥ মম প্রাণবায়ুঃ সুশ্রুস্ত্বাং বিনা সমুপস্থিতঃ। কার্য্যাকার্য্যবিচারো হি কস্য জীবিতশান্তয়ে॥ ১৩॥ ত্যজ্যতে প্রাপ্তমমৃতং যদেতদ্বুদ্ধিলাঘবম্। কো জানীতে পরে লোকে কস্য কিং নু ভবিষ্যতি॥ ১৪॥ ভজ মামনবদ্যাঙ্গি ত্বৈবেতদ্বদনামৃতম্। ন পায়য়সি চেন্মহ্যং মৃতং জানীহি মে প্রিয়ে॥ ১৫॥ স্বয়ং পিবামি চেদ্বিদ্ধি পরলোকগতং হি মাম্। শ্রুত্বেতি চকিতা তন্বী প্রোবাচ বিনয়ান্বিতা॥ ১৬॥ ভ্রষ্টায়াং ময়ি তাতস্য বিনষ্টে কন্যকাফলে। কুলং পততি নঃ সর্ব্বং কস্মাদেতদ্বিচিন্ত্যতাম্॥ ১৭॥ যদি তে পরমং প্রেম মমোপরি

সপ্ততিতম অধ্যায়।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি! যাঁহার দর্শন মাত্রে নর পাপমুক্ত হয়। আমি সেই সপ্ততিতম দুর্দ্ধর্ষেশ্বর লিঙ্গের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে নেপাল দেশে দুর্দ্ধর্ষ নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি পুণ্যকেতু, যশস্বী, সত্যসন্ধ ও দৃঢ়ব্রত ছিলেন। তাঁহার মনোমত তিন ভার্য্যা ছিলেন। একদা তিনি বসন্তকালে বিচরণ করিতে করিতে মৃগরসাবিষ্ট হইয়া বাতবেগী তুরগে আরোহণপূর্ব্বক বনগমন করেন। ঐ বনে সর্ব্বদা গজেন্দ্র, মৃগ, শার্দ্দুল, সিংহ, সম্বর, ঋক্ষ, বানর, বরাহ, ও গণ্ডক প্রভৃতি হিংস্র জন্তু বিচরণ করে। তিনি দেখিলেন,—বনমধ্যে সুবিস্তীর্ণ এক সরোবর শোভা পাইতেছে। কদলীখণ্ড, হংস, কারণ্ডব ও চক্রবাক প্রভৃতি তাহার শোভা সম্পাদন করিতেছে; উহার জল দর্পণের ন্যায় স্বচ্ছ, মৎস্যাবলীবিরাজিত; এবং সিদ্ধবধূগণের কুচচন্দনে উহা পিঞ্জরিত হইয়াছে। ঐ স্থানে তিনি বনদেবতা স্বরূপিণী এক কন্যাকে নিরীক্ষণ করিলেন। তিনি তাঁহাকে দেখিয়া কামপীড়িত হইলেন। স্মরপীড়ায় তিনি চিত্রার্পিতের ন্যায় নিশ্চল হইয়া পড়িলেন। ঐ কন্যা তখন নৃপকে দেখিয়া মন্ত্রাকৃষ্ট ভুজঙ্গীর ন্যায় তাঁহার নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া কন্যা কন্দর্পকোটিসদৃশ নৃপতিকে বিশ্রাম করিতে দেখিয়া বলিলেন,—হে রাজেন্দ্র! আপনি আমাকে সর্ব্বদা ব্রহ্মচারী শান্ত তপোরত কল্পের প্রাণবল্লভা কন্যা বলিয়া জানিবেন। হে রাজন্! আপনি তাঁহার নিকট গিয়া আমাকে প্রার্থনা করুন, প্রার্থনামাত্রে তিনি আমাকে আপনার হস্তে প্রদান করিবেন। ১—১১। কন্যার কথা শ্রবণপূর্ব্বক রাজা কামপীড়িত হইয়া লজ্জা পরিত্যাগ করত ঐ বিজন বনে তাহার নিকট প্রার্থনা জানাইলেন যে, অয়ি সুভ্রু! তোমা ব্যতিরেকে আমার প্রাণনাশ হইতে চলিয়াছে। দেখ, জীবন শান্তি ব্যাপারে কাহার কার্য্যাকার্য্য বিচার থাকে? লোকের বুদ্ধিলাঘব হইলে প্রাপ্ত অমৃতও পরিত্যাগ করিয়া থাকে। পরলোকে যে কাহার কি হইবে, তাহা কে জানিতে পারে? হে অনিন্দিতাঙ্গি! তুমি আমাকে ভজনা কর। তুমি যদি আমায় তোমার বদনামৃত পান না করাও, তাহা হইলে আমি নিশ্চয় প্রাণত্যাগ করিব। আমি যদি স্বয়ং পান করি, তাহা হইলে আমাকে পরলোকগত বলিয়াই জানিবে। রাজার এই কথা শুনিয়া তন্বী চকিত হইয়া বিনীতভাবে বলিল,—হে নৃপ! আমি ভ্রষ্টা হইলে আমার পিতার কন্যাদানের ফল বিনষ্ট হইবে, আমাদের কুল পতিত হইবে, অতএব আপনি

মহীপতে। মদর্থে প্রার্থ্যতাং বিপ্র স মাং নূনং প্রদাস্যতি ॥ ১৮ ॥ তস্যাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা নান্যথা মে ভবিষ্যতি। জ্ঞাত্বা কন্যাং দ্বিজস্যৈব কল্পস্য ব্রহ্মচারিণঃ ॥ ১৯ ॥ গত্বা যযাচে প্রণতঃ স্থিতং নিজ তপোবনে। মুনীন্দ্রশ্চন্দ্রবদনাং স চাস্মৈ তাং দদৌ মুদা ॥ ২০ ॥ তত্রৈব সঙ্গতো রাজা মন্মথেন বশীকৃতঃ। রেমে রমণকৈর্যোগৈর্ন সস্মার নিজং পুরম্ ॥ ২১ ॥ কদলীখণ্ডকুঞ্জেষু রম্যাসু বনরাজিষু। বহুলাম্রকদম্বেষু রাজা ভেজে নবাং বধূম্। সিষেবে চারুসুরতং স বিদগ্ধোঽতিমুগ্ধয়া ॥ ২২ ॥ এবং হি বসতস্তস্য দুর্দ্ধর্ষস্য বরাননে। আজগাম সুদুর্দ্ধর্ষো রাক্ষসোঽতিভয়ঙ্করঃ ॥ ২৩ ॥ জ্বলিতো বিকটাকারো দংষ্ট্রোৎকটকটাননঃ। তং নৃপং মোহয়িত্বা তু তরসা তরলেক্ষণাম্। জহার মন্মথাবিষ্টো রূপযৌবনশালিনীম্ ॥ ২৪ ॥ রাজা চ তাং হৃতাং দৃষ্ট্বা বিয়োগবিষমূর্চ্ছিতঃ। স্মৃত্বাস্মৃত্বা সুচার্বঙ্গীং বিললাপাকুলেন্দ্রিয়ঃ ॥২৫॥ হা প্রিয়ে প্রেমপীযূষে প্রণয়ামৃতদীর্ঘিকে। হা সুন্দরি বিশালাক্ষি ক গতা মাং বিহায় বৈ ॥ ২৫ ॥ পুনরিন্দুমিবানন্দং কদা দ্রক্ষ্যামি তে মুখম্। ইতি প্রলাপমকরোৎস্মরংস্তাং চারুহাসিনীম্। উন্মত্ত ইব বভ্রাম তত্র তত্র স্মরাতুরঃ ॥ ২৭ ॥ এবং বিলপতস্তস্য দুর্দ্ধর্ষস্য নৃপস্য তু। আজগাম তমুদ্দেশং কল্পো ব্রাহ্মণসত্তমঃ। দদর্শ নৃপতিং তত্র ভ্রমন্তং ভ্রমরং যথা ॥২৮॥ জ্ঞাত্বা জামাতরং সম্যক্ সমাশ্বাস্য বচোঽব্রবীৎ। এহি দুর্দ্ধর্ষ রাজেন্দ্র গহনা কর্ম্মণো গতিঃ। ক গতো হি মহীপাল নেপালবিষয়স্তব ॥ ২৯ ॥ কুলীনা রূপবত্যশ্চ তিস্রো ভার্য্যা ক বৈ গতাঃ। ক তে রাজ্যং গতং ভূপ কুত্র পুত্রী গতা মম ॥ ৩০ ॥ সর্ব্বং বিনশ্বরং লোকে গন্ধর্ব্বনগরোপমম্। অনিত্যং জীবিতং ভূপ রাজ্যং বৈ বুদ্বুদোপমম্ ॥ ৩১ ॥ এবমাশ্বাসিতো রাজা কল্পেন চ পুনঃপুনঃ। সস্মার তাং সুচার্বঙ্গীং মন্মথেন প্রপীড়িতঃ ॥ ৩২ ॥ ব্রূহি মে ভগবন্ সম্যগ্ যদি তেঽস্তি দয়া ময়ি। কথং রাজ্যং স্বকীয়ং স্যাৎকথং মে সুহৃদাগমঃ ॥ ৩৩ ॥ তিস্রো ভার্য্যাঃ কথং বিপ্র

এ বিষয়ে বিবেচনা করুন। হে মহীপতে! যদি আপনার আমার প্রতি পরম প্রেম জন্মিয়াছে, তাহা হইলে আপনি আমার পিতার নিকট প্রার্থনা করুন, তিনি নিশ্চয়ই প্রদান করিবেন। রাজা তখন কন্যার ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া দ্বিজ ব্রহ্মচারী কল্পের নিকট গমন করিয়া তাঁহার নিকট কন্যা প্রার্থনা করিলেন। প্রার্থনা করিবা মাত্র মুনি চন্দ্রবদনা কন্যাকে তাঁহার হস্তে প্রদান করিলেন। প্রদান করিবা মাত্র রাজা মন্মথবশীভূত হইয়া ঐ স্থানেই সঙ্গত হইয়া রমণজনক যোগ সকল দ্বারা কন্যার সহিত রমণ করিতে লাগিলেন, নিজ রাজধানী আর স্মৃতিপথে উদিত হইল না। কদলীকুঞ্জ, রম্যবন-রাজি, ও বহুলাম্রকদম্ব কুঞ্জে রাজা নববধূ ভোগ করিতে লাগিলেন। এইরূপে ঐ বিদগ্ধ রাজা অতিমুগ্ধা মুনিকন্যার সহিত সুচারু সুরত সেবা করিতে লাগিলেন। রাজা দুর্দ্ধর্ষ এই ভাবে কালাতিপাত করিতে থাকিলে এক দিন এক দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষস আসিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। ঐ রাক্ষস অতি ভয়ঙ্কর, জ্বলিত বিকটাকার, ও দংষ্ট্রা-করালবদন। রাক্ষস কামাবিষ্ট হইয়া রাজাকে যুদ্ধে জয় করিয়া বলপূর্ব্বক ঐ তরলেক্ষণা রূপযৌবন-শালিনী কন্যাকে হরণ করিল। রাজা কন্যাকে অপহৃতা দর্শন করত বিয়োগবিষে মূর্চ্ছিত হইয়া পুনঃপুন স্মরণপূর্ব্বক এই বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন,—হা প্রিয়ে! প্রেমপীযূষে, হা প্রণয়ামৃতদীর্ঘিকে! হা সুন্দরি! হা বিশালাক্ষি! আমায় পরিত্যাগ করিয়া তুমি কোথায় গেলে? আমি কবে আবার তোমার চন্দ্রবদন নিরীক্ষণ করিব? রাজা ঐ চারুহাসিনীকে স্মরণ করিয়া করিয়া এইরূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন। উন্মত্তের ন্যায় তিনি সেই স্থানে বিচরণ করিতে লাগিলেন।১২—২৭। নৃপ এইরূপ বিলাপ করিতে থাকিলে ব্রাহ্মণসত্তম কল্প তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি ঐ স্থানে আগমন করিয়া নৃপতিকে ভ্রমরের ন্যায় ভ্রমণ করিতে দেখিলেন। জামাতাকে তথাবিধ অবলোকনপূর্ব্বক এই কথা বলিলেন,—হে রাজেন্দ্র দুর্দ্ধর্ষ! এস দেখ কর্ম্মের গতি অতিগহনা! তোমার নেপাল রাজ্য কোথায় গেল! কুলীনা রূপবতী ভার্য্যাত্রয়ই বা তোমার কোথায়? তোমার রাজ্য কোথায় গেল এবং আমার পুত্রীই বা কোথায় গেল? এই লোক গন্ধর্ব্ব-নগরের ন্যায় বিনশ্বর! হে নৃপ! জীবনও অনিত্য এবং রাজ্য জলবুদ্বুদবৎ। কল্প কর্ত্তৃক রাজা এইরূপ আশ্বাসিত হইলে রাজা ঐ চার্ব্বঙ্গীকে স্মরণপূর্ব্বক কামপীড়িত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন,—হে ভগবন্! আপনি দয়া করিয়া বলিয়া দিন, কিরূপে আমার রাজ্য ও সুহৃৎ

পশ্যামি পৃথিবীতলে। লাবণ্যামৃতশালিন্যস্তব পুত্র্যা দ্বিজোত্তম। কথং সমাগমো ভূয়ো ভবিষ্যতি ময়া সহ ॥ ৩৪ ॥ ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা বিপ্রেণোক্তং বরাননে। গচ্ছ ভূপাল নেপালং মহাকালং ততো ব্রজ ॥ ৩৫ ॥ তস্মিন্ ক্ষেত্রে তীর্থবরে লিঙ্গং সর্ব্বার্থসাধকম্। বিদ্যতে তত্র সূর্য্যেণ তপস্তপ্তং সুদুষ্করম্ ॥ ৩৬ ॥ শিপ্রায়াস্তু তটে রম্যে পুণ্যে ব্রহ্মেশপশ্চিমে। তস্য দর্শন-মাত্রেণ তবাভীষ্টং ভবিষ্যতি ॥ ৩৭ ॥ কল্পস্য বচনং শ্রুত্বা সত্বরো নৃপসত্তমঃ। নেপালঞ্চ ততো গত্বা সমাশ্বাস্য সুহৃজ্জনম্ ॥ ৩৮। সান্তঃপুরপরী-বারো মহাকালবনং গতঃ! সর্ব্বদা সর্ব্বসিদ্ধীনামা-শ্রমং বিষয়ং শ্রিয়ঃ ॥ ৩৯ ॥ তত্র স্নাত্বা জলে পুণ্যে শিপ্রায়াশ্চাশুসিদ্ধিদে। সূর্য্যেণারাধিতং লিঙ্গং দদর্শ নৃপসত্তমঃ ॥ ৪০ ॥ পূজয়ামাস রত্নৈশ্চ দিব্যৈ-র্বস্ত্রৈঃ সুভূষণৈঃ। কর্পূরেণ সুগন্ধেন লিঙ্গপূজা কৃতা তদা ॥ ৪১ ॥ মুক্তাফলৈঃ সুতারৈশ্চ জলধারাভিরেব চ। ভক্ত্যা ননর্ত্ত তস্যাগ্রে সংস্তবন্নবিবিধৈঃ স্তবৈঃ ॥ ৪২ ॥ শুশ্রাব শ্রোত্রপীযূষং গীতং দেবগৃহে শুভে। তচ্ছ্রুত্বা কৌতুকাবিষ্টো ধ্বনিং শ্রুত্বা মনোরমাম্। প্রিয়ামপশ্যত্তত্রস্থাং লাবণ্যললনাবধিম্ ॥ ৪৩ ॥ তাং

লাভ হইবে; আমি আমার ভার্য্যাত্রয়কে কিরূপে দর্শন করিব? হে মুনে! কবে আবার লাবণ্যা-মৃতশালিনী আপনার পুত্রীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইবে? হে পার্ব্বতি! জামাতার বাক্য শ্রবণ করিয়া মুনি বলিলেন,—হে ভূপাল! নেপালে গমন করিয়া মহাকালে অবস্থিত সর্ব্বার্থসাধন যে লিঙ্গ আছেন, যেখানে সূর্য্য পূর্ব্বে তপস্যা করিয়াছিলেন, ঐ রম্য শিপ্রাতটে গমন করিয়া আপনি লিঙ্গ দর্শন করুন, দর্শনমাত্রে আপনার অভীষ্ট লাভ হইবে। নৃপ-সত্তম তখন মুনি কল্পের বাক্য শ্রবণ করিয়া নেপালে গমনপূর্ব্বক সুহৃদ্বর্গকে সমাশ্বাসিত করত সপরি-বারে মহাকালবনে গমন করিলেন। ঐ স্থান সর্ব্বসিদ্ধির আশ্রয় ও শ্রীনিকেতন। তথায় গমন করিয়া নৃপসত্তম আশু সিদ্ধিপ্রদ শিপ্রাজলে স্নানা-চরণ করত সূর্য্যারাধিত লিঙ্গ দর্শন করিলেন। দর্শনান্তে তিনি দিব্য রত্ন, ভূষণ, সুগন্ধ কর্পূর মুক্তাফল ও জলধারা দ্বারা তাঁহার পূজা করিলেন। বিবিধ স্তব পাঠ করিয়া তিনি লিঙ্গের পূজা করিলেন এবং দেবগৃহে শ্রোত্র-পীযূষ গীত শ্রবণ করিতে লাগিলেন। তিনি শিবালয়ে মনোরম ধ্বনি শ্রবণ-

দৃষ্ট্বা বিস্ময়োৎফুল্ললোচনস্তন্ময়োঽভবৎ। ক্ষিপ্রং তদ্দর্শনেনৈব স্মরেণ তরলীকৃতঃ ॥ ৪৪ ॥ জ্ঞাত্বা মে সৈব পত্নীয়ং দৃষ্টা দেবপ্রসাদতঃ। সাপি লাবণ্য-নলিনী রাজহংসং বিলোক্য তম্ ॥ ৪৫ ॥ ক্ষিপ্রং পুলকিতা তস্যা বিররাজ কুচস্থলী। এতস্মিন্নন্তরে দেবি বাণী লিঙ্গাৎসমুত্থিতা ॥ ৪৬ ॥ বিশ্বাবসোঃ সিদ্ধপতেঃ সুতৈষা প্রাণবল্লভা। কল্পেন পালিতা সম্যক্ ত্বদর্থং নৃপসত্তম ॥ ৪৭ ॥ আনীতা তে ময়া পত্নী হত্বা তং রাক্ষসাধিপম্। গৃহাণ চ ময়া দত্তাং ভুঙ্ক্ষ্ব রাজ্যমকণ্টকম্ ॥ ৪৮ ॥ ইত্যুক্তোঽহসো গতো দেবি লব্ধা ভার্য্যাং প্রিয়াং সদা। সান্তঃপুরপরীবারো লিঙ্গস্যাস্য প্রভা-বতঃ ॥ ৪৯ ॥ আরাধিতো নরেন্দ্রেণ দুর্দ্ধর্ষেণ মহা-ত্মনা। তদাপ্রভৃতি দেবোঽয়ং দুর্দ্ধর্ষেশ্বরসংজ্ঞকঃ। ত্রিষু লোকেষু বিখ্যাতো বাঞ্ছিতার্থফলপ্রদঃ ॥৫০॥ যে পশ্যন্তি বিশালাক্ষি দুর্দ্ধর্ষেশ্বরসংজ্ঞকম্। তে দুর্দ্ধর্ষা ভবিষ্যন্তি শত্রূণাং সমরে সদা ॥ ৫১ ॥ সংক্রান্তৌ রবিবারে চ গ্রহণে চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ। গত্বার্চ্চয়ন্তি যে দেবি দেবং দুর্দ্ধর্ষমীশ্বরম্। তে প্রয়ান্তি বিমানেন

পূর্ব্বক কৌতুকাবিষ্ট হইয়া লাবণ্য ও ললনার অবধিস্বরূপিণী স্বীয় প্রিয়াকে দর্শন করিলেন। প্রিয়াকে দর্শন করিয়া তিনি বিস্ময়োৎফুল্ল-লোচনে তন্ময় হইয়া স্মরশরে পীড়িত হই-লেন। তিনি জানিতে পারিলেন যে, ইনিই আমার পত্নী, দেবপ্রসাদে ইঁহার দর্শন লাভ করিলাম। এদিকে লাবণ্য-নলিনীস্বরূপিণী প্রিয়া ও রাজ-হংসকে দর্শন করিলে তাঁহার কুচস্থলী পুলকিতা হইল। হে দেবি! ইত্যবসরে ঐ লিঙ্গ হইতে এইরূপ বাণী উদ্গীত হইল যে, হে নৃপসত্তম! ইনি সিদ্ধপতি বিশ্বাবসুর প্রাণবল্লভা সুতা। মুনি কল্প আপনার জন্য ইঁহাকে পালন করিয়াছিলেন। আমি সেই রাক্ষসাধিপকে নিহত করিয়া ইঁহাকে আনয়ন করিয়াছি, আপনি ইঁহাকে গ্রহণ করিয়া নিষ্কণ্টকে রাজ্য ভোগ করুন।২৮—৪৮। হে দেবি! তখন রাজা দেববাক্যে স্বীয় পত্নী লাভ করত সপরি-বারে স্বীয় পুরে গমন করিলেন। রাজা দুর্দ্ধর্ষ ঐ লিঙ্গের আরাধনা করিয়াছিলেন বলিয়া ইঁহার নাম হইয়াছে দুর্দ্ধর্ষেশ্বর। ইনি ত্রিলোক বিখ্যাত ও বাঞ্ছিতার্থফলপ্রদ। হে দেবি! যাহারা এই দুর্দ্ধর্ষেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করে, তাহারা সর্ব্বদা সমরে শত্রুগণের দুর্দ্ধর্ষ হইয়া থাকে। সংক্রান্তি, রবিবার ও চন্দ্রসূর্য্যের গ্রহণসময়ে যাহারা ঐ

মদীয়ং স্থানমুত্তমম্ ॥ ৫২ ॥ পাপাচারাশ্চ যে জীবা দুষ্কর্ম্মনিরতা নরাঃ। মুচ্যন্তে পাতকাৎসদ্যো দুর্দ্ধর্ষে শ্বরদর্শনাৎ ॥ ৫৩ ॥ দর্শনাৎস্পর্শনাৎসদ্যো নামসঙ্কীর্ত্তনাদপি। ব্রহ্মহত্যাসহস্রং হি তৎক্ষণাদেব নশ্যতি ॥ ৫৪ ॥ কৃতঘ্নো নিন্দকো দুষ্টঃ পাপকর্ম্মা দুরাত্মবান্। পরদাররতশ্চৌরো ব্রহ্মঘ্নো গুরুতল্পগঃ। মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো দুর্দ্ধর্ষেশ্বরদর্শনাৎ ॥ ৫৫ ॥ অয়নে বিষুবে চৈব সম্প্রাপ্তে সোমপর্ব্বণি। যে পশ্যন্তি চ দুর্দ্ধর্ষং স্নাত্বা শিপ্রাজলে শুভে। গঙ্গায়াস্ত্রিগুণং পুণ্যং জায়তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৫৬ ॥ তত্র যদ্দীয়তে দানং তস্য সংখ্যা ন বিদ্যতে। পিতরস্তোষিতাস্তেন আত্মা বৈ তোষিতস্ততঃ ॥ ৫৭ ॥ কল্পকোটিসহস্রং তু মৎপুরে পূজিতো বসেৎ। যদা যাতি চ ভূলোকে তদাসৌ ভূপতির্ভবেৎ ॥ ৫৮ ॥ অধৃষ্যঃ শত্রুবর্গেণ ফলং প্রাপ্নোতি চাক্ষয়ম্। পদং যত্রিদশৈর্ব্বন্দ্যং পুনরাবৃত্তিবর্জ্জিতম্ ॥ ৫৯ ॥ এষ তে কথিতো দেবি প্রভাবঃ পাপনাশনঃ। দুর্দ্ধর্ষেশ্বরদেবস্য প্রয়াগেশমতঃ শৃণু ॥ ৬০ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে দুর্দ্ধর্ষেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭০ ॥

একসপ্ততিতমোঽধ্যায়।

ঈশ্বর উবাচ। একসপ্ততিকং বিদ্ধি প্রয়াগেশ্বরসংজ্ঞকম্। অদ্বিতীয়ং বিজানীহি মহাপাতকনাশনম্ ॥ ১ ॥ হাস্তিনেঽভূৎপুরে শ্রীমাঞ্ছন্তনুর্নৃপসত্তমঃ। বৈবস্বতেঽন্তরে কল্পে যুগে দ্বাপরসংজ্ঞকে ॥ ২ ॥ স চাদ্ভুতমহাবীর্য্যো বজ্রসংহননো যুবা। সর্ব্বশাস্ত্রেষু কুশলঃ কলাপুঞ্জবিচক্ষণঃ ॥ ৩ ॥ বলেন বিষ্ণুসদৃশস্তেজসা ভাস্করোপমঃ। গঙ্গামেব চচারৈকঃ সিদ্ধচারণসেবিতাম্ ॥ ৪ ॥ স কদাচিন্মহাবাহুঃ প্রভূতবলবাহনঃ। বনং জগাম গহনং হয়নাগশতৈর্ব্বৃতঃ ॥ ৫ ॥ গত্বা তত্র মৃগান্ ব্যাঘ্রান্ ঘাতয়ামাস লীলয়া। মহিষাশ্বররাহাংশ্চ বিনিঘ্নন্ রাজসত্তমঃ ॥৬॥ স কদাচিদ্বনে তস্মিন্ দদর্শ পরমাং স্ত্রিয়ম্। জাজ্বল্যমানাং বপুষা সাক্ষাৎপদ্মামিবাপরাম্ ॥ ৭ ॥ তাং দৃষ্ট্বা হৃষ্টরোমাভূদ্বিস্মিতো রূপসম্পদা। পিবন্নিব চ নেত্রাভ্যাং নাতৃপ্যত নরাধিপঃ ॥ ৮ ॥ সা দৃষ্ট্বৈব চ

স্থানে গমন করিয়া দেব দুর্দ্ধর্ষেশ্বরের অর্চ্চনা করে, তাহারা বিমানারোহণে মদীয় পুরে উপস্থিত হয়। যে সকল নর পাপাচারী ও দুষ্কর্ম্মনিরত, তাহারা দুর্দ্ধর্ষেশ্বর দর্শন করিয়া সদ্য সদ্যই মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। দর্শন, স্পর্শন ও নামসংকীর্ত্তনে ও লিঙ্গপ্রভাবে সহস্রব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে নর মুক্তি লাভ করে। কৃতঘ্ন, নিন্দক, দুষ্ট, পাপকর্ম্মা, দুরাত্মা, পরদার-রত, ব্রহ্মঘ্ন ও গুরুতল্পগামী ব্যক্তি দুর্দ্ধর্ষেশ্বর দর্শন মাত্রেই সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। অয়ন, বিষুব ও সোমপর্ব্বে যাহারা শিপ্রাজলে স্নান করিয়া দেবদর্শন করে, তাহারা গঙ্গাস্নানের ত্রিগুণ ফল লাভ করিয়া থাকে। ঐ স্থানে যাহা দান করা যায়, তাহা অসংখ্য ফলপ্রদ হইয়া থাকে এবং পিতৃগণ ও আত্মা তোষিত হয়; অধিকন্তু দানকর্ত্তা কল্পকোটিসহস্র কাল পূজিত হইয়া মদীয় পুরে বাস করিয়া থাকে। যখন সে ভূতলে গমন করে, তখন ভূপতি হইয়া জন্ম গ্রহণ করে, এবং শত্রুবর্গের অধৃষ্য হইয়া ত্রিদশবন্দিত পুনরাবৃত্তিবর্জ্জিত পদ লাভ করে। হে দেবি! এই আমি তোমার নিকট দুর্দ্ধর্ষেশ্বর দেবের পাপনাশন প্রভাব কীর্ত্তন করিলাম, অতঃপর প্রয়াগেশ্বরমাহাত্ম্য শ্রবণ কর। ৪৯—৬০।

সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৭০।

একসপ্ততিতম অধ্যায়।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি! এই এক সপ্ততিতম লিঙ্গ প্রয়াগেশ্বরকে অদ্বিতীয় মহাপাতকনাশন জানিবে। পূর্ব্বে দ্বাপরযুগে বৈবস্বত মনুর অধিকার কালে হস্তিনাপুরে শন্তনু নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার অদ্ভুত বীর্য্য, বজ্রের ন্যায় প্রহারিতা, সর্ব্বশাস্ত্রে নৈপুণ্য ও কলা সমূহে বিশেষ বিচক্ষণতা ছিল। তিনি বলে বিষ্ণুসদৃশ ও তেজে ভাস্করোপম ছিলেন। সিদ্ধচারণ সেবিতা গঙ্গাদেবী তাঁহার সহচারিণী হন। একদা মহাবাহু শন্তনু প্রভূত বল-বাহন ও হয়-নাগ-পরিবৃত হইয়া গহন বনে গমন করেন। বনগমন করিয়া তিনি লীলাক্রমে বহু মৃগ ব্যাঘ্র মহিষ ও বরাহ নিহত করেন। একদিন তিনি ঐ বনে বিচরণ করিতে করিতে সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় এক জাজ্বল্যমানাকৃতি সুন্দরী রমণী দেখিতে পাইলেন। ঐ রমণীকে দেখিতে পাইয়া রাজা রোমাঞ্চিত হইয়া তাহার রূপসম্পৎ অবলোকন করিয়া বিস্মিত হইলেন। তিনি যেন নেত্রযুগল দ্বারা রমণীকে পান করিয়া

রাজানং বিচরন্তং মহাদ্যুতিম্। স্নেহাদাগতসৌহার্দ্দান্নাতৃপ্যত বিলাসিনী ॥ ৯ ॥ তামুবাচ ততো রাজা সান্ত্বয়ন্ শ্লক্ষ্ণয়া গিরা। দেবী বা দানবী ত্বঞ্চ গন্ধর্ব্বী যদি বাপ্সরাঃ ॥ ১০ ॥ যক্ষী বা পন্নগী বা ত্বং মানুষী বা সুমধ্যমে। যাচে ত্বাম্ভোজগর্ভাভে ভার্য্যা মে ভব শোভনে ॥ ১১ ॥ এতচ্ছ্রুত্বা বচো রাজ্ঞঃ সংস্কৃতং মৃদু বল্গু চ। অঙ্গীকৃতং তয়া দেবি সময়ং প্রার্থিতো নৃপঃ ॥ ১২ ॥ বারিতা বিপ্রিয়ে বাপি ত্যজেয়ং ত্বামসংশয়ম্। ন প্রষ্টব্যা ত্বয়া রাজন্ কাসি কস্যেতি সর্ব্বথা ॥ ১৩ ॥ এবমস্ত্বিতি তেনোক্তং সত্যেন সুকৃতেন চ। স তস্যাঃ শীলবৃত্তেন রূপৌদার্য্যগুণেন চ ॥ ১৪ ॥ উপচারেণ চ রহস্যতোষ জগতীপতিঃ। দিব্যরূপা হি সা দেবী গঙ্গা ত্রিপথগা নদী ॥ ১৫ ॥ মানুষং বিগ্রহং কৃত্বা শ্রীমন্তং বরবর্ণিনি। রাজানং রময়ামাস যথা রেমে তথৈব চ ॥ ১৬ ॥ স রাজা রতিসক্তত্বাদুত্তমস্ত্রীগুণৈর্হৃতঃ। সংবৎসরানৃতুমাসান্ন বুবোধ বহূন্ গতান্ ॥ ১৭ ॥ রমমাণস্তয়া সার্দ্ধং যথাকামং নরেশ্বরঃ। অষ্টাবজনয়ৎ পুত্রাংস্তস্যামমরবর্ণিনঃ ॥ ১৮ ॥ জাতং জাতঞ্চ সা পুত্রং ক্ষিপত্যম্ভসি মুক্তয়ে। প্রীণামি ত্বামহমিতি গঙ্গাস্রোতসি পাবনে ॥ ১৯ ॥ নাস্য তত্তু প্রিয়ং রাজ্ঞঃ শন্তনোর্ভবত্তদা। নোবাচ কিঞ্চিত্তাং দেবীং ত্যাগাদ্ভীতো মহীপতিঃ ॥ ২০ ॥ অথৈনামষ্টমে পুত্রে জাতে প্রহসতীমিব। উবাচ রাজা দুঃখার্ত্তঃ পরীপ্সন্ পুত্রমাত্মনঃ ॥ ২১ ॥ মা বধীঃ কস্য কাসীতি কিং বিধ্বংসি সুতানিতি। পুত্রহিংসা মহৎপাপং মা প্রাপ্নুহি গর্হিতে ॥ ২২ ॥ গঙ্গোবাচ। পুত্রকামা ন তে হন্মি পুত্রং পুত্রবতাংবর। জীর্ণস্তু মম বাসোঽয়ং যথা মে সময়ঃ কৃতঃ ॥ ২৩ ॥ অহং গঙ্গা জহ্নুসুতা মহর্ষিগণসেবিতা। দেবকার্য্যার্থসিদ্ধ্যর্থমুষিতাহং ত্বয়া সহ ॥ ২৪ ॥ ইমেঽষ্টৌ বসবো দেবা মহাভীমা মহৌজসঃ।

তৃপ্তি লাভ করিতে পারিলেন না। ঐ বিলাসিনী রমণীও স্নেহ ও সৌহার্দ্দভরে রাজাকে নিরীক্ষণ করিয়া তৃপ্তি লাভ করিতে পারিল না। রাজা তখন ঐ রমণীকে সান্ত্বনাপূর্ব্বক মধুর-বাক্যে বলিলেন,—কে তুমি সুন্দরি? তুমি কি দেবী দানবী গন্ধর্ব্বী অপ্সরা যক্ষী না মানুষী? অয়ি পঙ্কজপ্রভে! আমি তোমাকে প্রার্থনা করিতেছি, তুমি আমার ভার্য্যা হও। হে দেবি! রাজা এই কথা বলিলে ঐ তন্বঙ্গী তাঁহার মৃদু-মধুর-বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাতে সম্মতি জ্ঞাপনপূর্ব্বক বলিল,—হে রাজন্! আপনি আমার নিকটে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করুন যে, আমি কোন অপ্রিয় আচরণ করিলে আপনি আমাকে নিষেধ করিবেন না; যদি করেন, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ আমি আপনাকে পরিত্যাগ করিব, আর আপনি আমাকে—তুমি কে? কাহার? বলিয়া কোন প্রশ্ন করিবেন না। রাজা তখন তথাস্তু বলিয়া এইরূপ সত্যবদ্ধ হইলেন এবং রমণীর স্বভাব, চরিত্র, রূপ, উদারতা ও ও গূঢ় উপচারে পরম তুষ্টিলাভ করিলেন। ঐ দিব্যরূপা রমণী দেবী গঙ্গা ত্রিপথগা নদী; তিনি মানুষবিগ্রহ ধারণ করিয়া রাজার সহিত তথাবিধ রূপে রমণ করিয়াছিলেন। রাজাও অত্যন্ত রতিতৎপর হইয়া উত্তম স্ত্রীগুণ দ্বারা হৃতচিত্ত হইলেন। তখন সংবৎসর ঋতু, মাস, ক যে অতিবাহিত হইয়া গেল, তাহা তিনি কিছুই বুঝিতে পারিলেন না; কেবল ইচ্ছামত তাঁহার সহিত রমণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার সঙ্গমের ফলে গঙ্গাগর্ভে দেবরূপী অষ্ট পুত্র জন্ম গ্রহণ করিল। ১—১৮। জন্মিবামাত্র গঙ্গা "তোমাকে প্রীণিত করিতেছি" এই বলিয়া তাহাদিগকে মুক্তির নিমিত্ত জলে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। যদিও গঙ্গার এতাদৃশ আচরণ রাজার প্রিয় নহে, তথাপি তিনি দেবীর ত্যাগভয়ে ভীত হইয়া তাঁহাকে কিছুই বলিতেন না। অনন্তর তাঁহার অষ্টম পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে তিনি দুঃখিতভাবে পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া হাস্যকারিণী গঙ্গাকে বলিলেন,—পুত্র বধ করিও না, তুমি কোথাকার কে? কি নিমিত্ত পুত্র বধ করিতেছ? অয়ি নিন্দিতে! পুত্রহিংসা মহৎ পাপ; এ পাপ অর্জ্জন করিও না; গঙ্গা বলিলেন,—হে পুত্রবানগণের শ্রেষ্ঠ! আমি পুত্রকামা, অতএব আপনার পুত্র আর নিহত করিব না। এখানকার বাস আমার জীর্ণ হইয়া আসিয়াছে, যেহেতু আমি পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম। হে রাজন্! আমি গঙ্গা—জহ্নুসুতা—মহর্ষিগণসেবিতা। আমি দেবকার্য্য-সিদ্ধির নিমিত্ত আপনার সহিত বাস করিয়াছিলাম। আর আমার যে আটটী পুত্র জন্মিয়াছে, তাহারা মহাভীম,

ষ্ঠশাপদোষেণ মানুষত্বমুপাগতাঃ ॥ ২৫ ॥
ধামানম্বিতা নাস্তদ্বভৃতে ভুবি বিদ্যতে। মদ্বিধা
যৌ ধাত্রী ন চৈবাস্তি কদাচন ॥ ২৬ ॥ তস্মাত্ত-
ননীহেতোর্মানুষত্বমুপাগতা। স্বস্তি তেহস্ত
ষ্যামি পুত্রং পাহি মহাব্রত ॥ ২৭ ॥ সৈবমুক্ত্বা
া গঙ্গা বিষ্ণুমায়াবিমোহিতা। রুরোদ মানুষং
বমাশ্রিতা তনুমধ্যমা ॥ ২৮ ॥ অহো বত মহৎকষ্টং
মী ঘাতিতাঃ সুতাঃ। ময়া নৃশংসয়া মোহাজ্জলে
প্তাস্ত বালকাঃ ॥ ২৯ ॥ হা বৎসা হা সুতাঃ পুত্রা হা
তাস্তনয়াঃ ক বৈ। মাং বিহায় গতাঃ কুত্র হৃদয়ং
ং ন দীর্য্যতে ॥ ৩০ ॥ মাতর্মাতেতি করুণং
বাণাঃ স্বয়মাগতাঃ। উপগুহ্যেকদা পুত্রান
ৎসবৎসেতি সৌহৃদাৎ ॥ ৩১ ॥ কস্ত জাতু প্রণীতেন
ঙ্গেন ক্ষিতিরেণুনা। মমোত্তরীয়মুৎসঙ্গং কদাঙ্গং
লয়িষ্যতি ॥ ৩২ ॥ অঙ্গপ্রত্যঙ্গসম্ভূতা মনোহৃদয়-
ন্দনাঃ। ময়া তু মাত্রা হা বৎসা মারিতা নিধনং
তাঃ ॥ ৩৩ ॥ কাঁল্লোকান্ গমিষ্যামি কৃত্বা কর্ম্ম
দারুণম্। কথং পুণ্যা ভবিষ্যামি পুত্রঘ্নী নির্দ্দয়া
সতী ॥ ৩৪ ॥ ইত্যেবং করুণং কৃত্বা রুদিত্বা চ পুনঃপুনঃ
মূর্চ্ছিতা পতিতাপ্যার্ত্তা নিশ্চেষ্টা ধরণীতলে ॥ ৩৫
এতস্মিন্নন্তরে দেবি নারদো মুনিসত্তমঃ। তস্যা
বিলাপশব্দং তমাকর্ণ্য সহসা তদা ॥ ৩৬ ॥ বিস্ময়োৎ-
ফুল্লনয়নঃ কিমেতদিতি চিন্তয়ৎ। এষা সা জাহ্নবী
গঙ্গা পাবনী দেববন্দিতা ॥ ৩৭ ॥ সমুদ্রমহিষী দিব্যা
পুণ্যা ত্রিপথগা নদী। মানুষং ভাবমাশ্রিত্য কস্মা-
দ্রোদিতি বিহ্বলা ॥ ৩৮ ॥ ইত্যেবং চিন্তয়িত্বা চ
সমীপমগমন্মুনিঃ। গঙ্গায়া বিলপন্ত্যাশ্চ ব্রহ্মপুত্রস্ত
নারদঃ। উবাচোচ্চৈর্বিয়ৎস্থোহসৌ দেবি গঙ্গে
নমোহস্ত তে ॥ ৩৯ ॥ নারদোহহং মহাপুণ্যে কস্মা-
দ্রোদিষি পাবনি। হিমাদ্রিপুত্রী বিখ্যাতা দেবগন্ধর্ব্ব-
সেবিতা ॥ ৪০ ॥ ধৃতা শিরসি দেবেন শিবেন
পরমেষ্ঠিনা ॥ ৪১ ॥ নারদস্য বচঃ শ্রুত্বা দিব্যা দেব-
নদী তথা। অবলোক্য বিমানস্থং প্রত্যুবাচ মহা-
মুনিম্ ॥ ৪২ ॥ ময়া নারদ মোহেন কৃতোহধর্ম্মো
জুগুপ্সিতঃ। জানন্ত্যা সুমহৎ পাপং সপ্তপুত্রা হতা
ময়া ॥ ৪৩ ॥ সমুদ্রেণ বিয়োগস্ত সঞ্জাতো মম
দৈবতঃ। ভার্য্যা জাতা মনুষ্যস্য পুত্রা জাতা হতাশ্চ

ত্যন্ত বলবান্ অষ্টবসু; ইহারা মুনিবর বসিষ্ঠের াপে মানুষভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল। হে মহাব্রত! াপনার মঙ্গল হউক, আমি এখন চলিলাম, আপনি ই পুত্রকে প্রতিপালন করুন। এই বলিয়া দেবী াঙ্গা বিষ্ণুমায়ায় বিমুগ্ধ হইয়া এইভাবে মানুষীর ায় কান্দিতে লাগিলেন;—হায় কি কষ্ট—আমি পুত্রগণকে নিহত করিয়াছি! হায় আমি অতি নৃশংসা, আমি পুত্রগণকে জলে নিক্ষেপ করিয়াছি। হা বৎসগণ, হা পুত্রগণ! হা সুতগণ! হা তাতগণ! হা তনয়গণ! তোমরা আমাকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গমন করিয়াছ? হায়! আমার হৃদয় কি বিদীর্ণ হইবে না? অয়ি বৎসগণ! কবে তোমরা করুণস্বরে 'মা মা' বলিতে বলিতে আপনা-আপনি আমার কাছে আসিবে! কবে আমি তোমাদিগকে 'বৎস বৎস" বলিয়া সস্নেহে আলিঙ্গন করিব! কবে তোমরা আসিয়া অঙ্গপ্রদত্ত-ধূলিধূসরিত গাত্রে আমার উত্তরীয় ও ক্রোড়দেশ মলিন করিবে? অয়ি বৎসগণ! তোমরা আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হইতে সম্ভূত হইয়াছিলে, তোমরা আমার মন ও প্রাণের আনন্দদায়ক,—হা বৎসগণ! আমি মা হইয়া তোমাদিগকে কালগ্রাসে নিক্ষেপ করিয়াছি। আমি এই দারুণ কর্ম্ম করিয়াছি, আমি কোন্ লোকে গমন করিব? আমি পুত্রঘাতিনী হইয়া কিরূপে পবিত্রতা লাভ করিব! গঙ্গাদেবী এইরূপ করুণ রোদনের পর মূর্চ্ছিতা হইয়া নিশ্চেষ্টভাবে ভূমি-তলে পতিত হইলেন।১৯—৩৫। হে দেবি! ইত্য-বসরে মুনিসত্তম নারদ সহসা গঙ্গাদেবীর বিলাপশব্দ শ্রবণ করিয়া 'একি হইল' বলিয়া চিন্তা করিয়া দেখিলেন যে, সমুদ্র-মহিষী ত্রিপথগা নদী—দেব-বন্দিতা জাহ্নবী মানুষের ন্যায় ব্যাকুলভাবে রোদন করিতেছেন। এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি তাঁহার নিকটে আগমন করিলেন। গঙ্গাদেবী সেই ভাবেই বিলাপ করিতেছেন, তখন ব্রহ্মপুত্র নারদ আকাশ হইতে উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন,—হে দেবি গঙ্গে! প্রণাম হই, আমি নারদ। হে পাবনি! আপনি রোদন করিতেছেন কেন?—আপনি হিমাদ্রিপুত্রী, ত্রিভুবনে বিখ্যাত, দেব-গন্ধর্ব্ব আপনার সেবা করে এবং দেবদেব মহাদেব আপনাকে মস্তকে ধারণ করি-য়াছেন। নারদের বাক্য শ্রবণ করিয়া অবলোকন-পূর্ব্বক দেবনদী বিমানস্থ নারদমুনিকে বলিলেন,—বৎস নারদ! আমি মোহবশত অতিনিন্দিত অধর্ম্ম করিয়াছি, জানিয়া-শুনিয়া আমি মহৎ পাপ করি-য়াছি—আমার সাতটী পুত্রকে আমি নিহত করি-য়াছি! দৈববশত সমুদ্রের সহিত আমার বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে, অধুনা আমি মানুষের ভার্য্যা হইয়াছি,

মে ॥ ৪৪ ॥ অতো ময়া বিলপিতং মগ্নয়া শোক-সাগরে। কথ্যতাং মম দেবর্ষে যেন পুণ্যা ভবামি বৈ ॥ ৪৫ ॥ ইতি তস্যা বচঃ শ্রুত্বা নারদো মুনি-সত্তমঃ। ত্রিকালবেদী শুদ্ধাত্মা গঙ্গাং বচনমব্রবীৎ ॥ নারদ উবাচ। কিং বিস্মৃতো জগদ্বন্দ্যে দেবানাং সময়ঃ শুভঃ। প্রতিজ্ঞাতং ত্বয়া দেবি বসূনাং মোক্ষ-কারণে ॥ ৪৭ ॥ প্রাপ্তাস্তে বসবো লোকান্ প্রসাদা-ত্তব সুব্রতে। ত্বয়াবতারিতো দেবি সমুদ্রঃ শন্তনুঃ স্মৃতঃ ॥ ৪৮ ॥ ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা নারদস্য মহা-ত্মনঃ। গঙ্গা ত্রিপথগা পুণ্যা প্রত্যুবাচ মহামুনিম্ ॥ ৪৯ ॥ সত্যমুক্তং ত্বয়া ব্রহ্মন্ জ্ঞাতং সর্ব্বং ময়াধুনা। কিন্তু যোনির্গতো লব্ধা মানুষী তেন মোহিতা ॥ ৫০ ॥ অপবাদভয়াদ্ভীতা ভবন্তং শরণং গতা। দীয়তা-মুপদেশো মে কথ্যতাং স্থানমুত্তমম্ ॥ ৫১ ॥ নারদ উবাচ। কিং বিস্মৃতো জগদ্বন্দ্যে দেবানাং সময়ঃ কৃতঃ। অপবাদভয়াদ্ভীতা যদি ত্বং দেবি পুণ্যদে। মাং পৃচ্ছসি পরং স্থানং শৃণু ত্বং বচ্মি সুব্রতে ॥৫২॥ অবন্তী তু সমাখ্যাতা সপ্তকল্পসনাতনী। তস্যাং সখী ত্বদীয়া তু শিপ্রা বিপ্রপ্রিয়া সদা ॥ ৫৩ ॥ তস্যাস্তীরে শুভং লিঙ্গং দুর্দ্দরেশ্বরদক্ষিণে। বিদ্যতে ত্রিদশৈঃ পূজ্যং সর্ব্বতীর্থৈশ্চ সেবিতম্ ॥ ৫৪ ॥ তস্য দর্শন-মাত্রেণ কৃতকৃত্যা ভবিষ্যসি। তস্মাদ্গচ্ছ মহাপুণ্যে গঙ্গে দেবর্ষিসেবিতে ॥ ৫৫ ॥ ইত্যুক্তা সা ত্রিপথগা নারদেন মহাত্মনা। গতা তত্র মহাপুণ্যা সখীং শিপ্রাং দদর্শ হ ॥ ৫৬ ॥ সংশ্লেষং চ তদা কৃত্বা লিঙ্গং দৃষ্ট্বা সুপাবনম্। পূজয়ামাস ভাবেন তত্রৈব চ চিরং স্থিতা ॥ ৫৭ ॥ অথ সূর্য্যসুতা দেবী যমুনা পাপ-নাশিনী। তত্রায়াতা সুহার্দ্দেন যত্র গঙ্গা ব্যবস্থিতা ॥ ৫৮ ॥ দদর্শ দেবী তাং গঙ্গাং ধ্যায়ন্তী শঙ্করং শিবম্। সাপি তত্রৈব তিষ্ঠন্তী পূজয়ন্তী পরং শিবম্ ॥ ৫৯ ॥ অথ তেনৈব কালেন প্রাচীদেবী সরস্বতী। সমায়াতা সুগুপ্তা চ গঙ্গাযমুনয়োর্জ্জলে ॥ ৬০ ॥ এতস্মিন্নন্তরে দেবি শক্রং প্রাহ স নারদঃ। ন দৃশ্যতে প্রয়াগস্তু মহাকালবনং গতঃ ॥ ৬১ ॥ গঙ্গাযমুনয়োর্ম্মধ্যে যত্র গুপ্তা সরস্বতী। প্রয়াগঃ স তু বিজ্ঞেয়ঃ সর্ব্বপাপপ্রণাশনঃ ॥ ৬২ ॥ স সাম্প্রতং

আমার অনেকগুলি পুত্র জন্মিয়াছিল, তাহারা কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে, এই জন্য আমি শোক-সাগরে মগ্ন হইয়া ক্রন্দন করিতেছি! হে দেবর্ষে বলুন,—আমি কিরূপে পবিত্র হইব? মুনিসত্তম নারদ গঙ্গাদেবীর এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন,—হে বন্দনীয়ে! আপনি বসুগণের মুক্তির নিমিত্ত যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা কি আপনি ভুলিয়া গিয়াছেন? হে সুব্রতে! আপনার প্রসাদে বসুগণ মুক্তি লাভ করিয়াছে। হে দেবি! সমুদ্র তোমা কর্ত্তৃক অবতারিত হইয়া শন্তনু হইয়াছেন। গঙ্গা দেবী নারদের এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া বলি-লেন,—হে ব্রহ্মন্! আপনি সত্য কথাই বলিয়াছেন, অধুনা আমি সমস্ত জানিতে পারিলাম। আমি ঐ জন্যই মানুষী যোনি প্রাপ্ত হইয়া মোহ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। অধুনা আমি অপবাদভয়ে ভীত হইয়া আপনার শরণ লইতেছি, আপনি আমাকে উপদেশ দিন—একটী উত্তম ক্ষেত্রের কথা বলিয়া দেন। নারদ বলিলেন,—হে দেবি! আপনি কি দেবগণের প্রতিজ্ঞা ভুলিয়া গিয়াছেন; আপনি যদি অপবাদভয়ে ভীত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমি উত্তম স্থানের কথা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। সপ্তকল্পসনাতনী অবন্তী প্রসিদ্ধা। সেই অবন্তীতে আপনার সখী বিপ্রপ্রিয়া শিপ্রা বিরা-জিতা। তাহার তীরে দুর্দ্দরেশ্বরের দক্ষিণে সর্ব্ব-দেবপূজিত ও তীর্থসেবিত এক শুভ লিঙ্গ বিরাজ করিতেছেন, তাঁহার দর্শনমাত্রে আপনি কৃতকৃত্যা হইবেন। অতএব হে দেবর্ষি সেবিতে মহাপুণ্যে! আপনি ঐ স্থানে গমন করুন। ৩৬—৫৫। দেবর্ষি নারদ এই কথা বলিলে ত্রিপথগা গঙ্গা ঐ স্থানে গমন করিয়া সখী শিপ্রাকে দর্শন করিলেন এবং ঐ স্থানে বহুকাল যাবৎ অবস্থানপূর্ব্বক পাবন লিঙ্গ দর্শন করত ভক্তি সহকারে তাঁহার পূজা করিতে লাগিলেন। অনন্তর যেখানে গঙ্গাদেবী অবস্থিতা ছিলেন, সূর্য্যসুতা পাপনাশিনী যমুনা সৌহার্দ্দ্য-বশতঃ ঐ স্থানে আসিয়া মিলিত হইলেন। যমুনা ঐ স্থানে আগমনপূর্ব্বক গঙ্গা দেবীকে শিবারা-ধনা করিতে দেখিয়া তিনিও ঐ স্থানে অবস্থিত হইয়া শঙ্করের পূজা করিতে লাগিলেন। এই সময় প্রাচীদেবী সরস্বতী গুপ্তভাবে আসিয়া গঙ্গা-যমুনার জলে মিলিত হইলেন। এই সময় দেবর্ষি নারদ শক্রসমীপে আগমনপূর্ব্বক তাঁহাকে বলি-লেন,—হে দেবরাজ! এখন আর প্রয়াগ দেখিতে পাওয়া যায় না, প্রয়াগ মহাকালবনে গমন করি-য়াছে। যেখানে গঙ্গাযমুনার মধ্যে সরস্বতী গুপ্তভাবে প্রবাহিত হন, তাহাই সর্ব্বপাপনাশন

প্রয়াগস্ত মহাকালবনোত্তমে। কেনাপি কারণে-নৈব গতো ন জ্ঞায়তে ময়া ॥ ৬৩॥ ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা নারদস্য মহাত্মনঃ। শক্রেণ সহিতাঃ সর্ব্বে হ্যবন্তীং তু সমাগতাঃ ॥ ৬৪ ॥ স্তবন্তো বিবিধৈঃ স্তোত্রৈর্গঙ্গাং ত্রিপথগাং শুভাম্। গঙ্গে দেবি নমস্তভ্যং সর্ব্বপাপপ্রণাশিনি ॥ ৬৫ ॥ বসূনাং জননী দেবি বসূনাং মোক্ষদায়িনি। ত্রৈলোক্যপাবনী নিত্যং হরেণ শিরসা ধৃতা ॥ ৬৬ ॥ সেবিতা বালখিল্যৈশ্চ কৃষ্ণস্য পরমা কলা। যমুনে ত্বাং নমস্যামঃ কালিন্দীং বরবাহিনীম্ ॥ ৬৭ ॥ সুতা ত্বং পাবিনী দেবি মার্ত্তণ্ডস্য দিবস্পতেঃ। শিপ্রে দেবি নমস্তভ্যং ব্রহ্মদেহোদ্ভবে শুভে ॥ ৬৮ ॥ প্রাচী ত্বমেব বিখ্যাতা পুণ্যদেহা সরস্বতী। যা প্রাচী কৌরবক্ষেত্রে পুষ্করে যা মহালয়ে। সা ত্বং শিপ্রা প্রসিদ্ধা চ সর্ব্বপাতকনাশিনী ॥ ৬৯ ॥ ত্বং দয়া সর্ব্বজন্তূনাং ত্বং স্বর্গঃ শরণং নৃণাম্। ত্বং মাতা সর্ব্বজন্তূনাং ত্বং প্রাচী ভুবি গীয়সে ॥ ৭ ॥ বহুজন্মকলঙ্কাংং দৃষ্ট্বা যা দেহিনাং ভুবি। করোষি ক্ষালনং দেবি সা ত্বং ত্রৈলোক্যসংস্থিতা ॥ ৭১ ॥ আসাঞ্চ সঙ্গমো যস্তু স প্রয়াগো বুধৈঃ স্মৃতঃ। অত্রাগত্য তু যুষ্মাভিঃ স্থাপিতঃ স্নাপিতোঽধুনা ॥ ৭২ ॥ সোঽদ্য প্রভৃতি দেবোঽয়ং প্রয়াগেশ্বরসংজ্ঞকঃ। ত্রিষু লোকেষু বিখ্যাতঃ স্মরণাৎ পাপনাশনঃ ॥ ৭৩ ॥ অত্রাগত্য প্রপশ্যন্তি যে প্রয়াগেশ্বরং ততঃ। তে কৃতার্থা ভবিষ্যন্তি সর্ব্বপাতকবর্জ্জিতাঃ ॥ ৭৪ ॥ কুলঞ্চ তারিতং তেষাং পৈতৃকং মাতৃকং তথা। গঙ্গায়াস্ত্রিগুণং পুণ্যং চতুর্ব্বর্গফলপ্রদম্। জায়তে নাত্র সন্দেহঃ প্রয়াগেশ্বরদর্শনাৎ ॥৭৫॥ গঙ্গায়াঞ্চ প্রয়াগে চ দেবদারুবনে শুভে। নৈমিষে পুষ্করে চৈব শ্রীশৈলে চ ত্রিপুষ্করে ॥ ৭৬ ॥ ত্র্যম্বকে ধৌতপাপে চ মহেন্দ্রে ভৈরবে তথা। গোকর্ণে চ সুবর্ণাখ্যে রেবাকপিলসঙ্গমে ॥ ৭৭ ॥ এতেষাং দর্শনেনৈব যা সিদ্ধির্দ্বাদশাব্দিকা। সা লভ্যা মাসমাত্রেণ প্রয়াগেশ্বরদর্শনাৎ ॥ ৭৮ ॥ যে পশ্যন্তি চতুর্দ্দশ্যামষ্টম্যাঞ্চ বিশেষতঃ। ভক্ত্যা চ নিয়মং কৃত্বা প্রয়াগেশ্বরসংজ্ঞকম্ ॥ ৭৯ ॥ ন তেষাং পুনরাবৃত্তিঃ কল্পকোটিশতৈরপি। ভোগদং মোক্ষদং লিঙ্গং ভবিষ্যতি মহীতলে ॥ ৮০ ॥ কলাস্তিস্রো ভবিষ্যন্তি লিঙ্গেঽস্মিন্মোক্ষদে শুভে। গঙ্গা চ যমুনা

প্রয়াগ বলিয়া বিজ্ঞেয়। এই প্রয়াগ এখন মহাকালবনে কি জন্য গমন করিয়াছে, আমি তাহা জানিনা। দেবর্ষি নারদের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবগণ শক্র সমভিব্যাহারে অবন্তীতে গমন করিয়া বিবিধ স্তোত্রদ্বারা এই বলিয়া গঙ্গাদেবীর স্তব করিতে লাগিলেন।—হে সর্ব্বপাপপ্রণাশিনি গঙ্গে! আপনাকে নমস্কার। হে দেবি! আপনি বসুদিগের জননী এবং বসুদিগের মোক্ষদায়িনী। হে দেবি! আপনি লোকত্রয়পাবনী; হর আপনাকে মস্তকে ধারণ করিয়াছেন, বালখিল্যগণ আপনার সেবা করিয়া থাকেন; এবং আপনি কৃষ্ণের পরমা কলা। হে বরবাহিনি কালিন্দি যমুনে! আপনি ত্রৈলোক্যপাবনী,—মার্ত্তণ্ডের সুতা, আপনাকে নমস্কার। হে দেবি শিপ্রে! আপনি ব্রহ্মদেহোদ্ভবা পুণ্যদেহা সরস্বতী এবং আপনিই প্রাচী নামে খ্যাতা। হে সর্ব্বপাতকনাশিনি শিপ্রে! কৌরবক্ষেত্র, পুষ্কর বা মহালয়ে যিনি প্রাচী বলিয়া বিখ্যাতা, তিনিই তুমি। তুমিই সর্ব্ব জন্তুর দয়া, স্বর্গ, সহায়, ও মাতা; তুমিই প্রাচী নামে কীর্ত্তিতা হও। হে দেবি! দেহীদিগের বহুজন্মের কলঙ্কের কালিমা দর্শন করিয়া তুমিই তাহা ক্ষালন করিয়া দাও। তোমাদের যে সঙ্গম, তাহাই প্রয়াগ নামে অভিহিত হয়। এই স্থানে আগমন করিয়া আপনারা স্থাপন ও স্নপন করিয়াছেন বলিয়া অত্রত্য লিঙ্গ প্রয়াগেশ্বর নামে ত্রিলোক-বিখ্যাত হইবেন। যে মানব ইঁহাকে স্মরণ করিবে, তাহার সমস্ত পাপ বিনষ্ট হইবে।—৭৩। এই স্থানে আগমন করিয়া যাহারা প্রয়াগেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করিবে, তাহারা সর্ব্ব পাতকবর্জ্জিত হইয়া কৃতার্থ হইবে। অপিচ, তাহারা স্বীয় পিতৃমাতৃকুল উদ্ধার করিবে। প্রয়াগেশ্বর দর্শনে গঙ্গার তিনগুণ অধিক চতুর্ব্বর্গপ্রদ ফল লাভ হয়, ইহাতে কোন সংশয় নাই। গঙ্গা, প্রয়াগ, দেবদারুবন, নৈমিষ, পুষ্কর, শ্রীশৈল, ত্রিপুষ্কর, ত্র্যম্বক, ধৌতপাপ, মহেন্দ্র, ভৈরব, গোকর্ণ, সুবর্ণ ও রেবা-কপিলসঙ্গম, দ্বাদশ বৎসর ব্যাপিয়া এই সকল তীর্থ দর্শন করিলে যে সিদ্ধি লাভ হয়, মাসমাত্র প্রয়াগেশ্বর দর্শন করিলে সেই সিদ্ধি প্রাপ্ত হওয়া যায়। যাহারা চতুর্দ্দশী ও অমাবস্যাতে নিয়মপূর্ব্বক প্রয়াগেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করে, কল্পকোটিশতকালেও তাহাদের পুনরাবৃত্তি হয় না। এই লিঙ্গ মহীতলে ভোগ ও মোক্ষ দান করিয়া থাকেন। গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী ইঁহারা এই মোক্ষদায়ক শুভলিঙ্গের তিনটী কলামাত্র।

প্রাচী সর্ব্বপাতকনাশিনী ॥ ৮১ ॥ এবমুক্তা স্তুতা গঙ্গা যমুনা চ সরস্বতী। দেবৈঃ প্রণতিপূর্ব্বেণ গতাঃ স্থানং স্বকং তদা ॥ ৮২ ॥ দেবাঃ প্রহৃষ্টাঃ শক্রাদ্যাঃ প্রয়াগেশ্বরসংজ্ঞকম্। স্তুত্বা চ বিবিধৈঃ স্তোত্রৈঃ পূজয়িত্বা দিবং গতাঃ ॥ ৮৩ ॥ এষ তে কথিতো দেবি প্রভাবঃ পাপনাশনঃ। প্রয়াগেশ্বরদেবস্য চন্দ্রাদিত্যেশ্বরং শৃণু ॥ ৮৪

ইতি শ্রীস্কান্দে প্রয়াগেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈকসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭১ ॥

দ্বিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। দ্বিসপ্ততীশ্বরং বিদ্ধি চন্দ্রাদিত্যেশ্বরং প্রিয়ে। যস্য দর্শনমাত্রেণ কৃতকৃত্যো নরো ভবেৎ ॥ ১ ॥ শম্বরেণ পুরা দেবি নির্জ্জিতাঃ সঙ্গরে সুরাঃ। নষ্টা রণং পরিত্যজ্য প্রাণত্রাণপরায়ণাঃ ॥২॥ গ্রস্তং চ রাহুণা দৃষ্ট্বা শশাঙ্কং ভয়বিহ্বলম্। বিনতায়াঃ সুতো জ্যেষ্ঠঃ প্রোক্তঃ সূর্য্যেণ সারথিঃ ॥ ৩ ॥ বহারুণ রথং শীঘ্রং যত্র যুদ্ধং ন বিদ্যতে। শ্রূয়তে চন্দ্রসূর্য্যৌ তৌ দৈত্যানাং বলবত্তরৌ ॥ ৪ ॥ রাহুর্দংষ্ট্রাকরালশ্চ স তৃতীয়ো ভয়ঙ্করঃ। ন জ্ঞায়তে রণে চন্দ্রো মৃতো নষ্টোঽথবা পুনঃ ॥ ৫ ॥ স চ ন জ্ঞায়তে শক্রঃ ক গতো বরুণো রণে। যমো ন জ্ঞায়তে কুত্র ধনদস্য চ কা কথা ॥ ৬ ॥ এবমুক্তোঽরুণো রুগ্নো রবিণা রণমধ্যতঃ। রথং সম্প্রেরয়ামাস যত্র যুদ্ধং ন বিদ্যতে ॥ ৭ ॥ এতস্মিন্নন্তরে চন্দ্রঃ সমায়াতস্তু তৎক্ষণাৎ। রাহুগ্রহগৃহীতোঽপি যত্র দেবো দিবস্পতিঃ ॥ ৮ ॥ সন্ত্রস্তঃ স বিলোলাক্ষঃ ক্ষণমাত্রমচেতনঃ। বভূব সহসা চন্দ্রো দৃষ্ট্বা দেবং দিবাকরম্ ॥ ৯ ॥ শম্বরেণ রণে রুদ্ধা রুদ্রাশ্চ ভয়বিক্রুতাঃ। জগ্মুর্দিশো দশ ভয়াদসুরেন্দ্রবিভীষিতাঃ ॥ ১০ ॥ সাধ্যাঃ সর্ব্বে ভয়ত্রস্তা গতা যত্র ন দানবাঃ। তেষু ভগ্নেষু দেবেষু হতশিষ্টেষু সঙ্গরে ॥১১॥ ব্যধমৎ সর্ব্বগাত্রাণি বর্ম্মাণি চ জনক্ষয়ে। প৽ায়মানদেবানামসুরো বলবচ্ছরৈঃ ॥ ১২ ॥ পৃষ্ঠতো িজঘানাথ নিকৃত্তাশ্চ সহস্রশঃ। অহং নষ্টশ্ছলেনৈব ব্যগ্রীভূতেঽসুরে তদা ॥ ১৩ ॥ আসুরং রূপমাস্থায় প্রাণত্রাণপরায়ণঃ। শীঘ্রং চ গম্যতে তাবদ্‌যাবন্নায়াতি শম্বরঃ ॥ ১৪ ॥ ইত্যুক্তং নিশি-

---

দেবগণ গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী এবং দেব প্রয়াগেশ্বরকে এইরূপে বিবিধ স্তব ও পূজা করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে স্ব স্ব ভবনে গমন করিলেন। হে দেবি! এই আমি তোমার নিকট প্রয়াগেশ্বর লিঙ্গের পাপনাশন প্রভাব কীর্ত্তন করিলাম, অতঃপর চন্দ্রাদিত্যেশ্বর দেবের মাহাত্ম্য শ্রবণ কর।৭৪—৮৪।

একসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৭১।

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি! যাঁহাকে দর্শন করিয়া নর কৃতকৃত্য হয়, সেই দ্বিসপ্ততিতম লিঙ্গকে চন্দ্রাদিত্যেশ্বর বলিয়া জানিবে। হে দেবি! পূর্ব্বে শম্বর কর্তৃক রণে পরাজিত হইলে দেবগণ শেষে প্রাণত্রাণপরায়ণ হইয়া পলায়ন করেন। এই সময় সূর্য্য ভীত চন্দ্রকে রাহুগ্রস্ত দেখিয়া বিনতার জেষ্ঠ পুত্র স্বীয় সারথি অরুণকে বলিলেন,—হে অরুণ! যে স্থানে যুদ্ধ নাই, তুমি সেই স্থানে রথ চালনা কর। দৈত্যগণের নিকট চন্দ্র-সূর্য্য বলবান্ বলিয়া পরিচিত ছিলেন, কিন্তু অদ্য এই দংষ্ট্রাকরাল অতি ভীষণ রাহুকে আমরা আমাদের অপেক্ষা অধিক বলবান্ দেখিতেছি। বুঝিতে পারিতেছি না,—চন্দ্র রণে নিহত হইল কি পলায়ন করিল! শক্রকে দেখিতে পাইতেছি না,—বরুণ এই যুদ্ধ করিতেছিল, সে কোথায় গেল! যমকেও দেখিতে পাইতেছি না। কুবেরেরও কোন সংবাদ নাই! সূর্য্য অরুণকে এইরূপ রণবৃত্তান্ত প্রদান করিলে, অরুণ, যে স্থানে যুদ্ধের লেশমাত্র নাই, সেই স্থানে রথ লইয়া গেল।১—৭। ইত্যবসরে চন্দ্র, রাহুগ্রহ-গৃহীত হইয়াই সূর্য্যসমীপে আসিয়া উপস্থিত। চন্দ্র ত্রস্ত, ও চকিত হইয়া ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছিত হইতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি সূর্য্যকে দেখিতে পাইয়া বলিতে লাগিলেন,—শম্বরযুদ্ধে বিধ্বস্ত হইয়া রুদ্রগণ, ভয়ে পলায়ন করিয়াছে! সাধ্যগণ ভীত ও ত্রস্ত হইয়া যে স্থানে দানবসেনার গতিবিধি নাই, সেই স্থানে প্রস্থান করিয়াছে! সমুদয় দেবগণ রণে ভঙ্গ দিলে যাহারা অবশিষ্ট ছিল, অসুরগণ তাহাদের গাত্র, বর্ম্ম, সমুদয়ই চূর্ণ করিয়া দিয়াছে! পশ্চাৎ দিক্ হইতে সহস্র সহস্র দেবতাকে নিহত করিয়াছে। ভাগ্যে অসুরগণ ব্যগ্র ছিল, তাই আমি অসুরগণের রূপ ধারণ করিয়া পলায়ন দ্বারা প্রাণ রক্ষা করিয়াছি। শম্বর আসিতে না-আসিতে এই সময় শীঘ্র পলায়ন করি চল। হে পার্ব্বতি! ভয়ভীত

নাথেন অতীতেন পার্ব্বতি। চন্দ্রাদিত্যৌ কণান্নীতা-বরুণেন রথেন বৈ॥ ১৫॥ যত্র দেবো জগন্নাথো গরুড়স্থো জনার্দ্দনঃ। সুরসঙ্ঘাতসঙ্কেতকিন্নরাকীর্ণ-কন্দরে॥ ১৬॥ মন্দরে সুরনারীণাং নন্দনে বর-চন্দনে। দৃষ্ট্বা তত্র জগন্নাথং শঙ্খচক্রগদাধরম্। স্তুতিং তৌ চক্রতুর্দ্দেবৌ চন্দ্রসূর্য্যৌ যশস্বিনি॥ ১৭॥ নমো লোকত্রয়াধ্যক্ষ স্বপ্রভাজিতভাস্কর। নমো বিষ্ণো নমো জিষ্ণো নমস্তে কৈটভান্তক॥ ১৮॥ নমঃ সর্ব্বক্রিয়াকর্ত্রে জগদ্ধাত্রে চ তে নমঃ। নমশ্চক্রায়ুধাধৃষ্য নমো দানববাতিনে॥ ১৯॥ নমঃ ক্রমত্রয়াক্রান্তত্রৈলোক্যান্তর্হিতোদ্ভব। নমঃ প্রচণ্ড-দৈত্যেন্দ্রকুলকাল মহাবল॥২০॥ নমো নাভিহৃদোদ্ভূত-পদ্মগর্ভমহাপ্রভো। জনিতাশেষলোকেশবিরঞ্চায় মহাত্মনে॥ ২১॥ অমরারিবিনাশায় মহাসমর-শালিনে। নমস্তে বিবুধাধীশ শরণ ভব নঃ প্রভো॥ ২২॥ চন্দ্রসূর্য্যকৃতং স্তোত্রং শ্রুত্বা দেবো জনার্দ্দনঃ। আশ্বাস্য স্তুতিপূর্ব্বেণ প্রাহ দেবো হৃষীকেশঃ॥ ২৩॥ বিষ্ণুরুবাচ। স্বাগতং চন্দ্রসূর্য্যৌ ভো ভবন্তৌ স্তুতি-ভাজনৌ। কিংকারণমিহ প্রাপ্তৌ তদ্বক্তুমর্হথঃ বিগতজ্বরৌ॥ ২৪॥ নারায়ণেনৈবমুক্তৌ প্রোচতু-শ্চন্দ্রভাস্করৌ। সমরে নির্জ্জিতা দেবাঃ শম্বরেণ দুরাত্মনা॥ ২৫॥ ন জ্ঞাতাঃ ক্ব গতাস্তে চ আবাং নষ্টৌ প্রযত্নতঃ। অরুণেন ইহানীতৌ দৃষ্টস্ত্বং দেব দৈবতঃ॥ ২৬॥ শম্বরেণ জিতা দেবাঃ স চ সর্ব্বত্র দৃশ্যতে। স্থলে চৈব জলে চৈব শম্বরঃ ক্রূর-পৌরুষঃ॥ ২৭॥ নষ্টানাং ত্রিদশেন্দ্রাণাং পৃষ্ঠতঃ শরবৃষ্টিভিঃ। চিচ্ছেদ নরবর্ম্মাণি ছত্রাণি চ ধনূংষি চ॥ ২৮॥ বর্ম্মাণি চ বিচিত্রাণি মুকুটানি মহান্তি চ। পৃথূনি চাপি চাপানি চর্ম্মাণি বিবিধানি চ॥ ২৯॥ গজাশ্চ মদসম্ভিন্নকপোলাঃ কোটিশঃ সুরাঃ। বাজিনশ্চামরাপীড়া রত্নপর্য্যাণভূষণাঃ॥ ৩০॥ বিবুধা ধ্বস্তসন্নাহা বিগজা বিপদাতিনঃ। বিপদা-মাকরাকারা বভূব সুরবাহিনী॥ ৩১॥ ততো দৈত্যাধিপো মানী পরিবৃত্তো মহারণাৎ। নির্জ্জিতারির্মহাতেজা জ্বালাবানিব পাবকঃ॥ ৩২॥ বন্দ্যমানো মুনিগণৈঃ স্তূয়মানো মহর্ষিভিঃ। আন-ন্দিতো জয়াশীর্ভিঃ প্রবরৈর্দৈত্যপুঙ্গবৈঃ॥ ৩৩॥ তত্র সর্ব্বর্দ্ধিসম্পূর্ণমাসনং হেমভূষণম্। অধ্যতিষ্ঠত দৈত্যেন্দ্রস্তত্র মঙ্গলবেশ্মনি। তত্রোপবিষ্টঃ শুশুভে

নিশানাথ এইকথা বলিলে অরুণ, চন্দ্রাদিত্যকে রথে আরোহণ করাইয়া যেখানে গরুড়স্থ জনার্দ্দন অবস্থিত, সেই স্থানে গমন করিল। অনন্তর চন্দ্র-সূর্য্য ইহঁারা উভয়ে, যেখানে সুরসঙ্ঘাতের সঙ্কেত মাত্রে কিন্নরগণ যাইয়া উপস্থিত হয়, একপ মন্দর-কন্দরে সুরনারী গণের নন্দন স্থানে শঙ্খ-চক্র-গদাধর জগন্নাথকে দর্শন করিয়া এই বলিয়া স্তুতি করিতে লাগিলেন।—হে লোকত্রয়াধ্যক্ষ, স্বপ্রভাজিত, ভাস্কর, বিষ্ণো, জিষ্ণো, কৈটভারে, ক্রিয়াকর্ত্তা, জগদ্ধাতা, চক্রায়ুধ, অধৃষ্য, ও দানবারে! তুমি পদক্রমত্রয়ে ত্রৈলোক্য ব্যাপ্ত করিয়াছিলে, তোমাকে পুনঃপুন নমস্কার-হে প্রচণ্ড দৈত্যেন্দ্রকুলের কাল, মহাবল! তোমার নাভিপদ্ম হইতে মহাপ্রভ পদ্মগর্ভ বিধাতা জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তোমাকে নমস্কার। হে জনিতা-শেষলোক, বিরিঞ্চে, মহাত্মতে, অমরারিবিনাশ, মহাসমরশালিন্ বিবুধাধীশ! তোমাকে নমস্কার, তুমি আমাদের সহায় হও। চন্দ্রসূর্য্যকৃত এই-রূপ স্তুতি শ্রবণ করিয়া দেব জনার্দ্দন তাঁহাদিগকে আশ্বাস প্রদান করত বলিলেন,—হে চন্দ্র-সূর্য্য! আপনাদের সুখে আগমন হইয়াছে ত? আপনারা স্তুতিভাজন। কি জন্য আপনাদের এখানে আগমন, তাহা বলুন? ৮—২৪। নারায়ণ এই কথা বলিলে চন্দ্র-সূর্য্য বলিলেন,—হে দেব! শম্বরের সহিত আমাদের যুদ্ধ হইয়াছিল, আমরা তৎকর্ত্তৃক নির্জ্জিত হইয়াছি। অপরাপর দেবগণ যে কোথায় গেলেন, তাহা কিছুই জানিতে পারিতেছি না, আমরা দুই জন অতি কৌশলে পলাইয়া আসিয়াছি; অরুণ ঈশ্বরেচ্ছায় আমাদিগকে এখানে আনয়ন করিয়াছে বলিয়া আমরা আপনাকে দেখিতে পাইলাম। শম্বর দেবগণকে পরাজিত করিয়াছে। এখন সর্ব্বত্র—জলে, স্থলে ক্রূরপৌরুষ শম্বরকেই দেখা যাইতেছে। দেবগণ বিনষ্ট হইলে শম্বর পশ্চাদ্দিক্ হইতে শরবর্ষণ করিয়া তাঁহাদের বর্ম্ম, ছত্র, ধনু মুকুট, চাপ ও চর্ম্ম ছেদন করিয়াছে মদ-সম্ভিন্নকপোল গজগণ, কোটি কোটি সুরগণ, রত্ন-পর্য্যাণ-ভূষণ বাজিগণ বিধ্বস্ত হইয়াছে। দেবগণ গজরহিত, বিপদাতি ও বিপদের আকর স্বরূপ হইয়াছে! আর নির্জ্জিতারি মহাতেজা জ্বালামালা পাবকবৎ, মুনিগণবন্দ্যমান, মহর্ষিগণ-স্তুত, জয়াশীর্ব্বাদে আনন্দিত, দৈত্যপতি শম্বর মহারণ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সর্ব্বসিদ্ধিসম্পন্ন, হেমময় আসনে অধিরোহণ করিয়াছে। মহারণ

দৈত্যরাজো মহাযশাঃ॥ ৩৪॥ দিব্যচন্দনপুষ্টাঙ্গঃ সুরপুষ্পসমুজ্জ্বলঃ। মুকুটাকারজুষ্টাঙ্গঃ সিতচামরবীজিতঃ। মৃতোত্থিতৈস্তথা দৈত্যৈর্দৈত্যাধীশৈরধিষ্ঠিতঃ॥ ৩৫॥ ক্রতুভির্মূর্ত্তিমদ্ভিশ্চ সেব্যমানো মহাবলঃ। সর্ব্বপুষ্পোৎকরযুতৈর্নানাবিহগনাদিভিঃ॥ ৩৬॥ তত্র শ্রীরতুলা লোকে তত্র লক্ষ্মীর্নিরর্গলা। তত্র কান্তির্দ্যুতিঃ শোভা শম্বরো যত্র দানবঃ॥ ৩৭॥ এবং স দৈত্যনৃপতিঃ সভৃত্যস্তত্র মোদতে। স্বয়মিন্দ্রশ্চ সঞ্জাতশ্চন্দ্রসূর্য্যৌ কৃতৌ স্বকৌ॥ ৩৮॥ তয়োরিতি বচঃ শ্রুত্বা স দেবঃ পুরুষোত্তমঃ। চিরং ধ্যাত্বা স্বমনসি তদাবোচদিদং প্রিয়ে॥ ৩৯॥ চন্দ্রসূর্য্যৌ ময়া জ্ঞাতং শম্বরস্য বিচেষ্টিতম্। ব্রহ্মণো বরদানেন ভোক্তব্যং তপসঃ ফলম্॥ ৪০॥ শম্বরায় পুরা ক্ষিপ্তং বজ্রং কুলিশপাণিনা। হৃদয়ে নিহতঃ সোঽপি তথাপি ন মৃতোঽসুরঃ॥ ৪১॥ গম্যতাং চ ময়াদিষ্টৌ মহাকালবনোত্তমে। চন্দ্রসূর্য্যৌ মমাদেশাত্তত্র সিদ্ধিং চ লপ্স্যথ॥ ৪২॥ তত্রানন্তো মহাকালো লিঙ্গরূপো মহেশ্বরঃ। তস্য চোত্তরতো দেশে লিঙ্গং কামপ্রদং শিবম্॥ ৪৩॥ তস্য দর্শনমাত্রেণ কৃতকৃত্যৌ ভবিষ্যথঃ। তস্য জ্বালাসমূহেন মরণং শম্বরস্য চ। ভবিষ্যতি ন সন্দেহস্তস্মাত্তত্রৈব গম্যতাম্॥ ৪৪॥ ইত্যুক্তৌ বাসুদেবেন চন্দ্রসূর্য্যৌ যশস্বিনি। সত্বরং হৃষ্টরোমাণৌ মহাকালবনং গতৌ॥ ৪৫॥ তত্র দৃষ্ট্বা মহাদেবং তেজসো রাশিমব্যয়ম্। স্ততঞ্চ বিবিধৈঃ স্তোত্রৈঃ পূজিতং কুসুমৈঃ শুভৈঃ॥ ৪৬॥ এতস্মিন্নন্তরে বাণী লিঙ্গমধ্যাৎ সমুত্থিতা। আশ্বাসয়ন্তী তরসা চন্দ্রসূর্য্যৌ হিমাদ্রিজে॥ ৪৭॥ হতঃ স শম্বরো দৈত্যো গতৌ তৌ চন্দ্রভাস্করৌ। দৈত্যানাং নির্ম্মিতৌ দুষ্টৌ পাতালান্তরসংস্থিতৌ॥ ৪৮॥ রাহুকেতু গ্রহান্তে তু কৃতৌ সময়পূর্ব্বকৌ। স্থাপিতঃ স্বপদে শক্রো দেবৈঃ সহ ন সংশয়ঃ॥ ৪৯॥ স্বং স্বং স্থানং গতাঃ সর্ব্বে লোকপালা মুদা যুতাঃ। কান্তিপ্রতাপসংযুক্তৌ ভবন্তৌ ভুবনত্রয়ে॥ ৫০॥ গগনে গ্রহনক্ষত্রৈঃ সহিতৌ বিচরিষ্যথঃ। পুরাবৎ পুণ্যপাপানাং সাক্ষিভূতৌ ভবিষ্যথঃ॥ ৫১॥ ইত্যুক্তৌ চন্দ্রসূর্য্যৌ তু

দৈত্যরাজ দৈত্যগণের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া শোভা পাইতেছে। অধুনা দৈত্যপতির অঙ্গ সকল দিব্য চন্দনে লিপ্ত হইতেছে, সে সুরপুষ্পের ন্যায় উজ্জ্বল কান্তি ধারণ করিয়াছে; মুকুটের কান্তিতে তাহার অঙ্গ দীপিত হইয়াছে; সিত চামর দ্বারা তাহাকে বীজন করিতেছে; মৃতোত্থিত দৈত্য ও দৈত্যাধিপতিগণ তাহার সেবা করিতেছে; নানা পুষ্পোৎকরযুত বিহগনাদী ঋতুগণ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া তাহার সেবা করিতেছে। যেখানে শম্বর দৈত্য, সেইখানেই অতুলা শ্রী, নিরর্গলা লক্ষ্মী, কান্তি, দ্যুতি, শোভা সমস্তই বিদ্যমান। দৈত্যনৃপতি এইরূপে পরিজনপরিবৃত হইয়া রাজ্য করিতেছে। সে স্বয়ং ইন্দ্র হইয়াছে, নিজে চন্দ্রসূর্য্য সৃষ্টি করিয়াছে। চন্দ্র-সূর্য্যের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কিয়ৎকাল ধ্যানস্থ থাকিয়া বিষ্ণু বলিলেন,—হে চন্দ্র-সূর্য্য! আমি দুরাত্মা শম্বরের বিচেষ্টিত অবগত আছি। সে ব্রহ্মার বরদানপ্রভাবে তপস্যার ফল ভোগ করিতেছে। পূর্ব্বে কুলিশপাণি শম্বরের হৃদয় লক্ষ্য করিয়া বজ্র নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, কিন্তু দুরাত্মা শম্বরের তাহাতেও মৃত্যু হয় নাই। হে চন্দ্র-সূর্য্য! আমার আদেশে মহাকাল বনে গমন কর। সেখানে গমন করিলে তোমাদের অভিলষিত সিদ্ধ হইবে। সেখানে অনন্ত মহাকাল—লিঙ্গরূপী মহেশ্বর বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার উত্তর দিক্‌ভাগে কামপ্রদ শিব বিদ্যমান। তাঁহার দর্শন করিয়া তোমরা কৃতকৃত্য হইবে। ঐ শিবের জ্বালামালা দ্বারা শম্বরের মৃত্যু হইবে, ইহাতে কোন সংশয় নাই।২৫—৪৪। হে যশস্বিনি! বাসুদেব এই কথা বলিলে চন্দ্র-সূর্য্য হৃষ্টরোমা হইয়া মহাকালবনে গমন করিলেন। ঐ স্থানে অব্যয় তেজোরাশি মহাদেবকে দর্শন করিয়া তাঁহাকে মাঙ্গল্য কুসুম দ্বারা পূজা করিয়া পরে বিবিধ স্তোত্র পাঠপূর্ব্বক তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। তখন লিঙ্গমধ্য হইতে এক বাণী নিঃসৃত হইল। ঐ বাণী চন্দ্র-সূর্য্য আশ্বাসিত করিলেন; বলিলেন,—শম্বরাসুর নিহত হইয়াছে। শম্বর-নির্ম্মিত চন্দ্র-সূর্য্যদ্বয় পাতালে গমন করিয়াছে। রাহু ও কেতু নিয়মপূর্ব্বক গ্রহগণের অন্তে সন্নিবেশিত হইয়াছে। শক্র দেবগণের সহিত স্বপদে স্থাপিত হইয়াছেন। লোকপালগণ সহর্ষে স্ব স্ব স্থানে গমন করিয়াছেন। কান্তি-প্রতাপসমন্বিত হইয়া তোমরা চন্দ্র-সূর্য্য ত্রিভুবনে গগনে গ্রহনক্ষত্রের সহিত বিচরণ করিতে থাক। তোমরা পূর্ব্ববৎ পাপ-পুণ্যের সাক্ষীভূত

তস্যা বাণ্যা বরাননে। সন্তুষ্টৌ কৃতকৃত্যৌ তু সঞ্জাতৌ লিঙ্গ-দর্শনাৎ ॥ ৫২ ॥ এতস্মিন্নন্তরে দেবা বিমানস্থাঃ সমাগতাঃ। যচ্চ চন্দ্রশ্চ সূর্য্যশ্চ মহাকালবনে শুভৌ ॥ ৫৩ ॥ জ্ঞাত্বা লিঙ্গস্য মহাত্ম্যং নাম চক্রুঃ সমাহিতাঃ। সেবিতং চন্দ্রসূর্য্যাভ্যাং লিঙ্গং তেজোময়ং পরম্ ॥ ৫৪ ॥ চন্দ্রাদিত্যেশ্বরং নাম খ্যাতিং যাস্যতি ভূতলে। লিঙ্গস্যাস্য সমুত্থেন জ্বালা-সঙ্ঘেন শম্বরঃ। দগ্ধো ভৃত্যজনৈঃ সার্দ্ধং চন্দ্র-সূর্য্যানুসেবনাৎ ॥ ৫৫ ॥ ইত্যুক্ত্বা ত্রিদশাঃ সর্ব্বে সমীপে সর্ব্বতঃ স্থিতাঃ। স্তবন্তো বিবিধৈঃ স্তোত্রৈশ্চন্দ্রাদিত্যেশ্বরং শিবম্ ॥ ৫৬ ॥ চন্দ্রাদিত্যৌ চ তত্রস্থৌ স্থিতৌ লিঙ্গসমীপতঃ। আরাধয়ন্তৌ দেবেশং পদং প্রাপ্তৌ চ পূর্ব্ববৎ ॥ ৫৭ ॥ যে পশ্যন্তি নরা ভক্ত্যা চন্দ্রাদিত্যেশ্বরং শিবম্। তে যান্তি সূর্য্যলোকং তু চন্দ্রলোকং তথৈব চ ॥ ৫৮ ॥ বিমানৈঃ সূর্য্য-সঙ্কাশৈস্তথা চন্দ্রপ্রভৈঃ শুভৈঃ। যাবচ্চন্দ্রশ্চ সূর্য্যশ্চ তাবত্তেষাং সুখং ভবেৎ ॥ ৫৯ ॥ চন্দ্রসূর্য্যোপরাগে তু চন্দ্রাদিত্যেশ্বরং শিবম্। যে পশ্যন্তি নরা ভক্ত্যা স্নাত্বা শিপ্রাং চ পাবনীম্ ॥ ৬০ ॥ তেষাং কুলশতং যাবৎ পৈতৃকং মাতৃকং তথা। লোকে চন্দ্রস্য সূর্য্যস্য মোদতে শাশ্বতীঃ সমাঃ ॥ ৬১ ॥ অমাসোম-সমাযোগে যে পশ্যন্তি প্রসঙ্গতঃ। চন্দ্রাদিত্যেশ্বরং দেবং ন তে যান্তি যমালয়ম্ ॥ ৬২ ॥ এষ তে কথিতো দেবি প্রভাবঃ পাপনাশনঃ। চন্দ্রাদিত্যেশ্বরেশস্য শ্রূয়তাং করভেশ্বরম্ ॥ ৬৩ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে চন্দ্রাদিত্যেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম দ্বিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭২ ॥

ত্রিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীহর উবাচ। ত্রিসপ্ততীশ্বরং বিদ্ধি করভেশং বরাননে। যস্য দর্শনমাত্রেণ কুযোনির্নৈব লভ্যতে ॥ ১ ॥ বীরকেতুরভূদ্ধীমানযোধ্যায়াং মহীপতিঃ। বিদ্যাবিনয়সৌভাগ্যলাবণ্যামৃত পূরিতঃ ॥ ২ ॥ স সম্যক্ পালয়ামাস প্রজাঃ পুত্রানিবৌরসান্। অতীতানাগতজ্ঞানপরিনিষ্ঠিতমানসঃ ॥ ৩ ॥ অথৈকস্মিন্ দিনে রাজা জগাম গহনং বনম্। মৃগসিংহগজাকীর্ণং ব্যাঘ্রসম্বরসঙ্কুলম্ ॥ ৪ ॥ স তত্র বিবিধান্ বন্যান্ বিব্যাধ পরবীরহা। মৃগাংশ্চ মহিষাং-

হইবে। হে বরাননে! লিঙ্গোত্থিতা বাণী দ্বারা চন্দ্র সূর্য্য সন্তুষ্ট ও কৃত-কৃত্য হইলেন। এমন সময় দেবগণ বিমানবরে আরোহণপূর্ব্বক যেখানে চন্দ্র-সূর্য্য বিদ্যমান ছিলেন, সেই স্থানে মহাকাল বনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার লিঙ্গ-মাহাত্ম্য অবলোকন করিয়া তাহার এইরূপ নাম করিলেন যে, চন্দ্র-সূর্য্য এই লিঙ্গের সেবা করিয়াছেন বলিয়া এই লিঙ্গের নাম হইল,—চন্দ্রাদিত্যেশ্বর। চন্দ্র-সূর্য্যের লিঙ্গ-সেবার গুণে লিঙ্গ-সমুত্থিত জ্বালামালা দ্বারা সপরিজন এই শম্বর দৈত্য নিহত হইল। ত্রিদশগণ এই কথা বলিয়া সকলে মিলিয়া চন্দ্রাদিত্যেশ্বর দেবের বিবিধ প্রকার স্তব করিতে লাগিলেন। চন্দ্রাদিত্য, লিঙ্গ-সমীপে বাস করিলেন। তাঁহারা উভয়ে দেবদেবের আরাধনা করিয়া পূর্ব্ব পদ প্রাপ্ত হইলেন। যাহারা ভক্তিপূর্ব্বক চন্দ্রাদিত্যেশ্বর শিব দর্শন করে, তাহারা চন্দ্র-সূর্য্যাভ বিমানে আরোহণ-পূর্ব্বক যাবচ্চন্দ্র-দিবাকর চন্দ্র সূর্য্যলোকে বাস করিয়া থাকে। যাহারা চন্দ্র-সূর্য্যগ্রহণে শিপ্রায় স্নান করিয়া ঐ লিঙ্গ দর্শন করে, তাহাদের পিতা মাতার শত কুল চন্দ্র-সূর্য্যলোকে গমন করিয়া অনন্তকাল আনন্দ উপভোগ করে। সোমবার অমাবস্যায় যে মানব উক্ত লিঙ্গ দর্শন করে, তাহারা যমালয়ে গমন করে না। হে দেবি! এই আমি তোমার নিকট চন্দ্রাদিত্যেশ্বরের পাপ-নাশন প্রভাব কীর্ত্তন করিলাম, অতঃপর করভেশ্বর-মাহাত্ম্য শ্রবণ কর। ৪৫—৬৩।

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৭২।

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়।

শ্রীহর বলিলেন,—হে দেবি! যাঁহাকে দর্শন করিলে কুযোনি লাভ করিতে হয় না, সেই করভেশ্বর লিঙ্গকে ত্রিসপ্ততিতম বলিয়া জানিবে। অযোধ্যায় বীরকেতু নামে এক নরপতি ছিলেন। তিনি বিদ্যা, বিনয়, সৌভাগ্য, ও লাবণ্য এই সকল গুণে অলঙ্কৃত ছিলেন। তিনি ভূত ভবিষ্যৎ বিবেচনা করিয়া ঔরসপুত্র-নির্ব্বিশেষে প্রজা পালন করিতেন। একদা রাজা মৃগ, সিংহ, গজ, ব্যাঘ্র, ও সম্বর-সঙ্কুল গহনবনে গমন করেন। বনগমন করিয়া তিনি মৃগ, মহিষ, বরাহ প্রভৃতি সহস্র সহস্র বন্য

শ্চৈব বরাহাংশ্চ সহস্রশঃ ॥ ৫ ॥ লোড়িতং তদ্বনং সর্ব্বং পশুপক্ষিমৃগাকুলম্। রহিতং শ্বাপদৈঃ সর্ব্বৈঃ কৃতং তেন মহীভৃতা ॥ ৬ ॥ যদা ন শ্বাপদান্তস্মিন্ দৃশ্যন্তে গহনে বনে। তদা বিদ্ধস্ত করভো বাণেনানতপর্ব্বণা ॥ ৭ ॥ স চাপি করভো দেবি বাণমাদায় সত্বরম্। বিদ্ধোহপি নিঃসৃতোহত্যর্থং রাজ্ঞস্তস্যৈব পশ্যতঃ। স চ রাজা বলী তূর্ণং সসার করভং প্রতি ॥ ৮ ॥ ততো নিম্নস্থলং চৈব স চোৎপ্লুত্যাদ্রবদাশুগঃ। মুহূর্ত্তেন ততো দেবি যোজনানি বহূন্যপি ॥ ৯ ॥ ততঃ স রাজা তারুণ্যাদৌরসেন বলেন চ। সসার বাণাসনধৃক্ সখড্গঃ সহয়ো নৃপঃ ॥ ১০ ॥ ততো নদান্নদীশ্চৈব পল্বলানি বনানি চ। অতিক্রম্যানতিক্রম্য সসারৈব বনেচরম্ ॥ ১১ ॥ স চাপি করভো দেবি আসাদ্যাসাদ্য তং নৃপম্। পুনরপ্যেতি জবনো জবেন মহতা ততঃ ॥ ১২ ॥ স তস্য বাণৈর্বহুভিঃ করভো বিহ্বলীকৃতঃ। পৃষ্ঠতঃ পার্শ্বতশ্চৈব পুনরভ্যেতি চাগ্রিকম্। পুনশ্চ জবমাস্থায় পার্শ্বে চাগ্রে চ দৃশ্যতে ॥ ১৩ ॥ অথারণ্যং মহারৌদ্রং প্রবিষ্টঃ করভ স্তদা। অন্তর্দ্ধানং জগামাশু স চ রাজা বনেহবিশৎ ॥ ১৪ ॥ প্রবিশ্য চ মহারণ্যং তাপসানামথাশ্রমম্। আসসাদ ততো রাজা শ্রান্তাশ্চোপাবিশৎ পুনঃ ॥ ১৫ ॥ তং কার্ম্মুককরং দৃষ্ট্বা শ্রমার্ত্তং ক্ষুধিতং তদা। সমভ্যেত্যার্ঘ্যস্তস্মৈ পূজাং চক্রুর্যথাবিধি ॥ ১৬ ॥ স পূজামৃষিভির্দত্তাং প্রতিগৃহ্য যথাবিধি। অপৃচ্ছত্তাপসান্ সর্ব্বাংস্তপসো বৃদ্ধিমুত্তমাম্ ॥ ১৭ ॥ তে তস্য রাজ্ঞো বচনং প্রতিগৃহ্য তপোধনাঃ। ঋষয়ো রাজশার্দ্দূলং পপ্রচ্ছুস্তৎ প্রয়োজনম্ ॥ ১৮ ॥ কেন ভদ্র সুখার্থেন সম্প্রাপ্তোহসি তপোবনম্। পদাতির্বদ্ধনিস্ত্রিংশো ধন্বী বাণী নরেশ্বর ॥ ১৯ এতদিচ্ছামহে শ্রোতুং কুতঃ প্রাপ্তোহপি মানদ কস্মিন্ কুলে চ জাতস্ত্বং কিংনামা ব্রূহি পার্থিবঃ ২০ ॥ ততঃ স রাজা সর্ব্বেভ্যো দ্বিজেভ্যঃ পুরুষর্ষভঃ আচখ্যৌ তদ্‌যথান্যায়ং কুলং গোত্রঞ্চ তত্ত্বতঃ ২১ ॥ ইক্ষ্বাকূণাং কুলে জাতো বীরকেতুর্দ্বিজর্ষভাঃ চরামি মৃগযূথানি বিঘ্নন্ বাণৈঃ সহস্রশঃ ॥২২॥ বলেন মহতা যুক্তঃ সামাত্যঃ সপরিচ্ছদঃ। যদা ন লব্ধো

জন্তুকে নিহত করেন। তাঁহার এই মৃগয়া-ব্যাপারে পশু-পক্ষি-মৃগাকুল সেই বন শ্বাপদশূন্য হইল। ঐ বনে যখন আর মৃগাদি দৃষ্ট হইল না, তখন তিনি আনতপর্ব্ব বাণ দ্বারা এক করভকে বিদ্ধ করিলেন। ঐ করভ বিদ্ধ হইয়া বাণের সহিত পলায়ন করিল। রাজা তাহা দেখিতে পাইয়া তাহার অনুসরণ করিলেন। করভ অতিবেগে এক নিম্নভূমিতে প্রবেশ করিল। সে মুহূর্ত্তকালের মধ্যে বহু যোজন পথ অতিক্রম করিয়া ফেলিল। রাজাও যুবা, বলবীর্য্য-সম্পন্ন; তিনি শরাসন ও খড়্গ ধারণপূর্ব্বক হয়োপরি আরোহণকরত করভের অনুসরণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে বহু নদ, নদী, পল্বল, বন পুনঃপুন অতিক্রম করিয়া তিনি তাহার অনুসরণ করিতে থাকিলেন। ঐ করভ তখন কখন কখন রাজার নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, আবার কখন অতিজবে দূরে গমন করিয়া প্রত্যাগত হইতে লাগিল। ঐ সময় রাজা তাহাকে বহু বাণ দ্বারা বিদ্ধ করিতে লাগিলেন; কিন্তু সে বিদ্ধ হইয়াও সন্নিহিত হইয়া তাঁহার পশ্চাৎ দিকে ও পার্শ্বে আসিতে লাগিল। আবার কখন কখন তাহাকে অগ্রবর্ত্তী হইয়া অতিবেগে ধাবিত হইতে দেখা যাইতে লাগিল। এইভাবে ধাবন করিতে করিতে ঐ করভ এক অতি ভীষণ গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিয়া অন্তর্হিত হইল। রাজাও বনে প্রবেশ করিলেন। তখন তিনি অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়া তাপসদিগের আশ্রমে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং আশ্রম মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তিনি আশ্রমে প্রবিষ্ট হইবা মাত্র তাপসগণ তাঁহাকে কার্ম্মুকধর, শ্রমার্ত্ত এবং ক্ষুধিত অবলোকন করিয়া যথাবিধি সৎকার করিলেন। তিনি ঋষিগণের পূজা গ্রহণ করত ঐ তাপসগণকে তাঁহাদের উত্তম তপোবৃদ্ধির কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। ঋষিগণ রাজার বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার আগমন কারণ জানিতে চাহিলেন। তাঁহারা বলিলেন,—হে ভদ্র! আপনি কোন্ সুখের জন্য কি হেতু তপোবনে আগমন করিয়াছেন? হে নরেশ্বর! কি হেতু আপনাকে খড়্গধারণপূর্ব্বক ধনুর্দ্ধারী হইয়া পাদচারে এখানে আসিতে দর্শন করিতেছি? আপনি কোথা হইতে আগমন করিলেন? কোন্ কুলে আপনার জন্ম, এবং আপনার নামই বা কি? এই সকল আমরা শুনিতে ইচ্ছা করি, আপনি তাহা বলুন ।১—২১। অনন্তর রাজা ঐ দ্বিজসত্তমগণ কর্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিতে লাগিলেন,—হে দ্বিজগণ, ইক্ষ্বাকুবংশে আমার জন্ম, আমার নাম,—বীরকেতু; আমি মহৎবল, অমাত্য ও পরিজনবর্গের সহিত বিচরণ করিতে করিতে বনে

গহনে মৃগো বা শূকরোঽপি বা॥ ২৩॥ মহিষশ্চিত্তলো বাপি শশো বা শম্বরো বনে। তদা মে করভো বিদ্ধো বাণেনানতপর্ব্বণা॥ ২৪॥ স প্রনষ্টঃ ক্ষণেনৈব সবাণো মম পশ্যতঃ। তং ব্রবন্তমনুপ্রাপ্তো বনমেতদ্‌যদৃচ্ছয়া॥ ২৫॥ ভবৎসকাশং নষ্টশ্রীর্হতাশঃ শ্রমকর্শিতঃ। ভবতাং বিদিতং সর্ব্বং সর্ব্বজ্ঞা হি তপোধনাঃ। ভবন্তঃ সুমহাভাগাস্তস্মাৎ পৃচ্ছামি সংশয়ম্॥ ক্ব গতঃ করভো বিদ্ধো ময়া বাণেন সাম্প্রতম্। ক্ব চ প্রাপ্স্যামি সহসা ব্রূত তৎ সুসমাহিতাঃ॥ ২৭॥ ততস্তেষাং সমস্তানামৃষীণামৃষিসত্তমঃ। ঋষভো দেবি করভং স্মরন্নিদমথাব্রবীৎ॥ ২৮॥ গতঃ স করভো ভূপ মহাকালবনে শুভে। গচ্ছ ত্বং চ মহারাজ মহাকালবনে শুভে॥ ২৯॥ যত্র দেবো মহাদেবঃ কারভং রূপমাস্থিতঃ। বিনোদার্থং চ দেবানাং লিঙ্গমূর্ত্তিরভূৎপুরা॥ ৩০॥ পশ্চিমে ক্ষেত্রপালস্য কৈলাসস্য মহীপতে। সমীপে তস্য বিঘ্নেশো মোদকপ্রিয়সংজ্ঞকঃ॥ ৩১॥ ব্রহ্মণা পূজিতো রাজন দেবানামর্থসিদ্ধয়ে। স চ ধর্ম্মধ্বজো রাজা হৈহয়ানাং কুলোদ্বহঃ॥ ৩২॥ তুরগেণ কদাচিত্তু নীতো বদরিকাশ্রমম্। প্রসিদ্ধং ত্রিষু লোকেষু নরনারায়ণাশ্রমম্॥ ৩৩॥ তত্র চীরাজিনধরং কৃশং বিপ্রং দদর্শ হ। শরীরমপি রাজেন্দ্র ন কেনাপি সমং তদা। দৃষ্ট্বা চ হসিতো বিপ্রস্তেন রাজ্ঞা প্রমাদতঃ॥ ৩৪॥ যস্মাদ্ধসসি মাং দৃষ্ট্বা তস্মাদুষ্ট্রো ভবিষ্যসি। লম্বোষ্ঠো লম্বদন্তশ্চ বিস্বরো বিকৃতাকৃতিঃ। ইত্যুক্তস্তেন বিপ্রেণ শপ্তোঽপি নৃপসত্তমঃ। তং বিপ্রং প্রার্থয়ামাস স চ তুষ্টোঽব্রবীদিদম্॥ ৩৬॥ ন মে বাগনৃতা ভূপ কদাচিদপি বিদ্যতে। অবশ্যং করভো ভূত্বা পশ্চান্মুক্তিমবাপ্স্যসি॥ ৩৭॥ যদা ত্বং করভো জাতো বিদ্ধো বৈ বীরকেতুনা। অযোধ্যাধিপভূপেন গমিষ্যসি শরাহতঃ॥ ৩৮॥ মহাকালবনং দিব্যং তত্র ত্বং লিঙ্গদর্শনাৎ। গমিষ্যসি পরং স্থানং যত্র দেবো মহেশ্বরঃ॥ ৩৯॥ স চেক্ষ্বাকুলোদ্ভূতো বীরকেতুর্মহাবলঃ। লিঙ্গদর্শনতো ভূপ চক্রবর্ত্তিত্বমাপ্স্যতি॥ ৪০॥ ইত্যুক্তো নৃপ ভূপালঃ করভত্বং সমাগতঃ।

বহুসহস্র মৃগ নিহত করিয়াছি। প্রতিনিয়ত এইরূপে মৃগবধ করায় যখন আর মৃগ, শূকর, মহিষ, চিত্তল, শশ ও শম্বর প্রভৃতি মৃগ আর দেখিতে পাওয়া গেল না, তখন আমি আনতপর্ব্ব বাণ দ্বারা এক করভকে বিদ্ধ করি। ঐ করভ বিদ্ধ হইয়া বাণের সহিত ধাবিত হয়, আমি তদ্দর্শনে তাহার অনুসরণ করি। ঐ করভের অনুসরণ করিতে করিতে আমি নষ্টশ্রী ও শ্রান্ত হইয়া আপনাদের নিকট আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। আপনাদের অবিদিত কিছুই নাই, যে হেতু তপোধনগণ সর্ব্বজ্ঞ। আপনারা মহাভাগ; আমার এক সংশয় আছে, তাহা আপনারা অপনয়ন করুন। আমার সংশয় এই যে, আমি বাণবিদ্ধ করিলে করভ বাণসহ কোথায় গমন করিল? এবং কোথায় আমি তাহাকে প্রাপ্ত হইব? আপনারা সমাহিত ভাবে তাহা আমাকে বলুন। অনন্তর ঋষিসত্তম ঋষভ, করভ-বিষয়ক ধ্যানপরায়ণ হইয়া বলিলেন,—হে রাজন্! ঐ করভ মহাকালবনে গমন করিয়াছে। আপনিও ঐ মহাকাল বনে গমন করুন। পূর্ব্ব হইতে ঐ স্থানে দেবদেব মহাদেব দেবগণের বিনোদার্থ করভরূপ ধারণপূর্ব্বক লিঙ্গরূপে অবস্থান করিতেছেন। হে মহীপতে! এই লিঙ্গ ক্ষেত্রপাল কৈলাসের পশ্চিমে বিরাজিত। ইঁহার নিকটে মোদকপ্রিয় নামক বিঘ্ননাশনকারী এক লিঙ্গ আছেন। ব্রহ্মা দেবগণের প্রয়োজনসিদ্ধির নিমিত্ত এই লিঙ্গের পূজা করিয়াছিলেন। একদা হৈহয়-কুলোদ্ভব রাজা ধর্ম্মধ্বজ, তুরঙ্গ আরোহণ করিয়া বদরিকাশ্রমে গমন করেন। ঐ বদরিকাশ্রমের নরনারায়ণাশ্রম ত্রিলোকপ্রসিদ্ধ। রাজা বদরিকাশ্রমে উপস্থিত হইয়া চীরাজিনধর এক কৃশ বিপ্রকে দর্শন করিয়া হাস্য করেন। হে রাজন্! ঐরূপ শরীর আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না; এই জন্যই তিনি হাস্য করিয়াছিলেন। বিপ্র কুণ্ঠিত হইয়া রাজাকে শাপ প্রদান করিলেন যে, যে হেতু তুমি আমাকে দেখিয়া হাস্য করিলে, অতএব তুমি লম্বোষ্ঠ, লম্বদন্ত, বিস্বর, বিকৃতাকার উষ্ট্র হইবে। বিপ্র কর্ত্তৃক এইরূপ অভিশপ্ত হইয়া রাজা তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলে তিনি তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—হে নৃপ! আমার বাক্য কদাচ অন্যথা হইবার নহে, আমার বাক্যপ্রভাবে অবশ্যই তোমাকে করভ হইতে হইবে; কিন্তু পশ্চাৎ মুক্তি লাভ করিবে।২২—৩৭। তুমি যখন করভ হইয়া অযোধ্যাধিপতি বীরকেতু কর্ত্তৃক বিদ্ধ হইয়া মহাকাল বনে গমন করত লিঙ্গদর্শন করিবে, তখন তুমি দেবদর্শনফলে শাপমুক্ত হইয়া মহেশের পরম পদ লাভ করিবে। আর সেই বীরকেতু ঐ লিঙ্গ দর্শন করিয়া

স ত্বয়াভিহতো ভূপ বাণেনানতপর্ব্বণা। দ্রক্ষ্যসি ত্বং বিমানস্থং বিমুক্তং লিঙ্গদর্শনাৎ॥ ৪১॥ ইত্যুক্তো নৃপতিস্তেন ঋষভেণ দ্বিজেন তু। আজগাম ত্বয়াযুক্তো মহাকালবনং শুভম্॥ ৪২॥ দদর্শ তত্র তল্লিঙ্গং পূজিতং ত্রিদশৈঃ সদা। এতস্মিন্নন্তরে বাণী শ্রুতা তেন মহীভৃতা॥ ৪৩॥ বিমানস্থেন যা প্রোক্তা তুষ্টেন মধুরস্বরা। ভো ভো রাজেন্দ্র মাং পশ্য বিমানে চোদ্ধতে শুভে॥ ৪৪॥ দর্শনাদস্য লিঙ্গস্য প্রাপ্তা মে পরমা গতিঃ। ত্বয়া হতোহহং বাণেন তেনাহং হ্যাগতো বনে। সমীপমস্য লিঙ্গস্য ত্বং মে বন্ধুঃ পরো যতঃ॥ ৪৫॥ ইত্যুক্ত্বা স নৃপং দেবি বচঃ সমধুরাক্ষরম্। গতস্তু পরমং স্থানং নিত্যমব্যয়মক্ষয়ম্॥ ৪৬॥ ততো দেবগণা ব্যোম্নি সকিন্নরমহোরগাঃ। যক্ষরাক্ষসগন্ধর্ব্বাঃ সপিশাচাপ্সরোগণাঃ॥ ৪৭॥ ব্রহ্মেন্দ্রহরিমুখ্যাশ্চ বিমানৈর্দেবি সংস্থিতাঃ। আজগ্মুর্মুদিতাস্তত্র দ্রষ্টুং কৌতুকমানসাঃ॥ ৪৮॥ বিলোক্য করভং মুক্তং বিমানস্থং বিরাজিতম্। লিঙ্গদর্শনমাত্রেণ সংস্তুতং বিবিধৈঃ স্তবৈঃ॥ ৪৯॥ অচ্ছরত্নসমূহেন মুকুটেনোজ্জ্বলত্বিষা। ভাসন্তং রবিকোটীনাং জগদানন্দকারকম্॥ ৫০॥ নাম চক্রুস্ততো দেবা দৃষ্ট্বা মাহাত্ম্যমুত্তমম্। দর্শনাদস্য লিঙ্গস্য মুক্তোহয়ং করভো যতঃ॥ ৫১॥ তস্মাত্রিষপি লোকেষু বিখ্যাতঃ করভেশ্বরঃ। ভবিষ্যতি ন সন্দেহঃ পশুযোনিবিমোচকঃ॥ ৫২॥ ইত্যুক্ত্বা ত্রিদশাঃ সর্ব্বে গতাঃ স্বং ধিষ্ণ্যমুত্তমম্। অযোধ্যাধিপতিবীরো বীরকেতুঃ স্বমালয়ম্। সমৃদ্ধং নিঃসপত্নঞ্চ ততো রাজ্যং চকার সঃ॥ ৫৩॥ যঃ পশ্যতি নরো দেবি করভেশ্বরসংজ্ঞকম্। স প্রয়াত্যক্ষয়াঁল্লোকান্ পূজ্যমানো গণাধিপৈঃ॥ ৫৪॥ যদা কালাদিহায়াতো রাজরাজেশ্বরো মহান্। পৃথিব্যামেকরাড়্ভূত্বা ক্রমান্মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ॥ ৫৫॥ ন দুঃখং জায়তে তস্য ব্যাধিশোকভয়ং তথা। যে পশ্যন্তি প্রসঙ্গেন তল্লিঙ্গং করভেশ্বরম্॥ ৫৬॥ সর্ব্বমেধেষু যৎপুণ্যং সর্ব্বদানেষু যৎফলম্। তৎফলং ত্বধিকং দেবি করভেশ্বরদর্শনাৎ॥ ৫৭॥ ব্যাধয়ো নোপজায়ন্তে দারিদ্র্যং ন কদাচন। ঐশ্বর্য্যং চাতুলং তেষাং জায়তে দর্শনাৎ সদা॥ ৫৮॥ পশুযোনি-

চক্রবর্ত্তিত্ব লাভ করিবেন। হে নৃপ! এইরূপ অভিহিত হইয়া ঐ ভূপতি করভত্ব প্রাপ্ত হন এবং তোমা কর্ত্তৃক বাণ দ্বারা আহত হইয়াছেন। আপনি লিঙ্গ দর্শনের ফলে উহাকে বিমুক্ত হইতে দেখিবেন। ঋষভ দ্বিজ এই কথা বলিলে রাজা বীরকেতু মহাকাল বনে আগমন করিলেন। আগমন করিয়া তিনি দেবগণকে মহেশ্বরের পূজা করিতে দেখিলেন। এই সময় আকাশস্থ বিমান হইতে যে বাণী উদ্গত হইল, তাহা রাজা বীরকেতু শ্রবণ করিলেন। সেই বাণী এই যে, ভো ভো রাজন্! আকাশস্থ বিমানে আমাকে অবলোকন কর। লিঙ্গদর্শনের ফলে আমি পরমগতি লাভ করিয়াছি। আপনি আমাকে বাণ দ্বারা নিহত করিবেন বলিয়াই আমি বনে আগমন করিয়াছিলাম। এই লিঙ্গ-সমীপে আপনি আমার বন্ধু হউন। হে দেবি! এই কথা বলিয়া ঐ মুক্ত পুরুষ নিত্য অক্ষয় ধামে গমন করিল। অনন্তর কিন্নর, উরগ, যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ ও অপ্সরোগণের সহিত ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ বিমানবরে আরোহণপূর্ব্বক কৌতুকাক্রান্ত হইয়া মুদিতমনে লিঙ্গ দর্শনের ফলে করভক মুক্ত হইয়া বিমানে বিরাজ করিতেছে, তাহা দেখিবার জন্য আগমন করিলেন। ঐ স্থানে আগমন করিয়া তাঁহারা বিবিধ রত্নখচিত মুকুটের প্রভাবে উজ্জ্বলকান্তি জগদানন্দকারক দেবকে উদ্দীপিত করত বিবিধ স্তব দ্বারা তাঁহাকে প্রীত করিলেন।৩৮—৫০। অনন্তর তাঁহারা তাহার উত্তম মাহাত্ম্য দর্শন করিয়া এই ভাবে নামকরণ করিলেন যে, করভক এই লিঙ্গ দর্শন করিয়াছে বলিয়া এই লিঙ্গও ত্রৈলোক্যে করভেশ্বরনামে বিখ্যাত হইবেন। এই লিঙ্গ নিশ্চয়ই পশুযোনি বিমোচন করিবেন। এই কথা বলিয়া দেবগণ আপন আপন আলয়ে গমন করিলেন। অযোধ্যাধিপতি রাজা বীরকেতুও স্বীয় রাজধানীতে গমন করিয়া নিষ্কণ্টকে রাজ্য ভোগ করিতে লাগিলেন। হে দেবি! যে ব্যক্তি করভেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করে, সে গণাধিপগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া শাশ্বতধামে গমন করিয়া থাকে। অপিচ সে যখন পুনরায় জন্ম গ্রহণ করে, তখন পৃথিবীর একচ্ছত্র রাজরাজ হইয়া জন্মগ্রহণ করে এবং ক্রমে মোক্ষপ্রাপ্ত হয়। প্রসঙ্গাধীনও যাহারা এই লিঙ্গ দর্শন করে, কদাচ তাহাদের ব্যাধি, শোক, ভয় ও দুঃখ জন্মে না। অশ্বমেধাদি যজ্ঞ করিলে যে পুণ্য, ও সকল প্রকার দান করিলে যে পুণ্য হয়, করভেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করিলে ততোধিক পুণ্য লাভ হইয়া থাকে। উক্ত লিঙ্গ দর্শনের ফলে কদাচ মানবগণের ব্যাধি ও দারিদ্র্য হয় না, পরন্তু অতুল ঐশ্বর্য্য-

গতা যে চ পিতরো দুঃখিতাশ্চ যে। তিষ্ঠন্তি চাম্বরে তে তু চিন্তয়ন্তঃ স্বগোত্রজম্॥ আগমিষ্যতি নঃ পুত্রো নপ্তা বা সন্ততাবিহ। কদা পশ্যতি দেবেশং করভেশ্বরমীশ্বরম্। তেন দর্শনমাত্রেণ মুক্তির্নো ভবিতা ধ্রুবম্॥ ৬০॥ যো যমুদ্দিশ্য বৈ কামং দর্শনং তু করিষ্যতি। তস্য তজ্জায়তে সর্ব্বং মৃতস্য পরমা গতিঃ॥ ৬১॥ এষ তে কথিতো দেবি প্রভাবঃ পাপনাশনঃ। করভেশস্য দেবস্য শৃণু রাজস্থলেশ্বরম্॥ ৬২॥

ইতি শ্রীস্কান্দে করভেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ত্রিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৭৩॥

চতুঃসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীহর উবাচ। চতুঃসপ্ততিকং বিদ্ধি শিবং রাজস্থলেশ্বরম্। যস্য দর্শনমাত্রেণ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥ ১॥ বিষ্ণুকল্পে পুরা বৃত্তে মন্বন্তরমুখে প্রিয়ে। অরাজকে মহীপৃষ্ঠে ব্রহ্মা চিন্তাপরোঽভবৎ॥ ২॥ ন মনুষ্যৈর্বিনা দেবাঃ সমর্থা লোকধারণে। দানেজ্যাজপতো দেবা ভজন্তে পুষ্টিমুত্তমাম্॥ ৩॥ যোগ্যো রাজা প্রজাপালঃ কো ভবেজ্জনবৎসলঃ। সোঽপশ্যদথ রাজর্ষিং তপস্যন্তং রিপুঞ্জয়ম্॥ ৪॥ পৃথ্ব্যাং সর্ব্বগুণাকীর্ণং ধর্ম্মনিষ্ঠং মহাব্রতম্। তমুবাচাথ দেবেশো ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ॥ ৫॥ ব্রহ্মোবাচ। রিপুঞ্জয় নিবোধেদং বচনং মম পুত্রক। রাজ্যং চ পাল্যতাং বৎস এককল্পেন চেতসা॥ ৬॥ অলং তে তপসা তাত কষ্টেনানেন সাম্প্রতম্। ধর্ম্মেণ বিজিতাঃ সর্ব্বে ত্বয়া লোকা নরোত্তম॥ ৭॥ ক্রিয়তামধুনা লোকপালনং তু মমাজ্ঞয়া। যতঃ পরোপকারো হি ফলং দেবস্য দেহিনঃ॥ ৮॥ ন ধর্ম্মস্তাদৃশোঽন্যোঽস্তি ন চান্যোঽর্থস্য সাধকঃ। নিরয়াপ্তিরপি শ্রেয় উপকৃত্যা পরস্য বৈ॥ ৯॥ নাপকারেণ ভূতানামপি স্যাদ্ভুবনেশতা। সতঃং লোককার্য্যার্থং মদাজ্ঞাগৌরবেণ চ। পৃথ্বীং সমুদ্রবসনাং প্রজাশ্চৈব প্রপালয়॥ ১০॥ ইত্যুক্তঃ স তু রাজর্ষির্ব্রহ্মণা পর্ব্বতাত্মজে। প্রোবাচ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা ব্রহ্মাণং তু রিপুঞ্জয়ঃ॥ ১১॥ স্বভাবেনা

প্রাপ্তি হইয়া থাকে। যাহাদের পিতৃগণ পশুযোনি-গত হইয়া দুঃখ পাইতেছে; তাহারা অম্বরে থাকিয়া এইরূপ মনে মনে করে যে, হায়! কবে আমাদের পুত্র-পৌত্র এই স্থানে আগমন করিয়া করভেশ্বর দেবকে দর্শন করিবে? আমরা তখন মুক্তি লাভ করিব। যে ব্যক্তি যাহা কামনা করিয়া এই লিঙ্গ দর্শন করে, সে তাহাই লাভ করিয়া থাকে এবং অন্তে তাহার পরমগতি হয়। হে দেবি! এই আমি করভেশ দেবের পাপনাশন প্রভাব কীর্ত্তন করিলাম, অতঃপর রাজস্থলেশ্বর দেবের মাহাত্ম্য শ্রবণ কর। ৫১—৬২।

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৭৩।

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়।

শ্রীহর বলিলেন,—হে দেবি! যাঁহাকে দর্শন করিলে মানব সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্তি লাভ করে, সেই রাজস্থলেশ্বর লিঙ্গকে চতুঃসপ্ততিতম বলিয়া জানিবে। পূর্ব্ব মন্বন্তরমুখে বিষ্ণুকল্পে ধরাতলে অরাজকতা উপস্থিত হইলে ভগবান্ চিন্তিত হন। তিনি ভাবিলেন যে, মনুষ্য ব্যতিরেকে দেবগণ লোকরক্ষায় সমর্থ নহেন। দান, যজ্ঞ ও তপ দ্বারা দেবগণ পুষ্টি লাভ করিয়া থাকেন। জন-বৎসল উপযুক্ত রাজা কোথায় পাওয়া যায়? এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি রিপুঞ্জয় রাজাকে তপস্যা করিতে দেখিলেন। এই রাজা পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বগুণালঙ্কৃত, ধর্ম্মনিষ্ঠ ও মহাব্রত। তিনি রাজা'ক তথাবিধ দর্শন করিয়া বলি-লেন,—হে পুত্র রিপুঞ্জয়! তুমি আমার কথা শুন, হে বৎস! তুমি বিনা আপত্তিতে রাজ্য পালন কর, তোমার তপস্যা করিবার আবশ্যক নাই; অধুনা তোমাকে আর তপঃক্লেশ সহ্য করিতে হইবে না। তুমি ধর্ম্ম দ্বারা সর্ব্বলোক করিয়াছ; অধুনা তুমি আমার আদেশে পৃথিবী পালন কর, যে হেতু পরোপকারই দেহীদিগের দেহধারণের ফল। ১—৮। পরোপকারের ন্যায়ধর্ম্ম ও অর্থ-সাধন আর নাই; পরোপকার করিয়া যদি নিরয়ে গমন করিতে হয়, তাহাও ভাল। পরো-পকার ব্যতীত কেহ কদাপি পৃথিবীর আধিপত্য লাভ করিতে পারে না। তুমি আমার গৌরব রক্ষা করিয়া লোক-কার্য্য সম্পাদনপূর্ব্বক এই সাগরাম্বরা ধরার শাসনভার গ্রহণ করত প্রজা পালন কর। হে দেবি! পিতামহ এই কথা বলিলে নৃপতি কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে বলিলেন,—

চলা পৃথ্বী ত্বয়া পূর্ব্বং বিনির্ম্মিতা। বিনৈব পালকং হেয়া কুত্র যাস্যতি মেদিনী ॥ ১২ ॥ যদ্যবশ্যং ময়া পৃথ্বী পালনীয়া পিতামহ। দেহি মে নগরীং রম্যামবন্তীং সপ্তকল্পগাম্ ॥ ১৩ ॥ মনুষ্যলোকে বিখ্যাতা সকলে সামরাবতী। স্বর্গচ্যুতানাং দেবানাং নিবাসার্থং প্রতিষ্ঠিতা ॥ ১৪ ॥ মর্য্যাদামনুবর্ত্তেয়ুর্যদি মে নাকবাসিনঃ। অদত্তে চ ময়া স্থানে ন বাসঃ কস্যচিদ্ভবেৎ। অনেন বিধিনা পৃথ্বীং পালয়িষ্যাম্যহং প্রভো ॥ ১৫ ॥ ব্রহ্মোবাচ। ভবিষ্যত্যেষ তে কামো যস্ত্বয়োক্তো নরোত্তম। যে কেচিত্ত্রিদশাঃ সন্তি মদ্গৌরববশেন তে। তবাদেশং করিষ্যন্তি সদা ত্বদ্বশবর্ত্তিনঃ ॥ ১৬ ॥ দেবনাথেতি বৈ নাম ভবিষ্যতি চ সুব্রত। ইত্যুক্ত্বান্তর্দধে ব্রহ্মা হংসযানং সমাস্থিতঃ ॥ ১৭ ॥ অথ রাজা প্রতিজ্ঞায় ব্রহ্মণা ভূমিপালনম্। পৃথ্ব্যামুদ্ঘোষয়ামাস প্রোবাচ ত্রিদিবৌকসান্ ॥ ১৮ ॥ ভবতাং বিহিতঃ স্বর্গো মনুজানাঞ্চ ভূতলম্। যে চাত্র কন্দররতাঃ স্থলে বা ভূধরেষু চ ॥ ১৯ ॥ যে স্থিতা যান্তু তে দেবা মনুজানামিয়ং ধরা। তচ্ছ্রুত্বা ঘোষিতং তস্য রাজ্ঞো ভয়নিপীড়িতাঃ। ত্রিদশা ব্রহ্মণো বাক্যাদ্গৌরবাত্ত্রিদিবং গতাঃ ॥ ২০ ॥ অথ প্রজাঃ স নৃপতির্দ্ধর্ম্মেণাবর্দ্ধয়ত্তদা। পুত্রবৎস্নেহযুক্তেন হৃদয়েনাতিনির্বৃতাঃ ॥ ২১ ॥ প্রজাস্তৎসুখসংবৃদ্ধা জরামৃত্যুবিবর্জ্জিতাঃ। পুত্রিণো ধনধান্যাঢ্যাঃ সর্ব্বকামসমন্বিতাঃ ॥ ২২ ॥ যৌবনস্থাশ্চ নির্দ্বন্দ্বাঃ সততং ধর্ম্মসংশ্রয়াঃ। নাসীৎ পৃথিব্যাং শৈলশ্চ স্থলো বা দ্বীপ এব চ ॥ ২৩ ॥ অকৃষ্টপচ্যা পৃথিবী স্বাদবদ্ভিঃ ফলৈর্যুতা। দেবলোক ইবাসীত্তু সর্ব্বকামগুণোজ্জ্বলা ॥ ২৪ ॥ এবং ব্রজতি কালে বৈ রাজ্ঞি রাজ্যং প্রকুর্ব্বতি। মহামর্ষপরা দেবা বিপ্রকার্য্যার্থমুদ্যতাঃ ॥ ২৫ ॥ প্রজানাং বহুদুঃখানি মুহুঃ কুর্ব্বন্ত্যনেকশঃ। অথানাবৃষ্টিমকরোৎ সুদীর্ঘাং পাকশাসনঃ ॥ ২৬ ॥ তথা সংহ্রিয়মাণেষু লোকেষু নৃপসত্তমঃ। মেঘো ভূত্বা দিব প্রাপ্য সুবৃষ্টিমকরোন্নৃপঃ ॥ ২৭ ॥ তেনৈবাপ্যায়িতো লোকঃ সুখী জাতো যশস্বিনি। ততঃ

হে দেব! আপনি যখন পূর্ব্ব হইতেই পৃথিবীকে স্বভাবতই চলচ্ছক্তিহীন করিয়াছেন, তখন পালক না থাকিলেই বা এ পলাইবে কোথায়? যদিও আমি আপনার বাক্যে ইহাকে অবশ্যই পালন করিব, তথাপি আমার নিবেদন এই যে, আপনি সপ্তকল্পানুগামিনী রম্যা অবন্তীপুরী আমায় প্রদান করুন। এই নগরী মানুষলোকে অমরাবতী বলিয়া বিখ্যাত। দেবগণ স্বর্গচ্যুত হইলে এই স্থানে আসিয়া বাস করিয়া থাকেন। অধুনা যদি তাঁহারা আমার নিয়মের অনুবর্ত্তন করেন, আমি স্থান দিলে তাঁহারা বাস করিতে পাইবেন নচেৎ নহে। হে দেব! আপনি যদি আমায় এইরূপ ক্ষমতা প্রদান করেন, তাহা হইলে আমি মহীপালন করিতে প্রস্তুত আছি। ব্রহ্মা বলিলেন,—হে নরোত্তম! তুমি যাহা বলিলে, তাহাই হইবে, যাবতীয় দেবতা আমার আদেশে তোমার বশবর্ত্তী হইয়া আজ্ঞা পালন করিবেন, তুমি দেবনাথ নামে বিখ্যাত হইবে। এই কথা বলিয়া বিধাতা হংসযানে অন্তর্হিত হইলেন। অনন্তর রাজা রিপুঞ্জয় পৃথিবীস্থ দেবগণের প্রতি ঘোষণা করিলেন যে, হে দেবগণ! স্বর্গ আপনাদের; আর ভূতল অমাদিগের। আপনাদের মধ্যে যাঁহারা এই পৃথিবীতে কন্দরে, স্থলে, বা ভূধরে বাস করিতেছেন, তাঁহারা শীঘ্র গমন করুন, ইহা অদ্য হইতে মনুষ্যদিগের নিজস্ব। পৃথিবীস্থ দেবগণ রাজার এইরূপ ঘোষণাবাক্য শ্রবণ করিয়া সভয়ে পৃথিবী ছাড়িয়া ত্রিদিব ধামে গমন করিলেন।১৯—২০। রিপুঞ্জয় রাজা হইয়া ধর্ম্মানুসারে পুত্রবৎ প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। তাঁহার শাসনকালে প্রজাগণ সমৃদ্ধ, জরামৃত্যুরহিত, পুত্রবান্, ধনবান, আঢ্য, সর্ব্বকামসমন্বিত, চিরযৌবন, নির্ব্বৈর ও ধার্ম্মিক হইল। পৃথিবীতে শৈল, অসমতল ভূমি, দ্বীপ থাকিল না। কর্ষণ না করিলেও পৃথিবীতে আপনা-আপনি শস্য উৎপন্ন হইতে লাগিল। বৃক্ষ সকল সুস্বাদু ফল ধারণ করিতে লাগিল। এইরূপে পৃথিবী বিবিধ কামগুণোপেতা হইয়া দেবলোকের ন্যায় হইয়া উঠিল। রাজা রিপুঞ্জয়ের শাসনে কিয়ৎকাল এই ভাবে অতীত হইলে, দেবগণ তদ্দর্শনে অমর্ষপরায়ণ হইয়া প্রজাগণের প্রতি অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহাতে প্রজাগণ অত্যন্ত দুঃখ উপভোগ করিতে লাগিল। পাকশাসন মহতী অনাবৃষ্টি সৃজন করিলেন, তাহাতে বহু প্রজা অকালে জীবন হারাইল। হে দেবি! ধার্ম্মিক রাজা রিপুঞ্জয় তখন ঘোর প্রজানাশকর অনর্থ অবলোকনপূর্ব্বক স্বয়ং মেঘ হইয়া আকাশে গমন করত ধরাতলে সুবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। ইহাতে

কালে তু কস্মিংশ্চিদবর্ষৎ পাকশাসনঃ। সংবর্ত্তো বারিদো ভূত্বা মেঘান্ বৈ বিন্তপাতয়ৎ ॥ ২৮ ॥ ততস্ত মারুতো ভূত্বা নৃপতিস্তামধারয়ৎ। ততোঽনলঃ প্রনষ্টোঽভূৎ সর্ব্বতঃ পৃথিবীতলাৎ ॥ ২৯ ॥ ন যজ্ঞা ন জপো হোমো ন চ পক্তিরবর্ত্তত। লোকশ্চ ব্যাধিসংক্ষুব্ধস্তদাভূদ্বিষমে স্থিতঃ ॥ ৩০ ॥ ততঃ স রাজা তং দৃষ্ট্বা স্বভবদ্ধব্যবাহনঃ। সোঽধারয়ৎ প্রজাঃ সর্ব্বা যজ্ঞাংশ্চ ত্রিদিবৌকসঃ ॥ ৩১ ॥ এতস্মিন্নন্তরে দেবি ত্বয়া সার্দ্ধং সমাগতঃ। দর্শনার্থং স্বনগরীমহং ভূতগণৈর্বৃতঃ ॥ ৩২ ॥ ততো দেবগণাঃ সর্ব্বে সকিন্নরমহোরগাঃ। সযক্ষরক্ষোগন্ধর্ব্বাঃ সিদ্ধবিদ্যাধরোরগাঃ ॥ ৩৩ ॥ ভূতাঃ প্রেতাঃ পিশাচাশ্চ যে চান্যে গগনেচরাঃ। চত্বারঃ সাগরাশ্চৈব ক্ষারক্ষীরাদিসিন্ধবঃ ॥ ৩৪ ॥ গঙ্গা চ যমুনা সিন্ধুশ্চন্দ্রভাগা সরস্বতী। চর্ম্মণ্বতী ভীমরথী পুণ্যা গোদাবরী নদী ॥ ৩৫ ॥ বিপাশা দেবিকা পুণ্যা সরযূঃ কৌশিকী তথা। গোমতী ধূতপাপা চ বাহুদা চ দৃষদ্বতী ॥৩৬॥ পারা বেদস্মৃতিশ্চৈব বেত্রঘ্নী নর্ম্মদা শিবা। তাপী পয়োষ্ণী নির্ব্বিন্ধ্যা সর্ব্বাস্তত্র সমাগতাঃ ॥ ৩৭ ॥ পুষ্করশ্চ প্রয়াগশ্চ প্রভাসো নৈমিষস্তথা। পৃথূতীর্থোদকশ্চৈব তথৈবামরকণ্টকঃ ॥ ৩৮ ॥ গঙ্গাদ্বারঃ কুশাবর্ত্তো বিন্ধ্যকো নীলপর্ব্বতঃ। বারাহপর্ব্বতশ্চৈব তীর্থং কনখলং তথা ॥৩৯॥ ভৃগুতুঙ্গঃ সুকুব্জশ্চাপ্যজগন্ধশ্চ পার্ব্বতি। কালিঞ্জরঃ সকেদারো রুদ্রকোটিৰ্মহালয়ঃ ॥ ৪০ ॥ স্থানানি চ সমস্তানি পুণ্যান্যায়তনানি চ। মেরুর্ম্মহেন্দ্রো মলয়ো মন্দরো গন্ধমাদনঃ ॥ ৪১ ॥ মুনয়ো বালখিল্যাশ্চ বেদাশ্চত্বার এব চ। এতে চান্যে চ বহবঃ সমায়াতা ময়া সহ ॥ ৪২ ॥ অনন্তরং ময়া মেরুঃ স্থলাকারঃ কৃতস্ততঃ। তস্মিন্ স্থলে স্থিতো দেবি উপবিষ্টঃ সুরৈর্বৃতঃ। নিযুক্তাঃ সাগরাঃ পার্শ্বে চত্বারো লবণাদয়ঃ ॥ ৪৩ ॥ অথ ব্যাকুলতাং প্রাপ্তঃ স চ রাজা রিপুঞ্জয়ঃ। স্থলস্থং মাং দৃষ্ট্বা সমায়াতস্ত মাং প্রতি ॥ ৪৪ ॥ তেজসা দহ্যমানোঽপি মদীয়েন বরাননে। ভীতোঽপি তোষয়ামাস কোঽসি দেব নমোঽস্তু তে ॥ ৪৫ ॥ স্থলেঽস্মিন্নৃপ রাজাঽহং ময়াপ্যুক্তং বিনোদতঃ। চতুর্ব্বর্গশ্চতুর্ম্মূর্ত্তিশ্চতুর্দ্ধা সংস্থিতো নৃপঃ ॥ ৪৬ ॥ তেনাহং সর্ব্বতো দৃষ্টো ব্যাপ্যে সচরাচরে। অনন্তরং স্তবেনস্তেন ভক্ত্যা পরময়া প্রিয়ে ॥ ৪৭ ॥ প্রভাবমতুলং দৃষ্ট্বা মদীয়ং ব্যাপকং পরম্। ভক্ত্যা পরময়া দেবি স চ মাং শরণং গতঃ ॥ ৪৮ ॥ ভূয়ঃ স্ততোঽপি

লোক সকল সুখী হইল। অনন্তর পাকশাসন পুনরায় বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন সম্বর্ত্ত বারিপ্রদ হইয়া মেঘ, সকলকে বিনিপাতিত করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে নৃপতি স্বয়ং বায়ু হইয়া ঐ মেঘসকলকে স্তম্ভিত করিলেন। কিন্তু ইহাতে অনল একেবারে নষ্ট হইয়া গেল। ইহাতে যজ্ঞ জপ, হোম ও পাক প্রভৃতি কর্ম্ম রহিত হইয়া পড়িল; লোক সকল ব্যাধিযুক্ত হইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া রাজা অনল হইলেন। তিনিই তখন যজ্ঞাদি ও প্রজা সকল রক্ষা করিতে লাগিলেন। হে দেবি! ঐ সময় আমি ভূতগণপরিবৃত হইয়া তোমার সহিত স্বনগরী দর্শনার্থ গমন করিলাম। ঐ সময় আমার সঙ্গে দেব, কিন্নর, উরগ, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, বিদ্যাধর, ভূত, প্রেত, পিশাচ, গগনচারী, চারি সাগর, সিন্ধু, গঙ্গা, যমুনা, সিন্ধু, চন্দ্রভাগা, সরস্বতী, চর্ম্মণ্বতী, ভীমরথী, গোদাবরী, বিপাশা, দেবিকা, সরযু, কৌশিকী, গোতমী, ধূতপাপা বাহুদা, দৃশদ্বতী, পারা, বেদস্মৃতি, বেত্রঘ্নী, নর্ম্মদা, শিবা, তাপী, পয়োষ্ণী, নির্ব্বিন্ধ্যা, পুষ্কর, প্রয়াগ, প্রভাস, নৈমিষ, পৃথুদক, অমরকণ্টক, গঙ্গাদ্বার, কুশাবর্ত্ত, বিন্ধ্য, নীলপর্ব্বত, বরাহপর্ব্বত, কনখল, ভৃগুতুঙ্গ, সুকুব্জ, অজগন্ধ, কালিঞ্জর, কেদার, রুদ্রকোটি, মহানদ, সমস্ত পুণ্যায়তন, মেরু ও মহেন্দ্র, মলয়, গন্ধ-মাদন, বালখিল্য মুনিগণ, চারিবেদ ও অপরাপর সকলে আগমন করিল।২১—৪২। ঐ সময় আমি মেরুকে স্থলাকার করিয়া লইয়া তাহাতে দেবগণপরিবৃত হইয়া বাস করিতে লাগিলাম। লবণাদি সাগরচতুষ্টয় আমার পার্শ্বে উপবিষ্ট হইল। অনন্তর রাজা রিপুঞ্জয় আমার তেজে দগ্ধ হইয়া আমাকে স্থলস্থ নিরীক্ষণ করত নিকটে আগমন-পূর্ব্বক আমাকে বলিল,—হে দেব! আমি ভীত হইয়া আপনাকে তোষিত করিতেছি, আপনি কে? আপনাকে নমস্কার। হে দেবি! আমি তখন সহর্ষে নৃপকে বলিলাম,—হে নৃপ! আমি এই স্থানের রাজা, এই স্থানে চতুর্ব্বর্গরূপ আমার চারিটী মূর্ত্তি আছে, এজন্ত আমি এখানে চারিভাগে অবস্থিত; সচরাচর ব্যাপ্য সমস্ত স্থানেই আমি পরিদৃষ্ট হইয়া থাকি। হে প্রিয়ে! আমি এই কথা বলিলে রাজা আমার অতুল ব্যাপক প্রভাব দর্শন করিয়া স্তব করিলেন এবং ভক্তিসহকারে আমার শরণ লইলেন।

তেনাহং তুষ্টো বৈ তস্য ভূপতেঃ। তেনোক্তং যদি মে দেব তুষ্টস্ত্বং পরমেশ্বর ॥ ৪৯ ॥ ভক্তির্মে সুদৃঢ়া ত্বয্যস্তু সর্ব্বেশ শাশ্বতী। তুষ্টোঽহং তেন বাক্যেন পুনঃ প্রোক্তো ময়া নৃপ ॥ ৫০ ॥ এবং ভবিষ্যতী-ত্যুক্ত্বা পুনর্মাং ব্রূহি পার্থিব। হৃদিস্থিতশ্চ তে কামঃ সর্ব্বকালং ভবিষ্যতি ॥ ৫১ ॥ অধৃষ্যঃ সর্ব্বদেবানাং সর্ব্বদা সম্ভবিষ্যসি। তেনাহং প্রার্থিতো দেবি ভূয়ো বরমনুত্তমম্ ॥ ৫২ ॥ অতীব রাজতে দেব স্থলোঽয়ং তব সন্নিধৌ। মেরুরেষ ন সন্দেহো বল্লভঃ সর্ব্বদা তব ॥ ৫৩ ॥ রাজস্থলেশ্বরোঽসি ত্বং বিখ্যাতো ভুবনত্রয়ে। ভবিষ্যসি যথা দেব তথা ত্বং কর্ত্তুমর্হসি ॥ ৫৪ ॥ অত্রাগত্য চ যো দেব ভক্ত্যা পরময়া যুতঃ। যাত্রাং করোতি ভাবেন পুরাণোক্তবিধানতঃ ॥ ৫৫ ॥ তস্য ত্বয়া প্রদাতব্যং সর্ব্বং মনসি চিন্তিতম্। অণিমাদিগুণাঃ সর্ব্বে গুটিকাসিদ্ধিরঞ্জনম্ ॥ ৫৬ ॥ খড়্গং চ পাদুকাং চৈব জলবাসং রসায়নম্। রাজস্থলে-শ্বরং যস্তু ভক্ত্যা পশ্যতি মানবঃ ॥ ৫৭ ॥ দশম্যাং তু বিশেষেণ কৃত্বা নিয়মপূর্ব্বকম্। দেবানামপি দেবত্বং সম্প্রাপ্নোতি মহেশ্বরঃ ॥ ৫৮ ॥ পূজনীয়স্তু ত্রিদিবৈর্যথা দেবঃ পুরন্দরঃ। দৃষ্ট্বা রাজস্থলে দেবং যোঽত্র যাত্রাং করিষ্যতি ॥ ৫৯ ॥ তস্য শ্রীর্বিজয়-শ্চৈব ভবত্যেব বরো মম। শত্রবঃ সঙ্ক্ষয়ং যান্তু সম্পদস্তস্য মনোরথাঃ ॥ ৬০ ॥ বৃদ্ধির্ভবতু বংশে চ দর্শনাত্তব শঙ্কর। সর্ব্বেঽত্র দেবাস্তিষ্ঠন্তু মেরুরত্রৈব তিষ্ঠতু। তিষ্ঠন্তু সাগরাঃ সর্ব্বে তব দেব সমীপতঃ ॥ ৬১ ॥ ইত্যুক্তোঽহং তদা তেন ময়া চোক্তং বরাননে। সুদ্যুম্নো নাম ভূপালো যদাত্রৈবাগমি-ষ্যতি ॥ ৬২ ॥ পুত্রার্থং ভার্য্যয়া সার্দ্ধং তদা দাস্যামি বাঞ্ছিতম্। তদা সমুদ্রাশ্চত্বারঃ স্থাস্যন্তি সফলাঃ স্বয়ম্ ॥ ৬৩ ॥ তস্যারাধনতো ভূপ পুত্রং দাস্যামি শোভনম্। যে চাত্র মানবা রাজন্ যাত্রাং কুর্ব্বন্তি ভক্তিতঃ। তেষাং মনোরথাবাপ্তির্ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৬৪ ॥ রাজা রিপুঞ্জয়ো ভক্ত্যা গণাধীশঃ কৃতো ময়া ॥ ৬৫ ॥ এষ তে কথিতো দেবি প্রভাবঃ পাপনাশনঃ। রাজস্থলেশ্বরেশস্য শ্রূয়তাং বড়লেশ্বরম্ ॥ ৬৬ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে রাজস্থলেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম চতুঃসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৪ ॥

রাজা পুনরায় আমার স্তব করিলে, আমি তাঁহার প্রতি তুষ্ট হইলাম। তিনি আমাকে বলিলেন,—হে দেব! যদি আপনি আমার প্রতি তুষ্ট হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আপনার প্রতি যেন আমার দৃঢ়া ভক্তি জন্মে। আমি নৃপ-বাক্যে তুষ্টি লাভ করিয়া বলিলাম,—তাহাই হইবে; আপনি যে সময় যাহা কামনা করিবেন, সেই সময় সেই সেই কামনাই আপনার সম্পূর্ণ হইবে এবং আপনি সর্ব্বদেবের অধৃষ্য হইবেন। হে দেবি! নরপতি পুনরায় এই বর প্রার্থনা করিলেন যে, হে দেব। এই স্থান আপনার অবস্থিতিতে অতীব শোভা পাইতেছে, আর এই স্থান আপনার অতি বল্লভ; অতএব আপনি রাজস্থলেশ্বর নামে ভুবনে খ্যাতি-লাভ করুন। হে দেব! এই স্থানে আগমন করিয়া পরম ভক্তিসহকারে যাহারা পুরাণোক্ত বিধানে আপনার যাত্রা করিবে, আপনি তাহা-দিগকে অভিলষিত, সমস্ত অণিমাদি সিদ্ধি ও গুটিকাসিদ্ধি—খড়্গ, পাদুকা, জলবাস, ও রসায়ন সিদ্ধি প্রদান করিবেন। যে মানব সর্ব্বদা বিশেষতঃ দশমীদিনে ভক্তিপূর্ব্বক রাজস্থলেশ্বর দেবকে নিয়মপূর্ব্বক দর্শন করিবে, সে দেবত্ব লাভ করিয়া পুরন্দরের ন্যায় দেবগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইবে। যে মানব রাজস্থলে দেবদর্শন করিয়া তাঁহার যাত্রা বিধান করিবে, তাহার শ্রী ও বিজয় বর্দ্ধিত হউক। হে দেব! ইহাই আমার প্রার্থনা। হে দেব! আপনাকে যে দর্শন করিবে, তাহার শত্রুক্ষয়, মনোরথ সিদ্ধি, শ্রীবৃদ্ধি ও বংশবৃদ্ধি হউক। এই স্থানে দেবগণ, মেরু ও সাগর আপনার নিকট বাস করুক। হে বরাননে! নৃপতি এইরূপ বর প্রার্থনা করিলে আমি বলিলাম,—সুদ্যুম্ন নামক নরপতি পুত্রার্থ সস্ত্রীক যখন এখানে আসিবেন, আমি তখন তাঁহাকে বাঞ্ছিত প্রদান করিব। তখন চারি সমুদ্র সফল হইয়া এই স্থানে থাকিবে। তাঁহা কর্ত্তৃক আরাধিত হইয়া আমি তাঁহাকে শোভন পুত্র প্রদান করিব। হে রাজন্! যাহারা এখানে আমার যাত্রা করিবে, আমি তাঁহাদিগের মনোরথ সিদ্ধ করিব। অতঃপর আমি রাজা রিপুঞ্জয়কে গণাধিপ করিয়া লইলাম। হে দেবি! এই আমি তোমার নিকট রাজস্থলেশ্বর দেবের পাপনাশন প্রভাব কীর্ত্তন করিলাম। অতঃপর বড়লেশ্বরমাহাত্ম্য শ্রবণ কর। ৪৯—৬৬।

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৪ ॥

পঞ্চসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। পঞ্চসপ্ততিকং দেবং বড়লেশ্বর-সংজ্ঞকম্। বিদ্ধি পাপহরং দেবি দর্শনাৎ কামদং নৃণাম্॥ ১॥ ধনদস্য সখা দেবি মণিভদ্রো বভূব হ। ঈর্ষ্যাপ্রভাবস্তৎপুত্রো বড়লো নাম কোপনঃ॥ ২॥ রূপবান্ সর্ব্বদা কামী সদা মত্তো বলাধিকঃ। কদাচিৎ স গতো রম্যাং নলিনীং ধনদস্য চ॥ ৩॥ রত্যর্থং কামসেবার্থং গুপ্তাং রহসি নির্ম্মিতাম্। দদর্শ কুসুমৈশ্ছন্নাং বজ্রবৈদূর্য্যভূষিতাম্॥ ৪॥ তাং বৈ বিদ্রুমসঙ্কীর্ণাং মুক্তাদামবিরাজিতাম্। সুরম্যাং বিপুলচ্ছায়াং স্বর্ণপঙ্কজশোভিতাম্॥ ৫॥ কুবেরভবনাভ্যাসে বল্লভাং ধনদস্য চ। আক্রীড়ং রাজরাজস্য কুবেরস্য মহাত্মনঃ॥ ৬॥ রাক্ষসৈঃ কিন্নরৈশ্চৈব গুপ্তাং খড়্গধরৈঃ সদা। তাং দৃষ্ট্বা পরমপ্রীতো বভূব বড়লস্তদা॥ ৭॥ প্রিয়য়া সহিতো রেমে স্থানে গুপ্তে মনোহরে। রেমে রমণ-কৈর্যোগৈরনঙ্গেন বশীকৃতঃ॥ ৮॥ তত্র গুপ্তা রণে শূরা রাক্ষসা রণকোবিদাঃ। রক্ষন্তি শত-সাহস্রং সর্ব্বায়ুধপরিচ্ছদাঃ॥ ৯॥ তে তু দৃষ্ট্বৈব বড়লং মণিভদ্রসুতং প্রিয়ে। ভক্ষ্যৈঃ সম্পূরিতমুখং দিব্যচন্দনভূষিতম্॥ ১০॥ কেতকীগর্ভপত্রাভৈ-র্দন্তৈর্দ্দিব্যতরাননম্। যুদ্ধার্থে বদ্ধনিস্ত্রিংশং শক্তিযুক্তমরিন্দমম্॥ ১১॥ ভার্য্যাসহায়মুন্মত্তং পর্য্যঙ্কে চ স্থিতং সদা। রত্যর্থমাগতং জ্ঞাত্বা অন্যোন্যমভিচুক্রুশুঃ॥ ১২॥ মা বীরানেন মার্গেণ সভার্য্যো গন্তুমর্হসি। আক্রীড়োঽয়ং কুবেরস্য ধনদস্য মহাত্মনঃ॥ ১৩॥ দেবা দেবর্ষয়ো যক্ষা গন্ধর্ব্বাঃ কিন্নরাস্তথা। আমন্ত্র্য যক্ষপ্রবরং বিহরন্তি রমন্তি চ॥ ১৪॥ নেহ শক্যং বিনাদেশাদ্বিহর্ত্তুং ক্রীড়িতুং চিরম্। ভ্রাত্রামাত্যেন সুহৃদা কেনাপি চ সুতেন চ॥ ১৫॥ যেন কেনচিদন্যায়াদবমত্য ধনেশ্বরম্। বিহারঃ ক্রিয়তে দর্পাৎ স বিনশ্যেদ-সংশয়ম্॥ ১৬॥ এবং স রাক্ষসৈর্ঘোরৈর্ব্বড়লো বিনিবারিতঃ। মা মৈবমিতি সক্রোধং ভর্ৎসয়দ্ভিঃ সমন্ততঃ॥ ১৭॥ কদর্থীকৃত্য তু স তান্ রাক্ষসান্ ভীমবিক্রমঃ। ব্যগাহত মহাতেজাস্তে সর্ব্বে তং ন্যবারয়ন্॥ ১৮॥ গৃহ্ণীত বধ্নীত নিকৃন্তত্যৈনং

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি! এই পঞ্চসপ্ততি-তম লিঙ্গ বড়লেশ্বরকে পাপহর ও দর্শন মাত্রে কামদায়ক বলিয়া জানিবে। মণিভদ্র নামে কুবেরের এক সখা ছিল, তাহার এক পুত্র হয়। তাহার নাম বড়ল, সে বড় কোপন, ঈর্ষ্যাযুক্ত, রূপবান্, কামবান্, মত্ত ও বলশালী ছিল। একদা বড়ল কামসেবার্থ প্রিয়া সমভিব্যাহারে কুবেরের নলিনী নামক ক্রীড়োদ্যানে বিহারার্থ গমন করে। উদ্যানে উপস্থিত হইয়া দেখে,—ঐ উদ্যান সুরক্ষিত, সুনির্ম্মিত, কুসুমাকীর্ণ, বজ্র-বৈদূর্য্যভূষিত, বিদ্রুমমণ্ডিত, মুক্তাদামপরিশোভিত, রমণীয় বিপুলচ্ছায় ও স্বর্ণপঙ্কজ-ভূষিত। উহা কুবের-ভবনের অনতিদূরে অবস্থিত। রাক্ষস ও কিন্নরগণ খড়্গহস্ত হইয়া সর্ব্বদা ঐ উদ্যানে প্রহরিকার্য্য করিতেছে। উদ্যানের মনোহর শোভা দেখিয়া বড়ল পরম প্রীত হইল। সে কামযুক্ত হইয়া সুগুপ্ত মনোরম স্থানে রমণোপ-যোগী উপকরণ ব্যবহার করত প্রিয়ার সহিত রমণ করিতে লাগিল। এ দিকে সর্ব্বদা ঐ স্থানে রণকুশল আয়ুধসুসজ্জিত রাক্ষসগণ বিচরণ করি-তেছে। তাহারা দেখিয়াই মণিভদ্রসুত বড়লকে চিনিল; দেখিল,—বড়ল তখন কি ভক্ষণ করি-তেছে, ভক্ষ্য দ্রব্য দ্বারা তাহার মুখ বিবর পূর্ণ রহিয়াছে; সর্ব্বাঙ্গ তাহার চন্দন-চর্চ্চিত রাহিয়াছে; কেতকীপুষ্পের গর্ভপত্রের ন্যায় দন্তপঙ্ক্তি দ্বারা তাহার বদন শোভা পাইতেছে; যুদ্ধার্থ সে খড়্গ ও শক্তি উদ্যত করিয়া আছে। ঐ অরিন্দম, সপত্নীক, উন্মত্ত ও পর্য্যঙ্কস্থিত, বড়লকে রতি নিমিত্ত আসিতে দেখিয়া তাহারা বলিল,—হে বীর! তুমি এই স্থানে ভার্য্যার সহিত বিচরণ করিও না, ইহা রাজরাজের ক্রীড়োদ্যান; দেখ, দেবর্ষি, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, ও কিন্নরগণ যক্ষরাজের সহিত এই-স্থানে বিহার করিয়া থাকেন। যক্ষরাজের ভ্রাতা, অমাত্য, সুহৃৎ, এমন কি পুত্রও তাঁহার বিনা অনুমতিতে অন্যায়পূর্ব্বক এখানে প্রবেশ করিতে পারেন না; যে এখানে দর্প বশত বিহার করে, তাহার মরণ সুনিশ্চিত।১—১৬। এই বলিয়া রাক্ষস-রক্ষিবৃন্দ বড়লকে নিবারণ করিল এবং "এ স্থান হইতে সত্বর প্রস্থান কর" এই কথা বলিয়া তাহারা তাহাকে বার বার ভর্ৎসনা করিয়া নিষেধ করিল। কিন্তু ভীমবিক্রম বড়ল তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া মন্দবাক্য প্রয়োগ করত তাহাদের প্রতি ধাবিত

পিবাম খাদাম চ নৃত্তহীনম্। ক্রুদ্ধা ব্রুবন্তো হ্যপতন্ দ্রুতং তে শস্ত্রাণি চোদ্যম্য বিবৃত্তনেত্রাঃ॥ ১৯॥ ততঃ স গুর্ব্বীং যমদণ্ডকল্পাং মহাগদাং কাঞ্চনপট্টনদ্ধাম্। প্রগৃহ্য তামভ্যপতত্তরস্বী ততোঽব্রবীত্তিষ্ঠত তিষ্ঠতেতি॥ ২০॥ তে তস্য বীর্য্যঞ্চ বলঞ্চ দৃষ্ট্বা বিদ্যাবলং বাহুবলং তথৈব। ন শক্নুবন্তঃ সহিতুং সমেতা হতাঃ প্রবীরাঃ সহসা নিবৃত্তাঃ॥ ২১॥ বিদার্য্যমাণাস্তত এব তূর্ণমাকাশমাস্থায় বিমূঢ়সংজ্ঞাঃ। কৈলাসশৃঙ্গাণ্যভিতুদ্রুবুস্তে যক্ষার্দ্দিতা রক্ষপালাঃ প্রভগ্নাঃ॥ ২২॥ স শক্রবদ্দানবদৈত্যসঙ্ঘান বিক্রম্য জিত্বা মদনাভিতপ্তঃ। বিগাহ্য তাং পুষ্করিণীং সমর্থঃ কামং স চিক্রীড়তি যক্ষপুত্রঃ॥ ২৩॥ ততস্তু তে রক্ষপালাঃ সমেত্য ধনেশ্বরং বৈ বড়লেন নুন্নাঃ। যক্ষস্য বৈর্য্যং স্ববলঞ্চ সখ্যো যথাবদাচখ্যুরতীব ভীতাঃ॥ ২৪॥ তেষাং তু বচনং শ্রুত্বা মণিভদ্রো মহাযশাঃ। শশাপ পুত্রং দয়িতং বড়লং প্রভুকারণাৎ॥ ২৫॥ যস্মাৎ সা নলিনী রম্যা সেবিতা বড়লেন তু। দয়িতা ধনদস্যাপি যথা মাতা তথৈব সা॥ ২৬॥ তস্মাৎ পুত্রো মদীয়স্তু সর্ব্বভোগবিবর্জ্জিতঃ পঙ্গ্বন্ধো বধিরো দীনঃ ক্ষয়রোগমবাপ্স্যতি॥ ২৭॥ ইতি শপ্তস্তদা জাতো বড়লো ভোগবর্জ্জিতঃ। পতিতো ভূতলে চৈব তস্মিন্ স্থানে গতোঽপি সন্॥ ২৮॥ পীড়িতঃ ক্ষয়রোগেণ ন শশাক বিচেষ্টিতুম্। অন্ধোঽথ বধিরো জাতো গুরুশাপহতস্তদা॥ ২৯॥ চিন্তয়ামাস সহসা শাপমত্যদ্ভুতং মহৎ। শপ্তোঽহং কেন সহসা জীবন্ যোন্যন্তরং গতঃ॥ ৩০॥ কথং শপ্তোঽস্মি তাতেন মণিভদ্রেণ বল্লভঃ। পুত্রো যুবা চ শূরশ্চ শত্রুপক্ষক্ষয়ঙ্করঃ॥ ৩১॥ ধন্যোঽসৌ মণিভদ্রোঽপি মত্তাতো যেন ভূতলে। প্রভুভক্ত্যা নিজঃ পুত্রঃ শপ্তস্ত্যক্তশ্চ তৎক্ষণাৎ॥ ৩২॥ বড়লেন পুনঃ প্রোক্তং ধন্যোঽহং প্রভুকারণাৎ। উৎসবো নিধনং নাম ভর্ত্তৃপিণ্ডোপজীবিনাম্॥ ৩৩॥ অন্যায়েন যথাকামং প্রারব্ধং সঞ্চিতশ্চিরম্। তেনাহং শাপতাং প্রাপ্তো যাস্যামি নরকং ধ্রুবম্॥ ৩৩॥ এবং বিলপতস্তস্য বড়লস্য বরাননে। আজগাম তমুদ্দেশং মণিভদ্রো মহাবলঃ। দদর্শ পুত্রং পঙ্গ্বন্ধং ক্ষয়রোগ-প্রপীড়িতম্॥ ৩৫॥ নিঃশ্বসন্তং মুহুঃখার্ত্তং

হইল। তাহারা তাহাকে নিবারণ করিয়া "ধর, বন্ধন কর, ছেদন কর, রক্তপান কর, ভক্ষণ কর," এই সকল কথা বলিয়া সক্রোধে বিবৃত্তনেত্র হইয়া অস্ত্র উদ্যত করত বড়লের নিকট আসিয়া পতিত হইল। অনন্তর বড়লও যমদণ্ডস্বরূপ কাঞ্চনপট্ট-রক্ষিত এক মহাগদা গ্রহণপূর্ব্বক অতি-বেগে তাহাদের প্রতি ধাবিত হইয়া বলিল, থাক থাক্ পলায়ন করিস্ না। বড়ল গদাহস্তে তাহাদিগকে এইরূপ আক্রমণ করিলে তাহারা বড়লের বাহুবল ও বিদ্যাবল দর্শন করত তদীয় তেজ সহিতে না পরিয়া সহসা নিবৃত্ত হইল। তাহারা বড়ল কর্ত্তৃক বিতাড়িত ও ছত্রভঙ্গ হইয়া বিমূঢ়ভাবে আকাশ-মার্গে অবিলম্বে কৈলাসশৃঙ্গে পলায়ন করিল। শক্র যেমন দৈত্যগণকে জয় করিয়াছিলেন, তদ্রূপ বড়ল তাহাদিগকে জয় করিয়া মদন-তপ্তভাবে তত্রত্য পুষ্করিণীতে ক্রীড়া করিতে লাগিল অনন্তর বড়লের ভয়ে অত্যন্ত ভীত হইয়া রক্ষী রাক্ষসগণ ধনেশ্বরের নিকট গিয়া সমস্ত ঘটনা যথাবৎ বর্ণন করিল। রক্ষিগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাযশা মণিভদ্র প্রভুর নিমিত্ত দয়িত পুত্র বড়লকে এই বলিয়া শাপ দিলেন যে, এই নলিনী ধনদের মাতার ন্যায় দয়িতা, যেহেতু বড়ল এই রম্যা নলিনীতে বিহার করিয়াছে, অতএব সে সর্ব্ব ভোগ-বিবর্জ্জিত, পঙ্গু, অন্ধ, বধির, দীন ও ক্ষয়রোগগ্রস্ত হইবে। বড়ল পিতা কর্ত্তৃক এইরূপ অভিশপ্ত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। অনন্তর সে দারুণ-ক্ষয়রোগবিশিষ্ট, অন্ধ, ও বধির হইয়া নিজ শাপের বিষয় এই প্রকার চিন্তা করিতে লাগিল যে, কে আমায় এইরূপ শাপ প্রদান করিল!—যে শাপ-প্রভাবে আমি জীবিত অবস্থাতেই যোন্যন্তর প্রাপ্ত হইলাম! কি জন্য পিতা আমায় শাপ প্রদান করিলেন! আমি তাঁহার যুবা শূর, শত্রুপক্ষ-ক্ষয়ঙ্কর, প্রিয় পুত্র ছিলাম। আমার পিতা মণি-ভদ্রকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত; যেহেতু তিনি প্রভুভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া নিজ পুত্রকে অভিশপ্ত করিলেন।৭ ৩২। বড়ল পুনরায় বলিল,—পিতা অদ্য আমায় ধন্য করিলেন; কারণ, ভর্ত্তৃপিণ্ডজীবীদিগের নিধন উৎসবতুল্য হইয়া থাকে। আমি অন্যায়পূর্ব্বক যে সকল পাপ সঞ্চয় করিয়াছিলাম, তাহা দ্বারাই নরকে গমন করিতেছি। বড়ল এইরূপ চিন্তা করিতেছে, এমন সময় তাহার পিতা মণিভদ্র ঐ স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। মণিভদ্র ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া পুত্রকে পঙ্গু, অন্ধ, ক্ষয়রোগগ্রস্ত, উচ্ছ্বসিত, দুঃখার্ত্ত

বিলপন্তং পুনঃপুনঃ। প্রত্যুবাচ সুতং যক্ষো মণিভদ্রোঽতিদুঃখিতঃ। ময়া কুপিত্রা হা বৎস শপ্তস্ত্বং প্রভুকারণাৎ॥ ৩৬॥ ত্বয়েয়ং নলিনী রম্যা ধনদপ্রীতিবল্লভা। সেবিতা কামতপ্তেন প্রবরা রাক্ষসা হতাঃ॥ ৩৭॥ তস্মাৎ পুত্র ময়া শপ্তো ন মিথ্যা স ভবিষ্যতি। প্রভুর্দেবঃ প্রভুঃ স্বামী প্রভুর্মাতা প্রভুঃ পিতা॥ ৩৮॥ স্বাম্যর্থে যঃ প্রিয়ান্ প্রাণান্ পরিত্যজতি সঙ্গরে। স যাতি পরমং স্থানং ব্রহ্মলোকং সনাতনম্॥ ৩৯॥ ন মন্ত্রসাধ্যঃ শাপোঽয়ং নৌষধেন ব্রতেন চ। নিয়মেন চ দানেন তস্মান্মদ্বচনং কুরু॥ ৪০॥ ময়া শ্রুতং শক্রলোকে পুরাণং স্কন্দকীর্ত্তিতম্। ব্রুবতো নারদস্যৈব দেবানাং সন্নিধৌ পুরা॥ ৪১॥ প্রভাবো বর্ণিতস্তেন মহাকালবনস্য চ। ক্ষেত্রে হ্যস্মিন্মহালিঙ্গং স্বর্গদ্বারস্য দক্ষিণে॥ ৪২॥ বিদ্যতে ব্যাধিশমনং রূপসৌভাগ্যদায়কম্। তত্রাহং ত্বাং চ নেষ্যামি বিমানেনাশুগামিনা॥ ৪৩॥ ইত্যুক্ত্বা মণিভদ্রেণ সমানীতঃ সুতস্তদা। যত্র দেবাধিদেবোঽসৌ স্বর্গদ্বারস্য দক্ষিণে॥ ৪৪॥ স্পর্শনাত্তস্য লিঙ্গস্য চক্ষুষ্মান্ রূপবান্ বলী। সুপাদঃ শ্রুতিসংযুক্তস্তৎক্ষণাদভবত্তদা॥ ৪৫॥ দৃষ্ট্বা সুমহদাশ্চর্য্যং মণিভদ্রেণ পার্ব্বতি। কৃতং নাম সুহৃষ্টেন স্বীয়পুত্রস্য নামতঃ। চক্ষুষ্মান্ বড়লো জাতো লিঙ্গস্যাস্য প্রভাবতঃ॥ ৪৬॥ অদ্যপ্রভৃতি দেবোঽয়ং বড়লেশ্বরসংজ্ঞকঃ। ভবিষ্যতি ত্রিলোকেষু বিখ্যাতো নেত্রদায়কঃ॥ ৪৭॥ পূজয়িষ্যন্তি যে দেবং বড়লেশ্বরসংজ্ঞকম্। লিঙ্গং লোকেষু বিখ্যাতং তে প্রাপ্স্যন্তি মনোরথম্॥ ৪৮॥ দৃষ্টো হরতি পাপানি স্পৃষ্টো রাজ্যং প্রযচ্ছতি। অর্চ্চিতো ভক্তিভাবেন মোক্ষং দদ্যান্ন সংশয়ঃ॥ ৪৯॥ কার্ত্তিকে শুক্লপক্ষস্য তিথির্বৈ দ্বাদশী ভবেৎ। তস্যাং যে পূজয়িষ্যন্তি বড়লেশ্বরসংজ্ঞকম্॥ ৫০॥ দানং তৈঃ সততং দত্তং তে যান্তি পরমং পদম্। প্রয়াগে চ প্রভাসে চ গঙ্গাসাগরসঙ্গমে॥ ৫১॥ তপস্তপ্তং ভবেদ্যৈস্তু তে মুক্তা নাত্র সংশয়ঃ। গর্ভবাসে ন জায়ন্তে সর্ব্বসৌখ্যসমন্বিতাঃ॥ ৫২॥ গাণপত্যা ভবিষ্যন্তি শঙ্করস্য সদা প্রিয়াঃ। সৌভাগ্যরূপসম্পন্নাঃ পুত্রপৌত্রৈশ্চ সংযুতাঃ। জায়ন্তে

ও পুনঃপুন বিলাপ করিতে দর্শন করিল। পুত্রকে তথাবিধ অবলোকনপূর্ব্বক সে বলিল,—অয়ি বৎস! আমি তোমার কু-পিতা; যেহেতু আমি প্রভুর নিমিত্ত তোমাকে অভিশাপ দান করিয়াছি। হে পুত্র! তুমি কামতপ্ত হইয়া ধনদের এই রম্য অতিপ্রিয় নলিনীতে বিহার করিয়াছ, বড় বড় রাক্ষস প্রহরীকে নিহত করিয়াছ, ঐ জন্যই আমি তোমাকে শাপ দিতে বাধ্য হইয়াছি; এ শাপ আর অন্যথা হইবার নহে। দেখ,—প্রভুই দেব, প্রভুই স্বামী, প্রভুই মাতা এবং প্রভুই পিতা; যে ব্যক্তি প্রভুর নিমিত্ত সংগ্রামে প্রিয়প্রাণ পরিত্যাগ করে, সে সনাতন ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া থাকে। অয়ি বৎস! এ শাপ—মন্ত্র, ঔষধ, ব্রত, নিয়ম ও দান দ্বারা প্রতিকার্য্য নহে, অতএব এক কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। আমি পূর্ব্বে শক্রলোকে দেবগণসমীপে নারদমুখে স্কন্দকীর্ত্তিত পুরাণ শ্রবণ করিয়াছিলাম। তিনি মহাকালবনের প্রভাব বর্ণন করিয়াছিলেন। ঐ ক্ষেত্রে স্বর্গদ্বারের দক্ষিণে এক মহালিঙ্গ আছেন, ঐ লিঙ্গ দর্শন করিলে যাবতীয় ব্যাধি বিনষ্ট হইয়া যায় এবং রূপ-সৌভাগ্য লাভ হইয়া থাকে, চল, আমি বিমান দ্বারা তোমায় ঐ স্থানে লইয়া যাই। এই কথা বলিয়া মণিভদ্র, যেখানে স্বর্গদ্বারের দক্ষিণদিক্‌ভাগে মহালিঙ্গ বিরাজ করিতেছে, ঐ স্থানে পুত্রকে আনয়ন করিল। ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া বড়ল লিঙ্গ স্পর্শ করিবামাত্র চক্ষুষ্মান্, রূপবান্, বলী, সুপাদ, ও শ্রুতিসংযুক্ত হইল। ৩৩—৪৫। অয়ি পার্ব্বতি! মণিভদ্র এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শন করিয়া পুত্রের নামে লিঙ্গের নামকরণ করিলেন,—বড়লেশ্বর। এই দেবকে দর্শন করিবামাত্র মানব নেত্র লাভ করিয়া থাকে। যাহারা এই দেব বড়লেশ্বরের পূজা করিবে, তাহারা ত্রিলোকবিখ্যাত হইয়া মনোরথ লাভ করিবে। এই দেব দৃষ্ট হইলে পাপহরণ, স্পৃষ্ট হইলে রাজ্যবিতরণ ও অর্চ্চিত হইলে মোক্ষ প্রদান করিয়া থাকেন। যে সকল মানব কার্ত্তিক মাসের শুক্লা দ্বাদশীতে বড়লেশ্বরের পূজা করে, তাহারা দানফল লাভ করিয়া পরমপদ প্রাপ্ত হয়। প্রয়াগে, প্রভাসে ও গঙ্গাসাগর-সঙ্গমে তপশ্চরণ করিলে যে ফল পাওয়া যায়, মানব বড়লেশ্বর দর্শন করিলে সেই ফল লাভ করিয়া থাকে। অপিচ তাহাকে আর গর্ভে বাস করিতে হয় না; সে গাণপত্য লাভ করে এবং সৌভাগ্য-রূপ-সম্পন্ন হইয়া সংসারে জন্ম গ্রহণ করত পুত্র-পৌত্র লাভ করিয়া

মানবা লোকে বড়লেশ্বরদর্শনাৎ॥ ৫৩॥ গর্ভবাসে মহাকষ্টে যস্য বাসো ন রোচতে। সোঽভ্যর্চ্চয়তু ভাবেন বড়লেশ্বরমীশ্বরম্॥ ৫৪॥ ন লিঙ্গেন বিনা সিদ্ধির্দুর্লভং পরমং পদম্। গতির্ন জায়তে স্বর্গে যাবল্লিঙ্গস্তু নার্চ্চয়েৎ॥ ৫৫॥ লিঙ্গার্চ্চনবিহীনানাং সিদ্ধিশ্চাপি সুদুর্লভা। মম পুত্রেণ সম্প্রাপ্তমীপ্সিতং লিঙ্গতো যতঃ॥ ৫৬॥ ইত্যুক্তা মণিভদ্রোঽপি সুতেন সহিতো যযৌ। যত্র দেবো ধনাধ্যক্ষঃ স্থানং স্বং পরমং গতঃ॥ ৫৭॥ এষ তে কথিতো দেবি প্রভাবঃ পাপনাশনঃ। বড়লেশ্বরদেবস্য শ্রূয়তামরুণেশ্বরম্॥ ৫৮॥

ইতি শ্রীস্কান্দে বড়লেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম পঞ্চসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৭৫॥

ষট্সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ষট্সপ্ততিতমং দেবমরুণেশ্বরসংজ্ঞকম্। বিদ্ধি পাপহরং দেবি দর্শনাৎ কামদং নৃণাম্॥ ১॥ পুরা দেবযুগে দেবি প্রজাপতিসুতে শুভে। আস্তাং ভগিন্যৌ রূপেণ সমুপেতেঽদ্ভুতেহনঘে॥ ২॥ তে ভার্য্যে কশ্যপস্যাস্তাং কদ্রূশ্চ বিনতা তথা। প্রাদাত্তাভ্যাং বরং প্রীতঃ প্রজাপতিসমঃ পতিঃ॥ ৩॥ কশ্যপো ধর্ম্মপত্নীভ্যাং মুদা পরময়া যুতঃ। বরাতিসর্গং শ্রুত্বৈব কশ্যপাদুত্তমং তু তে॥ ৪॥ হর্ষাদপ্যধিকাং প্রীতিং প্রাপতুঃ স্ম বরস্ত্রিয়ৌ। বব্রে কদ্রূঃ সুতান্নাগান্ সহস্রং তুল্যবর্চ্চসঃ॥ ৫॥ দ্বৌ পুত্রৌ বিনতা বব্রে কদ্রূপুত্রাধিকৌ বলে। ওজসা তেজসা চৈব বিক্রমেণাধিকৌ চ তৌ॥ ৬॥ তস্যৈ ভর্ত্তা বরং প্রাদাদল্পপ্যসে পুত্রকোত্তমৌ। এবমস্ত্বিতি তাং চাহ কশ্যপো বিনতাং তদা॥ ৭॥ যথা চ প্রার্থিতং লব্ধা বরং তুষ্টাভবত্তদা। কৃতকৃত্যা তু বিনতা লব্ধা বার্য্যাধিকৌ সুতৌ॥ ৮॥ কদ্রূশ্চ লব্ধা পুত্রাণাং সহস্রং তুল্যতেজসাম্। ধার্য্যৌ গর্ভৌ প্রযত্নেন ইত্যুক্তা স মহাতপাঃ॥ ৯॥ তে ভার্য্যে বরসংহৃষ্টে কশ্যপো বনমাবিশৎ। কালেন মহতা কদ্রূর্নাগানাং সা শতীর্দশ। জনয়ামাস চার্ব্বঙ্গী দ্বে চাণ্ডে বিনতা তদা॥ ১০॥ তয়োরণ্ডানি নিদধুঃ প্রহৃষ্টাঃ পরিচারিকাঃ। সোপস্বেদেষু ভাণ্ডেষু পঞ্চবর্ষশতানি চ॥ ১১॥ ততঃ পঞ্চশতে কালে কদ্রূ-

থাকে। অতি কষ্টদায়ক গর্ভবাসে বাস করিতে যাহারা ইচ্ছা না হয়, তাহার বড়লেশ্বরের আরাধনা করা উচিত। ঐ লিঙ্গ ব্যতিরেকে সিদ্ধি, পরমপদ ও গতি দান করিতে আর কেহই নাই। যাহারা ঐ লিঙ্গের অর্চ্চনা করে নাই, তাহাদের সিদ্ধি সুদুর্লভ। আমার পুত্রও এই লিঙ্গ দর্শন করিয়াই সিদ্ধি লাভ করেন। এই সকল কথা বলিয়া মণিভদ্র পুত্রের সহিত যেখানে যক্ষেশ্বর বিরাজিত, তত্রত্য নিজ গৃহে গমন করেন। হে দেবি! এই আমি তোমার নিকট বড়লেশ্বরের পাপনাশন মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম, অধুনা অরুণেশ্বরমাহাত্ম্য শ্রবণ কর। ৪৬—৫৮।

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৭৫।

ষটসপ্ততিতম অধ্যায়।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি! ষট্সপ্ততিতম লিঙ্গ অরুণেশ্বরকে পাপহর ও কামদ বলিয়া জানিবে। পূর্ব্বে দেবযুগে প্রজাপতির দুই কন্যা হয়। ঐ কন্যাদ্বয়ের মধ্যে একের নাম কদ্রূ, অপরের নাম—বিনতা। এই দুই ভগিনীই রূপেগুণে পরস্পরের সদৃশ, অনির্ব্বচনীয় প্রভাবশালিনী, ও অনঘা ছিল। ইহারা উভয়েই কশ্যপের ভার্য্যা হয়। ভগবান্ কশ্যপ ধর্ম্মপত্নীদ্বয়ের সহিত পরম প্রীতি অনুভব করত তাহাদিগকে বর দান করিতে প্রতিশ্রুত হন। পতি হইতে তাহারা উত্তম বর লাভ করিবে, ইহা জানিতে পারিয়া তাহারা অধিকতর প্রীতি লাভ করিল। কদ্রূ তুল্যবল সহস্র নাগ পুত্র প্রার্থনা করিল, আর বিনতা, কদ্রূপুত্রগণ অপেক্ষা অধিক বলবান্ পুত্র প্রার্থনা করিল। কশ্যপ তাহাকে তেজ, বল, ওজঃ ও বিক্রম এই সর্ব্বরকমে বলবান্ পুত্র প্রদান করিলেন। বিনতা বলাধিক দুই পুত্র আর কদ্রূ তুল্যবল সহস্র নাগ পুত্র লাভ করিয়া তুষ্টা ও কৃতকৃত্যা হইল। এই সময় মহাতপা কশ্যপ পত্নীদ্বয়কে বলিলেন,—তোমরা অতিযত্নে গর্ভদ্বয় ধারণ করিবে, এই বলিয়া তিনি বনগমন করিলেন। অনন্তর বহুকালের পর কদ্রূ সহস্র নাগ ও বিনতা দুইটী অণ্ড প্রসব করিল অনন্তর পরিচারিকা হৃষ্টান্তঃকরণে তাহাদের অণ্ডগুলি একটী সোপস্বেদ ভাণ্ডে রাখিয়া দিল। অণ্ডগুলি ঐ ভাণ্ডে পঞ্চসহস্র বৎসর

পুত্রা বিনির্গতাঃ। অণ্ডাভ্যাং বিনতায়াস্ত মিথুনং ন ব্যদৃশ্যত ॥ ১২ ॥ ততঃ পুত্রার্থিনী দেবী ব্রীড়িতা সা তপস্বিনী। অণ্ডং বিভেদ বিনতা তত্র পুত্রং দদর্শ হ ॥ ১৩ ॥ পূর্বার্দ্ধকায়সম্পন্নমিতরেণাপ্রকাশিতম্। স পুত্রো রোষসংরব্ধঃ শশাপৈনামিতি শ্রুতম্ ॥ ১৪ ॥ যোঽহমেবং কৃতো মাতস্ত্বয়া লোভপরীতয়া। শরীরেণাসমগ্রেণ তস্মাদ্দাসী ভবিষ্যসি ॥ ১৫ ॥ পঞ্চবর্ষশতান্যস্যা যয়া বিস্পর্দ্ধসে সদা। এষ তে চ সুতো মাতর্দাস্যাদ্বৈ মোক্ষয়িষ্যতি ॥১৬॥ যদ্যেনমপি মাতস্ত্বং মামিবাণ্ডবিভেদনাৎ। ন করিষ্যস্যনঙ্গং বা পুত্রং চাতি তরস্বিনম্ ॥ ১৭ ॥ প্রতিপালয়িতব্যস্তে জন্মকালোঽস্য ধীরয়া। বিশিষ্টবলমীপ্সন্ত্যা পঞ্চবর্ষশতাস্ততঃ ॥১৮॥ এবং শপ্ত্বা ততো দেবি বিনতাং মাতরং স্বকম্। অরুণো বিললাপাথ বাষ্পশোকপরিপ্লুতঃ ॥ ১৯ ॥ হাহা ময়া নৃশংসেন মাতা স্বজননী স্বকা। শপ্তা বিনাপরাধেন কথং যাস্যামি সদ্গতিম্। মাতা দেহারণিঃ পুংসাং মাতা দুঃখসহা পরা ॥ ২০ ॥ গর্ভক্লেশে পরং দুঃখং মাতা জানাতি যাদৃশম্। বাৎসল্যং চাধিকং মাতুর্দৃশ্যতে ন তু পৈতৃকম্ ॥ ২১ ॥ গুরূণামেব সর্বেষাং মাতা গুরুতরা স্মৃতা। একস্যাপি সুতস্যৈব ন দৃষ্টা নিষ্কৃতিঃ শ্রুতৌ ॥ ২২ ॥ যদি পিণ্ডপ্রদানং তু গয়ায়াং কুরুতে সুতঃ। গতে পিতরি পঞ্চত্বং মাতা পুত্রস্য নির্বৃতিঃ। নচ মাতৃবিহীনস্য মমত্বং কুরুতে পিতা ॥ ২৩ ॥ বিকলো মাতৃহীনস্তু পুত্রো হি প্রোচ্যতে তদা। যদা স বৃদ্ধো ভবতি তদা ভবতি দুঃখিতঃ। তদা শূন্যং জগৎসর্ব্বং যদা মাতা বিযুজ্যতে ॥ ২৪ ॥ সোঽহং পাপসমাচারো জাতো মাতৃবিহিংসকঃ। মরিষ্যামি ন সন্দেহঃ সাধয়িত্বা হুতাশনম্ ॥ ২৫ ॥ জাতোঽহং বিকলাঙ্গস্তু প্রাক্‌কৃতেনৈব কর্ম্মণা। ন মাতা কারণং যস্মাৎ স্বকীয়ং কর্ম্ম ভুজ্যতে ॥ এবং বিলপতস্তস্য কশ্যপস্য সুতস্য চ। অরুণস্য বিশালাক্ষি নারদঃ সমুপাগতঃ ॥ ২৭ ॥ দৃষ্ট্বারুণং সুদুঃখার্ত্তং বিলপন্তং পুনঃপুনঃ। প্রত্যুবাচ প্রসন্নাত্মা

যাবৎ থাকিল। অনন্তর কদ্রুপুত্রগণ অণ্ড ভেদ করিয়া নির্গত হইল। কিন্তু বিনতার অণ্ড দুটি ফুটিল না। তখন বিনতা অণ্ড দুইটী প্রণিধানপূর্ব্বক দেখিতে লাগিল; দেখিতে দেখিতে তাহার মনে হইল, ইহাতে দুইটী সন্তান নাই। ইহাতে বিনতা দুঃখিত ও লজ্জিত হইয়া অণ্ডটীকে ভাঙ্গিয়া ফেলিল, ভাঙ্গিবামাত্র সে পুত্রমুখ দর্শন করিল। সে দেখিল যে পুত্রটী অর্দ্ধকায়-সম্পন্ন হইয়াছে, তাহার অপর অর্দ্ধাঙ্গ তখনও পূর্ণতালাভ করে নাই। শ্রুত হওয়া যায় যে, তদবস্থ পুত্রই মাতার তাদৃশ চপলতাপূর্ণ কার্য্য দেখিয়া মাতাকে এইরূপ শাপ দিয়াছিল,—অয়ি মাতঃ! যে হেতু তুমি লুব্ধ হইয়া অসম্পূর্ণ অবস্থায় আমাকে এইরূপ করিলে, অতএব তুমি যাহার সহিত স্পর্দ্ধা কর, পঞ্চ শত বৎসরের জন্য তাহার দাসী হইয়া থাকিবে। হে মাতঃ! আর এই যে এক পুত্র তোমার অণ্ডমধ্যে রহিয়াছে, যদি তুমি আমার মত ইহাকেও অনঙ্গ না করিয়া আর পঞ্চশত বর্ষ অধিক কাল ধীরভাবে কাটাইতে পার, তাহা হইলে এই পুত্রই তোমাকে শাপ হইতে মুক্ত করিবে। হে দেবি! অরুণ এইরূপ মাতাকে শাপ প্রদান করিয়া বাষ্পগদগদ কণ্ঠে এই বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিল,—হায় হায়! আমি অতি নৃশংস! আমি বিনা অপরাধে মাতাকে শাপ প্রদান করিলাম! আমার সদ্গতি হইবে কিরূপে? মাতা দেহীদিগের দেহের উপাদানস্বরূপ, মাতার ন্যায় পুত্রের দুঃখভার আর কেহই বহন করে না! গর্ভধারণে যে কি দুঃখ অনুভব করিতে হয়, তাহা মাতাই জানেন! পুত্রের প্রতি মাতার যাদৃশ বাৎসল্য দেখিতে পাওয়া যায়, পিতার তাদৃশ নহে। গুরুপরম্পরার মধ্যে মাতাই পরম গুরু। মাতৃঋণ পরিশোধ করিয়া পুত্র কদাচ নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে না,—তবে যদি কখন পিতার পরলোক গমনের পর গয়ায় গিয়া পিণ্ড প্রদান করিতে পারে, তাহা হইলে পুত্র এক দিন নির্ব্বৃতি লাভ করিতে পারে। পিতা, মাতৃহীন পুত্রের প্রতি মমতা করেন না ঐ অবস্থায় ঐ আকুল শিশুকে লোকে মাতৃহীন বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়া থাকে। মাতৃহীন বালক বৃদ্ধ হইলেও মাতার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া থাকে। সন্তানের যখন মাতৃবিয়োগ হয়, তখন তাহার এই জগৎ শূন্য বলিয়া মনে হয়। আমি অতি পাপী; যেহেতু আমি পুত্র হইয়া মাতৃহিংসক হইলাম; অতএব আমি বহ্নি প্রজ্বলিত করিয়া তাহাতে এই পাপদেহ আহুতি প্রদান করিব। ১—২৫। আমি পূর্ব্বকর্ম্মের ফলেই বিকলাঙ্গ হইলাম, ইহাতে মাতার দোষ কি আছে? আমি স্বকর্ম্মের ফলভোগ করিতেছি। হে বিশালাক্ষি! অরুণ এইরূপ বিলাপ করিতে থাকিলে ঐ সময় দেবর্ষি নারদ ঐ স্থানে উপস্থিত হইলেন।

নারদঃ প্রহসন্নিব ॥ ২৮ ॥ অরুণোঽয়মহো রৌতি কশ্যপস্যাত্মসম্ভবঃ। বিনতায়াঃ সুতো জ্যেষ্ঠঃ সম্ভূতস্তপসাং নিধিঃ ॥ ২৯ ॥ উৎপাদিতোঽয়মল্লাহৈরর্দ্ধকায়ো মহাবলঃ। এনমাশ্বাসয়িষ্যামি বিনতাগর্ভসম্ভবম্। মোহেন বিলপন্তং চ শ্রেয়ো মে ভবিতা ধ্রুবম্ ॥ ৩০ ॥ ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসি বাক্যৈর্মধুরমৃতোপমৈঃ। প্রত্যুবাচারুণং তত্র নারদো দ্বিজসত্তমঃ ॥৩১॥ তাত কশ্যপদায়াদ বিনতাগর্ভসম্ভব। তেজোরাশে দুরাধর্ষ সন্তাপং মা কৃথা বৃথা ॥ ৩২ ॥ ভাবিনোঽর্থা ভবন্তীহ দুঃখস্য চ সুখস্য চ। যত্ত্বয়া বিনতা শপ্তা রহস্যং দেবনির্ম্মিতম্ ॥ ৩৩ ॥ যদি তেঽস্তি ঘৃণা চিত্তে শপ্তাত্মজননী ত্বয়া। তদাগচ্ছ ময়াদেশানমহাকালবনং শুভম্ ॥ ৩৪ ॥ উত্তরে দেবদেবস্য যাত্রেশস্য চ পুণ্যদম্। বিদ্যতে ত্রিদশৈঃ পূজ্যং সর্ব্বদা সর্ব্বদং শিবম্ ॥ ৩৫ ॥ অরুণস্ত্বেবমুক্তস্তু নারদেন মহাত্মনা। আজগাম ক্ষণার্দ্ধেন মহাকালবনং শুভম্ ॥ ৩৬ ॥ দদর্শ তত্র তল্লিঙ্গং তেজঃকূটোপমং শুভম্। পূজয়ামাস বিধিবৎ পুষ্পৈর্ভাবসমন্বিতঃ ॥ ৩৭ ॥ লিঙ্গে-নোক্তোঽরুণো দেবি সারথ্যং কুরু সর্ব্বদা। সূর্য্যস্য ভ্রমতস্তস্য ত্বত্তুল্যো নাস্তি সারথিঃ ॥ ৩৮ ॥ ময়া দত্তং তু সামর্থ্যং সূর্য্যস্য পুরতঃ সদা। উদয়স্তেঽরুণ প্রাগ্বৈ পশ্চাৎসূর্য্য উদেষ্যতি ॥ ৩৯ ॥ ত্বন্নাম্না ত্রিষু লোকেষু খ্যাতোঽহমরুণেশ্বরঃ। ভবিষ্যামি ন সন্দেহো নৃণামর্থপ্রদায়কঃ ॥ ৪০ ॥ যে মাং পশ্যন্তি সততং ত্বন্নাম্না চারুণেশ্বরম্। তে যাস্যন্তি পরং স্থানং দাহপ্রলয়বর্জ্জিতম্ ॥ ৪১ ॥ মোদিষ্যন্তি কুলৈঃ সার্দ্ধং পিতৃমাতৃসমুদ্ভবৈঃ। কল্পকোটিসহস্রং তু যে পশ্যন্তি সমাহিতাঃ ॥ ৪২ ॥ ন দুঃখং জায়তে তেষাং যে পশ্যন্তি রবের্দ্দিনে। সংসারসাগরোত্থং বৈ যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ ॥ ৪৩ ॥ যঃ পশ্যতি চতুর্দ্দশ্যাং কৃষ্ণায়ামরুণেশ্বরম্ ॥ ৪৪ ॥ স নেষ্যতি পিতৄন্ স্বর্গে নরকস্থান্ন সংশয়ঃ। সংক্রান্তৌ রবিবারে চ যঃ পশ্যেদরুণেশ্বরম্। গুণ্ডীরস্বামিনো যাত্রা কৃতা তেন ন সংশয়ঃ ॥ ৪৫ ॥ ইত্যুক্তস্তেন লিঙ্গেন বিনতানন্দনস্তদা। আগতঃ কৃতকৃত্যাত্মা যত্র দেবো দিবস্পতিঃ ॥ ৪৬ ॥ অস্য লিঙ্গস্য মাহাত্ম্যাৎ কশ্যপস্যাত্মসম্ভবঃ। অরুণো দৃশ্যতে ব্যোম্নি সূর্য্যস্য পুরতঃ সদা ॥ ৪৭ ॥ এষ তে

তিনি তাহাকে ঐ ভাবে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া হাসিতে হাসিতে স্বগতভাবে বলিতে লাগিলেন,—অহো! এই যে এ রোদন করিতেছে, এ অরুণ—কশ্যপের পুত্র,—বিনতার গর্ভে হইয়াছে;—এই জ্যেষ্ঠ—বিনতা ইহাকে অকালে প্রসব করিয়াছে—সেই জন্যই অর্দ্ধকায় হইয়াছে,—এরূপ ঘটনা না ঘটিলে এ একজন মহাবল হইত,—এই বিনতার পুত্র মুগ্ধ হইয়া বিলাপ করিতেছে আমি ইহাকে আশ্বাসিত করি, ইহাতে নিশ্চয়ই আমার শ্রেয়োলাভ হইবে। এইরূপ চিন্তার পর তিনি অমৃতবৎ মধুর বাক্যে অরুণকে বলিলেন—অয়ি তাত, কশ্যপবংশধর, বিনতাগর্ভ-সম্ভব, তেজোরাশে, দুরাধর্ষ! বৃথা খেদ করিও না,—বৎস! এই সংসারে সুখ-দুঃখ যাহা কিছু অবশ্য ঘটনীয়,তাহাই ঘটিয়া থাকে। তুমি যে তোমার মাতাকে শাপ দিয়াছ, ইহা দেবনির্ম্মিত রহস্য মাত্র। আর তুমি তোমার জননীকে শাপ দিয়াছ, বলিয়া যদি তোমার চিত্তে ঘৃণা জন্মিয়া থাকে, তাহা হইলে তুমি আমার সঙ্গে মহাকালবনে এস, ঐ স্থানে দেবদেব যাত্রেশ্বরের উত্তর দিক্ ভাগে এক দেব-পূজ্য লিঙ্গ আছেন। নারদ এই কথা বলিলে অরুণ নারদের সঙ্গে মহাকালবনে আগমন করিয়া তেজঃকূটোপম লিঙ্গ দর্শন করিল এবং ভক্তিসহকারে পুষ্প দ্বারা পূজা করিতে লাগিল। লিঙ্গ ঐ সময় বলিলেন,—অরুণ! তুমি সূর্য্যের সারথি হও, তোমার তুল্য সারথি আর কেহ হইবে না। হে অরুণ! আমি তোমাকে এই অদ্বিতীয় সামর্থ্য প্রদান করিলাম। তুমিই অগ্রে উদিত হইবে, পশ্চাৎ সূর্য্য উদিত হইবেন। আমি ত্রিভুবনে তোমার নামে বিখ্যাত হইব। যাহারা আমাকে দর্শন করিবে, তাহারা দাহ-প্রলয়-বর্জ্জিত পরম পদে গমন করিবে। যাহারা সমাহিত ভাবে আমাকে দর্শন করিবে, তাহারা পিতৃ-মাতৃ কুলের সহিত কোটি সহস্র কল্প কাল আমোদ প্রাপ্ত হইবে। রবিবার দিন আমাকে দর্শন করিলে কদাচ কাহার দুঃখ হয় না। যে ব্যক্তি কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীতে অরুণেশ্বর দর্শন করে, সে আপনার নরকস্থ পিতৃগণকে স্বর্গে নীত করে, ইহাতে কোন সংশয় নাই। রবিবার সংক্রান্তির দিন যে মানব অরুণেশ্বর দর্শন করে, তৎকর্ত্তৃক গুণ্ডীর-স্বামীর যাত্রা করা হয়, এবিষয়ে কোন সংশয় নাই। বিনতা-নন্দন লিঙ্গকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া যেখানে দেব দিবস্পতি বিরাজিত, সেই স্থানে আগমন করিল। এই লিঙ্গপ্রভাবে কশ্যপাত্মজ অরুণকে সর্ব্বদা সূর্য্যের অগ্রভাগে দেখিতে পাওয়া যায়। হে দেবি! এই আমি

কথিতো দেবি প্রভাবঃ পাপনাশনঃ। অরুণেশ্বর-দেবস্য পুষ্পদন্তেশ্বরং শৃণু। ৪৮

ইতি শ্রীস্কান্দেঽরুণেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ষট্‌সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ। ৭৬।

সপ্তসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ। সপ্তসপ্ততিকং দেবি পুষ্প-দন্তেশ্বরং শৃণু। যস্য দর্শনমাত্রেণ গর্ভবাসো ন জায়তে। ১। শিনির্নাম দ্বিজো দেবি স চাপুত্রো-ঽভবৎ পুরা। পুত্রার্থং চিন্তয়ামাস স তপাংসি বহূনি হ। ২। বায়ুভক্ষোঽম্বুভক্ষশ্চ নিরাহারোর্দ্ধ-বাহুকঃ। শাকমূলফলাহারঃ পর্ণাশ্যেকদ্বিপর্ণভুক্। ৩। এবমাদীনি চান্যানি তপাংসি শ্রেয়সে পরম্। এতেষাং তপসাং মধ্যে তপ একং সমাশ্রয়ে। ৪। পরং বিঘ্নোপশান্ত্যর্থং তোষয়িষ্যেঽহমীশ্বরম্। এবং সঞ্চিন্ত্য মনসা উর্দ্ধবাহুর্দ্ধপাদকঃ। আভ্যাং ন স দুরাসাদ্যো নাপরাধো ভবিষ্যতি। ৫। তথা চকার স মুনির্বর্ষাণাং দ্বাদশৈব হি। তপস্যন্তং চ তং দৃষ্ট্বা নিয়মে পরমে স্থিতম্। ৬। বিজ্ঞপ্তোঽহং ত্বয়া দেবি মন্দরে চারুকন্দরে। কয়োত্যেষ তপঃ ক্রূরং পুত্রহেতোর্মুনির্মহান্। ৭। তেজসা দীপয়ঞ্ছৈলং শোষয়ন্ সলিলাশয়ান্। তপসা তুষ্করেণৈব ক্ষুভিতা নাকবাসিনঃ। ৮। ব্যালেন্দ্রা ব্যাকুলীভূতা লুলিতাশ্চাচলেশ্বরাঃ। মুনয়ো বিস্মৃতিং প্রাপ্তাঃ কম্পেতে চাপি রোদসী। ৯। অযোনিজঃ শিনির্বিপ্রঃ পুত্রমিচ্ছত্যযোনিজম্। ত্বং যোনির্গুণজালানাং ত্বং যোনিস্তপসামপি। ১০। ত্বং তপস্ত্বং পরং ধাম শিখিচন্দ্রার্কলোচন। সর্ব্বেশ্বর সুতোঽভীষ্টঃ কিং ন বিপ্রায় দীয়তে। ১১। সুরাসুরগুরো কিং ন পুত্রমস্মৈ প্রযচ্ছসি। তপসা ক্ষীণদোষস্য ব্রহ্মণস্ত্বে ভাবিতাত্মনঃ। ১২। শিনেঃ পুত্রপ্রদানং ত্বং কুরু মদ্ব-চনাচ্ছিব। তপসা দুষ্করেণৈব গাঢ়ং ক্লিষ্টো মহামুনিঃ। ১৩। তেজাংসি জ্যোতিষামেব মহতাং চ বিধি-স্থিতঃ। অহরত্তেজসা স্বেন তমাংসীব দিবাকরঃ। ১৪। ত্বদ্ভক্তস্য চ দেবেশ ব্যর্থঃ কস্মাৎ পরিশ্রমঃ। উদিতেঽর্কে তমাংসীহ ন ভবন্তি কদাচন। ১৫। ত্বৎপরস্য ন দেবেশ যুক্তা দুঃখবিভীষিকা। ইত্যহং

তোমার নিকট অরুণেশ্বর-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করি-করিলাম, অধুনা পুষ্পদন্তেশ্বর মাহাত্ম্য শ্রবণ কর। ২৮—৪৮।

ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৭৬।

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়।

হে দেবি! যাঁহাকে দর্শন করিলে গর্ভবাসের সম্ভাবনা থাকে না, সেই পুষ্পদন্তেশ্বর লিঙ্গকে সপ্তসপ্ততিতম বলিয়া জানিবে। পূর্ব্বে শিনি নামে এক অপুত্রক দ্বিজ ছিলেন। তিনি পুত্রার্থ বহু ব্রত করিয়াছিলেন। তিনি এক সময় চিন্তা করিলেন যে, বায়ুভক্ষ, অম্বুভক্ষ, নিরাহার, উর্দ্ধ-বাহু, শাক-মূল-ফলাহার, পর্ণাশী, এক-দ্বি-পর্ণভুক্, ইত্যাদি রূপে বহু ব্রত আছে, ইহার মধ্যে কোন একটী আমি অবলম্বন করিব। কিন্তু বিঘ্নোপশমনের জন্য আমি যে দেবদেবকে পরিতুষ্ট করিব না, এমন নহে! সে মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া বাহু ও পাদ উর্দ্ধদিকে স্থাপনপূর্ব্বক আমাদের দুরাসাদনীয় ও নিরপরাধ হইয়া দ্বাদশ বৎসর যাবৎ ঐ ভাবে তপস্যা করিতে লাগিল। তাহাকে ঐ ভাবে তপস্যা করিতে দেখিয়া তুমি একদিন আমাকে মন্দরের চারু কন্দরে বলিলে,—এই মহামুনি অযোনিজ পুত্রহেতু তেজে সমগ্র শৈল দীপিত, সলিলাশয় শোষিত, স্বর্গবাসীদিগকে ক্ষোভিত, ব্যালেন্দ্রগণকে ব্যাকুলিত, পর্ব্বত সকলকে চালিত, মুনিগণকে আশ্চর্য্যান্বিত এবং পৃথিবীকে কম্পিত করত তপস্যা করিতেছেন; আর আপনি হইতেছেন;—গুণসমূহ ও তপস্যার যোনি; আপনি তপ, ও পরম ধাম; বহ্নি, চন্দ্র ও সূর্য্য আপনার লোচন, আপনি সর্ব্বেশ্বর, অতএব কি জন্য আপনি ব্রাহ্মণকে পুত্র প্রদান করিতেছেন না? আপনি হইতেছেন সুরাসুর গুরু, অতএব কি জন্য আপনি উঁহাকে পুত্র প্রদান করিতেছেন না? আপনি আমার বাক্যে ভাবিতাত্মা ক্ষীণদোষ শিনিকে পুত্র প্রদান করুন, মুনি দুশ্চর তপস্যা করিয়া গাঢ়রূপে ক্লিষ্ট হইতেছেন। মহৎ জ্যোতির তেজঃস্বরূপ নিয়মস্থিত ঐ ব্রাহ্মণ দিবাকরের ন্যায় তম হরণ করিতেছেন। হে দেবেশ! তিনি আপনার ভক্ত, কি জন্য তাঁহার পরিশ্রম ব্যর্থ হইবে? দেখুন,—সূর্য্য উদিত হইলে কখনও অন্ধকার স্থান পায় না। হে দেব! যাহারা

প্রার্থিতো দেবি ত্বয়া পর্ব্বতপুত্রিকে ॥ ১৬ ॥ বিপ্রার্থমনুকম্পার্থং পুত্রার্থং চ বিশেষতঃ। আকারিতা ময়া দেবি গণাস্তদ্গৌরবেণ তু ॥ ১৭ ॥ রুদ্রাশ্চ হরভক্তাশ্চ কুষ্মাণ্ডা গগনেচরাঃ। রোমরৌদ্রা মহানীলাঃ শিখাবন্তঃ সকোকিলাঃ ॥ ১৮ ॥ অন্যে চ বিবিধাকারাঃ কালাস্যা হরিপিঙ্গলাঃ। জটাজুটধরাশ্চিত্রা বীথিনক্ষত্রচারিণঃ ॥ ১৯ ॥ নীলগ্রীবাঃ কৃষ্ণমুখাঃ পিঙ্গধৌত-জটাসটাঃ। জ্বরো ডিণ্ডির্মহাকালো লাঙ্গলিশ্চ মহেশ্বরঃ ॥ ২০ ॥ ঘণ্টাকর্ণো বিশাখশ্চ পরিশেষা গণাশ্চ যে। বৃষারূঢ়াঃ কামতুল্যাঃ কামরূপবলাস্তথা ॥ ২১ ॥ শূলচক্রধরা সর্ব্বে সর্ব্বে তুল্যপরাক্রমাঃ। মমাদেশাৎ সমায়াতাঃ কৃতাঞ্জলিপুটাঃ স্থিতাঃ ॥ ২২ ॥ স্তবস্তো বিবিধৈঃ স্তোত্রৈরূচুরেবং সমাহিতাঃ। কিং কর্ত্তব্যমিহাস্মাভিরাদেশো দীয়তাং প্রভো ॥২৩॥ গণানাং বচনং শ্রুত্বা জ্ঞাত্বা ভক্তিং চ তাদৃশীম্। মহাতপঃপ্রভাবোঽয়ং শিনিবিপ্রস্য কীর্ত্তিতঃ ॥ ২৪ ॥ পুত্রার্থং তপ্যতি তপঃ শিনির্ব্রাহ্মণসত্তমঃ। মদ্বাক্যাৎ কো নু বিপ্রস্য পুত্রত্বং সম্প্রযাস্যতি ॥ ২৫॥ তস্যাহং সম্প্রদাস্যামি সর্ব্বান্ কামান যথেপ্সিতান। অমরং চাজরং পুত্রং মুনির্বাঞ্ছতি সাম্প্রতম্ ॥ ২৬ মদ্বাক্যং ক্রিয়তাং সদ্যো বিপ্রঃ ক্লেশাদ্বিমুচ্যতাম্। মদ্ভক্তস্য ন সঙ্কল্পো মিথ্যাভবিতুমর্হতি ॥ ২৭ ॥ মদীয়ং বচনং শ্রুত্বা সর্ব্বে কম্পিতকন্ধরাঃ। সর্ব্বে চাবাঙ্মুখা জাতা সর্ব্বে ধ্যানপরায়ণাঃ ॥ ২৮ ॥ ন কশ্চিত্তাযতে কিঞ্চিন্ন কশ্চিদ্বীক্ষতে তদা। অথোক্তং পুষ্পদন্তেন রভসান্নামিতেন তু ॥ ২৯ ॥ মম চিত্তমবিজ্ঞায় গণানামনুকম্পয়া। ন যাস্যন্তি গণা দেব ত্বাং বিহায় মহীতলম্ ॥ ৩০ ॥ ইহ স্থাস্যন্তি সততং ত্বৎসমীপে ন সংশয়ঃ। কথং যোনিং প্রযাস্যন্তি সম্প্রাপ্য মুদমুত্তমম্ ॥ ৩১ ॥ হীনাং রজোঽধিকাং দীনাং তমোবহুলধারিণীম্। কথং স্বর্গং পরিত্যজ্য যাস্যামো নরকং পরম্ ॥ ৩২ ॥ রুবন্নেবং ভ্রমেণৈব ভাবার্থেন প্রণোদিতঃ। উক্তো ময়া বিশালাক্ষি পুষ্পদন্তো গণাগ্রণীঃ ॥ ৩৩ ॥ পত ত্বং মানুষে লোকে যস্মান্মে বিপ্রিয়ং কৃতম্। শপ্ত্বা তং পুষ্পদন্তং তু বীরকঃ প্রেরিতো ময়া ॥ ৩৪ ॥ বিপ্রস্য পুত্রতাং তূর্ণং পুত্র গচ্ছ মমাজ্ঞয়া। ততস্তে সম্প্রদাস্যামি

আপনার প্রতি মন সমর্পণ করিয়াছে, তাহাদের কদাচ দুঃখ-বিভীষিকা হওয়া উচিত নহে। হে দেবি! তুমি আমাকে এই সকল কথা বলিলে, আমি তখন বিপ্রকে পুত্র প্রদান করিবার নিমিত্ত রুদ্র, হরভক্ত, কুষ্মাণ্ড গগনেচর, রোমরৌদ্র, মহানীল, শিখাবন্ত, কোকিল, কালাস্য, হরিপিঙ্গল, জটাজুটধর, বীথি-ক্ষেত্রচারী, নীলগ্রীব, কৃষ্ণমুখ, পিঙ্গ ও ধৌতজটাসট, জ্বর, ডিণ্ডি, মহাকাল, লাঙ্গুলি, মহেশ্বর, ঘণ্টাকর্ণ, বিশাখ, পরিশাখ, বৃষারূঢ়, কামতুল্য, কামরূপবল, শূল-চক্রধর ও তুল্য-পরাক্রম গণদিগকে আহ্বান করিলাম। তাহারা আসিয়া আমার নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থিত হইল এবং বিবিধ স্তব দ্বারা সমাহিতভাবে আমার স্তব করিতে লাগিল। তাহারা বলিল,—হে প্রভো! কি করিতে হইবে, আদেশ করুন। আমি তখন গণসমূহের বাক্যে তাহাদের আমার প্রতি অচলা ভক্তি বুঝিতে পারিয়া শিনি বিপ্রের প্রভাব তাহাদের নিকট বর্ণন করিলাম; বলিলাম,—ব্রাহ্মণসত্তম শিনি পুত্রার্থ তপস্যা করিতেছেন, আমার বাক্যে কে তোমরা তাঁহার পুত্রত্ব লাভ করিবে? আমি তাহাকে সর্ব্বাভিলষিত প্রদান করিব। মুনি অজর অমর পুত্র প্রার্থনা করেন, আমার বাক্যে তোমরা মুনির ক্লেশ মোচন কর, দেখ—আমার ভক্তের সঙ্কল্প কদাচ মিথ্যা হইবার নহে। ১—২৭। আমার কথা শুনিয়া তাহারা সকলেই গ্রীবা কম্পিত করিল, সকলেই অধোমুখ হইল; এবং সকলেই চিন্তা করিতে লাগিল। কেহ আর বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিল না; কেহ তাকাইল না; অনন্তর তাহাদের পক্ষ হইতে সকলের প্রতিনিধিরূপে উত্থিত হইয়া পুষ্পদন্ত বলিল,—হে দেব! গণসমূহের মধ্যে কেহও আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া মহীতলে যাইতে স্বীকার করিতেছে না। এই স্থানে আপনার নিকটেই উহারা বরাবর থাকিতে চায়। এই পরমানন্দ-সন্দোহ পরিত্যাগপূর্ব্বক কিজন্য উহারা রজোধিকা দীনা তমোবহুলধারিণী হীনা যোনি লাভ করিবে? আর কেনই বা আমরা স্বর্গ পরিত্যাগ করিয়া নরকে গমন করিব? পুষ্পদন্ত ভবিতব্যতায় প্রণোদিত হইয়া ভ্রমবশতঃ এই কথা বলিলে আমি তাহাকে বলিলাম,—যে হেতু তুমি আমার অপ্রিয়াচরণ করিলে, অতএব তুমি মানুষলোকে পতিত হও। পুষ্পদন্তকে শাপ দিয়া বীরককে এই বলিয়া প্রেরণ করিলাম যে, পুত্র! তুমি আমার আদেশে শীঘ্র বিপ্রের পুত্রত্ব প্রাপ্ত হও। অতঃপর আমি

সর্ব্বান্ কামান্ যথেপ্সিতান্ ॥ ৩৫ ॥ ইত্যুক্তো বীরকো দেবি গতো বিপ্রস্য পুত্রতাম্ । পুষ্পদন্তোঽপি করুণং বিললাপ সুদুঃখিতঃ ॥ ৩৬ ॥ পশ্চাত্তাপেন সংযুক্তো নিশ্বস্য চ পুনঃপুনঃ । অহো তৎসফলং জন্ম যদাজ্ঞা ক্রিয়তে নরৈঃ ॥ ৩৭ ॥ প্রভূণামেক-চিত্তেন তে ভৃত্যা দুর্লভাঃ স্মৃতাঃ । তেষামর্থশ্চ ধর্ম্মশ্চ কুলং চৈব চ তারিতম্ ॥ ৩৮ ॥ প্রসন্নাস্ত্রিদশা-স্তেষাং প্রভুভক্তাশ্চ যে নরাঃ । সেবাধর্ম্মো হি গহনো যোগিনামপি দুষ্করঃ ॥ ৩৯ ॥ ন জ্ঞেয়ঃ কেন তত্ত্বেন দুরারাধ্যঃ প্রভুর্ভবেৎ । একেনাপ্যপরাধেন প্রকোপং কুরুতে প্রভুঃ ॥ ৪০ ॥ বিনশ্যন্ত্যপকারাণি তস্মাৎ সেবা সুদুষ্করা । স্বামী সর্পশ্চ বহ্নিশ্চ তপ্ত-ভাবং ব্রজন্তি হি ॥ ৪১ ॥ তস্মাদ্যত্নেন সংসেব্যা আত্মরক্ষণতৎপরৈঃ । সোঽহং ভূমৌ নিপতিতঃ প্রভোরাদেশভঞ্জকঃ ॥ ৪২ ॥ কাংস্তু লোকান্ গমিষ্যামি কলুষী ভ্রূণহা ইব । এবং বিলপ্য বহুশো মামেব শরণং গতঃ । উবাচ দীনয়া বাচা প্রণিপত্য পুনঃপুনঃ ॥ ৪৩ ॥ দীনোঽস্মি জ্ঞানহীনো-ঽস্মি প্রণতোঽস্মি চ শঙ্কর । কুরু প্রসাদং দেবেশ অপরাধং ক্ষমস্ব মে ॥ ৪৪ ॥ ন হি নির্ব্বহণং যান্তি প্রভূণামাশ্রিতা রুষঃ । প্রসীদ দেবদেবেশ দীনস্য কৃপণস্য চ ॥ ৪৫ ॥ অপি কীটপতঙ্গত্বং গচ্ছেয়ং তব শাসনাৎ । ভক্তোঽহং সর্ব্বদা দেব পুত্রত্বে হি প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ৪৬ ॥ ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা পুষ্পদন্তস্য পার্ব্বতি । মমত্বেন তদা দেবি প্রোক্তমিত্থং ত্বয়া বচঃ ॥ ৪৭ ॥ গচ্ছ পুত্র মমাদেশান্মহাকালবনং শুভম্ । লিঙ্গমারাধয় ক্ষিপ্রং তব নাম্না ভবিষ্যতি ॥ ৪৮ ॥ কীর্ত্তিস্তে ভবিতা পুত্র যাবদাভূতসম্প্লবম্ । ইত্যুক্তে তু ত্বয়া দেবি ময়াপ্যুক্তং বরাননে ॥ ৪৯ ॥ ন মে মিথ্যা বচঃ পুত্র ভবিষ্যতি কথঞ্চন । দর্শনাদেব লিঙ্গস্য মমাভীষ্টো ভবিষ্যসি ॥ ৫০ ॥ বিমানে পুষ্প-পাদে তু সমারূঢ়ো ভবিষ্যসি । পুষ্পৈঃ সম্পূজ্যমানস্তু পদং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্ ॥ ৫১ ॥ গণৈঃ সার্দ্ধং ময়া চৈব মুদিতো বিচরিষ্যসি । মমাপি ন রতির্বৎস ভবিষ্যতি ত্বয়া বিনা ॥ ৫২ ॥ অহং তত্রাগমিষ্যামি মহাকালবনে শুভে । তুষ্টোঽহং সর্ব্বদা বৎস গণানামগ্রণীঃ কৃতঃ ॥ ৫৩ ॥ অনয়া শুদ্ধয়া ভক্ত্যা লোকানামুপকারকঃ । ভবিষ্যসি ন সন্দেহস্তস্মিন্

তাহাকে অভিলষিত সমস্ত প্রদান করিলাম। হে দেবি! আমার বাক্যে বীরক, বিপ্রের পুত্র হইল। এদিকে পুষ্পদন্ত করুণস্বরে বিলাপ করিতে লাগিল। সে এই বলিয়া মুহুর্মুহু নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া মনস্তাপ করিতে লাগিল,—হায়! তাহাদেরই জন্ম সফল, যাহারা প্রভুর বাক্য পালন করিয়া থাকে। ঐরূপ ভৃত্য প্রভুর পক্ষে দুর্লভ। যাহারা প্রভুভক্ত তাহাদের ধর্ম্ম, কর্ম্ম, কুল সংস্কৃত হইয়া থাকে। সেবা-ধর্ম্ম অতি দুষ্কর, ইহা যোগি-গণেরও দুষ্কর। জানা যায় না যে, কোন তত্ত্বে প্রভু দুরারাধ্য হইবেন? একটীমাত্র অপরাধ করিলেই প্রভু কোপ করিয়া থাকেন, আর সেই একটীমাত্র দোষ দ্বারা ভৃত্যকৃত সমস্ত উপকারই একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। স্বামী, সর্প, ও বহ্নি ইহারা তপ্তভাব ধারণ করিয়াই আছেন, অতএব আত্মরক্ষা-তৎপর হইয়া জনগণ প্রভু-সেবা করিবে। প্রভুর আদেশ প্রতিপালন না করিয়াই আমি ভূতলে পতিত হইয়াছি। আমি কলুষী ভ্রূণহার ন্যায় কোন লোকে গমন করিব, তাহার ইয়ত্তা নাই। পুষ্পদন্ত এইরূপ বিলাপ করিয়া পুনরায় আমারই শরণ গ্রহণ করিল। সে আমাকে পুনঃপুন প্রণাম করিয়া দীনভাবে বলিল,—হে দেব! আমি অজ্ঞান, প্রণত এবং দীন, আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে ক্ষমা করুন। ভৃত্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলে প্রভুগণের সঞ্চিত রোষ কদাচ স্থায়িভাবে অবস্থান করে না। হে দেবদেব! প্রসন্ন হউন, আমি অতি দীন, কৃপণ, আপনার শাসনে আমি কীটপতঙ্গ হইয়াছি। হে দেব! আমি আপনার ভক্ত, ভক্ত ও পুত্র সমান। অতএব ক্ষমা করুন।২৮-৪৬। হে পার্ব্বতি! আমি পুষ্পদন্তের তথাবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাকে বলিলাম,—হে পুত্র! আমার আদেশে তুমি মহাকালবনে গমন কর। ঐ স্থানে গমন করিয়া লিঙ্গারাধনা কর, লিঙ্গ তোমার নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিবেন। ইহাতে তোমার আপ্রলয়স্থায়ী কীর্ত্তি হইবে। হে পুত্র! আমার বাক্য মিথ্যা হইবার নহে, তুমি লিঙ্গ দর্শনমাত্রেই অভীষ্ট লাভ করিবে, বিমানে আরোহণ করিয়া পুষ্প দ্বারা পূজিত হইতে হইতে শাশ্বতপদ লাভ করিবে। গণসমূহও তোমার সহিত সর্ব্বদা বিচরণ করিয়া বেড়াইবে। হে বৎস! তোমা ব্যতিরেকে আমিও সুখলাভ করিতে পারিব না। আমিও তোমার সহিত মহাকালবনে গমন করিব। আমি তুষ্ট হইয়া তোমাকে গণাগ্রণী করিব। এই শুদ্ধভক্তিহেতুক তুমি লোকোপকারক হইবে,

ক্ষেত্রে গন্তো ধ্রুবম্। ৫৪। ইত্যুক্তো হি ময়া দেবি পুষ্পদন্তো গণাগ্রণীঃ। মানী মমাজ্ঞয়া মৌনী মহাকালবনে শুভম্। ৫৫। লিঙ্গমারাধয়ামাস দুর্ব্বাসেশাদথোত্তরে। লিঙ্গেনোক্তস্ত সহসা তুষ্টোঽহং গণসত্তম। ত্বন্নাম্না খ্যাতিমেষ্যামি প্রসাদস্তে কৃতোঽধুনা। ৫৬। এতস্মিন্নন্তরে দেবি ত্বয়া সার্দ্ধমহং গতঃ। শক্রাদ্যৈস্ত্রিদশৈঃ সার্দ্ধং গণৈর্নানাবিধৈস্তথা। ৫৭। হৃষ্টস্ত পুষ্পদন্তোঽপি পুষ্পপট্টাসনে শুভে। পুষ্পৈঃ প্রকীর্য্যমাণোঽপি পুনঃ প্রাপ্তো মমান্তিকম্। ৫৮। ময়া সংশ্লেষিতঃ স্নেহাত্তৎসঙ্গেঽপ্যধিরোপিতঃ। স্থানং দত্তং বিশালাক্ষি ইদমুক্তং ময়া তদা। ৫৯। যে পশ্যন্তি নরা লিঙ্গং ত্বয়া সম্পূজিতং ভুবি। তে যাস্যন্তি পুষ্পকেণ ক্রীড়ন্তো বৈ ত্রিবিষ্টপম্। ৬০। গণাধ্যক্ষা ভবিষ্যন্তি সর্ব্বকামৈরলঙ্কৃতাঃ। মম লোকে গণাধ্যক্ষা যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ। ৬১। দর্শনাৎ ক্ষীয়তে পাপমৈহিকং পূর্ব্বকং তথা। ততঃ প্রসাদান্মে সর্ব্বং জ্ঞানং সম্যগ্‌ভবিষ্যতি। ৬২। যঃ পূজয়েচ্চতুর্দ্দশ্যামষ্টম্যাং সোমবাসরে। অমরৈঃ সহ সংহৃষ্টো মোদতে দিবি সর্ব্বদা। ৬৩। পৈতৃকৈর্মাতৃকৈঃ সার্দ্ধং কুলৈস্ত সপ্তভির্বৃতঃ। ন বদেৎ কেনচিৎ সার্দ্ধং নরো যঃ প্রাতরুত্থিতঃ। ৬৪। পুষ্পদন্তেশ্বরং দৃষ্ট্বা সোঽশ্বমেধফলং লভেৎ। মুচ্যতে পাতকৈর্দৈশ্চ যঃ শাঠ্যেনাপি পশ্যতি। ৬৫। মৃতো গান্ধর্ব্বলোকে তু যাতি বিদ্যাধরৈর্বৃতঃ। ন তস্য সন্ততিচ্ছেদো যঃ পশ্যতি দিনে দিনে। নিয়মেন গণাধ্যক্ষ জায়তে ব্রহ্মণো দিনম্। ৬৬। ঐশ্বর্য্যং সপ্তলোকেষু ভুক্ত্বা ভোগান্ যথাক্রমম্। পৃথিব্যামেকরাড়্ভূত্বা মমাঙ্গে সম্ভবিষ্যতি। ৬৭। এষ তে কথিতো দেবি প্রভাবঃ পাপনাশনঃ। পুষ্পদন্তেশ্বরেশস্য অবিমুক্তেশ্বরং শৃণু। ৬৮

ইতি শ্রীস্কান্দে পুষ্পদন্তেশ্বরমাহাত্ম্য-বর্ণনং নাম সপ্তসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ। ৭৭।

অষ্টসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। অষ্টসপ্ততিকং বিদ্ধি অবিমুক্তেশ্বরং প্রিয়ে। যস্য দর্শনমাত্রেণ তীর্থযাত্রাফলং লভেৎ। ১। শাকলে নগরে দেবি চিত্রসেনো

ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। হে দেবি! পুষ্পদন্ত আমা কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া আমার আদেশে মহাকালবনে গমনপূর্ব্বক দুর্ব্বাসেশ লিঙ্গের উত্তরদিক্‌ভাগে লিঙ্গ পূজা করিতে লাগিল। সেই লিঙ্গ সহসা বলিলেন,—আমি তুষ্ট হইয়াছি, আমি তোমার নামে খ্যাতি লাভকরিব; তোমাকে অনুগ্রহ বিতরণ করিলাম। হে দেবি! এই সময় আমি শক্রাদি দেবতা, বিবিধ গণ ও তোমার সহিত মহাকালবনে গমন করিলাম। পুষ্পদন্তও হৃষ্ট হইয়া পুষ্পপট্টাসনে উপবেশনপূর্ব্বক পুষ্প দ্বারা প্রকীর্য্যমাণ হইয়া আমার নিকট আগমন করিল। আমি সস্নেহে তাহাকে আলিঙ্গন করিলাম এবং সে আমার ক্রোড়ে উপবিষ্ট হইল। আমি তাহাকে বলিলাম,—হে দেবি! তৎপূজিত ঐ লিঙ্গ যাহারা দর্শন করে, তাহারা গণাধ্যক্ষ ও সর্ব্বকামে অলঙ্কৃত হইয়া পুষ্পকবিমানে ক্রীড়া করিতে করিতে স্বর্গ গমন করিয়া থাকে এবং তাহাদের ঐহিক ও প্রাক্তন পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে। আমার প্রসাদে তাহাদের সম্যক্‌জ্ঞান লাভ হয়। যে ব্যক্তি সোমবার অষ্টমী বা চতুর্দ্দশীতে লিঙ্গ দর্শন করে, সে স্বর্গে গমন করিয়া মাতা-পিতার সপ্তকুল ও অমরগণের সহিত সর্ব্বদা হৃষ্টান্তঃকরণে আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকে। এই লিঙ্গ-প্রভাব যে কোন ব্যক্তির নিকট প্রকাশ করা বিধেয় নহে। মানব প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া পুষ্পদন্তেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করিলে তাহার অশ্বমেধ ফল লাভ হয়। যে ব্যক্তি শাঠ্য বশতও ঐ লিঙ্গ দর্শন করে, সেও সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হয়; এবং জীবনান্তে গন্ধর্ব্বলোকে গমন করিয়া থাকে। যে মানব প্রতিদিন পুষ্পদন্তেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করে, তাহার সন্ততিবিচ্ছেদ হয় না, ব্রাহ্মদিনপরিমাণে সে গণাধ্যক্ষ হইয়া থাকে, এবং পৃথিবীস্থ যাবতীয় ভোগ উপভোগ করত ভূমণ্ডলে সার্ব্বভৌম নরপতি হইয়া জন্মে। হে দেবি! এই আমি তোমার নিকট পুষ্পদন্তেশ্বরের পাপনাশন প্রভাব কীর্ত্তন করিলাম অতঃপর অবিমুক্তেশ্বর-মাহাত্ম্য শ্রবণ কর। ৫৭—৬৮।

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৭৭।

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে প্রিয়ে! যাঁহাকে দর্শন করিলে যাবতীয় তীর্থযাত্রাফল লাভ হয়, সেই অবিমুক্তেশ্বর লিঙ্গকে অষ্টসপ্ততিতম বলিয়া

মহীপতিঃ। বভূব ভুবি বিখ্যাতো রূপবান্মন্মথাধিকঃ॥ ২॥ তস্য চন্দ্রপ্রভা ভার্য্যা প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সী। পতিব্রতা ধর্ম্মশীলা রূপযৌবনশালিনী॥ অপুত্রস্যাপি নৃপতেঃ পুত্রী জাতা মনোরমা। তস্যা নাম তদা চক্রে পিতা পার্থিবসত্তমঃ॥ ৪॥ সর্ব্বলক্ষণসম্পন্না কন্যা লাবণ্যবত্যপি। সাপি জাতিস্মরা দেবী সস্মার চ পুরাতনম্॥ ৫॥ বৈরাগ্যাদ্‌ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ চচার তনুমধ্যমা। কদাচিদ্‌যৌবনং প্রাপ্তা সা চ পৃষ্টা নৃপেণ বৈ॥ ৬॥ উৎসঙ্গে চ নিজে কৃত্বা মূর্দ্ধ্নি চাঘ্রায় হর্ষিতঃ। পুত্রি প্রদানকালস্তে কস্মৈ দেয়া বরায় চ॥ ৭॥ নৃপায় নৃপপুত্রায় সামন্তায় দ্বিজায় বা। বৃদ্ধায় বহুভার্য্যায় শ্রীমতায় চ পুত্রিণে। হর্ষেণ চাবৃতো রাজা পুনঃ পপ্রচ্ছ তাং সুতাম্॥ ৮॥ পৃষ্টা চ সা যদা দেবী ন চোবাচ নৃপং প্রতি। অধোমুখী চ সঞ্জাতা পুনঃ প্রোক্তা নৃপেণ তু॥ ৯॥ যদি মদ্বচনং পুত্রি প্রতিভাতি ন সাম্প্রতম্। বরণং স্বেচ্ছয়া পুত্রি কুরু তর্হি স্বয়ংবরম্॥ ১০॥ ইত্যুক্তা সা নৃপতিনা পিত্রা প্রোক্তা পুনঃপুনঃ। রুরোদ সা বৈ করুণং শ্রুত্বা তাং কুৎসিতাং গতিম্॥ ১১॥ জহাস চাতিহাসেন পুনঃ শ্বাসাংশ্চ মুঞ্চতি। প্রহর্ষঞ্চ পুনঃ ক্ষিপ্রং প্রাপ্য বাষ্পঞ্চ মুঞ্চতি॥ ১২॥ তামবস্থাং গতাং দৃষ্ট্বা পুত্রীমুন্মত্ততাং গতাম্। কিমেতদিতি ভূপালো প্রসিতা কিং গ্রহেণ বৈ॥ ১৩॥ ভূতেন বা পিশাচেন মৎসুতা লক্ষর্দ্ধূতা। ইতি চিন্তাপরো রাজা যদা জাতো যশস্বিনি॥ ১৪॥ তদা প্রোক্তবতী পুত্র্যা মা তাত বিমনা ভব। নাহং গ্রস্তা গ্রহেণেহ ন ভূতেন ন রক্ষসা॥ ১৫॥ ন পিশাচেন যক্ষেণ তব কন্যা মহীপতে। জাতিস্মরাহমুৎপন্না শ্রূয়তাং মম জন্ম চ॥ ১৬॥ প্রাগ্‌জ্যোতিষে পুরে বিপ্রো হরস্বামী বভূব হ। ভার্য্যাহং দুর্ভগা জাতা তস্য বিপ্রস্য পার্থিব॥ ১৭॥ রূপযৌবনসম্পন্না তস্য নাহং প্রিয়া বিভো। সদা বিদ্বেষসংযুক্তো ময়ি নিষ্ঠুরজল্পকঃ॥ ১৮॥ নান্যস্য কস্যচিদ্দ্বেষ্টা মুক্তা মাং পৃথিবীপতে। পাণিগ্রহণকালে তু গ্রহৈঃ পাপৈর্বিলোকিতা॥ ১৯॥ অহমূঢ়া কুলীনেন দ্বিজেনাতিগুণেন চ। স চাবলোকিতো বিপ্রো গ্রহৈঃ পুণ্যৈর্নরাধিপ॥ ২০॥ তেন মে বল্লভো রাজন্ন চাহং তস্য বল্লভা। স সদাচার-

---

জানিবে। শাকল নগরে চিত্রসেন নামে এক মহীপতি ছিলেন। তিনি কন্দর্পাধিক রূপবান্ ছিলেন। চন্দ্রপ্রভানাম্নী তাঁহার মহিষী ছিলেন। মহিষী তাঁহার প্রাণাপেক্ষাও গরীয়সী ছিলেন। রাজ্ঞী চন্দ্রপ্রভা পতিব্রতা, ধর্ম্মশীলা ও রূপ-যৌবনশালিনী ছিলেন। রাজা অপুত্রক ছিলেন। তাঁহার এক পুত্রী ছিল। রাজকন্যার নাম—লাবণ্যবতী; লাবণ্যবতী জাতিস্মরা ছিলেন। এজন্য তিনি নিজের পূর্ব্ব জন্মের বৃত্তান্ত সমস্ত জানিতে পারিয়া বৈরাগ্যবশতঃ ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়াছিলেন। একদা রাজা স্বীয় কন্যাকে ক্রোড়ে লইয়া মস্তকাঘ্রাণপূর্ব্বক হৃষ্টান্তঃকরণে বলিলেন,—অয়ি পুত্রি! তোমার প্রদানকাল উপস্থিত হইয়াছে, কিরূপ বরে তোমায় প্রদান করিব বল দেখি? রাজা,—রাজপুত্র,—সামন্ত—দ্বিজ—বৃদ্ধ—বহুভার্য্য—শ্রীমান্—বা পুত্রবান্ ব্যক্তিকে তোমায় দান করিব? রাজা হর্ষাবিষ্ট হইয়া পুনরায় স্বীয় কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, লাবণ্যবতী কোন উত্তরই করিল না; অধোমুখে অবস্থিত রহিল। পুনরায় রাজা বলিলেন,—পুত্রি! যদি তোমার আমার বাক্য পছন্দ না হয়, তাহা হইলে তুমি স্বয়ম্বরা হইবে। এইরূপে নৃপ বারম্বার বলিলে কন্যা স্বীয় কুৎসিত গতি শ্রবণ করিয়া রোদন করিতে লাগিল, তখনি আবার অট্টহাস্য হাসিয়া উঠিল, শ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিল; তখনি আবার হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিল; পুনরায় ক্রন্দন করিয়া বাষ্প পরিত্যাগ করিতে লাগিল। এইরূপ বিপর্য্যয়-গ্রস্তা কন্যাকে দেখিয়া রাজা তখন মনে করিলেন,—কন্যা কি আমার উন্মত্তা হইল?—না কোন গ্রহ, ভূত বা পিশাচ ইহাকে আশ্রয় করিল? হে যশস্বিনি! রাজা এইরূপ চিন্তা করিতে থাকিলে তখন রাজকন্যা বলিলেন,—অয়ি তাত! বিমনা হইবেন না, আমি গ্রহ, ভূত, রাক্ষস, পিশাচ, বা কোন যক্ষ কর্ত্তৃক গ্রস্ত হই নাই। আমি জাতিস্মর, আমার জন্মবৃত্তান্ত শ্রবণ করুন। ১—১৬। প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে হরস্বামী নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। আমি তাঁহার রূপ-যৌবন-সম্পন্না সুভগা ভার্য্যা ছিলাম। কিন্তু তিনি আমায় স্নেহ করিতেন না। তিনি সর্ব্বদা আমার প্রতি বিদ্বেষযুক্ত ও নিষ্ঠুরভাষী ছিলেন। আমা ব্যতীত আর কেহই তাঁহার দ্বেষের পাত্র ছিল না। পাণিগ্রহণকালে আমায় পাপগ্রহ দর্শন করিয়াছিল। গুণবান্ কুলীন দ্বিজ আমার পতি হইয়াছিলেন। বিবাহকালে পুণ্যগ্রহ কর্ত্তৃক তিনি দৃষ্ট হন, এই জন্যই তিনি আমার বল্লভ ছিলেন; আর আমি পাপগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইয়াছিলাম বলিয়া

সংযুক্তো বেদাধ্যয়নতৎপরঃ ॥ ২১ ॥ নান্যত্র কুরুতে ভাবং ব্রহ্মচর্য্যব্রতে স্থিতঃ। ততোহহং ক্রোধ-সংযুক্তা বশীকরণলম্পটা। অপৃচ্ছং প্রমদাস্তাত যাস্ত্যক্তাঃ পতিভিঃ কিল ॥ ২২ ॥ তাভিরুক্তা হ্যহং ভূপ বশ্যো ভর্ত্তা ভবিষ্যতি। অস্মাকং প্রত্যয়ো জাতস্তস্মাত্ত্বং কর্ত্তুমর্হসি ॥ ২৩ ॥ ভেষজৈর্বিবিধৈশ্চূর্ণৈর্মন্ত্রৈর্মোহকরৈঃ পরৈঃ। তৈস্তৈস্তু কৃতলেপোঽপি ভবিতা দাসবৎ পতিঃ ॥ ২৪ ॥ ততোহহং ত্বরিতা গত্বা তাসাং বাক্যেন ভূপতে। চূর্ণং মন্ত্রং গৃহীত্বা চ প্রাপ্তা ভর্ত্তৃগৃহং পুনঃ ॥ ২৫ ॥ প্রদোষে পয়সা যুক্তশ্চূর্ণো ভর্ত্তরি যোজিতঃ। গ্রীবায়াঞ্চ ময়া মন্ত্রো ন্যস্তঃ সর্ব্বাঙ্গসন্ধিষু ॥ ২৬ ॥ যদা পীতশ্চ চূর্ণস্তু মন্ত্রেণাতীব গুণ্ঠিতঃ। বশগস্তৎক্ষণাজ্জাতো মন্ত্রচূর্ণপ্রভাবতঃ ॥ ২৮ ॥ দ্বারদেশে স্থিতঃ ক্রন্দন্ দাসোহস্মি তব শোভনে। ত্রাহি মাং শরণং প্রাপ্তং স্বস্থশোহহং চ শোভনে ॥ ২৮ ॥ ততস্তস্য রুদিতং জ্ঞাত্বা মন্ত্রমাহাত্ম্যতো নৃপ। স্বস্থীকরণযোগেন তদা স্বস্থঃ কৃতঃ পতিঃ ॥ ২৯ ॥ ততঃ প্রভৃতি কান্তো মে বশ্যোহভূদ্বনেস্থিতঃ। পঞ্চত্বঞ্চ গতা কালে তথা নারকযাতনাম্ ॥ ৩০ ॥ তাম্রভ্রষ্টে চ দগ্ধাহং যুগানি দশ পঞ্চ চ। সূক্ষ্মাণি তিলমাত্রাণি কৃত্বা খণ্ডান্যনেকশঃ। ছেদিতা কালসূত্রেণ পীড়িতা ঘ্রাণযন্ত্রকে ॥ ৩১ ॥ ক্বাথীভূতা তপ্ততৈলৈর্ঘটে দর্ব্ব্যাথ লোড়িতা। পিষ্টা চৈব শিলাপৃষ্ঠে কুট্টিতা লোহমুদ্গরৈঃ ॥ ৩২ ॥ দলিতা দণ্ডদলনে দগ্ধাহং রৌরবে ভৃশম্। অধোমুখী বিনিক্ষিপ্তা হ্যমেধ্যে পূয়শোণিতে ॥ ৩৩ ॥ যাস্ত্বাপি যুবতী তাত ভর্ত্তুর্বশ্যং সমাচরেৎ। বৃথাধর্ম্মা দুরাচারা পচ্যতে নরকে ভৃশম্ ॥ ৩৪ ॥ ভর্ত্তা নাথো গুরুর্ভর্ত্তা ভর্ত্তা বৈ দৈবতং পরম্। ভর্ত্তা স্বামী সুহৃদ্ভর্ত্তা ভর্ত্তা চ পরমং পদম্ ॥ ৩৫ ॥ তুষ্টে ভর্ত্তরি নারীণাং তুষ্টাঃ স্যুঃ সর্ব্বদেবতাঃ। বিমুখে বিমুখাঃ সর্ব্বে তস্মাৎ সেব্যঃ সদা পতিঃ। ভস্মীভবতি সা নারী যয়া ভর্ত্তা ন তোষিতঃ ॥ ৩৬ ॥ যস্য প্রসাদাৎপ্রাপ্যন্তে ভোগাশ্চ বিবিধাঃ সদা। তং বশ্যং কুরুতে যা চ সা কথং সুখমাপ্নুয়াৎ ॥ ৩৭ ॥ তির্য্যগ্যোনিশতং যাতি কৃমিপাক্ষশতানি চ। তস্মাত্ত্ব-

তাঁহার বল্লভা হই নাই। তিনি সদাচারপরায়ণ ও বেদাধ্যয়নতৎপর ছিলেন বলিয়া অন্যত্র কুত্রাপি তাঁহার আসক্তি ছিল না। অনন্তর আমি তাঁহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে বশীভূত করিতে ইচ্ছা করিয়া পতি-পরিত্যক্তা কতিপয় প্রমদাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহারা বলিল,—তোমার ভর্ত্তা বশীভূত হইবে; আমাদের ইহা প্রত্যয় জন্মিতেছে। অতএব তুমি বিবিধ চূর্ণ ঔষধ ও মোহকর মন্ত্র দ্বারা বশীকরণ করিতে প্রবৃত্ত হও। ঐ সকল মন্ত্র দ্বারা প্রলেপ প্রয়োগ করিলে তোমার পতি দাসবৎ বাধ্য হইবে। হে পিতঃ! তাহাদের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া আমি ত্বরিত গমনে তাহাদের নিকটে যাইয়া চূর্ণ ও মন্ত্র আনয়নপূর্ব্বক ভর্ত্তৃগৃহে উপস্থিত হইয়া প্রদোষকালে চূর্ণকে পয়োযুক্ত করত তাঁহাকে প্রদান করিলাম; আর তাঁহার সর্ব্বাঙ্গসন্ধিতে মন্ত্র ন্যাস করিলাম। যখন তিনি এই মন্ত্রপূত চূর্ণ পান করিলেন, তখন তিনি আমার বশীভূত হইয়া দ্বারদেশে অবস্থান করত কাঁপিতে কাঁপিতে বলিতে লাগিলেন,—অয়ি শোভনে! আমি তোমার দাস, আমি তোমার শরণ লইতেছি, তুমি আমায় পরিত্রাণ কর। পতি এইরূপ বলিলে আমি তখন স্বস্থীকরণযোগ দ্বারা পুনরায় তাঁহাকে সুস্থ করিলাম। তদবধি আমার পতি বশীভূত হইয়া বাড়ীতেই থাকিলেন। অনন্তর আমি পঞ্চত্ব পাইয়া যমালয়ে গমন করিলাম। সেখানে যমপুরুষেরা নরকে পাতিত করিয়া আমায় পঞ্চদশ বৎসর তাম্রভাজনীতে দগ্ধ করে, সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম করিয়া তিল পরিমাণে ছেদন করে, কালসূত্রে ছেদিত ও ঘ্রাণ যন্ত্রে পীড়িত করে; তপ্ততৈল দ্বারা আমায় ক্বাথীভূত করে, দর্ব্বী দ্বারা লোড়িত করে; শিলাতলে পেষণ করে, লৌহ দ্বারা কুট্টিত করে; এবং দণ্ডদ্বারা আমায় দলিত করে। এইরূপে ভীষণ রৌরবে পতিত হইয়া আমি অপায় যাতনা অনুভব করিলে পর আবার আমরা অমেধ্য পূয়-শোণিতে অধোমুখ করিয়া পাতিত করে। হে তাত! যে সকল রমণী ভর্ত্তাকে বশীভূত করে, তাহারা এইরূপে আমার ন্যায় দারুণ নরকে পচ্যমান হয়। ভর্ত্তা নাথ, ভর্ত্তাই গুরু, এবং ভর্ত্তাই পরম দেবতা। ভর্ত্তাই স্বামী, ভর্ত্তাই সুহৃদ্ এবং ভর্ত্তাই পরম পদ। ভর্ত্তা তুষ্ট হইলে নারীর প্রতি সকল দেবতাই তুষ্ট হইয়া থাকেন; আর অসন্তুষ্ট হইলে সকল দেবতাই তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট হন। রমণীগণের সর্ব্বদা পতিসেবা কর্ত্তব্য। যে রমণী ভর্ত্তাকে ভক্তি না করে, সে ভস্মীভূত হয়। যে পতির প্রসাদে রমণীগণ বিবিধ ভোগ উপভোগ করে, সেই ভর্ত্তাকে যে বশীভূত করিতে চায়, সে

তৎসদা কার্য্যং স্ত্রীভির্ভর্তৃবচঃ কিল ॥ ৩৮ ॥ এবং পুনর্ময়া ভুক্তা নরকা ভৃশদারুণাঃ। তির্য্যগ্‌যোনিসহস্রন্তু কর্ম্মণা কুৎসিতেন চ ॥ ৩৯ ॥ কিঞ্চিৎ পাতকশুদ্ধ্যর্থং চণ্ডালস্য চ বেশ্মনি। জাতাহমতিরূপেণ পীড়িতা বিধিধৈর্ব্রণৈঃ ॥ ৪০ ॥ সারমেয়ৈর্বৃতা দীনা ভক্ষ্যমাণা পুনঃপুনঃ। দুষ্টাহং ভক্ষ্যমাণাপি মার্গে রুদ্ধা বৃকৈরহম্। তৈরহং তুদ্যমানাপি মহাকালবনং গতা ॥ ৪১ ॥ দৃষ্টো ময়া মহাদেবো দৈবতো মৃগমাণয়া। সমীপে দেবদেবস্য পিপ্পলাদেশ্বরস্য চ ॥ ৪২ ॥ তস্য দর্শনমাত্রেণ গতা শক্রপুরং প্রতি। বিমানেন সুদীপ্তেন কিঙ্কিণীজালমালিনা। দিব্যাম্বরধরা দিব্যা দিব্যমালাবিভূষণা ॥ ৪৩ ॥ তত্রাহং পূজিতা দেবৈঃ স্তুতাহং চারণৈস্তথা। দর্শনাত্তস্য লিঙ্গস্য জাতাহং তব বেশ্মনি ॥ ৪৪ ॥ বল্লভা রূপসম্পন্না শাকলে নগরে শুভে। স্মৃত্বা তু কুৎসিতাং যোনিং বিলাপশ্চ কৃতো ময়া ॥ ৪৫ ॥ স্মৃত্বা লিঙ্গস্য মাহাত্ম্যং হর্ষো জাতস্য তৎক্ষণাৎ। তস্মে নৈব চ বাতুল্যং গৃহীতা ন গ্রহেণ চ ॥ ৪৬ ॥ জাতা জাতিস্মরা তাত ব্রহ্মচর্য্যব্রতে স্থিতা। অতো যাস্যামি তং দেবং দর্শনার্থং পুনঃ প্রভো। যথা ন ভূয়ো মে জন্ম স্যাচ্চ সংসারসাগরে ॥ ৪৭ ॥ ইতি পুত্রীবচঃ শ্রুত্বা চিত্রসেনো মহীপতিঃ। সভৃত্যমন্ত্রিসহিতো মহাকালবনং গতঃ ॥ ৪৮ ॥ দদর্শ তত্র তল্লিঙ্গং পূজয়ামাস ভক্তিতঃ। সাপি দৃষ্ট্বৈব তল্লিঙ্গং তস্মিল্লিঙ্গে লয়ং গতা ॥ ৪৯ ॥ রাজা চ পুত্রবান্ জাতো লিঙ্গদর্শনতঃ প্রিয়ে। বভূব চক্রবর্ত্তী স যথা স্বায়ম্ভুবো মনুঃ ॥ ৫০ ॥ এতস্মিন্নন্তরে দেবি দৃষ্ট্বা দেবে লয়ং গতাম্। রাজপুত্রীং মহাদেবি কৃতং নাম মুদান্বিতৈঃ ॥ ৫১ ॥ অবিমুক্তস্য লিঙ্গস্য দর্শনাদেব তৎক্ষণাৎ। অবিমুক্তেশ্বরো দেব ইতি খ্যাতো ভবিষ্যতি ॥ ৫২ ॥ যোঽসৌ কাশ্যাং প্রসিদ্ধোঽস্তি দেবো বিশ্বেশ্বরঃ শিবঃ। স চৈবাত্র সুবিখ্যাতোঽবিমুক্তেশ্বরসংজ্ঞয়া ॥ ৫৩ ॥ বারাণসী যথা পুণ্যা তথাবন্তী চ মুক্তিদা। তস্যা দশগুণং পুণ্যং শ্রূয়তেঽত্র বিশেষতঃ ॥ ৫৪ ॥ তস্মাদ্বিশ্বেশ্বরো দেবঃ

কি প্রকারে সুখ ভোগ করিবে? সে কৃমি, পক্ষী প্রভৃতি শত শত তির্য্যক্ যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। অতএব রমণীগণের সর্ব্বদা পতিবাক্য পালন করা উচিত। পতিকে বশীভূত করিয়া আমি দুষ্কর্ম্মের ফলে নরক ভোগ করিয়া করিয়া সহস্র বার তির্য্যক্ যোনিতে গমন করিয়াছি। ক্রমে আবার কিঞ্চিৎ পরিমাণে পাপক্ষয় হইলে আমি এক চণ্ডালের গৃহে অতি রূপবতী হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়া বিবিধ ব্রণ দ্বারা পীড়িত হই। এই অবস্থায় আমাকে সারমেয়গণ ঘেরিয়া ফেলিয়া পুনঃপুন ভক্ষণ করে। পরে বৃকসম্মুখে পতিত হই; বৃকগণও আমায় যথেষ্ট পীড়িত করে। অতঃপর আমি মহাকালবনে গমন করি। ঐ স্থানে গমন করিয়া অন্বেষণ করিতে করিতে আমি পিপ্পলাদেশ্বর সন্নিধানে এক লিঙ্গ দেখিতে পাই, তাঁহার দর্শন মাত্রে দিব্যাম্বর ধারণ করিয়া কিঙ্কিণীজালমালী দিব্য বিমানে আরোহণপূর্ব্বক শক্রপুরে গমন করি। ঐ স্থানে আমায় দেবগণ স্তুতি এবং চারণগণ পূজা করে। ঐ লিঙ্গদর্শনের ফলেই আমি শাকলপুরে আপনার ভবনে রূপবতী ও বল্লভা হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছি। আমি আমার পূর্ব্বেকার কুৎসিত যোনি স্মরণ করিয়া বিলাপ করিয়াছিলাম; লিঙ্গ স্মরণ করায় আমার হর্ষ হইয়াছিল; আমি গ্রহগ্রস্ত হই নাই, আর আমার উন্মাদও হয় নাই। হে তাত! আমি ব্রহ্মচর্য্যে থাকিয়া জাতিস্মরা হইয়াছি। অতএব আমি পুনরায় সেই লিঙ্গ দেখিতে যাইব। ঐ লিঙ্গ দর্শন করিলে আমার আর সংসারে পুনরায় জন্ম হইবে না। পুত্রীর এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করত মহীপতি ভৃত্যামাত্য সহ মহাকালবনে গমন করিলেন। ঐ স্থানে গমন করিয়া লিঙ্গ দর্শনপূর্ব্বক তাঁহার পূজা করিলেন। তাঁহার কন্যাও লিঙ্গ দর্শন করিয়া ঐ লিঙ্গে লয় প্রাপ্ত হইলেন। রাজা লিঙ্গ দর্শনপ্রভাবে পুত্রবান্ এবং স্বায়ম্ভুব মনুর ন্যায় চক্রবর্ত্তী হইলেন। হে দেবি! ঐ সময় রাজা স্বীয় পুত্রীকে লিঙ্গে লয় পাইতে দেখিয়া লিঙ্গের নামকরণ করেন। লিঙ্গদর্শন মাত্রে অবিমুক্ত ব্যক্তির মুক্তিপ্রাপ্তি হয়, এজন্য এই লিঙ্গের নাম হইল,—অবিমুক্তেশ্বর। কাশীতে বিশ্বেশ্বর দেব প্রসিদ্ধ আছেন, তিনিই এই স্থানে অবিমুক্তেশ্বর নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। বারাণসী যেমন পুণ্যদায়িকা, এই অবন্তীও তেমনি মুক্তিদায়িকা। বারাণসী হইতে অবন্তী দশগুণ অধিক পুণ্যদায়িনী। অতএব বিশ্বেশ্বর দেব কুশস্থলীতে আগমন করিয়াছেন

সমায়াতঃ কুশস্থলীম্। যত্রাগত্য সুবিদ্বাংসো মানবাঃ শংসিতব্রতাঃ। ৫৫। পশ্যন্তি পরয়া ভক্ত্যা হ্যবিমুক্তেশ্বরং শিবম্। তেষাং মুক্তির্ন সন্দেহো ভবিষ্যতি সুনিশ্চলা। ৫৬। অমুক্তা নৈব পশ্যন্তি মুক্তাঃ পশ্যন্তি সর্ব্বদা। ব্রহ্মচর্য্যব্রতৈঃ সম্যগিষ্টৈঃ সর্ব্বমখৈর্ভবেৎ। ৫৭। তৎফলং প্রাপ্যতেসম্যগবিমুক্তেশদর্শনাৎ। নৈঃশ্রেয়সী গতিঃ পুণ্যা দর্শনাদেব জায়তে। ৫৮। যা গতিঃ প্রাপ্যতে সাংখ্যৈর্যোগৈর্ব্বা যা গতির্ভবেৎ। সা গতিঃ প্রাপ্যতে সম্যগবিমুক্তেশদর্শনাৎ। ৫৯। জন্মমৃত্যুভয়ং হিত্বা স যাতি পরমাং গতিম্। যঃ পূজয়তি ভাবেন হ্যবিমুক্তেশ্বরং শিবম্। ৬০। ব্রহ্মহাপি চ যো গচ্ছেদবিমুক্তেশ্বরং যজেৎ। তস্য লিঙ্গস্য মাহাত্ম্যাৎ সর্ব্বপাপান্নিবর্ত্ততে। ৬১। শাঠ্যেনাপি চ যঃ পশ্যেদবিমুক্তেশ্বরং শিবম্। স মুঞ্চতি জরাং মৃত্যুং জন্ম চৈতদশাশ্বতম্। ৬২। স্মৃতঃ সম্পূজিতো ভক্ত্যা স্তুতো বা বিবিধৈঃ স্তবৈঃ। মুক্তিং দদাতি দেবেশো হ্যবিমুক্তেশ্বরঃ শিবঃ। ৬৩। এষ তে কথিতো দেবি প্রভাবঃ পাপনাশনঃ। অবিমুক্তেশ্বরেশস্য হনুমৎকেশ্বরং শৃণু। ৬৪।

ইতি শ্রীস্কান্দেঽবিমুক্তেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নামাষ্টসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ। ৭৮।

বলিতে হইবে। এইখানে যে সকল বিদ্বান্ ব্যক্তি আগমন করিয়া অবিমুক্তেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করেন, তাঁহাদের মুক্তি সুনিশ্চিত, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। অমুক্ত ব্যক্তিগণ এই লিঙ্গ দেখিতে পায় না, মুক্ত ব্যক্তিগণ কেবল দেখিতে পান। সর্ব্বপ্রকার যজ্ঞ ও ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠিত হইলে যে ফল, এই লিঙ্গ দর্শনেও সেই ফললাভ হইয়া থাকে। এই লিঙ্গ দর্শন করিলে মুক্তিদায়িনী গতি হইয়া থাকে। সাংখ্য বা যোগ দ্বারা যে গতিলাভ হয়, এই লিঙ্গ দর্শনমাত্রে সেই গতি লাভ হইয়া থাকে। যে মানব ভক্তিপূর্ব্বক অবিমুক্তেশ্বর লিঙ্গ পূজা করে, সে জন্ম-মৃত্যু-ভয় পরিত্যাগ করিয়া পরম পদ লাভ করে। ব্রহ্মহা ব্যক্তিও যদি ঐ স্থানে গমন করে, তাহা হইলে লিঙ্গমাহাত্ম্যে তাহার সর্ব্ব পাপ নিবর্ত্তিত হয়। শাঠ্য করিয়াও যদি কেহ অবিমুক্তেশ্বর দর্শন করে, তাহা হইলে সে জন্ম, মৃত্যু ও জরার হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া থাকে। ভক্তিপূর্ব্বক স্মৃত, পূজিত ও স্তুত হইলে, অবিমুক্তেশ্বর দেব মুক্তিদান করিয়া থাকেন। হে দেবি! এই আমি তোমার নিকট অবিমুক্তেশ্বর লিঙ্গের পাপনাশন মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম, অতঃপর হনুমৎকেশ্বর-লিঙ্গমাহাত্ম্য শ্রবণ কর। ১৭—৬৪।

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৭৮।

একোনাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ। একোনাশীতিকং বিদ্ধি হনুমৎকেশ্বরং প্রিয়ে। যস্য দর্শনমাত্রেণ সমীহিতফলং লভেৎ। ১। প্রাপ্তরাজ্যস্য রামস্য রাক্ষসানাং বধে কৃতে। আগতা মুনয়ো দেবি রাঘবং প্রতিনন্দিতুম্। ২। রামেণ পূজিতাঃ সর্ব্বে হ্যগস্তিপ্রমুখা দ্বিজাঃ। প্রহৃষ্টমনসো বিপ্রা রামং বচনমব্রুবন। ৩। দিষ্ট্যা তু নিহতো রাম রাবণঃ পুত্রপৌত্রবান্। দিষ্ট্যা বিজয়িনং ত্বাদ্য পশ্যামঃ সহ ভার্য্যয়া। ৪। হনূমতা চ সহিতং বানরেণ মহাত্মনা। দিষ্ট্যা পবনপুত্রেণ রাক্ষসান্তকরেণ চ। ৫। চিরং জীবতু দীর্ঘায়ুর্বানরো হনুমান্ সদা। অঞ্জনীগর্ভসম্ভূতো রুদ্রাংশো হি ধরাতলে। ৬। আখণ্ডলোঽগ্নির্ভগবান্ যমো বৈ নির্ঋতিস্তথা। বরুণঃ পবনশ্চৈব ধনাধ্যক্ষস্তথা শিবঃ। ব্রহ্মণা সহিতাশ্চৈব দিক্‌পালাঃ পান্তু সর্ব্বদা। ৭। শ্রুত্বা তেষাং তু বচনং মুনীনাং ভাবিতাত্মনাম্। বিস্ময়ং পরমং গত্বা রামঃ প্রাঞ্জলিরব্র-

ঊনাশীতিতম অধ্যায়

শ্রীমহাদেব বলিলেন,—হে দেবি! যাঁহাকে দর্শন করিয়া মানব সমীহিত ফল লাভ করে, সেই হনুমৎকেশ্বর লিঙ্গকে ঊনাশীতিতম বলিয়া জানিবে। রাম রাক্ষসগণকে বধ করিয়া রাজ্য প্রাপ্ত হইলে তখন মুনিগণ তাঁহাকে অভিনন্দিত করিবার জন্য তাঁহার নিকট আগমন করেন। রাম তাঁহাদের যথাযথ পূজা করিলে তাঁহারা হৃষ্টান্তঃকরণে তাঁহাকে বলিলেন,—হে রামচন্দ্র! ভাগ্যবশতই রাবণ পুত্র-পৌত্রগণের সহিত নিধন প্রাপ্ত হইয়াছে; ভাগ্যবশতই পবনপুত্র রাক্ষসান্তক হনুমান্ ও ভার্য্যার সহিত তোমাকে আজ আমরা বিজয়ী দেখিলাম! বানর হনুমান্ দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া চিরজীবী হউক। অঞ্জনানন্দন সাক্ষাৎ রুদ্রাংশ; আখণ্ডল, অগ্নি, যম, নির্ঋতি, বরুণ, পবন ধনাধ্যক্ষ, এবং ব্রহ্মার সহিত দিক্‌পালগণ সকলে হনুমানকে রক্ষা করুন। রামচন্দ্র মুনিগণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সবিস্ময়ে কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন,—

বীৎ॥ ৮॥ কিমর্থং লক্ষ্মণং ত্যক্ত্বা বানরোঽয়ং প্রশংসিতঃ। কীদৃশঃ কিংপ্রভাবো বা কিংবীর্য্যঃ কিংপরাক্রমঃ॥ ৯॥ অথোচুঃ সত্যমেবৈতৎকারণং বানরোত্তমে। ন ত্বস্য সদৃশো বীর্য্যে বিদ্যতে ভুবনত্রয়ে॥ ১০॥ এষ দেব মহাপ্রাজ্ঞো যোজনানাং শতং প্লুতঃ। ধর্ষয়িত্বা পুরীং লঙ্কাং রাবণান্তঃপুরং গতঃ॥ ১১॥ প্রাদেশমাত্রপ্রতিমং কৃতং রূপমনেন বৈ। দৃষ্টা সম্ভাষিতা সীতা পৃষ্টা বিশ্বাসিতা তথা॥ ১২॥ সেনাগ্রগা মন্ত্রিপুত্রাঃ কিঙ্করা রাবণাত্মজাঃ। হত্বা হনূমতা তত্র তাড়িতো রাবণালয়ে॥ ১৩॥ ভূয়ো বন্ধবিমুক্তেন সম্ভাব্য তু দশাননম্। লঙ্কা ভস্মীকৃতা তেন পাতকেনেব মেদিনী॥ ১৪॥ ন কালস্য ন শক্রস্য ন বিষ্ণোর্বেধসোঽপি বা। শ্রূয়স্তে তানি কর্ম্মাণি যাদৃশানি হনূমতঃ॥ ১৫॥ রাম উবাচ। এতস্য বাহুবীর্য্যেণ লঙ্কা সীতা চ লক্ষ্মণঃ। প্রাপ্তো মম জয়শ্চৈব রাজ্যং মিত্রাণি বান্ধবাঃ॥ ১৬॥ সখায়ং বানরপতির্মুক্তেনং হরিপুঙ্গবম্। প্রবৃত্তিমপি কো বেত্তুং জানক্যাঃ শক্তিমান্ ভবেৎ॥ ১৭॥ বালী কিমর্থমেতেন সুগ্রীবপ্রিয়কাম্যয়া। তদা বৈরে সমুৎপন্নে ন দগ্ধস্তৃণবৎ কথম্॥ ১৮॥ নায়ং বিদিতবাম্নস্তে হনুমানাত্মনো বলম্। উপেক্ষিতঃ ক্লিশ্যমানে কিমর্থং বানরাধিপে॥ ১৯॥ এবং ব্রুবাণং রামং তু মুনয়ো বাক্যমব্রুবন্। সত্যমেতদ্রঘুশ্রেষ্ঠ যদ্ব্রবীষি হনূমতঃ॥ ২০॥ ন বলে বিদ্যতে তুল্যো ন গতৌ ন মতাবপি। অমোঘবাক্যৈঃ শাপস্তু দত্তোঽস্য মুনিভিঃ পুরা॥ ২১॥ ন জ্ঞাতং হি বলং যেন বলিনা বালিমর্দ্দনে। বাল্যেঽপ্যনেন যৎকর্ম্ম কৃতং নাম মহাত্মনা॥ ২২॥ তন্ন বর্ণয়িতুং শক্যমেতস্য তু বলং মহৎ। যদি শ্রোতুং তবেচ্ছাস্তি নিশাময় বদামহে॥ ২৩॥ অসৌ হি জাতমাত্রোঽপি বালার্ক ইব মূর্ত্তিমান্। গ্রহীতুকামো বালার্কং পুপ্লাবাম্বরমধ্যতঃ॥ ২৪॥ তূর্ণমাধাবতো রাম শক্রেণ বিদিতাত্মনা। হনুস্তেনাস্য সহসা কুলিশেনৈব তাড়িতঃ॥ ২৫॥ ততো গিরৌ পপাতৈষ শক্রবজ্রাভিতাড়িতঃ। পততোঽস্য মহাবেগাদ্বামো হনুরভজ্যত, অস্মিংস্তু পতিতে বালে মৃতকল্পেঽশনিক্ষতাৎ॥ ২৬॥ ততো বায়ুঃ সমাদায় মহাকালবনং

হে মুনিগণ! আপনারা লক্ষ্মণের প্রশংসা না করিয়া কি জন্য বানরের প্রশংসা করিলেন? হনূমান কিপ্রকার? তাহার প্রভাব, বীর্য্য ও পরাক্রমই বা কিরূপ? মুনিগণ বলিলেন,—হে রামচন্দ্র! বানরের উত্তমত্বের কারণ আছে, শ্রবণ কর,—ত্রিভুবনে তাহার সমান বলবান্ নাই, এই মহাবল, শতযোজন সমুদ্র লম্ফ প্রদান করিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছে; এ লঙ্কাপুরী বিধ্বস্ত করিয়া রাবণের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছিল, স্বীয় দেহ প্রাদেশপরিমিত করিয়াছিল। এ-ই প্রথমে সীতা দর্শন করিয়া তাঁহার সম্ভাষণ, কুশলপ্রশ্ন ও বিশ্বাসোৎপাদন করিয়াছিল। এ-ই রাবণের সেনানায়ক, মন্ত্রী, পুত্র, ও কিঙ্করদিগকে বিনাশ করিয়া রাবণালয় হইতে তাড়িত হইয়াছিল। ইহাকে দগ্ধ করিয়া ছাড়িয়া দিলে পাতক দ্বারা মেদিনীর ন্যায় এই হনূমান্ লঙ্কাকে ভস্মীভূত করিয়াছিল। হনূমান্ যেরূপ অদ্ভুত কর্ম্ম করিয়াছে, কাল, শক্র, বিষ্ণু, ও বেধা ইহারাও সেরূপ অদ্ভুত কর্ম্ম করেন নাই। রাম বলিলেন,—এই হনূমানের বাহুবীর্য্যেই আমি লঙ্কা, সীতা, লক্ষ্মণ, জয়, রাজ্য, মিত্র ও বান্ধব সমস্তই প্রাপ্ত হইয়াছি। এই বানরপতি হরিপুঙ্গব ব্যতিরেকে সীতাবৃত্তান্ত জানিতে আর কেহই সমর্থ হইত না। কি জন্য এ সুগ্রীবের প্রিয়কামনায় বালীকে তৃণবৎ দগ্ধ করে নাই? ১—১৮। আমার মনে হয়, হনূমান আপনার শক্তির পরিমাণ জানে না; নচেৎ কি জন্য বালীকে উপেক্ষা করিয়াছিল? রাম এই সকল কথা বলিলে মুনিগণ তাঁহাকে বলিলেন,—হে রঘুশ্রেষ্ঠ! হনূমানের বলের কথা তুমি যাহা বলিলে, তাহা সত্য। বলে, বিদ্যায়, গতিতে, হনূমানের তুল্য কেহ নাই। পূর্ব্বে অমোঘবাক্ মুনিগণ ইহাকে শাপ দিয়াছিলেন, এই জন্যই এ বালিমর্দ্দন কালে স্বীয় বল জানিতে পারে নাই। বাল্যে এ যে গুরুতর কার্য্য করিয়াছে, তাহা বর্ণন করা যায় না। যদি তোমার শুনিতে ইচ্ছা হয়, তবে শুন, বলিতেছি,—হনূমান্ বাল্যকালে বালার্কসদৃশ হইয়া জন্মিয়াছিল। এ বালার্ক গ্রহণ করিবার জন্য অম্বরতলে লম্ফ প্রদান করাতে ইন্দ্র ইহাকে কুলিশ প্রহার করেন। তাহাতে ইহার হনুদেশ তাড়িত হয়। বজ্রপ্রহারে এ গিরিশিখরে পতিত হয়। অতিবেগে পতন হেতু ইহার বাম হনু ভাঙ্গিয়া যায়। অশনি-আঘাতে মৃতকল্প হইয়া পতিত হইলে, বায়ু ইহাকে মহাকালবনে লইয়া যান। তিনি পুত্রের জন্য এই

গতঃ। লিঙ্গমারাধয়ামাস পুত্রার্থং পবনস্তদা ॥ ২৭ ॥ স্পৃষ্টমাত্রস্তু লিঙ্গেন সমুত্তস্থৌ প্লবঙ্গমঃ। জলসিক্তং যথা শস্যং পুনর্জীবিতমাপ্তবান্ ॥ ২৮ ॥ প্রাণবন্তমিমং দৃষ্ট্বা পবনো হর্ষিতস্তদা। প্রত্যুবাচ প্রসন্নাত্মা পুত্রমাদায় সত্বরম্ ॥ ২৯ ॥ স্পর্শনাদস্য লিঙ্গস্য মম পুত্রঃ সমুত্থিতঃ। হনুমৎকেশ্বরো দেবো বিখ্যাতো-হয়ং ভবিষ্যতি ॥ ৩০ ॥ এতস্মিন্নন্তরে শক্রঃ সমায়াতঃ সুরৈর্বৃতঃ। নীলোৎপলময়ীং মালাং সম্প্রগৃহ্যেদমব্রবীৎ ॥ ৩১ ॥ মৎকরোৎসৃষ্টবজ্রেণ যস্মাদস্য হনুর্হতঃ। তদেন কপিশার্দূলো হনুমানস্য ভবিষ্যতি ॥ ৩২ ॥ বরুণোহস্য বরং প্রাদান্নাস্য মৃত্যুর্ভবিষ্যতি। যমো দণ্ডাদবধ্যত্বমারোগ্যং ধনদো দদৌ ॥ ৩৩ ॥ সূর্য্যেণ চ প্রভা দত্তা পবনেন গতিদ্রুতা। লিঙ্গেন চ বরো দত্তো দেবানাং সন্নিধৌ তদা ॥ ৩৪ ॥ আয়ুধানাং হি সর্ব্বেষামবধ্যো-হয়ং ভবিষ্যতি। অজরশ্চামরশ্চৈব ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৩৫ ॥ অমিত্রভয়দো হ্যেষ মিত্রাণামভয়-প্রদঃ। অজেয়ো ভবিতা যুদ্ধে লিঙ্গেনোক্তং পুনঃপুনঃ ॥ ৩৬ ॥ শত্রোর্বলোৎসাদনায় রাঘবপ্রীতয়ে সদা। কিয়ৎকালং বলং স্বীয়ং ন স্মরিষ্যতি শাপতঃ ॥ ৩৭ ॥ হতে তু রাবণে ভূয়ো রামস্যানুমতে স্থিতঃ। বিভীষণং প্রার্থয়িত্বা মামত্র স্থাপয়িষ্যতি ॥ ৩৮ ॥ ততো মাং ত্রিদশাঃ সর্ব্বে পূজয়িষ্যন্তি ভাবিতাঃ। তেনৈব নাম্না বিখ্যাতিং পুনর্য্যাস্যামি ভূতলে ॥ ৩৯ ॥ অথ গন্ধবহঃ পুত্রং প্রগৃহ্য গৃহ-মানয়ৎ। অঞ্জনায়ৈ তদাচখ্যৌ বরলব্ধিং চ লিঙ্গতঃ ॥ ৪০ ॥ এবং লিঙ্গপ্রভাবাচ্চ বলবান্মারুতাত্মজঃ। স জাতস্ত্রিষু লোকেষু রাম তস্মাৎ প্রশস্যতে ॥ ৪১ ॥ পরাক্রমোৎসাহমতিপ্রতাপৈঃ সৌশীল্যমাধুর্য্যনয়াদি-কৈশ্চ। গাম্ভীর্য্যচাতুর্য্যসুবীর্য্যধৈর্য্যৈর্হনূমতঃ কো-হভ্যধিকোহস্তি লোকে ॥ ৪২ ॥ মমেব বিক্ষোভিত-সাগরস্য লোকান্ দিধক্ষোরিব পাবকস্য। প্রজ্ঞা জিহীর্ষোরিব চাগ্রকস্য হনূমতঃ স্থাস্যতি কঃ পুরস্তাৎ ॥ ৪৩ ॥ এতদ্বৈ কথিতং তুভ্যং যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি। হনূমতোহস্য বালস্য কর্ম্মাণ্যদ্ভুতবিক্রম ॥ ৪৪ ॥ দৃষ্টঃ সম্ভাজিতশ্চাপি রাম গচ্ছামহে বয়ম্। এবমুক্ত্বা গতাঃ সর্ব্বে মুনয়োহবন্তিমণ্ডলম্। পূজয়ামাসুরীশানং হনুমৎকেশ্বরং শিবম্ ॥ ৪৫ ॥ সমর্চ্চয়ন্তি যে ভক্ত্যা লিঙ্গং ত্রিদশপূজিতম্। হনুমৎকেশ্বরং দেবং তে কৃতার্থাঃ কলৌ যুগে ॥ ৪৬ ॥ ব্রজন্ত্যেব সুদুষ্প্রাপ্যং

স্থানে লিঙ্গারাধনা করেন। লিঙ্গ স্পর্শ করিবা মাত্র জলসিক্ত শস্যের পুনর্জীবনপ্রাপ্তির ন্যায় হনুমান্ সমুত্থিত হয়। পবন তখন পুত্রকে প্রাণ পাইতে দেখিয়া তাহাকে গ্রহণপূর্ব্বক বলিলেন,—এই লিঙ্গ স্পর্শ করিবা মাত্র আমার পুত্র উত্থিত হইল; অতএব এই লিঙ্গের নাম রহিল,—হনুমৎকেশ্বর; ইনি হনুমৎকেশ্বর নামে জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিবেন। পবন এই কথা বলিতেছেন, এমন সময় দেবগণের সহিত পুরন্দর নীলোৎপলের মালা লইয়া ঐ স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন,—আমার হস্তক্ষিপ্ত বজ্র দ্বারা যখন ইহার হনু আহত হইয়াছে, তখন ইহার নাম হইল,—হনুমান্। অনন্তর বরুণ ইহাকে অমরত্ব বর, যম—স্বীয় দণ্ডাবধ্যত্ব, ধনদ—আরোগ্য, সূর্য্য প্রভা, এবং পবন ইহাকে দ্রুত গতি প্রদান করিলেন। অবশেষে লিঙ্গ এই বর দিলেন যে, এই হনুমান্ সর্ব্ব আয়ুধের অবধ্য, অজর, অমর, অমিত্রভয়দ, মিত্রগণের অভয়প্রদ ও শত্রুগণের অজেয় হইবে এবং রাঘবপ্রীতির জন্য শত্রুবল উৎসাদন করিতে শাপপ্রভাবে কিয়ৎকাল বিস্মৃত থাকিবে। সে রাবণ নিহত হইবার পর বিভীষণের নিকট হইতে প্রার্থনা করিয়া আনিয়া আমায় এই-স্থানে স্থাপন করিবে। অনন্তর দেবগণ আমায় ভক্তি পূর্ব্বক পূজা করিবেন। আমি তাহার নামে খ্যাতি লাভ করিব।২৭—৩৯। অতঃপর গন্ধবহ স্বীয় পুত্রকে লইয়া গৃহে গমন করিলেন, এবং পুত্রের বরলাভের কথা অঞ্জনাকে সমস্ত বলিলেন। হে রাম! হনুমান্ লিঙ্গপ্রভাবে এইরূপ বলবান হইয়া ত্রিলোক জাত হইয়াছে, সেই জন্য প্রশংসার্হ। পরাক্রম, উৎসাহ, প্রতাপ, সৌশীল্য, আয়ুধ, নয়, গাম্ভীর্য্য, চাতুর্য্য, সুবীর্য্য,ও ধৈর্য্যে হনুমান্ হইতে অধিক কে আছে? বিক্ষোভিতসাগর আমার ন্যায়, লোকদহনেচ্ছু পাব-কের ন্যায়, এবং প্রজাজিহীর্ষ পাবকের ন্যায় হনু-মানের অগ্রে কে তিষ্ঠিতে পারে? হে রাম! এইত তুমি আমাদিগকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, সেই হনুমৎচরিত আমরা সমস্ত বর্ণন করিলাম। অধুনা আমরা প্রস্থান করি। এই কথা বলিয়া মুনিগণ অবন্তীমণ্ডলে গমন করিলেন। ঐ স্থানে গমন করিয়া তাঁহারা হনুমৎকেশ্বর দেবের পূজা করি-লেন। যাহারা ভক্তিপূর্ব্বক ত্রিদশ-পূজিত লিঙ্গ হনুমৎকেশ্বরের ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করে, তাহারা কলিযুগে কৃতার্থ হয় এবং সুদুষ্প্রাপ্য ব্রহ্ম-সাযুজ্য

ব্রহ্মসাযুজ্যমব্যয়ম্। সম্প্রাপ্য তু পুনর্জ্জন্ম লভন্তে মোক্ষমব্যয়ম্॥ ৪৭॥ যঃ পশ্যতি নরো লিঙ্গং হনুমৎকেশ্বরং প্রিয়ে। সোঽধিকং ফলমাপ্নোতি সর্ব্বদুঃখবিবর্জ্জিতঃ॥ ৪৮॥ সর্ব্বলোকেষু তস্যৈব গতির্ন প্রতিহন্যতে। দিব্যেনৈশ্বর্য্যযোগেন যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥ ৪৯॥ বালসূর্য্যপ্রতীকাশবিমানেন সুবর্চ্চসা। বৃতঃ স্ত্রীণাং সহস্রৈস্তু স্বচ্ছন্দগমনাগমঃ॥ ৫০॥ বিচরত্যবিচারেণ সর্ব্বলোকান্ দিবৌকসাম্। স্পৃহণীয়তমঃ পুংসাং সর্ব্ববর্ণোত্তমোঽধুনা॥ ৫১॥ স্বর্গাচ্যুতঃ প্রযায়েত কুলে মহতি রূপবান্। ধর্ম্মজ্ঞো রুদ্রভক্তশ্চ সর্ব্ববিদ্যার্থপারগঃ॥ ৫২॥ রাজা বা রাজতুল্যো বা দর্শনাদস্য জায়তে। স্পর্শনাৎপরমং পুণ্যং যজনাৎপরমং পরম্॥ ৫৩॥ এষ তে কথিতো দেবি প্রভাবঃ পাপনাশনঃ। হনুমৎকেশ্বরেশস্য স্বপ্নেশ্বরমথো শৃণু॥ ৫৪॥

ইতি শ্রীস্কান্দে হনুমৎকেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈকোনাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ॥৭৯॥

—

লাভ করিয়া পুনর্জ্জন্মে মোক্ষ লাভ করে। হে প্রিয়ে! যাহারা হনুমৎকেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করে, তাহারা সর্ব্বপাপবর্জ্জিত হয়, সর্ব্বলোকে গমন করিতে পারে, তাহাদের দিব্য ঐশ্বর্য্য লাভ হয়। ইহাতে কোন সংশয় নাই। বালসূর্য্যপ্রতীকাশ বিমানে আরোহণপূর্ব্বক সে সহস্র স্ত্রীপরিবৃত হইয়া সমগ্র দেবলোকে সচ্ছন্দে বিচরণ করে, সে বর্ণোত্তম এবং সকলের স্পৃহণীয় হয় এবং স্বর্গচ্যুত হইয়া মহৎ কুলে ধর্ম্মজ্ঞ, রুদ্রভক্ত ও সর্ব্ববিদ্যাপারগ হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। ঐ লিঙ্গদর্শনমাত্রে মানব রাজা বা রাজতুল্য হয়, স্পর্শ করিলে পুণ্য, এবং যজন করিলে পরমপদ লাভ হইয়া থাকে। হে দেবি! এই আমি তোমার নিকট হনুমৎকেশ্বর লিঙ্গের পাপ-নাশন প্রভাব কীর্ত্তন করিলাম, অতঃপর স্বপ্নেশ্বর-মাহাত্ম্য শ্রবণ কর। ৪০—৫৪।

উনাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৭৯।

—

অশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। অশীতিকং বিজানীহি দেবং স্বপ্নেশ্বরং প্রিয়ে। যস্য দর্শনমাত্রেণ দুঃস্বপ্নং নশ্যতি ধ্রুবম্॥ ১॥ কল্মাষপাদেতি খ্যাতো লোকে রাজা বভূব হ। ইক্ষ্বাকুবংশজো দেবি তেজসা সূর্য্যবদ্ভুবি॥ ২॥ স কদাচিদ্বনে রাজা বশিষ্ঠসুতমৌরসম্। শক্ত্রিং পরমধর্ম্মজ্ঞং দদর্শ বিজিতেন্দ্রিয়ম্। মার্গস্থিতং তপোনিষ্ঠমপগচ্ছেতি চাব্রবীৎ॥ ৩॥ অমুঞ্চন্তং তু পন্থানং তমৃষিং নৃপসত্তমঃ। জঘান কশয়া মোহাত্তদা রাক্ষসবন্মুনিম্॥ ৪॥ কশাপ্রহারাভিহতস্ততঃ স মুনিপুঙ্গবঃ। তং শশাপ রুষাবিষ্টো বাশিষ্ঠঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ॥ ৫॥ হংসি রাক্ষসবদ্যস্মাদ্রাজাপসদ তাপসম্। তস্মাত্ত্বমদ্যপ্রভৃতি পুরুষাদো ভবিষ্যতি॥ ৬॥ সততং পিশিতাসক্তশ্চরিষ্যসি মহীমিমাম্। স তু শপ্তস্তদা তেন তৎক্ষণাদ্বৈ নৃপোত্তমঃ॥ ৭॥ জগাম শরণং শক্ত্রিং প্রসাদয়িতুমহ্যৎ। যদা ন তুষ্টো বিপ্রর্ষিঃ শক্ত্রিঃ পরমকোপণঃ। প্রসাদ্যমানো ভূপেন তদা তেনাপি ভক্ষিতঃ॥ ৮॥ শক্ত্রিং তং ভক্ষয়িত্বা তু বশিষ্ঠস্যাপরান্ সুতান্। ভক্ষয়ামাস সহসা সিংহঃ ক্ষুদ্রমৃগানিব॥ ৯॥ তদাপ্রভৃতি

—

অশীতিতম অধ্যায়।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি! যাহার দর্শন মাত্রে দুঃস্বপ্ন বিনষ্ট হয়, সেই স্বপ্নেশ্বর লিঙ্গকে অশীতিতম লিঙ্গ বলিয়া জানিবে। ইক্ষ্বাকুবংশে আদিত্যকল্প কল্মাষপাদ নামে এক রাজা ছিলেন। একদা তিনি বনে বসিষ্ঠপুত্র তপোনিষ্ঠ শক্ত্রিকে পথে উপবিষ্ট দেখিয়া তাঁহাকে পথ ছাড়িয়া দিতে বলেন; কিন্তু তিনি পথ ছাড়েন না, এই অপরাধে রাজা তাঁহাকে কশাঘাত করেন মুনিপুত্র আহত হইয়া ক্রোধে তাঁহাকে এই বলিয়া শাপ দিলেন যে, রে রাজাপসদ! যে হেতু তুই অদ্য তাপসকে রাক্ষসবৎ প্রহার করিলি, অতএব তুই পুরুষাদ হইবি। তুই পিশিতাসক্ত হইয়া সর্ব্বদা এই মহীতে বিচরণ করিবি। নৃপতি এইরূপে অভিশপ্ত হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ তাঁহার শরণ লইলেন। কিন্তু তিনি যখন কিছুতেই রাজার প্রতি প্রসন্ন হইলেন না, তখন রাজা ক্রোধে তাঁহাকে ভক্ষণ করিলেন। রাজা; তখন শক্ত্রিকে ভক্ষণ করিয়া বসিষ্ঠের অপরাপর পুত্রগুলিকেও সিংহ

সঞ্জাতঃ পুরুষাদো নৃপোত্তমঃ। রাত্রৌ পশ্যতি দুঃস্বপ্নান্ পাপসঙ্ঘেন মোহিতঃ ॥ ১০ ॥ দৃষ্ট্বা ভয়ানকান্ স্বপ্নান্ স রাজা পর্য্যতপ্যত। পশ্চাত্তাপেন সংযুক্তো বিললাপ সুদুঃখিতঃ ॥ ১১ ॥ অথাপৃচ্ছ-মমাত্যৈশ্চ কিং করোষি মহীপতে। কস্মাত্তে নিষ্প্রভা কান্তির্বিবর্ণো হরিণঃ কৃশঃ ॥ ১২ ॥ স রাজা কথয়ামাস দুঃস্বপ্নানণুপূর্ব্বশঃ। স্বপ্নেঽহং সাগরং শুষ্কং চন্দ্রং চ পতিতং ভুবি ॥ ১৩ ॥ উপরুদ্ধাং চ জগতীং ঘনেন তমসা বৃতাম্। আত্মানং চাহমদ্রাক্ষ মলিনং মুক্তমূর্দ্ধজম্ ॥ ১৪ পতন্তমদ্রিশিখরাৎ কলুষে গোময়ে হ্রদে। পিবন্নঞ্জলিনা তৈলং হসন্নিব মুহুর্ম্মুহুঃ ॥ ১৫ ॥ তৈলেনাভ্যক্তসর্ব্বাঙ্গস্তৈলমেবাবগাহয়ন্। পীঠে কার্ষ্ণায়সে চৈব নিষণ্ণোঽহমধোমুখঃ ॥ ১৬ ॥ গায়ন্তি প্রমদা রক্তা রক্তমাল্যানুলেপনাঃ। কৃষ্ণাম্বরধরা-শ্চান্যাঃ কৃষ্ণমাল্যানুলেপনাঃ ॥ ১৭ ॥ তাভিরাকৃষ্য-মাণোঽপি নীতোঽহং দক্ষিণাং দিশম্। বদ্ধা রজ্জ্বা সুবর্ণস্য লোহস্য রজতস্য চ ॥ ১৮ ॥ পাংসুকর্দ্দময়ো-র্মধ্যে মগ্নোঽহং লোহযন্ত্রিতঃ। কপোতৈস্তুদ্যমানো-ঽহং গৃধ্রৈঃ কাকৈশ্চ দারুণৈঃ ॥ ১৯ ॥ শৃগালৈ-র্ভক্ষমাণশ্চ স্থিতো মদ্গুরমস্তকে। ঋক্ষবানর-যানস্থো গতোঽহং দক্ষিণাং দিশম্ ॥ ২০ ॥ নদীং নিমগ্নো নিশ্চেষ্টো জলহীনাং মহীসমাম্। দন্তৈ-র্বিদারিতো রাত্রৌ রাসভেনাহমর্দ্দিতঃ ॥ ২১ ॥ তাড়িতো হৃদয়েঽত্যর্থং চরণৈর্বজ্রসন্নিভৈঃ। দৃষ্টিশ্চ হন্যতেঽত্যর্থং বেতালৈর্লোহশঙ্কুভিঃ ॥ ২২ ॥ করালৈঃ কণ্টকৈঃ কৃষ্ণৈঃ পুরুষৈরুদ্যতায়ুধৈঃ। স্বপ্নেঽহং তাড়িতোঽত্যর্থমপ্রমাণৈঃ শিতৈঃ শরৈঃ ॥ ২৩ ॥ এব-মেতন্ময়া দৃষ্টমিমাং রাত্রিং ভয়াবহাম্। সংখ্যাং কর্ত্তুং ন শক্যেত দুঃস্বপ্নানপরান বহূন্ ॥ ২৪ ॥ ইমাং তু দুঃস্বপ্নগতিং নিরীক্ষ্য বৈ হ্যনেকরূপামবিচিন্তিতাং পুরা। ভয়ং মহন্মে হৃদয়ং ন শুধ্যতি প্রগৃহ্য বাহূ বিলপাম্যনাথবৎ ॥ ২৫ ॥ নৃপস্য বচনং শ্রুত্বা অমাত্যা ভৃশদুঃখিতাঃ পশ্যন্তো দুর্নিমিত্তাংশ্চ উল্কা-পাতাদিকাংস্তদা ॥ ২৬ ॥ সৌরিসূর্য্যকুজাক্রান্তং

যেমন ক্ষুদ্র মৃগ ভক্ষণ করে, তদ্রূপ ভক্ষণ করিলেন। রাজা ঐ সময় হইতে পুরুষাদরূপে পরিণত হইলেন। তিনি রাত্রিকালে পাপমুগ্ধ হইয়া দুঃস্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। একদিন তিনি ভয়ানক স্বপ্ন দর্শন করিয়া পরিতাপ সংকারে বিলাপ করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার মন্ত্রিগণ তাহাকে বলিলেন,—হে মহীপতে! কি জন্য আপনার কান্তি মলিন হইতেছে এবং আপনার দেহইবা দুর্ব্বল হইতেছে কেন? তখন রাজা স্বপ্নবৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক বলিতে লাগিলেন,—আমি স্বপ্নে সাগরকে শুষ্ক, চন্দ্রকে ভূপতিত, মহীতল তমসাচ্ছন্ন এবং আপনাকে মলিন ও মুণ্ডিতমস্তক দর্শন করিলাম। আমার মনে হইতে লাগিল,—আমি যেন অদ্রি-শিখর হইতে কলুষিত গোময়হ্রদে পতিত হইতেছি; যেন হাসিতে হাসিতে মুহুর্মুহু অঞ্জলি অঞ্জলি তৈল পান করিতেছি এবং সর্ব্বাঙ্গে তৈল মর্দ্দন করিয়া তৈলমধ্যে অবগাহন করিতেছি। আমি লৌহময় পীঠে অধোমুখে অবস্থান করিয়া আছি; আর রক্ত-মাল্যানুলেপনা, কৃষ্ণাম্বরধরা এবং কৃষ্ণমাল্য-পরিহিতা রক্তা রমণীগণ আমার নিকট গান করিতেছে, তাহারা আমাকে আকর্ষণ করিলেও কে যেন আমায় সুবর্ণ লৌহ এবং রজতনির্ম্মিত রজ্জু দ্বারা বন্ধন করিয়া দক্ষিণদিকে লইয়া যাইতেছে। আমি যেন লৌহপাশে বদ্ধ হইয়া পাংশু-কর্দ্দম মধ্যে মগ্ন হইতেছি। আমি যেন মদ্গুর-মস্তকে আরোহণ করিয়া আছি; আর কপোত, গৃধ্র, ও বায়স-সমূহ যেন আমায় চঞ্চু দ্বারা বিলিখন করিতেছে এবং শৃগাল কর্ত্তৃক যেন আমি ভক্ষিত হইতেছি। আমি যেন ভল্লুক ও বানরযানে আরোহণ করিয়া দক্ষিণ দিকে গমন করিতেছি, মহীসম জলহীন নদীতে যেন আমি মগ্ন হইতেছি। রাত্রিকালে গর্দ্দভে যেন আমায় দন্তদ্বারা বিদারিত, মর্দ্দিত, ও তাহাদের বজ্রসন্নিভ খুর দ্বারা আমার হৃদয় তাড়িত করিতেছে। বেতালগণ যেন লৌহশঙ্কু দ্বারা আমার চক্ষুতে আঘাত করিতেছে। উদ্যতায়ুধ পুরুষগণ যেন কৃষ্ণবর্ণ করাল-কণ্টক দ্বারা আমায় বিদ্ধ করিতেছে এবং অসংখ্য শিত শর দ্বারা যেন আমি বিদ্ধ হইতেছি। হে মন্ত্রিগণ! আমি এই ভয়াবহ রাত্রিতে এই সকল ও অন্যান্য ভয়ানক ভয়ানক কত যে দুঃস্বপ্ন দর্শন করিয়াছি, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। এইরূপ অচিন্তিত-পূর্ব্ব দুঃস্বপ্ন দর্শন করিয়া আমার মনে অত্যন্ত ভয়ের সঞ্চার হইয়াছে, আমার হৃদয় কিছুতেই শান্তিলাভ করিতে পারিতেছে না। আমি তোমাদের বাহু ধরিয়া অনাথের ন্যায় ক্রন্দন করিতেছি। মন্ত্রিগণ নৃপের এইরূপ বাক্য, এবং উল্কাপাতাদি দুর্নিমিত্ত সকল অবলোকন

নগরং দৃষ্টন্তেহধুনা। নাগং চতুষ্পদং বিষ্টিং কিন্তুঘ্নং শকুনিং তথা॥ ২৭॥ করণানি ন শস্তানি মুহূর্ত্তা দারুণাভবন্। বিদিত্বা নৃপভঙ্গশ্চ দেশভঙ্গং কুলক্ষয়ম্॥ ২৮॥ আশ্বাসয়ন্তো রাজানমিদং বচনমব্রুবন্। অলং শোকেন কাকুৎস্থ সত্যাসত্যা হি বিভ্রমাঃ॥ ২৯॥ দৃশ্যন্তে ভাবিতাঃ পুংসি স্বপ্নে ধাতুবশেন হি। তথা পিত্রাদিদেবাংশ্চ পূজয় ব্রাহ্মণাংস্তথা॥ ৩০॥ এভিস্ততো মোক্ষ্যসে ত্বং মানসাদধিবিভ্রমাৎ। যস্মাদ্দৈবোপঘাতানাং দৈবমেব হি রক্ষণম্॥ ৩১॥ এবমাশ্বাসিতো ভূপো হ্যমাত্যৈর্মন্ত্রকোবিদৈঃ। তৎপাপং কথয়ামাস গুরুপুত্রবধাদিকম্॥ ৩২॥ বশিষ্ঠস্য সুতো জ্যেষ্ঠঃ শক্তির্বৈ ভক্ষিতো ময়া। নৃশংসেন তথামাত্যা একোনং ভক্ষিতং শতম্॥ ৩৩॥ তেন পাপেন সন্তপ্তঃ কথং স্বস্থো ভবামি বৈ। একাপি ব্রহ্মহত্যা যা সাপি দৈবাৎ সুদুষ্করা॥ ৩৪। 'ময়া পুনর্নৃশংসেন সা তথা ন তু বর্জ্জিতা। কাংস্তু লোকান্গমিষ্যামি কৃত্বা কর্ম্ম সুদারুণম্॥ রাক্ষসোহহমনেনৈব শরীরেণ কুলান্তকৃৎ॥ ৩৫॥ জাতং কুলে রঘুণাং বৈ পাপাত্মা পাপসম্ভবঃ। সোহমত্র মরিষ্যামি সাধয়িত্বা হুতাশনম্॥ ৩৬॥ ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা সৌদাসস্য সুবিস্মিতাঃ। অমাত্যা বেদতত্ত্বজ্ঞাঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদাঃ॥ ৩৭॥ অহো পাপমিদং ভূরি কৃতং পাপেন সর্ব্বথা। প্রায়শ্চিত্তং ন জানীমো বশিষ্ঠেন বিনাধুনা॥ ৩৮॥ তস্মাদদ্যৈব গন্তব্যমস্য ভূপস্য কারণাৎ। যত্র তিষ্ঠতি বিপ্রর্ষির্বশিষ্ঠো ভগবান্মুনিঃ॥ ৩৯॥ ইত্যুক্ত্বা সহিতাস্তেন তেঽমাত্যা ভূশঙ্কিতাঃ। গত্বা যত্রাশ্রমে বিপ্রো বশিষ্ঠো ভগবানৃষিঃ॥ ৪০॥ অদৃশ্যন্তীং বধূং দীনাং যত্রাশ্বাসয়তি প্রভুঃ। অদৃশ্যন্তী তু তং দৃষ্ট্বা ক্রূরকর্ম্মাণমগ্রতঃ। ভয়সংবিগ্নয়া বাচা বশিষ্ঠমিদমব্রবীৎ॥ ৪১॥ অসৌ মৃত্যুরিবোগ্রেণ দণ্ডেন বহুগর্ব্বিতঃ। প্রগৃহীতেন কাষ্ঠেন রাক্ষসোহভ্যেতি ভীষণঃ॥ ৪২॥ তন্নিবারয়িতুং শক্তো নান্যো বৈ ভুবি কশ্চন। ত্বামৃতেহদ্য মহাভাগ সর্ব্ববেদবিদাং বর॥ ৪৩॥ ত্রাহি মাং ভগবন্ পাপাদস্মাদ্দারুণদর্শনাৎ। রাক্ষসোহয়মিহাগত্য নূনমাবাং সমীহতে॥ ৪৪॥ বশিষ্ঠ উবাচ। মা ভৈঃ পুত্রি ন ভেতব্যং রাক্ষসাত্তে

করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। ঐ সময় নগর সৌরি-সূর্য্য ও কুজ কর্তৃক আক্রান্ত হইল; নাগ, চতুষ্পদ, বিষ্টি, কিন্তুঘ্ন ও শকুনি প্রভৃতি করণ সকল অপ্রশস্ত এবং মুহূর্ত্ত দারুণ হইয়া উঠিল। তাঁহারা নৃপভঙ্গ, দেশভঙ্গ, ও কুলক্ষয়কর যোগ জানিতে পারিয়া নৃপকে আশ্বাসিত করিয়া বলিলেন,—হে কাকুৎস্থ! আপনি ইহার জন্য শোক করিবেন না, ধাতুবশতঃ সত্যাসত্যময় ভ্রমাত্মক পূর্ব্বচিন্তিত বিষয় সকল মানব স্বপ্নে দর্শন করিয়া থাকে। আপনি পিতৃদেবগণ ও ব্রাহ্মণগণের পূজা করুন, তাহা হইলে আপনার ভ্রমারূঢ় হৃদয় শান্তি লাভ করিবে। দৈবোপঘাত সকলের দৈবই উপশমোপায়। ধর্ম্মকোবিদ মন্ত্রিগণ রাজাকে এইরূপে প্রবোধিত করিলে তিনি গুরুপুত্র-বধাদি স্বীয় পাপ কীর্ত্তন করিলেন। তিনি বলিলেন,—হে মন্ত্রিগণ! আমি বশিষ্ঠের জ্যেষ্ঠ পুত্র শক্তি এবং তাঁহার আরও নবনবতিসংখ্যক পুত্র ভক্ষণ করিয়াছি। সেই পাপেই আমি সন্তপ্ত হইতেছি, কিরূপে সুস্থতা লাভ করিব। আমি যে ব্রহ্মহত্যা করিয়াছি, তাহা অতি সুদুষ্কর। আমি অতি নৃশংস যে আমি তাহাও করিতে কুণ্ঠিত হই নাই। আমি সুদারুণ কার্য্য করিয়া কোন্ লোকে গমন করিব? এই শরীর ধারণ করিয়া রাক্ষসরূপে কুলান্তকারী হইব। আমি অতি পাপাত্মা ও পাপ-সম্ভব হইয়া রঘুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। আমি হুতাশন প্রজ্বালিত করিয়া তাহাতে জীবন বিসর্জ্জন দিই। ১—৩৬। সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ বেদতত্ত্বজ্ঞ মন্ত্রিগণ নৃপের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া সবিস্ময়ে স্বগতভাবে বলিতে লাগিলেন,—অহো! এই পাপ! মহৎ পাপাচরণ করিয়াছে। ভগবান্ বসিষ্ঠ ব্যতিরেকে ইহার প্রায়শ্চিত্ত হইবে না। অতএব ভগবান্ বশিষ্ঠ যেখানে অবস্থান করিতেছেন, অদ্যই আমরা সেই স্থানে গমন করি। এই কথা বলিয়া তাঁহারা নৃপের সহিত যেখানে ভগবান্ বশিষ্ঠ স্বীয় পুত্রবধূ দীনা অদৃশ্যন্তীকে সমাশ্বাসিত করিতেছেন, সেই স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন তাঁহাদের মধ্যে রাজাকে দেখিয়া অদৃশ্যন্তী মুনিকে বলিতেছেন,—হে তাত! ঐ দেখুন,—সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় দণ্ডহস্তে অতি ভীষণ এক রাক্ষস আসিয়াছে। আপনি ব্যতিরেকে অপর কেহই আর উহাকে নিবারণ করিতে সক্ষম নহে। হে ভগবন্! আপনি এই দারুণদর্শন পাপ হইতে আমায় পরিত্রাণ করুন। নিশ্চয়ই এই রাক্ষস আমাদের দুইজনকে ভক্ষণ করিবার জন্য এখানে আসিয়াছে। বশিষ্ঠ বলিলেন,—

কথঞ্চন। নৈতদ্রক্ষো ভয়ং যস্মাৎ পশ্যসি ত্বমুপস্থিতম্। রাজা কল্মাষপাদোঽয়মমাত্যৈঃ সংহতো বিভুঃ॥ ৪৫॥ স এষোঽস্মিন্ বনোদ্দেশে সমায়াতো মমান্তিকম্। তমায়ান্তমথালক্ষ্য বশিষ্ঠো ভগবানৃষিঃ। বারয়ামাস তেজস্বী হুঙ্কারেণ নৃপোত্তমম্॥ ৪৬॥ মন্ত্রপূতেন চ ততঃ সমভ্যুক্ষ্য চ বারিণা। মোক্ষয়ামাস বৈ ভাবাদ্রাক্ষসাদ্রাজসত্তমম্॥৪৭॥ প্রতিলভ্য ততঃ সংজ্ঞামভিবাদ্য কৃতাঞ্জলিঃ। উবাচ নৃপতিঃ কালে বশিষ্ঠমৃষিসত্তমম্॥ ৪৮॥ সৌদাসোঽহং মহাভাগ দাসোঽহং তব সুব্রত। অস্মিন্ কালে যদিষ্টং তে ব্রূহি কিং করবাণি তে॥ ৪৯॥ তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা নৃপস্য দ্বিজসত্তমঃ। জ্ঞাত্বা তপোবলেনৈব বিশ্বামিত্রস্য চেষ্টিতম্। রাজানং প্রত্যুবাচেদং বিনয়াবনতং তথা॥ ৫০॥ জ্ঞাতমেব যথাকালং গচ্ছ রাজন্ কুশস্থলীম্। মহাকালসমীপে তু লিঙ্গং দুঃস্বপ্ননাশনম্॥ ৫১॥ রাজসম্পৎকরং দিব্যং পুত্রপৌত্রবিবর্দ্ধনম্। ব্রহ্মহত্যাসহস্রাণাং স্ফোটনং পাপনাশনম্। তস্য দর্শনমাত্রেণ বিপাপ্মা চ ভবিষ্যসি॥৫২॥ দুঃস্বপ্নজং ভয়ং ঘোরং বিনঙ্ক্ষ্যতি ন সংশয়ঃ। গ্রহাশ্চ সানুকূলাস্তে ভবিষ্যন্তি নৃপোত্তম॥ ৫৩॥ ইত্যুক্তো গুরুণা ভূয়ো বশিষ্ঠেন মহাত্মনা। জগাম ত্বরিতো দেবি মহাকালবনং শুভম্। দদর্শ তত্র তল্লিঙ্গং দুষ্টদুঃস্বপ্ননাশনম্॥ ৫৪॥ নষ্টাঃ সর্ব্বেঽপি দুঃস্বপ্নাঃ সুস্বপ্নাশ্চাভবংস্তদা। রাজা নিষ্কল্মষো ভূত্বা পুনঃ প্রাপ্নোন্নিজং পদম্। অযোধ্যায়াং গতো রাজ্যং চকার মুদিতস্তদা॥ ৫৫॥ তদাপ্রভৃতি দেবোঽয়ং সুস্বপ্নেশ্বরসংজ্ঞকঃ। বভূব ভুবনে খ্যাতঃ সর্ব্বদুঃস্বপ্ননাশনঃ॥ ৫৬॥ অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দ্দশ্যাং দেবং স্বপ্নেশ্বরং শিবম্। দর্শনং যে করিষ্যন্তি স্নাত্বা শিপ্রাজলে শুভে। আজন্মপ্রভবং তেষাং দুঃস্বপ্নঞ্চ বিনশ্যতি॥ ৫৭॥ স এব সর্ব্বদা পূজ্য ইহলোকে পরত্র চ। যঃ পশ্যতি নরো ভক্ত্যা দেবং স্বপ্নেশ্বরং শিবম্॥ ৫৮॥ যং যং কামমভিধ্যায় মনসাভিমতং নরঃ। তং তং দুর্লভমাপ্নোতি সুস্বপ্নেশ্বরদর্শনাৎ॥ ৫৯॥ নিয়মেন প্রপশ্যন্তি দেবং স্বপ্নেশ্বরং সদা। তে প্রয়ান্তি তনুং ত্যক্ত্বা মদীয়ং ভবনং প্রিয়ে॥ ৬০॥ ভক্তিহীনঃ ক্রিয়াহীনো যঃ পশ্যতি প্রসঙ্গতঃ। সুপুণ্যাং গতিমাপ্নোতি যোগিগম্যাং যশস্বিনি॥ ৬১॥ যে চ পুষ্পৈ-

অয়ি পুত্রি! রাক্ষস হইতে তোমার কোন ভয় নাই। যাহা হইতে তুমি ভয় পাইয়াছ, ইনি রাক্ষস নহেন, ইনি রাজা কল্মাষপাদ, অমাত্যগণপরিবৃত হইয়া এই বনোদ্দেশে আমার নিকট আগমন করিয়াছেন। অনন্তর ভগবান্ বশিষ্ঠ মন্ত্রগণ সমভিব্যাহারে রাজাকে সমাগত দেখিয়া হুঙ্কার দ্বারা নিবারণপূর্ব্বক মন্ত্রপূত বারি দ্বারা অভ্যুক্ষণ করত তাঁহাকে রাক্ষসভাব হইতে মুক্ত করিলেন। তখন রাজা সংজ্ঞালাভ করিয়া অভিবাদনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে মুনিকে বলিতে লাগিলেন,—হে ভগবন্! আমি সৌদাস আপনার দাস; অধুনা আমি আপনার কি করিব তাহা বলুন? তখন মুনি নৃপের তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া যোগবলে "ইহা বিশ্বামিত্রের কার্য্য" ইহা জানিতে পারিয়া বিনীত রাজাকে বলিলেন,—হে রাজন্! আমি সমস্তই জ্ঞাত হইলাম, অধুনা আপনি কুশস্থলীতে গমন করুন। ঐ স্থানে মহাকালের সমীপে এক দুঃস্বপ্ননাশক, রাজ্যসম্পৎকর, পুত্রপৌত্রবর্দ্ধন, ব্রহ্মহত্যানাশক ও পাপাপহ লিঙ্গ আছেন; আপনি তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র নিষ্পাপ হইবেন; আপনার দুঃস্বপ্নজনিত ভয় নিঃসংশয় বিদূরিত হইবে এবং গ্রহগণ আপনার প্রতি অনুকূল থাকিবেন। ৩৭—৫৩। হে দেবি! গুরু বসিষ্ঠ এই কথা বলিলে রাজা অচিরে ঐ স্থানে গমন করিলেন। ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া তিনি দুষ্ট দুঃস্বপ্ননাশক লিঙ্গ দর্শন করিলেন। লিঙ্গ দর্শন মাত্রে তাঁহার দুঃস্বপ্ন সুস্বপ্ন হইল। রাজা তখন নিষ্পাপ হইয়া পুনরায় নিজপদ লাভান্তে অযোধ্যায় গিয়া রাজ্য করিতে লাগিলেন। তদবধি ঐ লিঙ্গ সুস্বপ্নেশ্বর নামে ভুবনে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। যাহারা অষ্টমী বা চতুর্দ্দশী তিথিতে শিপ্রাজলে স্নান করিয়া ঐ দেব সুস্বপ্নেশ্বরকে দর্শন করে, আজন্মকাল দুষ্ট দুঃস্বপ্ন তাহাদের বিনষ্ট হয়। যে মানব ঐ লিঙ্গ দর্শন করে, সে ইহলোকে সর্ব্বদা পূজ্য। নর যাহা যাহা কামনা করিয়া ঐ সুস্বপ্নেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করে, সেই সেই অভিলষিতই লাভ করিয়া থাকে। হে দেবি! যাহারা নিয়মপূর্ব্বক দেব স্বপ্নেশ্বরকে দর্শন করে, তাহারা মদীয় ভবনে গমন করিয়া থাকে। ভক্তিহীন ক্রিয়াহীন নর যদি প্রসঙ্গাধীন ঐ লিঙ্গ দর্শন করে, তাহা হইলে তাহারা সুপুণ্যা যোগিগম্যা গতি লাভ করিয়া থাকে। যাহারা

বিচিত্রৈশ্চ পূজয়ন্তি চ পর্ব্বসু। তে সর্ব্বকামসম্পন্নাঃ শ্রীবলারোগ্যসংযুতাঃ। দীর্ঘায়ুষঃ শুভাচারা জায়ন্তে দেহিনোঽমলাঃ॥ ৬২॥ এতে চ ব্রহ্মবিষ্ণিন্দ্রকুবের-দহনাদয়ঃ। সুস্বপ্নং পরমং প্রাপ্তাঃ শ্রীস্বপ্নেশ্বর-দর্শনাৎ॥ ৬৩॥ এষ তে কথিতো দেবি প্রভাবঃ পাপনাশনঃ। স্বপ্নেশ্বরস্য দেবস্য শৃণু লিঙ্গ-

ইতি শ্রীস্কান্দে স্বপ্নেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নামা-শীতিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৮০॥

একাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। চতুর্দ্বারস্থিতং দেবি শৃণু লিঙ্গ-চতুষ্টয়ম্। যস্য দর্শনমাত্রেণ কৃতকৃত্যো নরো ভবেৎ ১॥ অহং পৃষ্টস্ত্বয়া দেবি কৌতুকাচ্চ বরাননে। অতীব রমণীয়ং চ স্থলং দর্শয় মে প্রভো॥ ২॥ সেবিতং বহুভিঃ সিদ্ধৈঃ পুনরাবৃত্তিকাঙ্ক্ষিভিঃ যদ্গুহ্যং চ পবিত্রং চ প্রলয়েঽপ্যবিনাশি যৎ॥ ৩॥ অনন্তসদৃশং দিব্যং যত্তীর্থং যত্তপোবনম্। অসংখ্যেয়-গুণোপেতং ভুক্তিমুক্তিকরং শুভম্॥ ৪॥ সুবর্ণশৃঙ্গাঃ

বিবিধ পুষ্পাদি দ্বারা তাঁহাকে পূজা করে, তাহারা সর্ব্বকাম-সম্পন্ন, শ্রীমান-আরোগ্যযুত, দীর্ঘায়ু, শুভাচার ও নির্ম্মল হয়। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, কুবের ও অগ্নি প্রভৃতি দেবতাগণও স্বপ্নেশ্বর দর্শন করিয়া সুস্বপ্ন লাভ করিয়া থাকেন। হে দেবি! এই আমি তোমার নিকট স্বপ্নেশ্বর দেবের পাপনাশন প্রভাব কীর্ত্তন করিলাম; অতঃপর লিঙ্গচতুষ্টয়মাহাত্ম্য শ্রবণ কর।—৬৪।

অশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৮০।

একাশীতিতম অধ্যায়।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি! যাহা দর্শন করিলে নর কৃতকৃত্য হয়, সেই চতুর্দ্বারস্থিত লিঙ্গ-চতুষ্টয়ের কথা শ্রবণ কর। একদা তুমি আমাকে বলিলে,—হে দেব! আপনি আমাকে এমন একটী রমণীয় স্থান দর্শন করান—যে স্থান পুনরা-বৃত্তিকাঙ্ক্ষী বহু সিদ্ধ সেবা করিয়া থাকেন; যাহা গুহ্য, পবিত্র, প্রলয়েও অবিনাশী ও অনন্ত-সদৃশ, যাহা অসংখ্য গুণোপেত এবং ভুক্তিমুক্তি-

প্রাসাদা হর্ম্ম্যাণি বিবিধানি চ। উদ্যানানি বিচিত্রাণি মার্গাশ্চ বিবিধাঃ শুভাঃ॥ ৫॥ সমীহিতফলাবাপ্তির্যত্র লভ্যা সুখেন বৈ। সিদ্ধচারণগন্ধর্ব্বকিন্নরোদ্গীত-নাদিতম্॥ ৬॥ পুণ্যলোকোপমস্থানং ত্রিবিষ্টপ-বিভূষণম্। এবমভ্যর্থিতো দেবি মন্দরে চারুকন্দরে॥ ৭॥ ময়া প্রোক্তং প্রসন্নেন স্থানং শৃণু সনাতনম্। মহাকালবনং রম্যং স্বর্গাৎ সুখকরং পরম্॥ ৮ অনৌপম্যগুণোপেতং ভুক্তিমুক্তিকরং শুভম্ তৎসমং কোঽপি ধন্যোঽন্যো ন দৃষ্টো ভুবনত্রয়ে॥৯॥ দেবগন্ধর্ব্বসিদ্ধৈশ্চ সেব্যং বৈ মুক্তিকাঙ্ক্ষিভিঃ বিনোদার্থং ময়া সৃষ্টং ত্বৎপ্রিয়ার্থং কুতূহলাৎ॥ ১০ তিলকং সর্ব্বতীর্থানাং জম্বুদ্বীপে মনোরমে ইচ্ছাকামফলাবাপ্তিরনায়াসেন লভ্যতে॥ ১১ জরারোগভয়ৈর্হীনং সর্ব্বব্যাধিবিবর্জ্জিতম্ শক্রাগ্নিযমরক্ষোঽম্বু-বায়ুসোমেশসেবিতম্। স্বর্গে প্রমুদিতা দেবাস্তেঽপি কাঙ্ক্ষন্তি সর্ব্বদা॥ ১২ অসংখ্যেয়ফলং তত্র অক্ষয়া চ গতিঃ সদা। যৈর্ন সংসেবিতং স্থানং বঞ্চিতাস্তে নরা ভুবি॥ ১৩। ক্ষেত্রস্য চ গুণান্ বক্তুং দেবদানবমানবৈঃ। ন শক্যতে

কর ও শুভ; যেখানে সুবর্ণশৃঙ্গপ্রাসাদ, বিবিধ হর্ম্ম্য, বিচিত্র উদ্যান, বিচিত্র পথ এবং যেখানে সমীহিত ফল নিত্য লাভ করা যায়; এবং যাহা সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব্ব-কিন্নরদিগের গানে নাদিত; পুণ্য-লোকোপম ও ত্রিদিব-বিভূষণ স্বরূপ। হে দেবি! তুমি মন্দরের চারুকন্দরে আমাকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে আমি তোমাকে বলিলাম,—হে দেবি! সনাতন স্থান শ্রবণ কর,—স্বর্গহইতেও সুখকর ও রম্য মহাকালবন অনুপমগুণযুক্ত, মুক্তিকর ও শুভ। এই স্থান যে দর্শন করিয়াছে, তাহা অপেক্ষা পৃথিবীতে ধন্য আর কেহ নাই। ১—৯। মুক্তিকামী দেব-গন্ধর্ব্ব-সিদ্ধগণ এই স্থানে বাস করিয়া থাকেন। হে দেবি! এই স্থান আমি তোমার বিনোদার্থ সৃজন করিয়াছি। ইহা জম্বুদ্বীপের মধ্যে সর্ব্বতীর্থের তিলকস্বরূপ। এই স্থানে অনায়াসে অভিলষিত ফল লাভ হয়। এই স্থান জরা, রোগ, ভয় ও সর্ব্বব্যাধিবিবর্জ্জিত। ইহা শক্র, অগ্নি, যম, রক্ষ, অম্বু, বায়ু, সোম ও ঈশ-সেবিত। স্বর্গ-বাসী দেবগণও এই স্থানে বাস ইচ্ছা করে। এই স্থানে অসংখ্য ফল ও অক্ষয়গতি লাভ হইয়া থাকে। যে নর এই তীর্থে আগমন করে নাই, তাহার জীবন বৃথা। আমি যে স্থানে বাস করি-

প্রযত্নাচ্চ স্বয়ং যত্র স্থিতো হ্যহম্। ১৪। যৎকিঞ্চিদশুভং কর্ম্ম কৃতং মানুষকর্ম্মণা। মহাকালবনং প্রাপ্য তৎসর্ব্বং ভস্মসাদ্ভবেৎ। ১৫। ন সা গতিঃ কুরুক্ষেত্রে গঙ্গাদ্বারে ত্রিপুষ্করে। যা গতির্ব্বিহিতা পুংসাং মহাকালবনে সদা। ১৬। তির্য্যগ্‌যোনিগতা গত্বা মহাকালবনে স্থিতাঃ। তত্রৈব নিধনং প্রাপ্তাস্তে যান্তি পরমাং গতিম্। ১৭। মেরুমন্দরমাত্রোঽপি রাশিঃ পাপস্য কর্ম্মণঃ। মহাকালবনং প্রাপ্য সর্ব্বোঽপি ব্রজতি ক্ষয়ম্। ১৮। শ্মশানমিতি চাখ্যাতং মহাকালবনং প্রিয়ে। তত্র ব্রহ্মাদয়ো দেবা নারায়ণপুরোগমাঃ। ১৯। যোগিনশ্চ তথা সাংখ্যাঃ সিদ্ধাশ্চ সনকাদয়ঃ। উপাসতে চ মাং ভক্ত্যা মদ্ভক্তা মৎপরায়ণাঃ। ২০। যা গতির্যোগতপসাং যা গতির্যজ্ঞযাজিনাম্। মহাকালবনে ক্ষেত্রে সা গতির্ব্বিহিতা ময়া। ২১। সংহরামি চ তত্রস্থস্ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্। অতো দেবি সমাখ্যাতং মহাকালবনং শুভম্। ২২। এবং বহুবিধান্ শ্রুত্বা গুণান্ বহুবিধাংস্তথা। দেবি ত্বং বিস্মিতা জাতা গমনায় মনো দধে। ২৩। ক্ষেত্রস্যালোকনে চিত্তং জাতমুৎকণ্ঠিতং তব। ত্বয়া সার্দ্ধং সমাগতো মহাকালবনে শুভে। ২৪। পশ্য দেবি বিচিত্রাখ্যং যন্ময়া কথিতং তব। অমরেশপুরস্পর্দ্ধি বর্দ্ধিতানন্দসুন্দরম্। বর্ণিতং যন্ময়া দেবি ভুক্তিমুক্তিকরং পরম্। ২৫। ত্বয়া প্রোক্তং বিশালাক্ষি দৃষ্ট্বা ক্ষেত্রমনুত্তমম্। অস্য স্থানস্য রক্ষার্থং ভক্তং গণচতুষ্টয়ম্। নিযুজ্যতাং মহাদেব সন্তোষায় মম প্রভো। ২৬। দ্বারাণি তত্র চত্বারি ক্রিয়ন্তাং পরমেশ্বর। চত্বারঃ কলশাশ্চৈব হৈমাঃ কার্য্যা দৃঢাঃ শুভাঃ। ২৭। পূর্ব্বাদিক্রমযোগেন চতুর্ব্বর্গো নিযোজ্যতাম্। ধর্ম্মশ্চার্থশ্চ কামশ্চ মোক্ষশ্চৈব মহেশ্বর। ২৮। ত্বদীয়ং বচনং শ্রুত্বা ময়া দেবি প্রযত্নতঃ। অস্য ক্ষেত্রস্য রক্ষার্থং স্মৃতং গণচতুষ্টয়ম্। ২৯। চত্বার ঈশ্বরাস্তেঽপি স্থাপিতাস্তদনন্তরম্। পিঙ্গলেশো ধনাধ্যক্ষস্তথা কায়াবরোহণঃ। ৩০। বিশ্বেশ্বরো গণশ্রেষ্ঠো দুর্দ্ধর্শো গণনায়কঃ। এতে ময়া নিযুক্তা বৈ সমর্থাঃ ক্ষেত্ররক্ষণে। ৩১। পূর্ব্বাদিক্রমযোগেন ত্বৎপ্রিয়ার্থং বরাননে। নিযুক্তাস্ত্বন্মতেনৈব পূর্ব্বস্যাং দিশি পিঙ্গলঃ। ৩২। দক্ষিণস্যাং দিশি

তেছি, সেই এই স্থানের মাহাত্ম্য বর্ণন করিতে দেব, দানব ও মানবগণও সমর্থ হয় না। মানুষকর্ম্মা লোক যাহা কিছু পাপ কর্ম্ম করিয়া যদি এই স্থানে আগমন করে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহার অনুষ্ঠিত ঐ পাপ ভস্মসাৎ হয়। মহাকালবনে মানবের যে গতি বিহিত আছে, তাহা কুরুক্ষেত্রে, গঙ্গাদ্বারে ও ত্রিপুষ্করে নাই। তির্য্যক্‌যোনিগত ব্যক্তিগণ যদি মহাকালবনে গমন করে, ঐ স্থানে যাহারা নিধন প্রাপ্ত হয়, তাহারা পরম গতি লাভ করে। মেরুমন্দরসদৃশ পাপকর্ম্মের রাশিও মহাকালবনে বিলয় প্রাপ্ত হয়। হে প্রিয়ে! মহাকালবনকে শ্মশানও বলা যায়। নারায়ণপ্রমুখ ব্রহ্মাদি দেবগণ, সাংখ্যযোগী, ও সনকাদি সিদ্ধ, এই সকল মদীয় ভক্ত ভক্তিপূর্ব্বক ঐ স্থানে আমার উপাসনা করিয়া থাকেন। যোগী, তপস্বী ও যজ্ঞযাজীদিগের যে গতি, মহাকাল বনে সেই গতিই বিহিত আছে। ঐ স্থানে থাকিয়া আমি সচরাচর জগৎ সংহার করিয়া থাকি। হে দেবি! এই জন্যই মহাকাল বন খ্যাত হইয়াছে। তুমি মহাকালবনের এই সকল গুণ-গাথা শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইলে এবং ঐ স্থানে গমন করিতে ইচ্ছা করিলে, ঐ ক্ষেত্র দেখিবার জন্য তুমি অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইলে। আমি তোমাকে লইয়া মহাকালবনে গমন করিলাম।১০—২৪। পরে আমরা ঐ স্থানে উপস্থিত হইলে আমি তোমাকে বলিতে লাগিলাম—ঐ দেখ, দেবি! বিচিত্র স্থান, এই স্থানের কথা পূর্ব্বে আমি তোমাকে বলিয়াছিলাম। দেবি! ঐ দেখ,—বর্দ্ধিতানন্দসুন্দর অমরেশপুরস্পর্দ্ধী মহাকাল বন ক্ষেত্র; ইহা ভুক্তিমুক্তিকর। হে বিশালাক্ষি! পুর দর্শন করিয়া তুমি আমায় বলিলে—হে প্রভো! এই স্থান রক্ষা করিবার নিমিত্ত আপনি চারিজন গণ নিযুক্ত করুন। এই নগরের চারিদিকে চারিটী তোরণ-দ্বার প্রস্তুত করুন। আর ঐ চারি দ্বারে চারিটী হৈম কলস স্থাপন করুন। কলস চারিটীতে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এই চারিটী ফল প্রদান করুন। হে দেবি! তুমি এই কথা বলিলে, আমি তৎক্ষণাৎ গণচতুষ্টয়কে স্মরণ করিলাম, স্মৃত হইবামাত্র তাহারা আসিল, আমি তাহাদিগকে এই ক্ষেত্ররক্ষায় নিযুক্ত করিলাম। এই গণচতুষ্টয়ের নাম—পিঙ্গলেশ, ধনাধ্যক্ষ, কায়াবরোহণ ও বিশ্বেশ্বর। ইহারা সকলেই দুর্দ্ধর্ষ গণনায়ক। ইহাদের মধ্যে আমি পিঙ্গলেশকে ক্ষেত্রের পূর্ব্বদিকে, কায়াবরোহণকে দক্ষিণ-

তথা প্রিয়ে কাম্যবরোহণঃ। বিশ্বেশ্বরঃ প্রতীচ্যাং তু দুর্দর্শশ্চোত্তরে তথা॥ ৩৩॥ মানবা যে ম্রিয়ন্তেঽত্র ক্ষেত্রমধ্যে গণোত্তমাঃ। তেষাং রক্ষা পরা কার্য্যা ভবদ্ভির্মম শাসনাৎ॥ ৩৪॥ কথাং শৃণু প্রযত্নেন পিঙ্গলেশ্বরসম্ভবাম্। যস্যাঃ শ্রবণমাত্রেণ কৃতকৃত্যো নরো ভবেৎ॥ ৩৫॥ পিঙ্গলা কন্যকা দেবি কান্তকুব্জে বভূব হ। সুশীলা চ সুবেষা চ সৌন্দর্য্যেণাতিনির্ম্মিতা॥ ৩৬॥ পিতা তস্যা মহাপ্রাজ্ঞঃ সর্ব্বশাস্ত্রার্থতত্ত্ববিৎ। জ্ঞানধ্যানরতশ্চৈব স্বাধ্যায়পরিনিষ্ঠিতঃ॥ ৩৭॥ পিঙ্গলো নাম বিপ্রেন্দ্রো ভার্য্যা তস্য পতিব্রতা। পিঙ্গাক্ষী বিশ্রুতা লোকে সা চ পঞ্চত্বমাগতা॥ ৩৮॥ ততস্তেন স দুঃখেন গৃহস্থাশ্রমনিঃস্পৃহঃ। তপোবনং জগামাথ গৃহীত্বা তনয়াং স্বকাম্॥ ৩৯॥ ঋষিভিঃ সেবিতং পুণ্যং শাকমূলফলাশনৈঃ। স তত্র মুনিভিঃ সার্দ্ধং ধ্যানযোগপরায়ণঃ॥ ৪০॥ নিবাসং কৃতবান্ দেবি পিঙ্গলায়াশ্চ রক্ষণম্। পালয়ামাস ধর্ম্মাত্মা পুত্রিকাং হৃদয়োপমাম্॥ ৪১॥ তামেব সততং সাধ্বীং মন্যমানো মহাতপাঃ। ন পাণিং গ্রাহয়ামাস মাতৃহীনেতি চিন্তয়ন্॥ ৪২॥ বিরক্তোঽপি মহাভাগ সংসারাৎ সর্ব্বধর্ম্মবিৎ। পুত্রিকাং প্রেক্ষয়ন্ সম্যক্ সন্ন্যাসং নাকরোদ্বশী॥ ৪৩॥ অথ সংরক্ষয়ন্ বালাং মাতৃহীনাং তপস্বিনীম্। সংযুক্তঃ কালধর্ম্মেণ স বিপ্রঃ স্বর্জগাম হ॥ ৪৪॥ ততঃ সা পিঙ্গলা দীনা হীনা পিত্রা সুদুঃখিতা। বিললাপাতুরা দেবি পতিতা শোকসাগরে॥ ৪৫॥ পিঙ্গলোবাচ। অদ্য মে চ পিতা দৈবাৎ কালধর্ম্মমুপেযিবান্। মাং ত্যক্ত্বা গতবানেকো দয়ালুর্নিঃস্পৃহো যথা॥ ৪৬॥ স সমঃ সর্ব্বভূতেষু মমাত্যন্তং হিতে রতঃ। মামেকাং সম্পরিত্যজ্য পরলোকমিতো গতঃ॥ ৪৭॥ সাহং পরমদুঃখার্ত্তা পিতৃশোকেন বিহ্বলা। শরীরং ধারয়ামীদং কৃপণং ব্যর্থজীবিতম্॥ ৪৮॥ ব্রহ্মজ্ঞোঽপি হি তাতো মে শান্তো দান্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ। মামেব পালয়ামাস মাতৃহীনেতি চিন্তয়ন্॥ ৪৯॥ যেন সংরক্ষিতা বাল্যে যেনাস্মি পরিবর্দ্ধিতা। তেন পিত্রা বিযুক্তাহং ন জীবিষ্যে কদাচন॥ ৫০॥ নদ্যাং বা নিপতিষ্যামি সমিদ্ধে বা হুতাশনে।

দিকে, বিশ্বেশ্বরকে উত্তরদিকে এবং ধনাধ্যক্ষকে পশ্চিমদিকে স্থান প্রদান করিলাম এবং বলিয়া দিলাম যে, হে গণোত্তমগণ! এই ক্ষেত্রে যে সকল মানব মৃত্যুমুখে পতিত হইবে, আমার আদেশে তাহাদিগকে তোমরা অতি যত্নে রক্ষা করিবে। হে দেবি! অতঃপর পিঙ্গলেশ্বরের কথা শ্রবণ কর। নর ঐ কথা শুনিলে কৃতকৃত্য হয়,—কান্যকুব্জে পিঙ্গলা নাম্নী এক কন্যা ছিল। কন্যাটী সুশীলা, সুবেশা, ও অতি সুন্দরী। পিতা, তাহার মহাপ্রাজ্ঞ,সর্ব্বশাস্ত্রার্থতত্ত্ববিৎ, জ্ঞান-ধ্যান-রত ও স্বাধ্যায়সেবী। পিঙ্গল নামে এক ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ছিলেন। ব্রাহ্মণের পত্নী অতি পতিব্রতা ছিলেন। তাঁহার নাম ছিল,—পিঙ্গাক্ষী। এই ব্রাহ্মণী কালে মৃত্যুমুখে পতিত হইলে ব্রাহ্মণ অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগপূর্ব্বক কন্যাটীকে লইয়া ঋষিসেবিত তপোবনে গমন করিলেন। সেখানে যাইয়া শাক-মূল-ফলাহারী মুনিগণের সহিত ধ্যান-যোগে রত হইলেন। আর ঐ স্থানেই বাস করিয়া প্রাণাধিকা-কন্যাটীকে পালন করিতে লাগিলেন। তাঁহার কন্যা অত্যন্ত সাধ্বী হইল। বিবাহ দিলে স্থানান্তরিত হইবে বলিয়া ঐ মাতৃহীন কন্যার বাৎসল্যবশতঃ তিনি তাহার বিবাহ দিলেন না। সংসার পরিত্যাগ করিয়াও তিনি কন্যার মুখাপেক্ষী হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে পারিলেন না। এইরূপে তিনি ঐ মাতৃহীনা কন্যাকে কিছু দিন প্রতিপালন করিয়া কালে কালধর্ম্মের বশীভূত হইলেন। হে দেবি! তখন ঐ মাতৃ-পিতৃহীনা পিঙ্গলা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া এই বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিল,—হা! অদ্য আমার পিতা দৈববশতঃ কালধর্ম্মের বশীভূত হইলেন! তিনি আমায় কত স্নেহ করিতেন, কিন্তু অদ্য তিনি নিস্পৃহের ন্যায় আমায় পরিত্যাগ করিয়া একাকী চলিয়া গেলেন! তিনি সর্ব্বভূতে সমান জ্ঞান করিলেও আমাকে তিনি অধিক স্নেহ করিতেন। অদ্য তিনি আমায় একাকিনী রাখিয়া ভবধাম পরিত্যাগপূর্ব্বক পরলোকে গমন করিলেন। আজ আমি পিতৃশোকে দুঃখিতা ও বিহ্বলা হইয়া আমার অকিঞ্চিৎকর শরীর ও ব্যর্থ জীবন ধারণ করিতেছি। আমার পিতা শান্ত, দান্ত, জিতেন্দ্রিয় ও ব্রহ্মজ্ঞ হইলেও আমি মাতৃহীনা বলিয়া আমায় তিনি পালন করিয়াছিলেন। তিনি আমায় বাল্যকালে রক্ষা করিয়াছেন, আমি যাহা দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হইয়াছি, সেই পিতার অদর্শনে আমি কদাচ জীবন ধারণ করিব না। আমি হয়—নদীর জলে নিমজ্জিত হইব, নয় প্রজ্বলিত হুতাশনে

পর্ব্বতাদ্বা পতিষ্যামি পিতৃহীনা নিরাশ্রয়া ॥ ৫১ ॥ ইতি শোকাতুরা বালা বিলপন্তী পুনঃপুনঃ। বোধ্যমানা মহাভাগৈঃ সদারৈর্ঋষিসত্তমৈঃ ॥ ৫২ ॥ কন্যকাভী রুদন্তীভির্বয়স্যাভিঃ সমন্ততঃ। আলিঙ্গ্যালিঙ্গ্য বহুশঃ পীড্যমানা সুদুঃখিতা। আগত্য করুণাবিষ্টো ধর্ম্মঃ পরহিতে রতঃ ॥ ৫৩ ॥ স্থবিরো ব্রাহ্মণো ভূত্বা প্রোবাচেদং বচস্তদা। অলং বালে বিশালাক্ষি রোদনৈরতিদারুণৈঃ। ন ভূয়ঃ প্রাপ্যতে তাতস্তস্মান্নার্হসি শোচিতুম্ ॥ ৫৪ ॥ অনিত্যং যৌবনং রূপং জীবিতং দ্রব্যসঞ্চয়ঃ। প্রিয়ৈঃ সহ চ সংবাসস্তন্ন শোচন্তি পণ্ডিতাঃ ॥ ৫৫ ॥ ত্বয়া বৈ তৎকৃতং কর্ম্ম পূর্ব্বজন্মনি শোভনে। যেন পিত্রা বিয়োগঃ স্যাদরণ্যে মুনিসেবিতে ॥ ৫৬ ॥ ত্বাং বিহায় গতঃ ক্বাপি পশ্য বালে বিধের্ব্বলম্। ইদং কৃতমিদং কার্য্যমিদমন্যৎকৃতাকৃতম্ ॥ ৫৭ ॥ এবমীহাসমাসক্তং মৃত্যুঃ প্রকুরুতে বশে। তস্মাদ্দুঃখং সমুৎসৃজ্য শ্রোতুমর্হসি শোভনে ॥ ৫৮ ॥ পিতৃভ্যাং চ বিয়োগশ্চ যেনাভূত্তব কর্ম্মণা। পুরা ত্বং সুন্দরী-নাম বেশ্যা রূপেণ সুন্দরী ॥ ৫৯ ॥ নৃত্যগেয়াদিনিপুণা বীণাবেণুবিচক্ষণা। আদিশ্চ পণ্যনারীণাং ভূষণাচ্ছাদনাদিভিঃ ॥ ৬০ । তাং দৃষ্ট্বা রূপসম্পন্নাং সুবেষাং সুবিভূষিতাম্। ব্রাহ্মণো গুণবান্ কশ্চিদ্বভূব মদনাতুরঃ ॥ ৬১ ॥ তং বিদিত্বা তথাভূতং ব্রাহ্মণং মদনাতুরম্। সমাশ্চতস্রস্তেন ত্বং রমিতা কামিনা ততঃ ॥ ৬২ ॥ সোঽথ পাপরতির্মূঢ়ো ব্রাহ্মণো বিষয়াত্মকঃ। হতঃ শূদ্রেণ কেনাপি কামিনা তব বেশ্মনি ॥ ৬৩ ॥ বিহায় ভার্য্যামপ্রৌঢ়াং শুভাং দ্বাদশবার্ষিকীম্। প্রয়াতো নরকং ঘোরং শূদ্রাসম্পর্কদূষিতঃ ॥ ৬৪ ॥ ততস্তস্য পিতা বিপ্রান্মাতা তাতীব চ দুঃখিতা। আর্ত্তা পুত্রবিয়োগেণ শাপো দত্তো ভয়াবহঃ ॥ ৬৫ ॥ মাতোবাচ। ঔষধাদি প্রযুক্তং চ বশীকর্ত্তুং মমাত্মজম্। যদস্মাকং বিয়োগায় বঞ্চিতো দুষ্টচারিণি ॥ ৬৬ ॥ যস্মাচ্চ মম পুত্রেণ সা বিয়োগমকারয়ৎ। তেন জন্মান্তরে দীনা পতিহীনা ভবত্বসৌ ॥ ৬৭ ॥ পিতোবাচ। বাল্যে বয়সি বর্ত্তন্তী মাতৃহীনা সুদুঃখিতা। বহিষ্কৃতা বিবাহেন পিতৃহীনা ভবিষ্যসি ॥ ৬৮ ॥ ধর্ম্ম উবাচ। তস্মাৎপূর্ব্বকৃতেনৈব

প্রবেশ করিব; অথবা আমি অচলশিখর হইতে পতিত হইব; যেহেতু আমি পিতৃহীনা ও নিরাশ্রয়া। হে প্রিয়ে! বালিকা এইরূপ পুনঃপুন বিলাপ করিতে থাকিলে সদার ঋষিসত্তমগণ তাহাকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন এবং বয়স্যা মুনিকন্যাগণ চতুর্দ্দিকে তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া অতি দুঃখে তাহার গাত্রোপরি পতিত হইতে লাগিল। এই সময় পরহিতৈষী ধর্ম্ম স্থবির ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করিয়া অসিয়া বলিতে লাগিলেন,—অয়ি বালিকে! বিলাপ করিও না; বিলাপ করিলে কি হইবে? তোমার পিতাকে আর ফিরিয়া পাইবে না; অতএব কেন বৃথা শোক করিতেছ? দেখ,—রূপ, যৌবন, জীবন, দ্রব্য-সঞ্চয় ও প্রিয়-সংবাদ—এ সকলই অনিত্য। এজন্য পণ্ডিতগণ এ সকলের জন্য শোক করেন না। অয়ি বালিকে! তুমি পূর্ব্ব জন্মে যে কর্ম্ম করিয়াছিলে, সেই কর্ম্মের ফলে এই মুনি-সেবিত বিজনারণ্যে তোমার পিতৃ-বিয়োগ হইয়াছে। হে বালে! বিধির বল প্রত্যক্ষ কর; দেখ, তোমার তাত তোমায় পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। "ইহা করিলাম, ইহা করিব" এইরূপ বাসনাসক্ত জনকে মৃত্যু বশীভূত করিয়া থাকে। অয়ি শোভনে! যে কর্ম্মের ফলে তোমার পিতৃবিয়োগ ঘটিয়াছে, তাহা তুমি দুঃখ পরিত্যাগ করিয়া আমার নিকট শ্রবণ কর। হে সুন্দরি! পূর্ব্বে তুমি সুন্দরী নাম্নী এক বেশ্যা ছিলে! তুমি নৃত্য গীত ও বীণা-বেণুবাদনে সুনিপুণা ছিলে। ভূষণাচ্ছাদনে তুমি পণ্য নারীদিগের প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলে। এক গুণবান্ ব্রাহ্মণ তোমাকে রূপবতী ও বিভূষিতা দেখিয়া মদনাতুর হয়। তুমি তাহা জানিতে পারিয়া চারি বৎসর কাল তাঁহার সহিত রমণ কর। ঐ পাপমতি মূঢ় ব্রাহ্মণকে এক কামমুগ্ধ শূদ্র তোমার গৃহে হত্যা করে। ঐ নিহত ব্রাহ্মণ তাঁহার দ্বাদশবর্ষীয়া অপ্রৌঢ়া শুভা ভার্য্যাকে চিরতরে পরিত্যাগ করিয়া ঘোর নরকে পতিত হয় ।২৫—২৪। অনন্তর ব্রাহ্মণের মাতা-পিতা পুত্র-বিয়োগে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া ভয়াবহ শাপ প্রদান করিলেন। মাতা বলিলেন,—যে হেতু ঐ দুষ্ট-চারিণী আমার পুত্রকে বশীকৃত করিবার জন্য ঔষধ প্রয়োগ করিয়াছিল, যে হেতু সে আমাদের পুত্র বিয়োগ সঙ্ঘটিত করিয়া আমাদিগকে বঞ্চিত করিয়াছে, যে হেতু সে আমার পুত্রবিচ্ছেদের হেতু হইয়াছে, অতএব সে জন্মান্তরে পতি-হীনা হইবে। পিতা বলিলেন,—সেই দুশ্চারিণী বেশ্যা বাল্য বয়সে মাতৃ-পিতৃহীন হইয়া দুঃখিত, বহিষ্কৃত ও বিবাহরহিত হইবে। ধর্ম্ম বলিলেন,—

কর্ম্মণা বরবর্ণিনি। ইদং দুঃখমনুপ্রাপ্তা কন্যকা ভবতী সতী ॥ ৬৯ ॥ পিঙ্গলোবাচ। ত্বয়া জন্মান্তরে বৃত্তং মম প্রোক্তং দ্বিজোত্তম। তস্মাদ্‌ব্রূহি ভবন্ প্রশ্নং পৃচ্ছন্ত্যা নিশ্চয়ং স্বকম্ ॥ ৭০ ॥ ইত্থং সুঘোরপাপাহং পাপাচারা তথাধমা। কথং তু ব্রাহ্মণেনাহমুৎপন্না ব্রহ্মবাদিনা ॥ ৭১ ॥ দশসূনাসমশ্চক্রী দশচক্রিসমো ধ্বজঃ। দশধ্বজসমা বেশ্যা দশবেশ্যাসমো নৃপঃ ॥ ৭২ ॥ এবং বদন্তি ধর্ম্মজ্ঞা ব্রাহ্মণাঃ সংশিতব্রতাঃ। তস্মাদ্দ্বিজোত্তমাদস্মাৎকথং জন্মাভবন্মম ॥ ৭৩ ॥ ব্রাহ্মণ উবাচ। পাপাচারপরাপি ত্বং ব্রাহ্মণানাং কুলে শুভে। উৎপন্না তত্র বক্ষ্যামি কারণং শৃণু পিঙ্গলে ॥ ৭৪ ॥ ব্রাহ্মণো বিষয়াসক্তঃ কশ্চিদ্বদ্ধো নৃপাজ্ঞয়া। চৌর্য্যং কর্ম্ম কৃতং তেন বেশ্যালুব্ধেন সুন্দরি ॥ ৭৫ ॥ মুচ্যতাং চ ত্বয়াপ্যুক্তং ন চৌরো নৈব পাতকম্। যদ্যনেন কৃতং চৌর্য্যং তন্ময়ৈব কৃতং ভবেৎ ॥ ৭৬ ॥ দদামি বিত্তমধিকং মুচ্যতাং দ্বিজসত্তমঃ। ইত্যুক্ত্বা গৃহমানীয় তেনৈব সহিতা পুনঃ ॥ ৭৭ ॥ গৃহঞ্চ কল্পিতং শুভ্রং পুষ্পধূপাদিবাসিতম্। রমিতশ্চ ত্বয়া বিপ্রো যথাসুখমনুত্তমম্ ॥ ৭৮ ॥ তস্য পুণ্যস্য মাহাত্ম্যাদ্গতা স্বর্গমনুত্তমম্। সমুৎপন্না কুলে পুত্রী ব্রাহ্মণস্য বিশেষতঃ ॥ ৭৯ ॥ শাপাচ্চৈব বিয়োগং ত্বং প্রাপ্তা পুত্র্যধুনা পরম্ ॥ ৮০ ॥ পিঙ্গলোবাচ। পূর্ব্বজন্মনি বেশ্যাহং জাতাদুষ্কৃতকারিণী। পরদ্রব্যপরা দুষ্টা শৌচাচারবিবর্জ্জিতা। ইদানীং দুঃখিতা জাতা পিতৃমাতৃবিয়োগতঃ ॥ ৮১ ॥ পাণিগ্রহণধর্ম্মেণ বর্জ্জিতা শাপতঃ প্রভো। প্রসাদং কুরু মে বিপ্র কো ভবান্ কথয়স্ব মে ॥ ৮২ ॥ কথং জন্ম ন মে ভূয়াৎ কথং মুক্তির্ভবেন্মম। ভববন্ধবিনির্ম্মুক্তা কথং যাস্যামি সদ্গতিম্ ॥ ৮৩ ॥ বিপ্র উবাচ। ধর্ম্মোঽহং দ্বিজরূপেণ ত্বাং জিজ্ঞাসুরিহাগতঃ। মমোপদেশাত্তত্ত্বজ্ঞে লিঙ্গস্যৈকস্য দর্শনাৎ। ক্ষেত্রস্য চ প্রসাদাত্ত্বং পরাং মুক্তিমবাপ্স্যসি ॥ ৮৪ ॥ পিঙ্গলোবাচ। কস্মিন্ ক্ষেত্রে পরা মুক্তিঃ কস্য লিঙ্গস্য দর্শনাৎ। লভ্যতে সহসা ধর্ম্ম এতদিচ্ছামি বেদিতুম্ ॥ ৮৫ ॥ ধর্ম্ম উবাচ। অস্তি গুপ্ততমং ক্ষেত্রং মহাকালবনং শুভম্। সর্ব্বেসামেব জন্তূনাং হেতুর্মোক্ষস্য

হে বরবর্ণিনি! এই জন্যই তুমি কন্যকা-অবস্থায় দুঃখ করিতেছ। পিঙ্গলা বলিল,—হে দেব! আপনি যখন জন্মান্তর বৃত্তান্ত বলিলেন, তখন আমি আপনাকে কতিপয় প্রশ্ন করিতেছি, আপনি তাহার উত্তর করুন। হে দেব! আমি যদি এরূপ পাপিনী অধমা, তাহা হইলে আমার ব্রাহ্মণের গৃহে জন্ম হইল কিরূপে? চক্রী দশ শূনার সমান, দশচক্রিসম ধ্বজ, বেশ্যা দশধ্বজের সমান, এবং নৃপ দশ বেশ্যার সদৃশ। ব্রাহ্মণগণ এই কথা বলিয়া থাকেন। কিন্তু আমার সেই দ্বিজোত্তম হইতে জন্ম হইল কিরূপে? ব্রাহ্মণ কহিলেন,—হে পিঙ্গলে! তুমি পাপচারিণী হইয়াও যে কারণে শুভ ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তাহা আমি বলিতেছি, শ্রবণ কর। বিষয়াসক্ত ও বেশ্যালুব্ধ এক ব্রাহ্মণ, চৌর্য্য কর্ম্ম করিয়া নৃপাগারে বদ্ধ হয়। তুমি রাজাকে বল,—ইহাকে মোচন করুন, ইনি চোর বা পাতকী নহেন। ইনি যে পাপ করিয়াছেন, তাহা আমার। আমি অধিক বিত্ত প্রদান করিতেছি, বিপ্রসত্তমকে আপনারা মোচন করুন। এই কথা বলিয়া তুমি বিপ্রকে বন্ধন-মুক্ত করিয়া স্বগৃহে আনয়ন করত এক শুভ গৃহ কল্পিত করিয়া পুষ্প-ধূপাদি দ্বারা তাহা বাসিত করিয়া তাঁহার সহিত রমণ করিতে লাগিলে। ঐ পুণ্যের ফলে তুমি স্বর্গগমনকরিয়া ব্রাহ্মণকুলে জন্মিয়াছ; আর শাপ প্রভাবে তুমি বিয়োগপ্রাপ্ত হইয়াছ এবং এখনও কন্যকাবস্থায় কালাতিপাত করিতেছ। ৬৫—৮০। পিঙ্গলা বলিল,—হে দেব! আমি পূর্ব্ব জন্মে বেশ্যা ছিলাম কত পরের দ্রব্য হরণ করিয়াছি, শৌচাচার বর্জ্জন করিয়াছি। তাহার ফলে ইদানীং মাতা পিতৃ-বিযুক্ত হইয়াছি এবং পাপ বশত পাণিগ্রহণধর্ম্ম হইতে বঞ্চিতা আছি। হে বিপ্র! আপনি আমার প্রতি কৃপা করিয়া বলুন,—আপনি কে? দয়া করিয়া আমায় বলুন,—আমি কি উপায়ে জন্ম হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া মুক্তি লাভ করিব। এবং কিরূপে আমি ভব-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া সদ্গতি লাভ করিব? ধর্ম্মরূপী বিপ্র বলিলেন,—আমি ধর্ম্ম; বিপ্ররূপে তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছিলাম। হে তত্ত্বজ্ঞে! তুমি আমার উপদেশে এক লিঙ্গ দর্শন করিলে, ঐ লিঙ্গ ও ক্ষেত্রপ্রভাবে উত্তম মুক্তি লাভ করিবে। পিঙ্গলা বলিল,—কোন ক্ষেত্রে কোন লিঙ্গ দর্শন করিলে পরম মুক্তি লাভ হয়, আমি তাহা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। ধর্ম্ম বলিলেন,—মহাকালবন নামে এক

সর্ব্বদা ॥ ৮৬ ॥ তস্মিন্‌ক্ষেত্রে বরে পুণ্যে স্থানে যোজনবিস্তৃতে। লিঙ্গং মোক্ষপ্রদং পুত্রি পূর্ব্বস্যাং দিশি সংস্থিতম্। তস্য দর্শনমাত্রেণ মুক্তিমাপ্স্যসি পিঙ্গলে ॥ ৮৭ ॥ তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা ধর্ম্মস্য চ যশস্বিনি। জগাম পিঙ্গলা তূর্ণং যত্র তল্লিঙ্গমুত্তমম্। দদর্শ পরয়া ভক্ত্যা পস্পর্শ চ পুনঃ পুনঃ ॥ ৮৮ ॥ দর্শনাত্তস্য লিঙ্গস্য তস্মিল্লিঙ্গে লয়ং গতা। অত্র চাবসরে দেবাঃ প্রোচুস্তত্রৈব সংস্থিতাঃ ॥ ৮৯ ॥ অন্ত্যজন্মনি পাপিষ্ঠা মুক্তা ত্বং পিঙ্গলেক্ষণা ॥ ৯০ ॥ অতো লোকেষু বিখ্যাতঃ পিঙ্গলেশ্বরসংজ্ঞকঃ। ভবিষ্যতি ন সন্দেহো মহাপাতকনাশনঃ ॥ ৯১ ॥ দিশি পশ্যন্তি যে গত্বা পূর্ব্বস্যাং পিঙ্গলেশ্বরম্। তেষাং শতক্রতুস্তুষ্টঃ পূজাং সম্যগ্‌বিধাস্যতি ॥ ৯২ ॥ দেবা বশ্যা ভবিষ্যন্তি স্বর্গস্তেষাং ন সংশয়ঃ। ভবিষ্যতি চ বশগা নগরী চামরাবতী ॥ ৯৩ ॥ ধর্ম্মো ধনেন সহিতঃ কুলে তেষাং ন নশ্যতি। লোকো ধর্ম্মেণ চরতাং বশগঃ সম্ভবিষ্যতি। পিতৃণামক্ষয়া তৃপ্তির্ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৯৪ ॥ অশ্বমেধসহস্রেণ যৎ পুণ্যং সমুদাহৃতম্। তৎসর্ব্বং ভবিতা সম্যক্‌পিঙ্গলেশ্বরদর্শনাৎ ॥ ৯৬ ॥ যানি লিঙ্গানি ক্ষেত্রেঽস্মিন্ গোপ্যানি প্রকটানি চ। পূজিতানি ভবন্তীহ পিঙ্গলেশ্বরদর্শনাৎ ॥ ৯৬ ॥ এষ তে কথিতো দেবি প্রভাবঃ পাপনাশনঃ। পিঙ্গলেশ্বরদেবস্য শৃণু কায়াবরোহণম্ ॥ ৯৭ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে পিঙ্গলেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈকাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮১ ॥

দ্ব্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

মহাদেব উবাচ। কায়াবরোহণস্যাপি উৎপত্তিং শৃণু পার্ব্বতি। যস্যাঃ শ্রবণমাত্রেণ ন নরঃ কায়বান্ ভবেৎ ॥ ১ ॥ ব্রহ্মণঃ সৃষ্টিকামস্য মনোর্বৈবস্বতেঽন্তরে। দক্ষস্ত্বজায়তাঙ্গুষ্ঠাদ্দক্ষিণাৎ স প্রজাপতিঃ ॥ ২ ॥ বামাদজায়তাঙ্গুষ্ঠাদ্ভার্য্যা তস্য মহাত্মনঃ। তস্যাং পঞ্চাশতং কন্যাঃ স এবাজনয়ৎ প্রভুঃ ॥ ৩ ॥ তাঃ সর্ব্বাশ্চানবদ্যাঙ্গীঃ কন্যাঃ কমললোচনাঃ। পুত্রিকাঃ স্থাপয়ামাস নষ্টপুত্রঃ প্রজাপতিঃ ॥ ৪ ॥ দদৌ স দশ ধর্ম্মায় কশ্যপায় ত্রয়োদশ। দিব্যেন বিধিনা দেবি সপ্তবিংশতিমিন্দবে ॥ ৫ ॥ রোহিণী বল্লভা জাতা তস্য

গুপ্ত ক্ষেত্র আছে। ঐ ক্ষেত্রসকল জন্তুর মোক্ষের হেতু। হে পুত্রি! ঐ যোজনবিস্তৃত দিব্য স্থানের পূর্ব্বদিকে এক মোক্ষপ্রদ লিঙ্গ অবস্থিত আছেন। হে পিঙ্গলে! তাঁহার দর্শনে মুক্তি লাভ হয়। পিঙ্গলা তখন তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া যেখানে লিঙ্গ বিরাজিত, সেই স্থানে গমন করিল এবং পরম ভক্তি সহকারে পুনঃপুন লিঙ্গ স্পর্শ করিতে লাগিল। ঐ লিঙ্গ দর্শনমাত্রে সে লিঙ্গে লয়প্রাপ্ত হইল। অনন্তর ঐ অবসরে দেবগণ ঐ স্থানে থাকিয়াই বলিলেন,—অন্ত্যজন্মের পাপিষ্ঠা পিঙ্গলা এই স্থানে মুক্ত লাভ করিল বলিয়া এই লিঙ্গ পিঙ্গলেশ্বর নামে বিখ্যাত হইবেন। যে মানব পূর্ব্বদিকে পিঙ্গলেশ্বর দর্শন করিবে, শতক্রতু তাহাদের প্রতি সম্যক্ তুষ্ট হইবেন। অপিচ দেবগণ তাহাদের প্রতি প্রসন্ন হইবেন, তাহাদের স্বর্গলাভ হইবে। অমরাবতী নগরী তাহাদের বশীভূত হইবে; তাহাদের কুলে কদাচ ধর্ম্মনাশ হইবে না; লোক সকল তাহাদের প্রতি ধর্ম্মাচরণ করিবে, এবং বশীভূত হইবে, এবং পিতৃ-লোকদিগের অক্ষয় তৃপ্তি লাভ হইবে, এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই। সহস্র অশ্বমেধে যে পুণ্য হয়, পিঙ্গলেশ্বর দর্শন করিলে ঐ সমস্ত পুণ্য লাভ হইয়া থাকে। এই ক্ষেত্রে যাবতীয় লিঙ্গ আছেন, পিঙ্গলেশ্বরের পূজা করিলে তৎসমুদয়েরই পূজা করা হয়। হে দেবি! এই তোমার নিকট পিঙ্গলেশ্বরের পাপনাশক প্রভাব কীর্ত্তিত হইল, অতঃপর কায়াবরোহণ লিঙ্গের বিবরণ শ্রবণ কর। ৮১—৯৭।

একাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৮১।

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায়।

মহাদেব বলিলেন,—হে পার্ব্বতি! যাহাকে দর্শন করিলে মানবকে আর দেহধারণ করিতে হয় না, আমি সেই কায়াবরোহণ লিঙ্গের উৎপত্তি-বিবরণ বলিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে বৈবস্বত মনুর অধিকারকালে সৃষ্টিকামী ব্রহ্মার দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ হইতে দক্ষ প্রজাপতি জন্ম গ্রহণ করেন। আর তাঁহার বামাঙ্গুষ্ঠ হইতে দক্ষের ভার্য্যা উৎপন্ন হন। দক্ষ স্বীয় ভার্য্যাতে পঞ্চাশটী কন্যা উৎপাদন করেন। ঐ কন্যাগণ সকলেই অনবদ্যাঙ্গী ও কমললোচনা। দক্ষ দশটী কন্যা ধর্ম্মকে, ত্রয়োদশটী কশ্যপকে, এবং সপ্তবিংশতিটী ইন্দুকে প্রদান করিলেন। রোহিণী

চন্দ্রস্য সর্ব্বদা। ষড়ুবিংশতিকৃতে চন্দ্রঃ শপ্তো দক্ষেণ পার্ব্বতি ॥ ৬ ॥ চন্দ্রেণাপি তথা শপ্তো দক্ষঃ প্রাচেতসঃ কৃতঃ। অযজৎসোঽশ্বমেধেন ভূত্বা প্রাচেতসাত্মজঃ ৭ ॥ নামন্ত্রিতোঽহং মোহেন দক্ষেণ পর্ব্বতাত্মজে। তত্র দেবনিকায়ানাং যজ্ঞভাগানশেষতঃ ॥ ৮ ॥ হব্যবাহস্তদা যুক্তো বহুমন্ত্রৈঃ সমীরিতঃ। ত্বয়া দৃষ্টো বিশালাক্ষি নিরালম্বেঽম্বরে স্থিতঃ ॥ ৯ ॥ স্মরন্ত্যা পূর্ব্ববৈরং তু বিজ্ঞপ্তোঽহং ত্বয়া প্রিয়ে। ত্বং দেবঃ সর্ব্বদেবানাং গতিশ্চ শরণং তথা ॥ ১০ ॥ ত্বং যজ্ঞস্ত্বং বষট্কারো হোতাধ্বর্য্যুস্ত্বমেব চ। ত্বয়া বিনা কথং যজ্ঞো বর্ত্ততে সর্ব্বদেবপ ॥ ১১ ॥ দেবানাং ভাগধেয়ানি বহত্যগ্নিরয়ং ভয়াৎ। সগর্ব্বশ্চাবলিপ্তশ্চ দক্ষঃ প্রাচেতসঃ কিল ॥ ১২ ॥ অনুস্মরন্ পূর্ব্ববৈরং নৈব দাস্যত্যশাসিতঃ। কায়হীনশ্চ কর্ত্তব্যো দক্ষো বহ্নিস্তথৈব চ ॥ ১৩ ॥ যে চ যজ্ঞে সমানীতা দেবা দক্ষস্য শঙ্কর। তে সর্ব্বে কায়রহিতাঃ কার্য্যাস্ত্রিপুরসূদন ॥ ১৪ ॥ এবমুক্তে ত্বয়া দেবি ময়াপ্যুক্তং বরাননে। পূর্ব্বজন্মনি দক্ষোঽয়ং পিতা তব শুচিস্মিতে ॥১৫॥ বহ্নিশ্চাদেশকারী চ দেবাঃ ক্রীড়নকাঃ প্রিয়ে। মদীয়ং বচনং শ্রুত্বা কৃতঃ ক্রোধস্ত্বয়া প্রিয়ে ॥ ললাটে ভ্রুকুটীং কৃত্বা প্রোজ্ঝুসন্ত্যা পুনঃপুনঃ ক্রোধাৎ করেণ নাসাগ্রং মর্দ্দিতং বহুশস্তদা ॥ ১৭ তস্মিন্ সম্মর্দ্দ্যমানে তু নাসাগ্রে পর্ব্বতাত্মজে জাতা স্ত্রী ভ্রুকুটীবক্ত্রা চতুর্দংষ্ট্রা ত্রিলোচনা ॥ ১৮ ॥ বদ্ধগোধাঙ্গুলিত্রা চ কবচাবদ্ধমেখলা। সখড়্গা সধনুষ্কা চ সতূণা সপতাকিনী ॥ ১৯ ॥ সহস্রাস্যা শতভুজা সহস্রচরণোদরী। প্রতিকূলৈঃ পদৈর্দেবি কম্পয়ন্তী তথা ভুবম্ ॥ ২০ ॥ কৃতং নাম ত্বয়া দেবি তাং দৃষ্ট্বা চ তমোময়ীম্। ভদ্রকালী চ মায়া চ সর্ব্বলোকনমস্কৃতে ॥ ২১ ॥ ময়া সৃষ্টশ্চ পুরুষস্তাদৃশো লোমহর্ষণঃ। স চাপি প্রাঞ্জলির্ভূত্বা মামুবাচ পুনঃপুনঃ। আজ্ঞাপয় সুরেশান কিং করোমি জগৎ প্রভো ॥ ২২ ॥ ততো দেবি ময়াজ্ঞপ্তো ভাবং জ্ঞাত্বা ত্বদীয়কম্। কৃত্বা নাম মনোজ্ঞং তু বীরভদ্র ইতি স্মৃতঃ ॥ ২৩ ॥ বীরভদ্র মমাদেশাদ্ভদ্রকাল্যা সহানয়া। প্রাচেতসাত্মজং দক্ষং সগর্ব্বং

তন্মধ্যে চন্দ্রের অত্যন্ত প্রিয় হইলেন। কিন্তু অন্য ষড়্বিংশতি পত্নীর জন্য তিনি দক্ষ কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইলেন। চন্দ্রও তাঁহাকে প্রাচেতস হও বলিয়া শাপ প্রদান করেন। দক্ষ প্রাচেতস হইয়া অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া মোহবশতঃ আমাদিকে নিমন্ত্রণ করেন না; অপরাপর দেবগণের সকলেরই যজ্ঞভাগ কল্পিত হইল। হব্যবাহ মন্ত্রাহূত হইয়া বহন কার্য্য করিতে লাগিল। হে দেবি! তুমি তাহাকে নিরালম্ব অম্বরে দর্শন করিলে। তুমি পূর্ব্ববৈর স্মরণ করিয়া আমাকে বলিলে,—হে দেব! আপনি সর্ব্ব দেবের গতি ও শরণ; আপনি যজ্ঞ, বষট্কার এবং হোতা ও অধ্বর্য্যু। আপনা ব্যতিরেকে কি প্রকারে যজ্ঞ সম্ভব হইতে পারে? অগ্নি সভয়ে দেবগণের ভাগ বহন করিতেছে; প্রাচেতস দক্ষ অত্যন্ত গর্ব্বিত হইয়াছে; ইহার কোনরূপ শাসন করা হয় নাই বলিয়া ও পূর্ব্ব বৈর স্মরণ করিয়া আমাদিগকে যজ্ঞ ভাগ দিবে না। বহ্নিকে ও দক্ষকে আমাদের কায়হীন করা কর্ত্তব্য। হে শঙ্কর! যে সকল দেবতা এই যজ্ঞে আগমন করিয়াছে, তাহাদের সকলকেই কায়রহিত করিতে হইবে। হে দেবি! তুমি এই কথা বলিলে আমি বলিলাম,—অয়ি শুচিস্মিতে! দক্ষ, তোমার পূর্ব্বজন্মের পিতা, বহ্নি ভৃত্য, আর দেবগণ ক্রীড়নক; ইহাদিগকে বধ করিয়া কি হইবে? হে দেবি! আমি এই কথা বলিলে তুমি ক্রুদ্ধা হইলে; তোমার ললাটে ভ্রুকুটি দেখা দিল; তুমি পুনঃপুন নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলে; এবং বহুবার নাসাগ্র মর্দ্দন করিলে; নাসাগ্র মর্দ্দিত হইলে তাহা হইতে এক ভ্রুকুটীবক্ত্রা স্ত্রী উৎপন্ন হইল। ঐ স্ত্রীর চারিটী দাঁত, তিনটী লোচন, সে গোধা এবং অঙ্গুলিত্রয় বন্ধন করিয়াছে; তাহার মেখলা কবচবদ্ধ; খড়্গ, তূণ, ধনু, ও পতাকা, এ সমস্ত তাহার হস্তে বিরাজিত; তাহার বদন সহস্রসংখ্যক, একশত ভুজ, এবং চরণ ও উদর সহস্র। সে প্রতিকূল পদবিন্যাসে ধরা কম্পিত করিতে লাগিল। হে দেবি! তুমি তাহাকে তমোময়ী দেখিয়া তাহার নাম রাখিলে—ভদ্রকালী ও মায়া এবং বলিলে,—এ সর্ব্বলোকনমস্কৃতা হইবে। হে দেবি! তখন আমিও এক লোমহর্ষণ পুরুষ সৃষ্টি করিলাম। সে উৎপন্ন হইয়াই কৃতাঞ্জলিপুটে পুনঃপুন আমাকে জিজ্ঞাসা করিল,—হে সুরেশ! আমি কি করিব, আদেশ করুন? হে দেবি! তখন আমি তাহার ভাব অবগত হইয়া বীরভদ্র এই নাম প্রদান করিলাম এবং বলিলাম,—বীরভদ্র! তুমি আমার আদেশে এই ভদ্রকালীকে সঙ্গে

সহদৈবতম্ ॥ ২৪ ॥ বিধ্বংসয় 'গণাধ্যক্ষ সযজ্ঞং সপরিগ্রহম্। দত্তং ময়া মহৎ সৈন্যমসংখ্যেয়গুণস্থ চ ॥ ২৫ ॥ ত্বয়াপি ভদ্রকাল্যাশ্চ দত্তং সৈন্যভয়াবহম্। কপালকর্ত্রিকাহস্তং মাতৃণাং গণমক্ষয়ম্ ॥ ২৬ ॥ ততস্তৌ তেন সৈন্যেন মহতাতিসমাবৃতৌ। জগ্মতুস্তত্র যত্রাস্তে দক্ষঃ প্রাচেতসো যজন্ ॥ ২৭ ॥ দেবৈঃ পরিবৃতো দেবি সদস্যৈস্ত্রর্ত্বিক্ষৈঃ সহ। ততো দেবাঃ স্বকস্কান্তে তেন সৈন্যেন পাশ্যতি। বিপ্রক্তা মন্ত্রপূতন্তু পিবন্তঃ সোমমধ্বরে ॥ ২৮ ॥ ত্রিনেত্রেণ ত্রিশূলেন ত্রিদশাধিপ ঈশ্বরঃ। ত্রাসিতঃ সহসা শক্রো গণেনাধ্বরমধ্যগঃ ॥ ২৯ ॥ ২৯ ॥ যমাখ্যেন গণেনৈব যমকল্পপ্রভেণ চ। সোমপানে প্রসক্তশ্চ যমশ্চাকর্ষিতোঽধ্বরে ॥ ৩০ ॥ পাশেন বরুণো বদ্ধঃ পাশেন গণপেন তু। পশ্চিমাশাধিপো বীরঃ প্রাণেন পরমেশ্বরি ॥ ৩১ ॥ তাড়িতোঽনিল এবাথ উত্তরে নরবাহনঃ। উত্তরাশাধিপো দেবি নিধানৈঃ সহিতোঽধ্বরে। বীরভদ্রনিযুক্তাস্তে চক্রুর্যুদ্ধং সুদারুণম্। ৩২ ॥ অথ যুদ্ধং চকারোচ্চৈর্ভদ্রকালী ভয়াবহা। বিকরালী মহাকালী কালিকা কলসোদরী ॥ ৩৩ ॥ প্রজ্বালজ্জ্বলনাকারা শুষ্কমাংসাতিভৈরবা। এব শ্চান্যাশ্চ শতশো নরমালাবিভূষণাঃ ॥ ৩৪ ॥ কপালকর্ত্রিকাহস্তা জঘ্নুর্দেবগণাংস্তদা। ইতি মাতৃগণংক্রুদ্ধং মর্দ্দয়ন্তং সুরাংস্তদা। দৃষ্ট্বাভ্যুপগতা দেবাস্তৃষিতা যুদ্ধলাসলা ॥ ৩৫ ॥ কেচিচ্চ চিক্ষিপুঃ শক্তীঃ কেচিৎ প্রাসাংস্তথাপরে। কিচিচ্চ তোমরৈস্তীক্ষ্ণৈঃ কেচিৎ খড়্গৈশ্চ পট্টিশৈঃ ॥ ৩৬ ॥ অর্দ্দিতো মাতৃসঙ্ঘস্তু পীড়িতাঃ প্রমথা যদা। ভদ্রকালী তদা ক্রুদ্ধা গদয়া শরবৃষ্টিভিঃ ॥ ৩৭ ॥ খড়্গাদিভিঃ ষড়র্কাংশুঃ পীড়য়ামাস সংযুগে। ভগস্য নেত্রে পূষ্ণস্ত দশনাঃ সূদিতা মুখাৎ ॥ ৩৮ ॥ করান্ দিনকরস্যৈব চরণৌ ভাস্করস্য চ। মুষলেন হতা যেঽষ্টৌ বসবো রণকোবিদাঃ ॥ ৩৯ ॥ বমন্তো রুধিরং তেঽপি নষ্টা জর্জ্জরমস্তকাঃ। বিদেহাশ্চ কৃতা যুদ্ধে তুষিতা রণগর্ব্বিতাঃ ॥ ৪০ ॥ বদ্ধঃ প্রাচেতসো দক্ষঃ পাশেন সুদৃঢ়েন চ। শেষাশ্চ ত্রিদশা ভীতা ব্রহ্মাণং শরণং গতাঃ ॥ ৪১ ॥ বৃত্তান্তঃ কথিতঃ সর্ব্বো বিস্তরেণ যথা তথা। আদ্যা যে তুষিতা দেবা বিদেহাশ্চৈব তে কৃতাঃ ॥ ৪২ ॥ নষ্টাশ্চ বসবো দেবাঃ পীড়িতা ভাস্করা রণে। ন জ্ঞায়তে সহস্রাক্ষো ন যমো ন

লইয়া দেবতাগণের সহিত দক্ষকে, তাহার যজ্ঞকে এবং তাহার পরিজন প্রভৃতি যেখানে যাহা আছে তৎসমস্ত বিধ্বস্ত করিয়া আইস। এই বলিয়া আমি ঐ মহাবলের সঙ্গে অসংখ্যেয় মহৎ সৈন্য প্রেরণ করিলাম। তুমিও ভদ্রকালীর সঙ্গে ভয়ঙ্করী মাতৃগণকে নিয়োগ করিলে। তাহাদের হস্তে কৃপাণ ও কর্ণিকা বিরাজিত হইল। তখন বীরভদ্র ও ভদ্রকালী অসংখ্য সৈন্যে পরিবৃত হইয়া যেখানে দক্ষ যজ্ঞ করিতেছিল, সেই স্থানে গিয়া পতিত হইলেন। ঐ সময় দক্ষ দেবতা ও সদস্যগণ-পরিবৃত হইয়া অবস্থান করিতেছিল। দেবতাগণ বিশ্বস্তভাবে মন্ত্রপূত সোমরস পান করিতেছিল। এই সময়ে বীরভদ্র উপস্থিত হইয়া যজ্ঞমধ্যস্থ ইন্দ্রকে ত্রাসিত করিল। যমকল্প যমনামক জনৈক গণ সুরাপান-প্রবৃত্ত যমকে আকর্ষণ করিল। পশ্চিমদিক্‌পতি বরুণ গণসৈন্য কর্ত্তৃক পাশবদ্ধ হইলেন। অনিল তাড়িত হইলেন। উত্তর দিকের অধিপতি কুবের নিগৃহীত হইলেন। বীরভদ্রনিয়োজিত সৈন্যগণ দারুণ যুদ্ধ করিতে লাগিল। ভয়াবহা ভদ্রকালীও ভয়ানক যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। বিকরালী, মহাকালী, কালিকা, কলশোদরী,—ইহারা সকলেই প্রজ্বালজ্জ্বলনাকারা, ও শুষ্কমাংসাতিভৈরবা ; ইহারা ও অন্যান্য শত শত নরমালাবিভূষিতা, কপালকর্ণিকাহস্তা মাতৃকাগণ দেবগণকে নিহত করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে দেবগণ যুদ্ধ-লালসায় ঐ স্থানে আগমন করিলেন এবং তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ শক্তি, ও কেহ কেহ পাশ বিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কেহ বা তোমার দ্বারা, কেহ খড়্গ দ্বারা এবং কেহ পট্টিশ দ্বারা যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। মাতৃকাগণ এবং প্রমথগণ, ইহারা অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়িল। এই সময় ভদ্রকালী ক্রুদ্ধ হইয়া গদা, শরবৃষ্টি ও খড়্গাদি দ্বারা যুদ্ধে দেবগণকে পীড়িত করিতে লাগিলেন। ভগের নেত্র ও সূর্য্যের দন্ত নিসূদিত হইল। চন্দ্রের কর ও ভাস্করের চরণ মুষল দ্বারা আহত হইল। রণ-কোবিদ অষ্ট বসু বিদেহ হইয়া জর্জ্জরিতমস্তকে রুধির বমন করিতে করিতে পলায়ন করিল। প্রাচেতস দক্ষ সুদৃঢ় পাশ দ্বারা আবদ্ধ হইল। অবশিষ্ট দেবগণ ব্রহ্মার শরণ লইলেন। ১—৪১। তাঁহারা ব্রহ্মসমীপে উপস্থিত হইয়া এইরূপ বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন,- হে দেব! অদ্য তুষিত দেবগণ বিদেহ, বসুগণ পলায়ন-পরায়ণ এবং ভাস্করগণ পীড়িত হইয়াছেন। হে পরমেশ্বর! আমরা জানি না

ধনেশ্বরঃ। বরুণো যাদসাং নাথঃ ক্ব গতঃ পরমেশ্বর। ॥ ৪৩ ॥ ভদ্রকাল্যা হতং সর্ব্বং বীরভদ্রগণেন চ ভগ্নশ্চ যজ্ঞযূপো বৈ বিধ্বস্তং কলসং তদা ॥ ৪৪ ॥ প্রদীপিতা মহাশালা ভগ্নং বৈ যজ্ঞতোরণম্। তেষান্তু বচনং শ্রুত্বা ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ। আজগাম কৃপাবিষ্টো যত্রাহং মন্দরে স্থিতঃ ॥ ৪৫ ॥ স্তুতিং কৃত্বা মদীয়ান্তু বাক্যমুক্তমিদং তদা। আদ্যা যে তুষিতা দেবা বিদেহাশ্চৈব তে কৃতাঃ ॥ ৪৬ ॥ ভদ্রকাল্যা মহাদেব বসবো জর্জ্জরীকৃতা। পীড়িতা ভাস্করা যুদ্ধে শেষা নষ্টা দিশো গতাঃ ॥ ৪৭ ॥ কায়াবরোহণং দেব তুষিতানাং কথং ভবেৎ। ব্রহ্মণো বচনং শ্রুত্বা ময়া প্রোক্তং বরাননে ॥ ৪৮ ॥ মহাকালবনে ক্ষেত্রে গচ্ছন্তু তুষিতাস্বমী। লকুটীশো গতো যত্র কায়াবরোহণাদ্‌গৃহম্ ॥ ৪৯ ॥ ব্রাহ্মণাশ্চ মমাদেশাচ্চতুঃশিষ্যৈঃ সমন্বিতাঃ। দ্বাপরে সমতিক্রান্তে প্রাপ্তে কলিযুগে তথা ॥ ৫০ ॥ তত্র কায়মনুপ্রাপ্তা মম শিষ্যা মমোপমাঃ। অবসন্ত ক্ষিতৌ ধন্যা রক্ষণার্থং দ্বিজন্মনাম্ ॥ ৫১ ॥ ক্ষেত্রস্থ দক্ষিণে তস্য বিদ্যতে লিঙ্গমুত্তমম্। সর্ব্বসম্পৎকরং দিব্যং সিদ্ধানাং কামদায়কম্ ॥ ৫২ ॥ প্রসাদাত্তস্য লিঙ্গস্য কায়ান্ প্রাপ্স্যন্ত্যমী সুরাঃ। মদীয়ং বচনং শ্রুত্বা গতাস্তে তুষিতাঃ প্রিয়ে ॥ ৫৩ ॥ মুদিতা ব্রহ্মণা সার্দ্ধং যত্র তল্লিঙ্গমুত্তমম্। প্রসাদাত্তস্য লিঙ্গস্য প্রাপ্তং কায়মনুত্তমম্ ॥ ৫৪ ॥ পুনস্তে তাদৃশা যাতাস্তুষিতা যাদৃশাভবন্। অতো দেবৈঃ কৃতং নাম কায়াবরোহণেশ্বরঃ। সমীহিতপ্রদো নিত্যং খ্যাতো দেবো ভবিষ্যতি ॥ ৫৫ ॥ যে গত্বা দক্ষিণামাশাং দেবং কায়াবরোহণম্। পশ্যন্তি পরয়া ভক্ত্যা যমস্তেষাং পিতা ভবেৎ ॥ ৫৬ ॥ জন্মকোটিসহস্রৈস্তু যৎপাপং সমুপার্জ্জিতম্। তৎসর্ব্বং নাশমায়াতি দর্শনাদেব নান্যথা ॥ ৫৭ ॥ স্বকর্ম্মণা গতা যে চ নরকে পিতরো গণাঃ। দর্শনাত্তস্য লিঙ্গস্য তেষাং মুক্তির্ভবিষ্যতি ॥ ৫৮ ॥ যে পশ্যন্তি প্রসঙ্গেন দেবং কায়াবরোহণম্। ন তেষাং পুনরাবৃত্তিঃ কল্পকোটিশতৈরপি ॥ ৫৯ ॥ স্পর্শনাত্তস্য লিঙ্গস্য পাপিনোঽপি হি যে নরাঃ। তে যান্তি পরং স্থানং সর্ব্বপাপবিবর্জ্জিতম্ ॥ ৬০ ॥ শাঠ্যেন পূজিতো দেবঃ কায়াবরোহণেশ্বরঃ। দদাতি রাজ্যং ভোগাংশ্চ স্বর্গলোকং সনাতনম্ ॥ ৬১ ॥ দ্বাদশ্যাং যে প্রপশ্যন্তি প্রাপ্য কায়াবরোহণম্। তে ভিত্বা ব্রহ্মসদনং

ইন্দ্র, যম, কুবের ও বরুণ, ইহাঁরা কোথায় গমন করিলেন। ভদ্রকালী ও বীরভদ্র কর্ত্তৃক সকলেই নিহত হইয়াছে; যজ্ঞযূপ ভগ্ন হইয়াছে ও কলস বিধ্বস্ত করিয়াছে; তাহারা মহাশালা দাহ করিয়াছে এবং যজ্ঞতোরণ ভাঙ্গিয়া দিয়াছে; দেবগণের এই বাক্য শুনিয়া লোক-পিতামহ ব্রহ্মা মন্দর পর্ব্বতে আমার নিকট আগমন করিলেন। আগমনপূর্ব্বক তিনি আমায় স্তুতি করিয়া এই কথা বলিলেন,—হে দেব! আপনার ভদ্রকালী অদ্য তুষিত দেবগণকে বিদেহ, বসুগণকে জর্জ্জরীকৃত এবং ভাস্করগণকে পীড়িত করিয়াছেন। আর অন্যান্য অবশিষ্ট দেবতা দিগ্‌বিদিকে পলায়নপরায়ণ হইয়াছেন। হে দেব! তুষিত দেবগণের কায়াবরোহণ কি প্রকারে হইবে? হে বরাননে! ব্রহ্মার বাক্য শ্রবণ করিয়া আমি বলিলাম,—তুষিত দেবগণ মহাকালবনে গমন করুন। লকুটীশ কায়াবরোহণের নিমিত্ত ঐ স্থানে গমন করিয়াছিল। দ্বাপরান্তে কলিযুগ প্রাপ্ত হইলে আমার আদেশে চারিজন ব্রাহ্মণ শিষ্য সমভিব্যাহারে কায়াবরোহণে গমনপূর্ব্বক আমার শিষ্য তুল্য হইয়া দ্বিজরক্ষার্থ ক্ষিতিতলে বাস করিতেছেন। ঐ ক্ষেত্রের দক্ষিণদিকে উত্তম লিঙ্গ আছেন, ঐ লিঙ্গ সর্ব্ব সম্পৎকর, দিব্য ও সিদ্ধদিগের কামদায়ক।৪২—৫২। ঐ লিঙ্গের প্রসাদে দেবগণ কায় লাভ করিবেন। হে প্রিয়ে! আমার এই বাক্যে তুষিত দেবতাগণ ব্রহ্মার সহিত ঐ স্থানে গমন করিলেন—যেখানে লিঙ্গ বিরাজ করিতেছেন। ঐ লিঙ্গের প্রসাদে দেবগণ কায় লাভ করিলেন। তুষিতগণ পূর্ব্বে যেমন ছিলেন, অধুনাও তেমনি হইলেন। এই জন্যই ঐ লিঙ্গের নাম রাখেন—কায়াবরোহণ এবং তাঁহারা বলেন,—এই দেবতা সমীহিতপ্রদ ও জগতে বিখ্যাত হইবেন। যাহারা দক্ষিণদিকে গমন করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক কায়াবরোহণ দেবকে দর্শন করে, যম, তাহাদের সম্বন্ধে পিতৃবৎ আচরণ করেন এবং দর্শনের ফলে তাহাদের কোটি জন্মার্জ্জিত পাপ হইতে মুক্তি লাভ হয়। যাহারা প্রসঙ্গাধীন দেব কায়াবরোহণ দর্শন করে, কল্পকোটিশত কালেও তাহাদের পুনরাবৃত্তি হয় না। পাপী নরগণও যদি ঐ লিঙ্গ স্পর্শ করে, তাহা হইলে, সর্ব্ব-পাপবিবর্জ্জিত স্থানে গমন করিয়া থাকে। শঠতা করিয়াও যদি কেহ দেব কায়াবরোহণেশ্বরের পূজা করে, তাহা হইলে সে রাজ্য, ভোগ ও স্বর্গ লাভ করিয়া থাকে। যাহারা দ্বাদশী তিথিতে

যাস্যন্তি পরমাং গতিম্॥ ৬২॥ এষ তে কথিতো দেবি প্রভাবঃ পাপনাশনঃ। কায়াবরোহণেশস্য বিশ্বেশ্বরমথো শৃণু॥ ৬৩॥

ইতি শ্রীস্কান্দে কায়াবরোহণেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম দ্ব্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৮২॥

ত্র্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীহর উবাচ। বিশ্বেশ্বরস্য মাহাত্ম্যং শৃণু সুন্দরি সাদরম্। যস্য শ্রবণমাত্রেণ মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ॥ ১॥ আদিকল্পে মহাদেবি লোকানামনুকম্পয়া। কল্পবৃক্ষাস্ততো জাতা ব্রহ্মণো ধ্যায়তঃ পুরা॥ ২॥ তেষাং মধ্যে বিল্ববৃক্ষঃ শ্রীবৃক্ষ ইতি গীয়তে। অধস্তাত্তস্য বৃক্ষস্য পুরুষঃ কাঞ্চনপ্রভঃ॥ ৩ উপবিষ্টস্তদা দৃষ্টো ব্রহ্মণা লোককর্ত্তৃণা। ফলানি তস্য পত্রাণি বিবিধানি নিরন্তরম্॥ ৪॥ ভক্ষয়ত্যতিসংহৃষ্টো হৃদ্যানি চ মৃদূনি চ। বদ্ধগোধাঙ্গুলিত্রশ্চ শরী ধন্বী তথৈব চ॥ ৫॥ খড়্গী কিরীটমালী চ কুণ্ডলী কবচী তথা। মহোরস্কো মহোৎসাহঃ সিংহসংহননো যুবা॥ ৬॥ ব্রহ্মণা চ কৃতং নাম বিল্ব ইত্যভিবিশ্রুতম্। তমিন্দ্রো বরয়ামাস রাজা ত্বং ভূতলে ভব॥ ৭॥ ত্রিবিষ্টপস্য ভূমিস্থঃ সখাভূতো মম প্রিয়ঃ। দদামি তে বৈজয়ন্তীং মালামম্লানপঙ্কজাম্॥ ৮॥ যস্যাঃ প্রভাবতঃ শস্ত্রং রণে ন প্রভবিষ্যতি। সোঽব্রবীদ্যদি মে বজ্রমায়ুধং ত্বং প্রযচ্ছসি॥ ৯॥ তৎ স্যাং পৃথিব্যাং রাজাহং নান্যথা রোচতে মম। ততোঽহং পালয়িষ্যামি সত্যেনেমাং বসুন্ধরাম্॥ ১০॥ ইন্দ্র উবাচ। এবং ভবতু ভদ্রং তে ভব রাজা প্রজাহিতঃ। স্মরণাদেব বজ্রস্তে করে যাস্যতি নান্যথা॥ ১১॥ স এবমুক্তস্তেজস্বী বিল্বো রাজা বভূব হ। কপিলো নাম ধর্ম্মাত্মা বেদবেদাঙ্গপারগঃ॥ ১২॥ সখা বভূব বিল্বস্য তস্য বিপ্রর্ষিসত্তমঃ। স তেন সহ সঙ্গম্য সুখাসীনো বরাসনে॥ ১৩॥ চক্রে কথা বিচিত্রার্থাঃ প্রীয়মাণঃ পুনঃপুনঃ। তথা কথান্তরে বাদঃ পরস্পরমভূত্তয়োঃ॥ ১৪॥ দানং প্রধানং তীর্থং তু বিল্বেনোক্তং পুনঃপুনঃ। ব্রহ্ম শ্রেষ্ঠং

কায়াবরোহণ দেবের পূজা করে, তাহারা ব্রহ্ম-সদন ভেদ করিয়া যাইয়া পরম স্থান লাভ করে। হে দেবি! এই আমি তোমার নিকট কায়াবরোহণেশ্বর দেবের পাপ-নাশন প্রভাব কীর্ত্তন করিলাম, অতঃপর বিশ্বেশ্বর-মাহাত্ম্য শ্রবণ কর।।৫৩—৬৩।

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৮২।

ত্র্যশীতিতম অধ্যায়।

শ্রীহর বলিলেন,—হে দেবি! যাহা শ্রবণমাত্র সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্তি লাভ করা যায়, সেই বিশ্বেশ্বর-মাহাত্ম্য শ্রবণ কর। আদি ভগবান্ ব্রহ্মা ধ্যান করিতে থাকিলে তাঁহার ধ্যানপ্রভাবে লোক-হিতের নিমিত্ত কল্পবৃক্ষ সকল উৎপন্ন হয়। ঐ বৃক্ষসকলের মধ্যে বিল্ববৃক্ষই 'শ্রীবৃক্ষ' বলিয়া প্রসিদ্ধ। উৎপত্তিকালে এই বৃক্ষের মূলদেশে ভগবান্ ব্রহ্মা কাঞ্চনপ্রভ এক পুরুষকে উপবিষ্ট অবলোকন করিলেন। তিনি দেখিলেন,—ঐ উপবিষ্ট পুরুষ শ্রীবৃক্ষের রমণীয় ও অতি মৃদু ফল-পত্র সকল হৃষ্টান্তঃকরণে নিরন্তর ভক্ষণ করিতেছে। ভগবান্ ব্রহ্মা ঐ বদ্ধ-গোধাঙ্গুলিত্র, শরী, ধন্বী, খড়্গী, কিরীটমালী, কুণ্ডলী, কবচী, তেজস্বী, সোৎসাহ, ও সিংহ-বিক্রম যুবার নাম রাখিলেন,—বিল্ব। ইন্দ্র তাহাকে দেখিয়া বলিলেন,—তুমি ভূতলে রাজা হও। তুমি ভূতলে থাকিয়াই আমার সখা হইলে। এই লও, আমি তোমাকে অম্লান-পঙ্কজা বৈজয়ন্তী মালা প্রদান করিলাম। ইহার প্রভাবে রণে শত্রু-অস্ত্র তোমার প্রতি প্রযুক্ত হইয়া ব্যর্থ হইবে। ঐ যুবা বলিল,—যদি আপনি আমাকে আপনার বজ্র প্রদান করেন, তাহা হইলে আমি পৃথিবীর রাজা হইতে পারি নচেৎ নহে। আমায় যদি বজ্র প্রদান করেন, তাহা হইলে আমি বসুন্ধরা পালন করিব, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইন্দ্র বলিলেন,—ভদ্র! আমি তোমাকে বজ্রই প্রদান করিব। তুমি রাজা হইয়া প্রজাগণের হিত-সাধন কর। তুমি স্মরণ করিবামাত্র বজ্র আপনা-আপনি তোমার হস্তে যাইবে; ইহার অন্যথা হইবে না।১—১১। দেবেন্দ্র এই কথা বলিলে তেজস্বী বিল্ব রাজা হইলেন। বিপ্রর্ষি-সত্তম বেদ-বেদাঙ্গ-পারগ ধর্ম্মাত্মা কপিল তাঁহার সখা হইলেন। মহর্ষি কপিল রাজার সহিত সখিত্বে মিলিত হইয়া তাঁহার সহিত বিচিত্র আলাপ করত সুখ অনুভব করিতে লাগিলেন। একদিন তাঁহাদের কথায় বাদানুবাদ উপস্থিত হইল। বিল্ব পুনঃপুন

তপঃ শ্রেষ্ঠমিত্যুক্তং কপিলেন তু॥ ১৫॥ বিদ্ব উবাচ। দানাদ্রাজ্যং সুখং ভোগা ঐশ্বর্য্যং স্বর্গমক্ষয়ম্। প্রাপ্যতে দ্বিজশার্দ্দূল কথং ব্রহ্ম প্রশংসসি ১৬॥ কপিল উবাচ। বেদাদ্যজ্ঞাঃ প্রবর্ত্তন্তে বেদাদিষ্টিশ্চ কামিকা। প্রবর্ত্তন্তে ক্রিয়া বেদাদ্বেদমূলমিদং জগৎ॥ ১৭॥ বিদ্ব উবাচ। সংসারে পার্থিবাঃ শ্রেষ্ঠাঃ সমর্থা লোকপালনে। লোকপালোপমা লোকে কথং ব্রহ্ম প্রশংসসি॥১৮॥ কপিল উবাচ। মুখ্যা বৈ ব্রাহ্মণাঃ প্রোক্তাঃ শাপানুগ্রহকারকাঃ। পিতরঃ পার্থিবানাস্ত কিং ত্বং বিদ্ব ন মন্যসে॥ ১৯॥ এবং কৌতূহলে জাতে কপিলো দ্বিজসত্তমঃ। বিদ্বেন তাড়িতো মূর্দ্ধ্নি বজ্রেণানতপর্ব্বণা॥ ২০॥ বজ্রেণ স দ্বিধা ছিন্নঃ কপিলো ব্রহ্মবিদ্যয়া। সন্ধার্য্য স্বশরীরন্তু মমান্তিকমুপাগতঃ॥ ২১॥ ততোহহং বিবিধৈঃ স্তোত্রৈঃ সম্যগারাধিতো হ্যহম্। ময়া দত্তমবধ্যত্বং কুলিশাদ্‌ব্রাহ্মণস্য তু॥ ২২॥ দ্বিজঃ সমাগতো বিদ্বং পুনঃ সখ্যমভূত্তয়োঃ। পুনস্তু তাদৃশো বাদঃ সঞ্জাতঃ পর্ব্বতাগ্রজে॥ ২৩॥ বামপাদেন চাপ্যেনং বিদ্বো বিপ্রমতাড়য়ৎ। পুনশ্চ বজ্রমাদায় জঘানৈনং তদা দৃঢ়ম্॥ ২৪॥ ন মৃতিং ন ব্যথাং তস্য তদ্বজ্রমকরোৎ পুনঃ॥ অবধ্যত্বমথো জ্ঞাত্বা বিদ্বস্তস্য মহাত্মনঃ॥ ২৫॥ নারায়ণমথাসাদ্য প্রার্থয়ামাস চেপ্সিতম্। বরদোঽস্মীতি তুষ্টেন বিষ্ণুনা স চ মোদিতঃ। প্রোবাচ প্রণতো বিষ্ণুমিদং দেবি মহামনাঃ॥ ২৬॥ বিদ্ব উবাচ। কপিলো নাম বিপ্রর্ষিরবধ্যোঽক্ষয় এব চ। সখা মম হৃষীকেশ স চ মামাহ নিত্যশঃ। বিভেম্যহং ন দেবস্য রাক্ষসস্যাসুরস্য চ॥ ২৭॥ পিশাচস্যাপি যক্ষস্য ন চৈবান্যস্য কস্যচিৎ। বিভেমীতি যথা ব্রূয়াং তথা ত্বং কর্ত্তুমর্হসি॥ ২৮॥ এবমুক্তস্তু বিদ্বেন স দেবঃ পুরুষোত্তমঃ। এবং ভবিষ্যতীত্যুক্ত্বা কপিলস্যাশ্রমং গতঃ॥ ২৯॥ স প্রবিশ্যাশ্রমং দেবঃ কপিলেন প্রপূজিতঃ। কপিলং প্রত্যুবাচেদং সামপূর্ব্বং জনার্দ্দনঃ॥ ৩০॥ ভগবন্ ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ বেদবেদাঙ্গপারগ। বরমেকং বৃণোম্যদ্য বিপ্রেন্দ্র দাতুমর্হসি॥ ৩১॥ প্রসাদিতোঽহং বিদ্বেন নৃপেন্দ্রেণ পুনঃপুনঃ।

বলিলেন,—দানই প্রধান তীর্থ। ভগবান কপিল বলিলেন,—ব্রহ্ম ও তপঃ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। বিদ্ব বলিলেন,—হে দ্বিজশার্দ্দুল! দান হইতেই ত রাজ্য, সুখ, ভোগ, ঐশ্বর্য্য ও অক্ষয় স্বর্গ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তবে কি জন্য আপনি ব্রহ্মের প্রশংসা করিতেছেন? কপিল বলিলেন,—হে নৃপ! বেদ হইতেই যজ্ঞ, ইষ্টি ও ক্রিয়া, এ সকল প্রবর্ত্তিত হয় এবং এই জগৎও বেদ-মূলক বলিয়া জানিবে। বিদ্ব বলিলেন,—হে ভগবন্ মহর্ষে! সংসারে লোক-পালন-সমর্থ লোকপালোপম শ্রেষ্ঠ পার্থিবগণ থাকিতে আপনি বেদের প্রশংসা করিতেছেন কেন? কপিল বলিলেন,—শাপানুগ্রহকারক ব্রাহ্মণগণই জগতে শ্রেষ্ঠ; কেন না, তাঁহারা পার্থিবগণেরও পিতা স্বরূপ; বিদ্ব! তুমি কি ইহা মান না? এইরূপ কৌতুক উপস্থিত হইলে, রাজা বিদ্ব মহর্ষির মস্তকে বজ্র প্রহার করিল। ঐ প্রহারে তাঁহার শরীর দ্বিধা ছিন্ন হইল। কিন্তু, তিনি ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা স্বীয় শরীর ধারণ করত আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমার নিকট উপস্থিত হইয়া বিবিধ স্তোত্র দ্বারা আমার স্তব ও আরাধনা করিলেন। আমি বজ্র হইতে ব্রাহ্মণের অবিনাশিত্ব বর প্রদান করিলাম। দ্বিজ পুনরায় বিদ্ব-সমীপে গমন করিলেন, আবার তাঁহাদের সখ্য হইল। আবার তাঁহাদের পরস্পরের পূর্ব্বোক্ত প্রকার বাদানুবাদও চলিতে থাকিল। এইরূপ বাদ-প্রতিবাদ চলিতে থাকিলে এক সময় বিপ্র মহর্ষিকে বামপাদ দ্বারা আহত করিয়া পরে তাঁহাকে বজ্র দ্বারা দৃঢ়রূপে প্রহার করে। কিন্তু ইহাতে বিপ্রর্ষির মৃত্যু কোনরূপে সংঘটিত হইল না। অনন্তর বিদ্ব তাঁহাকে অবধ্যজ্ঞানে নারায়ণসমীপে ঈপ্সিতবর প্রার্থনা করিলেন। ভগবান্ বিষ্ণু তখন প্রীত হইয়া বলিলেন,—আমি তোমায় বর প্রদান করিব। ভগবান্ বিষ্ণু এই কথা বলিলে বিদ্ব প্রণত হইয়া বলিলেন,—হে হৃষীকেশ! কপিল নামক বিপ্রর্ষি—তিনি অবধ্য এবং অক্ষয় তিনি আমার সখা। তিনি নিত্য আমায় বলেন যে, আমি দেব, রাক্ষস, অসুর, পিশাচ, যক্ষ এবং অন্য কাহা হইতেও ভয় প্রাপ্ত হই না। কিন্তু তিনি যাহাতে বলেন যে, আমি ভয় পাই, আপনি তাহাই করুন। বিদ্ব এই কথা বলিলে দেব পুরুষোত্তম, "এবং ভবিষ্যতি" বলিয়া কপিলাশ্রমে গমন করিলেন। তিনি তাঁহার আশ্রমে গমন করিবামাত্র মহর্ষি তাঁহার পূজা করিলেন। তখন জনার্দ্দন তাঁহাকে সামপূর্ব্বক ঐ বাক্য বলিলেন,—হে ভগবন্! বেদবেদাঙ্গপারগ ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! আমি আপনার নিকট একটী বর প্রার্থনা করিতেছি,

বরদোঽস্মীতি চাপ্যুক্তো বরং বরে মহামুনে ॥ ৩২ ॥ ত্বয়া প্রোক্তং বিভেমীতি ব্রূহি তস্মাদনুগ্রহাৎ। অভীতস্ত্বং তথাপ্যদ্য মদর্থং তু বদ প্রভো ॥ ৩৩ ॥ কপিলস্ত্বেবমুক্তো বৈ বিষ্ণুনা মধুরং বচঃ। উবাচ ন বিভেমীতি ভূয়োভূয়ো জনার্দ্দন ॥ ৩৪ ॥ নাহং বক্ষ্যে বিভেমীতি তেনোক্তং নোচ্যতে ময়া। এতচ্ছ্রুত্বা বচস্তস্য কপিলস্য জনার্দ্দনঃ। উবাচ চক্রমুদ্যম্য ভয়ং বিপ্রস্য দর্শয়ন্ ॥ ৩৫ ॥ ন চেদ্বক্ষ্যসি ভীতোঽহং চক্রং তে প্রহরামি বৈ ॥ ৩৬ ॥ কপিল উবাচ। কিং বৃথা প্রিয়চক্রস্য বিষ্ণো ক্লেশমিহেচ্ছসি। নাহং চক্রস্য তে গম্যঃ প্রসাদাৎ ত্র্যম্বকস্য হি ॥ ৩৭ ॥ ততঃ স মুষ্টিমাদায় কুশানাং কপিলস্তদা। বাসুদেবং সমাসাদ্য তিষ্ঠতিষ্ঠেত্যভাষত ॥ ৩৮ অদ্য গর্ব্বং চ দর্পং চ বলং যচ্চ তবাদ্ভুতম্। তৎসর্ব্বং নাশয়িষ্যামি তিষ্ঠেদানীং জনার্দ্দন ॥ ৩৯ ॥ ততো যুদ্ধং সমভবত্তুমুলং লোমহর্ষণম্। নিমেষান্তরমাত্রং তু কৃষ্ণস্য কপিলস্য চ ॥ ৪০ ॥ দিব্যাস্ত্রাণাং কুশানাং চ যুদ্ধং সমভবদ্দৃঢ়ম্। নিরালম্বেঽম্বরে দেবি দেবানাং ভয়মাবিশৎ ॥ ৪১ ॥ এতস্মিন্নন্তরে ব্রহ্মা সুরৈঃ পরিবৃতস্তদা। আজগামাতিসন্তপ্তঃ কৃষ্ণং বচনমব্রবীৎ ॥ ৪২ ॥ ভগবন্ ভূতভব্যেশ ভববন্ধভয়াপহ। হৃষীকেশ হৃষীকেশ সৃষ্টিসংহারকারক ॥ ৪৩ ॥ সমারাধ্য জগন্নাথ শক্রাদ্যাস্ত্রিদিবৌকসঃ। বসন্তি মুদিতাঃ সর্ব্বে সর্ব্বকামসমন্বিতাঃ ॥ ৪৪ ॥ আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্। উৎপাদিতং ধৃতং ব্যাপ্তং বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা ॥ ৪৫ ॥ তেনৈকেন বিশুদ্ধেন সর্ব্বগেন মহাত্মনা। ইতি স্ম মুনয়ঃ সর্ব্বে উদিতা মুনিসত্তমাঃ ॥ ৪৬ ॥ বদন্তি কারণং চাস্য ত্রৈলোক্যস্য জনার্দ্দনঃ। দেবদানবদৈত্যৈশ্চ মুনিচারণপন্নগৈঃ ॥ ৪৭ ॥ বরার্থিভিশ্চ প্রবরৈঃ পূজ্যসে গরুড়ধ্বজ। কিং কিং ভবানেব গোবিন্দ বৃথা যুধ্যসি স দ্বিজৈঃ ॥ ৪৮ ॥ কপিলস্য চ বিপ্রস্য হরাল্লব্ধবরস্য চ। কিং ন বেৎসি যথা হ্যেষ প্রসাদাৎ পরমেশ্বরাৎ ॥ ৪৯ ॥ অবধ্যত্বমনুপ্রাপ্তো হ্যজেয়ত্বং চ সংযুগে। ন চৈবং ত্বদ্বিধা দেব ব্রাহ্মণেষু বিকুর্ব্বতে ॥ ৫০ ॥ ব্রহ্ম চ ব্রহ্মণো মূলং ত্বয়ৈব প্রাক্‌প্রতিশ্রুতম্। তস্মাদাশু নিবর্ত্তস্ব মবৈনং ব্রাহ্মণং বিভো ॥ ৫১ ॥

আপনি তাহা আমায় প্রদান করুন। নৃপেন্দ্র বিল্ব আমায় পুনঃপুনঃ প্রসাদিত করিয়াছে। আমি তাহাকে বর প্রদান করিব বলিয়াছি, আপনি অনুগ্রহ করিয়া তাহার নিকট 'বিভেমি' বাক্য বলিবেন। যদিও আপনি অভীত; তথাচ হে প্রভো! আমার অনুরোধে অদ্য আপনি ঐ কথাটী বলিবেন। ভগবান্ বিষ্ণু দেবর্ষিকে এই কথা বলিলে তিনি বলিলেন,—হে জনার্দ্দন! আমি ভূয়োভূয় "ন বিভেমি—" বলিয়াছি, "বিভেমি" বলি নাই। সুতরাং তাহা বলিতে পারিবও না। ভগবান্ বাসুদেব কপিলের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে ভয়প্রদর্শন করত চক্র উদ্যত করিয়া বলিলেন,—হে দ্বিজ! তুমি যদি "ভীতোঽহং" এ কথা না বল, তাহা হইলে আমি তোমাকে চক্র দ্বারা প্রহার করিব। কপিল বলিলেন,—হে বিষ্ণো! বৃথা কেন চক্রটিকে কুণ্ঠিত করিতে ইচ্ছা করিতেছ? আমি ভগবান্ ত্র্যম্বকের প্রসাদে তোমার চক্রের গম্য নহি (ধার ধারিনা)। অনন্তর কপিল কুশমুষ্টি গ্রহণ করিয়া বাসুদেবকে বলিলেন,—থাক থাক, অদ্য আমি তোমার দর্প ও অদ্ভুত বল বিনষ্ট করিতেছি। কপিলের এই কথা বলার পর নিমেস মধ্যে উভয়ের তুমুল লোমহর্ষণ যুদ্ধ সঙ্ঘটিত হইল। হে দেবি! এই সময় দিব্যাস্ত্রে ও কুশে ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। দেবগণ নিরালম্ব অম্বরে থাকিয়া ভীত হইয়া পড়িলেন।৩১—৪১। এমন সময় ব্রহ্মা অতীব সন্তপ্ত হইয়া ঐ স্থানে আগমনপূর্ব্বক কৃষ্ণকে বলিলেন,—হে দেব! আপনি পরমারাধ্য ও জগন্নাথ। শক্রাদি দেবগণ সর্ব্বকামসমন্বিত হইয়া মুদিতমনে আপনাতে বাস করিতেছে। আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সচরাচর ত্রৈলোক্য আপনি উৎপাদন করিয়াছেন, ধারণ করিতেছেন এবং ব্যাপিয়া আছেন। আপনি হইলেন,—প্রভবিষ্ণু বিষ্ণু! মুনিগণ আপনাকে বিশুদ্ধ, সর্ব্বগ, মহাত্মা এবং এই ত্রৈলোক্যের কারণ বলিয়া থাকেন। হে গরুড়ধ্বজ! দেব, দানব, দৈত্য, মুনি, চারণ, পন্নগ, এবং বিশিষ্ট বিশিষ্ট বরার্থী ব্যক্তিগণ আপনার পূজা করিয়া থাকে। হে গোবিন্দ! আপনি বৃথা কেন ব্রাহ্মণের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন? হর-লব্ধবর কপিল বিপ্রকে কি আপনি জানেন না? ইনি যে হরের বরে যুদ্ধে অবধ্য ও অজেয় হইয়াছেন! ভবাদৃশ দেবতার ব্রাহ্মণের সহিত বিবাদ করা উচিত হয় না। হে বিভো! "ব্রহ্ম বস্তুই ব্রাহ্মণের মূল" একথা আপনিই প্রতিপাদন করিয়াছেন; অতএব আপনি এ কর্ম্ম হইতে সত্বর প্রতিনিবৃত্ত হউন। ভগবান্ অচ্যুত

ইত্থং নিশম্য দেবেশো বাক্যং ব্রহ্মমুখাচ্চ্যুতম্। যোগেন তদ্বলং জ্ঞাত্বা কপিলস্থ তু শঙ্করম্॥ ৫২॥ জগাম পরমং লোকং পূজ্যমানস্ত্রিবিষ্টপৈঃ। গতে জনার্দ্দনে বিন্বো বিললাপ পুনঃপুনঃ॥ ৫৩॥ যুদ্ধং সুদারুণং শ্রুত্বা কৃষ্ণস্থ কপিলস্থ চ। কথং জেষ্যামি কপিলং কথং মে নির্বৃতির্ভবেৎ। কস্থাহং শরণং যামি কো মে ত্রাতা ভবিষ্যতি॥৫৪॥ ন জিতঃ কপিলো যুদ্ধে বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা। ময়া সংস্পর্দ্ধতে নিত্যং কথং জেয়ো ভবিষ্যতি॥৫৫॥ অজেয়া ব্রাহ্মণা যুদ্ধে শাপানুগ্রহকারকাঃ। ভস্ম কুর্য্যুর্জ্জগৎসর্ব্বং সদেবাসুরমানুষম্॥ ৫৬॥ ব্রাহ্মং হি পরমং তেজো দেবৈরপি দুরাসদম্। এবং বিলপতস্তস্থ বাসবঃ সমুপাগতঃ॥ ৫৭॥বিলপন্তং কৃশং বিন্বং বজ্রহস্তমবেক্ষ্য সঃ। মম হ্বাক্রুষ্টহৃদয়ঃ প্রত্যুবাচ পুরন্দরঃ॥ ৫৮॥ অলং শোকেন ভূপাল শৃণু মে বচনং পরম্। যদাহং পীড়িতো যুদ্ধে শম্বরেণ দুরাত্মনা। বলিষ্ঠেন সগর্ব্বেণ তদা পৃষ্টো ময়া গুরুঃ॥ ৫৯॥ বৃহস্পতির্মহাতেজাস্তেনোক্তং তু তদা নৃপ। গচ্ছ শক্র মমাদেশান্মহাকালবনং শুভম্॥ ৬০॥ যত্র সন্তি সুদিব্যানি লিঙ্গানি বিবিধানি চ। ভুক্তিমুক্তিকরাণ্যেব বাঞ্ছিতার্থপ্রদানি চ॥ ৬১॥ তেষাং মধ্যে লিঙ্গমেকমারাধয় শচীপতে। যস্থ দর্শনমাত্রেণ রণে ধৃষ্টো ভবিষ্যসি। তস্থ তদ্বচনাদ্বিপ্র সম্যগারাধনা কৃতা॥ ৬২॥ ময়া লিঙ্গস্য হর্ষেণ জিতো বৈ শম্বরস্তদা। প্রসিদ্ধিং তু গতো দেবঃ স চেন্দ্রেশ্বরসংজ্ঞকঃ॥ ৬৩॥ তস্মাত্বং পশ্চিমামাশাং গত্বা ক্ষেত্রস্থ তস্থ বৈ। সমারাধয় যত্নেন লিঙ্গং বরুণপূজিতম্॥ ৬৪॥ তল্লিঙ্গং ত্রিষু লোকেষু ত্বন্নাম্না খ্যাতিমেষ্যতি! কপিলস্ত্বৎসখা বিপ্রো জিতোঽস্মীতি বদিষ্যতি। তস্থ লিঙ্গস্য মাহাত্ম্যান্মিত্রভাবং গমিষ্যতি॥ ৬৫॥ ইত্যুক্তা তু গতে শক্রে দেবলোকং যশস্বিনি। পূজয়ামাস ভাবেন পুষ্পৈর্দিব্যৈঃ সুগন্ধিভিঃ॥৬৬॥ জগাম বিন্বো ভূপালো মহাকালবনং শুভম্। দদর্শ পশ্চিমে ভাগে লিঙ্গং ত্রিদশপূজিতম্॥ ৬৭॥ মুক্তাফলৈশ্চ রত্নৈশ্চ বাসোভির্ভূষণৈস্তথা। এতস্মিন্নন্তরে চৈব কপিলোঽপি সমাগতঃ॥ ৬৮॥ দদর্শ বিন্বং ভূপালং পূজয়ন্তং পুনঃপুনঃ। শরীরে তস্য বিন্বস্থ মদীয়ং রূপমুত্তমম্।

বিধাতার এবম্বিধ বাক্য শ্রবণে মহর্ষি কপিলের শাঙ্কর তেজ স্মরণ করিয়া দেবগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইতে হইতে স্বীয় লোকে গমন করিলেন। জনার্দ্দন প্রস্থান করিলে বিন্ব কৃষ্ণ কপিলের যুদ্ধ-সংবাদ অবগত হইয়া এই বলিয়া পুনঃপুন বিলাপ করিতে লাগিল।—কি প্রকারে আমি কপিলকে জয় করিয়া নির্বৃতি লাভ করিব? কাহার শরণ লই, কে আমার ত্রাতা হইবে? প্রভবিষ্ণু বিষ্ণুও যুদ্ধে কপিলকে পরাজিত করিতে পারেন নাই। আমি তাহার সহিত ক্রমাগতে স্পর্দ্ধা করিয়া আসিতেছি বটে; কিন্তু কিরূপে তাহাকে জয় করা যাইবে? শাপানুগ্রহাকারক ব্রাহ্মণগণ যুদ্ধে অজেয়; সদেবাসুর মানুষ নিখিল জগৎ তাঁহারা ভস্ম করিতে পারেন। ব্রাহ্মতেজ পরমতেজ; ইহা দেবদুরাসদ। রাজা বিন্ব এইরূপ বিলাপ করিতে থাকিলে বাসব ঐ স্থানে উপস্থিত হইলেন। তিনি বজ্রহস্তে ঐ স্থানে আগমন করিয়া মমত্বাক্রুষ্ট-হৃদয়ে বলিলেন—হে ভূপাল! আপনি শোক করিবেন না, আমার বাক্য শ্রবণ করুন,—যখন দুরাত্মা শম্বর দৈত্য সগর্ব্বে যুদ্ধে আমায় পীড়িত করে, তখন আমি গুরুকে জিজ্ঞাসা করি। গুরুদেব মহাতেজা বৃহস্পতি আমায় বলেন,—হে শক্র! তুমি মহাকালবনে গমন কর। ঐ বনে ভুক্তি মুক্তিকর বাঞ্ছিতার্থপ্রদ সুদিব্য বিবিধ লিঙ্গ সকল বিরাজ করিতেছেন। হে শচীপতে! তুমি এই সকল লিঙ্গের যে কোন একটীর আরাধন কর; আরাধনা করিবামাত্র রণে বিজয় লাভ করিবে। হে বিন্ব! আমি তাঁহার বাক্যে ঐ স্থানে গমন করিয়া লিঙ্গ আরাধনাপূর্ব্বক ঐ আরাধনার ফলে শম্বরাসুরকে বধ করিলাম। তদবধি ঐ লিঙ্গ ইন্দ্রেশ্বর নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। এইজন্যই বলিতেছি,—বিন্ব! তুমি পশ্চিমদিকে গমনপূর্ব্বক ঐ ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া যত্ন সহকারে বরুণপূজিত লিঙ্গের আরাধনা কর। তোমার পূজার পর হইতে ঐ লিঙ্গ তোমার নামে ত্রিভুবনে খ্যাতি লাভ করিবেন। লিঙ্গারাধনার ফলে তোমার সখা মহর্ষি কপিল স্বয়ং তোমাকে বলিবেন,—সখে! আমি তোমা কর্ত্তৃক জিত হইয়াছি। এই কথা বলিয়া তিনি তোমার সহিত পুনরায় মিত্রতা করিবেন। অয়ি যশস্বিনি! শক্র এই কথা বলিয়া দেবলোকে প্রস্থান করিলে রাজা বিন্ব মঙ্গলময় মহাকালবনে গমন করিয়া ক্ষেত্রের পশ্চিম প্রান্তে দেব-পূজিত লিঙ্গ দর্শনান্তে দিব্য সুগন্ধি পুষ্প, মুক্তাফল, রত্ন, বাস ও ভূষণ দ্বারা তাঁহার পূজা করিলেন। এমন সময় মহর্ষি কপিলও ঐ স্থানে আগমন করিয়া দেখিলেন যে,বিন্ব আমার রূপ ধারণ করিয়া পুনঃপুন পূজা করিতেছে।

দৃষ্ট্বা মত্বা মহাদেবং জিতোঽস্মীতি দ্বিজোঽব্রবীৎ ॥ ৬৯ ॥ প্রার্থয়ামি ত্বয়া সখ্যমনন্তং শিব সন্নিধৌ। এবমুক্তস্তদা বিম্বঃ কপিলেন মহাত্মনা ॥৭০॥ প্রসন্নঃ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা কপিলং দ্বিজসত্তমম্। এবং ভবতু ভদ্রং তে কৃতার্থোঽহং মহাত্মনা ॥ ৭১ ॥ সখ্যং তদেব ভবতু শশ্বদসি মনসে। এবমন্যোন্যমুক্তা তৌ কৃত্বা সখ্যমনুত্তমম্ ॥ ৮২ ॥ চিক্রীড়তুশ্চিরং কালং পরং হর্ষমুপাগতৌ। তস্য লিঙ্গস্য মহাত্ম্যাদ্ভূয়ো রাজ্যং চকার সঃ ॥ ৭৩ ॥ স হি মিত্রেণ ভূপালো বিম্বো দেবি মুদান্বিতঃ। তদাপ্রভৃতি বিখ্যাতো দেবো বিম্বেশ্বরঃ ক্ষিতৌ। বিম্বেনারাধিতো লোকে বাঞ্ছিতার্থফলপ্রদঃ ॥ ৭৪ ॥ যে পশ্যন্তি বিশালাক্ষি দেবং বিম্বেশ্বরং পরম্। তে কৃতার্থা ভবিষ্যন্তি সর্ব্বপাতকবর্জ্জিতাঃ ॥ ৭৫ ॥ যেঽনুমোদন্তি দেবস্য দর্শনং পর্ব্বতাত্মজে। তেঽপি পাপবিনির্ম্মুক্তাঃ প্রয়ান্তি মম মন্দিরে ॥ ৭৬ ॥ সমতীতং ভবিষ্যং চ কুলানামযুতং নরঃ। মম লোকং নয়ত্যাশু তস্য লিঙ্গস্য দর্শনাৎ ॥ ৭৭ ॥ প্রয়ান্তি পিতরো হৃষ্টা মম লোকে হ্যতন্দ্রিতাঃ। বিমুক্তাঃ পাতকৈর্ঘোরৈঃ কৃত্বা লিঙ্গস্য দর্শনম্ ॥ ৭৮ ॥ কৃত্বাপি পাতকং ঘোরং ব্রহ্মহত্যাদিকং নরঃ। তৎপাপং বিলয়ং যাতি শ্রীবিম্বেশ্বরদর্শনাৎ ॥ ৭৯ ॥ যা তিথিঃ শ্রূয়তে দেবি কৃষ্ণপক্ষে ত্রয়োদশী। সা প্রোক্তা বল্লভা তস্য সর্ব্বপাতকনাশিনী ॥ ৮০ ॥ যেঽর্চ্চয়ন্তি নরাস্তস্যাং দেবং বিম্বেশ্বরং প্রিয়ে। ন তেষাং পুনরাবৃত্তির্ঘোরসংসারগহ্বরে ॥ ৮১ ॥ কর্ম্মণা মনসা বাচা যৎপাপং সমুপার্জ্জিতম্। তৎক্ষালয়তি দেবোঽসৌ তিথৌ তস্যাঃ সমর্চ্চিতঃ ॥ ৮২ ॥ এষ তে কথিতো দেবি প্রভাবঃ পাপনাশনঃ। বিম্বেশ্বরস্য দেবস্য শ্রূয়তামুত্তরেশ্বরম্ ॥ ৮৩ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে বিম্বেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ত্র্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৩ ॥

চতুরশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ। উত্তরেশ্বরমাহাত্ম্যমশেষপাপনাশনম্। জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিস্ফোটনং শৃণু পার্ব্বতি ॥ ১ ॥ অযোধ্যায়ামতিখ্যাতকুলোৎপন্নশ্চ

তখন কপিল তাহাকে মদীয়রূপ ধারণ করিতে দেখিয়া বলিল,—হে রাজন! বিম্ব! আমি তোমা কর্ত্তৃক জিত হইয়াছি। অধুনা আমি তোমার সহিত চির মৈত্রী প্রার্থনা করি। মহর্ষি এই কথা বলিলে তখন বিম্ব প্রসন্ন হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিল,—হে দেব! আপনার মঙ্গল হউক, আপনি অতি মহান, আমি কৃতার্থ হইলাম; আপনার কথামত আমার সহিত আপনার চিরসখ্য সংস্থাপিত হউক। এইরূপে তাহারা কথোপকথনের পর পরস্পর আনন্দ উপভোগ করত বহুকাল যাবৎ ক্রীড়া করিতে লাগিল। হে দেবি! অন্তর বিম্ব লিঙ্গমহাত্ম্যে পুনরায় মিত্র লাভ করিয়া তাহার সহিত সুখে রাজ্য শাসন করিতে লাগিল। তদবধি ঐ বাঞ্ছিতার্থপ্রদ লিঙ্গ বিম্ব কর্ত্তৃক আরাধিত হইয়া ক্ষিতিতলে বিম্বেশ্বর নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। হে দেবি! যাহারা ঐ বিম্বেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করে, তাহারা সর্ব্বপাপবর্জ্জিত ও কৃতার্থ হইয়া থাকে। যাহারা বিম্বেশ্বর-দর্শন অনুমোদন করে, তাহাদেরও মদীয় লোকে বসতি হয় ও পাপ বিনষ্ট হয়। বিম্বেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করিয়া নর স্বীয় অতীত অযুত কুল ও ভবিষ্য অযুত কুল মদীয় লোকে প্রেরণ করিয়া থাকে। যাহারা এই লিঙ্গ দর্শন করে, তাহাদের পিতৃলোক ঘোর পাতক হইতে মুক্ত হইয়া অতন্দ্রিতভাবে হৃষ্টান্তঃকরণে মদীয়লোকে গমন করিয়া থাকে। বিম্বেশ্বরদর্শনে নরগণের ব্রহ্মহত্যাদি ঘোর পাতক বিলয় প্রাপ্ত হয়। হে দেবি! কৃষ্ণপক্ষীয় ত্রয়োদশী তিথি ঐ লিঙ্গের অতি বল্লভা; অতএব ঐ তিথি পূজকগণের সর্ব্ব পাতকনাশিনী হইয়া থাকে। ঐ তিথিতে যাহারা দেব বিম্বেশ্বরের অর্চ্চনা করে, তাহাদিগকে আর ঘোর সংসার-বিবরে পতিত হইতে হয় না। দেব বিম্বেশ্বর ত্রয়োদশী তিথিতে অর্চ্চিত হইয়া মানবগণের মনোবাক্-কায়-কর্ম্মজ পাপ ক্ষালন করিয়া থাকেন। হে দেবি! এই আমি তোমার নিকট দেব বিম্বেশ্বরের পাপ-নাশন মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম,—অধুনা উত্তরেশ্বর-মাহাত্ম্য শ্রবণ কর। ৪২—৮৩।

ত্র্যশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৮৩।

চতুরশীতিতম অধ্যায়।

শ্রীমহাদেব বলিলেন,—হে পার্ব্বতি! জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি-বিনাশন অশেষ পাপনাশন উত্তরেশ্বর-মাহাত্ম্য শ্রবণ কর।—অযোধ্যা নগরীতে অতি

পার্থিবঃ। সুধীঃ পরীক্ষিন্নামা চ মৃগয়ামগমৎ স চ ॥ ২ ॥ মৃগমন্বসসারাথ মৃগো দূরমপাসরৎ ॥ ৩ ॥ তদাধ্বনি জাতশ্রমঃ ক্ষুত্তৃষ্ণাভিভূতঃ কস্মিংশ্চিদ্বনোদ্দেশে নীলবনমপশ্যচ্চাবিবেশ ॥ ৪ ॥ তস্য বনখণ্ডস্য দক্ষিণভাগে সরো দৃষ্ট্বা সাশ্ব এব ব্যবগাহত ॥ ৫ ॥ অথাশ্বস্থঃ সন্মৃণালমশ্বস্যাগ্রতো নিক্ষিপ্য পুষ্করিণীং সমুপাবিশৎ ॥ ৬ ॥ শয়িতস্ততঃ শয়ানো গীতমশৃণোৎ ॥ ৭ ॥ স শ্রুত্বাচিন্তয়দেহ মনুষ্যগতিং প্রপশ্যামি ॥ ৮ ॥ কস্য খল্বয়ং গীতশব্দ ইত্যবলোকয়ামাস ॥ ৯ ॥ অথাপশ্যৎ কন্যাং পরমরূপদর্শনীয়াং পুষ্পাণি বিচিন্বতীং চাথ রাজা সমীপে পর্য্যক্রামৎ ॥ ১০ ॥ তামব্রবীদ্রাজা কস্যাসি ত্বংকন্যা পরমরূপদর্শনীয়া পুষ্পাণি বিচিন্বতী ॥ ১১॥ সাথ রাজসমীপে গত্বোত প্রোবাচ কন্যাস্মীতি ॥ ১২॥ রাজোবাচ। অর্থী ভবাম্যীতি ॥ ১৩ ॥ অথোবাচ কন্যা। সময়েনাহং ত্বয়া শক্যোপালব্ধুং নান্যথেতি ॥ ১৪ ॥ তাং রাজা সমপৃচ্ছৎ কন্তে সময় ইতি ॥ ১৫ ॥ ততঃ কন্যা তমুবাচ নোদকং দর্শায়তব্যমিতি ॥ ১৬ ॥ রাজা বাঢ়মিত্যুক্ত্বা তাং সমাগম্য তয়া সহাস্তে ॥ ১৭ ॥ তত্রৈবাসন্নে রাজনি সেনা আগচ্ছৎ তয়া সহোপবিষ্টং রাজানং পরিবার্য্য চাতিষ্ঠৎ ॥ ১৮ ॥ সভাজিতশ্চ রাজা তথৈব শিবিকয়া প্রায়াৎ। অথ ঝটিতি তয়া সহ স্বং নগরমনুপ্রাপ্য রহসি তয়া সহ রমমাণঃ সন্নাস্ত কিঞ্চিদপশ্যদথ প্রধানোঽমাত্যস্তস্যাভ্যাসচরাস্তাঃ স্ত্রিয়োঽভ্যপৃচ্ছৎ ॥ ১৯ ॥ কিমত্র প্রয়োজনং বিদ্যতে ইত্যব্রুবংস্তাঃ স্ত্রিয়োঽপূর্ব্বমেব পশ্যামস্তদুদকং নাত্রাশ্রিয়ত ইতি ॥ ২০ ॥ অথামাত্যশ্চ নিরুদকং কারয়িত্বা দারুবৃক্ষং বৃদ্ধপুষ্পফলং শরদ্যুপলভ্য রাজানমব্রবীৎ। বনমিদমনুদকং সাধ্বত্র রমাতামিতি ॥ ২১ ॥ স তস্য বচনাত্তয়ৈব সহ দেব্যা বনং প্রাবিশৎ ॥ ২২ ॥ সকলত্রস্তস্মিন্ বনে রম্যে তয়ৈব সহ রেমে ॥ ২৩ ॥ প্রবিশ্য চ রাজা সং প্রিয়য়া সুধাধবলসলিলপূর্ণাং বাপীমপশ্যৎ ॥ ২৪ ॥ বাপীং দর্দ্দুরৈঃপূর্ণাং দৃষ্ট্বৈব চ তাং তস্যা এব তীরে তয়া দেব্যাতিষ্ঠৎ ॥ ২৫ ॥ অথ তাং দেবীং রাজাব্রবীৎ। শান্ততরং বাপীসলি-

---

খ্যাত-কুলোৎপন্ন পরীক্ষিৎ নামে এক রাজা ছিলেন। একদা তিনি মৃগয়ায় গমন করিয়া মৃগের অনুসরণ করিলে ঐ মৃগ দূর বনে গমন করে। রাজা পথভ্রান্তিতে, ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় অত্যন্ত কাতর হইয়া গমন করিতে করিতে এক নীলবন দেখিতে পাইয়া তাহাতে প্রবেশ করেন। এই নীলবনে প্রবেশ করিয়া তিনি এই বনের দক্ষিণদিক্‌ভাগে এক সরোবর দেখিতে পান ; সরোবর দেখিয়া অশ্বের সহিতই তাহাতে অবগাহন করেন। পরে তিনি অশ্বসম্মুখে মৃণাল নিক্ষেপ করিয়া অশ্বারোহণে পুষ্করিণীতটে উপবেশন করেন। উপবিষ্ট হইয়া শয়ন করেন এবং শয়নাবস্থায় সঙ্গীতধ্বনি শুনিতে পান। তিনি গীত শ্রবণ করিয়া নিশ্চয় করিলেন যে, ইহা মনুষ্যের গীত নহে। তখন তিনি "এই গীত কে গাহিতেছে" এইরূপ চিন্তিত হইয়া ইতস্তত অন্বেষণ করিতে করিতে এক কামিনীকে পুষ্পচয়ন করিতে দেখিয়া ঐ কামিনীর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তুমি কাহার কন্যা? এখানে পুষ্প চয়ন করিতেছ? তোমাকে পরম দর্শনীয়াকৃতি দেখিতেছি। এই জিজ্ঞাসার পর কন্যা রাজসমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলিল,—আমি কন্যা। রাজা বলিলেন,—আমি তোমাকে প্রার্থনা করি। কন্যা বলিল—আপনি প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া আমাকে লাভ করিতে পারেন, অন্যথা নহে। রাজা কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—তোমার সত্য কি তাহা বল ?১-১৫। কন্যা বলিল,—আপনি আমাকে জল দেখাইতে পাইবেন না। রাজা "বাঢ়ং" বলিয়া তাহার সহিত সঙ্গম করত এক সঙ্গে অবস্থান করিতে লাগিলেন। রাজা ঐ ভাবে থাকিলে তাঁহার সেনাগণ ঐ স্থানে আসিয়া রাজাকে কন্যার সহিত উপবিষ্ট থাকিতে দেখিয়া তাঁহার চতুর্দ্দিকে অবস্থান করিল। অনন্তর রাজা শিবিকাযোগে কন্যার সহিত স্বীয় নগরে উপস্থিত হইয়া সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক তাহার সহিত রমণ করিতে লাগিলেন। অন্য রাজকার্য্য কিছুই দেখিতে লাগিলেন না। তদ্দর্শনে প্রধান অমাত্য রাজার পার্শ্ববর্ত্তী স্ত্রীগণকে বলিলেন,—এখানে তোমাদের প্রয়োজন কি? তাহারা বলিল,—আমরা ইহাই আশ্চর্য্য দেখিতেছি যে এখানে জল কোথাও নাই। অনন্তর অমাত্য নিরুদক করিয়া শরৎকালে পরিণত-ফল-পুষ্প দারুবৃক্ষ দেখিয়া রাজাকে বলিলেন,—এই বন অনুদক, এই স্থানে যথেচ্ছ রমণ করুন। রাজা অমাত্যের বাক্যে সেই কন্যার সহিত সেই বনে প্রবেশ করিয়া তাহার সহিত রমণ করিতে লাগিলেন। ঐ বনে প্রবেশ করিয়া রাজা সুধাধবলিত এক সরোবর দর্শন করিলেন। পরে নিকটে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, ঐ সরবর ভেকপূর্ণ ; তখন তিনি উহার তীরে বাস করিলেন এবং দেবীকে বলিলেন,—এই সরোবর—সলিল প্রশান্ত। রাজার

লমিতি॥ ২৬॥ সা চ তদ্বচঃ শ্রুত্বা তীর্থবাপীং ন্যমজ্জন্ন পুনরুদমজ্জৎ। তাং মৃগয়মাণো রাজা নাপশ্যৎ॥ ২৭॥ বাপীং দর্দ্দুরৈঃ পূর্ণাং দৃষ্ট্বা আজ্ঞাপয়ামাস ভৃত্যান্ সর্ব্বদর্দ্দুরবধঃ ক্রিয়তামিতি॥ ২৮॥ যো মমার্থী স তৈর্দর্দ্দুরৈরুপায়নৈর্ম্মামমুতিষ্ঠেৎ॥ ২৯॥ অথ কশ্চিন্মহান্ দর্দ্দুরো দর্দ্দুরবধে ক্রিয়মাণে সর্ব্বাসু দিক্ষ্বভ্যগাৎ॥ ৩০॥ উপেত্য চৈনমুবাচেদং জ্ঞাত্বা ক্রোধবশঙ্গতম্। প্রসাদং কুরু নার্হসি দর্দ্দুরাণামন পরাধিনাং বধং কর্ত্তুমিতি॥ ৩১॥ শ্লোকশ্চাত্র ভবতি। মা দর্দ্দুরান্ প্রভিন্দ্যাস্ত্বং কোপং সন্ধারয়াচ্যুত। প্রক্ষীয়তে মহাধর্ম্মো জনানাং পরিজানতাম্॥ ৩২॥ তমেবং বাদিনমিষ্টজনবিয়োগে শোকপরীতাত্মানং স রাজা প্রোবাচ। নহি কামমপ্যেতন্নিষ্কামেণ বিবর্হণীয়া ইতি॥ ৩৩॥ এতৈর্দ্দুরাত্মভির্মে স্ত্রী ভক্ষিতা সর্ব্বথৈব হিমে বধ্যা দর্দ্দুরাঃ। নার্হসি বিদ্বন্নুপরোদ্ধুমিতি॥ ৩৪॥ স তদ্বাক্যমুপশ্রুত্য ব্যথিতেন্দ্রিয়মনাঃ প্রোবাচ প্রসীদ রাজন্নহমায়ুর্নাম ভূপালঃ॥ ৩৫॥ প্রাপ্তা সা মম দুহিতা। সা কন্যা নাগলোকং গতা। অত্রাস্তে নাগচূড়ো নাগরাজঃ। স্মৃতা আগমিষ্যতি॥ ৩৬॥ তামব্রবীদ্রাজা তাং স্মৃত্বানীয় মে দীয়তামিতি॥ ৩৭॥ অথৈনাং স্মৃত্বা রাজ্ঞে অদাৎ। অব্রবীচ্চ॥ ৩৮॥ ময়াবহসিতো গালবো মহামুনিঃ তপসা কর্শিতাঙ্গঃ। ক্ষমেশ্বরো দর্দ্দুরবাল্যাৎপ্রকোপিতঃ তেনাহং শপ্তঃ যস্মামনাদৃত্য দর্দ্দুরবালাদবহসিতস্তস্মাদ্দর্দ্দুরো ভবিষ্যসি॥ ৩৯॥ প্রসাদিতশ্চ বিপ্রঃ প্রত্যুবাচ॥ ৪০॥ অবিতথোঽয়ং মম শাপস্তস্মাদন্যজন্মনি দর্দ্দুররাজো ভূত্বা ত্বং হি দুহিতরমিক্ষ্বাকুকুলোৎপন্নায় সর্ব্বগুণান্বিতায় দত্ত্বা যদা যাস্যসি মহাকালবনে তস্যোত্তরদিগ্‌ভাগে তদা লিঙ্গস্য দর্শনেন মুক্তিমবাপ্স্যসি॥ ৪১॥ দুহিতা কিয়ৎ পাতালং যাস্যতি স্মৃতা চাগামিষ্যতি। স্বস্তি তেঽস্তু সাধয়িষ্যামি কার্য্যাণি ইত্যুক্ত্বা দর্দ্দুরো মহাকালবনমগচ্ছৎ॥ ৪২॥

এই বাক্য শুনিবামাত্র দেবী ঐ সরোবরে নিমজ্জিত হইয়া আর উঠিলেন না! রাজা ইতস্তত অন্বেষণ করিয়া তাঁহাকে আর দেখিতে পাইলেন না। তিনি দেখিলেন যে, ঐ সরোবর কেবল দর্দ্দুরপরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। এবম্বিধ দর্শন করিয়া তিনি স্বীয় ভৃত্যগণকে দর্দ্দুর মারিতে আদেশ দিলেন এবং তাহাদিগকে বলিলেন,—যে আমার আনুকূল্য ইচ্ছা করিবে, সে দর্দ্দুর মারিয়া উপঢৌকন প্রদানপূর্ব্বক আমায় সম্মানিত করিবে। রাজার আদেশে দর্দ্দুরবধ হইতে থাকিলে এক মহাদর্দ্দুর আসিয়া ক্রুদ্ধ রাজাকে বলিল,—হে রাজন্! দয়া করিয়া নিরপরাধ দর্দ্দুরদিগকে বধ করিবেন না। এই বলিয়া সে আবার পদ্যে বলিল,—হে অচ্যুত! তুমি দর্দ্দুরগণকে বধ করিও না, কোপ সংবরণ কর; দেখ, মহাধর্ম্ম জ্ঞানবান্ জনগণের প্রতীক্ষা করে। রাজা এই দর্দ্দুর বাক্য শুনিয়া এবং তাহাকে ইষ্টবিয়োগে-শোকাতুর দেখিয়া বলিলেন,—হে দর্দ্দুর! আমি বিনা কারণে ইহাদিগকে নির্য্যাতিত করিতেছি না। ইহারা আমার স্ত্রীকে ভক্ষণ করিয়াছে; এজন্য ইহারা আমার বধ্য হইয়াছে। তুমি এ বিষয়ে আর আমাকে উপরোধ করিও না। মহাদর্দ্দুর রাজার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত দুঃখিতচিত্তে বলিল,—রাজন্! আমি আয়ু নামক মহীপতি; আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। আপনার স্ত্রী আমার দুহিতা; সে আমার গৃহে আগমন করিয়াছে। অধুনা সে নাগলোকে গিয়াছে। এখানে নাগরাজ নাগচূড় উপস্থিত আছেন। সুতরাং মদীয় কন্যা স্মৃত হ বা-মাত্র আগমন করিবে। রাজা বলিলেন,—তাহা হইলে আপনি আপনার কন্যাকে স্মরণ করিয়া লইয়া আসুন,—আনিয়া আমাকে প্রত্যর্পণ করুন। ১৬—৩৭। রাজা এই কথা কহিবামাত্র মহাদর্দ্দুর তৎক্ষণাৎ স্বীয় কন্যাকে স্মরণ করিয়া রাজাকে প্রত্যর্পণ করিলেন এবং বলিলেন,—আমি দর্দ্দুরের ন্যায় বালচাপল্য প্রযুক্ত তপস্যাকর্ষিতাঙ্গ মহামুনি গালবকে উপহাস করিয়াছিলাম। তাহাতে তিনি এই বলিয়া আমাকে শাপ দেন যে যে হেতু তুমি দর্দ্দুরের ন্যায় চপলতার বশবর্ত্তী হইয়া আমাকে উপহাস করিলে, অতএব তুমি দর্দ্দুর হইবে। অনন্তর আমি তাঁহাকে প্রসন্ন করিলে তিনি বলিলেন,—আমার শাপ অন্যথা হইবার নহে; অতএব তুমি যখন জন্মান্তরে দর্দ্দুররাজরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া ইক্ষ্বাকুলোৎপন্ন সর্ব্বগুণান্বিত রাজাকে স্বীয় দুহিতা প্রদানপূর্ব্বক মহাকালবনে গমন করত তাহার উত্তরদিগ্‌ভাগে লিঙ্গ দর্শন করিবে, তখন তোমার শাপান্ত হইবে। ঐ সময় তোমার দুহিতা কিয়ৎকালের জন্য পাতালপুরে গমন করিয়া স্মরণ করিবা মাত্র পুনরায় আসিবে। তোমার মঙ্গল হউক, অধুনা আমি

তস্যোত্তরে লিঙ্গং দদর্শ তস্য দর্শনাদনেকমাণিক্যরচিতং সিদ্ধগন্ধর্ব্বসেবিতং বিমানবরমারুহ্য শক্রলোকং গতঃ॥ ৪৩॥ তস্য মাহাত্ম্যমবলোক্য দেবাচার্য্যো বৃহস্পতির্বাক্যং জগাদ॥ ৪৪॥ অহো লিঙ্গস্য মাহাত্ম্যমহো লিঙ্গস্য বৈভবম্। সম্প্রাপ্তো বাসবং লোকং শাপভ্রষ্টো হি দর্দ্দুরঃ॥ ৪৫॥ আয়ুরাখ্যো হি ভূপালো মুক্তো দর্দ্দুরতাং গতঃ॥ ৪৬॥ ইতি তদ্বচনং শ্রুত্বা দেবাচার্য্যস্য পার্ব্বতি। দেবাস্তে হৃষ্টমনসো নাম চক্রুঃ সমাহিতাঃ॥ ৪৭॥ যস্মাদ্দর্দ্দুরভূপালো মুক্তো দর্দ্দুরযোনিতঃ। দর্শনাত্তস্য লিঙ্গস্য তস্মাৎখ্যাতো ভবিষ্যতি॥ ৪৮॥ উত্তরেশ্বরদেবশ্চ শাপপাপপ্রণোদকঃ। ইত্যুক্ত্বা ত্রিদশৈঃ সর্ব্বৈঃ পূজিতো হ্যুত্তরেশ্বরঃ॥ ৪৯॥ ভুক্তিমুক্তিপ্রদো দেবি মহাপাতকনাশনঃ। ক্ষেত্রস্য রক্ষণার্থায় নিযুক্তো যো ময়া গণঃ। দর্দ্দুরো হি দুরাধর্ষঃ স চাপীশ্বরতাং গতঃ॥ ৫০॥ উত্তরাশামথো গত্বা যঃ পশ্যেদুত্তরেশ্বরম্। স সর্ব্বৈশ্বর্য্যসংযুক্তো যাতি লোকমথোত্তরম্॥ ৫১॥ সুভগঃ সর্ব্বদা দান্তঃ সুরূপঃ পুত্রবানিতি। নীরোগঃ পুণ্যশীলশ্চ জায়তে সপ্তজন্ম চ॥ ৫২॥ যা বৃদ্ধিস্তু কুবেরস্য শক্রস্য চ যমস্য চ। বরুণস্য চ যা বৃদ্ধিঃ সা বৃদ্ধিরুত্তরোত্তরা জায়তে নাত্র সন্দেহ উত্তরেশ্বরদর্শনাৎ॥ ৫৩ কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দ্দশ্যাং যে পশ্যন্তি যশস্বিনি। উত্তরেশ্বরসংজ্ঞং তু তে কৃতার্থাঃ কলৌ যুগে॥ ৫৪॥ কিং দানৈঃ কিং তপোভিশ্চ কিং যজ্ঞৈর্বহুদক্ষিণৈঃ। দর্শনাল্লভতে রাজ্যং স্বর্গং মোক্ষং ক্রমেণ তু॥ ৫৫॥ আজন্ম চ কৃতং পাপং স্বল্পং বা যদি বা বহু। তৎ সর্ব্বং নাশমায়াতি উত্তরেশ্বরদর্শনাৎ॥ ৫৬॥ ইত্যেবং চতুরশীতিঃ সখ্যাতা ঈশ্বরাস্তব। কথিতা যে ত্বয়া পৃষ্টা মহাকালবনে ময়া॥ ৫৭॥ য এতেষাং দেবি যাত্রাং প্রতিলোমানুলোমতঃ। করিষ্যন্তি নরা ভক্ত্যা তে যাস্যন্তি পরং পদম্॥ ৫৮॥ যশ্চাপি পূজয়েত্তত্র লিঙ্গং ভক্ত্যা তু মানবঃ। স কুলং তারয়ত্যেব পৈতৃকং মাতৃকং শতম্॥ ৫৯॥ এষ তে কথিতো দেবি প্রভাবঃ পাপনাশনঃ। চতুরশীতিলিঙ্গানাং কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি॥ ৭০॥

ইতি শ্রীস্কান্দে মহাপুরাণে একাশীতিসাহস্র্যাং সংহিতায়াং পঞ্চম আবন্ত্যখণ্ডে চতুরশীতিলিঙ্গমাহাত্ম্যে উমামহেশ্বরসংবাদ উত্তরেশ্বরলিঙ্গমাহাত্ম্যবর্ণন পূর্ব্বকচতুরশীতিলিঙ্গমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম চতুরশীতিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৮৪॥

নিজকার্য্য সাধন করি। এই কথা বলিয়া দর্দ্দুর মহাকালবনে গমন করিল। ঐ স্থানের উত্তর দিক্‌স্থিত লিঙ্গ দর্শন করিয়া সে সিদ্ধগন্ধর্ব্বসেবিত নানামাণিক্যমণ্ডিত বিমানবরে আরোহণপূর্ব্বক শক্রলোকে প্রস্থিত হইল। দেবাচার্য্য বৃহস্পতি তদ্দর্শনে এইরূপ লিঙ্গের প্রশংসা করিতে লাগিলেন যে, অহো লিঙ্গের কি মাহাত্ম্য! অহো লিঙ্গের কি প্রভাব! লিঙ্গপ্রভাবে শাপভ্রষ্ট দর্দ্দুরও শক্রলোক প্রাপ্ত হইল! দর্দ্দুরযোনিগত আয়ু নামক মহীপতি লিঙ্গপ্রভাবে দর্দ্দুরযোনি হইতে মুক্তি লাভ করিলেন। অনন্তর দেবগণ সহর্ষে বলিলেন,—দর্দ্দুর ভূপাল যখন এই লিঙ্গ দর্শন করিয়া মুক্তি লাভ করিলেন, তখন এই লিঙ্গ উত্তরেশ্বর নামে খ্যাতি লাভ করিবেন। এই বলিয়া তাঁহারা ভুক্তি-মুক্তিপ্রদ ও মহাপাতকনাশন উত্তরেশ্বরের পূজা করিতে লাগিলেন। হে দেবি! আমি ক্ষেত্ররক্ষার নিমিত্ত যে গণকে নিযুক্ত করিয়াছিলাম, সে-ই দুর্দ্ধর্ষ দর্দ্দুর এবং সে-ই ঈশ্বরত্ব লাভ করিল। যে ব্যক্তি উত্তরদিক্‌ভাগে গমন করিয়া উত্তরেশ্বর দেবকে দর্শন করে, সে সর্ব্ব ঐশ্বর্য্যসংযুক্ত হইয়া স্বর্গে গমন করিয়া থাকে। উত্তরেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করিলে মানব সুভগ, দান্ত, সুরূপ, পুত্রবান্, নীরোগ ও পুণ্যশীল হয় এবং শক্র, কুবের, যম ও বরুণের যে ঐশ্বর্য্য, সেই ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া থাকে। হে যশস্বিনি! কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশীতে যে সকল মানব উত্তরেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করে, তাহারা কলিযুগে কৃতার্থ হয়। মানবগণের দান, তপ ও যজ্ঞ করিবার কোন প্রয়োজন নাই; কারণ—উত্তরেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করিলেই রাজ্য, স্বর্গ ও মোক্ষ লাভ করিতে পারা যায়, এবং আজন্মকৃত স্বল্পাধিক পাতক হইতে মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। হে দেবি! এই আমি তোমার নিকট চতুরশীতিসংখ্যক লিঙ্গের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম; ইহা তুমি মহাকালবনে আমায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে। যাহারা অনুলোম-প্রতি-লোমক্রমে এই লিঙ্গ সকলের যাত্রাবিধান ও পূজা করে, তাহারা পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া নিজের পৈতৃক মাতৃক কুল উদ্ধার করিয়া থাকে। হে দেবি! এই আমি তোমার নিকট চতুরশীতিসংখ্যক লিঙ্গের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম, অধুনা আর কি শুনিতে ইচ্ছা কর—বল। ২৮—৭০।

চতুরশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

সমাপ্তমিদং চতুরশীতিলিঙ্গমাহাত্ম্যম্॥৫—২।

আবন্ত্যখণ্ডম্।

রেবাখণ্ডম্।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

মজ্জন্মাতঙ্গগণ্ডচ্যুতমদমদিরামোদমত্তালিমালং স্নানৈঃ সিদ্ধাঙ্গনানাং কুচযুগবিগলৎকুঙ্কুমাসঙ্গপিঙ্গম্। সায়ং প্রাতর্মুনীনাং কুসুমচয়সমাচ্ছন্নতীরস্থবৃক্ষং পায়াদ্বো নর্ম্মদাম্ভঃ করিমকরকরাক্রান্তরংহস্তরঙ্গম্॥ ১॥ উভয়তটপুণ্যতীর্থা প্রক্ষালিতসকললোকদুরিতৌঘা। দেবমুনিমনুজবন্দ্যা হরতু সদা নর্ম্মদা দুরিতম্॥ ২॥ নাশয়তু দুরিতমখিলং ভূতং ভব্যং ভবচ্চ ভুবি ভবিনাম্। সকলপবিত্রিতবসুধা পুণ্যজলা নর্ম্মদা ভবতি॥ ৩॥ তটপুলিনং শিবদেবা যস্যা যতয়োঽপি কাময়ন্তে বা। মুনিনিবহবিহিতসেবা শিবায় মম জায়তাং রেবা॥ ৪॥ নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্। দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ॥ ৫॥ নৈমিষে পুণ্যনিলয়ে নানাঋষিনিষেবিতে। শৌনকঃ সত্রমাসীনঃ সূতং পপ্রচ্ছ বিস্তরাৎ॥ ৬॥ মন্যেঽহং ধর্ম্মনৈপুণ্যং ত্বয়ি সূত সদার্চ্চিতম্। পুণ্যামৃতকথাবক্তা ব্যাসশিষ্যস্ত্বমেব হি॥ ৭॥ অতস্ত্বাং পরিপৃচ্ছামি ধর্ম্মতীর্থাশ্রয়ং কবে। বহূনি সন্তি তীর্থানি বহুশো মে শ্রুতানি চ॥ ৮॥ শ্রুতা দিব্যানদী ব্রাহ্মী তথা বিষ্ণুনদী ময়া। তৃতীয়া ন ময়া ক্বাপি শ্রুতা রৌদ্রী সরিদ্বরা॥ ৯॥ তাং বেদগর্ভাং বিখ্যাতাং বিবুধৌঘাভিবন্দিতাম্। বদ যে ত্বং মহাপ্রাজ্ঞ তীর্থপুগ-

প্রথম অধ্যায়।

যথায় মদস্রাবী মাতঙ্গগণ নিমগ্ন হওয়ায় তাহাদের গণ্ডচ্যুত মদিরাগন্ধে আমোদিত অলিকুল আকুল হইয়া বেড়াইতেছে, সিদ্ধাঙ্গনাগণের অবগাহনে তাহাদের কুচযুগবিগলিত কুঙ্কুমের সংসর্গে যাহার জল পিঙ্গল বর্ণ ধারণ করিয়াছে, মুনিগণ যাহার তীরে বসিয়া প্রভাতে ও সায়ং সময়ে পূজা করেন, মুনিগণ যে সকল কুসুম দ্বারা পূজা করেন, সেই কুসুমনিচয় যাহার তীরতরুমূলে পুঞ্জীভূত হইয়া রহিয়াছে এবং যাহার তরঙ্গের বিপরীত দিকে জলহস্তী ও মকরনিকর বেগে গমন করায় তরঙ্গবেগ ভিন্ন হইতেছে, সেই নর্ম্মদার নীর তোমাদিগকে রক্ষা করুক। যাহার উভয়তীরই পুণ্য তীর্থ বলিয়া গণ্য, নিখিল লোক যাহার পূত জলে অবগাহন করিয়া বিগতপাপ হয়, দেব মুনি ও মানবগণ যাহাকে সতত বন্দনা করেন, সেই নর্ম্মদা সতত আমাদের দুরিত হরণ করুন। ভূতলে যে সকল লোক জন্মগ্রহণ করে, নর্ম্মদানীর তাহাদের অতীত, বর্ত্তমান ও ভাবী দুরিতনিবহ বিদূরিত করুক এবং পুণ্যতোয়া নর্ম্মদা জলে নিখিল বসুধাতল পবিত্র হউক। শিবসেবী যতিগণ যাহার পুণ্যপুলিন কামনা করেন, সমাহিতমনা মুনিগণ কর্ত্তৃক যিনি সতত সেবিত হন, সেই রেবা আমাদিগের মঙ্গল বিধান করুন। নারায়ণ, নরোত্তম, নর, দেবী, সরস্বতী এবং ব্যাসকে নমস্কার করিয়া তৎপরে জয় উচ্চারণ করিবে। নানা মুনিনিষেবিত পুণ্যনিলয় নৈমিষারণ্যে সত্রনিরত ঋষি শৌনিক, সূতকে বিস্তররূপে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে সূত! আমার মনে হয়,—সতত পূজিত ধর্ম্মনৈপুণ্য আপনাতেই বিদ্যমান; আপনি ব্যাসশিষ্য ও পুণ্যময় কথামৃতের বক্তা; হে কবে! অতএব আপনার নিকট পুণ্যতীর্থ-স্থানের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছি। এই ত্রিলোকে বহু তীর্থ আছে, অনেক তীর্থকথাই আমি শ্রবণ করিয়াছি; আমি দিব্য ব্রহ্মনদী ও বিষ্ণুনদীর বিষয় শ্রবণ করিয়াছি; কিন্তু সরিদ্বরা তৃতীয়া রুদ্রনদীর বিষয় শ্রবণ করি নাই। ১—৯। হে মহাপ্রাজ্ঞ! আপনি বিবুধ-সমূহ-বন্দিতা

পরিষ্কৃতাম্॥ ১০॥ কং দেশমাশ্রিতা রেবা কথং শ্রীরুদ্রসম্ভবা। তৎসংশ্রিতানি তীর্থানি যানি তানি বদস্ব মে॥ ১১॥ সূত উবাচ। সাধু পৃষ্টং কুলপতে চরিত্রং নর্ম্মদাশ্রিতম্। চিত্রং পবিত্রং দোষঘ্নং শ্রুত-মুক্তঞ্চ সত্তম॥ ১২॥ বেদোপবেদবেদাঙ্গাদীন্তভি-ব্যস্য পূরিতঃ। অষ্টাদশপুরাণানাং বক্তা সত্যবতী-সুতঃ॥ ১৩॥ তং নমস্কৃত্য বক্ষ্যামি পুরাণানি যথা-ক্রমম্। যেষামভিব্যাহরণাদভিবৃদ্ধির্বয়ায়ুষোঃ॥ ১৪॥ শ্রুতিঃ স্মৃতিশ্চ বিপ্রাণাং চক্ষুষী পরিকীর্ত্তিতে। কাণস্তত্রৈকয়া হীনো দ্বাভ্যামন্ধঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥ ১৫॥ শ্রুতিস্মৃতিপুরাণানি বিদুষাং লোচনত্রয়ম্। যস্ত্রিভি-র্নয়নৈঃ পশ্যেৎ সোঽংশো মাহেশ্বরো মতঃ॥ ১৬॥ আত্মনো বেদবিদ্যা চ ঈশ্বরেণ বিনির্ম্মিতা। শৌন-কীয়া চ পৌরাণী ধর্ম্মশাস্ত্রাত্মিকা চ যা॥ ১৭॥ তিস্রো বিদ্যা ইমা মুখ্যাঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিনির্ণয়ে। পুরাণং পঞ্চমো বেদ ইতি ব্রহ্মানুশাসনম্॥ ১৮॥ যো ন বেদ পুরাণং হি ন স বেদাত্র কিঞ্চন। কতমঃ স হি ধর্ম্মো-ঽস্তি কিং বা জ্ঞানং তথাবিধম্॥ ১৯॥ অন্যদ্বা তৎ কিমত্রাহ পুরাণে যন্ন দৃশ্যতে। বেদাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ পূর্ব্বং পুরাণে নাত্র সংশয়ঃ॥ ২০॥ বিভেত্যল্প শ্রুতাদ্বেদো মাময়ং প্রহরিষ্যতি। ইতিহাসপুরাণৈশ্চ কৃতোঽয়ং নিশ্চয়ঃ পুরা॥ ২১॥ আত্মা পুরাণং বেদানাং পৃথগঙ্গানি তানি ষট্। যচ্চ দৃষ্টং হি বেদেষু তদ্দৃষ্টং স্মৃতিভিঃ কিল॥ ২২॥ উভাভ্যাং যত্তু দৃষ্টং হি তৎপুরাণেষু গীয়তে। পুরাণং সর্ব্বশাস্ত্রাণাং প্রথমং ব্রহ্মণঃ স্মৃতম্॥ ২৩॥ অনন্তরং চ বক্ত্রেভ্যো বেদা-স্তস্য বিনির্গতাঃ। পুরাণমেকমেবাসীদস্মিন্ কল্পান্তরে মুনে॥ ২৪॥ ত্রিবর্গসাধনং পুণ্যং শতকোটিপ্রবিস্ত-রম্। স্মৃত্বা জগাদ চ মুনীন্ প্রতি দেবশ্চতুর্ম্মুখঃ॥২৫॥ প্রবৃত্তিঃ সর্ব্বশাস্ত্রাণাং পুরাণস্যাভবত্ততঃ। কালেনা-গ্রহণং দৃষ্ট্বা পুরাণস্য ততো মুনিঃ॥ ২৬॥ ব্যাসরূপং বিভুঃ কৃত্বা সংহরেৎ স যুগে যুগে। অষ্টলক্ষ-

বেদগর্ভা বিখ্যাতা নিখিলতীর্থমধ্যে পবিত্রা সেই রৌদ্রী নদীর বিষয় বলুন। সেই রৌদ্রসম্ভবা রেবা কোন্ দেশ আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে? এবং তাহার আশ্রয়ে আর যে যে তীর্থ বিদ্য-মান, এ সকলও বলুন। সূত উত্তর করি-লেন,—হে কুলপতে! আপনি উত্তম প্রশ্ন করিয়া-ছেন, নর্ম্মদাচরিত্র বিচিত্র, পবিত্র, দোষঘ্ন ও জ্ঞানোৎপাদক এবং জ্ঞানিগণ কর্ত্তৃক কথিত। হে সত্তম! অষ্টাদশ পুরাণের বক্তা সত্যবতীতনয় ব্যাস বেদ, উপবেদ ও বেদাঙ্গাদি বিভাগ করিয়া পূর্ণ করিয়াছেন, তাঁহাকে নমস্কার করিয়া যথাক্রমে পুরাণনিচয় কীর্ত্তন করিতেছি। এই পুরাণ শাস্ত্র-সমূহের কীর্ত্তনে ধর্ম্ম ও আয়ুর্বৃদ্ধি হয়। শ্রুতি ও স্মৃতি বিপ্রগণের নয়ন বলিয়া কথিত হয়, উহার যে কোন একটী হীন হইলে দ্বিজ কাণ এবং উভয় শূন্য হইলে অন্ধ বলিয়া অভিহিত হন। শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণ এই তিনটী জ্ঞানিগণের তিনটী লোচন, যিনি এই লোচনত্রয় দ্বারা অব-লোকন করেন, তাঁহাকে মহেশের অংশ বলিয়া জানিবে। আত্মজ্ঞান, বেদবিদ্যা এবং ঋষিধানাদি মন্ত্রশাস্ত্ররূপ ধর্ম্মশাস্ত্রাত্মক শৌনকীয় বিদ্যা, এই বিদ্যাত্রয় ঈশ্বর-পরিসৃষ্ট। নিখিল শাস্ত্র বিচার করিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে,—এই বিদ্যাত্রয়ই মুখ্য। ব্রহ্মা বলিয়াছেন,—পুরাণ পঞ্চম বেদ। যিনি পুরাণ বিদিত নন, তাঁহার কোন জ্ঞানই জন্মে নাই। পুরাণে যাহা পরিদৃশ্যমান না হয়, এরূপ ধর্ম্ম, জ্ঞান বা অন্য কি আছে? বেদ পূর্ব্বে পুরাণেই প্রতিষ্ঠিত ছিল, সংশয় নাই। এ আমাকে প্রহার করিবে, অর্থাৎ আমার কুব্যাখ্যা করিবে, এই মনে করিয়া বেদ অল্পজ্ঞানশালীর নিকট ভীত হইয়া থাকেন। ইতিহাস ও পুরাণ দ্বারা পূর্ব্বে এইরূপই নিশ্চয় করা হইয়াছে। পুরাণই বেদ-সমূহের আত্মা, বেদের পৃথক্ পৃথক্ ছয়টী অঙ্গ আছে। শ্রুতিসমূহে যাহা দৃষ্ট হয়, স্মৃতিনিচয় দ্বারাও তাহা দর্শন করা যায়, আর শ্রুতি ও স্মৃতি দ্বারা যাহা দৃষ্ট হয়, পুরাণে তাহাই গীত হইয়া থাকে। শাস্ত্রনিচয়ের মধ্যে পুরাণই ব্রহ্মার প্রথম শাস্ত্র, তাঁহার বক্ত্র হইতে প্রথমে পুরাণশাস্ত্র নির্গত হইয়া তার পর বেদনিবহ নির্গত হয়। হে মুনে! এই কল্পান্তরে ত্রিবর্গসাধন ও শতকোটি-প্রবিস্তর একই মাত্র পুণ্য পুরাণ ছিল। চতুরানন ব্রহ্মার স্মৃতিমাত্রে এই পুরাণশাস্ত্র তাঁহার মনো-মধ্যে উদিত হয় এবং তিনি মুনিগণের নিকট কীর্ত্তন করেন। এই পুরাণ হইতেই পরে অন্যান্য শাস্ত্রের প্রবর্ত্তনা হয়। বিভু বিষ্ণু কালক্রমে পুরাণের অগ্র হন দেখিয়া তপস্বী ব্যাস-বেশ ধারণ করিয়া যুগে যুগে পুরাণের উপসংহার করিতে লাগিলেন। ঋষি ব্যাস অষ্ট-

প্রমাণে তু দ্বাপরে দ্বাপরে সদা ॥ ২৭ ॥ তদষ্টাদশধা কৃত্বা ভূর্লোকেঽস্মিন প্রভাষ্যতে। অদ্যাপি দেবলোকে তচ্ছতকোটিপ্রবিস্তরম্ ॥ ২৮ ॥ তদথোত্র চতুর্লক্ষং সংক্ষেপেণ নিবেশিতম্। পুরাণানি দশাষ্টৌ চ সাম্প্রতং তদিহোচ্যতে। নামতস্তানি বক্ষ্যামি শৃণু ত্বমৃষিসত্তম ॥ ২৯ ॥ সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ। বংশানুচরিতং চৈব পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্ ॥ ৩০ ॥ ব্রাহ্মং পুরাণং তত্রাদ্যং সংহিতায়াং বিভূষিতম্। শ্লোকানাং দশসাহস্রং নানাপুণ্যকথাযুতম্ ॥ ৩১ ॥ পাদ্মং চ পঞ্চপঞ্চাশৎসহস্রাণি নিগদ্যতে। তৃতীয়ং বৈষ্ণবং নাম ত্রয়োবিংশতিসংখ্যয়া ॥ ৩২ ॥ চতুর্থং বায়ুনা প্রোক্তং বায়বীয়মিতি স্মৃতম্। শিবভক্তিসমাযোগাচ্ছৈবং তচ্চাপরাখ্যয়া ॥ ৩৩ ॥ চতুর্বিংশতিসংখ্যাতং সহস্রাণি তু শৌনক। চতুর্ভিঃ পর্ব্বভিঃ প্রোক্তং ভবিষ্যং পঞ্চমং তথা ॥ ৩৪ ॥ চতুর্দ্দশসহস্রাণি তথা পঞ্চশতানি তৎ। মার্কণ্ডং নবসাহস্রং ষষ্ঠং তৎ পরিকীর্ত্তিতম্ ॥ ৩৫ ॥ আগ্নেয়ং সপ্তমং প্রোক্তং সহস্রাণি তু ষোড়শ। অষ্টমং নারদীয়ং তু প্রোক্তং বৈ পঞ্চবিংশতিঃ ॥ ৩৬ ॥ নবমং ভগবন্নাম ভাগদ্বয়বিভূষিতম্। তদষ্টাদশসাহস্রং প্রোচ্যতে গ্রন্থসংখ্যয়া ॥ ৩৭ ॥ দশমং ব্রহ্মবৈবর্ত্তং তাবৎসংখ্যমিহোচ্যতে। লৈঙ্গমেকাদশং জ্ঞেয়ং তথৈকাদশসংখ্যয়া ॥ ৩৮ ॥ ভাগদ্বয়ং বিরচিতং তল্লিঙ্গমৃষিপুঙ্গব। চতুর্বিংশতিসাহস্রং বারাহং দ্বাদশং বিদুঃ ॥ ৩৯ ॥ বিভক্তং সপ্তভিঃ খণ্ডৈঃ স্কান্দং ভাগ্যবতাং বর। তদেকাশীতিসাহস্রং সংখ্যয়া বৈ নিরূপিতম্ ॥ ৪০ ॥ তস্য বামনং নাম চতুর্দ্দশতমং স্মৃতম্। সংখ্যয়া দশসাহস্রং প্রোক্তং কুলপতে পুরা ॥ ৪১ ॥ কৌর্ম্মং পঞ্চদশং প্রাহুর্ভাগদ্বয়বিভূষিতম্। দশসপ্তসহস্রাণি পুরা সাংখ্যপতে কল্পৌ ॥ ৪২ ॥ মাৎস্যং মৎস্যেন যৎ প্রোক্তং মনবে ষোড়শং ক্রমাৎ। তচ্চতুর্দ্দশসাহস্রং সংখ্যয়া বদতাং বর ॥ ৪৩ ॥ গারুড়ং সপ্তদশমং স্মৃতং চৈকোনবিংশতিঃ। অষ্টাদশং ব্রহ্মাণ্ডং ভাগদ্বয়বিভূষিতম্ ॥ ৪৪ ॥ তচ্চ দ্বাদশসাহস্রং শতমষ্টসমন্বিতম্। তথৈবোপপুরাণানি যানি চোক্তানি বেধসা ॥ ৪৫ ॥ ইদং ব্রহ্মপুরাণস্য স্থূলতং

লক্ষ প্রমাণে প্রত্যেক দ্বাপরেই সেই পুরাণ অষ্টাদশধা বিভক্ত করিয়া এই ভূর্লোকে কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। অদ্যাপি দেবলোকে শতকোটিপ্রবিস্তর পুরাণ শাস্ত্র বিদ্যমান, ঋষি ব্যাস তাহাকে চতুর্লক্ষাত্মক করিয়া যে অষ্টাদশ পুরাণের প্রণয়ন করেন, তাহাই এক্ষণে সংক্ষেপে বর্ণন করিব। হে ঋষিসত্তম! নামনিরুক্তি সহ ঐ পুরাণ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। পুরাণের পাঁচটী লক্ষণ, যথা—সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর এবং বংশানুচরিত। পুরাণনিচয়ের মধ্যে প্রথম ব্রাহ্ম পুরাণ, এই পুরাণ সংহিতা দ্বারা শোভিত। ইহার শ্লোকসংখ্যা দশসহস্র এবং ইহা নানাবিধ পুণ্য আখ্যান দ্বারা অন্বিত। দ্বিতীয়—পাদ্ম ইহার শ্লোকসংখ্যা পঞ্চপঞ্চাশৎ সহস্র কথিত হয়। তৃতীয়—বিষ্ণুপুরাণ, শ্লোকসংখ্যা ত্রয়োবিংশতি সহস্র। চতুর্থ—বায়ুপ্রোক্ত বায়বীয় অর্থাৎ বায়ুপুরাণ, এই পুরাণে শিবভক্তির কথা বিশেষরূপে বর্ণিত; এজন্য শৈব নামক অপর একটী সংজ্ঞাও বায়ুপুরাণের আখ্যাত হয়। হে শৌনক! ইহার শ্লোকসংখ্যা চতুর্বিংশতি সহস্র এবং এই পুরাণ পর্ব্বচতুষ্টয়সমন্বিত। পঞ্চমভবিষ্য পুরাণ, ইহার শ্লোকসংখ্যা চতুর্দ্দশসহস্র পঞ্চ শত; ষষ্ঠ—মার্কণ্ডেয় পুরাণের শ্লোকসংখ্যা নবসহস্র কথিত হয়। সপ্তম—অগ্নি পুরাণ, ইহার শ্লোকসংখ্যা ষোড়শ সহস্র। অষ্টম—নারদীয় পুরাণ, এই পুরাণের শ্লোকসংখ্যা পঞ্চবিংশতি সহস্র। নবম—ভাগবত, ইহার শ্লোকসংখ্যা অষ্টাদশ সহস্র এবং ইহা ভাগদ্বয়ে বিভূষিত। দশম—ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, ইহারও শ্লোক সংখ্যা পূর্ব্বোক্ত ভাগবতের ন্যায় অষ্টাদশ সহস্র। একাদশ—লিঙ্গপুরাণ, শ্লোকসংখ্যা ইহার একাদশ সহস্র; হে ঋষিপুঙ্গব! এই লিঙ্গ পুরাণও ভাগদ্বয়ে বিরচিত। দ্বাদশ—বারাহ পুরাণ, ইহার শ্লোকসংখ্যা চতুর্ব্বিংশতি সহস্র কথিত হইয়াছে। হে সৌভাগ্যশালিসত্তম! ত্রয়োদশ—স্কান্দপুরাণ, এই স্কান্দ সাতখণ্ডে বিভক্ত; ইহার শ্লোকসংখ্যা একাশীতিসহস্র নিরূপিত হইয়াছে। চতুর্দ্দশ—বামন! হে কুলপতে! এই বামন পুরাণের শ্লোকসংখ্যা দশসহস্র। পঞ্চদশ—কূর্ম্মপুরাণ, ইহার শ্লোকসংখ্যা সপ্তদশ সহস্র এবং ইহা ভাগদ্বয়বিভূষিত। ষোড়শ—মাৎস্য, মৎস্য মনুর নিকট এই পুরাণ কীর্ত্তন করেন; হে বাগ্মিবর! ইহার শ্লোকসংখ্যা চতুর্দ্দশ সহস্র। সপ্তদশ—গরুড় পুরাণ, ইহার শ্লোকসংখ্যা উনবিংশতি সহস্র। অষ্টাদশ—ব্রহ্মাণ্ড; ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ ভাগদ্বয়বিভূষিত এবং ইহার শ্লোকসংখ্যা দ্বাদশসহস্র আটশত। হে মুনিসত্তম! এতদ্ভিন্ন অন্যান্য অনেক উপপুরাণও বিধাতা কীর্ত্তন

সৌরমুত্তমম্। সংহিতাদ্বয়সংযুক্তং পুণ্যং শিবকথাশ্রয়ম্ ॥ ৪৬ ॥ আদ্যা সনৎকুমারোক্তা দ্বিতীয়া সূর্য্যভাষিতা। সনৎকুমারনাম্না হি তদ্বিখ্যাতং মহামুনে ॥ ৪৭ ॥ দ্বিতীয়ং নারসিংহং চ পুরাণে পাদ্মসংজ্ঞিতে। শৌকেয়ং হি তৃতীয়ং তু পুরাণে বৈষ্ণবে মতম্ ॥ ৪৮ ॥ বার্হস্পত্যং চতুর্থঞ্চ বায়ব্যং সম্মতং সদা। দৌর্ব্বাসসং পঞ্চমং চ স্মৃতং ভাগবতে সদা ॥ ৪৯ ॥ ভবিষ্যে নারদোক্তং চ সূরিভিঃ কথিতং পুরা। কাপিলং মানবং চৈব তথৈবোশনসেরিতম্ ॥ ৫০ ॥ ব্রহ্মাণ্ডং বারুণং চাথ কালিকাহ্বয়মেব চ। মাহেশ্বরং তথা সাম্বং সৌরং সর্ব্বার্থসঞ্চয়ম্ ॥ ৫১ ॥ পারাশরং ভাগবতং কৌর্ম্মং চাষ্টাদশং ক্রমাৎ। এতান্যুপপুরাণানি ময়োক্তানি যথাক্রমম্ ॥ ৫২ ॥ পুরাণসংহিতামেতাং যঃ পঠেদ্বা শৃণোতি চ। সোঽনন্তপুণ্যভাগী স্যান্মৃতো ব্রহ্মপুরং ব্রজেৎ ॥ ৫৩ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে মহাপুরাণ একাশীতিসাহস্র্যাং সংহিতায়াং পঞ্চম আবন্ত্যখণ্ডে রেবাখণ্ডে পুরাণসংহিতাবর্ণনং নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। নর্ম্মদায়াস্ত মাহাত্ম্যং কৃষ্ণদ্বৈপায়নোঽব্রবীৎ। তত্তেঽহং সম্প্রবক্ষ্যামি যত্ত্বয়া পরিপৃচ্ছিতম্ ॥ ১ ॥ বিস্তরং নর্ম্মদায়াস্ত তীর্থানাং মুনিসত্তম। কোঽন্যঃ শক্তোঽস্তি বৈ বক্তুমৃতে ব্রহ্মাণমীশ্বরম্ ॥ ২ ॥ এতমেব পুরা প্রশ্নং পৃষ্টবান জনমেজয়ঃ। বৈশম্পায়নসংজ্ঞং তু শিষ্যং দ্বৈপায়নস্য হ ॥ ৩ ॥ রেবাতীর্থাশ্রিতং পুণ্যং তত্তে বক্ষ্যামি শৌনক। পুরা পারীক্ষিতো রাজা যজ্ঞদীক্ষাসু দীক্ষিতঃ ॥ ৪ ॥ সম্ভৃতে তু হবির্দ্রব্যে বর্ত্তমানেষু কর্ম্মসু। আসীনেষু দ্বিজাগ্র্যেষু হূয়মানে হুতাশনে ॥ ৫ ॥ বর্ত্তমানাসু সর্ব্বত্র তথা ধর্ম্মকথাসু চ। শ্রূয়মাণে তথা শব্দে জনৈরুক্তে হ্যহর্নিশম্ ॥ ৬ ॥ যজ্ঞভূমৌ কুলপতে দীয়তাং ভুজ্যতামিতি। বিবিধাংশ্চ বিনোদান্ বৈ কুর্ব্বাণেষু বিনোদিষু ॥ ৭ ॥

শ্রবণ বা পাঠ করেন, তিনি অনন্ত পুণ্যভাগী হন এবং অন্তকালে বিষ্ণুর আলয়ে গমন করেন। ১০—৫৩।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥

করেন! পূর্ব্বে যে ব্রহ্মপুরাণের বর্ণন করিয়াছি। সৌর উহার উপপুরাণ, এই সৌর সুখবোধ; ইহা সংহিতাদ্বয়সমন্বিত এবং পুণ্য শিবকথাসমন্বিত; এই সংহিতাদ্বয়ের প্রথমটী সনৎকুমারকথিত ও দ্বিতীয়টী সূর্য্যের মুখ হইতে নির্গত হয়। হে মহামুনে! এই উপপুরাণ সনৎকুমার নামে বিখ্যাত এবং ইহাই প্রথম উপপুরাণ। দ্বিতীয়—নরসিংহ, এই নরসিংহ মহাপুরাণ পাদ্মের উপপুরাণ, তৃতীয়—শুক, এই শুক বিষ্ণু পুরাণের উপ পুরাণ। চতুর্থ—বার্হস্পত্য, ইহা বায়ু পুরাণের উপপুরাণ বলিয়া সম্মত। পঞ্চম দুর্ব্বাসাভাষিত দৌর্ব্বাসস, ইহা ভাগবতের উপপুরাণ। এতদ্ভিন্ন পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন,—ভবিষ্যে নারদভাষিত কাপিল, মানব ও ভৃগুকথিত ঔশনস; ব্রহ্মাণ্ডে বারুণ, কালিকা, মাহেশ্বর, সাম্ব ও সর্ব্বার্থযুক্ত সৌর; এবং ভাগবত ও কৌর্ম্মে পরাশর—এই অষ্টাদশটী উপপুরাণ জানিবেন। এই আমি আপনার নিকট যথাক্রমে উপপুরাণ বর্ণন করিলাম। যে মানব এই সকল পুরাণ সংহিতা

দ্বিতীয় অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—কৃষ্ণদ্বৈপায়ন যে নর্ম্মদার মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়াছিলেন, আপনার প্রশ্নের উত্তরে সেই নর্ম্মদামাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি। হে মুনিসত্তম! তীর্থনিচয়ের মধ্যে নর্ম্মদামাহাত্ম্য অতীব বিস্তৃত, ঈশ্বর ব্রহ্মা ব্যতীত অন্য কে এই নর্ম্মদা মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে সমর্থ? পূর্ব্বকালে রাজা জনমেজয় পবিত্র রেবাতীর্থবাসী ব্যাসশিষ্য বৈশম্পায়নের নিকট এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন; হে শৌনক! তিনি যেরূপ উত্তর করিয়াছিলেন, এক্ষণে আমিও আপনার নিকট তাহাই বলিতেছি। পুরাকালে পরীক্ষিৎতনয় রাজা জনমেজয় যজ্ঞদীক্ষায় দীক্ষিত হইয়া ঘৃতাদি দ্রব্যসম্ভার আহৃত হইলে যজ্ঞ-কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন; দ্বিজোত্তমগণ সেই যজ্ঞে বৃত হইয়া হুতাশনে আহুতি প্রদান করিয়াছিলেন; সেই যজ্ঞসভায় সর্ব্বত্রই বিবিধ ধর্ম্মকথার আলোচনা হয়; জ্ঞানিগণ সর্ব্বত্র ধর্ম্ম কথার প্রবর্ত্তনা করিলে শ্রোতৃবর্গ অহর্নিশ ঐ সকল সাধুকথা শ্রবণ করেন। হে কুলপতে! সেই যজ্ঞভূমিতে নিরন্তর দীয়তাং ভোজ্যতাং রব

এবংবিধে বর্ত্তমানে যজ্ঞে স্বর্গস্বদঃসমে। বৈশম্পায়নমাসীনং পপ্রচ্ছ জনমেজয়ঃ ॥ ৮ ॥ জনমেজয় উবাচ। দ্বৈপায়নপ্রসাদেন জ্ঞানবানসি মে মতঃ। বৈশম্পায়ন তস্মাত্ত্বাং পৃচ্ছামি ঋষিসন্নিধৌ ॥ ৯ ॥ ব্রূহি মে ত্বং পুরাবৃত্তং পিতৄণাং তীর্থসেবনম্। চিরং নানাবিধান্ ক্লেশান্ প্রাপ্তাস্ত ইতি মে শ্রুতম্ ॥ ১০ ॥ কথং দ্যূতজিতাঃ পার্থা মম পূর্ব্বপিতামহাঃ। আসমুদ্রাং মহীং বিপ্র ভ্রমন্তস্তীর্থলোভতঃ ॥ ১১ ॥ কেন তে সহিতাস্তাত ভূমিভাগানেকশঃ। চেরুঃ কথয় তৎসর্ব্বং সর্ব্বজ্ঞোঽসি মতো মম ॥ ১২ ॥ বৈশম্পায়ন উবাচ। কথয়িষ্যামি ভূনাথ যৎপৃষ্টং তু ত্বয়ানঘ। নমস্কৃত্য বিরূপাক্ষং বেদব্যাসং মহাকবিম্ ॥ ১৩ ॥ পিতামহাস্ত তে পঞ্চ পাণ্ডবাঃ সহ কৃষ্ণয়া। উষিত্বা ব্রাহ্মণৈঃ সার্দ্ধং কাম্যকে বন উত্তমে ॥ ১৪ ॥ প্রধানোদ্দালকে তত্র কশ্যপোঽথ মহামতিঃ। বিভাণ্ডকশ্চ রাজেন্দ্র শুকশ্চৈব মহামুনিঃ ॥ ১৫

পুলস্ত্যো লোমশশ্চৈব তথান্যে পুত্রপৌত্রিণঃ। স্নাত্বা নিঃশেষতীর্থেষু গতাস্তে বিন্ধ্যপর্ব্বতম্ ॥ ১৬ ॥ তে চ তত্রাশ্রমং পুণ্যং সর্ব্বৈর্বৃক্ষৈঃ সমাকুলম্। চম্পকৈঃ কর্ণিকারৈশ্চ পুন্নাগৈর্নাগকেসরৈঃ ॥ ১৭ ॥ বকুলৈঃ কোবিদারৈশ্চ দাড়িমৈরুপশোভিতম্। পুষ্পিতৈরর্জ্জুনৈশ্চৈব বিল্বপাটলকেতকৈঃ ॥ ১৮ কদম্বাম্রমধূকৈশ্চ নিম্বজম্বীরতিন্দুকৈঃ। নারিকেলৈঃ কপিত্থৈশ্চ খর্জ্জুরপনসৈস্তথা ॥ ১৯ ॥ নানাদ্রুমলতাকীর্ণং নানাবল্লীভিরাবৃতম্। সপুষ্পং ফলিতং কান্তং বনং চৈত্ররথং যথা ॥ ২০ ॥ জলাশ্রয়ৈস্ত বিপুলৈঃ পদ্মিনীখণ্ডমণ্ডিতম্। সিতোৎপলৈশ্চ সম্পন্নং নীলপীতৈঃ সিতারুণৈঃ ॥ ২১ ॥ হংসকারণ্ডবাকীর্ণং চক্রবাকোপশোভিতম্। আড়ীকাকবলাকাভিঃ সেবিতং কোকিলাদিভিঃ ॥ ২২ ॥ সিংহব্যাঘ্রৈর্বরাহৈশ্চ গজৈশ্চৈব মহোৎকটৈঃ। মহিষৈশ্চ মহাকায়ৈঃ কুরঙ্গৈশ্চিত্রকৈঃ শশৈঃ ॥ ২৩ ॥ গণ্ডকৈশ্চৈব খড়্গৈশ্চ

উত্থিত হইতে থাকে। অনন্তর দেবসভাসদৃশ সেই সত্র সভায় বিবিধ কুতূহলপূর্ণ আলাপ সম্ভাষণ চলিতে থাকে, এমন সময়ে সভা-সমাসীন ব্যাসশিষ্য বৈশম্পায়নকে রাজা জিজ্ঞাসিলেন,—হে বৈশম্পায়ন! ব্যাসের প্রসাদে আপনিই একমাত্র জ্ঞানবান্ হইয়াছেন, ইহাই আমার ধারণা; অতএব ঋষিগণ সমীপে আপনাকেই প্রশ্ন করিতেছি। হে ঋষে! আমি শুনিয়াছি,—আমার পিতৃগণ বহুদিন নানাবিধ তীর্থসেবা করিয়া অনেক ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, আপনি এক্ষণে আমার নিকট সেই পুরাবৃত্ত বর্ণন করুন। হে বিপ্র! পৃথিবীপতি আমার পূর্ব্বপিতামহগণ কিরূপে দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত হইয়া তীর্থভ্রমণবাসনায় আসমুদ্র বসুন্ধরা পর্য্যটন করিয়াছিলেন? হে তাত! তাঁহারা কাহার সাহায্যেই বা অনেক ভূমিভাগে বিচরণ করেন? আমার মনে হয়,—আপনি সর্ব্বজ্ঞ; অতএব সমস্ত বিস্তররূপে বর্ণন করুন। বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে বসুধাধিপতে! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, তাহার উত্তর করিতেছি! বৈশম্পায়ন এইরূপ বলিয়া বিরূপাক্ষ ও মহাকবি ব্যাসকে নমস্কারপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন;—হে অনঘ! তোমার পিতামহ পঞ্চ পাণ্ডব কৃষ্ণসহায়ে ব্রাহ্মণগণসহ উত্তম কাম্যক কাননের সর্ব্বোত্তম উদ্দালকক্ষেত্রে বাস করিয়াছিলেন; হে রাজেন্দ্র!

পরে মহামতি কাশ্যপ, বিভাণ্ডক, মহামুনি ব্যাস, পুলস্ত্য, লোমশ এবং অন্যান্য ঋষিগণ ও তাঁহাদের পুত্র-পৌত্রাদির সহিত তোমার পিতামহগণ তত্রত্য তীর্থনিচয়ে স্নান করিয়া বিন্ধ্যপর্ব্বতে গমন করেন। ১—১৬। বিন্ধ্যশিখরে উপনীত হইয়া তাঁহারা পুণ্য আশ্রম সন্দর্শন করিলেন; এই সকল আশ্রমের বনভূমি চম্পক, কর্ণিকার, পুন্নাগ, নাগকেশর, বকুল, কোবিদার, দাড়িম, পুষ্পিত অর্জ্জুন, বিল্ব, পাটলা, কদম্ব, আম্র, মধূক, নিম্ব, জম্বীর, তিন্দুক, নারিকেল, কপিত্থ, খর্জ্জুর ও পনস প্রভৃতি বিবিধ বৃক্ষে পরিপূর্ণ; ঐ তরুরাজি আবার বিবিধ লতাদ্বারা আবৃত। তথাকার কানন চৈত্ররথবৎ সুশোভন কুসুমসমন্বিত, ফলযুক্ত ও অতিশয় মনোজ্ঞ। এ স্থানে বিপুল জল জলাশয় সকল অবস্থিত, এখানকার জলাশয় সরোজসমূহে সুশোভিত; উহার কোথাও সিতোৎপল, কোথায়ও নীলোৎপল, কোথাও পীতপদ্ম আবার কোথায়ও শ্বেত ও অরুণপদ্মনিচয় প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে; হংস, কারণ্ডব, চক্রবাক, আড়ীবক, কাক, বলাক ও কোকিলাদি মধুরবাক্ পক্ষিগণ সতত এই জলাশয়ের সেবা করিয়া থাকে। এই আশ্রমনিচয়ের একদিক যেমন ভীষণ সিংহ, ব্যাঘ্র, বরাহ, মহাকায় মহিষ, বিবিধবর্ণের হরিণ, শশ, গণ্ডক, গণ্ডার, গোমায়ু,

গোমায়ুস্বরভীযুতম্। সারঙ্গৈর্মল্লকৈশ্চৈব দ্বিপদৈশ্চ চতুষ্পদৈঃ ॥ ২৪ ॥ তথাচ কোকিলাকীর্ণং মনঃকান্তং সুশোভিতম্। জীবঞ্জীবকসঙ্ঘৈশ্চ নানাপক্ষিসমাযুতম্ ॥ ২৫ ॥ দুঃখশোকবিনির্ম্মুক্তং সর্ব্বোৎকটমনোরমম্। ক্ষুত্তৃষারহিতং কান্তং সর্ব্বব্যাধিবিবর্জ্জিতম্ ॥ ২৬ ॥ সিংহীস্তনং পিবন্ত্যত্র কুরঙ্গাঃ স্নেহসংযুতম্। মার্জ্জারমূষকৌ চোভাববলেহত উন্মুখৌ ॥ ২৭ ॥ পন্নগাস্থাঃ পোতকেভ্যশ্চ ভোগিনস্তু কলাপিনঃ। দৃষ্ট্বা তদ্বিপিনং রম্যং প্রবিষ্টাঃ পাণ্ডুনন্দনাঃ ॥ ২৮ ॥ মার্কণ্ডং দৃষ্টবাংস্তত্র তরুণাদিত্যসন্নিভম্। ঋষিভিঃ সেব্যমানং তু নানাশাস্ত্রবিশারদৈঃ॥ ২৯ ॥ কুলীনৈঃ সত্ত্বসম্পন্নৈঃ শৌচাচারসমন্বিতৈঃ। ধীসঙ্গতৈঃ ক্ষমাযুক্তৈস্ত্রিসন্ধ্যং জপতৎপরৈঃ ॥৩০॥ ঋগ্‌যজুঃসামবিহিতৈর্মন্ত্রৈর্হোমপরায়ণৈঃ। কেচিৎ পঞ্চাগ্নিমধ্যস্থাঃ কেচিদেকান্তসংস্থিতাঃ ॥ ৩১ ॥ ঊর্দ্ধবাহুনিরালম্বা আদিত্যভ্রমণাঃ পরে। সায়ম্প্রাতর্ভুজশ্চান্যে একাহারাস্তথা পরে ॥ ৩২ ॥ দ্বাদশাহাত্তথা চান্যে অন্যে মাসার্দ্ধভোজনাঃ। দর্শে দর্শে তথা চান্যে অন্যে শৈবালভোজনাঃ ॥ ৩৩ ॥ পিণ্যাকমপরেঽভুঞ্জন্ কেচিৎ পালাশভোজনাঃ। অপরে নিয়তাহারা বায়ুভক্ষ্যাম্বুভোজনাঃ ॥ ৩৪ ॥ এবম্ভূতৈস্তথা বৃদ্ধৈঃ সেব্যতে মুনিপুঙ্গবৈঃ। ততো ধর্ম্মসুতঃ শ্রীমানাশ্রমং তং প্রবিশ্য সঃ ॥ ৩৫ ॥ দৃষ্ট্বা মুনিবরং শান্তং ধ্যায়মানং পরং পদম্। প্রাদক্ষিণ্যেন সহসা দণ্ডবৎপতিতোঽগ্রতঃ ॥ ৩৬ ॥ ভক্ত্যানুপতিতং দৃষ্ট্বা চিরাদাদায় লোচনম্। কো ভবানিত্যুবাচেদং ধর্ম্মং ধীমানপৃচ্ছত ॥ ৩৭ ॥ তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা দারকস্তৎসমীপগঃ। আহায়ং ধর্ম্মরাজস্তে দর্শনার্থং সমাগতঃ ॥৩৮॥ তচ্ছ্রুত্বা দারকেণোক্তং বচনং প্রাহ সাদরঃ। এহ্যেহি বৎসবৎসেতি কিঞ্চিৎস্থানাচ্চলন্মুনিঃ। তং তু স্নেহাদুপাঘ্রায় আসনে উপবেশয়ৎ ॥ ৩৯ ॥ উপবিষ্টে সভায়াং তু পূজাং কৃত্বা যথাবিধি। বন্যৈর্ধান্যৈঃ ফলৈর্মূলৈ রসৈশ্চৈব পৃথগ্বিধৈঃ ॥ ৪০ ॥ পাণ্ডবা ব্রাহ্মণৈঃ সার্দ্ধং যথাযোগ্যং প্রপূজিতাঃ মুহূর্ত্তাদথ বিশ্রম্য ধর্ম্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ॥

সুরভী, সারঙ্গ, মল্লক, প্রভৃতি দ্বিপদ ও চতুষ্পদ জন্তুগণ দ্বারা ভীষণ, অন্যদিক্ আবার তেমনই মধুরবাক্ কোকিল এবং জীবঞ্জীবক প্রভৃতি বিবিধ বিহগ দ্বারা শোভাসম্পন্ন ও মনোজ্ঞ হইয়াছে। এই আশ্রম উৎকট সত্ত্বগুণ-সমন্বিত, মনোজ্ঞ ও সুখদুঃখবিনির্ম্মুক্ত ; এখানে জরা, ব্যাধি, ক্ষুধা ও তৃষ্ণা নাই ; বাৎসল্যবশতঃ সিংহীও হরিণশিশুকে স্তন্য পান করাইয়া থাকে। মার্জ্জার ও মূষিক, সিংহ ও গজ-শাবক এবং সর্প ও ময়ূরগণ ঊর্দ্ধমুখ হইয়া পরস্পর শরীর লেহন করে। পাণ্ডুনন্দনগণ এই নয়নমনোরম কানন সন্দর্শন করিয়া তথায় প্রবেশ করিলেন এবং দেখিলেন,—তরুণ অরুণকান্তি মুনি মার্কণ্ডেয় সেই কাননমধ্যে উপবিষ্ট ; নানা শাস্ত্রকোবিদ, কুলীন, সত্ত্বসম্পন্ন শৌচাচাররত, জ্ঞানবান্, ক্ষমাদিগুণযুক্ত এবং ত্রিসন্ধ্য জপতৎপর ঋষিগণ তাঁহার সেবা করিতেছেন। ঐ ঋষিসকল ঋগ্, যজুঃ ও সামবিহিত মন্ত্রনিচয় দ্বারা হোমপরায়ণ। ইঁহাদিগের মধ্যে কেহ পঞ্চাগ্নিমধ্যস্থ হইয়া, কেহ একান্তে উপবেশন করিয়া, কেহ অবলম্বনহীন ঊর্দ্ধবাহু হইয়া এবং অপর কেহ আদিত্যের ন্যায় ভ্রমণপরায়ণ হইয়া, কেহ সায়ং প্রাতঃ দ্বিরশন, কেহ একাহার, কেহ দ্বাদশদিবসভোজী, কেহ মাসার্দ্ধভোজী, কেহ মাত্র অমাবস্যাভোজী, কেহ শৈবালভোজী, কেহ পিণ্যাক-ভক্ষণ, কেহ পলাশপত্রাশী, কেহ নিয়তাহার, কেহ বায়ুভক্ষী, এবং কেহ জলভোজী। ১৭—৩৪। এবম্ভূত বৃদ্ধ ঋষিপুঙ্গবগণ সতত তাঁহার সেবা করিতেছেন। অনন্তর শ্রীমান্ ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির আশ্রমে প্রবেশপূর্ব্বক দেখিলেন,—মুনিবর মার্কণ্ডেয় পরম পদের ধ্যানে নিমগ্ন। রাজা তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া সহসা তাঁহার সম্মুখে দণ্ডবৎ ভূপতিত হইলেন। ধীমান্ মার্কণ্ডেয় বহু পরে নয়ন উন্মীলনপূর্ব্বক সেই রাজাকে ভক্তিভরে প্রণত দেখিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—আপনি কে? সারথি দারক রাজার সমীপে বিদ্যমান ছিল, মুনির প্রশ্ন শুনিয়া সে উত্তর করিল,—ইনি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির আপনার দর্শনার্থ আগমন করিয়াছেন। মুনি মার্কণ্ডেয় দারকবাক্য শ্রবণ করিয়া সাদরে রাজাকে কহিলেন,—হে বৎস! হে বৎস! এস, এস। ঋষি এইরূপ বলিয়া স্বীয় উপবেশনস্থান হইতে বিচলিত হইলেন এবং বাৎসল্যবশতঃ তাঁহার মস্তকাঘ্রাণ-পূর্ব্বক আসনে উপবেশন করাইলেন। রাজা ঋষি-সভায় উপবেশন করিলে, মুনি মার্কণ্ডেয় বন্য ধান্য ও বিবিধ ফল-মূল দ্বারা তাঁহার যথাবিধি আতিথ্য করিলেন। পাণ্ডুতনয়গণ অন্যান্য মুনিগণ সহ ঋষিপ্রদত্ত ফলমূলাদি যথাযোগ্য ভোজন করিলেন। অনন্তর ধর্ম্মনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির মুহূর্ত্ত

৪১॥ পৃচ্ছতি স্ম মুনিশ্রেষ্ঠং কৌতুহলসমন্বিতঃ। ভগবন্‌ সর্ব্বলোকানাং দীর্ঘায়ুস্ত্বং মতো মম॥ ৪২॥ সপ্তকল্পানশেষেণ কথয়স্ব মমানঘ। কল্পক্ষয়েঽপি লোকস্য স্থাবরস্যেতরস্য চ॥ ৪৩॥ ন বিনষ্টোঽসি বিপ্রেন্দ্র কথং বা কেন হেতুনা। গঙ্গাদ্যাঃ সরিতঃ সর্ব্বাঃ সমুদ্রাস্তাশ্চ যা মুনে॥ ৪৪॥ তাসাং মধ্যে স্থিতাঃ কাঃ স্বিৎকাশ্চৈব প্রলয়ং গতাঃ। কা নু পুণ্যজলা নিত্যং কা নু ন ক্ষয়মাগতা॥ ৪৫॥ এতৎ কথয় মে তাত প্রসন্নেনান্তরাত্মনা। শ্রোতুমিচ্ছাম্যশেষেণ ঋষিভিঃ সহ বান্ধবৈঃ॥ ৪৬॥ শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। সাধুসাধু মহাপ্রাজ্ঞ ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির। কথয়ামি যথান্যায়ং যৎপৃচ্ছসি মমানঘ॥ ৪৭॥ সর্ব্বপাপহরং পুণ্যং পুরাণং রুদ্রভাষিতম্‌। যঃ শৃণোতি নরো ভক্ত্যা তস্য পুণ্যফলং শৃণু॥ ৪৮॥ অশ্বমেধসহস্রেণ বাজপেয়শতেন চ। তৎফলং সমবাপ্নোতি রাজন্নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ॥ ৪৯॥ ব্রহ্মঘ্নশ্চ সুরাপী চ স্তেয়ী গোঘ্নশ্চ যো নরঃ। মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো রুদ্রস্য বচনং যথা॥ ৫০॥ গঙ্গা তু সরিতাং শ্রেষ্ঠা তথা চৈব সরস্বতী। কাবেরী দেবিকা চৈব সিন্ধুঃ সালকুটী তথা॥ ৫১॥ সরযূঃ শতরুদ্রা চ মহী চর্ম্মিলয়া সহ। গোদাবরী তথা পুণ্যা তথৈব যমুনা নদী॥ ৫২॥ পয়োষ্ণী চ শতদ্রুশ্চ তথা ধর্ম্মনদী শুভা। এতাশ্চান্যাশ্চ সরিতঃ সর্ব্বপাপহরাঃ স্মৃতাঃ॥ ৫৩॥ কিং তু তে কারণং তাত বক্ষ্যামি নৃপসত্তম। সমুদ্রাঃ সরিতঃ সর্ব্বাঃ কল্পেকল্পে ক্ষয়ং গতাঃ॥ ৫৪॥ সপ্তকল্পক্ষয়ে ক্ষীণে ন মৃতা তেন নর্ম্মদা। নর্ম্মদৈকৈব রাজেন্দ্র পরং তিষ্ঠেৎসরিদ্বরা॥ ৫৫॥ তোয়পূর্ণা মহাভাগ মুনিসঙ্ঘৈরভিষ্টুতা। গঙ্গাদ্যাঃ সরিতশ্চান্যাঃ কল্পে কল্পে ক্ষয়ং গতাঃ॥ ৫৬॥ এষা দেবী পুরা দৃষ্টা তেন বক্ষ্যামি তেঽনঘ॥ ৫৭॥ আশ্চর্য্যভূতা রাজেন্দ্র ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতা॥ ৫৮॥

ইতি শ্রীস্কান্দে মহাপুরাণে রেবামাহাত্ম্যবর্ণনং নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ॥ ২॥

মাত্র বিশ্রাম করিয়া কৌতুহলপূর্ণমানসে সেই ঋষিসত্তমকে জিজ্ঞাসা করিলেন;—হে ভগবন্‌! আমি জানি—ত্রিলোকে আপনিই প্রাণিগণের মধ্যে দীর্ঘায়ু। হে অনঘ! সপ্তকল্পের অবসান পর্য্যন্ত আপনার আয়ু নির্দ্দিষ্ট। অতএব আমার নিকট সপ্তকল্পবিবরণ কীর্ত্তন করুন। হে বিপ্রেন্দ্র! কল্পক্ষয় হইলে সকল লোক, স্থাবর ও অস্থাবর সকলই বিনষ্ট হয়, আপনি কিরূপে জীবন ধারণ করেন? হে মুনে! সাগরগামী গঙ্গাদি নদীনিবহমধ্যে কল্পক্ষয়ে কি কি বিনষ্ট হয় আর কোন্‌ কোন্‌ পুণ্যজলা নদী নিত্য বিদ্যমান থাকে? হে তাত! আমার প্রতি প্রসন্নমনা হইয়া এই সকল কীর্ত্তন করুন। আমি ঋষি ও সুহৃদ্‌গণসহ অশেষরূপে এই সকল শুনিতে অভিলাষ করি। মার্কণ্ডেয় উত্তর করিলেন,—হে ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির! তুমি মহাপ্রাজ্ঞ, তুমি ইহা অতি সাধু প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করিয়াছ। হে অনঘ! এ বিষয়ে আমার যেরূপ জানা আছে, তোমার জিজ্ঞাসানুসারে বলিতেছি। হে সাধো! এই পুণ্যপুরাণ সর্ব্বপাপহর, রুদ্র ইহার বক্তা; যে মানব ভক্তিপূর্ব্বক এই পুরাণ শ্রবণ করে, তাহার পুণ্যফল শ্রবণ কর। হে রাজন্‌! সহস্র অশ্বমেধ ও শত বাজপেয় যাগে যে ফল, এই পুরাণশ্রবণেও তাহার তুল্য ফল লাভ হয়। এ বিষয়ে সংশয় নাই। ভগবান্‌ রুদ্র বলিয়াছেন,—এই পুরাণ শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মঘ্ন, সুরাপায়ী, চৌর্য্যবৃত্তিপরায়ণ ও গোঘাতী নরও নিখিলকলুষবিমুক্ত হয়। হে নৃপসত্তম! নদীনিবহ মধ্যে গঙ্গা, সরস্বতী, কাবেরী, দেবিকা, সিন্ধু, সালকুটী, সরযূ, শতরুদ্রা, মহী, চর্ম্মিলা, গোদাবরী, পুণ্যাযমুনা, পয়োষ্ণী, শতদ্রু, ধর্ম্মনদী—এই সকল নদীই শ্রেষ্ঠা ও সর্ব্বপাপহরা; কিন্তু হে তাত! এতন্মধ্যে একটী বিশিষ্ট কথা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি। কল্পক্ষয়কালে সমুদ্র ও নদী নিচয় ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, কিন্তু হে নৃপোত্তম! সরিদ্‌বরা নর্ম্মদা সপ্তকল্পক্ষয়েও ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না; একমাত্র নর্ম্মদাই বিদ্যমান থাকে। হে মহাভাগ! নর্ম্মদা জলপূর্ণা। মুনিগণ নিয়ত ইহার সেবা করেন। হে অনঘ! গঙ্গাদি অন্যান্য নদীনিবহ কল্পে কল্পে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়; কিন্তু দেবী নর্ম্মদাকে আমি নিরন্তর বিদ্যমানা দেখিতেছি, তাহাই তোমার নিকট বলিতেছি। হে রাজেন্দ্র! নর্ম্মদা ত্রিলোক-বিখ্যাতা এবং নর্ম্মদার মাহাত্ম্য বিস্ময়কর। ৩৫—৫৮।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২॥

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

যুধিষ্ঠির উবাচ। সপ্তকল্পক্ষয়া ঘোরাস্বয়া দৃষ্টা মহামুনে। ন চাপীহাস্তি ভগবন্ দীর্ঘায়ুরিহ কশ্চন॥ ১॥ ত্বয়া হ্যেকার্ণবে শুপ্তঃ পদ্মনাভঃ সুরারিহা। দৃষ্টঃ সহস্রচরণঃ সহস্রনয়নোদরঃ॥ ২॥ ত্বং কিলানুগ্রহাত্তস্য দহ্যমানে চরাচরে। ন ক্ষয়ং সমনুপ্রাপ্তো বরদানান্মহাত্মনঃ॥ ৩॥ কিং ত্বয়াশ্চর্য্যভূতং হি দৃষ্টঞ্চ ভ্রমতানঘ। এতদাচক্ষ্ব ভগবন্ পরং কৌতূহলং হি মে॥ ৪॥ সম্প্রাপ্তে চ মহাঘোরে যুগস্যান্তে মহাক্ষয়ে। অনাবৃষ্টিহতে লোকে পুরা বর্ষশতাধিকে॥ ৫॥ ওষধীনাং ক্ষয়ে ঘোরে দেবদানববর্জ্জিতে। নির্বীর্য্যে নির্বষট্কারে কলিনা দূষিতে ভৃশম্॥ ৬॥ সরিৎসরস্তড়াগেষু পল্বলোপবনেষু চ। সংশুষ্কেষু তদা ব্রহ্মন্নিরাকারে যুগক্ষয়ে॥ ৭॥ জনং প্রাপ্তে মহর্লোকে ব্রহ্মক্ষত্রবিশাদয়ঃ। ঋষয়শ্চ মহাত্মানো দিব্যতেজঃসমন্বিতাঃ॥ ৮॥ স্থিতানি কানি ভূতানি গতান্যেব মহামুনে। এতৎ সর্ব্বং মহাভাগ কথয়স্ব পৃথক্ পৃথক্॥ ৯॥ ভূতানি কানি বিপ্রেন্দ্র কথং সিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ। ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্রাণাং কালে প্রাপ্তে সুদারুণে॥ ১০॥ এবমুক্তাস্ততঃ সোঽথ ধর্ম্মরাজেন ধীমতা মার্কণ্ডঃ প্রত্যুবাচেদমৃষিসঙ্ঘৈঃ সমাবৃতঃ॥ ১১॥ শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। শৃণ্বন্তু ঋষয়ঃ সর্ব্বে ত্বয়া সহ নরেশ্বর। মহৎ পুরাণং পূর্ব্বোক্তং শম্ভুনা বায়ুদৈবতে॥ ১২॥ বায়োঃ সকাশাৎ স্কন্দেন শ্রুতমেতৎ পুরাতনম্। বশিষ্ঠঃ শ্রুতবাংস্তস্মাৎ পরাশরস্ততঃ পরম্॥ ১৩॥ তস্মাচ্চ জাতুকর্ণ্যেন তস্মাচ্চৈব মহর্ষিভিঃ। এবং পরম্পরাপ্রোক্তং শতসংখ্যৈর্দ্বিজোত্তমৈঃ॥ ১৪॥ সংহিতা শতসাহস্রী পুরোক্তা শম্ভুনা কিল। আলোড্য সর্ব্বশাস্ত্রাণি বেদার্থং তত্ত্বতঃ পুরা॥ ১৫॥ যুগরূপেণ সা পশ্চাচ্চতুর্দ্ধা বিনিযোজিতা। মন্দপ্রজ্ঞানুসারেণ নরাণাং তু মহর্ষিভিঃ॥ ১৬॥ আরাধ্য

তৃতীয় অধ্যায়

র জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে মহামুনে! ভীষণ সপ্তকল্পক্ষয়কাল আপনি দর্শন করিয়াছেন; হে ভগবন্! ইহ জগতে আপনার মত কেহই দীর্ঘজীবী নহেন। আপনিই সহস্রচরণ সহস্রনয়ন সহস্র-উদর মধুরিপু পদ্মনাভকে একার্ণবে শয়ান সন্দর্শন করিয়াছেন। চরাচর জগৎ দহ্যমান হইলে সেই মহাত্মার নিকট বরলাভ করিয়া তাঁহার অনুগ্রহে একমাত্র আপনিই জীবিত ছিলেন। হে অনঘ! তখন আপনি ভ্রমণ করিতে করিতে কি বিস্ময়কর ঘটনা সন্দর্শন করিয়াছেন? এ সকল আমার নিকট বর্ণন করুন। হে ভগবন্! এ সকল শুনিবার জন্য আমার অত্যন্ত কুতুহল হইতেছে। হে মহামুনে! যুগাবসানে ভীষণ মহাকল্পক্ষয়কাল উপস্থিত হইলে, তাহার শতাধিক বর্ষ পূর্ব্ব হইতে ভয়ঙ্কর অনাবৃষ্টি দ্বারা আহত হইয়া লোক সকল ক্ষীণ, ওষধিসমূহ সাতিশয় রসহীন, ত্রিলোক দেবদানববিবর্জ্জিত, নির্বীর্য, বষট্কারবিহীন ও ভীষণ কলিদোষদুষ্ট হয়। হে ব্রহ্মন্! সরিৎ, সরোবর, তড়াগ ও পল্বলে জল থাকে না; বন, উপবন সম্যক্ শুষ্ক হইয়া যায়; যুগক্ষয়ে ত্রিলোক যেন সর্ব্বশূন্য হইয়া একরূপ নিরাকার ধারণ করে। হে ব্রহ্মন্! তখন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যাদি এবং দিব্যতেজঃসমন্বিত মহাত্মা ঋষিসঙ্ঘ মহর্লোকের আশ্রয় লন। হে মহামুনে! তখন এই ত্রিলোকে কোন্ কোন্ প্রাণী বিদ্যমান থাকে? আর কাহারা মহর্লোকে গমন করে? হে মহাভাগ! এই সকল আমার নিকট পৃথক্ পৃথক্‌রূপে বর্ণন করুন। হে বিপ্রেন্দ্র! যে সকল প্রাণী এই ত্রিলোকে বিদ্যমান থাকে, তাহারাই বা কিরূপে সিদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, আর এই সুদারুণ সময় উপস্থিত হইলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ও রুদ্রাদিরই বা কি দশা হয়? অনন্তর ধীমান্ ধর্ম্মরাজ কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া ঋষিসঙ্ঘ-সমাবৃত ঋষি মার্কণ্ডেয় প্রত্যুত্তর করিলেন। মুনি মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে নরেশ্বর! তোমার সহিত ঋষি সকল আমার বাক্য শ্রবণ করুন। পূর্ব্বকালে শঙ্কর বায়ুর নিকট এই মহাপুরাণ বর্ণন করেন; স্কন্দ বায়ুসকাশে এই পুরাতন ইতিহাস শ্রবণ করেন; অনন্তর স্কন্দসমীপে বশিষ্ঠ ইহা বিদিত হন এবং বশিষ্ঠ হইতে পরাশর ইহা শ্রবণ করেন, তারপর পরাশর হইতে জাতুকর্ণ ও জাতুকর্ণ হইতে অন্যান্য মহর্ষিগণ শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। এইরূপ পরম্পরাক্রমে শতসংখ্যক দ্বিজোত্তম এই পুরাণ কীর্ত্তন করিয়াছেন।১—১৪। শঙ্কর পুরাকালে সকল শাস্ত্র আলোচনা করিয়া ও যথার্থতঃ বেদার্থ বিদিত হইয়া শতসাহস্রী সংহিতা কীর্ত্তন করেন; অনন্তর মহর্ষিগণ সেই সকল সংহিতা যুগাবস্থাভেদে মানবগণের অল্পজ্ঞানানুসারে তাহাদের অনুকূল করিয়া

পশুভর্ত্তারং ময়া পূর্ব্বং মহেশ্বরম্। পুরাণং শ্রুতমেতদ্ধি তত্তে বক্ষ্যাম্যশেষতঃ॥ ১৭॥ যচ্ছ্রুত্বা মুচ্যতে জন্তুঃ সর্ব্বপাপৈর্নরেশ্বর। মানসৈঃ কর্ম্মজৈশ্চৈব সপ্তজন্ম সুসঞ্চিতৈঃ॥ ১৮॥ সপ্তকল্পক্ষয়া ঘোরা ময়া দৃষ্টাঃ পুনঃপুনঃ। প্রসাদাদ্দেবদেবস্য বিষ্ণোশ্চ পরমেষ্ঠিনঃ॥ ১৯॥ দ্বাদশাদিত্যনির্দ্দগ্ধে জগত্যেকার্ণবীকৃতে। শ্রান্তোঽহং বিভ্রমংস্তত্র তরন্ বাহুভির্ণবম্॥ ২০॥ অথাহং সলিলে রাজন্নাদিত্যসমরূপিণম্। পুরা পুরুষমদ্রাক্ষমনাদিনিধনং প্রভুম্॥ ২১॥ শৃঙ্গং চৈবাদ্রিরাজস্য ভাসয়ন্তং দিশো দশ। দ্বিতীয়োঽহস্তো মনুর্দৃষ্টঃ পুত্রপৌত্রসমন্বিতঃ॥ ২২॥ অগাধে ভ্রমতে সোঽপি তমোভূতে মহার্ণবে। অবিশ্রমন্মুহূর্ত্তং তু চক্রারূঢ় ইব ভ্রমন্॥ ২৩॥ অথাহং ভয়াদুদ্বিগ্নস্তরন্ বাহুভির্ণবম্। তত্রস্থোঽহং মহামৎস্যমপশ্যং মদসংযুতম্॥ ২৪॥ ততোঽহব্রবীৎ স মাং দৃষ্ট্বা এহ্যেহীতি চ ভারত। পরং প্রধানঃ সর্ব্বেষাং মৎস্যরূপো মহেশ্বরঃ॥ ২৫॥ ততোঽহং ত্বরয়া গত্বা তন্মুখে মনুজেশ্বর। সুশ্রান্তো বিগতজ্ঞানঃ পরং নির্ব্বেদমাগতঃ॥ ২৬॥ ততোঽদ্রাক্ষং সমুদ্রান্তে মহদাবর্ত্তসঙ্কুলাম্। উদ্যত্তরঙ্গসলিলাং ফেনপুঞ্জাট্টহাসিনীম্॥ ২৭॥ নদীং কামগমাং পুণ্যাং ঝষমীনসমাকুলাম্। নদ্যাস্তস্যাস্তু মধ্যস্থা প্রমদা কামরূপিণী॥ ২৮॥ নীলোৎপলদলশ্যামা মহৎপ্রক্ষোভবাহিনী। দিব্যহাটকচিত্রাঙ্গী কনকোজ্জ্বলশোভিতা॥ ২৯॥ দ্বাভ্যাং সংগৃহ্য জানুভ্যাং মহৎ পোতং ব্যবস্থিতা। তাং মনুঃ প্রত্যুবাচেদং কা ত্বং দিব্যবরাঙ্গনে॥৩০॥ তিষ্ঠসে কেন কার্য্যেণ ত্বমত্র সুরসুন্দরি। সুরাসুরগণে নষ্টে ভ্রমসে নীলয়ার্ণবে॥ ৩১॥ সরিতঃ সাগরাঃ শৈলাঃ ক্ষয়ং প্রাপ্তা হ্যনেকশঃ। ত্বমেকা তু কথং সাধ্বি তিষ্ঠসে কারণং মহৎ। শ্রোতুমিচ্ছাম্যহং দেবি কথয়স্ব হ্যশেষতঃ॥ ৩২॥

চতুর্ধা বিভক্ত করেন। হে নরেশ্বর! আমি পূর্ব্বকালে মহেশ্বর পশুপতির উপাসনা করিয়া তাঁহার নিকট যেরূপ পুরাণ শ্রবণ করিয়াছি, এক্ষণে তাহাই অশেষরূপে তোমার নিকট বর্ণন করিব। হে রাজন্! এই পুরাণশ্রবণে মানব সপ্তজন্মসঞ্চিত মানসজ ও কর্ম্মজ পাপপুঞ্জ হইতে বিমুক্ত হয়। পরমেষ্ঠী দেবদেব বিষ্ণুর প্রসাদে আমি বারংবার সপ্তকল্পের ভীষণ ক্ষয় দর্শন করিয়াছি। হে রাজন্! পুরাকালে কল্পের ক্ষয় কাল উপস্থিত হইলে দ্বাদশ আদিত্য উদিত হইয়া জগৎ দগ্ধ করিল; তখন ধরামণ্ডল একার্ণব হইয়া গেল; আমি শ্রান্ত হইলাম এবং বাহু দ্বারা সেই অর্ণবে সন্তরণপূর্ব্বক ভ্রমণ করিতে লাগিলাম। হে নৃপ! অনন্তর আমি সেই সলিলমধ্যে আদিত্যরূপী অনাদিনিধন প্রভু পরম পুরুষকে দর্শন করিলাম; সেই পরম পুরুষ যেন গিরিরাজ হিমালয়ের শিখরের ন্যায় শৃঙ্গ দ্বারা দশদিক্ উদ্ভাসিত করিয়া বিরাজমান রহিয়াছেন। অনন্তর আর একটী পৌত্র-পুত্রাদিসমন্বিত মনু আমার দৃষ্টিগোচর হইলেন। তিনিও চক্রারূঢ়ের ন্যায় তমোময় অগাধ জলধিমধ্যে অবিশ্রাম ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। আমি ভীতিবশতঃ উদ্বিগ্নচিত্ত হইয়া বাহু দ্বারা সন্তরণপূর্ব্বক তথায় অবস্থিত হইয়াই এক মহা উন্মত্ত মৎস্য দর্শন করিলাম। হে ভারত! সেই মহা মৎস্যরূপী পরম পুরুষ মহেশ্বর আমাকে সন্দর্শন করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"আমার নিকট আগমন কর।" হে মনুজপতে! আমি তখন সত্বর তাঁহার মুখে গমনপূর্ব্বক অত্যন্ত শ্রান্ত হইলাম, আমার সংজ্ঞা লোপ পাইল এবং আমি নিতান্ত নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইলাম। ১৫—২৬। আমি সাগরমধ্যে এক কামগামিনী পুণ্যা নদী সন্দর্শন করিলাম, ঐ নদী মহা আবর্ত্তসঙ্কুলা, ও ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বৃহৎমৎস্য সমূহে সমাকুলা; ইহার সলিলরাশি তরঙ্গায়িত এবং শুভ্র ফেনরাশিদর্শনে মনে হয় যেন, ঐ নদী অট্টহাস্য করিতেছে। সেই নদীর মধ্যে এক কামরূপিণী প্রমদা বিদ্যমানা, তাহার বর্ণ নীলোৎপলদলের ন্যায় শ্যাম দিব্য হাটকাদিতে ভূষিত হইয়া ঐ মনোহরাঙ্গী রমণী যেন কনকোজ্জ্বল বলিয়া প্রতীয়মানা হইতে লাগিল। এই রমণী এক বৃহৎ পোতে অবস্থিত এবং জানুদ্বয় দ্বারা ঐ পোত ধারণ করিয়া রহিয়াছে। মনু এই কামিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে মনোহরাঙ্গি! তোমাকে দেখিয়া মনে হইতেছে? তুমি কোন সুরসুন্দরী হইবে; তুমি একাকিনী কেন বিচরণ করিতেছ? আর তোমার নাম বা কি? এবং এইরূপ বিচরণের উদ্দেশ্যই বা কি? হে স্বামি! সুর, অসুর, সরিৎ, সাগর ও শৈল বিনষ্ট হইয়াছে, তুমি একাকিনী অবলীলাক্রমে এই সাগরমধ্যে ভ্রমণ ও অবস্থান করিতেছ; ইহা দেখিয়া আমাদের মনে হয়,—ইহার

অবলোবাচ। ঈশ্বরাঙ্গসমুদ্ভূতা হ্যমৃতা নাম বিশ্রুতা। সরিৎ পাপহরা পুণ্যা মামাশ্রিত্য ভয়ং কুতঃ ॥ ৩৩ ॥ সাহং পোতমিমং তুভ্যং গৃহীত্বা হ্যাগতা দ্বিজ। ন হ্যস্য পোতস্য ক্ষয়ো যত্র তিষ্ঠতি শঙ্করঃ ॥ ৩৪ ॥ তস্যাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা বিস্ময়োৎফুল্ললোচনঃ। মনুনা সহ রাজেন্দ্র পোতারূঢ়ো হ্যহং তদা ॥৩৫॥ কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা প্রণম্য শিরসা বিভুম্। ব্যাপিনং পরমেশানমস্তৌষমভয়প্রদম্ ॥ ৩৬ ॥ সদ্যোজাতায় দেবায় বামদেবায় বৈ নমঃ। ভবেভবে নমস্তভ্যং ভক্তিগম্যায় তে নমঃ ॥ ৩৭ ॥ ভূর্ভুবায় নমস্তভ্যং রামজ্যেষ্ঠায় বৈ নমঃ। নমস্তে ভদ্রকালায় কলিরূপায় বৈ নমঃ ॥ অচিন্ত্যাব্যক্তরূপায় মহাদেবায় ধামনে। বিদ্মহে দেবদেবায় তন্নো রুদ্র নমো নমঃ ॥ ৩৯ ॥ জগৎসৃষ্টিবিনাশানাং কারণায় নমো নমঃ। এবং স্তুতো মহাদেবঃ পূর্ব্বং স্তুত্যা ময়ানঘ ॥ ৪০ ॥ প্রসন্নো-মাবদৎ পশ্চাদ্বরং বরয় সুব্রত ॥ ৪১ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে মার্কণ্ডেয়কৃতপোতার্দ্ধারো-হণবৃত্তান্তবর্ণনং নাম তৃতীয়ো-হধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। ততোঽর্ণবাৎ সমুত্তীর্য্য ত্রিকূটশিখরে স্থিতম্। মহাকনকবর্ণাভে নানাবর্ণ-শিলাচিতে ॥ ১ ॥ মহাশৃঙ্গে সমাসীনং রুদ্রকোটি-সমন্বিতম্। মহাদেবং মহাত্মানমীশানমজমব্যয়ম্ ॥ ২ ॥ সর্ব্বভূতময়ং তাত মনুনা সহ সুব্রত। ভূয়ো ববন্দে চরণৌ সর্ব্বদেবনমস্কৃতৌ ॥ ৩ ॥ তৎকালে যুগসাহস্রং সহ রুদ্রেণ মানদ। তস্মিন্নেকার্ণবে ঘোরে স্থিতোঽহং কুরুনন্দন ॥ ৪ ॥ যুধিষ্ঠির উবাচ। এবচ্ছ্রুত্বা তু মে তাত পরং কৌতূহলং হৃদি। জাতং তৎকথয়স্বেতি শৃণ্বতঃ সহ বান্ধবৈঃ ॥

অবশ্যই কোন মহৎ কারণ থাকিবে। হে দেবি! ইহা শ্রবণে আমার অভিলাষ হইতেছে, অতএব অশেষরূপে বর্ণন কর। অবলা বলিলেন,—আমি ঈশ্বরের শরীর হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছি, আমার নাম বিখ্যাতা অমৃতা; আমাকে পাপনাশিনী নদী বলিয়া জানিবেন; যাহারা আমার আশ্রয় লয়, তাহাদের আবার ভয় কোথায়? হে দ্বিজ! আমি তোমার রক্ষার জন্য এই পোত লইয়া আগমন করিয়াছি। এই পোতে শঙ্কর সতত বিরাজিত। অতএব এই পোতের বিনাশাশঙ্কা করিও না। হে রাজেন্দ্র! অবলার সেই বাক্য শুনিয়া বিস্ময়ে আমার লোচনযুগল উৎফুল্ল হইল, তখন মনুর সহিত আমি সেই পোতে আরোহণ করিলাম, এবং বদ্ধাঞ্জলি হইয়া সর্ব্বব্যাপী অভয়দ পরমেশ বিভুকে মস্তক দ্বারা প্রণাম করত স্তব করিতে লাগিলাম। আমি বলিলাম,—যিনি একমাত্র ভক্তিদ্বারা লভ্য, সেই সদ্যোজাত দেব বামদেবকে নমস্কার; হে বিভো! জন্মে জন্মে আপনাকে নমস্কার করি। যিনি ভূ ও ভুব এবং রামের জ্যেষ্ঠ, তাঁহাকে নমস্কার। হে মঙ্গলরূপিন্! হে কাল! আপনার কলিরূপকে নমস্কার। হে মহাদেব! আমরা আপনাকে অচিন্ত্য, অব্যক্তরূপ ও নিত্য-ধাম বলিয়া বিদিত হই; হে দেবদেব! আমাদের বুদ্ধি আপনাতে নিরত হউক; হে রুদ্র! আপনাকে নমস্কার। হে বিভো! আপনি জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশের কারণ; আপনাকে নমস্কার! হে অনঘ! পূর্ব্বকল্পে আমি এইরূপে মহাদেবের স্তব করিলে তিনি প্রসন্ন হইয়া আমার নয়নগোচর হইলেন এবং আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"হে সুব্রত! বর গ্রহণ কর।" ২৭—৪১।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

চতুর্থ অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—অনন্তর মহাদেব সমুদ্র হইতে উত্থিত হইয়া ত্রিকূটশিখরে অবস্থান করিলেন। ঐ ত্রিকূটশিখর কনকের ন্যায় অত্যুজ্জ্বল ও বিবিধ বর্ণের শিলাজালে খচিত; এই ত্রিকূটের একটী মহাশৃঙ্গ আছে, ঐ শৃঙ্গে কোটি কোটি রুদ্র বাস করিতেছেন। হে তাত! ঈশান অজ অব্যয় সর্ব্বভূতময় মহাত্মা মহাদেব সেই শিখরে সমাসীন হইলেন। হে সুব্রত! আমি মনুর সহিত সেই মহাদেবের সুবন্দিত চরণারবিন্দ পুনঃ পুনঃ বন্দনা করিলাম। হে মানদ কুরুনন্দন! সেই ভয়ঙ্কর একাকার কালে আমি রুদ্র সন্নিধানে সহস্রযুগ অবস্থান করিয়াছিলাম। যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে তাত! আপনার কথা শুনিয়া আমার হৃদয়ে অত্যন্ত কুতূহল জন্মিয়াছে; অতএব বলুন, বান্ধবগণ সহ আমি শ্রবণ করিতেছি। যিনি অন্ধকারময়

৫। কা সা পদ্মপলাশাক্ষী তমোভূতে মহার্ণবে। যোগিবদ্ভ্রমতে নিত্যং রুদ্রজাং স্বাঞ্চ যাব্রবীৎ॥ ৬॥ শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। এতমেব ময়া প্রশ্নং পুরা পৃষ্টো মনুঃ স্বয়ম্। তদেব তেঽদ্য বক্ষ্যামি অবলায়াঃ সমুদ্ভবম্॥ ৭॥ ব্যতীতায়াং নিশায়াং তু ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ। ততঃ প্রভাতে বিমলে সৃজ্যমানেষু জন্তুষু॥ ৮॥ মনুং প্রণম্য শিরসা পৃচ্ছাম্যেতদ্-যুধিষ্ঠির। কেয়ং পদ্মপলাশাক্ষী শ্যামা চন্দ্রনিভাননা॥ ৯॥ একার্ণবে ভ্রমত্যেকা রুদ্রজাঽস্মীতিবাদিনী। সাবিত্রী বেদমাতা চ হ্যথবা সা সরস্বতী॥ ১০॥ মন্দাকিনী সরিচ্ছ্রেষ্ঠা লক্ষ্মীর্বা কিমথো উমা। কালরাত্রির্ভবেৎ সাক্ষাৎ প্রকৃতির্বা সুখোচিতা॥ ১১॥ এতদাচক্ষ্ব ভগবন্ কা সা হ্যমৃতসম্ভবা। চরত্যে-কার্ণবে ঘোরে প্রনষ্টোরগরাক্ষসে॥ ১২॥ মনুরুবাচ। শৃণু বৎস যথান্যায়মস্যা বক্ষ্যামি সম্ভবম্। যথা রুদ্রসমুদ্ভূতা যা চেয়ং বরবর্ণিনী॥ ১৩॥ পুরা শিবঃ শান্ততনুশ্চচার বিপুলং তপঃ। হিতার্থং সর্বলোকানামুময়া সহ শঙ্করঃ॥ ১৪॥ ঋক্ষশৈলং সমারুহ্য তপস্তেপে সুদারুণম্॥ অদৃশ্যঃ সর্বভূতানাং সর্বভূতাত্মকো বশী॥ ১৫॥ তপতস্তস্য দেবস্য স্বেদঃ সমভবৎ কিল। তং গিরিং প্লাবয়ামাস স স্বেদো রুদ্রসম্ভবঃ॥ ১৬॥ তস্মাদাসীৎ সমুদ্ভূতা মহাপুণ্যা সরিদ্বরা। যা সা ত্বয়ার্ণবে দৃষ্টা পদ্মপত্রায়তেক্ষণা॥ ১৭॥ স্ত্রীরূপং সমবস্থায় রুদ্র-মারাধয়ৎ পুরা। আদ্যে কৃতযুগে তস্মিন্ সমানাম-যুতং নৃপ॥ ১৮॥ ততস্তুষ্টো মহাদেব উময়া সহ শঙ্করঃ। ব্রূহি ত্বং তু মহাভাগে যত্তে মনসি বর্ত্ততে॥ ১৯॥ সরিদুবাচ। প্রলয়ে সমনুপ্রাপ্তে নষ্টে স্থাবরজঙ্গমে প্রসাদাত্তব দেবেশ অক্ষয়াঽহং ভবে প্রভো॥ ২০॥ সরিৎসু সাগরেষেব পর্ব্বতেষু ক্ষয়িষ্বপি। তব প্রসাদাদ্দেবেশ পুণ্যাক্ষয্যা ভবে প্রভো॥ ২১॥ পাপোপপাতকৈর্যুক্তা মহাপাত-কিনোঽপি যে। মুচ্যন্তে সর্ব্বপাপেভ্যো ভক্ত্যা স্নাত্বা তু শঙ্কর॥ ২২॥ উত্তরে জাহ্নবী দেশে মহাপাতকনাশিনী। ভবামি দক্ষিণে মার্গে যদ্যেবং সুরপূজিতা॥ ২৩॥ স্বর্গাদাগম্য গঙ্গেতি যথা

মহার্ণবে যোগীর ন্যায় নিরন্তর ভ্রমণ করিতেছেন, আপনি যাঁহাকে রুদ্রের স্বীয় অংশজ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, সেই পদ্মপলাশলোচনা কে? মার্কণ্ডেয় উত্তর করিলেন—আমি পুরাকালে স্বয়ং মনুর নিকট এই অবলার উদ্ভববৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। আমি তাঁহার মুখে যেরূপ শুনিয়াছি, আজ তোমার নিকট তাহাই বর্ণন করিতেছি। হে যুধিষ্ঠির! পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার নিশাবসানে প্রভাতকালে তিনি যখন জন্তুগণের সৃজন আরম্ভ করেন, তখন মনুকে প্রণাম করিয়া আমি এই প্রশ্ন করি। আমি জিজ্ঞাসা করি—হে ভগবন্! এই যে শ্যামবদনা চন্দ্রনিভাননা পদ্মপলাশলোচনা অবলা "আমি রুদ্রজা" বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদানপূর্ব্বক উরগ রাক্ষস প্রভৃতি জন্তুবিহীন ঘোর একার্ণবে একাকিনী বিচরণ করিতেছেন, এই অমৃতোদ্ভবা অবলা কে? ইনি কি সাবিত্রী, বেদমাতা, সরস্বতী, সরিদ্বরা মন্দাকিনী, লক্ষ্মী, উমা, কালরাত্রি, অথবা সাক্ষাৎ সুখোচিতা প্রকৃতি? এই সকল আমার নিকট বলুন। মনু উত্তর করিলেন,—হে বৎস! এই রুদ্রসমুদ্ভূতা বরবর্ণিনী অবলার উদ্ভব বিবরণ যথাযথ বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। পুরাকালে শান্ততনু শিব নিখিল লোকের হিত কামনায় উমার সহিত বিপুল তপস্যা করিয়াছিলেন।

১—১৪। সর্ব্বভূতাত্মক বশী শঙ্কর ঋক্ষশৈলে আরোহণপূর্ব্বক প্রাণিগণের অদৃশ্য হইয়া উমার সহিত সুদারুণ তপশ্চরণ করেন; তিনি দুশ্চর তপশ্চরণ করিতে থাকিলে সেই শঙ্করের শরীর হইতে স্বেদ বিগলিত হইয়া ঋক্ষ শৈল প্লাবিত করিল; অনন্তর সেই রুদ্রদেহোদ্গত স্বেদ হইতে মহাপুণ্যা সরিদ্বরা এক নদী সমুদ্ভূতা হয়। তুমি ইঁহাকেই একার্ণবে পদ্মপত্রায়তনেত্রা অবলারূপিণী দর্শন করিয়াছ। অনন্তর সেই নদী অবলারূপিণী হইয়া সত্যযুগে অযুত বৎসর রুদ্রের আরাধনা করেন। অবলার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া শঙ্কর মহাদেব উমা সমভিব্যাহারে তথায় আগমন করিলেন এবং বলিলেন,—হে মহাভাগে! তোমার মনোগত অভীষ্ট ব্যক্ত কর। অবলারূপিণী সরিদ্বরা উত্তর করিল,—হে প্রভো! প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে যখন স্থাবরজঙ্গম বিনষ্ট হইবে, আমি তখন যেন আমি অক্ষয়া হই; হে দেবেশ! প্রলয়কালে নিখিল সরিৎ, সাগর, ও পর্ব্বত ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে; আপনার অনুগ্রহে আমার যেন ক্ষয় না হয়, আর আমি যেন অতীব পুণ্যনদী বলিয়া গণ্য হই। হে প্রভো! যে সকল পাতক, উপপাতক ও মহাপাতকযুক্ত নর ভক্তিযুক্ত হইয়া আমার সলিলে অবগাহন করিবে, তাহারাও যেন নিখিল কলুষ হইতে মুক্ত হয়। হে শঙ্কর! স্বর্গ হইতে গঙ্গা অবতরণ করিয়া ক্ষিতি-

খ্যাতা স্থিতো বিভো। তথা দক্ষিণগঙ্গেতি ভবেয়ং ত্রিদশেশ্বর॥ ২৪॥ পৃথিব্যাং সর্ব্বতীর্থেষু স্নাত্বা যল্লভতে ফলম্। তৎফলং লভতে মর্ত্ত্যো ভক্ত্যা স্নাত্বা মহেশ্বর॥ ২৫॥ ব্রহ্মহত্যাদিকং পাপং যদাস্তে সঞ্চিতং কচিৎ। মাসমাত্রেণ তদ্দেব ক্ষয়ং যাত্ববগাহনাৎ॥ ২৬॥ যৎফলং সর্ব্ববেদেষু সর্ব্বযজ্ঞেষু শঙ্কর। অবগাহেন তৎসর্ব্বং ভবত্বিতি মতির্ম্মম॥ ২৭॥ সর্ব্বদানোপবাসেষু সর্ব্বতীর্থাবগাহনে। তৎফলং মম তোয়েন জায়তামিতি শঙ্করঃ॥ ২৮॥ মম তীরে নরা যে তু অর্চ্চয়ন্তি মহেশ্বরম্। তে গতাস্তব লোকং স্যুরেতদেব ভবেচ্ছিব॥ ২৯॥ মম কূলে মহেশান উময়া সহ দৈবতৈঃ। বস নিত্যং জগন্নাথ এষ এব বরো মম॥ ৩০॥ সুকর্ম্মা বা বিকর্ম্মা বা শান্তো দান্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ। মৃতো জন্তুর্ম্মম জলে গচ্ছতাদমরাবতীম্॥ ৩১॥ ত্রিষু লোকেষু বিখ্যাতা মহাপাতকনাশিনী। ভবামি দেবদেবেশ প্রসন্নো যদি মন্যসে॥ ৩২॥ এতাং-শ্চান্যান্ বরান্ দিব্যান্ প্রার্থিতো নৃপসত্তম। নর্ম্ম-দায়ৈ ততঃ প্রাহঃ প্রসন্নো বৃষবাহনঃ॥ ৩৩॥ শ্রীমহেশ উবাচ। এবং ভবতু কল্যাণি যত্ত্বয়োক্তমনিন্দিতে। নান্যা বারাহা লোকেষু মুক্তা ত্বাং কমলেক্ষণে॥ ৩৪॥ যদৈব মম দেহাত্বং সমুদ্ভূতা বরাননে। তদৈব সর্ব্বপাপানাং মোচিনী ত্বং ন সংশয়ঃ॥ ৩৫॥ কল্প-ক্ষয়করে কালে কালে ঘোরে বিশেষতঃ। উত্তরং কূলমাশ্রিত্য নিবসন্তি চ যে নরাঃ॥ ৩৬॥ অপি কীটপতঙ্গাশ্চ বৃক্ষগুল্মলতাদয়ঃ। আদেহপতনাদ্দেবি তেঽপি যাস্যন্তি সদ্গতিম্॥ ৩৭॥ দক্ষিণং কূলমাশ্রিত্য যে দ্বিজা ধর্ম্মবৎসলাঃ। মৃত্যোর্নির্বিষয়ন্তি তে গতাঃ পিতৃমন্দিরে॥ ৩৮॥ অহং হি তব বাক্যেন কস্মিংশ্চিৎকারণান্তরে। ত্বত্তীরে নিবসিষ্যামি সদৈব হ্যময়া সমম্॥ ৩৯॥ এবং দেবি মহাদেবি এবমেব ন সংশয়ঃ। ব্রহ্মেন্দ্র-চন্দ্রবরুণৈঃ সাধ্যৈশ্চ সহ বিষ্ণুনা॥ ৪০॥ উত্তরে

তন্নের উত্তরভাগে যেরূপ বিখ্যাতি লাভ করিয়াছেন, আমিও যেন তদ্রূপ দক্ষিণদেশে মহাপাতকনাশিনী জাহ্নবী বলিয়া বিখ্যাতা হই। সুরগণ সতত যেন আমার পূজা করেন। হে ত্রিদশেশ্বর! ত্রিলোক-বাসী আমাকে যেন দক্ষিণ-গঙ্গা বলিয়া বিদিত হয়। পৃথিবীমধ্যে মানব নিখিল তীর্থে অবগাহন করিয়া যে ফললাভ করে, হে মহেশ্বর! আমার সলিলে স্নান করিলেও যেন তাহার তুল্য ফললাভ করিতে পারে। হে দেব! যাহার ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ সঞ্চিত থাকে, সেও মাসমাত্র আমার সলিলে অবগাহন করিয়া পাপবিমুক্ত হউক। হে শঙ্কর! নিখিল বেদাধ্যয়ন ও সকল যজ্ঞানুষ্ঠানে যে ফল, আমাতে অবগাহন করিয়াও মানব সেই ফললাভ করুক। হে শঙ্কর! অখিল দান, উপবাস ও তীর্থাবগাহনে যে ফল, আমার জলে স্নান করিয়াও সকলে সেই ফল প্রাপ্ত হউক। হে শিব! আমার তীরে যাহারা মহেশ্বরের অর্চ্চনা করিবে, তাহারা আপনার লোকে গমন করুক। হে মহেশান! নিখিলদেব ও উমার সহিত আপনি আমার তীরে সতত বাস করুন; হে জগন্নাথ! ইহাই আমার অভীষ্ট বর জানি-বেন। হে দেবদেবেশ! যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, আর আমাকে বরদানের যোগ্য বলিয়া মনে করেন, তবে আমি যেন মহাপাতক-নাশিনী বলিয়া ত্রিলোকবিখ্যাত হই এবং সুকর্ম্মা, বিকর্ম্মা, শান্ত, দান্ত, জিতেন্দ্রিয়—যে কোন প্রাণী আমার তীরে প্রাণত্যাগ করুক না কেন, সকলেই যেন অমরপুরে গমন করে। হে নৃপসত্তম! অন-ন্তর সরিদ্বরা নর্ম্মদা এইরূপ ও অন্যরূপ বহু দিব্য-বর প্রার্থনা করিলে বৃষবাহন প্রসন্ন হইয়া উত্তর করিলেন। মহাদেব বলিলেন,—হে কল্যাণি! তুমি যেরূপ প্রার্থনা করিলে তাহাই হউক; হে অনিন্দিতে! ত্রিলোকে তোমা ব্যতিরেকে আমার বর যোগ্যা অন্য আর কেহই নাই; হে বরাননে! তুমি আমার দেহ হইতে সমুদ্ভূতা হইয়াছ, অতএব তুমি নিখিল কলুষের মোচনকর্ত্রী, সংশয় নাই। হে দেবি! ভীষণ কল্পক্ষয়কালে যাহারা তোমার উত্তরকূলে বাস করিবে, মনুষ্যের ত কথাই নাই, তোমার উত্তরতীরবাসী কীট, পতঙ্গ, তরু, গুল্ম ও লতাদিও দেহপতন হইলে সদ্গতি প্রাপ্ত হইবে। যে সকল ধর্ম্মবৎসল দ্বিজ মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তোমার দক্ষিণতীরে অবস্থান করিবে, দেহাবসানে তাহারা পিতৃপুরগমনে সমর্থ হইবে। হে দেবি! আমিও তোমার প্রার্থনানুসারে উমার সহিত শরীরান্তর পরিগ্রহ করিয়া তোমার তীরে সতত বাস করিব। হে মহাদেবি! আমার বাক্য নিশ্চিতই সত্য বলিয়া জানিও; এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। হে সুন্দরি! আমার আদেশে ব্রহ্মা, ইন্দ্র, চন্দ্র,

দেবি তে কূলে বসিষ্যন্তি মমাজ্ঞয়া। দক্ষিণে পিতৃভিঃ সার্দ্ধং তথান্যে সুরসুন্দরি ॥ ৪১ ॥ বসিষ্যন্তি ময়া সার্দ্ধমেষ তে বর উত্তমঃ। গচ্ছগচ্ছ মহাভাগে মর্ত্ত্যান্ পাপাদ্বিমোচয় ॥ ৪২ ॥ সহিতা ঋষিসঙ্ঘৈশ্চ তথা সিদ্ধসুরাসুরৈঃ। এবমুক্ত্বা মহাদেব উময়া সহিতো বিভুঃ ॥ ৪৩ ॥ বন্দ্যমানোহথ মনুনা ময়া চাদর্শনং গতঃ। তেন চৈষা মহাপুণ্যা মহাপাতকনাশিনী ॥ ৪৪ ॥ কথিতা পৃচ্ছ্যতে যা তে মা তে ভবতু বিস্ময়ঃ। এষা গঙ্গা মহাপুণ্যা ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতা ॥ ৪৫ ॥ দশভিঃ পঞ্চভিঃ স্রোতৈঃ প্লাবয়ন্তী দিশো দশ। শোণো মহানদশ্চৈব নর্ম্মদা সুরসা কৃতা ॥ ৪৬ ॥ মন্দাকিনী দশার্ণা চ চিত্রকূটা তথৈব চ। তমসা বিদিশা চৈব করভা যমুনা তথা ॥ ৪৭ ॥ চিত্রোৎপলা বিপাশা চ রঞ্জনা বালুবাহিনী। ঋক্ষপাদপ্রসূতাস্তাঃ সর্ব্বা বৈ রুদ্রসম্ভবাঃ ॥ ৪৮ ॥ সর্ব্বপাপহরাঃ পুণ্যাঃ সর্ব্বমঙ্গলদাঃ শিবাঃ। ইত্যেতৈর্নামভির্দিব্যৈ স্তূয়তে বেদপারগৈঃ ॥ ৪৯ ॥ পুরাণজ্ঞৈর্মহাভাগৈরাজ্যপৈঃ সোমপৈস্তথা। ইত্যেতৎ সর্ব্বমাখ্যাতং মহাভাগ্যং নরোত্তম ॥ ৫০ ॥ মনুনোক্তং পুরা মহ্যমমৃতায়াঃ সমুদ্ভবম্। পুণ্যং পবিত্রমতুলং রুদ্রোদ্গীতমিদং শুভম্ ॥ ৫১ ॥ যে নরাঃ কীর্ত্তয়িষ্যন্তি ভক্ত্যা শৃণ্বন্তি যেঽপি চ। প্রাতরুত্থায় নামানি দশ পঞ্চ চ ভারত ॥ ৫২ ॥ তে নরাঃ সকলং পুণ্যং লভিষ্যন্ত্যবগাহজম্। বিমানেনার্কবর্ণেন ঘণ্টাশতনিনাদিনা ॥ ৫৩ ॥ ত্যক্ত্বা মানুষ্যকং ভাবং যাস্যন্তি পরমাং গতিম্ ॥ ৫৪ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে নর্ম্মদাপঞ্চদশনামবর্ণনং নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

যুধিষ্ঠির উবাচ। আশ্চর্য্যমেতদখিলং কথিতং ভো দ্বিজোত্তম। বিস্ময়ং পরমাপন্না ঋষিসঙ্ঘা ময়া সহ ॥ ১ ॥ অহো ভগবতী পুণ্যা নর্ম্মদেয়মযোনিজা। রুদ্রদেহাদ্বিনিষ্ক্রান্তা মহাপাপক্ষয়ঙ্করী ॥ ২ ॥ সপ্তকল্প-

বরুণ, বিষ্ণু ও সাধ্যগণ তোমার উত্তরতীরে বাস করিবেন এবং দক্ষিণকূলে পিতৃগণ ও অন্যান্য সুরনিকর সহ সতত আমি অবস্থান করিব। হে মহাভাগে! তোমাকে এই অনুত্তম বর প্রদান করিলাম। এক্ষণে গমন কর এবং ঋষিসঙ্ঘ ও সিদ্ধ, সুর, ও অসুরগণ সহ মিলিত হইয়া মর্ত্ত্যগণের মুক্তিদাত্রী হও। বিভু মহেশ্বর এইরূপ বলিয়া মনু ও মৎকর্ত্তৃক উমার সহিত বন্দ্যমান হইয়া নয়নপথের অদৃশ্য হইলেন। হে রাজন্! তুমি যে প্রশ্ন করিয়াছিলে এই তাহার উত্তর করিলাম; এইরূপে সেই নর্ম্মদা মহাপুণ্যা ও মহাপাতকনাশিনী হইয়াছেন। হে ভূপ! এ বিষয়ে তুমি বিস্মিতমনা হইও না। এই মহাপুণ্যা গঙ্গাদেবী এইরূপে প্রাদুর্ভূতা হইয়া ত্রিলোকে বিখ্যাতি লাভ করিয়াছেন। ইহার যে পঞ্চদশটী প্রবাহ দশদিক্ পরিপ্লাবিত করিতেছে, তাহাদের নাম;—শোণ, মহানদ, নর্ম্মদা, সুরসা, কৃতা, মন্দাকিনী, দশার্ণা, চিত্রকূটা, তমসা বিদিশা, করভা, যমুনা, চিত্রোৎপলা, বিপাশা, বালুবাহিনী ও রঞ্জনা। এই প্রবাহনিবহ ঋক্ষপাদ হইতে প্রসূত হইয়াছে এবং সকলেই রুদ্রসম্ভূত। সকল প্রবাহই সর্ব্বপাপহর, পুণ্য, নিখিলমঙ্গলদ ও শুভাবহ। মহাভাগ পুরাণজ্ঞ আজ্যপ ও সোমপ বেদপারগ দ্বিজগণ এই সকল দিব্য নাম দ্বারাই উহার স্তব করিয়া থাকেন। হে নরোত্তম! এই মহাভাগ্যদ সকল বৃত্তান্তই তোমার নিকট বর্ণন করিলাম; পূর্ব্বকালে মনু আমার নিকট অমৃতার উদ্ভববৃত্তান্ত এইরূপই বলিয়াছেন। ইহা রুদ্রগীত সাতিশয় পুণ্য; পবিত্র ও শুভাবহ, ইহার তুলনা নাই। হে ভারত! যে সকল লোক প্রভাতে শয্যাত্যাগ করিয়া এই পঞ্চদশ নাম ভক্তিপূর্ব্বক কীর্ত্তন ও শ্রবণ করেন, তাঁহারা নর্ম্মদায় অবগাহনজনিত সকল পুণ্য লাভ করিয়া থাকেন এবং দেহাবসানে ঘণ্টাশতনিনাদী অরুণবর্ণ বিমানে আরোহণ করিয়া মানুষশরীর পরিত্যাগপূর্ব্বক উত্তম গতিলাভ করেন। ১৫—৫৪।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪

পঞ্চম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন,—হে দ্বিজোত্তম! আপনি অতি আশ্চর্য্যজনক কথাই কহিয়াছেন! আপনার বাক্য শুনিয়া ঋষিসঙ্ঘ বিস্মিত হইয়াছেন এবং আমারও পরম বিস্ময় উদ্ভূত হইয়াছে। অহো! অযোনিজা ভগবতী নর্ম্মদা কি পুণ্যা, ইনি রুদ্রদেহ

ক্ষয়ে প্রাপ্তে ত্বয়েয়ং সহ সুব্রত। ন মৃতা চ মহাভাগা কিমতঃ পুণ্যমুত্তমম্॥ ৩॥ কে তে কল্পাঃ সমুদ্দিষ্টাঃ সপ্ত কল্পক্ষয়ঙ্করাঃ। ন মৃতা চেদিয়ং দেবী ত্বং চৈব ঋষিপুঙ্গব॥ ৪॥ অপক্ষিগণসঙ্ঘাতে জগত্যেকার্ণবীকৃতে। কীদৃগ্রূপঃ সমভবন্মহাদেবো যুগক্ষয়ে॥ ৫॥ কথং সংহরতে বিশ্বং কথং চাস্তে মহার্ণবে। কথং চ সৃজতে বিশ্বং কথং ধারয়তে প্রজাঃ॥ ৬॥ কীদৃগ্রূপা ভবেদ্দেবী সরিদেকার্ণবীকৃতে। কিমর্থং নর্ম্মদা প্রোক্তা রেবেতি চ কথং স্মৃতা॥ ৭॥ অঞ্জনেতি কিমর্থং বা কিমর্থং সুরসেতি চ। মন্দাকিনী কিমর্থং চ শোণশ্চেতি কথং ভবেৎ॥ ৮॥ ত্রিকূটেতি কিমর্থং বা কিমর্থং বালুবাহিনী। কোটিকোট্যো হি তীর্থানাং প্রবিষ্টা যা মহার্ণবম্॥ ৯॥ কিয়ত্যঃ সরিতাং কোট্যো নর্ম্মদাং সমুপাসতে। যজ্ঞোপবীতৈশ্চ বিভির্দেবতাভিস্তথৈব চ॥ ১০॥ বিভক্তেয়ং কিমর্থং চ শ্রূয়তে মুনিসত্তম। বৈষ্ণবীতি পুরাণজ্ঞৈঃ কিমর্থমিহ চোচ্যতে॥ ১১॥ কেষু স্থানেষু তীর্থেষু পূজনীয়া সরিদ্বরা। তীর্থানি চ পৃথক্ ব্রূহি যত্র সন্নিহিতো হরঃ॥ যৎপ্রমাণা চ সা দেবী যা রুদ্রেণ বিনির্ম্মিতা। কীদৃশানি চ কর্ম্মাণি রুদ্রেণ কথিতানি তে॥ ১২॥ কথং ম্লেচ্ছসমাকীর্ণো দেশোহয়ং দ্বিজসত্তম। এতদাচক্ষ্ব মাং ব্রহ্মন্ মার্কণ্ডেয় মহামতে॥ ১৪॥ শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। শৃণ্বন্তু ঋষয়ঃ সর্ব্বে ত্বং চ তাত যুধিষ্ঠির। পুরাণং নর্ম্মদায়াস্তু কথিতং চ ত্রিশূলিনা॥ ১৫॥ বায়োঃ সকাশাচ্চ ময়া তেনাপি চ মহেশ্বরাৎ।৺ অশক্যত্বান্মনুষ্যাণাং সংক্ষিপ্তমৃষিভিঃ পুরা॥ ১৬॥ মায়ূরং প্রথমং তাত কৌর্ম্মঞ্চ তদনন্তরম্। পৌরং তথা কৌশিকং চ মাৎস্যং দ্বিরদমেব চ॥ ১৭॥ বারাহং যন্ময়া দৃষ্টং বৈষ্ণবং চাষ্টমং পরম্। ন্যগ্রোধাখ্যমতশ্চাসীদাকাঙ্ক্ষং পুনরুত্তমম্॥ ১৮॥ পদ্মং চ তামসং চৈব সংবর্ত্তোদ্বর্ত্তমেব চ। মহাপ্রলয়মিত্যাহুঃ পুরাণে বেদচিন্তকাঃ॥ ১৯॥ এতৎসংক্ষেপতঃ সর্ব্বং সংক্ষিপ্তং

হইতে উদ্ভূত হইয়া মহাপাপক্ষয়করী হইয়াছেন; হে সুব্রত! সপ্তকল্পাবসানেও আপনি ইঁহাকে দেখিয়াছেন, এই মহাভাগা তখনও মরেন নাই; অতএব ইহা হইতে উত্তম পুণ্য আর কি হইতে পারে? হে ঋষিপুঙ্গব! এক্ষণে বলুন, সেই যুগক্ষয়কর সপ্তকল্প কি! যুগক্ষয়ে জগৎ একার্ণবীকৃত হইলে বিহগাদি কোন প্রাণীই বিদ্যমান থাকে না, এই ভয়ঙ্কর কালে আপনি ও সেই রুদ্রদেহোদ্ভবা নর্ম্মদা দেবী কিরূপে জীবিত রহিলেন? আর মহাদেবই বা তখন কিরূপ বিগ্রহ ধারণ করিলেন? তিনি কিরূপে বিশ্ব সংহার করেন আর কিরূপেই বা সেই মহাদেব মহার্ণবে অবস্থিত থাকেন? তিনি কিরূপে বিশ্ব সৃজন করেন? কি করিয়াই বা প্রজাগণের ধারণ করেন? জগৎ একার্ণবীকৃত হইলে সেই মহাদেবী সরিদ্বরা কিরূপ রূপ ধারণ করেন? কেন লোকে তাঁহাকে নর্ম্মদা বলে, আবার সেই নর্ম্মদা কেনই বা রেবা নামে বিখ্যাতা হন? কি জন্য তাঁহার অঞ্জনা, সুরসা, মন্দাকিনী, শোণ, ত্রিকূটা এবং বালুবাহিনী প্রভৃতি নাম কথিত হয়? হে ঋষিসত্তম! কল্পক্ষয়কালে কোটি কোটি তীর্থমহার্ণবে প্রবেশ করে। তন্মধ্যে কত কোটি নদী নর্ম্মদার উপাসনা করে? যজ্ঞোপবীতধারী ঋষিগণ ও সুরনিকর কিরূপে সেই নর্ম্মদাকে বিভক্ত করিয়া লইয়াছেন? পুরাণজ্ঞ বৈষ্ণবগণ কেন ইঁহাকে বৈষ্ণবী আখ্যায় অভিহিত করেন? এই সরিদ্বরা নর্ম্মদা, কোন্ কোন্ তীর্থস্থানে পূজনীয়া হন? হে মহামতে! ঐ কোটি তীর্থ মধ্যে যে যে তীর্থে শঙ্কর বিরাজ করেন, এই সকল পৃথক্ পৃথক্ করিয়া আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। হে দ্বিজসত্তম! যিনি রুদ্রদেহ হইতে আবির্ভূত হইয়াছেন, সেই নর্ম্মদার প্রমাণ কি? রুদ্র তথায় কি কি কার্য্যের উল্লেখ করেন? হে ব্রহ্মন্! নর্ম্মদার সন্নিহিত দেশ ম্লেচ্ছগণাকীর্ণ হইল কেন? ১—১৪। হে মার্কণ্ডেয়! এই সকল আমার নিকট বর্ণন করুন। মুনি মার্কণ্ডেয় উত্তর করিলেন,—হে তাত! তুমি ঋষিগণ সহ শ্রবণ কর। হে যুধিষ্ঠির! পুরাকালে শূলপাণি নর্ম্মদার পৌরাণিক উপখ্যান বায়ুর নিকট বর্ণন করেন, আমি বায়ুর মুখে শ্রবণ করি; তারপর অপরাপর মহর্ষিগণ আমার নিকট এই উপাখ্যাননিচয় শ্রবণ করেন এবং এই উপখ্যান সাধারণ মনুষ্যের ধরণাতীত বলিয়া তাঁহারাই ইহাকে সংক্ষিপ্তরূপে প্রণয়ন করেন। হে তাত! বেদচিন্তক মহর্ষিগণ পুরাণে মহাপ্রলয়ের বিষয় এইরূপ বলেন,—প্রথম—মায়ুর, তদনন্তর কৌর্ম্ম, পুর, কৌশিক, মাৎস্য, দ্বিরদ ও বারাহ; আমি এই বারাহ পর্য্যন্ত সপ্তকল্পকাল দর্শন করিয়াছি। তারপর অষ্টম বৈষ্ণব, তদনন্তর ন্যগ্রোধ, উত্তম সাকাঙ্ক্ষ, পাদ্ম, তামস, সংবর্ত্ত, উদ্বর্ত্ত; এই সকল মহাপ্রলয়

ভৈর্মহাত্মভিঃ। বিভক্তং চ চতুর্ভাগৈর্ব্র্যাদ্যৈশ্চ মহর্ষিভিঃ ॥ ২০ ॥ তদহং সম্প্রবক্ষ্যামি পুরাণার্থবিশারদ। সপ্তকল্পা মহাঘোরা যৈরিয়ং ন মৃতা সরিৎ ॥ ২১ ॥ আজঙ্গমং তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম্। নষ্টচন্দ্রার্ককিরণমাসীদ্ভূতবিবর্জ্জিতম্ ॥ ২২ ॥ তমসোহন্তে মহানাম্না পুরুষঃ স জগদ্‌গুরুঃ। চচার তস্মিন্নেকাকী ব্যক্তাব্যক্তঃ সনাতনঃ ॥ ২৩ ॥ স চোঙ্কারময়োহতীতো গায়ত্রীমসৃজদ্বিজঃ। স তয়া সার্দ্ধমীশানশ্চিক্রীড় পুরুষো বিরাট্ ॥ ২৪ ॥ স্বদেহাদসৃজদ্বিশ্বং পঞ্চভূতাত্মসংজ্ঞিতম্! ক্রীড়ন্ সমসৃজদ্বিশ্বং পঞ্চভূতাত্মসংজ্ঞিতম্ ॥ ২৫ ॥ ক্রীড়ন্ সৃজদ্বিরাট্সংজ্ঞঃ স বীজং চ হিরণ্ময়ম্। তচ্চাণ্ডমভবদ্দিব্যং দ্বাদশাদিত্যসন্নিভম্ ॥ ২৬ ॥ তস্মিন্ পুরুষো জজ্ঞে চতুর্বক্ত্রঃ পিতামহঃ। সোহসৃজদ্বিশ্বমেবং তু সদেবাসুরমানুষম্ ॥ ২৭ ॥ সতির্য্যক্‌পশুপক্ষীকং স্বেদাণ্ডজজরায়ুজম্। এতদণ্ডং পুরাণেষু প্রথমং পরিকীর্ত্তিতম্ ॥ ২৮ ॥ পূর্ব্বকল্পে নৃপশ্রেষ্ঠ ক্রীড়ত্যা পরমেষ্ঠিনা। উময়া সহ রুদ্রস্য ক্রীড়তশ্চার্ণবীকৃতঃ ॥ ২৯ ॥ হর্ষাজ্জজ্ঞে শুভা কন্যা উমায়াঃ স্বেদসম্ভবা। সর্ব্বস্তোরঃস্থলাজ্জজ্ঞে উমা কুচবিমর্দ্দনাৎ ॥ ৩০ ॥ স্বেদাদ্বিজজ্ঞে মহতী কন্যা রাজীবলোচনা। দ্বিতীয়ঃ সম্ভবো যস্যা রুদ্রদেহাদ্‌যুধিষ্ঠির ॥ ৩১ ॥ সা পরিভ্রমতে লোকান্ সদেবাসুরমানবান্। ত্রৈলোক্যোন্মাদজননী রূপেণাপ্রতিমা তদা ॥ ৩২ ॥ তাং দৃষ্ট্বা দেবদৈত্যেন্দ্রা মোহিতা লভতে কথম্। মৃগয়ন্তি স্ম তাং কন্যামিতশ্চেতশ্চ ভারত ॥ ৩৩ ॥ হাবভাববিলাসৈশ্চ মোহয়ত্যখিলং জগৎ। ভ্রমতে দিব্যরূপা সা বিদ্যুৎসৌদামিনী যথা ॥ ৩৪ ॥ মেঘমধ্যে স্থিতা ভাভিঃ সর্ব্বযোষিদনুত্তমা। ততো রুদ্রং সুরাঃ সর্ব্বে দৈত্যাশ্চ সহ দানবৈঃ ॥ ৩৫ ॥ বরয়ন্তি স্ম তাং কন্যাং কামেনাকুলিতা ভৃশম্। ততোহব্রবীন্মহাদেবো দেবদানব-

মহর্ষিগণ কহিয়া গিয়াছেন। ব্রহ্মাদি দেবগণ মহাত্মা মহর্ষিরা ঐ সকল সংক্ষিপ্ত করিয়া চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। হে পুরাণার্থবিশারদ! আমি এক্ষণে তোমার নিকট তাহাই কীর্ত্তন করিতেছি। আমি যে সপ্তকল্পকাল দর্শন করিয়াছি, ইহা অতি ভয়ঙ্কর; এই সপ্তকল্পের ক্ষয়কালেও সরিদ্বরা নর্ম্মদা বিদ্যমান ছিলেন, তিনি মরেন নাই। কল্পক্ষয়কালে আজঙ্গম চরাচর সমস্তই তমোময় হইয়া যায়, তখন কোন লক্ষণই লক্ষিত হয় না এবং কোন বস্তুই জানিবার উপায় থাকে না। তখন চন্দ্র ও সূর্য্যকিরণ বিনষ্ট হয় ও কোন প্রাণীই বিদ্যমান থাকে না; একমাত্র তমঃপারে ব্যক্তাব্যক্তরূপী সনাতন জগদগুরু একাকী বিচরণ করেন। সেই পরমপুরুষের নাম মহান্ ইনি ওঙ্কারময় ও লোকাতীত। এই বিরাট্ পুরুষ ঈশান গায়ত্রীকে সৃজন করিয়া তাঁহার সহিত ক্রীড়া করেন। ইনিই গায়ত্রীর সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে স্বীয় দেহ হইতে পঞ্চভূতাত্মক বিশ্বের সৃজন করিয়া থাকেন। এ বিরাট পুরুষ ক্রীড়া করিতে করিতে হিরণ্ময় বীজ সৃজন করেন। সেই বীজই দ্বাদশাদিত্যপ্রভাযুক্ত এক দিব্যডিম্বে পরিণত হয়। অনন্তর সেই ডিম্ব ভেদ করিয়া চতুরানন পিতামহ ব্রহ্মা উদ্ভূত হন এব তিনিই দেব, অসুর, মানুষ, পশু পক্ষী প্রভৃতি তির্য্যক্ জাতি, স্বেদজ, অণ্ডজ ও জরায়ুজ প্রভৃতির সহিত এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃজন করেন। পুরাণশাস্ত্রে এই অণ্ডই সৃষ্টির প্রথম উপাদানরূপে বর্ণিত হইয়াছে।১৫—২৮। হে নৃপোত্তম! পূর্ব্বকল্পে পরমেষ্ঠী ঈশান উমার সহিত যখন ক্রীড়া করেন, রুদ্রের সেই ক্রীড়াকালেই জগৎ একার্ণবীকৃত হয়, তখন উমার হর্ষ উপস্থিত হইলে তাঁহার শরীর হইতে স্বেদ নির্গত হয় এবং সেই স্বেদ হইতে শুভাবহ এক কন্যা জন্মে। শঙ্কর হৃষ্ট হইয়া উমার কুচদ্বয় বিমর্দ্দিত করিয়াছিলেন, তাহাতে শঙ্করের বক্ষঃস্থল হইতে স্বেদজল প্রবাহিত হয়। এই স্বেদ জল হইতেও এক রাজীবলোচনা মনোহারিণী কন্যা জন্মগ্রহণ করেন; হে যুধিষ্ঠির! এই যে দ্বিতীয় কন্যাজন্মের কথা বলা হইল, এই কন্যা রুদ্রদেহসম্ভূতা; ইঁহার রূপের তুলনা হয় না, ইনি ত্রিলোক উন্মাদিত করিয়া দেবমানুষসমন্বিত ত্রিভুবনে বিচরণ করেন। হে ভারত! দেব ও দানবগণ ইঁহাকে দেখিয়া মোহিত হয় এবং কিরূপে ইঁহাকে লাভ করিবে, ইতস্ততঃ তাহারই উপায় অন্বেষণ করিতে থাকে। রমণীরত্ন এই দিব্যরূপা কন্যা হাবভাব ও বিলাস দ্বারা অখিল জগৎকে মোহিত করিয়া স্বীয় আভাদ্বারা মেঘমধ্যস্থিত সৌদামিনীর ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর নিখিল

যোর্দ্বয়োঃ ॥ ৩৬ ॥ বলেন তেজসা চৈব হ্যধিকো যো ভবিষ্যতি। স ইমাং প্রাপ্স্যতে কন্যাং নান্যথা বৈ সুরোত্তমাঃ ॥ ৩৭ ॥ ততো দেবাসুরাঃ সর্ব্বে কন্যাং বৈ সমুপাগমন। অহমেনাং গ্রহীষ্যামি অহমেনামিতি ব্রুবন্ ॥ ৩৮ ॥ পশ্যতামেব সর্ব্বেষাং সা কন্যান্তরধীয়ত। পুনস্তাং দদৃশুঃ সর্ব্বে যোজনান্তরধিষ্ঠিতাম্ ॥ ৩৯ ॥ জগ্মুস্তে ত্বরিতাঃ সর্ব্বে যত্র সা সমদৃশ্যত। ত্রিভিশ্চতুর্ভিশ্চ তথা যোজনৈর্দশভিঃ পুনঃ ॥ ৪০ ॥ ধিষ্ঠিতাং সমপশ্যংস্তে সর্ব্বে মাতঙ্গগামিনীম্। যোজনানাং শতৈর্ভূয়ঃ সহস্রৈশ্চাপ্যধিষ্ঠিতাম্ ॥৪১॥ তথা শতসহস্রেণ লঘুত্বাৎ সমদৃশ্যত। অগ্রতঃ পৃষ্ঠতশ্চৈব দিশাসু বিদিশাসু চ ৪২ ॥ তাং পশ্যন্তি বরারোহামেকধা বহুধা পুনঃ। দিব্যবর্ষসহস্রং তু ভ্রামিতাস্তে তয়া পুরা ॥ ৪৩ ॥ ন চাবাপ্তা তু সা কন্যা মহাদেবাঙ্গসম্ভবা। সহোময়া ততো দেবো জহাসোচ্চৈঃ পুনঃপুনঃ ॥ ৪৪ ॥ গণাস্তালকসম্পাতৈর্নৃত্যন্তি চ মুদান্বিতাঃ। অকস্মাদৃশ্যতে কন্যা শঙ্করস্য সমীপগা ॥ ৪৫ ॥ তাং দৃষ্ট্বা বিস্ময়াপন্না দেবা যান্তি পরাঙ্মুখাঃ। তস্যাশ্চক্রে ততো নাম স্বয়মেব পিনাকধৃক্ ॥ ৪৬ ॥ নর্ম্ম চৈভ্যো দদে যস্মাত্ত্বৎকৃতৈশ্চেষ্টিতৈঃ পৃথক্। ভবিষ্যসি বরারোহে সরিচ্ছ্রেষ্ঠা তু নর্ম্মদা ॥ ৪৭ ॥ স্বরূপমাস্থিতো দেবঃ প্রাপ হাস্যং যতো ভুবি। নর্ম্মদা তেন চোক্তেয়ং সুশীতলজলা শিবা ॥ ৪৮ ॥ সপ্তকল্পক্ষয়ে জাতে যদুক্তং শম্ভুনা পুরা। ন মৃতা তেন রাজেন্দ্র নর্ম্মদা খ্যাতিমাগতা ॥ ৪৯ ॥ ততস্তামদদাৎ কন্যাং শীলবতীং সুশোভনাম্। মহার্ণবায় দেবেশঃ সর্ব্বভূতপতিঃ প্রভুঃ ॥ ৫০ ॥ ততঃ সা ঋক্ষশৈলেন্দ্রাৎ ফেনপুঞ্জাট্টহাসিনী। বিবেশ নর্ম্মদা দেবী সমুদ্রং সরিতাং পতিম্ ॥ ৫১ ॥ এবং ব্রাহ্মে পুরা কল্পে

দেব, দানব ও দৈত্য অত্যন্ত কামাকুলিত হইয়া কামরিপু হরের নিকট সেই কন্যাকে প্রার্থনা করিলেন। মহাদেব তাহাদের প্রতি আদেশ করিলেন,—হে সুরসত্তমগণ! তোমাদিগের মধ্যে যে অধিক বলসম্পন্ন, এই কন্যা তাহারই প্রাপ্য, ইহার অন্যথা হইবে না। শিব এইরূপ বলিলে দেব-দানবগণ কন্যাসমীপে গমন করিল এবং সকলেই বলিতে লাগিল—"আমি ইঁহাকে গ্রহণ করিব, আমি ইঁহাকে গ্রহণ করিব।" দেবদানবগণের এইরূপ জল্পনা কল্পনা চলিতে থাকিলে দর্শকগণের সমক্ষে সেই কন্যা তথা হইতে অন্তর্দ্ধান করিলেন। দেব-দানবগণ দেখিল,—সেই কন্যা একযোজন ব্যবধানে গমন করিয়া অবস্থান করিতেছেন। অনন্তর তাহারাও সত্বর পুনরায় কন্যাসন্নিধানে উপনীত হইল, মাতঙ্গগামিনী-কন্যাও ক্রমে তিন, চারি ও শতযোজন ব্যবধানে গমন করিলেন। দেব-দানবগণ পুনরায় তাঁহার পশ্চাৎ ধাবন করিল, কন্যাও এবারে ক্ষিপ্র গতি অবলম্বনপূর্ব্বক শত সহস্র যোজন দূরে গিয়া দেখা দিলেন। অনন্তর সুরাসুরগণ সেই বরারোহা কন্যার অগ্র-পশ্চাৎ দিগ-বিদিক্ যে দিকেই দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, সর্ব্বত্রই দেখিলেন,—ইনি এক হইয়াও বহুরূপ ধারণ করিয়াছেন। তাঁহারা দিব্য সহস্র বৎসর কন্যার অনুসরণপূর্ব্বক ভ্রমণ করিলেন, কিন্তু কেহই সেই অনঙ্গরিপুর অঙ্গসম্ভবা কন্যাকে প্রাপ্ত হইলেন না। এই ব্যাপার দর্শন করিয়া শিব উমার সহিত উচ্চহাস্য করিলেন, প্রমথগণ হৃষ্ট হইয়া তাললয় সহকারে নৃত্য করিতে লাগিল। অনন্তর সেই কন্যা সহসা শিবের সমীপে উপনীত হইলেন। ২৯—৪৫। দেবগণ তাঁহাকে দর্শন করিয়া বিস্মিত ও পরাঙ্মুখ হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন স্বয়ং পিনাকপাণি শঙ্কর কন্যাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—হে বরারোহে! তুমি তোমার স্বীয় চেষ্টিত দ্বারা সুরাসুরগণকে লজ্জিত করিয়াছ; সুরাসুরগণের প্রতি এই "নর্ম্ম" দানহেতু তোমার নাম হইল, সরিদ্বরা "নর্ম্মদা; আর অবিকৃত মহাদেবও যে কন্যা দর্শনে কৌতুক বশত উচ্চ হাস্য করিয়াছিলেন, এ জন্যও তিনি শীতলজলা "নর্ম্মদা" নামে ক্ষিতিতলে বিখ্যাতি লাভ করেন। হে রাজেন্দ্র! শিব যে পুরাকালে বলিয়াছিলেন—সপ্তকল্পক্ষয় কালেও নর্ম্মদা মরিবে না, তাঁহার এই আদেশবশে নর্ম্মদা মরে নাই, সে ভূতলে খ্যাতিলাভ করিয়া বিদ্যমান রহিয়াছে। অনন্তর সর্ব্বভূতপতি দেবদেব ঈশান সেই শীলবতী সুশোভনা কন্যা নর্ম্মদাকে মহাসমুদ্রের করে অর্পণ করিলে তিনি ঋক্ষ শৈল হইতে প্রবাহিত হইয়া সরিৎপতি সাগরের সহিত মিলিত হইলে, তখন তাঁহার ফেনরাশি সন্দর্শনে মনে হইতে লাগিল, তিনি যেন অট্টহাস্য করিতেছেন। হে রাজন্! দেবী নর্ম্মদা ব্রাহ্মকল্পে ঈশ্বর ঈশানের

সমুদ্ভূতেয়মীশ্বরাৎ। মাৎস্যে কল্পে ময়া দৃষ্টা সমাখ্যাতা ময়া শৃণু ॥ ৫২ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে নর্ম্মদামাহাত্ম্যে নর্ম্মদানামনিরুক্তিবর্ণনং নাম পঞ্চমো-
হধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ। পুনর্যুগান্তে সম্প্রাপ্তে তৃতীয়ে নৃপসত্তম। দ্বাদশার্কবপুর্ভূত্বা ভগবান্নীললোহিতঃ ১ ॥ সপ্তদ্বীপসমুদ্রান্তাং সশৈলবনকাননাম্। নির্দ্দগ্ধ্বা মহীং কৃৎস্নাং কালো ভূত্বা মহেশ্বরঃ ॥ ২ ॥ ততো মহাঘনো ভূত্বা প্লাবয়ামাস বারিণা। কৃষ্ণং শুক্লকৃষ্ণবপুষেনাং বিদ্যুচ্চেন্দ্রায়ুধাঙ্কিতাম্ ॥ ৩ ॥ প্লাবয়িত্বা জগৎ সর্ব্বং তস্মিন্নেকার্ণবীকৃতে। সুষ্বাপ বিমলে তোয়ে জগৎসংক্ষিপ্য মায়য়া ॥ ৪ ॥ ততোঽহং ভ্রমমাণস্তু তমোভূতে মহার্ণবে। দিব্যং বর্ষসহস্রন্তু বায়ুভূতে মহেশ্বরে ॥ ৫ ॥ ওঙ্কৃত্বা দেবদেবেশং যেনেদং গহনীকৃতম্। ধ্যায়মানস্ততো দেবং রাজেন্দ্র বিমলে জলে ॥ ৬ ॥ তস্মিন্মহার্ণবে ঘোরে নষ্টে স্থাবরজঙ্গমে। ময়ূরং স্বর্ণপত্রাঢ্যমপশ্যং সহসা জলে। বিচিত্রচন্দ্রকোপেতং নীলকণ্ঠং সুলোচনম্ ॥ ৭ ॥ ততো ময়ূরঃ স মহার্ণবাম্ভে বিক্ষোভয়িত্বা হি মহারবেণ। চচার দেবস্ত্রিশিখী শিখণ্ডী ত্রৈলোক্যগোপ্তা স মহানুভাবঃ ॥ ৮ ॥ শিবশ্চ রৌদ্রেণ ময়ূররূপিণা বিক্ষোভ্যমাণে সলিলেঽপি তস্মিন্। সহ ভ্রমন্তীঞ্চ মহার্ণবাম্ভে সারিন্মহৌঘাং সুমহান্ দদর্শ ॥ ৯ ॥ স তাং মহাদেবময়ূররূপো দৃষ্ট্বা ভ্রমন্তীং সহসোর্ম্মিজালৈঃ। কা ত্বং শুভে শাশ্বতদেহভূতা ক্ষয়ং ন যাতাসি মহাক্ষয়ান্তে ॥ ১০ ॥ দেবাসুরগণে নষ্টে সরিৎসরমহার্ণবে। কা ত্বং ভ্রমসি পদ্মাক্ষি ক গতাসি চ ন ক্ষয়ম্ ॥ ১১ ॥ নর্ম্মদোবাচ। তব প্রসাদাদ্দেবেশ মৃত্যুর্ম্মম ন বিদ্যতে। সৃজ দেব

শরীর হইতে এইরূপে সমুদ্ভূত হইয়াছিলেন; অতঃপর আমি মাৎস্যকল্পে যেরূপ দেখিয়াছি, এক্ষণে তাহাই বলিতেছি; শ্রবণ কর। ৪৬—৫২।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠ অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে নৃপসত্তম! পুনরায় যুগাবসানে তৃতীয়কল্পকাল উপস্থিত হয়, মহেশ্বর কালরূপী ভগবান্ নীললোহিত, দ্বাদশ আদিত্যের ন্যায় শরীর ধারণপূর্ব্বক শৈল ও কাননসহ সাগরান্তা সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরাকে নিঃশেষরূপে দগ্ধ ও পুনর্ব্বার ভীষণ কৃষ্ণবর্ণ মেঘরূপ ধারণ করিয়া জল দ্বারা জগৎ প্লাবিত করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে জগৎ দগ্ধ হইয়া কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়াছিল, এক্ষণে সেই কৃষ্ণবর্ণ মহীর উপর জলধারা পতিত হওয়ায় ও চকিত সোদামিনীর ছায়াপাতে অনুমিত হইতে লাগিল যেন, মহী ইন্দ্রায়ুধ দ্বারা অঙ্কিত হইয়াছে। কালরূপী নীললোহিত সমগ্র জগৎ প্লাবিত করিয়া একার্ণবীকৃত করিলেন এবং স্বীয় মায়া বিস্তারপূর্ব্বক জগৎকে সংক্ষিপ্ত করিয়া বিমল জলে শয়ান হইলেন। অনন্তর আমি তমোময় মহাসমুদ্রে ভ্রমণ করিতে লাগিলাম, এইরূপে আমার দিব্য সহস্র বৎসর অতিবাহিত হইল। হে রাজেন্দ্র! তদনন্তর দেবদেব মহেশ্বর বায়ুবিগ্রহ ধারণ করিলে, মহাসাগর আরও দুর্গম হইয়া উঠিল; আমি তৎকালে বিমলজলে ভাসমান হইয়া ওঙ্কার উচ্চারণপূর্ব্বক তাঁহাকে ধ্যান করিতে লাগিলাম। সেই ঘোর একার্ণবকালে স্থাবর জঙ্গম সমস্তই বিনষ্ট হইয়াছিল, আমি তখন সেই জলমধ্যে সহসা একটী ময়ূর দেখিতে পাইলাম। সেই ময়ূরের পক্ষনিচয় কাঞ্চনবর্ণাঢ্য, বিচিত্র ও চন্দ্রযুক্ত; তাহার কণ্ঠ নীলাভ এবং নয়নদ্বয় মনোরম। সেই ময়ূর অন্য কেহ নহেন, তিনি ত্রিলোকপালক মহানুভব বহ্নিনয়ন ত্রিনয়ন শিখণ্ডী শঙ্কর। অনন্তর হররূপী ময়ূর বিকটরবে মহার্ণব বিক্ষুব্ধ করিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে সেই মহার্ণব মধ্যে বেগবতী এক সরিৎ ভ্রমণ করিতে লাগিল। মহাসাগর তৎকালে উর্ম্মিমালায় আকুল ছিল, ময়ূররূপী হর সহসা সেই ভ্রমমাণা নদীকে দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে শুভে! মহাক্ষয় কালেও দেখিতেছি তোমার ক্ষয় হয় নাই; তুমি নিত্যদেহা হইয়া বিচরণ করিতেছ, তুমি কে? হে পদ্মপলাশলোচনে! এই মহার্ণবে সুর, অসুর, সরিৎ, সরোবর সকলই বিনষ্ট হইয়াছে, কিন্তু তোমার ক্ষয় হয় নাই; তুমি ভ্রমণ করিতেছ, তুমি কে? ১—১১। নর্ম্মদা বলিলেন,—

পুনর্বিশ্বং শর্বরী ক্ষয়মাগতা ॥ ১২ ॥ এবমুক্তো মহাদেবো ব্যধূনোৎ পক্ষপঞ্জরম্। তাবৎপঞ্জরমধ্যাত্তে তস্য পক্ষাদ্বিনিঃসৃতাঃ ॥১৩॥ তাবন্তো দেবদৈত্যেন্দ্রাঃ পক্ষাভ্যাং তস্য জজ্ঞিরে। তেষাং মধ্যে পুনঃ সা তু নর্ম্মদা ভ্রমতে সরিৎ ॥ ১৪ ॥ ততশ্চান্যো মহাশৈলো দৃশ্যতে ভরতর্ষভ। ত্রিভিঃ কূটৈঃ সুবিস্তীর্ণৈঃ শৃঙ্গবানিব গোবৃষঃ ॥ ১৫ ॥ ত্রিকূটস্ত ইতি খ্যাতঃ সর্ব্বরত্নৈর্বিভূষিতঃ। ততস্তস্মাত্রিকূটাচ্চ প্লাবয়ন্তী মহীং যযৌ ॥ ১৬ ॥ ত্রিকূটী তেন বিখ্যাতা পিতৃণাং ত্রায়ণী পরা। দ্বিতীয়াচ্চ ততো গঙ্গা বিস্তীর্ণা ধরণীতলে ॥ ১৭ ॥ তৃতীয়ং চ ততঃ শৃঙ্গং সপ্তধা খণ্ডশো গতম্। জম্বুদ্বীপে তু সঞ্জাতাঃ সপ্ত তে কুলপর্ব্বতাঃ ॥ ১৮ ॥ চন্দ্রনক্ষত্রসহিতা গ্রহগ্রাম-নদীনদাঃ। অণ্ডজং স্বেদজং জাতমুদ্ভিজ্জং চ জরায়ুজম্ ॥ ১৯ ॥ এবং জগদিদং সর্ব্বং ময়ূরাদ-ভবৎ পুরা। সমস্তং নরশার্দ্দূল মহাদেব-সমুদ্ভবম্ ॥ ২০ ॥ ততো নদীঃ সমুদ্রাংশ্চ সংবিভজ্য পৃথক্ পৃথক্। নর্ম্মদামাহ দেবেশো গচ্ছ ত্বং দক্ষিণাং দিশম্ ॥ ২১ ॥ এবং সা দক্ষিণা গঙ্গা মহাপাতক-নাশিনী। উত্তরে জাহ্নবী দেশে পুণ্যা ত্বং দক্ষিণে শুভা ॥ ২২ ॥ যথা গঙ্গা মহাপুণ্যা মম মস্তকসম্ভবা। তদ্বিশিষ্টা মহাভাগে ত্বং চৈবেতি ন সংশয়ঃ ॥ ২৩ ॥ ত্বয়া সহ ভবিষ্যামি একেনাংশেন সুব্রতে। মহা-পাতকযুক্তানামৌষধং ত্বং ভবিষ্যসি ॥ ২৪ ॥ এব-মুক্তা তু দেবেন মহাপাতকনাশিনী। দক্ষিণং দিগ্বিভাগং তু সা জগামাশুবিক্রমা ॥ ২৫ ঋক্ষশৈলেন্দ্রমাসাদ্য চন্দ্রমৌলেরনুগ্রহাৎ। বার্য্যৌঘৈঃ প্রথিতা যস্মান্মহাদেবপ্রণোদিতা ॥ ২৬ ॥ মহতা চাপি বেগেন যস্মাদেষা সমুচ্ছ্রিতা। মহতী তেন সা প্রোক্তা মহাদেবান্মহীপতে ॥ ২৭ ॥ তপতস্তস্য দেবস্য শূলাগ্রাদ্বিন্দবোঽপতন্। তেনৈষা শোণসংজ্ঞা তু দশ সপ্ত চ তাঃ স্মৃতাঃ ॥ ২৮ ॥ সর্ব্বেষাং নর্ম্মদা পুণ্যা রুদ্রদেহাদ্বিনিঃসৃতা। সর্ব্বাভ্যশ্চ সরিদ্ভ্যশ্চ

হে দেবেশ! আপনার প্রসাদে আমার মৃত্যু হয় নাই; হে দেব! শর্ব্বরীর অবসান হইয়াছে, আপনি পুনরায় বিশ্ব সৃজন করুন। অনন্তর ময়ূররূপী শঙ্কর নর্ম্মদা কর্ত্তৃক এইরূপে প্রার্থিত হইয়া যেমন পক্ষপংক্তি উৎক্ষিপ্ত করিলেন অমনি তাঁহার পক্ষপঞ্জর মধ্য হইতে জীবনিবহ বহির্গত হইতে লাগিল। তাঁহার পক্ষদ্বয় হইতে দেব ও দৈত্যেন্দ্রগণ জন্মগ্রহণ করিলে; সরিদ্বরা নর্ম্মদা সেই দেবদানবগণ মধ্যে পুনঃপুনঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। হে ভরতর্ষভ! অনন্তর এক মহাশৈল পরিদৃশ্যমান হইল, এই মহাশৈল সুবিস্তীর্ণ শৃঙ্গত্রয় দ্বারা শৃঙ্গবান্ মহাকায় গো-বৃষভের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। এই মহাশৈল বিবিধরত্ন দ্বারা বিভূষিত এবং কূটত্রয় অর্থাৎ শৃঙ্গত্রয়যুক্ত বলিয়াই ত্রিকূট নামে বিখ্যাত। নর্ম্মদা এই ত্রিকূট শৈলের এক শৃঙ্গ হইতে বহির্গত হইয়া মহীতলকে প্লাবিত করত গমন করিয়াছেন, এ জন্য পিতৃত্রাণপরায়ণা নর্ম্মদা ত্রিকূটী নামেও বিখ্যাতা। ত্রিকূট শৈলের দ্বিতীয় শৃঙ্গ হইতে গঙ্গাদেবী প্রবাহিত হইয়া ধরণীমণ্ডলে বিস্তীর্ণা হইয়াছেন এবং ইহার তৃতীয় শৃঙ্গ খণ্ডশঃ সপ্তধা বিভক্ত হইয়া জম্বুদ্বীপের সপ্ত কুলাচলরূপে পরিণত হইয়াছে। হে নরশার্দ্দূল! এই রূপে পুরাকালে চন্দ্র ও নক্ষত্রসহিত গ্রহগ্রাম, নদ, নদী, অণ্ডজ, স্বেদজ, জরায়ুজ ও উদ্ভিজ্জ এমন কি এই সমস্ত জগৎই ময়ূররূপী মহাদেবের শরীর হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে। অনন্তর দেবেশ শঙ্কর নদী ও সাগরসমূহকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বিভাগ করিয়া নর্ম্মদাকে কহিলেন,—"তুমি দক্ষিণ দিকে গমন কর।" তদবধি মহাপাতকনাশিনী নর্ম্মদা দাক্ষিণগঙ্গা বলিয়া বিখ্যাতা হইয়াছেন। মহাদেব নর্ম্মদাকে আরও বলিয়াছিলেন,—"হে মহাভাগে! উত্তর দেশে যেমন জাহ্নবী পুণ্যময়ী, তুমিও দক্ষিণদিকে তাদৃশী শুভাবহা ও পুণ্যা হইবে; আমার মস্তকাস্থিত জাহ্নবীও যেরূপ মহাপুণ্যশালিনী, তুমিও তদ্রূপ অতিপূতা হইবে, সংশয় নাই। হে সুব্রতে! আমি তোমার সহিত একাংশে বিদ্যমান থাকিব; তুমি মহাপাতকযুক্ত মানবদিগের মহৌষধিস্বরূপ হইবে।" মহাপাতক-নাশিনী নর্ম্মদা মহাদেব কর্ত্তৃক এইরূপে আদিষ্ট হইয়া সত্বরগতিতে দক্ষিণদিগ্‌ভাগে গমন করিলেন এবং ভগবান্ চন্দ্রমৌলির অনুগ্রহে ঋক্ষশৈলেন্দ্রে উপনীত হইলেন। হে মহীপতে! মহাদেব কর্ত্তৃক প্রণোদিতা নর্ম্মদা সম্যক্ স্ফীত হইয়া মহাবেগ-প্রবাহে গমন করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার একটী নাম হয়—মহতী; আর দেবদেব মহাদেব যখন তপস্যা করেন, তখন তাঁহার শূলাগ্র হইতে সপ্ত-দশ বিন্দু পতিত হয়, এই বিন্দুই নর্ম্মদায় পরিণত হয় বলিয়া ইহার নাম শোণ হইয়াছিল। ১২—২৮। এই রুদ্রদেহাবিনিঃসৃতা নর্ম্মদা মহাত্মা মহাদেবের

বরদানাম্মহাত্মনঃ ॥ ২৯ ॥ শঙ্করানুগ্রহাদ্দেবী মহা-
পাতকনাশিনী। যস্মান্মহার্ণবে ঘোরে দৃশ্যতে
মহতী চ সা ॥ ৩০ ॥ সুব্যক্তাঙ্গী মহাকায়া
মহতী তেন সা স্মৃতা। তস্মাদ্দিক্ষোভ্যমাণা হি।
দিগ্গজৈরম্বুদোপমৈঃ ॥ ৩১ ॥ কলুষত্বং নয়ত্যেব
রসেন সুরসা তথা। কৃপাং করোতি সা
যস্মাল্লোকানামভয়প্রদা ॥ ৩২ ॥ সংসারার্ণবমগ্নানাং
তেন চৈষা কৃপা স্মৃতা। পুরা কৃতযুগে পুণ্যে
দিব্যমন্দারভূষিতা ॥ ৩৩ ॥ কল্পবৃক্ষসমাকীর্ণা
রোহীতকসমাকুলা। বহত্যেষা চ মন্দেন তেন
মন্দাকিনী স্মৃতা ॥ ৩৪ ॥ ভিত্বা মহার্ণবং ক্ষিপ্রং
যস্মাল্লোকমিহাগতা। পূজ্যা সুরৈশ্চ সিদ্ধৈশ্চ
তস্মাদেষা মহার্ণবা ॥ ৩৫ ॥ বিচিত্রোৎপলসঙ্ঘাতৈ-
ঋক্ষদ্বিপসমাকুলা ॥ ৩৬ ॥ ভিত্বা শৈলং চ বিপুলং
প্রয়াত্যেবং মহার্ণবম্। ভ্রাময়ন্তী দিশঃ সর্ব্বা রবেণ
মহতা পুরা ॥ ৩৭ ॥ প্লাবয়ন্তী বিরাজন্তী তেন
রেবা ইতি স্মৃতা। ভার্য্যাপুত্রসুহৃৎপাট্যান্নরাঞ্ছাপৈঃ
সমাবৃতান্ ॥ ৩৮ ॥ বিপাপান্ কুরুতে যস্মাদ্বিপাপা
তেন সা স্মৃতা। বিণ্মূত্রনিচয়াং ঘোরাং পাংশু-
শোণিতকর্দ্দমাম্ ॥ ৩৯ ॥ পাশৈর্ন্নিত্যং তু সম্বাধাং
যস্মান্মোচয়তে ভৃশম্। বিপাশেতি চ সা প্রোক্তা
সংসারার্ণবতারিণী ॥ ৪০ ॥ নর্ম্মদা বিমলাম্ভা চ
বিমলেন্দুশুভাননা। তমীভূতে মহাঘোরে যস্মাদেষা
মহাপ্রভা ॥ ৪১ ॥ বিমলা তেন সা প্রোক্তা
বিদ্বদ্ভির্নৃপসত্তম। করৈরিন্দুকরপ্রখ্যৈঃ সূর্য্যরশ্মি-
সমপ্রভা ॥ ৪২ ॥ ক্ষরন্তী মোদতে বিশ্বং করভা
তেন চোচ্যতে। যস্মাদ্রঞ্জয়তে লোকান্ দর্শনাদেব
ভারত ॥ ৪৩ ॥ রঞ্জনাদ্রঞ্জনা প্রোক্তা ধাত্বর্থে
রাজসত্তম। তৃণবীরুধগুল্মাদ্যাস্তির্য্যঞ্চঃ পক্ষিণস্তথা।
তানুদ্ধৃত্যানয়েৎ স্বর্গং তেনোক্তা বায়ুবাহিনী ॥ ৪৪ ॥
এবং যো বেত্তি নামানি নির্গমং চ বিশেষতঃ।
স যাতি পাপনির্ম্মুক্তো রুদ্রলোকং ন সংশয়ঃ ॥ ৪৫ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে সহেতুকরেবানামমাহাত্ম্যবর্ণনে
ময়ূরকল্পসমুদ্ভবো নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

বরদানপ্রভাবে সকল নদনদী হইতে শ্রেষ্ঠা ও পাবনী এবং শঙ্করের অনুগ্রহেই দেবী নর্ম্মদা মহাপাতকনাশিনী হইয়াছেন। ইঁহার মহতী, নামনিরুক্তের আরও একটী কারণ বিদ্যমান, তাহা এই,—নর্ম্মদা ঘোর মহার্ণবে অত্যন্ত বৃহৎ শরীরে পরিদৃশ্যমানা হইয়াছিলেন; তখন জলদ-সদৃশ দিগ্গজগণ কর্ত্তৃক বিক্ষোভ্যমাণা মহাকায়া নর্ম্মদার অঙ্গ সকল সুব্যক্ত হয়, এজন্য এই নর্ম্মদা মহতী নামে আখ্যাতা হইয়া থাকেন। নর্ম্মদা স্বীয় রস অর্থাৎ নীর দ্বারা মানবের কলুষরাশি অপহরণ করেন, এজন্য ইঁহার নাম সুরসা এবং ত্রিলোকের অভয়দাত্রী নর্ম্মদা সংসারসাগরমগ্ন জীবগণের প্রতি কৃপা করেন বলিয়া ইঁহার নাম কৃপা। পুরাকালে পূত সত্যযুগে দিব্য মন্দার-ভূষিতা, কল্পতরুসমাকীর্ণা ও রোহিতকসমাকুলা হইয়া নর্ম্মদা মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইয়াছিলেন, এজন্য ইঁহার নাম মন্দাকিনী; মহার্ণব ভেদ করিয়া নর্ম্মদা ত্রিলোকে আগতা এবং সুর ও সিদ্ধগণ কর্ত্তৃক পূজিতা হইয়া মহার্ণবা নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। এই নর্ম্মদা ঋক্ষদ্বিপ পরিব্যাপ্ত, বিচিত্র উৎপলমালায় সমাকুল; বিপুল শৈলকে ভেদ করিয়া মহার্ণবে পতিত হইয়াছেন; নর্ম্মদা পূর্ব্বে যৎকালে শৈল ভেদ করিয়া মহার্ণবে পতিত হন, তখন মহারবে দিগ্দিগন্ত বিভ্রান্ত ও প্লাবিত করিয়া প্রবাহিত হন, এই জন্য ইঁহার নাম হইয়াছিল,—রেবা। বহু ভার্য্যা-পুত্র দ্বারা সুদুঃখিত ও অভিশাপ-সমাকুল লোক সকলকে নর্ম্মদা বিপাপ করেন বলিয়া ইঁহার নাম বিপাপা; সংসারসাগরতারিণী নর্ম্মদা ভীষণ মূত্র, পুরীষ, রজঃ, শোণিত ও পাশসমূহ দ্বারা সতত অতীব সম্বাধিত মানবের মোচন করেন, এজন্য ইঁহার নাম বিপাশা। হে নৃপসত্তম! নর্ম্মদার জল নির্ম্মল, ইঁহার বিমল মুখকমল শশধরের ন্যায় শোভমান, প্রলয়কালে বিশ্ব মহাভীষণ তমোময় হইলেও নর্ম্মদা মহাপ্রভা-ময়ী হইয়াছিলেন, এজন্য পণ্ডিতগণ ইঁহাকে বিমলা বলিয়া বর্ণন করেন। নর্ম্মদার কর কখন শশধর কিরণের ন্যায় আবার কখনও দিবাকর-রশ্মিসদৃশ; এবং নর্ম্মদা ক্ষরিত হইয়া পতিত হইলে বিশ্ব মুদিত হয়,এজন্য ইঁহাকে লোকে করভা বলে। হে ভারত! নর্ম্মদা দর্শনদানেই ত্রিলোক রঞ্জিত করে; হে রাজসত্তম! এই লোকরঞ্জন হেতুই রঞ্জধাতুর অর্থ সার্থক করিবার জন্য ইঁহাকে রঞ্জনা কহে। এই নর্ম্মদা তদীয় তীরজাত তৃণ, বীরুধ, গুল্ম, লতা এবং তির্য্যগ্যোনি পক্ষিগণকে উদ্ধার করিয়া স্বর্গে প্রেরণ করেন, এজন্য ইঁহাকে লোকে বায়ুবাহিনী বলিয়া কীর্ত্তন করে। যে মানব নর্ম্মদার পূর্ব্বোক্ত নাম

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। পুনরেকার্ণবে ঘোরে নষ্টে স্থাবরজঙ্গমে। সলিলেনাপ্লুতে লোকে নিরালোকে তমোদ্ভবে॥ ১॥ ব্রহ্মৈকো বিচরংস্তত্র তমীভূতে মহার্ণবে। দিব্যবর্ষসহস্রং তু খদ্যোত ইব রূপবান্॥ ২॥ শেতে যোজনসাহস্রমপ্রমেয়মনুত্তমম্। দ্বাদশাদিত্যসঙ্কাশং সহস্রচরণেক্ষণম্॥ ৩॥ প্রসুপ্তং চার্ণবে ঘোরে হ্যপশ্যৎ কূর্ম্মরূপিণম্। তং দৃষ্ট্বা বিস্ময়াপন্নো ব্রহ্মা বোধয়তে শনৈঃ॥ ৪॥ স্তুতিভির্ম্মঙ্গলৈশ্চৈব বেদবেদাঙ্গসম্ভবৈঃ। বাচস্পতে বিবুধ্যস্ব মহাভূত নমোঽস্তু তে॥ ৫॥ ত্বোদরে জগৎ সর্ব্বং তিষ্ঠতে পরমেশ্বর। তদ্বিমুঞ্চ মহাসত্ত্ব যৎপূর্ব্বং সংহৃতং ত্বয়া॥ ৬॥ ব্যতীতা রজনী ব্রাহ্মী দিনং সমনুবর্ত্ততে। নিরীক্ষ্য সর্ব্বলোকেশ যেন সম্ভবতে জগৎ॥ ৭॥ স নিশম্য বচস্তস্য উত্থিতঃ পরমেশ্বরঃ। সমুদ্গিরন্ সলোকাংস্ত্রীন্ গ্রস্তান্ কল্পক্ষয়ে তদা॥ ৮॥ দেবদানবগন্ধর্ব্বাঃ সযক্ষোরগরাক্ষসাঃ। সচন্দ্রার্কগ্রহাঃ সর্ব্বে শরীরাত্তস্য নির্গতাঃ ৯॥ ততো হ্যেকার্ণবং সর্ব্বং বিভজ্য পরমেশ্বরঃ বিস্তীর্ণোপলতোয়ৌঘাং সরিৎসরবিবর্দ্ধিতাম্॥ ১০ পশ্যতে মেদিনীং দেবঃ সবৃক্ষৌষধিপন্নগাম্ হিমবন্তং গিরিশ্রেষ্ঠং শ্বেতং পর্ব্বতমুত্তমম্॥ ১১ শৃঙ্গবন্তং মহাশৈলং যে চান্যে কুলপর্ব্বতাঃ। জম্বুদ্বীপং কুশং ক্রৌঞ্চং সগোমেদং সশাল্মলম্॥ ১২॥ পুষ্করান্তাশ্চ যে দ্বীপা যে চ সপ্ত মহার্ণবাঃ। লোকালোকং মহাশৈলং সর্ব্বং চ পুরতঃ স্থিতম্॥১৩॥ চতুঃপ্রকৃতিসংযুক্তং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্। যুগান্তে তু বিনিষ্ক্রান্তমপশ্যৎ স মহেশ্বরঃ॥ ১৪॥ বিপ্রকীর্ণশিলাজালামপশ্যৎ স বসুন্ধরাম্। কূর্ম্মপৃষ্ঠোপগাং দেবীং মহার্ণবগতাং প্রভুঃ॥ ১৫॥ তস্মিন্ বিশীর্ণশৈলাগ্রে সরিৎসরোববর্জ্জিতে। নানাতরঙ্গভিন্নোদ আবর্ত্তোদ্বর্ত্তসঙ্কুলে॥ ১৭॥ নানৌষধি-

নিচয় বিশেষতঃ নির্গমকাহিনী জানে, সে পাপবিমুক্ত হইয়া রুদ্রলোকে গমন করিয়া থাকে, সংশয় নাই। ২৯—৪৫।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—পুনরায় ঘোর একার্ণবকালে স্থাবর-জঙ্গম বিনষ্ট ও লোক সকল সলিলাপ্লুত হইলে সমস্ত অন্ধকারময় হয়; সেই নিরালোক তমোময় মহার্ণবে একমাত্র ব্রহ্মা খদ্যোত অর্থাৎ জোনাকী পোকার ন্যায় দিব্য সহস্র বৎসর বিচরণ করেন। তিনি সেই মহার্ণবে বিচরণ করিতে করিতে দেখিলেন—দ্বাদশাদিত্যকান্তি অপ্রমেয় অনুত্তম কূর্ম্মরূপী হরি সহস্রযোজন ব্যাপিয়া শয়ান রহিয়াছেন; সেই ভীষণ অর্ণবে শয়ান কূর্ম্মের সহস্র চরণ ও সহস্র নয়ন। ব্রহ্মা তাঁহাকে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং বেদাগমসম্মত স্তুতি মঙ্গলগীতিদ্বারা সত্বর তাঁহাকে প্রবোধিত করিলেন। ব্রহ্মা বলিলেন,—হে বাচস্পতে! জাগরিত হউন; হে মহাভূত! আপনাকে নমস্কার। হে পরমেশ্বর! আপনার উদরে সমস্ত জগৎ অবস্থিত, হে মহাসত্ত্ব! আপনি পূর্ব্বে যে জগৎ সংহরণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা মুক্ত করুন। হে নিখিললোকেশ! ব্রাহ্মী যামিনী অতীত হইয়াছে, এক্ষণে দিন চলিতেছে; আপনি দর্শন করুন এবং যাহাতে পুনরায় জগৎ উদ্ভূত হয়, তাহার উপায় করুন। পরমেশ কূর্ম্মরূপী হরি ব্রহ্মার বাক্য শ্রবণ করিয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক পূর্ব্বে কল্পক্ষয়কালে যে সকল লোক গ্রাস করিয়াছিলেন, ত্রিলোক সহ তৎসমস্ত উদ্গিরণ করিলেন। তাঁহার শরীর হইতে দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, উরগ, রাক্ষস এবং চন্দ্র ও সূর্য্যসহ গ্রহনিবহ নির্গত হইল। অনন্তর কূর্ম্মরূপী পরমেশ্বর সমস্ত একার্ণব বিভক্ত করিয়া কোন কোন অংশ বিস্তীর্ণ উপলমালাকারে ও কোন কোন অংশ বিপুলজলা সরিৎ সরোবররূপে পরিণত করিলেন। দৃষ্টিমাত্রে তাঁহার সম্মুখে মেদিনীবক্ষে নানাবিধ ওষধি বৃক্ষ, পন্নগ, গিরিশ্রেষ্ঠ হিমবান্, পর্ব্বতোত্তম শ্বেতগিরি, মহাশৈল শৃঙ্গবান্; সপ্তকুল পর্ব্বত; জম্বু, কুশ, ক্রৌঞ্চ, গোমেদ, শাল্মলি, প্লক্ষ ও পুষ্করান্ত সপ্তদ্বীপ; সপ্ত মহার্ণব এবং মহাশৈল লোকালোক এই সমস্ত উপস্থিত হইল। তিনি দেখিলেন,—যুগান্ত সময়ে চতুঃপ্রকৃতিসমন্বিত স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগৎ বিনিষ্ক্রান্ত হইয়াছে। ১—১৪। সেই প্রভু মহেশ্বর আরও দেখিলেন—মহার্ণবগতা কূর্ম্মপৃষ্ঠবর্ত্তিনী দেবী বসুন্ধরার সর্ব্বত্রই শিলাজাল বিকীর্ণ রহিয়াছে; সেই বিশীর্ণ শৈলমালার পুরোভাগ সরিৎসরোবরবিবর্জ্জিত; তরঙ্গনিচয়ে তোয়রাশি সম্ভিন্ন এবং আবর্ত্ত ও উদ্বর্ত্ত দ্বারা সমাকুল; আর সেই শিলা-

প্রজ্বলিতে নানোৎপলশিলাতলে। নানাবিহঙ্গ-সঙ্ঘুষ্টাং মৎস্যকূর্ম্মসমাকুলাম্ ॥ ১৭ ॥ দিব্যমায়াময়ীং দেবীমুৎকৃষ্টাম্বুদসন্নিভাম্। নদীমপশ্যদ্দেবেশো হ্যনৌপম্যজলাশয়াম্ ॥ ১৮ ॥ মধ্যে তস্যাম্বুদশ্যামাং পীনোরুজঘনস্তনীম্। বস্ত্রৈরনুপমৈর্দ্দিব্যৈর্নানাভরণভূষিতাম্ ॥ ১৯ ॥ সনূপুররবোদামাং হারকেয়ূরমণ্ডিতাম্। তাদৃশীং নর্ম্মদাং দেবীং স্বয়ং স্ত্রীরূপধারিণীম্ ॥ ২০ ॥ যোগমায়াময়ৈশ্চিত্রৈর্ভূষণৈঃ স্বৈর্বিভূষিতাম্। অব্যক্তাঙ্গীং মহাভাগামপশ্যৎ স তু নর্ম্মদাম্ ॥ ২১ ॥ অর্দ্ধোদ্যতভুজাং বালাং পদ্মপত্রায়তেক্ষণাম্। স্তুবন্তীং দেবদেবেশমুত্থিতাং তু জলাত্তদা ॥ ২২ ॥ বিস্ময়াবিষ্টহৃদয়ো হ্যহমুদ্বীক্ষ্য তাং শুভাম্। স্নাত্বা জলে শুভে তস্যাঃ স্তোতুমভ্যুদ্যতস্ততঃ ॥ ২৩ ॥ অর্চ্চয়ামাস সংহৃষ্টো মন্ত্রৈর্বেদাঙ্গসম্ভবৈঃ। দৃষ্টঞ্চ তৎপুরা রাজন্ পশ্যেয়ং সচরাচরম্ ॥ ২৪ ॥ সদেবাসুরগন্ধর্ব্বং সপন্নগমহোরগম্। পশ্যাম্যেষা মহাভাগা নৈব যাতা ক্ষয়ং পুরা ॥ ২৫ ॥ মহাদেবপ্রসাদাচ্চ তচ্ছরীরসমুদ্ভবা। ভূয়োভূয়ো ময়া দৃষ্টা কথিতা তে নৃপোত্তম ॥ ২৫ ॥ প্রাদুর্ভাবমিমং কৌর্ম্মং যেঽধীয়ন্তে দ্বিজোত্তমাঃ। যেঽপি শৃণ্বন্তি বিদ্বাংসো মুচ্যন্তে তেঽপি কিল্বিষৈঃ ॥ ২৭ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে কূর্ম্মকল্পসমুদ্ভবো নাম
সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ। নষ্টে লোকে পুনশ্চান্তে সলিলেন সমাবৃতে। মহার্ণবস্য মধ্যস্থো বাহুভ্যামতরং জলম্ ॥ ১ ॥ দিব্যে বর্ষশতে পূর্ণে শ্রান্তোঽহং নৃপসত্তম। ধ্যাতুং সমারভং দেবং মহার্ণবতারণম্ ॥ ২ ॥ ধ্যায়মানস্ততঃ কালে অপশ্যং পক্ষিণং পরম্। হারকুন্দেন্দুসঙ্কাশং বকং গোক্ষীরপাণ্ডুরম্ ॥ ৩। ততোঽহং বিস্ময়াবিষ্টস্তং বকং সমুদীক্ষ্য বৈ। অস্মিন্ মহার্ণবে ঘোরে কুতোঽয়ং পক্ষিসম্ভবঃ ॥ ৪ ॥ তরন্ বাহুভিরশ্রান্তস্তং বকং প্রত্যভাষিষি। পক্ষি-

তলে বিবিধ ওষধি প্রজ্বলিত হইতেছে। তখন দেবেশ মহেশের নয়নপথে দিব্যমায়াময়ী উত্তম মেঘসন্নিভ এক নদী পতিত হইল; এই জলাশয়ের উপমা হয় না, ইহার জলে বিহঙ্গমগণ সুমধুর রব করত বিচরণ করে এবং এই নদীর জল মৎস্যকূর্ম্মসমাকুল। তিনি নদীর মধ্যে স্ত্রীরূপধারিণী দেবী নর্ম্মদাকে দর্শন করিলেন; নর্ম্মদা মেঘবৎ শ্যামা, তাঁহার উরু, জঘন ও স্তনযুগল স্থূল; তিনি অনুপম দিব্য বস্ত্রালঙ্কারনিকর দ্বারা বিভূষিত, হারকেয়ূর মণ্ডিত; চরণের নূপুররবে প্রগল্ভা ও যোগমায়াময় স্বীয় বিচিত্র ভূষণে ভূষিতা-নর্ম্মদা প্রাদুর্ভূতা হইলে মহেশ্বর সেই অব্যক্তাঙ্গী মহাভাগাকে দর্শন করিলেন। বালা কমললোচনা নর্ম্মদা তখন জল হইতে উত্থিত হইয়াই ভুজলতা অর্দ্ধোদ্যত করত দেবদেবের স্তব করিতে লাগিলেন; সেই শুভাবহা নর্ম্মদার দর্শনে আমার হৃদয় বিস্ময়াবিষ্ট হইল, আমি মঙ্গলাবহা নর্ম্মদার জলে অবগাহন ও তাঁহার স্তব করিতে উদ্যত হইলাম এবং বেদাঙ্গসম্ভব মন্ত্রদ্বারা তাঁহাকে পূজা করিয়া পরম হৃষ্ট হইলাম। হে রাজন্! আমি ইহার পূর্ব্বেও দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, পন্নগ ও মহোরগ-সহ সচরাচরসৃষ্টি সন্দর্শন করিয়াছি, তারপর এই মহাভাগা নর্ম্মদাকেও দর্শন করিলাম; এই নর্ম্মদা মহাদেবের শরীর হইতে সমুদ্ভূতাও তাঁহারই প্রসাদে যুগাবসানেও ক্ষয় প্রাপ্ত হন না। হে নৃপসত্তম! আমি ইহাকে বারবারই দর্শন করিয়াছি, তাহাই তোমার নিকট কহিলাম। যে সকল বিদ্বান্ দ্বিজোত্তম এই কূর্ম্মপ্রাদুর্ভাব পাঠ এবং যাঁহারা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রবণ করেন, তাঁহারা পাপমুক্ত হন। ১৫—২৭।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত। ৭।

অষ্টম অধ্যায়

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে নৃপসত্তম! পুনরায় নিখিল লোক ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে সমস্ত জগৎ সলিলাপ্লুত হইল, আমি মহার্ণবমধ্যে পতিত হইয়া বাহুযুগল দ্বারা জলে সন্তরণ করিতে লাগিলাম। হে রাজন্! এইরূপে আমার দিব্য শত বৎসর অতিবাহিত হইল, আমি শ্রান্ত হইলাম। অনন্তর আমি মহার্ণবতারণ মহাদেবের ধ্যান করিতে লাগিলাম, ধ্যান করিতে করিতে এক পক্ষিবর বক আমার নয়নগোচর হইল। সেই বক হার, কুন্দ ও ইন্দুর ন্যায় কান্তিযুক্ত এবং গোক্ষীরের ন্যায় ধবল; আমি তাহাকে দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলাম এবং ভাবিলাম

রূপং সমাস্থায় কল্পমেকার্ণবীকৃতে ॥ ৫ ॥ ভ্রমসে দিব্যযোগাত্মন্ মোহয়ন্নিব মাং প্রভো। এতৎ কথয় মে সর্ব্বং যোঽসি সোঽসি নমোঽস্ত তে ॥ ৬ ॥ সোঽব্রবীন্মাং মহাদেবো ব্রহ্মাহং বিষ্ণুরেব চ। জগৎ সর্ব্বং ময়া বৎস সংহৃতং কিং ন বুধ্যসে ॥ ৭ ॥ তব মাতা পিতাহং বৈ বিশ্বস্য চ মহামুনে। কারুণ্যং মম সঞ্জাতং দৃষ্ট্বা মগ্নং মহার্ণবে ॥ ৮ ॥ পক্ষিরূপং সমাস্থায় অতোঽহমাগতঃ। কিমর্থমাতুরো ভূত্বা ভ্রমসীত্থং মহার্ণবে ॥ ৯ ॥ শীঘ্রং প্রবিশ মৎপক্ষৌ যেন বিশ্রমসে দ্বিজ। এবমুক্তস্ততস্তেন দেবেনাহং নরেশ্বর ॥ ১০ ॥ ততোঽহং তস্য পক্ষান্তে প্রলীনস্ত ভ্রমন্ জলে। কালে যুগসহস্রান্তে অশ্রান্তোঽর্ণবমধ্যগঃ ॥ ১১ ॥ ততঃ শৃণোমি সহসা দিক্ষু সর্ব্বাসু সুব্রত। কিঙ্কিণ্নূপুরসম্মিশ্রমদ্ভুতং শব্দমুত্তমম্ ॥ ১২ ॥ তদার্ণবজলং সর্ব্বং সঙ্ক্ষিপ্তং সহসাভবৎ। কিমেতদিতি সঞ্চিন্ত্য দিশঃ সমবলোকয়ম্ ॥ ১৩ ॥ দশ কন্যাস্ততো দিক্ষু আগতাশ্চ মহার্ণবে। বস্ত্রালঙ্কারসহিতা দিগ্ভ্যো নূপুরভূষিতাঃ ॥ ১৪ ॥ কাচিচ্চন্দ্রসমাভাসা কাচিদাদিত্যসপ্রভা। কাচিদঞ্জনপুঞ্জাভা কাচিদ্রক্তোৎপলপ্রভা ॥ ১৫ ॥ নানারূপধরা সৌম্যা নানাভরণভূষিতাঃ। অর্ঘ্যপাদ্যাদিভির্মাল্যৈর্বকমভ্যর্চ্চ্য সুব্রতাঃ ॥ ১৬ ॥ ততস্তং পর্ব্বতাকারং গুহ্যং পক্ষিণমব্যয়ম্। প্রবিবেশ মহাঘোরং পর্ব্বতো হ্যর্ণবং স্বরাট্ ॥ ১৭ ॥ যোজনানাং সহস্রাণি তাবন্ত্যেব শতানি চ। ত্রিংশদ্‌যোজনসাহস্রং যাবদ্ভূমণ্ডলং স্থিতি ॥ ১৮ ॥ ততো ভূমণ্ডলং দিব্যং পঞ্চরত্নসমাকুলম্। দিব্যস্ফটিকসোপানং কৃষ্ণস্তম্ভমনোরমম্ ॥ ১৯ ॥ যোজনানাং সহস্রং তু বিস্তারাদ্দ্বিগুণায়তম্। বাপীকূপসমাকীর্ণং প্রাসাদাট্টালকাবৃতম্ ॥ ২০ ॥ কল্পবৃক্ষসমাকীর্ণং ধ্বজযষ্টিবিভূষিতম্। তস্মিন্ পুরবরে রম্যে নানারত্নোপশোভিতম্ ॥ ২১ ॥ তথান্যচ্চ পুরং রম্যং

—এই ঘোর মহার্ণবে কোথা হইতে এই পক্ষী প্রাদুর্ভূত হইল! ঐ পক্ষীও বাহুদ্বয় দ্বারা সন্তরণ করিতে লাগিল, কিন্তু কদাচ শ্রান্ত হইল না। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—হে দিব্য যোগাত্মন্! পক্ষিরূপ ধারণপূর্ব্বক আমাকে মোহিত করিয়া কে আপনি এই একার্ণবে ভ্রমণ করিতেছেন? হে প্রভো! এই সমস্ত আমার নিকট বলুন, আপনি যে কেহই হউন, আপনাকে নমস্কার। সেই বিভু-বক আমার বাক্যে উত্তর করিলেন,—আমি ব্রহ্মা, আমি বিষ্ণু, হে বৎস! আমি যে সমস্ত জগৎ গ্রাস করিয়াছি, ইহা কি তুমি বুঝিতে পারিতেছ না? হে মহামুনে! আমি তোমার এবং জগতের পিতা মাতা; এক্ষণে তোমাকে জলমগ্ন দেখিয়া আমার দয়া উপস্থিত হইয়াছে; আর এই জন্যই আমি পক্ষিরূপ ধারণ করিয়া তোমার সমীপে উপনীত হইয়াছি। হে দ্বিজ! তুমি কেন আতুর হইয়া এই মহার্ণব মধ্যে ভ্রমণ করিতেছ? সত্বর আমার পক্ষদ্বয়মধ্যে প্রবেশ কর, এইরূপ করিলে তোমার শ্রান্তি দূর হইবে। হে নরেশ্বর! সেই বকরূপীমহাদেব কর্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া আমি তাঁহার জলমধ্যে ভ্রাম্যমাণ পক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলাম। হে সুব্রত! এইরূপে সহস্রযুগ অতীত হইল, সেই বক অশ্রান্ত হইয়া অর্ণবমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর আমি সহসা সকলদিকেই নূপুরধ্বনিসংযুক্ত এক অদ্ভুত অত্যুত্তম শব্দ শুনিতে পাইলাম; তখন সেই অর্ণবনীরও যেন সহসা সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিল। "এ কি হইল" বলিয়া আমি সম্যক্ চিন্তিত হইলাম এবং সকল দিকেই দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলাম। আমি দেখিলাম—সেই অর্ণবমধ্যে দশদিকে দশটী কন্যা সমাগতা হইয়াছেন; তাঁহারা বস্ত্রালঙ্কারভূষিতা, তাঁহাদের সকলেরই চরণে নূপুর শোভা পাইতেছে। এই সকল কন্যার মধ্যে কেহ শশধরসদৃশ শোভাসম্পন্না, কেহ ভাস্করপ্রভা, কেহ পুঞ্জ পুঞ্জ অঞ্জনের ন্যায় কৃষ্ণকান্তিযুক্তা এবং কেহ রক্তোৎপলের তুল্য লোহিতাভা; এইরূপ বিবিধরূপধারিণী কন্যাগণ সকলেই সৌম্যা ও সকলেই বিবিধ দিব্যভূষণে ভূষিতা। সুব্রতা কন্যাগণ সেই পর্ব্বতাকার গুহ্য অব্যক্তরূপী বকের অর্ঘ্য পাদ্য ও মাল্য দ্বারা অর্চ্চনা করিলেন। ১—১৬। অনন্তর স্বরাট্ বক পর্ব্বতরূপ ধারণপূর্ব্বক মহাঘোর অর্ণবমধ্যে লক্ষ-যোজন তলদেশে প্রবেশ করিলেন, আমিও তখন আর কিছুই দেখিলাম না, কেবল ত্রিংশৎ সহস্র যোজনব্যাপী ভূমণ্ডলই দর্শন করিলাম। সেই দিব্য ভূমণ্ডল পঞ্চরত্নসমাকুল, তাহার সোপানশ্রেণী দিব্য স্ফটিক-নির্ম্মিত ও স্তম্ভনিচয় সুবর্ণময় মনোহর। এই ভূমণ্ডল মধ্যে সহস্রযোজন বিস্তৃত ও দ্বিসহস্র যোজন আয়ত এক পুরী বিদ্যমান; এই দিব্যপুরী বাপী-কূপসমাকুল, প্রাসাদ ও অট্টালিকামালায় সমাবৃত, কল্পতরুসমাকীর্ণ ও ধ্বজ-যষ্টি-ভূষিত। এই রম্য পুরবর মধ্যে আবার নানারত্নে উপ-

পতাকোজ্জ্বলবেদিকম্। শতযোজনবিস্তীর্ণং তাব দ্বিগুণমায়তম্ ॥ ২২ ॥ পুরমধ্যে ততস্তস্মিন্নদী পরমশোভনা। মহতী পুণ্যসলিলা নানারত্নশিলা তথা ॥ ২৩ ॥ তস্যাস্তীরে ময়া দৃষ্টং তড়িৎ সূর্য্য-সমপ্রভম্। ইন্দ্রনীলমহানীলৈশ্চিতং রত্নৈঃ সমন্ততঃ ॥ ২৪ ॥ ক্বচিদ্বহ্নিসমাকারং ক্বচিদিন্দ্রায়ুধপ্রভম্। ক্বচিদ্ধূম্রং ক্বচিৎ পীতং ক্বচিদ্রক্তং ক্বচিৎ সিতম্ ॥ ২৫ ॥ নানাবর্ণৈঃ সমাযুক্তং লিঙ্গমদ্ভুতদর্শনম্। ব্রহ্ম-বিষ্ণিন্দ্রসাধ্যৈশ্চ সমন্তাৎ, পরিবারিতম্ ॥ ২৬ ॥ নন্দীশ্বরগণাধ্যক্ষৈশ্চেন্দ্রাদিত্যৈশ্চ তদ্বৃতম্। পশ্যামি লিঙ্গমীশানং মহালিঙ্গং তমেব চ ॥ ২৭ ॥ পরি-বার্য্য ততস্তং তু প্রসুপ্তান্ দেবদানবান্। নিমীলি-তাক্ষান্ পশ্যামি দিব্যাভরণভূষিতান্ ॥২৮॥ ততস্তাঃ পদ্মপত্রাক্ষ্যো নার্য্যঃ পরমসম্মতাঃ। নদ্যাস্তস্যা জলে স্নাত্বা দিব্যপুষ্পৈর্মনোরমৈঃ ॥ ২৯ ॥ দত্তার্ঘ-পাদ্যং বিধিবল্লিঙ্গস্য সহ পক্ষিণা। অর্চ্চয়ন্তীর্বরা-রোহা দশ তাঃ প্রমদোত্তমাঃ ॥ ৩০ ॥ ততস্ত্বভ্যর্চ্চ্য তল্লিঙ্গং তস্মিন্নেব পুরোত্তমে। সর্ব্বা অদর্শনং জগ্মুর্ব্বিদ্যুতোঽভ্রগণেষ্বিব ॥ ৩১ ॥ ন চাসৌ পক্ষিরাট্ তস্মিন্ স্ত্রিয়ো ন চ দেবতাঃ। তদে-বৈকং স্থিতং লিঙ্গমর্চ্চয়ন্ বিস্ময়ান্বিতঃ ॥৩২॥ ততো-হহং দুঃখমূঢাত্মা রুদ্রমায়েতি চিন্তয়ন্। ততঃ কন্যাঃ সমুত্তীর্য্য দিব্যাম্বরবিভূষণাঃ ॥ ৩৩ ॥ ভাসয়ন্ত্যো জগৎ সর্ব্বং বিদ্যুতোঽভ্রগণানিব। পদ্মৈর্হিরণ্ময়ৈ-র্দিব্যৈরর্চ্চয়িত্বা শুভাননাঃ। বিবিশুস্তজ্জলং ক্ষিপ্রং সমস্তাম্বরভূষণাঃ ॥ ৩৪ ॥ তস্মিন্ পুরবরে চান্যে তামেবাহং পুনঃপুনঃ ॥ ৩৫ ॥ পশ্যামি হ্যমরাং কন্যামর্চ্চয়ন্তীং মহেশ্বরম্। ততোঽহং তাং বরারোহামপৃচ্ছং কমলেক্ষণাম্ ॥ ৩৬ ॥ কা ত্বমস্মিন্ পুরে দেবি বসসে শিবমর্চ্চতী। তাশ্চা-গতাঃ স্ত্রিয়ঃ সর্ব্বাঃ ক্ব গতাস্তে গণেশ্বরাঃ ॥ ৩৭ ॥ নমোঽস্তু তে মহাভাগে ব্রূহি পুণ্যে মহেশ্বরি।

শোভিত অপর একটী পতাকা ও বেদিকোজ্জ্বল রম্য পুরী অবস্থিত; এই পুরী শত যোজন বিস্তৃত ও দ্বিশত যোজন আয়ত; সেই পুরীর মধ্যে পরম-শোভনা একটী নদী বিদ্যমানা,নদীর জল অতি পূত এবং নানা রত্ন ও শিলাজালে শোভিত; আমি এই নদীর তীরে বিদ্যুৎ ও দিবাকরপ্রভ এক অদ্ভুত লিঙ্গ দর্শন করিলাম; এই লিঙ্গের চতুর্দ্দিক্ ইন্দ্রনীল ও মহানীল রত্ননিচয়ে শোভিত; কোথাও অনলকান্তি, কোথাও ইন্দ্রধনুঃপ্রভ, কোথাও ধূম্র, কোথাও পীত, কোথাও রক্ত এবং কোথাও শ্বেত-বর্ণে সমাকীর্ণ; ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র ও সাধ্যগণ সমবেত হইয়া এই লিঙ্গের চতুর্দ্দিক্ বেষ্টনপূর্ব্বক বিদ্যমান রহিয়াছেন; নন্দীশ্বর,.গণাধ্যক্ষগণ, চন্দ্র ও আদি-ত্যও সেই লিঙ্গের চারিদিক্ আবৃত করিয়া বিরাজ করিতেছেন। আমি সেই মহালিঙ্গ ঈশানকে দর্শন করিলাম। দেবদানবগণ সেই লিঙ্গের চতু-র্দ্দিক্ পরিবৃত করিয়া শয়ান রহিয়াছেন, তাঁহারা সুপ্ত হইলেও আমি তাঁহাদিগকে নিমীলিতলোচন ও দিব্যাভরণভূষিত দর্শন করিলাম। অনন্তর সেই পদ্ম-পত্রনেত্রা পরমসম্মতা কন্যাগণ পুরীমধ্যস্থিত নদীর জলে স্নান করিয়া মনোরম দিব্য পুষ্প দ্বারা অর্ঘ্য নির্ম্মাণ করত পক্ষীর সহিত সেই লিঙ্গের যথাবিধি পূজা করিলেন। তদনন্তর প্রমদোত্তমা বরারোহা কন্যাগণ মহালিঙ্গের পূজা করিয়া মেঘমধ্যে বিদ্যুতের ন্যায় সেই উত্তম পুরীমধ্যেই অন্তর্হিত হইলেন। সে স্থানে পক্ষিরাজ বক, কন্যাগণ কিংবা দেবগণ কাহাকেও দেখিলাম না, একমাত্র লিঙ্গই তথায় বিদ্যমান রহিল; আমি বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া সেই লিঙ্গের পূজা করিলাম। অনন্তর আমার অন্তঃ-করণে এক দুঃখ উপস্থিত হইল, আমি সেই দুঃখে মোহাপন্ন হইলাম, আমি ভাবিলাম,—নিশ্চিতই ইহা রুদ্রমায়া হইবে। আবার সেই শুভাননা দিব্যভূষণা কন্যাগণ আমার নয়নপথে পতিত হইলেন, তাঁহারা দিব্য বস্ত্রাভরণে ভূষিত হইয়া সৌদামিনীশ্রেণী যেমন মেঘমালা উদ্ভাসিত করে, তদ্রূপ সমস্ত জগৎ উদ্দীপিত করত উত্থিত হইয়া দিব্য হিরণ্ময় কমলনিচয় দ্বারা সেই মহালিঙ্গের পূজা করিলেন এবং সত্বরগমনে জলমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। ১৭—৩৫। অনন্তর আমি সেই দ্বিতীয় পুরবর মধ্যে একটী অমরকন্যা দেখিতে পাইলাম, তিনি মহে-শের পূজা করিতেছেন; আমি বারংবার তাঁহাকে দর্শন করিতে লাগিলাম। তদনন্তর আমি সেই বরারোহা কমললোচনা কন্যাকে জিজ্ঞাসা করি-লাম,—হে দেবি! কে তুমি এই পুরবর মধ্যে অবস্থান করিয়া শিবের পূজা করিতেছ? এই স্থানে যে দশটী কন্যা আগমন করিয়াছিলেন এবং যে সকল গণেশ্বরগণ এই স্থানে শয়ান ছিলেন, তাঁহারা কোন্ স্থানে গমন করিলেন? হে মহাভাগে মহে-শ্বরি! আপনাকে নমস্কার; হে পুণ্যে! এই সকল

তব প্রসাদাদ্বিজ্ঞাতুমেতদিচ্ছামি সুব্রতে। দয়াং কৃত্বা মহাদেবি কথয়স্ব মমানঘে॥ ৩৮॥ সুবাচ। বিস্মৃতাহং কথং বিপ্র দৃষ্টা কল্পে পুরাতনে। মা তেহভূৎ স্মৃতিবিভ্রংশঃ সা চাহং কল্পবাহিনী॥ ৩৯॥ নর্ম্মদা নাম বিখ্যাতা রুদ্রদেহাদ্বিনিঃসৃতা। যাস্তাঃ কন্যাস্ত্বয়া দৃষ্টা হ্যর্চ্চয়ন্ত্যো মহেশ্বরম্॥ ৪০॥ যাভিস্ত্বিহ সমানীতঃ পক্ষিরাজসমন্বিতাঃ। দিশস্তা বিদ্ধি সর্ব্বেশাঃ সর্ব্বাস্ত্বং মুনিসত্তম॥ ৪১॥ তির্য্যক্‌পক্ষিস্বরূপেণ মহাযোগী মহেশ্বরঃ। এভিঃ শিবপুরাদ্বিপ্র আনীতঃ স মহেশ্বরঃ॥ ৪২॥ সৈষ দেবো মহাদেবো লিঙ্গমূর্ত্তির্ব্যবস্থিতঃ। অর্চ্চ্যতে ব্রহ্মবিষ্ণ্বিন্দ্রৈঃ সুরাসুরজগদ্‌গুরুঃ॥ ৪৩॥ লয়মায়াতি যস্মাদ্ধি জগৎ সর্ব্বং চরাচরম্। তেন লিঙ্গমিতি প্রোক্তং পুরাণজ্ঞৈর্ম্মহর্ষিভিঃ॥ ৪৪॥ তেন দেবগণাঃ সর্ব্বে সংক্ষিপ্তা মায়য়া পুরা। প্রলীনাশ্চৈব লোকেশ ন দৃশ্যন্তে হি সাম্প্রতম্॥ ৪৫॥ পুনর্দ্দৃশ্যা ভবিষ্যন্তি সৃজ্যমানাঃ স্বয়ম্ভুবা। সাহং লিঙ্গার্চ্চনপরা নর্ম্মদা নাম নামতঃ॥ ৪৬॥ কালং যুগসহস্রস্য রুদ্রস্য পরিচারিকা। অস্য প্রসাদাদমরস্তথা ত্বং দ্বিজপুঙ্গব॥ ৪৭॥ সত্যার্জ্জবদয়াযুক্তঃ সিদ্ধোঽসি ত্বং শিবার্চ্চনাৎ। এবমুক্ত্বা তু সা দেবী তত্রৈবান্তরধীয়ত॥ ৪৮॥ তাঃ স্ত্রিয়ঃ স চ দেবেশো বকরূপো মহেশ্বরঃ। তস্যাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা অবতীর্য্য মহানদীম্॥ ৪৯॥ স্নাত্বা সমর্চ্চয় ত্বং হি বিধিনা মন্ত্রপূর্ব্বকম্। ততোঽহং সহসা তস্মাৎ সমুত্তীর্য্য জলাশয়াৎ॥ ৫০॥ ন চ পশ্যামি তল্লিঙ্গং ন চ তাং নিম্নগাং নৃপ। তদৈব লোকাঃ সঞ্জাতাঃ ক্ষিতিশ্চৈব সকাননা॥ ৫১॥ ঋক্ষচন্দ্রার্কবিততং তদেব চ নভস্তলম্। যথাপূর্ব্বমদৃষ্টং তু তথৈব চ পুনঃ কৃতম্। ততোঽহং মনসা দেবমপূজয়ং মহেশ্বরম্॥ ৫২॥ এবং বকে পুরা কল্পে ময়া দৃষ্টেয়মব্যয়া। নর্ম্মদা মর্ত্ত্যলোকস্য মহাপাতকনাশিনী॥ ৫৩॥ তস্মাদ্ধর্ম্মপরৈর্বিপ্রৈঃ ক্ষত্রশূদ্রবিশাদিভিঃ। সদা সেব্যা মহাভাগা ধর্ম্মবুদ্ধ্যর্থকারিভিঃ॥ ৫৪॥ যেঽপি ভক্ত্যা

আমার নিকট বলুন। হে সুব্রতে! আপনার প্রসাদে আমি এই সকল বিদিত হইতে অভিলাষ করি। হে মহাদেবি! হে অনঘে! দয়া করিয়া এই সকল আমার নিকট বলুন। কন্যা কহিল,—হে বিপ্র! তুমি পুরাকল্পে আমাকে দর্শন করিয়াও এখন কেন বিস্মৃত হইলে? তোমার যেন স্মৃতি লুপ্ত হয় না, আমি সেই কল্পবাহিনী রুদ্রদেহ-নিঃসৃতা বিখ্যাতা নর্ম্মদা; তুমি যে কন্যাগণকে মহেশ্বরের পূজা করিতে দেখিয়াছ, যাঁহারা তোমাকে পক্ষিরাজের সহিত এই স্থানে আনয়ন করিয়াছেন, হে মুনিসত্তম! ইঁহাদিগকে দশদিক্ বলিয়া জানিবে এবং ইঁহারা সকলেই ঈশ্বরী। হে বিপ্র! মহাযোগী মহেশ্বর তির্য্যগ্‌যোনি পক্ষিরূপ ধারণ করিয়াছিলেন, এই কন্যাগণই তাঁহাকে শিবপুর হইতে এই স্থানে আনয়ন করিয়াছিলেন। সেই দেবেশ মহাদেবই এখন লিঙ্গমূর্ত্তিতে অবস্থিত; আর ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও ইন্দ্র প্রভৃতি সুরাসুরগণ সেই জগদ্‌গুরুর অর্চ্চনা করিতেছেন। চরাচর সমস্ত জগৎ ইঁহাতে লীন হয়, এইজন্য পুরাণজ্ঞ মহর্ষিগণ ইঁহাকে লিঙ্গ বলিয়া অভিহিত করেন। পূর্ব্বে এই লিঙ্গই মায়া দ্বারা সুরগণকে সংক্ষিপ্ত করিয়াছেন। হে লোকেশ! দেবগণ এক্ষণে লিঙ্গেই প্রলীন রহিয়াছেন, এই জন্যই তাঁহাদিগকে দেখা যাইতেছে না। স্বয়ম্ভু কর্ত্তৃক সৃজ্যমান হইয়া পুনরায় ইঁহারা দর্শন দান করিবেন; অতএব আমি এই লিঙ্গের অর্চ্চনেই তৎপর রহিয়াছি; আমার নাম নর্ম্মদা। হে দ্বিজপুঙ্গব! সহস্র যুগপরিমাণ কাল আমি রুদ্রের পরিচর্য্যা করিতেছি; আপনিও ইঁহারই অনুগ্রহে অমরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং শিবের পূজা করিয়াই আপনি সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন ও সত্য, ঋজুতা ও দয়াযুক্ত হইয়াছেন। দেবী নর্ম্মদা এইরূপ বলিয়া সেই স্থানে অন্তর্হিত হইলেন, দেখিতে দেখিতে পূর্ব্বোক্ত দশ কন্যা ও বকরূপী দেবেশ মহেশ্বরও অন্তর্ধান করিলেন। নর্ম্মদারূপিণী সেই রমণী আমাকে স্নানপূর্ব্বক যথাবিধি মন্ত্র দ্বারা লিঙ্গের পূজা করিতে কহিয়াছিলেন; হে নৃপ! আমি তাঁহার বাক্যে সহসা মহানদীতে অবতরণ করিলাম, কিন্তু সেই জলাশয় হইতে উঠিয়া আমি আর সেই মহালিঙ্গ বা নদীরূপিণী দেবী নর্ম্মদাকে দেখিতে পাইলাম না; দেখিলাম,—তখনই নিখিললোক ও সকাননা ক্ষিতি সমুৎপন্ন হইয়াছে; নভোমণ্ডলে নক্ষত্র, চন্দ্র ও সূর্য্য বিরাজিত রহিয়াছে; আমি পূর্ব্বেও যেরূপ সৃষ্টি দর্শন করিয়াছিলাম, তখনও পুনরায় তদ্রূপই দর্শন করিলাম। অনন্তর আমি মনে মনে দেবেশ মহেশের পূজা করিলাম। হে নৃপ! আমি পুরাকালে বককল্পে নর্ম্মদাকে এইরূপই দর্শন করিয়াছিলাম, নর্ম্মদা মর্ত্ত্যলোকের মহাপাতকনাশিনী; এই জন্যই ধার্ম্মিক দ্বিজ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ ধর্ম্মবুদ্ধি দ্বারা মহা-

সরুস্তোয়ে নর্ম্মদায়া মহেশ্বরম্‌ । আত্মার্চ্চয়ন্তি তে সর্ব্বং পাপং নাশুস্ত্যসংশয়ম্‌ ॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে বককল্পসমুদ্ভবো নামা-
ষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

নবমোঽধ্যায়ঃ ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । পুনর্যুগান্তং তে চান্যং সংপ্রবক্ষ্যামি তচ্ছৃণু । সূর্য্যৈরাদীপিতে লোকে জঙ্গমে স্থাবরে পুরা ॥ ১ ॥ সরিৎসরঃসমুদ্রেষু ক্ষয়ং যাতেষু সর্ব্বশঃ । নির্ম্মানুষবষট্‌কারে হ্যমর্য্যাদগতি গতে ২। নানারূপৈস্ততো মেঘৈঃ শক্রায়ুধবিরাজিতৈঃ । সর্ব্বমাপুরিতং ব্যোম বার্য্যোঘৈঃ পুরিতে তদা ৩ ॥ ততস্ত্বেকার্ণবীভূতে সর্ব্বতঃ সলিলাবৃতে । জগৎ কৃত্বোদরে সর্ব্বং সুষ্বাপ ভগবান হরঃ ॥ ৪ ॥ প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য যোগাত্মা স প্রজাপতিঃ । শেতে যুগসহস্রান্তং কালমাবিশ্য সার্ণবম্‌ ॥ ৫ ॥ তত্র সুপ্তং মহাত্মানং ব্রহ্মলোকনিবাসিনঃ । ভৃগ্বাদিঋষয়ঃ সর্ব্বে যে চান্যে সনকাদয়ঃ ॥ ৬ ॥ পর্য্যঙ্কে

ভাগা দেবী নর্ম্মদার সেবা করিয়া থাকেন । যাহারা ভক্তিপূর্ব্বক দেবী নর্ম্মদার নীরে স্নান করিয়া মাহাশর দর্শন পূজা করে, তাহার পাপরাশি বিনষ্ট হয়, সংশয় নাই । ৩৬—৫৫ ।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

নবম অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে রাজন ! তোমার নিকট পুনর্যুগান্ত বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর । পুরাকালে তপনতাপে নিখিল লোক, জঙ্গম, স্থাবর, সরোবর এবং সমুদ্র প্রভৃতি যাবতীয় বস্তু ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে ধরা মানুষহীনা ও মর্য্যাদাশূন্যা হইয়াছিল তখন শক্রায়ুধসমন্বিত ও বাত্যা যুক্ত নানাবিধ মেঘে আকাশমণ্ডল পরিপূরিত হইল । সমস্তই সলিলাবৃত হইয়া একার্ণবে পরিণত হইয়া গেল । তখন যোগাত্মা প্রজাপতি ভগবান্‌ হর নিখিল জগৎ উদরে ধারণ করিয়া স্বীয় প্রকৃতির কোলে শয়ন করিলেন ; অর্ণবশয়নে মহেশের সহস্রযুগ অতিবাহিত হইল । তখন ব্রহ্মলোকবাসী ভৃগুআদি ঋষি ও সনকাদি

বিমলে শুভ্রে নানাস্তরণসংস্কৃতে । শয়ানং দদৃশুর্দ্দেবং সপত্নীকং বৃষধ্বজম্‌ ॥ ৭ ॥ বিশ্বরূপা তু সা নারী বিশ্বরূপো মহেশ্বরঃ । গাঢ়মালিঙ্গ্য সুপ্তস্তাং দদৃশে চাহমব্যয়ম্‌ ॥ ৮ ॥ পাদমূলে ততস্তস্য শ্যামাং তাং পদ্মলক্ষণাম্‌ । কন্যাং পশ্যামি সুশ্রোণীং চরণৌ তস্য মৃদ্নতীম্‌ ॥ ৯ ॥ বিমলাম্বরসংবীতাং ব্যালযজ্ঞোপবীতিনীম্‌ । শ্যামাং কমলপত্রাক্ষীং সর্ব্বাভরণভূষিতাম্‌ ॥ ১০ ॥ সকলং যুগসাহস্রং নর্ম্মদেয়ং বিজানতী । প্রসুপ্তং দেবদেবেশমুপাস্তে বরবর্ণিনী ॥ ১১ ॥ স্তুতৈর্ব্বেদৈশ্চতুর্ভিশ্চ ব্রহ্মাপ্যেবং মহেশ্বরঃ । ভৃগ্বাদ্যৈর্ম্মানসৈঃ পুত্রৈঃ স্তৌতি শঙ্করমব্যয়ম্‌ ॥ ১২ ॥ ভক্ত্যা পরময়া রাজংস্তত্র শম্ভুমনাময়ম্‌ । স্তবস্তস্তত্র দেবেশং মন্ত্রৈরীশ্বরসম্ভবৈঃ ॥ ১৩ ॥ অকস্মাৎ সম্প্রলীনাস্তে চত্বারঃ শ্রুতয়োঽর্ণবে । বেদৈঃ প্রলীনৈর্ভগবানজ্ঞানতমসা বৃতঃ ॥ ১৪ ॥ প্রসুপ্তং দেবমীশানং বোধয়ন্‌ সমুপস্থিতঃ । উত্তিষ্ঠ হর

যোগিগণ বিবিধ বৈচিত্র্যযুক্ত বিমল শুভ্রপর্য্যঙ্কে শয়ান সপত্নীক মহাত্মা বৃষবাহন মহেশকে দর্শন করিলেন । বিশ্বরূপ মহেশ্বর স্বীয় বিশ্বরূপা প্রকৃতিকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া শয়ান ছিলেন, আমিও সেই অব্যয় পুরুষ ও তাঁহার বিশ্বরূপা নারীকে সন্দর্শন করিলাম । আমি দেখিলাম,—সেই পুরুষের পাদমূলে শ্যামা সরোজলক্ষণা সুশ্রোণী এক কন্যা বিরাজমানা, তিনি পুরুষবরের পাদসংবাহন করিতেছেন ; সেই সর্ব্বাভরণভূষিতা শ্যামা কমলনয়না কন্যার পরিধানে বিমল বসন এবং তাঁহার গলে সর্পের যজ্ঞোপবীত শোভিত ; তাঁহাকে দেখিয়া মনে হইল ;—ইনি বরবর্ণিনী দেবী নর্ম্মদা । নর্ম্মদা সহস্র যুগ পর্য্যন্তই এইভাবে অবস্থিত থাকিয়া প্রসুপ্ত দেবেশ মহেশের উপাসনা করিতেছেন । হে রাজন্‌ ! আরও দেখিলাম,—লোককর্ত্তা ব্রহ্মা এবং ভৃগু প্রভৃতি মহর্ষি ও সনকাদি ব্রহ্মার মানসপুত্রগণ অসুরাপহৃত সামাদি বেদচতুষ্টয় দ্বারা পরম ভক্তিভরে অনাময় অব্যয় শঙ্করের স্তব করিতেছেন । তাঁহারা এইরূপে ঈশসম্ভব মন্ত্রনিচয় দ্বারা মহেশের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলে অকস্মাৎ বেদচতুষ্টয় অর্ণবমধ্যে প্রলীন হইল বেদসমূহ জলধিজলে প্রলীন হইলে ভগবান্‌ ব্রহ্মাও অজ্ঞানান্ধকারে আবৃত হইলেন । ১—১৪ । তখন ব্রহ্মা প্রসুপ্ত দেবেশ ঈশানকে প্রবুদ্ধ করিবার

পিঙ্গাক্ষ মহাদেব মহেশ্বর ॥ ১৫ ॥ মম বেদা হৃতাঃ সর্ব্বে অতোহহং স্তোতুমুদ্যতঃ। বেদৈর্ব্যাপ্তং জগৎ সর্ব্বং দিব্যাদিব্যং চরাচরম্ ॥ ১৬ ॥ অতীতং বর্ত্তমানঞ্চ স্মরামি চ সৃজাম্যহম্। তৈর্বিনা চাহমেকস্তু মূকোহন্ধো জড়বৎ সদা ॥ ১৭ ॥ গতিবীর্য্যং বলোৎসাহৌ তৈর্বিনা ন প্রজায়তে। তৈর্বিনা দেবদেবেশ নাহং কিঞ্চিৎ স্মরামি বৈ ॥ ১৮ ॥ তান্ বেদান্ দেবদেবেশ শীঘ্রং মে দাতুমর্হসি। জড়ান্ধবধিরং সর্ব্বং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্ ॥ ১৯ ॥ স্থানাদি দশ চত্বারি ন শোভন্তে সুরেশ্বর। প্রণমাম্যল্পবীর্য্যস্থাদ্বেদহীনঃ সুরেশ্বর ॥ ২০ ॥ বেদেভ্যঃ সকলং জাতং যৎকিঞ্চিৎ সচরাচরম্। তাবচ্ছোভন্তি শাস্ত্রাণি সমস্তানি জগদ্গুরো ॥ ২১ ॥ যাবদ্বেদনিধিরয়ং নোপাতিষ্ঠেৎ সনাতনঃ। যথোদিতেন সূর্য্যেণ তমো যাতি বিনাশতাম্ ॥ ২২ ॥ এবং সমস্তপাপানি যান্তি বেদস্য ধারণাৎ। বেদে রহসি যৎ সূক্ষ্মং যত্তদ্‌ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥ ২৩ ॥ হৃদিস্থং দেব জানামি গতং তদ্বেদগর্জ্জনাৎ। বেদান্মৃগ্যবতো মেহদ্য তব শঙ্কর চাগ্রতঃ ॥ ২৪ ॥ অকস্মাত্তে গতা বেদা ন সৃজেয়ং বিভো ভুবম্। তেহপি সর্ব্বে মহাদেব প্রবিষ্টাঃ সম্মুখার্ণবম্ ॥ ২৫ ॥ তে যাচমানা দেবেশ তিষ্ঠন্তু স্মরণে মম। দুহিতেয়ং বিশালাক্ষী সর্ব্বঃ সর্ব্বং বিজানতে ॥ ২৬ ॥ জায়তী যুগসাহস্রং নাম্না কাচিত্ত্বদেদৃশী। ঋষিশ্চায়ং মহাভাগো মার্কণ্ডো ধীমতাং বরঃ ॥ ২৭ ॥ কল্পে কল্পে মহাদেব ত্বাময়ং পর্য্যুপাসতে। জগত্রয়হিতার্থায় চরতে ব্রতমুত্তমম্ ॥ ২৮ ॥ এবমুক্তস্তু দেবেশো ব্রহ্মণা পরমেষ্ঠিনা। উবাচ শ্লক্ষ্ণয়া বাচা নর্ম্মদাং সরিতাং বরাম্ ॥ ২৯ ॥ কথয়স্ব মহাভাগে ব্রহ্মণস্তং তু পৃচ্ছতঃ। কেন বেদা হৃতাঃ সর্ব্বে বেধসো জগতীগুরোঃ ॥ ৩০ ॥ এবমুক্তা তু রুদ্রেণ উবাচ মৃগলোচনা। ব্রহ্মণো জগতো বেদাংস্ত্বয়ি সুপ্তে মহেশ্বর ॥ ৩১ ॥ ভবতশ্ছিদ্রমাসাদ্য

জন্য তাঁহার সম্মুখে উপনীত হইলেন; এবং বলিলেন,—হে হর! গাত্রোত্থান করুন; হে পিঙ্গাক্ষ, হে মহাদেব! আমার বেদনিবহ অপহৃত হইয়াছে, অতএব আমি আপনার স্তব করিবার জন্য প্রবৃত্ত হইলাম। দিব্যাদিব্য চরাচর সমস্ত জগৎ বেদ দ্বারা পরিব্যাপ্ত, বেদ দ্বারাই আমি অতীত ও অনাগত বিদিত হই এবং বেদবলেই আমি সৃজন করিয়া থাকি। হে মহেশ্বর! বেদবিহীন হইয়া আমি মূক, অন্ধ ও জড়ের ন্যায় হইয়াছি, বেদ বিহনে আমার গতি, বীর্য্য, বল এবং উৎসাহ শক্তি বিলুপ্ত হইয়াছে; হে দেবদেবেশ! বেদশূন্য হওয়ায় আমার কিছুই স্মরণ হইতেছে না। হে দেবদেব! আমাকে সত্বর বেদ দান করুন; হে সুরেশ্বর! বেদ বিলুপ্ত হওয়ায় স্থাবর জঙ্গমাত্মক নিখিল জগৎ জড়, অন্ধ ও বধিরবৎ হইয়াছে, বেদ বিহনে চতুর্দ্দশ ভুবনের শোভা বিলুপ্ত হইয়াছে; বেদহীন হইয়া আমি অল্পবীর্য্য হইয়াছি। হে সুরেশ্বর! আপনাকে নমস্কার। হে জগদ্গুরো! বেদ হইতেই নিখিল চরাচর জগৎ সমুদ্ভূত; যত দিন বেদ ছিল, ততদিনই শাস্ত্রনিচয় শোভিত হইত; সম্প্রতি এই সনাতন বেদ-নিধি সমুদিত হইলেই সূর্য্যোদয়ে অন্ধকারের ন্যায় আমার হৃদয়ান্ধকার পুনরায় দূরীভূত হইবে। হে দেব! বেদধারণে নিখিল দুরিত বিদূরিত হয়, বেদের যাহা সূক্ষ্ম রহস্য, তাহাই সনাতন ব্রহ্ম; যে বেদবলে আমি হৃদয়স্থিত আত্মাকে বিদিত হইতাম, হে শঙ্কর! অদ্য আমি সেই বেদের উচ্চারণে অসমর্থ হইয়া আপনার সমীপে উপনীত হইয়াছি। হে বিভো! আপনার বেদ অকস্মাৎ অন্তর্হিত হওয়ায়, আমি ত্রিভুবনের সৃজনে অসমর্থ হইয়াছি; হে মহাদেব! এই সম্মুখসাগরে বেদসমূহ প্রবেশ করিয়াছে; আমি তাহাদিগকে পুনঃ প্রার্থনা করিতেছি; হে দেবেশ! বেদ সকল আমার স্মরণপথে উদিত হউক। হে মহাদেব! ত্বদীয় দুহিতা বিশাললোচনা নর্ম্মদাদেবী আপনার উপাসনা করিতেছেন, ইনি সহস্রযুগ পর্য্যন্ত জীবিতা থাকেন, ইহাঁর সদৃশী আর কেহ নাই; সকলেই এ সকল বিদিত; আর এই সুধীবর মহাভাগ মুনি মার্কণ্ডেয়ও যে লোকহিতকামনায় উত্তম ব্রত ধারণ করিয়া কল্পে কল্পে আপনার উপাসনা করিয়া থাকেন, ইহাও সর্ব্বজনবিদিত। শঙ্কর পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা কর্ত্তৃক এইরূপে বেদার্থ প্রার্থিত হইয়া মধুরবাক্যে সরিদ্বরা নর্ম্মদাকে কহিলেন—হে মহাভাগে! ব্রহ্মার জিজ্ঞাসানুসারে তুমি তাঁহার বাক্যের উত্তর কর; জগদ্গুরু বেধার বেদ কে অপহরণ করিল? বলিয়া দাও। ১৫-৩০। মৃগলোচনা নর্ম্মদা মহাদেব কর্ত্তৃক এইরূপে আদিষ্টা হইয়া বলিলেন,—হে মহেশ্বর! পুরাকালে ব্রহ্মা যখন বেদজপ করিতেছিলেন, তখন আপনি শয়ান হন, আপনার এই ছিদ্র

ঘোরেঽস্মিন্ সলিলাবৃতে। পূর্ব্বকল্পসমুদ্ভূতাবসুরৌ সুদুর্জ্জয়ৌ॥ ৩২॥ প্রিয়ারুকৌ মহাদেব ত্বয়া চোৎপাদিতৌ পুরা। সুরাসুরসুদুর্জ্জয়ৌ দানবৌ মধুকৈটভৌ॥ ৩৩॥ তৌ বায়ুভূতৌ সূক্ষ্মৌ চ পঠতোহস্মাৎ পিতামহাৎ। তাবাশু হৃত্বা বেদাংশ্চ প্রবিষ্টৌ চ মহার্ণবম্॥ ৩৪॥ এতচ্ছ্রুত্বা মহাতেজা হ্যমৃতায়াস্ততো বচঃ। সস্মার স চ দেবেশং শঙ্খচক্রগদাধরম্॥ ৩৫॥ স বিবেশ মহারাজ ভূতলং স সুরোত্তমঃ। দানবান্তকরো দেবঃ সর্ব্বদৈবতপূজিতঃ॥৩৬॥ মীনরূপধরো দেবো লোড়য়ামাস চার্ণবম্। বেদাংশ্চ দদৃশে তত্র পাতালে নিহিতান্ প্রভুঃ॥ ৩৭॥ তৌ চ দৈত্যৌ মহাবীর্য্যৌ দৃষ্টবান্ মধুসূদনঃ। মহাবেগৌ মহাবাহূ সূদয়ামাস তেজসা॥ ৩৮॥ বেদাংস্তত্রাপি তোয়স্থানানিনায় জগদ্গুরুঃ। চতুর্ব্বক্ত্রায় দেবায়াদদাচ্চক্রবিভূষিতঃ॥ ৩৯॥ ততঃ প্রহৃষ্টো ভগবান্ বেদাঁল্লব্ধা পিতামহঃ। জনয়ামাস নিখিলং জগদ্ভূয়শ্চরাচরম্॥ ৪০॥ সা চ দেবী নদী পুণ্যা রুদ্রস্য পরিচারিকা। পাবনী সর্ব্বভূতানাং প্রোবাহ সলিলং তদা॥ ৪১॥ তস্যাস্তীরে ততো দেবা ঋষয়শ্চ তপোধনাঃ। যজন্তি ত্র্যম্বকং দেবং প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা॥ ৪২॥ একা মূর্ত্তির্মহেশস্য কারণান্তরমাগতা। ত্রৈগুণ্যা কুরুতে কর্ম্ম ব্রহ্মচক্রীশরূপতঃ॥ ৪৩॥ এতেষাং তু পৃথগ্ভাবং যে কুর্ব্বন্তি সুমোহিতাঃ। তেষাং ধর্ম্মঃ কুতঃ সিদ্ধির্জায়তে পাপকর্ম্মিণাম্॥ ৪৪॥ এবমেতা মহানদ্যস্তিস্রো রুদ্রসমুদ্ভবাঃ। একা এব ত্রিধা ভূতা গঙ্গা রেবা সরস্বতী॥ ৪৫॥ গঙ্গা তু বৈষ্ণবী মূর্ত্তিঃ সর্ব্বপাপপ্রণাশিনী। রুদ্রদেহসমুদ্ভূতা নর্ম্মদা চৈবমেব তু॥ ৪৬॥ ব্রাহ্মী সরস্বতী মূর্ত্তিস্ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতা দিব্যা কামগমা দেবী বাগ্বিভূত্যৈ তু সংস্থিতা॥৪৭॥ নর্ম্মদা পরমা কাচিন্মর্ত্ত্যমূর্ত্তিকলা শিবা। দিব্যা কামগমা দেবী সর্ব্বত্র সুরপূজিতা॥ ৪৮॥ ব্যাপিনী সর্ব্বভূতানাং সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতরা স্মৃতা। অক্ষয়া হ্যমৃতা হ্যেষা স্বর্গসোপানমুত্তমা॥ ৪৯॥ সৃষ্টা রুদ্রেণ লোকানাং সংসারার্ণবতারিণী॥ ৫০॥ সরিজ্জলং যেঽপি পিবন্তি লোকে মুচ্যন্তি তে পাপবিশেষসঙ্ঘৈঃ। ব্রজন্তি সংসারমনাদিভাবং ত্যক্ত্বা চিরং মোক্ষপদং

প্রাপ্ত হইয়া এই ভীষণ সলিল মধ্যে মধু ও কৈটভনামক সুদুর্জ্জয় অসুরদ্বয় সমুদ্ভূত হইয়াছিল হে মহাদেব! আপনি এই সমৃদ্ধ অসুরদ্বয়ের স্রষ্টা; এই দানবদ্বয় সুরাসুরের সুদুর্জ্জয়; তাহারা সূক্ষ্ম সমীরণরূপ ধারণ করিয়া বেদপাঠনিরত পিতামহের মুখ হইতে বেদনিবহ অপহরণ করিয়া জলধি মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। অনন্তর মহাতেজা মহাদেব অমৃতভাষিণী নর্ম্মদার বাক্য শ্রবণ করিয়া শঙ্খচক্রগদাধর দেবেশ বিষ্ণুর স্মরণ করিলেন; হে মহারাজ! দানবারি সর্ব্বদেবপূজিত সুরসত্তম বিষ্ণুও তখনই মীনরূপ ধারণ করিয়া ভূতলে প্রবেশ করত জলধি আলোড়িত করিলেন এবং দেখিলেন,—বেদনিচয় পাতালে নিহিত। তখন জগদ্গুরু বিভু মধুসূদন মহাবেগ মহাবাহু মহাবীর্য্য দৈত্যদ্বয়কে দর্শন ও স্বীয় তেজে তাহাদিগকে নিসূদিত করিয়া সেই জলরাশির মধ্য হইতে বেদসমূহ উদ্ধার করত পুনরায় আনয়ন করিলেন। চক্রধর হরি এইরূপে চতুরানন ব্রহ্মাকে বেদসমূহ প্রদান করিলে পিতামহও বেদলাভে নিরতিশয় আনন্দিত হইলেন। অনন্তর তিনি সেই বেদবলে নিখিল চরাচর জগৎ সৃজন করিলেন, সর্ব্বভূতপাবনী রুদ্রপরিচারিকা পুণ্যা নদী দেবী নর্ম্মদার জলও প্রবাহিত হইল; তদনন্তর নর্ম্মদাতীরে দেব ও তপোধন ঋষিগণ হৃষ্টান্তঃকরণে দেবদেব ত্রিনয়নের পূজা করিতে লাগিলেন। মহেশের একমূর্ত্তিই বিভিন্ন প্রয়োজনসাধনের জন্য ত্রিগুণধারণ করত ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিবরূপে কার্য্য করিয়া থাকে। যাহারা মোহিত হইয়া এই মহেশমূর্ত্তিনিচয়ের পৃথগ্ভাব কল্পনা করে, সেই পাপকারী মানবগণের কিরূপে সিদ্ধিলাভ হইবে? যেরূপ একমাত্র মহেশমূর্ত্তির ব্রহ্মাদি ত্রিধাভেদ কথিত হইল, তদ্রূপ গঙ্গা, রেবা ও সরস্বতী এই মহানদীত্রয়ও রুদ্র হইতে সমুদ্ভূতা হইয়াছেন। সর্ব্বপাপপ্রণাশিনী গঙ্গা তাঁহার বৈষ্ণবী মূর্ত্তি, নর্ম্মদা শৈবী এবং ত্রিলোকবিশ্রুতা সরস্বতী তাঁহার ব্রাহ্মীমূর্ত্তি; শেষোক্ত এই কামগামিনী দিব্যা দেবী ব্রাহ্মী সরস্বতী মূর্ত্তি বাগ্বিভূতি প্রদান করেন, পরমা মূর্ত্তি নর্ম্মদা শুভদায়িনী মর্ত্ত্যমূর্ত্তিকলারূপিণী; এই দিব্যা কামগামিনী দেবী সুরগণের পূজিতা এবং সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতররূপে সর্ব্বভূতে পরিব্যাপ্তা; আর স্বর্গের সোপানরূপ অমৃতা অক্ষয়া, নিখিল লোকের সংসারার্ণবতরণের জন্যই রুদ্র ইঁহাকে সৃজন করিয়াছেন। ইহলোকে যে সকল লোক এই নদীত্রয়ের জল পান করে, তাহারা পাপরাশি হইতে মুক্ত হয় এবং অনাদি ভব-সংসার পরিত্যাগপূর্ব্বক বিশুদ্ধ চির মোক্ষ-

বিশুদ্ধম্ ॥ ৫১ ॥ যথা গঙ্গা তথা রেবা তথা চৈব সরস্বতী। সমং পুণ্যফলং প্রোক্তং স্নানদর্শনচিন্তনৈঃ ॥ ৫২ ॥ বরদানাম্মহাভাগ হ্যধিকা চোচ্যতে বুধৈঃ। কারুণ্যান্তরভাবেন ন মৃতা সমুপাগতা ॥ ৫৩ ॥ মুচ্যন্তে দর্শনাত্তেন পাতকৈঃ স্নানমণ্ডলৈঃ। নর্ম্মদায়াং নৃপশ্রেষ্ঠ যে নমন্তি ত্রিলোচনম্ ॥ ৫৪ ॥ উমারুদ্রাঙ্গসম্ভূতা যেন চৈষা মহানদী। লোকান্ প্রাপয়তে স্বর্গং তেন পুণ্যত্বমাগতাঃ ॥ ৫৫ ॥ য এবমীশানবরস্য দেহং বিভজ্য দেবীমিহ সংশৃণোতি। স যাতি রুদ্রং মহতা রবেণ গন্ধর্ব্বযক্ষৈরিব গীয়মানঃ ॥ ৫৬ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে নর্ম্মদোৎপত্তিতৎস্নানফলাদিকথনং নাম নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

দশমোঽধ্যায়ঃ।

যুধিষ্ঠির উবাচ। কস্মিন কল্পে মহাভাগা নর্ম্মদেয়ং দ্বিজোত্তম। বিভক্তা ঋষিভিঃ সর্ব্বৈস্তপোযুক্তৈর্ম্মহাত্মভিঃ ॥ ১ ॥ এতদ্বিস্তরতঃ সর্ব্বং ব্রূহি মে বদতাং বর। কল্পান্তে যদ্ভবেৎ কষ্টং লোকানাং তত্ত্বমেব চ ॥ ২ ॥ অতীতে তু পুরাকল্পে যথেয়ং বর্ত্ততেঽনঘ। অস্যান্ত্যস্য চ কল্পস্য ব্যবস্থাং কথয় প্রভো। এবমুক্তঃ সভামধ্যে মার্কণ্ডো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৩ ॥ মার্কণ্ডেয় উবাচ। বক্ষ্যেঽহং শ্রূয়তাং সর্ব্বৈঃ কথেয়ং পূর্ব্বতঃ শ্রুতা ॥ ৪ ॥ মহৎ কথেয়ং বৈশিষ্টী কল্পাদস্মাৎ পরং ত্বিতু যা। লোকক্ষয়করো ঘোর আসীৎ কালঃ সুদারুণঃ ॥ ৫ ॥ তস্মিন্নপি মহাঘোরে যথেয়ং ন মৃতা সতী। পরিতুষ্টৈর্ব্বিভক্তা চ শৃণুধ্বং তাং কথামিমাম্ ॥ ৬ ॥ যুগান্তে সমনুপ্রাপ্তে পিতামহদিনত্রয়ে। মানসা ব্রহ্মণঃ পুত্রাঃ সাক্ষাদ্ব্রহ্মেব সত্তমাঃ ॥ ৭ ॥ সনকাদ্যা মহাত্মানো যে চ বৈমানিকা গণাঃ। যমেন্দ্রবরুণাদ্যাশ্চ লোকপালা দিনত্রয়ে ॥ ৮ ॥ কালাপেক্ষাস্ত তিষ্ঠন্তি লোকবৃত্তান্ততৎপরাঃ। ততঃ কল্পক্ষয়ে প্রাপ্তে তেষাং স্থানমনুত্তমম্ ॥ ৯ ॥ সর্ব্বেষাং নশ্যতে চায়ুর্যুগরূপানুসারতঃ। ভূর্লোকং তে পরিত্যজ্য অগমংশ্চ ভুবং তদা ॥ ১০ ॥ স্বর্লোকশ্চ

পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। স্নান, দর্শন ও চিন্তনে গঙ্গা, রেবা ও সরস্বতী এই নদীত্রয়ই তুল্যফলদায়িনী হন। মহানদী নর্ম্মদা উমা ও রুদ্রের অঙ্গসম্ভূতা; হে নৃপবর! যে মানব নর্ম্মদায় ত্রিনয়নের নমস্কার করে, তাহার এই প্রণামপুণ্যপ্রভাবে তদীয় পিতৃগণ স্বর্গে গমন করেন। যে মানব দেবী নর্ম্মদাকে দেবেশ ঈশানের অঙ্গসম্ভূত বলিয়া বিদিত হয়, তাহার রুদ্রলোকে গতি হইয়া থাকে এবং তাহার রুদ্রলোকে গমনসময়ে গন্ধর্ব্ব-যক্ষগণ উচ্চরবে তাহার স্তুতিগাথা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।৩১—৫৬।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯

দশম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে দ্বিজোত্তম! কোন্ কল্পে এই মহাভাগা নর্ম্মদা তপোযুক্ত মহাত্মা ঋষিগণ কর্ত্তৃক বিভক্তা হইয়াছিলেন? হে বাগ্মিবর! এই সকল বিস্তররূপে আমার নিকট বর্ণন করুন। হে অনঘ! কল্পান্তকালে লোক সকলের কিরূপ ক্লেশ হয়? অতীতযুগে নর্ম্মদা কিরূপে বর্ত্তমানা ছিলেন? এবং বর্ত্তমান কল্পান্তের কিরূপ ব্যবস্থা? হে প্রভো! এসকলও বলুন। মুনি মার্কণ্ডেয় সভামধ্যে যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া বক্ষ্যমাণ বাক্যে উত্তর করিলেন। মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—এ বিষয়ে পূর্ব্বে আমি যেরূপ শ্রুত হইয়াছি, সম্প্রতি তাহাই বর্ণন করিব, সকলেই শ্রবণ করুন। অতঃপর পরকল্পীয়া কথা বর্ণিত হইবে। এই মহাকথার নাম বাশিষ্ঠীয় কথা, মহর্ষি বশিষ্ঠ ইহার বক্তা। আমি শুনিয়াছি,—একসময় ভয়ঙ্কর লোকক্ষয়কর এক সুদারুণ কাল উপস্থিত হয়, সেই মহাভীষণ সময়েও দেবী নর্ম্মদা মৃতা হন নাই; তৎকালে প্রহৃষ্ট ঋষিগণ ইঁহাকে বিভক্ত করেন, এক্ষণে আপনারা সেই পুণ্যকথা শ্রবণ করুন। লোকপিতামহ ব্রহ্মার দিবসত্রয়ে যুগান্তকাল উপস্থিত হয়। তখন সাক্ষাৎ ব্রহ্মের ন্যায় ব্রহ্মার মানসপুত্র মহাত্মা সত্তম সনকাদি, বিমানচারি-গণদেবতা, যম, ইন্দ্র ও বরুণাদি লোকপালগণ লোকবৃত্তান্ততৎপর হইয়া কালের অপেক্ষা করিতে থাকেন। অনন্তর ব্রহ্মার দিবসত্রয়ের অবসান হইলে তাঁহাদের সকলেরই উত্তম স্থান বিনষ্ট হয় এবং আয়ুও তাঁহাদের যুগরূপানুসারেই হইয়া থাকে। তখন তাঁহারা ভূর্লোক পরিত্যাগ করিয়া ভুবর্লোকে গমন করেন।১—১০।

মহশ্চৈব জনশ্চৈব তপস্তদা। আশ্রয়ং সত্যলোকং চ সর্ব্বলোকমনুত্তমম্‌ ॥ ১১ ॥ কালং যুগসহস্রান্তং পুত্রপৌত্রসমন্বিতাঃ । সত্যলোকে চ তিষ্ঠন্তি যাবৎ সঞ্জায়তে জগৎ ॥ ১২ ॥ ব্রহ্মপুত্রাশ্চ যে কেচিৎ কল্পাদৌ ন ভবন্তি হ। ত্রৈলোক্যং তে পরিত্যজ্য অনাধারং ভবন্তি চ ॥ ১৩ ॥ তৈঃ সার্দ্ধং যে তু তে বিপ্রা অন্যে চাপি তপোধনাঃ। যক্ষরক্ষঃপিশাচাশ্চ অন্যে বৈমানিকা গণাঃ ॥ ১৪ ॥ ঋষয়শ্চ মহাভাগা বর্ণাশ্চান্যে পৃথগ্বিধাঃ। সীদন্তি ভূম্যাং সহিতা যে চান্যে তলবাসিনঃ ॥১৫॥ অনাবৃষ্টিরভূত্তত্র মহতী শতবার্ষিকী। লোকক্ষয়করী রৌদ্রা বৃক্ষবীরুদ্বিনাশিনী ॥ ১৬ ॥ ত্রৈলোক্যসঙ্ক্ষোভকরী সপ্তার্ণববিশোষণী। ততো লোকাঃ ক্ষুধাবিষ্টা ভ্রমন্তীব দিশো দশ ॥ ১৭ ॥ কন্দৈর্মূলৈঃ ফলৈর্বাপি বর্ত্তয়ন্তে সুদুঃখিতাঃ। সরিতঃ সাগরাঃ কূপাঃ সেবন্তে পাবনানি চ ॥ ১৮ ॥ তত্রাপি সর্ব্বে শুষ্যন্তি সরিদ্ভিঃ সহ সাগরাঃ। ততো যান্যল্পসারাণি সত্ত্বানি পৃথিবীতলে ॥ ১৯ ॥ তান্যেবাগ্রে প্রলীয়ন্তে ভিন্নান্যুরুজলেন বৈ। অথ সঙ্ক্ষীয়মাণাসু সরিৎসু সহ সাগরৈঃ ॥ ২০ ॥ ঋষীণাং ষষ্টিসাহস্রং কুরুক্ষেত্রনিবাসিনাম্‌। যে চ বৈখানসা বিপ্রা দন্তোলূখলিনস্তথা ॥ ২১ ॥ হিমাচলগুহাগুহ্যে যে বসন্তি তপোধনাঃ। সর্ব্বে তে মামুপাগম্য ক্ষুত্তৃষার্ত্তাস্তপোধনাঃ ॥ ২২ ॥ ঊচুঃ প্রাঞ্জলয়ঃ সর্ব্বে সীদয়ামো মহামুনে। সরিৎসাগরশৈলান্তং জগৎ সংশুষ্যতে দ্বিজ ॥ ২৩ ॥ কুত্র যাস্যাম সহিতা যাবৎকালস্য পর্য্যয়ঃ। দীর্ঘায়ুরসি বিপ্রেন্দ্র ন মৃতস্ত্বং যুগক্ষয়ে ॥২৪॥ ভূতং ভব্যং ভবিষ্যচ্চ সর্ব্বং তব হৃদি স্থিতম্‌। তস্মাত্ত্বং বেৎসি সর্ব্বং চ কথয়স্ব মহাব্রত ॥ ২৫ ॥ কীদৃক্কালং মহাভাগ ক্ষপিষ্যামোঽথ সুব্রত। অনাবৃষ্টিহতং সর্ব্বং সীদতে সচরাচরম্‌ পরিত্রাহি মহাভাগ ন যথা যাম সঙ্ক্ষয়ম্‌ ॥ ২৬ ॥ ততঃ সঞ্চিন্ত্য মনসা ব্রুবন্‌ বিপ্রানথাব্রবম্‌ ॥ ২৭ ॥ কুরুক্ষেত্রং ত্যজধ্বং চ পুত্রদারসমন্বিতাঃ। ত্যক্ত্বোদীচীং দিশং সর্ব্বে যামো যাম্যামনুত্তমাম্‌ ॥ ২৮ ॥ নগরগ্রামঘোষাঢ্যাং পুরপত্তনশোভিতাম্‌। গচ্ছামো নর্ম্মদাতীরং বহুসিদ্ধনিষেবিতম্‌ ॥ ২৯ ॥ রুদ্রাঙ্গীং তা

স্বর্লোক, মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক এবং সত্যলোক এই সকল লোকের মধ্যে সত্যলোকই উত্তম আশ্রয় স্থল; সহস্র যুগ কাল পর্য্যন্ত তাঁহারা পুত্র-পৌত্রাদির সহিত সত্য লোকেই বাস করেন; যে পর্য্যন্ত জগৎ পুনরায় সৃষ্ট না হয় এবং কল্পাদিতে যাবৎ ব্রহ্মনন্দন সনক সনকাদি প্রাদুর্ভূত না হন, সে পর্য্যন্ত তাঁহারা ত্রিলোক পরিত্যাগপূর্ব্বক আধারহীন হইয়া বিচরণ করেন; তাঁহাদের সহিত তপোধন অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ, যক্ষ, রক্ষ, পিশাচ, অন্তরীক্ষচর মহাভাগ মুনি, ব্রাহ্মণাদি পৃথক্‌ পৃথক্‌ বর্ণ ও পাতালতলবাসিগণ বিষণ্ণ হইয়া থাকেন। তখন শতবর্ষব্যাপিনী মহতী অনাবৃষ্টি উপস্থিত হয়, লোকক্ষয়কর, ভীষণ অনাবৃষ্টিতে বৃক্ষ, বীরুধ বিনষ্ট হয় এবং সপ্ত সমুদ্র বিশোষিত হইলে ত্রিলোকের মহা সংক্ষোভ উপস্থিত হইয়া থাকে। তৎকালে লোকগণ ক্ষুধাবিষ্ট হইয়া দশদিক্‌ ভ্রমণ করে। কখন বা অতীব দুঃখিত হইয়া কন্দ, মূল ও ফল দ্বারা অতিকষ্টে জীবন ধারণ করিয়া থাকে। পবিত্র সরিৎ, সাগর ও কূপনিচয় সেবিত হয় বটে, কিন্তু সাগরসমূহ নদীনিচয়ের সহিত শুষ্ক হইয়া যায়। পৃথিবীতলে জলের অল্পতা নিবন্ধন অল্পবল প্রাণিগণই অগ্রে বিলীন হয়, তাহাদের অস্তিত্ব একবারেই রহিত হইয়া যায়। অনন্তর নদীনিচয় সহ সাগর বিশুষ্ক হইলে কুরুক্ষেত্রনিবাসী ষষ্টিসহস্র ঋষি, বৈখানস বিপ্রগণ, অন্যান্য দন্তোলূখলী অর্থাৎ কেবল মাত্র দন্তদ্বারা চর্ব্বণ করিয়া যাঁহারা আহার নির্ব্বাহ করেন, এইরূপ লোকগণ এবং হিমগিরির গুহ্যগুহাবাসী ঋষিগণ ক্ষুধা তৃষ্ণায় বিষণ্ণ হইয়া আমার সমীপে আগমন করিয়া থাকেন। তাঁহারা বিষণ্ণ হইয়া অঞ্জলিবন্ধনপূর্ব্বক আমাকে সম্বোধিয়া বলিয়া থাকেন,—"হে মহামুনে! কালপর্য্যয়ে সরিৎ, সাগর ও শৈলসহ জগৎ বিশুষ্ক হইয়াছে; হে দ্বিজ! আমরা এক্ষণে কোন্‌ স্থানে গমন করিব? হে বিপ্রেন্দ্র! আপনি দীর্ঘায়ু; যুগক্ষয়েও আপনার ক্ষয় নাই; ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সকলই আপনার হৃদয়ে বিদ্যমান; হে মহাব্রত! আপনি সকলই বিদিত আছেন, অতএব আমরা কোথায় যাই বলুন। হে মহাভাগ! এইরূপে আমাদিগকে কতকাল কাটাইতে হইবে? হে সুব্রত! অনাবৃষ্টিতে সমস্তই বিনষ্ট হইয়াছে, অতএব চরাচর জগৎবিশীর্ণ; হে মহাভাগ! আমাদিগকে রক্ষা করুন, আমরা আর যেন ক্ষয়প্রাপ্ত না হই।"১১—২৬। হে রাজন্‌! আমি তখন ক্ষণকাল মনে মনে চিন্তা করিয়া সত্বর সেই বিপ্রগণকে বলিলাম,—পুত্র-পৌত্রাদিসমন্বিত হইয়া আপনারা কুরুক্ষেত্র পরিত্যাগ করুন, চলুন আমরা উত্তরদিক্‌ পরিত্যাগ করিয়া সকলেই

মহাপুণ্যাং সর্ব্বপাপপ্রণাশিনীম্‌। পশ্যামস্তাং মহাভাগাং ন্যগ্রোধাবারসঙ্কুলাম্‌ ॥ ৩০ ॥ তরঙ্গাবর্ত্তসলিলাং দর্দ্দুরীমৎস্যসঙ্কুলাম্‌। নানাবিহগসঙ্ঘুষ্টাং ঋষিকোটিনিষেবিতাম্‌ ॥ ৩১ ॥ মাহেশ্বরৈর্ভাগবতৈঃ সাংখ্যৈঃ সিদ্ধৈঃ সুসেবিতাম্‌। অনাবৃষ্টিভয়াদ্ভীতাঃ কূলয়োরুভয়োরপি ॥ ৩২ ॥ আশ্রমে হ্যাশ্রমান্‌ দিব্যান্‌ কারয়ামো জিতব্রতাঃ। এবমুক্তাস্তু তে সর্ব্বে সমেতানুচরৈঃ সহ ॥ ৩৩ ॥ নর্ম্মদাতীরমাসাদ্য স্থিতাঃ সর্ব্বেঽকুতোভয়াঃ। কিঞ্চিৎ পূর্ব্বমনুস্মৃত্য পুরা কল্পাদিভির্ভয়ম্‌ ॥ ৩৪ ॥ প্রাপ্তাস্ত নর্ম্মদাতীরমাদাবেব কলৌ যুগে। ততো বর্ষশতং পূর্ব্বং দিব্যং রেবাতটেঽবসন্‌ ॥ ৩৫ ॥ ষড়্বিংশচ্চ সহস্রাণি বর্ষাণাং মানুষাণি চ। তত্রাশ্চর্য্যং ময়া দৃষ্টমৃষীণাং বসতাং নৃপ ॥ ৩৬ ॥ অনাবৃষ্টিহতে

উত্তম দাক্ষিণ দিকে নর্ম্মদাতীরে গমন করি। আমরা বহু সিদ্ধনিষেবিত নর্ম্মদাতীরে গমন করিব, তথায় বহুজলপূর্ণ পুরপত্তনশোভিত অনেক গ্রাম নগর বিদ্যমান, সেই নর্ম্মদাতীর বহু ন্যগ্রোধবৃক্ষে সমাকুল, আমরা তথায় গমনপূর্ব্বক রুদ্রদেহসম্ভূতা সর্ব্বপাপপ্রণাশিনী মহাভাগা মহাপুণ্যা নর্ম্মদা দর্শন করিব। নর্ম্মদানীর তরঙ্গ ও আবর্ত্তসমাকুল, ভেক ও মৎস্যগণে সমাকীর্ণ, বিবিধ বিহঙ্গমগণ নর্ম্মদার তীরে বিচরণপূর্ব্বক মধুর রব করিয়া থাকে; কোটি কোটি ঋষি নর্ম্মদানীরের সেবা করেন; সর্ব্বত্রই মাহেশ্বর, ভাগবত, সাংখ্য ও সিদ্ধগণ বাস করিয়া নর্ম্মদার সেবা করিয়া থাকেন। জিতব্রত দ্বিজগণ অনাবৃষ্টিভয়ে ভীত হইয়া স্ব স্ব আবাস পরিত্যাগ করত এই নর্ম্মদার উভয় কূলেই দিব্য আশ্রমসমূহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। আমার মুখে এই কথা শুনিয়া সেই সকল তপোধন অনুচরগণসহ নর্ম্মদাতীরে আগমনপূর্ব্বক অকুতোভয়ে তথায় বাস করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বকালে ঐ সকল ঋষি কলিযুগের প্রথমেই যুগবৈভব বিদিত হইয়াছিলেন; তাঁহারা যুগক্ষয়ের মাহাত্ম্য অনুসরণ করত কল্পক্ষয়ক্লেশভয়ে ভীত হইয়াই কলির আদিতে নর্ম্মদাতীরে উপনীত হন। অনন্তর তাঁহারা দিব্য শত বৎসর এবং মানুষমানের ষড়্বিংশসহস্র বৎসর রেবাতীরে বাস করেন। হে নৃপ! আমিও তাঁহাদের সহিত তথায় গমন করিয়াছিলাম, আমি সেই নর্ম্মদাতীরবাসী ঋষিগণের মধ্যে থাকিয়া এক আশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শন

লোকে সংশুষ্কে স্থাবরে চরে। ভিন্নে যুগাদিকলনে হাহাভূতে বিচেতনে ॥৩৭॥ চাতুর্ব্বর্ণ্যে প্রলীনে তু নষ্টে হোমবলিক্রমে। নিঃস্বাহে নির্বষট্‌কারে শৌচাচারবিবর্জ্জিতে ॥ ৩৮ ॥ ইয়মেকা সরিচ্ছ্রেষ্ঠা ঋষিকোটিনিষেবিতা। নান্যা কাচিৎ ত্রিলোকেঽপি রমণীয়া নরেশ্বর ॥ ৩৯ ॥ যথেয়ং পুণ্যসলিলা ইন্দ্রস্যেবামরাবতী। দেবতায়তনৈঃ শুভ্রৈরাশ্রমৈশ্চ সুকল্পিতৈঃ ॥ ৪০ ॥ শোভতে নর্ম্মদা দেবী স্বর্গে মন্দাকিনী যথা। যাবদ্‌ভূকা মহাশৈলা যাবৎসাগরসম্ভবা ॥ ৪১ ॥ উভয়োঃ কূলয়োস্তাবন্মণ্ডিতায়তনৈঃ শুভৈঃ। হূয়দ্ভিরগ্নিহোত্রৈশ্চ হবির্ধূমসমাকুলা ॥ ৪২ ॥ বভূব নর্ম্মদা দেবী প্রাবৃট্‌কালেব শর্ব্বরী। দেবতায়তনৈর্নৈকৈঃ পূজাসংস্কারশোভিতা। সরিদ্ভির্ভ্রাজতে শ্রেষ্ঠা পুরী শাক্রী চ ভাস্করী ॥ ৪৩ ॥ কেচিৎপঞ্চাগ্নিতপসঃ কেচিদপ্যগ্নিহোত্রিণঃ ॥ ৪৪ ॥ কেচিদ্ধূমকমশ্নন্তি তপস্যুগ্রে ব্যবস্থিতাঃ। আত্ম-

করিলাম। আমি দেখিলাম;—তখন অনাবৃষ্টি দ্বারা লোক সকল নিহত, স্থাবর ও চর শুষ্ক হইয়াছে; যুগক্ষয়ে সর্ব্বত্র হাহাকার রব উঠিয়াছে এবং সমস্তই বিচেতন হইয়াছে। তখন চাতুর্ব্বর্ণ্য প্রলীন, হোম ও বলিক্রম বিলুপ্ত, স্বাহা স্বধা বষট্‌কার তিরোহিত এবং শৌচাচার বিদূরিত হইয়াছে; কিন্তু একমাত্র ঋষিকোটি-নিষেবিতা সরিদ্বরা নর্ম্মদা বিদ্যমানা রহিয়াছেন; হে নরেশ! তখন ত্রিলোকে নর্ম্মদার ন্যায় পুণ্যসলিলা অন্য কোন রমণীয়া নদী বিদ্যমানা ছিলেন না। শুভ্র দেবায়তননিচয় ও ঋষিগণের সুকল্পিত আশ্রমসমূহে নর্ম্মদাতীর তখন অমররাজের অমরাবতী এবং দেবী নর্ম্মদা যেন স্বর্গের মন্দাকিনীর ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছিলেন। সাগরসম্ভবা নর্ম্মদাদেবীর উভয় কূলই বিবিধ শৈল, বৃক্ষ ও দেবায়তনে বিভূষিত, উভয় কূলেই অগ্নিহোত্রী মুনিগণ হোম করিতেছেন এবং হোমধূমে নর্ম্মদার উভয় কূলই সমাকুল হইয়া যেন বর্ষাকালের বিভাবরী-শোভা ধারণ করিয়াছেন; দেবায়তন ও পূজা সংস্কার এবং বহু নদী দ্বারা সুশোভিত হইয়া দেবী নর্ম্মদা যেন শক্র ও ভাস্কর পুরীর ন্যায় বিরাজ করিতেছেন। নর্ম্মদাতীরে পঞ্চাগ্নিতপা ও অগ্নিহোত্রিগণ তপশ্চরণ করিতেছেন, কোন কোন মুনি উগ্রতপস্যায় নিরত রহিয়াছেন, হুতধূমসমূহে তাঁহার শরীর পরিব্যাপ্ত হইয়াছে; কোন কোন

যজ্ঞরতাঃ কেচিদপরে ভক্তিভাগিনঃ ॥ ৪৫ ॥ বৈষ্ণবজ্ঞানমাসাদ্য কেচিচ্চৈবং ব্রতং তথা। একরাত্রং দ্বিরাত্রঞ্চ কেচিৎ ষষ্ঠাহভোজনাঃ ॥ ৪৬ ॥ চান্দ্রায়ণবিধানৈশ্চ কৃচ্ছ্রিণশ্চাতিকৃচ্ছ্রিণঃ। এবংবিধৈস্তপোভিশ্চ নর্ম্মদাতীরশোভিতৈঃ ॥ ৪৭ ॥ যজন্তিঃ শঙ্করং দেবং কেশবং ভাতি নিত্যদা। একত্বে চ পৃথক্ত্বে চ যজতাঞ্চ মহেশ্বরম্ ॥ ৪৮ ॥ কলৌ যুগে মহাঘোরে প্রাপ্তাঃ সিদ্ধিমনুত্তমাম্। যস্য যস্য হি যা ভক্তির্বিজ্ঞানং যস্য যাদৃশম্ ॥ ৪৯ ॥ যস্মিন্ যস্মিংশ্চ দেবে তু তাং তামীশোহদদাৎ প্রভুঃ। স্বভাবৈকতয়া ভক্ত্যা তামেত্যান্তঃপ্রলীয়তে ॥ ৫০ ॥ সংসারে পরিবর্ত্তন্তে যে পৃথগ্‌ভাজিনো নরাঃ। যে মহাবৃক্ষমীশানং ত্যক্ত্বা শাখাবলম্বিনঃ ॥ ৫১ ॥ পুনরাবর্ত্তমানাস্তে জায়ন্তে হি চতুর্যুগে। দেবাস্তে স্থাবরাস্তে চ সংসারে চাভ্রমন ক্রমাৎ ॥ ৫১ ॥ পুনর্জন্ম পুনঃ স্বর্গে পুনর্ঘোরে চ রৌরবে। যে পুনর্দেব।ীশানং ভবং ভক্তিসুসংস্থিতাঃ ॥ ৫৩ ॥ যজন্তি নর্ম্মদাতীরে ন পুনস্তে ভবন্তি চ। আদেহপতনাৎ কেচিদুপাসন্তঃ পরং গতাঃ ॥ ৫৪ ॥ কেচিদ্‌দ্বাদশভির্বর্ষৈঃ ষড়্‌ভিরন্যে তপোধনাঃ। ত্রিভিঃ সংবৎসরৈঃ কেচিৎ কেচিৎ সংবৎসরেণ তু ॥ ৫৫ ॥ ষড়্‌ভির্ম্মাসৈস্তু সংসিদ্ধাস্ত্রি ভর্মাসৈস্তথাপরে। মুনয়ো দেবমাশ্রিত্য নর্ম্মদাঞ্চ যশস্বিনীম্ ॥ ৫৬ ॥ ছিত্ত্বা সংসারদোষাংশ্চ অগমন্ ব্রহ্ম শাশ্বতম্। এবং কলিযুগে ঘোরে শতশোহথ সহস্রশঃ ॥ ৫৭ ॥ নর্ম্মদাতীরমাশ্রিত্য মুনয়ো রুদ্রমাবিশন্ ॥ ৫৮ ॥ যে নর্ম্মদাতীরমুপেত্য বিপ্রাঃ শৈবে ব্রতে যত্নমুপপ্রপন্নাঃ। ত্রিকালমস্তঃ প্রবিগাহ্য ভক্ত্যা দেবং সমভ্যর্চ্চ্য শিবং ব্রজন্তি ॥ ৫৯ ॥ ধ্যানার্চ্চনৈর্জাপ্যমহাব্রতৈশ্চ নারায়ণং বা সততং স্মরন্তি। তে ধৌতপাণ্ডুরপটা ইব রাজহংসাঃ সংসারসাগরজলস্য তরন্তি পারম্ ॥ ৬০ ॥ সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যমুৎক্ষিপ্য ভুজমুচ্যতে। ইদমেকং সুনিষ্পন্নং ধ্যেয়ো নারায়ণঃ সদা ॥ ৬১ ॥ যো বা

মুনি আত্মযজ্ঞরত, কেহ কেহ কেবল ভক্তিভাবে অনুপ্রাণিত, কেহ কেহ বিষ্ণুভক্তি অবলম্বন, কোন কোন তপস্বী শিবব্রত ধারণ, কেহ একরাত্র, কেহ দ্বিরাত্র, কেহ ষড়্‌রাত্রভোজী; কেহ চান্দ্রায়ণ, কেহ কৃচ্ছ্রব্রত এবং কেহ কেহ অতিকৃচ্ছ্রব্রতধারী হইয়া তপস্যা করিতেছেন। এইরূপ শিব ও কেশবের উদ্দেশে অনুষ্ঠিত যাগ যজ্ঞ ও ঋষিগণের তপস্যাবিধানে নিয়ত দেবী নর্ম্মদার তীর সুশোভিত হইয়াছে। এইরূপে কেহ মহেশের পৃথক্ ভাব ভাবনা এবং অপর কেহ কেহ তাঁহাকেই একমাত্র চিন্তা করিয়া পূজা করত কলিযুগ মহা ভীষণ হইলেও অনুত্তম সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। যাঁহার যেমন ভক্তি, যাঁহার যেরূপ বিজ্ঞান ও যাহার যে দেবতায় অনুরক্তি, প্রভু ঈশান এই সকল বিবেচনা করিয়া তাঁহাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ সিদ্ধি প্রদান করেন। যাঁহারা শিবেই একান্তমনা ও একভক্তি, তাঁহারা শিবেই প্রালীন হইলেন, যাহারা পৃথক্ ভাবাপন্ন, সেই সকল নর সংসারে পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন করিল। যাহারা ঈশানরূপ মহাতরু পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহার শাখা-প্রশাখার আশ্রয় গ্রহণ করে তাহারা চতুর্যুগেই পুনরাবর্ত্তমান হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। তখন কখন দেব, কখন স্থাবর ও কখন সংসারের নররূপে ক্রমে ভ্রমণ করে। তাহার পুনঃপুনঃ জন্ম হয়, কখন তাহারা স্বর্গে ও ঘোর রৌরবে গমন করিয়া থাকে। আর যাঁহারা নর্ম্মদাতীরে ভক্তিভরে দেব ঈশান ভবকে ভাবনা করেন, তাঁহাদের পুনর্জ্জন্ম হয় না। কেহ দেহ পতন পর্য্যন্ত ঈশানের উপাসনা করিয়া পরম সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, আবার কোন কোন তপোধন দ্বাদশ বর্ষ, অন্য কেহ ষড়্‌বর্ষ, কেহ তিন বর্ষ, কেহ একবর্ষ, কেহ ছয় মাস এবং অপর কেহ কেহ বা তিন মাস শিবের উপাসনা করিয়া পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। মুনিগণ যশস্বিনী নর্ম্মদার তীর আশ্রয় ও দেব ঈশানের আরাধনা করিয়া সংসার-দোষসমূহের নিরাস করত নিত্য ব্রহ্মপদ লাভ করেন। এইরূপে শত সহস্র মুনি ভীষণ কলিকালে নর্ম্মদার তীর আশ্রয় করিয়া রুদ্রের পদে প্রবেশলাভ করিয়াছিলেন, যে সকল বিপ্র ভক্তিভরে নর্ম্মদাতীরে আগমন ও নীরে ত্রিকালীন অবগাহন করত শিবব্রতে নিরত হন এবং প্রযত্নপূর্ব্বক শিবপূজা করেন, তাঁহারা শিবপদে গমন করিয়া থাকেন। যাঁহারা ধ্যান, অর্চ্চন, জপ ও মহাব্রতাচরণ করিয়া সতত নারায়ণের স্মরণ করেন, তাহারা বিধৌত শুভ্র পক্ষপুটযুক্ত রাজহংসের ন্যায় সংসার-সাগরনীরের পরপারে গমন করেন।৪৪—৬০। আমি ঊর্দ্ধ বাহু হইয়া ত্রিসত্য করত বলিতেছে—ইহা সত্য, আমার

হরং পূজয়তে জিতাত্মা মাসং চ পক্ষং চ বসেন্নরেন্দ্র । রেবাং সমাশ্রিত্য মহানুভাবঃ স দেবদেবোঽথ ভবেৎ পিনাকী ॥৬২॥ কীটাঃ পতঙ্গাশ্চ পিপীলিকাশ্চ যে বৈ ম্রিয়ন্তেঽম্ভসি নর্ম্মদায়াঃ। তে দিব্যরূপাস্তু কুলপ্রসূতাঃ শতং সমা ধর্ম্মপরা ভবন্তি॥ ৬৩ ॥ কালেন বৃক্ষাঃ প্রপতন্তি যেঽপি মহাতরঙ্গৌঘনিকৃত্ত-মূলাঃ। তে নর্ম্মদাম্ভোভিরপাস্তপাপা দেদীপ্যমানা-স্ত্রিদিবং প্রয়ান্তি ॥ ৬৪ ॥ অকামকামাশ্চ তথা সকামা রেবাস্তমাশ্রিত্য ম্রিয়ন্তি তীরে। জড়ান্ধমূকাস্ত্রিদিবং প্রয়ান্তি কিমত্র বিপ্রা ভবভাবযুক্তাঃ॥ ৬৫ ॥ মাসো-পবাসৈরপি শোষিতাঙ্গা ন তাং গতিং যান্তি বিমুক্ত-দেহাঃ। ম্রিয়ন্তি রেবাজলপূতকায়াঃ শিবার্চ্চনে কেশবভাবযুক্তাঃ॥ ৬৬ ॥ যে নর্ম্মদাতীরমনুপ্রপন্না অভ্যর্চ্চয়িত্বা শিবমব্যয়াখ্যম্। নারায়ণং বা মনসা সুপূতাঃ পিবন্তি মাতুর্ন পুনঃ স্তনং তে॥ ৬৭॥ নীবারশ্যামাকযবেঙ্গুদাদ্যৈরন্যৈর্মুনীন্দ্রা ইহ বর্ত্তয়ন্তি। আশ্রিত্য কূলং ত্রিদশানুগীতং তে নর্ম্মদায়া ন বিশন্তি মৃত্যুম্॥ ৬৮ ॥ ভ্রমন্তি যে তীরমুপেত্য দেব্যা-স্ত্রিকালদেবার্চ্চনসত্যপূতাঃ। বিণ্মূত্রচর্ম্মাস্থিশিরোপ-ধানাঃ কুক্ষৌ যুবত্যা ন বসন্তি ভূয়ঃ॥ ৬৯॥ কিং যজ্ঞদানৈর্বহুভিশ্চ তেষাং নিষেবিতৈস্তীর্থবরৈঃ সমস্তৈঃ। রেবাতটং দক্ষিণমুত্তরং বা সেবন্তি তে রুদ্রচরানুপূর্ব্বম্॥ ৭০ ॥ তে বঞ্চিতাঃ পঙ্গুজড়ান্ধ-ভূতা লোকেষু মর্ত্ত্যাঃ পশুভিশ্চ তুল্যাঃ। যে নাশ্রিতা রুদ্রশরীরভূতাং সোপানপঙ্ক্তিং ত্রিদিবস্য রেবাম্॥ ৭১ ॥ যুগং কলিং ঘোরমিমং য ইচ্ছেদ্দ্রষ্টুং কদাচিন্ন পুনর্দ্বিজেন্দ্রঃ। স নর্ম্মদাতীরমুপেত্য সর্ব্বং সম্পূজয়েৎ সর্ব্ববিমুক্তসঙ্গঃ॥৭২॥ বিঘ্নৈরনেকৈরভি-যোজ্যমানা যে তীরমুজ্ঝন্তি ন নর্ম্মদায়াঃ। তে চৈব সর্ব্বস্য হিতার্থভূতা বন্দ্যাশ্চ তে সর্ব্বজনস্য মান্যাঃ॥ ৭৩॥ ভৃগ্বত্রিগার্গেয়বশিষ্ঠকল্পাঃ শতৈঃ সমেতৈ-র্নিয়তাত্মসঙ্খ্যৈঃ। সিদ্ধিং পরাং তে হি জলপ্লুতাঙ্গাঃ প্রাপ্তাস্তু লোকান্মরুতাং ন চান্যে॥ ৪॥ জ্ঞানং মহৎ পুণ্যতমং পবিত্রং পঠন্ত্যদো নিত্যবিশুদ্ধসত্ত্বাঃ

একমাত্র এই জ্ঞান পরিপক্ক হইয়াছে যে, নারায়ণই সতত ধ্যেয়। হে নরেন্দ্র! যে জিতাত্মা নর এক মাস বা এক পক্ষকাল রেবাতীরে বাস করত হরের আরাধনা করেন, সেই মহানুভব মানব দেবদেব পিনাকীর সারূপ্য প্রাপ্ত হন। কীট, পতঙ্গ ও পিপীলিকাগণও যদি নর্ম্মদানীরে প্রাণ পরিত্যাগ করে, তবে তাহারাও দিব্যরূপ ধারণ-পূর্ব্বক নর্ম্মদাতীরে জন্মগ্রহণ করত ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া শত বৎসর জীবন ধারণ করে। মহা-তরঙ্গপ্রভাবে কালক্রমে ধ্বস্তমূল হইয়া যে সকল বৃক্ষ পতিত হয়, তাহারাও নর্ম্মদা জল সংস্পর্শে পাপহীন হইয়া দেদীপ্যমানরূপে ত্রিদিবধামে গমন করিয়া থাকে। হে বিপ্রগণ! কুৎসিতকাম বা সাধুকাম যেরূপই হউক না কেন, জড়, অন্ধ বা মূক মানবগণও রেবানীরে জীবন বিসর্জ্জন করত স্বর্গে গমন করে, ভক্তিভাবযুক্ত মানবগণের আর কথা কি? শিবারাধনায় ও কেশবে ভক্তি-মান মানব পূত রেবানীরে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া যে গতি লাভ করেন, মাসোপবাসে শোষিত শরীর নরও দেহাবসানে সেরূপ গতি প্রাপ্ত হন না। যাহারা রেবাতীরে আগমনপূর্ব্বক অব্যয়াখ্য শিবের পূজা বা মনে মনে নারায়ণের স্মরণ করেন, সেই পূত ব্যক্তিগণের পুনরায় মাতৃস্তন্য পান করিতে হয় না। যে সকল ঋষিবর এই রেবাতীরে নীবার, শ্যামাক, যব, ইঙ্গুদী ও অন্যান্য বন্য ফল ভোজন করিয়া জীবন ধারণ করেন; যাহারা ত্রিদশানুগীত নর্ম্মদার তীর আশ্রয় করত প্রাণ ত্যাগ করেন, এবং যে সকল সত্যপূত ঋষি দেবী নর্ম্মদার তীরে সমাগত হইয়া ভ্রমণ ও ত্রিকালীন দেবার্চ্চন করেন, কদাচ তাঁহাদিগকে বিষ্ঠা, মূত্র, চর্ম্ম, অস্থি ও শিরাবিজড়িত দেহ ধারণ ও যুবতীর ক্রোড়ে বাস করিতে হয় না। যাহারা রেবার দক্ষিণ ও উত্তর তীরের সেবা করেন, তাঁহারা রুদ্রানুচর-সদৃশ আর তাঁহাদের বহু যজ্ঞ, দান ও নিখিল উত্তম তীর্থ সেবার কি প্রয়োজন? যাহারা স্বর্গসোপান-পংক্তি রুদ্রদেহসম্ভূতা রেবার সেবা করে না, সে সকল মানব পঙ্গু, জড় ও অন্ধবৎ এবং সেই বঞ্চিত মানবগণ পশুর সদৃশ। যে দ্বিজেন্দ্র কদাচিৎ এই ভীষণ কলিযুগের পুনরায় দর্শন বাসনা করেন না, নর্ম্মদাতীরে আগমনপূর্ব্বক বিমুক্ত-সঙ্গ হইয়া তাঁহার শঙ্করের পূজা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যাহারা অনেক বিঘ্ন বাধা দ্বারা অত্যন্ত আক্রান্ত হইয়াও নর্ম্মদার তীর পরিত্যাগ করেন না, তাঁহাদের সর্ব্বভূতের হিত সাধন করা হয় এবং তাঁহারা নিখিল জনের পূজ্য ও সম্মানভাজন হন। ভৃগু, অত্রি, গার্গেয়, বশিষ্ঠ প্রভৃতি শত শত মহর্ষি এবং অন্যান্য অসংখ্য নিয়তাত্মা মুনিগণ রেবানীরে শরীর আপ্লুত করিয়া পরম সিদ্ধি-প্রাপ্ত হইয়াছেন; কত অসংখ্য ঋষি বায়ুলোকে

গতিঃ পরাং যান্তি মহানুভাবা রুদ্রস্য বাক্যং হি যথা প্রমাণম্ ॥ ৮৫ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে নর্ম্মদাস্নানফলশ্রুতিকথনং নাম দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

যুধিষ্ঠির উবাচ। অহো মহৎ পুণ্যতমা বিশিষ্টা ক্ষয়ং ন যাতা ইহ যা যুগান্তে। তস্মাৎ সদা সেব্যতমা মুনীন্দ্রৈর্ধ্যানার্চ্চনস্নানপরায়ণৈশ্চ ॥ ১ ॥ যামাশ্রিত্য গতা মোক্ষমৃষয়ো ধর্ম্মবৎসলাঃ। যে ত্বয়োক্তাস্ত নিয়মা ঋষীণাং বেদনির্ম্মিতাঃ ॥ ২ ॥ মোক্ষাবাপ্তির্ভবেদ্যেষাং নিয়মৈশ্চ পৃথগ্বিধৈঃ। দশদ্বাদশভির্বাপি ষড়ভিরষ্টাভিরেব বা ॥ ৩ ॥ ত্রিভিস্তথা চতুর্ভির্বা বর্ষৈর্ম্মাসৈস্তথৈব চ। মুচ্যন্তে কলিদোষৈস্তে দেবেশানসমর্চ্চনাৎ ॥ ৪ ॥ ব্রহ্মাণং বা সুরশ্রেষ্ঠং কেশবং বা জগদ্গুরুম্। অর্চ্চয়ন্ পাপমখিলং জহাত্যেব ন সংশয়ঃ ॥ ৫ ॥ এতদ্বিস্তরতঃ সর্ব্বং কথয়স্ব মমানঘ। যস্মিন্ সংসারগহনে নিমগ্নাঃ সর্ব্বজন্তবঃ। তে কথং ত্রিদিবং প্রাপ্তা ইতি মে সংশয়ো বদ ॥ ৬ ॥ শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। জন্মান্তরৈরনেকৈস্ত মানুষ্যমুপলভ্যতে। ভক্তিরুৎপদ্যতে চাত্র কথঞ্চিদপি শঙ্করে ॥ ৭ ॥ তীর্থদানোপবাসানাং যজ্ঞৈর্দেবদ্বিজার্চ্চনৈঃ। অবাপ্তির্জায়তে পুংসাং শ্রদ্ধয়া পরয়া নৃপ ॥ ৮ ॥ তস্মাচ্ছ্রদ্ধা প্রকর্ত্তব্যা মানবৈর্ধর্ম্মবৎসলৈঃ। ঈশোঽপি শ্রদ্ধয়া সাধ্যস্তেন শ্রদ্ধা বিশিষ্যতে ॥ ৯ ॥ অন্যথা নিষ্ফলং সর্ব্বং শ্রদ্ধাহীনং তু ভারত। তস্মাৎ সমাশ্রয়েদ্ভক্তিং রুদ্রস্য পরমেষ্ঠিনঃ ॥ ১০ ॥ তেষাং হি সফলং জন্ম যেষাং ভক্তিরচঞ্চলা। সা চৈব ত্রিবিধা ভক্তিঃ সাত্বিকী রাজসী তথা। তামসী সর্ব্বলোকস্য ত্রিবিধঞ্চ ফলং লভেৎ ॥ ১১ ॥ তে কর্ম্মফলসংযোগাদাবর্ত্তন্তে পুনঃপুনঃ ॥ ১২ ॥ জন্মান্তরশতৈস্তেষাং জ্ঞানিনাং দেবযাজিনাম্। দেবত্রয়ে ভবেদ্ভক্তিঃ ক্ষয়াৎ পাপস্য

গমন করিয়াছেন। নিত্য-বিশুদ্ধ-সত্ত্ব মহানুভব ব্যক্তিগণ,এই রুদ্রবাক্য প্রমাণরূপে অবধারণ করিয়া পবিত্র পুণ্যতম এই উপাখ্যান সতত পাঠ করিলে অত্যুত্তম গতি লাভ করিতে পারেন। ৬১—৮৫।

দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

একাদশ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—অহো! নর্ম্মদা মহা পুণ্যতমা, যুগাবসানেও এই সরিদ্বরার ক্ষয় হয় না; এই জন্যই মুনিবরগণ ধ্যান, অর্চ্চনা ও স্নানপরায়ণ হইয়া সতত ইঁহার সেবা করেন। অহো! ধর্ম্মবৎসল ঋষি সকল ইঁহারই সেবা করিয়া মোক্ষলাভ করিয়াছেন। হে মুনিবর! আপনি ঋষিগণের অবলম্বনীয় যে সকল বেদবিহিত নিয়ম বর্ণন করিলেন, এই সকল নিয়মের পৃথক্ভাবে অনুষ্ঠান করিলেও তাঁহাদের মুক্তি হইবে, ইহাও আপনি বলিয়াছেন; এই নিয়মনিচয়ের দশ, দ্বাদশ, ছয়, আট, তিন বা চারি বৎসর কিংবা মাসানুষ্ঠান করত ঈশানের অর্চ্চনা করিলেই লোক কলিদোষ হইতে মুক্ত হইবে, ইহাও আপনার মুখে শ্রবণ করিলাম; আপনি আরও বলিয়াছেন,—ব্রহ্মা, কিংবা সুরসত্তম কেশব অথবা জগদ্গুরু শিবের পূজা করিলে মানব নিখিল পাপ পরিত্যাগ করে; সংশয় নাই। হে অনঘ! আমার নিকট এ সকল বিস্তাররূপে বর্ণন করুন। যে সকল জীব এই সংসারগহনে নিমগ্ন, তাহারা পুনরায় কিরূপে ত্রিদশালয় লাভ করিবে? ইহাই আমার সংশয়, অতএব আমার এই সংশয়ের নিরাস করুন। মার্কণ্ডেয় উত্তর করিলেন,—অনেক জন্মান্তরে জীব মানবদেহ প্রাপ্ত হয়, কিন্তু এই মানবশরীর পরিগ্রহ করিয়া জীবগণমধ্যে শঙ্করে ভক্তিমান্ অতি অল্পই হইয়া থাকে। হে নৃপ! তীর্থ, দান ও উপবাসনিরত নরগণ পরম শ্রদ্ধাসহকারে যজ্ঞ ও দেবদ্বিজের পূজা করিয়াই শিবভক্তি লাভ করেন; অতএব ধর্ম্মবৎসল লোকগণ সতত শ্রদ্ধাযুক্ত হইবেন, আর ঈশানও শ্রদ্ধা দ্বারা সাধ্য, অতএব সকল কার্য্যে শ্রদ্ধাই শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। হে ভারত! যাহার শ্রদ্ধা নাই, তাহার সকল কার্য্যই বিফল; অতএব সর্ব্ব প্রযত্নে পরমেষ্ঠী রুদ্রের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি করিবে। যাহাদের ভক্তি অচঞ্চলা,তাঁহাদেরই জন্মসফল। এই ভক্তি ত্রিবিধ—সাত্বিকী, রাজসী ও তামসী; সকল লোকেরই ভক্তিভেদে ত্রিবিধ ফললাভ হইয়া থাকে। যাহারা কর্ম্মফলাসক্ত হইয়া পুনঃপুনঃ সংসারে আবর্ত্তন করে, শত জন্মান্তর দেবপূজা করিয়া তাহারাই জ্ঞান লাভ করিয়া থাকে; তারপর পাপক্ষয় হইলে ক্রমে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই দেবত্রয়ে ভক্তি জন্মে;

কর্ম্মণঃ ॥ ১৩ ॥ ঈশানাত্তু পুনর্ম্মোক্ষো জায়তে ছিন্নসংশয়ঃ। যে পুনর্নর্ম্মদাতীরমাশ্রিত্য দ্বিজপুঙ্গবাঃ ॥১৪॥ ত্রয়ীমার্গমসন্দিগ্ধাস্তে যান্তি পরমাং গতিম্। একাগ্রমনসো যে তু শঙ্করং শিবমব্যয়ম্ ॥ ১৫ ॥ অর্চ্চয়ন্তীহ নিয়তাঃ ক্ষিপ্রং সিধ্যন্তি তে জনাঃ। কালেন মহতা সিদ্ধির্জায়তেহন্যত্র দেহিনাম্ ॥ ১৬ ॥ নর্ম্মদায়াঃ পুনস্তীরে ক্ষিপ্রং সিদ্ধিরবাপ্যতে। ষড়্ভির্বর্ষৈস্তু সিধ্যন্তি যে তু সাংখ্যবিদো জনাঃ ॥ ১৭ ॥ বৈষ্ণবা জ্ঞানসম্পন্নাস্তেহপি সিধ্যন্তি চাগ্রতঃ। সর্ব্বযোগবিদো যে চ সমুদ্রমিব সিন্ধবঃ ॥ ১৮ ॥ একীভবন্তি কল্পান্তে যোগে মাহেশ্বরে গতাঃ। সর্ব্বেষামেব যোগানাং যোগো মাহেশ্বরো বরঃ ॥ ১৯ ॥ তৎপ্রসাদাদ্ বিমুচ্যন্তে যেহপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ। শিবমর্চ্চ্য নদীকূলে জায়ন্তে তে ন যোনিষু ॥ ২০ ॥ গতিরেষা দুরারোহা সর্ব্বপাপক্ষয়ঙ্করী। মুচ্যন্তে মজ্জ্য সংসারাদ্রেবামাশ্রিত্য জন্তবঃ ॥ ২১ ॥ তস্মাৎ স্নায়ী ভবেন্নিত্যং তথা ভস্মবিলেপনঃ। নর্ম্মদাতীরমাসাদ্য ক্ষিপ্রং সিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ ॥২২॥ ত্রিকালং পূজয়েচ্ছাম্ভো যো নরো লিঙ্গমাদরাৎ। সর্ব্বরোগবিনির্ম্মুক্তঃ স যাতি পরমাং গতিম্ ॥ ২৩ ॥ ষড়্ভিঃ সিধ্যতি মাসৈস্তু যদ্যপি স্যাৎ স পাপকৃৎ। যে পুনঃ শুদ্ধমনসো মাসৈঃ শুধ্যন্তি তে ত্রিভিঃ ॥ ২৪ ॥ যথা দিনকরস্পৃষ্টং হিমং শৈলাদ্বিশীর্য্যতে। তদ্বদ্বিলীয়তে পাপং স্পৃষ্টং ভস্মকণৈঃ শুভৈঃ ॥ ২৫ ॥ সদ্যোজাতাদিযুক্তেন ভস্মনা যে সমুক্ষিতাঃ। সূর্য্যাবদ্বিমলা ভান্তি দ্বিজা রুদ্রপরায়ণাঃ ॥ ২৬ ॥ বৈনতেয়ভয়ত্রস্তা যথা নশ্যন্তি পন্নগাঃ। তদ্বৎপাপানি নশ্যন্তি ভস্মনাভ্যুক্ষিতানি হ ॥ ২৭ ॥ নর্ম্মদাতোয়পূতেন ভস্মনোদ্ধূলয়ন্তি যে। সদ্যস্তে পাপসঙ্ঘাচ্চ মুচ্যন্তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২৮ ॥ ব্রতং পাশুপতং ভক্ত্যা যথোক্তং পালয়ন্তি যে। শূদ্রান্নেন বিহীনাস্তু তে যান্তি পরমাং গতিম্ ॥ ২৯ ॥ অমৃতং ব্রাহ্মণস্যান্নং ক্ষত্রিয়ান্নং পয়ঃ স্মৃতম্। বৈশ্যান্নমন্নমেব স্যাচ্ছূদ্রান্নং রুধিরং স্মৃতম্ ॥ ৩০ ॥ শূদ্রান্নরসসম্পুষ্টা যে ম্রিয়ন্তে দ্বিজোত্তমাঃ। তে তপোজ্ঞানহীনাস্তু কাকা গৃধ্রা ভবন্তি তে ॥ ৩১ ॥ দুষ্কৃতং হি মনুষ্যাণামন্নমাশ্রিত্য তিষ্ঠতি। যো যস্যান্নং

এতন্মধ্যে ঈশানের পূজায়ই মানব ছিন্নসংশয় হইয়া মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। যে সকল দ্বিজপুঙ্গব নর্ম্মদাতীর আশ্রয় করত অসন্দিগ্ধচিত্তে বেদমার্গ অবলম্বন করেন, তাঁহাদের পরম গতি লাভ হয়। যে সকল নিয়ত নর নর্ম্মদাতীর আশ্রয়পূর্ব্বক একাগ্রমনে মঙ্গলময় অব্যয় শিবের পূজা করেন, তাঁহাদের সিদ্ধিলাভ সত্বর সাধিত হয়। অন্যত্র শরীরিগণের দীর্ঘকালে যে সিদ্ধিলাভ হয়, নর্ম্মদাতীরে সত্বর সেই সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। যে সকল সাংখ্যবিৎ মানব ছয়বৎসরে সিদ্ধিলাভ করেন, জ্ঞানসম্পন্ন বৈষ্ণব মানবগণ তাঁহাদের অগ্রেই সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যাহারা নিখিল যোগবিৎ, কল্পান্তকালে নদীনিবহ যেরূপ সাগরে মিলিত হয়, তাঁহারাও তদ্রূপ মহেশ্বরের যোগে যুক্ত হইয়া থাকেন। যোগনিচয়ের মধ্যে মাহেশ্বর যোগই শ্রেষ্ঠ, পাপযোনি মানবগণও মাহেশ্বর যোগ অবলম্বন করিয়া বিমুক্ত হয়; তাহারা রেবাতীরে শিবপূজা করিয়া কখনও যোনিজন্ম লাভ করে না। এই সর্ব্বপাপনাশিনী গতি অতীব গহন, জীবগণ রেবার নীরে নিমজ্জন ও রেবার আশ্রয় গ্রহণ করত সংসারসাগর হইতে মুক্ত হয়। রেবাতীরে গমন, রেবানীরে নিত্যস্নান ও ভস্মলেপন করিলে মানব সত্বর সিদ্ধিলাভ করে। যে শাম্ভ মানব আদরসহকারে ত্রিকালীন স্নান ও লিঙ্গের পূজা করে, সে সর্ব্বরোগবিমুক্ত হইয়া পরম গতিলাভ করিয়া থাকে। পাপকারী নরও ছয়মাস এইরূপ করিলে সিদ্ধিলাভ করে, আর পূতচিত্ত ব্যক্তি তিনমাসে সিদ্ধিলাভ করেন। দিনকরকরস্পর্শে শৈলশিখরের হিমরাশি যেরূপ বিশীর্ণ হয়, কণামাত্র ভস্মসংসর্গেও তদ্রূপ পাপপুঞ্জ বিলীন হইয়া থাকে। শিবের সদ্যোজাতাদি নাম সহকারে যে সকল দ্বিজ শরীরে ভস্মলেপন করেন, রুদ্রপরায়ণ সেই দ্বিজগণ দিবাকরবৎ বিমল হইয়া থাকেন। পতগবর গরুড়ের ভয়ে পন্নগগণ যেরূপ ত্রস্ত হয়, শরীর ভস্মদ্বারা লিপ্ত হইলে কলুষজালও তদ্রূপ বিলীন হইয়া থাকে। যাঁহারা নর্ম্মদানীরপূত ভস্মদ্বারা শরীর বিধৌত করেন, সদ্যই তাঁহাদের কলুষরাশি বিনষ্ট হয়, সংশয় নাই। যাঁহারা শূদ্রান্ন পরিত্যাগপূর্ব্বক ভক্তিভরে যথাবিধি পাশুপত ব্রত পালন করেন, তাঁহাদের পরম গতিলাভ হয়। ব্রাহ্মণের অন্ন অমৃত, ক্ষত্রিয়ান্ন ক্ষীর, বৈশ্যের অন্নই অন্ন এবং শূদ্রান্ন রুধির বলিয়া কথিত হয়; যাহারা শূদ্রের অন্নরসে শরীর পোষণ করে; দ্বিজোত্তম হইলেও দেহাবসানে তপস্যা ও জ্ঞানহীন হইয়া তাহারা কাক ও গৃধ্র হয় ।১২—৩১। মানবগণের পাপ অন্না-

সমশ্লাতি স তস্যাশ্লাতি কিল্বিষম্ ॥ ৩২ ॥ বিশেষাদ্-যতিধর্ম্মেণ তপোলৌল্যং সমাশ্রিতাঃ। নরকং যান্ত্যসন্দিগ্ধমিত্যেবং শঙ্করোহব্রবীৎ ॥ ৩৩ ॥ ঈদৃগ্-রূপাশ্চ যে বিপ্রাঃ পাশুপত্যে ব্যবস্থিতাঃ। তে মহৎ পাপসঙ্ঘাতং দহন্ত্যেব ন সংশয়ঃ ॥ ৩৪ ॥ বিড়ম্বেন চ সংযুক্তা লৌলুপ্যেন চ পীড়িতাঃ। অস ম্ভাষ্যা অসংগ্রাহ্যা ইত্যেবং শ্রুতিনোদনা ॥ ৩৫ ॥ মাতাপিতৃকৃতৈর্দোষৈরন্যে কেচিৎ স্বকর্ম্মজৈঃ। নষ্টা জ্ঞানাবলেপেন অহঙ্কারেণ চাপরে ॥ ৩৬ ॥ শাঙ্করে প্রস্থিতা ধর্ম্মে যে স্মৃত্যর্থবহিষ্কৃতাঃ। ক্লিশ্যমানাস্ত কালেন তে যান্তি পরমাং গতিম্ ॥ ৩৭ ॥ অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষা মূর্খা দম্ভবিবর্দ্ধিতাঃ। ন সিধ্যন্তি দুরাত্মানঃ কুদৃষ্টান্তার্থকীর্ত্তনাঃ ॥ ৩৮ ॥ মহাভাগোহপি তীর্থস্থ শাঙ্করং ব্রতমাস্থিতাঃ। বিযোনিং যান্ত্যসন্দিগ্ধং লৌলুপ্যেন সমন্বিতাঃ ॥ ৩৯ ॥ ন তীর্থৈর্ন চ দানৈশ্চ দুষ্কৃতং হি বিলুপ্যতে। অজ্ঞানাচ্চ প্রমাদাচ্চ কৃতং পাপং বিনশ্যতি ॥ ৪০ ॥ এবং জ্ঞাত্বা তু বিধিনা বর্ত্তিতব্যং দ্বিজাতিভিঃ। পরং ব্রহ্ম জপদ্ভিশ্চ বর্ত্তিতব্যং মুহুর্ম্মুহুঃ ॥ ৪১ ॥ ঊর্দ্ধরূপং বিরূপাক্ষং যোহর্চতে রুদ্রমেব চ। ঈশানং পশ্যতে সাক্ষাৎ ষণ্মাসাৎ সঙ্গবর্জ্জিতঃ ॥ ৪২ ॥ সংহিতায়া দশাবৃত্তীর্যঃ করোতি সুসংযতঃ। নর্ম্মদাতটমাশ্রিত্য স মুচ্যেৎ সর্ব্ব-পাতকৈঃ ॥ ৪৩ ॥ পুরাণসংহিতাং বাপি শৈবীং বা বৈষ্ণবীমপি। যঃ পঠেন্নর্ম্মদাতীরে শিবাগ্রে স শিবাত্মকঃ ॥ ৪৪ ॥ 'আভূতসংপ্লবং যাবৎ স্বর্গলোকে মহীয়তে। সংসারব্যসনং হাতুং পুরা প্রোক্তং তু নন্দিনা ॥ ৪৫ ॥ দেবর্ষিসিদ্ধগন্ধর্ব্বসমবায়ে শিবালয়ে। নন্দিগীতামিমাং রাজন্ শৃণুষ্বৈকমনাঃ শুভাম্ ॥ ৪৬ স্বর্গমোক্ষপ্রদাং পুণ্যাং সংসারভয়নাশিনীম্ ॥ ৪৭ সংসারগহ্বরগুহাং প্রবিহাতুমেতাং চেদিচ্ছথ প্রতি-পদং ভবতাপখিন্নাঃ। নানাবিধৈর্নিজকৃতৈর্বহুকর্ম্ম-পাশৈর্বদ্ধাঃ সুখায় শৃণুতৈকহিতং মযোক্তম্ ॥ ৪৮ ॥ শক্র বক্রগতিং মা গা মা কৃথা যম যাতনাম্। চেতঃ প্রচেতঃ শময় লৌলুপ্যং ত্যজ বিত্তপ ॥ ৪৯ ॥ দীনা-নাথবিশিষ্টেভ্যো ধনং সর্ব্বং পরিত্যজ। যদি

শ্রয়ে বাস করে; অতএব যে যাহার অন্ন ভোজন করে, সে তাহার পাপই ভক্ষণ করিয়া থাকে। বিশেষতঃ যতিধর্ম্মানুসারে যাঁহারা তপস্যা করেন, তাঁহারা লোভের বশবর্ত্তী হইলে নিশ্চিতই নরকে গমন করিয়া থাকেন, ইহা শঙ্কর কহিয়াছেন। যে সকল দ্বিজ যতিধর্ম্মে পাশুপতব্রতনিরত হন, তাঁহারা মহাদুরিতরাশি দগ্ধ করেন, সংশয় নাই। শ্রুতি বলিয়াছেন,—যাহারা শিবব্রতে বিড়ম্বিত ও লোভপীড়িত, তাহাদের প্রতিগ্রহ ও তাহাদের সহিত আলাপও কর্ত্তব্য নহে। কেহ মাতাপিতৃকৃত দোষে, কেহ স্বীয় কর্ম্মে, কেহ জ্ঞানগর্ব্বে এবং অপর কেহ বা অহঙ্কারে বিনষ্ট হইয়া থাকে; কিন্তু তাদৃশ স্মৃতিবহিষ্কৃত মানবগণও যদি শিবধর্ম্মে আস্থাবান্ হয়, তবে দীর্ঘকাল ক্লিশ্যমান হইয়াও তাহারা পরমগতি লাভে সমর্থ হইয়া থাকে। যাহারা শ্রদ্ধাহীন, মূর্খ, অত্যন্ত দম্ভী এবং যাহারা কুদৃষ্টান্ত ও কদর্থ কীর্ত্তন করে, সেই সকল দুরাত্মা মানবগণের সিদ্ধিলাভ হয় না। যাঁহারা তীর্থলোলুপ, তাঁহাদেরই ভাগ্যবশে শিবব্রতে আস্থা জন্মে, আর শিবব্রতে আস্থাবান্ হইলেই তাঁহাদের যোনিজন্ম হয় না, সন্দেহ নাই। কেবল তীর্থসেবা ও দান দ্বারা ম্লান ও প্রমাদকৃত দুরিত বিনষ্ট হয় না, দ্বিজগণ এইরূপ জানিয়াই যথাবিধি মুহুর্ম্মুহুঃ পরব্রহ্ম জপ করিবেন। যে সঙ্গবর্জ্জিত দ্বিজ ঊর্দ্ধরূপ বিরূপাক্ষ রুদ্রের ধ্যান করেন, তিনি ছয়মাসেই সাক্ষাৎ ঈশানকে দর্শন করিতে সমর্থ হন। যে সুসংযত দ্বিজ রেবাতীরে বাস করত রুদ্রসংহিতার দশবার আবৃত্তি করেন, তাঁহার নিখিলকলুষ বিনষ্ট হয়। যিনি নর্ম্মদাতীরে বসিয়া শিবসম্মুখে পুরাতনী শৈব বা বৈষ্ণবসংহিতা পাঠ করেন, তিনি শিবসদৃশ হন এবং পুনঃ কল্পকাল পর্য্যন্ত স্বর্গে পূজিত হইয়া থাকেন। পূর্ব্বকালে নন্দী দেবর্ষি, সিদ্ধ ও গন্ধর্ব্বগণের সহিত দেবালয়ে মিলিত হইয়া সংসার ব্যসনের নাশহেতু যে শিবগাথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, হে রাজন! এক্ষণে একমন হইয়া সেই শুভাবহা নন্দি-গীতা শ্রবণ কর। এই পবিত্রা নন্দিগীতা স্বর্গমোক্ষ-প্রদা ও সংসারত্রাসনাশিনী। যাহারা সংসারের গভীর গুহা ত্যাগ করিতে চাও, যাহারা পদে পদে ভবতাপখিন্ন, যাহারা নিজকৃত নানাবিধ কর্ম্মপাশে আবদ্ধ তাহারা সুখে আমার কথিত এই নন্দিগীতা শ্রবণ কর; এই নন্দিগীতাই একমাত্র সর্ব্ববিধ হিতের সাধন করে।৩২—৪৮। নন্দিগীতা যথা—"যদি সংসারসাগরের ঊর্ম্মিমালার আলোড়নে আতুর হইয়া থাক, তবে হে শক্র! বক্রগতি ত্যাগ কর, হে যম! যাতনা দিও না, হে বরুণ! চিত্ত প্রশমিত কর, হে ধনদ! লোলুপতা পরিত্যাগ

সংসারজলধেবীচীপ্রেঙ্খোল্লনাতুরঃ ॥ ৫০ ॥ জন্মোদ্বিগ্নং মৃতেস্ত্রস্তং গ্রস্তং কামাদিভির্নরম্। স্রস্তং যো ন যমাদিভ্যঃ পিনাকী পাতি পাবনঃ ॥ ৫১ ॥ মা ধেহি সর্ব্বং কীনাশ হাস্যং যাস্যসি পীড়য়ন্। প্রাণিনং সর্ব্বশরণং তদ্ভাবি শরণং তব ॥ ৫২ ॥ কালঃ করালকো বালঃ কো মৃত্যুঃ কো যমাধমঃ। শিববিষ্ণুপরাণাং হি নরাণাং কিং ভয়ং ভবেৎ ॥ ৫৩ ॥ ভবভারার্ত্তজন্তূনাং রেবাতীরনিবাসিনাম্। ভর্গশ্চ ভগবাংশ্চৈব ভবভীতিবিভেদনো ॥ ৫৪ ॥ শিবং ভজ শিবং ধ্যায় শিবং স্তুহি শিবং যজ। শিবং নম বরাক ত্বং জ্ঞানং মোক্ষং যদীচ্ছসি ॥ ৫৫ ॥ পঠ পঞ্চাননং শাস্ত্রং মন্ত্রং পঞ্চাক্ষরং জপ। দেহি পঞ্চাত্মকং তত্ত্বং যজ পঞ্চাননং পরম্ ॥ ৫৬ ॥ কিং তৈঃ কর্ম্মগণৈঃ শোচ্যৈর্নানাভাববিশেষিতৈঃ। যদি পঞ্চাননঃ শ্রীমান্ সেব্যতে সর্ব্বথা শিবঃ ॥ ৫৭ ॥ কিং সংসারগজোন্মত্তবৃংহিতৈর্নির্ভৃতৈরপি। যদি পঞ্চাননো দেবো ভাবগন্ধোপসেবিতঃ ॥ ৫৮ ॥ রে মূঢ় কিং বিষাদেন প্রাপ্য কর্ম্মকদর্থনাম্। ভবানীবল্লভং ভীমং জপ ত্বং ভয়নাশনম্ ॥ ৫৯ ॥ নর্ম্মদাতীরনিলয়ং দুঃখৌঘবিলয়ঙ্করম্। স্বর্গমোক্ষপ্রদং ভর্গং ভজ মূঢ় সুরেশ্বরম্ ॥ ৬০ ॥ বিহায় রেবাং সুরসিন্ধুসেব্যাং তত্তীরসংস্থঞ্চ হরং হরিঞ্চ। উন্মত্তবদ্ভাববিবর্জ্জিতস্ত্বং ক যাসি রে মূঢ় দিগন্তরাণি ॥ ৬১ ॥ ভজ রেবাজলং পুণ্যং যজ রুদ্রং সনাতনম্। জপ পঞ্চাক্ষরীং বিদ্যাং ব্রজ স্থানঞ্চ বাঞ্ছিতম্ ॥ ৬২ ॥ ক্লেশয়িত্বা নিজং কায়মুপায়ৈর্বহুভিস্তু কিম্। ভজ রেবাং শিবং প্রাপ্য সুখসাধ্যং পরং পদম্ ॥ ৬৩ ॥ এবং কৈলাসমাসাদ্য নন্দী স শিবসন্নিধৌ। জগৌ যল্লোকপালানাং তন্ময়োক্তং তবাধুনা ॥ ৬৪ ॥ মার্কণ্ডেয় উবাচ। স্নানদানপরো যস্তু নিত্যং ধর্ম্মমনুব্রতঃ। নর্ম্মদাতীরমাশ্রিত্য মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ ॥ ৬৫ ॥ বিধিহীনো জপেন্নিত্যং বেদান্ সর্ব্বান্ শতং সমাঃ। মৃত্যুলাঙ্গলজাপ্যেন সমো যোঽপ্যধিকো গুণৈঃ ॥ ৬৬ ॥ বীজযোন্যবিশুদ্ধস্তু যথা রুদ্রং ন বিন্দতি। তথা

কর; দীন, অনাথ ও বিশিষ্টব্যক্তিকে ধনদান কর। মানব জন্ম হইতে উদ্বিগ্ন, মৃত্যু হইতে ত্রস্ত ও কামাদি কর্তৃক গ্রস্ত; কিন্তু যে নর যমাদি নিয়ম হইতে স্খলিত নহে, পরম পাবন পিনাকী তাহাকে রক্ষা করিয়া থাকেন। হে যম! গর্ব্ব করিও না, মানবকে পীড়িত করিয়া হাস্য করিও না; শঙ্করের শরণৈষী প্রাণী তোমারও শরণীয়। যাহারা শিব-বিষ্ণুপরায়ণ, করাল কাল তাহাদের নিকট বালকবৎ প্রতিভাত হয়, অধম যম ও মৃত্যু তাহাদের কি করিবে? আর শিব-বিষ্ণুপরায়ণ মানবের ভয়ই বা কেন হয়? ভবভারপীড়িত জীবগণ রেবাতীরে বাস করুক, ভগবান্ তাহাদের ভবভীতি দূর করিবেন। হে জীব! শিবের ভজনা, শিবের ধ্যান, শিবের স্তব ও শিবের পূজা কর; হে আকাঙ্ক্ষিৎকর! যদি তোমার জ্ঞান ও মোক্ষে অভিলাষ থাকে, তবে শিবের নমস্কার কর। হে জীব! পঞ্চানন-শাস্ত্র পাঠ, পঞ্চাক্ষর মন্ত্র জপ, পঞ্চাত্মক তত্ত্ব প্রদান ও পরম পঞ্চাননের অর্চ্চনা কর; যদি সর্ব্বপ্রকারে সর্ব্বভাবে শ্রীমান পঞ্চাননের আরাধনা করিতে পার, তবে নানাফলপ্রসূ কর্ম্মনিবহ দ্বারা তোমার শোচ্যমান হইবে না। যদি পঞ্চানন (সিংহ?) রূপ গন্ধের সেবা করিতে পার, তবে সংসাররূপ উন্মত্ত করীর নিজ্জনগর্জ্জন তোমার কি করিবে? রে মূঢ়! কর্ম্মের লাঞ্ছনা পাইয়া কেন বিষণ্ণ হইতেছ? ভবানীবল্লভের ভয়নাশক রুদ্রমন্ত্র জপ কর; নর্ম্মদাতীরে তাঁহার আলয় বিদ্যমান, তিনি ক্লেশজালের বিলয় সাধন করেন; রে মূঢ়! স্বর্গমোক্ষপ্রদ ভর্গ মহেশ্বরের ভজনা কর। রে মূঢ়! সুরসরিৎ-সেবিত রেবা ও রেবাতীরবাসী হরি ও হরকে পরিত্যাগ করিয়া ভাববিবর্জ্জিত উন্মত্তের ন্যায় দিগ্দিগন্তে কোথায় ভ্রমণ করিতেছ? পূত রেবনীরের সেবা, সনাতন রুদ্রজপ এবং পঞ্চাক্ষরী বিদ্যাজপ করিয়া অভীষ্টস্থানে গমন কর। বহু উপায়ে নিজ কায় ক্লিষ্ট করিয়া এ কি করিতেছ? রেবাতীরে গমন করিয়া সুখসাধ্য পরমপদ শিবের সেবা কর।” হে রাজন্! নন্দী কৈলাসশৈলে শিবসমীপে গমন করিয়া লোকপালগণের সমক্ষে যে গীতি কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, সম্প্রতি তাহাই তোমার নিকট বর্ণন করিলাম। ৪৯—৬৪। মুনি মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—যে ধর্ম্মব্রত মানব নর্ম্মদার তীর আশ্রয় করত নিত্য স্নানদানপরায়ণ হয়, তাহার পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে। মৃত্যুলাঙ্গল মন্ত্র জপে জীব অধিক গুণবান হইয়া থাকে, কিন্তু যোনিবীজদুষ্ট জীব যেমন রুদ্রকে লাভ করে না, ক্ষীণায়ু মানবের যেরূপ মৃত্যুলাঙ্গলমন্ত্র স্মরণ হয় না, তদ্রূপ বিধি-

লাঙ্গলমন্ত্রোঽপি ন তিষ্ঠতি গতাগয়ি ॥ ৬৭ ॥ গায়ত্রী-জপসংযুক্তঃ সংযমী হ্যগ্নিকো গুণৈঃ। অগ্নিমীলে ইষেত্বো বা অগ্ন আয়াহি নিত্যদা ॥ ৬৮ ॥ শন্নো দেবীতি কূলস্থো জপেন্মুচ্যেত কিল্বিষৈঃ ॥ ৬৯ ॥ সাঙ্গোপাঙ্গাংস্তথা বেদান জপন্নিত্যং সমাহিতঃ। ন তৎফলমবাপ্নোতি গায়ত্র্যা সংযমী যথা ॥ ৭০ ॥ রুদ্রাধ্যায়ং সকৃজ্জপ্ত্বা বিপ্রো বেদসমন্বিতঃ। মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥ ৭১ ॥ অন্যদ্বৈ জপ্যসংস্থানং সূক্তমারণ্যকং তথা। মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥ ৭২ ॥ যৎ-কিঞ্চিৎ ক্রিয়তে জাপ্যং যচ্চ দানং প্রদীয়তে। নর্ম্মদাজলমাশ্রিত্য তৎসর্ব্বং চাক্ষয়ং ভবেৎ ॥ ৭৩ ॥ এবংবিধৈর্ব্রতৈর্নিত্যং নর্ম্মদাং যে সমাশ্রিতাঃ। তে মৃতা বৈষ্ণবং যান্তি পদং বা শৈবমব্যয়ম্ ॥ ৭৪ ॥ সত্যলোকং নরাঃ কেচিৎ সূর্য্যলোকং তথাপরে। অপ্সরোগণসংবীতা যাবদাভূতসম্প্লবম্ ॥ ৭৫ ॥ এবং বৈ বর্ত্তমানেঽস্মিল্লোঁকে তু নৃপপুঙ্গব। ঋষীণাং দশকোট্যস্তু কুরুক্ষেত্রনিবাসিনাম্ ॥ ৭৬ ॥ ময়া সহ মহা-ভাগ নর্ম্মদাতটমাশ্রিতাঃ। ফলমূলকৃতাহারা অর্চ্চয়ন্তঃ স্থিতাঃ শিবম্ ॥ ৭৭ ॥ তচ্চ বর্ষশতং দিব্যং কাল-সংখ্যানুমানতঃ। ষড়্‌বিংশতিসহস্রাণি তানি মানুষ-সংখ্যয়া ॥ ৭৮ ॥ ততস্তস্যামতীতায়াং সন্ধ্যায়াং নৃপসত্তম। শেষং মানুষমেকং তু কালে বর্ষশতং স্থিতম্ ॥ ৭৯ ॥ ততোঽভবদনাবৃষ্টির্লোকক্ষয়করী তদা। যয়া যাতং জগৎ সর্ব্বং ক্ষয়ং ভূয়ো হি দারুণম্ ॥ ৮০ ॥ যে পূর্ব্বমিহ সংসিদ্ধা ঋষয়ো বেদপারগাঃ। তেষাং প্রভাবাদ্ভগবান্ ববর্ষবলবৃত্রহা ॥ ৮১ ॥ মহতী ভূরিসলিলা সমন্তাদ্‌বৃষ্টিরাহিতা। ততো বৃষ্ট্যাং তু তেষাং বৈ বর্ত্তনং সমজায়ত ॥ ৮২ ॥ শ্যামাকেঙ্গুদবিল্বাদ্যৈর্নর্ম্মদাতীরমাশ্রিতৈঃ। নীয়তে স মহান কালো মহাসিদ্ধিমভীপ্সুভিঃ ॥ ৮৩ ॥ পুন-র্যুগান্তে সম্প্রাপ্তে কিঞ্চিচ্ছেষে কলৌ যুগে। নিঃশেষমভবৎ সর্ব্বং শুষ্কং স্থাবরজঙ্গমম্ ॥ ৮৪ ॥ নির্বৃক্ষৌষধগুল্মং চ তৃণবীরুদ্বিবর্জ্জিতম্। অনাবৃষ্টি-

বিহীন হইয়া শত বৎসর অহর্নিশ বেদচতুষ্টয়ের জপেও কোন কার্য্যসিদ্ধি হয় না। যে সংযমী হইয়া সতত গায়ত্রী জপ করে, সে-ই নিখিলগুণে শ্রেষ্ঠ হয়; রেবাতীরবাসী হইয়া যে নর "অগ্নি-মীলে" ইত্যাদি, 'ঈষে ত্বো' ইত্যাদি, 'অগ্ন আয়াহি' ইত্যাদি এবং 'শন্নো দেবী' ইত্যাদি মন্ত্র জপ করে, তাহার নিখিল কলুষ বিনষ্ট হইয়া থাকে। সংযমী মানব গায়ত্রীজপে যে ফললাভ করে, সতত সমাহিতমনে নিখিল সাঙ্গোপাঙ্গ বেদজপেও নর তাহার তুল্য ফললাভে সমর্থ হয় না। বেদজ্ঞ দ্বিজ রুদ্রাধ্যায় একবারমাত্র জপ করিয়া পাপবিমুক্ত হয় ও বিষ্ণু-লোকে গমন করে। আরণ্যক নামক অন্য আর একটী জাপ্য সূক্ত আছে, এই আরণ্যকজপে নর নিখিলপাপমুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করে। নর্ম্মদানীর আশ্রয় করিয়া যে কিছু জপাদিক্রিয়া ও দান করে, তৎসমস্ত অক্ষয় হয়। যে সকল লোক নর্ম্মদানীর আশ্রয় করিয়া পূর্ব্বোক্ত বিধানানুসারে নিত্য ব্রতাদি করে, দেহাবসানে তাহারা বিষ্ণু বা অব্যয় শিবপদ প্রাপ্ত হয়। হে নৃপপুঙ্গব! তৎ-কালে নরগণের মধ্যে কেহ সত্য লোকে এবং অপর কেহ অপ্সরোগণে পরিবৃত হইয়া পুনঃপ্রলয়-কালপর্য্যন্ত সূর্য্যলোকে বাস করিতে লাগিলেন। হে মহাভাগ! লোক সকল এইরূপে ব্যবস্থিত হইলে কুরুক্ষেত্রবাসী দশকোটি ঋষি আমার সহিত নর্ম্মদাতীরবাসী হইয়া ফলমূলভোজনে জীবন ধারণ করত সতত শিবের অর্চ্চনা করিতে লাগি-লেন। এইরূপে আমাদের যে সময় অতিবাহিত হইল, অনুমানদ্বারা বলিতেছি,—সেই কালের সংখ্যা দিব্য শত বৎসর; ইহার পর আমরা এই-রূপে মানুষমানের ষড়্‌বিংশতি সহস্র বৎসর অতি-বাহিত করিলাম। হে নৃপসত্তম! অনন্তর যুগ-সন্ধ্যা অতীত হইলে তাহার পরও আমরা পূর্ব্বোক্ত-রূপে মানুষমানের শত বৎসর রেবাতীরে বাস করিলাম। তারপর লোকক্ষয়করী অনাবৃষ্টি দেখা দিল, এই অনাবৃষ্টিতে নিখিল জগতের পুনরায় দারুণ ক্ষয় হইল। পূর্ব্বে এখানে যে সকল বেদ-পারগ ঋষি সম্যক্ সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, তাঁহা-দের প্রভাবে বল ও বৃত্রনামক অসুরদ্বয়ের নিহন্তা ভগবান ইন্দ্র বর্ষণ করিলেন, ইন্দ্র সকল স্থানেই প্রভূত বর্ষণ করিয়াছিলেন, এই দেববর্ষণে ভূমণ্ডলে ভূরিজল হইল; এবং এই বৃষ্টিপাতেই প্রভূত শ্যামাক ইঙ্গুদী ও বিল্বাদি উৎপন্ন হইতে লাগিল, আর নর্ম্মদাতীরবাসী নরগণও এই শ্যামাকাদি দ্বারা জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন। মহাসিদ্ধি অভীপ্সু মানুষসকল এইরূপে সেই অতি দীর্ঘকাল অতিবাহিত করিলেন। আবার যুগান্তকাল উপস্থিত হইল। অতঃপর তখন কলির অল্পমাত্রই অব-শিষ্ট ছিল, স্থাবর জঙ্গম নিখিল বস্তুই নিঃশেষ

হতং সর্ব্বং ভূমণ্ডলমভূদ্‌ভৃশম্ ॥ ৮৫ ॥ ততস্তে ঋষয়ঃ সর্ব্বে ক্ষুত্তৃষার্ত্তাঃ সহস্রশঃ। যুগস্বভাবমাবিষ্টা হীনসত্ত্বাভবন্নৃপ ॥ ৮৬ ॥ নষ্টহোমস্বধাকারে যুগান্তে সমুপস্থিতে। কিং কার্য্যং ক নু যাস্যামঃ কোঽস্মাকং শরণং ভবেৎ ॥ ৮৭ ॥ তানহং প্রত্যুবাচেদং মা ভৈষ্টেতি পুনঃপুনঃ। ঈদৃগ্বিধা ময়া দৃষ্টা বহবঃ কালপর্য্যয়াঃ ॥ ৮৮ ॥ নর্ম্মদাতীরমাশ্রিত্য তে সর্ব্বে গমিতা ময়া। এষা হি শরণং দেবী সম্প্রাপ্তে হি যুগক্ষয়ে ॥ ৮৯ ॥ নান্যা গতিরিহাস্মাকং বিদ্যতে দ্বিজসত্তমাঃ। জনিত্রী সর্ব্বভূতানাং বিশেষেণ দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৯০ ॥ পিতামহা যে পিতরো যে চান্যে প্রপিতামহাঃ। তে সমস্তা গতাঃ স্বর্গং সমাশ্রিত্য মহানদীম্ ॥ ৯১ ॥ ভৃগ্বাদ্যাঃ সপ্ত যে হ্যাসন্মম পূর্ব্বপিতামহাঃ। ধৌম্রী চ মহাভাগা মম ভার্য্যা শুচিস্মিতা। মনস্বিনী চ যা মাতা ভার্গবোঽঙ্গিরসস্তথা ॥ ৯২ ॥ পুলস্ত্যঃ পুলহশ্চৈব বসিষ্ঠাত্রেয়কাশ্যপাঃ। তথান্যে চ মহাভাগা নিয়মব্রতচারিণঃ। অন্যে চ শতসাহস্রা অত্র সিদ্ধিং সমাগতাঃ ॥ ৯৩ ॥ তস্মাদিয়ং মহাভাগা ন মোক্তব্যা কদাচন। নান্যা কাচিন্নদী শক্তা লোকত্রয়ফলপ্রদা ॥ ৯৪ ॥ দ্বন্দ্বৈরনেকৈর্বহুভিঃ ক্ষুত্তৃষাদ্যৈর্মহাভয়ৈঃ। মুচ্যন্তে তে নরাঃ সদ্যো নর্ম্মদাতীরবাসিনঃ ॥ ৯৫ ॥ তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন সেবিতব্যা সরিদ্বরা। বাঞ্ছদ্ভিঃ পরমং শ্রেয় ইহ লোকে পরত্র চ ॥ ৯৬ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে শ্রীনর্ম্মদামাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈকাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। এতচ্ছ্রুত্বা বচো রাজন্ সংহৃষ্টা ঋষয়োঽভবন্। নর্ম্মদাং স্তোতুমারব্ধাঃ কৃতাঞ্জলিপুটা দ্বিজাঃ ॥ ১ ॥ নমোঽস্তু তে পুণ্যজলে নমো মকরগামিনি। নমস্তে পাপমোচিন্যৈ নমো দেবি বরাননে ॥২॥ নমোঽস্তু তে পুণ্যজলাশ্রয়ে শুভে বিশুদ্ধসত্ত্বে সুরসিদ্ধসেবিতে। নমোঽস্তু তে তীর্থগণৈ

রূপে শুষ্ক হইল; পুনরায় অনাবৃষ্টি দেখা দিল, অখিল জগৎ বৃক্ষ, ওষধি, গুল্ম, তৃণ ও বীরুধ্‌বিহীন এবং অনাবৃষ্টি দ্বারা বিশেষরূপে আহত হইল। সহস্র সহস্র ঋষি ক্ষুধায় তৃষ্ণায় আকুল হইলেন, হে নৃপ! যুগস্বভাবে আবিষ্ট হইয়া সকলেই দৈন্য দশা প্রাপ্ত হইলেন। সেই যুগান্তসমাগমে হোম বিনষ্ট ও স্বধাকার তিরোহিত হইলে ঋষিগণ ভাবিলেন,—আমরা কি করিব, কোথায় যাইব, কেই বা আমাদের শরণ্য হইবে? তখন আমি সেই ঋষিসকলকে পুনঃপুনঃ কহিলাম—আপনারা ভয় করিবেন না, আমি এরূপ বহুবিধ কালবিপর্য্যয় দর্শন করিয়াছি; সেই সকল কালপর্য্যয়ে যাহারা আমার সহিত নর্ম্মদাতীরের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, যুগাবসানে এই দেবী নর্ম্মদাই তাঁহাদের আশ্রয়দাত্রী হইয়াছিলেন। হে দ্বিজসত্তমগণ! নর্ম্মদা ব্যতীত এখানে আমাদের অন্য গতি নাই; হে দ্বিজোত্তমগণ! বিশেষতঃ এই নর্ম্মদা নিখিল প্রাণীর জননী; আমাদের পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহগণ মহানদী নর্ম্মদার আশ্রয় লইয়া সকলেই স্বর্গে গমন করিয়াছেন। ভৃগু; আদি আমার সপ্তপূর্ব্বপিতামহ, আমার শুচিস্মিতা মহাভাগা ভার্য্যা ধৌম্রণী, মনস্বিনী মাতা, ভার্গব, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, বশিষ্ঠ, আত্রেয়, কাশ্যপ, এবং অন্যান্য নিয়মব্রতধারী মহাভাগ শত সহস্র মুনি এই নর্ম্মদায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। হে ঋষিসকল! নর্ম্মদা ব্যতীত অন্য কোন নদীই স্বর্গাদি ত্রিলোকসাধনে সমর্থা নহেন, অতএব আপনারা মহাভাগা নর্ম্মদাকে কদাচ পরিত্যাগ করিবেন না। ক্ষুধা-তৃষ্ণাদি বহুবিধ দ্বন্দ্ব ও মহা আময় দ্বারা পীড়িত মানবগণও যদি নর্ম্মদাতীরের আশ্রয় গ্রহণ করে, তবে তাহারা সদ্য মুক্ত হইয়া থাকে। অতএব ইহ পর লোকে পরম মঙ্গলকামী মানবের সর্ব্বপ্রযত্নে সরিদ্বরা নর্ম্মদার সেবা কর্ত্তব্য ।৮৪—৯৬।

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১১।

দ্বাদশ অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে রাজন্! আমার এই সকল বাক্য শ্রবণে ঋষিগণ পরম হৃষ্ট হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নর্ম্মদার স্তব করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন—হে পূতসলিলে! তোমাকে নমস্কার; হে মকরগামিনি! তুমিই জীবকে পাপমুক্ত কর, হে বরাননে! হে দেবি! তোমাকে নমস্কার। হে শুভে! তোমার নীর নরগণের পবিত্র আশ্রয়, হে পূতশরীরে! সুরসিদ্ধগণ তোমার সেবা করেন, তোমাকে নমস্কার।

র্নিষেবিতে নমোঽস্তু রুদ্রাঙ্গসমুদ্ভবে বরে ॥ ৩ ॥ নমোঽস্তু তে দেবি সমুদ্রগামিণি নমোঽস্তু তে দেবি বরপ্রদে শিবে। নমোঽস্তু লোকদ্বয়সৌখ্যদায়িনি হ্যনেকভূতৌঘসমাশ্রিতেঽনঘে ॥ ৪ ॥ সরিদ্বরে পাপহরে বিচিত্রিতে গন্ধর্ব্বযক্ষোরগসেবিতাঙ্গে। সনাতনি প্রাণিগণানুকম্পিনি মোক্ষপ্রদে দেবি বিধেহি শং নঃ ॥ ৫ ॥ মহাগজৌঘৈর্ম্মহিষৈর্বরাহৈঃ সংসেবিতে দেবি মহোর্ম্মিমালে। নতাঃ স্ম সর্ব্বে বরদে সুখপ্রদে বিমোচয়াস্মান্ পশুপাশবন্ধাৎ ॥ ৬ ॥ পাপৈরনেকৈরশুভৈর্বিবদ্ধা ভ্রমন্তি তাবন্নরকেষু মর্ত্ত্যাঃ। মহানিলোদ্ভূততরঙ্গভূতং যাবত্তবাম্ভো হি ন সংস্পৃশন্তি ॥ ৭ ॥ অনেকদুঃখৌঘভয়ার্দ্দিতানাং পাপৈরনেকৈরভিবেষ্টিতানাম্। গতিস্ত্বমম্ভোজসমানবক্ত্রে দ্বন্দ্বৈরনেকৈরপি সংবৃতানাম্ ॥ ৮ ॥ নদ্যশ্চ পূতা বিমলা ভবন্তি ত্বাং দেবি সম্প্রাপ্য ন সংশয়োঽত্র। দুঃখাতুরাণামভয়ং দদাসি শিষ্টৈরনেকৈরভিপূজিতাসি ॥ ৯ ॥ স্পৃষ্টং করৈশ্চন্দ্রমসো রবেশ্চ তবৈব দদ্যাৎ পরমং পদং তু। যত্রোপলাঃ পুণ্যজলাপ্লুতাস্তে শিবত্বমায়ান্তি কিমত্র চিত্রম্ ॥ ১০ ॥ ভ্রমন্তি তাবন্নরকেষু মর্ত্ত্যা দুঃখাতুরাঃ পাপপরীতদেহাঃ। মহানিলোদ্ভূততরঙ্গভঙ্গং যাবত্তবাম্ভো ন হি সংশ্রয়ন্তি ॥ ১১ ॥ ম্লেচ্ছাঃ পুলিন্দাস্তথ যাতুধানাঃ পিবন্তি যেঽম্ভস্তব দেবি পুণ্যম্। মুক্তা ভবন্তীহ ভয়াত্তু ঘোরান্নিঃসংশয়ং তেঽপি কিমত্র চিত্রম্ ॥ ১২ ॥ সরাংসি নদ্যঃ ক্ষয়মভ্যুপেতা ঘোরে যুগেঽস্মিন্ হি কলৌ প্রদূষিতে। ত্বং ভ্রাজসে দেবি জলৌঘপূর্ণা দিবীব নক্ষত্রপথে চ গঙ্গা ॥ ১৩ ॥ তব প্রসাদাদ্বরদে বরিষ্ঠে কালং যথেমং পরিপালয়িত্বা। যামোঽথ রুদ্রং তব সুপ্রসাদাদ্বয়ং তথা ত্বং কুরু বৈ প্রসাদম্ ॥ ১৪ ॥ গতিস্ত্বমেবেব পিতেব পুত্রাংস্ত্বং পাহি নো যাবদিমং যুগান্তম্। কালে ত্বনাবৃষ্টিহতং সুঘোরং যাবত্তরামস্তব সুপ্রসাদাৎ ॥ ১৫ ॥ পঠন্তি যে স্তোত্রমিদং দ্বিজেন্দ্রাঃ শৃণ্বন্তি যে চাপি নরাঃ

হে বরে! তুমি তীর্থনিচয়সেবিতা, রুদ্রের শরীর হইতে তোমার আবির্ভাব, তোমায় নমস্কার! হে দেবি সমুদ্রগামিণি! হে বরপ্রদে! তোমাকে নমস্কার হে শিবে! তুমি লোকদ্বয়ের সৌখ্যদাত্রী; হে অনঘে! কত প্রাণিপ্রবাহ তোমার পদে আশ্রয় লইয়াছে, তোমাকে নমস্কার। হে সনাতনি! তুমি পাপহারিণী, নদীনিবহমধ্যে তুমিই অনুত্তমা; হে চিত্রিতাঙ্গি! গন্ধর্ব, যক্ষ ও উরগগণ তোমার নীরের সেবা করেন; হে মোক্ষপ্রদে! তুমি প্রাণিগণের প্রতি অনুকম্পা কর; হে দেবি! আমাদের মঙ্গল বিধান কর। হে দেবি! তোমার দেহ মহতী উর্ম্মিমালয়ে সমাকুল; মহাগজযূথ, মহিষ ও বরাহগণ তোমার নীরের সেবা করে; হে বরদে! আমরা সকলেই তোমার চরণে প্রণত হইয়াছি, হে সুখপ্রদে! আমাদিগকে পশুপাশ-বন্ধন হইতে মোচন কর। নরগণ যতদিন মহাবাতোত্থিত তরঙ্গসঙ্কুল তোমার জল স্পর্শ না করে, ততকালই অনেক অশুভদ কলুষদ্বারা প্রতিবিদ্ধ হইয়া নরকনিচয়ে ভ্রমণ করিয়া থাকে। যাহারা অনন্ত দুঃখপ্রবাহের ভয়ে পীড়িত, যাহারা বহুবিধ কলুষজালে আবৃত এবং যাহারা সুখ-দুঃখ ক্ষুধা-তৃষ্ণাদি বহুবিধ দ্বন্দ্বে অভিভূত, হে সরোজবদনে! তোমার জলই একমাত্র তাহাদের গতি। হে দেবি! নদী সকল তোমার সহিত মিলিত হইয়া পূত ও বিমলজলা হয়, এ বিষয়ে সংশয় নাই; শিষ্ট বিশিষ্ট জনগণ তোমার পূজা করেন, তুমি দুঃখাতুর নরগণের অভয় দান করিয়া থাক; মানবগণ যখনই তোমার রবিচন্দ্র-করস্পৃষ্ট নীর স্পর্শ করে, অমনিই পরম পদ প্রাপ্ত হয়, ইহা তোমারই বিধান। হে দেবি! উপলমালাও যে তোমার বিমল জলে আপ্লুত হইয়া শিবত্ব প্রাপ্ত হয়, এ বিষয়ে বৈচিত্র্য কিছুই নাই।১—১০। হে দেবি! পাপপীড়িত-তনু দুঃখাতুর নরগণ যে পর্য্যন্ত তোমার মহানিলসম্ভিন্ন তরঙ্গসঙ্কুল জল স্পর্শ না করে, তাবৎ কালই তাহারা নরকনিকরে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। অতএব ম্লেচ্ছ, পুলিন্দ ও রাক্ষসগণ যে তোমার পুণ্যনীর পান করিয়া ঘোর নরকভয় হইতে নিঃসংশয় মুক্ত হইবে, এ বিষয়ে আর বৈচিত্র্য কি? হে দেবি! এই কলিদূষিত ভীষণ যুগে নিখিল সরিৎ সরোবর ক্ষয় পাইয়াছে, কিন্তু তুমি নক্ষত্রপথে স্বর্গগঙ্গা মন্দাকিনীর জলরাশি বক্ষে ধারণ করিয়া বিরাজ করিতেছ। হে বরদে! তোমার প্রসাদে যাহাতে আমরা এই ভীষণ সময় অতিবাহিত করিয়া রুদ্রপদ প্রাপ্ত হইতে পারি, হে বরিষ্ঠে! আমাদের প্রতি সুপ্রসন্ন হইয়া তদ্রূপ অনুগ্রহ প্রদর্শন কর। হে দেবি! তুমি আমাদের পরম গতি; পিতা-মাতা যেমন সন্তান পালন করেন, তদ্রূপ তুমিও আমাদের রক্ষা কর; অনাবৃষ্টিহত এই যুগান্ত কাল অত্যন্ত ভীষণ, আমরা যাহাতে এই যুগান্ত কাল অনায়াসে

প্রশান্তাঃ। তে যান্তি রুদ্রং বৃষসংযুতেন যানেন দিব্যাম্বরভূষিতাশ্চ ॥ ১৬ ॥ যে স্তোত্রমেতৎ সততং পঠন্তি স্নাত্বা তু তোয়ে খলু নর্ম্মদায়াঃ। অন্তে হি তেষাং সরিদুত্তমেয়ং গতিং বিশুদ্ধামচিরাদ্দদাতি ॥ ১৭ ॥ প্রাতঃ সমুত্থায় তথা শয়ানো যঃ কীর্ত্তয়েতানুদিনং স্তবঞ্চ। স মুক্তপাপঃ সুবিশুদ্ধদেহঃ সমাশ্রয়ং যাতি মহেশ্বরস্য ॥ ১৮ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে নর্ম্মদাস্তোত্রকথনং নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। এবং ভগবতী পুণ্যা স্তুতা সা মুনিপুঙ্গবৈঃ। চিন্তয়ামাস সর্ব্বেষাং দাস্যামি বরমুত্তমম্ ॥ ১ ॥ ততঃ প্রসুপ্তাংস্তান্ জ্ঞাত্বা রাত্রৌ দেবী জগাম হ। একৈকস্য ঋষেঃ স্বপ্নে দর্শনং চারুহাসিনী ॥ ২ ॥ ততোঽর্দ্ধরাত্রে সম্প্রাপ্ত উত্থিতা জলমধ্যতঃ। বিমলাম্বরসংবীতা দিব্যমালাবিভূষিতা ॥ ৩ ॥ ধৃতাতপত্রা সুশ্রোণী পদ্মরাগবিভূষিতা। জগাদ মা ভৈরিতি তানেকৈকং তু পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৪ ॥ বসধ্বং মম পার্শ্বে তু ভয়ং ত্যক্ত্বা ক্ষুধাদিজম্ ॥ ৫ ॥ এবমুক্ত্বা তদা দেবী স্বপ্নান্তে তান্মহামুনীন্। জগামাদর্শনং পশ্চাৎ প্রবিশ্য জলমাত্মিকম্ ॥ ৬ ॥ ততঃ প্রভাতে মুনয়ো মিথ উচুর্মুদান্বিতাঃ। তথা দৃষ্টা ময়া দৃষ্টা স্বপ্নে দেবী সুদর্শনা ॥ ৭ ॥ অভয়ং দত্তমস্মাকং সিদ্ধিশ্চাপ্যচিরেণ তু। প্রশস্তং দর্শনং তস্যা নর্ম্মদায়া ন সংশয় ॥ ৮ ॥ অথান্যদিবসে রাজন্মৎস্যানাং রূপমুত্তমম্। পশ্যন্তি সপরীবারাঃ স্বকীয়াশ্রমসন্নিধৌ ॥ ৯ ॥ তান্ দৃষ্ট্বা বিস্ময়াবিষ্টা মৎস্যাংস্তত্র মহর্ষয়ঃ। পূজয়ামাসুরব্যগ্রা হব্যকব্যেন দেবতাঃ ॥ ১০ ॥ তান্মৎস্যসঙ্ঘান্ সম্প্রাপ্য মহাদেব্যাঃ প্রসাদতঃ। সপুত্রদারভৃত্যাস্তে বর্ত্তয়ন্তি

অতিবাহিত করিতে সমর্থ হই, আমাদের প্রতি সুপ্রসন্ন হইয়া তাহার উপায় কর। যে দ্বিজেন্দ্রগণ সতত এই স্তোত্র পাঠ এবং যাঁহারা সতত শ্রবণ ও ইহার প্রশংসা করেন, তাঁহারা দিব্যাম্বরভূষিত হইয়া বৃষযানে আরোহণপূর্ব্বক রুদ্রধামে গমন করেন। যাঁহারা নর্ম্মদাজলে অবগাহন করিয়া নিত্য এই স্তোত্র পাঠ করেন, সরিদ্বরা নর্ম্মদা অন্তকালে অচিরে তাঁহাদিগকে বিশুদ্ধ গতি দান করিয়া থাকেন। যিনি প্রভাতে শয্যা হইতে উঠিয়া কিংবা শয্যায় শয়ন করিয়া অনুদিন এই স্তোত্র পাঠ করেন, তিনি মুক্তপাপ এবং সেই বিশুদ্ধদেহ মানব মহেশের শরণ লাভ করিয়া থাকেন; সন্দেহ নাই।১১—১৮।

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—মুনিপুঙ্গবগণ কর্ত্তৃক ভগবতী পুণ্যা নর্ম্মদা এইরূপে স্তুতা হইয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন,—ঋষি সকলকে উত্তম বর দান করিব। অনন্তর এক সময় নিশাভাগে ঋষিসকলকে প্রসুপ্ত জানিয়া দেবী নর্ম্মদা ঋষিগণের আবাসে গমন ও প্রত্যেককেই স্বপ্নযোগে দর্শন দান করিলেন। তখন অর্দ্ধরাত্র, ঋষিগণ স্বপ্নে সন্দর্শন করিতেছেন,—সুশ্রোণী চারুহাসিনী নর্ম্মদা, জলমধ্য হইতে উত্থিত হইয়াছেন, তাঁহার পরিধানে বিমল বসন ও গলে দিব্য মালা বিভূষিত এবং তিনি পদ্মরাগে বিভূষিত হইয়া করে আতপত্র ধারণপূর্ব্বক যেন তাঁহাদের প্রত্যেককেই পৃথক পৃথক্ 'মাভৈঃ অর্থাৎ ভয় নাই' এইরূপ রবে বলিতেছেন;—"ক্ষুধাদিভয় পরিত্যাগপূর্ব্বক আমার পার্শ্বে বাস কর।" অনন্তর তাঁহারা দেখিলেন,—দেবী নর্ম্মদা মুনিসত্তমগণকে এইরূপ বলিয়া স্বীয় জলে প্রবেশপূর্ব্বক অদর্শন হইলেন, তাঁহাদেরও স্বপ্নের অবসান হইল। তদনন্তর রজনী প্রভাত হইলে মুদান্বিত মুনিগণ গাত্রোত্থানপূর্ব্বক একত্র মিলিত হইয়া পরস্পর বলিতে লাগিলেন,—আমি স্বপ্নে সুদর্শনা নর্ম্মদা দেবীকে দর্শন করিয়াছি, একজন এরূপ বলিবামাত্র একে একে সকলেই সেই বাক্যের অনুকরণ করিলেন। ঋষিগণ বলিলেন,—দেবী আমাদিগকে অভয় দান করিয়াছেন, অচিরেই আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে, কেননা নর্ম্মদা দর্শন অতি প্রশস্ত, তাঁহার এই প্রশস্ত দর্শন ব্যর্থ হইবার নহে, সংশয় নাই।১—৮। হে রাজন! অনন্তর এক দিবস পরিবারপরিবৃত ঋষিগণ দেখিলেন,—তাঁহাদের আশ্রম সমীপে মনোজ্ঞ বহু মৎস্য আসিয়া উপনীত হইয়াছে, মহর্ষিগণ সেই সকল মৎস্য দর্শনে বিস্মিত হইয়া অব্যগ্র হৃদয়ে হব্য কব্য দ্বারা দেবপিতৃগণের পূজা করি-

পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১১ ॥ দিনেদিনে তথাপ্যেবমাশ্রমেষু দ্বিজাতয়ঃ। মৎস্যানাং সঞ্চয়ং দৃষ্ট্বা বিস্মিতাশ্চাভবং-স্তদা ॥ ১২ ॥ মৃতাংস্তাংস্ত সুপুষ্টাঙ্গান্ পাঠীনাংশ্চ বিশেষতঃ। দ্বারে দ্বারে চাশ্রমাণাং তাপসানাং যুধিষ্ঠির ॥ ১৩ ॥ হৃষ্টপুষ্টাস্তদা সর্ব্বে নর্ম্মদাতীর-বাসিনঃ। ঋষয়স্তে ভয়ং সর্ব্বে তত্যজুঃ ক্ষুত্তৃষো-দ্ভবম্ ॥ ১৪ ॥ তে জপন্তস্তপস্তশ্চ তিষ্ঠন্তি ভরতর্ষভ অর্চ্চয়ন্তি পিতৃন্ দেবান্নর্ম্মদাতটমাশ্রিতাঃ ॥ ১৫ তৈর্জ্জপদ্ভিস্তপদ্ভিশ্চ সততং দ্বিজসত্তমৈঃ। ভ্রাজতে সা সরিচ্ছ্রেষ্ঠা তারাভির্দ্যোগ্রহৈরিব ॥ ১৬ ॥ তত্র তৈর্বহুলৈঃ শুভ্রৈর্ব্রাহ্মণৈর্বেদপারগৈঃ। নর্ম্মদা ধর্ম্মদা পূর্ব্বং সংবিভক্তা যথাক্রমম্ ॥ ১৭ ॥ ঋষিভির্দশ-কোটীভির্নর্ম্মদাতীরবাসিভিঃ। বিভক্তেয়ং বিভক্তাঙ্গী নর্ম্মদা শর্ম্মদা নৃণাম্ ॥ ১৮ ॥ যজ্ঞোপবীতৈশ্চ শুভৈরক্ষসূত্রৈশ্চ ভারত। কূলদ্বয়ে মহাপুণ্যা নর্ম্মদোদধিগামিনী ॥ ১৯ ॥ পৃথগায়তনৈঃ শুভ্রৈ-র্লিঙ্গৈর্বালুকমৃন্ময়ৈঃ। ভ্রাজতে যা সরিচ্ছ্রেষ্ঠা নক্ষত্রৈ-রিব শর্ব্বরী ॥ ২০ ॥ এবং ত ঋষয়ঃ সর্ব্বে তত্প সুরান পিতৃন্। স্তবসন্নর্ম্মদাতীরে যাবদাভূতসংপ্লবম্ ॥ ২১ ॥ কিঞ্চিদ্গতে ততস্তস্মিন্ ঘোরে বর্ষশতাধিকে। অর্দ্ধরাত্রে তদা কন্যা জলাদুত্তীর্য্য ভারত ॥ ২২ ॥ বিদ্যুৎপুঞ্জসমাভাসা ব্যালযজ্ঞোপবীতিনী। ত্রিশূ-লাগ্রকরা সৌম্যা তানুবাচ ঋষীংস্তদা ॥ ২৩ । আগচ্ছধ্বং মুনিগণা বিশধ্বং মামযোনিজাম্। সমেতাঃ পুত্রদারৈশ্চ ততঃ সিদ্ধিমবাপ্স্যথ ॥ ২৪ ॥ যস্য যস্য হি যা বাঞ্ছা তস্য তাং তাং দদাম্যহম্। বিষ্ণুং ব্রহ্মাণমীশানমন্যং বা সুরমুত্তমম্ ॥ ২৫ ॥ তত্র সর্ব্বানয়িষ্যামি প্রসন্না বরদা হ্যহম্। প্রাণায়ামপরা ভূত্বা মাং বিশধ্বং সমাহিতাঃ ॥ ২৬ ॥ সহ পুত্রৈশ্চ দারৈশ্চ ত্যক্ত্বাশ্রমপদানি চ। কালক্ষেপো ন কর্ত্তব্যঃ প্রলয়োঽয়মুপস্থিতঃ ॥ ২৭ ॥ সংহারঃ সর্ব্ব-ভূতানাং কল্পদাহঃ সুদারুণঃ। একাহমভবং পূর্ব্বং মহাঘোরে জনক্ষয়ে ॥ ২৮ ॥ শেষা নদ্যঃ সমুদ্রাশ্চ

লেন। অনন্তর তাঁহারা মহাদেবী নর্ম্মদার প্রসাদে সেই মৎস্যসঞ্চয় প্রাপ্ত হইয়া তদ্দ্বারা পুত্র, কলত্র ও ভৃত্যাদির সহিত পৃথক্ পৃথক জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। হে যুধিষ্ঠির। প্রতিদিনই দ্বিজগণের আশ্রমসমীপে পূর্ব্ববৎ সেই মৎস্যসঞ্চয় আসিতে লাগিল; তাঁহারা তদ্দর্শনে সমধিক বিস্মিত হইতে লাগিলেন; হে ভরতর্ষভ! এই সকল পাঠীন মীন স্বয়ং মৃত হইয়াই ঋষিদিগের আশ্রমের দ্বারে দ্বারে উপনীত হইতে লাগিল; কিন্তু মীনগণ মৃত হইলেও তাহাদের দেহ হৃষ্টপুষ্ট ও মনোজ্ঞ থাকিত। তখন নর্ম্মদাতীরবাসী মুনিগণ মীনভক্ষণে হৃষ্টপুষ্টাঙ্গ হইয়া ক্ষুধা-তৃষ্ণা-ভয় পরিত্যাগপূর্ব্বক জপ-তপস্যায় মনোনিবেশ করিলেন। অনন্তর নর্ম্মদা-তীরবাসী ঋষিসত্তমগণ দেবপিতৃদিগের পূজা করিয়া সতত জপ-তপস্যায় নিরত হইলে, শুভ বেদ-পারগ বহু বিপ্র কর্তৃক তীরভাগ সুবিভক্ত হওয়ায় সরিদ্বরা নর্ম্মদা যেন গ্রহনক্ষত্রভূষিত আকাশের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। হে ভারত! পুরাকালে এইরূপে দশকোটি তীরবাসী ঋষি কর্তৃক যথাক্রমে সংবিভক্ত হইয়া সুবিভক্তাঙ্গী দেবী নর্ম্মদা মানবগণের ধর্ম্মদা ও শর্ম্মদা হইয়া-ছিলেন। উদধিগামিনী মহাপুণ্যা নর্ম্মদার উভয়-কূলেই শুভ্র যজ্ঞোপবীত ও অক্ষসূত্রধারী ঋষিগণ পৃথক্ পৃথক্ দেবায়তন নির্ম্মাণ করিয়া অনেক শুভ্র বালুকা ও মৃন্ময় লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন; তখন সরিদ্বরা নর্ম্মদাকে দেখিলেই মনে হইত যেন, দেবী নক্ষত্রভূষিত শর্ব্বরীর ন্যায় বিরাজ করিতেছেন। হে ভারত! এইরূপে ঋষিগণ দেবপিতৃগণের তর্পণ করিয়া পুনঃ কল্পক্ষয়কাল পর্য্যন্ত নর্ম্মদাতীরে বাস করিয়াছিলেন। অনন্তর কিঞ্চিদধিক শতবর্ষ অতীত হইলে এক দিবস অর্দ্ধরাত্রে দেবী নর্ম্মদা জল হইতে উত্থিত হইলেন, তাঁহার দেহচ্ছটা পুঞ্জ পুঞ্জ সৌদামিনীর ন্যায়, গলে ব্যালযজ্ঞোপবীত এবং করে ত্রিশূল। সৌম্যমূর্ত্তি সেই নর্ম্মদা ঋষিগণকে কহিলেন,—হে মুনিগণ! আমাকে অযোনিসম্ভূতা জানিবেন, এক্ষণে আসুন, পুত্র-কলত্রসহ আমার উদরে প্রবেশ করিয়া সিদ্ধি লাভ করুন। আপনাদের যাহার যে অভীষ্ট, আমি অদ্য তাহাই প্রদান করিব। আমি আপনাদের প্রতি প্রসন্না হইয়াছি, এক্ষণে আমাকে বরদা বলিয়া বিদিত হউন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব এবং অন্য সুর-সত্তম যাঁহাকেই আপনারা পাইতে চাহেন, আমি তাঁহার নিকটই আপনাদিগকে উপস্থাপিত করিব। আর কালক্ষেপ করিবেন না, সম্প্রতি প্রলয় কাল উপস্থিত; আপনারা সমাহিতমনা ও প্রাণায়াম পরায়ণ হইয়া পুত্র-কলত্র সহ আশ্রম পদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমার উদরে প্রবেশ করুন। ১১—২৭। সুদারুণ কল্পানল উপস্থিত হইলে নিখিল প্রাণীর সংহার হইবে, সেই মহাঘোর লোকক্ষয় কালে একমাত্র আমিই বিদ্যমান থাকিব, অবশিষ্ট নদী

সর্ব্ব এব ক্ষয়ং গতাঃ। বরদানান্মহেশস্য তেনাহং ন ক্ষয়ং গতা ॥ ২৯ ॥ অমৃতঃ শাশ্বতো দেবঃ স্থাণুরীশঃ সনাতনঃ। স পূজিতঃ প্রার্থিতো বা কিং ন দদ্যাদ্দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৩০ ॥ এবমুক্ত্বা ঋষীন্ রেবা প্রবিবেশ জলং ততঃ। করাত্তশূলা সা দেবী ব্যালযজ্ঞোপবীতিনী ॥ ৩১ ॥ ততস্তে তদ্বচঃ শ্রুত্বা বিস্ময়াপন্নমানসাঃ। অভিবন্দ্য চ মাং সর্ব্বে ক্ষাময়ন্তঃ পুনঃপুনঃ ॥ ৩২ ॥ ক্ষম্যতাং নো যদুক্তং হি বসতাং তব সংশ্রয়ে। গৃহাংস্ত্যক্ত্বা মহাভাগাঃ সশিষ্যাঃ সহবান্ধবাঃ ॥ ৩৩ ॥ জপ্ত্বা চৈকাক্ষরং ব্রহ্ম হৃদি ধ্যাত্বা মহেশ্বরম্। স্নাত্বা চ মন্ত্রপূতাভিরথ চাদ্ভির্জ্জিতব্রতাঃ ॥ ৩৪ ॥ বিবিশুর্নর্ম্মদাতোয়ং সপক্ষা ইব পর্ব্বতাঃ। দ্যোতয়ন্তো দিশঃ সর্ব্বাঃ কুশহস্তাঃ সহাগ্নয়ঃ ॥ ৩৫ ॥ গতেষু তেষু রাজেন্দ্র অহমেকঃ স্থিতস্তদা। অমরেশং সমাসাদ্য পূজয়ন্নর্ম্মদাং নদীম্ ॥ ৩৬ ॥ অনুভূতাঃ সপ্ত কল্পা মায়ূরাদ্যাঃ ময়া নৃপ। প্রসাদাদ্ বেধসঃ সর্ব্বে রেবয়া সহ ভারত ॥ ৩৭ ॥ জন্মতোঽস্যাদিনং যাবন্ন জানেঽস্যাঃ পুরাস্থিতম্ ॥ ৩৮ ॥ ইয়ং হি শাঙ্করী শক্তিঃ কলা শম্ভোরিলাহ্বয়া। নর্ম্মদা দুরিতধ্বংসকারিণী ভবতারিণী ॥ ৩৯ ॥ যদাহমপি নাভূবং পুরাকল্পেষু পাণ্ডব। চতুর্দ্দশসু কল্পেষু তেষ্বিয়ং সুখসংস্থিতা ॥ ৪০ ॥ চতুর্দ্দশ পুরা কল্পা ন মৃতা যেষু নর্ম্মদা। তানহং সম্প্রবক্ষ্যামি দেবী প্রাহ যথা মম ॥ ৪১ ॥ কাপিলং প্রথমং বিদ্ধি প্রাজাপত্যং দ্বিতীয়কম্। ব্রাহ্মং সৌম্যঞ্চ সাবিত্রং বার্হস্পত্যং প্রভাসকম্ ॥ ৪২ ॥ মাহেন্দ্রমগ্নিকল্পঞ্চ জয়ন্তং মারুতং তথা। বৈষ্ণবং বহুরূপঞ্চ জ্যোতিষঞ্চ চতুর্দ্দশম্ ॥ ৪৩ ॥ এতে কল্পা ময়া খ্যাতা ন মৃতা যেষু নর্ম্মদা। মায়ূরং পঞ্চদশমং কৌর্ম্মং চৈবাত্র ষোড়শম্ ॥ ৪৪ ॥ বকং মাৎস্যঞ্চ পাদ্মঞ্চ বটকল্পঞ্চ ভারত। একবিংশতিমং চৈতং বারাহং সাম্প্রতীনকম্ ॥ ৪৫ ॥ ইমে সপ্ত ময়া সাকং রেবয়া পরিশীলিতাঃ। একবিংশতিকল্পাস্তু নর্ম্মদায়াঃ শিবাঙ্গতঃ ॥ ৪৬ ॥ সঞ্জাতায়া

সমুদ্র সমস্তই বিনষ্ট হইয়া যাইবে। পূর্ব্বে মহেশ আমাকে বরদান করিয়াছিলেন, সেই বর প্রভাবেই আমি জীবিত থাকিব। হে দ্বিজোত্তমগণ! অমৃত, শাশ্বত দেবেশ স্থাণু সনাতন ঈশানকে পূজা করিয়া প্রার্থনা করিলে তাঁহার অদেয় কি আছে? হে নৃপসত্তম! ঋষিগণকে এই কথা বলিয়া শূলহস্তা নাগযজ্ঞোপবীতিনী দেবী নর্ম্মদা পুনরায় জলমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ঋষিগণও তাঁহার বাক্যে বিস্মিতমনা হইয়া আমাকে অভিবন্দন করত আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা আমাকে কহিলেন,—"আমরা আপনার আশ্রয়ে থাকিয়া আপনাকে যদি কিছু অসম্বন্ধ বাক্য বলিয়া থাকি, তজ্জন্য আমাদিগকে ক্ষমা করুন। অনন্তর জিতব্রত মহাভাগ মুনিগণ গৃহশ্রম পরিত্যাগপূর্ব্বক শিষ্য ও সুহৃদগণসহ একাক্ষর ব্রহ্মজপ ও মহেশকে হৃদয়ে ধ্যান করিয়া মন্ত্রপূত বারিদ্বারা স্নান করত পক্ষবান্ পর্ব্বতের ন্যায় নর্ম্মদানীরে প্রবেশ করিলেন। হে রাজেন্দ্র! সেই কুশহস্ত সাগ্নিক দ্বিজগণ দিক্‌সকল উদ্ভাসিত করিয়া নর্ম্মদানীরে দেহবিসর্জ্জন করিলেন, আমি তখন একাকী হইয়া অমরেশসমীপে বাস করত নর্ম্মদার পূজা করিতে লাগিলাম। হে নৃপ! পিতামহ ব্রহ্মার প্রসাদে নর্ম্মদার সহিত আমি মায়ূরাদি সপ্তকল্পই দর্শন করিয়াছি; কিন্তু নর্ম্মদার জন্ম হইতে অদ্য পর্য্যন্ত ইহার অবস্থানাদি বিদিত নাই। ইনি শাঙ্করী শক্তি ও শম্ভুর ইলানাম্নী কলা। ভবতারিণী নর্ম্মদা দুরিতধ্বংসকারিণী; হে পাণ্ডব! পুরাকল্পে আমি যে পর্য্যন্ত জন্মগ্রহণ করি নাই, পূর্ব্ব চতুর্দ্দশ কল্পেও ইনি সুখে বিদ্যমানা ছিলেন। পূর্ব্বে আরও চতুর্দ্দশটী কল্প অতীত হইয়াছে, সে সময়েও নর্ম্মদা মৃতা হন নাই। আমি দেবী নর্ম্মদার নিকট সেই সকল কল্পকথা শ্রবণ করিয়াছি। এক্ষণে তৎসমস্ত তোমার নিকট বর্ণন করিব। চতুর্দ্দশ কল্প যথা প্রথম—কাপিল, দ্বিতীয়—প্রাজাপত্য; তৎপর ব্রাহ্ম, সৌম্য, সাবিত্র, বার্হস্পত্য, প্রভাস, মাহেন্দ্র, অগ্নি, জয়ন্ত, মারুত, বৈষ্ণব, বহুরূপ এবং জ্যোতিষ এই চতুর্দ্দশটী কল্প জানিবে। এই যে কয়েকটী কল্পের কথা কহিলাম, এই সকল কল্পে নর্ম্মদা মৃতা হন নাই। অতঃপর পঞ্চদশ—মায়ূর এবং ষোড়শ কৌর্ম্ম। হে ভারত! তদনন্তর বক, মাৎস্য, পাদ্ম, বট, এবং সাম্প্রতিক বারাহ এই কয়টী লইয়া একবিংশতি কল্প জানিবে। হে নৃপসত্তম! এই মায়ূরাদি সপ্তকল্পেই রেবার সহিত আমার একত্র অবস্থান হইয়াছিল; সেই শিবদেহোদ্ভবা নর্ম্মদার একবিংশতি কল্পের প্রভূত প্রভাব আমি যাহা দর্শন করিয়াছি, তৎসমস্ত তোমার

নৃপশ্রেষ্ঠ ময়া দৃষ্টা হ্যনেকশঃ। কথিতা নৃপতিশ্রেষ্ঠ ভূয়ঃ কিং কথয়ামি তে ॥ ৮৭ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে নর্ম্মদামাহাত্ম্যে একবিংশতিকল্পকথানক-বর্ণনং নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ

যুধিষ্ঠির উবাচ। ততস্ত ঋষয়ঃ সর্ব্বে মহাভাগাস্তপোধনাঃ। গতাস্ত পরমং লোকং ততঃ কিং জাতমদ্ভুতম্ ॥ ১ ॥ শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। ততস্তেষু প্রয়াতেষু নর্ম্মদাতীরবাসিষু। বভূব রৌদ্রসংহারঃ সর্ব্বভূতক্ষয়ঙ্করঃ ॥ ২ ॥ কৈলাসশিখরস্থং তু মহাদেবং সনাতনম্। ব্রহ্মাদ্যাঃ প্রাস্তবন্ দেবমৃগ্‌যজুঃসামভিঃ শিবম্ ॥ ৩ ॥ সংহর ত্বং জগদ্দেব সদেবাসুরমানুষম্। প্রাপ্তো যুগসহস্রান্তঃ কালঃ সংহরণক্ষমঃ ॥ ৪ ॥ মদ্রূপং তু সমাস্থায় ত্বয়া চৈতদ্বিনির্ম্মিতম্। বৈষ্ণবীং মূর্ত্তিমাস্থায় ত্বয়ৈতৎ পরিপালিতম্ ॥ ৫ ॥ একা মূর্ত্তিস্ত্রিধা জাতা ব্রাহ্মী শৈবী চ বৈষ্ণবী। সৃষ্টিসংহাররক্ষার্থং ভবেদ্দেবং মহেশ্বর ॥ ৬ ॥ এতচ্ছ্রুত্বা বচস্তথ্যং বিষ্ণোশ্চ পরমেষ্ঠিনঃ। সগণঃ সপরীবারঃ সহ তাভ্যাং সহোময়া ॥ ৭ ॥ সর্ব্বলোকান্ বিভেদ্যেমান্ ভগবান্নীললোহিতঃ। ভূরাদ্যব্রহ্মলোকান্তং ভিত্ত্বাণ্ডং পরতঃ পরম্ ॥ ৮ ॥ শৈবং পদমজং দিব্যমাবিশৎ সহ তৈর্বিভুঃ। ন তত্র বায়ুর্নাকাশং নাগ্নিস্তত্র ন ভূতলম্ ॥ ৯ ॥ যত্র সন্তিষ্ঠতে দেব উময়া সহ শঙ্করঃ। ন সূর্য্যো ন গ্রহাস্তত্র ন ঋক্ষাণি দিশস্তথা ॥ ১০ ॥ ন লোকপালা ন সুখং ন চ দুঃখং নৃপোত্তম ॥ ১১ ॥ ব্রাহ্মং পদং যৎ কবয়ো বদন্তি শৈবং পদং যৎ কবয়ো বদন্তি। ক্ষেত্রজ্ঞমীশং প্রবদন্তি চান্যে সাঙ্খ্যাশ্চ গায়ন্তি কিলাদিমোক্ষম্ ॥ ১২ ॥ যদ্‌ব্রহ্ম আদ্যং প্রবদন্তি কেচিদ্‌যং সর্ব্বমীশানমজং পুরাণম্। তমেকরূপং তমনেকরূপমরূপমাদ্যং পরমব্যয়াখ্যম্ ॥ ১৩ ॥ অবর্ণমপার্থমনামগোত্রং তুর্য্যং পদং যৎ কবয়ো বদন্তি। ধ্যানার্থবিজ্ঞানময়ং সুসূক্ষ্মমাত্মস্থমীশানবরং বরেণ্যম্ ॥ ১৪ ॥ ততস্তু তে ভগবন্তমীশং সম্প্রাপ্য সংক্ষিপ্য ভবন্ত্যথৈকম্। পৃথক্‌স্বরূপেষু পুনস্ত

নিকট বর্ণিত হইয়াছে; হে নৃপবর! অতঃপর কোন্ বিষয় তোমার নিকট বর্ণন করিব? ২৮—৪৭।

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩ ॥

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন,—মহাভাগ তপোধন ঋষিগণ পরম লোকে গমন করিলে তৎপর কি অদ্ভুত ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল? মার্কণ্ডেয় উত্তর করিলেন,—অনন্তর নর্ম্মদাতীরবাসী ঋষি সকল প্রস্থান করিলে সর্ব্বভূতভয়ঙ্কর ভীষণ সংহার আরম্ভ হয়। তখন ব্রহ্মাদি দেবগণ ঋক্, যজুঃ ও সামবেদ উচ্চারণপূর্ব্বক কৈলাসনিলয় সনাতন শিবের স্তব করেন। তাঁহারা বলেন,—হে দেব! সহস্রযুগাবসানে পুনরায় সংহরণক্ষম কাল উপনীত হইয়াছে; আপনি সুর অসুর ও মানুষ সহ জগৎ সংহার করুন। আপনিই আমার অর্থাৎ ব্রহ্মার রূপ ধারণ করিয়া এই সকল সৃজন ও বৈষ্ণব মূর্ত্তিতে পালন করিতেছিলেন, হে মহেশ্বর! সৃষ্টি সংহার ও পালনার্থ আপনারই এক মূর্ত্তি ব্রাহ্মী, শৈবী ও বৈষ্ণবী এই ত্রিধা ভিন্ন হয়। বিভু ভগবান নীললোহিত পরমেষ্ঠী এবংবিধ তথ্যপূর্ণ বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক স্বীয় পরিবার গণনিচয় ও উমার সহিত অণ্ডভেদ করত পর পর সন্নিবিষ্ট ভূরাদিব্রহ্মলোকান্ত সপ্তলোক ভেদ করিয়া দিব্য অজ শৈবপদে প্রবেশ করিয়াছিলেন। শঙ্কর উমার সহিত যে স্থানে বাস করেন, তথায় বায়ু, আকাশ, অগ্নি, মৃত্তিকা, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, দিক্, লোকপাল এবং সুখ দুঃখ নাই। ১—১১। হে নৃপসত্তম! কবিগণ যাঁহাকে ব্রাহ্ম ও শৈবপদ বলেন; অন্যান্য মনীষিগণ যাঁহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ ঈশ আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন; সাংখ্যমতাবলম্বিগণ যাঁহাকে নিঃসংশয়ে আদিমোক্ষ বলিয়া বর্ণনা করেন; উহাই পরম শৈব পদবাচ্য। কোন কোন মনীষীর মতে যিনি আদ্য ব্রহ্ম অজ, সর্ব্ব, পুরাণপুরুষ, ঈশান একরূপ অনেকরূপ, অরূপ, আদি, পরম অব্যয়, প্রভৃতি আখ্যায় অভিহিত হন; আবার কেহ কেহ যাঁহাকে বর্ণহীন অর্থযুক্ত অনামগোত্র, তুরীয় পদ বলেন; ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই দেবতাত্রয় ধ্যান অর্থ ও বিজ্ঞানময় সেই বরেণ্য, সুসূক্ষ্ম, আত্মস্থ ঈশান ভগবান্ ঈশকে প্রাপ্ত হইয়া ত্রিধাভেদযুক্ত স্ব স্ব শরীর সংক্ষেপপূর্ব্বক এক হইয়া থাকেন; আর প্রয়োজনবশে এই

এব জগৎ সমস্তং পরিপালয়ন্তি। ১৫। সংহারং সর্ব্বভূতানাং রুদ্রত্বে কুরুতে প্রভুঃ। বিষ্ণুত্বে পালয়েল্লোকান্ ব্রহ্মত্বে সৃষ্টিকারকঃ। ১৬। প্রকৃত্যা সহ সংযুক্তঃ কালো ভূত্বা মহেশ্বরঃ। বিশ্বরূপা মহাভাগা তস্য পার্শ্বে ব্যবস্থিতা। ১৭। যামাহুঃ প্রকৃতিং তজ্জ্ঞাঃ পদার্থানাং বিচক্ষণাঃ। পুরুষত্বে প্রকৃতিত্বে চ কারণং পরমেশ্বরঃ। ১৮। তস্মাদেতজ্জগৎ সর্ব্বং সমুদ্ভূতং চরাচরম্। তস্মিন্নেব লয়ং যাতি যুগান্তে সমুপস্থিতে। ১৯। ভগলিঙ্গাঙ্কিতং সর্ব্বং ব্যাপ্তং বৈ পরমেষ্ঠিনা। ভগরূপো ভবেদ্বিষ্ণুর্লিঙ্গরূপো মহেশ্বরঃ। ২০। ভাতি সর্ব্বেষু লোকেষু গীয়তে ভূর্ভুবাদিষু। প্রবিষ্টঃ সর্ব্বভূতেষু তেন বিষ্ণুর্ভগঃ স্মৃতঃ। ২১। বিশনাদ্বিষ্ণুরিত্যুক্তঃ সর্ব্বদেবময়ো মহান্। ভাসনাদ্গমনাচ্চৈব ভগসংজ্ঞা প্রকীর্ত্তিতা। ২২। ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তং যস্মিন্নেতি লয়ং জগৎ। একভাবং সমাপন্নং লিঙ্গং তস্মাদ্বিদুর্বুধাঃ। ২৩। মহাদেবস্ততো দেবীমাহ পার্শ্বে স্থিতাং তদা। সংহরস্ব জগৎ সর্ব্বং মা বিলম্বস্ব শোভনে। ২৪। ত্যজ সৌম্যমিদং রূপং সিতচন্দ্রাংশুনির্ম্মলম্। রৌদ্রং রূপং সমাস্থায় সংহরস্ব চরাচরম্। ২৫। রৌদ্রৈর্ভূতগণৈর্ঘোরৈর্দেবি ত্বং পরিবারিত। জীবলোকমিমং সর্ব্বং ভক্ষয়স্বাম্বুজেক্ষণে। ২৬। ততোঽহং মর্দ্দয়িষ্যামি প্লাবয়িষ্যে তথা জগৎ। কৃত্বা চৈকার্ণবং ভূয়ঃ সুখং স্বপ্স্যে ত্বয়া সহ। ২৭। শ্রীদেব্যুবাচ। নাহং দেব জগচ্চৈতৎ সংহরামি মহাত্মতে। অম্বা ভূত্বা বিচেষ্টং ন ভক্ষয়ামি ভৃশাতুরম্। ২৮। স্ত্রীস্বভাবেন কারুণ্যং করোতি হৃদয়ং মম। কথং বৈ নির্দ্দহিষ্যামি জগদেতজ্জগৎপতে। তস্মাত্ত্বং স্বয়মেবেদং জগৎ সংহর শঙ্কর।২৯। অথৈবমুক্তস্তাং দেবীং ধূর্জ্জটির্নীললোহিতঃ। ৩০। ক্রুদ্ধো নির্ভর্ৎসয়ামাস হুঙ্কারেণ মহেশ্বরীম্। ওঁ হুং কট্ ত্বং স ইত্যাহ কোপাবিষ্টৈরথেক্ষণৈঃ। ৩১। হুঙ্কারিতা বিশালাক্ষী পীনোরুজঘনস্থলা। তৎক্ষণাচ্চা

ঈশই পৃথক্ পৃথক্ ত্রিধা ভিন্ন হইয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিববিগ্রহ অবলম্বনপূর্ব্বক সমগ্র জগৎ পালন করেন; প্রভু শঙ্কর রুদ্ররূপে সর্ব্বভূতের সংহার, বিষ্ণুবিগ্রহে ত্রিলোকপালন এবং ব্রহ্মবপুতে সৃষ্টি করেন। মহেশ্বর প্রকৃতির সহায়ে যখন কালরূপ অবলম্বন করেন, তখন পদার্থতত্ত্ববিচক্ষণ মনীষিগণ যাঁহাকে প্রকৃতি বলেন সেই মহাভাগা বিশ্বরূপা প্রকৃতি তাঁহার বামভাগে অবস্থিতা হন। তাঁহারা বলেন,—মহেশ্বরই পুরুষ ও প্রকৃতি উভয়েরই কারণরূপী। তাঁহা হইতেই এই সমগ্র চরাচর জগৎ সমুদ্ভূত হইয়াছে; আবার যুগাবসানে তাঁহাতেই সমস্ত লীন হইবে। পরমেষ্ঠী শঙ্করই ভগ ও লিঙ্গ দ্বারা অঙ্কিত হইয়া সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়াছেন; এই ভগলিঙ্গের ভগ—বিষ্ণু এবং লিঙ্গ—মহেশ্বর; ভূঃ ও ভুবাদি লোকে সর্ব্বত্রই ভগলিঙ্গচিহ্নিত বিভুদেহ বর্ত্তমান এবং সকল লোকেই ইহা গীত হইয়া থাকে। বিষ্ণু সর্ব্বদেহে প্রবিষ্ট, এই জন্য ভগ শব্দে বিষ্ণু অভিহিত হন, আর বিশন অর্থাৎ সর্ব্বদেহে প্রবেশ হয় বলিয়া বিষ্ণু সর্ব্বদেবময় ও মহান্ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। সর্ব্বদা ভাসমান ও গমনশীল বলিয়া ইহার নাম ভগ হইয়াছে, প্রলয়কালে ব্রহ্মাদি স্তম্বপর্য্যন্ত সমগ্র জগৎ এই ভগে লীন হয়, কিন্তু লিঙ্গ একই ভাবে বর্ত্তমান থাকেন,' ইহার লয় হয় না; এজন্য পণ্ডিতগণ ইহার লিঙ্গ আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। অনন্তর বিশ্বরূপা প্রকৃতি দেবী মহাদেবের বামভাগে উপবিষ্টা হইলে দেব বলেন,—সমগ্র জগৎ সংহার কর, বিলম্ব করিও না; হে শোভনে! তোমার এই সিত শুধাংশু-নির্ম্মল সৌম্যমূর্ত্তি ত্যাগ কর, রৌদ্ররূপ ধারণপূর্ব্বক চরাচর সংহার কর; হে সরোজবদনে! তুমি ভীষণগণনিচয়ে পরিবৃতা হইয়া নিখিল জীবলোক গ্রাস কর; হে কমলবদনে! তার পর আমি নিখিল জগৎ মর্দ্দিত ও প্লাবিত—একার্ণব করিয়া তোমার সহিত সুখে শয়ন করিব। দেবী বলিলেন,—হে মহাত্মতে! আমি জগতের মাতা, অতএব জগৎসংহারে আমার প্রবৃত্তি হইতেছে না, বিশেষতঃ স্ত্রীস্বভাববশতঃ আমার হৃদয়ে করুণার উদ্রেক হইয়াছে, এজন্য আমি এই ভীষণাতুর জগৎ ভক্ষণ করিতে অসমর্থ। হে জগৎপতে! আমি জগৎ দগ্ধ করিতে একান্তই অপারগ; হে শঙ্কর! স্বয়ং আপনিই ইহার সংহার করুন।১২-২৯। অতঃপর মাহেশ্বরী প্রকৃতির বাক্যে ভগবান্ নীললোহিত ক্রুদ্ধ হইয়া হুঙ্কার দ্বারা তাঁহাকে তিরস্কার করিলেন, তিনি রোষকষায়িত নেত্রে দেবীকে "ওঁ হুঁ কট্ ত্বং' এই বাক্যে ভর্ৎসনা করিলেন, হুঙ্কারিতা বিশাললোচনা ঘনপীনোরুস্থলা প্রকৃতি তৎক্ষণাৎ কালরাত্রির ন্যায় রুদ্রবদনা

ভবদ্রৌদ্রা কালরাত্রীব ভারত ॥৩২॥ হুহুঙ্কারবতী মহানাদৈর্নাদয়ন্তী দিশো দশ। ব্যবৰ্দ্ধত মহারৌদ্রা বিদ্যুৎ সৌদামিনী যথা ॥ ৩৩ ॥ বিদ্যুৎসম্পাতদুষ্প্রেক্ষ্যা বিদ্যুৎসঙ্ঘাতচঞ্চলা। বিদ্যুজ্জ্বালাকুলা রৌদ্রা বিদ্যুদগ্নিনিভেক্ষণা ॥৩৪॥ মুক্তকেশীবিশালাক্ষী কৃশগ্রীবা কৃশোদরী। ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বরধরা ব্যালযজ্ঞোপবীতিনী ॥ ৩৫ ॥ বৃশ্চিকৈরগ্নিপুঞ্জাভৈর্গোনসৈশ্চ বিভূষিতা। ত্রৈলোক্যং পূরয়ামাস বিস্তারেণোচ্ছ্রয়েণ চ ॥ ৩৬ ॥ ভাসুরাঙ্গা তু সংবৃত্তা কৃষ্ণসর্পৈককুণ্ডলা। চিত্রদণ্ডোদ্যতকরা ব্যাঘ্রচর্ম্মোপসেবিতা ॥ ৩৭ ॥ ব্যবৰ্দ্ধত মহারৌদ্রা জগৎসংহারকারিণী। সৃক্কিণী লেলিহানা চ ক্রুরফুৎকারকারিণী ॥ ৩৮ ॥ ব্যাত্তাস্যা ঘুর্ঘুরারাবা জগৎসঙ্ক্ষোভকারিণী। খেলন্তু তানুগা ক্রূরা নিশ্বাসোচ্ছ্বাসকারিণী ॥৩৯॥ জাতাট্টহাসা দুর্নাসা বহ্নিকুণ্ডসমেক্ষণা। প্রোদ্যৎকিলকিলারাবা দদাহ সকলং জগৎ ॥৪০॥ দহ্যমানাঃ সুরাস্তত্র পতন্তি ধরণীতলে। পতন্তি যক্ষগন্ধর্ব্বাঃ সকিন্নরমহোরগাঃ ॥৪১॥ পতন্তি ভূতসঙ্ঘাশ্চ হাহাহৈহৈবিরাবিণঃ। বুদ্ধাপাতৈঃ সনির্ঘাতৈরুদিতার্ত্তস্বরৈরপি ॥ ৪২ ॥ ব্যাপ্তমাসীত্তদা বিশ্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্। সম্পতদ্ভিঃ পতদ্ভিশ্চ জগদ্ভূতগণৈর্ম্মহী ॥ ৪৩ ॥ জাতৈশ্চটচটাশব্দৈঃ পতদ্ভির্গিরিসানুভিঃ। তত্র রৌদ্রোৎসবে জাতা রুদ্রানন্দবিবৰ্দ্ধিনী ॥ ৪৪ ॥ রিহিংসমানা ভূতানি চর্ব্বমাণাচরানপি। তত্তদ্গন্ধমুপাদায় শিবারাববিরাবিণী ॥ ৪৫ ॥ গলচ্ছোণিতধারাভিমুখা দিগ্ধকলেবরা। চণ্ডশীলাভবচ্চণ্ডী জগৎসংহারকর্ম্মণি ॥ ৪৬ ॥ যেঽপি প্রাপ্তা মহর্লোকং ভৃগ্বাদ্যাশ্চ মহর্ষয়ঃ। তেঽপি নশ্যন্তি শতশো ব্রহ্মক্ষত্রবিশাদয়ঃ ॥ ৪৭ ॥ দেবাসুরা ভয়ত্রস্তাঃ সযক্ষোরগরাক্ষসাঃ। বিশন্তি কেঽপি পাতালং লীয়ন্তে চ গুহাদিষু ॥ ৪৮ ॥ সা চ দেবী দিশঃ সর্ব্বা ব্যাপ্য মৃত্যুরিব স্থিতা। যুগক্ষয়করে কালে দেবেন বিনিযোজিতা ॥ ৪৯। একাপি নবধা জাতা দশধা দশধা তথা। চতুঃষষ্টিস্বরূপা চ

হইলেন; হে ভারত! তিনিও মহানাদে দশদিক্ নিনাদিত করিয়া সৌদামিনী সংসর্গে বিদ্যুতের ন্যায় মহারৌদ্ররূপ ধারণপূর্ব্বক হুঙ্কার করিতে লাগিলেন। বিদ্যুৎসম্পাত যেমন দুর্নিরীক্ষ্য হয়, বিদ্যুদ্দাম যেরূপ স্বভাবতঃ চঞ্চল, প্রকৃতিও তদ্রূপ দুর্নিরীক্ষ ও চঞ্চলা হইলেন; তাঁহার রৌদ্রবদন বিদ্যুজ্জ্বালাকুল এবং নয়ন সৌদামিনী বহ্নির ন্যায় প্রতীয়মান হইল; তিনি কেশকলাপ মুক্ত ও বিশাল লোচন বিস্ফারিত করিলেন; সেই কৃশগ্রীবা কৃশোদরী দেবী ব্যাঘ্রচর্ম্মের বসন ও সর্পের যজ্ঞোপবীত ধারণ করিলেন, বহুবৃশ্চিক ও অগ্নিপুঞ্জসদৃশশরীর অনেক অজগর তাঁহার ভূষণ হইল; তাঁহার শরীরের দৈর্ঘ্য-বিস্তৃতিতে ত্রিলোক পরিপূরিত হইয়া গেল। জগৎসংহারকারিণী মহারৌদ্রবদনধারিণী মহেশ্বরী রোষভরে রসনাদ্বারা সৃক্কণীদ্বয়ের লেহন এবং বদন দ্বারা ভীষণ ফুৎকার করিতে লাগিলেন। ভূতসংঘ সেই ক্রূর প্রকৃতির অনুগ হইয়া ক্রীড়া করিতে লাগিল, তিনি বদন ব্যাদান করিয়া ঘুরঘুররবে জগৎ সংক্ষোভিত করিয়া তুলিলেন। তাঁহার লোচন তখন অনলকুণ্ডের ন্যায় প্রতিভাত হইল, ঘন ঘন শ্বাসপ্রশ্বাস পরিত্যাগে নাসিকা ভীষণাকার ধারণ করিল এবং তিনি উচ্চহাস্যে কিল কিল রব করিয়া নিখিল জগৎ দগ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন সুরগণ দহ্যমান হইয়া ধরণীতলে পতিত হইলেন এবং যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নরগণসহ মহোরগ ও অন্যান্য প্রাণিনিচয় হাহাকার রব করিতে করিতে ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। অনন্তর সশব্দ উল্কাপাত হইতে থাকিলে প্রাণিনিকরের কাতররবে সচরাচর ত্রিলোকসহ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরিব্যাপ্ত হইল। পতিত ও পতনোন্মুখ এবং দহ্যমান ভূতগণে ভূতল সমাকুল হইয়া উঠিল; ও শৈলমালা সানুর সহিত পতিত হওয়ায় এক ভীষণ চটচটা শব্দ উত্থিত হইল। সেই রৌদ্রোৎসবে রুদ্রানন্দবিধায়িনী রুদ্রাণী হিংসাপরায়ণা হইয়া চরাচর প্রাণিগণকে চর্ব্বণ করিতে লাগিলেন, প্রাণিমাংসের আমিষগন্ধে উন্মত্তা হইয়া দেবী শিবারবে দিক্ সকল প্রতিধ্বনিত করিলেন, তাঁহার মুখ হইতে রুধিরধারা পতিত হইয়া কলেবর আপ্লুত করিল। একেই প্রকৃতি স্বভাবচণ্ডা, তার পর জগৎসংহারকার্য্যে তিনি প্রচণ্ড চণ্ডীমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন। প্রলয়কালে ভৃগু-আদি যে সকল মহর্ষি মহর্লোকে আশ্রয় লইয়াছিলেন, তখন তাঁহারাও বিনষ্ট হইলেন; শত শত বিপ্র, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের বিনাশ হইল। সুর, অসুর, যক্ষ, উরগ ও রাক্ষস ভীত ত্রস্ত হইয়া কেহ পাতালে প্রবেশ ও কেহ গুহগুহায় আশ্রয় লইলেন। ৩০—৪৮। প্রকৃতি দেবীও তখন সাক্ষাৎ মৃত্যুর ন্যায় সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্তা হইলেন। প্রকৃতি যুগক্ষয়ে মহেশ্বর কর্ত্তৃক আদিষ্টা, তিনি একা হইয়াও

শতরূপাট্টহাসিনী ॥ ৫০ ॥ অন্তে সহস্ররূপা চ লক্ষকোটিতনুঃ শিবা। নানারূপায়ুধাকারা নানাবাদনচারিণী ॥ ৫১ ॥ এবংরূপাভবদ্দেবী শিবস্থানুজ্ঞয়া নৃপ। দিক্ষু সর্ব্বাসু গগনে বিকটায়ুধশালিনঃ ॥ ৫২ ॥ রুদ্ধতো নশ্যমানাংস্তান্ গণা মাহেশ্বরাঃ স্থিতাঃ। বিচরন্তি তয়া সার্দ্ধং শূলপট্টিশপাণয়ঃ ॥ ৫৩ ॥ ততো মাতৃগণাঃ কেচিদ্বিনায়কগণৈঃ সহ। ব্যবর্দ্ধন্ত মহারৌদ্রা জগৎসংহারকারিণঃ ॥ ৫৪ ॥ ততস্তস্যা ব্যবর্দ্ধন্ত দংষ্ট্রাঃ কুন্দেন্দুসন্নিভাঃ। যোজনানাং সহস্রাণি অযুতান্যর্ব্বুদানি চ ॥ ৫৫ ॥ দংষ্ট্রাবলিঃ কররুহাঃ ক্রূরাস্তীক্ষ্ণাশ্চ কর্কশাঃ। বিয়দ্দিশো লিখন্ত্যেব সপ্তদ্বীপাং বসুন্ধরাম্ ॥ ৫৬ ॥ তস্যা দংষ্ট্রাভিসম্পাতৈশ্চূর্ণিতা বনপর্ব্বতাঃ। শিলাসঞ্চয়সঙ্ঘাতা বিশীর্য্যন্তে সহস্রশঃ ॥ ৫৭ ॥ হিমবান্ হেমকূটশ্চ নিষধো গন্ধমাদনঃ। মাল্যবাংশ্চৈব নীলশ্চ শ্বেতশ্চৈব মহাগিরিঃ ॥ ৫৮ ॥ মেরুমধ্যমিলাপীঠং সপ্তদ্বীপঞ্চ সার্ণবম্। লোকালোকেন সহিতং প্রাকম্পত নৃপোত্তম ॥ ৫৯ ॥ দংষ্ট্রাশনিবিনিস্পৃষ্টা বিশীর্য্যন্তে মহাদ্রুমাঃ। উৎপাতৈশ্চ দিশো ব্যাপ্তা ঘোররূপৈঃ সমন্ততঃ ॥ ৬০ ॥ তারা গ্রহগণাঃ সর্ব্বে যে চ বৈমানিকা গণাঃ। শিবাসহস্রৈরাকীর্ণা মহামাতৃগণৈস্তথা ॥ ৬১ ॥ সা চচার জগৎ কৃৎস্নং যুগান্তে সমুপস্থিতে। ভ্রমদ্ভিশ্চ রুবদ্ভিশ্চ ক্রোশদ্ভিশ্চ সমন্ততঃ ॥ ৬২ ॥ প্রমথদ্ভির্জ্বলদ্ভিশ্চ রৌদ্রৈর্ব্যাপ্তা দিশো দশ। বিস্তীর্ণং শৈলসঙ্ঘাতং বিঘূর্ণিতগিরিদ্রুমম্ ॥ ৬৩ ॥ প্রভিন্নগোপুরদ্বারং কেশশুষ্কাস্থিসঙ্কুলম্। প্রদগ্ধগ্রামনগরং ভস্মপুঞ্জাভিসংবৃতম্ ॥ ৬৪ ॥ চিতাধূমাকুলং সর্ব্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্। হাহাকারাকুলং সর্ব্বমহহস্বননিস্বনম্ ॥ ৬৫ ॥ জগদেতদভূৎ সর্ব্বমশরণ্যং নিরাশ্রয়ম্ ॥ ৬৬ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে কালরাত্রিকৃতজগৎসংহরণবর্ণনং নাম চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

প্রথম এক হইতে নবধা বিভিন্ন হইলেন। অনন্তর সেই নবধা বিভিন্ন একএক প্রকৃতি হইতে আবার দশ দশটি করিয়া প্রকৃতি সমুদ্ভূতা হইলেন। তদনন্তর এক এক প্রকৃতি হইতে ক্রমে চতুঃষষ্টিরূপিণী, অট্টহাসিনী শতরূপা, সহস্ররূপা, লক্ষ ও কোটিরূপা প্রকৃতি প্রাদুর্ভূতা হইলেন। এই সকল প্রকৃতির মধ্যে কোন কোন প্রকৃতি নানাবিধ আয়ুধধারিণী এবং অপর কোন প্রকৃতি নানা বাদনবাদিনী! হে নৃপ! শিবের আদেশে শিবা এক হইয়া নানারূপ ধারণ করিয়াছিলেন! এই সকল প্রকৃতির সঙ্গে আবার শূলপট্টিশধারী মহেশের গণনিচয় সতত বিচরণ ও প্রাণিগণের অবরোধ এবং বিনাশ করিতে লাগিল; জগৎসংহারিণী মাতৃগণও তখন বিনায়কদিগের সহিত বৰ্দ্ধিত হইয়া অতি ভীষণ বপু ধারণ করিলেন। অনন্তর মূলা প্রকৃতি মহেশ্বরীর কুন্দেন্দুধবল দংষ্ট্রানিচয় বৰ্দ্ধিত হইতে লাগিল, প্রথমে সহস্রযোজন, ক্রমে অযুত ও অর্ব্বুদ যোজন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। তাঁহার দংষ্ট্রা ও নখরনিকর ক্রূর তীক্ষ্ণ এবং কর্কশ; তিনি নখনিচয় দ্বারা সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরার সকল দিকেই বিলিখন করিতে লাগিলেন; তাঁহার দংষ্ট্রার অভিঘাতে বন ও গিরিনিকর চূর্ণিত হইল। সহস্র সহস্র রাশি রাশি শিলাসঞ্চয় বিশীর্ণ হইয়া গেল; হে নৃপোত্তম! হিমবান্, হেমকূট, নিষধ, গন্ধমাদন, মাল্যবান্, নীল, মহাগিরি শ্বেত, মেরুমধ্য, ইলাপীঠ, সপ্তদ্বীপ ও সপ্তসাগর লোকালোকের সহিত এই সকল শৈল কম্পিত হইল। মহাতরুনিকর তাঁহার দশনাশনির সংস্পর্শে বিশীর্ণ হইল, চতুর্দ্দিক্ হইতে ভীষণ উৎপাত সকল উত্থিত হওয়ায় দিক্‌সকল পরিব্যাপ্ত হইয়া গেল ও তারা গ্রহ এবং অন্যান্য বৈমানিকগণ সহস্র সহস্র শিবা ও মহামাতৃগণে সমাকীর্ণ হইল। যুগান্ত সময়ে প্রকৃতি দেবী সমস্ত জগৎ পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন; অনুগগণের মধ্যে কেহ ভ্রমণ, কেহ ভাষণ, কেহ ক্রোশন, কেহ প্রমথন এবং কেহ কেহ প্রজ্বলন করিয়া দশদিক্ পরিব্যাপ্ত করিল। বিস্তীর্ণ শৈলসঙ্ঘ বিঘূর্ণিত, গিরিকানন প্রভিন্ন, গোপুরদ্বার কেশশুষ্কাস্থিসঙ্কুল এবং গ্রাম নগর প্রদগ্ধ হইল; সর্ব্বত্রই রাশি রাশি ভস্মে সমাকীর্ণ এবং সচরাচর ত্রিলোক চিতানলের ধূমে সমাকুল হইয়া গেল। সর্ব্বত্রই হাহাকার ও অহহ ইত্যাদি দুঃখসূচক রব আকীর্ণ হইল, ত্রিলোকমধ্যে কুত্রাপি আশ্রয়-স্থান রহিল না। ৪৯—৬৬।

চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। ততো মাতৃসঙ্ঘৈশ্চ রৌদ্রৈশ্চ পরিবারিতা। কালরাত্রির্জ্জগৎ সর্ব্বং হরতে দীপ্তলোচনা॥ ১॥ ততস্তা মাতরো ঘোরা ব্রহ্ম-বিষ্ণুশিবাম্বিকাঃ। বায়ব্যৈন্দ্রানলকৌবেরা যমতোয়েশ-শক্তয়ঃ॥ ২॥ স্কন্দক্রোড়নৃসিংহানাং বিচরন্ত্যো ভয়ানকাঃ। চক্রশূলগদাখড়্গ-বজ্রশক্ত্যৃষ্টিপট্টিশৈঃ॥ খট্বাঙ্গৈরুল্মুকৈর্দীপ্তৈর্ব্বিচরন্মাতরঃ ক্ষয়ে। উমা-সম্নোদিতাঃ সর্ব্বাঃ প্রধাবন্ত্যো দিশো দশ॥৪॥ তাসাং চরণবিক্ষেপহুঙ্কারোদ্গারনিস্বনৈঃ। ত্রৈলোক্যমেতৎ সকলং বিপ্রদগ্ধং সমন্ততঃ॥ ৫॥ হাহারবাক্রন্দিতনিস্ব-নৈশ্চ প্রভিন্নরথ্যাগৃহগোপুরৈশ্চ। বভূব ঘোরা ধরণী সমস্তাৎ কপালকেশাকুলকর্ব্বুরাঙ্গী॥৬॥ যদেতচ্ছত-সাহস্রং জম্বুদ্বীপং নিগদ্যতে। সর্ব্বমেব তদুচ্ছন্নং সমাধুষ্য নৃপোত্তম॥ ৭॥ জম্বু শাকং কুশং ক্রৌঞ্চং গোমেদং শাল্মলিস্তথা। পুষ্করদ্বীপসহিতা যে চ পর্ব্বতবাসিনঃ॥ ৮॥ তে গ্রস্তা মৃত্যুনা সর্ব্বে ভূতৈ-র্মাতৃগণৈস্তথা। মহাসুরকপালৈশ্চ মাংসমেদো-বসোৎকটৈঃ॥ ৯॥ মহানাদপরৈর্ঘোরৈর্ব্বারুণীগন্ধ-মোহিতৈঃ। জ্বালাসহস্রসংবীতা বিদ্যুজ্জ্বলিতকুণ্ডলা॥ ১০॥ রুধিরোদ্গারশোণাঙ্গী মহামায়া সুভীষণা। পিবন্তী রুধিরং তত্র মহামাংসবসাপ্রিয়া॥ ১১ কপালহস্তা বিকটা ভক্ষয়ন্তী সুরাসুরান্। নৃত্যন্তী চ হসন্তী চ বিপরীতা মহারবা॥ ১২॥ ত্রৈলোক্য-সন্ত্রাসকরী বিদ্যুৎসংস্ফোটহাসিনী। সপ্তদ্বীপসমু-দ্রান্তাং ভক্ষয়িত্বা চ মেদিনীম্॥ ১৩॥ ততঃ স্বস্থানমগমদ্যত্র দেবো মহেশ্বরঃ। নর্ম্মদাতীর-মাশ্রিত্যাবসন্মাতৃগণৈঃ সহ॥ ১৪॥ অমরাণাং কটে তুঙ্গে নৃত্যন্তী হসিতাননা। অমরা দেবতাঃ প্রোক্তাঃ শরীরং কটমুচ্যতে॥ ১৫॥ তৈঃ কটৈরা-বৃতো যস্মাৎ পর্ব্বতোঽয়ং নৃপোত্তম। ছিন্নভিন্নাস্থি-নিকরৈর্বসামেদোঽস্রবিপ্লুতৈঃ॥ ১৬॥ অমরকণ্টক ইত্যেবং তেন প্রোক্তো মনীষিভিঃ। মহাপবিত্রো লোকেষু শম্ভুনা স বিনির্ম্মিতঃ॥ ১৭॥ নিত্যং

পঞ্চদশ অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—অনন্তর অনললোচনা সহস্র সহস্র মাতৃকা ভীষণ রুদ্রনায়কদিগের সহিত পরিবৃত হইয়া কালরাত্রির ন্যায় সমস্ত জগৎ সংহার করিতে লাগিলেন। তদনন্তর ব্রহ্মবিষ্ণু শিবাম্বিকা ভীষণ মাতৃকা সকল এবং ভয়ানকা বায়বী, ঐন্দ্রী আগ্নেয়ী, কৌবেরী, যাম্যা বারুণী, কৌমারী, বারাহী এবং নারসিংহী প্রভৃতি মাতৃকা চক্র, শূল, গদা, খড়্গ, বজ্র, শক্তি, ঋষ্টি, পট্টিশ, খট্বাঙ্গ প্রজ্বলিত উল্মুক প্রভৃতি আয়ুধ ধারণপূর্ব্বক সেই যুগক্ষয়কালে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। উমাপ্রণোদিত মাতৃকাগণ দশদিকে প্রধাবিত হইলে তাঁহাদের পদভর, হুঙ্কার, উদ্গার এবং নিস্বনে অখিল লোকের সর্ব্বস্থানই দগ্ধ হইল; জীবনিবহের হাহারব আক্রন্দন ও নিস্বনে পথ, গৃহ ও গোপুরনিকর সর্ব্বত্র পরিপূরিত হইয়া গেল; লোক সকলের কপালে ও কেশে আকুল হইয়া ধরণী ভীষণাকার কর্ব্বুরবর্ণ ধারণ করিল। যে জম্বুদ্বীপ শতসহস্র যোজন আয়ত কথিত হয়, হে নৃপোত্তম! সে সমস্তই ধর্ষিত হইয়া উচ্ছিন্ন হইয়াছিল এবং জম্বু শাক, কুশ, ক্রৌঞ্চ, গোমেদ শাল্মলি সকলই বিধ্বস্ত হইল। তৎকালে যাহারা পুষ্করদ্বীপে বাস করিত, ভূত ও মাতৃগণ সেই পুষ্করদ্বীপ সহ দ্বীপ-পর্ব্বত-বাসিগণকে মৃত্যুর মুখে পাতিত করিলেন। মহাসুরদিগের কপাল, মাংস, মেদ, বসা এবং মহানাদযুক্ত ভীষণ বদনের উৎকট মদগন্ধে দশদিক্ সমাচ্ছন্ন হইল। বিদ্যুতের ন্যায় জ্বলিতকুণ্ডলা সহস্রকিরণান্বিতা মহামায়া অসুরদিগের শোণিত উদ্গিরণে শোণাঙ্গী হইয়া ভীষণতরা হইলেন। নরমাংসবসাপ্রিয়া দেবী নরকপাল করে লইয়া বিকটবেশে শোণিতপান ও সুরাসুরগণকে ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। তিনি কখন নৃত্য, কখন হাস্য, কখন বিপরীত হাস্য-নৃত্য ও মহাবারে এবং বিদ্যুজ্জ্বলিতহাস্যে ত্রিলোকের সন্ত্রাস জন্মাইতে লাগিলেন; দেবী সমুদ্রান্তা সপ্তদ্বীপা মেদিনীকে সুরাসুরের সহিত ভক্ষণ করিলেন। তখন মহেশ্বর নর্ম্মদাতীরে বিরাজ করিতেছিলেন, দেবী মাতৃগণ সহ নর্ম্মদাতীরবাসী মহেশের সমীপে স্বীয় আলয়ে গমন করিলেন। ১—১৪। সেখানে যাইয়া সহাস্যআস্যে অমরগণের অত্যুচ্চ কটে অর্থাৎ স্তূপীকৃত দেহের উপর নৃত্য করিতে লাগি-লেন। আবরণার্থ কটধাতু হইতে কটশব্দ নিষ্পন্ন হয়, তবেই কটশব্দে আচ্ছাদন বুঝিতে হইবে। আর অমর শব্দের অর্থ দেবতা, এবং কট তাঁহাদের শরীর; হে নৃপোত্তম! দেবগণের দেহ ছিন্ন ভিন্ন হইলে তাঁহাদের অস্থি, বসা, মেদ ও অস্রধারা আপ্লুত দেহপর্ব্বত সম্যক্ সমাবৃত হইয়া-ছিল বলিয়া মনীষিগণ ইহাকে অমরকণ্টক কহিয়া

সন্নিহিতস্তত্র শঙ্করো হ্যময়া সহ। ততোঽহং নিয়তস্তত্র তস্য পাদাগ্রসংস্থিতঃ। ১৮॥ প্রহ্বঃ প্রণত ভাবেন স্তৌমি তং নীললোহিতম্। ততস্তালকসম্পাতৈর্গণৈর্মাতৃগণৈঃ সহ॥ ১৯॥ সম্প্রনৃত্যতি সংহৃষ্টো মৃত্যুনা সহ শঙ্করঃ। খট্টাঙ্গৈরুল্মুকৈশ্চৈব পট্টিশৈঃ পরিঘৈস্তথা॥ ২০॥ মাংসমেদোবসাহস্তা হৃষ্টা নৃত্যন্তি সঙ্ঘশঃ। বামনা জটিলা মুণ্ডা লম্ব গ্রীবোষ্ঠমূর্দ্ধজাঃ॥ ২১॥ মহাশিশ্নোদরভুজা নৃত্যন্তি চ হসন্তি চ। বিকৃতৈরাননৈর্ঘোরৈর্ভুজোঙ্গণমুখাদিভিঃ। অমরং কণ্টকং চক্রুঃ প্রাপ্তে কালবিপর্য্যয়ে। তেষাং মধ্যে মহাঘোরং জগৎসন্ত্রাসকারণম্॥ ২৩॥ মৃত্যুং পশ্যামি নৃত্যন্তং তড়িৎপিঙ্গলমূর্দ্ধজম্। তস্য পার্শ্বে স্থিতাং দেবীং বিমলাম্বরভূষিতাম্॥ ২৪॥ কুণ্ডলোদ্‌ঘৃষ্টগণ্ডাং তাং নাগযজ্ঞোপবীতিনীম্। বিচিত্রৈরুপহারৈশ্চ পূজয়ন্তীং মহেশ্বরম্॥ ২৫॥ অপশ্যং নর্ম্মদাং তত্র মাতরং বিশ্ববন্দিতাম্। নানাতরঙ্গাং সাবর্ত্তাং সুবেলার্ণবসন্নিভাম্॥ ২৬॥ মহাসরঃসরিৎপাতৈরদৃশ্যাং দৃশ্যরূপিণীম্। বন্দ্যমানাং সুরৈঃ সিদ্ধৈর্মুনিসঙ্ঘৈশ্চ ভারত॥ ২৭॥ এতস্মিন্নন্তরে ঘোরাং সপ্তসপ্তকসংস্থিতাম্। মহাবীচ্যোঘফেনাঢ্যাং কুর্ব্বন্তীং সজলং জগৎ॥২৮॥ দৃষ্টবান্ নর্ম্মদাং দেবীং মৃগকৃষ্ণাম্বরাং পুনঃ। সধূমাশনিনির্হ্রাদৈর্ব্বহন্তীং সপ্তধা তদা॥ ২৯॥ ইতি সংহারমতুলং দৃষ্টবান্ রাজসত্তম। নষ্টচন্দ্রার্ককিরণমভূদেতচ্চরাচরম্॥৩০॥ মহোৎপাতসমুদ্ভূতং নষ্টনক্ষত্রমণ্ডলম্। অলাতচক্রবর্ণভ্রমশেষং ভ্রাময়ংস্ততঃ। বিমানকোটিঙ্কীর্ণঃ সকিন্নরমহোরগঃ। মহাবাতঃ সনির্ঘাতো যেনাকম্পচ্চরাচরম্॥ ৩২॥ রুদ্রবক্ত্রাৎ সমুদ্ভূতঃ সংবর্ত্তো নাম বিশ্রুতঃ। বায়ুঃ সংশোষয়ামাস বিততান্ সপ্তসাগরান্॥ ৩৩॥ উদ্ধূলিতাঙ্গঃ কপিলাক্ষমূর্দ্ধজো

থাকেন। এই অমরকণ্টক শম্ভুনির্ম্মিত, ইহা ত্রিলোকে অতি পবিত্র। উমার সহিত শঙ্কর এই পর্ব্বতে নিত্য সন্নিহিত। অতএব আমিও সতত এই পর্ব্বতের পাদদেশে বিদ্যমান থাকিয়া বিনয় সহকারে নিরন্তর নীললোহিতকে প্রণাম ও স্তুতি করিয়া থাকি। শঙ্কর এই স্থানে করতালি দিয়া মাতৃগণ সহ হৃষ্টান্তঃকরণে মৃত্যুর সহিত ক্রীড়া করেন; মাতৃকাগণ খট্টাঙ্গ, উল্মুক, পট্টিশ ও পরিঘ প্রভৃতি অস্ত্রধারণ করত মাংস, মেদ ও বসা করে করিয়া হর্ষভরে দলে দলে নৃত্য করেন। শঙ্কর সহ ক্রীড়াকারী ভূতগণের মধ্যে কেহ বামন, কেহ জটাধারী, কেহ মুণ্ডিতমস্তক, কেহ লম্বগ্রীব, কেহ লম্বোষ্ঠ, কেহ ঊর্দ্ধকেশ, কেহ মহোদর, কেহ দীর্ঘশিশ্ন এবং কেহ মহাবাহু; ইহারা ভীষণ গর্ব্বিত আননদ্বারা হাস্য ও ভীষণ বাহু ও মুখভঙ্গী করিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। হে রাজন! সেই ভীষণ যুগবিপর্য্যয়কালে ভূতমাতৃগণ অমরনিকরের কণ্টক স্বরূপ হইলেন; আমি ক্রীড়মান সেই ভূতমাতৃগণের মধ্যে জগৎসন্ত্রাসকারক ভয়ঙ্কর মৃত্যুকে নৃত্য করিতে দেখিয়াছিলাম; নৃত্য কালে কালের কেশকলাপ বিদ্যুতের ন্যায় পিঙ্গল বর্ণ ধারণ করিয়াছিল; আর সেই মৃত্যুরই পার্শ্বদেশে বিমল বস্ত্রভূষিতা নাগযজ্ঞোপবীতিনী দেবী নর্ম্মদা বিদ্যমানা ছিলেন; তাঁহার আন্দোলিত কর্ণকুণ্ডল তদীয় গণ্ডদেশ সংঘর্ষণ করিতেছিল, তিনি মনোহর উপহার দ্বারা মহেশের পূজা করিতেছিলেন। আমি দেখিলাম—বিশ্ববন্দিতা মাতা নর্ম্মদা অনেক ঊর্ম্মিমালায় সমাকুল ও আবর্ত্তযুক্তা হইয়া সুশোভন বেলাবলী দ্বারা যেন জলধির কান্তি ধারণ করিয়াছেন; [মহাসরোবরনিকরের নীর প্রবাহ তাঁহার উপর পতিত হওয়ায় অদৃশ্যা হইলেও আমি তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিলাম। দেখিলাম—সেই বন্দ্যমানা নর্ম্মদাকে সুর, সিদ্ধ ও ঋষিসত্তমগণ বন্দনা করিতেছেন। হে ভারত! ইত্যবসরে চতুর্দ্দশকল্পস্থায়িনী দেবী নর্ম্মদা সফেন মহাবেগ নীরপ্রবাহে সমগ্র জগৎ প্লাবিত করিলেন, আমি তখন তাঁহাকে কৃষ্ণমৃগাজিন পরিধায়িনী দর্শন করিলাম, তখন তিনি ধূমোদ্গার সহ অশনিনিস্বনে সপ্তধা বিভিন্ন হইয়া প্রবাহিত হইতে লাগিলেন।১৫—২৯। হে রাজসত্তম! আমি এই আবার এক মহাসংহার দর্শন করিলাম; এই চরাচর জগৎ সূর্য্যচন্দ্রকিরণহীন হইল, মহা উৎপাত সকল সমুদ্ভূত হইতে লাগিল, নক্ষত্রমণ্ডল বিলুপ্ত হইল। তখন সত্বর এক মহাবাত উত্থিত হইয়া অলাতচক্রের ন্যায় অশেষ বিশ্ব ঘূর্ণিত করিল, এই মহাবাতের সশব্দ আবর্ত্তে বিঘূর্ণিত হইয়া কোটি কোটি বিমানচারী কিন্নর ও মহোরগ ধরাপৃষ্ঠে পতিত হইল। রুদ্রবক্ত্র হইতে সংবর্ত্তক নামক এক বিশ্রুত বায়ু বহির্গত হইয়া স্বীয় প্রভাব বিস্তার করত সপ্তসাগর নিঃশেষরূপে শোষণ করিল। আমি তখন বলিতে

জটাকলাপৈরববদ্ধমূর্দ্ধজঃ। মহারবো দীপ্তবিশাল-শূলধৃক্ স পাতু যুষ্মাংশ্চ দিনেদিনে হরঃ॥ ৩৪॥ শূলী ধনুষ্মান্ কবচী কিরীটী শ্মশানভস্মোক্ষিতসর্ব্বগাত্রঃ। কপালমালাকুলকণ্ঠনালো মহাহিসূত্রৈরববদ্ধমৌলিঃ ॥ ৩৫ ॥ স গোনসৌঘৈঃ পরিবেষ্টিতাঙ্গো বিষাগ্নিচন্দ্রামরসিন্ধুমৌলিঃ। পিনাকখট্বাঙ্গকরালপাণিঃ স কৃত্তিবাসা ডমরুপ্রণাদঃ॥ ৩৬॥ স সপ্তলোকান্তরনিঃসৃতাত্মা মহাভুজাবেষ্টিতসর্ব্বগাত্রঃ। নেত্রেণ সূর্য্যোদয়সন্নিভেন প্রবালকাঙ্কুরনিভোদরেণ॥ ৩৭॥ সন্ধ্যাভ্ররক্তোৎপলপদ্মরাগসিন্দুরবিদ্যুৎপ্রকরারুণেন। তপ্তেন লিঙ্গেন চ লোচনেন চিক্রীড়মানঃ স যুগান্তকালে॥ ৩৮॥ হিরণ্ময়েনৈব সমুৎসৃজন্ স দণ্ডেন যদ্বদ্ভগবান্ সমেরুঃ। পাদাগ্রবিক্ষেপবিশীর্ণশৈলঃ কুর্ব্বন্ জগৎ সোঽপি জগাম তত্র॥ ৩৯॥ সংহর্ত্তুকামস্ত্রিদিবং হ্যশেষং প্রমুঞ্চমানো বিকৃতাট্টহাসম্। জহার সর্ব্বং ত্রিদিবং মহাত্মা সংক্ষোভয়ন্ বৈ জগদীশ একঃ॥ ৪০॥ তং দেবমীশানমজং বরেণ্যং দৃষ্ট্বা জগৎসংহরণং মহেশম্। সা কালরাত্রিঃ সহ মাতৃভিশ্চ গণাশ্চ সর্ব্বে শিবমর্চ্চয়ন্তি॥ ৪১॥ নন্দী চ ভৃঙ্গী চ গণাদয়শ্চ তং সর্ব্বভূতং প্রণমন্তি দেবম্। জগদ্বরং সর্ব্বজনস্য কারণং হরং স্মরারাতিমহর্নিশং তে॥ ৪২॥

ইতি শ্রীস্কান্দে সৃষ্টিসংহরণবর্ণনং নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৫॥

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। সমাতৃভির্ভুতগণৈশ্চ ঘোরৈর্বৃতঃ সমন্তাৎ স ননর্ত্ত শূলী। গজেন্দ্রচর্ম্মাবরণে বসানঃ সংহর্ত্তুকামশ্চ জগৎ সমস্তম্॥ ১॥ মহেশ্বরঃ সর্ব্বসুরেশ্বরাণাং মন্ত্রৈরনেকৈরববদ্ধমালী। মেদোবসারক্তবিচর্চ্চিতাঙ্গস্ত্রৈলোক্যদাহে প্রণনর্ত্ত শম্ভুঃ॥ ২॥ স কালরাত্র্যা সহিতো মহাত্মা কালে

লাগিলাম,—যাঁহার অঙ্গ ধূলায় ধূসরিত, যাঁহার লোচন ও কেশজাল কপিলবর্ণ, যাঁহার কেশকলাপ জটাজুটে আবদ্ধ, যিনি প্রদীপ্ত বিশাল শূল ধারণ করিয়াছেন, যাঁহার রব অতি ভীষণ, সেই হর অনুদিন তোমাদিগকে রক্ষা করুন। যিনি শূল, ধনু, কবচ ও কিরীট ধারণ করিয়াছেন; শ্মশানভস্মে যাঁহার সর্ব্ব শরীর বিলিপ্ত; কপালমালায় যাঁহার কণ্ঠনাল আকুল হইয়াছে; সর্পসূত্রে যাঁহার মৌলিবন্ধন সংসাধিত হইয়াছে; অহিনিবহে যাঁহার সর্ব্বদেহ পরিবেষ্টিত; সাগরমস্তকে অবস্থিত হওয়ায় যে তদীয় শিরোদেশে বিষ, শশধর ও সুরসরিৎ একত্র সমবেত হইয়াছে; যিনি করালকরে পিনাক ও খট্বাঙ্গ ধারণ করিয়াছেন, যাঁহার করালকর দ্বারা আবার ডমরু বাদ্য নিনাদিত হইতেছে এবং যিনি চর্ম্মাম্বর পরিধান করিয়াছেন; সেই শঙ্কর মহাবাহুদ্বারা সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করত সপ্তলোকান্তর হইতে আবির্ভূত হইলেন; তাঁহার নেত্র উদিত দিবাকরসন্নিভ, উদর প্রবালাঙ্কুর সদৃশ এবং লিঙ্গ রক্তোৎপল, পদ্মরাগ, তপ্তকাঞ্চন, এবং সন্ধ্যাকালীন সিন্দুর-জলদের কোলে স্ফুরিত বিদ্যুতের ন্যায় অরুণদ্যুতিসম্পন্ন। ভগবান্ শঙ্কর যুগান্তকালে হিরন্ময় দণ্ড ধারণ করিয়া ক্রীড়া করিতে লাগিলেন, তাঁহার পাদাগ্রনিক্ষেপে সুমেরুর সহিত সশৈল জগৎ বিশীর্ণতা লাভ করিল; তিনি অশেষরূপে ত্রিদশালয়ের সংহারকামনায় এক বিকৃত অট্টহাস্য করিলেন। সেই মহাত্মা জগদীশ একাকীই নিখিল ত্রিদশালয় বিক্ষুব্ধ করিয়া সমগ্র জগৎ সংহার করিলেন, অজ দেবেশ বরেণ্য ঈশান শিব মহেশকে জগৎ সংহার করিতে দেখিয়া সেই কালরাত্রি মাতৃকা ও গণনিচয় সহ তাঁহাকে পূজা করিলেন, এই সময় নন্দী, ভৃঙ্গী ও গণনিচয়ও তথায় আসিয়া সর্ব্বভূতময় জগৎসংহারক জনগণের কারণ ত্রিপুরারি দেব ঈশানকে অহর্নিশ প্রণাম করিতে লাগিলেন।৩০—৪২।

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৫॥

ষোড়শ অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—গজেন্দ্র-চর্ম্মপরিধায়ী শূলী সমগ্র জগতের সংহার কামনায় চতুর্দ্দিকে ভীষণা মাতৃকা ও ঘোরদর্শন গণনিচয়ে পরিবৃত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। সুরেশনিকরেরও মহেশ্বর মন্ত্রনিচয়নিবদ্ধ মৌলিমালী শূলী শম্ভু কালরাত্রির সহিত ত্রিলোকদহনে উদ্যত হইয়া নৃত্য করিতে থাকিলে মেদ, বসা ও শোণিতে সেই মহাত্মার সর্ব্বশরীর আপ্লুত হইল, তিনি কল্পক্ষয়কালে এইরূপে ত্রিলোক সংহার করিলেন। জগদ্বরেণ্য

ত্রিলোকীং সকলাং জহার। সংবর্ত্তকাখ্যঃ সহতানুভাবঃ শম্ভুর্মহাত্মা জগতো বরিষ্ঠঃ। ৩। স বিস্ফুলিঙ্গোৎকরধূমমিশ্রং মহোল্কবজ্রাশনিবাততুল্যম্। ততোঽট্টহাসং প্রমুমোচ ঘোরং বিবৃত্য বক্ত্রং বড়বামুখাভম্। ৪। সহস্রবজ্রাশনিসন্নিভেন তেনাট্টহাসেন হরোদ্গতেন। আপূরিতাস্তত্র দিশো দশৈব সংক্ষোভিতাঃ সর্ব্বমহার্ণবাশ্চ। ৫। স ব্রহ্মলোকং প্রজগাম শব্দো ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডং প্রচচাল সর্ব্বম্। কিমেতদিত্যাকুলচেতনাস্তে বিত্রস্তরূপা ঋষয়ো বভূবুঃ। ৬। প্রণম্য সর্ব্বে সহসৈব ভীতা ব্রহ্মাণমূচুঃ পরমেশ্বরেশম্। ভীতাশ্চ সর্ব্বে ঋষয়স্ততস্তে সুরাসুরৈশ্চৈব মহোরগৈশ্চ। ৭। বিদ্যুৎপ্রভাভাসুরভীষণাঙ্গঃ ক এষ চিক্রীড়তি ভূতলস্থঃ। কালানলং গাত্রমিদং দধানো যস্যাট্টহাসেন জগদ্বিমূঢ়ম্। ৮। বিত্রস্তরূপং প্রবভৌ ক্ষণেন সংহর্ত্তুমিচ্ছেৎ কিময়ং ত্রিলোকীম্। সার্দ্ধং ত্বয়া সপ্তভিরর্ণবৈশ্চ জনস্তপঃসত্যমভিপ্রয়াতি। ৯। সংহর্ত্তুকামো হি ক এষ দেব এতৎ সমস্তং কথয়াপ্রমেয়। ন দৃষ্টমেতদ্বিষমং কদাপি জানাসি তত্ত্বং পরমো মতো নঃ। ১০। নিশম্য তদ্বাক্যমথাববভাষে ব্রহ্মা সমাশ্বাস্য সুরাদিসঙ্ঘান্। ১১। শ্রীব্রহ্মোবাচ। স এষ কালাগ্নিরিবং ত্বশেষং সংহর্ত্তুকামো জগদক্ষয়াত্মা। পূর্ণে চ শেতে পরিবৎসরাণাং ভবিষ্যতীশানবিভুর্ন চিত্রম্। ১২। সংবৎসরোঽয়ং পরিবৎসরশ্চ উদ্বৎসরো বৎসর এষ দেবঃ। দৃষ্টোঽপ্যদৃষ্টঃ প্রহুতঃ প্রকাশী স্থূলশ্চ সূক্ষ্মঃ পরমাণুরেষঃ। ১৩। নাতঃ পরং কিঞ্চিদিহাস্তি লোকে পরাপরোঽয়ং প্রভুরাত্মবাদী। তুষ্যেত মে কালসমানরূপ ইত্যেবমুক্ত্বা ভগবান্ সুরেশঃ। ১৪। সনৎকুমারপ্রমুখৈঃ সমেতঃ সন্তোষয়ামাস ততো যতাত্মা। ১৫। ব্রহ্মোবাচ। নমোঽস্তু সর্ব্বায় সুশান্তমূর্ত্তয়ে হ্যঘোররূপায় নমো নমস্তে। সর্ব্বাত্মনে সর্ব্ব নমো নমস্তে মহাত্মনে ভূতপতে নমস্তে। ১৬। ওঙ্কারহুঙ্কারপরিষ্কৃতায় স্বধাবষট্কার নমো নমস্তে। গুণত্রয়েশায় মহেশ্বরায় তে ত্রয়ীময়ায় ত্রিগুণাত্মনে নমঃ। ১৭। ত্বং শঙ্করস্ত্বং হি মহেশ্বরোঽসি প্রধান-

দিবাকরপ্রভ সংবর্ত্তকাখ্য মহাত্মা শম্ভু বক্ত্র বিবর্ত্তন করিয়া এক ভীষণ বড়বাপ্রভ অট্টহাস্য করিলেন, তাঁহার সেই হাস্য স্ফুলিঙ্গ, রজ, ধূমমিশ্র মহা উল্কা, বজ্র, অশনি ও মহাবাত তুল্য বলিয়া অনুমিত হইল। অনন্তর হরবক্ত্রনির্গত সহস্র বজ্রাশনিসন্নিভ অট্টহাস্যে দশদিক্ আপূরিত ও মহার্ণবনিবহ সংক্ষোভিত হইল; সেই হাস্যশব্দ ব্রহ্মলোকে গমন করিল। সেই ভীষণ শব্দে ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ড প্রচলিত হইল, ঋষিগণ—"সহসা একি ভীষণ শব্দ উত্থিত হইল" বলিয়া সেই হাস্যশব্দে ভয়াকুল হইয়া অচেতন হইলেন। অনন্তর মহোরগ ও সুরাসুরগণসহ ঋষিবৃন্দ সহসা ভীত চকিত হইয়া পরমেশ ঈশ ব্রহ্মাকে প্রণাম করত জিজ্ঞাসা করিলেন,—বিদ্যুজ্জ্বলনসন্নিভ ভীষণাঙ্গ কালানলতুল্যদেহ এই যে মহাপুরুষ ভূতলে ক্রীড়া করিতেছেন, ইনি কে? ইঁহার অট্টহাস্যে সমগ্রজগৎ মোহিত হইয়াছে, ইনি ক্ষণকালমধ্যে বীভৎসরূপ ধারণ করিয়াছেন,ইনি ত্রিলোক সংহার করিতে অভিলাষী? হে অপ্রমেয়! সপ্ত অর্ণব সহ জন, তপ ও সত্য লোক পর্য্যন্ত সংহার করিতে ইচ্ছুক, ইনি কে? আমরা এরূপ বিষমরূপ কখনও দর্শন করি নাই, আপনাকে আমরা পরম তত্ত্ববিদ্ বলিয়া বিদিত আছি, অতএব এই সকল আমাদের নিকট বলুন! অনন্তর সসুর ঋষিগণের বাক্য শ্রবণে ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে আশ্বস্ত করিয়া বলিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা বলিলেন,—ইনি অক্ষয়াত্মা বিভু ঈশান, এক্ষণে পরিবৎসর পূর্ণ হইয়াছে, তাই ইনি ত্রিদিবসহ অশেষরূপে জগৎ সংহারকামনায় শয়ন করিবেন, আপনারা এ বিষয়ে বিস্মিত হইবেন না। এই দেবই সংবৎসর, পরিবৎসর, উদ্বৎসর, বৎসর, দৃষ্ট, অদৃষ্ট, প্রহুত, প্রকাশী, স্থূল, সূক্ষ্ম এবং পরমাণু; ইনিই পরাপর প্রভু ও আত্মবাদী, এই ত্রিলোকে ইঁহার পর আর কোন বস্তুই নাই! আমি কালতুল্যরূপী শূলী শঙ্করের সন্তোষসাধন করিব। অনন্তর ভগবান্ সুরোত্তম যতাত্মা ব্রহ্মা এইরূপ বলিয়া সনৎকুমারপ্রমুখ সুরগণ সহ তাঁহার স্তব করিলেন। ১—১৫। ব্রহ্মা বলিলেন,—হে সর্ব্ব! আপনার মূর্ত্তি অতি শান্ত, আপনাকে নমস্কার; হে সৌম্যবদন! আপনাকে নমস্কার, হে সর্ব্ব! আপনাকে নমস্কার, হে ভূতপতে! আপনাকে নমস্কার। হে মহাত্মন্! আপনি সর্ব্বভূতের আত্মা, আপনাকে নমস্কার, নমস্কার। হে সর্ব্ব! আপনি ওঙ্কার ও হুঙ্কারভূষিত, আপনি স্বধা ও বষট্কার, আপনাকে নমস্কার, নমস্কার। হে সর্ব্বাত্মন্! আপনি সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের অধীশ্বর, মহেশ্বর, ত্রয়ীময় এবং ত্রিগুণাত্মা, আপনাকে নমস্কার। হে বিভো! আপনি

মগ্র্যঃ ত্বমসি প্রবিষ্টঃ।. ত্বং বিষ্ণুরীশঃ প্রপিতামহশ্চ ত্বং সপ্তজিহ্বস্ত্বমনন্তজিহ্বঃ ॥ ১৮ ॥ স্রষ্টাসি সৃষ্টিশ্চ বিভো ত্বমেব বিশ্বস্য বেদ্যং চ পরং নিধানম্। আহুর্দ্বিজা বেদবিদো বরেণ্যং পরাৎপরস্ত্বং পরতঃ পরোঽসি ॥ ১৯ ॥ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মং প্রবদন্তি যচ্চ বাচো নিবর্ত্তন্তি মনো যতশ্চ ॥২০॥ শ্রীমহাদেব উবাচ। ত্বয়া স্তুতোঽহং বিবিধৈশ্চ মন্ত্রৈঃ পুষ্ণামি শান্তিং তব পদ্মযোনে। ঈক্ষস্ব মাং লোকমিমং জ্বলন্তং বক্ত্রৈরনেকৈঃ প্রসভং হরন্তম্ ॥ ২১ ॥ এবমুক্ত্বা স দেবেশো দেব্যা সহ জগৎপতিঃ। পিতামহং সমাশ্বাস্য তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ২২ ॥ ইদং মহৎপুণ্যতমং বরিষ্ঠং স্তোত্রং নিশম্যেহ গতিং লভন্তে। পাপৈরনেকৈঃ পরিবেষ্টিতা যে প্রয়ান্তি রুদ্রং বিমলৈর্বিমানৈঃ ॥ ২৩ ॥ ভয়ং চ তেষাং ন ভবেৎ কদাচিৎ পঠন্তি যে তাত ইদং দ্বিজাগ্র্যাঃ। সংগ্রামচৌরাগ্নিবনে তথাব্ধৌ তেষাং শিবস্ত্রাতি ন সংশয়োঽত্র ॥ ২৪ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ব্রহ্মকৃতশিবস্তুতিবর্ণনং নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

শঙ্কর, মহেশ্বর, প্রধান, অগ্রণী, বিষ্ণু, ঈশ, প্রপিতামহ, সপ্তজিহ্ব, অনন্তজিহ্ব, স্রষ্টা, সৃষ্টি এবং আপনি বিশ্বের বেদ্য, পরম ও নিধান। বেদবিদ্ দ্বিজগণ আপনাকে পরাৎপর, বরেণ্য, পর হইতেও পরতর ও সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর, কহিয়া থাকেন। হে দেব! আপনা হইতে বাক্য ও মন নিবর্ত্তিত হয়। মহাদেব বলিলেন,—হে পদ্মযোনে! তুমি বিবিধ মন্ত্রদ্বারা আমার স্তব করিয়াছ, আমি তোমার শান্তিবিধান করিব। আমি জগৎসংহারার্থ উদ্যত হইয়া লোকসকল দগ্ধ করিতেছি, তুমি তোমার অনেক বদন ও নয়ন দ্বারা আমার ... ভাব দর্শন কর। জগৎপতি দেবেশ শঙ্কর এইরূপ বলিয়া পিতামহকে আশ্বাস প্রদান করত দেবীর সহিত সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। অনেক পাপযুক্ত নরগণও যদি এই পুণ্যতম বরিষ্ঠ মহাস্তোত্র শ্রবণ করে, তবে তাহারা বিমল বিমানারূঢ় হইয়া রুদ্রলোকে গমন করে। হে তাত! যে দ্বিজোত্তমগণ এই পুণ্য আখ্যান পাঠ করেন, কদাচ তাঁহাদিগের ভয় হয় না; সংগ্রাম, চৌর, অগ্নি, অরণ্য ও সাগরভয় হইতেও শিব তাহাদিগকে পরিত্রাণ করেন; এ বিষয়ে সংশয় নাই। ১৬—২৪।

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৬।

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। এবং সংস্তূয়মানস্তু ব্রহ্মাদ্যৈর্মুনিপুঙ্গবৈঃ। ব্রহ্মলোকগতৈস্তত্র সঞ্জহার জগৎ প্রভুঃ ॥ ১ ॥ স তস্তীমং মহারৌদ্রং দক্ষিণং বক্ত্রমব্যয়ম্। মহাদংষ্ট্রোৎকটারাবং পাতালতলসন্নিভম্ ॥ ২ ॥ বিদ্যুজ্জ্বলনপিঙ্গাক্ষং ভৈরবং লোমহর্ষণম্। মহাজিহ্বং মহাদংষ্ট্রং মহাসর্পশিরোধরম্ ॥ ৩ ॥ মহাসুরশিরোমালং মহাপ্রলয়কারণম্। গ্রসৎসমুদ্রনিহিতবাতবারিময়ং হবিঃ ॥ ৪ ॥ বড়বামুখসঙ্কাশং মহাদেবস্য তন্মুখম্। জিহ্বাগ্রেণ জগৎ সর্ব্বং লেলিহানমপশ্যত ॥ ৫ ॥ যোজনানাং সহস্রাণি সহস্রাণাং শতানি চ। দিশো দশ মহাঘোরং মাংসমেদোবসোৎকটাঃ ॥ ৬ ॥ তস্য দংষ্ট্রা ব্যবর্দ্ধন্ত শতশোঽথ সহস্রশঃ। সাসুরান্ সুরগন্ধর্ব্বান্ সযক্ষোরগরাক্ষসান্ ॥ ৭ ॥ তস্য দংষ্ট্রাগ্রসংলগ্নান্ স দদর্শ পিতামহঃ। দন্তবস্ত্রান্তসংবিষ্টং বিচূর্ণিতশিরোধরম্ ॥ ৮ ॥ জগৎ পশ্যামি রাজেন্দ্র বিশন্তং ব্যাদিতে মুখে।

সপ্তদশ অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—তখন ব্রহ্মাদি দেব ও মুনিপুঙ্গবগণ এইরূপে বিভুর স্তব করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। তিনি জগৎ সংহার করিলেন। তৎকালে তাঁহার মহাভীম মহারৌদ্র মহাদংষ্ট্রা ও উৎকটরবযুক্ত অব্যয় দক্ষিণবক্ত্র পাতালতলের ন্যায় দৃষ্ট হইল। তাঁহার লোচননিচয় বিদ্যুদনলের ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ ধারণ করিল। সেই লোমহর্ষণ ভীষণদর্শন মহাজিহ্ব মহাদংষ্ট্র শঙ্করের শিরোদেশ সর্পদ্বারা পরিবেষ্টিত হইল। মহাসুরদিগের মস্তকশ্রেণী তাঁহার মালারূপে পরিণত হইল, এইরূপে মহাদেবের মুখ প্রলয়ের হেতুভূত হইল। তাঁহার বদন বাড়বানলের প্রভা ধারণ করিল, তিনি সমুদ্রনিহিত বাতবারিরূপ হবি গ্রাস করিলেন। শঙ্কর শত শত সহস্র সহস্র যোজন বিস্তীর্ণ লেলিহান জিহ্বাগ্র দ্বারা সমস্ত জগৎ গ্রাস করিলেন। উৎকট মাংস, মেদ ও বসা দ্বারা দশদিক্ মহাঘোররূপ ধারণ করিল। তাঁহার শত শত সহস্র সহস্র দংষ্ট্রা বর্দ্ধিত হইয়া অগ্রভাগ দ্বারা অসুর, সুর, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, উরগ ও রাক্ষসগণকে ধারণ করিল। ১—৭। পিতামহ ব্রহ্মা এই সকলই দর্শন করিলেন। হে রাজেন্দ্র! আমি দেখিলাম,—তাঁহার ব্যাদিত বক্ত্রে সমস্ত জগৎ প্রবেশ করিতেছে, নানা

নানাতরঙ্গভঙ্গাঙ্গ্যা মহাফেনৌঘসঙ্কুলাঃ। যথা নদ্যো লয়ং যান্তি সমুদ্রং প্রাপ্য সম্ভবাঃ ॥ ৯ ॥ তথা ততঃ বিশ্বমিদং সমস্তমনেকজীবার্ণবদুর্ব্বিগাহম্। বিবেশ রুদ্রস্য মুখং বিশালং জলত্তদুগ্রং ঘননাদঘোরম্ ॥ ১০ ॥ জ্বালাস্ততস্তস্য মুখাৎ সুঘোরাঃ সবিস্ফুলিঙ্গা বহুলাঃ সধূমাঃ। অনেকরূপা জ্বলনপ্রকাশাঃ প্রদীপয়ন্তীব দিশোঽখিলাশ্চ ॥ ১১ ॥ ততো রবিজালসহস্রমালি বভূব বক্ত্রং চলজিহ্বদংষ্ট্রম্। মহেশ্বরস্যাদ্ভুতরূপিণস্তদা স দ্বাদশাত্মা প্রবভূব একঃ ॥ ১২ ॥ ততস্তে দ্বাদশাদিত্যা রুদ্রবক্ত্রাদ্বিনির্গতাঃ। আশ্রিত্য দক্ষিণামাশাং নির্দ্দহন্তি বসুন্ধরাম্ ॥ ১৩ ॥ ভৌমং যজ্জীবনং কিঞ্চিন্নানাবৃক্ষতৃণালয়ম্। শুষ্কং পূর্ব্বমনাবৃষ্ট্যা সকলাকুলভূতলম্ ॥ ১৪ ॥ তদ্দীপ্যমানং সহসা সূর্য্যৈস্তৈ রুদ্রসম্ভবৈঃ। ধূমাকুলমভূৎসর্ব্বং প্রনষ্টগ্রহতারকম্ ॥ ১৫ ॥ জজ্বাল সহসা দীপ্তং ভূমণ্ডলমশেষতঃ। জ্বালামালাকুলং সর্ব্বমভূদেতচ্চরাচরম্ ॥ ১৬ ॥ সপ্তদ্বীপসমুদ্রেষু সরিৎসু চ সরঃসু চ। অগ্নিবৃত্তি জগৎ সর্ব্বমাজ্যাহুতিমিবাধ্বরে ॥ ১৭ ॥ বিশালতেজসা দীপ্তা মহাজ্বালাসমাকুলাঃ। দদহুর্ব্বৈ জগৎ সর্ব্বমাদিত্যা রুদ্রসম্ভবাঃ ॥ ১৮ ॥ আদিত্যানাং রশ্ময়শ্চ সংস্পৃষ্টা বৈ পরস্পরম্। এবং দদাহ ভগবাংস্ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ॥ ১৯ ॥ সপ্তদ্বীপপ্রমাণস্তু সোঽগ্নির্ভূত্বা মহেশ্বরঃ। সপ্তদ্বীপসমুদ্রান্তাং নিদদাহ বসুন্ধরাম্ ॥ ২০ ॥ সুমেরুমন্দরান্তাং চ নিদহুর্বসুধাং তদা। ভিত্ত্বা তু সপ্তপাতালং নাগলোকং ততোঽদহৎ ॥ ২১ ॥ ভূম্যধঃ সপ্তপাতালান্নিদহংস্তারকৈঃ সহ। চচারাগ্নিঃ সমন্তাত্তু নিদ্দহন্ বৈ যুধিষ্ঠির ॥ ২২ ॥ ধম্যমান ইবাঙ্গারৈর্লোহরাশিরিব জ্বলন্। তথা তৎপ্রাজ্বলৎ সর্ব্বং সংবর্ত্তাগ্নিপ্রদীপিতম্ ॥ ২৩ ॥ নির্ব্বৃক্ষা নিস্তৃণা ভূমির্নির্ঝরসরঃসরিৎ। বিশীর্ণশৈলশৃঙ্গৌঘা কূর্ম্মপৃষ্ঠোপমাভবৎ ॥ ২৪ ॥ জ্বালামালাকুলং কৃত্বা জগৎ সর্ব্বং চিদাত্মকম্। মহারূপধরো রুদ্রো ব্যতিষ্ঠত মহেশ্বরঃ ॥

তরঙ্গভঙ্গাঙ্গ্যা মহাফেনপ্রবাহ-সঙ্কুলা নদীরাজি মহানিস্বনে সমুদ্রে পতিত হইতেছে; সমগ্র বিশ্ব সাগরজলে প্লাবিত হওয়ায় জীবনিবহ সেই জলধিজলে ভাসিতেছে, জীবপ্রবাহ সাগরনীরে ভাসমান হওয়ায় সাগর দুরবগাহ হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার প্রজ্বলিত উগ্র বিশাল বদনে ঘন ঘোরনাদ করিতে করিতে সমগ্র জগৎ প্রবেশ করিতেছে। আমি আরও দেখিলাম,—অনন্তর তাঁহার মুখ হইতে এক ভীষণ জ্বালামালা উত্থিত হইল, তাহা হইতে সধূম বহুস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল। সেই প্রজ্বলিত জ্বালামালা দেখিতে দেখিতে বহুবিস্তৃত হইয়া অখিল দিগ্দাহ করিল। অনন্তর অদ্ভুতরূপী মহেশ্বরের বক্ত্র সহস্র সহস্র রবিকিরণে পরিব্যাপ্ত হইল। তাঁহার জিহ্বা ও দংষ্ট্রানিচয় চাঞ্চল্যভাব ধারণ করিল। তিনি এক হইয়াও দ্বাদশ ভাগে দ্বাদশ আদিত্যরূপে বিভক্ত হইলেন। অনন্তর সেই রুদ্রবক্ত্রসম্ভূত দ্বাদশাদিত্য দক্ষিণদিক্ আশ্রয় করিয়া বসুন্ধরা দাহ করিতে লাগিলেন। ভৌম ও নানা তরু তৃণবাসী জীবগণ সেই আদিত্যবহ্নিতে দগ্ধ হইল। পূর্ব্বেই অনাবৃষ্টিতে সকল ভূতল শুষ্ক হইয়াছিল। এক্ষণে আবার রুদ্রদেহোদ্ভূত আদিত্য-বহ্নি সহসা প্রদীপ্ত হওয়ায় নিখিল ভূতল ধূমাকুল হইয়া গ্রহতারকাসহ বিনষ্ট হইল। সপ্তদ্বীপ সহ সচরাচর সমস্ত ভূতল জ্বালামালাকুল হইল; এমন কি, সেই জ্বালামালা সরিৎ সরোবরও দগ্ধ করিতে লাগিল। হুতাশন যেমন যজ্ঞে আহুত হবির্ভোজন করেন, আদিত্যবহ্নিও তদ্রূপ সমস্ত জগৎ গ্রাস করিতে লাগিলেন। রুদ্রদেহোদ্ভূত সেই বিশাল আদিত্যজ্বালামালা বিশাল তেজে প্রদীপ্ত হইয়া সমস্ত জগৎ দগ্ধ করিল। সেই রুদ্রদেহোদ্ভব দ্বাদশাদিত্যের রশ্মিসমূহ পরস্পর মিলিত হইয়া সচরাচর ত্রিলোক দগ্ধ করিয়া ফেলিল। হে রাজন্! ভগবান্ এইরূপে ত্রিলোক দগ্ধ করিয়াছিলেন। অনন্তর মহেশ্বর সপ্তদ্বীপপ্রমাণ অগ্নিবপু হইয়া সপ্তদ্বীপ ও সপ্ত সাগরযুক্ত বসুন্ধরাকে দগ্ধ করিলেন। ৮—২০। সুমেরু হইতে মন্দর পর্য্যন্ত সমস্ত বসুধা ভস্মীভূত হইয়া গেল। অনন্তর তিনি সপ্তপাতাল ভেদ করিয়া নাগলোক ও সপ্তপাতালেরও অধোভাগস্থিত সমস্ত দগ্ধ করিলেন। হে যুধিষ্ঠির! অনন্তর সেই রুদ্রগণ নিখিল লোক দগ্ধ করিতে করিতে সকল দিকে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহাদিগকে প্রজ্বলিত অঙ্গার দ্বারা প্রধমিত লৌহের ন্যায় অনুমিত হইতে লাগিল। অনন্তর সংবর্ত্তাগ্নি প্রদীপ্ত হইলে সমগ্র জগৎ দগ্ধ হইয়া গেল। তখন ভূমিতল বৃক্ষ তৃণ নির্ঝর সরিৎ ও সরোবর শূন্য হইল এবং শৈলশৃঙ্গ সকল বিশীর্ণ হওয়ায় ভূমিতল কূর্ম্মপৃষ্ঠের আকার ধারণ করিল। তদনন্তর মহারূপধর মহেশ্বর

২৫। সমাতৃগণভূয়িষ্ঠা সযক্ষোরগরাক্ষসা। ততো দেবী মহাদেবং বিবেশ হরিলোচনা ॥ ২৬ ॥ নির্ব্বাণং পরমাপন্না শান্তেব শিখিনঃ শিখা। জগৎ সর্ব্বং হি নির্দ্দগ্ধং ত্রিভির্লোকৈঃ সহানঘ ॥ ২৭ ॥ রুদ্রপ্রসাদামুক্তা মাং নর্ম্মদাং চাপ্যযোনিজাম্। যুগানামযুতং দেবো ময়া চাদ্যাম্বুভক্ষণাৎ ॥ ২৮ ॥ পুরা হ্যারাধিতঃ শূলী তেনাহমজরামরঃ। অঘমর্ষণঘোরং চ বামদেবঞ্চ ত্র্যম্বকম্ ॥ ২৯ ॥ ঋষভং ত্রিসুপর্ণঞ্চ দুর্গাং সাবিত্রমেব চ। বৃহদারণ্যকঞ্চৈব বৃহৎসাম তথোত্তরম্ ॥ ৩০ ॥ রৌদ্রীং পরমগায়ত্রীং শিবোপনিষদং তথা। যথা প্রতিরথং সূক্তং জপ্ত্বা মৃত্যুঘ্নং তথা ॥ ৩১ ॥ সরিৎসাগরপর্য্যন্তা বসুধা ভস্মসাৎকৃতা। বর্জ্জয়িত্বা মহাভাগাং নর্ম্মদামমৃতোপমাম্ ॥ ৩২ ॥ মহেন্দ্রো মলয়ঃ সহ্যো হেমকূটোঽথ মাল্যবান্। বিন্ধ্যশ্চ পারিয়াত্রশ্চ সপ্তৈতে কুলপর্ব্বতাঃ ॥ ৩৩ ॥ দ্বাদশাদিত্যনির্দ্দগ্ধাঃ শৈলাঃ শীর্ণশিলাঃ পৃথক্। ভস্মীভূতাস্ত দৃশ্যন্তে ন নষ্টা নর্ম্মদা তদা ॥ ৩৪ ॥ হিমবান্ হেমকূটশ্চ নিষধো গন্ধমাদনঃ। মাল্যবাংশ্চ গিরিশ্রেষ্ঠো নীলঃ শ্বেতোঽথ শৃঙ্গবান্ ॥ ৩৫ ॥ এতে পর্ব্বতরাজানো দেবগন্ধর্ব্বসেবিতাঃ। যুগান্তাগ্নিবিনির্দ্দগ্ধাঃ সর্ব্বে শীর্ণমহাশিলাঃ ॥ ৩৬ ॥ এবং ময়া পুরা দৃষ্টো যুগান্তে সর্ব্বসংক্ষয়ঃ। বর্জ্জয়িত্বা মহাপুণ্যাং নর্ম্মদাং নৃপসত্তম ॥ ৩৭ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে শ্রীনর্ম্মদামাহাত্ম্যে দ্বাদশাদিত্যরূপেণ জগৎসংহরণবর্ণনং নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥১৭॥

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। নির্দ্দগ্ধেঽস্মিংস্ততো লোকে সূর্য্যৈরীশ্বরসম্ভবৈঃ। সপ্তভিশ্চার্ণবৈঃ শুষ্কৈর্দ্বীপৈঃ সপ্তভিরেব চ ॥ ১ ॥ ততো মুখাত্তস্য ঘনা মহোল্বণা নিশ্চেরুরিন্দ্রায়ুধতুল্যরূপাঃ। ঘোরাঃ পয়োদা জগদন্ধকারং কুর্ব্বন্ত ঈশানবরপ্রযুক্তাঃ ॥ ২ ॥ নীলোৎপলাভাঃ ক্বচিদঞ্জনাভা গোক্ষীরকুন্দেন্দুনিভাশ্চ কেচিৎ। ময়ূরচন্দ্রাকৃতয়স্তথান্যে কেচিদ্বিধূমানলসপ্রভাশ্চ ॥ ৩ ॥ কেচিন্মহাপর্ব্বতকল্পরূপাঃ কেচিন্মহামীনকুলোপমাশ্চ। কেচিদ্গজেন্দ্রাকৃতয়ঃ সুরূপাঃ কেচি-

রুদ্র চিদাত্মক সমগ্র জগৎ জ্বালামালায় আকুল করিয়া সংহার হইতে বিরত হইলেন। কপিললোচনা প্রকৃতি দেবীও যক্ষ, উরগ, রাক্ষস, ও মাতৃগণসহ মহাদেবের দেহে প্রবেশ করিয়া নির্ব্বাণ প্রাপ্ত অনলশিখার ন্যায় সহসা শান্ত ভাব ধারণ করিলেন। হে অনঘ! ত্রিলোক সহ জগৎ দগ্ধ হইল; কিন্তু রুদ্রপ্রসাদে আমি ও অযোনিজা নর্ম্মদা দগ্ধ হই নাই। আমি পুরাকালে জল মাত্র ভক্ষণ করিয়া অযুতযুগ পর্য্যন্ত দেবদেব শূলপাণির আরাধনা করিয়াছিলাম; তজ্জন্যই আমি অজরামর হইয়াছি। আমি রুদ্রারাধনাকালে অঘর্ষণ, ঘোর বামদেব, ত্র্যম্বক, ঋষভ, ত্রিসুপর্ণ, দুর্গা, সাবিত্র্য, বৃহদারণ্যক, উত্তর বৃহৎসাম, পরম রৌদ্র গায়ত্রী, শিবোপনিষৎ, মৃত্যুঞ্জয় এবং প্রতিরথ প্রভৃতি সূক্ত জপ করিয়াছিলাম। তখন রুদ্রানল অমৃতোপমা মহাভাগা নর্ম্মদাকে পরিত্যাগ করিয়া সরিৎসাগর পর্য্যন্ত বসুধা ভস্মসাৎ করিয়াছিলেন। মহেন্দ্র, মালয়, সহ্য, হেমকূট, মাল্যবান্, বিন্ধ্য এবং পরিযাত্র এই সপ্তকুলাচল দ্বাদশাদিত্যবহ্নিতে পৃথক্ পৃথক্ নির্দগ্ধ হয়। ইহাদের শিলারাশি বিশীর্ণ হইয়াছিল; ঐ সকল পর্ব্বত ভস্মরাশিতে পরিণত হইলেও নর্ম্মদা ভস্মীভূত হন নাই, আমি নর্ম্মদাকে দর্শন করিয়াছিলাম। হিমবান্, হেমকূট, নিষধ, গন্ধমাদন, গিরিশ্রেষ্ঠ মাল্যবান্, নীল, শ্বেত ও শৃঙ্গবান্ ইহারা পর্ব্বতরাজ; দেবগন্ধর্ব্বগণ সতত এই সকল শৈলের সেবা করেন। যুগান্তবহ্নিতে নির্দগ্ধ হওয়ায় ইহাদেরও মহাশিলা সকল বিশীর্ণ হইয়াছিল। হে নৃপসত্তম! যুগাবসনে আমি এইরূপ সর্ব্বসংহার দর্শন করিয়াছিলাম; কিন্তু মহাপুণ্যা দেবী নর্ম্মদা তখনও বিনষ্ট হন নাই। ২১—৩৭।

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশ অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—অনন্তর ঈশ্বরশরীর সম্ভূত ভানুগণ দ্বারা সপ্তদ্বীপ সহ নিখিল লোক দগ্ধ ও সপ্তসাগর শুষ্ক হইলে তাঁহার মুখ হইতে ইন্দ্রায়ুধতুল্য মহাতেজঃসম্পন্ন ভীষণ ঘনাবলী নির্গত হইয়া ঈশানের বরপ্রভাবে জগৎ অন্ধকার করত বিচরণ করিতে লাগিল। সেই সকল জলদগণমধ্যে কোন মেঘ নীলোৎপলপ্রভ; কোন মেঘ অঞ্জননিভ; কোন মেঘ গোদুগ্ধ, কুন্দ ও ইন্দুধবল, কোন মেঘ ময়ূরচন্দ্রাকৃতি; কোন মেঘ বিধূমিত হুতাশন সন্নিভ; কোন মেঘ মহাশৈল সদৃশ রূপশালী, কোন মেঘ মহামীনশ্রেণীর

মহাকূটনিভাঃ পয়োদাঃ ॥৪॥ চলত্তরঙ্গোর্ম্মিসমানরূপা, মহাপুরোধাননিভাশ্চ কেচিৎ। সগোপুরাট্টালকসন্নিকাশাঃ সবিদ্যুদুল্কাশনিমণ্ডিতাস্তাঃ ॥ ৫ ॥ সমাবৃতাঙ্গঃ স বভূব দেবঃ সংবর্ত্তকো নাম গণঃ স রৌদ্রঃ। প্রবর্ষমাণো জগদপ্রমাণমেকার্ণবং সর্ব্বমিদং চকার ॥ ৬ ॥ ততো মহামেঘবিবর্দ্ধমানমীশানমিন্দ্রাশনিভির্বৃতাঙ্গম্। দদর্শ নাহং ভয়বিহ্বলাঙ্গো গঙ্গাজলৌঘৈশ্চ সমাবৃতাঙ্গঃ ॥ ৭ ॥ গজাঃ পুনশ্চৈব পুনঃ পিবন্তো জগৎ সমন্তাৎ পরিদহ্যমানম্। আপূরিতং চৈব জগৎ সমন্তাৎ সর্বৈশ্চ তৈর্জলমুরদর্শনৈঃ চ তে ॥ ৮ ॥ মহার্ণবাঃ সপ্ত সরাংসি দ্বীপা নদ্যোঽথ সর্ব্বা অথ ভূর্ভুবশ্চ। আপূর্য্যমাণাঃ সলিলৌঘজালৈরেকার্ণবং সর্ব্বমিদং বভূব ॥ ৯ ॥ ন দৃশ্যতে কিঞ্চিদহো চরাচরে নিরগ্নিচন্দ্রার্কমযেঽপি লোকে। প্রনষ্টনক্ষত্রতমোঽন্ধকারে প্রশান্তবাতাস্তমিতৈকনীড়ে ॥ ১০ ॥ মহাজলৌঘেঽস্য বিশুদ্ধসত্ত্বা স্তুতির্ময়া ভূপ কৃতা তদানীম্। ততোঽহমিত্যেব বিচিন্তয়ানঃ শরণ্যমেকং ক নু যামি শান্তম্ ॥ ১১ ॥ স্মরামি দেবং হৃদি চিন্তয়িত্বা প্রভুং শরণ্যং জলসন্নিবিষ্টঃ। নমামি দেবং শরণং প্রপদ্যে ধ্যানং চ তস্যেতি কৃতং ময়া চ ॥ ১২ ॥ ধ্যাত্বা ততোঽহং সলিলং ততার তস্য প্রসাদাদবিমূঢ়চেতাঃ। গ্লানিঃ শ্রমশ্চৈব মম প্রনষ্টৌ দেব্যাঃ প্রসাদেন নরেন্দ্রপুত্র ॥ ১৩ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে জগৎএকার্ণবীভাববর্ণনং নামাষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥১৮॥

একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। ততস্ত্বেকার্ণবে তস্মিন্ মুমূর্ষুরহমাতুরঃ। কাকুৎস্থাসন্তরংস্তোয়ং বাহুভ্যাং নৃপসত্তম ॥ ১ ॥ শ্রণোমর্ণবমধ্যস্থো নিঃশব্দস্তিমিতে তদা। অম্ভোরবমনৌপম্যং দিশো দশ বিনাদিনম্ ২ ॥ হংসকুন্দেন্দুসঙ্কাশাং হারগোক্ষীরপাণ্ডুরাম্।

হ্যায়, কোন মেঘ করি শরীরের ন্যায় সুন্দরাকৃতি এবং কোন মেঘ মহাশৃঙ্গ গিরির অনুরূপ। আবার কতকগুলি চঞ্চলস্ফীত ঊর্ম্মিমালার ন্যায়; কতকগুলি মহাপুরোঘনিভ, কতকগুলি গোপুর ও অট্টালকমালাসমাকুল নগর সন্নিভ এবং অপর কতকগুলির মধ্যে বিদ্যুৎ উল্কা ও অশনি প্রস্ফুরিত হইতেছে। অনন্তর সম্বর্ত্তক নামক রৌদ্র গণদেব পূর্ব্বোক্ত মেঘগণে আবৃতাঙ্গ হইয়া সমগ্র জগতে প্রবলরূপে বর্ষণ করিলেন। তাঁহার বর্ষণে সমগ্র জগৎ একার্ণব হইল। জগতের অস্তিত্ব লোপ পাইল। ক্রমে মহামেঘমালা বিবর্দ্ধিত ও শক্রায়ুধে ঈশানের শরীর আবৃত। হইল আমি তখন গঙ্গাজলপ্রবাহে আবৃতদেহ ও ভয়বিহ্বল হইয়া আর কিছুই দর্শন করিলাম না। অনন্তর করিনিকর পুনঃপুনঃ সেই জল পান করিল; কিন্তু পরিদহ্যমান নিখিল জগৎ জলাধিজলে আপূরিত হইল; সপ্ত মহার্ণব, সরোবর, দ্বীপ, নদী এবং ভূ ও ভুবাদি লোক সহসা অদৃশ্য হইল। সলিলপ্রবাহে আপূর্য্যমাণ হইয়া সকলই একার্ণব হইয়া গেল। অহো! অগ্নি, চন্দ্র ও সূর্য্যহীন চরাচর জগতে কিছুই দৃষ্ট হইল না; এমন কি নক্ষত্রনিচয় পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হওয়ায় সমস্তই অন্ধকারময় হইল এবং প্রবল বায়ু প্রবাহিত হইতে থাকিলে একটী মাত্রও আশ্রয়স্থান রহিল না; সমস্তই বিধ্বস্ত হইয়া গেল। হে ভূপ! অনন্তর আমি এই মহাজলপ্রবাহে বিশুদ্ধসত্ত্ব হইয়া তখন স্তব করিলাম এবং মনে মনে চিন্তা করিলাম,—আমি আর কাহার শরণ গ্রহণ করিব? শান্ত শঙ্করই আমার শরণ। আমি জলমগ্ন অবস্থায় মনে মনে প্রভু দেবদেব শরণ্য শঙ্করকে চিন্তা করিয়া তাঁহাকে প্রণাম ও ধ্যান করত তাঁহারই শরণাপন্ন হইলাম। অনন্তর দেবদেবের প্রসাদে আমার মূঢ়ভাব বিদূরিত হইল। আমি তাঁহাকে ধ্যান করিতে করিতে সলিল হইতে উত্তীর্ণ হইলাম। হে নরেন্দ্রনন্দন! দেবীর প্রসাদে আমার গ্লানি ও শ্রম সমস্তই বিনষ্ট হইল। ১—১৩।

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮ ॥

ঊনবিংশ অধ্যায়

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—অনন্তর আমি সেই একার্ণবে মুমূর্ষু হইয়া একান্ত কাতর হইয়াছিলাম; হে নৃপসত্তম! দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করত আমি বাহুদ্বারা সলিল হইতে উত্তীর্ণ হইলাম। তখন অর্ণব স্তিমিত ছিল। আমি সেই নিঃশব্দ অর্ণবমধ্যে অবস্থিত হইলাম; তৎকালে জলধি হইতে এক ঘোর রব উত্থিত হইল। সেই নিরুপম সাগররবে দশদিক নিনাদিত হইয়া গেল। আমি উদ্বিগ্নচিত্তে সাগরমধ্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম; দেখিলাম—একটি গো

নানারত্নবিচিত্রাঙ্গীং স্বর্ণশৃঙ্গাং মনোরমাম্ ॥ ৩ ॥ খুরৈঃ প্রবালকময়ৈর্লাঙ্গুলধ্বজশোভিতাম্। প্রলম্বঘোণাং নর্দন্তীং খুরৈরর্ণবগাহিনীম্ ॥ ৪ ॥ গাং দদর্শাহমুদ্বিগ্নো মামেবাভিমুখীং স্থিতাম্। কিঙ্কিণীজালমুক্তাভিঃ স্বর্ণঘণ্টাসমাবৃতাম্ ॥ ৫ ॥ তস্যাশ্চরণবিক্ষেপৈঃ সর্ব্বমেকার্ণবং জলম্। বিক্ষিপ্তফেনপুঞ্জৌঘৈর্নৃত্যন্তীব সমন্ততঃ ॥ ৬ ॥ রসাস সলিলোৎক্ষেপৈঃ ক্ষোভয়ন্তী মহার্ণবম্। সা মামাহ মহাভাগ শ্লক্ষ্ণগম্ভীরয়া গিরা ॥ ৭ ॥ মা ভৈর্বৎসবৎসেতি মৃত্যুস্তব ন বিদ্যতে। মহাদেবপ্রসাদেন ন মৃত্যুস্তে মমাপি চ ॥ ৮ ॥ মমাশ্রয়স্ব লাঙ্গুলং ত্বামতস্তারয়াম্যহম্। ঘোরাদস্মাত্তয়াদ্বিপ্র যাবৎস প্রবতে জগৎ ॥ ৯ ॥ ক্ষুতৃষাপ্রতিঘাতার্থং স্তনৌ মে ত্বং পিবস্ব হ। পয়োঽমৃতাশ্রয়ং দিব্যং তৎপীত্বা নির্বৃতো ভব ॥ ১০ ॥ তস্যাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা হর্ষাৎ পীতো ময়া স্তনঃ। ন ক্ষুত্তৃষা পীতমাত্রে স্তনে মহ্যং তদাভবৎ ॥ ১১ ॥ দিব্যং প্রাণবলং জজ্ঞে সমুদ্রপ্লবনক্ষমম্। ততস্তাং প্রত্যাবাচেদং কা ত্বমেকার্ণবীকৃতে ॥ ১২ ॥ ভ্রমসে ত্রুহি তত্ত্বেন বিস্ময়ো মে মহান্ হৃদি। ভ্রমতোঽত্র মমার্ত্তস্য মুমূর্ষোঃ প্রহতস্য হ ॥ ১৩ ॥ ত্বং হি মে শরণং জাতা ভাগ্যশেষেণ সুব্রতে ॥ ১৪ গৌরুবাচ। কিমহং বিস্মৃতা তুভ্যং বিশ্বরূপা মহেশ্বরী। নর্ম্মদা ধর্ম্মদা নৃণাং স্বর্গশর্ম্মবলপ্রদা ॥ ১৫ ॥ দৃষ্ট্বা ত্বাং সীদমানং তু রুদ্রেণাহং বিসর্জ্জিতা। ত্বং দ্বিজং তারয়স্বার্য্যে মা প্রাণাংস্ত্যজতাং জলে ॥ ১৬ ॥ গৌরূপেণ বিভোর্বাক্যাত্ত্বৎসকাশমিহাগতা মা মৃষাবচনঃ শম্ভুর্ভবেদিতি চ সত্বরা ॥ ১৭ ॥ এবমুক্তস্তয়াহং তু ইন্দ্রায়ুধনিভং শুভম্। লাঙ্গুলমব্যয়ং জ্ঞাত্বা ভুজাভ্যামবলম্বিতঃ ॥ ১৮ ॥ ততোঽহস্তরং তং জলধিং লাঙ্গুলধ্বজমাশ্রিতঃ। অসৌ দেবো মহাদেব ইতি মাং প্রত্যভাষত ॥ ১৯ ॥ ততো যুগসহস্রান্তমহং কালং তয়া সহ। ব্যচর'

আমার অভিমুখে আগমন করিতেছে। ঐ গোর বর্ণ—হংস, কুন্দ, ইন্দু, মুক্তাহার ও গোক্ষীরের ন্যায় ধবল; শরীর নানারত্নে বিচিত্র; মস্তক স্বর্ণশৃঙ্গশোভিত ও মনোহর; খুর প্রবালময় এবং লাঙ্গুল—ধ্বজের ন্যায় শোভাসম্পন্ন। কিঙ্কিণীজাল, মুক্তা, ও স্বর্ণঘণ্টা দ্বারা তাহার সর্ব্বাঙ্গ আবৃত; সেই দীর্ঘনাসিকা গো সাগরনীরে খুর ডুবাইয়া নাদ করিতেছে; তখন মহী একার্ণবীকৃত; তাহার চরণপ্রহারে জলপ্রবাহ যেন সর্ব্বত্র ফেনপুঞ্জ উত্থাপিত করিয়া নৃত্য করিতেছিল। ঐ গো মহার্ণবকে ক্ষোভিত করিয়া সলিলোৎক্ষেপ দ্বারা ভীষণ শব্দ করত মৃদুমধুর অথচ গম্ভীর বাক্যে আমাকে কহিল,—"মহাভাগ! ভয় করিও না; হে বৎস, হে বৎস! তোমার মৃত্যু নাই। মহাদেবপ্রসাদে তুমি এবং আমি উভয়েই অমর হইয়াছি। তুমি আমার লাঙ্গুল ধারণ কর। আমি তোমাকে এই ভীষণ ভীতি হইতে উদ্ধার করিব। হে বিপ্র! এখন সমস্ত জগৎ প্লাবিত, ক্ষুধা-তৃষ্ণা নিবারণার্থ তুমি আমার স্তন্য পান কর; আমার স্তন্যে অমৃত বিদ্যমান। এই দিব্য স্তন্য পান করিয়া নির্বৃত হও। হে রাজন্! আমি সেই গাভীর বাক্য শ্রবণে হর্ষ সহকারে তাঁহার স্তন্য পান করিলাম, পান মাত্র আমার ক্ষুধা-তৃষ্ণা দূর হইল। আমি পূর্ব্ববৎ সুস্থ হইলাম। স্তন্যপানে আমার দিব্য প্রাণবল লাভ হইল। আমি তখন সমুদ্রপ্লবনে সমর্থ হইলাম। অনন্তর আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—জগৎ একার্ণবীকৃত; একার্ণবে ভ্রমণ করিতেছ, তুমি কে? এ বিষয়ে মহাবিস্ময় আমার হৃদয় অধিকার করিয়াছে; অতএব যথাযথ বর্ণন কর। সুব্রতে! আমি সমুদ্রে ভ্রমণ করিয়া আর্ত্ত, মুমূর্ষু ও হত হইয়াছি। ভাগ্যবশে তুমি অদ্য আমার শরণ্য হইয়াছ।১—১৪। গো উত্তর করিল,—আমি বিশ্বরূপা মহেশ্বরী—মানবগণের ধর্ম্মদা নর্ম্মদা; মানবগণ আমার নিকট হইতে স্বর্গ, শর্ম্ম ও বললাভ করে, অতএব আমি কি তোমায় ভুলিতে পারি? তোমাকে সীদমান দর্শন করিয়া রুদ্র আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন এবং আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন,—"হে আর্য্যে! দ্বিজ জলমধ্যে জীবন বিসর্জ্জন করিতেছে, তুমি তাহাকে রক্ষা কর।" তুমি প্রাণত্যাগ করিলে প্রভু শম্ভুর কথা মিথ্যা হয়, এই আশঙ্কায় তাঁহারই আদেশে সত্বর গোরূপ ধারণ করিয়া আমি তোমার সমীপে উপনীত হইয়াছি। অনন্তর আমি সেই গোর বাক্যে তাঁহার ইন্দ্রায়ুধনিভ লাঙ্গুল অব্যয় জানিয়া বাহুযুগল দ্বারা অবলম্বন করিলাম। তার পর সেই লাঙ্গুল ধ্বজাবলম্বনেই আমি জলধিজল উত্তীর্ণ হইলাম। আমি যখন জলধিজল উত্তীর্ণ হই, তখন গোরূপা দেবী আমাকে বলিতেছিলেন,—"ঐ দেবদেব মহাদেব বিদ্যমান রহিয়াছেন।" অনন্তর আমি সেই গোরূপিণী দেবীর সহিত সহস্র যুগান্ত কাল

বৈ তমীভূতে সর্ব্বতঃ সলিলাবৃতে ॥ ২০ ॥ মহার্ণবে ততস্তস্মিন্ ভ্রমন্ গোঃ পুচ্ছমাশ্রিতঃ। নির্ব্বাতে চান্ধকারে চ নিরালোকে নিরাময়ে ॥ ২১ ॥ অকস্মাৎ সলিলে তস্মিন্নতসীপুষ্পসন্নিভম্। বিভিন্নাঞ্জনসঙ্কাশমাকাশমিব নির্ম্মলম্ ॥ ২২ ॥ নীলোৎপলদলশ্যামং পীতবাসসমব্যয়ম্। কিরীটেনার্কবর্ণেন বিদ্যুদ্বিদ্যোতকারিণা ॥ ২৩ ॥ ভ্রাজমানেন শিরসা খমিবাত্যন্তরূপিণম্। কুণ্ডলোদ্‌ঘৃষ্টগণ্ডং তু হারোদ্যোতিতবক্ষসম্ ॥ ২৪ ॥ জাম্বুনদময়ৈর্দিব্যৈর্ভূষণৈরুপশোভিতম্। নাগোপধানশয়নং সহস্রাদিত্যবর্চ্চসম্ ॥ ২৫ ॥ অনেকবাহূদরং নৈকবক্ত্রং মনোরমম্। সুপ্তমেকার্ণবে বীরং সহস্রাক্ষশিরোধরম্ ॥ ২৬ ॥ জটাজূটেন মহতা স্ফুরদ্বিদ্যুৎসমর্চ্চিষা। একার্ণবং জগৎ সর্ব্বং ব্যাপ্য দেবং ব্যবস্থিতম্ ॥ ২৭ ॥ গ্রসিত্বা শঙ্করঃ সর্ব্বং সদেবাসুরমানবম্। প্রপশ্যামহমীশানং সুপ্তমেকার্ণবে প্রভুম্ ॥ ২৮ ॥ সর্ব্বব্যাপিনমব্যক্তমনন্তং বিশ্বতোমুখম্। তস্য পাদতলাভ্যাসে স্বর্ণকেয়ূরমণ্ডিতাম্ ॥ ২৯ ॥ বিশ্বরূপাং মহাভাগাং বিশ্বমায়াবধারিণীম্। শ্রীময়ীং হ্রীময়ীং দেবীং ধীময়ীং বাঙ্ময়ীং শিবাম্ ॥ ৩০ ॥ সিদ্ধিং কীর্ত্তিং রতিং ব্রাহ্মীং কালরাত্রিমযোনিজাম্। তামেবাহং তদাতত্রাদ্ভীশ্বরাস্তিকমাস্থিতাম্ ॥ ৩১ ॥ অদ্রাক্ষং চন্দ্রবদনাং প্রতিং সর্ব্বেশ্বরীমুমাম্ ॥ ৩২ ॥ শান্তং প্রসুপ্তং নবহেমবর্ণমুমাসহায়ং ভগবন্তমীশম্। তমোবৃতং পুণ্যতমং বরিষ্ঠং প্রদক্ষিণীকৃত্য নমস্করোমি ॥ ৩৩ ॥ ততঃ প্রসুপ্তঃ সহসা বিবুদ্ধো রাত্রিক্ষয়ে দেববরঃ স্বভাবাৎ। বিক্ষোভয়ন্ বারিভরার্ণবাম্ভো জগৎ প্রনষ্টং সলিলে বিমৃশ্য ॥ ৩৪ ॥ কিং কার্য্যমিত্যেব বিচিন্তয়ন্ বারাহরূপোঽভবদদ্ভুতাঙ্গঃ। মহাঘনাম্ভোবরতুল্যবর্চ্চাঃ প্রলম্বমালাম্বরান্নকমালী ॥ ৩৫ ॥ স শঙ্খচক্রাসিধরঃ কিরীটী সবেদবেদাঙ্গময়ো মহাত্মা। ত্রৈলোক্যনির্ম্মাণকরঃ পুরাণো দেবপ্রধানপ্রবরশ্চ কার্য্যে ॥ ৩৬ ॥ স এষ রুদ্রঃ স জগজ্জহার সৃষ্টার্থমীশঃ প্রাপিতামহোঽভূৎ। সংরক্ষণার্থং জগতঃ স এব হরিঃ সুচক্রাসিগদাব্জপাণিঃ ॥ ৩৭ ॥ তেষাং বিভাগো

সর্ব্বত্র সলিল ও অন্ধকারাবৃত একার্ণবে বিচরণ করিতে লাগিলাম। তখন সর্ব্বত্র নিরালোক, নির্ব্বাত ও অন্ধকারময়। আমি তাঁহার পুচ্ছ আশ্রয় করিয়া সেই মহার্ণবে বিচরণ করিতে করিতে সহসা সলিল মধ্যে একার্ণবশায়ী প্রভু ঈশানকে দর্শন করিলাম। সেই দেবেশ ঈশানের বর্ণ—অতসীকুসুম ও নীলোৎপলের ন্যায় শ্যাম এবং বিভিন্নাঞ্জনসঙ্কাশ আকাশবৎ নির্ম্মল; সেই অব্যয় পুরুষের পরিধানে পীতবসন; তাঁহার মস্তক বিদ্যুৎস্ফুরিত অর্কবর্ণ কিরীট দ্বারা বিভূষিত হইয়া যেন আকাশের ন্যায় সাতিশয় শোভা ধারণ করিয়াছে; তাঁহার কর্ণকুণ্ডল আন্দোলিত হইয়া গণ্ডযুগল সংঘর্ষণ করিতেছে; হারবিরাজিত বক্ষোদেশ মহাদ্যুতিসম্পন্ন হইয়াছে; তিনি স্বর্ণময় দিব্য ভূষণে বিভূষিত হইয়া অতীব শোভাধারণ করিয়াছেন, এবং সহস্র সহস্র সূর্য্যসঙ্কাশ সর্পগণ তাঁহার শয্যার উপাধানের কার্য্য করিতেছে। তিনি অনেকবাহু, বহূদর, বহুনেত্র, বহুবক্ষ; তাঁহার নয়ন ও মস্তক শত সহস্র অথচ তিনি মনোহরদর্শন; তাঁহার মস্তকে স্ফুরৎসৌদামিনী-সদৃশ জটাজূট বিরাজিত। সেই বীর শঙ্কর যেন সুরাসুর নর সহ সমগ্র জগৎ গ্রাস করিয়া একার্ণবীকৃত অখিল জগৎ ব্যাপিয়া শয়ান রহিয়াছেন। সেই একার্ণবশয়ান শঙ্কর সর্ব্বব্যাপী, অব্যক্ত ও অনন্ত, বিশ্বের সকলদিকেই তাঁহার বদন বিদ্যমান রহিয়াছে। স্বর্ণকেয়ূরভূষিতা বিশ্বমায়াধারিণী, শ্রীময়ী হ্রীময়ী, ধীময়ী, বাঙ্ময়ী, সিদ্ধি, কীর্ত্তি, রতি, ব্রাহ্মী, অযোনিজা, কালরাত্রি, বিশ্বরূপা মহাভাগা প্রকৃতি দেবী শিবা তাঁহার পদতলে উপবিষ্টা রহিয়াছেন। আমি সেই প্রতি সর্ব্বেশ্বরী চন্দ্রবদনা উমাকে তাঁহার অত্যন্ত সমীপে দর্শন করিয়া উমাসহায় নবহেমকান্তি শান্ত প্রসুপ্ত তমোবৃত পুণ্যতম সত্তম ভগবান্ ঈশানকে প্রদক্ষিণ করিয়া নমস্কার করিলাম।১৫—৩৩। তখন যুগনিশার অবসান হইয়াছে। প্রসুপ্ত দেবেশ স্বভাবের বশবর্ত্তী হইয়া বাহু দ্বারা অর্ণবনীর বিক্ষোভিত করত সহসা বিবুদ্ধ হইলেন; তিনি জাগরিত হইয়া দেখিলেন, জগৎ বিনষ্ট হইয়াছে; অনন্তর বিনষ্ট সৃষ্টি দর্শনে মনে মনে চিন্তা করিয়া স্বীয় কর্ত্তব্য অবধারণ করত অদ্ভুতশরীর বরাহরূপ ধারণ করিলেন। অনন্তর সেই মহামেঘকান্তি প্রলম্বমাল্যবস্ত্র ও স্বর্ণভূষণ বেদবেদাঙ্গময়, মহাত্মা শূকর-রূপী দেবেশ শঙ্খ, চক্র, অসি ও কিরীট ধারণ করিলেন। হে রাজন্! পুরাণ পুরুষ শঙ্করই এক্ষাদি দেবত্রয়ময় হইয়া ত্রিলোক নির্ম্মাণকার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন; তিনিই রুদ্ররূপে জগৎ সংহার,

ন হি কর্ত্তুমর্হো মহাত্মনামেকশরীরভাজাম্। মীমাংসহেত্বর্থবিশেষতর্কৈর্দ্বন্দ্বেষু কুর্য্যাৎ প্রবিভেদ-মজ্ঞঃ ॥ ৩৮ ॥ স যাতি ঘোরং নরকং ক্রমেণ বিভাগকৃদ্দ্বেষমতির্দুরাত্মা। যা যস্য ভক্তিঃ স তথৈব নূনং দেহং ত্যজন্ স্বং হ্যমৃতত্বমেতি ॥ ৩৯ ॥ সম্মোহয়ন্ মূর্ত্তিভিরত্র লোকং স্রষ্টা চ গোপ্তা ক্ষয়কৃৎ স দেবঃ। তস্মান্ন মোহাত্মকমাবিশেত দ্বেষং ন কুর্য্যাৎ প্রবিভিন্নমূর্ত্তিঃ ॥ ৪০ ॥ বারাহমীশান-বরোহপ্যতোহসৌ রূপং সমাস্থায় জগদ্বিধাতা। নষ্টে ত্রিলোকেহর্ণবতোয়মগ্নে বিমার্গিতোয়ৌঘময়ে-হন্তরাত্মা ॥ ৪১ ॥ ভিত্ত্বার্ণবং তোয়মথান্তরস্থং বিবেশ-পাতালতলং ক্ষণেন। জলে নিমগ্নাং ধরণীং সমন্তাং সমস্পৃশৎ পঙ্কজপত্রনেত্রাম্ ॥ ৪২ ॥ বিশীর্ণশৈলোপলশৃঙ্গকূটাং বসুন্ধরাং তাং প্রলয়ে প্রলীনাম্। দংষ্ট্রৈকয়া বিস্ফুরতুল্যসাহসঃ সমুদ্দধার স্বয়মেব দেবঃ ॥ ৪৩ ॥ সা তস্য দংষ্ট্রাগ্রবিলম্বিতাঙ্গী। কৈলাসশৃঙ্গাগ্রগতেব জ্যোৎস্না। বিভ্রাজতে সাপ্যসমানমূর্ত্তিঃ শশাঙ্কশৃঙ্গে চ তড়িদ্বিলগ্না ॥ ৪৪ ॥ তামুজ্জহারার্ণবতোয়মগ্নাং করী নিমগ্নামিব হস্তিনীং হঠাৎ। নাবং বিশীর্ণামিব তোয়মধ্যাদুদ্দীর্ণসম্মোহনু-পমপ্রভাবঃ ॥ ৪৫ ॥ স তাং সমুত্তার্য্য মহাজলৌ-ঘাৎ সমুদ্রমার্গ্যো ব্যভজৎ সমস্তম্। মহার্ণবেম্বেব মহার্ণবাম্ভো নিক্ষেপয়ামাস পুনর্নদীষু ॥ ৪৬ ॥ শীর্ণাংশ্চ শৈলান্ স চকার ভূয়ো দ্বীপান্ সমস্তাংশ্চ তথা-র্ণবাংশ্চ। শৈলোপলৈর্যে বিচিতাঃ সমস্তাচ্ছিলো-চ্চয়াংস্তান্ স চকার কল্পে ॥ ৪৭ ॥ অনেকরূপং প্রবিভজ্য দেহং চকার দেবেন্দ্রগণান্ সমস্তান্। মুখাচ্চ বহ্নির্মনসশ্চ চন্দ্রশ্চক্ষোশ্চ সূর্য্যঃ সহসা বভূব ॥৪৮ ॥ জজ্ঞেহথ তস্যেশ্বরযোগমূর্ত্তেঃ প্রধ্যায়-মানস্য সুরেন্দ্রসঙ্ঘঃ। বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ তথৈব বর্ণা-

প্রপিতামহরূপে সৃজন এবং উত্তম চক্র, অসি, গদা ও পদ্মহস্ত হরিরূপে জগৎ রক্ষা করেন। প্রয়োজনবশে এই দেবত্রয় আবার একই শরীর ভজনা করেন। এই মহাত্মা দেবত্রয়ের প্রভাব বর্ণনে কোন্ ব্যক্তি সমর্থ? যে অজ্ঞ ব্যক্তি মীমাংসা করিতে গিয়া হেতুবাদযুক্ত তর্ক দ্বারা ইহাঁদের ভেদ প্রদর্শন করে, সেই বিভাগকারী বিদ্বেষবুদ্ধি দুরাত্মা ক্রমে ক্রমে অনেক ঘোর নরকে গমন করিয়া থাকে। এই দেবদেব সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার সময়ে ব্রহ্মাদি দেবত্রয়রূপে যখন আবির্ভূত হন, তখন এক একটী পৃথক্ শক্তিও ইহাঁদের সঙ্গে প্রাদুর্ভূতা হইয়া ত্রিলোক বিমোহিত করিয়া থাকেন। যাঁহার যে শক্তি, দেহত্যাগকালে তিনি সেই শক্তির সহিতই অমৃতত্ব প্রাপ্ত হন, সন্দেহ নাই। অতএব মোহের বশবর্ত্তী হইয়া ইহাঁতে দ্বেষ বা ভেদবুদ্ধি কর্ত্তব্য নহে। একা-র্ণবীকৃত হইয়া ত্রিলোক যখন নাশদশায় উপ-নীত হয়, তখন সর্ব্বত্র জলমগ্ন ও জলপ্রবাহে পথ ঘাট ডুবিয়া যায়, বিভিন্নমূর্ত্তি জগদ্বিধাতা সুরোত্তম ঈশান বরাহরূপ ধারণপূর্ব্বক তৎকালে ক্ষণকাল-মধ্যে অর্ণব ভেদ করিয়া জলমধ্যস্থিত পাতালতলে প্রবেশ করেন। তৎকালে সরোজনয়না ধরণী সর্ব্বথা জলমগ্না থাকে। উপল ও শৃঙ্গ সহ শৈলমালা বিশীর্ণ হওয়ায় বসুন্ধরা প্রলয়ে প্রলীন হইয়া যান। তখন স্বয়ং দেবেশ বিষ্ণুবিগ্রহ পরিগ্রহ করিয়া অদম্য উদ্যমে দংষ্ট্রাগ্রভাগ দ্বারা ধারণ করত বসুধার উদ্ধারসাধন করিয়া থাকেন। আহা! তখন বসু-ধার কি না অপূর্ব্ব শোভাই হইয়া থাকে;—অসমান মূর্ত্তি বসুধা তখন দেবদেবের দন্তাগ্রভাগে বিলগ্না হইয়া কৈলাসশৈলশিখরের অগ্রভাগস্থিত জ্যোৎ-স্নার ন্যায় অথবা শশাঙ্কের শৃঙ্গগত সৌদামিনীর ন্যায় প্রতিভাত হন। হে রাজন্! করী যেরূপ নীরনিমগ্না করিণীকে সহসা উদ্ধার করে, অনুপম-প্রভাব বলবান্ নাবিক যেমন জলমগ্না বিশীর্ণা তরীর উদ্ধার করিয়া থাকে, দেবদেবও তদ্রূপ জলপ্রলীনা ধরিত্রীদেবীর উদ্ধার করিয়াছিলেন। অনন্তর আদিদেব মহাদেব মহাজলপ্রবাহ মধ্য হইতে ধরণীর উদ্ধার সাধন করিয়া সেই সমস্ত জল বিভাগ করিলেন; জগতের সমস্ত জল একত্রিত হইয়াছিল। তিনি মহার্ণবের জল মহার্ণবে এবং নদীর জল নদীতে নিক্ষেপ করিলেন।৩৪—৪৬। হর পুন-রায় কল্পপ্রবর্ত্তনে অভিলাষী হইয়া শীর্ণ শৈল-মালা, সপ্তদ্বীপ ও সপ্তসাগর পূর্ব্ববৎ পুষ্ট করিলেন প্রলয়কালে শৈল সকলের উপলমালা দ্বারা আহত হইয়া যে সকল বস্তু ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তিনি তৎসমস্ত পূর্ব্বের ন্যায় যথাস্থানে নিবিষ্ট করিয়াছিলেন। তিনি আত্মদেহ বহুধা বিভক্ত করিয়া দেবেন্দ্রাদি সুরবরগণের সৃজন করিলেন; সহসা তাঁহার মুখ হইতে বহ্নি, মন হইতে চন্দ্র এবং নয়ন হইতে সূর্য্য সমুদ্ভূত হইলেন; দেখিতে দেখিতে ধ্যানপরায়ণ ঈশ্বর যোগমূর্ত্তি মহাদেবের বদন হইতে সুরেন্দ্রসঙ্ঘ উদ্ভূত হইলেন; বেদ,

স্তথা হি সর্ব্বৌষধয়ো রসাশ্চ ॥ ৪৯ ॥ জগৎসমস্তং মনসা বভূব যৎস্থাবরং কিঞ্চিদিহাণ্ডজং বা। জরায়ুজং স্বেদজমুদ্ভিজং বা যৎকিঞ্চিদাকীট-পিপীলকাদ্যম্ ॥ ৫০ ॥ ততো বিজজ্ঞে মনসা ক্ষণেন অনেকরূপাঃ সহসা মহেশঃ। চকার রব্যয়াত্মা অষ্টাভিরাবিশ্য পুনঃ স তত্র ॥ ৫১ ॥ লীলাং চকারাথ সমৃদ্ধতেজা অতোঽত্র মে পশ্যত এব বিপ্রাঃ। তেষাং ময়া দর্শনমেব সর্ব্বং যাবন্মুহূর্ত্তাৎ সমকারি ভূপ ॥ ৫২ ॥ কৃত্বা ত্বশেষং কিল লীলয়ৈব স দেবদেবো জগতাং বিধাতা। সর্ব্বত্রদৃক্‌সর্ব্বগ এব দেবো জগাম চাদর্শনমাদিকর্ত্তা ॥ ৫৩ ॥ যত্তমুহূর্ত্তাদিহ নামরূপং তাবৎ প্রপশ্যামি জগত্তথৈব। দ্বীপৈঃ সমুদ্রৈরভি-সংবৃতং হি নক্ষত্রতারাদিবিমানকীর্ণম্ ॥ ৫৪ ॥ বিয়ৎ-পয়োদগ্রহচক্রচিত্রং নানাবিধৈঃ প্রাণিগণৈর্বৃতং চ। তাং বৈ ন পশ্যামি মহানুভাবাং গোরূপিণীং সর্ব্বসুরে-শ্বরীং চ ॥ ৫৫ ॥ ক সাম্প্রতং সেতি বিচিন্ত্য রাজন বিভ্রান্তচিত্তস্ত্বভবং তদৈব। দিশো বিভাগানব-লোকয়ান ঋতে পুনস্তাং কথমীশ্বরাঙ্গীম্ ॥ ৫৬ ॥ পশ্যামি তামত্র পুনশ্চ শুভ্রাং মহাভ্রনীলাং শুচিশুভ্র-তোয়াম্। বৃক্ষৈরনেকৈরুপশোভিতাঙ্গীং গজেন্দ্র-তুরঙ্গৈর্বিহগৈর্বৃতাং চ ॥ ৫৭ ॥ যথা পুরা তীরমুপেত্য দেব্যাঃ সমাস্থিতশ্চাপ্যমরকণ্টে তু। তথৈব পশ্যামি সুখোপবিষ্ট আত্মানমব্যগ্রমবাপ্তসৌখ্যম্ ॥ ৫৮ ॥ তথৈব পুণ্যামলতোয়বাহাং দৃষ্ট্বা পুনঃ কল্পপরি-ক্ষয়েঽপি। অম্বামিবার্য্যামনুকম্পমানামক্ষীণতোয়াং বিরুজাং বিশোকঃ ॥ ৫৯ ॥ এবং মহৎপুণ্যতমং চ কল্পং পঠন্তি শৃণ্বন্তি চ যে দ্বিজেন্দ্রাঃ। মহাবরাহস্য মহেশ্বরস্য দিনেদিনে তে বিমলা ভবন্তি ॥ ৬০ ॥ অশুভশতসহস্রং তে বিধূয় প্রপন্নাস্ত্রিদিবমমরজুষ্টং সিদ্ধগন্ধর্ব্বযুক্তম্। বিমলশশিনিভাভিঃ সর্ব্ব এবাপ্সরোভিঃ সহ বিবিধবিলাসৈঃ স্বর্গসৌখ্যং লভন্তে ॥ ৬১ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে বারাহকল্পবৃত্তান্তবর্ণনং নামৈকোনবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥১৯॥

যজ্ঞ, ব্রাহ্মণাদি বর্ণনিচয়, ওষধি ও রসসমূহ সমুৎপন্ন হইল। তিনি মন দ্বারা স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমস্ত জগৎ, অণ্ডজ, জরায়ুজ, স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ এবং কীট পিপীলিকাদি জগতের যাবতীয় জীব সৃজন করিলেন ; এইরূপে ক্ষণকাল মধ্যে মহেশের মন হইতে সহসা অনেকবিধ জীব সমুদ্ভূত হইল। সমৃদ্ধতেজা অব্যয়াত্মা মহেশ তাঁহার যে অষ্টমূর্ত্তির সাহায্যে এই জীব-জগৎ সৃজন করিয়াছিলেন, অনন্তর তিনি পুনরায় সেই অষ্টমূর্ত্তিতে আবিষ্ট হইয়া লীলা বিস্তার করিতে লাগিলেন। আমি যৎকালে শূলীর এই লীলা সকল অবলোকন করিতেছিলাম, তখন আমার সমক্ষে বিপ্রগণ প্রাদুর্ভূত হইলেন। হে রাজন! যেমন সেই দ্বিজগণের সহিত আমার সাক্ষাৎকার হইল, অমনিই জগতের বিধাতা সর্ব্বদর্শী সর্ব্বগ আদিকর্ত্তা দেব-দেব মুহূর্ত্ত মধ্যে স্বীয় লীলা শেষ করিয়া অদর্শন হইলেন। অনন্তর আমি যেমন সেই দ্বিজগণ-সমীপে বিভুর নাম রূপ বর্ণন করিলাম, সেই মুহূর্ত্তে অমনই দ্বীপ ও সমুদ্র-পরিবৃত সমস্ত জগৎ আমার দৃষ্টিগোচর হইল। আমি নক্ষত্রতারাসমাকীর্ণ আকাশ সন্দর্শন করিলাম নানাবিধ প্রাণী ও গ্রহচক্র-চিত্রিত জলধরপরিবৃত আকাশ জগতের সুষমা বৃদ্ধি করিতে লাগিল। আমি সকলই দেখিলাম, কিন্তু সেই মহানুভবা সুরনিকরেশ্বরী গো-রূপিণী দেবীকে দর্শন করিলাম না। হে রাজন্! গোরূপিণী দেবী সম্প্রতি কোন্ স্থানে অবস্থান করিতেছেন, এই চিন্তায় আমার চিত্ত তখন বিভ্রান্ত হইল। আমি কিরূপে পুনরায় সেই ঈশ্বরশরীরোৎ-পন্না গোরূপিণী প্রকৃতির দর্শন লাভ করিব, এইরূপ ভাবিয়া সকলদিক্ অবলোকন করিতে লাগিলাম। আমি উৎকণ্ঠার সহিত দিক্‌সকল অবলোকন করিতেছি, সহসা সেই শুচিশুভ্রতোয়া মহা মেঘবৎ নীলজলা শুভ্রা নর্ম্মদা দেবীকে দর্শন করিলাম, আরও দেখিলাম,—অনেক তরুরাজি দ্বারা তাঁহার তীর উপশোভিত হইতেছে, গজ-তুরঙ্গমগণ তাঁহার তীরভূমে বিচরণ ও বিহগগণ জলমধ্যে লীলা-বিহার করিতেছে। আমি পূর্ব্বে কল্পক্ষয়কালে যেরূপ নর্ম্মদাতীরে ও অমরকণ্টকে সুখোপবিষ্ট দেবেশকে দর্শন করিয়াছিলাম ; অদ্যও তদ্রূপ সুখসমাবিষ্ট সৌখ্যপ্রাপ্ত অব্যয় আত্মার দর্শন-লাভ করিলাম ; দেখিলাম,—অমলজলা পুণ্যতমা দেবীও তথায় বিদ্যমানা। অনন্তর আমি আর্য্যা জননীর ন্যায় অক্ষীণনীরা রোগহারিণী অনুকম্প-মানা সেই নর্ম্মদাদেবীর দর্শন লাভ করিয়া বিগত-শোক হইলাম। হে রাজন্! যে দ্বিজগণ মহে-শ্বর মহাবরাহের এই পুণ্যতম কল্পমাহাত্ম্য পাঠ করেন, দিনে দিনে তাঁহারা বিমল হন। তাঁহাদের

বিংশোঽধ্যায়ঃ

যুধিষ্ঠির উবাচ। শ্রুতো মে বিবিধ ধর্ম্মাঃ সংহারস্তৎপ্রসাদতঃ। কৃতা দেবেন সর্ব্বেণ যে চ দৃষ্টাস্ত্বয়ানঘ ॥ ১ ॥ সাম্প্রতং শ্রোতুমিচ্ছামি প্রভাবং শার্ঙ্গধন্বনঃ। ত্বয়ানুভূতং বিপ্রেন্দ্র তন্মে ত্বং বক্তুমর্হসি ॥ ২ ॥ শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি প্রজাসংহারলক্ষণম্। যচ্চিহ্নং দৃশ্যতে তত্র যথা কল্পো বিধীয়তে ॥ ৩ ॥ উল্কাপাতাঃ সনির্ঘাতা ভূমিকম্পাস্তথৈব চ। পততে পাংশুবর্ষং চ নির্ঘোষশ্চৈব দারুণঃ ॥ ৪ ॥ যক্ষকিন্নরগন্ধর্ব্বাঃ পিশাচোরগরাক্ষসাঃ। সর্ব্বে তে প্রলয়ং যান্তি যুগান্তে সমুপস্থিতে ॥ ৫ ॥ পর্ব্বতাঃ সাগরা নদ্যঃ সরাংসি বিবিধানি চ। বৃক্ষাঃ শোষং সমায়ান্তি বল্লীজাতং তৃণানি চ ॥ ৬ ॥ এবং হি ব্যাকুলীভূতে সর্ব্বৌষধিজলোজ্ঝিতে। কাষ্ঠভূতে তু সঞ্জাতে ত্রৈলোক্যে সচরাচরে ॥ ৭ ॥ যাবৎ পশ্যামি মধ্যাহ্নে স্নানকাল উপস্থিতে। ত্রৈলোক্যং জ্বলনাকারং দুর্নিরীক্ষ্যং দুরাসদম্ ॥ ৮ ॥ দ্বৌ সূর্য্যৌ পূর্ব্বতস্তাত পশ্চিমোত্তরয়োস্তথা। তথৈব দক্ষিণে দ্বৌ চ সূর্য্যৌ দৃষ্টৌ প্রতাপিনৌ ॥ ৯ ॥ দ্বৌ সূর্য্যৌ নাগলোকস্থৌ মধ্যে দ্বৌ গগনস্থ চ। ইত্যেতে দ্বাদশাদিত্যাস্তপন্তে সর্ব্বতো দিশম্ ॥ ১০ ॥ পৃথিবীমদহন্ সর্ব্বাং সশৈলবনকাননাম্। নাদগ্ধং দৃশ্যতে কিঞ্চিদৃতে রেবাং চ মাং তথা ॥ ১১ ॥ পৃথিব্যাং দহ্যমানায়াং হবির্গন্ধশ্চ জায়তে। ততো মে শুষ্যতে গাত্রং তৃষাপ্যেবং দুরাসদা ॥ ১২ ॥ ন হি বিন্দামি পানীয়ং শোষিতং চ দিবাকরৈঃ। যাবৎকমণ্ডলুং বাক্ষে শুষ্কং তত্রাপি তজ্জলম্ ॥ ১৩ ॥ ততোঽহং শোকসন্তপ্তো বিশেষাৎ ক্ষুৎবাধিতঃ। উৎপপাত ক্ষিতেরূর্দ্ধং পশ্যমানো দিবং প্রতি ॥ ১৪ ॥ তাবৎ পশ্যামি গগনে গৃহং শৃঙ্গারভূষিতম্। ততস্তজ্জ্ঞাতুকামোঽহং প্রস্থিতো রাজসত্তম ॥ ১৫ ॥ প্রাকারেণ বিচিত্রেণ কপাটার্গলভূষিতম্। বিচিত্রশিখরোপেতং

শত সহস্র অশুভ বিদূরিত হয় এবং তাঁহারা নির্ম্মল শশিনিভ অপ্সরোগণ সহ বিবিধ বিলাস-সৌখ্য উপভোগ করত দেব, সিদ্ধ ও গন্ধর্ব্বযুক্ত ত্রিদশালয়ে বাস করিয়া থাকেন। ৪৭—৬১।

উনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৯ ॥

বিংশ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসিলেন,—হে অনঘ! আপনার প্রসাদে আমি বহুবিধ ধর্ম্ম শ্রবণ করিলাম; দেব ঈশান যেরূপে জগৎ সংহার করিয়াছিলেন, আপনি তৎসমস্ত দর্শন করিয়াছেন, আমি সে সকলও আপনার নিকট বিদিত হইলাম। হে বিপ্রবর! সম্প্রতি শার্ঙ্গধন্বার প্রভাব শ্রবণে আমার অভিলাষ হইতেছে, আপনি তাঁহার প্রভাব বিদিত আছেন, অতএব তৎসমস্ত বর্ণন করুন। মার্কণ্ডেয় উত্তর করিলেন,—হে রাজন! যেরূপে কল্প বিদিত হয় এবং কল্পকালে যে সকল লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া থাকে, অতঃপর সেই প্রজাসংহারবিবরণ বর্ণন করিতেছি। যুগান্তকালে সশব্দ উল্কাপাত, ভূমিকম্প, ধূলিবৃষ্টি ও দারুণ অশনিধ্বনি হইয়া থাকে; তখন যক্ষ, কিন্নর, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, উরগ ও রাক্ষস সকলেই বিনষ্ট এবং বিবিধ পর্ব্বত, সাগর, নদী, সরোবর, তরু, লতা ও তৃণনিচয় শুষ্ক হইয়া যায়। অনন্তর সর্ব্ববিধ ওষধি বিনষ্ট হইলে জগৎ ব্যাকুলিত ও সচরাচর ত্রিলোক কাষ্ঠবৎ রসহীন হয়। তখন মহাপ্রতাপ দ্বাদশ আদিত্য উদিত হন। এই দ্বাদশ আদিত্য দুইটী পূর্ব্বদিকে, দুইটী পশ্চিমে, দুইটী উত্তরে, দুইটী দক্ষিণে, দুইটী নাগলোকে এবং দুইটী মধ্যগগনে থাকিয়া সর্ব্বত্র তাপ প্রদান করিতে থাকেন। হে তাত! এই সময় আমি মধ্যাহ্নস্নানার্থ বহির্গত হইয়া দেখিলাম,—ত্রিলোক অনলের আকার ধারণ করায় দুর্নিরীক্ষ্য ও দুরাসদ হইয়াছে। তৎকালে শৈল ও বন কানন সকলই দগ্ধ হইয়াছিল, কিন্তু আমি ও রেবা দগ্ধ হই নাই। পৃথিবী দহ্যমানা হইলে হবির্গন্ধ নির্গত হইল। সেই গন্ধে আমার শরীর শুষ্ক হইল ও দুরপনেয় পিপাসা জন্মিল; তখন দিবাকর জল শোষণ করিয়াছেন। আমি পানীয় প্রাপ্ত হইলাম না। অনন্তর কমণ্ডলুর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলাম, কমণ্ডলুর জলও শুকাইয়া গিয়াছে। ১—১৩। তদনন্তর আমি ক্ষুধা-তৃষ্ণাকাতর ও শোকসন্তপ্ত হইয়া আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করত যেমন ক্ষিতিতল হইতে ঊর্দ্ধে উত্থিত হইলাম, অমনই গগনে বিবিধ-বেশে বিভূষিত একখানি গৃহ দর্শন করিলাম। হে রাজসত্তম! অনন্তর গগনস্থিত গৃহের বিষয় জানিবার জন্য গৃহের দ্বারদেশে উপনীত হইয়া দেখিলাম,—এই গৃহ বিচিত্র প্রাকারে বেষ্টিত, কপাট ও অর্গলশোভিত এবং

দ্বারদেশমুপাগতঃ ॥ ১৬ ॥ ষড়শীতিসহস্রাণি যোজনানাং সমুচ্ছ্রয়ে। তদর্দ্ধং তু পৃথক্ত্বেন কাঞ্চনং রত্নভূষিতম্ ॥ ১৭ ॥ তত্র মধ্যে পরাং শয্যাং পশ্যামি নৃপসত্তম। শয্যোপরি শয়ানং তু পুরুষং দিব্যমূর্দ্ধজম্ ॥ ১৮ ॥ বিকুঞ্চিতাগ্রকেশান্তং সমস্তং যোজনায়তম্। মুকুটেন বিচিত্রেণ দীপ্তিকান্তেন শোভিতম্ ॥ ১৯ ॥ শ্যামং কমলপত্রাভং সুপ্রভং চ সুনাসিকম্। সিংহাস্যমায়তভুজং গরুশ্মশ্রুবরাঙ্কিতম্। ২০ ॥ ত্রিবলীভঙ্গসুভগং কর্ণকুণ্ডলভূষিতম্। বিশালাভং সুপীনাঙ্গং পার্শ্বাবর্ত্তভূষিতম্ ॥ ২১ ॥ শোভিতং কোটিভাগেন বিভক্তং জানুজঙ্ঘয়োঃ। পদ্মাঙ্কিততলং দেবমাতাম্রনখাঙ্গুলিম্ ॥ ২২ ॥ মেঘনাদসুগম্ভীরং সর্ব্বাবয়বসুন্দরম্। শয্যামধ্যাগতং দেবমপশ্যং পুরুষোত্তমম্ ॥ ২৩ ॥ শঙ্খচক্রগদাপাণিং শয়ানং দক্ষিণেন তু। অক্ষসূত্রোদ্যতকরং সূর্য্যাযুতসমপ্রভম্ ॥ ২৪ ॥ তং দৃষ্ট্বা ভক্তিমান দেবং স্তোতুকামো ব্যবস্থিতঃ। জয়েশ জয় বাগীশ জয় দিব্যাঙ্গভূষণ ॥ ২৫ ॥ জয় দেবপতে শ্রীমন্ সাক্ষাদ্ব্রহ্ম সনাতন। তব লোকাঃ শরীরস্থাস্ত্বং গতিঃ পরমেশ্বরঃ ॥ ২৬ ॥ ত্বদাধারা হি দেবেশ। সর্ব্বে লোকা ব্যবস্থিতাঃ। ত্বং শ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বসত্ত্বানাং ত্বং কর্ত্তা ধরণীধরঃ ॥ ২৭ ॥ ত্বং হৌত্রমগ্নিহোত্রাণাং সূত্রমন্ত্রস্ত্বমেব চ। গোকর্ণং ভদ্রকর্ণঞ্চ ত্বং চ মাহেশ্বরং পদম্ ॥ ২৮ ॥ ত্বং কীর্ত্তিঃ সর্ব্বকীর্ত্তীনাং দৈন্যপাপপ্রণাশিনী। ত্বং নৈমিষং কুরুক্ষেত্রং ত্বং চ বিষ্ণুপদং পরম্ ॥ ২৯ ॥ ত্বয়া তু লীলয়া দেব পদাক্রান্তা চ মেদিনী। ত্বয়া বদ্ধো বলির্দেব ত্বয়েন্দ্রস্য পদং কৃতম্ ॥ ৩০ ॥ ত্বং কলির্দ্বাপরং দেব ত্রেতা কৃতযুগং তথা। প্রলম্বদমনশ্চ ত্বং স্রষ্টা ত্বং চ বিনাশকৃৎ ॥ ৩১ ॥ ত্বয়া বৈ ধার্য্যতে লোকাস্ত্বং কালঃ সর্ব্বসংক্ষয়ঃ। ত্বয়া হি দেব সৃষ্টাস্তাঃ সর্ব্বা বৈ দেবযোনয়ঃ ॥ ৩২ ॥ ত্বং পন্থাঃ সর্ব্বলোকানাং ত্বং চ মোক্ষঃ পরা গতিঃ। ব্রহ্মা ত্বত্তদ্ভবো দেবো রজোরূপঃ সনাতনঃ। রুদ্রঃ ক্রোধোদ্ভবোহপ্যেবং ত্বং চ সর্ব্বে ব্যবস্থিতঃ ॥ ৩৩ ॥ এতচ্চরাচরং দেব

মনোহর শিখরসমন্বিত, গৃহের উচ্চতা ষড়শীতি সহস্র যোজন। ইহার অর্দ্ধভাগ অর্থাৎ বিচত্বারিংশৎ সহস্র যোজন স্থান পৃথক্ পৃথক্ কাঞ্চন ও রত্ন দ্বারা বিভূষিত। হে নৃপসত্তম! গৃহ মধ্যে একটী মনোরম শয্যা দর্শন করিলাম। সেই শয্যায় সুকেশ এক পুরুষবর শয়ান রহিয়াছেন; তাঁহার কেশাগ্র কুঞ্চিত ও শয়নগৃহ যোজন পরিমাণ আয়ত, সেই সুপুরুষের শিরোদেশে প্রদীপকান্তি মনোহর মুকুট শোভিত হইয়াছে। তাঁহার বর্ণ—পদ্মপত্রের ন্যায় শ্যাম সুপ্রভ। তিনি সুনাসিক। তাঁহার আস্য সিংহের ন্যায়, ভুজ বিশাল এবং শ্মশ্রু দীর্ঘ মনোজ্ঞ ও লম্বমান; তদীয় বিশাল স্থূল দেহ ত্রিভঙ্গভঙ্গিমায় সুভগ; কর্ণ কুণ্ডলমণ্ডিত ও পার্শ্বদেশ আবর্ত্তভূষিত; তাঁহার জানুজঙ্ঘা সুবিভক্ত, কটীতট ক্ষীণ, পদতল কমলাঙ্কিত, অঙ্গুলির নখরনিকর ঈষৎ তাম্রাভ; সর্ব্বাবয়বসুন্দর সেই পুরুষোত্তম মেঘনাদের ন্যায় সুগম্ভীর। তাঁহার করে শঙ্খ, চক্র ও গদা বিদ্যমান। তিনি দক্ষিণ-পার্শ্বে শয়ান ও করে অক্ষসূত্র ধারণ করিয়াছেন। সেই অযুতসূর্য্য-সদৃশ শোভাবিশিষ্ট পুরুষোত্তমকে শয্যায় শয়ান দর্শন করিয়া আমি তাঁহার প্রতি ভক্তিমান হইয়া স্তব করিতে লাগিলাম। আমি বলিলাম,—হে ঈশ! আপনি জয়যুক্ত হউন, হে বাগীশ! আপনার দেহ দিব্যভূষণে ভূষিত, আপনার জয় হউক। হে সুররাজ! আপনি সাক্ষাৎ সনাতন ব্রহ্ম, হে শ্রীমন! আপনি জয়যুক্ত হউন, হে পরমেশ! লোক সকল আপনারই দেহে বিদ্যমান; আপনিই গতি। হে দেবেশ! আপনি নিখিল লোকের আধাররূপে বিরাজ করেন। আপনি প্রাণিনিচয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আপনি কর্ত্তা ও ধরণীধর। আপনিই অগ্নিহোত্রীদিগের হোত্র, আপনিই সূত্র ও গোকর্ণ, ভদ্রকর্ণ এবং মাহেশ্বর প্রভৃতি মন্ত্র; দৈন্য ও পাপনাশিনী কীর্ত্তিমধ্যে আপনিই উত্তমা কীর্ত্তি। নৈমিষ, কুরুক্ষেত্র ও পরম বিষ্ণুপদও আপনি। হে দেব! লীলাবশে মেদিনী আপনার পদদ্বারা আক্রান্তা হইয়াছে এবং আপনারই পদদ্বারা বলি বদ্ধ রহিয়াছে আর আপনি ইন্দ্রের পদ প্রদান করিয়াছেন। হে দেব! আপনি সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিরূপী, প্রলম্বনিষূদন, স্রষ্টা ও বিনাশকারী। ১৪—৩১। আপনিই অখিল লোক ধারণ করিয়াছেন, এবং আপনিই সর্ব্বলোকক্ষয়কর কাল। হে দেব! দেবযোনিগণ আপনা হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, আপনি সর্ব্বভূতের পন্থা, মোক্ষ ও গতি; রজোরূপী সনাতন ব্রহ্মা আপনার দেহ হইতে উদ্ভূত। আপনার ক্রোধ হইতে রুদ্র প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন, এবং আপনিই সর্ব্বরূপে

ক্রীড়নার্থং ত্বয়া কৃতম্। এবং সম্ভৃপ্তদেহেন স্তুতো দেবো ময়া প্রভুঃ ॥ ৩৪ ॥ ভক্ত্যা পরময়া রাজন সর্বভূতপতিঃ প্রভুঃ। স্তুবন্ বৈ তত্র পশ্যামি বারিপূর্ণাংস্ততো ঘটান্ ॥ ৩৫ ॥ ততো ময়া বিস্মৃতা যা তৃষা সা বর্দ্ধিতা পুনঃ। উপাসর্পং ততস্তস্য পার্শ্বং বৈ পুরুষস্য হি ॥ ৩৬ ॥ পানীয়ং পাতুকামেন চিন্তিতং চ ময়া পুনঃ। নাপশ্যত হি মাং চৈব সুপ্তোঽপি ন চ বুধ্যতে ॥ ৩৭ ॥ যস্ত পাপেন সম্মূঢ়ঃ সুখং সুপ্তং প্রবোধয়েৎ। জায়তে তস্য পাপস্য ব্রহ্মহত্যাফলং মহৎ ॥ ৩৮ ॥ এবং সঞ্চিন্তমানে তু দ্বিতীয়ো হ্যাগতঃ পুমান্। নেক্ষতে জল্পতে কিঞ্চিদ্বামস্কন্ধে মৃগাজিনী ॥ ৩৯ ॥ জটী কমণ্ডলুধরো দণ্ডী মেখলয়া বৃতঃ। ভস্মোদ্ধূলিতসর্বাঙ্গো মহাতেজাস্ত্রিলোচনঃ ॥ ৪০ ॥ যাবত্তং স্তোতুকামোঽহমপশ্যং স্বচ্ছচক্ষুষা। তাবৎসর্বাঙ্গসম্ভূত্যা মহত্যা রূপসম্পদা ॥ ৪১ ॥ অপশ্যং সংবৃতাং নারীং সর্বাভরণভূষিতাম্। দৃষ্ট্বা তাং পতিতো ভূমৌ জয়স্বেতি ব্রুবংস্ততঃ ॥ ৪২ ॥ জয় রুদ্রাঙ্গসম্ভূতে জয় ব্রাহ্মি সনাতনি। জয় কৌমারি মাহেন্দ্রি বৈষ্ণবি বারুণি তথা ॥ ৪৩ ॥ জয় কৌবেরি সাবিত্রি জয় ধাত্রি বরাননে। তৃষ্ণয়া তপ্তদেহস্য রক্ষাং কুরু চরাচরে ॥ ৪৪ ॥ শ্রীদেব্যুবাচ। প্রসন্না বিপ্রশার্দ্দূল তব বাক্যৈঃ সুশোভনৈঃ। বর্ত্ততে মানসে যত্তে ময়া জ্ঞাতং দ্বিজোত্তম ॥ ৪৫ ॥ শৃণু বিপ্র মমাপ্যস্তি ব্রতমেতৎ সুদারুণম্। স্ত্রীলঘুত্বান্ময়ারব্ধং দুষ্করং মন্দমেধয়া ॥ ৪৬ ॥ যদি ভাবী চ মে পুত্রো ধর্ম্মিষ্ঠো লোকবিশ্রুতঃ। বিপ্রস্য তু স্তনং দত্ত্বা পশ্চাদ্দাস্যামি বালকে ॥ ৪৭ ॥ স মে পুত্রঃ সমুৎপন্নো যথোক্তো মে মহামুনে। স্তনং পিব ত্বং বিপ্রেন্দ্র যদি জীবিতুমিচ্ছসি ॥ ৪৮ ॥ শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। অকার্য্যমেতদ্বিপ্রাণাং যদিমং পিবতে স্তনম্। পুনশ্চৈবোপনয়নং ব্রতসিদ্ধিং ন গচ্ছতি ॥ ৪৯ ॥ ব্রাহ্মণত্বং ত্রিভির্লোকৈর্দুর্লভং

ব্যবস্থিত হইয়া বিষ্ণুবিগ্রহ প্রকটিত করিয়া থাকেন। হে দেব! আপনি ক্রীড়া করিবার জন্য এই চরাচর জগৎ সৃজন করিয়াছেন। হে রাজন্! পরম ভক্তিযুক্ত হইয়া আমি সন্তপ্তদেহে এইরূপে সেই বিভু সর্বভূতপতি পুরুষোত্তমের স্তব করিলাম। অনন্তর স্তব করিতে করিতে দেখিলাম—সেই স্থানে জলপূর্ণ অনেক ঘট রহিয়াছে। স্তবকালে আমি তৃষ্ণা বিস্মৃত হইয়াছিলাম, এক্ষণে তাহা পুনরায় বর্দ্ধিত হইল। অনন্তর আমি পানীয় পানকামনায় সেই পুরুষবরের পার্শ্বদেশে উপনীত হইলাম। পুনরায় ভাবিলাম,—যে মূঢ় মানব সুখসুপ্ত ব্যক্তিকে প্রবোধিত করে, সেই পাপাচারীর ব্রহ্মহত্যাফল লাভ হয়; অতএব আমি এমনভাবে এই পুরুষবরের সমীপে গমন করিব, যেন ইনি আমাকে দর্শন করিয়া জাগরিত না হন। আমি এইরূপ চিন্তা করিতেছি, ইত্যবসরে অপর একটী পুরুষ তথায় আগমন করিলেন। তিনি জটাধারী, কমণ্ডলুকর, দণ্ডী ও মেখলাবৃত; তাঁহার বাম স্কন্ধে মৃগাজিন বিরাজিত; সর্বশরীর ভস্মভূষিত। তিনি মহাতেজা ও ত্রিলোচন। তাঁহার মুখে বাক্য নাই বা তিনি কোনদিকে দৃষ্টিপাতও করিলেন না। অনন্তর আমি যেমন তাঁহার স্তব করিতে উদ্যত হইলাম, অমনি নির্ম্মললোচনে দর্শন করিলাম—তিনি নারীমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। সেই নারীমূর্ত্তি বিভূতিভূষণা তিনি মহা রূপসম্পদে আবৃত এবং তাঁহার সর্বাঙ্গ সর্বাভরণভূষিত। আমি তাঁহাকে দেখিয়া জয়শব্দ উচ্চারণপূর্বক ভূপতিত হইলাম এবং বলিলাম,—হে ব্রাহ্মি! আপনি রুদ্রদেহসমুদ্ভূতা, আপনার জয় হউক। হে সনাতনি! আপনি কৌমারী, মাহেন্দ্রী, বৈষ্ণবী, বারুণী, কৌবেরী, সাবিত্রী ও ধাত্রী। হে বরাননে! আপনার জয় হউক। হে চরাচরে! তৃষ্ণায় আমার দেহ উত্তপ্ত, আমাকে রক্ষা করুন। দেবী বলিলেন,—হে দ্বিজশার্দ্দূল! তোমার মনোজ্ঞ বাক্যে আমি প্রীত হইয়াছি, হে দ্বিজোত্তম! তোমার হৃদয়গত অভিপ্রায়ও আমি জানিতে পারিয়াছি। হে বিপ্র! শ্রবণ কর। আমি নারী, আমার বুদ্ধিও অল্প; আমি স্ত্রীজনসুলভ চাঞ্চল্যবশত এক সুদুষ্কর ব্রত ধারণ করিয়াছি; আমার অভিলাষ—যদি আমি লোকবিখ্যাত ধার্ম্মিক পুত্র লাভ করিতে পারি, তবে প্রথমে বিপ্রকে স্তন্যদান করিয়া পশ্চাৎ বালককে স্তন্য দান করিব। হে মুনীশ্বর! আমি যেরূপ কামনা করিয়াছিলাম, আমার তদ্রূপ পুত্রই জন্মিয়াছে। হে দ্বিজবর! যদি জীবন ধারণে বাসনা থাকে তবে আমার স্তন্য পান কর।৩২—৪৮। মার্কণ্ডেয় উত্তর করিলেন,—উপনয়নের পর দ্বিজগণের স্তন্যপান করা কর্ত্তব্য নহে; কেননা তাহাতে উপনয়নব্রত সিদ্ধ হয়

পদ্মলোচনে। সংস্কারৈঃ সংস্কৃতো বিপ্রো যৈশ্চ জায়েত তচ্ছৃণু ॥ ৫০ ॥ প্রথমং চৈব নারীষু সংস্কারৈর্বীজবাপনম্‌। বীজপ্রক্ষেপণাদেব বীজক্ষেপঃ স উচ্যতে ॥ ৫১ ॥ তদনন্তে চ মহাভাগে গর্ভাধানং দ্বিতীয়কম্‌। পুংসবনং তৃতীয়ং তু সীমন্তং চ চতুর্থকম্‌ ॥ ৫২ ॥ পঞ্চমং জাতকর্ম্ম স্যান্নাম বৈ ষষ্ঠমুচ্যতে। নিষ্ক্রামঃ সপ্তমশ্চৈব হ্যন্নপ্রাশনমষ্টমম্‌ ॥ ৫৩ ॥ নবমং বৈ চূড়কর্ম্ম দশমং মৌঞ্জিবন্ধনম্‌। ঐষিকং দার্ব্বিকং চৈব সৌমিকং ভৌমিকং তথা ॥ ৫৪ ॥ পত্নীসংযোজনং চাষ্টদৈবকর্ম্ম ততঃ পরম্‌। মানুষ্যং পিতৃকর্ম্ম স্যাদ্দশমাষ্টাসু শোভনে ॥ ৫৫ ॥ ভূতং ভব্যং তথেষ্টং চ পার্ব্বণং চ ততঃ পরম্‌ ॥ ৫৬ ॥ শ্রাদ্ধ শ্রাবণ্যামাগ্রয়ণং চ চৈত্র্যাশ্বযুজ্যাং দশপৌর্ণমাস্যাম্‌। নিরূঢ়পশুসবনসৌত্রামণ্যগ্নিষ্টো-মাত্যগ্নিষ্টোমাঃ ॥ ৫৭ ॥ ষোড়শীবাজপেয়াতিরাত্রাপ্তো-র্যামো দশবাজপেয়াঃ। সর্ব্বভূতেষু ক্ষান্তিরনসূয়া শৌচমঙ্গলমকার্পণ্যমস্পৃহেতি ॥ ৫৮ ॥ এভিরষ্ট-চত্বারিংশদ্ভিঃ সংস্কারৈঃ সংস্কৃতো ব্রাহ্মণো ভবতি ॥ ৫৯ ॥ এবং জ্ঞাত্বা মহাভাগে ন তু মাং পাতুমর্হসি। শিশুপেয়ং স্তনং ভদ্রে কথং বৈ মদ্বিধঃ পিবেৎ ॥ ৬০ ॥ মমৈতদ্বচনং শ্রুত্বা নারী বচনমব্রবীৎ ॥ ৬১ ॥ যদি ত্বং ন পিবেঃ স্তন্যং পয়ো বালো মরিষ্যতি। শ্রূয়তে ত্রিষু লোকেষু বেদেষু চ স্মৃতিষ্বপি। মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো ভ্রূণহত্যা ন মুঞ্চতি ॥ ৬২ ॥ ভবিত্রী তব হত্যা চ মহাভাগবতঃ পুনঃ। জন্মানি চ শতান্যষ্টৌ ক্লিশ্যতে ভ্রূণহত্যয়া ॥ ৬৩ ॥ মৃতঃ শূন্যস্থং চাপ্নোতি বর্ষাণাং তু শতত্রয়ম্‌। ততস্তস্য ক্ষয়ে জাতে কাকযোনিং ব্রজেৎ পুনঃ ॥ ৬৪ ॥ তত্রাপি চ শতান্যষ্টৌ ক্লিশ্যতে পাপকর্ম্মণি। বরাহো দশ জন্মানি তদনন্তে জায়তে কৃমিঃ ॥ ৬৫ ॥ ততশ্চারোহিণীঃ প্রাপ্য গোগজাশ্বনৃজন্মভাক্‌। শ্রূয়তে স্মৃতিশাস্ত্রেষু বেদেষু চ পরন্তপ ॥ ৬৬ ॥ সর্ব্বপাপাধিকং পাপং বালহত্যা দ্বিজোত্তম। বালহত্যাযুতো বিপ্রঃ পচ্যতে নরকে ধ্রুবম্‌ ॥ ৬৭ ॥ বর্ষাণি চ শতান্যষ্টৌ প্রাপ্নোতি যমযাতনাম্‌। তস্মাদল্পতরো দোষঃ পিবতো মে স্তনং তব ॥

না। হে কমললোচনে! ব্রাহ্মণত্ব ত্রিলোকদুর্লভ। এক্ষণে কিরূপ সংস্কারে সংস্কৃত হইয়া বিপ্রত্ব লাভ হয় শ্রবণ কর। সংস্কার সংকারে প্রথমে পত্নীতে বীজবাপন, বীজ প্রক্ষেপণ হেতু ইহাকে বীজক্ষেপ কহে; হে মহাভাগে! তদনন্তর দ্বিতীয় গর্ভাধান, তৃতীয় পুংসবন, চতুর্থ সীমন্তো-ন্নয়ন, পঞ্চম জাতকর্ম্ম, ষষ্ঠ নামকরণ, সপ্তম নিষ্ক্রমণ, অষ্টম অন্নপ্রাশন, নবম চূড়াকর্ম্ম এবং দশম মৌঞ্জীবন্ধন। অতঃপর ঐষিক, দার্ব্বিক, সৌমিক, ভৌমিক, পত্নীসংযোজন অর্থাৎ বিবাহ; তদনন্তর দৈব, মানুষ ও পিতৃকর্ম্ম এই আটটী লইয়া অষ্টাদশ কর্ম্ম দ্বিজগণের কর্ত্তব্য বলিয়া কথিত হইয়াছে। হে শোভনে! অনন্তর আরও অনেক ক্রিয়া বিহিত হইয়াছে, যথা—ভূত ভব্য ও ইষ্ট; শ্রাবণ অগ্রহায়ণ, চৈত্র ও আশ্বিন মাসের অমাবস্যা-পূর্ণিমায় পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ; নিরূঢ় পশুসবন, সৌত্রামণি, অগ্নিষ্টোম, অত্যগ্নিষ্টোম, ষোড়শী, বাজপেয়, অতিরাত্র, আপ্ত ও দশবিধ বাজপেয়; সর্ব্বভূতে ক্ষান্তি, অনসূয়া, শৌচ, মঙ্গল, অকার্পণ্য ও অস্পৃহা এই অষ্টচত্বারিংশৎ সংস্কারে সংস্কৃত হইয়া ব্রাহ্মণ হইতে হয়। হে মহাভাগে! এই সকল বিদিত হইয়া আমাকে আপনার স্তন্যপান করান কর্ত্তব্য নহে। হে ভদ্রে! স্তন্য শিশুপেয়, আমার মত ব্যক্তি তাহা কিরূপে পান করিবে? হে রাজন্‌! এবংবিধ বাক্য শ্রবণে নারী আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—যদি তুমি আমার স্তন্যদুগ্ধ পান না কর, তবে বালক অবশ্যই মরিয়া যাইবে; আমি শুনিয়াছি, বেদ ও স্মৃতি বলেন,—ত্রিলোকে মানব সর্ব্ববিধ পাতক হইতেই মুক্তিলাভ করে; ভ্রূণহত্যাকারীর মুক্তি নাই। মুনে! তুমি মহাভাগবত, ইহাতে ত তোমার ভ্রূণহত্যার পাতক হইবে? ভ্রূণঘাতী মানব অষ্টশত জন্ম ক্লিষ্ট হয়, দেহাবসানে তিনশত বৎসর শূন্যে বাস করে; অনন্তর শূন্যবাসের অবসান হইলে বায়সযোনি ভোগ, এই বায়স-যোনিতেও অষ্টশত বৎসর ক্লেশ সহকারে ভ্রমণ করিয়া তারপর দশজন্ম বরাহশরীর লাভ করে। তারপর কৃমি, তদনন্তর ক্রমোন্নতি সহকারে গো, গজ, অশ্ব এবং তারপর নরজন্ম লাভ করিয়া থাকে। হে পরন্তপ! বেদাদি শাস্ত্র হইতে ইহাই বিদিত হইয়াছি যে, নিখিল পাপ হইতে ভ্রূণহত্যাই শ্রেষ্ঠ পাপ; হে দ্বিজোত্তম! বালঘাতী বিপ্র ঘোর নরকে পতিত হয়। ভ্রূণঘাতী অষ্টশতবৎসর যমযাতনা ভোগ করে। ইহা হইতে স্তন্যপান অল্পতর পাপ, অতএব তুমি আমার স্তন্যপান কর। ৫৯—৬৮।

৬৮ ॥ তথৈবাপিবতঃ পাপং জায়তে বহুবার্ষিকম্।
ক্ষুধাতৃষ্ণাবিরামস্তে পুণ্যং চ পিবতঃ স্তনম্ ॥ ৬৯ ॥
অতো ন চেতঃ সন্দিগ্ধং কর্ত্তব্যমিহ কর্হিচিৎ।
এহি বিপ্র যথাকামং বালার্থে পিব মে স্তনম্
৭০ ॥ ততোঽহং বচনং শ্রুত্বা স্তনং পাতুং সমুদ্যতঃ।
ন চ তৃপ্তিং বিজানামি পিবতঃ স্তনমুত্তমম্ ॥ ৭১ ॥
ত্রিংশদ্বর্ষসহস্রাণি ভারতৈবং শতানি চ। ততঃ
প্রবুদ্ধোৎসঙ্গেঽহং মায়ানিদ্রাবিমোহিতঃ ॥ ৭২ ॥
নিদ্রাবিগতমোহোঽহং যাবৎপশ্যামি পাণ্ডব। তাবৎ
সুপ্তং ন পশ্যামি ন চ তং বালকং বিভো ॥ ৭৩ ॥
চতুরস্তাংশ্চ বৈ কুম্ভান্ পশ্যামি যত্র ভারত। ন চ
পশ্যামি তাং দেবীং গতা বৈ কুত্রচিচ্চ সা ॥ ৭৪ ॥
এবং বিমৃশ্যমানস্য চিন্তয়ানস্য তিষ্ঠতঃ। স্নিগ্ধগম্ভীরয়া
বাচা দেবী বচনমব্রবীৎ ॥ ৭৫ ॥ শ্রীদেব্যুবাচ। যশ্চ
স পুরুষঃ সুপ্তো দ্বিতীয়োঽপ্যাগতো হরঃ। যে
চত্বারশ্চ তে কুম্ভাঃ সমুদ্রাস্তে দ্বিজোত্তম ॥ ৭৬ ॥ যশ্চ
বালস্ত্বয়া দৃষ্টো ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ। অহঞ্চ
পৃথিবী জ্ঞেয়া সপ্তদ্বীপা সপর্ব্বতা ॥ ৭৭ ॥ যা গতা
ত্বাং পরিত্যজ্য ভূতলে সুপ্রতিষ্ঠিতা। ইমাঞ্চ
প্রেক্ষসে বিপ্র নর্ম্মদাং সরিতাং বরাম্ ॥ ৭৮ ॥ সর্ব্ব-
সত্ত্বোপকারায় বৃংহতে পুণ্যলক্ষণা। রেবানদী তু
বিখ্যাতা ন মৃতা তেন নর্ম্মদা ॥ ৭৯ ॥ এবং জ্ঞাত্বা
শমং গচ্ছ স্বস্থো ভব মহামুনে। ইত্যুক্ত্বা মাং তদা
দেবী তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ৮০ ॥ এবং হি শেতে
ভগবান সত্ত্বস্থঃ প্রলয়ে সদা। সত্ত্বরূপো মহাদেবো
যদাধারে জগৎস্থিতম্ ॥ ৮১ ॥ এবং ময়ানুভূতং তু
দৃষ্টমাশ্চর্য্যমুত্তমম্। সর্ব্বপাপহরং পুণ্যং কথিতং
তে নরোত্তম ॥ ৮২ ॥ বিষ্ণোশ্চরিতমিত্যুক্তং যত্ত্বয়া
পরিপৃচ্ছিতম্। ত্বয় এব মহাবাহো কিমন্যচ্ছ্রোতু-
মিচ্ছসি ॥ ৮৩ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে বারাহকল্পবৃত্তান্তবর্ণনং নাম
বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

এরূপ ক্ষেত্রে যদি তুমি আমার স্তন্যপান না কর, তবে বহুকাল পাপ ভোগ করিবে, আর স্তন্যপান করিলে তোমার ক্ষুধা তৃষ্ণা ক্ষয় ও পুণ্য লাভ হইবে। অতএব এ বিষয়ে কোনরূপ সন্দেহ করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। হে বিপ্র! আমার সমীপে আগমন করিয়া শিশুরক্ষার্থ যথেচ্ছ স্তন্যপান কর। অনন্তর সেই নারীর বাক্যে আমি স্তন্যপানে উদ্যত হইলাম, হে ভারত! ত্রয়স্ত্রিংশৎসহস্রবৎসর অতীত হইল স্তন্যের আস্বাদ ভুলিয়াছি; সে স্তন্য উত্তম হইলেও তাহা পান করিয়া আমার তৃপ্তি হইল না। আমি তাঁহার ক্রোড়ে মায়া নিদ্রায় অভিভূত হইলাম। অনন্তর ক্ষণকাল মধ্যে আমি জ্ঞানলাভ করিলাম, আমার নিদ্রা ও মোহ বিগত হইল। হে পাণ্ডব! আমি প্রবুদ্ধ হইলাম বটে; কিন্তু চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া সেই সুপ্ত পুরুষবর বা শিশু কাহাকেও দর্শন করিলাম না। হে ভারত! পুনরায় সেই বারিপূর্ণ কলসচতুষ্টয়ই তথায় দর্শন করিলাম। সেই দেবীই বা কোন্ স্থানে গমন করিলেন, ইহার কিছুই জানিতে পারিলাম না। আমি এই সকল বিষয় চিন্তা করিতে করিতে তথায় উপবিষ্ট হইলাম, আবার এক দেবী সহসা আমার দৃষ্টিপথে পতিতা হইয়া ঈষৎ সহাস্য-আস্যে বলিতে লাগিলেন, —হে দ্বিজোত্তম! তুমি যে পুরুষকে শয়ান সন্দর্শন করিয়াছ, তিনি কৃষ্ণ; দ্বিতীয় যিনি সমাগত হইয়াছিলেন, তিনি হর, এই যে জলপূর্ণ কলসচতুষ্টয় দেখিতেছ, ইহারা সমুদ্র, আর যে বালককে অবলোকন করিয়াছ, তিনি লোকপিতামহ ব্রহ্মা। আমাকে সপ্তদ্বীপা পৃথিবী বলিয়া বিদিত হও। আমি সর্ব্বত্র সর্ব্বভাবে বিদ্যমানা। হে দ্বিজ! যিনি তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করিয়াছেন, তাঁহার নাম সরিদ্বরা দেবী নর্ম্মদা। তিনি নিখিল প্রাণীর উপকার ও বৃদ্ধি কামনায় সম্প্রতি ভূতলে গমন করিয়াছেন। পুণ্যলক্ষণা বিখ্যাতা রেবা কদাচ মৃতা হন না; এই জন্যই তিনি নর্ম্মদা নামে আখ্যাতা হন। হে মহামুনে! এই সকল জানিয়া-শুনিয়া তুমি শান্ত সুস্থ হও। হে রাজন্! দেবী আমাকে এই কথা বলিয়া সেই স্থানে অন্তর্হিতা হইলেন। যে আধাররূপী মহাদেবের উপর জগৎ অবস্থিত, সেই সত্ত্বসম্পন্ন ভগবান সত্ত্বে অবস্থিত হইয়া প্রলয় কালে এইরূপেই শয়ন করিয়া থাকেন হে নরোত্তম! আমি যাহা দর্শন ও অনুভব করিয়াছি, তাহা অত্যুত্তম ও বিস্ময়কর। তোমার নিকট অদ্য সেই সর্ব্বপাপহর পুণ্যাখ্যান কীর্ত্তন করিলাম, তুমি যে বিষ্ণুচরিত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তাহা বর্ণন করিলাম। হে মহাবাহো! এক্ষণে অন্য আর কি শ্রবণ করিতে অভিলাষ কর? ৬৯—৮৩।

বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২০।

একবিংশোঽধ্যায়ঃ।

যুধিষ্ঠির উবাচ। শ্রুতং মে বিবিধাশ্চর্য্যং ত্বৎপ্রসাদাদ্দ্বিজোত্তম। ভূয়শ্চ শ্রোতুমিচ্ছামি কন্মে কথয় সুব্রত ॥ ১ ॥ কথমেষা নদী পুণ্যা সর্ব্বনদীষু চোত্তমা। নর্ম্মদা নাম বিখ্যাতা ভূয়ো মে কথয়ানঘ ॥ ২॥ শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। নর্ম্মদা সরিতাং শ্রেষ্ঠা সর্ব্বপাপপ্রণাশিনী। তারয়েৎ সর্ব্বভূতানি স্থাবরাণি চরাণি চ ॥ ৩ ॥ নর্ম্মদায়াস্তু মাহাত্ম্যং যৎপুরাণে ময়া শ্রুতম্। তত্তেঽহং সম্প্রবক্ষ্যামি শৃণুষ্বৈকমনা নৃপ ॥ ৪ ॥ গঙ্গা কনখলে পুণ্যা কুরুক্ষেত্রে সরস্বতী। গ্রামে বা যদি বারণ্যে পুণ্যা সর্ব্বত্র নর্ম্মদা ॥ ৫ ॥ ত্রিভিঃ সারস্বতং তোয়ং সপ্তাহেন তু যামুনম্। সদ্যঃ পুনাতি গাঙ্গেয়ং দর্শনাদেব নার্ম্মদম্ ॥ ৬ ॥ কলিঙ্গদেশাৎ পশ্চার্দ্ধে পর্ব্বতেঽমরকণ্টকে। পুণ্যা চ ত্রিষু লোকেষু রমণীয়া পদে পদে ॥ ৭ ॥ তত্র দেবাশ্চ গন্ধর্ব্বা ঋষয়শ্চ তপোধনাঃ। তপস্তপ্ত্বা মহারাজ সিদ্ধিং পরমিকাং গতাঃ ॥ ৮ ॥ তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্নিয়মস্থো জিতেন্দ্রিয়ঃ। উপোষ্য রজনীমেকাং কুলানাং তারয়েচ্ছতম্ ॥ ৯ ॥ সিদ্ধিক্ষেত্রং পরং তাত পর্ব্বতো হ্যমরকণ্টঃ। সর্ব্বদেবাশ্রিতো যস্মাদৃষিভিঃ পরিসেবিতঃ ॥ ১০ ॥ সিদ্ধবিদ্যাধরা ভূতগন্ধর্ব্বাঃ স্থানমুত্তমম্। দৃশ্যাদৃশ্যাশ্চ রাজেন্দ্র সেবন্তে সিদ্ধিকাঙ্ক্ষিণঃ ॥ ১১ ॥ অহঞ্চ পরমং স্থানং ততঃ প্রভৃতি সংশ্রিতঃ। অত্র প্রণবরূপো বৈ স্থানে তিষ্ঠত্যুমাপতিঃ ॥ ১২ ॥ শ্রীকণ্ঠঃ সগণঃ সর্ব্বভূতসঙ্ঘৈর্নিষেবিতঃ। অস্মাদ্‌গিরিবরাদ্ভূপ বক্ষ্যে তীর্থস্য বিস্তরম্ ॥ ১৩ ॥ যানি সন্তীহ তীর্থানি পুণ্যানি নৃপসত্তম। যানি যানীহ তীর্থানি নর্ম্মদায়াস্তটদ্বয়ে ॥ ১৪ ॥ ন তেষাং বিস্তরং বক্তুং শক্তো ব্রহ্মাপি ভূপতে। যোজনানাং শতং সাগ্রং শ্রূয়তে সরিদুত্তমা ॥ ১৫ ॥ বিস্তরেণ তু রাজেন্দ্র অর্দ্ধযোজনমায়তা। ষষ্টিতীর্থসহস্রাণি ষষ্টিকোট্যস্তথৈব চ ॥ ১৬ ॥ পর্ব্বতাদুদধিং যাবদুভে কূলে ন সংশয়ঃ ॥ ১৭ ॥ সপ্তষষ্টিসহস্রাণি সপ্তষষ্টিশতানি চ। সপ্তষষ্টিস্তথা কোট্যো বায়ুস্তীর্থানি চাব্রবীৎ ॥ ১৮ ॥ পরং কৃতযুগে তানি যান্তি প্রত্যক্ষতাং নৃপ। পশ্যন্তি মানবাঃ সর্ব্বে সততং ধর্ম্মবুদ্ধয়ঃ ॥ ১৯ ॥ যথা-

একবিংশ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে দ্বিজোত্তম! আপনার প্রসাদে বিবিধ আশ্চর্য্য শ্রবণ করিয়াছি, হে সুব্রত! পুনরায় এই নর্ম্মদার প্রভাব শুনিতে অভিলাষ করি! হে অনঘ! এই নদী কিরূপে নদীনিচয়মধ্যে উত্তমা, পুণ্যা ও নর্ম্মদা নামে বিখ্যাতা হইল? এই সকল আমার নিকট বর্ণন করুন। মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—সর্ব্বপাপপ্রণাশিনী, সরিদ্বরা নর্ম্মদা স্থাবর ও চর প্রাণিগণের উদ্ধার সাধন করেন; আমি পূর্ব্বে যেরূপ নর্ম্মদামাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াছি, হে নৃপ! তাহাই তোমার নিকট বর্ণন করিব, একমনা হইয়া শ্রবণ কর। কনখলে গঙ্গা ও কুরুক্ষেত্রে সরস্বতী পুণ্যা; কিন্তু কি গ্রাম কি অরণ্য সর্ব্বত্রই নর্ম্মদা পুণ্যদা। সারস্বততোয় ত্রিদিবসে, যমুনানীর সপ্তাহে ও জাহ্নবীজল সদ্যঃ মানবকে পবিত্র করে আর নর্ম্মদার দর্শনমাত্রে লোক পূত হইয়া থাকে। কলিঙ্গদেশের পশ্চার্দ্ধে অমরকণ্টক পর্ব্বতে পুণ্যা নদী নর্ম্মদা পদে পদে রমণীয়া ও ত্রিলোকপবিত্রা। হে মহারাজ! তথায় দেব, গন্ধর্ব্ব, তপোধন মুনি ও অন্যান্য তাপসগণ পরম সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। হে রাজন্! নিয়ত জিতেন্দ্রিয় মানব সেখানে স্নান করিয়া এক রজনী বাস করিলে শতকুল উদ্ধার করিতে সমর্থ হয়। হে তাত! অমরকণ্টক গিরি সুরনিচয়ের আশ্রয় ও ঋষিদিগের সেবিত; এজন্য উহা উত্তম সিদ্ধিক্ষেত্র বলিয়া কথিত। অনেক সিদ্ধকামী সিদ্ধ, বিদ্যাধর, ভূত ও গন্ধর্ব্বগণ দৃশ্য ও অদৃশ্যরূপে সেই উত্তম স্থানের সেবা করেন। হে রাজসত্তম! আমিও এই স্থান অতি উত্তম জানিয়া তদবধি এই পর্ব্বতে আশ্রয় লইয়াছিলাম। হে নৃপবর! ওঙ্কাররূপী শ্রীকণ্ঠ উমাপতি ভূতনিবহ কর্ত্তৃক সেবিত হইয়া অমরকণ্টকে সগণে বাস করেন। হে রাজন্! এই গিরিবর হইতে যে সকল পুণ্যতীর্থ সমুদ্ভূত হইয়াছে, বিস্তাররূপে তোমার নিকট তাহা বর্ণন করিতেছি, হে নৃপ! নর্ম্মদা তটে যে সকল পূততীর্থ বিদ্যমান, ব্রহ্মাও তাহার সুবিস্তার বর্ণন করিতে সমর্থ নহেন। আমি শুনিয়াছি,—সরিদ্বরা নর্ম্মদা শত যোজন দীর্ঘ, আর ইহার বিস্তার অর্দ্ধযোজন। পর্ব্বত হইতে সাগর পর্য্যন্ত ইহার উভয় কূলে ষষ্টিকোটী ও ষষ্টি সহস্র তীর্থ বিদ্যমান। সন্দেহ নাই।১—১৭। বায়ু বলিয়াছেন,—পৃথিবীতে সপ্তষষ্টি কোটী ও সপ্তষষ্টি সহস্র তীর্থ বিদ্যমান; এই সকল তীর্থ

যথা কলির্ঘোরো বর্ত্ততে দারুণো নৃপ। তথা-তথাল্পতাং যান্তিং হীনসত্ত্বা যতো নরাঃ॥ ২০॥ জালেশ্বরাদিতীর্থানি পর্ব্বতেঽস্মিন্নরাধিপ। পিতৃ-তৃপ্তিপ্রদান্যাহুঃ স্বর্গমোক্ষপ্রদানি চ॥ ২১॥ শ্রেষ্ঠং দারুবনং তত্র চক্রকাসঙ্গমঃ শুভঃ। উত্তরে নর্ম্ম-দায়াস্তু চক্রকেশ্বরমুত্তমম্॥ ২২॥ দারুকেশ্বরতীর্থঞ্চ ব্যতীপাতেশ্বরং তথা। পাতালেশ্বরতীর্থঞ্চ কোটি-যজ্ঞং তথৈব চ॥ ২৩॥ ইতি চৈবোত্তরে কূলে রেবয়া নৃপসত্তম। অমরেশ্বরপার্শ্বে চ লিঙ্গান্যষ্টো-ত্তরং শতম্॥ ২৪॥ বরুণেশ্বরমুখ্যাণি সর্ব্বপাপ-হরাণি চ॥ ২৫॥ মান্ধাতৃপুরপার্শ্বে চ সিদ্ধেশ্বর-যমেশ্বরৌ। ওঙ্কারাৎ পূর্ব্বভাগে চ কেদারং তীর্থ-মুত্তমম্॥ ২৬॥ তৎসমীপে মহারাজ স্বর্গদ্বারমঘা-পহম্। নাম্না ব্রহ্মেশ্বরং পুণ্যং সপ্তসারস্বতং পুরঃ ২৭॥ রুদ্রাষ্টকং চ সাবিত্রং সোমতীর্থং তথৈব চ এতানি দক্ষিণে তীরে রেবায়া ভরতর্ষভ॥ ২৮ অস্মিংস্তু পর্ব্বতে তাত রুদ্রাণাং কোটয়ঃ স্থিতাঃ স্নানৈস্তুষ্টির্ভবেত্তেষাং গন্ধমাল্যানুলেপনৈঃ॥ ২৯ প্রীতাস্তেঽপি ভবন্ত্যত্র রুদ্রা রাজন্ন সংশয়ঃ। জপেন পাপসংশুদ্ধির্ধ্যানেনানন্ত্যমশ্নুতে॥ ৩০॥ দানেন ভোগানাপ্নোতি ইত্যেবং শঙ্করোঽব্রবীৎ। পর্ব্ব-তাৎ পশ্চিমে দেশে স্বয়ং দেবো মহেশ্বরঃ। স্থিতঃ প্রণবরূপোঽসৌ জগদাদিঃ সনাতনঃ॥ ৩১॥ তত্র স্নাত্বা শুচির্ভূত্বা ব্রহ্মচারী জিতেন্দ্রিয়ঃ। পিতৃকার্য্যং প্রকুর্ব্বীত বিধিদৃষ্টেন কর্ম্মণা॥ ৩২॥ তিলোদকেন তত্রৈব তর্পয়েৎ পিতৃদেবতাঃ। আসপ্তমং কুলং তস্য স্বর্গে মোদতি পাণ্ডব॥ ৩৩॥ আত্মনা সহ ভোগাংশ্চ বিবিধান্ ভতে সুখী। ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি ক্রীড়তে সুরপূজিতঃ॥ ৩৪॥ মোদতে সুচিরং কালং পিতৃপূজাফলর্দ্ধিতঃ। ততঃ স্বর্গাৎ পরিভ্রষ্টো জায়তে বিমলে কুলে॥ ৩৫॥ ধনবান্ দানশীলশ্চ নীরোগো লোকপূজিতঃ। পুনঃ স্মরতি তত্তীর্থং গমনং কুরুতে পুনঃ॥ ৩৬॥ দ্বিতীয়ে জন্মনি ভবেদ্রুদ্রস্যা-নুচরোৎকটঃ। তথৈব ব্রহ্মচর্য্যেণ সোপবাসো জিতে-ন্দ্রিয়ঃ। সর্ব্বহিংসানিবৃত্তস্তু লভতে ফলমুত্তমম্॥ ৩৭॥ এবং ধর্ম্মসমাচারো যস্তু প্রাণান্ পরিত্যজেৎ॥

সত্য যুগে প্রত্যক্ষ হইত, ধর্ম্মবুদ্ধি মানবগণ সতত এই সকল তীর্থ দর্শন করিতেন। হে নৃপ! অনন্তর যে যে স্থানে মহাভীষণ কলিকাল স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিল, তথা হইতে তীর্থ সকল বিলুপ্ত ও তত্রত্য মানবগণ হীনসত্ত্ব হইতে লাগিল। হে নরাধিপ! জালেশ্বরাদি তীর্থ এই পর্ব্বতে বিদ্যমান। এই তীর্থনিচয় পিতৃগণের প্রীতিপ্রদ ও স্বর্গমোক্ষদ বলিয়া কথিত। এই স্থানে শ্রেষ্ঠ দারুবন ও শুভাবহ চক্রকাসঙ্গম বিদ্যমান; উত্তম চাক্রকেশ্বর, দারুকেশ্বর, ব্যতীপাতেশ্বর, পাতালেশ্বর এবং কোটীযজ্ঞতীর্থ এই সকল নর্ম্মদার উত্তরতীরে বিরাজিত। হে রাজসত্তম। অমরেশ্বরপার্শ্বে বরুণেশ্বরপ্রমুখ সর্ব্বপাপহর অষ্টো-ত্তর শত লিঙ্গ বিদ্যমান; মান্ধাতার পুরের পূর্ব্বপার্শ্বে সিদ্ধেশ্বর ও যমেশ্বর এবং ওঙ্কারেশ্বরের পূর্ব্বভাগে উত্তম কেদারতীর্থ। হে মহারাজ! এই কেদারসমীপে পাপহর স্বর্গদ্বার তীর্থ এবং রেবার দক্ষিণতীরে পূত বিখ্যাত ব্রহ্মেশ্বর, সারস্বত, রুদ্রাষ্টক, সাবিত্র ও সোমতীর্থ এই সকল বিদ্যমান রহিয়াছে। হে ভরতর্ষভ! এই অমরকণ্টক পর্ব্বতে কোটিরুদ্র বাস করেন। হে তাত! এই পর্ব্বতে স্নান ও গন্ধ মাল্যানুলেপনদানে রুদ্রগণ প্রীত হইয়া থাকেন; সন্দেহ নাই। হে রাজন্! শঙ্কর এই স্থানে রহিয়াছেন, এখানে জপ করিলে পাপসংশুদ্ধি, ধ্যানে আনন্ত্য লাভ এবং দানে ভোগপ্রাপ্তি হয়। এই পর্ব্বতের পশ্চিম দেশে প্রণবরূপী জগদাদি সনাতন স্বয়ং শঙ্কর বাস করেন। জিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মচারী নর তথায় স্নান করিয়া শুদ্ধহৃদয়ে বিধি-বিধানে পিতৃকার্য্য করিবে। এখানে তিলোদক দ্বারা পিতৃদেবতার তর্পণ কর্ত্তব্য। হে পাণ্ডব! এইরূপ করিলে সপ্তকুল পর্য্যন্ত পিতৃগণ স্বর্গে গমন করিয়া হৃষ্ট হন এবং শ্রাদ্ধদ মানবও পিতৃ-পূজার ফলে আত্মার সহিত বিবিধ ভোগসুখে তৃপ্ত হয়, সে সুরপূজিত হইয়া ষষ্টি সহস্র বৎসর ক্রীড়া করে ও সুচির কাল হৃষ্ট হইয়া অতিবাহিত করিতে সমর্থ হয়। অনন্তর ভোগক্ষয়ে স্বর্গ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া শ্রেষ্ঠ কুলে জন্মগ্রহণ করে; ধনবান, দানশীল, নীরোগ ও লোকপূজিত হয়। পরে পুনরায় তাহার তীর্থমাহাত্ম্য স্মৃতিপথে উদিত হয়। সে আবার এই তীর্থে আগমন করে, ইহার পরজন্মেও সে রুদ্রানুচর হয় এবং জিতেন্দ্রিয়, ব্রহ্মচারী ও সর্ব্বহিংসা-নিবৃত্ত হইয়া উত্তম ফললাভ করে।১৮—৩৭। হে নরাধিপ! এইরূপ ধর্ম্মাচর অবলম্বনপূর্ব্বক যে নর প্রাণ পরি-

৩৮। তস্য পুণ্যফলং যদ্বৈ তন্নিবোধ নরাধিপ। শতং বর্ষসহস্রাণি স্বর্গে মোদতি পাণ্ডব।৩৯। অপ্সরোগণসঙ্কীর্ণে দিব্যশব্দানুনাদিতে। দিব্য-গন্ধানুলিপ্তাঙ্গো দিব্যালঙ্কারভূষিতঃ।৪০। ক্রীড়তে দৈবতৈঃ সার্দ্ধং সিদ্ধগন্ধর্ব্বসংস্তুতঃ। ততঃ স্বর্গাৎ পরিভ্রষ্টো রাজা ভবতি বীর্য্যবান্।৪১। হস্ত্যশ্ব-রথযানৈশ্চ ধর্ম্মজ্ঞঃ শাস্ত্রতৎপরঃ। গৃহে স্তম্ভশতা-কীর্ণে সৌবর্ণে রত্নজান্বিতে।৪২। সপ্তাষ্টভূমি-সুদ্বারে দাসীদাসসমাকুলে। মত্তমাতঙ্গনিঃশ্বাসৈ র্বাজিহ্রেষিতনাদিতৈঃ।৪৩। ক্ষুভ্যতে তস্য তদ্দ্বার-মিন্দ্রস্য ভুবনং যথা। রাজরাজেশ্বরঃ শ্রীমান্ সর্ব্ব-স্ত্রীজনবল্লভঃ।৪৪। তস্মিন্ গৃহে বসিত্বা তু ক্রীড়া-ভোগসমন্বিতঃ। জীবেদ্বর্ষশতং সাগ্রং সর্ব্বব্যাধি-বিবর্জ্জিতঃ।৪৫। এবং তেষাং ভবেৎ সর্ব্বং যে মৃতা হ্যমরেশ্বরে। অগ্নিপ্রবেশং যঃ কুর্য্যাদ্ভক্ত্যা হ্যমরকণ্টকে।৪৬। স মৃতঃ স্বর্গমাপ্নোতি যাস্যতে পরমাং গতিম্। স্নানং দানং জপো হোমঃ শুভং বা যদি বাশুভম্।৪৭। পুরাণে শ্রূয়তে রাজন্ সর্ব্বং কোটিগুণং ভবেৎ। তস্যাস্তীরে তু যে বৃক্ষাঃ পতিতাঃ কালপর্য্যয়ে।৪৮। নর্ম্মদাতোয়সংস্পৃষ্টাস্তে যান্তি পরমাং গতিম্। অনিবৃত্তিকা গতিস্তস্য পবন-স্যাম্বরে যথা।৪৯। পতনং কুরুতে যস্তু তস্মিং-স্তীর্থে নরাধিপ। কন্যাস্ত্রীণি সহস্রাণি পাতালে ভোগভাগিনঃ।৫০। তিষ্ঠন্তি ভবনে তস্য প্রেষণে প্রার্থয়ন্তি চ। দিব্যভোগৈঃ সুসম্পন্নঃ ক্রীড়তে কালমীপ্সিতম্।৫১। পৃথিব্যাং হ্যাসমুদ্রায়াং তাদৃশো নৈব জায়তে। যাদৃশোহয়ং নরশ্রেষ্ঠ পর্ব্বতোহমরকণ্টকঃ।৫২। তত্র তীর্থং তু বিজ্ঞেয়ং পর্ব্বতস্যানু পশ্চিমে। হ্রদো জালেশ্বরো নাম ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতঃ।৫৩। তত্র পিণ্ডপ্রদানেন সন্ধ্যো-পাসনকেন তু। পিতরো দ্বাদশাব্দানি তর্পিতাস্তু ভবন্তি বৈ।৫৪। দক্ষিণে নর্ম্মদাতীরে কপিলা তু মহানদী। সরলার্জ্জুনসঞ্ছন্না খদিরৈরুপশোভিতা। ৫৫। মাধবীমল্লিকাভিশ্চ বল্লীভিশ্চাপ্যলঙ্কৃতা। শ্বাপদৈর্গর্জ্জমানৈশ্চ গোমায়ুবানরাদিভিঃ।৫৬। পক্ষিজাতিবিশেষৈশ্চ নিত্যং প্রমুদিতা নৃপ। সাগ্রং

ত্যাগ করেন, তাঁহার পুণ্যফল বলিতেছি, শ্রবণ কর। হে পাণ্ডব! সেই ব্যক্তি দিব্য গন্ধ দ্বারা অনুলিপ্তাঙ্গ, দিব্যালঙ্কারভূষিত ও সিদ্ধগন্ধর্ব্বগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া দিব্য শব্দনিনাদিত অপ্সরো-গণসমাকীর্ণ স্বর্গে দেবগণসহ সহস্র বৎসর ক্রীড়া করে ও মুদিত হয়। অনন্তর স্বর্গ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া বীর্য্যবান রাজা হয়। তারপর ধর্ম্মজ্ঞ ও শাস্ত্র-তৎপর হইয়া হস্তী, অশ্ব, রথাদিযান সহ সুবর্ণ ও রজতমণ্ডিত শতস্তম্ভসমাকীর্ণ গৃহে বাস করে। তাঁহার পুরে উত্তম সপ্ত কিম্বা অষ্ট দ্বার শোভিত হয়। মত্তমাতঙ্গগণের নিশ্বাসবায়ু ও অশ্বগণের হ্রেষারবে ইন্দ্রভবনের ন্যায় তাঁহার পুরদ্বার ক্ষুব্ধ হইতে থাকে এবং সেই শ্রীমান্ রাজরাজেশ্বর দাসী-দাসসমাকুল মনোহর পুরে বাস করিয়া নিখিল ললনার বল্লভ হইয়া থাকেন। তিনি সর্ব্বব্যাধি-বিবর্জ্জিত হইয়া শত বৎসর জীবিত থাকেন এবং ক্রীড়াভোগসমন্বিত হইয়া সেই মনোহর পুরে বাস করেন। হে রাজন্! যাঁহারা অমর কণ্টকে প্রাণ পরিত্যাগ করেন, তাঁহাদের এইরূপই গতি হইয়া থাকে। যে মানব ভক্তিপূর্ব্বক অমরকাণ্টকে অগ্নি প্রবেশ করে, দেহাবসানে তাহার স্বর্গবাস ও উত্তম গতি লাভ হয়। এই অমরকণ্টকে স্নান, দান, জপ, ও হোম প্রভৃতি শুভ কিংবা অন্য অশুভ যে কিছু কার্য্য কৃত হয়, হে রাজন্! পুরাণে শ্রবণ করিয়াছি, সেই সকলই কোটিগুণিত হইয়া থাকে। কালপর্য্যায়ে নর্ম্মদার যে সকল তীরতরু পতিত হয়, তাহারাও নর্ম্মদানীরস্পর্শে উত্তম গতি লাভ করিয়া থাকে। হে নরাধিপ! যে নর নর্ম্মদাতীরে শরীর পরিত্যাগ করেন, আকাশের সমীরণের যেরূপ গতির নিবৃত্তি নাই, তাঁহারাও তদ্রূপ অব্যাহত গতি হয়। পাতাল-বাসী তিন সহস্র নাগকন্যা তাহার ভবনে বাস করিয়া সতত তাঁহার আদেশ প্রার্থনা করে এবং তিনি দিব্য ভোগযুক্ত হইয়া অভীষ্ট কাল অতি-বাহিত করেন। হে নররাজ! আসমুদ্র পৃথিবীর মধ্যে অমরকণ্টকের ন্যায় শ্রেষ্ঠগিরি আর নাই, এক্ষণে এই পর্ব্বতের পশ্চিমদেশস্থিত তীর্থ বিদিত হও। অমরকণ্টকের পশ্চিমে ত্রিলোকবিশ্রুত জালে-শ্বর হ্রদ। জালেশ্বর হ্রদে পিণ্ডদান ও সন্ধ্যোপসনা করিলে পিতৃগণের দ্বাদশবার্ষিকী তৃপ্তি হয়।৩৮-৫৪। নর্ম্মদার দক্ষিণতীরে মহানদী কপিলা। এই কপিলা-তীর সরল ও অর্জ্জুনতরুসমাচ্ছন্ন, খদির দ্বারা উপশোভিত এবং মাধবী মল্লিকা প্রভৃতি বল্লী দ্বারা অলঙ্কৃত। হে নরাধিপ! গোমায়ু ও বানরাদি শ্বাপদগণের গর্জ্জনে ও মনোহর বিহগজাতির কূজনে নর্ম্মদাতীর নিত্য প্রমুদিত। আমি শুনিয়াছি,

কোটিশত: তত্র ঋষীণামিতি শুশ্রুম ॥ ৫৭ ॥ তপস্তপ্ত্বা গতং মোক্ষং যেষাং জন্ম ন চাগমঃ। যেন তত্র তপস্তপ্তং কপিলেন মহাত্মনা ॥ ৫৮ ॥ তত্র তচ্চাভবত্তীর্থং পুণ্যং সিদ্ধনিষেবিতম্। যেন সা কাপিলৈস্তাত সেবিতা ঋষিভিঃ পুরা ॥ ৫৯ ॥ তেন সা কপিলা নাম গীতা পাপক্ষয়ঙ্করী। তত্র কোটিশতং সাগ্রং তীর্থানামমরেশ্বরে ॥ ৬০ ॥ অহোরাত্রোষিতো ভূত্বা মুচ্যতে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ। দানঞ্চ বিধিবদ্দত্বা যথাশক্ত্যা দ্বিজোত্তমে ॥ ৬১ ॥ ঈশ্বরানুগ্রহাৎ সর্ব্বং তত্র কোটিগুণং ভবেৎ। যস্মাদনক্ষরং রূপং প্রণবস্যেহ ভারত ॥ ৬২ ॥ শিবস্বরূপস্য তত: কৃতমাত্রাক্ষরং ভবেৎ। তির্য্যঞ্চঃ পশবশ্চৈব বৃক্ষা গুল্মলতাদয়ঃ ॥ ৬৩ ॥ তেঽপি তত্র ক্ষয়ং যাতাঃ স্বর্গং যান্তি ন সংশয়ঃ। বিশল্যা তত্র যা প্রোক্তা তত্রৈব তু মহানদী ॥ ৬৪ ॥ স্নাত্বা দত্বা যথান্যায়ং তত্রাপি সুকৃতী ভবেৎ। তত্র দেবগণাঃ সর্ব্বে সকিন্নরমহোরগাঃ ॥ ৬৫ ॥ যক্ষরাক্ষসগন্ধর্ব্বা ঋষয়শ্চ তপোধনাঃ। সর্ব্বে সমাগতাস্তাং বৈ পশ্যন্তি হ্যমরেশ্বরে ॥ ৬৬ ॥ তৈশ্চ সর্ব্বৈঃ সমাগম্য বন্দিতৌ তৌ শুভৌ কটৌ।

কোটি শতেরও অধিক ঋষিগণ এই স্থানে তপস্যা করিয়া মোক্ষলাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের পুনরাগমন হয় নাই। মহাত্মা কপিল এই স্থানে তপস্যা করিয়াছিলেন; এজন্য সিদ্ধনিষেবিত এই পুণ্য স্থান মহাতীর্থ হইয়াছে। হে তাত! এই স্থান পুরাকালে কপিলাদি ঋষিগণ কর্ত্তৃক নিষেবিত হওয়ায় ইহা পাপক্ষয়কারী কপিলা বলিয়া গীত হন। অমরেশ্বরের এই অংশে কিঞ্চিদধিক শতকোটি তীর্থ বিদ্যমান। এই স্থানে এক অহোরাত্র বাস করিলে লোক নিখিল কলুষ হইতে মুক্ত হয়। ভক্তিপূর্ব্বক শক্তি অনুসারে উত্তম দ্বিজকে যথাবিধি দান করিলে এখানে ঈশ্বরানুগ্রহে কোটিগুণ ফল হয়। হে ভারত! প্রণব যেরূপ অনক্ষর অর্থাৎ ব্রহ্মরূপী শিবস্বরূপেরও তদ্রূপ অক্ষর কিম্বা মাত্রা নাই। তিনি ব্রহ্মরূপী ওঙ্কার। তির্য্যগ্ যোনি, পশু, বৃক্ষ, লতা ও গুল্মাদি ওঙ্কাররূপী হরের সম্মুখে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করে, সংশয় নাই। এই স্থানে বিশল্যা নাম্নী আর এক মহানদী কথিত হয়, এখানেও যথাবিধি স্নান দান করিয়া মানব সুকৃতী হইয়া থাকে। দেব, কিন্নর, মহোরগ, যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব এবং তপোধন ঋষিগণ অমরকণ্টকে আগমন এবং সুশোভন

পুরা যুগে মহাঘোরে সর্ব্বলোকভয়ঙ্করে ॥ ৬৭ ॥ নর্ম্মদায়াঃ সুতস্তত্র সশল্যো বিশল্যীকৃতঃ। সর্ব্বদেবৈশ্চ ঋষিভির্বিশল্যা তেন সা স্মৃতা ॥ ৬৮ ॥ যুধিষ্ঠির উবাচ। উৎপন্না তু কথং তাত বিশল্যা কপিলাকথম্। কথং বা নর্ম্মদাপুত্রঃ শল্যযুক্তোঽভবন্মুনে ॥ ৬৯ ॥ আশ্চর্য্যভূতং লোকস্য শ্রোতুমিচ্ছামি সুব্রত ॥ ৭০ ॥ শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। পুরা দাক্ষায়ণী নাম সহিতা শূলপাণিনা। ক্রীড়িত্বা নর্ম্মদাতোয়ে পরয়া চ মুদা নৃপ ॥ ৭১ ॥ জলাদুত্তীর্য্য সহসা বস্ত্রমন্যৎ সমাহরৎ। দেব্যাস্ত স্নানবস্ত্রং তৎপীড়িতং লীলয়া নৃপ ॥ ৭২ ॥ সহিতানুচরীভিস্ত ইন্দ্রায়ুধনিভং ভৃশম্। তস্মিন্নিষ্পীড্যমানে তু বারি যন্নিঃসৃতং তদা ॥ ৭৩ ॥ তস্মাদিয়ং সরিচ্ছ্রেষ্ঠে কপিলাখ্যা মহানদী। সংযোগাদঙ্গরাগস্য বস্ত্রাদ্যৎ কপিলং জলম্ ॥ ৭৪ ॥ গলিতং তেন কপিলা বর্ণতো নামতোঽভবৎ। তথা গন্ধরসৈর্যুক্তং নানাপুষ্পৈশ্চ বাসিতম্ ॥ ৭৫ ॥ নানাবর্ণাকুং শুভ্রং বস্ত্রাদ্যদ্বারি

কটদ্বয় দর্শন ও মহানদী বিশল্যাকে অবলোকন করেন। পুরাযুগে সর্ব্বলোকক্ষয়কর মহাঘোর কল্প ক্ষয়কালে নর্ম্মদার শল্যযুক্ত একটী তনয় জন্মে, অনন্তর সুর ও ঋষিগণ সেই নর্ম্মদাসুতকে বিশল্য করিয়াছিলেন, এজন্য ইহার নাম বিশল্যা হইয়াছে। যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে মুনে! বিশল্যা ও কপিলা কিরূপে সমুৎপন্না হইলেন, আর নর্ম্মদাতনয়ই বা কেন শল্যযুক্ত হইল? হে সুব্রত! ত্রিলোকে ইহা বড়ই বিস্ময়কর, অতএব আমি ইহা শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি। মার্কণ্ডেয় উত্তর করিলেন,—হে নৃপ! পুরাকালে দাক্ষায়ণী নর্ম্মদাতীরে শূলপাণির সহিত প্রমোদ সহকারে ক্রীড়া করিয়াছিলেন। তৎকালে দেবী লীলাবশতঃ জল হইতে উত্থিত হইয়া অন্য বস্ত্র গ্রহণ করেন। তখন তদীয়া সহচরীরা দেবীর সেই ইন্দ্রায়ুধনিভ বৃহৎ স্নানবসন নর্ম্মদাজলে নিষ্পীড়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই নিষ্পীড়িত বসন হইতে যে নীর নির্গত হয়, এই মহানদী কপিলা সেই নীর হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে। তাঁহার অঙ্গরাগসংসর্গে বসনও রাগযুক্ত হইয়াছিল। বসন জলে নিষ্পীড়িত হওয়ায় কপিলার জল কপিল বর্ণ ধারণ করে; এ জন্য এই মহানদীর নাম হয় কপিলা। কপিলার জল গন্ধরসযুক্ত ও নানাপুষ্পবাসিত, ইহার বর্ণও এক নহে, কোথাও

নিঃসৃতম্। পীড্যমানং করৈঃ শুভ্রৈস্তৈস্ত পল্লব-কোমলৈঃ ॥ ১৬ ॥ কপিলং জলমিশ্রৈশ্চ তস্মাদেবা সরিদ্বরা। কপিলা চোচ্যতে তজ্জ্ঞৈঃ পুরাণার্থ বিশারদৈঃ ॥ ১৭ ॥ এষা বৈ বস্ত্রসম্ভূতা নর্ম্মদাতোয়-সম্ভবা। মহাপুণ্যতমা জ্ঞেয়া কপিলা সরিদুত্তমা ॥১৮॥

ইতি শ্রীস্কান্দে কপিলাসরিৎসম্ভববর্ণনং নামৈক-বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২১ ॥

দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি সা বিশল্যা হ্যভূদ্যথা। আশ্চর্য্যভূতা লোকস্য সর্ব্বপাপক্ষয়ঙ্করী ॥ ১ ॥ ব্রহ্মণো মানসঃ পুত্রো মুখ্যো হ্যগ্নিরজায়ত। মুখ্যো বহ্নির্বহ্নিঃ প্রোক্ত ঋষিঃ পরমধার্ম্মিকঃ ॥ ২ ॥ তস্য স্বাহাভবৎ পত্নী স্মৃতা দাক্ষায়ণী তু সা। তস্যাং মুখ্যা মহারাজ ত্রয়ঃ পুত্রাস্তদাভবন ॥ ৩ ॥ অগ্নিরাহবনীয়স্ত দক্ষিণাগ্নি-স্তথৈব চ। গার্হপত্যস্তৃতীয়স্ত ত্রৈলোক্যং যৈশ্চ ধার্য্যতে ॥ ৪ ॥ তথা বৈ গার্হপত্যোঽগ্নির্জজ্ঞে পুত্র-দ্বয়ং শুভম্। পদ্মকঃ শঙ্কুনামা চ তাবুভাবগ্নিসত্তমৌ ॥ ৫ ॥ বসন্নগ্নির্নদীতীরে সমাশ্রিত্য মহত্তপঃ। রুদ্র-মারাধয়ামাস জিতাত্মা সুসমাহিতঃ ॥৬ দশবর্ষসহস্রাণি চচার বিপুলং তপঃ। তমুবাচ মহাদেবঃ প্রসন্নো বৃষভ-ধ্বজঃ ॥ ৭ ॥ ভো ভো ব্রূহি মহাভাগ যত্তে মনসি বর্ত্ততে। দাতা হ্যহমসন্দেহো যদ্যপি স্যাৎসুদুর্লভম্ ॥ ৮ ॥অগ্নিরুবাচ। নর্ম্মদেয়ং মহাভাগা সরিতো যাশ্চ ষোড়শ। ভবন্তু মম পত্ন্যস্তাস্ত্বৎপ্রসাদান্মহেশ্বর ॥ ৯ ॥ তাসু বৈ চিন্তিতান্ পুত্রানগ্র্যানুৎপাদয়াম্যহম্। এষ এব বরো দেব দীয়তাং মে মহেশ্বর ॥ ১০ ॥ ঈশ্বর উবাচ। এতাস্ত ধিষ্ণিনাম্যো বৈ ভবিষ্যন্তি সরিদ্বরাঃ। পত্ন্যস্তব বিশালাক্ষ্যো বেদে খ্যাতা ন সংশয়ঃ ॥ ১১ ॥ তাসাং পুত্রা ভবিষ্যন্তি হ্যগ্নয়ো যেঽধ্বরে স্মৃতাঃ। ধিষ্ণ্যা নাম সুবিখ্যাতা যাবদা-ভূতসংপ্লবম্ ॥ ১২ ॥ এতমুক্ত্বা মহাদেবস্তত্রৈবান্তর-ধীয়ত। নর্ম্মদা চ সরিচ্ছ্রেষ্ঠা তস্য ভার্য্যা বভূব হ ॥ ১৩ ॥ কাবেরী কৃষ্ণবেণী চ রেবা চ যমুনা

অরুণ ও কোথাও শুভ্র, সহচরীরা পল্লবকোমল সুশোভন করকমল দ্বারা নানাবিধ অঙ্গরাগযুক্ত বসন নিষ্পীড়ন করিয়াছিল। সেই অঙ্গরাগমিশ্রিত বস্ত্রনিঃসৃত জলে কপিলাজল নানাবিধ বর্ণ ধারণ করিয়াছে; আর ইনি দেবীবসননির্গতা বলিয়া পুরাণার্থ-বিশারদগণ ইঁহাকে মহাপুণ্যতমা নর্ম্মদা-তোয়-সম্ভূতা সরিদবরা কপিলা কহিয়া থাকেন।১৫-১৮।

একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২১

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—অতঃপর বিশল্যার উৎপত্তিবিবরণ বর্ণন করিতেছি, বিশল্যার উদ্ভব বৃত্তান্ত অতীব আশ্চর্য্যজনক ও এই বিশল্যা ত্রিলোকে সর্ব্বপাপক্ষয়করী। ব্রহ্মার অগ্নিনামক এক মানস পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন, ইনি পরম ধার্ম্মিক ঋষি ও অগ্নির মধ্যে মুখ্য অর্থাৎ প্রথম। হে মহারাজ! ইঁহার পত্নী দক্ষকন্যা স্বাহা। এই স্বাহা হইতে অগ্নির আহবনীয়, দক্ষিণাগ্নি ও গার্হপত্য নাম তিনটী পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। এই অগ্নিত্রয়ই ত্রিলোক ধারণ করিয়া থাকেন। অগ্নির তৃতীয় তনয় গার্হপত্য হইতে সুশোভন পুত্রদ্বয় জন্মগ্রহণ করেন, ইঁহাদের নাম—পদ্ম ও শঙ্কু; ইঁহারা উভয়েই অগ্নির সত্তম হইয়াছিলেন। জিতাত্মা সুসমাহিত অগ্নি নদীতীরে বাস করিয়া মহা তপস্যা দ্বারা রুদ্রের আরাধনা করেন। অনন্তর তিনি অযুত বৎসর বিপুল তপস্যা করিলে বৃষধ্বজ মহাদেব তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া বলিলেন;—ওহে মহাভাগ! তোমার মনোগত অভীষ্ট কি? বল; সুদুর্লভ হইলেও অদ্য তাহা তোমাকে দান করিব, সন্দেহ নাই। অগ্নি উত্তর করিলেন,—হে মহেশ্বর! আপনার প্রসাদে এই মহাভাগা নর্ম্মদা এবং অন্য যে পঞ্চদশ নদী আছে, এই ষোড়শ নদী আমার পত্নী হউক, আমি এই সকল পত্নীতে শ্রেষ্ঠ অভীষ্ট তনয় উৎপাদন করিব। হে মহেশ! আমার এই বরই অভীষ্ট অতএব প্রদান করুন।১—১০। ঈশ্বর কহিলেন, এই বেদবিখ্যাতা সরিদ্বরাগণ বিশাললোচনা ধিষ্ণি নামে তোমার পত্নী হইবেন সংশয় নাই; ইঁহাদের উদরে যে সকল অগ্নি জন্মগ্রহণ করিবেন, তাঁহারা অধ্বরাগ্নিরূপে গৃহীত ও কল্পক্ষয় কাল পর্য্যন্ত ধিষ্ণি নামে সুবিখ্যাত হইবেন। মহাদেব এরূপ বলিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন; এ দিকে সরিদ্বরা নর্ম্মদা তাঁহার পত্নী হইলেন। কাবেরী, কৃষ্ণবেণী, রেবা, যমুনা, গোদা-

তথা। গোদাবরী বিতস্তা চ চন্দ্রভাগা ইরাবতী॥ ১৪॥ বিপাশা কৌশিকী চৈব সরযূঃ শতরুদ্রিকা। শিপ্রা সরস্বতী চৈব হ্লাদিনী পাবনী তথা॥ ১৫॥ এতাঃ ষোড়শঃ নদ্যো বৈ ভার্য্যার্থং সংব্যবস্থিতাঃ। তদাত্মানং বিভজ্যাশু ধিষ্ণীষু স মহাদ্যুতিঃ॥ ১৬॥ ব্যভিচারাত্তু ভর্তুর্বৈ নর্ম্মদাদ্যাসু ধিষ্ণিষু। উৎপন্নাঃ শুচয়ঃ পুত্রাঃ সর্ব্বে তে ধিষ্ণ্যপাঃ স্মৃতাঃ॥ ১৭॥ তস্যাশ্চ নর্ম্মদায়াস্তু ধিষ্ণীন্দ্রো নাম বিশ্রুতঃ। বভুব পুত্রো বলবান্ রূপেণাপ্রতিমো নৃপ॥ ১৮॥ ততো দেবাসুরং যুদ্ধমভবল্লোমহর্ষণম্। ময়তার কমিত্যেবং ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতম্॥ ১৯॥ তত্র দৈত্যৈর্মহাঘোরৈর্ময়তারপুরোগমৈঃ। তাড়িতাস্তে সুরাস্তম্ভা বিষ্ণুং বৈ শরণং যযুঃ॥ ২০॥ ত্রায়স্ব নো হৃষীকেশ ঘোরাদস্মান্মহাভয়াৎ। দৈত্যান্ সর্ব্বান সংহরস্ব ময়তারপুরোগমান্॥ ২১॥ এবমুক্তঃ স ভগবান্ দিশো দশ ব্যলোকয়ৎ। ততো ভগবতা দৃষ্টৌ রণে পাবকমারুতৌ॥ ২২॥ আহুতৌ বিষ্ণুনা তৌ তু সকাশং জগ্মতুঃ ক্ষণাৎ। স্থিতৌ তৌ প্রণতৌ চাগ্রে দেবদেবস্য ধীমতঃ॥ ২৩॥ ততো ধিষ্ণিঃ পাবকেন্দ্রো দেবেনোক্তো মহাত্মনা। নির্দ্দহেমান্ মহাঘোরান্নার্ম্মদেয় মহাসুরান্॥ ২৪॥ অথৈবমুক্তৌ তৌ দেবৌ রণে পাবকমারুতৌ। দৈত্যান্ দদহতুঃ সর্ব্বান্ ময়তারপুরোগমান্॥ ২৫॥ দহ্যমানাস্তু তে সর্ব্বে শস্ত্রৈরগ্নিং ত্ববেষ্টয়ন্। দিব্যৈরগ্ন্যর্কসঙ্কাশৈঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ॥ ২৬॥ তাংশ্চাগ্নিঃ শস্ত্রনিকরৈর্নির্দ্দদাহ মহাসুরান্। জ্বালামালাকুলং সর্ব্বং বায়ুনা নির্ম্মিতং তদা॥ ২৭॥ দহ্যমানাস্ততো দৈত্যা অগ্নিজ্বালাসমাবৃতাঃ। প্রবিশ্য পাতালতলং জলে লীনাঃ সহস্রশঃ॥ ২৮॥ ততঃ কুমারমগ্নিং তু নর্ম্মদাপুত্রমব্যয়ম্। পূজয়িত্বা সুরাঃ সর্ব্বে জগ্মুস্তে ত্রিদশালয়ম্॥ ২৯॥ সশল্যস্তু মহাতেজা রেবাপুত্রো হুতোঽগ্নিভিঃ। নর্ম্মদামাগতঃ ক্ষিপ্রং মাতরং দ্রষ্টুমুৎসুকঃ॥ ৩০॥ তং দৃষ্ট্বা পুত্রমায়াস্তং শস্ত্রৌঘেণ পরিক্ষতম্। নর্ম্মদা পুণ্য-

বরী, বিতস্তা, চন্দ্রভাগা, ইরাবতী, বিপাশা, কৌশিকী, সরযূ, শতরুদ্রিকা, শিপ্রা, সরস্বতী, হ্লাদিনী ও পাবনী—এই ষোড়শ মহানদী তাঁহার পত্নী হইলে মহাদ্যুতি অগ্নি স্বীয় আত্মা বিভক্ত করিয়া সেই সকল ধিষ্ণী পত্নীতে নিয়োগ করিলেও নর্ম্মদাদি মহানদীগণ স্বামীকে অতিক্রম করিয়া তনয় উৎপাদন করিলেন, ইঁহারা সকলেই শুচি ধিষ্ণপা বলিয়া বিখ্যাত হইলেন। হে নৃপ! নর্ম্মদার গর্ভে যে তনয় জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল, তাহার নাম বিশ্রুত ধিষ্ণীন্দ্র। এই ধিষ্ণীন্দ্র বলবান্ ও রূপে অপ্রতিম। অনন্তর দেবাসুরের লোমহর্ষণ সমর আরম্ভ হয়, এই সমর ত্রিলোকে ময়-তারক-সমর নামে বিখ্যাতি লাভ করিয়াছিল। তখন দেবগণ সমরে ময়-তারপ্রমুখ অসুরগণ কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া ভীতত্রস্তহৃদয়ে দেব বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন এবং বলেন,—হে হৃষীকেশ! ময়তারপ্রমুখ অসুরগণকে নিহত করিয়া এই ঘোর মহাভয় হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন। ভগবান্ সুরগণ কর্ত্তৃক এইরূপে প্রার্থিত হইয়া দশদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপপূর্ব্বক রণস্থলে পাবক ও বায়ুকে সন্দর্শন করিয়া তাঁহাদিগকে সমীপে আহ্বান করিলেন। ভগবানের আহ্বানে পাবক ও বায়ু তৎক্ষণাৎ তাঁহার সমীপে গমন ও ধীমান্ দেবদেব বিষ্ণুর সম্মুখে প্রণত হইয়া অবস্থান করিলেন। অনন্তর মহাত্মা বিষ্ণু পাবকেন্দ্র ধিষ্ণিকে কহিলেন,—হে নর্ম্মদানন্দন! তুমি এই মহাঘোর মহাসুরগণকে দগ্ধ কর। সমীরণ-সহচর পাবক বিষ্ণু কর্ত্তৃক এই রূপে আদিষ্ট হইয়া সমরে ময়তারপ্রমুখ দানবগণকে দগ্ধ করিল। দানবগণও পাবক কর্ত্তৃক দহ্যমান হইয়া দিবাকরপ্রভ দিব্য উগ্র শত শত সহস্র সহস্র শর বর্ষণ দ্বারা সমরভূমি অগ্নিময় করিয়া ফেলিল। অগ্নিও স্বীয় শরাগ্নিদ্বারা তাহাদের শরনিকর সহ মহাসুরগণকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। সমীর তাঁহার সহায় হইলেন, ক্রমে পাবকের জ্বালামালায় অসুরকুল আকুল হইয়া পড়িল। অনন্তর অগ্নিজ্বালাসমাকুল অসুরকুল নির্ম্মূল প্রায় হইলে সহস্র সহস্র পাতালতলে প্রবেশপূর্ব্বক জলের সহিত লীন হইয়া রহিল। অনন্তর নর্ম্মদানন্দন অব্যয় কুমার ধিষ্ণিকে সুরগণ পূজা করিয়া ত্রিদশালয়ের স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন। এদিকে মহাতেজা পাবক অসুরগণের শল্যে বিদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি মাতৃদর্শনে সমুৎসুক হইয়া সশল্য অবস্থায় অগ্নিগণের সহিত সত্বর জননী নর্ম্মদার নিকট গমন করিলেন। পাবক মাতার দৃষ্টিপথে পতিত হইলে পুণ্যসলিলা জননী নর্ম্মদা দেখিলেন,—তনয়ের সর্ব্বাঙ্গ শস্ত্রদ্বারা ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছে। তিনি বিস্মিতমনে গাত্রোত্থান করিয়া বাহুদ্বারা তনয়কে আলিঙ্গন করিলেন। পুত্রস্নেহবশত তাঁহার স্তন্য ক্ষরিত

সলিলা অভ্যুত্থায় সুবিস্মিতা ॥ ৩১ ॥ পর্য্যস্বজত বাহুভ্যাং প্রস্রবাপীড়িতস্তনী। সশল্যং পুত্রমাদায় কাপিলং হ্রদমাবিশৎ ॥ ৩২ ॥ প্রবিষ্টমাত্রে তু হ্রদে কাপিলে পাপনাশিনি। সশল্যং তং বিশল্যং চ ক্ষণাৎ কৃতবতী তদা ॥৩৩ ॥ স বিশল্যোঽভবদ্যস্মাৎ প্রাপ্য তস্যাঃ শিবং জলম্। কপিলা নামতস্তেন বিশল্যা চোচ্যতে বুধৈঃ ॥ ৩৪ ॥ অন্যেঽপি তত্র যে স্নাতাঃ শুচয়স্ত সমাহিতাঃ। পাপশল্যৈঃ প্রমুচ্যন্তে মৃতা যান্তি সুরালয়ম্ ॥ ৩৫ ॥ এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং যৎপৃষ্টোঽহং পুরা৽ ত্বয়া। উৎপত্তি-কারণং তাত বিশল্যায়া নরেশ্বর ॥ ৩৬ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে বিশল্যাসম্ভবো নাম
দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২২ ॥

ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। তত্রৈব সঙ্গমে রাজন্ ভক্ত্যা পরময়া নৃপ। প্রাণাংস্ত্যজন্তি যে মর্ত্ত্যাস্তে যান্তি পরমাং গতিম্ ॥ ১ ॥ সংন্যস্তসর্ব্বসঙ্কল্পো যস্ত প্রাণান্ পরিত্যজেৎ। অমরেশ্বরমাসাদ্য স স্বর্গে নিয়তং বসেৎ ॥ ২ ॥ শৈলেন্দ্রং যঃ সমাসাদ্য আত্মানং মুঞ্চতে নরঃ। বিমানেনার্কবর্ণেন স গচ্ছেদমরাবতীম্ ॥ ৩ ॥ নরং পতন্তমালোক্য নগাদমরকণ্টকাৎ। ব্রুবন্ত্যপ্সরসঃ সর্ব্বা মম ভর্ত্তা ভবেদিতি ॥ ৪ ॥ সমং জলং ধর্ম্মবিদো বদন্তি সারস্বতং গাঙ্গমিতি প্রবুদ্ধাঃ। তস্মোপরিষ্টাৎ প্রবদন্তি তজ্জ্ঞা রেবাজলং নাত্র বিচারণাস্তি ॥ ৫ ॥ অনেকবিদ্যাধরকিন্নরাদ্যৈরধ্যাসিতং পুণ্য-তমাধিবাসৈঃ। রেবাজলং ধারয়তো হি মূর্দ্ধ্না স্থানং সুরেন্দ্রাধিপতেঃ সমীপে ॥ ৬ ॥ নর্ম্মদা সর্ব্বদা সেব্যা বহুনোক্তেন কিং নৃপ। যদীচ্ছেন্ন পুনর্দ্রষ্টুং ঘোরং সংসারসাগরম্ ॥ ৭ ॥ ত্রয়াণামপি লোকানাং মহতী পাবনী স্মৃতা। যত্র যত্র মৃতস্যাপি ধ্রুবং গাণেশ্বরী গতিঃ ॥ ৮ ॥ অনেকযজ্ঞায়তনৈর্বৃতাঙ্গী ন হ্যত্র কিঞ্চিদ্যদতীর্থমস্তি। তস্যাস্ত তীরে ভবতা যদুক্তং তপস্বিনো বাপ্যতপস্বিনো বা ॥ ৯ ॥ ম্রিয়ন্তি যে পাপকৃতো মনুষ্যাস্তে স্বর্গমায়ান্তি যথামরেন্দ্রাঃ ॥ ১০ ॥ এবন্তু কপিলা চৈব বিশল্যা

হইতে লাগিল। তিনি সশল্য তনয়কে লইয়া কাপিলহ্রদে প্রবেশ করিলেন। পাপনাশন কাপিলহ্রদে প্রবেশ করিবামাত্রই তিনি সশল্য সন্তানকে বিশল্য করিয়া দিলেন। অনন্তর নর্ম্মদা-নন্দন সেই মঙ্গলাবহ কপিলার জলপ্রভাবে বিশল্য হইলে পণ্ডিতগণ এই কপিলা-জলের বিশল্যা নাম রাখিলেন। হে তাত! যে সকল শুচি মানব সমাহিতমনে এই বিশল্যাজলে স্নান করে, দেহাব-সানে সে পাপশল্য হইতে মুক্ত হইয়া সুরালয়ে গমন করিয়া থাকে। হে নরেশ্বর! তুমি আমাকে যে বিশল্যার উৎপত্তিবিবরণ জিজ্ঞাসা করিয়াছ এই আমি তোমার নিকট তৎসমস্ত বর্ণন করিলাম। ৩০—৩৬।

দ্বাবিংশতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে রাজন্! যে সকল নর পরম ভক্তিপূর্ব্বক এই কপিলাসঙ্গমে অবগাহন অথবা প্রাণত্যাগ করে, তাহাদের পরম গতি লাভ হয়। অমরেশ্বরে আগমনপূর্ব্বক যে মানব নিখিল সঙ্কল্প বিসর্জন দিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করে, তাহার সতত স্বর্গে বাস হয়। যে নর এই শৈলবরে সমাগত হইয়া জীবন বিসর্জন করে, সে দিবাকর-প্রভ বিমানারোহণে অমরাবতী গমন করিয়া থাকে। মানব যখন এই গিরিবর অমরকণ্টক হইতে কলেবর পাতিত করে, তখন অপ্সরোগণ তাঁহাকে দেখিয়া কহিয়া থাকেন যে, ইনি আমাদের পতি হইবেন। কপিলাজল-প্রভাববিৎ ধর্ম্মজ্ঞ বুদ্ধিমান্ মানবগণ সারস্বত, গাঙ্গ ও রেবানীরের সহিত কপিলাজলের তুলনা করিয়া থাকেন, সন্দেহ নাই। পুণ্যনিকেতনবাসী অনেক বিদ্যাধর ও কিন্নরাদি রেবানীর শিরে ধারণ করিয়া সুরবর-সমীপে স্থান লাভ করেন। ১—৬। হে নৃপ! অধিক কি কহিব, যদি ঘোর সংসারসাগর দর্শনে অভি-লাষ না থাকে, তবে সর্ব্বদা নর্ম্মদাজল সেবন করিবে। ত্রিলোক মধ্যে নর্ম্মদাজল পূত বলিয়া অভিহিত হইয়াছে, ইহাঁর যে কোন স্থানে নর মরুক না কেন, তাঁহার গাণেশ্বরী গতিপ্রাপ্তি হয়। বহুবিধ যজ্ঞায়তনে নর্ম্মদাদেহআবৃতা। ইহাঁর শরীরের কোন স্থানই তীর্থপরিশূন্য নহে; তপস্বী, তপোহীন এমন কি পাপকারী নরগণও ইহাঁর নীরে শরীর পরিত্যাগ করিয়া অমর-নিকরের ন্যায় ত্রিদশালয় লাভ করিয়া থাকেন।

রাজসত্তম। ঈশ্বরেণ পুরা সৃষ্টা লোকানাং হিত-কাম্যয়া ॥ ১১ ॥ তত্র স্নাত্বা নরো রাজন সোপবাসো জিতেন্দ্রিয়ঃ। অশ্বমেধস্য মহতোহসংশয়ং ফল-মাপ্নুয়াৎ ॥ ১২ ॥ অনাশকঞ্চ যঃ কুর্য্যাত্তস্মিংস্তীর্থে নরাধিপ। সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো যাতি বৈ শিব-মন্দিরম্ ॥ ১৩ ॥ পৃথিব্যাং সাগরান্তায়াং স্নানদানেন যৎফলম্। বিশল্যাসঙ্গমে স্নাত্বা সকৃত্তৎ ফলমশ্নুতে ॥ ১৪ ॥ এবং পুণ্যা পবিত্রা চ কথিতা তব ভূপতে। ভূয়ো মাং পৃচ্ছসি চ যত্তচ্চৈব কথয়াম্যম্ ॥ ১৫ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে বিশল্যাসঙ্গমমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ত্রয়োবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৩ ॥

চতুর্ব্বিংশোহধ্যায়ঃ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। সঙ্গমঃ করনর্ম্মদয়োঃ পুরে মান্ধাতৃসংজ্ঞিতে। গত্বা স্নাত্বা তর্পয়িত্বা পিতৄন্ বিষ্ণুপুরং নয়েৎ ॥ ১ ॥ মর্দ্দয়িত্বা করৌ পূর্ব্বং বিষ্ণুর্দৈত্যজিঘাংসয়া। চক্রং জগ্রাহ তত্রৈব স্বেদা-জ্জাতা সরিদ্বরা ॥ ২ ॥ সঙ্গতা রেবয়া তত্র স্নাত্বা পাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে করনর্ম্মদাসঙ্গমমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম চতুর্ব্বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশোহধ্যায়ঃ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। ওঙ্কারাৎ পূর্ব্বভাগে বৈ সঙ্গমো লোকবিশ্রুতঃ। রেবয়া সঙ্গতা যত্র নীলগঙ্গা নৃপোত্তম ॥ ১ ॥ তত্র স্নাত্বা জপিত্বা চ কোহর্থো-হলভ্যো ভবেদ্ভুবি। ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি নীলকণ্ঠপুরে ॥ ২ ॥ তর্পয়িত্বা পিতৄন্ শ্রাদ্ধে তিলমিশ্রৈর্জলৈ-রপি। উদ্ধরেদাত্মনা সার্দ্ধং পুরুষানেকবিংশ-তিম্ ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে সঙ্গমমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম পঞ্চবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৫ ॥

পুরাকালে লোকহিতকামনায় স্বয়ং ঈশ্বর ইঁহার সৃজন করিয়াছিলেন। হে রাজসত্তম! এইরূপে বিশল্যার উৎপত্তি হইয়াছিল। হে রাজন্! উপবাসী জিতেন্দ্রিয় মানব নর্ম্মদানীরে অবগাহন করিয়া নিঃসংশয় অশ্বমেধ যজ্ঞের মহাফল লাভ করে। হে নরাধিপ! যে নর নর্ম্মদাতীরে আগমন করে, সে সর্ব্বপাপবিমুক্ত হইয়া শিব-লোকে গমন করিয়া থাকে। সাগরান্তা পৃথিবী মধ্যে স্নান-দানে যে ফল, একবার বিশল্যার জলে স্নানে তাহার তুল্য ফল লাভ হইয়া থাকে। হে ভূপতে! এই তোমার নিকট পুণ্য পবিত্র বিশল্যার কথা কহিলাম, তুমি পুনরায় যাহা জিজ্ঞাসা করিবে, তাহাও কীর্ত্তন করিব।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৩ ॥

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—মান্ধাতৃপুরে কর-নর্ম্মদ সঙ্গম বর্ত্তমান। মানব তথায় গমন, স্নান ও তর্পণ করিয়া পিতৃগণকে বিষ্ণুপুরে প্রেরণ করে। পুরাকালে বিষ্ণু দানববধসাধনায় স্বীয় কর মর্দ্দিত করিয়া চক্র গ্রহণ করিয়াছিলেন, চক্র গ্রহণে তাঁহার করে স্বেদ উদ্গত হয়। সেই স্বেদ হইতে সরিদ্-বরা উদ্ভূত হইয়াছেন। এই সরিদ্বরা যে স্থানে রেবার সহিত সঙ্গতা, তথায় স্নান করিলে মানব নিখিল কলুষ হইতে মুক্ত হয়। ১—৩।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে নৃপসত্তম! নীল-গঙ্গার পূর্ব্বদিগ্ভাগে এক লোকবিশ্রুত সঙ্গম আছে। এই স্থানে নীলগঙ্গা রেবার সহিত সঙ্গতা হইয়াছেন। এই স্থানে স্নান ও জপ করিলে ভূতলে কোন্ বস্তু দুর্লভ থাকে? এই সঙ্গমে স্নান ও জপকারী নর ষষ্টিসহস্র বৎসর নীলকণ্ঠ-পুরে বাস করে। যে মানব এই সঙ্গমে শ্রাদ্ধ-দিবসে তিলোদক দ্বারা তর্পণ করে, আত্মার সহিত অনেক পুরুষপুরঃসর তাহার পিতৃগণের উদ্ধার হইয়া থাকে।

পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৫ ॥

ষড়্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

যুধিষ্ঠির উবাচ। জালেশ্বরেঽপি যৎ প্রোক্তং ত্বয়া পূর্ব্বং দ্বিজোত্তম। তৎকথন্তু ভবেৎ পুণ্যমৃষিসিদ্ধনিষেবিতম্॥ ১॥ শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। জালেশ্বরাৎ পরং তীর্থং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি। তস্যোৎপত্তিং কথয়তঃ শৃণু ত্বং পাণ্ডুনন্দন॥ ২॥ পুরা ঋষিগণাঃ সর্ব্বে সেন্দ্রাশ্চৈব মরুদ্গণাঃ। তাপিতা অসুরৈঃ সর্ব্বৈঃ ক্ষয়ং নীতা হ্যনেকশঃ॥ ৩॥ বাণাসুরপ্রভৃতিভির্জম্ভশুম্ভপুরোগমৈঃ। বধ্যমানা হ্যনেকৈশ্চ ব্রহ্মাণং শরণং গতাঃ॥ ৪॥ বিমানৈঃ পর্ব্বতাকারৈর্হয়ৈশ্চৈব গজোত্তমৈঃ। স্যন্দনৈর্নগরাকারৈঃ সিংহশার্দ্দূলযোজিতৈঃ॥ ৫॥ কচ্ছপৈর্মকরৈশ্চান্যে জগ্মুরন্যে পদাতয়ঃ। প্রাপ্যন্তে পরমং স্থানমশক্যং যদধার্ম্মিকৈঃ॥ ৬॥ দৃষ্ট্বা পদ্মোদ্ভবং দেবং সর্ব্বলোকস্য শঙ্করম্। তে সর্ব্বে তত্র গত্বা তু স্তুতিং চক্রুঃ সমাহিতাঃ॥ ৭॥ দেবা ঊচুঃ। জয়ামেয় জয়াভেদ জয় সম্ভূতিকারক। পদ্মযোনে সুরশ্রেষ্ঠ ত্বাং বয়ং শরণং গতাঃ॥ ৮॥ তচ্ছ্রুত্বা তু বচো দেবো দেবানাং ভাবিতাত্মনাম্। মেঘগম্ভীরয়া বাচা প্রত্যুবাচ পিতামহঃ॥ ৯॥ কিং বো হ্যাগমনং দেবাঃ সর্ব্বেষাং চ বিবর্ণতা। কেনাবমানিতাঃ সর্ব্বে শীঘ্রং কথয়তামরাঃ॥ ১০॥ দেবা ঊচুঃ। বাণো নাম মহাবীর্য্যো দানবো বলদর্পিতঃ। তেনাস্মাকং হৃতং সর্ব্বং ধনরত্নৈর্ব্বিযোজিতাঃ॥ ১১॥ দেবানাং বচনং শ্রুত্বা ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ। চিন্তয়ামাস দেবেশস্তস্য নাশায় যা ক্রিয়া॥ ১২॥ অবধ্যো দানবঃ পাপঃ সর্ব্বেষাং বৈ দিবৌকসাম্। মুক্ত্বা তু শঙ্করং দেবং ন ময়া ন চ বিষ্ণুনা॥ ১৩॥ তত্রৈব সর্ব্বে গচ্ছামো যত্র দেবো মহেশ্বরঃ। স গতিশ্চৈব সর্ব্বেষাং বিদ্যতেঽন্যো ন কশ্চন॥ ১৪॥ এবমুক্ত্বা সুরৈঃ সর্ব্বৈর্ব্রহ্মা বেদবিদাংবরঃ। ব্রাহ্মণৈঃ সহ বিশ্বস্তির্গতো যত্র মহেশ্বরঃ॥ ১৫॥ স্তুতিভিশ্চ সুপুষ্টাভিস্তুষ্টাব পরমেশ্বরম্॥ ১৬॥ দেবা ঊচুঃ। জয় ত্বং দেবদেবেশ জয়োমার্দ্ধশরীরধৃক্। বৃষাসন মহাবাহো শশাঙ্ককৃতভূষণ॥ ১৭॥ নমঃ শূলাগ্রহস্তায় নমঃ খট্বাঙ্গ-

ষড়্বিংশ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে দ্বিজসত্তম! পূর্ব্বে আপনি জালেশ্বরের বিষয় বর্ণন করিয়াছেন, ঋষিসিদ্ধ-নিষেবিত পূত জালেশ্বরের কিরূপে উৎপত্তি হইয়াছে? মার্কণ্ডেয় উত্তর করিলেন,—হে পাণ্ডব! জালেশ্বরের অনুরূপ তীর্থ কখনও হয় নাই, হইবেও না; এক্ষণে জালেশ্বরের উৎপত্তি বিবরণ বর্ণন করিতেছি, আমার নিকট শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে ইন্দ্রাদি দেব, ঋষি ও মরুদ্গণ অসুরদিগের করে পীড়িত ও অনেকেই হত হন। তাঁহারা জম্ভ শুম্ভ-বাণ প্রমুখ অসুরগণ কর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়া ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। তখন সুরসমূহ মধ্যে কেহ উত্তম গজে, কেহ অশ্বে, কেহ পর্ব্বতাকার বিমানে, কেহ সিংহশার্দ্দূল-চালিত নগরসদৃশ রথে, কেহ কচ্ছপে ও অন্য কেহ মকরে আরোহণ করিয়া পরম স্থান ব্রহ্মলোকে উপনীত হন এবং নিখিল লোকের কুশলকর পদ্মজ চতুরাননকে দর্শন করিয়া সকলেই সমাহিতমনে তাঁহার স্তব করেন। দেবগণ বলেন,—হে পদ্মযোনে! আপনি অমেয় অভেদ ও নিখিল বিভূতির নিদান, আপনার জয় হউক। হে সুরসত্তম! আমরা অদ্য আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি। পিতামহ ভাবিতাত্মা দেবগণের বাক্য শুনিয়া মেঘগম্ভীর বাক্যে তাঁহাদের বাক্যের প্রত্যুত্তর করিলেন,—হে দেবগণ! তোমাদের কিজন্য বর্ণমালিন্য ঘটিয়াছে? তোমরা কেনই বা এ স্থানে আগমন করিয়াছ? হে অমরনিকর! শীঘ্র বল, আমার বোধ হয়, কেহ তোমাদিগকে অপমানিত করিয়াছে। দেবগণ উত্তর করিলেন,—বলদর্পিত বীর্য্যবান্ বাণ নামক দানব আমাদের সকলই অপহরণ করিয়াছে। আমরা সম্প্রতি ধনরত্নহীন হইয়াছি। অনন্তর দেবগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া লোকপিতামহ ব্রহ্মা বাণ দানবের বধোপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন; ভাবিলেন,—ত্রিদশবাসীদিগের কথা কি, এক শঙ্কর ব্যতীত এই পাপ দানব আমার কিংবা বিষ্ণুরও অবধ্য। অতএব মহেশ্বর যেস্থানে অবস্থিত, আমরা সকলেই সেই স্থানেই গমন করিব। মহেশই আমাদের গতি, তিনি ভিন্ন আমাদের অন্য গতি নাই। বেদবিদ্বর ব্রহ্মা এইরূপে সুরগণ কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া বিজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ সহ মহেশ্বরের আবাসে গমন ও সুপুষ্ট স্তুতিবাক্য দ্বারা পরমেশ্বরের স্তব করিলেন।১—১৬। দেবগণ বলিলেন,—হে দেবদেবেশ! অর্দ্ধ শরীর দ্বারা আপনি উমাকে ধারণ করিয়াছেন, আপনার জয় হউক। হে মহাবাহো! বৃষ আপনার বাহন এবং শশধর

ধারিণে। জয় ভূতপতে দেব দক্ষযজ্ঞবিনাশন ॥ ১৮ ॥ পঞ্চাক্ষর নমো দেব পঞ্চভূতাত্মবিগ্রহ। পঞ্চবক্ত্রময়েশান বেদৈস্ত্বং তু প্রগীয়সে ॥ ১৯ ॥ সৃষ্টিপালনসংহারাংস্ত্বং সদা কুরুষে নমঃ। অষ্টমূর্ত্তে স্মরহর স্মর সত্যং যথা স্তুতঃ ॥ ২০ ॥ পঞ্চাত্মিকা তনুর্দ্দেব ব্রাহ্মণৈস্তে প্রগীয়তে। সদ্যো বামে তথাঘোরে ঈশে তৎপুরুষে তথা ॥ ২১ ॥ হেমজালে সুবিস্তীর্ণে হংসবৎ কূজসে হর। এবং স্তুতো মুনিগণৈর্ব্রহ্মাদ্যৈশ্চ সুরাসুরৈঃ ॥ ২২ ॥ প্রহৃষ্টঃ সুমনা ভূত্বা সুরসজ্ঘানুবাচ হ ॥ ২৩ ॥ ঈশ্বর উবাচ। স্বাগতং দেববিপ্রাণাং সুপ্রভাতাদ্য শর্ব্বরী। কিং কুর্ম্মো বদত ক্ষিপ্রং কোঽন্যঃ সেব্যঃ সুরাসুরৈঃ ॥ ২৪ ॥ কিং দুঃখং কো নু সন্তাপঃ কুতো বো ভয়মাগতম্। কথয়ধ্বং মহাভাগাঃ কারণং যন্মনোগতম্ ॥ ২৫ ॥ এবমুক্তাস্তু রুদ্রেণ প্রত্যবোচন্ সুরর্ষভাঃ। স্বান্ স্বান্ দেহান্ দর্শয়ন্তো লজ্জমানা অধোমুখাঃ ॥ ২৬ ॥ অস্তি ঘোরো মহাবীর্য্যো দানবো বরদর্পিতঃ। বাণো নামেতি বিখ্যাতো যস্য তত্ত্রিপুরং মহৎ ॥ ২৭ ॥ তেন বৈ সুতপস্তপ্তং দশবর্ষশতানি হি। তস্য তুষ্টোঽভবদ্ব্রহ্মা নিয়মেন দমেন চ ॥ ২৮ ॥ পুরাণি তানভেদ্যানি দদৌ কামগমানি বৈ। আয়সং রাজতং চৈব সৌবর্ণঞ্চ তথা পরম্ ॥ ২৯ ॥ ত্রিপুরং ব্রহ্মণা সৃষ্টং ভ্রমত্তৎ কামগামি চ। তস্মিন্নেব তু বলোৎকৃষ্টাস্ত্রিপুরে দানবাঃ স্থিতাঃ ॥ ৩০ ॥ ত্রৈলোক্যং সকলং দেব পীড়য়ন্তি মহাসুরাঃ। দণ্ডপাশাসিশস্ত্রাণি অবিকারে বিকুর্ব্বতে। ত্রিপুরং দানবৈর্জ্জুষ্টং ভ্রমত্তচ্চক্রসন্নিভম্ ॥ ৩১ ॥ ক্বচিদ্দৃশ্যমদৃশ্যং বা মৃগতৃষ্ণেব লক্ষ্যতে ॥ ৩২ ॥ যস্মিন্ পততি তদ্দিব্যং দৃপ্তস্য ত্রিপুরং মহৎ। ন তত্র ব্রাহ্মণা দেবা গাবো নৈব তু জন্তবঃ ॥ ৩৩ ॥ ন তত্র দৃশ্যতে কিঞ্চিৎ পতেদ্যত্র পুরত্রয়ম্। নদ্যো গ্রামাশ্চ দেশাশ্চ বহবো ভস্মসাৎকৃতাঃ ॥ ৩৪ ॥ সুবর্ণং রজতং চৈব মণিমৌক্তিকমেব চ। স্ত্রীরত্নং শোভনং যচ্চ তৎসর্ব্বং কর্ষতে বলাৎ ॥ ৩৫ ॥ ন শস্ত্রেণ ন

আপনার শিরোভূষণ; আপনাকে নমস্কার। হে দেব! আপনার করাগ্র শূল ও খট্টাঙ্গভূষিত, আপনি প্রাণিগণের নাথ এবং আপনিই দক্ষ-যজ্ঞ-ধ্বংস করিয়াছেন। আপনাকে নমস্কার। হে দেব! ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূত আপনার দেহ, হে ঈশান! বেদ-নিবহে আপনি পঞ্চাক্ষরময় ও পঞ্চবক্ত্রময় বলিয়া গীত হন, আপনাকে নমস্কার। হে দেব! আপনি সৃজন, পালন ও সংহার করিয়া থাকেন, আপনাকে সতত নমস্কার। হে দেব! আপনি মদনশত্রু, মদন, অষ্টমূর্ত্তি, সত্য ও স্তুত; ব্রাহ্মণগণ আপনার তনুকে পঞ্চাত্মিকা কহিয়া থাকেন; যথা—সদ্য, বাম, অঘোর, ঈশ এবং তৎপুরুষ। হে হর! আপনি সুবিস্তীর্ণ হেমজালে হংসের ন্যায় কূজন করিয়া থাকেন। অনন্তর হর,—ব্রহ্মাদি, সুর, মুনি ও ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক এইরূপে স্তুত হইলেন। হর্ষে তাঁহার মন প্রসন্ন হইল। তিনি সুরগণকে কহিতে লাগিলেন। ঈশ্বর কহিলেন,—দেব ও ব্রাহ্মণগণের শুভাগমন হইয়াছে, অতএব অদ্য শর্ব্বরী সুপ্রভাতা; সত্বর বল,—তোমাদের কি প্রিয় করিব? সুরাসুরগণ অন্য কাহার সেবা করিতেছে, তাহাদের কি দুঃখ কি সন্তাপ বা কোন্ ভয় সমুপস্থিত হইয়াছে? হে মহাভাগগণ! কি কারণে তোমাদের আগমন এবং তোমাদের মনোগত ভাব কি, তাহা ব্যক্ত কর। অনন্তর শঙ্করকর্ত্তৃক এরূপে আদিষ্ট সুরসত্তমগণ স্ব স্ব শরীর প্রদর্শনপূর্ব্বক লজ্জায় অধোবদন হইয়া বলিতে লাগিলেন;—বলদর্পিত মহাবল বিখ্যাত বাণনামক দানব সহস্র বৎসর তীব্র তপস্যা করিয়াছে, তাহার নিয়ম ও দম দর্শনে চতুরানন তাহার প্রতি প্রীত হইয়াছেন। ইহার ত্রিপুর নামক এক মহাপুরী আছে, এই পুরত্রয় যথাক্রমে স্বর্ণ, রজত ও লৌহনির্ম্মিত, অভেদ্য ও কামকামী। ব্রহ্মার বরেই এই ত্রিপুর যথেচ্ছাগমনশালী ও অভেদ্য হইয়াছে। হে দেব! বলোদ্ধত বাণসৈন্য মহাসুর দানবগণ এই অভেদ্য পুরত্রয়ে বাস করিয়া দণ্ড, পাশ, অসি প্রভৃতি শস্ত্রনিচয় নিয়ত বর্ষণ করত অখিল ত্রিলোকের পীড়া উৎপাদন করিতেছে। দানবজুষ্ট পুরত্রয় চক্রের ন্যায় ভ্রমণ করে, মৃগতৃষ্ণার ন্যায় কোথাও দৃশ্য কোথাও অদৃশ্যভাবে লক্ষিত হইয়া থাকে; যে স্থানে বলদৃপ্ত বাণের এই মহা পুরত্রয় পতিত হয়, সে স্থানের ব্রাহ্মণ, দেব, গো ও অন্যান্য প্রাণিগণ বিনষ্ট হইয়া যায়। পুরত্রয়ের পতন স্থানে কিছুই থাকে না; সকলই লয় প্রাপ্ত হয়। হে দেব! এই পুরত্রয় অনেক নদী, গ্রাম ও দেশ ভস্মসাৎ করিয়াছে। ১৭—৩৪। হে হর! বলিব কি, সুবর্ণ রজত মণি মুক্তা মনোজ্ঞ স্ত্রীরত্ন যেখানে যাহা কিছু থাকে, সকলই অসুরেরা বলপূর্ব্বক গ্রহণ

চান্দ্রেণ ন দিবা নিশি বা হর। শক্যতে বেদসৈন্যৈশ্চ নিহন্তুং স কথঞ্চন ॥ ৩৬ ॥ তদ্দহস্ব মহাদেব ত্বং হি নঃ পরমা গতিঃ। এবং প্রসাদং দেবেশ সর্ব্বেষাং কর্ত্তুমর্হসি ॥ ৩৭ ॥ যেন দেবাশ্চ গন্ধর্ব্বা ঋষয়শ্চ তপোধনাঃ। পরাং ধৃতিং সমায়ান্তি তৎপ্রভো কর্ত্তুমর্হসি ॥ ৩৮ ॥ ঈশ্বর উবাচ। এতৎসর্ব্বং করিষ্যামি মা বিষাদং গমিষ্যথ। অচিরেণৈব কালেন কুর্য্যাং যুষ্মৎসুখাবহম্ ॥ ৩৯ ॥ আশ্বাসয়িত্বা তান্ দেবান্ সর্ব্বানিন্দ্রপুরোগমান্। চিন্তয়ামাস দেবেশস্ত্রিপুরস্য বধং প্রতি ॥ ৪০ ॥ কথং কেন প্রকারেণ হন্তব্যং ত্রিপুরং ময়া। তমেকং নারদং মুক্ত্বা নান্যোপায়ো বিধীয়তে ॥ ৪১ ॥ এবং সংস্তভ্য চাত্মানং ততো ধ্যাতঃ স নারদঃ। তৎক্ষণাদেব সম্প্রাপ্তো বায়ুভূতো মহাতপাঃ ॥ ৪২ ॥ কমণ্ডলুধরো দেবস্ত্রিদণ্ডী জ্ঞানকোবিদঃ। যোগপট্টাক্ষসূত্রেণ ছত্রেণৈব বিরাজিতঃ ॥ ৪৩ ॥ জটাজূটাবদ্ধশিরা জ্বলনার্কসমপ্রভঃ। ত্রিধা প্রদক্ষিণীকৃত্য দণ্ডবৎ পতিতো ভুবি ॥ ৪৪ ॥ কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা নারদো ভগবান্ মুনিঃ। স্তোত্রেণ মহতা সর্ব্বঃ স্তুতো ভক্ত্যা মহামনাঃ ॥ ৪৫ ॥ নারদ উবাচ। জয় শম্ভো বিরূপাক্ষ জয় দেব ত্রিলোচন। জয় শঙ্কর ঈশান রুদ্রেশ্বর নমোঽস্তু তে ॥ ৪৬ ॥ ত্বং পতিস্ত্বং জগৎকর্ত্তা ত্বমেব লয়কৃদ্বিভো। ত্বমেব জগতাং নাথো দুষ্টান্তকনিসূদনঃ ॥ ৪৭ ॥ ত্বং নঃ পাহি সুরেশান ত্রয়ীমূর্ত্তে সনাতন। ভবমূর্ত্তে ভবারে ত্বং ভক্তানামভয়ো ভব ॥ ৪৮ ॥ ভবভাববিনাশার্থং ভব ত্বাং শরণং ভজে। কিমর্থং চিন্তিতো দেব আজ্ঞা মে দীয়তাং প্রভো ॥ ৪৯ ॥ কস্য সঙ্ক্ষোভয়ে চিত্তং কো বাদ্য পততু ক্ষিতৌ। কমদ্য কলহেনাহং যোজয়ে জয়তাং বর ॥ ৫০ ॥ নারদস্য বচঃ শ্রুত্বা দেবদেবো মহেশ্বরঃ। উৎফুল্লনয়নো ভূত্বা ইদং বচনমব্রবীৎ ॥ ৫১ ॥ স্বাগতং তে মুনিশ্রেষ্ঠ সদৈব কলহপ্রিয়। বীণাবাদনতত্ত্বজ্ঞ ব্রহ্মপুত্র সনাতন ॥ ৫২ ॥ গচ্ছ নারদ শীঘ্রং ত্বং যত্র তত্ত্রিপুরং মহৎ। বাণস্য দানবেন্দ্রস্য সর্ব্বলোকভয়াবহম্ ॥৫৩॥

করে। অস্ত্রে নয়, শস্ত্রে নয়, দিবায় নহে, রজনীতে নহে—দেবগণ কোনক্রমেই এই মহাসুরকে নিহত করিতে সমর্থ হইতেছেন না। হে মহাদেব! আপনি আমাদের পরমগতি, অতএব আপনি ইহাকে দগ্ধ করুন। হে দেবেশ! আপনি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন, হে প্রভো! যাহাতে দেব, গন্ধর্ব্ব ও তপোধন ঋষিগণ পরম ধৈর্য্য প্রাপ্ত হন, আপনি প্রসন্ন হইয়া তাহাই করুন। ঈশ্বর উত্তর করিলেন,—হে সুরগণ! তোমরা বিষণ্ণ হইও না, আমি এইরূপই করিব, অচিরকালমধ্যেই আমি তোমাদের সুখসংবিধান করিব। অনন্তর দেবেশ শঙ্কর বাসবপ্রমুখ সুরগণকে এইরূপে আশ্বস্ত করিয়া ত্রিপুরের বিনাশোপায় চিন্তা করিলেন। ভাবিলেন,—কিরূপে আমি ত্রিপুরবিনাশ করিব? এক নারদ ভিন্ন ত্রিপুরনাশের অন্য উপায় নাই। মনে মনে এইরূপ চিন্তিয়া নারদকে স্মরণ করিলেন, শঙ্করের স্মরণমাত্রে মহাতপা নারদ তৎক্ষণাৎ বায়ুবেগে সমাগত হইলেন। তাঁহার করে কমণ্ডলু, স্কন্ধে ত্রিদণ্ডী; জটাজূটে মস্তক সম্যক্ আবদ্ধ; তিনি যোগপট্ট অক্ষসূত্র ও ছত্রভূষিত এবং তাঁহার প্রভা প্রজ্বলিত সূর্য্যের ন্যায়। মহামনা জ্ঞানকোবিদ ভগবান্ দেবর্ষি নারদ শঙ্করকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া দণ্ডের ন্যায় ক্ষিতিতলে পতিত হইলেন এবং অঞ্জলিবন্ধনপূর্ব্বক বিশিষ্ট স্তুতিবাক্যে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। নারদ বলিলেন,—শম্ভু বিরূপাক্ষ ত্রিলোচন জয়যুক্ত হউন। হে ঈশান! আপনার জয় হউক। হে শঙ্কর! আপনাকে নমস্কার। হে রুদ্রেশ্বর! আপনি পতি, জগৎকর্ত্তা ও লয়কারী; হে প্রভো! আপনি দুষ্টের অন্তক, যমও আপনার নিকট পরাভব প্রাপ্ত হয়। হে সনাতন! আপনি ত্রয়ীমূর্ত্তি। হে সুরেশান! আপনি আমাদিগকে রক্ষা করুন। হে ভবমূর্ত্তে! আপনি ভববিনাশন। হে ভব! আপনি ভক্তগণের অভয়দ। হে ভব! ভবভাববিনাশার্থ আমি আপনার শরণ গ্রহণ করিতেছি। হে প্রভো! কি নিমিত্ত আমাকে স্মরণ করিয়াছেন, আমার প্রতি আদেশ করুন। আমি কাহার চিত্ত সংক্ষোভিত করিব, আমার প্রভাবে কোন্ ব্যক্তি অদ্য ক্ষিতিতলে পতিত হইবে? হে জিষ্ণুসত্তম! আজ কোন্ ব্যক্তিকে কলহ দ্বারা পাতিত করিব, আদেশ করুন।৩৫—৫০। নারদের বাক্য শুনিয়া দেবেশ মহেশের লোচন উৎফুল্ল হইল। তিনি বলিলেন,—হে মুনিসত্তম! তোমার আগমন শুভ হউক, তুমি সতত কলহপ্রিয়, বীণাবাদনতত্ত্বজ্ঞ, ব্রহ্মতনয় ও সনাতন; হে নারদ! যে স্থানে দানববর বাণের সর্ব্বলোকভয়দ ত্রিপুর বিদ্যমান, সত্বর সেই

ভর্ত্তারো দেবতাতুল্যাঃ স্ত্রিয়স্তত্রাপ্সরঃসমাঃ। তাসাং বৈ তেজসা চৈব ভ্রমতে ত্রিপুরং মহৎ ॥ ৫৪ ॥ ন শক্যতে কথং ভেত্তুং সর্ব্বোপায়ৈর্দ্বিজোত্তম। গত্বা ত্বং মোহয় ক্ষিপ্রং পৃথগ্‌ধর্ম্মৈরনেকধা ॥ ৫৫ ॥ নারদ উবাচ। তব বাক্যেন দেবেশ ভেদয়ামি পুরোত্তমম্। অভেদ্যং বহুধোপায়ৈর্যত্তু দেবৈঃ সবাসবৈঃ ॥ ৫৬ ॥ এবমুক্ত্বা গতো ভূপ শতযোজনমায়তম্। বাণস্য তৎপুরশ্রেষ্ঠমৃদ্ধিবৃদ্ধিসমাযুতম্ ॥ ৫৭ ॥ কৃতকৌতুকসংবাদং নানাধাতুবিচিত্রিতম্। অনেকহর্ম্ম্যসঙ্কুলমনেকায়তনোজ্জ্বলম্ ॥ ৫৮ ॥ দ্বারতোরণসংযুক্তং কপাটার্গলভূষিতম্। বহুযন্ত্রসমোপেতং প্রাকারপরিখোজ্জ্বলম্ ॥ ৫৯ ॥ বাপীকূপতড়াগৈশ্চ দেবতায়তনৈর্যুতম্। হংসকারণ্ডবাকীর্ণং পদ্মিনীখণ্ডমণ্ডিতম্ ॥ ৬০ ॥ অনেকবর্ণশোভাঢ্যং নানাবিহগমণ্ডিতম্। এবং গুণগুণাকীর্ণং বাণস্য পুরমুত্তমম্ ॥ ৬১ ॥ তস্য মধ্যে

মহাপুরে গমন কর। সেই পুরত্রয়ে দেবতাতুল্য ও অপ্সরঃসদৃশী রমণীগণ বিদ্যমান। ঐ রমণীগণই ত্রিপুরের অধীশ্বরীরূপে বিরাজমানা; তাহাদের তেজেই ঐ মহাপুরত্রয় নিয়ত ভ্রমণ করে। হে দ্বিজোত্তম! আমি বিবিধ উপায় অবলম্বন করিয়াও ঐ পুরত্রয়ের ভেদ করিতে সমর্থ হইব না। তুমি তথায় সত্বর গমন করিয়া বিভিন্ন ধর্ম্ম দ্বারা ভেদবুদ্ধি উৎপাদন পূর্ব্বক তাহাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ মোহিত কর। নারদ কহিলেন,—সবাসব দেবগণের বিবিধ উপায়েও যাহা অভেদ্য হইয়াছে, আপনার আদেশে আমি সেই পুরোত্তম ভিন্ন করিব। হে রাজন্! দানবরাজ বাণের সেই মহাপুর শতযোজন আয়ত, ঋদ্ধিবৃদ্ধিসমাযুক্ত, নানাবিধ কৌতুকাবহ কলাকৌশলে দুষ্প্রবেশ্য ও বহুবিধ বিচিত্র ধাতু দ্বারা শোভিত; ঐ পুরের বহির্ভাগ বৃহদায়তন অমলোজ্জ্বল হর্ম্ম্যমালায় সমাকুল; পুরনিচয় দ্বারতোরণ-সংযুক্ত, কপাট ও অর্গলভূষিত। বহু কূটযন্ত্রময় প্রাকার পরিখা দ্বারা ঐ পুরত্রয় সমুজ্জ্বল হইয়াছে। এই সকল পুর বহুবাপী, কূপ, তড়াগ ও দেবায়তন-সমন্বিত; পুরমধ্যে পদ্মিনীনিচয়-মণ্ডিত জলাশয়সমূহ হংস ও কারণ্ডবাকীর্ণ। পুরীর কোথাও মনোহর বনশ্রেণী বিদ্যমান। তাহাতে বিহগগণ বিচরণ করায় পুরনিচয়ের অতীব শোভা বৃদ্ধি পাইয়াছে। হে নৃপ! এবংবিধ গুণ-সমাকীর্ণ

মহাকায়ং সপ্তকক্ষং সুশোভিতম্। বাণস্য ভবনং দিব্যং সর্ব্বং কাঞ্চনভূষিতম্ ॥ ৬২ ॥ মৌক্তিকদামশোভাঢ্যং বজ্রবৈদূর্য্যভূষিতম্। রুক্মপট্টতলাকীর্ণং রত্নভূম্যা সুশোভিতম্ ॥ ৬৩ ॥ মত্তমাতঙ্গনিশ্বাসৈঃ স্যন্দনৈঃ সঙ্কুলীকৃতম্। হয়হ্রেষিতশব্দৈশ্চ নারীণাং নূপুরস্বনৈঃ ॥ ৬৪ ॥ খড়্গতোমরহস্তৈশ্চ বজ্রাঙ্কুশশরায়ুধৈঃ। রক্ষিতং ঘোররূপৈশ্চ দানবৈর্বলদর্পিতৈঃ ॥ ৬৫ ॥ এবং গুণগণাকীর্ণং বাণস্য ভবনোত্তমম্। কৈলাসশিখরপ্রখ্যং মহেন্দ্রভবনোপমম্ ॥ ৬৬ ॥ নারদো গগনে শীঘ্রমগমৎ পুরসম্মুখঃ। দ্বারদেশং সমাসাদ্য ক্ষত্তারং বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৬৭ ॥ ভোভোঃ ক্ষত্তর্মহাবুদ্ধে রাজকার্য্যবিশারদ। শীঘ্রং বাণায় চাচক্ষ্ব নারদো দ্বারি তিষ্ঠতি ॥ ৬৮ ॥ স বন্দয়িত্বা চরণৌ নারদস্য ত্বরান্বিতঃ। সভামধ্যগতং বাণং বিজ্ঞপ্তুং নৃপচক্রমে ॥ ৬৯ ॥ বেপমানাঙ্গযষ্টিস্তু করেণাপিহিতাননঃ। শৃণ্বতাং সর্ব্বযোধানামিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ৭০ ॥ বন্দিতো দেবগন্ধর্ব্বৈর্যক্ষকিন্নরদানবৈঃ। কলিপ্রিয়ো দুরারাধ্যো নারদো

উত্তম পুরমধ্যে দানবরাজ বাণের কাঞ্চনময় দিব্য বাসভবন এই বাণভবন সুদীর্ঘ সপ্তকক্ষসমন্বিত; এবং মত্ত মাতঙ্গের নিশ্বাসবায়ু, অশ্বের হ্রেষারব, রথের নির্ঘোষ ও নারীগণের নূপুরনিস্বন দ্বারা সঙ্কুল। পুরের সর্ব্বত্রই মুক্তামালা বিলম্বিত, সকল স্থানই বজ্র বৈদূর্য্য-শোভিত ও তলদেশ সুবর্ণময় ও রত্ন দ্বারা সুশোভিত। বলদর্পিত ভীষণবদন দানবগণ খড়্গ, তোমর, বজ্র, অঙ্কুশ, শর ও অন্যান্য বিবিধ আয়ুধকরে এই পুরের রক্ষা করিতেছে। হে নৃপ! এবংবিধ গুণাকীর্ণ উত্তম বাণভবন যেন কৈলাসশিখরাকার। উহা যেন সুররাজের অমরাবতীর শোভা ধারণ করিয়াছে। নারদ দেবেশের আদেশে সত্বর সেই পুরাভিমুখে প্রস্থিত হইলেন এবং সত্বর পুরদ্বারে উপনীত হইয়া দ্বাররক্ষককে বক্ষ্যমাণ বাক্যে বলিলেন,—হে রাজকার্য্যকুশল মহাবুদ্ধে দ্বাররক্ষক! নারদ দ্বারদেশে উপস্থিত; শীঘ্র দানবরাজ বাণকে এই সংবাদ প্রদান কর। ৫১—৬৮। অনন্তর দ্বারী নারদের চরণদ্বয় বন্দনা করিয়া এবং সত্বর সভামধ্যে সমাগত হইয়া কম্পিতকলেবরে করদ্বারা বদন আবৃত করত যোদ্ধবরগণসমক্ষে দানবরাজ বাণকে কহিতে লাগিল। দ্বারী কহিল,—দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, কিন্নর, ও দানব-বন্দিত

দ্বারি তিষ্ঠতি ॥ ৭১ ॥ দ্বারপালস্য তদ্বাক্যং শ্রুত্বা বাণস্ত্বরান্বিতঃ। দ্বাস্থমাহ মহাদৈত্যঃ সবিস্ময়মিদং তদা ॥ ৭২ ॥ বাণ উবাচ। ব্রহ্মপুত্রং সতেজস্কং দুঃসহং দুরতিক্রমম্। প্রবেশয় মহাভাগং কিমর্থং বারিতো বহিঃ ॥ ৭৩ ॥ শ্রুত্বা প্রভোর্বচস্তস্য প্রাবেশয়দুদীরিতম্। গত্বা বেগেন মহতা নারদং গৃহমাগতম্ ॥ ৭৪ ॥ দৃষ্ট্বা দেবর্ষিমায়ান্তং নারদং সুরপূজিতম্। সহসোত্থায় সংহৃষ্টো ববন্দে চরণৌ মুনেঃ ॥ ৭৫ ॥ দদৌ চাসনমর্ঘ্যং চ পাদ্যং পূজাং যথাবিধি। ন্যবেদয়চ্চ তদ্রাজ্যমাত্মানং বান্ধবৈঃ সহ ॥ ৭৬ ॥ পপ্রচ্ছ কুশলং চাপি মুনিং বাণাসুরঃ স্বয়ম্ ॥ ৭৭ ॥ নারদ উবাচ। সাধুসাধু মহাবাহো দনোর্বংশবিবর্দ্ধন। কোহন্যস্ত্রিভুবনে শ্লাঘ্যস্ত্বাং মুক্ত্বা দনুপুঙ্গব ॥ ৭৮ ॥ পূজিতোহহং দনুশ্রেষ্ঠ ধনরত্নৈঃ সুশোভনৈঃ। রাজ্যেন চাত্মনা বাপি হ্যেবং কঃ পূজয়েৎ পরঃ ॥ ৭৯ ॥ ন মে কার্য্যং হি ভোগেন ভুঙ্ক্ষ রাজ্যমনাময়ম্। ত্বদ্দর্শনোৎসুকঃ প্রাপ্তো দৃষ্ট্বা দেবং মহেশ্বরম্ ॥ ৮০ ॥ ভ্রমতে ত্রিপুরং লোকে স্ত্রীসতীত্বান্ময়া শ্রুতম্। তান দ্রষ্টুকামঃ সম্প্রাপ্তস্ত্বদ্দারান্ দানবেশ্বর ॥ ৮১ ॥ মন্যসে যদি মে শীঘ্রং দর্শয়স্ব চ মা চিরম্। নারদস্য বচঃ শ্রুত্বা কঞ্চুকিং সমুদীক্ষ্য বৈ ॥ ৮২ ॥ অন্তঃপুরচরং বৃদ্ধং দণ্ডপাণিং গুণান্বিতম্। উবাচ রাজা হৃষ্টাত্মা শব্দেনাপূরয়ন্ দিশঃ ॥ ৮৩ ॥ নারদায় মহাদেবীং দর্শয়স্বেহ কঞ্চুকিন্। অন্তঃপুরচরৈঃ সর্ব্বৈঃ সমেতামবিশঙ্কিতঃ ॥ ৮৪ ॥ নাথশাস্ত্রোং পুরস্কৃত্য গৃহীত্বা নারদং করে। প্রবিশ্যাকথয়দ্দেব্যৈ নারদোহয়ং সমাগতঃ ॥ ৮৫ ॥ দৃষ্ট্বা দেবী মুনিশ্রেষ্ঠং কৃত্বা পাদাভিবন্দনম্। আসনং কাঞ্চনং শুভ্রমর্ঘ্যপাদ্যাদিকং দদৌ ॥ ৮৬ ॥ তস্যৈ স ভগবাংস্তুষ্টো হ্যাশীর্ব্বাদমদাৎ পরম্। নান্যা দেবি ত্রিলোকেহপি ত্বৎসমা দৃশ্যতেহঙ্গনা ॥ ৮৭ ॥ পতিব্রতা শুভাচারা সত্যশৌচসমন্বিতা। যস্যাঃ প্রভাবাত্রিপুরং ভ্রমতে চক্র-

কলহ-প্রিয় দুরারাধ্য, দেবর্ষি নারদ দ্বারদেশে বিদ্যমান। তখন মহাদানব বাণ দ্বারপালের এবংবিধ বাক্য শ্রবণে বিস্মিত হইয়া সত্বর দ্বারীর প্রতি আদেশ করিলেন। বাণ বলিলেন,—নারদ ব্রহ্মনন্দন, তেজস্বী, দুরতিক্রম্য ও দুঃসহ; সেই মহাভাগকে সত্বর সভামধ্যে আনয়ন কর, কেন তাঁহার আগমনে বহির্দ্দেশে বাধা প্রদান করিয়াছ? দ্বারী প্রভুর নিকট দেবর্ষির সভাপ্রবেশের আদেশ পাইয়া মহাবেগে গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে সভামধ্যে আনয়ন করিল। দানবরাজ বাণ তখন স্বয়ং সুরারাধিত দেবর্ষি নারদকে গৃহাগত দেখিয়া হৃষ্ট হইলেন এবং সহসা গাত্রোত্থান করিয়া মুনির চরণদ্বয় বন্দনা করিলেন। অনন্তর যথাবিধি পাদ্য অর্ঘ্য ও আসন প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার পূজা করিয়া স্বীয় আত্মা, সুহৃদ্ বান্ধব ও নিখিল রাজ্য তাঁহাকে নিবেদন করত তাঁহার কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। নারদ বলিলেন,—হে দনুবংশবর্দ্ধন মহাবাহো! তুমি মহাসাধু, হে দানবপুঙ্গব! তুমি ভিন্ন ত্রিলোকে আর কে সম্মান্য আছে? হে দনুসত্তম! তুমি মনোজ্ঞ ধন, রত্ন, রাজ্য ও আত্মা উৎসর্গ করিয়া আমার পূজায় তৎপর হইয়াছ; ত্রিভুবনে কোন ব্যক্তি আমাকে এইরূপে পূজা করে? আমার ভোগে অভিলাষ নাই, তুমি এই অনাময় রাজ্য ভোগ কর; আমি তোমার দর্শনে সমুৎসুক হইয়া মহেশদর্শনান্তে তোমার সমীপে উপনীত হইয়াছি। আমি শুনিয়াছি—তোমার পুরাধিষ্ঠাত্রী নারীগণের সতীত্ব-প্রভাবে এই পুরীত্রয় নিরন্তর ভ্রমণ করিয়া থাকে। আমি তোমার সেই রমণীগণের দর্শনে অভিলাষী হইয়া তোমার নিকট আগমন করিয়াছি। হে দানবরাজ! ইহা যদি তোমার সম্মত হয়, তবে আমাকে সত্বর দর্শন করাও; বিলম্ব করিও না। নারদের বাক্যে রাজা হৃষ্ট হইলেন, তখনই অন্তঃপুরের বৃদ্ধ দণ্ডপাণি গুণবান্ কঞ্চুকীকে সমীপে দর্শন করিয়া আদেশ-শব্দে দশদিক্ পূরিত করত বলিলেন,—কঞ্চুকিন্! অন্তঃপুরিকাগণ সহ পুরবাসিনী মহাদেবীকে অবিশঙ্কিতহৃদয়ে নারদকে দর্শন করাও। প্রভুর আজ্ঞায় কঞ্চুকী নারদকে করে ধারণ করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল এবং সেই মহাদেবীকে সম্বোধন করিয়া কহিল,—দেবি! দেবর্ষি নারদ সমাগত হইয়াছেন। ৬৯—৮৫। দেবী দেবর্ষি নারদকে দর্শন করিয়া তাঁহার পদদ্বয় বন্দনা ও তাঁহাকে কাঞ্চনময় আসন, নির্ম্মল পাদ্য ও অর্ঘ্যাদি দান করিলেন। অনন্তর দেবীর নিকট পূজা প্রাপ্ত হইয়া ভগবান্ নারদ সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহাকে পরম আশীর্ব্বাদ প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন;—দেবি! ত্রিলোকে তোমার ন্যায় অন্য কোন অঙ্গনাই আমি দর্শন করি নাই; তুমি পতিব্রতা, শুভাচারা ও সত্য-শৌচ-সমন্বিতা; তোমার সতীত্বপ্রভাবে এই ত্রিপুর চক্রের ন্যায়

বৎ সদা ॥ ৮৮॥ তচ্ছ্রুত্বা বচনং দেবী নারদস্য মুদান্বিতম্। পর্য্যপৃচ্ছদৃষিং ভক্ত্যা ধর্ম্মং ধর্ম্মভৃতাং বরা ॥ ৮৯॥ রাজ্যুবাচ। ভগবন্ মানুষে লোকে দেবাস্তুষ্যন্তি কৈর্ব্রতৈঃ। কানি দানানি দীয়ন্তে যেষাঞ্চ স্যান্মহৎ ফলম্ ॥ ৯০॥ উপবাসাশ্চ যে কেচিৎ স্ত্রীধর্ম্মে কথিতা বুধৈঃ। যৈঃ কৃতৈঃ স্বর্গমায়ান্তি সুকৃতিন্যঃ স্ত্রিয়ো যথা ॥ ৯১॥ এতৎসর্ব্বং মহাভাগ কথয়স্ব যথাতথম্। শ্রোতুমিচ্ছাম্যহং সর্ব্বং কথয়স্বাবিশঙ্কিতঃ ॥ ৯২॥ নারদ উবাচ। সাধুসাধু মহাভাগে প্রশ্নোঽয়ং বেদিতস্ত্বয়া। যং শ্রুত্বা সর্ব্বনারীণাং ধর্ম্মবুদ্ধিশ্চ জায়তে ॥ ৯৩॥ উপবাসৈশ্চ দানৈশ্চ পতিপুত্রৌ বশানুগৌ। বান্ধবৈঃ পূজ্যতে নিত্যং যৈঃ কৃতৈঃ কথয়ামি তে ॥ ৯৪॥ দুর্ভগা সুভগা যৈস্তু সুভগা দুর্ভগা ভবেৎ। পুত্রিণী পুত্ররহিতা হৃপুত্রা পুত্রিণী তথা ॥ ৯৫॥ ভর্ত্তারং লভতে কন্যা তথান্যা ভর্তৃবর্জ্জিতা। কৃতারৈস্তৈশ্চ জায়ন্তে তন্নিবোধস্ব সুন্দরি ॥ ৯৬॥ তিলধেনুং সুবর্ণঞ্চ রূপ্যং গা বাসসীতথা। পানীয়ং ভূমিদানঞ্চ গন্ধধূপানুলেপনম্ ॥ ৯৭॥ পাদুকোপানহৌ ছত্রং পুণ্যানি ব্যজনানি চ। পাদাভ্যঙ্গং শিরোঽভ্যঙ্গং স্নানং শয্যাসনানি চ ॥ ৯৮॥ এতানি যে প্রযচ্ছন্তি নোপসর্পন্তি তে যমম্। মধু মাষং পয়ঃ সর্পির্লবণং গুড়মৌষধম্ ॥ ৯৯॥ পানীয়ং ভূমিদানঞ্চ শালীনিক্ষুরসাংস্তথা। আরক্তবাসসী শ্লক্ষ্ণে দম্পত্যোর্ললিতাদিনে ॥ ১০০॥ সৌভাগ্যং জায়তে চৈব ইহ লোকে পরত্র চ। ব্রাহ্মণে বৃত্তসম্পন্নে সুরূপে চ গুণান্বিতে ॥ ১০১॥ তিথৌ যস্যামিদং দেয়ং তত্তে রাজ্ঞি বদাম্যহম্। প্রতিপৎসু চ যা নারী পূর্ব্বাহ্নে চ শুচিব্রতা ॥ ১০২॥ ইন্ধনং ব্রাহ্মণে দদ্যাৎ প্রীয়তাং মে হুতাশনঃ। তস্যা জন্মানি ষট্‌ত্রিংশদঙ্গপ্রত্যঙ্গসন্ধিষু ॥ ১০৩॥ ন রজো নৈব সন্তাপো জায়তে রাজবল্লভে। দ্বিতীয়ায়াং তু যা নারী নবনীতং মুদান্বিতা ॥ ১০৪॥ দদাতি দ্বিজমুখ্যায় সুকুমারতনুর্ভবেৎ। লবণং বিপ্রবর্য্যায় তৃতীয়ায়াং প্রযচ্ছতি ॥ ১০৫॥ গৌরী মে প্রীয়তাং দেবী তস্যাঃ পুণ্যফলং শৃণু। কৌমারিকা পতিং প্রাপ্য তেন সার্দ্ধমুমা যথা ॥ ১০৬॥ ক্রীড়ত্যবিধবা চাপি লভতে সা মহদ্যশঃ। নক্তং

নিরন্তর ভ্রমণ করিতেছে। নারদের এবংবিধ বাক্য শ্রবণে ধার্ম্মিকপ্রবরা দেবী মুদান্বিতা হইয়া ভক্তিভরে তাঁহার নিকট ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। দেবী বলিলেন,—ভগবন্! মর্ত্ত্যলোকে কি কি ব্রত করিলে দেবগণ তুষ্ট হন? কোন্ কোন্ দানে মহাফল হয়? পণ্ডিতগণ স্ত্রীধর্ম্মে কিরূপ উপবাস বিহিত বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন? এবং অন্যান্য যাহার অনুষ্ঠানে নারীগণ সুকৃতিশালিনী হইয়া স্বর্গলাভ করে, এই সকল আমার নিকট যথাযথ কীর্ত্তন করুন। হে মহাভাগ! আমার এই সকল শ্রবণে অভিলাষ হইয়াছে, আপনি অশঙ্কিতহৃদয়ে বর্ণন করুন। নারদ উত্তর করিলেন,—হে মহাভাগে! তুমি অতি উত্তম প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করিয়াছ। ইহা শ্রবণে নারীগণের ধর্ম্মবুদ্ধির উদয় হয়। যে উপবাস ও দান করিলে নারীর পতি ও পুত্র বশীভূত থাকে, এবং নারী বান্ধবগণের পূজিতা হয়, বলিতেছি। যে কার্য্যের অনুষ্ঠানে বা বর্জ্জনে সৌভাগ্যলাভ, সুভগার ভাগ্যনাশ, পুত্রহীনা পুত্রিণী, তনয়বতী তনয়শূন্যা, এবং কন্যার পতিপ্রাপ্তি ও পতিব্রতার বৈধব্য সংঘটিত হয়, শ্রবণ কর। হে সুন্দরি! তিলধেনু, সুবর্ণ, রজত, যুগলবস্ত্র, পানীয়, ভূমি, গন্ধ, ধূপ, অনুলেপন, পাদুকাযুগল, উপানহদ্বয়, ছত্র, পুষ্প, ব্যজন, পাদাভ্যঙ্গ, শিরোভ্যঙ্গ, স্নানীয়, শয্যা ও আসন—এই সকল যাহারা প্রদান করে, কদাচ তাহাদের যমপুরে গমন হয় না। যাহারা ললিতাদিনে মধু, মাষকলায়, দুগ্ধ, ঘৃত, লবণ, গুড়, ঔষধ, পানীয়, ভূমি, শালিতণ্ডুল ইক্ষুরস, যুগ্ম মনোজ্ঞ ঈষৎ রক্তবসন দ্বিজদম্পতিকে দান করে, তাহাদের ইহ পর উভয়লোকেই সৌভাগ্য বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। হে রাজ্ঞি! এক্ষণে যথাবিধি স্ববৃত্তিনিষ্ঠ রূপবান্ গুণযুক্ত ব্রাহ্মণকে কোন্ কোন্ তিথিতে কি কি দান করিতে হয়, তোমার নিকট তৎসমস্ত বলিতেছি।৮৬—১০১। যে নারী পবিত্রা হইয়া প্রতিপদ দিনে পূর্ব্বাহ্নে "হুতাশন আমার প্রতি প্রীত হউন" এইরূপ বলিয়া ব্রাহ্মণকে ইন্ধন প্রদান করে, ষট্‌ত্রিংশৎ জন্ম পর্য্যন্ত তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সন্ধিতে রজ বা সন্তাপ জন্মে না। হে রাজবল্লভে! দ্বিতীয়ায় মুদান্বিতা হইয়া যে নারী ব্রাহ্মণোত্তমকে নবনীত দান করে, তাহার তনু সুকুমার হয়। "দেবী গৌরী আমার প্রতি প্রীতা হউন" বলিয়া যে নারী তৃতীয়ায় বিপ্রবরকে লবণ দান করে, এক্ষণে তাহার ফল শ্রবণ কর। সে নারী উমার মহেশপ্রাপ্তির ন্যায় যৌবনোদ্গমের পূর্ব্বেই পতি লাভ করে, তাহার বৈধব্য হয় না এবং সে পতির সহিত ক্রীড়া করিয়া মহাযশ লাভ করিয়া

কৃত্বা চতুর্থ্যাং বৈ দদ্যাদ্বিপ্রায় মোদকান্॥ ১০৭॥ প্রীয়তাং মম দেবেশো গণনাথো বিনায়কঃ। তস্যা-স্তেন ফলেনাশু সর্ব্বকর্ম্মসু ভামিনি॥ ১০৮॥ বিঘ্নং ন জায়তে ক্বাপি এবমাহ পিতামহঃ। পঞ্চমীং তু ততঃ প্রাপ্য ব্রাহ্মণে তিলদা তু যা॥ ১০৯॥ সা ভবে-দ্রূপসম্পন্না যথা চৈব তিলোত্তমা। ষষ্ঠ্যাং তু যা মধুকস্য ফলদা তু ভবেৎ সদা॥১১০॥ উদ্দিশ্য চাগ্নিজং দেবং ব্রাহ্মণে বেদপারগে। তস্যাঃ পুত্রো যথা স্কন্দো দেবসঙ্ঘেষু চোত্তমঃ॥ ১১১॥ উৎপদ্যতে মহারাজঃ সর্ব্বলোকেষু পূজিতঃ। সপ্তম্যাং যা দ্বিজশ্রেষ্ঠং সুবর্ণেন প্রপূজয়েৎ॥ ১১২॥ উদ্দিশ্য জগতো নাথং দেবদেবং দিবাকরম্। তস্য পুণ্যফলং যদ্বৈ কথিতং দ্বিজসত্তমৈঃ॥ ১১৩॥ তত্তে রাজ্ঞি প্রবক্ষ্যামি শৃণুষ্বৈকমনাঃ সতি। দদ্রুচিত্রককুষ্ঠানি মণ্ডলানি বিচর্চ্চিকা॥ ১১৪॥ ন ভবন্তীহ চাঙ্গেষু পূর্ব্বকর্ম্মার্জ্জিতান্যপি। কৃষ্ণাং ধেনুং তথাষ্টম্যাং যা প্রযচ্ছতি ভামিনী॥ ১১৫॥ ব্রাহ্মণে বৃত্তসম্পন্নে প্রীয়তাং মে মহেশ্বরঃ। তস্যা জন্মার্জ্জিতং পাপং নশ্যতে বিভবান্বিতা॥ ১১৬॥ জায়তে নাত্র সন্দেহো যস্মাদ্দানমনুত্তমম্। গন্ধধূপং তু যা নারী ভক্ত্যা বিপ্রায় দাপয়েৎ॥ ১১৭॥ কাত্যায়নীং সমুদ্দিশ্য নবম্যাং শৃণু যৎফলম্। তস্যা ভ্রাতা পিতা পুত্রঃ পতির্ব্বা রণমুত্তমম্॥ ১১৮॥ প্রাপ্য তে নৈব সীদন্তি তেন দানেন রক্ষিতাঃ। ইক্ষুদণ্ডরসং দেবি দশম্যাং যা প্রযচ্ছতি॥ ১১৯॥ লোকপালান্ সমুদ্দিশ্য ব্রাহ্মণে ব্যঙ্গবর্জ্জিতে। তেন দানেন সা নিত্যং সর্ব্বলোকস্য বল্লভা॥ ১২০॥ জায়তে নাত্র সন্দেহ ইত্যেবং শঙ্করোঽব্রবীৎ। একাদশ্যামুপোষ্যাথ দ্বাদশ্যামুদকপ্রদা॥ ১২১॥ নারায়ণং সমুদ্দিশ্য ব্রাহ্মণে বিষ্ণুতৎপরে। সা সদা স্পর্শসম্ভাষৈর্দ্রাবয়েদ্ভাবয়েজ্জনম্॥ ১২২॥ যস্মাদ্দানং মহর্লোকে হ্যনন্তমুদকে ভবেৎ। পাদাভ্যঙ্গং শিরোঽভ্যঙ্গং কামমুদ্দিশ্য বৈ দ্বিজে॥ ১২৩॥ দদাতি চ ত্রয়োদশ্যাং ভক্ত্যা পরময়াঙ্গনা। যস্যাং যস্যাং মৃতা জায়েদ্ভূয়ো যোন্যাং তু জন্মনি॥ ১২৪॥ তস্যাং তস্যাং তু সা ভর্ত্তুর্ন বিযুজ্যেত কর্হিচিৎ। তথাপ্যেবং চতুর্দ্দশ্যাং দদ্যাৎ পাত্রমুপানহৌ॥ ১২৫॥ ব্রাহ্মণে ধর্ম্মমুদ্দিশ্য তস্যা লোকা হ্যনাময়াঃ।

থাকে। হে ভামিনি! নক্তব্রত ধারণপূর্ব্বক "গণনাথ দেবেশ বিনায়ক আমার প্রতি প্রীত হউন" বলিয়া যে নারী চতুর্থীতে মোদক দান করে, পিতামহ ব্রহ্মা বলিয়াছেন,—এই মোদকদানপ্রভাবে তাহার অখিল ক্রিয়া নির্ব্বিঘ্নে সত্বর সম্পন্ন হয়। পঞ্চমী উপস্থিত হইলে যে ললনা দ্বিজকে তিল দান করে, সে তিলোত্তমার ন্যায় রূপবতী হইয়া থাকে। যে নারী কুমারের উদ্দেশে ষষ্ঠীদিবসে বেদপারগ বিপ্রকে মধুকদান করে, দেবগণের মধ্যে স্কন্দ যেমন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাহারও তদ্রূপ অনুত্তম তনয় লাভ হয়; এবং সেই তনয় মহারাজ ও সর্ব্বলোকপূজিত হইয়া থাকে। যে নারী জগৎপতি দেবদেব দিবাকরের উদ্দেশে সুবর্ণ দ্বারা দ্বিজোত্তমের পূজা করে, দ্বিজবর্য্যগণ তাহার যে পুণ্যকথা বলিয়াছেন, হে রাজ্ঞি! এক্ষণে তোমার নিকট তাহা বলিতেছি, একমনা হইয়া শ্রবণ কর। হে সতি! এই পুণ্যার্জ্জন প্রভাবে তাহার অঙ্গে কদাচ দদ্রু, মণ্ডলক, চিত্রকুষ্ঠ ও বিচর্চ্চিকা হয় না। যে ভামিনী অষ্টমীদিনে সুবৃত্তিনিষ্ঠ বিপ্রশ্রেষ্ঠকে "পরমেশ্বর প্রীত হউন" বলিয়া কৃষ্ণধেনুদান করে, তাহার সমস্ত জন্মার্জ্জিত পাপ বিনষ্ট হয় এবং এই অনুত্তমদান প্রভাবে সে বিভবান্বিতা হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। কাত্যায়নীর প্রীতিকামনায় যে কামিনী নবমীতে ভক্তিভরে বিপ্রকে গন্ধধূপ দান করে, তাহার পুণ্যফল শ্রবণ কর; তাহার ভ্রাতা, পিতা, পুত্র ও পতি দারুণ রণে পতিত হইলেও এই দান-পুণ্য-প্রভাবে রক্ষিত হয়। হে দেবি! দশমীদিনে লোকপাল উদ্দেশে অবিকলাঙ্গ দ্বিজকে সরস ইক্ষুদণ্ড দানে নারী সকল লোকের বল্লভা হয়; ইহা শঙ্করের বাক্য, অতএব সংশয় নাই। যে নারী একাদশীতে উপবাস করিয়া দ্বাদশীদিবস বিষ্ণুর উদ্দেশে বিষ্ণুতৎপর বিপ্রকে উদকদান করে, সে স্পর্শ-সম্ভাষণ দ্বারা মানবকে দ্রাবিত ও বশীভূত করিতে সমর্থ হয়।১০২—১২২। হে দেবি! এই দান অতি প্রশস্ত উদকদানে মহর্লোকে অনন্ত ফল লাভ হয়। কামের উদ্দেশে যে নারী দ্বিজকে পরম ভক্তিসহকারে পাদাভ্যঙ্গ ও শিরোভ্যঙ্গ দান করে, সে দেহাবসানে যে-যে যোনিতে গমন করুক না কেন, সর্ব্বত্র তাহার ভর্ত্তা বশীভূত থাকে, কখনও বিযুক্ত হয় না। যে নারী চতুর্দ্দশীদিবসে ধর্ম্ম উদ্দেশে ব্রাহ্মণকে পাত্র ও উপানহ দান করে, সে সকল জন্মেই অনাময় হয়। হে রাজ্ঞি! এইরূপ যে নারী পঞ্চান্ত

এবঞ্চ পঞ্চপক্ষান্তে শ্রাদ্ধে তর্পেদ্দ্বিজোত্তমান। ১২৬। অব্যুচ্ছিন্না সদা রাজ্ঞি সন্ততির্জায়তে ভুবি। এবং তে তিথিমাহাত্ম্যং দানযোগেন ভাষিতম্। ১২৭। তথা বনস্পতীনাং তু আরাধনবিধিং শৃণু। জম্বুং নিম্বতরুং চৈব তিন্দুকং মধুকং তথা। ১২৮। আম্রং চামলকং চৈব শাল্মলিং বটপিপ্পলৌ। শমী-বিল্বামলীবৃক্ষং কদলীং পাটলীং তথা। ১২৯। অন্যান্ পুণ্যতমান্ বৃক্ষানুপেত্য স্বর্গমাপ্নুয়াৎ। ১৩০। নারদ উবাচ। চৈত্রে মাসি তু যা নারী কুর্য্যাদ্-ব্রতমনুত্তমম্। তস্য ব্রতস্য চান্যানি কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্। ১৩১। শ্রুতেন যেন সুভগে দুর্ভগত্বং ন পশ্যতি। যথা হিমং রবিং প্রাপ্য বিলয়ং যাতি ভূতলে। ১৩২। তথা দুঃখঞ্চ দৌর্ভাগ্যং ব্রতাদস্মা-দ্বিলীয়তে। মধুকাখ্যাস্তু ললিতামারাধয়তি যেন বৈ। ১৩৩। বিধিং তং শৃণু সুভগে কথ্যমানং সুখাবহম্। চৈত্রে শুক্লতৃতীয়ায়াং সুস্নাতা শুদ্ধমানসা। ১৩৪। প্রতিমাং মধুবৃক্ষস্য শাঙ্করীমুময়া সহ। কারয়িত্বা দ্বিজবরৈঃ প্রতিষ্ঠাপ্য যথাবিধি। ৩৫। সুগন্ধিকুসুমৈর্ধূপৈস্তথা কর্পূরকুঙ্কুমৈঃ। পূজয়েদ্বিধিনা দেবং মন্ত্রযুক্তেন ভামিনি। ১৩৬। পাদৌ নমঃ শিবায়েতি মেঢ্রে বৈ মন্মথায় চ। কালোদরায়েত্যুদরং নীলকণ্ঠায় কণ্ঠকম্। ১৩৭। শিরঃ সর্ব্বাত্মনে পূজ্য উমাং পশ্চাৎ প্রপূজয়েৎ। কামোদরায়ৈ হ্যুদরং সুকণ্ঠায়ৈ চ কণ্ঠকম্। ১৩৮। শিরঃ সৌভাগ্যদায়িন্যৈ পশ্চাদর্ঘ্যং প্রদাপয়েৎ। ১৩৯। নমস্তে দেবদেবেশ উমাবর জগৎপতে। অর্ঘ্যেণানেন মে সর্ব্বং দৌর্ভাগ্যং নাশয় প্রভো। ১৪০। অর্ঘ্যং দত্ত্বা ততঃ পশ্চাৎ করকং বারিপূরিতম্। মধুকপাত্রোপভৃতং সহিরণ্যং তু শক্তিতঃ। ৪১। করকং বারিসম্পূর্ণং সৌভাগ্যেন তু সংযুতম্। দত্তস্তু ললিতে তুভ্যং সৌভাগ্যাদি-বিবর্দ্ধনম্। ৪২। মন্ত্রণানেন বিপ্রায় দদ্যাৎ করকমুত্তমম্। লবণং বর্জ্জয়েৎ শুক্লাং যাবদন্যাং তৃতীয়িকাম্। ১৪৩। ক্ষমাপ্য দেবীং দেবেশং নক্তমদ্যাৎ স্বয়ং হবিঃ। অনেন বিধিনা সার্দ্ধং মাসি মাসি হ্যপক্রমেৎ ফাল্গুনস্য তৃতীয়ায়াং শুক্লায়াং তু সমাপ্যতে। ১৪৪। বৈশাখে লবণং দেয়ং জ্যৈষ্ঠে চাজ্যং প্রদীয়তে। ১৪৫। আষাঢ়ে মাসি

অর্থাৎ পূর্ণিমা ও অমাবস্যায় শ্রাদ্ধদানে দ্বিজগণের তৃপ্তিসাধন করে, ভূতলে তাহার অবিচ্ছিন্ন সন্ততি-প্রাপ্তি হয়। হে দেবি! এই তোমার নিকট দান-যোগ সহ তিথিমাহাত্ম্য বর্ণন করিলাম, এক্ষণে বনস্পতির আরাধনবিধি শ্রবণ কর। জম্বু, নিম্ব, তিন্দুক, মধুক, আম্র; আমলক, শাল্মলী, বট, পিপ্পল, শমী, বিল্ব, আমলী, কদলী, পাটলী এবং অন্যান্য পুণ্যতম তরুরোপণ করিলে স্বর্গলাভ হয়। নারদ বলিলেন,—নারী চৈত্রমাসে অনুত্তম ব্রত করিলে, অন্যান্য কোন পুণ্য ব্রতই ইহার ষোড়শাংশের তুল্য হয় না। ইহার শ্রবণেও নারীর দুর্ভাগ্য বিনষ্ট হইয়া সৌভাগ্য লাভ হয়; যে নারী চৈত্রললিতা ব্রতাচরণ করে ক্ষিতিতলে রবিকরে হিমরাশি-বিলয়ের ন্যায় তাহার দুর্ভাগ্য দুঃখ বিনষ্ট হইয়া থাকে। হে সুভগে! এক্ষণে ব্রতবিধান বলিতেছি, শ্রবণ কর, এই ব্রত সুখাবহ। পূতচিত্তা সুস্নাতা ভামিনী নারী চৈত্রী শুক্লতৃতীয়ায় উমার সহিত মধুক বৃক্ষের শঙ্করীমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া দ্বিজবরগণ দ্বারা যথাবিধি প্রতিষ্ঠা ও তদনন্তর সুগন্ধি কুসুম, ধূপ, কর্পূর ও কুঙ্কুম দ্বারা যথাবিধি মন্ত্রে ঐ মূর্ত্তির পূজা করিবে। মূর্ত্তির পাদদ্বয়ে শিব, ঐ মেঢ্রে মন্মথ, উদরে কালোদর, কণ্ঠে নীলকণ্ঠ এবং মস্তকে সর্ব্বাত্মার পূজা করিয়া তৎপরে উমার পূজা করিতে হইবে; যথা—উদরে কামোদরা, কণ্ঠে সুকণ্ঠা ও মস্তকে সৌভাগ্যদায়িনী; এইরূপে উমার পূজা সমাধা করিয়া তৎপশ্চাৎ অর্ঘ্য প্রদান করিবে। অর্ঘ্যমন্ত্র যথা,—"দেবদেব উমানাথ! তোমাকে নমস্কার; হে জগৎপতে, হে প্রভো!" এই অর্ঘ্যদানে আমার দৌর্ভাগ্য বিনাশ কর। অর্ঘ্যদানের পর বারিপূর্ণ মধুকপাত্রে করক দান করিবে, শক্তি থাকিলে এই পাত্র সুবর্ণযুক্ত করিয়া দিতে হয়। মন্ত্র যথা—"তোমাকে বারিপূর্ণ সৌভাগ্য-চিহ্নিত করক দান করিলাম, হে ললিতে! আমার সৌভাগ্যাদি বিবর্দ্ধিত হউক।" হে দেবি! এইরূপে বিপ্রকে অনুত্তম করক দান করিয়া পুন-রায় শুক্লতৃতীয়ার আগমনকাল পর্য্যন্ত লবণ পরিত্যাগ এবং সেই দিনে দেবী ও দেবেশের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া রজনীতে হবিষ্যান্ন ভোজন করিবে। এইরূপ বিধিবিধানে প্রতি মাসে এই ব্রত করিয়া ফাল্গুনী শুক্লতৃতীয়ায় প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। ১২৩—১৪৪। এক্ষণে প্রত্যেক মাসের পৃথক পৃথক দানবিধান কথিত হইতেছে; যথা,—

নিষ্পাবাঃ পয়ো দেয়ং তু শ্রাবণে। মুদ্গা দেয়া নভস্যে তু শালিমাষযুক্তে তথা ॥ ১৪৬ ॥ কার্ত্তিকে শর্করাপাত্রং করকং রসসম্ভৃতম্। মার্গশীর্ষে তু কার্পাসং করকং ঘৃতসংযুতম্ ॥ ১৪৭ ॥ পৌষে তু কুঙ্কুমং দেয়ং মাঘে পাত্রং তিলৈর্ভৃতম্। ফাল্গুনে মাসি সম্প্রাপ্তে পাত্রং মোদকসম্ভৃতম্ ॥ ১৪৮ ॥ পশ্চাত্তৃতীয়াদেয়ং যত্তৎপূর্ব্বস্যাং বিবর্জ্জয়েৎ। বিধানমাসাং সর্ব্বাসাং সামান্যং মনসঃ প্রিয়ে ॥ ১৪৯ ॥ প্রতিমাং মধুবৃক্ষস্য তামেব প্রতিপূজয়েৎ। তস্মৈ সর্ব্বং তু বিপ্রায় আচার্য্যায় প্রদীয়তে ॥ ১৫০ ॥ ততঃ সংবৎসরস্যান্তে উদ্যাপনবিধিং শৃণু। মধুবৃক্ষং ততো গত্বা বহুসম্ভারসংবৃতঃ ॥ ৫১ ॥ নিখনেৎ প্রতিমাং মধ্যে মাধবীং মধুকস্য চ। তত্রস্থং পূজয়েৎ সর্ব্বমুমাদেহার্দ্ধধারিণম্ ॥ ১৫২ ॥ পূজোপহারৈর্বিপুলৈঃ কুঙ্কুমেন পুনঃপুনঃ। স্রগ্ভিঃ পুণ্যমালাভিঃ কৌসুম্ভৈঃ কেসরেণ চ ॥ ১৫৩ ॥ কৌসুম্ভে বাসসী শুভ্রে অতসীপুষ্পসন্নিভে। পরিধাপ্য তাং প্রতিমাং দম্পতী রবিসংখ্যয়া ॥ ১৫৪ ॥

বৈশাখে লবণ, জ্যৈষ্ঠে ঘৃত, আষাঢ়ে নিষ্পাব, শ্রাবণে দুগ্ধ, ভাদ্রে মুদ্গ, আশ্বিনে শালি তণ্ডুল, কার্ত্তিকে সপাত্র শর্করা ও রসপূর্ণ করক, মার্গশীর্ষে কার্পাস ও ঘৃতসমন্বিত করক, পৌষে কুঙ্কুম, মাঘে সপাত্র তিল এবং ফাল্গুন মাস সমাগত হইলে মোদকসমন্বিত পাত্র দান করিবে। হে মনোরমে! তৎপশ্চাৎ প্রথমে তৃতীয়া তিথিতে যে বস্তু প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহা পরিত্যাগ করিবে, এরূপে যে তিথিতে যে বস্তু প্রদত্ত হইয়াছে, একে একে সে সকল বর্জ্জন করিতে হইবে। তারপর মধুবৃক্ষনির্ম্মিত প্রতিমা পূজা করিয়া সমস্ত পূজাসামগ্রী আচার্য্যকে অর্পণ করিবে। হে দেবি! অনন্তর সংবৎসরান্তে উদ্যাপন করিতে হয়। এক্ষণে উদ্যাপনবিধান শ্রবণ কর। বৎসরান্তে বহু দ্রব্যসম্ভার সহকারে মধুবৃক্ষসমীপে গমনপূর্ব্বক সেই বৃক্ষ মধ্যে মাধবী মূর্ত্তি খোদিত করিবে, ইহাতে অর্দ্ধাংশে হর ও অর্দ্ধাংশে উমামূর্ত্তি খনন করিতে হইবে। তদনন্তর বিপুল উপহার ও কুঙ্কুম দ্বারা পুনঃপুনঃ সেই মধুবৃক্ষস্থিত উমার্দ্ধ দেহধারী হরের পূজা করিবে। তারপর অনেক মনোজ্ঞ কুসুম মালা, কুসুম্ভ ও কেশর দ্বারা প্রতিমা পূজা করিয়া অতসীকুসুমসন্নিভ শুভ্র কৌসুম্ভ বসনদ্বয় প্রতিমাকে

উপানদ্‌যুগলৈশ্ছত্রৈঃ কণ্ঠসূত্রৈঃ সকর্ণকৈঃ। কটকৈরঙ্গুলীয়ৈশ্চ শয়নীয়ৈঃ শুভাস্তৃতৈঃ ॥ ১৫৫ ॥ কুঙ্কুমেন বিলিপ্তাঙ্গৌ বহুপুষ্পৈশ্চ পূজিতৌ। ভোজয়েদ্ বিবিধৈ রত্নৈর্মধুকাবাসকে স্থিতৌ ॥ ১৫৬ ॥ ভুক্তোত্থিতৌ তু বিশ্রামা শয্যাসু চ ক্ষমাপয়েৎ। গুরুমূলং যতঃ সর্ব্বং গুরুর্জ্ঞেয়ো মহেশ্বরঃ ॥ ১৫৭ ॥ প্রীতে গুরৌ ততঃ সর্ব্বং জগৎ প্রীতং সুরাসুরম্। যদ্‌যদিষ্টতমং লোকে যৎকিঞ্চিদ্দয়িতং গৃহে ॥ ১৫৮ ॥ তৎসর্ব্বং গুরবে দেয়মাত্মনঃ শ্রেয় ইচ্ছতা। ইদন্তু ধনিভির্দ্দেয়মন্যৈর্দেয়ং যথোচ্যতে ॥ ১৫৯ ॥ দাম্পত্যমেকং বিধিবৎ প্রতিপূজ্য শুভব্রতৈঃ। দ্বিতীয়ং গুরুদাম্পত্যং বিত্তশাঠ্যং বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ১৬০ ॥ ততঃ ক্ষমাপয়েদেবীং দেবঞ্চ ব্রাহ্মণং গুরুম্। যথা ত্বং দেবি ললিতে ন বিযুক্তাসি শম্ভুনা ॥ ১৬১ ॥ তথা মে

পরিধান করাইবে। তদনন্তর দ্বাদশ দ্বিজদম্পতীর প্রত্যেককে পাদুকাযুগল, ছত্র, সকণ্ঠী কণ্ঠসূত্র ও সকর্ণক অঙ্গুরীয় প্রদান করিয়া উত্তম শয্যা আস্তীর্ণ করত তাঁহাদের অঙ্গ কুঙ্কুমলিপ্ত ও মাল্যভূষিত করিয়া তাহাতে উপবেশন করাইবে। অনন্তর তাঁহারা মধুকাবাসে উপবেশন করিলে তাহাদিগকে ভোজন করাইয়া বিবিধ রত্ন দ্বারা সেবা করিবে। তদনন্তর তাঁহারা ভোজন করিয়া গাত্রোত্থান করিলে তাঁহাদিগকে শয্যায় শয়ন করাইতে হইবে এবং বিশ্রামান্তে তাঁহাদিগের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবে। হে দেবি! গুরুই শিক্ষাসম্পদের মূল, গুরুই যজ্ঞ ও মহেশ্বর; গুরু প্রীত হইলে সুরাসুরসহ সমস্ত জগৎ প্রীত হইয়া থাকে। ত্রিলোকে যে সকল ইষ্টতমবস্তু দৃষ্ট হয় এবং গৃহে যে কিছু প্রিয় বস্তু বিদ্যমান, স্বীয় মঙ্গলকামী মানবের তৎসমস্ত গুরুকেই প্রদান করা কর্ত্তব্য। অতএব যে সকলের দানের বিধান কথিত হইল, গুরুকেই তৎসমস্ত দান করিবে। হে দেবি! ধনীর জন্য এইরূপ বিধান কথিত হইয়াছে। ধনী মানবগণই এইরূপ দান করিবে। এক্ষণে অল্পবিত্ত ব্যক্তির যাহা কর্ত্তব্য, বলিতেছি। ১৪৫—১৫৯। শুভব্রত অল্পবিত্ত লোক সকল দ্বাদশ দম্পতীর স্থলে একটী দ্বিজদম্পতী ও একটী গুরু দম্পতীকে বিত্তশাঠ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক পূজা করিবে। বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে প্রতিমা, ব্রাহ্মণ ও গুরুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবে। মন্ত্র যথা—"হে দেবি ললিতে! তুমি

পায়ুপুত্রাণামবিয়োগঃ প্রদীয়তাম্। অনেন বিধিনা কৃত্বা তৃতীয়াং মধুসংজ্ঞিকাম্ ॥ ১৬২ ॥ ইন্দ্রাণী চেন্দ্রপত্নীত্বমবাপ সুতমুত্তমম্। সৌভাগ্যং সর্ব্বলোকেষু সর্ব্বর্দ্ধিসুতমুত্তমম্ ॥ ১৬৩ ॥ অনেন বিধিনা যা তু কুমারী ব্রতমাচরেৎ। শোভনং পতিমাপ্নোতি যথেন্দ্রাণ্যা শতক্রতুঃ ॥ ১৬৪ ॥ দুর্ভগা সুভগত্বঞ্চ সুভগা পুত্রিণী ভবেৎ। পুত্রিণ্যক্ষয়মাপ্নোতি ন শোকং পশ্যতি ক্বচিৎ ॥ ১৬৫ ॥ অনেকজন্মজনিতং দৌর্ভাগ্যং নশ্যতি ধ্রুবম্। মৃতা তু ত্রিদিবং প্রাপ্য উময়া সহ মোদতে ॥ ১৬৬ ॥ কল্পকোটিশতং সাগ্রং ভুক্ত্বা ভোগান্ যথেপ্সিতান্। পুনশ্চ সম্ভবে লোকে পার্থিবং পতিমাপ্নুয়াৎ ॥ ১৬৭ ॥ সুভগা রূপসম্পন্না পার্থিবং জনয়েৎ সুতম্ ॥ ১৬৮ ॥ এতত্তে কথিতং সর্ব্বং ব্রতানামুত্তমং ব্রতম্। অন্যৎ পৃচ্ছস্ব সুভগে বাঞ্ছিতং যদ্ধৃদি স্থিতম্ ॥ ১৬৯ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে মধুকতৃতীয়াব্রতবিধানমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ষড়্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৬ ॥

যেমন কদাচ শম্ভুর সহিত বিযুক্ত হও না, আমাকে তদ্রূপ পতি-পুত্রের অবিয়োগ প্রদান কর।” হে দেবি! এইরূপ বিধানে ইন্দ্রাণী মধুতৃতীয়া ব্রত করিয়া ইন্দ্রের পত্নী হইয়াছেন এবং তিনি উত্তম তনয় ও নিখিল ঋদ্ধিবৃদ্ধিযুক্ত সর্ব্বলোক-দুর্লভ সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন। যে কুমারী এইরূপে শুভাবহ মধুতৃতীয়া ব্রত করে, শতক্রতু যেমন শচীর পতি হইয়াছেন, তাহারাও তদ্রূপ উত্তম পতিলাভ হয়। এই ব্রত করিলে দুর্ভগা নারী সুভগা, সুভগা পুত্রিণী, এবং পুত্রিণী, অবিচ্ছিন্ন-সন্ততি হয়; কদাচ তাহার শোক করিতে হয় না। এই ব্রতাচরণে নিঃসংশয় অনেক জন্মজনিত দৌর্ভাগ্য বিনষ্ট হয়। ব্রতাচারা মরিয়াও ত্রিদশালয়ে গমনপূর্ব্বক উমার সহিত মুদিত হইয়া থাকে। যদিও কর্ম্মক্ষয়ে ক্ষিতিতলে তাহার পুনরায় জন্মলাভ হয়, তথাপি সে কিঞ্চিৎ অধিক সাত কোটি কল্পকাল অভীষ্ট ভোগ্যবস্তু উপভোগ করে; নৃপতিকে পতি প্রাপ্ত হয়। সেই নারী সুভগা ও রূপসম্পন্না এবং তাহার তনয় পৃথিবীপতি হইয়া থাকে। হে সুভগে! এই তোমার নিকট উত্তম ব্রতের সকল কথাই কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে অপর কোন বিষয় বিদিত হওয়া যদি তোমার মনোগত হয়, জিজ্ঞাসা কর। ১৬০—১৬৯।

ষড়্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৬ ॥

সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। নারদস্য বচঃ শ্রুত্বা রাজ্ঞী বচনমব্রবীৎ। প্রসাদং কুরু বিপ্রেন্দ্র গৃহ্ণ দানং যথেপ্সিতম্ ॥ ১ ॥ সুবর্ণমণিরত্নানি বস্ত্রাণি বিবিধানি চ। ততো দাস্যামি বিপ্রেন্দ্র যচ্চান্যদপি দুর্লভম্ ॥ রাজ্ঞ্যাস্তু বচনং শ্রুত্বা নারদো বাক্যমব্রবীৎ। অন্যেষাং দীয়তাং ভদ্রে যে দ্বিজাঃ ক্ষীণবৃত্তয়ঃ ॥ ৩ ॥ বয়ং তু সর্ব্বসম্পন্না ভক্তিগ্রাহ্যাঃ সদৈব হি। ইত্যুক্তা সা তদা রাজ্ঞী বেদবেদাঙ্গপারগান্ ॥ ৪ ॥ আহূয় ব্রাহ্মণান্নিঃস্বান্ দাতুং সমুপচক্রমে। যৎকিঞ্চিন্নারদে নোক্তং দানং সৌভাগ্যবর্দ্ধনম্ ॥ ৫ ॥ তেন দানেন মে নিত্যং প্রীয়তাং হরিশঙ্করৌ। ততো রাজ্ঞী চ সা প্রাহ নারদং মুনিপুঙ্গবম্ ॥ ৬ ॥ রাজ্ঞ্যুবাচ। দানং দত্তং ত্বয়োক্তং যদ্ভর্তৃকর্ম্মপরং হি তৎ। আজন্ম-জন্ম মে ভর্ত্তা ভবেদ্বাণো দ্বিজোত্তম ॥ ৭ ॥ নান্যো হি দৈবতং নাত মুক্ত্বা বাণং দ্বিজোত্তম। তেন সত্যেন মে ভর্ত্তা জীবেচ্চ শরদাং শতম্ ॥ ৮ ॥ নান্যো ধর্ম্মো ভবেৎ স্ত্রীণাং দৈবতং হি পতির্যথা।

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—নারদের বাক্য শুনিয়া রাজ্ঞী বলিলেন,—হে বিপ্রবর! সুবর্ণ, মণি, রত্ন, বিবিধ বসন এবং অন্যান্য দুর্লভ দ্রব্য সকল আমি দান করিব, হে বিপ্রেন্দ্র! আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া যথাভিলাষ দান গ্রহণ করুন। রাজ্ঞীর বাক্যে নারদ উত্তর করিলেন,—হে ভদ্রে! অন্যান্য যে সকল দ্বিজ বৃত্তিহীন, তুমি তাহাদিগকে দান কর। আমরা সতত সর্ব্ববিষয়ে সম্পন্ন। কেবল ভক্তিই আমরা গ্রহণ করিয়া থাকি। অনন্তর নারদের উপদেশে রাজ্ঞী অন্যান্য বেদপারগ নিঃস্ব ব্রাহ্মণগণকে আহ্বান করিয়া “দেবর্ষি যেরূপ দান সৌভাগ্যবর্দ্ধক বলিয়াছিলেন, সেই দানে হর ও শঙ্কর আমার প্রতি প্রীত হউন” এইরূপ বলিয়া দান করিলেন। তদনন্তর মুনিপুঙ্গব নারদকে রাজ্ঞী কহিতে লাগিলেন,—হে দ্বিজসত্তম! আপনি উত্তম স্বামিপ্রাপক যে দানের কথা কহিয়াছেন, আমি তাহা দান করিয়াছি; অতএব বাণ যেন আমার জন্মে জন্মে পতি হন। হে দ্বিজবর! বাণ ব্যতীত আমি অন্য দেবতাকেও পতি কামনা করিব না। আমি জানি যে, স্বামিসেবা ব্যতীত পত্নীর অন্য কোন ধর্ম্ম নাই এবং পতিই পত্নীর দেবতা; তথাপি

তথাপি তব বাক্যেন দানং দত্তং যথাবিধি ॥ ৯ ॥ স্বকং কর্ম্ম করিষ্যামো ভর্ত্তারং প্রতি মানদ। ব্রহ্মর্ষে গচ্ছেদানীং ত্বমাশীর্ব্বাদঃ প্রদীয়তাম্ ॥ ১০ ॥ তথেতি তামনুজ্ঞাপ্য নারদো নৃপসত্তম। সর্ব্বাসাং মানসং হৃত্বা অন্ততঃ কৃতমানসঃ ॥ ১১ ॥ জগামাদর্শনং বিপ্রঃ পূজ্যমানশ্চ খেচরৈঃ। ততো গতমনস্কাস্তা ভর্ত্তারং প্রতি ভারত ॥ ১২ ॥ বিবর্ণা নিষ্প্রভা জাতা নারদেন বিমোহিতাঃ ॥ ১৩ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে নর্ম্মদামাহাত্ম্যে ত্রিপুরক্ষোভণবর্ণনং নাম সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৭ ॥

অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ। এতস্মিন্নন্তরে রুদ্রো নর্ম্মদাতটমাস্থিতঃ। ক্রীড়তে হ্যুময়া সার্দ্ধং নারদস্তত্র চাগতঃ ॥ ১ ॥ প্রণম্য দেবদেবেশমুময়া সহ শঙ্করম্। ব্যজ্ঞাপয়ত্তদা দেবং যদ্‌বৃত্তং ত্রিপুরে তদা ॥ ২ ॥ গতোঽহং স্বামিনির্দ্দেশাদ্‌যত্র বাণমন্দিরম্। দৃষ্ট্বা বাণং যথান্যায়ং গতো হ্যন্তঃপুরং মহৎ ॥ ৩ ॥ তত্র ভার্য্যাসহস্রাণি দৃষ্ট্বা বাণস্য ধীমতঃ। যথাযোগ্যং যথাকামমাগতঃ ক্ষোভ্য তৎপুরম্ ॥ ৪ ॥ নারদস্য বচঃ শ্রুত্বা সাধুসাধ্বীতি পূজয়ন্। চিন্তয়ামাস দেবেশো ভ্রমণং ত্রিপুরস্য হি ॥ ৫ ॥ করমুক্তং যথা চক্রং বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা। মহাবেগং মহায়ামং রক্ষিতং তেজসা মম ॥ ৬ ॥ স চ মে ভক্তিনিরতো বাণো লোকে চ বিশ্রুতঃ। ভারতী চ ময়া দত্তা ব্রাহ্মণানাং বিশেষতঃ ॥ ৭ ॥ এবং স সুচিরং কালং দেবদেবো মহেশ্বরঃ। চিন্তয়িত্বা সুনির্ব্বাণং কার্য্যং প্রতি জনেশ্বরঃ ॥ ৮ ॥ ততোঽসৌ মন্দরং ধ্যাত্বা চাপে কৃত্বা গুণে মহীম্। বিষ্ণুং সনাতনং দেবং বাণে ধ্যাত্বা ত্রিলোচনঃ ॥ ৯ ॥ ফলে হুতাশনং দেবং জ্বলন্তং সর্ব্বতোমুখম্। সুপর্ণং পুঙ্খয়োর্ম্মধ্যে জবে বায়ুং প্রকল্প্য চ ॥ ১ রথং মহীময়ং কৃত্বা ধুরি তাবশ্বিনাবুভৌ। অক্ষে

আমি আপনার আদেশে পতিসৌভাগ্য-কামনায়ই যথাবিধি দান করিয়াছি। অতএব এই সত্যেই স্বামী আমার শতায়ু হউন। হে মানদ! আমি পতির সহিত ভার্য্যোচিত ব্যবহার করিব। হে ব্রহ্মর্ষে! এক্ষণে স্বামীকে আশীর্ব্বাদ করিয়া আপনি অভীষ্ট স্থানে গমন করুন। হে নৃপসত্তম! নারদ 'তাহাই হউক' বলিয়া রাজ্ঞীর প্রতি অনুজ্ঞা জ্ঞাপন করিলেন এবং দানবরমণীগণের মন অপহরণপূর্ব্বক তাহাদিগকে বিমনস্কা করিয়া তথা হইতে চলিয়া গেলেন। নারদের গমনকালে খেচরবাসীরা তাঁহার পূজা করিতে লাগিল। হে ভারত! নারদ কর্ত্তৃক বিমোহিত দানবপত্নীগণ বিবর্ণা ও নিষ্প্রভা হইল। তাহাদের পতির প্রতি আর চিত্তের স্থিরতা রহিল না। ১—১৩।

সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৭

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—ইত্যবসরে রুদ্র নর্ম্মদার তীরে উমার সহিত ক্রীড়া করিতেছিলেন। নারদ তাঁহাদের সমীপে উপনীত হইয়া উমার সহিত দেবদেব শঙ্করকে প্রণামপূর্ব্বক ত্রিপুরপুরে যাহা করিয়া আসিয়াছেন, তৎসমস্ত নিবেদন করিলেন। তিনি বলিলেন,—আমি প্রভুর আদেশে দানবরাজ বাণের আবাসে গমন করিয়াছিলাম। অনন্তর বাণকে যথাযোগ্য সম্ভাষণ করিয়া তাহার অন্তঃপুরে গমন করিলাম, দেখিলাম—সেই মহাপুরে সেই বাণরাজের সহস্র সহস্র ভার্য্যা বিরাজিতা রহিয়াছে। আমি ত্রিপুরস্থিত সেই সকল বাণপত্নী দর্শন করত সেই মহাপুরীকে যথোপযুক্ত ক্ষোভিত করিয়া আপনার সমীপে আগমন করিয়াছি। নারদের মুখে ত্রিপুরক্ষোভের কথা শুনিয়া দেবেশ শঙ্কর সাধু সাধু উচ্চারণপূর্ব্বক নারদের সৎকার করিলেন; কিন্তু ভাবিলেন,—আহা! প্রভবিষ্ণু বিষ্ণুর করমুক্ত চক্রের ন্যায় মহাবেগ সুদীর্ঘায়তন ত্রিপুর আমার তেজে রক্ষিত হইয়াই নিরন্তর ভ্রমণ করিত; ত্রিলোকে বাণ আমার ভক্তিনিরত বিশ্রুত ভক্ত; আর দানবাধ্যুষিত ত্রিপুর যে ভ্রমণ করিবে, ইহা আমারই ভারতী, বিশেষতঃ ইহা ব্রাহ্মণগণেরও আদেশ। লোকপাল দেবদেব মহেশ্বর সুচিরকাল এইরূপ চিন্তা করিয়া স্বীয় কর্ত্তব্যের প্রতি আগ্রহান্বিত হইলেন। ১—৮। ত্রিলোচন মন্দরাচলকে চাপে, ধরণীকে গুণে, সনাতন বিষ্ণুকে বাণে, সর্ব্বতোমুখ জ্বলন্ত অনলকে বাণফলকে, সুপর্ণকে বাণপুঙ্খমধ্যে এবং বেগে বায়ুকে কল্পিত করিলেন। অনন্তর তিনি মহীকে রথে, অশ্বিনীকুমার-

সুরেশ্বরং দেবমগ্রকীল্যাং ধনাধিপম্ ॥ ১১ ॥ যমং তু দক্ষিণে পার্শ্বে বামে কালং সুদারুণম্। আদিত্য-চন্দ্রৌ চক্রে তু গন্ধর্ব্বানারকাদিষু ॥ ১২ ॥ যন্তারঞ্চ সুরজ্যেষ্ঠং বেদান্ কৃত্বা হয়োত্তমান্। খলীনাদিষু চাঙ্গানি রশ্মীন্ ছন্দাংসি চাকরোৎ ॥ ১৩ ॥ কৃত্বা প্রতোদমোঙ্কারং মুখগ্রাহ্যং মহেশ্বরঃ। ধাতারং চাগ্রতঃ কৃত্বা বিধাতারঞ্চ পৃষ্ঠতঃ ॥ ১৪ ॥ মারুতান সর্ব্বতো দিগ্ভ্যু উর্দ্ধযন্ত্রে তথৈব চ। মহোরগ-পিশাচাংশ্চ সিদ্ধবিদ্যাধরাংস্তথা ॥ ১৫ ॥ গণাংশ্চ ভূতসঙ্ঘাংশ্চ সর্ব্বে সর্ব্বাঙ্গসন্ধিষু। যুগমধ্যে স্থিতো মেরুর্যুগস্যাধো মহাগিরিঃ ॥ ১৬ ॥ সর্পা যন্ত্রস্থিতা ঘোরাঃ শম্যে বরুণনৈঋর্তৌ। গায়ত্রী চৈব সাবিত্রী স্থিতে তে রশ্মিবন্ধনে ॥ ১৭ ॥ সত্যং রথধ্বজে শৌচং দমং রক্ষাং সমন্ততঃ। রথং বেদময়ং কৃত্বা দেবদেবো মহেশ্বরঃ ॥ ১৮ ॥ সন্নদ্ধঃ কবচী খড়্গী বদ্ধগোধাঙ্গুলি-ত্রবান্। বদ্ধা পরিকরং গাঢ়ং জটাজূটং নিয়ম্য চ ॥ ১৯ ॥ সজ্জং কৃত্বা ধনুর্দ্দিব্যং যোজয়িত্বা রথোত্তমম্। রথমধ্যে স্থিতো দেবঃ শুশুভে চ যুধিষ্ঠির ॥ ২০ ॥ ধনুষঃ শব্দনাদেনাকম্পয়চ্চ জগত্রয়ম্। স্থানং কৃত্বা তু বৈশাখং নিভৃতং সংস্থিতো হরঃ ॥ ২১ ॥ নিরীক্ষ্য সুচিরং কালং কোপ-সংরক্তলোচনঃ। ধ্যাত্বা তং পরমং মন্ত্রমাত্মানং চ নিরুধ্য সঃ ॥ ২২ ॥ মুমোচ সহসা বাণং পুরস্য বধকাঙ্ক্ষয়া। যদা ত্রীণি সমেতানি অন্তরিক্ষস্থিতানি তু ॥ ২৩ ॥ ততঃ কালনিমেষার্দ্ধং দৃষ্ট্বৈক্যং ত্রিপুরস্য চ। ত্রিপর্ব্বণা ত্রিশল্যেন ততস্তান্যবসাদয়ৎ ॥ ২৪ ॥ ততো লোকা ভয়ত্রস্তা ত্রিপুরে ভরতোত্তম। সর্ব্বাসুরবিনাশায় কালরূপা ভয়াবহাঃ ॥ ২৫ ॥ অট্টহাসান প্রমুঞ্চন্তি কষ্টরূপা নরান্তদা। নিমেষো-ন্মেষণং চৈব কুর্ব্বন্তি লিপিকর্ম্মসু ॥ ২৬ ॥ নিস্পন্দ-নয়না মর্ত্ত্যাশ্চিত্রেষ্বালিখিতা ইব। দেবায়তনগা দেবা রমন্তি প্রহসন্তি চ। স্বপ্নে পশ্যন্তি চাত্মানং রক্তাম্বর-বিভূষিতম্ ॥ ২৭ ॥ রক্তমাল্যোত্তমাঙ্গাশ্চ পতন্তঃ কর্দ্দমে হ্রদে। পশ্যন্তি নাম চাত্মানং সতৈলাভ্যঙ্গমস্তকম্ ॥ ২৮ ॥

হয়কে রথধুরায়, সুররাজ সহস্রাক্ষকে অক্ষে, কুবেরকে অগ্রকীলে, যমকে দক্ষিণপার্শ্বে, সুদারুণ কালকে বামপার্শ্বে, আদিত্য ও চন্দ্রকে চক্রে এবং গন্ধর্ব্বগণকে অরনিকরে কল্পিত করিলেন। অনন্তর পিতামহ তাঁহার রথের সারথি, বেদচতুষ্টয় অশ্ব, বেদাঙ্গসকল খলীন এবং ছন্দঃসমূহ রথরজ্জু হই-লেন। অনন্তর মহেশ্বর ওঙ্কারকে রথের প্রতোদ করিয়া স্বয়ং সম্মুখভাগে উপবেশন করিলেন। তিনি অগ্রে ধাতা, পৃষ্ঠে বিধাতা, দিক্সকলে ও ঊর্দ্ধযন্ত্রে মরুদ্গণ, অঙ্গসন্ধিতে মহোরগ, পিশাচ, সিদ্ধ, বিদ্যা-ধর, গণনায়ক এবং ভূতগণকে সন্নিবেশিত করি-লেন। তাঁহার রথের যুগমধ্যে মেরু, যুগাধোদেশে মহাগিরি, যন্ত্রে ভীষণ সর্পগণ এবং শম্যে বরুণ ও নিঋর্তি অবস্থান করিল। গায়ত্রী ও সাবিত্রী তাঁহার রথরশ্মিবন্ধনে নিবদ্ধ হইলেন, সত্য রথধ্বজে এবং শৌচ, দম ও রক্ষকরূপে রথের চতুর্দ্দিকে বিরাজ করিতে লাগিল। অনন্তর দেবদেব শঙ্কর স্বয়ং কবচ ও খড়্গ ধারণ করিলেন, অঙ্গুলিত্র তাঁহার অঙ্গুলিসকলে নিবদ্ধ হইল। তিনি গাঢ়রূপে পরিকর ধারণ ও জটাজূট বন্ধনপূর্ব্বক দেব-ময় রথে আরূঢ় হইয়া যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইলেন। হে যুধিষ্ঠির! তিনি বাণের সহিত যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইয়া করে দিব্য শরাসন ধারণপূর্ব্বক ধনুর্নিনাদে ত্রিজগৎ কম্পিত করত যখন রথমধ্যে উপবেশন করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার শোভা অতীব মনো-হর হইয়াছিল। শঙ্কর বৈশাখাখ্য রীতি অবলম্বনে অবস্থানপূর্ব্বক কিছুক্ষণ নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিলেন, তারপর অনেকক্ষণ এদিক্-ওদিক নিরীক্ষণ করিলেন, কোপে তাঁহার লোচন লোহিত বর্ণ ধারণ করিল; তিনি আত্মাকে নিরোধ ও মহামন্ত্র ধ্যান করিয়া ত্রিপুরবিনাশ কামনায় সহসা বাণ নিক্ষেপ করিলেন। নিমেষ-মধ্যে শঙ্কর-নিক্ষিপ্ত সেই ত্রিপর্ব্ব ও ত্রিশল্য মহাবাণ বাণপুরে উপনীত হইল এবং অন্তরীক্ষস্থিত তাহার পুরত্রয়ের ঐক্য দর্শনে নিমে-ষার্দ্ধে সেই সমবেত পুরত্রয়কে অবসাদিত করিল। হে ভারতোত্তম! তখন ত্রিপুরবাসী লোক সকল ভীতত্রস্ত হইল, সর্ব্বাই অসুরগণের বিনাশার্থ কালের অট্টহাস্যবৎ ভয়াবহ চিৎকার করিতে লাগিল। ৯—২৫। যে সকল লোক লিপিলেখনাদিতে লিপ্ত ছিল, তাহারা নিমেষ ও উন্মেষের সহিত সহসা নিস্পন্দ-নয়ন হইয়া চিত্রলিখিতের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। দেবায়তনগত দেবগণ স্ব স্ব আয়তন হইতে বহির্গত হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ ও হাস্য করিতে লাগিলেন। পুরবাসী অসুরগণ অশুভসূচক স্বপ্ন দর্শন করিতে লাগিল। হে নৃপসত্তম! কেহ আপনাকে স্বপ্নে রক্তবসন-ভূষিত সন্দর্শন করিল, কেহ স্বপ্নযোগে স্বীয় উত্তমাঙ্গ রক্তমাল্যে অলঙ্কৃত দেখিল এবং কেহ কর্দ্দমহ্রদে পতিত, কেহ স্বীয় কলেবর

পশ্যন্তি যানমারূঢ়ং রাসভৈশ্চ নৃপোত্তম। সংবর্ত্তকো মহাবায়ুর্যুগান্তপ্রতিমো মহান্॥ ২৯॥ গৃহান্নমূলয়ামাস বৃক্ষজাতীননেকশঃ। ভূমিকম্পাঃ সনির্ঘাতা উল্কাপাতাঃ সহস্রশঃ॥ ৩০॥ রুধিরং বর্ষতে দেবো মিশ্রিতং কর্করৈর্বহু। অগ্নিকুণ্ডেষু বিপ্রাণাং হুতঃ সম্যগ্‌ঘৃতাশনঃ॥ ৩১॥ জ্বলতে ধূমসংযুক্তো বিস্ফুলিঙ্গকণৈঃ সহ। কুঞ্জরা বিমদা জাতাস্তুরগাঃ সত্ত্ববর্জ্জিতাঃ॥ ৩২॥ অবাদিতানি বাদ্যন্তে বাদিত্রাণি সহস্রশঃ। ধ্বজা হ্যকম্পিতাঃ পেতুশ্ছত্রাণি বিবিধানি চ॥ ৩৩॥ জ্বলন্তি পাদপাস্তত্র পর্ণানি চ সমন্ততঃ। সর্ব্বং তদ্ব্যাকুলীভূতং হাহাকারসমন্বিতম্॥ ৩৪॥ উদ্যানানি বিচিত্রাণি প্রবভঞ্জ প্রভঞ্জনঃ। তেন সম্প্রেরিতাঃ সর্ব্বে জ্বলন্তি বিশিখাঃ শিখাঃ॥ ৩৫॥ বৃক্ষগুল্মলতাবল্ল্যো গৃহাণি চ সমন্ততঃ। দিগ্বিভাগেশ্চ সর্ব্বৈশ্চ প্রবৃত্তো হব্যবাহনঃ॥ ৩৬॥ সর্ব্বং কিংশুকবর্ণাভং প্রজ্বলচ্চৈব দৃশ্যতে। গৃহাদ্‌গৃহং তদা গন্তুং নৈব ধূমেন শক্যতে॥ ৩৭॥ হরকোপাগ্নিনির্দ্দগ্ধাঃ ক্রন্দন্তে ত্রিপুরে জনাঃ। প্রদীপ্তং সর্ব্বতো দিক্ষু দহ্যতে ত্রিপুরং পরম্॥ ৩৮॥ পতন্তি শিখরাগ্রাণি বিশীর্ণানি সহস্রশঃ। পাবকো ধূমসম্পৃক্তো দহ্যমানঃ সমন্ততঃ॥ ৩৯॥ নৃত্যন্ বৈ ব্যাপ্তদিগ্দেশঃ কান্তারেষভিধাবতি। দেবাগারেষু সর্ব্বেষু গৃহেষট্টালকেষু চ॥ ৪০॥ প্রবৃত্তো হুতভুক্ তত্র পুরে কালপ্রচোদিতঃ। দদাহ লোকান্ সর্ব্বত্র হরকোপপ্রকোপিতঃ॥ ৪১॥ দহতে ত্রৈপুরং লোকং বালবৃদ্ধসমন্বিতম্। সপুরং সগৃহদ্বারং সবাহনবনং নৃপ॥ ৪২॥ কেচিদ্ভোজনসক্তাশ্চ পানাসক্তাস্তথাপরে। অপরা নৃত্যগীতেষু সংসক্তা বারযোষিতঃ॥ ৪৩॥ অন্যোন্যং চ পরিষ্বজ্য হুতাশনশিখার্দ্দিতাঃ। দহ্যমানা নৃপশ্রেষ্ঠ সর্ব্বে গচ্ছন্ত্যচেতনাঃ॥ ৪৪॥ অথান্যে দানবাস্তত্র দহ্যন্তেঽগ্নিবিমোহিতাঃ। ন শক্তাশ্চান্যতো গন্তুং ধূমেনাকুলিতাননাঃ। হংসকারণ্ডবাকীর্ণা নলিন্যো হেমপঙ্কজাঃ॥ ৪৫॥ দহ্যন্তে বিবিধাস্তত্র বাপ্যঃ কূপাশ্চ ভারত॥ দৃশ্যন্তেঽনলদগ্ধানি পুরোদ্যানানি দীর্ঘিকাঃ। অম্লানৈঃ পঙ্কজৈশ্ছন্না বিস্তীর্ণা বসুযোজনাঃ॥ ৪৬॥ গিরিকূটনিভাস্তত্র প্রাসাদা রত্নশোভিতাঃ। দৃশ্যন্তে-

তৈলাভ্যঙ্গযুক্ত ও কেহ বা স্বপ্নে আপনাকে গর্দ্দভবাহিত যানারূঢ় দর্শন করিল। যুগান্তপ্রতিম সংবর্ত্তক নামক মহাবায় প্রবাহিত হইয়া গুহানিবহ ও তরুকুল উন্মূলিত করিল। সহস্র সহস্র শব্দে উল্কাপাত ও ভূমিকম্প হইতে লাগিল, পর্জ্জন্যদেব অনেক কর্করযুক্ত রুধির বর্ষণ করিতে লাগিলেন, দ্বিজগণ অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত হুতাশনে সম্যক্ আহুতি প্রদান করিলেও হুতাশন অল্পাল্প স্ফুলিঙ্গসংকারে ধূমায়মান হইয়া উঠিল; মদমত্ত মাতঙ্গগণ মদহীন ও অশ্ব সকল সত্ত্বশূন্য হইল, সহস্র সহস্র বাদিত্র কেহ না বাজাইলেও বাজিয়া উঠিল, ধ্বজরাজি ও বিবিধ ছত্র কম্পিত না হইয়াই ভূতলে পতিত হইতে লাগিল, পত্র সহ তরুরাজি জ্বলিয়া উঠিল। সর্ব্বত্র হাহাকার রবে সকলেই ব্যাকুল হইয়া পড়িল। প্রভঞ্জন বিচিত্র উদ্যাননিচয় ভঙ্গ করিতে লাগিল, সেই সমীরণের সাহায্যে নির্ব্বাপিত পাবক পুনরায় জ্বলিয়া উঠিল এবং প্রজ্বলিত অনল দিকে দিকে তরু, গুল্ম ও লতাবল্লী ভস্মীভূত করিল। সর্ব্বত্র অনল জ্বলিয়া উঠিলে সকলই যেন কিংশুকপুষ্পের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। তৎকালে অনল হইতে এমনই ধূমোদ্গম হইতে লাগিল যে, কেহই গৃহ হইতে গৃহান্তরে গমন করিতে সমর্থ হইল না। কপর্দ্দীর কোপদহনে নিদগ্ধ হইয়া ত্রিপুরবাসী সকলেই ক্রন্দন করিতে লাগিল। তৎকালে প্রদীপ্ত হুতাশন সেই ত্রিপুর-মহাপুরের সকল দিক্ দগ্ধ করিতে থাকিলে, সহস্র সহস্র গিরিশিখর বিশীর্ণ হইয়া পতিত হইতে লাগিল। সর্ব্বত্র সধূম হুতাশন যেন নৃত্য করিতে করিতে ত্রিপুরস্থিত কান্তার, দেবাগার, গৃহ ও অট্টালিকার দিকে প্রধাবিত হইয়া দেখিতে দেখিতে সর্ব্বত্রই পরিব্যাপ্ত হইয়া গেল, তাহাতে সকল স্থানই দহ্যমান হইতে লাগিল। হে নৃপ! হরকোপ-কোপিত পাবক ত্রিপুরবাসী বালক বৃদ্ধ সকলকেই গৃহ, পুরদ্বার ও যান-বাহনসহ ভস্মীভূত করিল। ২৮—৪২। তৎকালে কেহ ভোজনাসক্ত, কেহ পাননিরত ও অপর কোন কোন বারবনিতা নৃত্যগীতরত ছিল; হে নৃপসত্তম! প্রজ্বলিত হুতাশনশিখায় দগ্ধ হইয়া তাহারা পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া চেতনাহীন হইয়া গেল। অন্যান্য দানবগণ ধূমাকুলিত হইয়া অন্যত্র গমনে সমর্থ হইল না, তাহারা সেই প্রজ্বলিত অনলে দহ্যমান হইয়া মোহ প্রাপ্ত হইল। হে ভারত! ত্রিপুর পুর মধ্যে যে সকল নলিনী ও হেমপঙ্কজ-ভূষিত হংসকারণ্ডবাকীর্ণ কূপ বাপী ছিল, অনলজ্বালায় সে সকলও দগ্ধ হইয়া গেল, অম্লান পঙ্কজশোভিত অষ্ট যোজনবিস্তীর্ণ পুরোদ্যান ও দীর্ঘিকানিচয় এবং ধরণীতলে গিরিশৃঙ্গসদৃশ রত্নশোভিত

হনলসম্পদ্মা বিশীর্ণা ধরণীতলে ॥ ৪৭ ॥ নরস্ত্রীবাল বৃদ্ধেষু দহ্যমানেষু সর্ব্বতঃ। নির্দ্দয়ং জ্বলতে বহ্নি- হাহাকারো মহানভূৎ। কাচিচ্চ সুখসংসুপ্তা প্রমত্তান্যা নৃপোত্তম ॥ ৪৮ ॥ ক্রীড়িতা চ সুবিস্তীর্ণ-শয়নস্থা বরাঙ্গনা। কাচিৎ সুপ্তা বিশালাক্ষী হারাবলিবিভূষিতা। ধূমেনাকুলিতা দীনা ন্যপতদ্ধব্য-বাহনে ॥ ৪৯ ॥ কাচিত্তস্মিন্ পুরে দীপ্তে পুত্রস্নেহা-কুলালসা। পুত্রমালিঙ্গতে গাঢ়ং দহ্যতে ত্রিপুরে-হগ্নিনা ॥ ৫০ ॥ কাচিৎ কনকবর্ণাভা ইন্দ্রনীলবিভূষিতা। ভর্ত্তারং পতিতং দৃষ্ট্বা পতিতা তস্য চোপরি ॥ ৫১ ॥ কাচিদাদিত্যবর্ণাভা প্রসুপ্তা তু প্রিয়োপরি। অগ্নি-জ্বালাহতা গাঢ়ং কণ্ঠমালিঙ্গতে নৃপ ॥ ৫২ ॥ মেঘবর্ণা পরা নারী চলৎকনকমেখলা। শ্বেত-বস্ত্রোত্তরীয়া তু পপাত ধরণীতলে ॥ ৫৩ ॥ কাচিৎ কুন্দেন্দুবর্ণাভা নীলরত্নবিভূষিতা। শিরসা প্রাঞ্জলি-র্ভূত্বা বিজ্ঞাপয়তি পাবকম্ ॥ ৫৪ ॥ কস্যাশ্চিজ্জ্বলতে বস্ত্রং কেশাঃ কস্যাশ্চ ভারত। জ্বলজ্জ্বলনসম্পাতৈর্হেমে-ভাণ্ডস্ত্রসন্তি চ ॥ ৫৫ ॥ কাচিৎ প্রভূতদুঃখার্ত্তা বিললাপ বরাঙ্গনা। ভস্মীভূতং পতিং দৃষ্ট্বা ক্রন্দতী কুররী যথা ॥ ৫৬ ॥ আলিঙ্গ্য গাঢ়ং সহসা পতিতা তস্য মূর্দ্ধনি। কাচিচ্চ বহুদুঃখার্ত্তা ব্যলপৎ স্ত্রী স্ববেশ্মনি ॥ ৫৭ ॥ ভস্মসাচ্চ কৃতং দৃষ্ট্বা ক্রন্দতে কুররী যথা। মাতরং পিতরং কাচিদ্দৃষ্ট্বা বিগত-চেতনম্ ॥ ৫৮ ॥ বেপতে পতিতা ভূমৌ খেদিতা বড়বা যথা। ইতশ্চেতশ্চ কাচিচ্চ দহ্যমানা বরাঙ্গনা ॥ ৫৯ ॥ নাপশ্যদ্বালমুৎসঙ্গে বিপরীতমুখী স্থিতা কুম্ভিলস্য গৃহং দগ্ধং পতিতং ধরণীতলে ॥ ৬০ ॥ কুষ্মাণ্ডস্য চ ধূম্রস্য কুহকস্য বকস্য চ। বিরূপনয়নস্যাপি বিরূপাক্ষস্য চৈব হি ॥ ৬১ ॥ শুম্ভো ডিম্ভশ্চ রৌদ্রশ্চ প্রহ্লাদশ্চাসুরোত্তমঃ। দণ্ডপাণির্বিপাণিশ্চ সিংহবক্ত্রস্তথানঘ ॥ ৬২ ॥ দুন্দুভিশ্চৈব সংহ্রাদো ডিণ্ডির্মুণ্ডস্তথৈব চ। বাণভ্রাতা চ বাণশ্চ ক্রব্যাদ-ব্যাঘ্রবক্ত্রকৌ ॥ ৬৩ ॥ এবমন্যেহপি যে কেচি-দ্দানবা বলদর্পিতাঃ। তেষাং গৃহে তথা বহ্নির্জ্জ্বলতে

প্রাসাদশ্রেণী হুতাশনে দগ্ধ হইয়া বিশীর্ণ হইল। তৎকালে প্রজ্বলিত অনলে নর, নারী, বালক, বৃদ্ধ, সকলেই নির্দ্দয়রূপে দগ্ধ হইলে ত্রিপুরপুরে মহান্ হাহাকার রব উত্থিত হইয়াছিল। হে নৃপসত্তম! তখন কোন রমণী সুখসুপ্তা, কোন নারী প্রমত্তা, কেহ ক্রীড়াসক্তা, কোন বরাঙ্গনা বিস্তীর্ণ শয্যায় শয়ানা, কোন বিশাললোচনা ললনা নিদ্রিতা এবং কোন নারীর হারাবলী দ্বারা অলঙ্কার-ক্রিয়ায় ব্যস্ত ছিল, সেই সকল দীনা রমণী ধূমাকুলিতা হইয়া প্রজ্বলিত অনলে পতিতা হইল। কোন কোন পুরবাসিনী রমণী পুত্রস্নেহে লালায়িতা হইয়া তনয়কে গাঢ় আলিঙ্গন করিতেছিল, তৎকালে তনয়ের সহিতই হুতাশনে পতিত হইল! কোন কনককান্তি ইন্দ্রনীলবিভূষিতা বনিতা পতিকে হুতাশনে পতিত দেখিয়া তাহার উপরই পড়িয়া গেল। কোন দিবাকর-প্রভা ভামিনী প্রিয় পতির দেহ আলিঙ্গন করিয়া তাহার উপরই শয়ান ছিল, অনলজ্বালায় দগ্ধ হইয়া সেই আলিঙ্গিত অবস্থাতেই পতিত রহিল; হে নৃপ! অপর শ্বেতোত্তরীয়ধারিণী জলদকান্তি কোন কামিনী ত্রিপুর হইতে ধরণীতলে পতিত হইলে পতনকালে তাহার কঙ্কণ ও মেখলা বিচলিত হইয়াছিল। আবার নীলরত্নবিভূষিতা কুন্দেন্দুধবলা কোন ললনা মস্তকে অঞ্জলি বন্ধনপূর্ব্বক পাবকের স্তব করিতে লাগিল; হে ভারত! তখন কাহারও কেশ ও কাহার বসন জ্বলিতে লাগিল; কাহারও প্রজ্বলিত হুতাশনে স্বর্ণালঙ্কারনিকর দগ্ধ হওয়ায় মহাত্রাস উপস্থিত হইল। কেহ অত্যন্ত দুঃখে পতিত হইয়া বিলাপ করিল, কোন বর-রমণী পতিকে ভস্মীভূত দর্শনে অত্যন্ত দুঃখ সহকারে কুররীর ন্যায় রোদন ও তাহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া সহসা তাহার মস্তকে পতিত হইল। কোন দুঃখকাতরা কামিনী স্বামীকে ভস্মীভূত অবলোকন করিয়া স্বীয় গৃহে বসিয়াই কুররীর ন্যায় বিলাপ করিল। কেহ বা পিতা মাতাকে হতচেতন দর্শন করিয়া অত্যন্ত খিন্নমনে কাঁপিতে কাঁপিতে বড়বার ন্যায় ক্ষিতিতলে পতিত হইল এবং ইতস্তত দহ্যমানা কোন বরাঙ্গনা তনয়কে ক্রোড়ে দেখিতে না পাইয়া ক্রোড়ের বিপরীত দিকে মুখ পরিবর্ত্তন করিয়া রহিল। হে নৃপ! দানব কুম্ভিলের গৃহ দগ্ধ হইয়া ভূতলে পতিত হইল। ৪৩—৬০। এতদ্ভিন্ন কুষ্মাণ্ড, ধূম্র, কুহক, বক, বিরূপনয়ন ও বিরূপাক্ষ প্রভৃতি অসুরগণের গৃহও দগ্ধ হইল। হে অনঘ! শুম্ভ, ডিম্ভ, রৌদ্র, অসুরোত্তম প্রহ্লাদ, দণ্ডপাণি, বিপাণি, সিংহবক্ত্র, দুন্দুভি, সংহ্রাদ, ডিণ্ডি, মুণ্ডি এবং বাণভ্রাতা, বাণ, ক্রব্যাদ, ব্যাঘ্রবক্ত্র ও অন্যান্য বলদর্পিত দানবগণের আবাসও হুতাশন নির্দ্দয়-

নির্দ্দয়ো নৃপ। দহ্যমানাঃ স্ত্রিয়স্তাত বিলপন্তি গৃহে গৃহে ॥ ৬৪ ॥ করুণাক্ষরবাদিন্যো নিরাধারা গতাঃ শিবম্। যদি বৈরং সুরারেশ্চ পুরুষোপরি পাবক ৬৫ ॥ স্ত্রিয়ঃ কিমপরাধ্যন্তি গৃহপঞ্জরকোকিলাঃ অনির্দ্দয়োঽনৃশংসস্ত্বং কস্তে কোপঃ স্ত্রিয়ং প্রতি ॥ ৬৬ কিং ত্বয়া ন শ্রুতং লোকে অবধ্যাঃ সর্ব্বথা স্ত্রিয়ঃ কিং তু তুভ্যং গুণো হ্যস্তি দহনে পবনেরিতঃ ॥ ৬৭ ন কারুণ্যং ত্বয়া কিঞ্চিদ্দাক্ষিণ্যঞ্চ স্ত্রিয়ং প্রতি দয়াং ম্লেচ্ছা হি কুর্ব্বন্তি বচনং শ্রুত্বা যোষিতাম্ ॥৬৮॥ ম্লেচ্ছানামপি চ ম্লেচ্ছো দুর্নিবার্য্যো হ্যচেতনঃ। এবং বিলপমানানাং স্ত্রীণাং তত্রৈব ভারত ॥ ৬৯ ॥ জ্বালা কলাপবহুলঃ প্রজ্বলত্যেব পাবকঃ। এবং দৃষ্ট্বা ততো বাণো দহ্যমান উবাচ হ ॥ ৭০ ॥ অবজ্ঞায় বিনষ্টোঽহং পাপাত্মা হরমঞ্জসা। ময়া পাপেন মূর্খেণ যে লোকা নাশিতা ধ্রুবম্ ॥ ৭১ ॥ গোব্রাহ্মণা হতা নিত্যমিহ লোকে পরত্র চ। নাশিতান্যন্ন-পানানি মঠারামাশ্রমাস্তথা ॥ ৭২ ॥ ঋষীণামাশ্রমাশ্চৈব দেবারামা গণালয়াঃ। তেন পাপেন মে ধ্বংসস্তপসশ্চ বলস্য চ ॥ ৭৩ ॥ কিং ধনেন করিষ্যামি রাজ্যেণান্তঃপুরেণ চ ॥ ৭৪ ॥ বরং শঙ্কর-পাদৌ চ শরণং যামি মূঢ়ধীঃ। ন মাতা ন পিতা চৈব ন বন্ধুর্নাপরো জনঃ ॥ ৭৫ ॥ মুক্ত্বা চৈব মহে-শানং পরমার্ত্তিহরং পরম্। আত্মনা চ কৃতং পাপ-মাত্মনৈব তু ভুজ্যতে ॥ ৭৬ ॥ অহং পুনঃ সমস্তৈশ্চ দহ্যামি সহ সাধুভিঃ। এবমুক্ত্বা শিবং লিঙ্গং কৃত্বা তন্মস্তকোপরি ॥ ৭৭ ॥ নির্জগাম গৃহাচ্ছীঘ্রং পাবকে-নাবগুণ্ঠিতঃ। স খিন্নঃ স্বিন্নগাত্রস্ত প্রস্খলংস্ত মুহু-র্মুহুঃ। হরং গদ্গদয়া বাচা স্তুবন্ বৈ শরণং যযৌ ॥ ৭৮ ॥ ত্বৎকোপানলনির্দগ্ধো যদি বধ্যোঽস্মি শঙ্কর ॥ ৭৯ ॥ ত্বৎপ্রসাদান্মহাদেব মা মে লিঙ্গং প্রণশ্যতু। অর্চ্চিতং মে সুরশ্রেষ্ঠ ধ্যাতং ভক্ত্যা ময়া বিভো ॥ ৮০ ॥ প্রাণাদিষ্টতমং দেব তস্মাদ্রক্ষিতুমর্হসি। যদি তেঽহমনুগ্রাহ্যো বধ্যো বা সুরসত্তম ॥ ৮১ ॥ প্রতিজন্ম মহাদেব ত্বদ্ভক্তিরচলাস্ত মে। পশুকীট-

ভাবে দগ্ধ করিয়াছিল। হে নৃপ! দহ্যমান রমণীগণের গৃহে গৃহে বিলাপধ্বনি উত্থিত হইল। কতিপয় করুণাক্ষরবাদিনী অনাথা রমণী পাবককে সম্বোধন করিয়া কহিল,—হে পাবক! সুরারির অনুচর পুরুষের উপরই তোমার বৈরিতা; গৃহ-পিঞ্জরাবদ্ধ কোকিলের ন্যায় স্ত্রীগণ তোমার কি অপরাধ করিয়াছে? তুমি অনির্দ্দয় অনৃশংস; স্ত্রী-জনের প্রতি তোমার কোপ কেন? ত্রিলোকে স্ত্রী সর্ব্বথা অবধ্যা। ইহা কি কখনও তুমি শ্রবণ কর নাই? একেই তোমাতে ভীষণ দহনগুণ বিদ্য-মান, হে হুতাশন! তাতে আবার সমীরণ তোমার সহায় হইয়াছেন। রমণীর প্রতি তোমার দয়া-দাক্ষিণ্য কিছুই নাই! রমণীগণের বাক্য শুনিয়া ম্লেচ্ছেরাও দয়া করিয়া থাকে। তুমি ম্লেচ্ছদিগেরও অধম দুর্নিবার ও জ্ঞানহীন! হে ভারত! ললনা-কুলের এবংবিধ ব্যঙ্গ বিলাপধ্বনি শ্রবণে হুতাশন কুপিত হইয়া স্বীয় জ্বালামালা বর্দ্ধিত করত আরও ভীষণরূপে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। অনন্তর এই ব্যাপার দর্শনে দহ্যমান বাণ বলিতে লাগিলেন,—অহো! আমিই পাপাত্মা; হরকে অবজ্ঞা করিয়া আমি নিশ্চয়ই তাঁহার তেজে বিনষ্ট হইলাম! অহো! আমি মূর্খ, পাপাচারপরায়ণ হইয়া ইহ-পরলোকসকলের বিনাশ সাধন করিয়াছি; কত গো, ব্রাহ্মণ, অন্ন, পান, মঠ, আরাম, আশ্রম, ঋষি-গণের তপোবন, দেবায়তন, দেবোদ্যান, গণালয় নিত্য বিধ্বস্ত করিয়াছি, সেই পাপেই অদ্য আমার তপোবল বিনষ্ট হইয়াছে। আমি মূঢ়; আমার রাজ্য ধন ও অন্তঃপুরে প্রয়োজন নাই, শঙ্করচরণে শরণগ্রহণই আমার এক্ষণে একমাত্র কল্যাণকর। পরম আর্ত্তিহর শঙ্কর মহেশান ব্যতীত এ সংসারে মাতা, পিতা, বন্ধু কিংবা অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে কেহই তাপহর্ত্তা নহেন। আপনার পাপ আপনাকেই ভোগ করিতে হয়। আমার পাপে কেন আমার সাধু সুহৃদ্গণ বিনষ্ট হইবেন? খিন্নমনা দানব-রাজ বাণ এইরূপ বলিয়া মস্তকে শিবলিঙ্গ ধারণ-পূর্ব্বক পাবকবেষ্টিত দেহে সত্বর পুর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং স্খলিতগাত্র ও স্খলিত বাক্যে মুহুর্মুহুঃ গদ্গদ বচনে হরের স্তব করিতে করিতে তাঁহার শরণ গ্রহণ করিলেন। ৬—৭৮। বাণ বলিলেন,—হে শঙ্কর! যদি একান্তই তোমার কোপানলে দগ্ধ হইয়া আমি বিনষ্ট হই, তাহাতে দুঃখ নাই, কিন্তু হে মহাদেব! তোমার প্রসাদে যেন আমার মস্তক-স্থিত শিবলিঙ্গ বিনষ্ট হয় না। হে সুরসত্তম! আমি ভক্তিভরে এই শিবলিঙ্গের পূজা ও ধ্যান করিয়া থাকি; হে বিভো! এই লিঙ্গ আমার প্রাণ হইতেও ইষ্টতম; অতএব হে দেব! এই লিঙ্গ রক্ষা করুন। হে সুরশ্রেষ্ঠ! আমি তোমার বধ্যই হই কিংবা অনুগ্রহের পাত্রই হই, হে মহাদেব! জন্মে জন্মে

পতঙ্গেষু তির্য্যগ্‌যোনিগতেষু চ। স্বকর্ম্মণা মহাদেব ত্বদ্ভক্তিরচলাস্ত মে॥ ৮২॥ এবমুক্ত্বা মহাভাগো বাণো ভক্তিমতাং বরঃ। স্তোত্রেণ দেবদেবেশং ছন্দয়ামাস ভারত॥ ৮৩॥ বাণ উবাচ। শিব শঙ্কর সর্ব্বহরায় নমো ভবভীতভয়ার্ত্তিহরায় নমঃ। কুসুমায়ুধদেহবিনাশকর প্রমদাপ্রিয়কামক দেব নমঃ॥ ৮৪॥ জয় পার্ব্বতীশ পরমার্থসার জয় বিরচিতভীমভুজঙ্গহার জয় নির্ম্মলভস্মবিলিপ্তগাত্র জয় মন্ত্রমূল জগদেকপাত্র॥ ৮৫॥ জয় বিষধরকাপিলজটাকলাপ জয় ভৈরব বিধৃতপিনাকচাপ। জয় বিষমনয়ন পরিমুক্তসঙ্গ জয় শঙ্কর ধৃতগাঙ্গতরঙ্গ॥৮৬॥ জয় ভীমরূপ খট্টাঙ্গহস্ত শশিশেখর জয় জগতাং প্রশস্ত। জয় সুরবরেশ সুরলোকসার জয় সর্ব্ব সকলনির্দ্দগ্ধসার॥ ৮৭॥ জয় কীর্ত্তনীয় জগতাং পবিত্র জয় বৃষাঙ্ক বহুবিধচরিত্র। জয় বিরচিতনরকঙ্কালমাল অঘাসুরদেহকঙ্কাল কাল॥ ৮৮॥ জয়নীলকণ্ঠ বরবৃষভগমন জয় সকললোকদুরিতাম্বুশমন। জয় সিদ্ধসুরাসুরবিনতচরণ জয় রুদ্র রৌদ্রভবজলধিতরণ॥ ৮৯॥ জয় গিরিশ সুরেশ্বরমাননীয় জয় সূক্ষ্মরূপ সঞ্চিন্তনীয়। জয় দগ্ধত্রিপুর বিশ্বসত্ত্ব জয় সকলশাস্ত্রপরমার্থতত্ত্ব॥ ৯০॥ জয় দুরববোধ সংসারতার কলিকলুষমহার্ণবঘোরতার। জয় সুরাসুরদেবগণেশ নমো হয়বানরসিংহগজেন্দ্রমুখ॥ ৯১॥ অতিহ্রস্বস্থূলসুদীর্ঘতম উপলব্ধির্ন শক্যতে তে হ্যমরৈঃ। প্রণতোহস্মি নিরঞ্জন তে চরণৌ জয় সাম্ব সুলোচনকান্তিহর॥ ৯২॥ অপ্রাপ্য ত্বাং কিমত্যন্তমূর্চ্ছয়া ন বিনশ্যেৎ। অতিপ্রমাথি চ তদা তপো মহৎসুদারুণম্॥ ৯৩॥ ন পুত্রবান্ধবা

যেন তোমাতে আমার অচলা ভক্তি থাকে। হে মহাদেব! অবশ্যই আমি আমার কর্ম্মবশে পশু, কীট, পতঙ্গাদি তির্য্যগ্‌যোনি ভ্রমণ করি, কিন্তু তোমাতে আমার যেন নিশ্চলা ভক্তি থাকে। হে ভারত! ভক্তাগ্রণী মহাভাগ বাণ এইরূপে বিবিধ স্তুতিবাক্যে মহাদেবের স্তব করিয়া আরও অনেক স্তুতিবাদে তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। বাণ বলিলেন,—হে শিব! তুমি সকলের মঙ্গলদাতা ও নিখিল আর্ত্তিহরণকর্ত্তা; তোমাকে নমস্কার। হে দেব! যাহারা ভবভয়ে ভীত, তুমি তাঁহাদের ভীতি বিনাশ করিয়া থাক। পঞ্চবাণ তোমার নয়নবহ্নিতে দগ্ধ হইয়াছে। তুমি প্রমদাগণের প্রিয় কামনা পূর্ণ কর, তোমাকে নমস্কার। হে পার্ব্বতীপতে! তুমি পরমার্থসার; ভীষণ ভুজঙ্গগণ তোমার ভূষণ-স্বরূপ হইয়াছে, তোমার জয় হউক। হে দেব! নির্ম্মল ভস্মরাশি তোমার শরীরে লিপ্ত হইয়াছে, তুমিই মন্ত্রের মূলস্বরূপ, তুমিই জগতের একমাত্র পাত্র; অতএব জয়যুক্ত হও। হে শঙ্কর! বিষধরগণ তোমার কপিল জটাকলাপে অবস্থিত, তুমি ভীষণ পিনাক-শরাসন গ্রহণ করিয়াছ, তুমি বিষমনয়ন অর্থাৎ ত্রিলোচন। তুমি সঙ্গ হইতে সম্যক্‌মুক্ত এবং গঙ্গাতরঙ্গ শিরে ধারণ করিয়াছ, তোমার জয় হউক। হে ভীমবদন! তোমার করে খট্টাঙ্গ, শিরে শশধর, তুমি জগতের প্রশস্ত; হে মহেশ্বর! তুমি সুরলোকের সার। হে সর্ব্ব! তুমি সার ও তুমিই সকল নির্দ্দগ্ধ করিয়া থাক। তুমি জয়যুক্ত হও। হে জগৎপূত! তুমি নিখিল প্রাণীর কীর্ত্তনীয়, তোমার চরিত্র অনন্ত, তোমার জয় হউক। হে বৃষভধ্বজ! নরকঙ্কালমালায় তোমার অলঙ্কার বিরচিত হইয়াছে, অঘাসুরের দেহকঙ্কালও তোমার অলঙ্কার। হে কাল! জয়যুক্ত হও। হে নীলকণ্ঠ! বৃষবর তোমার বাহন, তুমিই নিখিল লোকের দুরিত দূর কর; হে রুদ্র! সিদ্ধ, সুর ও অসুরগণ তোমার চরণে বিনত হয় এবং তুমিই জীবগণকে ভীষণ ভবজলধি হইতে পরিত্রাণ করিয়া থাক। তোমার জয় হউক। হে গিরিশ! তুমি সুরসত্তম মহেন্দ্রের মাননীয়, তোমার রূপ সূক্ষ্ম হইলেও জীবের চিন্তনীয়। বিশ্বের তুমিই প্রধান সত্ত্ব, তোমার কোপানলেই ত্রিপুর দগ্ধ হইয়াছে এবং তুমিই নিখিল শাস্ত্রের পরমার্থতত্ত্ব, তোমার জয় হউক; হে দেব! তোমার তত্ত্ব দুর্গম্য, তুমিই সংসার হইতে উদ্ধার কর, কলিকলুষরূপী ভীষণ মহার্ণব-তরণে তোমার চরণই একমাত্র সম্বল। তুমি জয়যুক্ত হও। হে দেবেশ! সুর, অসুর ও গণদেবতারও তুমিই এক মাত্র প্রভু। তুমি কখন অশ্ববদন, কখন বানর, সিংহ ও গজেন্দ্রবদন হইয়া থাক, তোমাকে নমস্কার।৭৯-৯১। তুমি কখন অতিহ্রস্ব,কখন অতিস্থূল, আবার কখনও কখনও অতি দীর্ঘতম হও। দেবগণও তোমাকে উপলব্ধি করিতে সমর্থ নহেন; হে নিরঞ্জন! আমি তোমার পাদযুগলে প্রণত হইলাম; হে সাম্ব! হে সুলোচন-কান্তিহর! তোমার জয় হউক! হে দেব! অত্যন্ত গর্ব্বী ব্যক্তি তোমাকে প্রাপ্ত না হইয়া কেন না বিনষ্ট হইবে?

দারা ন সমস্তঃ সুহৃজ্জনঃ। সঙ্কটেঽভ্যুপগচ্ছন্তি ব্রজন্তমেকগামিনম্ ॥ ৯৪ ॥ যদেব কর্ম্ম কৈবল্যং কৃতং তেন শুভাশুভম্। তদেব সার্থবত্তস্য ভবত্যগ্রে তু গচ্ছতঃ ॥ ৯৫। নির্ধনস্যৈব চরতো ন ভয়ং বিদ্যতে ক্বচিৎ। ধনী ভয়ৈর্ন মুচ্যেত ধনং তস্মাত্ত্যজাম্যহম্ ॥ ৯৬ ॥ লুব্ধাঃ পাপানি কুর্ব্বন্তি শুদ্ধাংশা নৈব মানবাঃ। শ্রুত্বা ধর্ম্মস্য সর্ব্বস্বং শ্রুত্বা চৈবাবধার্য্য তৎ ॥ ৯৭ ॥ ত্বং বিষ্ণুস্ত্বং জগন্নাথো ব্রহ্মরূপঃ সনাতনঃ। ইন্দ্রস্ত্বং দেবদেবেশ সুরনাথ নমোঽস্তু তে ॥ ৯৮ ॥ ত্বং ক্ষিতির্বরুণশ্চৈব পবনস্ত্বং হুতাশনঃ। ত্বং দীক্ষা যজমানশ্চ আকাশং সোম এব চ ॥ ৯৯ ॥ ত্বং সূর্য্যস্ত্বং তু বিত্তেশো যমস্ত্বং গুরুরেব চ। ত্বয়া ব্যাপ্তং জগৎ সর্ব্বং ত্রৈলোক্যং ভাস্বতা যথা ॥ ১০০ ॥ এতদ্বাণকৃতং স্তোত্রং শ্রুত্বা দেবো মহেশ্বরঃ। ক্রোধং মুক্ত্বা প্রসন্নাত্মা তদা বচনমব্রবীৎ ॥ ১০১ ॥ ঈশ্বর উবাচ। ন ভেতব্যং ন ভেতব্যমদ্যপ্রভৃতি দানব। সৌবর্ণে ভবনে তিষ্ঠ মম পার্শ্বেঽথবা পুনঃ ॥ ১০২ ॥ পুত্রপৌত্রপ্রপৌত্রৈশ্চ বান্ধবৈঃ সহ ভার্য্যয়া। অদ্যপ্রভৃতি বৎস ত্বমবধ্যঃ সর্ব্বশত্রুষু ॥ ১০৩ ॥ মার্কণ্ডেয় উবাচ। ভূয়স্তস্য বরো দত্তো দেবদেবেন ভারত। স্বর্গে মর্ত্ত্যে চ পাতালে পূজিতঃ সসুরাসুরৈঃ ॥ ১০৪ ॥ অক্ষয়শ্চাব্যয়শ্চৈব বস ত্বং বৈ যথাসুখম্। ততো নিবারয়ামাস রুদ্রঃ সপ্তশিখং তদা ॥ ১০৫ ॥ তৃতীয়ং রক্ষিতং তস্য পুরং দেবেন শম্ভুনা। জ্বালামালাকুলং চান্যৎপতিতং ধরণীতলে ॥ ১০৬ ॥ অর্দ্ধেন প্রস্থিতাদূর্দ্ধং তস্য জ্বালা দিবং গতাঃ। হাহাকারো মহাংস্তত্র ঋষিসঙ্ঘৈরুদীরিতঃ ॥ ১০৭ ॥ দৈবতৈশ্চ মহাভাগৈঃ সিদ্ধবিদ্যাধরাদিভিঃ। একং তু পতিতং তত্র শ্রীশৈলে খণ্ডমুত্তমম্ ॥ ১০৮ ॥ দ্বিতীয়ং পতিতং রাজন্নমরকণ্টকে। প্রজ্বলৎ পতিতং তত্র তেন জ্বালেশ্বরং স্মৃতম্ ॥ ১০৯ ॥ দগ্ধে তু ত্রিপুরে রাজন্ পাতিতে খণ্ড উত্তমে। রুদ্রো দেবঃ স্থিতস্তত্র জ্বালামালানিবারকঃ ॥ ১১০ ॥ হাহাকারপরাণাস্তু ঋষীণাং রক্ষণায় চ। স্বয়ংমূর্ত্তির্মহেশান উমাবৃষভসংযুতঃ ॥

তোমাকে যাহারা লাভ করিতে পারে না, তাহাদের সুদারুণ তপস্যাও প্রমাথী হইয়া থাকে। পুত্র, বন্ধু, স্ত্রী ও অন্যান্য সুহৃদ্গণ—সঙ্কটকালে ইহাদের দ্বারা কোন ইষ্টই লাভ হয় না; পরন্তু সকলেই একপথের পথিক হন। কেবল শুভই হউক কিম্বা শুভাশুভ মিশ্রিতই হউক, যে কিছু কার্য্য কৃত হয়, সংসারবিচরণশীল মানবের ঐ সমস্তই প্রয়োজনসাধক হইয়া থাকে। যাহাদের ধন নাই, তাহারা নির্ভয়ে সর্ব্বত্রই বিচরণ করে; কিন্তু ধনী মানব, পাছে ধন অপহৃত হয় এজন্য কুত্রাপি গমন করে না। শাস্ত্রের সার বাক্য সকলেই শ্রবণ ও অবধারণ করে; কিন্তু লুব্ধ ব্যক্তি পাপাচরণই করিয়া থাকে, আর পূতচিত্ত মানবগণ পাপ করেন না। হে সুরেশ্বর! আপনি জগৎপতি বিষ্ণু, ও সনাতন ব্রহ্মরূপী এবং আপনিই ইন্দ্র ও দেবদেবেশ, আপনাকে নমস্কার। আপনি ক্ষিতি, বরুণ, তপন, হুতাশন, দীক্ষা, যজমান, আকাশ, সোম, সূর্য্য, কুবের, যম ও গুরু, এবং আপনিই দিবাকরের ন্যায় স্বীয় তেজে জগৎ পরিব্যাপ্ত করিয়াছেন। অনন্তর দেবদেব মহেশ্বর বাণকৃত এই স্তুতিবাণী শ্রবণে প্রসন্ন হইলেন এবং ক্রোধ পরিত্যাগপূর্ব্বক বাণকে বলিতে লাগিলেন। ঈশ্বর কহিলেন,—হে দানব! ভীত হইও না, ভীত হইও না; আজ হইতে তুমি আমার সমীপে পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র, পত্নী ও অন্যান্য বান্ধবগণসহ সুবর্ণভবনে অথবা আমার পার্শ্বে বাস করিবে। হে বৎস! আজ হইতে তুমি শত্রুকুলের অবধ্য হইলে। মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে ভারত! দেবদেব পুনরায় তাহাকে বর দান করিলেন। দেবদেব বলিলেন,—হে বাণ! স্বর্গ মর্ত্ত্য এবং পাতালে তুমি সুরাসুরগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইবে। তুমি অক্ষয় ও অব্যয় হইয়া যথাসুখে বাস কর। রুদ্র বাণের প্রতি এইরূপ আদেশ দিয়া সপ্তশিখ পাবককে শান্ত করিলেন।৯২—১০৫। দেবদেব শম্ভু কর্ত্তৃক তদীয় তৃতীয় পুর রক্ষিত হইল, আর জ্বালামালাকুল প্রথম পুর ধরণীতলে পতিত হইল। পতনশীল প্রজ্বলিত অর্দ্ধ পথে উপনীত হইলে তাহার জ্বালামালা অন্তরীক্ষ স্পর্শ করিল, অন্তরীক্ষচারী মহাভাগ ঋষি সুর, সিদ্ধ, ও বিদ্যাধরগণ মহা হাহাকার করিয়া উঠিলেন। দেখিতে দেখিতে সেই অনুত্তম পুরভাগ শ্রীশৈলে পতিত হইল। হে রাজন্! দ্বিতীয়পুর অমরকণ্টকে পতিত হয়, জ্বলিতে জ্বলিতে এই পুর পতিত হইয়াছিল বলিয়া ঐ স্থানের নাম হইল জ্বালেশ্বর। হে রাজন্! এইরূপে বাণপুর দগ্ধ হইলে জ্বালামালাকুল যে অনুত্তম ভাগ ধরণীতলে পতিত হইয়াছিল, এবং যদ্দর্শনে ঋষিগণ হাহাকার করিয়া

১১১॥ মনসাপি স্মরেদ্‌যস্তু ভক্ত্যা হ্যমরকণ্টকম্। চান্দ্রায়ণাধিকং পুণ্যং স লভেন্নাত্র সংশয়ঃ॥ ১১২॥ অতিপুণ্যো গিরিশ্রেষ্ঠো যস্মাত্তরতসত্তম। অস্মান্নিত্যং ভবেদ্রাজন্ সর্ব্বপাপভয়ঙ্করঃ॥ ১১৩॥ নানাদ্রুমলতাকীর্ণো নানাপুষ্পোপশোভিতঃ। নানাগুল্মলতাকীর্ণো নানাবল্লীভিরাবৃতঃ॥ ১১৪॥ সিংহব্যাঘ্রসমাকীর্ণো মৃগযূথৈরলঙ্কৃতঃ। শ্বাপদানাঞ্চ ঘোষেণ নিত্যং প্রমুদিতোঽভবৎ॥ ১১৫॥ ব্রহ্মেন্দ্রবিষ্ণুপ্রমুখৈর্ম্মরৈশ্চ সহস্রশঃ। সেব্যতে দেবদেবেশ শঙ্করস্তত্র পর্ব্বতে॥ ১১৬॥ পতনং কুরুতে যস্মিন্ পর্ব্বতেঽমরকণ্টকে। ক্রীড়তে ক্রমশো রাজন্ ভুবনানি চতুর্দ্দশ॥ ১১৭॥ ঐন্দ্রং বাহ্নং চ কৌবেরং বায়ব্যং যাম্যমেব চ। নৈঋর্তং বারুণং চৈব সৌম্যং সৌরং তথৈব চ॥ ১১৮॥ ব্রাহ্মং চ পদমক্লিষ্টং বৈষ্ণবং তদনন্তরম্। উমারুদ্রং মহাভাগ ঐশ্বরং তদনন্তরম্॥ ১১৯॥ পরং সদাশিবং শান্তং সূক্ষ্মং জ্যোতিরতীন্দ্রিয়ম্। তস্মিন্ যাতি লয়ং ধীরো বিধিনা নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১২০ ॥ যুধিষ্ঠির উবাচ। কোঽপ্যত্র বিধিরুদ্দিষ্টঃ পতনে ঋষিসত্তম। এতন্মে সর্ব্বমাচক্ষ্ব সংশয়োঽস্তি মহামুনে॥ ১২১॥ শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। শৃণুষ্ব কথয়িষ্যামি তং বিধিং পাণ্ডুনন্দন। যৎ কৃত্বা প্রথমং কর্ম্ম নিপতেত্তদনন্তরম্॥ ১২২॥ কৃত্বা কৃচ্ছ্রত্রয়ং পূর্ব্বং জপ্ত্বা লক্ষং দশৈব তু। শাকযাবকভুক্ চৈব শুচিস্ত্রিষবণো নৃপ॥ ১২৩॥ ত্রিকালমর্চ্চয়েদীশং দেবদেবং ত্রিলোচনম্। দশাংশেন তু রাজেন্দ্র হোমং তত্রৈব কারয়েৎ॥ ১২৪॥ লক্ষবারং জপেদ্দেবং গন্ধমাল্যৈশ্চ পূজয়েৎ। রাত্রৌ স্বপ্নে তদা পশ্যেদ্বিমানস্থং ততঃ ক্ষিপেৎ॥ ১২৫॥ অনেনৈব বিধানেন আত্মানং যস্তু নিক্ষিপেৎ স্বর্গলোকমনুপ্রাপ্য ক্রীড়তে ত্রিদশৈঃ সহ॥ ১২৬॥ ত্রিংশদ্বর্ষসহস্রাণি ত্রিংশৎকোট্যস্তথৈব চ। ভুক্ত্বা মনোরমান্ ভোগাংস্তদাগচ্ছেন্মহীতলম্ ॥ ১২৭॥ পৃথিবীমেকচ্ছত্রেণ ভুনক্তি লোকপূজিতঃ। ব্যাধিশোকবিনির্ম্মুক্তো জীবেচ্চ শরদাং শতম্॥ ১২৮॥ জালেশ্বরং তু তত্তীর্থং ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতম্। তত্র জ্বালা নদী পার্থ প্রসৃতা শিবনির্ম্মিতা॥ ১২৯॥

উঠিয়াছিলেন; দেবেশ শম্ভু স্বয়ং সেই প্রজ্বলিতপুরে বৃষভবাহনে উমার সহিত বাস করিয়া তাহার জ্বালামালা দূর করত এবং হাহাকারপরায়ণ সেই ঋষিগণের রক্ষা বিধান করিলেন। হে ভরতসত্তম! গিরিবর অমরকণ্টক্য অতিপূত, এই অমরকণ্টকগিরি সর্ব্বপাপক্ষয়কর। মনে মনেও যে মানব অমরকণ্টকের স্মরণ করে, তাহার চান্দ্রায়ণ হইতেও অধিক ফললাভ হয়, সংশয় নাই। হে রাজন্! এই গিরিবর অমরকণ্টক নানাবিধ তরু ও লতাকীর্ণ, বিবিধপুষ্পে উপশোভিত, বহুবিধ লতা ও গুল্মে সমাকুল এবং অনেকবিধ বল্লীদ্বারা সমাবৃত। সিংহ শার্দ্দুল ও হরিগণ যূথে যূথে বিচরণ করিয়া অমরকণ্টককে অলঙ্কৃত করিয়া থাকে; শ্বাপদগণের নির্ঘোষে অমরকণ্টক সতত প্রমুদিত হয় এবং ব্রহ্মা, ইন্দ্র ও বিষ্ণুপ্রমুখ সহস্র সহস্র দেববৃন্দ এই অমর কণ্টকপর্ব্বতে দেবেশ শঙ্করের সেবা করিয়া থাকেন। হে রাজন্! যে ধীর মানব এই অমরকণ্টক পর্ব্বতে যথাবিধি দেহ পাতন করে, সে ক্রমশ চতুর্দ্দশ ভুবনে ক্রীড়া করিয়া থাকে এবং ক্রমে ঐন্দ্র, আগ্নেয়, কৌবের বায়ব্য, যাম্য, নৈঋর্ত, বারুণ, সৌম্য, সৌর, ব্রাহ্ম, পরম অক্লিষ্ট বৈষ্ণব, উমারৌদ্র, ঐশ্বর ও পরম শান্ত সূক্ষ্ম সদাশিব-পদলাভ করিয়া পরিশেষে অতীন্দ্রিয় জ্যোতিতে লয়প্রাপ্ত হয়। হে মহাভাগ! এবিষয়ে সংশয় নাই। যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে ঋষিসত্তম! এস্থানে পতনের বিধি কিরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, হে মহামুনে! এ বিষয়ে আমি সংশয়িত, অতএব ইহা আমার নিকট বলুন। মার্কণ্ডেয় উত্তর করিলেন,—হে পাণ্ডব! প্রথমে যে কার্য্য করিয়া পরে দেহ পাতিত করিতে হয়, সেই পতনবিধি বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। হে নৃপ! শুচি মানব প্রথমে শাক ও যাবকভোজী হইয়া কৃচ্ছ্রত্রয় আচরণ, দশলক্ষ জপ ও ত্রিষবণ স্নান করত দেবদেব ঈশ ত্রিলোচনের ত্রৈকালিক পূজা করিবে। হে রাজেন্দ্র! অনন্তর জপের দশাংশ অর্থাৎ লক্ষবার হোম করিয়া গন্ধমাল্য দ্বারা দেবদেবের পূজা করিতে হইবে। এইরূপ করিলে রজনীযোগে আত্মাকে বিমানস্থ সন্দর্শন করিবে। অনন্তর দেহ পাতিত করিতে হইবে।১০৬—১২৫। যে মানব এইরূপ বিধানে দেহ পাতিত করেন, তিনি স্বর্গে গমন করিয়া ত্রিদশগণসহ ক্রীড়া করিয়া থাকেন এবং ত্রিংশৎকোটি ও ত্রিংশৎসহস্র বৎসর স্বর্গে বিবিধ মনোহর ভোগ্যবস্তু উপভোগ করিয়া পুনরায় মহীতলে আগমন করেন। পৃথিবীতে আসিয়াও তিনি লোকপূজিত একচ্ছত্র নৃপ হন এবং ব্যাধিশোকবিমুক্ত ও শতায়ু হইয়া থাকেন। হে পার্থ! জালেশ্বরতীর্থও ত্রিলোকবিখ্যাত, তথায় শিবনির্ম্মিতা জ্বালানদী প্রবাহিতা।

নির্ব্বাপ্য তদ্বাণপুরং রেবয়া সহ সঙ্গতা। তত্র স্নাত্বা মহারাজ বিধিনা মন্ত্রসংযুতঃ ॥ ১৩০ ॥ তিলসম্মিশ্রতোয়েন তর্পয়েৎ পিতৃদেবতাঃ। পিণ্ডদানেন চ পিতৄন্‌ পৌণ্ডরীকফলং লভেৎ ॥ ১৩১ ॥ অনাশকং তু যঃ কুর্য্যাত্তস্মিংস্তীর্থে নরাধিপ। মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো রুদ্রলোকং স গচ্ছতি ॥ ১৩২ ॥ অমরাণাং শতৈশ্চৈব সেবিতো হ্যমরেশ্বরঃ। তথৈব ঋষিসঙ্ঘৈশ্চ তেন পুণ্যতমো মহান্‌ ॥ ১৩৩ ॥ সমন্তাদ্‌যোজনং তীর্থং পুণ্যং হ্যমরকণ্টকম্‌। রুদ্রকোটিসমোপেতং তেন তৎপুণ্যমুত্তমম্‌ ॥ ১৩৪ ॥ তস্য পর্ব্বতরাজস্য যঃ করোতি প্রদক্ষিণম্‌। প্রদক্ষিণীকৃতা তেন পৃথিবী নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৩৫ ॥ বাচিকং মানসং চৈব কায়িকং ত্রিবিধং চ যৎ। নশ্যতে পাতকং সর্ব্বমিত্যেবং শঙ্করোঽব্রবীৎ ॥ ১৩৬ ॥ অমরেশ্বরপার্শ্বে চ তীর্থং শক্রেশ্বরং নৃপ। তপস্তপ্ত্বা পুরা তত্র শক্রেণ স্থাপিতং কিল ॥ ১৩৭ ॥ কুশাবর্ত্তং নাম তীর্থং ব্রহ্মণা চ কৃতং শুভম্‌। ব্রহ্মকুণ্ডমিতি খ্যাতং হংসতীর্থং তথা পরম্‌ ॥ ১৩৮ ॥ অম্বরীষস্য তীর্থং চ মহাকালেশ্বরং তথা। কাবের্য্যাঃ পূর্ব্বভাগে চ তীর্থং বৈ মাতৃকেশ্বরম্‌ ॥ ১৩৯ ॥ এতানি দক্ষিণে তীরে রেবায়া ভরতর্ষভ। সংসেবন-স্নানদানৈঃ পাপসঙ্ঘহরাণি চ ॥ ১৪০ ॥ ভৃগুতুঙ্গে মহারাজ প্রসিদ্ধো ভৈরবঃ শিবঃ। তস্য যাম্যবিভাগে চ তীর্থং বৈ চপলেশ্বরম্‌ ॥ ১৪১ ॥ এতৌ স্থিতৌ দুঃখহরৌ রেবায়া উত্তরে তটে। তাবভ্যর্চ্চ্য তথা নত্বা সম্যগ্‌যাত্রাফলং ভবেৎ। অদৃষ্টপূজিতৌ তৌ হি নরাণাং বিঘ্নকারকৌ ॥ ১৪২ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে জ্বালেশ্বরতীর্থামরেশ্বরতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নামাষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৮ ॥

জ্বালানদী প্রজ্বলিত বাণপুরী নির্ব্বাপিত করিয়া রেবার সহিত সঙ্গতা হইয়াছেন। হে মহারাজ! যে মানব এই জ্বালাসঙ্গমজলে যথাবিধি মন্ত্রযুক্ত স্নান করিয়া তিলমিশ্র জ্বালাজলে পিতৃগণের তর্পণ ও পিণ্ডদান করে, তাহার পৌণ্ডরীকফললাভ হয়। হে নরাধিপ। যে নর এই তীর্থে অনশন করে, সে নিখিলপাপমুক্ত হইয়া রুদ্রলোকে গমন করিয়া থাকে। শতশত অমর ও ঋষিসঙ্ঘ অমরেশের সেবা করেন; এজন্য অমরেশ্বর মহাপুণ্যতম হইয়াছেন। পূত তীর্থ অমরকণ্টক যোজন পরিমিত বলিয়া কথিত হয়। কোটি রুদ্র এই তীর্থে বাস করেন, এজন্য অমরকণ্টক অনুত্তম পুণ্যময়। গিরিবর অমরকণ্টকের প্রদক্ষিণেই সপ্তদ্বীপা পৃথীবীর প্রদক্ষিণ করা হয়; সংশয় নাই। শঙ্কর কহিয়াছেন, এই সঙ্গমে কায়িক, বাচিক ও মানসিক, এই ত্রিবিধ পাতকই বিনষ্ট হইয়া থাকে। হে নৃপ! অমরেশ্বরের পার্শ্বে শক্রেশ্বর তীর্থ বিদ্যমান, পুরাকালে শক্র এইস্থানে তপস্যা করিয়া এই তীর্থের প্রতিষ্ঠা করেন। ব্রহ্মাও এই স্থানে এক অনুত্তম তীর্থ প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ তীর্থের নাম কুশাবর্ত্ত; এই কুশাবর্ত্ততীর্থে বিখ্যাত ব্রহ্মকুণ্ড বিদ্যমান; এই ব্রহ্মকুণ্ডের পার্শ্বে হংসতীর্থ ও অম্বরীষনির্ম্মিত মহাকালেশ্বর তীর্থ বিরাজিত। কাবেরীর পূর্ব্বভাগে এক পবিত্র তীর্থ আছে, এই তীর্থে মাতৃকেশ্বরের অধিষ্ঠান জানিবে। হে ভরতর্ষভ! এ সকল তীর্থ রেবার দক্ষিণতীরে বিদ্যমান, এই তীর্থের সম্যক্‌ সেবা, তীর্থনীরে স্নান ও দান করিলে নিখিল কলুষ বিনষ্ট হয়। হে মহারাজ! ভৃগুতুঙ্গে প্রসিদ্ধ ভৈরব বিদ্যমান। এই ভৈরবের দক্ষিণভাগে যে তীর্থ আছে, তথায় চপলেশ্বর অধিষ্ঠান করেন। এই ভৈরবদ্বয় রেবার উত্তর তটে অবস্থিত থাকিয়া মানবগণের দুঃখ হরণ করিয়া থাকেন। এই ভৈরবদ্বয়ের যথাবিধি পূজা ও প্রণাম করিলে যথাযথ তীর্থফল লাভ হয়; যে সকল লোক এই ভৈরবদ্বয়ের দর্শন বা পূজা না করে, তাহাদের তীর্থযাত্রায় বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে। ১২৬—১৪২।

অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৮ ॥

একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

যুধিষ্ঠির উবাচ। কাবেরীতি চ বিখ্যাতা ত্রিষু লোকেষু সত্তম। মাহাত্ম্যং শ্রোতুমিচ্ছামি তস্যা মার্কণ্ড তত্ত্বতঃ ॥ ১ ॥ কীদৃশং দর্শনং তস্যাঃ ফলং

ঊনত্রিংশ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসিলেন,—হে সত্তম! এক্ষণে ত্রিলোকবিখ্যাতা কাবেরীর, মাহাত্ম্য শ্রবণে আমার অভিলাষ হইতেছে। হে মৃকণ্ডুতনয়! তাঁহার স্বরূপ? কাবেরীনীরস্পর্শে কি ফল? হে

স্পর্শেহথবা বিভো। স্নানে জাপেহথবা দান উপবাসে তথা মুনে ॥২॥ কথয়স্ব মহাভাগ কাবেরী-সঙ্গমে ফলম্। ধর্ম্ম শ্রুতোহথ দৃষ্টো বা কথিতো বা কৃতোহপি বা ॥৩॥ অনুমোদিতো বা বিপ্রেন্দ্র পুনাতীতি শ্রুতং ময়া। যথা ধর্ম্মপ্রসঙ্গে তু মুনে ধর্ম্মোহপি জায়তে ॥ ৪ ॥ স্বর্গশ্চ নরকশ্চৈব ইত্যেবং বৈদিকী শ্রুতিঃ ॥ ৫ ॥ শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। সাধুসাধু মহাভাগ যৎপৃষ্টোহহং ত্বয়াধুনা। শৃণুষ্বৈকমনা ভূত্বা কাবেরী ফলমুত্তমম্ ॥ ৬ ॥ অস্তি যক্ষো মহাসত্বঃ কুবেরো নাম বিশ্রুতঃ। সোহপি তীর্থপ্রভাবেণ রাজন্ যক্ষাধিপোঽভবৎ ॥ ৭ ॥ তচ্ছৃণুষ্ব বিধানেন ভক্ত্যা পরময়া নৃপ। সিদ্ধিং প্রাপ্তো মহাভাগ কাবেরীসঙ্গমেন তু ॥ ৮ ॥ কাবের্য্যা নর্ম্মদায়াশ্চ সঙ্গমে লোক-বিশ্রুতে। তত্র স্নাত্বা শুচির্ভুত্বা কুবেরঃ সত্য-বিক্রমঃ ॥ ৯ ॥ বিধিবন্নিয়মং কৃত্বা শাস্ত্রযুক্ত্যা নরোত্তম। আরাধয়ন্ মহাদেবমেকচিত্তঃ সনাতনম্ ॥ ১০ ॥ একাহারো বসন্মাসং তথা ষষ্ঠাহ্নকালিকঃ। পক্ষোপবাসী হ্যবসৎ কঞ্চিৎকালং নৃপোত্তম ॥ ১১ ॥ মূলশাকফলৈশ্চান্যং কালং নয়তি বুদ্ধিমান্। কঞ্চিৎকালং বসংস্তত্র তীর্থে শৈবালভোজনঃ ॥ ১২ ॥ পরাকেণানয়ৎকালং কৃচ্ছ্রেণাপি চ মানদ। চান্দ্রায়ণেন চাপ্যন্যমন্যং বায়ম্বুভোজনঃ ॥ ১২ ॥ এবং তত্র নরশ্রেষ্ঠ কামরাগবিবর্জ্জিতঃ। স্থিতো বর্ষশতং সাগ্রং কর্ষয়ন্ স্বং তথা বপুঃ ॥ ১৪ ॥ ততো বর্ষশতস্যান্তে দেবদেবো মহেশ্বরঃ। তুষ্টস্তু পরয়া ভক্ত্যা তমুবাচ হসন্নিব ॥ ১৫ ॥ ভোভো যক্ষ মহাসত্ত্ব বরং বরয় সুব্রত। পরিতুষ্টোহস্মি তে ভক্ত্যা তব দাস্যে যথেপ্সিতম্ ॥ ১৬ ॥ যক্ষ উবাচ। যদি তুষ্টোহসি দেবেশ উময়া সহ শঙ্কর। অদ্যপ্রভৃতি সর্ব্বেষাং যক্ষাণামধিপো ভবে ॥ ১৭ ॥ অক্ষয়শ্চাব্যয়শ্চৈব তব ভক্তিপুরঃসরঃ। ধর্ম্মে মতিশ্চ মে নিত্যং দদস্ব পরমেশ্বর ॥ ১৮ ॥ ঈশ্বর উবাচ। যত্ত্বয়া প্রার্থিতং সর্ব্বং ফলং ধর্ম্মস্য তত্তথা। ইত্যেবমুক্ত্বা তং হর জগামাদর্শনং হরঃ ১৯ ॥ সোহপি স্নাত্বা বিধানেন

বিভো! কাবেরীতীরে স্নান, দান, জপ ও উপবাসে কিরূপ পুণ্য হয়? হে মহাভাগ মুনে! কাবেরীসঙ্গমের নিখিল ফল বর্ণন করুন। হে বিপ্রবর! আমি শুনিয়াছি,—শ্রবণ, দর্শন, কীর্ত্তন, আচরণ ও অনুমোদন, এই সকলের প্রত্যেকটীই পবিত্রতাজনক। হে মুনে! শ্রুতি বলেন—ধর্ম্মপ্রসঙ্গে ধর্ম্মই সঞ্চিত হয়; আর ধার্ম্মিকের সংসর্গে স্বর্গ এবং নারকীর সঙ্গলাভে নরক হইয়া থাকে। মার্কণ্ডেয় উত্তর করিলেন,—হে মহাভাগ! তুমি সম্প্রতি অতি উত্তম প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করিয়াছ, এক্ষণে একমনা হইয়া কাবেরী-মাহাত্ম্য শ্রবণ কর। হে রাজন্! কুবেরনামক জনৈক মহাবলবান্ যক্ষ ছিলেন। তিনি কাবেরীর প্রভাবে যক্ষাধিপ হইয়াছেন। হে মহাভাগ! তিনি যেরূপে কাবেরীসংসর্গে সিদ্ধিলাভ করিয়া-ছিলেন, বলিতেছি,—পরম ভক্তিপূর্ব্বক একমনা হইয়া যথাবিধি শ্রবণ কর। হে নরবর! একদা সত্যবিক্রম কুবের কাবেরী ও নর্ম্মদার লোক-বিশ্রুত সঙ্গমস্থানে স্নানপূর্ব্বক শুচি হইয়া শাস্ত্র-যুক্তি অনুসারে নিয়ম ধারণ করত একচিত্তে সনাতন মহাদেবের আরাধনা করিয়াছিলেন। হে নৃপসত্তম! ধীমান্ কুবের একমাস একাহারে থাকিয়া এবং কিছুদিন ষষ্ঠান্নভোজী ও পক্ষভোজী হইয়া কাবেরীতীরে বাস করিলেন। মূল, শাক ও ফলাহারে তাঁহার কিছুদিন কাটিয়া গেল, আবার কিছুদিন তিনি শৈবাল ভোজনে অতি-বাহিত করিলেন। হে মানদ! কুবের কাবেরী-তীরে নিরন্তর বাস করত কখন পরাক, কখন কৃচ্ছ্র, কখন চান্দ্রায়ণ এবং কখনও বা অন্যান্য কঠোর ব্রতে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। হে নরবর! কুবের কামরাগবিবর্জ্জিত হইয়া বায়ু ও অম্বুভোজনে শরীর কর্ষণ করত কিঞ্চিদধিক শত বৎসর অতিবাহিত করিলেন ইহার পর আরও তাঁহার এইরূপে শত বৎসর অতীত হইয়া গেল। দেবদেব মহেশ্বর কুবেরের পরম ভক্তিদর্শনে তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইলেন এবং হাসিতে হাসিতে কুবেরকে কহিলেন,—হে মহাসত্ত্ব, যক্ষ! তোমার ভক্তি দর্শনে আমি পরম প্রীত হইয়াছি। হে সুব্রত! তোমায় অভীষ্ট প্রদান করিব, বর প্রার্থনা কর।১—১৬। কুবের উত্তর করিলেন,—হে দেবেশ! যদি উমার সহিত আমার প্রতি প্রীত হইয়া থাকেন, তবে আমাকে যক্ষাধিপতিত্ব প্রদান করুন। হে শঙ্কর! আপনার প্রসাদে আমার যক্ষাধিপপদ অক্ষয় অব্যয় হউক। হে পরমেশ্বর! আমার যেন ধর্ম্মে সতত মতি থাকে, আমি যেন আপনার প্রতি ভক্তিমান্ হই। ঈশ্বর কহিলেন,—হে যক্ষ! তুমি যেরূপ ধর্ম্মফল প্রার্থনা করিলে, তোমার সকলই পূর্ণ হইবে। অনন্তর হর কুবেরকে এই-

সন্তর্প্য পিতৃদেবতাঃ। আমন্ত্রয়িত্বা তত্তীর্থং কৃতার্থশ্চ গৃহং যযৌ ॥ ২০ ॥ পূজিতস্তত্র যক্ষৈস্ত সোঽভিষিক্তো বিধানতঃ। চকার বিপুলং তত্র রাজ্যমীপ্সিতমুত্তমম্ ॥ ২১ ॥ তত্র চান্যে সুরাঃ সিদ্ধা যক্ষগন্ধর্ব্বকিন্নরাঃ। গণাশ্চাপ্সরসাং তত্র ঋষয়শ্চ তথানঘ ॥ ২২ ॥ কাবেরীসঙ্গমং তেন সর্ব্বপাপহরং বিদুঃ। স্বর্গাণামপি সর্ব্বেষাং দ্বারমেতদ্যুধিষ্ঠির ॥ ২৩ ॥ তে ধন্যাস্তে মহাত্মানস্তেষাং জন্ম সুজীবিতম্। কাবেরীসঙ্গমে স্নাত্বা যৈর্দত্তং হি তিলোদকম্ ॥ ২৪ ॥ দশ পূর্ব্বে পরে তাত মাতৃতঃ পিতৃতস্তথা। পিতরঃ পিতামহস্তেন উদ্ধৃতা নরকার্ণবাৎ ॥২৫॥ তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন তত্র স্নায়ীত মানবঃ। অর্চ্চয়েদীশ্বরং দেবং যদীচ্ছেচ্ছাশ্বতীং গতিম্ ॥ ২৬ ॥ কাবেরীসঙ্গমে রাজন্ স্নানদানার্চ্চনং নরৈঃ। কৃতং ভক্ত্যা নরশ্রেষ্ঠ অশ্বমেধাধিকং ফলম্ ॥ ২৭ ॥ হোমেন চাক্ষয়ঃ স্বর্গো জপাদায়ুর্বিবর্দ্ধতে। ধ্যানতো নিত্যমাপ্নোতি পদং শিবকলাত্মকম্ ॥ ২৮ ॥ অগ্নিপ্রবেশং যঃ কুর্য্যাত্তস্মিংস্তীর্থে নরেশ্বর। অগ্নিলোকে বসেত্তাবদ্যাবদাভূতসম্প্লবম্ ॥ ২৯ ॥ অনাশকং তু যঃ কুর্য্যাত্তস্মিংস্তীর্থে নরাধিপ। তস্য পুণ্যফলং বক্ষ্যে তচ্ছৃণুষ্ব নরোত্তম ॥ ৩০ ॥ গন্ধর্ব্বাপ্সরঃসঙ্কীর্ণে বিমানে সূর্য্যসন্নিভে। বীজ্যমানো বরস্ত্রীভির্দৈবতৈঃ সহ মোদতে ॥ ৩১ ॥ ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি ষষ্টিবর্ষশতানি চ। ক্রীড়তে রুদ্রলোকস্থস্তদন্তে ভুবি চাগতঃ ॥ ৩২ ॥ ভোগবান্ দানশীলশ্চ জায়তে পৃথিবীপতিঃ। আধিশোকবিনির্ম্মুক্তো জীবেচ্চ শরদাং শতম্ ॥ ৩৩ ॥ এবং গুণগুণাকীর্ণা কাবেরী সা সরিন্নৃপ। ত্রিষু লোকেষু বিখ্যাতা নর্ম্মদাসঙ্গমে সদা ॥ ৩৪ ॥ জিতবাক্কায়চিত্তাশ্চ ধ্যেয়ধ্যানরতাস্তথা। কাবেরী সঙ্গমে তাত তেঽপি মোক্ষমবাপ্নুয়ুঃ ॥ ৩৫ ॥ শৃণু তেঽন্যৎ প্রবক্ষ্যামি আশ্চর্য্যং নৃপসত্তম। ত্রিষু লোকেষু কা ত্বন্যা দৃশ্যতে সরিতা সমা ॥ ৩৬ ॥ লব্ধং যৈর্নর্ম্মদাতোয়ং যে চ কুর্য্যুঃ প্রদক্ষিণম্। যে পিবন্তি জলং তত্র তে পুণ্যা নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৩৭ ॥ ন তেষাং সন্ততিচ্ছেদো দশ জন্মানি পঞ্চ চ। তেষাং পাপং

রূপ কহিয়া অন্তর্হিত হইলেন। কুবেরও যথাবিধি স্নান, পিতৃদেবতাদিগের তর্পণ ও যথাযথ তীর্থনিচয়ের আমন্ত্রণ করত কৃতার্থম্মন্য হইয়া স্বগৃহে গমন করিলেন। কুবের গৃহে উপনীত হইলে অন্যান্য যক্ষগণ তাঁহার পূজা করিয়া বিধিবিধানে তাঁহাকে যক্ষাধিপপদে অভিষিক্ত করিল। কুবেরও অনুত্তম যক্ষরাজ্যের অধীশ্বর হইয়া অভিলাষানুসারে রাজ্যপালন করিতে লাগিলেন। হে অনঘ! অন্যান্য সুর, সিদ্ধ, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, অপ্সরা ও ঋষিসঙ্ঘ কাবেরীর সেবা করেন, এজন্য কাবেরী সর্ব্বপাপহরা বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। হে যুধিষ্ঠির! কাবেরীকে কবিগণ স্বর্গের সোপানরূপে বর্ণন করিয়া থাকেন। যাঁহারা কাবেরীসঙ্গমে অবগাহন ও পিতৃগণের তর্পণ করিয়াছেন, এ সংসারে তাঁহারাই ধন্য ও মহাত্মা। হে তাত। তাঁহাদের উত্তম জন্মলাভ হইয়াছে। তাঁহাদের মাতৃ ও পিতৃপক্ষীয় পিতৃপিতামহাদি উর্দ্ধ ও অধস্তন দশপুরুষ নরকার্ণব হইতে উদ্ধার পাইয়াছেন। অতএব যে মানব সনাতনী গতি কামনা করে, তাহার সর্ব্বপ্রযত্নে কাবেরীস্নান ও দেবদেবের অর্চ্চনা অবশ্যকর্ত্তব্য। হে রাজন্! ভক্তিপূর্ব্বক কাবেরীসঙ্গমে স্নান দান ও পূজা করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ হয়, হোমে অক্ষয় স্বর্গ প্রাপ্তি, জপে আয়ুর্বৃদ্ধি ও ধ্যানে শিবকলারূপ পদ-লাভ হইয়া থাকে। হে নরবর! যে নর কাবেরীতীরে হুতাশনে প্রবেশ করে, পুনঃকল্পক্ষয়কাল পর্য্যন্ত তাহার অগ্নিলোকে বাস হয়। হে নরাধিপ! যে মানব এই তীর্থে অনশন করে, তাহার পুণ্যকথা শ্রবণ কর; হে নরোত্তম! সে গন্ধর্ব ও অপ্সরঃসমাকীর্ণ সূর্য্যসন্নিভ বিমানে আরোহণপূর্ব্বক বরনারীগণ কর্ত্তৃক বীজ্যমান হইয়া দেবগণের সহিত প্রমুদিত হয়। সে ষষ্টিসহস্র ও ষষ্টিশত বৎসর রুদ্রলোকে ক্রীড়া করিয়া তদন্তে ভূতলে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে; ভূতলে জন্মিয়া সে ভোগবান্ দানশীল পৃথিবীপতি হয় এবং সে শোকবিমুক্ত হইয়া শতায়ু লাভ করে। হে নৃপ! সরিদ্বরা কাবেরীকে এইরূপ গুণগণকীর্ণা জানিবে। কাবেরী নর্ম্মদার সহিত সঙ্গতা হইয়া সতত ত্রিলোকবিখ্যাতা হইয়াছেন। হে তাত! যাঁহারা বাক্, চিত্ত ও কায় জয় করিয়া ধ্যেয়ধ্যানপরায়ণ হন, তাঁহারাও কাবেরীতীরে মোক্ষলাভ করিয়া থাকেন। ১৭—৩৫। হে নৃপসত্তম! এক্ষণে তোমার নিকট অন্য এক আশ্চর্য্য কথা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ত্রিলোকে সরিদ্বরা নর্ম্মদা কন্যারূপিণী, যে সকল লোক নর্ম্মদানীর লাভ, নর্ম্মদা প্রদক্ষিণ এবং যাঁহারা নর্ম্মদানীর পান করিয়াছেন, তাঁহারাই পুণ্যাত্মা, সংশয় নাই। পঞ্চদশ জন্ম যাবৎ কদাচ

বিলীয়েত হিমং সূর্য্যোদয়ে যথা ॥ ৩৮ ॥ গঙ্গাযমুনসঙ্গে বৈ যৎফলং লভতে নরঃ। তৎফলং লভতে মর্ত্ত্যঃ কাবেরীস্নানমাচরন্ ॥ ৩৯ ॥ ভৌমে তু ভুজঙ্গাযোগে ব্যতীপাতে চ সংক্রমে। রাহুসোমসমাযোগে তদেবাষ্টগুণং স্মৃতম্ ॥ ৪০ ॥ অশীতিশ্চ যবাঃ প্রোক্তা গঙ্গাযামুনসঙ্গমে। কাবেরীনর্ম্মদাযোগে তদেবাষ্টগুণং স্মৃতম্ ॥ ৪১ ॥ গঙ্গা ষষ্টিসহস্রৈশ্চ ক্ষেত্রপালৈঃ প্রপূজ্যতে। তদর্দ্ধৈরন্যতীর্থানি রক্ষন্তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৪২ ॥ অমরেশ্বরে তু সরিতাং যে যোগাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ। তে ত্বশীতিসহস্রৈশ্চ ক্ষেত্রপালৈস্ত রক্ষিতাঃ ॥ ৪৩ ॥ তথামরেশ্বরে যাম্যে লিঙ্গং বৈ চপলেশ্বরম্। দ্বিতীয়ং চণ্ডহস্তাখ্যং দ্বে লিঙ্গে তীর্থরক্ষকে ॥ ৪৪ ॥ শিবেন স্থাপিতে পূর্ব্বং কাবের্য্যাদ্যভিরক্ষকে। লক্ষেণ রক্ষিতা দেবী নর্ম্মদা বহুকল্পগা ॥ ৪৫ ॥ ধনুষাং ষষ্ট্যভিযুতৈঃ পুরুষৈরীশযোজিতৈঃ। ওঙ্কারশতসাহস্রৈঃ পর্ব্বতশ্চাভিরক্ষিতঃ ॥ ৪৬ ॥ অন্যদেশকৃতং পাপমস্মিন্ ক্ষেত্রে বিনশ্যতি। অস্মিংস্তীর্থে কৃতং পাপং বজ্রলেপো ভবিষ্যতি ॥ ৪৭ ॥ এষা তে কথিতা তাত কাবেরী সরিতাং বরা। রুদ্রদেহসমুৎপন্না পুণ্যা সরিদ্বরা ॥ ৪৮

ইতি শ্রীস্কান্দে কাবেরীসঙ্গমমাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈকোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৯ ॥

ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। নর্ম্মদোত্তরকূলে তু দারুতীর্থমনুত্তমম্। যত্র সিদ্ধো মহাভাগ তপস্তপ্ত্বা দ্বিজোত্তমঃ ॥ ১ ॥ যুধিষ্ঠির উবাচ। কোঽসৌ দ্বিজবরশ্রেষ্ঠঃ সিদ্ধস্তত্র মহামুনে। দারুকেতি স্মৃতঃ কস্য এতন্মে বক্তুমর্হসি ॥ ২ ॥ শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। ভার্গবে বিপুলে বংশে ধীমতো দেবশর্ম্মণঃ। দারুর্নাম মহাভাগো বেদবেদাঙ্গপারগঃ ॥ ৩ ॥ ব্রহ্মচারী গৃহস্থশ্চ বানপ্রস্থো বিধিক্রমাৎ। যতিধর্ম্মবিধানেন চচার বিপুলং তপঃ ॥ ৪ ॥ ধ্যায়ন্ বৈ স মহাদেবং নিরাহারো যুধিষ্ঠির। উবাস তীর্থে তস্মিন বৈ যাবৎ

তাঁহাদের সন্ততিবিচ্ছেদ হয়, এবং সূর্য্যোদয়ে হিমরাশি-বিনাশের ন্যায় তাঁহাদের পাপরাশি বিনষ্ট হইয়া থাকে। মানব গঙ্গাযমুনাসঙ্গমে যে ফলপ্রাপ্ত হয়, কাবেরীস্নানেও মানবের তাহার তুল্য ফললাভ হইয়া থাকে। চতুর্দ্দশীযুক্ত কুজবার, ব্যতীপাত, সংক্রান্তি ও চন্দ্রগ্রহণ এই সকল সময়ে কাবেরীস্নানে অষ্টগুণ অধিক ফলদ হয়। গঙ্গাযমুনার সঙ্গমস্থানের পরিমাণ অশীতিযব; আর কাবেরী-নর্ম্মদার সঙ্গম তাহার অষ্টগুণ কথিত হয়। গঙ্গা ষষ্টি সহস্র ক্ষেত্রপাল কর্ত্তৃক পূজিত হন এবং তেত্রিশকোটি তীর্থ তাঁহার রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত আছেন; আর অমরেশ্বরে যে কাবেরী ও নর্ম্মদার সংযোগ কথিত হইল, অশীতি সহস্র ক্ষেত্রপাল এই সঙ্গমতীর্থ রক্ষা করিয়া থাকেন। অমরেশ্বরের দক্ষিণভাগে চাপলেশ্বর ও চণ্ডহস্তনামক লিঙ্গদ্বয় বিদ্যমান। ইঁহারাও এই সঙ্গমতীর্থের রক্ষকরূপে বিরাজ করিতেছেন। শিব কাবেরীর রক্ষার্থ সঙ্গমস্থানে এই লিঙ্গদ্বয় স্থাপিত করিয়াছিলেন। হে রাজন্! এক দিকে যেমন লক্ষ লক্ষ লিঙ্গ বহুকল্পগা নর্ম্মদার রক্ষা করিতেছেন, অপরদিকে তেমনই আবার ষষ্টিনিযুত ঈশনিযুক্ত পুরুষ ও শত সহস্র ওঙ্কার কর্ত্তৃক অমরকণ্টকগিরি রক্ষিত হইতেছে। অন্য তীর্থে যে পাপ কৃত হয়, এই তীর্থে তাহার ক্ষয় হইয়া থাকে; আর এই তীর্থের কৃত পাপ বজ্রলেপবৎ হয়। হে তাত! এই তোমার নিকট সরিদ্বরা কাবেরীর প্রভাব বর্ণন করিলাম, কাবেরী রুদ্রদেহ হইতে সমুদ্ভূতা হইয়াছেন। এজন্য লোকে ইঁহাকে সরিদ্বরা বলে।৩৮—৪৮।

ঊনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৯।

ত্রিংশ অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—নর্ম্মদার উত্তরতীরে অনুত্তম দারুতীর্থ; জনৈক মহাভাগ দ্বিজসত্তম এই দারু-তীর্থে তপস্যা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে মহামুনে! আপনি যে সিদ্ধিভাক্ ভূদেববরের কথা কহিলেন, ইনি কে? কাহার পুত্র? আর দারুকই বা কি? এই সকল কীর্ত্তন করুন। মার্কণ্ডেয় উত্তর করিলেন,—বিপুল ভার্গব বংশে দেবশর্ম্মনামক জনৈক ধীমান্ বিপ্র ছিলেন। বেদবেদাঙ্গপারগ মহাভাগ দারুক তাঁহারই পুত্র। দ্বিজ দারুক যথাক্রমে বিধিপূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য ও বাণপ্রস্থ বিধি অবলম্বন করিয়া শেষে যতিধর্ম্মে বিপুল তপস্যা করিয়াছিলেন। হে যুধিষ্ঠির! হর-ধ্যান-পরায়ণ দারুক নিরাহার হইয়া জীবন-

প্রাণপরিক্ষয়ম্ ॥ ৫ ॥ তস্য নাম্না তু তত্তীর্থং ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতম্। তত্র স্নাত্বা বিধানেন অর্চ্চয়েৎ পিতৃদেবতাঃ ॥ ৬ ॥ সত্যবাদী জিতক্রোধঃ সর্ব্বভূতহিতে রতঃ। সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি রাজন্নত্রৈব সসর্ব্বা ॥ ৭ ॥ যঃ কুর্য্যাদুপবাসঞ্চ সত্যশৌচপরায়ণঃ। সৌত্রামণিফলং চাস্য সম্ভবত্যবিচারিতম্ ॥ ৮ ॥ ঋগ্বেদজাপী ঋগ্বেদী সাম বা সামপারগঃ। যজুর্ব্বেদী যজুর্জপ্ত্বা লভতে ফলমুত্তমম্ ॥ প্রাণাংস্ত্যজতি যো মর্ত্ত্যস্তস্মিংস্তীর্থে বিধানতঃ। অনিবর্ত্তিকা গতিস্তস্য ইত্যেবং শঙ্করোঽব্রবীৎ ॥১০॥

ইতি শ্রীস্কান্দে দারুতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩০ ॥

কাল পর্য্যন্ত এই দারুকতীর্থে বাস করেন, এজন্য তাঁহারই নামানুসারে এই তীর্থ ত্রিলোকে বিশ্রুত হয়। হে রাজন্! যে জন জিতক্রোধ, সত্যবাদী, সর্ব্বভূতহিতরত হইয়া যথাবিধি স্নান ও পিতৃদেবতাগণের তর্পণ করেন, তাঁহার এই স্থানেই সর্ব্বপ্রকার কামনা পূর্ণ হয়। যিনি সত্যশৌচপরায়ণ হইয়া এই তীর্থে উপবাসনিরত হন, তাঁহার নিঃসন্দেহে সৌত্রামণিযাগের ফল লাভ হয়। এই স্থানে ঋগ্বেদী ঋগ্বেদ, সামবেদী সাম এবং যজুর্ব্বেদী যজুর্ব্বেদ জপ করিয়া উত্তম ফল লাভ করেন যে মানব দারুতীর্থে বিধিবিধানে প্রাণ পরিত্যাগ করে, শঙ্কর বলিয়াছেন, তাহার পুনরাবৃত্তিবর্জ্জিত গতি প্রাপ্তি হয়।১—১০।

ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩০ ॥

একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। ততো গচ্ছেচ্চ রাজেন্দ্র তীর্থং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতম্। ব্রহ্মাবর্ত্তমিতি খ্যাতং সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্ ॥ ১ ॥ তত্র সন্নিহিতো ব্রহ্মা নিত্যসেবী যুধিষ্ঠির। ঊর্দ্ধবাহুর্নিরালম্বশ্চকার ভ্রমণং সদা ॥ ২ ॥ একাহারবশেঽতিষ্ঠদ্দ্বাদশাব্দং মহাব্রতী। অত্র তীর্থে বিধানেন চিন্তয়ন্ বৈ মহেশ্বরম্ ॥ ৩ ॥ তেন তৎপুণ্যমাখ্যাতং ব্রহ্মাবর্ত্তমিতি প্রভো। তত্র স্নাত্বা বিধানেন তর্পয়েৎ পিতৃদেবতাঃ ॥ ৪ ॥ অর্চ্চয়েদ্দেবমীশানং বিষ্ণুং বা পরমেশ্বরম্। যৎফলং সর্ব্বযজ্ঞানাং বিধিবদ্দক্ষিণাবতাম্ ॥ ৫ ॥ তৎফলং সমবাপ্নোতি তত্তীর্থস্য প্রভাবতঃ। যস্মিংস্তীর্থে তু যো দেবো দানবো বা দ্বিজোঽথ বা ॥ ৬ ॥ সিদ্ধস্তেনৈব তন্নাম্না খ্যাতং লোকে মহচ্চ তৎ। ন জলং ন স্থলং নাম ক্ষেত্রং বা হ্যূষরাণি চ ॥ ৭ ॥ পবিত্রত্বং লভন্ত্যেতে পৌরুষেণ বিনা নৃপ। সামর্থ্যান্নিশ্চয়াদ্ধৈর্য্যাৎ সিদ্ধ্যন্তি পুরুষা নৃপ ॥ ৮ ॥ প্রমাদাত্তস্য লোভেন পতন্তি নরকে ধ্রুবম্ ॥ ৯ ॥ সন্নিরুধ্যেন্দ্রিয়গ্রামং যত্র যত্র বসেন্মুনিঃ। তত্র তত্র কুরুক্ষেত্রং নৈমিষং পুষ্করাণি চ ॥ ১০

ইতি শ্রীস্কান্দে ব্রহ্মাবর্ত্ততীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈকত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩১ ॥

একত্রিংশত্তম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে রাজেন্দ্র! অনন্তর ত্রিলোকবিশ্রুত সর্ব্বপাপপ্রণাশন ব্রহ্মাবর্ত্ত তীর্থে গমন করিতে হয়। হে যুধিষ্ঠির! ব্রহ্মাবর্ত্তে মহাব্রতী ব্রহ্মা বিদ্যমান থাকিয়া সতত এই তীর্থের সেবা করিতেন এবং তিনি ঊর্দ্ধবাহু ও নিরালম্ব হইয়া একাহারে দ্বাদশ বৎসর এই স্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মা এই তীর্থে যথাবিধি মহেশ্বরের ধ্যান করেন। হে রাজন্! তজ্জন্য এই পুণ্যতীর্থের নাম ব্রহ্মাবর্ত্ত হইয়াছে। এই তীর্থে যথাবিধি স্নান, পিতৃদেবগণের তর্পণ এবং দেবেশ ঈশান কিম্বা পরমেশ বিষ্ণুর পূজা করিলে, তীর্থপ্রভাবে সদক্ষিণ নিখিল যজ্ঞের ফল লাভ হয়। হে রাজন্! যে তীর্থে যে দানব, দেব কিম্বা দ্বিজ সিদ্ধ হন, লোকে তাহার নামেই তীর্থের খ্যাতি-মাহাত্ম্য হইয়া থাকে। জল বল, স্থল বল, ক্ষেত্র কিম্বা ঊষর ভূমিই বল, নরগণের পৌরুষ ব্যতীত পবিত্র হয় না। হে নৃপ! পুরুষগণ সামর্থ্য, ধৈর্য্য ও হৃদয়ের ঐকান্তিকতা হইতেই সিদ্ধি লাভ করে; আর লোভ বশতঃ এই সকলের প্রমাদ ঘটিলেই, নিশ্চিতই তাহাদিগকে নরকে পতিত হইতে হয়। মুনিবৃত্তি মানব ইন্দ্রিয়গ্রাম নিরুদ্ধ করিয়া যেখানেই অবস্থান করুন না কেন, সেইখানেই কুরুক্ষেত্র, নৈমিষ ও পুষ্করের প্রাদুর্ভাব হয়।১—১০।

একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩১ ॥

দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। পত্রেশ্বরং ততো গচ্ছেৎ সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্। যত্র সিদ্ধো মহাভাগশ্চিত্রসেনসুতো বলী ॥ ১ ॥ যুধিষ্ঠির উবাচ। কোঽসৌ সিদ্ধস্তদা ব্রহ্মংস্তস্মিংস্তীর্থে মহাতপাঃ। পুত্রঃ কস্য তু কো হেতুরেতদিচ্ছামি বেদিতুম্ ॥ ২ ॥ শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। চিত্রো নাম মহাতেজা ইন্দ্রস্য দয়িতঃ পুরা। তস্য পুত্রো নৃপশ্রেষ্ঠ পুত্রেশ্বর ইতি শ্রুতঃ ॥ ৩ ॥ রূপবান্ সুভগশ্চৈব সর্ব্বশত্রুভয়ঙ্কর। ইন্দ্রস্য দয়িতোঽত্যর্থং জয় ইত্যেব চাপরঃ ॥ ৪ ॥ স কদাচিৎ সভামধ্যে সর্ব্বদেবসমাগমে। মেনকানৃত্যগীতেন মোহিতঃ সুচিরং কিল ॥ ৫ ॥ তিষ্ঠতে গতমর্য্যাদো গতপ্রাণ ইব স্থলাৎ তাবৎ সুরপতির্দেবঃ শশাপাথাজিতেন্দ্রিয়ম্ ॥ ৬ ॥ যস্মাত্ত্বং স্বর্গসংস্থোঽপি মর্ত্ত্যধর্ম্মমুপাশ্রিতবান্। তস্মান্মর্ত্ত্যে চিরং কালং ক্ষপয়িষ্যসি সংশয়ম্ ॥ ৭ ॥ এবমুক্তঃ সুরেন্দ্রেণ চিত্রসেনসুতো যুবা। বেপমানঃ সুরশ্রেষ্ঠং কৃতাঞ্জলিরুবাচ হ ॥ ৮ ॥ পত্রেশ্বর উবাচ। ময়া পাপেন মূঢ়েন অজিতেন্দ্রিয়চেতসা। প্রাপ্তং বৈ যৎফলং তস্য প্রসাদং কর্ত্তুমর্হসি ॥ ৯ ॥ শক্র উবাচ। নর্ম্মদাতটমাশ্রিত্য দ্বাদশাব্দং জিতেন্দ্রিয়ঃ। আরাধয় শিবং শান্তং পুনঃ প্রাপ্স্যসি সদ্গতিম্ ॥ ১০ ॥ সত্যশৌচরতানাঞ্চ ধর্ম্মিষ্ঠানাং জিতাত্মনাম্। লোকোঽয়ং পাপিনাং নৈব ইতি শাস্ত্রস্য নিশ্চয়ঃ ॥ ১১ ॥ এবমুক্তে মহারাজ সহস্রাক্ষেণ ধীমতা। গন্ধর্ব্বতনয়ো ধীমান্ প্রণম্যাগাত্তু ভূতলম্ ॥ ১২ ॥ রেবায়া বিমলে তোয়ে ব্রহ্মাবর্ত্তসমাপ্লুতঃ। স্নাত্বা জপ্ত্বা বিধানেন অর্চ্চয়িত্বা চ শঙ্করম্ ॥ ১৩ ॥ বায়ুম্বুপিণ্যাকফলৈশ্চ পুষ্পৈঃ পর্ণৈশ্চ মূলাশনযাবকেন। ততাপ পঞ্চাগ্নিতপোভিরুগ্রৈস্ততশ্চ তোষং সমগাৎ স দেবঃ ॥ ১৪ ॥ পিনাকপাণিং বরদং ত্রিশূলিনমুমাপতিং হ্যন্ধকনাশনঞ্চ। চন্দ্রার্দ্ধমৌলিং গজকৃত্তিবাসসং দৃষ্ট্বা পপাতাগ্রগতং

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—অনন্তর সর্ব্বপাপপ্রণাশন পত্রেশ্বর তীর্থ। বলীয়ান মহাভাগ চিত্রসেনতনয় এই পত্রেশ্বরে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে ব্রহ্মন! এই যিনি পত্রেশ্বর তীর্থে সিদ্ধিলাভ করিলেন, এই মহাতপার নাম কি? চিত্রসেনই বা কিরূপে ইঁহাকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হইলেন? এই সকল শুনিতে অভিলাষ করি। মার্কণ্ডেয় উত্তর করিলেন—হে নৃপবর! পুরাকালে সুররাজের অত্যন্ত প্রিয় চিত্রসেন নামে জনৈক গন্ধর্ব্ব ছিলেন, বিখ্যাত পত্রেশ্বর তাঁহারই তনয়। পত্রেশ্বর রূপবান্ ও সুভগ ছিলেন। শত্রুগণ সতত চিত্রসেনের সমীপে ভীত হইত আর ইন্দ্রের প্রিয় বলিয়া ইঁহাকে কেহ জয় করিতে সমর্থ হইত না। একদা সুররাজের সভায় দেবগণ সমাগত হইলে মেনকা সুচিরকাল নৃত্য করে, পত্রেশ্বর মেনকার নৃত্যগীত দর্শনে সদা মোহিত হইয়া গতপ্রাণের ন্যায় হন ও মর্য্যাদা লঙ্ঘন করেন। অনন্তর দেবরাজ অজিতেন্দ্রিয় পত্রেশ্বরকে তৎক্ষণাৎ অভিশাপ প্রদান করিলেন, বলিলেন,—হে পত্রেশ্বর! স্বর্গবাসী হইয়াও তোমার মানবপ্রবৃত্তি বর্ত্তমান রহিয়াছে; অতএব তুমি মর্ত্ত্যধামে মনগ করিয়া দীর্ঘকাল অতিবাহিত করিবে, সন্দেহ নাই। সুররাজ এইরূপ অভিশাপ প্রদান করিলে চিত্রসেনতনয় পত্রেশ্বর কৃতাঞ্জলিপুটে কম্পিতকলেবরে সুররাজকে কহিতে লাগিলেন। পত্রেশ্বর বলিলেন,—হে দেব! আমি পাপ ও মূঢ়, আমার ইন্দ্রিয়নিচয় অবশীভূত, আপনি আমার প্রতি যে দণ্ডবিধান করিলেন, এক্ষণে প্রসন্ন হইয়া তাহা ক্ষমা করুন। দেবরাজ উত্তর করিলেন,—হে বৎস! নর্ম্মদাতীরে দ্বাদশ বৎসর বাস করিয়া ইন্দ্রিয় নিগ্রহপূর্ব্বক শান্ত শিবের আরাধনা কর, পুনরায় সদ্গতিলাভ করিবে।১—১০। যাহারা সত্যশৌচযুক্ত ধার্ম্মিক ও জিতাত্মা, এই স্থান তাঁহাদেরই জন্য, পাপিগণের জন্য নহে; ইহা শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত। হে মহারাজ। সহস্রলোচন সুররাজ এইরূপ আদেশ করিলে গন্ধর্ব্বতনয় ধীমান পত্রেশ্বর তাঁহাকে প্রণাম করিলেন এবং তখনই ভূতলে গমনপূর্ব্বক রেবার বিমল তীরে ব্রহ্মাবর্ত্ততীর্থে উপনীত হইয়া রেবানীরে যথাবিধি স্নান ও মহেশের অর্চ্চনা করিতেলাগিলেন। তিনি বায়ু, অম্বু, পিণ্যাক ফল, পুষ্প, পত্র, মূল ও যাবক ভক্ষণে পাঞ্চাগ্নি মধ্যে অবস্থানপূর্ব্বক তীব্র তপস্যা করিলে বিরূপাক্ষ তাঁহার সমক্ষে উপনীত হইলেন। পত্রেশ্বর পিনাকপাণি বরদ ত্রিশূলধারী অন্ধকরিপু চন্দ্রার্দ্ধমৌলি গজাজিনবসন উমাপতিকে অবলোকন করিয়া তাঁহার সম্মুখে

সমীক্ষ্য ॥ ১৫ ॥ ঈশ্বর উবাচ। বরং বৃণীষ ভদ্রং তে বরদোঽহং তবানঘ। যদিচ্ছসি দদাম্যদ্য নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ১৬ ॥ পত্রেশ্বর উবাচ। যদি তুষ্টোঽসি দেবেশ যদি দেয়ো বরো মম। অত্র ত্বং সততং তীর্থে মম নাম্না ভব প্রভো ॥ ১৭ ॥ এতচ্ছ্রুত্বা মহাদেবো হর্ষগদ্গদয়া গিরা। তথেত্যুক্ত্বা যযৌ হৃষ্ট উময়া সহ শঙ্করঃ ॥ ১৮ ॥ সোঽপি তত্তীর্থমাপ্লুত্য গতে দেবে দিবং প্রতি। স্নাত্বা জাপ্যবিধানেন তর্পয়িত্বা পিতৄন্ পুনঃ ॥ ১৯ ॥ স্থাপয়ামাস দেবেশং তস্মিংস্তীর্থে বিধানতঃ। পত্রেশ্বরস্তু বিখ্যাতং ত্রিষু লোকেষু ভারত ॥ ২০ ॥ ইন্দ্রলোকং গতঃ শাপান্মুক্তঃ সোঽপি নরেশ্বর। হৃষ্টঃ প্রমুদিতো রম্যাং জয়শব্দাদিমঙ্গলৈঃ ॥ ২১ ॥ এষ তে কথিতঃ প্রশ্নঃ পৃষ্টো যো বৈ যুধিষ্ঠির। তত্র স্নানেন চৈকেন সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ২২ ॥ যস্ত্বর্চ্চয়েন্মহাদেবং তস্মিংস্তীর্থে যুধিষ্ঠির। স্নাত্বাভ্যর্চ্চ্য পিতৄন্ দেবান্ সোঽশ্বমেধফলং লভেৎ ॥ ২৩ ॥ মৃতো বর্ষশতং সাগ্রং ক্রীড়িত্বা চ শিবে পুরে। রাজা বা রাজতুল্যো বা পশ্চান্মর্ত্ত্যেষু জায়তে ॥ ২৪ ॥ বেদবেদাঙ্গতত্ত্বজ্ঞো জীবেচ্চ শরদঃ শতম্। ব্যাধিশোকবিনির্ম্মুক্তঃ পুনঃ স্মরতি তজ্জলম্ ॥ ২৫ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে পত্রেশ্বরতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩২ ॥

ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। ততো গচ্ছেত্তু রাজেন্দ্র অগ্নিতীর্থমনুত্তমম্। যত্র সন্নিহিতো হ্যগ্নির্গতঃ কামেন মোহিতঃ ॥ ১ ॥ যুধিষ্ঠির উবাচ। কথং দেবো জগদ্ধাতা কামেন কলুষীকৃতঃ। কথং চ নিত্যদা বাস একস্থানেষু জায়তে ॥ ২ ॥ এতত্ত্বাশ্চর্য্যমতুলং সর্ব্বলোকেষ্বনুত্তমম্। কথয়স্ব মহাভাগ পরং কৌতূহলং মম ॥ ৩ ॥ শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। সাধুসাধু

পতিত হইলেন। ঈশ্বর কহিলেন,—হে অনঘ! আমি তোমাকে বরদানার্থ আগমন করিয়াছি, বর প্রার্থনা কর। হে বৎস! তুমি যাহা প্রার্থনা করিবে, অদ্য তাহাই তোমাকে প্রদান করিব, সন্দেহ নাই। পত্রেশ্বর উত্তর করিল,—হে দেবেশ! যদি আমার প্রতি প্রীত হইয়া থাকেন, আর আমি যদি বরলাভের যোগ্য হই; হে প্রভো! তবে এই তীর্থে আপনি আমার নামে সতত অধিষ্ঠিত হউন। পত্রেশ্বরের হর্ষগদ্গদ বাক্যে উমাসহ শঙ্কর তুষ্ট হইলেন এবং হৃষ্ট-হৃদয়ে "তাহাই হউক" বলিয়া তাহার অভীষ্ট পূরণ করিলেন। হে ভারত! অনন্তর উমার সহিত দেবেশ শঙ্কর ত্রিদশালয়ে চলিয়া গেলে পত্রেশ্বর সেই তীর্থে অবগাহন ও মন্ত্রস্নান, পিতৃগণের তর্পণ এবং বিধিবিধানে তথায় দেবেশ মহেশ্বরের প্রতিষ্ঠা করিলেন। অল্পকালেই তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ঈশমূর্ত্তি ত্রিলোকবিখ্যাত হইল। হে নরেশ! পত্রেশ্বর শাপমুক্ত হইয়া শক্রলোকে গমন করিলেন। তিনি প্রমুদিত হইয়া ইন্দ্রলোকে গমনকালে রম্য জয়শব্দাদি মঙ্গলধ্বনি করিয়াছিলেন। হে যুধিষ্ঠির! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, এই তাহার যথাযথ উত্তর করিলাম। পত্রেশ্বর তীর্থে একমাত্র স্নানেই সর্ব্ববিধ পাতক বিনষ্ট হয়। যে মানব পত্রেশ্বর তীর্থে যথাবিধি স্নান করিয়া মহাদেব ও পিতৃদেবগণের পূজা করেন, তাঁহার অশ্বমেধফল লাভ হয় এবং দেহাবসানে তিনি কিঞ্চিদধিক শতবর্ষ শিবলোকে বাস করিয়া বিবিধ ক্রীড়া কৌতুক করিয়া থাকেন। যদি বা পরে তাঁহার মর্ত্ত্যধামে জন্ম হয়, তথাপি তিনি রাজা বা রাজতুল্য হইয়া অখিল বেদবেদাঙ্গের তত্ত্ব বিদিত হইতে পারেন, তাঁহার শতায়ু হয়, কদাচ ব্যাধিশোক তাঁহাকে আক্রমণ করিতে পারে না এবং এই জন্মেও তাঁহার পত্রেশ্বরতীর্থনীর স্মৃতিপথে উদিত হইয়া থাকে। ১১—২৫।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩২ ॥

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে রাজেন্দ্র! অনন্তর অনুত্তম অগ্নিতীর্থে গমন করিতে হয়। অগ্নি কাম-মোহিত হইয়া এ স্থানে বাসস্থান-কল্পনা করিয়াছিলেন। যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে মহাভাগ! জগৎপাতা পাবক কি করিয়া কামকলুষিত হইলেন? কেন তিনি নিরন্তর এই স্থানে বাস করেন? এই উপাখ্যান ত্রিলোকে অতীব আশ্চর্য্যজনক। আমার পরম কৌতূহল হইয়াছে, অতএব এই অনুত্তম আখ্যান কীর্ত্তন

মহাপ্রাজ্ঞ পৃষ্টঃ প্রশ্নস্ত্বয়ানঘ। কথয়ামি যথাপূর্ব্বং শ্রুতমেতন্মহেশ্বরাৎ ॥ ৪ ॥ আসীৎ কৃতযুগে রাজা নাম্না দুর্য্যোধনো মহান্। হস্ত্যশ্বরথসম্পূর্ণো মেদিনীপরিপালকঃ ॥ ৫ ॥ রূপযৌবনসম্পন্নং দৃষ্ট্বা তং পৃথিবীপতিম্। দিব্যোপভোগসম্পন্নং প্রার্থয়ামাস নর্ম্মদা ॥ ৬ ॥ স তু তাং চকমে কন্যাং ত্যক্ত্বান্যং প্রমদাজনম্। মুদা পরময়া যুক্তো মাহিষ্মত্যাঃ পতির্নৃপ ॥ ৭ ॥ রমতে স তয়া সার্দ্ধং কালে বৈ নৃপসত্তম। নর্ম্মদা জনয়ামাস কন্যাং পদ্মদলেক্ষণাম্ ॥ ৮ ॥ অঙ্গপ্রত্যঙ্গসম্পন্না যস্মাল্লোকেষু বিশ্রুতা। তস্যাং পিতা চ মাতা চ চক্রতুঃ প্রেম-বন্ধনম্ ॥ ৯ ॥ কালেনাতিসুদীর্ঘেণ যৌবনস্থা বরাঙ্গনা। প্রার্থ্যমানাপি রাজন্ বৈ নাত্মানং দাতু-মিচ্ছতি ॥ ১০ ॥ ততোহন্যদিবসে বহ্নির্দ্বিজরূপো মহাতপাঃ। রাজানং প্রার্থয়ামাস রহো গত্বা শনৈঃ শনৈঃ ॥ ১১ ॥ ভোভো রঘুকুল শ্রেষ্ঠ জোহহং মন্দসন্ততিঃ। দরিদ্রো হ্যসহায়শ্চ ভার্য্যার্থে বরয়ামি তাম্ ॥ ১২ ॥ কন্যা সুদর্শনা নাম রূপেণাপ্রতিমা ভুবি। তাং দদস্ব মহাভাগ বর্দ্ধতে তব মন্দিরে ॥ ১৩ ॥ ব্রহ্মচর্য্যেণ নির্ব্বিণ্ন একাকী কামপীড়িতঃ। যাচমানস্য মে তাত প্রসাদং কর্ত্তুমর্হসি ॥ ১৪ ॥ রাজোবাচ। নাহং দ্রব্যবিহীনস্য অসবর্ণস্য কর্হিচিৎ। দাস্যামি স্বাং সুতাং শুভ্রাং গম্যতাং দ্বিজপুঙ্গব ॥ ১৫ ॥ এবমুক্তস্তদা বহ্নিঃ পরাং পীড়ামুপাগতঃ। ন কিঞ্চিদুক্ত্বা রাজানং তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ১৬ ॥ গতে চাদর্শনং বিপ্রে রাজা মন্ত্রিপুরোহিতৈঃ। মন্ত্রয়িত্বাথ কালে তু তুষ্টো মখমুখে স্থিতঃ ॥ ১৭ ॥ যততশ্চ মখে ভক্ত্যা ব্রাহ্মণৈঃ সহ ভারত। ততশ্চাদর্শনং বহ্নিঃ সর্ব্বেষাং পশ্যতামগাৎ ॥ ১৮ ॥ বিপ্রা দুর্ম্মনসো ভূত্বা গত্বা রাজ্ঞো হি মন্দিরম্। বহ্নিনাশং বিমনসো রাজানমিদমব্রুবন্ ॥ ২৯ ॥ ব্রাহ্মণা উচুঃ। দুর্য্যোধন

করুন। মার্কণ্ডেয় উত্তর করিলেন,—হে মহাপ্রাজ্ঞ! তোমার এই প্রশ্ন অতীব উত্তম। হে অনঘ! তুমি ভালই জিজ্ঞাসা করিয়াছ। আমি পূর্ব্বে মহেশ্বর-সমীপে এ বিষয় যেরূপ শুনিয়াছি অবিকল তোমার নিকট বর্ণন করিব। পূর্ব্বে সত্যযুগে দুর্য্যোধন-নামক জনৈক শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন। রাজা দুর্য্যো-ধনের বিপুল হস্তী, অশ্ব ও রথাদযান ছিল। তিনি মেদিনী শাসন করিয়াছিলেন। পৃথিবীপতি রূপ-যৌবনসম্পন্ন রাজা দুর্য্যোধনকে দিব্যোপভোগ-সম্পন্ন দর্শনে নর্ম্মদা তাঁহাকে প্রার্থনা করেন। হে নৃপ! নর্ম্মদার প্রার্থনায় মাহিষ্মতীপতি রাজা দুর্য্যোধন পরম মুদান্বিত হইয়া অন্য প্রমদাগণকে পরিত্যাগপূর্ব্বক নর্ম্মদার সহিত রমমাণ হইলেন। হে নৃপসত্তম! রাজা নর্ম্মদার সহিত রমমাণ হইলে কালে নর্ম্মদা উৎপললোচনা এক কন্যা প্রসব করিলেন। ক্রমে কন্যার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল সুপুষ্ট হইলে কন্যার প্রতি পিতামাতার স্নেহ-বন্ধন অত্যন্ত দৃঢ় হইল। বরাঙ্গনা দুর্য্যো-ধনদুহিতা দীর্ঘকালে যৌবনে পদার্পণ করি-লেন, অনেক নৃপই তাঁহার পাণিগ্রহণে আগ্রহ জানাইলেন; কিন্তু তিনি কোন নৃপকেই আত্মোৎসর্গ করিলেন না। অনন্তর একদা মহাতপা হুতাশন দ্বিজরূপ ধারণপূর্ব্বক ধীরে ধীরে রাজার নিকট গমন করিয়া নির্জ্জনে তাঁহার তনুজাকে কামনা করিলেন, এবং বলিলেন,—ওহে রঘুকুল-মহীপতে! আমি অসহায় দরিদ্র সন্ততিহীন দ্বিজ। তোমার কন্যা সুদর্শনা পৃথিবীতে রূপে উপমাহীনা; হে মহা-ভাগ! সুদর্শনা সম্প্রতি তোমার গৃহে বর্দ্ধিতাও হইয়াছে; অতএব আমি তাহাকে পত্নীর জন্য কামনা করি। আমি ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণপূর্ব্বক একাকী বিচরণ করি, সম্প্রতি কামপীড়িত হইয়া পরম নির্ব্বিণ্ন হইয়াছি। হে তাত! আমি প্রার্থী, অতএব আমার প্রতি প্রসন্ন হও।১—১৪। রাজা উত্তর করিলেন,—হে দ্বিজপুঙ্গব! আপনি একে আমার অসবর্ণ, তাতে আবার সম্পদ্হীন, অতএব এরূপ পাত্রে কখনই আমার শোভনা কন্যা প্রদান করিব না, আপনি অন্যত্র গমন করুন। রাজার বাক্যে জাতবেদা অত্যন্ত পীড়িত হইলেন। তিনি রাজাকে কিছু না বলিয়া সেই স্থানেই অন্তর্দ্ধান করিলেন। রাজা সেই দ্বিজকে সহসা অদর্শন হইতে দেখিয়া মন্ত্রী ও পুরোহিতগণের সহিত মন্ত্রণা দ্বারা স্থির করিলেন—দীর্ঘকাল সাধ্য একটী যজ্ঞানুষ্ঠান করিবেন। হে ভারত! অতঃপর মহীপতি ব্রাহ্মণ-গণ দ্বারা যজ্ঞ আরব্ধ করিলেন; কিন্তু ঋত্বিগ্গণের সমক্ষেই হুতাশন অদর্শন হইলেন। তাহাতে তখন দ্বিজগণের হৃদয় উদ্যমহীন হইল। তাঁহারা বিমনস্ক হইয়া রাজার মন্দিরে গমন করত হুতাশনের অদর্শন বিবৃত করিলেন। ব্রাহ্মণগণ বলিলেন,—

মহারাজ শ্রূয়তাং মহদদ্ভুতম্‌। ন শ্রুতং ন চ দৃষ্টং বা কৌতুকং নৃপপুঙ্গব ॥ ২০ ॥ অগ্নিকার্য্যপ্রবৃত্তানাং সর্ব্বেষাং বিধিবন্নৃপ। কেনাপি হেতুনা বহ্নির্দৃশ্যতে ন জলত্যুত ॥ ২১ ॥ তচ্ছ্রুত্বা বিপ্রিয়ং ঘোরং রাজা বিপ্রমুখাচ্চ্যুতম্‌। আসনাৎ পতিতো ভূমৌ ছিন্নমূল ইব দ্রুমঃ ॥ ২২ ॥ আশ্বস্য চ মুহূর্ত্তেন উন্মত্ত ইব সংস্তদা। নিরীক্ষ্য চ দিশঃ সর্ব্বা ইদং বচনমব্রবীৎ। ২৩ ॥ কিমেতদাশ্চর্য্যপরমিতি ভোভো দ্বিজোত্তমাঃ। কথ্যতাং কারণং সর্ব্বং শাস্ত্রদৃষ্ট্যা বিভাব্য চ ॥ ২৪ ॥ মম বা দুষ্কৃতং কিঞ্চিদ্ভবতাহো ভবতামিহ। যেন নষ্টোঽগ্নিশালায়াং হুতভুক কেন হেতুনা ॥ ২৫ ॥ মন্ত্রচ্ছিদ্রমথান্যদ্বা নৈব কিঞ্চিদদক্ষিণম্‌। ক্রিয়াহীনং কৃতং বাথ কেন বহ্নির্ন দৃশ্যতে ॥ ২৬ ॥ অন্নহীনো দহেদ্রাষ্ট্রং মন্ত্রহীনস্ত্বৃত্বিজঃ। দাতারং দক্ষিণাহীনো নাস্তি যজ্ঞসমো রিপুঃ ॥ ২৭ ॥ ব্রাহ্মণা ঊচুঃ। ন মন্ত্রহীনা হি বয়ং ন চ রাজন্‌ ব্রতৈস্তথা। দ্রব্যেণ চ ন হীনস্ত্বমন্যৎ পাপং বিচিন্ত্যতাম্‌ ॥২৮॥ রাজোবাচ। তথাপি যূয়ং সহিতা উপায়ং চিন্তয়ন্ত্বিতি। যেন শ্রেয়ো ভবেন্নিত্যমিহ লোকে পরত্র চ ॥ ২৯ ॥ এবমুক্তাস্ততঃ সর্ব্বে ব্রাহ্মণাঃ কৃতনিশ্চয়াঃ। নিরাহারাঃ স্থিতাঃ সর্ব্বে যত্র নষ্টো হুতাশনঃ ॥ ৩০ ॥ ততঃ স্বপ্নে মহাতেজা হুতভুগ্‌ব্রাহ্মণাংস্তদা। উবাচ শ্রূয়তাং সর্ব্বৈর্মম নাশস্য কারণম্‌ ॥ ৩১ ॥ প্রার্থিতোঽহং ময়া রাজা সুতাং দাতুং ন চেচ্ছতি। তেন নষ্টোঽগ্নিশরণাদহং ভো দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ৩২ ॥ যদি মে স্বসুতাং রাজা দদাতি পরমার্চ্চিতাম্‌। তদাস্য জলমানোঽহং গৃহে তিষ্ঠামি নান্যথা ॥ ৩৩ ॥ তচ্ছ্রুত্বা বচনং বিপ্রা বৈশ্বানরমুখোদ্গতম্‌। বিস্ময়োৎফুল্লনয়না রাজানমিদমব্রুবন্‌ ॥ ৩৪ ॥ ভবতো মতমাজ্ঞায় সর্ব্বে গত্বাগ্নিমন্দিরম্‌। নিরাহারাঃ স্থিতা রাত্রৌ পশ্যামো জাতবেদসম্‌ ॥ ৩৫ ॥ তেনোক্তাঃ স্বসুতাং চেত্তু রাজা মে দাতুমিচ্ছতি। ততোঽস্য

হে মহারাজ দুর্য্যোধন! এক অদ্ভুত বাণী শ্রবণ করুন। হে নৃপপুঙ্গব! এরূপ কৌতুককর ব্যাপার কেহ কখন দর্শন করে নাই। হে নৃপ! দ্বিজগণ বিধিপূর্ব্বক অগ্নিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু জানি না, কোন কারণে হুতাশন অদর্শন হইয়াছেন। যজ্ঞীয় বহ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে না। রাজা বিপ্রগণের মুখে এইরূপে ভীষণ বিপ্রিয় বাণী শ্রবণ করিয়া ছিন্নমূল তরুর ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন। অনন্তর দ্বিজগণ কর্ত্তৃক আশ্বাসিত হইয়া মুহূর্ত্তমাত্র ধৈর্য্য ধারণ করত উন্মত্তের ন্যায় দশদিক্‌ নিরীক্ষণ করিতে করিতে বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিতে লাগিলেন। রাজা বলিলেন,—হে দ্বিজসত্তম! আপনাদের মুখে এ কি মহাবিস্ময়কর বাক্য শ্রবণ করিলাম। আপনারা শাস্ত্রদৃষ্টি দ্বারা বিশেষরূপ চিন্তা করিয়া ইহার অখিল কারণ কীর্ত্তন করুন। অবশ্য, এ বিষয়ে আমার কিংবা আপনাদের কোন দুষ্কৃত থাকিবে, অন্যথা কি জন্য হুতাশন যজ্ঞশালায় অদর্শন হইলেন! হয়ত' আপনাদের মন্ত্র কোনরূপে ছিদ্রযুক্ত হইয়াছে, অথবা আমিই অদক্ষিণ ক্রিয়া করিয়াছি; যেরূপেই হউক, নিশ্চিতই ক্রিয়া নষ্ট হইয়াছে; নহিলে অগ্নি কেন দৃষ্ট হইতেছেন না? দেখুন, যজ্ঞক্রিয়া বড়ই বিঘ্নসঙ্কুল, যজ্ঞের মতন রিপু নাই; কেননা, যজ্ঞক্রিয়া অন্নহীন হইলে রাষ্ট্র, মন্ত্রহীন হইলে ঋত্বিগ্‌গণ এবং দক্ষিণাহীন হইলে দাতাকে দগ্ধ করে। ব্রাহ্মণগণ বলিলেন,—হে রাজন্‌! আমরা মন্ত্র বা ব্রতহীন নহি, আর আপনি দ্রব্যহীন নন, অতএব হুতাশনের অদর্শন বিষয়ে অন্যকোন পাপ থাকিবে, অনুসন্ধান করুন। রাজা। ১৫—২৮। কহিলেন,—আপনারাই সমবেত হইয়া এ বিষয়ে উপায় চিন্তা করুন, তাহাতেই আমার সতত ইহপরশ্রেয়ঃ হইবে। অনন্তর রাজার বাক্যে বিপ্রগণ স্থিরসঙ্কল্প হইয়া যে স্থানে হুতাশন অদর্শন হইয়াছিলেন, সেই যজ্ঞশালায় অনশনে উপবেশন করিলেন। তদনন্তর মহাতেজা হুতাশন স্বপ্নযোগে দ্বিজগণকে কহিলেন,—আপনারা সকলেই আমার অদর্শনের কারণ শ্রবণ করুন। হে দ্বিজসত্তমগণ! আমি পৃথিবীপতি দুর্য্যোধনের নিকট তাঁহার দুহিতাকে প্রার্থনা করিয়াছিলাম। তিনি আমাকে কন্যাদান করেন নাই। আমি অগ্নি, অতএব দ্বিজাতিগণের শরণ্য। রাজা যদি আমাকে তদীয়া পূজনীয়া কন্যা প্রদান করেন, তবে আমি জাজ্বল্যমান হইয়া তাঁহার গৃহে বাস করিব; অন্যথা আমি তাঁহার গৃহে গমন করিব না। হুতাশনবদনে এবংবিধ বাক্য শ্রবণে বিস্ময়োৎফুল্ললোচন দ্বিজগণ রাজাকে কহিলেন,—আপনার আদেশে আমরা নিরাহার হইয়া অগ্নিগৃহে গমনপূর্ব্বক রজনীযাপন করিয়াছিলাম; আমরা হুতাশনের দর্শন লাভ করিয়াছি, তিনি বলেন,—হে দ্বিজগণ। রাজা যদি আমাকে তাঁহার কন্যা

ভূয়োঽপি গৃহে জলেঽহং নান্যথা দ্বিজাঃ ॥ ৩৬ ॥ এবং জ্ঞাত্বা মহারাজ স্বসুতাং দাতুমর্হসি ॥ ৩৭ ॥ রাজোবাচ। ভবতাং তস্য বা কার্য্যং দেবস্য বচনং হৃদি। সময়ং কর্ত্তুমিচ্ছামি কন্যাদানে হ্যনুত্তমম্ ॥ ৩৮ ॥ মম সন্নিহিতো নিত্যং গৃহে তিষ্ঠতু পাবকঃ। দদামি রুচিরাপাঙ্গীং নান্যথা করবাণি বৈ ॥৩৯॥ এবং তে ব্রাহ্মণাঃ শ্রুত্বা তথাগ্নিং প্রাপ্য সত্বরম্। কথয়িত্বা বিবাহেন যোজয়ামাসুরাশু বৈ ॥ ৪০ ॥ সুদর্শনাম্না লাভেন পরিতুষ্টো হুতাশনঃ। জলতে সন্নিধৌ নিত্যং মাহিষ্মত্যাং যুধিষ্ঠির ॥ ৪১ ॥ ততঃ প্রভৃতি তত্তীর্থমগ্নিতীর্থং প্রচক্ষতে। যে তত্র পক্ষসন্ধৌ তু স্নানদানৈশ্চ ভাবিতাঃ ॥ ৪২ ॥ তর্পয়ন্তি পিতৄন্ দেবাংস্তেঽশ্বমেধফলৈর্যুতাঃ। সুবর্ণং যে প্রযচ্ছন্তি তস্মিংস্তীর্থে নরাধিপ ॥ ৪৩ ॥ পৃথ্বীদানফলং তত্র জায়তে নাত্র সংশয়ঃ। অনাশকং তু যঃ কুর্য্যাত্তস্মিংস্তীর্থে নরাধিপ ॥ ৪৪ ॥ সংমৃতো হ্যগ্নিলোকে তু ক্রীড়তে সুরপূজিতঃ। এষ তে হ্যগ্নিতীর্থস্য সম্ভবঃ কথিতো ময়া ॥ ৪৫ ॥ সর্ব্বপাপহরঃ পুণ্যঃ শ্রুতমাত্রো নরোত্তম। ধন্যঃ পাপহরো নিত্যমিত্যেবং শঙ্করোঽব্রবীৎ ॥ ৪৬ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে অগ্নিতীর্থমাহাত্ম্য বর্ণনং নাম ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৩ ॥

চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। তত্রৈব তু ভবেদন্যদাদিত্যস্য মহাত্মনঃ। কীর্ত্তয়ামি নরশ্রেষ্ঠ যদি তে শ্রবণে মতিঃ ॥ ১ ॥ যুধিষ্ঠির উবাচ। এতদাশ্চর্য্যমতুলং শ্রুত্বা তব মুখোদ্গতম্। বিস্ময়াদ্ধৃষ্টরোমাঽহং জাতোঽস্মি মুনিসত্তম ॥ ২ ॥ সহস্রকিরণো দেবো হর্ত্তা কর্ত্তা নিরঞ্জনঃ। অবতারেণ লোকানামুদ্ধর্ত্তা নর্ম্মদাতটে ॥ ৩ ॥ পুরুষাকারো ভগবানুতাহো তপসঃ ফলাৎ। কস্য গোত্রে সমুৎপন্নঃ কস্য দেবোঽভবদ্বশী ॥ ৪ ॥ শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। কুকিলান্বয়সম্ভূতো ব্রাহ্মণো ভক্তিমাঞ্ছুচিঃ। ঈক্ষ্যা-

---

অর্পণ করেন, তবে পুনরায় আমি তাঁহার গৃহে প্রজ্বলিত হইব, অন্যথা আমি প্রসন্ন হইব না। হে মহারাজ! এই সকল বুঝিয়া হুতাশনকে আপনার কন্যাদান করা কর্ত্তব্য। রাজা উত্তর করিলেন,—আপনাদের এবং হুতাশনের বাক্য পালন আমার অবশ্যকর্ত্তব্য। পরন্তু আমি হুতাশনকে অনুত্তম কন্যাদান বিষয়ে একটী নিয়ম বন্ধন করিতে অভিলাষ করি; হুতাশন আমার কন্যা গ্রহণপূর্ব্বক সতত আমার গৃহে সন্নিহিত হউন, আমার মনোহরবদনা কন্যা আমি তাঁহাকে অবশ্য দান করিব, কদাচ ইহার অন্যথা করিব না। বিপ্রগণ ভূপতির অভিপ্রায় বিদিত হইয়া সত্বর পাবকসমীপে গমন করিলেন এবং তাঁহাকে রাজার সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া রাজনন্দিনীর সহিত তাঁহাকে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করিয়া দিলেন। অনন্তর হুতাশন সুদর্শনাকে প্রাপ্ত হইয়া জ্বলিয়া উঠিলেন এবং পরম পরিতুষ্ট হইয়া মাহিষ্মতীপুরীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। হে যুধিষ্ঠির! তদবধি এই তীর্থকে লোকে অগ্নিতীর্থ কহিয়া থাকে। যাহারা অমাবস্যা কিংবা পূর্ণিমায় অগ্নিতীর্থে স্নান, দান এবং ভদ্গতচিত্ত হইয়া পিতৃ ও দেবগণের তর্পণ করে, তাহাদের অশ্বমেধযজ্ঞের ফল লাভ হয়। হে নরাধিপ! যাহারা অগ্নিতীর্থে সুবর্ণদান করে, তাহাদের পৃথিবীদানের ফল হয়, সংশয় নাই। হে নরেশ! যাহারা এই তীর্থে অনশন করে, তাহারা সুরপূজিত হইয়া অগ্নি-লোকে বাস করিয়া থাকে। হে নরোত্তম! এই আমি তোমার নিকট অগ্নিতীর্থের উদ্ভব-বিবরণ বর্ণন করিলাম, এই অগ্নিতীর্থমাহাত্ম্য সর্ব্বপাপহর। শঙ্কর কহিয়াছেন—ইহা শ্রবণ মাত্রে মানব পূত, পাপহর ও নিত্য ধন্য হইয়া থাকে।২৯—৪৬।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৩।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে নরশ্রেষ্ঠ! যদি তোমার তীর্থমাহাত্ম্য শ্রবণে মতি থাকে, তবে তত্রত্য মহাত্মা আদিত্যের অন্য আর এক তীর্থ কীর্ত্তন করিতেছি। যুধিষ্ঠির উত্তর করিলেন,—হে মুনিসত্তম! আপনার মুখনির্গত আদিত্যতীর্থের কথা শুনিয়া বিস্ময়ে আমার রোমাঞ্চ হইয়াছে। সহস্রকিরণ ভগবান দেব দিবাকর হর্ত্তা কর্ত্তা ও নিরঞ্জন; তিনি মানবগণের উদ্ধারার্থ নর্ম্মদাতটে অবতীর্ণ হন। কোন্ মহাপুরুষ তপস্যাফলে তাঁহাকে লাভ করেন? এবং বিভাবসু যে দিব্যপুরুষের বশীভূত হইয়াছিলেন, তিনি কোন্ পুণ্যাত্মার বংশে অবতীর্ণ হন? মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—কুলিক-কুলোৎপন্ন জনৈক ভক্তিমান্ শুচি ব্রাহ্মণ দিবাকরের দর্শন মানসে

মীতি রবিং তত্র তীর্থে যাত্রাকৃতোদ্যমঃ ॥ ৫ ॥ যোজনানাং শতং সাগ্রং নিরাহারো গতোদকঃ। প্রস্থিতো দেবদেবেন স্বপ্নান্তে বারিতঃ কিল ॥ ৬ ॥ ভোভো মুনে মহাসত্ত্ব অলং তে ব্রতমীদৃশম্। সর্ব্বং ব্যাপ্য স্থিতং পশ্য স্থাবরং জঙ্গমং চ মাম্ ॥ ৭ ॥ তপাম্যহং ততো বর্ষং নিগৃহ্নাম্যুৎসৃজামি চ। ন মৃত্যুং চৈব মৃত্যুঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ৮ ॥ বরং বরয় ভদ্রং স্বমাত্মনো যন্তবেপ্সিতঃ ॥ ৯ ॥ ব্রাহ্মণ উবাচ। যদি তুষ্টোঽসি মে দেব দেয়ো যদি বরো মম। উত্তরে নর্ম্মদাকূলে সদা সন্নিহিতো ভব ॥ ১০ ॥ যে ভক্ত্যা পরয়া দেব যোজনানাং শতে স্থিতাঃ। স্মরিষ্যন্তি জিতাত্মানস্তেষাং ত্বং বরদো ভব ॥ ১১ ॥ কুব্জান্ধবধিরা মূকা যে কেচিদ্বিকলেন্দ্রিয়াঃ। তব পাদৌ নমস্যন্তি তেষাং ত্বং বরদো ভব ॥ ১২ ॥ শীর্ণঘ্রাণা গতধিয়ো হ্যস্থিচর্ম্মাবশেষিতাঃ। তেষাং ত্বং করুণাং দেব অচিরেণ কুরুষ্ব হ ॥ ১৩ ॥ যেঽপি ত্বাং নর্ম্মদাতোয়ে স্নাত্বা তত্র দিনেদিনে। অর্চ্চয়ন্তি জগন্নাথ তেষাং ত্বং বরদো ভব ॥ ১৪ ॥ প্রভাতে যে স্তবিষ্যন্তি স্তবৈর্বৈদিকলৌকিকৈঃ। অভিপ্রেতং বরং দেব তেষাং ত্বং দদ ভোঽচ্যুত ॥ ১৫ ॥ তবাগ্রে বপনং দেব কারয়ন্তি নরা ভুবি। স্বামিংস্তেষাং বরো দেয় এষ মে পরমো বরঃ ॥ ১৬ ॥ এবমস্ত্বিতি তং চোক্ত্বা মুনিং করুণয়া পুনঃ। শতভাগেন রাজেন্দ্র স্থিত্বা চাদর্শনং গতঃ ॥ ১৭ ॥ তত্র তীর্থে নরো ভক্ত্যা গত্বা স্নানং সমাচরেৎ। তর্পয়েৎ পিতৃদেবাংশ্চ সোঽগ্নিষ্টোমফলং লভেৎ ॥ ১৮ ॥ অগ্নিপ্রবেশং যঃ কুর্য্যাত্তস্মিংস্তীর্থে নরাধিপ। দ্যোতয়ন্ বৈ দিশঃ সর্ব্বা অগ্নিলোকং স গচ্ছতি ॥ ১৯ ॥ যস্তত্তীর্থং সমাসাদ্য ত্যজতীহ কলেবরম্। স গতো বারুণং লোকমিত্যেবং শঙ্করোঽব্রবীৎ ॥ ২০ ॥ তত্র তীর্থে তু যঃ কশ্চিৎ সন্ন্যাসেন তনুং ত্যজেৎ। ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥ ২১ ॥ অপ্সরোগণসঙ্কীর্ণে দিব্যশব্দানুনাদিতে। উৎপন্নায়াতি মর্ত্ত্যে বৈ বেদবেদাঙ্গবিদ্ভবেৎ ॥ ২২ ॥ ব্যাধিশোকবিনির্ম্মুক্তো

তীর্থযাত্রায় উদ্যুক্ত হইয়া ভক্ষ্য-পানীয় বর্জ্জনপূর্ব্বক কিঞ্চিদধিক শতযোজন পথ পর্য্যটন করিলেন। অনন্তর একদা দেবদেব দিবাকর স্বপ্নযোগে দর্শন-দান করিয়া দ্বিজকে কহিলেন,—ওহে মুনে! তুমি গমনে ক্ষান্ত হও, হে মহাসত্ত্ব! তোমার ঈদৃশ কঠোর ব্রতে প্রয়োজন কি? আমি স্থাবর জঙ্গম সমস্ত ব্যাপিয়া অবস্থান করি, আমাকে সর্ব্বত্রই দর্শন কর। আমি তাপদানকালে পৃথিবীর রস গ্রহণ করি, পরে পুনরায় রস বিসর্জ্জন কালে পৃথিবীতে বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে। যে আমাকে অমৃত বলিয়া জানে, তাহার কদাচ মৃত্যু-দর্শন হয় না। হে দ্বিজ! তোমার মঙ্গল হউক, এক্ষণে অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর। ব্রাহ্মণ বলিলেন,—হে দিবাকর! যদি আপনি আমার প্রতি প্রীত হইয়া বরদান করেন, তবে নর্ম্মদার উত্তর-তীরে সতত সন্নিহিত হউন। হে দেব! যাহারা পরম ভক্তিপূর্ব্বক শতযোজন দূর হইতে আপনাকে স্মরণ করে, সেই জিতাত্মা মানবগণের আপনি বরদ হউন। যাহারা কুব্জ, অন্ধ, বধির, মূক এবং বিকলেন্দ্রিয়, তাহারাও আপনার পাদপদ্মে প্রণত হইয়া বরলাভের অধিকারী হউক। হে দেব! যাহাদের ঘ্রাণেন্দ্রিয় শীর্ণ হইয়াছে, বুদ্ধি লোপ পাইয়াছে, এবং যাহারা অস্থিচর্ম্মাবশিষ্ট হইয়াছে, আপনি অচিরে তাহাদের প্রতি করুণা করুন। হে জগন্নাথ! যাহারা প্রতিদিন নর্ম্মদানীরে অবগাহন করিয়া আপনাকে পূজা করিবে, আপনি তাহাদের বরদ হউন।১—১৪। হে অচ্যুত! প্রভাতে যে সকল লোক বৈদিক কিংবা লৌকিক স্তুতিবাক্যে আপনার স্তব করিবে, আপনি তাহাদিগের অভীষ্ট বর প্রদান করুন। হে স্বামিন্! ভূতলে যে লোক আপনার সম্মুখে স্তবন করিবে, হে দেব! আপনি তাহাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন, ইহাই আমার পরম বর। হে রাজেন্দ্র! অনন্তর দ্বিজসত্তমের কথাবসানে তপনদেব 'তাহাই হউক' বলিলেন, এবং পুনরায় মুনির প্রতি করুণা করিয়া শতধা বিভক্ত-দেহে তাঁহার সম্মুখে ক্ষণকাল অবস্থানের পর অদর্শন হইলেন। যে মানব এই আদিত্যতীর্থে ভক্তিপূর্ব্বক স্নান ও দেবপিতৃগণের তর্পণ করে, তাহার অগ্নিষ্টোমফললাভ হয়। হে নরাধিপ! যে নর আদিত্যতীর্থে হুতাশনে প্রবেশ করে, সে দিক্ সকল উদ্ভাসিত করিয়া অগ্নিলোকে গমন করিয়া থাকে। শঙ্কর কহিয়াছেন,—যে মানব আদিত্যতীর্থে সমাগত হইয়া কলেবর পরিত্যাগ করে, তাহার বারুণ-লোকে গতি হয়। সন্ন্যাসধর্ম্মে যে নর আদিত্যতীর্থে তনু ত্যাগ করে, সে ষষ্টিসহস্র বৎসর অপ্সরোগণাকীর্ণ দিব্যশব্দ-নিনাদিত স্বর্গে পূজিত হয়; স্বর্গবাসাবসানেও সেই মানব মর্ত্ত্যে আসিয়া

ধনকোটিপতির্ভবেৎ। পুত্রদারসমোপেতো জীবেচ্চ শরদঃ শতম্ ॥ ২৩ ॥ প্রাতরুত্থায় যস্তত্র স্মরতে ভাস্করং তদা। আজন্মজনিতাৎ পাপান্মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২৪ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে মহাপুরাণে রাবতীর্থবর্ণনং নাম চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৪ ॥

পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

যুধিষ্ঠির উবাচ। জলমধ্যে মহাদেবঃ কেন তিষ্ঠতি হেতুনা। উত্তরং দক্ষিণং কূলং বর্জ্জয়িত্বা দ্বিজোত্তমঃ ॥ ১ ॥ শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। এতদাখ্যানমতুলং পুণ্যং শ্রুতিসুখাবহম্। পুরাণে যচ্ছ্রুতং তাত তত্তে বক্ষ্যাম্যশেষতঃ ॥ ২ ॥ ত্রেতাযুগে মহাভাগ রাবণো দেবকণ্টকঃ। ত্রৈলোক্যবিজয়ী রৌদ্রঃ সুরাসুরভয়ঙ্করঃ ॥ ৩ ॥ দেবদানবগন্ধর্বৈশ্চ ঋষিভিশ্চ তপোধনৈঃ। অবধ্যোঽথ বিমানেন যাবৎ পর্য্যটতে মহীম্ ॥ ৪ ॥ তাবদ্বিন্ধ্যগিরের্মধ্যে দানবো বলদর্পিতঃ। ময়ো নামেতি বিখ্যাতো গুহাবাসী তপশ্চরন্ ॥ ৫ ॥ তস্য পার্শ্বগতো রক্ষো বিনয়াদবনিং গতঃ। পূজিতো দানসম্মানৈরিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ৬ ॥ কস্যেয়ং পদ্মপত্রাক্ষী পূর্ণচন্দ্রনিভাননা। কিংনামধেয়া তপতি তপ উগ্রং কথং বিভো ॥ ৭ ॥ ময় উবাচ। দানবানাং পতিঃ শ্রেষ্ঠো ময়োঽহং নাম নামতঃ। ভার্য্যা তেজোবতী নাম তস্যাস্তু তনয়া শুভা ॥ ৮ ॥ মন্দোদরীতি বিখ্যাতা তপতে ভর্তৃকারণাৎ। আরাধয়ন্তী ভর্ত্তারমুমায়া দয়িতং শুভম্ ॥ ৯ ॥ তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য রাবণো মদমোহিতঃ। প্রহৃষ্টঃ প্রণতো ভূত্বা ময়ং বচনমব্রবীৎ ॥ ১০ ॥ পৌলস্ত্যান্বয়সঞ্জাতো দেবদানবদর্পহা। প্রার্থয়ামি মহাভাগ সুতাং ত্বং দাতুমর্হসি ॥ ১১ ॥ জ্ঞাত্বা পৈতামহং বৃত্তং ময়েনাপি মহাত্মনা। রাবণায় সুতা দত্তা পূজয়িত্বা বিধানতঃ ॥ ১২ ॥ গৃহীত্বা তাং তদা রক্ষোঽভ্যর্চ্চ্যমানো নিশাচরৈঃ। দেবোদ্যানে বিমানৈশ্চ ক্রীড়তে স তয়া সহ ॥ ১৩ ॥ কেনচিত্ত্বথ

বেদবেদাঙ্গপারগ, ব্যাধিশোকবিনির্মুক্ত, ও কোটি কোটি ধনের অধিপতি হয় এবং পুত্র পৌত্রাদির সহিত শতবর্ষ জীবিত থাকে। তত্রত্য যে মানব প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া আদিত্যকে স্মরণ করে, তাহার আজন্মজনিত পাপ বিনষ্ট হয়; সংশয় নাই। ১৫—২৪।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৪ ॥

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে দ্বিজোত্তম! উত্তর ও দক্ষিণ কূল পরিত্যাগ করিয়া জলমধ্যে মহাদেব কেন বাস করেন? মার্কণ্ডেয় উত্তর করিলেন,—হে তাত। শ্রুতিসুখাবহ এই উপাখ্যান অতুলনীয় ও পুণ্যপ্রদ। আমি ইহা পুরাণে যেরূপ শুনিয়াছি, তোমার নিকট তাহা অবিকল বর্ণন করিব। হে মহাভাগ! ত্রেতাযুগে দেবকণ্টক সুরাসুরভয়ঙ্কর ত্রিলোকবিজয়ী ভীষণ রাবণ প্রাদুর্ভূত হয়। সেই রাবণ দেব দানব গন্ধর্ব্ব ও তপোধন ঋষিগণেরও অবধ্য হইয়া বিমানারোহণে সমস্ত মহীমণ্ডল পরিভ্রমণ করে। একদা বলদর্পিত বিখ্যাত দানব ময় বিন্ধ্যগিরির গুহামধ্যে তপশ্চাচরণ করিতেছিল, রাবণও ভ্রমণ করিতে করিতে তখন ময়ের সমীপে উপনীত হইয়া বিনয়সংস্কারে তাহার পার্শ্বে ভূমিতলে অবস্থান করিল। অনন্তর রাবণ দানমানাদি দ্বারা ময়কর্তৃক সৎকৃত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—হে প্রভো! আপনার পার্শ্বগতা এই তপস্বিনী কে? ইহার নাম কি? এই পদ্মপলাশলোচনা পূর্ণচন্দ্রবদনা কুমারী কেনই বা উগ্র তপস্যা করিতেছেন? ময় উত্তর করিল,—আমি দানবগণের শ্রেষ্ঠ, আমার নাম ময়; আমার পত্নী তেজোবতীর গর্ভে এই কন্যা জন্ম গ্রহণ করিয়াছে; আমার এই ত্রিলোকবিখ্যাতা নন্দিনীর নাম মন্দোদরী। মন্দোদরী উত্তম পতি প্রাপ্তিবাসনায় উমার প্রিয় পতির আরাধনা করিতেছেন। ময় দানবের বাক্য শুনিয়া দশানন মদমোহিত হইল এবং তাহার সমীপে অগ্রসর হইয়া প্রণামপূর্ব্বক বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিতে লাগিল। রাবণ বলিল,—পৌলস্ত্যবংশে আমার জন্ম। আমার বাহুবলে দেব-দানবরের দর্প চূর্ণ হয়; হে মহাভাগ! আমি আপনার দুহিতাকে প্রার্থনা করি। ১—১১। মহাত্মা ময় পুলস্ত্যনন্দনের পিতামহপরম্পরায় বংশমর্য্যাদা বিদিত হইয়া তাহাকে পূজা করত বিধিবিধানে কন্যা অর্পণ করিল। নিশাচরপূজিত রাবণও মন্দোদরীকে গ্রহণপূর্ব্বক বিমানারোহণে দ্যানে গমন করিয়া তাহার সহিত ক্রীড়

কালেন রাবণো লোকরাবণঃ। পুত্রং পুত্রবতাং শ্রেষ্ঠো জনয়ামাস ভারত ॥ ১৪ ॥ তেনৈব জাতমাত্রেণ রাবো মুক্তো মহাত্মনা। সংবর্ত্তকস্য মেঘস্য তেন লোকা জড়ীকৃতাঃ ॥ ১৫ ॥ শ্রুত্বা তন্নর্দ্দিতং ঘোরং ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ। নাম চক্রে তদা তস্য মেঘনাদো ভবিষ্যতি ॥১৬॥ এবংনামা কৃতঃ সোঽপি পরমং ব্রতমাস্থিতঃ। তোষয়ামাস দেবেশমুময়া সহ শঙ্করম্ ॥ ১৭ ॥ ব্রতৈর্নিয়মদানৈশ্চ হোমজাপ্যবিধানতঃ। কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণৈর্নিত্যং কৃশং কুর্ব্বন্ কলেবরম্ ॥ ১৮ ॥ এবমন্যদ্দিনে তাত কৈলাসং ধরণীধরম্। গত্বা লিঙ্গদ্বয়ং গৃহ্য প্রস্থিতো দক্ষিণামুখঃ ॥ ১৯ ॥ নর্ম্মদাতটমাশ্রিত্য স্নাতুকামো মহাবলঃ। নিক্ষিপ্য পূজয়ন্ দেবং কৃতজাপ্যো নরেশ্বর ॥ ২০ ॥ তত্রায়তনবাসেন স্নাতো হুতহুতাশনঃ। কৃতকৃত্যমিবাত্মানং মানয়িত্বা নিশাচরঃ ॥ ২১ ॥ গন্তুকামঃ পরং মার্গং লঙ্কায়াং নৃপসত্তম। একমুদ্ধরতো লিঙ্গং প্রণতঃ সব্যপাণিনা ॥ ২২ ॥ দ্বিতীয়ং তু দ্বিতীয়েন ভক্ত্যা পৌলস্ত্যনন্দনঃ। তাবদেব মহালিঙ্গং পতিতং নর্ম্মদাম্ভসি ॥ ২৩ ॥ যাহিযাহীতি চেত্যুক্ত্বা জলমধ্যে প্রতিষ্ঠিতঃ। নমিত্বা রাবণিস্তস্য দেবস্য পরমেষ্ঠিনঃ ॥ ২৪ ॥ জগামাকাশমাবিশ্য পূজ্যমানো নিশাচরৈঃ। তদাপ্রভৃতি তত্তীর্থং মেঘনাদেতি বিশ্রুতম্ ॥ ২৫ ॥ পূর্ব্বং তু গর্জ্জনং নাম সর্ব্বপাপক্ষয়ঙ্করম্। তস্মিংস্তীর্থে তু রাজেন্দ্র যস্তু স্নানং সমাচরেৎ ॥ ২৬ ॥ অহোরাত্রোষিতো ভূত্বা অশ্বমেধফলং লভেৎ। পিণ্ডদানন্তু যঃ কুর্য্যাত্তস্মিংস্তীর্থে নরাধিপ ॥ ২৭ ॥ যৎফলং সত্রযজ্ঞেন তত্তবেন্নাত্র সংশয়ঃ। তেন দ্বাদশবর্ষাণি পিতরঃ সম্প্রতর্পিতাঃ ॥ ২৮ ॥ যস্তু ভোজয়তে বিপ্রং ষড্রসান্নেন ভারত। অক্ষয়ং পুণ্যমাপ্নোতি তত্র তীর্থে নরোত্তম ॥ ২৯ ॥ প্রাণত্যাগং তু যঃ কুর্য্যাদ্ভাবিতো ভাবিতাত্মনা। স বসেচ্ছাঙ্করে লোকে যাবদাভূতসম্প্লবম্ ॥ ৩০ ॥ এবং তে নরশার্দ্দূল গর্জ্জনোৎপত্তিরুত্তমা। কথিতা স্নেহবন্ধেন সর্ব্বপাপক্ষয়ঙ্করী ॥ ৩১ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে মেঘনাদতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৫ ॥

করিতে লাগিল। হে ভারত! অনন্তর কিয়দ্দিন অতীত হইলে মন্দোদরীর উদরে লোকরাবণ রাবণের এক তনয় জন্মিল। রাবণ এই তনয় দ্বারা তনয়বান্‌দিগের অগ্রণী হইয়াছিল। এই মহাত্মা তনয় জন্মিবামাত্র সংবর্ত্তক মেঘের ন্যায় ভয়াবহ রাব করিয়াছিল, সেই ঘোর রাবে তখন জগদ্বাসী লোক সকল জড়ীকৃত হইয়াছিল। তৎকালে লোকপিতামহ ব্রহ্মা সেই ভীষণ নাদ শ্রবণে তাহার নামকরণ করিয়াছিলেন যে, এই তনয় মেঘনাদ হইবে। অনন্তর মেঘনাদ ব্রত, নিয়ম, দান, জপ, হোম প্রভৃতি পরম ব্রত, ধারণ করিয়া সতত কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি দ্বারা শরীর শোধন করত উমার সহিত শঙ্করের সন্তোষ সাধন করিয়াছিল। হে তাত! ইন্দ্রজিৎ এইরূপে তপশ্চরণ করিয়া একদা কৈলাসশৈলে উপনীত হয় এবং তথা হইতে লিঙ্গদ্বয় গ্রহণ করিয়া দক্ষিণাপথে প্রস্থান করে। অনন্তর মহাবল মেঘনাদ স্নানার্থ নর্ম্মদাতীরে গমন করিয়া তীরভূমে লিঙ্গদ্বয় নিক্ষেপপূর্ব্বক ভগবান দেবদেবের পূজা ও মন্ত্র জপ করিল। হে নরেশ! নিশাচর ইন্দ্রজিৎ তত্রত্য আয়তনে বাস, নর্ম্মদানীরে অবগাহন এবং হুতাশনে আহুতি প্রদান করিয়া আপনাকে যেন কৃতকৃত্য মনে করত উত্তম পথে লঙ্কানগরীতে গমন করিল। হে নৃপসত্তম! ভক্তিমান প্রণত দশাননতনয় মেঘনাদ লঙ্কানগরীতে গমন কালে সেই লিঙ্গদ্বয়ের একটী বাম ও অপরটী দক্ষিণ করে ধারণ করিয়া গমনে উদ্যত হইয়াছিল। সে যেমন করদ্বয়ে উভয় লিঙ্গ ধারণ করিল, অমনি সেই মহালিঙ্গ নর্ম্মদাজলে পতিত হইল এবং "যাও যাও" এইরূপ বাক্যদ্বয় উচ্চারণ করিয়া জলমধ্যেই অবস্থান করিল। তখন রাবণনন্দন মেঘনাদও পরমেষ্ঠী দেবেশকে প্রণাম করিল এবং নিশাচরগণ কর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া আকাশ-পথে প্রস্থান করিল। হে রাজেন্দ্র! পূর্ব্বে এই সর্ব্বপাপক্ষয়কর তীর্থের নাম ছিল; গর্জ্জন—তারপর উহা মেঘনাদতীর্থ নামে বিশ্রুত হইয়াছে। অহোরাত্র বাস করিয়া যে নর মেঘনাদতীর্থে স্নান করে, তাহার অশ্বমেধফললাভ হয়। হে নরাধিপ! যে নর পিণ্ডদান করে, তাহার অখিল যাগফল লাভ হইয়া থাকে এবং তাহার পিতৃগণ দ্বাদশবার্ষিকী তৃপ্তিপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন, সংশয় নাই। হে ভারত! মেঘনাদতীর্থে যে নর ষড়্‌বিধরসে ব্রাহ্মণ ভোজন করায়, তাহার অক্ষয় পুণ্য হয়। হে নরোত্তম! যে ভাবিতাত্ম মানব তদ্গতচিত্তে মেঘনাদতীর্থে প্রাণ পরিত্যাগ করে, পুনঃপ্রলয়কাল পর্য্যন্ত তাহার শঙ্করলোকে বাস হয়। হে নরশার্দ্দূল! তোমার

ষট্‌ত্রিংশেঽধ্যায়ঃ ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ । ততো গচ্ছেচ্চ রাজেন্দ্র দারুতীর্থমনুত্তমম্ । দারুকো যত্র সংসিদ্ধ ইন্দ্রস্য দয়িতঃ পুরা ॥ ১ ॥ যুধিষ্ঠির উবাচ । দারুকেণ কথং তাত তপশ্চীর্ণং পুরানঘ । বিধানং শ্রোতুমিচ্ছামি ত্বৎসকাশাদ্দ্বিজোত্তম ॥ ২ ॥ শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । হন্ত তে কথয়িষ্যামি বিচিত্রং যৎপুরাতনম্ । বৃত্তং স্বর্গসভামধ্যে ঋষীণাং ভাবিতাত্মনাম্ ॥ ৩ ॥ সূতো বজ্রধরস্যেষ্টো মাতলির্নাম নামতঃ । স পুত্রং শপ্তবান্ পূর্ব্বং কস্মিংশ্চিৎ কারণান্তরে ॥ ৪ ॥ শাপাহতো বেপমান ইন্দ্রস্য চরণৌ শুভৌ । প্রপীড্য মূর্দ্ধ্না দেবেশং বিজ্ঞাপয়তি ভারত ॥ ৫ ॥ তমুবাচাভিশপ্তং চাপ্যনাথঞ্চ সুরেশ্বরঃ । কর্ম্মণা কেন শাপস্য ঘোরস্যান্তো ভবিষ্যতি ॥ ৬ ॥ নর্ম্মদাতটমাশ্রিত্য তোষয়ন্ বৈ মহেশ্বরম্ । তিষ্ঠ যাবদ্যুগস্যান্তং পুনর্জন্ম হ্যবাপ্স্যসি ॥ ৭ ॥ পুনর্ভূত্বা তু পূতস্ত্বং দারুকো নাম বিশ্রুতঃ । সংসেব্য পরমং দেবং শঙ্খচক্রগদাধরম্ ॥ ৮ ॥ মানুষং ভাবমাপন্নস্ততঃ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি । এবমুক্তস্তু দেবেন সহস্রাক্ষেণ ধীমতা ॥ ৯ ॥ প্রণম্য শিরসা ভূমিমাগতোঽসৌ হ্যচেতনঃ । নর্ম্মদাতটমাশ্রিত্য কর্ষয়ন্নিজবিগ্রহম্ ॥ ১০ ॥ ব্রতোপবাসসংক্লিষ্টো জপহোমরতঃ সদা । মহাদেবং মহাত্মানং বরদং শূলপাণিনম্ ॥ ১১ ॥ ভক্ত্যা তু পরয়া রাজন্ যাবদাভূতসংপ্লবম্ । অংশাবতরণাদ্বিষ্ণোঃ সূতো ভূত্বা মহামতিঃ ॥ ১২ ॥ তোষয়ন্ বৈ জগন্নাথং ততো যাতো হি সদ্গতিম্ ॥ ১৩ ॥ এষ তৎসম্ভবস্তাত দারুতীর্থস্য সুব্রত । কথিতোঽয়ং ময়া পূর্ব্বং যথা মে শঙ্করোঽব্রবীৎ ॥ ১৪ ॥ ততো যুধিষ্ঠিরঃ শ্রুত্বা বিস্ময়ং পরমং গতঃ । ভ্রাতৄন্ বিলোকয়ামাস হৃষ্টরোমা মুহুর্ম্মুহুঃ ॥ ১৫ ॥ শ্রীমার্কণ্ডেয়

প্রতি স্নেহবান্ হইয়া এই আমি সর্ব্বপাপক্ষয়করী গর্জ্জনোৎপত্তি কীর্ত্তন করিলাম । ১২—৩১ ।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৫ ॥

ষটত্রিংশ অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে রাজেন্দ্র ! অনন্তর অনুত্তম দারুকতীর্থে গমন করিবে, পূর্ব্বকালে ইন্দ্রের প্রিয় দারুক এই তীর্থে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন । যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে অনঘ তাত ! পুরাকালে দারুক কিজন্য তপশ্চরণ করিয়াছিল ? হে দ্বিজসত্তম ! আপনার নিকট দারুকতীর্থের বিধান জানিবার জন্য আমার অভিলাষ হইতেছে । মার্কণ্ডেয় উত্তর করিলেন,—রাজন্ ! এ বিষয়ে পুরাতন বিচিত্র কথা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি ; স্বর্গসভায় ভাবিতাত্মা মুনিগণের সমক্ষেই এই ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল । মাতলিনামক শ্রেষ্ঠ সূত বজ্রধরের বড়ই প্রিয়পাত্র ছিলেন, তিনি কোন কারণ বশত পুরাকালে নিজতনয়কে অভিশপ্ত করেন । মাতলিতনয় শাপহত হইয়া কম্পিতকলেবরে সুররাজের মনোহর চরণদ্বয় মস্তকে ধারণ করিয়া মাতলিপ্রদত্ত অভিশাপবাণী জ্ঞাপন করিলেন । হে ভারত ! অনন্তর সুরেশ্বর অভিশপ্ত অনঘ মাতলিতনয়কে কহিলেন,—যে কর্ম্মদ্বারা তোমার এই ভীষণ শাপের অবসান হইবে, বলিতেছি, শ্রবণ কর । তুমি নর্ম্মদাতটের আশ্রয় লইয়া মহেশের সন্তোষ সাধন করত যুগান্তকাল পর্য্যন্ত তথায় অবস্থান কর, যুগাবসানে তুমি মানুষ জন্মলাভ করিবে । এই মানবদেহে তোমার নাম হইবে দারুক, তোমার চরিত্র অতি পূত ও প্রখ্যাত হইবে । এই মানুষ শরীরে তুমি শঙ্খ-চক্র-গদাধর দেবেশ বিষ্ণুর সেবা করি[illegible]ভ করিবে । ধীমান সহস্রলোচন এইরূপ বলিলে মাতলিতনয় তাঁহাকে প্রণাম করিলেন, তৎক্ষণাৎ তাঁহার চৈতন্য লুপ্ত হইল । তিনি খিন্ন মনে ভূমিতলে আগমনপূর্ব্বক নর্ম্মদাতটের আশ্রয় লইলেন এবং সতত ব্রত, উপবাস, জপ ও হোম পরায়ণ হইয়া শরীর কর্ষণ করত পুনঃকল্পকাল পর্য্যন্ত পরম ভক্তি সহকারে বরদ মহাত্মা মহাদেব শূলপাণির আরাধনা করিলেন । হে রাজন্ ! অনন্তর বিষ্ণুর অংশ অবতীর্ণ হইলে শাপভ্রষ্ট মহামতি মাতলিতনয় সারথ্যকার্য্য করিয়া জগন্নাথের প্রীতি সাধন করত সদ্গতি লাভ করিয়াছিলেন । ১—১৩ । হে তাত ! এই তোমার নিকট দারুকতীর্থের উদ্ভব-বিবরণ বর্ণন করিলাম ; হে সুব্রত ! পূর্ব্বে শঙ্কর দারুকতীর্থ সম্বন্ধে আমার নিকট অবিকল এইরূপই বলিয়াছিলেন । মুনি মার্কণ্ডেয়ের মুখে এই সকল কথা শুনিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পরম বিস্মিত হইলেন, হর্ষভরে মুহুর্ম্মুহু তাঁহার রোমাঞ্চ হইতে লাগিল, তিনি অনুজগণের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন । মার্কণ্ডেয় পুনরায় কহি-

উবাচ। তস্মিংস্তীর্থে নরঃ স্নাত্বা বিধিপূর্ব্বং নরেশ্বর। উপাস্য সন্ধ্যাং দেবেশমর্চ্চয়েদ্যশ্চ শঙ্করম্ ॥ ১৬॥ বেদাভ্যাসং তু তত্রৈব যঃ করোতি সমাহিতঃ। সোঽশ্বমেধফলং রাজংল্লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৭॥ তস্মিংস্তীর্থে তু যো ভক্ত্যা ভোজয়েদ্‌ব্রাহ্মণাঞ্চুচিঃ। স তু বিপ্রসহস্রস্য লভতে ফলমুত্তমম্॥ ১৮॥ স্নানং দানং জপো হোমঃ স্বাধ্যায়ো দেবতার্চ্চনম্। যৎকৃতং শুদ্ধভাবেন তৎসর্ব্বং সফলং ভবেৎ ॥ ১৯

ইতি শ্রীস্কান্দে দারুকতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ষট্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৬ ॥

সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র দেবতীর্থমনুত্তমম্। যেন দেবাস্ত্রয়স্ত্রিংশৎ স্নাত্বা সিদ্ধিং পরাং গতাঃ ॥ ১ ॥ যুধিষ্ঠির উবাচ। কথং তাত সুরাঃ সর্ব্বে দানবৈর্বলবত্তরৈঃ। নির্জ্জিতাস্তত্র তীর্থে চ স্নাত্বা সিদ্ধিং পরাং গতাঃ ॥ ২॥ মার্কণ্ডেয় উবাচ। পুরা দৈত্যগণৈরুগ্রৈর্যুদ্ধেঽতিবলবত্তরৈঃ। ইন্দ্রো দেবগণৈঃ সার্দ্ধং স্বরাজ্যাচ্চ্যাবিতো নৃপ ॥ ৩॥ হস্ত্যশ্বরথযানৌঘৈর্মর্দ্দয়িত্বা বরূথিনীম্। বিধ্বস্তা ভেজিরে মার্গং প্রহারৈর্জ্জর্জ্জরীকৃতাঃ ॥ ৪ ॥ জম্ভশুম্ভনিশুম্ভৈশ্চ কুষ্মাণ্ডকুহকাদিভিঃ। বেপমানার্দ্দিতাঃ সর্ব্বে ব্রহ্মাণমুপতস্থিরে ॥ ৫ ॥ প্রণম্য শিরসা দেবং ব্রহ্মাণং পরমেষ্ঠিনম্। তদা বিজ্ঞাপয়ামাসুর্দেবা বহ্নিপুরোগমাঃ ॥ ৬ ॥ পশ্য পশ্য মহাভাগ দানবৈঃ শকলীকৃতাঃ। বিয়োজিতাঃ পুত্রদারৈস্ত্বামেব শরণং গতাঃ ॥ ৮ ॥ পরিত্রায়স্ব দেবেশ সর্ব্বলোকপিতামহ। নান্যা গতিঃ সুরেশান ত্বাং মুক্ত্বা পরমেশ্বর ॥ ৮ ॥ ব্রহ্মোবাচ। দানবানাং বিঘাতার্থং নর্ম্মদাতটমাস্থিতাঃ। তপঃ কুরুধ্বং স্বস্থাঃ স্থ তপো হি পরমং বলম্ ॥ ৯ ॥ নান্যোপায়ো ন বৈ মন্ত্রো বিদ্যতে ন চ ম ক্রিয়া। বিনা রেবাজলং পুণ্যং সর্ব্বপাপক্ষয়ঙ্করম্ ॥ ১০ ॥ দারিদ্র্যব্যাধিমরণবন্ধনব্যসনানি চ। এতানি চৈব পাপস্য ফলানীতি মতির্মম ॥ ১১ ॥ এবং

লেন,—হে নরেশ! যে নর এই দারুক তীর্থে বিধি-পূর্ব্বক স্নান করিয়া সন্ধ্যোপাসনা, দেবেশ শঙ্করের অর্চ্চনা এবং সমাহিত হইয়া বেদাভ্যাস করে, তাহার অশ্বমেধফল লাভ হয়, সংশয় নাই। হে রাজন্! যে শুচি মানব পরম ভক্তি সহকারে এই তীর্থে ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করায়, তাহার সহস্র ব্রাহ্মণভোজনের উত্তমপুণ্য অর্জ্জিত হয়। অধিক কি, দারুকতীর্থে স্নান, দান, জপ, হোম, বেদাধ্যয়ন এবং দেবপূজন প্রভৃতি শুদ্ধভাবে যে কিছু কৃত হয়, তৎসমস্তই সফল হইয়া থাকে। ১৪-১৯।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৬ ॥

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে রাজন! অনন্তর অনুত্তম দেবতীর্থে গমন করিবে, ত্রয়স্ত্রিংশৎ কোটি দেবতা এই তীর্থে স্নান করিয়া পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে তাত! দেবগণ কিরূপে বলীয়ান্ দানবদিগের হস্তে নির্জ্জিত হন ও এই তীর্থে স্নান করিয়া পরম সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন? মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে নৃপ! পুরাকালে অতিবল উগ্র অসুরগণের করে সবাসব সুরনিকর নির্জ্জিত হইয়া স্ব স্ব অধিকারচ্যুত হন; অসুরগণ হস্তী, অশ্ব, রথ ও অন্যান্য যানবাহন দ্বারা দেববাহিনী বিমর্দ্দিত করে; দেবগণ বিধ্বস্ত ও প্রহারে জর্জ্জরীকৃত হইয়া পথে পথে বিচরণ করেন। অনন্তর জম্ভ, শুম্ভ, নিশুম্ভ, কুষ্মাণ্ড ও কুহকাদি দানব কর্ত্তৃক বিমর্দ্দিত বহ্নিপ্রমুখ দেবগণ কম্পিত-কলেবরে পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার সদনে গমন করিয়া বিনীত মস্তকে তাঁহাকে প্রণাম করত নিজ নিজ দশার কথা নিবেদন করিলেন। দেবগণ বলিলেন,—হে মহাভাগ! দেখুন, দেখুন, দানবগণ আমাদিগকে খণ্ড খণ্ড করিয়াছে, আমরা পত্নী-পুত্র পরিত্যাগ করিয়া আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি। হে দেবেশ! আপনি অখিল লোকের পিতামহ! অতএব আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন! হে সুরেশান! হে পরমেশ্বর! আপনি ভিন্ন আমাদের আর অন্য গতি নাই। ১—৮। ব্রহ্মা বলিলেন,—হে দেবগণ! তপস্যাই পরম বল জানিবে, অতএব দানবদিগের বধের জন্য নর্ম্মদাতট আশ্রয়পূর্ব্বক তপশ্চরণ করিয়া সুস্থ হও; সর্ব্বপাপক্ষয়কর পুণ্য রেবানীর ব্যতীত আমি তোমাদের অন্য কোন উপায়, মন্ত্রণা বা কার্য্যই দেখিতেছি না। দারিদ্র্য, ব্যাধি, মরণ, বন্ধন, ব্যসন এই সকলই পাপের পরিণাম ফল, এই সকল জানিয়া

স্নাত্বা ততশ্চৈব তপঃ কুরুত দুষ্করম্। তথা চৈব সুরাঃ সর্ব্বে দেবা হুগ্নিপুরোগমাঃ ॥ ১২ ॥ তচ্ছ্রুত্বা বচনং তথ্যং ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ। নর্ম্মদামাগতাঃ সর্ব্বে দেবা হুগ্নিপুরোগমাঃ ॥ ১৩ ॥ চেরুর্ব্বৈ তত্র বিপুলং তপঃ সিদ্ধিমবাপ্নুবন্। তদাপ্রভৃতি তত্তীর্থং দেবতীর্থমনুত্তমম্ ॥ ১৪ ॥ গীয়তে ত্রিষু লোকেষু সর্ব্বপাপক্ষয়ঙ্করম্। তত্র গত্বা চ যো মর্ত্ত্যো বিধিনা সংযতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ১৫ ॥ স্নানং সমাচরেদ্ভক্ত্যা স লভেন্মৌক্তিকং ফলম্। যস্ত ভোজয়তে বিপ্রাং-স্তস্মিংস্তীর্থে নরাধিপ ॥ ১৬ ॥ স লভেন্মুখ্যবিপ্রাণাং ফলং সাহস্রিকং নৃপ। তত্র দেবশিলা রম্যা মহা-পুণ্যবিবর্দ্ধিনী ॥ ১৭ ॥ সন্ন্যাসেন মৃতা যে তু তেষাং স্যাদক্ষয়া গতিঃ। অগ্নিপ্রবেশং য কুর্য্যাত্তস্মিংস্তীর্থে নরাধিপ ॥ ১৮ ॥ রুদ্রলোকে বসেত্তাবদ্যাবদাভূত-সম্প্লবম্। এবং স্নানং জপো হোমঃ স্বাধ্যায়ো দেবতা-র্চ্চনম্ ॥ ১৯ ॥ সুকৃতং দুষ্কৃতং বাপি তত্র তীর্থে-হক্ষয়ং ভবেৎ। এষ তে বিধিরুদ্দিষ্ট উৎপত্তিশ্চৈব ভারত ॥ ২০ ॥ দেবতীর্থস্য নিখিলা যথা বৈ শঙ্করা-চ্ছ্রুতা। পঠন্তি যে পাপহরং সর্ব্বদুঃখবিমোচনম্ ॥ ২১ ॥ দেবতীর্থস্য চরিতং দেবলোকং ব্রজন্তি তে ॥ ২২

ইতি শ্রীস্কান্দে দেবতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৭ ॥

অষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র গুহা-বাসীত চোত্তমম্। যত্র সিদ্ধো মহাদেবো গুহাবাসী সমার্ব্বুদম্ ॥ ১ ॥ যুধিষ্ঠির উবাচ। কেন কার্য্যেণ ভো তাত মহাদেবো জগদ্গুরুঃ। গুহায়ামনয়ৎ কালং সুদীর্ঘং দ্বিজসত্তম ॥ ২ ॥ এতদ্বিস্তরতঃ সর্ব্বং কথয়স্ব মমানঘ। শ্রোতুমিচ্ছাম্যহং সর্ব্বং পরং কৌতুহলং হি মে ॥ ৩ ॥ মার্কণ্ডেয় উবাচ। সাধু প্রশ্নো মহারাজ পৃষ্টো যো বৈ ত্বয়োত্তমঃ। পুরাণে বিস্তরো হ্যস্য ন শক্যো হি ময়াধুনা ॥ ৪ ॥ কথিতুং বৃদ্ধভাবত্বাদতীতো

তোমাদের নর্ম্মদাতীরে দুষ্কর তপস্যা করাই আমার মতে শ্রেয় বলিয়া বোধ হইতেছে। অনন্তর অগ্নিপ্রমুখ দেবগণ পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার এই তথ্যপূর্ণ বাক্য শুনিয়া তাহাই করিলেন, তাঁহারা নর্ম্মদাতীরে আগমনপূর্ব্বক বিপুল তপস্যা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। হে রাজন্! তদবধি সেই অনুত্তম দেবতীর্থ সর্ব্ব-পাপক্ষয়কর বলিয়া ত্রিলোকে গীত হইয়া থাকে। যে সংযতেন্দ্রিয় মানব দেবতীর্থে গমনপূর্ব্বক ভক্তিভরে যথাবিধি স্নান করে, তাহার মুক্তি হয়। হে নরাধিপ! যে নর তথায় ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করায়, তাহার সহস্রাধিক মুখ্য ব্রাহ্মণ-ভোজনের পুণ্য হইয়া থাকে। হে নৃপ! দেব-তীর্থে মহাপুণ্যবিবর্দ্ধিনী এক রম্যা দেবশিলা বিদ্যমান, যাহারা এই শিলায় দেহ বিন্যস্ত করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করে, তাহাদের অক্ষয়গতি হয়। হে নরাধিপ! যে নর দেবতীর্থে অগ্নি মধ্যে প্রবেশ করে, পুনঃকল্পক্ষয় কাল পর্য্যন্ত তাহার রুদ্রলোকে বাস হয়। অধিক কি,—স্নান, জপ, হোম, বেদা-ধ্যয়ন, দেবতার্চ্চন প্রভৃতি সুকৃতই হউক কিংবা দুষ্কৃতই হউক এই তীর্থে যে কিছু কৃত হয়, সমস্তই অক্ষয় হইয়া থাকে। হে ভারত! আমি দেবতীর্থের বিষয় শঙ্করসমীপে যেরূপ শ্রবণ করিয়াছিলাম, তীর্থবিধি ও তীর্থের উৎপত্তি অখিল কথাই তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। যাহারা সর্ব্বদুঃখ-বিমোচন পাপহর দেবতীর্থচরিত্র কীর্ত্তন করে, তাহাদের দেবলোকে গতি হয়। ১—২২।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৭ ॥

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে রাজেন্দ্র! অনন্তর অনুত্তম গুহাবাসী-তীর্থে গমন করিবে। মহাদেব অর্ব্বুদ বৎসর এই গুহায় বাস করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে দ্বিজসত্তম! কি কার্য্যের জন্য জগদ্গুরু শঙ্কর এত দীর্ঘকাল গুহাবাসে সময় অতিবাহিত করিয়া-ছিলেন? হে তাত! এই সকল আমার নিকট বিস্তররূপে বলুন। হে অনঘ! আমি পরম কুতুহলান্বিত হইয়া এই সকল শুনিতে অভি-লাষ করিতেছি। মার্কণ্ডেয় উত্তর করিলেন,—হে মহারাজ! তুমি অতি উত্তম প্রশ্নই করিয়াছ, পুরাণে ইহা যেরূপ বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে, আমি তাহা বলিতে সমর্থ নহি। হে তাত! একে ত আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, তারপর এই ব্যাপার সংঘটিত হইবার পর বহুকাল

বহুকালিকঃ। সঙ্ক্ষেপাত্তেন তে তাত কথয়ামি নিবোধ মে ॥ ৫ ॥ পুরা কৃতযুগে রাজন্নাসীদ্দারুবনং মহৎ। নানাদ্রুমলতাকীর্ণং নানাবল্ল্যুপশোভিতম্ ॥ ৬ ॥ সিংহব্যাঘ্রবরাহৈশ্চ গজৈঃ খড়্গৈর্নিষেবিতম্। বহুপক্ষিযুতং দিব্যং যথা চৈত্ররথং বনম্ ॥ ৭ ॥ তত্র কেচিন্মহাপ্রাজ্ঞা বসন্তি সংশিতব্রতাঃ। বসন্তি পরয়া ভক্ত্যা চতুরাশ্রমভাবিতাঃ ॥ ৮ ॥ ব্রহ্মচারী গৃহস্থশ্চ বানপ্রস্থো যতিস্তথা। স্বধর্ম্মনিরতাঃ সর্বে বাঞ্ছন্তঃ পরমং পদম্ ॥ ৯ ॥ তাবদ্বসন্তসময়ে কস্মিংশ্চিৎ কারণান্তরে। বিমানস্থো মহাদেবো গচ্ছন্ বৈ হ্যুময়া সহ ॥ ১০ ॥ দদর্শ তোয় আবাসমৃক্সামযজুর্নাদিতম্। অলক্ষ্যাগতনির্গম্যং সর্ব্বপাপক্ষয়ঙ্করম্ ॥ ১১ ॥ তং দৃষ্ট্বা মুদিতা দেবী হর্ষগদ্গদয়া গিরা। পপ্রচ্ছ দেবদেবেশং শশাঙ্ককৃতভূষণম্ ॥ ১২ ॥ দেব্যুবাচ। কস্যায়মাশ্রমো দেব বেদধ্বনিনিনাদিতঃ। যং দৃষ্ট্বা ক্ষুৎপিপাসাদ্যৈঃ শ্রমৈশ্চ পরিহীয়তে ॥ ১৩ ॥ মহেশ্বর উবাচ। কিং ত্বয়া ন শ্রুতং দেবি মহাদারুবনং মহৎ। বহুবিপ্রজনো যত্র গৃহধর্ম্মেণ বর্ত্ততে ॥ ১৪ ॥ অত্র যঃ স্ত্রীজনঃ কশ্চিদ্ভর্ত্তৃশুশ্রূষণে রতঃ। নান্যো দেবো ন বৈ ধর্ম্মো জ্ঞায়তে শৈলনন্দিনি ॥ ১৫ ॥ এতচ্ছ্রুত্বা পরং বাক্যং দেবদেবেন ভাষিতম্ ॥ কৌতূহলসমাবিষ্টা শঙ্করং পুনরব্রবীৎ ॥১৬॥ যত্ত্বয়োক্তং মহাদেব পতিধর্ম্মরতাঃ স্ত্রিয়ঃ। তাসাং ত্বং মদনো ভূত্বা চারিত্রং ক্ষোভয় প্রভো ॥ ১৭ ॥ ঈশ্বর উবাচ। যত্ত্বয়োক্তং চ বচনং ন হি মে রোচতে প্রিয়ে। ব্রাহ্মণা হি মহদ্ভূতং ন চৈষাং বিপ্রিয়ং চরেৎ ॥ ১৮ ॥ মন্যুপ্রহরণা বিপ্রাশ্চক্রপ্রহরণো হরিঃ। চক্রাৎ ক্রূরতরো মন্যুস্তস্মাদ্বিপ্রং ন কোপয়েৎ ॥ ১৯ ॥ ন তে দেবা ন তে লোকা ন তে নাগা ন চাসুরাঃ। দৃশ্যন্তে ত্রিষু লোকেষু যে তৈর্দ্দৃষ্টৈর্ন নাশিতাঃ ॥ ২০ ॥ তেষাং মোক্ষস্তথা স্বর্গো ভূমির্ম্মর্ত্ত্যে ফলানি চ।

অতীত হইয়াছে। অতএব সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। হে রাজন্! পূর্ব্বে সত্যযুগে দারুবন নামে এক মহারণ্য ছিল। এই দারুবন বিবিধ তরু-লতা-সমাকীর্ণ ও বিবিধ বল্লী দ্বারা উপশোভিত। সিংহ, শার্দ্দূল, শূকর, গজ ও গণ্ডার প্রভৃতি হিংস্র জন্তুগণ এই বনের সেবা করিত, অধিক কি, বহু বিহগপরিবৃত এই দিব্য দারুবন চৈত্ররথ কাননের শোভা ধারণ করিয়াছিল। দারুবনে সংশিতব্রত মহাপ্রাজ্ঞ বিপ্রগণ বাস করেন। তাঁহারা পরম ভক্তিসহকারে ব্রহ্মচারী, গৃহী, বাণপ্রস্থ ও যতি এই আশ্রমচতুষ্টয়ের বিহিত কর্ম্ম সকল পালন এবং সকলেই স্ব স্ব ধর্ম্মে নিরত থাকিয়া পরমপদ কামনা করিয়া থাকেন। একদা কোন কারণ বশতঃ বসন্তসময়ে শঙ্কর উমার সহিত বিমানারোহণে এই বনমধ্য দিয়া গমন করিতেছিলেন, সহসা সর্ব্বপাপহর ঋক্, সাম ও যজুর্ব্বেদধ্বনি তাঁহাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল; তচ্ছ্রবণে তাঁহারা সেই ধ্বনির প্রতি লক্ষ্য করিয়া সেই দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন, দেখিলেন,—জলমধ্য হইতে সেই বেদধ্বনি উত্থিত হইতেছে; কিন্তু কোন্ স্থান হইতে যে সেই ধ্বনি নির্গত হইতেছে, আর কোথায় গিয়া মিশিতেছে, এ সকল তাঁহাদের লক্ষীভূত হইল না। তদ্দর্শনে দেবী উমা মুদান্বিতা হইয়া হর্ষগদ্গদ বাক্যে দেবদেব শশাঙ্কভূষণ শঙ্করকে জিজ্ঞাসা করিলেন। দেবী বলিলেন,—হে দেব! বেদধ্বনিনিনাদিত এই আশ্রম কাহার? এই আশ্রম দর্শনে ক্ষুৎপিপাসাদি-শ্রম অপনোদিত হয়। মহেশ্বর উত্তর করিলেন,—হে দেবি! তুমি কি এই মহা দারুবনের নাম শ্রবণ কর নাই? এই দারুবনে অনেক বিপ্র গৃহধর্ম্মে রত হইয়া বাস করেন। হে শৈলসুতে! অত্রত্য রমণীগণ কেবল পতিশুশ্রূষায় রত থাকেন, তাঁহারা পতি ব্যতীত অন্য কোন দেব কিংবা ধর্ম্ম জানেন না। দেবী উমা মহেশের এবংবিধ পরম বাক্য শ্রবণ করিয়া কুতূহলবশে পুনরায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন;—হে মহাদেব! আপনি পতিধর্ম্মরতা যে সকল রমণীর কথা কহিলেন, হে প্রভো! আপনি মদন হইয়া তাহাদের চরিত্র ক্ষোভিত করুন। ১—১৭। ঈশ্বর উত্তর করিলেন,—হে প্রিয়ে! তুমি যাহা বলিলে, ইহা আমার রুচিকর নহে; কেননা, ব্রাহ্মণগণ সকলের শ্রেষ্ঠ; অতএব তাঁহাদের বিপ্রিয় আচরণ কর্ত্তব্য নহে। দেখ, বিপ্রগণের ক্রোধই অস্ত্র, আর হরির অস্ত্র চক্র; কিন্তু হরির চক্র অপেক্ষা বিপ্রগণের কোপই ক্রূরতর; অতএব কদাচ দ্বিজগণকে কোপিত করা উচিত হয় না। বিশেষতঃ ত্রিলোক মধ্যে এমন কোন দেব, মানব, নাগ বা অসুর দর্শন করি না, যাহারা তাঁহাদের কোপদৃষ্টিতে বিনষ্ট হয় নাই। মহাভাগ ব্রাহ্মণগণই ক্ষিতিতলে দেবতাস্বরূপ, মর্ত্ত্যভূমে ভূদেব ব্রাহ্মণগণ যাহাদের প্রতি প্রীত হন, তাহাদেরই মোক্ষফল লাভ হয়, আর তাহারাই এই ভূমিতলকে স্বর্গ বলিয়া মনে করে।

যেষাং তুষ্টা মহাভাগা ব্রাহ্মণাঃ ক্ষিতিদেবতাঃ ॥ ২১ ॥
এবং জ্ঞাত্বা মহাভাগে অসদ্গ্রাহং পরিত্যজ। তত্র
লোকে বিরুদ্ধং বৈ কুপ্যন্তে যেন বৈ দ্বিজাঃ ॥ ২২ ॥
দেব্যুবাচ। নাহং তে দয়িতা দেব নাহং তে
বশবর্ত্তিনী। অকুর্ব্বাণশ্চ বৈ তাসাং মানং সুর-
সুপূজিতম্ ॥ ২৩ ॥ লোকালোকে মহাদেব অশক্যং
নাস্তি তে প্রভো। ক্রিয়তাং মম চৈবৈকমেতৎ কার্য্যং
সুরোত্তম ॥ ২৪ ॥ এবমুক্তো মহাদেবো দেব্যা
বাক্যহিতে রতঃ। কৃত্বা কাপালিকং রূপং যযৌ
দারুবনং প্রতি ॥ ২৫ ॥ মহাহিতজটাজূটং নিয়ম্য
শশিভূষণম্। কণ্ঠত্রাণং পরং কৃত্বা ধারয়ন্ কর্ণ-
কুণ্ডলে ॥ ২৬ ॥ ব্যাঘ্রচর্ম্মপরীধানো মেখলাহার-
ভূষিতঃ। নূপুরধ্বনিনির্ঘোষৈঃ কম্পয়ন্ বৈ বসু-
ন্ধরাম্ ॥ ২৭ ॥ মহানূর্দ্ধজটামালী কৃতিভস্মানুলেপনঃ।
কৃত্বা হস্তে কপালং তু ব্রহ্মণশ্চ মহাত্মনঃ ॥ ২৮ ॥
মহাডমরুঘোষেণ কম্পয়ন্ বৈ বসুন্ধরাম্। প্রভাতসময়ে
প্রাপ্তো মহাদারুবনং প্রতি ॥ ২৯ ॥ তাবৎ পুণ্যজনঃ
সর্ব্বপুষ্পপত্রফলার্থিকঃ। নির্গতো বহুভিঃ সার্দ্ধং

হে মহাভাগ! যাহাতে দ্বিজগণ কুপিত হন, ত্রিলোকে তাহাকেই বিরুদ্ধ ধর্ম্ম বলিয়া জানিবে। অতএব এই সকল জানিয়া শুনিয়া তোমার এই অসৎ আগ্রহ পরিত্যাগ কর। দেবী বলিলেন,—হে দেব। বুঝিলাম আমি আপনার দয়িতা নহি, যদি আপনি সেই রমণীগণের সুরপূজিত মান কলুষিত না করেন, তবে আমি আপনার বশে থাকিব না। হে মহাদেব! লোকালোকে আপনার অসাধ্য কিছুই নাই, হে প্রভো! হে সুরসত্তম! আপনি অবশ্যই আমার এই একটী অনুরোধ রক্ষা করুন। দেবীর এবংবিধ বাক্য শ্রবণে তাঁহার হিতসাধনে মহাদেবের মতি হইল। তিনি কাপালিক রূপ ধারণপূর্ব্বক দারুবনে গমন করিলেন। মহাদেব মস্তকস্থিত মহা অহির ন্যায় জটাজূট সংযত করিয়া কণ্ঠে শশিভূষণ এবং কর্ণযুগলে কুণ্ডল ধারণ করিলেন। অনন্তর ব্যাঘ্রাজিন পরিধান করিয়া মেখলা ও হারদ্বারা ভূষিত হইলেন; তাঁহার চরণের নূপুরধ্বনিতে বসুন্ধরা কম্পিত হইল। তিনি জটাজূট ঊর্দ্ধগ করিয়া কবরীর ন্যায় বন্ধন করত ভস্ম ও অনুলেপনে ভূষিত হইলেন। অনন্তর মহাত্মা ব্রহ্মার কপাল করে লইয়া মহাডমরুরবে ক্ষিতিতল কম্পিত করত প্রভাত সময়ে সেই মহাদারুবনে উপনীত হইলেন। তৎকালে তত্রত্য

পবমানঃ সমন্ততঃ ॥ ৩০ ॥ তদ্দৃষ্ট্বা মহদাশ্চর্য্যং রূপং
দেবস্য ভারত। যুবতীনাং মনস্তাসাং কামেন কলুষী-
কৃতম্ ॥ ৩১ ॥ শোভনং পুরুষং দৃষ্ট্বা সর্ব্বা অপি
বরাঙ্গনাঃ। ক্লেদভাবং ততো জগ্মুর্মুদা দারুবন-
স্থিতঃ ॥ ৩২ ॥ বিকারা বহবস্তাসাং দেবং দৃষ্ট্বা মহা-
দ্ভুতম্। সঞ্জাতা বিপ্রপত্নীনাং তদা তাসু নরোত্তম ॥
৩৩ ॥ পরিধানং ন জানন্তি কাশ্চিদ্দৃষ্ট্বা বরাঙ্গনাঃ।
উত্তরীয়ং তথা চান্যা মহামোহসমন্বিতাঃ ॥ ৩৪ ॥
কেশভারপরিভ্রষ্টা কাচিদেবাসনোত্থিতা। দাতুকামা
তদা ভৈক্ষ্যং চেষ্টিতুং নৈব চাশকৎ ॥ ৩৫ ॥ কাচি-
দ্দৃষ্ট্বা মহাদেবং রূপযৌবনগর্ব্বিতা। উৎসঙ্গে সংস্থিতং
বালং বিস্মৃতা পায়িতুং স্তনম্ ॥ ৩৬ ॥ কামবাণহতা
চান্যা বাহুভ্যাং পীড্য সুস্তনৌ। নিঃশ্বসন্তী তদা
চোরুং ন কিঞ্চিৎ প্রতিজল্পতি ॥ ৩৭ ॥ এবং
সংক্ষোভ্য তং সর্ব্বং স্ত্রীজনং পরমেশ্বরঃ। জগাম
তত্র বৈ তাসাং ক্ষোভং কৃত্বা মহাদ্ভুতম্ ॥ ৩৮ ॥

পুণ্যাত্মা জনগণ বহু অনুচর সহচর সহ পত্র, পুষ্প ও ফলার্থী হইয়া বহির্গমন করিয়াছিলেন। বসন্তের প্রভাতবায়ু চারিদিকে মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইতেছিল। মহাদেব তখন সেই স্থানে প্রবেশ করিলেন। হে ভারত! তখন মহাদেবের মহাশ্চর্য্যরূপ সন্দর্শনে যুবতী কামিনীগণের মন কামকলুষিত হইল। সেই শোভমান পুরুষবরকে দর্শন করত দারুবনবাসিনী বরাঙ্গনাগণ মুদান্বিতা হইয়া ক্লেদভাব প্রাপ্ত হইলেন। হে নরোত্তম! মহাদ্ভুত দেবদেবের দর্শনে দ্বিজপত্নীগণের বিবিধ বিকারভাব সমুদ্ভূত হইল। ২৮—৩৩। কোন কোন বরাঙ্গনা তাঁহাকে দেখিয়া বসন পরিধানে বিস্মৃতা হইলেন, কোন কোন রমণী মহামোহে অভিভূতা হইয়া উত্তরীয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিলেন না, কেহ কেহ আলুলায়িত বেশে আসন হইতে উত্থিতা হইয়া তাঁহাকে ভিক্ষাদানে অভিলাষ করিলেন; কিন্তু গৃহ হইতে ভিক্ষ্য বস্তু আনয়ন করিতে সমর্থ হইলেন না। রূপযৌবনগর্ব্বিতা কোন যুবতী মহাদেবকে দর্শন করিয়া ক্রোড়ে শয়ান শিশুকে স্তন্যপানে বিস্মৃতা হইলেন। আবার কামবাণাহতা কোন রমণী বাহু দ্বারা স্বীয় পীবর পয়োধর নিপীড়ন করিতে লাগিলেন; করপীড়নে তাঁহার পয়োধর হইতে উষ্ণ স্তন্য ক্ষরিত হইতে লাগিল; কিন্তু তাহার মুখ হইতে আর বাক্য নিঃসৃত হইল না। মহেশ্বর এইরূপে দারুবনবাসিনী বিপ্রপত্নীগণকে সংক্ষোভিত করিয়া উমাপ্রার্থিত

তাবত্তে ব্রাহ্মণাঃ সর্ব্বে ভ্রমিত্বা কাননং মহৎ। আগতাঃ স্বগৃহে দারান্ দদৃশুশ্চ হতৌজসঃ॥ ৩৯॥ যাসাং পূর্ব্বতরা ভক্তিঃ পাতিব্রত্যে পতীন্ প্রতি। চলিতাস্তা বিদিত্বাশু নির্জগ্মুর্দ্বিজসত্তমাঃ॥ ৪০॥ সংবিদং পরমাং কৃত্বা জ্ঞাত্বা দেবং মহেশ্বরম্। ক্ষোভয়িত্বা মনস্তাসাং ততশ্চাদর্শনং গতম্॥ ৪১॥ ক্রোধাবিষ্টো দ্বিজঃ কশ্চিদ্দণ্ডমুদ্যম্য ধাবতি। কল্মাষযষ্টিমন্যে চ তথান্যে দর্ভমুষ্টিকাম্॥ ৪২॥ ইতশ্চেতশ্চ তে সর্ব্বে ভ্রমিত্বা কাননং নৃপ। একীভূত্বা মহাত্মানো ব্যাজহ্রুশ্চ রুষা গিরম্॥ ৪৩॥ যদিদং চ হুতং কিঞ্চিৎ গুরবস্তোষিতা যদি। তেন সত্যেন দেবস্য লিঙ্গং পততু চোত্তমম্॥ ৪৪॥ আশ্রমাদাশ্রমং সর্ব্বে ন ত্যজামো বিধিক্রমাৎ। তেন সত্যেন দেবস্য লিঙ্গং পততু ভূতলে॥ ৪৫॥ এবং সত্যপ্রভাবেণ ক্রিক্রুক্তেন দ্বিজন্মনাম্। শিবস্য পশ্যতো লিঙ্গং পতিতং ধরণীতলে॥ ৪৬॥ হাহাকারো মহানাসীল্লোকালোকেঽপি ভারত। দেবস্য পতিতে লিঙ্গে জগতশ্চ মহাক্ষয়ে॥ ৪৭॥ পতমানস্য লিঙ্গস্য শব্দোঽভূচ্চ সুদারুণঃ। উল্কাপাতা দিশাং দাহা ভূমিকম্পাশ্চ দারুণাঃ॥ ৪৮॥ পতন্তি পর্ব্বতাগ্রাণি শোষং যান্তি চ সাগরাঃ। দেবস্য পতিতে লিঙ্গে দেবা বিমনসোঽভবন্॥ ৪৯॥ সমেত্য সহিতাঃ সর্ব্বে ব্রহ্মাণং পরমেষ্ঠিনম্। কৃতাঞ্জলিপুটাঃ সর্ব্বে স্তুবন্তি বিবিধৈঃ স্তবৈঃ॥ ৫০॥ ততস্তুষ্টো জগন্নাথশ্চতুর্ব্বদনপঙ্কজঃ। আর্ত্তান্ প্রাহ সুরান্ সর্ব্বান্ মা বিষাদং গমিষ্যথ॥ ৫১॥ ব্রহ্মশাপাভিভূতোঽসৌ দেবদেবস্ত্রিলোচনঃ। তুষ্টৈস্তৈস্তপসা যুক্তৈঃ পুনর্ম্মোক্ষং গমিষ্যতি॥ ৫২॥ এতচ্ছ্রুত্বা যযুর্দেবা যথাগতমরিন্দম। ভাবয়িত্বা ততঃ সর্ব্বে মুনয়শ্চৈব ভারত॥ ৫৩॥ বিশ্বামিত্রবসিষ্ঠাদ্যা জাবালিরথ কশ্যপঃ। সমেত্য সহিতাঃ সর্ব্বে তমূচুস্ত্রিপুরান্তকম্॥ ৫৪॥ ব্রহ্মতেজো হি

মহাদ্ভুত কার্য্য সম্পন্ন করত পুনরায় উমাসমীপে গমন করিলেন। এদিকে তখন দ্বিজগণ সেই মহাবন ভ্রমণ করিয়া স্বগৃহে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক দেখিলেন,—তাঁহাদের পত্নীগণের তেজোহানি হইয়াছে। পূর্ব্বে যাঁহারা পতির প্রতি একান্ত ভক্তিমতী ছিলেন, তাঁহারা—অদ্য কাননভ্রমণান্তে স্বামী গৃহে আসিয়াছেন, দেখিয়াও সম্ভাষণ করিলেন না। অনন্তর তাঁহারা জ্ঞানপ্রভাবে সকলই জানিতে পারিলেন। তাঁহারা দিব্যজ্ঞানে দর্শন করিলেন,—মহাদেব মদনবেশে বিপ্রপত্নীগণের মন সংক্ষোভিত করিয়া অন্তর্দ্ধান করিয়াছেন। হে নৃপ! দেবদেবের এই ব্যপার বুঝিয়া বিপ্রগণ কুপিত হইলেন এবং কেহ দণ্ড উত্তোলন করিয়া, কেহ কল্মাষযষ্টি করে লইয়া ও কেহ বা কুশমুষ্টি গ্রহণ করত সেই মহাবন মধ্যে ইতস্ততঃ প্রধাবিত হইলেন। সেই সকল মহাত্মা দ্বিজ দেবদেবের দর্শন না পাইয়া সকলেই একত্র মিলিত হইলেন এবং রোষপরবশ হইয়া সকলেই একবাক্যে বলিয়া উঠিলেন;—"যদি আমরা যথাবিধি হুতাশনে আহুতি প্রদান করিয়া থাকি, আর গুরুগণ যদি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন তবে এই সত্যে দেবদেবের উত্তম লিঙ্গ পতিত হউক। যদি কখনও আমাদের আশ্রমবিধির ক্রমলঙ্ঘন না হইয়া থাকে, আর যদি যথাক্রমে আমরা এক আশ্রম হইতে অন্য আশ্রমে প্রবেশ করিয়া থাকি, তবে এই সত্যে দেবদেবের লিঙ্গ ভূতলে পতিত হউক।" সত্যপ্রভাব-সম্পন্ন ব্রাহ্মণগণের মুখ হইতে এই সকল বাক্য বারত্রয় উচ্চারিত হইলে, অমনিই দেখিতে দেখিতে শিবের লিঙ্গ ভূতলে পতিত হইল। হে ভারত! শূলপাণির লিঙ্গ ভূতলে পতিত হইলে লোকালোক পর্য্যন্ত সমগ্র জগন্মণ্ডলে হাহাকার রব উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে জগৎ ক্ষয় প্রাপ্ত হইল। তাঁহার সেই পতমান লিঙ্গ হইতে দারুণ শব্দ উত্থিত হইল, সঙ্গে সঙ্গে উল্কাপাত, দিগ্‌দাহ ও দারুণ ভূমিকম্প প্রভৃতি বিবিধ উৎপাত উৎপতিত হইতে লাগিল। অনন্তর ক্রমে গিরিশিখর পতিত ও সপ্তসাগর পর্য্যন্ত শুষ্ক হইয়া গেল। অনন্তর শূলপাণির লিঙ্গপতনে সুরগণ বিমনা হইলেন এবং সকলেই একত্র সমবেত হইয়া পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার নিকট গমনপূর্ব্বক করজোড় বিবিধ স্তুতিবাক্যে তাঁহাকে প্রসন্ন করিলেন। ৩৪—৫০। অনন্তর চতুরানন জগৎপতি ব্রহ্মা আর্ত্ত সুরগণকে কহিলেন—আপনারা বিষণ্ণ হইবেন না, দেবদেব ত্রিলোচন ব্রহ্মশাপে অভিভূত হইয়াছেন; সেই তপোযুক্ত দ্বিজগণ পরিতুষ্ট হইলেই শঙ্করের পুনরায় শাপমোক্ষ হইবে। হে অরিন্দম! অনন্তর সুরগণ ব্রহ্মার বাক্যে আশ্বস্ত হইলেন এবং মুনিগণকে শঙ্করের উদ্‌বোধনার্থ নিযুক্ত করিয়া স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন। হে ভারত! তদনন্তর বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ,

বলবদ্দ্বিজানাং হি সুরেশ্বর। ক্ষান্তিযুক্তস্তপস্তপ্ত্বা ভবিষ্যসি গতক্লমঃ॥ ৫৫॥ যতঃ ক্রোধাদৃষীণাঞ্চ তদেবং লিঙ্গমুত্তমম্। পতিতং তে মহাদেব ন তৎ পূজ্যং ভবিষ্যতি॥ ৫৬॥ ন তচ্ছ্রেয়োঽগ্নিহোত্রেণ নাগ্নিষ্টোমেন লভ্যতে। প্রাপ্নুবন্তি চ যচ্ছ্রেয়ো মানবা লিঙ্গপূজনে॥ ৫৭॥ দেবদানবযক্ষাণাং গন্ধর্ব্বোরগরক্ষসাম্। বচনেন তু বিপ্রাণামেতৎ পূজ্যং ভবিষ্যতি॥ ৫৮॥ ব্রহ্মবিষ্ণ্বিন্দ্রচন্দ্রাণামেতৎ পূজ্যং ভবিষ্যতি। যৎফলং তব লিঙ্গস্য ইহ লোকে পরত্র চ॥ ৫৯॥ এবমুক্তো জগন্নাথঃ প্রণিপত্য দ্বিজোত্তমান্। মুদা পরময়া যুক্তঃ কৃতাঞ্জলিরভাষত॥ ৬০॥ ব্রাহ্মণা জঙ্গমং তীর্থং নির্জ্জলং সার্ব্বকামিকম্। যেষাং বাক্যোদকেনৈব শুধ্যন্তি মলিনো জনাঃ॥ ৬১॥ ন তৎক্ষেত্রং ন তত্তীর্থমূষরং পুষ্করাণি চ। ব্রাহ্মণে মন্যুমুৎপাদ্য যত্র গত্বা স শুধ্যতি॥ ৬২॥ ন তচ্ছাস্ত্রং যন্ন বিপ্রপ্রণীতং ন তদ্দানং যন্ন বিপ্রপ্রদেয়ম্।

জাবালি ও কণ্বাদি ঋষিগণ সমবেত হইয়া ত্রিপুরান্তকের সমীপে গমনপূর্ব্বক কহিলেন,—হে সুরেশ! দ্বিজগণের ব্রহ্মতেজই বলবৎ আপনি এক্ষণে ক্ষান্তিযুক্ত তপস্যা দ্বারা আপনার এই লিঙ্গপতন-ক্লেশ দূর করুন। হে মহাদেব! ঋষিগণের রোষবশত আপনার এই লিঙ্গ পতিত হইয়াছে, অতএব ইহা পূজ্য হইবে না। কিন্তু মানবগণ আপনার লিঙ্গ পূজা করিয়া যে শ্রেয়ো লাভ করে, অগ্নিহোত্র কিংবা অগ্নিষ্টোমেও তাদৃশ কুশল লাভ হয় না। দেব, দানব, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, উরগ ও রাক্ষসগণ ব্রাহ্মণদিগের আদেশ অনুসারে লিঙ্গ পূজা করিয়া থাকেন; ব্রহ্মা বিষ্ণু ও ইন্দ্র চন্দ্র প্রভৃতিও আপনার এই লিঙ্গের পূজা করেন; অধিক কি, ইহপর উভয় লোকেই আপনার এই লিঙ্গ পূজায় উত্তম ফল লাভ হইয়া থাকে। দ্বিজগণ এইরূপ বলিলে পরম মুদান্বিত জগৎপতি ত্রিলোচন কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাদিগকে প্রণামপূর্ব্বক বলিলেন,—আমি সকলই বিদিত আছি, ব্রাহ্মণগণ নির্জ্জল জঙ্গমতীর্থ; তাঁহাদের বাক্যরূপ উদকদ্বারাই মলিন মানবগণ শুদ্ধি লাভ করে। ক্ষেত্র বল, তীর্থ বল, ব্রাহ্মণের কোপ জন্মাইলে কুত্রাপি শুদ্ধি হয় না। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণের ক্রোধোৎপাদন করে, সকলই তাহার পক্ষে ঊষর ভূমিবৎ হইয়া থাকেন। যাহা বিপ্রপ্রণীত নহে, তাহা শাস্ত্র হয় না, বিপ্রকে

ন তৎ সৌখ্যং যন্ন বিপ্রপ্রসাদান্ন তদ্দুঃখং যন্ন বিপ্রপ্রকোপাৎ॥ ৬৩॥ পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি গঙ্গাদ্যাঃ সরিতস্তথা। একস্য বিপ্রবাক্যস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্॥ ৬৪॥ অভিনন্দ্য দ্বিজান্ সর্ব্বাননুজ্ঞাতো মহর্ষিভিঃ। ততোঽগমত্তদা দেবো নর্ম্মদাতটমুত্তমম্॥ ৬৫॥ পরমং ব্রতমাস্থায় গুহাবাসী সমার্ব্বুদম্। তপশ্চচার ভগবান্ জপস্নানরতঃ সদা॥ সমাপ্তে নিয়মে তাত স্থাপয়িত্বা মহেশ্বরম্। বন্দ্যমানঃ সুরৈঃ সার্দ্ধং কৈলাসমগমৎ প্রভুঃ॥ ৬৭॥ নর্ম্মদায়াস্তটে তেন স্থাপিতঃ পরমেশ্বরঃ। তেনৈব কারণেনাসৌ নর্ম্মদেশ্বর উচ্যতে॥ ৬৮॥ যোঽর্চ্চয়েন্নর্ম্মদেশানং যতির্বৈ সংযতেন্দ্রিয়ঃ। স্নাত্বা চৈব মহাদেবমশ্বমেধফলং লভেৎ॥ ৬৯॥ দদাতি যঃ পিতৃভ্যস্তু তিলপুষ্পকুশোদকম্। ত্রিঃসপ্তপূর্ব্বজাস্তস্য স্বর্গে মোদন্তি পাণ্ডব॥ ৭০॥ যস্তু ভোজয়তে বিপ্রাংস্তস্মিংস্তীর্থে নরাধিপ।

যে দান করা হয় নাই, তাহা দানই নহে; বিপ্র যাহার প্রতি প্রসন্ন নহেন, তাহার সৌখ্য কদাচ সম্ভবে না এবং যাহার প্রতি বিপ্র কুপিত, তাহার মত দুঃখিতও আর কেহ নাই। পৃথিবীতে গঙ্গাদি যে সকল পূততীর্থ আছে, ইহারা একমাত্র বিপ্রবাক্যের ষোড়শাংশের একাংশেরও যোগ্য নহে।৫১—৬৪। ভগবান্ দেবদেব এই সকল কহিয়া বিশ্বামিত্রাদি দ্বিজগণের অভিনন্দন করিলেন এবং সেই সকল মহর্ষির আদেশ লইয়া উত্তম নর্ম্মদাতীরে গমনপূর্ব্বক অর্ব্বুদ বৎসর গুহাবাস করত পরম ব্রত ধারণ করিয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন। হে তাত! জপস্নান-পরায়ণ বিভু হর এইরূপে স্বীয় তপস্যা সমাধানান্তে তথায় মহেশ্বর লিঙ্গ স্থাপনপূর্ব্বক সুরগণ কর্ত্তৃক বন্দ্যমান হইয়া পুনরায় কৈলাসে আগমন করিলেন। হে রাজন্! স্বয়ং হর নর্ম্মদাতীরে পরমেশ্বর লিঙ্গ স্থাপন করিয়াছিলেন; এজন্য ইহাকে লোকে নর্ম্মদেশ্বর কহিয়া থাকে। যতি সংযতেন্দ্রিয় যে নর নর্ম্মদানীরে অবগাহন করিয়া নর্ম্মদেশান মহাদেবের পূজা করে, তাহার অশ্বমেধফললাভ হয়। হে পাণ্ডব! যে মানব এই নর্ম্মদেশ্বরসমীপে পিতৃগণের উদ্দেশে তিল, পুষ্প ও কুশোদক প্রদান করে, তাহার ঊর্দ্ধতন এক বিংশতি পিতৃলোক স্বর্গে গমন করিয়া মুদান্বিত হয়। হে নরাধিপ! যে নর এই নর্ম্মদেশ্বরতীর্থে ব্রাহ্মণগণকে

পায়সং ঘৃতমিশ্রং তু স লভেৎ কোটিজং ফলম্। ১১॥ সুবর্ণং রজতং বাপি ব্রাহ্মণেভ্যো যুধিষ্ঠির। দদাতি তোয়মধ্যস্থঃ সোঽগ্নিষ্টোমফলং লভেৎ। ১২॥ অষ্টম্যাং বা চতুর্দ্দশ্যাং নিরাহারো বসেত্তু যঃ। নর্ম্মদেশ্বরমাসাদ্য প্রাপ্নুয়াজ্জন্মনঃ ফলম্॥ ১৩॥ অগ্নিপ্রবেশং যঃ কুর্য্যাত্তস্মিংস্তীর্থে নরাধিপ! তস্য ব্যাধিভয়ং ন স্যাৎ সপ্তজন্মসু ভারত॥ ১৪॥ অনাশকং তু যঃ কুর্য্যাত্তস্মিংস্তীর্থে নরাধিপ। অনিবর্ত্তিকা গতিস্তস্য রুদ্রলোকে ভবিষ্যতি ॥ ১৫॥ এষ তে বিধিরুদ্দিষ্টস্তস্যোৎপত্তির্নরোত্তম। পুরাণে বিহিতা তাত সংজ্ঞা তস্য তু বিস্তরাৎ॥ ১৬॥ এতং কীর্ত্তয়তে যস্তু নর্ম্মদেশ্বরসম্ভবম্। ভক্ত্যা শৃণোতি চ নরঃ সোঽপি স্নানফলং লভেৎ ॥ ১৭॥

ইতি শ্রীস্কান্দে নর্ম্মদেশ্বরতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নামাষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৩৮॥

একোনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। ততো গচ্ছেচ্চ রাজেন্দ্র কপিলাতীর্থমুত্তমম্। স্নানমাত্রান্নরো ভক্ত্যা মুচ্যতে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ॥ ১॥ যুধিষ্ঠির উবাচ। আশ্চর্য্যভূতং লোকেষু কথিতং দ্বিজসত্তম। নর্ম্মদেশ্বরমাহাত্ম্যং কাপিলং কথয়স্ব মে ॥ ২॥ যস্মিন্ কালেঽথ সম্বন্ধে উৎপন্নং তীর্থমুত্তমম্। সর্ব্বপাপহরং পুণ্যং তীর্থং জাতং কথং প্রভো॥ ৩॥ মার্কণ্ডেয় উবাচ। শৃণু বক্ষ্যেঽদ্য তে রাজন্ কপিলাতীর্থমুত্তমম্। যেন তে বিস্ময়ঃ সর্ব্বঃ শ্রুত্বা গচ্ছতি ভারত॥৪॥ পুরা কৃতযুগস্যাদৌ ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ। উৎপাদয়িত্বা সকলং ভূতগ্রামং চতুর্ব্বিধম্॥ ৫॥ জপহোমপরো ভক্ত্যা ক্ষণং ধ্যাত্বা চ তিষ্ঠতি। জলমানাত্তু কপিলা তাবৎ কুণ্ডাৎ সমুত্থিতা॥ ৬॥ অগ্নিজ্বালোজ্জ্বলৈঃ শৃঙ্গৈস্ত্রিনেত্রা সুপয়স্বিনী। অগ্নিপূর্ণা হুগ্নিমুখা অগ্নিঘ্রাণাগ্নিলোচনা॥ ৭॥ অগ্নিখুরা হ্যগ্নিপৃষ্ঠা অগ্নিসর্ব্বাঙ্গসংস্থিতিঃ। সর্ব্বলক্ষণসম্পূর্ণা ঘণ্টাপলিতভূষণা॥ ৮॥ দৃষ্ট্বা তু তাং মহাভাগাং

ঘৃতমিশ্র পায়স ভোজন করায়, তাহার কোটিগুণ ফললাভ হয়। হে যুধিষ্ঠির! জলমধ্যস্থ হইয়া যে মানব এই তীর্থে ব্রাহ্মণগণকে সুবর্ণ কিংবা রজত দান করে, তাহার অগ্নিষ্টোম-ফললাভ হয়। অষ্টমী কিংবা চতুর্দ্দশী দিবসে উপবাসী হইয়া যে মানব নর্ম্মদেশ্বর তীর্থে বাস করে, তাহার জন্ম সার্থক হইয়া থাকে। হে নরাধিপ! যে মানব এই তীর্থে হুতাশনে প্রবেশ করে, সপ্তজন্মেও তাহার ব্যাধিভয় থাকে না! হে ভারত! যে নর এই তীর্থে অনশন করে, তাহার রুদ্রলোকে গতি হয়, সে কদাচ রুদ্রলোক হইতে আর সংসারে প্রত্যাবর্ত্তন করে না। হে নরাধিপ! এই তোমার নিকট নর্ম্মদেশ্বরের উৎপত্তি ও বিধি কথিত হইল, পুরাণে এই নর্ম্মদেশ্বরের বিষয় বহু বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে। যে মানব নর্ম্মদেশ্বরের উৎপত্তি বিষয়ে এই উপাখ্যান কীর্ত্তন করে, এবং ভক্তিভাবে যে ব্যক্তি শ্রবণ করে, তাহার নর্ম্মদাস্নানজনিত ফললাভ হয়। ৬৫—৭৭।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥৩৮॥

ঊনত্রিংশ অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে রাজেন্দ্র! অনন্তর অনুত্তম কপিলাতীর্থে গমন করিবে, মানব এই কপিলাতীর্থে ভক্তিপূর্ব্বক স্নান করিয়া নিখিল কলুষবিমুক্ত হয়। যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে দ্বিজসত্তম! আপনি যে নর্ম্মদেশ্বরমাহাত্ম্য বর্ণন করিলেন, ত্রিলোকে, ইহা বড়ই আশ্চর্য্যজনক! এক্ষণে কাপিল তীর্থমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করুন। হে প্রভো! কোন্ কালে কি নিমিত্ত এই সর্ব্বপাপহর অনুত্তম পুণ্যতীর্থ আবির্ভূত হইয়াছে? মার্কণ্ডেয় উত্তর করিলেন,—হে রাজন্! আজ তোমার নিকট উত্তম কপিলাতীর্থমাহাত্ম্য বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। হে ভারত! ইহা শ্রবণে তুমি পরম বিস্ময়ান্বিত হইবে। পূর্ব্বকালে সত্যযুগের প্রথমে জপ-হোমপরায়ণ লোকপিতামহ ব্রহ্মা চতুর্বিধ ভূতগ্রাম সহ সমস্ত জগৎ সৃজন করিয়া ভক্তিভরে ক্ষণকাল ধ্যানস্থ হইলেন। তখন তাঁহার কুণ্ডমধ্যস্থিত প্রজ্বলিত অনল হইতে কপিলা জন্ম লাভ করিল।১—৬। সুপয়স্বিনী ত্রিলোচনী কপিলার শৃঙ্গ অনলের ন্যায় জ্বলিতে লাগিল, তাহার মুখ, নাসিকা, নয়ন, খুর ও পৃষ্ঠ প্রভৃতি অবয়বনিবহ হুতাশনের ন্যায় প্রতীয়মান

কপিলাং কুণ্ডমধ্যগাম্‌। ব্রহ্মা লোকগুরুস্তাত প্রণম্যেদমুবাচ হ॥ ৯॥ নমস্তে কপিলে পুণ্যে সর্ব্বলোকনমস্কৃতে। মঙ্গল্যে মঙ্গলং দেবি ত্রিষু লোকেষ্বনুপমে॥ ১০॥ ত্বং লক্ষ্মীস্ত্বং স্মৃতির্মেধা ত্বং ধৃতিস্ত্বং বরাননে। উমাদেবীতি বিখ্যাতা ত্বং সতী নাত্র সংশয়ঃ॥ ১১॥ বৈষ্ণবী ত্বং মহাদেবী ব্রহ্মাণী ত্বং বরাননে। কুমারী ত্বং মহাভাগে ভক্তিঃ শ্রদ্ধা তথৈব চ॥ ১২॥ কালরাত্রিস্ত ভূতানাং কুমারী পরমেশ্বরী। ত্বং লবস্ত্বং ক্রুটিশ্চৈব মুহূর্ত্তং লক্ষমেব চ॥ ১৩॥ সংবৎসরস্ত্বং মাসস্ত কালস্ত্বং চ ক্ষণস্তথা। নাস্তি কিঞ্চিত্ত্বয়া হীনং ত্রৈলোক্যে সচরাচরে॥ ১৪॥ এবং স্তুতা তু মানেন কপিলা পরমেষ্ঠিনা। তমুবাচ মহাভাগং প্রহৃষ্য পদ্মসম্ভবম্‌॥ ১৫॥ প্রসন্না তব বাক্যেন দেবদেব জগদ্‌গুরো। কিং করোমি প্রিয়ং তেঽদ্য ব্রূহি সর্ব্বং পিতামহ॥ ১৬॥ ব্রহ্মোবাচ। জগদ্ধিতায় জনিতা ময়া ত্বং পরমেশ্বরি। স্বর্গান্মর্ত্ত্যং ততো যাহি লোকানাং হিতকাম্যয়া॥ ১৭॥ সর্ব্বদেবময়ী ত্বং তু সর্ব্বলোকময়ী তথা। বিধিনা যে প্রদাস্যন্তি তেষাং বাসস্ত্রিবিষ্টপে॥ ১৮॥ এবমুক্তা ততো দেবী ব্রহ্মাণং পরমেশ্বরী। বন্দ্যমানা সুরৈঃ সিদ্ধৈরাজগাম ধরাতলম্‌॥ ১৯॥ যুধিষ্ঠির উবাচ। যদায়াতেহ সা তাত ব্রহ্মণো বচনাচ্ছুভা। তদা দেবাশ্চ লোকাশ্চ কথমঙ্গেষু সংস্থিতাঃ॥ ২০॥ কথং বা সংস্থিতাগত্য কপিলা সা দ্বিজোত্তম। তীর্থে বা হ্যূষরে ক্ষেত্রে এতন্মে কথয় দ্বিজ॥ ২১॥ মার্কণ্ডেয় উবাচ। সা তদা ব্রহ্মণা চোক্তা ধাত্রা লোকস্য ভারত। ব্রহ্মলোকাদ্গতা পুণ্যাং নর্ম্মদাং লোকপাবনীম্‌॥ ২২॥ তপঃ কৃত্বা সুবিপুলং নর্ম্মদাতটমাশ্রিতা। চচার পৃথিবীং সর্ব্বাং সশৈলবনকাননাম্‌॥ ২৩॥ তদাপ্রভৃতি রাজেন্দ্র কপিলাতীর্থমুত্তমম্‌। সর্ব্বপাপহরং পুণ্যমৃষিসঙ্ঘৈর্নিষেবিতম্‌॥ ২৪॥ তত্রাপি বিধিবৎ স্নাত্বা কপিলাং যঃ প্রযচ্ছতি। পৃথ্বী তেন ভবেদ্দত্তা সশৈলবনকাননা॥ ২৫॥ তাং তু পশ্যতি যো ভক্ত্যা দীয়মানাং দ্বিজোত্তমে। তস্য

হইল। সর্ব্বলক্ষণসম্পূর্ণা কপিলার গলঘণ্টা হইতে কোমলমধুর নিস্বন নির্গত হইতে লাগিল। হে তাত! লোকপিতামহ ব্রহ্মা কুণ্ডমধ্যে কপিলাকে অবলোকন করিয়া প্রণাম করত বলিতে লাগিলেন,—হে পূতচরিতে কপিলে! তুমি সর্ব্বলোকনমস্কৃতা, তোমাকে নমস্কার। হে দেবি! তুমি মঙ্গলরূপিণী ও মঙ্গলবিধাত্রী; ত্রিলোকে তোমার উপমা হয় না। তুমি লক্ষ্মী, স্মৃতি, মেধা এবং ধৃতি; হে বরাননে! তুমিই বিখ্যাতা সতী উমা, সন্দেহ নাই। হে সুমুখি! তুমি ব্রহ্মাণী, মহাদেবী, বৈষ্ণবী, কুমারী। হে মহাভাগে! ভক্তি, শ্রদ্ধা ও লোক সকলের কালরাত্রি, কুমারী ও পরমেশ্বরীও তুমিই। হে দেবি! লব ক্রুটি, মুহূর্ত্ত, লক্ষ, সংবৎসর, মাস কাল এবং ক্ষণ এ সকলও তোমারই স্বরূপ! তুমি ভিন্ন সচরাচর ত্রিলোকে কোন বস্তুই বিদ্যমান নাই। হে রাজন্‌! পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা এইরূপে সম্মান সহকারে কপিলার স্তব করিলে প্রীতিপূর্ণহৃদয়া কপিলা মহাভাগ ব্রহ্মাকে কহিলেন,—হে লোকপিতামহ দেবদেব! আমি তোমার প্রতি প্রসন্না হইয়াছি, হে জগদ্‌গুরো! এক্ষণে তোমার কি প্রিয় করিব, বল। ব্রহ্মা উত্তর করিলেন,—হে পরমেশ্বরি। আপনি সর্ব্বদেব ও অখিল লোকময়ী, আমি জগতের হিতকামনায় লোক সৃজন করিয়াছি, এক্ষণে আপনি সেই সকল লোকের হিতার্থে স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্যভূমে গমন করুন। যে সকল লোক যথাবিধি আপনাকে আহারাদি প্রদান করিবে, তাহাদের ত্রিদশালয়ে বাস হইবে। অনন্তর তাহাই হউক' বলিয়া পরমেশ্বরী কপিলা কমলযোনির বাক্যে অঙ্গীকারপূর্ব্বক সুর ও দ্বিজগণ কর্তৃক বন্দ্যমানা হইয়া ধরণীতলে আগমন করিলেন। যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে তাত! ব্রহ্মার বাক্যে শুভাবহা কপিলা যৎকালে ধরণীতলে আগমন করিলেন, হে দ্বিজোত্তম! তখন দেব ও লোকপালগণ তাঁহার অঙ্গের কোন্‌ কোন্‌ স্থানে কে বাস করিয়াছিলেন? এবং তিনি কি অবস্থায় কোন্‌ উষর ভূমিতে বিচরণ করিয়াছিলেন? হে দ্বিজ! এই সকল আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। ৭—২৭। মার্কণ্ডেয় উত্তর করিলেন,—হে ভারত! লোকপালিনী কপিলা কমলযোনির প্রার্থনায় প্রথমে ব্রহ্মলোক হইতে প্রস্থিত হইয়া লোকপাবনী পূতসলিলা নর্ম্মদাতটে উপস্থিত হন, এবং সেই নর্ম্মদাতটে বিপুল তপস্যা করিয়া শৈল ও বনকাননময় সমস্ত মেদিনী পরিভ্রমণ করেন। হে রাজেন্দ্র! তদবধি ঋষিসঙ্ঘ-নিষেবিত সর্ব্বপাপহর অনুত্তম বিখ্যাত কপিলাতীর্থের আবির্ভাব হইয়াছে। যে মানব কপিলাতীর্থে বিধিপূর্ব্বক স্নান করিয়া দ্বিজোত্তমকে কপিলা দান করে, তাহার শৈল ও বনকাননময় পৃথিবীদানের ফল হইয়া থাকে; আর যে মানব

বর্ষশতং পাপং নশ্যতে নাত্র সংশয়ঃ। ২৬। ভূর্ভুবঃ স্বর্মহশ্চৈব জনঃ সত্যং তপস্তথা। তে তৎপৃষ্ঠং সমাশ্রিত্য স্থিতা লোকা নৃপোত্তম। ২৭। মুখে হুতাশনো দেবো দন্তেষু চ ভুজঙ্গমাঃ। ধাতা বিধাতা হোষ্ঠৌ চ জিহ্বায়াং তু সরস্বতী। ২৮। সহস্রকিরণৌ দেবৌ চন্দ্রাদিত্যৌ সুলোচনৌ। নাসিকামধ্যগশ্চৈব মারুতো নৃপসত্তম। ২৯। ললাটে তু মহাদেবো হ্যশ্বিনৌ কর্ণসংস্থিতৌ। নরনারায়ণৌ শৃঙ্গে শৃঙ্গমধ্যে পিতামহঃ। ৩০। কম্বলোহধিগতস্তাত পাশধৃগ্বরুণস্তথা। যমশ্চ ভগবান্ দেব আশ্রিত্য চোদরং শ্রিতঃ। ৩১। খুরেষু পন্নগাশ্চৈবং পুচ্ছাগ্রে সূর্য্যরশ্ময়ঃ। এবম্ভূতাং হি কপিলাং সর্বদেবময়ীং নৃপ। ৩২। যে ধারয়ন্তি চ গৃহে ধন্যাস্তে নাত্র সংশয়ঃ। প্রাতরুত্থায় যস্তস্যাঃ কুরুতে তু প্রদক্ষিণাম্। ৩৩। প্রদক্ষিণা কৃতা তেন সশৈলবনকাননা। কপিলাপঞ্চগব্যেন যঃ স্নাপয়তি শঙ্করম্। ৩৪। উপবাসপরো যস্তু তস্মিংস্তীর্থে নরাধিপ। স্নাত্বা হ্যুক্তবিধানেন তর্পয়েৎ পিতৃদেবতাঃ। ৩৫। তস্য তে বংশজাঃ সর্বে দশ পূর্ব্বে দশাপরে। তৃপ্তা রোহন্তি বৈ স্বর্গে ধ্যায়ন্তোহস্য মনোরথান্। ৩৬। এষ তে বিধিরুদ্দিষ্টঃ সম্ভবো নৃপসত্তম! তীর্থস্য চ ফলং পুণ্যং কিমন্যৎ পরিপৃচ্ছসি। ৩৭। ধন্যং যশস্যমায়ুষ্যং সর্ব্বদুঃখপ্রমুক্তমম্। যচ্ছ্রুত্বা সর্ব্বপাপেভ্যো মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ। ৩৮।

ইতি শ্রীস্কান্দে কপিলাতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈকোনচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ। ৩৯।

চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। ততো গচ্ছেত্তু রাজেন্দ্র করঞ্জেশ্বরমুত্তমম্। যত্র সিদ্ধো মহাভাগো দৈত্যো লোকেষু বিশ্রুতঃ। ১। যুধিষ্ঠির উবাচ। যোহসৌ দিত্যো মহাভাগ তত্র তীর্থে মহাতপাঃ। কস্য পুত্রঃ কথং সিদ্ধঃ কস্মিন্ কালে বদ দ্বিজ। ২। মার্কণ্ডেয় উবাচ। পুরা কৃতযুগে রাজন্মানসো ব্রহ্মণঃ সুতঃ। বেদবেদাঙ্গতত্ত্বজ্ঞো মরীচির্নাম নামতঃ। ৩। তস্যাপি তপসো রাশেঃ কালেন মহতানঘ। পুত্রোহথ মানসো জাতঃ সাক্ষাদ্ব্রহ্মেব চাপরঃ। ৪। ক্ষমা দমো দয়া

তাহা ভক্তিভরে দর্শন করে, তাহার শতবর্ষসঞ্চিত পাপরাশি বিনষ্ট হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। হে নৃপোত্তম! অনন্তর কপিলার দেহস্থিত দেবগণের বিষয় বর্ণিত হইতেছে। হে ভূপ! ভূ, ভুবঃ স্বঃ, মহঃ, জন, সত্য ও তপ এই সপ্তলোক তাঁহার পৃষ্ঠদেশে আশ্রয় লইল; এতদ্ভিন্ন হুতাশন মুখে, ভুজঙ্গগণ দন্তে, ধাতা ও বিধাতা অধরোষ্ঠে, সরস্বতী রসনায়, সহস্রকিরণ শুধাংশু ও অংশুমালী ললাম লোচনযুগলে, মারুত নাসিকায়, শূলপাণি ললাটে, অশ্বিনীকুমারদ্বয় শ্রবণযুগলে, নরনারায়ণ শৃঙ্গে, পিতামহ শৃঙ্গমধ্যে, পাশধারী বরুণ গলকম্বলে, ভগবান্ যম উদরে, পন্নগগণ ক্ষুরে এবং সূর্য্যরশ্মি তাঁহার পুচ্ছদেশে অবস্থান করিলেন। হে নৃপ! যাহারা এইরূপ লক্ষণলক্ষিতা সর্ব্বদেবময়ী কপিলাকে গৃহে রক্ষা করে; তাহারা ধন্য, সংশয় নাই। আর যে মানব প্রাতরুত্থান করিয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করে, তাহার শৈলবন-কানন সহ সপ্তদ্বীপা মেদিনী প্রদক্ষিণ করা হয়। হে নরাধিপ! যে উপবাসপরায়ণ হইয়া কপিলাতীর্থে যথাবিধি কপিলা-পঞ্চগব্য দ্বারা শঙ্করকে স্নান করায়, তাহার পিতৃদেবতারা তৃপ্ত হন এবং তাহার ঊর্দ্ধতন ও অধস্তন দশপুরুষ তদীয় অভীষ্ট কামনা করিতে করিতে স্বর্গে আরোহণ করেন। হে নৃপসত্তম! এই তোমার নিকট কপিলার উদ্ভববিবরণ, কপিলাতীর্থবিধি ও তীর্থমাহাত্ম্য বর্ণন করিলাম, এক্ষণে আর কি শুনিতে অভিলাষ কর? এই সকল অনুত্তম পুণ্যাখ্যান ধন্য, যশস্য, আয়ুষ্য ও সর্ব্বদুঃখাপহ। মানব এই সকল শ্রবণ করিয়া অখিল কলুষ হইতে মুক্ত হয়, সংশয় নাই। ২৮—৩৮।

উনচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৯।

চত্বারিংশ অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে রাজেন্দ্র! অনন্তর অনুত্তম করঞ্জেশ্বরতীর্থে গমন করিবে। এই তীর্থ ত্রিলোকবিখ্যাত মহাভাগ দিতিসুত মুক্তিলাভ করিয়াছিল। যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে মহাভাগ! আপনি যে এইতীর্থে সিদ্ধিপ্রাপ্ত মহাতপা দিতিসুতের কথা কহিলেন, তিনি কাহার পুত্র? এবং কোন্ সময়ে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন? হে দ্বিজ! এই সকল আমার নিকট বলুন। মার্কণ্ডেয় উত্তর করিলেন,—হে রাজন্! পুরাকালে সত্যযুগে ব্রহ্মার এক বেদবেদাঙ্গতত্ত্বজ্ঞ মানসপুত্র আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহার নাম মরীচি। হে অনঘ! এই তপোনিধি মরীচি হইতে দ্বিতীয় ব্রহ্মার ন্যায় এক মানস তনয় জন্মে। ইঁহার নাম কশ্যপ; হে ভারত!

দানং সত্যং শৌচমথার্জ্জবম্। মারীচেশ্চ গুণা হ্যেতে সন্তি তস্য চ ভারত ॥৫॥ এবং গুণগণাকীর্ণং কশ্যপং দ্বিজসত্তমম্। জ্ঞাত্বা প্রজাপতির্দক্ষো ভার্য্যার্থে স্বসুতাং দদৌ ॥৬॥ অদিতির্দিতির্দনুশ্চৈব তথাপ্যেবং দশাপরাঃ। যাসাং পুত্রাশ্চ সঞ্জাতাঃ পৌত্রাশ্চ ভরতর্ষভ ॥ ৭ ॥ অদিতির্জ্জনয়ামাস পুত্রানিন্দ্রপুরোগমান্। জাতাস্তস্য মহাবাহো কশ্যপস্য প্রজাপতেঃ ॥ ৮ ॥ যৈস্ত লোকত্রয়ং ব্যাপ্তং স্থাবরং জঙ্গমং মহৎ। তথান্যশ্চ মহাভাগো দনোঃ পুত্রো ব্যজায়ত ॥ ৯ ॥ সর্ব্বলক্ষণসম্পন্নঃ করঞ্জো নাম নামতঃ। বাল এব মহাভাগ চচার স মহত্তপঃ ॥ ১০ ॥ নর্ম্মদাতটমাশ্রিত্য চাতিঘোরমনুত্তমম্। দিব্যং বর্ষসহস্রং চ কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণং নৃপ ॥ ১১ ॥ শাকমূল ফলাহারঃ স্নানহোমপরায়ণঃ। ততস্তুষ্টো মহাদেব উময়া সহিতঃ কিল ॥ ১২ ॥ বরেণ চ্ছন্দয়ামাস ত্রিপুরান্তকরঃ প্রভুঃ। ভোঃ করঞ্জ মহাসত্ত্ব তুষ্টোঽহস্মি তেঽনঘ ॥ ১৩ ॥ বরং বৃণীষ যে দদ্মি হ্যমরত্বমৃতে মম ॥ ১৪ ॥ করঞ্জ উবাচ। যদি তুষ্টো মহাদেব যদি দেয়ো বরো মম। তর্হি পুত্রাশ্চ পৌত্রাশ্চ সন্তু মে ধর্ম্মবৎসলাঃ ॥ ১৫ ॥ তথেত্যুক্ত্বা মহাদেব উময়া সহিতস্তদা বৃষারূঢ়ো গণৈঃ সার্দ্ধং তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ১৬ ॥ গতে চাদর্শনং দেবে সোঽপি দৈত্যো মুদান্বিতঃ। স্বনাম্নাত্র মহাদেবং স্থাপয়িত্বা যযৌ গৃহম্ ॥ ১৭ ॥ তদাপ্রভৃতি তত্তীর্থং সর্ব্বতীর্থেষনুত্তমম্। স্নানমাত্রান্নরস্তত্র মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ ॥ ১৮ ॥ তত্র তীর্থে তু যঃ স্নাত্বা তর্পয়েৎ পিতৃদেবতাঃ। সোঽগ্নিষ্টোমস্য যজ্ঞস্য ফলং প্রাপ্নোত্যসংশয়ম্ ॥ ১৯ ॥ অনাশকং তু যঃ কুর্য্যাৎ তস্মিংস্তীর্থে নরাধিপ। অনিবর্ত্ত্যা গতিস্তস্য রুদ্রলোকং স গচ্ছতি ॥ ২০ ॥ অথবাগ্নিজলে প্রাণান্ যস্ত্যজেদ্ধর্ম্মনন্দন। অযুতদ্বিতয়ং বসেত বর্ষাণাং শিবমন্দিরে ॥ ২১ ॥ ততশ্চৈব ক্ষয়ে জাতে জায়তে বিমলে কুলে। বেদবেদাঙ্গতত্ত্বজ্ঞঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ ॥ ২২ ॥ রাজা বা রাজতুল্যো বা জীবেচ্চ শরদঃ শতম্। পুত্রপৌত্রসমোপেতঃ সর্ব্বব্যাধি-

---

ক্ষমা, দম, দয়া, দান, সত্য, শৌচ ও আর্জ্জব প্রভৃতি মরীচির গুণনিচয় তাঁহার তনয় কশ্যপে সংক্রামিত হইয়াছিল। হে রাজন্! তখন প্রজাপতি দক্ষ দ্বিজসত্তম কশ্যপের গুণরাশি দর্শন করিয়া অদিতি, দিতি ও দনু প্রভৃতি ত্রয়োদশটী কন্যা ভার্য্যার্থ কশ্যপের করে অর্পণ করেন। হে ভরতর্ষভ! এই সকল ভার্য্যার গর্ভে কশ্যপের অনেক পুত্র ও পৌত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। হে মহাবাহো! প্রজাপতি কশ্যপের ঔরসে অদিতি দেবেন্দ্রপ্রমুখ বহু তনয় লাভ করেন। কশ্যপের সন্তানগণ দ্বারাই এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক লোকত্রয় পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। হে মহাভাগ! দনুর গর্ভেও মহাভাগ এক পুত্র জন্মে। তাঁহার নাম করঞ্জ; সর্ব্বলক্ষণসম্পন্ন করঞ্জ বাল্যবয়সেই মহাতপস্যা আচরণ করেন। হে রাজন্! করঞ্জ নর্ম্মদাতট আশ্রয় করত স্নান-হোমপরায়ণ হইয়া শাক মূল ও ফলাহারপূর্ব্বক দিব্য সহস্র বৎসরব্যাপী কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি অতি তীব্র তপস্যা করিয়াছিলেন। অনন্তর তাঁহার তপস্যা দর্শনে ত্রিপুরান্তক প্রভু হর উমার সহিত করঞ্জের প্রতি প্রীত হইয়া তাঁহাকে বর দান করত অভিনন্দিত করেন। শঙ্কর বলেন,—হে মহাসত্ত্ব করঞ্জ! আমি তোমার তপঃপ্রভাবে প্রীত হইয়াছি, হে অনঘ! অমরত্ব ব্যতীত তোমার অন্য যে কোন অভীষ্ট থাকে, প্রার্থনা কর, আমি তাহা প্রদান করিব। ১—১৪। করঞ্জ উত্তর করিলেন,—হে মহাদেব! যদি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, আর যদি আমাকে বরদানের যোগ্য বলিয়া আপনার মনে হয়, তবে আমার পুত্র ও পৌত্রগণ ধর্ম্মবৎসল হউক। অনন্তর বৃষারূঢ় উমা-মহেশ্বর 'তাহাই হউক' কহিয়া গণনিচয় সহ সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন, এদিকে দেবদেব অদর্শন হইলে মুদান্বিত দানব করঞ্জ তথায় স্বীয় নামানুসারে এক মাহেশ্বর লিঙ্গ স্থাপন করিয়া স্বগৃহে গমন করিলেন। হে রাজন্! তদবধি এই অনুত্তম করঞ্জতীর্থ সকল তীর্থের শ্রেষ্ঠ হইয়াছে। মানব এই তীর্থে স্নানমাত্র সর্ব্বপাতকমুক্ত হয়। যে নর করঞ্জতীর্থে স্নান করিয়া পিতৃদেবতাগণের তর্পণ করে, তাহার অগ্নিষ্টোম যাগের ফললাভ হয়, সংশয় নাই। হে নরাধিপ! যে মানব এই তীর্থে অনশন করেন তাঁহার পুনরাবৃত্তিরহিত রুদ্রলোকে গতি হয়। হে ধর্ম্মনন্দন! অথবা যদি কেহ ঐ স্থানে অগ্নিপ্রবেশ বা জলপ্রবেশ দ্বারা প্রাণপরিহার করে, তাহারও দুই অযুত বৎসর যাবৎ শিবলোকে বাস হয়। পরে কর্ম্মক্ষয়ান্তে মর্ত্ত্যলোকে নির্ম্মলকুলে তিনি সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ দেববেদাঙ্গতত্ত্বজ্ঞ রাজা বা রাজতুল্য হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার ব্যাধিভয় থাকে না এবং তিনি পুত্রপৌত্রাদির সহিত

বিবর্জ্জিতঃ॥ ২৩ ॥ এবং তে সর্ব্বমাখ্যাতং পৃষ্টং যদ্‌যদ্বয়ানঘ। তীর্থস্য তু ফলং তস্য স্নানদানেষু ভারত॥ ২৪॥ এতৎ পুণ্যং পাপহরং ধন্যং দুঃস্বপ্ননাশনম্। পঠতাং শৃণ্বতাং চৈব তীর্থমাহাত্ম্যমুত্তমম্॥ ২৫॥ যস্ত্ব শ্রাবয়তে শ্রাদ্ধে পঠেৎ পিতৃপরায়ণঃ। তস্যাক্ষয়ং জায়তে পুণ্যমিত্যেবং শঙ্করোঽব্রবীৎ॥২৬।

ইতি শ্রীস্কান্দে করঞ্জেশ্বরতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৪০ ॥

একচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। ততো গচ্ছেচ্চ রাজেন্দ্র কুণ্ডলেশ্বরমুত্তমম্। যত্র সিদ্ধো মহাযক্ষঃ কুণ্ডাখ্যো নৃপোত্তম॥ ১ ॥ তপঃ কৃত্বা সুবিপুলং সুরাসুরভয়ঙ্করম্। পৌলস্ত্যমন্দিরে চৈব চিক্রীড় নৃপসত্তম॥ ২॥ যুধিষ্ঠির উবাচ। কস্মিন্ যুগে সমুৎপন্নঃ কস্য পুত্রো মহামতিঃ। তপস্তপ্ত্বা সুবিপুলং তোষিতো যেন শঙ্করঃ॥ ৩॥ এতদিস্তরতস্তাত কথয়স্ব মমানঘ। শৃণ্বতশ্চ ন তৃপ্তির্মে কথামৃতমনুত্তমম্॥ ৪॥ শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ।

শান্তান হন। হে ভারত! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, এই তোমার নিকট স্নানদানাদির ফলসহ সকল কথাই কথিত হইল। হে অনঘ! এই অনুত্তম তীর্থমাহাত্ম্যের শ্রবণ বা পাঠ পুণ্যজনক, ধন্য, পাপহর ও দুঃস্বপ্ননাশন জানিবে। যে পিতৃপরায়ণ নর শ্রাদ্ধে এই উপাখ্যান পাঠ করেন বা শ্রবণ করেন, শঙ্কর কহিয়াছেন,—তাঁহার অক্ষয় পুণ্য লাভ হয়।১৭—২৬।

চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৪০ ॥

একচত্বারিংশ অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে রাজেন্দ্র! অনন্তর উত্তম কুণ্ডলেশ্বর তীর্থে গমন করিবে; যে স্থানে কুণ্ডধার নামক মহাযক্ষ সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। হে নৃপসত্তম! সেই যক্ষ, সুরাসুর ভয়ঙ্কর কঠোর তপস্যা করিয়া তৎকালে পৌলস্ত্যমন্দিরে ক্রীড়া করিলেন। যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন,—এই মহামতি মহাযক্ষ কোন যুগে কোন ব্যক্তির তনয়রূপে উৎপন্ন হইয়াছিলেন? এবং কিরূপেই বা বিপুল তপোবলে শূলপাণির সন্তোষ সাধন করিয়াছিলেন? হে অনঘ! এই সকল বিস্তরক্রমে আমার নিকট কীর্ত্তন করুন, আমি যতই আপনার অনুত্তম কথামৃত পান করি-

ণ্ডেয় উবাচ। ত্রেতাযুগে ব্রহ্মসমঃ পৌলস্ত্যো নাম বিশ্রবাঃ। তপঃ কৃত্বা সুবিপুলং পদ্মজাতসুতোঽভবঃ॥ ৫॥ পুত্রং পৌত্রগণৈর্যুক্তং পত্ন্যা ভক্ত্যা সুতোষিতঃ। ধনদং জনয়ামাস সর্ব্বলক্ষণলক্ষিতম্॥ ৬॥ জাতমাত্রং তু তং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ। চকার নাম সুপ্রীত ঋষিদেবসমন্বিতঃ॥ ৭॥ যস্মাদ্বিশ্রবসো জাতো মম পৌত্রত্বমাগতঃ। তস্মাদ্বৈশ্রবণো নাম তব দত্তং ময়ানঘ॥ ৮॥ তথা ত্বং সর্ব্বদেবানাং ধনগোপ্তা ভবিষ্যসি। চতুর্থো লোকপালানামক্ষয়শ্চাব্যয়ো ভুবি॥ ৯ ॥ তস্য ভার্য্যা মহারাজ ঈশ্বরীতি চ বিশ্রুতা। যক্ষো যক্ষাধিপঃ শ্রেষ্ঠস্তস্য কুণ্ডোঽভবৎ সুতঃ॥ ১০॥ স চ রূপং পরং প্রাপ্য মাতাপিত্রোরনুজ্ঞয়া। তপশ্চচার বিপুলং নর্ম্মদাতটমাশ্রিতঃ॥ ১১॥ গ্রীষ্মে পঞ্চাগ্নিসন্তপ্তো বর্ষাসু স্থণ্ডিলেশয়ঃ। হেমন্তে জলমধ্যস্থো বায়ুভক্ষঃ শতং সমাঃ॥ ১২॥

তেছি, ততই আমার পিপাসা বর্দ্ধিত হইতেছে, আমি তৃপ্তির অত্যসীমা দর্শন করিতেছি না। মার্কণ্ডেয় উত্তর করিলেন,—হে রাজন্! ত্রেতাযুগে বিধাতৃ-পৌত্র পুলস্ত্যনন্দন বিশ্রবা বিপুল তপস্যা করিয়াছিলেন। তদীয় পত্নী রাজর্ষি তৃণবিন্দুদুহিতা তদ্ভক্তিদ্বারা তাঁহাকে পরম প্রীত করিলে তিনি সেই পত্নীর গর্ভে সর্ব্বলক্ষণ-লক্ষিত ধনদ নামক বিখ্যাত তনয় উৎপাদিত করেন। হে রাজন্! এই ধনদেরও বহু পুত্র পৌত্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। অনন্তর ধনদ জন্মগ্রহণ করিলে, তদীয় জন্মবৃত্তান্ত বিদিত হইবামাত্র প্রীয়মান লোকপিতামহ ব্রহ্মা সুর ও ঋষিগণসহ মিলিত হইয়া তাহার নামকরণ করিলেন। ব্রহ্মা বলিলেন,—হে অনঘ কুমার! তুমি বিশ্রবা হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া আমার পৌত্রস্থান অধিকার করিয়াছ; এজন্য বিশ্রবা হইতে জাত বলিয়া তোমাকে বৈশ্রবণ নাম প্রদান করিলাম। কেবল ইহাই নহে, তুমি চতুর্থ লোকপালরূপে বিবুধগণের ধনরক্ষক হইবে এবং ভূতলে তুমি অক্ষয় ও অব্যয় প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে।১—৯। হে মহারাজ! ধনদভার্য্যা বিখ্যাত ঈশ্বরী। এই ঈশ্বরীর উদরে যক্ষরাজ কুবেরের কুণ্ডনামে এক তনয় জন্মে। কুণ্ড পরম রূপবান্ ছিলেন। তিনি মাতাপিতার অনুমতি লইয়া নর্ম্মদাতটে বিপুল তপস্যা করেন। যক্ষরাজ কুণ্ড গ্রীষ্মে পঞ্চাগ্নি মধ্যে বাস, বর্ষাকালে স্থণ্ডিলে শয়ন এবং হেমন্তে জলাভ্যন্তরে অবস্থান করিয়া অনাহারে শতবৎসর

এবং বর্ষশতে পূর্ণে একাঙ্গুষ্ঠেঽভবন্নৃপ। অস্থিভূতঃ পরং তাত ঊর্দ্ধবাহুস্ততঃ পরম্॥ ১৩॥ অতপচ্চ ধৃতশ্বাসঃ কুণ্ডলো ভরতর্ষভ। চতুর্থে বর্ষশতকে তুতোষ বৃষবাহনঃ॥ ১৪॥ বরং বৃণীষ ভো বৎস যত্তে মনসি রোচতে। দদামি তে ন সন্দেহস্তপসা তোষিতো হ্যহম্॥ ১৫॥ কুণ্ডল উবাচ। যক্ষাধিপপ্রসাদেন তস্যৈবাহ্নুচরঃ পুরে। বিচরামি যথাকামমবধ্যঃ সর্ব্বশত্রুষু॥ ১৬॥ তথেত্যুক্ত্বা মহাদেবঃ সর্ব্বলোকনমস্কৃতঃ। জগামাকাশমাবিশ্য কৈলাসং ধরণীধরম্॥ ১৭॥ গতে চাদর্শনং দেবে সোঽপি যক্ষো মুদান্বিতঃ। স্থাপয়ামাস দেবেশং কুণ্ডলেশ্বরমুত্তমম্॥ ১৮॥ অলঙ্কৃত্বা জগন্নাথং পুষ্পধূপানুলেপনৈঃ। বিমানৈশ্চামরৈশ্ছত্রৈস্তথা বৈ লিঙ্গপূরণৈঃ॥ ১৯॥ তর্পয়িত্বা দ্বিজান্ সম্যগন্নপানাদিভূষণৈঃ। প্রীণয়িত্বা মহাদেবং ততঃ স্বভবনং যযৌ॥ ২০॥ তদাপ্রভৃতি তত্তীর্থং ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতম্। উত্তমং পরমং পুণ্যং কুণ্ডলেশ্বরনামতঃ॥ ২১॥ তত্র তীর্থে তু যঃ কশ্চিদুপবাসপরায়ণঃ। অর্চ্চয়েদ্দেবমীশানং সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥ ২২॥ সুবর্ণং রজতং বাপি মণিং মৌক্তিকমেব চ। দদ্যাদ্ভোজ্যং ব্রাহ্মণেভ্যঃ স সুখী মোদতে দিবি॥ ২৩॥ তত্র তীর্থে তু যঃ স্নাত্বা ঋগ্যজুঃ সামগোঽপি বা। ঋচমেকাং জপিত্বা তু সকলং ফলমশ্নুতে॥ ২৪॥ গাং প্রযচ্ছতি বিপ্রেভ্য স্তৎফলং শৃণু পাণ্ডব। যাবন্তি তস্যা রোমাণি তৎপ্রসূতিকুলেষু চ॥ ২৫॥ তাবদ্বর্ষসহস্রাণি স্বর্গলোকে মহীয়তে। স্বর্গে বাসো ভবেত্তস্য পুত্রপৌত্রৈঃ সমন্বিতঃ॥ ৬॥ তাবন্তি বর্ষাণি মহানুভাবঃ স্বর্গে বসেৎ পুত্রপৌত্রৈশ্চ সার্দ্ধম্। তত্রান্নদো যাতি মহেশলোকমসংখ্যবর্ষাণি ন সংশয়োঽত্র॥ ২৭॥ স বৈ সুখী মোদতে স্বর্গলোকে গন্ধর্ব্বসিদ্ধাপ্সরসম্প্রগীতে। এবং তু তে ধর্ম্মসুত প্রভাবস্তীর্থস্য সর্ব্বঃ কথিতশ্চ পার্থ॥ ২৮॥

অতিবাহিত করেন। হে নৃপ! এইরূপে পূর্ণ শতবৎসর তপস্যান্তে তিনি পুনরায় শত বৎসর একমাত্র অঙ্গুষ্ঠভরে দণ্ডায়মান রহিলেন। তারপর ঊর্দ্ধবাহু হইয়া শত বৎসর তপস্যা করিলেন। হে তাত! তদনন্তর আরও শত বৎসর তপঃক্লেশ করিয়া যক্ষরাজ কুণ্ড অস্থিমাত্রে অবশিষ্ট হইলেন। হে ভরতর্ষভ! ইহাতে তাঁহার তপস্যার বিরাম হইল না। তিনি পুনরায় শত বৎসর শ্বাসরোধ করত কঠোর তপশ্চরণ করিলেন। অনন্তর চতুর্থ শত বৎসর বৃষবাহন শঙ্কর প্রীত হইলেন এবং বলিলেন,—হে বৎস! আমি তোমার তপস্যা দর্শনে প্রীত হইয়াছি, তোমার যে বরে অভিরুচি হয়, প্রার্থনা কর; আমি পূর্ণ করিব। কুণ্ডল উত্তর করিলেন,—হে দেব! আমি যেন যক্ষাধিপের প্রসাদে শত্রুগণের অবধ্য হইয়া তাঁহারই পুরে যথেচ্ছ বিচরণ করিতে সমর্থ হই। অনন্তর সর্ব্বদেবনমস্কৃত মহাদেব "তাহাই হইবে" কুণ্ডের প্রতি এইরূপ আদেশ করিয়া আকাশপথে কৈলাসশৈলে গমন করিলেন; এ দিকে দেবদেব অদর্শন হইলে মুদান্বিত কুণ্ডও কুণ্ডলেশ্বর নামে অনুত্তম লিঙ্গ স্থাপনপূর্ব্বক পুষ্প, ধূপ ও অনুলেপন দ্বারা সেই জগৎপতি কুণ্ডলেশ্বরকে অলঙ্কৃত করিলেন এবং বিমান, চামর, ছত্র, অন্ন, পান ও বিভূষণ দ্বারা দ্বিজগণের তৃপ্তিসাধন করত মহাদেবকে প্রীত করিয়া স্বগৃহে প্রস্থিত হইলেন। হে রাজন্! তদবধি কুণ্ডলেশ্বর নামে এই অনুত্তম পরম পুণ্যতীর্থ ত্রিলোকে বিখ্যাতিলাভ করিল। উপবাসপরায়ণ যে কোন মানব এই তীর্থে দেবদেব ঈশানের অর্চ্চনা করিয়া সর্ব্বপাপমুক্ত হয় এবং যে ব্যক্তি কুণ্ডলেশ্বর তীর্থে সুবর্ণ, রজত, মণি, মৌক্তিক ও দ্বিজগণকে ভোজ্য দান করে, সে মুদান্বিত হইয়া স্বর্গসুখ লাভ করিয়া থাকে। ঋগ্, যজুঃ কিম্বা সামবেদী দ্বিজও এই তীর্থে একটীমাত্র বেদমন্ত্র জপ করিয়া অখিল ফলভোগ করিয়া থাকেন। হে পাণ্ডব! কুণ্ডলেশ্বর তীর্থে গোদানের ফল শ্রবণ কর। কুণ্ডলেশ্বর তীর্থে গোপ্রদত্ত হইলে সেই গো এবং তাহার কুলে প্রসূত গোবৎসগণের রোমপরিমাণে সহস্রসংখ্যক বর্ষ পুত্র পৌত্রাদির সহিত গোদাতা স্বর্গে পূজিত হন। অনন্তর মহানুভব গোদাতা, পুত্রপৌত্রগণসহ গো ও সেই গোবৎসগণের রোম পরিমাণে সহস্রসংখ্যক বৎসর গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও অপ্সরোগণের সুমধুর গীতমুখরিত স্বর্গে বাস করিয়া সুখী হন; আর সেই স্বর্গেও পুনরায় অন্নদান করেন এবং সেই অন্নদানপ্রভাবে অসংখ্য বৎসর মহেশ্বরলোকে বাস করিয়া থাকেন, সংশয় নাই। হে ধর্ম্মতনয়! এই তোমার নিকট কুণ্ডলেশ্বর তীর্থের অখিল প্রভাব বর্ণিত হইল; হে পার্থ! এই তীর্থমাহাত্ম্য কীর্ত্তনে মানবের অখিল কলুষ

স্নাত্বা স্তবমুচ্যতে সর্ব্বপাপৈঃ পুনস্ত্রিলোকীমিহ তৎ-প্রভাবাৎ॥ ২৯॥

ইতি শ্রীস্কান্দে কুণ্ডলেশ্বরতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈকচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৪১॥

দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। ততো গচ্ছেত্তু রাজেন্দ্র পিপ্পলেশ্বরমুত্তমম্। যত্র সিদ্ধো মহাযোগী পিপ্পলাদো মহাতপাঃ॥ ১॥ যুধিষ্ঠির উবাচ। পিপ্পলাদস্য চরিতং শ্রোতুমিচ্ছাম্যহং বিভো। মাহাত্ম্যং তস্য তীর্থস্য যত্র সিদ্ধো মহাতপাঃ॥ ২॥ কস্য পুত্রো মহাভাগ কিমর্থং কৃতবাংস্তপঃ। এতদ্বিস্তরতঃ সর্ব্বং কথয়স্ব মমানঘ॥ ৩॥ মার্কণ্ডেয় উবাচ। মিথিলায়াং মহাভাগো বেদবেদাঙ্গপারগঃ। যাজ্ঞবল্ক্যঃ পুরা তাত চচার বিপুলং তপঃ॥ ৪॥ তাপসী তস্য ভগিনী যাজ্ঞবল্ক্যস্য ধীমতঃ। সা সপ্তমেঽপি বর্ষে চ বৈধব্যং প্রাপ দৈবতঃ॥ ৫॥ পূর্ব্বকর্ম্মবিপাকেণ হীনাভূৎ পিতৃমাতৃতঃ। নাভূত্তৎপতিপক্ষেঽপি কোঽপীত্যেকাকিনী স্থিতা॥ ৬॥ ভূমৌ ভ্রমন্তী ভ্রাতুঃ সা সমীপমগমচ্ছনৈঃ। চচার চ তপঃ সোঽপি পরলোকসুখেপ্সয়া॥ ৭॥ চচার সাপি তত্রস্থা শুশ্রূষন্তী মহত্তপঃ। কস্মিংশ্চিৎ সময়ে সাথ স্নাতাহনি রজস্বলা॥ ৮॥ অন্তর্ব্বাসো ধৃতবতী দৃষ্ট্বা কর্পটকং রহঃ। যাজ্ঞবল্ক্যোঽপি তদ্রাত্রৌ সুপ্তো যত্র সুসংবৃতং॥ ৯॥ স্বপ্নং দৃষ্ট্বাত্যজচ্ছুক্রং কৌপীনে রক্তবিন্দুবৎ। বিরাজিতেন তপসা সিদ্ধং তদনলপ্রভম্॥ ১০॥ যাবৎপ্রবুদ্ধো বিপ্রোঽসৌ বীক্ষ্যোচ্ছিষ্টং তদংশুকম্। চিক্ষেপ দূরতোঽস্পৃশ্যং শৌচং কৃত্বা বিধানতঃ॥ ১১॥ নিষিদ্ধং তু নিশি স্নানমিতি সুস্বাপ স দ্বিজঃ। নিশীথে সাপি তদ্বস্ত্রং ভগস্যাবরণং ব্যধাৎ॥ ১২॥ প্রাতরন্বেষয়ামাস মুনির্ব্বস্ত্রমিতস্ততঃ। ততঃ সা ব্রাহ্মণী প্রাহ কিমন্বেষয়সে প্রভো। কেন কার্য্যং তব তথা বদস্ব মম তত্ত্বতঃ॥ ১৩॥ যাজ্ঞ-

বিনষ্ট হয় এবং তীর্থপ্রভাবে তাহার ইহলোকেই ত্রিলোকের নিখিল ফললাভ হইয়া থাকে।১০—২৯।

একচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৪১

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে রাজেন্দ্র! অনন্তর অনুত্তম পিপ্পলেশ্বর তীর্থে গমন করিবে। এই তীর্থে মহাযোগী মহাতপা পিপ্পলাদ সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে বিভো! মহাতপা পিপ্পলাদ যে তীর্থে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, এক্ষণে আমি সেই তীর্থমাহাত্ম্য ও পিপ্পলাদচরিত শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি। হে অনঘ! পিপ্পলাদ কাহার পুত্র? এবং তিনি কি জন্যই বা তপস্যা করিয়াছিলেন? এই সকল বিস্তাররূপে বর্ণন করুন। মার্কণ্ডেয় উত্তর করিলেন,—হে তাত! পুরাকালে মিথিলায় মহাভাগ বেদবেদাঙ্গপারগ যাজ্ঞবল্ক্য বিপুল তপস্যা করিয়াছিলেন। ধীমান্ যাজ্ঞবল্ক্যের এক তাপসী ভগিনী ছিলেন। তিনি দৈবদোষে সপ্তমবর্ষ বয়সে বিধবা হন। পূর্ব্বকর্ম্মবিপাকবশতঃ তাঁহার পিতামাতাও ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার পতিকুলেও কেহই ছিলেন না। অনন্তর তিনি পরলোকসুখকামনায় ক্ষিতিতলে একাকিনী বিচরণ ও বিপুল তপশ্চরণ করিয়াছিলেন। হে রাজন্! তাপসী যাজ্ঞবল্ক্যভগিনী একদা ভ্রাতৃসমীপে আগমনপূর্ব্বক সেই স্থানেই মহা তপস্যায় নিরতা হন। ভ্রাতৃসমীপে তপস্যায় তাঁহার কিয়দ্দিন অতিবাহিত হইলে, তিনি একদা ঋতুমতী হইয়া ঋতুস্নানদিনে নির্জ্জনস্থানে একখণ্ড চীর দর্শন করত তদ্দ্বারা অন্তর্ব্বাসের কার্য্য করিলেন। এদিকে তপোনিরত দ্বিজ যাজ্ঞবল্ক্যের সেই দিন রজনীতে স্বপ্নযোগে বীর্য্যস্খলিত হইয়াছিল, তিনি কৌপীন দৃঢ়রূপে বন্ধনপূর্ব্বক শয়ান ছিলেন, রক্তবিন্দুবৎ তদীয় অনলোজ্জ্বল বীর্য্য সেই কৌপীনেই পতিত হইয়াছিল। অনন্তর দ্বিজ যাজ্ঞবল্ক্য প্রবুদ্ধ হইয়া সেই কৌপীন দর্শনে তাহা অস্পৃশ্য মনে করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিলেন; রাত্রিতে স্নান নিষিদ্ধ, তাই তিনি স্নান করিলেন না, পরন্তু যথাবিধি শৌচ করিয়া শুচি হইয়া শয়ন করিলেন। অনন্তর তপস্বিনী যাজ্ঞবল্ক্যভগিনী নিশীথসময়ে সেই চীরখণ্ড প্রাপ্ত হইয়া তদ্দ্বারা ভগাবরণের কার্য্য সম্পন্ন করিলেন।১—১২। এদিকে দ্বিজ যাজ্ঞবল্ক্যও প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া ইতস্ততঃ সেই চীরখণ্ডের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে তদীয়া ভগিনী জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে প্রভো! আপনি কি অন্বেষণ করিতেছেন? এখানে আপনার

বল্ক্য উবাচ। অপবিত্রো ময়া ভদ্রে স্বপ্নে: দৃষ্টোহদ্য বৈ নিশি। সক্লেদং তত্র মে বস্ত্রং নিক্ষিপ্তং তন্ন দৃশ্যতে॥ ১৪॥ তচ্ছ্রুত্বা ব্রাহ্মণী বাক্যং ভীত-ভীতাবদন্নৃপ। তদ্বস্ত্রং তু ময়া বিপ্র স্নাত্বা হৃন্তঃ-কৃতং মহৎ॥ ১৫॥ তস্যাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা হাহেত্যুক্ত্বা মহামুনিঃ। নিপপাত তদা ভূমৌ চ্ছিন্নমূল ইব দ্রুমঃ॥ ১৬॥ কিমেতদিতি সেত্যুক্ত্বা হ্যাকাশমিব নির্ম্মলা। আশ্বাসয়ন্তী তং বিপ্রং প্রোবাচ বচনং তদা॥ ১৩॥ বদস্ব কারণং তাত গুহ্যাদ্গুহ্যতরং যদি। প্রতীকারোহস্য যেনৈব বিমৃশ্য ক্রিয়তে ত্বয়া॥ ১৮॥ ততঃ স সুচিরং ধ্যাত্বা লব্ধবাগ্বৈ ততঃ ক্ষণম্। প্রোবাচ সাধ্বসমনা যত্তচ্ছৃণু নরেশ্বর॥ ১০॥ নাত্র দোষোহস্তি তে কশ্চিন্মম চৈব শুভব্রতে। তবোদরে তু গর্ভো যস্তত্র দৈবং পরায়ণম্॥ ২০॥ তস্য তত্ত্বেন রক্ষা চ ত্বয়া কার্য্যা সদৈব হি। বিনাশী নৈব কর্ত্তব্যো যাবৎ কালস্য পর্য্যয়ঃ॥ ২১॥ তথেতি ব্রীড়িতা সাধ্বী দূয়মানেন চেতসা। অপাল-য়চ্চ তং গর্ভং যাবৎ পুত্রো হ্যজায়ত॥ ২২॥ জাত-মাত্রঞ্চ তং গর্ভং গৃহীত্বা ব্রাহ্মণী চ সা। অশ্বত্থচ্ছায়া-মাশ্রিত্য তমুৎসৃজ্য বচোহব্রবীৎ॥ ২৩॥ যানি সত্ত্বানি লোকেষু স্থাবরাণি চরাণি চ। তানি সর্ব্বাণি রক্ষন্তু ত্যক্তং বৈ বালকং ময়া॥ ২৪॥ এবমুক্ত্বা গতা সা তু ব্রাহ্মণী নৃপসত্তম। তথাগতঃ স তু শিশু-স্তত্র স্থিত্বা মুহূর্ত্তকম্॥ ২৫॥ পাণিপাদৌ বিনিক্ষিপ্য নিকুঞ্চ্য নয়নে শুভে। আস্যন্তু বিবৃতং কৃত্বা রুরোদ বিকৃতৈঃ স্বরৈঃ॥ ২৬॥ তেন শব্দেন বিত্রস্তাঃ স্থাবরা জঙ্গমাশ্চ যে। আকম্পিতা মহোৎ-পাতৈঃ সশৈলবনকাননা॥ ২৭॥ ততো জ্ঞাত্বা মহত্ত্বং তং ক্ষুধাবিষ্টং দ্বিজর্ষভম্। ন জহাতি নগশ্ছায়াং পানার্থায় ততঃ পরম্। অপিবচ্চ স্রুতং তস্মাদমৃতং চৈব ভারত॥ ২৮॥ এবং স বর্দ্ধিতস্তত্র কুমারো

কি প্রয়োজন? আমার নিকট যথাযথ কীর্ত্তন করুন। যাজ্ঞ্যবল্ক্য উত্তর করিলেন,—হে ভদ্রে! আমি আজ রজনীযোগে এক কুৎসিত স্বপ্নদর্শন করিয়াছি। এই স্থানে ক্লেদযুক্ত একখণ্ড চীর পরিত্যাগ করিয়াছিলাম, সম্প্রতি তাহা দর্শন করিতেছি না। হে নৃপ! যাজ্ঞবল্ক্যের কথা শুনিয়া তদীয়া ভগিনী ভীতভীতার ন্যায় তাঁহার বাক্যের উত্তর করিলেন,—হে দ্বিজ! আমি ঋতুস্নানান্তে আপনার পরিত্যক্ত সেই চীর দ্বারা অন্তর্বাসের কার্য্য করিয়াছি। মুনীশ্বর যাজ্ঞবল্ক্য ভগিনীর বাক্যশ্রবণে হাহাকার করত ছিন্নমূল তরুর ন্যায় ক্ষিতিতলে পতিত হইলেন এবং বলি-লেন,—অহো! আকাশের ন্যায় নির্ম্মলহৃদয়া সতী এ কি করিয়াছে! অনন্তর ভগিনী তাঁহাকে আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন,—হে তাত! যদি গুহ্য হইতেও গুহ্যতর হয়, তথাপি ইহার কারণ কীর্ত্তন করুন এবং এ বিষয়ে প্রতীকার কিরূপ কর্ত্তব্য, পরামর্শ করিয়া তাহাও সত্বর বলিয়া দিউন। হে নরবর! দ্বিজবর যাজ্ঞবল্ক্য এই ব্যাপারে অবাক্ হইয়াছিলেন,—অনন্তর তাঁহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল। তিনি ক্ষণকাল চিন্তার পর যাহা বলিয়া-ছিলেন, তাহা শ্রবণ কর। ভীতহৃদয় যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—হে শুচিব্রতে! এ বিষয়ে আমার দোষলেশও নাই, তোমার গর্ভে যে সন্তান জন্মিবে, দেখিতেছি, এবিষয়ে দৈবই প্রবল হই-য়াছে। তুমি যথাবিধি সতত এই গর্ভের রক্ষা করিবে, ইহা কালেরই গতি মনে করিয়া কদাচ ইহার বিনাশ করিও না। সাধ্বী দ্বিজ-দুহিতা দুঃখিতা ও লজ্জিতা হইয়া 'তাহাই করিব' বলিয়া ভ্রাতার বাক্যে অঙ্গীকার করিলেন এবং পুত্রজন্ম পর্য্যন্ত সেই গর্ভের প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। অনন্তর গর্ভের কাল পূর্ণ হইলে সেই গর্ভ হইতে এক বালক প্রসূত হইল। ব্রাহ্মণী জাতমাত্র সেই শিশুকে গ্রহণ করিয়া অশ্বত্থ-তরুর ছায়ায় পরিত্যাগপূর্ব্বক বলিলেন,—"আমি এইস্থানে এই শিশুপুত্রকে পরিত্যাগ করিলাম। ত্রিলোকে স্থাবর ও চর যে সকল প্রাণী আছে, তাহারা সকলেই ইহাকে রক্ষা করুক।১৩—২৪। "হে নৃপসত্তম! অনন্তর ব্রাহ্মণী প্রাণিগণকে লক্ষ্য করিয়া এইরূপ কহিয়া প্রস্থান করিলেন, শিশু সেই স্থানেই অবস্থান করিতে লাগিল। সে তখন নয়নদ্বয় কুঞ্চিত ও হস্তপদ অসংযতভাবে নিক্ষেপ করিতে করিতে মুখ বিকৃত করিয়া বিকট রবে রোদন করিতে লাগিল। তাহার সেই ভীষণ শব্দে স্থাবর-জঙ্গম বিত্রস্ত হইল এবং মহা উৎপাতসমূহের আবির্ভাবে শৈল ও বন-কাননসহ মেদিনী ঘন ঘন কম্পিত হইতে লাগিল। হে ভারত! অনন্তর সেই মহাসত্ত্ব শিশু দ্বিজর্ষভকে ক্ষুধাকাতর জানিয়া অশ্বত্থতরু স্বীয় ছায়া অপহরণ করিল না এবং সে অমৃতের ন্যায় স্বীয় নির্য্যাস ক্ষরিত করিয়া তাহাকে পান করাইল।

নিজচেতসি। চিন্তয়ামাস বিপ্রঃ কিং মম গ্রহগোচরম্॥ ২৯॥ ততঃ ক্রূরসমাচারঃ ক্রূরং দৃষ্টা নিরীক্ষিতঃ। পপাত সহসা ভূমৌ শনৈশ্চারী শনৈশ্চরঃ॥ ৩০॥ উবাচ চ ভয়ত্রস্তঃ কৃতাঞ্জলিপুটস্তদা। কিং ময়াপকৃতং বিপ্র পিপ্পলাদ মহামুনে॥ ৩১॥ চরন্ বৈ গগনাদ্যেন পাতিতো ধরণীতলে। সৌরিণা হ্যেবমুক্তস্তু পিপ্পলাদো মহামুনিঃ॥ ৩২॥ ক্রোধরূপোঽব্রবীদ্বাক্যং তচ্ছৃণুষ্ব নরাধিপ। পিতৃমাতৃবিহীনস্য মম বালস্য দুর্ম্মতে। পীড়াং করোষি কস্মাত্ত্বং সৌরে ব্রূহি হ্যশেষতঃ॥৩৩॥ শনৈশ্চর উবাচ। ক্রূরস্বভাবঃ সহজো মম দৃষ্টিস্তথেদৃশী। মুঞ্চস্ব মাং তথা কর্ত্তা যদ্ব্রবীষি ন সংশয়ঃ॥ ৩৪॥ পিপ্পলাদ উবাচ। অদ্যপ্রভৃতি বালানাং বর্ষাদা ষোড়শাদ্ গ্রহ। পীড়া ত্বয়া ন কর্ত্তব্যা এষ তে সময়ঃ কৃতঃ॥ ৩৫॥ এবমস্ত্বিতি চোক্তা স জগাম পুনরাগতঃ। দেবমার্গং শনৈশ্চারী প্রণম্য ঋষিসত্তমম্॥ ৩৬॥ গতে চাদর্শনং তত্র সোঽপি বালো মহাগ্রহঃ। বিক্ষিপ্তয়ন্ বৈ পিতরং ক্রোধেন কলুষীকৃতঃ॥ ৩৭॥ আগ্নেয়ীং ধারণাং ধ্যাত্বা জনয়ামাস পাবকম্। কৃত্যামন্ত্রৈর্জুহাবাগ্নৌ কৃত্যা বৈ সম্ভবত্বিতি॥ ৩৮॥ তাবজ্ঝটিতি সা কন্যা জ্বালামালাবিভূষিতা। হুতভুক্সদৃশাকারা কিং করোমীতি চাব্রবীৎ॥ ৩৯॥ শোষয়ামি সমুদ্রান্ কিং চূর্ণয়ামি চ পর্ব্বতান্। অবনিং বেষ্টয়ামীতি পাতয়ে কিং নভস্তলম্॥ ৪০॥ কস্য মূর্দ্ধ্নি পতিষ্যামি ঘাতয়ামি চ কং দ্বিজ। শীঘ্রমাদিশ্যতাং কার্য্যং মা মে কালাত্যয়ো ভবেৎ॥ ৪১॥ তস্যাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা পিপ্পলাদো মহাতপাঃ। ক্রোধসংরক্তনয়ন ইদং বচনমব্রবীৎ॥ ৪২॥ মহতা ক্রোধবেগেন ময়া ত্বং চিন্তিতা শুভে। পিতা মে যাজ্ঞবল্ক্যশ্চ তস্য ত্বং পত মা চিরম্॥ ৪৩॥ এবমুক্তাগমচ্ছীঘ্রং স্ফোটয়ন্তী নভস্তলম্। মিথিলাস্থো মহাপ্রাজ্ঞস্তপস্তেপে মহামনাঃ॥ ৪৪॥ যাবৎ পশ্যতি দিগ্ভাগং জ্বলনার্কসম-

হে রাজন্! কুমার এইরূপে আপনমনে নির্জ্জনে বর্দ্ধিত হইলেন। অনন্তর বিশ্রব্ধহৃদয় দ্বিজতনয় একদা চিন্তা করিলেন—অহো! কি করিয়া আমার এই কুগ্রহের মোচন হইবে? ক্ষণকাল চিন্তার পর দেখিলেন—ক্রূর শনৈশ্চর তাঁহাকে পীড়িত করিতেছে। অনন্তর দ্বিজ রোষাবিষ্ট হইয়া শনৈশ্চরের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন, দেখিতে দেখিতে সহসা শনি শনৈঃ শনৈঃ অন্তরীক্ষ হইতে ক্ষিতিতলে পতিত হইলেন—এবং ভীতিবিত্রস্ত হৃদয়ে অঞ্জলিবন্ধনপূর্ব্বক কহিলেন;—হে বিপ্র! আমি গগনমার্গে বিচরণ করিতেছিলাম, হে মহামুনে! কেন আমাকে ধরণীতলে পাতিত করিলেন? হে পিপ্পলাদ! আমি আপনার কি অপকার করিয়াছি? হে নরাধিপ! রবিতনয়ের এইরূপ উক্তি শ্রবণ করিয়া মহামুনি পিপ্পলাদ কোপভরে যাহা কহিয়াছিলেন, শ্রবণ কর। পিপ্পলাদ কহিলেন,—হে দুর্ম্মতে তপনতনয়! আমি পিতৃমাতৃহীন বালক, তুমি আমাকে সাতিশয় পীড়িত করিতেছ? শনৈশ্চর উত্তর করিলেন,—আমি স্বভাবতঃ ক্রূরস্বভাব; আর আমার দৃষ্টি ঐরূপই জানিবেন; আমাকে পরিত্যাগ করুন। আপনি আমার প্রতি যেরূপ আদেশ করিবেন, আমি তাহাই করিব, সংশয় নাই। পিপ্পলাদ বলিলেন—"হে গ্রহ! অদ্য হইতে ষোড়শ বর্ষ বয়স্ক বালককে পীড়িত করিও না, ইহাই তোমার কার্য্য নির্দ্দিষ্ট করিলাম।" অনন্তর শনৈশ্চর "তাহাই হউক" বলিয়া পিপ্পলাদের বাক্যে অঙ্গীকার করিলেন এবং সেই ঋষিসত্তমকে প্রণাম করিয়া ধীরে ধীরে পুনরায় আকাশপথে প্রস্থিত হইলেন। অনন্তর শনৈশ্চর সেই স্থানে অদর্শন হইলে বালক পিপ্পলাদ মহা আগ্রহসহকারে পিতার চরিত চিন্তা করিলেন, ক্রোধে তাঁহার অন্তঃকরণ কলুষিত হইল। তিনি আগ্নেয়ী ধারণা অবলম্বন করিয়া পাবক সৃষ্টি করত"কৃত্যা উদ্ভূত হউক"এইরূপ কামনা করিয়া কৃত্যামন্ত্রে সেই হুতাশনে আহুতি প্রদান করিলেন। অনন্তর অনলে পিপ্পলাদের আহুতি প্রদত্ত হইলে, জ্বালামালাবিভূষিতা হুতাশনসদৃশী এক কন্যা সত্বর উদ্ভূতা হইল এবং বলিল,—হে দ্বিজ! আমি কি করিব? আমি সমুদ্র শোষণ কিংবা গিরিনিচয় বিচূর্ণিত করিব? অথবা অবনী বেষ্টন কিংবা আকাশমণ্ডল পাতিত করিব? শীঘ্র আদেশ করুন;—আমি কাহার মস্তকে পতিত হইব বা কাহাকে নিহত করিব? বৃথা কাল বিলম্ব করিবেন না, সত্বর আমার কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করুন। অতঃপর রোষারুণিতনয়ন মহাতপা পিপ্পলাদ কৃত্যার কথায় উত্তর করিলেন,—হে শুভে! আমি সাতিশয় রোষবশে তোমাকে ধ্যান করিয়াছি, তুমি সত্বর আমার পিতা যাজ্ঞবল্ক্যের উপরে পতিত হও। অনন্তর কৃত্যা 'তাহাই হইবে' বলিয়া গমনবেগে গগনমণ্ডল আস্ফোটিত করিয়া উৎপতিত হইল। মহাপ্রাজ্ঞ

প্রভম্। যাজ্ঞবল্ক্যো মহাতেজা মহদ্ভূতমুপস্থিতম্॥ ৪৫॥ তদৃষ্ট্বা সহসায়ান্তং ভীতভীতো মহামুনিঃ। অনুযুক্তোহথ ভূতেন জনকং নৃপতিং যযৌ॥ ৪৬॥ শরণ্যং মামনুপ্রাপ্তং বিদ্ধি ত্বং নৃপসত্তম। মহদ্ভূতভয়াদ্রক্ষ যদি শক্নোষি পার্থিব॥ ৪৭॥ ব্রহ্মতেজোভবং ভূতমনিবার্য্যং দুরাসদম্। ন চ শক্নোম্যহং ত্রাতুং রাজা বচনমব্রবীৎ॥ ৪৮॥ ততশ্চান্যং নৃপশ্রেষ্ঠং শরণার্থী মহাতপাঃ। জগাম তেন মুক্তোহসৌ চেন্দ্রস্য সদনং ভয়াৎ॥ ৪৯॥ দেবরাজ নমস্তেহস্তু মহাভূতভয়ান্নৃপ। কম্পমানোহব্রবীদ্বিপ্রো রক্ষস্বেতি পুনঃপুনঃ॥ ৫০॥ তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা দেবরাজোহব্রবীদিদম্। ন শক্নোমি পরিত্রাতুং ব্রহ্মকোপাদহং মুনে॥ ৫১॥ ততঃ স ব্রহ্মভবনং ব্রাহ্মণো ব্রহ্মবিত্তমঃ। জগাম বিষ্ণুলোকঞ্চ তেনাপীত্যুক্ত এব সঃ॥ ৫২॥ ততঃ স মুনিরুদ্বিগ্নো নিরাশো জীবিতে নৃপ। অনুগম্যমানো ভূতেন অগচ্ছচ্ছঙ্করালয়ম্॥ ৫৩॥ তস্য যোগবলোপেতো মহাদেবস্য পাণ্ডব। নখমাংসান্তরে গুপ্তো যথা দেবো ন পশ্যতি॥ ৫৪॥ তদন্তে চাগমদ্ভূতং জ্বলনার্কসমপ্রভম্। মুঞ্চ মুঞ্চেতি পুরুষং দেবদেবং মহেশ্বরম্॥ ৫৫॥ এবমুক্তো মহাদেবস্তেন ভূতেন ভারত। যোগীন্দ্রং দর্শয়ামাস নখমাংসান্তরে তদা॥ ৫৬॥ সংস্থাপ্য ভূতং ভূতেশঃ পরমাপন্নতং মুনিম্। উবাচ মা ভৈস্ত্বং বিপ্র নির্গচ্ছস্ব মহামুনে॥ ৫৭॥ ততঃ সূক্ষ্মদেহস্থং ভূতং দৃষ্ট্বাব্রবীদিদম্। কিমস্য ত্বং মহাভূত করিষ্যসি বদস্ব মে॥ ৫৮॥ কৃত্যোবাচ। ক্রোধাবিষ্টেন দেবেশ পিপ্পলাদেন চিন্তিতা। অস্য দেহং হনিষ্যামি হিংসার্থং বিদ্ধি মাং প্রভো॥ ৫৯॥ এতচ্ছ্রুত্বা মহাদেবো ভূতস্য বদনাচ্চ্যুতম্। কটিস্থং যাজ্ঞবল্ক্যং চ মন্ত্রয়ামাস মন্ত্রবিৎ॥ ৬০॥ যোগীশ্বরেতি বিপ্রস্য

মহামনা যাজ্ঞবাল্ক্য তৎকালে মিথিলায় তপস্যা করিতেছিলেন, তিনি তথা হইতে দেখিলেন,—দিক্ সকল যেন প্রদীপ্ত দিবাকরপ্রভা ধারণ করিয়াছে। অনন্তর মহাতেজা মহামুনি যাজ্ঞবল্ক্য সেই মহাপ্রাণীকে আসিতে দেখিয়া ভীতভীত হৃদয়ে রাজা জনকের সমীপে গমন করিলেন। সেই মহাভূতও তাঁহার পশ্চাৎ অনুসরণ করিল। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—হে নৃপসত্তম! আমি আপনার আশ্রয়লাভের অভিলাষী হইয়া আগমন করিয়াছি, যদি আপনার সামর্থ্য থাকে, তবে এই মহাভূতের ভয় হইতে আমাকে রক্ষা করুন। রাজা উত্তর করিলেন,—এই দুরাসদ ভূত ব্রহ্মতেজ হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে, অতএব অনিবার্য্য আমি ইহা হইতে আপনাকে পরিত্রাণ করিতে অসমর্থ। অনন্তর দ্বিজ যাজ্ঞবল্ক্য জনককে পরিত্যাগ করিয়া অন্য এক রাজসত্তমের শরণার্থী হইলে তিনিও তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। মহাতপা যাজ্ঞবল্ক্য এইরূপে প্রত্যাখ্যাত হইয়া দেবরাজভবনে গমন করত কম্পিতকলেবরে তাঁহাকে কহিলেন,—হে দেবরাজ! আপনাকে নমস্কার। আমি এই মহাভূত হইতে ভীত, অতএব আমাকে রক্ষা করুন। হে নৃপ! সুররাজ তাঁহার বাক্যের উত্তর করিলেন,—হে মুনে! আমি ব্রহ্মকোপ হইতে পরিত্রাণ করিতে সমর্থ নহি। অনন্তর ব্রহ্মবিত্তম দ্বিজ যাজ্ঞবল্ক্য ব্রহ্মসদনে উপনীত হইলেন; সেখানেও প্রত্যাখ্যাত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করিলেন; কিন্তু সর্ব্বত্র একই কথা। বিষ্ণুও তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। হে রাজন! অনন্তর উদ্বিগ্ন মুনি জীবনে নিরাশ হইয়া শঙ্করসমীপে গমন করিলেন। ভূতও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিল। হে পাণ্ডব! যাজ্ঞবল্ক্য যোগবলে বলীয়ান ছিলেন। তিনি এমনই গুপ্তভাবে মহাদেবের নখমাংসমধ্যে প্রবেশ করিলেন যে, স্বয়ং দেবদেবও তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। অনন্তর দেখিতে দেখিতে সেই প্রদীপ্ত দিবাকরপ্রভ ভূতও ভূতপতির সমীপে উপনীত হইল এবং বলিল,—দেবদেব! জনৈক পুরুষ আপনার শরীরে প্রবেশ করিয়াছে, আপনি ইহাকে পরিত্যাগ করুন। হে ভারত! ভূতেশ ভূত কর্ত্তৃক এইরূপে কথিত হইয়া যোগিবর যাজ্ঞবল্ক্যকে নখমাংসাভ্যন্তরে দর্শন করিলেন, এবং মহাভূতকে সান্ত্বনা করিয়া তদনন্তর সেই বিপন্ন মুনিকে কহিলেন,—হে বিপ্র! ভীত হইও না, হে মহামুনে! নখ হইতে নির্গত হও। অনন্তর হর যাজ্ঞবল্ক্যকে এইরূপে আশ্বস্ত করিয়া সেই সূক্ষ্মদেহধারী মহাভূতকে কহিলেন,—হে মহাভূত! তুমি এই বিপ্রের প্রতি কি করিতে অভিলাষী, আমার নিকট প্রকাশ কর। ৪৫—৫৮। কৃত্যা উত্তর করিল,—হে দেবেশ! প্রতিহিংসার প্রতিশোধকল্পে পিপ্পলাদ কোপাবিষ্ট হইয়া আমাকে চিন্তা করিয়াছিলেন, হে বিভো! আমি তাঁহার প্রিয়কামনায় ইঁহাকে বিনাশ করিব। হে যুধিষ্ঠির! মন্ত্রবিৎ দেবেশ মহাদেব ভূতের মুখে এইরূপ উক্তি শুনিয়া কটিদেশস্থ দ্বিজ

কৃত্বা নাম যুধিষ্ঠির। বিসর্জয়িত্বা দেবেশস্তত্রৈবান্তর-
ধীয়ত ॥ ৬১ ॥ প্রেষয়িত্বা তু তং ভূতং পিপ্পলাদোঽপি
দুর্ম্মনাঃ। পিতৃমাতৃসমুদ্বিগ্নো নর্ম্মদাতটমাশ্রিতঃ ॥
৬২ ॥ একাঙ্গুষ্ঠো নিরাহারো বর্ষাদ্বা ষোড়শান্নৃপ।
তোষয়ামাস দেবেশমুময়া সহ শঙ্করম্ ॥ ৬৩ ॥
ততস্তত্তপসা তুষ্টঃ শঙ্করো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৬৪ ॥
ঈশ্বর উবাচ। পরিতুষ্টোঽস্মি তে বিপ্র তপসানেন
সুব্রত। বরং বৃণীষ তে দদ্মি মনসা চেপ্সিতং
শুভম্ ॥ ৬৫ ॥ পিপ্পলাদ উবাচ। যদি মে ভগবাংস্তুষ্টো
যদি দেয়ো বরো মম। অত্র সন্নিহিতো দেব তীর্থে
ভব মহেশ্বর ॥ ৬৬ ॥ এবমুক্তস্তথেত্যুক্ত্বা পিপ্পলাদং
মহামুনিম্। জগামাদর্শনং দেবো ভূতসঙ্ঘসমন্বিতঃ ॥
৬৭ ॥ পিপ্পলাদো গতে দেবে স্নাত্বা তত্র মহাম্ভসি।
স্থাপয়িত্বা মহাদেবং জগামোত্তরপর্ব্বতম্ ॥ ৬৮ ॥
তত্র তীর্থে নরো ভক্ত্যা স্নাত্বা মন্ত্রযুতং নৃপ।
তর্পয়িত্বা পিতৄন্ দেবান্ পূজয়েচ্চ মহেশ্বরম্ ॥ ৬৯ ॥
অশ্বমেধস্য যজ্ঞস্য ফলং প্রাপ্নোত্যনুত্তমম্। মৃতো
রুদ্রপুরং যাতি নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৭০ ॥ অথ
যো ভোজয়েদ্বিপ্রান্ পিতৄনুদ্দিশ্য ভারত। তস্য তে
দ্বাদশাব্দানি মোদন্তে দিবি তর্পিতাঃ ॥ ৭১ ॥
সন্ন্যাসেন তু যঃ কশ্চিত্তত্র তীর্থে তনুং ত্যজেৎ।
অনিবর্ত্তিকা গতিস্তস্য রুদ্রলোকাৎ কদাচন ॥ ৭২ ॥
এতৎ সর্ব্বং সমাখ্যাতং যৎ পৃষ্টঃ হি ত্বয়ানঘ।
মাহাত্ম্যং পিপ্পলাদস্য তীর্থস্যোৎপত্তিরেব চ ॥ ৭৩ ॥
এতৎ পুণ্যং পাপহরং ধন্যং দুঃস্বপ্ননাশনম্।
পঠতাং শৃণ্বতাং চৈব সর্ব্বপাপক্ষয়ো ভবেৎ ॥ ৭৪ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে পিপ্পলাদতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম
দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪২

ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। ততো গচ্ছেত্তু রাজেন্দ্র
বিমলেশ্বরমুত্তমম্। তত্র দেবশিলা রম্যা স্বয়ং
দেবৈর্ব্বিনির্ম্মিতা ॥ ১ ॥ তত্র স্নাত্বা তু যো ভক্ত্যা
ব্রাহ্মণান্ পূজয়েন্নৃপ। স্বল্পেনাপি হি দানেন তস্য

যাজ্ঞবল্ক্যকে রক্ষামন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিলেন এবং তাঁহাকে যোগীশ্বর নামে অভিহিত করত বিদায় দিয়া সেই স্থানেই অদৃশ্য হইলেন। হে নৃপ! এদিকে পিপ্পলাদও ভূত প্রেরণ করিয়া অতীব দুর্ম্মনা হইলেন, তিনি মাতা পিতার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া আর সেস্থানে অবস্থান করিলেন না, তিনি অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলীতে ভর করিয়া নিরাহারে ষোড়শ বৎসর পর্য্যন্ত তপস্যা করত উমার সহিত শঙ্করের সন্তোষ সাধন করিলেন। অনন্তর তাঁহার তপস্যা দর্শনে শঙ্কর

ঈশ্বর কহিলেন—হে সুব্রত! আমি তোমার তপস্যায় প্রীত হইয়াছি, তোমাকে শুভাবহ বরদান করিব। হে বিপ্র! অভীষ্ট প্রার্থনা কর। পিপ্পলাদ বলিলেন,—ভগবান্ যদি আমার প্রতি প্রীত হইয়া থাকেন, আর আমাকে যদি বরদানের যোগ্য বলিয়া মনে করেন, হে দেবেশ মহেশ! তবে এই তীর্থে সন্নিহিত হউন। মহাদেব মহামুনি পিপ্পলাদের প্রার্থনায় 'তাহাই হউক' বলিয়া ভূতগণ সহ সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। এদিকে দেবদেব অন্তর্হিত হইলে পিপ্পলাদও মহাতীর্থজলে অবগাহনপূর্ব্বক সেই স্থানে মহাদেবকে স্থাপন করিয়া উত্তর পর্ব্বতে গমন করিলেন। হে নৃপ! নর এই তীর্থে ভক্তিপূর্ব্বক সমন্ত্র স্নান, দেব-পিতৃগণের তর্পণ ও মহেশ্বরের অর্চ্চনা করিয়া অশ্বমেধযজ্ঞের অনুত্তম ফললাভ করে এবং দেহাবসানেও সে শিবপুরে গমন করিয়া থাকে; সন্দেহ নাই। হে ভারত! যে মানব পিতৃগণের উদ্দেশে এই তীর্থে ব্রাহ্মণ-ভোজন করায়, তাহার পিতৃদেবতারা দ্বাদশবার্ষিকী স্বর্গবাস-তৃপ্তি লাভ করেন। যে বিরাগী নর এই তীর্থে তনুত্যাগ করে, তাহার আবৃত্তিরহিত গতি হয়, সে কদাচ রুদ্রলোক হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করে না। হে অনঘ! তুমি যাহা জানিতে চাহিয়াছিলে, এই তোমার নিকট সেই পিপ্পলাদমাহাত্ম্য ও তীর্থোৎপত্তি সমস্তই কথিত হইল; এই উপাখ্যান পুণ্য, পাপহর, ধন্য ও দুঃস্বপ্ননাশন; যাহারা এই উপাখ্যান পাঠ বা শ্রবণ করে, তাহাদের নিখিল কলুষ বিনষ্ট হইয়া থাকে। ৫৯—৭৪।

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪২ ॥

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে রাজেন্দ্র! অনন্তর অনুত্তম বিমলেশ্বর তীর্থে গমন করিবে, এই বিমলেশ্বর তীর্থে দেবদেববিনির্ম্মিত এক রম্য দেবশিলা বিদ্যমান। হে নৃপ! যে মানব দেব-শিলায় স্নান করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণের অর্চ্চনা

চাস্তো ন বিদ্যতে ॥ ২ ॥ যুধিষ্ঠির উবাচ। কানি দানানি বিপ্রেন্দ্র শস্তানি ধরণীতলে। যানি দত্ত্বা নরো ভক্ত্যা মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ ॥ ৩ ॥ শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। সুবর্ণং রজতং তাম্রং মণিমৌক্তিকমেব চ। ভূমিদানং চ গোদানং মোচয়ন্ত্যশুভান্নরম্ ॥ ৪ ॥ তত্র তীর্থে তু যঃ কশ্চিৎ কুরুতে প্রাণসংক্ষয়ম্। রুদ্রলোকে বসেত্তাবদ্যাবদাভূতসংপ্লবম্ ॥ ৫ ॥ ততঃ পুষ্করিণীং গচ্ছেৎ সর্ব্বপাপক্ষয়ঙ্করীম্। তত্র স্নাত্বার্চ্চয়েদ্দেবং তেজোরাশিং দিবাকরম্ ॥ ৬ ॥ ঋচমেকাং জপেৎ সাম্নঃ সামবেদফলং লভেৎ। যজুর্ব্বেদস্য জপনাদৃগ্বেদস্য তথৈব চ ॥ ৭ ॥ অক্ষরং বা জপেন্মন্ত্রং ধ্যায়মানো দিবাকরম্। আদিত্যহৃদয়ং জপ্ত্বা মুচ্যতে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ ॥ ৮ ॥ তত্র তীর্থে তু যঃ স্নাত্বা বিধিনা পূজয়েদ্দ্বিজান্। তস্য কোটিগুণং পুণ্যং জায়তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৯ ॥ অনাশকেনাগ্নিগত্যা জলে বা দেহপাতনাৎ। তস্মিংস্তীর্থে মৃতো যস্তু স যাতি পরমাং গতিম্ ॥ ১০ ॥ ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রো বা নৃপসত্তম। বিহিতং কর্ম্ম কুর্ব্বাণঃ স গচ্ছেৎ পরমাং গতিম্ ॥ ১১ ॥ যুধিষ্ঠির উবাচ। ব্যাধিং সংক্ষয়ং মোহং জ্ঞাত্বা বর্ণা দ্বিজোত্তম। পাপেভ্যো বিপ্রমুচ্যন্তে কেন তৎসাধনং বদ ॥ ১২ ॥ শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। তিলোদকী তিলস্নায়ী কামক্রোধবিবর্জ্জিতঃ। ব্রাহ্মণোঽনশনৈঃ প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা লভতি সদ্গতিম্। সংগ্রামে সদ্গতিং তাত ক্ষত্রিয়ো নিধনে লভেৎ। তদভাবান্মহাপ্রাজ্ঞ সেবমানো লভেদিতি ॥ ১৩ ॥ ব্যাধিগ্রহগৃহীতো বা বৃদ্ধো বা বিকলেন্দ্রিয়ঃ। আত্মানং দাহয়েদগ্নৌ বিধিনা সদ্গতিং লভেৎ ॥ ১৫ ॥ বৈশ্যোঽপি হি ত্যজন্ প্রাণানেবং বৈ শুভভাগ্ভবেৎ। জলে বা শুদ্ধভাবেন ত্যক্ত্বা প্রাণাঞ্ছিবো ভবেৎ ॥ ১৬ ॥ শূদ্রোঽপি দ্বিজশুশ্রূষুস্তোষয়িত্বা মহেশ্বরম্। বিমুচ্যতেঽন্যথা পাপঃ পততে নরকে ধ্রুবম্ ॥ ১৭ ॥ অথবা প্রণবাসক্তো দ্বিজেভ্যো গুরবে তথা। পঞ্চাগ্নৌ শোষয়েদ্দেহমাপৃচ্ছ্য দ্বিজসত্তমান্ ॥ ১৮ ॥ শান্তদান্তজিতক্রোধান্ শাস্ত্রযুক্তান্ বিচক্ষণান্। তেষাং চৈবোপদেশেন করীষাগ্নিং প্রসাধয়েৎ ॥ ১৯ ॥ এবং

ও তাঁহাদিগকে অত্যল্পও দান করে, তাহার পুণ্যফলের অন্ত নাই। যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে বিপ্রেন্দ্র! ধরাতলে কোন্ কোন্ দান প্রশস্ত? মানব ভক্তিপূর্ব্বক কোন্ বস্তু দান করিয়া অখিল কলুষ হইতে মুক্ত হয়? মার্কণ্ডেয় উত্তর করিলেন,—সুবর্ণ, রজত, তাম্র, মণি, মৌক্তিক, ভূমি এবং গো এই সকল দানই মানবগণকে অশুভ হইতে উদ্ধার করে। দেবশিলাতীর্থে যে মানবের পাপক্ষয় হয়, কল্পকাল পর্য্যন্ত তাহার রুদ্রলোকে বাস হইয়া থাকে। অনন্তর সর্ব্বপাপবিনাশন পুষ্করিণীতীর্থে গমন করিয়া তথায় স্নান ও তেজোরাশি দেব দিবাকরের পূজা করিবে। এই পুষ্করিণী তীর্থে একটী মাত্র সামবেদমন্ত্র জপ করিলে তাহার সমগ্র সামবেদ পাঠের ফল হয়। এইরূপ যজুঃ কিম্বা ঋগ্বেদের একটী মন্ত্র অথবা একটী অক্ষর জপ করিলেও সমস্ত যজুঃ ও ঋগ্বেদপাঠের ফল হইয়া থাকে। যে মানব মনে মনে দিবাকরকে চিন্তা করিয়া আদিত্যহৃদয় জপ করে, তাহার পাপরাশি বিনষ্ট হয়। যে মানব দেবশিলায় স্নান করিয়া যথাবিধি দ্বিজগণের পূজা করে, তাহার কোটিগুণ পুণ্যার্জ্জন হয়, সংশয় নাই। যে মানব এই তীর্থে অনশন করিয়া অনলে কিংবা জলে জীবন বিসর্জ্জন করে, তাহার পরমগতি লাভ হয়। হে নৃপসত্তম! ব্রাহ্মণই হউক, আর ক্ষত্রিয়, বৈশ্য কিম্বা শূদ্রই হউক, এই তীর্থে বিহিত কর্ম্ম করিয়া পরম গতি লাভ করিয়া থাকে। যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে দ্বিজোত্তমগণ! ব্যাধিগ্রস্ত, ক্ষীণবল ও মোহাপন্ন ব্রাহ্মণাদি বর্ণ কিরূপ সদাচরণ করিয়া পাপবিমুক্ত হইবেন? এক্ষণে তাদৃশ কর্ম্মের সাধন বর্ণন করুন। ১-১২। মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—কাম-ক্রোধহীন তিলস্নায়ী তিলোদকী দ্বিজ অনশনে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া সদ্গতি লাভ করেন। আর ক্ষত্রিয় যুদ্ধে নিধন প্রাপ্ত হইয়া কিংবা তদভাবে দ্বিজগণের সেবা করিয়া সদ্গতি প্রাপ্ত হন। হে মহাপ্রাজ্ঞ! যাহারা ব্যাধিরূপ গ্রহগ্রস্ত, বৃদ্ধ কিংবা বিকলেন্দ্রিয় তাহারা যথাবিধি হুতাশনে দেহ দগ্ধ করিয়া সদ্গতি লাভ করিবে। হে নৃপ! বৈশ্যেরও শুভগতি লাভের এই একই উপায় জানিবে, অথবা বৈশ্য শুদ্ধভাবে জলে জীবন বিসর্জ্জন করিয়া শিবসদৃশ হইবে। শূদ্রের দ্বিজশুশ্রূষাই পরম গতি। দ্বিজশুশ্রূষু শূদ্র মহেশের সন্তোষসাধন করিয়া পাপবিমুক্ত হইবে, অন্যথা সেই পাপাচারে নরকে পতন নিশ্চিতই জানিবে। শূদ্রের অপর এক উপায় কথিত হইতেছে;—প্রণবে শূদ্রের অধিকার নাই, অতএব শূদ্র শান্তদান্ত জিতক্রোধ শাস্ত্রজ্ঞ বিচক্ষণ ব্রাহ্মণসত্তমগণের নিকট উপদেশ গ্রহণ করিয়া দ্বিজ ও গুরুর সমীপে

বর্ণা যথান্ধেন মূঢ়াহঙ্কারমোহিতাঃ। পতন্তি নরকে ঘোরে যথান্ধো গিরিগহ্বরে ॥ ২০ ॥ যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্তন্তে কামচারতঃ। কৃমিযোনিং প্রপদ্যন্তে তেষাং পিণ্ডো ন চ ক্রিয়া ॥ ২১ ॥ শ্রুতিস্মৃত্যুদিতং ত্যক্ত্বা যথেচ্ছাচারসেবিনঃ। অষ্টাবিংশতিভির্বৈ কোট্যো নরকাণাং যুধিষ্ঠির ॥ ২২ ॥ প্রত্যেকং বা পতন্ত্যেতে মগ্না নরকসাগরে। দুর্লভং মানুষং জন্ম বহুধর্ম্মার্জ্জিতং নৃপ ॥ ২৩ ॥ তল্লব্ধা মদমাৎসর্য্যং যো বৈ ত্যজতি মানবঃ। সন্নিয়ম্য সদাত্মানং জ্ঞানচক্ষুর্নরো হি সঃ ॥ ২৪ ॥ অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া ॥ ২৫ ॥ যস্য নোন্মীলিতং চক্ষুর্জ্ঞেয়ো জাত্যন্ধ এব সঃ। এতত্তে কথিতং সর্ব্বং যৎ পৃষ্টং নৃপসত্তম ॥ ২৬ ॥ তথানিষ্টতরাণাং হি রুদ্রস্য বচনং যথা। নর্ম্মদা সরিতাং শ্রেষ্ঠা রুদ্রদেহাদ্বিনিঃসৃতা ॥ ২৭ ॥ তারয়েৎ সর্ব্বভূতানি স্থাবরাণি চরাণি চ। সর্ব্বদেবাধিদেবেন ঈশ্বরেণ মহাত্মনা ॥ ২৮ ॥ লোকানাঞ্চ হিতার্থায় মহাপুণ্যাবতারিতা। মানসং বাচিকং পাপং স্নানান্নশ্যতি কর্ম্মজম্ ॥ ২৯ ॥ রুদ্রদেহাদ্বিনিষ্ক্রান্তা তেন পুণ্যতমা হি সা। প্রাতরুত্থায় যো নিত্যং ভূমিমাক্রম্য ভক্তিতঃ ॥ ৩০ ॥ এতন্মন্ত্রং জপেত্তাত স্নানস্য লভতে ফলম্। নমঃ পুণ্যজলে দেবি নমঃ সাগরগামিনি ॥ ৩১ ॥ নমোঽস্তু পাপনির্ম্মোচে নমো দেবি বরাননে ॥ ৩২ ॥ নমোঽস্তু তে ঋষিবরসঙ্ঘসেবিতে নমোঽস্তু তে ত্রিনয়নদেহনিঃসৃতে। নমোঽস্তু তে সুকৃতবতাং সদা বরে নমোঽস্তু তে সততপবিত্রপাবনি ॥ ৩৩ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে বিমলেশ্বরতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৩ ॥

চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। তীর্থানাং পরমং তীর্থং তচ্ছৃণুষ নরাধিপ। রেবায়া দক্ষিণে কূলে নির্ম্মিতং

পঞ্চাগ্নিদ্বারা শরীর শোষণ অথবা করীষাগ্নিতে দেহত্যাগ করিবে। হে রাজন্! এই তোমার নিকট বর্ণিগণের যথাযথ মোক্ষোপায় কথিত হইল। অহঙ্কারবিমোহিত মূঢ় মানবেরা ইহার ব্যতিক্রম করিয়া অন্ধের গিরিগহ্বরে পতনের ন্যায় ঘোর নরকে পতিত হইয়া থাকে। যাহারা শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগপূর্ব্বক যথেচ্ছ আচারের বশবর্ত্তী হয়, তাহারা কৃমিযোনি লাভ করে এবং তাহাদের জল-পিণ্ডাদি ক্রিয়া লুপ্ত হইয়া থাকে। হে যুধিষ্ঠির! যাহারা বেদ ও স্মৃতিকথিত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া যথেচ্ছ আচার অবলম্বন করে, অষ্টাবিংশতিকোটি নরকের প্রত্যেক নরকেই তাহাদের নিমজ্জন হয়, কদাচ তাহাদের নরকসাগর হইতে পরিত্রাণ নাই। হে নৃপ! বহুপুণ্যাৰ্জ্জনে দুর্লভ মানুষ জন্ম লাভ হয়। সেই দুর্লভ মানব জন্ম লাভ করিয়া যে মানব মদমাৎসর্য্য বিসর্জ্জন করত সতত আত্মসংযম আয়ত্ত করিয়াছে, তাহাকেই জ্ঞানচক্ষু বলিতে হইবে, সন্দেহ নাই। যে অজ্ঞানতিমিরান্ধ মানবের জ্ঞানরূপ অঞ্জনশলাকায় লোচন উন্মীলিত হয় না, তাহাকে জাত্যন্ধ বলিয়া জানিবে। হে নৃপসত্তম! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তৎসমস্ত কথিত হইল এবং দেবদেব রুদ্র যে সকলকে অনিষ্টতর বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, তাহাও তোমার নিকট বর্ণন করিলাম। রুদ্রদেহোদ্ভবা সরিদ্বরা নর্ম্মদা স্থাবর চর অখিল প্রাণীর উদ্ধার সাধন করেন। সর্ব্বদেবাধিদেব মহাত্মা দিনকর অখিল লোকের হিতকামনায় মহাপুণ্যা নর্ম্মদাকে অবতারিত করিয়াছেন; নর্ম্মদা রুদ্রদেহোদ্ভবা বলিয়া পুণ্যতমা হইয়াছেন। এই নর্ম্মদানীরে স্নান মাত্রেই মানবের মানস, বাচিক ও কর্ম্মজ কলুষ বিনষ্ট হয়। হে তাত! প্রাতরুত্থান করিয়া যে মানব ভূমিভাগ আশ্রয় করত ভক্তিভরে প্রতিদিন এই বক্ষ্যমাণ মন্ত্র পাঠ করে, তাহার নর্ম্মদাস্নান-ফল লাভ হয়। মন্ত্র যথা—“হে দেবি! আপনি সাগরগামিণী, আপনাকে নমস্কার; হে বরাননে! আপনার জল অতি পবিত্র, আপনিই মানবগণের পাপ বিনষ্ট করিয়া থাকেন, আপনাকে নমস্কার; হে সরিদ্বরে! ঋষিসঙ্ঘ আপনার সেবা করেন, আপনি ত্রিলোচনের গাত্র হইতে বহির্গত হইয়াছেন, আপনাকে নমস্কার। হে দেবি! আপনি সুকৃতকারিগণের সতত নমস্যা ও পবিত্র হইতে পবিত্র, আপনাকে নমস্কার।১৩—৩৩।

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৩ ॥

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে নরাধিপ! মানবেন্দ্রগণের মোক্ষার্থ রেবার দক্ষিণকূলে শূলপাণি এক

শূলপাণিনা ॥ ১ ॥ মোক্ষার্থং মানবেন্দ্রাণাং নির্ম্মিতং
নৃপসত্তম । যুধিষ্ঠির উবাচ । শ্রুতা মে বিবিধা
ধর্ম্মাস্তীর্থানি বিবিধানি চ । দানধর্ম্মাঃ সমস্তাশ্চ ত্বৎ-
প্রসাদাদ্দ্বিজোত্তম ॥ ২ ॥ অন্যচ্চ শ্রোতুমিচ্ছামি
সংসারশ্ছিদ্যতে যথা । পুনরাগমনং নাস্তি মোক্ষ-
প্রাপ্তির্ভবেদ্‌যথা ॥ ৩ ॥ এতদাখ্যাহি মে সর্ব্বং
প্রসাদাদ্দ্বিজসত্তম ॥ ৪ ॥ মার্কণ্ডেয় উবাচ । শৃণু-
ষ্বৈকমনা ভূত্বা তীর্থাত্তীর্থান্তরং মহৎ । শ্রুতে যস্য
প্রভাবে তু মুচ্যতে চাব্দিকাদঘাৎ ॥ ৫ ॥ বাচিকৈ-
র্মানসৈর্ব্বাপি শারীরৈশ্চ বিশেষতঃ । কীর্ত্তনাত্তস্য
তীর্থস্য মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ ॥ ৬ ॥ পঞ্চক্রোশ-
প্রমাণং তু তচ্চ তীর্থং মহীপতে । ভুক্তিমুক্তিপ্রদং
দিব্যং প্রাণিনাং পাপকার্ম্মণাম্ ॥ ৭ ॥ রেবায়া
দক্ষিণে কূলে পর্ব্বতো ভৃগুসংজ্ঞিতঃ । তস্য মূর্দ্ধ্নি
চ তত্তীর্থং স্থাপিতং চৈব শম্ভুনা ॥ ৮ ॥ শূল-
ভেদেতি বিখ্যাতং ত্রিষু লোকেষু ভূপতে । তত্র
স্থিতাশ্চ যে বৃক্ষাস্তীর্থাচ্চৈব চতুর্দ্দিশম্ ॥ ৯
পতিতা নিলয়ং যান্তি রুদ্রস্য নাত্র সংশয়ঃ । মৃতা
স্তত্রৈব যে কেচিজ্জন্তবো ভুবি পক্ষিণঃ ॥ ১০ ॥ তে
যান্তি পরমং লোকং তত্র তীর্থে ন সংশয়ঃ । পাতালা-
ন্নিঃসৃতা গঙ্গা ভোগবতীতিসংজ্ঞিতা । নিষ্ক্রান্তা
শূলভেদাচ্চ সর্ব্বপাপক্ষয়ঙ্করী ॥ ১১ ॥ যা সা
গীর্ব্বাণনাম্ন্যন্যা বহেৎ পুণ্যা মহানদী ॥ ১২ ॥
পতিতা কুণ্ডমধ্যে তু যত্র ভিন্নং ত্রিশূলিনা । শম্ভুনা
চ পুরা তাত উৎপাদ্য চ সরস্বতী ॥ ১৩ ॥
সা তত্র পতিতা রাজন্ প্রাচীনাঘবিমোচিনী ।
ভাস্বত্যা ত্রিতয়ং যত্র শিলা গীর্ব্বাণসংজ্ঞিতা ॥ ১৪ ॥
তত্র তীর্থে চ তত্তীর্থং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি ।
কেদারঞ্চ প্রয়াগঞ্চ কুরুক্ষেত্রং গয়া তথা ॥ ১৫ ॥
অন্যানি চ সুতীর্থানি কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্ ।
পঞ্চ স্থানানি তীর্থানি পৃথগ্‌ভূতানি যানি চ ॥ ১৬ ॥
বক্ষ্যামি চ সমাসেন একৈকঞ্চ পৃথক্ পৃথক্ । গয়া
নাভ্যাং যথা পুণ্যা চক্রতীর্থঞ্চ তৎসমম্ ॥ ১৭
ধর্ম্মারণ্যে যথা কূপং শূলভেদঞ্চ তৎসমম্ ।
ব্রহ্মযূপং যথা পুণ্যং দেবনদ্যাস্তথৈব চ ॥ ১৮ ॥
যথা গয়াশিরঃ পুণ্যং সুরাণাঞ্চ যথা শিলা । যথা

অনুত্তম তীর্থ প্রতিষ্ঠা করেন। হে নৃপসত্তম! এই তীর্থ অখিল তীর্থমধ্যে শ্রেষ্ঠ। এক্ষণে এই তীর্থ-কথা শ্রবণ কর। যুধিষ্ঠির কহিলেন,—হে দ্বিজোত্তম! আপনার প্রসাদে বিবিধ ধর্ম্ম অনেক তীর্থ এবং সমস্ত দানধর্ম্ম শ্রবণ করিয়াছি; যাহা শ্রবণে সংসার ছিন্ন হয়, পুনরায় সংসারে আগমন করিতে হয় না, প্রত্যুত মোক্ষলাভ ঘটে, এইরূপ অন্য ধর্ম্ম শ্রবণে অভিলাষ করি। হে দ্বিজসত্তম! আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তৎসমস্ত সম্যক্ বর্ণন করুন। মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে রাজন্! তীর্থনিচয়ের মধ্যে অত্যুত্তম মহাতীর্থের বিষয় বর্ণন করিতেছি, একমনা হইয়া শ্রবণ কর। এই মহাতীর্থের মাহাত্ম্য শ্রবণে শত বৎসরের পাতক বিনষ্ট হয়। অধিক কি বাচিক, মানসিক বিশেষতঃ শারীর অখিল কলুষই এই তীর্থের মাহাত্ম্যকীর্ত্তনে বিনষ্ট হইয়া থাকে। হে মহীপতে! এই মহাতীর্থের প্রমাণ পঞ্চক্রোশ এবং এই তীর্থ পাপকর্ম্মা প্রাণিগণের দিব্য ভুক্তিমুক্তিপ্রদ। হে রাজন্! রেবার দক্ষিণকূলে ভৃগুসংজ্ঞক পর্ব্বত বিদ্যমান। স্বয়ং শম্ভু সেই ভৃগুশৈলের শিরোদেশে এই তীর্থ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। হে ভূপতে! ত্রিলোকবিখ্যাত এইতীর্থের নামশূলভেদ। শূলভেদ তীর্থের চারিদিকে যে তরুরাজি বিরাজমান, তাহারাও কালক্রমে পতিত হইলেও রুদ্রনিলয়ে গমন করে, সংশয় নাই। ভূতলবাসী বিহগগণও শূলভেদতীর্থে দেহত্যাগ করিয়া পরমগতি লাভ করিয়া থাকে, সংশয় নাই। পাতালে যে গঙ্গা প্রবাহিত, তাহার নাম ভোগবতী। সর্ব্বপাপক্ষয়করী এই ভোগবতীও শূলভেদ তীর্থ হইতে নিষ্ক্রান্তা হইয়াছেন। ১—১১। গীর্ব্বাণনাম্নী যে আর এক মহানদী আছে, যে মহানদী শূলপাণি কর্ত্তৃক ভিন্ন হইয়া কুণ্ডমধ্যে পতিত হয়, সেই গীর্ব্বাণনাম্নী মহানদীও শূলভেদে প্রবাহিতা। হে তাত! পুরাকালে শম্ভুর শরীর হইতে সরস্বতী উৎপন্ন হইয়াছিলেন। সেই প্রাচীন সরস্বতীও প্রদীপ্ত ধারাত্রয়ে এই শূলভেদে পতিত হইয়া মানবগণের পাপ বিনাশ করিয়া থাকেন। হে রাজন্! শূলভেদ তীর্থে গীর্ব্বাণনাম্নী শিলা বিদ্যমানা; অতএব শূলভেদ সদৃশ কোন তীর্থ হয়ও নাই, হইবেও না। কেদার, প্রয়াগ, কুরুক্ষেত্র, গয়া এবং অন্যান্য অনুত্তম তীর্থনিচয়ও শূলভেদের ষোড়শাংশের একাংশ-যোগ্য নহে। হে নৃপ! অনন্তর পাঁচটী তীর্থ স্থানের বিষয় সংক্ষেপে এক এক করিয়া পৃথক্ পৃথক্ রূপে বর্ণন করিতেছি;—গয়াসুরের নাভিদেশে গয়া ও চক্রতীর্থ; ধর্ম্মারণ্যে কূপ, গঙ্গতীরস্থ ব্রহ্মযূপ, এবং গয়াশীর্ষ, পবিত্র দেবশিলা,

চ পুষ্করং স্থানং মার্কণ্ডহ্রদ এব চ॥ ১৯ ॥ দত্ত্বা পিণ্ডোদকং তত্র পিতৃণাঞ্চ তথাক্ষয়ম্। যস্তত্র কুরুতে শ্রাদ্ধং তোয়ং পিবতি নিত্যশঃ। মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্য উরগঃ কঞ্চুকৈরিব। অনিন্দ্যান্ পূজয়েদ্বিপ্রান্ দম্ভক্রোধবিবর্জ্জিতান্॥ ২০॥ ত্রয়োদশদিনং দানং ত্রয়োদশগুণং ভবেৎ। অভ্যর্চ্চিতং স্মুরং দৃষ্ট্বা গণনাথং গজাননম্॥ ২১॥ সর্ব্বে বিঘ্না বিনশ্যন্তি দৃষ্ট্বা কম্বলকেত্রপম্॥ ২২॥ পূজয়েৎ পরয়া ভক্ত্যা শূলপাণিং মহেশ্বরম্॥ ২৩॥ দেবস্য পূর্ব্বভাগে তু উমা পূজ্যা প্রযত্নতঃ। মার্কণ্ডেশং ততো ভক্ত্যা পূজয়েদ্‌গুহবাসিনম্॥ ২৪॥ মুচ্যন্তে পাতকৈঃ সর্ব্বৈর্জ্ঞানাজ্ঞানসঞ্চিতৈঃ। গুহামধ্যে প্রবিষ্টস্তু জপেৎ সূক্তং তু ত্র্যক্ষরম্॥ ২৫॥ নীলপর্ব্বতজং পুণ্যং ষষ্ঠাংশেন লভেত সঃ। ত্রিনরাস্তত্র তিষ্ঠন্তি সাদিত্যমরুতৈঃ সহ॥ ২৬॥ সর্ব্বদেবময়ং স্থানং কোটিলিঙ্গমনুত্তমম্। যথা নদীনদ্যাঃ সর্ব্বে সাগরে যান্তি সংক্ষয়ম্॥ ২৭॥ তথা পাপানি নশ্যন্তি শূলভেদস্য দর্শনাৎ। প্রত্যক্ষো দৃশ্যতেহদ্যাপি প্রত্যয়ো হ্যবনীপতে॥ ২৮॥ বিস্ফুলিঙ্গা লিঙ্গমধ্যে স্পন্দন্তে স্নানযোগতঃ। দ্বিতীয়ঃ প্রত্যয়স্তত্র তৈলবিন্দুর্ন সর্পতি॥ ২৯॥ এবং হি প্রত্যয়স্তত্র শূলভেদপ্রভাবজঃ। যঃ স্মরেচ্ছূলভেদং তু ত্রিকালং নিত্যমেব চ॥ ৩০॥ স পূতশ্চ ভবেৎ সাক্ষাৎ সবাহ্যাভ্যন্তরে নৃপ। ন কস্যচিন্ময়াখ্যাতং পৃষ্টোহহং ত্রিদশৈরপি॥ ৩১॥ গুহ্যাদ্‌গুহ্যতরং তীর্থং সদা গোপ্যং কৃতং ময়া। সর্ব্বপাপহরং পুণ্যং সর্ব্বদোষঘ্নমুত্তমম্॥ ৩২॥ সর্ব্বতীর্থময়ং তীর্থং শূলভেদং জনেশ্বর। শ্রুতে যস্য প্রভাবে তু মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ॥ ৩৩॥ শূলভেদং ময়া তাত সংক্ষেপাৎ কথিতং তব। যঃ শৃণোতি নরো ভক্ত্যা মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ॥ ৩৪॥

ইতি শ্রীস্কান্দে শূলভেদপ্রশংসাবর্ণনং নাম চতুশ্চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ॥ ৪৪॥

পুষ্করক্ষেত্র ও মার্কণ্ডেয় হ্রদ যেরূপ পূত, এই শূলভেদ তীর্থ তদ্রূপ পবিত্র জানিবে। এই শূলভেদতীর্থে পিণ্ডোদক দান করিলে পিতৃগণের অক্ষয় তৃপ্তি হয়। যে মানব এই তীর্থে শ্রাদ্ধ ও নিত্য তীর্থতোয় পান করে, সর্পের কঞ্চুকমুক্তির ন্যায় তাহার সর্ব্ববিধ পাতক বিমুক্ত হয়। এস্থানে অনিন্দ্য দম্ভক্রোধহীন দ্বিজগণকে ভোজন করাইতে হয়। ক্রমাদিক্রমে ত্রয়োদশ দিবস যাবৎ প্রতিদিন দান করিলে সেই দানে ত্রয়োদশগুণ ফল লাভ হয়। এই তীর্থে কম্বল নামক গজানন গণপতি বিদ্যমান, তাঁহাকে দর্শন ও অর্চ্চন করিলে বিঘ্নরাশি বিনষ্ট হয়। পরম ভক্তিসহকারে শূলভেদে শূলপাণি মহেশের পূজা করিবে, মহেশের পূর্ব্বপার্শ্বে উমাদেবী বিদ্যমান। ইনিও সযত্নে পূজ্যা হন। অনন্তর ভক্তিভরে গুহাবাসী মার্কণ্ডেশের পূজা কর্ত্তব্য। মার্কণ্ডেশ পূজিত হইলে মানবের জ্ঞানাজ্ঞানকৃত সর্ব্ববিধ পাতকই বিনষ্ট হইয়া থাকে। যে নর গুহামধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ত্র্যক্ষর সূক্ত জপ করে, তাহার নীলগিরি দর্শনের ষষ্ঠাংশ পুণ্য লাভ হয়। শূলভেদ তীর্থ সর্ব্বদেবময়। আদিত্য ও মরুদ্গণ সহ ত্রিনর ও কোটি কোটি অনুত্তম লিঙ্গ এই তীর্থে বর্ত্তমান। নদনদীগণ যেমন জলধিজলে বিলীন হয়, তদ্রূপ একমাত্র শূলভেদ দর্শনে অখিল কলুষ বিনষ্ট হইয়া থাকে। হে অবনীপতে! অদ্যাপি শূলভেদের প্রভাব সম্বন্ধে কয়েকটী প্রত্যক্ষ প্রত্যয়-কারণ দৃষ্ট হয়,—স্নানার্থ লিঙ্গমস্তকে জল প্রদান করিলেই লিঙ্গমধ্যে বিস্ফুলিঙ্গ স্পন্দিত হইতে দেখা যায়। দ্বিতীয় প্রত্যয়—লিঙ্গের অঙ্গে তৈলবিন্দু নিক্ষেপ করিলে, তাহা স্থির থাকে, কদাচ প্রসর্পিত হয় না। হে রাজন! এই তোমার নিকট শূলভেদের প্রত্যক্ষ প্রভাব বর্ণিত হইল। হে নৃপ! যে লোক ত্রিকালে শূলভেদের সতত স্মরণ করে, সে সাক্ষাৎ বাহ্য এবং আভ্যন্তর পবিত্রতা প্রাপ্ত হয়। কদাচ ত্রিদশগণও আমার নিকট শূলভেদপ্রভাব জিজ্ঞাসা করিলে গুহ্য হইতেও গুহ্যতর এই বিবরণ তাঁহাদের নিকট বর্ণন করি নাই, পরন্তু সতত গোপনই রাখিয়াছি। হে জনেশ্বর! সর্ব্বপাপহর উত্তম তীর্থ শূলভেদ বিঘ্নরাশি বিনষ্ট করে এবং এই তীর্থ সর্ব্বদেবময়। হে তাত। যাহার প্রভাব শ্রবণে মানব সর্ব্ববিধ পাতকমুক্ত হয়, সংক্ষেপে সেই শূলভেদ-মাহাত্ম্য তোমার নিকট বর্ণিত হইল; যে নর ভক্তিভরে শূলভেদপ্রভাব শ্রবণ করে, তাহার অখিল কলুষ বিনষ্ট হইয়া থাকে। ১৯—৩৪।

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৪৪

পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। এবং এব পুরা প্রশ্নঃ পারপৃষ্টো মহেশ্বরম্। রাজ্ঞা চোত্তানপাদেন ঋষিদেবসমাগমে ॥ ১ ॥ উত্তানপাদ উবাচ। ইদং তীর্থং মহাপুণ্যং সর্ব্বদেবময়ং পরম্। অস্মাদ্গুহ্যতরং স্থানং ন দৃষ্টং ন শ্রুতং হর ॥ ২ ॥ শূলভেদং কথং জাতং কেনৈবোৎপাদিতং পুরা। মাহাত্ম্যং তস্য তীর্থস্য বিস্তরাচ্ছংস মে প্রভো ॥ ৩ ॥ ঈশ্বর উবাচ। আসীৎ পুরা মহাবীর্য্যো দানবো বলদর্পিতঃ। মর্ত্ত্যেন তাদৃশঃ কশ্চিদ্বিক্রমেণ বলেন বা ॥ ৪ ॥ স্নুর্ব্রহ্মসুতস্যায়মন্ধকো নাম দুর্ম্মদঃ। নিজস্থানে বসন্ পাপঃ কুর্ব্বন্ রাজ্যমকণ্টকম্ ॥ ৫ ॥ হৃষ্টপুষ্টো বসন্ মর্ত্ত্যে স সুরৈর্নাভিভূয়তে। ভবনং তস্য পাপস্য বহ্নেরুপবনং যথা ॥ ৬ ॥ এতস্মিন্নন্ধকঃ কালে চিন্তয়ামাস ভারত। তোষয়ামি মহাদেবং যেন সানুগ্রহো ভবেৎ ॥ ৭ ॥ প্রার্থয়ামি বরং দিব্যং যো মে মনসি বর্ত্ততে। পরং স নিশ্চয়ং কৃত্বা সোঽন্ধকো নির্গতো গৃহাৎ ॥৮॥ রেবাতটং সমাসাদ্য দানবস্তপসি স্থিতঃ। উগ্রং তপশ্চচারাসৌ দারুণং লোমহর্ষণম্ ॥ ৯ ॥ দিব্যং বর্ষসহস্রং স নিরাহারোঽভবত্ততঃ। দ্বিতীয়ং তু সহস্রং স ত্বম্বুসম্ভারিভোজনঃ ॥ ১০ ॥ তৃতীয়ং তু সহস্রং স ধূমপানরতোঽভবৎ। চতুর্থং বর্ষসাহস্রং যোগাভ্যাসেন সংস্থিতঃ ॥ ১১ ॥ কোঽপীহ নেদৃশং চক্রে তপঃ পরমদারুণম্। অস্থিচর্ম্মাবশেষোঽসৌ যাবত্তিষ্ঠতি ভারত ॥ ১২ ॥ তস্য মূর্দ্ধ্নি ততো রাজন ধূমবর্ত্তির্বিনিঃসৃতা। দেবলোকমতীত্যাসৌ কৈলাসং ব্যাপ্য সংস্থিতা ॥ ১৩ ॥ তাবদ্দেবসমীপস্থা উমা বচনমব্রবীৎ। কোঽস্ত্যয়ং মানুষে লোকে তপসোগ্রেণ সংস্থিতঃ ॥ ১৪ ॥ চতুর্ব্বর্ষসহস্রাণি ব্যতীয়ুঃ পরমেশ্বর। ন কেনাপীদৃশং তপ্তং তপো দৃষ্টং শ্রুতং তথা ॥১৫॥ অবজ্ঞাং কুরুষে দেব কিমত্র নিয়মান্বিতে। সর্ব্বস্য দৎসে শীঘ্রং ত্বমল্পেন তপসা বিভো ॥ ১৬ ॥ নাক্ষক্রীড়াং করিষ্যেঽহমা ত্বয়া সহ মহেশ্বর। যাবন্নোত্থাপ্যতে হ্যেষ দানবো

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—পূর্ব্বকালে একদা রাজা উত্তানপাদের সভায় সুরঋষিগণের সমাগম হইয়াছিল। তখন নৃপ উত্তানপাদ মহেশের নিকট এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। উত্তানপাদ বলিলেন,—মহাপুণ্য সর্ব্বদেবময় এই উত্তম শূলভেদ সদৃশ অন্য কোন তীর্থ দৃষ্ট বা শ্রুত হয় না; হে প্রভো! পূর্ব্বকালে কিরূপে শূলভেদের উৎপত্তি হইল? আর কোন মহাত্মাই বা এই মহাতীর্থের আবিষ্কার করিলেন? আমার নিকট শূলভেদ-তীর্থের প্রভাব বিস্তাররূপে বর্ণন করুন। ঈশ্বর উত্তর করিলেন,—পূর্ব্বকালে অন্ধক নামক জনৈক বলদর্পিত মহাবল দানব মর্ত্ত্যভূমে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। দুর্ম্মদ অন্ধক ব্রহ্মার পৌত্র কশ্যপের তনয়। তৎকালে বলবিক্রমে মর্ত্ত্যলোকে অন্ধকের ন্যায় অন্য কেহই ছিল না। পাপমতি হৃষ্ট-পুষ্ট অন্ধক নিজস্থানে অবস্থিত থাকিয়া নিষ্কণ্টকে রাজ্য ভোগ করিত। পাপ অন্ধকের ভবন যেন বহ্নির উপবনের ন্যায় ছিল, সুরগণ কদাচ তাহাকে অভিভূত করিতে সমর্থ হইতেন না। হে ভারত! দানব অন্ধক একদা চিন্তা করিল, "আমি মহাদেবকে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার অনুগ্রহভাজন হইব, দেবদেব প্রীত হইলে আমি তাঁহার নিকট হইতে দিব্য অভীষ্ট-বর প্রার্থনা করিয়া লইব।" অনন্তর অন্ধক এইরূপ নিশ্চয় করিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইল এবং রেবাতীরে উপনীত হইয়া লোমহর্ষণ দারুণ তীব্র তপস্যা করিতে লাগিল। অনন্তর অন্ধক দিব্য সহস্র বৎসর নিরাহার হইয়া, দ্বিতীয় সহস্র বর্ষ কেবল জলপান করিয়া, তৃতীয় সহস্র বৎসর ধূমপানে নিরত হইয়া চতুর্থ সহস্র বৎসর যোগাভ্যাসে অবস্থিত হইয়া তীব্র তপস্যা করিল। হে ভারত! ইতিপূর্ব্বে এরূপ পরম দারুণ তপস্যা কেহ কখনও করে নাই। হে রাজন্! অনন্তর অন্ধক তপঃক্লেশে অস্থি-চর্ম্মাবশিষ্ট হইলে, তাহার মস্তক হইতে ধূমবর্ত্তি নির্গত হইতে লাগিল; এবং এই ধূমবর্ত্তি দেবলোক অতিক্রম করিয়া কৈলাসশৈলপর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইল। ১—১৩। উমা তখন মহেশ-সমীপে উপবিষ্টা ছিলেন, তিনি জিজ্ঞাসিলেন,—হে মহেশ্বর! চতুঃসহস্র বর্ষ এই অন্ধক তীব্রতপস্যায় অতিবাহিত করিয়াছে। মর্ত্ত্যধামে ইহার সদৃশ উগ্রতপস্বী কে আছে? ইহার ন্যায় অন্য কেহ তপশ্চরণ করিয়াছে, কৈ আমি ত, এরূপ শ্রবণ বা দর্শন করি নাই; হে দেব! কি নিমিত্ত এই নিয়মান্বিত ভক্তের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতেছেন? হে বিভো! আপনিত, অল্প তপস্যায়ই সত্বর অভীষ্ট প্রদান করিয়া থাকেন। হে ভক্তবৎসল! যতক্ষণ আপনি

ভক্তবৎসল ॥ ১৭ ॥ ঈশ্বর উবাচ। সাধুসাধু মহাদেবি সর্বলক্ষণলক্ষিতে। অহং ত্বং ন বিজানামি ক্লিশ্যন্তং দানবেশ্বরম্ ॥ ১৮ ॥ যোগাভ্যাসে স্থিতো ভদ্রে ধ্যায়ংস্তৎপরমং পদম্। তত্রাগচ্ছ ময়া সার্দ্ধং যত্র তপ্যত্যসৌ তপঃ ॥ ১৯ ॥ উময়া সহিতো দেবো গতস্তত্র মহেশ্বরঃ। অস্থিচর্ম্মাবশেষস্তু দৃষ্টো দেবেন শম্ভুনা ॥ ২০ ॥ প্রত্যুবাচ প্রসন্নোঽসৌ দেবদেবো মহেশ্বরঃ। ভোভোঃ কষ্টং কৃতং ভীমং দারুণং লোমহর্ষণম্ ॥ ২১ ॥ ঈদৃশং চ তপো ঘোরং কস্মাদ্বৎস ত্বয়া কৃতম্। বরং দাস্যামাহং বৎস যস্তে মনসি বর্ত্ততে ॥ ২২ ॥ অন্ধক উবাচ। যদি তুষ্টোঽসি মে দেব বরদো যদি শঙ্কর। সুরান্ সর্ব্বান্ বিজেষ্যামি ত্বৎপ্রসাদান্মহেশ্বর ॥ ২৩ ॥ ঈশ্বর উবাচ। সুপ্তেঽপি ত্রিদশাঃ সর্ব্বে ন যোদ্ধব্যাঃ কদাচন। অসম্ভাব্যং ন বক্তব্যং মনসো যন্ন রোচতে ॥ ২৪ ॥ অন্যং কিমপি যাচস্ব যস্তে মনসি বর্ত্ততে। স্বর্গে বা যদি বা মর্ত্ত্যে পাতালেষু চ সংস্থিতান্ ॥ ২৫ ॥ মর্ত্ত্যেষু বিবিধান্ ভোগান্ ভোক্ষ্যসি ত্বং যথেপ্সিতান্। কুরু নিষ্কণ্টকং রাজ্যং স্বর্গে দেবপতির্যথা। তেন দেবস্য বচনং শ্রুত্বা সোঽন্ধকো বিমনাঃ স্থিতঃ। বৃথা ক্লেশশ্চ মে জাতো ন কিঞ্চিৎ সাধিতং ময়া ॥ ২৭ ॥ নিশ্বাস্য পরমং মুক্ত্বা নিপপাত ধরাতলে। মূর্চ্ছিতো যথা বৃক্ষো নিরুচ্ছ্বাসস্তদাভবৎ ॥ ২৮ ॥ মূর্চ্ছাপন্নং স্থিতং দৃষ্ট্বা দেবী বচনমব্রবীৎ। দেহ কামং যমিচ্ছতে অস্মৈ দেহি শঙ্কর ॥ ২৯ ॥ তবোপেক্ষমাণস্য তবাকীর্ত্তির্ভবিষ্যতি ॥ ৩০ ॥ ঈশ্বর উবাচ। যদি দাস্যে বরং দেবি ইচ্ছাভূতং কদাচন। ততো ন মংস্যতে বিষ্ণুং ন ব্রহ্মাণং ন মামপি ॥ ৩১ ॥ উচ্চত্বমাপ্তো দেবেশি অন্যানপি সুরাসুরান্ ॥ ৩২ ॥ দেব্যুবাচ। কমপ্যুপায়মাশ্রিত্য উত্থাপয় মহেশ্বর। বিষ্ণুবর্জ্জং সুরান্ সর্ব্বান্ জয়স্বেতি বরং বদ ॥ ৩৩ ॥ ঈশ্বর উবাচ। উপায়ঃ শোভনো দেবি যো মে মনসি বর্ত্ততে।

দানবের উদ্ধারসাধন না করেন আজ আর ততক্ষণ আমি আপনার সহিত অক্ষক্রীড়া করিব না। ঈশ্বর উত্তর করিলেন,—সাধু, সাধু, হে মহাদেবি! হে সর্ব্বলক্ষণলক্ষিতে! আমি যোগযুক্ত হইয়া পরম পদ চিন্তা করিতেছিলাম, দানবেশ্বর যে এইরূপ ক্লেশকর তপস্যা করিতেছে, আমি তাহা জানিতে পারি নাই। হে ভদ্রে! তপস্বী অন্ধক যেস্থানে তপস্যা করিতেছে, আমার সহিত তথায় আগমন কর। অনন্তর মহেশ্বর উমার সহিত অন্ধকসমীপে গমন করিলেন। শঙ্করকে দেখিয়া অস্থিচর্ম্মাবশিষ্ট অন্ধক হৃষ্ট হইলে, দেবদেবও দানবের প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাহাকে বলিতে লাগিলেন,—হে বৎস! তুমি ভীষণ লোমহর্ষণ তপঃক্লেশ করিয়াছ; এক্ষণে বল,—তোমার ঈদৃশ তীব্র তপস্যার উদ্দেশ্য কি? আমি তোমায় অভীষ্টবর প্রদান করিব। অন্ধক উত্তর করিল,—হে দেব! যদি আমার প্রতি প্রীত হইয়া থাকেন, আর যদি আমাকে বরদানের যোগ্য বলিয়া আপনার মনে হইয়া থাকে, হে শঙ্কর! তবে আমাকে এইরূপ বরদান করুন, যেন আপনার প্রসাদে আমি সুরগণকে পরাজিত করিতে সমর্থ হই। ঈশ্বর উত্তর করিলেন,—দেখ, যাহা অসম্ভব এবং যাহা মনের রুচিকর নহে, তাহা কদাচ বক্তব্য নয়, সুরগণের সহিত স্বপ্নযোগেও তোমার যুদ্ধ করা অযোগ্য। স্বর্গেই হউক, কিংবা মর্ত্ত্যে বা পাতালেই হউক, তুমি অন্য যে কোন অভীষ্ট ভোগ্যবস্তু প্রার্থনা কর। তুমি মর্ত্ত্যভূমে বিবিধ অভীষ্ট উপভোগ কিংবা স্বর্গে সুরপতির ন্যায় নিহতকণ্টক রাজ্যভোগ কর। দেবদেবের বাক্য শুনিয়া অন্ধক বিমনা হইল এবং মনে মনে ভাবিল,—আমার তপঃক্লেশ ব্যর্থ হইয়াছে, আমার কোন উদ্দেশ্যই সাধিত হইল না। অন্ধক এইরূপ চিন্তা করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক ছিন্নমূল তরুর ন্যায় ভূতলে পতিত হইল, আর তাহার শ্বাসপ্রশ্বাস বহিল না। ১৪—২৮। অন্ধক মূর্চ্ছাপন্ন হইল। দেবী অন্ধকের ঈদৃশদশা দর্শনে শঙ্করকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—হে শঙ্কর! অন্ধক যে কামনা করে, আপনি ইহাকে তাহা প্রদান করুন। আপনি যদি ভক্তকে উপেক্ষা করেন, তবে আপনার অকীর্ত্তি হইবে। ঈশ্বর উত্তর করিলেন,—হে দেবি! যদি আমি ইহাকে ইহার অভীষ্টবর প্রদান করি, তবে অন্ধক বিষ্ণু, ব্রহ্মা, এমন কি আমাকেও মানিবে না; হে দেবেশি! অন্ধক সহসা উচ্চতা লাভ করিয়া অন্যান্য সুরগণকেও অবজ্ঞা করিবে। দেবী বলিলেন,—হে মহেশ্বর! কোন উপায় অবলম্বন করিয়া অন্ধককে উত্থাপিত করুন, অন্ধক বিষ্ণু ব্যতীত অন্যান্য সুরগণকে পরাভূত করিবে, ইহাকে এইরূপ বর প্রদান করুন। ঈশ্বর উত্তর করিলেন,—হে দেবি! উত্তম উপায়ই বলিয়াছ,

ত্বমেবাস্মৈ প্রদাস্যামি যস্ত্বয়া কথিতো বরঃ ॥ ৩৪ ॥
ততোঽমৃতেন সংসিক্তঃ স্বস্থোঽভূত্তৎক্ষণাদয়ম্।
তথা পুনর্নবো জাতঃ সর্ব্বাবয়বশোভিতঃ ॥ ৩৫ ॥
শৃণুষ্বৈকমনা ভূত্বা গৃহাণ বরমুত্তমম্। বিষ্ণুবর্জ্জং প্রদাস্যামি যত্তবাভিমতং প্রিয়ম্ ॥ ৩৬ ॥ সর্ব্বঞ্চ সকলং তুভ্যং মা ধর্ম্মস্তেঽন্যথা ভবেৎ। দদামীতি বরং তুভ্যং মঙ্গলং যদি চাসুর ॥ ৩৭ ॥ বিষ্ণুবর্জ্জং সুরান্ সর্ব্বান্ জেষ্যসি ত্বং চ মাং বিনা ॥ ৩৮ ॥
অন্ধক উবাচ। ভবত্বেবমিতি প্রাহ বলমাস্থায় কেবলম্। বিষ্ণুবর্জ্জং বিজেষ্যেঽহং স্ববলেন মহেশ্বর ॥ ৩৯ ॥ কৃতার্থোঽহং হি সঞ্জাত ইত্যুক্ত্বা প্রণতিং গতঃ। গচ্ছ দেবোময়া সার্দ্ধং কৈলাসশিখরং বরম্ ॥ ৪০ ॥ বৃষপুঙ্গবমারুহ্য দেবোঽসাবুময়া সহ। বরং দত্ত্বা স তস্যৈবং তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ৪১ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দেঽন্ধকবরপ্রদানবর্ণনং নাম পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৫ ॥

আমিও এইরূপ চিন্তা করিতেছিলাম; তুমি যেরূপ কহিলে, অন্ধককে আমি এইরূপ বরই প্রদান করিব। অনন্তর অন্ধককে অমৃতবারি দ্বারা অভিষিক্ত করিলে সে তৎক্ষণাৎ সুস্থ হইল এবং পুনরায় নূতন দেহ প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বাবয়বশোভিত হইয়া উঠিল। তখন শঙ্কর কহিলেন,—হে দানব! একমনা হইয়া শ্রবণ কর; তোমার প্রিয় অভীষ্টবর প্রদান করিতেছি, তুমি একমাত্র বিষ্ণু ব্যতীত অন্যান্য সুরগণের অজেয় হইবে। ইহাতে তোমার সকলই সফল হইবে, তোমার তপস্যাও বিহত হইবে না। হে অসুর! ইহা যদি তোমার অভিমত হয়, তবে তোমাকে আমি এইরূপ বর প্রদান করিলাম,—তুমি আমাকে এবং বিষ্ণুকে ভিন্ন অন্যান্য সুরগণকে জয় করিবে। অন্ধক উত্তর করিল,—হে মহেশ্বর! তাহাই হউক, আমি বিপুলবল লাভ করিয়া স্বীয় বল দ্বারা কেবল বিষ্ণু ভিন্ন অন্যান্য সুরগণকে পরাজিত করিব। আমি কৃতার্থ হইলাম। অন্ধক এইরূপ কহিয়া প্রণত হইল, এবং বলিল,—আপনি উমার সহিত কৈলাসশিখরে গমন করুন। এদিকে দেবদেব মহেশও অন্ধক বিষ্ণু ভিন্ন অন্যান্য সুরগণের অজেয় হইবে এরূপ বর দিয়া দেবীর সহিত বৃষারোহণে সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। ২৯—৪১।

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৫ ॥

ষট্‌চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। স দানবো বরং জগাম স্বপুরং প্রতি। দদর্শ স্বপুরং রাজন্ শোভিতং চিত্রচত্বরৈঃ ॥ ১ ॥ উদ্যানৈশ্চৈব বিবিধৈঃ কদলীখণ্ডমণ্ডিতৈঃ। পনসৈর্বকুলৈশ্চৈবাম্রাতৈরাম্রৈশ্চ চম্পকৈঃ ॥ ২ ॥ অশোকৈর্নারিকেলৈশ্চ মাতুলিঙ্গৈঃ সদাড়িমৈঃ। নানাবৃক্ষৈশ্চ শোভাঢ্যং তড়াগৈরুপশোভিতম্ ॥ ৩ ॥ দেবতায়তনৈর্দিব্যৈর্ধ্বজমালাসুশোভিতৈঃ। বেদাধ্যয়ননির্ঘোষৈর্মঙ্গলাদ্যৈর্বিনাদিতম্ ॥৪॥ প্রাবিশত্তবনে দিব্যে কাঞ্চনে রুক্মমালিনি। অপশ্যৎ স সুতান্ ভার্য্যামমাত্যান্ দাসভৃত্যকান্ ॥৫॥ ততো জয়প্রদান্ সর্ব্বান্মিতশ্চেতশ্চ ধাবতঃ। হৃচ্ছোভাং চ প্রকুর্ব্বাণান্ বৈজয়ন্তীভিরুচ্চকৈঃ ॥ ৬ ॥ কেচিত্তোরণমাবধ্য কেচিৎ পুষ্পাণ্যবাকিরন্। মাতুলিঙ্গকরাশ্চান্যে ধাবন্তি হ্যন্ধকং প্রতি ॥ ৭ ॥ পুরে জনাশ্চ দৃশ্যন্তে ভাজনৈরন্নপূরিতৈঃ। পূর্ণহস্তাঃ প্রদৃশ্যন্তে তত্রৈব বহবো জনাঃ ॥ ৮ ॥ সাক্ষতৈ-

ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে রাজন্! অনন্তর লব্ধবর দানব স্বগৃহে গমন করিল এবং দেখিল,—তাহার পুর বিচিত্র চত্বর ও বিবিধ উদ্যানে শোভিত হইয়াছে। উদ্যানমধ্যে কদলী, পনস, বকুল, আম্রাতক, আম্র, চম্পক, অশোক, নারিকেল, মাতুলিঙ্গ ও দাড়িম প্রভৃতি তরুরাজি বিরাজিত থাকিয়া পুরের শোভাসমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিতেছে। পুরমধ্যে কোথাও তড়াগ এবং কোথাও ধ্বজমালা শোভিত দিব্য দেবায়তন বিদ্যমান রহিয়াছে এবং সেই সকল দেবায়তন বেদাধ্যয়ননিস্বন ও বিবিধ মঙ্গলধ্বনি দ্বারা নিনাদিত হইতেছে। অনন্তর অন্ধক সেই স্বর্ণমালাকুল সুবর্ণময় দিব্য পুরে প্রবেশপূর্ব্বক সুত, পত্নী, অমাত্য, দাস ও ভৃত্যগণকে সন্দর্শন করিল। তাহারা সকলেই জয় শব্দ উচ্চারণ করিয়া তাহার হৃদয়ে আনন্দ বর্দ্ধিত করত এদিক্ ওদিক্ ছুটাছুটি করিতে লাগিল। কেহ কেহ কুসুমবর্ষণ করিয়া এবং অপর কেহ কেহ করে মাতুলিঙ্গ লইয়া অন্ধকের অভিমুখে গমন করিল। ১-৭। পৌর জনগণ অন্নপূর্ণ ভাজন করে গ্রহণপূর্ব্বক তাহার সমীপে আগমন করিল। সমাগত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে কাহাকেও রিক্তহস্ত দৃষ্ট হইল না; সকলের করই কোন না-কোন দ্রব্যে পূর্ণ ছিল।

র্ভাজনৈস্তত্র শতসাহস্রযোষিতঃ। মন্ত্রান্ পঠন্তি বিপ্রাশ্চ মঙ্গলান্যপি যোষিতঃ॥ ৯॥ অমাত্যাশ্চৈব ভৃত্যাশ্চ গজাংশ্চাঢৌকয়ন্তি চ। বর্দ্ধাপয়ন্তি তে সর্ব্বে যে কেচিৎ পুরবাসিনঃ॥ ১০॥ হৃষ্টস্তুষ্টোঽবসত্তত্র সচিবৈঃ সহ সোঽন্ধকঃ। দদর্শ স জগৎ সর্ব্বং তুরঙ্গাংশ্চ পদাতিকান্॥ ১১॥ তথৈব বিবিধান্ কোষাংস্তত্র কাঞ্চনপূরিতান্। মহিষীর্গা বৃষাংশ্চৈবাপশ্যচ্ছত্রাণ্যনেকধা॥ ১২॥ স এবমন্ধকস্তত্র কিয়ন্তং কালমাবসৎ। হৃষ্টস্তুষ্টো বসন্মর্ত্ত্যে স সুরৈর্নাভ্যভূয়ত॥ ১৩॥ বরং লব্ধন্তু তং জ্ঞাত্বা শঙ্কিতাঃ স্বর্গবাসিনঃ। একীভূতাশ্চ তে সর্ব্বে বাসবং শরণং গতাঃ॥ ১৪॥ শক্র উবাচ। কথমাগমনং বোঽত্র সর্ব্বেষামপি নাকিনাম্। কস্মাদ্বো ভয়মুৎপন্নমাগতাঃ শরণং কথম্॥ ১৫॥ ততস্তে হ্যমরাঃ সর্ব্বে শক্রমেতদ্বচোঽব্রুবন্॥ ১৬॥ দেবা উচুঃ। সুরনাথান্ধকো নাম দৈত্যঃ শম্ভুবরোর্জ্জিতঃ। অজেয়ঃ সর্ব্বদেবানাং কিং নু কার্য্যমতঃ পরম্॥ ১৭॥ তত্ত্বং চিন্তয় দেবেশ ক উপায়ো বিধীয়তাম্। ইত্থং বদন্তি তে দেবাঃ শক্রাগ্রে মন্ত্রণোদ্যতাঃ॥ ১৮॥ মন্ত্রয়ন্তি চ যাবত্তে তাবচ্চারমুখেরিতম্। জ্ঞাত্বা তত্র স দেবৌঘং দানবো নির্গতো গৃহাৎ॥ ১৯॥ একাকী স্যন্দনারূঢ় আয়ুধৈর্বহুভির্বৃতঃ। দুর্গমং মেরুপৃষ্ঠং স লীলয়ৈব গতো নৃপ॥ ২০॥ স্বর্ণপ্রাকারসংযুক্তং শোভিতং বিবিধাশ্রমৈঃ। দুর্গমং শক্রবর্গস্য তদা পার্থিবসত্তম॥ ২১॥ প্রবিবেশাসুরস্তত্র লীলয়া স্বগৃহে যথা। বৃত্রহা ভয়মাপন্নঃ স্বকীয়ং চাসনং দদৌ॥ ২২॥ উপবিষ্টোঽন্ধকস্তত্র শক্রস্যৈবাসনে শুভে। আস্থানং কলয়ামাস সর্ব্বতস্ত্রিদশাবৃতম্॥ ২৩॥ শক্র উবাচ। কিং তবাগমনং চাত্র কিং কার্য্যং কথয়স্ব মে। যদস্মদীয়ং বিত্তং হি তত্তে দাস্যামি দানব॥ ২৪॥ অন্ধক উবাচ। নাহং বৈ কাময়ে কোষং ন গজাংশ্চ সুরেশ্বর। স্বকীয়ং দর্শয়স্বাদ্য স্বর্গং শৃঙ্গারভূষিতম্॥ ২৫॥ ঐরাবতং

শত সহস্র রমণী পাণিতলে মঙ্গলাবহ তণ্ডুলভাজন লইয়া দানবরাজসমীপে আগমন করিল। দ্বিজগণ মঙ্গলময় মন্ত্রনিচয় উচ্চারণ করিলেন। অন্যান্য নারীরাও মঙ্গলজনক স্তুতি-গীতিকা কীর্ত্তন করিল এবং অমাত্য ও ভৃত্যাদি পুরবাসিগণ কেহ কেহ গজ ও কেহ কেহ অশ্ব উপঢৌকন প্রদান করত অন্ধককে মহাসমৃদ্ধ করিয়া তুলিল। অনন্তর অন্ধক হৃষ্ট-তুষ্ট হইয়া সচিবগণের সহিত বাস করিতে লাগিল এবং স্বীয়রাজ্যের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া দেখিল,—বিবিধ অশ্ব, পদাতি, কাঞ্চনপূরিত কোষাগার, মহিষী, গো, বৃষ ও ছত্রনিচয়ে তাহার ভূরাজ্য অতি সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। হে রাজন্! এইরূপে স্বচ্ছন্দে অন্ধকের কিয়দ্দিন অতিবাহিত হইল। অন্ধক শঙ্করের নিকট লব্ধবর বলিয়া দেবগণও তাহাকে পরাভূত করিতে পারিলেন না। অন্ধক হরের নিকট বরলাভ করিয়াছে, ত্রিদিববাসী সুরগণ এই ব্যাপার জানিতে পারিয়া শঙ্কিত হইলেন এবং সকলেই একত্র মিলিত হইয়া বাসবসমীপে গমনপূর্ব্বক তাঁহার শরণ লইলেন। শক্র কহিলেন,—হে স্বর্গবাসিগণ! কিজন্য আপনারা আগমন করিয়াছেন? আপনারা কাহার নিকট ভয় প্রাপ্ত হইয়া আমার শরণাপন্ন হইয়াছেন? অনন্তর সুরগণ শক্রকে কহিতে লাগিলেন। দেবগণ বলিলেন,—হে সুরেশ! দানব অন্ধক শম্ভুর বরে উর্জ্জিত হইয়া দেবগণের অজেয় হইয়াছে; হে দেবেশ! অতঃপর আমাদের এখন কর্তব্য কি চিন্তা করিয়া তাহার উপায় স্থির করুন। অনন্তর দেবগণ শক্রসমীপে এইরূপ কহিয়া যখন মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন, তখনই অন্ধক দানব চরমুখে তদ্বিবরণ জ্ঞাত হইল। হে নৃপ! দেবগণ একত্র হইয়াছেন; অন্ধক এইরূপ জানিতে পারিয়া বিবিধ অস্ত্রসহ গৃহ হইতে নির্গমন করিল এবং রথারোহণে একাকী অবলীলাক্রমে দুর্গম মেরুপৃষ্ঠে উপনীত হইল। ৮—'০। হে পার্থিবসত্তম! মেরুপৃষ্ঠ স্বর্ণপ্রকারে পরিবেষ্টিত ও বিবিধাশ্রমে সুশোভিত। অসুর অন্ধক সেই শক্রগণের দুর্গম দেবাবাসে স্বীয় পুরীর ন্যায় অনায়াসে প্রবেশ করিল। বৃত্রঘাতী বাসব ভীত হইয়া স্বীয় আসন প্রদান করিলেন, অসুর অন্ধক সেই সুশোভন শক্রাসনেই উপবেশন করিল। দেবগণ অন্ধকাসুরের আসন পরিবেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। শক্র কহিলেন,—হে দানব! এখানে তোমার কি প্রয়োজন? কি জন্য স্বর্গে আগমন করিয়াছ? আমাকে বল; আমরা নিশ্চিন্তই তোমাকে আমাদের ধন-সম্পত্তি প্রদান করিব। অন্ধক উত্তর করিল,—হে সুরেশ্বর! ধন কিংবা করিনিকরে আমার কামনা নাই, অদ্য সৌন্দর্য্যরসভূষিত স্বর্গের শোভা আমায় দর্শন করাও। হে

মহানাগং তং চৈবোচ্চৈঃশ্রবোহয়ম্। উর্ব্বশ্যাদীন রত্নানি মম দর্শয় গোপতে ॥ ২৬ ॥ পারিজাতক-পুষ্পাণি বৃক্ষজাতীনেকশঃ। বাদিত্রাণি চ সর্ব্বাণি দর্শয় স্ব শচীপতে ॥ ২৭ ॥ তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা শক্রশ্চিন্তিতবানিদম্। যোহমুং নিহন্তি পাপ্মানং ন তং পশ্যামি কঞ্চিৎ ॥ ২৮ ॥ নাস্তি রক্ষাপ্রদঃ কশ্চিৎ স্বর্গলোকস্য দুঃখিনঃ। ভয়ত্রস্তো দদাবন্ধ-স্বাদিত্রাদ্যপ্সরোগণৈঃ ॥ ২৯ ॥ রঙ্গভূমাবুপাবিশ্য কারয়ামাস তাণ্ডবম্। উপবিষ্টাঃ সুরাঃ সর্ব্বে যমমারুতকিন্নরাঃ ॥ ৩০ ॥ উর্ব্বশ্যাদ্যা অপ্সরসো গীতবাদিত্রযোগতঃ। ননৃতুঃ পুরতস্তস্য সর্ব্বা একৈকশো নৃপ ॥ ৩১ ॥ ন বভূবাস্য তচ্চিত্তং দৃষ্ট্বা চাপ্সরসস্তদা। শচীং প্রতি মনস্তস্য সকাম-মভবন্নৃপ ॥ ৩২ ॥ গৃহীত্বা শক্রভার্য্যাং স প্রস্থিতঃ স্বপুরং প্রতি। ততঃ প্রববৃতে যুদ্ধমন্ধকস্য সুরৈঃ সহ ॥ ৩৩ ॥ তেন দেবগণাঃ সর্ব্বে ধ্বস্তাঃ পার্থিব-সত্তম। সংগ্রামে বিবিধৈঃ শস্ত্রৈশ্চক্রবজ্রাদিভির্ঘনৈঃ ॥ ৩৪ ॥ সন্তাপিতাঃ সুরাঃ সর্ব্বে ক্ষয়ং নীতা হ্যনেকশঃ। সর্ব্বেহপি মরুতস্তেন ভগ্নাঃ সংগ্রাম-মূর্দ্ধনি ॥ ৩৫ ॥ যথা সিংহো গজান্ সর্ব্বান্ বিজিত্য বিচরেদ্বনম্। তদ্বদেকেন তে দেবা জিতাঃ সর্ব্বে পরাঙ্মুখাঃ ॥ ৩৬ ॥ বালোহধিপো যথা গ্রামে স্বেচ্ছয়া পীড়য়েজ্জনান্। স্বৈরমাক্রম্য গৃহ্লাতি কোষবাসাংসি চাসকৃৎ ॥ ৩৭ ॥ গতং ন পশ্যত্যাত্মানং প্রজাসন্তা-পনেন চ। গৃহীত্বা শক্রভার্য্যাং স গতো বৈ দানবোত্তমঃ ॥ ৩৮ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে শূলভেদমাহাত্ম্যে শচীহরণবর্ণনং নাম ষট্‌চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪৬ ॥

সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। গীর্ব্বাণাশ্চ ততঃ সর্ব্বে ব্রহ্মাণং শরণং গতাঃ। গজৈর্গিরিবরাকারৈর্হয়ৈ-শ্চৈব গজোপমৈঃ ॥ ১ ॥ স্যন্দনৈর্নগরাকারৈঃ সিংহ-শার্দ্দূলযোজিতৈঃ। কচ্ছপৈর্ম্মহিষৈশ্চান্যৈর্ম্মকরৈশ্চ

শচীপতে! মহাগজ ঐরাবত, উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব, উর্ব্বশী প্রভৃতি রমণীরত্ন এই সকল আমাকে অব-লোকন করাও। হে ত্রিদশাধীশ! অদ্য পারি-জাত কুসুম, অন্যান্য অনেক তরুরাজি ও সর্ব্ববিধ বাদিত্র আমাকে দর্শন করাও। অন্ধকের বাক্য শুনিয়া শক্র চিন্তিত হইলেন। তাঁহার মনে হইতে লাগিল,—অহো! এই পাপমতি অন্ধককে বধ করিতে পারে এমন ত' কাহাকেও দেখিতেছি না। স্বর্গলোক আজ বড়ই ব্যথিত, কেহই কি এই ব্যথিত স্বর্গলোকের রক্ষা করিতে সমর্থ নহে? অনন্তর ভয়ত্রস্ত দেবেন্দ্র অপ্সরোগণ সহ বাদিত্রাদি আনয়ন করিলেন। অন্ধক রঙ্গ-ভূমিতে উপবেশন করিয়া সেই অপ্সরোগণ দ্বারা তাণ্ডব নৃত্য করাইল। যম, মারুত ও কিন্নর-গণ সেই সভায় উপবেশন করিলেন। হে নৃপ! উর্ব্বশী প্রভৃতি স্বর্গবেশ্যাগণ একে একে তাহার সম্মুখে সঙ্গীত নৃত্য করিতে লাগিল। হে নৃপ! অপ্সরোগণকে দর্শন করিয়া তাহার চিত্ত আসক্তি-যুক্ত হইল না, কিন্তু বাসবপত্নী শচীর দর্শনে তাঁহার প্রতি দানবের কামভাবের উদয় হইল। অন্ধক শচীকে লইয়া স্বপুরে প্রস্থান করিল। হে পার্থিব-সত্তম! অনন্তর অন্ধকের সহিত সুরগণের সমর বাধিল। অসুরের সহিত সমর করিয়া সুর-গণ বিধ্বস্ত হইলেন। সমরে অন্ধকের দৃঢ় চক্র ও বজ্রাদি বিবিধ আয়ুধপ্রহারে অনেক সুর সন্তাপিত হইয়া জীবন ত্যাগ করিলেন; এমন কি, সমরক্ষেত্রে মরুদ্গণও রণে ভঙ্গ দিলেন। হে রাজন্! সিংহ একাকী গজগণকে যেমন পরাজিত করিয়া অরণ্যে বিচরণ করে, অনন্য-সহায় অন্ধকও তদ্রূপ দেবলোক পরাজিত ও পরাঙ্মুখ করিয়াছিল। অনন্তর বালক নৃপতি যেরূপ স্বেচ্ছাচারের বশবর্ত্তী হইয়া প্রজাগণকে পীড়িত করেন, স্বেচ্ছাচারপরায়ণ অন্ধকও তদ্রূপ সুরগণের কোষ-বসন অনেকবার অপহরণ করিল। হে রাজন্! দানববর অন্ধক এই-রূপে বাসবপত্নী শচীকে অপহরণ করিয়া গমন করিল, তৎকালে অন্ধক কর্ত্তৃক সন্তাপিত হয় নাই, এরূপ কোন প্রজাই দৃষ্ট হইল না। ২১—৩৮।

ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৬ ॥

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—অনন্তর দেবেন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ ব্রহ্মার শরণ গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা কেহ গিরিবরাকার গজ, কেহ গজোপম অশ্ব, কেহ সিংহশার্দ্দূলযোজিত নগরনিভ স্যন্দন, কে-

তথাপরে॥ ২॥ ব্রহ্মলোকমনুপ্রাপ্য দেবা শক্র-পুরোগমাঃ। দৃষ্ট্বা পদ্মোদ্ভবং দেবং সাষ্টাঙ্গং প্রণতাঃ সুরাঃ॥ ৩॥ দেবা উচুঃ। জয় দেব জগদ্বন্দ্য জয় সংসৃতিকারক। পদ্মযোনে সুরশ্রেষ্ঠ ত্বামেব শরণং গতাঃ॥ ৪॥ সোদ্বেগং ভাষিতং শ্রুত্বা দেবানাং ভাবিতাত্মনাম্। মেঘগম্ভীরয়া বাচা দেব-রাজমুবাচ হ॥ ৫॥ কিমত্রাগমনং দেবাঃ সর্ব্বেষাং বৈ বিবর্ণতা। কেনাপমানিতাঃ সর্ব্বে শীঘ্রং মে কথ্যতাং স্বয়ম্॥ ৬॥ দেবা উচুঃ। অন্ধকাখ্যো মহাদৈত্যো বলবান্ পদ্মসম্ভব। তেন দেবগণাঃ সর্ব্বে ধনরত্নৈর্বিযোজিতাঃ॥ ৭॥ হত্বা দেবগণাংস্তাবদসি-চক্রপরশ্বধৈঃ। গৃহীত্বা শক্রভার্য্যাং স দানবোঽপি গতো বলাৎ॥ ৮॥ দেবানাং বচনং শ্রুত্বা ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ। চিন্তয়ামাস রাজেন্দ্র বধার্থং দানবস্য হ॥ ৯॥ অবধ্যো দানবঃ পাপঃ সর্ব্বেষাং বো দিবৌকসাম্। স হন্তা সর্ব্বজগতাং নান্যো বিদ্যেত কুত্রচিৎ॥ ১০॥ এবমুক্তাঃ সুরাঃ সর্ব্বে ব্রহ্মণা তদনন্তরম্। ব্রহ্মাণং তে পুরস্কৃত্য গতা যত্র স কেশবঃ। তুষ্টুবুর্ব্বিবিধৈঃ স্তোত্রৈর্ব্বাদ্যা-শচক্রপাণিনম্॥ ১১॥ দেবা উচুঃ। জয় ত্বং দেবদেবেশ লক্ষ্ম্যা বক্ষস্থলাশ্রিতঃ। অসুরক্ষয় দেবেশ বয়ং তে শরণং গতাঃ॥ ১২॥ স্তূয়মানঃ সুরৈঃ সর্ব্বৈর্ব্রহ্মাদ্যৈশ্চ জনার্দ্দনঃ। সম্প্রহৃষ্টমনা ভূত্বা সুরসঙ্ঘমুবাচ হ॥ ১৩॥ শ্রীবাসুদেব উবাচ। স্বাগতং দেববিপ্রাণাং সুপ্রভাতাদ্য শর্ব্বরী। কিং কার্য্যং প্রোচ্যতাং ক্ষিপ্রং কস্য কৃষ্টা দিবৌকসঃ॥ ১৪॥ কিং দুঃখং কশ্চ সন্তাপঃ কুতো বা ভয়মাগতম্। কথয়ন্তু মহাভাগাঃ কারণং যন্মনোগতম্॥ ১৫॥ পরাভবঃ কুতো যেন সোঽদ্য যাতু যমালয়ম্। এবমুক্তাস্ত কৃষ্ণেন কথয়ামাসুরস্য তৎ॥ ১৬॥ দর্শয়ন্তঃ স্বকান্ দেহাল্লজ্জমানা হ্যধোমুখাঃ। হৃতরাজ্যা হ্যন্ধকেন কৃতা নিস্তেজসঃ প্রভো॥ ১৭॥ পিতেব পুত্রং পরিরক্ষ দেব শচীন্দ্রশক্রং সহ পুত্রপৌত্রৈঃ।

কচ্ছপ, কেহ মহিষ ও অপর কেহ কেহ মকরাদি স্ব স্ব বাহনে আরূঢ় হইয়া ব্রহ্মসদনে উপনীত হইলেন এবং ব্রহ্মাকে দর্শন করিয়া সকলেই সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। দেবগণ কহিলেন,—হে দেব! আপনার জয় হউক। হে পদ্মযোনে! জগদ্বন্দ্য! হে জগতের সৃষ্টিকারক! হে সুর-শ্রেষ্ঠ! আমরা আপনার শরণাপন্ন হইলাম। অনন্তর ব্রহ্মা ভাবিতাত্মা দেবগণের উদ্বেগবাণী শ্রবণ করিয়া দেবরাজকে লক্ষ্য করত মেঘগম্ভীর-বাক্যে বলিতে লাগিলেন,—দেবগণ কি নিমিত্ত এস্থানে আগমন করিয়াছেন? ইহাদের বৈবর্ণ্য দেখিতেছি কেন? কোন্ ব্যক্তি আপনাদিগকে অপমানিত করিয়াছে? সত্বর বর্ণন করুন। দেব-গণ উত্তর করিলেন,—হে পদ্মোদ্ভব! বলবান্ মহাদানব অন্ধক দেবগণের ধনরত্ন অপহরণ করিয়াছে, দানব অসি, চক্র ও পরশ্বধাদি বিবিধ আয়ুধ দ্বারা সুরনিকরকে প্রহার করিয়া শক্রপত্নী শচীকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করত গমন করিয়াছে। হে রাজেন্দ্র! লোকপিতামহ ব্রহ্মা দেবগণের এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া দানব অন্ধকের বধোপায় চিন্তা করিলেন এবং বলিলেন,—এই পাপ দানব দেবগণের অবধ্য; একমাত্র জগৎ-ত্রাতা বিষ্ণু ব্যতীত ইহার হন্তা আর কেহ নাই। অনন্তর দেবগণ ব্রহ্মার মুখে এইরূপ সনির্ব্বন্ধ বাক্য শুনিয়া তাঁহাকে অগ্রে করিয়া কেশবের আবাসস্থানে গমন করিলেন এবং তথায় উপনীত হইয়া ব্রহ্মাদি দেবগণ বিবিধ স্তুতিবাক্যে চক্রপাণির স্তব করিতে লাগিলেন। ১—১১। দেবগণ বলিলেন,—হে দেবদেবেশ! আপনার জয় হউক। হে দেবেশ! লক্ষ্মী আপনার বক্ষস্থলের আশ্রয়। আপনি অসুরক্ষয়কারী, আমরা আপনার শরণাপন্ন হইলাম। জনার্দ্দন ব্রহ্মাদি দেবগণ কর্ত্তৃক এইরূপে স্তূয়মান হইয়া প্রসন্নহৃদয়ে দেবগণকে বলিতে লাগিলেন। বাসুদেব বলি-লেন,—আমার আলয়ে অদ্য দেববিপ্রগণের শুভাগমন হইয়াছে; অতএব আজ আমার রজনী সুপ্রভাতা; আমার কি করিতে হইবে? সত্বর কীর্ত্তন করুন; ত্রিদশগণ অদ্য কাহার প্রতি রুষ্ট হইয়াছেন? হে মহাভাগগণ! কাহার নিকট আপনারা ভয় প্রাপ্ত হইয়াছেন? কি নিমিত্ত আপনাদের দুঃখ সন্তাপ উপস্থিত হইয়াছে? সত্বর আপনাদের মনোগত ভাব প্রকাশ করুন। আপনারা কাহার নিকট পরাভব প্রাপ্ত হইয়াছেন? অদ্য তাহার যমপুরী দর্শন হইবে। কৃষ্ণ এইরূপ কহিলে লাঞ্ছিত দেবগণ স্ব স্ব দেহ প্রদর্শন করত অধোবদন হইয়া কহিতে লাগিলেন;—হে প্রভো! দানব অন্ধক আমা-দের রাজ্য অপহরণ করিয়া আমাদিগকে তেজোহীন করিয়াছে। হে দেব! পিতা যেমন

তথেতি চোক্তঃ কমলাসনেন সুরাসুরৈর্বন্দিতপাদ-পদ্মঃ ॥ ১৮ ॥ শঙ্খং চক্রং গদাং চাপং সংগৃহ্য পরমেশ্বরঃ। উত্থিতো ভোগপর্য্যঙ্কাদ্দেবানাং পুরতস্তদা ॥ ১৯ ॥ শ্রীবাসুদেব উবাচ। পাতালে যদি বা মর্ত্ত্যে নাকে বা যদি তিষ্ঠতি। তং হনিষ্যাম্যহং পাপং যেন সন্তাপিতাঃ সুরাঃ ॥ ২০ ॥ স্বং স্থানং যান্তু গীর্ব্বাণাঃ সন্তুষ্টা ভাবিতৌজসঃ। বিষ্ণোস্তদ্বচনং শ্রুত্বা ব্রহ্মাদ্যাস্তে সবাসবাঃ ॥ ২১ ॥ স্বয়ানৈস্ত হরিং নত্বা হৃদি তুষ্টা দিবং যযুঃ ॥ ২২ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে অন্ধকপ্রভাববর্ণনং নাম সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৭ ॥

অষ্টচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

উত্তানপাদ উবাচ। কস্মিন্ স্থানেঽবসদ্দেব সোঽন্ধকো দৈত্যপুঙ্গবঃ। সর্ব্বান্ দেবাংশ্চ নির্জ্জিত্য কস্মিন্ স্থানে সমাশ্রিতঃ ॥ ১ ॥ শ্রীমহেশ উবাচ। প্রবিষ্টো দানবো যত্র কথয়ামি নরাধিপ। পাতাল-লোকমাশ্রিত্য কন্যা বিধ্বংসতে তু সঃ ॥ ২ ॥ তত্র স্থিতং তং বিজ্ঞায় চাপমাদায় কেশবঃ। ব্যসৃজদ্বাণমাগ্নেয়ং দহত্বামিতি চিন্তয়ন্ ॥ ৩ ॥ দহ্যমানোঽগ্নিনা সোঽপি বারুণাস্ত্রং স সন্দধে। বারুণাস্ত্রেণ মহতা আগ্নেয়ং শমিতং তদা ॥ ৪ ॥ ততোঽহসৌ চিন্তয়ামাস কেন বাণো বিসর্জ্জিতঃ। কস্যৈষা পৌরুষী শক্তিঃ কো যাস্যতি যমালয়ম্ ॥ ৫ ॥ ততোঽন্ধকো মৃধে ক্রুদ্ধো বাণমার্গেণ নির্গতঃ। স দৃষ্ট্বা বাণমার্গেণ চাপহস্তং জনার্দ্দনম্ ॥ ৬ ॥ অন্ধক উবাচ। ন শর্ম্ম লপ্স্যসে হৃদ্য ময়া দৃষ্টোঽভিবীক্ষিতঃ। ন শক্নোষি তথা গন্তুং নাগঃ শার্দ্দূলদর্শনাৎ ॥ ৭ ॥ আগচ্ছতি যথা ভক্ষ্যং মার্জ্জারস্য চ মূষিকঃ। ন শক্নোষি তথা যাতুং সংস্থিতস্ত্বং মমাগ্রতঃ। অহং ত্বাং প্রেষয়িষ্যামি যমমার্গে সুদারুণে ॥ ৮ ॥ অহমন্বেষয়িষ্যামি কিল যাস্যামি তে গৃহম্ ॥ ৯ ॥ উপনীতোঽসি কালেন সংগ্রামে মম কেশব। যে ত্বয়া নির্জ্জিতাঃ

পুত্রকে রক্ষা করেন, আপনিও তদ্রূপ পুত্রপৌত্রাদির সহিত ইন্দ্রশত্রু অন্ধককে নিহত করিয়া, আমাদিগকে রক্ষা করুন। অনন্তর সুরাসুরবন্দিত-পাদপদ্ম পরমেশ্বর কমলাসন হরি 'তাহাই হউক' বলিয়া শঙ্খ, চক্র, গদা ও চাপ গ্রহণপূর্ব্বক তখনই সুরগণের সমক্ষে শেষশয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। অনন্তর বাসুদেব বলিলেন,—হে দেবগণ! আপনারা সন্তুষ্ট হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করুন, সত্বরই আপনারা আপনাদের পূর্ব্বগৌরব প্রাপ্ত হইবেন; পাপমতি দানব আপনাদিগকে তাপিত করিয়াছে, সে পাতাল, মর্ত্ত্য কিম্বা স্বর্গে যেখানেই থাকুক, আমি তাহাকে নিহত করিব। অনন্তর বিষ্ণুর এবংবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া সবাসব ব্রহ্মাদি দেবগণ হৃষ্ট হইলেন এবং হরিকে নমস্কার করিয়া সকলেই সহাস্য-বদনে ত্রিদশালয়ে চলিয়া গেলেন। ১২—২২।

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৭ ॥

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়।

উত্তানপাদ জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে দেব! দেবপুঙ্গব অন্ধক কোন্ স্থানে বাস করিত? এবং সে দানবগণকে নির্জ্জিত করিয়া কোন্ স্থানে আশ্রয় লইয়াছিল? মহাদেব উত্তর করিলেন,—হে নরাধিপ! দানব অন্ধক যে স্থান আশ্রয় করিয়াছিল, বলিতেছি। সে শচীর সতীত্বনাশার্থ তাঁহাকে লইয়া পাতালতলে প্রবেশ করিয়াছিল। কেশব দানবকে পাতালতলে অবস্থিত জানিয়া শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক 'এই আগ্নেয়বাণ দানবকে দগ্ধ করুক' এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া বাণ নিক্ষেপ করিলেন। অন্ধকও কেশবের আগ্নেয় শরে দহ্যমান হইয়া বারুণাস্ত্র পরিত্যাগ করিল। অতঃপর দানবনিক্ষিপ্ত বরুণশরে আগ্নেয়বাণ নির্ব্বাপিত হইলে হরি চিন্তা করিলেন,—এক্ষণে কোন্ বাণ পরিত্যাগ করি? যাহার এইরূপ পৌরুষী শক্তি, সে কি কদাচ যমালয়ে গমন করে? অনন্তর অন্ধক যুদ্ধে ক্রুদ্ধ হইয়া বাণপথ লক্ষ্য করত নির্গত হইল, দেখিল,—চাপহস্তে জনার্দ্দন বাণমার্গে অবস্থিত। অন্ধক কহিল,—কৃষ্ণ! তুমি যখন আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছ, তখন আজ তোমার মঙ্গল নাই, গজ যেমন শার্দ্দূলের সম্মুখে পতিত হইলে প্রত্যাবর্ত্তন করে না, মার্জ্জারের আহার মূষিক যেরূপ মার্জ্জারসমীপে উপনীত হইয়া পুনরায় প্রত্যাবৃত্ত হয় না, তদ্রূপ তুমিও আমার নিকট হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে সমর্থ হইবে না। তুমি ক্ষণকাল আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান হও; আমি এখনই তোমাকে সুদারুণ যমভবনে প্রেরণ করি। ১—৮। আমি তোমাকেই অন্বেষণ করিতেছিলাম, স্বয়ংই আমি তোমার ভবনে উপনীত হইতাম। হে

পূর্ব্বং দানবা অপ্যনেকশঃ ॥ ১০ ॥ ন ভবন্তি পুমাংসস্তে স্ত্রিয়স্তাশ্চৈব কেশব। পরং ন শস্ত্রসংগ্রামং করিষ্যামি ত্বয়া সহ ॥ ১১ ॥ বদতো দানবেন্দ্রস্য ন চুকোপ স কেশবঃ। অধ্রুষ্যমানং তং দৃষ্ট্বা চিন্তয়ামাস দানবঃ ॥ ১২ ॥ দ্বন্দ্বযুদ্ধং করিষ্যামি নিশ্চিন্তো যুযুধে নৃপ। স কৃষ্ণেন পদাক্ষিপ্তঃ পতিতঃ পৃথিবীতলে ॥ ১৩ ॥ মুহূর্ত্তাৎ স সমাশ্বস্য উত্থায়েদং ব্যচিন্তয়ন্। অশক্তো দ্বন্দ্বযুদ্ধায় ততঃ সাম প্রযুক্তবান্। পাণিভ্যাং সম্পুটং কৃত্বা সাষ্টাঙ্গং প্রণতঃ শুচিঃ ॥ ১৪ ॥ অন্ধক উবাচ। জয় কৃষ্ণায় হরয়ে বিষ্ণবে জিষ্ণবে নমঃ। হৃষীকেশ জগদ্ধাত্রে অচ্যুতায় মহাত্মনে ॥ ১৫ ॥ নমঃ পঙ্কজনাভায় নমঃ পঙ্কজমালিনে। জনার্দ্দনায় শ্রীশায় শ্রীপতে পীতবাসসে ॥ ১৬ ॥ গোবিন্দায় নমো নিত্যং নমো জলধিশায়িনে। নমঃ করালবক্ত্রায় নরসিংহায় নাদিনে ॥ ১৭ ॥ শার্ঙ্গিণে সিতবর্ণায় শঙ্খচক্রগদাভৃতে। নমো বামনরূপায় যজ্ঞরূপায় তে নমঃ ॥ ১৮ ॥ নমো বরাহরূপায় ক্রান্তলোকত্রয়ায় চ ব্যাপ্তাশেষদিগন্তায় কেশবায় নমো নমঃ ॥ ১৯ ॥ বাসুদেব নমস্তুভ্যং নমঃ কৈটভনাশিনে। লক্ষ্ম্যালয় সুরশ্রেষ্ঠ নমস্তে সুরনায়ক ॥ ২০ ॥ বিষ্ণোর্দ্দেবাধিদেবস্য প্রণামং যেহপি কুর্ব্বতে। প্রজাপতের্জ্জগদ্ধাতুস্তেষামপি নমাম্যহম্ ॥ ২১ ॥ ...ভূতদেবস্য বাসুদেবস্য ধীমতঃ। প্রণামং যে প্রকুর্ব্বন্তি তেষামপি নমাম্যহম্ ॥ ২২ ॥ তস্য যজ্ঞবরাহস্য বিষ্ণোরমিততেজসঃ। প্রণামং যে প্রকুর্ব্বন্তি তেষামপি নমাম্যহম্ ॥ গুণানাং হি নিধানায় নমস্তেঽস্তু পুনঃপুনঃ। কারুণ্যাম্বুনিধে দেব সর্ব্বভক্তিপ্রিয়ায় চ ॥ ২৪ ॥ শ্রীভগবানুবাচ। তুষ্টস্তে দানবেশাহং বরং বৃণু যথেপ্সিতম্। দদামি তে বরং নূনমপি ত্রৈলোক্যদুর্ল্লভম্ ॥ ২৫ ॥ অন্ধক উবাচ। যদি তুষ্টোঽসি মে দেব বরং দাস্যসি চেপ্সিতম্। তদা দদস্ব মে দেব যুদ্ধং পরমশোভনম্। ত্বদ্ধস্তপূতো যেনাহং লোকান্ গন্তাস্মি শোভনান্ ॥ ২৬ ॥ শ্রীভগবানুবাচ। কথং দদামি তে যুদ্ধং তোষিতোঽহং ত্বয়া পুনঃ। ন ত্বাং

কেশব! তুমি যথাকালেই সংগ্রামস্থলে উপস্থিত হইয়াছ। হে কেশব! তুমি পূর্ব্বে যে সকল দানবকে নির্জ্জিত করিয়াছ, তাহারা পুরুষ নহে, তাহারা স্ত্রী, আমি তোমার সহিত শস্ত্রযুদ্ধ করিব না, পরন্তু বাহুযোগেই তোমাকে নির্জ্জিত করিব। দানব অন্ধক এইরূপ পরুষবাক্য কহিলেও কেশব কুপিত হইলেন না, কেশবকে যুদ্ধে নিবৃত্ত দেখিয়া অন্ধক চিন্তিত হইল। মনে মনে স্থির করিল,—আমি ইহার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিব। হে নৃপ! অন্ধক এইরূপ স্থির করিয়া তখন হরির সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে জনার্দ্দন পাদদ্বারা দানবকে প্রহার করিলেন, দানব পাদপ্রহৃত হইয়া ক্ষিতিতলে পতিত হইল। অনন্তর অন্ধক মুহূর্ত্তমধ্যে সমাশ্বস্ত হইয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক কেশবসহ আপনাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে অসমর্থ জানিয়া সামবাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিল। সেই দানব সৌম্যভাবে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইল এবং করদ্বয়ে অঞ্জলি বন্ধন করিয়া কহিতে লাগিল। অন্ধক কহিল,—হে কৃষ্ণ! হে হরে! আপনার জয় হউক; আমি জিষ্ণু বিষ্ণু হৃষীকেশ জগৎপালক মহাত্মা অচ্যুতকে নমস্কার করি। হে রমাপতে! আপনি পঙ্কজনাভ পদ্মমালাধারী, জনার্দ্দন, শ্রীশ এবং পীতবাস, আপনাকে নমস্কার। আমি গোবিন্দ, জলধিশায়ী, করালবক্ত্র, ভীষণনাদকারী, নরসিংহশরীর হরিকে নমস্কার করি। হে দেব! আপনি শার্ঙ্গধর, শুভ্রবর্ণ, শঙ্খ-চক্র-গদাধারী ও যজ্ঞমূর্ত্তি; আমি আপনার বামনরূপকে নমস্কার করি। হে কেশব! আপনি বরাহরূপী, আপনি লোকত্রয় আক্রমণ করিয়াছেন, আপনি অশেষ দিগন্তে পরিব্যাপ্ত হইয়াছেন, আপনাকে নমস্কার, নমস্কার। হে বাসুদেব! আপনি কৈটভনাশী ও সুরগণের সত্তম; হে সুরনায়ক! আপনি লক্ষ্মীর আশ্রয়; আপনাকে নমস্কার। প্রজাপতি জগৎপালক দেবাধিদেব জিষ্ণু বিষ্ণুকে যাঁহারা প্রণাম করেন, আমি তাঁহাদিগকেও প্রণাম করি। সমস্ত ভূত ও দেবতাদিগেরও দেবতা ধীমান্ বাসুদেবকে যাঁহারা প্রণাম করেন, তাঁহারাও আমার নমস্য। যজ্ঞবরাহ, অমিততেজা, বিষ্ণুকে যাঁহারা প্রণাম করেন, আমি তাঁহাদিগের পাদপদ্মে প্রণত হই। হে দেব! আপনি গুণনিচয়ের নিধি, করুণার সাগর ও ভক্তগণের প্রিয়, আপনাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি। অনন্তর ভগবান্ বলিলেন,—হে দানবেন্দ্র! আমি তোমার প্রতি প্রীত হইলাম, অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর। তোমার অভীষ্ট ত্রিলোকে দুর্লভ হইলেও আমি নিশ্চিতই তাহা দান করিব। অন্ধক উত্তর করিল,—হে দেব! যদি আমার প্রতি তুষ্ট হইয়া থাকেন, আর যদি আমাকে অভীষ্ট বর দান করেন, তবে পরম শোভন যুদ্ধ দান করুন। আমি আপনার করস্পর্শে পূত হইয়া উত্তম লোক সকল লাভ করিব। ভগবান্ বলিলেন,—তুমি আমাকে প্রীত করিয়াছ, পুনরায় তোমার সহিত

ত্ প্রভবেৎ কোপঃ কথং যুধ্যামি তেঽন্ধক ॥ ২৭ ॥ যদি তে বর্ত্ততে বুদ্ধির্যুদ্ধং প্রতি ন সংশয়। ততো গচ্ছস্ব যুদ্ধায় দেবং প্রতি মহেশ্বরম্‌ ॥ ২৮ ॥ অন্ধক উবাচ। ন তত্র সিধ্যতে কার্য্যং দেবং প্রতি মহেশ্বরম্‌ ॥ ২৯ ॥ শ্রীভগবানুবাচ। পুত্র ত্বং শিখরং গত্বা ধুনয়স্ব বলেন চ ॥ ৩০ ॥ বিনতে তত্র দেবেশঃ কোপং কর্ত্তা সুদারুণম্‌। কোপিতঃ শঙ্করো রৌদ্রং যুদ্ধং দাস্যতি দানব ॥ ৩১ ॥ বিষ্ণুবাক্যাদসৌ পাপো গতো যত্র মহেশ্বরঃ। কৈলাসশিখরং প্রাপ্য ধুনোতি স্ম মুহুর্মুহুঃ ॥ ৩২ ॥ ধূনিতে তত্র শিখরে কম্পিতং ভুবনত্রয়ম্‌। নিপেতুঃ শিখরাগ্রাণি কম্পমানান্যনেকশঃ ॥ ৩৩ ॥ চত্বারঃ সাগরাঃ ক্ষিপ্রমেকীভূতা মহীপতে। নিপেতুরুল্কাপাতাশ্চ পাদপা অপ্যনেকশঃ ॥ ৩৪ ॥ উময়া সহিতো দেবো বিস্ময়ং পরমং গতঃ। গাঢ়মালিঙ্গ্য গিরিজা দেবং বচনমব্রবীৎ ॥ ৩৫ ॥ কিমর্থং কম্পতে শৈলঃ কিমর্থং কম্পতে ধরা। কিমর্থং কম্পতে নাগো মর্ত্ত্যঃ পাতালমেব চ। কিং বা যুগক্ষয়ো দেব তন্মমাখ্যাতুমর্হসি ॥ ৩৬ ॥ ঈশ্বর উবাচ। কস্যৈষা দুর্ম্মতির্জাতা ক্ষিপ্তঃ সর্পমুখে করঃ। ললাটে চ কৃতং বর্ম্ম স যাস্যতি যমালয়ম্‌ ॥ ৩৭ ॥ কৈলাসমাশ্রিতো যেন সুপ্তোঽহং যেন বোধিতঃ। তং বধিষ্যে ন সন্দেহঃ সম্মুখো বা ভবেদ্যদি ॥ ৩৮ ॥ চিন্তয়ামাস দেবেশো হ্যন্ধকোঽয়ং ন সংশয়ঃ। উপায়ং চিন্তয়ামাস যেনাসৌ বধ্যতে ক্ষণাৎ ॥ ৩৯ ॥ আগতাশ্চ সুরাঃ সর্ব্বে ব্রহ্মাদ্যা বসুভিঃ সহ। রথং দেবময়ং কৃত্বা সর্ব্বলক্ষণসংযুতম্‌ ॥ ৪০ ॥ কেচিদ্দেবাঃ স্থিতাশ্চক্রে কেচিত্তুণ্ডাগ্রপার্শ্বয়োঃ। কেচিন্নাভ্যাং স্থিতা দেবাঃ কেচিদ্ধুর্য্যেষু সংস্থিতাঃ ॥ ৪১ ॥ ধুরীষু নিশ্চলাঃ কেচিৎ কেচিদ্যুগেষু সংস্থিতাঃ। কেচিৎ স্যন্দনসংস্থাঃ কেচিৎ স্যন্দনবেষ্টকাঃ ॥ ৪২ ॥ আমলসারকেঽপ্যন্যে অন্যেঽপি কলশে স্থিতাঃ। রিপোর্ভয়ঙ্করং দিব্যং ধ্বজমালাদিশোভিতম্‌ ॥ ৪৩ ॥ রথং দেবময়ং কৃত্বা তমারূঢো জগদ্গুরুঃ। নির্যযৌ দানবো যত্র কোপাবিষ্টো মহেশ্বরঃ ॥ ৪৪ ॥ তুষ্টিস্থিতৈস্তুবাচাথ ক প্রয়াস্যসি দুর্ম্মতে। শরাসনং

কিরূপে সমর করিব? হে অন্ধক! তোমার প্রতি ত আমার কোপ হইবে না, কেমন করিয়া তোমার সহিত যুদ্ধ করিব? যদি একান্তই তোমার বুদ্ধি যুদ্ধের প্রতি সমাসক্ত হইয়া থাকে, তবে দেবেশ মহেশসমীপে যুদ্ধার্থ গমন কর। অন্ধক কহিল,—সেখানে গিয়া আমার কার্য্যসিদ্ধি হইবে না, তিনি আমার সহিত সমর করিবেন না। ভগবান বলিলেন,—হে পুত্র! তুমি কৈলাসশৈলে গমন করিয়া স্বীয় বল দ্বারা গিরিশিখর কম্পিত কর। হে দানব! কৈলাসশিখর কম্পিত হইলেই দেবদেব অত্যন্ত কুপিত হইবেন; আর শঙ্কর রুষ্ট হইলেই তিনি তোমাকে ভীষণ যুদ্ধদান করিবেন। পাপ দানব বিষ্ণুবাক্যে মহেশাবাস কৈলাসশৈলে উপনীত হইয়া মুহুর্মুহু শিখরদেশ কম্পিত করিতে লাগিল। শৈলশিখর কম্পিত হইবামাত্র ত্রিভুবন কাঁপিয়া উঠিল। হে মহীপতে! অনেক শৈলশিখরাগ্র কম্পমান হইয়া ভূপতিত হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে চতুঃসাগর এক হইয়া গেল। অনেক উল্কাপাত ও পাদপ পতিত হইল। এই সকল ব্যাপার দর্শনে উমার সহিত শঙ্কর পরম বিস্মিত হইলেন। গিরিজা শঙ্করকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া কহিতে লাগিলেন,—হে দেব! কিজন্য শৈল কাঁপিতেছে? কেন ধরা কম্পিত হয়? ঐ দেখুন দেখুন পাতাল, নাগ ও মর্ত্ত্যলোক কম্পিত হইতেছে। অথবা এই কি যুগক্ষয় উপস্থিত হইল? আমার নিকট বলুন। ঈশ্বর উত্তর করিলেন,—কাহার এরূপ দুর্ম্মতি হইল? কে ইচ্ছা করিয়া সর্পের মুখে কর নিক্ষেপ করিল? অথবা ইহার ললাটলিপিই এইরূপ। এই দুরাত্মা স্বীয় কর্ম্মফলে যমালয়ে গমন করিবে। আমি কৈলাসশৈলে সুপ্ত ছিলাম; যে আমার নিদ্রাভঙ্গ করিয়াছে, সম্মুখীন হইলেও আমি তাহাকে নিহত করিব; সন্দেহ নাই। দেবেশ ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া নিশ্চয় করিলেন,—এই ব্যক্তি নিঃসংশয় অন্ধক। অনন্তর তিনি অল্পকাল মধ্যে অন্ধকের বধার্থ উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। ২৭—৩৯। ইত্যবসরে অষ্টবসু সহ ব্রহ্মাদি সুরগণ সর্ব্বলক্ষণযুত দেবময় রথনির্ম্মাণ করিয়া তথায় উপনীত হইলেন। সেই দেবময় রথে কোন দেব চক্রে, কেহ রথতুণ্ডাগ্রের উভয় পার্শ্বে, কেহ নাভিতে, কেহ ধুরায়, কেহ ধুরীদেশে, কেহ যুগে কেহ স্যন্দনবেষ্টনে, কেহ আমল সারকে এবং অন্য কেহ কেহ রথকীলকাদিতে দৃঢ়রূপে নিশ্চল হইয়া অবস্থানপূর্ব্বক আগমন করিলেন। অনন্তর সেই রিপুভয়ঙ্কর ধ্বজমলাদি-শোভিত দিব্য দেবময় রথ উপস্থিত হইলে জগদ্গুরু কোপাবিষ্ট মহেশ্বর সেই রথে আরূঢ় হইয়া দানবের সহিত যুদ্ধার্থ যাত্রা করি-

করে গৃহ্য শরাংশ্চিক্ষেপ দানবে ॥ ৪৫ ॥ দানবোহপি স্থিতো যুদ্ধে শরৈশ্চিচ্ছেদ সায়কান্। শরাসারেণ তত্রৈব অন্ধকশ্ছাদিতস্তদা ॥ ৪৬ ॥ ন তত্র দৃশ্যতে সূর্য্যো নাকাশং ন চ চন্দ্রমাঃ। আগ্নেয়মস্ত্রং বাসৃজদ্দানবোহপি শিবং প্রতি ॥৪৭॥ দহ্যমানাঃ শরাঙ্গারৈস্ততস্তুঃ সর্ব্বদেবতাঃ। রক্ষ রক্ষ মহাদেব দহ্যমানাংস্ত দানবাৎ ॥ ৪৮ ॥ ততো দেবাধিদেবোহসৌ বারুণাস্ত্রমযোজয়ৎ। বারুণাস্ত্রেণ নিমিষাদাগ্নেয়ং নাশিতং তদা ॥ ৪৯ ॥ দানবেন তদা মুক্তং বায়ব্যাস্ত্রং রণাজিরে। বারুণঞ্চ গতং তাত বায়ব্যাস্ত্রবিনাশিতম্ ॥৫০॥ দেবো ব্যসর্জ্জয়ৎ সার্পং ক্রোধাবিষ্টেন চেতসা। মারুতং নাশিতং বাণৈঃ সার্পৈস্তত্র ন সংশয়ঃ ॥ ৫১ ॥ দানবেন ততো মুক্তং গারুড়াস্ত্রঞ্চ লীলয়া। গারুড়াস্ত্রঞ্চ তদ্দৃষ্ট্বা সার্পং নৈব ব্যদৃশ্যত ॥ ৫২ ॥ ততো দেবাধিদেবেন নারসিংহং বিসর্জ্জিতম্। নারসিংহাস্ত্রবাণেন গারুড়াস্ত্রং প্রশামিতম্ ॥ ৫৩ ॥ অস্ত্রমস্ত্রেণ শাম্যেত ন বাধ্যেত পরস্পরম্। মহদ্যুদ্ধমভূত্তাত সুরাসুরভয়ঙ্করম্ ॥ ৫৪ ॥ চক্রনালীকনারাচৈস্তোমরৈঃ খড়্গমুদ্গরৈঃ। বৎসদন্তৈস্তথা ভল্লৈঃ কর্ণিকারৈশ্চ শোভনৈঃ ॥ ৫৫ ॥ এবং ন শক্যতে হন্তুং দানবো বিবিধায়ুধৈঃ। তদা জ্বালাকরালাশ্চ খড়্গনারাচতোমরাঃ ॥ ৫৬ ॥ বৃষাঙ্কেণ বিসৃষ্টাশ্চ সমরে দানবং প্রতি। ন সংস্পৃশন্তি শস্ত্রাণি গাত্রং গৌডবধূরিব ॥ ৫৭ ॥ আয়ুধানি ত্যক্ত্বা তু বাহুযুদ্ধমুপস্থিতৌ। করং করেণ সংগৃহ্য প্রহরন্তৌ স্বমুষ্টিভিঃ। রণপ্রয়োগৈর্দ্ধান্তৌ যুযুধাতে শিবান্ধকৌ ॥ ৫৮ ॥ শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। অন্ধকং প্রতি দেবেশশ্চিন্তয়ামাস নিগ্রহম্। হনিষ্যামি ন সন্দেহো দুষ্টাত্মানং ন সংশয়ঃ ॥ ৫৯ ॥ স শিবেন যদা ক্ষিপ্তঃ পতিতঃ পৃথিবীতলে। ঊর্দ্ধবাহুরধোবক্ত্রো দানবো নৃপসত্তম ॥ ৬০ ॥ ক্রোধাবিষ্টেন দেবেশঃ সংগ্রামে দেবশত্রুণা। কক্ষয়োঃ কুহরে ক্ষিপ্তো বন্ধেনাক্রম্য পীড়িতঃ ॥ ৬১ ॥ নিস্পন্দশ্চা-

---

লেন। শঙ্কর কহিলেন,—রে দুর্ম্মতে! থাক্ থাক্, কোথায় গমন করিতেছিস্। অনন্তর শঙ্কর করে শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক বাণ যোজিত করিয়া দানবের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন, অন্ধকও তখন যুদ্ধভূমে অগ্রসর হইয়া শরনিকরবর্ষণে শঙ্করসায়ক ছিন্ন করিয়া ফেলিল। অনন্তর অন্ধক অজস্র শরবর্ষণ করিয়া দিক্ সকল আচ্ছাদিত করিল, সূর্য্য, চন্দ্র, আকাশ কিছুই দৃষ্ট হইল না। অনন্তর দানব শিবের প্রতি আগ্নেয়াস্ত্র নিক্ষেপ করিল, সেই প্রজ্বলিত অনলাস্ত্রে দেবগণ দগ্ধ হইতে লাগিলেন এবং বলিলেন,—হে মহাদেব! রক্ষা করুন রক্ষা করুন, আমরা অসুরশরে দগ্ধ হইলাম। অনন্তর সুরগণের কাতরোক্তি শুনিয়া শঙ্কর বারুণশর নিয়োজিত করিলেন, নিমেষমধ্যে সেই বারুণশরে আগ্নেয়াস্ত্র প্রশমিত হইল। অনন্তর দানব রণভূমে বায়ব্যাস্ত্র নিক্ষেপ করিল। হে তাত! দানবনিক্ষিপ্ত বায়ব্যাস্ত্রে শঙ্করের বারুণশর বিনষ্ট হইয়া গেল। ক্রমে রোষাবিষ্ট দেবেশ সার্প অস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। সেই সার্পশরে অন্ধকনিক্ষিপ্ত বায়ব্যাস্ত্র বিনষ্ট হইয়া গেল। দানব লীলাবশে গারুড়শর নিক্ষেপ করিল। অনন্তর গারুড়শর দর্শনে সর্পগণ অদৃশ্য হইয়া গেল। অনন্তর দেবাধিদেব নারসিংহাস্ত্র নিয়োজিত করিলেন। নারসিংহশরে গারুড়াস্ত্র প্রশমিত হইল। হে নৃপ! এইরূপে পরস্পর একজনের অস্ত্র অপর কর্ত্তৃক প্রশমিত হইতে লাগিল, কাহারও অস্ত্র যোদ্ধৃদ্বয়ের বাধাপ্রদানে সমর্থ হইল না। হে তাত! তৎকালে এইরূপ সুরাসুরভয়ঙ্কর এক মহাযুদ্ধ চলিয়াছিল। চক্র, নালীক, নারাচ, তোমর, খড়্গ, মুদ্গর, বৎসদন্ত, ভল্ল, সুশোভন কর্ণিক প্রভৃতি বিবিধ আয়ুধ প্রয়োগ করিয়াও শঙ্কর দানববধে সমর্থ হইলেন না। অনন্তর বৃষধ্বজ সমরে দানবের প্রতি জ্বালামালাকরাল খড়্গ, নারাচ ও তোমরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু সেই অস্ত্রনিচয় গৌড়বধূর ন্যায় অন্ধকের গাত্র স্পর্শও করিল না। অনন্তর বৃষভধ্বজ আয়ুধ সকল পরিত্যাগ করিয়া অন্ধকের সহিত বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন এবং স্বীয় কর দ্বারা অসুরকর পীড়িত করিয়া স্বীয় মুষ্টি দ্বারা তাহাকে প্রহার করিতে লাগিলেন। শিব ও অন্ধক উভয়েই রণপণ্ডিত; তাঁহারা নিপুণরণ-প্রয়োগ সহকারে সমরে প্রবৃত্ত হইলেন।৪০—৫৮। মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—অনন্তর দেবদেব মনে করিলেন,—আমি কিরূপে ইহাকে নিগৃহীত করিব? অন্ধক নিশ্চিতই দুরাত্মা; অতএব আমি ইহাকে নিঃসন্দেহ বিনাশ করিব। হে নৃপসত্তম! অনন্তর শিব তাহাকে দৃঢ় আঘাত করিলে, দানব ঊর্দ্ধবাহু ও অধঃশির হইয়া ক্ষিতিতলে পতিত হইল; তদনন্তর ক্রোধাবিষ্ট অন্ধকও সমরভূমে শঙ্করকে হস্ত যুগল দ্বারা গ্রহণপূর্ব্বক নিষ্পেষণ করিল;

ভবদ্দেবো মূর্চ্ছাযুক্তো মহেশ্বরঃ। মূর্চ্ছাপন্নং তু তং জ্ঞাত্বা চিন্তয়ামাস দানবঃ ॥ ৬২ ॥ হাহা কষ্টং কৃতং মেঽদ্য দুষ্কৃতং পাপকর্ম্মণা। কিং করোমি কথং কর্ম্ম কস্মিন্ স্থানে তু মোচয়ে ॥ ৬৩ ॥ গৃহীত্বা দেবমুৎসঙ্গে গতঃ কৈলাসপর্ব্বতম্। শয্যায়াং শঙ্করং ন্যস্য নির্যযৌ দৈত্যরাট্ ততঃ ॥ ৬৪ ॥ শয্যায়াং পতিতো দেবঃ প্রাপ্নোদ্ বেদনাং ততঃ। তাবদ্দদর্শ চাত্মানং স্বকীয়ভবনস্থিতম্ ॥ ৬৫ ॥ পরাভবঃ কৃতো মহ্যং কথং তেন দুরাত্মনা। ক্রোধাবেগসমাবিষ্টো নির্যযৌ দানবং প্রতি ॥ ৬৬ ॥ আয়সীং লগুড়ীং গৃহ্য প্রভুর্ভারসহস্রজাম্। দানবস্তু ততো দৃষ্ট্বা প্রাক্ষিপত্তস্য মূর্দ্ধনি ॥ ৬৭ ॥ খড়্গেন তাড়য়ামাস দানবঃ প্রহসন্ রণে। দেবেনাথ স্মৃতং চাস্ত্রং কৌচ্ছেরাখ্যং মহাহবে ॥ ৬৮ ॥ দীপ্যমানং সমুৎসৃজ্য হৃদয়ে তাড়িতঃ ক্ষণাৎ। ততঃ স তাড়িতস্তেন রুধিরোদ্গারমুদ্বমন্ ॥ ৬৯ ॥ পতিতোঽধোমুখো ভূত্বা ততঃ শূলেন ভেদিতঃ। পুনশ্চ দেবদেবেন শূলেন দ্বিদলীকৃতঃ ॥ ৭০ ॥ শূলাগ্রেঽপি স্থিতঃ পাপো ভ্রাম্যতেঽশ্চক্রবত্তদা। যে যে ভূম্যাং পতন্তি স্ম তৎকায়াদ্রক্তবিন্দবঃ ॥ ৭১ ॥ তে তে সর্ব্বে সমুত্তস্থুর্দানবাঃ শস্ত্রপাণয়ঃ। ব্যাকুলস্য হতো দেবো দানবেন তরস্বিনা ॥ ৭২ ॥ দেবেনাথ স্মৃতা দুর্গা চামুণ্ডা ভীষণাননা। আয়াতা ভীষণাকারা নানায়ুধবিরাজিতা ॥ ৭৩ ॥ মহাদংষ্ট্রা মহাকায়া পিঙ্গাক্ষী লম্বকর্ণিকা। আদেশো দীয়তাং দেব কো যাস্যতি যমালয়ম্ ॥ ৭৪ ॥ ঈশ্বর উবাচ। পিবাস্য রুধিরং ভদ্রে যথেষ্টং দানবস্য চ। নিপতদ্রুধিরং ভূমৌ দুর্গে গৃহ্ণীষ মা চিরম্ ॥ ৭৫ ॥ নিহন্মি দানবং যাবৎ সাহায্যং কুরু সুন্দরি। এবমুক্তা তু সা দুর্গা পপৌ চ রুধিরং ততঃ ॥ ৭৬ ॥ নিহতা দানবাঃ সর্ব্বে দেবেশেন সহস্রশঃ। অন্ধকোঽপি চ তান্ দৃষ্ট্বা দানবানবনিং গতান্। ততো বাগ্ভিঃ প্রতুষ্টাব দেবদেবং মহেশ্বরম্ ॥ ৭৭ ॥ অন্ধক উবাচ। জয়স্ব দেবদেবেশ উমার্দ্ধাঙ্কিশরীরধৃক্।

তাহাতে মহেশ্বর মূর্চ্ছাপন্ন ও নিস্পন্দ হইলেন। অন্ধক তাঁহাকে মূর্চ্ছাপন্ন অবলোকন করিয়া চিন্তা করিতে লাগিল, হায় হায়। আমি পাপকর্ম্মা! আজ আমি বড়ই পাপকার্য্য করিয়াছি, অহো! কি কষ্ট; আমি এক্ষণে কি করিব, কোন্ কর্ম্ম করিয়া কোন্ স্থানে আমি মুক্ত হইব! অনন্তর দৈত্যপতি অন্ধক শঙ্করকে ক্রোড়ে করিয়া কৈলাস শৈলে উপনীত হইল এবং তাঁহাকে শয্যায় রক্ষিত করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল। অনন্তর শয্যায় শয়ান থাকিয়া শঙ্কর অতিশয় বেদনা অনুভব করিলেন; দেখিলেন,—তিনি নিজ ভবনে শয়ান রহিয়াছেন। ভাবিলেন,—দুরাত্মা দানব কিরূপে আমাকে পরাভূত করিল! আবার তাঁহার ক্রোধবেগ বর্দ্ধিত হইলে, প্রভু পুনরায় দানবের প্রতি প্রধাবিত হইলেন। অল্পকালেই দানবের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার হইল। তাহাকে দেখিবামাত্র তিনি ভূরিভার লৌহলগুড় গ্রহণপূর্ব্বক তাহার মস্তকে নিক্ষেপ করিলেন। দানব রণভূমে হাসিতে হাসিতে খড়্গ দ্বারা তাঁহার লৌহলগুড় ছিন্ন করিল। অনন্তর মহাসমরে দেবদেবের কৌচ্ছের নামক মহাস্ত্র স্মরণ হইল। তিনি দানবের প্রতি সেই দীপ্যমান কৌচ্ছের পরিত্যাগ করিলেন। ক্ষণকাল মধ্যে তাহা অসুরের হৃদয়ে বিদ্ধ হইল। কৌচ্ছেরে তাড়িত হইয়া অসুর রুধির বমন করিতে লাগিল। অনন্তর অন্ধক অধোমুখ হইয়া পতিত হইল। তারপর শূলপাণি শূলদ্বারা তাহাকে বিদ্ধ করিলেন। তিনি পুনঃপুনঃ শূলবিদ্ধ করিয়া দানবকে দ্বিধা বিভিন্ন করিলেন, পাপমতি দানব শূলীর শূলাগ্রে থাকিয়া চক্রের ন্যায় ভ্রমণ করিতে লাগিল। হে রাজন্! ঐকালে দানবের দেহ হইতে যে যে রক্তবিন্দু ভূতলে পতিত হইয়াছিল, সেই সকল হইতেই শস্ত্রপাণি দ্বিতীয় অন্ধকাসুর সকল সমুৎপন্ন হইতে লাগিল। তরস্বী অসুরকর্ত্তৃক শূলী ব্যাকুল হইলেন। ৫৯—৭২। তখন তিনি ভীষণাননা চামুণ্ডা দুর্গাকে স্মরণ করিলেন। অনন্তর মহাদংষ্ট্রা মহাকায়া পিঙ্গললোচনা নানাবিধ আয়ুধভূষণা চামুণ্ডা রণক্ষেত্রে আগমন করিলেন এবং বলিলেন,—হে দেব! কাহাকে যমালয়ে প্রেরণ করিব? আদেশ করুন। ঈশ্বর উত্তর করিলেন,—হে ভদ্রে! ইচ্ছানুসারে এই অসুরের রুধির পান কর। হে দুর্গে! যখন ইহার শোণিত ক্ষিতিতলে পতিত হইবে, তুমি সত্বর তাহা গ্রহণ করিবে; হে সুন্দরি! যে পর্য্যন্ত দানবকে না নিহত করি, তাবৎ তুমি আমার সাহায্য কর। অনন্তর দেবেশ কর্ত্তৃক শত সহস্র অসুর নিহত হইল, দেবদেবের আদেশে দেবী দুর্গা অসুররুধির পান করিতে লাগিলেন। তদনন্তর অন্ধক সেই দানবগণকে ক্ষিতিশায়ী হইতে দেখিয়া ভীত হইল এবং বিবিধ বাগ্বিন্যাস করিয়া দেবদেব মহেশ্বরের স্তব করিতে লাগিল।

নমস্তে দেবদেবেশ সর্ব্বায় ত্রিগুণাত্মনে। ৭৮। বৃষভাসনমারূঢ় শশাঙ্ককৃতশেখর। জয় খট্বাঙ্গহস্তায় গঙ্গাধর নমোহস্তু তে। ৭৯। নমো ডমরুহস্তায় নমঃ কপালমালিনে। স্মরদেহবিনাশায় মহেশায় নমোহস্তু তে। ৮০। পূষ্ণো দন্তনিপাতায় গণনাথায় তে নমঃ। জয় স্বরূপদেহায় অরূপবহুরূপিণে। ৮১। উত্তমাঙ্গবিনাশায় বিরিঞ্চেরপি শঙ্কর। শ্মশানবাসিনে নিত্যং নিত্যং ভৈরবরূপিণে। ৮২। ত্বং সর্ব্বগোহসি ত্বং কর্ত্তা ত্বং হর্ত্তা নান্য এব চ। ত্বং ভূমিস্থঃ দিশশ্চৈব ত্বং গুরুর্ভার্গবস্তথা। ৮৩। সৌরিস্ত্বং দেবদেবেশ ভূমিপুত্রস্তথৈব চ। ঋক্ষগ্রহাদিকং সর্ব্বং যদ্দৃশ্যং ত্বমেব চ। ৮৪। এবং স্তুতিং তদা কৃত্বা দেবং প্রতি স দানবঃ। সংহতাভ্যাং তু পাণিভ্যাং প্রণনাম মহেশ্বরম্। ৮৫। ঈশ্বর উবাচ। সাধু সাধু মহাসত্ত্ব বরং যাচস্ব দানব। দাতাহং যাচকস্ত্বং হি দদামীহ যথেপ্সিতম্। ৮৬। অন্ধক উবাচ। যদি তুষ্টোহসি দেবেশ যদি দেয়ো বরো মম। ত্বদাত্মসদৃশোহহং তে কর্ত্তব্যো নাপরো বরঃ। ৮৭। ভস্মী জটী ত্রিনেত্রী চ ত্রিশূলী চ চতুর্ভুজঃ। ব্যাঘ্রচর্ম্মোত্তরীয়শ্চ নাগযজ্ঞোপবীতকঃ। ৮৮। এতদিচ্ছাম্যহং সর্ব্বং যদি তুষ্টো মহেশ্বর। ৮৯। ঈশ্বর উবাচ। দদামি তে বরং হ্যদ্য যত্ত্বয়া যাচিতোহনঘ। গণেষু মে স্থিতঃ পুত্র ভৃঙ্গীশত্বং ভবিষ্যসি। ৯০।

ইতি শ্রীস্কান্দেঽন্ধকবধবরপ্রদানবর্ণনং নামাষ্টচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ। ৪৮।

একোনপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ। অন্ধকং তু নিহত্যাথ দেবদেবো মহেশ্বরঃ। উময়া সহিতো রুদ্রঃ কৈলাসমগমন্নগম্। ১। আগতাশ্চ ততো দেবা ব্রহ্মাদ্যাশ্চ সবাসবাঃ। হৃষ্টাস্তুষ্টাশ্চ তে সর্ব্বে প্রণেমুঃ পার্ব্বতীপতিম্। ২। ঈশ্বর উবাচ। উপাবিশন্তু তে সর্ব্বে যে কেচন সমাগতাঃ। নিহতো দানবো

অন্ধক কহিল,—হে দেবদেবেশ! আপনি উমার অর্দ্ধদেহ ধারণ করিয়াছেন, আপনার জয় হউক; হে ত্রিগুণাত্মন! আপনাকে নমস্কার, হে দেবদেব সর্ব্ব! আপনি বৃষাসনে আরূঢ় হইয়াছেন, আপনার মস্তকে শশাঙ্ক বিরাজমান; আপনাকে নমস্কার। হে মহেশ! আপনার করে খট্বাঙ্গ, মস্তকে গঙ্গা এবং আপনি কর দ্বারা ডমরুবাদ্য করিয়া থাকেন, আপনাকে নমস্কার। হে কপালমালিন! আপনার নয়নবহ্নিতে মদনদেহ দগ্ধ হইয়াছে, পূষার দশন আপনিই বিনাশ করিয়াছেন, হে গণনাথ! আপনাকে নমস্কার। হে শঙ্কর! আপনি সরূপ হইয়াও রূপহীন ও বহুরূপ, আপনি উত্তমাঙ্গ অনঙ্গের নিগ্রহ ও ব্রহ্মার মস্তক, আপনাকে নমস্কার। আপনি সতত শ্মশানে বাস করেন, আপনার রূপ অতিভীষণ; আপনি সর্ব্বগ, কর্ত্তা ও হর্ত্তা; আপনি ভিন্ন অন্য কিছুই নাই; আপনি ভূমি, দিক, বৃহস্পতি, ভার্গব, সৌরি এবং ভূমিপুত্র মঙ্গল; হে দেবেশ! গ্রহনক্ষত্রাদি যে কিছু দৃষ্ট হয়, সে সকলও আপনিই। দানব এইরূপে দেবদেবের প্রতি বিবিধ স্তুতিবাক্য প্রয়োগ করিয়া অবশেষে যে কর দ্বারা তাঁহার সহিত সমর করিয়াছিল, সেই পাণিদ্বয় যুক্ত করত মহেশ্বরকে প্রণাম করিল। ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাসত্ত্ব! সাধু সাধু; হে দানব! বর প্রার্থনা কর। তুমি অদ্য আমার নিকট যে বর প্রার্থনা করিবে, আমি তাহাই প্রদান করিব। অন্ধক উত্তর করিল,—হে দেবেশ! যদি আমার প্রতি প্রীত হইয়া থাকেন, আর যদি আমি বরদানের যোগ্য হই, তবে আমাকে আপনার সারূপ্য প্রদান করুন, আমার অন্য বরে প্রয়োজন নাই। আমি ভস্মী, জটী, ত্রিনেত্র, ত্রিশূলী, চতুর্ভুজ, সর্পযজ্ঞোপবীতী ও শার্দ্দূলচর্ম্মোত্তরীয় হইব; যদি আপনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে ইহাই আমার অভীষ্ট জানিবেন। ঈশ্বর বলিলেন,—হে অনঘ! তুমি যাহা যাচ্ঞা করিলে, অদ্য তোমাকে আমি এইরূপ বরই প্রদান করিলাম। হে পুত্র! তুমি অদ্য হইতে আমার গণমধ্যে ভৃঙ্গীশত্ব প্রাপ্ত হও। ৭৩—৯০।

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪৮।

ঊনপঞ্চাশ অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—অনন্তর দেবদেব মহেশ্বর রুদ্র অন্ধককে নিহত করিয়া উমার সহিত কৈলাসশৈলে গমন করিলেন। ব্রহ্মাদি সবাসব সুরগণ পার্ব্বতীপতির সমীপে উপনীত হইয়া হৃষ্ট হইলেন এবং বিবিধ স্তব ও প্রণাম করিলেন। ঈশ্বর কহিলেন,—যে সকল সুর এই স্থানে উপস্থিত

হেষ গীর্ব্বাণার্থে পিতামহ॥ ৩॥ রক্তেন তস্য মে শূলং নির্ম্মলং নৈব জায়তে। শুভব্রততপোজপ্যরতো ব্রহ্মন্ময়া হতঃ॥৪॥ কর্ত্তুমিচ্ছাম্যহং সম্যক্ তীর্থযাত্রাং চতুর্ম্মুখ। আগচ্ছন্তু ময়া সার্দ্ধং যে যূয়মিহ সঙ্গতাঃ॥ ৫॥ ইত্যুক্তা দেবদেবেশঃ প্রভাসং প্রতি নির্যযৌ। প্রভাসাদ্যানি তীর্থানি গঙ্গাসাগরমধ্যতঃ॥ অবগাহ্যাপি সর্ব্বাণি নৈর্ম্মল্যং নাভবন্নৃপ। নর্ম্মদায়াং ততো গত্বা দেবো দেবৈঃ সমন্বিতঃ॥ ৭॥ উত্তরং দক্ষিণং কূলমবাগাহৎ প্রিয়ব্রতঃ। গতস্য দক্ষিণে কূলে পর্ব্বতে ভৃগুসংজ্ঞিতে॥ ৮॥ তত্র স্থিত্বা মহাদেবো দেবৈঃ সহ মহীপতে। ভ্রান্ত্বা ভ্রান্ত্বা চিরং শান্তো নির্ব্বিণ্ণো নিষসাদ হ॥ ৯॥ মনোহারি যতঃ স্থানং সর্ব্বেষাং বৈ দিবৌকসাম্। তীর্থং বিশিষ্টং তন্মত্বা স্থিতো দেবো মহেশ্বরঃ॥ ১০॥ গিরিং বিব্যাধ শূলেন. ভিন্নং তেন রসাতলম্। নির্ম্মলং চাভবচ্ছূলং ন লেপো দৃশ্যতে ক্বচিৎ॥ ১১॥ দেবৈরাহ্বানিতা তত্র মহাপুণ্যা চ ভারতী। পর্ব্বতান্নিঃসৃতা তত্র মহাপুণ্যা সরস্বতী॥ ১২॥ দ্বিতীয়ঃ সঙ্গমস্তত্র যথা বেণ্যাং সিতাসিতঃ। তত্র ব্রহ্মা স্বয়ং দেবো ব্রহ্মেশঃ লিঙ্গমুত্তমম্॥ ১৩॥ সংস্থাপয়ামাস পুণ্যং সর্ব্বদুঃখঘ্নমুত্তমম্। তস্য যাম্যে দিশো ভাগে স্বয়ং দেবো জনার্দ্দনঃ॥ ১৪॥ তিষ্ঠতে চ সদা তত্র বিষ্ণুপাদাগ্রসংস্থিতা। অন্তসো ন ভবেন্মার্গঃ কুণ্ডমধ্যস্থিতস্য চ॥ ১৫॥ শূলাগ্রেণ কৃতা রেখা ততস্তোয়ং বহেন্নৃপ। ততোয়ং চ গতং তত্র যত্র রেবা মহানদী॥ ১৬॥ জললিঙ্গং মহাপুণ্যং চক্রতীর্থং নৃপোত্তম। শূলভেদে চ দেবেশঃ স্নানং কুর্য্যাদ্‌যথাবিধি॥ ১৭॥ আত্মানং মন্যতে শুদ্ধং ন কিঞ্চিৎ কল্মষং কৃতম্। তস্যোত্তরকাষ্ঠায়াং দেবদেবো জগদ্গুরুঃ॥ ১৮ আত্মনা দেবদেবেশঃ শূলপাণিঃ প্রতিষ্ঠিতঃ। সর্ব্বতীর্থেষু তত্তীর্থং সর্ব্বদেবময়ং পরম্॥ ১৯॥ সর্ব্বপাপহরং পুণ্যং সর্ব্বদুঃখঘ্নমুত্তমম্। তত্র তীর্থে

হইয়াছেন, তাঁহারা উপবেশন করুন আমি দেবগণের হিতার্থ অন্ধককে নিহত করিয়াছি। অনন্তর পিতামহকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন,—হে পিতামহ! অন্ধকের শোণিতে আমার শূল মলিন হইয়াছে, হে ব্রহ্মন্! আমি শুভব্রত তপোজপরত অসুরকে নিহত করিয়াছি। হে চতুরানন! আমি সম্যক্ তীর্থযাত্রা করিব। আপনার সহিত যে সকল সুর আগমন করিয়াছেন, সকলেই আমার সহিত আগমন করুন। দেবদেবেশ এইরূপ কহিয়া প্রভাসের প্রতি প্রস্থিত হইলেন। হে নৃপ! প্রভাসাদি তীর্থ, গঙ্গা ও সাগরসঙ্গমে বিদ্যমান, শঙ্কর প্রভাসাদি সকলতীর্থেই অবগাহন করিলেন; কিন্তু নির্ম্মলতা লাভ করিলেন না। অনন্তর শঙ্কর সুরগণসহ নর্ম্মদাতীর্থে গমন করিয়া উত্তমব্রতধারণপূর্ব্বক নর্ম্মদার দক্ষিণ ও উত্তরকূলে অবগাহন করিলেন। হে মহীপতে! নর্ম্মদার দক্ষিণ কূলে ভৃগুগিরি বিদ্যমান, দেবদেব মহাদেব সুরগণসহ এই ভৃগুপর্ব্বতে অবস্থান করেন। দেবদেব দীর্ঘকাল পরিভ্রমণের পর শ্রান্ত ও নির্ব্বিণ্ণ হইয়া এই ভৃগুপর্ব্বতে বাস করিয়াছিলেন। এ ভৃগুগিরি ত্রিদিববাসীদিগের মন হরণ করিয়াছিল। বিশেষতঃ এই তীর্থ অনুত্তম জানিয়া দেবদেব মহেশ্বর সুরগণসহ এই স্থানে অবস্থান করেন। অনন্তর ত্রিশূলী শূল দ্বারা ভৃগুশৈলের তলদেশ নির্ভিন্ন করিলেন। তাঁহার শূলাঘাতে রসাতল ভিন্ন হইল। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মলিন ত্রিশূলও নির্ম্মল হইয়া গেল। শূলের শোণিতলেপ আর পরিদৃষ্ট হইল না। অনন্তর দেবগণের পূত আহ্বানে মহাপুণ্যা ভারতী সরস্বতী সেই ভৃগুশৈল হইতে নির্গতা হইলেন। কৃষ্ণবেণীর যেরূপ শ্বেতকৃষ্ণ পুণ্যসঙ্গম, ভৃগুশৈলেও তদ্রূপ এক সঙ্গম তীর্থ প্রতিষ্ঠিত হইল। অনন্তর ব্রহ্মা স্বয়ং এই সঙ্গমতীর্থে মহাপুণ্য সর্ব্বদুঃখহর অনুত্তম ব্রহ্মেশ লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিলেন; ইহার দক্ষিণ দিগ্‌ভাগে স্বয়ং জনার্দ্দন বিদ্যমান। সরস্বতী এই বিষ্ণুপদাগ্র আশ্রয় করিয়াই এই স্থানে অবস্থিত ছিলেন। ইঁহার জলপ্রবাহ ছিল না। অনন্তর ত্রিশূলীর শূলাগ্রে ভৃগুশৈল নির্ভিন্ন হইলে ইনি প্রবাহরেখাঙ্কিত হইয়া প্রবাহমাণ হন। হে নৃপ! অনন্তর এই সরস্বতীপ্রবাহই সরিদ্বরা রেবায় গিয়া মিলিত হয়।১—১৬। হে নৃপোত্তম! এই স্থানে জললিঙ্গ মহাপুণ্য চক্রতীর্থ বিদ্যমান। দেবেশ শঙ্কর এই শূলভেদ তীর্থেই যথাবিধি নিজস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া স্বীয় আত্মাকে শুদ্ধ ও নির্ব্বিষ মনে করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার মনে হইল, তিনি যেন কোন পাপই করেন নাই। অনন্তর দেবদেব জগদ্গুরু সেই শূলভেদ তীর্থের উত্তরদিকে শূলপাণিমূর্ত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইলেন, এই শূলভেদ সর্ব্বতীর্থোত্তম, সর্ব্বদেবময়, সর্ব্বপাপহর ও সর্ব্বদুঃখনাশন পরম

প্রতিষ্ঠাপ্য দেবদেবং জগদ্গুরুঃ ॥ ২০ ॥ রক্ষপালাং-স্ততো মুক্তা শতং সাষ্টবিনায়কান্। ক্ষেত্রপালাঃ শতং সাষ্টং তত্রক্ষন্তি প্রযত্নতঃ ॥ ২১ ॥ বিঘ্নাস্তস্তোপ-জায়ন্তে যস্তত্র স্নাতুমিচ্ছতি। কেচিৎ কুটুম্বচিন্তাসু ব্যগ্রাঃ কেচিৎ কৃষীষু চ ॥ ২২ ॥ কেচিৎ সভাং প্রকুর্ব্বন্তি কেচিদ্দ্রব্যাজ্জনে রতাঃ পরোক্ষবাদং কুর্ব্বন্তি কেহপি হিংসারতাঃ সদা ॥২৩॥ পরদাররতাঃ কেচিৎ কেচিদ্বৃত্তিবিহিংসকাঃ। অন্তে কেচিদ্বদন্ত্যেবং কথং তীর্থেষু গম্যতে ॥ ২৪ ॥ ক্ষুধয়া পীড্যতে ভার্য্যা পুত্রভৃত্যাদয়স্তদা মোহজালেষু যোজ্যন্তে এবং দেবগণৈর্নরাঃ ॥ ২৫ ॥ পাপাচারাশ্চ যে মর্ত্ত্যাঃ স্নানং তেষাং ন জায়তে। সংরক্ষন্তি চ তত্তীর্থং দেবভৃত্যগণাঃ সদা ॥ ২৬ ॥ ধন্যাঃ পুণ্যাশ্চ যে মর্ত্ত্যাস্তেষাং স্নানং প্রজায়তে। সরস্বত্যা ভোগবত্যা দেবনদ্যা বিশেষতঃ ॥ ২৭ ॥ অয়ং তু সঙ্গমঃ পুণ্যো যথা বেণ্যাং সিতাসিতঃ। দৃষ্টা তীর্থং তু তে সর্ব্বে গীর্ব্বাণা হৃষ্টচেতসঃ ॥ ২৮ ॥ দেবস্য সান্নিধৌ ভূত্বা বর্ণয়ামাসুরুত্তমম্। ইদং তীর্থং তু দেবেশ গয়াতীর্থেন তে সমম্ ॥২৯॥ গুহ্যাদ্গুহ্যতমং তীর্থং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি। শূলপাণিং সমভ্যর্চ্চ্য ইন্দ্রাদ্যৈ-রপ্সরোগণৈঃ ॥৩০॥ যক্ষকিন্নরগন্ধর্ব্বৈর্দিক্পালৈর্লোক-পৈরপি। নৃত্যগীতৈস্তথা স্তোত্রৈঃ সর্ব্বেশ্চাপি সুরাসুরৈঃ। পূজ্যমানো গণৈঃ সর্ব্বৈঃ সিদ্ধৈর্নাগৈ-মহেশ্বরঃ ॥ ৩১ ॥ দেবেন ভেদিতস্তত্র শূলাগ্রেণ নরাধিপঃ ॥ ৩২ ॥ ত্রিধা যস্তেক্ষ্যতেহদ্যাপি হ্যাবর্ত্তঃ সুরপূরিতঃ। কুণ্ডত্রয়ং নরব্যাঘ্র মহৎকলকলান্বিতম্ ॥ ৩৩ ॥ সর্ব্বপাপক্ষয়করং সর্ব্বদুঃখঘ্নমুত্তমম্। তত্র তীর্থে তু যঃ স্নাতি উপবাসপরায়ণঃ ॥ ৩৪ ॥ দীক্ষামন্ত্রবিহীনোহপি মুচ্যতে চান্দ্রিকাদঘাৎ। যে পুনর্ব্বিধিবৎ স্নান্তি মন্ত্রৈঃ পঞ্চভিরেব চ ॥ ৩৫ ॥ বেদোক্তৈঃ পঞ্চভির্ম্মন্ত্রৈঃ সহিরণ্যঘটৈঃ শুভৈঃ। অক্ষরৈর্দ্দশভিশ্চৈব ষড়্ভির্ব্বা ত্রিভিরেব বা ॥ ৩৬ ॥ পৃথক্পৃথক্ত্রিজাতীনাং তীর্থে কার্য্যং নরাধিপ। ব্রহ্মক্ষত্রবিশাং বাপি স্ত্রীশূদ্রাণাং তথৈব চ ॥ ৩৭ ॥

পুণ্য তীর্থ বলিয়া পরিগণিত হইল। দেবদেব জগদ্গুরু স্বয়ং শূলভেদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অষ্টো-ত্তরশত বিনায়ক ও অষ্টোত্তরশত ক্ষেত্রপাল তীর্থ-রক্ষার্থ নিযুক্ত করিলেন, এই শিবানিযুক্ত বিনা-য়ক ও ক্ষেত্রপালগণই যত্নপূর্ব্বক এই তীর্থের রক্ষা করিয়া থাকেন। যাহারা এই তীর্থে স্নান কামনা করে, বিনায়ক ও ক্ষেত্রপালগণ তাহা-দের বিঘ্ন উৎপাদন করেন। যাহারা কুটুম্বসচ-চিন্ত, কুটুম্বপোষণে ব্যগ্র ও কৃষিনিরত, যে সকল লোক ধ্যাতিপ্রতিপত্তির জন্য সভানির্ম্মাণে প্রবৃ-ত্তিত করে, যাহারা দ্রব্যোপার্জনরত, পরোক্ষবাদী, সতত হিংসাসক্ত, পরদাররত ও বৃত্তিবিহিংসক এবং যাহারা বলে—কেমন করিয়া তীর্থে গমন করিব? তীর্থে গমন করিলে গৃহে পত্নী, পুত্র ও ভৃত্যাদি ক্ষুধায় পীড়িত হইবে, এতাদৃশ মোহজালাকুল লোক-দিগকে দেবগণ এই তীর্থে বাধা প্রদান করিয়া থাকেন; পাপাচাররত নরগণ কদাচ এই তীর্থে স্নান করিতে সমর্থ হয় না, দেবভৃত্যগণ নিন্দিতকর্ম্মা মানবদিগের সংসর্গ হইতে এই তীর্থ সতত রক্ষা করেন। যাঁহারা ধন্য ও পুণ্য, তাঁহা-রাই এই তীর্থে গমন ও স্নান করিয়া থাকেন। কৃষ্ণবেণীর শ্বেতকৃষ্ণ সঙ্গমের ন্যায় সরস্বতী, ভোগবতী বিশেষতঃ সুরনদীর সঙ্গম হইতেও এই সঙ্গমতীর্থ মহাপুণ্য। দেবগণও এই তীর্থদর্শনে হৃষ্টচিত্ত হইয়া দেবেশ সন্নিধানে গমনপূর্ব্বক অনুত্তম মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়াছিলেন। তাঁহারা বলেন—হে দেবেশ! এই শূলভেদতীর্থ গয়াতীর্থের তুল্য। এই তীর্থ গুহ্য হইতেও গুহ্যতর; এরূপ তীর্থ আর হয় নাই, হইবেও না। হে নৃপ! ইন্দ্রাদি দেব, অপ্সরা, যক্ষ, কিন্নর, গন্ধর্ব ও লোকপাল দিক্পাল-গণের নৃত্য, গীত এবং স্তববাক্যে শূলপাণি এই স্থানে পূজিত হন এবং গণদেবতা, সিদ্ধ ও নাগগণ কর্ত্তৃক আরাধ্যমান হইয়া হর এই স্থানে বিরাজ করেন। ১৭—৩১। হে নরাধিপ! শূলপাণি শূলাগ্র দ্বারা বিষ্ণুপাদাশ্রিত সরস্বতীকুণ্ড ত্রিধা বিভিন্ন করিয়াছিলেন, অদ্যাপি সেই সুরপূজিত ত্রিধা বিভিন্ন আবর্ত্ত দৃষ্ট হইয়া থাকে। হে নরশার্দ্দূল! এই উত্তম কুণ্ডত্রয় মহা কলকল্লোলময়, সর্ব্বপাপক্ষয়-কর ও সর্ব্বদুঃখনাশন। যে উপবাসপরায়ণ নর এই কুণ্ডত্রয়ে অবগাহন করে, দীক্ষামন্ত্রহীন হইলেও তাহার শতবৎসরসঞ্চিত পাপ বিনষ্ট হয়! যে মানব বিধিপূর্ব্বক স্নান করে, তাহার স্নানবিধি কথিত হইতেছে। বিধিপূর্ব্বক স্নানকামী মানব পঞ্চবৈদিক মন্ত্রে স্বর্ণকলসীর জল দ্বারা স্নান করিবে, এই পঞ্চমন্ত্রও আবার দশ, ষট্, বা ত্র্যক্ষর-সমন্বিত। দ্বিজাতিগণ কুণ্ডত্রয়ে পৃথক্ পৃথক্ মন্ত্রে স্নান করিবেন। হে নরাধিপ! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই দ্বিজাতিসমূহ মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক স্নান করিবেন; আর স্ত্রী ও শূদ্রাদি পুরুষগণ মাত্র বৈদিক

পুরুষাণাং ত্রয়ীং ধ্যাত্বা স্নানং কুর্য্যাদ্‌যথাবিধি। দশাক্ষরেণ মন্ত্রেণ যে পিবন্তি জলং নরাঃ॥ ৩৮॥ তে গচ্ছন্তি পরং লোকং যত্র দেবো মহেশ্বরঃ। কেদারে চ যথা পীতং রুদ্রকুণ্ডে তথৈব চ॥ ৩৯॥ পঞ্চরেফসমাযুক্তং ককারং সুরপূজিতম্। ওঙ্কারেণ সমাযুক্তমেতদ্বেদ্যং প্রকীর্ত্তিতম্॥ ৪০॥ যস্তত্র কুরুতে স্নানং বিধিযুক্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ। তিলমিশ্রেণ তোয়েন তর্পয়েৎ পিতৃদেবতাঃ॥ ৪১॥ কুলানাং তারয়েদ্বিংশং দশ পূর্ব্বান্ দশাপরান্। গয়াদিপঞ্চস্থানেষু যঃ শ্রাদ্ধং কুরুতে নরঃ॥ ৪২॥ স তত্র ফলমাপ্নোতি শূলভেদে ন সংশয়ঃ। যস্তত্র বিধিনা যুক্তো দদ্যাদ্দানানি ভক্তিতঃ॥ ৪৩॥ তদক্ষয়ং ফলং তত্র সুকৃতং দুষ্কৃতং তথা। গয়াশিরো যথা পুণ্যং পিতৃকার্য্যেষু সর্ব্বদা॥৪৪॥ শূলভেদং তথা পুণ্যং স্নানদানাদিতর্পণৈঃ। ভক্ত্যা দদাতি যস্তত্র কাঞ্চনং গাং মহীং তিলান্॥ ৪৫॥ আসনোপানহৌ শয্যাং বরাশ্বান্ ক্ষত্রিয়স্তথা। বস্ত্রযুগ্মঞ্চ ধান্যঞ্চ গৃহং পূর্ণং প্রযত্নতঃ॥ ৪৬॥ সযোক্ত্রং লাঙ্গলং দদ্যাৎ কৃষ্টাং চৈব বসুন্ধরাম্। দানান্যেতানি যো দদ্যাদ্‌ব্রাহ্মণে বেদপারগে॥ ৪৭॥ শ্রোত্রিয়ে কুলসম্পন্নে শুচিস্মিতে জিতেন্দ্রিয়ে। স্বাধ্যায়-সম্পন্নে দম্ভহীনে ক্রিয়ান্বিতে। ত্রয়োদশাহস্ত্বেকৈকং ত্রয়োদশগুণং ভবেৎ॥ ৪৮॥

ইতি শ্রীস্কান্দে শূলভেদোৎপত্তিমাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈকোনপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ॥ ৪৯॥

পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

উত্তানপাদ উবাচ। দ্বিজাশ্চ কীদৃশাঃ পূজ্যা অপূজ্যাঃ কীদৃশাঃ স্মৃতাঃ। শ্রাদ্ধে বৈবাহিকে কার্য্যে দানে চৈব বিশেষতঃ॥ ১॥ যদি শ্রাদ্ধো ভবেদ্দেব-যোগাচ্ছ্রাদ্ধাদিকে বিধৌ। এতদাখ্যাহি মে দেব কস্য দানং ন দীয়তে॥ ২॥ ঈশ্বর উবাচ। যথা কাষ্ঠময়ো হস্তী যথা চর্ম্মময়ো মৃগঃ। ব্রাহ্মণশ্চানধীয়ানস্ত্রয়স্তে নামধারকাঃ॥ ৩॥ যথা ষণ্ঢোঽফলঃ স্ত্রীষু যথা গৌর্গবি চাফলা। যথা চাজ্ঞেঽফলং দানং তথা বিপ্রোঽনৃচোঽফলঃ॥ ৪॥ যথানুপ্তে বীজ-

---

মন্ত্র ধ্যান মাত্র করিয়া যথাবিধি স্নান করিবে। যাহারা দশাক্ষর মন্ত্রে শূলভেদ তীর্থের জলপান করে, তাহাদের মহেশ্বরলোক লাভ হয়। যাহারা কেদারে রুদ্রকুণ্ডের জল পান করে, তাহাদেরও রুদ্রলোকে গতি হয়। মন্ত্র—পঞ্চরেফযুক্ত ককারের সহিত ওঁকার যোগ করিলে—ওঁ র র র র র ক (?) হইবে। এই বৈদিক মন্ত্র সুরগণেরও পূজিত বলিয়া কথিত হয়। যে জিতেন্দ্রিয় মানব বিধিযুক্ত হইয়া কুণ্ডত্রয়ে ও লিঙ্গমিশ্র জলে পিতৃদেবতার তর্পণ করে, তাহার ঊর্দ্ধতন দশ ও অধস্তন দশ এই বিংশকুল উদ্ধার পায়। গয়াদি পঞ্চতীর্থে শ্রাদ্ধ করিয়া মানবের যে ফললাভ হয়, এই শূলভেদেও তাহার তুল্য ফল হইয়া থাকে, সংশয় নাই। যে মানব শূলভেদতীর্থে ভক্তি সহকারে যথাবিধি দান করে, তাহার দানফল অক্ষয় হইয়া থাকে। এইরূপ এখানে দুষ্কৃত করিলে তাহাও অক্ষয় হয়। গয়াশির পিতৃকার্য্যের জন্য যেমন যজ্ঞপূত, এই শূলভেদও তদ্রূপ স্নান, দান ও তর্পণের জন্য পুণ্যজনক জানিবে। যে ক্ষত্রিয় নর ভক্তিপূর্ব্বক যত্নসহকারে শূলভেদে কাঞ্চন, ভূমি, তিল, আসন, পাদুকা, শয্যা, উত্তম অশ্ব, যুগ্মবস্ত্র, ধান্য, ধনধান্যপূর্ণ গৃহ, সযোক্ত্র লাঙ্গল এবং কৃষ্টা ভূমি, এক একটী করিয়া ত্রয়োদশদিনে এই ত্রয়োদশ দান করেন, তাঁহার দান ত্রয়োদশগুণ বর্দ্ধিত হয়। এই দান বেদপারগ, শ্রোত্রিয়, সদ্‌বংশোদ্ভব, শুচি, জিতেন্দ্রিয়, বেদাধ্যয়নসম্পন্ন, দম্ভহীন ও ক্রিয়ান্বিত ব্রাহ্মণকে দিতে হয়। ৩২—৪৮।

উনপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৪৯

পঞ্চাশ অধ্যায়।

উত্তানপাদ জিজ্ঞাসা করিলেন,—শ্রাদ্ধ, বৈবাহিক বিধি, বিশেষতঃ দানকার্য্যে কীদৃশ দ্বিজ পূজ্য ও আর কিরূপ দ্বিজই বা অপূজ্য? হে দেব! যদি দৈববশতঃ কখনও শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে শ্রদ্ধা হয়, তবে কীদৃশ দ্বিজকে শ্রাদ্ধদান কর্ত্তব্য নহে? এই সকল আমার নিকট বলুন। ঈশ্বর উত্তর করিলেন,—যেমন কাষ্ঠময় হস্তী হস্তী নহে, যেরূপ চর্ম্মময় মৃগ মৃগ বলিয়া গণ্য হয় না, তদ্রূপ অনধীতবিদ্য বিপ্র বিপ্রই নহে; পূর্ব্বোক্তরূপ হস্তী, মৃগ বা দ্বিজ কেবল নামধারী মাত্র। রমণীসমাজে ক্লীব যেরূপ অফল, গাভীর নিকট গাভী যেরূপ ফল লাভ করে না, অজ্ঞ ব্যক্তিতে দান যেরূপ নিষ্ফল হয়, বেদবিহীন দ্বিজও তদ্রূপ অফল জানিবে। তদনন্তর

মুপ্তা বপ্তা ন লভতে ফলম্। তথানৃচে হবির্দত্ত্বা ন তথা লভতে ফলম্॥ ৫॥ রোগী হীনাতিরিক্তাঙ্গঃ কাণঃ পৌনর্ভবস্তথা। অবকীর্ণী শ্যাবদন্তঃ সর্ব্বাশী বৃষলীপতিঃ॥ ৬॥ মিত্রধ্রুক্ পিশুনঃ সোমবিক্রয়ী পরনিন্দকঃ। পিতৃমাতৃগুরুত্যাগী নিত্যং ব্রাহ্মণনিন্দকঃ॥ ৭॥ শূদ্রান্নং মন্ত্রসংযুক্তং যো বিপ্রো ভক্ষয়েন্নৃপ। সোঽস্পৃশ্যঃ কর্ম্মচাণ্ডালঃ স্পৃষ্ট্বা স্নানং সমাচরেৎ॥ ৮॥ কুনখী বৃষলী স্তেয়ী বার্দ্ধুষ্যঃ কুণ্ডগোলকৌ। মহাদানরতো যশ্চ যশ্চাত্মহননে রতঃ॥ ৯॥ ভৃতকাধ্যাপকঃ ক্লীবঃ কন্যাদূষ্যভিশস্তকঃ। এতে বিপ্রাঃ সদা ত্যজ্যাঃ পরিভাব্য প্রযত্নতঃ॥ ১০॥ প্রতিগ্রহং গৃহীত্বা তু বাণিজ্যং যস্তু কারয়েৎ। তস্য দানং ন দাতব্যং বৃথা ভবতি তস্য তৎ॥ ১১॥ শ্রুতাধ্যয়নসম্পন্না যে দ্বিজা বৃত্ততৎপরাঃ। তেষাং যদ্দীয়তে দানং সর্ব্বমক্ষয়তাং ব্রজেৎ॥ ১২॥ দরিদ্রান্ ভর ভূপাল মা সমৃদ্ধান্ কদাচন। ব্যাধিতস্যৌষধং পথ্যং নীরুজস্য কিমৌষধৈঃ॥ ১৩॥ উত্তানপাদ উবাচ। কীদৃশোঽথ বিধিস্তত্র তীর্থশ্রাদ্ধস্য কা ক্রিয়া। দানং চ দীয়তে যচ্চ তন্মমাখ্যাহি শঙ্কর॥ ১৪॥ ঈশ্বর উবাচ শ্রাদ্ধং কৃত্বা গৃহে ভক্ত্যা শুচিশ্চাপি জিতেন্দ্রিয়ঃ। গুরুং প্রদক্ষিণীকৃত্য ভোজ্য সীমান্তকে ততঃ। বাগ্যতঃ প্রব্রজেত্তাবদ্যাবৎ সীমাং ন লঙ্ঘয়েৎ॥ ১৫॥ শূলভেদং ততো গত্বা স্নানং কুর্য্যাদ্যথাবিধি॥ ১৬॥ পঞ্চস্থানেষু চ শ্রাদ্ধং হব্যকব্যাদিভিঃ ক্রমাৎ। পিণ্ডদানং চ যঃ কুর্য্যাৎ পায়সৈর্ম্মধুসর্পিষা॥ ১৭॥ পিতরস্তস্য তৃপ্যন্তি দ্বাদশাব্দানি পঞ্চ চ। অক্ষতৈর্বদরৈর্বিল্বৈরিঙ্গুদৈর্ম্মধুসর্পিষা॥ ১৮॥ সোঽপি তৎফলমাপ্নোতি তীর্থেঽস্মিন্নাত্র সংশয়ঃ। উপানহৌ চ যো দদ্যাদ্ ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রযত্নতঃ॥ ১৯॥ সোঽপি স্বর্গমবাপ্নোতি হয়ারূঢ়ো ন সংশয়ঃ। শয্যামশ্বং চ যো দদ্যাচ্ছত্রিকাং বা বিশেষতঃ॥ ২০॥ গচ্ছেদ্বিমানমারূঢ়ঃ সোঽপ্সরোবৃন্দবেষ্টিতঃ। উত্তমং যো গৃহং দদ্যাৎ সপ্তধান্যসমন্বিতম্॥ ২১॥ স্বেচ্ছয়া মে বসেল্লোকে কাঞ্চনে ভবনে হি সঃ। তিলধেনুং চ যো দদ্যাৎ সবৎসাং বস্ত্রসম্প্লুতাম্॥ ২২॥ নাকপৃষ্ঠে

ক্ষেত্রে বীজ বপন করিয়া বপনকারীর যেরূপ কোনই ফল লাভ হয় না, তদ্রূপ বেদবিদ্যাবিহীন দ্বিজকে দান করিয়া দাতা ফললাভে বঞ্চিত হন। হে রাজন্! রোগী, হীনাঙ্গ, অতিরিক্তাঙ্গ, কাণ, পৌনর্ভব, অবকীর্ণী, শ্যাবদন্ত, সর্ব্বাশী, বৃষলীপতি, মিত্রধ্রুক্, পিশুন, সোমবিক্রয়ী, পরনিন্দক, পিতা মাতা ও গুরুত্যাগী, সতত দ্বিজনিন্দাকারী, এবং মন্ত্রযুক্ত শূদ্রান্নভোক্তা কর্ম্মচণ্ডাল বিপ্র ইহারা সতত অস্পৃশ্য। ইহাদের সংস্পর্শ ঘটিলে তখনই স্নান করিবে। হে নৃপ! কুনখী, বৃষলী, চোর বার্দ্ধুষ্য, কুণ্ড, গোলক, মহাদানগ্রাহী, আত্মহত্যানিরত, বেতনভুক্ অধ্যাপক, ক্লীব, কন্যাদূষক, অভিশস্তক এবং পূর্ব্বোক্ত দ্বিজগণ প্রযত্নপূর্ব্বক বিচারবুদ্ধি দ্বারা সতত পরিত্যাজ্য জানিবে। যে দ্বিজ প্রতিগ্রহলব্ধ ধন দ্বারা বাণিজ্য করে, তাহাকে দান করা কর্ত্তব্য নহে; তাদৃশ দান বিফল হয়। যে সকল দ্বিজ বেদাধ্যয়ননিরত ও বৃত্তিতৎপর, তাঁহাদিগকে যে দান করা যায়, সেই দান অক্ষয় ফলজনক হয়। হে ভূপাল! দরিদ্রগণের ভরণ কর, কদাচ সমৃদ্ধ ব্যক্তিকে দান করিও না। দেখ, ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিরই ঔষধ হিতকর হয়, নীরোগ ব্যক্তিতে ঔষধ প্রয়োগে কি ফল? উত্তানপাদ জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে শঙ্কর! সেই দানবিধি কিরূপ? কিরূপেই বা তীর্থশ্রাদ্ধ করিতে হয় এবং কিরূপ দানই বা কর্ত্তব্য? এই সকল আমার নিকট বর্ণন করুন। ঈশ্বর উত্তর করিলেন,—জিতেন্দ্রিয় শুচি মানব গৃহে ভক্তিপূর্ব্বক শ্রাদ্ধ করিবে, গুরুকে ভোজন করাইবে ও তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করত বাগ্যত হইয়া তীর্থসীমান্তে উপনীত হইবে; কিন্তু যত কাল না তীর্থসীমা দর্শন হয়, তৎকাল তীর্থযাত্রীর যতবাক্ হইয়া থাকা কর্ত্তব্য। ১—১৫। অনন্তর শূলভেদ তীর্থে উপনীত হইয়া যথাবিধি স্নান ও যথাযোগ্য হব্য-কব্যাদি দ্বারা ক্রমে পঞ্চ স্থানে শ্রাদ্ধ করিবে। যে মানব মধু ও ঘৃতযুক্ত পায়সদ্বারা শূলভেদের পঞ্চতীর্থে পিণ্ডদান করে, তাঁহার পিতৃগণ সপ্তদশবার্ষিকী তৃপ্তিলাভ করেন। আর যে নর ঘৃত মধুসমন্বিত অক্ষত, বদর, বিল্ব ও ইঙ্গুদীফলদ্বারা এই তীর্থে পিণ্ডদান করে, তাহারও পূর্ব্বোক্ত ফল হইয়া থাকে, সংশয় নাই। যে মানব যত্নপূর্ব্বক দ্বিজগণকে পাদুকা প্রদান করে, সেও নিঃসন্দেহ অশ্বারূঢ় হইয়া স্বর্গে গমন করে; যে মানব শয্যা, অশ্ব বিশেষতঃ ছত্র দান করে, উত্তম বিমানারূঢ় ও অপ্সরোগণে পরিবেষ্টিত হইয়া সে স্বর্গে গমন করিয়া থাকে। যে নর সপ্তধান্যসমন্বিত উত্তম গৃহ দান করে, আমারই ইচ্ছায় সে আমার বাসস্থান শিবলোকে স্বর্ণময় ভবনে বাস করিতে সমর্থ হয়; সংশয় নাই। যে মানব বস্ত্রাচ্ছাদিত সবৎস তিলধেনু দান করে,

বসেত্তাবদ্যাবদাভূতসম্প্লবম্। গৃহে বা যদি বারণ্যে তীর্থবর্ত্মনি বা নৃপ॥ ২৩॥ তোয়মন্নং চ যো দদ্যাদ্-যমলোকং স নেক্ষতে। সর্ব্বদানানি দীয়ন্তে তেষাং ফলমবাপ্যতে॥ ২৪॥ উদকং চান্নদানং চ দদ্যাদ-ভয়মেব চ। অন্নদানাৎ পরং দানং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি॥ ২৫॥ কন্যাদানং তু যঃ কুর্য্যাদ্বৃষং বা যঃ সমুৎসৃজেৎ। তস্য বাসো ভবেত্তত্র যত্রাহমিতি নান্যথা॥ ২৬॥ উত্তানপাদ উবাচ। কন্যাদানং কথং স্বামিন্ কর্ত্তব্যং ধার্ম্মিকৈঃ সদা। পরিগ্রহো যথা পোষ্যঃ কন্যোদ্বাহস্তথৈব চ॥ ২৭॥ অন্যৎ পৃচ্ছামি দেবেশ কস্য কন্যা ন দীয়তে। দাতব্যং কুত্র তদ্দেব কস্মৈ দত্তমথাক্ষয়ম্॥ ২৮॥ উত্তমং মধ্যমং বাপি কনীয়ঃ স্যাৎ কথং বিভো। রাজসং তামসং বাপি নিঃশ্রেয়সমথাপি বা॥ ২৯॥ ঈশ্বর উবাচ। সর্ব্বেষামেব দানানাং কন্যাদানং বিশিষ্যতে। যো দদ্যাৎ পুরুষা ভক্ত্যাভিগম্য তনয়াং নিজাম্॥ ৩০॥ কুলীনায় সুরূপায় গুণজ্ঞায় মনীষিণে। সুলগ্নে সুমুহূর্ত্তে চ দদ্যাৎ কন্যামলঙ্কৃতাম্॥ ৩১॥ অশ্বান্নাগাংশ্চ বাসাংসি যোঽত্র দদ্যাৎ স্বশক্তিতঃ। তস্য বাসো ভবেত্তত্র পদং যত্র নিরাময়ম্॥ ৩২॥ যেনাত্র দুহিতা দত্তা প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সী। তেন সর্ব্বমিদং দত্তং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্॥ ৩৩॥ যঃ কন্যার্থং ততো লব্ধা ভিক্ষতে চৈব তদ্ধনম্। স ভবেৎ কর্ম্মচণ্ডালঃ কাষ্ঠকীটো ভবেন্মৃতঃ॥ ৩৪॥ গৃহেঽপি তস্য যোঽশ্নীয়াজ্জিহ্বালৌল্যাৎ কথঞ্চন। চান্দ্রায়ণেন শুধ্যেত তপ্তকৃচ্ছ্রেণ বা পুনঃ॥ ৩৫॥ উত্তানপাদ উবাচ। বিত্তং ন বিদ্যতে যস্য কন্যাস্তি চ যদ্‌গৃহে। কথং চোদ্বাহনং তস্য ন যাচ্ঞাং কুরুতে যদি॥ ৩৬॥ ঈশ্বর উবাচ। অবিত্তেনৈব কর্ত্তব্যং কন্যোদ্বহনকং নৃপ। কন্যানাম সমুচ্চার্য্য ন দোষায় কদাচন॥ ৩৭॥ অভিগম্যোত্তমং দানং যচ্চ দানমযাচিতম্। ভবিষ্যতি যুগস্যান্তস্তস্যান্তো নৈব বিদ্যতে॥ ৩৮॥ অভিগম্যোত্তমং দানং স্মৃতমাহুর্ম্মধ্যমম্। যাচ্যমানং

পুনঃকল্পক্ষয়কাল পর্য্যন্ত তাহার স্বর্গে বাস হয়। হে নৃপ! গৃহেই হউক কিংবা অরণ্যে বা তীর্থমার্গেই হউক, যে নর জল ও অন্ন দান করে, তাহার যমলোক অবলোকন করিতে হয় না এবং তাহার অদেয় কিছুই থাকে না। পরন্তু সে অখিল দানফল লাভ করিয়া থাকে। জল, অন্ন, অভয় এইদানত্রয় সতত কর্ত্তব্য, বিশেষতঃ অন্নদানের ন্যায় কোন দান হয় নাই, হইবেও না। যে মানব কন্যাদান কিংবা বৃষউৎসর্গ করে, আমি যে স্থানে বাস করি, তাহারও সেই স্থানে বাস হয়, কদাচ ইহার অন্যথা হয় না। উত্তানপাদ জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে স্বামিন্! ধার্ম্মিকগণ সর্ব্বদা কিরূপে কন্যাদান করিবেন? আর সেই কন্যাপরিগ্রহ, পোষণ ও বিবাহই বা কিরূপ বিধি অনুসারে কর্ত্তব্য! হে দেবেশ! আর এক কথা জিজ্ঞাসা করি—কোন্ ব্যক্তি কন্যাদানের অযোগ্য? কাহাকে কন্যাদান কর্ত্তব্য? এবং কিরূপ বরেই বা কন্যাদান অক্ষয় ফলজনক হয়? হে দেব! কিরূপ কন্যাদান উত্তম? এবং মধ্যম ও নিকৃষ্ট কন্যাদানই বা কাহাকে বলে? হে বিভো! আর কিরূপ কন্যাদান রাজস ও তামস মধ্যে গণ্য? এবং কিরূপে কন্যা অর্পিত হইলেই বা উত্তম শ্রেয়োলাভ হয়? ঈশ্বর উত্তর করিলেন,—সর্ব্ববিধদানের মধ্যে কন্যাদান শ্রেষ্ঠ, যে মানব বক্ষ্যমাণ লক্ষণ বিচার করিয়া কন্যাদান করে, তাহার অনাময় পদে গতি হয়। কুলীন, সুরূপ, গুণজ্ঞ ও মনীষী মানবকে সুলগ্নে উত্তম মুহূর্ত্তে অনেক অশ্ব, গো ও যথাশক্তি বস্ত্রাদিসমন্বিতা অলঙ্কৃতা কন্যা অর্পণ করা কর্ত্তব্য। দেখ, দুহিতা প্রাণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। যে মানব সেই প্রাণাধিক দুহিতা দান করে, তাহার সচরাচর অখিল ত্রৈলোক্যই দান করা হয়। যে মানব কন্যাদানার্থ অর্থ প্রার্থনা করে, সেই কর্ম্মচণ্ডাল দেহাবসানে কাষ্ঠকীটক হইয়া জন্ম লয়। কেবল ইহাই নহে, জিহ্বালোভবশতঃ যে, মানব তাহার গৃহে কোনও বস্তু ভোজন করে, চান্দ্রায়ণ কিংবা তপ্তকৃচ্ছ্রদ্বারা তাহার শুদ্ধি সাধন হইবে।২৩—৩৫। উত্তানপাদ জিজ্ঞাসা করিলেন,—যাহার গৃহে ধন নাই, অথচ কন্যা রহিয়াছে, সে যদি যাচ্ঞা না করে, তবে কিরূপে তাহার কন্যা বিবাহ নির্ব্বাহ হইবে? ঈশ্বর উত্তর করিলেন,—হে নৃপ! যাহার ধন নাই, ধনহীন মানবই তাহার কন্যা বিবাহ করিবে, আর কন্যার নাম মাত্র উচ্চারণ করিয়া ধনহীন ব্যক্তিকে কেবল কন্যামাত্র দান করিলে সে দান কখনও দোষাবহ হইতে পারে না। কন্যাদান উত্তম জানিয়া অযাচিতভাবে যে কন্যা প্রতিগ্রহ করে, তাদৃশ কন্যাদানই উত্তম। যুগান্তের সীমা আছে, কিন্তু এই উত্তমকল্প কন্যাদানের পুণ্য-

কনীয়ঃ স্যাদ্দেহিদেহীতি চাধমম্॥ ৩৯॥ যথৈবা-শ্মশ্মনা বদ্ধো নিক্ষিপ্তো বারিমধ্যতঃ। দ্বাবেতৌ নিধনং যাতস্তদ্বদন্নমপাত্রকে॥ ৪০॥ অসমর্থে ততো দানং ন প্রদেয়ং কদাচন। দাতারং নয়তেহধস্তাদা-ত্মানং চ বিশেষতঃ॥ ৪১॥ সমর্থস্তারয়েদ্দ্বৌ তু কাষ্ঠং শুষ্কং যথা জলে। যথা নৌশ্চ তথা বিদ্বান্ প্রাপয়েদপরং তটম্॥ ৪২॥ আহিতাগ্নিশ্চ গৃহ্ণাতি যঃ শূদ্রাণাং প্রতিগ্রহম্। ইহ জন্মনি শূদ্রো-হসৌ মৃতঃ শ্বা চোপজায়তে॥ ৪৩॥ বৃথা ক্লেশশ্চ জায়েত ব্রাহ্মণে হ্যগ্নিহোত্রিণি। অসৎপ্রতিগ্রহং কুর্বন্ গুপ্তং নীচস্য গর্হিতম্॥ ৪৪॥ অভোজ্যঃ স ভবেন্মর্ত্যো দহ্যতে কারিবাহগ্নিনা। কটকারো ভবেৎ পশ্চাৎ সপ্ত জন্ম ন সংশয়ঃ॥ ৪৫॥ লজ্জা-দাক্ষিণ্যলোভাচ্চ যদ্দানং চোপরোধজম্। ভৃত্যে-ভ্যশ্চ তু যদ্দানং তদ্বৃথা নিষ্ফলং ভবেৎ॥ ৪৬॥

ইতি শ্রীস্কান্দে পাত্রাপাত্রপরীক্ষাদানাদি নিয়ম-বর্ণনং নাম পঞ্চাশোহধ্যায়ঃ॥ ৫০॥

ফলের অন্ত নাই। আর কন্যাদান উত্তম এইরূপ মনে করিয়া যে দান আহ্বানপূর্ব্বক প্রদত্ত হয়, তাহা মধ্যম এবং যে দানে 'দাও দাও' এইরূপ প্রার্থনাবাক্য থাকে, তাহা নিকৃষ্ট অধমদান বলিয়া কথিত হয়। যেমন একখানি প্রস্তরের সঙ্গে অপর একখানি প্রস্তর বন্ধন করিয়া বারিমধ্যে নিক্ষেপ করিলে প্রস্তরদ্বয়ই জলমধ্যে নিমজ্জিত হয়, তদ্রূপ অপাত্রে দান করিলে দাতা গ্রহীতা উভয়েই বিনষ্ট হইয়া থাকে। অতএব কদাচ অযোগ্য পাত্রে দান কর্ত্তব্য নহে, কেননা এইরূপ দান দাতা ও গৃহীতা উভয়কেই অধঃপাতিত করে। আর দাতা ও গ্রহীতা উভয়েই যদি যোগ্য হয়, তবে শুষ্ককাষ্ঠ যেমন জলমগ্ন ব্যক্তিকে উদ্ধার করে, বিদ্বান্ ব্যক্তি সেরূপ নরের উদ্ধর্ত্তা হন এবং তরণীর সাহায্যে যেরূপ জলধির অপর পারে গমন করা যায়, তদ্রূপ দাতা গৃহীতা উভয়েরই উদ্ধার হইয়া থাকে। আহিতাগ্নি দ্বিজ যদি শূদ্রগণের নিকট প্রতিগ্রহ করেন, এই জন্মেই তিনি শূদ্র হন এবং দেহাব-সানেও তাঁহার কুক্কুরযোনি লাভ হয়। অগ্নি-হোত্রী দ্বিজ নীচ জনের নিকট নিন্দিত গুপ্ত অসৎ প্রতিগ্রহ করিয়া বৃথা ক্লেশভাজনই হইয়া থাকেন। কোন মানব তাদৃশ দ্বিজের সহিত একত্র ভোজন করে না, তাঁহাকে ভোজনদানেও বিমুখ হয়; আর কারীষ-(ঘুটে) বহ্নিতে দেহ দগ্ধ করিয়া তাঁহার সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। এতদ্ভিন্ন তিনি মরিয়াও সপ্ত জন্ম পর্য্যন্ত কট-কারের গৃহে জন্ম গ্রহণ করেন, সংশয় নাই। হে রাজন্! লজ্জা, দাক্ষিণ্য, লোভ কিম্বা উপরোধ-বশে যে দান গ্রহণ অথবা ভৃত্যের নিকট যে দান প্রতিগ্রহ, এই সকলই নিষ্ফল জানিবে। ৩৬—৪৬।

পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৫০

একপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ।

উত্তানপাদ উবাচ। কালে তৎ ক্রিয়তে কস্মিন্ শ্রাদ্ধং দানং তথেশ্বর। যাত্রা তত্র প্রকর্ত্তব্যা তিথৌ যস্যাং বদাশু তৎ॥ ১॥ ঈশ্বর উবাচ। পিতৃতীর্থং যথা পুণ্যং সর্ব্বকামিকমুত্তমম্। ইদং তীর্থং তথা পুণ্যং স্নানদানাদিতর্পণৈঃ॥ ২॥ বিশেষেণ তু কুর্ব্বীত শ্রাদ্ধং সর্ব্বযুগাদিষু। মন্বন্তরাদয়ো বৎস শ্রূয়ন্তাং চতুর্দ্দশ॥ ৩॥ অশ্বযুক্শুক্লনবমী দ্বাদশী কার্ত্তিকস্য চ। তৃতীয়া চৈত্রমাসস্য তথা ভাদ্রপদস্য চ॥ ৪॥ আষাঢস্যৈব দশমী মাঘস্যৈব তু সপ্তমী। শ্রাবণস্যাষ্টমী কৃষ্ণা তথাষাঢস্য পূর্ণিমা॥ ৫॥

একপঞ্চাশ অধ্যায়।

উত্তানপাদ জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে ঈশ্বর! আপনি যে দান ও শ্রাদ্ধের কথা কহিয়াছেন, সেই দান এবং শ্রাদ্ধ কোন্ কালে কর্ত্তব্য? এবং কোন্ তিথিতে সেই তীর্থযাত্রা বিধেয়? এই সকল সত্বর আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। ঈশ্বর উত্তর করি-লেন,—অনুত্তম পিতৃতীর্থে গয়া যেরূপ সর্ব্বকামদ, স্নান, দান ও তর্পণাদি কার্য্যে এই তীর্থও তদ্রূপ মহাপুণ্যজনক। গয়ায় যেরূপ নিত্যই শ্রাদ্ধ প্রশস্ত, এই তীর্থও তদ্রূপ জানিবে; বিশেষতঃ সমস্ত যুগাদিদিনে এই তীর্থে শ্রাদ্ধক্রিয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। হে বৎস! এক্ষণে মন্বন্তরাদি কালের কথা কহিতেছি, তন্মধ্যে প্রথমে চতুর্দ্দশ মন্বন্তরকাল শ্রবণ কর।১—৩। আশ্বিনী শুক্লা নবমী, কার্ত্তিকী দ্বাদশী, চৈত্রী ও ভাদ্রী তৃতীয়া, আষাঢ় দশমী, মাঘী সপ্তমী, শ্রাবণী কৃষ্ণাষ্টমী, আষাঢী

ফাল্গুনস্য ত্বমাবাস্যা পৌষস্যৈকাদশী সিতা। কার্ত্তিকী ফাল্গুনী চৈত্রী জ্যৈষ্ঠী পঞ্চদশী তথা ॥ ৬ ॥ মন্বন্তরাদয়শ্চৈতে অনন্তফলদাঃ স্মৃতাঃ। অয়নে চোত্তরে রাজন্ দক্ষিণে শ্রাদ্ধমাচরেৎ ॥ ৭ ॥ কার্ত্তিকী চ তথা মাঘী বৈশাখস্য তৃতীয়িকা। পৌর্ণমাসী চ চৈত্রস্য জ্যৈষ্ঠস্য চ বিশেষতঃ ॥ ৮ ॥ অষ্টকাসু চ সংক্রান্তৌ ব্যতীপাতে তথৈব চ। শ্রাদ্ধকালা ইমে সর্ব্বে দত্তমেষাক্ষয়ং স্মৃতম্ ॥ ৯ ॥ মধুমাসে সিতে পক্ষ একাদশ্যামুপোষিতঃ। নিশি জাগরণং কুর্য্যাদ্বিষ্ণুপাদসমীপতঃ ॥ ১০ ॥ ধূপদীপাদিনৈবেদ্যৈঃ স্রম্মাল্যাগুরুচন্দনৈঃ। অর্চ্চাং কুর্ব্বন্তি যে বিষ্ণোঃ পঠেয়ুঃ প্রাক্তনীং কথাম্ ॥ ১১ ॥ ঋগ্যজুঃসামমন্ত্রোক্তং সূক্তং জপতি যো দ্বিজঃ। সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥ ১২ ॥ প্রাতঃ শ্রাদ্ধং প্রকুর্ব্বীত দ্বিজান্ সম্পূজ্য যত্নতঃ। দানং দদ্যাৎ যথাশক্তি গোহিরণ্যাম্বরাদিকম্ ॥ ১৩ ॥ পিতরস্তস্য তৃপ্যন্তি যাবদাভূতসংপ্লবম্। শ্রাদ্ধদস্তু ব্রজেত্তত্র যত্র দেবো জনার্দ্দনঃ ॥ ১৪ ॥ ত্রয়োদশ্যাং ততো গচ্ছেৎ গুহাবাসিনি লিঙ্গকে। দৃষ্ট্বা মার্কণ্ডমীশানং মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ ॥ ১৫ ॥ উত্তানপাদ উবাচ। গুহামধ্যে মহাদেব লিঙ্গং পরমশোভিতম্। যেন প্রতিষ্ঠিতং দেব তন্মমাখ্যাতুমর্হসি ॥ ১৬ ॥ ঈশ্বর উবাচ। ত্রিষু লোকেষু বিখ্যাতো মার্কণ্ডেয়ো মুনীশ্বরঃ। দিব্যং বর্ষসহস্রং স তপস্তেপে সুদারুণম্ ॥ ১৭ ॥ গুহামধ্যং প্রবিষ্টোঽসৌ যোগাভ্যাসমুপাশ্রিতঃ। লিঙ্গস্তু স্থাপিতং তেন মার্কণ্ডেশ্বরসংজ্ঞিতম্ ॥ ১৮ ॥ তত্র স্নাত্বা চ যো ভক্ত্যা সোপবাসো জিতেন্দ্রিয়ঃ। তত্র জাগরণং কুর্ব্বন্ দদ্যাদ্দীপং প্রযত্নতঃ ॥ ১৯ ॥ দেবস্য স্নপনং কুর্য্যাদমৃতৈঃ পঞ্চভিস্তথা। যথাশক্ত্যা সমালভ্য পূজাং কুর্য্যাদ্ যথাবিধি ॥ ২০ ॥ স্বশাখোৎপন্নমন্ত্রৈশ্চ জপং কুর্য্যাদ্দ্বিজাতয়ঃ। সাবিত্র্যাষ্টসহস্রস্তু শতাষ্টকমথাপি বা ॥ ২১ ॥ এতৎ কৃত্বা নৃপশ্রেষ্ঠ জন্মনঃ ফলমাপ্নুয়াৎ। চতুর্দ্দশ্যান্তু বৈ স্নাত্বা পূজাং কৃত্বা যথাবিধি ॥ ২২ ॥ পাত্রং পরীক্ষ্য দাতব্যমাত্মনঃ শ্রেয় ইচ্ছতা। পিতরস্তস্য তৃপ্যন্তি দ্বাদশাব্দান্যসংশয়ম্ ॥ ২৩ ॥ দাতা স গচ্ছতে তত্র যত্র ভোগাঃ সনাতনাঃ। গুহামধ্যে প্রবিষ্টস্তু লোটয়ে-

পূর্ণিমা, ফাল্গুনী অমাবস্যা, পৌষী শুক্লা একাদশী, এবং কার্ত্তিক, ফাল্গুন, চৈত্র ও জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমা এই সকল কালকে মন্বন্তর কহে এবং ইহারা অনন্ত ফলদ বলিয়া অভিহিত হয়। হে রাজন্! দক্ষিণ ও উত্তরায়ণ এই উভয় কালেই এই তীর্থে শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য; বিশেষতঃ কার্ত্তিক, মাঘ ও বৈশাখ মাসের তৃতীয়া, চৈত্র ও জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমা; অষ্টকা, সংক্রান্তি এবং ব্যতীপাতে এই তীর্থে শ্রাদ্ধ অবশ্যকর্ত্তব্য জানিবে। এই সকল শ্রাদ্ধকাল কথিত হইল। এই সকল দিনে শ্রাদ্ধ দান করিলে, তাহা অক্ষয় হয়। এই তীর্থে চৈত্রমাসের শুক্লা একাদশীতে উপবাস করিয়া বিষ্ণুপাদসমীপে নিশা জাগরণ করিবে এবং বিষ্ণুর প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, মাল্য, অগুরু ও চন্দনাদি উপহার প্রদান করত বিষ্ণুর পুরাতন মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিবে। যে দ্বিজ বিষ্ণুসমীপে এইদিনে ঋক্, যজু ও সামবেদোক্ত সূক্ত জপ করেন, তাঁহার অখিল কলুষ বিনষ্ট হয় এবং তিনি বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া থাকেন। যে দ্বিজ প্রাতঃকালে যত্নপূর্ব্বক দ্বিজগণের সম্যক্ পূজা করিয়া শ্রাদ্ধ ও যথাশক্তি গো, হিরণ্য ও বসনাদি দান করেন, কল্পক্ষয় কাল পর্য্যন্ত তদীয় পিতৃগণ তৃপ্ত থাকেন এবং শ্রাদ্ধদাতাও জনার্দ্দনের আবাস বৈকুণ্ঠে গমন করেন। অনন্তর ত্রয়োদশী দিনে গুহাবসী লিঙ্গসমীপে গমন করিয়া সর্ব্বপাপবিমুক্ত হইবে। উত্তানপাদ জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে মহাদেব! এই পরম শোভমান লিঙ্গমাহাত্ম্য বর্ণন করিতে আজ্ঞা হয়। ঈশ্বর উত্তর করিলেন;—ত্রিলোকবিখ্যাত মুনীশ্বর মার্কণ্ডেয় গুহামধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া পরম যোগ অবলম্বনপূর্ব্বক দিব্য সহস্র বৎসর সুদারুণ তপস্যা করিয়াছিলেন; তিনিই এই মার্কণ্ডেশ্বর নামক লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। ৭—১৮। যে সকল জিতেন্দ্রিয় দ্বিজ উপবাসনিরত হইয়া ভক্তিভরে মার্কণ্ডেশ্বর তীর্থের স্মরণ, তথায় জাগরণ ও যত্নপূর্ব্বক দীপদান করেন এবং পঞ্চামৃত দ্বারা মার্কণ্ডেশ্বর লিঙ্গকে স্নান করাইয়া যথাপ্রাপ্ত বস্তু দ্বারা স্ববেদোক্ত মন্ত্রে বিধিপূর্ব্বক লিঙ্গ পূজা ও অষ্ট সহস্র কিম্বা অষ্টোত্তর শত সাবিত্রীমন্ত্র জপ করেন, এই সকল ক্রিয়া দ্বারা তাঁহাদের জন্ম সার্থক হয়। হে নৃপসত্তম! আত্মকুশলকামী দ্বিজ চতুর্দ্দশীদিনে যথাবিধি স্নান ও পূজা করিয়া দানের পাত্র পরীক্ষাপূর্ব্বক দান করিবেন, এইরূপ করিলে তদীয় পিতৃগণ দ্বাদশাব্দিক তৃপ্তি লাভ করেন এবং দাতাও

চৈব শক্তিতঃ। ২৪। নীলে গিরৌ হি যৎপুণ্যং তৎসমস্তং লভন্তি তে। শূলভেদে তু যঃ কুর্য্যাচ্ছ্রাদ্ধং পর্ব্বণি পর্ব্বণি। ২৫। বিশেষাচ্চৈত্রমাসান্তে তস্য পুণ্যফলং শৃণু। কেদারে চৈব যৎ পুণ্যং গঙ্গাসাগরসঙ্গমে। ২৬। সিতাসিতে তু যৎপুণ্যমস্ততীর্থে বিশেষতঃ। অর্ব্বুদে বিদ্যতে পুণ্যং পুণ্যং চামরপর্ব্বতে। ২৭। গয়াদিসর্ব্বতীর্থানাং ফলমাপ্নোতি মানবঃ। বিধিমন্ত্রসমাযুক্তস্তর্পয়েৎ পিতৃদেবতাঃ। ২৮। কুলানাং তারয়েদ্বিংশং দশপূর্ব্বান্ দশাপরান্। দক্ষিণস্যাং ততো মূর্ত্তৌ শুচির্ভূত্বা সমাহিতঃ। ২৯। স্থাসং কৃত্বা তু পূর্ব্বোক্তং প্রদদ্যাদষ্টপুষ্পিকাম্। শাস্ত্রোক্তৈরষ্টভিঃ পুষ্পৈর্মানসৈঃ শৃণু তদ্যথা। ৩০। বারিজং সৌম্যমাগ্নেয়ং বায়ব্যং পার্থিবং পুনঃ। বানস্পত্যং ভবেৎ ষষ্ঠং প্রাজাপত্যন্তু সপ্তমম্। ৩১। অষ্টমং শিবপুষ্পং স্যাদেষাং শৃণু বিনির্ণয়ম্। বারিজং সলিলং জ্ঞেয়ং সৌম্যং মধুঘৃতং পয়ঃ। ৩২। আগ্নেয়ং ধূপদীপাদ্যং বায়ব্যং চন্দনাদিকম্। পার্থিবং কন্দমূলাদ্যং বানস্পত্যং ফলাত্মকম্। ৩৩। প্রাজাপত্যন্তু পাঠাদ্যং শিবপুষ্পং তু বাসনা। অহিংসা প্রথমং পুষ্পং পুষ্পমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ। ৩৪। তৃতীয়ন্তু দয়া পুষ্পং ক্ষমা পুষ্পং চতুর্থকম্। ধ্যানপুষ্পং তপঃ পুষ্পং জ্ঞানপুষ্পং তু সপ্তমম্। ৩৫। সত্যং চৈবাষ্টমং পুষ্পমেভিস্তুষ্যন্তি দেবতাঃ। ভক্ত্যা তপস্বিনঃ পূজ্যা জ্ঞানিনশ্চ নরাধিপ। ৩৬। ছত্রমাভরণং দদ্যাদুপানদ্‌যুগলং তথা। তেন পূজিতমাত্রেণ পূজিতাঃ পুরুষাস্ত্রয়ঃ। স্বর্গলোকে বসেত্তাবদ্যাবদাভূতসম্প্লবম্। ৩৭। শূলপাণেস্তু ভক্ত্যা বৈ জাপ্যং কুর্ব্বন্তি যে নরাঃ। ৩৮। পঞ্চামৃতৈঃ পঞ্চগব্যৈর্যক্ষকর্দ্দমকুঙ্কুমৈঃ। সমালভেত দেবেশং শ্রীখণ্ডাগুরুচন্দনৈঃ। ৩৯। নানাবিধৈশ্চ যে পুষ্পৈরর্চ্চাং কুর্ব্বন্তি শূলিনঃ। নিশি জাগরণং কুর্য্যু দীপদানং প্রযত্নতঃ। ৪০। ধূপনৈবেদ্যকং দদ্যাৎ পঠেৎ পৌরাণিকীং কথাম্। তত্র স্থানে স্থিতা ভক্ত্যা জপং কুর্ব্বন্তি যে নরাঃ। ৪১। শ্রীসূক্তং পৌরুষং সূক্তং পাবমানং বৃষাকপিম্। বেদোক্তৈশ্চৈব মন্ত্রৈশ্চ রৌদ্রীং বা বহুরূপিণীম্। ৪২। ব্রাহ্মণান্ পূজয়েদ্ভক্ত্যা পূজয়িত্বা প্রণম্য চ। নানাবিধৈর্ম্মহা-

অবিচ্ছিন্ন ভোগসুখের আলয়ে গমন করিয়া থাকেন। যাহারা এই গুহামধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া শক্তি অনুসারে শরীর বিলুণ্ঠিত করে, তাহারা নীলগিরির পুণ্যফল লাভ করিয়া থাকে। যে সকল লোক শূলভেদতীর্থে প্রতিপর্ব্বে বিশেষতঃ চৈত্রসংক্রান্তি দিনে শ্রাদ্ধ করে, তাহাদের পুণ্যফল শ্রবণ কর। শূলভেদে শ্রাদ্ধদাতা গঙ্গাসগরসঙ্গম, সিতঅসিত, অর্ব্বুদ, অমরগিরি, গয়াদি তীর্থনিচয় এবং অন্যান্য তীর্থ সকলের ফল প্রাপ্ত হয়। মানব এই তীর্থে যথাবিধি মন্ত্র সহকারে পিতৃদেবগণের তর্পণ করিলে তদীয় কুলের উর্দ্ধতন দশ ও অধস্তন দশ এই বিংশ পুরুষ মুক্ত হয়। এক্ষণে তীর্থবিধান শ্রবণ কর,—শুচি সমাহিতমনা মানব দক্ষিণাস্যে উপবেশনপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত ক্রমে স্থাস করিয়া শাস্ত্রোক্ত অষ্টবিধ মানস পুষ্প দান করিবে। সেই অষ্ট মানস পুষ্পের নাম শ্রবণ কর। বারিজ, সৌম্য, আগ্নেয়, বায়ব্য, পার্থিব ষষ্ঠ বানস্পত্য, সপ্তম প্রাজাপত্য এবং অষ্টম শিবপুষ্প। এক্ষণে এই পুষ্পসমূহের বিশেষ নির্ণয় শ্রবণ কর। হে রাজন্! বারিজকে সলিল জানিবে, এইরূপ সৌম্য—মধু, ঘৃত, ক্ষীর; আগ্নেয়—ধূপদীপাদি; বায়ব্য চন্দনাদি; পার্থিব—কন্দমূলাদি; বানস্পত্য—ফলাদি; প্রাজাপত্য—অধ্যয়নাদি এবং শিবপুষ্প—বাসনা। অনন্তর অষ্ট পুষ্পের প্রত্যেকটীর বিশেষ বিশ্লেষণ কথিত হইতেছে। প্রথম পুষ্প—অহিংসা, দ্বিতীয়—ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, তৃতীয়—দয়া, চতুর্থ—ক্ষমা, পঞ্চম ধ্যান, ষষ্ঠ—তপস্যা, সপ্তম—জ্ঞান এবং অষ্টম—সত্য। এই সকল মানসকুসুম দ্বারা পূজিত হইলে সুরগণ তৃপ্ত হইয়া থাকেন এবং জ্ঞানী তপস্বীদিগকেও পূর্ব্বোক্ত মানস পুষ্প দ্বারা পূজা করা কর্ত্তব্য। হে নরাধিপ! অনন্তর ছত্র, বসন ও পাদুকাযুগল প্রদান কর্ত্তব্য; এইরূপে শঙ্করের পূজা করিলে ব্রহ্মাদি পুরুষত্রয় পূজিত হন এবং পূজকও পুনঃ কল্পক্ষয় কাল পর্য্যন্ত স্বর্গলোকে বাস করে।২৯—৩৭। যে সকল লোক ভক্তিসহকারে শূলপাণির মন্ত্র জপ, পঞ্চামৃত, পঞ্চগব্য, যক্ষকর্দ্দম, কুঙ্কুম, শ্রীখণ্ড, অগুরু ও চন্দন দ্বারা দেবেশ শঙ্করের সেবা; নানাবিধ কুসুম দ্বারা শূলীর পূজা এবং দীপ দানপূর্ব্বক হরসমীপে জাগরণ করে, তাহারাও স্বর্গে গমন করিয়া থাকে। শঙ্করের সমীপে ধূপ ও নৈবেদ্যদান ও পৌরাণিক উপন্যাস শ্রবণ কর্ত্তব্য; যে সকল মানব শিবস্থানে অবস্থানপূর্ব্বক ভক্তিভরে শ্রীসূক্ত, পৌরুষসূক্ত, পাবমানসূক্ত, বৃষাকপিসূক্ত ও বেদোক্ত বহুরূপ রৌদ্রমন্ত্র জপ করে এবং

ভোগৈঃ শিবলোকে মহীয়তে ॥ ৪৩ ॥ অগ্নিমীত্যাদিজ্ঞাপ্যানি ঋগ্বেদী জপতে তু যঃ। রুদ্রান্ পুরুষসূক্তঞ্চ শ্লোকাধ্যায়ঞ্চ শুক্রিয়ম্ ॥ ৪৪ ॥ ইষেত্বাদিকমন্ত্রৌঘং জ্যোতির্ব্রাহ্মণমেব চ। গায়ত্র্যং বৈ মধু চৈব মণ্ডলব্রাহ্মণানি চ ॥ ৪৫ ॥ এতান্ জপ্যাংস্তু যো ভক্ত্যা যজুর্ব্বেদী জপেদ্ যদি। দেবব্রতং বামদেব্যং পুরুষর্ষভমেব চ ॥ ৪৬ ॥ বৃহদ্রথন্তরং চৈব যো জপেদ্ভক্তিতৎপরঃ। স প্রয়াতি নরঃ স্থানং যত্র দেবো মহেশ্বরঃ ॥৪৭॥ পাদশৌচং তথাভ্যঙ্গং কুরুতে যোহত্র ভক্তিতঃ। গোদানে চৈব যৎপুণ্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৪৮ ॥ ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েত্তত্র মধুনা পায়সেন চ। একস্মিন ভোজিতে বিপ্রে কোটির্ভবতি ভোজিতা ॥ ৪৯ ॥ সুবর্ণং রজতং বস্ত্রং দদ্যাদ্ভক্ত্যা দ্বিজোত্তমে। তর্পিতাস্তেন দেবাঃ স্যুর্মনুষ্যাঃ পিতরস্তথা ॥ ৫০ ॥ চন্দ্রসূর্য্যগ্রহে ভক্ত্যা স্নানং কুর্ব্বন্তি যে নরাঃ। দেবার্চ্চনং যে চ কুর্য্যুর্জপং হোমং বিশেষতঃ। দদ্যাদ্দানং যথাশক্তি ব্রাহ্মণে বেদপারগে ॥ ৫১ ॥ অশ্বং রথং গজং যানং তুলাপুরুষমেব চ। শকটং যঃ প্রদদ্যাদ্বা সপ্তধান্যপ্রপূরিতম্ ॥ ৫২ ॥ সযোক্ত্রং লাঙ্গলং দদ্যাদ্-যুবানৌ তু ধুরন্ধরৌ। গোভূতিলহিরণ্যাদি পাত্রে দাতব্যমর্চ্চিতম্ ॥ ৫৩ ॥ অপাত্রে বিদুষা কিঞ্চিন্ন দেয়ং ভূতিমিচ্ছতা। যতোঽসৌ সর্ব্বভূতানি দধাতি ধরণী কিল ॥ ৫৪ ॥ ততো বিপ্রায় সা দেয়া সর্ব্বশস্যৌঘমালিনী। অথান্যচ্ছৃণু রাজেন্দ্র গোদানস্য তু যৎ ফলম্ ॥ ৫৫ ॥ যাবদ্বৎসস্য পাদৌ দ্বৌ মুখং যোন্যাং প্রদৃশ্যতে। তাবদ্গৌঃ পৃথিবী জ্ঞেয়া যাবদ্গর্ভং ন মুঞ্চতি ॥ ৫৬ ॥ যেন কেনাপ্যুপায়েন ব্রাহ্মণে তাং সমর্পয়েৎ। পৃথ্বী দত্তা ভবেত্তেন সশৈলবনকাননা ॥ ৫৭ ॥ তারয়েন্নিয়তং দত্তা কুলানামেকবিংশতিম্। রৌপ্যখুরীং কাংস্যদোহাং সবস্ত্রাঞ্চ পয়স্বিনীম্ ॥৫৮॥ যে প্রযচ্ছন্তি কৃতিনো গ্রস্তে সূর্য্যে নিশাকরে। তেষাং সংখ্যাং ন জানামি পুণ্যস্যাব্দশতৈরপি ॥ ৫৯ ॥ সর্ব্বস্যাপি হি দানস্য সংখ্যাস্তীহ নরাধিপ। চন্দ্রসূর্য্যোপরাগে চ দানসংখ্যা ন বিদ্যতে ॥ ৬০ ॥

বিবিধ ভোগ্য বস্তু দ্বারা দ্বিজগণকে ভোজন করাইয়া শূলপাণিকে প্রণাম করে, তাহারাও শিবলোকে পূজিত হয়। যে ঋগ্বেদী দ্বিজ ভক্তিপূর্ব্বক 'অগ্নিমীলে' ইত্যাদি ঋকসংহিতা সূক্ত, রুদ্রমন্ত্র, পুরুষসূক্ত ও শুক্রিয় অধ্যায় বা শুক্রিয়াধ্যায়ের এক শ্লোক পাঠ করেন; যে যজুর্ব্বেদী দ্বিজ "ঈষেত্বা" ইত্যাদি মন্ত্রনিচয়, জ্যোতির্ব্রাহ্মণ, গায়ত্রী মধুমন্ত্র ও মণ্ডলব্রাহ্মণ জপ করেন এবং যাঁহারা ভক্তিতৎপর হইয়া দেবব্রত, বামদেব্য, পুরুষর্ষভ ও বৃহদ্রথন্তর প্রভৃতি রুদ্রমন্ত্র জপ করেন, তাঁহারা সকলেই শিবলোকে গমন করিতে সমর্থ হন। এই স্থানে যে ভক্ত মানব শঙ্করের উদ্দেশে পাদশৌচ ও অভ্যঙ্গ দান করে, তাহার গোদানতুল্য ফল লাভ হয়, সংশয় নাই। যে মানব এই স্থানে মধু ও পায়সদ্বারা ব্রাহ্মণভোজন করায়, একটী ব্রাহ্মণভোজনে তাহার কোটি-ব্রাহ্মণ-ভোজনের ফল লাভ হইয়া থাকে। এই স্থানে দ্বিজোত্তমকে ভক্তিপূর্ব্বক সুবর্ণ, রজত ও বস্ত্র প্রদত্ত হইলে দেব, মানব ও পিতৃগণ পরিতৃপ্ত হন। যে সকল নর চন্দ্র ও সূর্য্য-গ্রহণকালে এই শিবতীর্থে ভক্তিপূর্ব্বক স্নান, দেবার্চ্চন বিশেষতঃ জপ ও হোম করে, তাহার প্রতিও দেব, মানব ও পিতৃগণ প্রসন্ন হন। হে নৃপ! অশ্ব, রথ, গজ, যান তুলাপুরুষ, সপ্তধান্যপূরিত শকট, ভারবাহী যুবা বৃষদ্বয়সহ সযোক্ত্র-লাঙ্গল, গো, ভূ এবং হিরণ্যাদি—যাহার যেমন শক্তি, বেদপারগ দ্বিজকেই এই সকল দান করিতে হয়। বেদপারগ দ্বিজগণই দানের উপযুক্ত পাত্র; অতএব দানীয় দ্রব্য যথাবিধি পূজা করিয়া বেদপারগ দ্বিজগণকেই দান করিবে। যাঁহারা ঐশ্বর্য্য কামনা করেন, তাদৃশ বিদ্বান দাতা কদাচ অপাত্রে দান করিবেন না। ধরণী সর্ব্বপ্রাণীকেই ধারণ করেন; অতএব সর্ব্ববিধ শস্যশালিনী ধরণী দ্বিজকে দান করিবে। হে রাজেন্দ্র! এক্ষণে অন্য আর একটী দানফল শ্রবণ কর, ইহার নাম গোদান ।৩৮—৫৫। যৎকালে প্রসবোন্মুখী গো বৎসপ্রসব করে নাই, বৎসের পদদ্বয় ও মুখ যোনিস্থানে দৃষ্ট হইতেছে, তখন তাদৃশ গোকে পৃথিবী কহে; এই সময়ে যে কোন উপায়ে এই গো দ্বিজকে দান করিবে, এইরূপ গোদানে দাতার শৈলবনকাননসহ সমগ্র পৃথিবী দানের ফল হয় এবং তাহার একবিংশতি কুল উদ্ধার পাইয়া থাকে। যে সকল কৃতীলোক সূর্য্য কিংবা চন্দ্রগ্রহণে রৌপ্যখুরা কাংস্যদোহা সবস্ত্রা পয়স্বিনী ধেনু দান করে, শত বৎসরেও তাহাদের পুণ্যফলের সংখ্যা করিতে আমি সমর্থ নহি। হে নরাধিপ! ইহলোকে সর্ব্ববিধ দানেরই পুণ্যফলের সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট আছে; কিন্তু চন্দ্র কিংবা সূর্য্যগ্রহণে যাহা প্রদত্ত হয়, তাহার পুণ্যফলের

যত্র গোদৃ'শ্যতে রাজন্ সর্ব্বতীর্থানি তত্র হি। তত্র পর্ব্ব বিজ্ঞানীয়ান্নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৬১ ॥ পুনঃ স্মৃত্বা তু তত্তীর্থং যঃ কুর্য্যাদ্গমনং নরঃ। অথবা ম্রিয়তে যোঽত্র রুদ্রস্যানুচরো ভবেৎ ॥ ৬২ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে দানধর্ম্মপ্রশংসাবর্ণনং নামৈক-পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫১ ॥

দ্বিপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। অন্যদাখ্যানকং বক্ষ্যে পুরা-বৃত্তং নরাধিপ। সকুটুম্বো গতঃ স্বর্গং মুনির্যত্র মহাতপাঃ ॥ ১ ॥ উত্তানপাদ উবাচ। কথং নাকং গতো বিপ্রঃ সকুটুম্বো মহামুনিঃ। কৌতুকং পরমং দেব কথয়স্ব মম প্রভো ॥ ২ ॥ ঈশ্বর উবাচ। চিত্রসেন ইতি খ্যাতঃ কাশীরাজঃ পুরাভবৎ। শূরো দাতা সুধর্ম্মাত্মা সর্ব্বকামসমৃদ্ধিমান্ ॥ ৩ ॥ সা পুরী জনসঙ্কীর্ণা নানা রত্নোপশোভিতা। বারাণসীতি বিখ্যাতা গঙ্গাতীরমুপাশ্রিতা ॥ ৪ ॥ শরচ্চন্দ্র-প্রতীকাশা বিদ্বজ্জনবিভূষিতা। ইন্দ্রযষ্টিসমাকীর্ণা গোপগোকুলসংবৃতা ॥ ৫ ॥ বহুধ্বজসমাকীর্ণা বেদ-ধ্বনিনিনাদিতা। বণিগ্জনৈর্ব্বহুবিধৈঃ ক্রয়বিক্রয়-শালিনী ॥ ৬ ॥ যন্ত্রাদ্যানৈঃ প্রতোলীভিরুচ্চৈশ্চাপ্যৈঃ সুশোভিতা। দেবতায়তনৈর্দ্দিব্যৈরাশ্রমৈর্গৃহৈর্যুতা ॥ ৭ ॥ নানাপুষ্পফলৈ রম্যা কদলীখণ্ডমণ্ডিতা। পনসৈর্ব্বকুলৈস্তালৈরশোকৈরাম্রকৈস্তথা ॥ ৮ ॥ রাজ-বৃক্ষকপিত্থৈশ্চ দাড়িমৈরুপশোভিতা। বেদা-ধ্যয়ননির্ঘোষৈঃ পবিত্রীকৃতমঙ্গলা ॥ ৯ ॥ তস্যা উত্তরদিগ্ভাগে আশ্রমোঽভূৎ সুশোভনঃ। তন্মন্দারবনং নাম ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতম্ ॥ ১০ ॥ বহুমন্দারসংযুক্তং তেন মন্দারকং বিদুঃ। বিপ্রো দীর্ঘতপা নাম সর্ব্বদা তত্র তিষ্ঠতি ॥ ১১ ॥ তপ-স্তপতি সোঽত্যর্থং তেন দীর্ঘতপাঃ স্মৃতঃ। স তিষ্ঠতি সপত্নীকঃ সপুত্রঃ সস্নুষস্তথা ॥ ১২ ॥ শুশ্রূ-

সংখ্যা নাই! হে রাজন্! যেস্থানে গো দৃষ্ট হয়, তথায় অখিলতীর্থ ও পর্ব্বনিবহ বিদ্যমান জানিবে, এ বিষয়ে কোনরূপ সন্দেহ করা কর্ত্তব্য নহে। গোগৃহই অখিল তীর্থের আশ্রয়। যে মানব এই গোগৃহরূপ তীর্থমাহাত্ম্য স্মরণ রাখিয়া সেই গোগৃহে গমন কিংবা তথায় প্রাণত্যাগ করে, সে নিশ্চিতই রুদ্রানুচর হয় ।৫৬-৬২।

একপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫১

দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায়

ঈশ্বর কহিলেন,—হে নরাধিপ! অন্য আর এক উপাখ্যান কীর্ত্তন করিতেছি। এই ব্যাপার পুরাকালে সংঘটিত হইয়াছিল। এই তীর্থে জনৈক মহাতপা মুনি কুটুম্বগণসহ স্বর্গলাভ করিয়া-ছিলেন। উত্তানপাদ জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে প্রভো! কি করিয়া মুনীশ্বর কুটুম্বগণসহ স্বর্গে গমন করিলেন? এ বিষয়ে আমার পরম কৌতুক জন্মিয়াছে, হে দেব! আমার নিকট সেই মুনির আখ্যান কীর্ত্তন করুন। ঈশ্বর উত্তর করিলেন, —পুরাকালে বিখ্যাত রাজা চিত্রসেন কাশীর অধীশ্বর ছিলেন। শূর, দাতা, সুধার্ম্মিক কাশী-পতির কোন কামনাই অপূর্ণ ছিল না। তিনি সকল কামনাতেই সমৃদ্ধ ছিলেন। তাহার পুরী ছিল,—গঙ্গাতটস্থ বিখ্যাত বারাণসীতে। এই বারাণসী জনসঙ্কীর্ণা, রত্নোপশোভিতা, শারদ শশ-ধরের ন্যায় শোভাসম্পন্না, পণ্ডিতগণে মণ্ডিতা, ইন্দ্রযষ্টিসমাকীর্ণা, গোপ ও গোকুলসংবৃতা এবং বহু ধ্বজাকীর্ণা। এই পুরী বেদধ্বনি দ্বারা সতত নিনাদিত হইত। বহুবিধ বণিক্ পুরীর ইতস্ততঃ ক্রয়-বিক্র-য়াদি বাণিজ্য করিত। মনোজ্ঞ প্রতোলীসমন্বিত উচ্চ দিব্য দেবায়তন দ্বারা পুরীর মনোহর শোভা সাধিত হইয়াছিল; ঐ সকল দেবায়তন আবার যন্ত্রাদিখোদিত বিবিধ কারুকার্য্যে খচিত ছিল। বারাণসী পুরীমধ্যে অনেক গহন কানন ছিল। মুনিগণ সেই সকল কাননে অনেক আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। রম্যকাননভূমি নানাবিধ ফল-কুসুম সমাবৃত ও কদলী, পনস, বকুল, তাল, অশোক, আম্র, রাজবৃক্ষ, কপিত্থ এবং দাড়িম বৃক্ষে সমৃদ্ধ ছিল। এখানে সতত বেদধ্বনি নিনাদিত হওয়ায় এই পুরী অতীব পূত ও মঙ্গলাবহ হইয়াছিল। এই পুরীর উত্তরদিগ্ভাগে এক সুশোভন আশ্রম বিদ্যমান। বহু মন্দারকাননযুক্ত বলিয়া এই ত্রিলোকবিখ্যাত আশ্রম ত্রিলোকে মন্দার নামে কথিত হইত। দ্বিজ দীর্ঘতপা এই মন্দারক আশ্রমে বাস করিয়া সুমহৎ তপস্যা করিতেন ।১—১১। তিনি দীর্ঘকাল অতিতীব্র তপস্যা করিয়া দীর্ঘতপা আখ্যা লাভ করেন। দীর্ঘতপা পত্নী, পুত্র ও পুত্রবধূ সহ

ষন্তি সদা তস্য পুত্রাঃ পঞ্চ প্রযত্নতঃ। তস্য পুত্রঃ কনীয়াংস্তু ঋষ্যশৃঙ্গো মহাতপাঃ॥ ১৩॥ বেদাধ্যয়নসম্পন্নো ব্রহ্মচারী গুণান্বিতঃ। যোগাভ্যাসরতো নিত্যং কন্দমূলফলাশনঃ॥ ১৪॥ তিষ্ঠতে মৃগরূপেণ মৃগযূথচরস্তদা। দিনান্তে চ দিনান্তে চ মাতাপিত্রোঃ সমীপগঃ॥ ১৫॥ অভিবাদয়তে নিত্যং ভক্তিমান্ মুনিপুত্রকঃ। পুনর্গচ্ছতি তত্রৈব কাননে গিরিগহ্বরে॥ ১৬॥ ক্রীড়ন্ বালমৃগৈঃ সার্দ্ধং প্রত্যহং স মুনেঃ সুতঃ। কদাচিদ্দৈবযোগেন ঋষ্যশৃঙ্গো মমার সঃ॥ ১৭॥

ইতি শ্রীস্কান্দে দীর্ঘতপোমুন্যাখ্যানে তৎকনীয়ঃপুত্রমরণবর্ণনং নাম দ্বিপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ॥ ৫২॥

ত্রিপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

উত্তানপাদ উবাচ। আশ্রমে বসতস্তস্য স দীর্ঘতপসো মুনেঃ। কনীয়াংস্তনয়ো দেবঃ কথং মৃত্যুমুপাগতঃ॥ ১॥ ঈশ্বর উবাচ। শৃণুষ্বৈকমনা ভূত্বা কথাং দিব্যাং মহীপতে। শ্রবণাদেব যস্যাশ্চ মুচ্যতে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ॥ ২॥ কাশীরাজো মহাবীর্য্যো মহাবলপরাক্রমঃ। চিত্রসেন ইতি খ্যাতো ধরণ্যাং স নরাধিপঃ॥ ৩॥ তস্য রাজ্যে সদা ধর্ম্মো নাধর্ম্মো বিদ্যতে কচিৎ। বেদধর্ম্মরতো নিত্যং প্রজা ধর্ম্মেণ পালয়ন্॥ ৪॥ স্বধর্ম্মানিরতশ্চৈব যুদ্ধাতিথ্যপ্রিয়ঃ সদা। ক্ষত্রধর্ম্মং সমাশ্রিত্য ভোগান্ ভুঙ্ক্তে স কামতঃ॥ ৫ কোশস্যান্তো ন বিদ্যেত হস্ত্যশ্বরথপত্তিমান্। ইতিহাসপুরাণজ্ঞৈঃ পণ্ডিতৈঃ সহ সঙ্কথাম্॥ ৬॥ কথয়ন্ রাজতে রাজা কৈলাস ইব শঙ্করঃ। এবং স পালয়ন্ রাজ্যং রাজা মন্ত্রিণমব্রবীৎ॥ ৭॥ মৃগয়ায়াং গমিষ্যামি তিষ্ঠধ্বং রাজ্যপালনে। গম্যতাং সচিবৈঃ প্রোক্তে গতোঽহসৌ বসুধাধিপঃ॥ ৮॥ অশ্বারূঢ়াশ্চ ধাবন্তো রাজানো মণ্ডলাধিপাঃ। ছত্রৈশ্ছত্রাণি স্পৃশ্যন্তোঽহনুজগ্মুঃ কাননং প্রতি॥ ৯॥ রজস্তত্রোত্থিতং ভৌমং গজবাজিপদাহতম্। তেনৈতচ্ছাদিতং সর্ব্বং সদিঙ্-

আশ্রমে বাস করিতেন। তাহার পুত্র পাঁচটী। এই পঞ্চপুত্রই প্রযত্নপূর্ব্বক সতত তাঁহার শুশ্রূষা করিতেন। ইহার মহাতপা কনিষ্ঠ পুত্রের নাম ঋষ্যশৃঙ্গ। ঋষ্যশৃঙ্গ বেদাধ্যয়নসম্পন্ন, ব্রহ্মচারী, গুণবান, যোগাভ্যাসরত এবং সতত কন্দমূল ও ফলভোজী ছিলেন। মুনিতনয় ঋষ্যশৃঙ্গ প্রত্যহ দিবাভাগে বনভূমে গমন করিয়া মৃগরূপ ধারণপূর্ব্বক মৃগযূথ সহ কাননে বিচরণ করিতেন, দিনাবসানে স্বগৃহে আসিয়া পিতামাতার সমীপে উপনীত হইতেন এবং তাঁহাদের প্রতি পরম ভক্তিমান্ হইয়া নিত্য তাঁহাদিগের অভিবাদন করিতেন। অনন্তর ঋষ্যশৃঙ্গ অন্য একদিন গিরিগুহাস্থিত কাননে গমন করিয়া বাল মৃগগণ সহ ক্রীড়া করিলেন। এদিন তিনি প্রত্যাগমন করিলেন না; দৈববশে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন।১২—১৭।

দ্বিপাঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৫২॥

ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায়।

উত্তানপাদ জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে দেব! আশ্রমবাসী ঋষি দীর্ঘতপার কনিষ্ঠ পুত্র কিজন্য পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন? ঈশ্বর উত্তর করিলেন,—হে মহীপতে! একমনা হইয়া এই দিব্যকথা শ্রবণ কর, ইহার শ্রবণেই অখিল কলুষ বিনষ্ট হয়। হে নরাধিপ! তোমার নিকট যে বিখ্যাত রাজা চিত্রসেনের কথা কহিয়াছি, সেই মহাবলপরাক্রম মহাবীর্য্য কাশীপতি ধরণীতলে ধার্ম্মিক বলিয়া কীর্ত্তিত হইতেন। তাঁহার রাজ্যে কদাচ অধর্ম্ম প্রবেশ করিত না, সর্ব্বদাই রাজ্যমধ্যে ধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইত। বেদধর্ম্মনিরত কাশীপতি ধর্ম্মানুসারে নিত্য প্রজাপালন করিতেন, স্বধর্ম্মে তাহার নিরতিশয় অনুরাগ ছিল। যুদ্ধাতিথ্য লাভেই সতত তাঁহার প্রীতিবর্দ্ধন হইত এবং তিনি ক্ষাত্রধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া অভিলাষানুরূপ ভোগ সকল উপভোগ করিতেন। তাঁহার হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতি ও কোষের সীমা ছিল না। তিনি ইতিহাসজ্ঞ, পুরাণবিৎ পণ্ডিতগণের সহিত সতত সাধু সম্ভাষণ করিয়া কৈলাসশৈলে শঙ্করের ন্যায় বারাণসী পুরীতে বিরাজমান ছিলেন। রাজা কাশীপতি এইরূপে স্বরাজ্য পালন করিয়াছিলেন। তিনি একদিন মন্ত্রীকে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন,—হে মন্ত্রিগণ! আমি মৃগয়ায় গমন করিব, আপনারা রাজ্য পালন করুন। অনন্তর সচিবগণ তাঁহার মৃগয়াগমনে অনুমোদন করিলেন। বসুধাপতি কাশীরাজও পুর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।১—৮। অনন্তর রাজা কাননের দিকে চলিলেন। মণ্ডলাধিপতি রাজগণ অশ্বারোহণে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রধাবিত হইলেন। তৎকালে তাঁহাদের ছত্রনিচয়ের পরস্পর সঙ্ঘর্ষ ঘটিতে লাগিল।

মার্ত্তণ্ডমণ্ডলম্॥ ১০॥ ন তত্র দৃশ্যতে সূর্য্যো ন কাষ্ঠা ন চ চন্দ্রমাঃ। পাদপাশ্চ ন দৃশ্যন্তে গিরিশৃঙ্গাণি সর্ব্বতঃ॥ ১১॥ পরস্পরং ন পশ্যন্তি নিশার্দ্ধে বার্ষিকে যথা। তত্রাসৌ সুমহদ্‌যূথং মৃগাণাং সমলক্ষ্যত॥ ১২॥ অধাবৎ সহিতঃ সর্ব্বৈঃ স রাজা রাজপুত্রকৈঃ। ধ্বন্দাস্ফোটোঽভবত্তেষাং শীঘ্রং জগ্মুর্দিশো দশ॥ ১৩॥ একমার্গগতো রাজা চিত্রসেনো মহীপতিঃ। একাকী স গতস্তত্র যত্র যত্র চ তে মৃগাঃ॥ ১৪॥ প্রবিষ্টোঽসৌ ততো দুর্গং কাননং গিরিগহ্বরম্। বল্লীগুল্মসমাকীর্ণং স্থিতো যত্র ন লক্ষ্যতে॥ ১৫॥ অদৃশ্যাংস্তু মৃগান্মত্বা দিশো রাজা ব্যলোকয়ৎ। কাং দিশং নু গমিষ্যামি ক্ব মে সৈন্যসমাগমঃ॥ ১৬॥ এবং কষ্টং গতো রাজা চিত্রসেনো নরাধিপঃ। বৃক্ষচ্ছায়াং

তখন অশ্ব ও গজের পদ দ্বারা আহত হইয়া ভূমিভাগ হইতে এমন ধূলিউত্থিত হইল যে, সেই ধূলি দ্বারা মার্ত্তণ্ডমণ্ডল সহ দিঙ্মণ্ডল সমাচ্ছাদিত হইয়া গেল। এতই ধূলি উত্থিত হইল যে, সূর্য্য, চন্দ্র, দিক্ ও গিরিশিখর সদৃশ তরুরাজিও দৃষ্ট হইল না; এমন কি তখন বর্ষাকালীন নিশীথ সময়ের ন্যায় পরস্পর কেহ কাহাকে দর্শন করিতে সমর্থ হইল না। ক্রমে রাজা অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। এক মহামৃগযূথ তাঁহার নয়নপথে পতিত হইল, তিনি সেই মৃগযূথের প্রতি প্রধাবিত হইলেন। রাজাকে হরিণযূথের পশ্চাৎ অনুসরণ করিতে দেখিয়া অন্যান্য নৃপগণ পুত্রাদির সহিত সত্বর-গমনে তাঁহার অনুগমন করিলেন। তাঁহাদের গমনবেগে ভীষণ ধ্বনি উত্থিত হইল। সেই ভীষণ আস্ফোট-ধ্বনিতে মৃগগণ যূথভ্রষ্ট হইয়া দশদিকে পলায়ন করিল। এদিকে মহীপতি চিত্রসেনও কতিপয় মৃগের পদাঙ্ক অনুসরণপূর্ব্বক এক পথ অবলম্বন করিয়া একাকী এক দুর্গম-গিরিগহ্বরাকীর্ণ কাননে উপনীত হইলেন। বল্লীগুল্মসমাকীর্ণ সেই কানন এতই নিবিড় যে, তন্মধ্যে অবস্থান করিলে বহির্দ্দেশ হইতে কেহই দেখিতে পায় না। দেখিতে দেখিতে মৃগগণ অদৃশ্য হইল। রাজা মৃগগণ অদৃশ্য হইয়াছে জানিয়া দশদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। তিনি সৈন্যগণকে দেখিতে না পাইয়া ভাবিলেন,—আমার সৈন্যগণ কোন্ স্থানে গমন করিল? আমিই বা এক্ষণে কোন্ দিকে গমন করি! নরপতি চিত্রসেন এইরূপ দুর্দ্দশায় পতিত হইয়া এক তরুতলে

সমাশ্রিত্য বিশ্রামমকরোন্নৃপঃ॥ ১৭॥ ক্ষুত্তৃষ্ণার্ত্তো ভ্রমন্ দুর্গে কাননে গিরিগহ্বরে। ততোঽপশ্যৎ সরো দিব্যং পদ্মিনীখণ্ডমণ্ডিতম্॥ ১৮॥ হংসকারণ্ডবাকীর্ণং চক্রবাকোপশোভিতম্। ততো দৃষ্ট্বা স রাজেন্দ্রঃ সম্প্রহৃষ্টতনূরুহঃ॥ ১৯॥ কমলানি গৃহীত্বা তু ততঃ স্নানং সমাচরৎ। তর্পয়িত্বা পিতৄন্ দেবান্মনুষ্যাংশ্চ যথাবিধি॥২০॥ আচ্ছাদ্য শতপত্রৈশ্চ পূজয়ামাস শঙ্করম্। পপৌ পানীয়মমলং যথাবৎ স সমাহিতঃ॥ ২১॥ উত্তীর্য্য সলিলাত্তীরে দৃষ্ট্বা বৃক্ষং সমীপগম্। উত্তরীয়মধঃ কৃত্বোপবিষ্টো ধরণীতলে॥ ২২॥ চিন্তয়ন্নুপবিষ্টোঽসৌ কিমদ্য প্রকরোম্যহম্। তত্রাসীনো দদর্শাথ বনোদ্দেশে মৃগান্ বহূন্॥ ২৩॥ কেচিৎ পূর্ব্বমুখাস্তত্র চাপরে দক্ষিণামুখাঃ। বারুণ্যভিমুখাঃ কেচিৎ কেচিৎ কৌবেরদিঙ্মুখাঃ॥ ২৪॥ কেচিন্নিদ্রাপরাঃ কেচিদূর্দ্ধকর্ণাঃ স্থিতাঃ পরে। মৃগমধ্যে

উপবেশন করিয়া বিশ্রাম লাভ করিতে লাগিলেন। রাজা দুর্গম অরণ্যে পরিভ্রমণ করিয়া ক্ষুধায় তৃষ্ণায় আকুল হইয়াছিলেন। তিনি সম্মুখে এক দিব্য সরোবর দেখিতে পাইলেন। সেই সরোবর পদ্মিনীনিচয়-মণ্ডিত, হংসকারণ্ডবাকীর্ণ ও চক্রবাকগণ দ্বারা উপশোভিত। সরোবরদর্শনে নৃপসত্তম চিত্রসেন হৃষ্ট হইলেন; আনন্দে তাঁহার রোমাঞ্চ হইল। তিনি কমলনিচয় চয়ন করিয়া সেই সরোবরে যথাবিধি স্নান এবং দেব, পিতৃ ও মানবগণের তর্পণ করিয়া পদ্ম দ্বারা পশুপতির পূজা করিলেন। তিনি এত বিপুল পদ্মদ্বারাই শঙ্করের অর্চ্চনা করিয়াছিলেন যে, সেই সরোজনিচয়ে শঙ্করের শরীর ঢাকিয়া গেল। অনন্তর নৃপতি সমাহিতমনা হইয়া জলপান করিলেন এবং জলাশয় হইতে উত্তীর্ণ হইয়া সেই সরোবরের এক মনোহর তীরে তরুর মূলদেশে স্বীয় উত্তরীয় পাতিত করিয়া ধরণীতলে উপবিষ্ট হইলেন। ৯-২২। তিনি তীরতরুর মূলে উপবেশন করিয়া ভাবিতে লাগিলেন,—এখন আমি কি করিব? নৃপসত্তম কাশীপতি আসনে সুখাসীন হইয়া এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, তখন পুনরায় বনমধ্যে অনেকগুলি মৃগ তাঁহার নয়নপথে পতিত হইল। সেই মৃগগণমধ্যে কোনমৃগ পূর্ব্বমুখ, কোনমৃগ দক্ষিণমুখ, কোনমৃগ পশ্চিমমুখ, কোনমৃগ উত্তরমুখ কোনমৃগ নিদ্রাপরায়ণ এবং অপর কোনমৃগ ঊর্দ্ধকর্ণ

স্থিতো যোগী ঋষ্যশৃঙ্গো মহাতপাঃ ॥ ২৫ ॥ মৃগান্ দৃষ্ট্বা ততো রাজা আহারার্থমচিন্তয়ৎ। তেষ্বেতেষু চ মৃগং কঞ্চিদ্ভক্ষয়ামি যদৃচ্ছয়া ॥ ২৬ ॥ স্বস্থাবস্থো ভবিষ্যামি মৃগমাংসস্য ভক্ষণাৎ। কাশীং প্রতি গমিষ্যামি মার্গমন্বিষ্য যত্নতঃ ॥ ২৭ ॥ বিচিন্ত্যৈবং ততো রাজা বৃক্ষমূলমুপাশ্রিতঃ। চাপং গৃহ্য করাগ্রেণ স শরং সন্দধে ততঃ ॥ ২৮ ॥ বিচিক্ষেপ শরং তত্র যত্র তে বহবো মৃগাঃ। তেষাং মধ্যে স বৈ বিদ্ধা ঋষ্যশৃঙ্গো মহাতপাঃ ॥ ২৯ ॥ জগ্মুস্ত্রস্তাশ্চ তে সর্ব্বে শব্দং কৃত্বা বনৌকসঃ। স ঋষিঃ পতিতস্তত্র কৃষ্ণকৃষ্ণেতি চাব্রবীৎ ॥ ৩০ ॥ হাহা কষ্টং কৃতং তেন যেনাহং ঘাতিতোঽধুনা। কস্যৈবা দুর্ম্মতির্জাতা পাপবুদ্ধের্মমোপরি ॥ ৩১ ॥ মৃগমধ্যে স্থিতশ্চাহং ন কঞ্চিদুপরোধয়ে। তাং বাচং মানুষীং শ্রুত্বা স রাজা বিস্ময়ান্বিতঃ ॥ ৩২ ॥ শীঘ্রং গত্বা ততোঽপশ্যদ্-ব্রাহ্মণং ব্রহ্মতেজসা। হাহা কষ্টং কৃতং মেঽদ্য যেনাসৌ ঘাতিতো দ্বিজঃ ॥৩৩॥ চিত্রসেন উবাচ। অকামাদ্-ঘাতিতস্ত্বং তু মৃগভ্রান্ত্যা ময়ানঘ। গৃহীত্বা বহুদারূণি স্বতনুং দাহয়াম্যহম্ ॥ ৩৪ ॥ দৃষ্টাদৃষ্টং তু যৎকিঞ্চিন্ন সমং ব্রহ্মহত্যয়া। অন্যথা ব্রহ্মহত্যায়াঃ শুদ্ধির্মে ন ভবিষ্যতি ॥ ৩৫ ॥ ঋষ্যশৃঙ্গ উবাচ। ন তে সিদ্ধির্ভবেৎ কাচিন্ময়ি পঞ্চত্বমাগতে। বহ্ব্যো হত্যা ভবিষ্যন্তি বিনাশে মম সাম্প্রতম্ ॥ ৩৬ ॥ জননী মে পিতা বৃদ্ধো ভ্রাতরশ্চ তপস্বিনঃ। ভ্রাতৃজায়া মরিষ্যন্তি ময়ি পঞ্চত্বমাগতে ॥ ৩৭ ॥ এতা হত্যা ভবিষ্যন্তি কথং শুদ্ধির্ভবেত্তব। উপায়ং কথয়িষ্যামি তং কর্ত্তুং যদি মন্যসে ॥ ৩৮ ॥ চিত্রসেন উবাচ। উপায়ঃ কথ্যতাং মেঽদ্য যস্তে মনসি বর্ত্ততে। করিষ্যে তমহং সর্ব্বং যত্নেনাপি মহামুনে ॥ ৩৯ ॥ ঋষ্যশৃঙ্গ উবাচ। পৃচ্ছামি ত্বাং কথং কো বা কুতস্ত্বমিহ চাগতঃ। ব্রহ্মক্ষত্রবিশাং মধ্যে কো ভবানিত

হইয়া অবস্থিত। মহাতপা যোগী ঋষ্যশৃঙ্গও সেই মৃগগণমধ্যে বিদ্যমান ছিলেন। বুভুক্ষু রাজা মৃগগণকে অবলোকন করিয়া ভাবিলেন, এই মৃগ-গণের মধ্যে কোন একটি মৃগকে নিহত করিয়া আমি যদৃচ্ছাক্রমে ভক্ষণ করিব; আর মৃগমাংস ভক্ষণ করিলেই আমি সুস্থ হইব, তার পর অবশ্যই আমি যত্নসহকারে পথ অন্বেষণ করিয়া কাশীপুরীর উদ্দেশে গমন করিতে সমর্থ হইব। রাজা তরুমূলে বসিয়াই এইরূপ চিন্তা করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ করাগ্রদ্বারা শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক এক বাণ যোজনা করিলেন। অনন্তর নৃপ সেই মৃগগণকে লক্ষ্য করিয়া তন্মধ্যে বাণনিক্ষেপ করিলেন। রাজার শরে সেই মৃগরূপী মহাতপা ঋষ্যশৃঙ্গই বিদ্ধ হইলেন; অন্যান্য বনচারী হরিণগণ ত্রাসান্বিত হইয়া মহাশব্দে পলায়ন করিল। ঋষি ভূতলে পতিত হইলেন, তাঁহার বদন হইতে কৃষ্ণ কৃষ্ণ শব্দ উচ্চারিত হইল। তিনি হাহাকার করিয়া কতই বিলাপ করিলেন এবং কহিলেন সম্প্রতি কে আমাকে আঘাত করিল! কোন্ পাপমতি মানবের আমার প্রতি এইরূপ দুর্ম্মতি জন্মিল! আমি মৃগমধ্যে অবস্থান করিতেছিলাম, আমি তো কাহাকেও উপদ্রুত করি নাই। রাজা মৃগমুখে সেই মানুষবাক্য শ্রবণে বিস্মিত হইলেন। তিনি সত্বর গমনে মৃগের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলেন—সে মৃগ নহে, তিনি ব্রহ্মতেজঃ সম্পন্ন ঋষি, তিনি বলিতে-ছেন,—আমি দ্বিজ; হাহা! আজ কে আমাকে আঘাত প্রদান করিয়া এইরূপ ভীষণ ক্লিষ্ট করিল? চিত্রসেন কহিলেন,—হে অনঘ! আমি আপনার বধকামনা করিয়া আঘাত করি নাই, পরন্তু মৃগভ্রমেই আপনাকে আঘাত করিয়াছি; দৃষ্টই হউক আর অদৃষ্টই হউক, ব্রহ্মহত্যার ন্যায় অন্য কোন পাপই দারুণ নহে, আমি বহু কাষ্ঠ আহরণ-পূর্ব্বক স্বীয় দেহ দগ্ধ করিব, অন্যথা আমার ব্রহ্মহত্যাপাতক হইতে শুদ্ধি সাধন হইবে না। ঋষ্যশৃঙ্গ কহিলেন,—তোমার কোনরূপেই সিদ্ধি লাভ হইবে না, আমাকে নিহত করিয়া যে তোমার একটীমাত্র ব্রহ্মহত্যা করা হইয়াছে, এমন নয়; সম্প্রতি আমি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে তোমার শরীরে বহু ব্রহ্মহত্যা আশ্রয় করিবে; কেননা আমার বৃদ্ধ জনকজননী ও তপস্বী সহোদরগণ এবং আমার ভ্রাতৃপত্নী—আমি মরিলে ইঁহারা সকলেই জীবন বিসর্জ্জন করিবেন; এই হত্যা তোমারই করা হইবে, অতএব কিরূপে তুমি শুদ্ধি লাভ করিবে? যদি ইহার উপায় বিধানে তোমার মন থাকে, তবে আমি এক উপায় বলিয়া দিতে পারি। ২৩—৩৮। চিত্রসেন উত্তর করিলেন,—হে মহামুনে! আপনি যে উপায় হৃদয়ে পোষণ করিতেছেন, তাহা অদ্য আমার নিকট প্রকাশ করুন। আমি আপনার সকল আদেশই পালন করিব। ঋষ্যশৃঙ্গ বলিলেন,—আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি,—তুমি কে, কোথা হইতে কিরূপে এবং কিজন্যই বা এস্থানে

শূদ্রজঃ ॥ ৪০ ॥ চিত্রসেন উবাচ। নাহং শূদ্রোঽস্মি ভোস্তাত ন বৈশ্যো ব্রাহ্মণো ন বা। ন চান্ত্যজোঽস্মি বিপ্রেন্দ্র ক্ষত্রিয়োঽস্মি মহামুনে। ॥ ৪১ ॥ ধর্ম্মজ্ঞশ্চ কৃতজ্ঞশ্চ সর্ব্বসত্ত্বহিতে রতঃ। অকামাৎ পাতকং জাতং কথং শুদ্ধির্ভবিষ্যতি ॥ ৪২ ॥ ঋষ্যশৃঙ্গ উবাচ। মাং গৃহীত্বাশ্রমং গচ্ছ যত্র তৌ পিতরৌ মম। আবেদয়স্ব চাত্মানং পুত্রঘাতিনমাতুরম্ ॥৪৩॥ তে দৃষ্ট্বা মাং করিষ্যন্তি কারুণ্যং চ তবোপরি। উপায়ং কথয়িষ্যন্তি যেন শান্তির্ভবিষ্যতি ॥ ৪৪ ॥ তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা চিত্রসেনো নৃপোত্তম। স্কন্ধে কৃত্বা তু তং বিপ্রং জগামাশ্রমসন্নিধৌ ॥ ৪৫ ॥ ন শক্নোতি যদা বোঢ়ুং বিশ্রামান্তি পুনঃপুনঃ। তাবৎপশ্যতি তং বিপ্রং মূর্চ্ছিতং বিকলেন্দ্রিয়ম্ ॥ ৪৬ ॥ মুমোচ চিত্রসেনস্তং ছায়ায়াং বটভূরুহঃ। বস্ত্রং চতুর্গুণং কৃত্বা চক্রে বাতং মুহুর্মুহুঃ ॥ ৪৭ ॥ পশ্যতস্তস্য রাজেন্দ্র ঋষ্যশৃঙ্গো মহাতপাঃ। পঞ্চত্বমগমচ্ছীঘ্রং ধ্যানযোগেন যোগবিৎ ॥ ৪৮ ॥ দাহয়ামাস তং বিপ্রং বিধিদৃষ্টেন কর্ম্মণা। স্নানং কৃত্বা স শোকার্ত্তো বিললাপ মুহুর্মুহুঃ ॥ ৪৯ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ঋষ্যশৃঙ্গস্বর্গমনবর্ণনং নাম ত্রিপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৩ ॥

চতুঃপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততশ্চানন্তরং রাজা জগামোদ্বেগমুত্তমম্। কথং যামি গৃহং স্বদা বারাণস্যামহং পুনঃ ॥ ১ ॥ ব্রহ্মহত্যাসমাবিষ্টো জুহোম্যগ্নৌ কলেবরম্। অথবা তস্য বাক্যেন তং গচ্ছাম্যাশ্রমং প্রতি ॥ ২ ॥ কথয়ামি যথাবৃত্তং গত্বা তস্য মহামুনেঃ। এবং সঞ্চিন্ত্য রাজাসৌ জগামাশ্রমসন্নিধৌ ॥৩॥ ঋষ্যশৃঙ্গস্য চাস্থীনি গৃহীত্বা স নৃপোত্তমঃ। দৃষ্টিমার্গে স্থিতস্তস্য মহর্ষের্ভাবিতাত্মনঃ ॥ ৪ ॥ দীর্ঘতপা উবাচ। আগচ্ছ

আগমন করিয়াছ? তুমি কি ব্রাহ্মণ, কিংবা ক্ষত্রিয় অথবা শূদ্রতনয়? চিত্রসেন উত্তর করিলেন,—হে তাত! আমি শূদ্র নহি কিংবা বৈশ্য, ব্রাহ্মণ বা অন্ত্যজও নহি; হে বিপ্রবর! আমি ক্ষত্রিয়। হে মহামুনে! আমি ধর্ম্মজ্ঞ, কৃতজ্ঞ ও সর্ব্বপ্রাণীর হিতে রত; অনিচ্ছা সত্ত্বেই আমার এই পাতক জন্মিয়াছে, এখন কি করিয়া আমার শুদ্ধিসাধিত হইবে? ঋষ্যশৃঙ্গ উত্তর করিলেন,—তুমি আমাকে লইয়া আমাদের আশ্রমে গমন কর; সেস্থানে আমার জনক-জননী বিদ্যমান; তুমি তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া তুমি যে তাঁহাদের তনয়কে হত্যা করিয়াছে এবং এরূপ হত্যা করায় তোমার যে পরিতাপ হইয়াছে, ইহা নিবেদন কর। আমাকে দর্শন করিয়া তাঁহাদের কারুণ্য উপস্থিত হইলেও যেরূপ করিলে তোমার পাপশান্তি হয়, তোমার প্রতি দয়া করিয়া তাঁহারা সে উপায় বলিয়া দিবেন। হে নৃপোত্তম! চিত্রসেন ঋষিতনয়ের বাক্য শুনিয়া তাঁহাকে স্কন্ধে বহনপূর্ব্বক আশ্রমের উদ্দেশে প্রস্থিত হইলেন, যাইতে যাইতে ভারবহনে অসমর্থ হইয়া একএকবার পথে সেই দ্বিজতনয়কে অবতারণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে রাজা পুনঃপুনঃ বিশ্রামার্থ দ্বিজকে স্কন্ধ হইতে অবতারণ করিলেন; দেখিলেন,—ক্রমে ক্রমে সেই ঋষিকুমার বিকলেন্দ্রিয় এমন কি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। অনন্তর রাজা চিত্রসেন ঋষ্যশৃঙ্গকে এক বটতরুর ছায়ায় রক্ষিত করিয়া স্বীয় বসন চতুর্গুণ করত তাঁহাকে বীজন করিতে লাগিলেন। হে রাজেন্দ্র! দেখিতে দেখিতে দ্বিজতনয় যোগবিৎ ঋষ্যশৃঙ্গ ধ্যানযোগে সত্বর পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর রাজা বিধিবোধিত ক্রিয়া দ্বারা দ্বিজদেহ দাহ করিলেন এবং স্নানান্তে শোকার্ত্ত হইয়া মুহুর্মুহু বিলাপ করিতে লাগিলেন। ৩৯—৪৯।

ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৩ ॥

চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায়

ঈশ্বর কহিলেন,—অনন্তর রাজা চিত্রসেন অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইলেন, তিনি ভাবিতে লাগিলেন,—আমি ব্রহ্মহত্যালিপ্ত হইয়াছি; অতএব আমি কেমন করিয়া আজ বারাণসীপুরে গমন করিব? আমি গৃহে গমন করিব না, পরন্তু অনলে কলেবর আহুতি প্রদান করিব; অথবা সেই ঋষিকুমারের কামনানুসারে তদীয় জনক-সমীপে কেন গমন করি না! আমি আশ্রমে উপনীত হইয়া মহামুনির সমীপে গমনপূর্ব্বক যাহা ঘটিয়াছে, তৎসমস্ত যথাযথ নিবেদন করিব। রাজসত্তম চিত্রসেন এইরূপ চিন্তা করিয়া ঋষ্যশৃঙ্গের অস্থিগ্রহণপূর্ব্বক দ্বিজবর দীর্ঘতপার আশ্রমসমীপে উপনীত হইয়া ক্রমে সেই ভাবিতাত্মা মহর্ষির নয়নপথে পতিত হইলেন। দীর্ঘতপা রাজাকে দেখিয়া কহিলেন,—

স্বাগতং তেঽস্তু আসনেঽস্মিন্নোপবিশ্যতাম্। অর্ঘ্যং দদাম্যহং যেন মধুপর্কং সবিষ্টরম্॥ ৫॥ চিত্রসেন উবাচ। অর্ঘস্যাস্য ন যোগ্যোঽহং মহর্ষে নাস্মি ভাষণে। মৃগমধ্যস্থিতো বিপ্রস্তব পুত্রো ময়া হতঃ॥ ৬॥ পুত্রঘ্নং বিদ্ধি মাং বিপ্র তীব্রদণ্ডেন দণ্ডয়। মৃগভ্রান্ত্যা হতো বিপ্র ঋষ্যশৃঙ্গো মহাতপাঃ॥ ৭॥ ইতি মত্বা মুনিশ্রেষ্ঠ কুরু মে ত্বং যথোচিতম্। মাতা তদ্বচনং শ্রুত্বা গৃহান্নিষ্ক্রম্য বিহ্বলা॥ ৮॥ হা হতাস্মীত্যুবাচেদং পপাত ধরণীতলে। বিললাপ মুহুঃখার্তা পুত্রশোকেন পীড়িতা॥ ৯॥ হা হতা পুত্রপুত্রেতি করুণং কুররী যথা। বিললাপাতুরা মাতা ক্ব গতো মাং বিহায় বৈ। মুখং দর্শয় চাত্মীয়ং মাতরং মাং হি মানয়॥ ১০॥ শ্রুতাধ্যয়নসম্পন্নং জপহোমপরায়ণম্। আগতং ত্বাং গৃহদ্বারে কদা দ্রক্ষ্যামি পুত্রক॥ ১১॥ লোকোক্ত্যা শ্রূয়তে চৈতচ্চন্দনং কিল শীতলম্। পুত্রগাত্রপরিষ্বঙ্গশ্চন্দনাদপি শীতলঃ॥ ১২॥ কিং চন্দনেন পীযূষবিন্দুনা কিং কিমিন্দুনা॥ ১৩॥ পুত্রগাত্রপরিষ্বঙ্গপাত্রং গাত্রং ভবেদ্যদি॥ ১৪॥ পরিষ্বজিতুমিচ্ছামি ত্বামহং পুত্র সুপ্রিয়। পঞ্চত্বমনুযাস্যামি ত্বদ্বিহীনাদ্য দুঃখিতা॥ ১৫॥ এবং বিলপতী দীনা পুত্রশোকেন পীড়িতা। মূর্চ্ছিতা বিহ্বলা দীনা নিপপাত মহীতলে॥ ১৬॥ ভার্য্যাঞ্চ পতিতাং দৃষ্ট্বা পুত্রশোকেন পীড়িতাম্। চুকোপ স মুনিস্তত্র চিত্রসেনায় ভূভৃতে॥ ১৭॥ দীর্ঘতপা উবাচ। যাহিযাহি মহাপাপ মা মুখং দর্শয়স্ব মে। কিং ত্বয়া ঘাতিতো বিপ্রো হ্যকামাচ্চ সুতো মম॥ ১৮॥ ব্রহ্মহত্যা ভবিষ্যন্তি বহ্ব্যস্তে বসুধাধিপ। সকুটুম্বস্য মে ত্বং হি মৃত্যুরেষ উপস্থিতঃ॥ ১৯॥ এবমুক্ত্বা ততো বিপ্রো বিচিন্ত্য চ পুনঃপুনঃ। পরিত্যজ্য তদা ক্রোধং মুনিভাবাজ্জগাদ হ॥ ২০॥ দীর্ঘতপা উবাচ। উদ্বেগং ত্যজ ভো বৎস ত্বকৃত্যং গদিতো ময়া।

আসুন, আপনার শুভাগমন হউক; এই আসনে উপবেশন করুন, আমি আপনাকে বিষ্টর ও মধুপর্কযুক্ত অর্ঘ্য প্রদান করি। চিত্রসেন উত্তর করিলেন,—হে মহর্ষে! আমি আপনার এই অর্ঘ্যের যোগ্য নহি, আমার মুখে বাক্যস্ফূর্ত্তি হইতেছে না; আপনার তনয় মৃগমধ্যে অবস্থান করিতেছিলেন, আমি তাঁহাকে নিহত করিয়াছি। হে বিপ্র! আমাকে আপনার পুত্রঘাতী বলিয়া বিদিত হউন,—তীব্র দণ্ড দ্বারা আমাকে দণ্ডিত করুন। হে দ্বিজ! আমি মৃগভ্রমে আপনার মহাতপা তনয় ঋষ্যশৃঙ্গকে নিহত করিয়াছি, হে মুনিসত্তম! এক্ষণে এই সকল বুঝিয়া আপনি যাহা উচিত হয় করুন। অনন্তর ঋষ্যশৃঙ্গজননী রাজার কথা শুনিয়া বিহ্বলভাবে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং 'আমি মরিলাম' এই কথা কহিয়া ধরণীতলে পড়িয়া গেলেন। সেই পুত্রশোকপীড়িতা দুঃখকাতরা ঋষ্যশৃঙ্গজননী "হায় আমি হত হইলাম, হা পুত্র! হা পুত্র!" বলিয়া কুররীর ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন। আতুরা মাতা বিলাপবাক্যে আরও বলিলেন,—হে তনয়! আমাকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গমন করিলে? আমাকে তোমার মাতা জানিয়া অদ্য তোমার বদন দর্শন করাও। হে বালতনয়! তুমি আমার বেদাধ্যয়নসম্পন্ন ও জপহোমপরায়ণ তনয়; আমি আর কবে তোমাকে গৃহদ্বারাগত দর্শন করিব! লৌকিকবাক্যে ইহাই শুনিয়াছি যে, চন্দনই শীতল; কিন্তু তনয়ের গাত্রসম্পর্ক তদপেক্ষা অধিক শীতল। যদি পুত্রগাত্রসম্পর্কই ঘটে, তবে তাহার পীযূষবিন্দু চন্দ্র বা চন্দনে কি প্রয়োজন? হে পুত্র! তোমার বিরহে অদ্য আমি বড়ই দুঃখিত হইয়াছি। হে সুপ্রিয়! অদ্য তোমায় একবার আলিঙ্গন করিয়া পরে প্রাণত্যাগ করিব। ১—১৫। পুত্রশোককাতরা দীনা ঋষ্যশৃঙ্গ জননী এইরূপে বহু বিলাপ করিয়া বিহ্বলা ও মূর্চ্ছিত হইয়া ধরণীতলে পতিত হইলেন। এদিকে ঋষি দীর্ঘতপাও পত্নীকে পুত্রশোকপীড়িতা ও ভূপতিতা দেখিয়া ভূপতির প্রতি কুপিত হইলেন। দীর্ঘতপা কহিলেন,—রে মহাপাপ! আমার সম্মুখ হইতে চলিয়া যা, চলিয়া যা, আমাকে আর তোর বদন দর্শন করাস্ না। অনন্তর ক্ষণকাল মধ্যে মুনির ক্রোধ কথঞ্চিৎ উপশান্ত হইল। তিনি নৃপকে কহিলেন,—হে বসুধাধিপ! তুমি কেন অকারণ আমার তনয় ঋষ্যশৃঙ্গকে নিহত করিয়াছ, তোমার ইহাতে বহু ব্রহ্মহত্যা করা হইয়াছে; কেননা এক ঋষ্যশৃঙ্গ নিহত হওয়ায় আমি কুটুম্বগণসহ নিহত হইয়াছি। অনন্তর দীর্ঘতপা এইরূপ কহিয়া বার বার চিন্তার পর ক্রোধ পরিত্যাগ করিলেন এবং তিনি মুনিভাবালম্বনপূর্ব্বক নৃপকে কহিতে লাগিলেন। দীর্ঘতপা বলিলেন,—হে বৎস! তুমি উৎকণ্ঠা পরিত্যাগ কর, হে মানদ!

পুত্রশোকাভিভূতেন দুঃখতপ্তেন মানদ। ২১। কিং করোতি নরঃ প্রাজ্ঞঃ প্রের্য্যমাণঃ স্বকর্ম্মভিঃ। প্রাগেব হি মনুষ্যাণাং বুদ্ধিঃ কর্ম্মানুসারিণী। ২২। অনেনৈব বিধানেন পঞ্চত্বং বিহিতং মম। হত্যাস্তব ভবিষ্যন্তি পূর্ব্বমুক্তা ন সংশয়ঃ। ২৩। ব্রহ্মক্ষত্রবিশাং মধ্যে শূদ্রচণ্ডালজাতিষু। কস্ত্বং কথয় সত্যং মে কস্মাচ্চ নিহতো দ্বিজঃ। ২৪। চিত্রসেন উবাচ। বিজ্ঞাপয়ামি বিপ্রর্ষে ক্ষন্তব্যং তে মমোপরি। নাহং বিপ্রোঽস্মি বৈ তাত ন বৈশ্যো ন চ শূদ্রজঃ। ২৫। ন ব্যাধশ্চান্ত্যজাতো বা ক্ষত্রিয়োঽহং মহামুনে। কাশী রাজো মৃগান্ হন্তুমাগতো বনমুত্তমম্। ২৬। ভ্রান্ত্যা নিপাতিতো হ্যেষ মৃগরূপধরো মুনিঃ। ইদানীং তব পাদান্তে সংশ্রিতঃ পাতকান্বিতঃ। ২৭। কিং কর্ত্তব্যং ময়া বিপ্র উপায়ং কথয়স্ব মে। ২৮। দীর্ঘতপা উবাচ। ব্রহ্মহত্যা ন শক্যা তাপোকা নিস্তরিতুং প্রভো। দশৈকা চ কথং শক্যাস্তাঃ শৃণুষ্ব নরেশ্বর। ২৯। চত্বারো মে সুতা রাজন্ সভার্য্যমাতৃপূর্ব্বকাঃ। ময়া সহ ন জীবন্তি ঋক্ষশৃঙ্গস্য কারণে। ৩০। উপায়ং শোভনং তাত কথয়িষ্যে শৃণুষ তম্। শক্নোষি যদি তং কর্ত্তুং সুখোপায়ং নরেশ্বর। ৩১। সকুটুম্বং সমাপ্তং মাং দাহয়িত্বানলে নৃপ। অস্থীনি নর্ম্মদাতোয়ে শূলভেদে বিনিক্ষিপ। ৩২। নর্ম্মদাদক্ষিণে কূলে শূলভেদং হি বিশ্রুতম্। সর্ব্বপাপহরং তীর্থং সর্ব্বদুঃখসুত্তমম্। ৩৩। শুচির্ভূত্বা মমাস্থীনি তত্র তীর্থে বিনিক্ষিপ। মোক্ষ্যসে সর্ব্বপাপেস্ত্বং মম বাক্যান্ন সংশয়ঃ। ৩৭। রাজোবাচ। আদেশো দীয়তাং তাত করিষ্যামি ন সংশয়ঃ। সমস্তং মেঽস্তি যৎকিঞ্চিদ্রাজ্যং কোষঃ সুহৃৎসুতাঃ। ৩৫। তবাধীনং মহাবিপ্র প্রযচ্ছামি প্রসীদ মে পরম্পরং বিবদতোর্বিপ্র রাজ্ঞোস্তদা নৃপ। ৩৬।

পুত্রশোকে অভিভূত হইয়া আমি অত্যন্ত দুঃখসন্তপ্ত হইয়াছিলাম, তাই তোমাকে দুর্ব্বাক্য কহিয়াছি। মানব কি করিতে পারে?—স্ব স্ব কর্ম্মনিচয় প্রাজ্ঞ ব্যক্তিকেও বশীভূত করিয়া থাকে এবং কর্ম্মানুসারিনী বুদ্ধিই মানবগণের অগ্রে অগ্রে গমন করে। আমার এইরূপে পঞ্চত্বপ্রাপ্তিই বিধির বিধানে ছিল; তজ্জন্য আমার দুঃখ নাই, কিন্তু আমি পূর্ব্বে যে কহিয়াছি, তোমার ব্রহ্মহত্যার পাতক হইয়াছে, তাহা হইবেই, সংশয় নাই। এক্ষণে তুমি সত্য করিয়া বল দেখি,—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র কিংবা চণ্ডাল মধ্যে তুমি কোন্ জাতি? আর কেনই বা তুমি ব্রহ্মহত্যা করিয়াছ? চিত্রসেন উত্তর করিলেন,—বিপ্রর্ষে! আমি নিবেদন করিতেছি, আমাকে ক্ষমা করুন। হে তাত! আমি বিপ্র নহি বা বৈশ্য, শূদ্র, ব্যাধ কিংবা অন্ত্যজজাতিও নহি; হে মহামুনে! আমি ক্ষত্রিয়। আমি কাশীপতি, মৃগয়ার্থ আমি মনোরম অরণ্যে আগমন করিয়াছিলাম; মুনি যে মৃগরূপ ধারণ করিয়া মৃগগণমধ্যে অবস্থান করিতেছিলেন, ইহা আমি জানিতাম না, ভ্রমক্রমেই মৃগবুদ্ধিতে এই মুনিকে নিহত করিয়াছি। আমি পাপী, আমি এক্ষণে আপনার পাদপদ্মে শরণ লইলাম; হে বিপ্র! আমার এখন কর্ত্তব্য কি, আমাকে আমার পাপশান্তির উপায় বলিয়া দিউন। দীর্ঘতপা উত্তর করিলেন,—হে প্রভো! একটী ব্রহ্মহত্যা হইতেই নিস্তার পাওয়া অসম্ভব; তোমার দশটী ব্রহ্মহত্যা সংঘটিত হইয়াছে, অতএব কিরূপে তুমি নিস্তার পাইবে? হে নরেশ্বর! একটী দ্বিজবধে কিরূপে দশটী ব্রহ্মহত্যা হইয়াছে, তাহার কারণ শ্রবণ কর। আমি, আমার পত্নী, চারিটী পুত্র ও তাহাদের চারিটি পত্নী—আমার সংসারে এই দশজন পরিজন; তনয় ঋক্ষশৃঙ্গ বিহনে আমার সহিত ইহারা সকলেই কলেবর পরিত্যাগ করিবে। হে তাত! এক্ষণে একটী উত্তম উপায় বলিতেছি, শ্রবণ কর। হে নরেশ্বর! ইহা অতি সহজ উপায়। যদি এই কার্য্য সম্পন্ন করিতে সমর্থ হও। হে নৃপ! আমি কুটুম্বগণসহ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে আমাদিগকে অনলে দগ্ধ করিয়া আমাদিগের অস্থিনিচয় শূলভেদতীর্থের নর্ম্মদানীরে নিক্ষেপ করিবে। নর্ম্মদানদীর দক্ষিণকূলে বিখ্যাত শূলভেদতীর্থ বিদ্যমান; এই অনুত্তম তীর্থ সর্ব্বপাপহর ও অখিল দুঃখবিনাশন। তুমি শুচি হইয়া আমাদের অস্থিনিচয় নর্ম্মদানীরে নিক্ষেপ করিও, এরূপ করিলে আমার আদেশে তুমি অখিল পাপ হইতে মুক্ত হইবে, সংশয় নাই। ১৬—৩৪। রাজা কহিলেন,—হে তাত! আদেশ করুন, আমি নিঃসংশয় সমস্তই প্রতিপালন করিব; আমার রাজ্য, কোষ, সুহৃৎ, সুত, যে কিছু সম্পদ্ আছে, সমস্তই আপনার অধীন। হে বিপ্রসত্তম! আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আদেশ করুন, আমি এই সকলই আপনাকে প্রদান করিব। হে নৃপ! রাজা চিত্রসেন ও দ্বিজ দীর্ঘতপা

স্ফুটিত্বা হৃদয়ং শীঘ্রং মুনিভার্য্যা মৃতা তদা। পুত্রশোকসমাবিষ্টা নির্জ্জীবা পতিতা ক্ষিতৌ॥ ৩৭ পুত্রাশ্চ মাতৃশোকেন সর্ব্বে পঞ্চত্বমাগতাঃ। স্নুষাশ্চৈব তদা সর্ব্বা মৃতাশ্চ সহ ভর্ত্তৃভিঃ॥ ৩৮॥ পঞ্চত্বঞ্চ গতাঃ সর্ব্বে মুনিমুখ্যা নৃপোত্তম। বিপ্রানাহ্বাপয়ামাস যে তত্রাশ্রমবাসিনঃ॥ ৩৯। তেভ্যো নিবেদয়মাস যথাবৃত্তং নৃপোত্তমঃ। স তৈস্তদাভ্যনুজ্ঞাতঃ কাষ্ঠাণ্যাদায় যত্নতঃ ৪০॥ দাহং সঞ্চয়নং চক্রে চিত্রসেনো মহীপতিঃ। ঋক্ষশৃঙ্গাদিসর্ব্বেষাং গৃহীত্বা স্থীনি যত্নতঃ॥ ৪১॥ যাম্যাশাং প্রস্থিতো রাজা পাদচারী মহীপতে। ন শক্নোতি যদা গন্তুং ছায়ামাশ্রিত্য তিষ্ঠতি॥ ৪২॥ বিশ্রম্য চ পুনর্গচ্ছেদ্ভারাক্রান্তো মহীপতিঃ। সচৈলং কুরুতে স্নানং মুক্ত্বাস্থীনি পদেপদে॥ ৪৩॥ পিবেজ্জলং নিরাহারঃ স গচ্ছন্ দক্ষিণামুখঃ। অচিরেণৈব কালেন সঙ্গতো নর্ম্মদাতটম্॥ ৪৪॥ আশ্রমস্থান্

পরস্পর এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, ইত্যবসরে পুত্রশোককাতরা দ্বিজপত্নী হৃদয়ে আঘাত করত অবিলম্বে জীবন ত্যাগ করিলেন এবং তখনই নির্জ্জীব হইয়া ক্ষিতিতলে পড়িয়া গেলেন। ক্রমে ঋষিকুমারগণ মাতৃশোকে দেহত্যাগ করিলেন, তদীয় পত্নীরাও স্ব স্ব স্বামিশোকে তাঁহাদের সহিত পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইলেন; হে নৃপসত্তম! কালে দীর্ঘতপাপ্রমুখ সকলেই একে একে কালকবলে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর মহামতি নৃপসত্তম চিত্রসেন তত্রত্য আশ্রমবাসী দ্বিজগণকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদের নিকট সকল বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন এবং তাঁহাদের অনুমতি লইয়া যত্ন সহকারে কাষ্ঠ আহরণপূর্ব্বক দীর্ঘতপাপ্রমুখ দ্বিজপরিবারের দাহাদি কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। হে মহীপতে! অনন্তর সযত্নে ঋক্ষশৃঙ্গাদি দ্বিজপরিবারগণের অস্থিসঞ্চয়াদি করিয়া সেই অস্থি গ্রহণপূর্ব্বক পাদচারে দক্ষিণদিকে প্রস্থিত হইলেন। অনন্তর অস্থিভারাক্রান্ত মহীপতি চিত্রসেন যেমন পথশ্রান্ত হইয়া গমনে অসমর্থ হইলেন, অমনি বৃক্ষচ্ছায়া আশ্রয় করিয়া এক একবার বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। রাজা এইরূপে এক একবার কিয়দ্দুর গমন ও পুনরায় বিশ্রাম করিয়া পথ পর্য্যটন করিলেন। যখনই তিনি বিশ্রাম করিতেন, অস্থিত্যাগ করিয়া তখনই সচেল অবগাহন করিতে লাগিলেন। রাজার আহার ছিল না, তিনি কেবলমাত্র জলপানে জীবন ধারণ করিয়া দক্ষিণদিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এইরূপে

দ্বিজান্ দৃষ্ট্বা পপ্রচ্ছ পৃথিবীপতিঃ॥ ৪৫॥ চিত্রসেন উবাচ। কথ্যতাং শূলভেদস্য মার্গং মে দ্বিজসত্তমাঃ। যেন যামি মহাভাগা স্বকার্য্যার্থস্য সিদ্ধয়ে॥ ৪৬॥ মুনয় ঊচুঃ। ইতঃ ক্রোশান্তরাদর্ব্বাক্ তীর্থং পরমশোভনম্। নর্ম্মদাদক্ষিণে কূলে তত্তো দ্রক্ষ্যসি নান্যথা॥ ৪৭॥ ঋষিবাক্যেণ রাজাসৌ শীঘ্রং গত্বা নরেশ্বরঃ। স দদর্শ ততঃ শীঘ্রং বহুদ্বিজসমাকুলম্॥ ৪৮॥ বহুদ্রুমলতাকীর্ণং বহুপুষ্পোপশোভিতম্। ঋক্ষসিংহসমাকীর্ণং নানাব্রতধরৈঃ শুভৈঃ॥ ৪৯॥ একপাদাস্থিতাঃ কেচিদপরে সূর্য্যদৃষ্টয়ঃ। একাঙ্গুষ্ঠস্থিতাঃ কেচিদূর্দ্ধবাহুস্থিতাঃ পরে॥ ৫০॥ দিনৈকভোজনাঃ কেচিৎ কেচিৎ কন্দফলাশনাঃ। ত্রিরাত্রভোজনাঃ কেচিৎ পরাকব্রতিনোঽপরে॥ ৫১॥ চান্দ্রায়ণরতাঃ কেচিৎ কেচিৎ পক্ষোপবাসিনঃ। মাসোপবাসিনঃ কেচিৎ কেচিদৃত্বন্তপারণাঃ॥ ৫২॥ যোগাভ্যাসরতাঃ কেচিৎ কেচিদ্ধ্যায়ন্তি তৎপদম্। শীর্ণপর্ণাশিনঃ কেচিৎ কেচিচ্চ কটুকাশনাঃ॥ ৫৩॥

অচিরকালেই তিনি নর্ম্মদাতটে উপনীত হইয়া তত্রত্য আশ্রমবাসী দ্বিজগণের দর্শন লাভ করত তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে দ্বিজসত্তমগণ! আমাকে শূলভেদতীর্থের কথা বলিয়া দিউন, হে মহাভাগগণ! আমি যেন আমার কার্য্যসিদ্ধির জন্য তথায় সত্বর উপনীত হইতে সমর্থ হই। ঋষিগণ কহিলেন,—হে পথিক! এই স্থান হইতে একক্রোশ পূর্ব্বে সুশোভন শূলভেদ তীর্থ বিদ্যমান, তুমি নর্ম্মদার দক্ষিণকূলে এই শূলভেদ তীর্থ অবলোকন করিবে, আমাদের বাক্য অন্যথা মনে করিও না। অনন্তর ঋষিবাক্যে নরেশ্বর সত্বর তথায় গমন করিয়া বহু দ্বিজসমাকুল নানাদ্রুমসমাকীর্ণ বহু পুষ্পশোভিত সিংহ-ভল্লুক-সমাকীর্ণ শূলভেদ তীর্থ অবলোকন করিলেন। তিনি আরও দেখিলেন,—নানা ব্রতধারী সুশোভন ঋষিগণ তথায় তপশ্চরণ করিতেছেন; সেই ঋষিগণ মধ্যে কেহ এক পাদে অবস্থিত হইয়া, কেহ দিবাকরের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া, কেহ অঙ্গুষ্ঠমাত্রে ভর করিয়া ও কেহ বা ঊর্দ্ধবাহু হইয়া তপস্যা করিতেছেন। কেহ একভোজন, কেহ কন্দমূলফলাশন, কেহ ত্রিরাত্রভোজন, কেহ পরাকব্রতধারণ, কেহ চন্দ্রায়ণ-ব্রতরত, কেহ কেহ পক্ষোপবাসী, কেহ মাসোপবাসী, কেহ ঋতুভোজী, কেহ যোগাভ্যাসরত, কেহ পরমপদে ধ্যাননিবিষ্ট, কেহ শীর্ণপর্ণাশন, কেহ কটুকাশন,

শৈবালভোজনাঃ কেচিৎ কেচিন্মারুতভোজনাঃ। গার্হস্থ্যে চ স্থিতাঃ কেচিৎ কেচিচ্চৈবাগ্নিহোত্রিণঃ॥ ৫৪॥ এব বিধান্ দ্বিজান্ দৃষ্ট্বা জানুভ্যামবনিং গতঃ। প্রণম্য শিরসা রাজন্ রাজা বচনমব্রবীৎ॥ ৫৫॥ চিত্রসেন উবাচ। কস্মিন্ দেশে চ তত্তীর্থং সত্যং কথয়ত দ্বিজাঃ। যেনাভিবাঞ্ছিতা সিদ্ধিঃ সফলা মে ভবিষ্যতি॥ ৫৬॥ ঋষয় উচুঃ। ধনুস্তরশতং গচ্ছ ভৃগুতুঙ্গস্য মূর্দ্ধনি। কুণ্ডং দ্রক্ষ্যসি তৎপূর্ণং বিস্তীর্ণং পয়সা শিবম্॥ ৫৭॥ তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা গতঃ কুণ্ডস্য সন্নিধৌ। দৃষ্ট্বা চৈব তু তত্তীর্থং ভ্রান্তির্জাতা নৃপস্য বৈ॥ ৫৮॥ ততো বিস্ময়মাপন্নশ্চিন্তয়ন্ বৈ মুহুর্মুহুঃ। আকাশস্থং দদর্শাসৌ সামিষং কুররং নৃপঃ॥ ৫৯॥ ভ্রমমাণং গৃহীতাহিং বধ্যমানং নিরামিষৈঃ। পরস্পরঞ্চ যুযুধুঃ সর্ব্বেহপ্যামিষকাঙ্ক্ষয়া॥ ৬০। হতশ্চঞ্চুপ্রহারেণ স ততঃ পতিতোহম্ভসি। শূলেন শূলিনা যত্র ভূভাগো ভেদিতঃ পুরা॥ ৬১॥ তত্তীর্থস্য প্রভাবেণ স সদ্যঃ পুরুষোহভবৎ। বিমানস্থং দদর্শাসৌ পুমাংসং দিব্যরূপিণম্॥ ৬২॥ গন্ধর্ব্বাপ্সরসো যক্ষাস্তং যাস্তং ... বি। অপ্সরোগীয়মানে তু গতে সূর্য্যস্য মূর্দ্ধনি। চিত্রসেনস্ততস্মিন্নাশ্চর্য্যং পরমং গতঃ॥ ৬৩॥ ঋষিণা কথিতং যদ্বত্তদ্বত্তীর্থং ন সংশয়ঃ। হৃষ্টরোমাভবদ্দৃষ্ট্বা প্রভাবং তীর্থসম্ভবম্॥ ৬৪॥ মমাদ্য দিবসো ধন্যো যস্মাদত্র সমাগতঃ। অস্থীনি ভূমৌ নিক্ষিপ্য স্নানং কৃত্বা যথাবিধি॥ ৬৫॥ তিলমিশ্রেণ তোয়েনাতর্পয়েৎ পিতৃদেবতাঃ। গৃহ্যাস্থীনি ততো রাজা চিক্ষেপাম্ভর্জলে তদা॥ ৬৬॥ ক্ষণমেকং ততো বীক্ষ্য রাজোর্দ্ধবদনঃ স্থিতঃ। তান্ দদর্শ পুনঃ সর্ব্বান্ দিব্যরূপধরাঞ্ছুভান॥ ৬৭॥ দিব্যবস্ত্রৈশ্চ সংবীতান্ দিব্যাভরণভূষিতান্। বিমানৈর্ব্বিবিধৈর্দ্দিব্যৈরপ্সরোগণসেবিতৈঃ॥ ৬৮॥ পৃথগ্ভূতাংশ্চ তান্ সর্ব্বান্ বিমানেষু ব্যবস্থিতান্। উৎপত্তিবৎ সমালোক্য

কেহ শৈবালভোজন, কেহ বায়ুভোজী, কেহ গার্হস্থ্যনিরত এবং অপর কেহ কেহ অগ্নিহোত্রব্রত হইয়া তপশ্চরণে নিবিষ্ট রহিয়াছেন। হে রাজন্! রাজা চিত্রসেন এবংবিধ দ্বিজগণকে দর্শন করিয়া ভূমিতলে জানু পাতিত করত তাঁহাদিগকে প্রণামপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন। চিত্রসেন কহিলেন,—হে দ্বিজগণ! সত্য করিয়া বলুন,—কোন্ দেশে সেই শূলভেদ তীর্থ বিদ্যমান? আমি যেন সেই শূলভেদে উপনীত হইয়া আমার অভীষ্ট সিদ্ধিলাভে সমর্থ হই। ঋষিগণ উত্তর করিলেন,—তুমি আরও শতধনু অগ্রসর হও, অবিলম্বেই দেখিতে পাইবে—ভৃগুতুঙ্গের মস্তকদেশে মঙ্গলময় জলদ্বারা পরিপূর্ণ এক কুণ্ড রহিয়াছে। রাজা মুনিগণের বাক্যে সেই কুণ্ডসমীপে গমন করিলেন; কিন্তু কুণ্ড দর্শন করিয়া তাঁহার এক মহাভ্রম উপস্থিত হইল। তিনি বিস্ময়াবিষ্টহৃদয়ে মুহুর্মুহু চিন্তা করিতে লাগিলেন। দেখিলেন,—আকাশপথে এক কুরর ভ্রমণ করিতেছে, আমিষাশী কুররের বদনবিবরে এক সর্প বিদ্যমান রহিয়াছে; তখন অন্যান্য আমিষভোজী বিহগগণ আবার আমিষাভিলাষে তাহার পশ্চাৎ প্রধাবিত হইয়া তাহাকে প্রহার করিতেছে। দেখিতে দেখিতে তাহাদের পরস্পরে মহাসমর বাধিয়া গেল, ক্রমে কুরর তাহাদের চঞ্চুপ্রহারে জর্জ্জরিত হইয়া সেই কুণ্ডজলে নিপতিত হইল। হে রাজন্! পুরাকালে শূলীর শূল দ্বারা ভূভাগ বিভিন্ন হইয়া এই শূলভেদ তীর্থ প্রাদুর্ভূত হয়। কুরর এই তীর্থপ্রভাবে সদ্য এক দিব্যরূপ পুরুষবিগ্রহ ধারণ করিয়া বিমানে আরোহণপূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিল; তখন গন্ধর্ব্ব ও যক্ষ অপ্সরোগণ তাহার দিব্য স্তব করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে সেই পুরুষবিগ্রহ অপ্সরোগণ কর্তৃক উপগীয়মান হইয়া সূর্য্যলোকের শিরোদেশে উপনীত হইল। তখন চিত্রসেন পরম বিস্ময়ান্বিত হইলেন। ৩৫-৬৩। তিনি মনে মনে চিন্তা করিলেন,—অহো! ঋষি এই তীর্থের যেরূপ বর্ণন করিয়াছিলেন, তাহা সত্যই প্রত্যক্ষ করিলাম। তীর্থপ্রভাব দর্শনে রাজার রোমাঞ্চ হইল। তিনি বলিলেন,—আমি শূলভেদে সমাগত হইয়াছি; অতএব আমার অদ্য দিবস ধন্য হইল। অনন্তর রাজা চিত্রসেন অস্থিনিচয় ভূতলে রক্ষিত করিয়া যথাবিধি স্নান ও তিলমিশ্রিত জলদ্বারা পিতৃদেবগণের তর্পণ করিলেন, তারপর সেই অস্থিরাশি গ্রহণপূর্ব্বক নর্ম্মদানীরে নিক্ষেপ করিয়া ক্ষণকাল উর্দ্ধমুখে অবস্থান করত নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন,—স্বীয় পরিবার সহ ঋষি দীর্ঘতপা দিব্য শুভাবহ শরীর ধারণপূর্ব্বক দিব্য বসনে দেহ আবৃত করিয়া ও দিব্যাভরণে ভূষিত হইয়া পৃথক্ পৃথক্ দিব্য বিমানে আরোহণ করত স্বর্গে গমন করিতেছেন; তখন অপ্সরোগণ তাঁহাদিগের সেবা করিতেছে। তাঁহাদিগকে এইরূপে

রাজা সংহর্ষিতোঽভবৎ। ৬৯। ঋষির্বিমানমারূঢ়শ্চিত্রসেনমথাব্রবীৎ। ভো ভোঃ সাধো মহারাজ চিত্রসেন মহীপতে। ৭০। ত্বৎপ্রসাদাৎ নৃপশ্রেষ্ঠ গতির্দিব্যা মমেদৃশী। জাতেয়ং যত্ত্বয়া কার্য্যং কৃতং পরমশোভনম্। ৭১। স্বসুতোঽপি ন শক্নোতি পিতৄণাং কর্ত্তুমীদৃশম্।" মদীয়বচনাত্তাত নিষ্পাপস্ত্বং ভবিষ্যসি। ৭২। ফলং প্রাপ্স্যসি রাজেন্দ্র কামিকং মনসেপ্সিতম্। আশীর্ব্বাদাংস্ততো দত্ত্বা চিত্রসেনায় ধীমতে। স্বর্গং জগাম সসুতস্ততো দীর্ঘতপা মুনিঃ। ৭৩।

ইতি শ্রীস্কান্দে দীর্ঘতপসঃ স্বর্গারোহণবর্ণনং নাম চতুঃপঞ্চাশোধ্যায়ঃ। ৫৪

পঞ্চপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

উত্তানপাদ উবাচ। মাহাত্ম্যং তীর্থজং দৃষ্ট্বা চিত্রসেনো নরেশ্বরঃ। কিং চকার ক বা বাসং কিমাহারো বভুব হ। ১। ঈশ্বর উবাচ। ভৃগু-

পৃথক্‌ভাবে গমন করিতে দেখিয়া রাজার যেন ইহা এক অপূর্ব্ব নূতন সৃষ্টি বলিয়া মনে হইতে লাগিল তিনি অত্যন্ত হর্ষান্বিত হইলেন। অনন্তর বিমানারূঢ় ঋষি দীর্ঘতপা রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—ওহে সাধু মহারাজ! হে মহীপতে চিত্রসেন! হে নৃপসত্তম! তোমার অনুগ্রহে আমার এইরূপ অনুত্তম গতি লাভ হইল; তুমি ইহা এক সাতিশয় সুশোভন কার্য্যই সম্পন্ন করিলে; আমার আত্মজ তনয়ও বোধ হয় এরূপ পিতৃকার্য্য করিতে সমর্থ হইত না। হে তাত! আমার বাক্যে তুমি পাপহীন হইলে। হে রাজেন্দ্র! তুমি অবশ্যই তোমার অভীষ্ট ফল লাভ করিবে। অনন্তর ঋষি দীর্ঘতপা ধীমান্ চিত্রসেনকে এইরূপ আশীর্ব্বাদ প্রদান করিয়া পুত্রাদির সহিত স্বর্গে গমন করিলেন। ৬৪-৭৩।

চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৫৪।

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায়।

উত্তানপাদ জিজ্ঞাসা করিলেন,—অনন্তর নরপতি চিত্রসেন বিচিত্র তীর্থমাহাত্ম্য দর্শনে কি করিয়াছিলেন? তিনি কোন্ স্থানেই বা বাস এবং কিই বা আহার করিতেন? ঈশ্বর উত্তর করিলেন,—অন-

তুঙ্গং সমারুহ্য ঐশানীং দিশমাশ্রিতঃ। তপশ্চচার বিপুলং কুণ্ডে তত্র নৃপোত্তমঃ। ২। সর্ব্বান্ দেবান্ হৃদি ধ্যাত্বা ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরান্। বিচিক্ষেপ যদাত্মানং প্রত্যক্ষৌ রুদ্রকেশবৌ। করে গৃহীত্বা রাজানং রুদ্রো বচনমব্রবীৎ। ৩। ঈশ্বর উবাচ। প্রাণত্যাগং মহারাজ মা কালে ত্বং কৃথা বৃথা। অদ্যাপ্যসি যুবা ত্বং বৈ ন যুক্তং মরণং তব। ৪। স্বস্থানং গচ্ছ শীঘ্রং ত্বং ভুক্ত্বা ভোগান্ যথেপ্সিতান্। কুরু নিষ্কণ্টকং রাজ্যং নাকে শক্র ইবাপরঃ। ৫। চিত্রসেন উবাচ। ন রাজ্যং কাময়ে দেব ন পুত্রাংশ্চ বান্ধবান্। ন ভার্য্যাং ন চ কোশঞ্চ ন গজাংস্তুরঙ্গমান্। ৬। মুঞ্চমুঞ্চ মহাদেব মা বিঘ্নঃ ক্রিয়তাং মম। স্বর্গপ্রাপ্তির্ম্মমাদ্যৈব ত্বৎপ্রসাদাৎ মহেশ্বর। ৭। ঈশ্বর উবাচ। যস্যাগ্রতো ভবেদ্-ব্রহ্মা বিষ্ণুঃ শম্ভুস্তথৈব চ। স্বর্গেণ তস্য কিং কার্য্যং স গতঃ কিং করিষ্যতি। ৮। তুষ্টা বয়ং ত্রয়ো দেবা বৃণীষ্ব বরমুত্তমম্। যথেপ্সিতং মহারাজ

ন্তর নৃপসত্তম চিত্রসেন ভৃগুতুঙ্গে আরোহণপূর্ব্বক ঈশানদিকের আশ্রয় লইয়া সেই কুণ্ডে বিপুল তপশ্চরণ করিলেন। তিনি যৎকালে ব্রহ্মা-বিষ্ণু ও মহেশ্বর প্রভৃতি অখিল দেবগণকে হৃদয়ে চিন্তা করিয়া স্বীয় দেহ পাতিত করিয়াছিলেন, তখন রুদ্র ও কেশব তাঁহার সম্মুখে উপনীত হইলেন। রুদ্র তাঁহার করধারণ করিয়া বলিতে লাগিলেন। ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহারাজ! অকারণ অকালে কলেবর পরিত্যাগ করিও না; তোমার এখনও যুবা বয়স বিদ্যমান রহিয়াছে; অতএব তোমার মরণ উচিত হইতেছে না। তুমি সত্বর নিজরাজ্যে গমন ও অভীষ্ট ভোগ সকল উপভোগ করিয়া স্বর্গের দ্বিতীয় ইন্দ্রের ন্যায় নিষ্কণ্টক রাজ্য পালন কর। চিত্রসেন উত্তর করিলেন,—হে দেব! আমি রাজ্য, পুত্র, বান্ধব, ভার্য্যা, ধন, গজ, অশ্ব কিছুই কামনা করি না; হে মহাদেব! আমাকে ত্যাগ করুন, ত্যাগ করুন; আমার বিঘ্ন উৎপাদন করিবেন না। হে মহেশ্বর! আপনার প্রসাদে অদ্যই আমার স্বর্গলাভ সংঘটিত হউক। ১-৭। ঈশ্বর উত্তর করিলেন,—যাহার সম্মুখে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিব বিদ্যমান, তাহার আবার স্বর্গের প্রয়োজন কি? আর আমরা প্রধান দেবত্রয় যাহার প্রতি প্রীত, সে স্বর্গে গিয়াই বা কি করিবে? হে ধর্ম্মরাজ! সত্য কহিতেছি, তুমি সংশয়হীন হইয়া

সত্যমেতদসংশয়ম্ ॥ ৯ ॥ চিত্রসেন উবাচ। যদি তুষ্টাস্ত্রয়ো দেবা ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ। অদ্যপ্রভৃতি যুষ্মাভিঃ স্থাতব্যমিহ সর্ব্বদা ॥ ১০ ॥ গয়াশিরো যথা পুণ্যং কৃতং যুষ্মাভিরেব চ। তথেদং প্রকর্ত্তব্যং শূলভেদঞ্চ পাবনম্ ॥ ১১ ॥ যত্র-যত্র স্থিতা যূয়ং তত্র তত্র বসাম্যহম্। গণানাং চৈব সর্ব্বেষামাধিপত্যমথাস্তু মে ॥ ১২ ॥ ঈশ্বর উবাচ। অদ্যপ্রভৃতি তিষ্ঠামঃ শূলভেদে নরেশ্বর। ত্রিকালং হি ত্রয়ো দেবাঃ কলাংশেন বসামহে ॥ ১৩ ॥ নন্দিসংজ্ঞো গণাধীশো ভবিষ্যতি ভবান্ ধ্রুবম্। মৎসমীপে তু ভবত আদৌ পূজা ভবিষ্যতি ॥ ১৪ ॥ প্রক্ষিপ্তা তানি চাস্থীনি যত্র দীর্ঘতপা যযৌ। সকুটুম্বো বিমানস্থঃ স্বর্গতস্তং তথা কুরু ॥ ১৫ ॥ এবং দেবা বরং দত্ত্বা চিত্রসেনায় পার্থিব। কুণ্ডমূর্দ্ধনি যাম্যায়াং ত্রয়ো দেবাস্তদা স্থিতাঃ ॥ ১৬ ॥ পরস্পরং বদন্ত্যেবং পুণ্যতীর্থমিদং পরম্। যথা গয়াশিরঃ পুণ্যং পূর্ব্বমেব হি পঠ্যতে। তথা রেবাতটে পুণ্যং শূলভেদং ন সংশয়ঃ ॥ ১৭ ॥ ঈশ্বর উবাচ। ইদং তীর্থং তথা পুণ্যং যথা পুণ্যং গয়াশিরঃ। সকৃৎ পিণ্ডোদকেনৈব নরো নির্ম্মলতাং ব্রজেৎ ॥ ১৮ ॥ একং গয়াশিরো মুক্ত্বা সর্ব্বতীর্থানি ভূপতে। শূলভেদস্য তীর্থস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্ ॥ ১৯ ॥ কুণ্ডমুদীচ্যাং যাম্যায়াং দশহস্তপ্রমাণতঃ। রৌদ্রবারুণকাষ্ঠায়াং প্রমাণং চৈকবিংশতি ॥ ২০ ॥ এতৎপ্রমাণং তত্তীর্থং পিণ্ডদানাদিকর্ম্মসু। নাধর্ম্মনিরতা দাতুং লভন্তে দানমত্র হি ॥ ২১ ॥ বিষ্ণুস্তু পিতৃরূপেণ ব্রহ্মরূপী পিতামহঃ। প্রপিতামহো রুদ্রোহভূদেবং ত্রিপুরুষাঃ স্থিতাঃ ॥ ২২ ॥ কদা পশুতি তীর্থং বৈ কদা নস্তারয়িষ্যতি। ইতি প্রতীক্ষাং কুর্ব্বন্তি পুত্রাণাং সততং নৃপ। শূলভেদে নরঃ স্নাত্বা দৃষ্ট্বা শূলধরং সকৃৎ ॥ ২৩ ॥ নাপুত্রো নাধনো রোগী সপ্তজন্মসু জায়তে। একবিংশতিং পিতুঃ পক্ষে মাতুশ্চৈবৈকবিংশতিম্ ॥ ২৪ ॥ ভার্য্যাপক্ষে দশৈবেহ কুলান্যেতানি তারয়েৎ। শূলভেদবনে শাকমূলফলৈরপি ॥ ২৫ ॥ একস্মিন্ ভোজিতে বিপ্রে কোটির্ভবতি ভোজিতা। পঞ্চস্থানেষু যঃ শ্রাদ্ধং

তোমার অভীষ্ট উত্তম বর প্রার্থনা কর। চিত্রসেন কহিলেন,—যদি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই দেবত্রয় আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে অদ্য হইতে আপনারা সতত এই স্থানে অধিষ্ঠান করুন। আপনারা গয়াশিরকে যেরূপ পুণ্য করিয়াছেন, তদ্রূপ এই শূলভেদকেও পরম পবিত্র করুন। অদ্য হইতে আপনারা যে যে স্থানে অবস্থান করিবেন, আমিও সেই সেই স্থানে বাস করিব; আমাকে অখিলগণদেবতার আধিপত্য প্রদান করুন। ঈশ্বর কহিলেন,—হে নরেশ্বর! অদ্য হইতে আমরা তিনজনেই শূলভেদে স্ব স্ব কলাংশে ত্রিকালে বাস করিব; আর তুমিও নন্দী আখ্যা লাভ করিয়া অদ্য হইতে আমার গণাধীশ হইবে। আমার সমীপে থাকিয়া তুমিই অগ্রে পূজা প্রাপ্ত হইবে। হে বৎস! যে স্থানে অস্থি নিক্ষিপ্ত হওয়ায় ঋষি দীর্ঘতপা পরিবারগণ সহ বিমানারোহণে স্বর্গে গমন করিয়াছেন, তুমি সেই স্থানেই অবস্থান কর। হে পার্থিব! অনন্তর দেবত্রয় চিত্রসেনকে এইরূপ বর দান করিয়া দক্ষিণদিক্‌স্থিত সেই কুণ্ডমধ্যেই অবস্থান করিলেন। হে রাজন্! জ্ঞানিগণ পূর্ব্বে যেরূপ পরস্পর পুণ্যতীর্থগণনায় গয়াশিরের নামই প্রথম উল্লেখ করিতেন, নর্ম্মদাতটস্থিত এই পুণ্যতীর্থ শূলভেদও তদ্রূপ পবিত্র, সংশয় নাই। ঈশ্বর কহিলেন,—পুণ্যতীর্থ গয়াশিরে যেরূপ একবার পিণ্ডোদক দানে মানব নির্ম্মলতা লাভ করে, এই শূলভেদকেও তদ্রূপ পবিত্র বলিয়া জানিবে। হে ভূপতে! এক গয়াতীর্থ ব্যতীত অখিল তীর্থও এই শূলভেদের ষোড়শাংশের একাংশসদৃশও নহে। হে রাজন্! এই কুণ্ড তীর্থের উত্তর ও দক্ষিণদিকে দশ হস্ত এবং পূর্ব্ব ও পশ্চিমদিকে এক বিংশতি হস্ত-পরিমিত স্থানই পিণ্ডাদিদানে প্রশস্ত। যাহারা অধর্ম্মনিরত, কদাচ তাহারা এই তীর্থে পিণ্ডদান করিতে সমর্থ হয় না। এখানে বিষ্ণু পিতৃরূপে, ব্রহ্মা পিতামহরূপে এবং রুদ্র প্রপিতামহরূপে বিরাজ করেন, অতএব এই তীর্থে ব্রহ্মাদি ত্রিপুরুষেরই অধিষ্ঠান আছে। হে নৃপ! পিতৃগণ পুত্রদিগের প্রতি এইরূপ বাক্যই প্রয়োগ করিয়া থাকেন যে, কবে পুত্র শূলভেদ দর্শন করিবে এবং কবেই বা আমাদিগকে উদ্ধার করিবে! যে মানব শূলভেদে স্নান করিয়া একবার শূলীকে অবলোকন করে, সপ্তজন্মেও সে অপুত্র, নির্ধন বা রোগী হয় না। পরন্তু পিতৃপক্ষে একবিংশতি, মাতৃপক্ষে একবিংশতি এবং পত্নীপক্ষে দশসংখ্যক পিতৃপুরুষের উদ্ধার সাধন করে। হে রাজন্! শূলভেদতীর্থে শাক, মূল ও ফল দ্বারা একটী মাত্র ব্রাহ্মণ ভোজন

কুরুতে ভক্তিমান্নরঃ ॥ ২৫ ॥ কুলানি প্রেতভূতানি সর্ব্বাণ্যপি হি তারয়েৎ। দ্বিজদেবপ্রসাদেন পিতৃণাঞ্চ প্রসাদতঃ ॥ ২৭ ॥ শ্রাদ্ধদো নিবসেত্তত্র যত্র দেবো মহেশ্বরঃ। সুরাত্মঘাতিনো যে চ গোব্রাহ্মণহনাশ্চ যে ॥ ২৮ ॥ দংষ্ট্রিভির্জলপাতে চ বিদ্যুৎপাতেষু যে মৃতাঃ। ন যেষামগ্নিসংস্কারো নাশৌচং নোদকক্রিয়া ॥ ২৯ ॥ তত্র তীর্থে তু যস্তেষাং শ্রাদ্ধং কুর্ব্বীত ভক্তিতঃ। মোক্ষাবাপ্তির্ভবেত্তেষাং যুগমেকং ন সংশয়ঃ ॥ ৩০ ॥ অজ্ঞানাদ্যৎকৃতং পাপং বালভাবাচ্চ যৎ কৃতম্। তৎ সর্ব্বং নাশয়েৎ পাপং স্নানমাত্রেণ ভূপতে ॥ ৩১ ॥ রজকেন যথা ধৌতং বস্ত্রং ভবতি নির্ম্মলম্। তথা পাপোঽপি তত্তীর্থে স্নাতো ভবতি নির্ম্মলঃ ॥ ৩২ ॥ সন্ন্যাসং কুরুতে যোঽত্র তীর্থে বিধিসমন্বিতম্। ধ্যায়ন্নিত্যং মহাদেবং স গচ্ছেৎ পরমং পদম্ ॥ ৩৩ ॥ ক্রীড়িত্বা স যথাকামং স্বেচ্ছয়া শিবমন্দিরে। বেদবেদাঙ্গতত্ত্বজ্ঞো জায়তেঽসৌ শুভে কুলে ॥ ৩৪ রূপবান্ সুভগশ্চৈব সর্ব্বব্যাধিবিবর্জ্জিতঃ। রাজা বা রাজপুত্রো বা ধর্ম্মাচারসমন্বিতঃ ॥ ৩৫ ॥ এতত্তে কথিতং রাজংস্তীর্থস্য ফলমুত্তমম্। যচ্ছ্রুত্বা মানবো নিত্যং মুচ্যতে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ ॥ ৩৬ ॥ যং শ্রাবয়েন্নিত্যমাখ্যানং দ্বিজপুঙ্গবান্। শ্রাদ্ধে দেবকুলে বাপি পঠেৎ পর্ব্বণি পর্ব্বণি ॥ ৩৭ ॥ গীর্ব্বাণাস্তস্য তুষ্যন্তি মনুষ্যাঃ পিতৃভিঃ সহ। পঠতাং শৃণ্বতাং চৈব নশ্যতে সর্ব্বপাতকম্ ॥ ৩৮ ॥ লিখিত্বা তীর্থমাহাত্ম্যং ব্রাহ্মণেভ্যো দদাতি যঃ। জাতিস্মরত্বং লভতে প্রাপ্নোত্যভিমতং ফলম্ ॥ ৩৯ ॥ রুদ্রলোকে বসেত্তাবদ্যাবদক্ষরমব্যিতম্ ॥ ৪০ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে কাশীরাজমোক্ষগমনং নাম পঞ্চপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৫ ॥

ষট্পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

উত্তানপাদ উবাচ। অন্যচ্চ শ্রোতুমিচ্ছামি কেন গঙ্গাবতারিতা। রুদ্রশীর্ষে স্থিতা দেবী পুণ্যা কথমিহাগতা ॥ ১ ॥ পুণ্যা দেবশিলা নাম তস্যা মাহাত্ম্যমুত্তমম্। এতদাখ্যাহি মে সর্ব্বং প্রসন্নো

করাইলে কোটিব্রাহ্মণ ভোজনের ফল হয়। যে ভক্তিমান মানব শূলভেদের পঞ্চ স্থানে শ্রাদ্ধ করে, তাহার প্রেতভূত অখিলকুল মুক্ত হয় এবং দেবদ্বিজ ও পিতৃগণের প্রসাদে শ্রাদ্ধদাতা সতত মহেশ্বরলোকে বাস করে। যাহারা আত্মঘাতী, যাহারা গো ও ব্রহ্মবধ করিয়াছে, দংষ্ট্রিগণ দ্বারা কিংবা জলমগ্ন হইয়া যাহাদের পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটিয়াছে, যাহারা বিদ্যুৎপাতে দেহপাত করিয়াছে, যাহাদের অগ্নিসংস্কার উদকক্রিয়া বা অশৌচ গ্রহণ হয় নাই, যদি কেহ ভক্তিপূর্ব্বক শূলভেদে তাহাদেরও শ্রাদ্ধ করে, তবে তাহাদের যুগব্যাপী মোক্ষ হয়, সংশয় নাই। হে ভূপতে! বালভাব বশতঃ কিংবা অজ্ঞানপূর্ব্বকও মানবের যে পাপ সঞ্চিত হয় শূলভেদে স্নানমাত্র তৎসমস্ত বিনষ্ট হইয়া থাকে। রজক যেমন বসন ধৌত করিয়া নির্ম্মল করে, পাপী মানবও তদ্রূপ শূলভেদে অবগাহন করিয়া নির্ম্মল হয়। যে নর শূলভেদে বিধিসঙ্গত সন্ন্যাস গ্রহণ ও মহাদেবের ধ্যান করে, তাহার পরমপদ লাভ হয় এবং সে মহেশমন্দিরে যথেচ্ছ ক্রীড়া করিয়া পরে পবিত্রকুলে বেদবেদাঙ্গতত্ত্বজ্ঞ, রূপবান্, সুভগ, সর্ব্বরোগহীন, ধর্ম্মাচারনিরত রাজা বা রাজপুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। হে রাজন্! যে তীর্থফল শ্রবণে সতত মানব অখিল কলুষ হইতে মুক্ত হয়, এই আমি তোমার নিকট সেই শূলভেদের অনুত্তম মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম। যে মানব দ্বিজপুঙ্গবগণকে নিত্য এই তীর্থমাহাত্ম্য শ্রবণ করায় অথবা পর্ব্বদিবসে দেবগণসমীপে কিংবা শ্রাদ্ধকালে পাঠ করে, পিতৃলোকসহ অখিল দেবতা তাহার প্রতি প্রীত হন; অধিক কি, এই আখ্যানের পাঠক ও শ্রবণকারী সকলের অখিল পাতক বিনষ্ট হয়। যে নর এই তীর্থমাহাত্ম্য লিখিয়া ব্রাহ্মণগণকে বিতরণ করে, তাহার জাতিস্মরত্ব লাভ হয় এবং তাহার অভিমত ফল লাভ হইয়া থাকে। আর মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত তাহার রুদ্রলোকে বাস হইয়া থাকে। ৮—৪০।

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৫ ॥

ষট্পঞ্চাশ অধ্যায়।

উত্তানপাদ জিজ্ঞাসা করিলেন,—অন্য আর এক তীর্থমাহাত্ম্য শ্রবণে আমার অভিলাষ হইতেছে। পূত গঙ্গাদেবী রুদ্রমস্তকে অবস্থিত ছিলেন, তিনি কিরূপে ইহলোকে সমাগত হইলেন? আর কেই বা তাঁহাকে রুদ্রমস্তক হইতে ভূতলে আনয়ন

যদি শঙ্কর ॥ ২ ॥ ঈশ্বর উবাচ। শৃণুষ্বৈকমনা ভূত্বা যথা গঙ্গাবতারিতা। দেবৈঃ সর্ব্বৈর্ম্মহাভাগা সর্ব্বলোকহিতায় বৈ ॥ ৩ ॥ অস্তি বিন্ধ্যো নগো নাম যাম্যাশায়াং মহীপতে। গীর্ব্বাণাস্তু গতাঃ সর্ব্বে তস্য মূর্দ্ধ্নি নরেশ্বর ॥ ৪ ॥ তত্র চাহ্বানিতা গঙ্গা ব্রহ্মাদ্যৈরখিলৈঃ সুরৈঃ। অভ্যর্চ্চ্যেশং জগন্নাথং দেবদেবং জগদ্গুরুম্ ॥ ৫ ॥ জটামধ্যস্থিতাং গঙ্গাং মোচয়স্বেতি ভূতলে। ভাস্বন্তী সা ততো মুক্তা রুদ্রেণ শিরসা ভুবি ॥ ৬ ॥ তত্র স্থানে মহাপুণ্যা দেবৈরুৎপাদিতা স্বয়ম্। ততো দেবনদী জাতা সা হিতায় নৃণাং ভুবি ॥ ৭ ॥ বসন্তি যে তটে তস্যাঃ স্নানং কুর্ব্বন্তি ভক্তিতঃ। পিবন্তি চ জলং নিত্যং ন তে যান্তি যমালয়ম্ ॥ ৮ ॥ যত্র সা পতিতা কুণ্ডে শূলভেদে নরাধিপ। দেবনদ্যাঃ প্রতীচ্যাং তু তত্র প্রাচী সরস্বতী ॥ ৯ ॥ যাম্যায়াং শূলভেদস্য তত্র তীর্থমনুত্তমম্। তত্র দেবশিলা পুণ্যা স্বয়ং দেবেন নির্ম্মিতা ॥ ১০ ॥ তত্র স্নাত্বা তু যো ভক্ত্যা তর্পয়েৎ পিতৃদেবতাঃ। পিতরস্তস্য তুষ্যন্তি যাবদাভূতসংপ্লবম্ ॥ ১১ ॥ তত্র স্নাত্বা তু যো ভক্ত্যা ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েন্নৃপ। স্বল্পান্নেনাপি দত্তেন তস্য চান্তো ন বিদ্যতে ॥ ১২ ॥ । উত্তানপাদ উবাচ। কানি দানানি দত্তানি শস্তানি ধরণীতলে। যানি দত্বা নরো ভক্ত্যা মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈ ॥ ১২ ॥ দেবশিলায়া মাহাত্ম্যং স্নানদানাদিজং ফলম্। ব্রতোপবাসনিয়মৈর্যৎপ্রাপ্যং তদ্বদস্ব মে ॥ ১৪ ॥ । ঈশ্বর উবাচ। । আসীৎপুরা মহাবীর্য্যশ্চেদিনাথো মহাবলঃ। বীরসেন ইতি খ্যাতো মণ্ডলাধিপতির্নৃপ ॥ ১৫ ॥ রাষ্ট্রে তস্য রিপুর্নাস্তি ন ব্যাধির্ন চ তস্করাঃ। য চাধর্ম্মোঽভবত্তত্র ধর্ম্ম এব হি সর্ব্বদা ॥ ১৬ ॥ সদা মুদান্বিতো রাজা সভার্য্যো বহুপুত্রকঃ। একাসীদ্দুহিতা তস্য সুরূপা গিরিজা যথা ॥ ১৭ ॥ ইষ্টা সা পিতৃমাতৃভ্যাং বন্ধুবর্গজনস্য

করিল? আর দেবশিলা নামে অন্য এক পুণ্যতীর্থ আছে, এই দেবশিলারও মাহাত্ম্য অতি উত্তম হে শঙ্কর! যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে এ সকল আমার নিকট বর্ণন করুন। ঈশ্বর উত্তর করিলেন,—হে রাজন্! গঙ্গা যেরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, বলিতেছি, তুমি একমনা হইয়া শ্রবণ কর। হে মহীপতে! অখিল লোকের হিতকামনায় দেবগণই এই মহাভাগা গঙ্গাদেবীকে ভূতলে আনয়ন করেন। হে নরেশ্বর! দক্ষিণদিকে বিন্ধ্যনামক এক পর্ব্বত আছে। ব্রহ্মাদি দেবগণ একদা সেই বিন্ধ্যপর্ব্বতে গমন করিয়া গঙ্গা দেবীকে আহ্বান করেন এবং দেবদেব জগন্নাথ জগদ্গুরু ঈশকে অর্চ্চনা করিয়া তাঁহার নিকট প্রার্থনা করেন যে, হে দেব! আপনার জটামধ্যগত জাহ্নবী দেবীকে পরিত্যাগ করুন। অনন্তর রুদ্র দেবগণের প্রার্থনানুসারে মস্তক হইতে গঙ্গাদেবীকে পরিত্যাগ করিলেন, মহাপুণ্যা দীপ্তিমতী দেবী জাহ্নবীও তখন ভূতলে প্রাদুর্ভূতা হইলেন। হে ভূপ! লোকহিতের জন্য দেবগণই তাঁহার আবির্ভাব প্রার্থনা করেন। দেবী দেবগণের প্রার্থনায় অবির্ভূতা হইয়াছিলেন বলিয়া তিনি ভূতলে দেবনদী নামে বিখ্যাতি লাভ করিলেন। যাহারা এই জাহ্নবীতীরে বাস, ভক্তিপূর্ব্বক ইঁহার জলে অবগাহন ও নিত্য জল পান করে, তাহাদের যমালয়দর্শন হয় না। হে নরাধিপ! দেবনদী গঙ্গাদেবীর যে পুরুভাগ শূলভেদকুণ্ডে পতিত হইয়াছে, তাহার নাম প্রাচী সরস্বতী; আর তুমি যে শিলার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছ, সেই অনুত্তম শিলাতীর্থ মহাদেব স্বয়ং নির্ম্মাণ করেন এবং এই শিলা শূলভেদের দক্ষিণদিকে বিদ্যমান। যে মানব ভক্তিসহকারে এই শিলাতীর্থে স্নান করিয়া পিতৃদেবগণের তর্পণ করে, কল্পকাল পর্য্যন্ত তদীয় পিতৃগণ তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকেন। যে নর এই তীর্থে ভক্তিভরে স্নান করিয়া ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করায়, অতি অল্পদানেও তাহার অনন্তপুণ্য হয়। উত্তানপাদ জিজ্ঞাসা করিলেন,—ধরণীতলে কোন্ কোন্ দান প্রশস্ত? ও মানবগণ ভক্তিপূর্ব্বক কোন্ কোন্ দান করিয়া অখিল পাতক হইতে মুক্ত হয়? হে দেব! এই সকল এবং দেবশিলামাহাত্ম্য, শিলাসমীপে স্নান, দান, ব্রত, উপবাস, যমনিয়ম প্রভৃতি কার্য্য করিলে কিরূপ ফললাভ হয়? আমার নিকট বলুন।১—১৪। ঈশ্বর উত্তর করিলেন,—হে নৃপ! পূর্ব্বকালে মহাবল মহাবীর্য্য বিখ্যাত বীরসেন চেদিরাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন। মণ্ডলপতি চেদীশ্বর বীরসেনের রাজ্যে শত্রু, ব্যাধ ও তস্করভয় ছিল না; রাজ্যমধ্যে সতত ধর্ম্মেরই অনুষ্ঠান হইত। অধর্ম্ম কদাচ স্থান প্রাপ্ত হইত না। বহুপুত্রক নৃপতি বীরসেন ভার্য্যার সহিত সদাই মুদান্বিত থাকিতেন, তাঁহার গিরিজার ন্যায় একটী সুরূপা কন্যা ছিল; কন্যার নাম ভানুমতী। ভানুমতী পিতা-মাতার যেরূপ অভীষ্ট, অন্যান্য বন্ধুবান্ধবগণও তাঁহাকে তদ্রূপ ভাল

চ। কৃতং বৈবাহিকং কর্ম্ম কালে প্রাপ্তে যথাবিধি॥ ১৮॥ অনন্তরং চেদিপতির্দ্বাদশাব্দমখে স্থিতঃ। ততস্তস্যাস্তু যো ভর্ত্তা স মৃত্যুবশমাগতঃ॥ ১৯॥ বিধবাং তাং সুতাং দৃষ্ট্বা রাজা শোকসমন্বিতঃ। উবাচ বচনং তত্র স্বভার্য্যাং দুঃখপীড়িতাম্॥ ২০॥ প্রিয়ে দুঃখমিদং জাতং যাবজ্জীবং সুদুঃসহম্। নৈষা রক্ষয়িতুং শক্যা রূপযৌবনগর্ব্বিতা॥ ২১॥ দূষয়েত কুলং কাপি কথং রক্ষ্যা হি বালিকা। নোপায়ো বিদ্যতে কাপি ভানুমত্যাশ্চ রক্ষণে। পরস্পরং বিবদতোঃ শ্রুত্বা তৎকন্যকাব্রবীৎ॥ ২২॥ ভানুমত্যুবাচ। ন লজ্জামি তবাগ্রেঽহং জল্পন্তী তাত কিঞ্চিৎ। সত্যং নোৎপদ্যতে দোষো মদর্থে তে নরাধিপ॥ ২৩॥ অদ্যপ্রভৃত্যহং তাত ধারয়িষ্যে ন মূর্দ্ধজান্। স্থূলবস্ত্রপটার্দ্ধন্তু ধারয়িষ্যামি তে গৃহে॥ ২৪॥ করিষ্যামি ব্রতান্যাশু পুরাণবিহিতানি চ। আত্মানং শোষয়িষ্যামি তোষয়িষ্যে জনার্দ্দনম্॥ ২৫॥ যদ্যেষা বর্ত্ততে বুদ্ধির্যদি ত্বং তাত মন্যসে। ভানুমত্যা বচঃ শ্রুত্বা রাজা সংহর্ষিতোঽভবৎ॥ ২৬॥ তীর্থযাত্রাং সমুদ্দিশ্য কোষং দত্ত্বা সুপুষ্কলম্। বিসৃজ্য পুরুষান্ বৃদ্ধান্ কৃত্বা তস্যাঃ সুরক্ষণে॥ ২৭॥ পুরুষান্ সায়ুধাংশ্চাপি ব্রাহ্মণান স পুরোহিতান্। দাসীদাসান্ পদাতীংশ্চ চাস্যাঃ সংরক্ষণক্ষমান্॥ ২৮॥ ততঃ পিতুর্ম্মতেনৈব গঙ্গাতীরং গতা সতী। অবগাহ্য তটে দেহ তু গঙ্গায়াঃ স নরাধিপ॥ ২৯॥ নিত্যং ...পূজ্য সদ্বিপ্রান্ গন্ধমাল্যাদিভূষণৈঃ। দ্বাদশাব্দানি সা তীরে গঙ্গায়াঃ সমবস্থিতা॥ ৩০॥ ত্যক্ত্বা ...ঙ্গাং তদা রাজ্ঞী গতা কাষ্ঠাং তু দক্ষিণাম্। প্রাপ্ত সা ...চিবৈঃ সার্দ্ধং যত্র রেবা মহানদী॥ ৩১॥ সমাঃ পঞ্চ স্থিতা তত্র ওঙ্কারেঽমরকণ্টকে। উদগ্‌যাম্যেষু তীর্থেষু তীর্থাত্তীর্থং জগাম সা॥ ৩২॥ স্নাত্বাস্নাত্বা পূজ্য বিপ্রান্ ভক্তিপূর্ব্বমতন্দ্রিতা। বারুণীং সা দিশং গত্বা দেবনদ্যাশ্চ সঙ্গমে॥ ৩৩॥ দদর্শ চাশ্রমং পুণ্যং মুনিসঙ্ঘৈঃ

বাসিতেন। চেদিরাজ যথাকালেই যোগ্যবরে কন্যা অর্পণ করিয়া স্বয়ং দ্বাদশবার্ষিকসত্রে দীক্ষিত হইলেন। ইত্যবসরে বীরসেনদুহিতার পতি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। চেদিপতি দুহিতাকে বিধবা অবলোকন করিয়া পত্নীর সহিত শোক-যুক্ত হইলেন। রাজা তখন শোকপীড়িতা পত্নীকে কহিলেন,—প্রিয়ে! এই যে আমাদের দুঃসহ দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে, ইহা যাবজ্জীবন থাকিবে; এইরূপ যৌবনগর্ব্বিতা কন্যাকে কোনরূপেই আমরা রক্ষা করিতে সমর্থ হইব না। নিশ্চয়ই এই বিধবা কন্যা কোনওরূপে কুল দূষিত করিবে। অতএব কিরূপে এই বালিকা কন্যার রক্ষা হয়? আমি ত ভানুমতীর রক্ষা বিষয়ে কোনই উপায় সন্দর্শন করিতেছি না। রাজদম্পতী পরস্পর এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, তাঁহাদের এরূপ বিলাপ-বাণী শ্রবণ করিয়া ভানুমতী কহিলেন,—হে তাত! যদিও ইহা লজ্জার বিষয়, তথাপি এ বিষয়ে আপনার সম্মুখে বলিতে আমার কিছুমাত্র লজ্জা বোধ হইতেছে না; আমি সত্যই কহিতেছি,আমাদ্বারা আপনার কুলে কোনই দোষস্পর্শ হইবে না। হে নরাধিপ! আজ হইতে আমি কেশ ধারণ করিব না, আমি স্থূল বস্ত্রের অর্দ্ধমাত্র পরিধান করিয়া আপনার গৃহে বাস করিব। হে তাত! আপনার যদি অনুমতি হয়, তবে আমি পুরাণ-বিহিত বিবিধ ব্রতাচরণ করিয়া শরীর শোষণ ও জনার্দ্দনের প্রীতিসাধন করিব;ভানুমতীর বাক্য-শ্রবণে চেদিপতি অতীব প্রীত হইলেন। তিনি কন্যার তীর্থযাত্রার জন্য বিপুল ধন রত্ন দান করিয়া তাহার রক্ষার্থ বৃদ্ধ বৃদ্ধ পুরুষগণকে নিযুক্ত করিলেন; ভানুমতীর সহিত সপুরোহিত ব্রাহ্মণগণ গমন করিলেন। পদাতি পুরুষগণ আয়ুধসহ তাঁহার অনুগমন করিয়া সতত তাঁহাকে রক্ষা করিতে লাগিল; আর শুশ্রূষার্থ অনেক দাস-দাসী তাঁহার সঙ্গে গমন করিল। অনন্তর ভানুমতী পিতার অনুমতিক্রমে গঙ্গাতীরে আশ্রয় লইয়া উভয়কূলেই অবগাহন করিলেন। হে নরাধিপ! ভানুমতী প্রতিদিন গন্ধমাল্য ও ভূষণাদিদ্বারা দ্বিজসত্তমগণের পূজা করিয়া দ্বাদশ বৎসর জাহ্নবী-তীরে বাস করিলেন।১৫—৩০। অনন্তর তিনি গঙ্গা-তীর পরিত্যাগপূর্ব্বক আরও দক্ষিণ দিকে অগ্র-সর হইয়া মহানদী রেবাতীরে উপনীত হইলেন। সচিবগণও তাঁহার সহিত গমন করিতে লাগি-লেন। অনন্তর ভানুমতী রেবাতীরবর্ত্তী ওঙ্কার-রূপী অমরপর্ব্বতে পাঁচ বৎসর বাস করিয়া তৎপর একতীর্থ হইতে অপর তীর্থে গমনপূর্ব্বক অত্রত্য উত্তর ও দক্ষিণদিক্‌স্থিত তীর্থনিচয় দর্শন করিতে লাগিলেন। আলস্যহীনা ভানুমতী ভক্তিপূর্ব্বক তীর্থ সকলে বার বার স্নান ও পুনঃ পুনঃ দ্বিজগণের পূজা করিলেন। অনন্তর

সমাকুলম্। দৃষ্ট্বা মুনিসমূহং সা প্রণিপত্যেদমব্রবীৎ ॥
৩৪ ॥ মাহাত্ম্যমস্য তীর্থস্য নাম চৈবাস্য কীদৃশম্।
কথয়ন্তু মহাভাগাঃ প্রসাদঃ ক্রিয়তাং মম ॥ ৩৫ ॥
ঋষয় উচুঃ। চক্রতীর্থং তু বিখ্যাতং চক্রং দত্তং পুরা
হরেঃ। মহেশ্বরেণ তুষ্টেন দেবদেবেন শূলিনা ॥৩৬॥
অত্র তীর্থে তু যঃ স্নাত্বা তর্পয়েৎ পিতৃদেবতাঃ।
অনিবর্ত্তিকা গতিস্তস্য জায়তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৩৭ ॥
দ্বিতীয়েঽহ্নি ততো গচ্ছেচ্ছূলভেদে তপস্বিনি।
পূর্ব্বোক্তেন বিধানেন স্নানং কুর্য্যাদ্‌যথাবিধি ॥ ৩৮ ॥
জন্মত্রয়কৃতৈঃ পাপৈর্মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ। জলেন
তিলমাত্রেণ প্রদদ্যাদঞ্জলিত্রয়ম্ ॥ ৩৯ ॥ তৃপ্যন্তি
পিতরস্তস্য দ্বাদশাব্দান্তসংশয়ম্। যঃ শ্রাদ্ধং কুরুতে
ভক্ত্যা শ্রোত্রিয়ৈর্ব্রাহ্মণৈর্নৃপ ॥ ৪০ ॥ বার্দ্ধুষ্যাদ্যাস্তু
বর্জ্জ্যন্তে পিতৄণাং দত্তমক্ষয়ম্। অপরেঽহ্নি ততো
গচ্ছেৎ পুণ্যাং দেবশিলাং শুভাম্ ॥ ৪১ ॥ বীক্ষ্যতে
জাহ্নবী পুণ্যা দেবৈরুৎপাদিতা পুরা। স্নাত্বা তত্র
জলং দদ্যাত্তিলমিশ্রং নরাধিপ ॥৪২॥ সকৃৎপিণ্ডপ্রদানেন
মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যয়া। একাদশ্যামুপোষিত্বা পক্ষয়ো-
রুভয়োরপি ॥ ৪৩ ॥ ক্ষপাজাগরণং কুর্য্যাৎপঠে-
পৌরাণিকীং কথাম্। বিষ্ণুপূজাং প্রকুর্ব্বীত পুষ্প-
ধূপনিবেদ্যৈঃ ॥ ৪৪ ॥ প্রভাতে ভোজয়েদ্বিপ্রান্ দানং
দদ্যাৎস্বশক্তিতঃ। চতুর্থেঽহ্নি ততো গচ্ছেদ্যত্র
প্রাচী সরস্বতী ॥ ৪৫ ॥ ব্রহ্মদেহাদ্বিনিষ্ক্রান্তা পাব-
নার্থং শরীরিণাম্। তত্র স্নাত্বা নরো ভক্ত্যা তর্প-
য়েৎ পিতৃদেবতাঃ ॥ ৪৬ ॥ শ্রাদ্ধং কৃত্বা যথান্যায়-
মনিন্দ্যান্ ভোজয়েদ্দ্বিজান্। পিতরস্তস্য তৃপ্যন্তি
দ্বাদশাব্দান্তসংশয়ম্ ॥ ৪৭ ॥ সর্ব্বদেবময়ং স্থানং
সর্ব্বতীর্থময়ং তথা। দেবকোটিসমাকীর্ণং কোটি-
লিঙ্গোত্তমোত্তমম্ ॥ ৪৮ ॥ ত্রিরাত্রং কুরুতে যোঽত্র
শুচিঃ স্নাত্বা জিতেন্দ্রিয়ঃ। পক্ষং মাসঞ্চ ষণ্মাসমথ-
মেকং কদাচন ॥ ৪৯ ॥ ন তস্য সম্ভবো মর্ত্ত্যে তস্য
বাসো ভবেদ্দিবি। নিয়মস্থো বিমুচ্যেত ত্রিজন্ম-
জনিতাদঘাৎ ॥ ৫০ ॥ বিনা পুংসা তু যা নারী

তিনি পশ্চিমদিক্‌স্থিত দেবনদীর সঙ্গম স্থলে উপনীত হইলেন এবং ঋষিগণসমাকুল এক পুণ্য আশ্রম দর্শন ও ঋষিগণের পাদপদ্মে প্রণামপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন ;—হে মহাভাগগণ! এই তীর্থের নাম কি? ইহার মাহাত্ম্য কিরূপ? আপনারা আমার নিকট এসকল কহিয়া আমাকে অনুগৃহীত করুন। ঋষিগণ উত্তর করিলেন,—ইহার নাম বিখ্যাত চক্রতীর্থ, দেবদেব শূলপাণি হরির প্রতি প্রীত হইয়া এই স্থানে তাঁহাকে চক্রপ্রদান করেন। যে মানব এই চক্রতীর্থে স্নান ও পিতৃদেবগণের তর্পণ করে, তাহার পুনরাবৃত্তিহীন গতি হয়, সংশয় নাই। হে তপস্বিনি! প্রথমদিনে এই তীর্থে স্নান করিয়া দ্বিতীয় দিবসে শূলভেদে গমন ও পূর্ব্বোক্ত বিধি অনুসারে স্নান তর্পণাদি কর্ত্তব্য ; এইরূপ করিলে মানব জন্মত্রয়সঞ্চিত পাপ হইতে মুক্ত হয়, সংশয় নাই। যে মানব শূলভেদে অঞ্জলিত্রয় সতিল জল দ্বারা পিতৃগণের তর্পণ করে, তাহার পিতৃগণ দ্বাদশবার্ষিকী তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকেন ; সন্দেহ নাই। হে নৃপ! যে নর বেদাবৎ বিপ্রগণ দ্বারা শূলভেদে ভক্তিভরে শ্রাদ্ধ করে, তাহার দত্ত শ্রাদ্ধ অক্ষয় হয় ; কিন্তু কুসীদজীবী পিতৃশ্রাদ্ধে বর্জ্জনীয় জানিবে। অনন্তর পরদিবস শুভদ শিলাতীর্থে গমন ও পুণ্য জাহ্নবীকে অবলোকন করিবে ; পুরাকালে সুরগণ কর্ত্তৃক এই সুরসরিৎ উৎপাদিত হইয়াছিল। হে নরাধিপ! এই জাহ্নবীজলে স্নান ও তিলমিশ্রিত জলাঞ্জলি দ্বারা পিতৃতর্পণ এবং একবার মাত্র পিতৃগণের উদ্দেশে পিণ্ডদান করিলে মানব ব্রহ্মহত্যাপাতক হইতে মুক্ত হয়। উভয় পক্ষের একাদশীতে উপবাস, রজনীজাগরণ, পৌরাণিক আখ্যান পাঠ, পুষ্প, ধূপ ও নৈবেদ্য দ্বারা বিষ্ণু পূজা, প্রভাতে ব্রাহ্মণভোজন ও যথাশক্তি দান, এতীর্থে এই সকল কার্য্যই কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অনন্তর চতুর্থদিবসে প্রাচী সরস্বতীতীর্থে গমন করিবে। শরীরিগণের দেহশুদ্ধির জন্য এই প্রাচী সরস্বতী ব্রহ্মদেহ হইতে বিনিষ্ক্রান্তা হইয়াছিলেন। মানব ভক্তিসহকারে সরস্বতীতীর্থে স্নান, পিতৃদেবগণের তর্পণ, ও যথাশাস্ত্র শ্রাদ্ধ করিয়া ব্রাহ্মণভোজন করাইলে তদীয় পিতৃগণ দ্বাদশবার্ষিকী তৃপ্তি প্রাপ্ত হন, সন্দেহ নাই। এই স্থান সর্ব্বতীর্থ ও সর্ব্বদেবময় ; এখানে কোটি কোটি দেব ও উত্তম উত্তম কোটি কোটি লিঙ্গ বিদ্যমান। ৩১—৪৮। যে শুচি জিতেন্দ্রিয় মানব এই তীর্থে স্নান করিয়া এই স্থানে ত্রিরাত্র, মাস, পক্ষ, ষণ্মাস কিংবা কোনরূপে একবৎসর বাস করে, তাহার আর মর্ত্ত্যে জন্মগ্রহণ হয় না, সতত স্বর্গেই তাহার বাস হইয়া থাকে। নিয়মস্থ হইয়া এস্থানে অবস্থান করিলে ত্রিজন্মসঞ্চিত পাতক হইতে মানব মুক্ত হয়। পুরুষ-

দ্বাদশাব্দং শুচিব্রতা। তিষ্ঠতে সাক্ষয়ং কালং রুদ্রলোকে মহীয়তে ॥ ৫১ ॥ মুনীনাং বচনং শ্রুত্বা মুদা পরময়া যযৌ। ততোঽবগাহ্য তত্তীর্থমহর্নিশমতন্দ্রিতা ॥ ৫২ ॥ দৃষ্ট্বা তীর্থপ্রভাবং তু পুনর্বচনমব্রবীৎ। শ্রূয়তাং বচনং মেঽদ্য ব্রাহ্মণাঃ সপুরোহিতাঃ ॥ ৫৩ ॥ ন ত্যজামীদৃশং স্থানং যাবজ্জীবমহর্নিশম্। মৎপিতুশ্চ তথা মাতুঃ কথয়ধ্বমিদং বচঃ ॥ ৫৪ ॥ ত্বৎকন্যা শূলভেদস্থা নিয়মব্রতচারিণী। এবমুক্ত্বা স্থিতা সা তু তত্র ভানুমতী নৃপ ॥ ৫৫ ॥ একান্তরোপবাসস্থা শনৈর্মাসোপবাসিতা। দেবশিলাস্থিতা নিত্যং দধ্যৌ সা চক্রপাণিনম্ ॥ ৫৬ ॥ অহর্নিশং দহেদ্ধূপং চন্দনঞ্চ সদীপকম্। পাদশৌচং স্বয়ং কৃত্বা স্বয়ং ভোজয়তে দ্বিজান্। দ্বাদশাব্দানি সা রাজ্ঞী সুব্রতা তত্র সংস্থিতা ॥ ৫৭ ॥ ঈশ্বর উবাচ। অন্যদ্দেবশিলায়াস্তু মাহাত্ম্যং শৃণু ভূপতে। কথয়ামি মহাবাহো সেতিহাসং পুরাতনম্ ॥ ৫৮ ॥ কশ্চিদ্বনেচরো ব্যাধঃ শবরঃ সহ ভার্যয়া। দুর্ভিক্ষপীড়িতস্তত্র আমিষার্থং বনং গতঃ ॥ ৫৯ ॥ নাপশ্যৎ পক্ষিণস্তত্র ন মৃগান্ন ফলানি চ। সরস্ততো দদর্শাথ পদ্মিনীখণ্ডমণ্ডিতম্ ॥ ৬০ ॥ দৃষ্ট্বা সরোবরং তত্র শবরী বাক্যমব্রবীৎ। কুমুদানি গৃহাণ ত্বং দিব্যান্যাহারসিদ্ধয়ে ॥ ৬১ ॥ দেবস্য পূজনার্থং তু শূলভেদস্য যত্নতঃ। বিক্রয়ো ভবিতা তত্র ধর্মশীলো জনো যতঃ ॥ ৬২ ॥ ভার্যায়া বচনং শ্রুত্বা জগ্রাহ কুমুদানি সঃ। উত্তীর্ণশ্চ তটে যাবদ্দৃষ্ট্বা শ্রীবৃক্ষমগ্রতঃ ॥ ৬৩ ॥ শ্রীফলানি গৃহীত্বা তু সুপক্কানি বিশেষতঃ। শূলভেদং স সম্প্রাপ্তো দদর্শ সুবহূন্ জনান্ ॥ ৬৪ ॥ চৈত্রমাসে সিতে পক্ষে একাদশ্যাং নরাধিপ। তস্মিন্নহনি নার্য্যশ্চ বালা বৃদ্ধাস্তথা স্ত্রিয়ঃ ॥ ৬৫ ॥ মণ্ডপং দদৃশে তত্র কৃতং দেবশিলোপরি। বস্ত্রৈঃ সংবেষ্টিতং দিব্যং স্রগ্মাল্যোপশোভিতম্ ॥ ৬৬ ॥ ঋষয়শ্চাগতাস্তত্র যে চাশ্রম-

---

বিহীনা কোন নারী যদি শুচিব্রতা হইয়া এখানে দ্বাদশ বৎসর বাস করে, তবে তাহার রুদ্রলোকে বাস হয়, কদাচ সে রুদ্রলোক হইতে চ্যুত হয় না এবং সে তথায় পূজিত হয়। চেদিদুহিতা ভানুমতী মুনিগণের এবম্বিধ বাক্যে পরম প্রীত হইলেন, তিনি অনলস ভাবে অহর্নিশ সেই তীর্থে অবগাহন ও তীর্থের মহাপ্রভাব অবলোকন করিয়া পুনরায় মুনিগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন; তিনি সপুরোহিত দ্বিজগণের সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—হে ব্রাহ্মণগণ! অদ্য আপনারা আমার বাক্য শ্রবণ করুন। আমার যতদিন জীবন থাকিবে, আমি এস্থান পরিত্যাগ করিব না, অহর্নিশ এই তীর্থেই বাস করিব। আপনারা আমার পিতা-মাতাকে কহিবেন,—তোমাদের কন্যা নিয়তব্রতধারিণী হইয়া শূলভেদ তীর্থে বাস করিতেছে। হে নৃপ! ভানুমতী এইরূপ কহিয়া সেই শূলভেদেই রহিয়া গেলেন এবং তিনি একান্ত উপবাসনিরতা এমন কি ক্রমে মাসোপবাসিনী হইয়া দেবশিলাসমীপে উপবেশনপূর্ব্বক চক্রপাণির ধ্যান করিতে লাগিলেন। তিনি অহর্নিশ বিষ্ণুসমীপে ধূপদাহ, চন্দনদান ও মনোজ্ঞ প্রদীপ প্রজ্বালন এবং স্বয়ং দ্বিজগণের পাদপ্রক্ষালন করিয়া দিয়া তাঁহাদিগকে ভোজন করাইতে লাগিলেন। সুব্রতা ভানুমতীর এইরূপে দ্বাদশ বৎসর অতীত হইল। ঈশ্বর কহিলেন,—হে নৃপ! দেবশিলার অপর এক পৌরাণিক ইতিহাস সহ মাহাত্ম্য বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। হে মহাবাহো! ধনেশ্বর নামক জনৈক শবর ব্যাধ দুর্ভিক্ষপীড়িত হইয়া ভার্য্যার সহিত আমিষার্থে শূলভেদের অরণ্যপ্রদেশে আগমন করিয়াছিল; সে অরণ্যে আসিয়া পক্ষী, মৃগ ও ফলাদি কিছুই লাভ করিল না। অনন্তর শবর এক সরোবর দর্শন করিল। এই সরোবর কমলমালায় অলঙ্কৃত ছিল। অনন্তর শবরীও সরোবর দর্শন করিয়া স্বামীকে কহিল,—হে স্বামিন্! দিব্য কুমুদনিচয় চয়ন কর, অত্রত্য লোকসকল ধর্ম্মশীল; তাহারা অবশ্যই এই কুমুদকুসুম ক্রয় করিয়া যত্নসহকারে শূলভেদে ত্রিশূলীর পূজা করিবে। আর সেই কুমুদবিক্রয়লব্ধ ধন দ্বারা আমাদেরও আহার নির্ব্বাহ হইবে। ৫৯—৬২। শবর, পত্নীর বাক্যে তাহাই করিল। সে সরোবর হইতে কুমুদনিচয় গ্রহণপূর্ব্বক তটে উঠিয়াই সম্মুখে এক বিল্বতরু অবলোকন করিল; অনন্তর ঐ বিল্বতরু হইতে সুপক্ক শ্রীফল সকল গ্রহণ করিয়া শূলভেদে উপনীত হইল। হে নরাধিপ! শবর যে দিবস শূলভেদে উপনীত হয়, সেদিন চৈত্র মাসের শুক্লা একাদশী; শবর দেখিল,—শূলভেদে বাল বৃদ্ধ রমণী বহু লোক সমবেত হইয়া সেই একাদশীদিবসে তথায় স্নান করিতেছে। অনন্তর শবর শিলাতীর্থে দেবশিলার উপর এক দিব্য মণ্ডপ অবলোকন করিল, ঐ মণ্ডপ বস্ত্র দ্বারা সম্যক্ বেষ্টিত ও বিবিধ মাল্য-

নৈবাসিনঃ। সোপবাসাঃ সনিয়মাঃ সর্ব্বে সাগ্নিপরিগ্রহাঃ ৬৭॥ দেবনদ্যাস্তটে রম্যে মুনিসঙ্ঘৈঃ সমাকুলে। আগচ্ছদ্ভির্নৃপশ্রেষ্ঠ মার্গস্তত্র ন লভ্যতে॥ ৬৮॥ দৃষ্ট্বা জনপদং তত্র তাং ভার্য্যাং শবরোঽব্রবীৎ। গচ্ছ পৃচ্ছস্ব কমপি কিমদ্য স্নানকারণম্॥ ৬৯॥ পর্ব্বাণি যানি শ্রূয়ন্তে কিং স্বিৎসূর্য্যেন্দুসম্প্লবঃ। অয়নং কিং ভবেদদ্য কিং বাক্ষয়তৃতীয়িকা॥ ৭০॥ ততঃ স্বভর্ত্তুর্বচনাচ্ছবরী প্রস্থিতা তদা। পপ্রচ্ছ নারীং দৃষ্ট্বাগ্রে দত্ত্বাগ্রে কমলে শুভে॥ ৭১॥ তিথিরদ্যৈব কা প্রোক্তা কিং পর্ব্ব কথয়স্ব মে। কিময়ং স্নাতি লোকোঽয়ং কিং বা স্নানস্য কারণম্॥৭২॥ নার্য্যুবাচ। অদ্য চৈকাদশী পুণ্যা সর্ব্বপাপক্ষয়ঙ্করী। উপোষিতা সকৃদ্ যেন নাকপ্রাপ্তিং করোতি সা॥ ৭৩॥ তস্যাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা শবরী শবরায় বৈ। কথয়ামাস চাব্যগ্রা স্ত্রীবাক্যং নৃপসত্তম॥ ৭৪॥ অদ্য ত্বেকাদশী পুণ্যা বালবৃদ্ধৈরুপোষিতা। মদনৈকাদশী নাম সর্ব্বপাপক্ষয়ঙ্করী॥ ৭৫॥ নিয়তা শ্রূয়তে তত্র রাজপুত্রী সুশোভনা। ব্রতস্থা নিয়তাহারা নাম্না ভানুমতী সতী॥ ৭৬॥ নৈতয়া সদৃশী কাচিৎ ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতা। দৃশ্যতে সা বরারোহা হ্যবতীর্ণা মহীতলে॥ ৭৭॥ ভার্য্যায়া বচনং শ্রুত্বা শবরস্তাং জগাদ হ। কমলানি যথালাভং দত্ত্বা ভুঙ্ক্ষ্ব হি সত্বরম্॥ ৭৮॥ মমৈষা বর্ত্ততে বুদ্ধির্ন ভোক্তব্যং ময়া ধ্রুবম্। ন ময়োপার্জ্জিতং ভদ্রে পাপবুদ্ধ্যা শুভং ক্বচিৎ॥ ৭৯॥ শবর্য্যুবাচ। ন পূর্ব্বং তু ময়া ভুক্তং কস্মিংশ্চৈব তু বাসরে। ভুক্তশেষং ময়া ভুক্তং যাবৎকালং স্মরাম্যহম্॥ ৮০॥ ভার্য্যায়া নিশ্চয়ং জ্ঞাত্বা স্নানং কর্ত্তুং জগাম হ। অর্দ্ধোত্তরীয়বস্ত্রেণ স্নানং কৃত্বা তু ভক্তিতঃ॥ ৮১॥ সর্ব্বান্ দেবান্নমস্কৃত্য গতো দেবশিলাং প্রতি। তস্থৌ স শঙ্কমানোঽপি নমস্কৃত্য জনার্দ্দনম্॥ ৮২॥ যস্যাস্তু কুমুদে দত্তে তয়া রাজ্ঞ্যৈ নিবেদিতম্। তদ্দৃষ্ট্বা

দ্বারা উপশোভিত। শবর আরও দেখিল,—যে সকল আশ্রমবাসী ঋষি তথায় আগমন করিয়াছেন, তাঁহারা উপবাসপরায়ণ, নিয়মব্রতধারী ও অগ্নিহোত্রী। হে নৃপসত্তম! ঋষিগণ-সমাকুল রম্য দেবনদীর কূলে এতই অগণিত ঋষির সমাগম হইয়াছিল যে, তৎকালে তত্রত্য পথ-ঘাট আর দৃষ্টিগোচর হইল না। শবর এই জনসঙ্ঘ সন্দর্শন করিয়া ভার্য্যাকে কহিল,—তুমি এই জনসমীপে গমন করিয়া অদ্যকার এই স্নানের কারণ কাহাকেও জিজ্ঞাসা কর; অবশ্যই যে সকল পর্ব্ব শ্রুত হয়, অদ্য তাহারই কোন একটী হইবে কিংবা অদ্য সূর্য্য-চন্দ্রগ্রহণ অথবা অয়ন কিংবা অক্ষয় তৃতীয়া হইবে! স্বামী শবরের আদেশে শবরী তখনই সেখানে গমন করিল এবং এক রমণীকে সম্মুখে দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে দুইটী পদ্ম প্রদানপূর্ব্বক জিজ্ঞাসিল,—হে শুভে! অদ্য কোন পুণ্য তিথি বা পর্ব্ব দিন উপস্থিত? জনগণ কেন স্নান করিতেছে ও এইরূপ স্নানের কি ফল? এ সকল আমাকে বলুন। নারী উত্তর করিলেন,—অদ্য সর্ব্বপাপবিনাশিনী পুণ্যা একাদশী। যে মানব এই তিথিতে একবারও উপবাস করে, তাহার স্বর্গ লাভ হয়। হে নৃপসত্তম! নারীর মুখে শবরী এইরূপ শ্রবণ করিয়া তখনই স্বামীর সমীপে উপনীত হইল এবং অব্যগ্রভাবে সেই সকল নারীবাক্য স্বামীর নিকট নিবেদন করিল। বলিল—অদ্য পুণ্যতিথি একাদশী, বালবৃদ্ধ সকলেই এ দিন উপবাস করিয়াছে। বিশেষতঃ এই তিথিকে মদন-একাদশী বলে ও এই মদন-একাদশী অখিল কলুষ বিনাশ করেন। শুনিলাম—রাজনন্দিনী সুশোভনা সতী ভানুমতী সংযতা নিয়তাহারা ব্রতধারিণী হইয়া এই তীর্থে বাস করিতেছেন। ত্রিলোকে ইঁহার ন্যায় কোন রমণীই দৃষ্ট হয় না, এই ভানুমতী ত্রিলোকে বিখ্যাতা; সেই বরারোহা রমণীকে দর্শন করিলে মনে হয়, তিনি স্বর্গীয় রমণী,—যেন মানবদেহে ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। পত্নীর বাক্যে শবর কহিল,—প্রিয়ে! অদ্য যে সকল কমল লাভ হইয়াছে, ঐ সকল প্রদান করিয়া তুমি আহার কর, আমি নিশ্চয় বলিতেছি, আমি অদ্য ভোজন করিব না। হে ভদ্রে! আমি পাপবুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া কদাচ পুণ্য অর্জ্জন করি নাই। শবরী উত্তর করিল,—আপনি আহার না করিলে কদাচ আমি আহার করি নাই, যত দিনের কথা আমার স্মরণ হইতেছে, আমি আপনার ভুক্তাবশিষ্টই ভোজন করিয়াছি। ৬৩—৮০। অনন্তর শবর ভার্য্যার এইরূপ নিশ্চয় জানিয়া স্নানার্থ সরোবরে গমনপূর্ব্বক অর্দ্ধোত্তরীয় বসনে ভক্তিভরে স্নান ও সুরগণের চরণে নমস্কার করিল। অনন্তর শঙ্কিতমনা শবর সেই শিলাসমীপে উপবিষ্ট হইয়া জনার্দ্দনকে প্রণাম করিল। পূর্ব্বে শবরী যাহাকে দুইটী কুমুদ কুসুম

পদ্মযুগলং তাং দাসীং সাব্রবীত্তদা ॥ ৮৩ ॥ কুত্র পদ্মদ্বয়ং লব্ধং কথ্যতামগ্রতো মম। শীঘ্রং তত্রৈব গত্বা চ পদ্মানানয় চাপরান্ ॥ ৮৪ ॥ ধান্যেন বসুনা বাপি কমলানি সমানয়। ভানুমত্যা বচঃ শ্রুত্বা গতা সা শবরং প্রতি ॥৮৫॥ শ্রীফলানি চ পুষ্পাণি বহূন্যন্যানি দেহি মে ॥৮৬॥ শবর্য্যুবাচ। শ্রীফলাণি সপুষ্পাণি দাস্যামি চ বিশেষতঃ। ন লোভো ন স্পৃহা মেঽস্তি গত্বা রাজ্ঞীং নিবেদয় ॥ ৮৭ ॥ তয়া চ সত্বরং গত্বা যথাবৃত্তং নিবেদিতম্। শবর্য্যুক্তং পুরস্তস্যাঃ সবিস্তরপরং বচঃ ॥৮৮॥ তস্যাস্ত বচনং শ্রুত্বা রাজ্ঞী তত্র স্বয়ং গতা। উবাচ শবরীং প্রীত্যা দেহি পদ্মানি মূল্যতঃ ॥ ৮৯ ॥ শবর্য্যুবাচ। ন মূল্যং কাময়ে দেবি ফলপুষ্পসমুদ্ভবম্। শ্রীফলানি চ পুষ্পাণি যথেষ্টং মম গৃহ্যতাম্ ॥ ৯০ ॥ অর্চ্চাং কুরু যথান্যায়ং বাসুদেবে জগৎপতৌ ॥ ৯১ ॥ রাজ্ঞ্যুবাচ। বিনা মূল্যং ন গৃহ্ণামি কমলানি তবাধুনা। ধান্যস্য খারিকামেকাং দদামি প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥ ৯২ ॥ দশ বিংশত্যথ ত্রিংশচ্চত্বারিংশদথাপি বা। গৃহাণ বা খারিশতং দুর্ভিক্ষাম্ভোধিমুত্তর ॥ ৯৩ ॥ বসু রত্নং সুবর্ণং চ অন্যত্তে যদভীপ্সিতম্। তৎসর্ব্বং সম্প্রদাস্যামি কমলার্থে ন সংশয়ঃ ॥ ৯৪ ॥ শবর্য্যুবাচ। নাহারং চিন্তয়াম্যদ্য মুক্তা দেবং বরাননে। দেবকার্য্যং বিনা ভদ্রে নান্যা বুদ্ধিঃ প্রবর্ত্ততে ॥ ৯৫ ॥ রাজ্ঞ্যুবাচ। ন ত্বয়ান্নং পরিত্যাজ্যং সর্ব্বমন্নে প্রতিষ্ঠিতম্। তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন মমান্নং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥ ৯৬ ॥ তপস্বিনো মহাভাগা যে চারণ্যনিবাসিনঃ। গৃহস্থদ্বারি তে সর্ব্বে যাচন্তেঽন্নমতন্দ্রিতাঃ ॥ ৯৭ ॥ শাবর্য্যুবাচ। নিষেধশ্চ কৃতঃ পূর্ব্বং সর্ব্বং সত্যে প্রতিষ্ঠিতম্। সত্যেন তপতে সূর্য্যঃ সত্যেন জ্বলতেঽনলঃ ॥ ৯৮ ॥ সত্যেন তিষ্ঠত্যুদধির্বায়ুঃ সত্যেন বাতি হি। সত্যেন পচ্যতে শস্যং গাবঃ ক্ষীরং স্রবন্তি চ ॥ ৯৯ ॥ সত্যাধারমিদং সর্ব্বং

দান করিয়াছিল, সে চেদিদুহিতা তপস্বিনী ভানুমতীর দাসী। দাসী ভানুমতীর সমীপে উপনীত হইয়া সেই শবরীদত্ত কুমুদ-কুসুমদ্বয় নিবেদন করিল। তদ্দর্শনে ভানুমতী জিজ্ঞাসা করিলেন,—ওহে! তুমি কাহার নিকট এই পদ্মদ্বয় লাভ করিলে? সত্বর আমাকে বল এবং অবিলম্বে তথায় গমন করিয়া আরও অনেক পদ্ম আনয়ন কর। দেখ, যদি পদ্মের বিনিময়ে ধান্য কিংবা ধন দিতে হয়, তাহা দিয়াও বহু পদ্ম আনয়ন কর। ভানুমতীর বাক্য শ্রবণে তদীয় দাসীও শবরীসমীপে গমন করিয়া বলিল,—আমাকে বহু শ্রীফল ও পুষ্প সকল প্রদান কর। শবরী উত্তর করিল,—আমি তোমাকে প্রচুর পুষ্প বিশেষতঃ শ্রীফল দান করিব; তুমি রাজ্ঞীকে জানাইবে যে, এবিষয়ে আমার লোভ বা স্পৃহা নাই। শবরী দাসীকে এইরূপ কহিলে সেই দাসী তপস্বিনী ভানুমতীর সমীপে সত্বর গমন করিয়া যথাযথ সবিস্তরে শবরী বাক্য নিবেদন করিল। রাজ্ঞী তাহা শুনিয়া স্বয়ংই সেই শবরী-সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং শবরীর প্রতি প্রীত হইয়া বলিলেন,—মূল্য লইয়া আমাকে কমল দান কর। শবরী উত্তর করিল,—হে দেবি! আমি পুষ্প-ফলের মূল্য লইতে অভিলাষ করি না, আপনি আমার নিকট যথেষ্ট পুষ্প ও শ্রীফল গ্রহণ করিয়া যথামতি জগৎপতি বাসুদেবের পূজা করুন। রাজ্ঞী কহিলেন,—আমি বিনামূল্যে তোমার কমল লইব না, পুষ্পের বিনিময়ে আমি এক খারি ধান্য অর্পণ করিতেছি, গ্রহণ কর। তুমি ইচ্ছা করিলে, আমার নিকট দশ, বিশ, ত্রিশ, চল্লিশ কিংবা শত খারি ধান্যও গ্রহণ কর, ইহা দ্বারা তুমি দুর্ভিক্ষ-সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিবে। তোমার প্রদত্ত কমলের জন্য আমি অমূল্য ধন, রত্ন এমন কি তোমার অন্য যাহা কিছু অভিলাষ, প্রদান করিব, সংশয় নাই। শবরী উত্তর করিল,—হে বরাননে! আমি আহারার্থে চিন্তিত নহি, সম্প্রতি দেবতাপ্রীতিই আমার একমাত্র কামনা। হে ভদ্রে! দেবকার্য্য সাধন ভিন্ন আমার বুদ্ধি অন্য কিছুতেই আকৃষ্ট নহে। রাজ্ঞী কহিলেন,—অন্নেই সকল প্রতিষ্ঠিত, তুমি কি করিয়া সেই অন্ন পরিত্যাগ করিবে! অতএব তুমি সর্ব্বপ্রযত্নে আমার অন্ন গ্রহণ কর। দেখ, যাঁহারা মহাভাগ অরণ্যবাসী তপস্বী, তাঁহারাও অতন্দ্রিত হইয়া গৃহস্থের দ্বারে আসিয়া অন্ন কামনা করেন ॥৮১—৯৭॥ শবরী উত্তর করিল,—আমি পূর্ব্বে মূল্য লইব না বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছে,এক্ষণে কিরূপে তাহার অন্যথা করি। দেখুন,এ জগতে সকলই সত্যে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে; সূর্য্য সত্যপ্রভাবে তাপ দান করেন, সত্যপ্রভাবে অগ্নি প্রদীপ্ত হয়, সত্যপ্রভাবে সাগরের অবস্থান হইয়া থাকে, সত্যপ্রভাবে সমীরণ প্রবাহিত হয়, সত্যপ্রভাবে শস্য পরিপক্কতা লাভ করে, সত্য-

জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্। তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন সত্যং সত্যেন পালয়েৎ॥ ১০০॥ দেবকার্য্যন্তু মে মুক্তা নান্যা বুদ্ধিঃ প্রবর্ত্ততে। গৃহাণ রাজ্ঞি পুষ্পাণি কুরু পূজাং গদাভৃতঃ॥ ১০১॥ শ্রূয়তে দ্বিজবাক্যেষু ন দোষো বিদ্যতে ক্বচিৎ। কুশাঃ শাকং পয়ো মৎস্যা গন্ধাঃ পুষ্পাক্ষতা দধি। মাংসং শয্যাসনং ধানাঃ প্রত্যাখ্যেয়া ন বারি চ॥ ১০২॥ রাজ্ঞ্যুবাচ। আরামোপহৃতং পুষ্পমারণ্যং পুষ্পমেব চ। ক্রীতং প্রতিগ্রহে লব্ধং পুষ্পমেবং চতুর্ব্বিধম্॥ ১০৩॥ উত্তমং পুষ্পমারণ্যং গৃহীতং স্বয়মেব চ। মধ্যমং ফলমারামে স্বধমং ক্রীতমেব চ। প্রতিগ্রহেণ যল্লব্ধং নিষ্ফলং তদ্বিদুর্ব্বুধাঃ॥ ১০৪॥ পুরোহিত উবাচ। গৃহাণ রাজ্ঞি পুষ্পাণি কুরু পূজাং গদাভৃতঃ। উপকারঃ প্রকর্ত্তব্যো ব্যপদেশেন কহিচিৎ॥ ১০৫॥ ঈশ্বর উবাচ। শ্রীফলানি সপদ্মানি দত্তানি শবরেণ তু। গৃহীত্বা তানি রাজ্ঞী সা পূজাং চক্রে সুশোভনাম্॥ ১০৬॥ ক্ষপাজাগরণং চক্রে কৃত্বা পৌরাণিকীং কথাম্। শবরস্ত ততো ভার্য্যামিদং বচনমব্রবীৎ॥ ১০৭॥ দীপার্থং গৃহ্যতাং স্নেহো যথালাভেন সুন্দরি। কৃত্বা দীপং ততস্তৌ তু কৃত্বা পূজাং হরেঃ শুভাম্॥ ১০৮॥ চক্রতুর্জ্জাগরং রাত্রৌ ধ্যায়ন্তৌ ধরণীধরম্। ততঃ প্রভাতসময়ে দৃষ্ট্বা স্নানোৎসুকং জনম্॥১০৯॥ স্নাতি বৈ শূলভেদে তু দেবনদ্যাং তথাপরে। সরস্বত্যাং নরাঃ কেচিন্মার্কণ্ডস্য হ্রদেহপরে॥ ১১০॥ চক্রতীর্থং গতাশ্চক্রুঃ স্নানং কেচিদ্বিধানতঃ। শুচয়স্তে জনাঃ সর্ব্বে স্নাত্বা দেবশিলোপরি॥ ১১১॥ শ্রাদ্ধং চক্রুঃ প্রযত্নেন শ্রদ্ধয়া পূতচেতসা। তান্ দৃষ্ট্বা শবরো বিপ্রৈঃ পিণ্ডাংশ্চক্রে প্রযত্নতঃ॥ ১১২॥ ভানুমত্যা তথা ভর্ত্তুঃ পিণ্ডনির্ব্বপণং কৃতম্। অনিন্দ্যা ভোজিতা বিপ্রা দম্ভবার্দ্ধুষ্যবর্জ্জিতাঃ॥ ১১৩॥ হবিষ্যান্নৈস্তথা দধ্না শর্করামধুসর্পিষা। পায়সেন তু গব্যেন কৃতান্নেন বিশেষতঃ॥ ১১৪॥ ভোজয়িত্বা তথা রাজ্ঞী দদৌ দানং যথাবিধি। পাদুকোপানহৌ ছত্রং শয্যাং গোবৃষমেব চ। বিবিধানি চ দানানি হেমরত্নধনানি চ॥ ১১৫॥ চক্রতীর্থে মহারাজ কপিলাং যঃ প্রযচ্ছতি। পৃথ্বী তেন ভবে-

প্রভাবে গোগণের ক্ষীর ক্ষরিত হয়; এমন কি এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক অখিল জগৎই সত্যে প্রতিষ্ঠিত; অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে সত্যদ্বারাই সত্যপালন করিবে। হে রাজ্ঞি! একমাত্র দেবকার্য্য ব্যতীত অন্য বিষয়ে আমার বুদ্ধি নিবিষ্ট হইতেছে না, অতএব আপনি এই পুষ্প গ্রহণ করিয়া গদাধরের পূজা করুন। আমি দ্বিজগণের মুখে শুনিয়াছি,—কুশ, শাক, জল, মৎস্য, গন্ধ, পুষ্প, অক্ষত, দধি, মাংস, শয্যা, আসন ও ধানা গ্রহণে কদাচ দোষ হয় না; আর দ্বিজগণও এরূপ প্রতিগ্রহ প্রত্যাখ্যান করেন না। রাজ্ঞী কহিলেন,—পুষ্প চতুর্ব্বিধ;—উদ্যান হইতে আহৃত, বনজাত, মূল্যদ্বারা ক্রীত ও প্রতিগ্রহলব্ধ; তন্মধ্যে স্বয়ং যাহা অরণ্য হইতে আহরণ করা হয়, তাহাই উত্তম; যাহা আরাম হইতে আহৃত, তাহা মধ্যম, যাহা ক্রীত, তাহা অধম আর যাহা প্রতিগ্রহলব্ধ পণ্ডিতগণ বলেন, তাহা নিষ্ফল। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, ভানুমতীর সহিত পুরোহিত ছিলেন। তিনি কহিলেন,—রাজ্ঞি! এক্ষণে পুষ্পগ্রহণ করিয়া গদাধরের পূজা কর; তারপর অন্য কোন ব্যপদেশে এই শবরীর উপকার করিও। ঈশ্বর কহিলেন,—অনন্তর রাজ্ঞী শবরপ্রদত্ত সপদ্ম শ্রীফল গ্রহণ করিয়া উত্তম পূজা, রাত্রি-জাগরণ ও পৌরাণিক কথা শ্রবণ করিলেন। তখন শবরও নিজভার্য্যা শবরীকে কহিল,—হে সুন্দরি! যেরূপে পার, দীপদানার্থ তৈল গ্রহণ কর। শবরী তৈল আনিল, দীপ জ্বালিল এবং দীপ প্রদান করিয়া স্বামীর সহিত হরির উত্তম পূজা, রজনীজাগরণ ও ধরণীধর হরির ধ্যান করিল। অনন্তর রজনী প্রভাত হইল, ঋষি-তপস্বীরা স্নানার্থ উৎসুক হইলেন। তাঁহারা কেহ শূলভেদে, কেহ দেবনদীতে, কেহ সরস্বতীতীর্থে, কেহ মার্কণ্ডেয় হ্রদে, কেহ চক্রতীর্থে এবং অপর কেহ দেবশিলায় যথাবিধি স্নান করিয়া শুচি হইয়া পূতচিত্তে যত্ন ও শ্রদ্ধার সহিত শ্রাদ্ধ করিলেন। শবরও তাঁহাদিগকে স্নান-শ্রাদ্ধাদি করিতে দেখিয়া স্নান করিল ও বিপ্রদ্বারা পিণ্ড প্রদান করিল। অনিন্দিতা ভানুমতীও তাঁহার স্বামীর প্রীতির জন্য পিণ্ডদান করিয়া ব্রাহ্মণভোজন করাইলেন। তিনি দম্ভী ও কুসীদজীবী দ্বিজগণকে বর্জ্জন করিয়া শ্রাদ্ধ করিলেন এবং হবিষ্যান্ন, দধি, শর্করা, মধু ও ঘৃত দ্বারা তাঁহাদিগকে যথাবিধি ভোজন করাইয়া পাদুকা, উপানহ, ছত্র, শয্যা, গোবৃষ, হেম ও রত্ন প্রভৃতি বিবিধ দান করিলেন। ৯৮—১১৫। হে মহারাজ! যে মানব চক্রতীর্থে কপিলা দান করে, তাহার সশৈল-বন-

দত্তা সশৈলবনকানন। ॥ ১১৬ ॥ উত্তানপাদ উবাচ। যানি যানি চ দত্তানি শস্তানি জগতীপতেঃ। তানি সর্ব্বাণি দেবেশ কথয়স্ব প্রসাদতঃ ॥ ১১৭ ॥ ঈশ্বর উবাচ। তিলপ্রদঃ প্রজামিষ্টাং দীপদশ্চক্ষুরুত্তমম্। ভূমিদঃ স্বর্গমাপ্নোতি দীর্ঘমায়ুর্হিরণ্যদঃ। ১১৮ ॥ গৃহদো রোগরহিতো রূপদো রূপবান্ ভবেৎ। বাসোদশ্চন্দ্রসালোক্যমর্কসাযুজ্যমশ্বদ। বৃষদস্তু শ্রিয়ং পুষ্টাং গোদাতা চ ত্রিবিষ্টপম্। যান শয্যাপ্রদো ভার্য্যামৈশ্বর্য্যমভয়প্রদঃ ॥ ১২০ ॥ ধান্যদঃ শাশ্বতং সৌখ্যং ব্রহ্মদো ব্রহ্ম শাশ্বতম্। বার্য্যন্নপৃথিবীবাসস্তিলকাঞ্চনসর্পিষাম্ ॥ ১২১ ॥ সর্ব্বেষামেব দানানাং ব্রহ্মদানং বিশিষ্যতে। যেন যেন হি ভাবেন যদ্যদ্দানং প্রযচ্ছতি ॥ ১২২ ॥ তেন তেন স ভাবেন প্রাপ্নোতি প্রতিপূজিতম্। দৃষ্ট্বা দানানি সর্ব্বাণি রাজ্ঞী দত্তানি যানি চ ॥ ১২৩ ॥ উবাচ শবরো ভার্য্যাং যত্তচ্ছৃণু নরেশ্বর। পুরাণং পঠিতং ভদ্রে ব্রাহ্মণৈর্বেদপারগৈঃ ॥১২৪॥ শ্রুতং চ তন্ময়া সর্ব্বং দানধর্ম্মফলং শুভম্। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিতং পাপং স্নানদানব্রতাদিভিঃ ॥ ১২৫ ॥ শরীরং ত্বস্ত্যজং মুক্ত্বা লভতে গতিমুত্তমাম্। সংসারসাগরাদ্ভীতঃ সত্যং ভদ্রে বদামি তে ॥ ১২৬ ॥ অনেকানি চ পাপানি কৃতানি বহুশো ময়া। ঘাতিতা জন্তবো ভদ্রে নির্দ্দগ্ধাঃ পর্ব্বতাঃ সদা ॥ ১২৭ ॥ তেন পাপেন দগ্ধোঽহং দারিদ্র্যং ন নিবর্ত্ততে। তীর্থাবগাহনং পূর্ব্বং পাপেন ন কৃতং ময়া ॥ ১২৮ ॥ তেনাহং দুঃখিতো ভদ্রে দারিদ্র্যমনিবর্ত্তকম্। মাতুর্গৃহং প্রয়াহি ত্বং ত্যজ স্নেহং মমোপরি। নগশৃঙ্গং সমারুহ্য মোক্তুমিচ্ছাম্যহং তনুম্ ॥১২৯॥ শবর্য্যুবাচ। মাত্রা পিত্রা ন মে কার্য্যং নাপি স্বজনবান্ধবৈঃ। যা গতিস্তব জীবেশ সা মমাপি ভবিষ্যতি ॥ ১৩০ ॥ ন স্ত্রীণামীদৃশো ধর্ম্মো বিনা ভর্ত্রা স্বজীবিতম্। শ্রূয়তে বহবো দোষা ধর্ম্মশাস্ত্রেষ্বনেকধা ॥ ১৩১ ॥ পারণং কুরু ভোজেন্দ্র ব্রতং যেন ন নশ্যতি। যত্তেঽভিবাঞ্ছিতং কিঞ্চিদ্বিষ্ণবে কর্ত্তুমর্হসি ॥ ১৩২ ॥ ভার্য্যায়া বচনং শ্রুত্বা মুমুদে শবরস্ততঃ। গৃহীত্বা শ্রীফলং শীঘ্রং হোমং কৃত্বা যথাবিধি ॥ ১৩৩ ॥ সর্ব্ব-

কানন। পৃথ্বীদানের ফল হয়। উত্তানপাদ জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে দেবেশ! হে জগৎপতে! যে যে দান প্রশস্ত বলিয়া কথিত হয়, প্রসন্ন হইয়া সে সকল আমার নিকট বলুন। ঈশ্বর কহিলেন,—তিলদাতা অভীষ্ট সন্ততি, দীপদাতা উত্তম নয়ন, ভূমিদ স্বর্গ, হিরণ্যদ দীর্ঘায়ু ও গৃহদাতা আরোগ্য লাভ করে। রূপদান করিয়া নর রূপবান্ হয়, বসনদাতা শশধরের সালোক্য লাভ করে, অশ্বদাতা সপ্তাশ্ববাহনের সালোক্য প্রাপ্ত হয়, বৃষদাতা পূর্ণলক্ষ্মী লাভ করে এবং গোদাতা স্বর্গপুরে গমন করে। এতদ্ভিন্ন যান ও শয্যাদাতা ভার্য্যা, অভয়দ ঐশ্বর্য্য, ধান্যদাতা নিত্য সৌখ্য ও বেদজ্ঞানদাতার অচ্যুত ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। হে রাজন! জল, অন্ন, পৃথিবী, বসন, তিল, কাঞ্চন, ও ঘৃত প্রভৃতি যে সকল দান বিহিত আছে, তন্মধ্যে বেদজ্ঞানদানই শ্রেষ্ঠ। যে যে ভাবে যে যে দান করা হয়, দাতা সেই সেইভাবেই প্রতিপূজা লাভ করে। হে নরেশ্বর! রাজ্ঞীদত্ত দান ব্যাপার দর্শনে শবর পত্নীক যাহা কহিয়াছিল, শ্রবণ কর। শবর বলিল,—হে ভদ্রে! বেদপারগ দ্বিজগণ পুরাণ পাঠ করেন, আমি তাঁহাদের মুখে দানধর্ম্মের উত্তম ফল সকল শ্রবণ করিয়াছি। আমি শুনিয়াছি,—স্নান, দান ও ব্রতদ্বারা পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত দুরিত ক্ষয় হয়; আর হে ভদ্রে! আমি সত্যই কহিতেছি, এই দুস্ত্যজ শরীরের পাত হইলেও সংসারভীত মানবের উত্তমগতি লাভ হইয়া থাকে। হে ভদ্রে! আমি অনেক পাপ করিয়াছি, আমা কর্ত্তৃক অনেক জন্তু নিহত ও পর্ব্বত দগ্ধ হইয়াছে; হে প্রিয়ে! এক্ষণে আমি সেই পাপেই দগ্ধ হইতেছি, আমার দারিদ্র্য দূর হইতেছে না। আমি পাপবুদ্ধিতে কখনও তীর্থস্নান করি নাই, হে ভদ্রে! এই জন্য আমার এমনই দারিদ্র্য দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে যে, কিছুতেই ইহার নিবৃত্তি হইতেছে না। হে প্রিয়ে! আমার প্রতি স্নেহ ত্যাগ করিয়া তোমার মাতার নিকট গমন কর, আমি উচ্চ গিরিশৃঙ্গে আরোহণ করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিব। শবরী উত্তর করিল,—মাতা, পিতা, বান্ধব ও স্বজনে আমার কাজ নাই; হে জীবেশ! আপনার যে গতি, আমারও সেই গতি হইবে। স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া আত্মজীবন রক্ষা করা নারীর ধর্ম্ম নহে, আমি ধর্ম্ম শাস্ত্রসমূহে এ বিষয়ে অনেক দোষ শ্রবণ করিয়াছি। হে ভোজেন্দ্র! আপনি পারণ করুন, অন্যথা আপনার ব্রত বিনষ্ট হইবে। হে স্বামিন! পারণ করিয়া আপনার অভীষ্ট বিষ্ণুকে নিবেদন করুন। ভার্য্যার বাক্যে শবর হৃষ্ট হইল, সে সত্বর শ্রীফল গ্রহণ করিয়া যথাবিধি হোম করত

দেবান্নমস্কৃত্য ভুক্তোঽপি চ তয়া সহ। চৈত্র্যাং তু বিষুবং জ্ঞাত্বা তস্থৌ তত্র দিনত্রয়ম্ ॥ ১৩৪ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ব্যাধবাক্যোপদেশকথনপূর্ব্বকদানাদিফলবর্ণনং নাম ষট্পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৬ ॥

সপ্তপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ভানুমতী দ্বিজান্ ভোজ্য বুভুজে ভুক্তশেষতঃ। ভুক্ত্বা সুসুখমাস্থায় তদন্নং পরিণাম্য চ ॥ ১ ॥ ত্রয়োদশ্যাং ততো গত্বা মদনাখ্যাতিথৌ তদা। মার্কণ্ডস্থ হ্রদে স্নাত্বানর্চ্চ দেবং গুহাশয়ম্ ॥ ২ ॥ কৃতোপবাসনিয়মা স্নাপয়িত্বা মহেশ্বরম্। পঞ্চামৃতসুগন্ধেন ধূপদীপনিবেদনৈঃ ॥ ৩ ॥ আর্চ্চয়দ্বিবিধৈঃ পুষ্পৈর্নৈবেদ্যৈশ্চ সুশোভনৈঃ। ক্ষপাজাগরণং কৃত্বা শ্রুত্বা পৌরাণিকীং কথাম্ ॥ ৪ ॥ নৃত্যগীতৈস্তথা স্তোত্রৈর্দেবদেবং মহেশ্বরম্। অন্নং বিস্তারিতং সর্ব্বং দেবস্যাগ্রে যথাবিধি ॥ ৫ ॥ চাতুর্ব্বর্ণ্যসুতাঃ সর্ব্বে ভোজিতাঃ সপরিচ্ছদাঃ। চতুর্দ্দশ্যাং দিনং যাবৎ সম্পূজ্য বৃষভধ্বজম্ ॥ ৬ ॥ শঙ্খবাদিত্রভেরীভিঃ পটহধ্বনিনাদিতম্। ক্ষপাজাগরণং কৃত্বা প্রভূতজনসঙ্কুলম্ ॥ ৭ ॥ নৃত্যগীতৈস্তথা স্তোত্রৈঃ প্রেরিতা সা নিশা তদা। প্রভাতে ভোজিতা বিপ্রাঃ পায়সৈর্ম্মধুসর্পিষা ॥ ৮ ॥ দত্ত্বা দানানি বিপ্রেভ্যঃ শক্ত্যা বিপ্রানুসারতঃ। অর্চ্চয়িত্বা মহাপুষ্পৈঃ সুগন্ধৈর্ম্মদনেন চ ॥ ৯ ॥ বিচিত্রৈঃ সূক্ষ্মবস্ত্রৈশ্চ দেবঃ সম্পূজ্য বেষ্টিতঃ। প্রদামলম্বমানৈশ্চ বহুদীপসমুজ্জ্বলৈঃ ॥ ১০ ॥ পক্বান্নৈর্ব্বিবিধৈর্ভক্ষ্যৈঃ সুবৃত্তৈর্ম্মোদকাদিভিঃ ॥ ১১ ॥ ততস্তে ব্রাহ্মণাঃ সর্ব্বে বেদাধ্যয়নতৎপরাঃ। তৎপর্ব্ব কীর্ত্তয়াঞ্চক্রুঃ পদ্মকং নাম নামতঃ। আদিত্যস্য দিনং হ্যদ্য তিথিঃ পঞ্চদশী তথা ॥ ১২ ॥ স্বাষ্ট্রমেব চ নক্ষত্রং সঙ্ক্রান্তির্ব্বিষুবং তথা। ব্যতীপাতস্তথা যোগঃ করণং বিষ্টিরেব চ ॥ ১৩ ॥ পদ্মকং নাম পর্ব্বৈতদয়নাদিচতুর্গুণম্। অত্র দত্তং হুতং জপ্তং সর্ব্বং ভবতি চাক্ষয়ম্ ॥ ১৪ ॥ তে দ্বিজা ভানুমত্যাথ শূলভেদং গতাঃ সহ।

অখিল দেবগণকে নমস্কার করিয়া ভার্য্যার সহিত ভোজন করিল এবং চৈত্রমাসীয় মহাবিষুব সংক্রান্তি সমাগত জানিয়া সেই স্থানে দিনত্রয় বাস করিল।১১৬—১৩৪।

ষট্পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৬ ॥

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—ভানুমতী দ্বিজগণকে ভোজন করাইয়া তাঁহাদের ভুক্তাবশেষ গ্রহণ করত অন্নের পরিণাম সাধন করিয়া সুখে উপবেশন করিলেন। অনন্তর মদনত্রয়োদশী সমাগত হইল। ভানুমতী মার্কণ্ডেয়হ্রদে গমন করিয়া যথাবিধি স্নান ও গুহাশায়ীর পূজা করিলেন। উপবাসনিরতা নিয়মব্রতধারিণী ভানুমতী সুগন্ধি পঞ্চামৃত দ্বারা মহেশকে স্নান করাইলেন এবং বিবিধ ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ও মনোজ্ঞ কুসুম সমূহ দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিলেন। তারপর তিনি রজনীজাগরণ, পৌরাণিক পুণ্যকথাশ্রবণ, নৃত্য, গীত, ও স্তোত্রাদি দ্বারা দেবদেব মহেশ্বরের সন্তোষ সাধন করিলেন। অনন্তর দেবেশসমীপে বহু অন্ন প্রদান করিয়া ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণের কন্যাগণকে ভোজন করাইলেন ও তাহাদিগকে পরিচ্ছদাদি দান করিলেন। ভানুমতী চতুর্দ্দশীদিবস পর্য্যন্ত এইরূপে বৃষধ্বজ মহেশের পূজা করিলেন। সেস্থান শঙ্খ, ভেরী, ও পটহ প্রভৃতি বাদিত্র দ্বারা নিনাদিত হইল, এদিনেও তিনি প্রভূত জনগণে পরিবৃত হইয়া রজনীজাগরণ করিলেন; নৃত্য, গীত ও স্তোত্র দ্বারা তাঁহার সে দিনও অতিবাহিত হইল। অনন্তর রজনী প্রভাত হইল। তিনি পরদিবসও পায়স, মধু ও ঘৃত দ্বারা দ্বিজগণকে ভোজন করাইয়া গুণানুসারে তাঁহাদিগকে যথাশক্তি বস্ত্রাদি বিবিধ দান করিলেন। অনন্তর তিনি উত্তম উত্তম কুসুম ও আমোদকর গন্ধ দ্বারা দেবেশের পূজা করিয়া বিচিত্র সূক্ষ্মবসনে তাঁহাকে বেষ্টিত করিলেন; তারপর লম্বমান মাল্য তাঁহার গলে প্রদান করিয়া বহু সমুজ্জ্বল দীপ, বিবিধ পক্বান্ন ও সুবর্ত্তুল মোদক দান করিলেন।১—১১। অনন্তর বেদাধ্যয়নপরায়ণ দ্বিজগণ এই পর্ব্বের নামকরণ করিলেন—পদ্মক; তাঁহারা আরও কহিলেন,—অদ্য রবিবার, পূর্ণিমা তিথি চিত্রানক্ষত্র, বিষুসংক্রান্তি, ব্যতীপাতযোগ, বিষ্টিকরণ, এ সকল একত্র মিলিত হইয়াছে। অতএব ইহার নাম হইল পদ্মক; এই পদ্মকপর্ব্ব অয়নাদিপর্ব্ব হইতেও চতুর্গুণ পুণ্যজনক। এই পদ্মকপর্ব্বে দান, হোম ও জপ সকলই অক্ষয় হইয়া

দদৃশুঃ শবরং কুণ্ডে ভার্য্যয়া সহ সংস্থিতম্॥ ১৫॥ ঐশানীং স দিশং গত্বা পর্ব্বতে ভৃগুমূর্দ্ধনি। পতিতুং চ সমারূঢ়ো ভার্য্যয়া সহ পার্থিব॥ ১৬॥ ভানুমত্যুবাচ। তিষ্ঠ তিষ্ঠ মহাসত্ত্ব শৃণুষ্ব বচনং মম। কিমর্থং ত্যজসি প্রাণানদ্যাপি চ যুবা ভবান্॥ ১৭॥ কঃ সন্তাপঃ ক উদ্বেগঃ কিং দুঃখং ব্যাধিরেব চ। শিশুঃ সংদৃশ্যসেঽদ্যাপি কারণং কথ্যতামিদম্॥ ১৮॥ শবর উবাচ। কারণং নাস্তি মে কিঞ্চিন্ন দুঃখং কিঞ্চিদেব তু। সংসারভয়ভীতোঽহং নান্যা বুদ্ধিঃ প্রবর্ত্ততে॥ ১৯॥ দুঃখেন লভ্যতে যস্মান্মানুষ্যং জন্ম ভাগ্যতঃ, মানুষ্যং জন্ম চাসাদ্য যো ন ধর্ম্মং সমাচরেৎ॥ ২০॥ স গচ্ছেন্নিরয়ং ঘোরমাত্মদোষেণ সুন্দরি। তস্মাৎ পতিতুমিচ্ছামি তীর্থেঽস্মিন্ পাপনাশনে॥ ২১॥ রাজ্ঞ্যুবাচ। অদ্যাপি বর্ত্ততে কালো ধর্ম্মস্যোপার্জ্জনে তব। কৃতাপকৃতকর্ম্মা বৈ ব্রতদানৈর্বিশুধ্যতি॥ ২২॥ অহং দাস্যামি ধান্যং বা বাসাংসি দ্রবিণং বহু। নিত্যমাচর ধর্ম্মং ত্বং ধ্যায়ন্নিত্যং মহেশ্বরম্॥ ২৩॥ শবর উবাচ। নৈবাহং কাময়ে বিত্তং ন ধান্যং বস্ত্রমেব চ। যো যস্যৈবান্নমশ্নাতি স তস্যাশ্নাতি কিল্বিষম্॥ ২৪॥ রাজ্ঞ্যুবাচ। কন্দমূলফলাহারো ভ্রমিত্বা ভৈক্ষ্যমুত্তমম্। অবগাহ্য সুতীর্থানি সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥ ২৫॥ ততো বিমুক্তপাপস্তু যৎকিঞ্চিৎ কুরুতে শুচিঃ। কর্ম্মণা তেন পূতস্ত্বং সদ্গতিং প্রাপ্স্যসি ধ্রুবম্॥ ২৬॥ শবর উবাচ। অন্নমদ্য ময়া ত্যক্তং প্রাণেভ্যোঽপি মহত্তরম্। সত্যং ন লোপয়ে দেবি নিশ্চিতাত্র মতির্মম॥ ২৭॥ প্রসাদঃ ক্রিয়তাং দেবি ক্ষমস্বাদ্য জনৈঃ সহ। অর্দ্ধোত্তরীয়বস্ত্রেণ সংযম্যাত্মানমুদ্যতঃ॥ ২৮॥ ভার্য্যয়া সহিতো ব্যাধো হরিং ধ্যাত্বা পপাত হ। নগার্দ্ধাৎ পতিতো যাবদ্গতজীবো নরাধিপ॥ ২৯॥ চূর্ণীভূতৌ হি তৌ দৃষ্ট্বা কুণ্ডস্যোপরি ভূমিপ।

থাকে। হে পার্থিব! দ্বিজগণ এইরূপ কহিয়া ভানুমতীর সহিত শূলভেদে উপনীত হইলেন, সেখানে গিয়া দেখিলেন,—সেই শবরপত্নীর সহিত কুণ্ডমধ্যে অবস্থান করিতেছে; সে, ভৃগুশৃঙ্গের ঈশানকোণে আরূঢ় হইয়া তথা হইতে পত্নীর সহিত ভূপতিত হইতে অভিলাষ করিতেছে। তদ্দর্শনে ভানুমতী কহিলেন;—হে মহাসত্ত্ব! থাক থাক, আমার বাক্য শ্রবণ কর। এখনও তোমার যৌবন অতীত হয় নাই কেন তুমি জীবন বিসর্জ্জন দিতেছ? তোমার কোন্ সন্তাপ, উদ্বেগ, দুঃখ বা রোগ উপস্থিত হইয়াছে? এখনও তোমাকে দেখিলে শিশু বলিয়া অনুমান হয়। তুমি কেন প্রাণ পরিত্যাগ করিতেছ? তাহার কারণ কীর্ত্তন কর। শবর উত্তর করিল,—ইহার কোনই কারণ নাই বা আমার দুঃখও উপস্থিত হয় নাই;—আমি এক্ষণে সংসারভয়ভীত, অন্য কোন বিষয়েই আমার বুদ্ধি নিবিষ্ট হইতেছে না। অতিদুঃখেই ভাগ্যবশে দুর্লভ মানুষ জন্ম লাভ হয়। যে সেই মানুষজন্ম লাভ করিয়া ধর্ম্মাচরণ না করে, হে মনোজ্ঞে! সে আত্মদোষেই মহাঘোর নরকে গমন করিয়া থাকে। অতএব আমি এই পাপনাশন তীর্থে দেহ পাতিত করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি। রাজ্ঞী কহিলেন,—অদ্যাপি তুমি বালক; তোমার ধর্ম্মোপার্জ্জনের সময় আছে, তুমি ব্রত দানাদি দ্বারা কুকর্ম্মজনিত পাপ হইতে শুদ্ধি লাভ করিবে; আমি তোমাকে ধান্য, বসন ও অন্যান্য বহু ধন দান করিতেছি, তুমি মহেশ্বরের ধ্যান করত নিত্য ধর্ম্মাচরণ কর। শবর উত্তর করিল;—বিত্ত, ধান্য বা বস্ত্রে আমার কামনা নাই, কেননা যে যাহার অন্ন ভক্ষণ করে, সে তাহার পাপই গ্রহণ করে। রাজ্ঞী কহিলেন;—কন্দ মূল ফল প্রভৃতি উত্তম ভক্ষ্য ভোজন, তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ ও অনুত্তম তীর্থে অবগাহন করিয়া মানব অখিল কলুষ হইতে মুক্ত হয়; তারপর বিমুক্তপাপ ও শুচি হইয়া যে কিছু কার্য্য করে, সেই কর্ম্ম দ্বারাই তাহার সদ্গতি লাভ হইয়া থাকে। তুমি তাহা করিয়াছ ও পূত হইয়াছ; অতএব নিশ্চিতই তুমি সদ্গতি প্রাপ্ত হইবে। শবর উত্তর করিল;—দেবি! আমি অদ্য প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তম অন্ন পরিত্যাগ করিলাম, আমি এখনও সত্যই কহিতেছি,—ভবিষ্যতেও আমি কদাচ সত্য পরিত্যাগ করিব না, ইহা আমার স্থিরসঙ্কল্প জানিবেন। দেবি! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, আপনার লোকগণ আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, আমি ব্যাধ, আমি অর্দ্ধোত্তরীয় বসনে দেহ আবৃত ও আত্মা সংযত করিয়া ভার্য্যার সহিত হরিগতমানস হইয়া এই গিরিশৃঙ্গ হইতে পতিত হইব, আপনি বাধা প্রদান করিবেন না। হে নরাধিপ! শবর এইরূপ কহিয়া সেই পর্ব্বতের অর্দ্ধভাগ হইতে ভূপাতিত হইল, প্রাণবায়ু তাহার দেহ পরিত্যাগ করিল এবং দেখা গেল—শবর ভার্য্যার সহিত চূর্ণিতাঙ্গ হইয়া মুহূর্ত্তত্রয় মধ্যে কুণ্ড

ত্রিমুহূর্ত্তে গতে কালে শবরো ভার্য্যয়া সহ ॥ ৩০ ॥
দিব্যং বিমানমারূঢ়ো গতশ্চানুত্তমাং গতিম্ ॥ ৩১ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ব্যাধস্বর্গগমনবর্ণনং নাম
সপ্তপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৭ ॥

অষ্টপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

উত্তানপাদ উবাচ। অথাভো দেবদেবেশ ভানুমত্যকরোচ্চ কিম্। এষ মে সংশয়ো দেব কথয়স্ব প্রসাদতঃ ॥১॥ ঈশ্বর উবাচ। চিন্তয়িত্বা মুহূর্ত্তং সা গতা কুণ্ডস্য সন্নিধৌ। দৃষ্ট্বা কুণ্ডস্য মাহাত্ম্যং রাজ্ঞী হর্ষেণ পূরিতা ॥ ২ ॥ বিপ্রান্ বহূন্ সমাহুয় পূজয়ামাস তৎক্ষণাৎ। দত্বা তু বিধিবদ্দানং ব্রাহ্মণেভ্যো নৃপাত্মজ ॥ ৩ ॥ নিশ্চয়ং পরমং কৃত্বা স্থিতা শান্তেন চেতসা। ততঃ সম্পূজ্য বিধিবৎ পিতৃন্ দেবান্ নরাধিপ ॥ ৪ ॥ ক্ষপয়িত্বা পক্ষমেকং মধুমাসস্য সা স্থিতা। অমাবাস্যাং ততো রাজ্ঞী গতা পর্ব্বতসন্নিধৌ ॥ ৫ ॥ নগশৃঙ্গং সমারুহ্য কৃত্বা মুকুলিতৌ করৌ। বিজ্ঞাপ্য ব্রাহ্মণান্ সর্ব্বানিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ৬ ॥ মম মাতা পিতা ভ্রাতা যে চান্যে সখিবান্ধবাঃ। ক্ষমাপয়িত্বা সর্ব্বাংস্তান্ বচনং মম কথ্যতাম্ ॥ ৭ ॥ ত্বৎপুত্রী শূলভেদে তু তপঃ কৃত্বা যথাশক্তিতঃ। বিসৃজ্য চৈব চাত্মানং তস্মিংস্তীর্থে দিবং যযৌ ॥ ৮ ॥ ব্রাহ্মণা উচুঃ। সন্দেশং কথয়িষ্যামস্ত্বয়োক্তং শোভনব্রতে। মাতাপিতৃভ্যাং সুশ্রোণি মা তে ভূদত্র সংশয়ঃ ॥ ৯ ॥ ততো বিসৃজ্য তাঁল্লোকান্ স্থিতা পর্ব্বতমূর্দ্ধনি। অর্দ্ধোত্তরীয়বস্ত্রেণ গাঢ়ং বদ্ধা পুনঃপুনঃ। ততশ্চিক্ষেপ সাত্মানমেকচিত্তা নরাধিপ ॥১০॥ নগার্দ্ধে তু পতিতা যাবত্তাবদ্দৃষ্টাঃ সুরাঙ্গনাঃ ॥ ১১ ॥ ভোভো বৎসে মহাভাগে ভানুমত্যতিতাপসি। দিব্যং বিমানমারুহ্য কৈলাসং প্রতি গম্যতাম্ ॥ ১২ ॥ ততঃ সা পশ্যতাং তেষাং জনানাং ত্রিদিবং গতা ॥ ১৩ ॥ মার্কণ্ডেয় উবাচ। ইতি তে কথিতঃ সর্ব্বঃ শূলভেদস্য বিস্তরঃ। যঃ শ্রুতঃ

মধ্যে পতিত হইল, হে ভূমিপ! অনন্তর তথায় দিব্য বিমান আগমন করিল,—শবর পত্নীর সহিত সেই বিমানে আরোহণ করিয়া উত্তম গতি লাভ করিল। ১২—৩১।

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৫৭।

অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায়।

উত্তানপাদ জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে দেবদেবেশ! অনন্তর ভানুমতী কি করিলেন?—হে দেব! এবিষয়ে আমি সংশয়িত, অতএব আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া ইহা বলুন। ঈশ্বর উত্তর করিলেন,—অনন্তর ভানুমতী মুহূর্ত্তমাত্র চিন্তা করিয়া কুণ্ডসমীপে গমন করিলেন এবং কুণ্ডের এতাদৃশ মাহাত্ম্য দর্শন করিয়া হর্ষপূর্ণহৃদয়ে বিপ্রগণকে আহ্বানপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ তাঁহাদিগের পূজা করিলেন। হে নৃপাত্মজ! অনন্তর ভানুমতী দ্বিজগণকে যথাবিধি দান করিলেন এবং সেই তীর্থে জীবনত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হইয়া শান্তচিত্তে তথায় বাস করিতে লাগিলেন। হে নরাধিপ! তদনন্তর তিনি যথাবিধি পিতৃ ও দেবগণের পূজা করিলেন ও তথায় একপক্ষ বাস করিয়া চৈত্রমাসের অমাবস্যা তিথিতে পর্ব্বতসমীপে গমনপূর্ব্বক সেই গিরিশিখরে আরোহণ করত যুক্তকরে ব্রাহ্মণগণকে বক্ষ্যমাণ বাক্যে বলিতে লাগিলেন। ভানুমতী কহিলেন,—আমার মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ও অন্যান্য সুহৃৎ সখী সকলের সমীপে আমার ক্ষমা প্রার্থনা জানাইবেন; বিশেষতঃ আমার পিতা-মাতাকে আমার বিষয়ে কহিবেন;—"তোমাদের তনয়া শূলভেদতীর্থে যথাশক্তি তপস্যা করিয়া সেই তীর্থেই জীবন বিসর্জ্জনপূর্ব্বক স্বর্গারোহণ করিয়াছে।" ব্রাহ্মণগণ প্রত্যুত্তরে কহিলেন,—হে শোভনব্রতে! নিঃসংশয়ে আমরা তোমার মাতা-পিতার নিকট সংবাদ বলিব বটে, কিন্তু হে সুশ্রোণি! তাঁহারা এসংবাদে নিশ্চয়ই এখানে আসিয়া উপস্থিত হইবেন। দ্বিজগণ এই বলিয়া বিদায় লইলেন। এদিকে ভানুমতীও গিরিশিখরে আরোহণ করিয়া অর্দ্ধোত্তরীয় বসনে পুনঃপুন দৃঢ়ভাবে শরীর আবদ্ধ করিলেন। হে নরাধিপ! অনন্তর ভানুমতী একচিত্ত হইয়া আত্মাকে ভূপাতিত করিলেন।১—১০। তিনি যৎকালে সেই পর্ব্বতের অর্দ্ধভাগ হইতে ভূপতিত হন, তখন সুরাঙ্গনাগণ তথায় উপনীত হইলেন এবং বলিলেন,—হে মহাভাগে! হে অতিতাপসি ভানুমতি! হে বৎসে! দিব্য বিমানে আরোহণ করিয়া কৈলাসে গমন কর। অনন্তর ভানুমতী দর্শকগণের সমক্ষে সেই বিমানারোহণে ত্রিদশালয়ে গমন করিলেন। মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—এই তোমার

শঙ্করাৎ পূর্ব্বমৃষিদেবসমাগমে। ১৪। য ইদং পঠতে ভক্ত্যা তীর্থে দেবকুলেঽপি বা। স মুচ্যতে মহাপাপাদপি জন্মশতার্জ্জিতাৎ। ১৫। ব্রহ্মঘ্ন চ সুরাপী চ স্তেয়ী চ গুরুতল্পগঃ। গোঘাতী স্ত্রীবিঘাতী চ দেবব্রহ্মস্বহারকঃ। ১৬। স্বামিদ্রোহী মিত্রঘাতী তথা বিশ্বাসঘাতকঃ। পরন্যাসাপহারী চ পরনিক্ষেপলোপকঃ। ১৭। রসভেদী তুলাভেদী তথা বার্দ্ধুষিকশ্চ যঃ। যঃ কন্যাবিঘ্নকর্ত্তা চ তথা বিক্রয়কারকঃ। ১৮। পরভার্য্যা ভ্রাতৃভার্য্যা গোঃ স্নুষা কন্যকা তথা। অভিগামী পরদ্বেষী তথা ধর্ম্মপ্রদূষকঃ। ১৯। মুচ্যন্তে সর্ব্ব এবৈতে শূলভেদপ্রভাবতঃ। ২০। য ইদং শ্রাবয়েচ্ছ্রাদ্ধে বিপ্রাণাং ভুঞ্জতাং নৃপ। মুদং প্রয়ান্তি সংহৃষ্টাঃ পিতরস্তস্য সর্ব্বশঃ। ২১। যশ্চেদং শৃণুয়াদ্ভক্ত্যা পঠ্যমানং নরো বশী। স মুক্তঃ সর্ব্বপাপেভ্যঃ সর্ব্বকল্যাণভাগ্ভবেৎ। ২২। ইদং যশস্যমায়ুষ্যমিদং পাবনমুত্তমম্। পঠতাং শৃণ্বতাং নৃণামায়ুঃকীর্ত্তিবিবর্দ্ধনম্। ২৩। ইতি [illegible] তে শূলভেদস্য পুণ্যং মহিম ন হি মনুষ্যৈঃ শ্রূয়তে যৎ সপাপৈঃ। মদনরিপুতটিন্যা যাম্যকূলস্থিতস্য প্রবলদুরিতকন্দোচ্ছেদকুদ্দালকল্পম্। ২৪।

ইতি শ্রীস্কান্দে শূলভেদতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নামাষ্টপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ। ৫৮।

একোনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। ততঃ পুষ্করিণীং গচ্ছেৎ সর্ব্বপাপপ্রণাশিনীম্। শ্রুতে যস্যাঃ প্রভাবে তু সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে। ১। রেবায়া উত্তরে কূলে তীর্থং পরমশোভনম্। যত্রাস্তে সর্ব্বদা দেবো বেদমূর্ত্তির্দিবাকরঃ। ২। কুরুক্ষেত্রং যথা পুণ্যং সার্ব্বকামিকমুত্তমম্। ইদং তীর্থং তথা পুণ্যং সর্ব্বকামফলপ্রদম্। ৩। কুরুক্ষেত্রে যথা বৃদ্ধির্দানস্য জগতীপতে। পুষ্করিণ্যাং তথা দানং বর্দ্ধতে নাত্র সংশয়ঃ। ৪। যবমেকন্তু যো দদ্যাৎ সৌবর্ণং মস্তকে নৃপ। পুষ্করিণ্যাং তথা স্নানং যথা স্নানং নরে

নিকট বিস্তররূপে শূলভেদের অখিল মাহাত্ম্য কথিত হইল। ঋষিদের সভায় শঙ্করের মুখে আমি ইহা এইরূপই শুনিয়াছিলাম। যে মানব তীর্থে কিংবা দেবায়তনে বসিয়া এই শূলভেদমাহাত্ম্য পাঠ করে, তাহার শতজন্মার্জ্জিত মহাপাতক থাকিলেও তাহা হইতে সে মুক্ত হয়। ব্রহ্মঘাতী, সুরাপায়ী, চৌর্য্যপরায়ণ, গুরুদারগামী, গোঘাতী স্ত্রীঘাতী, দেব ও ব্রহ্মস্বাপহারী, স্বামিদ্রোহী মিত্রদ্রোহী, বিশ্বাসঘাতক, ন্যস্তধনাপহারী, গচ্ছিত বস্তুর বিলোপকারী, রসভেদী, তুলাভেদী, কুসীদ জীবী কন্যাবিবাহে বিঘ্নকারী, কন্যাবিক্রয়ী, পরপত্নী ভ্রাতৃভার্য্যা গো পুত্রবধূ ও কন্যাগামী, পরদ্বেষী, ধর্ম্মদূষক,—শূলভেদপ্রভাবে এসকল পাপীও পরিত্রাণ পায়। যে মানব দ্বিজগণকে শ্রাদ্ধে ভোজন করাইয়া তাঁহাদের মুখে এই শূলভেদমাহাত্ম্য শ্রবণ করে, তাহার পিতৃগণ সর্ব্বথা তৃপ্ত ও মুদান্বিত হন। যে বশী মানব এই পঠ্যমান শূলভেদমাহাত্ম্য শ্রবণ করে, সে সর্ব্বপাপমুক্ত হইয়া অখিল কল্যাণের ভাজন হয়। যাহারা এই অনুত্তম পূত মাহাত্ম্য পাঠ বা শ্রবণ করে, তাহাদের আয়ু, যশ ও কীর্ত্তি বর্দ্ধিত হয়। হে রাজন্! এই তোমার নিকট শূলভেদের অখিল পুণ্যপ্রভাব বর্ণিত হইল। যে সকল নর শিবনদী শূলভেদের দক্ষিণকূলে অবগাহনপূর্ব্বক এই পূত মাহাত্ম্য শ্রবণ করে, পাপী হইলেও এই শূলভেদের মাহাত্ম্য তাহাদের প্রবলতর দুরিতচ্ছেদনের কুদ্দালকল্প হইয়া থাকে। ১১—২৪।

অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৫৮।

ঊনষষ্টিতম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—অনন্তর সর্ব্বপাপ-নাশিনী পুষ্করিণীতীর্থে গমন করিবে; এই পুষ্করিণীতীর্থের মাহাত্ম্য শ্রবণে নর অখিল কলুষ হইতে মুক্ত হয়। এই পরমশোভন পুষ্করিণীতীর্থ রেবার উত্তরতীরে বিদ্যমান। দেবমূর্ত্তি দেব দিবাকর এই তীর্থে সর্ব্বদা বাস করেন। অনুত্তম পুণ্য কুরুক্ষেত্র তীর্থ যেরূপ সর্ব্বকামপ্রদ, এই পুষ্করিণীতীর্থও তদ্রূপ নিখিল কামনা দান করে। হে মহীপতে! কুরুক্ষেত্রে দান করিলেও যেরূপ দানফল বর্দ্ধিত হয়, এই পুষ্করিণীতীর্থের দানও তদ্রূপ পুণ্যবর্দ্ধক, সংশয় নাই।১—৪। হে নৃপ! যে নর একটীমাত্র স্বর্ণযব এই পুষ্করিণীমধ্যে নিক্ষেপ করে, তাহার মানবদুর্লভ অতি

স্মৃতম্ ॥ ৫ ॥ সূর্য্যগ্রহে তু যঃ স্নাত্বা দদ্যাদ্দানং যথাবিধি। হস্ত্যশ্বরথরত্নাদি গৃহং গাশ্চ যুগন্ধরান্। ৬ ॥ সুবর্ণং রজতং বাপি ব্রাহ্মণেভ্যো দদাতি যঃ। ত্রয়োদশদিনং যাবত্ত্রয়োদশগুণং ভবেৎ ॥ ৭ ॥ তিলমিশ্রেণ তোয়েন তর্পয়েৎ পিতৃদেবতাঃ। দ্বাদশাব্দে ভবেৎ প্রীতিস্তত্র তীর্থে মহীপতে ॥ ৮ ॥ যস্তত্র কুরুতে শ্রাদ্ধং পায়সৈর্মধুসর্পিষা। শ্রাদ্ধদো লভতে স্বর্গং পিতৃণাং দত্তমক্ষয়ম্ ॥ ৯ ॥ অক্ষতৈর্বদরৈর্বিল্বৈরিঙ্গুদৈর্বা তিলৈঃ সহ। অক্ষয়ং ফলমাপ্নোতি তস্মিংস্তীর্থে ন সংশয়ঃ ॥ ১০ ॥ তত্র স্নাত্বা তু যো দেবং পূজয়েচ্চ দিবাকরম্। আদিত্যহৃদয়ং জপ্ত্বা পুনরাদিত্যমর্চ্চয়েৎ। স গচ্ছেৎ পরমং লোকং ত্রিদশৈরপি বন্দিতম্ ॥ ১১ ॥ ঋচমেকাং জপেদ্‌যস্তু যজুর্বা সাম এব চ। স সমগ্রস্য বেদস্য ফলমাপ্নোতি বৈ নৃপ ॥ ১২ ॥ যস্ত্র্যক্ষরং জপেন্মন্ত্রং ধ্যায়মানো দিবাকরম্। আদিত্যহৃদয়ং জপ্ত্বা মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ ॥ ১৩ ॥ যস্তত্র বিধিবৎ প্রাণাংস্ত্যজতে নৃপসত্তম। স গচ্ছেৎ পরমং স্থানং যত্র দেবো দিবাকরঃ ॥ ১৪ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে পুষ্করিণ্যামাদিত্যতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈকোনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৯ ॥

ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। ভূয়োঽপ্যহং প্রবক্ষ্যামি আদিত্যেশ্বরমুত্তমম্। সর্ব্বদুঃখহরং পার্থ সর্ব্ববিঘ্নবিনাশনম্ ॥ ১ ॥ আয়ুঃশ্রীবর্দ্ধনং নিত্যং পুত্রদং স্বর্গদং শিবম্। যস্য তীর্থস্য চান্যানি তীর্থানি কুরুনন্দন ॥ ২ ॥ নালভন্ত শ্রিয়ং নাকে মর্ত্ত্যে পাতালগোচরে। কুরুক্ষেত্রং গয়া গঙ্গা নৈমিষং পুষ্করং তথা ॥ ৩ ॥ বারাণসী চ কেদারং প্রয়াগং রুদ্রনন্দনম্। মহাকালং সহস্রাক্ষং শুক্লতীর্থং নৃপোত্তম ॥ ৪ ॥ রবিতীর্থস্য সর্ব্বাণি কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্। রবিতীর্থে হি যদ্‌বৃত্তং তচ্ছৃণুষ্ব নৃপোত্তম ॥ ৫ ॥ স্নেহাত্তে কথয়িষ্যামি বার্দ্ধকেনাতিপীড়িতঃ। শৃণ্বন্তু ঋষয়ঃ সর্ব্বে তপোনিষ্ঠা মহৌজসঃ ॥ ৬ ॥ শ্রুতং মে রুদ্র-

---

উচ্চস্থানে গতি হয়। যে মানব সূর্য্যগ্রহণে পুষ্করিণীতীর্থে যথাবিধি স্নান করিয়া হস্তী, অশ্ব, রথ, রত্ন, গৃহ, গো, হলবাহী বৃষ, সুবর্ণ, রজত,—ত্রয়োদশদিনে যথাক্রমে এই সকল দান করে, তাহার ত্রয়োদশগুণ ফল লাভ হইয়া থাকে। হে মহীপতে! যে নর তিলযুক্ত জলদ্বারা এই তীর্থে পিতৃ-দেবগণের তর্পণ করে, তাহার পিতৃগণ দ্বাদশবার্ষিকী তৃপ্তিলাভ করেন। যে মানব এই তীর্থে পায়স, মধু ও ঘৃতদ্বারা পিতৃগণের শ্রাদ্ধ করে, তদীয় পিতৃগণ অক্ষয় তৃপ্তিলাভ করেন এবং শ্রাদ্ধদাতারও স্বর্গলাভ হয়। এ তীর্থে অক্ষত, বদর, বিল্ব বা তিলসহ ইঙ্গুদ দ্বারা শ্রাদ্ধ করিলেও তাহা অক্ষয় ফলদ হয়, সংশয় নাই। পুষ্করিণীতীর্থে স্নান করিয়া যে নর দেব দিবাকরের পূজা ও আদিত্যহৃদয় জপ করিয়া আবার দিবাকরের পূজা করে, তাহার ত্রিদশবন্দিত উত্তমলোক লাভ হয়। হে নৃপ! সামই হউক অথবা যজুই হউক, যে মানব পুষ্করিণীতীর্থে একটীমাত্র মন্ত্র জপ করে, তাহার সমগ্র বেদপাঠের ফল হয়। আর যে নর দিবাকরকে ধ্যান করত ত্র্যক্ষর মন্ত্র জপ ও আদিত্যহৃদয় পাঠ করে, তাহার দুরিতরাশি বিদূরিত হয়। হে নৃপসত্তম! যে মানব এই তীর্থে বিধিপূর্ব্বক জীবন বিসর্জ্জন করে, সে দেব দিবাকরের দিব্যলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৫—১৪।

ঊনষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৯ ॥

ষষ্টিতম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে পার্থিব! পুনরপি সর্ব্ববিঘ্নহর অখিল দুঃখনাশন অনুত্তম আদিত্যেশ্বর-মাহাত্ম্য বর্ণন করিতেছি; এই মঙ্গলময় আদিত্য-মাহাত্ম্য আয়ু ও সমৃদ্ধিবর্দ্ধক এবং পুত্রপ্রদ। হে কুরুনন্দন! স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতালে যে সকল তীর্থ বিদ্যমান, আদিত্যতীর্থমাহাত্ম্যের সহিত সে সকলের তুলনা হয় না। হে কুরুকুমার! কুরুক্ষেত্র, গয়া, গঙ্গা, নৈমিষ, পুষ্কর, বারাণসী, কেদার, প্রয়াগ, রুদ্রনন্দন, মহাকাল, সহস্রাক্ষ, শুক্লতীর্থ,—ইহারা আদিত্যতীর্থের ষোড়শাংশের একাংশ-যোগ্যও নহে। হে নৃপসত্তম! অনন্তর রবিতীর্থে যাহা ঘটিয়াছিল, বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। আমি বার্দ্ধক্যপীড়িত, তথাপি তোমার প্রতি স্নেহানুবিদ্ধ হইয়া বলিতেছি; মহৌজা তপোনিরত তপস্বীরাও আমার এই সকল কথা শ্রবণ করুন। আমি রুদ্রসন্নিধানে এই সকল শ্রবণ করিয়াছি,

সান্নিধ্যে নন্দিস্কন্দগণৈঃ সহ। পার্ব্বত্যা পৃষ্টঃ শম্ভুশ্চ রবিতীর্থস্য যৎফলম্ ॥ ৭ ॥ শম্ভুনা চ যদাখ্যাতং গিরিজায়াঃ সসম্ভ্রমম্। তৎসর্ব্বমেকচিত্তেন রুদ্রোদ্গীতং শ্রুতং ময়া ॥ ৮ ॥ ততোঽহং সম্প্রবক্ষ্যামি শৃণু যত্নেন পাণ্ডব। দুর্ভিক্ষোপহতা বিপ্রা নর্ম্মদাং তু সমাশ্রিতাঃ ॥ ৯ ॥ উদ্দালকো বশিষ্ঠশ্চ মাণ্ডব্যো গৌতমস্তথা। যাজ্ঞবল্ক্যোঽথ গর্গশ্চ শাণ্ডিল্যো গালবস্তথা ॥ ১০ ॥ নাচিকেতো বিভাণ্ডশ্চ বালখিল্যাদয়স্তথা। শাতাতপশ্চ শঙ্খশ্চ জৈমিনির্গোভিলস্তথা ॥ ১১ ॥ জৈগীষব্যঃ শতানীকঃ সর্ব্ব এব সমাগতাঃ। তীর্থযাত্রাকৃতা তৈস্তু নর্ম্মদায়াঃ সমন্ততঃ ॥ ১২ ॥ আদিত্যেশ্বরমায়াতাঃ প্রসঙ্গাদৃষিপুঙ্গবাঃ। বৃক্ষৈঃ সম্বাদিতং শুভ্রং ধবতিন্দুকপাটলৈঃ ॥ ১৩ ॥ জম্বীরৈরর্জ্জুনৈঃ কুব্জৈঃ শমীকেসরকিংশুকৈঃ। তস্মিংস্তীর্থে মহাপুণ্যে সুগন্ধিকুসুমাকুলে ॥ ১৪ ॥ পুন্নাগনারিকেলৈশ্চ খদিরৈঃ কল্পপাদপৈঃ। অনেকশ্বাপদাকীর্ণং মৃগমার্জ্জারসঙ্কুলম্ ॥ ১৫ ॥ ঋক্ষহস্তিসমাকীর্ণং চিত্রকৈশ্চোপশোভিতম্। প্রবিষ্টা ঋষয়ঃ সর্ব্বে বনে পুষ্পসমাকুলে ॥ ১৬ ॥ বনান্তে চ স্ত্রিয়ো দৃষ্টা রক্তা রক্তাম্বরান্বিতাঃ। রক্তমাল্যানুশোভাঢ্যা রক্তচন্দনচর্চ্চিতাঃ ॥ ১৭ ॥ রক্তাভরণসংযুক্তাঃ পাশহস্তা ভয়াবহাঃ। তাসাং সমীপগা দৃষ্টাঃ কৃষ্ণজীমূতসন্নিভাঃ ॥ ১৮ ॥ মহাকায়া ভীমবক্ত্রাঃ পাশহস্তা ভয়াবহাঃ। অনাবৃষ্ট্যুপমা দৃষ্টা আতুরাঃ পিঙ্গলোচনাঃ ॥ ১৯ ॥ দীর্ঘজিহ্বা করালাস্যা তীক্ষ্ণদংষ্ট্রা দুরাসদা। বৃদ্ধা নারী কুরুশ্রেষ্ঠ দৃষ্টাস্তা ঋষিপুঙ্গবৈঃ ॥ ২০ ॥ ততঃ সমীপগা বৃদ্ধা তস্য বৃন্দস্য ভারত। স্বাধ্যায়নিরতা বিপ্রা দৃষ্টাস্তৈঃ পাপকর্ম্মভিঃ ॥ ২১ ॥ উচুস্তে তু সমূহেন ব্রাহ্মণাংস্তপসি স্থিতান্। অস্মাকং স্বামিনঃ সর্ব্বে তিষ্ঠন্তে তীর্থমধ্যতঃ। তে প্রস্থাপ্যা মহাভাগাঃ সর্ব্বৈরেব ত্বরান্বিতাঃ ॥ ২২ ॥ তচ্ছ্রুত্বা বচনং তেষাং সর্ব্বে চৈব ত্বরান্বিতাঃ। জগ্মুস্তে নর্ম্মদাকক্ষং দৃষ্ট্বা রেবাং দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ২৩ ॥ ততঃ কেচিৎ স্তবস্যন্তে জয়

তৎকালে নন্দী, স্কন্দ ইঁহারাও দেবেশসমীপে বিদ্যমান ছিলেন। তখন পার্ব্বতী শম্ভুকে আদিত্যতীর্থের মাহাত্ম্য জিজ্ঞাসা করেন। তৎকালে শঙ্কর সসম্ভ্রমে গিরিকুমারীকে যাহা কহিয়াছিলেন, আমি একচিত্ত হইয়া সেই সকল রুদ্রগীতিকা শ্রবণ করিয়াছিলাম। হে পাণ্ডব। এক্ষণে আমি তোমার নিকট সে সকল কহিতেছি, তুমি যত্নপূর্ব্বক শ্রবণ কর। একদা দ্বিজগণ দুর্ভিক্ষপীড়িত হইয়া নর্ম্মদাতীরের আশ্রয় লন; তৎকালে উদ্দালক, বশিষ্ঠ, মাণ্ডব্য, গৌতম, যাজ্ঞবল্ক্য, গর্গ, শাণ্ডিল্য, গালব, নাচিকেত, বিভাণ্ড, বালখিল্যগণ, শতাতপ, শঙ্খ, জৈমিনি, গোভিল, জৈগীষব্য ও শতানীক, ইঁহারাও তীর্থযাত্রাব্যপদেশে নর্ম্মদাতীরে উপনীত হন। অনন্তর ঋষিপুঙ্গবগণ তীর্থপ্রসঙ্গে নর্ম্মদাতীরের সকল দিক্ পরিভ্রমণ করিয়া আদিত্যেশ্বরসমীপে আগমন করেন। হে রাজন্! এই সুশোভন পূত আদিত্যেশ্বরক্ষেত্র ধব, তিন্দুক, পাটল, জম্বীর, অর্জ্জুন, কুব্জ, শমী, কেসর, কিংশুক, পুন্নাগ, নারিকেল, খদির ও অনেক কল্পপাদপে সমাচ্ছন্ন; সুগন্ধি কুসুমসৌরভে আমোদিত এবং মৃগ, মার্জ্জার, ঋক্ষ, হস্তী ও শার্দ্দূলগণে সমাকুল। অনন্তর ঋষিগণ এইরূপ বিবিধতরুশোভিত, শ্বাপদাকীর্ণ, কুসুমসমাকুল পুণ্যবনে প্রবেশ করিলেন; দেখিলেন,—রক্তাম্বরপরিহিতা, লোহিতমাল্যধারিণী, রক্তচন্দনচর্চ্চিতা, রক্তভূষণশোভিতা পাশহস্তা কতিপয় ভয়াবহা রমণী তাঁহাদের সম্মুখে আসিতেছে। সেই রমণীগণের সঙ্গে আবার কৃষ্ণমেঘসন্নিভ মহাকায়, ভীমবদন পাশহস্ত ভয়াবহ কতিপয় পুরুষও রহিয়াছে। রমণীগণের কেহ দীর্ঘজিহ্বা, কেহ করালবদনা, কেহ ভীষণদংষ্ট্রা ও কেহ পিঙ্গলোচনা। ফলতঃ তাহাদিগের রূপ এমনই নীরসরুক্ষ যে, সেই দুরাসদ আতুর অরণ্যচারিগণকে দর্শন করিলেই তাহাদিগকে অনাবৃষ্টির প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া মনে হয়। হে কুরুসত্তম! অনন্তর ঋষিপুঙ্গবগণ আর এক বৃদ্ধা নারীও দর্শন করিলেন। ১—২০। হে ভারত! ঐ বৃদ্ধা নারী পূর্ব্বোক্ত রমণীদলের সমীপে সমাগত হইল। ক্রমে স্বাধ্যায়নিরত ঋষিগণ সেই পাপকর্ম্মা বনচারিগণের দৃষ্টিপথে পতিত হইলেন। অতঃপর তাহারা দলবদ্ধ হইয়া তপস্বী দ্বিজগণকে কহিল,—হে মহাভাগগণ! আমাদের স্বামীরা এই তীর্থমধ্যে বাস করিতেছেন; আপনারা তাঁহাদিগকে অবিলম্বে আমাদের সমীপে প্রেরণ করিবেন। তখন দ্বিজসত্তমগণ তাঁহাদের বাক্যে ত্বরান্বিত হইয়া নর্ম্মদাকক্ষে গমন করিলেন এবং রেবাদর্শনে সেই সকল ঋষির মধ্যে কেহ কেহ বক্ষ্যমাণ বাক্যে নর্ম্মদার স্তব করিতে লাগিলেন

দেবি নমোঽস্তু তে । ২৪ । নমোঽস্তু তে সিদ্ধগণৈর্নিষেবিতে নমোঽস্তু তে সর্ব্বপবিত্রমঙ্গলে । নমোঽস্তু তে বিপ্রসহস্রসেবিতে নমোঽস্তু রুদ্রাঙ্গসমুদ্ভবে বরে ।২৫। নমোঽস্তু তে সর্ব্বপবিত্রপাবনে নমোঽস্তু তে দেবি বরপ্রদে শিবে । নমামি তে শীতজলে সুখপ্রদে সরিদ্বরে পাপহরে বিচিত্রিতে । ২৬ । অনেকভূতৌঘসুসেবিতাঙ্গে গন্ধর্ব্বযক্ষোরগপাবিতাঙ্গে । মহাগজৌঘৈর্ম্মহিষৈর্বরাহৈরাপীয়সে তোয়মহোর্ম্মিমালে । ২৭ । নমামি তে সর্ব্ববরে সুখপ্রদে বিমোচয়াস্মানঘপাশবদ্ধান্ । ২৮ । ভ্রমন্তি তাবন্নরকেষু মর্ত্ত্যা যাবত্তবাম্ভো ন হি সংশ্রয়ন্তি । স্পৃষ্টং করৈশ্চন্দ্রমসো রবেশ্চেত্তদ্দেবি দদ্যাৎ পরমং পদং তু । ২৯ । অনেকসংসারভয়ার্দ্দিতানাং পাপৈরনেকৈরভিবেষ্টিতানাম্ । গতিস্ত্বমম্ভোজসমানবক্ত্রে দ্বন্দ্বৈরনেকৈরভিসংবৃতানাম্ । ৩০ । নদ্যশ্চ পূতা বিমলা ভবন্তি ত্বাং দেবি সম্প্রাপ্য ন সংশয়োঽত্র । দুঃখাতুরাণামভয়ং দদাসি শিষ্টৈরনেকৈরভিপূজিতাসি । ৩১ । বিণ্মূত্রদেহাশ্চ নিমগ্নদেহা ভ্রমন্তি তাবন্নরকেষু মর্ত্ত্যাঃ । মহাবলধ্বস্ততরঙ্গভঙ্গং জলং ন যাবত্তব সংস্পৃশন্তি । ৩২ । ম্লেচ্ছাঃ পুলিন্দাস্তথ যাতুধানাঃ পিবন্তি যেঽম্ভস্তব দেবি পুণ্যম্ । তেঽপি প্রমুচ্যন্তি ভয়াচ্চ ঘোরাৎ কিমত্র বিপ্রা ভবপাশভীতাঃ । ৩৩ । সরাংসি নদ্যঃ ক্ষয়মভ্যুপেতা ঘোরে যুগেঽস্মিন্ কলিনাবসৃষ্টে । তং ভ্রাজসে দেবি জলৌঘপূর্ণা দিবীব নক্ষত্রপথে চ গঙ্গা । ৩৪ । তব প্রসাদাদ্বরদে বিশিষ্টে কালং যথেমং পরিপালয়িত্বা । যাস্যাম মোক্ষং তব সুপ্রসাদস্বয়ং যথা ত্বং কুরু নঃ প্রসাদম্ । ৩৫ । ত্বামাশ্রিতা যে শরণং গতাশ্চ গতিস্ত্বমম্বেব পিতেব পুত্রান্ । ত্বৎপালিতা যাবদিমং সুঘোরং কালং ত্বনাবৃষ্টিহতং ক্ষিপামঃ । ৩৬ । এবং স্তুতা তদা দেবী নর্ম্মদা সরিতাং বরা । প্রত্যক্ষা সা পরা

ঋষিরা কহিলেন,—হে দেবি! আপনার জয় হউক, আপনাকে নমস্কার; হে বরে! সিদ্ধগণ আপনার সেবা করেন, আপনি সর্ব্ববিধ মঙ্গল দান করিয়া থাকেন এবং আপনা হইতেই সকলে পবিত্রতা লাভ করে; আপনাকে নমস্কার। হে দেবি! আপনি রুদ্রদেহ হইতে সমুদ্ভূতা হইয়াছেন। সহস্র সহস্র দ্বিজ আপনার সেবা করিয়া থাকেন, আপনাকে নমস্কার। হে শিবে! আপনিই অখিল বস্তু পবিত্র করেন, হে বরপ্রদে দেবি! আপনাকে নমস্কার। দেবি! আপনার জল সুশীতল, সুখপ্রদ ও পাপহর; হে সরিদ্বরে! আপনার গতি অতীব বিচিত্র, আপনাকে নমস্কার। হে সুখপ্রদে! ভূতনিবহ আপনার নীরের সেবা করে; আপনি গন্ধর্ব্ব, যক্ষ ও উরগগণের অঙ্গ পূত করেন; মহাগজ, মহামহিষ ও মহাবরাহনিকর আপনার মহাউর্ম্মিমালাসমাকুল জল পান করে; হে উত্তমে! আপনাকে নমস্কার। আপনি আমার পাপরূপ পাশবদ্ধ আত্মার মুক্তিবিধান করুন। মানবগণ যতক্ষণ আপনার নীরে শরীরসংযোগ না করে, ততকালই তাহাদের নরকনিকর ভোগ হয়; কিন্তু নিশাকর ও রবিকিরণ দ্বারা আপনার যে উত্তম জল স্পৃষ্ট হয় হে দেবি! সেই জল স্পর্শ করিলে জনগণ পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যাহারা অনেক সংসারসম্ভূত পাপে অভিভূত, বহুবিধ পাপ যাহাদিগকে সতত আবৃত করিয়া রহিয়াছে; হে পদ্মবদনে! সুখদুঃখাদি বহুবিধ দ্বন্দ্বসমন্বিত তাদৃশ মানবগণের আপনিই একমাত্র গতি। হে দেবি! আপনার আশ্রয় লাভ করিয়া নদীনিবহ পূত ও বিমল হইয়াছে, সংশয় নাই; অনেক শিষ্টব্যক্তি আপনাকে পূজা করেন, আপনি দুঃখাতুরদিগকে অভয় দান করিয়া থাকেন। আপনার তরঙ্গভঙ্গী দ্বারা মহাচল বিধ্বস্ত হয়, নরনিকর যেপর্য্যন্ত আপনার নীর স্পর্শ না করে মূত্রপুরীষময় দেহ ধারণ করিয়া ততকালই নরকজালে পতিত হয় ও নিরন্তর ভ্রমণ করিয়া থাকে। হে দেবি! ম্লেচ্ছ, পুলিন্দ, রাক্ষস যে কেহ আপনার পুণ্যনীর পান করিয়া ভয়ঙ্কর ঘোর নরকভীতি হইতে উদ্ধার পায়; ভবপাশভীত ভূদেবগণের সম্বন্ধে আর বক্তব্য কি? ঘোর কলিকালসম্পর্কে সরোবর ও নদীনিচয় সবই শুষ্ক হইয়া যায়, কিন্তু হে দেবি! আপনার কলেবর জলপূর্ণ থাকিয়া নক্ষত্রপথে আকাশগঙ্গার ন্যায় আপনার অঙ্গ সমধিক শোভাসম্পন্ন করে। হে দেবি! আপনার প্রসাদে আমরা যাহাতে এই ভীষণ সময় অতিবাহিত করিয়া মোক্ষপদের অধিকারী হয়, হে উত্তমে! আমাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া আপনি তাহাই করুন। ২১—৩৫। যাহারা আপনার আশ্রয় লইয়া আপনারই শরণাপন্ন হইয়াছে, পিতা-মাতার ন্যায় আপনিই তাহাদের একমাত্র গতি, অতএব যাহাতে আমরা অনাবৃষ্টিহত এই ভয়ঙ্কর কাল কর্ত্তন

মূর্ত্তিব্রাহ্মণানাং যুধিষ্ঠির ॥ ৩৭ ॥ শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। পঠন্তি যে স্তোত্রমিদং নরেন্দ্র শৃণ্বন্তি ভক্ত্যা পরয়া প্রশান্তাঃ। তে যান্তি রুদ্রং বৃষসংযুতেন যানেন দিব্যাম্বরভূষিতাঙ্গাঃ ॥ ৩৮ ॥ যে স্তোত্রমেতৎ সততং জপন্তি স্নাত্বা চ তোয়েন তু নর্ম্মদায়াঃ। তেভ্যোঽন্তকালে সরিদুত্তমেয়ং গতিং বিশুদ্ধামচিরাদ্দদাতি ॥ ৩৯ ॥ প্রাতঃ সমুত্থায় তথা শয়ানো যঃ কীর্ত্তয়েতানুদিনং স্তবেন্দ্রম্। দেহক্ষয়ং স্বে সলিলে দদাতি সমাশ্রয়ং তস্য মহানুভাব ॥ ৪০ ॥ পাপৈর্বিমুক্তা দিবি মোদমানাঃ সম্ভোগিনশ্চৈব তু নান্যথা চ ॥ ৪১ ॥ প্রসন্না নর্ম্মদা দেবী স্তোত্রেণানেন ভারত। জলেনাপ্যায়িতান্ বিপ্রানদক্ষিণাপথবাহিনী। ৪২ ॥ অমৃতত্বং তু বো দদ্মি যোগিভির্যন্ন গম্যতে। দুর্লভ্যং যৎসুরৈঃ সর্ব্বৈর্মৎপ্রসাদাল্লভিষ্যথ ॥ ৪৩ ॥ ইতি তে ব্রাহ্মণা রাজঁল্লব্ধা বরমনুত্তমম্। গমিষ্যন্তঃ প্রীতচিত্তা দদৃশুশ্চিত্রমদ্ভুতম্ ॥ ৪৪ ॥ শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। দৃষ্টাস্তৈঃ পুরুষাঃ পার্থ নর্ম্মদাতটসংস্থিতাঃ। স্নানদেবার্চ্চনাসক্তাঃ পঞ্চ এব মহাবলাঃ ॥ ৪৫ ॥ তে দৃষ্টা ব্রাহ্মণৈঃ সর্ব্বৈর্বেদবেদাঙ্গপারগৈঃ। সম্পৃষ্টাস্তৈর্ম্মহারাজ যথা তদবধারয় ॥ ৪৬ ॥ বিপ্রা উচুঃ বনান্তে স্ত্রীযুগং দৃষ্টা মহারৌদ্রং ভয়াবহম্। বৃদ্ধাশ্চ পুরুষাস্তত্র পাশহস্তা ভয়াবহাঃ ॥ ৪৭ ॥ দুর্দ্ধর্ষা দুর্নিরীক্ষ্যাশ্চ ইতশ্চেতশ্চ চঞ্চলাঃ। ব্যাহরন্তঃ শুভাং বাচং ন তত্র গতিরস্তি বৈ ॥ ৪৮ ॥ অপরস্পরয়োঃ সর্ব্বে নিরীক্ষন্তঃ পুনঃপুনঃ। তৈস্তু যদ্বচনং প্রোক্তং তৎসর্ব্বং কথ্যতামিতি ॥ ৪৯ ॥ অস্মাকং পুরুষাঃ পঞ্চ তিষ্ঠন্তি তত্র সত্তমাঃ। তে প্রস্থাপ্যা মহাভাগাঃ সর্ব্বথৈব ত্বরান্বিতাঃ ॥ ৫০ ॥ অথ তে পুরুষাঃ পঞ্চ শ্রুত্বা বাক্যমিদং শুভম্। পরস্পরং নিরীক্ষন্তো বদন্তি চ পুনঃপুনঃ ॥ ৫১ ॥ * তে কস্য কুতো যাতাঃ

করিতে পারি, আপনি সেইরূপে আমাদিগকে রক্ষা করুন। হে যুধিষ্ঠির! সরিদ্বরা নর্ম্মদা দ্বিজগণ কর্ত্তৃক এইরূপে স্তুত হইয়া মনোজ্ঞ মূর্ত্তিতে তাঁহাদের দর্শনপথে উদিত হইলেন। মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে নররাজ! যে সকল প্রশান্তহৃদয় মানব এই স্তব ভক্তিভরে পাঠ বা শ্রবণ করেন, তাঁহারা দিব্য বসনে ভূষিত হইয়া বৃষযানে আরোহণপূর্ব্বক রুদ্রলোকে গমন করিয়া থাকেন। যাঁহারা নর্ম্মদানীরে অবগাহন করিয়া সতত এই স্তোত্র পাঠ করেন, সরিদ্বরা নর্ম্মদা তাঁহাদের দেহাবসানে অচিরেই বিশুদ্ধগতি দান করেন। হে মহানুভব! যে মানব প্রাতরুত্থান করিয়া কিংবা শয্যায় শয়ান থাকিয়া এই স্তবরাজ পাঠ করেন, তাঁহার দেহাবসানে নর্ম্মদা স্বীয় সলিলেই তাঁহাকে আশ্রয় দিয়া থাকেন। যাঁহারা এইরূপে নর্ম্মদার স্তব করেন, তাঁহারা মুদান্বিত হইয়া ত্রিদশালয়ে গমন করত বিবিধ ভোগসুখের অধিকারী হন, সন্দেহ নাই। হে ভারত! দ্বিজগণের স্তবে নর্ম্মদা প্রসন্ন হইলেন, তিনি জলপ্রবাহে বিপ্রগণকে আপ্যায়িত করত দক্ষিণাপথ বাহিয়া চলিতে লাগিলেন। নর্ম্মদা বলিলেন,—যাহা যোগিজনের দুর্লভ, যাহা ত্রিদিববাসীরও দুর্লভ্য নহে, হে দ্বিজগণ! আপনাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমি আপনাদিগকে সেই অমৃতত্ব প্রদান করিতেছি, আপনারা আমার অনুগ্রহে অমৃতত্ব লাভ করিবেন। হে রাজন্! দ্বিজগণ এইরূপে দেবী নর্ম্মদার নিকট উত্তম বর লাভ করিয়া পথে যাইতে যাইতে একটী বিচিত্র ব্যাপার দর্শন করিলেন। মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে পার্থ! অনন্তর দ্বিজগণ দেখিলেন,—মহাবল পাঁচজন পুরুষ নর্ম্মদাতীরের আশ্রয় লইয়া স্নান ও দেবার্চ্চনাদিতে রত রহিয়াছে। অনন্তর বেদবেদাঙ্গপারগ বিপ্রগণ সেই পঞ্চ পুরুষকে দেখিয়া যাহা বলিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা শ্রবণ কর। হে মহারাজ! বিপ্রগণ তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন;—আমরা বনান্তে দুর্দ্ধর্ষ, বৃদ্ধ কতিপয় পুরুষ দর্শন করিলাম, বৃদ্ধ হইলেও তাহাদের সহিত ভয়াবহ মহাভয়ঙ্কর রমণী সকল রহিয়াছে; সকলেরই করে পাশ শস্ত্র বিদ্যমান এবং তাহারা সকলেই ভীষণবদন। তাহারা অরণ্য মধ্যে চঞ্চলভাবে ইতঃস্তত ভ্রমণ করিতেছে। আমরা তাহাদের প্রতি শুভ বাক্য সকল প্রয়োগ করিলাম, কিন্তু সে দিকে তাহারা কর্ণপাত করিল না, কেবল বিশৃঙ্খলভাবে পুনঃপুনঃ কি নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। তাহারা যাহা বলিয়া দিয়াছে, আমরা আপনাদের নিকট সে সকলই বলিতেছি। হে সত্তমগণ! তাহারা বলিয়াছে যে; হে মহাভাগগণ! আমাদিগের পাঁচজন পুরুষ, আপনারা যে তীর্থে যাইতেছেন, সেই তীর্থে অবস্থান করিতেছে; আপনারা যেরূপে হউক অবিলম্বে তাহাদিগকে আমাদের নিকট পাঠাইয়া দিবেন। ৩৭—৫০। অনন্তর সেই পঞ্চ প্রধান পুরুষ ঋষিগণের কথা শ্রবণ করিয়া পরস্পর পরস্পরের দিকে পুনঃপুনঃ দৃষ্টি নিক্ষেপপূর্ব্বক বক্ষ্যমাণ বাক্যে বলিতে লাগিলেন।

কিমুক্তং তৈর্দ্বিজবরৈঃ ॥ ৫২ ॥ পুরুষা ঊচুঃ। তীর্থাবগাহনং সর্ব্বৈঃ পূর্ব্বদক্ষিণপশ্চিমৈঃ। উত্তরৈশ্চ কৃতং ভক্ত্যা ন পাপং তৈর্ব্যপোহিতম্ ॥ ৫৩ ॥ নিষ্পাপাশ্চাথ সঞ্জাতাস্তীর্থস্যাস্য প্রভাবতঃ। শৃণ্বন্তু ঋষয়ঃ সর্ব্বে বহ্নিকালোপম' দ্বিজাঃ ॥ ৫৪ ॥ পাতকানি চ ঘোরাণি যান্যচিন্ত্যানি দেহিনাম্। পাপিষ্ঠেন তু চৈকেন গুরুদারা নিষেবিতাঃ ॥ ৫৫ ॥ হৃতং চান্যেন মিত্রস্বং সুবর্ণং চ ধনং তথা। ব্রহ্মহত্যা মহারৌদ্রা কৃতা চান্যেন পাতকম্ ॥ ৫৬ ॥ সুরাপানং তু চান্যস্য সঞ্জাতং চাপ্যকামতঃ। গোবধ্যা চাপ্যকামেন কৃতা চৈকেন পাপিনা ॥ ৫৭ ॥ অকামতোঽপি সর্ব্বেষাং পাতকানি নরাধিপ। ব্রাহ্মণানান্তু তে শ্রুত্বা বাক্যং তদ্বিস্ময়ান্বিতাঃ ॥ ৫৮ ॥ সদ্য এব তদা জাতাঃ পাপিষ্ঠা গতকল্মষাঃ। তীর্থস্যাস্য প্রভাবেণ নর্ম্মদায়াঃ প্রভাবতঃ ॥ ৫৯ ॥ ন কশ্চিৎ পাতকানান্তু প্রবেশশ্চাত্র জায়তে। এবং সঞ্চিন্ত্য তে সর্ব্বে পাপিষ্ঠাশ্চ পরস্পরম্ ॥ ৬০ ॥ চিত্র-ভানুং স্মৃতবন্তস্তে বিচিন্ত্য হৃদয়ে হরিম্। স্নাত্বা রেবাজলে পুণ্যে তর্পিতাঃ পিতৃদেবতাঃ ॥ ৬১ ॥ নত্বা তু ভাস্করং দেবং হৃদি ধ্যাত্বা জনার্দ্দনম্। প্রদক্ষিণং তু তং ভক্ত্যা অনন্তং জাতবেদসম্ ॥৬২॥ পতিতাঃ পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ পাপোদ্বিগ্না মহীপতে। সাত্ত্বিকীং বাসনাং কৃত্বা ত্যক্ত্বা রজস্তমস্তথা ॥ ৬৩ ॥ হুতং তৈঃ পাবকে সর্ব্বং রেবায়া উত্তরে তটে। বিমান-স্থাস্তদা দৃষ্টা ব্রাহ্মণৈস্তে যুধিষ্ঠির ॥ ৬৪ ॥ আশ্চর্য্য-মতুলং দৃষ্টমৃষিভির্নর্ম্মদাতটে। তদা প্রভৃতি তে সর্ব্বে রাগদ্বেষবিবর্জ্জিতাঃ ॥ ৬৫ ॥ রবিতীর্থং দ্বিজা হৃষ্টাঃ সেবন্তে মোক্ষকাঙ্ক্ষয়া। তীর্থস্যাস্য চ যৎপুণ্যং তচ্ছৃণুষ্ব নরাধিপ ॥ ৬৬ ॥ প্রীতিতো বৃদ্ধভাবেন ভক্ত্যা প্রীতো নরেশ্বর। উদ্দেশং কথয়িষ্যামি দ্বিক্রোশাভ্যন্তরে স্থিতঃ ॥ ৬৭ ॥ কুরুক্ষেত্রং যথা পুণ্যং রবিতীর্থং শ্রুতং ময়া। ঈশ্বরেণ পুরা খ্যাতং ষণ্মুখস্য নরাধিপ। শ্রুতং রুদ্রাচ্চ তৈঃ সর্ব্বৈরহং

তাঁহারা কহিলেন,—তাঁহারা কে ? কাহার ? আর আমাদিগের উদ্দেশে কিই বা কহিয়াছেন ? পুরুষগণ উত্তর করিল,—আমরা সকলেই ভক্তি-পূর্ব্বক তীর্থসমূহের পূর্ব্ব দক্ষিণ ও উত্তর পশ্চিম সকল দিকেই অবগাহন করিয়াছি, পরন্তু নিষ্পাপ হইতে পারি নাই, কিন্তু এই তীর্থপ্রভাবে নিষ্পাপ হইয়াছি। হে ঋষিগণ! আপনারা অনল ও কালোপম। হে দ্বিজগণ! দেহধারিগণ এমন অনেক মহাঘোর পাপাচরণ করে যে, তাহা চিন্তার বিষয়ীভূত নহে। এক্ষণে এক এক করিয়া সে সকল কথা কহিতেছি। আমাদের একজন মহাকলুষকর গুরুদার সম্ভোগ, অপরে মিত্রের ধনাপহরণ, অন্যজনে সুবর্ণ হরণ, এবং আর একজনে মহা ভীষণ ব্রহ্মহত্যা মহাপাতক করে; আর পঞ্চম এই ব্যক্তি অকারণে সুরাপান এবং মহাপাপ গোহত্যা করিয়াছিল। হে দ্বিজগণ। ইচ্ছা না থাকিলেও ইহারা এই সকল দুষ্কার্য্য করিয়াছিল। যাহা হউক, পূর্ব্বোক্ত পাপিগণও এই তীর্থের সেবা করিয়া নিষ্পাপ হইয়াছি। মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হেনরনাজ! অনন্তর সেই পঞ্চ পুরুষপ্রবরের বাক্যে সেই দ্বিজগণ বিস্মিত হইলেন। পাপিষ্ঠ হইলেও নর্ম্মদাতীর্থপ্রভাবে তাহাদের সমস্ত পাপ দূরীভূত হইয়াছিল। এই নর্ম্মদাতীর্থে কোন পাপই প্রবেশ লাভ করে না। ঐ পাপীরা ইহা চিন্তা করিয়া হৃদয়ে হরি ও দিবাকরকে ধ্যানপূর্ব্বক এই নর্ম্মদাতীর্থের আশ্রয় গ্রহণ, নর্ম্মদানীরে অবগাহন ও পিতৃতর্পণ করিল এবং জনার্দ্দনকে হৃদয়ে ধ্যান করিয়া দিবাকরের নমস্কার করিল। অনন্তর তাহারা ভক্তিভরে দিবাকরের প্রদক্ষিণ করিয়া অনন্ত অনলমধ্যে পতিত হইল। হে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ! পূর্ব্বে তাহারা পাতক কর্ত্তৃক আহত হইয়া সাত্ত্বিক বৃত্ত পরিত্যাগপূর্ব্বক রাজসবৃত্তিতে রত ছিল, এক্ষণে রেবানীরসম্পর্শে তাহাদের রাজসভাব বিদূরিত ও সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হইল। হে যুধিষ্ঠির! দ্বিজগণ দেখিলেন,—তাহারা দিব্যবিমানে আরোহণ করিল। ঋষিগণও নর্ম্মদাতটে এই আশ্চর্য্য-ব্যাপার দর্শন করিয়া তদবধি রাগ-দ্বেষ বিসর্জ্জনপূর্ব্বক মোক্ষ-কামনায় হৃষ্টান্তঃকরণে সতত দিবাকরতীর্থের সেবা করিতে লাগিলেন। হে নররাজ! এক্ষণে দিবাকর তীর্থের প্রভাব শ্রবণ কর ।৫১—৬৬। হে নরেশ্বর! সম্প্রতি আমি বার্দ্ধক্যপীড়িত, তথাপি তোমার ভক্তিদ্বারা প্রীতিমান হইয়া বলিতেছি। কুরুক্ষেত্র যেরূপ পবিত্র, এই রবিতীর্থ তদ্রূপ; ইহা আমি শঙ্করসমীপে শ্রবণ করিয়াছি। হে নররাজ! পূর্ব্বে শঙ্কর ষড়াননসমীপে এই রবিতীর্থের মাহাত্ম্য বর্ণন করেন। তখন ষড়ানন ও অন্যান্য রুদ্রানুচরগণ

তত্র সমীপগঃ ॥ ৬৮ ॥ ঈশ্বর উবাচ। মার্ত্তণ্ড
গ্রহণে প্রাপ্তে যে ব্রজন্তি ষড়ানন। রবিতীর্থে
কুরুক্ষেত্রে ; তুল্যমেতৎ ফলং স্মৃতম্ ॥ ৬৯ ॥
স্নানে দানে তথা জপ্যে হোমে চৈব বিশেষতঃ।
কুরুক্ষেত্রে সমং পুণ্যং নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৭০ ॥
গ্রামে বা যদি বারণ্যে পুণ্যা সর্ব্বত্র নর্ম্মদা।
রবিতীর্থে বিশেষেণ রেবা পুণ্যফলপ্রদা ॥ ৭১ ॥
ষষ্ঠ্যাং সূর্য্যদিনে ভক্ত্যা ব্যতীপাতে চ বৈধৃতৌ।
সংক্রান্তৌ গ্রহণেঽমাবাং যে ব্রজন্তি জিতেন্দ্রিয়াঃ।
৭২ ॥ কামক্রোধৈর্বিমুক্তাশ্চ রাগদ্বেষৈস্তথৈব চ।
উপোষ্য পরয়া ভক্ত্যা দেবস্যাগ্রে নরাধিপ ॥ ৭৩ ॥
রাত্রৌ জাগরণং কৃত্বা দীপং দেবস্য বোধয়েৎ।
কথাং বৈ বৈষ্ণবীং পার্থ বেদাভ্যাসনমেব চ ॥ ৭৪ ॥
ঋগ্বেদং বা যজুর্ব্বেদং সামবেদমথর্ব্বণম্। ঋচমেকাং
জপেদ্যস্তু স বেদফলমাপ্নুয়াৎ ॥ ৭৫ ॥ গায়ত্র্যা চ
চতুর্ব্বেদফলমাপ্নোতি মানবঃ। প্রভাতে পূজয়ে-
দ্বিপ্রানন্নদানহিরণ্যতঃ ॥ ৭৬ ॥ ভূমিদানেন বস্ত্রেণ
অন্নদানেন শক্তিতঃ। ছত্রোপানহশয্যাদিগৃহদানেন
পাণ্ডব ॥ ৭৭ ॥ গ্রামধুর্য্যপ্রদানেন গজকন্যাহয়েন চ।
বিদ্যাশকটদানেন সর্ব্বেষামভয়ং ভবেৎ ॥ ৭৮ ॥
শত্রুশ্চ মিত্রতাং যাতি বিষং চৈবামৃতং ভবেৎ।
গ্রহা ভবন্তি সুপ্রীতাঃ প্রীতস্তস্য দিবাকরঃ ॥ ৭৯ ॥
এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং রবিতীর্থফলং নৃপ। যে
শৃণ্বন্তি নরা ভক্ত্যা রবিতীর্থফলং শুভম্ ॥ ৮০ ॥
তেঽপি পাপবিনির্ম্মুক্তা রবিলোকে বসন্তি হি।
গোদানেন চ যৎপুণ্যং যৎপুণ্যং ভৃগুদর্শনে ॥ ৮১ ॥
কেদারে উদকং পীত্বা তৎপুণ্যং জায়তে নৃণাম্।
অব্দমশ্বত্থসেবায়াং তিলপাত্রপ্রদো ভবেৎ ॥ ৮২ ॥
তৎফলং সমবাপ্নোতি আদিত্যেশ্বরকীর্ত্তনাৎ। শ্রুতে
যস্য প্রভাবেণ জায়তে যন্নৃপাত্মজ ॥ ৮৩ ॥ তৎসর্ব্বং
কথয়িষ্যামি ভক্ত্যা তব মহীপতে। পাপানি চ
প্রলীয়ন্তে ভিন্নপাত্রে তথা জলম্ ॥ ৮৪ ॥ তীর্থ-
স্যাভিমুখো নিত্যং জায়তে নাত্র সংশয়ঃ। গুহ্যাদ্-
গুহ্যতরং তীর্থং কথিতং তব পাণ্ডব ॥ ৮৫ ॥

ইহা শ্রবণ করেন। আমিও তাঁহাদের সহিত শঙ্কর-মুখে ইহা শ্রবণ করিয়াছি। ঈশ্বর বলেন,—হে ষড়ানন! যাহারা সূর্য্যগ্রহণে দিবাকরতীর্থে গমন করে, তাহারা রবিক্ষেত্রেই কুরুক্ষেত্রের তুল্য ফল লাভ করিয়া থাকে। স্নান দান জপ বিশেষতঃ হোম—দিবাকরতীর্থে এ সকল কুরুক্ষেত্রের তুল্য ফলজনক হয়, এ বিষয়ে সন্দেহ করা কর্ত্তব্য নহে। গ্রামেই থাকুন আর অরণ্যেই থাকুন, নর্ম্মদাতীর্থ সতত পূত; বিশেষতঃ রেবা দিবাকরতীর্থে সমধিক-পুণ্যফলপ্রদা। যে সকল কাম-ক্রোধবিবর্জ্জিত রাগ-দ্বেষশূন্য জিতেন্দ্রিয় মানব রবিবার, ব্যতীপাত ও বৈধৃতি যোগযুক্ত ষষ্ঠী তিথিতে, সংক্রান্তিতে, গ্রহণকালে কিংবা অমাবস্যায় ভক্তিপূর্ব্বক দিবাকরতীর্থে গমন করে, তপনদেব তাহাদের প্রতি প্রীত হন। হে নররাজ! উপবাসী থাকিয়া পরম ভক্তি সহকারে দেব দিবাকরের সম্মুখে রজনীজাগরণ, দীপপ্রজ্বালন, বৈষ্ণবী কথা শ্রবণ ও বেদাভ্যাস কর্ত্তব্য। হে পার্থ! যে দ্বিজ দিবাকরের সম্মুখে ঋক্, যজুঃ কিংবা সামবেদের একটীমাত্র মন্ত্র পাঠ করেন, তাঁহার বেদপাঠের ফললাভ হয়। আর যে দ্বিজ গায়ত্রী পাঠ করেন, তাঁহার চতুর্ব্বেদেরই ফলপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। হে পাণ্ডব! অনন্তর প্রভাতে যথাশক্তি অন্ন, হিরণ্য, ভূমি, বসন, ছত্র, পাদুকা, শয্যা ও গৃহাদি দানে দ্বিজগণের পূজা করা কর্ত্তব্য। হে রাজন্! দিবাকরতীর্থে গ্রাম, ভারবহনোপযোগী বৃষ, গজ, কন্যা, বিদ্যা, শকট ও অশ্বদানে দাতা ব্যক্তিরা ভয়হীন হন। তাঁহাদের শত্রু-ব্যক্তিও মিত্রের ন্যায় এবং বিষও অমৃততুল্য হয়; আর দেব দিবাকরের প্রীতি-সাধনে গ্রহগণও তাঁহাদের প্রতি সুপ্রীত হইয়া থাকেন। হে নৃপ! এই তোমার নিকট দিবাকর-তীর্থের অখিল বিবরণ বর্ণিত হইল। যাহারা ভক্তিপূর্ব্বক এই দিবাকরতীর্থের অখিল পুণ্যফল শ্রবণ করে, তাহারা পাপ-বিমুক্ত হইয়া রবিলোকে বাস করিয়া থাকে। গোদান, ভৃগুদর্শন ও কেদার তীর্থের উদকপানে যে পুণ্য হয়, মানবগণ দিবাকরতীর্থের ফল শ্রবণেও তাহার তুল্য ফল লাভ করে। বৎসরব্যাপী অশ্বত্থসেবা ও পাত্রযুক্ত তিলদানে যে পুণ্য হয়, আদিত্যেশ্বরের নামকীর্ত্তনেও নর তাদৃশ পুণ্য অর্জ্জন করে। হে নৃপনন্দন! যাহার মাহাত্ম্য শ্রবণে নর আর জন্ম পরিগ্রহ করে না, হে মহীপতে! আমি তোমার ভক্তিতে প্রীত হইয়া তৎসমস্ত বর্ণন করিলাম। ভগ্ন ভাণ্ডে জল রাখিলে সেই জল যেমন গলিত হইয়া পতিত হয়, তদ্রূপ দিবাকরতীর্থের প্রভাব শ্রবণেও মানবের অখিল কলুষ বিলীন হইয়া থাকে। আর সে সততই তীর্থের আভিমুখ্য প্রাপ্ত হয়। এ বিষয়ে সংশয় নাই। হে পাণ্ডব! গুহ্য হইতেও

পাপিষ্ঠানাং কৃতঘ্নানাং স্বামিমিত্রাবঘাতিনাম্। তীর্থাখ্যানং শুভং তেষাং গোপিতব্যং সদা বুধৈঃ ॥ ৮৬॥

ইতি শ্রীস্কান্দে আদিত্যেশ্বরতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬০ ॥

একষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। ততো গচ্ছেৎ পরং পুণ্যং নর্ম্মদাদক্ষিণে তটে। শক্রতীর্থং সুবিখ্যাতমশেষাঘবিনাশনম্॥ ১॥ পুরা শক্রেণ তত্রৈব তপো বৈ দুরতিক্রমম্। প্রারব্ধং পরয়া ভক্ত্যা দেবং প্রতি মহেশ্বরম্॥ ২॥ ততঃ সন্তোষিতো দেব উমাপতির্নরাধিপ। দেবেন্দ্রত্বং বরং রাজ্যং দানবানাং বধং দদৌ ॥ ৩ ॥ লব্ধং শক্রেণ নৃপতে নর্ম্মদাতীর্থভাবতঃ। ততঃ পুণ্যতমং তীর্থং সঞ্জাতং বসুধাতলে ॥ ৪ ॥ কার্ত্তিকস্য তু মাসস্য কৃষ্ণপক্ষে ত্রয়োদশীম্। উপোষ্য বৈ নরো ভক্ত্যা সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥৫॥ দুঃস্বপ্নসম্ভবৈঃ পাপৈর্দুর্নিমিত্তসমুদ্ভবৈঃ। গ্রহশাকিনিসম্ভূতৈর্মুচ্যতে পাণ্ডুনন্দন॥ ৬॥ শক্রেশ্বরং নৃপশ্রেষ্ঠ যে প্রপশ্যন্তি ভক্তিতঃ। তেষাং জন্মকৃতং পাপং নশ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৭ ॥ অগম্যাগমনে চৈব অবাহ্যে চৈব বাহিতে। স্বামিমিত্রবিঘাতে যন্নশ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥ ৮॥ গোপ্রদানং প্রকর্ত্তব্যং শুভং ব্রাহ্মণপুঙ্গবে। ধুর্য্যং বা দাপয়েত্তস্মিন্ সর্ব্বাঙ্গরুচিরং নৃপ ॥ ৯॥ দাতব্যং পরয়া ভক্ত্যা স্বর্গে বাসমভীপ্সতা। এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং শক্রেশ্বরফলং নৃপ ॥ ১০ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে শক্রেশ্বরতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈকষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৬১॥

দ্বিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। ততো গচ্ছেত্তু রাজেন্দ্র করোটীশ্বরমুত্তমম্। যত্র বৈ নিহতাস্তাত দানবাঃ সপদানুগাঃ॥ ১॥ ইন্দ্রাদিদেবৈঃ সংহৃষ্টৈঃ সততং

গুহ্যতম এই দিবাকরতীর্থপ্রভাব তোমার নিকট বর্ণিত হইল। জ্ঞানিগণ কৃতঘ্ন, প্রভুদ্রোহী ও মিত্রঘাতী পাপিগণের নিকট এই শুভাবহ পুণ্যাখ্যান গোপন করিবেন।

ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৬০॥

একষষ্টিতম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—অনন্তর পূত শক্রতীর্থে গমন করিবে। অশেষ কলুষনাশন এই সুবিখ্যাত শক্রতীর্থ নর্ম্মদার দক্ষিণকূলে অবস্থিত। পুরাকালে শক্র মহেশের উদ্দেশে ভক্তিভরে এই স্থানে দুরতিক্রম তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। হে নরাধিপ! অনন্তর উমাপতি সুরপতির প্রতি প্রীত হইয়া তাঁহাকে ইন্দ্রত্ব ও স্বর্গরাজ্য প্রদানপূর্ব্বক দানবগণের বধার্থ বর দান করেন। হে নরাধিপ! দেবেন্দ্র নর্ম্মদার প্রভাবেই এইরূপ অনুত্তম ঐশ্বর্য্য অর্জ্জন করেন; এজন্য এই শক্রতীর্থ মহীতলে পুণ্যতম বলিয়া বিখ্যাত হয়। মানব কার্ত্তিক মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় ত্রয়োদশী তিথিতে এই শক্রতীর্থে ভক্তিপূর্ব্বক উপবাস করিলে নিখিল পাপ হইতে মুক্ত হয়। হে পাণ্ডুনন্দন! এই শক্রতীর্থপ্রভাবে মানবের বিবিধ দুঃস্বপ্ন,—দুর্নিমিত্ত, গ্রহ ও শাকিনীসম্ভূত পাপরাশি বিনষ্ট হয়। হে নৃপসত্তম! যাহারা ভক্তি সহকারে শক্রেশ্বর দর্শন করে, তাহাদের আজন্মকৃত পাপ বিনষ্ট হয়, সংশয় নাই। অগম্যাগমন, অবিবাহ্যার পাণিগ্রহণ এবং প্রভু ও মিত্রহত্যা প্রভৃতি সকল পাপই এই তীর্থে নিঃসন্দেহ বিনষ্ট হয়; অধিক কি, এই তীর্থে বিনষ্ট না হয়, এমন কোন পাপই দৃষ্ট হয় না। হে নৃপ! দ্বিজপুঙ্গবকে এই তীর্থে শুভপ্রদ গোপ্রদান করিবে অথবা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভারবহনোপযোগী গোবৃষ দান করিবে; যাহাদের স্বর্গবাস অভীপ্সিত, তাহাদের পক্ষে পরম ভক্তিভরে পূর্ব্বোক্ত দানই কর্ত্তব্য। হে নৃপ! এই তোমার নিকট শক্রতীর্থের অখিল ফল বর্ণিত হইল।১—১০।

একষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৬১।

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে রাজেন্দ্র! অনন্তর অনুত্তম করোটীশ্বর তীর্থে গমন করিবে। এই করোটীশ্বর তীর্থে অনুগগণ সহ দানবেরা নিহত হইয়াছিল। হে তাত! একদা ইন্দ্রাদি দেবগণ

জয়বুদ্ধিভিঃ। তেষাং যে পুত্রপৌত্রাশ্চ পূর্ব্ববৈর-
মনুস্মরন ॥ ২ ॥ ক্রুদ্ধৈর্দ্দেবসমূহৈশ্চ দানবা নিহতা
রণে। তেষাং শিরাংসি সংগৃহ্য সর্ব্বে দেবাঃ
সবাসবাঃ ॥ ৩ ॥ নিক্ষিপ্য নর্ম্মদাতোয়ে বন্ধুভাব-
মনুস্মরন্। তত্র স্নাত্বা সুরাঃ সর্ব্বে স্থাপয়িত্বা
উমাপতিম্ ॥ ৪ ॥ ইন্দ্রেণ সহিতাঃ সর্ব্বেঽপূজয়ন্লোক-
সিদ্ধয়ে। হৃষ্টচিত্তাঃ সুরাঃ সর্ব্বে জগ্মুরাকাশমণ্ডলম্ ॥
৫ ॥ দানবানাং মহাভাগ সূদিতা কোটিরুত্তমা।
তদাপ্রভৃতি তত্তীর্থং করোটীতি মহীতলে ॥ ৬ ॥
বিখ্যাতং তু তদা লোকে পাপঘ্নং পাণ্ডুনন্দন।
অষ্টম্যাং চ চতুর্দ্দশ্যামুভৌ পক্ষৌ চ ভক্তিতঃ।
উপোষ্য শূলিনশ্চাগ্রে রাত্রৌ কুর্ব্বীত জাগরম্ ॥
৭ ॥ সৎকথাপাঠসংযুক্তো বেদাধ্যয়নসংযুতঃ।
প্রভাতে বিমলে প্রাপ্তে পূজয়েত্রিদশেশ্বরম্ ॥ ৮ ॥
পঞ্চামৃতেন সংস্নাপ্য শ্রীগন্ধেন চ গুণ্ঠয়েৎ। শস্তৈঃ
পল্লবপুষ্পৈশ্চ পূজয়েত্তু প্রযত্নতঃ ॥ ৯ ॥ বহুরূপং
জপন্মন্ত্রং দক্ষিণাশাং ব্যবস্থিতঃ। যথোক্তেন বিধা-
নেন নাভিমাত্রে জলে ক্ষিপেৎ ॥ ১০ ॥ তিলাঞ্জলিং
তু প্রেতায় দক্ষিণাশামুপস্থিতঃ। শ্রাদ্ধং তত্রৈব
বিপ্রায় কারয়েদ্বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ১১ ॥ বিষমৈরগ্র-
জাতৈশ্চ বেদাভ্যাসনতৎপরৈঃ। গোহিরণ্যেন সম্পূজ্য
তাম্বূলৈর্ভোজনৈস্তথা ॥ ১২ ॥ ভূষণৈঃ পাদুকাভিশ্চ
ব্রাহ্মণান্ পাণ্ডুনন্দন। ভবেৎ কোটিগুণং তস্য নাত্র
কার্য্যা বিচারণা ॥ ১৩ ॥ তস্মিংস্তীর্থে তু যঃ কশ্চি-
ত্ত্যজেদ্দেহং বিধানতঃ। তস্য ভবতি যৎপুণ্যং
তচ্ছৃণুষ্ব নরাধিপ ॥ ১৪ ॥ যাবদস্থীনি তিষ্ঠন্তি
মর্ত্ত্যস্য নর্ম্মদাজলে। তাবদ্বসতি ধর্ম্মাত্মা শিবলোকে
সুদুর্ল্লভে ॥ ১৫ ॥ ততঃ কালাচ্চ্যুতস্তস্মাদিহ মানু-
ষতাং গতঃ। কোটিধনপতিঃ শ্রীমান্ জায়তে রাজ-
পূজিতঃ ॥ ১৬ ॥ সর্ব্বধর্ম্মসমাযুক্তো মেধাবী জীব-
পুত্রকঃ। বিখ্যাতো বসুধাপৃষ্ঠে দীর্ঘায়ুর্মানবো
ভবেৎ ॥ ১৭ ॥ পুনঃ স্মরতি তত্তীর্থং তত্র গত্বা
নৃপোত্তম। করোটীশ্বরমভ্যর্চ্য প্রাপ্নোতি পরমাং

অবশ্যম্ভাবী জয়বুদ্ধিতে হৃষ্ট হইয়া পূর্ব্ববৈর অনুস্মরণ-
পূর্ব্বক দানবগণের সহিত সমর করেন;
সেই সময়ে রোষপরবশ সুরগণের করে স্ব স্ব
তনয়গণ সহ দানবেরা নিহত হয়। অনন্তর সবাসব
সুরগণ বন্ধুবুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া তাহাদের পর-
কালের কুশলকামনায় সেই সকল অসুরের
মস্তকনিচয় সংগ্রহপূর্ব্বক নর্ম্মদানীরে নিক্ষেপ
করিলেন। তদনন্তর অখিল লোকের সিদ্ধির জন্য
সকলেই নর্ম্মদানীরে অবগাহন, তদীয়তটে উমা-
পতির লিঙ্গ স্থাপন এবং সেই উমাপতিলিঙ্গের
পূজাপূর্ব্বক হৃষ্ট হইয়া বাসবের সহিত আকাশমণ্ডলে
প্রস্থান করিলেন। হে মহাভাগ! এই সময়ে
কোটি কোটি প্রধান প্রধান দানব নিসূদিত
হইয়াছিল। তদবধি এই স্থান মহীতলে করোটী
নামে বিখ্যাতি লাভ করিয়াছে। হে পাণ্ডুনন্দন!
ত্রিলোকে এই তীর্থ পাপঘ্ন বলিয়া বিখ্যাত।
শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী ও চতুর্দ্দশী তিথিতে
এই তীর্থে ভক্তিপূর্ব্বক উপবাস করিয়া শূলপাণির
সম্মুখে রজনী জাগরণ, সৎকথার আলোচনা ও
বেদাধ্যয়ন কর্ত্তব্য। অনন্তর বিমল প্রভাতকাল
উপস্থিত হইলে ত্রিদশপতির পূজা করিতে হয়।
এই পূজার প্রথমে পঞ্চামৃত দ্বারা ত্রিদশেশ্বরের
স্নান করাইয়া চন্দন দ্বারা তাঁহার শরীর লেপন ও
প্রশস্ত পুষ্প-পল্লব দ্বারা প্রযত্নপূর্ব্বক তাঁহার পূজা
করিবে। অনন্তর ত্রিদশেশ্বরের দক্ষিণদেশে অব-
স্থানপূর্ব্বক বহুরূপ মন্ত্র জপ করিবে। তারপর
নাভিমাত্রজলে দণ্ডায়মান হইয়া যমপুরবাসী প্রেত-
গণের উদ্দেশে যথাবিধি তিলাঞ্জলি দান করিবে।
বিজিতেন্দ্রিয় মানব দ্বিজগণের উদ্দেশে করোটী
তীর্থে শ্রাদ্ধ দান করিবে; এই শ্রাদ্ধে যুগ্ম দ্বিজ গ্রাহ্য
নহে। বেদাভ্যাসনিরত অযুগ্ম অযুগ্ম দ্বিজই শ্রাদ্ধ-
কার্য্যে নিযুক্ত করিবে। শ্রাদ্ধে নিযুক্ত দ্বিজগণকে
গো, হিরণ্য, তাম্বূল ও বিবিধ ভোজ্য বস্ত্র দ্বারা
পূজা করিয়া ভূষণ ও পাদুকানিচয় দান করিতে
হয়। হে পাণ্ডব! এইরূপ করিলে কোটিগুণ শ্রাদ্ধ-
ফল লাভ হইয়া থাকে, এ বিষয়ে সন্দেহ করা
কর্ত্তব্য নহে।১—১৩ যে ব্যক্তি বিধিবিধানে করোটী
তীর্থে তনুত্যাগ করে, হে নররাজ! তাহার পুণ্য-
ফল শ্রবণ কর। করোটী তীর্থে তনুত্যাগী
ধর্ম্মাত্মা মানবের অস্থি যাবৎকাল নর্ম্মদানীরে
বিদ্যমান থাকে, ততকাল তাহার শিবলোকে বাস
হয়। অনন্তর সে কালক্রমে শিবলোক হইতে
চ্যুত হইয়া মানুষ শরীর লাভ করে। এই নরদেহে
সে কোটি কোটি ধনের অধীশ্বর, শ্রীমান্, রাজ-
পূজিত, অখিল ধর্ম্মযুক্ত, মেধাবী, জীবৎপুত্রক ও
দীর্ঘায়ু হয় এবং ধরাতলের সর্ব্বত্রই তাহার খ্যাতি
প্রতিষ্ঠিত থাকে। হে নৃপোত্তম! এ জন্মেও তাহার
করোটীতীর্থ স্মৃতিপথে উদিত হইবে এবং সে

গতিম্ ॥ ২৮ ॥ ইন্দ্রচন্দ্রযমৈ রুদ্রৈরাদিত্যৈর্বসুভি-স্তথা। বিশ্বেদেবৈস্তথা সর্ব্বৈঃ স্থাপিতস্ত্রিদশেশ্বরঃ ॥ ১৯ ॥ রেবায়া উত্তরে কূলে লোকানাং হিতকাম্যয়া। মানবো ভক্তিসংযুক্তঃ প্রাসাদং কারয়েত্তু যঃ ॥ ২০ ॥ তস্মিংস্তীর্থে নরশ্রেষ্ঠ সদ্গতিং সমবাপ্নুয়াৎ। ন্যায়োপাত্তধনেনৈব দারুপাষাণকেষ্টকৈঃ ॥ ২১ ॥ ব্রাহ্মণৈঃ ক্ষত্রিয়ৈর্বৈশ্যৈঃ শূদ্রৈঃ স্ত্রীভিশ্চ শক্তিতঃ। তেঽপি যান্তি নরা লোকে শাঙ্করে সুরপূজিতে ॥ ২২ ॥ যঃ শৃণোতি সদা ভক্ত্যা মাহাত্ম্যং তীর্থজং নৃপ। তস্য পাপং প্রণশ্যেত ষণ্মাসাভ্যন্তরং চ যৎ ॥ ২৩ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে করোটীশ্বরতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং
নাম দ্বিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬২ ॥

ত্রিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। ততো গচ্ছেত্তু রাজেন্দ্র কুমারেশ্বরমুত্তমম্। প্রসিদ্ধং সর্ব্বতীর্থানামগস্ত্যেশ্বরসন্নিধৌ ॥ ১ ॥ ষণ্মুখেন পুরা তাত সর্ব্বপাতকনাশনম্। আরাধ্য পরয়া ভক্ত্যা সিদ্ধিঃ প্রাপ্তা নরাধিপ ॥ ২ ॥ দেবসৈন্যাধিপো জাতঃ সর্ব্বশত্রুনিবর্হণঃ। উগ্রতেজা মহাত্মাসৌ সঞ্জাতস্তীর্থসেবনাৎ ॥ ৩ ॥ তদাপ্রভৃতি তত্তীর্থং সঞ্জাতং নর্ম্মদাতটে। তত্র তীর্থে তু যো গত্বা একচিত্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৫ ॥ কার্ত্তিকস্য চতুর্দ্দশ্যামষ্টম্যাং চ বিশেষতঃ। স্নাপয়েদ্-গিরিজানাথং দধিদুগ্ধেন সর্পিষা ॥ ৫ ॥ গীতং তত্র প্রকর্ত্তব্যং পিণ্ডদানং যথাবিধি। ব্রাহ্মণৈঃ শ্রোত্রিয়ৈঃ পার্থ ষট্কর্ম্মনিরতৈঃ শুভৈঃ ॥ ৬ ॥ যৎকিঞ্চিদ্দীয়তে তত্র অক্ষয়ং পাণ্ডুনন্দন। সর্ব্বতীর্থময়ং তীর্থং নির্ম্মিতং শিখিনা নৃপ ॥ ৭ ॥ এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং কুমারেশ্বরজং ফলম্। কুমারদর্শনাৎ পুণ্যং প্রাপ্যতে পাণ্ডুনন্দন ॥ ৮ ॥ মৃতঃ স্বর্গমবাপ্নোতি সত্যমীশ্বরভাষিতম্ ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে কুমারেশ্বরতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং
নাম ত্রিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৩ ॥

করোটীতীর্থের পূজাফলে পরম গতি লাভ করিবে। লোকহিতের জন্য ইন্দ্র, চন্দ্র, যম, রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, অষ্টবসু ও বিশ্বদেব ইহারা রেবার উত্তরকূলে ত্রিদশেশ্বরের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। হে নরবর! যে নর ভক্তিযুক্ত হইয়া এই করোটী তীর্থে প্রাসাদ নিম্মাণ করে, তাহার উত্তমগতি লাভ হয়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এমন কি স্ত্রী শূদ্রগণও যদি যথাশক্তি ন্যায়োপার্জ্জিত ধন দ্বারা এই তীর্থে দারু, পাষাণ কিংবা ইষ্টকময় প্রাসাদ নিম্মাণ করে, তবে তাহাদেরও সুরপূজিত শঙ্করলোকে গতি হয়। হে নৃপ! যে মানব সতত ভক্তিপূর্ব্বক করোটীতীর্থের মাহাত্ম্য শ্রবণ করে, ষণ্মাসাভ্যন্তরে সে নিষ্পাপ হয়। ১৪—২৩।

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬২ ॥

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে রাজসত্তম! অনন্তর কুমারেশ্বর তীর্থে গমন করিবে। এই কুমারেশ্বর অগস্ত্যেশসমীপে বিদ্যমান এবং এই তীর্থ অখিল তীর্থমধ্যে সমধিক প্রসিদ্ধ। হে তাত! ষড়ানন পুরাকালে পরম ভক্তিসহকারে এই সর্ব্বপাতকনাশন কুমারেশ তীর্থে তপস্যা করিয়া অনুত্তম সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। হে নররাজ! মহাত্মা ষড়ানন এই তীর্থের সেবা করিয়া সুরগণের সৈনাপত্য লাভ করেন এবং তিনি এই তীর্থ-প্রভাবেই সর্ব্বশত্রুনিসূদন ও উগ্রতেজা হইয়াছিলেন। ষড়াননের তপস্যার পর হইতেই নর্ম্মদাতটে এই কুমারেশ তীর্থের আবিষ্কার হয়। যে একচিত্ত জিতেন্দ্রিয় মানব কুমারেশ তীর্থে গমন করিয়া কার্ত্তিকমাসের চতুর্দ্দশীতে বিশেষতঃ অষ্টমীদিনে দধি দুগ্ধ ও ঘৃত দ্বারা গিরিজাকুমার কার্ত্তিকেয়কে স্নান করায়, দেবসেনাপতি তাহার প্রতি প্রীত হন। হে পার্থ! ষট্কর্ম্মনিরত শোভন বেদজ্ঞ দ্বিজগণের এই কুমারেশ তীর্থে গীত ও যথাবিধি পিণ্ডদান কর্ত্তব্য। হে পাণ্ডব! এই তীর্থে যাহা কিছু দান করা যায়, তৎসমস্ত অক্ষয় হইয়া থাকে। হে নৃপ! ময়ূরবাহন ষড়ানন এই তীর্থ নিম্মাণ করেন। ইহা সর্ব্বতীর্থময়। এই আমি তোমার নিকট কুমারেশতীর্থের অখিল ফল বর্ণন করিলাম। হে পাণ্ডব! কুমারেশ্বরদর্শনে পুণ্যলাভ হয়। কুমারেশ্বর-দর্শন করিয়া দেহত্যাগ করিলে মানবের স্বর্গলাভ হইয়া থাকে। ইহা ঈশ্বরকথিত; অতএব সত্য, সংশয় নাই। ১—৯

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৩ ॥

চতুঃষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। ততো গচ্ছেত্তু রাজেন্দ্র তীর্থং পরমশোভনম্। নারাণাং পাপনাশায় অগস্ত্যেশ্বরমুত্তমম্॥ ১॥ তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্ মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যয়া। কার্ত্তিকস্য তু মাসস্য কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দ্দশী॥ ২॥ ঘৃতেন স্নাপয়েদ্দেবং সমাধিস্থো জিতেন্দ্রিয়ঃ। একবিংশতিকুলোপেতো ন চ্যবেদৈশ্বরাৎ পদাৎ॥ ৩॥ ধনং চোপানহৌ ছত্রং দদ্যাচ্চ ঘৃতকম্বলম্। ভোজনং চৈব সর্ব্বেষাং সর্ব্বং কোটিগুণং ভবেৎ॥ ৪

ইতি শ্রীস্কান্দেঽগস্ত্যেশ্বরতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম চতুঃষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৬৪॥

পঞ্চষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। ততো গচ্ছেত্তু রাজেন্দ্র আনন্দেশ্বরমুত্তমম্। রুদ্রস্য পরমানন্দো যত্র জাতো যুধিষ্ঠির। তত্তীর্থং কথয়িষ্যামি সর্ব্বপাপক্ষয়ঙ্করম্॥ ১॥ যুধিষ্ঠির উবাচ। আনন্দশ্চৈব সঞ্জাতো রুদ্রস্য দ্বিজসত্তম। কথয়স্ব মে চ তৎসর্ব্বং সঙ্ক্ষেপাৎ সহ বান্ধবৈঃ॥ ২॥ শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। কথয়ামি নৃপশ্রেষ্ঠ আনন্দেশ্বরমুত্তমম্। দানবানাং বধং কৃত্বা দেবদেবো মহেশ্বরঃ॥ ৩॥ পূজিতো দৈবতৈঃ সর্ব্বৈঃ কিন্নরৈর্যক্ষপন্নগৈঃ। আনন্দসংযুতো দেবো ননর্ত্ত বৃষবাহনঃ॥ ৪॥ ভৈরবং রূপমাস্থায় গৌর্য্যা চার্দ্ধাঙ্গসংস্থিতঃ। ভূতবেতালকঙ্কালৈর্ভৈরবৈর্ভৈরবৈর্বৃতঃ॥ ৫॥ ননর্ত্ত নর্ম্মদাতীরে দক্ষিণে পাণ্ডুনন্দন। তুষ্টৈর্ম্মরুদ্গণৈঃ সর্ব্বৈঃ স্থাপিতঃ কমলাসনঃ॥ ৬॥ তদাপ্রভৃতি তত্তীর্থমানন্দেশ্বরমুচ্যতে। অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দ্দশ্যাং পৌর্ণমাস্যাং নরাধিপ॥ ৭॥ বিধিবচ্চার্চ্চয়েদ্দেবং সুগন্ধেন বিলেপয়েৎ। ব্রাহ্মণান্ পূজয়েত্তত্র যথাশক্ত্যা যুধিষ্ঠির॥ ৮॥ গোদানং তত্র কর্ত্তব্যং বস্ত্রদানং শুভাবহম্। বসন্তস্য ত্রয়োদশ্যাং শ্রাদ্ধং তত্রৈব কারয়েৎ॥ ৯॥ ইঙ্গুদৈর্ব্বদরৈর্ব্বিল্বৈরক্ষতৈশ্চ জলেন বা। প্রেতানাং কারয়েচ্ছ্রাদ্ধমানন্দেশ্বর উত্তমে॥১ ॥

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে রাজেন্দ্র! অনন্তর পরম শোভন অগস্ত্যেশ-তীর্থে গমন করিবে, এই অগস্ত্যেশ্বর নরগণের পাপ নাশ করিয়া থাকেন। হে রাজন্! নর এই অগস্ত্যেশ্বর তীর্থে স্নান করিয়া ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে মুক্ত হয়। সমাধিস্থ জিতেন্দ্রিয় মানব কার্ত্তিকমাসের কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশীতিথিতে ঘৃতদ্বারা অগস্ত্যেশের স্নান করাইলে একবিংশতি কুলসহ মুক্ত হয়, কদাচ ঈশ্বরপদ হইতে বিচ্যুত হয় না। এই তীর্থে ধন, পাদুকা, ছত্র, ঘৃত-কম্বল ও ভোজ্যদান করিলে কোটিগুণ ফললাভ হয়। ১—৪।

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত॥৬৪॥

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে রাজেন্দ্র! অনন্তর অনুত্তম আনন্দেশ্বর তীর্থে গমন করিবে। হে যুধিষ্ঠির! যে স্থানে রুদ্রদেবের পরম আনন্দ জন্মিয়াছিল, এক্ষণে সেই সর্ব্বপাপক্ষয়কর আনন্দেশ্বর তীর্থ কীর্ত্তন করিতেছি। যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে দ্বিজসত্তম! এই স্থানে রুদ্রদেবের কিরূপ আনন্দ জন্মিয়াছিল, আপনি সংক্ষেপে আমার নিকট সৎসমস্ত বর্ণন করুন। আমি বান্ধবগণের সহিত শ্রবণ করিব। মার্কণ্ডেয় উত্তর করিলেন,—হে নৃপসত্তম! উত্তম আনন্দেশ্বর তীর্থ কীর্ত্তন করিতেছি, দেবদেব মহেশ্বর দানবগণের বধসাধন করিয়া অখিল দেব, কিন্নর, যক্ষ, ও পন্নগগণ কর্ত্তৃক পূজিত হন। অনন্তর বৃষবাহন মহেশ্বর ভৈরবরূপ ধারণপূর্ব্বক গৌরীর অর্দ্ধাঙ্গে অবস্থিত হইয়া আনন্দ-হকারে নৃত্য করেন। হে পাণ্ডব! ভৈরব—ভীষণ ভূত-বেতাল-কঙ্কালে পরিবৃত হইয়া নর্ম্মদার দক্ষিণ কূলে নৃত্য করিতে থাকিলে মরুদ্গণ হৃষ্ট হইয়া কমলাসন মহেশকে তথায় স্থাপিত করিয়াছিলেন। ১-৬। তদবধি এই তীর্থ আনন্দেশ্বর নামে কথিত হইয়াছে। হে নররাজ! অষ্টমী, চতুর্দ্দশী ও পূর্ণিমায় আনন্দেশ্বর তীর্থে যথাবিধি দেবদেবের অর্চ্চনা, সুগন্ধ দ্বারা তাঁহার শরীর বিলেপন এবং যথাশক্তি দ্বিজগণের পূজা কর্ত্তব্য। হে যুধিষ্ঠির! উত্তম আনন্দেশ্বর তীর্থে শুভাবহ বস্ত্র ও গোদান এবং ইঙ্গুদ, বদরী, বিল্ব ও অক্ষত কিংবা জল দ্বারা বসন্তত্রয়োদশীতে যথাবিধি শ্রাদ্ধ করিতে হয়! হে ভারত! এই স্থানে প্রেতগণের শ্রাদ্ধ করিলে

আনন্দিতা ভবেয়ুস্তে যাবদাভূতসম্প্লবম্। তস্তুতেৰ্নৈ ন বিচ্ছেদঃ সপ্তজন্মসু জায়তে। আনন্দো হি ভবেত্তেষাং প্রতিজন্মনি ভারত ॥ ১১ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে আনন্দেশ্বরতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম পঞ্চষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

ষটষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। ততো গচ্ছেত্তু রাজেন্দ্র মাতৃতীর্থমনুত্তমম্। সঙ্গমস্থ সমীপস্থং নৰ্ম্মদা-দক্ষিণে তটে ॥ ১ ॥ মাতরস্তত্র রাজেন্দ্র সঞ্জাতা নৰ্ম্মদাতটে। উমার্দ্ধনারির্দ্দেবেশো ব্যালযজ্ঞো-পবীতধৃক্ ॥২॥ উবাচ যোগিনীবৃন্দং কষ্টকষ্টমহো হর। অজেয়াঃ সৰ্ব্বদেবানাং ত্বৎপ্রসাদান্মহেশ্বর ॥৩॥ তীর্থ-মত্র বিধানেন প্রখ্যাতং বসুধাতলে। এবং ভবতু যোগিন্য ইত্যুক্তান্তরধাচ্ছিবঃ ॥ ৪ ॥ শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। তত্র তীর্থে তু যো ভক্ত্যা নবম্যাং নিয়তঃ শুচিঃ। উপোষ্য পরয়া ভক্ত্যা পূজয়েন্মাতৃগোচরম্ ॥ ৫ ॥ তস্য স্যুর্মাতরঃ প্রীতাঃ প্রীতোঽহং বৃষবাহনঃ। বন্ধ্যায়া মৃতবৎসায়া অপুত্রায়া যুধিষ্ঠির ॥ ৬ ॥ স্নাপনং চারভেত্তত্র মন্ত্রশাস্ত্রবিদুত্তমঃ। সহিরণ্যেন কুম্ভেন পঞ্চরত্নফলান্বিতঃ ॥ ৭ ॥ স্নাপয়েৎ পুত্রকামায়াঃ কাংস্যপাত্রেণ দেশিকঃ। পুত্রং সা লভতে নারী বীর্য্যবন্তং গুণান্বিতম্ ॥ ৮ ॥ যো যং কাম-মভিধ্যায়েত্ততঃ স লভতে নৃপ। মাতৃতীর্থাৎ পরং তীর্থং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে মাতৃতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ষটষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৬ ॥

সপ্তষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। তস্যৈবানন্তরং তাত জল-মধ্যে ব্যবস্থিতম্। লুঙ্কেশ্বরমিতি খ্যাতং সুরাসুরনমস্কৃতম্ ॥ ১ । ইদং তীর্থং মহাপুণ্যং নানাশ্চর্য্যং মহীতলে। অস্য তীর্থস্য মাহাত্ম্য-মুৎপত্তিং শৃণু ভারত ॥ ২ ॥ আসীৎ পুরা মহাবীর্য্যো দানবো বলদর্পিতঃ। কালপৃষ্ঠ ইতি খ্যাতঃ সুতো

কল্পকাল পর্য্যন্ত প্রেতগণ তৃপ্ত থাকেন, সপ্তজন্মেও শ্রাদ্ধদাতার সন্ততিবিচ্ছেদ হয় না এবং প্রতি জন্মেই তাহার আনন্দ জন্মিয়া থাকে। ৭—১১।

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৫ ॥

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে রাজেন্দ্র! অনন্তর অনুত্তম মাতৃতীর্থে গমন করিবে। এই মাতৃতীর্থ নৰ্ম্মদার দক্ষিণতটে সঙ্গমতীর্থের সমীপে বিদ্যমান। হে রাজসত্তম! এই স্থানে মাতৃকাগণ প্রাদুর্ভূত হইলে উমার্দ্ধশরীর নাগযজ্ঞোপবীতধারী দেব-দেব হর যোগিনীবৃন্দকে কহিলেন,—অহো! তোমরা সৰ্ব্বপ্রাণীর দুঃখহরণ কর। তাঁহারা উত্তর করিলেন,—হে মহেশ্বর! আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন। আপনার প্রসাদে আমরা যেন অজেয় হই এবং এই তীর্থও যথাবিধি ধরাতলে প্রশস্ত হউক। অনন্তর শিব তাঁহাদিগকে সম্বোধন-পূর্ব্বক কহিলেন,—হে যোগিনীগণ! তাহাই হউক। অনন্তর হর যোগিনীগণকে এইরূপ কহিয়া অন্তর্ধান করিলেন। মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—যে নিয়ত শুচি মানব নবমীতিথিতে ভক্তিপূর্ব্বক এই তীর্থে উপ-বাস করিয়া পরম ভক্তিসহকারে শঙ্করের পূজা করে, মাতৃগণ ও বৃষবাহন তাহার প্রতি প্রীত হন। হে যুধিষ্ঠির! পুত্রকামা বন্ধ্যা, মৃতবৎসা ও অপুত্রা নারীর মন্ত্রশাস্ত্রজ্ঞ শ্রেষ্ঠ যাজক দ্বিজ, পুত্র লাভার্থ পঞ্চরত্ন ফল ও হিরণ্যসমন্বিত কাংস্যকুম্ভ দ্বারা শঙ্করের স্নান করাইবেন। এইরূপ করিলে নারী বীর্য্যবান্ গুণান্বিত তনয় লাভ করে। হে নৃপ! যাহার যেরূপ কামনা, এই তীর্থে তাহাই লাভ হয়। অধিক কি, মাতৃতীর্থ হইতে অন্য কোন শ্রেষ্ঠ তীর্থ হয়ও নাই, হইবেও না। ১—৯।

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৬

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে তাত! এই মহা-তীর্থে সুরাসুরনমস্কৃত বিখ্যাত লুঙ্কেশ্বর তীর্থ বিদ্যমান। এই লুঙ্কেশ্বর জলমধ্যে প্রতিষ্ঠিত জানিবে। মহীতলে নানাশ্চর্য্যময় এই লুঙ্কেশ্বর অতি পবিত্র। হে ভারত! এক্ষণে এই লুঙ্কে-শ্বরের উৎপত্তি ও মাহাত্ম্য শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে

ব্রহ্মসুতস্য চ॥৩॥ গঙ্গাতটং সমাশ্রিত্য চচার বিপুলং তপঃ। অধোমুখোঽপি সংস্থিত্বাপিবদ্ধূমমহর্নিশম্॥৪॥ ততশ্চানন্তরং দেবস্তিষ্ঠতে হ্যময়া সহ। দৃষ্ট্বা তং পার্ব্বতী সা তু তপস্যুগ্রে ব্যবস্থিতম্॥৫॥ পশ্য পশ্য মহাদেব ধূমাশী তিষ্ঠতে নরঃ। প্রসীদ তং কুরুষাদ্য দেহি শীঘ্রং বরং বিভো॥৬॥ ঈশ্বর উবাচ। যত্ত্বক্তং বচনং দেবি ন তন্মে রোচতে প্রিয়ে। স্বকার্য্যঞ্চ সদা চিন্ত্যং পরকার্য্যং বিসর্জ্জয়েৎ॥৭॥ মূর্খস্ত্রীবালশত্রূণাং যশ্ছন্দেনানুবর্ত্ততে। ব্যসনে পততে ঘোরে সত্যমেতদুদীরিতম্॥৮॥ দেব্যুবাচ। ভার্য্যয়াভ্যর্থিতো ভর্ত্তা কারণং বহু ভাষতে। লঘুত্বং যাতি সা নারী এবং শাস্ত্রেষু পঠ্যতে॥৯॥ প্রাণত্যাগং করিষ্যামি যদি মাং ত্বং ন মন্যসে। পার্ব্বত্যা প্রেরিতো দেবো গতোঽহসৌ দানবং প্রতি॥১০॥ ঈশ্বর উবাচ। কিমর্থং পিবসে ধূমং কিমর্থং তপ্যসে তপঃ। কিং দুঃখং কিং নু সন্তাপো বদ কার্য্যমভীপ্সিতম্॥১১॥ যুবা ত্বং দৃশ্যসেঽদ্যাপি বর্ষবিংশতিরেব চ। তপশ্চক্ষু হি মে সর্ব্বং তপসঃ কারণং মহৎ॥১২॥ দানব উবাচ। অচলা দীয়তাং ভক্তির্মম স্থৈর্য্যং তবোপরি। অপরং বর্ষসাহস্রং নির্বিঘ্নং মে গতং বিভো॥১৩॥ দিবসানাং সহস্রে দ্বে পূর্ণে ত্বত্তপসা মম॥১৪॥ ঈশ্বর উবাচ। যাচয়াভীপ্সিতং কার্য্যং তুষ্টোঽহং তব সুব্রত। দেবস্য বচনং শ্রুত্বা চিন্তয়ামাস দানবঃ॥১৫॥ কিং নাকং যাচয়াম্যদ্য কিমদ্য সকলাং মহীম্। এবং স চিন্তয়ামাস কামবাণেন পীড়িতঃ॥১৬॥ দানব উবাচ। যদি তুষ্টোঽসি মে দেব বরং দাস্যসি মে প্রভো। সংগ্রামেষ্বস্তু ন তুষ্টোঽহং বলং নাস্তীতি কিঞ্চন॥১৭॥ যস্য মূর্দ্ধ্নস্ত্বহং দেব পাণিনা সমুপস্পৃশে। দেবদানবগন্ধর্ব্বো ভস্মসাদ্যাতু তৎক্ষণাৎ॥১৮॥ ঈশ্বর উবাচ। যত্ত্বয়া চিন্তিতং

কালপৃষ্ঠ নামে এক বলদর্পিত মহাবীর্য্য বিখ্যাত দানব ছিল। দানব ব্রহ্মনন্দন কশ্যপের তনয়। কালপৃষ্ঠ গঙ্গাতীর আশ্রয় করিয়া বিপুল তপস্যা করিয়াছিল। সে অধোমুখ অবস্থানপূর্ব্বক অহর্নিশ ধূমপান করিত। ইত্যবসরে শঙ্কর উমার সহিত সেই স্থানে উপনীত হন। পার্ব্বতী দানবকে উগ্রতপস্যায় প্রবৃত্ত দেখিয়া শঙ্করকে কহিলেন,—হে মহাদেব! দেখুন, জনৈক নর ধূমপান করিয়া তপস্যা করিতেছে; হে বিভো! আপনি প্রসন্ন হইয়া অদ্যই ইহাকে সত্বর বর দান করুন। ঈশ্বর উত্তর করিলেন,—দেবি! তুমি যাহা বলিতেছ, ইহা আমার রুচিকর নহে। হে প্রিয়ে! পরকার্য্য বিসর্জ্জন দিয়া সকলেরই নিজকার্য্য চিন্তা করা কর্ত্তব্য। দেখ, ইহা সত্যই কথিত হইয়া থাকে যে, যে ব্যক্তি মূর্খ, নারী ও বালকের মতানুসারে কার্য্য করে, তাহার ঘোর বিপদ্ উপস্থিত হইয়া থাকে। দেবী বলিলেন,—শাস্ত্রে ইহাও পাঠ করিয়াছি যে, পত্নীর প্রার্থিত বিষয়ে স্বামী যদি বহু হেতুবাদের অবতারণা করেন, তবে তাহাতেও পত্নীর লঘুতা ব্যক্ত হইয়া থাকে। আপনি অদ্য যদি আমার বাক্যের অনুমোদন না করেন, তবে আমি প্রাণ পরিত্যাগ করিব। অনন্তর দেব শঙ্কর পার্ব্বতীর প্রেরণায় দানবের নিকট উপনীত হইলেন। ঈশ্বর বলিলেন,—তুমি কি জন্য ধূমপান করিতেছ আর তোমার তপস্যার উদ্দেশ্যই বা কি? তোমার যদি কোন দুঃখ কিংবা সন্তাপ উপস্থিত হইয়া থাকে, তবে তোমার অভীষ্ট প্রকাশ কর। দেখিতেছি—তুমি অদ্যাপি যুবা, বয়সও তোমার বিংশতি, অতএব তোমার মহাতপস্যার কারণ নিশ্চয় কীর্ত্তন কর।১—১২। দানব উত্তর করিল,—হে বিভো! আপনি আমাকে অচলা ভক্তি প্রদান করুন, আপনার উপর যেন আমার ভক্তি চিরস্থির থাকে। আমাকে বিংশতি বর্ষের যুবা অবলোকন করিতেছেন বটে, কিন্তু আমি আপনার তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়া দৈব দুই সহস্র বৎসর অতিবাহিত করিয়াছি। তন্মধ্যে আমার সহস্রবর্ষ নির্বিঘ্নেই অতিবাহিত হইয়াছে। ঈশ্বর কহিলেন,—হে সুব্রত! আমি তোমার প্রতি প্রীত হইয়াছি, এক্ষণে তোমার অভীষ্ট প্রার্থনা কর। অনন্তর দানব দেবদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া চিন্তা করিল—অদ্য স্বর্গই প্রার্থনা করি কিংবা সমগ্র মহীতলই যাচ্ঞা করি? দানব এইরূপ চিন্তায় প্রবৃত্ত হইলে সে কামবাণে পীড়িত হইল। দানব বলিল,—আমার কিছুই বল নাই, অতএব সমরে সন্তোষলাভ আমার পক্ষে অসম্ভব। হে দেব! যদি আপনি আমার প্রতি প্রীত হইয়া থাকেন এবং হে প্রভো! যদি আপনি আমাকে বর দান করেন, তবে ইহাই করুন যেন আমি যাহার মস্তকে হস্ত বিন্যস্ত করিব, হে দেব! সে, দেব হউক কিংবা দানব বা গন্ধর্ব্বই

কিঞ্চিত্ত্বৎসর্ব্বং সফলং ভব। উত্তিষ্ঠ গচ্ছ শীঘ্রং ত্বং ভবনং প্রতি দানব॥ ১৯॥ দানব উবাচ। স্থীয়তাং দেবদেবেশ যাবজ্জ্ঞাস্যামি তে বরম্। যুষ্মন্মূর্দ্ধ্নি স্থসে পাণিং প্রত্যয়ো মে ভবেদ্‌যথা॥ ২০॥ ততশ্চানন্তরং দেবশ্চিন্তয়ানো মহেশ্বরঃ। ন স্কন্দো ন হরির্ব্রহ্মা যঃ কার্য্যেষু ক্ষমোঽধুনা॥ ২১॥ জ্ঞাত্বা চৈবাপদং প্রাপ্তাং দেবঃ প্রার্থয়তে বৃষম্। অনেন সহ পাপেন যুধ্যস্ব সাম্প্রতং ক্ষণম্॥ ২২॥ করং প্রাসারয়দ্দৈত্যো দেবং মূর্দ্ধ্নি কিল স্পৃশেৎ। লাঙ্গুলেনাহতো দৈত্যো বিষণ্ণঃ পতিতো ভুবি॥২৩॥ দেবস্তু দক্ষিণামাশাং গতশ্চৈবোময়া সহ। ভয়ভীতো নিরীক্ষেত গ্রীবাং ভজ্য পুনঃপুনঃ॥ ২৪॥ গতে চাদর্শনং দেবে যুযুধে বৃষভেণ সঃ। তাবেতৌ বলিনাং শ্রেষ্ঠৌ যুযুধাতে মহাবলৌ॥ ২৫॥ প্রহারৈর্ব্বজ্রসদৃশৈঃ কোপেন ঘটিকাত্রয়ম্। পাণিভ্যাং ন স্পৃশেদ্‌যো বৈ বৃষভস্য শিরস্তথা॥ ২৬॥ হত্বা লাঙ্গুলপাতেন আগতো বৃষভস্তদা। উত্থিতশ্চাপ্যসৌ দৈত্যো ব্রজতে বৃষপৃষ্ঠতঃ॥ ২৭॥ বায়ুবেগেন সম্প্রাপ্তো যত্র দেবো মহেশ্বরঃ। আগতং দানবং দৃষ্ট্বা বৃষো বচনমব্রবীৎ॥ ২৮॥ আরুহ্য পৃষ্ঠে মে দেব শীঘ্রমেব হি গম্যতাম্। আরুহ্য বৃষভং দেবো জগাম চোময়া সহ॥ ২৯॥ নাকং প্রাপ্তস্ততো দেবো গতঃ শক্রস্য মন্দিরম্। নাত্যজদ্দেবপৃষ্ঠং তু দানবো বলদর্পিতঃ॥ ৩০॥ ইন্দ্রলোকং পরিত্যজ্য ব্রহ্মলোকং গতস্তদা। যত্রযত্র ব্রজেদ্দেবো ভয়াৎ সহ দিবৌকসৈঃ॥ ৩১॥ অপশ্যত্তত্র তত্রৈব পৃষ্ঠে লগ্নং তু দানবম্। সর্ব্বাঁল্লোকান্ ভ্রমিত্বা তু দেবো বিস্ময়মাগতঃ॥ ৩২॥ ন স্থানং বিদ্যতে কিঞ্চিদ্‌যত্র বিশ্রম্যতে ক্ষণম্। দেবদানবয়োস্তত্র যুদ্ধং জ্ঞাত্বা সুদারুণম্॥ ৩৩॥ হর্ষিতাত্মা মুনিস্তত্র চিরং নৃত্যতি নারদঃ। ধন্যোঽহমদ্য মে জন্ম জীবিতং চ

ব্বই হউক, তৎক্ষণাৎ ভস্মসাৎ হইবে। ঈশ্বর উত্তর করিলেন,—হে দানব! তুমি মনে মনে যাহা চিন্তা করিয়াছ, তোমার সে সকল সফল হইবে। এক্ষণে গাত্রোত্থান করিয়া সত্বর নিজ-ভবনে গমন কর। দানব বলিল,—হে দেব-দেবেশ! আমি যতক্ষণ আপনার প্রদত্ত বর পরীক্ষা করি, ততক্ষণ এই স্থানে অবস্থান করুন। আপনার মস্তকে হস্ত বিন্যস্ত করিলেই ইহা প্রত্যক্ষ হইবে। অনন্তর মহেশ চিন্তিত হইলেন, ভাবিলেন,—স্কন্দ, হরি কিংবা ব্রহ্মাও ইহার প্রতীকারে সমর্থ নহেন। দেবদেব তাৎকালিক আপদের বিষয় ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বৃষকে স্মরণ করিলেন এবং সেই দানবের সহিত যুদ্ধার্থ তাহাকে আদেশ দিলেন। তখন অসুর কর প্রসারণপূর্ব্বক মহাদেবের মস্তকে হস্ত প্রদান করিতে উদ্যত হইল। ইত্যবসরে বৃষ লাঙ্গুল দ্বারা দানবকে দৃঢ় আহত করিয়া ভূতলে পাতিত করিল। দেব শঙ্করও তখন উমার সহিত দক্ষিণদিকে গমন করিলেন। ভব চলিয়া গেলেন বটে, কিন্তু তিনি ভয়ে ভীত হইয়া গ্রীবাভঙ্গী দ্বারা পশ্চাৎদিক পুনঃপুনঃ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে দেব অদর্শন হইলেন, এ দিকে দানব বৃষের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইল। উভয়েই বলিশ্রেষ্ঠ ও মহাবল। তখন সেই বলিদ্বয়ের যুদ্ধ চলিল। উভয়েই কোপভরে বজ্রবৎ দৃঢ় প্রহার করত ঘটিকাত্রয় সমর করিল। দানব তখন করদ্বয় দ্বারা বৃষভের শিরোদেশ স্পর্শ করিতে উদ্যত হইলে, বৃষভ লাঙ্গুলবিক্ষেপে তাহাকে আহত করিয়া শিবসমীপে প্রস্থান করিল। দানবও নিবৃত্ত হইল না, সেও বৃষের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিল। অনন্তর বৃষ দানবকে সমাগত অবলোকন করিয়া মহেশকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল,—দেব! সত্বর আমার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া উমার সহিত এস্থান হইতে গমন করুন। শিব তাহাই করিলেন। তিনি উমার সহিত বৃষের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া সত্বর সুরপুরে গমনপূর্ব্বক মহেন্দ্রভবনে উপনীত হইলেন। বলদর্পিত দানবও ত্রিপুরারির পশ্চাৎ ত্যাগ করিল না। ১৯—৩০। শঙ্কর তখন ইন্দ্রলোক পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মলোকে উপস্থিত হইলেন। এই ব্যাপার দর্শনে ভীত হইয়া ত্রিদিববাসিগণও রুদ্রের সহিত দৌড়াইতে লাগিলেন, রুদ্র দেবগণ সহ যে যে স্থানে পলায়ন করিতে লাগিলেন, দানবও রুদ্রের পৃষ্ঠলগ্নের ন্যায় সেই সেই স্থানে উপস্থিত হইতে লাগিল। শূলপাণি অখিল লোক ভ্রমণ করিয়া অতীব বিস্মিত হইলেন, তিনি ত্রিলোক মধ্যে এমন কোন স্থানই পাইলেন না যে, ক্ষণকাল বিশ্রাম করিতে পারেন। দেব-দানবের এই সুদারুণ সংঘর্ষদর্শনে দেবর্ষিনারদ পরম হৃষ্ট হইয়া অত্যন্ত নৃত্য করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন,—

সুজীবিতম্ ॥ ৩৪ ॥ মহান্তং চ কলিং দৃষ্ট্বা সন্তোষঃ পরমোঽভবৎ। দেবদানবয়োস্তত্র যুদ্ধং ত্যক্ত্বা চ নারদ ॥ ৩৫ ॥ আজগাম ততো বিপ্রো যত্র দেবো মহেশ্বরঃ। দৃষ্ট্বা দেবোঽথ তং বিপ্রং প্রতিপূজ্যাব্রবীদিদম্ ॥ ৩৬ ॥ ভো নারদ মুনিশ্রেষ্ঠ জানীষে কেশবং কচিৎ। গত্বা তত্র চ শীঘ্রং ত্বং কেশবায় নিবেদয় ॥ ৩৭ ॥ নারদ উবাচ। দেবদানবসিদ্ধানাং গন্ধর্ব্বোরগরক্ষসাম্। সর্ব্বেষামেব দেবেশো হরতে ধ্রুবমাপদম্ ॥ ৩৮ ॥ অসম্ভাব্যং ন বক্তব্যং মনসাপি ন চিন্তয়েৎ। ঈদৃশীং নৈব বুধ্যামি আপদং চ বিভো তব ॥ ৩৯ ॥ ঈশ্বর উবাচ। গচ্ছ নারদ শীঘ্রং ত্বং যত্র দেবো জনার্দ্দনঃ। বিদিতঞ্চ ত্বয়া সর্ব্বং যৎকৃতং দানবেন তু ॥ ৪০ ॥ অবধ্যো দানবো হ্যেষ সেন্দ্রৈরপি মরুদ্গণৈঃ। গত্বা তু কেশবং দেবং নিবেদয় মহামুনে ॥ ৪১ ॥ নারদ উবাচ। ন তু গচ্ছাম্যহং দেব সুপ্তঃ ক্ষীরোদধৌ সুখী। কেশবঃ প্রেষণে হ্যেষামাদেশো দীয়তাং প্রভো ॥ ৪২ ॥ মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা রাজানঞ্চ তথা প্রভুম্। গুরুং চৈবাদিতঃ কৃত্বা শয়ানং ন প্রবোধয়েৎ ॥ ৪৩ ॥ ঈশ্বর উবাচ। যদি কচিদ্‌গারেষু বহ্নিরুৎপদ্যতে মহান্। নিধনং যান্তি তত্রস্থা যদ্যুধ্যেরন্ন স্বয়ং ॥ ৪৪ ॥ নারদ উবাচ। শীঘ্রং গচ্ছ মহাদেব আত্মানং রক্ষ সুপ্রভো। গচ্ছাম্যহং ন সন্দেহো যত্র দেবো জনার্দ্দনঃ ॥ ৪৫ ॥ ততো নন্দিমহাকালৌ স্তম্ভহস্তৌ ভয়ানকৌ। জঘ্নতুর্দানবং তত্র মুদ্গরাদিভিরায়ুধৈঃ ॥ ৪৬ ॥ ত্রয়োঽপি চ মহাকায়াঃ সপ্ততালপ্রমাণকাঃ। ন শমো জায়তে তেষাং যুধ্যতাং চ পরস্পরম্ ॥ ৪৭ ॥ ততশ্চানন্তরং বিপ্রোঽগচ্ছত্তং কেশবং প্রতি। সুপ্তং ক্ষীরার্ণবেঽপশ্যচ্ছেষপর্য্যঙ্কসংস্থিতম্ ॥ ৪৮ ॥ লক্ষ্ম্যা পাদযুগং গৃহ্য উরূপরি নিবেশিতম্। অপ্সরোগীয়মানঞ্চ ভক্ত্যানম্য চ কেশবম্ ॥ ৪৯ ॥ অদ্য মে সফলং

অদ্য আমি ধন্য হইলাম, আজ আমার জীবন জন্ম ধন্য হইল; আজ আমি দেবদানবের মহাকলহ দর্শন করিয়া পরম সন্তোষ লাভ করিলাম। অনন্তর দ্বিজ নারদ দেবদানবের যুদ্ধদর্শনে বিরত হইয়া মহেশসমীপে উপনীত হইলেন, মহেশও দেবর্ষিকে দর্শন করিয়া তাঁহাকে পূজা করিয়া কহিলেন;—হে মুনীশ্বর নারদ! কৃষ্ণ কোথায় আছেন, আপনি তাহা জানেন কি? আপনি সত্বর কেশবসমীপে গমন করিয়া এই বৃত্তান্ত নিবেদন করুন। নারদ কহিলেন,—দেবেশ বিষ্ণু, দেব, দানব, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, উরগ, রাক্ষস সকলেরই বিপদ বিনাশ করেন সন্দেহ নাই; কিন্তু হে দেব! কৈ আপনার ত' এখন কোন বিপদই আমি বুঝিতে পারিতেছি না; হে বিভো! যাহা অসম্ভব, কদাচ তাহা বক্তব্য নহে, এমন কি মনে মনেও তাহা চিন্তা করা উচিত হয় না। ঈশ্বর উত্তর করিলেন,—সত্যই আমার বিপদ্ উপস্থিত হইয়াছে, হে নারদ! আপনি দেব জনার্দ্দনসমীপে গমন করিয়া সত্বর আমার এই বিপদের বার্ত্তা নিবেদন করুন। আপনি দানবের অখিল বিবরণ বিদিত আছেন, এই দানব সুরেন্দ্র ও মরুদ্গণেরও অবধ্য; হে মুনীশ্বর! কেশবের সমীপে গমন করিয়া সত্বর ইহা নিবেদন করুন। নারদ কহিলেন,—কেশব ক্ষীরসাগরে সুখে শয়ান রহিয়াছেন। হে দেব! আমি তথায় গমন করিব না, আপনার অন্য যে কেহ থাকে, তাহার প্রতি কেশবসন্নিধানে গমনের আদেশ প্রদান করুন, হে বিভো! অন্যের কথা কি কহিব, মাতাই হউন বা ভগিনী বা কন্যাই হউন কাহারও শয়ান রাজা, প্রভু কিংবা গুরুকে প্রবুদ্ধ করা কর্ত্তব্য নহে। ঈশ্বর উত্তর করিলেন,—আপনি যেরূপ বলিলেন, যদি ইহাই ঠিক হয়, তবে কখনও যদি ভীষণ অনলে গৃহদাহ হইতে থাকে, আর যদি সেই গৃহমধ্যে নিদ্রিত ব্যক্তিগণকে প্রবুদ্ধ করা না হয়, তবে ত, তত্রত্য জনগণের জীবন রক্ষা হয় না। ৩১—৪৪। নারদ কহিলেন,—হে প্রভুবর! আপনি যাহাই কেন না বলুন, আমি কেশবসমীপে গমন করিব না, আপনি স্বয়ং তথায় গমন করিয়া আত্মরক্ষা করুন। অনন্তর স্তম্ভের ন্যায় সুদীর্ঘ হস্তশালী ভীষণ নন্দী ও মহাকাল মুদ্গরাদি বিবিধ আয়ুধ দ্বারা দানবকে প্রহার করিতে লাগিল, দানবও মহাকায়, নন্দী মহাকাল ও দানব—সমরভূমে এই যুযুৎসুত্রয়কেই সপ্ততালপ্রমাণ পরিলক্ষিত হইল। তাহারা অক্লান্ত হইয়া পরস্পর যুদ্ধ করিতে লাগিল, কেহই শান্ত হইল না। ইত্যবসরে দেবর্ষি নারদ ক্ষীরোদশায়ী কেশবের সমীপে উপনীত হইলেন; দেখিলেন,—কেশব শেষপর্য্যঙ্কে সুপ্ত রহিয়াছেন। লক্ষ্মী তাঁহার পাদযুগল গ্রহণপূর্ব্বক স্বীয় বক্ষস্থলে ধারণ করিয়াছেন এবং অপ্সরোগণ সঙ্গীত করিতে করিতে ভক্তিভরে নতমস্তকে তাঁহার সমীপে বিদ্যমান রহিয়াছে। দেবর্ষি ক্ষীরোদশায়ী কেশবকে অবলোকন করিয়া কহি-

জন্ম জীবিতং চ সুজীবিতম্। উত্থাপয়স্ব দেবেশং লক্ষ্মি ত্বমবিশঙ্কিতা ॥ ৫০ ॥ নারদস্য বচঃ শ্রুত্বা পদাঙ্গুষ্ঠং ব্যমর্দ্দয়ৎ। নারদস্তিষ্ঠতে দ্বারি উত্তিষ্ঠ মধুসূদন ॥ ৫১ ॥ দেবোঽপি নারদং দৃষ্ট্বা পরং হর্ষমুপাগতঃ। স্বাগতং তু মুনিশ্রেষ্ঠ সুপ্রভাতাদ্য শর্ব্বরী ॥ ৫২ ॥ নারদ উবাচ। অদ্য মে সফলং দেব প্রভাতং তব দর্শনাৎ। কুশলঞ্চ ন দেবানাং শীঘ্রমুত্তিষ্ঠ গম্যতাম্ ॥ ৫৩ ॥ শ্রীবিষ্ণুরুবাচ। ব্রহ্মা চেন্দ্রশ্চ রুদ্রশ্চ যে চান্যে তু মরুদ্গণাঃ। আপদঃ কারণং যচ্চ তৎসমাখ্যাতুমর্হসি ॥ ৫৪ ॥ নারদ উবাচ। দানবেন মহাতীব্রং তপস্তপ্তং সুদারুণম্। রুদ্রেণ চ বরো দত্তো ভস্মত্বং মনসেপ্সিতম্ ॥ ৫৫ ॥ বরদানবলেনৈব স দেবং হন্তুমর্হতি। ঈদৃশং চেষ্টিতং জ্ঞাত্বা নীতো দেবোঽমরৈঃ সহ ॥ ৫৬ ॥ নারদস্য বচঃ শ্রুত্বা জগাম সমুনির্হরিঃ। দৃষ্ট্বা দেবস্তমীশানং গচ্ছন্তং দিশমুত্তরাম্ ॥ ৫৭ দৃষ্ট্বা দেবং চ রুদ্রোঽথ পরিষ্বজ্য পুনঃপুনঃ। নমস্কৃত্য জগন্নাথং দেবং চ মধুসূদনঃ ॥৫৮॥ বিষ্ণুরুবাচ। ভয়স্য কারণং দেব কথ্যতাং চ মহেশ্বর। দেবদানবযক্ষাণাং প্রেষয়েয়ং যমালয়ম্ ॥ ৮১ ॥ ললাটে চ কুতো ঘর্ম্মো যুষ্মাকং চ মহেশ্বর। ছিন্না শিরস্তথাঙ্গানি ইন্দ্রিয়াণি ন সংশয়ঃ ॥ ৬০ ॥ ঈশ্বর উবাচ। নাস্তি সৌখ্যং চ মূর্খেষু নাস্তি সৌখ্যং চ রোগিষু। পরাধীনেন সৌখ্যং তু স্ত্রীজিতে চ বিশেষতঃ ॥ ৬১ ॥ স্ত্রীজিতেন ময়া বিষ্ণো বরো দত্তস্তু দানবে। যস্য মূর্দ্ধি ন্যসেৎ পাণিং স ভবেদ্ভস্মপুঞ্জবৎ ॥৬২॥ অজেয়শ্চামরশ্চৈব ময়া হ্যক্তঃ স কেশবঃ। হন্তুমিচ্ছতি মাং পাপ উপায়স্তব বিদ্যতে ॥ ৬৩ ॥ বিষ্ণুরুবাচ। গচ্ছন্তু অমরাঃ সর্ব্বে যুষ্মাভিঃ সহ শঙ্কর। উপায়ং সর্জ্জয়াম্যদ্য বধার্থং দানবস্য চ ॥ ৬৪ ॥ রেবায়াশ্চ তটে তিষ্ঠ দেব ত্বমমরৈঃ সহ। কালক্ষেপো ন

লেন,—আজ আমার জন্ম জীবন ধন্য হইল, অদ্য আমার জীবন উত্তম বলিয়া মনে হইতেছে। অনন্তর তিনি রমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—হে লক্ষ্মি! অবিশঙ্কিতহৃদয়ে দেবেশ কেশবকে উত্থাপিত করুন। রমা নারদের বাক্য শ্রবণ করিয়া কেশবের পদাঙ্গুষ্ঠ ঈষৎ মর্দ্দিত করিলেন এবং কহিলেন,—হে মধুসূদন! নারদ দ্বারদেশে বিদ্যমান, গাত্রোত্থান করুন। দেব জনার্দ্দনও নারদকে দর্শন করিয়া পরম হৃষ্ট হইলেন; বলিলেন,—হে মুনীশ্বর! আপনার শুভাগমন ত, অদ্য আমার বিভাবরী সুপ্রভাতা। নারদ উত্তর করিলেন,—হে দেব! আপনার দর্শনে অদ্য আমার রজনী সুপ্রভাত জানিবেন; দেবগণের মহা অমঙ্গল উপস্থিত হইয়াছে। আপনি সত্বর গাত্রোত্থানপূর্ব্বক দেবগণসমীপে গমন করুন। বিষ্ণু বলিলেন,—কিজন্য ব্রহ্মা, ইন্দ্র, রুদ্র ও মরুদ্গণের আপদের কারণ উপস্থিত হইয়াছে? সে সকল আমার নিকট বর্ণন কর। নারদ উত্তর করিলেন,—জনৈক দানব সুদারুণ মহাতীব্র তপস্যা করিয়াছে। রুদ্রও তাহাকে বর দিয়াছেন যে, সে ইচ্ছা করিলেই তাহার যাহাকে অভিলাষ ভস্ম করিতে পারিবে! সম্প্রতি সেই অসুর শঙ্করকেই ভস্ম করিতে উদ্যত হইয়াছে। রুদ্রও দানবের এবংবিধ নির্ব্বন্ধ জানিয়া অমরগণসহ নানাস্থানে ভ্রমণ করিতেছেন। নারদের বাক্য শুনিয়া দেব জনার্দ্দন তাঁহারই সহিত রুদ্রসন্নিধানে গমন করিলেন; দেখিলেন,—রুদ্রদেব উত্তর দিকে দ্রুত গমন করিতেছেন। অনন্তর ত্রিপুরারি হরিকে দেখিয়া আলিঙ্গন ও পুনঃপুনঃ প্রণাম করিলেন। মধুসূদন হরিও হরকে প্রতিনমস্কার ও আলিঙ্গনাদি দ্বারা আপ্যায়িত করিলেন। বিষ্ণু বলিলেন,—হে ভব! ভয়ের কারণ কীর্ত্তন করুন, হে মহেশ্বর! দেব, দানব কিংবা যক্ষ যে কেহ আপনার অপকার করিয়া থাকুক না কেন, আমি তাহাদিগকে যমসদনে প্রেরণ করিব। হে মহেশ! আপনাদের ললাটে স্বেদ দেখা যাইতেছে কেন? নিঃসংশয় মনে হইতেছে—আপনাদের শির ও অন্যান্য অঙ্গ এবং ইন্দ্রিয়নিচয়-ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছে। ঈশ্বর উত্তর করিলেন,—যাহারা মূর্খ, তাহাদের সুখ নাই; যাহারা রোগী, তাহারাও সুখ লাভ করে না; পরাধীন বিশেষত নারাবশীভূত ব্যক্তি কদাচ সুখী হয় না। হে বিষ্ণো! আমি পত্নীর বশীভূত হইয়া দানবকে বরদান করিয়াছি যে, এই দানব যাহার মস্তকে হস্ত বিন্যস্ত করিবে, সে তখনই ভস্মরাশিতে পরিণত হইবে। হে কেশব! আমি তাহাকে অজেয় অমর করিয়াছি, এক্ষণে সেই পাপমতি কিনা আমাকেই নিহত করিতে উদ্যত হইয়াছে। হে রমাপতে! একমাত্র আপনারই হস্তে ইহার প্রতিকার-উপায় বিদ্যমান।৪৫—৬৩। বিষ্ণু বলিলেন,—হে শঙ্কর! অমরনিকর আপনার সহিত গমন করুন। আমি অদ্যই দানববধের উপায় উদ্ভাবন করিব। হে হর! আপনি অমরগণের সহিত রেবার তীরে বাস

কর্ত্তব্যো গম্যতাং ত্বরিতং প্রভো ॥ ৬৫ ॥ দক্ষিণা যত্র গঙ্গা চ রেবা চৈব মহানদী। যত্রযত্র চ দৃশ্যেত প্রাচী চৈব সরস্বতী ॥ ৬৬ ॥ তৎসমঞ্চ মহাতীর্থং ন মর্ত্ত্যে চৈব দৃশ্যতে। স্নানং যে তত্র কুর্ব্বন্তি দানং চৈব তু ভক্তিতঃ ॥ ৬৭ ॥ সপ্তজন্মকৃতং পাপং নশ্যতে নাত্র সংশয়ঃ। এতত্তীর্থং মহাপুণ্যং সর্ব্ব পাতকনাশনম্ ॥ ৬৮ ॥ গম্যতাং তত্র দেবেশ লুঙ্কেশং ত্বং সহামরৈঃ। বিষ্ণোস্তু বচনাদেব প্রবিষ্টো হ্রদমুত্তমম্ ॥ ৬৯ ॥ রতিং সুমহতীং চক্রে সহ তত্র মরুদ্গণৈঃ। ততশ্চানন্তরং দেবো মায়াং কৃত্বা হ্যনেকধা ॥ ৭০ ॥ বসন্তমাসং সংসৃজ্য উদ্যানবনশোভিতম্। অশোকৈর্ব্বকুলৈশ্চৈব ব্রহ্মবৃক্ষৈঃ সুশোভনৈঃ ॥ ৭১ ॥ শ্রীবৃক্ষৈশ্চ কপিত্থৈশ্চ শিরীষৈ রাজচম্পকৈঃ। শ্রীফলৈশ্চ তথা তালৈঃ কদম্বোডুম্বরৈস্তথা ॥ ৭২ ॥ অশ্বত্থাদিদ্রুমৈশ্চৈব নানাবৃক্ষৈরনেকশঃ। নানাপুষ্পৈঃ সুগন্ধাঢ্যৈর্ভ্রমরৈশ্চ নিনাদিতম্ ॥ ৭৩ ॥ তস্মিন্মধ্যে মহাবৃক্ষো ন্যগ্রোধশ্চ সুশোভনঃ। বহুপক্ষিসমাযুক্তঃ কোকিলারাবনাদিতঃ ॥ ৭৪ ॥ কৃষ্ণেন চ কৃতং তস্মিন্ কন্যারূপঞ্চ তৎক্ষণাৎ। ন তস্যাঃ সদৃশী কন্যা ত্রৈলোক্যে সচরাচরে ॥ ৭৫ ॥ অন্যাশ্চ কন্যকাঃ সপ্ত সুরূপাঃ শুভলোচনাঃ। দিব্যরূপধরাঃ সর্ব্বা দিব্যাভরণভূষিতাঃ ॥ ৭৬ ॥ পুমাংসমভিকাঙ্ক্ষন্ত্যো যদ্যেকঃ কাময়েৎ স্ত্রিয়ঃ। মৌক্তিকৈ রত্নমাণিক্যৈর্ব্বৈদূর্য্যৈশ্চ সুশোভনৈঃ ॥ ৭৭ ॥ কামহারৈশ্চ বংশৈশ্চ বদ্ধো হিন্দোলকঃ কৃতঃ। আরূঢ়াশ্চ মহাকন্যা গায়ন্তে সুস্বরং তদা ॥ ৭৮ ॥ মারুতঃ শীতলো বাতি বনং স্পৃষ্ট্বা সুশোভনম্। বাতেন প্রেরিতো গন্ধো দানবো ঘ্রাণপীড়িতঃ ॥ ৭৯ ॥ ততঃ কুসুমগন্ধেন বিস্ময়ং পরমং গতঃ। আঘ্রায় চেদৃশং পুণ্যং ন দৃষ্টং ন শ্রুতং ময়া ॥ ৮০ ॥ বনে চিন্তয়তঃ কিঙ্কিঙ্কনিগীতং সুশোভনম্। গীতস্য চ ধ্বনিং শ্রুত্বা মোহিতো মায়য়া হরেঃ ॥ ৮১ ॥ ব্যাধস্যৈব মহাকূটে পতন্তি চ যথা মৃগাঃ। কালস্পৃষ্টস্তথা কৃষ্ণে পতিতশ্চ নরাধিপ ॥ ৮২ ॥ দৃষ্ট্বা কন্যাঞ্চ তাং

করুন; কালক্ষেপ করিবেন না, সত্বর গমন করুন! হে প্রভো! যে স্থানে দক্ষিণা গঙ্গা, মহানদী নর্ম্মদা এবং যে যে স্থানে প্রাচী সরস্বতী বিদ্যমান, মর্ত্ত্যে তাদৃশ মহাতীর্থ দৃষ্ট হয় না। যে মানব তথায় স্নান ও ভক্তিপূর্ব্বক দান করে, তাহার সপ্তজন্মকৃত পাপ বিনষ্ট হয়, সংশয় নাই। হে দেবেশ! ইহা এক সর্ব্বপাতকনাশন মহাপুণ্য তীর্থ। আপনি অমরগণ সহ এই লুঙ্কেশ তীর্থে গমন করুন। অনন্তর বিষ্ণুর আদেশে মহেশ সেই অনুত্তম হ্রদে প্রবেশ করিয়া অমরনিকর সহ মহতী রতি করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি বিবিধ মায়া উদ্ভাবন করিয়া বসন্তকাল সৃজন করিলেন। উদ্যানের বনমালা পরম শোভা ধারণ করিল; সুশোভন অশোক, বকুল, ব্রহ্মযষ্টি শ্রীবৃক্ষ, কপিত্থ শিরীষ, রাজচম্পক, শ্রীফল, তাল কদম্ব, উডুম্বর ও অশ্বত্থাদি তরুনিচয় কুসুমিত হইল এবং কুসুমসমূহের মনোহর সৌরভে ভ্রমরকুল আকুল হইয়া নিনাদ করিতে লাগিল। এই সকল উদ্যানপাদপের মধ্যে এক সুশোভন মহাতরু ন্যগ্রোধ বিদ্যমান ছিল। এই পাদপ বহু বিহঙ্গসমাকুল ও কোকিলগণের মধুর রবে মুখরিত। কৃষ্ণ তখন এক কন্যারূপ ধারণ করিলেন, চরাচর ত্রিলোকে তৎকালে তাদৃশী কন্যা আর দ্বিতীয় ছিল না। তখন মধুরিপুর মায়ায় অন্য আর সাতটী কন্যা প্রাদুর্ভূত হইল। ইহারাও সুরূপা সুলোচনা দিব্যরূপধারিণী ও দিব্যাভরণভূষিতা, তাহারা তখন কামিনী কামুক পুরুষেরই কামনা করিতে লাগিল। অনন্তর তাহারা মৌক্তিক মাণিক্য ও সুশোভন বৈদূর্য্য রত্ননিচয় দ্বারা এক দোলা নির্ম্মাণ করিয়া কামহার ও বংশ দ্বারা তাহা বদ্ধ করিল এবং সেই দোলায় আরোহণ করিয়া দোল খাইতে খাইতে সুস্বর সঙ্গীত করিতে লাগিল। তখন শীতল সমীরণ সুশোভনকুসুম সংস্পর্শে সৌরভশালী হইয়া বহিতে লাগিল, ক্রমে বায়ুদ্বারা পরিচালিত হইয়া সেই সুগন্ধ দানবের নাসাবিবরে প্রবেশ করিল। দানব কুসুমগন্ধে পীড়িত ও পরম বিস্মিত হইল; সে কুসুমের গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া ভাবিল,—কৈ আমি ত' ইতিপূর্ব্বে কখনও এরূপ গন্ধ আঘ্রাণ করি নাই বা এরূপ গন্ধ থাকিতে পারে, ইহাও শুনি নাই। অনন্তর অসুর উদ্যান মধ্যে ক্ষণকাল এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিল। ইত্যবসরে তাহার কর্ণকুহরে সেই সুমধুর গীতধ্বনি প্রবেশ করিল। হে নররাজ! অনন্তর মৃগগণ যেমন ব্যাধের কূটযন্ত্রে পতিত হয়, রমণীগণের মনোহর গীতধ্বনি শ্রবণেও দানব তদ্রূপ হরির মায়ায় মোহিত হইল। অসুর কালপৃষ্ঠ, কৃষ্ণের কূটমায়ায়

দৈত্যো মূর্চ্ছয়া পতিতো ভুবি। পতিতেন তু দৃষ্টৈকা কন্যা বটতলে স্থিতা॥ ৮৩॥ অন্যস্তু দৃষ্টা তু নারীণাং পুনঃ কামেন পীড়িতঃ। গৃহীত্বা হেমদণ্ডং তু তাং পাতয়িতুমিচ্ছতি॥ ৮৪॥ কন্যোবাচ। মা মামুম্পর্শয় ত্বং হি কুমার্য্যহং কুলোত্তম। ভো মুঞ্চ মুঞ্চ মাং শীঘ্রং যাবদ্গচ্ছাম্যহং গৃহম্॥ ৮৫॥ দানব উবাচ। অহং বিবাহমিচ্ছামি ত্বয়া সহ সুশোভনে। ভূপৃষ্ঠে সকলে রাজ্ঞী ভবস্যেবং ন সংশয়ঃ॥ ৮৬॥ কন্যোবাচ। পিতা রক্ষতি কৌমার্য্যে ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে। পুত্রো রক্ষতি বৃদ্ধত্বে ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি॥ ৮৭॥ ন স্বাতন্ত্র্যং মমৈবাস্তি উৎপন্নাহং মহাকুলে। যাচ্যস্ত মৎপিতা ভ্রাতা মাতাপি হি তথৈব চ॥ ৮৮॥ দানব উবাচ। যদি মাং নেচ্ছসে ত্বদ্য স্বাতন্ত্র্যং নাবলম্বসে। মমাপি চ তদা হত্যা সত্যঞ্চ শুভলোচনে॥ ৮৯॥ কন্যোবাচ। বিশ্বাসো নৈব কর্ত্তব্যো যাদৃশে তাদৃশে নরে। নরাঃ স্ত্রীষু বিচিত্রাশ্চ লম্পটাঃ কামমোহিতাঃ॥ ৯০॥ পরিণীয় তু মাং ত্বং হি ভুঙ্ক্ষ্ব ভোগান্ময়া সহ। জন্মনাশো ভবেৎ পশ্চান্ন ত্বং নাথো ভবেন্মম॥ ৯১॥ ব্রাহ্মণী ক্ষত্রিণী বৈশ্যা শূদ্রী যাবত্তথৈব চ। দ্বিতীয়ো ন ভবেদ্ভর্ত্তা একাকী চেহ জন্মনি॥ ৯২॥ দানব উবাচ। যত্ত্বয়া গদিতং বাক্যং তন্ময়া ধারিতং হৃদি। প্রত্যয়ং মে কুরুষ্বাদ্য যত্তে মনসি রোচতে॥ ৯৩॥ কন্যোবাচ। জানীষ গোপকন্যাং মাং ক্রীড়ামি সখিভিঃ সহ। অস্মৎকুলেষু যদ্দিব্যং তৎ কুরুষ যথাবিধি॥ ৯৪॥ ন তদ্দিব্যং কুলেঽস্মাকং বিষং কোশং ন তণ্ডুলা। গোপান্বয়েষু সর্ব্বেষু হস্তঃ শিরসি দীয়তে॥ ৯৫॥ কামান্ধেনৈব রাজেন্দ্র নিক্ষিপ্তো মস্তকে করঃ। তৎক্ষণাদ্ভস্মসাদ্ভূতো দগ্ধতৃণচয়ো যথা॥ ৯৬॥ কেশবোপরি দেবৈস্তু পুষ্পবৃষ্টিঃ শুভা কৃতা। হৃষ্টাঃ

পতিত হইল। অনন্তর দানব সেই মনোহারিণী কন্যাকে অবলোকন করিয়া মূর্চ্ছিত ও ভূপতিত হইল। দানব ভূপতিত হইয়াও বটতরুর তলস্থিত সেই কন্যাকে অবলোকন করিতে লাগিল এবং অপরাপর সুন্দরী রমণীগণের বদন দর্শন করিয়া দানব মদনবাণে সমধিক পীড়িত হইল। তথাপি দানবের নিবৃত্তি নাই, সে হেমদণ্ড গ্রহণ করিয়া তদ্দ্বারা সেই রমণীকে পাতিত করিতে অভিলাষ করিল। তখন কন্যা কহিলেন,—হে কুলোত্তম! আমি কুমারী, আমাকে স্পর্শ করিও না। ওহে! তুমি আমাকে ত্যাগ কর, ত্যাগ কর; আমি সত্বর গৃহে গমন করিব। দানব উত্তর করিল,—হে সুশোভনে! আমি তোমার পাণিপীড়নে অভিলাষ করিতেছি তুমি নিঃসংশয়ে অখিল ভূতলের রাজ্ঞী হইবে। কন্যা কহিলেন,—কৌমার কালে পিতা, যৌবনে ভর্ত্তা আর বৃদ্ধবয়সে তনয়ই স্ত্রীজাতির রক্ষিতা। স্ত্রীজাতি কখনও স্বাধীন নহে। বিশেষতঃ আমি মহাকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, এবিষয়ে আমার কোনই স্বাধীনতা নাই। আমার পিতা মাতা ও ভ্রাতা আছেন, তুমি তাঁহাদের নিকট গমন করিয়া আমাকে প্রার্থনা কর। দানব বলিল,—হে সুলোচনে! যদি তুমি স্বাধীনতা অবলম্বন না কর, আর আমার পত্নী না হও, তবে আমি সত্যই কহিতেছি, আমাকে তুমি হত্যা করিবে। কন্যা বলিলেন,—যে-সে পুরুষে বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য নহে, কারণ কামমোহিত লম্পটগণ রমণী দর্শনে বিমুগ্ধচিত্ত হইয়াই থাকে। একদিকে যেমন তুমি আমাকে পরিণয় করিয়া বিবিধ ভোগ উপভোগ করিবে, অন্যদিকে তেমনই আমার জীবন-জন্ম বৃথা বিনষ্ট হইবে, তখন তুমি আমার সহায় হইবে না। ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়রমণী, বৈশ্যপত্নী ও শূদ্রাণী—ইহজন্মে কাহারও দ্বিতীয় ভর্ত্তা হয় না, সকলেই স্ব স্ব এক স্বামীতেই অনুরক্ত থাকেন। দানব বলিল,—তুমি যাহা বলিতেছ, আমি তোমার সকল কথাই হৃদয়ে ধারণ করিয়াছি; তোমার মনের যেরূপ রুচি, তাহা প্রকাশ করিয়া আমার প্রত্যয় জন্মাইয়া দাও। কন্যা কহিলেন,—আমাকে গোপকন্যা বলিয়া বিদিত হও। আমি এখানে সখীগণ সহ বিবিধ ক্রীড়া—কৌতুক করিয়া থাকি। আমাকে বিবাহ করিতে হইলে আমাদের কুলে বিবাহসময়ে যে শপথ করিতে হয়, যথাবিধি তাহা পালন কর। আমাদের সে কৌল শপথ বিষ, কোষ বা তুলাবিষয়ক নহে। গোপান্বয়জাত বরেরা বিবাহের পূর্ব্বে মস্তকে হস্ত বিন্যস্ত করিয়া শপথ করিয়া থাকে। হে রাজেন্দ্র! দানব কামান্ধ; সে তখনই মস্তকে হস্ত বিন্যস্ত করিল। মস্তকে হস্ত প্রদান মাত্র হুতাশনে যেমন তৃণনিচয় দগ্ধ হয়, দানবও তদ্রূপ তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত হইয়া গেল। দেবগণও তখন হৃষ্ট হইয়া কেশবের মস্তকে শুভাবহ পুষ্পবৃষ্টি করিলেন

সর্ব্বেঽগমন্ দেবাঃ স্বস্থানং বিগতজ্বরাঃ ॥ ৯৭ ॥
ক্ষীরোদং কেশবোঽগচ্ছৎ কালপৃষ্ঠে নিপাতিতে।
য ইদং শৃণুয়াদ্ভক্ত্যা চরিতং দানবস্য চ ॥ ৯৮ ॥
স জয়ী জায়তে নিত্যং শঙ্করস্য বচো যথা। এত-
স্মাৎ কারণাদ্রাজঁল্লিঙ্গেশ্বরমিতি শ্রুতম্ ॥ ৯৯ ॥
নীনশ্চ পাতকং যস্মাৎ স্নানমাত্রেণ নশ্যতি।
ত্বগস্থি শোণিতং মাংসং মেদস্নায়ুস্তথৈব চ ॥ ১০০ ॥
মজ্জাশুক্রগতং পাপং নশ্যতে জন্মকোটিজম্।
লুঙ্কেশ্বরে মহারাজ তোয়ং পিবতি ভক্তিতঃ ॥ ১০১ ॥
ত্রিভিঃ প্রসৃতিমাত্রাভিঃ পাপং যাতি সহস্রধা। বিশে-
ষেণ চতুর্দ্দশ্যামুভৌ পক্ষৌ তু চাষ্টমী ॥১০২॥ উপোষ্য
যো নরো ভক্ত্যা পিতৄণাং পাণ্ডুনন্দন। উদ্ধৃতা-
স্তেন তে সর্ব্বে নারকীয়াঃ পিতামহাঃ ॥ ০৩ ॥কাকিণীং
চৈব যো দদ্যাদ্ব্রাহ্মণে বেদপারগে। তেন
দানফলং সর্ব্বং কুরুক্ষেত্রাদিকং চ যৎ ॥১০৪॥ প্রাপ্তং
তু নান্যথা রাজঞ্ছঙ্করো বদতে স্বিদম্। স্পর্শ-
লিঙ্গমিদং রাজঞ্ছঙ্করেণ তু নির্ম্মিতম্ ॥ ১০৫ ॥ স্পর্শ-
মাত্রে মনুষ্যাণাং রুদ্রবাসোঽভিজায়তে। তেন
দানফলং সর্ব্বং কুরুক্ষেত্রাদিকং চ যৎ ॥ ১০৬ ॥
এতস্মাৎ কারণাদ্রাজঁল্লোকপালাশ্চ রক্ষকাঃ। দুর্গা
চ রক্ষণে সৃষ্টা চতুর্হস্তধরা শুভা ॥ ১০৭ ॥ ধনদো
লোকপালেশো রক্ষকশ্চেশ্বরস্য চ। রক্ষতে চ সদা
কালং গ্রহব্যাপাররূপতঃ ॥ ১০৮ ॥ পুত্রভ্রাতৃসমাকারৈঃ
স্বামিসম্বন্ধরূপিভিঃ। লুঙ্কেশ্বরং চ রাজেন্দ্র দেবৈর্ন্না-
দ্যাপি মুচ্যতে ॥ ১০৯ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে লুঙ্কেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম
সপ্তষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৭ ॥

অষ্টষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। ধনদস্য তু তত্তীর্থং ততো
গচ্ছেদ্ যুধিষ্ঠির। নর্ম্মদাদক্ষিণে কূলে সর্ব্বপাপক্ষয়-
ঙ্করম্ ॥ ১ ॥ সর্ব্বতীর্থফলং তত্র প্রাপ্যতে নাত্র
সংশয়ঃ। চৈত্রমাসত্রয়োদশ্যাং শুক্লপক্ষে জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥
২ ॥ উপোষ্য পরয়া ভক্ত্যা রাত্রৌ কুর্ব্বীত জাগ-
রম্। পঞ্চামৃতেন রাজেন্দ্র স্নাপয়েদ্ধনদং বুধঃ ॥ ৩ ॥

এবং সকলেই বিগতজ্বর হইয়া স্ব স্ব আলয়ে চলিয়া গেলেন। অনন্তর অসুর কালপৃষ্ঠ নিপতিত হইলে কেশব ক্ষীরসাগরে প্রস্থান করিলেন। যে মানব ভক্তিপূর্ব্বক এই দানবচরিত শ্রবণ করে, শঙ্কর কহিয়াছেন,—সে সতত জয়ী হয়। হে রাজন্! এই জন্যই এই লুঙ্কেশলিঙ্গ বিশ্ব বিশ্রুত হইয়াছে, আর এখানে স্নানমাত্রে পাপ বিনষ্ট হয় বলিয়া এই লিঙ্গ সর্ব্বোত্তম বলিয়া অভিহিত হয়। এই লুঙ্কেশ্বরে স্নান করিলে কোটিজন্মসঞ্চিত ত্বক্, অস্থি, শোণিত, মাংস, মেদ, স্নায়ু ও মজ্জাগত পাপও বিনষ্ট হয়। হে মহারাজ! যে নর ভক্তিসহকারে লুঙ্কেশ্বরের প্রসৃতিত্রয় জল পান করে, তাহার সহস্রপ্রকার পাপ বিনষ্ট হয়। বিশেষতঃ শুক্লকৃষ্ণ উভয় পক্ষের চতুর্দ্দশী কিংবা অষ্টমী দিনে যে মানব উপবাসী থাকিয়া ভক্তিপূর্ব্বক লুঙ্কেশ্বরে পিতৃগণের শ্রাদ্ধ করে, তাহার পিতামহাদি পিতৃগণ নিরয়বাসী হইলেও তাঁহারা মুক্ত হইয়া থাকেন। এই তীর্থে যে ব্যক্তি বেদপারগ দ্বিজকে কাকিনীদান করে, তাহার কুরুক্ষেত্রাদি-তীর্থকৃত অখিল দানফল লাভ হয়। হে রাজন্! শঙ্কর কহিয়াছেন, ইহার অন্যথা হইবার নহে। হে নৃপ! ইহা স্পর্শলিঙ্গ, স্বয়ং শঙ্কর ইহার নির্ম্মাতা। ইহার স্পর্শমাত্রেই মানবগণের রুদ্রলোকে বাস হয়। এই স্থানে দান করিলে কুরুক্ষেত্র তীর্থের দানফল লাভ হয়; এজন্য লোকপালগণ এই তীর্থের রক্ষক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। চতুর্ভুজা কল্যাণদায়িনী দুর্গাদেবী ও লোকপালেশ কুবের ইঁহারাই এই ঈশ্বরমূর্ত্তির রক্ষক। ইঁহারা বিবিধ গ্রহবিগ্রহ ধারণ করিয়া নিরন্তর এই লুঙ্কেশলিঙ্গের রক্ষা করিয়া থাকেন। হে রাজসত্তম! এতদ্ভিন্ন অন্যান্য দেবগণও কেহ পুত্র, কেহ মিত্র, কেহ ভ্রাতা, কেহ প্রভু প্রভৃতি বিবিধরূপে অদ্যাপি এই ঈশ্বরের রক্ষা করেন; কদাচ লুঙ্কেশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করেন না।৭৯—১০৯

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৭ ॥

অষ্ট ষষ্টিতম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে যুধিষ্ঠির! অনন্তর ধনদতীর্থে গমন করিবে। এই সর্ব্বপাপক্ষয়কর ধনদতীর্থ নর্ম্মদার দক্ষিণ কূলে বিদ্যমান। এই তীর্থসেবী মানব অখিল তীর্থেরই ফললাভ করিয়া থাকে, সংশয় নাই! হে দ্বিজসত্তম! ধীমান্ জিতেন্দ্রিয় মানব চৈত্রমাসের শুক্লত্রয়োদশীতে উপবাসী থাকিয়া পরম ভক্তি সহকারে ধনদতীর্থে রাত্রিজাগরণ, পঞ্চামৃত দ্বারা

দীপং ঘৃতেন দাতব্যং গীতং বাদ্যঞ্চ কারয়েৎ। প্রভাতে পূজয়েদ্বিপ্রানাত্মনঃ শ্রেয় ইচ্ছতি। ৪। প্রতিগ্রহসমর্থাংশ্চ বিদ্যাসিদ্ধান্তবাদিনঃ। শ্রৌত-স্মার্তক্রিয়াযুক্তান্ পরদারপরাঙ্মুখান্। ৫। পূজয়েদ্-গোহিরণ্যেন বস্ত্রোপানহভোজনৈঃ। ছত্রশয্যা-প্রদানেন সর্ব্বপাপক্ষয়ো ভবেৎ। ৬। ত্রিজন্মজনিতং পাপং ধনদস্য প্রভাবতঃ। স্বর্গদং দুর্ব্বিনীতানাং বিনীতানাঞ্চ মোক্ষদম্। ৭। অন্নদশ্চ দরিদ্রাণাং ভবেজ্জন্মনিজন্মনি। কুলীনত্বং দুঃখহানিঃ স্বভাবা-জ্জায়তে নরে। ৮। ব্যাধিধ্বংসো ভবেত্তেষাং নর্ম্মদোদকসেবনাৎ। ধনদস্য তু যস্তীর্থে বিদ্যাদানং প্রযচ্ছতি। ৯। স যাতি ভাস্করে লোকে সর্ব্বব্যাধি-বিবর্জ্জিতে। দেবদ্রোণীঞ্চ তত্রৈব স্বশক্ত্যা পাণ্ডু-নন্দন। ১০। যে প্রকুর্ব্বন্তি ভূয়িষ্ঠাং রেবায়া দক্ষিণে তটে। তে যান্তি শাঙ্করে লোকে সর্ব্ব-দুঃখবিবর্জ্জিতে। ১১।

ইতি শ্রীস্কান্দে ধনদতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নামাষ্টষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ। ৬৮।

একোনসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। ততো গচ্ছেত্তু রাজেন্দ্র মঙ্গলেশ্বরমুত্তমম্। স্থাপিতং ভূমিপুত্রেণ লোকানাং হিতকাম্যয়া। ১। তোষিতঃ পরয়া ভক্ত্যা শঙ্করঃ শশিশেখরঃ। চতুর্দ্দশ্যাং গুরুর্দ্দেবঃ প্রত্যক্ষো মঙ্গলেশ্বরঃ। ২। ব্রূহি পুত্র বরং শুভং ততে দাস্যামি মঙ্গল। ৩। মঙ্গল উবাচ। প্রসাদং কুরু মে শম্ভো প্রতিজন্মনি শঙ্কর। ত্বদঙ্গস্বেদসম্ভূতো গ্রহমধ্যে বসাম্যহম্। ৪। ত্বৎপ্রসাদেন ঈশান পূজ্যোঽহং সর্ব্বদৈবতৈঃ। কৃতার্থো হ্যদ্য সঞ্জাতস্তব দর্শনভাষ-ণাৎ। ৫। স্থানেঽস্মিন্ দেবদেবেশ মম নাম্না মহে-শ্বর। এবং ভবতু তে পুত্রেত্যুক্তা চান্তরধীয়ত। ৬। মঙ্গলোঽপি মহাত্মা বৈ স্থাপয়িত্বা মহেশ্বরম্। আত্মযোগবলেনৈব শূলিনাপূজয়ত্ততঃ। ৭। সর্ব্ব-দুঃখহরং লিঙ্গং নাম্না বৈ মঙ্গলেশ্বরম্। তত্র তীর্থে তু বৈ রাজন্ ব্রাহ্মণান প্রীণয়েৎ সুধীঃ। ৮। সপত্নীকা-

---

ধনদের অভিষেক ও ধনদসমীপে ঘৃতপ্রজ্বালিত দীপদান এবং গীত-বাদ্যাদি করিবে। অনন্তর আত্মকুশলকামী মানব রজনী প্রভাতে দ্বিজ-গণের পূজা করিবে। যাঁহারা বিদ্যাসিদ্ধান্ত-বাদী, শ্রৌত ও স্মার্ত্তক্রিয়াকুশল এবং পর-দারবিমুখ, তাঁহারাই প্রতিগ্রহের যোগ্য পাত্র! হে রাজন্! তাদৃশ দ্বিজগণকেই গো, হিরণ্য, বস্ত্র, পাদুকা ভোজ্য, ছত্র ও শয্যাদান দ্বারা পূজা করিবে। এইরূপ করিলে ধনদের প্রসাদে ত্রিজন্মজনিত অখিল পাতক বিনষ্ট হয়। দুর্ব্বিনীত ব্যক্তিবর্গ স্বর্গলাভ এবং বিনয়বান্ মানব মোক্ষ লাভ করিয়া থাকে। যে নর ধনদতীর্থে দরিদ্রগণকে অন্নদান করে, স্বভাববশেই জন্মে জন্মে তাহার কৌলিন্য ও দুঃখহানি হয়; আর যাহারা নর্ম্মদা-নীরের সেবা করে, নর্ম্মদার পুণ্যপ্রভাবে তাহাদের ব্যাধিধ্বংস হইয়া থাকে। যিনি ধনদতীর্থে বিদ্যা-দান করেন, তিনি সর্ব্বব্যাধিবিবর্জ্জিত হইয়া ভাস্কর-লোকে গমন করেন। হে পাণ্ডুনন্দন! যাহারা শক্তি অনুসারে নর্ম্মদার দক্ষিণ তীরে বহু দেব-দ্রোণী নির্ম্মাণ করে, তাহারা সর্ব্বদুঃখবিবর্জ্জিত হইয়া শঙ্করলোকে গমন করিয়া থাকে। ১—১১।

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৬৮।

ঊনসপ্ততিতম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে রাজেন্দ্র! অনন্তর অনুত্তম মঙ্গলেশ্বর তীর্থে গমন করিবে। ভূমিতনয় মঙ্গল লোকহিতকামনায় এই মঙ্গলেশ্বরের লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। একদা চতুর্দ্দশীদিনে মঙ্গল শশি-শেখর শঙ্করকে পরম ভক্তিদ্বারা সন্তুষ্ট করিলে, দেবশ্রেষ্ঠ রুদ্র মঙ্গলেশ্বররূপে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দর্শন দিয়া বলিলেন,—হে মঙ্গল! বর প্রার্থনা কর; হে তনয়! আমি তোমাকে শুভাবহ বরদান করিব। মঙ্গল উত্তর করিলেন,—হে শম্ভো! জন্ম-জন্মে আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, হে শঙ্কর! আমি আপনার অঙ্গের স্বেদ হইতে উদ্ভূত হই-য়াছি, আমি গ্রহমধ্যে শ্রেষ্ঠ হইয়া বাস করিব। হে ঈশান! আপনার সহিত দর্শন ও সম্ভাষণে অদ্য আমি কৃতার্থ হইয়াছি, এক্ষণে আপনি প্রসন্ন হইয়া আমাকে এরূপ বর দান করুন যে, আমি সুরগণের পূজ্য হই; এবং হে দেবদেব মহেশ্বর! আপ-নিও আমার নামানুসারে এইস্থানে নিয়ত অবস্থান করুন। অনন্তর শঙ্কর 'পুত্র! তাহাই হউক', বলিয়া অন্তর্দ্ধান করিলেন। এদিকে মহাত্মা মঙ্গলও সেই স্থানে মহেশ্বরলিঙ্গ স্থাপনপূর্ব্বক আত্মযোগবলে শূলীর পূজা করিলেন। হে রাজন্! মঙ্গলের নামে এই লিঙ্গের নামকরণ হইল মঙ্গলেশ্বর। এই

নৃপশ্রেষ্ঠ চতুর্থ্যঙ্গারকে ব্রতে। পত্নীভর্ত্তারসংযুক্তং বিপ্রাংস্তং শ্রোত্রিয়ং দ্বিজম্ ॥ ৯ ॥ ব্রতান্তে চৈব গোধুর্য্যৌ শিবমুদ্দিশ্য দীয়তে। প্রীয়তাং মে মহাদেবঃ সপত্নীকো বৃষধ্বজঃ ॥ ১০ ॥ বস্ত্রযুগ্মং প্রদাতব্যং লোহিতং পাণ্ডুনন্দন। বৃষৌ রক্তবর্ণৌ চ শুভ্রং কৃষ্ণং তথৈব চ ॥ ১১ ॥ ছত্রং শয্যাং শুভাং চৈব রক্তমাল্যানুলেপনম্। দাতব্যং পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ বিশুদ্ধেনান্তরাত্মনা ॥ ১২ ॥ চতুর্থ্যান্তু তথাষ্টম্যাং পক্ষয়োঃ শুক্লকৃষ্ণয়োঃ। শ্রাদ্ধং তত্রৈব কর্ত্তব্যং বিত্তশাঠ্যেন বর্জ্জিতঃ ॥ ১৩ ॥ প্রেতা ভবন্তি সুপ্রীতা যুগমেকং মহীপতে। সপুত্রো জায়তে মর্ত্ত্যঃ প্রতিজন্ম নৃপোত্তম ॥ ১৪ ॥ তস্য তীর্থস্য ভাবেন সর্ব্বাঙ্গরুচিরো নৃপ। মঙ্গলং ভবতে বংশে নাশুভং বিদ্যতে ক্বচিৎ ॥ ১৫ ॥ ভক্ত্যা যঃ কীর্ত্তয়েন্নিত্যং তস্য পাপং ব্যপোহতি ॥ ১৬ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে মঙ্গলেশ্বরতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈকোনসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৯ ॥

সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। রেবায়া উত্তরে কূলে তীর্থং পরমশোভনম্। রবিণা নির্ম্মিতং পার্থ সর্ব্বপাপক্ষয়ঙ্করম্ ॥ ১ ॥ স্বাংশেন ভাস্করস্তত্র তিষ্ঠতে চোত্তরে তটে। সর্ব্বব্যাধিহরঃ পুংসাং নর্ম্মদায়াং বরং স্থিতঃ ॥ ২ ॥ ষষ্ঠ্যাং ষষ্ঠ্যাং নৃপশ্রেষ্ঠ হ্যষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দ্দশীম্। স্নানং যঃ কারয়েন্মর্ত্ত্যঃ শ্রাদ্ধং প্রেতেষু ভক্তিতঃ। তস্য পাপক্ষয়ঃ পার্থ সূর্য্যলোকে মহীয়তে ॥ ৩ ॥ ততঃ স্বর্গাচ্চ্যুতঃ সোঽপি জায়তে বিমলে কুলে। ধনাঢ্যো ব্যাধিনির্ম্মুক্তো জীবেজ্জন্মনি জন্মনি ॥ ৪ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে রবিতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭০ ॥

মঙ্গলেশ্বর লিঙ্গ সর্ব্বদুঃখহর। হে নৃপসত্তম! সুধী মানব এই মঙ্গলেশ্বরতীর্থে সৎকারাদি দ্বারা সপত্নীক দ্বিজগণের প্রীতিসাধন করত অঙ্গারকচতুর্থীব্রত করিবে; এইব্রতের অবসানে শিবের উদ্দেশে সবৃষ গোউৎসর্গ করিয়া বিদ্বান বেদপারগ সপত্নীক দ্বিজকে দান করিতে হয়। শিবের উদ্দেশে গো-উৎসর্গের মন্ত্র যথা—"আমি ব্রতান্তে শিবের উদ্দেশে সবৃষ গোদান করিতেছি, সপত্নীক বৃষভধ্বজ মহাদেব আমার প্রতি প্রীত হউন।" হে পাণ্ডুনন্দন! এই ব্রতে লোহিত বস্ত্রযুগল প্রদান করা কর্ত্তব্য; আর দুইটী ভারবহনক্ষম বৃষও দান করিবে। সেই বৃষদ্বয়ের একটী শুক্ল, অপরটী কৃষ্ণবর্ণ কিম্বা বৃষদ্বয় লোহিত বর্ণেরই প্রদান করিবে। হে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ! এতদ্‌ভিন্ন বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া ছত্র, মনোজ্ঞ শয্যা, রক্তমালা ও অনুলেপন দান করিতে হয়। শুক্ল ও কৃষ্ণ উভয় পক্ষের চতুর্থী ও অষ্টমী তিথিতে বিত্তশাঠ্য-বিবর্জ্জিত হইয়া এই মঙ্গলেশ্বর তীর্থে শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য। হে মহীপতে! এইরূপ করিলে প্রেতগণ যুগ যাবৎ প্রীত থাকেন। হে নৃপোত্তম! মঙ্গলেশ্বর তীর্থে শ্রাদ্ধদাতা প্রতিজন্মে সপুত্র হয় ও তীর্থপ্রভাবে তাহার সর্ব্ব শরীর মনোহর হইয়া থাকে। তদীয় কুলে কদাচ অমঙ্গল হয় না, বংশ সততই কুশলময় থাকে। যে মানব ভক্তিপূর্ব্বক মঙ্গলেশ্বর তীর্থের মাহাত্ম্য নিত্য পাঠ করে, তাহার পাপক্ষয় হয়। ১—১৬।

উনসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৯

সপ্ততিতম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—রেবার উত্তর তীরে পরম মনোহর সর্ব্বপাপক্ষয়কর এক তীর্থ বিদ্যমান। হে পার্থ! রবি স্বয়ং রেবার উত্তরতীরে এই তীর্থের প্রতিষ্ঠা করিয়া স্বীয় অংশে এই স্থানে অবস্থান করেন। নর্ম্মদাতীরবর্ত্তী এই রবিতীর্থ নরগণের সর্ব্বরোগহর; হে নররাজ! যে নর প্রতি ষষ্ঠী, অষ্টমী ও চতুর্দ্দশী তিথিতে এই রবিতীর্থে স্নান করিয়া প্রেতগণের উদ্দেশে ভক্তিভরে শ্রাদ্ধ দান করে হে পার্থ! তাহার পাপক্ষয় হয় এবং সে সূর্য্যলোকে পূজিত হইয়া থাকে। অনন্তর কর্ম্মক্ষয়ে সেই মানব স্বর্গচ্যুত হইয়া ভূতলে বিমলকুলে জন্ম লয় এবং অতঃপর সে জন্মে জন্মে ব্যাধিবিবর্জ্জিত ও ধনাঢ্য হইয়া জীবন যাপন করে। ১—১৪।

সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৭০।

একসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। কামেশ্বরং ততশ্চান্যচ্ছৃণু পাণ্ডবসত্তম। সিদ্ধো যত্র গণাধ্যক্ষো গৌরীপুত্রো মহাবল॥ ১॥ তত্র তীর্থে তু যো ভক্ত্যা ভক্তিযুক্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ। পঞ্চামৃতেন সংস্নাপ্য ধূপনৈবেদ্যপূজনৈঃ॥ ২॥ প্রসাদ্য জগতামীশং সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে। অষ্টম্যাং মার্গশীর্ষস্য তত্র স্নাত্বা যুধিষ্ঠির॥ ৩॥ যো যেন যজতে তত্র স তং কামমবাপ্নুয়াৎ॥ ৪॥

ইতি শ্রীস্কান্দে কামেশ্বরতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈকসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৭১॥

দ্বিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। ততো গচ্ছেত্তু রাজেন্দ্র মণিনাগেশ্বরং শুভম্। উত্তরে নর্ম্মদাকূলে সর্ব্বপাপক্ষয়ঙ্করম্। স্থাপিতং মণিনাগেন লোকানাং হিতকাম্যয়া॥ ১॥ যুধিষ্ঠির উবাচ। আশীবিষেণ সর্পেণ ঈশ্বরস্তোষিতঃ কথম্। ক্ষুদ্রাঃ সর্ব্বস্য লোকস্য ভয়দা বিষশালিনঃ॥ ২॥ কথ্যতাং তাত মে সর্ব্বং পাতকস্যোপশান্তিদম্। মম সন্তাপজং দুঃখং দুর্য্যোধনসমুদ্ভবম্॥ ৩॥ কর্ণভীষ্মোদ্ভবং রৌদ্রং দুঃখং পাঞ্চালিসম্ভবম্। তব বক্ত্রাম্বুজোঘেন প্লাবিতং নির্বৃতিং গতঃ॥ ৪॥ শ্রুত্বা তব মুখোদ্গীতাং কথাং বৈ পাপনাশিনীম্। অযুক্তমিদমস্মাকং দ্বিজ ক্লেশো ন শাম্যতি॥ ৫॥ অথবা প্রাপ্স্যতে তাত বিদ্যাদানস্য যৎফলম্। তৎফলং প্রাপ্যতে নিত্যং কথাশ্রবণতো হরেঃ॥ ৬॥ শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। যথাযথা ত্বং নৃপ ভাষসে চ তথাতথা মে সুগমেতি ভারতী। শৈথিল্যতা বা জরয়ান্বিতস্য ত্বৎসৌহৃদং নশ্যতি নৈব তাত। শৃণুষ্ব তস্মাৎ সহ বন্ধুবৈশ্চ কথামিমাং পাপহরাং প্রশস্তাম্॥ ৭॥ কথয়ামি যথাবৃত্তমিতিহাসং পুরাতনম্॥ ৮॥ কথিতং পূর্ব্বতো বৃত্তৈঃ পারম্পর্য্যেণ

একসপ্ততিতম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে পাণ্ডবপ্রবর! এইস্থানে অন্য আর এক তীর্থ আছে, তাহার নাম কামেশ্বর; এক্ষণে এই কামেশ্বরতীর্থের কথা শ্রবণ কর। মহাবল গৌরীতনয় গণাধ্যক্ষ এই তীর্থে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। যে ভক্তিযুক্ত জিতেন্দ্রিয় মানব এই কামেশ্বর তীর্থে পঞ্চামৃতে স্নান করাইয়া ধূপ নৈবেদ্যাদিদ্বারা জগদীশকে প্রসন্ন করে, তাহার সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়। হে যুধিষ্ঠির। মানব মার্গশীর্ষের অষ্টমীতিথিতে কামেশ্বরতীর্থে স্নান করিয়া যেরূপ কামনা করিয়াই পূজা করে, তাহার সেই কামনাই পূর্ণ হয়। ১—৪।

একসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৭১॥

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে রাজেন্দ্র! অনন্তর মণিনাগেশ্বর তীর্থে গমন করিবে। শুভাবহ সর্ব্বপাপক্ষয়কারক মণিনাগেশ্বর নর্ম্মদার উত্তরতীরে বিরাজিত লোকহিতকামনায় মণিনাগ এই অনুত্তম তীর্থ প্রতিষ্ঠিত করেন। যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন,—ক্রূর বিষশালী আশীবিষ সর্পগণ অখিল লোকের ভয়দই; অতএব সর্প কি করিয়া ঈশ্বরের সন্তোষসাধন করিল? হে তাত! পাপশান্তিকর এই পুণ্য উপাখ্যান আমার নিকট বর্ণন করুন। হে দ্বিজ! দুর্য্যোধনের জন্য আমি বিবিধ দুঃখে দুঃখিত আছি; কর্ণ ও ভীষ্ম হইতেও আমার ভীষণ দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে; পাঞ্চালীর ক্লেশ দর্শন করিয়াও আমার হৃদয় ব্যথিত হইতেছে; কিন্তু আপনার মুখকমলের অমৃতে অভিষিক্ত হইয়া আমি নির্বৃতিলাভ করিয়াছি। হে দ্বিজ! আমরা এরূপ দুঃখাপন্ন হইলেও আপনার বদনোত্থিত পাপনাশিনী কথা শ্রবণে যে আমাদের ক্লেশ উপশমিত হইবে না, ইহা অতীব অযৌক্তিক, অর্থাৎ অবশ্যই আমাদের দুঃখ দূর হইবে। আর তাহাই যদি না হয়, তথাপি হে তাত! বিদ্যাদানে মানবের যে ফললাভ হয়, নিত্য হরির পুরাতনী কথা শ্রবণেও আমরা তাহার তুল্য ফল প্রাপ্ত হইব। মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে নৃপ! তুমি যেমন যেমন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছ, আমার ভারতীও তেমন তেমনই সুখানুভব করিতেছে। আমি জরাক্রান্ত, বাক্যবিন্যাসে আমার শৈথিল্য স্বাভাবিক; কিন্তু হে তাত! তোমার সৌহার্দ্দ আমার সে শিথিলতা বিনাশ করিতেছে। অতএব বান্ধবগণের সহিত তুমি এই পাপহর প্রশস্ত কথা বিস্তৃতরূপে শ্রবণ কর। আমি যথাযথ পুরাণবৃত্তান্ত তোমার নিকট

ভারত। ৯। যে ভার্য্যে কশ্যপস্যাস্তাং সর্বলোকে বরোত্তমে। গরুত্মন্তঞ্চ বিনতাসূত কদ্রূরহীনথ ॥১০॥ সন্তোষেণ চ তে তাত তিষ্ঠতঃ কাশ্যপে গৃহে। কদ্রূশ্চ বিনতা নামদ্বন্দ্বে চ বনিতে সদা ॥১১॥ তাভ্যাং সার্দ্ধং ক্রীড়তে চ কশ্যপোহপি প্রজাপতিঃ। ততস্ত্বেকদিনে প্রাপ্তে আশ্রমস্থা শুভাননা ॥ ১২॥ উচ্চৈঃশ্রবং হয়ং দৃষ্ট্বা মনোবেগসমন্বিতম্। পশ্য পশ্য হি তন্বঙ্গী হয়ং সর্ব্বত্র পাণ্ডুরম্ ॥ ১৩॥ ধাবমানমবিশ্রান্তং জবেন মানসোপমম্। তং দৃষ্ট্বা সহসা চাথমীর্য্যাভাবেন চাব্রবীৎ ॥ ১৪॥ কদ্রুরুবাচ। ব্রূহি ভদ্রে সহস্রাংশোরশ্বঃ কিংবর্ণকো ভবেৎ। অহং ব্রবীমি কৃষ্ণোহয়ং ত্বং কিং বদসি তদ্বদ ॥ ১৫॥ বিনতোবাচ। পশ্যসে নন্বু নেত্রৈশ্চ কৃষ্ণং শ্বেতং ন পশ্যসি। অসত্যভাষণাদ্ভদ্রে যমলোকং গমিষ্যসি॥ ১৬॥ সত্যানৃতে তু বচনে পণস্তব মমৈব তু। সহস্রং চৈব বর্ষাণাং দাস্যহং তব মন্দিরে ॥ ১৭॥ অসত্যা যদি মে বাণী কৃষ্ণ উচ্চৈঃশ্রবা যদি। তদাহং ত্বদ্গৃহে দাসী ভবামি সর্পমাতৃকে ॥ ১৮॥ যদি উচ্চৈশ্রবাঃ শ্বেতোহহং দাসী চ তথৈব তু। এবং পরস্পরং তাভ্যাং সংবাদোহয়ং ব্যবর্দ্ধত ॥ ১৯॥ আশ্রমেষু গতা বালা রাত্রৌ চিন্তাপরা স্থিতা। বন্ধুবর্গস্য কথিতং সমস্তং স্বচিচেষ্টিতম্ ॥ ২০॥ পুত্রাণাং কথিতং পার্থ পণং চৈব ময়া কৃতম্। হাহাকারঃ কৃতঃ সর্পৈঃ শ্রুত্বা মাত্রা পণং কৃতম্ ॥ ২১॥ জাতা দাসী ন সন্দেহঃ শ্বেতো ভাস্করবাহনঃ। উচ্চৈঃশ্রবা হয়ঃ শ্বেতো ন কৃষ্ণো বিদ্যতে কচিৎ ॥ ২২॥ কদ্রুরুবাচ। যথাহং ন ভবে দাসী তৎকার্য্যং চ বিচিন্ত্যতাম্। বিশধ্বং রোমকূপেষু হ্যচ্চৈঃশ্রবহয়স্য তু ॥ ২৩॥ একং মুহূর্ত্তমাত্রং তু যাবৎ কৃষ্ণঃ স দৃশ্যতে। ক্ষণমাত্রেণ চৈকেন দাসী সা ভবতে মম ॥ ২৪॥ দাসীং কৃত্বা তু তাং তন্বীং বিনতাং সত্যগর্ব্বিতাম্। ততঃ স্বস্থানগাঃ সর্ব্বে

বর্ণন করিতেছি। হে ভারত! পুরাবৃত্ত পরম্পরাক্রমে কথিত হয়,—পূর্ব্বকালে কশ্যপের অখিল লোকশ্রেষ্ঠা দুইটী পত্নী ছিলেন। তাঁহাদের নাম,—বিনতা ও কদ্রূ। তন্মধ্যে বিনতা গরুড় ও কদ্রূ সর্পগণকে প্রসব করেন। হে তাত! কশ্যপপত্নী বিনতা ও কদ্রূ উভয়েই সসন্তোষে স্বামিগৃহে বাস করিতেন; উভয়েই সতত পতির প্রতি পরম প্রীতা ছিলেন। আর প্রজাপতি কশ্যপও তাঁহাদের সহিত ক্রীড়া কৌতুকে কালাতিপাত করিতে ছিলেন। অনন্তর একদা কদ্রূ ও বিনতা আশ্রমে বসিয়া আছেন, মনোবেগসমন্বিত উচ্চৈঃশ্রবা তখন তাঁহাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইল। তদ্দর্শনে বিনতা কদ্রূকে কহিলেন,—কৃশাঙ্গি! দেখ দেখ, এই অশ্বটীর সর্ব্বশরীর পাণ্ডুরবর্ণ; মনোগতির ন্যায় এই অশ্ব অবিশ্রাম দৌড়িতেছে। অনন্তর বিনতার প্রতি ঈর্ষ্যান্বিত কদ্রূ সহসা অশ্ব দর্শনে বলিতে লাগিলেন—ভদ্রে! বল দেখি,—সহস্রকিরণ দিবাকরের অশ্বের বর্ণ কিরূপ? আমি বলি,—সপ্তাশ্ববাহনের অশ্ব—কৃষ্ণবর্ণ, তুমি কি বলিবে বল দেখি। বিনতা উত্তর করিলেন,—বিভাবসুর অশ্ব শ্বেত কি কৃষ্ণ, তাহা তুমি প্রত্যক্ষ কর নাই বা কাণেও শুন নাই, অতএব এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত করা কর্ত্তব্য নহে। কেন না, হে ভদ্রে! অসত্য ভাষণে তোমার যমলোক দর্শন হইবে। যাহা হউক,—এস আমরা এ বিষয়ের সত্যাসত্য সম্বন্ধে উভয়েই এক পণ করি। উভয়ের মধ্যে যাহার কথা মিথ্যা হইবে, সে সহস্র বৎসর তাহার গৃহে দাসী হইয়া থাকিবে। হে সর্পজননি! আমি বলিলাম,—এই অশ্ব যদি কৃষ্ণ হয়, তবে অবশ্যই আমার কথা মিথ্যা হইবে, এরূপ হইলে আমি তোমার মন্দিরে দাসী হইয়া সহস্র বৎসর বাস করিব; আর যদি অশ্ব শ্বেত হয়, তবে তুমি আমার গৃহে সহস্র বৎসর দাসী হইয়া অবস্থান করিবে। হে রাজন্! এইরূপ সপত্নীদ্বয়ের পরস্পর শপথবাণী নিরূপিত হইল। তাঁহারা উভয়েই স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। ক্রমে রাত্রি আসিল, বালা কদ্রূ চিন্তিতা হইলেন। ক্রমে বান্ধবদিগের নিকট এই সংবাদ বিজ্ঞাপন করিলেন। তিনি পুত্রগণকে ডাকিয়া কহিলেন,—পুত্রগণ! আমি সপত্নীর সহিত এইরূপ শপথবাণী করিয়াছি। হে পার্থ! কদ্রূপুত্রগণ মাতৃপণ শ্রবণ করিয়া হাহাকার করিয়া উঠিল; মনে মনে কহিল,—বিভাবসুর অশ্ব নিঃসন্দেহ শ্বেত, জননী নিশ্চিতই বিনতার দাসী হইলেন। কেননা উচ্চৈঃশ্রবা হয় শ্বেতই হয়; পরন্তু কৃষ্ণ কখনই হয় না। ৯—২২। কদ্রূ কহিলেন,—পুত্রগণ! আমি যাহাতে বিনতার দাসী না হই, তাহার উপায় চিন্তা কর, তোমরা সকলেই উচ্চৈঃশ্রবার প্রতিলোমকূপে প্রবিষ্ট হও, যাহাতে মুহূর্ত্তমাত্রও সেই অশ্ব কৃষ্ণকায় দৃষ্ট হয়, অন্ততঃ তাহাও কর। বিনতা

ভবিষ্যথ যথাসুখম্ ॥ ২৫ ॥ সর্পা উচুঃ। যথা ত্বং জননী চাস্ব সর্ব্বেষাং ভুবি পূজিতা। তথা সাপি বিশেষেণ বঞ্চিতব্যা ন মাতরঃ ॥ ২৬ ॥ মাতা চ পিতৃভার্য্যা চ মাতৃমাতা পিতামহী। কর্ম্মণা মনসা বাচা হিতং তাসাং সমাচরেৎ ॥ ২৭ ॥ সা ততস্তেন বাক্যেন ক্রুদ্ধা কালানলোপমা। মম বাক্যমকুর্ব্বাণা যে কেচিদ্ভুবি পন্নগাঃ ॥ ২৮ ॥ হব্যবাহমুখে সর্ব্বে তে যাস্যন্ত্যবিচারিতম্। মাতুস্তদ্বচনং শ্রুত্বা সর্ব্বে চৈব ভুজঙ্গমাঃ ॥ ৯ ॥ কেচিৎপ্রবিষ্টা রোমেষু উচ্চৈঃশ্রবহয়স্য চ। নষ্টাঃ কেচিদ্দশদিশং কদ্রুশাপভয়াত্ততঃ ॥ ৩০ ॥ কেচিদ্‌গঙ্গাজলে নষ্টাঃ কেচিন্নষ্টাঃ সরস্বতীম্। কেচিন্মহোদধৌ লীনাঃ প্রবিষ্টা বিন্ধ্যকন্দরে ॥ ৩১ ॥ আশ্রিত্য নর্ম্মদাতোয়ে মণিনাগোত্তমো নৃপ। তপশ্চচার বিপুলমুত্তরে নর্ম্মদাতটে ॥ ৩২ ॥ মাতৃশাপভয়াৎ পার্থ ধ্যায়তে কামনাশনম্। অচ্ছেদ্যমপ্রতর্ক্যং চ বিনাশোৎপত্তিবর্জ্জিতম্ ॥ ৩৩ ॥ বায়ুভক্ষঃ শতং সাগ্রং তদর্দ্ধং রবিবীক্ষকঃ। এবং ধ্যানরতস্তস্য প্রত্যক্ষস্ত্রিপুরান্তকঃ ॥ ২৪ ॥ সাধুসাধু মহাভাগ সত্ত্ববাংস্ত্বং ভুজঙ্গম। ত্বয়া ভক্ত্যা গৃহীতোঽহং প্রীতস্তে হ্যুরগেশ্বর। বরং যাচয় মে ক্ষিপ্রং যত্তে মনসি বর্ত্ততে ॥ ৩৫ ॥ মণিনাগ উবাচ। মাতৃশাপভয়ান্নাথ ক্লিষ্টোঽহং নর্ম্মদাতটে। ত্বৎপ্রসাদেন মে নাথ মাতৃশাপো ভবেন্মৃথা ॥ ৩৬ ॥ ঈশ্বর উবাচ। হব্যবাহমুখে বৎস ন প্রাপ্স্যসি মমাজ্ঞয়া। মম লোকে নিবাসশ্চ তব পুত্র ভবিষ্যতি ॥ ৩৭ ॥ মণিনাগ উবাচ। অত্র স্থানে মহাদেব স্বীয়তামংশভাগতঃ। সহস্রাংশেন ভাগেন স্বীয়তাং নর্ম্মদাজলে। উপকারায় লোকানাং মম নাম্নৈব শঙ্কর ॥ ঈশ্বর উবাচ। স্থাপয়স্ব পরং লিঙ্গমাজ্ঞয়া মম পন্নগ। ইত্যুক্ত্বান্তর্হিতো দেবো জগাম হ্যুময়া সহ ॥ ৩৯ ॥ মার্কণ্ডেয় উবাচ। তত্র তীর্থে তু যে গত্বা শুচি প্রযতমানসাঃ। পঞ্চম্যাং বা চতুর্দ্দশ্যা-

---

বড়ই সত্যগর্ব্বিণী; তোমরা এইরূপ করিলে আমি ক্ষণকালের তরেও সেই তন্বঙ্গী বিনতাকে দাসী করিতে সমর্থ হইব। তার পর তোমরাও স্ব স্ব স্থানে গমন করিয়া সুখী হইতে পারিবে। সর্পগণ উত্তর করিল,—মাতঃ! তুমি যেমন আমাদের লোকপূজিতা জননী, তদ্রূপ বিনতাও আমাদের মাতা তাঁহাকে বঞ্চিত করা আমাদের কদাচ কর্ত্তব্য নহে। মাতা, পিতৃপত্নী বিমাতা, মাতামহী ও পিতামহী—মন, বাক্য ও কর্ম্মদ্বারা ইঁহাদের হিতাচরণ করিতে হয়। অনন্তর সর্পগণের বাক্যে কদ্রু ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি কালানলতুল্য হইয়া পুত্রগণের প্রতি বলিতে লাগিলেন;—ভূতলে যে সকল পন্নগ আমার বাক্য প্রতিপালন না করিবে, বিনা বিচারেই তাহারা পাবকমুখে পতিত হইবে। অনন্তর ভুজঙ্গগণ জননীর বাক্যে কেহ উচ্চৈঃশ্রবার রোমে প্রবিষ্ট হইল, কেহ কদ্রুর শাপভয়ে ভীত হইয়া দশদিকে পলায়ন করিল, কেহ জাহ্নবী-জলে কেহ সরস্বতীতোয়ে কেহ বা জলধিজলে লীন হইল, কেহ বিন্ধ্যকন্দরে প্রবেশ করিল। হে নৃপ! ইহাদের মধ্যে মণিনাগ নর্ম্মদাতীরে আশ্রয় লইল। সে নর্ম্মদার উত্তর তীরের আশ্রয় লইয়া বিপুল দুশ্চর তপশ্চরণ করিতে লাগিল। হে পার্থ! মণিনাগ মাতৃশাপে ভীত হইয়া সতত অচ্ছেদ্য, অপ্রতর্ক্য, বিনাশ ও উৎপত্তিহীন, কামনাশন মহেশকে চিন্তা করিতে লাগিল। মণিনাগ কিঞ্চিদধিক শত বৎসর বায়ু আহার করিয়া এবং পঞ্চাশৎ বৎসর দিবাকরের প্রতি নিশ্চল দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া, ত্রিপুরারির ধ্যানে নিরত রহিল। অনন্তর হর প্রসন্ন হইলেন, তিনি মণিনাগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—হে মহাভাগ ভুজঙ্গম! সাধু সাধু! তুমি এক মহাসত্ত্ব, সন্দেহ নাই। হে সর্পরাজ! তোমার ভক্তি দর্শনে আমি অনুগৃহীত হইয়াছি। তুমি আমার নিকট সত্বর তোমার হৃদয়গত অভীষ্টবর প্রার্থনা কর। মণিনাগ উত্তর করিল,—হে নাথ! আমি মাতৃশাপে ভীত ও ক্লিষ্ট হইয়া নর্ম্মদাতটের আশ্রয় লইয়াছি, আপনার প্রসাদে এক্ষণে আমার সেই মাতৃশাপ নিষ্ফল হউক। ঈশ্বর প্রত্যুত্তর করিলেন,—বৎস! আমার আজ্ঞায় তুমি কদাচ হুতাশনবদনে পতিত হইবে না। হে পুত্র! আমার লোকেই তোমার বাস হইবে।২৩—৩৭। মণিনাগ কহিল,—হে মহাদেব! আপনি লোকহিতার্থ অংশরূপে এই স্থানে অবস্থান করুন, আর আমার নামানুসারে আপনার সহস্রাংশের একাংশ নর্ম্মদানীরে বিদ্যমান থাকুক! ঈশ্বর কহিলেন,—হে পন্নগ! তুমি আমার আদেশে এই স্থানে এক অনুত্তম লিঙ্গ স্থাপন কর। দেবদেব মহাদেব মণিনাগকে এইরূপ কহিয়া উমার সহিত তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন। মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—

মষ্টম্যাং শুক্লকৃষ্ণয়োঃ॥ ৪০॥ অর্চ্চয়ন্তি সদা পার্থ নোপসর্পন্তে তে যমম্। দধ্না চ মধুনা চৈব ঘৃতেন ক্ষীরযোগতঃ॥ ৪১॥ স্নাপয়ন্তি বিরূপাক্ষমুমাদেহার্দ্ধধারিণম্। কামাঙ্গদহনং দেবমন্ধাসুরনিসূদনম্॥ ৪২॥ স্নাপ্যমানঞ্চ যে ভক্ত্যা পশ্যন্তি পরমেশ্বরম্। তে যান্তি চ পরে লোকে সর্ব্বপাপবিবর্জ্জিতে॥ ৪৩॥ শ্রাদ্ধং প্রেতেষু যে পার্থ চাষ্টম্যাং পঞ্চমীষু চ। ব্রাহ্মণৈশ্চ সদা যোগ্যৈর্বেদপাঠকচিন্তকৈঃ॥ ৪৪॥ স্বদারনিরতৈঃ শ্লক্ষ্ণৈঃ পরদারবিবর্জ্জিতৈঃ। ষট্‌কর্ম্মনিরতৈস্তাত শূদ্রপ্রেষণবর্জ্জিতৈঃ॥ ৪৫॥ খঞ্জাশ্চ দর্দ্দুরাঃ ষণ্ঢা বার্দ্ধুষ্যাশ্চ কৃষীবলাঃ। ভিন্নবৃত্তিকরাঃ পুত্র নিযোজ্যা ন কদাচন॥ ৪৬॥ বৃষলীমন্দিরে যস্য মহিষীং যস্তু পালয়েৎ। স বিপ্রো দূরতস্ত্যাজ্যো ব্রতে শ্রাদ্ধে নরাধিপ॥ ৪৭॥ কাণাষ্টুণ্ডাশ্চ মণ্ডাশ্চ বেদপাঠবিবর্জ্জিতাঃ। ন তে পূজ্যা দ্বিজাঃ পার্থ মণিনাগেশ্বরে শুভে॥ ৪৮॥ যদীচ্ছেদূর্দ্ধগমনমাত্মনঃ পিতৃভিঃ সহ। সর্ব্বাঙ্গরুচিরাং ধেনুং যো দদ্যাদ্বিজসত্তমে॥ ৪৯॥ স যাতি পরমং লোকং যাবদাভূতসম্প্লবম্। ততঃ স্বর্গাচ্চ্যুতঃ সোঽপি জায়তে বিমলে কুলে॥ ৫০॥ যে পশ্যন্তি পরং ভক্ত্যা মণিনাগেশ্বরং নৃপ। ন তেষাং জায়তে বংশে পন্নগানাং ভয়ং নৃপ॥ ৫১॥ পন্নগাঃ শঙ্কতে তেষাং মণিনাগপ্রদর্শনাৎ। সৌপর্ণরূপিণস্তে বৈ দৃশ্যন্তে নাগমণ্ডলে॥ ৫২॥ ফলানি চৈব দানানাং শৃণ্বাথ নৃপোত্তম। অন্নং সংস্কারসংযুক্তং যে দদন্তে নরোত্তমাঃ॥ ৫৩॥ তোয়ং শয্যাং তথা ছত্রং কন্যাং দাসীং সুভাষিণীম্। পাত্রে দেয়ং যতো রাজন্ যদীচ্ছেচ্ছ্রেয় আত্মনঃ॥ ৫৪॥ সুরভীণি চ পুষ্পাণি গন্ধবস্ত্রাণি দাপয়েৎ। দীপং ধান্যং গৃহং শুভ্রং সর্ব্বোপস্করসংযুতম্॥ ৫৫॥ যে দদন্তে পরং ভক্ত্যা তে ব্রজন্তি ত্রিবিষ্টপম্। মণিনাগে নৃপশ্রেষ্ঠ যচ্চ দানং প্রদীয়তে॥ ৫৬॥ তস্য দানস্য ভাবেন স্বর্গে বাসো ভবেদ্ধ্রুবম্। পাতকানি প্রলীয়ন্তে আমপাত্রে যথা জলম্॥ ৫৭॥ নর্ম্মদাতোয়সংসিদ্ধং

হে পার্থ! যে সকল শুচি নিয়তাত্মা মানব এই মণিতীর্থে গমন করিয়া শুক্ল কৃষ্ণ উভয় পক্ষের পঞ্চমী, অষ্টমী ও চতুর্দ্দশী তিথিতে মণিনাগেশ্বর লিঙ্গের সতত অর্চ্চনা করে, যম তাহাদের উপর পতিত হয় না। এই তীর্থে যাহারা দধি, দুগ্ধ, ঘৃত ও মধু দ্বারা উমাদেহার্দ্ধধারী বিরূপাক্ষ মদনদহন অন্ধাসুরনিসূদন দেব রুদ্রকে স্নান করায় এবং স্নান করাইয়া ভক্তিপূর্ব্বক সেই পরমেশকে দর্শন করে, তাহারা অখিল কলুষশূন্য হইয়া শিবলোকে গমন করিয়া থাকে! হে পার্থ! যে সকল লোক এই তীর্থে প্রেত-উদ্দেশে শ্রাদ্ধ দান করে, তাহাদের অনন্ত ফল লাভ হয়। যাঁহারা বেদ পাঠ ও বেদচিন্তা করেন, যাঁহারা স্ব স্ব পত্নীতে রত, মৃদুস্বভাব ও পরদার রহিত, যজনাদি ষট্‌কর্ম্মনিরত, অশূদ্রগ্রাহী, সেই সকল দ্বিজই শ্রাদ্ধে যোগ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন, আর যাহারা খঞ্জ, দুর্ম্মুখ, ক্লীব, কুসীদজীবী, কৃষিকর্ম্মনিরত, বিভিন্ন বৃত্তিপরায়ণ—হে পুত্র! কদাচ তাদৃশ দ্বিজকে শ্রাদ্ধকার্য্যে নিযুক্ত করিবে না। হে নরাধিপ! যাহার গৃহে অসতী পত্নী থাকে ও যে ব্যক্তি মহিষী প্রতিপালন করে—শ্রাদ্ধে তাদৃশ দ্বিজ দূর হইতে বর্জ্জনীয়। হে পার্থ! কাণ, অস্ফুটবাক্, উন্মত্ত, বেদপাঠহীন—সুশোভন মণিনাগতীর্থে এতাদৃশ দ্বিজ পূজিত হয় না। যদি পিতৃগণের সহিত স্বীয় ঊর্দ্ধগমন অভিলাষ থাকে, তবে পূর্ব্বোক্ত দ্বিজগণকে বর্জ্জন করিবে। যে ব্যক্তি দ্বিজকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ধেনুদান করে, কল্পকাল পর্য্যন্ত তাহার উত্তম লোকে গতি হয়। অনন্তর কর্ম্মক্ষয়ে তাহার স্বর্গ হইতে বিচ্যুতি ঘটিলেও সে বিমলকুলে জন্মগ্রহণ করে। হে নৃপ! যাহারা ভক্তিপূর্ব্বক অনুত্তম মণিনাগেশ্বর দর্শন করে, তাহাদের বংশে সর্পভয় হয় না। পরন্তু মণিনাগদর্শনের পুণ্যপ্রভাবে ভুজঙ্গমগণই তাহাদের ভয় করিয়া থাকে এবং নাগগণ তাহাদিগকে গরুড়ের ন্যায় অবলোকন করে। হে নৃপসত্তম! ৩৮—৫২। অনন্তর দানফল সকল শ্রবণ কর। শ্রেষ্ঠ নরগণ সংস্কৃত অন্ন, জল, শয্যা, ছত্র, কন্যা এবং সুভাষিণী দাসী দান করিবেন; আর যাহারা নিজ শ্রেয়ঃকামনা করেন, তাঁহাদিগের পক্ষে দানের যোগ্যপাত্র দেখিয়াই এ সকল দান করা কর্ত্তব্য। যাহারা এই তীর্থে পরম ভক্তিসহকারে সুরভি কুসুম, গন্ধ, বস্ত্র, দীপ, ধান্য ও উত্তম উপকরণসমন্বিত গৃহদান করে, তাহাদের ত্রিদশালয়ে গতি হয়। হে নৃপসত্তম! মণিনাগতীর্থে যাহা দান করা যায় সেই দানপ্রভাবে দাতার নিঃসন্দেহ স্বর্গে বাস হইয়া থাকে। আর আমপাত্রে জল রাখিলে তাহা যেরূপ বিলীন হয়, মণিনাগতীর্থে দানকারীরও তদ্রূপ কলুষজাল বিলীন হইয়া যায়। যে মানব নর্ম্মদানীরসংস্কৃত ভোজ্য দ্বিজকে দান করে, তাহারও পাপ বিনষ্ট

ভোজ্যং বিপ্রে দদাতি যঃ। সোঽপি পাপৈর্ব্বিনির্ম্মুক্তঃ ক্রীড়তে দৈবতৈঃ সহ ॥ ৫৮ ॥ ততঃ স্বর্গচ্যুতানাং হি লক্ষণং প্রবদাম্যহম্। দীর্ঘায়ুষো জীবপুত্রা ধনবন্তঃ সুশোভনাঃ ॥ ৫৯ ॥ সর্ব্বব্যাধিবিনির্ম্মুক্তাঃ সুতভৃত্যৈঃ সমন্বিতাঃ। ত্যাগিনো ভোগসংযুক্তা ধর্ম্মাখ্যানরতাঃ সদা ॥ ৬০ ॥ দেবদ্বিজগুরোর্ভক্তাস্তীর্থসেবাপরায়ণাঃ। মাতাপিতৃবশা নিত্যং দ্রোহক্রোধবিবর্জ্জিতাঃ ॥ ৬১ ॥ এভিরেব গুণৈর্যুক্তা যে নরাঃ পাণ্ডুনন্দন। সত্যন্তে স্বর্গাদায়াতাঃ স্বর্গে বাসং ব্রজন্তি তে ॥ ৬২ ॥ সর্ব্বতীর্থবরং তীর্থং মণিনাগং নৃপোত্তম। তীর্থাখ্যানমিদং পুণ্যং যঃ পঠেচ্ছৃণুয়াদপি ॥ ৬৩ ॥ সোঽপি পাপৈর্বিনির্ম্মুক্তঃ শিবলোকে মহীয়তে। ন বিষং ক্রমতে তেষাং বিচরন্তি যথেচ্ছয়া ॥৬৪॥ ভাদ্রপদ্যাং চ যৎষষ্ঠ্যাং পুণ্যং সূর্য্যস্য দর্শনে। তৎফলং সমবাপ্নোতি আখ্যানশ্রবণেন তু ॥ ৬৫ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে মণিনাগেশ্বরতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম দ্বিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭২ ॥

ত্রিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। নর্ম্মদাদক্ষিণে কূলে তীর্থং পরমশোভনম্। সর্ব্বপাপহরং পার্থ গোপেশ্বরমনুত্তমম্। গোদেহান্নিঃসৃতং লিঙ্গং পুণ্যং ভূমিতলে নৃপ ॥ ১ ॥ যুধিষ্ঠির উবাচ। গোদেহান্নিঃসৃতং কস্মাল্লিঙ্গং পাপক্ষয়ঙ্করম্। দক্ষিণে নর্ম্মদাকূলে মণিনাগসমীপতঃ। সঙ্ক্ষেপাৎ কথ্যতাং বিপ্র গোপেশ্বরসমুদ্ভবম্ ॥ ২ ॥ শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। কামধেনুস্তপস্তত্র পুরা পার্থ চকার হ। ধ্যায়তে পরয়া ভক্ত্যা দেবদেবং মহেশ্বরম্ ॥ ৩ ॥ তুষ্টস্তস্যা জগন্নাথঃ কপিলায়া মহেশ্বরঃ। নিঃসৃতো দেহমধ্যাত্তু অচ্ছেদ্যঃ পরমেশ্বরঃ ॥ ৪ ॥ তুষ্টো দেবি জগন্মাতঃ কপিলে পরমেশ্বরি। আরাধনং কৃতং যস্মাত্তদ্বদাশু শুভাননে ॥ ৫ ॥ সুরভ্যুবাচ। লোকানামুপকারায় সৃষ্টাহং পরমেষ্ঠিনা। লোককার্য্যাণি সর্ব্বাণি সিধ্যন্তি মৎপ্রসাদতঃ ॥ ৬ ॥ লোকাঃ স্বর্গং প্রয়াস্যন্তি মৎপ্রসাদেন শঙ্কর। তীর্থে ত্বং

হয় এবং সে সুরগণের সহিত ক্রীড়া করিয়া থাকে। অনন্তর মণিনাগতীর্থসেবী স্বর্গবাসীদিগের কর্ম্মক্ষয়ে স্বর্গচ্যুতির পর যে সকল লক্ষণ দৃষ্ট হয়, তাহা বলিতেছি। তাঁহারা ইহলোকে জন্ম লইয়া দীর্ঘায়ু, জীবৎপুত্র, ধনবান, মনোহরদেহ, সর্ব্বরোগরহিত, সুতভৃত্যযুক্ত, ত্যাগী, ভোগসংযুক্ত, সতত ধর্ম্মবক্তা, দেব দ্বিজ ও গুরুর প্রতি ভক্তিমান্, তীর্থসেবাপরায়ণ, মাতা-পিতার অনুরক্ত ও সতত দ্রোহক্রোধহীন হয়। হে পাণ্ডুনন্দন! যাহারা এই সকল গুণে অন্বিত, সত্য সত্যই বুঝিতে হইবে, তাহারা স্বর্গ হইতে আগমন করিয়াছে এবং দেহাবসানেও তাহারা স্বর্গেই গমন করিবে। হে নৃপসত্তম। মণিনাগতীর্থ সর্ব্বতীর্থোত্তম, যে মানব এই পুণ্য মণিনাগতীর্থের উপাখ্যান শ্রবণ বা পাঠ করে, সেও পাপমুক্ত হইয়া শিবলোকে পূজিত হয়। তাহারা ক্ষিতিতলে যথেচ্ছ বিচরণ করিতে সমর্থ হয়, বিষ কদাচ তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে পারে না। ভাদ্রমাসের ষষ্ঠী তিথিতে সূর্য্য দর্শনে যে পুণ্য হয়, মণিনাগাখ্যান শ্রবণেও তদ্রূপ পুণ্যলাভ হইয়া থাকে।৫৩—৬৫।

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭২ ॥

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে পার্থ! নর্ম্মদার দক্ষিণ কূলে সর্ব্বপাপহর পরম শোভন অনুত্তম গোপার তীর্থ বিদ্যমান। হে নৃপ! এই পূত গোপারেশ্বর লিঙ্গ গোদেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিলেন। যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন,—গোদেহ হইতে কিরূপে লিঙ্গ বহির্গত হইল? আর সেই গোদেহনিঃসৃত লিঙ্গ সর্ব্বপাপক্ষয়করই বা হইল কিরূপে? হে বিপ্র! মণিনাগের সমীপস্থ নর্ম্মদার দক্ষিণকূলবর্ত্তী এই অনুত্তম গোপারেশ্বর লিঙ্গের বিষয় সংক্ষেপে বর্ণন করুন। মার্কণ্ডেয় উত্তর করিলেন,—হে পার্থ! পুরাকালে কামধেনু এই স্থানে তপস্যা করিয়াছিল। সে পরম ভক্তিসহকারে সতত দেবদেব মহেশ্বরের ধ্যান করিত। অনন্তর অচ্ছেদ্য জগৎপতি মহেশ্বর কপিলার প্রতি প্রীত হইয়া তাহার দেহমধ্য হইতে নির্গত হইলেন। এবং তাহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন,—দেবি! পরমেশ্বরি কপিলে! আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছি, হে জগন্মাতঃ! হে সুশোভনে! তোমার তপস্যার কারণ সত্বর আমার নিকট কীর্ত্তন কর। ১—৫। সুরভি উত্তর করিল,—ত্রিলোকের উপকারকামনায় পরমেষ্ঠী আমায় সৃষ্টি করিয়াছিলেন, আমার প্রসাদে

তব মে শম্ভো লোকানাং হিতকাম্যয়া ॥ ৭ ॥ তথেতি ভগবানুক্ত্বা তীর্থে তত্রাবসন্মুদা। তদাপ্রভৃতি তত্তীর্থং বিখ্যাতং বসুধাতলে। স্নানেনৈকেন রাজেন্দ্র পাপসঙ্ঘং ব্যপোহতি ॥ ৮ ॥ গোপারেশ্বরগোদানং যস্তু ভক্ত্যা চ কারয়েৎ। যোগ্যে দ্বিজোত্তমে দেয়া যোগ্যা ধেনুঃ সকাঞ্চনা ॥ ৯ ॥ সবৎসা তরুণী শুভ্রা বহুক্ষীরা সবস্ত্রকা। কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দ্দশ্যামষ্টম্যাং বা প্রদাপয়েৎ ॥ ১০ ॥ সর্ব্বেষু চৈব মাসেষু কার্ত্তিকে চ বিশেষতঃ। দাপয়েৎ পরয়া ভক্ত্যা দ্বিজে স্বাধ্যায়তৎপরে। ১১ ॥ বিধিনা চ প্রদদ্যাদ্‌যো বিধিনা যস্তু গৃহ্নতে। তাবুভৌ পুণ্যকর্ম্মাণৌ প্রেক্ষকঃ পুণ্যভাজনম্‌ ॥ ১২ ॥ পিণ্ডদানং প্রকুর্য্যাদ্‌যঃ প্রেতানাং ভক্তিসংযুতঃ। পিণ্ডেনৈকেন রাজেন্দ্র প্রেতা যান্তি পরাং গতিম্‌ ॥ ১৩ ॥ ভক্ত্যা প্রণামং রুদ্রস্য যে কুর্ব্বন্তি দিনেদিনে।

সকল লোকের কার্য্যজাত সিদ্ধ হইয়া থাকে। হে শঙ্কর! লোকসকলের হিতকামনায় আপনি এই স্থানে অবস্থান করুন। তাহারা আমার প্রসাদে আপনাকে দর্শন করিয়া স্বর্গে গমন করুক। অনন্তর ভগবান্‌ 'তাহাই হউক' বলিয়া সুরভীর বাক্যে অঙ্গীকারপূর্ব্বক হৃষ্ট হইয়া গোপারেশ্বরতীর্থে অধিষ্ঠান করিলেন। তদবধি এই তীর্থ বসুধাতলে বিখ্যাতিলাভ করিয়াছে। হে রাজসত্তম! এস্থানে একবার মাত্র স্নান করিলেই রাশি রাশি পাপ বিনষ্ট হয়। যে নর গোপারেশ্বরে ভক্তিপূর্ব্বক গোদান করে, তাহার পাপ বিনষ্ট হয়। হে রাজন্‌! এই স্থানে যোগ্য দ্বিজে কাঞ্চনযুক্ত যোগ্য ধেনুদান করিতে হয়। এই ধেনু সবৎসা, তরুণী, শুভ্রা, বহুক্ষীরা, ও সবস্ত্রা হইবে এবং কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী কিংবা চতুর্দ্দশী তিথিতে দান করিতে হইবে। এই গোদান সকল মাসেই কর্ত্তব্য; বিশেষতঃ ভক্তিসংকারে কার্ত্তিক মাসে স্বাধ্যায়নিরত দ্বিজকে দান করিলেই অধিক ফল হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি বিধিপূর্ব্বক এইরূপ গোদান করে, আর যিনি যথাবিধি গ্রহণ করেন, তাঁহারা উভয়েই পুণ্যকর্ম্মা। যিনি তাঁহাদের এই কার্য্য অবলোকন করেন, তিনিও পুণ্যভাজন। হে রাজেন্দ্র! যে মানব ভক্তিযুক্ত হইয়া গোপারেশ্বরে প্রেতগণের পিণ্ডদান করে, তাহার একটীমাত্র পিণ্ডদানেই তদীয় প্রেতভাবাপন্ন পিতৃগণ পরমগতি লাভ করিয়া থাকেন। যাহারা ভক্তিপূর্ব্বক প্রতিদিন রুদ্রের নমস্কার করে, ভগ্ন ভাজনের

তেষাং পাপং প্রলীয়েত ভিন্নপাত্রে জলং যথা ॥ ১৪ ॥ তত্র তীর্থে তু যো রাজন্‌ বৃষভঞ্চ সমুৎসৃজেৎ॥ পিতরশ্চোদ্ধৃতাস্তেন শিবলোকে মহীয়তে ॥ ১৫ ॥ যুধিষ্ঠির উবাচ। বৃষোৎসর্গে কৃতে তাত ফলং যজ্জায়তে নৃণাম্‌। তৎসর্ব্বং কথয়স্বাশু প্রযত্নেন দ্বিজোত্তম ॥ ১৬ ॥ শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। সর্ব্বলক্ষণসম্পূর্ণে বৃষে চৈব তু যৎফলম্‌। তদহং সম্প্রবক্ষ্যামি শৃণুষ্ব ধর্ম্মনন্দন ॥ ১৭ ॥ কার্ত্তিকে চৈব বৈশাখে পূর্ণিমায়াং নরাধিপ। রুদ্রস্য সন্নিধৌ ভূত্বা শুচিঃ স্নাতো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ১৮ ॥ বৃষস্যৈব সমুৎসর্গং কারয়েৎ প্রীয়তাং হরঃ। সান্নিধ্যে কারয়েৎ পুত্র চতস্রো বৎসিকা শুভাঃ ॥ ১৯ ॥ দত্বা তু বিপ্রমুখ্যায় সর্ব্বলক্ষণসংযুতাঃ। প্রীয়তাং চ মহাদেবো ব্রহ্মা বিষ্ণুর্ম্মহেশ্বরঃ ॥ ২০ ॥ বৃষভে রোমসংখ্যা যা সর্ব্বাঙ্গেষু নরাধিপ। তাবদ্বর্ষপ্রমাণন্তু শিবলোকে মহীয়তে ॥ ২১ ॥ শিবলোকে বসিত্বা তু যদা মর্ত্ত্যেষু জায়তে। কুলে মহতি সম্ভূতির্দ্ধনধান্য-

জলের ন্যায় তাহাদের কলুষ বিলীন হইয়া থাকে। হে রাজন্‌! যে ব্যক্তি এই তীর্থে বৃষ উৎসর্গ করে, তাহার পিতৃগণ উদ্ধার লাভ করিয়া শিবলোকে পূজিত হন। যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে তাত! এই তীর্থে বৃষোৎসর্গ করিলে, মানবগণের কিরূপ ফললাভ হয়? হে দ্বিজোত্তম! যত্নপূর্ব্বক তৎসমস্ত আমার নিকট বর্ণন করুন।৬—১৬। মার্কণ্ডেয় উত্তর করিলেন,—হে ধর্ম্মনন্দন! সর্ব্বলক্ষণসমন্বিত বৃষ উৎসর্গ করিলে যে ফল হয়, তাহা তোমার নিকট বর্ণন করিতেছি। শ্রবণ কর। হে নরাধিপ! জিতেন্দ্রিয় মানব কার্ত্তিক এবং বৈশাখ মাসের পূর্ণিমাদিনে স্নান করিয়া শুচি হইয়া শিবসমীপে গমনপূর্ব্বক "হর প্রীত হউন" এই মন্ত্রে বৃষ উৎসর্গ করিবে। হে তনয়! বৃষের সন্নিধানে চারিটী মনোজ্ঞ-বৎসতরী রাখিয়া উৎসর্গ করিতে হয় এবং এই সর্ব্বলক্ষণসম্পন্ন বৎসতরীচতুষ্টয় শ্রেষ্ঠ বিপ্রকে দান করা কর্ত্তব্য। এই বৃষোৎসর্গের মন্ত্র যথা—ব্রহ্মা, বিষ্ণু মহেশ্বর মহাদেব আমার প্রতি প্রীত হউন। হে মহীপতে! যে মানব এইরূপ বৃষোৎসর্গ করে, বৃষের সর্ব্বাঙ্গের রোমসমসংখ্যক বৎসর তাহার শিবলোকে বাস হয়। অনন্তর শিবলোকে বাসের পর কর্ম্মক্ষয়ে ক্ষিতিতলে মহাকুলে জন্ম লাভ করি-

মাকুলে॥ ২২॥ নীরোগো রূপবাংশ্চৈব বিদ্যাঢ্যঃ সত্যবাক্ শুচিঃ। গোপারেশ্বরমাহাত্ম্যং ময়া খ্যাতং যুধিষ্ঠির। গোদেহান্নিঃসৃতং লিঙ্গং নর্ম্মদাদক্ষিণে তটে॥ ২৩॥

ইতি শ্রীস্কান্দে গোপারেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ত্রিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৭৩॥

চতুঃসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। রেবায়া উত্তরে কূলে তীর্থং পরমশোভনম্। সর্ব্বপাপহরং মর্ত্ত্যে নাম্না বৈ গৌতমেশ্বরম্॥ ১॥ স্থাপিতং গৌতমেনৈব লোকানাং হিতকাম্যয়া। স্বর্গসোপানরূপং তু তীর্থং পুংসাং যুধিষ্ঠির॥ ২॥ তত্র গচ্ছ পরং ভক্ত্যা যত্র দেবো জগদ্গুরুঃ। পাতকস্য বিনাশার্থং স্বর্গবাসপ্রদস্তথা॥ ৩॥ সৌভাগ্যবর্দ্ধনং তীর্থং জয়দং দুঃখনাশনম্। পিণ্ডদানেন চৈকেন কুলানা মুদ্ধরেৎত্রম্॥ ৪॥ যৎকিঞ্চিদ্দীয়তে ভক্ত্যা স্বল্পং বা যদি বা বহু। তৎসর্ব্বং শতসাহস্রমাজ্ঞয়া গৌতমস্য হি॥ ৫॥ তীর্থানাং পরমং তীর্থং স্বয়ং রুদ্রেণ ভাষিতম্॥ ৬॥

ইতি শ্রীস্কান্দে গৌতমেশ্বরতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম চতুঃসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৭৪

পঞ্চসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। নর্ম্মদাদক্ষিণে কূলে তীর্থং পরমশোভনম্। শঙ্খচূড়স্য নাম্না বৈ প্রসিদ্ধং ভূমিমণ্ডলে॥ ১॥ শঙ্খচূড়ঃ স্বয়ং তত্র সংস্থিতঃ পাণ্ডুনন্দন। বৈনতেয়ভয়াৎ পার্থ সুখদে নর্ম্মদাতটে॥ ২॥ তত্র তীর্থে তু যো ভক্ত্যা শুচির্ভূত্বা সমাহিতঃ। স্নাপয়েচ্ছঙ্খচূড়ং তু ক্ষীরক্ষৌদ্রেণ সর্পিষা॥ ৩॥ রাত্রৌ জাগরণং কুর্য্যাদ্দেবস্যাগ্রে নরাধিপ। দধিভক্তেন সম্পূজ্য ব্রাহ্মণান্সংসিতব্রতান্। গোপ্রদানে দ্বিজেন্দ্রোঽয়ং সর্ব্বপাপক্ষয়ঙ্করঃ॥ ৪॥ তস্মিংস্তীর্থে তু যঃ পার্থ সর্পদষ্টং প্রতর্পয়েৎ। স যাতি পরমং লোকং শঙ্করস্য বচো যথা॥ ৫॥

ইতি শ্রীস্কান্দে শঙ্খচূড়তীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম পঞ্চসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৭৫॥

য়াও সে সন্ততিসম্পন্ন, বিপুলধনশালী, নীরোগ, রূপবান্, বিদ্যাবিভবযুক্ত, সত্যবাক্ ও শুচি হয় হে যুধিষ্ঠির! এই আমি তোমার নিকট নর্ম্মদার দক্ষিণতীরবর্ত্তী গোদেহনিঃসৃত গোপেশ্বরলিঙ্গমহাত্ম্য বর্ণন করিলাম। ১৭—২৩।

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৭৩॥

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—রেবার উত্তর তীরে পরমশোভন গৌতমেশ্বর তীর্থ। মর্ত্ত্যধামে এই গৌতমতীর্থ সর্ব্বপাপহর বলিয়া বিখ্যাত। হে যুধিষ্ঠির! লোকহিতকামনায় গৌতম এই তীর্থ প্রতিষ্ঠা করেন। এই গৌতমতীর্থ পুরুষগণের স্বর্গের সোপান বলিয়া জানিবে। এই তীর্থে জগদ্গুরু দেবদেব বিদ্যমান। ইহা পাতকবিনাশন ও স্বর্গপ্রদ। তুমি ভক্তিপূর্ব্বক এই গৌতমেশ্বরতীর্থে গমন কর। এই তীর্থ দুঃখনাশন, জয়দ ও সৌভাগ্যবর্দ্ধন। এখানে একটী মাত্র পিণ্ডদান করিলে ত্রিকুল উদ্ধার হয়। স্বল্পই হউক, আর বহুই হউক, গৌতমতীর্থে যাহা কিছু দান করা যায়, গৌতমের আজ্ঞায় তাহা শতসহস্র গুণে পরিণত হয়। স্বয়ং রুদ্র কহিয়াছেন,—এই তীর্থ অখিল তীর্থের শ্রেষ্ঠ। ১—৬।

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৭৪

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—নর্ম্মদার দক্ষিণকূলে এক পরমশোভন তীর্থ বিদ্যমান। মহীমণ্ডলে এই তীর্থ শঙ্খচূড়ের নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছে। হে পাণ্ডুনন্দন! স্বয়ং শঙ্খচূড় এই তীর্থে অধিষ্ঠিত। শঙ্খচূড় বৈনতেয়ভয়ে ভীত হইয়াই সুখদ নর্ম্মদাতটের আশ্রয় লইয়াছিল। এ তীর্থে যে শুচি সমাহিতমনা মানব ভক্তিপূর্ব্বক ক্ষীর, মধু ও ঘৃত দ্বারা শঙ্খচূড়ের স্নান করায় ও দেবসম্মুখে রজনী জাগরণ করে এবং সংশিতব্রত দ্বিজগণের পূজা করিয়া দধ্যোদন দ্বারা তাঁহাদিগকে ভোজন করায়, তাহার সর্ব্বপাপ ক্ষয় হয়। মানব এখানে গোপ্রদান করিলে সর্ব্বপাপহীন দ্বিজেন্দ্র হইয়া জন্মগ্রহণ করে। হে পার্থ!

ষট্‌সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। ততো গচ্ছেত্তু রাজেন্দ্র পারেশ্বরমনুত্তমম্। পরাশরো মহাত্মা বৈ নর্ম্মদায়াস্তটে শুভে ॥ ১ ॥ তপশ্চচার বিপুলং পুত্রার্থং পাণ্ডুনন্দন। হিমবদ্দুহিতা তেন গৌরী নারায়ণী নৃপ ॥ ২ ॥ তোষিতা পরয়া ভক্ত্যা নর্ম্মদোত্তরকে তটে। তস্য তুষ্টা মহাদেবী শঙ্করার্দ্ধাঙ্গধারিণী ॥ ৩ ॥ ভোভো ঋষিবর শ্রেষ্ঠ তুষ্টাহং তব ভক্তিতঃ। বরং যাচয় মে বিপ্র পরাশর মহামতে ॥ ৪ ॥ পরাশর উবাচ। পরিতুষ্টাহসি মে দেবি যদি দেয়ো বরো মম। দেহি পুত্রং ভগবতি সত্যশৌচগুণান্বিতম্ ॥ ৫ ॥ বেদাভ্যাসনশীলং হি সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদম্। তীর্থে চাত্র ভবেদ্দেবি সন্নিধানবরেণ তু ॥ ৬ ॥ লোকোপকারহেতোশ্চ স্থীয়তাং গিরিনন্দিনি। পরাশরাভিধানেন নর্ম্মদাদক্ষিণে তটে ॥ ৭ ॥ শ্রীদেব্যুবাচ। এবং ভবতু তে বিপ্র তত্রৈবান্তরধীয়ত। পরাশরো মহাত্মা বৈ স্থাপয়ামাস পার্ব্বতীম্ ॥ ৮ ॥ শঙ্করং স্থাপয়ামাস সুরাসুরনমস্কৃতম্। অচ্ছেদ্যমপ্রতর্ক্যং চ দেবানাং তু দুরাসদম্ ॥ ৯ ॥ পরাশরো মহাত্মা বৈ কৃতার্থো হ্যভবন্নৃপ ॥ ১০ ॥ তত্র তীর্থে তু যো ভক্ত্যা শুচিঃ প্রযতমানসঃ। স্ত্রাথবা পুরুষো বাপি কামক্রোধবিবর্জ্জিতঃ ॥ ১১ ॥ মাঘে চৈত্রেঽথ বৈশাখে শ্রাবণে নৃপনন্দন। মাসি মার্গশিরে চৈব শুক্লপক্ষে তু সর্ব্বদা ॥ ১২ ॥ তত্র গত্বা শুভে স্থানে নর্ম্মদাদক্ষিণে তটে ॥ ১৩ ॥ উপোষ্য পরয়া ভক্ত্যা ব্রতমেতৎ সমাচরেৎ। রাত্রৌ জাগরণং কৃত্বা দীপদানং স্বশক্তিতঃ ॥ ১৪ ॥ গীতং নৃত্যং তথা বাদ্যং কামক্রোধবিবর্জ্জিতঃ। প্রভাতে বিমলে প্রাপ্তে দ্বিজাঃ পূজ্যাঃ স্বশক্তিতঃ ॥ ১৫ ॥ সম্পূজ্য ব্রাহ্মণান পার্থ ধনদানহিরণ্যতঃ। বস্ত্রেণ ছত্রদানেন শয্যাতাম্বুলভোজনৈঃ ॥ ১৬ ॥ শ্রীনর্ম্মদাতীরে ব্রাহ্মণান্ শংসিতব্রতান। শ্রাদ্ধং কার্য্যং নৃপশ্রেষ্ঠ আমৈঃ পক্বৈর্জ্জলেন চ ॥ ১৭ ॥ স্ত্রীণাং চৈব তু শূদ্রাণামাম-

শঙ্কর কহিয়াছেন,—শঙ্খচূড়তীর্থে সর্পদষ্ট ব্যক্তিগণের তর্পণ করিলে তাহাদিগের পরমলোকে গমন হয়। ১—৫।

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৫ ॥

ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে রাজেন্দ্র! অনন্তর অত্যুত্তম পারেশ্বর তীর্থে গমন করিবে। হে পাণ্ডুতনয়! একদা মহাত্মা পরাশর নর্ম্মদার মনোজ্ঞতটে পুত্রার্থ বিপুল তপস্যা করিয়াছিলেন। হে নৃপ! পরাশর নর্ম্মদার উত্তরতীরে হিমালয়দুহিতা নারায়ণী গৌরীর আরাধনা করিয়া পরমভক্তিদ্বারা তাঁহার সন্তোষসাধন করেন। অনন্তর শঙ্করার্দ্ধশরীরিণী মহাদেবী দুর্গা ঋষি পরাশরের প্রতি প্রীতা হইয়া বলিলেন,—ওহে ঋষিসত্তম! তোমার ভক্তি দর্শনে আমি অতীব প্রীত হইয়াছি। হে মহামতে দ্বিজবর পরাশর! বর প্রার্থনা কর। পরাশর উত্তর করিলেন,—হে দেবি! যদি আমার প্রতি পরিতুষ্টা হইয়া থাকেন, হে ভগবতি! যদি আমাকে বর দান করেন, তবে এই বর প্রদান করুন যেন—আমার সত্য-শৌচ-গুণান্বিত, বেদাভ্যসনশীল, সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ তনয় লাভ হয়। আর হে দেবি! লোকহিতার্থ আপনি এই নর্ম্মদার উত্তরতটে সন্নিহিত হউন এবং হে গিরিকুমারি! আমার পরাশর নামানুসারে এখানে আপনার নাম বিখ্যাত হউক। দেবী বলিলেন,—হে বিপ্র! তাহাই হউক। হে নৃপ! দেবী এইরূপ বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। মহাত্মা পরাশরও তথায় পার্ব্বতীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহারই সন্নিধানে সুরাসুরনমস্কৃত অচ্ছেদ্য অপ্রতর্ক্য দেবগণেরও দুরাসদ শঙ্কর-মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া পরম কৃতার্থ হইলেন। কি পুরুষ, কি নারী, সকলেই কামক্রোধবর্জ্জিত শুচি ও প্রযতমনা হইয়া ভক্তিসহকারে এই তীর্থের সেবা করিবে। ১—১১। হে পাণ্ডব! মাঘ, চৈত্র, বৈশাখ ও মার্গশীর্ষমাসের শুক্ল পক্ষে নর্ম্মদার উত্তরতীরবর্ত্তী এই শুভতীর্থে গমনপূর্ব্বক ভক্তিভরে উপবাস করিয়া ব্রতাচরণ করিবে। দিবসে কামক্রোধবিবর্জ্জিত হইয়া যথাশক্তি দীপদান, রজনীযোগে জাগরণ এবং বিমল প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া শক্তি অনুসারে দ্বিজগণের সেবা করিবে। অনন্তর নর্ম্মদাতীরবাসী সংশতিব্রত দ্বিজগণের যথাশক্তি পূজা করিয়া হিরণ্যাদি ধন, বস্ত্র, ছত্র, শয্যা, তাম্বুল ও ভোজ্যাদি দানে তাঁহাদের সন্তোষ সাধন করিবে। হে নৃপসত্তম! এই তীর্থে আম, পক্ক বা কেবল জল দ্বারা শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য। এই ত্রিবিধ শ্রাদ্ধে

শ্রাদ্ধং প্রশস্যতে। আমং চতুর্গুণং দেয়ং ব্রাহ্মণানাং যুধিষ্ঠির ॥ ১৮॥ বেদোক্তেন বিধানেন দ্বিজাঃ পূজ্যাঃ প্রযত্নতঃ। হস্তমাত্রৈঃ কুশৈশ্চৈব তিলৈশ্চৈবাক্ষতৈর্নৃপ ॥ ১৯॥ বিপ্রা উদঙ্মুখাঃ কার্য্যাঃ স্বয়ং বৈ দক্ষিণামুখঃ। দর্ভেষু নিক্ষিপেদন্নমিত্যুচ্চার্য্য দ্বিজাগ্রতঃ ॥ ২০॥ প্রেতা যান্তু পরে লোকে তীর্থস্যাস্য প্রভাবতঃ। পাপং মে প্রশমং যাতু এতু বৃদ্ধিঃ শুভং সদা ॥ ২১॥ বৃদ্ধিং যাতু সদা বংশো জ্ঞাতিবর্গো দ্বিজোত্তম। এবমুচ্চার্য্য বিপ্রায় দানং দেয়ং স্বশক্তিতঃ ॥ ২২॥ গোভূতিলহিরণ্যাদি চান্নং বস্ত্রং স্বশক্তিতঃ। দাতব্যং পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ পারেশ্বরবরাশ্রমে ॥ ২৩॥ যে শৃণ্বন্তি পরং ভক্ত্যা মুচ্যন্তে সর্ব্বপাতকৈঃ ॥ ২৪॥

ইতি শ্রীস্কান্দে পারেশ্বরতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ষট্‌সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৬॥

রেই বিধ আছে। তন্মধ্যে স্ত্রী-শূদ্রগণেরই আমশ্রাদ্ধ প্রশস্ত। হে যুধিষ্ঠির! আমশ্রাদ্ধ করিতে হইলে বিপ্রগণকে চতুর্গুণ দ্রব্য দান করিতে হয়, আর সর্ব্ববিধ শ্রাদ্ধই বেদোক্ত বিধি দ্বারা সমাধা করিবে ও দ্বিজগণকে যত্নপূর্ব্বক পূজা করিতে হইবে। হে নৃপ! শ্রাদ্ধকর্ত্তা স্বয়ং দক্ষিণাস্যে উপবেশন করিয়া হস্তপ্রমাণ কুশদ্বারা ব্রাহ্মণ নির্ম্মাণ করত উত্তরাস্যে স্থাপিত করিয়া তিল ও অক্ষত দ্বারা তাঁহাদের পূজা করিবে। অনন্তর বক্ষ্যমাণ মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক দ্বিজাগ্রে দর্ভের উপর অন্ন নিক্ষেপ করিতে হইবে। মন্ত্র যথা—হে দ্বিজোত্তম! এই তীর্থপ্রভাবে প্রেতগণ পরলোকে গমন করুন, আমার পাপ বিনষ্ট হউক ও সতত শুভসমৃদ্ধি আগমন করুক এবং সতত মদীয় বংশ ও জ্ঞাতিগণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হউক। হে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ! এই মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক পারেশ্বরতীর্থবাসী দ্বিজকে যথাশক্তি গো, ভূমি, হিরণ্য, অন্ন, বস্ত্র, প্রভৃতি দান করিবে। হে রাজন্‌! যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক এই পারেশ্বরমাহাত্ম্য শ্রবণ করে, সে অখিল পাতক হইতে মুক্ত হয়। ১২—২৪।

ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৬ ॥

সপ্তসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। ভীমেশ্বরং ততো গচ্ছেৎ সর্ব্বপাপক্ষয়ঙ্করম্‌। সেবিতং ঋষিসঙ্ঘৈশ্চ ভীমব্রতধরৈঃ শুভৈঃ ॥ ১॥ তত্র তীর্থে তু যঃ স্নাত্বা সোপবাসো জিতেন্দ্রিয়ঃ। জপেদেকাক্ষরং মন্ত্রমূর্দ্ধবাহুর্দ্দিবাকরে ॥ ২॥ তস্য জন্মার্জ্জিতং পাপং তৎক্ষণাদেব নশ্যতি। সপ্তজন্মার্জ্জিতং পাপং গায়ত্র্যা নশ্যতে ধ্রুবম্‌ ॥ ৩॥ দশভির্জন্মভিজাতং শতেন তু পুরা কৃতম্‌। সহস্রেণ ত্রিজন্মোত্থং গায়ত্রী হন্তি কিল্বিষম্‌ ॥ ৪ ॥ বৈদিকং লৌকিকং বাপি জাপ্যং জপ্তং নরেশ্বর। তৎক্ষণাদ্দহতে সর্ব্বং তৃণন্তু জ্বলনো যথা ॥ ৫ ॥ ন দেববলমাশ্রিত্য কদাচিৎ পাপমাচরেৎ। অজ্ঞানান্নশ্যতে ক্ষিপ্রং নোত্তরং তু কদাচন ॥ ৬ ॥ তত্র তীর্থে তু যো দানং শক্তিমাশ্রিত্য চাচরেৎ। তদক্ষয্যফলং সর্ব্বং জায়তে পাণ্ডুনন্দন ॥ ৭॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ভীমেশ্বরতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম সপ্তসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৭॥

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—অনন্তর সর্ব্বপাপক্ষয়কর ভীমেশ্বরে গমন করিবে, ভীমব্রতধারী ঋষিগণ এই ভীমেশ্বরের সতত সেবা করেন। যে জিতেন্দ্রিয় মানব ভীমেশ্বর তীর্থে স্নান করিয়া উপবাসপূর্ব্বক ঊর্দ্ধবাহু হইয়া একাক্ষর মন্ত্র জপ করে, তাহার জন্মার্জ্জিত পাপ সদ্যই বিনষ্ট হয়। ভীমেশ্বরে গায়ত্রী জপে সপ্তজন্মার্জ্জিত পাপ বিনষ্ট হয়, সংশয় নাই। এমন কি গায়ত্রী দেবী ভীমেশ্বরতীর্থসেবী মানবের ত্রি, দশ, শত ও সহস্র জন্মেরও পাতক বিনাশ করেন। ভীমেশ্বরে লৌকিক বৈদিক যে কোন মন্ত্র জপ করা যায়, হুতাশন যেমন তৃণ দগ্ধ করেন, জাপ্য মন্ত্র তদ্রূপ নরগণের দুরিত ধ্বংস করিয়া থাকে। দৈববল আশ্রয় করিয়া কদাচ পাপ করা কর্ত্তব্য নহে। পাপ অজ্ঞানপূর্ব্বক কৃত হইলেই তাহা ক্রিয়া দ্বারা বিনষ্ট হয়; কিন্তু জ্ঞানকৃত হইলে কদাচ তাহার ধ্বংস নাই। হে পাণ্ডুনন্দন! ভীমেশ্বর তীর্থে শক্তি অনুসারে যাহা দান করা যায়, তাহা অক্ষয় ফলজনক হইয়া থাকে। ১—৭।

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৭ ॥

অষ্টসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। ততো গচ্ছেত্তু রাজেন্দ্র নারদেশ্বরমুত্তমম্। তীর্থানাং পরমং তীর্থং নির্ম্মিতং নারদেন তু। ১। যুধিষ্ঠির উবাচ। নারদেন মুনিশ্রেষ্ঠ কস্মাত্তীর্থং বিনির্ম্মিতম্। এতদাখ্যাহি মে সর্ব্বং প্রসন্নো যদি সত্তম। ২। শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। পরমেষ্ঠিসুতঃ পার্থ নারদো মুনিসত্তমঃ। রেবায়াশ্চোত্তরে কূলে তপস্তেন পুরা কৃতম্। ৩। নবনাড়ীনিরোধেন কাষ্ঠাবস্থাং গতেন চ। তোষিতঃ পশুভর্ত্তা বৈ নারদেন যুধিষ্ঠির। ৪। ঈশ্বর উবাচ। তুষ্টোঽহং তব বিপ্রেন্দ্র যোগিনাথ অযোনিজ। বরং প্রার্থয় মে বৎস যস্তে মনসি বর্ত্ততে। ৫। নারদ উবাচ। ত্বৎপ্রসাদেন মে শম্ভো যোগশ্চৈব প্রসিধ্যতু। অচলা তে ভবেদ্ভক্তিঃ সর্ব্বকালং মমৈব তু। ৬। স্বেচ্ছাচারী ভবে দেব বেদবেদাঙ্গপারগঃ। ত্রিকালজ্ঞো জগন্নাথ গীতজ্ঞোঽহং সদা ভবে। ৭। দিনে দিনে যথা যুদ্ধং দেবদানবমানুষৈঃ। পাতালে মর্ত্ত্যলোকে বা স্বর্গে বাপি মহেশ্বর। ৮। পশ্যেয়ং ত্বৎপ্রসাদেন ভবন্তং পার্ব্বতীং তথা। তীর্থং লোকেষু বিখ্যাতং সর্ব্বপাপক্ষয়ঙ্করম্। ৯। ঈশ্বর উবাচ। এবং নারদ সর্ব্বং তু ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ। চিন্তিতং মৎপ্রসাদেন সিধ্যতে নাত্র সংশয়ঃ। ১০। স্বেচ্ছাচারো ভবের্বৎস স্বর্গে পাতালগোচরে। মর্ত্ত্যে বা ভ্রম বৈ যোগিন্ন কেনাপি নিবার্য্যসে। ১১। সপ্ত স্বরাস্ত্রয়ো গ্রামা মূর্চ্ছনাশ্চৈকবিংশতিঃ। তানা একোনপঞ্চাশৎ প্রসাদাম্মে তব ধ্রুবম্। ১২। মম প্রিয়ঙ্করং দিব্যং নৃত্যগীতং ভবিষ্যতি। কলিঞ্চ পশ্যসে নিত্যং দেবদানবকিন্নরৈঃ। ১৩। ত্বত্তীর্থং ভূতলে পুণ্যং মৎপ্রসাদাদ্ভবিষ্যতি। বেদবেদাঙ্গতত্ত্বজ্ঞো হ্যশেষজ্ঞানকোবিদঃ। একস্ত্বমসি নিঃসঙ্গো মৎপ্রসাদেন নারদ। ১৪। ইত্যুক্তান্তর্দধে দেবো নারদস্তত্র শূলিনম্। স্থাপয়ামাস রাজেন্দ্র সর্ব্বসত্ত্বোপকারকম্। ১৫। পৃথিব্যামুত্তমং তীর্থং নির্ম্মিতং নারদেন তু। তত্র তীর্থে নৃপশ্রেষ্ঠ যো

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে রাজেন্দ্র! অনন্তর অনুত্তম নারদেশ্বর তীর্থে গমন করিবে। এই নারদেশ্বর তীর্থ সর্ব্বতীর্থোত্তম, ইহার নির্ম্মাতা দেবর্ষি নারদ। যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে সত্তম! নারদ কেন এই তীর্থ নির্ম্মাণ করিলেন? হে মুনীশ্বর! যদি আমার প্রতি আপনার প্রসন্নতা থাকে, তবে আমার নিকট এ সকল বর্ণন করুন। মার্কণ্ডেয় উত্তর করিলেন,—হে পার্থ! পরমেষ্ঠি-তনয় মুনিসত্তম নারদ পুরাকালে রেবার উত্তরতীরে তপস্যা করিয়াছিলেন। হে যুধিষ্ঠির! তিনি নবনাড়ী নিরোধ করিয়া যৎকালে পরমাত্মায় মন নিবিষ্ট করেন, তখন পশুপতি সন্তোষ লাভ করত নারদ-সমীপে আগমনপূর্ব্বক বসিতে লাগিলেন। ঈশ্বর কহিলেন,—হে দ্বিজবর যোগিনাথ অযোনিজ! তোমার তপস্যায় আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি। হে বৎস! আমার নিকট অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর। নারদ উত্তর করিলেন,—দেব! আপনার প্রসাদে আমার যোগ সিদ্ধ হউক। হে শম্ভো! সতত আপনাতে আমার অচলা ভক্তি বিদ্যমান থাকুক। হে দেব! আমি যেন সতত স্বেচ্ছাচারী হই, এবং বেদবেদাঙ্গে যেন আমার পারগতা থাকে। হে জগৎপতে! আমি যেন ত্রিকালজ্ঞ ও সতত সঙ্গীতজ্ঞ হই; হে মহেশ্বর! স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতালে প্রতিদিন দেব, দানব ও মনুষ্যগণের যে যুদ্ধ হয়, আপনার প্রসাদে আমি যেন সেই সকল যুদ্ধ ও আপনাকে এবং পার্ব্বতীকে সতত অবলোকন করিতে সমর্থ হই। আর হে দেব! এই তীর্থ সর্ব্বপাপক্ষয়কর ও ত্রিলোকবিখ্যাত হউক।১—৯। ঈশ্বর কহিলেন,—হে নারদ! তুমি মনে মনে যাহা চিন্তা করিতেছ, আমার প্রসাদে এই সকলই তোমার সিদ্ধ হইবে, সন্দেহ নাই। হে বৎস! স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে তোমার স্বৈরগতি হইবে, অথবা হে যোগিন! তুমি নিখিল মর্ত্ত্যভূমে বিচরণ কর, কেহই তোমাকে বারণ করিবে না। সপ্তস্বর, তিনগ্রাম, একবিংশতি মূর্চ্ছনা, একোনপঞ্চাশৎ তান—আমার প্রসাদে এ সকলই তোমার সিদ্ধ হইবে, সংশয় নাই। আর তুমি যে সকল দিব্য দিব্য নৃত্য-গীত করিবে, তাহা আমার সাতিশয় প্রিয়কর হইবে। তুমি সতত সুরাসুর-কিন্নরের কলহ অবলোকন করিবে, আর আমার প্রসাদে তোমার এই তীর্থ ক্ষিতিতলে অতি পূত বলিয়া গণ্য হইবে! হে নারদ। তুমি বেদবেদাঙ্গের তত্ত্ব জানিতে পারিবে; জ্ঞানিগণের মধ্যে তুমিই একমাত্র শ্রেষ্ঠ হইবে, আর আমার প্রসাদে তুমিই একমাত্র নিঃসঙ্গ হইয়া সর্ব্বত্র বিচরণ করিবে। হে রাজসত্তম! অনন্তর শূলী এই বলিয়া অন্তর্দ্ধান করিলেন; দেবর্ষি নারদও

গচ্ছেদ্বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ১৬ ॥ মাসি ভাদ্রপদে পার্থ কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দ্দশী। উপোষ্য পরয়া ভক্ত্যা রাত্রৌ কুর্ব্বীত জাগরম্॥ ১৭ ॥ ছত্রং তত্র প্রদাতব্যং ব্রাহ্মণে শুভলক্ষণে। শস্ত্রেণ তু হতা যে বৈ তেষাং শ্রাদ্ধং প্রদাপয়েৎ। তে যান্তি পরমং লোকং পিণ্ডদানপ্রভাবতঃ॥ ১৮ ॥ কপিলা তত্র দাতব্যা পিতৃমুদ্দিশ্য ভারত। ইত্যুচ্চার্য্য দ্বিজে দেয়া যান্ত তে পরমাং গতিম্॥ ১৯ ॥ অস্য শ্রাদ্ধস্য ভাবেন ব্রাহ্মণস্য প্রসাদতঃ। নর্ম্মদাতোয়ভাবেন ন্যায়ার্জ্জিতধনস্য চ। তেষাঞ্চৈব প্রভাবেন প্রেতা যান্ত পরাং গতিম্॥ ২০ ॥ ইত্যুচ্চার্য্য দ্বিজে দেয়া দক্ষিণা চ স্বশক্তিতঃ। হবিষ্যান্নং বিশালাক্ষ দ্বিজানাঞ্চৈব দাপয়েৎ॥ ২১ ॥ দীপং ভক্ত্যা প্রদাতব্যং নৃত্যং গীতঞ্চ কারয়েৎ। অবাপ্তং তেন বৈ সর্ব্বং যঃ করোতীশ্বরালয়ে॥ ২২ ॥ স যাতি রুদ্রসান্নিধ্যমিতি রুদ্রঃ স্বয়ং জগৌ। বিদ্যাদানেন চৈকেন অক্ষয়াং গতিমাপ্নুয়াৎ॥ ২৩ ॥ ধূর্ব্বহাস্তত্র দাতব্যা ভূমিঃ শস্যবতী নৃপ। চিত্রভানুং গুভৈর্মন্ত্রৈঃ প্রীণয়েত্তত্র ভক্তিতঃ॥ ২৪ ॥ আজ্যেন স্রুপ্রভৃতেন হোমদ্রব্যেণ ভারত। যে যজন্তি সদা ভক্ত্যা ত্রিকালং নৃত্যমেব চ॥ ২৫ ॥ তীর্থে নারদনামাখ্যে রেবায়া শ্চোত্তরে তটে। চিত্রভানুমুখা দেবাঃ সর্ব্বদেবময়ো ঋষিঃ॥২৬॥ ঋষিণাপ্রীণিতাঃ সর্ব্বে তস্মাৎ প্রীতো হুতাশনঃ। পূজিতে হব্যবাহে তু দারিদ্র্যং নৈব জায়তে॥ ২৭ ॥ ধনেন বিপুলা প্রীতির্জায়তে প্রতিজন্মনি। কুলীনাশ্চ সুবেষাশ্চ সর্ব্বকালং ধনেন তু॥ ২৮ ॥ প্লবো নদীনাং পতিরঙ্গনানাং রাজা চ সদ্বৃত্তরতঃ প্রজানাম্। ধনং নরাণামৃতবস্তুরূপং গতং গতং যৌবনমানয়ন্তি॥ ২৯ ॥ ধনদত্বং ধনেশেন তস্মিংস্তীর্থে হ্যুপার্জ্জিতম্। যমেন চ যমত্বং হি ইন্দ্রত্বং চৈব বজ্রিণা॥৩০॥ অন্যৈরপি মহীপালৈঃ পার্থিবত্বমুপার্জ্জিতম্। নারদেশ্বরমাহাত্ম্যাদ্ধ্রুবো নিশ্চলতাং গতঃ॥ ৩১ ॥ সর্ব্বতীর্থ-

---

তখন এই সর্ব্বপাপনাশন শূলিলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিলেন। হে রাজন্! এইরূপে নারদ কর্ত্তৃক এই সর্ব্বোত্তম তীর্থ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। পৃথিবীমধ্যে ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তীর্থ নাই। হে নৃপসত্তম! জিতেন্দ্রিয় মানব ভাদ্র মাসের কৃষ্ণচতুর্দ্দশীতে নারদতীর্থে গমন করিয়া পরম ভক্তিসহকারে উপবাস করত রাত্রিজাগরণ, শুভলক্ষণ ব্রাহ্মণকে ছত্র দান ও শস্ত্রহত পিতৃগণের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ করিবে। এইরূপ করিলে পিণ্ডদান, প্রভাবে পিতৃগণের পরমলোকপ্রাপ্তি হয়। হে ভারত! নারদতীর্থে পিতৃগণের উদ্দেশে দ্বিজকে কপিলাদান কর্ত্তব্য; কপিলাদানে বক্ষ্যমাণ মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয়;—"পিতৃগণ পরমগতি লাভ করুন,আমি ন্যায়ার্জ্জিত ধনদ্বারা নর্ম্মদাতীরে দ্বিজগণসমক্ষে যে শ্রাদ্ধ করিয়াছি, আমার প্রদত্ত এই শ্রাদ্ধ প্রভাবে দ্বিজগণের প্রসাদে নর্ম্মদানীরমাহাত্ম্যে আমার প্রেত পিতৃগণ পরমগতি প্রাপ্ত হউন। হে বিশাললোচন! এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া দ্বিজকে যথাশক্তি দক্ষিণাদান ও হবিষ্যান্ন প্রদান করিবে। অনন্তর ভক্তিপূর্ব্বক দীপদান করিয়া নৃত্য গীতাদি করিবে। যে নর ঈশ্বরালয়ে পূর্ব্বোক্ত ক্রিয়াসমূহের অনুষ্ঠান করে, তাহার অপ্রাপ্য কিছুই থাকে না এবং সে রুদ্রসন্নিধানে গমন করিয়া থাকে। ইহা রুদ্র স্বয়ং কহিয়াছেন। এই তীর্থে বিদ্যাদান করিলে মানবের অক্ষয় গতিলাভ হয়। হে নৃপ! এখানে ভারবহনযোগ্য বৃষ ও শস্যশালিনী ভূমি দান করিয়া, পরমমন্ত্রে চিত্রভানু ভাস্করের প্রীতিসাধন কর্ত্তব্য। হে ভারত! অনন্তর ভক্তিসহকারে স্রুভৃত ঘৃত ও অন্যান্য হোমদ্রব্যদ্বারা হুতাশনে আহুতি প্রদান করিবে। যে সকল লোক ত্রিকালে এখানে তপনপূজা ও সতত নৃত্যগীত করে, তপন তাহাদের প্রতি প্রীত হন। একে ত এই তীর্থ দেবর্ষি নারদ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত, স্থান—পুণ্যনদী নর্ম্মদার উত্তরতীর দিবাকর প্রমুখ দেবগণ শতত এইস্থানে সন্নিহিত; ঋষি সর্ব্বদেবময়, ঋষিদ্বারা সকলেই প্রীত হন; অতএব হুতাশনেরও প্রীতি ঋষি কর্ত্তৃকই সমাহিত হয়। যে মানব এই তীর্থে আহুতি প্রদান দ্বারা হুতাশনের অর্চ্চনা করে, কদাচ তাহার দারিদ্র্য হয় না; প্রতিজন্মেই সে ধনশালী হইয়া বিপুল ধনপ্রীতি লাভ করে। হে নৃপ! ধন থাকিলেই মানব সর্ব্বদা সুবেশ ও কুলীন বলিয়া গণ্য হয়। নদীনিবহের যেরূপ সেতু, অঙ্গনাগণের যেরূপ পতি ও প্রজাগণের যেমন স্ববৃত্তিনিরত রাজা আদরণীয় নরগণেরও ধন তদ্রূপ একটী অমৃতময় বস্তু বলিয়া জানিবে; দেখ ধন থাকিলে রূপহীন বৃদ্ধব্যক্তির যেন যৌবন প্রত্যাবর্ত্তন করে, এই নারদতীর্থের প্রভাবে ধনেশের ধনদত্ব, যমের যমত্ব ও ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব লাভ হইয়াছে; এতদ্ভিন্ন

বরং তীর্থং নির্ম্মিতং নারদেন তু। পৃথিব্যাং সাগরান্তায়াং রেবায়াশ্চোত্তরে তটে। তদ্বরং সর্ব্বতীর্থানাং মহাপাতকনাশনম্॥ ৩২॥

ইতি শ্রীস্কান্দে নারদেশ্বরতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নামাষ্টসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৭৮॥

একোনাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। ততো গচ্ছেত্তু রাজেন্দ্র তীর্থদ্বয়মনুত্তমম্। দধিস্কন্দং মধুস্কন্দং সর্ব্বপাপক্ষয়ঙ্করম্॥ ১॥ দধিস্কন্দে নরঃ স্নাত্বা যস্তু দদ্যাদ্দ্বিজে দধি। উপতিষ্ঠেত্তস্তস্য সপ্তজন্মনি ভারত॥ ২॥ ন ব্যাধির্ন জরা তস্য ন শোকো নৈব মৎসরঃ। দশচন্দ্রশতং যাবজ্জায়তে বিমলে কুলে॥ ৩॥ মধুস্কন্দেঽপি মধুনা মিশ্রিতান যস্তিলান দদেৎ। নাসৌ বৈবস্বতং দেবং পশ্যেদ্বৈ জন্মসপ্ততিম্॥ ৪॥ মধুনা সহ সম্মিশ্রং পিণ্ডং যস্তু প্রদাপয়েৎ। তস্য পৌত্র-প্রপৌত্রেভ্যো দারিদ্র্যং নৈব জায়তে॥ ৫॥ দধিভিঃ সহ সম্মিশ্রং পিণ্ডং যস্তু প্রদাপয়েৎ। তস্মিংস্তীর্থে নরঃ স্নাত্বা বিধিবদ্দক্ষিণামুখঃ॥ ৬॥ পিতা পিতামহশ্চৈব তথৈব প্রপিতামহঃ। দ্বাদশাব্দানি তুষ্যন্তি নাত্র কার্য্যা বিচারণা ৭

ইতি শ্রীস্কান্দে দধিস্কন্দমধুস্কন্দতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈকোনাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৭৯॥

অশীতিতমোঽধ্যায়।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। ততো গচ্ছেত্তু রাজেন্দ্র নন্দিকেশ্বরমুত্তমম্। যত্র সিদ্ধো মহানন্দী তত্তে সর্ব্বং বদাম্যহম্॥ ১॥ রেবায়াং পুরতঃ কৃত্বা পুরা নন্দী গণেশ্বরঃ। তপস্তপন্ জয়ং কুর্ব্বংস্তীর্থাত্তীর্থং জগাম হ॥ ২॥ দধিস্কন্দং মধুস্কন্দং যাবত্ত্যক্তা তু গচ্ছতি। তাবত্তুষ্টো মহাদেবো নন্দিনাথমুবাচ হ॥ ৩॥ ঈশ্বর উবাচ। ভো ভোঃ প্রসন্নো নন্দীশ বরং বৃণু যথেপ্সিতম্। তপসা তেন তুষ্টোঽহং তীর্থযাত্রাকৃতেন তে॥ ৪॥ নন্দীশ্বর উবাচ। ন

অন্যান্য অনেক মহীপালও নারদেশ্বরমাহাত্ম্যে অক্ষয় পার্থিবপদপ্রাপ্ত হইয়াছেন; সন্দেহ নাই। নারদ এই যে রেবার উত্তরতটে অনুত্তম তীর্থ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, সাগরান্তা পৃথিবীর মধ্যে এই তীর্থ সর্ব্বোত্তম। এই তীর্থবর মহাপাতকনাশন। ১০—৩২।

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৭৮॥

ঊনাশীতিতম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে রাজেন্দ্র! অনন্তর দধিস্কন্দ ও মধুস্কন্দ নামক সর্ব্বপাপক্ষয়কর অনুত্তম তীর্থদ্বয়ে গমন করিবে। হে ভারত! মানব দধিস্কন্দে স্নান করিয়া দধিদান করিলে সপ্তজন্ম যাবৎ প্রচুর দধি ভোগ করে; তাহার কদাচ ব্যাধি জরা, শোক, মাৎসর্য্য হয় না; সে দশ সহস্র নিশাকরের স্থিতিকাল যাবৎ বিমল কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। এইরূপ মধুস্কন্দেও মানব যদি মধু মিশ্রিত তিল দান করে, তবে তাহার সপ্তজন্ম বৈবস্বত যমের মুখাবলোকন করিতে হয় না। যে মানব মধুস্কন্দে মধুমিশ্রিত পিণ্ডদান করে, তাহার পুত্র-পৌত্রগণ কদাচ দরিদ্র হয় না। আর এই তীর্থে স্নান করত দক্ষিণমুখ হইয়া যথাবিধি দধিমিশ্রিত পিণ্ডদান করিলে পিণ্ডদাতার পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ দ্বাদশবার্ষিকী তৃপ্তিলাভ করেন, এ বিষয়ে কোনরূপ বিচারণা কর্ত্তব্য নহে। ১—৭।

ঊনাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৭৯॥

অশীতিতম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে রাজেন্দ্র! অনন্তর অনুত্তম নন্দিকেশ্বরতীর্থে গমন করিবে। মহানন্দীর এই নন্দিকেশ্বরতীর্থে সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। এই তীর্থের অখিল মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি। পুরাকালে একদা নন্দী নর্ম্মদা হইতে আরম্ভ করিয়া তীর্থ হইতে তীর্থান্তরে গমন ও প্রতিতীর্থেই তপস্যা করিয়াছিলেন। তিনি যৎকালে অখিলতীর্থ ভ্রমণ করিয়া দধিস্কন্দ ও মধুস্কন্দ অতিক্রমপূর্ব্বক গমন করেন, তখন মহাদেব নন্দিনাথের প্রতি প্রীত হইয়া বলিয়াছিলেন, হে নন্দিনাথ! তোমার তীর্থযাত্রা ও তপস্যাদর্শনে আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি, আমি প্রসন্ন হইলাম,

চাহং কাময়ে বিত্তং ন চাহং কুলসন্ততিম্ । মুক্তা ন কাময়ে কামং তব পাদাম্বুজাৎ পরম্ ॥ ৫ ॥ কৃমি-কীটপতঙ্গেষু তির্য্যগ্যোনিং গতস্য বা । জন্ম-জন্মান্তরেঽপ্যস্ত ভক্তিস্ত্বয়ি মমাচলা ॥ ৬ ॥ তথে-ত্যুক্তা মহাদেবঃ পরয়া কৃপয়া নৃপ । গৃহীত্বা তং করে সিদ্ধং জগাম নিলয়ং হরঃ ॥ ৭ ॥ তস্মিংস্তীর্থে তু যঃ স্নাত্বা ভক্ত্যা ত্র্যম্বকং প্রপূজয়েৎ । অগ্নি-ষ্টোমস্য যজ্ঞস্য ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥ ৮ ॥ তত্র তীর্থে তু যঃ স্নাত্বা প্রাণত্যাগং করোতি চেৎ । শিব-স্যানুচরো ভূত্বা মোদতে কল্পমক্ষয়ম্ ॥ ৯ ॥ ততঃ কালেন মহতা জায়তে বিমলে কুলে । বেদবেদাঙ্গ-তত্ত্বজ্ঞো জীবেচ্চ শরদাং শতম্ ॥ ১০ ॥ এতত্তে কথিতং তাত তীর্থমাহাত্ম্যমুত্তমম্ । দুর্লভং মর্ত্ত্য-সংস্থস্য সর্ব্বপাপক্ষয়ঙ্করম্ ॥ ১১ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে নন্দিকেশ্বরতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নামা-শীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮০

এক্ষণে তুমি অভীষ্টবর প্রার্থনা কর। নন্দীশ্বর উত্তর করিলেন,—আমি বিত্তকামনা করি না, কুলসন্ততির আমার প্রয়োজন নাই, একমাত্র আপনার পাদপদ্ম ব্যতীত অন্য কোন বস্তুতেই আমার অভিলাষ নাই। কৃমি, কীট, পতঙ্গ, তির্য্যক্, যে কোন যোনিতেই আমার জন্মলাভ হউক, জন্মজন্মান্তরে যেন আপনার চরণকমলে আমার ভক্তি অচলা থাকে। হে নৃপ! পরম কারুণিক মহাদেব 'তাহাই হউক' বলিয়া নন্দীশ্বরের বাক্য অঙ্গীকারপূর্ব্বক সেই সিদ্ধ নন্দীশ্বরের কর ধারণ করত স্বীয় নিলয় কৈলাসাগারে চলিয়া গেলেন। হে রাজন! যে মানব এই তীর্থে ভক্তিপূর্ব্বক ত্র্যম্বকের পূজা করে, তাহার অগ্নিষ্টোম যাগের ফল লাভ হয়। যে নর নন্দীশ্বর তীর্থে স্নান করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করে, সে শিবের অনুচর হইয়া কল্পকাল পরমসুখে অতিবাহিত করিয়া থাকে। তারপর দীর্ঘকালে তাহার মানবজন্ম লাভ হইলেও বিমল কুলেই জন্ম হয় এবং সে বেদবেদাঙ্গপারগ হইয়া শতবৎসর জীবিত থাকে। হে তাত! এই আমি তোমার নিকট অনুত্তম-নন্দীশ্বরতীর্থমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম, এই পাপ-ক্ষয়কর নন্দীশ্বর তীর্থ মর্ত্ত্য-মানবের দুর্লভ ।১—১১।

অশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥৮০॥

একাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । ততো গচ্ছেন্মহারাজ বরুণেশ্বরমুত্তমম্ । যত্র সিদ্ধো মহাদেবো বরুণো নৃপসত্তম ॥ ১ ॥ পিণ্যাকশাকপর্ণৈশ্চ কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণা-দিভিঃ । আরাধ্য গিরিজানাথং ততঃ সিদ্ধিং পরাং গতঃ ॥ ২ ॥ তত্র তীর্থে তু যঃ স্নাত্বা সন্তর্প্য পিতৃদেবতাঃ । পূজয়েচ্ছঙ্করং ভক্ত্যা স যাতি পরমাং গতিম্ ॥ ৩ ॥ কুণ্ডিকাং বর্দ্ধনীং বাপি মহদ্বা জলভাজনম্ । অন্নেন সহিতং পার্থ তস্য পুণ্যফলং শৃণু ॥ ৪ ॥ যৎফলং লভতে মর্ত্ত্যঃ সত্রে দ্বাদশবার্ষিকে । তৎফলং সমবাপ্নোতি নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৫ ॥ সর্ব্বেষামেব দানানামন্ন-দানং পরং স্মৃতম্ । সদ্যঃ প্রীতিকরং তোয়মন্নং চ নৃপসত্তম ॥ ৬ ॥ তত্র তীর্থে মৃতানাং তু নরাণাং ভাবিতাত্মনাম্ । বরুণস্য পুরে বাসো যাবদাভূত-সম্প্লবম্ ॥ ৭ ॥ পশ্চাৎ পূর্ণে ততঃ কালে মর্ত্ত্যলোকে প্রজায়তে । অন্নদানপ্রদো নিত্যং জীবেদ্বর্ষশতং নরঃ ॥ ৮ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে বরুণেশ্বরতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈকাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮১

একাশীতিতম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে মহারাজ! অনন্তর অনুত্তম বরুণেশ্বর তীর্থে গমন করিবে। হে নৃপ-সত্তম! দেবশ্রেষ্ঠ বরুণ এই তীর্থে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। দেব বরুণ পিণ্যাক, শাক ও পত্র ভোজন করিয়া কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি দ্বারা গিরিজাপতির তপস্যা করত এই স্থানে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন যে মানব বরুণতীর্থে স্নান করিয়া পিতৃদেবগণের তর্পণ ও ভক্তিপূর্ব্বক শঙ্করের পূজা করে, তাহার পরম গতি লাভ হয়। হে পার্থ! এখানে যে নর কুণ্ডিকা, বর্দ্ধনী কিংবা বৃহৎ জলভাজন অন্নের সহিত দান করে, তাহার পুণ্যফল শ্রবণ কর; মানব দ্বাদশবার্ষিক যজ্ঞে যে ফল প্রাপ্ত হয়, পূর্ব্বোক্ত দাতা ব্যক্তিরও তাহার তুল্য ফল হইয়া থাকে; এ বিষয়ে বিচারণা করিও না। হে নৃপ-সত্তম! অন্ন ও জল সদ্যঃ প্রীতিকর; অতএব দানানিবহ মধ্যে অন্নদানই শ্রেষ্ঠ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। যে সকল ভাবিতাত্মা মানব বরুণ-তীর্থে প্রাণ পরিত্যাগ করেন, কল্পকাল পর্য্যন্ত

দ্ব্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহীপাল বহ্নিতীর্থমনুত্তমম্। যত্র সিদ্ধো মহাতেজাস্তপঃ কৃত্বা হুতাশনঃ ॥ ১ ॥ সর্ব্বভক্ষ্যঃ কৃতো যোঽসৌ দণ্ডকে মুনিনা পুরা। নর্ম্মদাতটমাশ্রিত্য পূতো জাতো হুতাশনঃ ॥ ২ ॥ তত্র তীর্থে তু যঃ স্নাত্বা পূজয়িত্বা মহেশ্বরম্। অগ্নিপ্রবেশং কুরুতে স গচ্ছেদগ্নিসাম্যতাম্ ॥ ৩ ॥ ভক্ত্যা স্নাত্বা তু যস্তত্র তর্পয়েৎ পিতৃদেবতাঃ। অগ্নিষ্টোমস্য যজ্ঞস্য ফলমাপ্নোত্যসংশয়ম্ ॥ ৪ ॥ তস্যৈবানন্তরং রাজন্ কৌবেরং তীর্থমুত্তমম্। কুবেরো যত্র সংসিদ্ধো যক্ষাণামধিপঃ পুরা ॥৫ ॥ তত্র তীর্থে নরঃ স্নাত্বা সমভ্যর্চ্চ্য জগদ্গুরুম্। উময়া সহিতং ভক্ত্যা সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৬ ॥ তত্র তীর্থে তু যঃ স্নাত্বা দদ্যাদ্বিপ্রায় কাঞ্চনম্। নাভিমাত্রে জলে তিষ্ঠন্ স লভেতার্ব্বুদং ফলম্ ॥ ৭ ॥ দধিস্কন্দে মধুস্কন্দে নন্দীশে বরুণালয়ে আগ্নেয়ে যৎফলং তাত স্নাত্বা তৎফলমাপ্নুয়াৎ ॥ ৮ তে বন্দ্যা মানুষে লোকে ধন্যাঃ পূর্ণমনোরথাঃ যৈস্তু দৃষ্টং মহাপুণ্যং নর্ম্মদাতীর্থপঞ্চকম্ তে যান্তি ভাস্করে লোকে পরমে দুঃখনাশনে ॥ ৯ ভাস্করাদৈশ্বরে লোকে চৈশ্বরাদনিবর্ত্তকে ॥ ১০ নীয়তে স পরে লোকে যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ। ততঃ স্বর্গাচ্চ্যুতো মর্ত্ত্যো রাজা ভবতি ধার্ম্মিকঃ ॥ ১১ ॥ সর্ব্বরোগবিনির্ম্মুক্তো ভুনক্তি সচরাচরম্। বিষ্ণুশ্চ দেবতা যেষাং নর্ম্মদাতীর্থসেবিনাম্ ॥ ১২ ॥ অখণ্ডিতপ্রতাপাস্তে জায়ন্তে নাত্র সংশয়ঃ। গঙ্গা কনখলে পুণ্যা কুরুক্ষেত্রে সরস্বতী ॥ ১৩ ॥ গ্রামে বা যদি বারণ্যে পুণ্যা সর্ব্বত্র নর্ম্মদা। রেবাতীরে বসেন্নিত্যং রেবাতোয়ং সদা পিবেৎ ॥ ১৪ ॥ স স্নাতঃ সর্ব্বতীর্থেষু সোমপানং দিনেদিনে। গঙ্গাদ্যাঃ সরিতঃ

তাঁহাদের বরুণভবনে বাস হয়। অনন্তর পুণ্যকালের ভোগ পূর্ণ হইলে মর্ত্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করিয়াও তাঁহারা নিত্য অন্নদাতা শতায়ুঃ হইয়া থাকেন ।১—৮।

একাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮১ ॥

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে মহীপাল! অনন্তর অনুত্তম বহ্নিতীর্থে গমন করিবে, মহাতেজা হুতাশন এই স্থানে তপস্যা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে যিনি মুনির শাপে দণ্ডকারণ্যে সর্ব্বভুক্ হইয়াছিলেন, সেই হুতাশন নর্ম্মদাতীরে আগমন করিয়া পূত হন। যে ব্যক্তি বহ্নিতীর্থে স্নান ও শঙ্করের পূজা করিয়া হুতাশনে প্রবেশ করে, তাহার হুতাশনের সারূপ্য লাভ হয়; আর যে নর ভক্তিপূর্ব্বক স্নান করিয়া পিতৃ-দেবগণের তর্পণ করে, সে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল লাভ করিয়া থাকে, সংশয় নাই। হে রাজন্! এই বহ্নিতীর্থের পরই অনুত্তম কুবেরতীর্থ বিদ্যমান। পূর্ব্বে যক্ষাধিপ কুবের এখানে তপস্যা করিয়া সম্যক্ সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। মানব এই কৌবের তীর্থে ভক্তিপূর্ব্বক স্নান ও উমার সহিত জগদ্গুরু শঙ্করের পূজা করিয়া অখিল কলুষ হইতে মুক্ত হয়। যে ব্যক্তি কুবেরতীর্থে স্নানপূর্ব্বক নাভিমাত্র জলে দণ্ডায়মান হইয়া দ্বিজকে স্বর্ণ দান করে, তাহার অর্ব্বুদগুণ ফল লাভ হয়। হে তাত! পূর্ব্বে দধিস্কন্দ, মধুস্কন্দ, নন্দী, বরুণ ও বহ্নিতীর্থের কথা কহিয়াছি, এই কুবেরতীর্থে স্নান করিলে, পূর্ব্বোক্ত তীর্থনিচয়ের স্নানফল লাভ হয়। যাহারা নর্ম্মদাতটের এই অতিপূত তীর্থপঞ্চক দর্শন করিয়াছেন, মানুষ লোকে তাঁহারা বন্দ্য, ধন্য ও পূর্ণমনোরথ; এবং তাঁহারা দুঃখনাশন দিবাকরলোকে গমন করেন ।১—৯। অতঃপর এই পঞ্চতীর্থসেবী মানব ভাস্করলোক হইতে ঈশ্বরলোকে ও তথা হইতে অনিবর্ত্তিকর পরমলোকে গমন করে। এই লোকে তাহার চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের অধিকারকাল বাস হয়; তারপর পুণ্যক্ষয়ে স্বর্গচ্যুত হইয়াও তিনি ধার্ম্মিক রাজা হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। এই নৃপদেহেও তিনি সর্ব্বরোগহীন হইয়া সচরাচর পৃথিবীরাজ্য ভোগ করিয়া থাকেন। যাঁহারা নর্ম্মদাতীরবাসী, বিষ্ণুই যাঁহাদের আরাধ্য দেব, তাঁহারা ভূমণ্ডলে অখণ্ডিত প্রতাপযুক্ত হন, সন্দেহ নাই। কনখলে গঙ্গা পুণ্য, এবং কুরুক্ষেত্রে সরস্বতী পূতা; আর গ্রামেই কি, অরণ্যেই বা কি, নর্ম্মদা সর্ব্বত্র পবিত্রা। সর্ব্বদা রেবাতীরে বাস ও সতত রেবানীর পান করিবে। যে মানব রেবানীরে স্নান করেন, তাঁহার অখিল তীর্থস্নানের ফললাভ হয় এবং অনুদিন তিনি সোমপায়ীর সদৃশ

সর্ব্বাঃ সমুদ্রাশ্চ সরাংসি চ। কল্পান্তে সংক্ষয়ং যান্তি ন মৃতা তেন নর্ম্মদা ॥ ১৫ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে দধিস্কন্দাদিপঞ্চতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম দ্ব্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮২ ॥

ত্র্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহারাজ তীর্থং পরমশোভনম্। ব্রহ্মহত্যাহরং প্রোক্তং রেবাতটসমাশ্রয়ম্। হনূমন্তাভিধং হ্যত্র বিদ্যতে লিঙ্গমুত্তমম্ ॥ ১ ॥ যুধিষ্ঠির উবাচ। হনূমন্তেশ্বরং নাম কথং জাতং বদস্ব মে। ব্রহ্মহত্যাহরং তীর্থং রেবাদক্ষিণসংস্থিতম্ ॥ ২ ॥ শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। সাধুসাধু মহাবাহো সোমবংশবিভূষণ। গুহ্যাদ্গুহ্যতরং তীর্থং নাখ্যাতং কস্যচিন্ময়া ॥ ৩ ॥ তব স্নেহাৎ প্রবক্ষ্যামি পীড়িতো বার্দ্ধকেন তু। পূর্ব্বং জাতং মহদ্যুদ্ধং রামরাবণয়োরপি ॥ ৪ ॥ পুলস্ত্যো ব্রহ্মণঃ পুত্রো বিশ্রবাস্তস্য বৈ সুতঃ। রাবণস্তেন সঞ্জাতো দশাস্যো ব্রহ্মরাক্ষসঃ ॥ ৫ ॥ ত্রৈলোক্যবিজয়ী ভূতঃ প্রসাদাচ্ছুলিনঃ স চ। গীর্ব্বাণা বিজিতাঃ সর্ব্বে রামস্য গৃহিণী হৃতা ॥ ৬ ॥ বারিতঃ কুম্ভকর্ণেন সীতাং মোচয়মোচয়। বিভীষণেন বৈ পাপো মন্দোদর্য্যা পুনঃপুনঃ ॥ ৭ ॥ ত্বং জিতঃ কার্ত্তবীর্য্যেণ রৈণুকেয়েন সোঽপি চ। স রামো রামভদ্রেণ তস্য সখ্যে কথং জয়ঃ ॥ ৮ ॥ রাবণ উবাচ। বানরৈশ্চ নরৈ-ঋক্ষৈর্ব্বরাহৈশ্চ নিরায়ুধৈঃ। দেবাসুরসমূহৈশ্চ ন জিতোঽহং কদাচন ॥ ৯ ॥ শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। সুগ্রীবহনুমদ্ভ্যাং চ কুমুদেনাঙ্গদেন চ। এতৈরন্যৈঃ সহায়ৈশ্চ রামচন্দ্রেণ বৈ জিতঃ ॥ ১০ ॥ রামচন্দ্রেণ পৌলস্ত্যো হতঃ সখ্যে মহাবলঃ। বনং ভগ্নং হতাঃ শূরাঃ প্রভঞ্জনসুতেন চ ॥ ১১ ॥ রাবণস্য সুতো জন্যে হতশ্চাক্ষকুমারকঃ। আয়যৌ রক্ষসাং ভীমঃ

বলিয়া কথিত হন। গঙ্গাদি নিখিল নদী, সপ্ত সমুদ্র ও সরোবরনিকর কল্পান্তে বিনষ্ট হয়, কিন্তু নর্ম্মদার কখনও মরণ হয় না। ১০—১৫।

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮২ ॥

ত্র্যশীতিতম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে মহারাজ! অনন্তর পরমশোভন হনূমন্তেশ্বর তীর্থে গমন করিবে। এই হনূমন্তেশ্বর তীর্থ রেবতীতীরে বিদ্যমান থাকিয়া মানবগণের ব্রহ্মহত্যাদি পাপরাশি বিনষ্ট করেন। এই তীর্থে এক অনুত্তম লিঙ্গ বিদ্যমান, হনূমানের নামানুসারে এই লিঙ্গের নাম হইয়াছে—হনূমন্তেশ্বর। যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন,—আপনি বলিলেন, নর্ম্মদার দক্ষিণ তীরবর্ত্তী এই হনূমন্তেশ্বর ব্রহ্মহত্যাদি পাপ নাশ করে। হে দ্বিজ! গুহ্য হইতে গুহ্যতর এই তীর্থের এরূপ নাম কেন হইল? তাহা আমার নিকট বর্ণন করুন। মার্কণ্ডেয় উত্তর করিলেন,—সাধু সাধু! হে মহাবাহো। তুমি সোমবংশের ভূষণস্বরূপ। আমি ইতিপূর্ব্বে এই গুহ্যাতিগুহ্য হনূমন্তেশ্বর তীর্থের মাহাত্ম্য কাহারও নিকট বর্ণন করি নাই; আমি বার্দ্ধক্যপীড়িত, তথাপি তোমার প্রতি স্নেহপরবশ হইয়া বর্ণন করিতেছি। পূর্ব্বকালে রামরাবণের এক মহারণ সংঘটিত হইয়াছিল। হে রাজন্! ব্রহ্মার পুত্র পুলস্ত্য; তৎপুত্র বিশ্রবা; রাবণ এই বিশ্রবা হইতে জন্মগ্রহণ করে। ব্রহ্মরাক্ষস দশানন মহাদেবের প্রসাদে ত্রিলোকবিজয়ী হইয়া দেবগণকে পরাজিত ও রামগৃহিণী সীতাদেবীকে অপহরণ করে। সীতাহরণে তদীয় অনুজ কুম্ভকর্ণ রাবণকে বারণ করিয়াছিল। সীতা হৃতা হইলে সে রাবণকে সীতামোচনের জন্য বার-বার অনুরোধ করে। সুমতি বিভীষণ এবং রাবণ-পত্নী মন্দোদরীও সেই পাপমতিকে পুনঃপুনঃ নিষেধ করেন এবং বলেন,—আপনি যে কার্ত্তবীর্য্য কর্ত্তৃক যুদ্ধে পরাভূত হইয়াছিলেন, সেই মহাবীর কার্ত্তবীর্য্য সমরে পরশুরামের করে নির্জ্জিত হইয়াছিলেন। সেই কার্ত্তবীর্য্যজেতা রেণুকাতনয় পরশুরাম আবার রামভদ্রের সমরে নির্জ্জিত হইয়াছেন। অতএব রামের সহিত সমর করিয়া আপনার কিরূপে জয়লাভ হইবে? রাবণ উত্তর করিলেন,—সুরাসুরগণ একত্র সমবেত হইয়া সমরে আমাকে পরাভূত করিতে সমর্থ নহেন; অতএব নিরায়ুধ বানর, নর, বরাহ ও ভল্লুকগণের নিকট কদাচ আমার পরাভব সম্ভবপর নহে।১—৯। মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—অনন্তর রাম বানররাজ সুগ্রীব, হনূমান্, কুমুদ, অঙ্গদ, ও অন্যান্য বানরগণের সহায়ে রাবণকে নির্জ্জিত করেন। মহাবল পৌলস্ত্যনন্দন রাবণ সমরে রামকরে নিহত হয়। পবনতনয় হনূমান্ রাবণভবনে গমন করিয়া

সম্পিষ্টো বানরেণ তু॥ ১২॥ এবং রামায়ণে বৃত্তে সীতামোক্ষে কৃতে সতি। অযোধ্যাং তু গতে রামে হনুমান্ স মহাকপিঃ॥ ১৩॥ কৈলাসাখ্যং গতঃ শৈলং প্রণামায় মহেশিতুঃ। তিষ্ঠতিষ্ঠেত্যসৌ প্রোক্তো নন্দিনা বানরোত্তমঃ॥ ১৪॥ ব্রহ্মহত্যাযুতস্ত্বং হি রাক্ষসানাং বধেন হি। ভৈরবস্য সভা নূনং ন দ্রষ্টব্যা ত্বয়া কপে॥ ১৫॥ হনুমানুবাচ। নন্দিনাথ হরং পৃচ্ছ পাতকস্যোপশান্তিদম্। পাপোঽহং প্লবগো যস্মাৎ সঞ্জাতঃ কারণান্তরাৎ॥ ১৬॥ নন্দ্যুবাচ। রুদ্রদেহোদ্ভবা কিং তে ন শ্রুতা ভূতলে স্থিতা। শ্রবণাজ্জন্মজনিতং দ্বিগুণং কীর্ত্তনাদ্‌ব্রজেৎ॥ ১৭॥ ত্রিংশজ্জন্মার্জ্জিতং পাপং নশ্যেদ্রেবাবগাহনাৎ। তস্মাত্ত্বং নর্ম্মদাতীরং গত্বা চর তপো মহৎ॥ ১৮॥ গন্ধবাহসুতোঽপ্যেবং নন্দিনোক্তং নিশম্য চ। প্রয়াতো নর্ম্মদাতীরমৌর্ব্যা দক্ষিণসঙ্গমম্॥ ১৯॥ দধ্যৌ সুদক্ষিণে দেবং বিরূপাক্ষং ত্রিশূলিনম্। জটামুকুটসংযুক্তং ব্যালযজ্ঞোপবীতিনম্॥ ২০॥ ভস্মোপচিতসর্ব্বাঙ্গং ডমরুস্বরনাদিতম্। উমার্দ্ধাঙ্গহরং শান্তং গোনাথাসনসংস্থিতম্॥ ২১॥ বৎসরান্ সুবহূন্ যাবত্তপসাঽক্রমদীশ্বরম্। তাবত্তুষ্টো মহাদেব আজগাম সহোময়া॥২২॥ উবাচ মধুরাং বাণীং মেঘগম্ভীরনিস্বনাম্। সাধুসাধ্বিত্যুবাচেশঃ কষ্টং বৎস ত্বয়া কৃতম্॥২৩॥ ন চ পূর্ব্বং ত্বয়া পাপং কৃতং রাবণসঙ্ক্ষয়ে। স্বামিকার্য্যরতস্ত্বং হি সিদ্ধোঽসি মম দর্শনাৎ॥ ২৪॥ হনুমাংশ্চ হরং দৃষ্ট্বা উমার্দ্ধাঙ্গহরং স্থিরম্। সাষ্টাঙ্গপ্রণতোঽব্রবীচ্চ জয় শম্ভো নমোঽস্তু তে। জয়ান্ধকবিনাশায় জয় গঙ্গাশিরোধর॥ ২৫॥ এবং স্তুতো মহাদেবো বরদো বাক্যমব্রবীৎ। বরং প্রার্থয় মে বৎস প্রাণসম্ভবসম্ভব॥ ২৬॥ শ্রীহনুমানুবাচ। ব্রহ্মরক্ষোবধাজ্জাতা মম হত্যা মহেশ্বর। ন পাপোঽহং ভবেদেব যুষ্মৎসম্ভাষণে ক্ষণাৎ॥ ২৭॥ ঈশ্বর উবাচ। নর্ম্মদাতীর্থমাহাত্ম্যাৎকর্ম্মযোগ প্রভা-

শূরগণকে নিহত, উদ্যাননিচয় ভগ্ন, সমরে রাবণনন্দন অক্ষয়কুমারের সংহার এবং অন্যান্য ভীষণ রাক্ষসগণকে নিষ্পিষ্ট করিয়াছিল। অনন্তর এইরূপে রামের সমর ব্যাপারের অবসান হইলে তিনি সীতাকে মুক্ত করিয়া অযোধ্যায় গমন করিলে মহাকপি হনুমান মহেশকে প্রণাম করিবার জন্য কৈলাসশৈলে গমন করে। তখন নন্দী বানরসত্তম হনুমানকে অবলোকন করিয়া কহিলেন,—হে কপে। আগমনে বিরত হও, বিরত হও। তুমি রাক্ষসগণের বধসাধন করিয়া ব্রহ্মহত্যায় লিপ্ত হইয়াছ, এক্ষণে ভৈরবের সভাপ্রবেশে তোমার অধিকার নাই। হনুমান উত্তর করিল,—হে নন্দিনাথ! আপনি হরের সমীপে গমন করিয়া আমার পাতকশান্তির উপায় জিজ্ঞাসা করুন; আমি দুষ্কৃতকর্ম্মা বানর, কোন কারণবশত এই পাতক করিয়া ফেলিয়াছি। নন্দী উত্তর করিলেন,—হে বানর! যাঁহার নাম শ্রবণে একজন্মার্জ্জিত, কীর্ত্তনে জন্মদ্বয়ার্জ্জিত এবং যাঁহাতে অবগাহনে ত্রিংশৎজন্মার্জ্জিত পাপ বিনষ্ট হয়, তুমি কি ভূতলে সেই রুদ্রদেহোদ্ভূতা পুণ্যনদী নর্ম্মদার নাম শ্রবণ কর নাই? অতএব তুমি নর্ম্মদাতীরে গমন করিয়া উত্তম তপস্যা কর। অনন্তর পবনতনয় নন্দীর এবংবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া পৃথিবীর দক্ষিণভাগসংস্থিত নর্ম্মদানদীর তটভূমে উপনীত হইল এবং নর্ম্মদার মনোজ্ঞ দক্ষিণ পারে অবস্থানপূর্ব্বক জটামুকুটী, নাগ-যজ্ঞোপবীতী, ভস্মভূষিতসর্ব্বাঙ্গ, ডমরুস্বননাদী, উমার্দ্ধশরীর বৃষভাসনসংস্থিত শান্ত বিরূপাক্ষ ত্রিশূলীর ধ্যান করিতে লাগিল। এইরূপে হনুমান্ সুবহুবৎসরব্যাপী ঈশ্বরের তপস্যা করিলে মহেশ সন্তুষ্ট হইয়া উমার সহিত তথায় আগমন করিলেন এবং মেঘগম্ভীর অথচ মধুর বাক্যে সাধু সাধু বলিয়া হনুমানকে কহিতে লাগিলেন। ঈশ বলিলেন,—বৎস! তুমি অনেক ক্লেশ করিয়াছ, তুমি স্বামিকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছ। ইহাতে তোমার কোন পাপ হয় নাই, তুমি আমার দর্শনে সিদ্ধিলাভ করিলে। হনুমানও উমার্দ্ধশরীর হরকে স্থিরভাবে সম্মুখে দণ্ডায়মান দেখিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণামপূর্ব্বক কহিলেন,—শম্ভো! জয়যুক্ত হউন, আপনাকে নমস্কার। আপনি অন্ধকাসুরের বিনাশ করিয়াছেন, আপনার মস্তকে জাহ্নবীদেবী বিদ্যমানা। আপনাকে নমস্কার। অনন্তর বরদ মহাদেব হনুমান্ কর্ত্তৃক এইরূপে স্তুত হইয়া বলিলেন,—হে বৎস বায়ুতনয়! আমার নিকট বর প্রার্থনা কর। ১০—২৬। হনুমান উত্তর করিল,—হে মহেশ্বর! ব্রহ্মরাক্ষসের বধ করিয়া আমার ব্রহ্মহত্যার পাতক হইয়াছে। আমি আপনার সম্ভাষণে ও দর্শনে মধ্যে নিষ্পাপ হইতে অভিলাষ করি। ঈশ্বর কহিলেন,—হে পুত্র! তুমি নর্ম্মদাতীর্থ-মাহাত্ম্যে,

বতঃ। মন্মূর্ত্তিদর্শনাৎ পুত্র নিষ্পাপোঽসি ন সংশয়ঃ ॥ ২৮ ॥ অন্যঞ্চ তে প্রযচ্ছামি বরং বানরপুঙ্গব। উপকারায় লোকানাং নামানি তব মারুতে ॥ ২৯ ॥ হনূমানঞ্জনিসুতো বায়ুপুত্রো মহাবলঃ। রামেষ্টঃ ফাল্গুনো গোত্রঃ পিঙ্গাক্ষোঽমিতবিক্রমঃ ॥ ৩০ ॥ উদধিক্রমণশ্রেষ্ঠো দশগ্রীবস্য দর্পহা। লক্ষ্মণপ্রাণদাতা চ সীতাশোকনিবর্ত্তনঃ ॥ ৩১ ॥ ইত্যুক্তান্তর্দ্ধধে দেব উময়া সহ শঙ্করঃ। হনূমানীশ্বরং তত্র স্থাপয়ামাস ভক্তিতঃ ॥ ৩২ ॥ আত্মযোগবলেনৈব ব্রহ্মচর্য্যপ্রভাবতঃ। ঈশ্বরস্য প্রসাদেন লিঙ্গং কামপ্রদং হি তৎ। অচ্ছেদ্যমপ্রতর্ক্যঞ্চ বিনাশোৎপত্তিবর্জ্জিতম্ ॥ ৩৩ ॥ শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। হনূমন্তেশ্বরে পুত্র প্রত্যক্ষপ্রত্যয়ং শৃণু। যদ্‌বৃত্তং দ্বাপরস্যাদৌ ত্রেতান্তে পাণ্ডুনন্দন ॥ ৩৪ ॥ সুপর্ব্বা নাম ভূপালো বভূব বসুধাতলে। তস্য রাজ্ঞঃ সদা সৌখ্যং নরা দীর্ঘায়ুষঃ সদা ॥ ৩৫ ॥ স পুত্রধনসংযুক্তশ্চৌরোপদ্রববর্জ্জিতঃ। শতবাহুর্বভূবাস্য পুত্রো ভীমপরাক্রমঃ ॥ ৩৬ ॥ আসক্তোঽসৌ সদা কালং পাপধর্ম্মৈর্নরেশ্বর। অটাট্যত ধরাং সর্ব্বাং পর্ব্বতাংশ্চ বনানি চ ॥ ৩৭ ॥ যথার্থং মৃগযূথানামাগতো বিন্ধ্যপর্ব্বতম্। তরুজাতিসমাকীর্ণে হস্তিযূথসমাচিতে ॥ ৩৮ ॥ সিংহচিত্রকশোভাঢ্যে মৃগবারাহসঙ্কুলে। ক্রীড়িত্বা স বনে রাজা নর্ম্মদামাগতঃ ক্বচিৎ ॥ ৩৯ ॥ হনূমন্তবনে প্রাপ্তঃ শতক্রোশপ্রমাণকে। চিঞ্চিণীবনশোভাঢ্যে কদম্বতরুসঙ্কুলে ॥ ৪০ ॥ নিত্যং পালাশজম্বীরৈঃ করঞ্জখদিরৈস্তথা। পাটলৈর্ব্বদরৈর্বৃক্ষৈঃ শমীতিন্দুকশোভিতম্ ॥ ৪১ ॥ মৃগযূথৈঃ সমাচ্ছন্নশিখণ্ডিস্বরনাদিতম্। পারাবতকসঙ্ঘানাং সমন্তাৎস্বরশোভিতম্ ॥ ৪২ ॥ শরৎকালেঽরমদ্রাজা বহুশে চাশ্বিনস্য সঃ। বনমধ্যং গতোঽদ্রাক্ষীদ্‌ভ্রমন্তং পিঙ্গলদ্বিজম্ ॥ ৪৩ ॥ পুস্তিকাকরসংস্থং চ পপ্রচ্ছ চপলং দ্বিজম্ ॥ ৪৪ ॥ শতবাহুরুবাচ।

ধর্ম্মযোগপ্রভাবে ও আমার বদনদর্শনে নিষ্পাপ হইয়াছ সংশয় নাই। হে বানরপুঙ্গব! আমি তোমাকে অপর এক বর দান করিতেছি;—হনূমান, অঞ্জনাসুত, বায়ুপুত্র, মহাবল রামেষ্ট, ফাল্গুন, গোত্র, পিঙ্গাক্ষ, অমিতবিক্রম, উদধিক্রমণশ্রেষ্ঠ, দশগ্রীবদর্পহা, লক্ষ্মণপ্রাণদাতা, সীতাশোকনিবর্ত্তন; তোমাকে এই কতিপয় নাম প্রদান করিলাম। হে মারুতে! তোমার এই নামনিচয় দ্বারা ত্রিলোকে বিপুল হিতসাধন হইবে। হে রাজন্! শঙ্কর এইরূপ কহিয়া উমার সহিত তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন। অনন্তর হনূমান্‌ও স্বীয় আত্মযোগবলে ও ব্রহ্মচর্য্যপ্রভাবে ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করিয়া তথায় অচ্ছেদ্য, অপ্রতর্ক্য, উৎপত্তিবিনাশহীন, কামদ ঈশ্বরের লিঙ্গমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিল। মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে পুত্র! এক্ষণে হনূমন্তেশ্বরের প্রত্যক্ষপ্রত্যয় শ্রবণ কর, হে পাণ্ডুনন্দন! ইহা ত্রেতার অন্তে ও দ্বাপরের আদিতে সংঘটিত হইয়াছিল। একদা সুপর্ব্বানামক জনৈক ভূপাল বসুধাতলে জন্মলাভ করেন। সতত সৌখ্যসম্পন্ন নৃপ সুপর্ব্বার রাজত্বকালে তদীয় প্রজাগণ দীর্ঘায়ু ছিল। তিনি পুত্রবান্ ও ধনবান্ ছিলেন। তাঁহার রাজ্যে চোরের উপদ্রব ছিল না। নৃপ সুপর্ব্বার শতবাহু নামে ভীমপরাক্রম এক পুত্র জন্মে। হে নৃপ! সুপর্ব্বসুত শতবাহু সতত পাপধর্ম্মে আসক্ত থাকিতেন, তিনি মৃগযূথের যথার্থ সমগ্র ধরা ও গিরি কানন নিরন্তর পরিভ্রমণ করিতেন। হে রাজন্! শতবাহু একদা বিন্ধ্যপর্ব্বতে উপনীত হন। এই বিন্ধ্যগিরি বিবিধতরুসমাকীর্ণ। যূথে যূথে গজগণ এখানে বিচরণ করে এবং অনেক সিংহ, ব্যাঘ্র, মৃগ ও বরাহ দ্বারা এই বিন্ধ্যগিরি সতত সমাকুল। রাজা শতবাহু বহুদিন এই বিন্ধ্যগিরির কাননভূমে ক্রীড়া করিয়া একদা নর্ম্মদাতীরে উপনীত হন এবং হনূমন্তেশ্বর তীর্থের শতক্রোশ ব্যাপী বনভূমে উপস্থিত হন। এই কানন অনেক চিঞ্চিণীতরুশোভায় সমৃদ্ধ ও বহু কদম্বতরু দ্বারা সমাকুল; পলাশ, জম্বীর, করঞ্জ, খদির, পাটল, বদর, শমী ও তিন্দুক প্রভৃতি তরুনিকর এই কাননের নিত্য নব নব শোভা সম্পাদন করে। এই কানন মৃগযূথে সমাচ্ছন্ন ময়ূরনিকরের কেকারবে নিনাদিত এবং পারাবতদলের স্বর দ্বারা সর্ব্বত্র উপশোভিত। ২৭—৪২। রাজা শতবাহু শরৎকালের আশ্বিনমাসে কৃষ্ণপক্ষে এই কাননে বিহার করতেছিলেন। তিনি বন মধ্যে প্রবেশ করিয়া জনৈক পিঙ্গললোচন চপল দ্বিজকে অবলোকন করিলেন, এবং তাঁহার হস্তে পুস্তক দেখিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। শত-

একাকী ত্বং বনে কস্মাদ্ভ্রমসে পুস্তিকাকরঃ। ইতস্ততোঽপি সম্পশ্যন্ কথয়স্ব দ্বিজোত্তম ॥ ৪৫ ॥ ব্রাহ্মণ উবাচ। কান্যকুব্জাৎসমায়াতঃ প্রেষিতো রাজকন্যয়া। অস্থিক্ষেপায় বৈ রাজন্ হনূমন্তেশ্বরে জলে ॥ ৪৬ ॥ রাজোবাচ। অস্থিক্ষেপো জলে কস্মাদ্ধনূমন্তেশ্বরে দ্বিজ। ক্রিয়তে কেন কার্য্যেণ সাশ্চর্য্যং কথ্যতাং মম ॥ ৪৭ ॥ সুপর্ব্বণঃ সুতো যানং ত্যক্ত্বা ভূমৌ প্রণম্য চ। কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা ব্রাহ্মণায় নরেশ্বর। সমস্তং কথয়ামাস বৃত্তান্তং স্বং পুরাতনম্ ॥ ৪৮ ॥ ব্রাহ্মণ উবাচ। শিখণ্ডী নাম রাজাস্তি কান্যকুব্জে প্রতাপবান্। অপুত্রোঽহসৌ মহীপালঃ কন্যা জাতা মনোরথৈঃ ॥ ৪৯ ॥ জাতিস্মরা সুচার্ব্বঙ্গী নর্ম্মদায়াঃ প্রভাবতঃ। পিত্রা চ সৈকদা কন্যা বিবাহায় প্রজল্পিতা ॥ ৫০ ॥ অনিত্যে পুত্রি সংসারে কন্যাদানং দদাম্যহম্। শ্বঃ কৃত্যমদ্য কুর্ব্বীত পূর্ব্বাহ্নে চাপরাহ্নিকম্। ন হি প্রতীক্ষতে মৃত্যুঃ কৃতং চাস্য ন চাকৃতম্ ॥ ৫১ ॥ কন্যোবাচ। ইচ্ছেয়ং যত্র কালে হি তত্র দেয়া ত্বয়া পিতঃ। পুত্রীবাক্যাদসৌ রাজা বিস্মিতো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৫২ ॥ শিখণ্ড্যুবাচ। কথ্যতাং মে মহাভাগে সাশ্চর্য্যং ভাষিতং ত্বয়া। পিতুর্ব্বাক্যেন সা বালা উত্তমা হ্যাগতাস্তিকম্ ॥ ৫৩ ॥ কথয়ামাস যদ্বৃত্তং হনূমন্তেশ্বরে নৃপ। কলাপিনী হ্যহং তাত যুতা ভর্ত্রাবসং তদা ॥ ৫৪ ॥ রেবৌর্ব্যাসঙ্গমাস্থিস্থা রেবায়া দক্ষিণে তটে। হনূমন্তবনে পুণ্যে চিক্রীড়াহং যদৃচ্ছয়া ॥ ৫৫ ॥ ভর্ত্তৃযুক্তা চ সংসুপ্তা রজন্যাং সরলে নগে। আগতা লুব্ধকাস্তত্র ক্ষুধার্ত্তা বনমুত্তমম্ ॥ ৫৬ ॥ ভর্ত্তৃযোগযুতা পাপৈর্দৃষ্টাহং বধচিন্তকৈঃ। পাশবন্ধং সমাদায় বদ্ধাহং স্বামিনা সহ ॥ ৫৭ ॥ গ্রীবাং তে মোটয়ামাসুঃ পিচ্ছাচ্ছোটনকং কৃতম্। হুতাশনমুখে তৈস্তু সহ

বাহু বলিলেন,—হে দ্বিজোত্তম! আপনি ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপপূর্ব্বক একাকী পুস্তকহস্তে কানন মধ্যে কেন বিচরণ করিতেছেন, ইহা আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বলুন। ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন,—হে রাজন্! আমি কান্যকুব্জ হইতে সমাগত হইয়াছি। হনূমন্তেশ্বর-তীর্থজলে অস্থিনিক্ষেপার্থ কান্যকুব্জ-রাজকন্যা আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। রাজা জিজ্ঞাসিলেন,—হে দ্বিজ! কিজন্য হনূমন্তেশ্বরজলে অস্থিনিক্ষিপ্ত হয়, ইহা শুনিয়া আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি, অতএব এ বিষয় আমার নিকট বর্ণন করুন। হে নরেশ্বর! অনন্তর সুপর্ব্বতনয় যান পরিত্যাগপূর্ব্বক ভূমিতলে অবতরণ করিলেন এবং যুক্তকরে দ্বিজকে প্রণাম করিয়া দণ্ডায়মান হইলে দ্বিজ অখিল পুরাতন বৃত্তান্ত শতবাহুসমীপে কীর্ত্তন করিলেন। ব্রাহ্মণ বলিলেন,—কান্যকুব্জে শিখণ্ডী নামে জনৈক প্রতাপবান্ রাজা বিদ্যমান, সেই মহীপাল শিখণ্ডী অপুত্রক; তিনি নর্ম্মদার প্রভাবে জাতিস্মরা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী মনোরথানুরূপা এক কন্যালাভ করেন। শিখণ্ডী একদা কন্যাবিবাহার্থ জল্পনা করেন এবং কন্যাকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলেন যে, হে পুত্রি! সংসার অনিত্য, অতএব আমি কন্যাদান করিব! দেখ, পরশ্বদিবসীয় কার্য্য অদ্য ও অপরাহ্ণকর্ত্তব্য পূর্ব্বাহ্নে করিতে হয়; কেননা মানবের কার্য্য করা হউক বা না হউক, তজ্জন্য মৃত্যু অপেক্ষা করে না। অতঃপর পিতার বাক্যে কন্যা উত্তর করিল,—হে পিতঃ, অতএব আমার যখন ইচ্ছা হইবে, আপনি তখনই আমাকে সম্প্রদান করিবেন। তচ্ছ্রবণে কান্যকুব্জরাজা শিখণ্ডী বিস্মিত হইয়া কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ।৪৫—৫২। শিখণ্ডী কহিলেন,—হে মহাভাগে! বড়ই বিস্ময়কর কথা কহিলে, এক্ষণে ইহার কারণ কি, ব্যক্ত করিয়া বল! হে নৃপ! অনন্তর সেই উত্তমা বালিকা কন্যা পিতার বাক্যের উত্তর দিতে গিয়া হনূমন্তেশ্বরে তাহার পূর্ব্বে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল, তৎসমস্ত নিবেদন করিল। বলিল—হে তাত! আমি পূর্ব্বে ময়ূরী ছিলাম, আমার বাস ছিল—রেবাভূমির দক্ষিণ তটস্থিত পুণ্য হনূমন্তবনে। যে স্থানে নর্ম্মদার দক্ষিণ কূল ভূমির সহিত সঙ্গত হইয়াছে, উহাই হনূমন্তবন; সেই স্থানেই আমি অবস্থিত ছিলাম। আমি আমার স্বামীর সহিত সতত মিলিত হইয়া পুণ্য হনূমন্তবনে যথেষ্ট ক্রীড়া করিতাম। এই নগভূমি দেখিতে বড়ই সরল। আমি একদা রজনীযোগে স্বামীর সহিত শয়ান হই, তখন ক্ষুধার্ত্ত ব্যাধগণ এই উত্তম বনে আগমন করে। অনন্তর পাপমতি ব্যাধগণ আমাকে স্বামিসহবাসে শয়ান দেখিয়া আমার বধার্থ উদ্যত হয়। পাশাস্ত্র গ্রহণ করিয়া তাহারা স্বামীর সহিত আমাকে বান্ধিয়া ফেলে। আমার ঘাড় মট্‌কাইয়া দেয় এবং আমার চন্দ্রক সকল ও উপড়াইয়া

কান্তেন লুব্ধকঃ। ৫৮। পরিভর্জ্জ্যাবয়োর্মাংসং ভক্ষয়িত্বা যথেষ্টতঃ। সুপ্তাঃ স্বস্থেন্দ্রিয়া রাত্রৌ সা গতা শর্ব্বরী ক্ষয়ম্ ।৫৯। প্রভাতে মাংসশেষঞ্চ জম্বুকৈর্গৃধ্রঘাতিভিঃ। মচ্ছরীরোদ্ভবং চাস্থি স্নায়ুমাংসেন চাবৃতম্। ৬০। গৃহীতং ঘাতিনৈকেন চাকাশাৎ পতিতং তদা। তং মাংসভক্ষণং দৃষ্ট্বা পরে পক্ষিণ আগতাঃ। ৬১। দৃষ্ট্বা পক্ষিসমূহং তু অস্থিখণ্ডং ব্যসর্জ্জয়ৎ। বিহগানাংসমস্তানাং ধাবতাং চৈব পশ্যতাম্ ।৬২। পতিতং নর্ম্মদাতোয়ে হনুমন্তেশ্বরে নৃপ। মদীয়মস্থিখণ্ডঞ্চ পতিতং নর্ম্মদাজলে। ৬৩। তস্য তীর্থস্য পুণ্যেন জাতাহং পুত্রিকা তব। ভূপকন্যা ত্বহং জাতা পূর্ণচন্দ্রনিভাননা। ৬৪। জাতিস্মরা নরেন্দ্রস্য সঞ্জাতা ভবতঃ কুলে। তস্মাদ্বিবাহং নেচ্ছামি মম ভর্ত্তা নৃপোত্তম। ৬৫। বিষমে বর্ত্ততেঽদ্যাপি শকুন্তমৃগজাতিষু। তস্যাস্থিশেষং রাজেন্দ্র তস্মিংস্তীর্থে ভবিষ্যতি। ৬৬। তৎক্ষেপণার্থং বৈ তাত প্রেষয়াদ্য দ্বিজোত্তমম্। এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং কারণং নৃপসত্তম। ৬৭। মদ্ভর্ত্তা বিষমে স্থানে শকুন্তমৃগজাতিষু। যদি প্রেষয়সে তাত কঞ্চিত্ত্বং নর্ম্মদাতটে। ৬৮। তস্যাহং কথয়িষ্যামি স্থানেশ্চিহ্নৈশ্চ লক্ষিতম্। শিখণ্ডিনাপ্যহং তত্র হ্যাহূতো হ্যবনীপতে। ৬৯। দাস্যামি বিংশতিগ্রামান্ গচ্ছ ত্বং নর্ম্মদাতটে। প্রেষণং মে প্রতিজ্ঞাতমলক্ষ্যা পীড়িতেন তু। ৭০। কন্যোবাচ। গচ্ছ ত্বং নর্ম্মদাং পুণ্যাং সর্ব্বপাপক্ষয়ঙ্করীম্। আগ্নেয্যাং সোমনাথস্য হনুমন্তেশ্বরঃ পরঃ। ৭১। অর্দ্ধক্রোশেন রেবায়া বিস্তীর্ণো বটপাদপঃ। করঞ্জঃ কটহৈশ্চৈব সন্নিধানে বটস্য চ। ৭২। ন্যগ্রোধমূলসান্নিধ্যে সূক্ষ্মাস্থীনি ত্বক্ষ্যসি। সমুহ্য তানি সংগৃহ্য গচ্ছ রেবাং দ্বিজোত্তম। ৭৩। আশ্বিনস্যাসিতে পক্ষে ত্রিপুরারেস্তু বৈ তিথৌ।

ফেলে। অতঃপর তাহারা আমাদিগকে হুতাশনে নিক্ষিপ্ত করে; আমাদের মাংস ভাজে ও তদ্দ্বারা যথেচ্ছ ভোজনব্যাপার সম্পাদন করিয়া সুস্থদেহে রাত্রিতে নিদ্রা যায়। অনন্তর বিভাবরী প্রভাতা হইলে জম্বুক, গৃধ্র ও শ্যেনগণ আসিয়া আমার অবশিষ্ট স্নায়ু মাংস-লিপ্ত অস্থিনিচয় গ্রহণ করে; এই সময় এক শ্যেন সেইখানে পতিত হয়। তাহাকে মাংস ভক্ষণ করিতে দেখিয়া অন্যান্য পক্ষিগণও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আগমন করে। তার পর মাংসার্থী বহুপক্ষীকে সবেগে আগমন করিতে দেখিয়া শ্যেন আমার সেই অস্থিখণ্ড অন্যান্য পক্ষিগণের সমক্ষেই পরিত্যাগ করে। হে নৃপ! পক্ষি-মুখ-নিক্ষিপ্ত আমার সেই অস্থি দৈববশে হনুমন্তেশ্বরে নর্ম্মদানীরে পতিত হয়। আমি সেই তীর্থ পুণ্যপ্রভাবে এক্ষণে আপনার কন্যা হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছি। আমি এখন নৃপকন্যা, আমার বদন পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় দ্যুতিসম্পন্ন। আমি জাতিস্মরা হইয়া ভবাদৃশ নৃপসত্তমের বংশে সমুদ্ভূত হইয়াছি। হে নৃপোত্তম! এইজন্য আমি বিবাহ অভিলাষ করি না; কেন না আমার ভর্ত্তা অদ্যাপি বিষম শকুন্ত-মৃগজাতিতে অদ্যাপি বিদ্যমান। হে রাজেন্দ্র! এক্ষণে আমার ইচ্ছা—তাঁহার অস্থিশেষ হনুমন্তেশ্বরে প্রেরিত হউক। হে রাজেন্দ্র! জনৈক দ্বিজসত্তম দ্বারা অদ্যই তাঁহার অস্থিশেষ হনুমন্তেশ্বরে ক্ষেপণার্থ প্রেরণ করুন। হে নৃপসত্তম! এই আপনার নিকট সকল কারণই কহিলাম। আমার স্বামী বিষম স্থানে শকুন্ত মৃগগণমধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছেন। যদি আপনি কোন দ্বিজসত্তমকে নর্ম্মদাতটে প্রেরণ করেন, তবে আমি সেই স্থানের চিহ্নাদি সকলই বলিয়া দিতে পারি। দ্বিজ বলিলেন,—হে অবনীপতে! অনন্তর শিখণ্ডী কর্ত্তৃক আহূত হইয়া আমি আগমন করিলে রাজা বলিলেন,—হে দ্বিজ! আপনাকে বিংশতি গ্রাম দান করিব, আপনি নর্ম্মদাতটে গমন করুন, আমি দরিদ্র; তাই এ কার্য্যে প্রতিশ্রুত হইলাম। অনন্তর রাজকন্যা আমাকে নর্ম্মদাতীরের পরিচয় বলিতে লাগিল। রাজকন্যা কহিল,—হে দ্বিজ! আপনি সর্ব্বপাপক্ষয়কর পুণ্য নর্ম্মদাতীরে গমন করুন; এই নর্ম্মদাতীরে সোমনাথ বিদ্যমান। এই সোমনাথের আগ্নেয়দিকে শ্রেষ্ঠ হনুমন্তেশ্বর বিরাজিত।৫৩—৭১ নর্ম্মদাতীরে অর্দ্ধক্রোশব্যাপী এক সুবিস্তীর্ণ বটতরু আছে। এই বটতরুর সমীপে আবার করঞ্জ কটহাদি বৃক্ষ সকল বিদ্যমান রহিয়াছে। আপনি সেই বটতরুর মূলদেশে আমার স্বামীর সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অস্থি দেখিতে পাইবেন, হে দ্বিজোত্তম! আপনি সেই অস্থি নিঃশেষরূপে গ্রহণ করিয়া নর্ম্মদাতীরে উপনীত হউন। হে দ্বিজ! আশ্বিন মাসের অসিতপক্ষীয় চতুর্দ্দশীকে

স্নাপ্য ত্রিশূলিনং ভক্ত্যা রাত্রৌ ত্বং কুরু জাগরম্॥ ৭৪॥ ক্ষিপেঃ প্রভাতে তানি ত্বং নাভিমাত্রজলস্থিতঃ। ইত্যুচ্চার্য্য দ্বিজশ্রেষ্ঠ বিমুক্তিস্তস্য জায়তাম্॥ ৭৫॥ ক্ষিপ্ত্বাস্থীনি পুনঃ স্নানং কর্ত্তব্যং ত্বঘনাশনম্। এবং কৃতে তু রাজেন্দ্র গতিস্তস্য ভবিষ্যতি॥ ৭৬॥ কথিতং কন্যয়া যচ্চ তৎসর্ব্বং পুস্তিকাকৃতম্। আগতোঽহং নৃপশ্রেষ্ঠ তীর্থেঽত্র দুরিতাপহে॥ ৭৭॥ সোঽভিজ্ঞানং ততো দৃষ্ট্বা নীত্বাস্থীনি নরেশ্বর। পূর্ব্বোক্তেন বিধানেন প্রাক্ষিপন্নর্ম্মদাম্ভসি॥ ৭৮॥ পুষ্পবৃষ্টিঃ পপাতাশু সাধুসাধ্বিতি পাণ্ডব। বিমানঞ্চ ততো দিব্যমাগ[illegible] বর্হিণস্তদা॥ ৭৯॥ দিব্যরূপধরো ভূত্বা গতো নাকে কলাপবান্। এবং তু প্রত্যয়ং দৃষ্ট্বা হনুমন্তেশ্ব[illegible] নৃপ॥ ৮০॥ চকারানশনং বিপ্রঃ শতবাহুশ্চ ভূপ[illegible] শোষয়ামাসতুস্তৌ স্বমীশ্বরারাধনে র[illegible] ধ্যায়ন্তৌ তস্থতুর্দেবং শতবাহুদ্বিজোত্তমৌ। মাস[illegible] মৃতো রাজা শতবাহুর্মহামনাঃ॥ ৮২॥ কিঙ্কিণীজালশোভাঢ্যং বিমানং তত্র চাগতম্। সাধু সাধু নৃপশ্রেষ্ঠ বিমানারোহণং কুরু॥ ৮৩॥ শতবাহুরুবাচ। নয়ামি স্বর্গমার্গাগ্রং বিপ্রো যাবন্ন সংস্থিতঃ। উপদেশপ্রদো মহ্যং গুরুরূপী দ্বিজোত্তমঃ॥ ৮৪॥ অপ্সরস ঊচুঃ। লোভাবৃতো হ্যয়ং বিপ্রো লোভাৎ পাপস্য সংগ্রহঃ। হনূমন্তেশ্বরে রাজন্ যো মৃতাঃ সত্ত্বমাস্থিতাঃ॥ ৮৫॥ তে যান্তি শাঙ্করে লোকে সর্ব্বপাপক্ষয়ঙ্করে। নৈব পাপক্ষয়শ্চাস্য ব্রাহ্মণস্য নরেশ্বর॥ ৮৬॥ গৃহঞ্চ গৃহিণী চিত্তে ব্রাহ্মণস্য প্রবর্ত্ততে। শতবাহুস্ততো বিপ্রমুবাচ বিনয়ান্বিতঃ॥ ৮৭॥ ত্যজ মূলমনর্থস্য লোভমেনং দ্বিজোত্তম। ইত্যুক্ত্বা স্বর্যযৌ রাজা স্বর্গকন্যাসমাবৃতাঃ॥ ৮৮॥ দিনৈঃ কৈশ্চিদ্গতো বিপ্রঃ স্বর্গং [illegible]কৈর্বৃতঃ। বর্হী চ কাশীরাজস্য পুত্রস্তীর্থপ্রভাবতঃ॥ ৮৯॥ আত্মানং কন্যয়া দত্তং পূর্ব্বজন্ম [illegible] প্রেমমালোক্য

শিবভিথি কহে। আপনি এই চতুর্দ্দশীদিনে ভক্তিপূর্ব্বক স্নান ও ত্রিশূলীকে অবলোকন করিয়া সেই রজনী জাগরণ করিবেন। তারপর রাত্রি প্রভাত হইলে স্নান করিয়া নাভিমাত্র জলে অবস্থানপূর্ব্বক "তাহার মুক্তি হউক" মন্ত্র উচ্চারণ করত নর্ম্মদানীরে অস্থিনিচয় ক্ষেপণ করিবেন। হে দ্বিজসত্তম! অস্থি নিক্ষিপ্ত হইলে পুনরায় আপনি পাপনাশন স্নান করিবেন। এইরূপ করিলেই সেই প্রেতদেহের উত্তমগতি লাভ হইবে। হে রাজেন্দ্র! তৎকালে কন্যা যাহা কহিয়াছিলেন, আমি তৎসমস্ত পুস্তিকায় লিখিয়া লইয়া এই দুরিতহর-নর্ম্মদাতীর্থে আগমন করিয়াছি। হে নরেশ যুধিষ্ঠির! অনন্তর দ্বিজ নৃপকন্যা কথিত অভিজ্ঞানানুসারে অস্থিনিচয় গ্রহণপূর্ব্বক রাজকন্যাকথিত বিধানক্রমে সেই অস্থিসমূহ নর্ম্মদানীরে নিক্ষেপ করিলেন। তখন সাধু সাধু রবে আকাশ হইতে সদ্য পুষ্পবৃষ্টি পতিত হইল। তারপর কালক্রমে শিখণ্ডীর জন্য দিব্যবিমান আসিয়া উপস্থিত হইল। সে দিব্যরূপ প্রাপ্ত হইয়া বিমানারোহণে ত্রিদশালয়ে চলিয়া গেলেন। হে নৃপ! হনুমন্তেশ্বর তীর্থের এইরূপ প্রত্যক্ষ প্রমাণ অবলোকন করিয়া বিপ্র ও ভূপতি শতবাহু অনশন ব্রত ধারণপূর্ব্বক হনুমন্তেশ্বরে তপস্যা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা স্ব স্ব অভীষ্টদেবের আরাধনে রত হইয়া শরীর শোষণ করত দেবতাধ্যানে নিবিষ্ট রহিলেন। অনন্তর মহামনা নৃপ শতবাহু তপস্যাক্লেশে অর্দ্ধমাসেই তনুত্যাগ করিলেন। শতবাহু শরীর পরিত্যাগ করিলে কিঙ্কিণীজলমণ্ডিত বিমান আসিয়া স্বর্গ হইতে তথায় উপনীত হইল। স্বর্গ হইতে অপ্সরোগণ সাধু সাধু সম্ভাষণপূর্ব্বক বলিল,—হে নৃপোত্তম! বিমানে আরোহণ করুন। ৮২—৮৩। শতবাহু উত্তর করিলেন,—এই দ্বিজোত্তম আমার উপদেষ্টা, ইনি গুরুরূপে আমার সমীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন; এক্ষণে ইনি এখানে পড়িয়া থাকিলে আমি স্বর্গে গমন করিব না। অপ্সরোগণ কহিল,—হে রাজন! এই দ্বিজ লোভবশত এখানে আগমন করিয়াছে, লোভ হইতেই পাপের সংগ্রহ হইয়া থাকে; যাহারা হনুমন্তেশ্বরে সাত্ত্বিকভাবে তনুত্যাগ করে, তাহারাই সর্ব্বপাপক্ষয়কর শঙ্করলোকে গমন করিতে পারে। হে নরেশ! এই দ্বিজের এখনও পাপক্ষয় হয় নাই, ইহার গৃহ ও গৃহিণী এখনও মনোমধ্যে রহিয়াছে। অনন্তর শতবাহু বিনয়ান্বিত হইয়া দ্বিজকে কহিলেন,—হে দ্বিজসত্তম! সকল অনর্থের মূল লোভ পরিত্যাগ করুন। অনন্তর রাজা এইরূপ কহিয়া অমরনারীগণ সমভিব্যাহারে অমরপুরে গমন করিলেন। এদিকে কালান্তরে দ্বিজ ও রাজা শিখণ্ডী বৈতালিকগণ সহ স্বর্গপুরে উপনীত হইলেন। ঐ কাশীরাজতনয় তীর্থপ্রভাবে পূর্ব্বজন্ম স্মরণ করিতে

পিতুরাজ্ঞামবাপ্য চ। স্বয়ংবরে স্বভর্ত্তারং লেভে সাধ্বী নৃপাত্মজম্ ॥ ৯০ ॥ শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। এতদ্বৃত্তান্তমভবত্তস্মিংস্তীর্থে নৃপোত্তম: এতস্মাৎ কারণান্মেধ্যং তীর্থমেতৎ সদা নৃপ ॥ ৯১ ॥ অষ্টম্যাং বা চতুর্দ্দশ্যাং সর্ব্বকালং নরেশ্বর। বিশেষাচ্চাশ্বিনে মাসি কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দ্দশীম্ ॥ ৯২ ॥ স্নাপয়েদীশ্বরং ভক্ত্যা ক্ষৌদ্রক্ষীরেণ সর্পিষা। দধ্না চ খণ্ডযুক্তেন কুশতোয়েন বৈ পুনঃ ॥ ৯৩ ॥ শ্রীখণ্ডেন সুগন্ধেন গুণ্ঠয়েচ্চ মহেশ্বরম্। ততঃ সুগন্ধপুষ্পৈশ্চ বিল্বপত্রৈশ্চ পূজয়েৎ ॥ ৯৪ ॥ মুচুকুন্দেন কুন্দেন জাতী কাশকুশোদ্ভবৈঃ। উন্মত্তমুনিপুষ্পৌঘৈঃ পুষ্পৈস্তৎকালসম্ভবৈঃ ॥ ৯৫ ॥ অর্চ্চয়েৎ পরয়া ভক্ত্যা হনূমন্তেশ্বরং শিবম্। ঘৃতেন দাপয়েদ্দীপং তৈলেন তদভাবতঃ ॥ ৯৬ ॥ শ্রাদ্ধঞ্চ কারয়েত্তত্র ব্রাহ্মণৈর্বেদপারগৈঃ। সর্ব্বলক্ষণসম্পন্নৈঃ কুলীনৈর্গৃহপালকৈঃ ॥ ৯৭ ॥ তর্পয়েদ্‌ব্রাহ্মণান্ ভক্ত্যা বসনান্নহিরণ্যতঃ। নরকস্থা দিবং যান্তু প্রোচ্যেতি প্রণমেদ্দ্বিজান্ ॥ ৯৮ ॥ পতিতান্ বর্জ্জয়েদ্বিপ্রান্ বৃষলী যস্য গেহিনী। স্বধর্ম্মং চাপরিত্যজ্য বৃষৈরন্যৈশ্চ রম্যতে ॥ বৃষলীং তাং বিদুর্দ্দেবা ন শূদ্রী বৃষলী ভবেৎ। ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং গুরুদারনিষেবণম্ ॥ ১০০ ॥ সুবর্ণহরণঞ্চাসমিত্রদ্রোহোদ্ভবং তথা। নশ্যতে পাবকং সর্ব্বমিত্যেবং শঙ্করোঽব্রবীৎ ॥ ১০১ ॥ শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। বাক্‌প্রলাপেন ভো বৎস বহুনোক্তেন কিং ময়া। সর্ব্বপাতকসংযুক্তো দদ্যাদ্দানং দ্বিজন্মনে ॥ ১০২ ॥ গোদানঞ্চ প্রকর্ত্তব্যমস্মিংস্তীর্থে বিশেষতঃ। গোদানং হি যতঃ পার্থ সর্ব্বদানাধিকং স্মৃতম্ ॥ ১০৩ ॥ সর্ব্বদেবময়া গাবঃ সর্ব্বে বেদাস্তদাত্মকাঃ। শৃঙ্গাগ্রেষু মহীপাল শক্রো বসতি নিত্যশঃ ॥ ১০৪ ॥ উরঃ স্কন্দঃ শিরো ব্রহ্মা ললাটে বৃষভধ্বজঃ। চন্দ্রার্কৌ লোচনে দেবৌ জিহ্বায়াঞ্চ সরস্বতী ॥ ১০৫ ॥ মরুদ্গণাঃ সদা সাধ্যা যস্যা দন্তা নরেশ্বর। হুঙ্কারে চতুরো বেদান্ বিদ্যাৎ সাঙ্গপদক্রমান্ ॥ ১০৫ ॥ ঋষয়ো রোমকূপেষু হ্যসংখ্যাতাস্তপস্বিনঃ। দণ্ডহস্তো মহাকায়ঃ কৃষ্ণো মহিষবাহনঃ ॥

লাগিলেন। পিতার নিকট অনুমতি লইয়া রাজকন্যাও স্বীয় প্রৌঢ় ভর্ত্তাকে লাভ করিয়াছিলেন। মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে নৃপোত্তম! হনুমন্তেশ্বরতীর্থে এইরূপ এক অপূর্ব্ব ঘটনা ঘটিয়াছিল, আর হে নৃপ! এই কারণেই হনুমন্তেশ্বর তীর্থ অতি পূত বলিয়া গণ্য হইয়াছে। হে নরেশ্বর! অষ্টমীতে, চতুর্দ্দশীদিনে কিংবা যে কোন কালে, বিশেষতঃ আশ্বিন মাসের অষ্টমী ও চতুর্দ্দশী তিথিতে মধু, মৃত, দুগ্ধ, দধি, শর্করা ও কুশোদক দ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক এই ঈশ্বরলিঙ্গের স্নান করাইয়া পুনরায় সুগন্ধ চন্দন দ্বারা মহেশ্বরের দেহ অনুলিপ্ত করিবে। তাহার পর মুচুকুন্দ, কুন্দ, জাতী, কাশ, কুশ, ধুতুর, বকুল এবং তৎকালজাত অন্যান্য সুগন্ধি কুসুম ও বিল্বপত্র দ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক হনূমন্তেশ্বর শিবের পূজা করিবে। শিবসমীপে ঘৃতদীপ দান কিংবা তদভাবে তৈলদীপ দান করিবে এবং বেদপারগ সর্ব্বলক্ষণসম্পন্ন, কুলীন ও গৃহপালক, দ্বিজগণ দ্বারা পিতৃশ্রাদ্ধ করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক বসন, অন্ন ও হিরণ্য দানাদি দ্বারা সেই দ্বিজগণের প্রীতিসাধন করিবে। অনন্তর 'নরকস্থ পিতৃগণ স্বর্গে গমন করুন,' এই বাক্য উচ্চারণ করিয়া দ্বিজগণকে প্রণাম করিবে। শ্রাদ্ধে পতিত বিপ্রগণকে পরিত্যাগ করিবে। কেবল শূদ্রাই যে বৃষলী তাহা নহে, যে নারী স্বীয় স্বামীকে পরিত্যাগ না করিয়া অন্য পুরুষ দ্বারা স্বামীর কার্য্য করায়, দেবগণ তাহাকেই বৃষলী বলেন। যাহার গৃহিণী বৃষলী, শ্রাদ্ধে তাহাকেও গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে। শঙ্কর কহিয়াছেন,—ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, গুরুদারনিষেবণ, সুবর্ণস্তেয় এবং গচ্ছিত দ্রব্য আহরণ ও মিত্রদ্রোহে যে পাতক হয়, এই তীর্থসেবায় তৎসমস্ত বিনষ্ট হইয়া থাকে ।৮৪—১০৪। মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে বৎস! অধিক কি কহিব। বাক্‌প্রলাপে আর প্রয়োজন নাই, সর্ব্বপাতকসংযুক্ত মানবও এই তীর্থে দ্বিজাতিকে গোদান করুক। হে হে পার্থ! এ তীর্থে গোদানই সমধিক প্রশস্ত আর সমস্ত দানমধ্যে গোদানই সর্ব্বোত্তম বলিয়া কথিত হইয়াছে। গোগণ সর্ব্বদেবময় আর সমস্ত বেদ ও সর্ব্বগোময়। হে নৃপ! গোগণের শৃঙ্গাগ্রে শক্র, বক্ষে স্কন্দ, মস্তকে ব্রহ্মা, ললাটে বৃষভধ্বজ, লোচনযুগলে চন্দ্রসূর্য্য ও জিহ্বায় সরস্বতী সতত বাস করেন। হে নরেশ! সাধ্য ও মরুদ্গণ সর্ব্বদা গোগণের দন্তে বাস করেন। হুঙ্কারে অঙ্গ ও পদক্রমযুক্ত চারিবেদ, এবং অসংখ্য তপস্বী ঋষি রোমকূপে নিয়ত বাস করিয়া থাকেন। দণ্ডহস্ত মহাকায় মহিষবাহন কৃষ্ণবপু যম গোগণের

১০৬॥ যমঃ পৃষ্ঠস্থিতো নিত্যং শুভাশুভপরীক্ষকঃ চত্বারঃ সাগরাঃ পুণ্যাঃ ক্ষীরধারাঃ স্তনেষু চ ॥১০৭॥ বিষ্ণুপাদোদ্ভবা গঙ্গা দর্শনাৎ পাপনাশনী। প্রস্রাবে সংস্থিতা যস্মাত্তস্মাদ্বন্দ্যা সদা বুধৈঃ॥ ১০৮॥ লক্ষ্মীশ্চ গোময়ে নিত্যং পবিত্রা সর্ব্বমঙ্গলা। গোময়ালেপনং তস্মাৎ কর্ত্তব্যং পাণ্ডুনন্দন॥ ১০৯॥ গন্ধর্ব্বাপ্সরসো নাগাঃ খুরাগ্রেষু ব্যবস্থিতাঃ। পৃথিব্যাং সাগরান্তায়াং যানি তীর্থানি ভারত। তানি সর্ব্বাণি জানীয়াদ্ গোর্গব্যং তেন পাবনম্॥ ১১০॥ যুধিষ্ঠির উবাচ। সর্ব্বদেবময়ী ধেনুর্গীর্ব্বাণাদৈ্যরলঙ্কৃতা। এতৎকথয় মে তাত কস্মাদ্গোষু সমাশ্রিতাঃ॥ ১১॥ শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। সর্ব্বদেবময়ো বিষ্ণুর্গাবো বিষ্ণুশরীরজাঃ। দেবাস্তত্তভয়াত্তস্মাৎ কল্পিতা বিবিধা জনৈঃ॥ ১২॥ শ্বেতা বা কপিলা বাপি ক্ষীরিণী পাণ্ডুনন্দন। সবৎসা চ সুশীলা চ সিতবস্ত্রাবগুণ্ঠিতা॥১৩॥ কাংস্যদোহনিকা দেয়া স্বর্ণশৃঙ্গী সুভূষিতা। হনূমন্তেশ্বরস্যাগ্রে ভক্ত্যা বিপ্রায় দাপয়েৎ॥ ১৪॥ নিয়মস্থেন সা দেয়া স্বর্গমানন্ত্যমিচ্ছতা। অসমর্থায় যে দত্ত্যবিষ্ণুলোকে প্রয়ান্তি তে॥ ১৫॥ অসৌ লোকে চ্যুতো রাজন্ ভূতলে দ্বিজমন্দিরে। কুশলো জায়তে পুত্রো গুণবিদ্যাধনর্দ্ধিমান্॥ ১৬॥ সর্ব্বপাপহরং তীর্থং হনূমন্তেশ্বরং নৃপ। শৃণ্বন্ বিমুচ্যতে পাপাদ্বর্ণসঙ্করসম্ভবাৎ॥ ১৭॥ দূরস্থশ্চিন্তয়ন্ পশ্যন্মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥ ১১৮॥

ইতি শ্রীস্কান্দে হনূমন্তেশ্বরতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ত্র্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৮৩॥

চতুরশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। অত্রৈবোদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্। কৈলাসে পৃচ্ছতে ভক্ত্যা ষণ্মুখায় শিবোদিতম্॥ ১॥ ঈশ্বর উবাচ। পূর্ব্বং ত্রেতাযুগে স্কন্দ হতো রামেণ রাবণঃ। চতুর্দশ

পৃষ্ঠদেশে অবস্থিত থাকিয়া সতত শুভাশুভের পরিমাণ করেন। পুণ্য ক্ষীরধারা সাগরচতুষ্টয় গোগণের স্তনে অবস্থান করেন। যাহার দর্শনে পাপরাশি বিনষ্ট হয়, সেই বিষ্ণুপাদোদ্ভবা গঙ্গা গোগণের মূত্রে বাস করেন বলিয়া বুধগণ গোসকলের বন্দনা করিয়া থাকেন। হে পাণ্ডুনন্দন! পাবিনী সর্ব্বমঙ্গলা লক্ষ্মী নিত্য গোময়ে বাস করেন, এজন্য গোময় দ্বারা ভূমি লেপন করা কর্ত্তব্য। হে ভারত! গন্ধর্ব্ব, অপ্সর ও নাগগণ গোগণের খুরাগ্রে অবস্থিত। এতদ্ভিন্ন সাগরান্তা পৃথিবীতে যেসকল পূত তীর্থ বিদ্যমান, তাহারা সকলেই গোগণের দেহ আশ্রয় করিয়া বাস করে। হে রাজন্! এই জন্য গো-গব্য অতি পূত বলিয়া বিদিত হও। যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে তাত! দেবাদি দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়া ধেনু সর্ব্বদেবময়ী হইয়াছে, এক্ষণে বলুন তাঁহারা কিজন্য ধেনুর তনু আশ্রয় করিলেন? মার্কণ্ডেয় উত্তর করিলেন,—বিষ্ণু সর্ব্বদেবময়, গোগণ সেই বিষ্ণুশরীর হইতে সমুদ্ভূত; বিষ্ণু ও গো এই উভয় বস্তুতেই দেবগণ বিদ্যমান; এজন্য মানবগণ গোগণকে সর্ব্বদেবময় বলিয়া কল্পনা করেন। হে পাণ্ডুনন্দন! এক্ষণে গোগণের বিবিধ ভেদ ও তাহার দানবিবরণ কথিত হইতেছে। শ্বেতা, কপিলা, ক্ষীরিণী, সবৎসা ও সুশীলা প্রভৃতি গোগণের ভেদ কথিত হয়; যাহারা অনন্ত স্বর্গ কামনা করে, তাহারা নিয়মস্থ হইয়া গাভীকে কাংস্যদোহন ও স্বর্ণশৃঙ্গে বিভূষিত ও শ্বেতবস্ত্রে আবৃত করত ভক্তিপূর্ব্বক হনূমন্তেশ্বরসমীপে দ্বিজকে দান করিবে। যাহারা বিত্তহীন দ্বিজকে এইরূপ গোদান করে, তাহাদের বিষ্ণুলোকে গতি হয়। হে রাজন্! যদিও পুণ্যক্ষয়ে তাদৃশ গোদাতার বিষ্ণুলোক হইতে চ্যুতি ঘটে, তথাপি সে ভূতলে দ্বিজমন্দিরেই জন্মগ্রহণ করে এবং তাহার গুণ, বিদ্যা, ধন ও সমৃদ্ধিসমন্বিত কল্যাণকর তনয় লাভ হয়। হে নৃপ! হনূমন্তেশ্বর তীর্থ সর্ব্বপাপহর। যে মানব এই তীর্থমাহাত্ম্য শ্রবণ করে, সে বর্ণসঙ্করাদি পাপ হইতে মুক্ত হয়। দূর হইতে এই তীর্থ দর্শন বা চিন্তা করিলেও মুক্ত হইয়া থাকে, সংশয় নাই। ১০২—১১৮।

ত্র্যশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৮৩॥

চতুরশীতিতম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—এবিষয়ে একটী পুরাতন ইতিহাস উদাহরণরূপে উল্লিখিত হয়। পূর্ব্বে কৈলাসশৈলে শিবসমীপে ষড়ানন ভক্তিভরে ইহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, অনন্তর শিবও ষড়াননকে বলিয়াছিলেন। ঈশ্বর কহিলেন,—হে

তদা কোট্যো নিহতা ব্রহ্মরক্ষসাম্॥ ২॥ হতেষু তেষু বৈ তত্র রক্ষণায় দিবৌকসাম্। মহানন্দস্তদা জাতস্ত্রিষু লোকেষু পুত্রক॥ ৩॥ ততঃ সীতাং সমাসাদ্য সমং বানরপুঙ্গবৈঃ। রামোঽপ্যযোধ্যামায়াতো ভরতেন কৃতোৎসবঃ। তস্মৈ সমর্পয়ামাস স রাজ্যং লক্ষ্মণাগ্রজঃ॥ ৪॥ তস্মিন্ প্রশাসতি ততো রাজ্যং নিহতকণ্টকম্। কৃতকার্য্যোঽথ হনুমান্ কৈলাসমগৎপুরা॥ ৫॥ ততো নন্দী প্রতীহারো রুদ্রাংশমপি তং কপিম্। ন চ সঙ্গময়ামাস রুদ্রেণাঘৌঘহারিণা॥ ৬॥ তেন পৃষ্টস্তদা নন্দী কিং ময়া পাতকং কৃতম্। যেন রুদ্রবপুঃ পুণ্যং ন পশ্যাম্যম্বিকান্বিতম্॥ ৭॥ নন্দ্যুবাচ। ত্বয়াবতরণং চক্রে কপীন্দ্রামরকেতুনা। তথাপি হি কৃতং পাপমুপভোগেন শাম্যতি॥৮॥ হনুমানুবাচ। কিং ময়াকারি তৎপাপং নন্দিন্ দেবার্থকারিণা। রাক্ষসাশ্চ হতা দুষ্টা বিপ্রযজ্ঞাঙ্গঘাতিনঃ॥৯॥ ততস্তদালাপকুতূহলী হরো নিজাংশভাজং কপিমুগ্রতেজসম্। উবাচ দ্বারান্তরদত্তদৃষ্টিঃ পুরঃস্থিতং প্রেক্ষ্য কপীশ্বরং পুনঃ॥ ১০॥ ঈশ্বর উবাচ। গঙ্গা গয়া কপে রেবা যমুনা চ সরস্বতী। সর্ব্বপাপহরা নদ্যস্তাসু স্নানং সমাচর॥ ১১॥ নর্ম্মদাদক্ষিণে কূলে তীর্থং পরমশোভনম্। সোমনাথসমীপস্থং তত্র ত্বং গচ্ছ বানর॥ ১২॥ তত্র স্নাত্বা মহাপাপং গমিষ্যতি মমাজ্ঞয়া। উৎপত্য বেগাদ্ধনুমান্ শ্রীরেবাদক্ষিণে তটে॥ ১৩॥ জগাম সুমহানাদং তপশ্চক্রে সুদুষ্করম্। তস্য বৈ তপ্যমানস্য রক্ষোবধকৃতং তমঃ॥ ১৪॥ বিলীনং পার্থ কালেন কিয়তেশপ্রসাদতঃ। ততো দেবৈঃ সমং দেবস্তত্তীর্থমগমদ্ধরঃ॥ ১৫॥ কপিমালিঙ্গয়ামাস বরং তস্মৈ প্রদত্তবান্। অদ্যপ্রভৃতি তে তীর্থং ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥ ১৬॥ কপিতীর্থং ততো জাতং তস্মৌ তত্র স্বয়ং হরঃ। হনূমন্তেশ্বরো নাম্না সর্ব্বহত্যাহরস্তদা॥ ১৭॥ তত্র তীর্থে তু যঃ স্নাত্বা ভক্ত্যা লিঙ্গং প্রপূজয়েৎ। সর্ব্বপাপানি নশ্যন্তি হরস্য

স্কন্দ! পুরাকালে রাম ত্রেতাযুগে ত্রিদশগণের রক্ষার্থ রাবণকে নিহত করেন। তখন সেই রাম-রাবণ-রণে চতুর্দ্দশ কোটি ব্রহ্মরাক্ষস নিহত হইয়াছিল। অনন্তর নিশাচরগণ নিহত হইলে ত্রিলোকে ত্রিদশগণের এক মহানন্দ উপস্থিত হয়। হে তনয়! তদনন্তর রাম সীতাকে গ্রহণপূর্ব্বক বানরপুঙ্গবগণসহ অযোধ্যায় আগমন করেন। রামের লঙ্কাপুরী বাসকালে ভরতই অযোধ্যারাজ্য শাসন করিতেন। অনন্তর রাম অযোধ্যায় উপনীত হইলে লক্ষ্মণাগ্রজ ভরত তাঁহার আগমনে এক মহামহোৎসব সমাহিত করিয়া তাঁহাকেই পুনরায় অযোধ্যারাজ্য প্রত্যর্পণ করিয়াছিলেন। রাম নিহতকণ্টক অযোধ্যারাজ্য শাসন করিতে থাকিলে হনুমান্‌ও কৃতকার্য্য হইয়া কৈলাসশৈলে আগমন করেন; কিন্তু কপিরাজ হনুমান রুদ্রাংশ হইলেও প্রতীহারী নন্দী তাঁহাকে পাপহারী হরের সহিত মিলিত হইতে দিলেন না। হনুমান্ তখন নন্দীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—আমি কি পাপ করিয়াছি যে, উমান্বিত পূত রুদ্রদেহদর্শনে বঞ্চিত হইলাম? নন্দী উত্তর করিলেন,—তুমি অমরনিকরের উপকারকামনায় রণভূমে অবতরণ করিয়াছিলে, তথাপি তোমার পাপসঞ্চয় হইয়াছে। এক্ষণে ভোগদ্বারা তোমার সেই পাপক্ষয় হইবে। হনুমান্ কহিলেন,—হে নন্দিন্! আমি দেবকার্য্যসাধনার্থ দ্বিজ ও যজ্ঞঘাতী দুষ্ট রাক্ষসদিগকে নিহত করিয়াছি, ইহাতে আমার কি পাপ হইয়াছে? অনন্তর নন্দী ও হনুমানের আলাপ-সম্ভাষণে কুতূহলী হর দ্বারদেশে দৃষ্টিনিক্ষেপপূর্ব্বক উগ্রতেজা নিজাংশভাজন কপিবর হনুমানকে সম্মুখে অবলোকন করিয়া বলিতে লাগিলেন। ঈশ্বর কহিলেন—হে কপে! সর্ব্বপাপহারিণী গঙ্গা, গয়া, রেবা, যমুনা, সরস্বতী—এই সকল নদীতে স্নান কর। নর্ম্মদার দক্ষিণকূলে সোমনাথসমীপে পরমশোভন পুণ্যতীর্থ বিদ্যমান, হে বানর! তুমি তথায় গমনপূর্ব্বক স্নান কর, আমার আদেশে তোমার মহাপাপ বিনষ্ট হইবে। হে পার্থ! অনন্তর হনুমান্ মহানাদ সহকারে উৎপতিত হইয়া অতি বেগগমনে নর্ম্মদার দক্ষিণকূলে গমনপূর্ব্বক সুদুষ্কর তপশ্চরণ করিলেন; ঈশপ্রসাদে কিয়দ্দিন তপস্যার পরই তাঁহার রক্ষোবধজনিত কলুষ বিলীন হইল; অনন্তর দেবদেব হর দেবগণসহ নর্ম্মদাতীরে আগমন করিয়া হনুমানকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক বরদান করিলেন। বলিলেন,—আজ হইতে তোমার এই তপস্যাস্থান তীর্থমধ্যে পরিগণিত হইবে, সংশয় নাই। হে রাজন্! এইরূপে কপিতীর্থ সমুদ্ভূত ও বিখ্যাত হইল। স্বয়ং হরও তথায় বাস করিতে লাগিলেন। এই হনুমন্তেশ্বর তীর্থ ব্রহ্মহত্যাদি সর্ব্ববিধ হত্যাদিজনিত পাতক-নাশ করে।১—১৭।

বচনং যথা॥ ১৮॥ তত্রাস্থীনি বিলীয়ন্তে পিণ্ডদানেঽক্ষয়া গতিঃ। যৎকিঞ্চিদ্দীয়তে তত্র তদ্ধি কোটিগুণং ভবেৎ॥ ১৯॥ হনুমানপ্যযোধ্যায়াং রামং দ্রষ্টুমথাগমৎ। চকার কুশলপ্রশ্নং স্ববৃত্তং স্ববেদয়ৎ॥ ২০॥ শ্রীরাম উবাচ। কুর্ব্বতো দেবকার্য্যং তে মম কার্য্যং চ কুর্ব্বতঃ। ততোঽহমপি পাপীয়াংস্তপস্তপ্স্যাম্যসংশয়ম্॥ ২১॥ তত্রৈব দক্ষিণে কূলে রেবায়াঃ পাপহারিণী। চতুর্ব্বিংশতিবর্ষাণি তপস্তেপেঽথ রাঘবঃ॥ ২২॥ জ্যোতিষ্মতীপুরীসংস্থঃ শ্রীরেবাস্নানমাচরন্। তস্য শুশ্রূষণং চক্রে লক্ষ্মণোঽপি তদাজ্ঞয়া॥ ২৩॥ স্থাপয়ামাসতুর্লিঙ্গে তৌ তদা রামলক্ষ্মণৌ। প্রভাবাৎ সত্যতপসো রেবাতীরে মহামতী। নিষ্পাপতাং তদা বীরৌ জগ্মতু রামলক্ষ্মণৌ॥ ২৪॥ ততস্তদা দেবপুরোগমো হরো গতো হি বৈ পুণ্যমুনীশ্বরৈঃ সহ। আগত্য তীর্থং চ বরং দদৌ তদা নিজাং কলাং তত্র বিমুচ্য তীর্থে॥ ২৫॥ মুনিভিঃ সর্ব্বতীর্থানাং ক্ষিপ্তং কুম্ভোদকং ভুবি। একস্থং লিঙ্গনামাথ কলাকুম্ভস্তথাভবৎ॥ ২৬॥ কুম্ভেশ্বর ইতি খ্যাতস্তদা দেবগণার্চ্চিতঃ। রামোঽপি পূজয়ামাস তল্লিঙ্গং দেবসেবিতম্॥ ২৭॥ ততো বরং দদৌ দেবো রামকীর্ত্ত্যভিবৃদ্ধয়ে। চতুর্ব্বিংশতিমে বর্ষে রমো নিষ্পাপতাং গতঃ॥ ২৮॥ যদা কন্যাগতঃ পঙ্গুর্গুরুণা সহিতো ভবেৎ। তদৈব দেবযাত্রেয়মিতি দেবা জগুর্মুদা॥ ২৯॥ যথা গোদাবরীতীর্থে সর্ব্বতীর্থফলং ভবেৎ। তথাত্র রেবাস্নানেন লিঙ্গানাং দর্শনৈর্নৃণাম্॥ ৩০॥ করিষ্যত্যত্র যে শ্রাদ্ধং পিতৄণাং নর্ম্মদাতটে। কুম্ভেশ্বরসমীপস্থাস্তৎফলং শৃণু ষণ্মুখ॥ ৩১॥ যাবন্তো রোমকূপাঃ স্যুঃ শরীরে সর্ব্বদেহিনাম্। তাবদ্বর্ষপ্রমাণেন পিতৄণামক্ষয়া গতিঃ॥ ৩২॥ পৃথিব্যাং দেবতাঃ সর্ব্বা সর্ব্বতীর্থানি যানি তু। লভন্তে তৎফলং মর্ত্ত্যা লিঙ্গত্রয়বিলোকনাৎ॥ ৩৩॥ অপুত্রো লভতে পুত্রং নির্দ্ধনো ধনমাপ্নুয়াৎ। সরোগো মুচ্যতে রোগান্নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥

হর বলিয়াছেন,—এই তীর্থে যে মানব ভক্তিপূর্ব্বক স্নান করিয়া হনূমন্তেশ্বর লিঙ্গের পূজা করে, তাহার অখিল পাপ বিনষ্ট হয়। এই স্থানে অস্থিরাশি বিলীন হয়, পিণ্ডদান করিলে অক্ষয় গতি হইয়া থাকে এবং এইখানে যাহা কিছু দান করা যায়, তাহা কোটিগুণ ফলদায়ক হয়। অনন্তর হনূমান্ রাম দর্শনমানসে অযোধ্যায় গমন করিয়া তাঁহার নিকট আত্মবৃত্তান্ত নিবেদনপূর্ব্বক কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। রাম কহিলেন,—তুমি আমার ও সুরগণের কার্য্য সম্পাদন করিয়াছ, তথাপি তুমি পাপলিপ্ত হইলে; তবে ত ব্রহ্মরাক্ষসবধে আমিও পাপী হইয়াছি, অতএব আমি এক্ষণে তপশ্চরণ করিব। অনন্তর রাঘবও সেই পাপহারিণী রেবার দক্ষিণ কূলে গমন করিয়া চতুর্বিংশতিবৎসরব্যাপী তপস্যা করিলেন। তিনি জ্যোতিষ্মতীপুরে অবস্থানপূর্ব্বক নিত্য রেবানীরে অবগাহন করিতে লাগিলেন। রামের অনুমতি পাইয়া অনুজ লক্ষ্মণও তাঁহার শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইলেন। অনন্তর মহামতি বীর রাম ও লক্ষ্মণ উভয়েই সাত্ত্বিক তপস্যাপ্রভাবে রেবাতীরে ঈশ্বরলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া নিষ্পাপ হইলেন। তখন শঙ্কর সুর ও পুণ্যমুনীশ্বরগণসহ রামসমীপে আগমনপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে বরদান করিয়া স্বীয় কলা সেই তীর্থে ত্যাগ করিলেন। অনন্তর শঙ্কর-সমভিব্যাহারে সমাগত মুনীশ্বরগণ কুম্ভ দ্বারা নানাতীর্থনীর আনয়নপূর্ব্বক ভূতলে নিক্ষেপ করেন, তখন তাহা একস্থ হইয়া এক লিঙ্গ হয়। সেই কুম্ভস্থিত জলদ্বারা শঙ্করলিঙ্গের স্নান করান হয়, এইজন্য সেই সুরপূজিত লিঙ্গ কুম্ভেশ্বর নামে বিখ্যাত হইলেন। রামও এই দেবসেবিত লিঙ্গেরই পূজা করিয়া দেবদেবসমীপে কীর্ত্তিবৃদ্ধিকর বরলাভ করেন এবং তিনি এই কুম্ভেশ্বরসমীপে চতুর্ব্বিংশতিবর্ষ তপস্যা করিয়া নিষ্পাপ হন। দেবগণ মুদান্বিত হইয়া বলিলেন,—শনি যখন বৃহস্পতির সহিত কন্যারাশিতে গমন করেন, তখনই এই তীর্থের দেবযাত্রা হইয়া থাকে। গোদাবরী তীর্থে স্নান করিলে মানবগণ যেমন অখিল তীর্থস্নানফললাভ করে এই তীর্থে স্নান ও লিঙ্গদর্শনেও তাহাদের সর্ব্বতীর্থস্নানের ফললাভ হইয়া থাকে। শঙ্কর কহিয়াছিলেন,—হে ষড়ানন! যাহারা রেবাতীরবর্ত্তী কুম্ভেশ্বরসমীপে পিতৃগণের শ্রাদ্ধ করে, তাহাদের শ্রাদ্ধফল শ্রবণ কর। দেহীদিগের দেহে যত রোমকূপ বিদ্যমান, তাবৎবর্ষপর্য্যন্ত পিতৃগণের অক্ষয়গতি লাভ হয়। পৃথিবীতে যত দেবতা ও তীর্থ আছে, মানবগণ ত্রিবিধ লিঙ্গদর্শনেই সমস্ত দেবতা ও তীর্থদর্শনের ফললাভ করে। এই লিঙ্গদর্শনে অপুত্র পুত্রলাভ করে, নির্ধন ধনবান হয় এবং

৩৪। সিংহরাশিং গতে জীবে যৎস্নাদ্গোদাবরীফলম্। তদ্দশগুণং স্কন্দ কুম্ভেশ্বরসমীপতঃ। ৩৫। যে জানন্তি ন পশ্যন্তি কুম্ভশম্ভুমুমাপতিম্। নর্ম্মদাদক্ষিণে কূলে তেষাং জন্ম নিরর্থকম্। ৩৬। যথা গোদাবরীযাত্রা কর্ত্তব্যা মুনিশাসনাৎ। চতুর্বিংশতিমে বর্ষে তথেয়ং দেবভাষিতম্। ২৭। যাবচ্চন্দ্রশ্চ সূর্য্যশ্চ যাবদ্বৈ দিবি তারকাঃ। তাবত্তদক্ষয়ং দানং রেবাকুম্ভেশ্বরান্তিকে। ৩৮। মহাদানানি দেয়ানি তত্র লোকৈর্বিচক্ষণৈঃ। গোদানমত্র শংসন্তি সৌবর্ণং রাজতং তথা। ৩৯। যস্যাঃ স্মরণমাত্রেণ নশ্যতে পাপসঞ্চয়ঃ। স্নানেন কিং পুনঃ স্কন্দ ব্রহ্মহত্যাং ব্যপোহতি। ৪০। তত্র তীর্থে তু যঃ স্নাত্বা শ্রাদ্ধং কুর্য্যাদ্যুধিষ্ঠির। একোত্তরং কুলশতমুদ্ধরেচ্ছিবশাসনাৎ। ৪১। যানি কানি চ তীর্থানি চাসমুদ্রসরাংসি চ। শিবলিঙ্গার্চ্চনস্যেহ কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্। ৪২। এবং দেবা বরং দত্ত্বা হরীশ্বরপুরোগমাঃ। স্বস্থানমগমন্ পূর্ব্বং মুক্ত্বা তন্নাম চোত্তমম্। ৪৩। তীর্থস্যাস্য বরং দত্ত্বা স রামো লক্ষ্মণাগ্রজঃ। অযোধ্যাং প্রবিবেশাসৌ নিষ্পাপো নর্ম্মদাজলাৎ। ৪৪। সৌবর্ণীঞ্চ ততঃ কৃত্বা সীতাং যজ্ঞং চকার সঃ। অনুমন্ত্র্য মুনীল্লোকান্ দেবতাশ্চ নিজং কুলম্। ৪৫। পুরা ত্রেতাযুগে জাতং তত্তীর্থং স্কন্দনামকম্। নিয়মেন ততো লোকৈঃ কর্ত্তব্যং লিঙ্গদর্শনম্। ৪৬। তাবৎপাপানি দেহেষু মহাপাতকজান্যপি। যাবন্ন প্রেক্ষতে জন্তুস্তত্তীর্থং দেবসেবিতম্। ৪৭। তে ধন্যাস্তে মহাত্মানস্তেষাং জন্ম সুজীবিতম্। জ্যোতিষ্মতীপুরীসংস্থং যে দ্রক্ষ্যন্তি হরং পরম্। ৪৮। তস্মান্মোহং পরিত্যজ্য জনৈর্গন্তব্যমাদরাৎ। তীর্থাশেষফলাবাপ্ত্যৈ তীর্থং কুম্ভেশ্বরাহ্বয়ম্। ৪৯। মার্কণ্ডেয় উবাচ। শ্রুত্বেতি শম্ভুবচসা স ষড়াননোঽথ নত্বা পিতুঃ পদযুগাম্বুজমাদরেণ। সম্প্রাপ্য দক্ষিণতটং গিরিশপ্রবন্ত্যাঃ কৌশাগ্র্যরামকলশাখ্যশিবান্ দদর্শ। ৫।

ইতি শ্রীস্কান্দে কপিতীর্থরামেশ্বরলক্ষ্মণেশ্বর-
কুম্ভেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম চতুরশীতি-
তমোঽধ্যায়ঃ। ৮৪।

রোগী রোগ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে, এ বিষয়ে বিচারণা কর্ত্তব্য নহে। বৃহস্পতি সিংহরাশিতে গমন করিলে গোদাবরীতে যে ফল, হে স্কন্দ! কুম্ভেশ্বর-সমীপে মানব তাহার দশগুণ ফললাভ করে। যাহারা নর্ম্মদার দক্ষিণতীরস্থিত কুম্ভ-শম্ভু উমাপতিকে জানে না বা দর্শন করে না, তাহাদের জন্ম নিরর্থক। ঋষিগণ যেমন গোদাবরীযাত্রা কর্ত্তব্য বলিয়া বিধিবদ্ধ করিয়াছেন, চতুর্ব্বিংশতি বর্ষে তদ্রূপ কুম্ভশম্ভুর যাত্রাও দেবগণ কর্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যে পর্য্যন্ত আকাশে চন্দ্র, সূর্য্য ও তারকারাজি বিদ্যমান থাকিবে, রেবাতীরে কুম্ভেশ-সমীপে দানফলও মানবের ততদিন অক্ষুণ্ণ হইবে। বিচক্ষণ মানবগণ এই তীর্থে মহাদান সকলের অনুষ্ঠানই করিবেন; জ্ঞানিগণ এখানে গো, সুবর্ণ কিংবা রজত দানেরই প্রশংসা করিয়া থাকেন। হে স্কন্দ! যে তীর্থের স্মরণ মাত্রেই পুঞ্জীকৃত পাপ বিনষ্ট হয়, সে তীর্থে স্নান করিলে যে ব্রহ্মহত্যা নষ্ট হইবে, ইহা অধিক নহে। হে যুধিষ্ঠির! যে মানব এই কুম্ভেশ্বর তীর্থে স্নান করিয়া শ্রাদ্ধ করে, শিবের শাসনে তাহার একশত এককুল উদ্ধার হয়। সাগর হইতে সরোবরান্ত যে সকল তীর্থ আছে, তৎসমস্ত কুম্ভেশতীর্থের ষোড়শাংশের একাংশও নহে। হে রাজন্! অনন্তর হরি ও ঈশ্বরপ্রমুখ দেবগণ রামকে এইরূপ বর দিয়া উত্তম রামনাম উচ্চারণপূর্ব্বক স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। এদিকে লক্ষ্মণাগ্রজ রামও রেবানীরপ্রভাবে নিষ্পাপ হইয়া তীর্থের প্রভাব বর্দ্ধিত করত অযোধ্যানগরে উপনীত হইলেন। হে রাজন্! অযোধ্যাযাত্রার পূর্ব্বেই তিনি সুবর্ণদ্বারা সীতা নির্ম্মাণপূর্ব্বক সুরমুনিগণের অনুমোদনক্রমে কুম্ভতীর্থে কুলপ্রথানুযায়ী যাগ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে ত্রেতাযুগে এই তীর্থ স্কন্দনামে পরিচিত ছিল। অতএব মানবগণের নিয়মপূর্ব্বক এই তীর্থে লিঙ্গদর্শন কর্ত্তব্য। জীব যে পর্য্যন্ত এই দেবসেবিত লিঙ্গদর্শন না করে, ততকালই তাহার দেহে মহাপাতক স্থান লাভ করিতে পারে। যাহারা জ্যোতিষ্মতীপুরীস্থিত হর দর্শন করে, তাহারা ধন্য ও মহাত্মা এবং তাহাদের জীবনই সুজীবন বলিয়া কথিত হয়। কুম্ভেশ্বরতীর্থদর্শনে অখিল তীর্থফল লাভ হয়; এজন্য মানবগণ দেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক সাদরে কুম্ভেশ্বরে গমন করিবে। মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—অনন্তর ষড়ানন শম্ভুর এই সকল বাক্য শুনিয়া সাদরে পিতার পাদপদ্মে প্রণত হইলেন এবং তাহারই

পঞ্চাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। ততো গচ্ছেত্তু রাজেন্দ্র নর্ম্মদায়াঃ পুরাতনম্। ব্রহ্মহত্যাহরং তীর্থং বারাণস্যা সমং হি তৎ॥ ১॥ যুধিষ্ঠির উবাচ। আশ্চর্য্যং কথ্যতাং ব্রহ্মন্ যদ্‌বৃত্তং নর্ম্মদাতটে। বারাণস্যা সমং কস্মাদেতৎকথয় মে প্রভো॥ ২॥ নিমগ্নো দুঃখসংসারে হৃতরাজ্যো দ্বিজোত্তম। যুস্মদ্বাণীজলপ্লাতো নির্দুঃখঃ সহ বান্ধবৈঃ॥ ৩॥ শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ সাধুসাধু মহাবাহো সোমবংশবিভূষণ। পৃষ্টোঽস্মি দুর্লভং তীর্থং গুহ্যাদ্ গুহ্যতরং পরম্॥ ৪॥ আদৌ পিতামহস্তাবৎসমস্তজগতঃ প্রভুঃ। মনসা তস্য সঞ্জাতা দশৈব ঋষিপুঙ্গবাঃ॥ ৫॥ মরীচিমত্র্যঙ্গিরসৌ পুলস্ত্যং পুলহং ক্রতুম্। প্রচেতসং বসিষ্ঠং চ ভৃগুং নারদমেব চ॥ ৬॥ জজ্ঞে প্রাচেতসং দক্ষং মহাতেজাঃ প্রজাপতি। দক্ষস্যাপি তথা জাতাঃ পঞ্চাশদ্দুহিতাঃ কিল॥ ৭॥ দদৌ স দশ ধর্ম্মায় কশ্যপায় ত্রয়োদশ। তথৈব স মহাভাগঃ সপ্তবিংশতিমিন্দবে॥ ৮॥ রোহিণী নাম যা তাসামভীষ্টা সাভবদ্বিধোঃ। শেষাসু করুণাং কৃত্বা শপ্তো দক্ষেণ চন্দ্রমাঃ॥ ৯॥ ক্ষয়রোগ্যভবচ্চন্দ্রো দক্ষস্যায়ং প্রজাপতেঃ। স চ শাপপ্রভাবেণ নিস্তেজাঃ শর্ব্বরীপতিঃ॥ ১০॥ গতঃ পিতামহং সোমো বেপমানোঽমৃতাংশুমান্। পদ্মযোনে নমস্তভ্যং বেদগর্ভ নমোঽস্তু তে। শরণং ত্বাং প্রপন্নোঽস্মি পাহি মাং কমলাসন॥ ১১॥ ব্রহ্মোবাচ। নিস্তেজাঃ শর্ব্বরীনাথ কলাহীনশ্চ দৃশ্যসে। উদ্বিগ্নমানসস্তাত সঞ্জাতঃ কেন হেতুনা॥ ১২॥ সোম উবাচ। দক্ষশাপেন মে ব্রহ্মন্নিস্তেজস্ত্বং জগৎপতে। নির্হারশ্চাস্য শাপস্য কথ্যতাং মে পিতামহ॥ ১৩॥ ব্রহ্মোবাচ। সর্ব্বত্র সুলভা রেবা ত্রিষু স্থানেষু দুর্ল্লভা ওঙ্কারেঽথ ভৃগুক্ষেত্রে তথা চৈবোর্ব্বিসঙ্গমে।

আদেশক্রমে গিরীশশরীরজাত নর্ম্মদার দক্ষিণ তটে গমন করিয়া কীশেশ্বর রামেশ্বর ও কলসেশ্বর এই শিবলিঙ্গত্রয় দর্শন করিলেন। ১৮—৫০।

চতুরশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৮৪॥

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে রাজেন্দ্র! অনন্তর ব্রহ্মহত্যানাশক পুরাতন নর্ম্মদাতীর্থে গমন করিতে হয়। এই তীর্থ বারাণসীর সমান জানিবে। যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা কহিলেন,—হে প্রভো! বড়ই আশ্চর্য্য কথা শুনিলাম; নর্ম্মদাতীরে এমন কি ঘটিয়াছিল যে, সেই নর্ম্মদাতীর্থ বারাণসীর সমান হইল? এই সকল আমার নিকট বলুন। হে দ্বিজোত্তম! আমার রাজ্য অপহৃত হইয়াছে, আমি দুঃখসাগরে নিমগ্ন; তথাপি আপনার বাক্যামৃতে অভিষিক্ত হওয়ায় বান্ধবগণের সহিত আমার দুঃখ বিদূরিত হইয়াছে। মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—সাধু সাধু, হে মহাপ্রাজ্ঞ! তুমি সোমবংশের বিভূষণস্বরূপ। এক্ষণে যে তীর্থের কথা জিজ্ঞাসিলে, ইহা ত্রিলোকদুর্লভ ও গুহ্য হইতেও গুহ্যতর। পূর্ব্বকালে মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, প্রচেতা, বসিষ্ঠ, ভৃগু ও নারদ এই দশজন ঋষিপুঙ্গব জগৎপিতা লোকপিতামহ ব্রহ্মার মানস তনয়রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অনন্তর মহাতেজা প্রজাপতি প্রচেতা হইতে দক্ষ জন্মগ্রহণ করেন। এই দক্ষের পঞ্চাশৎ দুহিতা জন্মে। মহাভাগ দক্ষ এই সকল দুহিতার মধ্যে ধর্ম্মকে দশ, কশ্যপকে ত্রয়োদশ ও চন্দ্রকে সপ্তবিংশতি কন্যাদান করেন। ১—৮। মহামনা দক্ষ চন্দ্রকে যে সপ্তবিংশতি কন্যা দান করেন শশধর সেই সকল পত্নীর মধ্যে রোহিণীতেই বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। অনন্তর প্রজাপতি দক্ষ রোহিণী ভিন্ন তদীয় অপর কন্যাগণের দুঃখদশা অবলোকনপূর্ব্বক তাহাদের প্রতি করুণা করিয়া শশধরকে অভিশাপ প্রদান করেন। বলেন, চন্দ্র ক্ষয়রোগগ্রস্ত হইবে; ইহা প্রজাপতির দক্ষের বাক্য; অতএব অন্যথা হইবে না। অনন্তর নিশাপতি সোম প্রজাপতির শাপপ্রভাবে নিস্তেজ হইয়া কম্পিত কলেবরে পিতামহ ব্রহ্মার সমীপে উপনীত হইলেন এবং বলিলেন,—হে পদ্মলোচন! আপনাকে নমস্কার; হে বেদগর্ভ! আপনাকে নমস্কার। আমি অংশুমান্ অমৃত। হে কমলাসন! আমি আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি। আপনি প্রসন্ন হইয়া আমাকে রক্ষা করুন। ব্রহ্মা বলিলেন,—হে নিশাপতে! তোমাকে কলাহীন ও নিস্তেজ দেখিতেছি কেন? হে তাত! কেন উদ্বিগ্নমনা হইয়াছ? সোম উত্তর করিলেন,—হে জগৎপতে! প্রজাপতি দক্ষের শাপে আমি নিস্তেজ হইয়াছি, হে পিতামহ! এক্ষণে কি উপায়ে তাঁহার শাপের উপসংহার হয়, তাহা বলুন। ব্রহ্মা বলিলেন,—রেবা সর্ব্বত্রই

১৪। তত্র গচ্ছ ক্ষপানাথ যত্র রেবান্তরং তটম্। ত্বরিতোঽসৌ গতস্তত্র যত্র রেবৌর্বিসঙ্গমঃ। ১৫। কাষ্ঠাবস্থঃ স্থিতঃ সোমো দধ্যৌ ত্রিপুরবৈরিণম্। যাবদ্বর্ষশতং পূর্ণং তাবত্তুষ্টো মহেশ্বরঃ। ১৬। প্রত্যক্ষঃ সোমরাজস্য বৃষাসন উমাপতিঃ। সাষ্টাঙ্গং প্রণিপত্যোচ্চৈর্জয় শম্ভো নমোঽস্তু তে। ১৭। জয় শঙ্কর পাপহরায় নমো জয় ঈশ্বর তে জগদীশ নমঃ। জয় বাসুকিভূষণধারায় নমো জয় শূলকপালধরায় নমঃ। ১৮। জয় অন্ধকদেহবিনাশ নমো জয় দান বৃন্দবধায় নমঃ। জয় নিষ্কলরূপ সকলায় নমো জয় কাল কামদহায় নমঃ। ১৯। জয় মেচককণ্ঠধরায় নমো জয় সূক্ষ্মনিরঞ্জনশব্দ নমঃ। জয় আদিরনাদিরনন্ত নমো জয় শঙ্কর কিঙ্করমীশ ভজ। ২০। এবং স্তুতো মহাদেবঃ সোমরাজেন পাণ্ডব। তুষ্টস্তস্য নৃপশ্রেষ্ঠ শিবয়া শঙ্করোঽব্রবীৎ। ২১। ঈশ্বর উবাচ। বরং প্রার্থয় মে ভদ্র যত্তে মনসি বর্ত্ততে। সাধুসাধু মহাসত্ত্ব তুষ্টোঽহং তপসা তব। ২২। সোম উবাচ। দক্ষশাপেন দগ্ধোঽহং ক্ষীণসত্ত্বো মহেশ্বর। শাপস্যোপশমং দেব কুরু শর্ম্ম মম প্রভো। ২৩। ঈশ্বর উবাচ। তব ভক্তিগৃহীতোঽহমুময়া সহ তোষিতঃ। নিষ্পাপঃ সোমনাথস্ত্বং সঞ্জাতস্তীর্থসেবনাৎ। ২৪। ইত্যুচে দেবদেবেশঃ ক্ষণং ধ্যাত্বেন্দুনা ততঃ। স্থাপিতং পরমং লিঙ্গং কামদং প্রাণিনাং ভুবি। সর্ব্বদুঃখহরং তত্তু ব্রহ্মহত্যাবিনাশনম্। ২৫। যুধিষ্ঠির উবাচ। সোমনাথপ্রভাবং মে সংক্ষেপাৎ কথয় প্রভো। দুঃখার্ণবনিমগ্নানাং ত্রাতা প্রাপ্তো দ্বিজোত্তম। ২৬। শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। শৃণু তীর্থপ্রভাবং তে সংক্ষেপাৎ কথয়াম্যহম্। যত্‌ তত্তুত্তরে কূলে রেবায়া ঔর্বিসঙ্গমে। ২৭। শঙ্করো নাম রাজাভূত্তস্য পুত্রস্ত্রিলোচনঃ। ত্রিলোচনসুতঃ কণ্বঃ স পার্থিবপরোঽভবৎ। ২৮।

সুলভা, কিন্তু ওঙ্কারেশ্বর, ভৃগুক্ষেত্র ও ঔর্বিসঙ্গম—এই তিন স্থানেই দুর্লভ। হে নিশানাথ! যেস্থানে রেবার অন্তরতট বিদ্যমান, তুমি সেই স্থানেই গমন কর। যে স্থানে রেবা ও ঔর্বিসঙ্গম, নিশাপতি ত্বরিতগতি সেই স্থানে গমন করিয়া কাষ্ঠের ন্যায় নিশ্চলভাবে অবস্থানপূর্ব্বক ত্রিপুরারির ধ্যান করিতে লাগিলেন। শঙ্করচিন্তায় শশাঙ্কের শতবৎসর অতীত হইল। উমাপতি মহেশ্বর সোমরাজের প্রতি প্রীত হইলেন। তিনি বৃষারোহণে শশধরসমীপে উপনীত হইয়া প্রত্যক্ষ দর্শন দান করিলেন। অনন্তর শশধর শঙ্করকে সম্মুখে দর্শনপূর্ব্বক সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া উচ্চরবে বলিলেন,—হে শম্ভো! আপনাকে নমস্কার। শঙ্কর! জয়যুক্ত হউন; আমি পাপহর হরকে নমস্কার করি। হে ঈশ্বর! আপনি জয়যুক্ত হউন। হে জগদীশ! আপনাকে নমস্কার। আপনি বাসুকিসর্পের ভূষণ ধারণ করিয়াছেন; আপনাকে নমস্কার। আপনি শূলকপালধারী, আপনার জয় হউক। আপনি অন্ধকাসুরকে বিনাশ করিয়াছেন, আপনাকে নমস্কার। আপনি অখিল দানবের নিহন্তা, আপনার জয় হউক। আপনি নিষ্কলরূপ ও সকল, আপনার জয় হউক; হে কাল! আপনি মদনের দেহ দগ্ধ করিয়াছেন, আপনাকে নমস্কার আপনি কণ্ঠে নীলবর্ণ ধারণ করিয়াছেন, আপনার জয় হউক। আপনাতেই সূক্ষ্ম ও নিরঞ্জন শব্দ প্রযুক্ত হয়, আপনি জয়যুক্ত হউন, আপনাকে নমস্কার। ঈশ! আপনি অনাদি, আদি ও অনন্ত; আপনার জয় হউক। হে শঙ্কর! কিঙ্করের প্রতি কৃপা করুন, আপনাকে নমস্কার। হে নরশ্রেষ্ঠ পাণ্ডব! সহোম মহাদেব সোমরাজ কর্ত্তৃক এইরূপে স্তুত ও প্রীত হইয়া সাধু সাধু বাক্যে তাঁহাকে কহিলেন,—হে মহাসত্ত্ব! আমি তোমার তপস্যায় প্রীত হইয়াছি, ভদ্র! আমার নিকট অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর।১—২২। সোম উত্তর করিলেন,—হে মহেশ্বর! আমি দক্ষশাপে দগ্ধ হইয়া ক্ষীণপ্রাণ হইয়াছি, হে প্রভো! শাপের উপশম করিয়া আমার মঙ্গল বিধান করুন। ঈশ্বর কহিলেন,—হে সোমনাথ! তোমার ভক্তিদর্শনে প্রীত হইয়া আমি উমার সহিত এখানে আসিয়াছি, তুমিও তীর্থসেবনে নিষ্পাপ হইয়াছ। দেবদেব এইরূপ কহিলে নিশানাথ ক্ষণকাল ধ্যানস্থ হইয়া রহিলেন এবং তথায় এক অনুত্তম লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিলেন। হে রাজন্! সোমপ্রতিষ্ঠিত এই লিঙ্গ সর্ব্বদুঃখহর, ব্রহ্মহত্যাদিনাশন ও ভূতলে অখিল প্রাণীর কামদ। যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে দ্বিজসত্তম! আপনি দুঃখার্ণবমগ্ন প্রাণিগণের ত্রাণকর্ত্তা; ভাগ্যবশেই আপনাকে লাভ করিয়াছি; হে প্রভো! এক্ষণে সোমনাথের মাহাত্ম্য সংক্ষেপে বর্ণন করুন। মার্কণ্ডেয় উত্তর করিলেন,—রেবার উত্তর তীর ঔর্বিসঙ্গমে যে ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল, সংক্ষেপে বলিতেছি, তুমি সেই সকল তীর্থপ্রভাব শ্রবণ কর।

বনে নিত্যং ভ্রমন্ সোহথ মৃগযূথং দদর্শ হ। মৃগযূথং হতং তত্র ত্রিলোচনসুতেন চ ॥ ২৯ ॥ মৃগরূপী দ্বিজো মধ্যে চরতে নির্জ্জনে বনে। স হতস্তেন সঙ্গেন কণ্বেন মুনিসত্তমঃ ॥ ৩০ ॥ ব্রহ্মহত্যান্বিতঃ কণ্বো নিস্তেজা ব্যচরন্মহীম্। ব্যচরংশ্চৈব সম্প্রাপ্তো নর্ম্মদামুর্ম্মিসঙ্গমে ॥৩১॥ কিংশুকাশোকবহুলে জম্বীরপনসাকুলে। কদম্বপাটলাকীর্ণে বিল্বনারঙ্গশোভিতে ॥ ৩২ ॥ চিঞ্চিণীচম্পকোপেতে হ্যগস্তিতরুচ্ছাদিতে। প্রভূতভূতসংযুক্তং বনং সর্ব্বত্র শোভিতম্ ॥ ৩৩ ॥ চিত্রকৈর্ম্মৃগমার্জ্জারৈর্হিংস্রৈঃ শম্বরশূকরৈঃ। শশৈর্গবয়সংযুক্তৈঃ শিখণ্ডিবরমণ্ডিতম্ ॥ ৩৪ ॥ প্রবিষ্টস্তু বনে কণ্বস্তৃষার্ত্তঃ শ্রমপীড়িতঃ। স্নাতো রেবাজলে পুণ্যে সঙ্গমে পাপনাশনে ॥ ৩৫ ॥ অর্চ্চিতঃ পরয়া ভক্ত্যা সোমনাথো যুধিষ্ঠির। পপৌ সুবিমলং তোয়ং সর্ব্বপাপক্ষয়ঙ্করম্ ॥ ৩৬ ॥ ফলানি চ বিচিত্রাণি চখাদ সহ কিঙ্করৈঃ। সুষ্বাপ পাদপচ্ছায়ায়াং শ্রান্তো মৃগবধেন চ ॥ ৩৭ ॥ তাবৎ-তীর্থবরং বিপ্রঃ স্নানার্থং সঙ্গমং গতঃ। মার্গগো ব্রাহ্মণো হর্ষোদ্যুক্তস্তদ্গতমানসঃ ॥ ৩৮ ॥ অবলা তমুবাচেদং তিষ্ঠতিষ্ঠ দ্বিজোত্তম। ত্রস্তো নিরীক্ষতে যাবদ্দিশঃ সর্ব্বা নরেশ্বর ॥ ৩৯ ॥ তাবদ্বৃক্ষসমারূঢ়াং স্ত্রিয়ং রক্তাম্বরাবৃতাম্। রক্তমাল্যাং তদা বালাং রক্তচন্দনচর্চ্চিতাম্। রক্তাভরণশোভাঢ্যাং পাশহস্তাং দদর্শ হ ॥ ৪০ ॥ স্ত্র্যুবাচ। সন্দেশঃ শ্রূয়তাং বিপ্র যদি গচ্ছসি সঙ্গমে। মদ্ভর্ত্তা তিষ্ঠতে তত্র শীঘ্রমেব বিসর্জ্জয় ॥ ৪১ ॥ একাকিনী চ তে ভার্য্যা তিষ্ঠতে বনমধ্যগা। ইত্যাকর্ণ্য গতো বিপ্রঃ সঙ্গমে সুরদুর্লভে ॥ ৪২ ॥ বৃক্ষচ্ছায়াশ্রিতঃ কণ্বো ব্রাহ্মণেনাবলোকিতঃ। উবাচ ত্বং প্রতি তদা বচনং ব্রাহ্মণোত্তমঃ ॥ ৪৩ ॥ ব্রাহ্মণ উবাচ। বনান্তরে ময়া দৃষ্টা বালা কমললোচনা। রক্তাম্বরধরা তন্বী রক্তচন্দনচর্চ্চিতা ॥ ৪৪ ॥ রক্ত-

পূর্ব্বে শম্ব নামের জনৈক রাজা ছিলেন, তাঁহার তনয় ত্রিলোচন; ত্রিলোচনতনয় কণ্ব; এই কণ্ব পাপ-পরায়ণ ছিল। কণ্ব নিরন্তর বনে বনে ভ্রমণ করিত। ত্রিলোচনতনয় কণ্ব একদা বনমধ্যে মৃগযূথ সন্দর্শন করিয়া মৃগগণকে নিহত করে। সেই মৃগযূথ মধ্যে জনৈক দ্বিজ মৃগরূপ ধারণপূর্ব্বক নির্জ্জন অরণ্যে বিচরণ করিতেন। কণ্ব মৃগগণের সহিত সেই দ্বিজ-কেও নিহত করিয়াছিল। অনন্তর কণ্ব ব্রহ্মহত্যা-পাপে লিপ্ত হইয়া নিস্তেজ হইয়া পড়ে এবং সে সমস্ত মহী পর্য্যটন করিয়া অবশেষে নর্ম্মদার ঔর্ম্মি-সঙ্গমে গিয়া উপনীত হইল। নর্ম্মদাতটস্থিত এই ঔর্ম্মিসঙ্গম কিংশুক, অশোক বহুল জম্বীর, পনস, কদম্ব, পাটল, বিল্ব, নাগরঙ্গ, চিঞ্চিণী, চম্পক ও ও অগস্তি প্রভৃতি প্রভূত তরুদ্বারা সমাচ্ছাদিত হইয়া শোভিত; বহুপ্রাণিযুক্ত সুশোভন বনমধ্যে চিত্রক মৃগ, মার্জ্জার, শম্বর, শূকর প্রভৃতি হিংস্র জন্তুগণ বিচরণ শীল; ও শশ গবয় ও ময়ূরগণের নিনাদে অত্রত্য বনভূমি মুখরিত অনন্তর তৃষার্ত্ত ও শ্রমপীড়িত কণ্ব বনমধ্যে প্রবেশ-পূর্ব্বক পাপনাশন পুণ্য রেবাসঙ্গমনীরে স্নান করিয়া পরম ভক্তিসহকারে সোমনাথের পূজা ও সর্ব্বপাপ-নাশন সুবিমল রেবানীর পান করিল; তদ-নন্তর কিঙ্করগণসহ বিচিত্র বিচিত্র ফল সকল ভক্ষণ করিয়া তরুতলে শয়ন করিল। হে যুধিষ্ঠির! কণ্ব মৃগয়ায় অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছিল। সেসেই তরু-তলে নিদ্রিত হইল। ইত্যবসরে জনৈক দ্বিজ সেই তীর্থবর রেবাসঙ্গমে স্নানার্থ গমন করিতেছিলেন; তিনি নর্ম্মদার প্রতি তদ্গতমনা হইয়া হর্ষভরে পথ চলিতে চলিতে শুনিলেন, এক অবলা তাঁহাকে বলি-তেছে, হে দ্বিজত্তম! তিষ্ঠ তিষ্ঠ! হে নরেশ! তচ্ছ্র-বণে দ্বিজ ত্রস্ত হইয়া এদিক্ ওদিক্ তাকাইতে তাকাইতে, সহসা এক তরুর প্রতি তাহার দৃষ্টি পতিত হইল। তিনি দেখিলেন,—তরুর উপর এক অবলা নারীমূর্ত্তি বিরাজ করিতেছে। সেই নারীর পরি-ধান রক্তবসন, গলে লোহিতমালা, শরীর রক্তচন্দন-চর্চ্চিত ও রক্তাভরণভূষিত ও তাহার করে পাশ শোভা পাইতেছে।২৩—৪০। নারীবলিল, হে বিপ্র! আপনি যদি নর্ম্মদাসমীপে গমন করেন, তবে আমার স্বামীও সেই সঙ্গমে বিদ্যমান রহিয়াছেন; আপনি সত্বর তাঁহাকে আমার এই সংবাদ প্রদান করিবেন। আপনি তাঁহাকে বলিবেন, তোমার পত্নী একাকিনী বনমধ্যে অবস্থান করিতেছে। অনন্তর দ্বিজবর, সেই নারীর এইসকল কথা শ্রবণ করিয়া দেব-দুর্লভ নর্ম্মদাসঙ্গমে গমন করিলেন এবং তরুতলে কণ্বকে অবলোকন করিয়া কহিতে লাগিলেন। দ্বিজ কহিলেন,—আমি বনমধ্যে এক কমললোচনা বালিকা অবলোকন করিলাম, ঐ বালা রক্তবসনপরিধানা, রক্তচন্দনচর্চ্চিতা ও কৃশাঙ্গী;

মাল্যা সুশোভাঢ্যা পাশহস্তা মৃগেক্ষণা। বৃক্ষারূঢ়া-যদস্বাক্যং মদ্ভর্ত্তা প্রেষ্যতামিতি ॥ ৪৫ ॥ কণ্ব উবাচ। কস্মিন্ স্থানে তু বিপ্রেন্দ্র বিদ্যতে মৃগলোচনা। কস্য সা কেন কার্য্যেণ সর্ব্বমেতদ্বদাশু মে ॥ ৪৬ ॥ ব্রাহ্মণ উবাচ। সঙ্গমাদর্দ্ধক্রোশে সা উদ্যানান্তে হি বিদ্যতে। বচনাদ্‌ব্রাহ্মণস্যৈষা ন জ্ঞাতা পার্থিবেন তু ॥ ৪৭ ॥ তদা স কণ্বভূপালঃ স্বকং দূতং সমাদিশৎ। কণ্ব উবাচ। গচ্ছ ত্বং পৃচ্ছতাং তাং কাগতা ক্ব চ গমিষ্যসি। প্রেষিতস্ত্বরিতো দূতো গতো নারী-সমীপতঃ ॥ ৪৮ ॥ বৃক্ষস্থাং দদৃশে বালামুবাচ নৃপসত্তম। মন্নাথঃ পৃচ্ছতি ত্বাং তু কাসি ত্বং ক্ব গমিষ্যসি ॥ ৪৯ ॥ কন্যোবাচ। শুরুরাত্মবতাং শাস্তা রাজা শাস্তা দুরাত্মনাম্। ইহ প্রচ্ছন্নপাপানাং শাস্তা বৈবস্বতো যমঃ ॥ ৫০ ॥ ব্রহ্মহত্যা চ সঞ্জাতা মৃগরূপধরদ্বিজাৎ। ময়া যুক্তোহপি তে রাজা মুক্তস্তীর্থপ্রভাবতঃ ॥ ৫১ ॥ অর্দ্ধক্রোশান্তরান্মধ্যে ব্রহ্মহত্যা ন সংবিশেৎ। সোমনাথপ্রভাবোহয়ং বারাণস্যাঃ সমঃ স্মৃতঃ ॥ ৫২ ॥ গচ্ছ ত্বং প্রেষ্যতাং রাজা শীঘ্রমত্র ন সংশয়ঃ। গতো ভৃত্যস্ততঃ শীঘ্রং বেপমানঃ সুবিহ্বলঃ ॥ ৫৩ ॥ সমস্তং কথয়ামাস যদ্বৃত্তং হি পুরাতনম্। তস্য বাক্যাদসৌ রাজা পতিতো ধরণীতলে ॥ ৫৪ ॥ ভৃত্য উবাচ। কস্মাত্ত্বং শোচসে নাথ পূর্ব্বোপাত্তং শুভাশুভম্। ইত্যাকর্ণ্য বচস্তস্য রাজা বচনমব্রবীৎ ॥ ৫৫ ॥ প্রাণত্যাগং করিষ্যামি সোমনাথসমীপতঃ। শীঘ্রমানীয়তাং বহ্নিরিন্ধনানি বহূনি চ ॥ ৫৬ ॥ আনীতং তৎক্ষণাৎ সর্ব্বং ভৃত্যৈস্তদ্বশবর্ত্তিভিঃ। স্নানং কৃত্বা শুভে তোয়ে সঙ্গমে পাপনাশনে ॥ ৫৭ ॥ অর্চ্চিতঃ পরয়া ভক্ত্যা সোমনাথো মহীভৃতা। ত্রিঃপ্রদক্ষিণতঃ কৃত্বা জলন্তং জাতবেদসম্ ॥ ৫৮ ॥ প্রবিষ্টঃ কণ্বরাজাসৌ হৃদি ধ্যাত্বা জনার্দ্দনম্। পীতাম্বরধরং

সেই পাশহস্তা, লোহিত মাল্যধারিণী, মৃগনয়না রমণী দেখিতেও পরম রমণীয়া। বৃক্ষারূঢ়া রমণী আমাকে কহিল, আপনি আমার পতিকে পাঠাইয়া দিবেন। কণ্ব কহিল,—হে বিপ্রেন্দ্র! কোন্ স্থানে সেই কামিনী রহিয়াছে, কেনই বা তরু অরোহণ করিয়াছে আর সে কাহারই বা রমণী? এ সকল সত্বর আমার নিকট বলুন। ব্রাহ্মণ বলিলেন,—এই সঙ্গমতীর্থের অর্দ্ধক্রোশ দূরে এক উদ্যান বিদ্যমান; রমণী সেই উদ্যানমধ্যেই বাস করিতেছে। পৃথিবীপতি কণ্ব নৃপ ব্রাহ্মণের বাক্য শুনিয়া রমণীকে চিনিতে পারিলেন না। তিনি স্বীয় দূতের প্রতি আদেশ করিলেন। কণ্ব কহিলেন,—দূত! সত্বর রমণীসমীপে গমন করিয়া জিজ্ঞাসা কর—সেই রমণী কোন্ স্থান হইতে আগমন করিয়াছে এবং সে কোন্‌স্থানেই বা গমন করিবে? হে নৃপসত্তম যুধিষ্ঠির! অনন্তর নৃপতি কণ্বপ্রেরিত দূত সত্বর সেই স্থানে উপনীত হইল এবং তাহাকে বৃক্ষারূঢ় অবলোকন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—আমার প্রভু তোমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, তুমি কে এবং কোন্ স্থানেই বা গমন করিবে? কন্যা কহিল—আত্মবান্‌দিগের গুরু দুরাত্মগণকে রাজা শাসন করেন আর ইহ সংসারে প্রচ্ছন্নভাবে যে সকল পাপ অনুষ্ঠিত হয়, তাহার শাসনভার বৈবস্বত যমের উপর ন্যস্ত। তোমাদের রাজা যে মৃগরূপধারী দ্বিজকে বধ করিয়াছেন, তাহা হইতে ব্রহ্মহত্যা উদ্‌ভূত হইয়াছে; আমি সেই ব্রহ্মহত্যা; রাজা ব্রহ্মহত্যায় লিপ্ত হইয়াও তীর্থপ্রভাবে মুক্ত হইয়াছেন, কেননা, এই তীর্থের অর্দ্ধক্রোশ-মধ্যে ব্রহ্মহত্যা প্রবেশ করিতে পারে না। সোমনাথের এইরূপই প্রভাব, আর এই জন্যই সোমনাথ বারাণসীর সমান বলিয়া কথিত হয় দূত! সত্বর রাজার সমীপে গমন করিয়া তাঁহাকে এই স্থানে প্রেরণ কর। আমার বাক্যে সংশয় করিও না। অনন্তর রাজভৃত্য দূত রমণীর বাক্যে অত্যন্ত বিহ্বল হইয়া কম্পিত-কলেবরে সত্বর রাজার সমীপে উপনীত হইল এবং রমণী সহিত যে সকল কথোপকথন হইয়াছিল, রাজার নিকট সেই সমস্ত পুরাতন বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। ভূপতি কণ্ব ভৃত্যের বাক্যে ভূতলে পতিত হইলেন। ভৃত্য বলিল,—হে নাথ! কেন শোক করিতেছেন, পূর্ব্বকর্ম্মার্জ্জিত শুভাশুভ মানব অবশ্যই প্রাপ্ত হয়। রাজা দূতের এবংবিধ উপদেশপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া কথঞ্চিৎ সুস্থ হইলেন, এবং বলিলেন,—'আমি সোমনাথসমীপে প্রাণ পরিত্যাগ করিব' সত্বর প্রভূত ইন্ধন ও বহ্নি আনয়ন কর। ৪১—৫৬। ভৃত্যগণ তাঁহার বশীভূত ছিল, তাহারা রাজার আদেশ পাইয়াই তৎক্ষণাৎ ইন্ধন ও বহ্নি আনয়ন করিল। রাজা কণ্ব পাপনাশন শুভাবহ সঙ্গমতীর্থতোয়ে স্নান করিয়া পরম ভক্তিসহকারে সোমনাথের

দেবং জটামুকুটধারিণম্ ॥ ৫৯ ॥ শ্রিয়া যুক্তং সুপর্ণস্থং শঙ্খচক্রগদাধরম্। সুরারিসূদনং দধ্যৌ সুগতির্মে ভবত্বিতি ॥ ৬০ ॥ পপাত পুষ্পবৃষ্টিশ্চ সাধুসাধু নৃপাত্মজ। আশ্চর্য্যমতুলং দৃষ্ট্বা নিরীক্ষ্য চ পরস্পরম্ ॥ ৬১ ॥ মৃতং তৈঃ পাবকে ভৃতৈ হৃদি ধ্যাত্বা গদাধরম্। বিমানস্থাস্ততঃ সর্ব্বে সঞ্জাতাঃ পাণ্ডুনন্দন ॥ ৬২ ॥ নিষ্পাপাস্তে দিবং যাতাঃ সোমনাথপ্রভাবতঃ। ব্রাহ্মণে সঙ্গমে তত্র ধ্যায়মানো বৃষধ্বজম্ ॥ ৬৩ ॥ শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ সোমনাথ-প্রভাবোঽয়ং শৃণুষ্বৈকমনা বিধিম্। অষ্টম্যাং বা চতুর্দ্দশ্যাং সর্ব্বকালং রবের্দ্দিনে ॥ ৬৪ ॥ বিশেষাৎ শুক্লপক্ষে চেৎসূর্য্যবারেণ সপ্তমী। উপোষ্য যো নরো ভক্ত্যা রাত্রৌ কুর্ব্বীত জাগরম্ ॥ ৬৫ ॥ পঞ্চামৃতেন গব্যেন স্নাপয়েৎ পরমেশ্বরম্। শ্রীখণ্ডেন ততো গুণ্ঠ্য পুষ্পধূপাদিকং দদেৎ ॥ ৬৬ ॥ ঘৃতেন বোধয়েদ্দীপং নৃত্যং গীতং চ কারয়েৎ। সোমবারে তথাষ্টম্যাং প্রভাতে পূজয়েদ্দ্বিজান্ ॥ ৬৭ ॥ জিতক্রোধানাত্মবতঃ পরনিন্দাবিবর্জ্জিতান্। সর্ব্বাঙ্গ-রুচিরান্ শস্তান্ স্বদারপরিপালকান্ ॥ ৬৮ ॥ গায়ত্রী-পাঠমাত্রাংশ্চ বিকর্ম্মবিরতান্ সদা। পুনর্ভূর্বৃষলী শূদ্রী চরেয়ুর্যস্য মন্দিরে ॥ ৬৯ ॥ দূরতোঽসৌ দ্বিজস্ত্যাজ্য আত্মনঃ শ্রেয় ইচ্ছতা। হীনাঙ্গা-নতিরিক্তাঙ্গান্ যেষাং পূর্ব্বাপরং ন হি ॥ ৭০ ॥ ব্রতে শ্রাদ্ধে তথা দানে দূরতস্তান্ বিবর্জ্জয়েৎ। আয়সী তরুণী তুল্যা দ্বিজাঃ স্বাধ্যায়বর্জ্জিতাঃ ॥ ৭১ ॥ আত্মানং সহ যাজ্যেন পাতয়ন্তি ন সংশয়ঃ। শাল্মলী-নাবতুল্যাঃ স্যুঃ ষট্‌কর্ম্মনিরতা দ্বিজাঃ ॥ ৭২ ॥ দাতারং চ তথাত্মানং তারয়ন্তি তরন্তি চ। শ্রাদ্ধং সোমেশ্বরে পার্থ যঃ কুর্য্যাদ্গতমৎসরঃ ॥ ৭৩ ॥ প্রেতাস্তস্য হি সুপ্রীতা যাবদাভূতসম্প্লবম্। অন্নং বস্ত্রং হিরণ্যং চ যো দদ্যাদগ্রজন্মনে ॥ ৭৪ ॥ স যাতি শাঙ্করে লোক ইতি মে সত্যভাষিতম্। হয়ং যো যচ্ছতে তত্র সম্পূর্ণং তরুণং সিতম্ ॥

পূজা করিলেন এবং হুতাশনকে বারত্রয় প্রদক্ষিণ করিয়া পীতাম্বর-পরিধারী, জটামুকুটমণ্ডিত, গরুড়ারূঢ়, শঙ্খচক্রগদাধর, লক্ষ্মীযুক্ত, অসুর-নিষূদন দেব জনার্দ্দনকে হৃদয়ে ধ্যান করিতে করিতে 'আমার উত্তম গতি হউক' এইকথা বলিয়া প্রজ্বলিত অনলে প্রবেশ করিলেন। হে নৃপাত্মজ! তখন সাধু সাধু রবে আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি পতিত হইল, ভৃত্যগণ পরস্পর এই অসীম বিস্ময়কর ব্যাপার দর্শন করিয়া গদাধরকে হৃদয়ে ধ্যান করত সেই প্রজ্বলিত পাবকে প্রাণ পরিত্যাগ করিল। হে পাণ্ডুনন্দন! অনন্তর বিমান আসিয়া উপস্থিত হইল। সোমনাথ প্রভাবে প্রভু ভৃত্য নিষ্পাপ হইয়া সেই সকল বিমানে আরোহণপূর্ব্বক স্বর্গপুরে প্রস্থান করিলেন। দ্বিজ সেই সঙ্গমতীর্থে বাস করিয়া বৃষভধ্বজের ধ্যান করিতে লাগিলেন। মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—এই তোমার নিকট সোম নাথের মাহাত্ম্য কথিত হইল এক্ষণে একমনা হইয়া তীর্থের বিধি শ্রবণ কর। অষ্টমী কিংবা চতুর্দ্দশীই এই তীর্থদর্শনের প্রশস্ত দিন, আর রবিবার সর্ব্বদাই প্রশস্ত; বিশেষতঃ রবিবারে যদি সপ্তমী মিলিত হয়, তবে সমধিক প্রশস্ত হইয়া থাকে। এতীর্থে মানব উপবাসী থাকিয়া ভক্তি-পূর্ব্বক জাগরণ করিবে, পঞ্চগব্য ও পঞ্চামৃত দ্বারা মহেশ্বরকে স্নান করাইবে, অনন্তর শ্রীখণ্ড দ্বারা মহেশের লিঙ্গদেহ অবগুণ্ঠিত করিয়া পুষ্প ধূপাদি দান করিবে, ঘৃত দ্বারা দীপ প্রজ্বালিত ও দেবসমীপে নৃত্যগীতাদি করিবে। অনন্তর প্রভাতে সোমবারযুক্ত অষ্টমী তিথিতে আত্মবান্ জিতক্রোধ পরনিন্দাবিবর্জ্জিত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর স্বদারপ্রতিপালক গায়ত্রীমন্ত্রনিরত বিকর্ম্মবিরত প্রশস্ত দ্বিজগণের পূজা করিবে। পুনর্ভূ, বৃষলী ও শূদ্রী যাহার মন্দিরে বিচরণ করে, আত্মশুভকামী মানব তাদৃশ দ্বিজকে দূর হইতে বর্জ্জন করিবে। হীনাঙ্গ ও অধিকাঙ্গ দ্বিজগণ এবং যাহাদের পৌর্ব্বাপর্য্য নাই, ব্রত, শ্রাদ্ধ ও দান কার্য্যে তাদৃশ দ্বিজগণ দূর হইতে বর্জ্জনীয়। বেদাধ্যয়ন-বিবর্জ্জিত দ্বিজগণ লৌহনির্ম্মিত তরুণী রমণীর ন্যায়, অর্থাৎ কোন কার্য্যকর নহে; যাহারা তাদৃশ দ্বিজগণ দ্বারা যাজন কার্য্য করায়, নিঃসংশয় সে কার্য্যে যাজক যজমান উভয়েই পতিত হয়। আর ষট্‌কর্ম্মনিরত দ্বিজগণ শাল্মলীতরুনির্ম্মিত তরণীর ন্যায়, তাঁহারা দাতাকে উদ্ধার করেন ও আপনিও উত্তীর্ণ হন। হে পার্থ! যে গতমৎসর মানব সোমেশ্বরে শ্রাদ্ধ করে, কল্পকাল পর্য্যন্ত প্রেতগণ তাহার প্রতি সুপ্রীত থাকেন। যে নর এই তীর্থে অগ্রজন্মা দ্বিজকে অন্ন, বসন ও হিরণ্য দান করে, আমি সত্যই বলিতেছি, তাহার শঙ্করলোকে গতি হয়। এই তীর্থে বিশুদ্ধ শ্বেত

৭৫॥ রক্তং বা পীতবর্ণং বা সর্ব্বলক্ষণসংযুতম্। কুঙ্কুমেন বিলিপ্তাঙ্গাবগ্রজন্মহয়াবপি ॥ ৭৬॥ স্রগ্দামভূষিতৌ কার্য্যৌ সিতবস্ত্রাবগুণ্ঠিতৌ; অজ্মিঃ প্রদীয়তাং স্কন্ধে মদীয়ে হয়মারুহ ॥ ৭৭॥ আরূঢ়ে ব্রাহ্মণে ব্রূয়াদ্ভাস্করঃ প্রীয়তামিতি। স যাতি শাঙ্করং লোকং সর্ব্বপাপবিবর্জ্জিতঃ॥ ৭৮ ॥ উপরাগে তু সোমস্য তীর্থং গত্বা জিতেন্দ্রিয়ঃ। সত্যলোকাচ্চ্যুতশ্চাপি রাজা ভবতি ধার্ম্মিকঃ ॥ ৭৯॥ তস্য বাসঃ সদা রাজন্ন নশ্যতি কদাচন। দীর্ঘায়ুর্জ্জায়তে পুত্রো ভার্য্যা চ বশবর্ত্তিনী॥ ৮০॥ জীবেদ্বর্ষশতং সাগ্রং সর্ব্বদুঃখবিবর্জ্জিতঃ। সোপবাসো জিতক্রোধো ধেনুং দদ্যাদ্দ্বিজন্মনে॥ ৮১॥ সবৎসাং ক্ষীরসংযুক্তাং শ্বেতবস্ত্রাবলোকিতাম্। শবলাং পীতবর্ণাঞ্চ ধূম্রাং বা নীলকর্ব্বুরাম্॥ ৮২ ॥ কপিলাং বা সবৎসাং চ ঘণ্টাভরণভূষিতাম্। রূপ্যখুরাং কাংস্যদোহাং স্বর্ণশৃঙ্গীং নরেশ্বর॥ ৮৩॥ শ্বেতয়া বর্দ্ধতে বংশো রক্তা সৌভাগ্যবর্দ্ধিনী। শবলা পীতবর্ণা চ দুঃখঘ্ন্যৌ সম্প্রকীর্ত্তিতে॥ ৮৪॥ কপিলা নাশয়েৎ পাপং সপ্তজন্মসমুদ্ভবম্। সত্যলোকমবাপ্নোতি গোপ্রদায়ী নরেশ্বর॥ ৮৫॥ পক্ষান্তেঽথ ব্যতীপাতে বৈধৃতৌ রবিসংক্রমে। দিনক্ষয়ে গজচ্ছায়াং গ্রহণে ভাস্করস্য চ॥ ৮৬॥ যে ব্রজন্তি মহাত্মানঃ সঙ্গমে সুরদুর্লভে। মৃদাবগুণ্ঠয়িত্বা তু চাত্মানং সঙ্গমে বিশেৎ॥ ৮৭॥ হৃদয়ান্তর্জ্জলে জাপ্যা প্রাণায়ামোঽথবা নৃপ। গায়ত্রী বৈষ্ণবী চৈব সৌরী শৈবী যদৃচ্ছয়া। তেঽপি পাপৈঃ প্রমুচ্যন্ত ইত্যেবং শঙ্করোঽব্রবীৎ॥ ৮৮॥ জগতীং সোমনাথস্য যস্তু কুর্য্যাৎ প্রদক্ষিণাম্। প্রদক্ষিণীকৃতা তেন সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা॥ ৮৯॥ ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং গুরুদার-নিষেবণম্। ভ্রূণহা স্বর্ণহর্ত্তা চ মুচ্যন্তে নাত্র সংশয়ঃ॥ ৯০॥ তীর্থাখ্যানমিদং পুণ্যং যঃ শৃণোতি জিতেন্দ্রিয়ঃ। ব্যাধিতো মুচ্যতে রোগী চারোগী সুখমাপ্নুয়াৎ॥ ৯১॥ যত্তে সন্দহ্যতে চেতঃ শৃণু তন্মে যুধিষ্ঠির। নৈকাপি নৃপ লোকেঽস্মিন্ ভ্রূণহত্যা সুদুস্ত্যজা॥ ৯২॥ কিন্তু ষড়্বিংশতিং পার্থ

বর্ণ তরুণ অশ্ব দান করিতে হয়; লোহিত কিম্বা পীতবর্ণ অশ্বও দান করা চলে, কিন্তু যেরূপ অশ্বই দান করা হউক, ঐ অশ্ব সর্ব্বলক্ষণসম্পন্ন হওয়া একান্ত প্রয়োজন। দানকালে অশ্ব ও অশ্বগ্রাহী অগ্রজন্মা দ্বিজের দেহ কুঙ্কুম দ্বারা অনুলিপ্ত করিয়া বিপুল মাল্য দ্বারা ভূষিত ও শুভ্র বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করিবে, তারপর দাতা কহিবে—এই অশ্বের স্কন্ধদেশে অজ্মি প্রদান করিয়া এই অশ্বে আরোহণ করুন। অনন্তর দ্বিজ অশ্বে আরূঢ় হইলে দাতা কহিবে—'ভাস্কর আমার প্রতি প্রীত হউন।' এইরূপ অশ্ব দান করিলে দাতা সর্ব্বপাপবিবর্জ্জিত হইয়া শঙ্করলোকে গমন করে। যে জিতেন্দ্রিয় মানব গ্রহণকালে সোমেশ্বর তীর্থে গমন করেন, তাঁহার সত্যলোকে গতি হয়, কর্ম্মক্ষয়ে সত্যলোক হইতে তাঁহার বিচ্যুতি ঘটিলে তিনি ধার্ম্মিক রাজা হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। কদাচ তাঁহার আবাস বিনষ্ট হয় না, তিনি দীর্ঘায়ু তনয় ও বশবর্ত্তিনী পত্নী প্রাপ্ত হন এবং সর্ব্বদুঃখবিবর্জ্জিত হইয়া শত বৎসর জীবিত থাকেন। জিতক্রোধ মানব উপবাসী হইয়া দ্বিজকে ক্ষীরসংযুক্তা সবৎসা ও শুভ্রবসনাবগুণ্ঠিতা ধেনু দান করিবে। শবলা, পীতবর্ণা, ধূম্রা, নীলা, কর্ব্বুরা ও কপিলা—যে কোন ধেনু দান করা যায়, দানীয় ধেনু সবৎসা ও ঘণ্টাবরণভূষিতা করিবে; তাহার খুর রৌপ্যময়, উদর কাংস্যময় ও শৃঙ্গ স্বর্ণময় করিয়া দান করিবে। হে নরেশ! শ্বেতবর্ণ ধেনু দানে বংশবৃদ্ধি ও লোহিত ধেনু দানে সৌভাগ্য বৃদ্ধি করে; আর সবলা ও পীতবর্ণা ধেনু দুঃখনাশিনী বলিয়া কথিত হয় এবং কপিলা ধেনু সপ্তজন্মার্জ্জিত পাপ বিনাশ করে। হে নরেশ! যে নর এই সকল ধেনু দান করে, তাহার সত্যলোকে গতি হয়। যে সকল মহাত্মা মানব অমাবস্যা, পূর্ণিমা, ব্যতীপাত, বৈধৃতি, সংক্রান্তি, দিনক্ষয়, গজচ্ছায়া ও সূর্য্যগ্রহণে দেবদুর্লভ সঙ্গমতীর্থে গমন করেন ও সঙ্গমতীর্থমৃত্তিকা দ্বারা দেহ লিপ্ত করিয়া সঙ্গমজলে প্রবেশ করেন, হৃদয় পর্য্যন্ত জলে নিমগ্ন থাকিয়া প্রাণায়াম পুরঃসর বৈষ্ণবী, সৌরী ও শৈবী গায়ত্রী যথেচ্ছ জপ করেন, শঙ্কর কহিয়াছেন—তাহারাও সর্ব্বপাপবিমুক্ত হন। ইহ জগতে যে মানব সোমনাথের প্রদক্ষিণ করিয়াছে, তাহার সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা প্রদক্ষিণ করা হইয়াছে। ব্রহ্মঘাতী সুরাপায়ী, গুরুদারনিষেবী, ভ্রূণঘাতী ও স্বর্ণস্তেয়ী—ইহারাও সোমতীর্থসেবায় সর্ব্বপাপবিবর্জ্জিত হয়, সংশয় নাই। জিতেন্দ্রিয় হইয়া সোমেশ্বর তীর্থের এই পুণ্য উপাখ্যান শ্রবণ করিলে রোগী রোগমুক্ত ও নীরোগ ব্যক্তি সুখলাভ করে। হে যুধিষ্ঠির! দুঃখে তোমার হৃদয় দগ্ধ হইতেছে, অতএব তুমিও

প্রাপ্য যাঃ ক্ষণদাকরঃ। সোঽপি তীর্থমিদং প্রাপ তপস্তপ্ত্বা সুদুশ্চরম্ ॥ ৯৩॥ বিমুক্তঃ সর্ব্বপাপেভ্যঃ শীতরশ্মিরভূৎ সুখী। শ্রূয়তে নৃপ পৌরাণী গাথা গীতা মহর্ষিভিঃ ॥ ৯৪॥ লিঙ্গং প্রতিষ্ঠিতং হ্যেকং দশভ্রূণহনং ভবেৎ। অতো লিঙ্গত্রয়ং সোমঃ স্থাপয়ামাস ভারত ॥ ৯৫॥ রেবৌর্ব্বিসঙ্গমে হ্যাদ্যং দ্বিতীয়ং ভৃগুকচ্ছকে। ততঃ সিদ্ধিং পরাং প্রাপ্য প্রভাসে তু তৃতীয়কম্ ॥ ৯৬॥ ইতি তে কথিতং সর্ব্বং তীর্থমাহাত্ম্যমুত্তমম্। ধর্ম্ম্যং যশস্যমায়ুষ্যং স্বর্গ্যং সংশুদ্ধিকৃন্নৃণাম্ ॥ ৯৭॥ পুত্রার্থী লভতে পুত্রান্নিষ্কামঃ স্বর্গমাপ্নুয়াৎ। মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যস্তীর্থং কৃত্বা পরং নৃপ ॥ ৯৮॥ এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং সোমনাথস্য যৎফলম্। শ্রুত্বা পুত্রমবাপ্নোতি স্নাত্বা চাষ্টৌ ন সংশয়ঃ ॥ ৯৯॥

ইতি শ্রীস্কান্দে সোমনাথতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম পঞ্চাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৫ ॥

সোমেশ্বরের পুণ্য উপাখ্যান শ্রবণ কর! হে নৃপ! ইহলোকে একটী ভ্রূণহত্যার পাপও অতি দুঃখে দূর হয় না, শীতরশ্মি শশধর যদিও শত ভ্রূণহত্যা করিয়াও এই সোমেশ্বর তীর্থে সুদুশ্চর তপস্যা করত সুখী হইয়াছিলেন, অতএব হে পার্থ! এই সোমেশ্বরের বিষয় অধিক আর কি বলিব? হে নৃপ! মহর্ষিগণের মুখে এক পুরাতন গাথা শ্রুত হয়, তাঁহারা কহেন,—একটী শিবলিঙ্গ স্থাপনে দশ ভ্রূণ হত্যার পাতক নষ্ট হয়। হে ভারত! নিশাকর এই বচন শ্রুতিপ্রসঙ্গ তিনটী লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার মধ্যে প্রথম লিঙ্গ রেবা ও ঔর্ব্বি-সঙ্গমে; দ্বিতীয় ভৃগুকাচ্ছকে ও তৃতীয় প্রভাস-ক্ষেত্রে। নিশাপতি এই লিঙ্গত্রয় প্রতিষ্ঠা করিয়া পরম সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। এই তোমার নিকট সোমেশ্বর তীর্থের সমুদয় অনুত্তম মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইল, এই সোমেশ্বরমাহাত্ম্য মানবগণের ধর্ম্ম্য, যশস্য, আয়ুষ্য, স্বর্গ ও সংশুদ্ধিকারক। হে নৃপ! সোমেশ্বরপ্রভাবে পুত্রার্থী মানব বহু পুত্র, এবং নিষ্কাম মানব সর্ব্বপাপবিমুক্ত হইয়া স্বর্গ লাভ করে। এই তোমার নিকট সোমনাথের অখিল পুণ্যফল বলিলাম, ইহার শ্রবণে মানবের একপুত্র ও সোমেশ্বরে স্নান করিলে আট পুত্র লাভ হয়, সংশয় নাই। ৯৩—৯৯।

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮৫ ॥

ষড়শীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহারাজ পিঙ্গলাবর্ত্তমুত্তমম্। সঙ্গমস্য সমীপস্থং রেবায়া উত্তরে তটে। হব্যবাহেন রাজেন্দ্র স্থাপিতঃ পিঙ্গলেশ্বরঃ ॥ ১ ॥ যুধিষ্ঠির উবাচ। হব্যবাহেন ভগবন্নীশ্বরঃ স্থাপিতঃ কথম্। এতদাখ্যাহি মে সর্ব্বং প্রসাদাদ্বক্তুমর্হসি ॥ ২ ॥ মার্কণ্ডেয় উবাচ। শম্ভুনা রেতসা রাজংস্তর্পিতো হব্যবাহনঃ। প্রাপ্ত-সৌখ্যেন রৌদ্রেণ গৌর্য্যাক্রীড়নচেতসা ॥ ৩॥ হব্যবাহমুখে ক্ষিপ্তং রুদ্রেণামিততেজসা। রুদ্রস্য রেতসা দগ্ধস্তীর্থযাত্রাকৃতাদরঃ ॥ ৪ ॥ সাগরাংশ্চ নদীর্গত্বা ক্রমাদ্রেবাং সমাগতঃ। চচার পরয়া ভক্ত্যা ধ্যানমুগ্রং হুতাশনঃ ॥ ৫ ॥ বায়ুভক্ষঃ শতং সাগ্রং যাবত্তেপে হুতাশনঃ। তাবত্তুষ্টো মহাদেবো বরদো জাতবেদসঃ। সন্নিধৌ সমুপেত্যাথ বচনং চেদমব্রবীৎ ॥ ৬ ॥ ঈশ্বর উবাচ। বরং বৃণীষ্ব

ষড়শীতিতম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে মহারাজ! অনন্তর পিঙ্গলাবর্ত্ত তীর্থে গমন করিবে। এই পিঙ্গলাবর্ত্ত রেবার উত্তরতটে সঙ্গমতীর্থের সমীপেই বিদ্যমান। হে রাজেন্দ্র! পাবক এই স্থানে পিঙ্গলেশ্বর নামক লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে ভগবন্! পাবক কেন ঈশ্বরলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিলেন? এই সকল বর্ণন করিয়া আমাকে অনুগৃহীত করুন। মার্কণ্ডেয় উত্তর করিলেন,—পুরাকালে শম্ভু স্বীয় রেতঃ দ্বারা হুতাশনের তর্পণ করেন। একদা দেবদেব রুদ্র গৌরীর সহিত ক্রীড়া করিতেছিলেন, শঙ্কর যখন ক্রীড়াসুখে নিরত, তৎকালে পাবক তাঁহার সমীপে উপনীত হন, তখন অমিততেজা রুদ্র জাতবেদার বদনে তদীয় বীর্য্য নিক্ষেপ করেন। অনন্তর রুদ্রতেজোদগ্ধ পাবকের তীর্থযাত্রায় আদর হয়, তিনি সাগরান্ত পুণ্য নদীসমূহ ভ্রমণ ও দর্শন করিয়া ক্রমে নর্ম্মদাতীরে সমাগত হন ও পরম ভক্তিভরে তীব্র ধ্যানযোগে তপশ্চরণ করেন। তপস্যাসময়ে হুতাশন বায়ু ভক্ষণ করিয়া কিঞ্চিদধিক শত বৎসর অতিবাহিত করিলে বরদ মহাদেব সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার সমীপে আগমন-পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন। ঈশ্বর কহিলেন,—হে হুতাশন! তোমার মনোগত অভীষ্টবর প্রার্থন

হব্যাশ যস্তে মনসি বর্ত্ততে ॥ ৭ ॥ বহ্নিরুবাচ। নমস্তে সর্ব্বলোকেশ উগ্রমূর্ত্তে নমোঽস্তু তে। রেতসা তব সন্দগ্ধঃ কুষ্ঠী জাতো মহেশ্বর। কৃপাং কুরু মহাদেব মম রোগং বিনাশয় ॥ ৮ ॥ ঈশ্বর উবাচ। হব্যবাহ ভবান্‌রোগো মৎপ্রসাদাচ্চ সত্বরম্। অত্র তীর্থে কৃতস্নানঃ স্বরূপং প্রতিপৎস্যসে ॥ ৯ ॥ ইত্যুক্ত্বা চ মহাদেবস্তত্রৈবান্তরধীয়ত। অনন্তরং হব্যবাহঃ সম্নৌ রেবাজলে ত্বরন্ ॥ ১০ ॥ তদৈব রোগনির্ম্মুক্তোঽভবদ্দিব্যস্বরূপবান্। স্থাপয়ামাস দেবেশং স বহ্নিঃ পিঙ্গলেশ্বরম্ ॥ ১১ ॥ নাম্না সম্পূজয়ামাস তুষ্টাব স্তুতিভির্মুদা। ততো জগাম দেশং স্বং দেবানাং হব্যবাহনঃ ॥ ১২ ॥ হব্যবাহেন ভূপৈবং স্থাপিতঃ পিঙ্গলেশ্বরঃ। জিতক্রোধো হি যস্তত্র উপবাসং সমাচরেৎ ॥ ১৩ ॥ অতিরাত্রফলং তস্য অন্তে রুদ্রত্বমাপ্নুয়াৎ। গুণান্বিতায় বিপ্রায় কপিলাং তত্র ভারত ॥ ১৪ ॥ অলঙ্কৃত্য সবৎসাং চ শক্ত্যালঙ্কারভূষিতাম্। যঃ প্রযচ্ছতি রাজেন্দ্র স গচ্ছেৎ পরমাং গতিম্ ॥ ১৫ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে পিঙ্গলেশ্বরতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ষড়শীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৬ ॥

কর। বহ্নি বলিলেন,—হে মহেশ্বর। আপনি সর্ব্বলোকের ঈশ্বর, আপনাকে নমস্কার; এই জগৎই আপনার মূর্ত্তি, আপনাকে নমস্কার, আমি আপনার রেতো দ্বারা দগ্ধ হইয়া কুষ্ঠরোগ-গ্রস্ত হইয়াছি; হে মহাদেব! আমার প্রতি কৃপা করিয়া আপনি আমার এই কুষ্ঠরোগ বিনষ্ট করুন। ঈশ্বর উত্তর করিলেন,—হে মহাবাহো হব্যবাহ! আমার প্রসাদে এই তীর্থে স্নান করিয়া সত্বর তুমি তোমার স্বরূপ প্রাপ্ত হইবে। অনন্তর মহাদেব হব্যবাহকে এই কথা কহিয়া সেই স্থানে অন্তর্হিত হইলেন। দেবগণের হব্যবাহী পাবকও তখন সেই রেবানীরে পতিত হইয়া স্নান করিলেন। পাবক স্নানমাত্রেই রোগমুক্ত হইয়া দিব্যরূপ প্রাপ্ত হইলেন ও পিঙ্গলেশ্বর নামে দেবেশ শঙ্করলিঙ্গ স্থাপন করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে বিবিধ স্তুতিবাক্যে শঙ্করের পূজা করত স্বস্থ আবাসে গমন করিলেন। হে ভূপ! হব্যবাহ এইরূপে পিঙ্গলেশ্বর লিঙ্গ স্থাপন করিয়াছিলেন। যে জিতক্রোধ মানব পিঙ্গলেশ্বর-সমীপে উপবাস করে, তাহার অতিরাত্র-যজ্ঞফল লাভ হয় এবং সে দেহাবসানে রুদ্রত্ব লাভ করে। হে ভারত! যে মানব। পিঙ্গলেশ্বর তীর্থে সবৎসা কপিলা ধেনু যথাশক্তি অলঙ্কার দ্বারা ভূষিত করিয়া গুণান্বিত দ্বিজকে দান করে, হে রাজেন্দ্র! তাহার পরমগতি লাভ হয়। ১—১৫।

ষড়শীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮৬ ॥

সপ্তাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহীপাল তীর্থং পরমশোভনম্। স্থাপিতং মুনিসঙ্ঘৈর্যদ্‌ব্রহ্ম-বংশসমুদ্ভবৈঃ ॥ ১ ॥ ঋণমোচনমিত্যাখ্যং রেবাতট-সমাশ্রিতম্। ষণ্মাসং মনুজো ভক্ত্যা তর্পয়ন্ পিতৃদেবতাঃ ॥ ২ ॥ দেবৈঃ পিতৃমনুষ্যৈশ্চ ঋণমাত্মকৃতং চ যৎ। মুচ্যতে তৎক্ষণান্মর্ত্ত্যঃ স্নাতো বৈ নর্ম্মদাজলে ॥ ৩ ॥ প্রত্যক্ষং দুরিতং তত্র দৃশ্যতে ফলরূপতঃ। তত্র তীর্থং তু যো রাজন্নেকচিত্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৪ ॥ স্নাত্বা দানং চ বৈ দদ্যাদর্চ্চয়েদ্গিরিজাপতিম্। ঋণত্রয়বিনির্ম্মুক্তো নাকে দীপ্যতি দেববৎ ॥ ৫

ইতি শ্রীস্কান্দে ঋণত্রয়মোচনতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম সপ্তাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৭ ॥

সপ্তাশীতিতম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে মহীপাল! অনন্তর ব্রহ্মবংশসম্ভব ঋষিসঙ্ঘ-প্রতিষ্ঠিত পরমশোভন ঋণ-মোচন তীর্থে গমন করিবে। এই পরম তীর্থ ঋণ-মোচন নর্ম্মদার তীরে বিরাজিত। যে মানব ষণ্মাস যাবৎ এই ঋণমোচন তীর্থে ভক্তিপূর্ব্বক পিতৃদেব-গণের তর্পণ করে, সে দেব, পিতৃ ও আত্মকৃত ঋণ হইতে সদ্য মুক্ত হয়। যে নর রেবানীরে অব-গাহন করে, তাহারও পাতক হইতে সদ্যঃ মুক্তি হইয়া থাকে। তীর্থে পাপ করিলেও সে পাপ সদ্যঃ প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ দৃষ্ট হয়। হে রাজন্! যে জিতেন্দ্রিয় মানব একমনা হইয়া ঋণমোচনতীর্থে স্নান, দান ও গিরিজাপতির পূজা করেন, তিনি দেবাদিঋণত্রয় মুক্ত হইয়া দেববৎ দেবালয়ে দীপ্ত হন। ১—৫।

সপ্তাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮৭

অষ্টাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। ততো বানন্তরং পার্থ কাপিলং তীর্থমাশ্রয়েৎ। স্থাপিতং কপিলেনৈব সর্ব্বপাতকনাশনম্ ॥ ১ ॥ অষ্টম্যাং চ সিতে পক্ষে চতুর্দ্দশ্যাং নরেশ্বর। স্নাপয়েৎ পরয়া ভক্ত্যা কপিলাক্ষীরসর্পিষা ॥ ২ ॥ শ্রীখণ্ডেন সুগন্ধেন গুণ্ঠয়েত মহেশ্বরম্। ততঃ সুগন্ধপুষ্পৈশ্চ শ্বেতৈশ্চ নৃপসত্তম ॥ ৩ ॥ যেঽর্চ্চয়ন্তি জিতক্রোধা ন তে যান্তি যমালয়ম্। অসিপত্রবনং ঘোরং যমচুল্লী সুদারুণা ॥ ৪ ॥ দৃশ্যতে নৈব বিদ্বদ্ভিঃ কপিলেশ্বরপূজনাৎ। স্নাত্বা রেবাজলে পুণ্যে ভোজয়েদ্ ব্রাহ্মণান্ শুভান্ ॥ ৫ ॥ গোপ্রদানেন বস্ত্রেণ তিলদানেন ভারত। ছত্রশয্যাপ্রদানেন রাজা ভবতি ধার্ম্মিকঃ ॥ ৬ ॥ তীব্রতেজা বিঘোরশ্চ জীবৎপুত্রঃ প্রিয়ংবদঃ। শত্রুবর্গো ন তস্য স্যাৎ কদাচিৎ পাণ্ডুনন্দন ॥ ৭ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে কপিলেশ্বরতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নামাষ্টাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৮ ॥

অষ্টাশীতিতম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে পার্থ! ইহার পর কাপিল তীর্থের আশ্রয় লইবে। সর্ব্বপাতকনাশন এই কাপিলতীর্থ—কপিল প্রতিষ্ঠা করেন। হে নরেশ্বর! যে সকল জিতক্রোধ মানব শুক্লাঅষ্টমী কিংবা চতুর্দ্দশীতে কপিলাঘৃত দ্বারা পরম ভক্তি-সহকারে মহেশ্বরকে স্নান করাইয়া সুগন্ধ শ্রীখণ্ড দ্বারা তাঁহার দেহ লিপ্ত করেন এবং হে নৃপসত্তম! অনন্তর সুগন্ধি শ্বেতপুষ্প দ্বারা শঙ্করের পূজা করেন, তাহাদের যমালয়ে যাইতে হয় না। অসি-পত্রবন নামে যমের ঘোর সুদারুণ চুল্লী আছে, জ্ঞানিগণ কপিলেশ্বরের পূজা করিয়া সেই ভীষণ যমচুল্লী অবলোকন করেন না। হে ভারত! পুণ্য রেবানীরে অবগাহন করিয়া ব্রাহ্মণভোজন করাইলে ও গো, বস্ত্র, ছত্র, শয্যা, এবং তিল দান করিলে নর ধার্ম্মিক রাজা হইয়া জন্মগ্রহণ করেন, তিনি তীব্রতেজা অথচ শান্তসৌম্য, জীবৎ-পুত্র ও প্রিয়ভাষী হন; হে পাণ্ডব! তাঁহার কোনই শত্রু থাকে না। ১—৭।

অষ্টাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮৮ ॥

একোননবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। ততো গচ্ছেত্ রাজেন্দ্র পূতিকেশ্বরমুত্তমম্। নর্ম্মদাদক্ষিণে কূলে সর্ব্বপাপ-ক্ষয়ঙ্করম্ ॥ ১ ॥ স্থাপিতং জাম্ববন্তেন লোকানাং তু হিতার্থিনা। রাজা প্রসেনজিন্নাম তস্যাং বক্ষস্থলান্-মণৌ ॥ ২ ॥ সমুৎক্ষিপ্তে তু তেনৈব সপূতির্ভবদ্-ব্রণঃ। তত্র তীর্থে তপস্তপ্ত্বা নির্ব্রণঃ সমজায়ত ॥ ৩ ॥ তেন তৎস্থাপিতং লিঙ্গং পূতিকেশ্বরমুত্তমম্। যস্তত্র মনুজো ভক্ত্যা স্নায়াদ্ভরতসত্তম ॥ ৪ ॥ সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি সম্পূজ্য পরমেশ্বরম্। কৃষ্ণাষ্টম্যাং চতুর্দ্দশ্যাং সর্ব্বকালং নরাধিপ। যেঽর্চ্চয়ন্তি সদা দেবং তে ন যান্তি যমালয়ম্ ॥ ৫ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে পূতিকেশ্বরতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈকোননবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৯ ॥

ঊননবতিতম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে রাজেন্দ্র! অনন্তর অনুত্তম পূতিকেশ্বর তীর্থে গমন করিবে। সর্ব্বপাপ-ক্ষয়কর এই পূতিকা তীর্থ নর্ম্মদার দক্ষিণকূলে বিদ্যমান। লোকহিতার্থ জাম্ববান্ এই তীর্থের প্রতিষ্ঠা করেন; রাজা প্রসেনজিতের বক্ষস্থল স্থিত স্যমন্তকমণি এই স্থানে নিক্ষিপ্ত হইলে জাম্ববান্ সেই মণি গ্রহণ করিয়া পূতিগন্ধযুক্ত ব্রণ দ্বারা সমাক্রান্ত হন। অনন্তর জাম্ববান্ এই তীর্থে তপস্যা করিয়া নির্ব্রণ হন ও তিনিই শেষে এই স্থানে পূতকেশ্বরের প্রতিষ্ঠা করেন। হে ভরত-সত্তম! যে মানব ভক্তিসহকারে পূতিকেশ্বর তীর্থে স্নান করিয়া পরমেশ্বরের পূজা করে, তাহার অখিল কামনা লাভ হয়। হে নরাধিপ! যাহারা কৃষ্ণা-ষ্টমী ও কৃষ্ণচতুর্দ্দশীতে সর্ব্বদা দেবদেবের পূজা করে, তাহারা যমালয়ে গমন করে না। ১—৫।

ঊননবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮৯ ॥

নবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। রেবায়া উত্তরে কূলে বৈষ্ণবং তীর্থমুত্তমম। জলশায়ীতি বৈ নাম বিখ্যাতং বসুধাতলে॥ ১॥ দানবানাং বধং কৃত্বা সুপ্তস্তত্র জনার্দ্দনঃ। চক্রং প্রক্ষালিতংতত্র দেবদেবেন চক্রিণা। সুদর্শনং চ নিষ্পাপং রেবাজলসমাশ্রয়াৎ॥ ২॥ যুধিষ্ঠির উবাচ। চক্রতীর্থং সমাচক্ষ মুনিসঙ্ঘৈশ্চ বন্দিতম্। বিষ্ণোঃ প্রভাবমতুলং রেবায়াশ্চৈব যৎফলম্॥ ৩॥ শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। সাধু-সাধু মহাপ্রাজ্ঞ বিরক্তস্ত্বং যুধিষ্ঠির। গুহ্যাদ্‌গুহ্যতরং তীর্থং নির্ম্মিতং চক্রিণা স্বয়ম্॥ ৪॥ ততেঽহং সম্প্রবক্ষ্যামি কথাং পাপপ্রণাশিনীম্। আসীৎ পুরা মহাদৈত্যস্তালমেঘ ইতি শ্রুতঃ॥ ৫॥ তেন দেবা জিতাঃ সর্ব্বে হৃতরাজ্যা নরাধিপ। যজ্ঞভাগান্ স্বয়ং ভুঙ্ক্তে অহং বিষ্ণুর্ন সংশয়ঃ॥ ৬॥ ধনদস্য হৃতং বিত্তং শক্রস্য রাবণঃ। ইন্দ্রাণীং বাঞ্ছতে পাপো হয়রত্নং রবেরপি॥ ৭॥ তালমেঘভয়াৎ পার্থ রবিরুদ্রাঃ সবাসবাঃ। যমঃ স্কন্দো জলেশোঽগ্নির্ব্বায়ুর্দ্দেবো ধনেশ্বরঃ॥ ৮॥ সবাক্‌পতিমহেশাশ্চ নষ্টচিত্তাঃ পিতামহম্। গতা দেবা ব্রহ্মলোকং তত্র দৃষ্ট্বা পিতামহম্॥ ৯॥ তুষ্টুবুর্ব্বিবিধৈঃ স্তোত্রৈর্ব্বাগীশপ্রমুখাঃ সুরাঃ। গুণত্রয়বিভাগায় পশ্চাদ্ভেদমুপেয়ুষে॥ ১০॥ দৃষ্ট্বা দেবান্নিরুৎসাহান্ বিবর্ণানবনীপতে। প্রসাদাভিমুখো দেবঃ প্রত্যুবাচ দিবৌকসঃ॥ ১১॥ ব্রহ্মোবাচ। স্বাগতং সুরসঙ্ঘস্য কান্তির্নষ্টা পুরাতনী। হিমক্লিষ্টপ্রভাবেণ জ্যোতীংষীব মুখানি বঃ॥ ১২॥ প্রশমাদর্চ্চিষামেতদনুদ্গীর্ণং সুরায়ুধম্। বৃত্রস্য হন্তঃ কুলিশং কুণ্ঠিতশ্রীব লক্ষ্যতে॥ ১৩॥ কিং চায়মরিদুর্ব্বারঃ পাশো পাশঃ প্রচেতসঃ। মন্ত্রেণ হতবীর্য্যস্য ফণিনো দৈন্যমাশ্রিতঃ॥ ১৪॥ কুবেরস্য মনঃশল্যং

নবতিতম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন—রেবার উত্তর কূলে জলশায়ী নামক অনুত্তম বৈষ্ণব তীর্থ বিদ্যমান। এই জলশায়ী বসুধাতলে বিখ্যাত। চক্রধর দেবদেব জনার্দ্দন দানবগণের বধসাধন করিয়া এই জলশায়ী তীর্থে শয়ন ও জলশায়ীর জলে চক্র প্রক্ষালিত করিয়াছিলেন। হে রাজন্! অত্রত্য রেবাজলসংস্পর্শে চক্রীর সুদর্শনচক্র নিষ্পাপ হইয়াছিল। যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন—মুনে! মুনিগণবন্দিত চক্রতীর্থের মাহাত্ম্য, বিষ্ণুর অতুল প্রভাব এবং রেবানীরের পুণ্যফল বর্ণন করুন। মার্কণ্ডেয় উত্তর করিলেন,—হে যুধিষ্ঠির! সাধু সাধু। হে মহাপ্রাজ্ঞ! তোমার যথার্থই বিরতি জন্মিয়াছে; এই তীর্থকথা গুহ্য হইতেও গুহ্যতর, চক্রধর বিষ্ণু স্বয়ং এই তীর্থের নির্ম্মাতা। সম্প্রতি তোমার নিকট পাপপ্রণাশিনী জলশায়ী তীর্থকথা সম্যক্ কীর্ত্তন করিতেছি। পুরাকালে তালমেঘ নামে এক ভয়ঙ্কর বিখ্যাত দানব প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। হে নরাধিপ! দানব তালমেঘ দেবগণকে পরাভূত করিয়া তাঁহাদের রাজ্য অপহরণ করে। রাজ্য হরণ করিয়াও অসুর নিবৃত্ত হইল না, সে নিঃশেষে আপনাকে 'আমিই বিষ্ণু' বলিয়া মনে করিল এবং স্বয়ংই যজ্ঞভাগ ভোগ করিতে লাগিল। দানব তালমেঘ ধনদের সম্পদ, সুরপতির ঐরাবত ও দিবাকরের বাজিরত্ন অপহরণ করিল; কেবল ইহাই নহে, অবশেষে পাপমতি দানব দেবরাজের শচীকে পর্য্যন্ত অভিলাষ করিতে ক্ষান্ত হইল না। হে পার্থ! তালমেঘের ভয়ে সবাসব রবি, রুদ্র, যম, স্কন্দ, বরুণ, অগ্নি, বায়ু, দেব ধনদ এবং বাগীশ বৃহস্পতি সহ মহেশ—সকলেই বিমূঢ়মনা হইয়া পিতামহসমীপে গমন করিলেন। অনন্তর সুরগুরুপ্রমুখ অমরগণ ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াই পিতামহকে সন্দর্শনপূর্ব্বক বিবিধ স্তুতিবাক্যে তাঁহার স্তব করিলেন। তাঁহারা কহিলেন,—যিনি এক হইয়াও সর্ব্বাদি গুণত্রয়বিভাগার্থ পশ্চাৎ ভেদভাব প্রাপ্ত হন, আমরা তাঁহাকে নমস্কার করি। হে অবনীপতে! পিতামহ সুরগণকে নিরুৎসাহ ও বিমর্ষ সন্দর্শন করিয়া প্রসন্নমনে জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রহ্মা বলিলেন,—সুরসঙ্ঘের সুখে আগমন হইয়াছে ত? এ কি দেখিতেছি—সুরগণের আর পুরাতনী কান্তি নাই দেবগণের বদন কেন হিমক্লেশে পরাভূত জ্যোতিষ্কনিচয়েরন্যায় দৃষ্ট হইতেছে? প্রভা প্রশমিত হওয়ায় বিবুধগণের আয়ুধনিচয় আর উত্থিত হইতেছে না; বৃত্রঘাতী বাসবের বজ্র যেন হতপ্রভের ন্যায় অনুভূত হইতেছে। এ কি?—অরিগণের দুর্ব্বার বরুণের পাণিতলগত পাশ যেন মন্ত্র দ্বারা হতপ্রভ ফণীর ন্যায় দৈন্য প্রাপ্ত হইয়াছে। কেন কুবেরের মনঃশল্য পরাভব বলিয়া দিতেছে?

শংসতীব পরাভবম্। অপবিদ্ধগদো বায়ুর্ভগ্নশাখ ইব দ্রুমঃ ॥ ১৫ ॥ যমোঽপি বিলিখন্ ভূমিং দণ্ডেনাস্তমিতত্বিষা। কুরুতেঽস্মিন্নমোঘেঽপি নিষ্প্রাণালাতলাঘবম্ ॥ ১৬ ॥ অমী চ কথমাদিত্যাঃ প্রতাপক্ষতিশীতলাঃ। চিত্রস্থা ইব গতাঃ প্রকামালোকনীয়তাম্ ॥ ১৭ ॥ তদ্ব্রূত বৎসাঃ কিমিতঃ প্রার্থয়ন্তঃ সমাগতাঃ। কিমাগমনকৃত্যং বো ব্রূত নিঃসংশয়ং সুরাঃ ॥ ১৮ ॥ ময়ি সৃষ্টিরিহ লোকানাং রক্ষা যুষ্মাস্ববস্থিতা। ততো মন্দানিলোদ্ধূতকমলাকরশোভিনা ॥ ১৯ ॥ গুরুং নেত্রসহস্রেণ প্রেরয়ামাস বৃত্রহা। স দ্বিনেত্রং হরেশ্চক্ষুঃ সংস্রনয়নাধিকম্ ॥ ২০ ॥ বাচস্পতিরুবাচেদং প্রাঞ্জলির্জলজাসনম্। যুষ্মদ্বংশোদ্ভবস্তাত তালমেঘো মহাবলঃ ॥ ২১ ॥ উপতাপয়তে দেবান্ ধূমকেতুরিবোচ্ছ্রিতঃ। তেন দেবগণাঃ সর্ব্বে দুঃখিতা দানবেন চ ॥ ২২ ॥ তালমেঘো দৈত্যপতিঃ সর্ব্বান্নো বাধতে বলী। তস্মাত্ত্বাং শরণং প্রাপ্তাঃ শরণং নো বিধে ভব ॥ ২৩ ॥ ততঃ প্রসন্নো ভগবান্ বেধাস্তানব্রবীদ্বচঃ ॥ ২৪ ॥ ব্রহ্মোবাচ। তালমেঘেন বো মধ্যে বলী তেন সমঃ সুরাঃ। বিনা মাধবদেবেন সাধ্যো মে নৈব দানবঃ ॥ ২৫ ॥ ততঃ সুরগণাঃ সর্ব্বে বিরিঞ্চিপ্রমুখা নৃপ। ক্ষীরোদং প্রস্থিতাঃ সর্ব্বে দুঃখিতাস্তেন বৈরিণা ॥ ২৬ ॥ ত্বরিতাঃ প্রস্থিতা দেবাঃ কেশবং দ্রষ্টুকাম্যয়া। ক্ষীরোদং সাগরং গত্বাস্তুবংস্তে জলশায়িনম্ ॥ ২৭ ॥ দেবা ঊচুঃ। জগদাদিরনাদিস্ত্বং জগদন্তোঽপ্যনন্তকঃ। জগন্মূর্ত্তিরমূর্ত্তিস্ত্বং জয় গীর্ব্বাণপূজিত ॥ ২৮ ॥ জয় ক্ষীরোদশয়ন জয় লক্ষ্ম্যা সদাবৃত। জয় দানবনাশায় জয় দেবকিনন্দন ॥ ২৯ ॥ জয় শঙ্খগদাপাণে জয় চক্রধর প্রভো। ইতি দেবস্তুতিং শ্রুত্বা প্রবুদ্ধো জলশায্যথ ॥ ৩০ ॥ উবাচ মধুরাং বাণীং মেঘ-

গদা ব্যর্থ হওয়ায় বায়ু কেন ভগ্নশাখা পাদপের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছেন? যম দেখিতেছি—কান্তিহীন দণ্ড দ্বারা ভূমিতল বিলিখন করিতেছেন। যমের দণ্ড অমোঘ, সেই অমোঘ দণ্ড কেন আজ নিস্তেজ হইয়া লঘুবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে? এই আদিত্যগণ কেন ক্ষীণপ্রভ হইয়া শীতলতা লাভ করিয়াছেন? সকলেই যেন চিত্রলিখিতের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। বৎসগণ! আপনাদের অবস্থা দর্শনে মনে হইতেছে; আপনারা কোন বিষয়ে প্রার্থী হইয়া আমার সমীপে উপনীত হইয়াছেন; অতএব বলুন, আপনাদের প্রার্থিত কি? হে সুরগণ! নিঃসংশয়ে আপনাদের আগমন কারণ বর্ণন করুন। আমার প্রতি মাত্র প্রজাসৃজনের ভার আছে, কিন্তু তাহাদের রক্ষাভার ত' আপনাদের প্রতিই ন্যস্ত রহিয়াছে? অনন্তর বৃত্রঘাতী বাসব মন্দ মারুত চালিত কমলাকরবৎ সহস্রলোচন দ্বারা সুরগুরু বৃহস্পতিকে ব্রহ্মার বাক্যে উত্তর দানে ইঙ্গিত করিলেন, দেবগুরু দ্বিনেত্র হইলেও জ্ঞানবত্তা বশতঃ সহস্রলোচন হইতে অধিক। তৎকালে সেই বাচস্পতি অঞ্জলি বন্ধনপূর্ব্বক জলজাসনকে বক্ষ্যমাণ বাক্যে উত্তর প্রদান করিলেন। তিনি বলিলেন,—হে তাত! আপনাদের বংশোৎপন্ন মহাবল তালমেঘ দেবগণের পক্ষে ধূমকেতুর ন্যায় উত্থিত হইয়া উপতাপিত করিতেছে। বলীয়ান্ দানবপতি তালমেঘ আমাদের সকলকেই পীড়িত করিতেছে; অতএব আমরা আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি, হে বিধে! আমাদিগকে আশ্রয় প্রদান করুন। অনন্তর ভগবান্ পিতামহ প্রীতিপ্রসন্নমনে দেবগণকে কহিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা বলিলেন,—হে সুরগণ! তালমেঘ আপনাদের মধ্যে সকলের অপেক্ষায় শ্রেষ্ঠ বলবান্, কেহই তাহার সমকক্ষ নহেন; আমি কেন, দেব মাধব ব্যতীত ইহাকে পরাভূত করিতে অন্য কেহই সমর্থ নহে।১—২৫. হে নৃপ! অনন্তর শত্রুপীড়িত দুঃখিত বিরিঞ্চিপ্রমুখ সুরগণ কেশবের দর্শনাভিলাষে সত্বর ক্ষীরোদসাগরতীরে গমন করিলেন এবং ক্ষণকাল মধ্যে তথায় উপনীত হইয়া জলশায়ী জনার্দ্দনের স্তব করিতে লাগিলেন। দেবগণ বলিলেন,—আপনি অনাদি হইয়াও জগতের আদি, মূর্ত্তিহীন হইলেও জগৎই আপনার মূর্ত্তি, আপনি অনন্ত হইয়াও জগদন্তক; হে দেবপূজিত! আপনার জয় হউক। হে ক্ষীরোদশায়িন্! কমলা সতত আপনাকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন, আপনি জয়যুক্ত হউন। হে দেবকীনন্দন! আপনি দানবগণের নিহন্তা, আপনার জয় হউক। হে প্রভো! আপনার করে শঙ্খ, চক্র ও গদা, বিদ্যমান, আপনি জয়যুক্ত হউন! অনন্তর জলশায়ী জনার্দ্দন দেবগণের এবংবিধ স্তুতিবাণী শ্রবণে প্রবুদ্ধ

গম্ভীরনিস্বনাম্। কিমর্থং বোধিতো ব্রহ্মন্ সমস্তৈর্বিবুধৈঃ সুরাসুরৈঃ ॥ ৩১ ॥ ব্রহ্মোবাচ। তালমেঘভয়াৎ কৃষ্ণ সম্প্রাপ্তাস্তব মন্দিরম্। ন বধ্যঃ কস্যচিৎ পাপস্তালমেঘো জনার্দ্দন ॥ ৩২ ॥ ত্বমেব জহি তং দুষ্টং মৃত্যুং যাস্যতি নান্যথা ॥ ৩৩ ॥ শ্রীকৃষ্ণ উবাচ। স্বস্থানং গম্যতাং দেবাঃ স্বকীয়াং লভত প্রজাম্। দুষ্টাত্মানং হনিষ্যামি তালমেঘং মহাবলম্ ॥ ৩৪ ॥ স্থানং কথয়ন্তু মে দেবা বসেদ্যত্র স দানবঃ ॥ ৩৫ ॥ দেবা উচুঃ। হিমাচলগুহায়াং স বসতে দানবেশ্বরঃ। চতুর্বিংশতিসাহস্রৈঃ কন্যাভিঃ পরিবারিতঃ ॥ ৩৬ ॥ তুরঙ্গৈঃ স্যন্দনৈঃ কৃষ্ণ সংখ্যা তস্য ন বিদ্যতে। নটা নানাবিধাস্তত্র অসংখ্যাতগুণা হরে ॥ ৩৭ ॥ দ্বিরদাঃ পর্ব্বতাকারা হয়াশ্চ দ্বিরদোপমাঃ। মহাবলো বসেত্তত্র গীর্ব্বাণভয়দায়কঃ ॥ ৩৮ ॥ শ্রুত্বা দেবো বচস্তেষাং দেবানামাতুরাত্মনাম্। অচিন্ত্যদগরুত্মন্তং শত্রুসঙ্ঘবিনাশনম্ ॥ ৩৯ ॥ চক্রং করেণ সংগৃহ্য গদাচক্রধরঃ প্রভুঃ। শার্ঙ্গং চ মুষলং সীরং করৈর্গৃহ্য জনার্দ্দনঃ ॥ ৪০ ॥ আরূঢ়ঃ পক্ষিরাজেন্দ্রং বধার্থং দানবস্য চ। দানবস্য পুরে পেতুরুৎপাতা ঘোররূপিণঃ ॥ ৪১ ॥ গোমায়ুর্গৃহমধ্যে তু কপোতৈঃ সমমাবিশৎ। বিনা বাতেন তস্যৈব ধ্বজদণ্ডঃ পপাত হ ॥ ৪২ ॥ সর্পমূষকয়োর্যুদ্ধং তথা কেশরিনাগয়োঃ। উন্মার্গাঃ সরিতস্তত্রাবহন রক্তবিমিশ্রিতাঃ। অকালতরুপুষ্পাণি দৃশ্যন্তে স্ম সমন্ততঃ ॥ ৪৩ ॥ ততঃ প্রাপ্তো জগন্নাথো হিমবন্তং নগেশ্বরম্। পাঞ্চজন্যশ্চ সহসা পূরিতঃ পুরসন্নিধৌ ॥ ৪৪ ॥ তেন শব্দেন মহতা হ্যারূঢো দানবেশ্বরঃ। উবাচ চ তদা বাক্যং তালমেঘো মহাবলঃ ॥ ৪৫ ॥ তালমেঘ উবাচ। কোঽয়ং মৃত্যুবশং প্রাপ্তো অজ্ঞাত্বা মম বিক্রমম্। ধূম্রকুমারাজ্ঞয়া হ্যাশু স্বসৈন্যপরিবারিতঃ ॥ ৪৬ ॥ বলাদানয় তং বদ্ধা মমাগ্রে বাহুশালিনম্ ॥ ৪৭ ॥ ধূম্রকুমার উবাচ।

হইয়া মেঘের ন্যায় গম্ভীর ধ্বনিযুক্ত অথচ মধুর বাক্যে উত্তর করিলেন;—হে ব্রহ্মন্! সুরগণ কি জন্য প্রবোধিত করিলেন? ব্রহ্মা বলিলেন,—হে কৃষ্ণ! দেবগণ তালমেঘভয়ে ভীত হইয়া আপনার মন্দিরে উপনীত হইয়াছেন। হে জনার্দ্দন! পাপমতি তালমেঘ আপনা ব্যতীত অপর কাহারও বধ্য নহে। আপনি সেই দুষ্ট দানবকে নিহত করুন, অন্যথা সে মরিবে না। কৃষ্ণ কহিলেন,—হে দেবগণ! আপনারা স্ব স্ব স্থানে গমন করিয়া নিজ নিজ প্রজা লাভ করুন, আমি অবশ্যই দুষ্টাত্মা মহাবল তালমেঘকে নিহত করিব। হে দেবগণ! সেই দুরাত্মা দানব কোন্ স্থানে বাস করে, আমাকে তাহা বলিয়া দিউন। দেবগণ বলিলেন,—সেই দানবেশ্বর তালমেঘ চতুর্বিংশতিসহস্র রমণীদ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া হিমগিরির গুহামধ্যে বাস করিতেছে। তাহার তুরঙ্গ ও রথ যে কত আছে, তাহার সংখ্যা করা দুষ্কর। হে হরে! নানাবিধ অসংখ্য নট তাহার সমীপে বিদ্যমান, তাহাদের গুণের ইয়ত্তা হয় না। তাহার করিনিকর গিরিতুল্য ও বাজিনিচয় গজের ন্যায়। দেবগণের ভয়দায়ক দানব তালমেঘ এই সকল ঐশ্বর্য্যে বেষ্টিত হইয়া হিমালয়ে বাস করিতেছে। অনন্তর ভয়াতুর সুরগণের এইরূপ বাক্য শুনিয়া অখিললোকপ্রভু জনার্দ্দন শত্রুসমূহনাশী গরুড়কে স্মরণপূর্ব্বক করে শঙ্খ, চক্র, গদা, শার্ঙ্গধনু, মুষল ও লাঙ্গল ধারণ করিলেন। স্মরণমাত্রে গরুড় আসিয়া উপস্থিত হইল। বিষ্ণু দানববধার্থ পতগরাজ গরুড়ে আরোহণ করিয়া দানবপুরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। ইত্যবসরে দানবপুরে ঘোররূপী বিবিধ উৎপাত সকল প্রাদুর্ভূত হইল; শৃগালগণ গৃহমধ্যগত কপোতদিগের সহিত মিলিত হইতে লাগিল, বিনা বায়ুতে তাহার পুরস্থিত ধ্বজদণ্ড পতিত হইল; সর্প ও মূষক এবং করী ও কেশরী পরস্পর সম্মুখসমরে প্রবৃত্ত হইল, নদীনিচয় বিপরীত পথে প্রবাহিত হইল, সেই সকল নদীজল সহসা রুধিরগণে সমাকীর্ণ হইয়া উঠিল এবং সকল দিকেই অকালে তরুনিকর কুসুমিত দৃষ্ট হইতে লাগিল। অনন্তর জগৎপতি কেশব নগরাজ হিমালয়ে উপনীত হইয়া তাহার পুরসন্নিধানে গমনপূর্ব্বক সহসা পাঞ্চজন্য শঙ্খধ্বনি করিলেন, সেই মহাশব্দে দানবরাজ মহাবল তালমেঘ ক্রোধাবিষ্ট হইল এবং ধূম্রকুমার নামক তদীয় অনৈক অনুচরকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিতে লাগিল। তালমেঘ বলিল,—ধূম্রকুমার! আমার বিক্রম না জানিয়া মৃত্যুর বশবর্ত্তী হইল, এ ব্যক্তি কে? তুমি সত্বর স্বসৈন্যে পরিবেষ্টিত হইয়া এই বহুবলশালী বীরের নিকট গমন করত ইহাকে বলপূর্ব্বক বন্ধন করিয়া আমার সমীপে আনয়ন

আনয়ামি ন সন্দেহঃ সুরো যক্ষোঽথ কিন্নরঃ। স্যন্দনৌঘৈঃ সমাযুক্তো গজবাজিভটৈঃ সহ ॥ ৪৮ ॥ হৃষ্টস্ততো জগদ্যোনিঃ সুপর্ণস্থো মহাবলঃ। গৃহ্যতাং গৃহ্যতামেষ ইত্যুক্তাস্তেন কিঙ্করাঃ ॥ ৪৯ ॥ চতুর্দ্দিক্ষু প্রধাবন্ত ইতশ্চেতশ্চ সত্বরঃ। সুপর্ণেনাগ্নিরূপেণ দগ্ধাস্তে শলভা যথা ॥ ৫০ ॥ ধুন্ধুমারোঽপি কৃষ্ণেন শরঘাতেন তাড়িতঃ। হতো বক্ষস্থলে পাপো মৃতাবস্থো রথোপরি ॥ ৫১ ॥ হাহাকারং ততঃ সর্ব্বে দানবাশ্চক্রুরাতুরাঃ। তালমেঘস্ততঃ ক্রুদ্ধো রথারূঢো বিনির্গতঃ। দদৃশে কেশবং পার্থ শঙ্খচক্রগদাধরম্ ॥ ৫২ ॥ তালমেঘ উবাচ। অন্যে তে দানবাঃ কৃষ্ণ যে হতাঃ সমরে ত্বয়া। হিরণ্যকশিপুপ্রখ্যা ন পুমাংসো হি তেঽচ্যুত ॥ ৫৩ ॥ ইত্যুক্ত্বা দানবঃ পার্থ বর্ষয়ামাস সায়কৈঃ। দানবস্য শরান্ মুক্তাংশ্ছেদয়ামাস কেশবঃ ॥ ৫৪ ॥ গরুত্মানবধীৎ সৈন্যমবধ্যং যৎ সুরাসুরৈঃ। কৃষ্ণেন দ্বিগুণাস্তস্য প্রেষিতাঃ স্বশিলীমুখাঃ ॥ ৫৫ ॥ দ্বিগুণং দ্বিগুণীকৃত্য প্রেষয়ামাস দানবঃ। তানপ্যষ্টগুণৈঃ কৃষ্ণশ্ছাদয়ামাস সায়কৈঃ ॥ ৫৬ ॥ ততঃ ক্রুদ্ধেন দৈত্যেন হ্যাগ্নেয়ং বাণমুত্তমম্ ॥ ৫৭ ॥ বারুণং প্রেষয়ামাস হ্যাগ্নেয়ং শমিতং ততঃ। বারুণেনৈব বায়ব্যং তালমেঘো ব্যসর্জ্জয়ৎ ॥ ৫৮ ॥ সার্পঞ্চৈব হৃষীকেশো বায়ব্যস্য প্রশান্তয়ে। নারসিংহং নৃসিংহোঽপি প্রেষয়ামাস পাণ্ডব ॥ ৫৯ ॥ নারসিংহং ততো দৃষ্ট্বা তালমেঘো মহাবলঃ। উত্তীর্য্য স্যন্দনাচ্ছীঘ্রং গৃহীত্বা খড়্গচর্ম্মণী ॥ ৬০ ॥ কৃষ্ণ ত্বাং প্রেষয়িষ্যামি যমমার্গং সুদারুণম্। ইত্যুক্ত্বা দানবঃ পার্থ আগতঃ কেশবং প্রতি ॥ ৬১ ॥ খড়্গেনাতাড়য়দ্দৈত্যো গদাপাণিং জনার্দ্দনম্। মণ্ডলাগ্রং ততো গৃহ্য কেশবো হৃষ্টমানসঃ ॥ ৬২ ॥ জঘানোরঃস্থলে পার্থ তালমেঘং মহাহবে। জনার্দ্দনস্তদা দৈত্যং দৈত্যো হরিমহন্ মৃধে ॥ ৬২ ॥ জনার্দ্দনস্ততঃ ক্রুদ্ধস্তালমেঘায় ভারত।

কর। ধুন্ধুমার উত্তর করিল,—এই বীর সুর যক্ষ অথবা কিন্নর হইলেও আমি নিঃসন্দেহ ইহাকে আনয়ন করিব। অনন্তর গরুড়ারূঢ় মহাবল জগদ্যোনি জনার্দ্দন বহু রথসমাযুক্ত হইয়া গজ, বাজী ও ভটগণ সহ ধুন্ধুমারের সম্মুখীন হইলেন। তখন ধুন্ধুমারের আদেশে তালমেঘের কিঙ্করগণ 'ইহাকে গ্রহণ কর, গ্রহণ কর' এইরূপ কহিয়া চতুর্দ্দিকে প্রধাবিত হইল এবং অগ্নিরূপী সুপর্ণের সম্মুখে পড়িয়া সকলেই পতঙ্গের ন্যায় দগ্ধ হইতে লাগিল। কৃষ্ণ তখন ধুন্ধুমারের বক্ষস্থলে বাণাঘাত করিলেন, কৃষ্ণ-বাণে তাড়িত হইয়া পাপমতি ধুন্ধুমারও রথোপরি হতচেতন হইয়া পতিত হইল। অনন্তর আতুর অসুরগণ হাহাকার করিয়া উঠিল। তদ্দর্শনে তালমেঘ ক্রোধান্বিত হইয়া রথারোহণপূর্ব্বক যুদ্ধভূমে উপনীত হইল। দেখিল,—শঙ্খচক্রগদাধর হরি সম্মুখে দণ্ডায়মান। হে পার্থ! তখন তালমেঘ বলিল,—হে কৃষ্ণ! তুমি সমরে হিরণ্যকশিপুপ্রমুখ যে সকল অসুর নিহত করিয়াছ, হে অচ্যুত! তাহারা পুরুষ নহে। হে পৃথানন্দন! দানব এইরূপ বলিয়া শরবর্ষণ করিতে লাগিল, কেশব শরবর্ষণে দানবক্ষিপ্ত শরনিকর ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। এদিকে গরুড়ও সুরাসুরের অবধ্য দানব সৈন্যগণকে যুদ্ধে নিহত করিতে লাগিল। দানব তালমেঘ যে সকল শর নিক্ষেপ করিয়াছিল, কৃষ্ণ তাহার দ্বিগুণ করিয়া শাণিত শরবর্ষণ করিলেন; তদ্দর্শনে দানবও আবার তদীয় বাণের চতুর্গুণ বাণ নিক্ষেপ করিল। কৃষ্ণও পুনরায় অষ্টগুণ বাণ নিক্ষেপ করিয়া তাহার শর সকল সমাচ্ছাদিত করিলেন। অনন্তর দানব অনুক্রম আগ্নেয় বাণ নিক্ষেপ করিল, হরিও বারুণ-শরে তদীয় আগ্নেয় শর প্রশমিত করিলেন। দানব তালমেঘ আবার সেই বরুণবাণের প্রতিষেধকল্পে বায়ব্য বাণ নিক্ষেপ করিল, নরসিংহ হৃষীকেশও সর্পশর পরিত্যাগ করিয়া সেই বায়ব্য বাণের প্রশমনপূর্ব্বক নারসিংহ শর নিক্ষেপ করিলেন।৪৮—৫৯। হে পাণ্ডব। অনন্তর তালমেঘ দানব মহাবল কৃষ্ণের নারসিংহ শর দর্শনে রথ হইতে অবরণপূর্ব্বক সত্বর অসি ও চর্ম্ম গ্রহণ করিয়া বলিতে লাগিল,—হে কৃষ্ণ! তোমাকে এখনই সুদারুণ যমপথের পথিক করিব। হে পার্থ! দানব এইরূপ বলিতে বলিতে কেশবের সম্মুখে উপনীত হইল. এবং তাহার করস্থিত সেই অসিদ্বারা গদাধর জনার্দ্দনকে আঘাত করিল। হে পার্থ! অনন্তর সমরভূমে কেশব হর্ষভরে তাহার খড়্গাস্ত্র ধারণ করিয়া তখনই তালমেঘের বক্ষঃস্থলে ভীষণ প্রহার করিলেন। উভয়ের দারুণ দ্বন্দ্ব যুদ্ধ চলিল, একবার হরি অসুরকে প্রহার করিলেন, আবার পরক্ষণেই অসুর হরিকে প্রহার

অমোঘং চক্রমাদায় মুক্তং তস্য চ মূর্দ্ধনি। ৬৪। নিপপাত শিরস্তস্য পর্ব্বতাশ্চ চকম্পিরে। সমুদ্রাঃ ক্ষুভিতাঃ পার্থ নদ্য উন্মার্গগামিনীঃ। ৬৫। পুষ্পবৃষ্টিং ততো দেবা মুমুচুঃ কেশবোপরি। অবধ্যঃ সুরসঙ্ঘানাং সূদিতঃ কেশব ত্বয়া। ৬৬। স্বস্থাশ্চৈব ততো দেবাস্তালমেঘে নিপাতিতে। জনার্দ্দনোঽপি কৌন্তেয় নর্ম্মদাতটমাশ্রিতঃ। ৬৭। ক্ষীরোদং নর্ম্মদাং মত্বা অনন্তভুজগোপরি। লক্ষ্ম্যা সমন্বিতঃ কৃষ্ণো নিলীনশ্চোত্তরে তটে। ৬৮। চক্রং বিভীষণং মর্ত্ত্যে জ্বালামালাসমন্বিতম্। পতিতং নর্ম্মদাতোয়ে জলশায়িসমীপতঃ। ৬৯। নির্দ্ধূতকল্মষং জাতং নর্ম্মদাতোয়যোগতঃ। তালমেঘবধোৎপন্নং যৎ পাপং নৃপনন্দন। ৭০। তৎসর্ব্বং ক্ষালিতং সদ্যো নর্ম্মদাম্ভসি ভারত। তদাপ্রভৃতি লোকেঽস্মিন্ জলশায়ী মহীপতে। ৭১। চক্রতীর্থং বদন্ত্যন্যে কেচিৎ কালাঘনাশনম্। বিখ্যাতং ভারতে বর্ষে নর্ম্মদায়াং মহীপতে। ৭২। তত্তীর্থস্য প্রভাবোঽয়ং শ্রূয়তামবনীপতে। যথানন্তো হি নাগানাং দেবানাঞ্চ জনার্দ্দনঃ। ৭৩। মাসানাং মার্গশীর্ষোঽস্তি নদীনাং নর্ম্মদা যথা। মাসি মার্গশিরে পার্থ হ্যেকাদশ্যাং সিতেঽহনি। ৭৪। গত্বা যো মনুজো ভক্ত্যা কামক্রোধবিবর্জ্জিতঃ। বৈষ্ণবীং ভাবনাং কৃত্বা জলেশং তু ব্রজেত বৈ। ৭৫। একভুক্তঞ্চ নক্তঞ্চ তথৈবাযাচিতং নৃপ। উপবাসং তথা দানং ব্রাহ্মণানাঞ্চ ভোজনম্। ৭৬। করোতি চ কুরুশ্রেষ্ঠ ন স যাতি যমালয়ম্। যমলোকভয়াদ্ভীতা যে লোকাঃ পাণ্ডুনন্দন। ৭৭। তে পশ্যন্তু শ্রিয়ঃ কান্তং নাগপর্য্যঙ্কশায়িনম্। গোপীজনসমাবৃত্তং যোগনিদ্রাং সমাশ্রিতম্। বিশ্বরূপং জগন্নাথং সংসারভয়নাশনম্। ৭৮। স্নাপয়েৎ পরয়া ভক্ত্যা ক্ষৌদ্রক্ষীরেণ সর্পিষা। খণ্ডেন তোয়মিশ্রেণ জগদ্যোনিং জনার্দ্দনম্। ৭৯। স্নাপ্যমানঞ্চ পশ্যন্তি যে লোকা গতমৎসরাঃ। তে যান্তি পরমং লোকং সুরাসুরনমস্কৃতম্। ৮০। ঘৃতেন বোধয়েদ্দীপমথবা তৈলপূরিতম্। রাত্রৌ জাগরণং কৃত্বা দেবস্যাগ্রে

করিতে লাগিল। হে ভারত! এইরূপে কিছুক্ষণ রণ হইলে কেশব তালমেঘের প্রতি ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তখনই চক্রগ্রহণপূর্ব্বক তাহার মস্তকে নিক্ষেপ করিলেন। দানবের মস্তক-দেহ হইতে পতিত হইল; হে পার্থ! তখন পর্ব্বতগণ কম্পিত, সাগর-সমূহ ক্ষোভিত ও নদীনিবহ বিপথগামী হইয়া উঠিল। সুরগণ কেশবের মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি করিলেন এবং বলিলেন,—হে কেশব! আপনি সুরগণের অবধ্য দানবকে সূদিত করিয়াছেন, এখন দেবগণ তালমেঘের মৃত্যুতে সুস্থ হইলেন। হে কুন্তীনন্দন! অনন্তর জনার্দ্দনও নর্ম্মদার উত্তর তটে গমন করিলেন এবং নর্ম্মদাকেই ক্ষীরসাগর মনে করিয়া রমার সহিত শেষসর্পের উপরে বিলীন হইলেন। জ্বালামালাকুল তদীয় ভীষণ চক্রও মর্ত্ত্যের পূতনদী নর্ম্মদাতোয়ে জলশায়িসমীপে পতিত হইয়া নর্ম্মদানীরসংস্পর্শে নিষ্পাপ হইল। হে পাণ্ডুনন্দন! তালমেঘের বধ সাধনে চক্রের যে পাপস্পর্শ হইয়াছিল, হে ভারত! নর্ম্মদাজলে সে সকল ক্ষালিত হইয়া গেল। হে মহীপতে! তদবধি এই জলশায়ী তীর্থ মহীতলে প্রখ্যাত হইয়াছে। কেহ কেহ ইহাকে কালমেঘনাশন চক্রতীর্থ নামেও অভিহিত করিয়া থাকেন। হে মহীপতে! ভারতবর্ষে এই চক্রতীর্থ বিখ্যাত ও ইহা নর্ম্মদাতীরে প্রতিষ্ঠিত। হে অবনীপতে! এক্ষণে সেই চক্রতীর্থের মাহাত্ম্য শ্রবণ কর। নাগগণমধ্যে যেমন অনন্ত, দেবগণমধ্যে জনার্দ্দন, মাসসমূহে মার্গশীর্ষ এবং নদীনিবহমধ্যে যেমন নর্ম্মদা প্রধান, তদ্রূপ তীর্থসমূহেও এই চক্রতীর্থ শ্রেষ্ঠ। হে পার্থ! যে মানব কামক্রোধ-বিবর্জ্জিত হইয়া মার্গশীর্ষ মাসের শুক্লা একাদশীতে চক্রতীর্থে গমনপূর্ব্বক ভক্তিভরে বিষ্ণুধ্যান করত জলেশতীর্থে প্রবেশ করে; হে নৃপ! অযাচিত অন্নে একভোজী কিংবা নক্তাহারী হয়; উপবাস ও দান করে; ব্রাহ্মণ ভোজন করায়; হে কুরুসত্তম! তাঁহার যমালয়ে যাইতে হয় না। হে পাণ্ডুনন্দন! যে সকল লোক যমলোকভয়ে ভীত, তাঁহারা শেষপর্য্যঙ্কশায়ী গোপীজনসমাবৃত যোগনিদ্রাবলম্বী জগন্নাথ সংসারভয়নাশন বিশ্বরূপ কমলাবল্লভকে অবলোকন করুক। ৭০—৭৮। যে সকল গতমৎসর নর পরম ভক্তি সহকারে ক্ষীর, মধু, ঘৃত ও জলমিশ্রিত শর্করা দ্বারা জগদ্যোনি জনার্দ্দনকে স্নান করাইয়া তদবস্থায় তাঁহাকে দর্শন করে, তাহারা সুরাসুরনমস্কৃত পরম লোকে গমন করিয়া থাকে। বিগতবৎসর নরগণ ঘৃত দ্বারা দেবাগ্রে দীপ প্রজ্বালিত, করিবে অথবা তৈল-

বিমৎসরাঃ ॥ ৮১ ॥ যে কথাং বৈষ্ণবীং ভক্ত্যা শৃণ্বন্তি চ নৃপোত্তম। ব্রহ্মহত্যাদিপাপানি নশ্যন্তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৮২ ॥ প্রদক্ষিণন্তু যে মর্ত্ত্যা জলশায়িজগদ্গুরুম্। প্রদক্ষিণীকৃতা তৈস্তু সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা ॥ ৮৩ ॥ ততঃ প্রভাতে বিমলে পিতৄন্ সন্তর্পয়েজ্জলৈঃ। শ্রাদ্ধঞ্চ ব্রাহ্মণৈস্তত্র যোগ্যৈঃ পাণ্ডব মানবঃ ॥ ৮৪ ॥ স্বদারনিরতৈঃ শান্তৈঃ পরদারবিবর্জ্জকৈঃ। বেদাভ্যাসনশীলৈশ্চ স্বকর্ম্মনিরতৈঃ শুভৈঃ ॥ ৮৫ ॥ নিত্যং যজনশীলৈশ্চ ত্রিসন্ধ্যাপরিপালকৈঃ। শ্রদ্ধয়া কারয়েচ্ছ্রাদ্ধং যদীচ্ছেচ্ছ্রেয় আত্মনঃ ॥ ৮৬ ॥ তে ধন্যা মানুষে লোকে বন্দ্যা হি ভুবি মানবাঃ। যে বসন্তি সদাকালং পাদপদ্মাশ্রয়া হরেঃ ॥ ৮৭ ॥ জলশায়ং প্রপশ্যন্তি প্রত্যক্ষং সুরনায়কম্। পক্ষোপবাসং পারাকং ব্রতং চান্দ্রায়ণং শুভম্ ॥ ৮৮ ॥ মাসোপবাসমগ্র্যঞ্চ ষষ্ঠান্নং পঞ্চমং ব্রতম্। তত্র তীর্থে তু যঃ কুর্য্যাৎ সোঽক্ষয়াং গতিমাপ্নুয়াৎ ॥ ৮৯ ॥ শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি তিলধেনোশ্চ সৎ ফলম্। যথা যস্মিন্ যদা দেয়া দানে তস্যাঃ শুভং ফলম্ ॥ ৯০ ॥ এতৎ কথান্তরং পুণ্যমৃষের্দ্বৈপায়নাৎ পুরা। শ্রুতং হি নৈমিষে পুণ্যে নারদাদ্যৈরনেকধা ॥ ৯১ ॥ ইদং পরমমায়ুষ্যং মঙ্গল্যং কীর্ত্তিবর্দ্ধনম্। বিপ্রাণাং শ্রাবয়ন্ বিদ্বান্ ফলানন্ত্যং সমশ্নুতে ॥ ৯২ ॥ বহুভ্যো ন প্রদেয়ানি গোগৃহং শয়নং স্ত্রিয়ঃ। বিভক্তদক্ষিণা হ্যেতা দাতারং নাপ্নুবন্তি চ ॥ ৯৩ ॥ একমেতৎ প্রদাতব্যং ন বহুনাং যুধিষ্ঠির। সা চ বিক্রয়মাপন্না দহত্যাসপ্তমং কুলম্ ॥ ৯৪ ॥ তিলাঃ শ্বেতাস্তিলাঃ কৃষ্ণাস্তিলা গোমূত্রসন্নিভাঃ। তিলানাং তু বিচিত্রাণাং ধেনুং বৎসং চ কারয়েৎ ॥ ৯৫ ॥ যথালাভা তু সর্ব্বেষাং চতুর্দ্রোণা তু গৌঃ স্মৃতা। দ্রোণস্য বৎসকঃ কার্য্যো বহুনাং বাপি কামতঃ ॥ ৯৬ ॥

পূরিত উজ্জ্বল দীপাবলী দান করিবে এবং দেবসমীপে যামিনী জাগরণ করিবে। যাহারা এইরূপ করিয়া ভক্তিভরে বিষ্ণুকথা শ্রবণ করে, হে নৃপোত্তম! তাহাদের ব্রহ্মহত্যাদি পাপরাশি বিনষ্ট হয়, সংশয় নাই। যে সকল মানব জগদ্গুরু জলশায়ীর প্রদক্ষিণ করে, তাহাদের সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা প্রদক্ষিণ করা হয়। অতঃপর নরগণ বিমল প্রভাতে জল দ্বারা পিতৃগণের তর্পণ ও যোগ্য দ্বিজগণ দ্বারা পিতৃশ্রাদ্ধ করিবে। যাঁহারা স্বদারনিরত শান্ত, পরদারবিমুখ, বেদাভ্যাসনশীল, সৎকর্ম্মনিরত, সৌম্যমূর্ত্তি, নিত্য যজনশীল ও ত্রিসন্ধ্যান্বিত, আত্মকুশল কামী মানব তাদৃশ দ্বিজগণকে শ্রদ্ধার সহিত শ্রাদ্ধকার্য্যে বরণ করিবেন। সর্ব্বদা যাঁহাদের হরির পাদপদ্মের আশ্রয়ে বাস, যাঁহারা সুরনায়ক জলশায়ী হরিকে প্রত্যক্ষ নিরীক্ষণ করেন, যাঁহারা পক্ষোপবাস পরাক ও শুভাবহ চান্দ্রায়ণ ব্রত আচরণ করেন অথবা যাঁহারা মাসোপবাস কিংবা শ্রেষ্ঠ ষষ্ঠমাসোপবাস ও পঞ্চমব্রতধারণ করেন, ভূতলে তাদৃশ মানবগণই ধন্য ও বন্দ্য। চক্রতীর্থে এই সকল ব্রতকারী নর অক্ষয় গতিলাভ করিয়া থাকেন। মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—অতঃপর তিল ধেনু দানের ফল বলিতেছি; যে বিধিতে যে স্থানে যে কালে তিলধেনু দান করিতে হয় এবং তিলধেনুদানে যে অনুত্তম ফল লাভ হয়, পূর্ব্বকালে পুণ্য নৈমিষারণ্যে ঋষি দ্বৈপায়নের মুখে আমি এ সকল শুনিয়াছি। সেখানে নারদাদি অনেক ঋষি ছিলেন, তাঁহারাও ইহা শুনিয়াছেন। এই তিলধেনুদানমাহাত্ম্য পরম আয়ুষ্য, মঙ্গল ও কীর্ত্তিবর্দ্ধন। বিদ্বান ব্যক্তি দ্বিজগণের সমক্ষে এই পুণ্যাখ্যান কীর্ত্তন করিয়া অনন্ত ফল লাভ করিয়া থাকেন। ৭৯—৯২। গো, গৃহ, শয্যা ও কন্যা—এই সকল দান বহু ব্যক্তিকে প্রদেয় নহে, কারণ ইহারা পাত্রে দক্ষিণাস্বরূপ বহু প্রতিগ্রহীতার হস্তে বহুধা বিভক্ত হইয়া গেলে দাতার কোনই ফলদায়ক হয় না। হে যুধিষ্ঠির! এই তিলধেনু একটী মাত্র প্রদান করিবে, কিন্তু তাহাও বহু ব্যক্তিকে অর্পণ করিবে না। কেন না, বহুব্যক্তির হস্তগত হইয়া ঐ তিলধেনু বিক্রীত হইলে, দাতার সপ্ত কুল পর্য্যন্ত দগ্ধ হইয়া থাকে। তিল অনেক প্রকার কথিত হয়, তন্মধ্যে কোন তিল শ্বেত, কোন তিল কৃষ্ণ আবার কোন তিল গোমূত্রসন্নিভ; এই বিচিত্র বিবিধ প্রকার তিল দ্বারাই ধেনু ও বৎস নির্ম্মাণ করিবে; অথবা এ সকলের মধ্যে যথাপ্রাপ্ত তিল দ্বারা ধেনু নির্ম্মাণ করিতে পারা যায়। কিন্তু যেরূপ তিলই লাভ হউক, এই তিলের চারিদ্রোণে এক ধেনু নির্ম্মাণ করিবে, ইহাই বিধি। এই ত গেল ধেনুর পরিমাণ, অতঃপর একদ্রোণ তিল দ্বারা বৎস নির্ম্মাণ করিতে হইবে অথবা দাতার অভিলাষানুসারে বহু তিল দ্বারাও বৎস নির্ম্মাণ করা যাইতে পারে। যে দেশে বা যে

যস্মিন্ দেশে তু যন্মানং বিষয়ে বা বিচারিতম্। তেন মানেন তাং কুর্ব্বন্নক্ষয়ং ফলমশ্নুতে ॥ ৯৭ ॥ সুখপূর্ব্বং শুচৌ ভূমৌ পুষ্পধূপাক্ষতৈস্তথা। কর্ণাভ্যাং রত্নে দাতব্যে দীপৌ নেত্রদ্বয়ে তথা ॥ ৯৮ ॥ শ্রীখণ্ড-মুরসি স্থাপ্যং তাভ্যাং চৈব তু কাঞ্চনম্। উর্দ্ধে মধু ঘৃতং দেয়ং কুর্য্যাৎ সর্ষপরোমকম্ ॥ ৯৯ ॥ কম্বলে কম্বলং দদ্যাচ্ছ্রোণ্যাং মধু ঘৃতং তথা। যবসং পায়সং দদ্যাদ্ঘৃতং ক্ষৌদ্রসমন্বিতম্ ॥ ১০০ ॥ স্বর্ণশৃঙ্গী রূপ্যশিফা রুক্মলাঙ্গুলসংযুতা। রত্নপৃষ্ঠী তু দাতব্যা কাংস্যপাত্রাবদোহিনী ॥ ১০১ ॥ যৎস্যাদ্বাল্যা-কৃতং পাপং যদ্বা কৃতমজ্ঞানতঃ। বাচা কৃতং কর্ম্মকৃতং মনসা যদ্বিচিন্তিতম্ ॥ ১০২ ॥ জলে নিষ্ঠীবিতং চৈব মুষলং বাপি লঙ্ঘিতম্। বৃষলীগমনং চৈব গুরুদার-নিষেবণম্ ॥ ১০৩ ॥ কন্যায়া গমনং চৈব সুবর্ণস্তেয়-মেব চ। সুরাপানং তথা চান্যত্তিলধেনুঃ পুনাতি হি ॥ ১০৪ ॥ অহোরাত্রোপবাসেন বিধিবত্তাং বিসর্জ্জয়েৎ। যা সা যমপুরে ঘোরে নদী বৈতরণী স্মৃতা ॥ ১০৫ ॥ বালুকায়োহশ্মস্থলা চ পচ্যতে যত্র দুষ্কৃতী। অবীচির্নরকো যত্র যত্র যামলপর্ব্বতৌ ॥ ১০৬ ॥ যত্র লোহমুখাঃ কাকা যত্র শ্বানো ভয়ঙ্করাঃ। অসিপত্রবনং চৈব যত্র সা কূটশাল্মলী ॥ ১০৭ ॥ তান্ সুখেন ব্যতিক্রম্য ধর্ম্মরাজালয়ং ব্রজেৎ। ধর্ম্মরাজস্তু তং দৃষ্ট্বা সুনৃতং বক্তি ভারত ॥ ১০৮ ॥ বিমানমুত্তমং যোগ্যং মণিরত্নবিভূষিতম্। অত্রারুহ্য নরশ্রেষ্ঠ প্রয়াতি পরমাং গতিম্ ॥ ১০৯ ॥ মা চ চাটু-ভটে দেহি নৈব দেহি পুরোহিতে। মা চ কাণে বিরূপে চ ন্যূনাঙ্গে ন চ দেবলে ॥ ১১০ ॥ অবেদ-বিদুষে নৈব ব্রাহ্মণে সর্ব্ববিক্রয়ে। মিত্রঘ্নে চ কৃতঘ্নে চ মন্ত্রহীনে তথৈব চ ॥ ১১১ ॥ বেদান্তগায় দাতব্যা শ্রোত্রিয়ায় কুটুম্বিনে। বেদান্তগসুতে দেয়া শ্রোত্রিয়ে গৃহপালকে ॥ ১১২ ॥ সর্ব্বাঙ্গরুচিরে বিপ্রে সদ্বৃত্তে চ প্রিয়ংবদে। পূর্ণিমায়াং তু মাঘস্য কার্ত্তিক্যামথ ভারত ॥ ১১৩ ॥ বৈশাখ্যাং মার্গশীর্ষ্যাং বাষাঢ্যাং চৈত্র্যামথাপি বা। অয়নে বিষুবে চৈব ব্যতীপাতে চ সর্ব্বদা ॥ ১৪ ॥ ষড়শীতিমুখে পুণ্যে ছায়ায়াং কুঞ্জ-

---

রাজ্যে বিচারবুদ্ধি দ্বারা যে বস্তুর যে পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হয়, সেই পরিমাণানুসারেই দেয় বস্তু নির্ম্মাণ করিয়া দান করিলে দাতা অক্ষয় ফল লাভ করিয়া থাকেন। অতঃপর পূর্ব্বোক্ত বিধানানুসারে ধেনু নির্ম্মিত হইলে দাতা পুষ্প, ধূপ ও অক্ষতাদি দ্বারা শোধিত ভূমিতে অর্থাৎ যে স্থানে চিত্ত প্রসন্ন হয়, তাদৃশ স্থানে গমন করিবেন। অনন্তর ধেনুর কর্ণযুগলে রত্নদ্বয়, নেত্রদ্বয়ে দীপযুগল, বক্ষে শ্রীখণ্ড, বক্ষের উভয় পার্শ্বে স্বর্ণ, মস্তকে মধু ও ঘৃত, লোমাবলীতে সর্ষপ গলকম্বলে কম্বল এবং পয়োধরে মধু ও ঘৃত বিন্যস্ত করিবেন। অতঃপর ঘাসের জন্য ঘৃতমধুযুক্ত পায়স এবং শৃঙ্গে স্বর্ণ, খুরে রৌপ্য, লাঙ্গুলে কাঞ্চন, পৃষ্ঠে রত্ন ও দোহনে কাংস্যপাত্র বিন্যস্ত করিয়া দান করিবেন। এইরূপ তিলধেনুদানে বাল্যে অজ্ঞানকৃত পাপ, বাক্য ও কর্ম্ম দ্বারা অর্জ্জিত পাপ, অথবা কেবল মন দ্বারা চিন্তিত পাপ, জলে নিষ্ঠীবন ত্যাগ, মুষললঙ্ঘন, বৃষলীগমন, গুরুদারনিষেবণ কন্যা গমন, সুবর্ণহরণ, সুরাপান এবং অন্য যে যে রূপে যে যে পাপ সঞ্চিত হয় সে সকল পাপ হইতে পূত হওয়া যায়। হে রাজন্! অহোরাত্র উপবাস করিয়া যথাবিধি তিলধেনু প্রদান করিবে। হে নৃপ! শাস্ত্রে যমপুরীর বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। যমপুরীর দ্বারদেশে পাষাণ ও লৌহময় বালুকাবিশিষ্ট ঘোরা নদী বৈতরণী বিদ্যমান, দুষ্কৃতকর্ম্মা মানব যে স্থানে স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে ফলভোগ করে, যে স্থানে অবীচি নামক নরক বিরাজিত, যে স্থানে যামল ও পর্ব্বত বিদ্যমান, যেখানে লৌহমুখ কাক ও ভয়ঙ্কর কুক্কুরগণ বিচরণ করে, যে যমপুরে অসিপত্রবন ও কূটশাল্মলী বিদ্যমান, তিলধেনুদাতা এই ভীষণ পুরী সুখে অতিক্রম করিয়া সাক্ষাৎ ধর্ম্মরাজের সমীপে গমন করিয়া থাকেন। হে ভারত! ধর্ম্মরাজও তাঁহাকে অবলোকন করিয়া মধুর বাক্যে সম্ভাষণ করেন; অনন্তর তিনি যথাযোগ্য মণিরত্নবিভূষিত বিমানবরে আরোহণ করিয়া পরম গতি প্রাপ্ত হন। হে নরশ্রেষ্ঠ! চাটুকার, ভট, পুরোহিত, কাণ, বিরূপ হীনাঙ্গ, দেবল দ্বিজ, বেদবিদ্যাবিহীন, সর্ব্ববিক্রয়ী, মিত্রদ্রোহী, কৃতঘ্ন ও মন্ত্রহীন—ইহাদিগকে কদাচ তিলধেনু প্রদান করিবে না। যিনি বেদপারগ, শ্রোত্রিয়, কুটুম্বী, বেদপারগতনয়, গৃহস্থ, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, সদ্বৃত্তপরায়ণ ও প্রিয়ভাষী, তাদৃশ দ্বিজকেই তিলধেনু দান করিবে। হে ভারত! মাঘ, কার্ত্তিক, বৈশাখ, মার্গশীর্ষ, আষাঢ় ও চৈত্রমাসের পূর্ণিমায়, অয়নে, বিষুবসংক্রান্তিদিনে কিংবা ব্যতীপাত যোগে, পূত ষড়শীতি দিনে কিংবা হস্তিচ্ছায়া পর্ব্বে তিলধেনু দান সতত প্রশস্ত।

রস্ত বা। এষ তে কথিতঃ কল্পস্তিলধেনোর্ম্ময়ানঘ ॥ ১১৫ ॥ ব্রজন্তি বৈষ্ণবং লোকং দত্বা পাদং যমোপরি। প্রাণত্যাগাৎপরং লোকং বৈষ্ণবং নাত্র সংশয়ঃ। ভিত্বাশু ভাস্করং যান্তি নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ১১৬ ॥ এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং চক্রতীর্থফলং নৃপ। যচ্ছ্রুত্বা মানবো ভক্ত্যা সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ১১৭ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে জলশায়িতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম নবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯০ ॥

একনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহীপাল তীর্থং পরমপাবনম্। চণ্ডাদিত্যং নৃপশ্রেষ্ঠ স্থাপিতং চণ্ডমুণ্ডয়োঃ ॥ ১ ॥ আস্তাং পুরা মহাদৈত্যৌ চণ্ডমুণ্ডৌ সুদারুণৌ। নর্ম্মদাতীরমাশ্রিত্য চেরতুর্বিপুলং তপঃ ॥ ২ ॥ ধ্যায়ন্তৌ ভাস্করং দেবং তমোনাশং জগত্রয়ে। তুষ্টস্তত্তপসা দেবঃ সহস্রাংশুরুবাচ হ ॥ ৩ ॥ সাধুসাধ্বিতি তৌ পার্থ নর্ম্মদায়াঃ শুভে তটে। বরং প্রার্থয়তং বীরৌ যথেষ্টং চেতসেপ্সিতম্ ॥ ৪ ॥ চণ্ডমুণ্ডাবূচতুঃ। অজেয়ৌ সর্ব্বদেবানাং ভূয়াস্বাবাং সমাহিতৌ। সর্ব্বরোগৈঃ পরিত্যক্তৌ সর্ব্বকালং দিবাকর ॥ ৫ ॥ এবমস্ত্বিতি তৌ প্রাহ ভাস্করো বারিতস্করঃ। ইত্যুক্ত্বান্তর্দ্দধে ভানুর্দৈত্যাভ্যাং তত্র ভাস্করঃ ॥ ৬ ॥ স্থাপিতঃ পরয়া ভক্ত্যা তং গচ্ছেদাত্মসিদ্ধয়ে। গীর্ব্বাণাংশ্চ মনুষ্যাংশ্চ পিতৄংস্তত্রাপি তর্পয়েৎ ॥ ৭ ॥ স বসেদ্ভাস্করে লোকে বিরিঞ্চিদিবসং নৃপ। ঘৃতেন বোধয়েদ্দীপং ষষ্ঠ্যাং স চ নরেশ্বর। মুচ্যতে সর্ব্বপাপৈস্তু প্রতিযাতি পুরং রবেঃ ॥৮॥ উৎপত্তিং চণ্ডভানোর্যঃ শৃণোতি ভরতর্ষভ। বিজয়ী স সদা নূনমাধিব্যাধিবিবর্জ্জিতঃ ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে চণ্ডাদিত্যতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈকনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯১ ॥

হে অনঘ! এই আমি তোমার নিকট তিলধেনুকল্প কহিলাম তিলধেনু দাতা যমের মস্তকে পদার্পণ করিয়া বিষ্ণুলোকে গমন করেন। দেহাবসানে তিলধেনুদাতা ভাস্করলোক ভেদ করিয়া বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া থাকেন, সংশয় নাই। হে নৃপ! এই আমি তোমার নিকট চক্রতীর্থের অখিল ফল বর্ণন করিলাম, মানব ভক্তিপূর্ব্বক এই সকল ফল শ্রবণ করিয়া নিখিল পাপ হইতে মুক্ত হয়। ১১০—১১৭।

নবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯০ ॥

একনবতিতম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে মহীপাল! অনন্তর পরম পাবন চণ্ডাদিত্য তীর্থে গমন করিবে; হে নৃপসত্তম! চণ্ড ও মুণ্ড এই এই তীর্থের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। পূর্ব্বকালে চণ্ড ও মুণ্ড নামে সুদারুণ দুই মহাবল দানব ছিল, তাহারা নর্ম্মদাতীর আশ্রয় করিয়া বিপুল তপস্যা করিয়াছিল! হে পার্থ! তাহারা ত্রিজগতের তমোনাশক ভাস্করের আরাধনা করিলে সহস্রকিরণ দিবাকর দানবদ্বয়ের তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া সুশোভন নর্ম্মদাতটে উপনীত হন এবং সাধু সাধু বলিয়া তাহাদিগকে সম্ভাষণপূর্ব্বক বর দান করেন। দিবাকর বলেন,—হে বীরদ্বয়! তোমরা অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর। চণ্ড মুণ্ড কহিল,—হে দিবাকর! আমরা সমাহিত, সর্ব্বদা সর্ব্বরোগহীন ও সর্ব্বদেবের অজেয় হইব। অনন্তর বারিহারী ভাস্কর দানবদ্বয়কে 'তাহাই হউক' বলিয়া বরদানপূর্ব্বক অন্তর্হিত হইলেন। এদিকে তাহারাও তথায় পরম ভক্তিভরে ভাস্করকে স্থাপিত করিল। মানব আত্মসিদ্ধির নিমিত্ত অবশ্যই এই ভাস্করতীর্থে গমন করিবে। হে নৃপ! যে মানব ভাস্কর তীর্থে দেব মানব ও পিতৃগণের তর্পণ করে, সে ব্রহ্মার ত্রিদিবসপরিমাণ কাল ভাস্করলোকে বাস করিয়া থাকে। হে নরেশ্বর! যে নর ষষ্ঠী তিথিতে ভাস্করসমীপে ঘৃতদ্বারা দীপ প্রজ্বালিত করে, সে সর্ব্বরোগবিমুক্ত হইয়া ভাস্করপুরে গমন করে। হে ভরতর্ষভ! যে মানব! চণ্ডাদিত্যের উদ্ভববিবরণ শ্রবণ করে, সে আধিব্যাধিবিবর্জ্জিত ও সতত জয়ী হয়। ১—৯।

একনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥৯১ ॥

দ্বিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। ততো গচ্ছেত্তু রাজেন্দ্র যমহাস্যমনুত্তমম্। সর্ব্বপাপহরং তীর্থং নর্ম্মদাতটমাশ্রিতম্॥ ১॥ যুধিষ্ঠির উবাচ। যমহাস্যং কথং জাতং পৃথিব্যাং দ্বিজপুঙ্গব। এতৎসর্ব্বং মমাখ্যাহি পরং কৌতূহলং হি মে॥ ২॥ মার্কণ্ডেয় উবাচ। সাধুসাধু মহাপ্রাজ্ঞ পৃষ্টোঽহং নৃপনন্দন। স্নানার্থং নর্ম্মদাং পুণ্যামাগতস্তে পিতা পুরা॥ ৩॥ রজকেন যথা ধৌতং বস্ত্রং ভবতি নির্ম্মলম্। তথাসৌ নির্ম্মলো জাতো ধর্ম্মরাজো যুধিষ্ঠির॥ ৪॥ স পশ্যন্নির্ম্মলং দেহং হসন্ প্রোবাচ বিস্মিতঃ॥ ৫॥ যম উবাচ। মৎপুরং কথমায়ান্তি মনুজাঃ পাপসংহিতাঃ। স্নানেনৈকেন রেবায়াঃ প্রাপ্যতে বৈষ্ণবং পদম্॥ ৬॥ সমর্থা যে ন পশ্যন্তি রেবাং পুণ্য জলাং শুভাম্। জাত্যন্ধৈস্তে সমা জ্ঞেয়া মৃতৈঃ পঙ্গুভিরেব বা॥ ৭॥ সমর্থা যে ন পশ্যন্তি রেবাং পুণ্যজলাং নদীম্। এতস্মাৎ কারণাদ্রাজন্ হসিতো লোকশাসনঃ॥ ৮॥ স্থাপয়িত্বা যমস্তত্র দেবং স্বর্গং জগাম হ। যমহাসেশ্বরে রাজন্ জিতক্রোধো জিতেন্দ্রিয়ঃ॥ ৯॥ বিশেষাচ্চাশ্বিনে মাসি কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দ্দশীম্। উপোষ্য পরয়া ভক্ত্যা সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥ ১০॥ রাত্রৌ জাগরণং কুর্য্যাদ্দীপং দেবস্য বোধয়েৎ। ঘৃতেন চৈব রাজেন্দ্র শৃণু তত্রাস্তি যৎফলম্॥ ১১॥ মুচ্যতে পাতকৈঃ সর্ব্বৈরগম্যাগমনোদ্ভবৈঃ। অভক্ষ্যভক্ষণোদ্ভুতৈরপেয়াপেয়জৈরপি॥ ১২॥ অবাহ্যবাহিতে যৎ স্যাদদোহ্যদোহনে যথা। স্নানমাত্রেণ তৎসর্বং যান্তি পাপান্যনেকধা॥ ১৩॥ যমলোকং ন বীক্ষেত মনুজঃ স কদাচন। পিতৃণাং পরমং গুহ্যমিদং ভূমৌ নরেশ্বর॥ ১৪॥ দদতামক্ষয়ং সর্ব্বং যমহাস্যে ন সংশয়ঃ। অমাবাস্যাং জিতক্রোধো যস্তু পূজয়তে দ্বিজান্॥ ১৫॥ হিরণ্যভূমিদানেন তিলদানেন ভূয়সা। কৃষ্ণাজিনপ্রদানেন তিলধেনুপ্রদানতঃ॥ ১৬॥ বিধানোক্তদ্বিজাগ্র্যায় যে প্রদাস্যন্তি ভক্তিতঃ। হয়ং বা

দ্বিনবতিতম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে রাজেন্দ্র! অনন্তর অনুত্তম যমহাস্য তীর্থে গমন করিবে; নর্ম্মদা তীরবর্ত্তী এই যমহাস্য তীর্থ সর্ব্বপাপহর। যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে দ্বিজপুঙ্গব! কিরূপে জগতে এই যমহাস্য তীর্থের উদ্ভব হইয়াছে, এবিষয়ে আমার পরম কুতূহল হইতেছে, অতএব এসকল আমার নিকট বলুন। মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—সাধু সাধু, হে মহাপ্রাজ্ঞ! তুমি অতি উত্তম কথাই জিজ্ঞাসা করিয়াছ। হে নৃপনন্দন! পুরাকালে তোমার পিতা এই নর্ম্মদাতীরবর্ত্তী পূত যমহাস্য তীর্থে স্নানার্থ আগমন করিয়াছিলেন। হে যুধিষ্ঠির! রজক কর্ত্তৃক ধৌত হইলে বস্ত্র যেরূপ নির্ম্মল হয়, তোমার পিতা ধর্ম্মরাজও তদ্রূপ এই তীর্থে অবগাহন করিয়া নির্ম্মল হইয়াছিলেন। তিনি এই তীর্থে স্নানপূর্ব্বক তদীয় নির্ম্মল দেহ দর্শনে বিস্মিত হইয়া হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিলেন। যম বলেন,—পাপিষ্ঠ মানবেরা কেন আমার পুরে আগমন করে! একবার মাত্র রেবানীরে অবগাহন করিলেই ত তারা বিষ্ণুপদ লাভ করিতে সমর্থ হয়। যাহারা সামর্থ্য সত্বেও পুণ্যজলা নর্ম্মদার দর্শন না করে, তাহারা জন্মান্ধ, মৃত কিংবা পঙ্গুগণের উপমাস্থল প্রাপ্ত হয়। হে রাজন্! এই জন্যই লোকশাসন যমরাজ হাস্য করিয়াছিলেন। অনন্তর যম তথায় লিঙ্গ স্থাপন করিয়া স্বর্গে গমন করেন; তদবধি এই যমপ্রতিষ্ঠিত লিঙ্গই যমেশ্বর নামে কথিত হয়। হে রাজন্! যে জিতক্রোধ ও জিতেন্দ্রিয় মানব আশ্বিন মাসে বিশেষতঃ আশ্বিনকৃষ্ণচতুর্দ্দশীদিনে যমেশ্বরে ভক্তি সহকারে উপবাস করে, সে সর্ব্বপাপবিমুক্ত হয়।১—১০। এই যমেশ্বরসন্নিধানে রজনী জাগরণ ও ঘৃতদ্বারা দীপ প্রজ্বালিত করিয়া দান করিতে হয়। হে রাজেন্দ্র! এক্ষণে রাত্রিজাগরণ ও দীপদানের পুণ্যফল শ্রবণ কর। দীপদান ও রাত্রিজাগরণে নরগণ সর্ব্ববিধ পাতক হইতে মুক্ত হয়। যমেশ্বরে স্নান মাত্রেই নরগণের অগম্য গমন, অভক্ষ্য ভক্ষণ, অপেয় পান, অবাহ্য বাহন, অদোহ্য দোহন এবং অন্যান্য অনেকবিধ পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে। যমেশ্বরে তীর্থস্নায়ী মানব কদাচ যমলোক অবলোকন করেন না। হে নরেশ্বর! ভূতলে যমেশ্বর এক অতি গুহ্য তীর্থ এবং ইহা পিতৃগণের প্রীতিপ্রদ। যমহাস্যে পিতৃগণের উদ্দেশে যাহা কিছু প্রদত্ত হয়, তৎসমস্ত অক্ষয় হইয়া থাকে। যে জিতক্রোধ মানব অমাবস্যা দিনে যমহাস্যে দ্বিজগণের পূজা করিয়া ভূরি হিরণ্য, ভূমি, তিল, কৃষ্ণাজিন ও তিলধেনু দান করে এবং যাহারা যথাবিধি শ্রেষ্ঠদ্বিজকে

কুঞ্জরং বাথ ধূর্ব্বহৌ সীরসংযুতৌ ॥ ১৭ ॥ কন্যাং বসুমতীং গাঞ্চ মহিষীং বা পয়স্বিনীম্ । দদতে যে নৃপশ্রেষ্ঠ নোপসর্পন্তি তে যমম্ ॥ ১৮ ॥ যমোঽপি ভবতি প্রীতঃ প্রতিজন্ম যুধিষ্ঠির । যমস্য বাহো মহিষো মহিষ্যাস্তস্য মাতরঃ ॥ ১৯ ॥ তাসাং দানপ্রভাবেণ যমঃ প্রীতো ভবেদ্ধ্রুবম্ । নাসৌ যমমবাপ্নোতি যদি পাপৈঃ সমাবৃতঃ ॥ ২০ ॥ এতস্মাৎ কারণাদত্র মহিষীদানমুত্তমম্ । তস্যাঃ শৃঙ্গে জলং কার্য্যং ধূম্রবস্ত্রাভিবেষ্টিতা ॥ ২১ ॥ আয়সস্য খুরাঃ কার্য্যাস্তাম্রপৃষ্ঠাঃ সুভূষিতাঃ । লবণাচলং পূর্ব্বস্যামাগ্নেয্যাং গুড়পর্ব্বতম্ ॥ ২২ ॥ কার্পাসং যাম্যভাগে তু নবনীতং তু নৈঋতে । পশ্চিমে সপ্তধান্যানি বায়ব্যে তণ্ডুলাঃ স্মৃতাঃ ॥ ২৩ ॥ সৌম্যে তু কাঞ্চনং দদ্যাদীশানে ঘৃতমেব চ । প্রদদ্যাদ্যমরাজো মে প্রীয়তামিত্যুদীরয়ন্ ॥ ২৪ ॥ ইত্যুচ্চার্য্য দ্বিজস্যাগ্রে যমলোকং মহাভয়ম্ । অসিপত্রবনং ঘোরং যমচুল্লী সুদারুণা ॥ ২৫ ॥ রৌদ্রা বৈতরণী চৈব কুম্ভীপাকো ভয়াবহঃ । কালসূত্রো মহাভীমস্তথা যমলপর্ব্বতৌ ॥ ২৬ ॥ ক্রকচং তৈলযন্ত্রং চ শ্বানো গৃধ্রাঃ সুদারুণাঃ । নিকৃন্তাসা মহানাদা ভৈরবো রৌরবস্তথা ॥ ২৭ ॥ এতে ঘোরা যাম্যলোকে শ্রূয়ন্তে দ্বিজসত্তম । ত্বৎপ্রসাদেন তে সৌম্যাস্তীর্থস্যাস্য প্রভাবতঃ ॥ ২৮ ॥ দানস্যাস্য প্রভাবেণ যমরাজপ্রসাদতঃ । নরকেঽহং ন যাস্যামি দ্বিজ জন্মনি জন্মনি ॥ ২৯ ॥ যমহাস্যস্য চাখ্যানমিদং শৃণ্বন্তি যে নরাঃ । তেঽপি পাপবিনির্ম্মুক্তা ন পশ্যন্তি যমালয়ম্ ॥ ৩০ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে যমহাস্যতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম দ্বিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯৩ ॥

ত্রিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । ততো গচ্ছেত্তু রাজেন্দ্র কহ্লোড়ীতীর্থমুত্তমম্ । বিখ্যাতং ভারতে লোকে গঙ্গায়াঃ পাপনাশনম্ ॥ ১ ॥ দুর্লভং মনুজৈঃ পার্থ রেবাতটসমাশ্রিতম্ । প্রাণিনাং পাপনাশায় উষরং পুষ্করং তথা ॥ ২ ॥ তত্তু তীর্থমিদং পুণ্যমিত্যেবং শূলিনো বচঃ । জাহ্নবী পশুরূপেণ তত্র স্নানার্থমাগতা ॥ ৩ ॥ অতস্তদ্বিশ্রুতং লোকে কহ্লোড়ী

ভক্তিপূর্ব্বক অশ্ব, হস্তী হলযুক্ত বৃষদ্বয়, কন্যা ভূমি, পয়স্বিনী গো বা মহিষী দান করে; হে নৃপসত্তম! যম তাহাদের উপর পতিত হন না। হে যুধিষ্ঠির! যমও প্রতিজন্মে তাহাদের প্রতি প্রীত হন। মহিষ যমের বাহন, মহিষীগণ মহিষের মাতা; এই মহিষীদানপ্রভাবে যম নিশ্চিতই দাতার প্রতি প্রীত হন। মহিষীদাতা পাপসমাবৃত হইলেও যম তাহাকে আক্রমণ করেন না আর এই সকল কারণেই যমহাস্যতীর্থে মহিষীদানের প্রাধান্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অনন্তর মহীষীদানের বিধান কথিত হইতেছে। ধূম্রবর্ণ বসন দ্বারা মহিষীর শরীর আবৃত করিয়া শৃঙ্গ জলে, খুর লৌহে ও পৃষ্ঠ তাম্রে ভূষিত করিবে; তদনন্তর মহিষীর পূর্ব্বদিকে লবণাচল, আগ্নেয়দিকে গুড়পর্ব্বত, যাম্যভাগে কার্পাস, নৈঋতে নবনীত, পশ্চিমে সপ্তধান্য, বায়ব্যে তণ্ডুল, সৌম্যে স্বর্ণ ও ঈশানে ঘৃত রাখিয়া 'যমরাজ আমার প্রতি প্রীত হউন' এই বাক্য উচ্চারণ করিয়া দান করিবে। অনন্তর দ্বিজসম্মুখে প্রার্থনা করিবে; যথা—হে দ্বিজসত্তম! শুনিয়াছি,—যমলোক অতি ভয়াবহ, সেখানে ঘোর অসিপত্রবন, সুদারুণ যমচুল্লী, ভীষণ বৈতরণী ভয়াবহ কুম্ভীপাক, মহাভীম কালসূত্র, যমল, পর্ব্বত, ক্রকচ, তৈলযন্ত্র, কুক্কুর, সুদারুণ গৃধ্র, নিকৃন্তাস, মহানদ, ভৈরব রৌরব এই সকল ভয়ঙ্কর নরক বিদ্যমান; আপনার প্রসাদে ও এই যমহাস্যতীর্থপ্রভাবে পূর্ব্বোক্ত ভীষণ নরকনিচয় আমার পক্ষে সৌম্য হউক। হে দ্বিজ! এই দানপ্রভাবে যমরাজ আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, জন্মে জন্মে যেন আমার এই সকল নরকে গমন হয় না। হে রাজন! যাহারা এই যমহাস্যের পুণ্যাখ্যান শ্রবণ করে, তাহারাও পাপবিমুক্ত হয়, কদাচ যমসদন দর্শন করে না ।১১—৩০।

দ্বিনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯২ ॥

ত্রিনবতিতম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে রাজেন্দ্র! অনন্তর অনুত্তম কহ্লোড়ীতীর্থে গমন করিবে। ভারতবিখ্যাত এই কহ্লোড়ীতীর্থ গঙ্গারও পাপনাশনে সমর্থ। হে পার্থ! এই মানবগণের দুর্লভ কহ্লোড়ীতীর্থ নর্ম্মদাতটে বিদ্যমান। শূলী বলিয়াছেন—এই পুণ্য কহ্লোড়ীতীর্থ উষর ও পুষ্করের ন্যায় প্রাণিগণের পাপনাশন। হে রাজন্! জাহ্নবী পশুরূপ ধারণপূর্ব্বক স্নানার্থ এই তীর্থে আগমন করিয়াছিলেন,

তীর্থমুত্তমম্। ত্রিরাত্রং কারয়েত্তত্র পূর্ণিমায়াং যুধিষ্ঠির ॥ ৪ ॥ রজস্তমস্তথা ক্রোধং দম্ভং মাৎসর্য্যমেব চ। এতাংস্ত্যজতি যঃ পার্থ তেনাপ্তং মোক্ষজং ফলম্ ॥ ৫ ॥ পয়সা স্নাপয়েদ্দেবং ত্রিসন্ধ্যং চ ত্র্যহং তথা। পয়ো গোসম্ভবং সদ্যঃ সবৎসাজীবপুত্রিণী ॥ ৬ ॥ কৃত্বা তত্তাম্রজে পাত্রে ক্ষৌদ্রেণ চৈব যোজিতে। ওঁ নমঃ শ্রীশিবায়েতি স্নানং দেবস্য কারয়েৎ ॥ ৭ ॥ স যাতি ত্রিদশস্থানং নাকস্ত্রীভিঃ সমাবৃতঃ। যস্তত্র বিধিবৎ স্নাত্বা দানং প্রেতেষু যচ্ছতি ॥ ৮ ॥ শুক্লাং গাং দাপয়েত্তত্র প্রীয়তাং মে পিতামহাঃ। ব্রাহ্মণে শৌচসম্পন্নে স্বদারনিরতে সদা ॥ ৯ ॥ সবৎসাং বস্ত্রসংযুক্তাং হিরণ্যোপরি সংস্থিতাম্। সত্ত্বযুক্তো দদদ্রাজন্ শাশ্বতং লোকমাপ্নুয়াৎ ॥ ১০ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে কহ্লোড়ীতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ত্রিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯৩ ॥

তদবধি এই কহ্লোড়ীতীর্থ ত্রিলোকে বিখ্যাতি লাভ করিয়াছে। হে যুধিষ্ঠির! এই তীর্থে পূর্ণিমাদিনে ত্রিরাত্র বিধান পালন করিতে হয়। যাহারা কহ্লোড়ীতীর্থে রজ, তম, ক্রোধ, দম্ভ ও মাৎসর্য্য এই সকল পরিত্যাগ করে, তাহাদের মোক্ষফল লাভ হয়। এখানে দিবসত্রয় ত্রিসন্ধ্যা দেবদেবকে সদ্যঃ প্রস্রুত দুগ্ধ দ্বারা স্নান করাইবে। যে গাভীর দুগ্ধ দ্বারা দেবদেবকে স্নান করান হয়, সে গাভীও সবৎসা ও জীবৎপুত্রিণী হইয়া থাকে। যে মানব তাম্রপাত্রে মধুমিশ্রিত দুগ্ধ লইয়া 'ওঁ নমঃ শিবায়' মন্ত্রে দেবদেবের স্নান করায়, সে অমরনারীপরিবৃত হইয়া ত্রিদশালয়ে গমন করে। যে সত্ত্বযুক্ত মানব যথাবিধি স্নান করিয়া কহ্লোড়ীতীর্থে প্রেতউদ্দেশে পিণ্ডদান ও 'আমার পিতামহগণ প্রীত হউন' বলিয়া সতত শৌচসম্পন্ন, স্বদারনিরত দ্বিজকে স্বর্ণ ও বসনভূষিতা সবৎসা শুক্লা গো দান করে, হে রাজন্! তাহার শিবলোক লাভ হয়। ১—১০।

ত্রিনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৯৩

চতুর্নবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। তস্যৈবানন্তরং রাজন্নন্দিতীর্থং ব্রজেৎ শুভম্। সর্ব্বপাপহরং পুংসাং নন্দিনা নির্ম্মিতং পুরা ॥ ১ ॥ পাপৌঘহতজন্তূনাং মোক্ষদং নর্ম্মদাতটে। অহোরাত্রোষিতো ভূত্বা নন্দিনাথে যুধিষ্ঠির ॥২॥ পঞ্চোপচারপূজায়ামর্চ্চয়েন্নন্দিকেশ্বরম্। রত্নানি চৈব বিপ্রেভ্যো যো দদ্যাদ্ধর্ম্মনন্দন ॥ ৩ ॥ স যাতি পরমং স্থানং যত্র বাসঃ পিনাকিনঃ। সর্ব্বসৌখ্যসমাযুক্তোঽপ্সরোভিঃ সহ মোদতে ॥ ৪ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে নন্দিকেশ্বরতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম চতুর্নবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯৪ ॥

পঞ্চনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। ততো গচ্ছেত্তু রাজেন্দ্র বদর্য্যাশ্রমমুত্তমম্। সর্ব্বতীর্থবরং পুণ্যং কথিতং শম্ভুনা পুরা ॥ ১ ॥ যশ্চৈষ ভারতস্যার্থে তত্র সিদ্ধঃ কিরীটভৃৎ। ভ্রাতা তে ফাল্গুনো নাম বিদ্ধ্যেনং

চতুর্নবতিতম অধ্যায়

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে রাজসত্তম! ইহার পর মানবগণের সর্ব্বপাপহর নন্দিনির্ম্মিত শুভাবহ নন্দীশ্বরতীর্থে গমন করিবে। এই তীর্থ নর্ম্মদাতীরে বিদ্যমান থাকিয়া প্রাণিগণের পাপরাশি বিনাশ করত মোক্ষফল বিতরণ করিয়া থাকে। হে যুধিষ্ঠির! নন্দীশ্বরে অহোরাত্র উপবাসী থাকিয়া পঞ্চোপচারে নন্দিনাথের পূজা করিতে হয়। হে ধর্ম্মতনয়! যে মানব নন্দীশ্বরতীর্থে দ্বিজগণকে রত্নাদি দান করে, তাহার পিনাকপাণির বাসভবনে বাস হইয়া থাকে এবং সে সর্ব্বসৌখ্যসম্পন্ন হইয়া অপ্সরোগণ সহ সানন্দমনে অবস্থান করিতে সমর্থ হয়। ১—৪।

চতুর্নবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৯৪।

পঞ্চনবতিতম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে রাজেন্দ্র! অনন্তর অনুত্তম বদরিকাশ্রমে গমন করিবে; পূর্ব্বে শঙ্কর কহিয়াছিলেন,—এই পুণ্য বদরিকাশ্রমতীর্থ তীর্থনিচয়মধ্যে শ্রেষ্ঠ। হে ভূপতে! ভারতের মঙ্গল-

নরদৈবতম্ ॥ ২ ॥ নরনারায়ণৌ দ্বৌ তাবাগতৌ নর্ম্মদাতটে। জ্ঞানং তথৈব যো রাজন্ ভক্তিমান্ বৈ জনার্দ্দনে ॥ ৩ ॥ সমং পশ্যতি সর্ব্বেষু স্থাবরেষু চরেষু চ। ব্রাহ্মণং শ্বপচং চৈব তত্র প্রীতো জনার্দ্দনঃ ॥ ৪ ॥ ঐকাত্ম্যং পশ্য কৌন্তেয় ময়ি চাত্মনি নান্তরম্। নরনারায়ণাভ্যাং হি কৃতং বদরিকাশ্রমম্ ॥ ৫ ॥ স্থাপিতঃ শঙ্করস্তত্র লোকানুগ্রহকারণাৎ। ত্রিমূর্ত্তিস্থাপিতং লিঙ্গং স্বর্গমার্গানুমুক্তিদম্ ॥ ৬ ॥ তত্র গত্বা শুচির্ভূত্বা হ্যেকরাত্রোপবাসকৃৎ। রজস্তমস্তথা ত্যক্ত্বা সাত্বিকং ভাবমাশ্রয়েৎ ॥ ৭ ॥ রাত্রৌ জাগরণং কৃত্বা মধুমাসাষ্টমীদিনে। অথবা চ চতুর্দ্দশ্যামুভৌ পক্ষৌ চ কারয়েৎ ॥ ৮ ॥ আশ্বিনস্য বিশেষেণ কথিতং তব পাণ্ডব। স্নাপয়েৎপরয়া ভক্ত্যা ক্ষীরেণ মধুনা সহ ॥ ৯ ॥ দধ্না শর্করয়া যুক্তং ঘৃতেন সমলঙ্কৃতম্। পঞ্চামৃতমিদং পুণ্যং স্নাপয়েদ্বৃষভধ্বজম্ ॥ ১০ ॥ স্নাপ্যমানং শিবং ভক্ত্যা বীক্ষতে যো বিমৎসরঃ। তস্য বাসঃ শিবোপান্তে শক্রলোকে ন সংশয়ঃ ॥ ১১ ॥ শাঠ্যেনাপি নমস্কারঃ প্রযুক্তঃ শূলপাণিনে। সংসারমূলবদ্ধানামুদ্বেষ্টনকরো হি যঃ ॥ ১২ ॥ তেনাধীতং শ্রুতং তেন তেন সর্ব্বমনুষ্ঠিতম্। যেনোংনমঃ শিবায়েতি মন্ত্রাভ্যাসঃ স্থিরীকৃতঃ ॥ ১৩ ॥ যঃ পুনঃ স্নাপয়েদ্ভক্ত্যা একভক্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ। তস্যাপি যৎফলং পার্থ বক্ষ্যে তল্লেশতস্তব ॥ ১৪ ॥ পীড়িতো বৃদ্ধভাবেন তব ভক্ত্যা বদাম্যহম্। তে যান্তি পরমং স্থানং ভিত্ত্বা ভাস্করমণ্ডলম্ ॥ ১৫ ॥ সংসারে সর্ব্বসৌখ্যানাং নিলয়াস্তে ভবন্তি চ। আশ্চর্য্যং জ্ঞাতিবর্গাণাং ধর্ম্মাণাং নিলয়াস্তু তে ॥ ১৬ ॥ সম্পন্নাঃ সর্ব্বকামৈস্তে পৃথিব্যাং পৃথিবীপতে। শ্রাদ্ধং তত্রৈব যঃ কুর্য্যান্নর্ম্মদোদকমিশ্রিতম্ ॥ ১৭ ॥ যোগ্যৈশ্চ ব্রাহ্মণৈ রাজন্ কুলীনৈর্ব্বেদপারগৈঃ। সুরূপৈশ্চ সুশীলৈশ্চ স্বদারনিরতৈঃ শুভৈঃ ॥ ১৮ ॥ আর্য্যদেশ-

কামনায় তোমার ভ্রাতা কিরীটী ফাল্গুন এই বদরীতীর্থে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। রাজন্! তুমি তাঁহাকে নরদেব বলিয়া বিদিত হও। নর ও নারায়ণ, নর্ম্মদাতীরে আগমন করিয়াছিলেন। হে রাজন! যিনি জ্ঞানী, জনার্দ্দনে ভক্তিমান, যিনি অখিল চরাচরে সমদর্শন, দ্বিজ ও চণ্ডালে যাঁহার সমদৃষ্টি বিদ্যমান, জনার্দ্দন তাঁহার প্রতিই প্রীত হন। হে কুন্তীনন্দন! আত্মা ও দেহে দ্বিধাভাব করিও না, তুমিও সর্ব্বত্র ঐকাত্ম্যভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবে। নরনারায়ণই এই বদরিকাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া লোকের প্রতি অনুগ্রহবশতঃ ত্রিমূর্ত্তি শঙ্কর লিঙ্গ স্থাপিত করেন; এই বদরিকাশ্রমস্থিত শঙ্করলিঙ্গ মানবগণের স্বর্গ ও পশ্চাৎ মোক্ষফল প্রদান করিয়া থাকেন। এই বদরিকাশ্রমে গমনপূর্ব্বক শুচি হইয়া অহোরাত্র উপবাস করত রজ তম পরিত্যাগ ও সাত্বিকভাব অবলম্বন করিবে। অনন্তর চৈত্রমাসের অষ্টমী কিংবা শুক্ল কৃষ্ণ উভয় পক্ষের চতুর্দ্দশীদিনে রাত্রিজাগরণ করিবে। হে পাণ্ডব! বিশেষতঃ আশ্বিন মাসের অষ্টমী ও চতুর্দ্দশী রাত্রিজাগরণে প্রশস্ত বলিয়া কথিত হয়। অনন্তর পরম ভক্তিসহকারে দুগ্ধ, মধু, দধি, শর্করা ও ঘৃত দ্বারা শঙ্করলিঙ্গের স্নান করাইবে। হে রাজন্! ইহারই নাম পঞ্চামৃত। এই পুণ্য পঞ্চামৃত দ্বারা বৃষভধ্বজের স্নান করান কর্ত্তব্য। যে বিমৎসর নর ভক্তিসহকারে স্নাপ্যমান শঙ্করলিঙ্গ দর্শন করে, তাহার উমাকান্তের উপান্তে শক্রলোকে বাস হয়, সংশয় নাই। শূলপাণিকে শাঠ্যপূর্ব্বক নমস্কার করিলেও সেই নমস্কার অবিদ্যাবদ্ধ জীবগণের মুক্তির কারণ হইয়া থাকে। যাহার 'ওঁ নমঃ শিবায়' মন্ত্রের অভ্যাস স্থিরীকৃত হইয়াছে, তাহার অখিল শাস্ত্র অধ্যয়ন, শ্রবণ ও সর্ব্ববিধ শাস্ত্রানুষ্ঠান করা হইয়াছে। আর যে জিতেন্দ্রিয় মানব একভক্ত হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক শঙ্করকে স্নান করায়, হে পার্থ! তাহার যে ফল হয়, এখানে তোমার নিকট তাহার লেশমাত্র বলিতেছি। ১—১৪। আমি বার্দ্ধক্যপীড়িত, সুতরাং সবিস্তরে বর্ণন করা আমার সাধ্যায়ত্ত নহে। শঙ্করের স্নপনকারী নরগণ যতদিন সংসারে অবস্থান করে, ততদিন তাহারা সর্ব্ববিধ সৌখ্যের নিলয় হয়, জ্ঞাতিবর্গ সতত তাহাদের অনুরক্ত থাকে, ধর্ম্ম তাহাদিগকে কদাচ ত্যাগ করেন না এবং হে পৃথিবীপতে! পৃথিবীতে তাহারা সর্ব্ববিষয়েই সম্পন্ন ও পূর্ণকাম হয়। অনন্তর তাহারা দেহাবসানে ভাস্করমণ্ডল ভেদ করিয়া পরমস্থানে গমন করে। হে নৃপ! পিতৃগণের পরমলোককামী মানব নর্ম্মদাতীরে বসিয়া নর্ম্মদানীরমিশ্রিত দ্রব্য দ্বারা পিতৃগণের শ্রাদ্ধ করিবে। এই শ্রাদ্ধে যোগ্য দ্বিজগণের বরণ করিতে হয়। যাঁহারা কুলীন, বেদপারগ,

প্রসূতৈশ্চ শ্লক্ষ্ণৈশ্চৈব স্বরূপিভিঃ। কারয়েৎ পিণ্ডদানং বৈ ভাস্করে কুতপস্থিতে ॥ ১৯ ॥ পিতৃণাং পরমং লোকং যদীচ্ছেদ্ধর্ম্মনন্দন। বর্জ্জয়েত্তান্ প্রযত্নেন কাণান্ দুষ্টাংশ্চ দাম্ভিকান্ ॥ ২০ ॥ পুরুষান্ ক্রূরষণ্ডাংশ্চ ব্রাহ্মণানাং চ নিন্দকান্। এতাংশ্চ বর্জ্জয়েদ্বিপ্রান্ যদীচ্ছেচ্ছ্রেয় আত্মনঃ ॥ ২১ ॥ তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন যোগ্যং বিপ্রং সমাশ্রয়েৎ। নরকান্মোচয়েৎ প্রেতান্ কুম্ভীপাকপুরোগমান্ ॥ ২২ ॥ মোক্ষো ভবতি সর্ব্বেষাং পিতৃণাং নৃপনন্দন। বিপ্রেভ্যঃ কাঞ্চনং দদ্যাৎ প্রীয়তাং মে পিতামহঃ ॥ ২৩ ॥ অন্নং চ দাপয়েত্তত্র ভক্ত্যা বস্ত্রং চ ভারত। গাং বৃষং মেদিনীং দদ্যাচ্ছত্রং শস্তং নৃপোত্তম ॥ ২৪ ॥ স পুমান্ স্বর্গমাপ্নোতি ইত্যেবং শঙ্করোঽব্রবীৎ। প্রাণত্যাগং তু যঃ কুর্য্যাচ্ছিখিনা সলিলেন বা ॥ ২৫ ॥ অনাশকেন বা ভূয়ঃ স গচ্ছেচ্ছিবমন্দিরম্। নরনারায়ণীতীরে দেবদ্রোণ্যাং চ যো নৃপ ॥ ২৬ ॥ স বসেদীশ্বরস্যাগ্রে যাবদিন্দ্রাশ্চতু চতুর্দশ। পুনঃ স্বর্গাচ্চ্যুতঃ সোঽপি রাজা ভবতি বীর্য্যবান্ ॥ ২৭ ॥ সর্ব্বৈশ্বর্য্যগুণৈর্যুক্তঃ প্রজাপালনতৎপরঃ। ততঃ স্মরতি তত্তীর্থং পুনরেবাগমিষ্যতি ॥ ২৮ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে নারায়ণীতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম পঞ্চনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯৫ ॥

স্বরূপ, সুশীল, স্বদাররত, সৌম্যদর্শন, আর্য্যদেশ-প্রসূত, মৃদু, মনোহররূপী, তাদৃশ দ্বিজগণ দ্বারাই তপন দেবের কুতপকালে অবস্থানকালে শ্রাদ্ধ করিবে। হে ধর্ম্মনন্দন! যে মানব স্বীয় শুভ কামনা করে, কাণ, দুষ্ট, দাম্ভিক, ক্রূর, ক্লীব ও ব্রাহ্মণনিন্দুক দ্বিজগণকে শ্রাদ্ধে যত্নপূর্ব্বক পরি-বর্জ্জন করিবে। হে নৃপনন্দন! যথাবিধিশ্রাদ্ধে প্রেতগণের মোক্ষ হয়, প্রেতগণ শ্রাদ্ধতৃপ্ত হইয়া কুম্ভীপাকপ্রমুখ ভীষণ নরক উত্তীর্ণ হন; অতএব শ্রাদ্ধে সর্ব্বপ্রযত্নে যোগ্য দ্বিজগণকেই বরণ করিবে। হে ভারত! এই তীর্থে ভক্তি-পূর্ব্বক অন্ন, গো, বৃষ, ভূমি ও ছত্রদানই প্রশস্ত বলিয়া কথিত হয়, আর শঙ্কর কহিয়াছেন—এই সকল দ্রব্যদাতা স্বর্গলাভ করেন। হে নৃপসত্তম! যে নর এই বদরিকাশ্রমে অনলে বা সলিলে কিংবা অনশনে প্রাণ পরিত্যাগ করে, তাহার শিব-মন্দিরে গতি হয়। হে নৃপ! যে নর, নরনারায়ণ-তীরে দেবদ্রোণীতে তনুত্যাগ করেন, চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের অধিকারকাল তাঁহার ঈশ্বরসম্মুখে বাস

ষণ্ণবতিতমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। ততো গচ্ছেত্তু রাজেন্দ্র তীর্থং কোটীশ্বরং পরম্। ঋষিকোটিঃ সমায়াতা যত্র বৈ কুরুনন্দন ॥ ১ ॥ কৃষ্ণদ্বৈপায়নস্যৈব ক্ষেমার্থং মুনিপুঙ্গবাঃ। মন্ত্রয়িত্বা দ্বিজৈঃ সর্ব্বৈর্বেদমঙ্গল-পাঠকৈঃ ॥ ২ ॥ স্থাপিতঃ শঙ্করস্তত্র কারণং বন্ধ-নাশনম্। সংসারচ্ছেদকরণং প্রাণিনামার্ত্তিনাশ-নম্ ॥ ৩ ॥ কোটীশ্বরমিতি প্রোক্তং পৃথিব্যাং নৃপ-নন্দন। স্নাপয়েত্তং তু যো ভক্ত্যা পূর্ণিমায়াং নৃপো-ত্তম ॥ ৪ ॥ পিতৃণাং তর্পণং কৃত্বা পিণ্ডদানং যথা-বিধি। শ্রাবণস্য বিশেষেণ পূর্ণিমায়াং যুধিষ্ঠির ॥ ৫ ॥ পিতৃণামক্ষয়া তৃপ্তির্যাবদাভূতসম্প্লবম্। পিতৃণাং

হয়। অনন্তর কর্ম্মক্ষয়ে পুনরায় স্বর্গচ্যুত হইয়াও তিনি বীর্য্যবান্ সর্ব্বৈশ্বর্য্যযুক্ত, প্রজাপালননিরত রাজা হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। এজন্মেও তাঁহার এই তীর্থের পুনঃস্মৃতি উদিত হয় এবং পুনরায় তিনি বদরীতীর্থে আগমন করেন। ১৫—২৮।

পঞ্চনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৯৫।

ষণ্ণবতিতম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে রাজেন্দ্র! অনন্তর পরম তীর্থ কোটীশ্বরে গমন করিবে। হে কুরু-নন্দন! এই স্থানে কোটি ঋষি সমবেত হইয়া-ছিলেন। বেদমঙ্গলপাঠক ঋষিপুঙ্গবগণ কৃষ্ণ-দ্বৈপায়নের শুভাশংসী হইয়া পরস্পর মন্ত্রণা করত বদরিকাশ্রমে বন্ধননাশনের কারণ সংসারচ্ছেদন-কারী প্রাণিগণের পীড়ানাশন শঙ্করলিঙ্গ স্থাপন করেন। হে নৃপতনয়! কোটি ঋষি কর্ত্তৃক এই লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় পৃথিবীতে এই লিঙ্গ কোটীশ্বর নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। হে যুধিষ্ঠির! পূর্ণিমাদিনে ভক্তিপূর্ব্বক কোটীশ্বর-লিঙ্গের স্নান করান কর্ত্তব্য। হে নৃপোত্তম! যে মানব বদরিকাশ্রমে শ্রাবণমাসে বিশেষতঃ পূর্ণিমা-দিনে পিতৃগণের যথাবিধি তর্পণ করিয়া পিণ্ড-দান করে, হে যুধিষ্ঠির! তাহার পিতৃগণ কল্প-কাল পর্য্যন্ত অক্ষয় তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকেন।

পরমং গুহ্যং রেবাতটসমাশ্রিতম্। মোক্ষদং সর্ব্বজন্তূনাং নির্ম্মিতং মুনিসত্তমৈঃ ॥ ৬ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে কোটীশ্বরতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ষন্নবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯৬ ॥

সপ্তনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহীপাল ব্যাসতীর্থমনুত্তমম্। দুর্লভং মনুজৈঃ পুণ্যমন্তরীক্ষে ব্যবস্থিতম্ ॥ ১ ॥ যুধিষ্ঠির উবাচ। কস্মাদ্বৈ ব্যাসতীর্থং তদন্তরিক্ষে ব্যবস্থিতম্। এতদাখ্যাহি সংক্ষেপাত্ত্যজ গ্রন্থস্য বিস্তরম্ ॥ ২ ॥ শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। সাধু সাধু মহাবাহো ধর্ম্মবান্ ভক্তবৎসল। স্বকর্ম্মনিরতঃ পার্থ তীর্থযাত্রাকৃতাদরঃ ॥ ৩ ॥ দুর্লভং সর্ব্বজন্তূনাং ব্যাসতীর্থং নরেশ্বর। পীড়িতো বৃদ্ধভাবেন অকল্পোঽহং নৃপাত্মজ ॥ ৪ ॥ বিসংজ্ঞো গতচিত্তস্ত সঞ্জাতঃ স্মৃতিবর্জ্জিতঃ। গুহ্যাদ্‌গুহ্যতরং তীর্থং নাখ্যাতং কস্যচিন্ময়া ॥ ৫ ॥ কলিস্তত্রৈব রাজেন্দ্র ন বিশেদ্ব্যাসসংশ্রয়াৎ। অন্তরিক্ষে তু সঞ্জাতং রেবায়াশ্চেষ্টিতেন তু ॥ ৬ ॥ বিরিঞ্চির্নৈব শক্নোতি রেবায়া গুণকীর্ত্তনম্। কথং জানাম্যহং তাত রেবামাহাত্ম্যমুত্তমম্ ॥ ৭ ॥ ব্যাসতীর্থং বিশেষেণ লবমাত্রং ব্রবীম্যতঃ। প্রত্যক্ষঃ প্রত্যয়ো যত্র দৃশ্যতেঽদ্য কলৌ যুগে ॥ ৮ ॥ বিহঙ্গো গচ্ছতে নৈব ভিত্ত্বা শূলং সুদারুণম্। তস্যোৎপত্তিং সমাসেন কথয়ামি নৃপাত্মজ ॥ ৯ ॥ আসীৎ পূর্ব্বং মহীপাল মুনির্ম্মান্যঃ পরাশরঃ। তেনাতুগ্রং তপশ্চীর্ণং গঙ্গাম্ভসি মহাফলম্ ॥ ১০ ॥ প্রাণায়ামেন সন্তস্থৌ প্রবিষ্টো জাহ্নবীজলে। পূর্ণে দ্বাদশমে বর্ষে নিষ্ক্রান্তো জলমধ্যতঃ ॥ ১১ ॥ ভিক্ষার্থী সঞ্চরেদ্‌গ্রামং নাবা যত্রৈব তিষ্ঠতি। তত্র তেন পরা দৃষ্টা বালা চৈব মনোহরা ॥ ১২ ॥ তাং দৃষ্ট্বা স চ কামার্ত্ত উবাচ মধুরং তদা। মাং নয়স্ব পরং পারং কাসি ত্বং মৃগলোচনে ॥ ১৩ ॥ নাবারূঢ়ে

ঋষিসত্তমগণ রেবাতীরে এই পরম গুহ্য কোটীশ্বরতীর্থ প্রতিষ্ঠিত করেন। এই কোটীশ্বরতীর্থ সাধারণ জীবগণের বিশেষতঃ পিতৃগণের মোক্ষপ্রদ। ১—৬।

ষন্নবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯৬ ॥

সপ্তনবতিতম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে মহীপাল! অনন্তর অনুত্তম ব্যাসতীর্থে গমন করিবে। এই মানবদুর্লভ তীর্থ অন্তরীক্ষে অবস্থিত। যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে ঋষে! পুস্তকবিস্তার বর্জ্জন করিয়া সংক্ষেপে বলুন—এই ব্যাসতীর্থ অন্তরীক্ষে কেন অবস্থিত হইলেন? মার্কণ্ডেয় উত্তর করিলেন,—সাধু সাধু হে সাধুবৎসল! তুমিই স্বকর্ম্মনিরত ধার্ম্মিক। হে পার্থ! তীর্থযাত্রায় তোমার যথেষ্ট আদর আছে। হে নরেশ্বর! এই ব্যাসতীর্থ জীবগণের দুর্লভ। হে নৃপাত্মজ! সম্প্রতি আমি বার্দ্ধক্যপীড়িত ও সঙ্কল্পহীন; আমার সংজ্ঞা লুপ্তপ্রায় আর জ্ঞান লুপ্তপ্রায় হওয়ায় আমি স্মৃতিশূন্য হইয়াছি। গুহ্য হইতেও গুহ্যতর এই ব্যাসতীর্থের বিবরণ আমি কাহারও নিকট কীর্ত্তন করি নাই। হে রাজেন্দ্র! যেস্থানে ব্যাসতীর্থের মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়, সেস্থানে কলি প্রবেশ করে না। হে রাজন্! রেবার যত্নেই এই ব্যাসতীর্থ অন্তরীক্ষে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, বিরিঞ্চিও সে রেবার গুণকীর্ত্তনে সমর্থ নহেন, হে তাত! আমি কিরূপে সেই রেবার অত্যুত্তম মাহাত্ম্য বিদিত হইব? বিশেষতঃ ব্যাসতীর্থের প্রভাবই কিরূপে জানিতে পারি? তথাপি এই কলিযুগে আজও ব্যাসতীর্থের যে প্রভাব প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হয়, আমি তাহার লবমাত্র তোমার নিকট বর্ণন করিতেছি। হে নৃপতনয়! যাহার সুদারুণ শূল ভেদ করিয়া বিহগও গমন করে না, আমি সেই ব্যাসতীর্থের উৎপত্তি সংক্ষেপে বলিতেছি। হে মহীপাল! পূর্ব্বকালে মহামান্য মুনি পরাশর মহাফলপ্রদ জাহ্নবীজলে অত্যুগ্র তপস্যা করিয়াছিলেন। তিনি জাহ্নবীজলে প্রবেশ করিয়া প্রাণায়ামপূর্ব্বক অবস্থান করেন। অনন্তর এইরূপে তাঁহার দ্বাদশ বৎসর অতীত হইলে তিনি জলমধ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং ভিক্ষার্থ নগরে গমন করিবার জন্য নদীতীরস্থিত তরির নিকট গমন করিলেন। সেখানে গিয়া তিনি এক বালিকা মনোহরা নারীমূর্ত্তি সন্দর্শন করিলেন। ১-১২। রমণী দর্শনে তাঁহার হৃদয় মদনপীড়িত হইল। তিনি মধুর বাক্যে তাহাকে কহিলেন,—হে মৃগলোচনে!

নদীতীরে মম চিত্তপ্রমাথিনি। এবমুক্তা তু সা তেন প্রণম্য ঋষিপুঙ্গবম্॥ ১৪ ॥ কথয়ামাস চাত্মানং দৃষ্ট্বা তং কামমোহিতম্। কৈবর্ত্তানাং গৃহে দাসী কন্যাহং দ্বিজসত্তম॥ ১৫ ॥ নাবাসংরক্ষণার্থায় আদিষ্টা স্বামিনা বিভো। ময়া বিজ্ঞাপিতং বৃত্ত-মশেষং জ্ঞাতুমর্হসি॥ ১৬॥ এবমুক্তস্তয়া সোহথ ক্ষণং ধ্যাত্বাব্রবীদিদম্॥ ১৭॥ পরাশর উবাচ। অহং জ্ঞানবলাদ্ভদ্রে তব জানামি সম্ভবম্। কৈবর্ত্ত-পুত্রিকা ন ত্বং রাজকন্যাসি সুন্দরি॥ ১৮॥ কন্যোবাচ। কঃ পিতা কথ্যতাং ব্রহ্মন্ কস্যা বা হৃদয়োদ্ভবা। কস্মিন্ বংশে প্রসূতাহং কৈবর্ত্ততনয়া কথম্॥ ১৯॥ পরাশর উবাচ। কথয়ামি সমস্তং যত্ত্বয়া পৃষ্টমশেষতঃ। বসুর্নামেতি ভূপালঃ সোম-বংশবিভূষণঃ॥ ২০॥ জম্বুদ্বীপাধিপো ভদ্রে শত্রূণাং ভয়বর্দ্ধনঃ। শতানি সপ্ত ভার্য্যাণাং পুত্রাণাং চ দশৈব তু॥ ২১॥ ধর্ম্মেণ পালয়েল্লোকানীশবৎ পূজ্যতে সদা। ম্লেচ্ছাস্তস্যাবিধেয়াশ্চ ক্ষীরদ্বীপ-নিবাসিনঃ॥ ২২॥ তেষামুৎসাদনার্থায় যযাবুল্লঙ্ঘ্য সাগরম্। সংযুক্তঃ পুত্রভৃত্যৈশ্চ পৌরুষে মহতি স্থিতৈঃ॥ ২৩॥ সমরং তৈঃ সমারব্ধং ম্লেচ্ছৈশ্চ বসুনা সহ। জিতা ম্লেচ্ছাঃ সমস্তাস্তে বসুনা মৃগ-লোচনে॥ ২৪॥ করদাস্তে কৃতাস্তেন সপুত্রবল-বাহনাঃ। প্রধানা তস্য সা রাজ্ঞী তব মাতা মৃগে-ক্ষণে॥ ২৫॥ প্রবাসস্থে মহীপালে সঞ্জাতা সা রজ-স্বলা। নারীণাং তু সদাকালং মন্মথো হ্যধিকো ভবেৎ॥ ২৬॥ বিশেষেণ ঋতোঃ কালে ভিদ্যন্তে কামসায়কৈঃ। মন্মথেন তু সন্তপ্তাচিন্তয়ৎ সা শুভে-ক্ষণা॥ ২৭॥ দূতং বৈ প্রেষয়াম্যদ্য বসুরাজ্ঞঃ সমীপতঃ। আহূতঃ সত্বরং দূত গচ্ছ ত্বং নৃপ-সন্নিধৌ॥ ২৮॥ দূত উবাচ। পরতীরং গতো দেবি বসুরাজারিশাসনঃ। তত্র গন্তুমশক্যোত জল-যানৈর্বিনা শুভে॥ ২৯॥ তানি যানানি সর্ব্বাণি গৃহীতানি পরে তটে। দূতবাক্যেন সা রাজ্ঞী বিষণ্ণা

নদীর তীরে তীরে তরী আরোহণে গমন করিয়া আমার মন মথিত করিতেছ, তুমি কে? আমাকে পরপারে লইয়া চল। অনন্তর ঋষিপুঙ্গব পরাশর কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া রমণী তাঁহাকে প্রণাম করিল, এবং মুনিকে কামমোহিত জানিতে পারিয়া আত্ম পরিচয় ব্যক্ত করিল। কামিনী কহিল,—দ্বিজসত্তম! আমি কৈবর্ত্তকন্যা, আমি ধীবরগৃহে দাসীর কার্য্য করিয়া থাকি। হে বিভো! আমার প্রভু আমাকে নৌকারক্ষার্থ আদেশ করিয়াছেন। আমি আমার আত্মপরিচয় আপনাকে সকলই কহিলাম, হে ঋষে! আপনিও অশেষরূপে সকল বিষয় বিদিত আছেন। অনন্তর ঋষি পরাশর রমণীর পরিচয় পাইয়া ক্ষণকাল ধ্যান করত বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিতে লাগিলেন। পরাশর কহিলেন,—ভদ্রে! আমি ধ্যানবলে তোমার জন্মবৃত্তান্ত জানিতে পারিয়াছি, সুন্দরি! তুমি কৈবর্ত্তকন্যা নহ, তুমি রাজনন্দিনী। কন্যা কহিল,—হে ব্রহ্মন্! আমার পিতা কে? আমি কাহার জঠরে জন্ম লাভ করিয়াছি? আমি কোন বংশে জন্মিয়াছি, আর কৈবর্ত্তকন্যাই বা কেন হইলাম? পরাশর উত্তর করিলেন,—তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, অশেষরূপে তাহার সমস্ত উত্তর প্রদান করিতেছি; ভদ্রে! পূর্ব্বকালে সোমবংশ-বিভূষণ বসু নামে জনৈক রাজা ছিলেন, সেই শত্রু-ভীতিবর্দ্ধন নৃপ বসু জম্বুদ্বীপে রাজত্ব করিতেন। তাঁহার সপ্তশত পত্নী ও দশটী পুত্র ছিল, তিনি সতত ধর্ম্ম দ্বারা প্রজা পালন করিয়া লোকে ঈশবৎ পূজিত হইতেন। তৎকালে ক্ষীরদ্বীপবাসী ম্লেচ্ছ-গণ অতি অবিধেয় হইয়া উঠে, তখন তিনি মহা-পুরুষকার অবলম্বনপূর্ব্বক সেই ম্লেচ্ছগণের উৎ-সাদনার্থ পুত্র ভৃত্য সহ ক্ষীরসাগর পার হইয়া সেই দ্বীপে উপনীত হন। হে মৃগলোচনে! অনন্তর ম্লেচ্ছ-গণের সহিত বসুর সমর হয়; বসু ম্লেচ্ছগণকে সমরে পরাভূত করেন। ম্লেচ্ছগণও স্ব স্ব তনয় ও বল-বাহন সহ বসুর বশীভূত হয় এবং সকলেই বসুকে কর প্রদান করে। হে মৃগলোচনে! মহীপাল বসুর প্রধানা মহিষীই তোমার মাতা। তোমার পিতা যৎকালে ম্লেচ্ছগণের উৎসাদার্থে সমুদ্রপারে গমন করেন, তখন তোমার মাতা ঋতুমতী হন। নারীগণের কাম সর্ব্বদাই বর্দ্ধিত থাকে, বিশেষতঃ ঋতুকালে তাহারা মদনশরে সমধিক পীড়িতা হয়। অনন্তর মন্মথতাপিত শুভাননা মহিষী চিন্তা করিলেন,—আজ আমি বসুরাজসমীপে দূত প্রেরণ করিব। অনন্তর তিনি সত্বর দূতকে আহ্বান করিলেন এবং বলিলেন,—দূত! সত্বর বসুরাজ সমীপে গমন কর। দূত কহিল,—দেবি! রাজা বসু শত্রু শাসনার্থে সাগরের পরতীরে গমন করিয়াছেন, হে শুভে! জলযান ব্যতীত কেমন করিয়া তাঁহার নিকট গমন করিব। বিশেষতঃ সাগরপারোপযোগী যে সকল জলযান ছিল, তৎ-

কামপীড়িতা ॥ ৩০ ॥ তৎ সখী তামুবাচাথ কস্মাত্ত্বং পরিতপ্যসে। স্বলেখঃ প্রেষ্যতাং দেবি শুকহস্তে যথার্থতঃ ॥ ৩১ ॥ সমুদ্রং লঙ্ঘয়িত্বা তু শকুন্তো যাস্তি সুন্দরি। সখিবাক্যেন সা রাজ্ঞী স্বস্থা জাতা নরাধিপ ॥ ৩২ ॥ ব্যাহৃতো লেখকস্তত্র লিখ লেখং মমাজ্ঞয়া। ত্বদ্ধীনা সত্যভামাদ্য বসো রাজন্ন জীবতি ॥ ৩৩ ॥ ঋতুকালোঽহদ্য সম্প্রাপ্তো লিখ লেখং তু লেখক। লিখিতে ভূর্জ্জপত্রে তু লেখে বৈ লেখকেন তু ॥ ৩৪ ॥ শুকঃ পঞ্জরমধ্যস্থ আনীতোঽন্ধব সন্নিধৌ ॥ ৩৫ ॥ সত্যভামোবাচ। নীত্বা লেখং গচ্ছ শীঘ্রং বসুরাজ্ঞঃ সমীপতঃ। শকুনিঃ প্রণতো ভূত্বা গৃহীত্বা লেখমুত্তমম্ ॥ ৩৬ ॥ উৎপত্য সহসা রাজন্ জগামাকাশমণ্ডলম্। ততঃ পক্ষী গতঃ শীঘ্রং বসুরাজসমীপতঃ ॥ ৩৭ ॥ ক্ষিপ্তে লেখে শুকেনৈব সত্যভামাবিসর্জ্জিতে। বসুরাজ্ঞা ততো লেখো গৃহ্য হস্তেঽবধারিতঃ ॥ ৩৮ ॥ লেখার্থং চিন্তয়িত্বা তু গৃহ্য বীর্য্যং নরেশ্বরঃ। অমোঘং পুটিকাং কৃত্বা প্রতিলেখেন মিশ্রিতম্ ॥ ৩৯ ॥ শুকস্য সোঽর্পয়ামাস গচ্ছ রাজ্ঞীসমীপতঃ। প্রণম্য বসুরাজানং বীজং গৃহ্যোৎপপাত হ ॥ ৪০ ॥ সমুদ্রোপরি সম্প্রাপ্তঃ শুকঃ শ্যেনেন বীক্ষিতঃ। সামিষং তং শুকং জ্ঞাত্বা শ্যেনস্তমভ্যধাবত ॥ ৪১ ॥ হতশ্চঞ্চুপ্রহারেণ শুকঃ শ্যেনেন ভারত। মূর্চ্ছয়া তস্য তদ্বীজং পতিতং সাগরাম্ভসি ॥ ৪২ ॥ মৎস্যেন গিলিতং তচ্চ বীজং বসুমহীপতেঃ। কন্যা মৎস্যোদরে জাতা তেন বীজেন সুন্দরি ॥ ৪৩ ॥ প্রাপ্তেঽহসৌ লুব্ধকৈর্ম্মৎস্য আনীতঃ স্বগৃহং ততঃ। যাবদ্বিদারিতো মৎস্যস্তাবদ্দৃষ্টা ত্বমুত্তমে ॥ ৪৪ ॥ শশিমণ্ডলসঙ্কাশা সূর্য্যতেজঃসমপ্রভা। দৃষ্ট্বা তাং হর্ষিতাঃ সর্ব্বে কৈবর্ত্তা জাহ্নবীতটে ॥ ৪৫ ॥ হর্ষিতাস্তে গতাঃ সর্ব্বে প্রধানস্য চ মন্দিরম্। স্ত্রীরত্নং কথয়ামাসুর্গৃহাণ ত্বং মহাপ্রভম্ ॥ ৪৬ ॥ গৃহীতা তেন তন্বঙ্গী হ্যপুত্রেণ

সমস্ত পরপারে নীত হইয়াছে। তখন কামপীড়িতা রাজ্ঞী দূতের বাক্যে বিষণ্ণা হইলেন। রাজ্ঞীকে বিষণ্ণা দর্শনে তাঁহার সখী তাঁহাকে কহিল,—আপনি কেন খিন্ন হইতেছেন, আপনার এই সত্য বিবরণ পত্রিকায় লিখিয়া শুকের করে প্রেরণ করুন; হে সুন্দরি! শুক অনায়াসেই সমুদ্র লঙ্ঘনপূর্ব্বক বসুরাজসমীপে গমন করিয়া আপনার এই সত্য বৃত্তান্ত নিবেদন করিবে। হে নরাধিপ! সখীবাক্যে রাজ্ঞী কথঞ্চিৎ সুস্থা হইলেন, তিনি জনৈক লেখককে আহ্বান করিয়া কহিলেন,—আমি যাহা বলিতেছি, তুমি তৎসমস্ত এক পত্রিকায় লিপিবদ্ধ কর। হে লেখক! তুমি লিখিবে যে, আমার আজ ঋতুকাল উপস্থিত হইয়াছে, হে রাজন! আপনা বিহনে সত্যভামা জীবন ধারণে সমর্থা নহে। অনন্তর লেখক কর্ত্তৃক ভূর্জ্জপত্রে তাহাই লিখিত হইলে, পিঞ্জরমুক্ত শুক রাজ্ঞীসমীপে সত্বর আনীত হইল। সত্যভামা কহিলেন,—হে শুক! এই পত্রিকা লইয়া সত্বর বসু রাজার সমীপে গমন কর। অনন্তর শুক রাজ্ঞীকে প্রণামপূর্ব্বক তখনই সেই অনুত্তম পত্রিকা লইয়া সহসা আকাশে উৎপতিত হইল। হে রাজন্! অনন্তর শুক বসুরাজসমীপে উপনীত হইয়া রাজ্ঞীপ্রদত্ত সেই পত্রিকা তাঁহার সম্মুখে নিক্ষেপ করিল। নরেশ বসুও তখন শুকমুখনিক্ষিপ্ত পত্রিকা দর্শনে ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া নিজ অমোঘ বীর্য্য গ্রহণপূর্ব্বক পুটিকামধ্যে রক্ষিত করত প্রত্যুত্তরসহ শুকের করে অর্পণ করিলেন এবং বলিলেন,—হে শুক! সত্বর রাজ্ঞীসমীপে গমন কর। তখন শুকও সেই বসুরাজবীর্য্য গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রণাম করিয়া পুনরায় আকাশে উৎপতিত হইল এবং সাগরের উপর দিয়া যাইতে লাগিল। তখন এক শ্যেন শুকমুখে আমিষ রহিয়াছে জানিতে পারিয়া তাহার পশ্চাৎ প্রধাবিত হইল এবং তাহাকে চঞ্চুপ্রহারে আহত করিল। হে ভারত! তখন শুক মূর্চ্ছিত হইল ও বীর্য্যও জলধিজলে পড়িয়া গেল। অনন্তর এক মৎস্য সেই বসুরাজবীর্য্য গিলিয়া ফেলিল, হে সুন্দরি! তুমি সেই বসুরাজার বীর্য্য হইতে মৎস্যোদরে কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। ৩০—৪৩। হে উত্তমে! অনন্তর জনৈক লুব্ধক কর্ত্তৃক সেই মৎস্য ধৃত ও স্বগৃহে আনীত হয়, তারপর সেই মৎস্যের উদর ভেদ করিয়াই লুব্ধক তোমাকে দেখিতে পায়। তুমি মৎস্যোদর হইতে বহির্গত হইলে তোমার মুখমণ্ডল চন্দ্রমণ্ডল সদৃশ ও দেহদ্যুতি দিবাকরের ন্যায় প্রস্ফুরিত হইয়াছিল, তদ্দর্শনে জাহ্নবীতীরবাসী ধীবরগণ হৃষ্ট হইল এবং তাহারা তোমাকে লইয়া ধীবরস্বামীর গৃহে গমন পূর্ব্বক কহিল,—আপনি এই মহাপ্রভাবশালী রমণীরত্নটী গ্রহণ করুন। হে কুরঙ্গনয়নে তন্বঙ্গি! ধীবর-

মৃগেক্ষণা। ভার্য্যাং স্বামাহ ভবতীং পালয়স্ব মৃগেক্ষণে ॥ ৪৭ ॥ ততঃ সা চিন্তয়ামাস পরাশরবচস্তদা। এবমুক্তা তু সা তেন দত্তাত্মানং নরেশ্বর ॥ ৪৮ ॥ উবাচ সাধু মে ব্রহ্মন্মৎস্যগন্ধোঽনুবর্ত্ততে। ততস্তেন তু সা বালা দিব্যগন্ধাধিবাসিতা ॥ ৪৯ ॥ কৃত্বা যোগবলেনৈব জ্বালয়িত্বা বিভাবসুম্। কৃত্বা প্রদক্ষিণং বহ্নিমূঢ়া তেন রসান্তদা ॥ ৫০ ॥ জলযানস্য মধ্যে তু কামস্থানান্যসংস্পৃশৎ। জাতা কামোৎসুকং বিপ্রং ভীতা সা ধর্ম্মনন্দন ॥ ৫১ ॥ হসন্তী তমুবাচাথ দেব ত্বং লোকসন্নিধৌ। ন লজ্জসে কথং ধীমন্ কুর্ব্বাণঃ পামরোচিতম্ ॥ ৫২ ॥ ততস্তেন ক্ষণং ধ্যাত্বা সংস্মৃতা হৃদি তামসী। আগতা তমসী মায়া যয়া ব্যাপ্তং চরাচরম্ ॥ ৫৩ ॥ ততঃ সা বিস্মিতা তেন কর্ম্মণৈব তু রঞ্জিতা। ব্রহ্মচর্য্যাভিতপ্তেন স্বীসৌখ্যং ক্রীড়িতং তদা ॥ ৫৪ ॥ ততঃ সা তৎক্ষণাদেব গর্ভভারেণ পীড়িতা। প্রসূতা বালকং তত্র জটিলং দণ্ডধারিণম্ ॥ ৫৫ ॥ কমণ্ডলুধরং শান্তং মেখলাকটিভূষিতম্। উত্তরীয়কৃতস্কন্ধং বিষ্ণুমায়াবিবর্জ্জিতম্ ॥ ৫৬ ॥ ততোঽপি শঙ্কিতা পার্থ দৃষ্ট্বা তং কলবালকম্। বেপমানা ততো বালা জগাম শরণং মুনেঃ ॥ ৫৭ ॥ রক্ষরক্ষ মুনিশ্রেষ্ঠ পরাশর মহামতে। জাতং মেঽত্যদ্ভুতং পুত্রং কৌপীনবরমেখলম্। দণ্ডহস্তং জটাযুক্তমুত্তরীয়বিভূষিতম্ ॥ ৫৮ ॥ পরাশর উবাচ। মা ভৈষীঃ স্বসুতে জাতে কুমারী ত্বং ভবিষ্যসি। নাম্না যোজনগন্ধেতি দ্বিতীয়ং সত্যবত্যপি ॥ ৫৯ ॥ শন্তনুর্নাম রাজা যঃ স তে ভর্ত্তা ভবিষ্যতি। প্রথমা মহিষী তস্য সোমবংশবিভূষণা ॥ ৬০ ॥ গচ্ছ ত্বং স্বাশ্রয়ং শুভে পূর্ব্বরূপেণ সংস্থিতা। মা বিষাদং কুরুষাত্র দৃষ্টং জ্ঞানস্য মে বলম্ ॥ ৬১ ॥ ইত্যুক্ত্বা প্রযযৌ বিপ্রঃ সা বালা পুত্রমাশ্রিতা। নত্বোচে মাতরং ভক্ত্যা সাষ্টাঙ্গং বিনয়ানতঃ ॥ ৬২ ॥ ক্ষম্যতাং মাতরুক্তং মে প্রসাদঃ ক্রিয়তামপি। ঈশ্বরারাধনে যত্নং করিষ্যাম্যহমম্বিকে ॥

স্বামী অপুত্রক ছিল, সে তোমাকে পাইয়া তাহার পত্নীকে কহিল,—হে মৃগলোচনে! এই কন্যাটীকে পালন কর। হে নরেশ্বর! অনন্তর ধীবরকন্যা কিছুক্ষণ পরাশরবাক্য চিন্তা করত 'তাহাই হউক' বলিয়া তাঁহার করে আত্মসমর্পণ করিল এবং বলিল,—ব্রহ্মন্! আপনি ভালই বলিয়াছেন, কিন্তু সম্প্রতি আমার দেহে মৎস্যগন্ধ বিদ্যমান রহিয়াছে, ইহার প্রতিকার করুন। অনন্তর ধীবরবালার দেহ দিব্যসৌরভে অধিবাসিত হইল, তখন ঋষি পরাশর যোগবলে অনল প্রজ্বালিত করিয়া প্রেমবশে হুতাশনপ্রদক্ষিণ করত সেই ধীবররমণীর পাণিগ্রহণ করিলেন। হে ধর্ম্মনন্দন! তখন ঋষি পরাশর কামোৎসুক ছিলেন, এদিকে জলযান মধ্যে কামস্থানেরও অসদ্ভাব; পরন্তু মহর্ষি পরাশর তখন তখন সেই কন্যার কামাবয়ব সকল স্পর্শকরিতে লাগিলেন। তাহাতে কন্যা ভীত হইল, সে হাসিতে হাসিতে কহিল,—দেব! আপনি ধীমান্; লোকসমক্ষে এইরূপ পামরোচিত কার্য্য করিতে আপনার কি লজ্জা হইতেছে না? অনন্তর মুনি মনে মনে ক্ষণকাল চিন্তা করিলেন, হে রাজন! যে তামসীমায়ায় চরাচর পরিব্যাপ্ত হয়, তাঁহার চিন্তামাত্রেই সেই তামসী মায়া আসিয়া প্রাদুর্ভূত হইল। ধীবরকন্যাও ঋষির এই অদ্ভুত কার্য্যদর্শনে বিস্মিতা হইল। হে রাজন্! কৈবর্ত্তকন্যা তখন নবরাগরঞ্জিতা, এদিকে ঋষি পরাশরও ব্রহ্মচর্য্যপরিতপ্ত; আর ক্ষণকাল বিলম্ব হইল না, ঋষি স্বাসুখে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। অনন্তর ধীবরকন্যা ক্ষণকাল মধ্যেই গর্ভভারে পীড়িতা হইল এবং সে সদ্যই জটামণ্ডিত দণ্ডধারী কমণ্ডলুধর শান্ত মেখলাকটিভূষিত, স্কন্ধে উত্তরীয়যুক্ত বিষ্ণুমায়াবিবর্জ্জিত এক সুন্দর বালক প্রসব করিল। হে পার্থ! তথাপি ধীবরকন্যার ভয় দূর হইল না, সে সেই কলভাষী শিশুকে সন্দর্শন করিয়া কম্পিতহৃদয়ে ঋষি পরাশরের শরণাপন্ন হইল এবং বলিল,—হে মুনীশ্বর পরাশর! রক্ষা করুন, রক্ষা করুন; হে মহামতে! এ কি অদ্ভুত! সদ্যঃপ্রসূত শিশুকে উত্তম কৌপীন ও মেখলাধারী দণ্ডহস্ত জটাজুট ও উত্তরীয়বিভূষিত দর্শনে আমি ভীত ও বিস্মিত হইয়াছি। পরাশর উত্তর করিলেন,—ভয় করিও না, তোমার তনয় জন্মিলেও তুমি কুমারীই থাকিবে; তোমার দুইটী নাম হইবে; একটী যোজনগন্ধা ও অপরটী সত্যবতী। রাজা শান্তনু তোমার স্বামী হইবেন, তুমি তাহার প্রথমা মহিষী হইয়া সোমবংশ বিভূষিত করিবে। হে শুভে! এক্ষণে তুমি তোমার পূর্ব্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া স্বগৃহে গমন কর; আমার জ্ঞানবল দর্শন করিলে ত? আর এবিষয়ে বিষণ্ণ হইও না। ঋষি পরাশর এই বলিয়া চলিয়া গেলেন, সত্যবতীতনয়ও জননীসমীপে উপনীত হইয়া বিনয় ও ভক্তিসহকারে সাষ্টাঙ্গে প্রণামপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন। বালক কহিলেন,—মাতঃ

৬৩। ততঃ সা পুত্রবাক্যেন বিষণ্ণা বাক্যমব্রবীৎ। ৬৪। যোজনগন্ধোবাচ। মা ত্যক্ত্বা গচ্ছ বৎসাদ্য মাতরং মামনাগসম্। ত্বদ্বিয়োগেন মে পুত্র পঞ্চত্বং ভাবাসংশয়ম্। ৬৫। নাস্তি পুত্রসমঃ স্নেহো নাস্তি ভ্রাতৃসমং কুলম্। নাস্তি সত্যপরো ধর্ম্মো নানৃতাৎ পাতকং পরম্। ৬৬। বালভাবে ময়া জাত আধারঃ কিল জায়সে। ন মে ভর্ত্তা ন মে পুত্রঃ পশ্য কর্ম্ম বিড়ম্বনম্। ৬৭। ব্যাস উবাচ। মা বিষাদং কুরু মাতঃ সত্যমেতন্ময়েরিতম্। আপৎকালেঽস্মি তে দেবি স্মর্ত্তব্যঃ কার্য্যসিদ্ধয়ে। ৬৮। আপদস্তারয়িষ্যামি ক্ষমতাং মে দুরুত্তরম্। ইত্যুক্ত্বা প্রযযৌ ব্যাসঃ কন্যা সাপি গতা গৃহম্। ৬৯। পরাশরসুতস্তত্র নিষণ্ণো বনমধ্যতঃ। ত্রেতাযুগাবসানে তু দ্বাপরাদৌ নরেশ্বর। ৭০। ব্যাসার্থং চিন্তয়ামাসুর্দেবাঃ শক্রপুরোগমাঃ। আখ্যাতো নারদেনৈব পুত্রঃ পরাশরস্য সঃ। ৭১। কৈবর্ত্তপুত্রিকাজাতো জ্ঞানী জহ্নুসুতাতটে। ততো নারদবাক্যেন আগতাঃ সুরসত্তমাঃ। ৭২। রামঃ পিতামহঃ শক্রো মুনিসঙ্ঘৈঃ সমাবৃতাঃ। আসনাদিকং পৃথগ্দত্ত্বা সাধু-সাধ্বিত্যুদীরয়ন্। ৭৩। পিতামহেন বৈ বালো গর্ভাধানাদিসংস্কৃতঃ। দ্বৈপায়নো দ্বীপজন্মা পারাশর্য্যঃ পরাশরাৎ। ৭৪। কৃষ্ণাংশাৎ কৃষ্ণনামায়ং ব্যাসো বেদান্ ব্যসিষ্যতি। বিরিঞ্চিনাভিষিক্তোঽসৌ মুনি-সঙ্ঘৈঃ পুনঃপুনঃ। ৭৫। ব্যাসস্ত্বং সর্ব্বলোকেষু ইত্যুক্ত্বা প্রযযুঃ সুরাঃ। তীর্থযাত্রা সমারব্ধা কৃষ্ণদ্বৈপায়নেন তু। ৭৬। গঙ্গাবগাহিতা তেন কেদারশ্চ সপুষ্করঃ। গয়া চ নৈমিষং তীর্থং কুরুক্ষেত্রং সরস্বতী। ৭৭। উজ্জয়িন্যাং মহাকালং সোমনাথং প্রভাসকে। পৃথিব্যাং সাগরান্তায়াং স্নাত্বা যাতো মহামুনিঃ। ৭৮। অমৃতাং নর্ম্মদাং প্রাপ্তো রুদ্রদেহোদ্ভবাং শুভাম্। সাহ্লাদো নর্ম্মদাং দৃষ্ট্বা

আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমার বাক্যে ক্ষমা করুন। জননি! আমি ঈশ্বরারাধনে যত্ন করিব। মাতা তনয়বাক্যে বিষণ্ণ হইয়া উত্তর করিলেন। যোজনগন্ধা কহিলেন,—বৎস। আমি তোমার নিরপরাধা জননী, আমাকে আজ ত্যাগ করিয়া গমন করিও না; হে পুত্র! তোমার বিরহে আমার মৃত্যু নিশ্চিত। দেখ, পুত্রের সমান স্নেহ নাই, ভ্রাতার তুল্য কুল নাই, সত্যসম ধর্ম্ম নাই এবং অনৃতের তুল্য পাতক নাই। আমি বাল্যবয়সে তোমাকে তনয় লাভ করিয়াছি, তুমিই আমার একমাত্র আশ্রয়। আমার স্বামী নাই, অন্য তনয় নাই; তুমি একবার আমার এই কর্ম্মবিড়ম্বনা অবলোকন কর। ব্যাস বলিলেন,—আপনি হৃদয়ের দুঃখ ত্যাগ করুন, হে দেবি। আমি সত্যই বলিতেছি—আপৎকাল উপস্থিত হইলে আমাকে স্মরণ করিবেন, আমি দেখা দিয়া আপনার কার্য্যাদি করিব। আমার এই দুরুক্তি ক্ষমা করুন, আমি নিশ্চিতই আপনাকে আপদ্ হইতে উদ্ধার করিব। ব্যাস এই বলিয়া প্রস্থান করিলেন, বাসমাতা সত্য-বতীও স্বগৃহে উপনীত হইলেন। অনন্তর পরাশর-তনয় ব্যাস বিষণ্ণ হইয়া বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। হে নরেশ্বর! এই ঘটনা ত্রেতাযুগের অবসানে ও দ্বাপরের আদিতে সংঘটিত হইয়াছিল। এই সময় শক্রপ্রমুখ সুরগণ ব্যাসের আবির্ভাবজন্য চিন্তিত হইয়াছিলেন। ইত্যবসরে দেবর্ষি নারদ গিয়া দেবগণসমীপে সংবাদ প্রদান করিলেন যে, কৈবর্ত্ত-কন্যার গর্ভে ঋষি পরাশরের ঔরসে জনৈক জ্ঞানী তনয় জাহ্নবীতীরে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। অনন্তর নারদবাক্যে রাম, পিতামহ ব্রহ্মা ও শক্র প্রভৃতি সুরসত্তমগণ ঋষিসঙ্ঘে সমাবৃত হইয়া ব্যাসসমীপে আগমনপূর্ব্বক সাধু সাধু বাক্য উচ্চা-রণ করত তাঁহাকে পৃথক্ পৃথক্ আসনাদি দান করিলেন। পিতামহ ব্রহ্মা গর্ভাধানাদি সংস্কার-পূর্ব্বক বালক ব্যাসের নামকরণ করিলেন। তিনি কহিলেন,—এই শিশু পরাশর হইতে জন্ম হইয়াছেন, এজন্য পারাশর্য্য, দ্বীপমধ্যে জন্মিয়াছেন বলিয়া দ্বৈপায়ন, এবং কৃষ্ণের অংশে ইহার জন্ম হই-য়াছে বলিয়া ইনি কৃষ্ণ নামে অভিহিত হইবেন; আর ইনি বেদসমূহ বিভাগ করিবেন এজন্য ইহার নাম ব্যাস হইবে। অনন্তর ব্রহ্মা ও ঋষি-গণ পুনঃপুনঃ ব্যাসের অভিষেক করিলেন। পরে অখিললোকে 'তুমি ব্যাস নামে বিখ্যাত হইবে' এই কথা কহিয়া সুরগণ স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। তখন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস তীর্থযাত্রায় প্রবৃত্ত হইলেন। ৪৪—৭৬ তিনি প্রথমে গঙ্গায় অবগাহন করিয়া ক্রমে কেদার, পুষ্কর, গয়া, নৈমিষারণ্য, কুরুক্ষেত্র, সরস্বতী প্রভৃতি তীর্থ পর্য্যটন করিয়া উজ্জয়িনীর মহাকাল, ও প্রভাসের সোমনাথ দর্শন করিলেন। মহামুনি ব্যাস এইরূপে সাগ-রান্তা পৃথিবীর যেখানে যে তীর্থ ছিল সকল তীর্থেই

চিত্তবিশ্রান্তিমাপ চ ॥ ৭৯ ॥ তপশ্চচার বিপুলং নর্ম্মদাতটমাশ্রিতঃ। গ্রীষ্মে পঞ্চাগ্নিমধ্যবস্থা বর্ষাসু স্থণ্ডিলেশয়ঃ ॥৮০॥ সার্দ্রবাসাশ্চ হেমন্তে তিষ্ঠন্ দধ্যৌ মহেশ্বরম্। স্বান্তহৃৎকমলে স্থাপ্য ধ্যায়তে পরমেশ্বরম্ ॥ ৮১ ॥ সৃষ্টিসংহারকর্ত্তারমচ্ছেদ্যং বরদং শুভম্। নিত্যং সিদ্ধেশ্বরং লিঙ্গং পূজয়েদ্ধ্যানতৎপরঃ ॥ ৮২ ॥ অর্চ্চনাৎসিদ্ধলিঙ্গস্য ধ্যানযোগপ্রভাবতঃ। প্রত্যক্ষঃ শঙ্করো জাতঃ কৃষ্ণদ্বৈপায়নস্য সঃ ॥ ৮৩ ॥ ঈশ্বর উবাচ। তোষিতোঽহং ত্বয়া বৎস বরং বরয় শোভনম্ ॥ ৮৪ ॥ ব্যাস উবাচ। যদি তুষ্টোঽসি মে দেব যদি দেয়ো বরো মম। প্রত্যক্ষো নর্ম্মদাতীরে স্বয়মেব ভবিষ্যসি। অতীতানাগতজ্ঞোঽহং ত্বৎপ্রসাদাদুমাপতে ॥ ৮৫ ॥ ঈশ্বর উবাচ। এবং ভবতু তে পুত্র মৎপ্রসাদাদসংশয়ম্। ত্বয়ি ভক্তিগৃহীতোঽহং প্রত্যক্ষো নর্ম্মদাতটে। ৮৬ ॥ সহস্রাংশর্দ্ধভাবেন প্রত্যক্ষোঽহং ত্বদাশ্রমে।

ইত্যুক্ত্বা প্রযযৌ দেবঃ কৈলাসং নগমুত্তমম্ ॥ ৮৭ ॥ পত্নীসংগ্রহণং জাতং কৃষ্ণদ্বৈপায়নস্য তু। শাস্ত্রোক্তেন বিধানেন পত্নীং পালয়তস্তথা ॥ ৮৮ ॥ পুত্রো জাতো হ্যপুত্রস্য পরাশরসুতস্য চ। দেবৈর্বর্দ্ধাপিতঃ সর্ব্বৈর্বিরিঞ্চিশক্রপুরোগমৈঃ ॥ ৮৯ ॥ পুত্রজন্মস্তথাজগ্মুর্বশিষ্ঠাদ্যা মুনীশ্বরাঃ। তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গেন পরাশরপুরোগমাঃ ॥ ৯০ ॥ মন্বত্রিবিষ্ণুহারীতযাজ্ঞবল্ক্যোশনোঽঙ্গিরাঃ। যম আপস্তম্বসংবর্ত্তাঃ কাত্যায়নবৃহস্পতী ॥ ৯১ ॥ এবমাদিসহস্রাণি লক্ষকোটিশতানি চ। সশিষ্যাশ্চ মহাভাগা নর্ম্মদাতটমাশ্রিতাঃ ॥৯২॥ ব্যাসাশ্রমে শুভে রম্যে সন্তুষ্টা আযযুর্নৃপ। দৃষ্ট্বা তান্ সোঽপি বিপ্রেন্দ্র নভ্যুত্থানকৃতোদ্যমঃ ॥ ৯৩ ॥ পিতুঃ পূর্ব্বং প্রণম্যাদৌ সর্ব্বেষাঞ্চ যথাবিধি। আসনানি দদৌ ভক্ত্যা পাদ্যমর্ঘ্যং ন্যবেদয়ৎ ॥ ৯৪ ॥ কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা বাক্যমেতদুবাচ হ। উদ্ধৃতোঽহং ন সন্দেহো যুষ্মৎসম্ভাষণার্চ্চনাৎ ॥ ৯৫ ॥ আরণ্যানি চ শাকানি ফলান্যারণ্যজানি চ। তানি দাস্যামি

স্নান করিয়া অবশেষে রুদ্রদেহসমুদ্ভূতা শুভাবহা অমৃতা নর্ম্মদাতীর্থে উপনীত হইলেন। তিনি নর্ম্মদাদর্শনে হৃষ্ট হইলেন, চিত্তের বিশ্রান্তি লাভ করিলেন এবং সেই নর্ম্মদাতীর আশ্রয় করিয়াই বিপুল তপশ্চরণ করিলেন। তিনি গ্রীষ্মে পঞ্চাগ্নিমধ্যে অবস্থান, বর্ষায় স্থণ্ডিলে শয়ন ও হেমন্তে আর্দ্রবসনে দণ্ডায়মান হইয়া মহেশ্বরকে চিন্তা করিলেন, তিনি বহির্দৃষ্টিকে বিমল অন্তর্দৃষ্টিতে নিবিষ্ট করিয়া একমাত্র সৃষ্টিসংহারকারী অচ্ছেদ্য শুভ বরদ পরমেশ্বরেরই ধ্যান করিতে লাগিলেন, এবং ধ্যানতৎপর হইয়া নিত্য সিদ্ধেশ্বর লিঙ্গের পূজা করিলেন। অনন্তর ধ্যানযোগপ্রভাবে ও সিদ্ধেশ্বরলিঙ্গপূজাফলে শঙ্কর কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে প্রত্যক্ষদর্শন দান করিলেন। ঈশ্বর কহিলেন,—হে বৎস! তোমার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়াছি, শোভন বর প্রার্থনা কর। ব্যাস বলিলেন, হে দেব! যদি আপনি আমার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, আর যদি আমাকে বরদান করেন, তবে আপনি নর্ম্মদাতীরে প্রত্যক্ষদেহে আবির্ভূত হউন। আর হে উমাপতে! আমি যেন আপনার প্রসাদে অতীত ও অনাগত সমস্ত বিদিত হইতে পারি। ঈশ্বর উত্তর করিলেন,—পুত্র! তোমার তাহাই হউক, তুমি আমার প্রসাদে সকলই জানিতে পারিবে; সংশয় নাই। তোমার ভক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া আমি প্রত্যক্ষভাবে নর্ম্মদাতীরে উপনীত হইয়াছি, আমি সহস্রার্দ্ধাংশরূপে তোমার আশ্রমে প্রত্যক্ষরূপে দর্শনদান করিব। দেব শঙ্কর এইরূপ বলিয়া অত্যুত্তম শৈল কৈলাসে চলিয়া গেলেন, এদিকে কৃষ্ণদ্বৈপায়নও যথোক্ত বিধি বিধানে দারপরিগ্রহ করিয়া ধর্ম্মানুসারে পত্নীপালন করিতে লাগিলেন। অপুত্রক পরাশরসুত ব্যাসের পুত্র জন্মিলে, ইন্দ্রচন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ ব্যাসসুতের বৃদ্ধ্যাদি মঙ্গল বিধান করিলেন, পরাশরপ্রমুখ বশিষ্ঠাদি মুনিগণ তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে ব্যাসের পুত্রজন্মোৎসবে যোগদান করিলেন; মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনা, অঙ্গিরা, যম, আপস্তম্ব, সম্বর্ত্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি ইঁহারা এবং অন্যান্য লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি নর্ম্মদাতীরবাসী সশিষ্য মহাভাগ মুনীশ্বরগণ ব্যাসের পুত্রজন্মশ্রবণে সন্তুষ্ট মনে শুভাবহ রম্য ব্যাসাশ্রমে উপনীত হইলেন। হে নৃপ! অনন্তর ব্যাস এই সকল ঋষিসমাগম সন্দর্শন করিয়া অভ্যুত্থানাদি দ্বারা তাঁহাদের প্রত্যুদ্গমন করিলেন। তিনি প্রথমে পিতার পদে প্রণত হইয়া যথাবিধি যথাযোগ্য ক্রমে সকলকেই প্রণাম করিলেন এবং সকলকেই ভক্তিপূর্ব্বক আসন, পাদ্য ও অর্ঘ্যাদি নিবেদন করিলেন। ৭৭-৯৪। অনন্তর ব্যাস বদ্ধাঞ্জলি হইয়া বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিতে লাগিলেন। ব্যাস বলিলেন,—আপনাদের অর্চ্চন ও সম্ভাষণ করিয়া নিঃসন্দেহ

খুষ্মাকং সর্ব্বেষাং প্রীতিপূর্ব্বকম্ ॥ ৯৬ ॥ অমন্ত্রয়ত তান্ সর্ব্বান্ প্রত্যেকং প্রণিপত্য চ। ততস্তে প্রণতং দৃষ্ট্বা কৃষ্ণদ্বৈপায়নং মুনিম্ ॥ ৯৭ ॥ বর্দ্ধয়িত্বা জয়াশীর্ভিরবলোক্য পরস্পরম্। পরাশরঃ সমস্তৈশ্চ বীক্ষিতো মুনিপুঙ্গবৈঃ ॥ ৯৮ ॥ উত্তরং দীয়তাং তাত কৃষ্ণদ্বৈপায়নস্য চ। এবমুক্তস্তু তৈঃ সর্ব্বৈর্ভগবান্ স পরাশরঃ। প্রোবাচ স্বাত্মজং ব্যাসমৃষীণাং যচ্চিকীর্ষিতম্ ॥ ৯৯ ॥ শ্রীপরাশর উবাচ। নেচ্ছন্তি দক্ষিণে কূলে ব্রতভঙ্গভয়াদথ। ভোজনং ভোক্তুকামাস্তে শ্রাদ্ধে চৈব বিশেষতঃ ॥ ১০০ ॥ ব্যাস উবাচ। করোমি ভবতামুক্তমত্রৈব স্থীয়তাং ক্ষণম্। যাবৎপ্রসাদ্য সরিতং করোমি বিধিমুত্তমম্ ॥ ১০১ ॥ এবমুক্ত্বা শুচির্ভূত্বা নর্ম্মদাতটমাশ্রিতঃ। স্তোত্রং জগাদ সহসা তন্নিবোধ নরেশ্বর ॥ ১০২ ॥ জয় ভগবতি দেবি নমো বরদে জয় পাপবিনাশিনি বহুফলদে। জয় শুম্ভনিশুম্ভকপালধরে প্রণমামি তু দেবনরার্ত্তিহরে ॥ ১০৩ ॥ জয় চন্দ্রদিবাকরনেত্রধরে জয় পাবকভূষিতবক্ত্রবরে। জয় ভৈরবদেহনিলীনপরে জয় অন্ধকরক্তবিশোষকরে ॥ ১০৪ ॥ জয় মহিষবিমর্দ্দিনি শূলকরে জয় লোকসমস্তকপাপহরে। জয় দেবি পিতামহরামনতে জয় ভাস্করশক্রশিরোঽবনতে ॥ ১০৫ ॥ জয় ষণ্মুখসায়কঈশনুতে জয় সাগরগামিনি শম্ভুনুতে। জয় দুঃখদরিদ্রবিনাশকরে জয় পুত্রকলত্রবিবৃদ্ধিকরে ॥ ১০৬ ॥ জয় দেবি সমস্তশরীরধরে জয় নাকবিদর্শিনি দুঃখহরে। জয় ব্যাধিবিনাশিনি মোক্ষকরে জয় বাঞ্ছিতদায়িনি সিদ্ধবরে ॥ ১০৭ ॥ এতদ্ব্যাসকৃতং স্তোত্রং যঃ পঠেচ্ছিবসন্নিধৌ। গৃহে বা শুদ্ধভাবেন কামক্রোধবিবর্জ্জিতঃ ॥ ১০৮ ॥ তস্য ব্যাসো ভবেৎপ্রীতঃ প্রীতশ্চ বৃষবাহনঃ। প্রীতা স্যান্নর্ম্মদা দেবী সর্ব্বপাপ-

আমি উদ্ধার হইলাম, এক্ষণে আমি আপনাদের প্রীতির জন্য আরণ্যশাক ও বন্য ফলমূলাদি প্রত্যর্পণ করিব বলিয়া অভিলাষ করিতেছি। অনন্তর ব্যাস প্রত্যেককেই প্রণামপূর্ব্বক নিমন্ত্রণ করিলেন। তখন ঋষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে প্রণত সন্দর্শন করিয়া ঋষিপুঙ্গবগণ তাঁহাকে জয়াশীর্ব্বাদে বর্দ্ধিত করত পরস্পর পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন ও সকলেই একযোগে ঋষি পরাশরের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন এবং বলিলেন,—হে তাত! কৃষ্ণদ্বৈপায়নের বাক্যে উত্তর করুন। অনন্তর ঋষিগণ কর্ত্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া ভগবান্ পরাশর আত্মজের প্রতি সেই সকল ঋষির কর্ত্তব্য ব্যক্ত করিয়া বলিতে লাগিলেন। পরাশর কহিলেন,—ইঁহারা শ্রাদ্ধান্ন গ্রহণ করেন না, বিশেষতঃ এই সকল ঋষি ব্রতভঙ্গভয়ে নর্ম্মদার দক্ষিণকূলে অন্ন প্রতিগ্রহ করিতে অভিলাষী নহেন। ব্যাস বলিলেন,—আমি যতক্ষণ নর্ম্মদা নদীকে প্রসন্ন করিয়া উত্তম বিধির অনুষ্ঠানপূর্ব্বক আপনাদের অনুকূল বাক্য প্রতিপালন করি, ততকাল আপনারা এই স্থানে অবস্থান করুন। আমি ক্ষণকালমধ্যেই আপনাদের আদেশ প্রতিপালন করিব। হে নরেশ! অনন্তর ব্যাস এইরূপ কহিয়া বিশুদ্ধ হৃদয়ে নর্ম্মদার তীর আশ্রয়পূর্ব্বক সহসা যে স্তোত্রগীতি করিয়াছিলেন, তাহা বিদিত হও। ব্যাস বলিলেন,—হে দেবি! আপনাকে নমস্কার, হে ভগবতি! আপনি কলুষ নাশ ও বিপুল ফল দান করিয়া থাকেন, আপনার জয় হউক, আপনাকে নমস্কার। হে বরদে! আপনি শুম্ভ-নিশুম্ভের কপাল ধারণ করিয়াছেন, আপনিই সুরনরগণের আর্ত্তিহারিণী, আপনার জয় হউক, আপনাকে নমস্কার। আপনি শশী ও সূর্য্যকে নেত্ররূপে ধারণ করিয়াছেন, আপনার অত্যুত্তম বক্ত্রে হুতাশন শোভা হইতেছে, ভৈরবের বিকট দেহ আপনার দেহে বিলীন হয়, আপনিই অন্ধকাসুরের শোণিত শোষণ করিয়াছেন, আপনার জয় হউক, জয় হউক, জয় হউক। হে মহিষমর্দ্দিনি! আপনার করে শূল বিরাজিত, আপনি অখিল লোকের পাপহরণ করেন, হে দেবি! পিতামহ, রাম, ভাস্কর ও শক্র আপনার পাদপদ্মে প্রণত হন, দেবি! আপনি জয়যুক্ত হউন। আপনি ষড়াননের শায়ক—শক্তি, শম্ভু ঈশও আপনাকে প্রণাম করেন; আপনি সাগরগামিনী, আপনিই অখিল লোকের দুঃখদারিদ্র্য হরণ করেন, পুত্রকলত্রগণ আপনা হইতেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, আপনার জয় হউক, হউক, হউক। দেবি! আপনি জয় জয় দেহিগণের দেহধারণ করেন, আপনার প্রসাদেই দেহিগণ স্বর্গপদ দর্শন করে, আপনি দুঃখহর্ত্রী, মোক্ষদাত্রী, ব্যাধিনাশিনী ও বাঞ্ছিতদায়িনী; হে সিদ্ধেশ্বরি! আপনার জয় হউক, জয় হউক, জয় হউক। ৯৫—১০৮। যে কামক্রোধহীন মানব শুদ্ধভাবে গৃহে কিংবা শিবসন্নিধানে এই ব্যাসকৃত স্তব পাঠ করে, ব্যাস

কম্ভঙ্করী। ১০৯। ন তে যান্তি যমালোকং যেঃ স্তুতা ভুবি নর্ম্মদা। পিতামহোঽপি মুহ্যেত দেবি ত্বদ্‌গুণ-কীর্ত্তনাৎ। ১১০। বাক্‌পতির্নৈব তে বক্তুং স্বরূপং বেদ নর্ম্মদে। কথং গুণানহং দেবি ত্বদীয়ান্ জ্ঞাতুমুৎসহে। ১১১। ইতি জ্ঞাত্বা শুচিং ভাবং বাঙ্মনঃকায়কর্ম্মভিঃ। প্রসন্না নর্ম্মদা দেবী ততো বচনমব্রবীৎ। ১১২। সত্যবাদেন তুষ্টাহং ভোভো ব্যাস মহামুনে। যদীচ্ছসি বরং কিঞ্চিত্তং তে সর্ব্বং দদাম্যহম্। ১১৩। ব্যাস উবাচ। যদি তুষ্টাসি মে দেবি যদি দেয়ো বরো মম। আতিথ্যমুত্তরে কূলে ঋষীণাং দাতুমর্হসি। ১১৪। নর্ম্মদোবাচ। অযুক্তং যাচিতং ব্যাস বিমার্গে যৎপ্রবর্ত্তনম্। ইন্দ্রচন্দ্রযমৈঃ শক্যামুন্মার্গে ন প্রবর্ত্তিতুম্। ১১৫। যাচস্বান্যং বরং পুত্র যৎকিঞ্চিদ্ভুবি দুর্লভম্। এতচ্ছ্রুত্বা বচো দেব্যা ব্যাসো মূর্চ্ছাং গতস্তদা। ১১৬। বৃথা ক্লেশোঽদ্য মে জাত ইতি মত্বা পপাত হ। ধরণী চলিতা সর্ব্বা সশৈলবনকাননা। ১১৭। মূর্চ্ছা-পন্নং ততো ব্যাসং দৃষ্ট্বা দেবাঃ সবাসবাঃ। হাহাকার-মুখাঃ সর্ব্বে তত্রাজগ্মুঃ সসম্ভ্রমাঃ। ১১৮। ব্যাস-মুত্থাপয়ামাসুর্ব্বেদব্যাসনতৎপরম্। ব্রাহ্মণার্থে চ সংক্লিষ্টো নাস্মদ্ধেতোঃ সরিদ্বরে। ১১৯। গবার্থে ব্রাহ্মণার্থে চ সদ্যঃ প্রাণান্ পরিত্যজেৎ। এবং সা নর্ম্মদা প্রোক্তা ব্রহ্মাদ্যৈঃ সুর-সত্তমৈঃ। ১২০। সুশীতলৈস্তং বহুভিশ্চ বাতৈ রেবাভ্যষিঞ্চৎ স্বজলেন ভীতা। সচেতনঃ সত্যবতীসুতোঽপি প্রণম্য দেবান্ সরিতং জগাদ। ১২১। ব্যাস উবাচ। তীর্থৈঃ সমস্তৈঃ কিল সেবনায় ফলং প্রদিষ্টং মম মন্দভাগ্যাৎ। যদ্দেবি পুণ্যা বিফলা মমাশা আরণ্যপুষ্পাণি যথা জনানাম্। ২২। নর্ম্মদোবাচ। যতোযতো যাং হি মহানুভাব নিনীষতে চিত্তমিলাতলেঽহম্। বিপ্রেন

ও শিব তাহার প্রতি প্রীত হন এবং অখিলকলুষ-নাশিনী দেবী নর্ম্মদাও তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন। ভূতলে যাঁহারা দেবী নর্ম্মদার স্তব করেন, যম তাঁহাদিগকে অবলোকন করেন না। ব্যাস আবার বলিলেন,—হে দেবি নর্ম্মদে! আপনার গুণকীর্ত্তনে পিতামহও বিমোহিত হন, আপনার স্বরূপ-আবিষ্কারে বাক্‌পতিরও বাক্যস্ফূর্ত্তি হয় না; অতএব আমি কিরূপে আপনার গুণানুবাদে সমুৎসুক হইব? অনন্তর দেবী নর্ম্মদা বাক্‌ মন কায় ও কর্ম্মদ্বারা ব্যাসের শুদ্ধিভাব বিদিত হইয়া প্রসন্না হইলেন এবং বলিলেন,—হে ঋষিসত্তম ব্যাস! তোমার সত্যবাক্যে আমি প্রীত হইয়াছি, এক্ষণে তোমার কোন্ বর অভীষ্ট হয়, প্রার্থনা কর, আমি তোমাকে তৎসমস্ত অর্পণ করিব। ব্যাস বলিলেন,—দেবি! যদি আমার প্রতি প্রীত হইয়া থাকেন, আর যদি আমাকে বর অর্পণ করেন, তবে আপনার উত্তর তীরে ঋষিগণকে আতিথ্য প্রদান করুন। কেননা তাঁহারা আপনার দক্ষিণকূলে আমার প্রদত্ত আতিথ্য গ্রহণ করিবেন না। নর্ম্মদা উত্তর করিলেন,—ব্যাস! আমার বিপথ প্রবর্ত্তনকামনা তোমার অযোগ্য হইয়াছে; দেখ ইন্দ্র চন্দ্র, যম ইঁহারাও কখন আমাকে উন্মার্গগামিনী করিতেতে সমর্থ নহেন। হে পুত্র! অন্যবর প্রার্থনা কর, তোমার অভীষ্ট ভুবনদুর্লভ হইলেও তাহা আমি প্রদান করিব। অনন্তর নর্ম্মদার এবম্ভূত বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্যাস মূর্চ্ছিত হইলেন, 'আজ আমার সকল ক্লেশ বিফল হইল' মনে করিয়া তিনি ক্ষিতিতলে পড়িয়া গেলেন; তখন শৈলবন-কানন সহ ধরিত্রী দেবী বিচলিত হইলেন, ব্যাসকে মোহাপন্ন দর্শন করিয়া সবাসব সুরগণ অজস্র হাহাকার রব করিতে করিতে ব্যাসসমীপে উপনীত হইলেন। অনন্তর সুরগণ বেদবিভাগতৎপর পরাশরতনয় ব্যাসকে উত্থাপিত করিলেন এবং নর্ম্মদাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—সরিদ্বরে! ব্যাস নিজের জন্য নহে, ইনি দ্বিজ-গণের জন্যই এত ক্লেশ সহ্য করিয়াছেন; গো এবং ব্রাহ্মণের জন্য এইরূপই সদ্য প্রাণ পরিত্যাগ করিতে হয়। তখন ব্রহ্মাদি সুরসত্তমগণ কর্ত্তৃক এইরূপে অভিহিতা হইয়া দেবী নর্ম্মদা ভীতা হইলেন; তিনি সুশীতল জল দ্বারা ব্যাসকে আভিষিক্ত করত শীতলসমীরণে বীজন করিতে লাগিলেন। সত্যবতীসুত ব্যাসও সচেতন হইলেন। তিনি চেতন প্রাপ্ত হইয়া সুরগণকে নমস্কারপূর্ব্বক পুনরায় নর্ম্মদাকে বলিতে লাগিলেন। ১০৮—১২১। ব্যাস বলিলেন,—তীর্থনিচয়ের সেবা করিলে তাঁহারা অবশ্য পুণ্যফল অর্পণ করেন, কিন্তু হে দেবি! আমি মন্দভাগ্য বলিয়া, আরণ্য কুসুমসমূহ যেমন মানবগণের কোনই উপকারে আইসে না, তদ্রূপ আপনি পুণ্যা হইলেও আমায় সকল আশায় নিরাশ করিলেন। নর্ম্মদা কহিলেন,—হে মহানুভব! আপনি দণ্ডধারণপূর্ব্বক অগ্রে অগ্রে গমন করুন,

সার্দ্ধং তব মার্গমদ্য যাস্যাম্যহং দণ্ডধরস্য পৃষ্ঠে ॥১২৩॥ এবমুক্তো মহাতেজা ব্যাসঃ সত্যবতীসুতঃ। দক্ষিণে চালয়ামাস স্বাশ্রমস্য সরিদ্বরাম্ ॥১২৪॥ দণ্ডহস্তো মহাতেজা হুঙ্কারমকরোন্মুনিঃ। ব্যাসহুঙ্কারভীতা সা চলিতা রুদ্রনন্দিনী ॥২৫॥ দণ্ডেন দর্শয়ন্মার্গং দেবী তত্র প্রবর্ত্তিতা। ব্যাসমার্গং গতা দেবী দৃষ্টা শক্রপুরোগমৈঃ ॥ ১২৬ ॥ পুষ্পবৃষ্টিং ততো দেবা ব্যমুঞ্চন্ সহ কিন্নরৈঃ। প্রোৎফুল্লনয়না জাতাঃ পরাশরমুখা দ্বিজাঃ। কিং কুর্ম্মো ব্রূহি মে পুত্র কর্ম্মণা তে স্ম রঞ্জিতাঃ ॥ ১২৭ ॥ ব্যাস উবাচ। তপশ্চ বিপুলং কৃত্বা দানং দত্ত্বা মহাফলম্। এতদেব নরৈঃ কার্য্যং সাধুনাং যৎসুখাবহম্ ॥ ১২৮ ॥ যদি তুষ্টা মহাভাগা অনুগ্রাহ্যো হ্যহং যদি। তস্মান্মমাশ্রমে সর্ব্বৈঃ স্থীয়তাং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১২৯ ॥ আতিথ্যং শাকপর্ণৈর্ন রেবামৃত্তবিমিশ্রিতম্। প্রতিপন্নং সমস্তৈশ্চ পরাশরমুখৈর্দ্বিজৈঃ। স্থাতব্যং স্বাশ্রমে সর্ব্বৈ রেবায়া উত্তরে তটে ॥ ১৩০ ॥ মার্কণ্ডেয় উবাচ। স্নানতর্পণনিত্যানি কৃত্বানি দ্বিজসত্তমৈঃ। ব্যাসকুণ্ডে ততো গত্বা হোমঃ সর্ব্বৈঃ প্রকল্পিতঃ ॥ ১৩১ ॥ শ্রীফলৈর্বিল্বপত্রৈশ্চ জুহুবুর্জাতবেদসম্। গৌতমো ভৃগুর্মাণ্ডব্যো নারদো লোমশস্তথা ॥ ১৩২ ॥ পরাশরস্তথা শঙ্খঃ কৌশিকশ্চ্যবনো মুনিঃ। পিপ্পলাদো বসিষ্ঠশ্চ নাচিকেতো মহাতপাঃ ॥ ১৩৩ ॥ বিশ্বামিত্রোঽগস্ত্যশ্চ উদ্দালকযমৌ তথা। শাণ্ডিল্যো জৈমিনিঃ কণ্বো যাজ্ঞবল্ক্যোশনোঽঙ্গিরাঃ ॥ ১৩৪ ॥ শাতাতপো দধীচিশ্চ কপিলো গালবস্তথা। জৈগীষব্যস্তথা দক্ষো ভরতো মুদ্গলস্তথা ॥ ১৩৫ ॥ বাৎস্যায়নো মহাতেজাঃ সংবর্ত্তঃ শক্তিরেব চ। জাতুকর্ণ্যো ভরদ্বাজো বালখিল্যাঋষিস্তথা ॥ ১৩৬ ॥ এবমাদিসহস্রাণি জুহ্বতে জাতবেদসম্। অক্ষমালাকরোৎকীর্ণা ধ্যানযোগপরায়ণাঃ। একচিত্তা দ্বিজাঃ সর্ব্বে চক্রুর্হোমক্রিয়াং তদা ॥ ১৩৭ ॥ ততঃ সমুত্থিতং লিঙ্গং মোক্ষদং ব্যাধিনাশনম্ ॥ ১৩৮ ॥ অচ্ছেদ্যং পরমং দেবং দৃষ্ট্বা ব্যাসস্তুতোষ চ। পুষ্পবৃষ্টিং দদুর্দ্দেবা

আমি আপনার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিব; আজ হইতে আপনি আমাকে ক্ষিতিতলে বিন্ধ্যগিরির যে যে স্থানে লইয়া যাইবেন, আমি আপনার প্রদিষ্ট পথানুসরণপূর্ব্বক সেই সেই স্থানেই গমন করিব। নর্ম্মদা এইরূপ কহিলে সত্যবতীনন্দন মহাতেজা ব্যাস স্বীয় আশ্রমের দক্ষিণ দিকে সরিদ্বরা নর্ম্মদাকে বাহিত করিলেন, তিনি করে দণ্ডধারণপূর্ব্বক এক একটী ভীষণ হুঙ্কার করিতে লাগিলেন, রুদ্রনন্দিনী দেবী নর্ম্মদাও তাঁহার হুঙ্কাররবে ভীতা হইয়া তাঁহার আদিষ্ট পথের অনুসরণ করিলেন। ব্যাস দণ্ডদ্বারা যে যে স্থান প্রদর্শন করিলেন, নর্ম্মদাও সেই সেই স্থানে প্রবাহিত হইলেন। অনন্তর ব্যাসপ্রমুখ সুরগণ ব্যাসের আদিষ্টপথে নর্ম্মদাকে গমন করিতে দেখিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে কিন্নরগণ সহ পুষ্পবৃষ্টি করিলেন, পরাশরপ্রমুখ ঋষিগণের বদন প্রসন্ন হইল; তাঁহারা সকলেই একবাক্যে বলিয়া উঠিলেন,—পুত্র! তোমার কার্য্যদর্শনে আমরা তোমার প্রতি অনুরক্ত হইয়াছি, এক্ষণে তোমার কোন্ প্রিয় কার্য্য করিব? ব্যাস বলিলেন,—মানবগণ যে বিপুল তপস্যা ও মহাফলজনক দান করেন, সে সকল সাধুগণের সুখাবহ হইয়া থাকে। হে মহাভাগগণ! যদি আমার প্রতি প্রীত হইয়া থাকেন, আর যদি আমাকে আপনাদের অনুগ্রহের পাত্র বলিয়া মনে হয়, তবে পরাশরপ্রমুখ ঋষিসকল নিঃসংশয়ে আমার আশ্রমে অবস্থানপূর্ব্বক রেবানীরমিশ্রিত শাকপর্ণাদি দ্বারা আমার যেমন সম্পদ্ তদ্রূপ আতিথ্য গ্রহণ করুন। পরন্তু এরূপ করিলে আপনাদের অদ্য রেবার উত্তরতটে থাকিয়াও মৎপ্রদত্ত আতিথ্যগ্রহণ করা হইবে; অতএব আপনারা সকলেই স্ব স্ব আশ্রমে উপবিষ্ট হউন। মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—অনন্তর গৌতম, ভৃগু, মাণ্ডব্য, নারদ, লোমশ, পরাশর, শঙ্খ, কৌশিক, চ্যবন, পিপ্পলাদ, বশিষ্ঠ, মহাতপা নাচিকেতা, বিশ্বামিত্র, অগস্ত্য, উদ্দালক, যম, শাণ্ডিল্য, জৈমিনি, কণ্ব, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনা, অঙ্গিরা, শাতাতপ, দধীচি, কপিল, গালব, জৈগীষব্য, দক্ষ, ভরত, মুদ্গল, বাৎস্যায়ন, মহাতেজা, সংবর্ত্ত, শক্তি, জাতুকর্ণ, ভরদ্বাজ, বালখিল্য, আর আর প্রভৃতি ও অন্যান্য সহস্র সহস্র দ্বিজসত্তম ঋষি স্নান তর্পণ ও নিত্য সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপনপূর্ব্বক ব্যাসকুণ্ডসমীপে গমন করিয়া হোম করিলেন। সকলেই শ্রীফল ও বিল্বপত্র দ্বারা হুতাশনে আহুতি প্রদান করিলেন। অনন্তর ঋষিগণ অক্ষমালা দ্বারা স্ব স্ব কর বেষ্টনপূর্ব্বক একাগ্রমনে ধ্যানপরায়ণ হইলেন। ১২২—১৩৭। দ্বিজগণের হোমাবসানে সেই স্থানে এক পরম লিঙ্গ উত্থিত হইল, ব্যাস ব্যাধিনাশন মোক্ষদ অচ্ছেদ্য এই পরম লিঙ্গ দর্শনে সন্তুষ্ট হইলেন। দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি ও

আশীর্ব্বাদান্ দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ১৩৯ ॥ সাষ্টাঙ্গং প্রণতো ব্যাসো দেবং দৃষ্ট্বা ত্রিলোচনম্। ব্রাহ্মণান্ পূজয়ামাস শাকমূলফলেন চ ॥ ১৪০ ॥ পিতৃপূর্ব্বং দ্বিজাঃ সর্ব্বে ভোজিতাঃ পাণ্ডুনন্দন। আশীর্ব্বাদাংস্ততঃ পুণ্যান্ দত্ত্বা বিপ্রা যযুঃ পুনঃ ॥ ১৪১ ॥ তদা প্রভৃতি তত্তীর্থং ব্যাসাখ্যং প্রোচ্যতে বুধৈঃ ॥ ১৪২ ॥ যুধিষ্ঠির উবাচ। ব্যাসতীর্থস্য যৎপুণ্যং তৎসর্ব্বং কথয়স্ব মে। স্নানদানবিধানঞ্চ যস্মিন্ কালে মহাফলম্ ॥ ১৪৩ ॥ শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। কথয়ামি সমস্তং তে ভ্রাতৃভিঃ সহ পাণ্ডব। কার্ত্তিকস্য সিতে পক্ষে চতুর্দ্দশ্যাং জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ১৪৪ ॥ উপোষ্য যো নরো ভক্ত্যা রাত্রৌ কুর্ব্বীত জাগরম্। স্নাপয়েদীশ্বরং ভক্ত্যা ক্ষৌদ্রক্ষীরেণ সর্পিষা ॥ ১৪৫ ॥ দধ্না চ খণ্ডযুক্তেন কুশতোয়েন বৈ পুনঃ। শ্রীখণ্ডেন সুগন্ধেন গুণ্ঠয়েৎ পরমেশ্বরম্ ॥ ১৪৬ ॥ ততঃ সুগন্ধকুসুমৈর্ব্বিল্বপত্রৈশ্চ পূজয়েৎ। মুচুকুন্দেন কুন্দেন কুশজাতীপ্রসূনকৈঃ ॥ ১৪৭ ॥ উন্মত্তমুনিপুষ্পৈশ্চ তথান্যৈঃ কালসম্ভবৈঃ। অর্চ্চয়েৎপরয়া ভক্ত্যা দ্বীপেশ্বরমনুত্তমম্ ॥ ১৪৮ ॥ ইক্ষুগড়ুকদানেন তুষ্যতে পরমেশ্বরঃ। গড়ুকাষ্টকদানেন পাতকং যাত্যহোর্জ্জিতম্ ॥ ১৪৯ ॥ মাসার্জ্জিতঞ্চ নশ্যেত গড়ুকাষ্টশতেন চ। ষাণ্মাসিকং সহস্রেণ দ্বিগুণৈরাব্দিকং তথা ॥ ১৫০ ॥ আজন্মজনিতং পাপমযুতেন প্রণশ্যতি। দ্বিগুণৈর্নশ্যতে ব্যাধিস্ত্রিগুণৈঃ স্যাদ্ধনাগমঃ ॥ ১৫১ ॥ ষড়্গুণৈর্জ্জায়তে বাগ্মী সিদ্ধস্তদ্দ্বিগুণৈস্তথা। রুদ্রত্বং দশলক্ষৈশ্চ জায়তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৫২ ॥ পৌর্ণমাস্যাং নৃপশ্রেষ্ঠ স্নানং কুর্ব্বীত ভক্তিতঃ। মন্ত্রোক্তেন বিধানেন সর্ব্বপাপক্ষয়ঙ্করম্ ॥ ১৫৩ ॥ বারুণং চ তথাগ্নেয়ং ব্রাহ্মং চৈবাক্ষয়ঙ্করম্। দেবান্ পিতৃন্মনুষ্যাংশ্চ বিধিবত্তর্পয়েদ্বুধঃ ॥ ১৫৪ ॥ ঋচা ঋগ্বেদজং পুণ্যং সাম্না সামফলং লভেৎ। যযুর্ব্বেদস্য যজুষা গায়ত্র্যা সর্ব্বমাপ্নুয়াৎ ॥ ১৫৫ ॥ অক্ষরং চ জপেন্মন্ত্রং সৌরং বা শিবদৈবতম্। অথবা বৈষ্ণবং মন্ত্রং দ্বাদশাক্ষরসংজ্ঞিতম্ ॥ ১৫৬ ॥ পূজয়েদ্ ব্রাহ্মণান্ ভক্ত্যা সর্ব্বলক্ষণলক্ষিতান্।

দ্বিজোত্তমগণ ভূয়সী আশীর্ব্বাদবাণী প্রয়োগ করিলেন। অনন্তর ব্যাসদেব ত্রিলোচনকে অবলোকন করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইলেন এবং শাক মূল ও ফল দ্বারা দ্বিজগণকে ভোজন করাইলেন। হে পাণ্ডুনন্দন! প্রথমে ব্যাসপিতা পরাশর ভোজন করিলে অন্যান্য দ্বিজগণও ভোজন করিয়া ব্যাসকে প্রভূত আশীর্ব্বাদ করত স্ব স্ব স্থানে পুনরায় প্রস্থান করিলেন। হে রাজন! তদবধি বুধগণ এই তীর্থকে ব্যাসতীর্থ কহিয়া থাকেন। যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন,—কোন্ কালে কিরূপ বিধানে ব্যাসতীর্থে স্নান দানাদি করিলে কিরূপ মহাপুণ্য মহাফল লাভ হয়? তৎসমস্ত আমার নিকট বর্ণন করুন। মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—ব্যাসতীর্থের আমি বিবরণ বর্ণন করিতেছি, সহোদরগণ সহ শ্রবণ কর। জিতেন্দ্রিয় মানব কার্ত্তিক মাসের শুক্লচতুর্দ্দশীতে ভক্তিপূর্ব্বক ব্যাসতীর্থে উপবাসী হইয়া রজনী জাগরণ করিবে। অনন্তর ভক্তিভরে মধু, দুগ্ধ, ঘৃত, দধি, শর্করা ও কুশোদক দ্বারা দেবদেব ঈশকে স্নান করাইবে; তারপর সুগন্ধ শর্করা দ্বারা মহেশের শরীর অবগুণ্ঠিত করিয়া সুগন্ধি কুসুম ও বিল্বপত্র দ্বারা তাঁহার পূজা করিবে। মুচুকুন্দ, কুন্দ, কুশ, জাতী, উন্মত্তপুষ্প, মুনিপুষ্প এবং অন্যান্যঋতুজাত পুষ্পদ্বারা পরম ভক্তিসহকারে অনুত্তম দ্বীপেশ্বর শঙ্করের পূজা কর্ত্তব্য। ইক্ষুগড়ুদানে পরমেশ পরম সন্তুষ্ট হন। অষ্ট ইক্ষুগড়ুদানে দিনার্জ্জিত পাপ বিনষ্ট হয়, এইরূপ অষ্টোত্তরশত গড়ুদানে মাসসঞ্চিত পাপ, সহস্র গড়ুদানে ষাণ্মাসিক পাপ, দ্বিসহস্র গড়ুদানে আব্দিক পাপ ও অযুত ইক্ষুগড়ুদানে আজন্মজনিত পাপপুঞ্জ বিনষ্ট হয়। দুই অযুত ইক্ষুগড়ু দান করিলে ব্যাধিনাশ, তিন অযুতে ধনাগম, ষড়্গুণ গড়ুদানে বাগ্মিতা আর তাহারও দ্বিগুণ গড়ুদানে মানব সিদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং দশলক্ষ ইক্ষুগড়ুদানে মানবের রুদ্রত্ব লাভ হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। হে নৃপসত্তম! অনন্তর পূর্ণমাদিনে যথোক্ত মন্ত্রে ভক্তিপূর্ব্বক স্নান করিবে। স্নানবিধি বহুবিধ কথিত হয়, তন্মধ্যে মান্ত্র, বারুণ, আগ্নেয় ও ব্রাহ্মণ এই সকল স্নানই সর্ব্বপাপক্ষয়কর ও অক্ষয় পুণ্যজনক জানিবে। অনন্তর যথাবিধি দেব, পিতৃ ও মানবতর্পণ করিবে। ১৩৮—১৫৪। এই তীর্থে ঋঙ্মন্ত্রে সমস্ত ঋগ্‌বেদফল, সামমন্ত্রে সমুদয় সামবেদফল ও যজুর্ব্বেদমন্ত্রজপে মানবের অখিল যজুর্ব্বেদফল লাভ হয়; আর একমাত্র গায়ত্রীজপে ঋগাদি সমগ্র বেদের ফল লাভ হইয়া থাকে। অনন্তর ওঙ্কার, শৈব বা সৌরমন্ত্র জপ করিবে, কিংবা দ্বাদশাক্ষর বৈষ্ণব মন্ত্র জপ কর্ত্তব্য। তারপর সর্ব্ব-

স্বদারনিরতান্ বিপ্রান দম্ভলোভবিবর্জ্জিতান্ ॥ ১৫৭ ॥ ভিন্নবৃত্তিকরান পাপান্ পতিতান্ শূদ্রসেবনান। শূদ্রীগ্রহণসংযুক্তান্ বৃষলী যস্য মন্দিরে ॥ ১৫৮ ॥ পরোক্ষবাদিনো দুষ্টান্ গুরুনিন্দাপরায়ণান। বেদদ্বেষণশীলাংশ্চ হৈতুকান্ বকবৃত্তিকান ॥ ৫৯ ॥ ঈদৃশান্ বর্জ্জয়েচ্ছ্রাদ্ধে দানে সর্ব্বব্রতেষু চ। গায়ত্রীসারমাত্রোঽপি বরং বিপ্রঃ সুযন্ত্রিতঃ ॥ ১৬০ ॥ নাযন্ত্রিতশ্চতুর্বেদী সর্ব্বাশী সর্ব্ববিক্রয়ী। ঈদৃশান পূজয়েদ্বিপ্রানন্নদানহিরণ্যতঃ ॥ ১৬১ ॥ উপানহৌ চ বস্ত্রাণি শয্যাং ছত্রমথাসনম্। যো দদ্যাদ্ ব্রাহ্মণে ভক্ত্যা সোঽপি স্বর্গে মহীয়তে ॥ ১৬২ ॥ প্রত্যক্ষা সুরভী তত্র জলধেনুস্তথা স্মৃতা। তিলধেনুঃ প্রদাতব্যা মহিষ্যশ্চ তথৈব চ ॥ ১৬৩ ॥ কৃষ্ণাজিনপ্রদাতা যো দাতা যস্তিলসর্পিষোঃ। কন্থাপুস্তকয়োর্দাতা সোঽক্ষয়ং লোকমাপ্নুয়াৎ ॥ ১৬৪ ॥ ধুর্য্যৌ খুরসংযুক্তৌ ধান্যোপস্করসংযুতৌ। দাপয়েৎ স্বর্গকামস্তু ইতি মে সত্যভাষিতম্ ॥ ১৬৫ ॥ সূত্রেণ বেষ্টয়েদ্দ্বীপমথবা জগতীং শুভাম্। মন্দিরং পরয়া ভক্ত্যা পরমেশমথাপি বা ॥ ১৬৬ ॥ প্রদক্ষিণাং বিধানেন যঃ করোত্যত্র মানবঃ। জম্বুপ্লক্ষাহ্বয়ৌ দ্বীপৌ শাল্মলিশ্চাপরো নৃপ ॥ ১৬৭ ॥ কুশঃ ক্রৌঞ্চস্তথা কাশঃ পুষ্করশ্চৈব সপ্তমঃ। সপ্তসাগরপর্য্যন্তা বেষ্টিতা তেন ভারত ॥ ১৬৮ ॥ দ্বীপেশ্বরে মহারাজ বৃষোৎসর্গঞ্চ কারয়েৎ। বৃষেণারুণবর্ণেন মাহেশং লোকমাপ্নুয়াৎ ॥ ১৬৯ ॥ যস্য বৈ পাণ্ডুরৌ বক্ত্রে ললাটে পাদয়োস্তথা। লাঙ্গুলে যস্য বৈ শুভ্রঃ স বৈ নাকস্য দর্শকঃ ॥ ১৭০ ॥ নীলোঽয়মীদৃশঃ প্রোক্তো যস্তু দ্বীপেশ্বরে ত্যজেৎ। স সমা রোমসংখ্যাতা নাকে বসতি ভারত ॥ ১৭১ ॥ সৌরঞ্চ শাঙ্করং লোকং বৈরঞ্চং বৈষ্ণবং ক্রমাৎ। ভুনক্তি স্বেচ্ছয়া রাজন্ ব্যাসতীর্থপ্রভাবতঃ ॥ ১৭২ ॥ সপত্নীকং ততো বিপ্রং পূজয়েত্তত্র ভক্তিতঃ। সিতরক্তানি বস্ত্রাণি যো দদ্যাদগ্রজন্মনে ॥ ১৭৩ ॥ কৃত্বা প্রদক্ষিণং যুগ্মং প্রীয়তাং মে জগদ্গুরুঃ। নাস্তি বিপ্রসমো বন্ধুরিহ

লক্ষণসম্পন্ন দ্বিজগণের পূজা করিবে। যাঁহারা স্বদারনিরত, যাঁহাদের লেশ মাত্র দম্ভ-লোভ নাই, তাদৃশ দ্বিজেন্দ্রগণের পূজা করিতে হয়। যাহারা বিভিন্ন বৃত্তিপরায়ণ, পাপ, পতিত, শূদ্রসেবী, শূদ্রীসমাসক্ত; যাহাদের মন্দিরে বৃষলী বিচরণ করে; যাহারা পরোক্ষবাদী, দুষ্ট, গুরুনিন্দাপরায়ণ, বেদে দ্বেষ করাই যাহাদের স্বভাব এবং যাহারা হেতুবাদী ও বকধর্ম্মী; দান, ব্রত ও শ্রাদ্ধে ঈদৃশ দ্বিজগণ বর্জ্জনীয়। বরঞ্চ গায়ত্রী মাত্রের উপাসনাকারী সুযন্ত্রিত দ্বিজও শ্রেষ্ঠ, কিন্তু কুযন্ত্রী সর্ব্বভুক্ ও সর্ব্ববিক্রয়ী চতুর্ব্বেদী দ্বিজও শ্রেষ্ঠ নহে। যাহাদের গায়ত্রী মাত্র সার অবলম্বন, অথচ যাহারা সুযন্ত্রী তাদৃশ দ্বিজগণকেই অন্ন ও হিরণ্যাদি দানপূর্ব্বক পূজা করা কর্ত্তব্য। যে মানব ভক্তিপূর্ব্বক দ্বিজকে শয্যা, পাদুকা, বস্ত্র ও অনুত্তম ছত্র দান করে, সে স্বর্গে পূজিত হয়। এই তীর্থে প্রত্যক্ষ সুরভী কিংবা জলধেনু, ঘৃতধেনু, তিলধেনু অথবা মহিষীদান করিবে। যে ব্যক্তি এই তীর্থে কৃষ্ণাজিন, তিল, ঘৃত, কন্থা, ও পুস্তক দান করে, তাহার অক্ষয় লোক লাভ হয়। আমি সত্যই কহিতেছি, স্বর্গকামী মানব এখানে ধান্যাদি উপকরণ দ্বারা বৃষযুগলের খুরনিকর অলঙ্কৃত করিয়া দান করিবে। যে মানব সূত্র দ্বারা পরম ভক্তি সহকারে মন্দির কিংবা পরমেশকে বেষ্টন করে, তাহার দ্বীপ কিংবা শুভাবহ সমস্ত জগতের বেষ্টন করা হয়। হে ভারত! যে মানব ভক্তিপূর্ব্বক যথাবিধি মন্দির কিংবা পরমেশ্বরকে প্রদক্ষিণ করে, হে নৃপ! তাহার জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলী, কুশ, ক্রৌঞ্চ, কাশ, পুষ্কর এই সপ্তদ্বীপ ও লবণেক্ষু প্রভৃতি সপ্তসাগরবেষ্টিতা বসুন্ধরার প্রদক্ষিণ করা হয়। হে মহারাজ! দ্বীপেশ্বরতীর্থে বৃষোৎসর্গ কর্ত্তব্য, এই তীর্থে অরুণবর্ণ বৃষ উৎসর্গ করিয়া মানব মহেশলোক লাভ করে। যে বৃষের বক্ত্র, ললাট ও পাদচতুষ্টয় পাণ্ডুর এবং যাহার লাঙ্গুল শুভ্র, তাদৃশ বৃষই মানুষের স্বর্গপ্রদর্শক হয়। যাহার পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ সকল বিদ্যমান, তাহাকে নীল বৃষ কহে। হে ভারত! এইরূপ নীলবৃষদানে দাতার বৃষরোমসংখ্যক বৎসর স্বর্গে বাস হয়। ১৫৭—১৭১। হে রাজন্! ব্যাসতীর্থসেবী মানব তীর্থপ্রভাবে যথাক্রমে সৌর, শাঙ্কর, ব্রাহ্ম ও বৈষ্ণবলোকে অভিলাষানুসারে ভোগ করিয়া থাকে। অনন্তর ভক্তিপূর্ব্বক দ্বিজদম্পতীর পূজা করিয়া দ্বিজকে শুভ্র ও তৎপত্নীকে লোহিতবর্ণ বস্ত্র দান করত তাঁহাদিগকে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক কহিবে—জগদ্গুরু আমার প্রতি প্রীত হউন।

লোকে পরত্র চ ॥ ১৭৪ ॥ যমলোকে মহাঘোরে পতন্তং যোঽভিরক্ষতি । ইতিহাসপুরাণজ্ঞং বিষ্ণুভক্তং জিতেন্দ্রিয়ম্ ॥ ১৭৫ ॥ পূজয়েৎপরয়া ভক্ত্যা সামগং বা বিশেষতঃ । দ্বীপেশ্বরঞ্চ যে ভক্ত্যা স স্মরন্তি গৃহে স্থিতাঃ ॥ ১৭৬ ॥ ন তেষাং জায়তে শোকো ন হানির্ন চ দুষ্কৃতম্ । প্রথমং পূজয়েত্তত্র লিঙ্গং সিদ্ধেশ্বরং ততঃ ॥ ১৭৭ ॥ যত্র সিদ্ধো মহাভাগো ব্যাসঃ সত্যবতীসুতঃ । অস্যৈব পূজনাৎ সিদ্ধো ধারাসর্পো মহামতিঃ ॥ ১৭৮ ॥ তত্র তীর্থে তু যো রাজন্ প্রাণত্যাগং করোতি চ । সূর্য্যলোকমসৌ ভিত্ত্বা প্রয়াতি শিবসন্নিধৌ ॥ ১৭৯ ॥ সমাঃ সহস্রাণি চ সপ্ত বৈ জলে দশৈকমগ্নৌ পতনে চ ষোড়শ । মহাহবে ষষ্টিরশীতি গোগ্রহে হ্যনাশকে ভারত চাক্ষয়া গতিঃ ॥ ১৮০ ॥ পিতা পিতামহশ্চৈব তথৈব প্রপিতামহঃ । বায়ুভূতং নিরীক্ষন্তে হ্যাগচ্ছন্তং স্বগোত্রজম্ ॥ ১৮১ ॥ অস্মদ্গোত্রেঽস্তি কঃ সুপুত্রো যো নো দদ্যাত্তিলোদকম্ । কার্ত্তিক্যাঞ্চ বিশেষেণ বৈশাখ্যাং বা তথৈব চ ॥ ১৮২ ॥ স্বর্গতিঞ্চ প্রয়াস্যামস্তত্র তীর্থোপসেবনাৎ । এতত্তে কথিতং সর্ব্বং দ্বীপেশ্বরমনুত্তমম্ ॥ ১৮৩ ॥ যঃ পঠেৎ পরয়া ভক্ত্যা শৃণুয়াত্তদ্গতো নৃপ । সোঽপি পাপবিনির্ম্মুক্তো মোদতে শিবমন্দিরে ॥ ১৮৪ ॥ উষরং সর্ব্বতীর্থানাং নির্ম্মিতং মুনিপুঙ্গবৈঃ । কামপ্রদং নৃপশ্রেষ্ঠ ব্যাসতীর্থং ন সংশয়ঃ ॥ ১৮৫ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ব্যাসতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম সপ্তনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯৭ ॥

অষ্টনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ । ততো গচ্ছেত্তু রাজেন্দ্র প্রভাসেশ্বরমুত্তমম্ । বিখ্যাতং ত্রিষু লোকেষু স্বর্গসোপানমুত্তমম্ ॥১॥ যুধিষ্ঠির উবাচ । প্রভাসং তাত মে ক্রহি কথং জাতং মহাফলম্ । স্বর্গসোপানদং দৃষ্টং সঙ্ক্ষেপাৎ কথয়াশু মে ॥ ২ ॥ শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । দুর্ভগা রবিপত্নী চ প্রভা নামেতি বিশ্রুতা । তয়া চারাধিতঃ

কি ইহ, কি পর, কোন স্থানেই দ্বিজতুল্য বন্ধু নাই । মহাঘোর যমলোকে পতিত মানবকে দ্বিজই রক্ষা করিয়া থাকেন ; অতএব ইতিহাসজ্ঞ বিষ্ণুভক্ত জিতেন্দ্রিয়—বিশেষতঃ সামবেদী দ্বিজকে পরম ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করিবে । যাহারা গৃহে থাকিয়াও ভক্তিপূর্ব্বক দ্বীপেশ্বরের স্মরণ করে, তাহাদের কদাচ শোক, হানি ও পাপসঞ্চয় হয় না । তার পর প্রথমেই সিদ্ধেশ্বর লিঙ্গের পূজা করিবে, সত্যবতীসুত মহাভাগ ব্যাস এই সিদ্ধেশ্বর লিঙ্গসমীপে সিদ্ধ হইয়াছিলেন । ইহারই পূজা করিয়া মহামতি ধরাসর্প সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন । হে রাজন্ ! যে মানব এই তীর্থে তনুত্যাগ করে, সে সূর্য্যলোক ভেদ করিয়া শিবসন্নিধানে গমন করিয়া থাকে । হে ভারত ! ব্যাসতীর্থের জলে জীবন বিসর্জ্জন করিলে সপ্ত সহস্র বৎসর, অগ্নিতে একাদশ সহস্র বর্ষ, উচ্চস্থান হইতে পতনে ষোড়শ সহস্র বৎসর, মহাসমরে প্রাণত্যাগ করিলে ষষ্টি সহস্র বর্ষ, আর গোগ্রহে অশীতি সহস্র বৎসর এবং অনশনে তনুত্যাগ করিলে অক্ষয়া গতি লাভ হইয়া থাকে । সে যখন সূক্ষ্ম বায়বীয় দেহধারণপূর্ব্বক স্বর্গগমন করে তখন তাহার পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ ঔৎসুক্যনেত্রে তাহাকে নিরীক্ষণ করেন । তাঁহারা এইরূপ জল্পনা করেন যে,—আমাদের গোত্রে এমন তনয় কে আছে যে, কার্ত্তিক-পূর্ণিমায় বিশেষতঃ বৈশাখপূর্ণিমায় ব্যাসতীর্থে তিলোদক দান করিবে ? আমরা এই ব্যাসতীর্থের পুণ্যপ্রভাবে স্বর্গে গমন করিব ! হে নৃপ ! এই তোমার নিকট অনুত্তম দ্বীপেশ্বর তীর্থের সমস্ত প্রভাবই বর্ণন করিলাম । যে মানব তদ্গত হইয়া পরম ভক্তিসহকারে এই দ্বীপেশ্বর তীর্থের মাহাত্ম্য পাঠ বা শ্রবণ করে, সেও পাপবিমুক্ত হইয়া শিবমন্দিরে মুদিত হয় । হে নৃপসত্তম ! মুনিপুঙ্গব ব্যাস এই সর্ব্বতীর্থোত্তম কামদ ব্যাসতীর্থের নির্ম্মাতা ; এই তীর্থ উষর অর্থাৎ ক্ষারময় মৃত্তিকার ন্যায় মানবগণের অখিল মল বিধৌত করিয়া থাকে । ১৭২—১৮৫ ।

সপ্তনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯৭ ॥

অষ্টনবতিতম অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে রাজেন্দ্র ! অনন্তর অনুত্তম প্রভাসেশ্বর তীর্থে গমন করিবে । ত্রিলোকবিখ্যাত এই প্রভাসেশ্বর স্বর্গের সোপানস্বরূপ । যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে তাত ! কিরূপে স্বর্গসোপানদ মনোজ্ঞ প্রভাসতীর্থ মহাফলদ হইল ?

শঙ্করুগ্রেণ তপসা পুরা ॥ ৩ ॥ বায়ুভক্ষা স্থিতা বর্ষং বর্ষং ধ্যানপরায়ণা। ততস্তুষ্টো মহাদেবঃ প্রভায়াঃ পাণ্ডুনন্দন ॥ ৪ ॥ ঈশ্বর উবাচ। কস্মাৎ সন্তপ্যসে বালে কথ্যতাং যদ্বিবাঞ্ছিতম্। অহং হি ভাস্করোঽপ্যেকো নানাত্বং নৈব বিদ্যতে ॥ ৫ ॥ প্রভোবাচ। নান্যো দেবঃ স্ত্রিয়ঃ শম্ভো বিনা ভর্ত্রা কচিৎ প্রভো। সগুণো নির্গুণো বাপি ধনাঢ্যো বাপ্যকিঞ্চনঃ ॥ ৬ ॥ প্রিয়ো বা যদি বা দ্বেষ্যঃ স্ত্রীণাং ভর্ত্তৈব দৈবতম্। দুর্ভগত্বেন দগ্ধাহং সখীমধ্যে সুরেশ্বর। ভর্ত্তৃযোগসৌখ্যাস্মি তেন ক্লিশ্যামাহং ভৃশম্ ॥ ৭ ॥ ঈশ্বর উবাচ। বল্লভা ভাস্করস্যৈব মৎপ্রসাদাদ্ভবিষ্যসি ॥ ৮ ॥ পার্ব্বত্যুবাচ। অপ্রমাণং ভবদ্বাক্যং ভাস্করোঽপি করিষ্যতি। বৃথা ক্লেশো ভবেদস্যাঃ প্রভায়াঃ পরমেশ্বর ॥ ৯ ॥ উমাবাক্যান্মহেশান-ধ্যাতস্তিমিরনাশনঃ। আগতো গগনাত্তূর্ণং নর্ম্মদোত্তররোধসি ॥ ১০ ॥ ভানুরুবাচ। আহূতোঽস্মি কথং দেব অন্ধকাসুরনিষূদন ॥ ১১ ॥ ঈশ্বর উবাচ। প্রভাং পালয় ভো ভানো সন্তোষেণ পরেণ হি ॥ ১২ ॥ উমোবাচ। প্রভায়া মন্দিরে নিত্যং স্থীয়তাং তিমিরনাশন। অগ্রপত্নী সমস্তানাং ভার্য্যাণাং ক্রিয়তাং রবে ॥ ১৩ ॥ ভানুরুবাচ। এবং দেবি করিষ্যামি তব বাক্যং বরাননে। এতচ্ছ্রুত্বা প্রভা হৃষ্টা প্রত্যুবাচ মহেশ্বরম্ ॥ ১৪ ॥ প্রভোবাচ। স্বাংশেন স্থীয়তাং দেব মন্মথারে উমাপতে। একাংশঃ স্থাপ্যতামত্র তীর্থস্যোন্মীলনায় চ ॥ ১৫ ॥ শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। সর্ব্বদেবময়ং লিঙ্গং স্থাপিতং তত্র পাণ্ডব। প্রভাসেশ ইতি খ্যাতং সর্ব্বলোকেষু দুর্লভম্ ॥ ১৬ ॥ অন্যানি যানি তীর্থানি কালে তানি ফলন্তি বৈ। প্রভাসেশস্তু রাজেন্দ্র সদ্যঃ কামফলপ্রদঃ ॥ ১৭ ॥ মাঘমাসে সিতে পক্ষে সপ্তম্যাঞ্চ বিশেষতঃ। অশ্বং যঃ স্পর্শয়েত্তত্র যথোক্তব্রাহ্মণে নৃপ ॥ ১৮ ॥ ইন্দ্রত্বং প্রাপ্নুতে তেন ভাস্করত্বমথবা

সংক্ষেপে সত্বর আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। মার্কণ্ডেয় উত্তর করিলেন,—পূর্ব্বে প্রভানাম্নী প্রভাকরের এক বিখ্যাতা পত্নী ছিলেন। তিনি ভাগ্যদোষে দুর্ভগা হইয়া তীব্র তপস্যা দ্বারা শঙ্কর আরাধনা করেন। হে পাণ্ডুতনয়! প্রভা একবৎসর বায়ুভক্ষা ও একবৎসর ধ্যানপরায়ণা হইয়া হরের আরাধনা করিলে মহাদেব প্রভার প্রতি প্রীত হন। ঈশ্বর বলেন,—হে বালে! কি জন্য ভীষণ ক্লেশ করিতেছ, তোমার যাহা বক্তব্য, বল; আমিই ভাস্কর, আমি এক হইয়াও নানারূপে প্রকটিত হই; ইহা কি তুমি জান না? প্রভা উত্তর করিল,—শম্ভো! স্ত্রীজাতির স্বামী ব্যতীত অন্য কোন দেবতা নাই; সগুণ, নির্গুণ, ধনবান্ অকিঞ্চন, প্রিয়, দ্বেষ্য, যে কোনরূপই হউন না কেন, স্ত্রীর পতিই একমাত্র দেবতা। আমি সকল সখীগণ মধ্যে থাকিয়া দুর্ভাগ্যে দগ্ধ হইতেছি। আমি পতিসুখে বিমুখ; তাই ভীষণ তপ ক্লেশ সহ্য করিতেছি। ঈশ্বর কহিলেন—আমার প্রসাদে অচিরে তুমি তোমার পতির বল্লভা হইবে। তখন পার্ব্বতী পতির সমীপে উপবিষ্টা ছিলেন, তিনি কহিলেন,—হে মহেশ্বর! ভাস্কর আপনার বাক্য পালন করিবেন না, তাহে প্রভারও ক্লেশ বৃথা হইবে। তখন উমার বাক্যে মহেশ তিমিরারি রবিকে চিন্তা করিলেন। শঙ্করের স্মরণ মাত্রে তপন গগন হইতে অবতরণ করিয়া নর্ম্মদাতীরে উপনীত হইলেন। ভানু বলিলেন,—হে অন্ধকাসুরনিসূদন! আমাকে কি জন্য আহ্বান করিয়াছেন? ঈশ্বর উত্তর করিলেন,—হে ভানো! পরম সন্তোষ সহকারে প্রভাকে পালন কর। তখন উমা কহিলেন,—হে তিমিরনাশন! নিত্য প্রভার মন্দিরে বাস কর। হে দিবাকর! আমার ইচ্ছা যে সকল পত্নী আছে, তাহাদিগের মধ্যে প্রভাকেই প্রাধান্য দান কর। ১—১৩। ভানু কহিলেন,—হে বরাননে, দেবি! আপনার এ আদেশ অবশ্যই পালন করিব। বিভাকরের এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রভা বিভু মহেশ সমীপে আহ্লাদিত হইলে, প্রভা বলিলেন,—হে দেব! আপনি উমার স্বামী; মন্মথ আপনা দ্বারা মথিত হইয়াছে এই তীর্থের বিকাশার্থ আপনি স্বীয় একাংশে এই স্থানে অবস্থান করুন। মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে পাণ্ডব! অনন্তর সেই স্থানে সর্ব্বদেবময় মহেশলিঙ্গ স্থাপিত হইল অখিল লোক দুর্লভ সেই বিখ্যাত লিঙ্গের নাম হইল,—প্রভাসেশ। হে রাজেন্দ্র! অন্যান্য যে সকল তীর্থ আছে, তাহারা কালে ফলপ্রদ হয়, আর এই প্রভাসেশ সদাই কামফলপ্রদ হইয়া থাকেন। হে নৃপ! যে মানব মাঘ মাসে বিশেষতঃ শুক্লা সপ্তমীতে যোগ্য দ্বিজকে অশ্ব দান করে, তাহার ইন্দ্রত্ব কিংবা ভাস্করপদ লাভ হয়। হে

পদম্। স্নাত্বা পরময়া ভক্ত্যা দানং দদ্যাদ্দ্বিজা তয়ে ॥ ১৯ ॥ গোপ্রদাতা লভেৎ স্বর্গং সত্যলোকং বরেশ্বর। সর্ব্বাঙ্গসুন্দরীং শুভ্রাং ক্ষীরিণীং তরুণীং শুভাম্ ॥ ২০ ॥ সবৎসাং ঘণ্টাসংযুক্তাং কাংস্যপাত্রাবদোহিনীম্। দদতে যে নৃপশ্রেষ্ঠ ন তে যান্তি যমালয়ম্ ॥ ২১ ॥ অথ যঃ পরয়া ভক্ত্যা স্নানং দেবস্য কারয়েৎ। স প্রাপ্নোতি পরং লোকং যাবদাভূতসংপ্লবম্ ॥ ২২ ॥ দৌর্ভাগ্যং নাশমায়াতি স্নানমাত্রেণ পাণ্ডব। তত্র তীর্থে তু যো ভক্ত্যা কন্যাদানং প্রযচ্ছতি ॥ ২৩ ॥ ব্রাহ্মণায় বিবাহেন দাপয়েৎ পাণ্ডুনন্দন। সমানবয়সে দেয়া কুলশীলধনৈস্তথা ॥ ২৪ ॥ যে দদন্তে মহারাজ হ্যপি পাতকসংযুতাঃ। তেষাং পাপানি লীয়ন্তে উদকে লবণং যথা ॥ ২৫ ॥ স্বামিদ্রোহকরং পাপ নিক্ষেপস্যাপহারিণি। মিত্রঘ্নে চ কৃতঘ্নে চ কূটসাক্ষ্যসমুদ্ভবম্ ॥ লিঙ্গারামোদ্যানভেদোত্থং পরদারনিষেবণম্। বার্দ্ধুষিকস্য যৎপাপং যৎপাপং স্তেয়সম্ভবম্ ॥ ২৭ ॥ কূপভেদোদ্ভবং যচ্চ বৈড়ালব্রতধারিণঃ। দাম্ভিকং বৃক্ষচ্ছেদোত্থং বিবাহস্য নিষেধজম্ ॥ ২৮ ॥ আরামস্য তরুচ্ছেদমগম্যাগমনোদ্ভবম্। স্বভার্য্যাত্যজনে যচ্চ পরভার্য্যাসমীহনাৎ ॥ ২৯ ॥ ব্রহ্মস্বহরণে যচ্চ গরদে গোবিঘাতিনি। বিদ্যাবিক্রয়ণোত্থং চ সংসর্গাদ্যচ্চ পাতকম্ ॥ ৩০ ॥ শ্ববিড়ালবধাদ্ঘোরং সর্পশূদ্রোদ্ভবং তথা। ভূমিহর্ত্তুশ্চ যৎপাপং ভূমিহারিণি চৈব হি ॥ ৩১ ॥ মা দদস্বেতি যৎপাপং গোবহ্নিব্রাহ্মণেষু চ। তৎপাপং যাতি বিলয়ং কন্যাদানেন পাণ্ডব ॥ ৩২ ॥ স গত্বা ভাস্করং লোকং রুদ্রলোকে শুভে ব্রজেৎ। ক্রীড়তে রুদ্রলোকস্থো যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ ॥ ৩৩ ॥ সর্ব্বপাপক্ষয়ে জাতে শিবে ভবতি ভাবনা। এতাদ্বৈ প্রতি যস্তীর্থং প্রভাসং পাণ্ডুনন্দন ॥ ৩৪ ॥ সর্ব্বতীর্থফলং প্রাপ্য সোঽশ্বমেধফলং লভেৎ। গোপ্রদানং মহাপুণ্যং সর্ব্বপাপক্ষয়ং পরম্। প্রশস্তং সর্ব্বকালং হি চতুর্দ্দশ্যাং বিশেষতঃ ॥ ৩৫ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে প্রভাসতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং
নামাষ্টনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯৮ ॥

প্রভুবর। প্রভাসেশ তীর্থে স্নান করিয়া ভক্তিভরে দান করিতে হয়। আর যে মানব এই তীর্থে গো দান করে, তাহার স্বর্গ এমন কি সত্যলোক পর্য্যন্ত লাভ হইয়া থাকে। যাহারা প্রভাসেশ তীর্থে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী, শুভ্রা, ক্ষীরিণী, শুভাবহা সবৎসা তরুণী ধেনুকে ঘণ্টাভূষণভূষিতা ও কাংস্য দোহনপাত্রে যুক্তা করিয়া দান করে, হে নৃপসত্তম। যমপুরে তাহারা গমন করে না। আর যে মানব পরম ভক্তি সহকারে প্রভাসেশকে স্নান করায়, কল্পকাল পর্য্যন্ত সেই ব্যক্তি উত্তমলোকে বাস করিয়া থাকে। হে পাণ্ডব। স্নানমাত্রেই মানবের দৌর্ভাগ্য বিনষ্ট হয়। প্রভাসেশ তীর্থে বৈবাহিক বিধি অনুসারে দ্বিজকে ভক্তিপূর্ব্বক কন্যাদান করিতে হয়। সমানবয়া, কুলশীল ও ধনসম্পন্ন দ্বিজকেই প্রভাসেশ তীর্থে কন্যাদান কর্ত্তব্য। হে মহারাজ। যাহারা যথোক্ত বিধানানুসারে প্রভাসেশে কন্যা দান করে, পাপযুক্ত হইলেও জলে লবণ বিলীন হওয়ার ন্যায় তাহাদের অখিল কলুষ বিলীন হইয়া থাকে। স্বামিদ্রোহী, গচ্ছিতহারী, মিত্রঘ্ন, কূটসাক্ষ্যদাতা, আরাম ও উদ্যানভেদী, পরদারসেবী, কুসীদজীবী, চৌর্য্যপরায়ণ, কূপভেদী, বিড়ালব্রতী, দাম্ভিক, বৃক্ষচ্ছেদী, বিবাহভঙ্গকারী, আরামতরুচ্ছেদী, অগম্যাগামী, স্বভার্য্যাপরিত্যাগী, পরনারীলোভী, ব্রহ্মস্বাপহারী, বিষদাতা, গোঘাতী, বিদ্যাবিক্রয়ী, সংসর্গদোষদুষ্ট, কুক্কুর ও বিড়ালঘাতী, সর্প ও শূদ্রঘাতী, ভূমিহর্ত্তা, ভূমিহরণশীল এবং যাহারা, গো বহ্নি ও ব্রাহ্মণকে দানকালে দাতাকে নিষেধ করে; হে পাণ্ডব! এই তীর্থে কন্যাদান করিলে তাহাদের অখিল কলুষ বিলীন হয়। প্রভাসেশতীর্থে কন্যাদাতা দিবাকরলোক ভেদ করিয়া শুভাবহ শঙ্করলোকে গমন করে ও চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের অধিকার কাল যাবৎ সে শিবলোকে ক্রীড়া করিয়া থাকে। তাহার সমস্ত পাপ ক্ষয় হয় এবং শিবে তাহার ভাবনা নিবদ্ধ থাকে। হে পাণ্ডুনন্দন! যে মানব এই প্রভাসেশতীর্থে গমন করে, তাহার সর্ব্বতীর্থফল হয়, এমন কি সেই মানব অশ্বমেধফল লাভ করিয়া থাকে। সর্ব্বপাপ-ক্ষয়কর গোদান মহাপুণ্যজনক। এই দান সকল কালেই প্রশস্ত; বিশেষতঃ চতুর্দ্দশী তিথিতে গোদান সমধিক প্রশস্ত বলিয়া শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ১৯—৩৫।

অষ্টনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯৮ ॥

———

নবনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহীপাল নর্ম্মদাদক্ষিণে তটে। স্থাপিতং বাসুকীশং তু সমস্তাঘৌঘনাশনম্॥ ১॥ যুধিষ্ঠির উবাচ। কস্মাচ্চ কারণাত্তাত রেবায়া দক্ষিণে তটে। বাসুকীশ-স্থাপিতো বৈ বিস্তরাদ্বদ মে গুরো॥ ২॥ শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। এতৎ সর্ব্বং সমাস্থায় নৃত্যং শম্ভুশ্চকার বৈ॥ ৩॥ শ্রমাদ্জায়ত স্বেদো গঙ্গাতোয়-বিমিশ্রিতম্। পতন্তমুরগোঽশ্নাতি হরমৌলিবিনি-র্গতম্॥ ৪॥ মন্দাকিনী ততঃ ক্রুদ্ধা ব্যালস্যোপরি ভারত। প্রাপ্নুহ্যজগরত্বং হি ভুজঙ্গ ক্ষুদ্রজন্তুক॥ ৫ বাসুকিরুবাচ। অনুগ্রাহ্যোঽস্মি তে পাপো দুর্নয়ো-হহং হরাদৃতে। ত্রৈলোক্যপাবনী পুণ্যা সরিত্ত্বং শুভলক্ষণা॥ ৬॥ সংসারচ্ছেদনকরী আর্ত্তানামার্ত্তি-নাশিনী। স্বর্গদ্বারে স্থিতা ত্বং হি দয়াং কুরু ময়ী-শ্বরি॥ ৭॥ গঙ্গোবাচ। কুরুষ্ব বিপুলং বিন্ধ্যং তপস্ত্বং শঙ্করং প্রতি। ততঃ প্রাপ্স্যসি স্বং স্থানং পন্নগত্বং মমাজ্ঞয়া॥ ৮॥ শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। ততো-হসৌ ত্বরিতো বিন্ধ্যং নাগো গত্বা নগং শুভম্। তপস্তপ্তুং সমারেভে শঙ্করারাধনোদ্যতঃ॥ ৯॥ নিত্যং দধ্যৌ মহাদেবং ত্র্যক্ষং ডমরুকোদ্যতম্। ততো বর্ষশতে পূর্ণ উপরুদ্ধে জগদ্গুরুঃ। আগত্য-স্তৎসমীপং তু শ্লক্ষ্ণাং বাচমুদাহরৎ॥ ১০॥ বরং বরয় মে বৎস পন্নগ ত্বং যদীচ্ছসি॥ ১১॥ বাসুকি-রুবাচ। যদি তুষ্টোঽসি মে দেব বরং দাস্যসি শঙ্কর। প্রসাদাত্তব দেবেশ ভূয়ান্নিষ্পাপতা মম। তীর্থং কিঞ্চিৎ সমাখ্যাহি সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্॥ ১২॥ ঈশ্বর উবাচ। পন্নগ ত্বং মহাবাহো রেবাং গচ্ছ শুভঙ্করীম্। যাম্যে তস্যাস্তটে পুণ্যে স্নানং কুরু যথাবিধি॥ ১৩॥ ইত্যুক্ত্বান্তর্দধে দেবো বাসুকি-স্ত্বরযান্বিতঃ। রূপেণাজগরেণৈব প্রবিষ্টো নর্ম্মদা-জলম্॥ ১৪॥ মার্গেণ তস্য সঞ্জাতং জাহ্নব্যাঃ স্রোত উত্তমম্। নিষ্কৃতিকল্মষ সর্পো বভূতো নর্ম্মদাজলে॥ ১৫॥ স্থাপিতঃ শঙ্করস্তত্র নর্ম্মদায়াং যুধিষ্ঠির। ততো নাগেশ্বরং লিঙ্গং প্রসিদ্ধং পাপ-নাশনম্॥ ১৬॥ অষ্টম্যাং বা চতুর্দ্দশ্যাং স্নানেন-

নবনবতিতম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে মহীপাল! অনন্তর বাসুকীশ তীর্থে গমন করিবে। এই তীর্থ নর্ম্মদার দক্ষিণতটে অবস্থিত ও এই তীর্থ পাপরাশি-নাশক। যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন,—গুরো! কি কারণে রেবার দক্ষিণতীরে বাসুকীশ তীর্থ স্থাপিত হইল? বিস্তারপূর্ব্বক বলুন। মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—একদা নর্ম্মদাতীরে মহাদেব নৃত্য করেন। নৃত্যশ্রমে তাঁহার স্বেদ বিনির্গত হয় ও জাহ্নবীজলে মিশ্রিত হইয়া স্বেদবারি ক্ষরিত হইতে থাকে। অনন্তর সর্পরাজ বাসুকি, হরমৌলিগলিত সেই স্বেদজল পান করে; হে ভারত! তখন গঙ্গাদেবী উহার প্রতি রুষ্ট হন এবং বলেন,—রে ক্ষুদ্রজীব! তুই অজ-গরত্ব প্রাপ্ত হইবি। বাসুকি কহিল,—ভববল্লভে! আপনি শুভলক্ষণা পুণ্যানদী গঙ্গা, আমি পাপ ও দুর্নয়, আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। হে মহেশ্বরি! আপনি সংসারবন্ধন ছিন্ন করেন, আপনি পীড়িত ব্যক্তিগণের পাপনাশিনী; স্বর্গদ্বারে আপনার বাস, আমার প্রতি কৃপা করুন। গঙ্গা কহিলেন,—তুমি বিশাল বিন্ধ্যপর্ব্বতে গমন করিয়া শঙ্করের প্রীতি-কামনায় তপশ্চরণ কর, তারপর আমার আদেশে পন্নগত্ব ও স্বীয় আশ্রয় স্থান প্রাপ্ত হইবে। মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—অনন্তর বাসুকি সুশোভন বিন্ধ্য-গিরিতে গমন করিয়া গিরিশের আরাধনায় প্রবৃত্ত হয় এবং সতত ধ্যানপরায়ণ হইয়া ডমরুকর ত্রিনয়-নের সন্তোষসাধনার্থ তপস্যা করেন। এই-রূপ বাসুকির শতবর্ষ পূর্ণ হইলে গৌরীর অনুরোধে জগদ্গুরু হর বাসুকিসমীপে উপনীত হইয়া মৃদুমধুর বাক্যে বলিলেন,—হে বৎস! আমার প্রতি তোমার আদর প্রচুর; হে পন্নগ! বর প্রার্থনা কর। বাসুকি কহিলেন,—হে দেব! যদি আমার প্রতি প্রীত হইয়া থাকেন আর যদি আমাকে বর প্রদান করেন, তবে হে শঙ্কর! আপনার প্রসাদে আমার পাপ বিদূরিত হউক। হে দেবেশ! আমার প্রতি পাপবিনাশন কোন এক তীর্থের বিষয় উপদেশ প্রদান করুন। ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাবাহো পন্নগ! শুভঙ্করী রেবার পুণ্য দক্ষিণ তীরে গমন করিয়া যথাবিধি স্নান কর। শঙ্কর এইরূপ কহিয়া অন্তর্হিত হইলেন, এদিকে বাসুকিও ত্বরান্বিত হইয়া অজগর-শরীরেই রেবানীরে প্রবেশ করিলেন। ১—১৪ বাসুকির গমনকালে পথিমধ্যে জাহ্নবীজলের উত্তম স্রোত প্রবাহিত হইল। সর্প বাসুকি ও নর্ম্মদানীরসংসর্গে বিগতপাপ হইয়া নর্ম্মদা-তীরে শঙ্করলিঙ্গ-প্রতিষ্ঠা করিলেন। হে যুধিষ্ঠির! অনন্তর সর্ব্বপাপনাশন নাগেশ্বরলিঙ্গ প্রসিদ্ধিলাভ করিল। যে মানব অষ্টমী ও চতুর্দ্দশীদিনে মনুষ্যাব

মথনা শিবম্ বিমুক্তকল্মষঃ সদ্যো জায়তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৮ ॥ অপুত্রা যে নরাঃ পার্থ স্নানং কুর্ব্বন্তি সঙ্গমে। তে লভন্তে সুতান্ শ্রেষ্ঠান্ কার্ত্তবীর্য্যোপমান্ শুভান্ ॥ ১৮ ॥ শ্রাদ্ধং তত্রৈব যঃ কুর্য্যাদুপবাসপরায়ণঃ। কুর্ব্বন্ প্রমোচয়েৎ প্রেতান্নরকান্নৃপনন্দন ॥ ১৯ ॥ সর্পাণাং চ ভয়ং বংশে জ্ঞাতিবর্গে ন জায়তে। নির্দ্দোষং নন্দতে তস্য কুলং নাগপ্রসাদতঃ ॥ ২০ ॥ এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং তব স্নেহান্নৃপোত্তম ॥ ২১ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে নাগেশ্বরতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম নবনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯৯ ॥

শততমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহীপাল তীর্থং পরমশোভনম্। মার্কণ্ডেশমিতি খ্যাতং নর্ম্মদাদক্ষিণে তটে ॥ ১ ॥ উত্তমং সর্ব্বতীর্থানাং দক্ষিণেনাধিষ্ঠিতং শিবম্। গুহ্যাদ্গুহ্যতরং পুত্র নাখ্যাতং কস্যচিন্ময়া ॥২॥ স্থাপিতং তু ময়া পূর্ব্বং স্বর্গসোপানসন্নিভম্। জ্ঞানং তত্রৈব মে জাতং প্রসাদাচ্ছঙ্করস্য চ ॥ ৩ ॥ সন্তস্তত্রৈব যো গত্বা দ্রুপদাময়ৃক্জলে জপেৎ। স পাতকৈরশেষৈশ্চ মুচ্যতে পাণ্ডুনন্দন ॥ ৪ ॥ বাচিকৈর্ম্মানসৈশ্চৈব কর্ম্মজৈরপি পাতকৈঃ। পিণ্ডিকাং চাপ্যবষ্টভ্য যাম্যামাশাঞ্চ সংস্থিতঃ ॥ ৫ ॥ যোঽর্চ্চয়েচ্ছূলিনং ভক্ত্যা দ্বাত্রিংশদ্বাহুরূপিণম্। দেহপাতে শিবং গচ্ছেদিতি মে নিশ্চয়ো নৃপ ॥ ৬ ॥ আজ্যেন বোধয়েদ্দীপমষ্টম্যাং নিশি ভারত। স্বর্গলোকমবাপ্নোতি ইত্যেবং শঙ্করোঽব্রবীৎ ॥ ৭ ॥ শ্রাদ্ধং তত্রৈব যো ভক্ত্যা কুর্ব্বীত নৃপনন্দন। পিতরস্তস্য তৃপ্যন্তি যাবদাভূতসম্প্লবম্ ॥ ৮ ॥ ইঙ্গুদৈর্বদরৈর্বিল্বৈরক্ষতৈর্জলেন বা। তর্পয়েত্তত্র যো বংশ্যানাপ্নুয়াজ্জন্মনঃ ফলম্ ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে মার্কণ্ডেশ্বরতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম শততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০০ ॥

মহাদেবের ধ্যান করায়, সে সদ্য পাপ-বিমুক্ত হয়, সংশয় নাই। হে পার্থ! যে সকল অপুত্রক মানব সঙ্গমে স্নান করে, তাহারা কার্ত্তবীর্য্যোপম মনোজ্ঞ তনয় লাভ করে। হে নৃপনন্দন! এই তীর্থে শ্রাদ্ধও কর্ত্তব্য, উপবাসপরায়ণ হইয়া শ্রাদ্ধ করিলে তদীয় প্রেত পিতৃগণ নরক হইতে বিমুক্ত হন। বাসুকিতীর্থে শ্রাদ্ধকর্ত্তার সর্পভয় থাকে না এমন কি তদীয় জ্ঞাতিবর্গও ভুজঙ্গভয়বিমুক্ত হন। নাগপ্রসাদে তাহার কুল দোষবিমুক্ত হইয়া বর্দ্ধিত হয়। হে নৃপোত্তম! এই আমি তোমার প্রতি স্নেহানুরক্ত হইয়া বাসুকিতীর্থের সকল ফল বর্ণন করিলাম। ১৮—২১।

নবনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯৯ ॥

শততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে মহীপাল! অনন্তর এখান হইতে মার্কণ্ডেশ তীর্থে গমন করিবে। এই মার্কণ্ডেশ তীর্থ পরম মুক্তিপ্রদ ও নর্ম্মদার দক্ষিণতটে অবস্থিত। এই [illegible] তীর্থ [illegible]। [illegible] ইহার [illegible]। হে [illegible] মার্কণ্ডেশ তীর্থ ইতঃপূর্ব্বে আমি কাহারও নিকট ব্যক্ত করি নাই; স্বর্গসোপান-সন্নিভ এই মার্কণ্ডেশ তীর্থ আমারই প্রতিষ্ঠিত আর শঙ্করপ্রসাদে আমি এই তীর্থেই জ্ঞান লাভ করিয়াছি। হে পাণ্ডুতনয়! অন্য যে কেহ এই মার্কণ্ডেশ তীর্থের অন্তর্জলে অবস্থানপূর্ব্বক "দ্রুপদাদি" মন্ত্র জপ করে, সে কায়িক, বাচিক, মানস ও কর্ম্মজ অশেষ কলুষ হইতে মুক্ত হয়। মহাদেব এখানে দক্ষিণদিকে বিদ্যমান এবং তিনি পাদদ্বয়ের গুল্ফ ভাগের পিণ্ডিকাকার স্থানে ভর করিয়া বিরাজ করিতেছেন। হে নৃপ! যে মানব দ্বাত্রিংশৎ বাহুধর মহাদেবকে ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করিয়া শিব সমীপে তনুত্যাগ করে,—আমার নিশ্চিতই মনে হয়—তাহার শিবপ্রাপ্তি হয়। হে ভারত! অষ্টমীনিশাতে ঘৃত দ্বারা শিবসমীপে দীপ প্রজ্বালিত করিতে হয়। শঙ্কর কহিয়াছেন—এইরূপ [illegible] শিবালয় প্রাপ্ত হন। হে নৃপনন্দন! মানব এই তীর্থে ইঙ্গুদ, বদর, বিল্ব ও অক্ষত [illegible] শ্রাদ্ধ করে, কল্পকাল পর্য্যন্ত তদীয় [illegible] তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকেন। মার্কণ্ডেশতীর্থে [illegible] পিতৃগণের তর্পণ করিলেও মানব [illegible]

শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥

একাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। ততো গচ্ছেত্তু রাজেন্দ্র তীর্থং পরমশোভনম্। উত্তরে নর্ম্মদাকূলে যজ্ঞবাটস্য মধ্যতঃ॥ ১॥ সঙ্কর্ষণমিতি খ্যাতং পৃথিব্যাং পাপনাশনম্। তপশ্চীর্ণং পুরা রাজন বলভদ্রেণ তত্র বৈ॥ ২॥ গীর্ব্বাণা অপি তত্রৈব সন্নিধৌ নৃপনন্দন। উময়া সহিতঃ শম্ভুঃ স্থিতস্তত্রৈব কেশবঃ॥ ৩॥ বলভদ্রেণ রাজেন্দ্র প্রাণিনামুপকারতঃ। স্থাপিতঃ পরয়া ভক্ত্যা শঙ্করঃ পাপনাশনঃ॥ ৪॥ যস্তত্র স্নাতি বৈ ভক্ত্যা জিতক্রোধো জিতেন্দ্রিয়ঃ। একাদশ্যাং সিতে পক্ষে মধুনা স্নাপয়েচ্ছিবম্॥ ৫॥ শ্রাদ্ধং তত্রৈব যো ভক্ত্যা পিতৃণামথ দাপয়েৎ। স যাতি পরমং স্থানং বলভদ্রবচো যথা॥ ৬॥

ইতি শ্রীস্কান্দে সঙ্কর্ষণতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈকাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥১০১॥

একাধিকশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে রাজেন্দ্র! অনন্তর বিখ্যাত পরম শোভন সঙ্কর্ষণ তীর্থে গমন করিবে, এই তীর্থ নর্ম্মদার উত্তর কূলে যজ্ঞবাট মধ্যে অবস্থিত। এই সঙ্কর্ষণতীর্থই পৃথিবীমধ্যে একমাত্র পাপনাশন। হে রাজন! পুরাকালে বলভদ্র এই স্থানে তপস্যা করিয়াছিলেন, দেবগণ সতত এই তীর্থে সন্নিহিত এবং হে নৃপনন্দন! কেশব ও সহোম মহাদেব এই সঙ্কর্ষণ তীর্থে বাস করেন। হে রাজেন্দ্র! প্রাণিগণের উপকারার্থ বল-ভদ্র এই তীর্থে পরম ভক্তি সহকারে পাপনাশন শঙ্করলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। যে জিতক্রোধ জিতেন্দ্রিয় মানব এই সঙ্কর্ষণ তীর্থে অবগাহন করে, বিশেষতঃ শুক্লা একাদশী দিবসে মধু দ্বারা মহাদেবকে স্নান করায় এবং ভক্তিপূর্ব্বক পিতৃগণের শ্রাদ্ধ করে, বল-ভদ্র বলিয়াছেন,—তাহার উত্তম স্থানে গতি হয়। ১—৬।

একাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।১০১।

দ্ব্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ। মন্মথেশং ততো গচ্ছেৎ সর্ব্বদেবনমস্কৃতম্। স্নানমাত্রান্নরো রাজন যমলোকং ন পশ্যতি॥ ১॥ অনপত্যা যা চ নারী স্নায়াদ্বৈ পাণ্ডুনন্দন। পুত্রং সা লভতে পার্থ সত্যসন্ধং দৃঢ়ব্রতম্॥ ২॥ তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্ শুচিঃ প্রযতমানসঃ। উপোষ্য রজনীমেকাং গোসহস্রফলং লভেৎ॥ ৩॥ কামিকং তীর্থরাজং তু তাদৃশং ন ভবিষ্যতি। ত্রিরাত্রং কুরুতে রাজন্ স গোলক্ষফলং লভেৎ॥ ৪॥ তত্র নৃত্যং প্রকর্ত্তব্যং তুষ্যতে পরমেশ্বরঃ। গীতবাদিত্রনির্ঘোষৈ রাত্রৌ জাগরণেন চ॥৫॥ এরণ্ড্যাং চ মহাদেবো দৃষ্টো মে মন্মথেশ্বরঃ। কিং সমর্থো যমো রুষ্টো ভদ্রো ভদ্রাণি পশ্যতি॥ ৬॥ কামেন স্থাপিতঃ শম্ভুরেতস্মাৎ কামদো নৃপ। সোপানং স্বর্গমার্গস্য পৃথিব্যাং মন্মথেশ্বরঃ॥ ৭॥ বিশেষশ্চাত্র সন্ধ্যায়াং শ্রাদ্ধদানে চ ভারত। অন্নদানেন রাজেন্দ্র কীর্ত্তিতং ফলমুত্তমম্॥ ৮॥ এতত্তে

দ্ব্যধিকশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন—অনন্তর সর্ব্বদেবনমস্কৃত মন্মথেশ তীর্থে গমন করিবে, হে রাজন্! এই মন্মথেশ তীর্থে স্নান মাত্রেই মানব যমলোক জয় করে, তাহার আর যমসদন দর্শন হয় না। হে পাণ্ডুনন্দন! অপুত্রা নারীও এই তীর্থে স্নান করিয়া সত্যসন্ধ দৃঢ়ব্রত তনয় লাভ করে। হে রাজন্! প্রযতমনা শুচি মানব এই তীর্থে স্নান ও এক রজনী জাগরণ করিয়া গোসহস্র দানের ফল প্রাপ্ত হয়। তীর্থরাজ মন্মথেশ মানবগণের কামদ; এরূপ তীর্থ আর নাই। যে মানব মন্মথেশ তীর্থে ত্রিরাত্র জাগরণ করে, তাহার লক্ষগোদানের ফল হইয়া থাকে। পরমেশ্বরের প্রীতির জন্য এই তীর্থে নৃত্য করিবে ও গীতবাদিত্রনির্ঘোষসহকারে রজনী-জাগরণ করিবে। আমি এরণ্ডী ক্ষেত্রে মন্মথেশ মহাদেবকে দর্শন করিয়াছি। যে মানব এরণ্ডী-ক্ষেত্রে মন্মথেশের দর্শন করে, যম তাহার প্রতি রুষ্ট হন না; পরন্তু সে কল্যাণই দর্শন করে। হে নৃপ! কাম এই মন্মথেশকে প্রতিষ্ঠিত করেন, এই জন্য এই মহাদেব লিঙ্গ কামদ হইয়াছেন। এই ভূতলগত মন্মথেশ স্বর্গের সোপানস্বরূপ। ১—৭। হে ভারত! এই তীর্থে সকল ক্রিয়াই ফলদ হয়। বিশেষত এই তীর্থে সন্ধ্যাবন্দন, শ্রাদ্ধ ও অন্নাদি দানের

সর্ব্বমাখ্যাতং তব ভক্ত্যা তু ভারত। পৃথিব্যাং সাগরান্তায়াং প্রখ্যাতো মন্মথেশ্বরঃ॥ ৯॥ গোদানং পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ ত্রয়োদশ্যাং প্রকারয়েৎ। চৈত্রে মাসি সিতে পক্ষে তত্র গত্বা জিতেন্দ্রিয়ঃ॥ ১০॥ রাত্রৌ জাগরণং কৃত্বা দেবস্যাগ্রে নৃপোত্তম। দীপং ভক্ত্যা ঘৃতেনৈব দেবস্যাগ্রে নিবেদয়েৎ॥ ১১॥ স্ত্রীযথ বা পুরুষো বাপি সমমেতৎফলং স্মৃতম্॥ ১২॥

ইতি শ্রীস্কান্দে মন্মথেশ্বরতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম দ্ব্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১০২॥

ত্র্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহীপাল এরণ্ডীসঙ্গমং পরম্। যচ্ছ্রুতং বৈ ময়া রাজন্ শিবস্য বদতঃ পুরা॥ ১॥ এতদেব পুরা প্রশ্নং গৌর্য্যা পৃষ্টস্তু শঙ্করঃ। প্রোবাচ নৃপশার্দ্দূল গুহ্যাদ্ গুহ্যতরং শুভম্॥ ২॥ ঈশ্বর উবাচ। শৃণু দেবি পরং গুহ্যং নাখ্যাতং কস্যচিন্ময়া। রেবায়াশ্চোত্তরে কূলে তীর্থং পরমশোভনম্। ভ্রূণহত্যাহরং দেবি কামদং পুত্রবর্দ্ধনম্॥ ৩॥ পার্ব্বত্যুবাচ। কথমস্য মহাদেব তীর্থং পরমশোভনম্। ভ্রূণহত্যাহরং কস্মাৎকামদং স্বর্গদর্শনম্॥ ৪॥ ঈশ্বর উবাচ। অত্রির্নাম মহাদেবি মানসো ব্রহ্মণঃ সুতঃ। অগ্নিহোত্ররতো নিত্যং দেবতাতিথিপূজকঃ॥ ৫॥ সোমসংস্থাশ্চ সপ্তৈব কৃতা বিপ্রেণ পার্ব্বতি। অনসূয়েতি বিখ্যাতা ভার্য্যা তস্য গুণান্বিতা॥ ৬॥ পতিব্রতা পতিপ্রাণা পত্যুঃ কার্য্যহিতে রতা। এবং যাতি ততঃ কালে ন পুত্রো ন চ পুত্রিকা॥ ৭॥ অপরাহ্ণে মহাদেবি সুখাসীনৌ তু সুন্দরি। বদতো সুখদুঃখানি পূর্ব্ববৃত্তানি যানি চ॥ ৮॥ অত্রিরুবাচ। সৌম্যে শুভে প্রিয়ে কান্তে চারুসর্ব্বাঙ্গসুন্দরি। বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে পদ্মপত্রনিভেক্ষণে॥ ৯॥ পূর্ণচন্দ্রনিভাকারে পৃথুশ্রোণিভরালসে। ন ত্বয়া সদৃশী নারী ত্রৈলোক্যে সচরাচরে॥ ১০॥ রতিপুত্রফলা নারী পঠ্যতে

ফল অত্যুত্তম কথিত হইয়া থাকে। হে ভারত! তোমার ভক্তি দর্শনে প্রীত হইয়া এই আমি তোমার নিকট মন্মথেশ তীর্থের অখিল অনুত্তম ফল বর্ণন করিলাম। এই মন্মথেশ সাগরান্ত বসুন্ধরা মধ্যে সর্বাধিক বিখ্যাত। হে পাণ্ডবপ্রবর! এই তীর্থে ত্রয়োদশীদিনে গোদান কর্ত্তব্য। হে নৃপোত্তম! জিতেন্দ্রিয় মানব চৈত্রমাসে মন্মথেশ তীর্থে গমনপূর্ব্বক শুক্লা ত্রয়োদশীর দিনে দেবসমীপে নিশাজাগরণ করিবে ও ভক্তিপূর্ব্বক ঘৃত দ্বারা দীপ প্রজ্বালিত করিয়া দান করিবে। এই জাগরণ ও দীপদান স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই তুল্যফলদ হয়।৮—১২।

দ্ব্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১০২।

ত্র্যধিকশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে মহীপাল! অনন্তর শ্রেষ্ঠ এরণ্ডীসঙ্গমে গমন করিবে। পূর্ব্বে শিব এই এরণ্ডী ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন, হে রাজন্! আমি তাঁহারই মুখে এই তীর্থ কথাশ্রবণ করিয়াছি। পুরাকালে পার্ব্বতী শঙ্করকে এই এরণ্ডীসঙ্গম সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন। হে নৃপশার্দ্দূল! পার্ব্বতীর প্রশ্নে শঙ্কর এই গুহ্য হইতেও গুহ্যতর, ও শুভাবহ এরণ্ডীসঙ্গমের মাহাত্ম্য, বর্ণন করিয়াছিলেন ঈশ্বর বলেন,—হে দেবি! শ্রবণ কর। এই তীর্থ গুহ্য হইতেও গুহ্যতর। আমি ইতঃপূর্ব্বে এই এরণ্ডীসঙ্গমমাহাত্ম্য কাহারও নিকট প্রকাশ করি নাই। দেবি! ভ্রূণহত্যাহর পরমশোভন কামদ এরণ্ডীতীর্থ রেবার উত্তরকূলে বিদ্যমান। পার্ব্বতী জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে মহাদেব দেব! পরম শোভন এরণ্ডীসঙ্গম কি করিয়া ভ্রূণহত্যাহর,কামদ ও স্বর্গপ্রদর্শক হইল? এই সকল আমার নিকট বলুন শঙ্কর উত্তর করিলেন,—হে মহাদেবি! অত্রি নামে এক মহর্ষি ছিলেন। তিনি ব্রহ্মার মানসতনয়। অগ্নিহোত্ররত দেবতা ও অতিথিপূজক মহর্ষি অত্রি সাতটী সোমসংস্থান করিয়াছিলেন। পার্ব্বতি! তাহার পত্নী বিখ্যাতা অনসূয়া। অনসূয়া গুণান্বিতা, পতিব্রতা, পতিপ্রাণা ও পতিহিতকার্য্যে নিরতা ছিলেন। বহুকাল অতীত হইলে, অত্রি পুত্র কিংবা পুত্রিকা লাভ করিলেন না। হে মহাদেবি! হে সুন্দরি! একদা অত্রি ও অত্রিপত্নী অনসূয়া অপরাহ্ণ সময়ে সুখোপবিষ্ট হইয়া পরস্পর পূর্ব্বজাত সুখদুঃখের কথোপকথন করেন। অত্রি বলেন, —শুভে! সৌম্যবদনে! তুমি আমার প্রিয় পত্নী তোমার সর্ব্বাঙ্গ রুচির। বিদ্যা বিনয় কিছুরই তোমার অভাব নাই। তোমার নেত্র পদ্মপত্রের ন্যায় আভাসম্পন্ন, বদন পূর্ণচন্দ্র সদৃশ দ্যুতিযুক্ত; স্থূল শ্রোণীভারে তুমি অলস; সচরাচর ত্রিলোকে তোমার ন্যায় অন্য নারী নাই! ১—১০।

বেদবাদিভিঃ। পুত্রহীনস্য যৎ সৌখ্যং তৎ সৌখ্যং মম সুন্দরি ॥ ১১ ॥ যথাহং ন তথা পুত্রঃ সমর্থঃ সর্ব্বকর্ম্মসু। পুন্নামনরকাত্তদ্রে জাতমাত্রেণ সুন্দরি ॥ ১২ ॥ পতন্তং রক্ষয়েদ্দেবি মহাপাতকিনং যদি। মহাঘোরে গতা বাপি দুষ্টকর্ম্মপিতামহাঃ ॥ ১৩ ॥ তদ্ধরন্তি সুপুত্রাশ্চ বৈতরণ্যাং গতানপি। পুত্রেণ লোকান্ জয়তি পৌত্রেণ পরমা গতিঃ ॥ ১৪ ॥ অথ পুত্রস্য পৌত্রেণ প্রগচ্ছেদ্‌ব্রহ্ম শাশ্বতম্। নাস্তি পুত্রসমো বন্ধুরিহ লোকে পরত্র চ ॥ ১৫ ॥ অহশ্চ মধ্যরাত্রে চ চিন্তয়ানস্য সর্ব্বদা। শুষ্যন্তি মম গাত্রাণি গ্রীষ্মে নদ্যুদকং যথা ॥ ১৬ ॥ অনসূয়োবাচ। যত্ত্বয়া শোচিতং বিপ্র তৎসর্ব্বং শোচয়াম্যহম্। তবোদ্বেগ করং যচ্চ তন্মে দহতি চেতসি ॥ ১৭ ॥ যেন পুত্রা ভবিষ্যন্তি আয়ুষ্মন্তো গুণান্বিতাঃ। তৎকার্য্যং চ সমীক্ষস্ব যেন তুষ্যেৎ প্রজাপতিঃ ॥১৮॥ অত্রিরুবাচ। তপস্তপ্তং ময়া ভদ্রে জাতমাত্রেণ দুষ্করম্। ব্রতোপবাসনিয়মৈঃ শাকাহারেণ সুন্দরি ॥ ১৯ ॥ ক্ষীণদেহস্য তিষ্ঠামি হৃতশক্তোঽহং মহাব্রতে। তেন শোচামি চাত্মানং রহস্যং কথিতং ময়া ॥ ২০ ॥ অনসূয়োবাচ। ভর্ত্তুঃ পতিব্রতা নারী রতিপুত্রবিবর্দ্ধিনী। ত্রিবর্গসাধনা সা চ শ্লাঘ্যা চ বিদুষাং জনে ॥ ২১ ॥ জপস্তপস্তীর্থযাত্রা মৃড়েজ্যামন্ত্রসাধনম্। দেবতারাধনং চৈব স্ত্রীশূদ্রপতনানি ষট্ ॥ ২২ ॥ ঈদৃশং তু মহাদোষং স্ত্রীণাং তু ব্রতসাধনে। বদন্তি মুনয়ঃ সর্ব্বে যথোক্তং বেদভাষিতম্ ॥ ২৩ ॥ অনুজ্ঞাতা ত্বয়া ব্রহ্মংস্তপস্তপ্স্যামি দুষ্করম্। পুত্রার্থিন্যহং সমুদ্দিশ্য তোষয়ামি সুরোত্তমান্ ॥ ২৪ ॥ অত্রিরুবাচ। সাধুসাধু মহাপ্রাজ্ঞে মম সন্তোষকারিণি। আজ্ঞাতা ত্বং ময়া ভদ্রে পুত্রার্থং তপ আশ্রয় ॥ ২৫ ॥ দেবতানাং মনুষ্যাণাং পিতৄণামনৃণো ভবে। ন ভার্য্যাসদৃশো বন্ধুস্ত্রিষু লোকেষু বিদ্যতে ॥ ২৬ ॥ তেন দেবাঃ প্রশংসন্তি ন ভার্য্যাসদৃশং সুখম্। সন্মুখে সন্মুখাঃ পুত্রা বিলোমে তু পরাঙ্মুখাঃ ॥ ২৭ ॥ তেন ভার্য্যাং

বেদবাদীরা বলেন,—পত্নী হইতে রতি ও পুত্রফল লাভ হয়। হে সুন্দরি! পুত্রহীনের যে সুখ আমাদেরও কেবল সেই সুখই আছে। আমার আত্মতুল্য তনয় লাভ হইল না, আমি অখিল ক্রিয়ায়ই বিমুখ হইলাম। কল্যাণি! পিতা মহাপাতকী হইলেও পুত্র জন্মিবামাত্রই পুন্নামনরকে পতনোন্মুখ পিতার উদ্ধার করে। অতিদুষ্কর্ম্মান্বিত পিতা মহাঘোর নরকে গমন করিলে বা বৈতরণীতে পতিত হইলে সাধু পুত্রগণ তাঁহার উদ্ধার সাধন করে। পুত্র দ্বারা অখিল লোক বিজিত হয়। পৌত্র হইতে পরমগতিপ্রাপ্তি ঘটে; আর প্রপৌত্র হইতে মানব অচ্যুত ব্রহ্মগতি লাভ করে। অতএব ইহপর লোকে পুত্রের সমান বন্ধু নাই। প্রতিনিশীথে এইরূপ চিন্তা করায় স্বল্পজলা নিদাঘনদীর ন্যায় আমার সর্ব্বাবয়ব শীর্ণ হইয়া যাইতেছে। অনসূয়া কহিলেন,—বিপ্র! আপনি যেরূপ শোক করিতেছেন,—আমিও ঐরূপ শোক করিয়া থাকি; আর আপনার মুখে অদ্য যে উদ্বেগকর বাক্য শ্রবণ করিলাম, ইহাতে আমার চিত্ত দগ্ধ হইতেছে। দেব! যাহাতে প্রজাপতি প্রীত হন, আর আমরা যাহাতে আয়ুষ্মান্ ও গুণবান্ বহু তনয় লাভ করিতে পারি, বিচার করিয়া এইরূপ একটী কার্য্য করুন। অত্রি উত্তর করিলেন,—কল্যাণি! আজন্ম দুষ্কর তপস্যা করিয়াছি, বহু ব্রত, উপবাস, নিয়ম ও শাকাহারে আমার শরীর শীর্ণ হইয়া গিয়াছে। এখন আর মহাব্রতে আমার সামর্থ্য নাই। সুন্দরি! এই জন্যই শোকগ্রস্ত হইয়া নির্জ্জনে তোমাকে আমার দুঃখবার্ত্তা বিদিত করিলাম। অনসূয়া কহিলেন, পতিব্রতা পত্নী, পতির রতি ও পুত্রবর্দ্ধিনী এবং ত্রিবর্গসাধনক্ষমা হয়; সুধী সমাজ পতিব্রতা পত্নীর প্রশংসা করেন। জপ, তপ, তীর্থযাত্রা, শিবপূজা, মন্ত্রসাধন ও অন্যান্য দেবতাসাধন এই ছটী কার্য্যে স্ত্রী-শূদ্র পতিত হয়। আপনি যে ব্রতের কথা কহিলেন, বেদবিধি বিচার করিয়া মুনিগণ তাদৃশ ব্রতকে নারীর পক্ষে দোষাবহ বলিয়াই নিশ্চয় করিয়াছেন, কিন্তু হে ব্রহ্মন্! যদি আপনার অনুমতি হয়, তবে আমি পুত্রার্থ দুষ্কর তপস্যা করিয়া সুরসত্তমগণের সন্তোষ সাধন করি।১১—২৪। অত্রি সাধু সাধু বাক্যে পত্নীর প্রশংসা করিলেন এবং বলিলেন,—মহাপ্রাজ্ঞে! তুমি আমার পরম সন্তোষ সাধন করিয়াছ। কল্যাণি! আমি অনুমতি প্রদান করিলাম, তুমি পুত্রার্থিনী হইয়া তপস্যা কর। তোমার তপস্যায় তনয় লাভ হইলে আমিও দেব, মানব ও পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হইব। তিনি আরও কহিলেন? ত্রিলোকে ভার্য্যার সমান বন্ধু নাই, এই জন্যই সুরগণ প্রশংসাসূচক বাক্যে বলিয়া থাকেন,—ভার্য্যাসদৃশ সুখ নাই। পত্নী প্রীত থাকিলে তাঁহা হইতে যে সকল তনয় লাভ

প্রশংসন্তি সদেবাসুরমানুষাঃ । মহাব্রতে মহাপ্রাজ্ঞে সৰ্ব্বৰ্ত্তি শুভেক্ষণে ॥ ২৮ ॥ তপস্তপস্ব শীঘ্রং ত্বং পুত্রার্থং তু মমাজ্ঞয়া । এতদ্বাক্যাবসানে তু সাষ্টাঙ্গং প্রণতাব্রবীৎ ॥ ২৯ ॥ ত্বৎপ্রসাদেন বিপ্রেন্দ্র সর্ব্বান্ কামানবাপ্নুয়াম্ । হংসলীলাগতিঃ সা চ মৃগাক্ষী বরবর্ণিনী ॥ ৩০ ॥ নিয়মস্থা ততো ভূত্বা সম্প্রাপ্তা নৰ্ম্মদাং নদীম্ । শিবস্বেদোদ্ভবাং দেবীং সৰ্ব্বপাপ প্রণাশিনীম্ ॥ ৩১ ॥ যস্যা দর্শনমাত্রেণ নশ্যতে পাপসঞ্চয়ঃ । স্নানমাত্রেণ বৈ যস্যা অশ্বমেধফলং লভেৎ ॥ ৩২ ॥ যে পিবন্তি মহাদেবি শ্রদ্দধানাঃ পয়ঃ শুভম্ । সোমপানেন তত্তুল্যং নাত্র কাৰ্য্যা বিচারণা ॥ ৩৩ ॥ যে স্মরন্তি দিবা রাত্রৌ যোজনানাং শতৈরপি । মুচ্যন্তে সৰ্ব্বপাপেভ্যো রুদ্রলোকং প্রয়ান্তি তে ॥ ৩৪ ॥ নৰ্ম্মদায়াঃ সমীপে তু তাবুভৌ যোজনদ্বয়ে । ন পশ্যন্তি যমং তত্র যে মৃতা বরবর্ণিনি ॥ ৩৫ ॥ ততস্তদুত্তরে কূলে এরণ্ড্যাঃ সঙ্গমে শুভে । নিয়মস্থা বিশালাক্ষী শাকাহারেণ সুন্দরি ॥ ৩৬ ॥ তোষয়ন্তী ত্রীংশ্চ দেবান্ শুভৈস্তোত্রৈর্ব্বৈতস্ততঃ । গ্রীষ্মেষু চ মহাদেবি পঞ্চাগ্নিং সাধয়েত্ততঃ ॥ ৩৭ ॥ বর্ষাকালে চার্দ্রবাসাশ্চরেচ্চান্দ্রায়ণানি চ । হেমন্তে তু ততঃ প্রাপ্তে তোয়মধ্যে বসেৎ সদা ॥ ৩৮ ॥ প্রাতঃস্নানং ততঃ সন্ধ্যাং কুর্য্যাদ্দেবর্ষিতর্পণম্ । দেবানামর্চ্চনং কৃত্বা হোমং কুর্য্যাদ্ যথাবিধি ॥ ৩৯ ॥ যজতে বৈষ্ণবাঁল্লোকান্ স্নানজাপ্যহুতেন চ । এবং বর্ষশতে প্রাপ্তে রুদ্রবিষ্ণুপিতামহাঃ ॥ ৪০ ॥ সম্প্রাপ্তা দ্বিজরূপেণ এরণ্ড্যাঃ সঙ্গমে প্রিয়ে । পুরতঃ সংস্থিতাস্তস্যা বেদমভ্যুদ্দরন্তি চ ॥৪১॥ অনসূয়া জপং ত্যক্ত্বা নিরীক্ষ্য তান্মুহুর্মুহুঃ । উত্থিতা সা বিশালাক্ষী অর্ঘ্যং দত্ত্বা যথাবিধি ॥ ৪২ ॥ অদ্য মে সফলং জন্ম অদ্য মে সফলং তপঃ । দর্শনেন তু বিপ্রাণাং সৰ্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৪৩ ॥ প্রদক্ষিণং ততঃ কৃত্বা সাষ্টাঙ্গং প্রণতাব্রবীৎ । কন্দমূলফলং শাকং নীবারানপি পাবনান্ । প্রযচ্ছাম্যহং-

হয়, সেই তনয়গণই পিতার সাম্মুখ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে ; আর ইহার ব্যতিক্রম ঘটিলে অর্থাৎ প্রতিকূলা পত্নীতে জাত আত্মজগণ পিতার পরাঙ্মুখ হয় । এই জন্য সুর, অসুর, মানব সকলেই মুক্তকণ্ঠে প্রিয়পত্নীর প্রশংসা করিয়া থাকেন । তুমি মহাবুদ্ধিমতী ও ব্রতনিরতা ; সামর্থ্যও তোমার প্রশংসনীয় । হে সুলোচনে ! আমার আদেশে সত্বর পুত্রার্থিনী হইয়া তপস্যা কর । অনন্তর অত্রির বাক্যের অবসান হইলে, অনসূয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া তাঁহাকে কহিলেন,— বিপ্রেন্দ্র ! আপনার প্রসাদে আমার সকল কামনাই লাভ হইবে । অনন্তর মরাললীলাগতি মৃগলোচনা বরবর্ণিনী অনসূয়াও নিয়মব্রত ধারণপূৰ্ব্বক স্বামিসহ শিবস্বেদোদ্ভবা সৰ্ব্বপাপনাশিনী পুণ্যনদী নৰ্ম্মদার তীরভূমে উপনীত হইলেন । যাঁহার দর্শনমাত্রেই সঞ্চিত পাপ বিনষ্ট হয়, যাঁহার জলে স্নান মাত্রেই অশ্বমেধযজ্ঞ ফল লাভ হইয়া থাকে, শ্রদ্ধাবান্ মানবগণ সেই রেবার পুণ্যনীর পান করিয়া সোমপানের তুল্য ফললাভ করেন । শতযোজন দূর হইতেও অহর্নিশ যাঁহার স্মরণ করিয়া নরগণ অখিল কলুষবিমুক্ত হন ও রুদ্রলোকে গমন করেন—হে মহাদেবি ! অত্রি ও অনসূয়া সেই নৰ্ম্মদা-নদীর যোজনদ্বয় ব্যবধানে গিয়া আশ্রয় লইলেন । হে বরবর্ণিনি ! এ স্থানে যাহারা তনুত্যাগ করে, তাহাদের যমবদন দর্শন হয় না । হে সুন্দরি ! অনন্তর নিয়মব্রতধারিণী বিশালাক্ষী অনসূয়া শাকাহারে প্রাণধারণপূর্ব্বক রেবার উত্তরকূলে সুশোভন এরণ্ডীসঙ্গমে অনুত্তম স্তুতিবাক্য দ্বারা ব্রহ্মাদি দেবত্রয়ের সন্তোষ সাধন করত তপস্যা করিতে লাগিলেন । মহাদেবি ! অনসূয়া গ্রীষ্মে পঞ্চাগ্নিমধ্যে বাস, বর্ষাকালে আর্দ্রবসন পরিধান ও হেমন্তে জলমধ্যে বাস করিয়া সতত চন্দ্রায়ণাদি ব্রত করিলেন ; তিনি প্রাতঃকালে যথাবিধি প্রাতঃস্নান সন্ধ্যাবন্দনা, দেবঋষিগণের তর্পণ, দেবতার্চ্চন, এবং স্নান জপ ও হোম দ্বারা বৈষ্ণবগণের প্রীতিসাধন করিতে লাগিলেন । হে প্রিয়ে ! এইরূপে অনসূয়ার শত বৎসর অতীত হইলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র দ্বিজরূপ ধারণপূর্ব্বক এরণ্ডীসঙ্গমে উপনীত হইলেন এবং অনসূয়ার সম্মুখে গমনপূর্ব্বক বেদগান করিতে লাগিলেন । ২৫—৪১ । অনন্তর বিশালনেত্রা অনসূয়া দেবত্রয়কে অবলোকনপূর্ব্বক জপ পরিত্যাগ করিলেন, মুহুর্মুহুঃ তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া আসন হইতে উত্থিত হইলেন এবং তাঁহাদিগকে যথাবিধি অর্ঘ্য প্রদান করিলেন । বলিলেন —অদ্য আমার জন্ম ও তপস্যা সফল হইল । আমি দ্বিজগণের দর্শন লাভ করিয়া সৰ্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত হইলাম । অনন্তর অনসূয়া দ্বিজরূপী দেবত্রয়ের প্রদক্ষিণ করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইলেন ; বলিলেন,—আমি ভাবিতাত্মা মুনিগণের আহারার্থ

মধ্যেব মুনীনাং ভাবিতাত্মনাম্ ॥ ৪৪ ॥ বিপ্রা ঊচুঃ। তপসা তু বিচিত্রেণ তপঃ সত্যেন সুব্রতে। তৃপ্তাঃ স্ম সর্ব্বকামৈস্তু সুব্রতে তব দর্শনাৎ ॥ ৪৫ ॥ অস্মাকং কৌতুকং জাতং তাপসেন ব্রতেন যৎ। স্বর্গমোক্ষসুতস্যার্থে তপস্তপসি দুষ্করম্ ॥ ৪৬ ॥ অনসূয়োবাচ। তপসা সিধ্যতে স্বর্গস্তপসা পরমা গতিঃ। তপসা চার্থকামৌ চ তপসা গুণবান্ সুতঃ। তপ এব চ মে বিপ্রাঃ সর্ব্বকামফলপ্রদম্ ॥ ৪৭ ॥ বিপ্রা ঊচুঃ। তন্বী শ্যামা বিশালাক্ষী স্নিগ্ধাঙ্গী রূপসংযুতা। হংসলীলাগতিগমা ত্বং চ সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী ॥ ৪৮ ॥ কিন্তু তে তপসা কার্য্যমাত্মানং শোচসে কথম্ ॥ ৪৯ ॥ অনসূয়োবাচ। যদি রুদ্রশ্চ বিষ্ণুশ্চ স্বয়ং সাক্ষাৎ পিতামহঃ। গূঢ়রূপধরাঃ সর্ব্বে তচ্চিহ্নমুপলক্ষয়ে ॥ ৫০ ॥ তস্যা বাক্যাবসানে তু স্বরূপং দর্শয়ন্ত তে। স্বস্বরূপৈঃ স্থিতা দেবাঃ সূর্য্যকোটিসমপ্রভাঃ ॥ ৫১ ॥ চতুর্ভুজো মহাদেবি শঙ্খচক্রগদাধরঃ। অতসীপুষ্পবর্ণস্তু পীতবাসা জনার্দ্দনঃ ॥ ৫২ ॥ গরুত্মান্ বাহনং যস্য শ্রিয়া চ সহিতো হরিঃ। প্রসন্নবদনঃ শ্রীমান্ স্বয়ংরূপো ব্যবস্থিতঃ ॥ ৫৩ ॥ পীতবাসা মহাদেবি চতুর্ব্বদনপঙ্কজঃ। হংসোপরি সমারূঢ়ো হ্যক্ষমালাকরোদ্যতঃ ॥ ৫৪ ॥ আগতো নর্ম্মদাতীরে ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ। যোঽসৌ সর্ব্বজগদ্ব্যাপী স্বয়ং সাক্ষান্মহেশ্বরঃ ॥ ৫৫ ॥ বৃষভং তু সমারূঢ়ো দশবাহুসমন্বিতঃ। ভস্মাঙ্গরাগশোভাঢ্যঃ পঞ্চবক্ত্রস্ত্রিলোচনঃ ॥ ৫৬ ॥ জটামুকুটসংযুক্তঃ কৃতচন্দ্রার্দ্ধশেখরঃ। এবংরূপধরো দেবঃ সর্ব্বব্যাপী মহেশ্বরঃ ॥ ৫৭ ॥ অনসূয়া নিরীক্ষ্যৈতদ্দেবানাং দর্শনং পরম্। বেপমানা ততঃ সাধ্বী স্মরান্ দৃষ্ট্বা মুহুর্ম্মুহুঃ ॥ ৫৮ ॥ অনসূয়োবাচ। কিং ব্যাপারস্বরূপাস্তু বিষ্ণুরুদ্রপিতামহাঃ। এতদ্বৈ শ্রোতুমিচ্ছামি হ্যশেষং কথয়স্তু মে ॥ ৫৯ ॥ ব্রহ্মোবাচ। প্রাবৃট্কালো হ্যহং ব্রহ্মা আপশ্চৈব প্রকীর্ত্তিতঃ। মেঘরূপো হ্যহং প্রোক্তো বর্ষয়ামি চ ভূতলে ॥ ৬০ ॥ অহং সর্ব্বাণি বীজানি প্রাক্সন্ধ্যাস্বুদিতে রবৌ। এতদ্বৈ কারণং সর্ব্বং যহস্তং কথিতং পরম্ ॥ ৬১ ॥ বিষ্ণুরুবাচ। হেমন্তশ্চ

অদ্য পূত কন্দ ফল মূল শাক নীবার প্রদান করিতেছি। বিপ্রগণ বলিলেন,—সুব্রতে! তোমার বিচিত্র তপস্যা দর্শনে আমরা পরিতৃপ্ত হইয়াছি, তোমার দর্শনে আমাদের অখিল কামনা পূর্ণ হইয়াছে। সুব্রতে! তুমি রমণী হইয়াও যে স্বর্গ মোক্ষ ও পুত্র প্রাপ্তির জন্য সুদুষ্কর তপস্যা করিতেছ, এজন্য আমাদের কৌতুক জন্মিয়াছিল, তাই আমরা তোমার দর্শনার্থ সমাগত হইয়াছি। অনসূয়া কহিলেন,—হে বিপ্রগণ! তপস্যায় স্বর্গ সিদ্ধ হয়; তপস্যায় পরম গতিপ্রাপ্তি ঘটে এবং তপস্যা-বলে অর্থ, কাম গুণবান্ তনয়, অধিক কি সকল কামনাই লাভ হইয়া থাকে। দ্বিজরূপী দেবগণ কহিলেন,—তোমার মত তন্বী শ্যামা বিশাললোচনা স্নিগ্ধদেহা রূপবতী হংস-গতি সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী রমণীর তপস্যা কিজন্য? আর কি জন্যই বা তুমি হৃদয়ে শোক পোষণ কার-করিতেছ? অনসূয়া কহিলেন,—আপনারা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব, গূঢ়রূপ ধারণ করিয়া আমার নিকট আসিয়াছেন, আপনাদের লক্ষণ দর্শন করিয়া আমার এইরূপ মনে হইতেছে। অনসূয়ার বাক্যের অবসান হইলে, দ্বিজরূপী ব্রহ্মাদি দেবত্রয় তাঁহাকে স্বরূপ প্রদর্শন করিলেন; তাঁহারা স্বস্বরূপের বিকাশ করিলে কোটিসূর্য্যের প্রভা ফুটিয়া উঠিল। হে মহাদেবি! যিনি চতুর্ভুজ, শঙ্খচক্রগদাধর, অতসীকুসুমবর্ণ, পীতবসন, গরুড়বাহন এবং রমা যাঁহার সহিত বিরাজিত, সেই প্রসন্নবদন শ্রীমান জনার্দ্দন স্বীয়রূপে অবস্থিত হইলেন। হে মহাদেবি! হংসবাহন পীতবাসা পদ্মজ লোকপিতামহ চতুরানন ব্রহ্মা অক্ষমালা করে উদ্যত করিয়া প্রকটিত হইলেন; যিনি অখিল জগদ্ব্যাপী সাক্ষাৎ মহেশ্বর, তিনিও বৃষবাহনে প্রত্যক্ষ হইলেন। মহেশ্বর—দশবাহু, ভস্মশোভিতাঙ্গ, পঞ্চবক্ত্র ত্রিলোচন, জটামুকুটধারী ও চন্দ্রার্দ্ধচূড়ামণি। সর্ব্বব্যাপী মহেশ্বর এবংবিধরূপে বিকাশ পাইলেন। সাধ্বী অনসূয়া তখন দেবত্রয়েরস্বরূপ অবলোকন করিয়া মুহুর্ম্মুহুঃ কাঁপিতে লাগিলেন। ৪২—৫৮। অনসূয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র স্বস্বরূপ প্রচ্ছন্ন রাখিয়া কি জন্য আমার নিকট উপনীত হইয়াছেন? আপনাদের স্বরূপ কি? এবং কার্য্যইবা কি এই সকল শুনিতে আমার অভিলাষ হইতেছেঅতএব আপনারা অখিল বৃত্তান্ত বর্ণন করুন। ব্রহ্মা বলিলেন,—লোকে আমাকে ব্রহ্মা বলে। আমি বর্ষাকাল ও জল নামেও অভিহিত হই। আমি মেঘ নামে কথিত হই ও ভূতলে জল বর্ষণ করি। আমি অখিল বস্তুর বীজ এবং রবির উদয়াস্তভেদে পূর্ব্ব ও পশ্চিম সন্ধ্যাও আমি। এই তোমার নিকট আমার

ভবেদ্বিষ্ণুর্ব্বিশ্বরূপং চরাচরম্। পালনায় জগৎসর্ব্বং বিষ্ণোর্ম্মাহাত্ম্যমুত্তমম্॥ ৬২॥ রুদ্র উবাচ। গ্রীষ্মকালো হ্যহং প্রোক্তঃ সর্ব্বভূতক্ষয়ঙ্করঃ। কর্ষয়ামি জগৎসর্ব্বং রুদ্ররূপস্তপস্বিনি॥ ৬৩॥ এবং ব্রহ্মা চ বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চৈব মহাব্রতে। ত্রয়ো দেবাস্ত্রয়ঃ সন্ধ্যাস্ত্রয়ঃ কালাস্ত্রয়োঽগ্নয়ঃ॥ ৬৪॥ তথা ব্রহ্মা চ বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চৈকাত্মতাং গতঃ। বরং দদ্মশ্চ তে ভদ্রে যত্ত্বয়া মনসীপ্সিতম্॥ ৬৫॥ অনসূয়োবাচ। ধন্যা পুণ্যা হ্যহং লোকে শ্লাঘ্যা বন্দ্যা চ নর্ম্মদা। ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ প্রসন্নবদনাঃ শুভাঃ॥ ৬৬॥ যদি তুষ্টাস্ত্রয়ো দেবা দয়াং কৃত্বা মমোপরি। অস্মিংস্তীর্থে তু সান্নিধ্যাদ্বরদাঃ সন্তু মে সদা॥ ৬৭॥ রুদ্র উবাচ। এবং ভবতু তে বাক্যং যত্ত্বয়া প্রার্থিতং শুভে। প্রত্যক্ষা বৈষ্ণবী মায়া এরণ্ডী নাম নামতঃ॥ ৬৮॥ যস্যা দর্শনমাত্রেণ নশ্যতে পাপসঞ্চয়ঃ। চৈত্রমাসে তু সম্প্রাপ্তে অহোরাত্রোষিতো ভবেৎ॥ ৬৯॥ এরণ্ড্যাঃ সঙ্গমে স্নাত্বা ব্রহ্মহত্যা ব্যপোহতি। রাত্রৌ জাগরণং কুর্য্যাৎ প্রভাতে ভোজয়েদ্দ্বিজান্॥ ৭০॥ যথোক্তেন বিধানেন পিণ্ডং দদ্যাদ্যথাবিধি। প্রদক্ষিণাং ততো দদ্যাদ্ধিরণ্যং বস্ত্রমেব চ॥ ৭১॥ রজতঞ্চ তথা গাবো ভূমিদানমথাপি বা। সর্ব্বং কোটিগুণং প্রোক্তমিতি স্বায়ম্ভুবোঽব্রবীৎ॥ ৭২॥ যে ম্রিয়ন্তি নরা দেবি এরণ্ড্যাঃ সঙ্গমে শুভে। যাবদ্যুগসহস্রং তু রুদ্রলোকে বসন্তি তে॥ ৭৩॥ অহোরাত্রোষিতো ভূত্বা জপেদ্রুদ্রাংশ্চ বৈদিকান্। একাদশৈকসংখ্যাংশ্চ স যাতি পরমাং গতিম্॥ ৭৪॥ বিদ্যার্থী লভতে বিদ্যাং ধনার্থী লভতে ধনম্। পুত্রার্থী লভতে পুত্রাঁল্লভেৎ কামান্ যথেপ্সিতান্॥ ৭৫॥ এরণ্ড্যাঃ সঙ্গমে স্নাত্বা রেবায়া বিমলে জলে। মহাপাতকিনো বাপি তে যান্তি পরমাং গতিম্॥ ৭৬॥ অনসূয়োবাচ। যদি তুষ্টাস্ত্রয়ো দেবা মম ভক্তিপ্রচোদিতাঃ। মম পুত্রা ভবন্ত্বেব হরিরুদ্রপিতামহাঃ॥ ৭৭॥ বিষ্ণুরুবাচ। পূজ্যা যৎপুত্রতাং যান্তি ন কদাচিচ্ছ্রুতং ময়া। শুভে দদামি পুত্রাংস্তে দেবতুল্যপরাক্রমান্। রূপবন্তো গুণোপেতান্ যজ্বিনশ্চ বহুশ্রুতান্॥ ৭৮॥

গুহ্য কারণ কীর্ত্তন করিলাম। বিষ্ণু বলিলেন,—আমি হেমন্ত ও চরাচরবিশ্বরূপী, আমি অখিল জগৎ পালন করি ও আমার মাহাত্ম্য অত্যুত্তম। রুদ্র কহিলেন,—আমি গ্রীষ্মকাল, ভূতনিবহের ভীষণ ক্ষয় আমা হইতে সম্পন্ন হয়। হে তপস্বিনি! আমি রুদ্ররূপে সমস্ত জগৎ কর্ষণ করিয়া থাকি। হে মহাব্রতে! আমরা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র—আমাদের রূপ গুণ সকলই বিদিত হইলে; আমরাই ত্রিসন্ধ্যা, ত্রিবিধ অগ্নি ও ত্রিকাল। অনন্তর সেই দেবতাত্রয় এক হইয়া অনসূয়াকে বরদান করিলেন; বলিলেন—ভদ্রে! অভীষ্ট প্রার্থনা কর। অনসূয়া কহিলেন,—আমি ধন্যা, পুণ্যা, ত্রিলোকমান্যা ও সতত বন্দ্যা; কেননা কল্যাণদায়ক ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র প্রসন্নবদন হইয়া আমাকে দর্শন দান করিয়াছেন। হে দেবত্রয়! যদি আমার প্রতি প্রীত হইয়া থাকেন, আর যদি আমাকে বরদান করেন, তবে আমার প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া সতত এই তীর্থসান্নিধ্যে বাস করত জীবগণের বরদ হউন। রুদ্র কহিলেন,—ভদ্রে! তুমি যাহা প্রার্থনা করিলে, তাহা পূর্ণ হউক; যাহার দর্শনে সঞ্চিত পাপ বিনষ্ট হয়, সেই প্রত্যক্ষ বৈষ্ণবী মায়া এরণ্ডী নামে এই স্থানে বিরাজ করুন্। যে মানব চৈত্রমাসসমাগমে এই এরণ্ডীতীর্থে এক অহোরাত্র উপবাসী থাকিয়া এরণ্ডীসঙ্গমে স্নান করে, তাহার ব্রহ্মহত্যা বিনষ্ট হয়। অনন্তর রজনীযোগে জাগরণ, পরদিনে ব্রাহ্মণভোজন, যথাবিধি পিতৃগণের উদ্দেশে পিণ্ডদান, প্রদক্ষিণ, এবং হিরণ্য বস্ত্র রজত গো ও ভূমি দান করিতে হয়। স্বায়ম্ভুব বলিয়াছেন,—এরণ্ডীতীর্থে এই সকল ক্রিয়া কোটিগুণ ফলদ হয়। দেবি! যে সকল নর শুভদ এরণ্ডীসঙ্গমে তনুত্যাগ করে, সহস্রযুগ পর্য্যন্ত তাহাদের রুদ্রলোকে বাস হয়। এতীর্থে অহোরাত্র নিরাহার থাকিয়া একাদশ বৈদিক রুদ্রমন্ত্র জপ করিলে পরম গতিপ্রাপ্তি ঘটে এবং বিদ্যার্থী বিদ্যা, পুত্রার্থী পুত্র ও ধনার্থী ধনলাভ করে; এমন কি যে যে কামনা করিয়া এরণ্ডীসঙ্গমে একাদশ বৈদিকমন্ত্র জপ করে, তাহার অখিল বাসনা পূর্ণ হয়। মহাপাতকীরাও এরণ্ডী সঙ্গমের পুণ্য রেবানীরে অবগাহন করিয়া পরম গতি প্রাপ্ত হয়।৫৯—৭৬ অনসূয়া কহিলেন,—যদি আমার ভক্তিদর্শনে দেবত্রয় তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে আপনারা তিনজনেই আমার তনয়রূপে জন্মগ্রহণ করুন। বিষ্ণু বলিলেন,—শুভে! পূজ্য ব্যক্তি পুত্র হয়, ইহা আমি কখন শ্রবণ করি নাই। যাহা হউক, আমি তোমাকে দেবতুল্যপরাক্রম, রূপবান্, গুণবান্,

অনসূয়োবাচ। ঈপ্সিতং তচ্চ দাতব্যং যন্ময়া প্রার্থিতং হরে। নান্যথা চৈব কর্ত্তব্যা মম পুত্রৈষণা তু যা। ৭৯। বিষ্ণুরুবাচ। পূর্ব্বন্তু ভৃগুসংবাদে গর্ভবাস উপার্জ্জিতঃ। তস্মাহং চৈব পাপং তু নৈব পশ্যামি শোভনে। ৮০। স্মরমাণঃ পুরাবৃত্তং চিন্তয়ামি পুনঃপুনঃ। এবং সঞ্চিন্ত্য তে দেবাঃ পিতামহমহেশ্বরাঃ। ৮১। অযোনিজা ভবিষ্যামস্তব পুত্রা বরাননে। যোনিবাসে মহাপ্রাজ্ঞে দেবা নৈব ব্রজন্তি চ। ৮২। সান্নিধ্যাৎ সঙ্গমে দেবি লোকানাং তু বরপ্রদাঃ। এরণ্ডী বৈষ্ণবী মায়া প্রত্যক্ষা ত্বং ভবিষ্যসি। ৮৩। ত্রয়ো দেবাঃ স্থিতাঃ পার্থ রেবায়া উত্তরে তটে। বরপ্রাপ্তা তু সা দেবী গতা মাহেন্দ্রপর্ব্বতম্। ৮৪। ক্ষীণাঙ্গী শুক্লদেহা চ রুক্ষকেশী সুদারুণা। কৃতযজ্ঞোপবীতা সা তপোনিষ্ঠা শুভেক্ষণা। ৮৫। শিলাতলনিবিষ্টোঽসৌ দৃষ্টঃ কান্তো মহাযশাঃ। হৃষ্টচিত্তোঽভবদ্দেবি উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ সাব্রবীৎ। ৮৬। অত্রিরুবাচ। সাধু সাধু মহাপ্রাজ্ঞে হ্যনসূয়ে মহাব্রতে। অচিন্ত্যং গালবাদীনাং বরং প্রাপ্তাসি দুর্লভম্। ৮৭। অনসূয়োবাচ। ত্বৎপ্রসাদেন দেবর্ষে বরং প্রাপ্তাস্মি দুর্লভম্। তেন দেবাঃ প্রশংসন্তি সিদ্ধাশ্চ ঋষয়োঽমলাঃ। ৮৮। এবমুক্তা তু সা দেবী হর্ষেণ মহতা যুতা। আলোকয়েত্ততঃ কান্তং তেনাপি শুভদর্শনা। ৮৯। ঈক্ষণাচ্চৈব সঞ্জাতং ললাটে মণ্ডলং শুভম্। নবযোজনসাহস্রং মণ্ডলং রশ্মিভির্বৃতম্। ৯০। কদম্বগোলকাকারং ত্রিগুণং পরিমণ্ডলম্। তস্য মধ্যে তু দেবেশি পুরুষো দিব্যরূপধৃক্। ৯১। হেমবর্ণোঽমৃতময়ঃ সূর্য্যকোটিসমপ্রভঃ। আদ্যঃ পুত্রোঽনসূয়ায়াঃ স্বয়ং সাক্ষাৎ পিতামহঃ। ৯২। চন্দ্রমা ইতি বিখ্যাতঃ সোমরূপো নৃপাত্মজ। ইষ্টাপূর্ত্তে চ সম্পাতি কলাষোড়শকেন তু। ৯৩। প্রতিপচ্চ দ্বিতীয়া চ তৃতীয়া চ মহেশ্বরি। চতুর্থী পঞ্চমী চৈব অব্যয়া ষোড়শী কলা। ৯৪। চতুর্ব্বিধস্য লোকস্য সূক্ষ্মো ভূত্বা বরাননে। আপ্রীণাতি জগৎসর্ব্বং

যজ্ঞ, বহুশ্রুত বহু তনয় দান করিব। অনসূয়া কহিলেন,—দেব! আমার ইহাই ঈপ্সিত জানিবেন। আমাকে এইরূপ পুত্রই দান করুন। হে হরে! পুত্রব্যতীত আমার অন্য কোন অভীষ্ট নাই। অতএব ইহার অন্যথা করিবেন না। হে শোভনে! আমি পূর্ব্বে ভৃগুর বাক্যে একবার গর্ভবাসে অঙ্গীকার করিয়াছি, কি করিয়া সেই প্রতিশ্রুতি পালন করিব, এক্ষণে সেই পুরাবৃত্ত স্মরণ করিয়া বার বার চিন্তা করিতেছি। অনন্তর ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র—এই দেবত্রয় এইরূপ চিন্তা করিয়া কহিলেন,—বরাননে! আপনি মহাপ্রাজ্ঞা, আপনার কিছুই অবিদিত নাই; দেবগণ গর্ভবাসে গমন করেন না; অতএব আমরা যোনিজন্ম ব্যতীত আপনার পুত্র হইয়া প্রাদুর্ভূত হইব। আমরা এই সঙ্গমতীর্থের সান্নিধ্যে বাস করত অখিল লোকের বরদ হইব। এখানে এরণ্ডীনাম্নী বৈষ্ণবী মায়া প্রত্যক্ষ পরিদৃষ্ট হইবেন। হে পার্থ! ব্রহ্মাদি দেবত্রয় এইরূপ কহিয়া রেবার উত্তরতীরে অধিষ্ঠান করিলেন, আর বরপ্রাপ্ত অনসূয়া দেবী মহেন্দ্র পর্ব্বতে উপনীত হইলেন। শঙ্কর কহিলেন,—হে দেবি! অনন্তর ক্ষীণাঙ্গী শুক্লদেহা, সুদারুণ রুক্ষকেশী, যজ্ঞোপবীতধারিণী তপোনিষ্ঠা শুভাননা অনসূয়া মহেন্দ্রপর্ব্বতে গিয়া শিলাতলোবিষ্ট মহাযশা হৃষ্টচিত্ত স্বামীকে সন্দর্শন করিলেন এবং বলিলেন,—স্বামিন! গাত্রোত্থান করুন, গাত্রোত্থান করুন। অত্রি সাধু সাধু বাক্যে অনসূয়ার প্রশংসা করিলেন; বলিলেন,—মহাব্রতে! তুমি অতিবুদ্ধিমতী। তুমি যে দুর্লভ বর লাভ করিয়াছ, গালবাদি ঋষিগণও ইহা চিন্তা করিয়া প্রাপ্ত হন না। অনসূয়া কহিলেন,—দেবর্ষে! আপনার প্রসাদেই আমি এইরূপ দুর্লভ বরলাভ করিয়াছি, আর আপনার অনুগ্রহেই আমি সুর, সিদ্ধ ও অমল ঋষিগণের নিকট প্রশংসাভাজন হইয়াছি। অনসূয়া এইরূপ কহিয়া অত্যন্ত হৃষ্ট হইলেন। তিনি স্বীয় শুভদৃষ্টি দ্বারা স্বামিদেহ অবলোকন করিলেন। দৃষ্টিমাত্রেই অত্রির ললাটদেশে এক মনোজ্ঞ মণ্ডলের সৃষ্টি হইল। এই মণ্ডল নয় সহস্র যোজন বিস্তীর্ণ, রশ্মিজালে সমাবৃত, কদম্বকুসুমের ন্যায় গোলাকার ও ইহার পরিমণ্ডল হইল সপ্তবিংশতি সহস্রযোজন। হে দেবেশি! তৎকালে মণ্ডলমধ্যে দিব্য রূপধারী অমৃতময় এক দিব্য পুরুষ দৃষ্ট হইল। ৭৭—৯১। এই পুরুষের বর্ণ হেমময় ও কোটী সূর্য্যসদৃশ প্রভাযুক্ত। হে নৃপাত্মজ! ইনি অনসূয়ার প্রথম তনয়। স্বয়ং পিতামহ ব্রহ্মাই সোমরূপে বিখ্যাত চন্দ্র নামে অনসূয়ার তনয়রূপে অবির্ভূত হইলেন। হে মহেশ্বরি! প্রতিপদ, দ্বিতীয়া তৃতীয়া, চতুর্থী, ও পঞ্চমী প্রভৃতি অব্যয় ষোড়শ কলায় চন্দ্র পূর্ণ হইয়া থাকেন। ইনি ইষ্টা-

ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্॥ ৯৫॥ সর্ব্বে তে হ্যপজীবন্তি হুতং দত্তং শশিস্থিতম্। বনস্পতিগতে সোমে ধনবাংশ্চ বরাননে॥ ৯৬॥ ভুঞ্জন্ পরগৃহে মূঢ়ো দদেদ্দকৃতং শুভম্। বনস্পতিগতে সোমে যস্তু ছিন্দ্যাদ্বনস্পতীন্। তেন পাপেন দেবেশি নরো যান্তি যমালয়ম্॥ ৯৭॥ বনস্পতিগতে সোমে মৈথুনং যো নিষেবতে। ব্রহ্মহত্যাসমং পাপং লভতে নাত্র সংশয়ঃ॥ ৯৮॥ বনস্পতিগতে সোমে মন্থানং যোহধিবাহয়েৎ। গাবস্তস্য প্রণশ্যন্তি যাশ্চ বৈ পূর্ব্বসঞ্চিতাঃ॥ ৯৯॥ বনস্পতিগতে সোমে হ্যধ্বানং যোহধিগচ্ছতি। ভবন্তি পিতরস্তস্য তং মাসং রেণুভোজনাঃ॥ ১০০॥ অমাবস্যাং মহাদেবি যস্তু শ্রাদ্ধপ্রদো ভবেৎ। অব্দমেকং বিশালাক্ষি তৃপ্তাস্তৎপিতরো ধ্রুবম্॥ ১০১॥ হিরণ্যং রজতং বস্ত্রং যো দদাতি দ্বিজাতিষু। সর্ব্বং লক্ষগুণং দেবি লভতে নাত্র সংশয়ঃ॥ ১০২॥ এবং গুণবিশিষ্টোহসৌ সোমরূপঃ প্রজাপতিঃ। সঞ্জাতঃ প্রথমঃ পুত্রো হ্যনসূয়াসুনন্দনঃ॥ ১০৩॥ দ্বিতীয়স্তু মহাদেবি দুর্ব্বাসা নাম নামতঃ। সৃষ্টিসংহারকর্ত্তা চ স্বয়ং সাক্ষান্মহেশ্বরঃ॥ ১০৪॥ ঋষিমধ্যগতো দেবি তপস্তপতি দুষ্করম্। সোহপি রুদ্রত্বমায়াতি সম্প্রাপ্তে ভূতবিপ্লবে॥ ১০৫॥ ইন্দ্রোহপি শপ্তস্তেনৈব দুর্ব্বাসসা বরাননে। দ্বিতীয়স্য তু পুত্রস্য সম্ভবঃ কথিতো ময়া॥ ১০৬॥ দত্তাত্রেয়স্বরূপেণ ভগবান্মধুসূদনঃ। জগদ্ব্যাপী জগন্নাথঃ স্বয়ং সাক্ষাজ্জনার্দ্দনঃ॥ ১০৭॥ এতে দেবাস্ত্রয়ঃ পুত্রা অনসূয়ায়া মহেশ্বরি। বরদানেন তে দেবা হ্যবতীর্ণা মহীতলে॥ ১০৮॥ পুত্রপ্রাপ্তিকরং তীর্থং রেবায়াশ্চোত্তরে তটে। অনসূয়াকৃতং পার্থ সর্ব্বপাপক্ষয়ং পরম্॥ ১০৯॥ শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। আশ্চর্য্যভূতং লোকেহস্মিন্নর্ম্মদায়াং পুরাতনম্। ভ্রূণহত্যা গতা তত্র ব্রাহ্মণস্য নরাধিপ॥ ১১০॥ যুধিষ্ঠির উবাচ। ইতিহাসং দ্বিজশ্রেষ্ঠ কথয়স্ব মমানঘ। সর্ব্বপাপহরং লোকে দুঃখার্ত্তস্য চ

পূর্ব্ব কার্য্যজাত সম্যক্ রক্ষা করেন; আর হে বরাননে! ইনিই সূক্ষ্মভাবে চতুর্ব্বিধ লোক এমন কি সচরাচর সমগ্র জগতেরই প্রীতিসাধন করিয়া থাকেন। দেবাদির উদ্দেশে যে কিছু আহুতি প্রদত্ত হয়, তৎসমস্ত অমৃতময় হইয়া চন্দ্রেই গিয়া উপস্থিত হইয়া থাকে; আর সেই চন্দ্রস্থিত অমৃত দ্বারাই অখিল জগৎ জীবন ধারণ করে। সোম অমবস্যায় তরুতে প্রবিষ্ট হন। বরাননে! যে ধনবান্ ব্যক্তি এই দিনে পরগৃহে ভোজন করে, সে মূঢ়; আর যাহার গৃহে ভোজন করে, তাহাকে তাহার সাতবৎসরকৃত পুণ্য প্রদান করিয়া থাকে। বনস্পতিতে সোম প্রবিষ্ট হইলে যাহারা বনস্পতি ছেদন করে, এই পাপে তাহাদের যমপুরী দর্শন হয়। সোম বনস্পতিগত হইলে যে মানব মৈথুন করে, তাহার ব্রহ্মহত্যাতুল্য পাপ হয়, সংশয় নাই। যে মানব সোমের বনস্পতিপ্রবেশকালে গোদোহন করে, তাহার সে সকল গো ত বিনষ্ট হয়ই, পরন্তু পূর্ব্বসঞ্চিত গোগণও বিনষ্ট হইয়া থাকে। সোম বনস্পতিগত হইলে যে মানব পথ পর্য্যটন করে, তদীয় পিতৃগণ একমাস তাহার পদধূলি ভক্ষণ করেন। হে মহাদেবি! যে মানব অমাবস্যায় শ্রাদ্ধ দান করে, হে বিশালাক্ষি! নিশ্চিতই তদীয় পিতৃগণ বৎসরব্যাপী তৃপ্তিলাভ করেন। হে দেবি! যে মানব দ্বিজাতিগণকে হিরণ্য রজত ও বস্ত্র দান করে, তাহার লক্ষগুণ দানফল লাভ হয়, সংশয় নাই। এইরূপ গুণযুক্ত প্রজাপতি সোম অনসূয়ার প্রথম পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া তাঁহার আনন্দবর্দ্ধন করিলেন, এক্ষণে দ্বিতীয় তনয়ের বিষয় কথিত হইতেছে। হে মহাদেবি! সৃষ্টিসংহারকারী স্বয়ং মহেশ্বর দুর্ব্বাসা নামে তাঁহার দ্বিতীয়পুত্ররূপে প্রাদুর্ভূত হইলেন। যিনি তপস্বিগণের মধ্যে দুষ্করতপা, সৃষ্টি-বিপ্লবকালে যাঁহারা রুদ্ররূপের আবির্ভাব হয়, যিনি বাসবকে অভিশপ্ত করিয়াছিলেন, হে দেবি বরাননে! এই তোমার নিকট অনসূয়ার দ্বিতীয় তনয়ের উৎপত্তিবিবরণ কহিলাম।৯২—১০৬। অনন্তর জগদ্ব্যাপী জগৎপতি জনার্দ্দন স্বয়ং ভগবান্ মধুসূদন দত্তাত্রেয়রূপে অনসূয়ার তৃতীয় তনয় হইয়া প্রাদুর্ভূত হইলেন। হে মহেশ্বরি! এই রূপে বরদানপ্রভাবে ব্রহ্মাদি দেবত্রয় অনসূয়ার পুত্রত্রয়রূপে মহীতলে অবতরণ করিলেন। হে পার্থ! রেবার উত্তরতীরে অনসূয়াপ্রতিষ্ঠিত এই তীর্থ সর্ব্বপাপক্ষয়কর ও পুত্রপ্রদ। মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—পূর্ব্বে নর্ম্মদাতটের এই অনসূয়াতীর্থে এক ত্রিলোকবিস্ময়কর ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল। এই উপাখ্যান অতীব পুরাতন। হে নরাধিপ! জনৈক দ্বিজ এই তীর্থে ভ্রূণহত্যা-পাতক হইতে বিমুক্ত হইয়াছিলেন। যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে অনঘ

কথ্যতাম্॥ ১১১॥ শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। সুবর্ণশিলকে গ্রামে গৌতমান্বয়সম্ভবঃ। কৃষীবলো মহাদেবি ভার্য্যাপুত্রসমন্বিতঃ॥ ১১২॥ বসতে তত্র গোবিন্দঃ সঞ্জাতো বিপুলে কুলে। পুত্রদারসমোপেতো গৃহক্ষেত্ররতঃ সদা॥ ১১৩॥ শকটং পূরয়িত্বা তু কাষ্ঠানামগমদ্গৃহম্। প্রক্ষিপ্তানি চ কাষ্ঠানি হ্যেকাকী শ্রমযান্বিতঃ॥ ১১৪॥ রিঙ্গমাণস্তদা পুত্রঃ পিতুঃ শব্দাৎসমাগতঃ। ন দৃষ্টস্তেন বৈ পুত্রঃ কাষ্ঠৈঃ সঞ্ছাদিতোঽবশঃ॥ ১৫॥ আগতস্ত্বরিতো গেহে পিপাসার্ত্তো নরাধিপ। শকটং মোচ্য তদ্দ্বারি সরষং রজ্জুসংযুতম্॥ ১১৬॥ ভার্য্যা তস্যৈব যা দৃষ্টা চিত্তজ্ঞা বশবর্ত্তিনী। দৃষ্ট্বা নিপাতিতং পুত্রং কাষ্ঠৈর্নির্ভিন্নমস্তকম্॥ ১১৭॥ অজল্পমানা করুণং নিক্ষিপ্তং বালিকাং শিশুম্। শুশ্রূষণে রতা সাধ্বী প্রিয়স্য চ নরাধিপ॥ ১১৮॥ ততঃ স্নানাদিকং কৃত্বা ভোজনাচ্ছয়নং শুভম্। পুত্রং পুত্রবতাং শ্রেষ্ঠা হ্যুত্থাপয়তি শাসনৈঃ॥ ১১৯॥ যদা চ নোত্থিতঃ সুপ্তঃ পুত্রঃ পঞ্চত্বমাগতঃ। তদা সা দীনবদনা রুরোদ চ মুমোহ চ॥ ১২০॥ তচ্ছ্রুত্বা রুদিতং শব্দং গোবিন্দস্ত্রস্তমানসঃ। কিমেতদিতি চোক্ত্বা তু পতিতো ধরণীতলে॥ ১২১॥ তাবেতৌ মুক্তকেশৌ তু ভূমৌ নিপাততৌ নৃপ। বিলেপাতে চ রাজেন্দ্র নিঃশ্বাসোচ্ছ্বসিতেন চ॥ ১২২॥ কং পশ্যে প্রাঙ্গণে পুত্রং দৃষ্ট্বা ক্রীড়ন্তমাতুরম্। সন্ধারয়িষ্যে হৃদয়ং স্ফুটিতং তব কারণে॥ ১২৩॥ ত্বজ্জন্মাত্তং যশো নিত্যমক্ষয়াং কুলসন্ততিম্। দৃষ্ট্বা কিমনুনীভূতো যাস্যামি পরমাং গতিম্॥ ১২৪॥ মম বৃদ্ধস্য দীনস্য গতিস্ত্বং কিল পুত্রক। এতে মনোরথাঃ সর্ব্বে চিন্তিতা বিফলা গতাঃ॥ ২৫॥ ইমাং তু বিকলাং দীনাং বিহীনাং সুতবান্ধবৈঃ। রুদন্তীং পতিতাং পাহি মাতরং ধরণীতলে॥ ১২৬॥ পুন্নাম্নো নরকাদ্যস্মাৎ

মুনীশ্বর! আমি দুঃখার্ত্ত, আমার নিকট সেই ত্রিলোকপাপনাশক পুরাতন ইতিহাস বর্ণন করুন। মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—অনন্তর শঙ্কর কহিলেন,—হে মহাদেবি! সুবর্ণশিলক গ্রামে গৌতমবংশসম্ভূত গোবিন্দ নামে জনৈক দ্বিজ বাস করিতেন, তাঁহার পত্নী-পুত্র সকলই বিদ্যমান ছিল। তিনি বিশাল কুলে জন্মলাভ করিয়াছিলেন এবং কৃষি বৃত্তিদ্বারা জীবন যাপন করিতেন। পুত্রবান্ গোবিন্দ সতত গার্হস্থ্য ধর্ম্মে নিরত ছিলেন। গোবিন্দ একদা শকটপূর্ণ কাষ্ঠ লইয়া গৃহে উপনীত হন। তিনি কাষ্ঠানয়নে শ্রমার্ত্ত হইয়াছিলেন; বিশেষতঃ তাঁহার সহকারী আর দ্বিতীয় ছিল না। তিনি একাকীই সেই কাষ্ঠনিচয় শকট হইতে ভূতলে নিক্ষেপ করেন। দ্বিজ গোবিন্দ গৃহাগত হইলেন, তাঁহার শব্দ পাইয়া তদীয় তনয় সেই শকটের নিকট উপনীত হয়, তিনি তাহাকে দেখিতে পান না; পরন্তু তিনি ভূতলে যে কাষ্ঠ নিক্ষেপ করিয়াছিলেন সেই কাষ্ঠনিচয়ে পুত্র চাপা পড়ে ও মূর্চ্ছিত হয়। হে নরাধিপ! অনন্তর রজ্জুসংযুক্ত বৃষ ও শকট দ্বারে রক্ষিত করিয়া পিপাসার্ত্ত গোবিন্দ সত্বর গৃহে আগমন করিলেন। কাষ্ঠাঘাতে পুত্রের মস্তক ভিন্ন হইয়াছিল। সে অবশ হইয়া ভূতলে পড়িয়া রহিল। দ্বিজপত্নী পতির বশবর্ত্তিনী ছিলেন। তিনি স্বামীর অভিপ্রায় বিদিত হইয়া শিশুতনয়ের তথাবিধ দশাদর্শনেও লেশমাত্র বিলাপ করিলেন না বা তাহাকে উঠাইলেন না। সাধ্বী দ্বিজপত্নী প্রিয় পতির শুশ্রূষায়ই রত হইলেন। হে নরাধিপ! অনন্তর দ্বিজ গোবিন্দ স্নানাদি করিয়া ভোজন ও শয়ন করিলে পুত্রিণীশ্রেষ্ঠা গোবিন্দপত্নী তনয়সমীপে গমনপূর্ব্বক তাহাকে উত্থাপিত করেন। পুত্র পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। সে গাত্রোত্থান করিল না; তখন দীনবদনা দ্বিজরমণী তনয়কে মৃত জানিয়া রোদন করত মোহপ্রাপ্ত হইলেন। রোদনশব্দে গোবিন্দের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি সন্ত্রস্তহৃদয়ে 'এ কি হইল' বলিয়া ধরণীতলে পতিত হইলেন। হে নৃপ! দ্বিজ-দম্পতী মুক্তকেশে ভূপতিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সুদীর্ঘ শ্বাস-প্রশ্বাস নির্গত হইতে লাগিল। দ্বিজ কহিলেন,—আজ প্রাঙ্গণে কাহাকে ক্রীড়াতুর দর্শন করিব? কাহাকেই বা হৃদয়ে ধারণ করিব? তনয়ের জন্য আজ আমার হৃদয়বিদীর্ণ হইতেছে! হে তনয়! তোমার জন্ম হইতে আমার নিত্য যশোলাভ ও বংশের স্থিতিলাভ হইয়াছে, আজ আমি কাহাকে অবলোকন করিয়া অধুনা হইব ও পরম গতিলাভ করিব। পুত্রক! আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, তুমিই তোমার দীনজনকের একমাত্র গতি! আমি কতই মনোরথ চিন্তা করিয়াছি, অদ্য আমার সকলই বিফল হইল। এই সুতবান্ধব-পরিত্যক্তা তোমার দীনা জননী বিকলাঙ্গী ও ভূপতিতা হইয়া রোদন করিতেছেন, এক্ষণে ইঁহাকে রক্ষা কর। পুত্র পিতাকে পুন্নাম

পিতরং ত্রায়তে সুতঃ। তেন পুত্র ইতি প্রোক্তঃ স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা॥ ১২৭॥ অপুত্রস্য গৃহং শূন্যং দিশঃ শূন্যা হ্যবান্ধবাঃ। মূর্খস্য হৃদয়ংশূন্যংসর্ব্বশূন্যং দরিদ্রতা॥ ১২৮॥ মৃষায়ং বদতে লোকশ্চন্দনং কিল শীতলম্। পুত্রগাত্রপরিষ্বঙ্গশ্চন্দনাদপি শীতলঃ॥ ১২৯॥ শ্মশ্রুগ্রহেণ ক্রীড়ন্তং ধূলিধূসরিতাননম্। পুণ্যহীনা ন পশ্যন্তি নিজোৎসঙ্গসমাশ্রিতম্॥ ১৩০॥ দিগম্বরং গতব্রীড়ং জটিলং ধূলিধূসরম্। পুণ্যহীনা ন গঙ্গাধরমিবাত্মজম্॥ ১৩১॥ বীণাবাদ্যস্বরো লোকে সুস্বরঃ শ্রূয়তে কিল। রুদিতং বালকস্যৈব তস্মাদাহ্লাদকারকম্॥ ১৩২॥ মৃগপক্ষিষু কাকেষু পশূনাং খরযোনিষু। পুত্রং হেষু সমস্তেষু বল্লভং ব্রুবতে বুধাঃ॥ ১৩৩॥ মৎস্যাশ্বপ্রকরাশ্চৈব কূর্ম্মগ্রাহাদয়োঽপি বা। পুত্রোৎপত্তৌ চ হৃষ্যন্তি বিপত্তৌ যান্তি দুঃখিতাম্॥ ১৩৪॥ দেবগন্ধর্ব্বযক্ষাশ্চ দৃষ্ট্বৈব পুত্রজন্মনি। পঞ্চত্বে তেঽপি শোচন্তি মন্দভাগ্যোঽস্মি পুত্রকঃ॥ ১৩৫॥ ঋষিমেলাপকং চক্রে পুত্রার্থে রাঘবো নৃপঃ। ইন্দ্রস্থানে স্থিতস্তস্য প্রোচ্যতে হ্যাসনং যতঃ॥ ১৩৬॥ স্বর্গবাসং সুতাদ্বাহ্যং বিদ্যতে ন তু পাণ্ডব। চক্রে দশরথস্তস্মাৎ পুত্রার্থং যজ্ঞমুত্তমম্॥১৩৭॥ রামো লক্ষ্মণশত্রুঘ্নৌ ভরতস্তত্র সম্ভবাৎ। কার্ত্তবীর্য্যো জিতো যেন রামেণামিততেজসা॥ ১৩৮॥ স রামো রামচন্দ্রেণ অষ্টবর্ষেণ নির্জ্জিতঃ। একাকিনা হতো বালী প্লবগঃ শক্রদুর্জ্জয়ঃ॥ ১৩৯॥ রাবণো ব্রহ্মপুত্রো যস্ত্রৈলোক্যং যস্য শঙ্কতে। হতঃ স রামচন্দ্রেণ সপুত্রঃ সহবান্ধবঃ॥ ১৪০॥ এবং পুত্রং বিনা সৌখ্যং মর্ত্ত্যলোকে ন বিদ্যতে। বংশার্থে মৈথুনং যস্য স্বর্গার্থে যস্য ভারতী॥ ১৪১॥ মৃষ্টান্নং ব্রাহ্মণস্যার্থে স্বর্গে বাসং তু যান্তি তে। ব্রহ্মহত্যাশ্বমেধাভ্যাং ন পরং পাপপুণ্যয়োঃ॥ ১৪২॥ পুত্রোৎপত্তিবিপত্তিভ্যাং ন পরং সুখদুঃখয়োঃ। কিং ব্রবীমীতি ভো বৎস ন তু সৌখ্যং সুতং বিনা॥ ১৪৩॥ এবং বহুবিধং দুঃখং প্রলপিত্বা পুনঃপুনঃ। জনৈশ্চাশ্বাসিতো বিপ্রো বালং গৃহ্য বহির্গতঃ॥ ১৪৪॥

নরক হইতে ত্রাণ করে; এই জন্য স্বয়ং স্বয়ম্ভু পুত্র শব্দটীর সৃষ্টি করিয়াছেন! পণ্ডিতগণ বলেন,—পুত্রহীনের গৃহশূন্য, বান্ধবহীনের দিক্ সকল শূন্য, মূর্খের হৃদয় শূন্য, আর দরিদ্র সর্ব্বশূন্য। অহো! লোকে বলে,—চন্দন শীতল, তাহাদের এ কথা মিথ্যা; আমার মনে হয় পুত্রের সহিত আলিঙ্গন চন্দন হইতেও সমধিক সুশীতল। তনয় ধূলিধূসরিতানন হইয়া পিতার শ্মশ্রুধারণপূর্ব্বক ক্রোড়ে ক্রীড়া করে। পুণ্যবান্ ব্যক্তিগণই এইরূপ তনয় অবলোকন করিয়া থাকেন। পুত্র যখন দিগম্বর বিগতত্রপ, জটিল ও ধূলিধূসরিতাঙ্গ হয়, তখন তাহাকে গঙ্গাধরের ন্যায় দেখা যায়। পুণ্যশীলগণই তাদৃশ তনয় অবলোকন করেন। লোকে বীণাবাদ্যস্বর সুস্বর বলিয়াই শ্রবণ করিয়া থাকে, কিন্তু বালকের রোদন তদপেক্ষাও আহ্লাদকর বলিয়া মনে হয়। বুধগণ বলেন,—মৃগ, পক্ষী কাক, পশুযোনি রাসভ ইহাদের মধ্যেও পুত্রস্নেহ দৃষ্ট হয়; মৎস্য ও অশ্বগণ এবং কূর্ম্ম কুম্ভীরাদি জীবগণও পুত্র জন্মিলে হৃষ্ট হয় আর পুত্রাবনাশে দুঃখিত হইয়া থাকে। দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষগণও পুত্রজন্ম দর্শনে হৃষ্ট হন, আর তনয়ের পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটিলে শোক করিয়া থাকেন। হে পুত্রক! আমি মন্দভাগ্য, তাই তোমাকে হারাইলাম। হে পাণ্ডব! রঘুকুলভূষণ রাজা দশরথ পুত্রের জন্য ঋষিগণকে সমবেত করিয়াছিলেন, তিনি ত্রিদশালয়ে ইন্দ্রের সহিত একাসনে উপবেশন করিতেন, তথাপি তনয় না থাকিলে পিতার স্বর্গবাস হয় না, এজন্য রাজা দশরথ পুত্রের জন্য অত্যুত্তম পুত্রেষ্টি যাগ করিয়াছিলেন, সেই যজ্ঞ হইতে রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন সমুৎপন্ন হইলেন, যে অমিততেজা জামদগ্ন্য কার্ত্তবীর্য্যকে পরাজিত করিয়াছিলেন; দশরথতনয় রামচন্দ্র অষ্টমবর্ষ বয়সে সেই পরশুরামকে পরাভূত করেন। অরিদুর্জ্জয় বানরপ্রবর বালীকে একাকী নিহত করিলেন ত্রিলোক যাহার জন্য শঙ্কিত, সেই ব্রহ্মনন্দন দশানন পুত্র বন্ধু-বান্ধবগণ সহ তৎকর্ত্তৃক রণে নিহত হইল। অহো! এইরূপ পুত্র ভিন্ন মর্ত্ত্যলোকে সৌখ্য কোথায়? সন্তানোৎপাদনার্থ যে মৈথুন করে, স্বর্গবাসের জন্য যাহার বিদ্যাভ্যাস, ব্রাহ্মণের জন্য যিনি অন্ন পাক করেন, তাঁহারাই স্বর্গে বাস করিয়া থাকেন। যেমন ব্রহ্মহত্যার ন্যায় ভীষণপাপ নাই আর অশ্বমেধের তুল্য পরম পুণ্য নাই, তদ্রূপ পুত্রোৎপত্তির তুল্য সুখ এবং পুত্রহীনতার ন্যায় দুঃখ নাই। হে বৎস! আর কি কহিব, পুত্র ভিন্ন সংসারে কোনই সুখ নাই।১২৭—১৪৩। দ্বিজ গোবিন্দ এইরূপে পুনঃপুনঃ বহু কাতর বিলাপ করিয়া পরে বন্ধুবান্ধবগণ

ততঃ সংস্কৃত্য তং বালং বিধিদৃষ্টেন কর্ম্মণা। সমবেতৌ তু দুঃখার্ত্তাবাগতৌ স্বগৃহং পুনঃ॥ ১৪৫॥ এবং গৃহাগতে বিপ্রে রাত্রির্জাতা যুধিষ্ঠির ভূমৌ প্রসুপ্তো গোবিন্দঃপুত্রশোকেন পীড়িতঃ॥ ১৪৬॥ যাবন্নিরীক্ষতে ভার্য্যা ভর্ত্তারং দুঃখপীড়িতম্। কৃমিরাশিগতং সর্ব্বং গোবিন্দং সমপশ্যত॥ ১৪৭॥ দুঃখাদ্দুঃখতরে মগ্না দৃষ্ট্বা তং পাতকান্বিতম্। এবং দুঃখনিমগ্নায়াঃ শর্ব্বরী বিগতা তদা॥ ১৪৮॥ পশুপালস্তু মহিষীর্মুক্ত্বারণ্যেহগমদ্‌গৃহাৎ। অরণ্যে মহিষীঃ সর্ব্বা রক্ষয়িত্বা গৃহাগতঃ॥ ১৪৯॥ বিজ্ঞপ্তঃ পশুপালেন গোবিন্দো ব্রাহ্মণোত্তমঃ। যাবদ্ভোক্ষ্যাম্যহং স্বামিন্মহিষীস্ত্বং চ রক্ষসে॥ ১৫০॥ ততঃ স ত্বরিতো বিপ্রো জগাম মহিষীঃ প্রতি। ন তত্র মহিষীঃ পশ্যেৎ পশ্চাৎ ক্ষত্রাভিসম্মুখম্॥ ১৫১॥ ধাবমানশ্চ বিপ্রস্তু এরণ্ডীসঙ্গমে গতঃ। ততঃ প্রবিষ্টস্তু জলে রেবৈরণ্ড্যোস্তু সঙ্গমে॥১৫২॥ তজ্জলং পীতমাত্রং তু ত্বরয়া চাতিতর্ষিতঃ। কামাৎ সলিলং পীত্বাথ প্রক্ষাল্য নয়নে শুভে॥ ১৫৩॥ আজগাম ততঃ পশ্চাত্তবনং দিবসক্ষয়ে। ভুক্ত্বা দুঃখান্বিতো রাত্রৌ গোবিন্দঃ শয়নং যযৌ॥ ১৫৪॥ নিদ্রাভিভূতঃ শোকেন শ্রমেণৈব তু খেদিতঃ। পুনস্তচ্চার্দ্ধরাত্রে তু তস্য ভার্য্যা যুধিষ্ঠির॥ ১৫৫॥ কৃমিভির্বেষ্টিতং গাত্রং ক্বচিৎ পশ্যত্যবেষ্টিতম্। পুনঃ সা বিস্ময়াবিষ্টা তস্য ভার্য্যা গুণান্বিতা। উবাচ দুষ্কৃতং তস্য সাধ্বসাবিষ্টচেতসা॥ ১৫৬॥ ভার্য্যোবাচ। অতীতে পঞ্চমে চাহ্নি দিনং ক্ষিপতস্তু তে। গৃহপশ্চাদ্‌গতো বালো হ্যজ্ঞানাদ্‌ঘাতিতস্ত্বয়া॥ ১৫৭॥ ময়া তৎপাতকং ঘোরং রহস্যং ন প্রকাশিতম্। তেন প্রচ্ছন্নপাপেন দহ্যমানা দিবানিশম্॥ ১৫৮॥ ন সুখং তব গাত্রস্য পশ্যামি ন হি চাত্মনঃ। নিদ্রা মম শমং যাতা

কর্ত্তৃক আশ্বস্ত হইলেন ও মৃত শিশুতনয়কে লইয়া বহির্দ্দেশে গমন করিলেন। অনন্তর পতিপত্নী বেদোক্ত বিধানে তাহার সৎকার সম্পন্ন করিয়া বান্ধবগণের সহিত সমবেত হইয়া স্বগৃহে আগমন করিলেন। হে যুধিষ্ঠির! দ্বিজ-গোবিন্দের গৃহে ফিরিতে রাত্রি হইল. পুত্রশোকে পীড়িত গোবিন্দ সে রাত্রি মৃত্তিকায়ই শয়ন করিয়া রহিলেন। গোবিন্দ পুত্রবধ করিয়া ভ্রূণহত্যা-পাপে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। তদীয় পত্নী তাঁহার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া দেখিলেন,—দুঃখপীড়িত পতি কৃমিরাশিমধ্যে পতিত রহিয়াছেন; গোবিন্দ পত্নী একেই পুত্রশোকে পীড়িতা, তারপর স্বামীর এই দুঃখদশা দর্শনে অধিকতর দুঃখে নিমগ্ন হইলেন। এইরূপে দুঃখকাতরা গোবিন্দপত্নীর সে রাত্রি দুঃখে কষ্টে অতীত হইল। ইত্যবসরে তদীয় পশুপালক মহিষীগণকে অরণ্যমধ্যে ছাড়িয়া দিয়া গৃহে আগমন করিল। পশুপালক অরণ্যে মহিষী-গণকে রক্ষিত করত গৃহে আসিয়া দ্বিজসত্তম গোবিন্দকে নিবেদন করিল,—প্রভো! আমি ভোজন করিয়া যতক্ষণে মহিষীরক্ষার্থে অরণ্যে গমন করি, ততক্ষণ আপনি মহিষীগণকে রক্ষা করুন। অনন্তর দ্বিজ মহিষীগণের উদ্দেশে সত্বর ক্ষেত্রাভিমুখে ধাবিত হইলেন; কিন্তু তথায় মহিষী-গণকে দেখিতে না পাইয়া তিনি আরও বেগে দৌড়িতে লাগিলেন। ক্রমে এরণ্ডীসঙ্গমে উপনীত হইলেন। দ্বিজ পিপাসায় অত্যন্ত কাতর হইয়াছিলেন; তিনি রেবা-এরণ্ডীর সঙ্গমস্থানে প্রবেশ করিয়া রেবানীর পান করিলেন, দ্বিজ জলপানমাত্রেই অতীব তৃপ্ত হইলেন। পানে দ্বিজের কোনই কামনা ছিল না। তিনি তৃষ্ণা নিবৃত্তির জন্য জলপান ও মনোজ্ঞ নয়নদ্বয় প্রক্ষালিত করিয়া পরে গৃহে গমন করিলেন। তখন দিবা অবসান হইয়াছে। রাত্রি আসিয়াছে দ্বিজ গোবিন্দ দুঃখিতহৃদয়ে নৈশভোজন সম্পাদন করিয়া শয়ন করিলেন। দ্বিজ শোকে শ্রমে নিতান্ত খিন্ন ছিলেন, তিনি নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন। হে যুধিষ্ঠির! পুনরায় দ্বিজপত্নী নিশীথ সময়ে স্বামিসন্নিধানে আগমন করিলেন; দেখিলেন।—পূর্ব্বের মত আর তাঁহার দেহে কৃমি নাই। পূর্ব্বে তাঁহার সর্ব্বশরীরই কৃমিবেষ্টিত অবলোকন করিয়াছিলেন, এখন কোথাও দুই একটী মাত্র কৃমি দৃষ্ট হইল। তখন গুণবতী গোবিন্দপত্নী ভয়ে ও বিস্ময়ে আবিষ্ট হইয়া স্বামীর দুষ্কৃতির কথা প্রকাশ করিলেন।১৪৪ ১৫৬। দ্বিজভার্য্যা কহিলেন,—আজ পাঁচ দিন অতীত হইল,আপনি যখন শকট হইতে ইন্ধন ক্ষেপণ করেন তখন আমাদের শিশুতনয় গৃহের পশ্চাদ্‌ভাগ হইতে আপনার সমীপে উপনীত হয়; আপনি না জানিয়া সেই শিশুতনয়কে আঘাত করিয়াছেন। আমি এই রহস্য পাতকের বিষয় বিদিত ছিলাম বটে, কিন্তু কোন কারণে প্রকাশ করি নাই। এক্ষণে সেই প্রচ্ছন্নপাপে অহর্নিশ সাতিশয় দগ্ধ হইতেছি, কি নিজের, কি আপনার

রতিশ্চৈব ত্বয়া সহ ॥ ১৫৯ ॥ শ্রূয়তে মানবে শাস্ত্রে শ্লোকো গীতো মহর্ষিভিঃ। স্মৃত্বাস্মৃত্বা তু তং চিত্তে পরিতাপো ন শাম্যতি ॥ ১৬০ ॥ কীর্ত্তনারশ্যতে ধর্ম্মো বর্দ্ধতেঽসৌ নিগূহনাৎ। ইহলোকে পরে চৈব পাপস্যাপ্যেবমেব চ ॥ ১৬১ ॥ এবং সঞ্চিন্ত্যমানাহং স্থিতা রাত্রৌ ভয়াতুরা। কৃমিরাশিগতং ত্বাং হি কস্যাহং কথয়ামি কিম্ ॥ ১৬২ ॥ পুনস্ত্বং চাদ্য মে দৃষ্টো ভ্রূণহত্যাকৃমিশ্রিতঃ। কচিন্তিন্দন্তি তে গাত্রং কচিন্নষ্টাঃ সমন্ততঃ ॥ ১৬৩ ॥ এতৎ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য বিমৃশামি পুনঃপুনঃ। ন জানে কারণং কিঞ্চিৎ পৃচ্ছন্ত্যাঃ কথয়স্ব মে ॥ ১৬৪ ॥ তড়াগং বা সরিদ্বাপি তীর্থং বা দেবতার্চ্চনম্। যং গতোঽসি প্রভাবোঽয়ং তস্য নান্যস্য মে স্থিতম্ ॥ ১৬৫ ॥ এবমুক্তস্ত বিপ্রোহসৌ কথয়ামাস ভারত। ভার্য্যায় যদিবা বৃত্তং শঙ্কমানো নৃপোত্তম ॥ ১৬৬ ॥ অদ্যাহং মহিষীসার্দ্ধমেরণ্ডীসঙ্গমং গতঃ। নাভিমাত্রে জলে গত্বা পীতবান্ সলিলং বহু ॥ ১৬৭ ॥ নান্যত্তীর্থং বিজানামি সরিতং সর এব বা। সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং কথিতং তব ভামিনি ॥ ১৫৮ ॥ এবং জ্ঞাত্বা তু সা সর্ব্বমুপবাসকৃতক্ষণা। সপত্নীকো গতস্তত্র সঙ্গমে বরবর্ণিনি ॥ ১৬৮ ॥ স্নাত্বা তত্র জলে রম্যে নত্বা দেবং তু ভাস্করম্। স্নাপয়ামাস দেবেশং শঙ্করং চোময়া সহ ॥ ১৭০ ॥ পঞ্চগব্যঘৃতক্ষীরৈর্দধিক্ষৌদ্রঘৃতৈর্জ্জলৈঃ। গন্ধমাল্যাদিধূপৈশ্চ নৈবেদ্যৈশ্চ সুশোভনৈঃ ॥ ১৭১ ॥ পূজ্য ত্র্যম্বকং লিঙ্গং দেবীং কাত্যায়নীং শুভাম্। রাত্রৌ জাগরণং কৃত্বা পত্যা সহ পতিব্রতা ॥ ১৭২ ॥ ততঃ প্রভাতে বিমলে দ্বিজান্ সম্পূজ্য যত্নতঃ। গোদানেন হিরণ্যেন বস্ত্রেণান্নেন ভারত ॥ ১৭৩ ॥ গোবিন্দঃ পূজয়ামাস স্বশক্ত্যা ব্রাহ্মণাঞ্ছুভান্। মুক্তপাপো গৃহাযাতঃ

কাহারও শরীরে আর সুখ নাই। রাত্রিতে আমার নিদ্রা হয় না। আপনার সহিত রতিসম্ভোগেও আমার প্রবৃত্তি হয় না। শুনিয়াছি—মানব শাস্ত্রে মহর্ষিগণ একটী শ্লোকগাথা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, আমি বারবার সেই শ্লোকটীর কথা মনে মনে চিন্তা করিয়া পরিতাপে দগ্ধ হইতেছি; কিছুতেই আমার তাপশান্তি হইতেছে না। মহর্ষিরা কহিয়াছেন,—ধর্ম্মের কীর্ত্তন করিলেই ক্ষয় হয়, আর সম্যক্ গোপন করিলেই বর্দ্ধিত হইয়া থাকে; কি ইহ, কি পর, ধর্ম্মের কীর্ত্তনে ও গোপনে যেমন উপচয় ও অপচয় হয়, পাপেরও এইরূপই ব্যবস্থা। অর্থাৎ পাপেরও কীর্ত্তনে ক্ষয় ও গোপনে বৃদ্ধি হইয়া থাকে। আমি রজনীযোগে এইরূপ চিন্তা করিয়া ভয়ে-ভয়ে রাত্রি কাটাইলাম, ভাবিলাম—আপনি যে কৃমিসমাক্রান্ত হইয়াছেন, এই পাপ বিবরণ কাহার নিকট বর্ণন করিব? আজ আপনার আর সেরূপ অবস্থা দৃষ্ট হইতেছে না, আপনি ভ্রূণহত্যাপাপে লিপ্ত; তাই কৃমিকুল আপনার দেহ পরিবেষ্টিত করিয়াছিল। অদ্য সেই সকল কৃমি আর আপনার দেহ ভেদ করিতেছে না; প্রায়ই যেন মরিয়া চতুর্দ্দিকে পতিত হইয়াছে। আমি বারবার এই সকল স্মরণ করিয়া মনে মনে পুনঃপুনঃ তর্ক করিতেছি; আমি ইহার কোনই কারণ বিদিত নহি। অতএব উত্তর দান করিয়া আমার জিজ্ঞাসানিবৃত্তি করুন। আমার মনে হয়—আপনি কোন পুণ্য নদী তড়াগ বা তীর্থে গমন কিংবা কোন দেবতার পূজা করিয়াছেন, সেই পুণ্যপ্রভাবে আপনার ভ্রূণহত্যাপাতক লুপ্ত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন অন্য কোন কারণ আছে বলিয়া বোধ হয় না। হে ভারত! অনন্তর দ্বিজ গোবিন্দ পত্নী কর্ত্তৃক এইরূপে কথিত হইয়া বলিতে লাগিলেন এবং দিবাভাগে পত্নীর সম্মুখেই এই ব্যাপার ঘটিয়াছিল ভাবিয়া শঙ্কিত হইলেন। হে রাজসত্তম! দ্বিজ কহিলেন,—আজ আমি মহিষীগণ সহ এরণ্ডীসঙ্গমে গমন করিয়া নাভিমাত্র জলে অবতরণপূর্ব্বক বহুল নর্ম্মদাজল পান করিয়াছি। আমি সরিৎ সরোবর কিংবা অন্য কোন তীর্থ জানি না; ভামিনি! যাহা ঘটিয়াছে, তোমার নিকট ত্রিসত্য করিয়া কহিলাম। শঙ্কর কহিলেন,—বরবর্ণিনি! অনন্তর দ্বিজদম্পতী এরণ্ডীসঙ্গমের প্রভাব বুঝিতে পারিলেন, তার পর তাঁহারা উপবাসপরায়ণ হইয়া এরণ্ডীসঙ্গমে গমন, সঙ্গমজলে স্নান ও দেব দিবাকরকে নমস্কার করিলেন। পঞ্চগব্য, ও ঘৃত ক্ষীর দধি মধু জলাদি দ্বারা উমার সহিত দেবেশ শঙ্করকে স্নান করাইলেন; গন্ধ, মাল্য, ধূপ ও মনোজ্ঞ নৈবেদ্য দ্বারা ত্র্যম্বক লিঙ্গের পূজা করিয়া কল্যাণদায়িনী দেবী কাত্যায়নীর পূজা করিলেন এবং পাতিব্রত্য ধর্ম্মে শঙ্করসমীপে রজনী জাগরণ করিলেন ।১৫৭—১৭২। হে ভারত! অনন্তর বিমল প্রভাতকালে যত্নপূর্ব্বক দ্বিজগণের পূজা করিয়া গো, হিরণ্য, বস্ত্র ও অন্নাদি দান করিলেন। হে নৃপ! গোবিন্দ যথাশক্তি সৌম্যবদন দ্বিজগণের

সভার্য্যাসহিতো নৃপ ॥ ১৭৪ ॥ এবং যঃ শৃণুতে ভক্ত্যা গোবিন্দাখ্যানমুত্তমম্। পঠতে পরয়া ভক্ত্যা ভ্রূণহত্যা প্রণশ্যতি ॥ ১৩৬ ॥ ক্রীড়তে শাঙ্করে লোকে যাবদাভূতসম্প্লবম্। যশ্চৈবাশ্বযুজে মাসি চৈত্রে বা নৃপসত্তম ॥ ১৭৬ ॥ সপ্তম্যাঞ্চ সিতে পক্ষে সোপবাসো জিতেন্দ্রিয়ঃ। সাত্ত্বিকীং বাসনাং কৃত্বা যো বসেচ্ছিবমন্দিরে ॥ ১৭৭ ॥ ধ্যায়মানো বিরূপাক্ষং ত্রিশূলকরসংস্থিতম্। কংসাসুরনিহন্তারং শঙ্খচক্রগদাধরম্ ॥১৭৮॥ পক্ষিরাজসমারূঢ়ং ত্রৈলোক্যবরদায়কম্। পিতামহং ততো ধ্যায়েদ্ধংসস্থং চতুরাননম্ ॥ ১৭৯ ॥ সর্ব্বপ্রদং সমস্তস্য কমলাকরশোভিতম্। যো হেবং বসতে তত্র ত্রিযমে স্থান উত্তমে ॥ ১৮০ ॥ ততঃ প্রভাতে বিমলে হ্যষ্টম্যাঞ্চ নরাধিপ। ব্রাহ্মণান্ পূজয়েদ্ভক্ত্যা সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিতান্ ॥ ১৮১ ॥ সর্ব্বাবয়বসম্পূর্ণান্ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদান্। বেদাভ্যাসরতান্নিত্যং স্বদারনিরতান্ সদা ॥ ১৮২ ॥ শ্রাদ্ধে দানে ব্রতে যোগ্যান্ ব্রাহ্মণান্ পাণ্ডুনন্দন। প্রেতানাং পূজনং তত্র দেবপূর্ব্বং সমারভেৎ ॥ ১৮৩ ॥ প্রেতত্বান্মুচ্যতে শীঘ্রমেরণ্ডাং পিণ্ডতর্পণৈঃ। দানানি তত্র দেয়ানি হ্যন্নমুখ্যানি সর্ব্বদা ॥ ১৮৪ ॥ হিরণ্যভূমিকন্যাশ্চ ধূর্ব্বাহৌ শুভলক্ষণৌ সীরেণ সহিতৌ পার্থ ধান্যং দ্রোণকসংখ্যয়া ॥ ১৮৫ ॥ অলঙ্কৃতাং সবৎসাঞ্চ ক্ষীরিণীং তরুণীং সিতান্। রক্তাং বা কৃষ্ণবর্ণাং বা পাটলাং কপিলাং তথা ॥ ১৮৬ ॥ কাংস্যদোহনসংযুক্তাং রুপ্যক্ষুর বিভূষণাম্। স্বর্ণশৃঙ্গীং সবৎসাঞ্চ ব্রাহ্মণায়োপপাদয়েৎ ॥ ১৮৭ ॥ প্রীয়তাং মে জগন্নাথা হরকৃষ্ণপিতামহাঃ। সংসাররক্ষণী দেবী সুরভী মাং সমুদ্ধরেৎ ॥ ১৮৮ ॥ পুত্রার্থং যাঃ স্ত্রিয়ঃ পার্থ হেরণ্ডীসঙ্গমে নৃপ। স্নাপয়েদ্ রুদ্রসূক্তৈশ্চ চতুর্ব্বেদোদ্ভবৈস্তথা ॥ ১৮৯ ॥ চতুর্ভির্ব্রাহ্মণৈঃ শস্তং দ্বাভ্যাং যোগ্যৈশ্চ কারয়েৎ। একেন সার্দ্রকুম্ভেন দাম্পত্যমভিষেচয়েৎ ॥ ১৯০ ॥ দৈবজ্ঞেনৈব চৈকেন অথবা সামগেন বা। পঞ্চরত্নসমাযুক্তং কুম্ভে তত্রৈব কারয়েৎ ॥ ১৯১ ॥ গন্ধতোয়সমাযুক্তং সর্ব্বৌষধিবিমিশ্রিতম্। আম্রপল্লবসংযুক্তমশ্বত্থমধুকং তথা ॥ ১৯২ ॥ গুণ্ঠিতং সিতবস্ত্রেণ সিতচন্দনচর্চ্চিতম্। সিতপুষ্পৈশ্চ সম্পূজ্য সিদ্ধার্থ-

পূজা করিলেন, তাঁহার পাপ বিনষ্ট হইল। তিনি পত্নীর সহিত স্বগৃহে আগমন করিলেন। যে মানব এই অনুত্তম গোবিন্দাখ্যান ভক্তিপূর্ব্বক শ্রবণ করে, অথবা পরম ভক্তিভরে পাঠ করে, তাহার ভ্রূণহত্যা পাপ বিনষ্ট হয়। সে কল্পকাল শঙ্করলোকে ক্রীড়া করে। হে নৃপসত্তম! জিতেন্দ্রিয় মানব আশ্বিন কিংবা চৈত্র মাসের সোমবার সপ্তমীতে হৃদয়ে সাত্ত্বিক বাসনা পোষণ করত শিবমন্দিরে বাস করিবে, বিরূপাক্ষ ত্রিশূলকর হর, কংসাসুরনিহন্তা শঙ্খচক্রগদাধর বিহগরাজ গরুড়ে আরূঢ় ত্রিলোকবরদায়ক হরি এবং অখিল লোকের সর্ব্বদ কমলযোনি হংসারূঢ় চতুরানন লোকপিতামহ ব্রহ্মাকে ধ্যান করিবে। হে নরাধিপ! এরূপে সেই উত্তম ত্রিযম স্থানে বাস করিবে, তারপর বিমল প্রভাতে অষ্টমী তিথি যোগে সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিত সর্ব্বাবয়বসম্পূর্ণ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ সতত বেদাভ্যাসরত স্বদারনিরত দ্বিজগণকে ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করিবে। হে পাণ্ডুনন্দন! শ্রাদ্ধে, ব্রতে ও দানে যোগ্য দ্বিজগণকে বরণ করিতে হয়। প্রথমে দৈবপক্ষের পূজা করিয়া পরে প্রেতগণের পূজা কর্ত্তব্য। এরণ্ডীসঙ্গমে পিণ্ডদান করিলে প্রেতগণ সত্বর প্রেতত্ব মুক্ত হন। হে পার্থ! দানের মধ্যে সতত অন্নদানই মুখ্য। এ তীর্থে অন্ন, হিরণ্য, ভূমি, কন্যা, হলযুক্ত শুভলক্ষণ যুগ্মবৃষ ও দ্রোণপরিমাণ ধান্য দান করিবে। এখানে ধেনু দান কর্ত্তব্য। এই ধেনু অলঙ্কৃতা সবৎসা ক্ষীরিণী ও শ্বেতবর্ণাই দেওয়া উচিত; তদ্ভিন্ন রক্ত, কৃষ্ণ, পাটল কিংবা কপিলবর্ণাও দেওয়া যাইতে পারে; কিন্তু সর্ব্ববিধ ধেনুই কাংস্যদোহযুক্ত, রৌপ্যক্ষুর-ভূষিত, স্বর্ণশৃঙ্গশোভিত ও সবৎসা হইবে। অনন্তর "জগৎপতি ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর আমার প্রতি প্রীত হউন, সংসাররক্ষণী দেবী সুরভী আমাকে উদ্ধার করুন" এইরূপ কহিয়া ব্রাহ্মণকে পূর্ব্বোক্ত লক্ষণান্বিত ধেনুদান করিবে।১৭৩—১৮৮। হে পার্থ! পুত্রাবিনী রমণী এরণ্ডীসঙ্গমে চতুর্ব্বেদোদ্ভব রুদ্রসূক্তে স্নান করিবে। চারিজন দ্বিজ চতুর্ব্বেদোক্ত রুদ্রসূক্ত পাঠ করিয়া অভিষেক করিবেন। একার্য্যে দ্বিজচতুষ্টয়ই প্রশস্ত, দুইজনেও করিতে পারেন, কিন্তু যোগ্য দ্বিজই এই অভিষেক ক্রিয়া সম্পাদন করিবেন। একজন দৈবজ্ঞ কিংবা সামগ দ্বিজ আর্দ্র কুম্ভ দ্বারা দম্পতীর অভিষেক করিবেন। অভিষেককুম্ভে পঞ্চরত্ন রক্ষিত করিতে হইবে। কুম্ভে সর্ব্বৌষধিমিশ্রিত সুগন্ধ বারি নিক্ষেপপূর্ব্বক চূত, অশ্বত্থ কিংবা মধুক পল্লব প্রদান ও শ্বেত বস্ত্র দ্বারা অবগুণ্ঠিত করিয়া শ্বেত চন্দন লিপ্ত করিবে। তারপর শুভ্রকুসুমনিচয় দ্বারা কুম্ভে

কুম্ভমধ্যমম্॥ ১৯৩॥ কাংস্যপাত্রে তু সংস্থাপ্য পুত্রার্থী দেশিকোত্তমঃ। অঙ্গলগ্নং তু যদ্বস্ত্রং কটকাভরণং তথা॥ ১৯৪॥ তৎসর্ব্বং মণ্ডলে ত্যাজ্যং সিদ্ধার্থং চান্তরন্তদা। প্রণম্য ভাস্করং পশ্চাদাচার্য্যং রুদ্ররূপিণম্॥ ১৯৫॥ মধুরঞ্চ ততোঽশ্নীয়াদ্দেব্যা ভুবন উত্তমে। ফলদানঞ্চ বিপ্রায় ছত্রং তাম্বূলমেব চ॥ ১৯৬॥ উপানহৌ চ যানঞ্চ স ভবেদ্দুঃখবর্জ্জিতঃ। ভাস্করে ক্রীড়তে লোকে যাবদাভূতসংপ্লবম্॥ ১৯৭॥ দানং কোটিগুণং সর্ব্বং শুভং বা যদি বাশুভম্। যথা নদীনদাঃ সর্ব্বে সাগরে যান্তি সংক্ষয়ম্॥ ১৯৮। এবং পাপানি নশ্যন্তি হেরণ্ডীসঙ্গমে নৃণাম্। সমস্তাচ্ছস্ত্রপাতেন হেরণ্ডীসঙ্গমে নৃপ॥ ১৯৯॥ ভ্রূণহত্যাসমং পাপং নশ্যতে শঙ্করোঽব্রবীৎ। প্রাণত্যাগঞ্চ যো ভক্ত্যা জাতবেদসি কারয়েৎ॥ ২০০॥ অনাশকং নৃপশ্রেষ্ঠ জলে বা তদনন্তরম্। পঞ্চসাহস্রিকং মানং বর্ষাণাং জাতবেদসি॥ ২০১॥ জলে ত্রীণি সহস্রাণ্যনাশকে ষষ্টি ভুঙ্ক্তে। কাকা বকাঃ কপোতাশ্চ হ্যলূকাঃ পশবস্তথা॥ ২০২॥ সঙ্গমোদকসংস্পৃষ্টাস্তে যান্তি পরমাং গতিম্। বৃক্ষাশ্চ তৎপদং জ্ঞাত্বা যাং গতিং যান্তি যোগিনঃ॥ ২০৩॥ এরণ্ডিকা ময়া দেবী দৃষ্টো মে মন্মথেশ্বরঃ। কিং সমর্থো যমো রুষ্টো ভদ্রো ভদ্রাণি পশ্যতি॥ ২০৪॥ মৃত্তিকাং সঙ্গমোদ্ভূতাং যে চ গৃহ্ণন্তি নিত্যশঃ। ভ্রূণহত্যাদিপাপানি নশ্যন্তে নাত্র সংশয়ঃ॥ ২০৫॥ এরণ্ডীসঙ্গমে মর্ত্ত্যো লুণ্ঠমানো নরাধিপ। সর্ব্বপাপৈর্বিনির্মুক্তঃ পদং গচ্ছত্যনাময়ম্॥ ২০৬॥ এরণ্ড্যাঃ সঙ্গমং মর্ত্ত্যাঃ কীর্ত্তয়ন্ত্যাশ্রমাস্থিতাঃ। বিমুক্তপাপা জায়ন্তে সত্যং শঙ্করভাষিতম্॥ ২০৭॥ এরণ্ডীপাদপাগ্রেস্তু দৃষ্টৈঃ পাপং ব্যপোহতি॥ ২০৮॥ তীর্থাখ্যানমিদং পুণ্যং যে পঠিষ্যন্তি মানবাঃ। শৃণ্বন্তি চাপরে ভক্ত্যা মুক্তপাপা ভবন্তি তে॥ ২০৯॥ এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতমেরণ্ডীসঙ্গমং নৃপ। ভূয়শ্চান্যৎ প্রবক্ষ্যামি সর্ব্বপাপক্ষয়ঙ্করম্॥ ২১০॥

ইতি শ্রীস্কান্দে এরণ্ডীসঙ্গমতীর্থফলমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ত্র্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১০৩॥

আচ্ছাদিত করিয়া মধ্যে সিদ্ধার্থ রক্ষিত করিবে। অনন্তর স্বীয় কুশলকামী বিধিজ্ঞ পুত্রার্থী মানব কাংস্য পাত্রে কুম্ভ রক্ষিত করিয়া অঙ্গলগ্ন বসন ও কটকাভরণ মণ্ডলমধ্যে পরিত্যাগপূর্ব্বক ভাস্কর ও রুদ্ররূপী আচার্য্যকে প্রণাম করিবে। তারপর উত্তম ভবনে গমন করিয়া পত্নীর সহিত মধুর দ্রব্য ভক্ষণ ও দ্বিজকে ফল, তাম্বূল, ছত্র, পাদুকা ও যান দান করিবে। মানবগণ এইরূপ করিলে সর্ব্বদুঃখবিবর্জ্জিত হয়। কল্পকাল ভাস্করলোকে ক্রীড়া করে, তাহারা উত্তম অধম যেরূপ দানই করুন না কেন, তাঁহার কোটিগুণ ফললাভ হয়। যেরূপ নদনদীনিবহ জলধিতে গিয়া বিলীন হয়, তাঁহাদের পাপও তদ্রূপ এরণ্ডীসঙ্গমে গিয়া বিলীন হইয়া থাকে। হে নৃপ! এরণ্ডীসঙ্গমে দণ্ডায়মান হইয়া একটী বাণ নিক্ষেপ করিলে, ঐ বাণ যত দূর যায়, সঙ্গমতীর্থের মাহাত্ম্য ততদূর পর্য্যন্তই জানিবে। শঙ্কর কহিয়াছেন—ভ্রূণহত্যার ন্যায় দুরন্ত পাপও এই সঙ্গমতীর্থে বিনষ্ট হইয়া থাকে। হে নৃপসত্তম! এরণ্ডীসঙ্গমে ভক্তিপূর্ব্বক অনলে, অনশনে, কিংবা জলে জীবন বিসর্জ্জন করিলে নর পাবকে প্রাণ পরিত্যাগে পঞ্চসহস্র বৎসর, জলে তিন সহস্রবর্ষ ও অনশনে ষষ্টিসহস্র বৎসর দিব্যলোক ভোগ করে। কাক, বক, কপোত, উলূক প্রভৃতি বিহগ পশুগণেরও এরণ্ডীসঙ্গমের বারিস্পর্শে উত্তম লোকে গতি হয়; বৃক্ষগণও এরণ্ডীসঙ্গমের মাহাত্ম্যে যোগিগণের গতিলাভ করে। আমিই এরণ্ডীর সৃষ্টি করিয়াছি, যে মানব দেবী এরণ্ডী ও আমার মন্মথেশ্বর বিগ্রহ দর্শন করে, যম তাহার প্রতি রুষ্ট হইয়া কি করিতে পারে? যে এরণ্ডী দর্শন করিয়াছে, সে সতত কুশলই লাভ করিয়া থাকে। যাহারা সতত এরণ্ডীসঙ্গমমৃত্তিকা দ্বারা দেহ লিপ্ত করে, তাহাদের ভ্রূণহত্যাদি পাতক বিনষ্ট হয়। হে নরাধিপ! যে মানব এরণ্ডীসঙ্গমে দেহ বিলুণ্ঠিত করে, সে সর্ব্বপাপমুক্ত হইয়া অনাময় গতি প্রাপ্ত হয়। মানবগণ আশ্রমে থাকিয়াও যদি এরণ্ডীসঙ্গমমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করে, তাহারা পাপবিমুক্ত হয়, ইহা শঙ্করের সত্য বাক্য; অধিক কি দূর হইতে এরণ্ডীসঙ্গমের পাদপাগ্রভাগ দর্শন করিয়াও নর পাপ হইতে বিমুক্ত হয়। যাহারা এরণ্ডীসঙ্গম তীর্থের এই পুণ্যাখ্যান পাঠ করে এবং যাহারা ভক্তিপূর্ব্বক শ্রবণ করে তাহারাও পাপমুক্ত হয়। হে নৃপ! এই তোমার নিকট পুণ্য এরণ্ডীসঙ্গমমাহাত্ম্য সকলই কহিলাম,

চতুরধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহীপাল সৌবর্ণশিলমুত্তমম্। প্রখ্যাতমুত্তরে কূলে সর্ব্বপাপক্ষয়ঙ্করম্ ॥ ১ ॥ সমস্তাচ্ছতপাতেন মুনিসঙ্ঘৈঃ পুরা কৃতম্। রেবায়াং দুর্ল্লভং স্থানং সঙ্গমস্য সমীপতঃ ॥২॥ বিভক্তং হস্তমাত্রঞ্চ পুণ্যক্ষেত্রং নরাধিপ। সুবর্ণশিলকে স্নাত্বা পূজয়িত্বা মহেশ্বরম্ ॥ ৩ ॥ নত্বা তু ভাস্করং দেবং হোতব্যঞ্চ হুতাশনে। বিল্বেনাজ্যবিমিশ্রেণ বিল্বপত্রৈরথাপি বা ॥ ৪ ॥ প্রীয়তাং মে জগন্নাথো ব্যাধির্নশ্যতু মে ধ্রুবম্। দ্বিজায় কাঞ্চনে দত্তে যৎফলং তচ্ছৃণুষ্ব মে ॥৫॥ বহুস্বর্ণস্য যৎ প্রোক্তং যাগস্য ফলমুত্তমম্। তথাসৌ লভতে সর্ব্বং কাঞ্চনং যঃ প্রযচ্ছতি ॥ ৬ ॥ তেন দানেন পূতাত্মা মৃতঃ স্বর্গমবাপ্নুয়াৎ। রুদ্রস্যানুচরস্তাবদ্ যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ ॥ ৭ ॥ ততঃ স্বর্গাবতীর্ণস্তু জায়তে বিশদে কুলে। ধনধান্যসমোপেতঃ পুনঃ স্মরতি তজ্জলম্ ॥ ৮ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে সুবর্ণশিলাতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম চতুরধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০৪ ॥

পঞ্চাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। করঞ্জাখ্যং ততো গচ্ছেৎ সোপবাসো জিতেন্দ্রিয়ঃ। তত্র স্নাত্বা তু রাজেন্দ্র সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ১ ॥ অর্চ্চয়িত্বা মহাদেবং দত্ত্বা দানঞ্চ ভক্তিতঃ। সুবর্ণং রজতং বাপি মণিমৌক্তিকবিদ্রুমান্ ॥ ২ ॥ পাদুকোপানহৌ ছত্রং শয্যাং প্রাবরণানি চ। কোটিকোটিগুণং সর্ব্বং জায়তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে করঞ্জতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম পঞ্চাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০৫ ॥

একণে পুনরায় অন্য এক সর্ব্বপাপক্ষয়কর তীর্থবিবরণ বর্ণন করিতেছি।১৮৯—২১০।

ত্র্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০৩

চতুরধিকশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে মহীপাল! অনন্তর অনুত্তম সৌবর্ণশিলা তীর্থে গমন করিবে। এই সর্ব্বপাপক্ষয়কর প্রখ্যাত তীর্থ নর্ম্মদার উত্তরকূলে বিদ্যমান। পুরাকালে ঋষিসঙ্ঘ সমবেত হইয়া শতপাতের সহিত এই তীর্থ নির্দ্দিষ্ট করেন। হে নরাধিপ! এই মানবদুর্লভ পুণ্য ক্ষেত্র রেবাতীরের সঙ্গমসমীপে অবস্থিত ও হস্তমাত্র স্থানে বিভক্ত। মানব সুবর্ণশিলকে গমন করিয়া মহেশ্বরের পূজা ও দিবাকরকে প্রণামপূর্ব্বক ঘৃতমিশ্রিত বিল্বপত্র কিংবা কেবল বিল্বফল দ্বারা হুতাশনে আহুতি প্রদান করিবে। আহুতি প্রদানে নিম্নলিখিত মন্ত্র উচ্চারণ করিবে, যথা—জগৎপতি আমার প্রতি প্রীত হউন, আমার ব্যাধি বিনষ্ট হউক। হে নৃপ! সুবর্ণশিলা তীর্থে দ্বিজকে কাঞ্চনদানে যে ফললাভ, তাহা আমার নিকট শ্রবণ কর। বহু স্বর্ণদান ও অনেক যজ্ঞের যে ফল কথিত হয়, সুবর্ণশিলে কাঞ্চনদাতার তৎসমস্ত লাভ হইয়া থাকে, কাঞ্চনদানের পুণ্যপ্রভাবে দেহাবসানে সেই মহাত্মা স্বর্গে গমন করে এবং চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের শাসনকালে সে মানব রুদ্রের অনুচরত্ব প্রাপ্ত হয়। অনন্তর কর্ম্মক্ষয়ে স্বর্গ হইতে অবতরণ করিয়া বিশালকুলে জন্মগ্রহণ করে; তাহার ধনধান্যাদি সমৃদ্ধির অবধি থাকে না। এ জন্মেও তাঁহার সুবর্ণশিলকের পূত জল স্মৃতিপথে উদিত হয়। ১—৮।

চতুরধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১০৪।

পঞ্চাধিকশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে রাজেন্দ্র! অনন্তর উপবাসী জিতেন্দ্রিয় মানব করঞ্জনামক তীর্থে গমন করিবে। এইতীর্থে স্নান করিলে মানব অখিল পাপ হইতে মুক্ত হয়। করঞ্জতীর্থে ভক্তিপূর্ব্বক মহাদেবকে পূজা করিয়া সুবর্ণ, রজত, মণি, মৌক্তিক, বিদ্রুম, কাষ্ঠপাদুকা, চর্ম্মপাদুকা, ছত্র, শয্যা ও বসনদান করিলে কোটিগুণ দানফল লাভ হয়; সংশয় নাই। ১—৩।

পঞ্চাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০৫ ॥

ষড়ধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । ততো গচ্ছেন্মহীপাল তীর্থং পরমশোভনম্ । সৌভাগ্যকরণং দিব্যং নরনারীমনোরমম্ ॥ ১ ॥ তত্র যা দুর্ভগা নারী নরো বা নৃপসত্তম । স্নাত্বার্চ্চয়েদুমারুদ্রৌ সৌভাগ্যং তস্য জায়তে ॥ ২ ॥ তৃতীয়ামহোরাত্রং সোপবাসো জিতেন্দ্রিয়ঃ । নিমন্ত্রয়েদ্দ্বিজং ভক্ত্যা সপত্নীকং সুরূপিণম্ ॥ ৩ ॥ গন্ধমাল্যৈরলঙ্কৃত্য বস্ত্রধূপাদিবাসিতম্ । ভোজয়েৎ পায়সান্নেন কৃসরেণাথ ভক্তিতঃ ॥ ৪ ॥ ভোজয়িত্বা যথান্যায়ং প্রদক্ষিণমুদাহরেৎ । প্রীয়তাং মে মহাদেবঃ সপত্নীকো বৃষধ্বজঃ ॥ ৫ ॥ যথা তে দেবদেবেশ ন বিয়োগঃ কদাচন । মমাপি করুণাং কৃত্বা তথাস্ত্বিতি বিচিন্তয়েৎ ॥ ৬ ॥ এবং কৃতে ততস্তস্য যৎপুণ্যং সমুদাহৃতম্ । তত্তে সর্ব্বং প্রবক্ষ্যামি যথা দেবেন ভাষিতম্ ॥ ৭ ॥ দৌর্ভাগ্যং দুর্গতিশ্চৈব দারিদ্র্যং শোকবন্ধনম্ । বন্ধ্যাত্বং সপ্তজন্মানি জায়তে ন যুধিষ্ঠির ॥ ৮ ॥ জ্যৈষ্ঠমাসে সিতে পক্ষে তৃতীয়ায়াং বিশেষতঃ । তত্র গত্বা তু যো ভক্ত্যা পঞ্চাগ্নিং সাধয়েত্ততঃ ॥ ৯ ॥ সোঽপি পাপৈরশেষৈস্তু মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ । গুগ্গুলং দহতে যস্তু দ্বিধাচিত্তবিবর্জ্জিতঃ ॥ ১০ ॥ শরীরং ভেদয়েদ্যস্তু গৌর্য্যাশ্চৈব সমীপতঃ । তস্মিন্ কর্ম্মপ্রবিষ্টস্য উৎক্রান্তির্জায়তে যদি ॥ ১১ ॥ দেহপাতে ব্রজেৎ স্বর্গমিত্যেবং শঙ্করোঽব্রবীৎ । সিতরক্তৈস্তথা পীতৈর্বস্ত্রৈশ্চ বিবিধৈঃ শুভৈঃ ॥ ১২ ॥ ব্রাহ্মণীং ব্রাহ্মণং চৈব পূজয়িত্বা যথাবিধি । পুষ্পৈর্নানাবিধৈশ্চৈব গন্ধধূপৈঃ সুশোভনৈঃ ॥ ১৩ ॥ কণ্ঠসূত্রকসিন্দূরঃ কুঙ্কুমেন বিলেপয়েৎ । কল্পয়েত স্ত্রিয়ং গৌরীং ব্রাহ্মণং শিবরূপিণম্ ॥ ১৪ ॥ তেষাং তদ্রূপকং কৃত্বা দানমুৎসৃজ্যতে ততঃ । কঙ্কণং কর্ণবেষ্টং চ কণ্ঠিকাং মুদ্রিকাং তথা ॥ ১৫ ॥ সপ্তধান্যং তথা চৈব ভোজনং নৃপসত্তম । অন্যান্যপি চ দানানি তস্মিংস্তীর্থে দদাতি যঃ ॥ ১৬ ॥ সর্ব্বদানৈশ্চ যৎপুণ্যং প্রাপ্নুয়ান্নাত্র সংশয়ঃ । সহস্রগুণিতং সর্ব্বং নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ১৭ ॥ শঙ্করেণ সমং তস্মাদ্ভোগং ভুঙ্ক্তে হ্যনুত্তমম্ । সৌভাগ্যং তস্য বিপুলং জায়তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৮ ॥

ষড়ধিকশততম অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে মহীপাল! অনন্তর নরনারীমনোহর পরমশোভন দিব্য সৌভাগ্যকরণ তীর্থে গমন করিবে। হে নৃপসত্তম! এই সৌভাগ্যকরণ তীর্থে যে দুর্ভগা নারী বা ভাগ্যহীন পুরুষ স্নান করিয়া উমামহেশ্বরের পূজা করে, তাহার সৌভাগ্য লাভ হয়। জিতেন্দ্রিয় মানব এ তীর্থে তৃতীয়া দিবসে অহোরাত্র উপবাস করিয়া সুন্দরদর্শন সপত্নীক দ্বিজকে নিমন্ত্রণ করিবে, তাঁহাকে গন্ধমাল্য দ্বারা অলঙ্কৃত ও ধূপাদি দ্বারা সুবাসিত করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক পায়স বা কৃসরান্ন দ্বারা ভোজন করাইবে। তিনি যথারীতি ভোজন সমাপন করিলে তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিবে। অনন্তর মনে মনে চিন্তা করিবে যথা—সপত্নীক বৃষধ্বজ শঙ্কর আমার প্রতি প্রীত হউন, হে দেবদেবেশ! আপনার যেমন কদাচ বিয়োগ-দুঃখ নাই, আমার প্রতি করুণা করুন, আমারও যেন তদ্রূপ বিয়োগ-দুঃখ হয় না। এইরূপ করিলে যে পুণ্যফল লাভ হয়, শঙ্কর যেরূপ কহিয়াছেন, আমি তাহাই তোমার নিকট বর্ণন করিতেছি। যে নর বা নারী এইরূপ করে, তাহার দৌর্ভাগ্য, দুর্গতি, দারিদ্র ও শোকবন্ধন, বিশেষতঃ নারীর সপ্তজন্ম পর্য্যন্ত বন্ধ্যাত্ব দোষ দূর হয়।১—৮। যে মানব জ্যৈষ্ঠমাসে বিশেষতঃ শুক্লাতৃতীয়ায় সৌভাগ্যকরণ তীর্থে গমন করিয়া ভক্তিভরে পঞ্চাগ্নি সাধন করে, সে অশেষ পাপ হইতে মুক্ত হয়, সংশয় নাই। যে একাগ্রমনা মানব সৌভাগ্যকরণ তীর্থে গুগ্গুলু দান করে এবং যে মানব গৌরীসমীপে দেহ ভেদ করে; আর এই দেহভেদে যদি তাহার প্রাণ বহির্গত হয়, শঙ্কর কহিয়াছেন—এইরূপ দেহপাতে তাহার স্বর্গলাভ হয়। সিত, রক্ত ও পীতবর্ণের বিবিধ মনোজ্ঞ বসন দ্বারা যথাবিধি দ্বিজ ও দ্বিজপত্নীর পূজা করিয়া নানাবিধ পুষ্প, মনোহর গন্ধধূপ, কণ্ঠসূত্র, সিন্দূর ও কুঙ্কুমের বিলেপন দান করিবে। দ্বিজপত্নীকে গৌরী ও দ্বিজকে শিবরূপে চিন্তা করিবে; দ্বিজদম্পতীর এইরূপ রূপ কল্পনা করিয়া তাঁহাদিগকে কঙ্কণ, কর্ণবেষ্টন, কণ্ঠিকা, মুদ্রিকা, সপ্তধান্য,ভোজ্য ও অন্যান্য উত্তম দ্রব্য দান করিবে। হে নৃপসত্তম! যে নর সৌভাগ্যকরণতীর্থে এইরূপ দান করে, সে অখিল দানে যে ফল, তাহার সহস্রগুণিত ফল লাভ করে; সংশয় নাই। এ বিষয়ে কোন বিচার করিবার আবশ্যক নাই। সেই ব্যক্তি শঙ্করের সহিত অনুত্তম ভোগ্য বস্তু ভোগ করে, নিঃসংশয়ে তাহার বিপুল

অপুত্রো লভতে পুত্রমধনো ধনমাপ্নুয়াৎ। রাজেন্দ্র কামদং তীর্থং নর্ম্মদায়াং ব্যবস্থিতম্ ॥ ১৯ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে কামদতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ষড়ধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০৬ ॥

সপ্তাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র ভণ্ডারীতীর্থমুত্তমম্। দারিদ্রচ্ছেদকরণং যুগান্তেকোনবিংশতিঃ ॥ ১ ॥ ধনদেন তপস্তপ্তা প্রসন্নে পদ্মসম্ভবে। তত্রৈব স্বপ্নদানেন প্রাপ্তঃ বিত্তস্য রক্ষণম্ ॥ তত্র গত্বা তু যো ভক্ত্যা স্নাত্বা বিত্তং প্রযচ্ছতি। তস্য বিত্তপরিচ্ছেদো ন কদাচিদ্ভবিষ্যতি ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ভণ্ডারীতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম সপ্তাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০৭ ॥

সৌভাগ্য লাভ হয় এবং অপুত্র পুত্র লাভ করে, নির্ধন ধনবান্ হয়। হে রাজসত্তম! এই সৌভাগ্যকরণ তীর্থ কামদ ও ইহা নর্ম্মদাতীরে বিদ্যমান। ৯—১৯।

ষড়ধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥১০৬॥

সপ্তাধিক শততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে রাজসত্তম! অনন্তর অনুত্তম ভণ্ডারী তীর্থে গমন করিবে। ভণ্ডারী তীর্থ মানবের একোনবিংশতিযুগ পর্য্যন্ত দারিদ্র্য বিনাশ করে। এই তীর্থে ধনদ তপস্যা দ্বারা পদ্মসম্ভবের সন্তোষ সাধন করেন এবং অত্র স্বপ্নমন্ত্র দান করিয়া ধনের রক্ষাধিকার প্রাপ্ত হন। যে মানব ভণ্ডারী তীর্থে গমন করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক স্নান ও ধন দান করে, তাহার কদাচ বিত্ত-বিচ্ছিত্তি ঘটে না।১—৩।

সপ্তাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১০৭

অষ্টাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহীপাল রোহিণীতীর্থমুত্তমম্। বিখ্যাতং ত্রিষু লোকেষু সর্ব্বপাপহরং পরম্ ॥ ১ ॥ যুধিষ্ঠির উবাচ। রোহিণীতীর্থমাহাত্ম্যং সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্। শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বেন তন্মে ত্বং বক্তুমর্হসি ॥ ২ ॥ শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। তস্মিন্নেকার্ণবে ঘোরে নষ্টে স্থাবরজঙ্গমে। উদধৌ চ শয়ানস্য দেবদেবস্য চক্রিণঃ ॥ ৩ ॥ নাভৌ সমুত্থিতং পদ্মং রবিমণ্ডলসন্নিভম্। কর্ণিকাকেসরোপেতং পত্রৈশ্চ সমলঙ্কৃতম্ ৪ ॥ তত্র ব্রহ্মা সমুৎপন্নশ্চতুর্বদনপঙ্কজঃ। কিং করোমীতি দেবেশ আজ্ঞা মে দীয়তাং প্রভো ॥ ৫ ॥ এবমুক্তস্তু দেবেশঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ। উবাচ মধুরাং বাণীং তদা দেবং পিতামহম্ ॥ ৬ ॥ সরস্বত্যাং মহাবাহো লোকং কুরু মমাজ্ঞয়া। ভূতগ্রামমশেষস্য উৎপাদনবিবক্ষয়ম্ ॥৭॥ এতচ্ছ্রুত্বা তু বচনং পদ্মনাভস্য ভারত। চিন্তয়ামাস ভগবান্ সপ্তর্ষীন্ হিতকাম্যয়া ॥ ৮ ॥ ক্রমাত্তে চিন্তিতাঃ প্রাজ্ঞাঃ পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুঃ। প্রাচেতসো বসিষ্ঠশ্চ

অষ্টাধিক শততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে রাজসত্তম! অনন্তর অনুত্তম রোহিণীতীর্থে গমন করিবে। এই রোহিণীতীর্থ ত্রিলোকবিখ্যাত ও সর্ব্বপাপহর। যুধিষ্ঠির বলিলেন,—সর্ব্বপাপপ্রণাশন রোহিণীতীর্থের মাহাত্ম্য শ্রবণে আমার অভিলাষ হইতেছে, আপনি যথাযথ বর্ণন করুন। মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—ভীষণ কল্পকাল উপস্থিত হইলে সমগ্র জগৎ একার্ণব হয়, তখন স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎ বিনষ্ট হইয়া যায়। অনন্তর দেবদেব চক্রী সাগরমধ্যে শয়ন করেন। তাঁহার নাভি হইতে রবিমণ্ডলসন্নিভ কর্ণিকাকেসরসমন্বিত বহুপত্রালঙ্কৃত এক পদ্ম সম্ভূত হয়; তার পর সেই পদ্ম হইতে চতুরানন ব্রহ্মা সমুদ্ভূত হইয়া ক্ষীরোদশায়ী দেবেশ বিষ্ণুকে সম্বোধন করিয়া বলেন,—প্রভো! আমি কি করিব? আদেশ করুন। অনন্তর শঙ্খচক্রগদাধর দেবেশ বিষ্ণু পিতামহ ব্রহ্মার প্রার্থনায় তাঁহাকে মধুর বাক্যে আদেশ করেন,—হে মহাবাহো! আপনি আমার আদেশে সরস্বতীতীরে লোক সৃজন করুন, ভূতসঙ্ঘের উৎপাদন, পালন ও সংহার-ভার আপনার উপর ন্যস্ত রহিল। ১—৭। হে ভারত! ভগবান ব্রহ্মা পদ্ম-

ভৃগুর্ণারদ এব চ ॥ ৯ ॥ যজ্ঞে প্রাচেতসো দক্ষো মহাতেজাঃ প্রজাপতিঃ। দক্ষস্যাপি তথা জাতাঃ পঞ্চাশদ্দুহিতরোঽনঘ ॥ ১০ ॥ দদৌ স দশ ধর্ম্মায় কশ্যপায় ত্রয়োদশ। তথৈব স মহাভাগঃ সপ্তবিংশতিমিন্দবে ॥ ১১ ॥ রোহিণী নাম যা তাসাং মধ্যে তস্য নরাধিপ। অনিষ্টা সর্ব্বনারীণাং ভর্ত্তুশ্চৈব বিশেষতঃ ॥ ১২ ॥ ততঃ সা পরমং কৃত্বা বৈরাগ্যং নৃপসত্তম। আগত্য নর্ম্মদাতীরে চচার বিপুলং তপঃ ॥ ১৩ ॥ একরাত্রত্রিরাত্রৈশ্চ ষড়্দ্বাদশভিরেব চ পক্ষমাসোপবাসৈশ্চ কর্শয়ন্তী কলেবরম্ ॥ ১৪ ॥ আরাধয়ন্তী সততং মহিষাসুরনাশিনীম্। দেবীং ভগবতীং তাত সর্ব্বার্ত্তিবিনিবারিণীম ॥ ১৫ ॥ স্নাত্বা স্নাত্বা জলে নিত্যং নর্ম্মদায়াঃ শুচিস্মিতা। ততস্তুষ্টা মহাভাগা দেবী নারায়ণী নৃপ ॥ ১৬ ॥ প্রসন্না তে মহাভাগে ব্রতেন নিয়মেন চ। এতচ্ছ্রুত্বা তু বচনং রোহিণী শশিনঃ প্রিয়া ॥ ১৭ ॥ যথা ভবামি ন চিরাত্তথা ভবতু মানদে। এবমস্ত্বিতি সা চোক্তা ভবানী ভক্তবৎসলা ॥ ১৮ ॥ স্তূয়মানা মুনিগণৈস্তত্রৈ-

নাভ বিষ্ণুর বাক্যে তদীয় প্রিয় কামনায় প্রাজ্ঞ সপ্তর্ষিগণকে স্মরণ করিলেন; যথাক্রমে পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, প্রাচেতস, বসিষ্ঠ, ভৃগু ও নারদ প্রাদুর্ভূত হইলেন। মহাতেজা প্রজাপতি প্রাচেতস দক্ষ জন্ম গ্রহণ করিলেন। হে অনঘ! দক্ষের পঞ্চাশৎ দুহিতা জন্মে, অনন্তর মহাভাগ দক্ষ তদীয় দুহিতাগণের মধ্যে ধর্ম্মকে দশ, কশ্যপকে ত্রয়োদশ এবং চন্দ্রকে সপ্তবিংশতি কন্যা প্রদান করেন। হে নরাধিপ। সপ্তবিংশতি চন্দ্রপত্নীর মধ্যে রোহিণী সপত্নীগণের বিশেষতঃ পতির প্রিয় ছিলেন না। হে নৃপসত্তম! অনন্তর রোহিণীর পরম বৈরাগ্য উপস্থিত হয়। তিনি নর্ম্মদাতীরে আগমনপূর্ব্বক বিপুল তপস্যা করেন। রোহিণী একরাত্রি, ত্রিরাত্রি, ষড়্রাত্র, দ্বাদশরাত্রি, ক্রমে পক্ষ, মাস—উপবাস করিয়া কলেবর কর্ষণ করত সর্ব্বার্ত্তিনাশিনী দেবী ভগবতী মহিষাসুরমর্দ্দিনীর আরাধনা করিলেন। হে তাত! শুচিস্মিতা রোহিণী নিত্য নর্ম্মদানীরে স্নান করিতেন। হে নৃপ! অনন্তর মহাভাগা নারায়ণী রোহিণীর প্রতি প্রীতা হইলেন; বলিলেন,—হে মহাভাগে! তোমার ব্রত ও নিয়ম দর্শনে আমি প্রসন্না হইয়াছি। দেবীর বাক্যশ্রবণে চন্দ্রপত্নী রোহিণী কহিলেন,—হে মানদে! আমি যাহাতে পতির প্রিয় হইতে পারি,

বান্তরধীয়ত। তদাপ্রভৃতি তত্তীর্থং রোহিণী শশিনঃ প্রিয়া ॥ ১৯ ॥ সঞ্জাতা সর্ব্বকালং তু বল্লভা নৃপসত্তম। তত্র তীর্থে তু যা নারী নরো বা স্নাতি ভক্তিতঃ ॥ ২০ ॥ বল্লভা জায়তে সা তু ভর্ত্তুর্হি রোহিণী যথা। তত্র তীর্থে তু যঃ কশ্চিৎ প্রাণত্যাগং করোতি বৈ ॥ ২১ ॥ সপ্তজন্মানি দাম্পত্যবিয়োগো ন ভবেৎ ক্বচিৎ ॥ ২২ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে রোহিণীসোমনাথতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নামাষ্টাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০৮ ॥

নবাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহীপাল চক্রতীর্থমনুত্তমম্। সেনাপুরমিতি খ্যাতং সর্ব্বপাপক্ষয়ঙ্করম্ ॥ ১ ॥ সৈনাপত্যাভিষেকায় দেবদেবেন চক্রিণা। আনীতশ্চ মহাসেনো দেবৈঃ সেন্দ্রপুরোগমৈঃ ॥ ২ ॥ দানবানাং বধার্থায় জয়ায় চ দিবৌকসাম্। ভূমিদানেন বিপ্রেন্দ্রাংস্তর্পয়িত্বা যথাবিধি ॥ ৩ ॥ শঙ্খভেরীনিনাদৈশ্চ পটহানাঞ্চ নিস্বনৈঃ। বীণাবেণুমৃদ-

অচিরে তাহা করুন। মুনিগণস্তূয়মানা ভক্তবৎসলা ভবানী 'তাহাই হউক' কহিয়া অন্তর্দ্ধান করিলেন। হে নৃপসত্তম! তদবধি রোহিণীতীর্থ বিখ্যাত হইল। চন্দ্রপত্নী রোহিণীও স্বামীর সর্ব্বকালবল্লভা হইলেন। যে নারী বা নর রোহিণীতীর্থে ভক্তিপূর্ব্বক স্নান করে, নারী রোহিণীর ন্যায় পতিবল্লভা হয়। যে মানব রোহিণীতীর্থে প্রাণত্যাগ করে, তাহার সপ্তজন্ম কদাচ দাম্পত্যবিচ্ছেদ ঘটে না। ৮—২২।

অষ্টাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০৮ ।

নবাধিক শততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে মহীপাল! অনন্তর অনুত্তম চক্রতীর্থে গমন করিবে। এই সর্ব্বপাপক্ষয়কর চক্রতীর্থ সেনাপুর নামে বিখ্যাত। বাসবপ্রমুখ দেবগণসহ দেবদেব চক্রী দেবসেনাপতিত্বে অভিষেকার্থ মহাসেন ষড়াননকে এই স্থানে আনয়ন করিয়াছিলেন। দানবগণের নিধন ও দেবগণের জয় কামনায় ষড়াননের অভিষেক উৎসবে দ্বিজেন্দ্রগণকে যথাবিধি ধন দান ও শঙ্খ, ভেরী, পটহ, বীণা

বেণুশ্চ ঝল্লরীশ্বরমঙ্গলৈঃ ॥ ৪ ॥ ততঃ কৃত্বা স্বনং ঘোরং দানবো বলদর্পিতঃ। রুরুর্নাম বিখ্যাতার্থমভিষেকে সমাগতঃ ॥ ৫ ॥ হস্ত্যশ্বরথপত্ত্যোঘৈঃ পূরয়ন্ বৈ দিশো দশ। তত্র তেন মহদ্যুদ্ধং প্রবৃত্তং কিল ভারত ॥ ৬ ॥ শক্ত্যৃষ্টিপাশমুষলৈঃ খড়্গতোমরটঙ্কনৈঃ। ভল্লৈঃ কর্ণিকনারাচৈঃ কবন্ধপটসঙ্কুলৈঃ ॥ ৭ ॥ ততস্তা শক্রবলস্য সেনাঃ ক্ষণেন চাপচ্যুতবাণঘাতৈঃ। বিধ্বস্তহস্ত্যশ্বরথামহাত্মা জগ্রাহ চক্রং রিপুসঙ্ঘনাশনঃ ॥ ৮ ॥ জ্বলচ্চ চক্রং নিশিতং ভয়ঙ্করং সুরাসুরাণাঞ্চ সুদর্শনং রণে। চকর্ত্ত দৈত্যস্য শিরস্তদানীং করাৎপ্রমুক্তং মধুঘাতিনশ্চ তৎ ॥ ৯ ॥ তং দৃষ্ট্বা সহসা বিঘ্নমভিষেকে ষড়াননঃ। ত্যক্ত্বা তু তত্র সংস্থানং চচার বিপুলং তপঃ ॥ ১০ ॥ মুক্তং চক্রং বিনাশায় হরিণা লোকধারিণা। দ্বিদলং দানবং কৃত্বা পপাত বিমলে জলে ॥ ১১ ॥ তদা প্রভৃতি তত্তীর্থং চক্রতীর্থমিতি শ্রুতম্। সর্ব্বপাপবিনাশায় নির্ম্মিতং বিশ্বমূর্ত্তিনা ॥ ১২ ॥ চক্রতীর্থে তু যঃ স্নাত্বা পূজয়েদ্দেবমচ্যুতম্। পুণ্ডরীকস্য যজ্ঞস্য ফলমাপ্নোতি মানবঃ ॥ ১৩ ॥ তত্র তীর্থে তু যঃ স্নাত্বা পূজয়েদ্ব্রাহ্মণাংস্তথা। শান্তান্দান্তান্ জিতক্রোধান্ স লভেৎ কোটিজং ফলম্ ॥ ১৪ ॥ তত্র তীর্থে তু যো ভক্ত্যা ত্যজতে দেহমাত্মনঃ। বিষ্ণুলোকং মৃতো যাতি জয়শব্দাদিমঙ্গলৈঃ ॥ ১৫ ॥ ক্রীড়য়িত্বা যথাকামং দেবগন্ধর্ব্বপূজিতঃ। ইহাগত্য চ ভূয়োঽপি জায়তে বিপুলে কুলে ॥ ১৬ ॥ এতৎ পুণ্যং পাপহরং ধন্যং দুঃখপ্রণাশনম্। কথিতন্তে মহাভাগ ভূয়শ্চান্যচ্ছৃণুষ্ব মে ॥ ১৭ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে চক্রতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম নবাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০৯ ॥

দশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। ধৌতপাপং ততো গচ্ছেন্মহাপাতকনাশনম্। সমীপে চক্রতীর্থস্য বিষ্ণুনা নির্ম্মিতং পুরা ॥ ১ ॥ নিহতৈর্দানবৈর্ঘোরৈর্দেবদেবো জনার্দ্দনঃ। তৎপাপস্য বিনাশার্থং দানবান্তোদ্ভবস্য চ ॥ ২ ॥ তত্র তীর্থে জিতক্রোধশ্চচার বিপুলং তপঃ।

বেণু, মৃদঙ্গ ও ঝল্লরীর মঙ্গল ধ্বনি করা হয়। অনন্তর বলদর্পিত রুরুনামক দানব ভীষণ নিনাদ করত হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি সেনায় দশদিক্ পরিপূরিত করত ষড়াননের অভিষেকভঙ্গ কামনায় সেনাপুরে উপনীত হয়। তখন দেবদানবের তুমুল যুদ্ধ বাধে; শক্তি, ঋষ্টি, পাশ, মুষল, খড়্গ, তোমর, ভল্ল, কর্ণিক ও নারাচনিচয়ের টঙ্কারধ্বনি দ্বারা রণভূমি পূর্ণ হয়। ক্রমে কবন্ধগণের দেহে যুদ্ধস্থল সঙ্কুল হইয়া উঠে। অনন্তর শক্রকুলনাশন অচ্যুতের চাপচ্যুত শরাঘাতে ক্ষণকাল মধ্যে অরিসেনা বিনষ্ট ও রথ, অশ্ব এবং হস্তিগণ বিধ্বস্ত হইল। মধুসূদন চক্রধারণ ও দানবের উদ্দেশে নিক্ষেপ করিলেন। সুরাসুরভয়ঙ্কর প্রজ্বলিত শাণিত চক্র সুদর্শন রণে দানবের মস্তক দেহচ্যুত করিল। অনন্তর ষড়ানন স্বীয় অভিষেক সহসা বিঘ্নসঙ্কুল দেখিয়া সেনাপুর পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বস্থানে গমন করত বিপুল তপস্যা করিলেন। এদিকে দৈত্যবধার্থ লোকরক্ষক হরির করবিমুক্ত চক্রও দানবের দেহ দ্বিধা বিভক্ত করিয়া বিমল জলে পতিত হইল। তদবধি এইতীর্থ চক্রতীর্থ নামে বিখ্যাত হইয়াছে। বিষ্ণু মানবগণের অখিল পাপবিনাশার্থ চক্রতীর্থ নির্ম্মাণ করেন। যে মানব চক্রতীর্থে স্নান করিয়া অচ্যুতের পূজা করে, তাহার পুণ্ডরীকযজ্ঞের ফল লাভ হয়। মানব চক্রতীর্থে স্নান এবং শান্ত দান্ত ও জিতক্রোধ সৌম্য দ্বিজাতিগণের পূজা করিয়া কোটিগুণ পুণ্যলাভ করে। যে মানব ভক্তিপূর্ব্বক চক্রতীর্থে তনুত্যাগ করে, সে দেহাবসানে মঙ্গলাবহ জয়শব্দ উচ্চারণ করিয়া বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হয়; দেবগন্ধর্ব্বগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া বিষ্ণুলোকে যথেচ্ছ ক্রীড়া করে, পুনরায় এই সংসারে আসিয়াও সে বিপুল কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। হে মহাভাগ! এই তোমার নিকট পাপহর দুঃখনাশন ধন্য পুণ্য আখ্যান কীর্ত্তন করিলাম, পুনরায়, আমার নিকট অন্য এক পুণ্যাখ্যান শ্রবণ কর।১—১৭।

নবাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০৯ ॥

দশাধিকশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—অনন্তর মহাপাতকনাশন বিধৌতপাপ তীর্থে গমন করিবে। এই তীর্থ পূর্ব্বকালে বিষ্ণুকর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয় ও ইহা শক্রতীর্থ-সমীপে বিদ্যমান। পূর্ব্বে দেবদেব জনার্দ্দন যুদ্ধে ভীষণ দানবগণকে নিহত করিয়া দানববধজনিত পাপনাশার্থ এই তীর্থের নির্ম্মাণ করেন। তিনি

দুশ্চরং মৌনমাস্থায় দুঃশক্যং দেবদানবৈঃ ॥ ৩ ॥ স্নাত্বা দত্ত্বা দ্বিজাতিভ্যো দানানি বিবিধানি চ। তৎক্ষণান্মুক্তপাপস্তু গচ্ছত্যসৌ বৈষ্ণবং পদম্ ॥ ৪ ॥ এবং যুক্তস্তু যস্তত্র পাপং কৃত্বা সুদারুণম্। স্নাত্বা জপ্ত্বা বিধানেন মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ ॥ ৫ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ধৌতপাপতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম দশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১০ ॥

একদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। নর্ম্মদাদক্ষিণে কূলে তীর্থং পরমশোভনম্। স্কন্দেন নির্ম্মিতং পূর্ব্বং তপঃ কৃত্বা সুদারুণম্ ॥ ১ ॥ যুধিষ্ঠির উবাচ। স্কন্দস্য চরিতং সর্ব্বমাজন্ম দ্বিজসত্তম। তীর্থস্য চ বিধিং পুণ্যং কথয়স্ব যথার্থতঃ ॥ ২ ॥ শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। দেবদেবেন বৈ তপ্তং তপঃ পূর্ব্বং যুধিষ্ঠির। বিজ্ঞপ্তেন সুরৈঃ সর্ব্বৈরুমা দেবী বিবাহিতা ॥ ৩ ॥ নাস্তি সেনাপতিঃ কশ্চিদ্দেবানাং সুরসত্তম। নীয়ন্তে দানবৈর্ঘোরৈঃ সর্ব্বে দেবাঃ সবাসবাঃ ॥ ৪ ॥ যথা নিশা বিনা চন্দ্রং দিবসো ভাস্করং বিনা। ন শোভতে মুহূর্ত্তং বৈ তথা সেনা বিনায়কা ॥ ৫ ॥ এবং জ্ঞাত্বা মহাদেব পরয়া দয়য়া বিভো। সেনানী দীয়তাং কশ্চিত্ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতঃ ॥ ৬ ॥ এতচ্ছ্রুত্বা শুভং বাক্যং দেবানাং পরমেশ্বরঃ। কাময়ান উমাং দেবীং সস্মার মনসা স্মরম্ ॥ ৭ ॥ তেন মূর্চ্ছিতসর্ব্বাঙ্গঃ কামরূপো জগদ্‌গুরুঃ। কাময়ামাস রুদ্রাণীং দিব্যং বর্ষশতং কিল ॥ ৮ ॥ দেবরাজস্ততো জ্ঞাত্বা মহামৈথুনগং হরম্। সম্মন্ত্র্য দৈবতৈঃ সার্দ্ধং প্রৈষয়জ্জাতবেদসম্ ॥ ৯ ॥ তেন গত্বা মহাদেবঃ পরমানন্দসংস্থিতঃ। সহসা তেন দৃষ্টোঽসৌ হাহেত্যুক্তা সমুত্থিতঃ ॥ ১০ ॥ ততঃ ক্রুদ্ধা মহাদেবী শাপবাচমুবাচ হ। বেপমানা মহারাজ শৃণু যত্তে বদাম্যহম্ ॥ ১১ ॥ অহং যস্মাৎ সুরৈঃ সর্ব্বৈর্যাচিতা পুত্রজন্মনি।

ক্রোধহীন ও মৌনী হইয়া এই স্থানে বিপুল তপস্যা করিয়াছিলেন। তিনি যে তপস্যা করেন, কোন দেব দানব এরূপ তপস্যা করিতে সমর্থ নহেন। এই বিধৌতপাপ তীর্থে স্নান করিয়া দ্বিজাতিগণকে বিবিধ দান করিলে মানব সদ্য পাপমুক্ত হইয়া পরম বৈষ্ণবপদে গমন করে। যে ব্যক্তি এ তীর্থে স্নান করিয়া যথাবিধি জপ করে, সে সুদারুণ পাপ করিয়াও অখিল পাপ হইতে মুক্ত হয় ও বিষ্ণুর পরমপদে মিলিত হইয়া থাকে। ১—৫।

দশাধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১০ ॥

একাদশাধিকশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—পূর্ব্বে স্কন্দ সুদারুণ তপস্যা করিয়া নর্ম্মদার দক্ষিণকূলে পরমশোভন স্কন্দতীর্থ প্রতিষ্ঠা করেন। যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে দ্বিজসত্তম! স্কন্দের জন্ম হইতে অখিলচরিত ও তৎপ্রসঙ্গে এই পুণ্য তীর্থের বিধি ও ফল যথাযথ বর্ণন করুন। মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে যুধিষ্ঠির! পূর্ব্বকালে দেবগণের প্রার্থনায় দেবদেব তপস্যা করিয়া উমাদেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন; দেবগণ প্রার্থনা করেন,—হে সুরসত্তম! আমাদের সেনাপতি নাই, ভীষণ দানবগণ সবাসব সুরগণকে বন্দী করিয়া লইয়া গিয়াছে। হে মহাদেব! আমাদের সেনা নাই, আমরা বি-নায়ক হইয়াছি। নিশাপতিহীন নিশার যেরূপ শোভা থাকে না, দিবাকররহিত দিবা যেরূপ শোভা পায় না, নায়কহীন সেনাও তদ্রূপ মুহূর্ত্ত মাত্র শোভিত হয় না। হে প্রভো! আপনি পরম কৃপাবান; আমাদের এই দুর্দ্দশা বিদিত হইয়া দয়া করিয়া আমাদিগকে জনৈক বিশ্ববিশ্রুত সেনাপতি প্রদান করুন। অনন্তর পরমেশ সুরগণের এই শুভাবহ বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক দেবী উমাকে কামনা করিয়া মনে মনে স্মরকে স্মরণ করিলেন। স্মরণমাত্র দেবদেহে মদনের আবির্ভাব হইল। কামরূপ জগদ্‌গুরু মন্মথাবেশে মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়া রুদ্রাণীর সহিত দিব্য শতবৎসর রমণ করিলেন। দেবরাজ জানিলেন,—মহাদেব মহামৈথুনে মগ্ন হইয়াছেন। তিনি সুরগণের সহিত সম্যক্ মন্ত্রণা করিয়া প্রভুর সমীপে পাবককে প্রেরণ করিলেন। পাবক মহাদেবসমীপে উপনীত হইয়া দেখিলেন,—মহাদেব পরমানন্দনিমগ্ন রহিয়াছেন। মহাদেবও সহসা পাবককে অবলোকন করিয়া হাহাকার শব্দে রতিবিহার পরিত্যাগপূর্ব্বক উত্থিত হইলেন। ১—১০। এদিকে দেবীও ক্রুদ্ধা হইয়া কম্পিতদেহে জাতবেদাকে অভিশাপবাণী প্রদান করিলেন। হে মহারাজ! দেবী জাতবেদাকে যে অভিশাপ

কৃতা রতিশ্চ বিফলা সম্প্রেষ্য জাতবেদসম্ ॥ ১২ ॥ তস্মাৎ সর্ব্বে পুত্রহীনা ভবিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ। হরেণোক্তস্ততো বহ্নিরস্মাকং বীজমাবহ ॥ ১৩ ॥ যথা ভবন্তি লোকেষু তথা ত্বং কর্ত্তুমর্হসি। মম তেজস্ত্বয়া শক্যং গৃহীতুং সুরসত্তম। দেবকার্য্যার্থসিদ্ধ্যর্থং নান্যঃ শক্তো জগত্রয়ে ॥ ১৪ ॥ অগ্নিরুবাচ। তেজসস্তব মে দেব ন শক্তির্ধারণে বিভো। করোতি ভস্মসাৎ সর্ব্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ॥ ১৫ ॥ ঈশ্বর উবাচ। উদরস্থেন বীজেন যদি তে জায়তে রুজা। তদা ক্ষিপস্ব তত্তেজো গঙ্গাতোয়ে হুতাশন ॥ ১৬ ॥ এবমুক্ত্বা মহাদেবো অমোঘং বীজমুত্তমম্। হব্যবাহমুখে সর্ব্বং প্রক্ষিপ্যান্তরধীয়ত ॥ ১৭ ॥ গতে চাদর্শনং দেবে দহ্যমানো হুতাশনঃ। গঙ্গাতোয়ে বিনিক্ষিপ্য জগাম স্বনিবেশনম্ ॥ ১৮ ॥ অসহন্তী তু তত্তেজো গঙ্গাপি সরিতাং বরা। শরস্তম্বে বিনিক্ষিপ্য জগামাশু যথাগতম্ ॥ ১৯ ॥ তত্র জাতস্তু তদ্দৃষ্ট্বা সর্ব্বে দেবাঃ সবাসবাঃ। কৃত্তিকাঃ প্রেষয়ামাসুঃ স্তন্যং পায়য়িতুং তদা ॥ ২০ ॥ দৃষ্ট্বা তা আগতাঃ সর্ব্বা গঙ্গাগর্ভে মহামতেঃ। ষণ্মুখঃ ষণ্মুখো ভূত্বা পিপাসুরপিবৎ স্তনম্ ॥ ২১ ॥ জাতকর্ম্মাদিসংস্কারান্ বেদোক্তান্ পদ্মসম্ভবঃ। চকার সর্ব্বান্ রাজেন্দ্র বিধিদৃষ্টেন কর্ম্মণা ২২ ॥ ষণ্মুখাৎ ষণ্মুখো নাম কার্ত্তিকেয়স্তু কৃত্তিকাৎ। কুমারশ্চ কুমারত্বাদ্‌গঙ্গাগর্ভোহগ্নিজোহপরঃ ॥ ২৩ ॥ এবং কুমারঃ সম্ভূতো হ্যনধীত্য স বেদবিৎ। শাস্ত্রাণ্যনেকানি বেদ চচার বিপুলং তপঃ ॥ ২৪ ॥ দেবারণ্যেষু সর্ব্বেষু নদীষু চ নদেষু চ। পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি সমুদ্রাদ্যানি ভারত ॥ ২৫ ॥ ততঃ পর্য্যায়যোগেণ নর্ম্মদাতটমাশ্রিতঃ। নর্ম্মদাদক্ষিণে কূলে চচার বিপুলং তপঃ ॥ ২৬ ॥ ঋগ্‌যজুঃসামবিহিতং জপন জাপ্যমহর্নিশম্। ধ্যায়মানো মহাদেবং শুচির্ধমনিসন্ততঃ ॥ ২৭ ॥ ততো বর্ষসহস্রান্তে পূর্ণে দেবো মহেশ্বরঃ। উময়া সহিতঃ কালে তদা বচনমব্রবীৎ ॥

করিয়াছিলেন, তোমার নিকট বলিতেছি, শ্রবণ কর, দেবী বলেন,—আমি দেবগণ কর্তৃক পুত্রার্থ প্রার্থিতা হইয়া রতি করিতেছিলাম, এক্ষণে পাবককে আমার সমীপে প্রেরণ করিয়া দেবগণ আমার এই রতি নিষ্ফল করিয়াছেন; অতএব আমার শাপে সুরগণ তনয়হীন হইবেন, সংশয় নাই। অনন্তর দেবীর বাক্যের অবসান হইলে হর হুতাশনকে কহিলেন,—দেবকার্য্যসিদ্ধির জন্য তুমি আমার বীর্য্য বহন কর। হে সুরসত্তম! ত্রিলোকমধ্যে তুমিই আমার বীর্য্যধারণে সমর্থ। তুমি ভিন্ন ত্রিজগতে এই বীর্য্যধারণে সমর্থ অন্য কেহই নাই। অগ্নি কহিলেন,—হে বিভো! আপনার তেজে সচরাচর ত্রিলোক দগ্ধ হয়, এই তেজ ধারণ করিতে পারি, আমার এমন কি শক্তি আছে? ঈশ্বর উত্তর করিলেন,—হে হুতাশন! যদি এই বীর্য্য তোমার উদরস্থ হইয়া পীড়া উৎপাদন করে, তবে তুমি বীর্য্য জাহ্নবীজলে নিক্ষেপ করিও। মহাদেব জাতবেদাকে এইরূপ বলিয়া তদীয় বদনে অনুত্তম অমোঘবীর্য্য নিক্ষেপ পূর্ব্বক অন্তর্দ্ধান করিলেন। দেবদেব অন্তর্ধান করিলে হুতাশন বীর্য্যযাতনায় দহ্যমান হইয়া সেই বীর্য্য গঙ্গাজলে নিক্ষেপপূর্ব্বক স্বধামে গমন করিলেন। সরিদ্বরা গঙ্গাও সেই তেজোধারণে সমর্থ হইলেন না। তিনিও শরবণে তাহা পরিত্যাগপূর্ব্বক নিজস্থানে প্রস্থান করিলেন। এই শরবণে শিশুর জন্ম হইল। সবাসব সুরগণ মন্ত্রণা করিয়া শিশুর স্তন্যপানার্থ কৃত্তিকাদিগকে প্রেরণ করিলেন। কৃত্তিকারা বালকের সম্মুখে উপনীত হইলেন। মহামতি পিপাসু শিশুও ষণ্মুখ বিস্তার করিয়া ষট্‌কৃত্তিকার স্তন্যপান করিলেন। হে রাজেন্দ্র! অনন্তর পদ্মযোনি ষড়াননের যথাবিধি বেদোক্ত জাতকর্ম্মাদি অখিল সংস্কার-ক্রিয়া সম্পাদন করিলেন। তাঁহার ছয়খানি মুখ হইয়াছিল এজন্য ষড়ানন, কৃত্তিকাপালিত বলিয়া কার্ত্তিকেয়, কুমারত্ব হেতু কুমার এবং গঙ্গাগর্ভে হুতাশনপরিত্যক্ত বীর্য্য হইতে জন্ম এজন্য অগ্নিজ, এই কয়টী নাম নির্দ্দিষ্ট হইল। হে ভারত! এইরূপে কুমারের জন্ম হইলে, তিনি অধ্যয়ন না করিয়াও বেদজ্ঞ ও বহুশাস্ত্রজ্ঞ হইলেন। তার পর বিপুল তপস্যা করিলেন এবং দেবারণ্য, সমুদ্র, নদ, নদী প্রভৃতি পৃথিবীর যাবতীয় তীর্থ পর্য্যায়ক্রমে পর্য্যটন করিয়া অবশেষে নর্ম্মদাতীরের আশ্রয় লইলেন। এখানেও তিনি শুচি হইয়া নর্ম্মদার দক্ষিণকূলে বিপুল তপস্যা করিলেন, অহর্নিশ ঋক্, যজু ও সামবিহিত জাপ্য মন্ত্রনিচয় জপ করত মহাদেবের ধ্যানে রত রহিলেন, তপস্যায় তাঁহার শরীর বিশুষ্ক হইল,—সর্ব্বশরীরের শিরাজাল সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিল।১১ ২৭। এইরূপ তপস্যায় তাঁহার সহস্র বৎসর পূর্ণ হইলে, মহেশ্বর

২৮। ঈশ্বর উবাচ। অহং তে বরদস্তাত গৌরী মাতা পিতা হ্যহম্। ঈপ্সিতং বৃণীষ্ব যচ্চৈব যচ্চেষ্টং ত্রিষু দুর্লভম্। ২৯। ষণ্মুখ উবাচ। যদি তুষ্টো মহাদেব উময়া সহ শঙ্কর। বৃণোমি মাতাপিতরৌ নান্যা গতির্মতির্মম। ৩০। এবচ্ছ্রুত্বা শুভং বাক্যং পুত্রস্য বদনাচ্চ্যুতম্। তথেত্যুক্ত্বা তু স্নেহেন প্রেম্ণা তং পরিষস্বজে। ৩১। ততস্তং মূর্দ্ধ্ন্যুপাঘ্রায় হ্যমেয়োবাচ শঙ্করঃ। ৩২। ঈশ্বর উবাচ। অক্ষয়শ্চাব্যয়শ্চৈব সেনানীস্ত্বং ভবিষ্যসি। ৩৩। শিখী চ তে বাহনং দিব্যরূপো দত্তোময়া শক্তিধরস্য সখ্যে। সুরাসুরাদীংশ্চ জয়েতি চোক্ত্বা জগাম কৈলাসবরং মহাত্মা। ৩৪। গতে চাদর্শনং দেবে তদা স শিখিবাহনঃ। স্থাপয়িত্বা মহাদেবং জগাম সুরসন্নিধৌ। ৩৫। তদাপ্রভৃতি তত্তীর্থং স্কন্দতীর্থমিতি শ্রুতম্। সর্ব্বপাপহরং পুণ্যং মর্ত্ত্যানাং ভুবি দুর্লভম্। ৩৬। তত্র তীর্থে তু যো রাজন্ ভক্ত্যা স্নাত্বার্চ্চয়েচ্ছিবম্। গন্ধমাল্যাভিষেকৈশ্চ যাজ্ঞিকং স লভেৎ ফলম্। ৩৭। স্কন্দতীর্থে তু যঃ স্নাত্বা পূজয়েৎ পিতৃদেবতাঃ। তিলমিশ্রেণ তোয়েন তস্য পুণ্যফলং শৃণু। ৩৮। পিণ্ডদানেন চৈকেন বিধিযুক্তেন ভারত। দ্বাদশাব্দানি তৃপ্যন্তি পিতরো নাত্র সংশয়ঃ। ৩৯। তত্র তীর্থে তু রাজেন্দ্র শুভং বা যদি বাশুভম্। ইহ লোকে পরে চৈব তৎসর্ব্বং জায়তেঽক্ষয়ম্। ৪০। তত্র তীর্থে তু যঃ কশ্চিৎ প্রাণত্যাগং করিষ্যতি। শাস্ত্রযুক্তেন বিধিনা স গচ্ছেচ্ছিবমন্দিরম্। ৪১। কল্পমেকং বসিত্বা তু দেবগন্ধর্ব্বপূজিতঃ। অত্র ভারতবর্ষে তু জায়তে বিমলে কুলে। ৪২। বেদবেদাঙ্গতত্ত্বজ্ঞঃ সর্ব্বব্যাধিবিবর্জ্জিতঃ। জীবেদ্বর্ষশতং সাগ্রং পুত্রপৌত্রসমন্বিতঃ। ৪৩। ইদং তে কথিতং রাজন্ স্কন্দতীর্থস্য সম্ভবম্। ধন্যং যশস্যমায়ুষ্যং সর্ব্বদুঃখঘ্নমুত্তমম্। সর্ব্বপাপহরং পুণ্যং দেবদেবেন ভাষিতম্। ৪৪।

ইতি শ্রীস্কান্দে স্কন্দতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈকাদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ। ১১১।

প্রীত হইলেন। তিনি যথাকালে উমার সহিত কুমারসমীপে আগমনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন। ঈশ্বর কহিলেন,—হে তাত! আমি তোমার বরদ পিতা, আর এই গৌরী তোমার মাতা, তুমি ত্রিলোকদুর্লভ অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর। ষড়ানন কহিলেন,—হে মহাদেব! আপনি লোকশঙ্কর; যদি উমার সহিত আমার প্রতি প্রীত হইয়া থাকেন, তবে আমার প্রার্থনা এই যে, আপনাদের প্রতিই যেন আমার মতি-গতি থাকে। পিতা-মাতা ভিন্ন অন্য কিছুতেই যেন আমার মতি-গতি আসক্ত না হয়। সহোম শঙ্কর, পুত্রের বদনবিচ্যুত এই শুভাবহ বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক 'তাহাই হউক' বলিয়া স্নেহ ও প্রেমভরে কুমারকে আলিঙ্গন করিলেন এবং তাহারা কুমারের মস্তক আঘ্রাণ করিয়া বলিতে লাগিলেন। শঙ্কর কহিলেন,—তুমি সুরগণের অক্ষয় অব্যয় সেনানী হইবে। তুমি শক্তিধর ও অতি মনোহররূপী হইবে, তোমার বাহনার্থ উমা তোমায় ময়ূর প্রদান করিলেন, তুমি সমরে সুরাসুর জয় করিবে। মহাত্মা মহাদেব কার্ত্তিকেয়কে এইরূপ কহিয়া কৈলাস শৈলে চলিয়া গেলেন। দেবদেব অদর্শন হইলে শিখিবাহন ষড়াননও সেখানে শঙ্করলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া সুরগণসমীপে গমন করিলেন। তদবধি এই তীর্থ স্কন্দতীর্থ নামে প্রখ্যাত হইল। এই স্কন্দতীর্থ ক্ষিতিতলে মর্ত্ত্য মানবগণের দুর্লভ ও সর্ব্বপাপহর। হে রাজন্! যে মানব স্কন্দতীর্থে স্নান করিয়া গন্ধমাল্য প্রদান ও অভিষেকক্রিয়া দ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক শিব পূজা করে, তাহার যাগফল লাভ হয়। যে নর স্কন্দতীর্থে স্নান করিয়া তিলমিশ্র জল দ্বারা পিতৃদেবগণের পূজা করে, তাহার পুণ্যফল শ্রবণ কর। হে ভারত! এখানে বিধিপূর্ব্বক একটী পিণ্ড প্রদত্ত হইলেও পিতৃগণ দ্বাদশবার্ষিকী তৃপ্তি লাভ করেন। সন্দেহ নাই। হে রাজসত্তম! কি শুভ, কি অশুভ, এ তীর্থে যে কোন কার্য্যই করা হয়, ইহ-পরলোকে তৎসমস্ত অক্ষয় হইয়া থাকে। যে মানব শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট বিধিদৃষ্টে স্কন্দতীর্থে প্রাণ পরিত্যাগ করেন, তাঁহার শিব মন্দিরে গতি হয়। তিনি দেবগন্ধর্ব্বগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া শিবলোকে কল্পকাল বাস করেন; তারপর এই ভারতবর্ষে বিমল কুলে তাঁহার জন্ম হয়। এজন্মেও তিনি সর্ব্বব্যাধিবিবর্জ্জিত হন; বেদবেদাঙ্গের তত্ত্ব জানিতে পারেন এবং পুত্রপৌত্রগণের সহিত কিঞ্চিদধিক শতবৎসর জীবিত থাকেন। হে রাজন্! এই তোমার নিকট স্কন্দতীর্থের উৎপত্তি কথিত হইল। দেবদেব বলিয়া-

দ্বাদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। ততো গচ্ছেত্তু রাজেন্দ্র তীর্থমাঙ্গিরসঙ্গ তু। উত্তরে নর্ম্মদাকূলে সর্ব্বপাপবিনাশনম্ ॥ ১ ॥ পুরাসীদঙ্গিরা নাম ব্রাহ্মণো বেদপারগঃ। পুত্রহেতোর্যুগস্যাদৌ চচার বিপুলং তপঃ ॥ ২ ॥ নিত্যং ত্রিষবণস্নায়ী জপন দেবং সনাতনম্। পূজয়ংশ্চ মহাদেবং কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদিভিঃ ॥ ৩ ॥ দ্বাদশাব্দে ততঃ পূর্ণে তুতোষ পরমেশ্বরঃ। বরেণ চ্ছন্দয়ামাস দ্বিজমাঙ্গিরসং বরম্ ॥ ৪ ॥ বব্রে স তু মহাদেবং পুত্রং পুত্রবতাং বরম্। বেদবিদ্যাব্রতস্নাতং সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদম্ ॥ ৫ ॥ দেবানাং মন্ত্রিণং রাজন্ সর্ব্বলোকেষু পূজিতম্। ব্রহ্মলক্ষ্ম্যাঃ সদাবাসমক্ষয়ং চাব্যয়ং সুতম্ ॥ ৬ ॥ তথাভিলষিত পুত্রঃ সর্ব্ববিদ্যাবিশারদঃ। ভবিষ্যতি ন সন্দেহ-

ছেন,—অনুত্তম পূত স্কন্দতীর্থ ধন্য, যশস্য, আয়ুষ্য, সর্ব্বদুঃখহর ও অখিলপাপনাশন। ২৮—৪৪।

একাদশাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১১১।

দ্বাদশাধিক শততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন—হে রাজেন্দ্র! অনন্তর অনুত্তম অঙ্গিরস তীর্থে গমন করিবে। এই তীর্থ সর্ব্বপাপবিনাশন ও ইহা নর্ম্মদার উত্তরতীরে বিদ্যমান। পূর্ব্বকালে আদিযুগে অঙ্গিরা নামে বেদপারগ এক বিপ্র ছিলেন। তিনি পুত্রার্থী হইয়া বিপুল তপস্যা করিয়াছিলেন। তিনি প্রত্যহ ত্রিষবণস্নায়ী হইয়া সনাতন শঙ্করমন্ত্র জপ ও কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি দ্বারা মহাদেবের পূজা করিতেন। এইরূপ তপস্যায় দ্বিজবর অঙ্গিরার দ্বাদশ বৎসর পূর্ণ হইল। তারপর পরমেশ্বর তৃপ্ত হইয়া তাঁহাকে বরদান করত প্রবোধিত করিলেন। হে রাজন্! তখন অঙ্গিরা মহাদেবকে কহিলেন,—আপনি পুত্রবান্দিগের অগ্রণী, আমার বেদবিদ্যাসম্পন্ন ব্রতস্নাত সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ, অখিললোকপূজিত, অক্ষয় অব্যয় এক পুত্র হউক। আমার তনয় দেবমন্ত্রী হইবে ও ব্রহ্মদ্যুতি তাহার দেহে সতত বিদ্যমান থাকিবে। হর উত্তর করিলেন,—তোমার অভিলাষ পূর্ণ হইবে। তুমি বেদবেদাঙ্গপারগ অভীষ্ট তনয় লাভ করিবে, সন্দেহ নাই। হর অঙ্গিরাকে

শৈবমুক্তা যযৌ হরঃ ॥ ৭ ॥ বরেণাঙ্গিরসশ্চাপি বৃহস্পতিরজায়ত। যথাভিলষিতঃ পুত্রো বেদবেদাঙ্গপারগঃ ॥ ৮ ॥ জাতে পুত্রেঽঙ্গিরাস্তত্র স্থাপয়ামাস শঙ্করম্। হৃষ্টতুষ্টমনা ভূত্বা জগামোত্তরপর্ব্বতম্ ॥ ৯ ॥ তত্র চাঙ্গিরসে তীর্থে যঃ স্নাত্বা পূজয়েচ্ছিবম্। সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো রুদ্রলোকং স গচ্ছতি ॥ ১০ ॥ অপুত্রো লভতে পুত্রমধনো ধনমাপ্নুয়াৎ। ইচ্ছতে যশ্চ যং কামং স তং লভতি মানবঃ ॥ ১১ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে আঙ্গিরসতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম দ্বাদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১২ ॥

ত্রয়োদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। ততো গচ্ছেত্তু রাজেন্দ্র কোটিতীর্থমনুত্তমম্। ঋষিকোটির্গতা তত্র পরাং সিদ্ধিমুপাগতা ॥ ১ ॥ তত্র তীর্থে তু যঃ স্নাত্বা ভোজয়েদ্ব্রাহ্মণান্ শুচিঃ। একস্মিন্ ভোজিতে বিপ্রে কোটির্ভবতি ভোজিতা ॥ ২ ॥ তত্র তীর্থে তু যঃ স্নাত্বা পূজয়েৎ পিতৃদেবতাঃ। পূজিতে তু মহাদেবে বাজপেয়ফলং লভেৎ ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে কোটিতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ত্রয়োদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১৩ ॥

এইরূপ বরদান করিয়া অন্তর্দ্ধান করিলেন। হরের বরে অঙ্গিরার বেদবেদাঙ্গপারগ অভীষ্ট তনয় লাভ হইল। এই তনয়ের নাম হইল বৃহস্পতি। তনয়লাভে অঙ্গিরা হৃষ্ট-তুষ্ট হইয়া শঙ্করলিঙ্গ স্থাপনপূর্ব্বক উত্তর পর্ব্বতে গমন করিলেন। যে মানব সেই আঙ্গিরস তীর্থে স্নান করিয়া শিবের পূজা করে, সে সর্ব্বপাপবিমুক্ত হইয়া রুদ্রলোকে উপনীত হয়। এই তীর্থপ্রভাবে অপুত্র পুত্র প্রাপ্ত হয়, নির্দ্ধন ধন লাভ করে, এমন কি যে যে কামনা করে, তাহার সে কামনা পূর্ণ হয়। ১—১১।

দ্বাদশাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১১২।

ত্রয়োদশাধিক শততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে রাজেন্দ্র! অনন্তর অত্যুত্তম কোটিতীর্থে গমন করিবে। এ তীর্থে কোটি ঋষি পরম সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। যে শুচি মানব কোটিতীর্থে স্নান করিয়া একজন ব্রাহ্মণকে ভোজন করান, তাহার কোটিব্রাহ্মণভোজনের

চতুর্দ্দশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। ততো গচ্ছেত্তু রাজেন্দ্র তীর্থং পরমশোভনম্। অযোনিজং মহাপুণ্যং সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্॥ ১॥ অযোনিজে নরঃ স্নাত্বা পূজয়েৎ পরমেশ্বরম্। পিতৃদেবার্চ্চনং কৃত্বা মুচ্যতে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ॥ ২॥ তত্র তীর্থে তু বিধিনা প্রাণত্যাগং করোতি যঃ। স কদাচিন্মহারাজ যোনিদ্বারং ন পশ্যতি॥ ৩॥

ইতি শ্রীস্কান্দেঽযোনিসম্ভবতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম চতুর্দ্দশাধিকশততমোধ্যায়ঃ॥ ১১৪॥

পঞ্চদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহারাজ তীর্থমাঙ্গারকং পরম্। রূপদং সর্ব্বলোকানাং বিশ্রুতং নর্ম্মদাতটে॥ ১॥ অঙ্গারকেণ রাজেন্দ্র পুরা তপ্তং তপঃ কিল। অর্ব্বুদঞ্চ নিখর্ব্বঞ্চ প্রযুতং বর্ষসংখ্যয়া॥ ২॥ ততস্তুষ্টো মহাদেবঃ পরয়া কৃপয়া নৃপ। প্রত্যক্ষদর্শী ভগবানুবাচ ক্ষিতিনন্দনম্॥ ৩॥ বরদোঽস্মি মহাভাগ দুর্লভং ত্রিদশৈরপি। বরং দাস্যাম্যহং বৎস ব্রূহি যত্তে বিবক্ষিতম্॥ ৪॥ অঙ্গারক উবাচ। তব প্রসাদাদ্দেবেশ সর্ব্বলোকমহেশ্বর। গ্রহমধ্যগতো নিত্যং বিচরামি নভস্তলে॥ ৫॥ যাবদ্ধরাধরো লোকে যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ। নদ্যো নদাঃ সমুদ্রাশ্চ বরো মে চাক্ষয়ো ভবেৎ॥ ৬॥ এবমস্ত্বিতি দেবেশো দত্ত্বা বরমনুত্তমম্। জগামাকাশমাবিশ্য বন্দ্যমানঃ সুরাসুরৈঃ॥ ৭॥ ভূমিপুত্রস্ততস্তস্মিন্ স্থাপয়ামাস শঙ্করম্। গতঃ সুরালয়ে লোকে গ্রহভাবে নিবেশিতঃ॥ ৮॥ তত্র তীর্থে তু যঃ স্নাত্বা পূজয়েৎ পরমেশ্বরম্। হুতহোমো জিতক্রোধঃ সোঽশ্বমেধফলং লভেৎ॥ ৯॥ চতুর্থ্যাঙ্গারকে যস্তু স্নাত্বা চাভ্যর্চ্চয়েদ্ গ্রহম্। অঙ্গারকং বিধানেন সপ্তজন্মানি ভারত॥ ১০॥ দশযোজনবিস্তীর্ণে মণ্ডলে রূপবান্ ভবেৎ।

ফললাভ হয়। যে মানব কোটিতীর্থে স্নান করিয়া পিতৃদেবগণের তর্পণ ও মহাদেবের পূজা করে, তাহার বাজপেয়যাগফল লাভ হয়।১—৩।

ত্রয়োদশাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১১৩।

চতুর্দ্দশাধিক শততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে রাজেন্দ্র! অনন্তর সর্ব্বপাপনাশক পরমপাবন মহাপুণ্য অযোনিজ তীর্থে গমন করিবে। মানব অযোনিজতীর্থে স্নান, পিতৃগণের তর্পণ ও পরমেশ্বরের পূজা করিয়া অখিল কলুষ হইতে মুক্ত হয়। হে মহারাজ! অযোনিজ তীর্থে যথাবিধি তনুত্যাগ করিলে, তাহার কদাচ যোনিদর্শন হয় না।১—৩।

চতুর্দ্দশাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১১৪।

পঞ্চদশাধিকশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন—হে মহারাজ! অনন্তর উত্তম আঙ্গারক তীর্থে গমন করিবে। এই তীর্থ রূপদ, ত্রিলোকবিখ্যাত এবং নর্ম্মদাতীরে অবস্থিত। হে রাজেন্দ্র! পুরাকালে মঙ্গল এই তীর্থে তপস্যা করিয়াছিলেন। তিনি ক্রমে অর্ব্বুদ, নিখর্ব্ব ও প্রযুত বৎসর তপস্যা করিলেন।* পরম কৃপালু ভগবান্ মহাদেব মঙ্গলের প্রতি প্রীত হন এবং সেই ক্ষিতিতনয়ের প্রত্যক্ষে সমুপাগত হইয়া বলেন,—হে মহাভাগ! আমি বরদানার্থ আগমন করিয়াছি, তুমি বর প্রার্থনা কর। তোমার অভীষ্টবর ত্রিদশদুর্লভ হইলেও আমি তাহা দান করিব। অঙ্গারক কহিলেন,—হে সর্ব্বলোক-মহেশ্বর! আমি আপনার প্রসাদে গ্রহগণের মধ্যগত হইয়া আকাশমণ্ডলে বিচরণ করিব। হে দেবেশ! পৃথিবীতে যতকাল ধরাধর মেরু বিদ্যমান থাকিবে, যত দিন দিনকর ও নিশাকর আকাশে উদিত হইবেন এবং যত দিন নদ, নদী ও সমুদ্র বিদ্যমান থাকিবে, তত দিন আমার প্রার্থিত বর যেন অক্ষয় হইয়া থাকে। অনন্তর দেবেশ 'তথাস্তু' বলিয়া অঙ্গারককে অনুত্তম বরদান করত আকাশ পথে প্রস্থান করিলেন। তখন সুরাসুরগণ তাঁহাকে বন্দনা করিতে লাগিলেন। ভূমিতনয় অতঃপর তথায় শঙ্করলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিলেন ও গ্রহভাব প্রাপ্ত হইয়া সুরালয়ে চলিয়া গেলেন। যে জিত ক্রোধ অগ্নিহোত্রী দ্বিজ আঙ্গারক তীর্থে স্নান করিয়া পরমেশ্বরের পূজা করেন, তাঁহার অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ হয়। যে মানব চতুর্থীযুক্ত কুজবারে আঙ্গারক তীর্থে যথাবিধি স্নান করিয়া কুজগ্রহের পূজা করে, হে ভারত! সে সপ্তজন্ম রূপবান্ হয়,

তত্রৈব তু মৃতো জন্তুঃ কামতোহকামতোহপি বা রুদ্রস্যানুচরো ভূত্বা তেনৈব সহ মোদতে ॥ ১১ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে আঙ্গারকতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম পঞ্চদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১১৫॥

ষোড়শাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ। পাণ্ডুতীর্থং ততো গচ্ছেৎ সর্ব্বপাপবিনাশনম্। তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্মুচ্যতে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ ॥ ১ ॥ তত্র তীর্থে তু যঃ স্নাত্বা দাপয়েৎ কাঞ্চনং শুচিঃ। ভ্রূণহত্যাদিপাপানি নশ্যন্তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২ ॥ পিণ্ডোদকপ্রদানেন বাজপেয়ফলং লভেৎ। পিতরঃ পিতামহাশ্চ নৃত্যন্তে চ প্রহর্ষিতাঃ ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে পাণ্ডুতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ষোড়শাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১১৬॥

ভূমণ্ডলে দশযোজন বিস্তীর্ণ স্থলে তাহার ন্যায় রূপবান্ থাকে না। কামতই হউক কিংবা অকামবশেই হউক, আঙ্গারকতীর্থে যে জন্তু জীবন ত্যাগ করে, সে রুদ্রানুচর হইয়া রুদ্রসহ আমোদপ্রমোদে বাস করে।৭—১১।

পঞ্চদশাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১৫ ॥

ষোড়শাধিক শততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—অনন্তর সর্ব্বপাপবিনাশন পাণ্ডুতীর্থে গমন করিবে। হে রাজন্! নর পাণ্ডুতীর্থে স্নান করিয়া অখিল পাপ হইতে মুক্ত হয়। যে শুচি মানব পাণ্ডুতীর্থে স্নান করিয়া কাঞ্চন দান করে, তাহার ভ্রূণহত্যাদি পাতকরাশি বিনষ্ট হয়, সংশয় নাই। এ তীর্থে পিণ্ডোদকদানে বাজপেয়ফল লাভ হয়। এবং তদীয় পিতামহাদি পিতৃগণ সাতিশয় হৃষ্ট হইয়া নৃত্য করিয়া থাকেন।

ষোড়শাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১১৬।

সপ্তদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। ততো গচ্ছেত্তু রাজেন্দ্র পুণ্যং তীর্থং ত্রিলোচনম্। তত্র তিষ্ঠতি দেবেশঃ সর্ব্বলোকনমস্কৃতঃ ॥ ১ ॥ তত্র তীর্থে তু যঃ স্নাত্বা ভক্ত্যার্চ্চয়তি শঙ্করম্। রুদ্রস্য ভবনং যাতি মৃতো নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ ২ ॥ কল্পক্ষয়ে ততঃ পূর্ণে ক্রীড়িত্বা চ ইহাগতঃ। আবিয়োগেন তিষ্ঠেত পূজ্যমানঃ শতং সমাঃ ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ত্রিলোচনতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম সপ্তদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১৭ ॥

অষ্টাদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। ততো গচ্ছেত্তু রাজেন্দ্র তীর্থং পরমশোভনম্। ইন্দ্রতীর্থেতি বিখ্যাতং নর্ম্মদাদক্ষিণে তটে ॥ ১ ॥ যুধিষ্ঠির উবাচ। নর্ম্মদাদক্ষিণে কূলে ইন্দ্রতীর্থং কথং ভবেৎ। শ্রোতুমিচ্ছামি বিপ্রেন্দ্র হ্যাদিমধ্যান্তবিস্তরৈঃ ॥ ২ ॥ শতক্রতুস্ত্বা

সপ্তদশাধিক শততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে রাজেন্দ্র! অনন্তর পুণ্য ত্রিলোচনতীর্থে গমন করিবে, ত্রিলোচন তীর্থে সর্ব্বলোকনমস্কৃত ত্রিলোচন বাস করেন। যে মানব এ তীর্থে স্নান করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক শঙ্করের পূজা করে, সে মৃত্যুর পর রুদ্রভবনে গমন করে, সংশয় নাই। সেই নর রুদ্রলোকে বিচিত্র ক্রীড়া করিয়া কল্পক্ষয়ে ক্ষিতিতলে জন্ম লইয়া শত বৎসর জীবিত থাকে, কদাচ তাহার বিয়োগ-দুঃখ হয় না। সকলেই তাহাকে পূজা করে।

সপ্তদশাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১৭ ।

অষ্টাদশাধিক শততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন—হে রাজেন্দ্র! অনন্তর পরমশোভন ইন্দ্রতীর্থে গমন করিবে। এই বিখ্যাত তীর্থ নর্ম্মদার দক্ষিণতটে বিদ্যমান। যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে বিপ্রেন্দ্র। নর্ম্মদার দক্ষিণকূলে কিরূপে ইন্দ্রতীর্থের উৎপত্তি হইল? আমি বিস্তররূপে ইহার আদি মধ্যান্তসমস্ত বিবরণ শুনিতে অভিলাষ করি। ধীমান

তু বচনং ধর্ম্মপুত্রস্য ধীমতঃ। কথয়ামাস তদ্বৃত্ত-মিতিহাসং পুরাতনম্॥ ৩॥ শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। বিশ্বাসয়িত্বা সুচিরং ধর্ম্মশক্রং মহাবলম্। বৃত্রং জিত্বাথ হত্বা তু গচ্ছমানং শচীপতিম্॥ ৪॥ নিষ্ক্রাম-মাণং মার্গেণ ব্রহ্মহত্যা দুরাসদা। অহোরাত্রমবিশ্রান্তা জগাম ভুবনত্রয়ম্॥ ৫॥ যতো যতো ব্রহ্মহণো যাতি যানেন শোভনম্। দিশো ভাগং সুরৈঃ সার্দ্ধং ততো হত্যা ন মুঞ্চতি॥ ৬॥ ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং স্তেয়ং গুর্ব্বঙ্গনাগমঃ। পাতকানাং গতির্দৃষ্টা ন তু বিশ্বাসঘাতিনাম্॥ ৭॥ পাপকর্ম্মমুখং দৃষ্ট্বা স্নানদানৈ-র্বিশুধ্যতি। নারী বা পুরুষো বাপি নৈব বিশ্বাস-ঘাতিনঃ॥ ৮॥ এবমাদীনি চান্যানি শ্রুত্বা বাক্যানি দেবরাট্। বচনং তদ্বিধৈরুক্তং বিষাদমগমৎ পরম্॥ ৯॥ ত্যক্তা রাজ্যং সুরৈঃ সার্দ্ধং জগাম তপ উত্তমম্। পুত্রদারগৃহং রাজ্যং বস্তূনি বিবিধানি চ॥ ১০॥ ফলান্যেতানি ধর্ম্মস্য শোভয়ন্তি জনেশ্বরম্। ফলং ধর্ম্মস্য ভুঞ্জন্তি সুহৃৎস্বজনবান্ধবাঃ॥ ১১॥ পশ্যতাং সর্ব্বমেতেষাং পাপমেকেন ভুজ্যতে। পশ্যং হি সুখমুৎসৃজ্য কর্ষয়ন্ বৈ কলেবরম্॥ ১২॥ দেবরাজো জগামাসৌ তীর্থান্যায়তনানি চ। গঙ্গাতীর্থেষু সর্ব্বেষু যামুনেষু তথৈব চ॥ ১৩॥ সারস্বতেষু সর্ব্বেষু সামুদ্রেষু পৃথক্ পৃথক্। নদীষু দেবখাতেষু তড়াগেষু সরঃসু চ॥ ১৪॥ পাপং ন মুঞ্চতে সর্ব্বে পশ্চাদ্দেব-সমাগমে। রেবাপ্রভবতীর্থেষু কূলয়োরুভয়োরপি॥ ১৫॥ পূজয়ন্ বৈ মহাদেবং স্কন্দতীর্থং সমাসদৎ। তত্র স্থিত্বোপবাসৈশ্চ কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদিভিঃ॥ ১৬॥ কর্ষ-য়ন্ বৈ স্বকং দেহং ন লেভে শর্ম্ম বৈ কচিৎ। গ্রীষ্মে পঞ্চাগ্নিমধ্যস্থো বর্ষাসু স্থণ্ডিলেশয়ঃ। আর্দ্রবাসাস্ত হেমন্তে চচার বিপুলং তপঃ॥ ১৭॥ এবং তু তপতস্তস্য ইন্দ্রস্য বিদিতাত্মনঃ॥ ১৮॥ বৎসরাণাং সহস্রাণি গতানি দশ ভারত। ততস্ত্বেকাদশে প্রাপ্তে বর্ষে তু নৃপসত্তম॥ ১৯॥ সহসা ভগবান্ দেব-

ধর্ম্মপুত্রের এইরূপ জিজ্ঞাসা শুনিয়া মুনি মার্কণ্ডেয় পুরাতন ইতিহাস বর্ণন করিতে লাগিলেন। মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—শচীপতি সুচির কালে ধর্ম্মদ্রোহী মহাবল বৃত্রের সহিত বিশ্বস্ত ব্যবহার করিয়া একদা অতর্কিতভাবে তাহাকে নিহত করেন। তিনি বৃত্রাসুরকে পরাভূত ও নিহত করিয়া পথিমধ্যে নির্গম-পূর্ব্বক গমন করিতে থাকিলে দুরাসদা ব্রহ্মহত্যা পথিমধ্যে তাহাকে আক্রমণ করিল। শচীপতি যানারোহণে সুরগণ সহ অহর্নিশ অবিরামগতিতে ত্রিভুবন ভ্রমণ করিলেন। ব্রহ্মঘাতী বাসব যে যে স্থানে গমন করিলেন, ব্রহ্মহত্যাও সেই দিক্ ও পথ ধরিয়া সেই সেই স্থানে উপনীত হইতে লাগিল; কখনও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল না। ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, চৌর্য্য ও গুরুভার্য্যাগমন, এ সকল পাপের নিষ্কৃতি দৃষ্ট হয়, কিন্তু বিশ্বাসঘাতীদিগের মুক্তি নাই। নর বা নারী পাপকর্ম্মার বদন দর্শন করিয়া স্নান-দানে শুদ্ধিলাভ করে, কিন্তু বিশ্বাসঘাতীর মুখ দর্শন করিলে স্নান-দানে সে পাপ যায় না। দেবরাজ বাসব সাধুজনগণের মুখে বিশ্বাসঘাতকতা-সম্বন্ধে এই সকল ও অন্যান্য নানা কথা শুনিয়া অত্যন্ত বিষণ্ণ হইলেন, তিনি স্বর্গরাজ্য পরি-ত্যাগপূর্ব্বক সুরগণ সহ তপস্যা করিতে লাগিলেন সুররাজ সুহৃৎ-স্বজন-বান্ধবগণকে সম্বো-ধন করিয়া কহিলেন,—পুত্র, দার, গৃহ ও বিবিধ ধন এসকল ধর্ম্মেরই ফল; আর ইহা দ্বারা নরেশ্বরে-রাই শোভা প্রাপ্ত হন। সুহৃৎ স্বজন ও বান্ধবগণ ধর্ম্মের ফলই ভোগ করেন; কিন্তু পাপের ফল পাপকারী একাকীই ভোগ করিতে বাধ্য হয়। দেব-রাজ এইরূপ কহিয়া দর্শক দেবগণের সমক্ষেই পরম সুখসম্ভোগ পরিত্যাগ করিলেন। তিনি তপস্যায় স্বীয় কলেবর কর্ষণ করত তীর্থ আয়তনাদি দর্শন করিতে লাগিলেন। সদেব দেবরাজ ক্রমে অখিল তীর্থোত্তম গঙ্গা, যমুনা, ও সরস্বতীর সমুদয় তীর্থ, পৃথক্ পৃথক্ সামুদ্রতীর্থ, নদী, দেবখাত, তড়াগ ও সরোবরের সেবা করিলেন। যে সকল তীর্থে দেবগণের সান্নিধ্য আছে, তৎসমস্তেও বিচরণ করিলেন; কিন্তু কোন তীর্থেই তাঁহার পাপ দূর হইল না। অনন্তর সুররাজ রেবার উভয়-তীরে রেবাপ্রভব তীর্থনিচয়ে গমন করিলেন। ক্রমে তিনি স্কন্দতীর্থে উপনীত হইয়া মহেশের পূজা করিলেন ও এখানে অবস্থানপূর্ব্বক উপবাস এবং কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি দ্বারা শরীর কর্ষণ করিতে লাগি-লেন; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, তিনি কুত্রাপি কুশল লাভ করিলেন না। হে ভারত! ইন্দ্র গ্রীষ্মে পঞ্চাগ্নিমধ্যস্থ, বর্ষায় স্থণ্ডিলশায়ী ও হেমন্তে আর্দ্রবাসা হইয়া বিপুল তপস্যা করিয়াছিলেন। ১—১৭। বিদিতাত্মা ইন্দ্র এইরূপে দশসহস্রবৎসর তপস্যা করিলেন। হে ভারত নৃপসত্তম! অনন্তর একাদশসহস্রবর্ষ প্রবৃত্ত হইলে পরমেশ ভগবান্ সন্তুষ্ট

ভক্তোষ পরমেশ্বরঃ। তথা ব্রহ্মর্ষয়ঃ সিদ্ধা ব্রহ্মবিষ্ণু-
পুরোগমাঃ ॥ ২০ ॥ তত্রাজগ্মুঃ সুরাঃ সর্ব্বে যত্র দেবঃ
শতক্রতুঃ। দৃষ্ট্বা সমাগতান্ দেবানৃষীংশ্চৈব মহামতিঃ ॥
২১ ॥ উবাচ প্রণতো ভূত্বা সর্ব্বদেবপুরোহিতঃ।
বিদিতং সর্ব্বমেতেষাং যথা বৃত্রবধঃ কৃতঃ ॥ ২২ ॥
যুষ্মাকং চাজ্ঞয়া পূর্ব্বং ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ। তথাপ্যেব
ব্রহ্মহণং মত্বা পাপস্থ কারিণম্ ॥ ২৩ ॥ ভ্রমন্তং সর্ব্ব-
তীর্থেষু ব্রহ্মহত্যা ন মুঞ্চতি। ন নন্দতি জগৎসর্ব্বং
ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ॥ ২৪ ॥ যথা বিহীনচন্দ্রার্কং
তথা রাজ্যমনায়কম্। তস্মাৎ সর্ব্বে সুরশ্রেষ্ঠাঃ
বিজ্ঞাপ্যং মম সম্প্রতি ॥ ২৫ ॥ কুর্ব্বন্তু শক্রং নির্দ্দোষং
তথা সর্ব্বে মহর্ষয়ঃ। বৃহস্পতিমুখোদ্গীর্ণং শ্রুত্বা
তদ্বচনং শুভম্ ॥ ২৬ ॥ ততঃ প্রোবাচ ভগবান্ ব্রহ্মা
লোকপিতামহঃ। এতৎ পাপং মহাঘোরং ব্রহ্মহত্যা-
সমুদ্ভবম্ ॥ ২৭ ॥ দৈবতেভ্যোঽথ ভূতেভ্যশ্চতুর্ভাগং
ক্ষিপাম্যহম্। এবং মুক্তাক্ষিপচ্চৈনো জলোপরি
মহামতিঃ ॥ ২৮ ॥ অবগাহ্য ততঃ পেয়া আপো বৈ
নান্যথা বুধৈঃ। ধরায়ামক্ষিপদ্ভাগং দ্বিতীয়ং পদ্ম-
সম্ভবঃ ॥ ২৯ ॥ অভক্ষ্যা তেন সঞ্জাতা সদাকালং
বসুন্ধরা। তদার্দ্ধমর্দ্ধং নারীণাং দ্বিতীয়েঽহ্নি যুধিষ্ঠির ॥
৩০ ॥ নিক্ষিপ্য ভগবান্ দেবঃ পুনরপ্যজ্ঞাদ হ।
অসংগ্রাহ্যা ত্বসংগ্রাহ্যা তেন জাতা রজস্বলা ॥ ৩১ ॥
চতুর্দ্দিনানি সা প্রাজ্ঞৈঃ পাপস্থ মহতো ভয়াৎ। চতুর্থং
তু ততো ভাগং বিভজ্য পরমেশ্বরঃ ॥ ৩২ ॥ কৃষি-
গোরক্ষ্যবাণিজ্যৈঃ শূদ্রসেবাকরে দ্বিজে। ততো-
ঽভিনন্দয়ামাসুঃ সর্ব্বে দেবা মহর্ষয়ঃ ॥ ৩৩ ॥ দেবেন্দ্রং
বাগ্‌ভিরিষ্টাভির্নর্ম্মদাজলসংস্থিতম্। বরেণ চ্ছন্দয়ামাস
ততস্তুষ্টো মহেশ্বরঃ ॥ ৩৪ ॥ বরং দাস্যামি দেবেশ
বরং বৃণু যদ্প্রার্থেতিম ॥৩৫॥ ইন্দ্র উবাচ। যদি তুষ্টোঽসি
দেবেশ যদি দেয়ো বরো মম। অত্র সংস্থাপয়িষ্যামি
সদা সন্নিহিতো ভব ॥ ৩৬ ॥ এবমস্ত্বিতি চোক্তা তং
ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ। জগ্মুর্দিশমাবিশ্য স্তূয়মানা

হইয়া সহসা শতক্রতুর সমীপে আগমন করিলেন। তাঁহার সঙ্গে ব্রহ্মর্ষি, সিদ্ধ ও ব্রহ্ম-বিষ্ণুপ্রমুখ অখিল দেব ও আসিলেন। তখন দেবপুরোহিত মহামতি বৃহস্পতি মহর্ষি ও দেবগণকে সমাগত দর্শন করিয়া প্রণতিপূর্ব্বক কহিলেন,—হে ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বর! আপনারা সকলই জানেন; কি জন্ম বাসব বৃত্রকে নিহত করিয়াছেন; আর এই কার্য্য আপনাদের অনুমোদনেই সমাহিত হইয়াছে। তথাপি সুরপতি ব্রহ্মঘাতী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। ইনি অখিল তীর্থ ভ্রমণ করিয়াছেন। ইঁহাকে পাপ-কারী মনে করিয়া ব্রহ্মহত্যা ইঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতেছে, ক্ষণকালও ইঁহাকে ত্যাগ করিতেছে না। সচরাচর ত্রিলোক ইঁহার আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছে না। চন্দ্রসূর্য্যহীন আকাশ ও নায়ক-বিহীন রাজ্যের স্থায় অখিল জগৎ নিষ্প্রভ হইয়াছে। হে সুরগণ! কেন এমন হইল, আপনারা সম্প্রতি আমার নিকট ইহার কীর্ত্তন করুন। হে মহর্ষিগণ! আপনারা ইন্দ্রকে নির্দ্দোষ করুন। অনন্তর বৃহস্পতির বদননির্গত এই শুভাবহ বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক লোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা বলিলেন,—ব্রহ্মহত্যা হইতেই শক্রের এই মহাকলুষ সমুত্থিত হইয়াছে। এক্ষণে আমি দেব ও ভূতগণের উপকার কামনায় এই ব্রহ্মহত্যাপাপ চতুর্দ্ধা বিভক্ত করিয়া চারি স্থানে নিক্ষিপ্ত করিব। মহামতি ব্রহ্মা এইরূপ কহিয়া সেই ব্রহ্মহত্যাকে চতুর্দ্ধা বিভক্ত করিয়া সেই পাপের এক ভাগ জলে নিক্ষেপ করিলেন, এজন্ম পণ্ডিতগণ জলাবগাহন করিয়া জল পান করেন, ইহার অন্যথাচরণ করেন না। অনন্তর পদ্মযোনি দ্বিতীয় ভাগ ভূভাগে নিক্ষেপ করিলেন, এ জন্য মৃত্তিকা সর্ব্বদাই অভক্ষ্য হইয়াছে। হে যুধিষ্ঠির! অনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মা অবশিষ্ট দুই ভাগের একভাগ নারী-গণের প্রতি নিক্ষেপ করিয়া পুনরায় আর এক বিধি-নির্দ্দেশ করিলেন; বলিলেন,—রজস্বলা নারী অগ্রাহ্য, কখনই রজস্বলা গ্রাহ্যা নহে; পাপপ্রভাববিৎ প্রাজ্ঞগণ রজস্বলা নারীকে চারিদিন পরিত্যাগ করিবেন। অনন্তর পরমেশ চতুরানন চতুর্থভাগ বিভাগ করিয়া কৃষি, গোরক্ষা, বাণিজ্য এবং শূদ্রসেবায় নিরত দ্বিজে নিক্ষেপ করিলেন। অনন্তর রেবাশায়ী শক্র নিষ্পাপ হইলেন, সুরমহর্ষিগণ অভীষ্ট বাক্য সকল দ্বারা তাঁহার অভিনন্দন করিলেন। তারপর মহেশ তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বরদানে প্ররোচিত করিলেন; বলিলেন—হে সুররাজ! আমি তোমাকে বর দান করিব, অভীষ্ট প্রার্থনা কর। ১৮—৩৫। ইন্দ্র কহিলেন,—হে দেবেশ! আপনি যদি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, আর যদি আমাকে বর দান করেন, তবে আমি এইস্থানে আপনাকে স্থাপিত করি, আপনি সতত এই

মহর্ষিভিঃ ॥ ৩৭ ॥ গতেষু দেবদেবেষু দেবরাজঃ শতক্রতুঃ। স্থাপয়িত্বা মহাদেবং জগাম ত্রিদশালয়ম্ ॥ ৩৮ ॥ ইন্দ্রতীর্থে তু যঃ স্নাত্বা তর্পয়েৎ তপিতৃদেবদাঃ। মহাপাতকযুক্তোঽপি মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ ॥ ৩৯ ॥ ইন্দ্রতীর্থে তু যঃ স্নাত্বা পূজয়েৎ পরমেশ্বরম্ সোঽশ্বমেধস্য যজ্ঞস্য পুষ্কলং ফলমশ্নুতে ॥ ৪০ ॥ এতত্তে কথিতং সর্ব্বং তীর্থমাহাত্ম্যমুত্তমম্। শ্রুতমাত্রেণ যেনৈব মুচ্যন্তে পাতকৈর্নরাঃ ॥ ৪১ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ইন্দ্রতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নামাষ্টাদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১৮ ॥

একোনবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। ততো গচ্ছেত্তু রাজেন্দ্র কহ্লোড়ীতীর্থমুত্তমম্। রেবায়াশ্চোত্তরে কূলে সর্ব্বপাপবিনাশনম্ ॥ ১ ॥ হিতার্থং সর্ব্বভূতানামৃষিভিঃ স্থাপিতং পুরা। তপসা তু সমুদ্ধৃত্য নর্ম্মদায়াং মহাম্ভসি ॥ ২ ॥ স্নাত্বা তু কপিলাতীর্থে কপিলাং যঃ প্রযচ্ছতি। শ্রুত্বা চাখ্যানকং দিব্যং ব্রাহ্মণান্ শৃণু যৎ ফলম্ ॥৩॥ সর্ব্বেষামেব দানানাং কপিলাদানমুত্তমম্। ব্রাহ্মণাম্বেষিতং পূর্ব্বমৃষিদেবসমাগমে ॥ ৪ ॥ সদ্যঃ প্রসূতাং কপিলাং শোভনাং যঃ প্রযচ্ছতি। সোপবাসো জিতক্রোধস্তস্য পুণ্যফলং শৃণু ॥ ৫ ॥ সসমুদ্রগুহা তেন সশৈলবনকাননা। দত্তা চৈব মহাবাহো পৃথিবী নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৬ ॥ বাচিকং মানসং পাপং কর্ম্মণা যৎ পুরা কৃতম্। নশ্যতে কপিলাং দত্বা সপ্তজন্মার্জ্জিতং নৃপ ॥ ৭ ॥ ভূমিদানং ধনং ধান্যং হস্ত্যশ্বকনকাদিকম্। কপিলাদানস্যৈকস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্ ॥ ৮ ॥ তত্র তীর্থে নরঃ স্নাত্বা কপিলাং যঃ প্রযচ্ছতি। মৃতো বিষ্ণুপুরং যাতি গীয়মানোঽপ্সরোগণৈঃ ॥ ৯ ॥ যাবন্তি তস্যা রোমাণি সবৎসায়াস্তু ভারত। তাবদ্বর্ষসহস্রাণি স স্বর্গে ক্রীড়তে চিরম্ ॥ ১০ ॥ ততোঽবকীর্ণকালেন ইহ মানুষ্যতাং গতঃ। ধনধান্যসমোপেতো জায়তে বিপুলে কুলে ॥ ১১ ॥ বেদবিদ্যাব্রতস্নাতঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ। ব্যাধি-

---

স্থানে সন্নিহিত হউন। অনন্তর ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর 'তথাস্তু' বলিয়া ইন্দ্রের বাক্যে অঙ্গীকার করিলেন এবং তাঁহারা আকাশ অবলম্বন করিয়া অদর্শন হইলেন, তখন মহর্ষিগণ তাঁহাদের স্তব করিতে লাগিলেন। অনন্তর দেবত্রয় প্রস্থিত হইলে দেবরাজ শতক্রতু তথায় মহাদেবকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ত্রিদশালয়ে চলিয়া গেলেন। মহাপাপযুক্ত মানবও ইন্দ্রতীর্থে স্নান ও পিতৃদেবগণের তর্পণ করিয়া অখিল পাপ হইতে মুক্ত হয়। যে মানব ইন্দ্রতীর্থে স্নান করিয়া পরমেশের পূজা করে, তাহার অশ্বমেধ যজ্ঞের বিপুল ফল লাভ হয়। এই তোমার নিকট ইন্দ্রতীর্থে অত্যুত্তম মাহাত্ম্য বর্ণন করিলাম ইহার শ্রবণ মাত্রেই মানবনিবহ পাপরাশি হইতে মুক্ত হয়। ৩৭—৪১।

অষ্টাদশাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১১৮।

ঊনবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে রাজেন্দ্র! অনন্তর অনুত্তম কহ্লোড়ীতীর্থে গমন করিবে, সর্ব্বপাপনাশন এই কহ্লোড়ীতীর্থ রেবার উত্তরতীরে বিদ্যমান। পুরাকালে সর্ব্বভূতের হিতকামনায় ঋষিগণ প্রভৃত তপস্যা করিয়া নর্ম্মদার অগাধনীর হইতে এই তীর্থের উদ্ধারপূর্ব্বক প্রতিষ্ঠিত করেন ইহাকে কপিলাতীর্থও কহে। এই কপিলাতীর্থে স্নান করিয়া কপিলাদান করিলে এবং দিব্য পুণ্যাখ্যান শ্রবণ ও ব্রাহ্মণগণের সন্তোষ সাধন করিলে যে ফল লাভ হয়, শ্রবণ কর। দানিনিচয়ের মধ্যে কপিলাদানই সর্ব্বোত্তম। পুরাকালে ঋষিদেবসভায় বিপ্রপ্রার্থিত কপিলাদানের প্রশংসা গীত হইয়াছে। যে জিতক্রোধ উপবাসপরায়ণ মানব সদ্যঃপ্রসূতা শোভনা কপিলা দান করে, তাহার পুণ্যফল শ্রবণ কর। ১ ৫। যে নর পূর্ব্বোক্তরূপ কপিলা দান করে, তাহার সমুদ্র, গুহা, শৈল, বন ও কাননসহ মহীদানের ফল হয়। হে মহাবাহো! একমাত্র কপিলাদানেই তাহার সমগ্র মহীদানের পুণ্যপ্রাপ্তি ঘটে, সংশয় নাই। এতদ্‌ভিন্ন তাহার কায়, কর্ম্ম মন ও বাক্যকৃত সপ্তজন্মার্জ্জিত পাপপুঞ্জ বিনষ্ট হয়। হে নৃপ! ভূমি, ধন, ধান্য, হস্তী, অশ্ব ও কনকাদি দানও কপিলাদানের ষোলকলার এককলারও যোগ্য নহে। যে মানব কহ্লোড়ীতীর্থে স্নান করিয়া কপিলা দান করে, মরিয়া সে অপ্সরোগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া হরিপুরে গমন করে। হে ভারত! কপিলার ও বৎসের দেহে যত লোম থাকে, কপিলাদাতা তত সহস্র বৎসর স্বর্গে ক্রীড়া করিয়া থাকেন। অনন্তর কর্ম্মক্ষয়ে তাহার ইহ সংসারে আসিতে

শোকবিনির্ম্মুক্তো জীবেচ্চ শরদাং শতম্ ॥ ১২ ॥ এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং কহ্লোড়ীতীর্থমুত্তমম্। যৎকৃত্বা সর্ব্বপাপেভ্যো মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৩ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে কহ্লোড়ীতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনংনামৈকোন-বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১৯ ॥

বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি কম্বুকেশ্বরমুত্তমম্। হিরণ্যকশিপুর্দৈত্যো দানবো বলদর্পিতঃ ॥১॥ অবধ্যঃ সর্ব্বলোকানাং ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতঃ। তস্য পুত্রো মহাতেজাঃ প্রহ্লাদো নাম নামতঃ ॥ ২ ॥ বিষ্ণুপ্রসাদাদ্ভক্ত্যা চ তস্য রাজ্যে প্রতিষ্ঠিতঃ। বিরোচনস্তস্য সুতস্তস্যাপি বলিরেব চ ॥ ৩ ॥ বলিপুত্রোঽভবদ্বাণস্তস্মাদপি চ শম্বরঃ। শম্বরস্যান্বয়ে জাতঃ কম্বুর্নাম মহাসুরঃ ॥ ৪ ॥ জ্ঞাত্বা বিষ্ণুময়ং ঘোরং মহদ্ভয়মুপস্থিতম্। দানবানাং বিনাশায় নান্যো হেতুঃ কদাচন ॥ ৫ ॥ স ত্যক্ত্বা পুত্রদারাংশ্চ সুহৃদ্বন্ধুপরিগ্রহান্। চচার মৌনমাস্থায় তপঃ কম্বুর্মহামতিঃ ॥ ৬ ॥ অক্ষসূত্রকরো ভূত্বা দণ্ডী মুণ্ডী চ মেখলী। শাকযাবকভক্ষশ্চ বল্কলাজিন-সংবৃতঃ ॥ ৭ ॥ স্নাত্বা নিত্যং ধৃতিপরো নর্ম্মদাজল-মাশ্রিতঃ। পূজয়ংশ্চ মহাদেবমর্ব্বুদং বর্ষসঙ্খ্যয়া ॥৮॥ ততস্তুতোষ ভগবান্ দেবদেবো মহেশ্বরঃ। উবাচ দানবং কালে মেঘগম্ভীরয়া গিরা ॥ ৯ ॥ ভোভোঃ কম্বো মহাভাগ তুষ্টোঽহং তব সুব্রত। ইষ্টং ব্রতানাং পরমং মৌনং সর্ব্বার্থসাধনম্ ॥ ১০ ॥ চরিতঞ্চ ত্বয়া লোকে দেবদানবদুশ্চরম্। বরং বৃণীষ ভদ্রং তে যত্তে মনসি রোচতে ॥ ১১ ॥ কম্বুরুবাচ। যদি প্রসন্নো দেবেশ যদি দেয়ো বরো মম। অক্ষয্যশ্চাব্যয়শ্চৈব স্বেচ্ছয়া বিচরাম্যহম্ ॥ দৈত্যদানবসঙ্ঘানাং সংযুগেষপলায়িতা। ভয়ং চাস্তু বিদ্যোত মুক্ত্বা দেবং গদাধরম্ ॥ ১৩ ॥ তস্মাঽহং সংযুগে সাধ্যো যেনোপায়েন শঙ্কর। ভবামি ন

হইলেও ভূতলে ধনধান্যযুক্ত বিপুল কুলে মানুষ হইয়া জন্মগ্রহণ করেন; এ জন্মেও তিনি সর্ব্ববিদ্যা-বিশারদ, ব্রতধাত ও ব্যাধিশোকহীন হন এবং শত বৎসর জীবিত থাকেন। এই তোমার নিকট অনুত্তম কহ্লোড়ীতীর্থের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইল, কহ্লোড়ীতীর্থের দর্শনস্পর্শন করিয়া নর সর্ব্বপাপ-বিমুক্ত হয়, সংশয় নাই। ৬—১৩।

ঊনবিংশত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১৯ ॥

বিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—অতঃপর অনুত্তম কম্বুকেশ্বর তীর্থ কীর্ত্তন করিতেছি। বলদর্পিত দানব হিরণ্য-কশিপু ত্রিলোকবিশ্রুত। সে অখিললোকের অবধ্য ছিল। তাহার তনয় স্বনামপ্রসিদ্ধ মহাতেজা প্রহ্লাদ। বিষ্ণুভক্ত প্রহ্লাদ হরির কৃপায় পিতৃ-রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হন। এই প্রহ্লাদের পুত্র বিরোচন; বিরোচনতনয় বলি; বলির এক তনয় জন্মে, তাহার নাম বাণ; বাণের তনয় শম্বর। এই শম্বরের বংশে মহাসুর কম্বু জন্ম গ্রহণ করে। কম্বু মনে করিল,—বিষ্ণু হইতে দানবগণের মহা ভয় উপস্থিত হইয়াছে। সে বিষ্ণুময়ী ঘোর ভীতি দর্শন করিয়া ভাবিল—বিষ্ণুই দানবগণের বিনাশের হেতু। বিষ্ণু ব্যতীত দানবনাশের অন্য কোনই কারণ বিদ্যমান নাই। মহামতি কম্বু এই সকল আলোচনা করিয়া পুত্র, পত্নী প্রভৃতি সুহৃৎপরিবার-পরিগ্রহ পরিত্যাগপূর্ব্বক মৌনী হইয়া তপস্যা করিল; ধৃতিপরায়ণ দানব দণ্ডী, মুণ্ডী এবং অজিন বল্কল ও মেখলাধারী হইয়া শাক ও যাবক ভক্ষণ করত নিত্য নর্ম্মদানীরে অবগাহন করিত ও মহেশের পূজা করিত। এইরূপে তাহার অর্ব্বুদ বৎসর অতীত হইল। দানবের তপস্যা পূর্ণ হইলে ভগবান্ দেবদেব মহেশ যথাকালে কম্বুর প্রতি প্রীত হইয়া মেঘগম্ভীর বাক্যে বলিলেন,—হে মহাভাগ কম্বু! তুমি সুব্রত, আমি তোমার প্রতি প্রীত হইয়াছি। ব্রতসমূহের মধ্যে মৌন ব্রতই আমার পরম ইষ্ট, আর ইহাই সর্ব্বার্থ-সাধক। তুমি মৌনী হইয়া যে তপশ্চরণ করিয়াছ, ইহা দেব ও দানবগণের দুশ্চর। ভদ্র! তোমার মনের রুচি অনুসারে বর প্রার্থনা কর। ১-১১। কম্বু কহিল,—হে দেবেশ! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, যদি আমাকে বরদান করেন, তবে এইরূপ বর দান করুন, যেন আমি অক্ষয় অব্যয় হইয়া স্বেচ্ছায় চরাচরে বিচরণ করিতে পারি। অখিল দেব দানব সমবেত হইয়া আমার সহিত সমর করিলেও আমি পলায়ন করি না; কিন্তু আমি একমাত্র দেব গদাধর হইতেই ভীত হইয়া থাকি; গদাধর ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট হইতে আমি ভীত

সদাকালং তৎ বদস্ব বরং মম॥ ১৪॥ ঈশ্বর উবাচ। মম সন্নিহিতো যত্র ত্বং ভবিষ্যসি দানব। তত্র বিষ্ণুভয়ং নাস্তি বসাত্রাবিগতজ্বরঃ॥ ১৫॥ তস্য দেবাধিদেবস্য বেদগর্ভস্য সংযুগে। শঙ্খচক্রধর-স্যেশা নাহং সর্ব্বে সুরাসুরাঃ॥ ১৬॥ কিং পুনর্যো দ্বিষত্যেনং লোকালোকপ্রভুং হরিম্। স সুখী বর্ত্ততে কালং ন নিমেষং মতং মম॥ ১৭॥ তস্মাত্ত্বং পরয়া ভক্ত্যা সর্ব্বভূতহিতে রতঃ। ভবিষ্যসি চিরং কালমিত্যুক্তাদর্শনং গতঃ॥ ১৮॥ গতে চাদর্শনং দেবে তত্র তীর্থে মহামতিঃ। স্থাপয়ামাস দেবেশং শিবং শান্তমনাময়ম্॥ ১৯॥ তস্মিংস্তীর্থে মহাদেবং স্থাপয়িত্বা দিবং গতঃ। তদাপ্রভৃতি তৎ পার্থ কম্বুতীর্থমিতি শ্রুতম্। বিখ্যাতং সর্ব্বলোকেষু মহাপাতকনাশনম্॥ ২০॥ কম্বুতীর্থে নরঃ স্নাত্বা বিধিনাভ্যর্চ্চ্য ভাস্করম্। ঋগ্‌যজুঃসামমন্ত্রৈশ্চ স্তূয়মানো নৃপোত্তম॥ ২১॥ তস্য পুণ্যং সমুদ্দিষ্টং ব্রাহ্মণৈর্বেদপারগৈঃ। তৎ সর্ব্বং তু শৃণুষ্বাদ্য মমৈব গদতো নৃপ॥ ২২॥ ঋগ্‌যজুঃসামগীতেষু সাঙ্গো-পাঙ্গেষু যৎ ফলম্। তৎ ফলং সমবাপ্নোতি গায়ত্রীমাত্রমন্ত্রবিৎ॥ ২৩॥ তত্র তীর্থে তু যঃ স্নাত্বা তর্পয়েৎ পিতৃদেবতাঃ। পূজয়েদ্দেবমীশানং সো-ঽগ্নিষ্টোমফলং লভেৎ॥ ২৪॥ অকামো বা সকামো বা তত্র তীর্থে কলেবরম্। যস্ত্যজেন্নাত্র সন্দেহো রুদ্রলোকং স গচ্ছতি॥ ২৫॥

ইতি শ্রীস্কান্দে কম্বুকেশ্বরতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১২০॥

একবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহীপাল চন্দ্র-হাসমতঃ পরম্। যত্র সিদ্ধিং পরাং প্রাপ্তঃ সোমরাজঃ সুরোত্তমঃ॥ ১॥ যুধিষ্ঠির উবাচ। কথং সিদ্ধিং পরাং প্রাপ্তঃ সোমনাথো জগৎপতিঃ। তৎ সর্ব্বং শ্রোতুমিচ্ছামি কথয়স্ব মমানঘ॥ ২॥ শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। পুরা শপ্তো মুনীন্দ্রেণ দক্ষেণ কিল ভারত। অসেবনাদ্ধি দারাণাং ক্ষয়রোগী ভবিষ্যসি॥ ৩॥

হই না। হে শঙ্কর! আমি যে উপায়ে সতত তাঁহার সহিত সমরসমর্থ হই, আমার প্রতি এইরূপ বরবাক্য নিয়োগ করুন। ঈশ্বর কহিলেন,—দানব! আমি এই স্থানে সতত-সন্নিহিত থাকি, তুমিও বিগতজ্বর হইয়া এইস্থানে অবস্থান কর। আমার সন্নিহিত স্থানে বিষ্ণু হইতে কদাচ তোমার ভয় সমুদ্ভূত হইবে না। কিন্তু দানব! সেই দেবাধিদেব বেদগর্ভ শঙ্খচক্রধর হরির সহিত সুরাসুরগণও সমর করিতে সমর্থ নহেন, এমন কি আমিও সমর্থ নহি; অন্যের কথা কি কহিব? লোকালোককর্ত্তা হরির প্রতি যে দ্বেষ করে, আমার মনে হয়, সে নিমিষের তরেও সুখী হইতে পারে না। যাহা হউক, তুমি ভূতানবহের হিত-সাধনে রত হইয়া পরম ভক্তি সহকারে সুচিরকাল এই স্থানেই বাস কর। হর এইরূপ কহিয়া অদর্শন হইলেন। দেবদেব অন্তর্হিত হইলে মহামতি দানব কম্বুও এই তীর্থে অনাময় শান্ত দেবেশ শঙ্করলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করিয়া স্বর্গলোকে গমন করিল। হে পার্থ! তদবধি এই কম্বুতীর্থ বিখ্যাত হইল; এই তীর্থ অখিল লোকবিখ্যাত ও মহাপাতকবিনাশন। হে নৃপোত্তম! মানব কম্বুতীর্থে স্নান ও ভাস্করের পূজা করিয়া ঋক্ যজুঃ ও সামমন্ত্রে স্তব করিলে যে ফল লাভ করে, বেদপারগ দ্বিজগণ তদ্বিষয়ে যেরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, আজ তোমার নিকট সে সকল কহিতেছি, হে নৃপ! তৎসমস্ত শ্রবণ কর। মন্ত্রবিৎ মানব মাত্র গায়ত্রী জপ করিয়া সঙ্গোপাঙ্গ ঋক্ যজুঃ ও সামগানের সমস্ত ফল লাভ করেন। যে মানব কম্বুতীর্থে স্নান করিয়া পিতৃ-দেবগণের তর্পণ ও দেব ঈশানের পূজা করে, তাহার অগ্নিষ্টোমযাগের তুল্য ফল লাভ হয়। কামতই হউক বা কামনাহীন হইয়াই হউক, কম্বু-তীর্থে কলেবর পরিত্যাগ করিলে মানব রুদ্রলোকে গমন করে, সন্দেহ নাই।১২—২৫।

বিংশত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১২০।

একবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে মহীপাল! অনন্তর চন্দ্রহাস তীর্থে গমন করিবে। সুরোত্তম সোমরাজ এই চন্দ্রহাসতীর্থে পরম সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন,—জগৎপতি সোমনাথ কিরূপে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন? হে অনঘ! তৎসমস্ত শ্রবণে আমার অভিলাষ হইতেছে। অতএব আমার নিকট চন্দ্রহাসতীর্থ বর্ণন করুন! মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে ভারত! পুরাকালে মুনিশার্দ্দূল দক্ষ চন্দ্রকে অভিশাপ প্রদান করেন;

উদ্বাহিতানাং পত্নীনাং যে ন কুর্ব্বন্তি সেবনম্। যা নিষ্ঠা জায়তে নৃণাং তাং শৃণুষ্ব নরাধিপ ॥ ৪ ॥ ঋতাবৃতৌ হি নারীণাং সেবনাজ্জায়তে সুতঃ। সুতাৎ স্বর্গশ্চ মোক্ষশ্চ ইত্যেবং শ্রুতিভাষিতম্ ॥ ৫ ॥ তৎকালোচিতধর্ম্মেণ বেষ্টিতো রৌরবে পতেৎ। তস্যাস্তদ্রুধিরং পাপঃ পিবতে কামমীপ্সিতম্ ॥ ৬ ॥ ততোঽবতীর্ণঃ কালেন যাং যাং যোনিং প্রয়াস্যতি। তস্যাং তস্যাং স দুষ্টাত্মা দুর্ভগো জায়তে সদা ॥ ৭ ॥ নারীণাং তু সদা কামোঽভ্যধিকঃ পরিবর্ত্ততে। বিশেষেণ ঋতৌ কালে পীড্যন্তে কামসায়কৈঃ ॥ ৮ ॥ পরিভূতা হি তা ভর্ত্রা ধ্যায়ন্তেঽন্যং পতিং স্ত্রিয়ঃ। ততঃ পুত্রঃ সমুৎপন্নো হটতে কুলমুত্তমম্ ॥ ৯ স্বর্গস্থাস্তেন পিতরঃ পূর্ব্বজাস্তে পিতামহাঃ। পতন্তি জাতমাত্রেণ কুলটস্তেন চোচ্যতে ॥ ১০ ॥ তেন কর্ম্মবিপাকেন ক্ষয়রোগ্যভবচ্ছশী। ত্যক্ত্বা লোকং সুরেন্দ্রাণাং মর্ত্ত্যলোকমুপাগতঃ ॥ ১১ ॥ ততস্তীর্থান্যনেকানি পুণ্যান্যায়তনানি চ। ভ্রমন্ বৈ নর্ম্মদাং প্রাপ্তঃ সর্ব্বপাপপ্রণাশিনীম্ ॥ ১২ ॥ উপবাসঞ্চ দানানি ব্রতানি নিয়মাংস্তথা। চচার দ্বাদশাব্দানি ততো মুক্তঃ স কিল্বিষৈঃ ॥ ১৩ ॥ স্নাপয়িত্বা মহাদেবং সর্ব্বপাতকনাশনম্। জগাম প্রভয়া পূর্ণঃ স চ লোকমনুত্তমম্ ॥ ১৪ ॥ যেনৈব স্থাপিতো দেবঃ পূজ্যতে বর্ষসংখ্যয়া। তাবদ্বর্ষসহস্রাণি রুদ্রলোকে স পূজ্যতে ॥ ১৫ ॥ তেন দেবান্ বিধানোক্তান্ স্থাপয়ন্তি নরা ভুবি। অক্ষয়ং চাব্যয়ং যস্মাৎ কালং মানবাঃ ॥ ১৬ ॥ সোমতীর্থে নরঃ স্নাত্বা পূজয়েদ্দেবমীশ্বরম্। স ভ্রাজতে নরো লোকে সোমবৎ প্রিয়দর্শনঃ ॥ ১৭ ॥ চন্দ্রহাসে তু যো গত্বা গ্রহণে চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ। স্নানং সমাচরেদ্ভক্ত্যা মুচ্যতে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ ॥ ১৮ ॥ তত্র স্নানঞ্চ দানঞ্চ চন্দ্রহাসে শুভাশুভম্। কৃতং নৃপবরশ্রেষ্ঠ সর্ব্বং ভবতি চাক্ষয়ম্ ॥ ১৯ ॥ তে ধন্যাস্তে মহাত্মানস্তেষাং জন্ম সুজীবিতম্। চন্দ্রহাসে তু যে স্নাত্বা পশ্যন্তি গ্রহণং নরাঃ ॥

নিশাকর তদীয় স্ত্রীগণের মধ্যে রোহিণীতেই অনুরক্ত ছিলেন কিন্তু অপরাপর পত্নীতে সঙ্গত হইতেন না; এজন্য দক্ষ বলেন,—ক্ষপাকর ক্ষয়রোগগ্রস্ত হইবে। হে নরাধিপ! যাহারা পরিণীত পত্নীগণের সেবা করে না, তাদৃশ মানবের যে গতি হয়, তৎসমস্ত শ্রবণ কর। প্রতি ঋতুতে পত্নীর সেবা করিলে সুত উৎপন্ন হয়। আর শ্রুতি বলেন,—সেই সুত হইতেই স্বর্গ ও মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে। মানব ইহার ব্যতিক্রম করিলে তৎকালোচিত অধর্ম্মে পরিবেষ্টিত হইয়া রৌরবে পতিত হয় এবং সেই পাপমতি পত্নীর ঋতুকালজাত শোণিত পান করে। অনন্তর সেই নর সংসারে অবতীর্ণ হইয়া যে কালে যে যে যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে, সকল জন্মেই সেই দুষ্টাত্মা সতত দুর্ভাগ্য হয়। রমণীগণের কামবাসনা সততই প্রবল থাকে, বিশেষতঃ ঋতুকাল সমুপস্থিত হইলে তাহারা স্মরশরে সমধিক পীড়িত হইয়া থাকে। তখন রমণীগণ পতিকর্ত্তৃক পরিভূতা হইলেই উপপতির চিন্তা করে। তারপর উপপতি কর্ত্তৃক পুত্র উৎপন্ন হইলেই সই পুত্র দ্বারা নির্ম্মল কুল সমল হয়। সেই পুত্র জন্মিবামাত্রই তাহা হইতে তাহার স্বর্গস্থ পূর্ব্বজপিতৃপিতামহগণ পতিত হন, আর এই জন্যই তাদৃশ তনয়ের নাম কুলট হয়। এইরূপ কর্ম্মবিপাকেই ক্ষপাপতি ক্ষয়রোগগ্রস্ত হইয়াছিলেন। অনন্তর তিনি ত্রিদশালয় পরিত্যাগ করিয়া মর্ত্ত্যলোকে উপনীত হন এবং অনেক তীর্থ ও পুণ্য আয়তননিচয় পর্য্যটন করিয়া ভ্রমণ করিতে করিতে অখিল কলুষনাশিনী নর্ম্মদাতীরে আগমন করেন। ১—১২। অনন্তর চন্দ্র নর্ম্মদাতীরে আসিয়া দ্বাদশ বৎসর উপবাস, বিবিধ দান, ব্রত ও নিয়ম পালন করিয়া পাপপুঞ্জ হইতে বিমুক্ত হইয়াছিলেন। তারপর নিশাপতি সর্ব্বপাতকনাশন মহাদেবকে স্নান করাইয়া পূর্ব্বরূপে পূর্ণপ্রভা প্রাপ্ত হন ও অনুত্তম দেবলোকে চলিয়া যান। মানব শঙ্করলিঙ্গ স্থাপন করিয়া যত বৎসর কাল সেই শঙ্করলিঙ্গের পূজা করে, তত বৎসর সে রুদ্রলোকে পূজিত হইয়া থাকে। যে সকল লোক যথোক্ত বিধানে বিবিধ শঙ্করলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করে, তাহারা ভূতলে অক্ষয় ও অব্যয় সুখভোগ করিয়া থাকে। যে মানব সোমতীর্থে স্নান করিয়া শঙ্করলিঙ্গের পূজা করে, সেই নর ত্রিলোকে সোমের ন্যায় প্রিয়দর্শন হইয়া সমধিক দীপ্তি প্রাপ্ত হয়। যে মানব চন্দ্রসূর্য্যগ্রহণে চন্দ্রহাসতীর্থে গমন করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক স্নান করে, তাহার পাপরাশি বিনষ্ট হয়। হে নৃপবর! চন্দ্রহাসতীর্থে স্নান দান প্রভৃতি শুভ কিংবা অন্য যে কিছু অশুভ কর্ম্ম কৃত হয়, সে সকলই অক্ষয় হইয়া থাকে। যে সকল মানব চন্দ্রহাসতীর্থে গমন করিয়া স্নান ও গ্রহণ দর্শন করেন, ধরাতলে তাঁহারাই ধন্য ও মহাত্মা এবং তাঁহাদেরই জন্ম শোভনজন্ম বলিয়া কথিত হয়। হে রাজেন্দ্র!

২০ । বাচিকং মানসং পাপং কর্ম্মজং যৎ পুরাকৃতম্ । স্নানমাত্রেণ রাজেন্দ্র তত্র তীর্থে প্রণশ্যতি । ২১ । বহবস্তং ন জানন্তি মহামোহসমন্বিতাঃ । দেহস্থমিব সর্ব্বেষাং পরমানন্দরূপিণম্ । ২২ । পশ্চিমে সাগরে গত্বা সোমতীর্থে তু যৎ ফলম্ । তৎ সমগ্রমবাপ্নোতি চন্দ্রহাসে ন সংশয়ঃ । ২৩ । সঙ্ক্রান্তৌ চ ব্যতীপাতে অয়নে বিষুবে তথা । চন্দ্রহাসে নরঃ স্নাত্বা সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে । ২৪ । তে মূঢ়াস্তে দুরাচারাস্তেষাং জন্ম নিরর্থকম্ । চন্দ্রহাসং ন জানন্তি যে রেবায়াং ব্যবস্থিতম্ । ২৫ । চন্দ্রহাসে তু যঃ কশ্চিৎ সন্ন্যাসং কুরুতে দ্বিজঃ । অনিবর্ত্তিকা গতিস্তস্য সোমলোকান্ন সংশয়ঃ । ২৬ ।

ইতি শ্রীস্কান্দে চন্দ্রহাসতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈকবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ । ১২১ ।

দ্বাবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । ততো গচ্ছেন্মহীপাল কোহনস্বেতি বিশ্রুতম্ । সর্ব্বপাপহরং পুণ্যং তীর্থং মৃত্যুবিনাশনম্ । ১ । পুরা তত্র দ্বিজঃ কশ্চিদ্বেদবেদাঙ্গপারগঃ । পত্নীপুত্রসুহৃদ্বর্গৈঃ স্বকর্ম্মনিরতোঽবসৎ । ২ । যুধিষ্ঠির উবাচ । ব্রাহ্মণস্য তু যৎ কর্ম্ম উৎপত্তিঃ ক্ষত্রিয়স্য তু । বৈশ্যস্যাপি চ শূদ্রস্য তৎ সর্ব্বং কথয়স্ব মে । ৩ । ধর্ম্মস্যার্থস্য কামস্য মোক্ষস্য চ পরং বিধিম্ । নিখিলং জ্ঞাতুমিচ্ছামি নান্যো বেত্তা মতির্মম । ৪ । মার্কণ্ডেয় উবাচ । উৎপত্তিকারণং ব্রহ্মা দেবদেবঃ প্রকীর্ত্তিতঃ । প্রথমং সর্ব্বভূতানাং চরাচরজগদ্‌গুরুঃ । ৫ । দ্বিজাতয়ো মুখাজ্জাতাঃ ক্ষত্রিয়া বাহুযন্ত্রতঃ । ঊরুপ্রদেশাদ্বৈশ্যাশ্চ শূদ্রাঃ পাদেষ্বথাভবন্ । ৬ । ততস্তস্তে পৃথগ্‌বর্ণাঃ পৃথগ্‌ধর্ম্মান্ সমাচরন্ । পর্য্যায়েণ সমুৎপন্না হ্যনুলোমবিলোমতঃ । ৭ । তেষাং ধর্ম্মং প্রবক্ষ্যামি শ্রুতিস্মৃত্যর্থচোদিতম্ । যেন সম্যক্‌কৃতেনৈব সর্ব্বে যান্তি পরাং গতিম্ । ৮ । গতির্ধ্যানং বিনা ভক্তৈর্ব্রাহ্মণৈঃ প্রাপ্যতে নৃপ । অধ্যাপয়ন্ যতো বেদান্ বেদং বাপি যথাবিধি । ৯ । কুজপ্যাং

চন্দ্রহাসতীর্থে স্নানমাত্রেই পূর্ব্বকৃত বাচিক, কায়িক ও কর্ম্মকৃত অখিল পাপ বিনষ্ট হয় । হে রাজেন্দ্র ! মহামোহান্বিত মানবগণ যেমন স্বদেহস্থিত পরমানন্দরূপী আত্মাকে বিদিত হইতে পারে না, তদ্রূপ বহু লোকেই এই চন্দ্রহাস তীর্থের মহিমা অবগত নহে । পশ্চিমসাগরতীরে সোমতীর্থে গমন করিয়া মানব যে ফললাভ করে, একমাত্র চন্দ্রহাসতীর্থেই তৎসমস্ত লাভ হয়, সংশয় নাই । মানব সংক্রান্তি, ব্যতীপাত, অয়ন ও বিষুব প্রভৃতি পুণ্যকালে চন্দ্রহাসে অবগাহন করিয়া সকল পাপ হইতে মুক্ত হয় । যাহারা রেবাতীরস্থিত চন্দ্রহাসতীর্থ দর্শন করে নাই, তাহারা মূঢ় ও দুরাচার এবং তাহাদের জন্ম নিরর্থক । যে দ্বিজ চন্দ্রহাসতীর্থে সন্ন্যাসগ্রহণ করেন, নিঃসংশয়ে তাঁহার সোমলোকে গতি হয়, তিনি কদাচ সেই সোমলোক হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন না ।২০—২৬।

একবিংশত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১২১ ।

দ্বাবিংশত্যধিক শততম অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে মহীপাল ! অনন্তর সর্ব্বপাপহর মৃত্যুবিনাশন বিখ্যাত পুণ্যতীর্থ কোহনস্থে গমন করিবে । পূর্ব্বকালে এই কোহনস্থে বেদবেদাঙ্গপারগ স্বধর্ম্মনিরত জনৈক দ্বিজ—পত্নী, পুত্র ও সুহৃদ্‌গণসহ বাস করিতেন । যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন,—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের জন্ম ও কর্ম্ম এবং এই প্রসঙ্গে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের অখিল তত্ত্ব জানিতে আমার অভিলাষ হইতেছে । আমার মনে হয়—আপনি ভিন্ন ইহা অন্য কেহ সম্যক্ বিদিত নহেন ; অতএব এই সকল আমার নিকট বর্ণন করুন । মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—অখিল-চরাচরগুরু জগৎপতি দেবদেব ব্রহ্মাই ভূতনিবহের প্রথম উৎপত্তিনিদান কথিত হন, পরে তাঁহার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, ঊরুদেশ হইতে বৈশ্য এবং পাদ হইতে শূদ্রগণ জন্ম গ্রহণ করে । অনন্তর এই জাতিচতুষ্টয় হইতে অনুলোম ও বিলোমক্রমে পৃথক্‌ধর্ম্মী বিভিন্ন জাতি সমুৎপন্ন হইয়াছিল । তারপর শ্রুতি ও স্মৃতি এই জীবনিবহের যে ধর্ম্মনির্দ্দেশ করেন এবং যেরূপ ধর্ম্মের সম্যক্ অনুষ্ঠান করিয়া ইঁহারা পরমগতি লাভ করেন, সম্প্রতি তাহাই তোমার নিকট কীর্ত্তন করিব ।১—৮। এতন্মধ্যে প্রথমে ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম শ্রবণ কর । হে নৃপ ! ভক্ত দ্বিজ ধ্যান ভিন্নও গতি লাভ করেন । দ্বিজ অখিল বেদ কিংবা বেদচতুষ্টয়ের মধ্যে কোন একটী বেদের অধ্যাপনা করাইবেন । গুরুর অনুমতি

রূপসম্পন্নাং সর্ব্বলক্ষণলক্ষিতাম্। উদ্বহেত্ততঃ পত্নীং গুরুণানুমতে তদা ॥ ১০ ॥ ততঃ স্মার্ত্তং বিবাহাগ্নিং শ্রৌতং বা পূজয়েৎক্রমাৎ। প্রতিগ্রহধনো ভূত্বা দম্ভলোভবিবর্জ্জিতঃ ॥ ১১ ॥ পঞ্চযজ্ঞবিধানানি কারয়েদ্বৈ যথাবিধি। বনং গচ্ছেত্ততঃ পশ্চাদ্দ্বিতীয়াশ্রমসেবনাৎ ॥১২॥ পুত্রেষু ভার্য্যাং নিক্ষিপ্য সর্ব্বসঙ্গবিবর্জ্জিতঃ। ইষ্টাল্লোঁকানবাপ্নোতি ন চেহ জায়তে পুনঃ ॥ ১৩ ॥ ক্ষত্রিয়স্তু স্থিতো রাজ্যে পালয়িত্বা বসুন্ধরাম্। শশ্বদ্ধর্ম্মমনাশৈচব প্রাপ্নোতি পরমাং গতিম্ ॥ ১৪ ॥ বৈশ্যধর্ম্মো ন সন্দেহঃ কৃষিগোরক্ষণে রতঃ। সত্যশৌচসমোমেতো গচ্ছতে স্বর্গমুত্তমম্ ॥ ১৫ ॥ ন শূদ্রস্য পৃথগ্ধর্ম্মো বিহিতঃ পরমেষ্ঠিনা। ন মন্ত্রো ন চ সংস্কারো ন বিদ্যাপরিসেবনম্ ॥ ১৬ ॥ ন শব্দবিদ্যা সময়ো দেবতাভ্যর্চ্চনানি চ। যথা জাতেন সততং বর্ত্তিতব্যমহর্নিশম্ ॥১৭॥ স ধর্ম্মঃ সর্ব্ববর্ণানাং পুরা সৃষ্টঃ স্বয়ম্ভুবা। মন্ত্রসংস্কারসম্পন্নাস্ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজাঃ তেষাং মতমনাদৃত্য যদি বর্ত্তেৎ কামতঃ। স মৃতো জায়তে শ্বা বৈ গতিরূর্দ্ধ্বং ন বিদ্যতে ॥ ১৯ ॥ ন তেষাং প্রেষণং নিত্যং তেষাং মতমনুস্মরন্। যশোভাগী স্বধর্ম্মস্থঃ স্বর্গভাগী স জায়তে ॥ ২০ ॥ এবং গুণগণাকীর্ণোঽবসদ্দ্বিপ্রঃ স ভারত। হনস্বেতি হনস্বেতি শৃণোতি বাক্যমীদৃশম্ ॥ ২১ ॥ ততো নিরীক্ষতে চোর্দ্ধমধশ্চৈব দিশো দশ। বেপমানঃ স ভীতশ্চ প্রস্খলংশ্চ পদে পদে ॥ ২২ ॥ শৃঙ্খলায়ুধহস্তৈশ্চ পাশৈশ্চৈব সুদারুণৈঃ। বেষ্টিতং মহিষারূঢ়ং নরং পশ্যতি সম্মুখে ॥ ২৩ ॥ কৃষ্ণাঞ্জনচয়প্রখ্যং কৃষ্ণাম্বরবিভূষিতম্। রক্তাক্ষমায়তভুজং সর্ব্বলক্ষণলক্ষিতম্ ॥ ২৪ ॥ দৃষ্ট্বা তং তু সমায়ান্তং নিরীক্ষ্যাত্মানমাত্মনা। জপন্ জাপ্যঞ্চ পরমং শতরুদ্রীয়সংস্তবম্ ॥ ২৫ ॥ ততঃ প্রোবাচ ভগবান্ যমঃ সংযমনো মহান্। শৃণু বাক্যমতো ব্রহ্মন যমোঽহং সর্ব্বজন্মম্ ॥ ২৬ ॥ সংহরস্ব মহাভাগ রুদ্রজাপ্যং সুদুর্ভিদম্। যেনাহং কালপাশেস্ত্বাং সংযমামি নক্ষ বাধঃ ॥ ২৭ ॥ তচ্ছ্রুত্বা নিষ্ঠুরং বাক্যং যমস্য মহ-

লইয়া যথাবিধি উত্তম কুলোৎপন্ন সুরূপসম্পন্ন সর্ব্ব-লক্ষণ-সমন্বিত পত্নীর পাণি পীড়ন করিবেন। তারপর ক্রমে শ্রুতিস্মৃতিকথিত বিবাহাগ্নির পূজা করিবেন। দম্ভ-লোভ-বিবর্জ্জিত হইয়া প্রতিগ্রহলব্ধ ধনদ্বারা জীবন যাপন করিবেন এবং সতত যথাবিধি পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন। ইহাই হইল —দ্বিজগণের প্রথম আশ্রম। তারপর দ্বিজগণ দ্বিতীয়াশ্রমের সেবা করিবেন। এই দ্বিতীয়াশ্রমে দ্বিজ সর্ব্বসঙ্গবিবর্জ্জিত হইয়া পত্নীকে পুত্রগণের হস্তে নিক্ষেপপূর্ব্বক বনে গমন করিবেন। এইরূপ করিলেই দ্বিজ অভীষ্ট লোক প্রাপ্ত হন, আর তাঁহাকে ইহলোকে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। ক্ষত্রিয় সতত স্বধর্ম্মে নিরত থাকিয়া রাষ্ট্রমধ্যে অবস্থানপূর্ব্বক বসুন্ধরা পালন করিলেই তাঁহার পরম গতি লাভ হইবে। কৃষি ও গোরক্ষণে রত থাকাই বৈশ্যের ধর্ম্ম, সন্দেহ নাই। বৈশ্য সত্যশৌচ সম্পন্ন হইয়া কৃষি-গোরক্ষা করিলেই স্বর্গলাভ করিবেন। পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা শূদ্রের কোন পৃথক্ ধর্ম্ম নির্দ্দেশ করেন নাই। শূদ্রের মন্ত্রসংস্কার, বেদবিদ্যা, শব্দবিদ্যা, সদাচার, দেবার্চ্চন ইহার কোনটীরই সেবা কর্ত্তব্য নহে; শূদ্র যথাপ্রাপ্ত বস্তুদ্বারা সদা জীবন যাপন করিবে। স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা এইরূপই ব্রাহ্মণাদি জাতিনিবহের ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। শূদ্র ব্যতীত ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ই মন্ত্রসংস্কারসম্পন্ন হইবেন। যে দ্বিজ এই সকল ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী না হয় কিংবা এই সকল ধর্ম্মে অনাদর করিয়া যথেচ্ছ বিচরণ করে, সে মরিয়া কুক্কুরযোনি প্রাপ্ত হয়; কদাচ তাহার ঊর্দ্ধগতি লাভ হয় না। আর যিনি এই সকল ধর্ম্মমতের অনুসরণ করিয়া এই সকল নিবিড় বশে বাস করেন, তিনিই স্বধর্ম্মনিরত এবং তিনিই যশোভাগী ও স্বর্গগামী হইয়া থাকেন। হে ভারত! পূর্ব্বে তোমার নিকট যে দ্বিজের কথা কহিয়াছি, তিনি এইরূপ গুণগণাকীর্ণ হইয়া সতত বাস করিতেন। একদা সেই দ্বিজ 'নিহত কর নিহত কর', এইরূপ শব্দ শুনিতে পান; তারপর ঊর্দ্ধ ও অধঃ প্রভৃতি দশদিক্ বিলোকন করিয়া কম্পিত ও ভীত হন, তাঁহার পদে পদে পদস্খলন হইতে থাকে। তারপর শৃঙ্খলায়ুধ হস্তে সুদারুণ কিঙ্করগণে পরিবেষ্টিত মহিষারূঢ় কৃষ্ণবসনপরিধায়ী কৃষ্ণাঞ্জনসন্নিভ লোহিতলোচন দীর্ঘবাহু সর্ব্বলক্ষণ লক্ষিত এক মানুষমূর্ত্তি সম্মুখে দর্শন করেন। অনন্তর দ্বিজ সেই যমমূর্ত্তি অবলোকন করিয়া আত্মদ্বারা আত্মদর্শন করত পরম মন্ত্র শতরুদ্রীয় জপ করিতে থাকেন।৯—২৫। অনন্তর মহা সংযমী ভগবান যম বলেন,—হে ব্রহ্মন! আমার বাক্য শ্রবণ কর, আমি জীবনিবহের যম। হে মহাভাগ! তুমি সুদুর্ভেদ্য শতরুদ্রীয় মন্ত্র জপ পরিত্যাগ কর, আমি পাশদ্বারা

নির্গতম্। এতদ্ভয়সমোপেতো ব্রাহ্মণঃ প্রপলায়িতঃ॥ ২৮॥ তং মার্গে গতাঃ সর্ব্বে যমেন সহ কিঙ্করাঃ। তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি তং বিপ্রমূচুস্তে সোহপ্যধাবত॥ ২৯॥ ত্বরমাণঃ পরিশ্রান্তো হা হতোহহং দুরাত্মভিঃ। রক্ষ-রক্ষ মহাদেব শরণাগতবৎসল॥ ৩০॥ এবমুক্তা-পতদ্ভূমৌ লিঙ্গমালিঙ্গ্য ভারত। গতসত্ত্বঃ স বিপ্রেন্দ্রঃ সমাশ্রিত্য সুরেশ্বরম্॥ ৩১॥ তং দৃষ্ট্বা পতিতং ভূমৌ দেবদেবো মহেশ্বরঃ। কো হনিষ্যতি মা ভৈস্ত্বং হুঙ্কারমকরোত্তদা॥ ৩২॥ তেন তে কিঙ্করাঃ সর্ব্বে যমেন সহ ভারত। হুঙ্কারেণ গতাঃ সর্ব্বে মেঘা বাতহতা যথা॥ ৩৩॥ তদাপ্রভৃতি তত্তীর্থং কোহনস্বেতি বিশ্রুতম্। সর্ব্বপাপহরং পুণ্যং সর্ব্বতীর্থেষনুত্তমম্॥ ৩৪॥ তত্র তীর্থে তু যঃ স্নাত্বা পূজয়েৎ পরমেশ্বরম্। অগ্নিষ্টোমস্য যজ্ঞস্য ফলমাপ্নোত্যনুত্তমম্॥ ৩৫॥ তত্র তীর্থে তু রাজেন্দ্র প্রাণত্যাগং করোতি যঃ। ন পশ্যতি যমং দেবমিত্যেবং শঙ্করোহব্রবীৎ॥ ৩৬॥ অগ্নিপ্রবেশং যঃ কুর্য্যাজ্জলে বা নৃপসত্তম। অগ্নিলোকে বসে-ত্তাবদ্যাবৎ কল্পশতত্রয়ম্॥ ৩৭॥ এবং বরুণলোকে-হপি বসিত্বা কালমীপ্সিতম্। ইহ লোকমনুপ্রাপ্তো মহাধনপতির্ভবেৎ॥ ৩৮॥

ইতি শ্রীস্কান্দে কোহনতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম দ্বাবিংশত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ॥১২২॥

ত্রয়োবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ। ততো গচ্ছেত্তু রাজেন্দ্র কর্ম্মদীতীর্থমুত্তমম্। যত্র তিষ্ঠতি বিঘ্নেশো গণনাথো মহাবলঃ॥ ১॥ তত্র তীর্থে নরঃ স্নাত্বা চতুর্থ্যাং বা হ্যুপোষিতঃ। বিঘ্নং ন বিদ্যতে তস্য সপ্তজন্মনি ভারত॥ ২॥ তত্র তীর্থে হি যৎকিঞ্চিদ্দীয়তে নৃপসত্তম। তদক্ষয়ফলং সর্ব্বং জায়তে নাত্র সংশয়ঃ॥ ৩॥

ইতি শ্রীস্কান্দে কর্ম্মদীশ্বরতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ত্রয়োবিংশত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ॥১২৩॥

নির্দ্দয়রূপে তোমাকে বন্ধন করিব। অনন্তর দ্বিজ যমমুখ-নির্গত এইরূপ নিষ্ঠুর বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক অত্যন্ত ভীত হইয়া পলায়ন করিলেন। কিঙ্করগণ সহ যমও তাঁহার পশ্চাৎ ধাবন করিলেন এবং বলি-লেন,—তিষ্ঠ, তিষ্ঠ। সত্বর পলায়মান বিপ্রও পরিশ্রান্ত হইয়া বলিতে লাগিলেন,—হায়! আমি দুরাত্মগণ কর্ত্তৃক হত হইলাম; হে মহাদেব! আপনি শরণাগতবৎসল, আমাকে রক্ষা করুন। হে ভারত! দ্বিজ এইরূপ বলিয়া শিবলিঙ্গ আলি-ঙ্গনপূর্ব্বক ভূপতিত হইলেন। তাঁহার ধৈর্য্য বিলুপ্ত হইল। তিনি সুরেশের দেহ আশ্রয় করিয়া পড়িয়া রহিলেন। অনন্তর দ্বিজকে ভীত ও ভূপতিত দেখিয়া ভূতপতি ভব বলিলেন,—ভয় নাই, কে তোমাকে নিহত করিবে? শঙ্কর হুঙ্কার করিলেন। হে ভারত! শঙ্করের হুঙ্কারশব্দে যমকিঙ্করগণ যমের সহিত বাতাহত মেঘের ন্যায় অদৃশ্য হইল! হে নৃপ! হর যে 'কোহনিষ্যতি' শব্দ করিয়াছিলেন। সেই শব্দানুসারে এই তীর্থ তদবধি কোহনস্ব নামে বিখ্যাত হইয়াছে। এই তীর্থ সর্বতীর্থোত্তম ও সর্ব্ব-পাপহর। যে মানব এই কোহনস্বতীর্থে স্নান করিয়া পরমেশের পূজা করে, তাহার অনুত্তম অগ্নিষ্টোম যাগফল লাভ হয়। হে রাজেন্দ্র! যে নর এই তীর্থে তনুত্যাগ করে, শঙ্কর কহিয়াছেন,—তাহার যমবদন দর্শন হয় না। যে মানব কোহনস্বতীর্থে অগ্নি প্রবেশ কিংবা জলনিমজ্জনে জীবন বিসর্জ্জন করে, তাহার তিনশত কল্পকাল অগ্নিলোকে বাস হয়, তারপর সে বরুণলোকে গমন করে। সেখানে অভিলষিত কাল বাস করিয়া ইহ-লোক লাভ করে এবং এই মানুষলোকেও সে বিপুল ধনশালী হইয়া জন্মগ্রহণ করে।২৬—৩৮।

দ্বাবিংশত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১২২।

ত্রয়োবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে রাজেন্দ্র! অনন্তর অনুত্তম কর্ম্মদীতীর্থে গমন করিবে। মহাবল গণনাথ বিঘ্নেশ এই কর্ম্মদীতীর্থে বাস করেন। হে ভারত! উপবাসপরায়ণ মানব চতুর্থী তিথিতে ভক্তিপূর্ব্বক এই তীর্থে স্নান করিলে কদাচ তাহার বিঘ্ন হয় না। হে নৃপসত্তম! এই তীর্থে যাহা কিছু দান করা যায়, তৎসমস্ত অক্ষয় ফলজনক হইয়া থাকে, সংশয় নাই।১—৩।

ত্রয়োবিংশত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১২৩।

চতুর্বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহীপাল নর্ম্মদেশ্বরমুত্তমম্। তত্র তীর্থে নরঃ স্নাত্বা মুচ্যতে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ ॥ ১ ॥ অগ্নিপ্রবেশশ্চ জলেঽথবা মৃত্যুরনাশকে। অনিবর্ত্তিকা গতিস্তস্য যথা মে শঙ্করোঽব্রবীৎ ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে নর্ম্মদেশ্বরতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম চতুর্ব্বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৭

পঞ্চবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহীপাল রবি-তীর্থমনুত্তমম্। যত্র দেবঃ সহস্রাংশুস্তপস্তপ্ত্বা দিবং গতঃ ॥ ১ ॥ যুধিষ্ঠির উবাচ। কথং দেবো জগদ্ধাতা সর্ব্বদেবনমস্কৃতঃ। তপস্তপাত দেবেশ-স্তাপসো ভাস্করো রবিঃ ॥ ২ ॥ আরাধ্যঃ সর্ব্বভূতানাং সর্ব্বদেবৈশ্চ পূজিতঃ। প্রত্যক্ষো দৃশ্যতে লোকে সৃষ্টিসংহারকারকঃ ॥ ৩ ॥ আদিত্যত্বং কথং প্রাপ্তঃ কথং ভাস্কর উচ্যতে। সর্ব্বমেতৎ সমাসেন কথয়স্ব মমানঘ ॥ ৪ ॥ মার্কণ্ডেয় উবাচ। মহাপ্রশ্নো মহারাজ যত্ত্বয়া পরিপৃচ্ছিতঃ। তৎ সর্ব্বং সম্প্রবক্ষ্যামি নমস্কৃত্য স্বয়ম্ভুবম্ ॥ ৫ ॥ আসীদিদং তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম্। অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্ব্বতঃ ॥ ৬ ॥ ততস্তেজশ্চ দিব্যঞ্চ তপ্তপিণ্ডমনুত্তমম্। আকাশাত্তু যথৈবোল্কা সৃষ্টিহেতোরধোমুখী ॥ ৭ ॥ তত্তেজসোঽহস্তঃ পুরুষঃ সঞ্জাতঃ সর্ব্বভূষিতঃ। স শিবোঽপাণিপাদশ্চ যেন সর্ব্বমিদং ততম্ ॥ ৮ ॥ তস্যোৎপন্নস্য ভূতস্য তেজোরূপস্য ভারত। পশ্চাৎ প্রজাপতির্ভূয়ঃ কালঃ কালান্তরেণ বৈ ॥ ৯ ॥ অগ্নির্জাতঃ ... নাং মনুষ্যাসুররক্ষসাম্। সর্ব্বদেবাধিদেবশ্চ আদিত্যস্তেন চোচ্যতে ॥ ১০ ॥ আদৌ তস্য নমস্কারোঽন্যেষাঞ্চ তদনন্তরম্। ক্রিয়তে দৈবতৈঃ সর্ব্বৈস্তেন সর্ব্বৈর্মহর্ষিভিঃ ॥ ১১ ॥ তিস্রঃ সন্ধ্যাস্ত্রয়ো

চতুর্ব্বিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে মহীপাল! অনন্তর অনুত্তম নর্ম্মদেশ্বর তীর্থে গমন করিবে। মানব এই নর্ম্মদেশ্বর তীর্থে স্নান করিয়া অখিল কলুষ হইতে মুক্ত হয়। যে নর এখানে অগ্নিপ্রবেশ, জলমজ্জন কিংবা অনশনে প্রাণত্যাগ করে, তাহার পুনরাবৃত্তিরহিত উত্তম গতিলাভ হয়, ইহা স্বয়ং শঙ্কর আমার নিকট কহিয়াছেন। ১—৩।

চতুর্ব্বিংশত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১২৪।

পঞ্চবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে মহীপাল! অনন্তর অনুত্তম রবিতীর্থে গমন করিবে। সহস্রকিরণ দেব দিবাকর এই তীর্থে তপস্যা করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন। যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন,— যিনি জগতের ধাতা ও সর্ব্বদেবনমস্কৃত, সেই ভাস্কর রবি কেন তাপসবেশে দেবেশের তপস্যা করিলেন? অখিল প্রাণীই তাঁহার আরাধনা করে, দেবগণ তাঁহাকে পূজা করেন, তিনি সৃষ্টি সংহারকারক ও ইহলোকে প্রত্যক্ষ দৃষ্ট; তিনি কিরূপে আদিত্যত্ব প্রাপ্ত হইলেন? আর কেনই বা লোকে তাঁহাকে ভাস্কর আখ্যায় অভিহিত করে? হে অনঘ! সংক্ষেপে এই সকল কথা আমার নিকট বলুন! মার্কণ্ডেয় উত্তর করিলেন,—মহারাজ! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, ইহা এক মহাপ্রশ্ন, তথাপি স্বয়ম্ভুকে নমস্কার করিয়া এ বিষয়ে সম্যক্ সমস্তই বলিতেছি। হে ভারত! এই যে সৃষ্টি দেখিতেছ, পূর্ব্বে ইহা তমোময় ছিল, ইহার কোনই লক্ষণ বিদ্যমান ছিল না, ইহার সকল তত্ত্বই অবিদিত ছিল, তর্ক দ্বারা ইহার কোন বিষয় মীমাংসিত বা জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইত না;—সকল দিকই যেন প্রসুপ্তের ন্যায় অনুভূত হইত। অনন্তর উল্কা যেমন অধোমুখ হইয়া পতিত হয়, তদ্রূপ আকাশ হইতে তপ্ত পিণ্ডের ন্যায় অনুত্তম এক দিব্যতেজ ভূতলে পতিত হইল। এই দিব্য তেজ হইতেই অখিল জগৎ সৃষ্টি হইয়াছিল। অনন্তর সেই তেজের একাংশ হইতে সর্ব্বাবয়বভূষিত এক পুরুষ সমুৎপন্ন হইলেন। এই পুরুষই শিব; ইনি অপাণি-পাদ, ইহাঁ হইতেই সৃষ্টিবিস্তার হয়।১—৮। হে ভারত! অনন্তর সেই তেজোময় পুরুষ অবির্ভূত হইলে তাঁহা হইতে পশ্চাৎ প্রজাপতি জন্ম গ্রহণ করেন এবং কিয়ৎ কালান্তরে তাঁহা হইতেই কাল ও অগ্নি প্রাদুর্ভূত হন। অগ্নিই আদিত্য; ইনি সুর, অসুর ও মানুষ প্রভৃতি ভূতনিবহের শ্রেষ্ঠ; অখিল দেবের অধিদেব বলিয়া ইনি আদিত্য নামে কথিত

দেবঃ সান্নিধ্যাঃ সূর্য্যমণ্ডলে। নমস্কৃতেন সূর্য্যেণ সর্ব্বে দেবা নমস্কৃতাঃ ॥ ১২ ॥ ন দিবা ন ভবেদ্রাত্রিঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্। অয়নং চোত্তরঞ্চাপি ভাস্করেণ বিনা নৃপ ॥ ১৩ ॥ স্নানং দানং জপো হোমঃ স্বাধ্যায়ো দেবতার্চ্চনম্। ন বর্ত্ততে বিনা সূর্য্যং তেন পূজ্যতমো রবিঃ ॥ ১৪ ॥ শব্দগাঃ শ্রুতিমুখ্যাশ্চ ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ। প্রত্যক্ষো ভগবান্ দেবো দৃশ্যতে লোকপাবনঃ ॥ ১৫ ॥ উৎপত্তিপ্রলয়স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্। হেতুরেকো জগন্নাথো নান্যো বিদ্যেত ভাস্করাৎ ॥ ১৬ ॥ এবমাত্মভবং কৃত্বা জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্। লোকানাং তু হিতার্থায় স্থাপয়েদ্ধর্ম্মপদ্ধতিম্ ॥ ১৭ ॥ নর্ম্মদাতটমাশ্রিত্য স্থাপয়িত্বাত্মনস্তনুম্। সহস্রাংশুং নিধিং ধাম্নাং জগামাকাশমব্যয়ম্ ॥ ১৮ ॥ তত্র তীর্থে তু যঃ স্নাত্বা পূজয়েৎ পরমেশ্বরম্। সহস্রকিরণং দেবং নামমন্ত্রবিধানতঃ ॥ ১৯ ॥ তেন তপ্তং হুতং তেন তেন সর্ব্বমনুষ্ঠিতম্। তেন সম্যগ্বিধানেন সম্প্রাপ্তং পরমং পদম ॥ ২০ ॥ তে ধন্যাস্তে মহাত্মানস্তেষাং জন্ম সুজীবিতম্। স্নাত্বা যে নর্ম্মদাতোয়ে দেবং পশ্যন্তি ভাস্করম্ ॥ ২১ ॥ তথা দেবস্য রাজেন্দ্র যে কুর্ব্বন্তি প্রদক্ষিণম্। অনন্যভক্ত্যা সতত ত্রিরক্ষরসমন্বিতাঃ ॥ ২২ ॥ তেন পূতশরীরাস্তে মন্ত্রেণ গতপাতকাঃ। যৎপুণ্যঞ্চ ভবেত্তেষাং তদিহৈকমনাঃ শৃণু ॥ ২৩ ॥ সসমুদ্রগুহা তেন সশৈলবনকাননা। প্রদক্ষিণীকৃতা সর্ব্বা পৃথিবী নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২৪ ॥ মন্ত্রমূলমিদং সর্ব্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্। তেন মন্ত্রবিহীনং তু কার্য্যং লোকে ন সিধ্যতি ॥ ২৫ ॥ যথা কাষ্ঠময়ো হস্তী যথা চর্ম্মময়ো মৃগঃ। কার্য্যার্থং নৈব সিধ্যেত তথা কর্ম্ম হ্যমন্ত্রকম্ ॥ ২৬ ॥ যথা ভস্মহুতং পার্থ যথা তোয়বিবর্জ্জিতম্। নিষ্ফলং জায়তে দানং তথা মন্ত্রবিবর্জ্জিতম্ ॥ ২৭ ॥ কাষ্ঠ-পাষাণলোষ্ট্রেষু মৃন্ময়েষু বিশেষতঃ। মন্ত্রেণ লোকে পূজাং তু কুর্ব্বন্তি ন হ্যমন্ত্রতঃ ॥ ২৮ ॥ দ্বাদশাব্দান্নমস্কারাস্তু ভক্ত্যা যল্লভতে ফলম্ মন্ত্রযুক্ত-নমস্কারাৎ সকৃৎ তল্লভতে ফলম্ ॥২৯॥ সংক্রান্তৌ চ ব্যতীপাতে অয়নে বিষুবে তথা। নর্ম্মদায়া জলে স্নাত্বা যস্ত পূজয়তে রবিম্ ॥ ৩০ ॥

হন। এজন্য সুর ও মহর্ষিগণ আদিত্যকে প্রথমে প্রণাম করিয়া অন্য দেবগণকে প্রণাম করেন। প্রাতঃ প্রভৃতি ত্রিসন্ধ্যা ও ব্রহ্মাদি দেবত্রয় সতত সূর্য্যমণ্ডলে সন্নিহিত; অতএব একমাত্র আদিত্যদেবকে নমস্কার করিলেই অখিল দেবের নমস্কার করা হয়। হে নৃপ! দিবাকর ব্যতীত দিবা, রাত্রি, ষণ্মাস, দক্ষিণ ও উত্তর অয়ন হয় না; দিবাকর না থাকিলে স্নান, দান, জপ, হোম, স্বাধ্যায় ও দেবতার্চ্চন কিছুই হয় না; এইজন্যই সূর্য্য পূজ্যতম বলিয়া কথিত হইয়াছেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর ইঁহারা শ্রুতিপ্রমুখ শাস্ত্রবাক্য-বেদ্য, কিন্তু লোকপাবন ভগবান্ তপন প্রত্যক্ষই পরিদৃষ্ট হইয়া থাকেন। দিবাকরই প্রলয় ও উৎপত্তির নিধান ও অব্যয় বীজ। জগৎপতি ভাস্কর ভিন্ন সৃষ্টির অন্য কোন কারণই বিদ্যমান নাই। দেব দিবাকর হইতে স্থাবর-জঙ্গমাত্মক অখিল জগৎ ও ধর্ম্মপদ্ধতি প্রসূত হইয়া থাকে। এই দিবাকরই শিবের অনুত্তম আত্মা। অনন্তর সেই দিব্যপুরুষ শিব অখিল লোকের হিতার্থ আত্মদেহসম্ভূত তেজোনিধি সহস্রকিরণ সূর্য্যকে নর্ম্মদাতীরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া অব্যয় আকাশে চলিয়া গেলেন। যিনি রবিতীর্থে স্নান করিয়া রবির নাম ও মন্ত্রবিধানক্রমে পরমেশ্বর সহস্রকিরণ দেবদিবাকরের পূজা করেন, তাঁহার তপস্যা হোম এমন কি অখিল ক্রিয়াকলাপেরই অনুষ্ঠান করা হয়। যাঁহারা নর্ম্মদানীরে অবগাহন করিয়া দেব ভাস্করকে দর্শন করেন, সংসারে তাঁহারা ধন্য ও মহাত্মা এবং তাঁহাদের জীবন ও জন্ম প্রশংসনীয়। হে রাজেন্দ্র! যাঁহারা অত্যন্ত ভক্তি প্রদর্শন করত দিবাকরের মন্ত্র জপ করিতে করিতে তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করেন, তাঁহাদের পৃথিবী প্রদক্ষিণ করা হয়, সংশয় নাই। এই সচরাচর অখিল ত্রৈলোক্য মন্ত্রমূল; অতএব ত্রিলোকে মন্ত্রহীন কার্য্য সিদ্ধ হয় না। যেমন দারুময় করী ও চর্ম্মময় মৃগ কার্য্যকালে কোনই ফলদায়ক হয় না তদ্রূপ অমন্ত্রক ক্রিয়াও নিষ্ফল হইয়া থাকে।৯—২৬। ভস্মে আহুতি যেমন বৃথা, জলহীন দান যেমন অফল, অমন্ত্রক দানও তদ্রূপ ফল প্রসব করে না। দেখ,—কাষ্ঠ, পাষাণ, লোষ্ট্র ও মৃন্ময় প্রতিমা মন্ত্রসংস্কৃত হইলেই লোকে তাহার পূজা করে, অন্যথা পূজা করে না। কেবল ভক্তি দ্বারা দ্বাদশ বৎসর নমস্কার করিয়া মানব যে ফল লাভ করে, একবার মাত্র মন্ত্রযুক্ত নমস্কারেই তাহার সেই ফল লাভ হয়। যে মানব সংক্রান্তি, ব্যতীপাত, অয়ন ও বিষুবে নর্ম্মদানীরে অবগাহন করিয়া দেব

দ্বাদশাব্দেন যৎ পাপমজ্ঞানজ্ঞান-সঞ্চিতম্। তৎক্ষণাদ্দহ্যতে সর্ব্বং বহ্নিনা তু তুষং যথা ॥ ৩১ ॥ চন্দ্রসূর্য্যগ্রহে স্নাত্বা সোপবাসো জিতেন্দ্রিয়ঃ। তত্রাদিত্যমুখং দৃষ্ট্বা মুচ্যতে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ ॥৩২॥ মাঘমাসে তু সম্প্রাপ্তে সপ্তম্যাং নৃপসত্তম। সোপবাসো জিতক্রোধ উষিত্বা সূর্য্য-মন্দিরে ॥ ৩৩ ॥ প্রাতঃ স্নাত্বা বিধানেন দদ্যাত্যর্ঘ্যং দিবাকরে। বিধিনা মন্ত্রযুক্তেন স লভেৎ পুণ্যমুত্তমম্ ॥ ৩৪ ॥ পিতৃদেবমনুষ্যাণাং কৃত্বা হ্যুদকতর্পণম্। মন্দিরে দেবদেবস্য ততঃ পূজাং সমাচরেৎ ৩৫ ॥ গন্ধৈঃ পুষ্পৈস্তথা ধূপৈর্দীপনৈবেদ্যশোভনৈঃ। পূজয়িত্বা জগন্নাথং ততো মন্ত্রমুদীরয়েৎ ॥ ৩৬ ॥ বিষ্ণুঃ শক্রো যমো ধাতা মিত্রোঽথ বরুণস্তথা। বিবস্বান্ সবিতা পূষা চণ্ডাংশুর্ভগ এব চ ॥ ৩৭ ॥ ইতি দ্বাদশনামানি জপন্ কৃত্বা প্রদক্ষিণাম্। যৎ ফলং লভতে পার্থ তদিহৈকমনাঃ শৃণু ॥ ৩৮ ॥ দরিদ্রো ব্যাধিতো মূকো বধিরো জড় এব চ। ন ভবেৎ সপ্ত জন্মানি ইত্যেবং শঙ্করোঽব্রবীৎ ॥ ৩৯ ॥ এবং জ্ঞাত্বা বিধানেন জপমন্ত্রং বিচক্ষণঃ। আরাধয়েদ্রবিং ভক্ত্যা য ইচ্ছেৎ পুণ্যমুত্তমম্ ॥ ৪০ ॥ মন্ত্রহীনাং তু যঃ কুর্য্যাদ্ভক্তিং দেবস্য ভারত। স বিড়ম্বতি চাত্মানং পশুকীটপতঙ্গবৎ ॥ ৪১ ॥ তত্র তীর্থে তু যঃ কশ্চিত্ত্যজতে দেহমুত্তমম্। স গতস্তত্র দেবৈশ্চ পূজ্যমানো মহর্ষিভিঃ ॥ ৪২ ॥ স্বেচ্ছয়া সুচিরং কালমিহ লোকে নৃপো ভবেৎ ॥ ৪৩ ॥ পুত্রপৌত্রসমাযুক্তো হস্ত্যশ্বরথসঙ্কুলঃ। দাসীদাসশতোপেতো জায়তে বিপুলে কুলে ॥ ৪৪ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে রবিতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম পঞ্চবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২৫ ॥

ষড়্বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। ততো গচ্ছেত্তু রাজেন্দ্র পরং তীর্থমযোনিজম্। স্নাতমাত্রো নরস্তত্র ন পশ্যেদ্যোনিসঙ্কটম্ ॥ ১ ॥ তত্র তীর্থে নরঃ স্নাত্বা পূজয়েদ্দেবমীশ্বরম্। অযোনিজো মহাদেব যথা

দিবাকরের পূজা করে, তাহার জ্ঞান ও অজ্ঞানকৃত দ্বাদশ বৎসরের পাপ হুতাশনের তুষদাহের ন্যায় সদ্যঃ ভস্মীভূত হইয়া যায়। যে জিতেন্দ্রিয় মানব চন্দ্র-সূর্য্যগ্রহণে উপবাসী হইয়া নর্ম্মদাজলে স্নান ও রবিতীর্থে আদিত্যবদন দর্শন করে, সে অখিল কলুষ হইতে মুক্ত হয়। হে নৃপসত্তম! মাঘ মাস সমুপাগত হইলে সপ্তমী তিথিতে ক্রোধজয়পূর্ব্বক উপবাসী হইয়া সূর্য্যমন্দিরে বাস করত বিধিপূর্ব্বক প্রাতঃস্নান ও দিবাকরের অর্ঘ্য প্রদান করিবে। যে মানব বিধিপূর্ব্বক মন্ত্রসংযুক্ত অর্ঘ্য প্রদান করে, তাহার অনুত্তম পুণ্য লাভ হয়। প্রথমে পিতৃ, দেব ও মনুষ্যদিগের উদকতর্পণ করিয়া পরে গন্ধ, ধূপ, দীপ, ও মনোজ্ঞ নৈবেদ্য দ্বারা রবিমন্দিরে দেবদেবের পূজা করিবে! এইরূপে জগৎপতি তপনদেবের পূজা করিয়া দিবাকরের দ্বাদশনামরূপ নিম্নলিখিত মন্ত্র উচ্চারণ করিবে। যথা—বিষ্ণু, শক্র, যম, ধাতা, মিত্র, বরুণ, বিবস্বান্, সবিতা, পূষা ও চণ্ডাংশু। হে পার্থ! মানব দিবাকরের এই দ্বাদশ নাম উচ্চারণ করিতে করিতে প্রদক্ষিণ করিয়া যে ফল লাভ করে, একমনা হইয়া তাহা শ্রবণ কর। শঙ্কর কহিয়াছেন,—মানব পূর্ব্বোক্তরূপ প্রদক্ষিণ করিয়া সপ্তজন্ম দরিদ্র, রোগী, মূক, বধির বা জড় হয় না। উত্তম পুণ্যকামী বিচক্ষণ মানব এই তত্ত্ব বিদিত হইয়া যথাবিধি মন্ত্রজপ করত ভক্তিভরে রবির আরাধনা করিয়া থাকেন। হে ভারত! যে নর মন্ত্রহীন ভক্তিপ্রদর্শন করে, সে পশু, কীট ও পতঙ্গের ন্যায় আত্মাকে বিড়ম্বিত করিয়া থাকে। যে কেহ এই রবিতীর্থে প্রিয় প্রাণ পরিত্যাগ করেন, তাঁহার রবিলোকে গতি হয়। দেব ও মহর্ষিগণ তাঁহার পূজা করেন; তিনি স্বেচ্ছায় সুচিরকাল রবিলোকে বাস করেন, পরে ইহলোকেও পুত্রপৌত্রসমাযুক্ত, হস্তী অশ্ব ও রথসঙ্কুল এবং শত শত দাসদাসীসমন্বিত রাজা হইয়া বিপুল কুলে জন্মগ্রহণ করেন। ২৭—৪৩।

পঞ্চবিংশত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২৫ ॥

ষড়বিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে রাজেন্দ্র! অনন্তর অনুত্তম অযোনিজ তীর্থে গমন করিবে। মানব এই তীর্থে স্নান মাত্রেই যোনিসঙ্কট হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হয়। মানব এই তীর্থে স্নান করিয়া ঈশ্বরের

ত্বং পরমেশ্বর ॥ ২ ॥ তথা মোচয় মাং দেব সন্তবাদ্‌যোনিসঙ্কটাৎ। গন্ধপুষ্পাদিধূপৈশ্চ স মুচ্যেৎ সর্ব্বপাতকৈঃ ॥ ৩ । তস্য দেবস্য যো ভক্ত্যা কুরুতে লিঙ্গপূরণম্। স বসেদ্দেবদেবস্য যাবৎ সিক্থস্য সংখ্যয়া ॥ ৪ ॥ অযোনিজে মহাদেবং স্নাপয়েদ্গন্ধবারিণা। মধুক্ষীরেণ দধ্না বা স লভেদ্বিপুলাং শ্রিয়ম্ ॥ ৫ ॥ অষ্টম্যাঞ্চ সিতে পক্ষে অসিতায়াং বা চতুর্দ্দশীম্। পূজয়িত্বা মহাদেবং প্রীণয়েদ্গীতবাদ্যকৈঃ ॥ ৬ ॥ বসেৎ স চ শিবে লোকে যে কুর্ব্বন্তি মনোহরম্। তে বসন্তি শিবে লোকে যাবদাভূতসম্প্লবম্ ॥ ৭ ॥ তস্য দেবস্য ভক্ত্যা তু যঃ করোতি প্রদক্ষিণাম্। বিজ্ঞাপয়ংশ্চ সততং মন্ত্রেণানেন ভারত ॥ ৮ ॥ তস্য যৎ ফলমুদ্দিষ্টং পারম্পর্য্যেণ মানবৈঃ। সকাশাদ্দেবদেবস্য তচ্ছৃণুষ্ব সমাহিতঃ ॥ ৯ ॥ অযোনিজো মহাদেব যথা ত্বং পরমেশ্বর। তথা মোচয় মাং শর্ব্ব সন্তবাদ্‌যোনিসঙ্কটাৎ ॥ ১০ ॥ কিং তস্য বহুভির্মন্ত্রৈঃ কণ্ঠশোষণতৎপরৈঃ। যেনোং নমঃ শিবায়েতি প্রোক্তং দেবস্য সন্নিধৌ ॥ ১১ ॥ তেনাধীতং শ্রুতং তেন তেন সর্ব্বমনুষ্ঠিতম্। যেনোং নমঃ শিবায়েতি মন্ত্রাভ্যাসঃ স্থিরীকৃতঃ ॥ ১২ ॥ ন তৎ ফলমবাপ্নোতি সর্ব্বদেবেষু বৈ দ্বিজঃ। যৎ ফলং সমবাপ্নোতি ষড়ক্ষর-উদীরণাৎ ॥ ১৩ ॥ তত্র তীর্থে তু যঃ স্নাত্বা পূজয়েচ্ছিবযোগিনম্। দ্বিজানাময়ুতং সাগ্রং স লভেৎ ফলমুত্তমম্ ॥ ১৪ ॥ অথবা ভক্তিযুক্তস্তু তেষাং দান্তে জিতেন্দ্রিয়ে। সংস্কৃত্য দদতে ভিক্ষাং ফলং তস্য ততোঽধিকম্ ॥ ১৫ ॥ যতিহস্তে জলং দদ্যাদ্ভিক্ষাং দত্ত্বা পুনর্জলম্। সা ভিক্ষা মেরুণা তুল্যা তজ্জলং সাগরোপমম্ ॥ ১৬ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে অযোনিপ্রভবতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ষড়্‌বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২৬ ॥

সপ্তবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। ততো গচ্ছেত্তু রাজেন্দ্র অগ্নিতীর্থমনুত্তমম্। তত্র স্নাত্বা তু পঙ্কাদৌ মুচ্যতে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ ॥ ১ ॥ তত্র তীর্থে তু যঃ কন্যাং

পূজা করিবে এবং বলিবে—হে মহাদেব! আপনি যেরূপ অযোনিজ, হে পরমেশ! আমাকেও তদ্রূপ যোনিসঙ্কট-বিমুক্ত করুন। তার পর গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা পরমেশ্বরের পূজা করিলে নর অখিল পাতক হইতে বিমুক্ত হইবে। যে মানব এ তীর্থে মধূচ্ছিষ্ট দ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক দেবদেবের লিঙ্গপূরণ করে, সে সিক্থসংখ্যক বৎসর দেবদেবেশসমীপে বাস করিয়া থাকে। যে নর অযোনিজতীর্থে গন্ধবারি অথবা দধি কিংবা মধু বা ক্ষীর দ্বারা শঙ্করকে স্নান করায়, তাহার বিপুল লক্ষ্মীলাভ হয়। যে মানব শুক্লাষ্টমী কিম্বা কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী তিথিতে মহাদেবের পূজা করিয়া গীতবাদ্যাদি দ্বারা তাঁহার প্রীতি সাধন করে, তাহার শিবলোকে বাস হয় আর যাহারা মহাদেব-সমীপে মনোহর গীতবাদ্য করে, কল্পকাল তাহাদের শিবলোকে বাস হইয়া থাকে। যে মানব নিম্নলিখিত মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক ভক্তিভাবে সতত দেবদেবের প্রদক্ষিণ করে, হে ভারত! এবিষয়ে নরগণ পরস্পর যেরূপ ফলের কথা বলেন, সমাহিতভাবে তৎসমস্ত শ্রবণ কর। মন্ত্র যথা—হে পরমেশ মহাদেব! আপনি যেরূপ অযোনিজ, হে সর্ব্ব! আমাকেও তদ্রূপ যোনিসঙ্কটবিমুক্ত করুন। তাহার বহুমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া কণ্ঠশোষণ করিলে কি হইবে?—যে মানব শিবসমীপে কেবল মাত্র 'ওঁ নমঃ শিবায়' মন্ত্র উচ্চারণ করে। তাহার অখিল শাস্ত্র অধীত ও ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠিত হয়, যাহার 'ওঁ নমঃ শিবায়' মন্ত্রে অভ্যাস নিশ্চল হইয়াছে, এই ষড়ক্ষর উচ্চারণে নর যে পুণ্য প্রাপ্ত হয়, অখিল বেদাধ্যয়ন করিয়াও দ্বিজ তাহার তুল্য ফল লাভে সমর্থ নহেন। যে মানব অযোনিজ তীর্থে স্নান করিয়া যোগী শঙ্করকে পূজা করে তাহার কিঞ্চিদধিক অযুত দ্বিজের পূজাফলপ্রাপ্তি ঘটে। অথবা দ্বিজগণের প্রতি ভক্তি রাখিয়া দান্ত জিতেন্দ্রিয় দ্বিজের করে ভিক্ষা দান করত তাঁহার সৎকার করিলেও পূর্ব্বোক্ত ফলের অধিক ফললাভ হয়। যতিহস্তে জলদান করিয়া ভিক্ষা অর্পণ করিবে, ভিক্ষাদানের পর পুনর্ব্বার জল দান করিবে; এইরূপ ভিক্ষা মেরুতুল্য আর জল জলধিসদৃশ। ১—১৬।

ষড়্‌বিংশত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২৬ ॥

সপ্তবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে রাজেন্দ্র! অনন্তর অগ্নিতীর্থে গমন করিবে। প্রতিপদ্ দিনে অগ্নিতীর্থে স্নান করিলে নর অখিল কলুষ হইতে

দদ্যাৎস্বয়মলঙ্কৃতাম্। তস্য যৎ ফলমুদ্দিষ্টং তচ্ছৃণুষ্ব নরোত্তম ॥ ২ ॥ অগ্নিষ্টোমাতিরাত্রাভ্যাং শতং শতগুণীকৃতম্। প্রাপ্নোতি পুরুষো দত্ত্বা যথাশক্ত্যা হ্যলঙ্কৃতাম্ ॥ ৩ ॥ তস্যাঃ পুত্রপ্রপৌত্রাণাং যা ভবেদ্রোমসঙ্গতিঃ। স যাতি তেন মানেন শিবলোকে পরাং গতিম্ ॥ ৪ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দেঽগ্নিতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম সপ্তবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২৭ ॥

অষ্টাবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। ততো গচ্ছেত্তু রাজেন্দ্র ভৃকুটেশ্বরমুত্তমম্। যত্র সিদ্ধো মহাভাগো ভৃগুঃ পরমকোপনঃ ॥ ১ ॥ তেন বর্ষশতং সাগ্রং তপশ্চীর্ণং পুরানঘ। পুত্রার্থং বরয়ামাস পুত্রং পুত্রবতাং বরঃ ॥ ২ ॥ বরো দত্তো মহাভাগ দেবেনান্ধকঘাতিনা। তত্র তীর্থে তু যঃ স্নাত্বা পূজয়েৎ পরমেশ্বরম্ ॥ ৩ ॥ অগ্নিষ্টোমস্য যজ্ঞস্য ফলমষ্টগুণং লভেৎ। ভৃকুটেশং তু যঃ কশ্চিদ্ঘৃতেন মধুনা সহ ॥ ৪ ॥ পুত্রার্থী স্নাপয়েদ্ভক্ত্যা স লভেৎ পুত্রমীপ্সিতম্। তত্র তীর্থে তু যঃ স্নাত্বা দদ্যাদ্বিপ্রায় কাঞ্চনম্ ॥ ৫ ॥ গোদানং বা মহীং বাপি তস্য পুণ্যফলং শৃণু ॥ ৬ ॥ সসমুদ্রগুহা তেন সশৈলবনকাননা। দত্তা পৃথ্বী ন সন্দেহস্তেন সর্ব্বা নৃপোত্তম ॥ ৭ ॥ তেন দানেন স স্বর্গে ক্রীড়য়িত্বা যথাসুখম্। মর্ত্ত্যে ভবতি রাজেন্দ্রো ব্রাহ্মণো বা সুপূজিতঃ ॥ ৮ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ভৃকুটেশ্বরতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নামাষ্টাবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২৮ ॥

একোনত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহীপাল ব্রহ্মতীর্থমনুত্তমম্। অন্যেষাং চৈব তীর্থানাং পরাৎপরতরং মহৎ ॥ ১ ॥ তত্র তীর্থে সুরশ্রেষ্ঠো ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ। চতুর্ণামপি বর্ণানাং নর্ম্মদাতটমা-

মুক্তি হয়। এই তীর্থে স্বয়ং সমলঙ্কৃত কন্যাদান করিলে তাহার যে ফল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, হে নরোত্তম! তাহা শ্রবণ কর। মানব অগ্নিতীর্থে যথাশক্তি সমলঙ্কৃত কন্যাদান করিয়া অগ্নিষ্টোম ও অতিরাত্র হইতেও শতগুণীকৃত শতশত যজ্ঞফল লাভ করে। পরে সেই কন্যার গর্ভে যে পুত্র জন্মে, পুত্র হইতেও যে সকল পৌত্র হয়, কন্যাদাতা সেই সে সকলের লোমসমসংখ্যক বৎসর শিবলোকে পরমগতি লাভ করিয়া থাকে। ১—৪।

সপ্তবিংশত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২৭ ॥

অষ্টাবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে রাজেন্দ্র! অনন্তর অনুত্তম ভৃকুটেশ্বর তীর্থে গমন করিবে। এই তীর্থে পরমকোপন মহাভাগ ভৃগু সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। হে অনঘ! পুরাকালে ভৃগু এখানে কিঞ্চিদধিক শত বৎসর তপশ্চরণ করিয়াছিলেন। তিনি পুত্রার্থী হইয়া তপশ্চরণ করত এমনই তনয় লাভ করেন যে, কালে তিনি পুত্রবান্দিগের অগ্রণী হইয়াছিলেন। হে মহাভাগ! এখানে অন্ধকঘাতী দেবদেব, ভৃগুকে পুত্রবর প্রদান করিয়াছিলেন। যে মানব এই তীর্থে স্নান করিয়া পরমেশ্বরের পূজা করে, তাহার অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের অষ্টগুণ ফললাভ হয়। পুত্রার্থী যে কোন মানব ভক্তিপূর্ব্বক ভৃকুটেশকে ঘৃত কিংবা মধু দ্বারা স্নান করায়, সে অভীষ্ট তনয় লাভ করে। ভৃকুটেশতীর্থে স্নান করিয়া যিনি দ্বিজকে কাঞ্চন, গো, বা মহীদান করেন, তাঁহার পুণ্যফল শ্রবণ কর। হে নৃপোত্তম! ঐ দাতা সমুদ্র, গুহা, শৈল, বন ও কাননান্বিতা পৃথ্বীদানের ফললাভ করেন, সন্দেহ নাই। তিনি এই দানপ্রভাবে স্বর্গে গমন করিয়া যথাসুখে ক্রীড়া করেন, পরে কর্ম্মক্ষয়ে ক্ষিতিতলে আসিয়াও তিনি রাজসত্তম কিংবা সুপূজিত দ্বিজ হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। ১—৮।

অষ্টাবিংশত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১২৮।

ঊনত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে মহীপাল! অনন্তর অনুত্তম ব্রহ্মতীর্থে গমন করিবে। এই ব্রহ্মতীর্থ অন্যান্য তীর্থনিচয় হইতে শ্রেষ্ঠতর। এই তীর্থ নর্ম্মদাতটে বিদ্যমান। সুরোত্তম লোকপিতামহ ব্রহ্মা এইস্থানে অবস্থিত। ব্রাহ্মণাদি চাতুর্ব্বর্ণ্য মধ্যে যে কেহ এই তীর্থ দর্শন করে, দেবেশ ব্রহ্মা তাহার

শ্রিতঃ ॥ ২ ॥ বাচিকং মানসং পাপং কর্ম্মজং যৎ পুরাকৃতম্। তৎক্ষালয়তি দেবেশো দর্শনাদেব পাতকম্ ॥ ৩ ॥ শ্রুতিস্মৃত্যুদিতান্যেব তত্র স্নাত্বা দ্বিজর্ষভাঃ। প্রায়শ্চিত্তানি কুর্ব্বন্তি তেষাং বাসস্ত্রিবিষ্টপে ॥ ৪ ॥ যে পুনঃ শাস্ত্রমুৎসৃজ্য কামলোভপ্রপীড়িতাঃ। প্রায়শ্চিত্তং বদিষ্যন্তি তে বৈ নিরয়গামিণঃ ॥ ৫ ॥ স্নাত্বাদৌ পাতকী ব্রহ্মনত্বা তু কীর্ত্তয়েদঘম্। তস্য তন্নশ্যতে ক্ষিপ্রং তমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা ॥ ৬ ॥ তত্র তীর্থে তু যঃ স্নাত্বা পূজয়েৎ পিতৃদেবতাঃ। অগ্নিষ্টোমস্য যজ্ঞস্য স লভেৎ ফলমুত্তমম্ ॥ ৭ ॥ তত্র তীর্থে তু যদ্দানং ব্রহ্মোদ্দিশ্য প্রযচ্ছতি। তদক্ষয়ফলং সর্ব্বমিত্যেবং শঙ্করোঽব্রবীৎ ॥ ৮ ॥ গায়ত্রীসারমাত্রোঽপি তত্র যঃ ক্রিয়তে জপঃ। ঋগ্‌যজুঃসামসহিতঃ স ভবেন্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৯ ॥ তত্র তীর্থে তু যো ভক্ত্যা ত্যজেদ্দেহং সুদুস্ত্যজম্। অনিবর্ত্তিকা গতিস্তস্য ব্রহ্মলোকান্ন সংশয়ঃ ॥ ১০ ॥ যাবদস্থীনি তিষ্ঠন্তি ব্রহ্মতীর্থে চ দেহিনাম্। তাবদ্বর্ষসহস্রাণি দেবলোকে মহীয়তে ॥ ১১ ॥ অবতীর্ণস্ততো লোকে ব্রহ্মজ্ঞো জায়তে কুলে। উত্তমঃ সর্ব্ববর্ণানাং দেবানামিব দেবতা ॥ ১২ ॥ বিদ্যাস্থানানি সর্ব্বাণি বেত্তি বেদাঙ্গপারগঃ। জায়তে পূজ্যতে লোকে রাজভিঃ স ন সংশয়ঃ ॥ ১৩ ॥ পুত্রপৌত্রসমোপেতঃ সর্ব্বব্যাধিবিবর্জ্জিতঃ। জীবেদ্বর্ষশতং সাগ্রং ব্রহ্মতীর্থপ্রভাবতঃ ॥ ১৪ ॥ এতৎ পুণ্যং পাপহরং তীর্থং জ্ঞানবতাং বরম্। যে পশ্যন্তি মহাত্মানো হ্যমৃতত্বং প্রয়ান্তি তে ॥ ১৫ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ব্রহ্মতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈকোনত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২৯ ॥

ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। নর্ম্মদাদক্ষিণে কূলে দেবতীর্থমনুত্তমম্। তত্র দেবৈঃ সমাগত্য তোষিতঃ পরমেশ্বরঃ ॥ ১ ॥ তত্র তীর্থে তু যঃ স্নাত্বা কামক্রোধবিবর্জ্জিতঃ। স লভেন্নাত্র সন্দেহো গোসহস্রফলং ধ্রুবম্ ॥ ২ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে দেবতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩০ ॥

কায়িক, বাচিক, মানস ও কর্ম্মকৃত দুরিত প্রক্ষালিত করেন। দ্বিজসত্তমগণ ব্রহ্মতীর্থে স্নান করিয়া শ্রুতি-স্মৃতিনির্দিষ্ট প্রায়শ্চিত্তফললাভ করেন। যাঁহারা এ তীর্থে স্নানাত্মক প্রায়শ্চিত্ত করেন, তাঁহাদের ত্রিদশালয়ে বাস হয়। যাহারা কামলোভের বশবর্ত্তী হইয়া শাস্ত্র-গর্হিত প্রায়শ্চিত্ত বিহিত করে, তাহারা নিরয়গামী হয়। যে পাতকী মানব স্নান করিয়া প্রথমে ব্রহ্মাকে সম্বোধনপূর্ব্বক নমস্কার ও স্বীয় পাপ কীর্ত্তন করে, সূর্য্যোদয়ে তমোরাশি-বিনাশের ন্যায় সত্বর তাহার কলুষ বিলীন হইয়া থাকে। যে মানব ব্রহ্মতীর্থে স্নান করিয়া পিতৃদেবগণের পূজা করে, তাহার অগ্নিষ্টোমযাগের উত্তম ফললাভ হয়। শঙ্কর কহিয়াছেন,—এ তীর্থে ব্রহ্মার উদ্দেশে যে দান করা যায়, তাহা অক্ষয় ফলজনক হইয়া থাকে। যাঁহার গায়ত্রীমন্ত্র সম্বল, তিনিও এইতীর্থে জপ করিয়া ঋক্, যজুঃ ও সাম-সমন্বিত হন; সন্দেহ নাই। যিনি ভক্তিপূর্ব্বক ব্রহ্মতীর্থে সুদুস্ত্যজ তনু ত্যাগ করেন, তাঁহার অনিবর্ত্তিকা গতি লাভ হয়; ব্রহ্মলোক হইতে তিনি প্রত্যাবৃত্ত হন না; সন্দেহ নাই। ব্রহ্মতীর্থে দেহীদিগের যে পরিমাণ অস্থি থাকে, ততকাল তাঁহারা দেবলোকে পূজিত হন। পুনরায় সংসারে অবতীর্ণ হইয়াও তাঁহারা বিমল কুলে জন্মলাভ করেন এবং ব্রহ্মজ্ঞ হন। তাঁহারা বর্ণোত্তম দ্বিজজন্ম লাভ করিয়া দেবতাদিগেরও দেবতার ন্যায় সম্মানিত হন, বেদবেদাঙ্গের পারদর্শন করেন, অখিল বিদ্যাস্থান জানিতে পারেন, এবং লোকে রাজগণ কর্তৃক পূজিত হন, সংশয় নাই। কেবল ইহাই নহে, ব্রহ্মতীর্থ-প্রভাবে তিনি পুত্রপৌত্রসমন্বিত ও সর্ব্বব্যাধিবিবর্জ্জিত হইয়া কিঞ্চিদধিক শতবৎসর জীবিত থাকেন। এই ব্রহ্মতীর্থ পাপহর পুণ্যজনক ও জ্ঞানিমান্য। যে সকল মহামনা এই ব্রহ্মতীর্থ দর্শন করেন, তাঁহারা অমৃতত্ব লাভ করিয়া থাকেন ।১-১৫।

ঊনত্রিংশদধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১২৯।

ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—নর্ম্মদার দক্ষিণকূলে অনুত্তম দেবতীর্থ বিদ্যমান। দেবগণ এইস্থানে উপস্থিত হইয়া পরমেশ্বরের সন্তোষসাধন করিয়াছিলেন। মানব কাম-ক্রোধ-বিবর্জ্জিত হইয়া দেবতীর্থে স্নান করিলে গোসহস্রদানের ফললাভ করে, সন্দেহ নাই। ।১২।

ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৩০।

একত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । নর্ম্মদাদক্ষিণে কূলে নাগতীর্থমনুত্তমম্ । যত্র সিদ্ধা মহানাগা ভয়ে জাতে ততো নৃপ ॥ ১ ॥ যুধিষ্ঠির উবাচ । মহাভয়ানাং লোকস্য নাগানাং দ্বিজসত্তম । কথং জাতং ভয়ং তীব্রং যেন তে তপসি স্থিতাঃ ॥ ২ ॥ ভূতং ভব্যং ভবিষ্যচ্চ যৎ সুরাসুরমানবে । তাত তে বিদিতং সর্ব্বং তেন মে কৌতুকং মহৎ ॥ ৩ ॥ মম সন্তাপজং দুঃখং দুর্য্যোধনসমুদ্ভবম্ । তব বক্ত্রাম্বুজোদ্ঘেন প্লাবিতং নির্ব্বৃতিং গতম্ ॥ ৪ ॥ শ্রুত্বা তব মুখোদ্গীতাং কথাং পাপপ্রণাশনীম্ । ভূয়োভূয়ঃ সমুৎকণ্ঠা জাতা শ্রবণে মম সুব্রত ॥ ৫ ॥ ন ক্লেশত্বং দ্বিজে যুক্তং ন চান্যো জায়তে ফলম্ । বিদ্যাদানস্য মহতঃ শ্রাবিতস্য শ্রুতস্য চ ॥ ৬ ॥ এবং জ্ঞাত্বা মহাপ্রাজ্ঞ যঃ প্রশ্নঃ পৃচ্ছিতো ময়া । কথা তু কথ্যতাং বিপ্র দয়াং কৃত্বা মমোপরি ॥ ৭ ॥ মার্কণ্ডেয় উবাচ । যথা যথা ত্বং নৃপ ভাষসে চ তথা তথা মে সুখমেতি ভারতী । শৈথিল্যভাবাজ্জরয়াম্বিতস্য ত্বৎসৌহৃদং নশ্যতি নৈব তাত ॥ ৮ ॥ কথয়ামি যথাবৃত্তমিতিহাসং পুরাতনম্ । কথিতং পূর্ব্বতো বৃদ্ধৈঃ পারম্পর্য্যেণ ভারত ॥ ৯ ॥ দ্বে ভার্য্যে কশ্যপস্যাস্তাং সর্ব্বলোকেম্বনুত্তমে । গরুত্মতো বৈ বিনতা সর্পাণাং কদ্রুরেব চ ॥ ১০ ॥ অশ্বসন্দর্শনাত্তাভ্যাং কলিরূপং ব্যবস্থিতম্ । প্রভাতকালে রাজেন্দ্র ভাস্করাকারবর্চ্চসম্ ॥ ১১ ॥ তং দৃষ্ট্বা বিনতা রূপমশ্বং সর্ব্বত্র পাণ্ডুরম্ । অথ তাং কদ্রুমবোচৎ সা পশ্য পশ্য বরাননে ॥ ১২ ॥ উচ্চৈঃশ্রবসঃ সাদৃশ্যং পশ্য সর্ব্বত্র পাণ্ডুরম্ । ধাবমানমবিশ্রান্তং জবেন পবনোপমম্ ॥ ১৩ ॥ তং দৃষ্ট্বা সহসা যাত্মীর্ষ্যাভাবেন মোহিতা । কৃষ্ণং মত্বা তথাজল্পত্তাং সা নৃপোত্তম ॥ ১৪ ॥ বিনতে ত্বং মৃষা লোকে নৃশংসে কুলপাংসনি । কৃষ্ণং চৈনং বদ শ্বেতং নরকং যাস্যসে পরম্ ॥ ১৫ ॥ বিনতোবাচ সত্যা-

একত্রিংশদধিকশততম অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—নর্ম্মদার দক্ষিণকূলে অনুত্তম নাগতীর্থ । মহানাগগণ ভীতিপ্রাপ্ত হইয়া এই তীর্থে তপস্যা করত সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন । যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে দ্বিজসত্তম ! নাগগণই লোকের মহাভয়ঙ্কর ; তাহাদের আবার দারুণ ভীতি কেন উপস্থিত হইল ? আর তাহারা এমনই কি ভীত হইয়াছিল যে, তজ্জন্য তাহাদের তপস্যা করিতে হইয়াছিল ? সুরাসুরনরের অতীত অনাগত ও বর্ত্তমান সকল ঘটনাই আপনি বিদিত আছেন ! হে তাত ! দুর্য্যোধন হইতে আমার মহাসন্তাপ সমুদ্ভূত হইলেও আপনার বদনোদ্গত বাক্যে পরম কৌতুক জন্মিয়াছে এবং আপনার মুখামৃতে প্লাবিত হইয়া আমি সকল দুঃখ ভুলিয়াছি । হে সুব্রত ! আপনার বদনবিনিঃসৃত পরম পাবন পাপনাশন পুণ্যকথা শ্রবণে আমার পুনঃপুনঃ উৎসুক্য হইতেছে । দ্বিজকে ক্লিষ্ট করা যুক্তিযুক্ত নহে, তথাপি অন্য হইতে ফল লাভ অসম্ভব জানিয়া আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি । হে বিপ্র ! বিদ্যাদানে শ্রোতা বক্তা উভয়েরই মহাফল । আপনি ইহা বিদিত আছেন, অতএব আমি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি, আমার প্রতি কৃপা করিয়া যথাযথ উত্তর প্রদান করুন । মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে নৃপ ! তুমি যেমন যেমন প্রশ্ন করিতেছ, আমার ভারতীও তেমন তেমনই সুখ লাভ করিতেছে । তাত ! আমি জরাযুক্ত, এজন্য আমার বাক্য শিথিলতা লাভ করিলেও আমি তোমার সৌহার্দ্দ পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না । হে ভারত ! পূর্ব্বে যাহা ঘটিয়াছিল ও বৃদ্ধপরম্পরায় যেরূপ কথিত আছে, এখানে আমি সেই সকল পুরাতন ইতিহাস তোমার নিকট যথাযথ বর্ণন করিতেছি । কশ্যপের সর্ব্বলোকোত্তম দুইটী পত্নী ছিলেন ; একটীর নাম বিনতা ও অপর পত্নী কদ্রু ; বিনতা গরুড়জননী ও কদ্রু সর্পমাতা । একদা অশ্ব দর্শনে বিনতা-কদ্রুর কলহ উপস্থিত হয় । হে রাজেন্দ্র ! একদিন প্রভাতকালে ভাস্করদ্যুতি এক অশ্ব তাঁহাদের নয়নপথে পতিত হয় । বিনতা অশ্বের সর্ব্বাঙ্গ পাণ্ডুরবর্ণ দর্শন করেন । তিনি কদ্রুকে বলেন,—বরাননে ! দেখ, দেখ, এই অশ্বে উচ্চৈঃশ্রবার সাদৃশ্য বিদ্যমান, ইহার সর্ব্বাঙ্গ পাণ্ডুর ; আরও দেখ, এই অশ্ব বরাবর অবিশ্রান্তভাবে মহাবেগে গমন করিতেছে ।১০-১৩। হে নৃপোত্তম ! বিনতার বাক্যে অশ্ব-দর্শন করিলেন । কদ্রু সহসা সেই বেগগামী অশ্ব দর্শনে ঈর্ষাপরায়ণা হইয়া কহিলেন,—এই অশ্ব পাণ্ডুরবর্ণ নহে—কৃষ্ণ । আরও বলিলেন—বিনতে ! তুমি মৃষাভাষিণী, অতএব জনসমাজে তুমি নৃশংসা ও কুলপাংসনা । তুমি কৃষ্ণ অশ্বকে পাণ্ডুর

বৃতে তু বচনে পণোহয়ং তে মমৈব তু। সহস্রং বৎসরান্ দাসী ভবেয়ং তব বেশ্মনি ॥ ১৬ ॥ তথোক্তে প্রতিজ্ঞায় রাত্রৌ গত্বা স্বকং গৃহম্। পরিত্যজ্য উভে তে তু ক্রোধমূর্চ্ছিতমূর্চ্ছিতে ॥১৭॥ বন্ধুবর্গস্ত গত্বা তু কথয়ামাস তং পণম্। কদ্রূর্বিনতয়া সার্দ্ধং যদ্বৃত্তং প্রমদালয়ে ॥ ১৮ ॥ তচ্ছ্রুত্বা বান্ধবাঃ সর্বে কদ্রূপুত্রাস্তথৈব চ। ন মন্যন্তে হিতং কার্য্যং কৃতং মাত্রা বিগর্হিতম্ ॥ ১৯ ॥ অকৃষ্ণঃ কৃষ্ণতামশ্ব কথং গচ্ছেদ্ধয়োত্তমঃ। দাসত্বং প্রাপ্স্যসে ত্বং হি পণেনানেন সুব্রতে ॥ ২০ ॥ কদ্রুরুবাচ। ভবেয়ং ন যথা দাসী তৎ কুরুধ্বং হি সত্বরম্। বিশধ্বং রোমকূপেষু তস্যাশ্বস্য মহির্নম ॥ ২১ ॥ ক্ষণমাত্রং কৃতে কার্য্যে সা দাসী চ ভবেন্মম। ততঃ স্বস্থোরগাঃ সর্ব্বে ভবিষ্যথ যথাসুখম্ ॥ ২২ ॥ সর্পা ঊচুঃ। যথা ত্বং জননী দেবি পন্নগানাং মতা ভুবি। তথাপি সা বিশেষেণ বঞ্চিতব্যা ন কর্হিচিৎ ॥ ২৩ ॥ কদ্রুরুবাচ। মম বাক্যমকুর্ব্বাণা যে কেচিদ্ভুবি পন্নগাঃ। হব্যবাহমুখং সর্ব্বে তে যাস্যন্ত্যবিচারিতাঃ ॥ ২৪ ॥ এতচ্ছ্রুত্বা তু বচনং ঘোরং মাতৃমুখোদ্ভবম্। কেচিৎ প্রবিষ্টা রোমাণি তথান্যে গিরিসংস্থিতাঃ ॥ ২৫ ॥ কেচিৎপ্রবিষ্টা জাহ্নব্যামন্যে চ তপসি স্থিতাঃ ॥ ২৬ ॥ ততো বর্ষসহস্রান্তে তুতোষ পরমেশ্বরঃ। মহাদেবো জগদ্ধাতা হ্যুবাচ পরয়া গিরা ॥ ২৭ ॥ ভোঃ ভোঃ সর্পা নিবর্ত্তধ্বং তপসোহস্য মহৎফলম্। যমিচ্ছথ দদাম্যদ্য নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ২৮ ॥ সর্পা ঊচুঃ। কদ্রুশাপভয়াদ্ভীতা দেবদেব মহেশ্বর। তব পার্শ্বে বসিষ্যামো যাবদাভূতসম্প্লবম্ ॥ ২৯ ॥ দেবদেব উবাচ। একশ্চায়ং মহাবাহুর্বাসুকির্ভুজগোত্তমঃ। মম পার্শ্বে

কহিতেছ, তোমার নরক হইবে। বিনতা উত্তর করিলেন—আচ্ছা উত্তম কথা। আমি সত্যই কহিয়া থাকি, কিংবা আমার এই বাক্য মিথ্যাই কথিত হইয়া থাকুক, এস আমরা এবিষয়ে এক শপথ করি! আমার ইহাই শপথ হইল যে, এই অশ্ব যদি কৃষ্ণ হয়, তবে আমি তোমার গৃহে সহস্র বৎসর দাসী হইয়া বাস করিব। আর শ্বেত হইলে তুমি আমার দাসী হইবে। অনন্তর উভয়েই 'তাহাই হউক' কহিয়া সেস্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক নিজ নিজ ভবনে গমন করিলেন এবং উভয়েই ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। অনন্তর কদ্রু নিজ বান্ধবগণের সমীপে গমনপূর্ব্বক প্রমদালয়ে বিনতার সহিত যে পণবাণী নিশ্চিত হইয়াছে, সে সকল প্রকাশ করিলেন। কদ্রুর তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করত তদীয় বান্ধব ও পুত্রগণ তাঁহার বাক্য হিত বলিয়া অনুমোদন করিলেন না; পরন্তু তনয়গণ মনে মনে কহিলেন, মাতা অতি নিন্দিত কার্য্যই করিয়াছেন। অনন্তর তাঁহারা প্রকাশ্যে কহিলেন,—হে মাতঃ! এই শ্বেত অশ্ব কেমন করিয়া কৃষ্ণ হইবে? হে সুব্রতে! এই পণবন্ধীতে আপনি অবশ্যই দাসীত্ব প্রাপ্ত হইবেন। কদ্রু কহিলেন,—যাহাতে আমি বিনতার দাসী না হই, তোমরা সত্বর তাহাই কর। আমার মনে হয়, তোমরা অশ্বের রোমকূপে প্রবেশ করিলে অবশ্যই এই শ্বেত অশ্ব কৃষ্ণ হইয়া যাইবে। আর তোমরা ক্ষণকালের জন্যও যদি এই রূপ কর, তবে বিনতাই আমার দাসী হইবে। এইরূপ কর, ইহাতে তোমরাও সুস্থদেহে যথাভিলষিত সুখভোগে সমর্থ হইবে।১৬—২২।সর্পগণ কহিল, দেবি! ভূতলে আপনিও যেমন আমাদের মান্যা জননী, বিনতাও তদ্রূপ; বিশেষতঃ মাতা বিনতা আমাদের অধিক মান্যা। অতএব তাঁহাকে বঞ্চিত করা কর্ত্তব্য নহে। কদ্রু কহিলেন,—কি! ভূতলে যে সকল পন্নগ আমার বাক্যের অন্যথা করিবে, অবিচারিতভাবে তাহারা পাবকমুখে প্রবিষ্ট হইবে। অনন্তর ভুজঙ্গমগণ মাতার ঐ দারুণবাণী শ্রবণ করিয়া কেহ কেহ অশ্বের রোমে প্রবেশ করিল, কেহ কেহ গিরিগুহায় আশ্রয় লইল, কতিপয় জাহ্নবীজলে প্রবিষ্ট হইল, এবং অন্য কতিপয় তপস্যায় নিরত রহিল। যাহারা তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল, সহস্র বৎসর পরে জগৎপালক পরমেশ মহাদেব তাহাদের প্রতি তুষ্ট হইয়া পরম বাক্যে তাহাদিগকে কহিলেন,—ওহে সর্পগণ! তপস্যা হইতে নিবৃত্ত হও, এই তপস্যা হইতে তোমাদের মহাফল লাভ হইবে। মনে দ্বিধা করিও না। তোমরা অদ্য যাহা প্রার্থনা করিবে, আমার নিকট তাহাই প্রাপ্ত হইবে। সর্পগণ কহিল,—হে দেবদেব মহেশ! আমরা কদ্রুশাপে ভীত হইয়াছি, অতএব আমরা কল্পকাল পর্য্যন্ত আপনার পার্শ্বে বাস করিব। দেবদেব বলিলেন,—এই সর্পসত্তম মহাবাহু বাসুকি সতত আমার পার্শ্বে বাস করিয়া অন্যান্য ভুজ-

বসেন্নিত্যং সর্বেষাং ভয়রক্ষকঃ ॥ ৩০ ॥ অদ্যেষাং নৈব সর্পাণাং ভয়ং নাস্তি মদাজ্ঞয়া। আপ্লুত্য নর্ম্মদাতোয়ে ভুজগাস্তে চ রক্ষিতাঃ ॥ ৩১ ॥ নাস্তি মৃত্যুভয়ং তেষাং বসধ্বং যত্র চেপ্সিতম্। কদ্রু-শাপভয়ং নাস্তি হ্যেষ মে বিস্তরঃ পরঃ ॥ ৩২ ॥ এবং দত্ত্বা বরং তেষাং দেবদেবো মহেশ্বরঃ। জগামাকাশমাবিশ্য কৈলাসং ধরণীধরম্ ॥ ৩৩ ॥ গতে চাদর্শনং দেবে বাসুকিপ্রমুখা নৃপ। স্থাপয়িত্বা তথা জগ্মুর্দেবদেবং মহেশ্বরম্ ॥ ৩৪ ॥ তত্র তীর্থে তু যঃ কশ্চিৎ পঞ্চম্যামর্চ্চয়েচ্ছিবম্। তস্য নাগ-কুলং স্পষ্টৌ ন হিংসন্তি কদাচন ॥ ৩৫ ॥ মৃতঃ কালেন মহতা তত্র তীর্থে নরেশ্বর। শিবস্যানুচরো ভূত্বা বসতে কালমীপ্সিতম্ ॥ ৩৬ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে নাগেশ্বরতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈক
ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩

জমগণের অভয় দান করুক; আমার আদেশে সর্পগণের ভয় থাকিবে না, ভুজগগণ নর্ম্মদানীরে অবগাহনফলে সতত রক্ষিত হউক। তোমরা নর্ম্মদার যে কোন অভীষ্ট স্থানে বাস কর, কদাচ তোমাদের যমভয় থাকিবে না। তোমাদের কদ্রুশাপভীতি দূর হউক, ইহাই আমার উত্তম সংবিধান জানিবে। দেবদেব মহেশ্বর সর্পগণকে এইরূপ বরদান করিয়া আকাশপথে প্রবেশপূর্ব্বক ধরণীধর কৈলাস শৈলে গমন করিলেন। দেবদেব অদর্শন হইলে বাসুকিপ্রমুখ সর্পগণও এই স্থানে দেবদেব মহেশ্বররে লিঙ্গ স্থাপন করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল। যে মানব পঞ্চমীদিনে এই স্থানে শিবের পূজা করে, অষ্ট নাগকুল কদাচ তাহার কুলে হিংসা করে না। দীর্ঘকাল বাসের পর যে নর এই তীর্থে তনুত্যাগ করে, সে শিবের অনুচর হইয়া অভীষ্টকাল শিবলোকে বাস করে।২৩—৩৬।

একত্রিংশদধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।৩১।

দ্বাত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। ততো গচ্ছেত্তু রাজেন্দ্র উত্তরে নর্ম্মদাতটে। সর্ব্বপাপহরং তীর্থং বারাহং নাম নামতঃ ॥ ১ ॥ তত্র দেবো জগদ্ধাতা বারাহ রূপমাস্থিতঃ। স্থিতো লোকহিতার্থায় সংসারার্ণব-তারকঃ ॥ ২ ॥ তত্র তীর্থে তু যঃ স্নাত্বা পূজয়েদ্ধরণী-ধরম্। গন্ধমাল্যবিশেষৈশ্চ জয়শব্দাদিমঙ্গলৈঃ ॥৩॥ উপবাসপরো ভূত্বা দ্বাদশ্যাং নৃপসত্তম। বৃষলাঃ পাপকর্ম্মাণস্তথৈবান্ধপিশাচিনঃ ॥ ৪ ॥ আলাপাদ্গাত্র-সম্পর্কান্নিঃশ্বাসাৎ সহ ভোজনাৎ। পাপং সংক্রমতে যস্মাত্তস্মাত্তান্ পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৫ ॥ ব্রাহ্মণান্ পূজয়ে-দ্ভক্ত্যা যথাশক্ত্যা যথাবিধি। রাত্রৌ জাগরণং কার্য্যং কথায়াং তত্র ভারত ॥ ৬ ॥ প্রভাতে বিমলে স্নাত্বা তত্র তীর্থে জগদ্গুরুম্। যে পশ্যন্তি জিত-ক্রোধাস্তে মুক্তাঃ সর্ব্বপাতকৈঃ ॥ ৭ ॥ যথা তু দৃষ্ট্বা ভুজগাঃ সুপর্ণং নশ্যন্তি মুক্ত্বা বিষমুগ্রতেজঃ। নশ্যন্তি পাপানি তথৈব শীঘ্রং দৃষ্ট্বা মুখং শূকররূপিণস্তু ॥ ৮ ॥

দ্বাত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে রাজেন্দ্র! অনন্তর স্বনামপ্রসিদ্ধ সর্ব্বপাপহর বারাহতীর্থে গমন করিবে। এই বরাহতীর্থ নর্ম্মদার উত্তর তীরে বিরাজিত। সংসারসাগরত্তারক জগৎপতি জনার্দ্দন লোকস্থিতি-কামনায় বরাহরূপ ধারণপূর্ব্বক এই তীর্থে অবস্থান করেন। হে নৃপসত্তম! দ্বাদশীদিনে উপবাস-পরায়ণ হইয়া বারাহতীর্থে স্নান গন্ধ,মাল্য বিশেষতঃ মঙ্গলজনক জয়শব্দাদি দ্বারা ধরণীধর বরাহদেবের পূজা করিতে হয়। বৃষল, পাপকর্ম্মা, অন্ধ ও পিশাচ ইহাদের সহিত আলাপ, শরীরসম্পর্ক ও ভোজন করিলে এমন কি শরীরে ইহাদের শ্বাস লাগিলেও ইহাদের পাপ সংক্রামিত হয়; অতএব ইহাদের সহিত সংসর্গ ত্যাগ করিবে। এখানে শক্তি অনুসারে যথাবিধি ভক্তিপূর্ব্বক দ্বিজসত্তম-গণের পূজা ও সাধুবাক্যালাপে রজনী জাগরণ করিবে। হে ভারত! অনন্তর বিমল প্রভাতে স্নান করিয়া জগৎপতিকে দর্শন করিবে। যে সকল জিতক্রোধ মানবগণ তীর্থস্বামী বরাহদেবকে দর্শন করে, তাহারা সর্ব্বপাতক মুক্ত হয়।১—৭।ভুজগগণ গরুড়দর্শনে যেমন উগ্রতেজ বিষ পরিত্যাগপূর্ব্বক বিনষ্ট হয়, এখানে বরাহদেব দর্শন করিলেও মানবের তদ্রূপ পাপরাশি সত্বর বিনষ্ট হইয়া

নভোগতং নশ্যন্তি চান্ধকারং দৃষ্ট্বা রবিং দেববরং তথৈব। নশ্যন্তি পাপানি সুদুস্তরাণি দৃষ্ট্বা মুখং পার্থ ধরাধরস্য॥ ৯॥ কিং তস্য বহুভির্মন্ত্রৈর্ভক্তির্যস্য জনার্দ্দনে। নমো নারায়ণায়েতি মন্ত্রঃ সর্ব্বার্থসাধকঃ॥ ১০॥ একোঽপি কৃষ্ণস্য কৃতঃ প্রণামো দশাশ্বমেধাবভৃথেন তুল্যঃ। দশাশ্বমেধী পুনরেতি জন্ম কৃষ্ণপ্রণামী ন পুনর্ভবায়॥ ১১॥ ধ্যায়মানা মহাত্মানো রূপং নারায়ণং হরেঃ। যে ত্যজন্তি স্বকং দেহং তত্র তীর্থে জিতেন্দ্রিয়াঃ॥ ১২॥ তে গচ্ছন্ত্যমলং স্থানং যৎ সুরৈরপি দুর্লভম্। ক্ষরাক্ষরবিনির্ম্মুক্তং তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥ ১৩॥

ইতি শ্রীস্কান্দে আদিবারাহতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম দ্বাত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১৩২॥

ত্রয়স্ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহীপাল পরং তীর্থচতুষ্টয়ম্। যেষাং দর্শনমাত্রেণ সর্ব্বপাপক্ষয়ো ভবেৎ॥ ১॥ কৌবেরং বারুণং যাম্যং বায়ব্যং তু ততঃ পরম্। যত্র সিদ্ধা মহাপ্রাজ্ঞা লোকপালা মহাবলাঃ॥ ২॥ যুধিষ্ঠির উবাচ। কিমর্থং লোকপালৈশ্চ তপশ্চীর্ণং পুরানঘ। নর্ম্মদাতটমাশ্রিত্য হ্যেতন্মে বক্তুমর্হসি॥ ৩॥ শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। অধিষ্ঠানং সমিচ্ছন্তি হ্যচলং নির্ব্বলে সতি। সংসারে সর্ব্বভূতানাং তৃণবিন্দুবদস্থিরে॥ ৪॥ কদলীসারনিঃসারে মৃগতৃষ্ণেব চঞ্চলে। স্থাবরে জঙ্গমে সর্ব্বে ভূতগ্রামে চতুর্ব্বিধে॥ ৫॥ ধর্ম্মো মাতা পিতা ধর্ম্মো ধর্ম্মো বন্ধুঃ সুহৃত্তথা। আধারঃ সর্ব্বভূতানাং ত্রৈলোক্যে সচরাচরে॥ ৬॥ এবং জ্ঞাত্বা তু তে সর্ব্বে লোকপালাঃ কৃতক্ষণাঃ। তপস্তেপুশ্চ রুচিরতুলং মারুতাহারতৎপরাঃ॥ ৭॥ ততস্তুষ্টো মহাদেবঃ কৃতস্যার্দ্ধে গতে তদা। অনুরূপেণ রাজেন্দ্র যুগস্য পরমেশ্বরঃ॥ ৮॥ বরেণ চ্ছন্দয়ামাস লোকপালান্মহাবলান্। যো যমিচ্ছতি কামং বৈ তং তং তস্য দদাম্যহম্॥ ৯॥ এতচ্ছ্রুত্বা বচস্তস্য লোকপালা জগদ্ধিতাঃ। বরদং প্রার্থয়ামাসুর্দ্দেবং বরমনুত্তমম্॥ ১০॥ কুবের উবাচ।

থাকে। হে পার্থ! দেববর দিবাকরের উদয় হইলে যেরূপ নভোমণ্ডলের অন্ধকার দূর হয়, তদ্রূপ ধরাধর বরাহদেবের বদনদর্শনেও মানবের সুদুস্তর পাপপুঞ্জ দূরীভূত হইয়া থাকে। যাহার জনার্দ্দনে ভক্তি আছে, বহুমন্ত্রে তাহার কোনই প্রয়োজন নাই "ওঁ নমো নারায়ণায়" এই মন্ত্রই তাহার সর্ব্বার্থসাধক হয়। দেখ, একমাত্র কৃষ্ণপ্রণামকারী নর দশাশ্বমেধের অবভৃথস্নায়ীর তুল্য, কিন্তু এতন্মধ্যে বিশেষ এই যে—দশাশ্বমেধী পুনরায় জন্মগ্রহণ করে, আর কৃষ্ণের প্রণামকারী মানবের পুনর্জ্জন্ম হয় না। যে সকল মহাত্মা জিতেন্দ্রিয় হইয়া বারাহ তীর্থে হরির নারায়ণরূপ ধ্যান করিতে করিতে কলেবর পরিত্যাগ করেন, তাঁহারা ক্ষরাক্ষররহিত দেবদুর্লভ অমল বিষ্ণুপদে উপনীত হন। ৮—১৩।

দ্বাত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৩২

ত্রয়স্ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে মহীপাল! অনন্তর নিম্নলিখিত অনুত্তম তীর্থচতুষ্টয়ে গমন করিবে। ইহাদের দর্শনে অখিল কলুষ বিনষ্ট হয়। তীর্থচতুষ্টয়ের নাম যথা,—কৌবের, বারুণ, যাম্য এবং বায়ব্য। মহাবল মহাপ্রাজ্ঞ লোকপালগণ এই সকল তীর্থে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে অনঘ! পূর্ব্বে কি জন্য লোকপালগণ রেবাতীরে তপশ্চরণ করিয়াছিলেন? আমার নিকটে এ সকল বলিতে আজ্ঞা হয়। মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—বলের অল্পতা উপস্থিত হইলে সকলেই অটল অচল অধিষ্ঠানের কামনা করে। প্রাণিগণের সংসার তৃণ ও জলবিন্দুর ন্যায় অস্থির, কদলী-তরুর ন্যায় নিঃসার, মৃগতৃষ্ণার ন্যায় চঞ্চল লোকপালগণ ভাবিলেন,—স্থাবর জঙ্গম প্রভৃতি চতুর্ব্বিধ ভূতপ্রবাহের ধর্ম্মই মাতা পিতা ও ধর্ম্মই সুহৃদ্ বন্ধু আর সচরাচর ত্রিলোকে অখিল প্রাণীর ধর্ম্মই একমাত্র আধার। লোকপালগণ এইরূপ নিশ্চয় করিয়া তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা বাতাহারে তৎপর হইয়া তীব্র তপস্যা করিলেন। হে রাজসত্তম! সত্যযুগে এই ব্যাপার সংঘটিত হয়, লোকপালগণের তপস্যায় সত্যযুগের অর্দ্ধাংশ অতীত হইয়া যায়। তারপর পরমেশ শঙ্কর প্রীত হন। তিনি যুগানুরূপ বরদান করিয়া মহাবল লোকপালগণকে প্ররোচিত করেন। শঙ্কর বলেন,—আমার নিকট যে যে কামনা করে, আমি তাহাকে তাহাই প্রদান করি। ১—৯। শঙ্করের

যদি তুষ্টো মহাদেব যদি দেয়ো বরো মম। যক্ষাণা-মীশ্বরশ্চাহং ভবামি ধনদস্ত্বিতি ॥ ১১ ॥ ততঃ প্রোবাচ দেবেশং যমঃ সংযমনে রতঃ। তত্র প্রধানো ভগবান্ ভবেয়ং সর্ব্বজন্তুষু ॥ ১২ ॥ বরুণো-ঽনন্তরং প্রাহ প্রণম্য তু মহেশ্বরম্। ক্রীড়েয়ং বারুণে লোকে যাদোগণসমন্বিতঃ ॥ ১৩ ॥ জগা দাশু ততো বায়ুঃ প্রণম্য তু মহেশ্বরম্। ব্যাপকত্বং ত্রিলোকেষু প্রার্থয়ামাস ভারত ॥ ১৪ ॥ তেষাং যদীপ্সিতং কামমুময়া সহ শঙ্করঃ। সর্ব্বেষাং লোক-পালানাং দত্ত্বা চাদর্শনং গতঃ ॥ ১৫ ॥ গতে মহেশ্বরে দেবে যথাস্থানং তু তে স্থিতাঃ। স্থাপনা চ কৃতা সর্ব্বৈঃ স্বনাম্নৈব পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১৬ ॥ কুবেরশ্চ কুবেরেশং যমশ্চৈব যমেশ্বরম্। বরুণো বরুণেশং তু বাতো বাতেশ্বরং নৃপ ॥ ১৭ ॥ তর্পণং বিদধুঃ সর্ব্বে মন্ত্রৈশ্চ বিবিধৈঃ শুভৈঃ। সর্ব্বে সর্ব্বেশ্বরং দেবং পূজ-য়িত্বা যথাবিধি ॥ ১৮ ॥ আহ্বয়ামাসুস্তান বিপ্রান্ সর্ব্বে সর্ব্বেশ্বরা ইব। ক্ষান্তদান্তজিতক্রোধান সর্ব্বভূতা-ভয়প্রদান ॥ ১৯ ॥ বেদবিদ্যাব্রতস্নাতান সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদান্। ঋগ্‌যজুঃসামসংযুক্তাংস্তথাথর্ব্ববিভূষি-তান্ ॥ ২০ ॥ চাতুর্ব্বিধ্যং তু সর্ব্বেষাং দানং দাস্যাম গৃহ্যত। এবমুক্ত্বা তু সর্ব্বেষাং বিপ্রাণাং দান-মুত্তমম্ ॥ ২১ ॥ তত্র স্থানে দদুস্তেষাং ভূমিদান-মনুত্তমম্। যাবচ্চন্দ্রশ্চ সূর্য্যশ্চ যাবত্তিষ্ঠতি মেদিনী ॥ ২২ ॥ তাবদ্দানং তু যুষ্মাকং পরিপন্থী ন কশ্চন। রাজা বা রাজতুল্যো বা লোকপালৈরনুত্তমম্ ॥ ২৩ ॥ দত্তং লোপয়তে মূঢ়ঃ শ্রূয়তাং তস্য যো বিধিঃ। শোষয়েদ্ধনদো বিত্তং তস্য পাপস্য ভারত ॥ ২৪ ॥ শরীরং বরুণো দেবঃ সন্ততিং শ্বসনস্তথা। আয়ুর্নয়তি তস্যাশু যমঃ সংযমনো মহান্ ॥ ২৫ ॥ নিঃশেষং ভস্মসাৎ কৃত্বা হুতভুগ্‌যাতি ভারত। তস্মাৎ সর্ব্ব-প্রযত্নেন ব্রাহ্মণেভ্যো যুধিষ্ঠির। ভক্তিঃ কার্য্যা নৃপৈঃ সর্ব্বৈরিচ্ছদ্ভিঃ শ্রেয় আত্মনঃ ॥ ২৬ ॥ রাজা বৃক্ষো ব্রাহ্মণাস্তস্য মূলং ভৃত্যাঃ পর্ণা মন্ত্রিণস্তস্য শাখাঃ। তস্মান্মূলং যত্নতো রক্ষণীয়ং মূলে গুপ্তে নাস্তি বৃক্ষস্য নাশঃ ॥ ২৭ ॥ ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি স্বর্গে

এইরূপ কৃপাবাক্য শ্রবণ করিয়া জগৎপালক লোকপালগণ বরদ হরের নিকট বর প্রার্থনা করিলেন। কুবের কহিলেন,—হে মহাদেব! যদি তুষ্ট হইয়া থাকেন, যদি আমাকে বরদান করেন, তবে আমাকে ধনদ যক্ষেশ্বর করুন। অনন্তর সংযমনরত যম দেবেশকে কহিলেন,—আমাকে সর্ব্বজন্তুর প্রধান ও ষড়ৈশ্বর্য্যসম্পন্ন করুন। তারপর বরুণ মহেশকে প্রণাম করিয়া কহিলেন,—আমি জলজন্তুগণের সহিত মিলিত হইয়া বরুণলোকে ক্রীড়া করিব। তদনন্তর বায়ু অবিলম্বে মহেশকে প্রণাম করত কহিলেন,—আমাকে ত্রিলোকের ব্যাপক করুন। হে ভারত! অনন্তর মহেশ শঙ্কর লোকপালগণের নিজ নিজ অভীষ্ট পূরণ করিয়া অদর্শন হইলেন। মহেশ অন্তর্দ্ধান করিলে লোকপালগণ এক একটী স্থান বাছিয়া লইলেন এবং তাঁহারা স্ব স্ব নামানুসারে তথায় এক একটী পৃথক্ পৃথক্ লিঙ্গ স্থাপন করি-লেন। হে নৃপ! কুবেরপ্রতিষ্ঠিত লিঙ্গের নাম হইল কুবেরেশ। এইরূপ যমের যমেশ্বর বরুণের বরুণেশ ও বায়ুপ্রতিষ্ঠিত লিঙ্গ বাতেশ্বর নামে নির্দ্দিষ্ট হইল। অনন্তর সর্ব্বেশ্বরপ্রতিম লোকপালগণ বিবিধ মন্ত্রে লিঙ্গসমূহের তৃপ্তিসাধন করিলেন, সকলেই সর্ব্বেশ্বরের পূজা করিয়া তত্রত্য দ্বিজগণের আহ্বান করিলেন। এই সকল দ্বিজ জিতক্রোধ, সর্ব্বভূতের অভয়দ, বেদবিদ্যাসম্পন্ন, ব্রতস্নান-রত, সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ, ঋক্-যজুঃ সামযুক্ত ও অথর্ব্ব-বেদভূষিত। লোকপালগণ দ্বিজদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—আপনাদিগকে চতুর্ব্বিধ দান করিতেছি, গ্রহণ করুন। লোকপালগণ এইরূপ কহিয়া দ্বিজদিগকে সেই স্থানেই অনুত্তম ভূমি দান করিলেন এবং বলিলেন,—যে পর্য্যন্ত সূর্য্য, চন্দ্র ও মেদিনী বিদ্যমান থাকিবে, ততকাল রাজা বা রাজ-তুল্য কেহই আপনাদের এই দানের পরিপন্থী হইবে না। ১—২৩। হে ভারত! তাঁহারা আরও কহি-লেন,—যে মূঢ়মনা লোকপালপ্রদত্ত এই ভূমি-দানের বিলোপ সাধন করিবে; তাহার দণ্ডের বিধি কথিত হইতেছে। শ্রবণ করুন। সেই পাপমতির সম্পদ্ ধনদ শোষণ করিবেন। বরুণ দেব তাহার শরীর, বায়ুদেব সন্ততি, সংযমন কর্ত্তা ভগবান যম তাহার আয়ু এবং অগ্নিদেব তাহার সমগ্রবিশ্ব ভস্মসাৎ করিয়া থাকেন। অতএব হে যুধিষ্ঠির! আত্মকুশলকামী নৃপগণ সর্ব্বপ্রযত্নে দ্বিজগণের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিবে। কেন না, রাজা—তরু; ব্রাহ্মণগণ তাহার মূল, ভৃত্যগণ পত্র ও মন্ত্রিগণ শাখা; অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে তাদৃশ রাজরূপী তরুর মূল অর্থাৎ ব্রাহ্মণের রক্ষা করিবে; মূল রক্ষিত হইলে কদাচ তরুর বিনাশ হয় না।

তিষ্ঠতি ভূমিদঃ। আচ্ছেত্তা চাবমন্তা চ তান্যেব নরকে বসেৎ॥ ২৮॥ স্বদত্তাং পরদত্তাং বা পালনীয়া বসুন্ধরা। যস্য যস্য যদা ভূমিস্তস্য তস্য তদা ফলম্॥ ২৯॥ দেবতাজ্ঞামনুস্মৃত্য রাজানো যেহপি তাং নৃপ। পালয়িষ্যন্তি সততং তেষাং বাসস্ত্রিবিষ্টপে॥ ৩০॥ স্বদত্তাং পরদত্তাং বা যত্নাদ্রক্ষ্য যুধিষ্ঠির। মহী মহীক্ষিতাং নিত্যং দানাচ্ছ্রেয়োহনুপালনম্॥ ৩১॥ আয়ুর্যশো বলং বিত্তং সন্ততিশ্চাক্ষয়া নৃপ। তেষাং ভবিষ্যতে নূনং যে প্রজাপালনে রতাঃ॥ ৩২॥ এবমুক্ত্বা তু তান্ সর্বান্ লোকপালা দ্বিজোত্তমান্। পূজয়িত্বা বিধানেন প্রণিপত্য ব্যসর্জ্জয়ন্॥ ৩৩॥ গতেষু বিপ্রমুখ্যেষু স্নাত্বা হুতহুতাশনাঃ। লোকপালাঃ ক্ষুধাবিষ্টাঃ পর্য্যটন্ ভৈক্ষমাত্মনঃ॥৩৪॥ অস্থিচর্ম্মাবশেষাঙ্গাঃ কপালোদ্ধৃতপাণয়ঃ। অলব্ধগ্রাসমর্দ্ধার্দ্ধং নির্যযুর্নগরাদ্বহিঃ॥ ৩৫॥ শাপং দত্ত্বা তদা ক্রোধাদ্ব্রাহ্মণায় যুধিষ্ঠির। দরিদ্রাঃ সততং মূর্খা ভবেয়ুশ্চ যযুর্গৃহান্॥ ৩৬॥ তদাপ্রভৃতি তে সর্ব্বে ব্রাহ্মণা ধনবর্জ্জিতাঃ। শাপদোষেণ কৌবের্য্যাং সঞ্জাতা দুঃখভাজনাঃ॥ ৩৭॥ ন ধনং পৈতৃকং পুত্রৈর্ন পিতা পুত্রপৌত্রিকম্। ভুঞ্জতে সকলং কালমিত্যেবং শঙ্করোহব্রবীৎ॥ ৩৮ কুবেরেশে নরঃ স্নাত্বা যস্তু পূজয়তে শিবম্। গন্ধধূপনমস্কারৈঃ সোহশ্বমেধফলং লভেৎ॥ ৩৯॥ যমতীর্থে তু যঃ স্নাত্বা সম্পশ্যতি যমেশ্বরম্। সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যেত সপ্তজন্মান্তরার্জ্জিতৈঃ॥ ৪০॥ পূর্ণমাস্যামমাবাস্যাং স্নাত্বা তু পিতৃতর্পণম্। যঃ করোতি তিলৈঃ স্নানং তস্য পুণ্যফলং শৃণু॥ ৪১॥ সুতৃপ্তাস্তেন তোয়েন পিতরশ্চ পিতামহাঃ। স্বর্গস্থা দ্বাদশাব্দানি ক্রীড়ন্তি প্রপিতামহাঃ॥ ৪২॥ বরুণেশে নরঃ স্নাত্বা হ্যর্চ্চয়িত্বা মহেশ্বরম্। বাজপেয়স্য যজ্ঞস্য ফলং প্রাপ্নোতি পুষ্কলম্॥ ৪৩॥ মৃতঃ কালেন মহতা লোকে যত্র জলেশ্বরঃ। স গচ্ছেত্তত্র যানেন গীয়মানোহপ্সরোগণৈঃ॥ ৪৪॥ বাতেশ্বরে নরঃ স্নাত্বা সম্পূজ্য চ মহেশ্বরম্। জায়তে কৃতকৃত্যো-

ভূমিদাতা ষষ্টি সহস্র বৎসর স্বর্গে বাস করেন। যে মানব ভূমিদানে বাধা দেয়, আর যে তাহা অনুমোদন করে, তাহাদের ষষ্টিসহস্র বৎসর নরকে বাস হইয়া থাকে। স্বদত্তাই হউক, আর পরদত্তাই হউক, রাজা যত্নপূর্ব্বক বসুন্ধরা রক্ষা করিবেন, দত্তভূমি রক্ষিত হইলেই দাতার ফল হয়। হে নৃপ! দেবাদেশ অনুসরণ করিয়া যে সকল নৃপতি প্রদত্ত ভূমির সতত রক্ষা করেন, তাহাদের স্বর্গে বাস হয়। হে যুধিষ্ঠির! স্বদত্তাই হউক কিংবা পরদত্তাই হউক, ভূপতি সতত ভূমি রক্ষা করিবেন। মহীপাত নিত্য মহীপালনপূর্ব্বক দানাদি দ্বারা নিজ কুশল চিন্তা করিবেন। হে নৃপ! এরূপ করিলে আয়ু, যশ, বল, বিত্ত ও সন্ততি অক্ষয় হয়। যে নৃপ ভূমি রক্ষা করেন, তাহার পরবর্ত্তী নৃপগণও নিঃসংশয় প্রজাপালনতৎপর হন। অনন্তর লোকপালগণ দ্বিজসত্তমদিগকে এইরূপ কহিয়া তাহাদিগকে যথাবিধি পূজা ও প্রণাম করত বিদায় দিলেন। বিপ্রগণ চলিয়া গেলে লোকপালেরাও করিয়া হুতাশনে আহুতি প্রদানকরিলেন। লোকপালগণ ক্ষুধাবিষ্ট হইয়া আহার পৃথিবী পর্যটন অন্বেষণে করিলেন; কিন্তু অর্দ্ধ এমনকি তদৰ্দ্ধগ্রাসও আহার মিলিল না, তাঁহারা অস্থিচর্ম্মাবশিষ্ট হইয়া কপালে হাত দিয়া গ্রামের বাহিরে গমন করিলেন। হে যুধিষ্ঠির! লোকপালগণ ক্রুদ্ধ হইয়া দ্বিজগণকে অভিশাপ প্রদান করিলেন; বলিলেন,—অত্রত্য দ্বিজগণ সতত দরিদ্র ও মূর্খ হইবে। লোকপালগণ এইরূপ বলিয়া গৃহে চলিয়া গেলেন, তদবধি দ্বিজগণ ধনহীন হইয়াছেন। তাঁহারা লোকপালগণের শাপ দোষে দুঃখভাজন হইয়া কৌবের দিকে বাস করিতেছেন। শঙ্কর কহিয়াছেন,—ঐস্থানে পুত্রগণ পৈতৃক ধন ও পিতা পুত্রপৌত্রের ধন সকল কালে সমান ভাবে ভোগ করিতে সমর্থ হন না।২৪—৩৮। যে মানব কুবেরেশ তীর্থে স্নান করিয়া গন্ধ, পুষ্প, ধূপ ও নমস্কার দ্বারা শিবের পূজা করে, তাহার অশ্বমেধফললাভ হয়। যে নর যমতীর্থে স্নান করিয়া যমেশ্বরকে সম্যক্ অবলোকন করে, সে সপ্তজন্মার্জ্জিত পাপপুঞ্জ হইতে মুক্ত হয়। যে মানব পূর্ণিমা কিংবা অমাবস্যায় যমতীর্থে স্নান করিয়া তিলতর্পণ করে, তাহার পুণ্যফল শ্রবণ কর। যমতীর্থে তর্পণকারীর পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহগণ তৃপ্ত হন এবং তাহারা স্বর্গে বাস করত সুখে ক্রীড়া করিয়া থাকেন। মানব বরুণতীর্থে স্নান ও মহেশের পূজা করিয়া বাজপেয়যজ্ঞের বিপুল ফল লাভ করেন এবং তিনি দীর্ঘকাল জীবন ধারণের পর তনুত্যাগ করিয়া যানা-রোহণে জলেশ্বর লোকে গমন করেন। তাঁহার গমনসময়ে অপ্সরোগণ তদীয় স্তুতিগাথা কীর্ত্তন করে। নর বাতেশ্বরে স্নান করিয়া মহেশের পূজা ও লোকপালগণকে অবলোকন

হসৌ লোকপালানবেক্ষ্যন্ ॥ ৪৫ ॥ কিং তস্য বহুভির্যজ্ঞৈর্দানৈর্বা বহুদক্ষিণৈঃ। স্নাত্বা চতুষ্টয়ে লোকে অবাপ্তং জন্মনঃ ফলম্ ॥ ৪৬ ॥ তে ধন্যাস্তে মহাত্মানস্তেষাং জন্ম সুজীবিতম্। নিত্যং বসন্তি কৌবিল্যাং লোকপালানিমন্ত্র্য যে ॥ ৪৭ ॥ এতৎ পুণ্যং পাপহরং ধন্যমায়ুর্বিবর্দ্ধনম্। পঠতাং শৃণ্বতাং চৈব সর্ব্বপাপক্ষয়ো ভবেৎ ॥ ৪৮ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে কুবেরাদিতীর্থচতুষ্টয়মাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ত্রয়স্ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩৩ ॥

চতুস্ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। নর্ম্মদাদক্ষিণে কূলে রামেশ্বরমনুত্তমম্। তীর্থং পাপহরং পুণ্যং সর্ব্বদুঃখঘ্নমুত্তমম্ ॥ ১ ॥ তত্র তীর্থে তু যে স্নাত্বা পূজয়ন্তি মহেশ্বরম্। মহাদেবং মহাত্মানং মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ ॥ ২ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে রামেশ্বরতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম চতুস্ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩৪ ॥

পঞ্চত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। তস্মৈবানন্তরং চান্যৎ সিদ্ধেশ্বরমনুত্তমম্। তীর্থং সর্ব্বগুণোপেতং সর্ব্বলোকেষু পূজিতম্ ॥ ১ ॥ তত্র তীর্থে তু যঃ স্নাত্বা হ্যুমারুদ্রং প্রপূজয়েৎ। বাজপেয়স্য যজ্ঞস্য স লভেৎ ফলমুত্তমম্ ॥ ২ ॥ তেন পুণ্যেন মহতা মৃতঃ স্বর্গমবাপ্নুয়াৎ। অপ্সরোগণসংবীতো জয়শব্দাদিমঙ্গলৈঃ ॥ ৩ ॥ সহস্রবৎসরাংস্তত্র ক্রীড়য়িত্বা যথাসুখম্। ধনধান্যসমোপেতে কুলে মহতি জায়তে ॥ ৪ ॥ পূজ্যমানো নরশ্রেষ্ঠ বেদবেদাঙ্গপারগঃ। ব্যাধিশোকবিনির্ম্মুক্তো জীবেচ্চ শরদাং শতম্ ॥ ৫ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে সিদ্ধেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম পঞ্চত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩৫ ॥

ষট্‌ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহীপাল চাহল্যেশ্বরমুত্তমম্। যত্র সিদ্ধা মহাভাগা ত্বহল্যা

করত কৃতকৃত্য হয়। যে নর লোকপালপ্রতিষ্ঠিত পূর্ব্বোক্ত চারিটী তীর্থেই অবগাহন ও দেবদর্শনাদি করিয়াছে, তাহার বহুদক্ষিণ যাগযজ্ঞ ও দানাদি করিয়া আর কি হইবে? ঐ তীর্থচতুষ্টয়ের দর্শনাবগাহনেই তাহার জন্ম সফল হয়। যাঁহারা সতত কৌবেরীতে বাস ও লোকপালগণের আমন্ত্রণ করেন, সেই সকল মাহাত্মা ধন্য ও তাহাদের জীবন সুজীবন বলিয়া গণ্য। পুণ্য ধন্য পাপহর আয়ুষ্কর লোকপালতীর্থের মাহাত্ম্য পাঠ বা শ্রবণ করিলে মানবগণের সর্ব্বপাপ ক্ষয় হয়।৩৯—৪৮।

ত্রয়স্ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৩৩।

চতুস্ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—নর্ম্মদার দক্ষিণ কূলে অনুত্তম রামেশ্বর তীর্থ বিদ্যমান। এই পূত অনুত্তম রামেশ্বর তীর্থ পাপহর ও সর্ব্বদুঃখবিনাশন। যাহারা রামেশ্বর তীর্থে স্নান করিয়া মহাত্মা মহেশের পূজা করে, তাহারা অখিল কলুষ হইতে মুক্ত হয়।১—২।

চতুস্ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৩৪

পঞ্চত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—ইহার পর সিদ্ধেশ্বর নামক অন্য এক অনুত্তম তীর্থ আছে। এই তীর্থ সর্ব্বগুণোপেত ও অখিললোক পূজিত। যে মানব সিদ্ধেশ্বর তীর্থে স্নান করিয়া উমামহেশের পূজা করেন, তাঁহার বাজপেয় যাগের অনুত্তম ফললাভ হয়; আর তিনি এই মহা পুণ্যপ্রভাবে মরিয়া স্বর্গে গমন করেন, অপ্সরোগণ সতত তাঁহার পার্শ্বপরিবেষ্টন করিয়া জয়াদি মঙ্গলাবহ শব্দ দ্বারা তাঁহার আনন্দ বর্দ্ধন করে। তিনি সহস্র বৎসর স্বর্গে যথেচ্ছ ক্রীড়া করিয়া ধনধান্যসমন্বিত মহাকুলে জন্মগ্রহণ করেন। হে নরবর! তিনি বেদবেদাঙ্গপারগ হন, অখিল লোক তাঁহার পূজা করে, এবং তিনি ব্যাধিশোকশূন্য হইয়া শতবৎসর জীবন ধারণ করেন। ১—৫।

পঞ্চত্রিংশদধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৩৫।

ষট্‌ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে মহীপাল! অনন্তর অনুত্তম অহল্যাতীর্থে গমন করিবে। পূর্ব্বকালে

তাপসী পুরা॥ ১॥ গৌতমো ব্রাহ্মণস্ত্বাসীৎ সাক্ষাদ্-ব্রহ্মেব চাপরঃ। সত্যধর্ম্মসমাযুক্তো বানপ্রস্থাশ্রমে রতঃ॥ ২॥ তস্য পত্নী মহাভাগা হ্যহল্যা নাম বিশ্রুতা। রূপযৌবনসম্পন্না ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতা॥ ৩॥ অস্যা অপ্যতিরূপেণ দেবরাজ শতক্রতুঃ। মোহিতো লোভয়ামাস হ্যহল্যাং বলসূদনঃ॥ ৪॥ মাং ভজস্ব বরারোহে দেবরাজমনিন্দিতে। ক্রীড়স্ব ময়া সার্দ্ধং ত্রিষু লোকেষু পূজিতা॥ ৫॥ কিং করিষ্যসি বিপ্রেণ শৌচাচারকৃশেন তু। তপঃস্বাধ্যায়-শীলেন ক্লিশ্যন্তীব সুলোচনে॥ ৬॥ এবমুক্তা বরারোহা স্ত্রীস্বভাবাৎ সুচঞ্চলা। মনসাধ্যায় শক্রং সা কামেন কলুষীকৃতা॥ ৭॥ তস্যা বিদিত্বা তং ভাবং স দেবঃ পাকশাসনঃ। গৌতমং বঞ্চয়া-মাস দুষ্টভাবেন ভাবিতঃ॥ ৮॥ বিদিত্বা চান্তরং তস্য গৃহীত্বা বেশমুত্তমম্। অহল্যাং রময়ামাস বিশ্বস্তাং মন্দিরান্তিকে॥ ৯॥ ক্ষণমাত্রান্তরে তত্র দেবরাজস্য ভারত। আজগাম মুনিশ্রেষ্ঠো মন্দিরং ত্বরয়ান্বিতঃ॥ ১০॥ আগতং গৌতমং দৃষ্ট্বা ভীতঃ পুরন্দরঃ। নির্গতঃ স ততো দৃষ্ট্বা শক্রো-হয়মিতি চিন্তয়ন্॥ ১১॥ ততঃ শশাপ দেবেন্দ্রং গৌতমঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ। অজিতেন্দ্রিয়োহসি যস্মাত্ত্বং তস্মাদ্বহুভগো ভব॥ ১২॥ এবমুক্তস্তু দেবেন্দ্রস্তৎক্ষণাদেব ভারত। ভগানাং তু সহস্রেণ তৎক্ষণাদেব বেষ্টিতঃ॥ ১৩॥ ত্যক্ত্বা রাজ্যং সুরৈঃ সার্দ্ধং গতশ্রীকো জগাম হ। তপ-শ্চচার বিপুলং গৌতমেন মহীতলে॥ ১৪॥ অহ-ল্যাপি ততঃ শপ্তা যস্মাত্ত্বং দুষ্টচারিণী। প্রেক্ষ্য মাং রমসে শক্রং তস্মাদশ্মময়ী ভব॥ ১৫॥ গতে বর্ষসহস্রান্তে রামং দৃষ্ট্বা যশস্বিনম্। তীর্থযাত্রা-প্রসঙ্গেন ধৌতপাপা ভবিষ্যসি॥ ১৬॥ এবং গতে ততঃ কালে দৃষ্ট্বা রামেণ ধীমতা। বিশ্বা-মিত্রসহায়েন ত্যক্ত্বা সাশ্মময়ীং তনুম্॥ ১৭॥ পূজয়িত্বা যথান্যায়ং গতপাপা বিমৎসরা। আগতা

মহাভাগা তাপসী অহল্যা এই তীর্থে সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে গৌতম নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। মুনি গৌতম যেন সাক্ষাৎ ধর্ম্মের অপর মূর্ত্তি। তিনি সত্যধর্ম্মসমাযুক্ত হইয়া বানপ্রস্থাশ্রমে নিরত হন। তাঁহার পত্নী বিখ্যাতা মহাভাগা অহল্যা। অহল্যা রূপযৌবনযুক্তা ও ত্রিলোকপূজিতা। বল-সূদন দেবরাজ শতক্রতু অহল্যার সাতিশয় রূপ-দর্শনে মোহিত হইয়া ইহাকে প্রলোভিত করেন; বলেন,—বরারোহে! আমি সুররাজ, আমাকে ভজনা কর। হে অনিন্দিতে! ত্রিলোকপূজিতা হইয়া যথাসুখে আমার সহিত ক্রীড়া কর। শৌচাচারকৃশ বিপ্রের নিকট থাকিয়া কি করিবে? হে সুলোচনে! তপঃস্বাধ্যায়শীল দ্বিজের সেবা করিয়া তুমি অত্যন্ত ক্লিষ্টাই হইতেছ। ইন্দ্র এইরূপ বলিলে গৌতম-পত্নী বরারোহা অহল্যা স্ত্রীস্বভাববশত অতি চঞ্চলা হইলেন, তিনি কামকলুষিতা হইয়া মনে মনে শক্রকে চিন্তা করিলেন। পাকশাসন শক্রও অহল্যার সেইরূপ কামভাব বিদিত হইয়া দুষ্টভাবে বিভোর হইলেন ও গৌতমকে বঞ্চিত করিলেন। একদা তিনি, গৌতম আশ্রমে নাই, জানিতে পারিয়া সেই গৌতমের বেশ ধারণপূর্ব্বক আশ্রমে প্রবেশ করিয়া, মন্দির মধ্যে বিশ্বস্তভাবে অবস্থিতা অহ-ল্যার সহিত সঙ্গত হইলেন। ইতিমধ্যে মুনি-সত্তম গৌতম সহসা ত্বরান্বিত হইয়া গৃহে আগমন করিলেন। গৌতমকে গৃহাগত দেখিয়া পুরন্দর তখন ভীতভীত হৃদয়ে গৃহ পরিত্যাগ করিলেন। গৌতম তাঁহাকে দেখিয়াই বুঝিলেন,—ইনি ইন্দ্র। অনন্তর মুনি ক্রোধমূর্চ্ছিত হইয়া দেবরাজকে অভিশাপ দিলেন। কহিলেন,—তুমি অজিতেন্দ্রিয়, অতএব বহুভগযুক্ত হও।১—১২। হে ভারত! মুনিমুখে এই বাক্য উচ্চারিত হইবামাত্র দেব-রাজের দেহ সদ্যই সহস্রভগবেষ্টিত হইল। তিনি তখন তাদৃগবস্থাপন্ন, শ্রীহীন হইয়া রাজ্য পরি-ত্যাগপূর্ব্বক সুরগণ সহ মহীতলে আগমন করিয়া বিপুল তপস্যা করিতে লাগিলেন। গৌতম শক্রকে অভিশপ্ত করিয়া ক্ষান্ত হইলেন না, তিনি অহল্যাকেও শাপ দিলেন। বলি-লেন,—তুই দুশ্চারিণী, তুই আমাকে উপেক্ষা করিয়া শক্রের সহিত রমণ করিয়াছিস্, অত-এব তুই পাষাণময়ী হইবি। আজ হইতে সহস্র বৎসর পরে রাম তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে এই স্থানে আগমন করিবেন, তুই সেই যশস্বী রামকে অব-লোকন করিয়া পুনরায় বিধৌতপাপা হইবি। হে রাজন! এইরূপে অহল্যার পাষাণদেহে বহু-কাল কাটিল। পরে ধীমান্ রাম বিশ্বামিত্রের সহিত তথায় আগমন করিলেন। তখন রামের দর্শনে অহল্যা পাষাণময়ী তনুত্যাগ করিয়া পূর্ব্বদেহ লাভ করিলেন। অনন্তর যথাযথ রামের পূজা করিয়া বিগতপাপা ও বিমৎসরা হইলেন। অনন্তর

নর্ম্মদাতীরে তীর্থে স্নাত্বা যথাবিধি ॥ ১৮ ॥ কৃতং চান্দ্রায়ণং মাসং কৃচ্ছ্রং চান্য, ততঃ পরম্। ততস্তুষ্টো মহাদেবো দত্ত্বা বরমনুত্তমম্ ॥ ১৯ ॥ জগামাদর্শনং ভূয়ো রেমে চোমাপতি-শ্চিরম্। অহল্যা তু গতে দেবে স্থাপয়িত্বা জগদ্গুরুম্ ॥ ২০ ॥ অহল্যেশ্বরনামানং স্বগৃহে চাগমৎ পুনঃ। তত্র তীর্থে তু যঃ স্নাত্বা পূজয়েৎ পরমেশ্বরম্ ॥ ২১ ॥ স মৃতঃ স্বর্গমাপ্নোতি যত্র দেবো মহেশ্বরঃ। ক্রীড়য়িত্বা যথাকামং তত্র লোকে মহাতপাঃ ॥ ২২ ॥ গতে বর্ষসহস্রান্তে মানুষ্যং লভতে পুনঃ। ধনধান্যচয়োপেতঃ পুত্রপৌত্র-সমন্বিতঃ ॥ ২৩ ॥ বেদবিদ্যাশ্রয়ো ধীমান্ জায়তে বিমলে কুলে। রূপসৌভাগ্যসম্পন্নঃ সর্ব্বব্যাধি-বিবর্জ্জিতঃ। জীবেদ্বর্ষশতং সাগ্রমহল্যাতীর্থসেবনাৎ ॥ ২৪ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দেঽহল্যাতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ষট্ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩৬ ॥

সপ্তত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। ধর্ম্মপুত্র ততো গচ্ছেৎ কর্কটেশ্বরমুত্তমম্। উত্তরে নর্ম্মদাকূলে সর্ব্বপাপক্ষয়ঙ্করম্ ॥ ১ ॥ তত্র স্নাত্বা বিধানেন যস্তু পূজয়তে শিবম্। অনিবর্ত্তিকা গতিস্তস্য রুদ্রলোকাদসংশয়ম্ ॥ ২ ॥ তস্য তীর্থস্য মাহাত্ম্যং পুরাণে যচ্ছ্রুতং ময়া। ন তদ্বর্ণয়িতুং শক্যং সঙ্ক্ষেপেণ বদাম্যতঃ ॥ ৩ ॥ তত্র তীর্থে তু যঃ কুর্য্যাৎ কিঞ্চিৎকর্ম্ম শুভাশুভম্। হর্ষান্মদান্মহারাজ তৎসর্ব্বং জায়তেঽক্ষয়ম্ ॥ ৪ ॥ তত্র তীর্থে তপস্তপ্ত্বা বালখিল্যা মরীচিপাঃ। রমন্তে-ঽদ্যাপি লোকেষু স্বেচ্ছয়া কুরুনন্দন ॥ ৫ ॥ তত্র-স্থানম্ন জানন্তি নরা জ্ঞানবহিষ্কৃতাঃ। শরীরস্থ-মিবাত্মানমক্ষয়ং জ্যোতিরব্যয়ম্ ॥ ৬ ॥ তত্র তীর্থে নৃপশ্রেষ্ঠ দেবী নারায়ণী পুরা। অদ্যাপি তপতে ঘোরং তপো যাবৎ কিলার্ব্বুদম্ ॥ ৭ ॥ তত্র তীর্থে

অহল্যা নর্ম্মদাতীরে আগমনপূর্ব্বক যথাবিধি রেবা-তীর্থে স্নান করিয়া চান্দ্রায়ণ ও উত্তম কৃচ্ছ্রব্রত আচরণ করিলেন। তারপর উমাপতি মহাদেব অহল্যার প্রতি প্রীত হইয়া রতিসংকারে তাঁহাকে অনুত্তম বরদান করত অদর্শন হইলেন। মহাদেব অন্তর্হিত হইলে অহল্যাও জগৎপতি শঙ্করকে এই স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিয়া স্বগৃহে প্রস্থান করিলেন। এই শঙ্করলিঙ্গের নাম হইল,—অহল্যেশ্বর। মানব অহল্যেশ্বরতীর্থে স্নান করিয়া পরমেশ্বরের পূজা করিলে, দেহাবসানে তাঁহার স্বর্গ লাভ হয়। সেই মহাতপা শিবলোকে যথেষ্ট ক্রীড়া করেন, কৈলাসে সহস্র বৎসর বাসের পর তাঁহার পুনরায় মানবজন্ম লাভ হয়। তিনি ধনধান্য-যুক্ত, পুত্রপৌত্রসমন্বিত, ধীমান হইয়া বিমল কুলে জন্মলাভ করেন। অখিল বেদবিদ্যা তাঁহাকে আশ্রয় করে এবং তিনি অহল্যাতীর্থসেবাফলে রূপ-সৌভাগ্যসম্পন্ন ও সর্ব্বব্যাধিবিবর্জ্জিত হইয়া কিঞ্চিদধিক শতবৎসর জীবিত থাকেন। ১৩—২৪।

ষট্ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩৬

সপ্তত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে ধর্ম্মনন্দন! অনন্তর অনুত্তম কর্কটেশ্বর তীর্থে গমন করিবে। এই সর্ব্ব-পাপহর শ্রেষ্ঠ কর্কটেশ্বর তীর্থ নর্ম্মদার উত্তর তীরে অবস্থিত। এ তীর্থে যে মানব বিধিপূর্ব্বক স্নান করিয়া শিবের পূজা করে, তাহার অনিবর্ত্তিকা গতি হয়, কদাচ তাহাকে রুদ্রলোক হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয় না, সংশয় নাই। আমি পুরাণে এই তীর্থমাহাত্ম্য যেরূপ শ্রবণ করিয়াছি, তৎসমস্ত বর্ণন করিতে সমর্থ নহি, অতএব সংক্ষেপে বলিতেছি। হে মহারাজ! হর্ষ বা মদবশে এই তীর্থে শুভ কিংবা অশুভ যে কিছু কার্য্য করা হয়, তাহা অক্ষয় হইয়া থাকে। হে কুরুনন্দন! মরীচিপ বালখিল্য ঋষিগণ এই তীর্থে তপস্যা করিয়াছিলেন, আর সেই পুণ্য প্রভাবেই তাঁহারা অদ্যাপি ত্রিলোকে যথেচ্ছ রমণ করিয়া থাকেন। অজ্ঞানবিমোহিত মানবগণ যেমন শরীরস্থিত অক্ষয় ও অব্যয় জ্যোতি আত্মাকে বিদিত হয় না, কর্কটেশ্বর-তীর্থবাসী নরগণও তদ্রূপ এই দুর্লভ তীর্থের মাহাত্ম্য বিদিত নহে। হে নৃপবর! পূর্ব্বে দেবী নারায়ণী এখানে ঘোর তপস্যা করিয়াছিলেন। তিনি অর্ব্বুদ বৎসর তপস্যা করেন। অদ্যাপি তাঁহার তপস্যার অর্ব্বুদ বৎসর পূর্ণ হয় নাই, এখনও তিনি তপস্যা

তু যঃ স্নাত্বা তর্পয়েৎ পিতৃদেবতাঃ। তস্য তে দ্বাদশাব্দানি তৃপ্তিং যান্তি পিতামহাঃ ॥ ৮ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে কর্কটেশ্বরতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম সপ্তত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩৭ ॥

অষ্টত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। ততো গচ্ছেৎ পাণ্ডুপুত্র শক্রতীর্থমনুত্তমম্। যত্র সিদ্ধো মহাভাগো দেবরাজঃ শতক্রতুঃ ॥ ১ ॥ গৌতমেন পুরা শপ্তং জ্ঞাত্বা দেবাঃ সুরেশ্বরম্। ব্রহ্মাদ্যা দেবতাঃ সর্ব্বে ঋষয়শ্চ তপোধনাঃ ॥ ২ ॥ গৌতমং প্রার্থয়ামাসুর্ব্বাক্যৈঃ সানুনয়ৈঃ শুভৈঃ গতরাজ্যং গতশ্রীকং শক্রং প্রতি মুনীশ্বর ॥ ৩ ॥ ইন্দ্রেণ রহিতং রাজ্যং ন কশ্চিৎ কাময়েদ্দ্বিজ। দেবো বা মানবো বাপি এতত্তে বিদিতং প্রভো ॥ ৪ ॥ তস্য ত্বং ভগযুক্তস্য দয়াং কুরু দ্বিজোত্তম। গতশ্চাদর্শনং শক্রো দূষিতঃ স্বেন পাপ্মনা ॥ ৫ ॥ দেবানাং বচনং শ্রুত্বা গৌতমো বেদবিত্তমঃ। তথেতি কৃত্বা শক্রস্য বরং দাতুং প্রচক্রমে ॥ ৬ ॥ এতদ্ভগসহস্রং তু পুরা জাতং শতক্রতো। তল্লোচনসহস্রং তু মৎপ্রসাদাদ্ভবিষ্যতি ॥ ৭ ॥ এবমুক্তঃ সহস্রাক্ষঃ প্রণম্য মুনিসত্তমম্। ব্রাহ্মণাংস্তান্মহাভাগান্নর্ম্মদাং প্রত্যগাত্ততঃ ॥ ৮ ॥ স্নাত্বা স বিমলে তোয়ে সংস্থাপ্য ত্রিপুরান্তকম্। জগাম ত্রিদশাবাসং পূজ্যমানোঽপ্সরোগণৈঃ ॥ ৯ ॥ তত্র তীর্থে তু যঃ স্নাত্বা পূজয়েৎ পরমেশ্বরম্। পরদারাভিগমনান্মুচ্যতে পাতকান্নরঃ ॥ ১০

ইতি শ্রীস্কান্দে শক্রতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নামাষ্টত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩৮।

একোনচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহারাজ সোমতীর্থমনুত্তমম্। যত্র সোমস্তপস্তপ্ত্বা নক্ষত্রপথমাস্থিতঃ ॥ ১ ॥ তত্র তীর্থে তু যঃ স্নায়াদাচম্য বিধিপূর্ব্বকম্। কৃতজাপ্যো রবিং ধ্যায়েত্তস্য পুণ্য-

---

করিতেছেন। এ তীর্থে যে নর স্নান করিয়া পিতৃদেবদিগের তর্পণ করে, তাহার পিতৃপিতামহাদি পিতৃগণ দ্বাদশবার্ষিকী তৃপ্তি লাভ করেন। ১—৮।

সপ্তত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩৭ ॥

অষ্টত্রিংশধিকশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে পাণ্ডুপুত্র! অনন্তর অনুত্তম শক্রতীর্থে গমন করিবে। মহাভাগ দেবরাজ শতক্রতু এইতীর্থে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে ব্রহ্মাদি দেবগণ ও তপোধন ঋষিসকল সুরেশ্বরের প্রতি গৌতমের অভিশাপ প্রদা. শুনিয়া গৌতমসমীপে গমনপূর্ব্বক সানুনয়ে শুভবাক্যে তাঁহার নিকট প্রার্থনা করেন—হে মুনীশ্বর! শক্রের রাজ্য গিয়াছে, তিনি হৃতশ্রী হইয়াছেন। হে দ্বিজ! আপনি জানিতে পারিতেছেন যে, দেবই হউক আর নরই হউক, কেহই সুররাজহীন রাজ্য কামনা করেন না। হে প্রভো দ্বিজোত্তম! আপনি ভগযুক্ত সুররাজের প্রতি কৃপা করুন। শক্র এক্ষণে স্বীয় পাপে দূষিত হইয়া স্বয়ংই অন্তর্দ্ধান করিয়াছেন। বেদজ্ঞসত্তম গৌতম দেবগণের এবংবিধ বাক্য শ্রবণে 'তাহাই হউক' বলিয়া দেবরাজকে বরদানে উদ্যত হইলেন, বলিলেন,—দেবরাজের দেহে যে সহস্র ভগ সমুৎপন্ন হইয়াছে, আমার অনুগ্রহে এই সহস্র ভগ এক্ষণে সহস্র লোচনে পরিণত হউক। ইন্দ্র গৌতমের আদেশে সহস্রলোচন হইলেন। তিনি মুনিসত্তম গৌতম ও অন্যান্য মহাভাগ ব্রাহ্মণগণকে প্রণাম করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন এবং নর্ম্মদাতীরে উপনীত হইয়া বিমল জলে স্নান ও তথায় ত্রিপুরারি শঙ্করের লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করিয়া ত্রিদশালয়ে চলিয়া গেলেন। তাঁহার গমনকালে অপ্সরোগণ তাঁহাকে পূজা করিল! যে মানব শক্রতীর্থে স্নান করিয়া মহেশের পূজা করে, সে পরদারাভিগমনজন্য পাতক হইতে মুক্ত হয়। ১—১০।

অষ্টত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩৮

উনচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

শ্রীমার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে মহারাজ! অনন্তর সর্ব্বোত্তীর্থোত্তম সোমতীর্থে গমন করিবে। এই তীর্থে তপস্যা করিয়া সোম নক্ষত্রপথে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। যথাবিধি আচমন করিয়া সোমতীর্থে

ফলং শৃণু ॥ ২ ॥ ঋগ্বেদযজুর্ব্বেদাভ্যাং সামবেদেন ভারত। জপতো যৎফলং প্রোক্তং গায়ত্র্যা চাত্র তৎফলম্ ॥ ৩ ॥ তত্র তীর্থে তু যো ভক্ত্যা ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েচ্ছুচিঃ। তেন সম্যগ্বিধানেন কোটির্ভবতি ভোজিতা ॥ ৪ ॥ পাদুকোপানহৌ ছত্রং বস্ত্রং কম্বলবাজিনঃ। যো দত্তে বিপ্রমুখ্যায় তস্য তৎ কোটিসম্মিতম্ ॥ ৫ ॥ সহস্রং তু সহস্রাণামনুগং যস্তু ভোজয়েৎ। একস্য মন্ত্রযুক্তস্য কলাং নার্হতি ষোড়শীম্ ॥ ৬ ॥ এবং তু ভোজয়েদত্র বহ্বৃচং বেদপারগম্। শাখান্তগমথাধ্বর্য্যুং ছন্দোগং বা সমাপ্তিগম্ ॥ ৭ ॥ অগ্নিহোত্রসহস্রস্য যৎফলং প্রাপ্যতে বুধৈঃ। সমং তদ্বেদবিদুষা তীর্থে সোমস্য তৎফলম্ ॥ ৮ ॥ ভোজয়েদ্ যঃ শতং তেষাং সহস্রং লভতে নরঃ। একস্য যোগযুক্তস্য তৎফলং কবয়ো বিদুঃ ॥ ৯ ॥ সন্নিরুধ্যেন্দ্রিয়গ্রামং যত্র যত্র বসেন্মুনিঃ। তত্র তত্র

স্নান ও দিবাকরকে হৃদয়ে ধ্যান করত জপ করিলে যে পুণ্যফল লাভ হয়, শ্রবণ কর। হে ভারত! ঋক্, সাম ও যজুর্ব্বেদ জপের যে ফল কথিত হয়, সোমতীর্থে গায়ত্রী জপ করিলে মানবের সেই ফল লাভ হইয়া থাকে। যে শুচি মানব এখানে ভক্তিপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ ভোজন করায়, তাহার বিধিপূর্ব্বক কোটি ব্রাহ্মণভোজনের ফললাভ হয়। যে মানব দ্বিজবর্য্যকে পাদুকা, উপানহ, ছত্র, বস্ত্র, কম্বল ও অশ্ব দান করে, এক একটী দ্রব্যদানে তাহার কোটিকোটি দানের ফলপ্রাপ্তি ঘটে। এ তীর্থে একটী মাত্র মন্ত্রবান্ দ্বিজকে ভোজন করাইলে সহস্র মানবকে ভোজনের ফল হয়, পরন্তু সহস্র সহস্র মানবকে ভোজন করাইলেও একটী মন্ত্রবান্ দ্বিজের ষোড়শাংশের একাংশ-তুল্য হয় কি না সন্দেহ! এইরূপ বেদপারগ বহ্বৃচ দ্বিজকে এই তীর্থে ভোজন করাইতে হয়। বুধগণ বলেন, এতীর্থে শাখান্তগ, অধ্বর্য্যু, ছন্দোগ কিম্বা বেদপারগ দ্বিজগণকে ভোজন করাইয়া মানব সহস্র অগ্নি-হোত্রের ফললাভ করে। তাঁহারা আরও বলেন,—পূর্ব্বোক্ত ক্রিয়ার অনুষ্ঠাতা বেদবিদ্যা-সম্পন্ন দ্বিজসদৃশ এবং তাহার সোমতীর্থের ফললাভ হয়। এখানে শত ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলে মানবের সহস্র দ্বিজভোজনের ফলপ্রাপ্তি ঘটে। কবিগণ কহিয়াছেন,—একটী যোগযুক্ত দ্বিজকে ভোজন করাইলেও তাহার সহস্র ব্রাহ্মণভোজনের ফল হয়। ইন্দ্রিয়গ্রাম সংযত করিয়া মুনি যে যে

কুরুক্ষেত্রং নৈমিষং পুষ্করাণি চ ॥ ১০ ॥ তস্মাৎসর্ব্বপ্রযত্নেন গ্রহণে চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ। সংক্রান্তৌ চ ব্যতীপাতে যোগী ভোজ্যো বিশেষতঃ ॥ ১১ ॥ সন্ন্যাসং কুরুতে যস্তু তত্র তীর্থে যুধিষ্ঠির। বিমানেন মহাভাগাঃ স যাতি ত্রিদিব নরঃ ॥ ১২ ॥ সোমস্যানুচরো ভূত্বা তেনৈব সহ মোদতে ॥ ১৩ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে সোমতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈকোনচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩৯ ॥

চত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহারাজ নন্দাহ্রদমনুত্তমম্। যত্র সিদ্ধা মহাভাগা নন্দা দেবী বরপ্রদা ॥ ১ ॥ মহিষাসুরে মহাকায়ে পুরা দেবভয়ঙ্করে। শূলিন্যা শূলভিন্নাঙ্গে কৃতে দানবসত্তমে ॥ ২ ॥ যেনৈকাদশরুদ্রাশ্চ হ্যাদিত্যাঃ সমরুদ্গণাঃ। বসবো বায়ুনা সার্দ্ধং চন্দ্রাদিত্যৌ সুরেশ্বরঃ ॥ ৩ ॥ বলিনা নির্জ্জিতা যেন ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ। সংগ্রামে সুমহাঘোরে কৃতে দেবভয়ঙ্করে ॥ ৪ ॥ কৃত্বা তৎকদনং ঘোরং নন্দা দেবী সুরেশ্বরী। যস্মাৎ স্নাতা বিশালাক্ষী তেন

স্থানে বাস করেন, সেই সেই স্থানই কুরুক্ষেত্র, নৈমিষ ও পুষ্কর। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে চন্দ্রসূর্য্য-গ্রহণ, সংক্রান্তি ও ব্যতীপাতে যোগিজনকে ভোজন করাইবে। বিশেষতঃ যে নর এই তীর্থে সন্ন্যাস গ্রহণ করে, হে মহাভাগ যুধিষ্ঠির! সে বিমানারোহণে ত্রিদশালয়ে গমন করে এবং সোমের অনুচর হইয়া তাঁহারই সহিত মুদিত হয়। ১—১৩।

ঊনচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩৯ ॥

চত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে মহারাজ! অনন্তর অনুত্তম নন্দাহ্রদে গমন করিবে, এখানে বরপ্রদা মহাভাগা নন্দা দেবী সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বকালে ত্রিদশভয়দ মহাকায় মহিষাসুর প্রাদুর্ভূত হইলে শূলিনী শূলদ্বারা সেই দানবসত্তমের দেহ ভিন্ন করেন। বলী মহিষাসুর—একাদশ রুদ্র, মরুদ্গণ সহ দ্বাদশ আদিত্য, সবায়ু অষ্টবসু, চন্দ্র, সূর্য্য, সুররাজ ইন্দ্র, এমন কি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশকেও দেবভয়ঙ্কর সুমহাঘোর সমরে নির্জ্জিত করিয়াছিল। সুরেশ্বরী বিশালাক্ষী নন্দা দেবী ঘোর মহিষাসুরকে

নন্দাহ্রদঃ স্মৃতঃ ॥ ৫ ॥ তত্র তীর্থে তু যঃ স্নাত্বা নন্দামুদ্দিশ্য ভারত। দদাতি দানং বিপ্রেভ্যঃ সোঽশ্বমেধফলং লভেৎ ॥ ৬ ॥ ভৈরবং চৈব কেদারং তথা রুদ্রং মহালয়ম্। নন্দাহ্রদশ্চতুর্থঃ স্যাৎপঞ্চমং ভুবি দুর্লভম্ ॥ ৭ ॥ বহবস্তং ন জানন্তি কামরাগসমন্বিতাঃ। নর্ম্মদায়াং হ্রদং পুণ্যং সর্ব্বপাতকনাশনম্ ॥ ৮ ॥ তত্র তীর্থে তু যঃ স্নাত্বা নন্দাং দেবীং প্রপূজয়েৎ। কিং তস্য হিমবন্মধ্যগমনেন প্রয়োজনম্ ॥ ৯ ॥ পরমার্থমবিজ্ঞায় পর্য্যটন্তি তমোবৃতাঃ। তেষাং সমাগমে পার্থ শ্রম এব হি কেবলম্ ॥ ১০ ॥ পৃথিব্যাং সাগরান্তায়াং স্নানদানেন যৎফলম্। তৎফলং সমবাপ্নোতি স্নাত্বা নন্দাহ্রদে নৃপ ॥ ১১ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে নন্দাহ্রদতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম চত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৩০॥

শূলদ্বারা নির্ভিন্ন করিয়া এই হ্রদে স্নান করেন, এইজন্য ইহার নাম হইয়াছে—নন্দাহ্রদ। হে ভারত! যে মানব এই হ্রদে স্নান করিয়া নন্দার উদ্দেশে দ্বিজগণকে দান করে, তাহার অশ্বমেধফললাভ হয়। ভৈরব, কেদার, মহালয় রুদ্র ও চতুর্থ নন্দাহ্রদ সর্ব্বোত্তম; আর পঞ্চম হ্রদ ভূলোকে দুর্লভ। মানবগণ প্রায়ই কামরাগসমন্বিত; এজন্য বহু লোকেই এই হ্রদের বিষয় বিদিত নহে। এই সর্ব্বপাপনাশন পাবন নন্দাহ্রদ নর্ম্মদার তীরে বিদ্যমান। যে মানব নন্দাহ্রদে স্নান করিয়া দেবী নন্দার পূজা করে, তাহার আর হিমালয়ের মধ্যে গমন করিয়া কি হইবে? হে পার্থ! পরমার্থ না জানিয়াই তমসাচ্ছন্ন মানবগণ বৃথা পর্য্যটন করে, তাহাদের পর্য্যটনে কেবল শ্রমমাত্রই হইয়া থাকে। হে নৃপ! সাগরান্ত মহীমণ্ডলের সর্ব্বত্র স্নান দানে যে ফল, মানব একমাত্র নন্দাহ্রদে স্নান করিয়া সেই ফল লাভ করে। ১—১১।

চত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪০

একচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহীপাল তাপেশ্বরমনুত্তমম্। যত্র সা হরিণী সিদ্ধা ব্যাধভীতা নরেশ্বর ॥ ১ ॥ জলে প্রক্ষিপ্য গাত্রাণি হ্যন্তরিক্ষং গতা তু সা। ব্যাধো বিস্মিতচিত্তস্তু তাং মৃগীমবলোক্য চ ॥ ২ ॥ বিমুচ্য সশরং চাপং প্রারেভে তপ উত্তমম্। দিব্যং বর্ষসহস্রং তু ব্যাধেনাচরিতং তপঃ ॥ ৩ ॥ অতীতে তু ততঃ কালে পরিতুষ্টো মহেশ্বরঃ। বরং ব্রূহি মহাব্যাধ যত্তে মনসি রোচতে ৪ ॥ ব্যাস উবাচ। যদি তুষ্টোঽসি দেবেশ যদি দেয়ো বরো মম। তব পার্শ্বে মহাদেব বাসো মে প্রতিদীয়তাম্ ॥ ৫ ॥ ঈশ্বর উবাচ। এবং ভবতু তে ব্যাধ যত্ত্বয়া কাঙ্ক্ষিতো বরঃ। দেবদেবো মহাদেব ইত্যুক্ত্বান্তরধীয়ত। গতে চাদর্শনং দেবে স্থাপয়িত্বা মহেশ্বরম্ ॥ ৬ ॥ পূজয়িত্বা বিধানেন গতো ব্যাধস্ততো দিবম্। তদাপ্রভৃতি তত্তীর্থং ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতম্ ॥ ৭ ॥ ব্যাধানুতাপসঞ্জাতং তাপেশ্বরমিতি শ্রুতম্। তত্র তীর্থে তু যঃ স্নাত্বা সম্পূজয়তি

একচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে মহীপাল! অনন্তর অনুত্তম তাপেশ্বর তীর্থে গমন করিবে। এই তীর্থে ব্যাধভীতা হরিণী সিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। হে নরেশ্বর! হরিণী জলে দেহ নিক্ষিপ্ত করিয়া অন্তরীক্ষে গমন করিয়াছিল। ব্যাধ মৃগীর এই অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া বিস্মিতচিত্ত হইল এবং সে সশর শরাসন পরিত্যাগপূর্ব্বক উত্তম তপস্যা করিতে লাগিল। ব্যাধ দিব্য সহস্র বৎসর তপশ্চরণ করিল। দিব্য সহস্র বৎসর অতীত হইলে মহেশ্বর পরিতুষ্ট হইলেন; বলিলেন,—হে মহাব্যাধ! তোমার চিত্তের রুচি অনুসারে বর প্রার্থনা কর। ব্যাধ বলিল,—হে দেবেশ মহাদেব! যদি আপনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, আর যদি আমাকে বর দান করেন, তবে আমাকে আপনার পার্শ্বে আশ্রয় দান করুন। ঈশ্বর কহিলেন,—হে ব্যাধ! তুমি যেরূপ অভিলাষ করিয়াছ, তাহাই পূর্ণ হউক। দেবদেব মহাদেব এইরূপ কহিয়া অন্তর্ধান করিলেন। তিনি অন্তর্হিত হইলে ব্যাধও মহাদেবেশ্বরলিঙ্গ স্থাপন করিয়া যথাবিধি পূজা করত স্বর্গে গমন করিল। হে রাজন্! তদবধি তাপেশ্বর তীর্থ ত্রিলোকে বিশ্রুত

শঙ্করস্য ॥ ৮ ॥ শিবলোকমবাপ্নোতি মাম্বাচ মহেশ্বরঃ। যে স্নাতা নর্ম্মদাতোয়ে তীর্থে তাপেশ্বরে নরাঃ ॥ ৯ ॥ তাপত্রয়বিমুক্তাস্তে নাত্র কার্য্যা বিচারণা। অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দ্দশ্যাং তৃতীয়ায়াং বিশেষতঃ ॥ ১০ ॥ স্নানং সমাচরেন্নিত্যং সর্ব্বপাতকশান্তয়ে ॥ ১১ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে তাপেশ্বরতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈকচত্বারিংশদধিকশততমো-ঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪১ ॥

দ্বিচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহারাজ রুক্মিণীতীর্থমুত্তমম্। যত্রৈব স্নানমাত্রেণ রূপবান সুভগো ভবেৎ ॥ ১ ॥ অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দ্দশ্যাং তৃতীয়ায়াং বিশেষতঃ। স্নানং সমাচরেৎ তত্র নরেহ জায়তে পুনঃ ॥ ২ ॥ স স্নাত্বা রুক্মিণীতীর্থে দানং দদ্যাত্তু কাঞ্চনম্। তত্তীর্থস্য প্রভাবেন শোকং নাপ্নোতি মানবঃ ॥ ৩ ॥ যুধিষ্ঠির উবাচ। তীর্থস্যাস্য কথং জাতো মহিমেদৃঙ্মুনীশ্বর। রূপসৌভাগ্যদং যেন তীর্থমেতদ্ব্রবীহি মে ॥ ৪ ॥ মার্কণ্ডেয় উবাচ। কথয়ামি যথাবৃত্তমিতিহাসং পুরাতনম্। কথিতং পূর্ব্বতো বৃদ্ধৈঃ পারম্পর্য্যেণ ভারত ॥ ৫ ॥ ততোঽহং সম্প্রবক্ষ্যামি শৃণুষ্বৈকাগ্রমানসঃ। নগরং কুণ্ডিনং নাম ভীষ্মকো পরিপাতি হি ॥ ৬ ॥ হস্ত্যশ্বরথসম্পন্নো ধনাঢ্যো হতি প্রতাপবান্। স্ত্রীসহস্রস্য মধ্যস্থঃ কুরুতে রাজ্যমুত্তমম্ ॥ ৭ ॥ তস্য ভার্য্যা মহাদেবী প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সী। তস্যামুৎপাদয়ামাস পুত্রমেকং চ রুক্মকম্ ॥ ৮ ॥ দ্বিতীয়া তনয়া যজ্ঞে রুক্মিণী নাম নামতঃ। তদাশরীরিণী বাচা রাজানং তমুবাচ হ ॥ ৯ ॥ চতুর্ভুজায় দাতব্যা কন্যেয়ং ভুবি ভীষ্মক। এবং তদ্বচনং শ্রুত্বা জহর্ষ প্রিয়য়া সহ ॥ ১০ ॥ ব্রাহ্মণৈঃ সহ বিদ্বদ্ভিঃ প্রবিষ্টঃ সূতিকাগৃহম্। স্বস্তিকং বাচয়িত্বাশ্চক্রে নামেতি রুক্মিণী ॥ ১১ ॥ যতঃ সুবর্ণতিলকো জন্মনা সহ ভারত। ততঃ সা রুক্মিণীনাম ব্রাহ্মণৈঃ কীর্ত্তিতা

হইয়াছে। ব্যাধ অনুতপ্ত হইয়া তপস্যা করে, এই জন্য ব্যাধের তাপ হইতে এই তীর্থ সমুৎপন্ন হয়, তাই এ তীর্থের নাম হইল—তাপেশ্বর। যে মানব তাপেশ্বর তীর্থে স্নান করিয়া শঙ্করের পূজা করে, তাহার শিবলোক লাভ হয়, ইহা শঙ্কর আমাকে কহিয়াছেন। যাহারা তাপেশ্বরের নর্ম্মদা-নীরে অবগাহন করে,তাহারা আধ্যাত্মিকাদি ত্রিতাপ বিমুক্ত হয়, এ বিষয়ে বিচার বিতর্ক কর্ত্তব্য নহে। অষ্টমী, চতুর্দ্দশী বিশেষতঃ তৃতীয়ায় তাপশান্তির জন্য সতত তাপেশ্বরে স্নান করিতে হয়। ১—১১।

একচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥১৪১।

দ্বিচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে মহারাজ! অনন্তর উত্তম রুক্মিণীতীর্থে গমন করিবে। এখানে স্নান মাত্রেই মানব রূপবান্ ও সুভগ হয়। যে মানব অষ্টমী, চতুর্দ্দশী বিশেষত: তৃতীয়ায় রুক্মিণীতীর্থে স্নান করে, ইহ সংসারে তাহার আর জন্ম হয় না। যে নর রুক্মিণীতীর্থে স্নান করিয়া ব্রহ্মাণকে কাঞ্চন দান করে, তীর্থপ্রভাবে তাহার শোকপ্রাপ্তি ঘটে না। যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে মুনীশ্বর। রুক্মিণীতীর্থের এমন মহিমা কিরূপে হইল? আর কিরূপেই বা এতীর্থ রূপসৌভাগ্যপ্রদ হইয়াছে,আমার নিকট বলুন। মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে ভারত! বৃদ্ধগণ পরম্পরাক্রমে রুক্মিণীতীর্থের মাহাত্ম্য যেরূপ কহিয়াছেন, আমি সেই পুরাতন ইতিহাস তোমার নিকট যথাবৎ বর্ণন করিতেছি, একাগ্রমনে শ্রবণ কর। ভূপতি ভীষ্মক কুণ্ডিন নগর পরিপালন করিতেন; তিনি বিপুল হস্তী অশ্ব ও রথসম্পন্ন ধনাঢ্য, প্রতাপবান্ নৃপতি ছিলেন। তাঁহার সহস্র মহিষী ছিল। নৃপ ভীষ্মক সহস্র মহিষীর মধ্যে থাকিলেও উত্তমরূপে রাজ্য পালন করিতেন। তাঁহার ভার্য্যা মহাদেবী প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তমা। তিনি সেই মহাদেবীর গর্ভে রুক্মক নামক এক তনয় উৎপাদন করেন। অনন্তর মহাদেবী এক কন্যা প্রসব করেন, তাঁহার নাম হয় রুক্মিণী। রুক্মিণী জন্ম গ্রহণ করিলে এক অশরীরিণী বাণী রাজাকে কহিল—হে ভীষ্মক! চতুর্ভুজকে এই কন্যা দান করিও। রাজা মহিষীর সহিত আকাশ-বাণী শ্রবণ করিয়া হৃষ্ট হইলেন, এবং বিদ্বান্ ব্রাহ্মণগণের সহিত সূতিকাগারে প্রবেশ করিয়া স্বস্তিবাচনপূর্ব্বক তাহার নাম করণ করিলেন। হে ভারত! ভূদেবগণ দেখিলেন,—কন্যা রুক্ম-তিলকযুক্তা হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; এজন্য

তদা॥ ১২॥ ততঃ সা কালপর্য্যায়াদষ্টবর্ষা ব্যজায়ত। পূর্ব্বোক্তং চৈব তদ্বাক্যমশরীরিণ্যুদীরিতম্॥ ১৩॥ স্মৃত্বা স্মৃত্বাথ নৃপতিশ্চিন্তয়ামাস ভূপতিঃ। কস্মৈ দেয়া ময়া বালা ভবিতাক শ্চতুর্ভুজঃ॥ ১৪॥ এতস্মিন্নন্তরে তাবদ্রৈবতাৎ পর্ব্বতোত্তমাৎ। মুখ্যশ্চেদিপতিস্তত্র দমঘোষঃ সমাগতঃ॥ ১৫॥ প্রবিষ্টো রাজসদনং যত্র রাজা স ভীষ্মকঃ। তং দৃষ্ট্বা চাগতং গেহে পূজয়ামাস ভূপতিঃ॥ ১৬॥ আসনং বিপুলং দত্ত্বা সভাং গত্বা নিবেশিতঃ। কুশলং তব রাজেন্দ্র দমঘোষ শ্রিয়াযুত॥ ১৭॥ পুণ্যাহমদ্য সঞ্জাতমহং ত্বদ্দর্শনোৎসুকঃ। কন্যা মদীয়া রাজেন্দ্র হ্যষ্টবর্ষা ব্যজায়ত॥ ১৮॥ চতুর্ভুজায় দাতব্যা বাগুবাচাশরীরিণী। ভীষ্মকস্য বচঃ শ্রুত্বা দমঘোষোঽব্রবীদিদম্॥ ১৯॥ চতুর্ভুজো মম সুতস্ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতঃ। তস্মৈয়ং দীয়তাং কন্যা শিশুপালস্য ভীষ্মক॥ ২০॥ তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা দমঘোষস্য ভূমিপ। ভীষ্মকেন ততো দত্তা শিশুপালায় রুক্মিণী॥ ২১॥ প্রারব্ধং মঙ্গলং তত্র ভীষ্মকেণ যুধিষ্ঠির। দিক্ষু দেশান্তরেষেব যে বসন্তি স্বগোত্রজাঃ॥ ২২॥ নিমন্ত্রিতাস্ত তে সর্ব্বে সমাজগ্মুর্যথাক্রমম্। ততো যাদববংশস্য তিলকৌ বলকেশবৌ॥ ২৩॥ নিমন্ত্রিতৌ সমায়াতৌ কুণ্ডিনং ভীষ্মকস্য তু। ভীষ্মকেন যথান্যায়ং পূজিতৌ তৌ যদূত্তমৌ॥ ২৪॥ ততঃ প্রদোষসময়ে রুক্মিণী কামমোহিনী। সখীভিঃ সহিতা যাতা পুরবহিশ্চাম্বিকার্চ্চনে॥ ২৫॥ সাপশ্যত্তত্র দেবেশং গোপবেষধরং হরিম্। তং দৃষ্ট্বা মোহমাপন্না কামেন কলুষীকৃতা॥ ২৬॥ কেশবোঽপি চ তাং দৃষ্ট্বা সঙ্কর্ষণমুবাচ হ। স্ত্রীরত্নপ্রবরং তাত হর্ত্তব্যমিতি মে মতিঃ॥ ২৭॥ কেশবস্য বচঃ শ্রুত্বা সঙ্কর্ষণ উবাচ হ। গচ্ছ কৃষ্ণ মহাবাহো স্ত্রীরত্নং চাশু গৃহ্যতাম্॥ ২৮॥ অহঞ্চ তব মার্গেণ হ্যাগমিষ্যামি পৃষ্ঠতঃ। দানবানাঞ্চ সর্ব্বেষাং কুর্ব্বংশ্চ কদনং মহৎ॥ ২৯॥ সঙ্কর্ষণমতং প্রাপ্য কেশবঃ কেশিসূদনঃ। যযৌ কন্যাং গৃহীত্বা তু রথমারোপ্য

তাঁহারা কন্যার রুক্মিণী নাম নির্দ্দেশ করিলেন। অনন্তর রুক্মিণী কালক্রমে অষ্টবর্ষে পদার্পণ করিলেন। এদিকে ভূপতি ভীষ্মকও পূর্ব্বজাত অশরীরিণী বাণীর স্মরণ করিয়া চিন্তিত হইলেন। ভূপতি ভাবিলেন,—বালা কন্যা রুক্মিণীকে কাহার করে অর্পণ করিব? আকাশবাণী যে চতুর্ভুজের কথা কহিয়াছেন, সেই চতুর্ভুজই বা কে? রাজা এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, ইত্যবসরে গিরিবর রৈবত হইতে নৃপশ্রেষ্ঠ চেদিপতি দমঘোষ তথায় সমাগত হইয়া যে স্থানে ভীষ্মক উপবিষ্ট ছিলেন, সেই সভামণ্ডপে গমন করিলেন। ভূপতি ভীষ্মক চেদিপতিকে গৃহাগত দেখিয়া তাঁহাকে পূজা করিলেন এবং প্রশস্ত আসন প্রদানপূর্ব্বক সভামণ্ডপে উপবেশন করাইলেন। রাজা শ্রীমান্ দমঘোষকে কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে রাজসত্তম! আপনার কুশল ত? আজ পুণ্যাহ, তাই আমি আপনার দর্শনে সমুৎসুক হইয়াছি। হে রাজেন্দ্র! আমার কন্যা অষ্টমবর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। আকাশবাণী কহিয়াছেন,—এই কন্যা চতুর্ভুজকে প্রদান করিতে হইবে। ভীষ্মকের বাক্যে দমঘোষ কহিলেন,—চতুর্ভুজ আমারই পুত্র; সে ত্রিলোকবিখ্যাত। হে ভীষ্মক! আপনার এই কন্যা আমার পুত্র শিশুপালের করে অর্পণ করুন। হে ভূমিপ! ভীষ্মক দমঘোষের বাক্য শ্রবণ করিয়া কন্যা রুক্মিণীকে শিশুপালের করে অর্পণ করিতে মনস্থ করিলেন। ভীষ্মকের আদেশে বৈবাহিক মঙ্গলক্রিয়া আরব্ধ হইল। দেশে বিদেশে যেখানে তাঁহার যে জ্ঞাতিগোত্র বাস করিতেন, এ বিবাহে সকলেই নিমন্ত্রিত হইলেন; সকলেই ভীষ্মকপুরে আগমন করিলেন। তৎকালে যদুকুলতিলক বল ও কেশবও নিমন্ত্রিত হইয়া ভূপতি ভীষ্মকের কুণ্ডিননগরে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহারা ভীষ্মকপুরে সমাগত হইলে কুণ্ডিনপতি তাঁহাদিগকে যথাযথ পূজা করিলেন।১—২৪। অনন্তর প্রদোষ সময় সমুপস্থিত হইল। কামমোহিনী রুক্মিণী সখীগণের সহিত অম্বিকার অর্চ্চনার জন্য পুরবহির্ভাগে গমন করিলেন। রুক্মিণী তখন গোপবেশধারী দেবেশ হরিকে দর্শন করিলেন। কামে তাঁহার চিত্ত কলুষিত হইল। তিনি মোহপ্রাপ্ত হইলেন। কেশবও তখন রুক্মিণীকে অবলোকন করিয়া সঙ্কর্ষণকে কহিলেন,—তাত! এই কন্যারত্ন হরণ করিবার জন্য আমার অভিলাষ হইতেছে। কেশবের বাক্যশ্রবণে সঙ্কর্ষণ উত্তর করিলেন,—হে মহাবাহো কৃষ্ণ! সত্বর গমন করিয়া স্ত্রীরত্ন গ্রহণ কর, আমিও সত্বর তোমার পাছে পাছে আসিতেছি; আজ আমরা উভয়ে মিলিত হইয়া দানবগণের মহাদুঃখ উৎপাদন করিব। কেশিসূদন কেশব সঙ্কর্ষণের আদেশ পাইয়া কন্যাগ্রহণপূর্ব্বক

সত্বরম্ ॥ ৩০ ॥ নির্গতঃ সহসা রাজন্ বেগেনৈবানিলো যথা। হাহাকারস্তদা জাতো ভীষ্মকস্য পুরে মহান্ ॥ ৩১ ॥ নির্গতা দানবাঃ ক্রুদ্ধা বেলা ইব মহোদধেঃ। গর্জ্জন্তঃ সায়ুধাঃ সর্ব্বে ধাবন্তো রথবর্ত্মনি ॥ ৩২ ॥ বলদেবং ততঃ প্রাপ্তা রথমার্গানুগামিনম্। তেষাং যুদ্ধং বলস্যাসীৎ সর্ব্বলোকক্ষয়ঙ্করম্ ॥ ৩৩ ॥ যথা তারাময়ে পূর্ব্বং সংগ্রামে লোকবিশ্রুতে। গদাহস্তো মহাবাহুস্ত্রৈলোক্যেঽপ্রতিমো বলঃ ॥ ৩৪ ॥ হলেনাকৃষ্য সহসা গদাপাতৈরপাতয়ৎ। অশক্যো দানবৈর্হন্তুং বলভদ্রো মহাবলঃ ॥ ৩৫ ॥ বভঞ্জ দানবান্ সর্ব্বাংস্তস্থৌ গিরিরিবাচলঃ। তং দৃষ্ট্বা চ বলং ক্রুদ্ধং দুর্দ্ধর্ষং ত্রিদশৈরপি ॥ ৩৬ ॥ ভীষ্মপুত্রো মহাতেজা রুক্মী নাম মহাযশাঃ। নরাণামতিশূরাণামক্ষৌহিণ্যা সমন্বিতঃ ॥ ৩৭ ॥ বলভদ্রমতিক্রম্য ততো যুদ্ধে নিরাকরোৎ। তদ্যুদ্ধং বঞ্চয়িত্বা তু রথমার্গেণ সত্বরম্ ॥ ৩৮ ॥ কেশবোঽপি তদা দেবো রুক্মিণ্যা সহিতো যযৌ। বিন্ধ্যং তু লঙ্ঘয়িত্বাগ্রে ত্রৈলোক্যগুরুরব্যয়ঃ ॥ ৩৯ ॥ নর্ম্মদাতটমাসেদে যত্র সিদ্ধঃ পুরা পুনঃ। অজেয়ো যেন সঞ্জাতস্তীর্থস্তাস্য প্রভাবতঃ ॥ ৪০ ॥ এতস্মাৎকারণাত্তাত যোধনীপুরমুচ্যতে। রুক্মোঽপি দানবেন্দ্রোঽসৌ প্রাপ্তঃ স্থানমনুত্তমম্ ॥ ৪১ ॥ প্রত্যুবাচাচ্যুতং ক্রুদ্ধস্তিষ্ঠতিষ্ঠেতি মা ব্রজ। অদ্য ত্বাং নিশিতৈর্বাণৈর্নেষ্যামি যমসাদনম্ ॥ ৪২ ॥ এবং পরস্পরং বীরৌ জগর্জ্জতুরুভাবপি। তয়োর্যুদ্ধমভূদ্ঘোরং তারবাগ্নিজসন্নিভম্ ॥ ৪৩ ॥ চিক্ষেপ শরজালানি কেশবং প্রতি দানবঃ। নানুচিন্ত্য শরাংস্তস্য কেশবঃ কেশিসূদনঃ ॥ ৪৪ ॥ ততো রুক্মোঽথ সংক্রুদ্ধো গৃহীত্বা ধনুরুত্তমম্। সায়কেন সুতীক্ষ্ণেন তং বিভেদ তদোরসি ॥ ৪৫ ॥ ততো বিষ্ণুঃ স্বয়ং ক্রুদ্ধশ্চক্রং গৃহ্য সুদর্শনম্। সম্প্রহরত্তাম্বুঃ

রথে আরোপিত করত সত্বর প্রস্থানোদ্যত হইলেন হে রাজন্! তিনি রুক্মিণীকে গ্রহণ করিয়া বায়ুবেগে তথা হইতে নির্গত হইলেন। তখন ভীষ্মক নৃপপুরে মহা হাহাকার উত্থিত হইল। দানবগণও ক্রুদ্ধ হইয়া মহোদধির বেলার ন্যায় গর্জ্জন করিতে করিতে স্ব স্ব আয়ুধ ধারণপূর্ব্বক রথপথে প্রধাবিত হইল। রথ পথের অনুসরণ করিয়া ক্রমে বলরামের সহিত দানবগণের সাক্ষাৎকার ঘটিল। তখন তাহাদের সহিত বলরামের ঘোর যুদ্ধ আরব্ধ হইল। পুরাকালে লোকবিশ্রুত তারকাময় সমরে যেরূপ অখিল লোক ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছিল, বল ও দানবের এই যুদ্ধেও তদ্রূপ লোক ক্ষয় প্রাপ্ত হইল। গদাধারী মহাবাহু বলরাম ত্রিলোকে অমিতবল বলিয়া বিখ্যাত। তিনি অতি লঘু গতি অবলম্বনপূর্ব্বক শত্রুগণকে হল দ্বারা আকর্ষণ ও গদাঘাতে পাতিত করিতে লাগিলেন। কিন্তু দানবগণ কেহই মহাবল বলভদ্রকে প্রহার করিতে সমর্থ হইল না; মহাবল বলরাম অচল গিরিবরের ন্যায় সমরভূমে অবস্থানপূর্ব্বক নিখিল দানবকেই ভগ্ন করিলেন। অনন্তর ত্রিদশগণেরও অধর্ষণীয় রোষপরবশ বলরামকে অবলোকন করিয়া ভীষ্মকতনয় মহাযশা মহাতেজা রুক্মী, অতিবলশালী অক্ষৌহিণী সেনাসমভিব্যাহারে সমরভূমে উপনীত হইল। বলরামের সহিত রুক্মীর যুদ্ধ বাধিল। বলরাম সমরে নিরাকৃত ও বঞ্চিত হইলেন, ক্রমে রুক্মী বলরামকে অতিক্রম করিয়া সত্বর কেশবের রথপথের অনুসরণ করিল। অব্যয় ত্রিলোকগুরু কেশব তখন রথারোহণে রুক্মিণীর সহিত গমন করিতেছিলেন। তিনি বিন্ধ্যগিরি অতিক্রম করিয়া নর্ম্মদার তীরে উপনীত হইলেন। পূর্ব্বে কেশব এই স্থানেই তপস্যা করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন এবং এই তীর্থপ্রভাবেই তিনি অজেয় হইয়াছিলেন। ২৫—৪০। হে তাত! এই স্থানে রুক্ম-কৃষ্ণের সমর হয়; এজন্য এই স্থানের নাম হইয়াছে যোধনীপুর। দানবসত্তম রুক্ম কৃষ্ণের পশ্চাৎ ধাবন করত এই অনুত্তম স্থানে উপনীত হয় এবং রোষপরবশ হইয়া অচ্যুতকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলে—তিষ্ঠ তিষ্ঠ, গমন করিও না, আজ নিশিত শর প্রহারে তোমাকে যমপুরে প্রেরণ করিব। উভয়ে পরস্পর কিছুক্ষণ বাগ্যুদ্ধ চলিল। তারপর তাঁহাদের সমর আরব্ধ হইল। রুক্ম কৃষ্ণের এই সমর যেন তারক ও পাবকির সমরের ন্যায় ভীষণতা ধারণ করিল। দানব রুক্ম কেশবের প্রতি শরজাল নিক্ষেপ করিল, কেশিসূদন কেশব অনায়াসেই সেই সকল শর বিফল করিতে লাগিলেন। অনন্তর রুক্মী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উত্তম ধনু গ্রহণপূর্ব্বক সুতীক্ষ্ণ সায়ক দ্বারা কেশবের বক্ষ ভেদ করিল, এতক্ষণ কৃষ্ণ কোনই ক্রোধ প্রকাশ করেন নাই, এইবার তিনি

যাবদ্রুক্মিণ্যাত্র নিবারিতঃ॥ ৪৬॥ ত্বাং ন জানাতি দেবেশং চতুর্ব্বাহুং জনার্দ্দনম্। দর্শয়স্ব স্বকং রূপং দয়াং কৃত্বা মমোপরি॥ ৪৭॥ এবমুক্তস্তু রুক্মিণ্যা দর্শয়ামাস ভারত। দেবা দৃষ্ট্বাপি তদ্রূপং স্তবস্ত্যাকাশসংস্থিতাঃ। দিব্যং চক্ষুস্তদা দেবো দদৌ রুক্মস্ত ভারত॥ ৪৮॥ রুক্ম উবাচ। যন্ময়া পাপনিষ্ঠেন মন্দভাগ্যেন কেশব। সায়কৈরাহতং বক্ষস্তৎসর্ব্বং ক্ষন্তুমর্হসি॥ ৪৯॥ পূর্ব্বং দত্তা স্বয়ং দেব জানকী জনকেন বৈ। ময়া প্রদত্তা দেবেশ রুক্মিণী তব কেশব॥ ৫০॥ উদ্বাহয় যথান্যায়ং বিধিদৃষ্টেন কর্ম্মণা। রুক্মস্ত বচনং শ্রুত্বা তত্তুষ্টৌ জগদ্গুরুঃ॥ ৫১॥ বভাষে দেবদেবেশো রুক্মিণং ভীষ্মকাত্মজম্। গচ্ছ স্বকং পুরং মা ভৈঃ কুরু রাজ্যমকণ্টকম্॥ ৫২॥ কেশবস্ত বচঃ শ্রুত্বা রুক্মো দানবপুঙ্গবঃ। তং প্রণম্য জগন্নাথং জগাম ভবনং পিতুঃ॥ ৫৩॥ গতে রুক্মে তদা কৃষ্ণঃ সমামন্ত্র্য দ্বিজোত্তমান্। মরীচিমত্র্যঙ্গিরসং পুলস্ত্যং পুলহং ক্রতুম্॥ ৫৪॥ বসিষ্ঠং চ মহাভাগমিত্যেতে সপ্ত মানসাঃ। ইত্যেতে ব্রাহ্মণাঃ সপ্ত পুরাণে নিশ্চয়ং গতাঃ॥ ৫৫॥ ক্ষমাবন্তঃ প্রজাবন্তো মহর্ষিভিরলংকৃতাঃ। ইত্যেবং ব্রহ্মপুত্রাশ্চ সত্যবন্তো মহামতে॥ ৫৬॥ নর্ম্মদাতটমাশ্রিত্য নিবসন্তি জিতেন্দ্রিয়াঃ। তপঃস্বধ্যায়নিরতা জপহোমপরায়ণাঃ॥ ৫৭॥ নিমন্ত্রিতাস্ত রাজেন্দ্র কেশবেন মহাত্মনা। শ্রাদ্ধং কৃত্বা যথান্যায়ং ব্রহ্মোক্তবিধিনা ততঃ॥ ৫৮॥ হরিস্তান্ পূজয়ামাস সপ্ত ব্রহ্মর্ষিপুঙ্গবান্। প্রদদৌ দ্বাদশ গ্রামাংস্তেভ্যস্তত্র জনার্দ্দনঃ॥ ৫৯॥ যাবচ্চন্দ্রশ্চ সূর্য্যশ্চ যাবত্তিষ্ঠতি মেদিনী। তাবদ্দানং ময়া দত্তং পরিপন্থী ন কশ্চন॥ ৬০॥ মদ্দত্তং পালয়িষ্যন্তে যে নৃপা গতকল্মষাঃ। তেভ্যঃ স্বস্তি করিষ্যামি দাস্যামি পরমাং গতিম্॥ ৬১॥ যাবত্তিষ্ঠন্তি লোকেষু মহাভূতানি পঞ্চ চ। তাবত্তে দিবি মোদন্তে মদ্দত্তপরিপালকাঃ॥ ৬২॥ যস্তু লোপয়তে মূঢ়ো দত্তং বঃ পৃথিবীতলে। নরকে তস্য বাসঃ

ক্রুদ্ধ হইয়া সুদর্শন চক্র গ্রহণ করিলেন, তারপর যেমন প্রহার করিতে উদ্যত হইলেন, অমনি রুক্মিণী তাঁহাকে বারণ করিয়া কহিলেন,—দেব! রুক্ম আপনাকে দেবেশ চতুর্ভুজ জনার্দ্দন বলিয়া জানিতে পারিতেছেন না, আপনি আমার প্রতি কৃপা করিয়া ইঁহাকে আপনার আত্মরূপ প্রদর্শন করুন। হে ভারত! রুক্মিণীর প্রার্থনায় কেশব রুক্মীকে স্বীয় রূপ দর্শন করাইলেন। দেবগণ গগনে থাকিয়া তাঁহার সেই দিব্যরূপ দর্শন করত স্তব করিতে লাগিলেন। কেশব তখন রুক্মকে দিব্য চক্ষু দান করিলেন, রুক্মও কৃষ্ণকে দেখিয়া স্তব করিলেন। রুক্ম কহিলেন,—কেশব! আমি মন্দভাগ্য পাপিষ্ঠ, তাই আমি আপনার বক্ষে সায়কপ্রহার করিয়াছি; এক্ষণে আমার সে সকল দোষ ক্ষমা করুন। পূর্ব্বে জনক জানকীকে আপনার করে প্রদান করেন, হে দেবেশ কেশব! আমিও আজ আপনার করে আমার ভগিনী রুক্মিণীকে প্রদান করিতেছি; বিধিবোধিত ক্রিয়া দ্বারা ইহাকে যথাযথ বিবাহ করুন। ভীষ্মককুমার রুক্মের বাক্যে দেবেশ জগদ্গুরু হরি সন্তুষ্ট হইলেন। বলিলেন,—তোমার ভয় নাই, স্বীয় পুরে গমন করিয়া অকণ্টক রাজ্য পালন কর। দানবপুঙ্গব রুক্মও জগৎপতি কেশবের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করত পিতৃপুরে গমন করিলেন। রুক্ম চলিয়া গেলে কৃষ্ণ দ্বিজসত্তম মহাভাগ মরীচি, অত্রি, আঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠকে আমন্ত্রণ করিলেন। হে মহামতে! ইঁহারা ব্রহ্মার মানস পুত্র। এই সাতজন মহামতি দ্বিজ পুরাণ প্রসিদ্ধ এবং ইঁহারা ক্ষমাবান্, সন্ততিসম্পন্ন ও মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক অলঙ্কৃত। এই সত্যশীল জিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মনন্দনগণ তপঃস্বাধ্যায়নিরত ও জপহোমপরায়ণ হইয়া নর্ম্মদাতটাশ্রয়ে বাস করেন। হে রাজেন্দ্র! মহাত্মা কেশব এই মহর্ষিপুঙ্গবগণকে নিমন্ত্রিত করিয়া ব্রাহ্মবিধি অনুসারে যথাযথ শ্রাদ্ধ করত ইঁহাদের তৃপ্তিসাধন করিলেন। তারপর জনার্দ্দন এই সপ্ত ব্রাহ্মণতনয়কে দ্বাদশ খানি গ্রাম-দান করিয়া বলিয়া দিলেন যে, যে পর্য্যন্ত পৃথিবীতে চন্দ্রসূর্য্য থাকিবেন, যে পর্য্যন্ত মেদিনী বিদ্যমান থাকিবে, ততকাল ভোগের জন্য আমি আপনাদিগকে এই গ্রাম দান করিলাম, কদাচ কেহই এই দানের পরিপন্থী হইবে না। যে সকল বিগতকল্মষ মহীপাল আমার দত্ত এই ভূমি রক্ষা করিবেন, আমি তাঁহাদিগেরও ইহলোকে মঙ্গলবিধান ও পরে উত্তমগতি প্রদান করিব, যতদিন পঞ্চ মহাভূত বিদ্যমান থাকিবে, মদ্দত্ত ভূমির পালকগণ ততদিন মুদিত মনা হইয়া স্বর্গে বাস করিবে। ৪১—৬২। আর ধরাতলে যে মূঢ়-মানব আপনাদিগকে প্রদত্ত এই

স্বাদ্যাবদাভূতসংপ্লবম্। ৬৩। স্বদত্তা পরদত্তা বা পালনীয়া বসুন্ধরা। যস্য যস্য যদা ভূমিস্তস্য তস্য তদা ফলম্। ৬৪। স্বদত্তাং পরদত্তাং বা যো হরেত বসুন্ধরাম্। স বিষ্ঠায়াং কৃমির্ভূত্বা পিতৃভিঃ সহ মজ্জতি। ৬৫। অন্যায়েন হৃতা ভূমিরন্যায়েন চ হারিতা। হর্ত্তা হারয়িতা চৈব বিষ্ঠায়াং জায়তে কৃমিঃ। ৬৬। ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি স্বর্গে তিষ্ঠতি ভূমিদঃ। আচ্ছেত্তা চানুমন্তা চ তান্যেব নরকে বসেৎ। ৬৭। যানীহ দত্তানি পুরা নরেন্দ্রৈর্দানানি ধর্মার্থযশস্করাণি। নির্ম্মাল্যরূপপ্রতিমানি তানি কো নাম সাধুঃ পুনরাদদাতি। ৬৮। এবং তান্ পূজয়িত্বা তু সম্যগ্ভূস্তায়েন পাণ্ডব। রুক্মিণ্যা বিধিবৎ পাণিং জগ্রাহ মধুসূদনঃ। ৬৯। মুষলী চ ততঃ সর্ব্বান্ জিত্বা দানবপুঙ্গবান্। স্বস্থান মগমত্তত্র কৃত্বা কার্য্যং সুশোভনম্। ৭০। প্রয়াতৌ দ্বারবত্যাং তৌ কৃষ্ণসঙ্কর্ষণাবুভৌ। গচ্ছমানস্তু তং দৃষ্ট্বা কেশবং ক্লেশনাশনম্। ৭১। ব্রাহ্মণাঃ সত্যবন্তশ্চ নির্গতাঃ শংসিতব্রতাঃ। আগচ্ছমানাংস্তৌ বীক্ষ্য রথমার্গেণ ব্রাহ্মণান্। ৭২। মুহূর্ত্তং তত্র বিশ্রম্য কেশবো বাক্যমব্রবীৎ। কিমাগমনকার্য্যং বো ব্রূত সর্ব্বং দ্বিজোত্তমাঃ। ৭৩। কুর্ব্বাণাঃ স্বীয়কর্ম্মাণি মম কৃত্যং তু তিষ্ঠতে। দেবস্য বচনং শ্রুত্বা মুনয়ো বাক্যমব্রুবন্। ৭৪। কল্পকোটিসহস্রেণ সত্যভাবাত্তু বন্দিতঃ। দুষ্প্রাপ্যোঽসি মনুষ্যাণাং প্রাপ্তঃ কিং ত্যজসে হি নঃ। ৭৫। ব্রাহ্মণানাং বচঃ শ্রুত্বা ভগবানিদমব্রবীৎ। মথুরায়াং দ্বারবত্যাং যোধনীপুর এব চ। ৭৬। ত্রিকালমাগমিষ্যামি সত্যং সত্যং পুনঃপুনঃ। এবং তে ব্রাহ্মণাঃ শ্রুত্বা যোধনীপুরমাগতাঃ। ৭৭। অবতীর্ণস্ত্রিভাগেণ প্রাদুর্ভাবে তু মাথুরে। এতত্তে কথিতং সর্ব্বং তীর্থস্যোৎপত্তিকারণম্। ৭৮। ভূতং ভব্যং ভবিষ্যচ্চ বর্ত্তমানং তথাপরম্। যং শ্রুত্বা সর্ব্বপাপেভ্যো মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ। ৭৯।

ভূমির বিলোপসাধন করিবে, কল্পক্ষয়কাল পর্য্যন্ত তাহার নরকে বাস হইবে। স্বদত্তাই হউক আর পরদত্তাই হউক, দত্তভূমি রক্ষিত হইলেই দাতার ফল হয়। স্বদত্তাই কি, আর পরদত্তাই বা কি, যে মানব ভূমি হরণ করে, সে পিতৃগণ সহ কৃমি হইয়া বিষ্ঠায় মগ্ন হয়। অন্যায়পূর্ব্বক ভূমিহরণকারী, অন্যায়রূপে ভূমিহরণের প্রবৃত্তিদাতা—এই হর্ত্তা ও হারয়িতা উভয়েই বিষ্ঠার কৃমি হইয়া জন্মগ্রহণ করে। ভূমিদ মানব ষষ্টি সহস্র বৎসর স্বর্গে বাস করেন; আর যাহারা ভূমিদানে ভেদবুদ্ধি জন্মায় এবং যাহারা সেই কার্য্যের অনুমোদন করে, তাহারা নরকে গমন করিয়া থাকে। ইহ সংসারে পূর্ব্বে নরেন্দ্রগণ ধর্ম্ম অর্থ ও যশস্কর যে সকল দান করিয়া গিয়াছেন, তাহা নির্ম্মাল্যরূপ অর্থাৎ উচ্ছিষ্ট, কোন্ সাধু মানব সেই উচ্ছিষ্ট পুনরায় গ্রহণ করিবেন? হে পাণ্ডব! মধুসূদন এইরূপে দ্বিজগণের যথাযোগ্য সম্যক্ পূজা করিয়া শাস্ত্রানুসারে রুক্মিণীর পাণিগ্রহণ করিলেন; এদিকে মুষলী বলরামও যুদ্ধে দানবপুঙ্গবগণকে নির্জ্জিত করিয়া সুশোভন কীর্ত্তি অর্জ্জনপূর্ব্বক স্বীয় আবাসে উপনীত হইয়া কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইলেন। অনন্তর কৃষ্ণ ও সঙ্কর্ষণ উভয়ে মিলিয়া দ্বারাবতী অভিমুখে গমন করিলেন। তখন ক্লেশনাশন কেশবকে সন্দর্শন করিয়া কতিপয় সংশিতব্রত সত্যবাদী দ্বিজ তথায় উপনীত হইলেন। বলকৃষ্ণ রথারোহণে গমন করিতেছিলেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণগণকে আসিতে দেখিয়া মুহূর্ত্তের জন্য রথবেগ সংবরণপূর্ব্বক বিশ্রাম করিলেন। কেশব কহিলেন,—হে দ্বিজসত্তমগণ! আপনারা কি জন্য আগমন করিয়াছেন? তৎসমস্ত ব্যক্ত করুন। আপনারা সমাপ্তক্রিয়, সকলেই স্ব স্ব কর্ম্ম স্বয়ংই সম্পাদন করিয়াছেন, আপনাদের এখন কি কর্ম্ম অবশিষ্ট আছে যে, আমাকে বলিতে হইবে? দেবেশের বাক্য শ্রবণ করিয়া মুনিগণ উত্তর করিলেন,—মানবগণ সততসত্যভাবে কোটিকল্প কাল বন্দনা করিয়াও আপনাকে দুঃখে প্রাপ্ত হয়, আমরা সেই দুষ্প্রাপ্য বস্তু প্রাপ্ত হইয়া কেন পরিত্যাগ করিব। ব্রাহ্মণগণের এবংবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া ভগবান্ বলিলেন,—আমি পুনঃপুনঃ সত্য করিয়া কহিতেছি যে, আমি ত্রিকালই মথুরায় দ্বারবতীতে ও যোধনীপুরীতে আগমন করিব। ব্রাহ্মণগণ কেশবের মুখে এবংবিধবাক্য শ্রবণ করিয়া যোধনীপুরে আগমন করিলেন। ভগবান্ মথুরামণ্ডলে ত্রিভাগে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। এই তোমার নিকট রুক্মিণী-তীর্থের অখিল উৎপত্তিবিবরণ কথিত হইল, এই প্রসঙ্গে তীর্থের অতীত, অনাগত, বর্ত্তমান ও অপরাপর বিষয়ও কহিলাম; এই সকল শ্রবণ করিয়া মানবগণ অখিল কলুষ হইতে মুক্ত হয়, সন্দেহ নাই। ৬৩—৭৯।

তত্র তীর্থে তু যঃ স্নাত্বা পূজয়েদ্বলকেশবৌ। তেন দেবো জগদ্ধাতা পূজিতস্ত্রিগুণাত্মবান্॥ ৮০ উপবাসী নরো ভূত্বা যস্তু কুর্য্যাৎ প্রদক্ষিণম্ মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥ ৮১ তত্র তীর্থে তু যে বৃক্ষাস্তান্ পশ্যন্ত্যপি যে নরাঃ তেঽপি পাপৈঃ প্রমুচ্যন্তে ভ্রূণহত্যাসমৈরপি॥ ৮২ প্রাতরুত্থায় যে কেচিৎ পশ্যন্তি বলকেশবৌ। তেন তে সদৃশাঃ স্মার্কৈ দেবদেবেন চক্রিণা॥ ৮৩ তে পূজ্যাস্তে নমস্কার্য্যাস্তেষাং জন্ম সুজীবিতম্ যে নমন্তি জগন্নাথং দেবং নারায়ণং হরিম্॥ ৮৪ তত্র তীর্থে তু যদ্দানং স্নানং দেবার্চ্চনং নৃপ। তৎ সর্ব্বমক্ষয়ং তস্য ইত্যেবং শঙ্করোঽব্রবীৎ॥ ৮৫॥ প্রবিশ্যাগ্নৌ মৃতানাঞ্চ যৎফলং সমুদাহৃতম্। তচ্ছৃণুষ্ব নৃপশ্রেষ্ঠ প্রোচ্যমানমশেষতঃ॥ ৮৬॥ বিমানেনার্কবর্ণেন কিঙ্কিণীজালমালিনা। আগ্নেয়ে ভবতে তত্র মোদতে কালমীপ্সিতম্॥ ৮৭॥ জলে চৈব মৃতানাং তু যোধনীপুরমধ্যতঃ। বসন্তি বারুণে লোকে যাবদাভূতসংপ্লবম্॥ ৮৮॥ অনাশকে মৃতানাং তু তত্র তীর্থে নরাধিপ। অনিবর্ত্তিকা গতির্নৄণাং নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥ ৮৯॥ তত্র তীর্থে তু যো দদ্যাৎ কপিলাদানমুত্তমম্। বিধানেন তু সংযুক্তং শৃণু তস্যাপি যৎফলম্॥ ৯০॥ যাবন্তি তস্যা রোমাণি তৎপ্রসূতেশ্চ ভারত। তাবন্তি দিবি মোদন্তে সর্ব্বকামৈঃ সুপূজিতাঃ॥ ৯১॥ যাবন্তি রোমাণি ভবন্তি ধেন্বাস্তাবন্তি বর্ষাণি মহীয়তে সঃ। স্বর্গাচ্চ্যুতশ্চাপি ততস্ত্রিলোক্যাং কুলে সমুৎপৎস্যতি গোমতাং সঃ॥ ৯২॥ তত্র তীর্থে তু যো দদ্যাদ্রূপ্যং কাঞ্চনমেব বা। কাঞ্চনেন বিমানেন বিষ্ণুলোকে মহীয়তে॥ ৯৩॥ তস্মিংস্তীর্থে তু যো দদ্যাৎপাদুকে বস্ত্রমেব চ। দানস্যাস্য প্রভাবেণ লভতে স্বর্গমীপ্সিতম্॥ ৯৪॥ ঋগ্‌যজুঃসামবেদানাং পঠনাদ্‌যৎ ফলং ভবেৎ। তত্র তীর্থে তু রাজেন্দ্র গায়ত্র্যা তৎফলং লভেৎ॥ ৯৫॥ প্রয়াগে যম্ভবেৎপুণ্যং গয়ায়াং চ ত্রিপুষ্করে। কুরুক্ষেত্রে তু রাজেন্দ্র রাহুগ্রস্তে দিবাকরে॥ ৯৬॥ সোমেশ্বরে চ যৎপুণ্যং সোমস্য গ্রহণে তথা। তৎফলং লভতে তত্র স্নানমাত্রান্ন সংশয়ঃ॥ ৯৭॥ দ্বাদশ্যাং তু নরঃ স্নাত্বা

যে নর রুক্মিণীতীর্থে অবগাহন করিয়া বল ও কেশবের পূজা করে, তাহার জগৎপাতা ত্রিগুণাত্মা হরির পূজা করা হয়। যে নর উপবাসী হইয়া রুক্মিণীতীর্থের প্রদক্ষিণ করে তাহার অখিল পাপ হইতে মুক্তি ঘটে এবিষয়ে বিচারণা কর্ত্তব্য নহে। রুক্মিণী তীর্থে যে সকল তরু বিরাজমান, নর সেই সকল তরুদর্শনেও ভ্রূণহত্যার ন্যায় দুষ্কর পাপপুঞ্জ হইতে অব্যাহতি লাভ করে। যাহারা প্রাতরুত্থান করিয়া এতীর্থে বল-কেশব অবলোকন করে, জগৎপতি নারায়ণ হরিকে প্রণাম করে, তাহারা দেবদেব চক্রীর তুল্য; তাহারাই পূজ্য ও নমস্কারযোগ্য এবং তাহাদেরই জীবন-জন্ম প্রশংসনীয়। হে নৃপ! রুক্মিণী তীর্থে যে সকল দান, স্নান ও দেবার্চ্চন করা হয়, শঙ্কর কহিয়াছেন,—সে সকল অক্ষয় হইয়া থাকে। হে নৃপসত্তম! যাহারা এখানে হুতাশনে প্রবেশপূর্ব্বক তনুত্যাগ করে, শাস্ত্রে তাহাদের যে পুণ্যফল বর্ণিত হইয়াছে,তাহা অশেষরূপে বলিতেছি, শ্রবণ কর। রুক্মিণীতীর্থে হুতাশনে তনুত্যাগী মানব কিঙ্কিণীজালমালী অর্কবর্ণ বিমানে আরোহণ করিয়া আগ্নেয়লোকে গমন করত তথায় ঈপ্সিত কাল প্রমুদিতমনে বাস করিয়া থাকে। যাহারা যোধনীপুরে জলে জীবন ত্যাগ করে, কল্পকাল পর্য্যন্ত তাহাদের বারুণলোকে বাস হয়। হে নরাধিপ! যে সকল নর এখানে অনশনে প্রাণত্যাগ করে, তাহাদের অনিবর্ত্তিকা গতি লাভ হয়, এবিষয়ে বিচরণা কর্ত্তব্য নহে। যে মানব রুক্মিণী তীর্থে বিধিপূর্ব্বক উত্তম সবৎসা কপিলা দান করেন, তাঁহার ফল শ্রবণ কর। হে ভারত! কপিলা ও তদীয় বৎসের দেহে যত লোম থাকে, কপিলাদাতা অখিল কামনা দ্বারা সুপূজিত হইয়া তত্তকাল মুদিতমনে স্বর্গে বাস করেন। দাতা ধেনুর লোমপরিমাণ কাল স্বর্গে পূজিত হন; কর্ম্মক্ষয়ে তাঁহার স্বর্গচ্যুতি ঘটিলেও তিনি ত্রিলোকে বহুগোধনসম্পন্ন কুলে জন্মগ্রহণ করেন। যে মানব রুক্মিণী-তীর্থে রজত অথবা কাঞ্চন দান করে, তাহার স্বর্ণবিমানে বিষ্ণুলোকে গতি হয়। আর যে নর পাদুকা বা বসন দান করে, দানপ্রভাবে তাহার অভীষ্ট স্বর্গ লাভ হয়॥৮০—৯৪॥ হে রাজেন্দ্র! সমগ্র ঋক্, যজুঃ ও সামবেদ পাঠে যে ফল লাভ হয়, এতীর্থে মাত্র গায়ত্রী দ্বারাই সেই ফল ঘটিয়া থাকে। হে রাজসত্তম! প্রয়াগ, গয়া, ত্রিপুষ্করযোগ ও সূর্য্যগ্রহণে কুরুক্ষেত্রে এবং চন্দ্রগ্রহণে সোমেশ্বরে মানব যে পুণ্য প্রাপ্ত হয়, রুক্মিণীতীর্থে একমাত্র স্নানেই সেই পুণ্য লাভ হইয়া

নমস্কৃত্য জনার্দ্দনম্। উদ্ধৃত্য: পিতরস্তেন অবাপ্তং জন্মনঃ ফলম্॥ ৯৮॥ সংক্রান্তৌ চ ব্যতীপাতে দ্বাদশ্যাং চ বিশেষতঃ। ব্রাহ্মণং ভোজয়েদেকং কোটির্ভবতি ভোজিতা॥ ৯৯॥ পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি হ্যাসমুদ্রাণি পাণ্ডব। তানি সর্ব্বাণি তত্রৈব দ্বাদশ্যাং পাণ্ডুনন্দন॥ ১০০॥ ক্ষয় যান্তি চ দানানি যজ্ঞহোমবলিক্রিয়াঃ। ন ক্ষীয়তে মহারাজ তত্র তীর্থে তু যৎকৃতম্॥ ১০১॥ যদ্ভূতং যদ্ভবিষ্যচ্চ তীর্থমাহাত্ম্যমুত্তমম্। কথিতং তে ময়া সর্ব্বং পৃথগ্ ভাবেন ভারত॥ ১০২॥

ইতি শ্রীস্কান্দে রুক্মিণীতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম দ্বিচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥১৪২॥

ত্রিচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহারাজ যোজনেশ্বরমুত্তমম্। যত্র সিদ্ধৌ পুরা কল্পে নরনারায়ণাবুভৌ॥ ১॥ তত্র তীর্থে তপস্তপ্ত্বা সংগ্রামে দেবদানবৈঃ। জয়ং প্রাপ্তৌ মহাত্মানৌ নরনারায়ণাবুভৌ॥ ২॥ পুনস্ত্রেতাযুগে প্রাপ্তে তৌ দেবৌ রামলক্ষ্মণৌ। তত্র তীর্থে পুনঃ স্নাত্বা রাবণো দুর্জ্জয়ো হতঃ॥ ৩॥ পুনঃ পার্থ কলৌ প্রাপ্তে তৌ দেবৌ বলকেশবৌ। বসুদেবকুলে জাতৌ দুষ্করং কর্ম্ম চক্রতুঃ॥ ৪॥ নরকং কালনেমিং চ কংসং চাণূরমুষ্টিকৌ শিশুপালং জরাসন্ধং জয়তুর্বলকেশবৌ॥

ততস্তত্র রিপূন্ সংখ্যে ভীষ্মদ্রোণপুরঃসরান্। কর্ণদুর্য্যোধনাদীংশ্চ নিহনিষ্যতি স প্রভুঃ॥ ৬॥ ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে তত্র যুধ্যন্তি তে ক্ষণম্। ভীমার্জ্জুননিমিত্তেন শিষ্যো কৃত্বা পরস্পরম্॥ ৭॥ তত্র তীর্থে পুনর্গত্বা তপঃ কৃত্বা সুদুষ্করম্। পূজয়িত্বা দ্বিজান্ ভক্ত্যা যাস্যেতে দ্বারকাং পুনঃ॥ ৮॥ তত্র তীর্থে তু যঃ স্নাত্বা পূজয়েদ্বলকেশবৌ। তেন দেবো জগদ্ধাতা পূজিতস্ত্রিগুণাত্মবান্॥ ৯॥ উপবাসী নরো ভূত্বা যস্তু কুর্য্যাৎপ্রজাগরম্। মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো গায়ংস্তস্য শুভাং কথাম্॥ ১০॥ যাবতস্তত্র তীর্থে তু বৃক্ষান পশ্যন্তি মানবাঃ। ব্রহ্মহত্যাদিকং পাপং তাবদেষাং প্রণশ্যতি॥ ১১॥

থাকে। সংশয় নাই। এখানে নর দ্বাদশীদিবসে স্নান ও জনার্দ্দনকে দর্শন করিয়া পিতৃলোক উদ্ধার করে এবং তাহারও জন্ম সার্থক হয়। এ তীর্থে সংক্রান্তি, ব্যতীপাত বিশেষতঃ দ্বাদশীদিনে একটী দ্বিজকে ভোজন করাইলে তাহার কোটি কোটি দ্বিজভোজনের ফল হয়। হে পাণ্ডব! সমুদ্র পর্য্যন্ত পৃথিবীতে যত তীর্থ আছে, দ্বাদশী দিবসে সমস্তই এখানে আগমন করে। হে পাণ্ডুনন্দন! নিখিল দান, যজ্ঞ, হোম ও বলিক্রিয়ারই ফল ক্ষয় হয়, কিন্তু হে মহারাজ! রুক্মিণীতীর্থে যাহা কৃত হয়, কদাচ তাহার ক্ষয় নাই। হে ভারত! ভূতলের অখিল ভূত ভব্য অনুত্তম তীর্থমাহাত্ম্য এই তোমার নিকট পৃথক্ পৃথক্ বর্ণন করিলাম। ৯৪—১০২।

দ্বিচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৪২॥

ত্রিচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

শ্রীমার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে মহারাজ! অনন্তর অনুত্তম যোজনেশ্বর তীর্থে গমন করিবে। পূর্ব্বে এখানে ঋষিদ্বয় নরনারায়ণ সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। মহাত্মা নর-নারায়ণ এই তীর্থে তপশ্চরণ করিয়া সমরে দেবদানবের অজেয় হইয়াছিলেন। পুনরায় ত্রেতাযুগ সমাগত হইলে তাঁহারাই রাম-লক্ষ্মণরূপে অবতীর্ণ হইয়া এই তীর্থে স্নান করত দুর্জ্জয় দশাননকে নিহত করিয়াছিলেন। হে পার্থ! কলিকাল আসলে তাঁহারাই পুনরায় বসুদেবকুলে বল-কেশব-শরীর পরিগ্রহ করিয়া দুষ্কর কর্ম্ম সকল করিয়াছিলেন বলবান্ বল ও কেশব নরক, কালনেমি, কংস, চাণূর, মুষ্টিক, শিশুপাল ও জরাসন্ধ প্রভৃতি বীরগণের বধসাধন করেন; ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে সমরে ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখ কর্ণ-দুর্য্যোধনাদি বীরগণ প্রভু কেশবকর্ত্তৃক নিহত হন। ভীম ও অর্জ্জুনের নিমিত্তই তিনি ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে ক্ষণকালের জন্য অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন; ভীমার্জ্জুন সর্ব্বতোভাবে ইঁহারই শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। সমরাবসানে বলকেশব পুনরায় যোজনেশ্বর তীর্থে গমনপূর্ব্বক সুদুষ্কর তপস্যা ও ভক্তিভরে দ্বিজগণের পূজা করিয়া দ্বারকায় গমন করিয়াছিলেন। যেজন যোজনেশ্বর তীর্থে স্নান করিয়া বলকেশবের পূজা করে, তাহার জগৎপতি ত্রিগুণাত্মা জনার্দ্দনের পূজা করা হয়। যে মানব উপবাসী হইয়া তত্তকথার গান করত এখানে রজনী জাগরণ করে, সে অখিল কলুষ হইতে মুক্ত হয়। ১—১০। মানবগণ যে পরি-

প্রাতরুত্থায় যে কেচিৎপশ্যন্তি বলকেশবৌ। তেনৈব সদৃশা সন্তে দেবদেবেন চক্রিণা॥ ১২॥ তে পূজ্যাস্তে নমস্কার্য্যাস্তেষাং জন্ম সুজীবিতম্। যে নমন্তি জগৎপূজ্যং দেবং নারায়ণং হরিম্॥ ১৩॥ তত্র তীর্থে তু যদ্দানং স্নানং দেবার্চ্চনং নৃপ। ক্রিয়তে তৎফলং সর্ব্বমক্ষয়ায়োপকল্পতে॥ ১৪॥ অগ্নেরপত্যং প্রথমং সুবর্ণং ভূর্ব্বৈষ্ণবী সূর্য্যসুতাশ্চ গাবঃ। লোকাস্ত্রয়স্তেন ভবন্তি দত্তা যঃ কাঞ্চনং গাঞ্চ ভুবঞ্চ দদ্যাৎ॥ ১৫॥ এতত্তে কথিতং সর্ব্বং তীর্থমাহাত্ম্যমুত্তমম্। অতীতঞ্চ ভবিষ্যচ্চ বর্ত্তমানং মহাবলম্॥ ১৬॥ শ্রুত্বা বাপি পঠিত্বেদং শ্রাবয়িত্বাথ ধার্ম্মিকান্। মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥ ১৭॥

ইতি শ্রীস্কান্দে যোজনেশ্বরতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ত্রিচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১৪৩॥

মাণ তীর্থতক্ষ অবলোকন করে তাহাদের তত ব্রহ্মহত্যাপাতক বিনষ্ট হয়। যে কেহ প্রাতরুত্থান করিয়া বল-কেশব অবলোকন করে ও জগৎপূজ্য দেবদেব নারায়ণের পূজা করে, তাহাদিগকে দেবদেব চক্রধারীর তুল্য বলিয়া জানিবে। তাহারা পূজ্য, প্রণামযোগ্য এবং তাহাদেরই জীবন-জন্ম ধন্য। হে নৃপ! যোজনেশ্বর তীর্থে যে সকল দান, স্নান, ও দেবার্চ্চন অনুষ্ঠিত হয়, তৎসমস্ত অক্ষয় ফলজনক হইয়া থাকে। অগ্নি হইতে সুবর্ণ, বিষ্ণু হইতে ভূমি এবং সূর্য্য হইতে গোগণ জন্মগ্রহণ করে; অতএব যে মানব কাঞ্চন, গো ও ভূমি দান করে, তাহার অখিল ত্রিলোক দানের ফল হইয়া থাকে। এই তোমার নিকট ভূত, ভাব্য ও বর্ত্তমান অনুত্তম মহাফলজনক তীর্থমাহাত্ম্য বর্ণন করিলাম। যে নর ইহা পাঠ বা শ্রবণ করিয়া ধার্ম্মিকগণকে শ্রবণ করায়, সে অখিল কলুষ হইতে মুক্ত হয়। এ বিষয়ে বিচারণা কর্ত্তব্য নহে। ১১—১৭।

ত্রিচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৪৩॥

চতুশ্চত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহারাজ দ্বাদশীতীর্থমুত্তমম্। ক্ষয়ন্তি সর্ব্বদানানি জপহোমবলিক্রিয়াঃ॥ ১॥ ন ক্ষীয়তে তু রাজেন্দ্র চক্রতীর্থে তু যৎকৃতম্। যদ্ভূতং যচ্চ ভবিষ্যচ্চ তীর্থমাহাত্ম্যমুত্তমম্॥ ২॥ কথিতং তন্ময়া সর্ব্বং পৃথগ্‌ভাবেন ভারত॥ ৩॥

ইতি শ্রীস্কান্দে দ্বাদশীতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম চতুশ্চত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১৪৪॥

পঞ্চচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহীপাল শিবতীর্থমনুত্তমম্। দর্শনাদ্যস্য দেবস্য মুচ্যতে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ॥ ১॥ শিবতীর্থে তু যঃ স্নাত্বা জিতক্রোধো জিতেন্দ্রিয়ঃ। পূজয়েত মহাদেবং সোঽগ্নিষ্টোমফলং লভেৎ॥ ২॥ তত্র তীর্থে তু যো ভক্ত্যা সোপবাসো-হর্চ্চয়েচ্ছিবম্। অনিবর্ত্তিকা গতিস্তস্য রুদ্রলোকদসংশয়ম্॥ ৩॥

ইতি শ্রীস্কান্দে শিবতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম পঞ্চচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১৪৫॥

চতুশ্চত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়।

শ্রীমার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে মহীপাল! অনন্তর দ্বাদশীতীর্থে গমন করিবে। অখিল দান, জপ, বলি ও হোমাদি ক্রিয়ার ফল ক্ষয় হয়, কিন্তু হে রাজেন্দ্র! চক্রতীর্থে কৃত কার্য্য কদাচ ক্ষয় হয় না। হে ভারত! এই অনুত্তম তীর্থমাহাত্ম্য সম্বন্ধে যাহা ঘটিয়াছে ও ঘটিবে, পৃথক্‌ভাবে তৎসমস্ত তোমার নিকট বর্ণন করিলাম। ১—৩।

চতুশ্চত্বারিংশাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৪৪॥

পঞ্চচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

শ্রীমার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে পৃথিবীপাল! অনন্তর অনুত্তম শিবতীর্থে গমন করিবে। এ তীর্থে দেবদর্শন মাত্রেই মানব অখিল পাপ হইতে মুক্ত হয়। জিতেন্দ্রিয় জিতক্রোধ নর শিবতীর্থে স্নান ও শিবের পূজা করিয়া অগ্নিষ্টোমের ফলপ্রাপ্ত হয়। যে উপবাসপরায়ণ মানব ভক্তিভরে শিবতীর্থে

ষট্চত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। অস্মাহকং ততো গচ্ছেৎ পিতৃতীর্থমনুত্তমম্। প্রেতত্বাদ্‌যত্র মুচ্যন্তে পিণ্ডেনৈকেন পূর্ব্বজাঃ ॥ ১ ॥ যুধিষ্ঠির উবাচ। অস্মাহকস্য মাহাত্ম্যং কথয়স্ব মমানঘ। স্নানদানেন যৎ পুণ্যং তথা পিণ্ডোদকেন চ ॥ ২ ॥ শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। পুরাকল্পে নৃপশ্রেষ্ঠ ঋষিদেবসমাগমে। প্রশ্নঃ পৃষ্টো ময়া তাত যথা ত্বমনুপৃচ্ছসি ॥৩॥ একত্র সাগরাঃ সপ্ত সপ্রয়াগাঃ সপুষ্করাঃ। নাস্য সাম্যং লভন্তে তে নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৪ ॥ সোমনাথং তু বিখ্যাতং যৎ সোমেন প্রতিষ্ঠিতম্। তত্র সোমগ্রহে পুণ্যং তৎ পুণ্যং লভতে নরঃ ॥ ৫ ॥ মাসান্তে পিতরো নৃণাং বীক্ষন্তে সন্ততিং স্বকাম্। কশ্চিদস্মৎকুলেঽস্মাকং পিণ্ডমত্র প্রদাস্যতি ॥ ৬ ॥ প্রপিতামহাস্তথাদিত্যাঃ শ্রুতিরেষা সনাতনী। এবং ব্রুবন্তি দেবাশ্চ ঋষয়ঃ সতপোধনাঃ ॥ ৭ ॥ সকৃৎপিণ্ডোদকেনৈব শৃণু পার্থিব যৎফলম্। দ্বাদশাব্দানি রাজেন্দ্র যোগং ভুক্তা সুশোভনম্ ॥ ৮ ॥ যুগেযুগে মহারাজ অস্মাহকে পিতামহাঃ। সর্ব্বদা হ্যবলোকন্তে আগচ্ছন্তং স্বগোত্রজম্ ॥ ৯ ॥ ভবিষ্যতি কিমস্মাকমমাবাস্যাপ্যমাহকে। স্নানং দানঞ্চ যে কুর্য্যুঃ পিতৃণাং তিলতর্পণম্ ॥ ১০ ॥ তে সর্ব্বপাপনির্ম্মুক্তাঃ সর্ব্বান্ কামান্ লভন্তি বৈ। জলমধ্যেঽত্র ভূপাল অগ্নিতীর্থঞ্চ তিষ্ঠতি ॥ ১১ ॥ দর্শনাত্তস্য তীর্থস্য পাপরাশির্বিলীয়তে। স্নানমাত্রেণ রাজেন্দ্র ব্রহ্মহত্যাং ব্যপোহতি ॥ ১২ ॥ শুক্লাম্বরধরো নিত্যং নিয়তঃ স জিতেন্দ্রিয়ঃ। এককালং তু ভুঞ্জানো মাসং তীর্থস্য সন্নিধৌ ॥ ১৩ ॥ সুবর্ণালঙ্কৃতানাং তু কন্যানাং শতদানজম্। ফলমাপ্নোতি সম্পূর্ণং পিতৃলোকে মহীয়তে ॥ ১৪ ॥ পৃথিব্যামাসমুদ্রায়াং মহাভোগপতির্ভবেৎ। ধনধান্যসমাযুক্তো দাতা ভবতি ধার্ম্মিকঃ ॥ ১৫ ॥ উপবাসী শুচির্ভূত্বা ব্রহ্মলোকমবাপ্নুয়াৎ। অস্মাহকং

শিবের পূজা করে, রুদ্রলোকে তাহার অনিবর্ত্তিকা গতি হয়, সংশয় নাই। ১—৩।

পঞ্চচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪৫ ॥

ষট্চত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

শ্রীমার্কণ্ডেয় কহিলেন,—অনন্তর অনুত্তম অস্মাহক তীর্থে গমন করিবে। এই তীর্থ পিতৃতীর্থ বলিয়া কথিত হয়। এখানে একটী মাত্র পিণ্ড দান করিলে পিতৃগণ প্রেতত্ব হইতে মুক্ত হন। যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে অনঘ! অস্মাহক তীর্থে স্নান, দান ও পিণ্ডদানে কিরূপ পুণ্য হয়? সেই সকল মাহাত্ম্য আমার নিকট বলুন। মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে নৃপসত্তম! পুরাকালে একদা ঋষিদেব সভায় আমি এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, হে তাত! তুমিও আমার নিকট তাহাই জিজ্ঞাসা করিয়াছ। সপ্ত সাগর ও সপ্রয়াগ পুষ্কর একত্রিত হইলেও অস্মাহকের তুল্যতা প্রাপ্ত হয় না। এবিষয়ে বিচারণা কর্ত্তব্য নহে। সোম যে বিখ্যাত সোমনাথ প্রতিষ্ঠিত করেন, তথায় চন্দ্রগ্রহণে যে ফল হয়, অস্মাহক তীর্থেও মানব তাহার তুল্য ফল লাভ করে। সনাতনী শ্রুতি বলেন, —সমান্তে পিতৃগণ স্ব স্ব সন্ততির মুখপানে দৃষ্টিপাত করেন। আর মনে করেন,—আমাদের কুলের কোনও ব্যক্তি এই তীর্থে আসিয়া পিণ্ডদান করিবে। প্রপিতামহ বিষ্ণু দ্বাদশ আদিত্য ও তপোধন মুনিগণও এইরূপই কহিয়া থাকেন। হে পার্থিব! এখানে একবার মাত্র পিণ্ডোদক দান করিলে যে ফল হয়, শ্রবণ কর। হে রাজেন্দ্র! একবার পিণ্ড প্রদত্ত হইলে পিতামহাদি পিতৃগণ সুশোভন দ্বাদশাব্দিকী তৃপ্তি লাভ করেন। হে মহারাজ! যুগে যুগে পিতৃগণ অস্মাহকতীর্থে আগমন করেন। আর সততই স্ব স্ব সন্ততির মুখাপেক্ষী হইয়া মনে মনে বলেন যে ঐ অমাবস্যা সমাগত হইতেছে, পুত্রগণ আগমন করিতেছে, অবশ্যই অস্মাহক তীর্থে আমাদিগকে পিণ্ডোদকদান করিবে। যাহারা অস্মাহক তীর্থে স্নান দান ও পিতৃগণের তিলতর্পণ করে, তাহারা সর্ব্বপাপবিমুক্ত হইয়া অখিল কামনা লাভ করে। হে ভূপাল! এখানে জলমধ্যে অগ্নিতীর্থ বিদ্যমান। সেই অগ্নিতীর্থের দর্শনে পাপরাশি বিলীন হয়। হে রাজেন্দ্র! এখানে স্নান মাত্রেই ব্রহ্মহত্যা পাপ দূর হয়। শুক্লাম্বরধারী নিত্য নিয়ত জিতেন্দ্রিয় ও একভোজী মানব অস্মাহকতীর্থসমীপে একমাস বাস করিয়া সুবর্ণালঙ্কৃত শতকন্যাদানের ফললাভ করেন; তিনি পিতৃলোকে পূজিত হন, আর সমুদ্র পর্য্যন্ত মহীমণ্ডলের মহাভোগপতি ও ধনধান্যসমাযুক্ত হইয়া ধার্ম্মিক দাতা হন। ১—১৫। শুচি ও উপবাসী হইয়া

সমাসাদ্য যস্তু প্রাণান্ পরিত্যজেৎ॥ ১৬॥ কোটি-বর্ষসহস্রাণি রুদ্রলোকে মহীয়তে। ততঃ স্বর্গাৎ পরিভ্রষ্টঃ ক্ষীণকর্ম্মা দিবশ্চ্যুতঃ॥ ১৭॥ সুবর্ণমণি-মুক্তাঢ্যে কুলে জায়েত রূপবান্। কৃত্বাভিষেক বিধিনা হয়মেধফলং লভেৎ॥ ১৮॥ ধনাঢ্যো রূপ-বান দক্ষো দাতা ভবতি ধার্ম্মিকঃ। চতুর্ব্বেদেষু যৎপুণ্যং সত্যবাদিষু যৎফলম্॥ ১৯॥ তৎফলং লভতে নূনং তত্র তীর্থেহভিষেচনাৎ। তীর্থানাং পরমং তীর্থং নির্ম্মিতং শম্ভুনা পুরা॥ ২০॥ হৃদয়েশঃ স্বয়ং বিষ্ণুর্জপেদ্দেবং মহেশ্বরম্। গন্ধর্ব্বাপ্সরসশ্চৈব মরুতো মারুতাস্তথা॥ ২১॥ বিশ্বেদেবাশ্চ পিতরঃ সচন্দ্রাঃ সদিবাকরাঃ। মরীচিরত্র্যঙ্গিরসৌ পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুঃ॥ ২২॥ প্রচেতাশ্চ বসিষ্ঠশ্চ ভৃগুর্নারদ এব চ। চ্যবনো গালবশ্চৈব বামদেবো মহামুনিঃ॥ ২৩॥ বালখিল্যাশ্চ গন্ধারাস্তৃণবিন্দুশ্চ জাজলিঃ। উদ্দালকশ্চর্য্যশৃঙ্গো বসিষ্ঠশ্চ সনন্দনঃ॥ ২৪॥ শুক্র-শ্চৈব ভরদ্বাজো বাৎস্যো বাৎস্যায়নস্তথা। অগস্তি-র্মিত্রাবরুণৌ বিশ্বামিত্রো মুনীশ্বরঃ॥ ২৫॥ গৌতমশ্চ পুলস্ত্যশ্চ পৌলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুঃ। সনাতনস্ত কপিলো বাহ্লিঃ পঞ্চশিখস্তথা॥ ২৬॥ অন্যেঽপি বহবস্তত্র মুনয়ঃ শংসিতব্রতাঃ। ক্রীড়ন্তি দেবতাঃ সর্ব্ব ঋষয়ঃ সতপোধনাঃ॥ ২৭॥ মনুষ্যাশ্চৈব যোগীন্দ্রাঃ পিতরঃ সপিতামহাঃ। অস্মাহকেঽত্র তিষ্ঠন্তি সর্ব্ব এব ন সংশয়ঃ॥ ২৮॥ পিতরঃ পিতা-মহাশ্চৈব তথৈব প্রপিতামহাঃ। যেষাং দত্তমুপস্থামি সুকৃতং বাপি দুষ্কৃতম্॥ ২৯॥ অক্ষয়ং তত্র তৎসর্ব্বং যৎকৃতং যোধনীপুরে। মাতরং পিতরং ত্যক্ত্বা সর্ব্ববন্ধুসুহৃজ্জনান্॥ ৩০॥ ধনং ধান্যং প্রিয়ান্ পুত্রাংস্তথা দেহং নৃপোত্তম। গচ্ছতে বায়ুভূতস্ত শুভাশুভসমন্বিতঃ॥ ৩১॥ অদৃশ্যঃ সর্ব্বভূতানাং পরমাত্মা মহত্তরঃ। শুভাশুভগতিং প্রাপ্তঃ কর্ম্মণা স্বেন পার্থিব॥ ৩২॥ যুধিষ্ঠির উবাচ। শুভাশুভং ন বন্ধূনাং জায়তে কেন হেতুনা। একঃ প্রসূয়তে জন্তুরেক এব প্রলীয়তে॥ ৩৩॥ একো হি ভুঙ্ক্তে সুকৃতমেক এব হি দুষ্কৃতম্॥ ৩৪॥ মার্কণ্ডেয় উবাচ। এষ ত্বয়োক্তো নৃপতে মহাপ্রশ্নঃ স্মৃতো ময়া॥ ৩৫॥

যে মানব এ তীর্থে বাস করেন, তাঁহার ব্রহ্মলোক লাভ হইয়া থাকে। যিনি অস্মাহকতীর্থে আসিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করেন, তিনি সহস্র কোটি বৎসর রুদ্রলোকে বাস করেন; অনন্তর কর্ম্মক্ষয়ে তাঁহার স্বর্গচ্যুতি ঘটে, তিনি স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া সুবর্ণ, মণি ও মুক্তাসম্পৎসম্পন্ন কুলে রূপবান্ হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। তারপর অভিষেকবিধির অনুষ্ঠান করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ করেন। এবং তিনি সমধিক রূপবান্, ধনাঢ্য ও ধার্ম্মিক দাতা হন। চতুর্ব্বেদের যে পুণ্য ও সত্যবাদীদিগের যে ফল নির্দ্দিষ্ট, অস্মাহক তীর্থে অভিষেকে নিশ্চিত সেই ফললাভ হয়। এই তীর্থ অখিল তীর্থের শ্রেষ্ঠ। পুরাকালে শঙ্কর এই তীর্থের নির্ম্মাণ করেন। যিনি হৃদয়ের ঈশ, সেই বিষ্ণুও স্বয়ং মহেশ্বরের নাম জপ করেন। গন্ধর্ব্ব, অপ্সর, মরুৎ, মারুত, বিশ্বেদেবাদি পিতৃলোক, চন্দ্র, দিবাকর, মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, প্রচেতা, বশিষ্ঠ, ভৃগু, নারদ, চ্যবন, গালব, মহামুনি বামদেব, বালখিল্য, গন্ধার, তৃণবিন্দু, জাজলি, উদ্দালক, ঋষ্যশৃঙ্গ, সপুত্র বশিষ্ঠ, শুক্র, ভরদ্বাজ, বাৎস্য, বৎসায়ন, অগস্তি, মিত্রাবরুণ, মুনীশ্বর বিশ্বামিত্র, গৌতম, পুলস্ত্য, পৌলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, সনাতন, কপিল, বাহ্লি, পঞ্চশিখ এবং অন্যান্য অনেক সংশিতব্রত তপোধন ঋষি-এখানে বাস করেন। সুরগণ এখানে ক্রীড়া করেন, তপোধন ঋষি, যোগীন্দ্র মানব ও পিতা-মহ পিতৃগণ সকলেই এখানে বাস করেন, সন্দেহ নাই। যোধনীপুরে পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহের উদ্দেশে দত্তবস্তু তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হয়, এখানে সুকৃত, দুষ্কৃত যেরূপ কার্য্যই অনুষ্ঠিত হয়, তৎসমস্ত অক্ষয় হইয়া থাকে। হে নৃপসত্তম! মানুষ মরিয়া মাতা, পিতা ও অখিল বন্ধু-বান্ধব পরিত্যাগ করে; ধন, ধান্য, প্রিয়পুত্র এমন কি দেহেও তাহার মমতা থাকে না; বায়ুবিগ্রহ পরিগ্রহপূর্ব্বক গমন করে, কেবল শুভাশুভই তাহার সহিত থাকিয়া যায়। মহত্তর পরমাত্মা সর্ব্বভূতেরই অদৃশ্য। হে পার্থিব! মানব স্বস্ব কর্ম্মানুসারেই শুভাশুভ গতি প্রাপ্ত হয়। যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন,—জীবের সুহৃদ্গণ তাহার শুভাশুভ ফলের ভাগী হয় কেন? জীব একাকীই লয় পায় এবং একাকীই সুকৃত দুষ্কৃত ভোগ করিয়া থাকে কেন? মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে নৃপ! তুমি ইহা এক মহাপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছ, আমার মনে হইতেছে—ঋষি-

পিতামহমুখোদ্গীতং শ্রুতং তে কথয়ামাহম্। যন্মে পিতামহাৎ পূর্ব্বং বিজ্ঞাতমৃষিসংসদি ॥ ৩৬ ॥ ন মাতা ন পিতা বন্ধুঃ কস্যচিন্ন সুহৃৎ ক্বচিৎ। কস্য ন জায়তে রূপং বায়ুভূতস্য দেহিনঃ ॥ ৩৭ ॥ যদ্যেবং ন ভবেত্তাত লোকস্য তু নরেশ্বর। অমর্য্যাদং ভবেন্নূনং বিনশ্যতি চরাচরম্ ॥ ৩৮ ॥ এবং জ্ঞাত্বা পুরা রাজন্ সমস্তৈর্লোককর্ত্তৃভিঃ। মর্য্যাদা স্থাপিতা লোকে যথা ধর্ম্মো ন নশ্যতি ॥ ৩৯ ॥ ধর্ম্মে নষ্টে মনুষ্যাণামধর্ম্মোঽভিভবেৎ পুনঃ। ততঃ স্বধর্ম্মচলনান্নরকে গমনং ধ্রুবম্ ॥ ৪০ ॥ লোকো নিরঙ্কুশঃ সর্ব্বো মর্য্যাদালঙ্ঘনে রতঃ। মর্য্যাদা স্থাপিতা তেন শাস্ত্রং বীক্ষ্য মহর্ষিভিঃ ॥ ৪১ ॥ স্নানং দানং জপো হোমঃ স্বাধ্যায়ো দেবতার্চ্চনম্। পিণ্ডোদকপ্রদানঞ্চ তথৈবাতিথিপূজনম্ ॥ ৪২ ॥ পিতরঃ পিতামহাশ্চৈব তথৈব প্রপিতামহাঃ। ত্রয়ো দেবাঃ স্মৃতাস্তাত ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ ॥ ৪৩ ॥ পূজিতৈঃ পূজিতাঃ সর্ব্বে তথা মাতামহাস্ত্রয়ঃ। তস্মাৎসর্ব্বপ্রযত্নেন শ্রুতিস্মৃত্যর্থনোদিতম্ ॥ ৪৪ ॥ ধর্ম্মং সমাচরন্নিত্যং পাপাংশেন ন লিপ্যতে। শ্রুতিস্মৃত্যুদিতং ধর্ম্মং মনসাপি ন লঙ্ঘয়েৎ ॥ ৪৫ ॥ ইহ লোকে পরে চৈব যদীচ্ছেচ্ছ্রেয় আত্মনঃ। পিতাপুত্রৌ সদাপ্যেকৌ বিদ্যাদ্বিম্বমিবোদ্ধৃতৌ ॥ ৪৬ ॥ বিভক্তৌ বাবিভক্তৌ বা শ্রুতিস্মৃত্যর্থতস্তথা। উদ্ধরেদাত্মনাত্মানমাত্মানমবসাদয়েৎ ॥ ৪৭ ॥ পিণ্ডোদকপ্রদানাভ্যামৃতে পার্থ ন সংশয়ঃ। এবং জ্ঞাত্বা প্রযত্নেন পিণ্ডোদকপ্রদো ভবেৎ ॥ ৪৮ ॥ আয়ুর্ধর্ম্মো যশস্তেজঃ সন্ততিশ্চৈব বর্দ্ধতে। পৃথিব্যাং সাগরান্তায়াং পিতৃক্ষেত্রাণি যানি চ ॥ ৪৯ ॥ তানি তে সম্প্রবক্ষ্যামি যেষু দত্তং মহাফলম্। গয়ায়াং পুষ্করে জ্যেষ্ঠে প্রয়াগে নৈমিষে তথা ॥ ৫০ ॥ সন্নিহত্যাং কুরুক্ষেত্রে প্রভাসে কুরুনন্দন। পিণ্ডোদকপ্রদানেন যৎফলং কথিতং বুধৈঃ ॥ ৫১ ॥ অস্মাহকে তদাপ্নোতি নর্ম্মদায়াং ন সংশয়ঃ। যত্র ব্রহ্মা মুরারিশ্চ রুদ্রশ্চ উময়া সহ ॥ ৫২ ॥ ইন্দ্রাদ্যা দেবতাঃ সর্ব্বে পিতরো মুনয়স্তথা।

সভায় পিতামহের মুখে আমি ইহার মীমাংসা শ্রবণ করিয়াছিলাম। এ বিষয়ে পিতামহ যেরূপ বলিয়াছেন, এক্ষণে তোমার নিকট তাহা কীর্ত্তন করিতেছি। মাতা, পিতা কিম্বা বন্ধু কেহই কাহার সুহৃৎ নহে; দেহী বায়ুভূত হইলে রূপাদির কোনই অনুভূতি হয় না। হে তাত নরেশ্বর! যদি লোকে এরূপ না হয়, তবে মর্য্যাদা থাকে না; পরন্তু নিশ্চিতই চরাচর বিনষ্ট হইয়া যায়। হে রাজন্! ঐরূপ জানিয়াই ত্রিলোকে ধর্ম্ম বিনষ্ট না হয়, এজন্য লোককর্তৃগণ পূর্ব্বে মর্য্যাদা স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। ধর্ম্ম বিনষ্ট হইলে নিশ্চিতই মানবগণের অধর্ম্মের সৃষ্টি হয়, আর স্বধর্ম্ম হইতে বিচালিত হইয়াই তাহারা নরকে পতিত হইয়া থাকে। লোক নিরঙ্কুশ অর্থাৎ শাসনশূন্য হইলে মর্য্যাদালঙ্ঘনে রত হয়, মহর্ষিগণ এজন্য শাস্ত্রবিচার করিয়া লোকে মর্য্যাদা স্থাপন করিয়াছেন। তাহারা শ্রুতি-স্মৃতি বিচার করিয়া স্নান, দান, জপ, হোম, স্বাধ্যায়, দেবতার্চ্চন, পিণ্ডোদকদান ও অতিথিপূজা এই সকল কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। হে তাত! পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ ও বৃদ্ধপ্রমাতামহ এবং ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব এই দেবতাত্রয় এই সকলও মহর্ষিগণের বিধান। ইহারা পূজিত হইলে সমস্ত পূজিত হয়। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে শ্রুতিস্মৃতিনির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম নিত্য আচরণ কর্ত্তব্য; এই সকল ধর্ম্মের আচরণ করিলে মানবগণ লেশমাত্র পাপেও লিপ্ত হয় না। যাহারা ইহপরলোকে স্বীয় কুশল কামনা করে, মন দ্বারাও কদাচ তাহাদের শ্রুতি-স্মৃতিনির্দ্দিষ্ট-ধর্ম্ম লঙ্ঘন করা কর্ত্তব্য নহে। একটী বিম্ব হইতে যেমন অপর আর একটী বিম্ব সমুদ্ভূত হয়, পিতাপুত্রকেও তদ্রূপ সতত এক জানিবে, পিতাপুত্র এই দুইবস্তু বিভক্ত দৃষ্ট হইলেও বস্তুতঃ উহা অবিভক্ত; ইহা শ্রুতি-স্মৃতির অভ্রান্ত বাক্য। আত্মা দ্বারাই আত্মার উদ্ধার হয়, আর আত্মা দ্বারাই আত্মার অবসাদ ঘটিয়া থাকে।৩৬—৪৭। হে পার্থ! পিণ্ডোদক প্রদান ব্যতীত আত্মার উদ্ধার হয় না, ইহা নিঃসংশয়; অতএব এই সকল জানিয়া অবশ্যই পিণ্ডপ্রদান কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ পিণ্ডোদকদানে আয়ু ধর্ম্ম, যশ, তেজ ও সন্তান বর্দ্ধিত হয়। সাগরান্ত পৃথিবী মধ্যে যে সকল পিতৃক্ষেত্র বিদ্যমান, যে সকল ক্ষেত্রে পিণ্ডোদকাদি প্রদত্ত হইলে মহাফল হয়, এক্ষণে সে সকল বলিতেছি, শ্রবণ কর। হে কুরুনন্দন! গয়া, পুষ্কর, শ্রেষ্ঠপ্রয়াগ, নৈমিষ, সন্নিহিত, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাসে পিণ্ডোদক দান করিলে যে ফল কথিত হয়, নর্ম্মদাতীরবর্ত্তী অস্মাহক তীর্থেও সেই ফল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; সংশয় নাই। অস্মাহক তীর্থে ব্রহ্মা, মুরারি হরি, সউম মহেশ, ইন্দ্রাদি

সাগরাঃ সরিতশ্চৈব পর্ব্বতাশ্চ বলাহকাঃ ॥ ৫৩ ॥ তিষ্ঠন্তি পিতরঃ সর্ব্বে সর্ব্বতীর্থাধিকং ততঃ। স্থিতা ব্রহ্মশিলা তত্র গজকুম্ভনিভা নৃপ ॥ ৫৪ ॥ কলৌ ন দৃশ্যা ভবতি প্রধানং যদ্গয়াশিরঃ। বৈশাখে মাসি সম্প্রাপ্তে অমাবাস্যাং নৃপোত্তম ॥ ৫৫ ॥ ব্যাপ্য সা তিষ্ঠতে তীর্থং গজকুম্ভনিভা শিলা। তচ্চ গব্যূতিমাত্রং হি তীর্থং ততঃ প্রচক্ষতে ॥ ৫৬ ॥ অস্মিন্ দিনে তত্র গত্বা যস্তু শ্রাদ্ধপ্রদো ভবেৎ। পিতৃণামক্ষয়া তৃপ্তির্জায়তে শতবার্ষিকী ॥ ৫৭ ॥ অস্যামপ্যমাবাস্যাং যঃ স্নাত্বা বিজিতেন্দ্রিয়ঃ। করোতি মনুজঃ শ্রাদ্ধং বিধিবন্মন্ত্রসংযুতম্ ॥ ৫৮ ॥ তস্য পুণ্যফলং যৎ স্যাত্তচ্ছৃণুষ্ব নরাধিপ। অগ্নিষ্টোমাশ্বমেধাভ্যাং বাজপেয়স্য যৎফলম্ ॥ ৫৯ ॥ তৎফলং সমবাপ্নোতি যথা মে শঙ্করোঽব্রবীৎ। রৌরবাদিষু সর্ব্বেষু নরকেষু ব্যবস্থিতাঃ ॥ ৬০ ॥ পিতা পিতামহাদ্যাশ্চ পিতৃকে মাতৃকে তথা। পিণ্ডোদকেন চৈকেন তর্পণেন বিশেষতঃ ॥ ৬১ ॥ ক্রীড়ন্তি পিতৃলোকস্থা যাবদাভূতসংপ্লবম্। যে কর্ম্মস্থা বিকর্ম্মস্থা যে জাতাঃ প্রেতকল্মষাঃ ॥ ৬২ ॥ পিণ্ডেনৈকেন মুচ্যন্তে তেঽপি তত্র ন সংশয়ঃ। অস্মাহকে শিলা দিব্যা তিষ্ঠতে গজসন্নিভা ॥ ৬৩ ॥ ব্রহ্মণা নির্ম্মিতা পূর্ব্বং সর্ব্বপাপক্ষয়ঙ্করী। উপর্য্যস্যা যথান্যায়ং পিতৄনুদ্দিশ্য ভারত ॥ ৬৪ ॥ দক্ষিণাগ্রেষু দর্ভেষু দদ্যাৎ পিণ্ডান্ বিচক্ষণঃ। ভূমৌ চান্নেন সিদ্ধেন শ্রাদ্ধং কৃত্বা যথাবিধি ॥ ৬৫ ॥ শ্রাদ্ধিভ্যো বস্ত্রযুগ্মাণি ছত্রোপানৎকমণ্ডলুঃ। দক্ষিণা বিবিধা দেয়া পিতৄনুদ্দিশ্য ভারত ॥ ৬৬ ॥ যো দদাতি দ্বিজশ্রেষ্ঠে তস্য পুণ্যফলং শৃণু। তস্য তে দ্বাদশাব্দানি তৃপ্তিং যান্তি ন সংশয়ঃ ॥ ৬৭ ॥ অস্মাহকে মহারাজ পিতরশ্চ পিতামহাঃ। বায়ুভূতা নিরীক্ষন্তে আগচ্ছন্তং স্বগোত্রজম্ ॥ ৬৮ ॥ অত্র তীর্থে সুতোঽস্মাকং স্নাত্বা তোয়ং প্রদাস্যতি। শ্রাদ্ধং বা পিণ্ডদানং বা তেন যাস্যাম সদ্গতিম্ ॥ ৬৯ ॥ স্নানে কৃতে তু যে কেচিজ্জায়ন্তে বহুবিপ্লুষঃ। প্রীণয়েন্নরকস্থাংস্তু তৈঃ পিতৄন্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৭০ ॥ কেশোদবিন্দবস্তস্য যে চান্তে

দেবতা, অখিল পিতৃ, মুনি, সাগর, নদী, পর্ব্বত এবং মেঘ বিদ্যমান। অস্মাহক সর্ব্বতীর্থোত্তম, এজন্য পিতৃগণ এখানে নিয়ত বাস করেন। হে নৃপ! এখানে করিকুম্ভনিভ ব্রহ্মশিলা বিদ্যমান, এই শিলা কলির লোকের লোচনগোচর হয় না এবং ইহাই প্রধান গয়াশির। হে নৃপসত্তম! বৈশাখমাসের অমাবস্যা সমাগতা হইলে এই গজকুম্ভনিভ শিলা এই তীর্থে পরিব্যাপ্ত হইয়া অবস্থিত হয়। এই শিলার ক্রোশযুগপ্রমাণ স্থান তীর্থ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। যে মানব এই অমাবস্যাদিনে ব্রহ্মশিলায় গমন করিয়া পিতৃগণের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ দান করে তদীয় পিতৃগণের শত বার্ষিকী অক্ষয়া তৃপ্তি হয়। যে জিতেন্দ্রিয় মানব অন্য অমাবস্যায় ব্রহ্মশিলাতীর্থে স্নান করিয়া, মন্ত্রযুক্ত পিতৃপিণ্ড দান করে, হে নরাধিপ। তাহার যে পুণ্যফল লাভ হয়, শ্রবণ কর। শঙ্কর আমার নিকট কহিয়াছেন, সে ব্যক্তি অগ্নিষ্টোম, অশ্বমেধ ও বাজপেয় যাগের ফল লাভ করে। যে সকল পিতা, পিতামহাদি ও মাতৃমাতামহাদি পিতৃগণ রৌরবাদি নরকনিকরে নিপতিত, ব্রহ্মশিলায় একবার মাত্র পিণ্ড দানে বিশেষতঃ তর্পণে তাঁহারা উদ্ধার পাইয়া পিতৃলোকে গমন করিয়া কল্পকাল মুদিত হন। কর্ম্মস্থ কিংবা বিকর্ম্মস্থ অথবা প্রেতকল্মষ পিতৃগণের উদ্দেশে ব্রহ্মশিলায় একটীমাত্র পিণ্ড অর্পিত হইলেও, তাঁহারা মুক্ত হন, সংশয় নাই। অস্মাহকে যে গজকুম্ভসন্নিভ শিলা বিদ্যমান, সেই সর্ব্বপাপক্ষয়করী শিলা পূর্ব্বে ব্রহ্মা নির্ম্মাণ করেন। হে ভারত! বিচক্ষণ মানব দক্ষিণাগ্রদর্ভের উপর এই শিলায় যথাবিধি পিতৃগণের উদ্দেশে পিণ্ড দান করিবেন কিংবা ভূমিতলে সিদ্ধান্ন দ্বারা বিধিপূর্ব্বক পিণ্ড অর্পণ করিবেন এবং পিণ্ডদানান্তে শ্রাদ্ধীয় দ্বিজগণকে যুগ্মবস্ত্র, ছত্র, পাদুকা, কমণ্ডলু এবং পিতৃগণের উদ্দেশে বিবিধ দক্ষিণা দান করিবেন।৫৪—৬৬। যে মানব দ্বিজশ্রেষ্ঠকে এইরূপ দান করে, তাহার পুণ্যফল শ্রবণ কর। এই রূপ ক্রিয়াকারীর পিতৃগণ দ্বাদশবার্ষিকী তৃপ্তিলাভ করেন, সন্দেহ নাই। হে মহারাজ। অস্মাহক তীর্থে পিতৃপিতামহগণ বায়ুশরীরে অবস্থানপূর্ব্বক স্বীয় গোত্রসম্ভব তনয়াদির প্রতীক্ষা করেন। আর মনে মনে বলেন,—তনয়গণ এই তীর্থে আগমন করিয়া স্নান করত আমাদের উদ্দেশে উদক, শ্রাদ্ধ ও পিণ্ড দান করিবে। আমরা তাহাদের প্রদত্ত পিণ্ডোদকাদি দ্বারা সদ্গতি লাভ করিব। তাঁহারা আরও ভাবেন,—তনয়গণ এই তীর্থে স্নান করিবে, স্নানে তাহাদের

লেপভাজিনঃ। তৃপ্যন্ত্যনগ্নিসংস্কারা যে মৃতাঃ স্যুঃ স্বগোত্রজাঃ ॥ ৭১ ॥ তত্র তীর্থে তু যে কেচিচ্ছ্রাদ্ধং কৃত্বা বিধানতঃ। নরকাদুদ্ধরন্ত্যাশু জপন্তঃ পিতৃসংহিতাম্ ॥ ৭২ ॥ বনস্পতিগতে সোমে যদা সোমদিনং ভবেৎ। অক্ষয়াল্লভতে লোকান্ পিণ্ডে নৈকেন মানবঃ ॥ ৭৩ ॥ অক্ষয়ং তত্র বৈ সর্ব্বং জায়তে নাত্র সংশয়ঃ। নরকাদুদ্ধরন্ত্যাশু জপন্তে পিতৃসংহিতাম্ ॥ ৭৪ ॥ তস্মিংস্তীর্থে ত্বমাবাস্যাং পিতৄন্নুদ্দিশ্য ভারত। নীলং সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণং যোঽভিষিচ্য সমুৎসৃজেৎ ॥ ৭৫ ॥ তস্য পুণ্যফলং বক্তুং ন তু বাচস্পতিঃ ক্ষমঃ। অস্মাহকে বৃষোৎসর্গাদ্যৎপুণ্যং সমবাপ্যতে ॥ ৭৬ ॥ তব শুশ্রূষণাৎ সর্ব্বং তৎ প্রবক্ষ্যামি ভারত। রৌরবাদিষু যে কিঞ্চিৎ পচ্যন্তে তস্য পূর্ব্বজাঃ ॥ ৭৭ ॥ বৃষোৎসর্গেণ তান্ সর্ব্বাংস্তারয়েদেকবিংশতিম্। লোহিতো যস্য বর্ণেন মুখে পুচ্ছে চ পাণ্ডুরঃ ॥ ৭৮ ॥ পিঙ্গঃ খুরবিষাণাভ্যাং স নীলো বৃষ উচ্যতে। যস্তু সর্ব্বাঙ্গপিঙ্গশ্চ শ্বেতঃ পুচ্ছখুরেষু চ ॥ ৭৯ ॥ স পিঙ্গো বৃষ ইত্যাহুঃ পিতৄণাং প্রীতিবর্দ্ধনঃ। পারাবতসবর্ণশ্চ ললাটে তিলকো ভবেৎ ॥ ৮০ ॥ তং বৃষং বভ্রুমিত্যাহুঃ পূর্ণং সর্ব্বাঙ্গশোভনম্। সর্ব্বাঙ্গেষেকবর্ণো যঃ পিঙ্গঃ পুচ্ছখুরেষু চ ॥ ৮১ ॥ খুরপিঙ্গং তমিত্যাহুঃ পিতৄণাং সদ্গতিপ্রদম্। নীলং সর্ব্বশরীরেণ ঈষদ্রক্তনয়নং দৃঢ়ম্ ॥ ৮২ ॥ তমেব নীলমিত্যাহুর্নীলঃ পঞ্চবিধঃ স্মৃতঃ। যস্তু বৈশ্যগৃহে জাতঃ স বৈ নীলো বিশিষ্যতে ॥ ৮৩ ॥ ন বাহয়েদ্‌গৃহে জাতং বৎসকং তু কদাচন। তেনৈব চ বৃষোৎসর্গে পিতৄণামনৃণো ভবেৎ ॥ ৮৪ ॥ জাতং তু স্বগৃহে বৎসং দ্বিজন্মা যস্তু বাহয়েৎ। পতন্তি পিতরস্তস্য ব্রহ্মলোকগতা অপি ॥ ৮৫ ॥ যথাযথা হি পিবতি পীত্বা ধুনাতি মস্তকম্। পিবন্ পিতৄন্ প্রীণয়তি নরকাদুদ্ধরেদ্ধুনন্ ॥ ৮৬ ॥ যথা পুচ্ছাভিঘাতেন স্কন্ধং গচ্ছন্তি বিন্দবঃ। নরকাদুদ্ধরন্ত্যাশু পতিতান

বস্ত্র আর্দ্র হইবে, তারপর তাহারা বস্ত্রগলিত উদক দ্বারা তদীয় নরকস্থ পিতৃগণের তৃপ্তিসাধন করিবে, সংশয় নাই। অন্য লেপভুক পিতৃগণ তাহাদের আর্দ্রকেশের জলবিন্দু দ্বারা তৃপ্ত হইবেন, মৃত জ্ঞাতিগণের মধ্যে যাহাদের অগ্নি-সংস্কার হয় নাই, তাঁহারাও তদীয় উদক দ্বারা তৃপ্তি লাভ করিবে। যাহারা অস্মাহকতীর্থে বিবিধবিধানে শ্রাদ্ধ করে, শ্রাদ্ধে পিতৃসংহিতা জপ করে, তাহাদের পিতৃগণ অবিলম্বে মুক্ত হন। সোম বনস্পতিতে প্রবেশ করিলে সোমবাসরে যে নর পিতৃগণের উদ্দেশে অস্মাহকে পিণ্ডোদক দান করে, তদীয় পিতৃগণ অক্ষয় লোক লাভ করেন। অধিক কি, এই তীর্থে যাহা কিছু কৃত হয়, সকলই অক্ষয় ফলজনক হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। এখানে পিতৃসংহিতাজপে পিতৃগণ নরক হইতে সত্বর মুক্ত হন। হে ভারত! যে মানব অমাবস্যাদিবসে পিতৃগণের উদ্দেশে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অভিষিক্ত নীলবৃষ উৎসর্গ করে, বাচস্পতিও তাহার পুণ্যফল সম্যক্ কীর্ত্তন করিতে সমর্থ নহেন। হে ভারত! অস্মাহকে নীলবৃষোৎসর্গে মানব যে ফল লাভ করে, এক্ষণে তোমার শুশ্রূষায় তৃপ্তি হইয়া সে সকল কীর্ত্তন করিতেছি। অস্মাহকে নীলবৃষোৎসর্গে রৌরবাদি নরকে বিপাচিত একবিংশতি পিতৃপুরুষ উদ্ধার প্রাপ্ত হন। যাহার বর্ণ লোহিত, মুখ ও পুচ্ছ পাণ্ডর, খুর ও শৃঙ্গ পিঙ্গল, তাহাকেই নীল বৃষ বলে। যাহার সর্ব্বাঙ্গ পিঙ্গ, খুর ও পুচ্ছ শ্বেত, শাস্ত্রবিদ্‌গণ তাহাকে পিঙ্গ বৃষ বলেন, এই পিঙ্গ বৃষও পিতৃগণের হর্ষবর্দ্ধন; যাহার বর্ণ পারাবতের ন্যায়, ললাটে তিলক বিরাজিত এবং যাহার অঙ্গনিচয় মনোহর—পণ্ডিতগণ সেই বৃষকে বভ্রু বলিয়া থাকেন। যে বৃষের সর্ব্বাঙ্গ একই বর্ণে রঞ্জিত, কেবল খুর ও পুচ্ছ পিঙ্গ, জ্ঞানিগণ ইহাকে খুরপিঙ্গ কহেন, এই খুরপিঙ্গ বৃষও পিতৃগণের সদ্গতিদ। যাহার সর্ব্বশরীর নীল, নয়ন ঈষৎ রক্তাভ ও দেহ দৃঢ়, সুধীগণ তাহাকেই নীল বৃষ বলেন। এই নীলবৃষ পঞ্চবিধ; যে বৃষ বৈশ্যগৃহে জন্মিয়াছে, তাহাকেই প্রশস্ত বলিয়া জানিবে। ৭১—৮৩। যে বৃষ গৃহের দ্রব্যজাত ভারবহন কখন করে নাই এইরূপ বৃষ উৎসর্গ করিলেই মানব পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হয়। যে দ্বিজ গৃহজাত বৃষ দ্বারা ভার বহন করান, তদীয় পিতৃগণ ব্রহ্মলোকগত হইলেও নরকে পতিত হন। উৎসৃষ্ট বৃষ যেমন যেমন জলপান করে ও মস্তক কম্পিত করে, তেমন তেমনই উৎসর্গকারীর পিতৃগণ তৃপ্ত হন ও নরক হইতে পরিত্রাণ পাইয়া থাকেন। উৎসৃষ্ট বৃষের আর্দ্র পুচ্ছের অভিঘাতে যখনই তাহার মস্তকে জলবিন্দুনিচয় পতিত হয়, অথ

গোত্রিণস্তথা ॥ ৮৭ ॥ গর্জ্জন্ প্রাবৃষি কালে তু বিষাণাভ্যাং ভুবং লিখন্ । খুরেভ্যো যা মৃদ্ধুতা তয়া সংপ্রীণয়েদৃষীন্ ॥ ৮৮ ॥ পিবন্ পিতৄন্ প্রীণয়তে খাদনোল্লেখনে সুরান্ । গর্জ্জন্নৃষিমনুষ্যাংশ্চ ধর্ম্মরূপো হি ধর্ম্মজ্ঞ ॥ ৮৯ ॥ ভূতৈর্বাপি পিশাচৈর্ব্বা চাতুর্থিকজ্বরেণ বা । গৃহীতোঽশ্মাহকং গচ্ছেৎ সর্ব্বেষামাধিনাশনম্ ॥ ৯০ ॥ স্নাত্বা তু বিমলে তোয়ে দর্ভগ্রন্থিং নিবন্ধয়েৎ । মস্তকে বাহুমূলে বা নাভ্যাং বা গলকেঽপ বা ॥ ৯১ ॥ গত্বা দেবসমীপং চ প্রাদক্ষিণ্যেন কেশবম্ । ততঃ সমুচ্চরন্মন্ত্রং গায়ত্র্যা বাথ বৈষ্ণবম্ ॥ ৯২ ॥ নারায়ণং শরণ্যেশং সর্ব্বদেবনমস্কৃতম্ । নমো যজ্ঞাঙ্গসম্ভূত সর্ব্বব্যাপিন্নমোঽস্ত তে ॥ ৯৩ ॥ নমো নমস্তে দেবেশ পদ্মগর্ভ সনাতন । দামোদর জয়ানন্ত রক্ষ মাং শরণাগতম্ ॥ ৯৪ ॥ ত্বং কর্ত্তা ত্বং চ হর্ত্তা চ জগত্যস্মিংশ্চরাচরে । ত্বং পালয়সি ভূতানি ভুবনং ত্বং বিভর্ষি চ ॥ ৯৫ ॥ প্রসীদ দেবদেবেশ সুপ্তমঙ্গং প্রবোধয় । ত্বদ্ধ্যাননিরতো নিত্যং ত্বদ্ভক্তিপরমো হরে ॥ ৯৬ ॥ ইতি স্তুতো ময়া দেব প্রসাদং কুরু মেঽচ্যুত । মাং রক্ষরক্ষ পাপেভ্যস্ত্বামহং শরণাগতম্ ॥ ৯৭ ॥ এবং স্তুত্বা চ দেবেশং দানবান্তকরং হরিম্ । পুনরুক্তেন বৈ স্নাত্বা ততো বিপ্রাংস্তু ভোজয়েৎ ॥ ৯৮ ॥ বেদোক্তেন বিধানেন স্নানং কৃত্বা যথাবিধি । পিণ্ডনির্ব্বপণং কৃত্বা বাচয়েৎ স্বস্তিকং ততঃ ॥ ৯৯ ॥ এবং স্তুত্বা চ দেবেশং দানবান্তকরং হরিম্ । পুনরুক্তেন বৈ স্নাত্বা ততো বিপ্রাংস্তু ভোজয়েৎ ॥ ১০০ ॥ বেদোক্তেন বিধানেন স্নানং কৃত্বা যথাবিধি । এবং তান্ বাচয়িত্বা তু ততো বিপ্রান্ বিসর্জ্জয়েৎ ॥ ১০১ ॥ যত্তত্রোচ্চরিতং কিঞ্চিত্তদ্বিপ্রেভ্যো নিবেদয়েৎ । তত্র তীর্থে নরঃ স্নাত্বা নারী বা ভক্তিতৎপরা । শক্তিতো দক্ষিণাং দদ্যাৎ কৃত্বা শ্রাদ্ধং যথাবিধি ॥ ১০২ ॥ তত্র তীর্থে নরো যাবৎস্নাপয়েদ্বিধিপূর্ব্বকম্ । ক্ষীরেণ মধুনা বাপি দধ্না বা শীতবারিণা ॥ ১০৩ ॥ তাবৎপুষ্করপাত্রেষু পিবন্তি পিতরো জলম্ । অয়নে বিষুবে

উৎসর্গকারীর পতিত পিতৃ ও গোত্রীয়গণ সত্বর নরক হইতে উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন। বৃষ বর্ষাকালে বিষাণ দ্বারা ভূমি বিলেখন করত গর্জ্জন করে, তখন তাহার খুর হইতে যে মৃত্তিকা উত্থিত হয়, সেই মৃত্তিকা দ্বারা ঋষিগণের তৃপ্তিসাধন হইয়া থাকে। হে ধর্ম্মজ্ঞ! বৃষকে ধর্ম্মরূপী বলিয়া বিদিত হও। তাহার জলপানে পিতৃগণ, ভক্ষণ ও উল্লেখনে সুরগণ এবং গর্জ্জনে মুনি-মানবগণের তৃপ্তি হইয়া থাকে। ভূত ও পিশাচগণ কর্ত্তৃক অভিভূত কিংবা চাতুর্থিক জ্বরে পীড়িত নর আধিবিনাশন অশ্মাহকতীর্থে গমন করিয়া বিমল জলে স্নান করিবে; তার পর মস্তক, বাহুমূল, নাভি কিংবা গলায় দর্ভগ্রন্থি বন্ধন করিবে; অনন্তর দেব কেশবসমীপে গমন করিয়া প্রদক্ষিণপূর্ব্বক গায়ত্রী অথবা নিম্নলিখিত বৈষ্ণব মন্ত্র উচ্চারণ করিবে। মন্ত্র যথা,—সর্ব্বদেবনমস্কৃত শরণ্যেশ নারায়ণকে নমস্কার। যিনি যজ্ঞের অঙ্গ হইতে উদ্ভূত হইয়াছেন, এবং যিনি সর্ব্বব্যাপী, তাঁহাকে নমস্কার। হে দেবেশ সনাতন! আপনি পদ্মগর্ভ, আপনাকে নমস্কার, নমস্কার। হে দামোদর! আপনার অন্ত নাই, আপনি জয়যুক্ত হউন; আমি আপনার শরণাগত, আমাকে রক্ষা করুন। আপনি এই চরাচর জগতের হর্ত্তা কর্ত্তা; ভূতনিবহ আপনা কর্ত্তৃক পরিপালিত হয় এবং আপনিই এই ত্রিভুবন পালন করেন। হে দেবদেবেশ! প্রসন্ন হউন, আপনার সুপ্তদেহ প্রবুদ্ধ করুন। হে হরে! আমি নিত্য আপনাতে ধ্যাননিবিষ্ট ভক্তিনিরত। হে অচ্যুত! আমি এই স্তুতি করিলাম, আমার প্রতি প্রসন্ন হউন; আমি আপনার শরণাগত, আমাকে পাপ হইতে রক্ষা করুন, রক্ষা করুন! দেবেশ দানবান্তকর হরিকে এইরূপে স্তব করিয়া পুনরায় পূর্ব্বোক্ত স্তুতিবাক্যে স্নান করত অনন্তর দ্বিজগণকে ভোজন করাইবে। ৮৪—৯৮। তারপর বেদোক্তবিধানে যথাবিধি স্নান করিয়া পিণ্ডনির্ব্বপণপূর্ব্বক স্বস্তিবাচন করিবে। ইহার পর আবার পূর্ব্বোক্তরূপে অসুরারি হরিকে স্তব করিয়া পূর্ব্ববৎ স্নান ও দ্বিজগণকে ভোজন করাইবে। এই স্নানও যথাবিধি বেদবিধানে করিতে হইবে। তদনন্তর দ্বিজগণ দ্বারা স্বস্তিবাচন করাইয়া তাঁহাদিগকে বিদায় দিবে এবং তীর্থে যে সকল বাক্য উচ্চারণ করা হইয়াছে, সকলই তাহাদিগের নিকট নিবেদন করিবে। নরই হউক বা নারীই হউক ভক্তিতৎপর হইয়া স্নান করিবে, যথাশক্তি দক্ষিণা দিবে এবং যথাবিধি শ্রাদ্ধ করিবে। মানব অশ্মাহক তীর্থে যে পরিমাণ দুগ্ধ, মধু, দধি অথবা শীতল জল দ্বারা যথাবিধি তীর্থপতিকে স্নান করায়, তদায় পিতৃগণ তত পুষ্কর পাত্রে জল পান করিয়া

চৈব যুগাদৌ সূর্য্যসংক্রমে ॥ ১০৪ ॥ পুষ্পৈঃ সম্পূজ্য দেবেশং নৈবেদ্যং যঃ প্রদাপয়েৎ। সোহশ্বমেধস্য যজ্ঞস্য ফলং প্রাপ্নোতি পুষ্কলম্ ॥ ১০৫ ॥ তত্র তীর্থে তু যো রাজন্ সূর্য্যগ্রহণমাচরেৎ। সূর্য্যতেজোনিভৈ র্যানৈর্বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥ ১০৬ ॥ তত্র তীর্থে তু যঃ শ্রাদ্ধং পিতৃভ্যঃ সম্প্রযচ্ছতি। সৎপুত্রেণ চ তেনৈব সম্প্রাপ্তং জন্মনঃ ফলম্ ॥ ১০৭ ॥ ইতি শ্রুত্বা ততো দেবাঃ সর্ব্বে শক্রপুরোগমাঃ। ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশাশ্চ স্থাপয়াঞ্চক্রুরীশ্বরম্ ॥ ১০৮ ॥ সর্ব্বরোগোপশমনং সর্ব্বপাতকনাশনম্। যস্তু সংবৎসর পূর্ণিমমাবাস্যাং তু ভাবিতঃ ॥ ১০৯ ॥ পিতৃভ্যঃ পিণ্ডদানং চ কুর্য্যাদস্মাহকে নৃপ। ত্রিপুষ্করে গয়ায়াং চ প্রভাসে নৈমিষে তথা ॥ ১১০ ॥ যৎপুণ্যং শ্রাদ্ধকর্তৃণাং তদিহৈব ভবেদ্ধ্রুবম্। তিলোদকং কুশৈর্ম্মিশ্রং যো দদ্যা দ্দক্ষিণামুখঃ ॥ ১১১ ॥ মন্বাদৌ চ যুগাদৌ চ ব্যতীপাতে দিনক্ষয়ে। যো দদ্যাৎ পিতৃমাতৃভ্যঃ সোহশ্বমেধফলং লভেৎ ॥১১২॥ অস্মাহকে নরো যস্তু স্নাত্বা সম্পূজয়েদ্ধরিম্। ব্রহ্মাণং শঙ্করং ভক্ত্যা কুর্য্যাজ্জাগরণং ক্রিয়াম্ ॥ ১১৩ ॥ সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ শক্রাতিথ্যমবাপ্নুয়াৎ। তত্র তীর্থে নরঃ স্নাত্বা যঃ পশ্যতি জনার্দ্দনম্ ॥ ১১৪ ॥ বিশেষাবিধিনাভ্যর্চ্চ্য প্রণম্য চ পুনঃপুনঃ। সপুত্রেণ চ তেনৈব পিতৃণাং বিহিতা গতিঃ ॥ ১১৫ ॥ একমূর্ত্তিস্ত্রয়ো দেবা ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ। সৎকার্য্যকারণোপেতাঃ সুসূক্ষ্মাঃ সুমহাফলাঃ ॥ ১১৬ ॥ এতত্তে কথিতং রাজন্মহাপাতকনাশনম্। অস্মাহকস্য মাহাত্ম্যং কিমন্যৎপরিপৃচ্ছসি ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে অস্মাহকতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ষট্‌চত্বারিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৪৬ ॥

সপ্তচত্বারিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহীপাল সিদ্ধেশ্বরমনুত্তমম্। নর্ম্মদাদক্ষিণে কূলে তীর্থং পরমশোভনম্ ॥ ১ ॥ তত্র তীর্থে তু যঃ স্নাত্বা পূজয়েদ্বৃষভধ্বজম্। সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো গতিং যাত্যশ্বমেধিনাম্ ॥ ২ ॥ তত্র তীর্থে তু যঃ স্নাত্বা শ্রাদ্ধং কুর্য্যাৎ

থাকেন। যে নর অয়ন, বিষুব, যুগাদি ও সূর্য্যগ্রহণে দেবেশকে বহু পুষ্প দ্বারা পূজা করিয়া নৈবেদ্য দান করে, তাহার অশ্বমেধযজ্ঞের পুষ্কল ফল লাভ হয়। হে রাজন! যে জন সূর্য্যগ্রহণে অস্মাহকতীর্থে গ্রহণোচিত কার্য্য করে, সে সূর্য্যতেজোদীপ্ত বিমানে আরোহণ করিয়া বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি এ তীর্থে পিতৃগণকে শ্রাদ্ধ দান করে, সে পিতার সৎপুত্র এবং তাহার জন্ম জীবন সার্থক। শক্রপ্রমুখ সুরগণ ও ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ ইঁহারা ওঁপূর্ব্বোক্ত শ্রুতিবাক্যে স্তব করিয়া এখানে ঈশ্বরলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করেন। এই ঈশ্বরলিঙ্গ সর্ব্বরোগহর ও সর্ব্বপাতকনাশন। হে নৃপ! যে মানব পূর্ণসংবৎসরে অমাবস্যাতিথিতে অস্মাহকে আগমনপূর্ব্বক পিতৃগণের উদ্দেশে পিণ্ড দান করে, ত্রিপুষ্কর, গয়া, প্রভাস ও নৈমিষে শ্রাদ্ধকর্ত্তার যে ফল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, এই স্থানেই তাহার সে ফল লাভ হয়; ইহা নিশ্চিত। যে মানব দক্ষিণামুখ হইয়া মাতৃ-পিতৃগণের উদ্দেশে এখানে কুশমিশ্র তিলোদক দান করে, বিশেষতঃ মন্বন্তরাদিতে কিংবা যুগাদি ব্যতীপাত বা দিনক্ষয়ে ঐরূপ কুশমিশ্র তিলোদক দান করে, তাহার অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়। যে মানব অস্মাহকে স্নান করিয়া হরির পূজা করে, কিংবা ভক্তিপূর্ব্বক ব্রহ্মা ও শঙ্করের পূজা করত রজনী জাগরণ করে, সে সর্ব্বপাপবিমুক্ত হইয়া দেবরাজের আথিত্য গ্রহণ করিয়া থাকে। এ তীর্থে যে মানব স্নান করিয়া জনার্দ্দনকে দর্শন করে, অথবা বিশেষ বিধি অনুসারে পূজা করিয়া পুনঃপুনঃ প্রণাম করে, সে-ই পিতার সুপুত্র এবং তাহা দ্বারাই পিতৃগণের উত্তম গতি বিহিত হইয়া থাকে। একই দেবমূর্ত্তি ব্রহ্মা বিষ্ণু ও হররূপে ত্রিবিধ; এই দেবত্রয় কার্য্যকরণযুক্ত, সুসূক্ষ্ম ও সুমহাফলসম্পন্ন। হে রাজন্! এই তোমার নিকট মহাপাতকনাশন অস্মাহকমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম, তুমি এক্ষণে আর কি জানিতে অভিলাষ কর? ৯৯—১১৭।

ষট্‌চত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥১৪৬॥

সপ্তচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে মহীপাল! অনন্তর অনুত্তম সিদ্ধেশ্বরতীর্থে গমন করিবে। এই পরম শোভন সিদ্ধেশ্বরতীর্থ নর্ম্মদার দক্ষিণকূলে বিদ্যমান। যে মানব এ তীর্থে স্নান করিয়া বৃষধ্বজের পূজা করে, সে সর্ব্বপাপবিমুক্ত হইয়া অশ্বমেধযাজীর গতি লাভ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি সিদ্ধেশ্বরে

প্রযত্নতঃ। পিতৄণাং প্রীণনার্থায় সর্ব্বং তেন কৃতং ভবেৎ ॥ ৩ ॥ তত্র তীর্থে মৃতানাং তু জন্তূনাং নৃপসত্তম। গর্ভবাসে মতিস্তেষাং ন জায়েত কদাচন ॥ গর্ভবাসো হি দুঃখায় ন সুখায় কদাচন। তত্তীর্থবারিণা স্নাতুর্ন পুনর্ভবসম্ভবঃ ॥ ৫ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে সিদ্ধেশ্বরতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম সপ্তচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪৭ ॥

অষ্টচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহীপাল তীর্থমঙ্গারকং শিবম্। উত্তরে নর্ম্মদাকূলে সর্ব্বপাপক্ষয়ঙ্করম্ ॥ ১ ॥ চতুর্থ্যঙ্গারকদিনে সঙ্কল্প্য কৃতনিশ্চয়ঃ। স্নায়াদস্তং গতে সূর্য্যে সন্ধ্যোপাসনতৎপরঃ ॥ ২ ॥ পূজয়েল্লোহিতং ভক্ত্যা গন্ধমাল্যবিভূষণৈঃ। সংস্থাপ্য স্থণ্ডিলে দেবং রক্তচন্দনচর্চ্চিতম্ ॥ ৩ ॥ অঙ্গারকায়েতি নমঃ কর্ণিকায়াং প্রপূজয়েৎ। কুজায় ভূমিপুত্রায় রক্তাঙ্গায় সুবাসসে ॥ ৪ ॥ হরকোপোদ্ভবায়েতি স্বেদজায়াতিবাহবে। সর্ব্বকামপ্রদায়েতি পূর্ব্বাদিষু দলেষু চ ॥ ৫ ॥ এবং সম্পূজ্য বিধিবদ্দদ্যাদর্ঘ্যং বিধানতঃ। ভূমিপুত্র মহাবীর্য্য স্বেদোদ্ভব পিনাকিনঃ ॥ ৬ ॥ অঙ্গারক মহাতেজা লোহিতাঙ্গ নমোঽস্তু তে। করকং বারিসংযুক্তং শালিতণ্ডুলপূরিতম্ ॥ ৭ ॥ সহিরণ্যং সবস্ত্রং চ মোদকোপরি সংস্থিতম্। ব্রাহ্মণায় নিবেদ্যং তৎ কুজো মে প্রীয়তামিতি ॥ ৮ ॥ অর্ঘ্যং দত্ত্বা বিধানেন রক্তচন্দনবারিণা। রক্তপুষ্পসমাকীর্ণং তিলতণ্ডুলমিশ্রিতম্ ॥ ৯ ॥ কৃত্বা তাম্রময়ে পাত্রে মণ্ডলে বর্ত্তুলে শুভে। কৃত্বা শিরসি তৎপাত্রং জানুভ্যাং ধরণীং গতঃ ॥ ১০ ॥ মন্ত্রপূতং মহাভাগ দদ্যাদর্ঘ্যং বিচক্ষণঃ। ততো ভুঞ্জীত মৌনেন ক্ষারতৈলাম্লবর্জ্জিতম্ ॥ ১১ ॥ স্নিগ্ধং মৃদু সমধুরমাত্মনঃ শ্রেয় ইচ্ছতা। এবং চতুর্থ্যে সম্প্রাপ্তে চতুর্থ্যঙ্গারকে নৃপ ॥ ১২ ॥ সৌবর্ণং কারয়েদ্দেবং যথাশক্তি সুরূপিণম্। স্থাপয়েত্তাম্রকে পাত্রে গুড়পীঠসমন্বিতে ১৩ ॥ গন্ধপুষ্পাদিভির্দেবং পূজয়েদ্গুড়সংস্থিতম্।

স্নান করিয়া সযত্নে শ্রাদ্ধ করে, তাহার পিতৃগণের তৃপ্তিজনক অখিল ক্রিয়ারই অনুষ্ঠান করা হয়। হে নৃপসত্তম। সিদ্ধেশ্বরে মৃত প্রাণীদিগের কদাচ গর্ভবাসে মতি হয় না; গর্ভবাস দুঃখজনক, কদাচ গর্ভবাসে সুখ হয় না। এই তীর্থতোয়ে স্নানকারীদের পুনরায় জন্মগ্রহণ হয় না। ১—৫।

সপ্তচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪৭ ॥

অষ্টচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে মহীপাল! অনন্তর মঙ্গলাবহ অঙ্গারক তীর্থে গমন করিবে। সর্ব্বপাপক্ষয়কর এই অঙ্গারকতীর্থ নর্ম্মদার উত্তর তীরে বিরাজিত। সন্ধ্যোপাসনতৎপর নিশ্চিতমতি মানব অঙ্গারকচতুর্থীতিথিতে দিবাকরের অস্তগমনসময়ে সঙ্কল্পপূর্ব্বক এই তীর্থে স্নান করিবে; স্নানান্তে গন্ধ মাল্য বিভূষণনিচয় দ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক লোহিতের অর্চ্চনা করিবে। প্রথমে রক্তচন্দনচর্চ্চিত দেব লোহিতকে স্থণ্ডিলে স্থাপন করিয়া "অঙ্গারকায় নমঃ" মন্ত্রে কর্ণিকাস্থানে পূজা করিবে; তার পর পূর্ব্বাদিদলে "কুজায় ভূমিপুত্রায়" ইত্যাদি মূলের লিখিত নামনিচয় উচ্চারণপূর্ব্বক পূজা করিবে। অনন্তর এইরূপে যথাবিধি পূজা করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে বিধিপূর্ব্বক অর্ঘ্যদান করিবে। মন্ত্র যথা—হে ভূমিতনয়! তুমি মহাবীর্য্যসম্পন্ন, পিনাকীর স্বেদ হইতে তুমি উদ্ভূত হইয়াছ, হে অঙ্গারক! তুমি মহাতেজা, হে লোহিতাঙ্গ! তোমাকে নমস্কার। অনন্তর শালিতণ্ডুলপূরিত বারিযুক্ত করক হিরণ্য ও বস্ত্রসহ মোদকের উপর সংস্থাপিত করিয়া ব্রাহ্মণকে নিবেদন করিবে এবং বলিবে—কুজ আমার প্রতি প্রীত হউন। হে মহাভাগ! অতঃপর যথাবিধি অর্ঘ্যদানবিধি বর্ণিত হইতেছে। তাম্রপাত্রে তিলতণ্ডুলমিশ্রিত বারি ও রক্তপুষ্প লইয়া নিজমস্তকে স্থাপন করিবে, তারপর জানুদ্বয় ভূমিতলে রক্ষিত করিয়া সম্মুখস্থিত বর্ত্তুলাকার মণ্ডলের উপর মন্ত্রপূত করিয়া প্রদান করিবে। বিচক্ষণ মানব এইরূপে মঙ্গলের উদ্দেশে অর্ঘ্য প্রদান করিয়া মৌনী হইয়া ভোজন করিবেন। ভোজনে ক্ষার, তিল ও অম্ল বর্জ্জনীয়। ১—১১। যিনি নিজ কুশল কামনা করেন, তাঁহার স্নিগ্ধ, মৃদু ও মধুর দ্রব্য ভক্ষণীয়। হে নৃপ! এইরূপে চারিবার করিতে হইবে। চতুর্থ অঙ্গারকচতুর্থী উপস্থিত হইলে শক্তি অনুসারে সুরূপ সৌবর্ণ অঙ্গারকমূর্ত্তির নির্ম্মাণপূর্ব্বক গুড়পীঠসমন্বিত তাম্রপাত্রে স্থাপিত

ঐশান্যাং স্থাপয়েদ্দেবং গুড়তোয়সমন্বিতম্। ১৪। কাসারেণ তথাগ্নেয্যাং স্থাপয়েৎ করকং পরম্। রক্ত-তণ্ডুলসম্মিশ্রং নৈর্ঋত্যাং বায়ুগোচরে। ১৫। স্থাপয়েন্মোদকৈঃ সার্দ্ধং চতুর্থং করকং বুধঃ। সূত্রেণ বেষ্টিতগ্রীবং গন্ধমাল্যৈরলঙ্কৃতম্। ১৬। শঙ্খ-তূর্য্যনিনাদেন জয়শব্দাদিমঙ্গলৈঃ। রক্তাম্বরধরং বিপ্রং রক্তমাল্যানুলেপনম্। ১৭। বেদিমধ্যগতং বাপি মহদাসনসংস্থিতম্। সুরূপং সুভগং শান্তং সর্ব্বভূতহিতে রতম্। ১৮। বেদবিদ্যাব্রতস্নাতং সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদম্। পূজয়িত্বা যথান্যায়ং বাচয়েৎ পাণ্ডুনন্দন। ১৯। রক্তাং গাঞ্চ ততো দদ্যাদ্রক্তেনান-ডুহা সহ। প্রীয়তাং ভূমিজো দেবঃ সর্ব্বদেবত-পূজিতঃ। ২০। বিপ্রং প্রদক্ষিণীকৃত্য পত্নীপুত্রসম-ন্বিতঃ। পিতৃমাতৃসুহৃৎসার্দ্ধং ক্ষমাপ্য চ বিসর্জ্জয়েৎ। ২১। এবং কৃতস্য তস্যাথ তস্মিংস্তীর্থে বিশেষতঃ যৎপুণ্যফলমুদ্দিষ্টং তত্তে সর্ব্বং বদাম্যহম্। ২২

সপ্ত জন্মানি রাজেন্দ্র সুরূপঃ সুভগো ভবেৎ তীর্থস্যাস্য প্রভাবেণ নাত্র কার্য্যা বিচারণা। ২৩। অকামো বা সকামো বা তত্র তীর্থে মৃতো নরঃ। অঙ্গারকপুরং যাতি দেবগন্ধর্ব্বপূজিতঃ। ২৪। উপভুজ্য যথান্যায়ং দিব্যান্ ভোগাননুত্তমান্। ইহ মানুষ্যলোকে বৈ রাজা ভবতি ধার্ম্মিকঃ। ২৫। সুরূপঃ সুভগশ্চৈব সর্ব্বব্যাধিবিবর্জ্জিতঃ। জীবে-দ্বর্ষশতং সাগ্রং সর্ব্বলোকনমস্কৃতঃ। ২৬।

ইতি শ্রীস্কান্দে মঙ্গলেশ্বরতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নামাষ্ট-চত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ। ১৩৪।

একোনপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। ততশ্চৈবানন্তরং তীর্থং লিঙ্গেশ্বরমিতি শ্রুতম্। দর্শনাদ্দেবদেবস্য যত্র পাপং প্রণশ্যতি। ১। কৃত্বা তু কদনং ঘোরং দানবানাং যুধিষ্ঠির। বরাহং রূপমাস্থায় নর্ম্মদায়াং ব্যবস্থিতঃ। ২। তত্র তীর্থে তু যঃ স্নানং কৃত্বা দেবং নমস্যতি।

করিবে। গুড়সংস্থিত লোহিতকে গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা পূজা করিবে। অনন্তর জ্ঞানিমানব চারিটী উত্তম করক নির্ম্মাণ করিয়া ঐ করকচতুষ্টয়ের মধ্যে একটী গুড়তোয়সমন্বিত করত ঈশান কোণে, একটী কাসারযুক্ত করিয়া আগ্নিকোণে, একটী লোহিত-তণ্ডুলসমিশ্রিত করিয়া নৈর্ঋতকোণে এবং অপরটী বহুমোদকের সহিত বায়ুকোণে স্থাপন করিবেন। অতঃপর সূত্র দ্বারা লোহিতমূর্ত্তির গ্রীবাদেশ বেষ্টিত করিয়া গন্ধ ও মাল্যদ্বারা অলঙ্কৃত করিবে। তখন শঙ্খ-তূর্য্যনিনাদ ও জয়শব্দাদি মঙ্গলধ্বনি করিতে হইবে। অনন্তর রক্তাম্বরধর, লোহিত মাল্যভূষিত ও রক্তানুলেপনলিপ্তাঙ্গ দ্বিজ বেদি-মধ্যে উপনীত হইয়া উত্তম আসনে উপবেশন করিবেন; এই দ্বিজ সুরূপ, সুভগ, শান্ত, সর্ব্ব-ভূতহিতরত, বেদবিদ্যাসম্পন্ন, ব্রতস্নাত ও সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ হইবেন। হে পাণ্ডুতনয়! অনন্তর পূর্ব্বোক্ত লক্ষণান্বিত দ্বিজকে যথাযোগ্য পূজা করিয়া তাঁহা দ্বারা স্বস্তিবাচন করাইবে। তদনন্তর লোহিত বৃষসমন্বিত লোহিত গোদান করিবে এবং বলিবে,—সর্ব্বদেবপূজিত ভূমিজ প্রীত হউন। অনন্তর পত্নীর সহিত বিপ্রকে প্রদক্ষিণ করিয়া পিতা মাতা ও সুহৃদ্‌গণের সহিত দ্বিজসমীপে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া তাঁহাকে বিদায় দিবে। যে মানব এইরূপে অঙ্গারকব্রত করে, বিশেষতঃ এই তীর্থে করিলে তাহার যে ফল কথিত হইয়াছে,

তোমার নিকট তৎসমস্ত বলিতেছি। হে রাজেন্দ্র! এই অঙ্গারক তীর্থপ্রভাবে সে মানব সপ্তজন্ম পর্য্যন্ত সুরূপ ও সুভগ হয়, এ বিষয়ে বিচরণা কর্ত্তব্য নহে। অকামেই হউক অথবা কামনাবশেই হউক, যে মানব অঙ্গারকতীর্থে তনুত্যাগ করেন, তিনি দেবগন্ধর্ব্বপূজিত হইয়া অঙ্গারকপুরে গমন করিয়া থাকেন। সেখানেও তিনি যথাযোগ্য দেবভোগ্য অনুত্তম ভোগনিবহ উপভোগ করেন। তারপর কর্ম্মক্ষয়ে ইহসংসারে মানুষলোকে ধার্ম্মিকরাজা হইয়া জন্মগ্রহণ করেন, সুরূপ, সুভগ ও সর্ব্বব্যাধিবিবর্জ্জিত হইয়া শত-বৎসর জীবিত থাকেন এবং অখিললোকেই তাঁহাকে নমস্কার করে। ১২—২৬।

অষ্টচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৪৮।

ঊনপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়।

শ্রীমার্কণ্ডেয় কহিলেন,—অনন্তর বিখ্যাত লিঙ্গে-শ্বর তীর্থ। এখানে দেবদেবের দর্শনে পাপ বিনষ্ট হয়। হে যুধিষ্ঠির! দেবদেব দানবগণের ঘোর লাঞ্ছনা করিয়া তৎপর বরাহবিগ্রহ ধারণ করত নর্ম্মদাতীরে বাস করেন। যে মানব এই লিঙ্গেশ্বর-

স মুচ্যতে নৃপশ্রেষ্ঠ মহাপাপৈঃ পুরাকৃতৈঃ ॥৩॥ দ্বাদশ্যাং কৃষ্ণপক্ষস্য শুক্লে চ সমুপোষিতঃ। গন্ধমাল্যৈর্জ্জগন্নাথং পূজয়েৎ পাণ্ডুনন্দন ॥ ৪ ॥ ব্রাহ্মণাংশ্চ মহাভাগ দানসম্মানভোজনৈঃ। পূজয়েৎ পরয়া ভক্ত্যা তস্য পুণ্যফলং শৃণু ॥ ৫ ॥ সত্রযাজিফলং জন্তুর্লভতে দ্বাদশাব্দিকৈঃ। ব্রাহ্মণান্ ভোজয়ংস্তত্র তদেব লভতে ফলম্ ॥ ৬ ॥ তর্পয়িত্বা পিতৃন্ দেবান্ স্নাত্বা তদ্গতমানসঃ। জপেদ্দ্বাদশনামানি দেবস্য পুরতঃ স্থিতঃ ॥ ৭ ॥ মাসিমাসি নিরাহারো দ্বাদশ্যাং কুরুনন্দন। কেশবং পূজয়েন্নিত্যং মাসি মার্গশিরে বুধঃ ॥ ৮ পৌষে নারায়ণং দেবং মাঘমাসে তু মাধবম্। গোবিন্দং ফাল্গুনে মাসি বিষ্ণুঞ্চৈত্রে সমর্চ্চয়েৎ ॥ ৯ ॥ বৈশাখে মধুহন্তারং জ্যৈষ্ঠে দেবং ত্রিবিক্রমম্। বামনং তু তথাষাঢ়ে শ্রাবণে শ্রীধরং স্মরেৎ ॥ ১০ ॥ হৃষীকেশং ভাদ্রপদে পদ্মনাভং তথাশ্বিনে। দামোদরং কার্ত্তিকে তু কীর্ত্তয়ন্নাবসীদতি ॥ ১১ ॥ বাচিকং মানসং পাপং কর্ম্মজং যৎপুরা কৃতম্। তন্নশ্যতি ন সন্দেহো মাসনামানুকীর্ত্তনাৎ ॥ ১২ ॥ স্বয়ং বিষ্ণুঃ সততমুন্মিষন্নিমিষংস্তথা। জিঘ্রন্ প্রপশ্যন্ ভুঞ্জানো মন্ত্রহীনং সমুদ্গিরেৎ ॥ ১৩ ॥ পরমাপদ্গতস্যাপি জন্তোরেষা প্রতিক্রিয়া। যন্মাসাধিপতের্বিষ্ণোর্মাসনামানুকীর্ত্তনম্ ॥ ১৪ ॥ তা নিশাস্তে চ দিবসাস্তে মাসাস্তে চ বৎসরাঃ। নরাণাং সফলা যেষু চিন্তিতো ভগবান্ হরিঃ ॥ ১৫ ॥ পরমাপদ্গতস্যাপি যস্য দেবো জনার্দ্দনঃ। নাবসর্পতি হৃৎপদ্মাৎ স যোগী নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৬ ॥ তে ভাগ্যহীনা মনুজাঃ সুশোচ্যাস্তে ভূমিভারায় কৃতাবতারাঃ। অচেতনাস্তে পশুভিঃ সমানা যে ভক্তিহীনা ভগবত্যনন্তে ॥ ১৭ ॥ তে পূর্ণকার্য্যা পুরুষাঃ পৃথিব্যাং তে স্বাঙ্গপাতাদ্ভুবনং পুনন্তি। বিচক্ষণা বিশ্ববিভূষণাস্তে যে ভক্তিযুক্তা ভগবত্যনন্তে ॥ ১৮ ॥ স এব সুকৃতী তেন লব্ধং জন্মতরোঃ ফলম্। চিত্তে বচসি কায়ে চ

তীর্থে স্নান করিয়া দেবদেবকে নমস্কার করে, তাহার পুরাকৃত মহাপাপনিবহ বিনষ্ট হয়। হে নৃপসত্তম! শুক্ল কৃষ্ণ উভয়দ্বাদশীতে লিঙ্গেশ্বরে উপবাস করিয়া গন্ধ মাল্য দ্বারা জগৎপতির পূজা কর্ত্তব্য। হে পাণ্ডুনন্দন! যে মানব এখানে দান, সম্মান ও পূজাদি দ্বারা পরম ভক্তি সহকারে দ্বিজগণের সৎকার করে, তাহার পুণ্যফল শ্রবণ কর। হে মহাভাগ! এইরূপ করিলে নর দ্বাদশবার্ষিক সত্রযাজীর ফল লাভ করে। এখানে দ্বিজগণকে ভোজন করাইলেও পূর্ব্বোক্ত ফল লাভ হয়। তদ্গতমনা মানব লিঙ্গেশ্বর তীর্থে স্নান ও দেবপিতৃগণের তর্পণ করিয়া দেবসমীপে তদীয় দ্বাদশ নাম জপ করিবে। হে কুরুনন্দন! বিচক্ষণ নর প্রতিমাসেই দ্বাদশীদিনে নিরাহার হইয়া দেবদেবের পূজা করিবেন। অনন্তর কোন্ নামে কি মাসে দেবদেবের পূজা করিতে হইবে, বলিতেছি। মার্গশীর্ষে কেশব, পৌষে নারায়ণ, মাঘমাসে মাধব, ফাল্গুনে গোবিন্দ, চৈত্রে বিষ্ণু, বৈশাখে মধুনাশী জ্যৈষ্ঠে ত্রিবিক্রম, আষাঢ়ে বামন, শ্রাবণে শ্রীধর, ভাদ্রমাসে হৃষীকেশ, আশ্বিনে পদ্মনাভ এবং কার্ত্তিকে দামোদর নামের স্মরণ ও পূজা করিবে। এইরূপ করিলে মানব কদাচ অবসন্ন হয় না, তাহার পুরাকৃত বাচিক, মানস ও কর্ম্মজ পাপ বিনষ্ট হয় এবং মাসসমূহের কীর্ত্তনে তাহার নিঃসন্দেহ পাপ প্রনষ্ট হইয়া থাকে। ১—১২। মানব স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া উন্মেষ, নিমেষ, গমন, আঘ্রাণ, ও ভোজনসময়ে সতত এই সকল মাসনাম উচ্চারণ করিবে, ইহা মন্ত্র অর্থাৎ ইহাতে "ওঁকার নমঃ স্বধা বষট্" প্রভৃতিসংযোগ কর্ত্তব্য নহে। বিষ্ণুই মাসসমূহের অধিপতি; অতএব মাস নামোচ্চারণে বিষ্ণুরই নাম কীর্ত্তন হয়; আর এই মাসনামকীর্ত্তনই বিপন্ন প্রাণীর পরম প্রতিকারোপায় কথিত হইয়াছে। মানবগণ যে রজনীতে, যে দিবসে, যে মাসে এবং যে বৎসরে ভগবান্ হরিকে চিন্তা করে, তাহার সেই রজনী, সেই দিন, সেই মাস ও সেই বৎসর সফল হয়। মহা-বিপদে পতিত হইলেও যাহার হৃদয়পদ্ম হইতে দেব জনার্দ্দন অপসৃত না হন, তিনিই যোগী, সংশয় নাই। যাহারা অনন্ত ভগবানে ভক্তিহীন, সেই সকল মানব ভাগ্যহীন ও ভীষণশোকযুক্ত হয়; ভূমিকে ভারাক্রান্ত করিবার জন্যই তাহাদের অবতরণ ও সেই সকল অচেতন মানব পশুর সমান। আর যাঁহারা অপরিমেয় ভগবানে ভক্তিমান পৃথিবীতে সেই সকল পুরুষ পূর্ণকাম, তাঁহাদের শরীর স্পর্শে ত্রিভুবন পূত হয়; এবং তাঁহারা বিচক্ষণ ও বিশ্ববিভূষণ বলিয়া গণ্য হন। যাহার চিত্ত, বাক্য ও কায়ে দেব জনার্দ্দন বিদ্যমান, তিনিই সুকৃতী এবং তিনিই তাঁহার

যত্র দেবো জনার্দ্দনঃ ॥ ১৯ ॥ এতত্তীর্থবরং পুণ্যং লিঙ্গো যত্র জনার্দ্দনঃ। বঞ্চয়িত্বা রিপূন্ সর্ব্বান্ ক্রোড়ো ভূত্বা সনাতনঃ ॥ ২০ ॥ উপপ্লবে চন্দ্রসূর্য্যয়োরবেশ্চ যো হ্যষ্টকানাময়নদ্বয়ে চ। পানীয়মপ্যত্র তিলৈর্বিমিশ্রং দদ্যাৎপিতৃভ্যঃ প্রযতো মনুষ্যঃ ॥ ২১॥ ঘোণোন্মীলিতমেরুরন্ধ্রনিবহো দুঃখাব্ধিমজ্জৎপ্লবঃ প্রাদুর্ভূতরসাতলোদরবৃহৎপঙ্কার্দ্ধমগ্নক্ষুরঃ। ফুৎকারোৎকরঘর্ম্মবাতবিদলদ্দিগ্দন্তনাদশ্রুতিস্তব্ধস্তব্ধবপুঃ শ্রুতির্ভবতু বঃ ক্রোড়ো হরিঃ শান্তয়ে ॥ ২২।

ইতি শ্রীস্কান্দে লিঙ্গবারাহতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈকোনপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ। ১৪৯।

পঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহারাজ কুসুমেশ্বরমুত্তমম্। দক্ষিণে নর্ম্মদাকূলে উপপাতকনাশনম্ ॥ ১। কামেন স্থাপিতো দেবঃ কুসুমেশ্বরসংজ্ঞিতঃ। খ্যাতঃ সর্ব্বেষু লোকেষু দেবদেবঃ সনাতনঃ ॥ ২ ॥ কামো মনোভবো বিশ্বঃ কুসুমায়ুধচাপভৃৎ। স কামান্ দদতে সর্ব্বান্ পূজিতো মীনকেতনঃ। ৩। তেন নির্দ্দগ্ধকায়েন চারাধ্য পরমেশ্বরম্। অনঙ্গেন তথা প্রাপ্তমঙ্গিত্বং নর্ম্মদাতটে। ৪। যুধিষ্ঠির উবাচ। অঙ্গিভূতস্য নাশত্বমনঙ্গস্য তু মে বদ। ন শ্রুতং ন চ মে দৃষ্টং ভূতপূর্ব্বং কদাচন ॥ ৫। এতৎসর্ব্বং যথাবৃত্তমাচক্ষ দ্বিজসত্তম। শ্রোতুমিচ্ছামি বিপ্রেন্দ্র ভীমার্জ্জুনযমৈঃ সহ। ৬॥ শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। আদৌ কৃতযুগে তাত দেবদেবো মহেশ্বরঃ। তপশ্চচার বিপুলং গঙ্গাসাগরসংস্থিতঃ ॥ ৭ ॥ তেন সন্তাপিতা লোকাস্তপসা সসুরাসুরাঃ। জগ্মুস্তে শরণং সর্ব্বে দেবদেবং শচীপতিম ॥ ৮ ॥ বাসবঃ

জীবনতরুর ফল লাভ করিয়াছেন। এই তীর্থবর অতি পাবন, এখানে লিঙ্গমূর্ত্তি জনার্দ্দন বিদ্যমান; সনাতন জনার্দ্দন যুদ্ধে রিপুগণকে বঞ্চিত করিয়া বরাহরূপ ধারণপূর্ব্বক এই স্থানে অবস্থান করিয়াছেন। প্রযত মানব এই লিঙ্গেশ্বরতীর্থে সূর্য্য-চন্দ্রগ্রহণ, অষ্টকাসমূহ ও অয়নদ্বয়ে পিতৃগণকে তিলমিশ্র পানীয় দান করিবে। যাহার বিশাল নাসিকাপ্রহার দ্বারা মেরুর বিবরনিকর উন্মোষিত হইয়াছে, যিনি দুঃখসাগর মগ্ন জীবের প্লবস্বরূপ, রসাতলের উদর হইতে প্রাদুর্ভুত হওয়ায় যাহার বৃহৎ খুরার্দ্ধভাগ পঙ্কনিমগ্ন রহিয়াছে, যাহার ফুৎকারোত্থিত সফেন শীকরযুক্ত বাত্যা দ্বারা দিগ্গজগণের নিনাদ বিদলিত হইয়াছে এবং যিনি শ্রূয়মাণ বিষয় নিস্তব্ধভাবে শ্রবণ করিতেছেন, সেই যজ্ঞবরাহরূপী হরি আমাদের তাপশান্তি করুন। অথবা—যাঁহার অঙ্গদ্রব্য আজ্য দ্বারা যজ্ঞক্রিয়া নির্ব্বাহ হইলে মানবহৃদয়ের মলিনতা দূর হয়, যাহার উপদেশসমূহ সংসারসাগরের সেতুস্বরূপ, রাক্ষসগণ অপহরণ করিলেও যিনি রসাতলের বিশাল উদর হইতে উদ্ধৃত হইয়াছেন, প্রাণিগণের পাপপ্রভাবে যাহার অংশবিশেষ বিলুপ্ত রহিয়াছে, যাহার আদেশ নিদেশে বিমাতমানব-গণের মত নিরাস হয়, এবং যিনি প্রতিবক্তার বাক্য নিস্তব্ধভাবে শ্রবণ ও সহ্য করেন, সেই দেবরূপী হরি আমাদিগের শান্তি বিধান করেন। ১২—২২।

ঊনপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৪৯।

পঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

শ্রীমার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে মহারাজ! অনন্তর অনুত্তম কুসুমেশ্বরতীর্থে গমন করিবে, এই উপপাতকনাশন কুসুমেশ্বর তীর্থ নর্ম্মদার দক্ষিণকূলে বিদ্যমান। কাম এখানে কুসুমেশ্বর নামক লিঙ্গ-মূর্ত্তি স্থাপিত করেন। এই কামপ্রতিষ্ঠিত সনাতন দেবদেব সর্ব্বলোক-বিখ্যাত। মনোভব কাম বিশ্ব-ব্যাপী, মীনকেতন কুসুমশরধারী পঞ্চশর পূজিত হইলে মানবগণের নিখিল কামনা দান করেন। হরকোপে কামের দেহ নির্দগ্ধ হইলে তিনি নর্ম্মদা-তটে মহেশের উপাসনা করিয়া অনঙ্গ হইয়াও অঙ্গলাভ করেন। যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন,—সেই অঙ্গীভূত অনঙ্গের নাশবিবরণ আমার নিকট বর্ণনা করুন। ইহা ত আমি পূর্ব্বে কখনও শুনি নাই বা দেখি নাই। হে দ্বিজসত্তম! আপনি এ তৎসমস্ত আমার নিকট বর্ণন করুন। আমি ভীম, অর্জ্জুন ও যমজ নকুল সহদেব সহ এই সকল শুনিতে অভিলাষ করি। মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে তাত! পূর্ব্বে সত্যযুগে দেবদেব মহেশ্বর গঙ্গা-সাগরে অবস্থিত হইয়া বিপুল তপশ্চরণ করেন তাঁহার এই তপস্যায় সুরাসুর সহ সকল লোক সন্তাপিত হয়। তখন

সর্ব্বভূতানাং দেবদেবো মহেশ্বরঃ। সন্তাপয়াতি লোকাংস্ত্রীংস্তন্নিবারয় গোপতে॥ ৯॥ শ্রুত্বা তদ্বচনং তেষাং দেবানাং বলবৃত্রহা। চিন্তয়ামাস মনসা তপোবিঘ্নায় চাদিশৎ॥ ১০॥ অপ্সরাং মেনকাং রম্ভাং ঘৃতাচীঞ্চ তিলোত্তমাম্। বসন্তং কোকিলং কামং দক্ষিণানিলমুত্তমম্॥ ১১॥ গত্বা তত্র মহাদেবং তপশ্চরণতৎপরম্। ক্ষোভয়ধ্বং যথান্যায়ং গঙ্গাসাগরবাসিনম্॥ ১২॥ এবমুক্তাস্ত তে সর্ব্বে দেবরাজেন ভারত। দেবাপ্সরঃসমোপেতা জগ্মুস্তে- হরসন্নিধৌ॥ ১৩॥ বসন্তমাসে কুসুমাকরাকুলে ময়ূরদাত্যূহসুকোকিলাকুলে। প্রনৃত্যদেবাপ্সরগীত সঙ্কুলে প্রবাত বাতে যমনৈঋতাকুলে॥ ১৪॥ তেন সম্মূর্চ্ছিতাঃ সর্ব্বে সংসর্গাচ্চ খগোত্তমাঃ। মধুমাধবগন্ধেন সকিন্নরমহোরগাঃ॥ ১৫॥ যাবদা লোকতে তাবত্তদ্বনং ব্যাকুলীকৃতম্। বীক্ষতে মদনাবিষ্টং দশাবস্থাগতং জনম্॥ ১৬॥ দেব- দেবোহপি দেবানামবস্থাত্রিতয়ং গতঃ। সাত্ত্বিকীং রাজসীং রাজসংস্তামসীং তাং শৃণুষ্ব মে॥ ১৭॥ একং যোগসমাধিনা মুকুলিতং চক্ষুর্দ্বিতীয়ং পুনঃ পার্ব্বত্যা জঘনস্থলস্তনতটে শৃঙ্গারভারালসম্। অন্যদ্দূরনিরস্তচাপমদনক্রোধানলোদ্দীপতং শম্ভো- র্ভিন্নরসং সমাধিসময়ে নেত্রত্রয়ং পাতু বঃ॥ ১৭॥ এবং দৃষ্টঃ স দেবেন সশরঃ সশরাসনঃ। ভস্মী- ভূতো গতঃ কামো বিনাশং সর্ব্বদেহিনাম্॥ ১৯॥ কামং দৃষ্ট্বা ক্ষয়ং যান্তং তত্র দেবাপ্সরোগণাঃ। ভীতা যথাগতং সর্ব্বে জগ্মুশ্চৈব দিশো দশ॥ ২০॥ কামেন রহিতা লোকাঃ সসুরাসুরমানবাঃ। ব্রহ্মাণং শরণং জগ্মুর্দেবা ইন্দ্রপুরোগমাঃ॥ ২১॥ সীদমানং জগদ্দৃষ্ট্বা তমূচুঃ পরমেষ্ঠিনম্। জানাসি ত্বং জগ- চ্ছেষং প্রভো মৈথুনসম্ভবাৎ॥ ২২॥ প্রজাঃ সর্ব্বা

সুরগণ শিবতপস্যাদর্শনে ভীত হইয়া দেবেশ শচী- পতির শরণাপন্ন হন এবং বলেন,—সর্ব্বভূতব্যাপক দেবদেব মহেশ্বর তপস্যা করিতেছেন, তাঁহার তপস্যায় ত্রিলোক সন্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, অতএব হে ত্রিদশাধীশ! আপনি তাঁহাকে বারণ করুন। বল-বৃত্রঘাতী বাসব সুরগণের বাক্যে ত্রাসিত হইয়া শিবের তপোবিঘ্নার্থ মনে মনে চিন্তা করিতে লাগি- লেন এবং অচিরেই মেনকা, রম্ভা, ঘৃতাচী, তিলো- ত্তমা প্রভৃতি অপ্সরা এবং বসন্ত, কোকিল, কাম ও অনুত্তম দক্ষিণানিলের প্রতি আদেশ করিলেন; তিনি বলিলেন,—গঙ্গাসাগরে হর তপশ্চরণে রত রহিয়াছেন, তোমরা তথায় গমন করিয়া যে কোন উপায়ে তাঁহাকে ক্ষোভিত কর। হে ভারত! অনন্তর সানুচর কাম বাসব কর্ত্তৃক এইরূপে আদিষ্ট হইয়া দেবাপ্সরা সমভিব্যাহারে হরসন্নিধানে গমন করিলেন। বসন্তাদি অনুচরসহ পঞ্চশর সেই যম-রাক্ষসাকুল বনে উপনীত হইল। তথায় সহসা বসন্ত মাসের আবির্ভাব হইল; তরুনিকর কুসুমা- করে আকুল হইয়া উঠিল; ময়ূর, দাত্যূহ ও কোকিলকুলে কাননভূমি সমাকুল হইল, দেবাপ্সরানিচয়ের নৃত্য ও সঙ্গীতরবে বন- ভূমি মুখরিত হইল এবং মন্দ মন্দ সমীরণ বহিতে লাগিল। কামসম্পর্কে বনবাসী সকলেই মূর্চ্ছিত হইল; এমন কি, মধু-মাধবের সুমধুর গন্ধে কিন্নর, মহোরগ ও খগোত্তমগণও ম- হইয়া উঠিল। কাম বনভূমের যে যে দিক্ অবলোকন করিতে লাগিলেন, সেই সেই দিক্ই আকুল হইল। মদনের দৃষ্টিপথে পতিত হইয়া সকলেই মদনাবিষ্ট ও কম্পাদি দশাবস্থা প্রাপ্ত হইল। সাধারণ জীবের কথা কি, দেবগণের দেবদেবও কামপ্রভাবে সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী এই অবস্থাত্রয় প্রাপ্ত হইলেন। রাজন! এক্ষণে ত্রিলোচনের সেই অবস্থাত্রয় শ্রবণ কর। ১-১৭। তাঁহার সত্ত্বসমন্বিত প্রথম নয়ন যোগসমাধিতে মুকুলিত হইল, দ্বিতীয় রাজসযুক্ত নয়ন শৃঙ্গার- ভারালস হইয়া গিরিজার জঘনদেশ ও স্তনতটে আসক্ত হইল এবং তৃতীয় তামস নয়ন অদূরে চাপহস্তে মদনকে দর্শন করিয়া ক্রোধানলে উদ্দীপ্ত হইল। ত্রিনয়নের সমাধিকালীন এই ভিন্ন রসময় নয়নত্রয় তোমাদিগকে ত্রাণ করুন। দেহীদিগের নিত্যসহচর সশর স্মর এইরূপে দেবদেবের দৃষ্টিপথে পতিত হইয়া শরচাপসহ বিনষ্ট ও ভস্মীভূত হইলেন। অনন্তর কামকে ভস্মীভূত অবলোকন করিয়া দেবাপ্সরাগণ ভীত চকিত- চিত্তে দশদিকে পলায়ন করত যথাগত স্থানে প্রস্থান করিলেন। তখন সুরাসুর-নর লোক সকল কামরহিত হইলে ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ ব্রহ্মার সমীপে গমন করিলেন এবং সমগ্র জগৎ সীদমান দর্শন করিয়া পরমেষ্ঠী ব্রহ্মাকে কহিতে লাগিলেন,— বলিলেন,—প্রভো! আপনি জানেন যে, এ জগৎ

বিশুষ্যন্তি কামেন রহিতা বিভো ॥ ২৩ ॥ এতচ্ছ্রুত্বা বচস্তেষাং দেবানাং প্রপিতামহঃ। জগাম সহিতস্তত্র যত্র দেবো মহেশ্বরঃ ॥ ২৪ ॥ অতোষয়জ্জগন্নাথং সর্ব্বভূতমহেশ্বরম্। স্তুতিভিস্তাণ্ডবৈঃ স্তোত্রৈর্ব্বেদবেদাঙ্গসম্ভবৈঃ ॥ ২৫ ॥ ততস্তুষ্টো মহাদেবো দেবানাং পরমেশ্বরঃ। উবাচ মধুরাং বাণীং দেবান্ ব্রহ্মপুরোগমান্ ॥ ২৬ ॥ কিং কার্য্যং কশ্চ সন্তাপঃ কিং বাগমনকারণম্। দেবতানামৃষীণাং চ কথ্যতাং মম মা চিরম্ ॥ ২৭ ॥ দেবা উচুঃ। কামনাশাজ্জগন্নাশো ভবিতায়ং চরাচরে। ত্রৈলোক্যং ত্বং পুনঃ শম্ভো উৎপাদয়িতুমর্হসি ॥ ২৮ ॥ এতচ্ছ্রুত্বা বচস্তেষাং বিমৃশ্য পরমেশ্বরঃ। চিন্তয়ামাস কামস্য বিগ্রহং ভুবি দুর্ল্লভম্ ॥ ২৯ ॥ আজগাম ততঃ শীঘ্রমনঙ্গো হৃষ্টতাং গতঃ। প্রাণদঃ সর্ব্বভূতানাং পশ্যতাং নৃপসত্তম ॥ ৩০ ॥ ততঃ শঙ্খনিনাদেন ভেরীণাং নিঃস্বনেন চ। অভ্যনন্দংস্ততো দেবং সুরাসুরমহোরগাঃ ॥ ৩১ ॥ নমস্তে দেবদেবেশ কৃতার্থাঃ সুরসত্তমাঃ। বিসর্জ্জিতাঃ পুনর্জগ্মুর্যথাগতমরিন্দম ॥ ৩২ ॥ গতেষু সর্ব্বদেবেষু কামদেবোঽপি ভারত। তপশ্চচার বিপুলং নর্ম্মদাতটমাশ্রিতঃ ॥ ৩৩ ॥ তপোজপকৃশীভূতো দিব্যং বর্ষশতং কিল। মহাভূতৈর্বিঘ্নকরৈঃ পীড্যমানঃ সমন্ততঃ ॥ ৩৪ ॥ আত্মবিঘ্নবিনাশার্থং সংস্মৃতঃ কুণ্ডলেশ্বরঃ। চকার রক্ষাং সর্ব্বত্র শরপাতে নৃপোত্তম ॥ ৩৫ ॥ ততস্তুষ্টো মহাদেবো দৃঢ়ভক্ত্যা বরপ্রদঃ। বরেণ ছন্দয়ামাস কামং কামবিনাশনঃ ॥ ৩৬ ॥ জ্ঞাত্বা তুষ্টং মহাদেবমুবাচ ঝষকেতনঃ। প্রণতঃ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা দেবদেবং ত্রিলোচনম্ ॥ ৩৭ ॥ যদি তুষ্টোঽসি দেবেশ যদি দেয়ো বরো মম। অত্র তীর্থে জগন্নাথ সদা সন্নিহিতো ভব ॥ ৩৮ ॥ তথেতি চোক্ত্বা বচনং দেবদেবো মহেশ্বরঃ। জগামাকাশমাবিশ্য স্তূয়মানোঽপ্সরোগণৈঃ ॥ ৩৯ ॥ গতে চাদর্শনং দেবে কামদেবো জগদ্গুরুম্। স্থাপয়ামাস রাজেন্দ্র কুসুমেশ্বরসংজ্ঞিতম্ ॥ ৪০ ॥ তত্র তীর্থে তু যঃ স্নাত্বা হ্যুপবাসপরা-

---

মৈথুন হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে, হে বিভো! সেই মৈথুনপ্রবৃত্তি কাম হইতেই জন্মিয়া থাকে; এক্ষণে কাম বিরহিত প্রজাগণ বিশুষ্ক হইয়া যাইতেছে। প্রপিতামহ দেবগণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাদের সহিত মহেশসমীপে গমন এবং বেদবেদাঙ্গসম্ভূত স্তুতিবাক্য দ্বারা স্তব ও তাণ্ডবাদি স্তোত্র দ্বারা জগৎপতি সর্ব্বভূত-মহেশ্বরের সন্তোষ সাধন করিলেন। অনন্তর পরমেশ মহাদেব সন্তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মপ্রমুখ দেবগণকে মধুরবাক্যে বলিলেন; আপনাদের কি করিব? আপনাদের কোন সন্তাপ উপস্থিত হইয়াছে? এবং কি জন্য আপনারা আগমন করিয়াছেন? সত্বর সুরঋষিসমূহের কুশল বলুন। দেবগণ বলিলেন, এই চরাচর জগৎ কামনাশে বিনষ্ট হইবে, অতএব হে শম্ভো! কেমন করিয়া আপনি ত্রিলোক উৎপাদন করিবেন? সুরগণের বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক পরমেশ্বর মনে মনে পরামর্শ করিয়া তখনই কামের ভুবনদুর্লভ দেহ ভাবনা করিলেন. তাঁহার স্মরণমাত্রেই সর্ব্বভূত-প্রাণদ অনঙ্গ অঙ্গলাভ করিয়া দর্শক দেবগণের সমক্ষেই তথায় উপস্থিত হইলেন। হে নৃপসত্তম! তখন সুর, অসুর ও মহোরগগণ শঙ্খনিনাদ ও ভেরীরবে দেবদেবের অভিনন্দন করিলেন এবং বলিলেন,—হে দেবদেবেশ! আপনাকে নমস্কার। হে অরিন্দম! অনন্তর কৃতার্থ সুরগণ দেবদেবের নিকট বিদায় লইয়া যথাগতস্থানে প্রস্থান করিলেন। হে ভারত! দেবগণ প্রস্থান করিলে কামদেবও নর্ম্মদাতট আশ্রয় করত বিপুল তপশ্চরণ করিলেন। জপ তপস্যায় তাঁহার শরীর কৃশ হইল। এইরূপে তপস্যায় তাঁহার দিব্য শতবৎসর অতীত হইলে সকল দিক্ হইতে বিঘ্নকর মহাভূতগণ তাঁহার পীড়া উৎপাদন করিল।১৮—৩৪। হে নৃপসত্তম! কাম আত্মবিঘ্ন বিনাশের জন্য কুণ্ডলেশ্বরকে স্মরণ করিয়া সর্ব্বত্র শর পাতিত করিয়া আত্মরক্ষা বিধান করিলেন। অনন্তর কামবিনাশন বরপ্রদ হর তাঁহার দৃঢ়ভক্তি দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া বরদানে তাঁহাকে প্ররোচিত করিলেন। মকরকেতন কামও তখন দেবদেব ত্রিলোচনকে প্রসন্ন জানিয়া প্রণামপূর্ব্বক বলিলেন,—হে দেবেশ! যদি আমার প্রতি তুষ্ট হইয়া থাকেন এবং আমাকে বরদান করেন, তবে হে জগন্নাথ! এই তীর্থে সতত সন্নিহিত হউন। দেবদেব মহেশ্বর "তাহাই হউক" কহিয়া আকাশে প্রবেশ করত অদর্শন হইলেন। এদিকে কামদেবও তথায় জগদ্গুরু শঙ্করের লিঙ্গমূর্ত্তি স্থাপন করিলেন। হে রাজেন্দ্র! ইহার নাম হইল—কুসুমেশ্বর। উপবাসপরায়ণ নর এই কুসুমতীর্থে স্নান করিবে। এই স্নান চৈত্রচতু-

যশঃ। চৈত্রমাসে চতুর্দ্দশ্যাং মদনস্য দিনেঽথ বা॥ ৪১॥ প্রভাতে বিমলে প্রাপ্তে স্নাত্বা পূজ্য দিবাকরম্‌। তিলমিশ্রেণ তোয়েন তর্পয়েৎ পিতৃদেবতাঃ॥ ৪২॥ কৃত্বা স্নানং বিধানেন পূজয়িত্বা চ তং নৃপ। পিণ্ডনির্ব্বপণং কুর্য্যাত্তস্য পুণ্যফলং শৃণু॥ ৪৩॥ সত্রযাজিফলং যচ্চ লভতে দ্বাদশাব্দিকম্‌। পিণ্ডদানাৎ ফলং তচ্চ লভতে নাত্র সংশয়ঃ॥ ৪৪॥ অশ্বত্থমূলে যঃ পিণ্ডং পিতৃনুদ্দিশ্য দাপয়েৎ। তস্য তে দ্বাদশাব্দানি তৃপ্তিং যান্তি পিতামহাঃ॥ ৪৫॥ কৃমিকীটপতঙ্গা যে তত্র তীর্থে যুধিষ্ঠির। প্রাপ্নুবন্তি মৃতাঃ স্বর্গং কিং পুনর্যে নরা মৃতাঃ॥ ৪৬॥ সন্ন্যাসং কুরুতে যোঽত্র জিতক্রোধো জিতেন্দ্রিয়ঃ। কুসুমেশে নরো ভক্ত্যা স গচ্ছেচ্ছিবমন্দিরম্‌॥ ৪৭॥ তত্র দিব্যাপ্সরোভিশ্চ দেবগন্ধর্ব্বগায়নৈঃ। ক্রীড়তে সেব্যমানস্তু কল্পকোটিশতং নৃপ॥ ৪৮॥ পূর্ণে চৈব ততঃ কাল ইহ মানুষ্যতাং গতঃ। জায়তে রাজরাজেন্দ্রৈঃ পূজ্যমানো নৃপো মহান্‌॥ ৪৯ সুরূপঃ সুভগো বাগ্মী বিক্রান্তো মতিমান্‌ শুচিঃ। জীবেদ্বর্ষশতং সাগ্রং সর্ব্বব্যাধিবিবর্জ্জিতঃ॥ ৫০॥ এতৎ পুণ্যং পাপহরং তীর্থকোটিশতাধিকম্‌। কুসুমেশেতি বিখ্যাতং সর্ব্বদেবনমস্কৃতম্‌॥ ৫১॥

ইতি শ্রীস্কান্দে কুসুমেশ্বরতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম পঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১৫০॥

একপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। উত্তরে নর্ম্মদাকূলে তীর্থং পরমশোভনম্‌। জয়বারাহমাহাত্ম্যং সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্‌॥ ১॥ উদ্ধৃতা জগতী যেন সর্ব্বদেবনমস্কৃতা। লোকানুগ্রহবুদ্ধ্যা চ সংস্থিতো নর্ম্মদাতটে॥ ২॥ তত্র তীর্থে তু যঃ স্নাত্বা বীক্ষতে মধুসূদনম্‌। মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো দশজন্মানুকীর্ত্তনাৎ॥ ৩॥ মৎস্যঃ কূর্ম্মো বরাহশ্চ নরসিংহোঽথ বামনঃ। রামো রামশ্চ কৃষ্ণশ্চ বুদ্ধঃ কল্কিশ্চ তে দশ॥ ৪॥ যুধিষ্ঠির উবাচ। মৎস্যেন কিং কৃতং তাত কূর্ম্মেণ মুনিসত্তম। বরাহেণ চ কিং কর্ম্ম নরসিংহেন কিং কৃতম্‌॥ ৫॥ বামনেন চ রামেণ

দশী অথবা মদনত্রয়োদশীতে করিতে হয়। মানব বিমল প্রভাতকালে স্নান করিয়া দিবাকরের পূজা করিবে, স্নানান্তে তিলমিশ্র জল দ্বারা পিতৃগণের তর্পণ করিবে। হে নৃপ! কুসুমতীর্থে যথাবিধি স্নান ও পূজা করিয়া যে মানব পিণ্ডনির্ব্বপণ করে, তাহার পুণ্যফল শ্রবণ কর। সত্রযাজী দ্বাদশবার্ষিক সত্রে যে ফল লাভ করে, কুসুমতীর্থে পিণ্ডদাতা মানবেরও সেই ফল লাভ হয়, সংশয় নাই। যে নর পিতৃগণের উদ্দেশে অশ্বত্থমূলে পিণ্ডদান করে, তদীয় পিতৃপিতামহগণ দ্বাদশবার্ষিকী তৃপ্তি লাভ করেন। হে যুধিষ্ঠির! কুসুমতীর্থে কৃমি, কীট ও পতঙ্গও দেহাবসানে স্বর্গে গমন করে, এখানে মৃত মানবগণের কথা আর কি কহিব? যে জিতক্রোধ জিতেন্দ্রিয় মানব কুসুমেশতীর্থে ভক্তিপূর্ব্বক সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, তাঁহার শিবমন্দিরে গমন হয়। তথায় দিব্য অপ্সরোগণ ও গন্ধর্ব্বনিবহ তাঁহার সেবা করে এবং তিনি তথায় শতকোটিকল্পকাল ক্রীড়া করেন। হে নৃপ! অনন্তর কাল পূর্ণ হইলে তিনি ইহ সংসারে মানুষ হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন ও শ্রেষ্ঠ নৃপতি হন। রাজরাজেন্দ্রগণও তাঁহার পূজা করেন। তিনি সুরূপ, সুভগ, বাগ্মী, বিক্রান্ত, মতিমান, শুচি ও সর্ব্বব্যাধিবিবর্জ্জিত হইয়া কিঞ্চিদধিক শতবর্ষ জীবিত থাকেন। এই সর্ব্বদেবনমস্কৃত বিখ্যাত কুসুমেশ তীর্থ পুণ্য, পাপহর এবং এই তীর্থ শতকোটি তীর্থ হইতেও শ্রেষ্ঠ। ৩৫—৫১।

পঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৫০

—:—

একপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

শ্রীমার্কণ্ডেয় কহিলেন,—নর্ম্মদার উত্তরকূলে এক পরমশোভন তীর্থ বিদ্যমান। ইহার নাম জয়বারাহ। এই তীর্থ সর্ব্বপাপনাশন। যিনি ত্রিলোকের প্রতি অনুগ্রহ বুদ্ধিতে সর্ব্বদেবনমস্কৃতা মহীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, সেই বরাহদেব এইস্থানে অবস্থান করেন। এ তীর্থে যে মানব স্নান করিয়া মধুসূদনকে দর্শন করে, সে দশজন্মার্জ্জিত পাপ হইতে মুক্ত হয়। মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নরসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ ও কল্কি এই দশটী ভগবানের অবতার। যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে তাত মুনিসত্তম! মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নরসিংহ, বামন, পরশুরাম,

রাঘবেণ চ কিং কৃতম্। বুদ্ধরূপেণ কিং বাপি
কল্কিনা কিং কৃতং বদ ॥ ৮ ॥ এবমুক্তস্তু বিপ্রেন্দ্রো
ধর্ম্মপুত্রেণ ধীমতা। উবাচ মধুরাং বাণীং তদা
ধর্ম্মসুতং প্রতি ॥ ৭। শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। মীনো
ভূত্বা পুরা কল্পে প্রীত্যর্থং ব্রহ্মণো বিভুঃ। সমর্পয়ৎ
সমুদ্ধৃত্য বেদান্মগ্নান্মহার্ণবে ॥ ৮ ॥ অমৃতোৎপাদনে
রাজন্ কূর্ম্মো ভূত্বা জগদ্গুরুঃ মন্দরং ধারয়া-
মাস তথা দেবীং বসুন্ধরাম্ ॥ ৯ ॥ উজ্জহার
ধরাং মগ্নাং পাতালতলবাসিনীম্। বারাহং
রূপমাস্থায় দেবদেবো জনার্দ্দনঃ ॥ ১০ ॥ নর-
স্যার্দ্ধতনুং কৃত্বা সিংহস্যার্দ্ধতনুং তথা। হিরণ্য
কশিপোর্ব্বক্ষো বিদদার নখাঙ্কুশৈঃ ॥ ১১ ॥
জটী বামনরূপেণ স্তূয়মানো দ্বিজোত্তমৈঃ। ত্রিদিবাং
রূপমাস্থায় ক্রমিত্বা মেদিনীং ক্রমৈঃ ॥ ১২ ॥ কৃত্বাংশ্চ
বলিং পশ্চাৎ পাতালতলবাসিনম্। স্থাপয়িত্বা
সুরান্ সর্ব্বান্ গতো বিষ্ণুঃ স্বকং পুরম্ ॥ ১৩ ॥
জমদগ্নিসুতো রামো ভূত্বা শস্ত্রভৃতাং বরঃ। ক্ষাত্রিয়ান
পৃথিবীপালানবধীদ্ধৈহয়াদিকান্ ॥ ১৪ ॥ কশ্যপায়
মহীং দত্ত্বা সপর্ব্বতবনাকরাম্। তপস্তপতি দেবেশো
মহেন্দ্রেহদ্যাপি ভারত ॥ ১৫ ॥ ততো দাশরথী
রামো রাবণং দেবকণ্টকম্। সগণং সমরে হত্বা
রাজ্যং দত্ত্বা বিভীষণে ॥ ১৬ ॥ পালয়িত্বা নয়াদ্-
ভূমিং মখৈঃ সন্তর্প্য দেবতাঃ। স্বর্গং গতো
মহাতেজা রামো রাজীবলোচনঃ ॥ ১৭ ॥ বসুদেবগৃহে
ভূয়ঃ সঙ্কর্ষণসহায়বান্। অবতীর্ণো জগন্নাথো বাসু-
দেবো যুধিষ্ঠির ॥ ১৮ ॥ সোহবধীত্তব সামর্থ্যাদ্বধার্থং
দুষ্টভূভৃতাম্। চাণূরকংসকেশীনাং জরাসন্ধস্য
ভারত ॥ ১৯ ॥ তেন ত্বং সুসহায়েন হত্বা শত্রূ-
ন্নরেশ্বর। ভোক্ষ্যসে পৃথিবীং সর্ব্বাং ভ্রাতৃভিঃ সহ
সন্তৃতাম্ ॥ ২০ ॥ তথা বুদ্ধত্বমপরং নবমং
প্রাপ্স্যতেহচ্যুতঃ। শান্তিমান্ দেবদেবেশো মধুহন্তা
মধুপ্রিয়ঃ ॥ ২১ ॥ তেন বুদ্ধস্বরূপেণ দেবেন
পরমেষ্ঠিনা। ভবিষ্যতি জগৎসর্ব্বং মোহিতং সচরা-
চরম্ ॥ ২২ ॥ ন শ্রোষ্যন্তি পিতুঃ পুত্রাস্তদাপ্রভৃতি
ভারত। ন গুরোর্বান্ধবাঃ শিষ্যা ভবিষ্যত্যধরোত্তরম্ ॥

রাঘবরাম, বুদ্ধ ও কল্কি ইঁহারা কি কি কর্ম্ম করিয়াছিলেন? তাহা আমার নিকট বলুন। বিপ্রেন্দ্র মার্কণ্ডেয় ধীমান্ ধর্ম্মপুত্র কর্তৃক এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া ধর্ম্মতনয়ের প্রতি তখন নিম্নলিখিত মধুর বাক্য প্রয়োগ করিলেন। মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—পুরাকল্পে বেদসমূহ মহার্ণবে নিমগ্ন ছিল, বিভু, ব্রহ্মার প্রীতির জন্য মীনরূপ ধারণ করিয়া সেই মহার্ণবে নিমগ্ন বেদ উদ্ধার করত তাঁহাকে প্রদান করেন। হে রাজন্! অমৃতোৎপাদনসময়ে জগদ্গুরু কূর্ম্ম কলেবর পরিগ্রহ করিয়া মন্দর ও দেবী বসুন্ধরাকে ধারণ করেন। তারপর দেবদেব জনার্দ্দন বরাহবপু ধারণ করিয়া পাতালতলবাসিনী নীরনিমগ্না ধরার উদ্ধারসাধন করিয়াছিলেন। অনন্তর বিভু অর্দ্ধসিংহশরীর ও অর্দ্ধনরতনু ধারণপূর্ব্বক নখাঙ্কুশ দ্বারা হিরণ্যকশিপুর বক্ষ বিদারণ করেন। অতঃপর দ্বিজোত্তমগণকর্ত্তৃক স্তূয়মান বিষ্ণু জটী ও বামনরূপী হইয়াছিলেন। তিনি এই দিব্যরূপ ধারণ করত স্বীয় বিক্রমে মেদিনী আক্রমণ করেন; বামন মেদিনী আক্রমণ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, পরে তিনি বলিকে পাতালে প্রেরণ ও সুরগণকে স্বস্বপদে স্থাপন করিয়া স্বীয় পুরে প্রয়াণ করেন। তার পর শস্ত্রধারিপ্রবর পরশুরাম হইয়া জমদগ্নির তনয়রূপে জন্মগ্রহণ করত পৃথিবীপালক হৈহয়াদি ক্ষত্রিয়গণকে নিহত করেন এবং তৎপালিত কাননপর্ব্বত সহ মহীমণ্ডল কশ্যপের করে অর্পণ করিয়া স্বয়ং মহেন্দ্র পর্ব্বতে তপস্যা করেন। হে ভারত! দেবেশ পরশুরাম অদ্যাপি সেই মহেন্দ্র পর্ব্বতে তপস্যা করিতেছেন। তার পর মহাতেজা রাজীবলোচন রাম দশরথগৃহে অবতীর্ণ হইয়া সমরে দেবকণ্টক সগণ দশাননকে নিহত করেন, এবং বিভীষণকে লঙ্কারাজ্য প্রদানপূর্ব্বক স্বয়ং নীতিধর্ম্মানুসারে অযোধ্যা রাজ্য পালন ও বিবিধ যজ্ঞ দ্বারা দেবগণের তৃপ্তিসাধন করিয়া স্বর্গে গমন করেন। হে যুধিষ্ঠির! অনন্তর সঙ্কর্ষণসহায় জগৎপতি বাসুদেব তোমার বলবীর্য্যের সাহায্যে চাণূর, কংস, কেশী ও জরাসন্ধ প্রভৃতি দুষ্ট ভূপালগণের বধসাধনার্থ বাসুদেব গৃহে অবতীর্ণ হন হে নরেশ! তুমি তাঁহারই সহায়তায় বহু অরি নিহত করিয়া ভ্রাতৃগণ সহ সমগ্র ভূমিতল তুমি ভোগ করিবে। ইহাই হইল অচ্যুত ভগবানের অষ্টম অবতার। অনন্তর নবম অবতারে বুদ্ধ আবির্ভূত হইবেন; মধুঘাতী মধুপ্রিয় দেবেশ বিষ্ণুর এই বুদ্ধাবতার অতীব শান্তিমান হইবে। পরমেষ্ঠী দেব বিভু বুদ্ধবিগ্রহ পরিগ্রহ করিলে চরাচর অখিল জগৎ মোহিত হইবে। ১—২২। হে ভারত! তৎকালে পুত্রগণ পিতার বাক

জিতো ধর্ম্মো হ্যধর্ম্মেণ চাসত্যেন ঋতং জিতম্। জিতাশ্চৌরৈশ্চ রাজানঃ স্ত্রীভিশ্চ পুরুষা জিতাঃ ॥২৪॥ সীদন্তি চাগ্নিহোত্রাণি গুরৌ পূজা প্রণশ্যতি। সীদন্তি মানবা ধর্ম্মাঃ কলৌ প্রাপ্তে যুধিষ্ঠির ॥ ২৫ ॥ দ্বাদশে দশমে বর্ষে নারী গর্ভবতী ভবেৎ। কন্যাস্তত্র প্রসূয়ন্তে ব্রাহ্মণো হরিপিঙ্গলঃ ॥ ২৬ ॥ ভবিষ্যতি ততঃ কল্কির্দশমে জন্মনি প্রভুঃ ॥ ২৭ ॥ এতত্তে কথিতং রাজন্ দেবস্য পরমেষ্ঠিনঃ। কারণং দশজন্মানাং সর্ব্বপাপক্ষয়ঙ্করম্ ॥ ২৮ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে শ্বেতবারাহতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈকপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫১ ॥

দ্বিপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। ততো গচ্ছেন্নৃপাল ভার্গলেশ্বরমুত্তমম্। শঙ্করং জগতঃ প্রাণং স্মৃতমাত্রাঘনাশনম্ ॥ ১ ॥ তত্র তীর্থে তু যঃ স্নাত্বা পূজয়েৎ পরমেশ্বরম্। অশ্বমেধস্য যজ্ঞস্য ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥ ২ ॥ তত্র তীর্থে তু যঃ কশ্চিৎ প্রাণত্যাগং করিষ্যতি। অনিবর্ত্তিকা গতিস্তস্য রুদ্রলোকাদসংশয়ম্ ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ভার্গলেশ্বরতীর্থবর্ণনং নাম দ্বিপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫২ ॥

ত্রিপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। তস্মৈবানন্তরং চাস্তদ্রবিতীর্থমনুত্তমম্। যস্য সন্দর্শনাদেব মুচ্যন্তে পাতকৈর্নরাঃ ॥ ১ ॥ রবিতীর্থে তু যঃ স্নাত্বা নরঃ পশ্যতি ভাস্করম্। তস্য যৎফলমুদ্দিষ্টং স্বয়ং দেবেন তচ্ছৃণু ॥ ২ ॥ নান্ধো ন মূকো বধিরঃ কুলে ভবতি কশ্চন। কুরূপঃ কুনখী বাপি তস্য জন্মানি ষোড়শ ॥ ৩ ॥ দদ্রুচিত্রককুষ্ঠানি মণ্ডলানি বিচর্চ্চিকা। নশ্যন্তি দেবভক্তস্য ষণ্মাসাভ্যন্তরে সংশয়ঃ ॥ ৪ ॥ চরিতং তস্য দেবস্য পুরাণে যচ্ছ্রুতং ময়া। ন তৎকথয়িতুং শক্যং সংক্ষেপেণ নৃপোত্তম ॥ ৫ ॥ তত্র

গ্রাহ্য করিবে না, বান্ধবগণ গুরুজনের বশে থাকিবে না, সকলেই সতত নীচ পথে গমন করিবে। অধর্ম্ম ধর্ম্মকে জয় করিবে, অসত্য কর্ত্তৃক সত্য নির্জ্জিত হইবে, চৌরগণ রাজাকে জয় করিবে, পুরুষগণ রমণীর নিকট পরাভূত হইবে। অগ্নিহোত্রনিচয় অবসন্ন হইবে, গুরুপূজা লোপ পাইবে। হে যুধিষ্ঠির! কলিকাল উপস্থিত হইলে মানব ধর্ম্ম অবসন্ন হইয়া যাইবে। দ্বাদশ কিংবা দশম বর্ষে নারী গর্ভধারণ করিবে, তাহারা প্রায়ই কন্যা প্রসব করিবে এবং ব্রাহ্মণেরা হরিৎ ও পিঙ্গলবর্ণ বিশিষ্ট হইবে। অনন্তর বিভু কল্কিকলেবর পরিগ্রহ করিবেন। এই কল্কিই তাঁহার দশম অবতার। হে রাজন্! এই তোমার নিকট দেব পরমেষ্ঠীর দশজন্ম ও তৎপ্রসঙ্গে জন্মাদির কারণ কথিত হইল, এই ইহা সর্ব্বপাপহর।২৩—২৮।

একপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫১ ॥

দ্বিপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়।

শ্রীমার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে মহীপাল! অনন্তর অনুত্তম ভার্গলেশ্বর তীর্থে গমন করিবে। এখানে জগৎপ্রাণ শঙ্করলিঙ্গ বিদ্যমান। এই শঙ্করের স্মরণ মাত্রেই পাপপুঞ্জ বিনষ্ট হয়। যে মানব এখানে স্নান করিয়া পরমেশ্বরের পূজা করে, তাহার অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ হয়। ভার্গলেশ্বর তীর্থে যে কোন নর তনুত্যাগ করে, তাহার রুদ্রলোকে গতি হয়, কদাচ রুদ্রলোক হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয় না, সংশয় নাই।১—৩।

দ্বিপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫২ ॥

ত্রিপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—ইহারই পর অনুত্তম রবিতীর্থ। মানবগণ এই রবিতীর্থের দর্শনমাত্রেই সর্ব্বপাপমুক্ত হয়। যে নর রবিতীর্থে স্নান করিয়া ভাস্করকে অবলোকন করে, স্বয়ং দেবদেব তাহার যে ফল বলিয়াছেন, বলিতেছি,শ্রবণ কর। ষোড়শ জন্ম যাবৎ তাহার কুলে কদাচ কেহ মূক, অন্ধ, বধির, কুরূপ ও কুনখী হয় না। যে ব্যক্তি দেব দিবাকরের ভক্ত, ষণ্মাসাভ্যন্তরে তাহার দদ্রু, চিত্রকুষ্ঠ, মণ্ডল ও বিচর্চ্চিকা ব্যাধি বিনষ্ট হয়, সংশয় নাই। হে নৃপসত্তম! আমি পুরাকালে দেবদিবাকরের যেরূপ চরিত শ্রবণ করিয়াছি, তাহা বিস্তারপূর্ব্বক বলিতে আমি সমর্থ নহি। অতএব সংক্ষেপে বলিতেছি।

তীর্থে তু যদ্দানং রবিমুদ্দিশ্য দীয়তে। বিধিনা পাত্রবিপ্রায় তস্যান্তো নাস্তি কর্হিচিৎ ॥ ৬ ॥ অয়নে বিষুবে চৈব চন্দ্রসূর্য্যগ্রহে তথা। রবিতীর্থে প্রদত্তানাং দানানাং ফলমুত্তমম্ ॥ ৭ ॥ সংক্রান্তৌ যানি দানানি হব্যকব্যানি ভারত। অপামিব সমুদ্রস্য তেষামন্তো ন লভ্যতে ॥ ৮ ॥ যেন যেন যদা দত্তং যেন যেন যদা হুতম্। তস্য তস্য তদা কালে সবিতা প্রতিদায়কঃ ॥ ৯ ॥ সপ্ত জন্মানি তান্যেব দদাত্যর্কঃ পুনঃপুনঃ। শতমিন্দুক্ষয়ে দানং সহস্রং তু দিনক্ষয়ে ॥ ১০ ॥ সংক্রান্তৌ শতসাহস্রং ব্যতীপাতে ত্বনন্তকম্ ॥ ১১ ॥ যুধিষ্ঠির উবাচ। রবিতীর্থং কথং তাত পুণ্যাৎপুণ্যতরং স্মৃতম্। বিস্তরেণ মমাখ্যাহি শ্রবণৌ মম লম্পটৌ ॥ ১২ ॥ শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। শৃণুষ্বাবহিতো ভূত্বা হ্যাদিত্যেশ্বরমুত্তমম্। উত্তরে নর্ম্মদাকূলে সর্ব্বব্যাধিবিনাশনম্ ॥ ১৩ ॥ পুরা কৃতযুগস্যাদৌ জাবালির্ব্রাহ্মণোঽভবৎ। বসিষ্ঠান্বয়-সম্ভূতো বেদশাস্ত্রার্থপারগঃ ॥ ১৪ ॥ পতিব্রতা সাধুশীলা তস্য ভার্য্যা মনস্বিনী। ঋতুকালে তু সা গত্বা ভর্ত্তারমিদমব্রবীৎ ॥ ১৫ ॥ বর্ত্ততে ঋতুকালো মে ভর্ত্তারং ত্বামুপস্থিতা। ভজ মাং প্রীতিসংযুক্তঃ পুত্রকামাং তু কামিনীম্ ॥ ১৬ ॥ এবমুক্তো দ্বিজঃ প্রাহ প্রিয়েঽহদ্যাহং ব্রতান্বিতঃ। গচ্ছেদানীং বরারোহে দাস্যে ঋত্বন্তরে পুনঃ ॥ ১৭ ॥ পুনর্দ্বিতীয়ে সম্প্রাপ্তে ঋতুকালেঽপ্যুপস্থিতা। পুনঃ সা ছন্দিতা তেন ব্রতস্থোঽহদ্যেতি ভারত ॥ ১৮ ॥ ইত্থং সা বহুশস্তেন ছন্দিতা চ পুনঃপুনঃ। নিরাশা চাভবত্তত্র ভর্ত্তারং প্রতি ভামিনী ॥ ১৯ ॥ দুঃখেন মহতাবিষ্টা বিধায়ানশনং মৃতা। তেন ভ্রূণহতেনৈব পাপেন সহসা দ্বিজঃ ॥ ২০ ॥ শীর্ণঘ্রাণাঙ্ঘ্রিরভবত্তপঃ সর্ব্বং ননাশ চ। দৃষ্ট্বাত্মানং স কুষ্ঠেন ব্যাপ্তং ব্রাহ্মণসত্তমঃ ॥ ২১ ॥ বিষাদং পরমং গত্বা নর্ম্মদাতটমাশ্রিতঃ। অপৃচ্ছত্তাস্করং তীর্থং দ্বিজেভ্যো দ্বিজসত্তমঃ ॥ ২২ ॥ আরোগ্যং ভাস্করাদিচ্ছেদিতি

এ তীর্থে রবির উদ্দেশে যে দান করা যায়, এই দান যথাবিধি যোগ্যপাত্রে প্রদত্ত হইলে, কোনরূপেই তাহার ফলের ইয়ত্তা হয় না। অয়ন, বিষুব ও চন্দ্র-সূর্য্যগ্রহণে রবিতীর্থে দাননিচয়ের ফল অনুত্তম। হে ভারত! সংক্রান্তিদিনে যে সকল দান ও হব্যকব্যের অনুষ্ঠান হয়, সাগরের নীরবৎ তাহার অন্তদর্শন হয় না। যে যে সময় যে যে মানব যে যে দান বা আহুতি প্রদান করে, তত্তৎকালেই সবিতা দাতা তাহার প্রতিদায়ক হন। রবিদেব সপ্তজন্ম পর্য্যন্ত সেই দান ও হোমফল পুনঃপুনঃ বিতরণ করিয়া থাকেন। অমাবস্যায় দান করিলে তাহা শতগুণ ফলজনক হয়, আর ত্র্যহস্পর্শে সহস্রগুণ, সংক্রান্তিতে শতসহস্রগুণ এবং ব্যতীপাতে দান করিলে তাহার ফল অনন্ত। যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে তাত! কিজন্য রবিতীর্থ পুণ্য হইতেও পুণ্যতর হইল? এ সকল শ্রবণের জন্য আমার কর্ণযুগল লম্পটবৎ চঞ্চল হইয়াছে, অতএব বিস্তররূপে সম্যক্ বর্ণন করুন। শ্রীমার্কণ্ডেয় কহিলেন,—অনুত্তম আদিত্যেশ্বরের বিষয় বর্ণন করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। সর্ব্বব্যাধিবিনাশন এই আদিত্যতীর্থ নর্ম্মদার উত্তর তীরে বিদ্যমান। পূর্ব্বকালে সত্যযুগের আদিতে জাবালি নামে জনৈক দ্বিজ ছিলেন,—তিনি বশিষ্ঠবংশ-সমুদ্ভূত ও বেদশাস্ত্রার্থপারগ ছিলেন। একদা তদীয় সাধুশীলা পতিব্রতা মনস্বিনী পত্নী ঋতুকালে তাঁহার নিকট উপনীত হন এবং বলেন,—আমার ঋতুকাল উপস্থিত, আপনি আমার স্বামী, তাই আপনার নিকট আগমন করিয়াছি; আমি পুত্রকামা ও কামুকী, আপনি প্রীতিযুক্ত হইয়া আমায় ভজনা করুন।১—১৬। পত্নীর প্রার্থনায় দ্বিজ উত্তর করিলেন,—প্রিয়ে! সম্প্রতি আমি ব্রতনিরত; হে বরারোহে! এক্ষণে গমন কর, পুনরায় অন্য ঋতুতে তোমাতে উপগত হইব। হে ভারত! জাবালিজায়া চলিয়া গেলেন, আবার তাঁহার দ্বিতীয় ঋতুকাল উপস্থিত হইলে, তিনি আসিলেন, এবারও জাবালি ব্রতের কথা বলিয়া তাঁহাকে প্রত্যাখান করিলেন। এইরূপে দ্বিজপত্নী বহুবার স্বামীর নিকট পুনঃপুনঃ প্রত্যাখ্যাতা হইলেন, জাবালিভামিনী ভর্ত্তার প্রতি হতাশা হইয়া পড়িলেন এবং তিনি মহাদুঃখে আবিষ্ট হইয়া অনশন ব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিলেন। দ্বিজ জাবালি এই ব্যাপারে সদ্য ভ্রূণহত্যাপাতকে লিপ্ত হইলেন। তাঁহার নাসিকা ও অঙ্ঘ্রিযুগল শীর্ণ হইয়া আসিল এবং তাঁহার অখিল তপস্যা বিনষ্ট হইয়া গেল! দ্বিজসত্তম দেখিলেন—তাঁহার শরীর কুষ্ঠে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে, তদ্দর্শনে তিনি অত্যন্ত বিষন্ন হই-

ক্লিষ্ট্য চেতসি। কুতস্তত্ভাস্করং তীর্থ ভো দ্বিজাঃ কথ্যতাং মম ॥ ২৩ ॥ তপস্তপ্স্যাম্যহং গত্বা তস্মিং-স্তীর্থে সুভাবিতঃ ॥ ২৪ ॥ দ্বিজা উচুঃ। রেবায়া উত্তরে কূলে আদিত্যেশ্বরনামতঃ। বিদ্যতে ভাস্করং তীর্থং সর্ব্বব্যাধিবিনাশনম্। ২৫ ॥ তত্র ঘাহ্যবিচারেণ গন্তুং চেচ্ছক্যতে ত্বয়া। এবমুক্তো দ্বিজৈর্ব্বিপ্রো গন্তুং তত্র প্রচক্রমে ॥ ২৬ ॥ ব্যাধিনা পরিভূতস্ত ঘোরেণ প্রাণহা রিণা। যদা গন্তুং ন শক্নোতি তদা তেন বিচিন্তি-তম্ ॥ ২৭ ॥ সামর্থ্যং ব্রাহ্মণানাং হি বিদ্যতে ভুবন ত্রয়ে। লিঙ্গপাতঃ কৃতো বিপ্রৈর্দেবদেবস্য শূলিনঃ ২৮ ॥ সমুদ্রঃ শোষিতো বিপ্রৈর্বিন্ধ্যশ্চাপি নিবা-রিতঃ। অহমপ্যত্র সংস্থস্ত হ্যানয়িষ্যামি ভাস্করম্ ॥ ২৯ ॥ তপোবলেন মহতা হ্যাদিত্যেশ্বরসংজ্ঞিতম্। ইতি নিশ্চিত্য মনসা হ্যগ্রে তপসি সংস্থিতঃ ॥ ৩০ ॥ বায়ুভক্ষো নিরাহারো গ্রীষ্মে পঞ্চাগ্নিমধ্যগঃ। করিয়া তপস্যা করিলেন। তপস্যায় তাঁহার

শিশিরে তোয়মধ্যস্থো বর্ষাস্বপ্রাবৃতাকৃতিঃ ॥ ৩১ ॥ সাগ্রে বর্ষশতে পূর্ণে রবিস্তুষ্টোহব্রবীদিদম্ ॥ ৩২ ॥ সূর্য্য উবাচ। বরং বরয় ভদ্রং তে কিং তে মনসি বাঞ্ছিতম্। অদেয়মপি দাস্যামি ব্রূহি মা ত্বং চিরং কৃথাঃ ॥ ৩৩ ॥ কিমসাধ্যং হি তে বিপ্র ইদানীং তপসি স্থিতঃ ॥ ৩৪ ॥ জাবালিরুবাচ। যদি তুষ্টো-হসি দেবেশ যদি দেয়ো বরো মম। মম প্রতিজ্ঞা দেবেশ হ্যাদিত্যেশ্বরদর্শনে ॥ ৩৫ ॥ কৃতা তাং পারিতুং দেব ন শক্তো ব্যাধিনা বৃতঃ। শুক্লতীর্থে-হত্র তিষ্ঠ ত্বমাদিত্যেশ্বরমূর্ত্তিধৃক্ ॥ ৩৬ ॥ এবমুক্তে তু দেবেশো বহুরূপো দিবাকরঃ। উত্তরে নর্ম্মদা-কূলে ক্ষণাদেব ব্যদৃশ্যত ॥ ৩৭ ॥ তদাপ্রভৃতি ভূপাল তদ্ধি তীর্থং প্রচক্ষতে। সর্ব্বপাপহরং প্রোক্তং সর্ব্ব-দুঃখবিনাশনম্ ॥ ৩৮ ॥ যস্ত সংবৎসরং পূর্ণং নিত্য-মাদিত্যবাসরে। স্নাত্বা প্রদক্ষিণাঃ সপ্ত দত্বা পশ্যতি ভাস্করম্ ॥ ৩৯ ॥ যৎফলং লভতে তেন তচ্ছৃণুষ্ব ময়োদিতম্। প্রসুপ্তং মণ্ডলানীহ দক্রুকুষ্ঠবিচর্চ্চিকাঃ ॥

লেন, এবং ভাস্করের নিকট আরোগ্য কামনা কর্ত্তব্য, চিত্তে এইরূপ চিন্তা করিয়া নর্ম্মদাতীরে গমনপূর্ব্বক তত্রত্য দ্বিজগণকে রবিতীর্থের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, বলিলেন,—হে দ্বিজগণ আমাকে বলিয়া দিউন, ভাস্করতীর্থ কোন্ স্থানে বিদ্যমান? আমি সেই তীর্থে গমন করিয়া একান্ত-মনে তপনদেবের তপস্যা করিব। দ্বিজগণ কহি-লেন,—রেবার উত্তরতীরে আদিত্যেশ্বর নামক সর্ব্বব্যাধিবিনাশন ভাস্করতীর্থ বিদ্যমান, যদি সমর্থ হও অবিচারিতমতি হইয়া তথায় গমন কর। দ্বিজ জাবালি তত্রত্য দ্বিজগণ কর্ত্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া গমনে উদ্যত হইলেন, তিনি প্রাণান্ত-কর ভীষণ কুষ্ঠরোগে অভিভূত, গমনে উদ্যম করিয়াও যাইতে সমর্থ হইলেন না। তখন তিনি ভাবিলেন,—ভুবনত্রয়ে ভূদেবগণের সামর্থ্য অনন্ত। দ্বিজগণ স্বসামর্থ্যে শূলীর লিঙ্গ পাতিত করিয়াছেন, সমুদ্র শোষণ করিয়াছিলেন এবং বিন্ধ্যগিরির গতি নিবারিত করিয়াছিলেন, অতএব আমিও এই স্থানে অবস্থান করিয়াই এখানে ভাস্করকে আনয়ন করিব। আমার মহাতপোবলে আদিত্য এই স্থানেই উপস্থিত হইবেন। দ্বিজ জাবালি মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া অতি তীব্র তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি বায়ুভোজী ও নিরাহার হইয়া গ্রীষ্মে পঞ্চাগ্নি মধ্যে অবস্থান, শিশিরে

নীরমধ্যে বাস এবং বর্ষায় অনাবৃতস্থানে উপবেশন করিয়া তপস্যা করায় কিঞ্চিদধিক শতবৎসর পূর্ণ হইল, রবি তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—ভদ্র! বর প্রার্থনা কর। তোমার মনোগত অভিলাষ কি ব্যক্ত কর, বিলম্ব করিও না, অদ্য অদেয় বস্তুও তোমাকে প্রদান করিব। বিপ্র! তুমি আমার তপস্যা করিয়াছ, অতএব তোমার অসাধ্য কি আছে?১৭—৩৪। জাবালি বলিলেন,—হে দেবেশ! যদি আমার প্রতি প্রীত হইয়া থাকেন আর যদি আমাকে বরদান করেন, তবে হে সুরেশ! আমি আদিত্যেশ্বর দর্শনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, ব্যাধিপরীতাঙ্গ হইয়া এক্ষণে আমি সে প্রতিজ্ঞা-পূরণে অসমর্থ হইয়াছি; অতএব আপনি আদিত্যে-শ্বর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া এই শুক্লতীর্থে সন্নিহিত হউন। দ্বিজ জাবালি এইরূপ বলিলে দেবেশ দিবাকর ক্ষণকাল মধ্যে বহুরূপী হইয়া নর্ম্মদার উত্তরতীরে প্রত্যক্ষ হইলেন; হে ভূপাল! তদবধি এই স্থানকে লোকে আদিত্যেশ্বর তীর্থ নামে অভিহিত করে। এই আদিত্যেশ্বর তীর্থ সর্ব্বপাপহর ও সর্ব্বদুঃখবিনাশন বলিয়া কথিত হয়, মানব পূর্ণ সংবৎসর প্রতিরবিবারে এখানে স্নান করিয়া আদিত্যেশ্বরের সপ্ত প্রদক্ষিণ ও দর্শন করত যে ফল লাভ করে, তাহা আমি বলিতেছি,

৪০ ॥ নশ্যন্তি সত্বরং রাজংস্তুলরাশিরিবানলে। ধনপুত্রকলত্রাণাং পূরয়েদ্বৎসরত্রয়াৎ ॥ ৪১ ॥ যস্তু শ্রাদ্ধপ্রদস্তত্র পিতৄনুদ্দিশ্য সংক্রমে। তৃপ্যন্তি পিতরস্তস্য পিতৃদেবো দিবাকরঃ ॥ ৪২ ॥ ইতি তে কথিতং সর্ব্বমাদিত্যেশ্বরমুত্তমম্। সর্ব্বপাপহরং দিব্যং সর্ব্বরোগবিনাশনম্ ॥ ৪৩ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে আদিত্যেশ্বরতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ত্রিপঞ্চাশদধিকশততমো-ঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫৩ ॥

চতুঃপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। নর্ম্মদাদক্ষিণে কূলে তীর্থং কলকলেশ্বরম্। বিখ্যাতং সর্ব্বলোকেষু স্বয়ং দেবেন নির্ম্মিতম্ ॥ ১ ॥ অন্ধকং সমরে হত্বা দেবদেবো মহেশ্বরঃ। সহিতো দেবগন্ধর্ব্বৈঃ কিন্নরৈশ্চ মহোরগৈঃ ॥ ২ ॥ শঙ্খতূর্য্যনিনাদৈশ্চ মৃদঙ্গপণবাদিভিঃ। বীণাবেণুরবৈশ্চান্যৈঃ স্তুতিভিঃ পুষ্কলাদিভিঃ ॥ ৩ ॥ গায়ন্তি সামানি যজুংষি চান্যে ছন্দাংসি চান্যে ঋচমুদ্গিরন্তি। স্তোত্রৈরনেকৈরপরে গৃণন্তি মহেশ্বরং তত্র মহানুভাবাঃ ॥ ৪ ॥ প্রমথানাং নিনাদেন কল্কলেন চ বন্দিনাম্। যস্মাৎ প্রতিষ্ঠিতং লিঙ্গং তস্মাজ্জাতং তদাখ্যয়া ॥ ৫ ॥ তত্র তীর্থে তু যঃ স্নাত্বা বীক্ষেৎ কলকলেশ্বরম্। বাজপেয়াৎ পরং পুণ্যং স লভেন্মানবো ভুবি ॥ ৬ ॥ তেন পুণ্যেন পূতাত্মা প্রাণত্যাগাদ্দিবং ব্রজেৎ। আরূঢ়ঃ পরমং স্থানং গীয়মানোঽপ্সরোগণৈঃ ॥ ৭ ॥ উপভুজ্য মহাভোগান্ কালেন মহতা ততঃ। মর্ত্ত্যলোকে মহাত্মাসৌ জায়তে বিমলে কুলে ॥ ৮ ॥ ব্রাহ্মণঃ সুভগো লোকে বেদবেদাঙ্গপারগঃ। ব্যাধিশোকবিনির্ম্মুক্তো জীবেচ্চ শরদাং শতম্ ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে কলকলেশ্বরতীর্থফলমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম চতুঃপঞ্চাশদধিকশততমো-ঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫৪ ॥

পঞ্চপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি সর্ব্বতীর্থাদনুত্তমম্। উত্তরে নর্ম্মদাকূলে শুক্লতীর্থং

শ্রবণ কর। হে মহীপাল! অনলে যেমন তূলারাশি ভস্মীভূত হয়, পূর্ব্বোক্ত ক্রিয়াকারী নরেরও তদ্রূপ কুষ্ঠ, মণ্ডল দদ্রু ও বিচর্চ্চিকা সত্বর বিলুপ্ত হইয়া থাকে। বৎসরত্রয় এইরূপ করিলে মানবের ধন, পুত্র ও কলত্রে গৃহ পূর্ণ হয়। ভাস্কর পিতৃদেব বলিয়া বর্ণিত হন। যে মানব সংক্রমণকালে এখানে পিতৃগণের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ দান করে, তাহার পিতৃগণ তৃপ্ত হন। ৩৫—৪৩।

ত্রিচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪৩ ॥

চতুশ্চত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

শ্রীমার্কণ্ডেয় কহিলেন,—নর্ম্মদার দক্ষিণকূলে কলকলেশ্বরতীর্থ বিদ্যমান। এই কলকলেশ্বর ত্রিলোকে বিখ্যাত এবং দেবদেব স্বয়ং এই তীর্থ নির্ম্মাণ করেন। দেবদেব মহেশ্বর সমরে অন্ধককে নিহত করিলে দেব, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর ও মহোরগগণ শঙ্খ, তূর্য্য, মৃদঙ্গ, পণব, বীণা ও বেণুরবে এবং অন্য কেহ কেহ বিপুল স্তুতিবাক্যে তাঁহার স্তব করিলেন। তখন কেহ সামগান, কেহ যজুর্ব্বেদ ও কেহ কেহ ঋঙ্মন্ত্র কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন; অপর অনেক মহানুভব বিবিধ স্তুতিবাদে এবং প্রমথ ও বন্দিগণ কলকলনাদ করিয়া দেবদেবের স্তব করিলেন। তৎকালে কলকলনিনাদ সহকারে ইঁহার প্রতিষ্ঠা হয়, এজন্য নাম হয় কলকলেশ্বর। যে মানব এখানে স্নান করিয়া কলকলেশ্বর অবলোকন করেন, ভূতলে তাঁহার বাজপেয় যাগ হইতেও উত্তম পুণ্যফল লাভ হয়। আর এই পুণ্যপ্রভাবে সেই পূতাত্মা নর তনুত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করেন; স্বর্গের উত্তম স্থানে তাঁহার বাস হয়। অপ্সরোগণ তাঁহার স্তুতিগান করে। তিনি দীর্ঘকাল মহাভোগ উপভোগ করিয়া মহাত্মা, সুভগ ও বেদবেদাঙ্গপারগ দ্বিজ হইয়া বিমলকুলে জন্মগ্রহণ করেন এবং তিনি ব্যাধিনির্ম্মুক্ত হইয়া ইহলোকে শতবৎসর জীবিত থাকেন। ১—৯।

চতুশ্চত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪৪ ॥

পঞ্চচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

শ্রীমার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে যুধিষ্ঠির! অনন্তর সর্ব্বতীর্থোত্তম শুক্লতীর্থের কথা কীর্ত্তন করিতেছি,

যুধিষ্ঠির॥ ১॥ তস্য তীর্থস্য চান্যানি পুণ্যত্বাচ্ছুভদর্শনাৎ। পৃথিব্যাং সর্ব্বতীর্থানি কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্॥ ২॥ যুধিষ্ঠির উবাচ। তস্য তীর্থস্য মাহাত্ম্যং শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ। ভ্রাতৃভিঃ সহিতঃ সর্ব্বৈস্তথান্যৈর্দ্বিজসত্তমৈঃ॥ ৩॥ শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। শুক্লতীর্থস্য চোৎপত্তিমাকর্ণয় নরেশ্বর। যস্য সন্দর্শনাদেব ব্রহ্মহত্যা প্রলীয়তে॥ ৪॥ নর্ম্মদা সরিতাং শ্রেষ্ঠা সর্ব্বপাপপ্রণাশিনী। যচ্চ বাল্যে কৃতং পাপং দর্শনাদেব নশ্যতি॥ ৫॥ মোক্ষদানি ন সর্ব্বত্র শুক্লতীর্থমৃতে নৃপ। শুক্লতীর্থস্য মাহাত্ম্যং পুরাণে যচ্ছ্রুতং ময়া॥ ৬॥ সমাগমে মুনীনাং তু দেবানাং চ তথৈব চ। কথিতং দেবদেবেন শিতিকণ্ঠেন ভারত। কৈলাসে পর্ব্বতশ্রেষ্ঠে তত্তে সঙ্কথয়াম্যহম্॥ ৭॥ পুরা কৃতযুগস্যাদৌ তোষিতুং গিরিজাপতিম্। তপশ্চচার বিপুলং বিষ্ণুর্বর্ষসহস্রকম্। বায়ুভক্ষো নিরাহারঃ শুক্লতীর্থে ব্যবস্থিতঃ॥ ৮॥ ততঃ প্রত্যক্ষতামাগাদ্দেবদেবো মহেশ্বরঃ। প্রাদুর্ভূতস্য সহসা তত্র তীর্থে নরাধিপ॥ ৯॥ ক্রোশদ্বয়মিদং চক্রে ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়কম্। তস্মিংস্তীর্থে নরঃ স্নাত্বা মুচ্যতে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ॥ ১০॥ গঙ্গা কনখলে পুণ্যা কুরুক্ষেত্রে সরস্বতী। গ্রামে বা যদি বারণ্যে পুণ্যা সর্ব্বত্র নর্ম্মদা॥ ১১॥ সর্ব্বৌষধীনামশনং প্রধানং সর্ব্বেষু পেয়েষু জলং প্রধানম্। নিদ্রা সুখানাং প্রমদা রতীনাং সর্ব্বেষু গাত্রেষু শিরঃ প্রধানম্॥ ১২॥ স্নাতস্যাপি যথা পুণ্যং ললাটং নৃপসত্তম। শুক্লতীর্থং তথা পুণ্যং নর্ম্মদায়াং যুধিষ্ঠির॥ ১৩॥ সরিতাঞ্চ যথা গঙ্গা দেবতানাং জনার্দ্দনঃ। শুক্লতীর্থং তথা পুণ্যং নর্ম্মদায়াং ব্যবস্থিতম্॥ ১৪॥ চতুষ্পদানাং সুরভির্বর্ণানাং ব্রাহ্মণো যথা। প্রধানং সর্ব্বতীর্থানাং শুক্লতীর্থং তথা নৃপ॥ ১৫॥ গ্রহাণাং তু যথাদিত্যো নক্ষত্রাণাং যথা শশী। শিরো বা সর্ব্বগাত্রাণাং ধর্ম্মাণাং সত্যমিষ্যতে॥ ১৬॥ তথৈব পার্থ তীর্থানাং শুক্লতীর্থমনুত্তমম্। দুর্ব্বিজ্ঞেয়ো যথা লোকে পরমাত্মা সনাতনঃ॥ ১৭॥ সূক্ষ্মত্বাদনির্দ্দেশ্যঃ শুক্লতীর্থং তথা নৃপ। মন্দপ্রজ্ঞস্তমাপন্নো মহামোহসমন্বিতঃ॥ ১৮॥ শুক্লতীর্থং না জানাতি

এই তীর্থ নর্ম্মদার উত্তরকূলে অবস্থিত। এই শুক্লতীর্থ অতিপুণ্য ও শুভদর্শন। অবনীতে অন্য যে সকল তীর্থ আছে, তাহারা শুক্লতীর্থের ষোড়শ কলার এক কলারও যোগ্য নহে। যুধিষ্ঠির কহিলেন,—আমি অনুজ ও অন্যান্য দ্বিজসত্তমগণসহ এই তীর্থের মাহাত্ম্য যথাযথ শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি। শ্রীমার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে নরেশ! যাহার দর্শনেই ব্রহ্মহত্যাদি বিলীন হয়, সেই শুক্লতীর্থের উৎপত্তি শ্রবণ কর। নর্ম্মদা সর্ব্বপাপপ্রণাশিনী ও সরিদ্বরা; ইহাঁর দর্শনেই বাল্যকালকৃত কলুষ বিনষ্ট হয়। হে নৃপ! শুক্লতীর্থের যে কোন স্থানেই মানব মরুক না কেন, তাহার মোক্ষলাভ হয়। হে ভারত! সুর-ঋষিসভায় দেবেশ শিতিকণ্ঠ পুরাণকীর্ত্তনপ্রসঙ্গে এই শুক্লতীর্থের মাহাত্ম্য বর্ণন করেন। আমি তাহা শুনিয়াছিলাম। এই সুর-ঋষিসভা শৈলোত্তম কৈলাসে হইয়াছিল। এ বিষয়ে শঙ্কর যেরূপ কহিয়াছেন, এক্ষণে তোমার নিকট তাহা বর্ণন করিতেছি। পূর্ব্বে সত্যযুগের প্রথম সময় বিষ্ণু গিরিজাপতির প্রীতিসাধনার্থ সহস্র বৎসর বিপুল তপস্যা করেন। হে নরাধিপ! বিষ্ণু বায়ুভোজী ও নিরাহার হইয়া শুক্ল তীর্থে অবস্থানপূর্ব্বক দেবদেব মহেশের তপস্যা করিলে মহেশ সন্তুষ্ট হইয়া, সেই স্থানে সহসা প্রাদুর্ভূত হন এবং এই তীর্থের ক্রোশদ্বয় স্থান ভুক্তিমুক্তিপ্রদ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন। মানব এই তীর্থে স্নান করিয়া অখিল কলুষ হইতে মুক্ত হয়। কনখলে গঙ্গা ও কুরুক্ষেত্রে সরস্বতী পুণ্যা; আর কি গ্রাম, কি অরণ্য, নর্ম্মদা সর্ব্বত্রই পবিত্রা।১—১১। হে যুধিষ্ঠির! যেমন ভোজ্য বস্তুর মধ্যে ওষধি প্রধান, পানীয় মধ্যে জল প্রধান, সুখসমূহের মধ্যে নিদ্রাসুখ শ্রেষ্ঠ, রতির মধ্যে প্রমদারতি উত্তম, দেহাবয়ব মধ্যে মস্তক সর্ব্বোত্তম এবং যেমন স্নাত ব্যক্তির ললাট অতি পবিত্র, তেমনি এই নর্ম্মদাস্থিত শুক্লতীর্থ সুপুণ্য। হে যুধিষ্ঠির! সরিৎসমূহ মধ্যে গঙ্গা ও দেবগণ মধ্যে যেমন জনার্দ্দন প্রধান, তদ্রূপ নর্ম্মদার শুক্লতীর্থ পুণ্যতম। হে নৃপ! চতুষ্পদগণের মধ্যে সুরভি ও বর্ণনিচয়ে যেমন ব্রাহ্মণ প্রধান, তদ্রূপ তীর্থগণমধ্যে শুক্লতীর্থই সর্ব্বোত্তম। হে পার্থ! যেমন গ্রহগণ মধ্যে আদিত্য, নক্ষত্রনিচয় মধ্যে শশী, সর্ব্বাবয়ব মধ্যে মস্তক এবং ধর্ম্মসমূহ মধ্যে সত্য, তদ্রূপ তীর্থগণ মধ্যে শুক্লতীর্থই সর্ব্বোত্তম। হে নৃপ! সাতিশয় সূক্ষ্মত্বনিবন্ধন সনাতন পরমাত্মা যেরূপ লোকে দুর্ব্বিজ্ঞেয়, শুক্লতীর্থ তদ্রূপ লোকবুদ্ধির অনির্দ্দেশ্য। যে মানব মন্দপ্রজ্ঞ ও মহামোহসমন্বিত, সে

নর্ম্মদাতটসংস্থিতম্। বহুনাত্র কিমুক্তেন ধর্ম্মপুত্র পুনঃপুনঃ॥ ১৯॥ শুক্লতীর্থং মহাপুণ্যং সম্প্রাপ্তং কল্মষক্ষয়াৎ। যোঽত্র দত্তে শুচির্ভূত্বা একং রেবা-জলাঞ্জলিম্॥ ২০॥ কল্পকোটিসহস্রাণি পিতরস্তেন তর্পিতাঃ॥ ২১॥ একঃ পুত্রো ধরাপৃষ্ঠে পিতৃণামার্ত্তিনাশনঃ। চাণক্যো নাম রাজাভূচ্ছুক্লতীর্থং চ বেদ সঃ॥ ২২॥ যুধিষ্ঠির উবাচ। কোঽসৌ দ্বিজবরশ্রেষ্ঠ চাণক্যো নাম নামতঃ। শুক্লতীর্থস্য যো বেত্তা নান্যো বেত্তা হি কশ্চন॥ ২৩॥ কেনো-পায়েন তত্তীর্থং তেন জ্ঞাতং ধরাতলে। তদহং শ্রোতুমিচ্ছামি পরং কৌতূহলং হি মে॥ ২৪॥ শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। ইক্ষ্বাকুপ্রভবো রাজা নপ্তা শুদ্ধোদনস্য চ। চাণক্যো নাম রাজর্ষির্বুভুজে পৃথিবীমিমাম্॥ ২৫॥ বিক্রান্তো মতিমান শূরঃ সর্ব্বলোকৈরবঞ্চিতঃ। বঞ্চিতঃ সহসা ধূর্ত্তবায়সাভ্যাং নৃপোত্তমঃ॥ ২৬॥ যুধিষ্ঠির উবাচ। কথং স বঞ্চিতো রাজা বায়সাভ্যাং কুতোঽথবা। পুরা যেন প্রতিজ্ঞাতং ধীগর্ব্বেণ মহাত্মনা॥ ২৭॥ ন জীবে বঞ্চিতোঽহন্তেন প্রাণাংস্ত্যক্ষ্যে ন সংশয়ঃ। এতন্মে বদ বিপ্রেন্দ্র পরং কৌতূহলং মম॥ ২৮॥ শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। আত্মানং বঞ্চিতং জ্ঞাত্বা তদা সংগৃহ্য বায়সৌ। প্রেষয়ামাস তীব্রেণ দণ্ডেন যমসাদনম্। ২৯॥ বায়সাবূচতুঃ। সুন্দোপসুন্দয়োঃ পুত্রাবাবাং কাকত্বমাগতৌ। মা বধীস্ত্বং মহাভাগ কস্মিংশ্চিৎ কারণান্তরে॥৩০॥ তাবাবাং কৃতসঙ্কল্পৌ ত্বয়া কোপেন মানদ। নিরস্তাবনিরস্তৌ বা যাস্যাবঃ পরমাং গতিম্॥ ৩১॥ তদাদেশয় রাজেন্দ্র কৃত্বা তৎ মহৎ প্রিয়ম্। মুক্তশাপৌ ভবিষ্যাবো ব্রহ্মণো বচনং তথা॥ ৩২॥ তচ্ছ্রুত্বা কাকবচনং চাণক্যো নৃপসত্তমঃ। নাহং জীবে বিদিত্বৈবং বঞ্চিতঃ কেন কর্হিচিৎ॥ ৩৩॥ তস্মাত্তীর্থং বিজানীতং যমস্য সদনে দ্বিজৌ। প্রেষয়ামি যথান্যায়ং শ্রুত্বা তৎকথয়িষ্যথঃ॥ ৩৪॥

নর্ম্মদার তটবর্ত্তী শুক্লতীর্থ বিদিত হয় না। হে ধর্ম্মনন্দন! এ বিষয়ে বহু বলিয়া কি হইবে, শুক্লতীর্থ মহাপুণ্য; পাপক্ষয় হইলেই লোক শুক্লতীর্থ লাভ করে। যে মানব শুচি হইয়া এখানে এক অঞ্জলি রেবাজল অর্পণ করে, তদীয় পিতৃগণ সহস্র কোটি কল্পকাল তৃপ্ত হন। ক্ষোণী-পৃষ্ঠে চাণক্য নামে এক রাজা জন্মিয়াছিলেন, তিনিই যথার্থ পিতৃগণের পুত্রপদবাচ্য; তিনিই পিতৃগণের আর্ত্তিনাশ করিয়াছিলেন এবং শুক্লতীর্থ সম্যক্ বিদিত হইয়াছিলেন। যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন —আপনি বলিলেন,—চাণক্যই শুক্লতীর্থ বিদিত হইয়াছিলেন, এ তীর্থের বেত্তা অন্য কেহ নাই। হে ব্রাহ্মণসত্তম! এক্ষণে বলুন,—সেই চাণক্য কে? তিনি কি উপায়ে ভূতলের এই তীর্থ বিদিত হন, ইহা আমি জানিতে অভিলাষ করি, এ বিষয়ে আমার পরম কৌতূহল হইতেছে। শ্রীমার্কণ্ডেয় কহিলেন,—রাজর্ষি চাণক্য ইক্ষ্বাকুকুলে জন্মগ্রহণ করেন, ইনি শুদ্ধোদনের পৌত্র। বিক্রান্ত মতিমান্ নৃপসত্তম শূর চাণক্য পৃথিবী পালন করিতে থাকিলে কেহই তাঁহাকে বঞ্চিত করিতে সমর্থ হয় নাই; কিন্তু একদা সহসা তিনি শঠ বায়সদ্বয় কর্ত্তৃক বঞ্চিত হন। যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসি-লেন,—পূর্ব্বে যে ধীমান্ মহাত্মা চাণক্য জ্ঞানগর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, জীবলোকে যদি কেহ তাঁহাকে বঞ্চিত করে,তবে তিনি নিঃসংশয় তনুত্যাগ করিবেন; সেই রাজা বায়সদ্বয় কর্ত্তৃক কিরূপে বঞ্চিত হইলেন? হে বিপ্রেন্দ্র! ইহা আমার নিকট বলুন, আমার পরম কৌতূহল হইতেছে। শ্রীমার্কণ্ডেয় কহিলেন,—তখন রাজা চাণক্য বায়সদ্বয়কর্ত্তৃক আপনাকে বঞ্চিত জানিয়া তাহাদিগকে গ্রহণ করি-লেন এবং তীব্রদণ্ডপাত দ্বারা তাহাদিগকে যম-পুরে প্রেরণে উদ্যত হইলেন। বায়সদ্বয় বলিল, —আমরা উভয়েই সুন্দ ও উপসুন্দের তনয়; হে মহাভাগ! কোন বিশেষ কারণ বশতঃ বলি-তেছি, আমাদিগকে বধ করিবেন না। হে মানদ! আমরা ইচ্ছা করিয়াই আপনার কোপে পতিত হইয়াছি, আপনি এক্ষণে আমাদিগকে দূর করুন আর নাই করুন, নিশ্চিতই আমরা পরম গতি প্রাপ্ত হইব।১২—৩১। হেরাজেন্দ্র! আদেশ করুন, এক্ষণে আমরা আপনার কি সুমহৎ প্রিয় কার্য্য করিব? আমরা শাপগ্রস্ত হইলে ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন, —আপনার করস্পর্শে আমরা পাপমুক্ত হইব। নৃপসত্তম চাণক্য কাকবচনে উত্তর করিলেন,— তোমরা যাহাই বলনা কেন, আমি কখনও কোনও ব্যক্তি কর্ত্তৃক বঞ্চিত হইয়া জীবলোকে প্রাণ ধারণে অভিলাষ করি না; অতএব হে পক্ষি-দ্বয়! তোমরা জানিও, আমি তোমাদিগকে যথা-রীতি যমসদনে প্রেরণ করিতেছি, আমার কথা শুনিয়া তোমরা যমের নিকট গিয়া বলিবে।

তেনৈবমুক্তৌ তৌ কাকৌ স্রক্‌চন্দনবিভূষিতৌ। শীঘ্রগৌ প্রেষয়ামাস যমস্য সদনং প্রতি ॥ ৩৫ ॥ রাজোবাচ। তত্র ধর্ম্মপুরং গত্বা বিচরন্তাবিতস্ততঃ। যদি পৃচ্ছতি ধর্ম্মাত্মা যমঃ সংযমনো মহান্ ॥ ৩৬ ॥ কুতো বামাগতং ভ্রাতঃ কেন বা ভূষিতাবুভৌ। মদীয়া ভারতী তস্য কথনীয়া হ্যশঙ্কিতম্ ॥ ৩৭ ॥ ইক্ষ্বাকুসম্ভবো রাজা চাণক্যো নাম ধার্ম্মিকঃ। দ্বাদশাহে মৃতস্তাস্য তর্পিতাবশনাদিনা ॥ ৩৮ ॥ তচ্ছ্রুত্বা বচনং রাজ্ঞো গতৌ তৌ যমসাদনম্। ক্রীড়িতৌ প্রাঙ্গণে তস্য স্রক্‌চন্দনবিভূষিতৌ। ধর্ম্মরাজেন তৌ পৃষ্টৌ দৃষ্টৌ ধৃষ্টৌ চ বায়সৌ ॥ ৩৯ ॥ যম উবাচ। কুতঃ স্থানাৎ সমায়াতৌ কেন বা ভূষিতাবুভৌ। বৃত্তং বৈ কথ্যতামেতদ্বায়সাববিশঙ্কয়া ॥ ৪০ ॥ কাকাবুচতুঃ। ইক্ষ্বাকুসম্ভবো রাজা চাণক্যো নাম ধার্ম্মিকঃ দ্বাদশাহে মৃতস্তাস্য তর্পিতাবশনাদিভিঃ ॥ ৪১ ॥ তয়োস্তদ্বচনং শ্রুত্বা তদা বৈবস্বতো যমঃ। চিত্রগুপ্তং কলিং কালং বীক্ষ্যতামিদমব্রবীৎ ॥ ৪৩ ॥ অণ্ডজস্বেদজাতীনাং ভূতানাং সচরাচরে। বিহিতং লোককর্ত্তৃণাং সান্নিধ্যং ব্রহ্মণা মম ॥ ৪৩ ॥ গতঃ কুত্র দুরাচারশ্চাণক্যো নামতস্ত্বিহ। অন্বিষ্যতাং পুরাণেষু ত্বিতিহাসেষু যা গতিঃ ॥ ৪৪ ॥ ততস্তৈর্ধর্ম্মপালৈস্ত ধর্ম্মরাজ প্রচোদিতৈঃ। নিরীক্ষিতা পুরাণোক্তা কর্ম্মজা গতিরাগতিঃ ॥ ৪৫ ॥ ততঃ প্রোবাচ বচনং ধর্ম্মো ধর্ম্মভৃতাং বরঃ। শৃণ্বতাং ধর্ম্মপালানাং মেঘগম্ভীরয়া গিরা ॥ ৪৬ ॥ শুক্লতীর্থে মৃতানাং তু নর্ম্মদাবিমলে জলে। অণ্ডজস্বেদজাতীনাং ন গতির্ম্মম সন্নিধৌ ॥ ৪৭ ॥ তত্তীর্থং ধার্ম্মিকং লোকে ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরৈঃ। নির্ম্মিতং পরয়া ভক্ত্যা লোকানাং হিতকাম্যয়া ॥ ৪৮ ॥ পাপোপপাতকৈর্যুক্তা যে নরা নর্ম্মদাজলে। শুক্লতীর্থে মৃতাঃ শুদ্ধা ন তে মদ্বিষয়াঃ কচিৎ ॥ ৪৯ ॥ এতচ্ছ্রুত্বা তু বচনং তৌ কাকৌ যমভাষিতম্। আগতৌ শীঘ্রগৌ পার্থ দৃষ্ট্বা যমপুরং মহৎ ॥ ৫০ ॥

অনন্তর রাজা চাণক্য মাল্য-চন্দনে বিভূষিত করিয়া কাকদ্বয়কে যমালয়ে যাইবার জন্য পরিত্যাগ করিলেন। চাণক্য বলিয়া দিলেন,—তোমরা যমভবনে গমন করিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে থাকিলে যদি ধর্ম্মাত্মা মহাসংযমী যম তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন—"কোথা হইতে আগমন করিলে, কে তোমাদিগকে ভূষিত করিয়াছে, বল।" তবে অবিশঙ্কিতহৃদয়ে তাঁহার নিকট আমার বাণী নিবেদন করিবে; বলিবে—ইক্ষ্বাকুকুলসম্ভব ধার্ম্মিক রাজা চাণক্য অনশনে তনুত্যাগ করিয়াছেন; সেই মৃত রাজার দ্বাদশ দিনে আমরা অশনাদি দ্বারা পরিতৃপ্ত হইয়াছি। নৃপ চাণক্যের বাক্য শ্রবণে কাকদ্বয় তখন যমপুরে গমন করিল এবং চাণক্যপ্রদত্ত মাল্যচন্দনে বিভূষিত হইয়া যমরাজের চত্বরভূমে বিচরণ করিতে লাগিল। অনন্তর ধর্ম্মরাজ ধৃষ্ট বায়সদ্বয়কে অবলোকন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—হে বায়সদ্বয়! কোন্ স্থান হইতে আগমন করিয়াছ? কেইবা তোমাদিগকে ভূষিত করিয়াছে? অবিশঙ্ক হইয়া এ বৃত্তান্ত বর্ণন কর। কাকদ্বয় কহিল,—ইক্ষ্বাকুলসম্ভূত ধার্ম্মিক নৃপতি তনুত্যাগ করিয়াছেন। মৃত রাজার দ্বাদশাহে আমরা ভোজনাচ্ছাদনাদি দ্বারা পরিতৃপ্ত হইয়াছি। কাকদ্বয়ের বাক্য শ্রবণে বৈবস্বত যম তখন কলি কাল চিত্রগুপ্তের প্রতি আদেশ দিলেন। বলিলেন,—এই চরাচরে অণ্ডজ ও স্বেদজাদি জীবগণের উপর ব্রহ্মা লোককর্ত্তাদিগের সমক্ষে আমাকেই প্রভুত্ব প্রদান করিয়াছেন। অতএব অবলোকন কর,—দুরাচার চাণক্য কোথায় গমন করিয়াছে এবং তোমরা পুরাণ ইতিহাসাদি অন্বেষণ করিয়া দেখ—কিরূপ কার্য্যের কিরূপ গতি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে? অনন্তর ধর্ম্মপালগণ ধর্ম্মরাজের নিয়োগে পুরাণবর্ণিত কর্ম্মফলের সুগতি-দুর্গতি বিলোকন করিতে লাগিলেন। তখন ধার্ম্মিকপ্রবর ধর্ম্ম মেঘগম্ভীর বাক্যে ধর্ম্মপালদিগের সমক্ষে বলিতে লাগিলেন; কি অণ্ডজ, কি স্বেদজ যে সকল জীব নর্ম্মদার শুক্লতীর্থের বিমল জলে জীবন বিসর্জ্জন করে, তাহাদের আমার সমীপে আগমন হয় না। ত্রিলোকে শুক্লতীর্থ পরম ধর্ম্মালয়। লোক সকলের হিত কামনায় স্বয়ং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর পরমভক্তিভরে এই শুক্লতীর্থের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। যাহারা শুক্লতীর্থের তোয়ে তনুত্যাগ করিয়াছে, তাহারা শুদ্ধদেহ; পাতক-উপপাতকে যুক্ত হইলেও তাদৃশ ব্যক্তিগণ কদাচ আমার পুরে আগমন করে না। হে পার্থ! অনন্তর শাপভ্রষ্ট কপটরূপধারী বায়সদ্বয় সেই বিপুল যমপুরী দর্শনানন্তর যমের

পৃষ্টৌ তৌ প্রণতৌ রাজ্ঞা যথাবৃত্তং যথাশ্রুতম্। কথয়ামাসতুঃ পার্থ দানবৌ কাকরূপং গতৌ ॥ ৫১ ॥ অস্মাৎ স্থানাদ্গতাবাবাং যমস্য পুরমুত্তমম্। পৃথিব্যা দক্ষিণে ভাগে হ্যতীত্য বহুযোজনম্ ॥৫২॥ তৎ পুরং কামগং দিব্যং স্বর্ণপ্রাকারতোরণম্। অনেকগৃহসম্বাধং মণিকাঞ্চনভূষিতম্ ॥ ৫৩ ॥ চতুষ্পথৈশ্চত্বরৈশ্চ ঘণ্টা-মার্গোপশোভিতম্। উদ্যানবনসঞ্ছন্ন-পদ্মিনীখণ্ড-মণ্ডিতম্ ॥ ৫৪ ॥ হংসসারসসংঘুষ্টং কোকিলাকুল-সঙ্কুলম্। সিংহব্যাঘ্রগজাকীর্ণমৃক্ষবানরসেবিতম্ ॥ ৫৫ ॥ নরনারীসমাকীর্ণং নিত্যোৎসববিভূষিতম্। শঙ্খদুন্দুভিনির্ঘোষৈর্ব্বীণাবেণুনিনাদিতম্ ॥ ৫৬ ॥ যমমার্গেঽপি বিহিতং স্বর্গলোকমিবাপরম্। গতৌ তত্র পুনশ্চান্তৈর্যমদূতৈর্যমাজ্ঞয়া ॥ ৫৬ ॥ বিদিতৌ প্রেষিতৌ তত্র যত্র দেবো জগৎপ্রভুঃ। প্রণম্য ভীরুত্যা দৃষ্টোঽসৌ সিংহাসনগতঃ প্রভুঃ ॥ ৫৮ ॥ মহাকায়ো মহাজঙ্ঘো মহাস্কন্ধো মহোদরঃ। মহাবক্ষা মহাবাহুর্মহাবক্ত্রেক্ষণো মহান্ ॥ ৫৯ ॥ মহামহিষ-মারূঢো মহামুকুটভূষিতঃ। তত্রাস্তশ্চ কলিঃ কাল-শ্চিত্রগুপ্তো মহামতিঃ ॥ ৬০ ॥ সমাগতৌ তদা দৃষ্টৌ মধ্যে জ্বলিতপাবকৌ। পুণ্যপাপানি জন্তূনাং শ্রুতি-স্মৃত্যর্থপারগৌ ॥ ৬১ ॥ বিচারয়ন্তৌ সততং তিষ্ঠতে তৌ দিবানিশম্। ততো হ্যাবাং প্রণামান্তে যমেন যমমূর্ত্তিনা ॥ ৬২ ॥ পৃষ্টাবাগমনে হেতুং তমব্রুব শৃণুষ তৎ। উজ্জয়িন্যাং মহীপালশ্চাণক্যোঽভূৎ প্রতাপবান্ ॥ ৬২ ॥ দ্বাদশাহে মৃতস্যাস্য ভুক্ত্বা প্রাপ্তৌ যমালয়ম্। ততোঽস্মাকং বচঃ শ্রুত্বা কম্পয়িত্বা শিরো যমঃ ॥ ৬৪ ॥ উবাচ বচনং সত্যং সভামধ্যে হসন্নিব। অস্তি তৎকারণং যেন চাণক্যঃ পাপ-পুরুষঃ ॥ ৬৫ ॥ নায়াতো মম লোকে তু সর্ব্বপাপ-

---

এবংবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া সত্বর গমনে নৃপ চাণক্যের নিকট উপনীত হইল, এবং তাঁহাকে প্রণাম করিয়া, যমালয়ে যাহা ঘটিয়াছিল ও যেরূপ শুনিয়াছিল রাজার জিজ্ঞাসানুসারে অবিকল বলিতে লাগিল। কাকদ্বয় বলিল,—আমরা এই স্থান হইতে প্রস্থিত হইয়া, বহুযোজন অতিক্রমপূর্ব্বক পৃথিবীর দক্ষিণ ভাগে যমের উত্তম পুরীতে উপনীত হইলাম। যমের সেই দিব্যপুর কামকামী ও স্বর্ণ-প্রাকার-তোরণাদিসমন্বিত; সেই পুরস্থিত গৃহশ্রেণী মণিকাঞ্চনভূষিত এবং এমনই ঘনসন্নিবিষ্ট যে তথায় প্রবেশ করা দুরূহ। তত্রত্য চত্বরনিচয় চতুষ্পথসমন্বিত ও প্রত্যেক পথই ঘণ্টাদ্বারা উপ-শোভিত। সর্ব্বত্রই উদ্যান দ্বারা সমাচ্ছন্ন; সকল উদ্যান কাননই পদ্মিনীসমূহ দ্বারা মণ্ডিত। উদ্যানভূমি হংসসারসগণ কর্ত্তৃক শব্দায়মান ও কোকিলাকুলসমাকুল। সিংহ ব্যাঘ্র ও গজাকীর্ণ সেই কাননভূমি ভল্লুক বানরগণ সতত সেবা করে। নরনারীগণসমাকীর্ণ সেই যমপুর নিত্যই উৎ-সবে ভূষিত থাকে, শঙ্খ ও দুন্দুভিনির্ঘোষ এবং বেণুবীণার নিনাদে পুর যেন সততই মুখরিত হয়। হে নৃপ! অধিক বলিব কি, সেই যমমার্গ এমনই ভাবে নির্ম্মিত যে, দেখিলেই দ্বিতীয় স্বর্গ বলিয়া মনে হয়। আমরা সেই পুরদ্বারে উপনীত হইলাম, কতিপয় কিঙ্কর তখন যমের নিকট আমাদের আগমনবার্ত্তা বিজ্ঞাপন করিল। অনন্তর তাহারা যমের আদেশে আমাদিগকে সেই জগৎপতির সমীপে লইয়া গেল। আমাদের প্রাণে ভীতির সঞ্চার হইল, তার পর আমরা তাঁহাকে অবলোকন করিলাম। দেখিলাম—প্রভু যম সিংহাসনে সমাসীন; তাঁহার দেহ অতিবৃহৎ, জঙ্ঘা বিপুল, স্কন্ধ অত্যুন্নত, উদর ভীষণ, বক্ষ বিশাল, বাহু মহান্ এবং বক্ত্র ও নয়নদ্বয় প্রশস্ত; তিনি ভীষণ মহিষে আরোহণ করিয়াছেন, তাঁহার মস্তকে মহামুকুট শোভিত হইতেছে। তাঁহারই সমীপে অন্য এক পুরুষ সন্দর্শন করিলাম, ইনি কাল-কলি মহামতি চিত্রগুপ্ত। সেখানে যম ও চিত্র-গুপ্তের মধ্যস্থলে আরও দুইটী পুরুষ সন্দর্শন করিলাম, তাঁহাদের তেজ যেন জ্বলিত পাবকের ন্যায়। তাঁহারা শ্রুতি ও স্মৃতির পারগামী এবং জীবগণের পাপপুণ্য বিষয়ে তাঁহারা সতত চিন্তা করেন ও অহর্নিশ যমসমীপে বাস করিয়া থাকেন। আমরা যমকে প্রণাম করিলাম, প্রণামান্তে তিনি আমাদের আগমনকারণ জিজ্ঞাসা করিলেন; উত্তরে আমরা যাহা বলিয়াছি, শ্রবণ করুন। আমরা বলিলাম,—উজ্জয়িনী নগরে প্রতাপবান মহীপাল চাণক্য বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর দ্বাদশাহে আমরা তথায় ভোজন করিয়া যমপুরে আগমন করিয়াছি। অনন্তর আমাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া যম শিরঃকম্পন করিলেন, তিনি সভামধ্যে হাসিতে হাসিতে সত্যবাক্যে কহিতে লাগিলেন; বলিলেন,—চাণক্য পাপপুরুষ হইলেও বিশেষ কোন

ভয়ঙ্করে। শুক্রতীর্থে মৃতানাং তু নর্ম্মদায়াং পরং পদম্॥ ৬৬॥ জায়ন্তে সর্ব্বজন্তূনাং নাত্র কাচিদ্বিচারণা। অবশঃ স্ববশো বাপি জন্তুস্তৎক্ষেত্রমণ্ডলে॥ ৬৭॥ মৃতঃ স বৈ ন সন্দেহো রুদ্রস্যানুচরো ভবেৎ। তদ্ধর্ম্মবচনং শ্রুত্বা নির্গত্য নগরাদ্বহিঃ॥ ৬৮॥ পশ্যন্তৌ বিবিধাং ঘোরাং নরকে লোকযাতনাম্। ত্রিংশৎকোট্যো হি ঘোরাণাং নরকাণাং নৃপোত্তম॥ ৬৯॥ দৃষ্ট্বা ভীতৌ পরামার্ত্তিং গতৌ তত্র মহাপথি। নরকো রৌরবস্তত্র মহারৌরব এব চ॥ ৭০॥ পেষণঃ শোষণশ্চৈব কালসূত্রোঽস্থিভঞ্জনঃ। তামিস্র-শ্চান্ধতামিস্রঃ কৃমিপূতিবহস্তথা॥ ৩১॥ দৃষ্টশ্চান্যো মহাজ্বালস্তত্রৈব বিষভোজনঃ। নরকৌ দংশমশকৌ তথা যমলপর্ব্বতৌ॥ ৩২॥ নদী বৈতরণী দৃষ্টা সর্ব্ব-পাপপ্রণাশিনী। শীতলং সলিলং যত্র পিবন্তি হ্যমৃতোপমম্॥ ৭৩॥ তদেব নীরং পাপানাং শোণিতং পরিবর্ত্ততে। অসিপত্রবনং চান্যদ্দৃষ্টান্যা মহতী শিলা॥ ৭৪॥ অগ্নিপুঞ্জনিভাকারা বিশালা শাল্মলী পরা। ইত্যাদয়স্তথৈবান্যে শতসাহস্র-সংজ্ঞিতাঃ॥ ৭৫॥ ঘোরঘোরতরা দৃষ্টাঃ ক্লিশ্যন্তে যত্র মানবাঃ। বাচিকৈর্মানসৈঃ পাপৈঃ কর্ম্মজৈশ্চ পৃথগ্বিধৈঃ॥ ৭৬॥ অহঙ্কারকৃতৈর্দোষৈর্মায়াবচন-পূর্ব্বকৈঃ। পিতা মাতা গুরুর্ভ্রাতা অনাথা বিকলে-ন্দ্রিয়াঃ॥ ৭৭॥ ভ্রমন্তি নোদ্ধৃতা যেষাং গতিস্তেষাং হি রৌরবে। তত্র তে দ্বাদশাব্দানি ক্ষপিত্বা রৌরবেঽধমাঃ॥ ৭৮॥ ইহ মানুষ্যকে লোকে দীনান্ধাশ্চ ভবন্তি তে। দেবব্রহ্মস্বহর্ত্তৄণাং নরাণাং পাপকর্ম্মণাম্॥ ৭৯॥ মহারৌরবমাশ্রিত্য ধ্রুবং বাসো যমালয়ে। ততঃ কালেন মহতা পাপাঃ পাপেন বেষ্টিতাঃ॥ ৮০॥ জায়ন্তে কণ্টকৈর্ভিন্নাঃ কোশে বা কোশকারকাঃ। মৃগপক্ষিবিহঙ্গানাং ঘাতকা মাংসভক্ষকাঃ॥ ৮১॥ পেষণং নরকং যান্তি শোষণং জীববন্ধনাৎ। তত্রত্যাং যাতনাং ঘোরাং সহিত্বা শাস্ত্রচোদিতাম্॥ ৮২॥ ইহ মানুষ্যতাং প্রাপ্য পঙ্গ্বন্ধবধিরা নরাঃ। গবার্থে ব্রাহ্মণার্থে চ হনূতং

কারণে আমার এই পাপভয়ঙ্করপুরে আগমন করেন নাই। যে সকল জীব শুক্রতীর্থের নর্ম্মদা-নীরে তনুত্যাগ করে, তাহাদের পরমপদপ্রাপ্তি ঘটে, এ বিষয়ে কোন বিচারণা কর্ত্তব্য নহে। অব-শেই হউক আর স্ববশেই হউক, যে জীব শুক্র-তীর্থের ক্ষেত্রমণ্ডল মধ্যে প্রাণত্যাগ করে, নিঃসন্দেহ সে নর রুদ্রানুচর হইয়া থাকে। অনন্তর আমরা যমবাক্যশ্রবণানন্তর নগরের বহির্ভাগে আগমন করিয়া নারকিগণের বিবিধ ঘোর নরকযাতনা সন্দর্শন করিতে লাগিলাম। হে নৃপোত্তম! যম-পুরে ত্রিশকোটী ঘোর নরক বিদ্যমান; আমরা সেই নরকনিকর অবলোকন করিয়া ভীত হইলাম, সেই মহাপথে আমাদের পরম পীড়া উপস্থিত হইল। তথায় রৌরব, মহারৌরব, পেষণ, শোষণ, কালসূত্র, অস্থিভঞ্জন, তামিস্র, অন্ধতামিস্র, কৃমিবহ, পূতিবহ, মহাজ্বাল, বিষভোজন, ও অন্যান্য অনেক নরক দর্শন করিলাম। অনন্তর দংশ-মশক ও যমল-পর্ব্বত এই সকল নরক অবলোকন করিয়া সর্ব্বপাপনাশিনী বৈতরণী নদী দর্শন করিলাম। পুণ্যাত্মা জনগণ এই বৈতরণীর অমৃতবৎ বৈতরণীর শীতল জল পান করে, পরন্তু পাপিগণের নিকট সেই জলই শোণিতাকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। অনন্তর অসিপত্রবন নামক অন্য এক নরক দর্শন করিয়া এক মহাশিলা অবলোকন করিলাম, এই শিলা পুঞ্জ পুঞ্জ পাবকের ন্যায় প্রভাশালিনী, তারপর এক অতি বিশাল শাল্মলী আমাদের দৃষ্টি-পথে পতিত হইল। মহারাজ! আর কত বলিব? এই সকল ও অন্যান্য শতসহস্র ঘোরতর ঘোরতম অনেকই দেখিলাম, মানবগণ এই সকল স্থানে সতত ক্লেশ পাইতেছে। মানবগণের বাচিক মানস ও কর্ম্মজ পাপেই এই সকল পৃথক্ পৃথক্ যমযন্ত্রণা সংঘটিত হয়।৩২—৭৬। যাহারা অহঙ্কারী, ক্রোধী ও মায়াবচনপটু এবং যাহাদের কুলে উদ্ধারকর্ত্তা বিদ্যমান নাই, তাহাদেরই পিতা, মাতা গুরু ও ভ্রাতা অনাথ বিকলেন্দ্রিয় হইয়া রৌরবনরকে পরি-ভ্রমণ করে! আর তাদৃশ অধম মানবগণই দ্বাদশ বৎসর রৌরবে বাস করিয়া এই মানুষ লোকে দীন ও অন্ধ হইয়া জন্মগ্রহণ করে। দেবব্রহ্মস্বহারী পাপকর্ম্মা নরগণের যমালয়ে রৌরবনরকে বাস হয়। তারপর তাহারা বহুকাল পরে পাপপরি-বেষ্টিত ও কণ্টক দ্বারা ভিন্নগাত্র হইয়া কোশ বা কোশকার কীট হইয়া জন্মগ্রহণ করে। যাহারা মৃগ, পক্ষী ও বিহঙ্গগণের হিংসা করে বা মাংস ভোজন করে, তাহারা পেষণ নরকে প্রবেশ করিয়া থাকে আর যাহারা জীবগণকে বন্ধন করিয়া রাখে তাহাদের শোষণ নরকে গতি হয়। অনন্তর শোষণ নরকে শাস্ত্র-বিহিত ঘোর যাতনা সহ্য করিয়া ইহসংসারে পঙ্গু, অন্ধ, কিম্বা

বদন্তামিহ ॥ ৮৩ ॥ পতনং জায়তে পুংসাং নরকে কালসূত্রকে। তত্রত্যা যাতনা ঘোরা বিহিতা শাস্ত্রকর্ত্তৃভিঃ ॥ ৮৪ ॥ ভুক্তা সমাগতা হ্যত্র তে যান্ত্যন্ত্যজাং গতিম্। বন্ধয়ন্তি চ যে জীবাংস্ত্যক্তাত্মকুলসন্ততিম্ ॥ ৮৫ ॥ পতন্তি নাত্র সন্দেহো নরকে তেঽস্থিভঞ্জনে। তত্র বর্ষশতস্থাস্তু ইহ মানুষ্যতাং গতাঃ ॥ ৮৬ ॥ কুব্জা বামনকাঃ পাপা জায়ন্তে দুঃখভাগিনঃ। যে ত্যজন্তি স্বকাং ভার্য্যাং মূঢ়াঃ পণ্ডিতমানিনঃ ॥ ৮৭ ॥ তে যান্তি নরকং ঘোরং তামিস্রং নাত্র সংশয়ঃ। তত্র বর্ষশতস্থাস্তে ইহ মানুষ্যতাং গতাঃ ॥ ৮৮ ॥ দুশ্চর্ম্মাণো দুর্ভগাশ্চ জায়ন্তে মানবা হি তে। মানকূটং তুলাকূটং কূটকং তু বদন্তি যে ॥৮৯॥ নরকে তেঽন্ধতামিস্রে প্রপচ্যন্তে নরাধমাঃ। শতসাহস্রিকং কালমুষিত্বা তত্র তে নরাঃ ॥ ৯০ ॥ ইহ শত্রুগৃহে অন্ধা ভ্রমন্তে দীনমূর্ত্তয়ঃ। পিতৃদেবদ্বিজেভ্যোঽন্নমদত্বা যেঽত্র ভুঞ্জতে ॥ ৯১ ॥ নরকে কৃমিভক্ষ্যে তে পতন্তি স্বাত্মপোষকাঃ। ততঃ প্রসূতিকালে হি কৃমিভুক্তশ্চ সব্রণঃ ॥ ৯২ ॥ জায়তেঽশুচিগন্ধোঽত্র পরভাগ্যোপজীবকঃ। স্বকর্ম্মবিচ্যুতাঃ পাপা বর্ণাশ্রমবিবর্জ্জিতাঃ ॥ ৯৩ ॥ নরকে পূয়সম্পূর্ণে ক্লিশ্যন্তে হ্যযুতং সমাঃ। পূর্ণে তত্র ততঃ কালে প্রাপ্য মানুষ্যকং ভবম্ ॥ ৯৪ ॥ উদ্বেজনীয়া ভূতানাং জায়ন্তে ব্যাধিভির্বৃতাঃ। অগ্নিদো গরদশ্চৈব লোভমোহান্বিতো নরঃ ॥ ৯৫ ॥ নরকে বিষসম্পূর্ণে নিমজ্জতি দুরাত্মবান্। তত্র বর্ষশতাৎকালাদুন্মজ্জনমবস্থিতঃ ॥ ৯৬ ॥ ভুবি মানুষতাং প্রাপ্য কৃপণো জায়তে পুনঃ। পাদুকোপানহৌ ছত্রং শয্যাং প্রাবরণানি চ ॥ ৯৭ ॥ অদত্বা দংশমশকৈর্ভক্ষ্যন্তে জন্মসপ্ততিম্। পিতুর্দ্রব্যাপহর্ত্তারস্তাড়নক্রোশনে রতাঃ ॥৯৮॥ পীড়নং ক্রিয়তে তেষাং যত্র তৌ যুগ্মপর্ব্বতৌ। যা সা বৈতরণী ঘোরা নদী রক্তপ্রবাহিণী। পিবন্তি রুধিরং তত্র যেঽভিযান্তি রজস্বলাম্ ॥ ৯৯ ॥ অসিপত্রবনে ঘোরে পীড্যন্তে পাপকারিণঃ ॥ ১০০ ॥ পরপীডাকরা নিত্যং যে নরোঽন্ত্যজগামিনঃ। গুরুদাররতানাং তু মহাপাতকিনামপি ॥ ১০১ ॥ শিলাবগুহন তেষাং

বধির হইয়া জন্মগ্রহণ করে। অনৃত বাক্য দ্বারা যাহারা গো ও ব্রাহ্মণগণকে হিংসা করে, তাদৃশ পুরুষগণের কালসূত্রনরকে পতন হয় এবং তথায় শাস্ত্রকর্ত্তৃগণের কথিত যাতনা ভোগ করিয়া ইহলোকে অন্ত্যজ হইয়া জন্মগ্রহণ করে। যাহারা জীবগণের বন্ধন ও আত্মকুলসন্ততি পরিত্যাগ করে, সেই পাপমতি মানবগণ নিঃসন্দেহ অস্থিভঞ্জন নরকে নিপতিত হয় ও সেখানে শতবৎসর যাতনা ভোগ করিয়া পরে কুব্জ, বামন, ও বিবিধ দুঃখের ভাজন হইয়া জন্মগ্রহণ করে। যেসকল পণ্ডিতম্মন্য মূঢ়মানব স্বীয় পত্নী পরিত্যাগ করে, তাহারা নিঃসংশয় ঘোর তামিস্র নরকে পতিত হয় এবং সেখানে শতবৎসর বাস করিয়া ইহ সংসারে দুশ্চর্ম্মা দুর্ভগ মানব হইয়া জন্ম লয়। যাহারা পরিমাণ ও তৌল বিষয়ে কূট ব্যবহার করে কিম্বা যাহারা স্বভাবতঃ কূটবাদী, সেই সকল নরাধম অন্ধতামিস্র নরকে পরিপাক প্রাপ্ত হয় এবং সেখানে শতসহস্র বৎসর বাসের পর ইহলোকে অন্ধ হইয়া জন্মগ্রহণ করে ও দীনবেশে শত্রুর গৃহে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। যাহারা পিতৃ, দেব ও দ্বিজগণকে অন্নদান না করিয়া ভোজন করে, সেই সকল আত্মম্ভরি নর কৃমিভক্ষ্যনরকে পতিত হয় আর ইহারাই প্রসবসময়ে কৃমিদষ্ট ও সব্রণ হইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া থাকে, ইহাদের দেহে সর্ব্বদা অশুচি গন্ধ বিদ্যমান থাকে এবং ইহারা পরভাগোপজীবী হয়। যে সকল পাপমতি মানব বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বিসর্জ্জন করে ও স্বধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হয় তাহারা অযুত বৎসর পূয়বহ নরকে ক্লেশ পায়; অনন্তর কাল পূর্ণ হইলে মানুষদেহ প্রাপ্ত হইয়া ব্যাধিযুক্ত ও জীবগণের উৎপীড়ক হয়। যে লোভ-মোহান্বিত নর অগ্নি ও বিষদান করে, সেই দুরাত্মা বিষপূর্ণ নরকে নিমগ্ন হয়, শতবৎসর পরে সে সেই নরক হইতে উত্থিত হয়; পরে নরলোকে কৃপণ হইয়া জন্ম লয়। যে মানব পাদুকা, উপানহ, ছত্র, শয্যা ও বসন দান করে না, সপ্ততি জন্ম তাহাকে দংশমশকেরা ভক্ষণ করে। যাহারা পিতার দ্রব্য হরণ করে, পিতাকে সতত তাড়ন, ক্রোশন, ও পীড়ন করে, তাদৃশ মানবগণের জন্য যমলপর্ব্বত নরক নির্দ্দিষ্ট। পূর্ব্বে যে শোণিতপ্রবাহা ভীষণা বৈতরণীর কথা কথিত হইয়াছে, রজস্বলাগামী মানবগণ সেই বৈতরণীর রুধির পান করে। ৭৭—৯৯। নিত্য পরপীড়াদায়ক পাপকর্ম্মা নরগণ ঘোর অসিপত্রবনে পীড়িত হয়; যাহারা অন্ত্যজাতিগামী ও গুরুদাররত মহাপাপী, সপ্ততি জন্ম তাহাদের শিলাবপূহন নরকে

জায়তে জন্মপ্রভৃতিম্। জ্বলন্তীমায়সীং ঘোরাং বহুকণ্টকসংবৃতাম্॥ ১০২॥ শাল্মলীং তেহবগূহন্তি পরদাররতা হি যে। পরস্ব যোষিতং হৃত্বা ব্রহ্মস্বমপহৃত্য চ॥ ১০৩॥ অরণ্যে নির্জ্জনে দেশে স ভবেৎ ক্রূররাক্ষসঃ। দেবস্বং ব্রাহ্মণস্বং চ লোভেনৈবাহরেচ্চ যঃ॥ ১০৪॥ স পাপাত্মা পরে লোকে গৃধ্রোচ্ছিষ্টেন জীবতি। এবমাদীনি পাপানি ভুঞ্জতে যমশাসনাৎ॥ ১০৫॥ যেষাং তু দর্শনাদেব শ্রবণাজ্জায়তে ভয়ম্। তথা দানফলং চান্যে ভুঞ্জানা যমমন্দিরে॥ ১০৬॥ দৃষ্টাঃ শ্রুতং কথয়তাং দূতানাঞ্চ যমাজ্ঞয়া। রথৈরন্যে গজৈরন্যে কেচিদ্বাজিভিরাবৃতাঃ॥ ১০৭॥ দৃষ্টাস্তত্র মহাভাগ তপঃসঞ্চয়সংস্থিতাঃ। গোদাতা স্বর্ণদাতা চ ভূমিরত্নপ্রদা নরাঃ॥ ১০৮॥ শয্যাশনগৃহাদীনাং স লোকঃ কামদো নৃণাম্। অন্নং পানীয়সহিতং দদতে যেহত্র মানবাঃ॥ ১০৯॥ তত্র তৃপ্তাঃ সুসন্তুষ্টাঃ ক্রীড়ন্তি যমসাদনে। তত্র যদ্দীয়তে দানমপি বালাগ্রমাত্রকম্॥ ১১০॥ তদক্ষয়ফলং সর্ব্বং শুক্লতীর্থে নৃপোত্তম। এতত্তে কথিতং সর্ব্বং যদ্দৃষ্টং যচ্চ বৈ শ্রুতম্॥ ১১১॥ কুরুষ যদভিপ্রেতং যদি শক্নোষি মুচ্যতাম্। তয়োস্তদ্বচনং শ্রুত্বা চাণক্যো হৃষ্টমানসঃ॥ ১১২॥ বিসর্জ্জয়ামাস খগাবভিনন্দ্য পুনঃপুনঃ। তাভ্যাং গতাভ্যাং সর্ব্বস্বং দত্ত্বা বিপ্রেষু ভারত॥ ১১৩॥ কামক্রোধৌ পরিত্যজ্য জগামামরপর্ব্বতম্। তত্র বদ্ধোদ্ধুপং গাঢ়ং কৃষ্ণরজ্জ্বাবলম্বিতম্॥১১৪॥ প্লবমানো জগামাশু ধ্যায়ন্ দেবং জনার্দ্দনম্। আরোগ্যং ভাস্করাদিচ্ছেদ্ধনং বৈ জাতবেদসঃ॥১১৫॥ প্রাপ্নোতি জ্ঞানমীশানান্মোক্ষংপ্রাপ্নোতি কেশবাৎ। নীলং রক্তং তদভবন্মেচকং যদ্ধি সূত্রকম্॥ ১১৬॥ শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশং দৃষ্ট্বা রজ্জুং মহামতিঃ। আপ্লুত্য বিমলে তোয়ে গতোহসৌ বৈষ্ণবং পদম্॥ ১১৭॥ গায়ন্তি যদ্বেদবিদঃ পুরাণং নারায়ণং শাশ্বতমচ্যুতাহ্বয়ম্। প্রাপ্তঃ স তং রাজসুতো মহাত্মা নিক্ষিপ্য দেহং শুভশুক্লতীর্থে॥ ১১৮॥ এষা তে কথিতা রাজন্

গতি হয়; আর যাহারা পরদাররত, বহুকণ্টকযুক্ত জ্বলন্ত লৌহশাল্মলী তরু দ্বারা তাহাদের শরীর আলিঙ্গিত হইয়া থাকে। পরের নারী ও ব্রহ্মস্ব হরণ করিয়া নর নির্জ্জন অরণ্যে ক্রূর রাক্ষস হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। যে পাপাত্মা লোভবশে দেবস্ব ও ব্রহ্মস্ব হরণ করে, পরজন্মে সে গৃধ্রোচ্ছিষ্টভোজনে জীবন যাপন করিয়া থাকে। হে মহারাজ! যমশাসনে মানবেরা এই সকল ও অন্যান্য অনেক পাপ ভোগ করিয়া থাকে। তাহাদের দর্শনে ও শ্রবণেও ঘোর ভয় উপস্থিত হইয়া থাকে। হে মহাভাগ! এই ত গেল পাপিগণের কথা। যম-মন্দিরে অনেক দানফলভোগী মানবও সন্দর্শন করিয়াছি, আর যমের আদেশে তদীয় দূতগণ এ বিষয়ে যে সকল কথোপকথন করিয়াছেন, সে সকলও শ্রবণ করিয়াছি। হে মহারাজ! যে সকল দানফলভোগী মানবগণকে অবলোকন করিলাম, তন্মধ্যে কেহ রথ, কেহ গজ ও কেহ কেহ বাজিপরিবৃত হইয়া যমপুরে বাস করিতেছেন, ইঁহারা গোদাতা, ভূমি দাতা, স্বর্ণদাতা, ও রত্নদাতা এবং সকলেই তপঃসঞ্চয়শীল। শয্যা, ভোজ্য ও গৃহাদি দান, মানবগণের কামদ হয়। যে মানব ইহলোকে পানীয় সহ অন্ন দান করে, তাহারা তৃপ্তাত্মা ও সুসন্তুষ্ট হইয়া যমসদনে সুখে ক্রীড়া করে। হে নৃপসত্তম! শুক্লতীর্থে কেশাগ্র সমান অতি অল্প দান করিলেও অক্ষয় ফলজনক হয়। যাহা শুনিয়াছি ও দেখিয়াছি, এই আপনার নিকট সকলই কহিলাম। এখন যাহা অভিপ্রায় হয় করুন, আর যদি সমর্থ হন, তবে আমাদিগকে ত্যাগ করুন। চাণক্য কাকবচন শ্রবণে হৃষ্টমনা হইয়া বায়সদ্বয়কে পুনঃপুনঃ অভিনন্দিত করত বিদায় দিলেন। হে ভারত! অনন্তর বায়সদ্বয় চলিয়া গেলে তিনিও বিপ্রগণকে সর্ব্বস্ব দান করিয়া কামক্রোধ পরিত্যাগপূর্ব্বক অমরপর্ব্বতে গমন করিলেন। তিনি অমর পর্ব্বতে গিয়া কৃষ্ণরজ্জু-বিলম্বিত দৃঢ় ভেলায় আরোহণ করিয়া জনার্দ্দনকে ধ্যান করিতে করিতে সত্বর ভাসিতে ভাসিতে চলিলেন। মানব ভাস্করের নিকট আরোগ্য কামনা করিবে, হুতাশনের নিকট ধন, ঈশানের নিকট জ্ঞান এবং কেশবের নিকট মোক্ষলাভ করিয়া থাকে। নৃপ চাণক্য মোক্ষকামী; তাই তিনি জনার্দ্দনের ধ্যান করিতে করিতে গমন করিতেছিলেন। যাইতে যাইতে তাঁহার ভেলার কৃষ্ণরজ্জু ক্রমে নীল ও রক্তবর্ণ হইয়া শুদ্ধ স্ফটিকপ্রভা ধারণ করিল। তদ্দর্শনে মহামতি চাণক্য সেই বিমল জলে দেহ আপ্লুত করত বৈষ্ণবপদ প্রাপ্ত হইলেন। বেদবিদগণ যাঁহাকে পুরাণপুরুষ শাশ্বত অচ্যুত নারায়ণ বলিয়া গান করেন, নৃপতনয় মহাত্মা চাণক্য, শুক্ল-

সিদ্ধিশ্চাণক্যভূভৃতঃ। তথান্যত্তব বক্ষ্যামি শৃণু-ষ্বৈকাগ্রমানসঃ ॥ ১১৯ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে চাণক্যসিদ্ধিপ্রাপ্তিবর্ণনং নাম পঞ্চপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৫৫॥

ষট্পঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। নাস্তি লোকেষু তত্তীর্থং পৃথিব্যাং যন্নরেশ্বর। শুক্লতীর্থেন সদৃশমুপমানেন গীয়তে ॥ ১ ॥ শুক্লতীর্থং মহাতীর্থং নর্ম্মদায়াং ব্যব-স্থিতম্। প্রাগুদক্প্রবণে দেশে মুনিসঙ্ঘনিষেবিতম্ ॥ ২ ॥ বৈশাখে চ তথা মাসি কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দ্দশী। কৈলাসাদুময়া সার্দ্ধং স্বয়মায়াতি শঙ্করঃ ॥ ৩ ॥ মধ্যাহ্ন-সময়ে স্নাত্বা পশ্যত্যাত্মানমাত্মনা। ব্রহ্মাবিষ্ণ্বিন্দ্রসহিত-শুক্লতীর্থে সমাহিতঃ ॥ ৪ ॥ কার্ত্তিক্যাং তু বিশেষেণ বৈশাখ্যাং চ নরোত্তম। ব্রহ্মাবিষ্ণুমহাদেবান্ স্নাত্বা পশ্যতি তদ্দিনে ॥ ৫ ॥ দেবরাজঃ সুরৈঃ সার্দ্ধং বায়ুমার্গব্যবস্থিতঃ। কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দ্দশ্যাং স্নাত্বা পশ্যতি শঙ্করম্ ॥ ৬ ॥ গন্ধর্ব্বাপ্সরসো যক্ষাঃ সিদ্ধ-বিদ্যাধরোরগাঃ। তদ্দিনে তেঽপি দেবেশং দৃষ্ট্বা মুচ্যন্তি কিল্বিষম্ ॥ ৭ ॥ অর্দ্ধযোজনবিস্তারং তদর্দ্ধেন তু নৈব চায়তম্। শুক্লতীর্থং মহাপুণ্যং মহাপাতক-নাশনম্ ॥ ৮ ॥ যত্র স্থিতৈঃ প্রদৃশ্যন্তে বৃক্ষাগ্রাণি নরোত্তমৈঃ। তত্র স্থিতা মহাপাপৈর্মুচ্যন্তে পূর্ব্ব-সঞ্চিতৈঃ ॥ ৯ ॥ পাপোপপাতকৈর্যুক্তো নরঃ স্নাত্বা প্রমুচ্যতে। উপার্জ্জিতা বিনশ্যেত ভ্রূণ-হত্যাপি তুন্ত্যজা ॥ ১০ ॥ যস্মাত্তত্রৈব দেবেশ উময়া সহ তিষ্ঠতি। বৈশাখ্যাঞ্চ বিশেষেণ কৈলাসাদেতি শঙ্করঃ ॥ ১১ ॥ তেন তীর্থং মহাপুণ্যং সর্ব্বপাতকনাশনম্। কথিতং ব্রহ্মণা পূর্ব্বং ময়া তব তথা নৃপ ॥ ১২ ॥ রজকেন যথা ধৌতং বস্ত্রং ভবতি নিম্মলম্। তথা তত্র বপুঃ স্নাতঃ পুরুষস্য ভবেচ্ছুচি ॥ ১৩ ॥ পূর্ব্বে বয়সি পাপানি কৃত্বা পুষ্টানি মানবঃ। অহোরাত্রোষিতো ভূত্বা শুক্লতীর্থে ব্যপোহতি ॥ ১৪ ॥ শুক্লতীর্থে মহারাজ রাকাং রেবাজলাঞ্জলিম্। কল্পকোটিসহস্রাণি দত্ত্বা স্যুঃ

তীর্থজলে দেহ পাতিত করিয়া সেই নারায়ণপদ প্রাপ্ত হইলেন। হে রাজন্! এই তোমার নিকট ভূপাল চাণক্যের সিদ্ধিলাভের কথা কহিলাম, এক্ষণে অন্য আর এক তীর্থের বিষয় বলিতেছি, একাগ্র-মনা হইয়া শ্রবণ কর ।১০০—১২৯।

পঞ্চপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫৫ ॥

ষটপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়।

শ্রীমার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে নরেশ্বর! পৃথি-বীতে এমন কি ত্রিলোকে এমন কোন তীর্থ নাই, যাহা শুক্লতীর্থের সাদৃশ্য লাভ করে। শুক্ল-তীর্থ, মহাতীর্থ; এ তীর্থ নর্ম্মদাতীরে অবস্থিত ও প্রাগুদক্প্লব; ঋষিসঙ্ঘ সতত এই তীর্থের সেবা করেন। বৈশাখমাসের কৃষ্ণচতুর্দ্দশীদিনে শঙ্কর কৈলাস হইতে উমার সহিত এখানে আগমন করেন এবং সমাহিত হইয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও ইন্দ্রের সহিত মধ্যাহ্ন সময়ে স্নান করিয়া থাকেন। হে নরোত্তম! কার্ত্তিকপূর্ণিমায় বিশেষতঃ বৈশাখ-পৌর্ণমাসীদিনে এখানে স্নান করিয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্রকে দর্শন করিতে হয়। দেবরাজ ইন্দ্র ও সুরগণ কৃষ্ণচতুর্দ্দশীদিনে শুক্লতীর্থে স্নান করিয়া বায়ুমার্গে অবস্থান করিয়া শঙ্করকে দর্শন করিয়া থাকেন। এতদ্ভিন্ন গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, যক্ষ, সিদ্ধ, বিদ্যাধর ও উরগগণ ঐদিনে দেবেশকে দর্শন করিয়া কলুষমুক্ত হন। শুক্লতীর্থের অর্দ্ধযোজন বিস্তীর্ণ ও পাদযোজন আয়ত স্থান মহাপুণ্য ও মহাপাতকনাশন। মানবসত্তমগণ যে কোন স্থানে অবস্থান করিয়া শুক্লতীর্থের বৃক্ষাগ্রভাগ দর্শন করত পূর্ব্বসঞ্চিত মহাপাতক হইতে মুক্ত হয়। পাতক ও উপপাতকযুক্ত মানবও এ তীর্থে স্নান করিয়া মুক্ত হয়। মানবদেহের দুস্ত্যজ ভ্রূণহত্যা পাপও শুক্ল-তীর্থপ্রভাবে বিনষ্ট হইয়া থাকে। বিশেষতঃ বৈশাখ-পূর্ণিমায় দেবেশ শঙ্কর কৈলাস হইতে উমার সহিত শুক্লতীর্থে আগমন করেন বলিয়া এই দিন শুক্লতীর্থ মহাপুণ্য ও সর্ব্বপাতকনাশন বলিয়া গণ্য হয়। হে নৃপ! পূর্ব্বে ব্রহ্মা শুক্লতীর্থের বিষয় আমাকে যেরূপ কহিয়াছিলেন, তাহাই আমি অবিকল তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। রজক বস্ত্র ধৌত করিলে তাহা যেমন নির্ম্মল হয়, শুক্লতীর্থস্নানেও মানব তদ্রূপ শুচি হইয়া থাকে। ১—১৩। যে মানবের পূর্ব্বাচরিত পাপনিচয় দ্বারা দেহ পুষ্ট হইয়াছে, শুক্লতীর্থে অহো-রাত্র উপবাস করিলেই তাহার সে সকল পাপ বিনষ্ট হয়। হে মহারাজ! শুক্লতীর্থে যে মানব পিতৃগণের

পিতরঃ শিবাঃ ॥ ১৫ ॥ ন মাতা ন পিতা বন্ধুঃ পতনং নরকার্ণবে। উদ্ধরন্তি যথা পুণ্যং শুক্লতীর্থে নরেশ্বর : ১৬॥ তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ ন তাং গচ্ছন্তি সদ্গতিম্। শুক্লতীর্থে মৃতো জন্তুর্দ্দেহ-ত্যাগেন যাং লভেৎ ॥ ১৭ ॥ কার্ত্তিকস্য তু মাসস্য কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দ্দশীম্। ঘৃতেন স্নাপয়েদ্দেবমুপোষ্য প্রযতো নরঃ ॥ ১৮ ॥ স্নাত্বা প্রভাতে রেবায়াং দদ্যাৎ স ঘৃতকম্বলম্। সহিরণ্যং যথাশক্তি দেব-মুদ্দিশ্য শঙ্করম্ ॥ ১৯ ॥ দেবস্য পূরণাং কুর্য্যাদ্-ঘৃতেন ঘৃতকম্বলম্। স গচ্ছতি মহাতেজাঃ শিব-লোকং মৃতো নরঃ ॥ ২০ ॥ একবিংশকুলোপেতো যাবদাভূতসংপ্লবম্ ॥ শুক্লতীর্থে নরঃ স্নাত্বা হ্যুমাং রুদ্রঞ্চ যোঽর্চ্চয়েৎ ॥ ২১ ॥ গন্ধপুষ্পাদিধূপৈশ্চ সোঽশ্বমেধফলং লভেৎ ! মাসোপবাসং যঃ কুর্য্যা-ত্তত্র তীর্থে নরেশ্বর ॥ ২২ । মুচ্যতে স মহৎপাপৈঃ সপ্তজন্মসুসঞ্চিতৈঃ। উষ্ট্রীক্ষীরমবিক্ষীরং নবশ্রাদ্ধে চ ভোজনম্ ॥ ২৩ ॥ বৃষলীগমনং চৈব তথা-ভক্ষ্যস্য ভক্ষণম্। অবিক্রয়েঽনৃতে পাপং মাহিষে-হযাজ্যযাজকে ॥ ২৪ ॥ বার্দ্ধুষ্যে পঙ্‌ক্তিগরদে দেব-ব্রাহ্মণদূষকে। এবমাদীনি পাপানি তথান্যান্যপি ভারত ॥ ২৫ ॥ চান্দ্রায়ণেন নশ্যন্তি শুক্লতীর্থে ন সংশয়ঃ। শুক্লতীর্থে তু যঃ স্নাত্বা তর্পয়েৎ পিতৃ-দেবতাঃ ॥ ২৬ ॥ তস্য তে দ্বাদশাব্দানি তৃপ্তিং যান্তি সুতর্পিতাঃ। পাদুকোপানহৌ ছত্রং শয্যামাসনমেব ২৭ ॥ সুবর্ণং ধনধান্যঞ্চ শ্রাদ্ধং যুক্তহলং তথা। অন্নং পানীয়সংহিতং তস্মিংস্তীর্থে দদন্তি যে। হৃষ্টাঃ পুষ্টা মৃতা যান্তি শিবলোকং ন সংশয়ঃ ॥ ২৮ ॥ তত্র তীর্থে তু যো ভক্ত্যা শিবমুদ্দিশ্য ভারত ॥ ২৯ ॥ ভিক্ষামাত্রং তথান্নং যে তেঽপি স্বর্যান্তি বৈ নরাঃ। যজ্বনাং ব্রতিনাং চৈব তত্র তীর্থনিবাসিনাম্ ॥ ৩০ ॥ অপি বালাগ্রমাত্রং হি দত্তং ভবতি চাক্ষয়ম্। অগ্নিপ্রবেশং যঃ কুর্য্যাচ্ছুক্লতীর্থে সমাহিতঃ ॥ ৩১ ॥ রাগদ্বেষবিনির্ম্মুক্তো হৃদি ধ্যাত্বা জনার্দ্দনম্। সর্ব্ব-কামসুসম্পূর্ণঃ স গচ্ছেদ্বারুণং পুরম্ ॥ ৩২ ॥ ন রোগো ন জরা তত্র যত্র দেবোঽম্ভসাং পতিঃ। অনাশকং তু যঃ কুর্য্যাত্তস্মিংস্তীর্থে যুধিষ্ঠির ॥ ৩৩ ॥ অনিবর্ত্তিকা গতিস্তস্য রুদ্রলোকাদসংশয়ম্। অবশঃ

উদ্দেশে রাকা পৌর্ণমাসীতে অত্যল্প রেবাজলাঞ্জলি দান করে, তদীয় পিতৃগণ সহস্রকোটি কল্পকাল তৃপ্ত হন। তাহার মাতা, পিতা ও সুহৃৎ নরকে পতিত হন না। হে নরেশ! শুক্লতীর্থের পুণ্যবলে তাঁহারা উদ্ধার লাভ করেন। দেহী শুক্লতীর্থে দেহত্যাগ করিয়া যে সদ্গতি লাভ করেন, তপস্যা ও ব্রহ্মচর্য্যে সেরূপ সদ্গতি লাভ ঘটে না। উপবাসী নর প্রযত হইয়া কার্ত্তিকশুক্লচতুর্দ্দশী-দিবসে ঘৃতদ্বারা দেবেশকে স্নান করাইবে; পর-দিবস প্রভাতে রেবানীরে অবগাহন করিয়া দেবে শঙ্করের উদ্দেশে যথাশক্তি সহিরণ্য ঘৃত-কম্বল দান করিবে, ঘৃতদ্বারা তাঁহার অঙ্গ পূরণ করিবে। এইরূপ কারলে মানব দেহাবসানে মহাতেজা হইয়া শিবলোকে গমন করে; কল্পক্ষয়কাল পর্য্যন্ত একবিংশতি পুরুষসহ তাহার শিবলোকে বাস হয়। যে মানব শুক্লতীর্থে স্নান করিয়া গন্ধ, পুষ্প ও ধূপাদি দ্বারা উমা ও মহেশের পূজা করে; তাহার অশ্বমেধযাগফল লাভলাভ হয়। হে নরেশ্বর! যে মানব শুক্লতীর্থে মাসোপবাস করে, সে সপ্তজন্মসঞ্চিত মহাপাপ হইতে মুক্ত হয়। হে ভারত! উষ্ট্র ও মেষক্ষীর পান, আদ্যশ্রাদ্ধে ভোজন, বৃষলীগমন, অভক্ষ্য ভক্ষণ, অবিক্রেয় বিক্রয়, অনৃতভাষণ, মহিষ দ্বারা জীবিকার্জ্জন অযাজ্যযাজন, বার্দ্ধুষ্য ও পংক্তি ভেদ গরদান এই সকল ও অন্যান্য পাপও শুক্লতীর্থে চান্দ্রায়ণ করিলে বিনষ্ট হয়; সংশয় নাই। যে মানব শুক্লতীর্থে স্নান করিয়া পিতৃগণের তর্পণ করে, তদীয় পিতৃগণ দ্বাদশবার্ষিকী তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকেন। এখানে যাহারা পাদুকা, উপানহ, ছত্র, শয্যা, আসন, সুবর্ণ, ধন, ধান্য, শ্রাদ্ধ, বৃষাষ্টকযুক্ত হল ও সপানীয় অন্ন দান করে, তাহারা দেহাবসানে হৃষ্টপুষ্ট হইয়া শিব-লোকে গমন করিয়া থাকে, সংশয় নাই। ১৪—২৮। হে ভারত! যাহারা ভক্তিপূর্ব্বক শিবের উদ্দেশে যজ্বা, ব্রতী ও তীর্থবাসীদিগকে ভিক্ষান্নমাত্র দান করে, তাহারাও সদ্গতি লাভ করিয়া থাকে। অধিক কি, এখানে কেশাগ্রপরিমাণ বস্তু দান করিলেও তাহা অক্ষয় হয়। যে সমাহিতমনা মানব রাগদ্বেষ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক জনার্দ্দনকে হৃদয়ে ধ্যান করিতে করিতে শুক্লতীর্থে অগ্নি-প্রবেশ করে, সে সর্ব্বকামপূর্ণ হইয়া বারুণ লোকে গমন করে। যেখানে যাদঃপতি বাস করেন, সেখানে রোগ নাই, জরা নাই। হে যুধিষ্ঠির! শুক্লতীর্থে যে নর অনশন করে, নিঃসংশয় তাহার রুদ্রলোকে গতি হয়, কদাচ

স্ববশো বাপি জন্তুস্তৎক্ষেত্রমণ্ডলে। ৩৪। মৃতঃ স তু ন সন্দেহো রুদ্রস্যানুচরো ভবেৎ। শুক্লতীর্থে তু যঃ কন্যাং শক্ত্যা দদ্যাদলঙ্কৃতাম্। ৩৫। বিধিনা যো নৃপশ্রেষ্ঠ কুরুতে বৃষমোক্ষণম্। তস্য যৎফলমুদ্দিষ্টং পুরাণে রুদ্রভাষিতম্। ৩৬। তদহং সম্প্রবক্ষ্যামি শৃণুষ্বৈকমনা নৃপ। যাবন্তো রোমকূপাঃ স্যুঃ সর্ব্বাঙ্গেষু পৃথক্‌পৃথক্। ৩৭। তাবদ্বর্ষসহস্রাণি রুদ্রলোকে মহীয়তে। শুক্লতীর্থে তু যদ্দত্তং গ্রহণে চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ। ৩৮। বর্দ্ধতে তদ্‌গুণং তাবদ্দিনানি দশ পঞ্চ চ। শুক্লতীর্থং শুচির্ভূত্বা যঃ করোতি প্রদক্ষিণম্। ৩৯। পৃথ্বীপ্রদক্ষিণা তেন কৃতা যত্তস্য তৎফলম্। শোভনং মিথুনং যস্তু রুদ্রমুদ্দিশ্য পূজয়েৎ। ৪০। সপ্ত জন্মানি তস্যৈব বিয়োগো ন চ বৈ ক্বচিৎ। এতত্তে কথিতং রাজন্ সঙ্ক্ষেপেণ ফলং মহৎ। ৪১। শুক্লতীর্থস্য যৎপুণ্যং যথা দেবাচ্ছ্রুতং ময়া। য ইদং শৃণুয়াদ্ভক্ত্যা পুরাণে বিহিতং ফলম্। ৪২। স লভেন্নাত্র সন্দেহঃ সত্যং সত্যং পুনঃপুনঃ। পুত্রার্থী লভতে পুত্রং ধনার্থী লভতে ধনম্। ৪৩। মোক্ষার্থী লভতে মোক্ষং স্নানদানফলং মহৎ। ৪৪।

ইতি শ্রীস্কান্দে শুক্লতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ষট্‌পঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ। ১৫৬।

সপ্তপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ। তস্যৈবানন্তরং রাজন্ শুক্লতীর্থসমীপতঃ। বাসুদেবস্য তীর্থং তু সর্ব্বলোকেষু পূজিতম্। ১। তদ্ধি পুণ্যং সুবিখ্যাতং নর্ম্মদায়াং পুরাতনম্। যত্র হুঙ্কারমাত্রেণ রেবা ক্রোশং জগাম সা। ২। যদা প্রভৃতি রাজেন্দ্র হুঙ্কারেণ গতা সরিৎ। তদা প্রভৃতি স স্বামী হুঙ্কারঃ শব্দিতো বুধৈঃ। ৩। হুঙ্কারতীর্থে যঃ স্নাত্বা পশ্যত্যব্যয়মচ্যুতম্। স মুচ্যতে নরঃ পাপৈঃ সপ্তজন্মকৃতৈরপি। ৪। সংসারার্ণবমগ্নানাং নরাণাং পাপকর্ম্মিণাম্। নৈবোদ্ধর্ত্তা জগন্নাথং বিনা নারায়ণং পরঃ। ৫। সা জিহ্বা যা হরিং স্তৌতি তচ্চিত্তং যত্তদর্পিতম্। তাবেব কেবলৌ শ্লাঘ্যৌ যৌ তৎপূজাকরৌ করৌ। ৬। সর্ব্বদা

তথা হইতে পত্যাবর্ত্তন করিতে হয় না। আত্মবশেই হউক অথবা পরবশেই হউক, শুক্লতীর্থের ক্ষেত্রমণ্ডলমধ্যে তনুত্যাগ করিলে মানব মরিয়া নিঃসন্দেহ রুদ্রানুচর হয়। এখানে যে নর যথাশক্তি অলঙ্কৃত করিয়া কন্যাদান করে, তাহারও রুদ্রানুচরত্বপ্রাপ্তি ঘটে। হে নৃপসত্তম! শুক্লতীর্থে বিধিবিধানে বৃষোৎসর্গ হইলে, রুদ্র পুরাণে তাহার যে ফল নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা বলিতেছি, একমনা হইয়া শ্রবণ কর। হে নৃপ! বৃষের সর্ব্বাঙ্গে যে পরিমাণ পৃথক্ পৃথক্ রোমকূপ থাকে, তত সহস্র বৎসর তাহার রুদ্রলোকে বাস হয়। চন্দ্রসূর্য্যগ্রহণে এখানে যাহা কিছু প্রদত্ত হয়, তাহা পঞ্চদশগুণ বর্দ্ধিত যে মানব শুচি হইয়া শুক্লতীর্থ প্রদক্ষিণ করে; তাহার পৃথিবীপ্রদক্ষিণের ফললাভ হয়। যে মানব শিবের উদ্দেশে শোভন দ্বিজদম্পতীর পূজা করে, সপ্তজন্ম যাবৎ তাহার কদাচ বিয়োগদুঃখ সংঘটিত হয় না। হে রাজন্! এই তোমার নিকট সংক্ষেপে শুক্লতীর্থের মহাপুণ্যফল কীর্ত্তন করিলাম। ইহা আমি দেবদেব মহাদেবের মুখে শ্রবণ করিয়াছি। যে মানব ভক্তিপূর্ব্বক এই শুক্লতীর্থমাহাত্ম্য শ্রবণ করে, আমি পুনঃপুনঃ সত্য শপথ করিয়া বলিতেছি, তাহার পুরাণবিহিত পুণ্যফল লাভ হয়, সন্দেহ নাই। ইহার শ্রবণে পুত্রার্থী পুত্র, ধনকামী ধন এবং মোক্ষার্থী স্নানদান-ফল মোক্ষ-লাভ করে। ২৯—৪৪।

ষট্‌পঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৫৬।

সপ্তপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে রাজন্! ইহার পর সর্ব্বলোকপূজিত বাসুদেব তীর্থ। এই বাসুদেব তীর্থ শুক্লতীর্থসমীপে বিদ্যমান এবং নর্ম্মদাকূলে এই তীর্থই সর্ব্বাধিক পূত ও পুরাতন। এখানে হুঙ্কারমাত্রেই রেবা একক্রোশ সরিয়া গিয়াছিলেন। হে রাজেন্দ্র! যদবধি হুঙ্কার রবে রেবা একক্রোশ সরিয়া যান, তদবধি বুধগণ এই তীর্থস্বামীকে হুঙ্কারেশ্বর আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন। হুঙ্কারেশ্বর তীর্থে যে নর স্নান করিয়া অব্যয় অচ্যুতকে দর্শন করে, সে সপ্তজন্মকৃত পাপ হইতে মুক্ত হয়। জগৎপতি নারায়ণই পাপকর্ম্মা সংসারসাগরমগ্ন নরগণের উদ্ধর্ত্তা। তিনি ভিন্ন অন্য কেহই উদ্ধর্ত্তা নাই। যে জিহ্বা হরির স্তব করে, তাহাকেই জিহ্বা কহে, যে চিত্ত অচ্যুতে অর্পিত হয়, তাহাই চিত্ত আর যে করদ্বয় নিরন্তর হরির

সর্ব্বকার্য্যেষু নাস্তি তেষামমঙ্গলম্ । যেষাং হৃদিস্থো ভগবান্মঙ্গলায়তনো হরিঃ ॥ ৭ ॥ যদন্যদেবতার্চ্চায়াঃ ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ । সাষ্টাঙ্গপ্রণিপাতেন তৎ ফলং লভতে হরেঃ ॥ ৮ ॥ রেণুগুণ্ঠিতগাত্রস্য যাবন্তোঽস্য রজঃকণাঃ । তাবদ্বর্ষসহস্রাণি বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥ ৯ ॥ সম্মার্জ্জনাভ্যুক্ষণলেপনেন তদালয়ে নশ্যতি সর্ব্বপাপম্ । নারীনরাণাং পরয়া তু ভক্ত্যা দৃষ্ট্বা তু রেবাং নরসত্তমস্য ॥ ১০ ॥ যেনার্চ্চিতো ভগবান্ বাসুদেবো জন্মার্জ্জিতং নশ্যতি তস্য পাপম্ । স যাতি লোকং গরুড়ধ্বজস্য বিধূতপাপঃ সুরসঙ্ঘপূজ্যতাম্ ॥ ১১ ॥ শাঠ্যেনাপি নমস্কারং প্রযুঞ্জংশ্চক্রপাণিনঃ । সপ্তজন্মার্জ্জিতং পাপং গচ্ছত্যাশু ন সংশয়ঃ ॥ ১২ ॥ পূজায়াং প্রীয়তে রুদ্রো জপহোমৈর্দ্দিবাকরঃ । শঙ্খচক্রগদাপাণিঃ প্রণিপাতেন তুষ্যতি ॥ ১৩ ॥ ভবজলধিগতানাং দ্বন্দ্ববাতাহতানাং সুতদুহিতৃকলত্রত্রাণভারার্দ্দিতানাম্ । বিষমবিষয়তোয়ে মজ্জতামপ্লবানাং ভবতি শরণমেকো বিষ্ণুপোতো নরাণাম্ ॥ ১৪ ॥ হুঙ্কারতীর্থে রাজেন্দ্র শুভং বা যদি বাশুভম্ । যৎকৃতং পুরুষব্যাঘ্র তন্নশ্যতি ন কর্হিচিৎ ॥ ১৫ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে হুঙ্কারস্বামিতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম সপ্তপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫৭ ॥

অষ্টপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । ততো গচ্ছেৎ পরং তীর্থং সঙ্গমেশ্বরমুত্তমম্ । নর্ম্মদাদক্ষিণে কূলে সর্ব্বপাপভয়াপহম্ ॥ ১ ॥ ধনদস্তত্র বিশ্রান্তো মুহূর্ত্তং নৃপসত্তম । পিতৃলোকাৎ সমায়াতঃ কৈলাসং ধরণীধরম্ ॥ ২ ॥ প্রত্যয়ার্থং নৃপশ্রেষ্ঠ হ্যদ্যাপি ধরণীতলে । কৃষ্ণবর্ণা হি পাষাণা দৃশ্যন্তে স্ফটিকোজ্জ্বলাঃ ॥ ৩ ॥ বিন্ধ্যনির্ঝরনিষ্ক্রান্তা পুণ্যতোয়া সরিদ্বরা । প্রবিষ্টা নর্ম্মদাতোয়ে সর্ব্বপাপপ্রণাশনে ॥ ৪ ॥ সঙ্গমে তত্র যঃ স্নাত্বা পূজয়েৎ সঙ্গমেশ্বরম্ । অশ্বমেধস্য যজ্ঞস্য ফলং প্রাপ্নোত্যসংশয়ম্ ॥৫॥ ধ্বজং পতাকাং বিতানং যো দদেৎ সঙ্গমেশ্বরে । হংসযুক্তবিমানস্থো দিব্য-

পূজা করে, সংসারে কেবল তাদৃশ করযুগলই শ্লাঘ্য হইয়া থাকে। মঙ্গলনিলয় ভগবান্ হরি যাহাদের হৃদয়ে বিদ্যমান, তাহাদের অখিলক্রিয়াই সতত মঙ্গলময় হয়। মানব অন্য দেবতার অর্চ্চনায় যে ফল প্রাপ্ত হয়, একমাত্র হরিকে অষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেই তাহার সেই ফলপ্রাপ্তি ঘটে। যে নর হরির চরণসরোজের রজোরেণুদ্বারা শরীর আবৃত করে, সেই রেণুপরিমাণ সহস্র বৎসর তাহার বিষ্ণুলোকে বাস হয়। হরিগৃহের সম্মার্জ্জনীর অভ্যুক্ষণ-অনুলেপনে মানবের সর্ব্বপাপ বিলীন হয়। নরনারী পরমভক্তি সহকারে রেবার দর্শন করিয়া পুরুষোত্তম বিষ্ণুর প্রীতি সম্পাদন করে। যে মানব ভগবান্ বাসুদেবের অর্চ্চনা করেন, তাঁহার জন্মার্জ্জিত পাপ বিনষ্ট হয়। তিনি বিধৌতপাপ হইয়া গরুড়ধ্বজ বিষ্ণুর আলয়ে বৈকুণ্ঠভবনে গমন করেন এবং সুরসঙ্ঘও তাঁহার পূজা করিয়া থাকেন। শঠতা সহকারেও চক্রপাণির প্রতি প্রণাম প্রযুক্ত হইলে মানবের সপ্তজন্মার্জ্জিত পাপ সত্বর বিনষ্ট হয়, সংশয় নাই। পূজায় রুদ্র প্রীত হন, জপ-হোমে সূর্য্য প্রীতিলাভ করেন আর শঙ্খ-চক্র-গদাপাণি প্রণিপাতেই তুষ্ট হইয়া থাকেন। হে রাজেন্দ্র! ভবজলধিমগ্ন দ্বন্দ্ববাতাহত, সুত-দুহিতা ও কলত্রত্রাণভার-পীড়িত বিষম বিষয়ে মজ্জনোন্মুখ মানবগণের একমাত্র বিষ্ণুপোতই শরণ্য। হে পুরুষশার্দ্দুল! হুঙ্কারেশ্বর তীর্থে শুভ বা অশুভ যে কিছু কার্য্য কৃত হয়, কুত্রাপি তাহার বিনাশ নাই। ১—১৫।

সপ্তপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫৭ ॥

অষ্টপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়।

শ্রীমার্কণ্ডেয় কহিলেন,—অনন্তর অনুত্তম সঙ্গমেশ্বর তীর্থে গমন করিবে। এই শ্রেষ্ঠ তীর্থ সঙ্গমেশ্বর নর্ম্মদার দক্ষিণকূলে অবস্থিত এবং ইহা সর্ব্ববিধ পাপভয়হর। হে নৃপসত্তম! ধনদ পিতৃলোক হইতে কৈলাসশৈলে আগমন কালীন এখানে মুহূর্ত্ত মাত্র বিশ্রাম করিয়াছিলেন, অদ্যাপি লোক সকলের অত্রত্য ভূভাগে অনেক কৃষ্ণবর্ণ পাষাণ স্ফটিকসম সমুজ্জ্বলাকারে দৃষ্ট হয়। বিন্ধ্য-গিরির নির্ঝর ধারা নির্গতা পুণ্যতোয়া নদী ঐ স্থানে আসিয়া সর্ব্বপাপপ্রণাশন নর্ম্মদাজলে প্রবেশ করিয়াছে। মানব সেই সঙ্গমে স্নান করিয়া সঙ্গমেশ্বরের পূজা করিলে নিঃসংশয় অশ্বমেধযজ্ঞের ফল লাভ করে। ১—৫। যে মানব এই সঙ্গমে বিস্তীর্ণ ধ্বজপতাকা প্রদান

স্ত্রীশতসংবৃতঃ॥ ৬॥ স রুদ্রপদমাপ্নোতি রুদ্রস্যানুচরো ভবেৎ। দধিভক্তেন দেবস্য যঃ কুর্য্যাল্লিঙ্গপূরণম্॥ ৭॥ সিক্থসখ্যাং শিবে লোকে স বসেৎ কালমীপ্সিতম্। শ্রীফলৈঃ পূরয়েল্লিঙ্গং নিঃস্বো ভূত্বা ভবস্য তু॥ ৮॥ সোঽপি তৎফলমাপ্নোতি গতঃ স্বর্গে নরেশ্বর। অক্ষয়া সন্ততিস্তস্য জায়তে সপ্তজন্মসু॥ ৯॥ স্নপনং দেবদেবস্য দধ্না মধুঘৃতেন বা। যঃ করোতি বিধানেন তস্য পুণ্যফলং শৃণু॥ ১০॥ ঘৃতক্ষীরবহা নদ্যো যত্র বৃক্ষা মধুস্রবাঃ। তত্র তে মানবা যান্তি সুপ্রসন্নে মহেশ্বরে॥ ১১॥ পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যস্য দদ্যান্মহেশ্বরে। তৎসর্ব্বং সপ্তজন্মানি হ্যক্ষয়ং ফলমশ্নুতে॥ ১২॥ সর্ব্বেষামেব পাত্রাণাং মহাপাত্রং মহেশ্বরঃ। তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন পূজনীয়ো মহেশ্বরঃ॥ ১৩॥ ব্রহ্মচর্য্যস্থিতো নিত্যং যস্ত পূজয়তে শিবম্। ইহ জীবন্ স দেবেশো মৃতো গচ্ছেদনাময়ম্॥ ১৪॥ শিবে তু পূজিতে পার্থ যৎফলং প্রাপ্যতে বুধৈঃ। যোগীন্দ্রে চৈব তৎপার্থ পূজিতে লভতে ফলম্॥ ১৫॥ তে ধন্যাস্তে মহাত্মানস্তেষাং জন্ম সুজীবিতম্। যেষাং গৃহেষু ভুঞ্জন্তি শিবভক্তিরতা নরাঃ॥ ১৬॥ সন্নিরুধ্যেন্দ্রিয়গ্রামং যত্রযত্র বসেন্মুনিঃ। তত্রতত্র কুরুক্ষেত্রং নৈমিষং পুষ্করাণি চ॥ ১৭॥ যৎফলং বেদবিদুষি ভোজিতে শতসখ্যয়া। তৎফলং জায়তে পার্থ হ্যেকেন শিবযোগিনা॥ ১৮॥ যত্র ভুঞ্জন্তি ভস্মাঙ্গী মূর্খো বা যদি পণ্ডিতঃ। তত্র ভুঞ্জতি দেবেশ সপত্নীকো বৃষধ্বজঃ॥ ১৯॥ বিপ্রাণাং বেদবিদুষাং কোটিং সম্ভোজ্য যৎফলম্। ভিক্ষামাত্রপ্রদানেন তৎফলং শিবযোগিনাম্॥ ২০॥ সঙ্গমেশ্বরমাসাদ্য প্রাণত্যাগং করোতি যঃ। ন তস্য পুনরাবৃত্তিঃ শিবলোকাৎ কদাচন॥ ২১॥

ইতি শ্রীস্কান্দে সঙ্গমেশ্বরতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নামাষ্টপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥১৫৮॥

একোনষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাবাহো তীর্থং পরমপাবনম্। নর্ম্মদায়াং সুদুষ্প্রাপং সিদ্ধঃ হ্যনরকেশ্বরম্॥ ১॥ তস্মিংস্তীর্থে নরঃ স্নাত্বা পাপকর্ম্মাপি ভারত। ন পশ্যতি মহাঘোরং নরক-

করে, সে রুদ্রানুচর হয় এবং সে শত-দিব্যনারী-পরিবৃত হইয়া হংসযুক্ত বিমানে রুদ্রলোকে গমন করে। যে মানব দধিভক্ত দ্বারা শঙ্করলিঙ্গ পূজা করে, সে শিবলোকে গ্রাসসমসংখ্যক কাল অভিমত ভোগসুখে গমন করিয়া থাকে। হে নরেশ্বর! নির্ধন মানবও, শ্রীফল দ্বারা ভবের লিঙ্গ পূরণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত ফল লাভ করত স্বর্গে গমন করে। সপ্তজন্ম তাহার অক্ষয় সন্ততি লাভ হয়। যে মানব বিধি বিধানে দধি, মধু ও ঘৃত দ্বারা দেবদেবকে স্নান করায়, তাহার পুণ্য ফল শ্রবণ কর। যে স্থানে ক্ষীরবহা নদী ও মধুস্রাবী তরু বিদ্যমান, মহেশের প্রসন্নতায় সে সেই স্থানে গমন করে। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে মহেশের পূজা করা কর্ত্তব্য। যে মানব ব্রহ্মচর্য্যে অবস্থিত হইয়া নিত্য দেবেশ-শিবপূজা করে, সে ইহকালে দীর্ঘজীবী ও মরিয়া অনাময় পদ প্রাপ্ত হয়। হে পার্থ! বিজ্ঞগণ শিবপূজায় যে ফল লাভ করিয়া থাকেন, যোগিবরগণের পূজা করিয়াও তাঁহারা সেই যশই প্রাপ্ত হন। শিবভক্তিরত মানবগণ যাঁহাদের গৃহে ভোজন করেন, তাঁহারাই ধন্য, মহাত্মা এবং তাঁহাদেরই জীবন-জন্ম সফল। মুনি মানব ইন্দ্রিয়গ্রাম সম্যক্ নিরুদ্ধ করিয়া যে যে স্থানে বাস করেন, সেই সেই স্থানই কুরুক্ষেত্র, নৈমিষারণ্য ও পুষ্কর বলিয়া জানিবে। শতসংখ্যক বেদবিদ্ দ্বিজকে ভোজন করাইলে যে ফল, হে পার্থ! একটী মাত্র শিবযোগীকে ভোজন করাইলেও সেই ফল লাভ হয়। মূর্খই হউক আর পণ্ডিতই হউন, ভস্মধারী নর যেখানে ভোজন করেন, সপত্নীক দেবেশ বৃষভধ্বজই সেই স্থানে ভোজন করিয়া থাকেন। বেদবিৎ কোটি দ্বিজকে ভোজন করাইলে যে ফল, শিবযোগিগণকে ভিক্ষামাত্রপ্রদানেই সেই ফল লাভ হয়। সঙ্গমেশ্বরে সমুপস্থিত হইয়া যে নর প্রাণ পরিত্যাগ করে, কদাচ তাহার রুদ্রলোক হইতে পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন হয় না। ৬—২১।

অষ্টপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৫৮।

ঊনষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়।

শ্রীমার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে মহারাজ! অনন্তর সিদ্ধতীর্থ অনরকেশ্বরে গমন করিবে। পরম পাবন অনরকেশ্বর নর্ম্মদাতীরে বিরাজিত। হে ভারত! পাপকর্ম্মা মানবও এ তীর্থে স্নান করিয়া মহাঘোর

শ্বাস্রসংজ্ঞিকম্ ॥ ২ ॥ যুধিষ্ঠির উবাচ। শুভাশুভ কলৈস্তাত ভুক্তভোগা নরাস্বিহ। জায়স্তে লক্ষণৈর্যৈস্ত তানি মে বদ সত্তম ॥ ৩ ॥ যথা নির্গচ্ছতে জীবস্ত্যক্ত্বা দেহং ন পশ্যতি। তথা গচ্ছন্ পুনর্দেহং পঞ্চভূতসমন্বিতঃ ॥ ৪ ॥ ত্বগস্থিমাংসমেদোঽস্থক্লেশ-স্নায়ুশতৈঃ সহ। বিণ্মূত্ররেতঃসঙ্ঘাতে কা সংজ্ঞা জায়তে নৃণাম্ ॥ ৫ ॥ এবমুক্তঃ স মার্কণ্ডঃ কথয়ামাস যোগবিৎ। ধ্যাত্বা সনাতনং সর্ব্বং দেবদেবং মহেশ্বরম্ ॥ ৬ ॥ মার্কণ্ডেয় উবাচ। শৃণু পার্থ মহাপ্রশ্নং কথয়ামি যথা শ্রুতম্। সকাশাদ্‌ব্রহ্মণঃ পূর্ব্বমৃষিদেবসমাগমে ॥ ৭ ॥ গুরুরাত্মবতাং শাস্তা রাজা শাস্তা দুরাত্মনাম্। ইহ প্রচ্ছন্নপাপানাং শাস্তা বৈবস্বতো যমঃ ॥ ৮ ॥ অচীর্ণপ্রায়শ্চিত্তানাং যমলোকে হ্যনেকধা। যাতনাভির্ব্বিযুক্তানামনেকাং জীবসন্ততিম্ ॥ ৯ ॥ গত্বা মানুষ্যভাবে তু পাপ-চিহ্না ভবন্তি তে। তত্তেঽহং সম্প্রবক্ষ্যামি শৃণুষ্বৈ-কমনা নৃপ ॥ ১০ ॥ সহিত্বা যাতনাং সর্ব্বাং গত্বা বৈবস্বতক্ষয়ম্। নিস্তীর্ণযাতনা যে তু লোকযান্তি চিহ্নিতাঃ ॥ ১১ ॥ গদ্গদোঽনৃতবাদী স্যান্মূকশ্চৈব গবানৃতে। ব্রহ্মহা জায়তে কুষ্ঠী শ্যাবদন্তস্ত মদ্যপঃ ॥ ১২ ॥ কুনখী স্বর্ণহরণাদ্দুঃশ্চর্ম্মা গুরুতল্পগঃ। সংযোগী হীনযোনিঃ স্যাদ্দরিদ্রোঽদত্তদানতঃ ॥ ১৩ ॥ গ্রাম-শূকরতাং যাতি হ্যযাজ্যযাজকো নৃপ। খরো বৈ বহুযাতী স্যাচ্ছ্বানিমন্ত্রিতভোজনাৎ ॥ ১৪ ॥ অপরী-ক্ষিতভোজী স্যাদ্বানরো বিজনে বনে। বিত্তভঞ্জ-কোঽথ মার্জ্জারঃ খদ্যোতঃ কক্ষদাহতঃ ॥ ১৫ ॥ অবিদ্যাং যঃ প্রযচ্ছেত বলীবর্দ্দো ভবেদ্ধি সঃ। অন্নং পর্য্যুষিতং বিপ্রে দদানঃ ক্লীবতাং ব্রজেৎ ॥ ১৬ ॥ মাৎসর্য্যাদথ জাত্যন্ধো জন্মান্ধঃ পুস্তকং হরন্। ফলান্যাহরতোঽপত্যং ম্রিয়তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৭ ॥ মৃতো বানরতাং যাতি তন্মুক্তোঽথ গলাড়বান্। অদত্ত্বা ভক্ষয়ংস্তানি হ্যনপত্যো ভবেন্নরঃ ॥ ১৮ ॥ হরন্ বস্ত্রং ভবেদ্গোধা গরদঃ পবনাশনঃ। প্রব্রাজীগমনাদ্রাজন্ ভবেন্মরুপিশাচকঃ ॥ ১৯ ॥ বাতকো জলহর্ত্তা চ ধান্যহর্ত্তা চ মূষকঃ

নরকদ্বার দর্শন করে না। যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে তাত! নরগণ শুভাশুভ কর্ম্মের ফলভোগ করিয়া কিরূপ লক্ষণাক্রান্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করে? হে সত্তম! আমার নিকট সে সকল লক্ষণ বর্ণন করুন। অদৃশ্যজীব যেভাবে দেহত্যাগ করিয়া নির্গমন করে, পুনরায় ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূতসমন্বিত হইয়া দেহে প্রবিষ্ট হয়, এবং সেই জীব, যখন ত্বক্, অস্থি, মাংস, মেদ, শোণিত, শত শত স্নায়ু, বিষ্ঠা, মূত্র ও রেত দ্বারা সঙ্ঘাত হয়, তখন সেই জীবের কিরূপ সংজ্ঞা কথিত হয়? যোগবিৎ মুনি মার্কণ্ডেয় যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া ক্ষণকাল সনাতন দেবদেব মহেশ্বরকে চিন্তা করিয়া কহিতে লাগিলেন। মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে পার্থ! শ্রবণ কর। তুমি মহাপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছ, পূর্ব্বে সুরঋষিসভায় আমি ইহা ব্রহ্মার নিকট যেরূপ শুনিয়াছি, তাহা কীর্ত্তন করিব। আত্মবান্‌দিগের শাস্তা গুরু, দুরাত্মাদিগের শাস্তা রাজা আর ইহ সংসারে প্রচ্ছন্নপাপ মানবগণের শাস্তা—বৈবস্বত যম। অকৃতপ্রায়শ্চিত্ত জীবগণ যমলোকে নানাবিধ যমযাতনা ভোগ করিয়া মানবদেহ প্রাপ্ত হয়। এই মানবদেহেও তাহাদের পাপচিহ্ন বিদ্যমান থাকে। হে নৃপ! এক্ষণে এই সকল কথা তোমার নিকট বর্ণন করিব, একমনা হইয়া শ্রবণ কর। জীব যমলোকে যায়, ও সেখানে যাতনা ভোগ করে, পরে তাহারাই চিহ্নিত হইয়া নরলোকে আগমন করিয়া থাকে। এক্ষণে পাপভেদে লক্ষণনিচয় শ্রবণ কর। অনৃতভাষী গদ্গদবাক্, গোগণের প্রতি অনৃতাচারী মূক, ব্রহ্মহা কুষ্ঠী, মদ্যপ শ্যাবদন্ত, স্বর্ণাপহারক কুনখী, গুরুতল্পগ দুশ্চর্ম্মা, সংযোগী হীনযোনি এবং অদাতা দরিদ্র হইয়া জন্মগ্রহণ করে। হে রাজন্! অযাজ্যযাজক গ্রাম্যশূকর, বহুযাজী গর্দ্দভ, অনিমন্ত্রিত-ভোজী কুক্কুর এবং অপরীক্ষিতভোজী বিজন বনে বানর হইয়া জন্মগ্রহণ করে। বৃথাভঞ্জক মার্জ্জার হয়, গৃহকক্ষদাহী খদ্যোত ও অবিদ্যাদাতা বলীবর্দ্দ হইয়া থাকে। যে মানব দ্বিজকে পর্য্যুষিত অন্নদান করে, তাহার ক্লীবত্বলাভ হয়।১—১৬। মাৎসর্য্যযুক্ত মানব জাত্যন্ধ ও পুস্তকহর্ত্তা জন্মান্ধ হয়। ফলহর্ত্তার পুত্র মরিয়া যায় এবং সেও মরিয়া বানর হয় সংশয় নাই। অনন্তর ফলহর্ত্তা বানরজন্মের পর গলগণ্ডরোগী হইয়া জন্মগ্রহণ করে। হে রাজন! যে মানব অদত্ত বস্তু ভক্ষণ করে, সে অনপত্য হয়। বস্ত্রহর্ত্তা গোধা, গরদ পবনাশন সর্প এবং যে ব্যক্তি পরিব্রাজিকা-গমন করে, সে মরুভূমির পিশাচ হইয়া জন্মগ্রহণ করে। জলহর্ত্তা বাতরোগী ও ধান্যহর্ত্তা মূষিক হয়। আর শ্রুতি বলেন,—

অপ্রাপ্তযৌবনাং গচ্ছন্‌ ভবেৎ সর্প ইতি শ্রুতিঃ। ২০। গুরুদারাভিলাষী চ কৃকলাসো ভবেচ্চিরম্‌ জলপ্রস্রবণং যস্তু ভিন্দ্যাম্মৎস্যো ভবেন্নরঃ। ২১। অবিক্রেয়ান্‌ বিক্রয়ন্‌ বৈ বিকটাক্ষো ভবেন্নরঃ। অযোনিগো বৃকো হি স্যাদুলূকঃ ক্রয়বঞ্চনাৎ। ২২। প্রাপ্ত-মৃতস্যৈকাদশাহে তু ভুঞ্জানঃ খোপজায়তে। প্রতিশ্রুত্য দ্বিজায়ার্থমদদন্মধুকো ভবেৎ। ২৩। রাজ্ঞীগমাচ্চ বেদুণ্ডিভকরো বিষ্ণুরাহকঃ। পরিবাদী দ্বিজাতীনাং লভতে কাচ্ছপীং তনুম্‌। ২৪। ব্রজেদ্দেবলকো রাজন্‌ যোনিং চাণ্ডালসংজ্ঞিতাম্‌। দুর্ভগঃ কন্যাবিক্রেতা বৃশ্চিকো বৃষলীপতিঃ। ২৫। মার্জ্জারোহগ্নিং পদা স্পৃষ্টা রোগবান্‌ পরমাংসভুক্‌। সোদর্য্যাগমনাৎ ষণ্ডো দুর্গন্ধশ্চ সুগন্ধহৃৎ। ২৬। গ্রামভট্টো দিবাকীর্ত্তির্দৈবজ্ঞো গর্দ্দভো ভবেৎ। কুপণ্ডিতঃ স্যান্মার্জ্জারো ভষণো ব্যাঘ্র এব চ। ২৭। স এব দৃশ্যতে রাজন্‌ প্রকাশাৎ পরমর্ম্মণাম্‌। যদ্বা তদ্বাপি পারক্যং স্বল্পং বা যদি বা বহু। ২৮। কৃত্বা বৈ যোনিমাপ্নোতি তৈরশ্চীমাত্র সংশয়ঃ। এবমাদীনি চান্যানি চিহ্নানি নৃপসত্তম। ২৯। স্বকর্ম্মবিহিতান্যেব দৃশ্যন্তে যৈস্তু মানবাঃ। ততো জন্ম ততো মৃত্যুঃ সর্ব্বজন্তুষু ভারত। ৩০। জায়তে নাত্র সন্দেহঃ সমীভূতে শুভাশুভে। স্ত্রীপুংসোঃ সম্প্রয়োগেণ বিশুদ্ধে শুক্রশোণিতে। ৩১। পঞ্চভূতসমোপেতঃ স ষষ্ঠঃ পরমেশ্বরঃ। ইন্দ্রিয়াণি মনঃ প্রাণা জ্ঞানমায়ুঃ সুখং ধৃতিঃ। ৩২। ধারণং প্রেরণং দুঃখমিচ্ছাহঙ্কার এব চ। প্রযত্ন আকৃতির্বর্ণঃ স্বরদ্বেষৌ ভবাভবৌ। ৩৩। তস্যেদমাত্মনঃ সর্ব্বমনাদেরাদিমচ্ছতঃ। প্রথমে মাসি স ক্লেদভূতো ধাতুবিমূর্চ্ছিতঃ। ৩৪। মাস্যর্ব্বুদং দ্বিতীয়ে তু তৃতীয়ে চেন্দ্রিয়ৈর্যুতঃ। আকাশাল্লাঘবং সৌক্ষ্মং শব্দঃ শ্রোত্রবলাদিকম্‌। বায়োস্তু স্পর্শনং চেষ্টাং দহনং রৌক্ষ্যমেব চ। ৩৫। পিত্তাত্তু দর্শনং পংক্তিমৌষ্ণ্যং রূপং প্রকাশনম্‌। সলিলাদ্রসনাং শৈত্যং স্নেহং ক্লেদং সমার্দ্দবম্‌। ৩৬। ভূমের্গন্ধং তথা ঘ্রাণং গৌরবং মূর্ত্তিমেব চ। আত্মা গৃহ্লাত্যজঃ পূর্ব্বং তৃতীয়ে স্পন্দতে চ সঃ। ৩৭। দৌহৃদস্যাপ্রদানেন গর্ভো দোষমবাপ্নুয়াৎ। বৈরূপ্যং মরণং বাপি তস্মাৎ কার্য্যং প্রিয়ং স্ত্রিয়াঃ। ৩৮।

অপ্রাপ্তযৌবনা নারী-গমনে মানব সর্প হইয়া থাকে। গুরুদারাভিলাষী নর চিরতরে কৃকলাস হয়। যে ব্যক্তি জলপ্রস্রবণ ভেদ করে, সে মৎস্য হয় এবং অবিক্রেয় বস্তুর বিক্রেতা নর বিকটাক্ষ হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। কুযোনিগামী বৃক, ক্রেয় দ্রব্যের বঞ্চনকর্ত্তা উলূক ও দ্বিজগণের পরিবাদদাতা কচ্ছপ হয়। হে রাজন্‌! দেবলক চণ্ডালযোনি প্রাপ্ত হয়, কন্যাবিক্রেতা দুর্ভগ হয় আর বৃষলীপতি বৃশ্চিক হইয়া থাকে। পাদ দ্বারা অগ্নি স্পর্শ করিলে নর মার্জ্জার, পরমাংসভোজনে রোগী, ভাগনীগমনে ক্লীব এবং সুগন্ধহর্ত্তা দুর্গন্ধদেহ হয় আর গ্রামভাট নাপিত এবং দৈবজ্ঞ গর্দ্দভ হইয়া থাকে। হে রাজন্‌! কুপণ্ডিত মার্জ্জার ও কুভাষী মূক হয় আর যে মানব পরমর্ম্ম প্রকাশ করে, তাহাকেও মূক হইতে দেখা যায়। অল্পই হউক, আর বহুই হউক, যে-সে অহিতাচরণেই মানবের তির্য্যক্‌ যোনি লাভ হয়, সংশয় নাই। হে নৃপসত্তম! যাহারা পাপ করে, তাহাদের স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে এই সকল ও অন্যান্য লক্ষণ সকল পরিদৃষ্ট হয়। হে ভারত! তারপর জীবগণ একবার জন্ম একবার মৃত্যু, পুনর্জ্জন্ম পুনর্মৃত্যু লাভ করিয়া থাকে, সর্ব্ব প্রাণীই এই নিয়মের বশীভূত, সন্দেহ নাই। পাপ পুণ্যের সমতা হইলেই জীব স্ত্রীপুরুষসংসর্গে বিশুদ্ধ শোণিতে পঞ্চভূতাত্মক দেহ লইয়া জন্ম গ্রহণ করে; পঞ্চভূতের সহিত মিলিত হইলেই ষষ্ঠ পরমেশ্বর জীবাত্মা নামে অভিহিত হয়। ইন্দ্রিয় নিচয়, মন, পঞ্চপ্রাণ, জ্ঞান, আয়ু, সুখ, ধৃতি, ধারণ, প্রেরণ, দুঃখ, ইচ্ছা, অহঙ্কার, প্রযত্ন, আকৃতি, বর্ণ, স্বর, দ্বেষ, জন্ম ও মৃত্যু—এই সকল লইয়াই উৎপৎস্যমান জীবের আত্মা গঠিত হয়। জীবসৃষ্টির ক্রম—ধাতু বিমূর্চ্ছিত হইয়া প্রথমমাসে ক্লেদাকার প্রাপ্ত হয়, দ্বিতীয় মাসে সেই ক্লেদ অর্ব্বুদে পরিণত হয় এবং তৃতীয় মাসে সেই অর্ব্বুদের সহিত ইন্দ্রিয়নিচয়ের সম্বন্ধ ঘটে। জীব আকাশ হইতে লঘুতা, সূক্ষ্মতা, শব্দ ও শ্রবণশক্তি লাভ করে, বায়ু হইতে স্পর্শ চেষ্টাশক্তি, দহনশক্তি ও রুক্ষতা লাভ করিয়া থাকে। এইরূপ পিত্ত হইতে দর্শন ও পরিপাকশক্তি রূপ, প্রকাশকত্ব ঔষ্ণ্যগুণ প্রাপ্তি ঘটে। সলিল হইতে রসনা, স্নেহ, ক্লেদ ও আর্দ্রভাব লাভ হয়; ভূমি হইতে গন্ধ, ঘ্রাণ, গৌরব ও মূর্ত্তি প্রাপ্তি ঘটে। অজ আত্মাই পূর্ব্বে এই সকল গ্রহণ করিয়া পরে তৃতীয় মাসে স্পন্দিত হন। ২০-৩৭। দৌহৃদ প্রদানের অভাব হইলে গর্ভ দোষযুক্ত হয়,—এই দৌহৃদ প্রদানের অভাবেই জীব বিরূপ হয়, এমন কি নির্জ্জীব হইয়া

স্থৈর্য্যং চতুর্থে ত্বঙ্গানাং পঞ্চমে শোণিতোদ্ভবঃ। ষষ্ঠে বলঞ্চ বর্ণশ্চ নখরোমণাঞ্চ সম্ভবঃ॥ ৩৯॥ মনসা চেতনাযুক্তো নখরোমশতাবৃতঃ। সপ্তমে চাষ্টমে চৈব ত্বচাবান্‌ স্মৃতিমানপি॥ ৪০॥ পুনর্গর্ভং পুন র্দ্ধাত্রীমেনস্তস্য প্রধাবতি। অষ্টমে মাস্যতো গর্ভো জাতঃ প্রাণৈর্ব্বিযুজ্যতে॥ ৪১॥ নবমে দশমে বাপি প্রবলৈঃ সূতিমারুতৈঃ। নির্গচ্ছতে বাণ ইব যন্ত্রচ্ছিদ্রেণ সজ্বরঃ॥ ৪২॥ শরীরাবয়বৈর্যুক্তো হ্যঙ্গপ্রত্যঙ্গসংযুতঃ। অষ্টোত্তরং মর্ম্মশতং তত্রাস্থ্নাং তু শতত্রয়ম্‌॥ ৪৩॥ সপ্ত শিরঃকপালানি বিহিতানি স্বয়ম্ভুবা। তিস্রঃ কোট্যোঽর্দ্ধকোটী চ রোম্ণামঙ্গেষু ভারত॥ ৪৪॥ দ্বাসপ্ততি-সহস্রাণি হৃদয়াদভিনিঃসৃতাঃ। হিতা নাম হি তা নাড্যস্তাসাং মধ্যে শশিপ্রভা॥ ৪৫॥ এবং প্রবর্ত্ততে চক্রং ভূতগ্রামে চতুর্ব্বিধে। উৎপত্তিশ্চ বিনাশশ্চ ভবতঃ সর্ব্বদেহিনাম্‌॥ ৪৬॥ গতিরূর্দ্ধা চ ধর্ম্মেণ হ্যধর্ম্মেণ হ্যধোগতিঃ। জায়তে সর্ব্ববর্ণানাং স্বধর্ম্ম-চলনান্নৃপ॥ ৪৭॥ দেবত্বে মানবত্বে চ দানভোগা-দিকাঃ ক্রিয়াঃ। দৃশ্যন্তে যা মহারাজ তৎসর্ব্বং কর্ম্মজং ফলম্‌॥ ৪৮॥ স্বকর্ম্মবিহিতে ঘোরে কাম-ক্রোধার্জ্জিতে শুভে। নিমজ্জেন্নরকে ঘোরে যস্তোত্তারো ন বিদ্যতে॥ ৪৯॥ উত্তারণায় জন্তূনাং নর্ম্মদাতটসংস্থিতম্‌। এবমেতন্মহাতীর্থং নরকেশ্বর-মুত্তমম্‌॥ ৫০॥ নরকাপহং মহাপুণ্যং মহাপাতক-নাশনম্‌। তত্তীর্থং সর্ব্বতীর্থানামুত্তমং ভুবি দুর্লভম্‌॥ ৫১॥ তত্র তীর্থে তু যঃ স্নাত্বা পূজয়েত মহেশ্বরম্‌। মহাপাতকযুক্তোঽপি নরকং নৈব পশ্যতি॥ ৫২॥ তত্র তীর্থে তু যো দদ্যাদ্ধেনুং বৈতরণীং শুভাম্‌। স মুচ্যতে সুখেনৈব বৈতরণ্যাং ন সংশয়ঃ॥৫৩॥ যুধিষ্ঠির উবাচ। যমদ্বারে মহাঘোরে যা সা বৈতরণী নদী। কিংরূপা কিংপ্রমাণা সা কথং সা বহতি দ্বিজ॥ ৫৪॥ কথং তস্যাঃ প্রমুচ্যন্তে কেষাং বাসস্তু সন্ততম্‌। কেষাং তু সানুকূলা সা হ্যেতদ্বিস্তরতো বদ॥৫৫॥ শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। ধর্ম্মপুত্র মহাবাহো শৃণু সর্ব্বং ময়োদিতম্‌। যা

যায়; অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে দৌর্হৃদলক্ষণা নারীর প্রিয়ানুষ্ঠান করিবে। অনন্তর চতুর্থ মাসে ভ্রূণের ত্বক্‌স্থৈর্য্য, পঞ্চমমাসে শোণিতসঞ্চয় এবং ষষ্ঠে বল, বর্ণ, নখ ও রোম জন্মিয়া থাকে নখ ও শত শত রোমাবৃত ভ্রূণের জীবসঞ্চার হয়। অনন্তর সপ্তম ও অষ্টমমাসে ত্বক্‌ দ্বারা জীবের সর্ব্বদেহ আবৃত হয় ও জীবও সম্পূর্ণ স্মৃতিমান্‌ হইয়া থাকে। মানব যতবারই গর্ভে প্রবেশ করে ও যখনই ধাত্রীর করস্পৃষ্ট হয়, অমনি পাতকও তাহার পশ্চাদ্‌ ধাবন করে। যদি অষ্টমমাসে গর্ভ ভূমিষ্ঠ হয়, তবে নির্জ্জীব হইয়া থাকে। নবম কিংবা দশম মাসই প্রসবের প্রশস্ত হয়। এই সময় সূতিমারুত কর্ত্তৃক বেগবিদ্ধ হইয়া যন্ত্রচ্ছিদ্র-নির্গত বাণের ন্যায় জ্বরযুক্ত জীব নির্গত হয়। তখন তাহার শরীর সর্ব্বা-বয়বপূর্ণ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গযুক্ত হয়। স্বয়ং স্বয়ম্ভু জীব-দেহের অষ্টোত্তর শত মর্ম্ম তিনশত অস্থি ও সপ্ত শিরঃ কপালাদি বিহিত করিয়াছেন। জীব এই সকল জন্মকালে লাভ করে। হে ভারত! জীবদেহে সার্দ্ধ ত্রিকোটী রোম ও দ্বিসপ্ততি সহস্র নাড়ী আছে, এই সকল নাড়ী হৃদয়দেশ হইতে নির্গত হইয়াছে। এই নাড়ীনিবহের নাম হিতা। ইহাদের মধ্যে শশি-প্রভা নাম্নী একটী প্রকৃষ্টা নাড়ী বিদ্যমান। হে রাজন! চতুর্ব্বিধ ভূতগ্রামে এইরূপেই জীবনচক্র প্রবর্ত্তিত হয় এবং অখিল দেহধারীরই উৎপত্তি বিনাশ এই উভয়ই সঙ্ঘটিত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে ধর্ম্মদ্বারা উর্দ্ধগতি আর অধর্ম্মে অধোগতি হয়। হে নৃপ! স্বধর্ম্ম হইতে স্খলিত হইলে ব্রাহ্ম-ণাদি সকল বর্ণেরই এই দশা ঘটিয়া থাকে। হে মহারাজ! মানবতনুতে কিংবা দেবদেহে যে সকল দান ভোগাদি ক্রিয়া পরিদৃষ্ট হয়, এই সকল কর্ম্মজ ফল জানিবে। যাহার উদ্ধর্ত্তা নাই, সেই কামক্রোধোর্জ্জিত নর স্বীয় কর্ম্মবশে ঘোর নরকে নিমগ্ন হইয়া থাকে। তাদৃশ জীব-গণের উদ্ধারের নিমিত্ত নর্ম্মদাতটে এই অনুত্তম নরকেশ্বর তীর্থ বিরাজ করিতেছে। এই মহাপুণ্য তীর্থ নরকাপহ ও মহাপাতকনাশক। এই তীর্থ সর্ব্বতীর্থোত্তম ও ইহা ভুবনদুর্লভ।৩৮-৫১। যে মানব এই তীর্থে স্নান করিয়া মহেশের পূজা করে, মহা-পাতকযুক্ত হইলেও সে নরক দর্শন করে না। এখানে যে মানব কল্যাণী বৈতরণী ধেনু দান করে, নিঃসংশয় তাহার সুখে বৈতরণী উত্তরণ ঘটে। যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন,—মহাঘোর যমদ্বারে যে বৈতরণী নদী বিদ্যমান, তাহার রূপ কি, আকার কি, পরিমাণ কি এবং কিরূপই বা তাহার প্রবাহ? হে দ্বিজ! কি করিয়া সেই বৈতরণীর পারে গমন সম্ভবে? কাহাদেরই বা সতত তথায় বাস হয় এবং মানবগণের প্রতিই বা সেই বৈতরণী কিরূপে অনু-কূলা হন? এ সকল বিস্তাররূপে আমার নিকট বর্ণন

সা বৈতরণী নাম যমদ্বারে মহাসরিৎ ॥ ৫৬ ॥ অগাধা পাররহিতা দৃষ্টমাত্রা ভয়াবহা। পূয়শোণিততোয়া সা মাংসকর্দ্দমনির্ম্মিতা ॥ ৫৭ ॥ তত্তোয়ং ভ্রমতে তূর্ণং তাপীমধ্যে ঘৃতং যথা। কৃমিভিঃ সঙ্কুলং পূয়ং বজ্রতুণ্ডৈরয়োমুখৈঃ ॥ ৫৮ ॥ শিশুমারৈশ্চ মকরৈর্বজ্রকর্ত্তরিসংযুতৈঃ। অন্যৈশ্চ জলজীবৈঃ সা ছুরিঃবৈর্ম্মর্মভেদিভিঃ ॥ ৫৯ ॥ তপন্তি দ্বাদশাদিত্যাঃ প্রলয়ান্ত ইবোল্বণাঃ। পতন্তি তত্র বৈ মর্ত্ত্যাঃ ক্রন্দন্তো ভৃশদারুণম্ ॥ ৬০ ॥ হা ভ্রাতঃ পুত্র হা মাতঃ প্রলপন্তি মুহুর্ম্মুহুঃ। অসিপত্রবনে ঘোরে পতন্তং যোঽভিরক্ষতি ॥ ৬১ ॥ প্রতরন্তি নিমজ্জন্তি গ্লানিং গচ্ছন্তি জন্তবঃ। চতুর্ব্বিধৈঃ প্রাণিগণৈর্দ্দৃষ্টব্যা সা মহানদী ॥ ৬২ ॥ তরন্তি তস্যাং সদ্দানৈরন্যথা তু পতন্তি তে। মাতরং যে ন মন্যন্তে হ্যাচার্য্যং গুরুমেব চ ॥ ৬৩ ॥ অবজানন্তি মূঢ়া যে তেষাং বাসস্তু সন্ততম্। পতিব্রতাং সাধুশীলামূঢ়াং ধর্ম্মেষু নিশ্চলাম্ ॥ ৬৪ ॥ পরিত্যজন্তি যে পাপাঃ সন্ততং তু বসন্তি তে। বিশ্বাসপ্রতিপন্নানাং স্বামিমিত্রতপস্বিনাম্ ॥ ৬৫ ॥ স্ত্রীবালবৃদ্ধদীনানাং ছিদ্রমন্বেষয়ন্তি যে। পচ্যন্তে তত্র মধ্যে বৈ ক্রন্দমানাঃ সুপাপিনঃ ॥ ৬৬ ॥ শ্রান্তং বুভুক্ষিতং বিপ্রং যো বিঘ্নয়তি দুর্ম্মতিঃ। কৃমিভির্ভক্ষ্যতে তত্র যাবৎকল্পশতত্রয়ম্ ॥ ৬৭ ॥ ব্রাহ্মণায় প্রতিশ্রুত্য যো দানং ন প্রযচ্ছতি। আহূয় নাস্তি যো ব্রূতে তস্য বাসস্তু সন্ততম্ ॥ ৬৮ ॥ অগ্নিদো গরদশ্চৈব রাজগামী চ পৈশুনী। কথাভঙ্গকরশ্চৈব কূটসাক্ষী চ মদ্যপঃ। বজ্রবিধ্বংসকশ্চৈব স্বয়ংদত্তাপহারকঃ। সুক্ষেত্রসেতুভেদী চ পরদারপ্রধর্ষকঃ ॥ ৭০ ॥ ব্রাহ্মণো রসবিক্রেতা বৃষলীপতিরেব চ। গোকুলস্য তৃষার্ত্তস্য পালীভেদং করোতি যঃ ॥ ৭১ ॥ কন্যাভিদূষকশ্চৈব দানং দত্ত্বা তু তাপকঃ। শূদ্রস্তু কপিলাপানী ব্রাহ্মণো মাংসভোজনী ॥ ৭২ ॥ এতে বসন্তি সততং মা বিচারং কৃথা নৃপ। সানুকূলা ভবেদ্যেন তচ্ছৃণুষ্ব নরাধিপ ॥ ৭৩ ॥ অয়নে বিষুবে চৈব ব্যতীপাতে দিনক্ষয়ে। অন্যেষু পুণ্যকালেষু দীয়তে দানমুত্তমম্ ॥

করুন। শ্রীমার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে মহাবাহো ধর্ম্মতনয়! আমি সকলই বলিতেছি, একমনা হইয়া শ্রবণ কর। যমদ্বারে যে বৈতরণী নাম্নী ঘোর মহাসরিৎ বিদ্যমানা, তাহার জল অগাধ, পার দুরূহ এবং তাহাকে দর্শন করিবামাত্র ভীতির সঞ্চার হয়। তাহার নীর পূয়, শোণিত, উহা মাংসকর্দ্দমময়। উত্তাপপ্রাপ্ত কটাহমধ্যস্থিত ঘৃতের ন্যায় বৈতরণীনীরও সতত তূর্ণ ঘূর্ণমান হয়। একেত বৈতরণী নীর পূয়ময়, তাহা আবার কৃমিসমাকুল; বজ্রতুণ্ড অয়োমুখ শিশুমার ও বজ্রবৎ ছুরিকাযুক্ত মকরগণ এই পূয় মধ্যে বিচরণ করে। এতদ্ভিন্ন মর্ম্মভেদী অত্যন্ত হিংসাপরায়ণ জলজন্তুগণও এখানে বিচরণ করিয়া থাকে। প্রলয়কালীন প্রদীপ্ত দিবাকরের ন্যায় এখানে যুগপৎ দ্বাদশাদিত্য উদিত হইয়া তাপদান করে। মানবগণ এই অতি দারুণ বৈতরণীমধ্যে রোদন করিতে করিতে পতিত হয় এবং মুহুর্ম্মুহু হা ভ্রাতঃ! হা পুত্র! হা মাতঃ! ইত্যাদি প্রলাপ করিতে থাকে। আর বলে,—আমরা ঘোর অসিপত্রবনে পতিত হইতেছি, কে আমাদিগকে রক্ষা করিবে? অনন্তর প্রাণিগণ বৈতরণী উত্তীর্ণ হইতে গিয়া তাহাতে নিমজ্জিত হয় ও গ্লানি ভোগ করে। চতুর্ব্বিধ প্রাণীই সেই মহানদী বৈতরণী দর্শন করে। যাহারা উত্তম দান করিয়াছে, তাহারাই উত্তীর্ণ হয় আর যাহারা করে নাই, তাহারাই তন্মধ্যে পতিত হইয়া থাকে। যে মূঢ় মানবগণ মাতাকে মানে না, আচার্য্য ও গুরুর অবজ্ঞা করে, তাহাদেরই সতত বৈতরণীতে বাস হয়। যেসকল পাপমতি পতিব্রতা সাধুশীলা ধর্ম্মে নিশ্চলমতি অকপট পত্নীকে পরিত্যাগ করে, তাহারাই এখানে নিরন্তর বাস করিয়া থাকেন যে সকল ঘোর পাপী নর বিশ্বাসপ্রতিপন্ন এবং স্বামী, মিত্র ও তপস্বীর স্ত্রী, বালক ও বৃদ্ধদিগের ছিদ্র অন্বেষণ করে, তাহারা ক্রন্দমান হইয়া বৈতরণীতে পতিত হয়। যে দুর্ম্মতি শ্রান্ত বভুক্ষু দ্বিজের বিঘ্নাচরণ করে, শতত্রয় কল্পকাল তাহাকে কৃমিগণ দংশন করে। যে ব্যক্তি প্রতিশ্রুত হইয়া দ্বিজে দান না করে, আর যে আহ্বান করিয়া নাই বলিয়া বিপ্রকে প্রত্যাখ্যান করে, তাহাদের সতত বৈতরণীতে বাস হয়। অগ্নিদ, গরদ, রাজপত্নীগামী, পিশুন, কথাভঙ্গকারী, কূটসাক্ষী, মদ্যপ, বজ্রবিধ্বংসক, দত্তাপহারী, শোভনক্ষেত্র ও সেতুভেদী, পরদারধর্ষী, রসবিক্রেতা ব্রাহ্মণ, বৃষলীপতি, তৃষ্ণার্ত্ত গোগণের জলাশয়ভেদী, কন্যাভিদূষক, দানানন্তর অনুতাপকারী, কপিলা দুগ্ধপায়ী শূদ্র, ও মাংসভোজী দ্বিজ, ইহারাই সতত বৈতরণীতে বাস করে। হে নৃপ! আমার বাক্যে বিচার বিতর্ক করিও না। হে নৃপসত্তম! কি করিলে বৈতরণী অনুকূলা হয়, তাহা শ্রবণ কর। ৫২—৭৩।

৭৪ ॥ কৃষ্ণাং বা পাটলাং বাপি কুর্য্যাদ্বৈতরণী
শুভাম্ । স্বর্ণশৃঙ্গীং রূপ্যখুরাং কাংস্যপাত্রস্য দোহি-
নীম্ ॥ ৭৫ ॥ কৃষ্ণবস্ত্রযুগাচ্ছন্নাং সপ্তধান্যসমন্বিতাম্ ।
কুর্য্যাৎ সদ্রোণশিখরে আসীনাং তাম্রভাজনে ॥ ৭৬ ॥
যমং হৈমং প্রকুর্ব্বীত লোহদণ্ডসমন্বিতম্ । ইক্ষুদণ্ডময়ং
বদ্ধা হ্যড়ুপং পট্টবন্ধনৈঃ ॥ ৭৭ ॥ উড়ুপোপরি তাং
ধেনুং সূর্য্যদেহসমুদ্ভবাম্ । কৃত্বা প্রকল্পয়েদ্বিদ্বান
চ্ছত্রোপানদ্যুগান্বিতাম্ ॥ ৭৮ ॥ অঙ্গুলীয়কবাসাংসি
ব্রাহ্মণায় নিবেদয়েৎ । ইমমুচ্চারয়েন্মন্ত্রং সংগৃহ্যাস্যাশ্চ
পুচ্ছকম্ ॥ ৭৯ ॥ ওঁযমদ্বারে মহাঘোরে যা সা
বৈতরণী নদী । তর্ত্তুকামো দদাম্যেনাং তুভ্যং
বৈতরণি নমঃ ॥ ৮০ ॥ গাবো মে চাগ্রতঃ সন্তু গাবো
মে সন্তু পৃষ্ঠতঃ । গাবো মে হৃদয়ে সন্তু গবাং
মধ্যে বসাম্যহম্ ॥ ৮১ ॥ ওঁ বিষ্ণুরূপ দ্বিজশ্রেষ্ঠ
ভূদেব পঙ্‌ক্তিপাবন । সদক্ষিণা ময়া দত্তা তুভ্যং
বৈতরণি নমঃ ॥ ৮২ ॥ ব্রাহ্মণং ধর্ম্মরাজঞ্চ ধেনুং
বৈতরণীং শিবাম্ । সর্ব্বং প্রদক্ষিণীকৃত্য ব্রাহ্মণায়
নিবেদয়েৎ ॥ ৮৩ ॥ পুচ্ছং সংগৃহ্য সুরভেরগ্রে
কৃত্বা দ্বিজং ততঃ ॥ ৮৪ ॥ ধেনুকে ত্বং প্রতীক্ষস্ব
যমদ্বারে মহাভয়ে । উত্তিতীর্ষুরহং ধেনো বৈতরণ্যৈ
নমোঽস্তু তে ॥ ৮৫ ॥ অনুব্রজেত গচ্ছন্তং সর্ব্বং
তস্য গৃহং নয়েৎ । এবং কৃতে মহীপাল সরিৎ
স্যাৎ সুখবাহিনী ॥ ৮৬ ॥ তারয়তে তয়া ধেন্বা
সা সরিজ্জলবাহিনী । সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি
যে দিব্যা যে চ মানুষাঃ ॥ ৮৭ ॥ রোগী রোগাদ্বিমুক্তঃ
স্যাচ্ছামাপ্তি পরমাপদঃ । স্বস্থে সহস্রগুণিতমাতুরে
শতসম্মিতম ॥ ৮৮ ॥ মৃতস্যৈব তু যদ্দানং পরোক্ষে
তৎসমং স্মৃতম্ । স্বহস্তেন ততো দেয়ং মৃতে কঃ কস্য
দাস্যতি । ইতি মত্বা মহারাজ স্বদত্তং স্যান্মহাফলম্ ॥
৮৯ ॥ ইত্যেবমুক্তং তব ধর্ম্মসূনো দানং ময়া
বৈতরণীসমুত্থম্ । শৃণোতি ভক্ত্যা পঠতীহ সম্যক

অয়ন, বিষুব, ব্যতীপাত, গ্রহস্পর্শ এবং অন্যান্য পুণ্য দিনে উত্তম দান করিবে। কৃষ্ণা কিংবা পাটলা বৈতরণী ধেনুকে স্বর্ণশৃঙ্গী রৌপ্যখুরা, ও কাংস্যদোহনীযুক্ত এবং কৃষ্ণবসনদ্বয় আচ্ছাদিত করিয়া সপ্তধান্যসমন্বিত করিবে; তারপর ধেনুকে দ্রোণশিখরসদৃশ তাম্রভাজনে রক্ষিত করিতে হইবে। অনন্তর হেমময় যমমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিবে, এই যমমূর্ত্তি লৌহদণ্ডসমন্বিত হইবে। অনন্তর বিদ্বান্ মানব একটী ভেলা নির্ম্মাণ করিয়া পট্টবস্ত্র দ্বারা ঐ ভেলা ইক্ষুদণ্ডে অবদ্ধ করিবেন এবং দিবাকরদেহকান্তি ধেনুকে সেই ভেলায় স্থাপিত করত ছত্র, পাদুকাযুগল, অঙ্গুরীয়ক ও বসনসমন্বিত করিয়া দ্বিজকে নিবেদন করিতে হইবে। অনন্তর ধেনুর পুচ্ছধারণপূর্ব্বক নিম্নলিখিত মন্ত্র উচ্চারণ করিবে, যথা—মহাঘোর যমদ্বারে যে বৈতরণী নদী বিদ্যমান, আমি সেই বৈতরণীর উত্তরণকামনায় ধেনু দান করিতেছি, হে বৈতরণি! তোমাকে নমস্কার। ইহাই হইল অধিবাসমন্ত্র। অনন্তর দানমন্ত্র যথা—গোগণ আমার অগ্রে বিদ্যমান থাকুক, গোগণ আমার পৃষ্ঠে অবস্থান করুক, গোগণ আমার সম্মুখে সন্নিহিত হউক এবং আমিও গোগণমধ্যে অবস্থান করি। হে দ্বিজসত্তম! ভূদেব ব্রাহ্মণ পংক্তিপাবন; আমি আপনাকে সদক্ষিণ ধেনুদান করিলাম। অনন্তর বৈতরণীকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিবে,—হে বৈতরণি! তোমাকে নমস্কার। এইরূপে দ্বিজ ধর্ম্মরাজ যম ও কল্যাণী ধেনুকে প্রদক্ষিণ করিয়া দ্বিজকে সেই ধেনু নিবেদন করিবে এবং দ্বিজের সম্মুখে সেই ধেনুর পুচ্ছগ্রহণপূর্ব্বক বলিবে;—ধেনুকে! তুমি আমার জন্য মহাঘোর যমদ্বারে প্রতীক্ষা করিও, আমি বৈতরণী উত্তরণ করিব, আমি বৈতরণীকে নমস্কার করি। ইহাই হইল অনুগমনক্রম। অনন্তর দ্বিজ গৃহে গমন করিলে ধেনুদাতা তাঁহার অনুগমন করিবে এবং ধেনু প্রভৃতি প্রদত্ত বস্তুজাত তাঁহার গৃহে পৌঁছাইয়া দিবে। হে মহীপাল! এইরূপ করিলে সরিদ্বরা বৈতরণী অনুকূলা জলপ্রবাহাকুলা হইয়া ধেনুদাতাকে উদ্ধার করেন ও দাতা—কি দিব্য, কি মানুষ, অখিল কামনাই লাভ করে। রোগী রোগ হইতে মুক্ত হয় এবং আপদ্ সকল শান্ত হইয়া থাকে। সুস্থদেহে বৈতরণী দান করিলে সহস্রগুণ ও অসুস্থ শরীরে করিলে শতগুণ পুণ্য হয়; আর মৃত মানবের উদ্দেশে কৃত হইলে সেই পরে ফল পূর্ব্বোক্ত ফলের অনুরূপ হয়। মৃত মানবের উদ্দেশে কেহ বৈতরণী দান করে কি না করে, এইরূপ বুঝিয়াই মানব নিজের হস্তে নিজের বৈতরণী করিবে। কেননা, হে মহারাজ! স্বহস্তকৃত দানের ফল অতি মহৎ! হে ধর্ম্মনন্দন! এই আমি তোমার নিকট বৈতরণী-নিমিত্ত দানের কথা কীর্ত্তন করিলাম। যে মানব

স যাতি বিষ্ণোঃ পদমপ্রমেয়ম্ ॥ ৯০ ॥ শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। প্রাপ্তে চাশ্বযুজে মাসি তস্মিন্ কৃষ্ণচতুর্দ্দশী। স্নাত্বা কৃত্বা ততঃ শ্রাদ্ধং সম্পূজ্য চ মহেশ্বরম্ ॥ ৯১ ॥ পিতৃভ্যো দীয়তে দানং ভক্তিশ্রাদ্ধাসমন্বিতৈঃ। পশ্চাজ্জাগরণং কুর্য্যাৎ সৎকথাশ্রবণাদিভিঃ ॥ ৯২ ॥ ততঃ প্রভাতসময়ে স্নাত্বা বৈ নর্ম্মদাজলে। তর্পণং বিধিবৎ কৃত্বা পিতৄণাং দেবপূর্ব্বকম্ ॥ ৯৩ ॥ সৌবর্ণং ঘৃতসংযুক্তং দীপং দদ্যাদ্দ্বিজাতয়ে। পশ্চাৎ সভাজয়েদ্বিপ্রান্ স্বয়ং চৈব বিমৎসরঃ ॥ ৯৪ ॥ এবং কৃতে নরশ্রেষ্ঠ ন জন্তুর্নরকং ব্রজেৎ। অবশ্যমেব মনুজৈর্দ্রষ্টব্যা নারকী স্থিতিঃ ॥ ৯৫ ॥ অনেন বিধিনা কৃত্বা ন পশ্যেন্নরকান্নরঃ। তত্র তীর্থে মৃতানাং তু নরাণাং বিধিনা নৃপ ॥ ৯৬ ॥ মন্বন্তরং শিবে লোকে বাসো ভবতি দুর্ল্লভে। বিমানেনার্কবর্ণেন কিঙ্কিণীশতশোভিনা ॥ ৯৭ ॥ স গচ্ছতি মহাভাগ সেব্যমানোঽপ্সরোগণৈঃ। ভুনক্তি বিবিধান্ ভোগানুক্তকালং ন সংশয়ঃ ॥ ৯৮ ॥ পূর্ণে চৈব ততঃ কালে ইহ মানুষ্যতাং গতঃ। সর্ব্বব্যাধিবিনির্ম্মুক্তো জীবেচ্চ শরদাং শতম্ ॥ ৯৯ ॥ প্রাপ্য চাশ্বযুজে মাসি কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দ্দশীম্। অহোরাত্রোষিতো ভূত্বা পূজয়িত্বা মহেশ্বরম্। মহাপাতকযুক্তোঽপি মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১০০ ॥ অষ্টাবিংশতিকোট্যো বৈ নরকাণাং যুধিষ্ঠির। বিমুক্তা নরকৈস্তৈস্তৈঃ শিবলোকং ব্রজন্তি তে ॥ ১০১ ॥ তত্র ভুক্ত্বা মহাভোগান্ দিব্যৈশ্বর্য্যসমন্বিতান্। লভন্তে মানুষং জন্ম দুর্ল্লভং ভুবি মানবাঃ ॥ ১০২ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে রেবাখণ্ডে নরকেশ্বরতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈকোনষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫৯ ॥

ষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। ততো গচ্ছেৎ পাণ্ডুপুত্র মোক্ষতীর্থমনুত্তমম্। সেবিতং দেবগন্ধর্ব্বৈর্ম্মুনিভিশ্চ তপোধনৈঃ ॥ ১ ॥ বহবস্তন্ন জানন্তি বিষ্ণুমায়া-

---

ইহলোকে এই বৈতরণীর দানফল ভক্তিপূর্ব্বক শ্রবণ বা সম্যক্ পাঠ করে, তাহার অপ্রমেয় বিষ্ণুর পরমপদে গতি হয়। মুনি মার্কণ্ডেয় এইরূপ কহিয়া পুনরায় বলিলেন,—আশ্বিনমাসের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী সমাগত হইলে এখানে স্নান করিয়া শ্রাদ্ধ করিবে এবং তৎপরে মহেশের পূজাপূর্ব্বক ভক্তিশ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া পিতৃগণের উদ্দেশে দান করিবে। অনন্তর সৎকথা শ্রবণ করিতে করিতে রজনী জাগরণ করিবে। পার বিভাবরী প্রভাত হইলে বিমল নর্ম্মদা জলে স্নান করিয়া যথাবিধি পিতৃতর্পণ করিবে। এই তর্পণের পূর্ব্বে দেবগণের তর্পণ কর্ত্তব্য। অনন্তর বিমৎসর নর সুবর্ণনির্ম্মিত দীপপাত্রে ঘৃত দ্বারা দীপ প্রজ্বালিত করত দ্বিজকে দান করিয়া পরে দ্বিজগণকে ভোজন করাইবে। হে নরেশ! এইরূপ করিলে জীব নরকে গমন করে না। মানবগণের নরক দর্শন অবশ্যম্ভাবী; কিন্তু এইরূপ ধেনুদান অনুষ্ঠান করিলে মানবের নরকদর্শন হয় না। হে নৃপ! যাহারা এই তীর্থে বিধিপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করে, তাহাদের মন্বন্তর কাল দুর্ল ভ শিবলোকে বাস হয়। হে মহাভাগ! বৈয়তণী তীর্থে তনুত্যাগী মানব শত শত কিঙ্কিণীশোভিত অর্কবর্ণ বিমানে আরোহণ করিয়া শিবলোকে গমন করেন। সেখানে অপ্সরোগণ তাঁহার সেবা করে এবং ঐ মন্বন্তর কাল তিনি শিবলোকে বিবিধ ভোগ উপভোগ করেন, সংশয় নাই। অনন্তর কাল পূর্ণ হইলে তিনি ইহ লোকে মানুস শরীর লাভ করেন, এবং সর্ব্বব্যাধিবিবর্জ্জিত হইয়া শত বৎসর জীবিত থাকেন। মহাপাতকযুক্ত মানব আশ্বিন মাসের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী লাভ করিয়া এ তীর্থে অহোরাত্র উপবাস করত মহেশের পূজা করিলে মুক্তিলাভ করে, সন্দেহ নাই। হে যুধিষ্ঠির! নরকের সংখ্যা অষ্টাবিংশতিকোটি কথিত হয়। যাহারা এখানে স্নান করিয়া মহেশের পূজা করেন, তাঁহারা নরক-ক্লেশ হইতে বিমুক্ত হইয়া শিবলোকে বাস করেন। সেখানে দিব্য ঐশ্বর্য্যসমন্বিত বিবিধ ভোগ উপভোগ করিয়া ইহলোকে ভুবনদুর্লভ মানব জন্ম প্রাপ্ত হন। ৭৪—১০২।

ঊনষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৫৯।

ষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

শ্রীমার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে পাণ্ডুতনয়! অনন্তর অনুত্তম মোক্ষতীর্থে গমন করিবে। দেব, গন্ধর্ব্ব তপোনিধি মুনিগণ এই মোক্ষতীর্থের সেবা করেন। মহাভাগ তপোধন মুনিগণ যে এখানে

বিমোহিতাঃ। যত্র সিদ্ধা মহাভাগা ঋষয়ঃ সতপোধনাঃ ॥ ২॥ পুলস্ত্যঃ পুলহো বিদ্বান্ ক্রতুশ্চৈব মহামতিঃ। প্রাচেতসো বসিষ্ঠশ্চ দক্ষো নারদ এব চ ॥ ৩॥ এতে চান্যে মহাভাগাঃ সপ্তসাহস্রসংজ্ঞিতাঃ। মোক্ষং গতাঃ সহ সুতৈস্তত্তীর্থং তেন মোক্ষদম্ ॥৪॥ তত্র প্রবাহমধ্যে তু পতিতা তমসা নদী। তত্র তৎ সঙ্গমং তীর্থং সর্ব্বপাপক্ষয়ঙ্করম্ ॥ ৫ ॥ ঋগ্‌যজুঃসামসংজ্ঞানামভ্যাসানান্তু যৎফলম্। সম্যগ্‌জপ্ত্বা তু বিধিনা গায়ত্রীং তত্র তল্লভেৎ ॥ ৬ ॥ তত্র দত্তং হুতং জপ্তং তীর্থসেবার্জ্জিতং ফলম্। সর্ব্বমক্ষয়তাং যাতি মোক্ষসাধনমুত্তমম্ ॥ ৭ ॥ তত্র তীর্থে মৃতানাং তু সন্ন্যাসেন দ্বিজন্মনাম্। অনিবর্ত্তিকা গতিস্তেষাং মোক্ষতীর্থপ্রভাবতঃ ॥ ৮ ॥ এব তে বিধিরুদ্দিষ্টঃ সঙ্ক্ষেপেণ মযানঘ। ব্যুষ্টিস্তীর্থস্য মহতী পুরাণে যাভিধীয়তে ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে মোক্ষতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬০ ॥

একষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহারাজ সর্পতীর্থমনুত্তমম্। যত্র সিদ্ধা মহাসর্পাস্তপস্তপ্ত্বা যুধিষ্ঠির ॥ ১ ॥ বাসুকিস্তক্ষকো ঘোরঃ সর্প ঐরাবতস্তথা। কালিয়শ্চ মহাভাগঃ কর্কোটকধনঞ্জয়ৌ ॥ ২॥ শঙ্খচূড়ো মহাতেজা ধৃতরাষ্ট্রো বৃকোদরঃ। কুলিকো বামনশ্চৈব তেষাং যে পুত্রপৌত্রিণঃ ॥ ৩ ॥ তত্র তীর্থে মহাপুণ্যে তপস্তপ্ত্বা সুদুষ্করম্। ভুঞ্জন্তি বিবিধান্ ভোগান্ ক্রীড়ন্তি চ যথাসুখম্ ॥ ৪ ॥ তত্র তীর্থে তু যঃ স্নাত্বা তর্পয়েৎ পিতৃদেবতাঃ। বাজপেয়ফলং তস্য পুরা প্রোবাচ শঙ্করঃ ॥ ৫ ॥ স্নাতানাং সর্পতীর্থে তু নরাণাং ভুবি ভারত। সর্পবৃশ্চিকজাতিভ্যো ন ভয়ং বিদ্যতে ক্বচিৎ ॥ ৬ ॥ মৃতো ভোগবতীং গত্বা পূজ্যমানো মহোরগৈঃ। নাগকন্যাপরিবৃতো মহাভোগপতির্ভবেৎ ॥ ৭ ॥ মার্গশীর্ষস্য মাসস্য কৃষ্ণপক্ষে চ যাষ্টমী। সোপবাসঃ শুচির্ভূত্বা লিঙ্গং সম্পূরয়েত্তিলৈঃ। যথাবিভবসারেণ গন্ধপুষ্পৈঃ সমর্চ্চয়েৎ ॥ ৮ ॥ এবং বিধায় বিধিবৎ

তপঃসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, বিষ্ণুমায়াবিমোহিত বহু মানবই এ তত্ত্ব বিদিত নহে। পুলস্ত্য, পুলহ, মহামতি বিদ্বান্ ক্রতু, প্রাচেতস বশিষ্ঠ, দক্ষ ও নারদ ইঁহারা এবং অন্যান্য সপ্তসহস্র মহাভাগ মুনি স্ব স্ব সুতগণসহ মোক্ষতীর্থে মোক্ষলাভ করিয়াছেন, এজন্য এই তীর্থ মোক্ষদ নামে অভিহিত হইয়াছে। মোক্ষতীর্থের প্রবাহমধ্যে যে স্থানে তমোহানদী পতিত হইয়াছে, সেই স্থান সর্ব্বপাপক্ষয়কর সঙ্গমতীর্থ; সমগ্র ঋক্, যজু ও সামবেদ অভ্যাস করিলে যে ফল, সঙ্গমতীর্থে সম্যক্ গায়ত্রীজপে তাহার তুল্য ফল লাভ হয়। এখানে দান, হোম ও তীর্থসেবাজনিত অখিল পুণ্যফল অক্ষয় হয় এবং অনুত্তম মোক্ষসাধন হইয়া থাকে। যে সকল দ্বিজ সন্ন্যাস গ্রহণপূর্ব্বক এখানে তনুত্যাগ করেন, মোক্ষতীর্থপ্রভাবে তাঁহাদের অনিবর্ত্তিকা গতি হয়। হে অনঘ! এই তোমার নিকট সংক্ষেপে মোক্ষতীর্থের বিধি কথিত হইল, পুরাণে মোক্ষতীর্থের মহামাহাত্ম্য এইরূপই বর্ণিত হইয়াছে।১—৯।

ষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৬০ ॥

একষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

শ্রীমার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে মহারাজ যুধিষ্ঠির! অনন্তর সর্ব্বতীর্থোত্তম সর্পতীর্থে গমন করিবে। মহাসর্পগণ এখানে তপস্যা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। বাসুকি, তক্ষক, ঘোরসর্প ঐরাবত, কালিয়, মহাভাগ কর্কোটক ও ধনঞ্জয়, শঙ্খচূড়, মহাতেজা ধৃতরাষ্ট্র, বৃকোদর, কুলিক ও বামন এবং ইঁহাদের পুত্রপৌত্রগণ এই মহাপুণ্য সর্পতীর্থে দুষ্কর তপস্যা করিয়াছিল। তাহারা এই তপঃফলে বিবিধ ভোগ উপভোগ ও যথাসুখে ক্রীড়া করিয়া থাকে। যে মানব সর্পতীর্থে স্নান করিয়া পিতৃদেবগণের তর্পণ করে, পূর্ব্বে শঙ্কর কহিয়াছেন,—তাহার বাজপেয়যজ্ঞের ফল লাভ হয়। হে ভারত! ভূলোকে সর্পতীর্থে স্নানকারী নরগণের কদাচ সর্প ও বৃশ্চিকাদি জাতি হইতে ভয় হয় না। পরন্তু সে মরিয়া ভোগবতীপুরে প্রয়াণ করে, মহোরগগণ তাহার পূজা করে এবং সে নাগকন্যাগণে পরিবৃত হইয়া মহাভোগের ভাজন হইয়া থাকে। এখানে এক শঙ্করলিঙ্গ বিদ্যমান, মার্গশীর্ষমাসের কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে শুচি মানব উপবাসী হইয়া যথাশক্তি তিল

প্রণিপত্য ক্ষমাপয়েৎ। তস্য যৎফলমুদ্দিষ্টং তচ্ছৃণুষ্ব নরেশ্বর ॥ ৯ ॥ তিলাস্তত্র চ যৎসংখ্যাঃ পত্রপুষ্পফলানি চ। তাবৎ স্বর্গপুরে রাজন্মোদতে কালমীপ্সিতম্ ॥ ১০ ॥ ততঃ স্বর্গাৎ পরিভ্রষ্টো জায়তে বিমলে কুলে। সুরূপঃ সুভগশ্চৈব ধনকোটিপতির্ভবেৎ ॥ ১১ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে সর্পতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈকষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬১ ॥

দ্বিষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। গোপেশ্বরং ততো গচ্ছেৎ সর্পক্ষেত্রাদনন্তরম্। যত্র স্নানেন চৈকেন মুচ্যন্তে পাতকৈর্নরাঃ ॥ ১ ॥ তত্র তীর্থে তু যঃ স্নাত্বা কুরুতে প্রাণসংক্ষয়ম্। স গচ্ছেদ্ যদি যুক্তোঽপি পাপেন শিবমন্দিরম্ ॥ ২ ॥ তত্র তীর্থে তু যঃ স্নাত্বা পূজয়েদ্দেবমীশ্বরম্। মুচ্যতে সর্ব্বপাপৈশ্চ রুদ্রলোকং স গচ্ছতি ॥ ৩ ॥ ক্রীড়িত্বা চ যথাকামং রুদ্রলোকে মহাতপাঃ। ইহ মানুষতাং প্রাপ্য রাজা ভবতি ধার্ম্মিকঃ ॥ ৪ ॥ হস্ত্যশ্বরথসম্পন্নো দাসীদাসসমন্বিতঃ। পূজ্যমানো নরেন্দ্রৈশ্চ জীবেদ্বর্ষশতং সুখী ॥ ৫ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে গোপেশ্বরতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম দ্বিষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬২ ॥

ত্রিষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহারাজ নাগতীর্থমনুত্তমম্। আশ্বিনস্য সিতে পক্ষে পঞ্চম্যাং নিয়তঃ শুচিঃ ॥ ১ ॥ রাত্রৌ জাগরণং কৃত্বা গন্ধধূপনিবেদনৈঃ। প্রভাতে বিমলে স্নাত্বা শ্রাদ্ধং কৃত্বা যথাবিধি ॥ ২ ॥ মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো নাত্র কার্য্যা বিচারণা। তত্র তীর্থে তু যো রাজন্ প্রাণত্যাগং করিষ্যতি ॥ ৩ ॥ অনিবর্ত্তিকা গতিস্তস্য প্রোবাচেতি শিবঃ স্বয়ম্ ॥ ৪ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে নাগতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ত্রিষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬৩ ॥

দ্বারা লিঙ্গ পূরণ করিবে ও গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা সম্যক্ লিঙ্গ পূজা করিবে এবং এই সকল কার্য্য সম্পাদন করিয়া প্রণিপাত ও ক্ষমা প্রার্থনা করিবে। হে নরেশ! এই সকল ক্রিয়ার অনুষ্ঠাতার শাস্ত্রে যে ফল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, শ্রবণ কর। হে রাজন্! তিল-পত্র-পুষ্প-ফলাদির সংখ্যানুসারে সে ঈপ্সিতকাল স্বর্গে মুদিত হয়; তারপর কালপূর্ণ হইলে স্বর্গ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া বিমল মানবকুলে জন্মলাভ করে এবং সুরূপ সুভগ ও কোটি কোটি ধনের অধিপতি হইয়া থাকে।১—১১।

একষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়।

শ্রীমার্কণ্ডেয় কহিলেন—অনন্তর সর্পক্ষেত্র হইতে অনুত্তম গোপেশ্বর তীর্থে গমন করিবে। যে মানব এখানে স্নানান্তে তনুত্যাগ করে, পাপযুক্ত হইলেও সে নর শিবমন্দিরে গমন করিয়া থাকে। যে মানব গোপেশ্বরতীর্থে স্নান করিয়া দেব গোপেশ্বরের পূজা করে সে অখিল কলুষমুক্ত হইয়া রুদ্রলোকে গমন করে। আর সেই মহাতপা মানব রুদ্রলোকে যথেচ্ছ ক্রীড়া করিয়া ইহ সংসারে ধার্ম্মিক রাজা হইয়া জন্মগ্রহণ করে এবং দাস-দাসী-সমন্বিত ও হস্ত্যশ্বাদিসম্পন্ন হইয়া সুখে শত সংবৎসর জীবিত থাকে, এবং নরেন্দ্রগণ তাঁহার পূজা করিয়া থাকেন।১—৫।

দ্বিষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৬২ ॥

ত্রিষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

শ্রীমার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে মহারাজ! অনন্তর উত্তম নাগতীর্থে গমন করিবে। এখানে আশ্বিন-শুক্লপঞ্চমী তিথিতে শুচি ও নিয়ত হইয়া গন্ধ ধূপাদি নিবেদন করত রজনীজাগরণ কর্ত্তব্য। অনন্তর বিমল প্রভাতে স্নান করিয়া যথাবিধি শ্রাদ্ধ করিলে নর অখিল কলুষ হইতে মুক্ত হয়। এ বিষয়ে বিচারণা কর্ত্তব্য নহে। হে রাজন্! যে মানব এ তীর্থে প্রাণ পরিত্যাগ করে, তাহার অনিবর্ত্তিকা গতি হয়। শিব স্বয়ং একথা কহিয়াছেন।১—৪।

ত্রিষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৬৩ ॥

চতুঃষ ..্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহারাজ সাম্বোরং তীর্থমুত্তমম্। যত্র সন্নিহিতো ভানুঃ পূজ্যমানঃ সুরাসুরৈঃ॥ ১॥ তত্র যে পঙ্গুতাং প্রাপ্তাঃ শীর্ণঘ্রাণনখা নরাঃ। দদ্রুমণ্ডলভিন্নাঙ্গা মক্ষিকাকৃমিসঙ্কুলাঃ॥ ২॥ মাতাপিতৃভ্যাং রহিতা ভ্রাতৃভার্য্যাবিবর্জ্জিতাঃ। অনাথা বিকলা ব্যঙ্গা মগ্না যে দুঃখসাগরে॥ ৩॥ তেষাং নাথো জগদ্‌-যোনির্নর্ম্মদাতটমাশ্রিতঃ। সাম্বোরনাথো লোকা-নামার্ত্তিহা দুঃখনাশনঃ॥ ৪॥ তত্র তীর্থে তু যঃ স্নাত্বা মাসমেকং নিরন্তরম্। পূজয়েদ্ভাস্করং দেবং তস্য পুণ্যফলং শৃণু॥ ৫॥ যৎফলং চোত্তরে পার্থ তথা বৈ পূর্ব্বসাগরে। দক্ষিণে পশ্চিমে স্নাত্বা তত্র তীর্থে তু তৎফলম্॥ ৬॥ কৌমারে যৌবনে পাপং বার্দ্ধকে যচ্চ সঞ্চিতম্। তৎপ্রণশ্যতি সাম্বোরে স্নানমাত্রান্ন সংশয়ঃ॥ ৭॥ ন ব্যাধির্নৈব দারিদ্র্যং ন চৈবেষ্টবিয়োজনম্। সপ্তজন্মানি রাজেন্দ্র সাম্বোরপরিসেবনাৎ॥ ৮॥ সপ্তম্যামুপবাসেন তদ্দিনে চাপ্যুপোষিতে। স তৎফলমবাপ্নোতি তত্র স্নাত্বা ন সংশয়ঃ॥ ৯॥ রক্তচন্দনমিশ্রেণ যদর্ঘ্যেণ ফলং স্মৃতম্। তত্র তীর্থে নৃপশ্রেষ্ঠ স্নাত্বা তৎ-ফলমাপ্নুয়াৎ॥ ১০॥ নর্ম্মদাসলিলং রম্যং সর্ব্ব-পাতকনাশনম্। নিরীক্ষিতং বিশেষেণ সাম্বোরেণ মহাত্মনা॥ ১১॥ তে ধন্যাস্তে মহাত্মানস্তেষাং জন্ম সুজীবিতম্। স্নাত্বা পশ্যন্তি দেবেশং সাম্বোরেশ্বর-মুত্তমম্॥ ১২॥ সূর্য্যলোকে বসেত্তাবদ্‌যাবদাভূত-সম্প্লবম্॥ ৩॥

ইতি শ্রীস্কান্দে সাম্বোরেশ্বরতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম চতুঃষষ্ট্যাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১৭৪॥

পঞ্চষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। নর্ম্মদাদক্ষিণে কূলে সিদ্ধে-শ্বরমিতি শ্রুতম্। তীর্থং পরং মহারাজ সিদ্ধৈঃ কৃতমিতি প্রভো॥ ১॥ তত্র তীর্থং মহাপুণ্যং সর্ব্ব-তীর্থেষু পাবনম্। নর্ম্মদায়া মহারাজ দক্ষিণং

চতুঃষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়।

শ্রীমার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে মহারাজ! অনন্তর উত্তম সাম্বোর তীর্থে গমন করিবে। এখানে ভানু সুরাসুরগণ কর্ত্তৃক পূজ্যমান হইয়া নিয়ত সন্নিহিত আছেন। যাহারা পঙ্গুতাপ্রাপ্ত হইয়াছে, যাহা-দের নখ ও নাসিকা শীর্ণ হইয়া গিয়াছে, দদ্রু ও মণ্ডল রোগে যাহাদের দেহ ভিন্ন ও মক্ষিকাকৃমি-সঙ্কুল হইয়াছে, পিতা মাতা ভ্রাতা এবং ভার্য্যাও যাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে—দুঃখসাগরনিমগ্ন এই-রূপ অনাথ বিকল ব্যক্তিগণের পীড়া ও দুঃখনাশের জগদ্‌যোনি সাম্বোরনাথ সূর্য্য নর্ম্মদাতীরে অবস্থান করিতেছেন। যে মানব এখানে নিরন্তর বাস করিয়া একমাস পর্য্যন্ত স্নান ও দেব দিবাকরের পূজা করে, তাহার পুণ্যফল শ্রবণ কর। হে পার্থ! উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম এই চতুঃসাগরে অব-গাহনে যে পুণ্য, এই তীর্থে তাহার তুল্য ফল লাভ হইয়া থাকে। কৌমারে, যৌবনে ও বার্দ্ধক্যে মানবের যে কলুষ সঞ্চিত হয়, সাম্বোর তীর্থে স্নান মাত্রেই তাহা বিনষ্ট হইয়া থাকে। কদাচ তাহার দারিদ্র্য ব্যাধি বা বিয়োগ-দুঃখ ভোগ হয় না, সংশয় নাই। হে রাজেন্দ্র! সাম্বোর তীর্থের সেবায় সপ্ত জন্ম পর্য্যন্ত মানবের পূর্ব্বোক্ত দুঃখভোগ হয় না। এখানে সপ্তমীদিনে উপবাস করিয়া স্নান করিলেও মানব পূর্ব্বোক্ত ফললাভে সমর্থ হয়। সংশয় নাই। রক্তচন্দনমিশ্রিত অর্ঘ্যদানে যে ফল হয়, হে নরবর! এই তীর্থে স্নানমাত্রেই সেই ফল-প্রাপ্তি ঘটে। নর্ম্মদানীর রম্য ও সর্ব্বপাতক-নাশন; বিশেষতঃ মহাত্মা দেব সাম্বোর এই নীর নিরন্তর নিরীক্ষণ করেন। যাঁহারা এখানে স্নান করিয়া দেবেশ সাম্বোরকে অবলোকন করেন, তাঁহারা ধন্য মহাত্মা; তাঁহাদের জীবন জন্ম সার্থক। কল্পকাল পর্য্যন্ত তাঁহাদের সূর্য্যলোকে বাস হয়। ১—১৩।

চতুঃষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৬৪।

পঞ্চষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়।

শ্রীমার্কণ্ডেয় কহিলেন,—নর্ম্মদার দক্ষিণ কূলে বিখ্যাত সিদ্ধেশ্বরতীর্থ বিরাজমান। হে প্রভো মহা-রাজ! সিদ্ধগণ এই অনুত্তম সিদ্ধেশ্বর তীর্থের প্রতিষ্ঠা করেন। হে মহারাজ! এই মহাপুণ্য তীর্থ নিখিল তীর্থ অপেক্ষা পাবন এবং ইহা নর্ম্মদার দক্ষিণ-

কূলমাশ্রিতম্॥ ২॥ তত্র তীর্থে নরঃ স্নাত্বা তর্পয়েৎ পিতৃদেবতাঃ। শ্রাদ্ধং তত্রৈব যো দদ্যাৎ পিতৃন্নুদ্দিশ্য ভারত॥ ৩॥ তৃপ্যন্তি পিতরস্তস্য দ্বাদশাব্দান্ন সংশয়ঃ। তত্র তীর্থে তু যো ভক্ত্যা স্নাত্বা সম্পূজয়েৎ শিবম্॥ ৪॥ রাত্রৌ জাগরণং কৃত্বা পঠেৎ পৌরাণিকীং কথাম্। ততঃ প্রভাতে বিমলে স্নানং কুর্য্যাদ্যথাবিধি॥ ৫॥ বীক্ষতে গিরিজাকান্তং স গচ্ছেৎ পরমাং গতিম্। পুরা সিদ্ধা মহাভাগাঃ কপিলাদ্যা মহর্ষয়ঃ॥ ৬॥ জপন্তশ্চ পরং ব্রহ্ম যোগসিদ্ধা মহাব্রতা। সিদ্ধিং তে পরমাং প্রাপ্তা নর্ম্মদায়াঃ প্রভাবতঃ॥ ৭॥

ইতি শ্রীস্কান্দে সিদ্ধেশ্বরতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম পঞ্চষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১৬৫॥

ষট্‌ষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। ততঃ সিদ্ধেশ্বরী দেবী বৈষ্ণবী পাপনাশিনী। আনন্দং পরমং প্রাপ্তা দৃষ্ট্বা স্থানং সুশোভনম্॥ ১॥ তত্র তীর্থে নরঃ স্নাত্বা পূজয়েৎ পিতৃদেবতাঃ। দেবীং পশ্যতি যো ভক্ত্যা মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ॥ ২॥ মৃতবৎসা তু যা নারী বন্ধ্যা স্ত্রীজননী তথা। পুত্রং সা লভতে নারী শীলবন্তং গুণান্বিতম্॥ ৩॥ তত্র তীর্থে তু যঃ স্নাত্বা পশ্যেদ্দেবীং সুভক্তিতঃ। অষ্টম্যাং বা চতুর্দ্দশ্যাং সর্ব্বকালেঽথবা নৃপ॥ ৪॥ সঙ্গমে তু ততঃ স্নাত্বা নারী বা পুরুষোঽপি বা। পুত্রং ধনং তথা দেবী দদাতি পরিতোষিতা॥ ৫॥ গোত্ররক্ষাং প্রকুরুতে দৃষ্টা দেবী সুপূজিতা। প্রজাং চ পাতি সততং পূজ্যমানা ন সংশয়ঃ॥ ৬॥ নবম্যাং চ মহারাজ স্নাত্বা দেবীমুপোষিতঃ। পূজয়েৎ পরয়া ভক্ত্যা শ্রদ্ধাপূতেন চেতসা॥ ৭॥ স গচ্ছেৎ পরমং লোকং যঃ সুরৈরপি দুর্লভঃ॥ ৮॥

ইতি শ্রীস্কান্দে সিদ্ধেশ্বরতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ষট্‌ষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১৬৬॥

সপ্তষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

যুধিষ্ঠির উবাচ। নর্ম্মদাদক্ষিণে কূলে তচ্চিহ্নেনোপলক্ষিতম্। তীর্থমেতন্মমাখ্যাহি সম্ভবং চ মহা-

---

কূলে বিদ্যমান। হে ভারত! যে মানব এখানে স্নান ও পিতৃদেবগণের তর্পণ করিয়া পিতৃগণের উদ্দেশে শ্রাদ্ধদান করে, তদীয় পিতৃগণ দ্বাদশবার্ষিকী তৃপ্তিলাভ করেন, সন্দেহ নাই। এখানে ভক্তিপূর্ব্বক স্নান করিয়া শিবের পূজা, রজনী-জাগরণ ও পৌরাণিকী কথা পাঠ করিবে, অনন্তর বিমল প্রভাতে যথাবিধি স্নান করিয়া গিরিজাপতি দর্শন করা কর্ত্তব্য; মানব এইরূপ করিলে পরম গতি প্রাপ্ত হয়। পূর্ব্বে মহাভাগ মহাব্রত মহর্ষি কপিলাদি সিদ্ধগণ এখানে পরম ব্রহ্মমন্ত্র জপ করিয়া যোগসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। নর্ম্মদার প্রভাবেই তাঁহারা এইরূপ অনুত্তম সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। ১—৭।

পঞ্চষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ৬৫।

—:—

ষট্‌ষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—অনন্তর পাপনাশিনী বৈষ্ণবী দেবী সিদ্ধেশ্বরী, যে সুশোভন স্থান দর্শনে পরম প্রীতা হইয়াছিলেন, সেই সিদ্ধেশ্বরীতীর্থে গমন করিবে। যে মানব এখানে স্নান করিয়া পিতৃদেবগণের তর্পণ করে ও ভক্তিপূর্ব্বক দেবীদর্শন করে, সে অখিল কলুষ হইতে মুক্ত হয়, মৃতবৎসা, বন্ধ্যা ও বহুকন্যকা প্রবিনী নারীও শীলবান্ গুণান্বিত তনয় লাভ করে। এখানে নর স্নান করিয়া উত্তম ভক্তিসহকারে অষ্টমী, চতুর্দ্দশী এমন কি সর্ব্ব সময়েই দেবীকে দর্শন করিবে। নারীই হউক, আর পুরুষই হউক, যে কেহ সঙ্গমতীর্থে স্নান করে, দেবী পরিতুষ্টা হইয়া তাহাদিগকে ধন ও পুত্র দান করেন। দেবীকে দর্শন করিলে কিংবা উত্তমরূপে পূজা করিলে তিনি গোত্ররক্ষা করেন। তিনি পূজ্যমানা হইয়া সতত প্রজা রক্ষা করিয়া থাকেন; সংশয় নাই। হে মহারাজ! যে নর এখানে নবমী-তিথিতে স্নান ও দেবীসমীপে উপবাস করিয়া শ্রদ্ধা-পূত-হৃদয়ে পরম ভক্তিসহকারে পূজা করে, সে সুরদুর্লভ পরমলোক প্রাপ্ত হয়। ১—৮।

ষট্‌ষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ৬৬।

সপ্তষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন,—নর্ম্মদাকূলের এই উত্তম তীর্থ কোন্ চিহ্নদ্বারা উপলক্ষিত হয় এবং

মুনে ॥ ১ ॥ মার্কণ্ডেয় উবাচ। পুরা কৃতযুগস্যাদৌ দক্ষিণে গিরিমুত্তমম্। বিন্ধ্যং সর্ব্বগুণোপেতং নিয়তো নিয়তাশনঃ ॥ ২ ॥ ঋষিসঙ্ঘৈঃ কৃতাতিথ্যো দণ্ডকে হ্যবসং চিরম্। উষিত্বা সুচিরং কালং বর্ষাণামযুতং সুখী ॥৩॥ তানৃষীন্ সমনুজ্ঞাপ্য শিষ্যৈরনুগতস্ততঃ। নিবৃত্তঃ সুমহাভাগ নর্ম্মদাকূলমাগতঃ ॥ ৪ ॥ পুণ্যং চ রমণীয়ঞ্চ সর্ব্বপাপবিনাশনম্। কৃত্বাহমাস্পদং তত্র দ্বিজসঙ্ঘসমাযুতঃ ॥ ৫ ॥ ব্রহ্মচারিভিরাকীর্ণং গার্হস্থ্যে সুপ্রতিষ্ঠিতৈঃ। বানপ্রস্থৈশ্চ যতিভির্যতাহারৈর্যতাত্মভিঃ ॥ ৬ ॥ তপস্বিভির্মহাভাগৈঃ কামক্রোধবিবর্জ্জিতৈঃ। তত্রাহং বর্ষমযুতং তপঃ কৃত্বা সুদারুণম্ ॥ ৭ ॥ আরাধয়ং বাসুদেবং প্রভুং কর্ত্তারমীশ্বরম্। জপংস্তপোভির্নিয়মৈর্নর্ম্মদাকূলমাশ্রিতঃ ॥৮॥ ততস্তৌ বরদৌ দেবৌ সমায়াতৌ যুধিষ্ঠির। প্রত্যক্ষৌ ভাস্করৌ রাজন্নুমাশ্রীভ্যাং নিষেবিতৌ ॥ ৯ ॥ প্রণম্যাহং ততো দেবৌ ভক্তিযুক্তো বচোহব্রবম্। ভবন্তৌ প্রার্থয়ামি স্ম দক্ষিণে বরদৌ শিবৌ ॥ ১০ ॥ ধর্ম্মস্থিতিং মহাভাগৌ ভক্তিং বাম্নুত্তমাং ধ্রুবাম্। অজরো ব্যাধিরহিতঃ পঞ্চবিংশতিবর্ষবৎ। অস্মিন্ স্থানে সদা স্থেয়ং সহ দেবৈরসংশয়ম্ ॥ ১১ ॥ এবমুক্তৌ ময়া পার্থ তৌ দেবৌ কৃষ্ণশঙ্করৌ। মামূচতুঃ প্রহৃষ্টৌ তৌ নিবাসার্থং যুধিষ্ঠির ॥ ১২ ॥ দেবাবূচতুঃ। অস্মিন্ স্থানে স্থিতৌ বিদ্ধি সহ দেবৈঃ সবাসবৈঃ। এবমুক্ত্বা ততো দেবৌ তত্রৈবান্তরধীয়তাম্ ॥ ১৩ ॥ অহং চ স্থাপয়িত্বা তৌ শঙ্করং কৃষ্ণমব্যয়ম্। কৃতকৃত্যস্ততো জাতঃ সম্পূজ্য সুসমাহিতঃ ॥ ১৪ ॥ তস্মিংস্তীর্থে নরঃ স্নাত্বা পূজয়েৎ পরমেশ্বরম্। মার্কণ্ডেশ্বরনাম্না বৈ বিষ্ণুং ত্রিভুবনেশ্বরম্ ॥ ১৫ ॥ স গচ্ছেৎ পরমং স্থানং বৈষ্ণবং শৈবমেব চ। ঘৃতেন পয়সা বাথ দধ্না চ মধুনা তথা ॥ ১৬ ॥ নার্ম্মদেনোদকেনাথ গন্ধধূপৈঃ সুশোভনৈঃ। পুষ্পোপহারৈশ্চ তথা নৈবেদ্যৈর্নিয়তাত্মবান্ ॥ ১৭ ॥ এবং বিষ্ণোঃ প্রকুর্ব্বীত জাগরং ভক্তিতৎপরঃ। স্নানাদীনি তথা রাজন প্রযতঃ শুচিমানসঃ ॥ ১৮ ॥ জ্যৈষ্ঠে মাসি

কিরূপে এই তীর্থের উৎপত্তি হইল? মহামুনে! এই সকল সম্যক্ বর্ণনা করুন। মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—সর্ব্বগুণোপেত অনুত্তম বিন্ধ্যগিরির দক্ষিণ দিকে দণ্ডকবন বিদ্যমান। আমি নিয়ত ও নিয়তাশন হইয়া সত্যযুগের আদিতে সেই দণ্ডক বনে বাস করিতাম। আমি আতিথ্যসৎকার করিতাম, ঋষিগণ সহ সুখে বাস করিতাম, সেখানে আমার অযুত বৎসর অতিবাহিত হইল। অনন্তর আমি তত্রত্য ঋষিগণের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক তথা হইতে নর্ম্মদাকূলে আগমন করিলাম। শিষ্যগণ সকলেই আমার অনুগমন করিল। সে স্থান পুণ্য রমণীয় ও সর্ব্বপাপপ্রণাশন। সেখানেও আমি আশ্রম নির্ম্মাণপূর্ব্বক দ্বিজগণের সহিত মিলিত হইয়া বাস করিতে লাগিলাম। সেই সকল দ্বিজগণের মধ্যে কেহ ব্রহ্মচারী, কেহ গার্হস্থ্যধর্ম্মে সুপ্রতিষ্ঠ, কেহ বানপ্রস্থ, কেহ যতি, কেহ যতাহার, ও কেহ নিয়তাত্মা; এইরূপ সকলেই কামক্রোধহীন মহাভাগ মুনি। সেখানে আমি অযুতবর্ষ সুদারুণ তপশ্চরণ করিয়াছিলাম। আমি প্রভু কর্ত্তা ঈশ্বর বাসুদেবের উপাসনা করিতাম। হে যুধিষ্ঠির! আমি নর্ম্মদাকূলে জপ তপস্যা ও নিয়মস্থ হইলে উমা ও রমাসহ বরদ ভাস্করদ্যুতি দেবদ্বয় তথায় সমাগত হইয়া আমার প্রত্যক্ষ হইলেন। হে রাজন্! অনন্তর আমি ভক্তিভরে তাঁহাদিগকে প্রণামপূর্ব্বক বলিলাম—আপনারা বরদ ও শিবদ। হে মহাভাগ দেবদ্বয়! আমি ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা ও আপনাদের প্রতি অনুত্তম ভক্তিকামনা করি। আমি যেন অজর, অরোগ ও পঞ্চবিংশতিবর্ষ যুবকের ন্যায় হই; আর আপনারা নিঃসংশয়চিত্তে দেবগণসহ এইস্থানে সতত অবস্থান করুন। হে পার্থ! আমি এইরূপ প্রার্থনা করিলে কৃষ্ণ ও শঙ্কর আমার প্রতি প্রীত হইয়া বলিলেন,—তাঁহারা এই স্থানে বাস করিবেন। হে যুধিষ্ঠির! দেবদ্বয় বলিলেন,—আমরা সবাসব দেবগণসহ এই স্থানে অবস্থান করিব, ইহা নিশ্চয় জানিবে। দেবদ্বয় এইরূপ কহিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। আমিও এখানে অব্যয় কৃষ্ণশঙ্করমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিলাম। তারপর সুসমাহিত হইয়া তাঁহাদের পূজা করত কৃতকৃত্য হইলাম। ১—১৪। এই লিঙ্গের নাম হইল মার্কণ্ডেশ্বর। যে নর এই তীর্থে স্নান করিয়া ত্রিভুবনেশ্বর পরমেশ্বর বিষ্ণুর পূজা করে, সে পরম স্থান শৈব ও বৈষ্ণবধামে গমন করে। প্রযতাত্মা মানব ঘৃত, ক্ষীর, দধি, মধু, নার্ম্মদ উদক, সুশোভন গন্ধ, পুষ্প, বিবিধ পুষ্পোপহার ও নৈবেদ্য দ্বারা মার্কণ্ডেশ্বর লিঙ্গের পূজা করিবে। এইরূপ ভক্তিপূর্ব্বক বিষ্ণুসমীপে জাগরণ করিবে এবং হে রাজন্! প্রযত ও শুচিমনা হইয়া স্নানাদি করিবে। বৈষ্ণব মানব এখানে

সিতে পক্ষে চতুর্দ্দশ্যামুপোষিতঃ। দ্বাদশ্যাং কারয়েদ্দেবপূজনং বৈষ্ণবো নরঃ॥ ১৯॥ এবং কৃত্বা চতুর্দ্দশ্যামেকাদশ্যাং নরোত্তম। বৈষ্ণবং লোকমাপ্নোতি বিষ্ণুতুল্যো ভবেন্নরঃ॥ ২০॥ মাহেশ্বরে চ রাজেন্দ্র গণবন্মোদতে পুরে। শ্রাদ্ধং চ কুরুতে তত্র পিতৃনুদ্দিশ্য সুস্থিরঃ॥ ২১॥ তস্য তে হৃক্ষয়াং তৃপ্তিং প্রাপ্নুবন্তি ন সংশয়ঃ। নর্ম্মদায়াং দ্বিজঃ স্নাত্বা মৌনী নিয়তমানসঃ॥ ২২॥ উপাস্য সন্ধ্যাং তত্রস্থো জপং কৃত্বা সুশোভনম্। তর্পয়িত্বা পিতৄন্ দেবান্মনুষ্যাংশ্চ যথাবিধি॥ ২৩॥ বৃক্ষস্য পুরতঃ স্থিত্বা মার্কণ্ডেশস্য বা পুনঃ। ঋগ্‌যজুঃসামমন্ত্রাংশ্চ জপেদত্র প্রযত্নতঃ॥ ২৪॥ ঋচমেকাং জপেদ্যস্তু ঋগ্বেদস্য ফলং লভেৎ। যজুর্ব্বেদস্য যজুষা সাম্না সামফলং লভেৎ॥ ২৫॥ একস্মিন্ ভোজিতে বিপ্রে কোটির্ভবতি ভোজিতা। মৃতপ্রজা তু যা নারী বন্ধ্যা স্ত্রীজননী তথা॥ ২৬॥ রুদ্রাংস্তু বিধিবজ্জপ্ত্বা ব্রাহ্মণো বেদতত্ত্ববিৎ। লিঙ্গস্য দক্ষিণে পার্শ্বে স্থাপয়েৎ কলশং শিবম্॥ ২৭॥ রুদ্রৈকাদশভির্মন্ত্রৈঃ স্নাপয়েৎ কলশাম্ভসা। পুত্রমাপ্নোতি রাজেন্দ্র দীর্ঘায়ুষমকল্মষম্॥ ২৮॥ মার্কণ্ডেশ্বরবৃক্ষান্ যো দূরস্থানপি পশ্যতি। ব্রহ্মহত্যাদিপাপেভ্যো মুচ্যতে শঙ্করোঽব্রবীৎ॥ ২৯॥ য ইদং শৃণুয়াদ্ভক্ত্যা পঠেদ্বা নৃপসত্তম। সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা জায়তে নাত্র সংশয়ঃ॥ ৩০॥ ইদং যশস্যমায়ুষ্যং ধন্যং দুঃস্বপ্ননাশনম্। পঠতাং শৃণ্বতাং বাপি সর্ব্বপাপপ্রমোচনম্॥ ৩১॥

ইতি শ্রীস্কান্দে মার্কণ্ডেশ্বরতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম সপ্তষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১৬৭॥

অষ্টষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। নর্ম্মদাদক্ষিণে রোধস্যঙ্কুরেশ্বরমুত্তমম্। তীর্থং সর্ব্বগুণোপেতং ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতম্॥ ১॥ যত্র সিদ্ধো মহারক্ষ আরাধ্য তু মহেশ্বরম্। শঙ্করং জগতঃ প্রাণং স্মৃতিমাত্রাঘহারিণম্॥ ২॥ যুধিষ্ঠির উবাচ। কিং তদ্রক্ষো

চতুর্দ্দশীতে উপবাস করিবে। হে নরোত্তম! একাদশী ও চতুর্দ্দশীতে ঐরূপ করিলেও মানব বিষ্ণুতুল্য হইয়া বৈষ্ণবধামে গমন করে! হে রাজেন্দ্র! এইরূপ করিলে নর গণতুল্য হইয়া মাহেশ্বরপুরে মুদিত হইয়া থাকে। যে সুস্থিরমতি মানব এখানে পিতৃগণের উদ্দেশে ভক্তিতৎপর হইয়া শ্রাদ্ধ করে, তদীয় পিতৃগণ অক্ষয় তৃপ্তিলাভ করেন সংশয় নাই। নিয়তমনা মৌনী দ্বিজ নর্ম্মদায় স্নান করিবে সেই স্থানেই অবস্থিত হইয়া সন্ধ্যোপাসনা ও সুশোভন জপ করিবে, যথাবিধি পিতৃ, দেব ও মানবগণের তর্পণ করিবে, মার্কণ্ডেশ বা বৃক্ষসমীপে উপবেশনপূর্ব্বক প্রযত হইয়া ঋক্ ও সামমন্ত্র জপ করিবে। যে মানব এখানে একটী ঋঙ্মন্ত্র জপ করে, তাহার সমগ্র ঋগ্বেদ পাঠের ফল লাভ হয়। ঐ স্থানে একটী যজুঃ বা সামমন্ত্রজপে সমগ্র সাম ও যজুর্ব্বেদজপের ফললাভ হইয়া থাকে। এখানে একটী দ্বিজ ভোজন করাইলে কোটি কোটি দ্বিজভোজনের ফল হয়। মৃতবৎসা, বন্ধ্যা ও বহুকন্যাপ্রসবিনী নারীও যথাবিধি রুদ্রমন্ত্র জপ করিয়া পুত্রবতী হয় ও ব্রাহ্মণ বেদবিদ্যাসম্পন্ন হন। লিঙ্গের দক্ষিণ পার্শ্বে সুশোভন কলস স্থাপন করিবে, তারপর একাদশ রুদ্রমন্ত্রে সেই কলসীস্থিত জল দ্বারা লিঙ্গের অভিষেক করিতে হইবে। হে রাজেন্দ্র! এইরূপ করিলে নর-নারী দীর্ঘায়ু ও নিষ্পাপ তনয় লাভ করে। মার্কণ্ডেশ তীর্থের অদূরে অনেক তরু বিরাজিত। শঙ্কর কহিয়াছেন,—এই সকল তরু অবলোকন করিলে মানব ব্রহ্মহত্যা পাতক হইতে মুক্ত হয়। হে নৃপসত্তম! যে মানব ইহা ভক্তিপূর্ব্বক পাঠ বা শ্রবণ করে, সে বিধৌতপাপ হইয়া বিশুদ্ধাত্মা হয়, এ বিষয়ে সংশয় নাই। এই তীর্থমাহাত্ম্য যশস্য, আয়ুষ্য, ধন্য ও দুঃস্বপ্ননাশন; ইহার শ্রোতা ও পাঠকারী নরগণেরও সর্ব্বপাপ ক্ষয় হয়। ১৭—৩১।

সপ্তষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৬৭॥

অষ্টষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়।

শ্রীমার্কণ্ডেয় কহিলেন,—নর্ম্মদার দক্ষিণতীরে অনুত্তম অঙ্কুরেশ্বর তীর্থ। এই তীর্থ ত্রিলোকবিখ্যাত ও সর্ব্বগুণোপেত। মহারক্ষ এখানে মহেশ্বরের আরাধনা করিয়া সিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। শঙ্কর জগতের প্রাণ। ইহাঁর স্মরণমাত্রেই মানবের দুরিত বিদূরিত হয়। যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে

দ্বিজশ্রেষ্ঠ কিং নাম কস্য বান্বয়ে। এতদ্বিস্তরতঃ সর্ব্বং কথয়স্ব মমানঘ ॥ ৩ ॥ অজ্ঞানতিমিরান্ধা যে পুমাংসঃ পাপকারিণঃ। যুষ্মদ্বিধৈর্দ্দীপভূতৈঃ পশ্যন্তি সচরাচরম্ ॥ ৪ ॥ ধর্ম্মপুত্রবচঃ শ্রুত্বা মার্কণ্ডেয়ো মুনীশ্বরঃ। স্মিতং কৃত্বা বভাষে তাং কথাং পাপপ্রণাশনীম্ ॥ ৫ ॥ মার্কণ্ডেয় উবাচ। মানসো ব্রহ্মণঃ পুত্রঃ পুলস্ত্যো নাম পার্থিব। বেদশাস্ত্রপ্রবক্তা চ সাক্ষাদ্বেধা ইবাপরঃ ॥ তৃণবিন্দুসুতা তস্য ভার্য্যাসীৎ পরমেষ্ঠিনঃ। তস্য ধর্ম্মপ্রসঙ্গেন পুত্রো জাতো মহামনাঃ ॥ ৭ ॥ যস্মাদ্বেদেতিহাসৈশ্চ সষড়ঙ্গপদক্রমাঃ। বিশ্রান্তা ব্রহ্মণা দত্তা নাম বিশ্রবসেতি চ ॥ ৮ ॥ কস্মিংশ্চিদথ কালে চ ভরদ্বাজো মহামুনিঃ। স্বসুতাং প্রদদৌ রাজন্মুদা বিশ্রবসে নৃপ ॥ ৯ ॥ স তয়া রমতে সার্দ্ধং পৌলোম্যা মঘবা ইব। মুদা পরময়া রাজন্ ব্রাহ্মণো বেদবিত্তমঃ ॥ ১০ ॥ কেনচিত্ত্বথ কালেন পুত্রঃ পুত্রগুণৈর্যুতঃ। জজ্ঞে বিশ্রবসো রাজন্নাম্না বৈশ্রবণঃ শ্রুতঃ ॥ ১১ ॥ সোঽপি মৌনব্রতং কৃত্বা বালভাবাদ্যুধিষ্ঠির। সর্ব্বভূতাভয়ং দত্বা চচার পরমং ব্রতম্ ॥ ১২ ॥ তস্য তুষ্টো মহাদেবো ব্রহ্মা ব্রহ্মর্ষিভিঃ সহ। সখিত্বং চেশ্বরো দত্বা ধনদত্বং জগাম হ ॥ ১৩ ॥ যমেন্দ্রবরুণানাঞ্চ চতুর্থত্বং ভবিষ্যসি। ব্রহ্মাপ্যুক্তা জগামাশু লোকপালত্বমীপ্সিতম্ ॥ ১৪ ॥ ততস্ত্বনন্তরে কালে কৈকসী নাম রাক্ষসী। পাতালং ভূতলং ত্যক্তা বিশ্রবং চকমে পতিম্ ॥ ১৫ ॥ পুত্রোঽথ রাবণো জাতস্তস্যা ভরতসত্তম। কুম্ভকর্ণো মহারক্ষো ধর্ম্মাত্মা চ বিভীষণঃ ॥ ১৬ ॥ কুম্ভশ্চৈব বিকুম্ভশ্চ কুম্ভকর্ণসুতাবুভৌ। মহাবলৌ মহাবীর্য্যৌ মহান্তৌ পুরুষোত্তম ॥ ১৭ ॥ অঙ্কুরো রাক্ষসশ্রেষ্ঠঃ কুম্ভস্য তনয়ো মহান। বিভীষণঞ্চ গুণবদ্দৃষ্ট্বৈবং রাক্ষসোত্তমঃ ॥ ১৮ ॥ ততঃ স যৌবনং প্রাপ্য জ্ঞাত্বা রক্ষঃ পিতামহম্। পরং নির্ব্বেদমাপন্নশ্চচার সুমহত্তপঃ ॥ ১৯ ॥ দক্ষিণং পশ্চিমং গত্বা সাগরং পূর্ব্বমুত্তরম্। নর্ম্মদায়াং প্রসঙ্গেন হ্যঙ্কুরো রাক্ষসেশ্বরঃ ॥ ২০ ॥ তপশ্চচার সুমহদ্দিব্যং বর্ষশতং কিল।

দ্বিজশ্রেষ্ঠ! সেই রক্ষ কিরূপ? তাহার নাম কি? এবং সে কাহারই বা কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছে? হে অনঘ! এই সকল বিস্তার করিয়া আমার নিকট বলুন। অজ্ঞানান্ধ পাপকারী পুরুষগণের পক্ষে আপনারাই দীপস্বরূপ। আপনাদের মত দীপদর্শনে তাহারা সচরাচর দর্শন করে। মুনীশ্বর মার্কণ্ডেয় ধর্ম্মনন্দনের এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া ঈষৎ হাস্য করত পাপপ্রণাশিনী পুণ্যকথা কহিতে লাগিলেন। মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে পার্থিব! ব্রহ্মার মানস তনয় পৌলস্ত্য বেদশাস্ত্রের প্রবক্তা ছিলেন এবং তিনি যেন অপর একটী ব্রহ্মার ন্যায় প্রতিভাত হইতেন। পরমেষ্ঠী পৌলস্ত্য তৃণবিন্দুতনয়ার পাণিগ্রহণ করেন। অনন্তর ধর্ম্মানুসারে পৌলস্ত্যের ঔরসে তৃণবিন্দুতনয়ার গর্ভে এক মহামনা তনয় জন্মগ্রহণ করেন। ষড়ঙ্গ বেদ ও সপদক্রম ইতিহাসনিচয় ইঁহাতে বিশ্রাম লাভ করিয়াছিল বলিয়া ব্রহ্মা ইঁহার নাম করণ করেন—বিশ্রবা। অনন্তর একদা মহামুনি ভরদ্বাজ মুদিতমনে বিশ্রবার করে স্বীয় কন্যা দান করেন। হে নৃপ! বিশ্রবা ভরদ্বাজদুহিতার সহিত রমমাণ হইলে তাঁহাদিগকে শচী-সুরপতির ন্যায় বোধ হইত। হে রাজন্! বেদবিত্তম মুদিতমনা দ্বিজ বিশ্রবার কালে তনয়গুণযুক্ত এক তনয় জন্মে। এই বিশ্রবাতনয়ের নাম হয়—বৈশ্রবণ। হে যুধিষ্ঠির! দ্বিজ বৈশ্রবণ বাল্য বয়সে মৌনী হইয়া ভূতনিবহের অভয় দান করত পরম ব্রতের আচরণ করেন। অনন্তর ব্রহ্মা ও ব্রহ্মর্ষিগণ সহ মহাদেব তাঁহার প্রতি প্রীত হন এবং তাঁহাকে সখিত্ব প্রদান করেন, তদবধি এই বৈশ্রবণ ধনাধিকার প্রাপ্ত হন। তৎকালে ব্রহ্মা ইঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলেন,—যম, ইন্দ্র ও বরুণের চতুর্থ স্থান তোমার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইল। এই বলিয়া তদীয় অভীষ্ট লোকপালত্ব প্রদান করিয়া স্বস্থানে প্রস্থিত হইলেন। ১—১৪। অনন্তর একদা কৈকসীনাম্নী রাক্ষসী ভূতলস্থিত পাতাল পরিত্যাগপূর্ব্বক বিশ্রবার নিকট আগমনপূর্ব্বক তাঁহাকে পতিরূপে কামনা করে। হে ভারতসত্তম! অনন্তর কৈকসী হইতে বিশ্রবার রাবণ, মহারাক্ষস কুম্ভকর্ণ ও ধর্ম্মাত্মা বিভীষণ, এই তিন তনয় জন্মগ্রহণ করে। কুম্ভকর্ণের দুই পুত্র, নাম কুম্ভ ও বিকুম্ভ; হে পুরুষোত্তম! ইহারা মহাবল, মহাবীর্য্য ও মহান্। কুম্ভের তনয় রাক্ষসশ্রেষ্ঠ অঙ্কুর। রাক্ষসোত্তম অঙ্কুর বিভীষণকে গুণবান্ দর্শন করিয়া তাঁহার প্রতি অনুরক্ত ছিল। তার পর অঙ্কুর পিতামহ বিভীষণের গুণের অনুবর্ত্তনমানসে যৌবনে পদার্পণ করিয়াই তপস্যা করে। পরম নির্ব্বেদপ্রাপ্ত রাক্ষসেশ্বর অঙ্কুর সুমহা তপস্যা করিল। সে দক্ষিণ পশ্চিম পূর্ব্ব ও উত্তর এই সাগর-চতুষ্টয় বিচরণ করিয়া প্রসঙ্গক্রমে নর্ম্মদার

ততস্তুষ্টো মহাদেবঃ সাক্ষাৎ পরপুরঞ্জয়ঃ ॥ ২১ ॥ বরেণ চ্ছন্দয়ামাস রাক্ষসং বৃষকেতনঃ। বরং বৃণীষ ভদ্রং তে তব দাস্যামি সুব্রত ॥ ২২ ॥ প্রোবাচ রাক্ষসো বাক্যং দেবদেবং মহেশ্বরম্। বরদং সোঽগ্রতো দৃষ্ট্বা প্রণম্য চ পুনঃপুনঃ ॥ ২৩ ॥ যদি তুষ্টো মহাদেব বরদোঽসি সুরেশ্বর। দুর্লভং সর্ব্বভূতানামমরত্বং প্রযচ্ছ মে ॥ ২৪ ॥ মম নাম্না স্থিতোঽনেন বরেণ ত্রিপুরান্তক। সদা সন্নিহিতোঽপ্যত্র তীর্থে ভবিতুমর্হসি ॥ ২৫ ॥ ঈশ্বর উবাচ। যাবদ্বিভীষণমতং যাবদ্ধর্ম্মনিষেবণম্। করিষ্যসি দৃঢ়াত্মা ত্বং তাবদেতদ্ভবিষ্যতি ॥ ২৬ ॥ এবমুক্তা যযৌ দেবঃ সর্ব্বদৈবতপূজিতঃ। বিমানেনার্কবর্ণেন কৈলাসং ধরণীধরম্ ॥ ২৭ ॥ গতে চাদর্শনং দেবে স্নাত্বাচম্য বিধানতঃ। স্থাপয়ামাস রাজেন্দ্র হ্যঙ্কুরেশ্বরমুত্তমম্ ॥ ২৮ ॥ গন্ধপুষ্পৈস্তথা ধূপৈর্বস্ত্রালঙ্কারভূষণৈঃ। পতাকাচামরৈশ্ছত্রৈর্জয়শব্দাদিমঙ্গলৈঃ ॥

পূজয়িত্বা সুরেশানং স্তোত্রৈর্হৃদ্যৈঃ সুপুষ্কলৈঃ। জগাম ভবনং রক্ষো যত্র রাজা বিভীষণঃ ॥ ৩০ ॥ পূজিতঃ স যথান্যায়ং দানসম্মানগৌরবৈঃ। সৌদর্য্যে স্থাপিতো ভাবে সোঽবাৎসীৎ পরয়া মুদা ॥ ৩১ ॥ তত্র তীর্থে তু যঃ স্নাত্বা পূজয়েৎ পরমেশ্বরম্। অঙ্কুরেশ্বরনামানং সোঽশ্বমেধফলং লভেৎ ॥ ৩২ ॥ মাণ্ডব্যখাতমারভ্য সঙ্গমং বাপি যচ্ছুভম্। রেবায়া আমলক্যাশ্চ দেবক্ষেত্রং মহেশ্বরম্ ॥ ৩৩ ॥ মাণ্ডব্যখাতাৎ পশ্চিমতস্তীর্থং তদঙ্কুরেশ্বরম্। তত্র তীর্থে নরঃ স্নাত্বা শুচিঃ প্রযতমানসঃ ॥ ৩৪ ॥ সন্ধ্যামাচম্য যত্নেন জপং কৃত্বাথ ভারত। তর্পয়িত্বা পিতৄন্ দেবান্ মনুষ্যান্ ভরতর্ষভ ॥ ৩৫ ॥ সচৈলঃ ক্লিন্নবসনো মৌনমাস্থায় সংযতঃ। অষ্টম্যাং বা চতুর্দ্দশ্যামুপোষ্য বিধিবন্নরঃ ॥ ৩৬ ॥ পূজাং যঃ কুরুতে রাজংস্তস্য পুণ্যফলং শৃণু। সাগ্রং তু যোজনশতং তীর্থান্যায়তনানি চ ॥ ৩৭ ॥ ভবন্তি তানি দৃষ্টানি ততঃ পাপৈঃ প্রমুচ্যতে। তত্র তীর্থে তু যদ্দানং দেবমুদ্দিশ্য দীয়তে ॥ ৩৮ ॥ স্নাত্বা তু বিধিবৎপাত্রে তদক্ষয়-

---

কূলে উপনীত হইল। এখানেও সে দিব্য শত-বৎসর দুষ্কর তপস্যা করিল, সাক্ষাৎ পরপুরঞ্জয় শঙ্কর অঙ্কুরের প্রতি প্রীত হইলেন। বৃষকেতন শঙ্কর অঙ্কুরকে বরদ্বারা প্ররোচিত করিলেন; বলিলেন,—হে সুব্রত! তোমার মঙ্গল হউক, বর প্রার্থনা কর, আমি তোমাকে বর দান করিব। রাক্ষস অঙ্কুর দেবদেব বরদ মহেশের সম্মুখে দর্শন পাইয়া পুনঃপুনঃ প্রণামপূর্ব্বক তাঁহার বাক্যে প্রত্যুত্তর করিল; বলিল,—হে দেব! যদি তুষ্ট হইয়া থাকেন ও বরদান করেন, তবে হে পরমেশ! আমাকে অখিল প্রাণীর দুর্লভ বর দান করুন। হে ত্রিপুরান্তক! আপনি আমার নামে সতত এই তীর্থে অবস্থিত হউন। আমার ইহাই অভীষ্ট বর। ঈশ্বর কহিলেন—তুমি দৃঢ়মতি হইয়া যতদিন বিভীষণের মতানুবর্ত্তন করিবে এবং যতকাল ধর্ম্মের সেবা করিবে ততকাল আমি এই স্থানে সন্নিহিত হইব। দেব-পূজিত শঙ্কর অঙ্কুরকে এই কথা কহিয়া অর্কবর্ণ বিমানে আরোহণপূর্ব্বক ধরণীধর কৈলাস শৈলে গমন করিলেন। হে রাজন্! অনন্তর দেবদেব অদর্শন হইলে রাক্ষস অঙ্কুর যথাবিধি স্নান করিয়া আচমনপূর্ব্বক অনুত্তম অঙ্কুরেশ্বর লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, বস্ত্র, অলঙ্কার, বিভূষণ, পতাকা, চামর, ছত্র ও জয়াদি মঙ্গলধ্বনিদ্বারা তাঁহার পূজা করিয়া বিপুল স্তুতি-বাক্যে সেই সুরেশানের স্তব করিতে লাগিল। অনন্তর স্তবাদি করিয়া রাক্ষস স্বভবনে গমন-পূর্ব্বক দান, সম্মান ও গৌরবাদি দ্বারা বিভীষণের যথাযোগ্য পূজা করত সোদর বিকুন্তের প্রতি ভাবানুরক্ত হইয়া পরম আমোদযুক্ত হইল। এখানে যে মানব স্নান করিয়া পরমেশ অঙ্কুরেশ্বরকে অবলোকন করে, তাহার অশ্বমেধফললাভ হয়। ১৫—৩২। মাণ্ডব্যখাত হইতে আরম্ভ করিয়া আমলকীসখী রেবার সঙ্গম পর্য্যন্ত সঙ্গমতীর্থ। এই স্থান পরম শুভাবহ ও ইহা দেবক্ষেত্র নামে কথিত। মাণ্ডব্যখাতের পশ্চিমে অঙ্কুরেশ্বর তীর্থ। এখানে মহেশ্বরলিঙ্গ বিদ্যমান। হে ভারত! এখানে শুচি ও প্রযতমনা হইয়া আচমনপূর্ব্বক সযত্নে সন্ধ্যা ও জপ করিবে। হে ভরতর্ষভ! অনন্তর পিতৃদেব ও মানবগণের উদ্দেশে তর্পণ কর্ত্তব্য। এই তর্পণ মৌনী ও সংযত হইয়া আর্দ্রচৈলে করিতে হয়। যে নর অষ্টমী ও চতুর্দ্দশীদিনে এখানে যথাবিধি উপবাস করিয়া শঙ্করের পূজা করে, হে রাজন্! তাহার পুণ্যফল শ্রবণ কর। তাহার কিঞ্চিদধিক শতযোজন তীর্থায়তন দর্শনের ফল হয় এবং সে নিখিল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। যে মানব এখানে যথাবিধি স্নান করিয়া দেব উদ্দেশে যথোপযুক্ত পাত্রে দান করে, তাহার সেই দানফল

মৃদাহৃতম্। হোমাদ্দশগুণং প্রোক্তং ফলং জাপো ততোঽধিকম্॥ ৩৯॥ ত্রিগুণং চোপবাসেন স্নানেন চ চতুর্গুণম্। সন্ন্যাসং কুরুতে যস্তু প্রাণত্যাগং করোতি বা॥ ৪০॥ অনিবর্ত্তিকা গতিস্তস্য রুদ্রলোকাদসংশয়ম্। কৃমিকীটপতঙ্গানাং তত্র তীর্থে যুধিষ্ঠির। অঙ্কুরেশ্বরনামাখ্যে মৃতানাং সুগতির্ভবেৎ॥ ৪১॥ এতত্তে কথিতং রাজন্নঙ্কুরেশ্বরসম্ভবম্॥ তীর্থং সর্ব্বগুণোপেতং পরমং পাপনাশনম্॥ ৪২॥ যেহাপ শৃণ্বন্তি ভক্ত্যেদং কীর্ত্ত্যমানং মহাফলম্। লভন্তে নাত্র সন্দেহঃ শিবস্য ভুবনং হি তে॥ ৪৩॥

ইতি শ্রীস্কান্দে অঙ্কুরেশ্বরতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নামাষ্টষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১৬৮॥

একোনসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। ততো গচ্ছেৎ পরং তীর্থং পুণ্যং পাপপ্রণাশনম্। মাণ্ডব্যো যত্র সংসিদ্ধ ঋষির্নারায়ণস্তথা॥ ১॥ নারায়ণেন শুশ্রূষা শূলস্থেন কৃতা পুরা। যত্র স্নাত্বা মহারাজ মুচ্যতে পাপকঞ্চুকাৎ॥ ২॥ যুধিষ্ঠির উবাচ। আশ্চর্য্যমেতল্লোকেষু যত্ত্বয়া কথিতং মুনে॥ ন দৃষ্টং ন শ্রুতং তাত শূলস্থেন তপঃ কৃতম্॥ ৩॥ এতৎসর্ব্বং কথয় মে ঋষিভিঃ সহিতস্য বৈ। অস্য তীর্থস্য মাহাত্ম্যং মাণ্ডব্যস্য কুতূহলাৎ॥ ৪॥ শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। শৃণু রাজন্ যথাবৃত্তং পুরা ত্রেতাযুগে ক্ষিতৌ। লোকপালোপমো রাজা দেবপন্নো মহামতিঃ॥ ৫॥ ধর্ম্মজ্ঞশ্চ কৃতজ্ঞশ্চ যজ্বা দানরতঃ সদা। প্রজা ররক্ষ যত্নেন পিতা পুত্রানিবৌরসান্॥ ৬॥ দাত্যায়নী প্রিয়া ভার্য্যা তস্য রাজ্ঞো বশানুগা। হারনূপুরঘোষেণ ঝঙ্কাররবনাদিতা॥ ৬॥ পরস্পরং তয়োঃ প্রীতির্বর্দ্ধতেঽহন্যহনি নৃপ। স শস্তত্বে স্থিতো রাজা সংশাস্তি পৃথিবীমিমাম্॥ ৮॥ হস্ত্যশ্বরথসম্পূর্ণাং ধনবাহনসংযুতম্। অলঙ্কৃতো গুণৈঃ সর্ব্বৈরনপত্যো মহীপতিঃ॥ ৯॥ দুঃখেন মহতাবিষ্টঃ সন্তপ্তঃ সন্ততিং

অক্ষয় হইয়া থাকে। এখানে হোম করিলে তাহার ফল দশগুণ বর্দ্ধিত হয়, জপে ততোধিক, উপবাসে ত্রিগুণ ও স্নানে চতুর্গুণ পুণ্য হয়। যে নর এখানে সন্ন্যাস গ্রহণ করে কিংবা প্রাণ পরিত্যাগ করে, তাহার রুদ্রলোকে অনিবর্ত্তিকা গতি হয়, কদাচ তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয় না; সন্দেহ নাই। হে যুধিষ্ঠির! কৃমি, কীট, পতঙ্গ ইহারাও অঙ্কুরেশ্বর তীর্থে তনুত্যাগ করিয়া উত্তম গতি লাভ করে। হে রাজন্! এই তোমার নিকট অঙ্কুরেশ্বর তীর্থের অখিল মাহাত্ম্য বর্ণন করিলাম, এই তীর্থ অখিল গুণোপেত ও পরম পাপনাশন। যে মানব ভক্তিপূর্ব্বক কীর্ত্ত্যমান এই মহাপুণ্যজনক অঙ্কুরেশ্বরমাহাত্ম্য শ্রবণ করে, তাহার নিঃসন্দেহ মহেশলোক লাভ হয়। ৩৩—৪৩।

অষ্ট ষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৬৮॥

ঊনসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়।

শ্রীমার্কণ্ডেয় কহিলেন,—অনন্তর পাপনাশন পরম পুণ্য মাণ্ডব্যেশ্বর তীর্থে গমন করিবে। এখানে ঋষি মাণ্ডব্য ও ঋষি নারায়ণ সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বকালে মুনি মাণ্ডব্য একদা শূলে আরোপিত হন। তখন নারায়ণ তাঁহার শুশ্রূষা করিয়াছিলেন। হে মহারাজ! এখানে স্নান করিলে মানব অখিল পাপ হইতে মুক্ত হয়। যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে মুনে! আপনি যাহা বলিলেন, ত্রিলোকে ইহা অতীব বিস্ময়কর। হে তাত! আমি ইহা কখন দর্শন বা শ্রবণ করি নাই যে, শূলে অবস্থিত হইয়া কেহ তপস্যা করিতে পারে! আমি ঋষিগণসহ মাণ্ডব্যতীর্থ ও মাণ্ডব্যমাহাত্ম্য শ্রবণ করিব, এ বিষয়ে আমাদের পরম কুতূহল হইতেছে, অতএব এ সকল আমার নিকট বর্ণন করুন। মার্কণ্ডেয় কহিলেন;—হে রাজন্! এ বিষয়ে পূর্ব্বে যেরূপ ঘটিয়াছিল, শ্রবণ কর। ত্রেতাযুগে ক্ষিতিতলে এই ব্যাপার সংঘটিত হয়। পূর্ব্বে দেবপন্ন নামক জনৈক লোকপালোপম মহামতি রাজা ছিলেন। মহীপতি দেবপন্ন ধর্ম্মজ্ঞ, কৃতজ্ঞ, যজ্বা ও সতত দাননিরত; তিনি নিজ ঔরস সন্তানের ন্যায় যত্নপূর্ব্বক প্রজাগণের পালন করিতেন। তাঁহার প্রিয়পত্নীর নাম দাত্যায়নী; দেবপন্নমহিষী দাত্যায়নী পতির বশানুগা ছিলেন। তাঁহার দেহ হারনূপুরে শোভিত ছিল। সেই সকল হারনূপুর হইতে যে ধ্বনি উত্থিত হইত, তাহার ঝঙ্কারে দিক্ সকল নিনাদিত হইত। ১—৬। হে নৃপ! প্রতিদিন নৃপদম্পতীর প্রীতি পরস্পর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। রাজাও বংশমর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া হস্তী,

বিনা। স্নানহোমরতো নিত্যং দ্বাদশাব্দানি ভারত॥ ১০॥ ব্রতোপবাসনিয়মৈঃ পত্নীভিঃ সহ তস্থিবান্। আরাধয়দ্ভগবতীং চামুণ্ডাং মুণ্ডমর্দ্দিনীম্॥ ১১॥ স্তোত্রৈরনেকৈর্ভক্ত্যা চ পূজাবিধিসমাধিনা। জয় বারাহি চামুণ্ডে জয় দেবি ত্রিলোচনে॥ ১২॥ ব্রাহ্মি রৌদ্রি চ কৌমারি কাত্যায়নি নমোঽস্তু তে। প্রচণ্ডে ভৈরবে রৌদ্রি যোগিন্যাকাশগামিনি॥ ১৩॥ নাস্তি কিঞ্চিত্ত্বয়া হীনং ত্রৈলোক্যে সচরাচরে। রাজ্ঞা স্তুতা চ সন্তুষ্টা দেবী বচনমব্রবীৎ॥ ১৪॥ বরয়স্ব যথাকামং যত্তে মনসি বর্ত্ততে। আরাধিতা ত্বয়া ভক্ত্যা তুষ্টা দাস্যামি তে বরম্॥ ১৫॥ দেবপন্ন উবাচ। যদি তুষ্টাসি দেবেশি বরার্হো যদি বাপ্যহম্। পুত্রসন্তানরহিতং সন্তপ্তং মাং সমুদ্ধর॥ ১৬॥ সন্তানং নয় মে বৃদ্ধিং গোত্ররক্ষাং কুরুষ্ব মে। অপুত্রিণাং গৃহাণীহ শ্মশানসদৃশানি হি॥ ১৭॥ পিতরস্তস্য নাশ্নন্তি দেবতা ঋষিভিঃ সহ। ক্রিয়মাণেঽপ্যহরহঃ শ্রাদ্ধে মৎপিতরঃ সদা॥ ১৮॥ দর্শয়ন্তি সদাত্মানং স্বপ্নে ক্ষুৎপীড়িতং মম। ইতি রাজ্ঞো বচঃ শ্রুত্বা দেবী ধ্যানমুপাগতা॥ ১৯॥ দিব্যেন চক্ষুষা দৃষ্টং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্। প্রসন্নবদনা দেবী রাজানমিদমব্রবীৎ॥ ২০॥ সন্তানং নাস্তি তে রাজংস্ত্রৈলোক্যে সচরাচরে। যজস্ব যজ্ঞপুরুষমপত্যং নাস্তি তেঽন্যথা॥ ২১॥ ময়া দৃষ্টং মহীপাল ত্রৈলোক্যং দিব্যচক্ষুষা। এবমুক্ত্বা গতা দেবী রাজা স্বগৃহমাগমৎ॥ ২২॥ ইয়াজ যজ্ঞপুরুষং সঞ্জাতা কন্যকা ততঃ। তেজস্বিনী রূপবতী সর্ব্বলোকমনোহরা॥ ২৩॥ দেবগন্ধর্ব্বলোকেঽপি তাদৃশী নাস্তি কামিনী। তস্যা নাম কৃতং পিত্রা হর্ষাৎ কামপ্রমোদিনী॥ ২৪॥ ততঃ কালেন ববৃধে রূপেণাস্তম্ভয়জ্জগৎ। হংসলীলাগতিঃ সুভ্রূঃ স্তনভারাবনামিতা॥ ২৫॥ রক্তমাল্যাম্বরধরা কুণ্ডলা-

অশ্ব, ও রথপূর্ণ এবং ধনবাহনযুক্ত পৃথিবীরাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। মহীপাল অখিলগুণে অলঙ্কৃত ছিলেন। তিনি তনয়াভাবে মহাদুঃখাবিষ্ট ও সন্তপ্ত হইয়াছিলেন। হে ভারত! অনন্তর রাজা দেবপন্ন দ্বাদশ বৎসর মহিষীর সহিত ব্রত উপবাস ও নিয়মপরায়ণ এবং নিত্য স্নান ও হোমনিরত হইয়া মুণ্ডমর্দ্দিনী ভগবতী চামুণ্ডার আরাধনা করেন। রাজা ভক্তিভরে পূজা ও সমাধি বিধির অনুসরণ করত বিবিধ স্তুতি বাক্যে, দেবী-চামুণ্ডার স্তব করিলেন। বলিলেন,—হে বারাহি! হে চামুণ্ডে! আপনার জয় হউক; দেবী ত্রিনয়নী চামুণ্ডা জয়যুক্ত হউন। আমি ব্রাহ্মী, রৌদ্রী, কৌমারী কাত্যায়নীকে নমস্কার করি। হে রৌদ্রি! আপনি প্রচণ্ডা ও ভৈরবী; হে যোগিনি! আপনি আকাশে বিচরণ করেন, সচরাচর ত্রিলোকে আপনি ভিন্ন অন্য কোন বস্তু বিদ্যমান নাই। দেবী রাজার স্তুতিবাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বলিলেন,—তোমার হৃদয়ে যেরূপ অভিলাষ থাকে, যথেচ্ছ বর প্রার্থনা কর। তোমার সভক্তি আরাধনায় আমি সন্তুষ্টা হইয়াছি। সম্প্রতি তোমাকে বরদান করিব। দেবপন্ন উত্তর করিলেন,—দেবেশি! যদি আমার প্রতি তুষ্টা হইয়া থাকেন আর আমাকে যদি বরযোগ্য মনে করেন, তবে পুত্রবিরহে সন্তপ্ত,—আমাকে উদ্ধার করুন! আমার সন্তানবৃদ্ধি করিয়া বংশরক্ষা করুন। ইহ সংসারে অপুত্রক নরগণের গৃহ শ্মশান-সদৃশ এবং যাহার পুত্র নাই, পিতৃ, ঋষি ও দেবতা তাহার প্রদত্ত বস্তু ভোগ করেন না। আমি আমার পিতৃগণের অহরহ শ্রাদ্ধ করি। কিন্তু তাঁহারা তাহা গ্রহণ করেন না, পরন্তু সতত তাঁহারা স্বপ্নে আমাকে তাঁহাদের ক্ষুধাকাতর আত্মা প্রদর্শন করাইয়া থাকেন। রাজার এবংবিধ বাক্য শ্রবণ-পূর্ব্বক দেবী ধ্যানস্থা হইয়া সচরাচর ত্রিলোকের প্রতি দিব্য দৃষ্টি প্রদান করিলেন। অনন্তর প্রসন্নবদনা দেবী রাজাকে কহিলেন,—হে রাজন্! চরাচর ত্রিলোকে তুমি তনয়হীন; তুমি যজ্ঞপুরুষের পূজা কর, অন্যথা তোমার তনয়লাভ হইবে না। হে মহীপাল! আমি ত্রিলোকের প্রতি দিব্যদৃষ্টি প্রদান করিয়া ইহাই সন্দর্শন করিলাম। দেবী এইরূপ কহিয়া চলিয়া গেলেন। এদিকে রাজা দেবপন্নও গৃহে আসিয়া যজ্ঞপুরুষের পূজা করিলেন। অনন্তর রাজার তেজস্বিনী রূপবতী সর্ব্বলোক-মনোহরা এক কন্যা জন্মিল। ৭—২৩। তৎকালে দেব-গন্ধর্ব্ব-লোকেও তাদৃশী কন্যা ছিল না। রাজা তখন হর্ষভরে তাহার নামকরণ করিলেন। নাম রাখিলেন,—কামপ্রমোদিনী। অনন্তর কন্যা কিয়ৎকাল মধ্যে বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল, তাহার রূপে জগৎ স্তম্ভিত হইয়া গেল। সুভ্রূ কামপ্রমোদিনী লীলা-গতি দ্বারা হংসের অনুকরণ করিল ও স্তনভারে অবনমিত হইল। লোহিত মাল্য ও রক্তাম্বর-

ভরণোজ্জ্বলা। দিব্যানুলেপনবতী সখীভিঃ সা সুরক্ষিতা ॥ ২৬ ॥ কুচমধ্যগতো হারো বিদ্যুন্মালেব রাজতে। ভ্রমরাঞ্চিতকেশী সা বিম্বোষ্ঠী চারু-হাসিনী ॥ ২৭ ॥ কর্ণান্তপ্রাপ্তনেত্রাভ্যাং পিবন্তীং বাথ কামিনঃ। চন্দ্রতাম্বূলসৌরভ্যৈরাকর্ষন্তীব মন্মথম্ ॥ ২৮ ॥ কম্বুগ্রীবা চারুমধ্যা তাম্রপাদাঙ্গুলীনখা। নিম্ননাভিঃ সুজঘনা রম্ভোরুঃ সুদতী শুভা ॥ ২৯ ॥ মাতাপিতৃসুহৃদ্বর্গে ক্রীড়ানন্দবিবর্দ্ধিনী। একস্মিন দিবসে বালা সখীবৃন্দসমন্বিতা ॥ ৩০ ॥ চন্দনাগুরুতাম্বূলধূপসৌমনসান্বিতা। গৃহীত্বা পুষ্পধূপাদি গতা দেবীপ্রপূজনে ॥ ৩১ ॥ তড়াগতটে উৎসৃজ্য ভূষণান্যঙ্গবেষ্টকান্। চক্রুঃ সরসি তাঃ ক্রীড়াং জলমধ্যগতাস্তদা ॥ ৩২ ॥ ক্রীড়ন্তীং তামবেক্ষ্যাথ সসখীং বিমলে জলে। রাক্ষসঃ শম্বরো নাম শ্যেনরূপেণ চাগমৎ ॥ ৩৩ ॥ গৃহীতা জলমধ্যস্থা তেন সা কামমোদিনী। গরুড়পাদেন দুষ্টাত্মা গৃহীত্বাভরণান্যপি ॥ ৩৪ ॥ বায়ুমার্গং গতঃ সোঽথ

ধারিণী রাজনন্দিনী কুণ্ডলভূষণে উজ্জ্বল হইয়া দিব্য অনুলেপনে অঙ্গলেপন করিয়া সখীগণ কর্ত্তৃক সুরক্ষিত হইল। তাহার কুচমধ্যগত হার যেন বিদ্যুন্মালার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। চারুহাসিনী কামপ্রমোদিনীর কেশকলাপ ভ্রমর-কৃষ্ণ, ওষ্ঠ বিম্বফলবৎ; কর্ণান্ত বিস্তৃত নেত্রযুগল যেন কামিগণকে পান করিতেই উদ্যত। চর্চ্চিত কর্পূরমিশ্র তাম্বূল-সৌরভে সে যেন মন্মথকে আকর্ষণ করিল। তাহার গ্রীবা কম্বুবৎ, মধ্যদেশ মনোজ্ঞ, পদাঙ্গুলীর নখনিকর তাম্রনিভ, নাভি গভীর জঘন মনোহর উরু রম্ভার ন্যায় এবং দন্তপংক্তি শুভদর্শন। সে বিবিধ ক্রীড়া কৌতুকে মাতা, পিতা ও সুহৃদ্বর্গের আনন্দ বর্দ্ধন করিতে লাগিল। অনন্তর একদা বালা রাজনন্দিনী সখীগণ সমন্বিত হইয়া চন্দন, অগুরু, তাম্বূল, ধূপ ও পুষ্পাদি গ্রহণপূর্ব্বক দেবপূজার জন্য তড়াগতটে উপনীত হন এবং অঙ্গবেষ্টন বসন ও ভূষণনিচয় তড়াগতটে রক্ষা করিয়া সেই জলাশয়ের জলমধ্যে অবতরণপূর্ব্বক বিবিধ ক্রীড়া করিতে থাকেন। রাজকন্যা সখীগণ সহ সেই বিমল জলে ক্রীড়া করিতে থাকিলে রাক্ষস শম্বর তাঁহাকে দর্শন করত শ্যেনরূপ ধারণপূর্ব্বক তথায় উপনীত হয়। অনন্তর শ্যেনরূপী দুষ্টাত্মা শম্বর জলমধ্যস্থিত রাজনন্দিনী কামপ্রমোদিনীকে ও তদীয়

কামিন্যা সহ ভারত। অপতন্ কুণ্ডলাদীনি যত্র তোয়ে মহামুনিঃ ॥ ৩৫ ॥ মাণ্ডব্যো নর্ম্মদাতীরে কাষ্ঠবৎ সন্নিতেন্দ্রিয়ঃ। লীনো মাহেশ্বরে স্থানে নারায়ণপদে পরে ॥ ৩৬। তস্য চানুচরো ভ্রাতা ভ্রাতুঃ শুশ্রূষণে রতঃ। তপোজপকৃশীভূতো দধ্যৌ দেবং জনার্দ্দনম্ ॥ ৩৭ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে কামমোদিনীহরণবর্ণনং নামৈকোন-সপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬৯

সপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। কামপ্রমোদিনীসখ্যো নীয়মানাং চ তেন তু। দৃষ্ট্বা তাশ্চুক্রুশুঃ সর্ব্বা নিঃসৃত্য জলমধ্যতঃ ॥ ১ ॥ গত্বা রাজগৃহে সর্ব্বাঃ কথয়ন্তি সুদুঃখিতাঃ। কামপ্রমোদিনী রাজন্ হৃতা শ্যেনেন পক্ষিণা ॥ ২ ॥ ক্রীড়ন্তী চ জলস্থানে তড়াগে দেবসন্নিধৌ। অন্বেষ্যা ন ময়া রাজংস্তস্য মার্গং বিজানতা ॥৩॥ তাসাং তদ্বচনং শ্রুত্বা দেবপালঃ সুদুঃখিতঃ।

ভূষণনিচয় গ্রহণপূর্ব্বক আকাশে উৎপতিত হইল। হে ভারত! শম্বর সেই কামিনী সহ বায়ুপথে গমন করিলে তাঁহার কুণ্ডলাদি অলঙ্কারনিকর, মহেশের প্রিয়ক্ষেত্র নর্ম্মদাতীরে যেখানে মাণ্ডব্য-মুনিবর ইন্দ্রিয় নিরোধপূর্ব্বক কাষ্ঠের ন্যায় অবস্থিত হইয়া নারায়ণের পরমপদে লীন হইয়াছিলেন সেই স্থানে পতিত হইয়াছিল। তদীয় অনুচর ভ্রাতা তাঁহার শুশ্রূষা নিরত থাকিতেন, ইনিও জপ তপস্যায় কৃশকায় হইয়া দেব জনার্দ্দনের পাদপদ্মে ধ্যানবিশিষ্ট হইয়া অবস্থান করিতেন।২৪—৩৭।

উনসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৬৯ ॥

সপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়।

শ্রীমার্কণ্ডেয় কহিলেন—কামপ্রমোদিনীর সখী-গণ শম্বর কর্ত্তৃক তাঁহাকে নীয়মানা সন্দর্শন করিয়া অত্যন্ত রোদন করিল এবং তখনই তাহারা জল-মধ্য হইতে উত্থিত হইয়া রাজভবনে গমনপূর্ব্বক অতি দুঃখিতহৃদয়ে সর্ব্ববৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া কহিল। বলিল,—রাজন্! কামপ্রমোদিনী আমাদের সহিত দেবালয়সমীপস্থ তড়াগমধ্যে ক্রীড়া করিতে-ছিলেন, একটা শ্যেনপক্ষী তাঁহাকে অপহরণ করি-

হাহেত্যুক্ত্বা সমুত্থায় ক্রন্দমানো বরাসনাৎ ॥ ৪ ॥ মন্ত্রিভিঃ সহিতস্তস্মিংস্তড়াগে জলসন্নিধৌ। ন চিহ্নং ন চ পন্থানং দৃষ্ট্বা দুঃখান্মুমোহ চ ॥ ৫ ॥ তস্য রাজ্ঞস্তু খেদেন দুঃখিতো নাগরো জনঃ। ক্ষণেনাশ্বাসিতো রাজা মন্ত্রিভিঃ সপুরোহিতৈঃ ॥ ৬ ॥ কিং কুর্ম্ম ইত্যুবাচেদমস্মিন কালে বিধীয়তাম্। সর্ব্বৈস্তৎসংবিদং কৃত্বা বাহিনীং চতুরঙ্গিণীম্ ॥ ৭ ॥ প্রেষয়ামি দিশঃ সর্ব্বা হস্ত্যশ্বরথসঙ্কুলা বাদিত্রাণি চ বাদ্যন্তে ব্যাকুলীভূত সঙ্কুলে ॥ ৮ ॥ নারাচৈস্তোমরৈর্ভল্লৈঃ খড়্গৈঃ পরশ্বধাদিভিঃ। রাজা সন্নাহবদ্ধোঽভূদ্‌গগনং গ্রসতে কিল ॥ ৯ ॥ ন দেবো ন চ গন্ধর্ব্বো ন দৈত্যো ন চ রাক্ষসঃ; কিং করিষ্যতি রাজাদ্য ন জানে রোষনিষ্কৃতিম্ ॥ ১০ ॥ নাগরাশ্চাপি জনস্তত্র দৃষ্ট্বা চকিতমানসঃ। চতুর্দ্দশসহস্রাণি দন্তিনাং স্বণিধারিণাম্ ॥ ১১ ॥ অশ্বরোমসহস্রাণি হ্যশীতিঃ শস্ত্রপাণিনাম্। রথানাং ত্রিসহস্রাণি বিংশতির্ভরতর্ষভ ॥ ১২ ॥ সংগ্রামভেরীনিনদৈঃ খুররেণুর্নভোগতা। এতস্মিন্নন্তরে তাত রক্ষকো নগরস্য হি ॥ ১৩ ॥ গৃহীত্বাভরণং তস্যাস্ত্বঙ্গপ্রত্যঙ্গিকং তথা। কুণ্ডলাঙ্গদকেয়ূরহারনূপুরঝল্লরীঃ ॥ ১৪ ॥ নিবেদ্যাকথয়দ্রাজ্ঞে ময়া দৃষ্টং ত্ববেক্ষণাৎ। তাপসানামাশ্রমে তু মাণ্ডব্যো যত্র তিষ্ঠতি ॥ ১৫ ॥ তাপসৈর্ব্বেষ্টিতো যত্র দদৃশে তত্র সন্নিধৌ। দণ্ডবাসিবচঃ শ্রুত্বা প্রত্যক্ষাঙ্গবিভূষণম্ ॥ ১৬ ॥ সক্রোধরক্তনয়নো মন্ত্রিণো বীক্ষ্য নৈগমান্। ঈদৃগ্‌ভূতসমাচারো ব্রাহ্মণো নগরে মম ॥ ১৭ ॥ চৌরচর্য্যাং ব্রতচ্ছন্নঃ পরদ্রব্যাপহারকঃ। তেন কন্যা হৃতা মেঽদ্য তপস্বিপাপকর্ম্মিণা ॥ ১৮ ॥ শাকুন্তং রূপমাস্থায় জলস্থো গগনং যযৌ। পাষণ্ডিনো বিকর্ম্মস্থান্ বিড়ালব্রতিকান্ শঠান্ ॥ ১৯ ॥ চাটুতস্কর-দুর্বৃত্তান হন্যান্নাস্ত্যস্য পাতকম্। ন দ্রষ্টব্যো ময়া

যাছে। রাজন্! আপনি শ্যেনপক্ষীর গতিপথ অনুসরণ করিয়া তাঁহার অন্বেষণ করুন। রাজা দেবপন্ন কামপ্রমোদিনীর সখীগণমুখে এইরূপ শ্রবণ করিয়া অতীব দুঃখিত হইলেন, এবং হাহাকার রবে রোদন করত সিংহাসন হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক মন্ত্রিগণ সমভিব্যাহারে সেই তড়াগতীরের জলসমীপে গমন করিলেন। কিন্তু শ্যেন কোন্ পথে গমন করিয়াছে, তাহার কোনই চিহ্ন দেখিতে না পাইয়া দুঃখে মোহিত হইলেন। রাজার দুঃখদর্শনে নাগরিকেরাও অত্যন্ত দুঃখিত হইল। সপুরোহিত অমাত্যগণ ক্ষণকাল মধ্যে রাজাকে আশ্বস্ত করিলেন, এবং বলিলেন,—এখন আমরা কি করিব, আদেশ করুন। অনন্তর সকলে মিলিয়া মন্ত্রণাপূর্ব্বক অবধারণ করিলেন—অদ্য সকল দিকেই চতুরঙ্গিণী সেনা প্রেরিত হউক। তখন তাহাই হইল,—হস্তী অশ্ব ও রথসঙ্কুল বাহিনী সকল দিকে প্রেরিত হইল। তখন রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল। সেই রণবাদ্যে প্রাণিসকল ব্যাকুল হইয়া পড়িল। নারাচ, তোমর, ভল্ল, খড়্গ ও পরশ্বধাদি আয়ুধনিশ্চয় গ্রহণপূর্ব্বক রাজা দেবপন্ন সন্নাহবদ্ধ হইলেন; মনে হইল,—তাঁহার অভিযান যেন গগন গ্রাস করিতে উদ্যত হইল। দেব গন্ধর্ব্ব দানব রাক্ষস সকলেই মনে করিল,—জানি না, আজ রাজা কি করিবেন? নিশ্চয়ই তাঁহার রোষ হইতে অদ্য কাহারও পরিত্রাণ নাই। নাগরিকেরাও তদ্দর্শনে চকিতমনা হইল। হে ভরতর্ষভ! তাঁহার বাহিনীমধ্যে চতুর্দ্দশ সহস্র স্বণিধারী করী সহস্র অশ্বারোহী সৈনিক অশীতিসহস্র শস্ত্রপাণি সেনা এবং ত্রিসহস্র বিংশতি রথ বিদ্যমান ছিল।১—১২। তাঁহার এই বিপুল বাহিনী গমন করিলে রণভেরীর নিনাদ ও অশ্বগণের খুররেণু গগন স্পর্শ করিল। হে তাত! ইত্যবসরে জনৈক নগররক্ষক রাজনন্দিনীর কুণ্ডল, অঙ্গদ, কেয়ূর, হার নূপুর ও ঝল্লরী প্রভৃতি কতিপয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আভরণ লইয়া রাজার নিকট উপনীত হইল এবং সেই সকল প্রদানপূর্ব্বক নিবেদন করিল,—আমি বহু অন্বেষণ করিয়া এই সকল প্রাপ্ত হইয়াছি। যেখানে এই সকল ভূষণ প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা তাপসগণের একটী আশ্রম; সেখানে মুনি মাণ্ডব্য তাপসগণ-পরিবৃত হইয়া অবস্থান করেন, আমি তাঁহারই সমীপে এই সকল ভূষণ দর্শন করিয়াছিলাম। দণ্ডকবাসী রক্ষী পুরুষের এই সকল কথা শুনিয়া এবং রাজনন্দিনীর ভূষণ প্রত্যক্ষ করিয়া রোষকষায়িতনেত্রে নৃপ নৈগম মন্ত্রিগণের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন এবং বলিলেন,—কি! এইরূপ আচারসম্পন্ন—কপটব্রতী পরদ্রব্যহারক চৌরচর্য্যাপরায়ণ ব্রাহ্মণ আমার নগরে বাস করে! সেই পাপকর্ম্মা তপস্বীই অদ্য শ্যেনরূপ ধারণপূর্ব্বক—জলমধ্য হইতে আমার কন্যাকে লইয়া গগনতলে গমন করিয়াছে। পাষণ্ড, বিকর্ম্মা, বিড়ালব্রতী,

পাপঃ স্তেয়ী কন্যাপহারকঃ। ২০। শূলমারোপ্যতাং ক্ষিপ্রং ন বিচারস্তু তস্য বৈ। স চ বধ্যো মম দুষ্টো রক্ষোরূপী তপোধনঃ। ২১। এবং ব্রুবংশ্চলন্ ক্রোধাদাদিশ্য দণ্ডবাসিনম্। কার্য্যাকার্য্যং ন বিজ্ঞায় শূলমারোপয়দ্দ্বিজম্। ২২। পৌরা জানপদাঃ সর্ব্বে অশ্রুপূর্ণমুখাস্তদা। হাহেত্যুক্ত্বা রুদন্ত্যন্যে বদন্তি চ পৃথক্ পৃথক্। ২৩। কুৎসিতঞ্চ কৃতং কর্ম্ম রাজ্ঞা চণ্ডালচারিণা। ব্রাহ্মণো নৈব বধ্যো হি বিশেষেণ তপোবৃতঃ। ২৪। যদি রোষসমাচারো নির্ব্বাস্যো নগরাদ্বহিঃ। ন জাতু ব্রাহ্মণং হন্যাৎ সর্ব্বপাপেষ্বপ্যবস্থিতম্। ২৫। রাষ্ট্রাদেনং বহিঃ কুর্য্যাৎ সমগ্রধনমক্ষতম্। নাশ্নাতি চ গৃহে রাজন্নাগ্নির্নগরবাসিনাম্। সর্ব্বেঽপ্যুদ্বিগ্নমনসো গৃহব্যাপ্তিবিবর্জ্জিতাঃ। ২৬।

ইতি শ্রীস্কান্দে মাণ্ডব্যশূলারোপণবর্ণনং নাম সপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ। ১৭০।

একসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। কথিতং ব্রাহ্মণং দ্রষ্টুং শূলে ক্ষিপ্তং তপোধনৈঃ। নারায়ণসমীপে তু গতাঃ সর্ব্বে মহর্ষয়ঃ। ১। নারদো দেবলো রৈভ্যো যমঃ শাতাতপোঽঙ্গিরাঃ। বসিষ্ঠো জমদগ্নিশ্চ যাজ্ঞবল্ক্যো বৃহস্পতিঃ। ২। কশ্যপোঽত্রির্ভরদ্বাজো বিশ্বামিত্রোঽরুণির্মুনিঃ। বালখিল্যাদয়োঽন্যে চ সর্ব্বেঽপ্যৃষিগণাস্তথা। ৩। দদৃশুঃ শূলমারূঢ়ং মাণ্ডব্যমৃষিপুঙ্গবাঃ। প্রোচুর্নারায়ণং বিপ্রং কিং কুর্ম্মস্তব চেপ্সিতম্। ৪। সর্ব্বে তে তত্র সান্নিধ্যান্মাণ্ডব্যস্য মহাত্মনঃ। সম্ভ্রান্তা আগতা উচুঃ কিং মৃতঃ কিং নু জীবতি। ৫। অবস্থাং তস্য তে দৃষ্ট্বা বিষাদমগমন্ পরম্। অসহিত্বা তু তদ্দুঃখং সর্ব্বে তে মনসা দ্বিজাঃ। পৃচ্ছতাং যদি মন্যেত রাজানং ভস্মসাৎ কুরু। ৬। তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা বাক্যং

শঠ, চাটুকার, তস্কর ও দুর্ব্বৃত্ত ইহাদিগকে বধ করিলে বধকর্ত্তার পাতক হয় না; আমি সেই পাপমতি চোর কন্যাপহারীর মুখাবলোকন করিব না, তোমরা সত্বর তাহাকে শূলে আরোপিত কর, এ বিষয়ে কোনই বিচার কর্ত্তব্য নহে। সেই রাক্ষসরূপী দুষ্ট তপোধন আমার অবশ্যই বধ্য। রাজা দণ্ডকবাসীর প্রতি এইরূপ আদেশ প্রদান করিয়া ক্রোধভরে চলিয়া গেলেন, এবং কার্য্যাকার্য্য বিচার না করিয়াই সেই দ্বিজ মাণ্ডব্যকে শূলে আরোপিত করিলেন। পৌর ও জানপদগণের নয়ন-বদন অশ্রুপূর্ণ হইল; কেহ কেহ হাহাকার করিয়া রোদন করিতে লাগিল; অন্য কেহ কেহ বলিতে লাগিল,—চণ্ডালাচারী রাজা, কি কুৎসিত কর্ম্মই করিলেন! এইরূপে সকলেই রাজার এ কার্য্যে দোষারোপ করিতে লাগিল। কেহ বলিলেন,—ব্রাহ্মণ বধ্য নহে, বিশেষতঃ তিনি তপস্বী; যদি রাজা রোষ-পরবশ হইয়া থাকেন, তবে নগর হইতে বহিষ্করণ করিলেন না কেন? দ্বিজ নিখিল পাপযুক্ত হইলেও কদাচ তাঁহার বধসাধন কর্ত্তব্য নহে। সমস্ত ধনসম্পৎসহ অক্ষতদেহে তাদৃশ দ্বিজকে রাষ্ট্র হইতে নির্ব্বাসন করাই শ্রেয়ঃ। হে রাজন্! ব্রাহ্মণ বিনষ্ট হইলে আজ আর অগ্নি নগরবাসীর গৃহে আহুতি গ্রহণ করিবেন না। এইরূপ বলিতে বলিতে তত্রত্য সকলেই গৃহকার্য্যাদি পরিত্যাগ-পূর্ব্বক উদ্বিগ্নমনা হইল। ১৩—২৬।

সপ্তত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৭০

একসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়।

শ্রীমার্কণ্ডেয় কহিলেন,—মুনি মাণ্ডব্য শূলে নিক্ষিপ্ত হইলে নারদ, দেবল, রৈভ্য, যম, শাতাতপ, অঙ্গিরা, বশিষ্ঠ, জমদগ্নি, যাজ্ঞবল্ক্য, কশ্যপ, অত্রি, ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র ও মুনি অরুণি প্রভৃতি মহর্ষিগণ, বালখিল্যাদি ঋষি সকল এবং অন্যান্য মুনিগণ মাণ্ডব্যভ্রাতা নারায়ণসমীপে গমন করিলেন। ঋষিপুঙ্গবগণ মুনি মাণ্ডব্যকে শূলারোপিত দর্শন করত নারায়ণসমীপে গমন-পূর্ব্বক কহিলেন—আপনার কি প্রিয় করিব? আমরা সকলেই মহাত্মা মাণ্ডব্যসন্নিধানে গমন করিয়াছিলাম, এক্ষণে সম্ভ্রম সহকারে তথা হইতে আগমন করিতেছি। তিনি এখন পর্য্যন্ত জীবিত কি মৃত তদ্বিষয়ে সন্দেহ। তাঁহার অবস্থা দর্শন করিয়া আমরা সকলেই বিষণ্ণ হইয়াছি, তাঁহার দুঃখ দর্শন আমাদের হৃদয়ে অসহ্য হওয়ায় আমরা আপনার সমীপে উপনীত হইয়াছি। আপনি রাজাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করুন, আর যদি উচিত মনে হয়, তবে তাঁহাকে ভস্মসাৎ করুন। ১—৬। ঋষিগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া নারায়ণ

নারায়ণোঽব্রবীৎ ॥ ৭ ॥ ময়ি জীবতি মদ্ভ্রাতা হ্যব-স্থামীদৃশীং গতঃ। ধিগ্‌জীবিতং চ মে কিন্তু তপসো বিদ্যতে ফলম্ ॥ ৮ ॥ দৃষ্ট্বা শূলস্থিতং জ্যেষ্ঠং মন্মনোঽদ্যবিদীর্য্যতে। পরং কিং তু করিষ্যামি যেন রাষ্ট্রং সরাজকম্ ॥ ৯ ॥ ভস্মসাচ্চ করোম্যদ্য ভবন্তিঃ ক্ষমতাম্যমিহ। এবমুক্ত্বা গৃহীত্বাসৌ করস্থমভিমন্ত্রয়েৎ। ১০ ॥ ক্রোধেন পশ্যতে যাবত্তাবদ্ধুঙ্কারকোঽভবৎ। তেন হুঙ্কারশব্দেন ঋষয়ো বিস্মিতাস্তদা ॥ মাণ্ডব্যস্য সমীপে তু হ্যপৃচ্ছংস্তে দ্বিজোত্তমাঃ। নিবারয়সি কিং বিপ্র শাপং নৃপজিঘাংসনম্ ॥ ১২ ॥ অপাপস্য তু যেনেহ কৃতমস্য জিঘাংসনম্। ঋষীণাং বচনং শ্রুত্বা কৃচ্ছ্রান্মাণ্ডব্যকোঽব্রবীৎ ॥ ১৩ ॥ অভিবন্দামি বো মূর্দ্ধ্না স্বাগতং ঋষয়ঃ সদা। অর্ঘ্যাসম্মানপূজার্হাঃ সর্বে-ঽত্রোপবিশন্তু তে ॥ ১৪ ॥ নিবিষ্টৈকাগ্রমনসা সর্ব্বান্ মাণ্ডব্যকোঽব্রবীৎ ॥ ১৫ ॥ প্রাপ্তং দুঃখং ময়া ঘোরং পূর্ব্বজন্মার্জ্জিতং ফলম্। মা বিষাদং কুরুধ্বং ভোঃ কৃতং পাপং তু ভুজ্যতে ॥ ১৬ ॥ ঋষয় ঊচুঃ। কেন কর্ম্মবিপাকেণ ইহ জাত্যন্তরং ব্রজেৎ। দানধর্ম্ম-ফলেনৈব কেন স্বর্গং চ গচ্ছতি ॥ ১৭ ॥ মাণ্ডব্য উবাচ। অদত্তদানা জায়ন্তে পরভাগ্যোপজীবিনঃ। ন স্নানং ন জপো হোমো নাতিথ্যং ন সুরা-র্চ্চনম্ ॥ ১৮ ॥ ন পর্ব্বণি পিতৃশ্রাদ্ধং ন দানং দ্বিজসত্তমাঃ। ব্রজন্তি নরকে ঘোরে যান্তি তে ত্বন্ত্যজাং গতিম্ ॥ ১৯ ॥ পুনর্দ্দরিদ্রাঃ পুনরেব পাপাঃ পাপপ্রভাবান্নরকে বসন্তি। তেনৈব সংসারিণি মর্ত্ত্যলোকে জীবাদিভূতে কৃময়ঃ পতঙ্গাঃ ॥ ২০ ॥ যে স্নানশীলা দ্বিজদেবভক্তা জিতেন্দ্রিয়া জীবদয়ানু-শীলাঃ। তে দেবলোকেষু বসন্তি হৃষ্টা যে ধর্ম্মশীলা জিতমানরোষাঃ ॥ ২১ ॥ বিদ্যাবিনীতা ন পরো-পতাপিনঃ স্বদারতুষ্টাঃ পরদারবর্জ্জিতাঃ। তেষাং ন লোকে ভয়মস্তি কিঞ্চিৎস্বভাবশুদ্ধা গতকল্মষা হি তে ॥ ২২ ॥ ঋষয় ঊচুঃ। পূর্ব্বজন্মনি বিপ্রেন্দ্র কিং ত্বয়া দুষ্কৃতং কৃতম্। যেন কষ্টমিদং প্রাপ্তং সন্তানং

উত্তর করিলেন,—কি! আমি জীবিত থাকিতেই মদীয় ভ্রাতা এইরূপ দশা প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমার জীবনে ধিক্! পরন্তু আমার তপস্যায় কি কোন ফলোদয় হয় নাই? শূলাবস্থিত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে অবলোকন করিয়া অবশ্যই আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইবে, পরন্তু আমি রাজার সহিত অদ্য রাষ্ট্র ভস্ম-সাৎ করিব, আপনারা ক্ষণকালের জন্য আমাকে ক্ষমা করুন। ঋষি মাণ্ডব্যভ্রাতা নারায়ণ এইরূপ কহিয়া করে বারি গ্রহণপূর্ব্বক যেমন অভিমন্ত্রিত করত ক্রোধে এদিক্ ওদিক্ দর্শন করিলেন, অমনি এক ভয়ঙ্কর হুঙ্কার-শব্দ উত্থিত হইল। সেই হুঙ্কার-রবে ঋষিগণ বিস্মিত হইলেন এবং সেই দ্বিজ-সত্তমগণ মাণ্ডব্য-সমীপে উপনীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন;—বিপ্র! আপনার পাপ নাই, তথাপি রাজা আপনার জিঘাংসু; সেই রাজার জিঘাংসার জন্য আপনার অনুজ শাপজল গ্রহণ করিয়াছেন, আপনি কি জন্য তাঁহাকে বারণ করিলেন? ঋষিগণের বাক্য শুনিয়া শূলবিদ্ধ মাণ্ডব্য অতিকষ্টে উত্তর দিলেন, বলিলেন,—ঋষিগণ! মস্তক দ্বারা আপনাদিগকে নিরন্তর অভি-বন্দিত করিতেছি, আপনাদের সুখে আগমন হইয়াছে ত? আপনারা সতত সর্ব্বত্র অর্ঘ্যার্হ ও সম্মানযোগ্য; এই স্থানেই উপবেশন করুন। অনন্তর মুনি মাণ্ডব্য নিবিষ্ট ও একাগ্রমনা মুনি-গণকে কহিলেন,—আমি পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলে ঘোর দুঃখ প্রাপ্ত হইয়াছি, ঋষিগণ! বিষণ্ণ হইবেন না, পাপ করিলেই তাহার ভোগ হয়। ঋষিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—কোন্ কর্ম্মের বিপাকে ইহ সংসারে জাত্যন্তর ঘটে আর কিরূপ দানধর্ম্মের ফলেই বা মানবের স্বর্গগমন সম্ভাবিত হয়? মাণ্ডব্য কহিলেন,—যাহারা দান করে না, তাহারা পর-ভাগ্যোপজীবী হয়। হে দ্বিজসত্তমগণ! যাহারা স্নান, জপ, হোম, অতিথিসেবা, দেবার্চ্চন এবং পর্ব্বকালে পিতৃশ্রাদ্ধও দান করে না, তাহারা ঘোর নরকে গমন করে আর তাঁহাদেরই অন্ত্যজ-গতি লাভ হয়; কেবল ইহাই নহে, সংসারে তাহারা পুনঃপুন দরিদ্র, পাপকর্ম্মা ও পাপপ্রভাবে নরক-গামী হয়। পাপপ্রভাবেই তাহারা মর্ত্ত্যসংসারে আদি জীব কৃমি পতঙ্গ হইয়া জন্মগ্রহণ করে। যাহারা স্নানশীল, দেবদ্বিজে ভক্তিমান, জিতেন্দ্রিয়, স্বভাবতঃ জীবের প্রতি দয়ালু এবং যাহারা মান ও ক্রোধ জয় করিয়াছেন, তাদৃশ ধর্ম্মশীলগণই হৃষ্ট হইয়া স্বর্গলোকে বাস করেন। যাঁহারা বিদ্যাবিনীত, যাঁহারা পরকে অনুতাপ প্রদান করেন না, যাঁহাদের পাপ বিদূরিত হইয়াছে এবং যাহারা স্বদারতুষ্ট, পরদারবর্জ্জিত ও স্বভাবশুদ্ধ, লোকে তাঁহাদের কোনই ভয় বিদ্যমান নাই। ৭—২২। ঋষি-গণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে বিপ্রেন্দ্র! আপনি পূর্ব্ব জন্মে এমন কি পাপ করিয়াছিলেন যে, এই

শূলগর্হিতম্ ॥ ২৩ ॥ শূলস্থং ত্বাং সমালক্ষ্য আগতাঃ সর্ব্ব এব হি। জীবন্তং ত্বাং প্রপশ্যাম ত্বন্তর-[ব্রবতারয়ন্ ।কৃত্বা সন্তাপজং দুঃখংসোঢ়াপি ত্বমবেদনঃ॥ ২৪ ॥ মাণ্ডব্য উবাচ। স্বয়মেব কৃতং কর্ম্ম স্বয়মেবোপ-ভুজ্যতে। সুকৃতং দুষ্কৃতং পূর্ব্বং নান্যে ভুঞ্জন্তি কর্হিচিৎ ॥ ২৫ ॥ যথা ধেনুসহস্রেষু বৎসো বিন্দতি মাতরম্। তথা পূর্ব্বকৃতং কর্ম্ম কর্ত্তারমুপগচ্ছতি ॥২৬॥ ন মাতা ন পিতা ভ্রাতা ন ভার্য্যা ন সুতাঃ সুহৃৎ। ন কস্য কর্ম্মণাং লেপঃ স্বয়মেবোপভুজ্যতে ॥ ২৭ ॥ শ্রূয়তাং মম বাক্যং চ ভবদ্ভিঃ পৃচ্ছিতো হ্যহম্। পূর্ব্বে বয়সি ভো বিপ্রা মলস্নানকৃতক্ষণঃ ॥ ২৮ ॥ অজ্ঞানাদ্বালভাবেন যূকা কণ্টেঽধিরোপিতা। তৈলা-ভ্যক্তশিরোগাত্রে ময়া যূকা ধৃতা ন হি ॥ ২৯ ॥ কঙ্কতীং রোপ্য কেশেষু সাসা কণ্টেঽধিরোপিতা। তেষ পাপং কৃতং সদ্যঃ ফলমেতন্মমাভবৎ ॥ ৩০ ॥

কিঞ্চিৎকালং ক্ষপিত্বাহং প্রাপ্স্যে মোক্ষং নিরাময়ম্ ॥ ভবদ্ভিস্তিহ সন্তাপং মাং কুরুধ্বং মহর্ষয়ঃ ॥ ৩১ ॥ ইমামবস্থাং ভুক্ত্বাহং কঞ্চিচ্ছপে ন চোচ্চরে। অহানি কতিচিচ্ছূলে ক্ষপয়িষ্যামি কিল্বিষম্ ॥ ৩২ ॥ প্রাক্তনং কর্ম্ম ভুঞ্জামি যন্ময়া সঞ্চিতং দ্বিজাঃ। কস্তব্যমস্য রাজ্ঞোঽথ কোপশ্চৈব বিসর্জ্জ্যতাম্ ॥ ৩৩ ॥ শ্রুত্বা তু তস্য তদ্বাক্যং মাণ্ডব্যস্য মহর্ষয়ঃ। প্রহর্ষমতুলং লব্ধা সাধুসাধ্বিত্যপূজয়ন্ ॥ ৩৪ ॥ নারায়ণ উবাচ। ইদং জলং মন্ত্রপূতং কস্মিন্ স্থানে ক্ষিপাম্যহম্। যেন রাজা ভবেদ্ভস্ম সরাষ্ট্রঃ সপুরোহিতঃ ॥ ৩৫ ॥ মাণ্ডব্য উবাচ। ইদং জলঞ্চ রক্ষস্ব কালকূটবিষো-পমম্। সমুদ্রে ক্ষিপয়িষ্যামি দেবকার্য্যং সমুত্থিতম্ ॥ ৩৬ ॥ অথ তে মুনয়ঃ সর্ব্বে মাণ্ডব্যং প্রণিপত্য চ। আমন্ত্রয়িত্বা হর্ষাচ্চ কণ্বপাদ্যা গৃহান্ যযুঃ ॥ ৩৭ ॥ গচ্ছমানাস্তু তে চোক্তাঃ পঞ্চমেঽহনি তাপসাঃ। আগন্তব্যং ভবদ্ভিশ্চ মৎসকাশং প্রতিজ্ঞয়া ॥ ৩৮ ॥ তথেতি তে প্রতিজ্ঞায় নারদাদ্যা অদর্শনম্। গতেষু

নিন্দিত শূলবেদনাজনিত কষ্ট আপনার উপস্থিত হইল? আপনাকে শূলাবস্থিত অবলোকন করিয়া আমরা সকলে এখানে আসিয়াছি; কিন্তু আপনাকে এ অবস্থায় জীবিত দর্শন করিয়া আপনার প্রশংসা করি—কেননা আপনি শূলারোপিত, আপনার উত্তরণ অবতরণ নাই, আপনি শূলবেধবেদনা অনুভব করিয়াও যেন নির্ব্বেদনের ন্যায় অবস্থান করিতেছেন। মাণ্ডব্য বলিলেন,—জীব কর্ম্ম করিয়া স্বয়ংই তাহার ফলোপভোগ করে; সুকৃতই হউক আর দুষ্কৃত হউক, কদাচ অন্য কেহ তাহার ফলভোগ করে না। বৎস যেরূপ সহস্র সহস্র ধেনুর মধ্য হইতে আপনার মাতাকে লাভ করে, পূর্ব্বকৃত কর্ম্মও তদ্রূপ কর্ত্তার অনুবর্ত্তী হয়। মাতা বল, পিতা বল, ভ্রাতা, ভার্য্যা, সুত, সুহৃদ্ বল, কেহই কাহারও কর্ম্মে লিপ্ত হয় না; স্বয়ংই স্বীয় কর্ম্মের উপভোক্তা হয়। আপনারা আমার নিকট জিজ্ঞাসু হইয়াছেন, এক্ষণে আমার বাক্য শ্রবণ করুন। হে বিপ্রগণ! একদা আমি প্রথম বয়সে বালভাবনিবন্ধন মলস্নান-সময়ে অজ্ঞানপূর্ব্বক একটী যূকাকে কণ্টকবিদ্ধ করিয়াছিলাম, আমার গাত্র ও মস্তক তখন তৈলা-ভ্যক্ত ছিল, ঐ যূকা আমার কেশমাত্র অবলম্বন করিয়াছিল। তথাপি আমি তাহাকে কঙ্কতীর কণ্টকে বিদ্ধ করি, তাহাতেই আমার পাপ সঞ্চয় হয় আর সেই পাপেই আমার এই সদ্যঃফল

লাভ হইয়াছে। আমি এইরূপে কিছুকাল কাটা-ইলে আমার পাপমোক্ষ হইবে, আমিও নিরাময় হইব। হে মহর্ষিগণ! আপনারা এ বিষয়ে বিষণ্ণ হইবেন না। আমি পাপী বলিয়াই এই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াও কিছু বলি নাই, বা রাজাকে অভি-শাপ প্রদান করি নাই। আমি এইরূপে কিছুকাল শূলে কাটাইয়া নিষ্পাপ হইব। হে দ্বিজগণ! আমার যেরূপ প্রাক্তন কর্ম্ম সঞ্চিত ছিল, আমি তাহারই ফলভোগ করিতেছি, আপনারা কোপ পরিত্যাগপূর্ব্বক রাজাকে ক্ষমা করুন। মহর্ষিগণ মুনি মাণ্ডব্যের এবংবিধ বাক্যশ্রবণপূর্ব্বক অতুল হর্ষলাভ করিয়া সাধু সাধু বাক্যে তাঁহার পূজা করিলেন। ২৩-৩৪। নারায়ণ কহিলেন,—আমি এই মন্ত্রপূত জল কোন্ স্থানে নিক্ষেপ করিব? এই শাপজলে সরাষ্ট্র ও সপুরোহিত রাজা ভস্ম হইবে। মাণ্ডব্য বলিলেন,—তোমার এই কালকূটোপম শাপজল রক্ষা কর, ইহা আমি সমুদ্রে নিক্ষেপ করাইব, ইহাদ্বারা দেব-কার্য্য সাধিত হইবে। অনন্তর কণ্বপাদি মুনিগণ হর্ষভরে মুনি মাণ্ডব্যকে প্রণাম ও আমন্ত্রণ করিয়া স্ব স্ব গৃহে গমন করিলেন। মুনিগণ গমনে উদ্যত হইলে মাণ্ডব্য তাঁহাদিগকে কহিলেন,—আপনারা প্রতিজ্ঞা করুন যে, অদ্য হইতে পঞ্চমদিনে পুনরায় এইস্থানে আগমন করিবেন! নারদাদি ঋষিগণও

বিপ্রমুখ্যেষু শাণ্ডিলী চ তপোধনা ॥ ৩৯ ॥ দ্বিতীয়েঽহ্নি সমায়াতা ন তু বুদ্ধাথ তং ঋষিম্। ভর্ত্তারং শিরসা ধার্য্য রাত্রৌ পর্য্যটতে স্ম সা ॥ ৪০ ॥ ন দৃষ্টঃ শূলকে বিপ্রো ভয়াক্রান্ত্যা যুধিষ্ঠির। স্খলিতা তস্য জানুভ্যাং শূলস্থস্য পতিব্রতা ॥ ৪১ ॥ সর্ব্বাঙ্গেষু ব্যথা জাতা তস্যাঃ প্রস্খলনান্মুনেঃ। ঈদৃশীং বর্ত্তমানাঞ্চ হ্যবস্থাং পূর্ব্বদৈবিকীম্ ॥ ৪২ ॥ পুনঃ পাপফলং কিঞ্চিদ্বা কষ্টং মম বর্ত্ততে। ব্যথিতোঽহং ত্বয়া পাপে কিমর্থং স্বনকর্ম্মণি ॥ ৪৩ ॥ স্বৈরিণীং ত্বাং প্রপশ্যামি রাক্ষসী তস্করী নু কিম্। এবমুক্ত্বা ক্ষণং মোহাৎ ক্রন্দমানো মুহুর্ম্মুহুঃ ॥ ৪৪ ॥ তপস্বিনোঽথ ঋষয়ঃ সর্ব্বে সন্ত্রস্তমানসাঃ। পশ্যমানা মুনেঃ কষ্টং পৃচ্ছন্তে তে যুধিষ্ঠির ॥ ৪৫ ॥ পর্য্যটসে কিমর্থং ত্বং নিশীথে বহনং নু কিম্। ক্ষিপ্তং তু ঝোলিকাগারং কিম্বাগমন কারণম্। ব্যথামুৎপাদ্য ঋষয়ে দুঃখাদ্দুঃখবিলাসিনি ॥ ৪৬ ॥ শাণ্ডিল্যুবাচ। নাসুরীং ন চ গন্ধর্ব্বীং ন পিশাচীং ন রাক্ষসীম্। পতিব্রতাং তু মাং সর্ব্বে জানন্তু তপসি স্থিতাম্ ॥ ৪৭ ॥ ন মে কামো ন মে ক্রোধো ন বৈরং ন চ মৎসরঃ। অজ্ঞানাদ্দৃষ্টিমান্দ্যাচ্চ স্খলনং ক্ষন্তুমর্হথ ॥ ৪৮ ॥ বহনং ভর্ত্তৃসৌখ্যায় দিবা সম্পীড্য তে রুজা। অয়ং ভর্ত্তা বিজানীথ ঝোলিকা-সংস্থিতঃ সদা ॥ ৪৯ ॥ ভরণং পানবস্ত্রঞ্চ দদাম্যেতস্য রোগিণঃ। ঋষিঃ শৌনকমুখ্যোঽসৌ শাণ্ডিলীং মাং বিজানত ॥ ৫০ ॥ স্বভর্ত্তৃধর্ম্মিণীং কোপং মা কুরুধ্বাতিথিং কুরু। সতাং সমীপং সম্প্রাপ্তাং সর্ব্বং মে ক্ষন্তুমর্হথ ॥ ৫১ ॥ ঋষয় ঊচুঃ। পরব্যথাং ন জানীষে বিচরন্তী যদৃচ্ছয়া। প্রভাতেঽভ্যুদিতে সূর্য্যে তব ভর্ত্তা মরিষ্যতি ॥ ৫২ ॥ আত্মদুঃখাৎ পরং দুঃখং ন জানাসি কুলাধমে। তেন বাক্যেন ঘোরেণ শাণ্ডিলী বিমনাভবৎ ॥ ৫৩ ॥ পরং বিষাদ-

তাহা হইবে বলিয়া অঙ্গীকারপূর্ব্বক অদর্শন হইলেন। দ্বিজসত্তমগণ চলিয়া গেলে দ্বিতীয়দিনে তপস্বিনী শাণ্ডিলী তথায় আগমন করিলেন। তিনি জানিতেন না যে মুনি মাণ্ডব্য শূলোপরি অবস্থিত রহিয়াছেন। শাণ্ডিলী স্বামীকে মস্তকে ধারণপূর্ব্বক যামিনীযোগে পর্য্যটন করিতেন। হে যুধিষ্ঠির! যামিনীযোগে সেখানে আসিয়াছিলেন বলিয়া তিনি শূলারোপিত ঋষিকে দর্শন করেন নাই। পতিবহনে পতিব্রতা শাণ্ডিলীর শরীর যখন ভারাক্রান্ত হয়, তখন তাঁহার পদস্খলন হইল; তিনি শূলারোপিত মাণ্ডব্যের দেহের উপর পতিত হইলেন। শাণ্ডিলীর পতনে মুনির সর্ব্বাঙ্গে ব্যথা জন্মিল। তিনি ঈদৃশদশায় উপনীত হইয়া পূর্ব কর্ম্মজাত পাপফলের চিন্তা করিয়া কহিলেন,—অহো! আমার কি কষ্ট উপস্থিত! আবার মোহ বশতঃ শাণ্ডিলীকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন,—পাপে! আমি অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছি, তোর এইরূপ পাপকর্ম্মে কেন মতি জন্মিল? তোকে দেখিয়া স্বৈরিণী বলিয়া মনে হইতেছে, তুই কি রাক্ষসী না তস্করী? হে যুধিষ্ঠির! মাণ্ডব্য ক্ষণকালের জন্য মোহবশতঃ এইরূপ বলিয়া মুহুর্মুহু রোদন করিতে লাগিলেন। তপস্বী ঋষিগণ তখন ত্রস্তমনা হইয়া ঋষির ক্লেশ দর্শন করত শাণ্ডিলীকে জিজ্ঞাসা করিলেন। বলিলেন,—তুমি কি নিমিত্ত এই নিশীথ সময়ে পর্য্যটন করিতেছ? তুমি ঝোলায় করিয়া কি বহন করিতেছ, তোমার এখানে আগমনের কারণ কি? তুমি কেনই বা এই ঋষির ব্যথা উৎপাদন করিয়া ইহাঁকে দুঃখ হইতে দুঃখতর দশায় উপনীত করাইলে? শাণ্ডিলী বলিলেন,—আমি অসুরী, গান্ধর্ব্বী, পিশাচী বা রাক্ষসী নহি, আপনারা আমাকে পতিব্রতা তপস্বিনী বলিয়া বিদিত হউন। আমার কাম ক্রোধ, বৈর বা মৎসর নাই; অজ্ঞাননিবন্ধন দৃষ্টিবৈকল্য-দোষে আমি স্খলিত হইয়াছি, আপনারা আমাকে ক্ষমা করুন। আমি রোগার্ত্ত স্বামীর সুখকামনায় তাঁহাকে ঝোলায় বাঁধিয়া মস্তকে বহন করিতেছি। ঝোলায় এই যে পুরুষটী দর্শন করিতেছেন, ইনি আমার স্বামী; ইনি রোগাক্রান্ত। পানীয় ও বসনদানে আমিই ইহার ভরণপোষণ করিয়া থাকি। আমার স্বামী একজন ঋষি। ইনি প্রসিদ্ধ শৌনকাখ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আমার নাম—শাণ্ডিলী। আমি স্বামিধর্ম্মে নিরতা, আমার প্রতি কোপ পরিত্যাগপূর্ব্বক আমাকে আতিথ্য প্রদান করুন। আমি সাধুদিগের সমীপে সমাগত হইয়াছি; অতএব অবশ্যই আমি আপনাদের ক্ষমার্হ। ৩৯—৫১। ঋষিগণ কহিলেন—তুমি পরের বেদনা জান না, যথেচ্ছ বিচরণ কর; হে কুলাধমে! তুমি তোমার নিজের দুঃখই অধিকতর বলিয়া মনে কর, পরদুঃখ দর্শন কর না। অতএব প্রভাতে দিবাকর উদিত হইলেই তোমার স্বামীর মৃত্যু হইবে। শাণ্ডিলী

যাপয়া ক্ষণং ধ্যাত্বাব্রবীদ্বচঃ। কোপাৎ সংরক্তনয়না নিরীক্ষন্তী মুনীংস্তদা॥ ৫৪॥ সতাং গেহে কিল প্রাপ্তা ভবতাং চাপকারিণী। সামেনাতিথিপূজায়াং শিষ্টে চ গৃহমাগতে॥ ৫৫॥ ভবদ্ভিরীদৃগাতিথ্যং কৃতং চৈব মমৈব তু। স্বর্গাপবর্গধর্ম্মশ্চ ভবদ্ভির্ন নিরীক্ষিতম্॥ ৫৬॥ প্রাজাপত্যামিমাং দৃষ্ট্বা মাং যথা প্রাকৃতাঃ স্ত্রিয়ঃ। ভবন্তঃ স্ত্রীবলং মেহদ্য পশ্যন্তু দিবি দেবতাঃ॥ ৫৭॥ মরিষ্যতি ন মে ভর্ত্তা হ্যাদিত্যো নোদয়িষ্যতি। অন্ধকারঃ জগৎ সর্ব্বং ক্ষীয়তে নাদ্য শর্ব্বরী॥ ৫৮॥ এবমুক্তে তয়া বাক্যে স্তম্ভিতেহর্কে তমোময়ম্। ন চ প্রজ্ঞায়তে সর্ব্বং নির্ব্বষট্‌কারসৎক্রিয়ম্॥ ৫৯॥ স্বাহাকারঃ স্বধাকারঃ পঞ্চযজ্ঞবিধির্নহি। স্নানং দানং জপো নাস্তি সন্ধ্যালোপব্যতিক্রমঃ। যণ্মাসঞ্চ তদা পার্থ লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়ম্॥ ৬০॥

ইতি শ্রীস্কান্দে শাণ্ডিলীঋষিসংবাদবর্ণনং নামৈক-সপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১৭১॥

দ্বিসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। অথ তে ঋষয়ঃ সর্ব্বে দেবাশ্চেন্দ্রপুরোগমাঃ। মাণ্ডব্যস্যাশ্রমে পুণ্যে সমীয়ুর্নর্ম্মদাতটে॥ ১॥ শঙ্খদুন্দুভিনাদেন দীপিকাজ্বলনেন চ। অপ্সরোগীতনাদেন নৃত্যন্ত্যো বারযোষিতঃ॥ ২॥ কথানকৈঃ স্তুবন্ত্যন্যে তস্য শূলাগ্রধারিণঃ। অষ্টাশীতিসহস্রাণি স্নাতকানাং তপস্বিনাম্॥ ৩॥ সমাজে ত্রিদশৈঃ সার্দ্ধং তত্র তে চ দিদৃক্ষয়া। ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশানাস্তত্র হর্ষাৎসমাগতাঃ॥ ৪ মাতরো মল্লিকাদ্যাশ্চ ক্ষেত্রপালা বিনায়কাঃ। দিক্‌পালাশ্চ লোকপালা গঙ্গাদ্যাশ্চ সরিদ্বরাঃ॥ ৫॥ ঋষিদেবসমাজে তু নিত্যং হর্ষপ্রমোদনে। তত্র রাজা সমায়াতঃ পৌরজানপদৈঃ সহ॥ ৬॥ দৃষ্ট্বা কৌতূহলং তত্র ব্যাকুলীকৃতমানসম্। বিত্রস্তমনসো ভূত্বা ভয়াৎ সর্ব্বে সমাস্থিতাঃ॥ ৭॥ তস্মিন্ সমাগমে দিব্যে ব্রহ্মবিষ্ণ্বীশমব্রুবন্। তো

ঋষিগণের এইরূপ ঘোর বাক্যে বিমনা হইলেন, এবং তিনি পরম বিষাদ প্রাপ্ত হইয়া ক্ষণকাল চিন্তা করত বলিতে লাগিলেন। কোপে তাঁহার নয়ন ভীষণ রক্তবর্ণ ধারণ করিল। তিনি মুনিগণকে পুনঃপুনঃ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন; বলিলেন,—আমি সাধুগণের গৃহে সমাগতা হইয়াছি। সত্য বটে, আমি আপনাদের অপকারিণী, তথাপি গৃহাগত ব্যক্তিকে সামপূর্ব্বক আথিত্য প্রদান আপনাদের কর্ত্তব্য। যাহাই হউক, আপনারা আমার এরূপ আথিত্য করিলেন যে, আমার স্বর্গ অপবর্গ ও ধর্ম্মের হেতুভূত স্বামীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন না। আমি প্রাজাপত্যব্রতে নিরতা, আপনারা আমাকে সামান্য নারীর ন্যায় অবলোকন করিয়া এইরূপ বলিলেন। আচ্ছা, অদ্য আপনারা ও স্বর্গবাসী সুরগণ নারীবল অবলোকন করুন। আমি বলিতেছি; অদ্য হইতে আর আদিত্য উদিত হইবেন না এবং আমার স্বামীও মরিবেন না। অদ্য হইতে সমগ্র জগৎ অন্ধকারে আবৃত থাকিবে, আর শর্ব্বরীও ক্ষীণা হইবে না। শাণ্ডিলী এইরূপ বলিলে ভাস্কর স্তম্ভিত হইলেন। সমগ্র জগৎ তমোময় হইয়া গেল। আর কোন পদার্থেরই জ্ঞান রহিল না, বষট্‌কার, স্বাহাকার, স্বধাকার, পঞ্চযজ্ঞবিধি, স্নান দান ও জপ প্রভৃতি সৎক্রিয়াকলাপ লোপ পাইল। কালের ব্যতিক্রমে সন্ধ্যাবন্দনাদি লুপ্ত হইল এবং হে পার্থ! ষণ্মাসাদির অনুভূতি না থাকায় পিণ্ড ও উদক ক্রিয়া বিলুপ্ত হইয়া গেল। ৫২—৬০।

একসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৭১।

দ্বিসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়।

শ্রীমার্কণ্ডেয় কহিলেন,—মুনি মাণ্ডব্যের আশ্রম নর্ম্মদাতটে অবস্থিত ছিল। অতঃপর ঋষিগণ ও ইন্দ্রপ্রমুখ দেবনিবহ মাণ্ডব্যের পুণ্যাশ্রমে আগমন করিলেন। তখন শঙ্খ দুন্দুভি নিনাদিত ও দীপমালা প্রজ্বালিত হইল; অপ্সরোগণ গীতনাদে ও বারবনিতারা নৃত্যে এবং অন্যান্য অনেকে অনেক কথালাপে শূলাগ্রস্থিত মুনি মাণ্ডব্যের স্তুতি করিতে লাগিল। অষ্টাশীতি সহস্র সমাপ্তবেদবিদ্য তপস্বী দ্বিজ সুরসমাজ সহ তাঁহার দর্শনার্থ আগমন করিলেন; ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর হর্ষভরে তথায় সমাগত হইলেন; মল্লিকাদি মাতৃগণ, ক্ষেত্রপাল ও বিনায়কনিকর, দিক্‌পাল লোকপাল এবং সরিদ্বরা গঙ্গাদি নদীনিবহ তথায় উপস্থিত হইলেন। ঋষি ও সুরসমাজ আমোদে মাতিয়া উঠিলেন। সজানপদ রাজাও সেখানে আগমন করিলেন। ১—৬। এই কুতূহলময় ব্যাপার দর্শনে সকলেরই মন ব্যাকুলীকৃত হইল। সকলেই ভীত-

মাণ্ডব্য মহাসত্ত্ব বরদাস্তেঽমরৈঃ সহ ॥ ৮ ॥ অনেককষ্টতপসা তব সিদ্ধির্ভবিষ্যতি। প্রার্থয়স্ব যথাকামং যত্তে মনসি রোচতে ॥ ৯ ॥ অনাদিত্যময়ং লোকং নির্বষট্কারমাকুলম্। নষ্টধর্ম্মং বিজানীহি প্রকৃতিস্থং কুরুষ চ। অনুগ্রহং তু শাণ্ডিল্যাঃ প্রার্থয়াম দ্বিজোত্তম ॥ ১০ ॥ এষ তে কষ্টদো রাজা সমায়াতস্তবাগ্রতঃ। সত্ত্বযস্ব বিপ্রর্ষে জনং দেবাসুরং গণম্ ॥ মাণ্ডব্য উবাচ। যদি প্রসন্না মে দেবাঃ সমায়াতাঃ সুরৈঃ সহ। ত্রিকালমত্র তীর্থে চ স্থাতব্যমৃষিভিঃ সহ ॥ ১২ ॥ ভবতাং তু প্রসাদেন রুজা মে শাম্যতাং সদা। এবমস্ত্বিতি দেবেশা যাবজ্জল্পন্তি পাণ্ডব ॥ ১৩ ॥ তাবদ্রক্ষো গৃহীত্বাগ্রে কন্যাং কামপ্রমোদিনীম্। উবাচ ভগবঞ্ছাপং পুরা দত্তোর্ব্বশী মম ॥ ১৪ ॥ যদা কন্যাং হরে রক্ষঃ শাপান্তস্তে ভবিষ্যতি। তেন মে গর্হিতং কর্ম্ম শাপেনাকৃতবুদ্ধিনা ॥ কর্ত্তব্যমিতি চোক্ত্বা চ গতশ্চাদর্শনং পুনঃ। গতে চৈব তু সা কন্যা দৃষ্টা পদ্মদলেক্ষণা ॥ ১৬ ॥ মন্ত্রয়িত্বা সুরৈঃ সর্ব্বৈর্দত্তা মাণ্ডব্যধীমতে। তাং বজ্রশূলিকাং প্রাব্য পবিত্রৈর্নর্ম্মদোদকৈঃ ॥ ১৭ ॥ মাণ্ডব্যমৃষিমুত্তার্য্য জয়শব্দাদিমঙ্গলৈঃ। বিবাহয়িত্বা তাং কন্যাং মাব্য ঋষিপুঙ্গবঃ ॥ ১৮ ॥ অভিবাদ্য চ তান্ সর্ব্বান্ দানসম্মানগৌরবৈঃ। অথ রাজা সমীপস্থো রত্নৈশ্চ বিবিধৈরপি ॥ ১৯ ॥ ধিগ্বাদৈর্নিন্দিতঃ সর্ব্বৈস্তৈর্জ্জনৈর্ভূষিতঃ পুনঃ। রাজা চ ব্রাহ্মণাঃ সর্ব্বে ভূষণাচ্ছাদনাশনৈঃ ॥ ২০ ॥ সুবর্ণকোটিদানেন তুষ্টান্ কৃত্বা ক্ষমাপিতাঃ। বৃত্তে বিবাহ আহূয় শাণ্ডিলী দুঃখিতাব্রবীৎ ॥ ২১ ॥ মানয়স্ব ইমান বিপ্রান্মোচয়স্ব দিবাকরম্। অপহৃত্য তমো যেন রূপা সদ্যঃ প্রবর্ত্ততে ॥ ২২ ॥ ঋষীণাং বচনং শ্রুত্বা শাণ্ডিলী দুঃখিতাব্রবীৎ। উদিতেঽর্কে তু মে ভর্ত্তা

চকিতচিত্তে অবস্থান করিতে লাগিল। অনন্তর সেই দিব্য সুর-ঋষিসমাজ হইতে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর বলিলেন,—হে মহাসত্ত্ব মাণ্ডব্য! আমরা আপনাকে বরদানার্থ সুরগণ সহ আগমন করিয়াছি, আপনি তপস্যায় অনেক ক্লেশ করিয়াছেন, আপনার সিদ্ধিলাভ হইবে। মনের অভিরুচি অনুসারে যথেচ্ছ বর প্রার্থনা করুন। এই আদিত্যহীন লোক হইতে বষট্কার তিরোহিত হওয়ায় সমগ্র জগৎ আকুল হইয়াছে, অখিল ধর্ম্ম বিনষ্ট হইয়াছে, এক্ষণে আপনি এ সকল প্রকৃতিস্থ করুন। হে দ্বিজোত্তম! আমরা শাণ্ডিলীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতেছি। এই দেখুন, আপনার ক্লেশদাতা রাজাও আপনার সম্মুখে সমাগত হইয়াছেন। হে বিপ্রসত্তম! সমাগত সুরনরগণের সম্যক্ শোভাবর্দ্ধন করুন। মাণ্ডব্য বলিলেন,—হে দেবগণ! যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আপনারা সুরগণের সহিত আসিয়া থাকেন, তবে ঋষিগণের সহিত ত্রিকালে এখানে বাস করুন, আর আপনাদের প্রসাদে আমার পীড়া সতত প্রশমিত হউক। হে পাণ্ডব! অনন্তর দেবেশগণ যেমন 'তাহাই হউক' বলিয়া জল্পনা করিলেন, অমনি পূর্ব্বোক্ত রাক্ষসও রাজনন্দিনী কামপ্রমোদিনীকে লইয়া সেই স্থানে উপনীত হইল এবং বলিল,—ভগবন্! পূর্ব্বে উর্ব্বশী আমাকে এইরূপ শাপ প্রদান করিয়াছিল যে,—"হে রাক্ষস! তুমি যখন রাজনন্দিনীকে হরণ করিবে, তখন তোমার শাপান্ত হইবে।" শাপগ্রস্ত হওয়ায় আমার বুদ্ধি বিকৃত হইয়াছিল; তাই আমি এই নিন্দিত কার্য্য করিয়াছি। এক্ষণে আমাকে ক্ষমা করুন। রাক্ষস এইরূপ কহিয়া অন্তর্দ্ধান করিল। তখন সুরগণ পরস্পর মন্ত্রণা করিয়া সেই কমললোচনা রাজনন্দিনীকে ধীমান্ মাণ্ডব্যের করে প্রদান করিলেন। তাঁহারা পুণ্য নর্ম্মদানীরে সেই বজ্রকঠোর শূলকে প্লাবিত করিয়া জয়শব্দাদি মঙ্গলধ্বনি কীর্ত্তন করত মুনি মাণ্ডব্যকে শূল হইতে অবতারণপূর্ব্বক নৃপকন্যা কামপ্রমোদিনীর সহিত তাঁহার বিবাহব্যাপার সম্পন্ন করিয়া দিলেন। ঋষিপুঙ্গব মাণ্ডব্য দান, সম্মান ও গৌরব দ্বারা সুর-ঋষিদিগকে সম্মানিত করিলেন। অনন্তর রাজা দেবপন্ন মুনি মাণ্ডব্যের সমীপে উপনীত হইলে জনসঙ্ঘ প্রথমে ধিক্কার দিয়া তাঁহার নিন্দা করিল; কিন্তু তিনি বিবিধ রত্নরাজি দ্বারা ঋষির পূজা করিলে সেই জনসমবায়ই আবার তাঁহাকে বিবিধ বাক্যে বিভূষিত করিতে লাগিল। রাজা তখন ব্রাহ্মণগণকে ভূষণ, আচ্ছাদন, অন্ন ও কোটি কোটি সুবর্ণ দান করিয়া তাঁহাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। অনন্তর বিবাহবিধির অনুষ্ঠান হইলে ঋষিগণ শাণ্ডিলীকে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন,—তুমি দিবাকরকে মুক্ত করিয়া এই সকল মুনির প্রতি সম্মান প্রদর্শন কর তোমার রূপা প্রকাশে সদ্য অন্ধকার বিনষ্ট হউক। ঋষিগণের বাক্য শ্রবণে শাণ্ডিলী দুঃখিতা হইয়া

মৃত্যুং যাস্যতি ভো দ্বিজাঃ ॥ ২৩ ॥ তৎ কথং মোচয়ামীহ হ্যাত্মনোহনিষ্টসিদ্ধয়ে। ক্রিয়াপ্রবর্ত্তনাচ্ছাদ্য কিং কার্য্যং মে মহর্ষয়ঃ ॥ ২৪ ॥ নিঃপুংসী স্ত্রী হ্যনাথাহং ভবামি ভবতো মতম্। তিষ্ঠ ত্বমন্ধকারে তু নেচ্ছামি রবিণোদয়ম্ ॥ ২৫ ॥ তেন বাক্যেন তে সর্ব্বে দেবাসুরমহর্ষয়ঃ। শিরঃসঞ্চালনাঃ সর্ব্বে সাধু সাধ্বিতি চাব্রুবন্ ॥ ২৬ ॥ পতিব্রতে মহাভাগে শৃণু বাক্যং তপোধনে। মন্যসে যদি নঃ সর্ব্বান্ কুরুষ বচনং চ যৎ ॥ ২৭ ॥ শাণ্ডিল্যুবাচ। যেন মে ন মরেদ্ভর্ত্তা যেন সত্যং মুনের্ব্বচঃ। তৎ কুরুধ্বং বিচার্য্যাশু যেন সম্বর্দ্ধতে সুখম্ ॥ ২৮ ॥ তস্যাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা স্বপ্নাবস্থাকৃতো হ্যৃষিঃ। অন্তর্হিতো মুহূর্ত্তং চ শাণ্ডিল্যাশ্চ প্রপশ্য তাম্ ॥ ২৯ ॥ পুনরাদায় তে সর্ব্বে কৃত্বা নির্ব্রণসন্নিভম্ ॥ ৩১ ॥ স্নাপিতো নর্ম্মদাতোয়ে শাণ্ডিল্যায়ৈ সমর্পিতঃ ॥ ৩০ ॥ ততঃ সা হৃষ্টমনসা পতিং দৃষ্ট্বা তু তৈজসম্। প্রণম্য তানৃষীন্ দেবান্ বিমলার্কং জগৎকৃতম্ ॥ ৩১ ॥ ক্রিয়াঃপ্রবর্ত্তিতাঃ সর্ব্বাঃ দেবগন্ধর্বমানুষাঃ। হৃষ্টতুষ্টা গতাঃ সর্ব্বে স্বমাশ্রমপদং মহৎ ॥ ৩২ ॥ পতিব্রতা স্বভর্ত্রা সা মাসমেবাশ্রমে স্থিতা। মাণ্ডব্যেনাপ্যনুজ্ঞাতা যযৌ নত্বা স্বমাশ্রমম্ ॥ ৩৩ ॥ গতেষু তেষু সর্ব্বেষু স্থাপয়ামাস চাচ্যুতম্। মাণ্ডব্যেশ্বরনামানং নারায়ণ ইতি স্মৃতম্ ॥ ৩৪ ॥ দিব্যং বর্ষসহস্রং তু পূজয়ামাস ভারত। গতোহসাবৃষিসঙ্ঘৈশ্চ সহিতোহমরপর্ব্বতম্ ॥ ৩৫ ॥ তপস্তপস্তৌ তৌ তত্র হ্যদ্যাপি কিল ভারত। ভ্রাতরৌ সংযতাত্মানৌ ধ্যায়তঃ পরমং পদম্ ॥ ৩৬ ॥ তত্র তীর্থে তু যঃ স্নাত্বা তর্পয়েৎ পিতৃদেবতাঃ। পিতরস্তস্য তৃপ্যন্তি পিণ্ডদানাদ্দশাব্দিকম্ ॥ ৩৭ ॥ দেবগৃহে তু পঙ্কাদৌ যঃ করোতি বিলেপনম্। গোদানশতসাহস্রে দত্তে ভবতি যৎফলম্ ॥ ৩৮ ॥ উপলেপনেন দ্বিগুণমর্চ্চনে তু চতুর্গুণম্। দীপপ্রজ্বলনে পুণ্যমষ্টধা পরিকীর্ত্তিতম্ ॥ ৩৯ ॥ দিব্যনেত্রধরো

হইয়া কহিলেন,—হে দ্বিজগণ! দিবাকর উদিত হইলে আমার স্বামী মৃত্যুমুখে পতিত হইবেন। ইহাতে আমার অনিষ্ট সাধিত হইবে। অতএব কি করিয়া দিবাকরকে মুক্ত করি! হে মহর্ষিগণ! অদ্য আপনাদের ক্রিয়া প্রবর্ত্তিত হইলে তাহাতে আমার কি ফল হইবে? আপনাদের মতানুবর্ত্তিনী হইলে নিশ্চিতই আমার পতি তনুত্যাগ করিবেন, আমিও পতিহীনা অনাথা হইব! আমি দিবাকরের উদয় কামনা করি না, আপনারা অন্ধকারে অবস্থান করুন। সুর, ঋষি ও মহর্ষিগণ শাণ্ডিলীর বাক্যে শিরঃসঞ্চালনপূর্ব্বক সাধু সাধুরবে তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন,—মহাভাগে পতিব্রতে! হে তপস্বিনি! আমাদের বাক্য শ্রবণ কর; আমাদিগকে যদি সম্মান্য বলিয়া তোমার মনে হয়, তবে আমাদের বাক্য পালন কর। শাণ্ডিলী বলিলেন,—হে মহর্ষিগণ! যেরূপ করিলে আমার স্বামী না মরেন, পরন্তু ঋষির বাক্য সত্য হয়, সত্বর বিচার করিয়া এইরূপ প্রতিবিধান করুন, এইরূপ করিলে সকলেরই সুখ বর্দ্ধিত হইবে। শাণ্ডিলীর স্বামী তখন নিদ্রা যাইতেছিলেন, ঋষিগণ শাণ্ডিলীর বাক্যশ্রবণে মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার পতিকে লইয়া চলিয়া গেলেন এবং তাঁহাকে নর্ম্মদানীরে স্নান করাইয়া নীরোগ করিয়া দিলেন; তার পর তাঁহাকে আনিয়া শাণ্ডিলীর করে অর্পণ করিলেন। শাণ্ডিলী হৃষ্টা হইলেন। তিনি নীরোগ তেজোযুক্ত পতিপ্রাপ্ত হইয়া সুর-ঋষিগণকে প্রণামপূর্ব্বক আদিত্যকে ত্যাগ করিলেন। আদিত্যের উদয়ে জগৎ বিমল হইল। অনন্তর দেব, গন্ধর্ব ও মানুষদিগের ক্রিয়া সকল অনুষ্ঠিত হইল; দেব, গন্ধর্ব্ব ও মানবগণ সকলেই হৃষ্ট ও তুষ্ট হইয়া স্ব স্ব আবাসে গমন করিলেন। পতিব্রতা শাণ্ডিলী স্বামীর সহিত মাসমাত্র মাণ্ডব্যাশ্রমে বাস করিয়া তাঁহার অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক মুনিকে প্রণাম করিয়া স্বীয় আশ্রমে প্রস্থান করিলেন। ৭—৩৩। হে ভারত! ক্রমে সুর ঋষি সকলেই চলিয়া গেলেন, মাণ্ডব্যভ্রাতা নারায়ণ তখন মাণ্ডব্যেশ্বর নামে অচ্যুত লিঙ্গস্থাপন করিলেন। হে ভারত! অনন্তর সভ্রাতৃক নারায়ণ দিব্য সহস্র বৎসর মাণ্ডব্যেশ্বরের পূজা করিয়া ঋষিগণের সহিত অমরপর্ব্বতে গমন করিলেন। হে ভারত! অদ্যাপি ভ্রাতৃদ্বয় সেখানে তপস্যা করিতেছেন। ইঁহারা উভয়েই আত্মসংযমপূর্ব্বক পরম পদের ধ্যান করিয়া থাকেন। যে মানব এখানে স্নান করিয়া দেবপিতৃতর্পণ ও পিণ্ড দান করে, তদীয় পিতৃগণ দ্বাদশবার্ষিকী তৃপ্তিলাভ করেন। এখানে প্রতিপৎদিনে দেবগৃহ লেপন করিলে মানবের শতসহস্র গোদানের ফল হয়। দেবতার গাত্রে উপলেপন দানে ইহার দ্বিগুণ ও দেবতার অর্চ্চনে চতুর্গুণ পুণ্যপ্রাপ্তি ঘটে। আর

ভূত্বা ত্রৈলোক্যে সচরাচরে। দধ্না মধ্বাজ্যৈর্দ্দেবং পয়সা নর্ম্মদোদকৈঃ॥ ৪০॥ স্নপনং যে প্রকুর্ব্বন্তি পুষ্পমালাবিলেপনৈঃ। যেহর্চ্চয়ন্তি বিরূপাক্ষং দেবং নারায়ণং হরিম্॥ ৪১॥ তেঽপি দিব্যবিমানেন ক্রীড়ন্তে কল্পসংখ্যয়া দীপাষ্টকং তু যঃ কুর্য্যাদষ্টমীং চ চতুর্দ্দশীম্॥ ৪২॥ একাদশ্যাং তু কৃষ্ণস্য ন পশ্যন্তি যমং তু তে। ফলৈর্নানাবিধৈঃ শুভ্রৈর্ষঃ কুর্য্যাল্লিঙ্গপূরণম্॥৪৩॥ তেঽপি যান্তি বিমানেন সিদ্ধচারণসেবিতাঃ। ঘণ্টা চৈব পতাকা চ বিমানে পুষ্পমালিকা॥৪৪॥ বাদিত্রাণি যথার্হানি প্রাপ্তে চ গচ্ছতে শিবম্। দেবালয়ং তু যঃ কুর্য্যাদ্বৈষ্ণবং মণ্ডপেশ্বরম্॥ ৪৫॥ স্বর্গে বসতি ধর্ম্মাত্মা যাবদাভূতসংপ্লবম্। মাণ্ডব্যনারায়ণাখ্যে বিপ্রান্ ভোজয়তেঽগ্রতঃ॥ ৪৬॥ একস্মিন্ ভোজিতে বিপ্রে কোটির্ভবতি ভোজিতা। আশ্বিনে মাসি সম্প্রাপ্তে শুক্লপক্ষে চতুর্দ্দশীম্॥ ৪৭॥ কৃতোপবাসনিয়মো রাত্রৌ জাগরণেন চ। দীপমালাং চতুর্দ্দিক্ষু পূজাং কৃত্বা তু শক্তিতঃ॥ ৪৮॥ নারী বা পুরুষো বাপি নৃত্যগীতপ্রবাদনৈঃ। প্রভাতে বিমলে সূর্য্যে স্নানাদিকবিধিং নৃপ॥ ৪৯। অভিনির্ব্বর্ত্ত্য মৌনেন পশ্যতে দেবমীদৃশম্। সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো রুদ্রলোকে মহীয়তে॥ ৫০॥ অথবা মার্গশীর্ষে চ চৈত্রবৈশাখয়োরপি। শ্রাবণে বা মহারাজ সর্ব্বকালেঽথ বাপি চ॥ ৫১॥ শিবরাত্রিসমং পুণ্যমিত্যেবং শিবভাষিতম্। বাজপেয়াশ্বমেধাভ্যাং ফলং ভবতি নান্যথা॥ ৫২॥ দুর্ভগা দুঃখিতা বন্ধ্যা দরিদ্রা চ মৃতপ্রজা। স্নাতি রুদ্রঘট্টেষু যা স্ত্রী সর্ব্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ॥ ৫৩॥ কৃমিকীটপতঙ্গাশ্চ তস্মিংস্তীর্থে তু যে মৃতাঃ। স্বর্গং প্রয়ান্তি তে সর্ব্বে দিব্যরূপধরা নৃপ॥ ৫৪॥ অনাশকে জলেঽগ্নৌ তু যে মৃতা ব্যাধিপীড়িতাঃ। অনিবর্ত্তিকা গতিস্তেষাং রুদ্রলোকে হ্যসংশয়ম্॥ ৫৫॥ নিত্যং নমতি যো রাজন্ শিবনারায়ণাবুভৌ। গোদানফলমাপ্নোতি তস্য তীর্থপ্রভাবতঃ॥ ৫৬॥ দেবালয়ে তু রাজেন্দ্র যশ্চ কুর্য্যাৎ প্রদক্ষিণাম্। প্রদক্ষিণীকৃতা তেন সসাগরধরা ধরা॥ ৫৭॥ সার্দ্ধং শতং তীর্থানি মল্লিকাভবনাদ্বহিঃ। তস্য তীর্থপ্রমাণং তু বিস্তরং

দীপপ্রজ্বালনে অষ্টগুণ পুণ্য ক.২.৮ হয়। দীপদাতা সচরাচর ত্রিলোকে দিব্য নেত্র লাভ করিয়া থাকে। যাহারা দধি, মধু, ঘৃত, দুগ্ধ ও নর্ম্মদোদক দ্বারা দেবতার স্নান করায়; পুষ্প, মাল্য ও বিলেপনাদি দ্বারা বিরূপাক্ষ নারায়ণ হরির অর্চ্চনা করে, তাহারাও দিব্যবিমানে নারায়ণসন্নিধানে গমনপূর্ব্বক কল্পকাল ক্রীড়া করে। যাহারা এখানে কৃষ্ণঅষ্টমী, চতুর্দ্দশী ও একাদশীতে দীপাষ্টক দান করে, তাহাদের যমদর্শন হয় না। যে মানব নানাবিধ মনোজ্ঞ ফল দ্বারা লিঙ্গ পূরণ করে, যাহারা দেবালয়ে ঘণ্টা, পতাকা ও পুষ্পমাল্য দান করে, কিংবা যথাযোগ্য বাদিত্রধ্বনি করে তাহারাও দিব্য বিমানারোহণে সিদ্ধ চারণ কর্ত্তৃক সেবিত হইয়া শিবলোকে গমন করিয়া থাকে। যে ধর্ম্মাত্মা মানব মাণ্ডব্যেশ্বরতীর্থে বৈষ্ণব দেবালয় নির্ম্মাণ করে, পুনঃ প্রলয়কাল পর্য্যন্ত তাহার স্বর্গলোকে বাস হয়। মাণ্ডব্য-নারায়ণ নামক তীর্থে বিপ্রগণকে ভোজন করাইবে। এখানে একটী দ্বিজকে ভোজন করাইলে কোটি কোটি ব্রাহ্মণভোজনের ফল লাভ হয়। আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষীয় চতুর্দ্দশীদিনে উপবাস ও নিয়মপরায়ণ হইয়া রজনীজাগরণ করিবে, দেবালয়ের চতুর্দ্দিকে দীপমালা প্রদান ও যথাশক্তি পূজা করিবে। হে নৃপ! নরনারী সকলেই ইহা করিতে পারে। অনন্তর নৃত্য-গীত-বাদ্যে রজনী যাপন করিয়া বিমল প্রভাতে স্নান করিবে এবং সূর্য্য উদিত হইলে মৌনী হইয়া দেবদর্শন করিবে। এই করিলে নর সর্ব্বপাপবিমুক্ত হইয়া রুদ্রলোকে পূজিত হয়। অথবা অগ্রহায়ণ, চৈত্র, বৈশাখ কিংবা শ্রাবণ মাসে এমন কি যে কোন সময়ে এই সকল ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিবে। হে মহারাজ! শিব বলিয়াছেন,—এই সকল ক্রিয়া শিবরাত্রির সমান পুণ্যদ। ইহা দ্বারা বাজপেয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়. ইহা শিবেরই বাক্য, অতএব অন্যথা হইবার নহে। ৩৪ ৫২। দুর্ভগা, দুঃখিতা, বন্ধ্যা, দরিদ্রা, ও মৃতবৎসা

কামনা প্রাপ্ত হয়; কৃমি, কীট ও পতঙ্গাদিও এই তীর্থে তনুত্যাগ করিয়া দিব্যরূপ ধারণপূর্ব্বক স্বর্গে গমন করে। হে নৃপ! এখানে যাহারা অনশনে কিংবা জলমগ্ন বা ব্যাধিপীড়িত হইয়া প্রাণত্যাগ করে, তাহাদের নিঃসংশয় রুদ্রলোকে অনিবর্ত্তিকা গতি হয়। হে রাজন্! যে মানব এখানে নিত্য শিব ও নারায়ণকে প্রণাম করে, তীর্থপ্রভাবে তাহার গোদানের ফললাভ হয়। হে রাজেন্দ্র! দেবালয়ের প্রদক্ষিণ করিলে মানবের সসাগরাধরা প্রদক্ষিণ করা হয়। হে নৃপসত্তম! মল্লিকাভবনের

রাজসত্তম ॥ ৫৮ ॥ সূত্রেণ বেষ্টয়েৎ ক্ষেত্রমথবা শিবমন্দিরম্। অথবা শিবলিঙ্গঞ্চ তস্য পুণ্যফলং শৃণু ॥ ৫৯ ॥ জম্বুদ্বীপশ্চ কৃৎস্নশ্চ শাল্মলী কুশক্রৌঞ্চকৌ। শাকপুষ্করগোমেদৈঃ সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা॥ ৬০ ॥ ভূষিতা তেন রাজেন্দ্র সশৈলবনকাননা। রেবায়াং দক্ষিণে ভাগে শিবক্ষেত্রাৎসমীপতঃ॥ ৬১ ॥ দেবখাতং মহাপুণ্যং নির্ম্মিতং ত্রিদশৈরপি। তস্মিন্ যঃ কুরুতে স্নানং মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ॥ ৬২ ॥ পূর্ণিমায়ামমাবস্যাং ব্যতীপাতেঽর্কসংক্রমে। শ্রাদ্ধঞ্চ সংগ্রহে কুর্য্যাৎস গচ্ছেৎ পরমাং গতিম্ ॥ ৬৪ ॥ দেবখাতে ত্রয়ো দেবা ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ। তিষ্ঠন্তি ঋষিভিঃ সার্দ্ধং পিতৃদেবগণৈঃ সহ ॥ ৬৪ ॥ তত্র তীর্থেঽশ্বিনে মাসি চতুর্দ্দশ্যাং বিশেষতঃ। বায়মার্গে স্থিতঃ শক্রস্তিষ্ঠতে দৈবতৈঃ সহ॥ ৬৫ ॥ পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি সরিতঃ সাগরাস্তথা। বিশন্তি তানি সর্ব্বাণি দেবখাতে দিনদ্বয়ম্॥ ৬৬ ॥ গয়াশিরে চ যৎপুণ্যং প্রয়াগেঽমরকণ্টকে। প্রয়াগে সোমতীর্থে চ তৎ পুণ্যং মাণ্ডবেশ্বরে॥ ৬৭ ॥ পট্টবন্ধেন যৎপুণ্যং যাত্রায়াং নকুলেশ্বরে। আশ্বিন্যামশ্বিনীযোগে তৎপুণ্যং মাণ্ডবেশ্বরে ॥ ৬৮ ॥ উজ্জয়িন্যাং মহাকালে বারাণস্যাং ত্রিপুষ্করে। সন্নিহত্যাং রবিগ্রস্তে মাণ্ডব্যাখ্যে সনাতনম্ ॥ ৬৯॥ ইতি জ্ঞাত্বা মহারাজ সর্ব্বতীর্থেষু চোত্তমম্। পিতৄন্ দেবান্ সমভ্যর্চ্চ্য স্নানদানাদিপূজনৈঃ॥ ৭০ ॥ চতুর্দ্দশ্যাং নিরাহারঃ স্থিতো ভূত্বা শুচিব্রতঃ। পূজয়েৎ পরয়া ভক্ত্যা রাত্রৌ জাগরণে শিবম্॥ ৭১ ॥ স্নানৈশ্চ বিবিধৈর্দেবং পুষ্পাগুরুবিলেপনৈঃ। প্রভাতে পৌর্ণমাস্যাং তু স্নানাদিবিবিধতর্পণৈঃ॥ ৭২ ॥ শ্রাদ্ধেন হব্যকব্যেন শিবপূজার্চ্চনেন চ। অগ্নিষ্টোমাদিযজ্ঞেশ্চ বিধিবচ্চাপ্তদাক্ষিণৈঃ॥ ৭৩ ॥ ধৌতপাপো বিশুদ্ধাত্মা ফলতে ফলমুত্তমম্। গোসহস্রপ্রদানেন দত্তং ভবতি ভারত॥ ৭৪ ॥ স্নানাদ্যৈর্বিধিবত্তত্র তদ্দিনে শিবসন্নিধৌ। হিরণ্যং বৃষভং ধেনুং ভূমিং গোমিথুনং হয়ম্॥ ৭৫ ॥ শিবমুদ্দিশ্য বৈ বস্ত্রযুগ্মে দদ্যাৎ সুরূপিণে। পাদুকোপানহৌ ছত্রং ভাজনং

বহির্ভাগে সার্দ্ধশত তীর্থ বিদ্যমান। এই সকল তীর্থের প্রমাণও অতিবিস্তর। যে মানব সূত্রদ্বারা ক্ষেত্র কিংবা শিবমন্দির অথবা শিবলিঙ্গ বেষ্টন করে, তাহার পুণ্যফল শ্রবণ কর। সমস্ত জম্বুদ্বীপ, শাল্মলী, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক, পুষ্কর ও গোমেদ দ্বীপ এবং সপ্তদ্বীপা ও শৈলবনকাননসহিতা বসুন্ধরা ভূষিত করিলে যে ফল, সূত্রদ্বারা ক্ষেত্র, শিবমন্দির কিংবা শিবলিঙ্গ বেষ্টনেও মানবের সেই ফললাভ হয়। হে রাজেন্দ্র! রেবার দক্ষিণভাগে শিবক্ষেত্রের সমীপে এক মহাপুণ্য দেবখাত বিদ্যমান। ত্রিদশগণ এই দেবখাতের নির্ম্মাতা। যে মানব এই খাতে স্নান করে, তাহার অখিল পাতক বিনষ্ট হয়। পূর্ণিমা, অমাবস্যা, ব্যতীপাত, রবিসংক্রমণ ও গ্রহণ সময়ে যে মানব এখানে শ্রাদ্ধ করে, তাহার পরম গতি লাভ হয়। এই দেবখাতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর—ঋষি ও পিতৃদেবগণসহ সতত বাস করেন। এ তীর্থে আশ্বিন মাসে, বিশেষতঃ আশ্বিন-চতুর্দ্দশী-দিনে দেবরাজ ইন্দ্র বায়ুপথে দেবগণসহ বাস করেন। পৃথিবীতে যে সকল তীর্থ, নদী ও সমুদ্র বিদ্যমান—দিনদ্বয়ের জন্য তাহারা এই দেবখাতে প্রবেশ করে। গয়াশির, প্রয়াগ, অমরকণ্টক, ও সোমতীর্থে যে পুণ্যলাভ হয়, মাণ্ডব্যেশ্বর তীর্থেও তাহার তুল্য ফললাভ ঘটিয়া থাকে। আশ্বিন-মাসে অশ্বিনী-নক্ষত্রযোগে ও নকুলেশ্বরে যাত্রায় পট্টবন্ধনে যে পুণ্য হয়, মণ্ডব্যেশ্বর তীর্থেও তাহার তুল্য ফললাভ হয়। উজ্জয়িনীর মহাকাল তীর্থে, বারাণসীর ত্রিপুষ্কর যোগে ও সন্নিহতীতীর্থের সূর্য্য-গ্রহণে যে সনাতন পুণ্য কথিত হয়, মাণ্ডব্যেশ্বর তীর্থেও তাহার তুল্যফল হইয়া থাকে। হে মহারাজ! মাণ্ডব্যেশ্বর তীর্থ এইরূপই সর্ব্বতীর্থোত্তম। ইহা জানিয়া এখানে স্নান, দান ও পূজাদিদ্বারা পিতৃ-দেবগণের সম্যক্ অর্চ্চনা করিতে হয়। চতুর্দ্দশীর দিন নিরাহার ও শুচিব্রত হইয়া পরম ভক্তিভরে রাত্রিজাগরণ, পুষ্প অগুরু প্রভৃতি বিবিধ অনুলেপন দ্বারা শঙ্করের স্নান ও পূজা করিবে। অনন্তর পরদিবস প্রভাতে পৌর্ণমাসী তিথিতে স্নান, পিতৃতর্পণ, হব্যকব্য দ্বারা দেব-পিতৃগণের শ্রাদ্ধ ও শিবপূজা করিবে। এইরূপ করিলে প্রভূতদক্ষিণ যথাবিধি সমাহিত অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞের ফললাভ হয় এবং কৃতী বিধৌতপাপ ও বিশুদ্ধাত্মা হইয়া থাকেন। হে ভারত! এই সকল ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে মানব সহস্র গোদানের ফল লাভ করে। এই চতুর্দ্দশী তিথিতে যথাবিধি স্নানাদি করিয়া শিবের উদ্দেশে তাঁহারই সমীপে সুরূপ বিপ্রকে হিরণ্য, বৃষভ, ধেনু, ভূমি, গোমিথুন, অশ্ব, যুগ্মবসন, পাদুকা, উপানহ, ছত্র, ভাণ্ড ও রক্তবস্ত্রযুগল দান

রক্তবাসসী ॥ ৭৬ ॥ হোমং জাপ্যং তথা দানমক্ষয়ং সর্ব্বমেব তৎ। ঋচমেকাং তু ঋগ্বেদে যজুর্ব্বেদে যজুস্তথা ॥ ৭৭ ॥ সামৈকং সামবেদে তু জপেদ্দেবাগ্রসংস্থিতঃ। সম্যগ্বেদফলং তস্য ভবেদ্বৈ নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৭৮ ॥ গায়ত্রীজাপ্যমাত্রস্য বেদত্রয়ফলং লভেৎ। কুলকোটিশতং সাগ্রং লভতে তু শিবার্চ্চনাৎ ॥ ৭৯ ॥ স্নানে দানে তথা শ্রাদ্ধে জাগরে গীতবাদিতে। অনিবর্ত্তিকা গতিস্তস্য শিবলোকাৎ কদাচন ॥ ৮০ ॥ কালেন মহতাবিষ্টো মর্ত্ত্যলোকে সমাবিশেৎ। রাজা ভবতি মেধাবী সর্ব্বব্যাধিবিবর্জ্জিতঃ ॥ ৮১ ॥ জীবেদ্বর্ষশতং সাগ্রং পুত্রপৌত্রধনান্বিতঃ। তচ্চ তীর্থং পুনঃ স্মৃত্বা লীয়মানো মহেশ্বরে ॥ ৮২ ॥ উপাস্তে যস্তু বৈ সন্ধ্যাং তস্মিংস্তীর্থে চ পর্ব্বণি। সাঙ্গোপাঙ্গৈশ্চতুর্ব্বেদৈর্লভতে ফলমুত্তমম্ ॥ ৮৩ ॥ তত্র সর্ব্বং শিবক্ষেত্রাচ্ছরপাতং সমন্ততঃ। ন সঞ্চরেদ্ভয়োদ্বিগ্না ব্রহ্মহত্যা নরাধিপ ॥ ৮৪ ॥ যত্র তত্র স্থিতো বুদ্ধ্বান পশ্যতে তীর্থং...। বিবিধৈঃ পাতকৈর্ম্মুক্তো মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৮৫ ॥ শ্বভ্রী তত্র মহারাজ জলমধ্যে প্রদৃশ্যতে। কথানিকা পুরাণোক্তা বানরীতীর্থসেবনাৎ ॥ ৮৬ ॥ তত্র কূপো মহারাজ তিষ্ঠতে দেবনির্ম্মিতঃ। শিবস্য পশ্চিমে ভাগে শিবক্ষেত্রমনুত্তমম্ ॥ ৮৭ ॥ বৃষোৎসর্গং তু যঃ কুর্য্যাত্তস্মিংস্তীর্থে নরাধিপ। ক্রীড়ন্তি পিতরস্তস্য স্বর্গলোকে যদৃচ্ছয়া ॥ ৮৮ ॥ অগম্যাগমনে পাপমযাজ্যযাজনে কৃতে। স্তেয়াচ্চ ব্রহ্মগোহত্যাগুরুঘাতাচ্চ পাতকম্। তৎসর্ব্বং নশ্যতে পাপং বৃষোৎসর্গে কৃতে তু বৈ ॥ ৮৯ ॥ মাণ্ডব্যতীর্থমাহাত্ম্যং যঃ শৃণোতি সমাধিনা। মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৯০ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে মাণ্ডব্যতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম দ্বিসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৭২॥

ত্রিসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। ততো গচ্ছেত্তু রাজেন্দ্র তীর্থং পরমশোভনম্। নর্ম্মদাদক্ষিণে কূলে সর্ব্ব-

করিবে। এখানে হোম, জপ ও দান যাহা করা যায়, সকলই অক্ষয় হইয়া থাকে। এ তীর্থে দেবসমীপে ঋগ্ যজু ও সাম বেদের এক একটী মন্ত্র জপ করিলে ও সমগ্র বেদত্রয়পাঠের সম্যক্ ফল হয় সংশয় নাই। ঐরূপ এ তীর্থে গায়ত্রী-মাত্র জপ করিলেও সমগ্র বেদের ফল লাভ হইয়া থাকে। এস্থানে শিবার্চ্চনে শতাধিক শত কোটি কুল উদ্ধার হয়। এখানে স্নান, দান, শ্রাদ্ধ, রজনীজাগরণ ও গীতবাদ্য করিলে মানবের শিবলোকে অনিবর্ত্তিকা গতি লাভ হয় কদাচ তাহার শিবলোক হইতে চ্যুতি ঘটে না। অতি দীর্ঘকাল পরে তিনি মর্ত্ত্যলোকে প্রবেশ করেন, এই মানবজন্মেও তিনি মেধাবী ও সর্ব্বব্যাধি বিবর্জ্জিত রাজা হন এবং পুত্রপৌত্রাদির সহিত কিঞ্চিদধিক শত বৎসর জীবিত থাকেন। এজন্মেও তাঁহার এই তীর্থের স্মরণ হয়, তীর্থস্মরণে তিনি মহেশ্বরপদে বিলীন হইয়া থাকেন। যে মানব পর্ব্বকালে মাণ্ডব্যেশ্বর তীর্থে সন্ধ্যোপাসনা করেন, তিনি সাঙ্গোপাঙ্গ চতুর্ব্বেদের অনুত্তম ফললাভ করিতে পারেন। একটী শর নিক্ষেপ করিলে, তাহা যতদূর যায়, সকলদিকে সেই পরিমাণ স্থানই শিবক্ষেত্র। হে নরাধিপ! ব্রহ্মহত্যা ভয়োদ্বিগ্না হইয়া এক্ষেত্রে প্রবেশ করে না। তীর্থ তৎপর নর যে কোন স্থানে থাকিয়াই এই স্থানের তীর্থত্ব অবলোকন করেন, তিনি বিবিধ পাতক হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন, সন্দেহ নাই। হে মহারাজ! মাণ্ডব্যেশ্বর তীর্থের জলমধ্যে এক গর্ত্ত দৃষ্ট হয়। পুরাণকথাপরম্পরায় জানা যায়—এক বানরী এই তীর্থের সেবা করিত, তাহা হইতেই এই গর্ত্তের উৎপত্তি হইয়াছে। হে মহারাজ! তথায় একটী কূপ বিদ্যমান। দেবগণ এই কূপের নির্ম্মাতা। শিবের পশ্চিমভাগে অনুত্তম শিবক্ষেত্র। হে নরাধিপ! যে নর এই শিবক্ষেত্রে বৃষোৎসর্গ করে, তদীয় পিতৃগণ স্বর্গলোকে যথেচ্ছ ক্রীড়া করিয়া থাকেন। অগম্যাগমন, অযাজ্যযাজন, স্তেয়, ব্রহ্মহত্যা এবং গুরুবধে যে পাতক হয়, এখানে বৃষোৎসর্গ করিলে সে সকল বিনষ্ট হইয়া থাকে। যে মানব সমাধিবুদ্ধিতে মাণ্ডব্যেশ্বর তীর্থের মাহাত্ম্য শ্রবণ করে, সে অখিল কলুষ হইতে মুক্ত হয়, এ বিষয়ে বিচরণা কর্ত্তব্য নহে। ৫১—৯০।

দ্বিসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৭২।

ত্রিসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়।

শ্রীমার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে রাজেন্দ্র! অনন্তর পরমশোভন বিখ্যাত শুদ্ধেশ্বরতীর্থে গমন করিবে।

পাপপ্রণাশনম্ ॥১॥ শুদ্ধেশ্বরমিতি খ্যাতং মহাপাতকনাশনম্। যত্র শুদ্ধিং পরাং প্রাপ্তো দেবদেবো মহেশ্বরঃ। পুরা হত্যাযুতঃ পার্থ দেবদেবস্ত্রিশূলধৃক্ ॥ ২॥ পুরা পঞ্চশিরা আসীদ্‌ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ। তেনানৃতং বচশ্চোক্তং কস্মিংশ্চিৎকারণান্তরে ॥ ৩॥ তচ্ছ্রুত্বা সহসা তস্মৈ চুকোপ পরমেশ্বরঃ। ছেদয়ামাস ভগবান্মূর্দ্ধানং করজৈস্তদা ॥ ৪॥ তস্য তৎ করসংলগ্নং চ্যবতে ন কদাচন। ততো হি দেবদেবেশং পর্য্যটন্ পৃথিবীমিমাম্ ॥ ৫॥ ততো বারাণসীং প্রাপ্তস্তস্যাং তদপতচ্ছিরঃ। পতিতে তু কপালে চ ব্রহ্মহত্যা ন মুঞ্চতি ॥ ৬॥ ততস্তু সাগরে গত্বা পূর্ব্বে চ দক্ষিণে তথা। পশ্চিমে চোত্তরে পার্থ দেবদেবো মহেশ্বরঃ ॥ ৭॥ পর্য্যটন্ সর্ব্বতীর্থেষু ব্রহ্মহত্যা ন মুঞ্চতি নর্ম্মদাদক্ষিণে কূলে সুতীর্থং প্রাপ্তবান্ প্রভুঃ ॥ ৮॥ কুলকোটিং সমাসাদ্য প্রার্থয়ামাস চাত্মবান্। প্রায়শ্চিত্তং ততঃ কৃত্বা বভূব গতকল্মষঃ ॥ ৯॥ ততো নিষ্কল্মষো জাতো দেবদেবো মহেশ্বরঃ। দত্ত্বা সুরেভ্যস্তৎস্থানং ততশ্চান্তর্দধে প্রভুঃ ॥ ১০॥ তদাপ্রভৃতি তত্তীর্থং শুদ্ধরুদ্রেতি কীর্ত্তিতম্। বিখ্যাতং ত্রিষু লোকেষু ব্রহ্মহত্যাহরং পরম্ ॥ ১১॥ মাসে মাসে সিতে পক্ষেহমাবাস্যায়াং যুধিষ্ঠির। স্নাত্বা তত্র বিধানেন তর্পয়েৎ পিতৃদেবতাঃ ॥ ১২॥ দদ্যাৎ পিণ্ডং পিতৄণাং তু ভাবিতেনান্তরাত্মনা। তস্য তে দ্বাদশাব্দানি সুতৃপ্তাঃ পিতরো নৃপ ॥ ১৩॥ গন্ধধূপপ্রদীপাদ্যৈরভ্যর্চ্চ্য পরমেশ্বরম্। শুদ্ধেশ্বরাভিধানন্তু শিবলোকে মহীয়তে ॥ ১৪॥ এতত্তে কথিতং রাজন্ শুদ্ধরুদ্রমনুত্তমম্। ময়া শ্রুতং যথা দেব সকাশাচ্ছূলপাণিনঃ। মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো রুদ্রলোকং স গচ্ছতি ॥ ১৫॥

ইতি শ্রীস্কান্দে শুদ্ধেশ্বরতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ত্রিসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭৩॥

চতুঃসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। গোপেশ্বরং ততো গচ্ছেদুত্তরে নর্ম্মদাতটে। যত্র স্নানেন চৈকেন মুচ্যন্তে

মহাপাতকনাশন সর্ব্বপাপপ্রণাশন সিদ্ধেশ্বরতীর্থ নর্ম্মদার দক্ষিণকূলে অবস্থিত। অন্যের কথা কি, দেবদেব মহেশ্বরও এই সিদ্ধেশ্বরতীর্থে শুদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। হে পার্থ! পুরাকালে দেবদেব শূলী ব্রহ্মহত্যায় লিপ্ত হইয়াছিলেন। পূর্ব্বে লোকপিতামহ ব্রহ্মা পঞ্চানন ছিলেন। তিনি কোন কারণে মিথ্যাকথা বলেন। তচ্ছ্রবণে ভগবান শঙ্কর তাঁহার প্রতি কুপিত হইয়া সহসা চপেটাঘাতে তাঁহার একটী শিরশ্ছেদন করেন। এই ব্যাপারে সেই ব্রহ্মকপাল শঙ্করের করলগ্ন হইয়া গেল, কদাচ উহার বিচ্যুতি ঘটে নাই। অনন্তর দেবেশ শঙ্কর সমগ্র পৃথিবী পর্য্যটন করিয়া শেষে বরাণসীপুরীতে উপনীত হন। এই স্থানে তাঁহার কর হইতে ব্রহ্মকপাল মুক্ত হয়। ব্রহ্মকপাল স্খলিত হইল বটে, কিন্তু ব্রহ্মহত্যা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল না। হে পার্থ! অনন্তর দেবদেব পরমেশ পূর্ব্বপশ্চিম, উত্তরদক্ষিণ সাগরচতুষ্টয়ে ভ্রমণ করিয়া, পৃথিবীর যাবতীয় তীর্থ পর্য্যটন করিলেন; কিন্তু ব্রহ্মহত্যা তাঁহাকে ত্যাগ করিল না। অনন্তর প্রভু ভগবান্ শঙ্কর নর্ম্মদার দক্ষিণকূলে এই অনুত্তম সিদ্ধেশ্বরতীর্থে আগমন করিয়া কূলকোটি লাভ করত আত্মার নিকট আত্মপ্রায়শ্চিত্ত কামনা করিলেন। এই স্থানে তাঁহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল। তিনি বিগতপাপ হইলেন। অনন্তর দেবদেব মহেশ নিষ্কল্মষ হইয়া সুরগণের নিকট এই তীর্থ করত অদর্শন হইলেন। তদবধি শুদ্ধরুদ্র নামে এই তীর্থের প্রসিদ্ধি হইল। এই পরম তীর্থ ত্রিলোক-বিখ্যাত ও ব্রহ্মহত্যাপহ। হে যুধিষ্ঠির! প্রতিমাসীয় সিতপক্ষে ও অমাবস্যায় এখানে যথাবিধি স্নান ও পিতৃদেবগণের তর্পণ কর্ত্তব্য। মানব এখানে শুদ্ধান্তঃকরণে পিতৃগণের উদ্দেশে পিণ্ডদান করিবে। হে নৃপ! এইরূপ করিলে, তদীয় পিতৃগণ উত্তম দ্বাদশবার্ষিকী তৃপ্তি লাভ করেন। মানব গন্ধ, ধূপ, ও প্রদীপাদি দ্বারা শুদ্ধেশ্বরের পূজা করিয়া শিবলোকে গমন করে। হে রাজন! এই তোমার নিকট অনুত্তম শুদ্ধরুদ্রেশ্বর তীর্থের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইল, এবিষয়ে আমি শূলপাণির নিকট যেরূপ শ্রবণ করিয়াছিলাম, ঠিক সেরূপই বলিলাম। ইহা শ্রবণে মানব অখিল কলুষ হইতে মুক্ত হইয়া রুদ্রলোকে গমন করে। ১—১৫।

ত্রিসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭৩॥

চতুঃসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়।

শ্রীমার্কণ্ডেয় কহিলেন,—অনন্তর গোপেশ্বরতীর্থে গমন করিবে। এই গোপেশ্বরতীর্থ শুদ্ধরুদ্রেশ্বরের

পাতকৈর্নরাঃ ॥ ১ ॥ তত্র তীর্থে তু যঃ স্নাত্বা কুরুতে প্রাণসংক্ষয়ম্। বর্হিযুক্তেন যানেন স গচ্ছেচ্ছিব-মন্দিরে ॥২॥ ক্রীড়িত্বা সুচিরং কালং শিবলোকে নরাধিপ। ইহ মানুষ্যতাং প্রাপ্য রাজা ভবতি বীর্য্যবান্ ॥ ৩॥ হস্ত্যশ্বরথসম্পন্নো দাসীদাসসমন্বিতঃ। পূজ্যমানো নরেন্দ্রৈশ্চ জীবেদ্বর্ষশতং নরঃ॥ ৪ ॥ সম্প্রাপ্তে কার্ত্তিকে মাসি নবম্যাং শুক্লপক্ষতঃ। সোপবাসঃ শুচির্ভূত্বা দীপকাংস্তত্র দাপয়েৎ ॥ ৫ ॥ গন্ধপুষ্পৈঃ সমভ্যর্চ্চ্য রাত্রৌ কুর্ব্বীত জাগরম্। তস্য যৎফলমুদ্দিষ্টং তচ্ছৃণুষ নরাধিপ ॥ ৬ ॥ যাবৎপুণ্যং ফলং সংখ্যা দীপকানাং তথৈব চ। তাবদ্‌যুগসহস্রাণি শিবলোকে মহীয়তে ॥ ৭ ॥ তস্মিংস্তীর্থে তু রাজেন্দ্র লিঙ্গপূরণকং বিধিম্। তথৈব পদ্মকৈশ্চৈব দধিভক্তৈস্তথৈব চ ॥ ৮ ॥ যস্ত কুর্য্যান্নরশ্রেষ্ঠ তস্য পুণ্যফলং শৃণু। যাবন্তি তিলসংখ্যানি দধিভক্তং তথৈব চ ॥ ৯ ॥ পদ্মসংখ্যা শিবে লোকে মোদতে কালমীপ্সিতম্। তস্মিংস্তীর্থে তু রাজেন্দ্র যৎ কিঞ্চিদ্দীয়তে নৃপ ॥ ১০ ॥ সর্ব্বং কোটিগুণং তস্য সংখ্যাতুং বা ন শক্যতে। এবন্তে কথিতং সর্ব্বং সর্ব্বতীর্থমনুত্তমম্ ॥ ১১ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে গোপেশ্বরতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম চতুঃসপ্তত্যধিকশততমো-হধ্যায়ঃ ॥ ১৭৪ ॥

পঞ্চসপ্তত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। উত্তরে নর্ম্মদাকূলে ভৃগুক্ষেত্রস্য মধ্যতঃ। কপিলেশ্বরস্তু বিখ্যাতং বিশেষাৎ পাপনাশনম্ ॥ ১ ॥ যোহসৌ সনাতনো দেবঃ পুরাণে পরিপঠ্যতে। বাসুদেবো জগন্নাথঃ কপিলত্বমুপাগতঃ ॥ ২ ॥ অতলং সুতলং নাম তস্যৈব নিতলং হ্যধঃ। গভস্তিগঞ্চ তস্যাধো হ্যন্ধতামিস্রমেব চ ॥ ৩ ॥ পাতলং সপ্তমং যচ্চ হ্যধস্তাৎসংস্থিতং মহৎ। বসতে তত্র বৈ দেবঃ পুরাণঃ পরমেশ্বরঃ ॥ ৪ ॥ স ব্রহ্মা স মহাদেবঃ স দেবো গরুড়ধ্বজঃ। পূজ্যমানঃ সুরৈঃ সিদ্ধৈস্তিষ্ঠতে ব্রহ্মবাদিভিঃ ॥ ৫ ॥

উত্তরে নর্ম্মদাতীরে বিরাজিত। মানবগণ এখানে একমাত্র স্নানে সর্ব্ববিধ পাতক হইতে মুক্ত হয়। যে নর এই তীর্থে স্নান করিয়া তনুত্যাগ করেন, তিনি ময়ূরযানে আরোহণ করিয়া শিবপুরে প্রয়াণ করিয়া থাকেন। হে নরাধিপ! সেই নর সুচিরকাল শিবলোকে ক্রীড়া করিয়া ইহ সংসারে মানুষীতনু লাভ করত বীর্য্যবান্ রাজা হন। তিনি হস্তী, অশ্ব, রথ ও দাসদাসীসমন্বিত হইয়া শতবৎসর বাঁচিয়া থাকেন। নরেন্দ্রগণও তাঁহার পূজা করেন। কার্ত্তিকমাসের শুক্লনবমী উপস্থিত হইলে সোপবাস শুচি মানব এখানে দীপাবলীদান ও গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা দেবদেবের সম্যক্ পূজা করিয়া রাত্রিজাগরণ করিবে। হে নরাধিপ! এই ক্রিয়ার যে ফল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা শ্রবণ কর। যত সংখ্যক দীপ প্রদত্ত হইবে, দীপদাতার তত সহস্র যুগ শিবলোকে বাস ঘটিবে। হে রাজন্! এ তীর্থের লিঙ্গপূরণ বিধি কথিত হইতেছে। পদ্ম, দধি, ও অন্নদ্বারা লিঙ্গ পূরণ করিতে হয়। হে নরবর! এইরূপ লিঙ্গপূরণের পুণ্যফল শ্রবণ কর। যতসংখ্যক তিল, দধি, অন্ন ও পদ্মদ্বারা লিঙ্গ পূরিত হইবে, তত সংখ্যক অভীষ্টকাল লিঙ্গপূরণকারীর শিবলোকে বাস হইয়া থাকে। হে রাজেন্দ্র! গোপেশ্বরতীর্থে যাহা কিছু প্রদত্ত হয়, তদ্দ্বারা দাতার অনন্ত কোটিগুণ মূল্য লাভ হইয়া থাকে; আমি সে ফলের সংখ্যা করিতে সমর্থ নহি। এই তোমার নিকট সর্ব্বতীর্থোত্তম গোপেশ্বর তীর্থের অখিল প্রভাব বর্ণিত হইল। ১—১১।

চতুঃসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭৪ ॥

পঞ্চসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়।

শ্রীমার্কণ্ডেয় কহিলেন,—নর্ম্মদাতীরের উত্তরে ভৃগুক্ষেত্রের মধ্যে বিখ্যাত কপিলেশ্বর তীর্থ। এই তীর্থ পাপনাশন বলিয়া বিশেষরূপে বিখ্যাত। পুরাণে যিনি সনাতন বাসুদেব বলিয়া পঠিত হন, সেই দেব জগৎপতিই কপিলবপু প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। প্রথমে অতল, তারপর সুতল; এই সুতলের অধোদেশে নিতল; অতঃপর তাহার অধোদিকে গভস্তিগ, এই গভস্তিগের অধোদিকে ক্রমে অন্ধতামিস্র। এই তামিস্রতলের অধোদিকে সপ্তমতল মহান্ পাতাল; পুরাণপুরুষ পরমেশ এই পাতালতলে বাস করেন। ইনিই ব্রহ্মা, গরুড়ধ্বজ বিষ্ণু ও মহেশ্বর; সুর, সিদ্ধ ও ব্রহ্মবাদিগণকর্ত্তৃক পূজিত হইয়া ইনি পাতালে অবস্থান

বসতস্তস্য রাজেন্দ্র কপিলস্য জগদ্গুরোঃ। বিনাশং চাগ্রতঃ প্রাপ্তাঃ ক্ষণেন সগরাত্মজাঃ॥ ৬॥ ভস্মীভূতাংস্তু তান্ দৃষ্ট্বা কপিলো মুনিসত্তমঃ। জগাম পরমং শোকং চিন্ত্যমানোঽথ কিল্বিষম্॥ ৭॥ সর্ব্বসঙ্গপরিত্যাগে চিত্তে নির্ব্বিষয়ীকৃতে। অযুক্তং ষষ্টিসহস্রাণাং কর্ত্তুং মম বিনাশনম্॥ ৮॥ কৃতস্য করণং নাস্তি তস্মাৎপাপবিনাশনম্। গত্বা তু কাপিলং তীর্থং মোচয়াম্যঘমাত্মনঃ॥ ৯॥ পাতালং তু ততো মুক্ত্বা কপিলো মুনিসত্তমঃ। তপশ্চচার সুমহন্নর্ম্মদাতটমাস্থিতঃ॥ ১০॥ ব্রতোপবাসৈর্বিবিধৈঃ স্নানদানজপাদিকৈঃ। পরং নির্ব্বাণমাপন্নঃ পূজয়ন্ রুদ্রমব্যয়ম্॥ ১১॥ ত তীর্থে তু যঃ স্নাত্বা পূজয়েৎ পরমেশ্বরম্। গোসহস্রফলং তস্য লভতে নাত্র সংশয়ঃ॥ ১২॥ জ্যৈষ্ঠমাসে তু সম্প্রাপ্তে শুক্লপক্ষে চতুর্দ্দশী। তত্র স্নাত্বা বিধানেন ভক্ত্যা দানং প্রযচ্ছতি ১৩॥ পাত্রভূতায় বিপ্রায় স্বল্পং বা যদি বা বহু। অক্ষয়ং তৎফলং প্রোক্তং শিবেন পরমেষ্ঠিনা॥ ১৪॥ অঙ্গারকদিনে প্রাপ্তে চতুর্থ্যাং নবমীষু চ। স্নানং করোতি পুরুষো ভক্ত্যোপোষ্য বরাঙ্গনা॥ ১৫॥ রূপমৈশ্বর্য্যমতুলং সৌভাগ্যং সন্ততিং পরাম্। লভতে সপ্তজন্মানি নিত্যং নিত্যং পুনঃপুনঃ॥ ১৬॥ পৌর্ণমাস্যামমাবাস্যাং স্নাত্বা পিণ্ডং প্রযচ্ছতি। তস্য তে দ্বাদশাব্দানি তৃপ্তা যান্তি সুরালয়ম্॥ ১৭॥ তত্র তীর্থে তু যো ভক্ত্যা দদ্যাদ্দীপং সুশোভনম্। জায়তে তস্য রাজেন্দ্র মহাদীপ্তিঃ শরীরজা॥ ১৮॥ তত্র তীর্থে মৃতানাং তু জন্তূনাং সর্ব্বদা কিল। অনিবর্ত্তিকা ভবেত্তেষাং গতিস্তু শিবমন্দিরাৎ॥ ১৯॥

ইতি শ্রীস্কান্দে কপিলেশ্বরতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম পঞ্চসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১৭৫॥

পঞ্চসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহীপাল পিঙ্গলাবর্ত্তমুত্তমম্। তীর্থং সর্ব্বগুণোপেতং কামিকং ভুবি দুর্ল্লভম্॥ ১॥ বাচিকং মানসং পাপং কর্ম্মজং

করিতেছেন। হে রাজেন্দ্র! জগদ্গুরু কপিল এইরূপে পাতালতলে অধিষ্ঠান করিলে সগরতনয়গণ ক্ষণকাল মধ্যে ইঁহারই সম্মুখে বিনষ্ট হয়। অনন্তর মুনিসত্তম কপিল সগরসুতগণকে ভস্মীভূত দর্শনে পাপভয়ে চিন্তিত ও অত্যন্ত শোকপ্রাপ্ত হন। তিনি ভাবিলেন,—আমা হইতে ষষ্টি সহস্র সগরতনয়ের বিনাশ সাধন হইল, ইহা যুক্তিযুক্ত হয় নাই। এইরূপ চিন্তায় তাঁহার চিত্ত সর্ব্বসঙ্গ হইতে নিবৃত্ত ও বিষয় হইতে বিরত হইল। তিনি আরও চিন্তা করিলেন,—আর ভাবিয়া কি করিব? যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে, এখন ইহার অন্য কোন কর্ত্তব্য নাই। এক্ষণে যাহাতে আমার পাপক্ষয় হয়, তাহাই কর্ত্তব্য। আমি কাপিল তীর্থে গমন করিয়া আমার আত্মপাপের প্রতিকার করিব। অনন্তর মুনিসত্তম কপিল পাতাল পরিত্যাগপূর্ব্বক নর্ম্মদাতীরে উপনীত হইয়া সুমহা তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি বিবিধ ব্রত, উপবাস, স্নান, দান ও জপাদি করিয়া অব্যয় রুদ্রের পূজা করত পরম নির্ব্বাণ লাভ করিলেন। যে মানব এই কাপিলতীর্থে স্নান করিয়া পরমেশ্বরের পূজা করে, তাহার সহস্র গোদানের ফললাভ হয়, সংশয় নাই। জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লচতুর্দ্দশীদিনে এখানে যথাবিধি স্নান করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক দান করিবে। পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা কহিয়াছেন,—দত্ত-বস্তু অল্পই হউক, আর বহুই হউক, যথাযোগ্য পাত্রে প্রদত্ত হইলে তাহা অক্ষয় ফলজনক হয়। নবমী ও চতুর্থীযুক্ত কুজবারে যে নর বা বরাঙ্গনা নারী ভক্তিপূর্ব্বক এই তীর্থে স্নান করে, তাহাদের রূপ, অতুল ঐশ্বর্য্য, সৌভাগ্য ও উত্তম সন্ততি লাভ হয়। কেবল এক জন্মে নহে, শতজন্ম পর্য্যন্ত তাহারা পুনঃপুনঃ এইরূপ ফললাভ করিয়া থাকে। যে মানব পূর্ণিমা ও অমাবস্যায় এখানে স্নান করিয়া পিতৃপিণ্ড দান করে, তদীয় পিতৃগণ দ্বাদশবার্ষিকী তৃপ্তিলাভ করিয়া সুরালয়ে গমন করেন। যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক এখানে সুশোভন দীপ দান করে, হে মহারাজ! তাহার শরীরে মহাদীপ্তি জন্মিয়া থাকে। এ তীর্থে মৃত প্রাণিগণের নিঃসন্দেহ শিবমন্দিরে গতি হয়, কদাচ তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন হয় না। ১—১৯।

পঞ্চসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৭৫॥

ষট্‌সপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়।

শ্রীমার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে মহীপাল! অনন্তর সর্ব্বগুণোপেত অনুত্তম পিঙ্গলাবর্ত্ত তীর্থে গমন করিবে। এই লোকদুর্লভ পিঙ্গলাবর্ত্ত তীর্থ

যৎপুরা কৃতম্। পিঙ্গলেশ্বরমাসাদ্য তৎসর্ব্বং বিলয়ং ব্রজেৎ ॥ ২ ॥ তত্র স্নানং চ দানং চ দেবখাতে কৃতং নৃপ। অক্ষয়ং তদ্ভবেৎসর্ব্বমিত্যেবং শঙ্করোঽব্রবীৎ ॥ ৩ ॥ পৃথিব্যাং সর্ব্বতীর্থেষু সমুদ্ধৃত্য শুভোদকম্। মুক্তং তত্র সুরৈঃ স্নাত্বা দেবখাতং ততোঽভবৎ ॥ ৪ ॥ যুধিষ্ঠির উবাচ। কথং তু দেবখাতং তৎ সঞ্জাতং দ্বিজসত্তম। সুরাঃ সর্ব্বে কথং তত্র মুমুচুর্ব্বারি তীর্থজম্। সর্ব্বং কথয় মে বিপ্র শ্রবণে লম্পটং মনঃ ॥ ৫ ॥ শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। যদা তু শূলশুদ্ধ্যর্থং রুদ্রো দেবগণৈঃ সহ। বভ্রাম পৃথিবীং সর্ব্বাং কমণ্ডলুধরঃ শুভাম্ ॥ ৬ ॥ প্রভাসাদ্যেষু তীর্থেষু স্নানং চক্রুঃ সুরাস্তদা। সর্ব্বতীর্থোত্থিতং তোয়ং পাত্রে বৈ নিহিতং তু তৈঃ ॥ ৭ ॥ শূলভেদমনুপ্রাপ্য শূলং শুদ্ধন্তু শূলিনঃ। তত্রোত্থমুদকং গৃহ্য আগতা ভৃগুকচ্ছকে ॥ ৮ ॥ তত্রাপশ্যংস্ততো হ্যগ্নিং পিঙ্গলাক্ষঞ্চ রোগিণম্। তপস্যুগ্রে ব্যবসিতং ধ্যায়মানং মহেশ্বরম্ ॥ ৯ ॥ বহির্ভাগেষু বিপ্রাণাং রাজ্ঞাং চৈবাময়াবিনাম্। দৃষ্ট্বা তু বহুরোগার্ত্তমগ্নিং দেবমুখং সুরাঃ। প্রাহুস্তে সহিতা দেবং শঙ্করং লোকশঙ্করম্ ॥ ১০ ॥ দেবা উচুঃ। প্রসাদঃ ক্রিয়তাং শম্ভো পিঙ্গলস্যাময়াবিনঃ। যথা হি নীরুজঃ কায়ো হবিষাং গ্রহণক্ষমঃ। পুনর্ভবতি পিঙ্গস্থ তথা কুরু মহেশ্বর ॥ ১১ ॥ ঈশ্বর উবাচ। ভোভোঃ সুরা হি তপসা তুষ্টোঽহং বো বিশেষতঃ। বচনাচ্চ বিশেষেণ দদাম্যভিমতং বরম্ ॥ ১২ ॥ পিঙ্গল উবাচ। যদি তুষ্টোঽসি দেবেশ দীয়তে দেব চেপ্সিতম্। চন্দ্রাদিত্যৌ চ নয়নে কৃত্বাত্র কলয়া স্থিতঃ ॥ ১৩ ॥ তথা পুনর্নবঃ কায়ো ভবেদ্বৈ মম শঙ্কর। তথা কুরু বিরূপাক্ষ নমস্তভ্যং পুনঃপুনঃ ॥ ১৪ ॥ মার্কণ্ডেয় উবাচ। ততঃ স ভগবান্ শম্ভুর্মূর্ত্তিমাদিত্যরূপিণীম্ ॥ কৃত্বা তু তস্য তদ্রোগমপানুদত শঙ্করঃ ॥ ১৫ ॥ ততঃ পুনর্নবীভূতঃ পুনঃ প্রোবাচ শঙ্করম্। অত্রৈব স্থীয়তাং শম্ভো তথৈব ভাস্করঃ স্বয়ম্ ॥ ১৬ ॥ প্রাণিনামুপকারায় রোগাণামুপশান্তয়ে। পাপানাং ধ্বংসনার্থায় শ্রেয়সাং চৈব বৃদ্ধয়ে ॥ ১৭ ॥ এবমুক্তস্ত

অখিল কামনা প্রদান করে। মানব এখানে আগমন করিয়া বাচিক, মানস ও পুরাকৃত কর্ম্মজ পাপ হইতে মুক্ত হয়। শঙ্কর কহিয়াছেন,—এ তীর্থের দেবখাতে স্নান করিয়া দান করিলে সেই সকল দানফল অক্ষয় হয়। দেবগণ এই খাত নির্ম্মাণ করিয়া পৃথিবীর সমস্ত তীর্থের শুভাবহ জল সংগ্রহপূর্ব্বক এখানে ত্যাগ করেন। যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে দ্বিজসত্তম! কিরূপে দেবখাত নির্ম্মিত হইল? আর কেনই বা সুরগণ নিখিল তীর্থনীর গ্রহণ করিয়া এখানে নিক্ষেপ করিলেন? হে বিপ্র! এই সকল শুনিবার জন্য আমার মন চঞ্চল হইয়াছে, অতএব সমস্ত বর্ণন করুন। শ্রীমার্কণ্ডেয় কহিলেন,—শূলশুদ্ধির জন্য যৎকালে রুদ্র কমণ্ডলু ধারণপূর্ব্বক দেবগণ সহ সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণ করিয়া, প্রভাসাদি তীর্থে স্নান করিয়াছিলেন, তখন সুরগণ কর্ত্তৃক তদীয় কমণ্ডলু মধ্যে অখিল তীর্থজল নিহিত হইয়াছিল। শূলভেদতীর্থে আসিয়াই শূলীর শূল শুদ্ধ হয়। দেবগণও তখন সেই শূলপূত তীর্থবারি গ্রহণপূর্ব্বক ভৃগুকচ্ছে আগমন করেন। দেবগণ ভৃগুকচ্ছে আগমন করিয়া দেখিলেন,—পিঙ্গললোচন অগ্নি রোগগ্রস্ত হইয়া ভৃগুকচ্ছে মহেশের ধ্যান করত উগ্র তপস্যায় নিযুক্ত হইয়াছেন। নিরাময় নৃপ ও বিপ্রগণের প্রদত্ত বিপুল হবির্ভোজনেই জাতবেদার এইরূপ রোগোৎপত্তি হইয়াছিল। হুতাশনই সুরগণের মুখস্বরূপ। সুরগণ সেই হুতাশনকে বিষম রোগগ্রস্ত অবলোকন করত সকলে সমবেত হইয়া লোকশঙ্কর শঙ্করকে কহিতে লাগিলেন। ১—১০। দেবগণ বলিলেন,—শম্ভো! প্রসন্ন হউন, ব্যাধিপীড়িত পিঙ্গলাক্ষ হুতাশনকে নীরোগ করুন। হে মহেশ্বর! পিঙ্গলাক্ষ পাবক যাহাতে নীরোগ ও সুস্থদেহ হইয়া পুনরায় হবির্গ্রহণে সমর্থ হন, তাহার উপায় করুন। ঈশ্বর কহিলেন,—হে সুরগণ! আমি পাবকের তপস্যায় প্রীত হইয়াছি, বিশেষতঃ আপনাদের প্রার্থনায় হুতাশনকে অভিমত বরদান করিব। পিঙ্গল বলিলেন,—হে দেবেশ। যদি আমার প্রতি প্রীত হইয়া থাকেন, আর আমাকে ঈপ্সিত বরদান করেন, তবে আপনি অংশরূপে এই স্থানে সন্নিহিত হউন; হে বিরূপাক্ষ শঙ্কর! আমি যাহাতে পুনরায় নূতন দেহ লাভ করিতে পারি, তাহার উপায় করুন। দেব! চন্দ্রাদিত্য আপনার নয়নদ্বয়, আপনাকে পুনঃপুনঃ প্রণাম করি। মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—অনন্তর ভগবান্ শম্ভু শঙ্কর আদিত্যমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া পাবকের পীড়ার অপনোদন করিলেন। পাবক পুনরায় নবীভূত হইলেন এবং শঙ্করকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন,—হে শম্ভো!

ভগবান্ পিঙ্গলেন মহাত্মনা। অবতারঞ্চ কৃতবান্ গানিদমব্রবীৎ ॥ ১৮ ॥ ঈশ্বর উবাচ। মুক্তমুদকং দেবাস্তীর্থেভ্যো যৎসমাহৃতম্। মম চোত্তরতঃ কৃত্বা খাতং দেবময়ং শুভম্ ॥ ১৯ ॥ তত্র নিক্ষিপ্যতাং বারি সর্ব্বরোগবিনাশনম্। সর্ব্বপাপহরং দিব্যং সর্ব্বৈরপি সুরাদিভিঃ ॥ ২০ ॥ এবমুক্তাঃ সুরাঃ সর্ব্বে খাতং কৃত্বা তথোত্তরে। ত্রয়স্ত্রিংশৎকোটিগণৈর্ম্মুক্তং তত্তীর্থজং জলম্ ॥ ২১ ॥ প্রোচুস্তে সহিতাঃ সর্ব্বে বিরূপাক্ষপুরোগমাঃ। যঃ কশ্চিদ্দেবখাতেঽস্মিন্ মৃদালম্ভনপূর্ব্বকম্ ॥ ২২ ॥ স্নানং কৃত্বা রবিদিনে সংস্নায় নর্ম্মদাজলে। শ্রাদ্ধং কৃত্বা পিতৃভ্যো বৈ দানং দত্ত্বা স্বশক্তিতঃ ॥ ২৩ ॥ পূজয়িষ্যতি পিঙ্গেশং তস্য বাসস্ত্রিবিষ্টপে। ভবিষ্যতি সুরৈরুক্তং শৃণোতি সকলং জগৎ ॥ ২৪ ॥ আময়া ভুবি মর্ত্ত্যানাং ক্ষয়রোগবিচর্চ্চিকাঃ। ব্যধয়ো বিকৃতাকারাঃ কাসশ্বাসজ্বরোদ্ভবাঃ ॥ ২৫ ॥ একদ্বিত্রিচতুর্থাহা যে জ্বরা ভূতসম্ভবাঃ। যে চান্যে বিকৃতা দোষা দদ্রুশ্চ কামলং তথা ॥ ২৬ ॥ দিনৈস্তে সপ্তভির্যান্তি নাশং স্নানে রবের্দ্দিনে। শতভেদপ্রভিন্না যে কুষ্ঠা বহুবিধাস্তথা ॥ ২৭ ॥ শতমাদিত্যবারাণাং স্নায়াদষ্টোত্তরং তু যঃ। সম্পূজ্য শঙ্করং দদ্যাত্তিলপাত্রং দ্বিজাতয়ে ॥ ২৮ ॥ নশ্যন্তি তস্য কুষ্ঠানি গরুড়েনেব পন্নগাঃ। এবমুক্তা গতাঃ সর্ব্বে ত্রিদশাস্ত্রিদশালয়ম্ ॥ ২৯ ॥ মার্কণ্ডেয় উবাচ। নদীষু দেবখাতেষু তড়াগেষু সরিৎসু চ ॥ স্নানং সমাচরেন্নিত্যং নরঃ পাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৩০ ॥ ষষ্টিতীর্থসহস্রেষু ষষ্টিতীর্থশতেষু চ। যৎফলং স্নানদানেষু দেবখাতে ততোঽধিকম্ ॥ ৩১ ॥ দেবখাতেষু যঃ স্নাত্বা তর্পয়িত্বা পিতৄন্ নৃপ। পূজয়েদ্দেবদেবেশং পিঙ্গলেশ্বরমুত্তমম্ ॥ ৩২ ॥ সোঽশ্বমেধস্য যজ্ঞস্য বাজপেয়স্য ভারত। দ্বয়োঃ পুণ্যমবাপ্নোতি নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৩৩ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে পিঙ্গলেশ্বরতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ষট্‌সপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭৬ ॥

রোগীদিগের রোগশান্তি, পাপিগণের ধ্বংসসাধন, এবং সুকর্ম্মাদিগের মঙ্গলবিধান জন্য ভাস্কররূপে এইস্থানে অবস্থান করিয়া অখিল লোকের উপকার করুন। মহাত্মা পিঙ্গলের প্রার্থনায় ভগবান্ শম্ভু 'তাহাই হউক' বলিয়া অবতার পরিগ্রহ করত দেবগণকে বলিতে লাগিলেন। ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবগণ! আপনারা তীর্থনিচয় হইতে যে সকল জল সংগ্রহ করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা ত্যাগ করুন। হে সুরগণ! আপনারা আমার আবাসভূমির উত্তরে একটী দেবময় খাত নির্ম্মাণ করিয়া সেই খাতমধ্যে তীর্থনীর নিক্ষেপ করুন। ঐ দিব্য খাতজল সর্ব্বপাপ বিনাশন ও অখিল রোগহর হউক। অনন্তর ত্রয়স্ত্রিংকোটি সুর শঙ্কর কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া তাঁহার উত্তরদিগ্‌বিভাগে এক খাত নির্ম্মাণপূর্ব্বক সেই খাতমধ্যে তীর্থবারি পরিত্যাগ করিলেন এবং বিরূপাক্ষপ্রমুখ দেবগণ বলিলেন,—জগদ্বাসী শ্রবণ কর। যে কোন নর রবিবারে মৃত্তিকাভক্ষণপূর্ব্বক এই নর্ম্মদার খাত-নীরে অবগাহন করিয়া পিতৃগণের শ্রাদ্ধ যথাশক্তি দান ও পিঙ্গলেশ্বরের পূজা করিবে, তাহার ত্রিদশালয়ে বাস হইবে। ভূতলবাসী মানবগণের মধ্যে যাহারা ক্ষয় ও বিচর্চ্চিকারোগগ্রস্ত, কাস শ্বাস ও জ্বররোগে যাহাদের শরীর বিকৃতাকার হইয়াছে, যে সকল প্রাণী ঐকাহিক দ্ব্যাহিক ত্র্যাহিক ও চাতুরাহিক জ্বরে পীড়িত এবং যাহাদের কামলা ও দদ্রু প্রভৃতি অন্যান্য বিবিধ বিকৃতব্যাধি-দোষ বিদ্যমান, তাহারা সাতটী রবিবারে এই তীর্থনীরে অবগাহন করিয়া সম্পূর্ণ নিরাময় হইবে। যে কুষ্ঠরোগে মানবের দেহ শতধা বিভিন্ন হয়, এবংবিধ বহুবিধ কুষ্ঠও এই তীর্থনীরে শত রবিবারে অবগাহনে বিনষ্ট হইয়া থাকে। যে মানব অষ্টোত্তর শত রবিবারে এই তীর্থনীরে অবগাহন করিয়া শঙ্করের পূজা ও দ্বিজকে তিলপাত্র প্রদান করে, গরুড়াক্রান্ত সর্পগণের ন্যায় তাহার কুষ্ঠনিচয় বিনষ্ট হয়। সুরগণ এইরূপ বলিয়া ত্রিদশালয়ে চলিয়া গেলেন। মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—মানব নদী, দেবখাত, তড়াগ ও সরিৎ প্রভৃতির নীরে নিত্য অবগাহন করিয়া সর্ব্ববিধ পাপ হইতে মুক্ত হয়। হে নৃপ! ষষ্টিসহস্র ষষ্টিশত তীর্থে স্নানদানে যে ফল, দেবখাতে স্নান করিলে তাহার অধিক ফললাভ হয়। হে ভারত! যে নর দেবখাতে স্নান করিয়া পিতৃগণের তর্পণ ও শেষে পিঙ্গলেশের পূজা করে, তাহার অশ্বমেধ ও বাজপেয় এই দ্বিবিধ যজ্ঞেরই ফললাভ হইয়া থাকে; এ বিষয়ে বিচারণা কর্ত্তব্য নহে। ১৯—৩৩।

ষট্‌সপ্তত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭৬।

সপ্তসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। ভূতীশ্বরং ততো গচ্ছেৎ সর্ব্বতীর্থেষ্বনুত্তমম্। দর্শনাদেব রাজেন্দ্র যস্য পাপং প্রণশ্যতি॥ ১॥ তত্র স্থানে পুরা পার্থ দেবদেবেন শূলিনা। উদ্ধূলনং কৃতং গাত্রে তেন ভূতীশ্বরস্ত তৎ॥ ২॥ পুষ্যে বা জন্মনক্ষত্র অমাবস্যাং বিশেষতঃ। ভূতীশ্বরে নরঃ স্নাত্বা কুলকোটিং সমুদ্ধরেৎ॥ ৩॥ তত্র স্থানে তু যো ভক্ত্যা কুরুতে হ্যঙ্গগুণ্ঠনম্। তস্য যৎফলমুদ্দিষ্টং তৎছৃণুষ্ব নরাধিপ॥ ৪॥ যাবন্তো ভূতিকাণকা গাত্রে লগ্না শিবালয়ে। তাবদ্বর্ষসহস্রাণি শিবলোকে মহীয়তে॥ ৫॥ সর্ব্বেষামেব স্নানানাং ভস্মস্নান পরং স্মৃতম্। পুরাণৈঃ ঋষিভিঃ প্রোক্তং সর্ব্বশাস্ত্রেষ্বনুত্তমম্॥ ৬॥ এককালং দ্বিকালং বা ত্রিকালং চাপি যঃ সদা। স্নানং করোতি চাগ্নেয়ং পাপং তস্য প্রণশ্যতি॥ ৭॥ দিব্যস্নানাদ্বরং স্নানং বায়ব্যং ভরতর্ষভ। বায়ব্যাদুত্তমং ব্রাহ্ম্যং বরং ব্রাহ্ম্যাত্তু বারুণম্॥ ৮॥ আগ্নেয়ং বারুণাচ্ছ্রেষ্ঠং যস্মাদুক্তং স্বয়ম্ভুবা। তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন হ্যাগ্নেয়ং স্নানমাচরেৎ॥ ৯॥ যুধিষ্ঠির উবাচ। আগ্নেয়ং ব্রাহ্মং বারুণং বায়ব্যং দিব্যমেব চ। কিমুক্তং শ্রোতুমিচ্ছামি পরং কৌতূহলং হি মে॥ ১০॥ শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। আগ্নেয়ং ভস্মনা স্নানমবগাহ্য চ বারুণম্। আপো-হিষ্ঠেতি চ ব্রাহ্মং বায়ব্যং গোরজঃ স্মৃতম্॥ ১১॥ সূর্য্যে দৃষ্টে তু যৎস্নানং গঙ্গাতোয়েন তৎসমম্। তৎস্নানং পঞ্চমং প্রোক্তং দিব্যং পাণ্ডবসত্তম॥ ১২॥ তস্মাৎসর্ব্বপ্রযত্নেন স্নাত্বা ভূতেশ্বরে তু যঃ। পূজয়েদ্দেবমীশানং স বাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ॥ ১৩॥ তত্র স্থানে তু যে নিত্যং ধ্যায়ন্তি পরমং পদম্। সূক্ষ্মং চাতীন্দ্রিয়ং নিত্যং তে ধন্যা নাত্র সংশয়ঃ॥ ১৪॥ মুক্তিতীর্থং তু তত্তীর্থং সর্ব্বতীর্থেষ্বনুত্তমম্। দর্শনাদেব যস্যৈব পাপং যাতি মহৎক্ষয়ম্॥ ১৫॥ জায়ন্তে পূজয়া রাজ্যং তত্র স্তুত্বা মহেশ্বরম্। জপেন পাপসংশুদ্ধির্ধ্যানেনানন্ত্যমশ্নুতে॥ ১৬॥ ওঁ জ্যোতিঃস্বরূপমনাদিমধ্যমনুৎপাদ্যমানমনুচ্চার্য্যমাণাক্ষরম্। সর্ব্বভূতস্থিতং শিবং সর্ব্বযোগেশ্বরং সর্ব্বলোকেশ্বরং

সপ্তসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়।

শ্রীমার্কণ্ডেয় কহিলেন,—অনন্তর সর্ব্বতীর্থোত্তম ভূতীশ্বর তীর্থে গমন করিবে। হে রাজেন্দ্র! এই ভূতীশ্বর তীর্থের দর্শনেই মানবের পাপ প্রনষ্ট হয়। হে পার্থ! পূর্ব্বে দেবদেব শূলী এইস্থানে দেহের উদ্ধূলন করিয়াছিলেন; এজন্য এ তীর্থের নাম ভূতেশ্বর হইয়াছে। পুষ্যা, জন্মনক্ষত্র, বিশেষতঃ অমাবস্যাদিনে ভূতীশ্বরে স্নান করিয়া নর কোটিকুল উদ্ধার করে এখানে স্নান করিয়া যে নর ভক্তিপূর্ব্বক শিবালয়ে বসিয়া অঙ্গগুণ্ঠন করে, হে নরাধিপ! তাহার যে পুণ্যফল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, শ্রবণ কর। দেহে যে পরিমাণ বিভূতিকণা বিদ্যমান থাকে, তত সহস্র বৎসর তাহার শিবলোকে বাস হয়। শাস্ত্রে যে কয়েক প্রকার উত্তম স্নান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, পুরাতন ঋষিরা তন্মধ্যে ভস্মস্নানকেই শ্রেষ্ঠ কহিয়াছেন। যে মানব এককাল, দ্বিকাল কিংবা ত্রিকাল আগ্নেয় স্নান করে, তাহার পাপ বিনষ্ট হয়। হে ভরতর্ষভ! স্বয়ম্ভু বলিয়াছেন—দিব্য স্নান হইতে বায়ব্য স্নান শ্রেষ্ঠ, বায়ব্য হইতে ব্রাহ্ম শ্রেষ্ঠ, ব্রাহ্ম হইতে বারুণ শ্রেষ্ঠ; আর আগ্নেয় স্নান সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বারুণ হইতে উত্তম; কেননা ইহা স্বয়ং স্বয়ম্ভুর বাক্য। অতএব সর্ব্ব প্রযত্নে আগ্নেয় স্নানই আচরণ করিবে। ১—৯। যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন,—আপনি যে আগ্নেয়, বারুণ, ব্রাহ্ম, বায়ব্য ও দিব্য এই কয়েকটী স্নানের উল্লেখ করিলেন, ইহা কি? আমার বড়ই কুতূহল হইতেছে, অতএব শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি। মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে পাণ্ডবসত্তম! ভস্মস্নানের নাম আগ্নেয়, অবগাহনস্নান বারুণ, "আপো হি ষ্ঠা" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা যে স্নান, তাহার নাম ব্রাহ্ম, গোরজ দ্বারা যে স্নান, তাহার নাম বায়ব্য, আর সূর্য্যকরস্পর্শে যে স্নান, তাহার নাম দিব্য স্নান; স্নানগণনায় ইহাই পঞ্চম স্নান। আগ্নেয় স্নান সর্ব্ববিধ স্নানের শ্রেষ্ঠ। অতএব যে নর সর্ব্ব প্রযত্নে ভূতীশ্বর তীর্থে ভস্মস্নান করিয়া দেবেশ ঈশানের পূজা করে, তাহার বাহ্য ও আভ্যন্তর শুচি হয়। যাঁহারা এইস্থানে বিভুর সূক্ষ্ম অতীন্দ্রিয় পরম পদ সতত ধ্যান করেন, তাঁহারা ইহ সংসারে ধন্য, সংশয় নাই। এই তীর্থ সর্ব্বতীর্থোত্তম ও মুক্তিতীর্থ বলিয়া অভিহিত। ইহার দর্শনমাত্রেই পাপ একেবারে বিনষ্ট হইয়া যায়। এখানে মহেশের স্তব করিয়া পূজা করিলে মানবের রাজ্যলাভ, জপে পাপসংশুদ্ধি এবং ধ্যানে অনন্ত ফললাভ হয়। হে রাজন্! শঙ্কর জ্যোতিঃস্বরূপ, আদি মধ্য ও অন্তহীন। তিনি অনুৎপাদ্য-

মোহশোকহীনং মহাজ্ঞানগম্যম্ ॥ ১৭ ॥ তত্র তীর্থে তু যো গত্বা স্নানং কুর্য্যান্নরেশ্বর। অশ্বমেধস্য যজ্ঞস্য ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ। এবম্ভূতং ন জানন্তি মোক্ষাপেক্ষণিকা নরাঃ ॥ ১৮ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ভূতীশ্বরতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম সপ্তসপ্তত্যধিকশততমো হধ্যায়ঃ ॥ ১৭৭ ॥

অষ্টসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। ততো গচ্ছেত্তু রাজেন্দ্র গঙ্গাবাহকমুত্তমম্। নর্ম্মদায়াং মহাপুণ্যং ভৃগুতীর্থসমীপতঃ ॥ ১ ॥ তত্র গঙ্গা মহাপুণ্যা চচার বিপুলং তপঃ। পুরা বর্ষশতং সাগ্রং পরমং ব্রতমাস্থিতা ॥ ধ্যাত্বা দেবং জগদ্যোনিং নারায়ণমকল্মষম্। আত্মানং পরমং ধাম সরিৎসা জগতীপতে ॥ ৩ ॥ ততো জনার্দ্দনো দেব আগত্যেদমুবাচহ ॥ ৪ ॥ বিষ্ণুরুবাচ। তপসা তব তুষ্টোঽহং মৎপাদাম্বুজসম্ভবে। মত্তঃ কিমিচ্ছসে দেবি ব্রূহি কিং করবাণি তে ॥ ৫ ॥ গঙ্গোবাচ। ত্বৎপাদকমলাদ্ভ্রষ্টা গঙ্গা সহচরা বিভো। যদৃচ্ছয়া ত্রিলোকেশ বন্দ্যমানা দিবৌকসৈঃ ॥ ৬ ॥ নৃপো ভগীরথস্তস্মাত্তপঃ কৃত্বা সুদুষ্করম্। সমারাধ্য জগন্নাথং শঙ্করং লোকশঙ্করম্ ॥ ৭ ॥ অবতারয়ামাস হি মাং পৃথিব্যাং ধরণীধর। ময়া বৈ যুবয়োর্ব্বাক্যাদবতারঃ কৃতো ভুবি ॥ ৮ ॥ বৈষ্ণবীমিতি মাং মত্বা জনঃ সর্ব্বঃ প্লুতো ময়ি। যে বৈ ব্রহ্মহণো লোকে যে চ বৈ গুরুতল্পগাঃ ॥৯॥ ত্যাগিনঃ পিতৃমাতৃভ্যাং যে চ স্বর্ণহরা নরাঃ। গোঘ্না যে মনুজা লোকে তথা যে প্রাণিহিংসকাঃ ॥ ১০ ॥ অগম্যাগামিনো যে চ হ্যভক্ষ্যস্য চ ভক্ষকাঃ। যে চানৃতপ্রবক্তারো যে চ বিশ্বাসঘাতকাঃ ॥ ১১ ॥ দেবব্রাহ্মণবিত্তানাং হর্ত্তারো যে নরাধমাঃ। দেবব্রহ্মগুরুস্ত্রীণাং যে চ নিন্দাকরা নরাঃ ॥ ১২ ॥ ব্রহ্মশাপপ্রদগ্ধা যে যে চৈবাত্মহনো দ্বিজাঃ। ভ্রষ্টানশনসন্ন্যাসনিয়তব্রতচারিণঃ ॥ ১৩ ॥ তথৈবাপেয়পেয়াশ্চ যে চ স্বগুরুনিন্দকাঃ। নিষেধকা যে দানানাং পাত্রদানপরাঙ্মুখাঃ ॥ ১৪ ॥ ঋতুস্না যে স্বপত্নীনাং পিত্রোঃ স্নেহপরা ন হি। বান্ধবেষু

মান, অক্ষর ও অনুচ্চার্য্যমাণ; সর্ব্বযোগেশ্বর শিব সকল প্রাণীতেই অবস্থিত, তিনিই অখিল লোকের ঈশ্বর ও শোকমোহহীন; মহাজ্ঞান দ্বারাই তাঁহাকে জানিতে পারা যায়। হে নরেশ! যে নর এই তীর্থে গমন করিয়া স্নান করে, তাহার অশ্বমেধযজ্ঞের ফললাভ হয়। মোক্ষাপেক্ষী নরগণ এ ক্ষেত্রের এবংবিধ প্রভাব বিদিত নহে। ১০-১৮।

সপ্তসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭৭

অষ্টসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়।

শ্রীমার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে রাজেন্দ্র! অনন্তর অনুত্তম গঙ্গাবাহক তীর্থে গমন করিবে। এই মহাপুণ্য তীর্থ নর্ম্মদাতীরে ভৃগুতীর্থের সন্নিধানে বিদ্যমান। পূর্ব্বকালে মহাপুণ্যা গঙ্গা এই স্থানে পরম ব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক কিঞ্চিদধিক শতবৎসর উগ্র তপস্যা করিয়াছিলেন। হে জগতীপতে! জাহ্নবী জগদ্যোনি নিষ্কল্মষ পরমধাম আত্মরূপী নারায়ণকে ধ্যান করিতে লাগিলেন; ধ্যানমাত্রে জনার্দ্দন জাহ্নবীসমীপে আগমনপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন। বিষ্ণু বলিলেন,—দেবি! তুমি আমার পাদপদ্ম হইতে উদ্ভূত হইয়াছ; এক্ষণে আমি তোমার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়াছি, তুমি আমার নিকট কি কামনা কর? বল—আমি তোমার কি প্রিয় করিব? গঙ্গা কহিলেন,—হে বিভো! আমি আপনার সহচরী; আপনারই চরণকমল হইতে ভ্রষ্ট হইয়া মহীমণ্ডলে যথেচ্ছ ভ্রমণ করিতেছি। হে ত্রিলোকেশ! ত্রিদশবাসিগণও আমার বন্দনা করিয়া থাকেন। ভূপতি ভগীরথ সুদুষ্কর তপস্যা করিয়া স্বর্গ হইতে আমাকে আনয়ন করিয়াছিলেন। হে ধরণীধর! ভগীরথ জগৎপতি লোকনাথ শঙ্করের আরাধনা করিলে শঙ্কর আমাকে পৃথিবীতে অবতারিত করেন। আমি আপনার ও শঙ্করের বাক্যে ক্ষিতিতলে অবতীর্ণ হইয়াছি। মানবগণ আমাকে বিষ্ণুপাদোদ্ভবা জানিয়া আমার জলে অবগাহন করিতেছে। এক্ষণে ব্রহ্মঘাতী, গুরুতল্পগ, পিতৃমাতৃত্যাগী, গোঘ্ন, সর্ব্বভূতঘাতী, অগম্যাগামী, অভক্ষ্যভোজী, অনৃতবাদী, বিশ্বাসঘাতক, দেবব্রহ্মস্বহারী, দেব ব্রাহ্মণ গুরু ও নারীনিন্দুক ও ব্রহ্মশাপদগ্ধ নরাধমগণ; আত্মঘাতী, অনশন-সন্ন্যাস-নিয়ম-ব্রতভ্রষ্ট, অপেয়পায়ী, স্বগুরুনিন্দুক, দানে নিষেধকারী, যোগ্যপাত্রে দানপরাঙ্মুখ, স্বীয় পত্নীর ঋতুকালের অতিক্রমকারী ও পিতৃস্নেহবিমুখ দ্বিজগণ; দীন ও

চ দীনেষু করুণা যস্য নাস্তি বৈ ॥ ১৫ ॥ ক্ষেত্র-সেতুবিভেদী চ পূর্ব্বমার্গপ্রলোপকঃ। নাস্তিকঃ শাস্ত্রহীনশ্চ বিপ্রঃ সন্ধ্যাবিবর্জ্জিতঃ ॥ ১৬ ॥ অহুতাশী হ্যসন্তুষ্টঃ সর্ব্বাশী সর্ব্ববিক্রয়ী। কদর্য্যা নাস্তিকা ক্রূরাঃ কৃতঘ্না যে দ্বিজাতয়ঃ ॥ ১৭ ॥ পৈশুন্যা রস-বিক্রেয়াঃ সর্ব্বকালবিনাকৃতাঃ। স্বগোত্রাং পরগোত্রাং বা যে ভুঞ্জন্তি দ্বিজাধমাঃ ॥ ১৮ ॥ তে মাং প্রাপ্য বিমুচ্যন্তে পাপসঙ্ঘৈঃ সুসঞ্চিতৈঃ। তৎপাপ-ক্ষারতপ্তায়া ন শর্ম্ম মম বিদ্যতে ॥ ১৯ ॥ তথা কুরু জগন্নাথ যথাহং শর্ম্ম চাপ্নুয়াম্। এবমুক্তস্তু দেবে-শস্তুষ্টঃ প্রোবাচ জাহ্নবীম্ ॥ ২০ ॥ বিষ্ণুরুবাচ। অহমত্র বসিষ্যামি গঙ্গাধরসহায়বান্। প্রবিশস্ব সদা রেবাং ত্বমত্রৈব চ মূর্ত্তিনা ॥ ২১ ॥ মম পাদ-তলং প্রাপ্য বহ ত্রিপথগামিনি। যথা বহূদকে কালে নর্ম্মদাজলসম্ভৃতা ॥ ২২ ॥ প্রাবৃট্কালং সমাসাদ্য ভবিষ্যতি জলাকুলা। প্লাব্যোভয়তটং দেবী প্রাপ্য মামুত্তরস্থিতম্ ॥ ২৩ ॥ প্লাবয়িষ্যতি তোয়েন যদা-শঙ্খং করে স্থিতম্। তদা পর্ব্বশতোদ্যুক্তং বৈষ্ণবং পর্ব্বসংজ্ঞিতম্ ॥ ২৪ ॥ ন তেন সদৃশং কিঞ্চিদ্-ব্যতীপাতাদিসংক্রমম্। অয়নে দ্বে চ ন তথা পুণ্যাৎ পুণ্যতরং যথা ॥ ২৫ ॥ তস্মিন্ পর্ব্বণি দেবেশি শঙ্খং সংস্পৃশ্য মানবঃ। স্নানমাচরতে তোয়ে মিশ্রে গাঙ্গেয়নার্ম্মদে ॥ ২৬ ॥ পুণ্যং স্বশেষপুণ্যানাং মঙ্গলানাঞ্চ মঙ্গলম্। বিষ্ণুনা বিধৃতো যেন তস্মাচ্ছান্তিঃ প্রচক্রমে ॥ ২৭ ॥ তত্রাস্তং পাপ-সঙ্ঘস্য ধ্রুবমাপ্নোতি মানবঃ। শঙ্খোদ্ধারে নরঃ স্নাত্বা তর্পয়েৎ পিতৃদেবতাঃ ॥ ২৮ ॥ তৃপ্যন্তে দ্বাদশাব্দানি সিদ্ধিঞ্চ সার্ব্বকামিকীম্। গঙ্গাবহে তু যঃ শ্রাদ্ধং শঙ্খোদ্ধারে প্রদাস্যতি ॥ ২৯ ॥ তেন পিণ্ডপ্রদানেন নৃত্যন্তি পিতরস্তথা। শঙ্খোদ্ধারে নরঃ স্নাত্বা পূজয়েদ্বলকেশবৌ ॥ ৩০ ॥ রাত্রৌ জাগ-রণং কৃত্বা শুদ্ধো ভবতি জাহ্নবি। যদ্বং লোককৃতং কর্ম্ম মনসে ভুবি দুঃসহম্ ॥ ৩১ ॥ তস্মিন্ পর্ব্বণি তৎসর্ব্বং তত্র স্নাত্বা ব্যপোহয়। এবমুক্তা নরশ্রেষ্ঠ বিষ্ণুশ্চান্তরধীয়ত ॥ ৩২ ॥ তদাপ্রভৃতি তত্তীর্থং গঙ্গা-

বান্ধবে অকরুণ, ক্ষেত্র ও সেতুভেদী, প্রাচীন পথ-বিলোপী, নাস্তিক, শাস্ত্রহীন ও সন্ধ্যাবিবর্জ্জিত দ্বিজ; এবং যে দ্বিজ হুতাশনে আহুতি প্রদান না করে, সর্ব্বদা অসন্তুষ্ট, সর্ব্বভুক্, সর্ব্ববিক্রয়ী, যে সকল দ্বিজাতি, কদর্য্য, নাস্তিক, ক্রূর, কৃতঘ্ন, পিশুন, রসবিক্রয়ী আর যে দ্বিজাতিগণ কোন কালেই ক্রিয়াবান্ নহে, ভোগবিষয়ে যাহাদের স্বগোত্রা-পর-গোত্রা বিচার নাই—এরূপ রাশি রাশি পাপযুক্ত নরাধমগণও আমার জলে অবগাহন করিয়া নিষ্পাপ হইতেছে। আমি তাহাদের পাপরূপ ক্ষারে দগ্ধ হইতেছি, আমার কোনরূপেই কুশল হইতেছে না। হে জগৎপতে! যাহাতে আমার মঙ্গল হয়, আপনি তাহার উপায় করুন। দেবেশ বিষ্ণু জাহ্নবীর এবংবিধ বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন! বিষ্ণু বলিলেন,—আমি গঙ্গাধরের সহিত সতত এই রেবার উত্তরতীরে বাস করিব তুমি মূর্ত্তিমতী হইয়া এই নর্ম্মদানীরে প্রবেশ কর। হে ত্রিপথগে! তুমি আমার পাদতলে প্রবাহিতা হও, বর্ষাকালে রেবা যখন নীরসম্ভারে পূর্ণ হইবে, তখন রেবার কূল জলাকুল হইয়া যাইবে; সে সময় দেবী নর্ম্মদা উভয় কূল জলে প্লাবিত করত আমার সমীপে উপনীত হইবে। তখন আমি করে শঙ্খধারণপূর্ব্বক রেবার উত্তর তীরে বিরাজ করিব, রেবাও আমাকে তদীয় নীরপ্রবাহে প্লাবিত করিবে। যৎকালে এই ব্যাপার সংঘটিত হইবে, সেই দিন একটী বৈষ্ণব পর্ব্ব। এই পর্ব্ব পুণ্য হই-তেও পুণ্যতর ও ইহা অন্যান্য শত পর্ব্বের তুল্য; ব্যতীপাত, সংক্রান্তি এবং উত্তর ও দক্ষিণ অয়ন এই পর্ব্বের সমান নহে। হে দেবেশি! মানব ঐ বিষ্ণু পর্ব্বদিনে শঙ্খস্পর্শ করিয়া রেবা-গঙ্গা-সঙ্গমনীরে স্নান করিবে। অবগাহন স্নানকালে পাঠ করিবে যথা—"হে শঙ্খ! তুমি পুণ্যনিচয় মধ্যে পুণ্য, অশেষ মঙ্গলের মঙ্গল, বিষ্ণু তোমাকে ধারণ করিয়াছেন, অতএব আমাকে শান্তি প্রদান কর।" মানব এইরূপ করিলে নিঃশেষরূপে তাহার পাপরাশি বিনষ্ট হইবে, সন্দেহ নাই। যে মানব শঙ্খোদ্ধারে স্নান করিয়া পিতৃদেবগণের তর্পণ করে, তদীয় পিতৃগণের দ্বাদশবার্ষিকী তৃপ্তি হয় আর তর্পণকারীও সর্ব্বকামিকী সিদ্ধিলাভ করে। যে নর শঙ্খোদ্ধারের গঙ্গাপ্রবাহতীর্থে পিতৃগণের পিণ্ডদান করে, পিণ্ডদানপ্রভাবে তদীয় পিতৃগণ নৃত্য করিয়া থাকেন। মানব শঙ্খোদ্ধারে স্নান করিয়া বল-কেশবের পূজা ও রাত্রিজাগরণ করিলে শুদ্ধিলাভ করে। হে জাহ্নবি! যদি লোককৃত কর্ম্ম তোমার দুঃসহ বলিয়া মনে হইয়া থাকে, তবে এই বিষ্ণুপর্ব্বাহে শঙ্খোদ্ধারে অবগাহন কর, তোমার অখিল পাপ

বাহকমুত্তমম্। ব্রহ্মাদ্যৈশ্চর্ষিভিস্তাত পারম্পর্য্যক্রমাগতৈঃ ॥ ৩৩ ॥ তত্র তীর্থে তু যঃ স্নাত্বা ভক্তিভাবেন ভারত। গঙ্গাতীর্থে তু স স্নাতঃ সমস্তেষু ন সংশয়ঃ ॥ ৩৪ ॥ তত্র তীর্থে মৃতানাং তু নরাণাং ভাবিতাত্মনাম্। অনিবর্ত্তিকা গতিস্তেষাং বিষ্ণুলোকাৎ কদাচন ॥ ৩৫ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে গঙ্গাবাহকতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নামাষ্টসপ্তত্যধিকশততমো-হধ্যায়ঃ ॥ ১৭৮ ॥

একোনাশীত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। ততো গচ্ছেত্তু রাজেন্দ্র গৌতমেশ্বরমুত্তমম্। সর্ব্বপাপহরং তীর্থং ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতম্ ॥ ১ ॥ গৌতমেন তপস্তপ্তং তত্র তীর্থে যুধিষ্ঠির। দিব্যং বর্ষসহস্রং তু ততস্তুষ্টো মহেশ্বরঃ ॥ ২ ॥ প্রণম্য শিরসা তত্র স্থাপিতঃ পরমেশ্বরঃ। স্থাপিতো গৌতমেনেশো গৌতমেশ্বর উচ্যতে ॥ ৩ ॥ তত্র দেবৈশ্চ গন্ধর্ব্বৈশ্চর্ষিভিঃ পিতৃদৈবতৈঃ। সম্প্রাপ্তা হ্যুত্তমা সিদ্ধিরারাধ্য পরমেশ্বরম্ ॥ ৪ ॥ তত্র তীর্থে তু যঃ স্নাত্বা পূজয়েৎ পিতৃদেবতাঃ। পূজয়েৎ পরমীশানং সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৫ ॥ বহবস্তন্ন জানন্তি বিষ্ণুমায়াবিমোহিতাঃ। তত্র সন্নিহিতং দেবং শূলপাণিং মহেশ্বরম্ ॥ ৬ ॥ ব্রহ্মচারী তু যো ভূত্বা তত্র তীর্থে নরেশ্বর। স্নাত্বার্চ্চয়েন্মহাদেবং সোহশ্বমেধফলং লভেৎ ॥ ৭ ॥ ব্রহ্মচারী তু যো ভূত্বা তর্পয়েৎ পিতৃদেবতাঃ। পূজয়েৎ পরমীশানং সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৮ ॥ তত্র তীর্থে তু যো দানং ভক্ত্যা দদ্যাদ্দ্বিজাতয়ে। তদক্ষয়ফলং সর্ব্বং নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৯ ॥ মাসে চাশ্বযুজে রাজন্ কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দ্দশীম্। স্নাত্বা তত্র বিধানেন দীপকানাং শতং দদেৎ ॥ ১০ ॥ পূজয়িত্বা মহাদেবং গন্ধপুষ্পাদিভির্নরঃ। মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো মৃতঃ শিবপুরং ব্রজেৎ ॥ ১১ ॥ অষ্টম্যাং চ চতুর্দ্দশ্যাং কার্ত্তিক্যাং তু বিশেষতঃ। উপোষ্য প্রযতো ভূত্বা ঘৃতেন স্নাপয়েচ্ছিবম্ ॥ ১২ ॥ পঞ্চগব্যেন মধুনা দধ্না বা শীতবারিণা। স চ সর্ব্বস্য যজ্ঞস্য ফলং প্রাপ্নোতি

দূর হইবে। হে নরোত্তম! বিষ্ণু এই কথা কহিয়া অন্তর্হিত হইলেন। তদবধি এই অনুত্তম তীর্থ গঙ্গাবাহ নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিল। তাত! ব্রহ্মাদি দেবগণ ও ঋষিপরম্পরা এই তীর্থের সেবা করিয়া থাকেন। হে ভারত! ভক্তিভাবে যে নর এখানে স্নান করে, তাহার গঙ্গাদি অখিল তীর্থস্নানের ফল লাভ হয়, সংশয় নাই। এই তীর্থে মৃত ভাবিতাত্মা নরগণের বিষ্ণুলোকে অনিবর্ত্তিকা গতি হয়, তাহারা কদাচ বিষ্ণুলোক হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করে না। ১—৩৫।

অষ্টসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭৮ ॥

ঊনাশীত্যধিক শততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে রাজেন্দ্র! অনন্তর সর্ব্বপাপহর ত্রিলোকবিখ্যাত অনুত্তম গৌতমেশ্বর তীর্থে গমন করিবে। হে যুধিষ্ঠির! এখানে গৌতম দিব্য সহস্র বৎসর তপস্যায় মহেশের তুষ্টিসাধন করিয়াছিলেন। গৌতম মহেশকে মস্তক দ্বারা প্রণাম করিয়া এখানে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। গৌতম কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত বলিয়া পরমেশ ঈশ লিঙ্গের নাম হয়—গৌতমেশ্বর। দেব, ঋষি, গন্ধর্ব ও পিতৃদেবগণ এখানে পরমেশের আরাধনা করিয়া অনুত্তমা সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। মানব গৌতমেশ্বর তীর্থে স্নান করিয়া পিতৃদেব ও ঈশানের পূজা করত অখিল পাপ হইতে মুক্ত হয়। বিষ্ণুমায়াবিমোহিত বহু মানবই, এই তীর্থে যে শূলপাণি মহেশ্বর সন্নিহিত তাহা বিদিত নহে। হে নরেশ! যে নর ব্রহ্মচারী হইয়া এই তীর্থে স্নান ও পরমেশের পূজা করে, তাহার অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ হয়। আর যে মানব ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক পিতৃদেবগণের তর্পণ ও দেবেশ ঈশানের পূজা করে, সে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়। নর এ তীর্থে ভক্তিপূর্ব্বক দ্বিজাতিকে দান করিলে, তাহার দানফল অক্ষয় হয়, এবিষয়ে বিচারণা কর্ত্তব্য নহে। হে রাজন! আশ্বিনমাসের কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশীদিনে এখানে যথাবিধি স্নান করিয়া শতসংখ্যক দীপদান ও গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা মহাদেবের পূজা করিবে। এইরূপ করিলে নর সর্ব্বপাপ-বিমুক্ত হয় এবং মরিয়া শিবপুরে গমন করে। অষ্টমী, চতুর্দ্দশী ও বিশেষতঃ কার্ত্তিকপূর্ণিমায় প্রযতমনা মানব এখানে উপবাসী হইয়া ঘৃত কিংবা পঞ্চগব্য, মধু, দধি, অথবা শীতল জলধারা শিবকে স্নান করাইবে।

মানবঃ ॥ ১৩ ॥ ভক্ত্যা তু পূজয়েৎ পশ্চাৎ স লভেৎ ফলমুত্তমম্। বিল্বপত্রৈরথৈশ্চ পুষ্পৈরুন্মত্তকোদ্ভবৈঃ ॥ ১৪ ॥ কুশাপামার্গসহিতৈঃ কদম্বদ্রোণজৈরপি। মল্লিকাকরবীরৈশ্চ রক্তপীতৈঃ সিতাসিতৈঃ ॥ ১৪ ॥ পুষ্পৈরন্যৈর্যথালাভং যো নরঃ পূজয়েচ্ছিবম্ ॥ ১২ ॥ নৈরন্তর্য্যেণ ষণ্মাসং যোঽর্চ্চয়েদ্গৌতমেশ্বরম্। সর্ব্বান কামানবাপ্নোতি মৃতঃ শিবপুরং ব্রজেৎ ॥ ১৩ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে গৌতমেশ্বরতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈকোনাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭৯ ॥

অশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহীপাল দশাশ্বমেধিকং পরম্। তীর্থং সর্ব্বগুণোপেতং মহাপাতকনাশনম্ ॥ ১ ॥ যত্র গত্বা মহারাজ স্নাত্বা সম্পূজ্য চেশ্বরম্। দশানামশ্বমেধানাং ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥ ২ ॥ যুধিষ্ঠির উবাচ। অশ্বমেধো মহাযজ্ঞো বহুসম্ভারদক্ষিণঃ। অশক্যঃ প্রাকৃতৈঃ কর্ত্তুং কথং তেষাং ফলং লভেৎ ॥ ৩ ॥ অত্যাশ্চর্য্যমিদং তত্বং ত্বয়োক্তং বদতা সতা। যথা মে জায়তে শ্রদ্ধা দীর্ঘায়ুস্ত্বং তথা বদ ॥ ৪ ॥ মার্কণ্ডেয় উবাচ। ইদমাশ্চর্য্যভূতং হি গৌর্য্যা পৃষ্টস্ত্রিয়ম্বকঃ। ততেঽহং সম্প্রবক্ষ্যামি পৃচ্ছতে নিপুণায় বৈ ॥ ৫ ॥ পুরা বৃষস্থো দেবেশো হ্যুময়া সহ শঙ্করঃ। কদাচিৎ পর্য্যটন্ পৃথ্বীং নর্ম্মদাতটমাশ্রিতঃ ॥ ৬ ॥ দশাশ্বমেধিকং তীর্থং দৃষ্ট্বা দেবো মহেশ্বরঃ। তীর্থং প্রত্যঞ্জলিং বদ্ধা নমশ্চক্রে ত্রিলোচনঃ ॥ ৭ ॥ কৃতাঞ্জলিপুটং দেবং দৃষ্ট্বা দেবীদমব্রবীৎ ॥ ৮ ॥ দেব্যুবাচ। কিমেতদ্দেবদেবেশ চরাচরনমস্কৃত। প্রহ্বনম্রাঞ্জলিং বদ্ধা ভক্ত্যা পরময়া যুতঃ ॥ ৯ ॥ এতদাশ্চর্য্যমতুলং সর্ব্বং কথয় মে প্রভো ॥ ১০ ॥ ঈশ্বর উবাচ। প্রত্যক্ষং পশ্য তীর্থস্য ফলং মা বিস্মিতা ভব। বিয়ৎস্থা মে ভুবিস্থস্য ক্ষণং দেবি স্থিরা ভব ॥ ১১ ॥ এবমুক্ত্বা তু দেবেশো গৌরবর্ণো দ্বিজোঽভবৎ।

এইরূপ করিলে নর অখিল যজ্ঞফল লাভ করে; এবং ভক্তিভরে পূজা করিলে তাহার উত্তম যশ লাভ হইয়া থাকে। অনন্তর অখণ্ড বিল্বপত্র, উন্মত্তক পুষ্প (ধুতুরা) কুশ, অপামার্গ, কদম্ব, দ্রোণ, মল্লিকা, করবীর এবং রক্তপীতশ্বেতকৃষ্ণ অন্যান্য যথাপ্রাপ্ত পুষ্পদ্বারা ভক্তিভরে ভবের পূজা করিবে। যে মানব ষণ্মাস নিরন্তর এইরূপে গৌতমেশ্বরের পূজা করে, তাহার অখিল কামনা লাভ হয়, সে মরিয়া শিবপুরে গমন করে। ১—১৩।

উনাশীত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৭৯।

অশীত্যধিক শততম অধ্যায়।

শ্রীমার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে মহীপাল! অনন্তর উত্তম দশাশ্বমেধিক তীর্থে গমন করিবে। এই তীর্থ সর্ব্বগুণোপেত ও মহাপাতকনাশন। হে মহারাজ! মানব এই তীর্থে গমন করিয়া স্নান ও মহেশের সম্যক্ পূজা করিলে দশ অশ্বমেধযজ্ঞের ফল লাভ করে। যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন,—মহাযজ্ঞ অশ্বমেধ বহু দ্রব্যসম্ভারসাধ্য, এই যজ্ঞের দক্ষিণাও বহু; প্রাকৃত ব্যক্তিরা ইহা সম্পাদন করিতে সমর্থ নহে। মানবগণ কিরূপে এই বিপুল ফলপ্রদ অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ করে? আপনি যাহা বলিলেন, এ তত্ত্ব অতীব অদ্ভুত। এক্ষণে যাহাতে আমার শ্রদ্ধা বৃদ্ধি হয়, আপনি দীর্ঘজীবী, তাহা বলুন। মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—ইহা অতি আশ্চর্য্য কথা! গৌরী ত্র্যম্বককে ইহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন; তুমি নিপুণ জিজ্ঞাসু, অতএব সংক্ষেপে ইহা আমি তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি। পূর্ব্বে দেবেশ শঙ্কর একদা উমার সহিত বৃষবাহনে পৃথিবী পর্য্যটন করিতে করিতে নর্ম্মদাতটে উপনীত হন এবং ত্রিলোচন মহেশ নর্ম্মদাতটে এই দশাশ্বমেধিক তীর্থ দর্শন করিয়া অঞ্জলি বন্ধন-পূর্ব্বক এই তীর্থকে প্রণাম করেন। দেবী ত্রিলোচনকে বদ্ধাঞ্জলি অবলোকন করিয়া বলিতে লাগিলেন। দেবী বলিলেন,—দেবেশ! এ কি করিতেছেন? আপনি চরাচরনমস্কৃত, আপনি কাহার উদ্দেশে বিনয়নম্র হইয়া পরম ভক্তিভরে অঞ্জলি বন্ধন করিলেন? হে প্রভো! ইহা বড়ই বিস্ময়কর; আপনি এবিষয়ে অখিল বৃত্তান্ত আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। ১—১০। ঈশ্বর কহিলেন,—বিস্মিতা হইও না, তীর্থফল প্রত্যক্ষ অবলোকন কর। হে দেবি! তুমি বিমানেই অবস্থিতা হও, আমি ক্ষণকালের জন্য ভূমিতলে অবতরণ করিতেছি। দেবেশ

ক্ষুৎক্ষামকণ্ঠো জটিলঃ শুক্লো ধমনিসন্ততঃ ॥ ১২ ॥ উপবিশ্য ভুবঃ পৃষ্ঠে সুস্বরং মন্ত্রমুচ্চরন্ । ক্রমপ্রিয়ো মহাদেবো মাধুর্য্যেণ প্রমোদয়ন্ ॥ ১৩ ॥ শ্রুত্বা তাং মধুরাং বাণীং স্বয়ং দেবেন নির্ম্মিতাম্ । সম্ভ্রান্তা ব্রাহ্মণাঃ সর্ব্বে স্নাতুং যে তত্র চাগতাঃ ॥ ১৪ ॥ নিত্য-ক্রিয়া চ সর্ব্বেষাং বিস্মৃতা শ্রুতিবিভ্রমাৎ । তং দৃষ্ট্বা পঠমানন্তু ক্ষুৎপিপাসাভিপীড়িতম্ ॥ ১৫ ॥ দ্বিজো ন্যমন্ত্রয়ৎ কশ্চিদ্ভক্ত্যা তং ভোজনায় বৈ । প্রসাদঃ ক্রিয়তাং ব্রহ্মন্ ভোজনায় গৃহে মম ॥ ১৬ ॥ অদ্য মে সফলং জন্ম হ্যদ্য মে সফলাঃ ক্রিয়াঃ । সর্ব্বান্ কামান্ প্রদাস্যন্তি প্রীতা মেঽদ্য পিতামহাঃ ॥ ১৭ ॥ ত্বয়ি ভুক্তে দ্বিজশ্রেষ্ঠ প্রসীদ ত্বং ধ্রুবং মম । এবমুক্তো মহাদেবো দ্বিজরূপধরস্তদা ॥ ১৮ ॥ প্রহস্য প্রত্যুবাচেদং ব্রাহ্মণং শ্লক্ষ্ণয়া গিরা । ময়া বর্ষসহস্রং তু নিরাহারং তপঃ কৃতম্ ॥ ১৯ ॥ ইদানীং তু গৃহে তস্য করিষ্যে দ্বিজসত্তম । দশভির্ব্বাজি-মেধৈশ্চ যেনেষ্টং পারণং তথা ॥ ২০ ॥ ইত্যুক্তো দেবদেবেন ব্রাহ্মণো বিস্ময়ান্বিতঃ । উত্তমাঙ্গং বিধুন্বন বৈ জগাম স্বগৃহং প্রতি ॥ ২১ ॥ এবং তে বহবো বিপ্রাঃ প্রত্যাখ্যাতে নিমন্ত্রণে । পুরাণার্থ-মজানন্তো নাস্তিকা বহবো গতাঃ ॥ ২২ ॥ অথ কশ্চিদ্দ্বিজো বিদ্বান্ পুরাণার্থস্য তত্ত্ববিৎ । দেবং নিমন্ত্রয়ামাস দ্বিজরূপধরং শিবম্ ॥ ২৩ ॥ তথৈব সোঽপি দেবেন প্রোক্তঃ স প্রাহ তং পুনঃ । মনসা চিন্তয়িত্বা তু পুরাণোক্তং দ্বিজোত্তমঃ ॥ ২৪ ॥ স্মৃতি-বেদপুরাণেষু যদুক্তং তত্তথা ভবেৎ । ইতি নিশ্চিত্য তং বিপ্রমুবাচ প্রহসন্নিব ॥ ২৫ ॥ ভো ভো বিপ্র প্রতীক্ষস্ব যাবদাগমনং পুনঃ । ইত্যুক্ত্বা তু দ্বিজো গত্বা দশাশ্বমেধিকং পরম্ ॥ ২৬ ॥ স্নানং মৃদালম্ভ-নাদি কৃত্বং তেন দ্বিজন্মনা । জপং শ্রাদ্ধং তথা দানং কৃত্বা ধর্ম্মানুসারতঃ ॥ ২৭ ॥ সঙ্কল্প্য কপিলাং তত্র পুরাণোক্তবিধানতঃ । সমায়াত্বরিতং তত্র যত্রাসৌ তিষ্ঠতে দ্বিজঃ ॥ ২৮ ॥ অথাগত্য দ্বিজং প্রাহ বাজিমেধঃ কৃতো ময়া । উত্তিষ্ঠ মে গৃহং রম্যং ভোজনার্থং হি গম্যতাম্ ॥ ২৯ ॥ ইত্যুক্তঃ

শঙ্কর এইরূপ কহিয়া ক্ষুৎক্ষামকণ্ঠ শীর্ণ জটিল গৌরবর্ণ দ্বিজরূপ ধারণ করিলেন। তাঁহার শরীরের বিস্তৃত শিরাসমূহ দৃষ্ট হইতে লাগিল। অনন্তর দ্বিজরূপী শঙ্কর ভূপৃষ্ঠে উপবিষ্ট হইয়া সুন্দর মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন। তাঁহার সেই স্বরক্রমযোগযুক্ত মাধুর্য্যময় মন্ত্রশব্দে সমস্ত প্রমুদিত হইল। তৎকালে যে সকল দ্বিজ স্নানার্থ তথায় আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহারা দেববদননিঃসৃত সেই মধুর বাণী শ্রবণ করিয়া সম্ভ্রান্ত হইলেন। তাঁহাদের শ্রুতিবিভ্রম ঘটিল। তাঁহারা নিত্য ক্রিয়াকলাপ ভুলিয়া গেলেন। তখন তীর্থস্নায়ী জনৈক দ্বিজ তাঁহাকে ক্ষুৎপিপাসাপীড়িত ও মন্ত্রপাঠরত দেখিয়া ভোজনার্থ ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহাকে নিমন্ত্রিত করিলেন; বলিলেন,—ব্রহ্মন্ আপনি প্রসন্ন হইয়া ভোজনার্থ আমার গৃহে আগমন করুন। আজ আমার জন্ম ও ক্রিয়াকলাপ সফল হইল। হে দ্বিজসত্তম! প্রসন্ন হউন, যদি আপনি আজ আমার গৃহে ভোজন করেন, তবে মদীয় পিতামহগণ নিশ্চয়ই আমাকে অখিল অভীষ্ট প্রদান করিবেন। দ্বিজরূপধারী হর দ্বিজ কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন এবং মনোজ্ঞ বাক্যে দ্বিজকে বলিলেন,—আমি নিরাহারে থাকিয়া সহস্র বৎসর তপস্যা করিয়াছি, হে দ্বিজ-সত্তম! যিনি দশটী অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছেন, আমি সম্প্রতি তাঁহারই গৃহে পারণ করিব। দেব-

দেব এইরূপ কহিলে সেই দ্বিজ বিস্মিত হইলেন ও কিঞ্চিৎ শিরঃসঞ্চালনপূর্ব্বক স্বগৃহে চলিয়া গেলেন। এইরূপে অনেক দ্বিজই তাঁহাকে নিমন্ত্রিত করিলেন, কিন্তু একে একে সকলেই প্রত্যাখ্যাত হইতে লাগি-লেন। এই সকল দ্বিজ পুরাণের অর্থ যথার্থ বিদিত নহেন। এইরূপে বহু নাস্তিকই অকৃতকার্য্য হইয়া ফিরিয়া গেলেন। অনন্তর একদা পুরাণার্থতত্ত্ববিৎ জনৈক বিদ্বান্ দ্বিজ দ্বিজরূপী হরের নিমন্ত্রণ করি-লেন। দেব শঙ্করও পূর্ব্বোক্ত বাক্যের পুনরাবৃত্তি করিলেন। দেবের বাক্যাবসানে সেই দ্বিজবরের মনে পুরাণবাক্য স্মরণ হইল। তিনি ভাবিলেন—স্মৃতি বেদ ও পুরাণে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা নিশ্চয়ই সত্য। তিনি এইরূপে পুরাণাদিবাক্যে কৃত-নিশ্চয় হইয়া হাসিতে হাসিতে সেই দ্বিজরূপী দেবকে বলিলেন;—হে বিপ্র! আমি যতক্ষণ প্রত্যাগমন করি, ততকাল এইস্থানে প্রতীক্ষা করুন। দ্বিজ দেবকে এইরূপ বলিয়া পরম তীর্থ দশাশ্বমেধে গমনপূর্ব্বক ধর্ম্মানুসারে স্নান, আলম্ভন, জপ, শ্রাদ্ধ, ও দান করিলেন এবং পুরাণোক্ত বিধি অনুসরণ করত সঙ্কল্পপূর্ব্বক কপিলা দান করিয়া সত্বর সেই দ্বিজের সমীপে উপস্থিত হইলেন। আসিয়া দ্বিজকে কহিলেন,—আমি দশবাজিমেধ যজ্ঞ করিয়াছি, গাত্রোত্থান করুন, আমার মনোজ্ঞ গৃহে ভোজনার্থ

শঙ্করস্তেন ব্রাহ্মণেনাতিবিস্মিতঃ। উবাচ ব্রাহ্মণং দেব ইদানীং ত্বমিতো গতঃ ॥ ৩০ ॥ দ্বিজবর্য্য কথং চেষ্টা দশ যজ্ঞা মহাধনাঃ ॥ ৩১ ॥ দ্বিজ উবাচ। ন বিচারস্ত্বয়া কার্য্যঃ কৃতা যজ্ঞা ন সংশয়ঃ। যদি বেদাঃপ্রমাণং তে ভুবি দেবা দ্বিজাস্তথা ॥৩২॥ দশাশ্বমেধিকং তীর্থং তথা সত্যং দ্বিজোত্তম। যদি বেদপুরাণোক্তং বাক্যং নিঃসংশয়ং ভবেৎ ॥ ৩৩ ॥ তদা প্রাপ্তং ময়া সর্ব্বং নাত্র কার্য্যা বিচারণা। এবমুক্তস্তু দেবেশ আস্তিক্যং তস্য চেতসঃ ॥ ৩৪ ॥ বিমৃশ্য বহুভিঃ কিঞ্চিদুত্তরং ন প্রপেদে। জগাম তদ্গৃহং রম্যং পঠন্ ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥ ৩৫ ॥ সম্প্রাপ্তং তং দ্বিজং ভক্ত্যা পাদার্ঘ্যেণ সমর্চ্চয়ৎ। ষড়্রসং ভোজনং তেন দত্তং পঞ্চ দ্বযথা বিধি ॥ ৩৬ ॥ ততো ভুক্তে মহাদেবে সর্ব্বদেবময়ে শিবে। পুষ্পবৃষ্টিঃ পপাতাশু গগনাত্তস্য মূর্দ্ধনি। তস্যাস্তিক্যং তু সংলক্ষ্য তুষ্টঃ প্রোবাচ শঙ্করঃ ॥ ৩৭ ॥ ঈশ্বর উবাচ। কিং তেঽদ্য ক্রিয়তাং ব্রূহি বরদোঽহং দ্বিজোত্তম। অদেয়মপি দাস্যামি একচিত্তস্য তে ধ্রুবম্ ॥ ৩৮ ॥ ব্রাহ্মণ উবাচ। যদি প্রীতোঽসি মে দেব যদি দেয়ো বরো মম। অস্মিংস্তীর্থে মহাদেব স্থাতব্যং সর্ব্বদৈব হি ॥ ৩৯ ॥ উপকারায় দেবেশ এষ মে বর উত্তমঃ। এবমুক্তস্তু দেবেন আরুরোহ দ্বিজোত্তমঃ ॥ ৪০ ॥ গন্ধর্ব্বাপ্সরঃসম্বাধং বিমানং সার্ব্বকামিকম্। পূজ্যমানো গতস্তত্র যত্র লোকা নিরাময়াঃ ॥ ৪১ ॥ মার্কণ্ডেয় উবাচ। এতদাশ্চর্য্যমতুলং দৃষ্ট্বা দেবী সুবিস্মিতা। বিস্ময়োৎফুল্লনয়না পুনঃ পপ্রচ্ছ শঙ্করম্ ॥ ৪২ ॥ পার্ব্বত্যুবাচ। কথমেতদ্ভবেৎ সত্যং যত্রেদমসমঞ্জসম্। স্নানং কুর্ব্বন্তি বহবো লোকা হ্যত্র মহেশ্বর ॥ ৪৩ ॥ তেষাং তু স্বর্গগমনং যথৈষ স্বর্গতিং গতঃ। কথমেতৎ সমাচক্ষ্ব বিস্ময়ঃ পরমো মম ॥ ৪৪ ॥ এতচ্ছ্রুত্বা তু দেবেশঃ প্রহসন্ প্রত্যুবাচ তাম্। বেদবাক্যে পুরাণার্থে স্মৃত্যর্থে দ্বিজভাষিতে ॥৪৫॥ বিস্ময়ো হি ন

সমাগত হউন। বিপ্র কর্ত্তৃক এইরূপে কথিত হইয়া শঙ্কর অতীব বিস্ময়ভাব প্রকাশ করত সেই বিপ্রকে কহিলেন,—এইমাত্র আপনি এস্থান হইতে প্রস্থিত হইয়া ক্ষণকাল মধ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, হে দ্বিজবর্য্য! বাজিমেধ যাগ বহুধনসাধ্য, আপনি কি করিয়া এত অল্প কালমধ্যে দশটী অশ্বমেধ সম্পন্ন করিলেন? দ্বিজ উত্তর করিলেন—আমি নিসংশয় দশাশ্বমেধ সম্পন্ন করিয়াছি, আপনি এ বিষয়ে বিচারণা করিবেন না। হে দ্বিজসত্তম! যদি ভূতলে দেব, দ্বিজ ও বেদ প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হয়, তবে দশাশ্বমেধিক তীর্থের সত্যতা নিশ্চয়; যদি বেদ ও পুরাণবাক্য সত্য হয়, তবে নিশ্চয়ই আমার দশাশ্বমেধ কৃত হইয়াছে, এ বিষয়ে আপনার বিচারণা কর্ত্তব্য নহে। অনন্তর দেবেশ শঙ্কর সেই দ্বিজহৃদয়ের আস্তিক্য সম্বন্ধে বহু বিতর্ক করিলেন, অনেক বিচার করিয়াও তাঁহার বাক্যের উত্তর দানে সমর্থ হইলেন না। তিনি ব্রহ্মমন্ত্র পাঠ করিতে করিতে ব্রাহ্মণের রম্য ভবনে উপনীত হইলেন। দ্বিজও ভক্তিপূর্ব্বক পাদ্যার্ঘ্যাদি দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া ষড়্‌রসযুক্ত ভক্ষ্যভোজ্য যথাবিধি প্রদান করিলেন। অনন্তর সর্ব্বদেবময় শিবের ভোজনব্যাপার সম্পন্ন হইলে দ্বিজমস্তকে আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি পতিত হইল। শঙ্করও তাঁহার আস্তিক্যবুদ্ধি দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন। ১১—৩৭। ঈশ্বর কহিলেন,—হে দ্বিজোত্তম! আমি বরদ, বলুন অদ্য আপনার কোন প্রিয়কার্য্য করিব? আপনি আমার প্রতি একচিত্ত, অদেয় হইলেও অদ্য আপনার অভীষ্ট প্রদান করিব। ব্রাহ্মণ বলিলেন,—দেব! যদি আমার প্রতি প্রীত হইয়া থাকেন, আর যদি আমাকে বরদান করেন, তবে হে মহাদেব! পরহিতার্থ আপনি সর্ব্বদা এই তীর্থে বাস করুন। ইহাই আমার প্রার্থনীয় উত্তমবর। দেবদেব বলিলেন, তাহাই হউক। তৎক্ষণে দ্বিজোত্তম সর্ব্বকামদ বিমানে আরোহণ করিলেন। গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ তদীয় বিমানের সম্বাধস্বরূপ হইল। তিনি পূজ্যমান হইয়া নিরাময় লোকে গমন করিলেন। মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—দেবী এই অতুল আশ্চর্য্যকর ব্যাপার দর্শন করিয়া বিস্মিত হইলেন, বিস্ময়ে তাহার লোচনযুগল উৎফুল্ল হইল। তিনি পুনরায় শঙ্করকে জিজ্ঞাসা করিলেন। পার্ব্বতী কহিলেন,—এ কথা সত্য হইল কিরূপে? ইহাতে যে অসামঞ্জস্য লক্ষিত হইতেছে? হে মহেশ্বর! এখানে ত অনেক নরই স্নান করে, তবে তাহারাও কি স্বর্গলাভ করিয়াছে? এবিষয়ে আমার পরম বিস্ময় জন্মিয়াছে। অতএব কিরূপে ইহার সামঞ্জস্য হয়, তাহা বলুন। দেবীর বাক্য শ্রবণে দেবেশ হাস্যপূর্ব্বক উত্তর করিলেন,—বেদবাক্যে,

কর্ত্তব্যো হ্যনুমানং হি তত্তথা। অসম্ভাব্যং হি লোকানাং পুরাণে যৎপ্রণীয়তে ॥ ৪৬ ॥ যদি দক্ষং পুরস্কৃত্য লোকাঃ কুর্ব্বন্তি পার্ব্বতি। তস্মান্ন সিদ্ধি-রেতেষাং ভবত্যেকো ন বিস্ময়ঃ ॥ ৪৭ ॥ নাস্তিকা ভিন্নমর্য্যাদা যে নিশ্চয়বহিষ্কৃতাঃ। তেষাং সিদ্ধির্ন বিদ্যেত আস্তিক্যাদ্ভবতে ধ্রুবম্ ॥ ৪৮ ॥ শ্রুত্বা-খ্যানমিদং দেবী ববন্দে তীর্থমুত্তমম্। সর্ব্বপাপ-হরং পুণ্যং নর্ম্মদায়াং ব্যবস্থিতম্ ॥ ৪৯ ॥ মার্ক-ণ্ডেয় উবাচ। দশাশ্বমেধং রাজেন্দ্র সর্ব্বতীর্থো-ত্তমোত্তমম্। তীর্থং সর্ব্বগুণোপেতং মহাপাতক-নাশনম্ ॥ ৫০ ॥ তত্রাগতা মহাভাগা স্নাতুকামা সরস্বতী। পুণ্যানাং পরমা পুণ্যা নদীনামুত্তমা নদী ॥ ৫১ ॥ নামমাত্রেণ যস্যাস্তু সর্ব্বপাপৈঃ প্রমু-চ্যতে। স্নাতাস্তত্র দিবং যান্তি যে মৃতাস্তেঽপুন-র্ভবাঃ ॥ ৫২ ॥ দশাশ্বমেধে সা রাজন্নিয়তা ব্রহ্ম-চারিণী। আরাধয়িত্বা দেবেশং পরং নির্ব্বাণমা-গতা ॥ ৫৩ ॥ কালুষ্যং ব্রহ্মসম্ভূতা সংবৎসর সমুদ্ভবম্। প্রক্ষালয়িতুমায়াতি দশম্যামাশ্বিনস্য চ ॥ ৫৪ ॥ উপোষ্য রজনীং তাং তু সম্পূজ্য ত্রিপুরান্তকম্। রাজন্নিষ্কল্মষা যান্তি যোঽভূত্তে শাশ্বতং পদম্ ॥ ৫৫ ॥ যুধিষ্ঠির উবাচ। সরস্বতী মহাপুণ্যা নদীনামুত্তমা নদী। দশাশ্বমেধমায়াতি স্নাতুং সংবৎসরে সদা। কিমাধিক্যং ভবেত্তীর্থং দশম্যাং তত্র শংস মে ॥ ৫৬ ॥ শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। রাজন্নাশ্বযুজে মাসি দশম্যাং তদ্বিশিষ্যতে। পার্থি-বেষু চ তীর্থেষু সর্ব্বেষ্বেব ন সংশয়ঃ ॥ ৫৭ ॥ দশাশ্বমেধিকে রাজন্নিত্যং হি দশমী শুভা। বিশেষাদাশ্বিনে শুক্লা মহাপাতকনাশিনী ॥ ৫৮ ॥ তস্যাং স্নাত্বার্চ্চয়েদ্দেবানুপবাসপরায়ণঃ। শ্রাদ্ধং কৃত্বা বিধানেন পশ্চাৎ সম্পূজয়েচ্ছিবম্ ॥ ৫৯ ॥ তত্রস্থাং পূজয়েদ্দেবীং স্নাতুকামাং সরস্বতীম্। নমো নমস্তে দেবেশি ব্রহ্মদেহসমুদ্ভবে ॥ ৬০ ॥ কুরু পাপক্ষয়ং দেবি সংসারান্মাং সমুদ্ধর। গন্ধ-ধূপৈশ্চ সম্পূজ্য হ্যর্চ্চয়িত্বা পুনঃপুনঃ ॥ ৬১ ॥ দশ

পুরাণ ও স্মৃতিতত্ত্বে এবং দ্বিজবাক্যে বিস্মিত হওয়া উচিত নহে। পরন্তু যাহা অনুমানসিদ্ধ, তাদৃশ বাক্যেও অবিশ্বাস করিবে না। পুরাণে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, লোকসমাজে তাহা অসম্ভব বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। হে পার্ব্বতি! যাহাদের বুদ্ধি দ্বৈধভাবযুক্ত, সিদ্ধি লাভ তাহাদের ঘটে না, একনিষ্ঠেরই সিদ্ধিলাভ হয়, এ বিষয়ে বিস্মিত হওয়া কর্ত্তব্য নহে। যাহারা নাস্তিক, ভিন্নমর্য্যাদ এবং নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি যাহাদের হৃদয় হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাদের সিদ্ধিলাভ হয় না। আস্তিক্য হইতেই নিঃসংশয় সিদ্ধিলাভ হয়। দেবী এই আখ্যান শ্রবণ করিয়া নর্ম্মদাতীরবর্ত্তী পুণ্য পাপহর অনুত্তম দশাশ্বমেধিকতীর্থের বন্দনা করি-লেন। মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে রাজেন্দ্র! দশাশ্ব-মেধ সর্ব্বতীর্থোত্তম, সর্ব্বগুণোপেত ও মহাপাতক-নাশন; মহাভাগগণ এখানে স্নানার্থ আগমন করেন। এখানে পুণ্য হইতেও পরম পূততমা সরিদুত্তমা সরস্বতী বিদ্যমানা। ইহার নামোচ্চারণ মাত্রেই সর্ব্বপাপ বিমুক্ত হয়। মানবগণ এখানে স্নান মাত্রেই স্বর্গগমন করে, আর তনুত্যাগ করিলে তাহাদের পুনর্জন্ম হয় না। হে রাজন্! ব্রহ্মসম্ভূতা ব্রহ্মচারিণী সরস্বতী নিয়ত হইয়া দশাশ্ব-মেধে দেবেশের আরাধনা করিয়া পরম নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। সরস্বতী সংবৎসরসঞ্চিত কালুষ্য প্রক্ষালনার্থ আশ্বিন মাসে দশাশ্বমেধিকে আগমন করেন। ৩৮—৫৮। হে রাজন্! যাহারা এইদিনে উপবাসী হইয়া রজনীযোগে ত্রিপুরারির পূজা করে, তাহারা নিষ্পাপ হইয়া তৎপর দিবস শাশ্বতপদ প্রাপ্ত হয়। যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন,—সরস্বতী মহাপুণ নদী; বিশেষতঃ নদীর মধ্যে উত্তমা। তিনি কেন বৎসরান্তে দশাশ্বমেধিকে স্নানার্থ আগমন করেন? আর দশমী দিনে দশাশ্বমেধিকের আধিক্য কি? আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। মার্ক-ণ্ডেয় কহিলেন,—হে রাজন্! আশ্বিন মাসের দশমী তিথিতে দশাশ্বমেধিক প্রশস্ত আর ঐ দিনই পার্থিব তীর্থনিচয়ের মধ্যে দশাশ্বমিধিক অধিক বলিয়া নিশ্চিত হইয়াছে, সংশয় নাই। হে রাজন্! দশাশ্বমেধিকে দশমী নিত্যই শুভপ্রদা, বিশেষতঃ এখানে আশ্বিনমাসের শুক্লা দশমী মহাপাতক-নাশিনী। উপবাসপরায়ণ নর এই দশমী তিথিতে উপবাসী থাকিয়া এখানে স্নান ও দেবার্চ্চন করিবে এবং শ্রাদ্ধ করিয়া পরে যথাবিধ শিবপূজা করিবে। অনন্তর দশাশ্বমেধিকে স্নাতুকামা তত্রত্য দেবী সরস্বতীকে পূজা করিবে। পূজান্তে বলিবে—হে ব্রহ্মদেহসমুদ্ভবে দেবেশি! আপনাকে নমস্কার, নমস্কার; হে দেবি! আমার পাপক্ষয় করিয়া আমাকে সংসার হইতে উদ্ধার করুন। অনন্তর

প্রদক্ষিণা দত্ত্বা সূত্রেণ পরিবেষ্টয়েৎ। কপিলাং তু ততো বিপ্রে দদ্যাদ্বিগতমৎসরঃ॥ ৬২॥ সর্ব্বলক্ষণসম্পন্নাং সর্ব্বোপস্করসংযুতাম্। দত্ত্বা বিপ্রায় কপিলাং ন শোচতি কৃতাকৃতে॥ ৬৩॥ পশ্চাজ্জাগরণং কুর্য্যাদ্ঘৃতেনোজ্জ্বাল্য দীপকম্। পুরাণপঠনেনৈব নৃত্যগীতবিবাদনৈঃ॥ ৬৪॥ বেদোক্তৈশ্চৈব জাপ্যৈশ্চ পূজয়েচ্ছশিশেখরম্। প্রভাতে বিমলে পশ্চাৎস্নাত্বা বৈ নর্ম্মদাজলে॥ ৬৫॥ ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েদ্ভক্ত্যা শিবভক্তাংশ্চ যোগিনঃ। এবং কৃতে ততো রাজন্ সম্যক্ তীর্থফলং লভেৎ॥ ৬৬॥ তত্র তীর্থে তু যঃ স্নাত্বা পূজয়েচ্ছঙ্করং নরঃ। দশাশ্বমেধাবভৃথং লভতে পুণ্যমুত্তমম্॥ ৬৭॥ পূতাত্মা তেন পুণ্যেন রুদ্রলোকং স গচ্ছতি। আরূঢ়ঃ পরমং যানং কামগঞ্চ সুশোভনম্॥ ৬৮॥ তত্র দিব্যাপ্সরোভিশ্চ বাজ্যমানোঽথ চামরৈঃ। ক্রীড়তে সুচিরং কালং জয়শব্দাদিমঙ্গলৈঃ॥ ৬৯॥ ততো হ্যবতীর্ণঃ কালেন ইহ রাজা ভবেদ্ধ্রুবম্। হস্ত্যশ্বরথসম্পন্নো মহাভোগী পরন্তপঃ॥ ৭০॥ দশাশ্বমেধে যদ্দানং দীয়তে শিবযোগিনাম্। দশাশ্বমেধসদৃশং ভবেত্তন্নাত্র সংশয়ঃ॥ ৭১॥ সর্ব্বেষামেব যজ্ঞানামশ্বমেধো বিশিষ্যতে। দুর্লভঃ স্বল্পবিত্তানাং ভূরিশঃ পাপকর্ম্মণাম্॥ ৭২॥ তত্র তীর্থে তু রাজেন্দ্র দুর্লভোঽপি সুরাসুরৈঃ। প্রাপ্যতে স্নানদানেন ইত্যেবং শঙ্করোঽব্রবীৎ॥ ৭৩॥ অকামো বা সকামো বা মৃতস্তত্র নরেশ্বর। দেবত্বং প্রাপ্নুয়াৎ সোঽপি নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥ ৭৪॥ অগ্নিপ্রবেশং যঃ কুর্য্যাত্তত্র তীর্থে নরোত্তম। অগ্নিলোকে বসেত্তাবদ্যাবদাভূতসংপ্লবম্॥ ৭৫॥ জলপ্রবেশং যঃ কুর্য্যাত্তত্র তীর্থে নরাধিপ। ধ্যায়মানো মহাদেবং বারুণং লোকমাপ্নুয়াৎ॥ ৭৬॥ দশাশ্বমেধে যঃ কশ্চিচ্ছূরবৃত্ত্যা তনুং ত্যজেৎ। অক্ষয়া নু গতিস্তস্য ইত্যেবং শ্রুতিনোদনা॥ ৭৭॥ ন তাং গতিং যান্তি ভৃগুপ্রপাতিনো ন দণ্ডিনো নৈব চ সাঙ্খ্যযোগিনঃ। ধ্বজাকুলে দুন্দুভিশঙ্খনাদিতে ক্ষণেন যাং যান্তি মহাহবে মৃতাঃ॥ ৭৮॥ যত্র তত্র হতঃ শূরঃ শত্রুভিঃ পরিবেষ্টিতঃ। অক্ষয়ান্ লভতে লোকান্ যদি ক্লীবং ন ভাষতে॥৭৯॥ দশাশ্ব-

গন্ধ ধূপ দ্বারা তাঁহার পুনঃপুনঃ অর্চ্চনা করিয়া দশবার প্রদক্ষিণ ও সূত্র দ্বারা পরিবেষ্টন করিবে। তারপর বিমৎসর হইয়া দ্বিজকে সর্ব্বলক্ষণসম্পন্না ও সর্ব্ববিধ উপকরণযুক্তা কপিলা দান করিবে। এইরূপ কপিলা দানে কৃতীকে কৃতাকৃত কার্য্যের জন্য শোক করিতে হয় না। অনন্তর ঘৃতপ্রদীপ প্রজ্বালিত করিয়া রজনীজাগরণ করিবে, পুরাণ পাঠ ও নৃত্যগীতাদি দ্বারা নিশা অতিবাহিত করিবে এবং বেদোক্ত জাপ্য মন্ত্রনিচয় দ্বারা শশিশেখরের পূজা করিবে। তৎপর বিমল প্রভাতে নর্ম্মদানীরে অবগাহনপূর্ব্বক ভক্তি সহকারে শিবভক্ত যোগি-দ্বিজগণকে ভোজন করাইবে। হে রাজন্! এইরূপ করিলে তবেই সম্যক্ তীর্থফল লাভ হয়। যে নর এ তীর্থে স্নান করিয়া শঙ্করের পূজা করেন, তাঁহার দশাশ্বমেধের অবভৃতস্নান জন্য অনুত্তম পুণ্যপ্রাপ্তি ঘটে। আর সেই পূতাত্মা সেই পুণ্যপ্রভাবে সুশোভন পরম কামগ পুণ্য যানে আরোহণ করিয়া রুদ্রলোকে গমন করেন। সেখানে অপ্সরাগণ চামর দ্বারা তাঁহার বীজন করে, তিনি জয়শব্দাদি মঙ্গল ধ্বনি করত সুচির কাল রুদ্রলোকে ক্রীড়া করেন। অনন্তর কালক্রমে সংসারে অবতীর্ণ হইয়া তিনি হস্তী অশ্ব ও রথসম্পন্ন শত্রুতাপী মহাভোগী রাজা হন। যে মানব দশাশ্বমেধতীর্থে শিবযোগীদিগকে দান করে, তাহার নিঃসংশয় দশাশ্বমেধের সমান পুণ্য লাভ হয়। ৫৫—৭১। নিখিল যজ্ঞের মধ্যে অশ্বমেধ শ্রেষ্ঠ, অল্পবিত্ত কিংবা ভূরি দুরিতকারীর পক্ষে ইহা দুর্লভ। হে রাজেন্দ্র! শঙ্কর কহিয়াছেন,—সুরাসুরগণ স্নানদানাদি বহু পুণ্য অর্জ্জন করিয়াও এই তীর্থ অতি কষ্টে লাভ করিয়া থাকেন। হে নরেশ! অকামেই হউক আর কামনাবশেই হউক, মানব এই তীর্থে তনুত্যাগ করিয়া দেবত্বলাভ করে। এ বিষয়ে বিচারণা কর্ত্তব্য নহে। হে নরোত্তম! এখানে যে মানব অগ্নিপ্রবেশ করে, কল্পকাল পর্য্যন্ত তাহার অগ্নিলোকে বাস হয়। হে নরাধিপ! যে নর মহাদেবকে ধ্যান করিতে করিতে এ তীর্থে জলপ্রবেশ করে, তাহার বারুণলোক লাভ হয়। যে নর দশাশ্ব-মেধে শূরবৃত্তি দ্বারা জীবন বিসর্জ্জন করে, শ্রুতি বলেন,—কেন তাহার আত্মার গতি হইবে না? শূর নরগণ ধ্বজাকুল দুন্দুভিশঙ্খনাদিত মহাসমরে তনুত্যাগ করিয়া ক্ষণকালমধ্যে যে গতিলাভ করে, দণ্ডী, সাংখ্যযোগী কিংবা ভৃগুপ্রপাতীও তাদৃশ গতিলাভ করেন না। শূর যদি ভীরুতা প্রকাশ না করে, তবে শত্রুপরিবেষ্টিত হইয়া যেস্থানেই তনুত্যাগ করুক না কেন, তাহার অক্ষয়লোক লাভ হয়। যে মানব

মেধে সন্ন্যাসং যঃ করোতি বিধানতঃ। অনিবর্ত্তিকা গতিস্তস্য রুদ্রলোকাৎ কদাচন ॥ ৮০ ॥ দশাশ্বমেধে যৎপুণ্যং সংক্ষেপেণ যুধিষ্ঠির। কথিতং পরয়া ভক্ত্যা সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্ ॥ ৮১ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে দশাশ্বমেধতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নামাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৮০॥

একাশীতিত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি ভৃগুতীর্থস্য বিস্তরম্। যং শ্রুত্বা ব্রহ্মহা গোঘ্নো মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ ॥ ১ ॥ তত্র তীর্থে তু বিখ্যাতং বৃষখাতমিতি শ্রুতম্। ভৃগুণা তত্র রাজেন্দ্র তপস্তপ্তং পুরা কিল ॥ ২ ॥ যুধিষ্ঠির উবাচ। ভৃগুকচ্ছে স বিপ্রেন্দ্রো নিবসন্ কেন হেতুনা। তপস্তপ্ত্বা সুবিপুলং পরাং সিদ্ধিমুপাগতঃ ॥ ৩ ॥ কো বা বৃষ ইতি প্রোক্তস্তৎখাতং যেন খানিতম্। এতৎসর্ব্বং যথান্যায়ং কথয়স্ব মমানঘ ॥ ৪ ॥ শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। এষ প্রশ্নো মহারাজ যস্ত্বয়া পরিপৃচ্ছিতঃ। তৎসর্ব্বং কথয়িষ্যামি শৃণুষ্বৈকমনা নৃপ ॥ ৫ ॥ ষষ্ঠস্য ব্রহ্মণঃ পুত্রো মানসো ভৃগুসত্তমঃ। তপশ্চচার বিপুলং শ্রীবৃতে ক্ষেত্র উত্তমে ॥ ৬ ॥ দিব্যং বর্ষসহস্রং তু সংশুষ্কো মুনিসত্তমঃ। নিরাহারো নিরানন্দঃ কাষ্ঠপাষাণবৎ স্থিতঃ ॥ ৭ ॥ ততঃ কদাচিদ্দেবেশো বিমানবরমাস্থিতঃ। উময়া সহিতঃ শ্রীমাংস্তেন মার্গেণ চাগতঃ ॥ ৮ ॥ দৃষ্ট্বা তত্র মহাভাগং ভৃগুং বল্মীকবৎ স্থিতম্। উবাচ দেবী দেবেশং কিমিদং দৃশ্যতে প্রভো ॥ ৯ ॥ ঈশ্বর উবাচ। ভৃগুর্নাম মহাদেবি তপস্তপ্ত্বা সুদারুণম্। দিব্যং বর্ষসহস্রং তু মম ধ্যানপরায়ণঃ ॥ ১০ ॥ জলবিন্দুং কুশাগ্রেণ মাসে মাসে পিবেচ্চ সঃ। সংবৎসরশতং সাগ্রং তিষ্ঠতে চ বরাননে ॥ ১১ ॥ তচ্ছ্রুত্বা বচনং গৌরী ক্রোধসংবর্ত্তিতেক্ষণা। উবাচ দেবী দেবেশং শূলপাণিং মহেশ্বরম্ ॥ ১২ ॥ সত্যমুগ্রোঽসি লোকে ত্বং খ্যাপিতো বৃষভধ্বজ। নিষ্কারুণ্যো দুরারাধ্যঃ সর্ব্বভূতভয়ঙ্করঃ ॥ ১৩ ॥ দিব্যং বর্ষসহস্রং তু ধ্যায়মানস্য শঙ্করম্। ব্রাহ্মণস্য

দশাশ্বমেধে বিধিপূর্ব্বক সন্ন্যাস গ্রহণ করে, তাহার অনিবর্ত্তিকা গতি হয়, কদাচ সে রুদ্রলোক হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করে না। হে যুধিষ্ঠির! সংক্ষেপে তোমার নিকট দশাশ্বমেধের পুণ্যফল কথিত হইল, ইহা পরম ভক্তিপূর্ব্বক শ্রবণ করিলে অখিল পাপ বিনষ্ট হয়।৭২—৮১।

একাশীত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮১ ॥

দ্ব্যশীত্যধিক শততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—অনন্তর সবিস্তর ভৃগুতীর্থের প্রভাব বর্ণন করিতেছি, ইহা শ্রবণ করিয়া গোঘ্ন ও ব্রহ্মঘাতীও পাতকমুক্ত হয়। শুনা যায়—এখানে বিখ্যাত বৃষখাত বিদ্যমান; হে রাজেন্দ্র! পুরাকালে ভৃগু এই বৃষখাতে তপস্যা করিয়াছিলেন। যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভূদেববর ভৃগু কি নিমিত্ত ভৃগুকচ্ছে বাস করিয়াছিলেন! তিনি এখানে বিপুল তপস্যা করিয়া পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হন। যিনি এই খাত নির্ম্মাণ করেন, সেই বৃষই কে? হে অনঘ! এই সকল আমার নিকট যথান্যায় বর্ণন করুন। মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—মহারাজ! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছ, ইহার উত্তর করিতেছি, হে নৃপ! একমনা হইয়া শ্রবণ কর। ভৃগুসত্তম—ব্রহ্মার ষষ্ঠ মানস পুত্র, তিনি এই সমৃদ্ধ উত্তম ক্ষেত্রে বিপুল তপস্যা করেন। মুনিসত্তম ভৃগু দিব্য সহস্র বৎসর তপস্যা করেন। তপস্যাসময়ে তাঁহার আহার ছিল না, আনন্দানুভূতি ছিল না, তিনি কাষ্ঠ-পাষাণের ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়া অবস্থান করিতেন। অনন্তর একদা দেবেশ শ্রীমান্ শঙ্কর উমার সহিত বিমানবরে আরূঢ় হইয়া সেই পথে যাইতেছিলেন, দেবী তখন মহাভাগ ভৃগুকে বল্মীক মধ্যে অবস্থিত দেখিয়া দেবেশকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন,—প্রভো! এ কি দেখা যাইতেছে। ঈশ্বর উত্তর করিলেন,—মহাদেবি! মহাভাগ ভৃগু দিব্য সহস্র বৎসর সুদারুণ তপস্যা করিয়া সম্প্রতি আমাতে ধ্যানপরায়ণ হইয়া রহিয়াছেন। বরাননে! ইনি মাসে মাসে কুশাগ্রে করিয়া বারিবিন্দুমাত্র পান করেন, এই ভাবে ইঁহার কিঞ্চিদধিক শতবৎসর অতিবাহিত হইয়াছে।১—১১। গৌরী হরের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন, রোষে তাঁহার নয়ন বিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। তিনি শূলপাণি দেবেশ মহেশকে কহিলেন,—বৃষভধ্বজ! সত্য সত্যই আপনি লোকে বিখ্যাত উগ্রকর্ম্মা; আপনার কারুণ্য নাই, আপনি দুরারাধ্য ও সর্ব্বভূতভয়ঙ্কর। ঐ ব্রাহ্মণ দিব্য সহস্র বৎসর আপনাতে ধ্যান-নিবিষ্ট

বরং কস্মান্ন প্রযচ্ছসি শংস মে ॥ ১৪ ॥ এবমুক্তোঽথ দেবেশঃ প্রহস্য গিরিনন্দিনীম্। উবাচ নরশার্দ্দূল মেঘগম্ভীরয়া গিরা ॥ ১৫ ॥ স্ত্রী বিনশ্যতি গর্ব্বেণ তপঃ ক্রোধেন নশ্যতি। গাবো দূরপ্রচারেণ শূদ্রান্নেন দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ১৬ ॥ ক্রোধান্বিতো দ্বিজো গৌরি তেন সিদ্ধির্ন বিদ্যতে। বর্ষাযুতৈস্তথা লক্ষৈর্ন কিঞ্চিৎ কারণং প্রিয়ে ॥ ১৭ ॥ এবম্ভূতস্য তস্যাপি ক্রোধস্য চরিতং মহৎ। এবমুক্ত্বা ততঃ শম্ভুর্বৃষং দধ্যৌ চ তৎক্ষণে ॥ ১৮ ॥ বৃষো হি ভগবান্ ব্রহ্মা বৃষরূপী মহেশ্বরঃ। ধ্যানপ্রাপ্তঃ ক্ষণাদেব গর্জ্জয়ন্ বৈ মুহুর্মুহুঃ ॥ ১৯ ॥ কিং করোমি সুরশ্রেষ্ঠ ধ্যাতঃ কেনৈব হেতুনা। করোমি কস্য নিধনমকালে পরমেশ্বর ॥ ২০ ॥ ঈশ্বর উবাচ। কোপয়স্ব দ্বিজশ্রেষ্ঠং গত্বা ত্বং ভৃগুসত্তমম্। যেন মে শ্রদ্দধত্যেষা গৌরী লোকৈকসুন্দরী ॥ ২১ ॥ এতচ্ছ্রুত্বা বৃষো গত্বা ধর্ষণার্থং দ্বিজোত্তমম্। নর্ম্মদায়াস্তটে রম্যে সমীপে চাশ্রমে ভৃগোঃ ॥ ২২ ॥ তত্র শৃঙ্গৈর্গৃহীত্বা তু প্রক্ষিপ্তো নর্ম্মদাজলে। ততঃ ক্রুদ্ধো ভৃগুস্তত্র দণ্ডহস্তো মহামুনিঃ ॥ ২৩ ॥ পশুবত্ত্বে বধিষ্যামি দণ্ডঘাতেন মস্তকে। শিখাযজ্ঞোপবীতে চ পরিধানং বরাসনে ॥ ২৪ ॥ সুসংবৃতং কৃতং তেন ধাবন্ বৈ পৃষ্ঠতোঽব্রবীৎ ॥ ২৫ ॥ ভৃগুরুবাচ। পাপকর্ম্মন্ দুরাচার কথং যাস্যসি মে বৃষ। অবমানং সমুৎপাদ্য কৃত্বা গর্ত্তং খুরৈস্তথা ॥ ২৬ ॥ গর্জ্জয়িত্বা মহানাদং ততো বিপ্রমপাতয়ৎ। আত্মানং পতিতং জ্ঞাত্বা বৃষেণ পরমেষ্ঠিনা ॥ ২৭ ॥ ভৃগুঃ ক্রোধেন জজ্বাল হুতাহুতিরিবানলঃ। করে গৃহ্য মহাদণ্ডং ব্রহ্মদণ্ডমিবাপরম্ ॥ ২৮ ॥ হন্তুকামো বৃষং বিপ্রোঽভ্যধাবত যুধিষ্ঠির। ধাবমানং ততো দৃষ্ট্বা স বৃষঃ পূর্ব্বসাগরে ॥ ২৯ ॥ জম্বুদ্বীপং কুশং ক্রৌঞ্চং শাল্মলিং শাকমেব চ। গোমেদং পুষ্করং প্রাপ্তঃ পূর্ব্বতো দক্ষিণাপথম্ ॥ ৩০ ॥ উত্তরং পশ্চিমং চৈব দ্বীপাদ্দ্বীপং নরেশ্বর। পাতালং সুতলং পশ্চা-

তথাপি আপনি তুষ্ট নহেন; এক্ষণে বলুন, কেন আপনি ইঁহাকে বর দিতেছেন না! হে নরশার্দ্দূল! দেবেশ শঙ্কর এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া হাস্য করত মেঘগম্ভীর বাক্যে গিরিনন্দিনীর কথায় উত্তর করিলেন। তিনি বলিলেন,—নারী গর্ব্বে বিনষ্ট হয়, তপস্যা ক্রোধে বিফল হইয়া থাকে, দূরদূরান্তর পর্য্যটনে গোগণের এবং শূদ্রান্নে দ্বিজসত্তমগণের প্রভূত অবসাদ ঘটিয়া থাকে। গৌরি! এই ব্রাহ্মণ ক্রোধান্বিত, তাই ইহার তপস্যায় সিদ্ধিলাভ হইতেছে না। প্রিয়ে! ইহার তপঃসিদ্ধির এই এক মাত্র অন্তরায়, এ বিষয়ে অন্য কোন কারণ নাই। বলিব কি, অযুত কিংবা লক্ষবর্ষ তপস্যায়ও ইহার সিদ্ধিলাভ হইবে না। এই তপস্বী ভৃগুর কোপচরিত্র অতি মহৎ। অনন্তর শম্ভু দেবীকে এইরূপ কহিয়া তৎক্ষণাৎ বৃষকে স্মরণ করিলেন, স্মৃতমাত্র বৃষরূপী ভগবান্ মহেশ্বর ব্রহ্মা মহুর্মুহু গর্জ্জন করিতে করিতে সেই মুহূর্ত্তেই শঙ্করসমীপে উপনীত হইলেন। বলিলেন, সুরসত্তম! কি জন্য আমাকে চিন্তা করিয়াছেন, আমি আপনার কোন্ কার্য্য সাধন করিব? পরমেশ! বলুন, অকালে কাহার নিধন সাধন করিব? ঈশ্বর কহিলেন,—ত্রিলোকৈকসুন্দরী গৌরীর বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য তুমি দ্বিজসত্তম ভৃগুর নিকট গমন করিয়া তাহার ক্রোধউৎপাদন কর। দেবেশের আদেশশ্রবণে বৃষ দ্বিজসত্তম ভৃগুর ধর্ষণার্থ নর্ম্মদাতটের সমীপদেশে তদীয় রম্য আশ্রমে উপনীত হইল এবং শৃঙ্গদ্বারা তাঁহাকে ধারণপূর্ব্বক নর্ম্মদানীরে নিক্ষেপ করিল। অনন্তর মহামুনি ভৃগু ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি হস্তে দণ্ডধারণপূর্ব্বক বলিলেন,—তোর মস্তকে এই দণ্ড দ্বারা আঘাত করিয়া পশুর ন্যায় তোকে নিহত করিব। অনন্তর তিনি শিখা, যজ্ঞোপবীত, বসন ও উত্তরীয় সুসংবৃত করিয়া বৃষের পশ্চাৎ ধাবন করত বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিতে লাগিলেন। ১২—২৫। ভৃগু বলিলেন,—রে পাপকর্ম্মা দুরাচার বৃষ! আমাকে অপমানিত করিয়া খুরদ্বারা আমার আশ্রমে গর্ত্ত সমুৎপাদিত করত তুই কোথায় যাইতেছিস্! তুই মহানাদে গর্জ্জন করিয়া ব্রাহ্মণকে পাতিত করিয়াছিস্। আমি বুঝিয়াছি—তুই পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা, বৃষরূপ ধারণপূর্ব্বক আমাকে পাতিত করিয়াছিস্! হে যুধিষ্ঠির! ভৃগু ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন, হুতাশনে আহুতি প্রদত্ত হইলে তাহা যেমন প্রজ্বলিত হয়, ভৃগুর নয়ন তদ্রূপ প্রদীপ্ত হইল, তিনি করদ্বারা দ্বিতীয় ব্রহ্মদণ্ডের ন্যায় দণ্ডগ্রহণ পূর্ব্বক বৃষের বধসাধনার্থ তাহার পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। দ্বিজকে তাহার পশ্চাৎ ধাবিত হইতে দেখিয়া বৃষ পূর্ব্বসাগরে প্রয়াণ করিল, তথা হইতে ক্রমে জম্বুদ্বীপ, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাল্মলী, শাক, গোমেদ ও পুষ্কর দ্বীপ অতিক্রম করিয়া পূর্ব্বদেশ হইতে দক্ষিণাপথে প্রবেশ করিল। হে নরেশ! বৃ

বিতলঞ্চ তলাতলম্ ।৩১। তামিস্রমন্ধতামিস্রং পাতালং সপ্তমং যযৌ। ততো জগাম ভূর্লোকং প্রাণার্থী স বৃষোত্তমঃ ॥ ৩২ ॥ ভুবঃ স্বশ্চৈব চ মহস্তপঃ সত্যং জনস্তথা। অনুগম্যমানো বিপ্রেণ ন শর্ম্ম লভতে কচিৎ ॥ ৩৩ ॥ পাপং কৃত্বৈব পুরুষঃ কামক্রোধবলার্দ্দিতঃ। ততো জগাম শরণং ব্রহ্মাণং বিষ্ণুমেব চ ॥ ৩৪ ॥ ইন্দ্রং চন্দ্রং তথাদিত্যৈর্যাম্যবারুণমারুতৈঃ। যদা সর্ব্বৈঃ পরিত্যক্তো লোকালোকৈঃ সুরেশ্বরৈঃ ॥ ৩৫ ॥ তদা দেবং নমস্কৃত্বা রক্ষ রক্ষেত্যব্রবীৎ। বধ্যমানং মহাদেবো ভৃগুণা পরমেষ্ঠিনা ॥ ৩৬ ॥ সর্ব্বলোকৈঃ পরিত্যক্তমনাথমিব তং প্রভো। দৃষ্ট্বা শ্রান্তং বৃষং দেবঃ পতিতং চরণাগ্রতঃ ॥ ৩৭ ॥ ততঃ প্রোবাচ ভগবান্ স্মিতপূর্ব্বমিদং বচঃ ॥ ৩৮ ॥ ঈশ্বর উবাচ। পশ্য দেবি মহাভাগে শমং বিপ্রস্য সুন্দরি ॥ ৩৯ ॥ পার্ব্বত্যুবাচ। যাবদ্বিপ্রো ন চাস্মাকং কুপ্যতে পরমেশ্বর। তাবদ্বরং প্রযচ্ছাশু যদি চেচ্ছসি মৎপ্রিয়ম্ ॥ ৪০ ॥ ততো ভস্মী জটী শূলী চন্দ্রার্দ্ধকৃতশেখরঃ। উমার্দ্ধদেহো ভগবান্ ভূত্বা বিপ্রমুবাচ হ ॥ ৪১ ॥ ভোভো দ্বিজবরশ্রেষ্ঠ ক্রোধস্তে ন শমং গতঃ। যস্মাত্তস্মাদিদং তাত ক্রোধস্থানং ভবিষ্যতি ॥ ৪২ ॥ ততো দৃষ্ট্বা চ তং শম্ভুং ভৃগুঃ শ্রেষ্ঠং ত্রিলোচনম্। জানুভ্যামবনিং গত্বা ইদং স্তোত্রমুদৈরয়ৎ ॥ ৪৩ ॥ ভৃগুরুবাচ। প্রণিপত্য ভূতনাথং ভবোদ্ভবং ভূতিদং ভয়াতীতম্। ভবভীতো ভুবনপতে বিজ্ঞপ্তুং কিঞ্চিদিচ্ছামি ॥ ৪৪ ॥ ত্বদ্গুণনিকরান্ বক্তুং কা শক্তির্মানুষস্যাস্য। বাসুকিরপি ন তাবদ্বক্তুং বদনসহস্রং ভবেদ্ যস্য ॥৪৫॥ ভক্ত্যা তথাপি শঙ্কর শশিধর করজালধবলিতাশেষ। স্তুতিমুখরস্য মহেশ্বর প্রসীদ তব চরণনিরতস্য ॥ ৪৬ ॥ সত্ত্বং রজস্তমস্ত্বং স্থিত্যুৎপত্তিবিনাশনং দেব।

উত্তর পশ্চিমে দ্বীপ হইতে দ্বীপান্তরে প্রবেশ করিল, কিন্তু দ্বিজ নিবৃত্ত নহেন, তিনিও বৃষের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। অনন্তর বৃষোত্তম পাতাল, সুতল, বিতল, তলাতল, তামিস্র, অন্ধতামিস্র প্রভৃতি সপ্ত পাতাল পরিভ্রমণ করিয়া প্রাণরক্ষার্থ ভূর্লোকে উপনীত হইল; তথা হইতে ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, তপ, সত্য ও জনলোকে গমন করিল। তথাপি বিপ্র বিরত নহেন, তিনিও বৃষের পশ্চাৎ ধাবিত, বৃষ কাম-ক্রোধ কর্ত্তৃক বলপূর্ব্বক নিগৃহীত, পাপকর্ম্মা পুরুষের ন্যায় কোথাও গিয়া শান্তিলাভ করিল না। অনন্তর একে একে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, চন্দ্র, আদিত্য, যম, বরুণ ও মারুত প্রভৃতি সুরগণের শরণ লইল; কিন্তু কেহই তাহাকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন না, সকলেই তাহাকে পরিত্যাগ করিলেন। অতঃপর লোকালোক সুরাসুরগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত বৃষ সর্ব্বশেষে দেবেশ শঙ্করকে প্রণাম করিয়া প্রভো! রক্ষা করুন, রক্ষা করুন বলিতে বলিতে তাঁহার চরণপ্রান্তে পতিত হইল। মহাদেব দেখিলেন,—বৃষ পরমেষ্ঠী ভৃগু কর্ত্তৃক বধ্যমান হইতেছে, এদিকে অখিল লোক তাহাকে পরিত্যাগ করায় সে অনাথের ন্যায় হইয়াছে। তখন ভগবান্ শঙ্কর শঙ্করীকে লক্ষ্য করিয়া ঈষৎ হাস্যসহকারে কহিতে লাগিলেন। ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি! হে সুন্দরি মহাভাগে! বিপ্রের শমতা দর্শন কর! পার্ব্বতী কহিলেন,—মহেশ! যাহাই হউক, যদি আমার প্রিয় করিতে আপনার অভিলাষ থাকে, তবে যে পর্য্যন্ত না দ্বিজ আমাদের প্রতি কুপিত হন, তাবৎকাল মধ্যে ইহাঁকে সত্বর বরদান করুন।২৮ ৪০। অনন্তর ভস্মী জটী শূলী চন্দ্রার্দ্ধমৌলি উমার্দ্ধদেহী ভগবান্ শম্ভু ভৃগুর নিকট আবির্ভূত হইয়া বলিলেন,—ওহে দ্বিজবর! এখনও তোমার রোষসাম্য হইল না? অতএব হে তাত! এইস্থান ক্রোধস্থান নামে অভিহিত হইবে। অনন্তর ভৃগু সুরসত্তম শম্ভু ত্রিলোচনকে অবলোকন করিয়া জানুদ্বয় ভূমিতে পাতিত করিয়া বক্ষ্যমাণ বাক্যে স্তব করিতে লাগিলেন। ভৃগু বলিলেন,—আমি ভবভীত, হে ভূতপতে! আপনি ভবোদ্ভব, ভূতাদ, ভয়াতীত ও ভূতনাথ; সম্প্রতি আমি আপনাকে কিঞ্চিৎ নিবেদন করিতে অভিলাষ করি। কিন্তু আমি মানুষ, বাসুকিও সহস্র বদন দ্বারা যাঁহার গুণকীর্ত্তন নহে, আমার এমন কি শক্তি আছে যে, তাঁহার গুণনিকর কীর্ত্তন করি। তথাপি হে শশিশেখর শঙ্কর! আমার ভক্তিই আমাকে এই দুরূহ ব্যাপারে প্ররোচিত করিতেছে। হে মহেশ! আপনার কিরণজালে অশেষ দিঙ্মণ্ডল ধবলিত, আমি কেবল আপনার চরণনিরত বলিয়াই আপনার স্তুতিগীতিকায় মুখরিত হইয়াছি, আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। দেব! আপনি সত্ত্ব, রজঃ ও তমোরূপে এই জগতের পালন, সৃজন ও সংহার করিয়া থাকেন; হে

ভবভীতো ভুবনপতে ভুবনেশ শরণনিরতস্য ॥৪৭॥ যমনিয়মযজ্ঞদানং বেদাভ্যাসশ্চ ধারণাযোগঃ। ত্বদ্ভক্তেঃ সর্ব্বমিদং নার্হন্তি বৈ কলাসহস্রাংশম্ ॥ ৪৮ ॥ উৎকৃষ্টরসরসায়নখড়্গাঞ্জনবিবরপাদুকাসিদ্ধিঃ। চিহ্নং হি তব নতানাং দৃশ্যত ইহ জন্মনি প্রকটম্ ॥ ৪৯ ॥ শাঠ্যেন যদি প্রণমতি বিতরসি তস্যাপি ভূতিমিচ্ছয়া দেব। ভবতি ভবচ্ছেদকরী ভক্তি-র্মোক্ষায় নির্ম্মিতা নাথ ॥ ৫০ ॥ পরদারপরস্বরতং পরপরিভবদুঃখশোকসন্তপ্তম্। পরবদনবীক্ষণপরং পরমেশ্বর মাং পরিত্রাহি ॥ ৫১ ॥ অধিকাভিমানমুদিতং ক্ষণভঙ্গুরবিভববিলসন্তম্। ক্রূরং কুপথাভিমুখং শঙ্কর শরণাগতং পরিত্রাহি ॥ ৫২ ॥ দীনং দ্বিজং বরার্থে বন্ধুজনে নৈব পূরিতা হ্যাশা। ছিন্ধি মহেশ্বর তৃষ্ণাং কিং মূঢ়ং মাং বিড়ম্বয়সি ॥ ৫৩ ॥ তৃষ্ণাং হরস্ব শীঘ্রং লক্ষ্মীং দদ হৃদয়বাসিনীং নিত্যম্। ছিন্ধি মদমোহপাশং মামুদ্ধারয় ভবাচ্চ দেবেশ ॥ ৫৪ ॥ করুণাভ্যুদয়ং নাম স্তোত্রমিদং সর্ব্বসিদ্ধিদং দিব্যম্। যঃ পঠতি ভৃগুং স্মরতি চ শিবলোকমসৌ প্রয়াতি দেহান্তে ॥ ৫৫ ॥ এতচ্ছ্রুত্বা মহাদেবঃ স্তোত্রঞ্চ ভৃগুভাষিতম্। উবাচ বরদোঽস্মীতি দেব্যা সহ বরোত্তমম্ ॥ ৫৬ ॥ ভৃগুরুবাচ। প্রসন্নো দেবদেবেশ যদি দেয়ো বরো মম। সিদ্ধিক্ষেত্রমিদং সর্ব্বং ভবিতা মম নামতঃ ॥ ৫৭ ॥ ভবদ্ভিঃ সন্নিধানেন স্থাতব্যং হি সহোময়া। দেবক্ষেত্রমিদং পুণ্যং যেন সর্ব্বং ভবিষ্যতি ॥ ৫৮ ॥ অত্র স্থানে মহাস্থানং করোমি জগদীশ্বর। তব প্রসাদাদ্দেবেশ পূর্য্যন্তাং মে মনোরথাঃ ॥ ৫৯ ॥ ঈশ্বর উবাচ। শ্রিয়া কৃতমিদং পূর্ব্বং কিং ন জ্ঞাতং ত্বয়া দ্বিজ। অনুমান্য শ্রিয়ং দেবীং যদীয়ং মন্যতে ভবান্ ॥ ৬০ ॥ কুরুষ্ব যদভিপ্রেতং ত্বৎকৃতং ন তদন্যথা। এবমুক্ত্বা গতে দেবে স্নাত্বা গত্বা ভৃগুঃ শ্রিয়ম্ ॥ ৬১ ॥ কৃত্বা চ পারণং তত্র বসন্ বিপ্রস্তয়া সহ। শ্রিয়া চ সহিতঃ কাল ইদং বচনমব্রবীৎ ॥

ভুবনবিভো ভুবনেশ! আমি ভবভীত হইয়া আপনার শরণনিরত হইয়াছি। যম, নিয়ম, যজ্ঞ, দান, বেদাভ্যাস ও ধারণযোগ এসকল আপনার ভক্তির ষোড়শাংশের একাংশযোগ্যও নহে। এ সংসারে যাহারা আপনার প্রতি প্রণত, তাহাদের উত্তম রস রসায়ন খড়্গ অঞ্জন বিবর ও পাদুকাসিদ্ধি প্রভৃতি চিহ্ননিচয় প্রকট পরিদৃষ্ট হয়। দেব শঠতা সহকারেও যদি কেহ আপনাকে প্রণাম করে, তথাপি আপনি তাহার প্রতি যথেচ্ছ বিভূতি বিতরণ করেন; আর হে নাথ! আপনি তাহার মোক্ষের জন্য আপনার প্রতি তাহার ভবচ্ছেদকরী ভক্তির সৃষ্টি করিয়া দেন। হে পরমেশ! আমি পরদারপরায়ণ, পরস্বরত, পরিভবদুঃখে শোককাতর ও পরমুখাপেক্ষী; আমাকে পরিত্রাণ করুন। শঙ্কর! আমি প্রভূত অভিমানে মদান্বিত, ক্ষণভঙ্গুর বিভবে আমার চিত্ত বিলসিত এবং আমি ক্রূর ও কুপথাভিমুখ, আমি আপনার শরণাপন্ন, আমাকে পরিত্রাণ করুন। আমি দীন দ্বিজ, বন্ধুজনে আমার আশা পুরিত হয় নাই, এখানে আমি বরার্থী; হে মহেশ্বর! আমার তৃষ্ণা ছিন্ন করুন, আমি মূঢ় আমাকে কেন বিড়ম্বিত করিতেছেন? দেবেশ! শীঘ্র আমার তৃষ্ণা হরণ করুন, কমলাকে নিত্য আমার হৃদয়বাসিনী করিয়া দিউন, আমার মদমোহপাশ ছিন্ন এবং আমাকে সংসার হইতে উদ্ধার করুন; আর এই স্তোত্রের নাম করুণাভ্যুদয় হউক, এই দিব্যস্তুতি সর্ব্বসিদ্ধি দান করুক। যে মানব এই স্তব পাঠ বা ভৃগুকে স্মরণ করিবে, দেহান্তে সে শিবলোকে গমন করুক।৪১-৫০। অনন্তর সহোম মহাদেব ভৃগুভাষিত এই স্তোত্রগীত শ্রবণ করিয়া বলিলেন—আমরা আপনাকে বরদানার্থ এখানে আসিয়াছি, অতএব উত্তম বর প্রার্থনা করুন। ভৃগু বলিলেন,—হে দেবদেবেশ! যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন আর যদি আমাকে বর দান করেন, তবে আমার নামে এই সকল স্থান সিদ্ধিক্ষেত্র নামে প্রসিদ্ধ হউক। আর আপনি উমার সহিত এই স্থানে অবস্থান করুন। অধিক কি, এই দেবক্ষেত্রের সমস্ত স্থানই পুণ্যময় হউক। হে জগদীশ্বর! আমি এই স্থানকে মহাস্থান করিব, হে দেবেশ! আপনার প্রসাদে আমার আশা পূর্ণ হউক। ঈশ্বর কহিলেন,—হে দ্বিজ! আপনি কি জানেন না যে, পুরাকালে কমলা এই ক্ষেত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন, ইহা লক্ষ্মীর ক্ষেত্র; অতএব তাঁহার নিকট হইতে অনুমতি লইয়া যাহা কর্ত্তব্য করুন। আপনার যেরূপ অভিলাষ, তাহাই করুন, আপনি যাহা করিবেন, তাহার অন্যথা হইবে না। দেবদেব এইরূপ বলিয়া চলিয়া

৬২। ভৃগুরুবাচ। যদি তে রোচতে ভদ্রে দুঃখাসীনস্ত তে যদি। ত্বয়া বৃতে মহাক্ষেত্রে স্বীয়ং স্থানং করোম্যহম্। ৬৩। শ্রীরুবাচ। মম নাম্না তু বিপ্রর্ষে তব নাম্না তু শোভনম্। স্থানং কুরুষ্বাভিপ্রেতমবিরোধেন মে মতিঃ। ৬৪। ভৃগুরুবাচ। কচ্ছপাধিষ্ঠিতং হ্যেতত্তস্য পৃষ্ঠগং রমে। সমন্ত্র্য সহিতং তেন শোভনং ভবতী কুরু। ৬৫।

ইতি শ্রীস্কান্দে ভৃগুকচ্ছোৎপত্তিবর্ণনং নামৈকাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ। ১৮১।

দ্ব্যশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। ততো ভৃগুঃ শ্রিয়া চৈব সমেতঃ কচ্ছপং গতঃ। অভিনন্দ্য যথান্যায়মুবাচ বচনং শুভম্। ১। ত্বয়া ধৃতা ধরা সর্ব্বা তথা লোকাশ্চরাচরাঃ। তথৈব পুণ্যভাবত্বাৎ স্থিতস্তত্র মহামতে। ২। চাতুর্ব্বিদ্যস্য সংস্থানং করোমি রময়া সহ। যদি ত্বং মন্যসে দেব তদাদেশয় মাং বিভো। ৩। কূর্ম্ম উবাচ। এবমেব দ্বিজশ্রেষ্ঠ মম নামাঙ্কিতং পুরম্। ভবিষ্যতি মহৎকালং মমোপরি সুসংস্থিতম্। ৪। অচলং সুস্থিরং তাত ন ভীঃ কার্য্যা সুলোচনে। এতচ্ছ্রুত্বা শুভং বাক্যং কচ্ছপস্য মৃগাচ্যুতম্। ৫। হৃষ্টস্তুষ্টঃ শ্রিয়া সার্দ্ধং পদ্মযোনিসুতো ভৃগুঃ। অভীচি উদয়ে প্রাপ্তে কৃতকৌতুকমঙ্গলঃ। ৬। নন্দনে বৎসরে মাঘে পঞ্চম্যাং ভরতর্ষভ। শস্তে তু ত্বাত্তরাযোগে কুম্ভস্থে শশিমণ্ডলে। ৭। রেবায়া উত্তরে তীরে গভীরে চাতিবারুণি। প্রাগুদক্প্রবণে দেশে কোটিতীর্থসমন্বিতম্। ৮। ক্রোশপ্রমাণং তৎক্ষেত্রং প্রাসাদশতসঙ্কুলম্। অচিরেণৈব কালেন তপোবলসমন্বিতঃ। বিচিন্ত্য বিশ্বকর্ম্মাণং চকার ভৃগু-

---

গেলেন, ভৃগুও লক্ষ্মীর সমীপে গমন করিয়া স্নান পারণাদি করত তাঁহার সহিত বাস করিতে লাগিলেন। অনন্তর কিয়ৎকাল পরে ভৃগু সময় বুঝিয়া লক্ষ্মীকে বলিতে লাগিলেন। ভৃগু বলিলেন,—ভদ্রে! আমি দুঃখদশায় উপনীত হইয়াছি, যদি আপনার রুচি হয়, তবে আমার দুঃখ দূর করুন। এই মহাক্ষেত্রে সর্ব্বত্রই আপনার অধিষ্ঠান, আমি এখানে কিঞ্চিৎ স্থান আমার নিজস্ব করিতে অভিলাষ করি। রমা কহিলেন,—বিপ্রর্ষে! এইস্থান আমার নামে প্রসিদ্ধ; এক্ষণে ইহা আপনার নামসম্পর্কে সমধিক শোভিত হউক, আপনি এখানে অভীষ্ট স্থান নির্ম্মাণ করুন, ইহাতে আমার মতবিরোধ হইবে না। ভৃগু বলিলেন,—রমে! আপনার এইস্থান কচ্ছপের পৃষ্ঠে অধিষ্ঠিত; আপনি সেই কচ্ছপের সহিত মন্ত্রণা করিয়া যেরূপ করিলে ভাল হয় করুন। ৫৬—৬৫।

একাশীত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৮১।

দ্ব্যশীত্যধিক শততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—অনন্তর ভৃগু রমাকে সঙ্গে লইয়া কচ্ছপের সমীপে গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে যথান্যায়ে অভিনন্দিত করত নিম্নলিখিত শুভবাক্যে বলিলেন;—মহামতে! আপনি ধরা ধারণ করিয়াছেন, চরাচর অখিল লোক আপনার উপরই প্রতিষ্ঠিত; আপনি আপনার পুণ্যবলেই স্থিরভাবে অবস্থিত হইয়া এই সকল বহন করিতেছেন, দেব! আমি রমার সাহায্যে এইস্থানে চাতুর্ব্বিদ্য সংস্থান করিতে ইচ্ছুক, প্রভো! যদি আপনার মনোনীত হয়, তবে আমার প্রতি আদেশ প্রদান করুন। কূর্ম্ম কহিলেন,—হে বিপ্রবর! তাহাই হউক, মদীয় নামাঙ্কিত এই পুর আমার উপরে বহুকাল পর্য্যন্ত সুসংস্থিত থাকিবে। হে তাত! এই স্থানে অচল সুস্থির থাকিবে। অনন্তর কূর্ম্ম লক্ষ্মীকেও সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন,—সুলোচনে! এবিষয়ে ভয় করিও না। ব্রহ্মনন্দন ভৃগু কচ্ছপমুখনিসৃত এই শুভাবহ বাক্য শ্রবণ করিয়া রমার সহিত হৃষ্ট তুষ্ট হইলেন। হে ভরতর্ষভ! সূর্য্য পূর্ব্বদিকে সমুদিত হইলে ভৃগু কৌতুকমঙ্গলাদি করত রেবার উত্তর তীরে স্বীয় অভীষ্ট ক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠা করিলেন। নন্দন বৎসরে প্রশস্ত উত্তরায়ণে মাঘপঞ্চমীদিনে এই ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত হয় তখন শশিমণ্ডল কুম্ভরাশিতে অবস্থিত ছিল, এই মনোজ্ঞক্ষেত্রের গাম্ভীর্য্য নিরতিশয়, ইহা প্রাগুদক্ প্রবণ স্থানে অবস্থিত এবং এ ক্ষেত্র কোটিতীর্থ-সমন্বিত। এ ক্ষেত্রের পরিমাণ এক ক্রোশ ও এই ক্রোশমাত্র ক্ষেত্র শত শত প্রাসাদসঙ্কুল। ভৃগুসত্তম তপোবলে বলীয়ান্ ছিলেন। তিনি বিশ্বকর্ম্মাকে স্মরণ করিবামাত্র অচির

সপ্তমঃ ॥ ৯ ॥ ব্রাহ্মণা বেদবিদ্বাংসঃ ক্ষত্রিয়া রাজ্যপালকাঃ। বৈশ্যা বৃত্তিরতাস্তত্র শূদ্রাঃ শুশ্রূষকাস্ত্রিষু ॥ ১০ ॥ এবং শ্রিয়া কৃতং ক্ষেত্রং পরমানন্দনন্দিতম্। নির্ম্মিতং ভৃগুণা তাত সর্ব্বপাতকনাশনম্ ॥ ১১ ॥ মার্কণ্ডেয় উবাচ। ততঃ কালেন মহতা কস্মিংশ্চিৎকারণান্তরে। দেবলোকং জগামাশু লক্ষ্মীঋষিসমাগমে ॥ ১২ ॥ সমর্প্য কুক্ষিকাট্টালং ভৃগবে ব্রহ্মবাদিনে। পালয়স্ব যথার্থং বৈ স্থানকং মম সুব্রত ॥ ১৩ ॥ দেবকার্য্যাণ্যশেষাণি কৃত্বা শ্রীঃ পুনরাগতা। আজগাম রমা দেবী ভৃগুকচ্ছং ত্বরান্বিতা ॥ ১৪ ॥ প্রার্থিতং কুক্ষিকাট্টালং স্বগৃহং সপরিগ্রহম্। ভৃগুর্যদা তদা পার্থ মিথ্যা নাস্তি তদাবদৎ ॥ ১৫ ॥ এবং বিবাদঃ সুমহান্ সঞ্জাতশ্চ নরেশ্বর। মমেতি মম নৈবেতি পরস্পরসমাগমে ॥ ১৬ ॥ ততঃ কালেন মহতা ভৃগুণা পরমর্ষিণা। চাতুর্ব্বিদ্যপ্রমাণার্থং চকার মহতীং স্থিতিম্ ॥ ১৭ ॥ অস্মদীয়ং যথা সর্ব্বং নগরং মৃগলোচনে। চাতুর্ব্বিদ্যা দ্বিজাঃ সর্ব্বে তথা জানন্তি সুন্দরি ॥ ১৮ ॥ শ্রীরুবাচ। প্রমাণং মম বিপ্রেন্দ্র চাতুর্ব্বিদ্যা ন সংশয়ঃ। মদীয়ং বা ত্বদীয়ং বা কথয়ন্তু দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ১৯ ॥ ততঃ সমস্তৈর্ব্বিবুধৈঃ সম্প্রধার্য্য পরস্পরম্। দ্বিধা তৈর্ব্বাকৃস্থলং দৃষ্ট্বা ব্রাহ্মণা নৃপসংহিতম্ ॥ ২০ ॥ অষ্টাদশসহস্রাণি নোচুর্বৈ কিঞ্চিদুত্তরম্। অষ্টাদশসহস্রেষু ভৃগুকোপভয়ান্নৃপ। উক্তং চ তালকং হস্তে যস্য তস্যেদমুত্তরম্ ॥ ২১ ॥ এতচ্ছ্রুত্বা তু সা দেবী নিগমং নৈগমৈঃ কৃতম্। ক্রোধেন মহতাবিষ্টা শশাপ দ্বিজপুঙ্গবান্ ॥ ২২ ॥ শ্রীদেব্যুবাচ। যস্মাৎসত্যং সমুৎসৃজ্য লোভোপহতমানসৈঃ। মদীয়ং লোপিতং স্থানং তস্মাচ্ছৃণ্বন্তু মে গিরম্ ॥ ২৩ ॥ ত্রিপৌরুষী ভবেদ্বিদ্যা ত্রিপুরুষং ন ভবেদ্ধনম্। ন দ্বিতীয়স্তু বো বেদঃ পঠিতো ভবিতি দ্বিজাঃ ॥ ২৪ ॥ গৃহাণি ন দ্বিভৌমানি ন চ ভূতিঃ স্থিরা দ্বিজাঃ। পক্ষপাতেন বো ধর্ম্মো ন চ নিঃশ্রেয়ভাবতঃ ॥ ২৫ ॥ ইষ্টো গোত্রজনঃ কশ্চিল্লোভেনাবৃতমানসঃ। ন চ

কাল মধ্যে বিশ্বকর্ম্মা ঐ সকল প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তত্রত্য বিপ্রগণ বেদবিদ্যানিরত, ক্ষত্রিয়গণ রাজ্যপালনরত, বণিক্‌গণ বাণিজ্যপরায়ণ এবং শূদ্রগণ দাস্যবৃত্তিতে অবস্থিত থাকিয়া ব্রাহ্মণাদি ত্রিবর্ণের শুশ্রূষা করে। হে তাত! ভৃগুনির্ম্মিত এই ক্ষেত্র সমৃদ্ধিসম্পন্ন পরমানন্দবর্দ্ধন ও নিখিলপাতকনাশন। মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—অনন্তর রমা দীর্ঘকাল ভৃগুর সহিত ভৃগুকচ্ছে বাসের পর কোন কারণ বশতঃ সুরলোকে ঋষিসভায় গমন করেন, গমন কালে ব্রহ্মবাদী ভৃগুকে তাঁহার কুক্ষিকানির্ম্মিত অট্টালিকা প্রদান করিয়া যান। বলিয়া যান—হে সুব্রত! আপনি আমার এইস্থান যথাযথ পালন করুন। অনন্তর রমা সুরকার্য্য সম্পাদন করিয়া ত্বরাসহকারে পুনরায় ভৃগুকচ্ছে প্রত্যাগত হন এবং ভৃগুসমীপে গৃহ-পরিগ্রহ সহ স্বীয় কুক্ষিকাট্টাল প্রার্থনা করেন, হে পার্থ! লক্ষ্মীর প্রার্থনায় ভৃগু মিথ্যা ব্যবহার করিলেন, বলিলেন,—এ গৃহ তোমার নহে। এই ব্যাপারে ভৃগু-লক্ষ্মীর পরস্পর মহান্ কলহ উপস্থিত হইল। হে নরেশ! ভৃগু বলিলেন,—ইহা আমার, লক্ষ্মী বলিতে লাগিলেন, এ গৃহ তোমার নহে—আমার। এইরূপে দীর্ঘকাল ভৃগু ও লক্ষ্মীর কলহ চলিল, ঋষিসত্তম ভৃগু ইহার প্রমাণ নির্দ্ধারণ জন্য এক সুমহান্ চাতুর্ব্বিদ্য সংস্থান করিলেন এবং লক্ষ্মীকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন,—হে সুন্দরি মৃগলোচনে! চাতুর্ব্বিদ্য দ্বিজগণ আমাদের এ নগরের সকল বৃত্তান্তই বিদিত আছেন। লক্ষ্মী বলিলেন,—বিপ্রেন্দ্র! আমিও চাতুর্ব্বিদ্যগণকে নিঃসংশয় প্রমাণ বলিয়া জানি; এক্ষণে সেই দ্বিজসত্তমগণ বলুন,—এই গৃহ আপনার কি আমার? হে নৃপ! অনন্তর বিদ্বান্ দ্বিজগণ দু'জনের বাক্য দু'রকম দেখিয়া নৃপসাহায্যে একরূপ মীমাংসায় উপনীত হইলেন, কিন্তু ভৃগুকোপভয়ে সেই অষ্টাদশ সহস্র দ্বিজের মধ্যে কেহ কোনই সদুত্তর করিতে সমর্থ হইলেন না। বলিলেন,—যাহার করে তালক বিদ্যমান, এই রম্য গৃহ তাহারই। রমা দেবী বেদবাদী দ্বিজগণের এই পক্ষপাতবাক্য শ্রবণপূর্ব্বক সাতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়া দ্বিজপুঙ্গবগণকে অভিশাপ করিলেন ।১-২২। দেবী বলিলেন,—আপনারা লোভোপহতচিত্ত হইয়া সত্য পরিত্যাগপূর্ব্বক আমার অধিকার বিলুপ্ত করিলেন, অতএব এক্ষণে আমার বাক্য শ্রবণ করুন। হে দ্বিজগণ! আপনাদের বিদ্যা ও ধন ত্রৈপুরুষিক হইবে, আমার বাক্যের অন্যথা হইবে না, আপনাদিগের বংশের ত্রিপুরুষের পর আর কেহ বেদাধ্যায়ন করিবে না। আপনাদের গৃহনিচয় কদাচ দ্বিভৌম হইবে না এবং ঐশ্বর্য্য ও আপনাদের স্থির থাকিবে না। আপনাদের

দ্বৈধং পরিত্যজ্য হ্যেকং সত্যং ভবিষ্যতি ॥ ২৬ ॥
অদ্যপ্রভৃতি সর্ব্বেষামহঙ্কারো দ্বিজন্মনাম্। ন
পিতা পুত্রবাক্যেণ ন পুত্রঃ পিতৃকর্ম্মণি ॥ ২৭ ॥
অহঙ্কারকৃতাঃ সর্ব্বে ভবিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ। ইতি
শপ্ত্বা মহাদেবী তদৈব চ দিবং যযৌ ॥ ২৮ ॥ ততো
গতায়াং বৈ লক্ষ্ম্যাং দেবা ব্রহ্মর্ষয়োঽমলাঃ। ক্রোধ-
লোভমিদং স্থানং তেঽপি চোক্ত্বা দিবং যযুঃ ॥ ২৯ ॥
গতাং দৃষ্ট্বা ততো দেবীমৃষীংশ্চৈব তপোধনান্।
ভৃগুশ্চ পরমেষ্ঠী স বিষাদমগমৎ পরম্। প্রসাদয়ামাস
পুনঃ শঙ্করং ত্রিপুরান্তকম্ ॥ ৩০ ॥ তপসা মহতা
পার্থ ততস্তুষ্টো মহেশ্বরঃ। উবাচ বচনং কালে
হর্ষয়ন্ ভৃগুসত্তমম্ ॥ ৩১ ॥ কিং বিষণ্ণোঽসি বিপ্রেন্দ্র
কিং বা সন্তাপকারণম্। ময়ি প্রসন্নেঽপি তব
হ্যেতৎ কথয় মেঽনঘ ॥ ৩২ ॥ ভৃগুরুবাচ। শাপয়িত্বা
দ্বিজান্ সর্ব্বান্ পুরা লক্ষ্মীর্ব্বিনির্গতা। অপবিত্রমিদং
চোক্ত্বা ততো দেবা বিনির্গতাঃ ॥ ৩৩ ॥ ঈশ্বর উবাচ।
পুরা ময়া যথা প্রোক্তং তত্তথা ন তদন্যথা। ক্রোধ-
স্থানমসন্দেহং তথান্যদপি তচ্ছৃণু ॥ ৩৪ ॥ তত্র
স্থানসমুদ্ভূতা মহদ্ভয়বিবর্জ্জিতাঃ। ব্রাহ্মণা মৎপ্রসাদেন
ভবিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ ॥ ৩৫ ॥ বেদবিদ্যাব্রতস্নাতাঃ
সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদাঃ। যেঽপি তে শতসাহস্রাস্ত্বরিতা
হ্যাগতাস্ত্বিহ ॥৩৬॥ অপঠস্যাপি মূর্খস্য সর্ব্বাবস্থাং গতস্য
চ। উত্তরাদুত্তরং শক্রো দাতুং ন তু ভৃগূত্তম ॥ ৩৭ ॥
কোটিতীর্থমিদং স্থানং সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্। অদ্য
প্রভৃতি বিপ্রেন্দ্র ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৩৮ ॥
মৎপ্রসাদাদ্দেবগণৈঃ সেবিতা চ ভবিষ্যতি।
ভৃগুক্ষেত্রে মৃতা যে তু কৃমিকীটপতঙ্গকাঃ ॥ ৩৯ ॥
বাসস্তেষাং শিবে লোকে মৎপ্রসাদাদ্ভবিষ্যতি।
বৃষখাতে নরঃ স্নাত্বা পূজয়িত্বা মহেশ্বরম্ ॥ ৪০ ॥
সর্ব্বমেধস্য যজ্ঞস্য ফলং প্রাপ্নোত্যসংশয়ম্।
ভৃগুতীর্থে নরঃ স্নাত্বা তর্পয়েৎ পিতৃদেবতাঃ ॥ ৪১ ॥
তস্য তে দ্বাদশাব্দানি শান্তিং গচ্ছন্তি তর্পিতাঃ।
দধিক্ষীরেণ তোয়েন ঘৃতেন মধুনা সহ ॥ ৪২ ॥

পক্ষপাত ধর্ম্ম কখনও নিঃশ্রেয়ঃ সম্পাদন করিবে না। আপনাদের গোত্রজাত ব্যক্তিগণ দুষ্ট ও লোভোপহতচিত্ত হইবে, তাহারা দ্বৈধভাব পরিত্যাগ করিবে না বা সত্যে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে না। আজ হইতে দ্বিজগণের মধ্যে অহঙ্কার রাজত্ব করিবে; পিতা পুত্রের বাক্যে আদর করিবে না, পুত্র পিতৃকৃত্যে হতাদর হইবে; আর সকলেই নিঃসংশয় অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হইবেন। রমাদেবী দ্বিজগণকে এইরূপ অভিশাপ প্রদান করিয়া তখনই ত্রিদশালয়ে চলিয়া গেলেন। লক্ষ্মী চলিয়া গেলে দেব ও মহর্ষিগণও এস্থান ক্রোধলোভাক্রান্ত হইয়াছে এইরূপ বলিয়া স্বর্গে গমন করিলেন। অনন্তর পরমেষ্ঠী ভৃগু, রমা, সুর ও ঋষিগণকে গমন করিতে দেখিয়া অত্যন্ত বিষণ্ণ হইলেন। তিনি পুনরপি ত্রিপুরান্তক শঙ্করের প্রসন্নতালাভে যত্ন করিতে লাগিলেন। হে পার্থ! ভৃগু পুনরায় মহা তপস্যা দ্বারা মহাদেবকে তুষ্ট করিলেন, মহাদেবও যথাকালে ভৃগুসমীপে আগমনপূর্ব্বক তাঁহার হর্ষবর্দ্ধন করত কহিতে লাগিলেন। বলিলেন,—বিপ্রেন্দ্র! আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন থাকিতে তুমি কেন বিপন্ন হইয়াছ, তোমার সন্তাপের কোন্ কারণ উপস্থিত হইয়াছে? হে অনঘ! এ সকল আমার নিকট বল। ভৃগু বলিলেন,—লক্ষ্মী দ্বিজগণকে অভিশপ্ত করিয়া এ স্থান হইতে প্রস্থান করিয়াছেন, তারপর দেবগণও এই স্থান অপবিত্র বলিয়া চলিয়া গিয়াছেন। ঈশ্বর কহিলেন,—আমি পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি, তাহার অন্যথা হইবে না, এইস্থান ক্রোধস্থান সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহার অপর যে মাহাত্ম্য হইবে, তাহা শ্রবণ কর। এইস্থানে সমুদ্ভূত দ্বিজগণ আমার প্রসাদে মহাভয়বিবর্জ্জিত হইবে, সংশয় নাই। এখানে যে শত সহস্র দ্বিজ বাস করেন, হে ভৃগুসত্তম! তাঁহারা অধ্যয়ন না করিয়া মূর্খ হইয়া যে কোন অবস্থাই প্রাপ্ত হউন না কেন সকলেই ত্বরান্বিত হইয়া এইস্থানে আগমন পূর্ব্বক বেদবিদ্যাব্রতস্নাত ও সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ হইবেন; এমন কি, শাস্ত্রবিষয়ে শক্রও ইহাদের বাক্যে উত্তর দানে সমর্থ হইবে না। এখানে কোটি তীর্থের সান্নিধ্য হইবে, হে বিপ্রেন্দ্র! আমার প্রসাদে অদ্য হইতে এইস্থান অখিল পাতকনাশন হইবে, সংশয় নাই। আমার অনুগ্রহে দেবগণ এই ক্ষেত্রের সেবা করিবেন; কৃমি কীট ও পতঙ্গগণও এই ভৃগুক্ষেত্রে তনুত্যাগ করিয়া আমার প্রসাদে শিবলোকে বাস করিবে। মানব এখানে বৃষখাতে স্নান ও শঙ্করের পূজা করিয়া অখিল যজ্ঞের ফল লাভ করিবে, সন্দেহ নাই। যে নর ভৃগুতীর্থে স্নান করিয়া পিতৃগণের তর্পণ করিবে, তদীয় পিতৃগণ তর্পিত হইয়া দ্বাদশ বার্ষিক শান্তিলাভ করিবেন। যাহারা এখানে দধি, ক্ষীর, জল, ঘৃত ও মধু দ্বারা বিরূপাক্ষের স্নান করা-

যে স্বপন্তি বিরূপাক্ষং তেষাং বাসস্ত্রিবিষ্টপে। মৎ-প্রসাদাদ্দ্বিজশ্রেষ্ঠ সর্ব্বদেবানুসেবিতম্ ॥ ৪৩ ॥ ভবিষ্যতি ভৃগুক্ষেত্রং কুরুক্ষেত্রাদিভিঃ সমম্। মার্ত্তণ্ডগ্রহণে প্রাপ্তে যবং কৃত্বা হিরণ্ময়ম্ ॥ ৪৪ ॥ দত্ত্বা শিরসি যঃ স্নাতি ভৃগুক্ষেত্রে দ্বিজোত্তম। অবিচারেণ তং বিদ্ধি সংস্নাতং কুরুজাঙ্গলে ॥ ৪৫ ॥ অহং চৈব বসিষ্যামি অম্বিকা চ মম প্রিয়া। সর্ব্ব দুঃখাপহা দেবী নাম্না সৌভাগ্যসুন্দরী ॥ ৪৬ ॥ বসিষ্যামি তয়া দেব্যা সহিতো ভৃগুকচ্ছকে। এবমুক্ত্বা স্থিতো দেবো ভৃগুকচ্ছেঽম্বিকা তথা ॥ ৪৭ ॥ ভৃগুস্তু স্বপুরং প্রায়াদ্‌ব্রহ্মঘোষনিনাদিতম্। ঋগ্‌যজুঃসামঘোষেণ হ্যথর্ব্বণনিনাদিতম্ ॥ ৪৮ ॥ তত্র তীর্থে তু যঃ স্নাত্বা বৃষমুৎসৃজতে নরঃ। স যাতি শিবসাযুজ্যমিত্যেবং শঙ্করোঽব্রবীৎ ॥ ৪৯ ॥ তত্র তীর্থে তু যঃ স্নাত্বা চৈত্রে মাসি সমাচরেৎ। দদ্যাচ্চ লবণং বিপ্রে পূজ্য সৌভাগ্যসুন্দরীম্ ॥ ৫০ ॥ গোভূহিরণ্যং বিপ্রেভ্যঃ প্রীয়েতাং ললিতাশিবৌ। ন দুঃখং দুর্ভগত্বং চ বিয়োগং পতিনা সহ ॥ ৫১ ॥ প্রাপ্নোতি নারী রাজেন্দ্র ভৃগুতীর্থপ্রবেশেন চ। যস্তু নিত্যং ভৃগুং দেবং পশ্যেদ্বৈ পাণ্ডুনন্দন ॥ ৫২ ॥ আব্রহ্মসদনং যাবত্তত্রস্থৈর্দৈবতৈঃ সহ। যৎফলং সমবাপ্নোতি তচ্ছৃণুষ্ব নৃপোত্তম ॥ ৫৩ ॥ সুবর্ণশৃঙ্গীং কাপিলাং পয়স্বিনীং সাধ্বীং সুশীলাং তরুণীং সবৎসাম্। দত্ত্বা দ্বিজে সর্ব্বব্রতোপপন্নে ফলং চ যৎস্যাত্তদিহৈব নূনম্ ॥ ৫৪ সমাঃ সহস্রাণি তু সপ্ত বৈ জলে ম্রিয়েন্নভেদ্দ্বাদশবহ্নিমধ্যে। ত্যজংস্তনুং শূরবৃত্ত্যা নরেন্দ্র শক্রাতিথ্যং যাতি বৈ মর্ত্ত্যধর্ম্মা ॥ ৫৫ ॥ আখ্যানমেতচ্চ সদা যশস্যং স্বর্গ্যং ধন্যং পুত্র্যমায়ুষ্যকারি। শৃণ্বন্ লভেৎসর্ব্বমেতদ্ধি ভক্ত্যা পর্ব্বণিপর্ব্বণ্যাজমীঢ় সদৈব ॥ ৫৬ ॥ সন্ন্যাসং কুরুতে যস্তু ভৃগুতীর্থে বিধানতঃ। স মৃতঃ পরমং স্থানং গচ্ছেদ্বৈ যচ্চ দুর্লভম্ ॥ ৫৭ ॥ এতচ্ছ্রুত্বা ভৃগুশ্রেষ্ঠো দেবদেবেন ভাষিতম্। প্রহৃষ্টবদনো ভূত্বা তত্রৈব সংস্থিতো দ্বিজঃ ॥ ৫৮ ॥ তিরোভাবং গতে দেবে ভৃগুঃ শ্রেষ্ঠো দ্বিজোত্তমঃ।

ইবে, তাহাদের ত্রিদশালয়ে বাস হইবে। হে দ্বিজসত্তম! আমার প্রসাদে ত্রিদশগণ এই ক্ষেত্রের সেবা করিবেন এবং এই ভৃগুক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রাদির সমান হইবে। হে দ্বিজোত্তম! সুবর্ণ দ্বারা যব নির্ম্মাণপূর্ব্বক মস্তকে রাখিয়া যে মানব ভৃগুক্ষেত্রে স্নান করিবে, তাহাকে কুরুজাঙ্গলস্নায়ী জানিবে, এ বিষয়ে বিচার বিতর্ক নাই। আমি এখানে বাস করিব, অখিল দুঃখনাশিনী প্রিয়া অম্বিকা দেবীও বাস করিবেন, এখানে তাঁহার নাম হইবে—সৌভাগ্যসুন্দরী। আমি পুনরায় বলিতেছি—দেবী সৌভাগ্যসুন্দরী অম্বিকার সহিত ভৃগুকচ্ছে অবস্থান করিব। দেবদেব এইরূপ বলিয়া ভৃগুকচ্ছে আসি বাস করিলেন। অম্বিকাও তাঁহার সহিত অবস্থিত হইলেন। এদিকে ভৃগুও ঋক্, যজু, ও সামময় ব্রহ্মঘোষনিনাদিত স্বীয়পুরে প্রস্থান করিলেন। রাজন! শঙ্কর কহিয়াছেন—যে মানব ভৃগুকচ্ছে স্নান করিয়া বৃষ-উৎসর্গ করে, তাহার শিবসাযুজ্য লাভ হয়। এখানে স্নান করিয়া সৌভাগ্যসুন্দরী দেবী অম্বিকার পূজা ও ব্রাহ্মণে লবণ দান করিতে হয়। মাসে মাসেই এইরূপ স্নানাদি আচরণ কর্ত্তব্য। শিব ও ললিতা প্রীত হউন, এইরূপ বলিয়া যে নারী দ্বিজগণকে গো, ভূ ও হিরণ্য দান করে, তাহার দুঃখ-দুর্ভাগ্য হয় না এবং কদাচ সে নারী পতি-বিয়োগদুঃখ অনুভব করে না। ২৩-৫১। হে রাজেন্দ্র! ভৃগুকচ্ছে অবগাহনেও নারীর পূর্ব্বোক্ত ফল লাভ হয়। হে পাণ্ডুনন্দন! ব্রহ্মসদন পর্য্যন্ত যে সকল দেবতা আছেন, তাঁহারা ভৃগুকচ্ছে অবস্থিত, যে মানব নিত্য এখানে সেই সকল দেবতার সহিত ভৃগুদেবের পূজা করে, তাহার পুণ্যফল শ্রবণ কর। হে নৃপসত্তম! সর্ব্ব ব্রতোপপন্ন বিপ্রকে স্বর্ণশৃঙ্গী সাধ্বী সুশীলা সবৎসা পয়স্বিনী তরুণী কপিলা দান করিলে যে ফল, মানব ভৃগুকচ্ছে ভৃগুদেবের দর্শন করিয়া সেই ফল লাভ করে। হে রাজেন্দ্র! মানব এখানে জলে জীবন পরিত্যাগ করিলে সপ্ত সহস্র বৎসর ও অনলে দেহত্যাগ করিয়া দ্বাদশ সহস্র বৎসর সুরালয়ে বাস করে; আর যে নর শূরবৃত্তি দ্বারা তনুত্যাগ করে, তাহার শক্র তথ্য লাভ হয়। হে নরেন্দ্র! এই উপাখ্যান সতত যশস্য, স্বর্গ, ধন্য এবং পুত্র ও আয়ুঃপ্রদ। যে ব্যক্তি ইহা ভক্তিপূর্ব্বক পর্ব্বে পর্ব্বে শ্রবণ করে, তাহার অখিল অভীষ্ট লাভ হয়। হে আজমীঢ়! যে নর ভৃগুতীর্থে যথাবিধি সন্ন্যাস গ্রহণ করে, মরিয়া সে দুর্লভ পরম পদে গমন করিয়া থাকে। দ্বিজসত্তম ভৃগু দেবেশকথিত এই সকল শ্রবণ করিয়া প্রসন্নহৃদয়ে সেই স্থানে অবস্থান করিয়া-

স্বমূর্ত্তিং তত্র মুক্ত্বা তু ব্রহ্মলোকং জগাম হ ॥ ৫৯॥ ভৃগুকচ্ছস্য চোৎপত্তিঃ কথিতা তব পাণ্ডব। সংক্ষেপেণ মহারাজ সর্ব্বপাপপ্রণাশনী ॥ ৬০॥ এতৎ-পুণ্যং পপাহরং ক্ষেত্রং দেবেন কীর্ত্তিতম্। চতুর্যুগ-

দিনে বিপ্রা জায়তে যুগসম্ভবঃ। ন পশ্যামি ঈদৃশং ক্ষেত্রমিতি রুদ্রঃ স্বয়ং জগৌ ॥ ৬২॥ যঃ শৃণোতি ঈদৃশং ভক্ত্যা নারী বা পুরুষোঽপি বা। স যাতি পরমং লোকমিতি রুদ্রঃ স্বয়ং জগৌ ॥ ৬৩॥ দেবখাতে নরঃ স্নাত্বা পিণ্ডদানাদিসৎক্রিয়াম্। যাং করোতি নৃপশ্রেষ্ঠ তামক্ষয়ফলাং বিদুঃ ॥ ৬৪॥ য ইমং শৃণুয়াদ্ভক্ত্যা ভৃগুকচ্ছস্য বিস্তরম্। কোটিতীর্থ-ফলং তস্য ভবেদ্বৈ নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৬৫॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ভৃগুকচ্ছতীর্থবর্ণনং নাম দ্ব্যশীত্য-ধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮২॥

ত্র্যশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। অতঃপরং মহারাজ গচ্ছেৎ কেদারসংজ্ঞকম্। যত্র গত্বা মহারাজ শ্রাদ্ধং কৃত্বা পিবেজ্জলম্। সম্পূজ্য দেব দেবেশং কেদা-রোত্থং ফলং লভেৎ ॥ ১॥ যুধিষ্ঠির উবাচ। কথমত্র সুরশ্রেষ্ঠঃ কেদারাখ্যঃ স্থিতঃ স্বয়ম্। উত্তরে নর্ম্মদাকূলে এতদ্বিস্তরতো বদ ॥ ২॥ শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। পুরা কৃতযুগস্যাদৌ শঙ্করস্তু মহেশ্বরঃ। ভৃগুনারাধিতঃ শপ্তঃ শ্রিয়া চ ভৃগুকচ্ছকে ॥ ৩। অপবিত্রমিদং ক্ষেত্রং সর্ব্বদেববিবর্জ্জিতম্। ভবি-ষ্যতি নৃপশ্রেষ্ঠ গতেত্যুক্ত্বা হরিপ্রিয়া ॥ ৪॥ তপশ্চচার বিপুলং ভৃগুর্বর্ষসহস্রকম্। বায়ুভক্ষো নিরাহারশ্চিরং ধমনিসন্ততঃ ॥ ৫॥ ততঃ প্রত্যক্ষ-তামাগাল্লিঙ্গীভূতো মহেশ্বরঃ। প্রাদুর্ভূতস্তু সহসা ভিত্ত্বা পাতালসপ্তকম্ ॥ ৬॥ দদর্শাথ ভৃগুর্দ্দেবমোৎপলীং কর্ণিকামিব। স্তুতিং চক্রে স দেবায় স্থাণবে ত্র্যম্বকেতি চ ॥ ৭॥ এবং স্তুতঃ স ভগবান্প্রোবাচ

ছিলেন এবং দেবদেব অদর্শন হইলে দ্বিজবর ভৃগু তথায় স্বীয় তনুত্যাগ করিয়া ব্রহ্মলোকে উপনীত হন। হে পাণ্ডব! সংক্ষেপে তোমার নিকট ভৃগুকচ্ছের উৎপত্তি কথিত হইল, এই উপাখ্যান সর্ব্বপাপপ্রণাশন। মহারাজ! ইহা পাপহর ও পুণ্য; স্বয়ং দেবদেব এই ক্ষেত্রের মহিমাকীর্ত্তন করিয়াছেন। সহস্র চতুর্যুগে ব্রহ্মার একদিন হয়, আর ব্রহ্মদিনের অবসানে যুগোৎপত্তি হইয়া থাকে। রুদ্র স্বয়ং কহিয়াছেন—আমি এরূপ ক্ষেত্র আর দেখি না। নারী বা নর এই ভৃগুক্ষেত্রের মাহাত্ম্য ভক্তিপূর্ব্বক শ্রবণ করিয়া পরমলোক লাভ করে, ইহা রুদ্রের নিজমুখে কীর্ত্তিত হইয়াছে। হে নরোত্তম! মানব দেবখাতে স্নান করিয়া পিণ্ড-দানাদি যে সকল সৎক্রিয়া করে, তাহার ফল অক্ষয় হয়। যে মানব ভক্তিভাবে ভৃগু কচ্ছের বিস্তৃত মাহাত্ম্য শ্রবণ করে, তাহার কোটি তীর্থের ফল লাভ হয়, সংশয় নাই। ৫৯—৬৫।

দ্ব্যশীত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮২

ত্র্যশীত্যধিক শততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে মহারাজ! অতঃপর কেদারনামক তীর্থে গমন করিবে। মহারাজ! কেদারতীর্থে গমনপূর্ব্বক শ্রাদ্ধ করিয়া জলপান ও দেবদেবেশ কেদারের সম্যক্ পূজা করিলে প্রসিদ্ধ কেদার ক্ষেত্রের সম্যক্ ফললাভ হয়। যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন,—সুরসত্তম কেদার কি জন্য নর্ম্মদার উত্তর তীরে সন্নিহিত হইয়াছেন, ইহা বিস্তারপূর্ব্বক আমার নিকট বর্ণন করুন। মার্কণ্ডেয় কহিলেন—পূর্ব্বকালে সত্যযুগের প্রথম সময়ে ভৃগু কমলা কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া ভৃগুকচ্ছে অবস্থানপূর্ব্বক মহেশ্বর শঙ্করের আরাধনা করেন। হে নৃপসত্তম! বিষ্ণুবল্লভা লক্ষ্মী ভৃগুক্ষেত্র অপবিত্র ও সর্ব্বদেববর্জ্জিত হইবে এইরূপ বলিয়া চলিয়া যান; তারপর ভৃগু এখানে সহস্র বৎসর দুশ্চর তপশ্চরণ করেন। ভৃগু বায়ু-ভোজী ও নিরাহার হইয়া তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলে এতই কৃশ হইয়াছিলেন যে, তাঁহার দেহে বিস্তৃত ধমনীনিচয় দৃষ্ট হইত। অনন্তর মহেশ্বর লিঙ্গরূপে তাঁহার প্রত্যক্ষ হইলেন, তিনি সহসা সপ্তপাতাল ভেদ করিয়া ভৃগুর সমীপে প্রাদুর্ভূত হইলেন। ভৃগু সেই লিঙ্গকে কমলকর্ণিকার ন্যায় অবলোকন করিয়া স্থাণু ত্র্যম্বক প্রভৃতি নাম উচ্চারণপূর্ব্বক

প্রহসন্নিব। পুনঃপুনর্ভৃগুঃ মত্তঃ কিম্ প্রার্থয়সে মুনে ॥ ৮ ॥ ভৃগুরুবাচ। পঞ্চক্রোশমিদং ক্ষেত্রং পদ্ময়া শাপিতং বিভো। অপবিত্রমিদং ক্ষেত্রং সর্ব্ববেদ-বিবর্জ্জিতম্। ভবিষ্যতীতি চ প্রোচ্য গতা দেবী দিবং প্রতি ॥ ৯ ॥ পুনঃ পবিত্রতাং যাতি যথেদং ক্ষেত্রমুত্তমম্। তথা কুরু মহেশান প্রসন্নো যদি শঙ্কর ॥ ১০ ॥ ঈশ্বর উবাচ। কেদারাখ্যমিদং ব্রহ্মন্লিঙ্গমাদ্যং ভবিষ্যতি। কুত্বেদমাদিলিঙ্গানি ভবিষ্যন্তি দশৈব হি ॥ ১১ ॥ একাদশমদৃশ্যং হি ক্ষেত্রমধ্যে ভবিষ্যতি। পাবয়িষ্যতি তৎ ক্ষেত্রমেকাদশঃ স্বয়ং বিভুঃ ॥ ১২ ॥ তথা বৈ দ্বাদশাদিত্যা মৎপ্রসাদাত্তু মূর্ত্তিতঃ। বসিষ্যন্তি ভৃগুক্ষেত্রে রোগদুঃখনিবর্হণাঃ ॥ ১৩ ॥ দুর্গাঃ হ্যষ্টাদশ তথা ক্ষেত্রপালাস্ত ষোড়শ। ভৃগুক্ষেত্রে ভবিষ্যন্তি বীরভদ্রাশ্চ মাতরঃ ॥ ১৪ ॥ পাবত্রীকৃতমেতদ্ধি নিত্যং ক্ষেত্রং ভবিষ্যতি। মাঘমাসে হ্যুষঃকালে স্নাত্বা মাসং জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ১৫ ॥ যঃ পূজয়তি কেদারং স গচ্ছেচ্ছিবমন্দিরম্। তস্মিংস্তীর্থে নরঃ স্নাত্বা পিতৃনুদ্দিশ্য ভারত। শ্রাদ্ধং দদাতি বিধিবত্তস্য প্রীতাঃ পিতামহাঃ ॥ ১৬ ॥ ইতি তে কথিতং সম্যক্কেদারাখ্যং সবিস্তরম্। সর্ব্বপাপহরং পুণ্যং সর্ব্বদুঃখপ্রণাশনম্ ॥ ১৭ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে কেদারেশ্বরতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ত্র্যশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৮৩॥

চতুরশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। ধৌতপাপং ততো গচ্ছেদ্ভৃগুতীর্থসমীপতঃ। বৃষেণ তু ভৃগুস্তত্র ভূয়োভূয়ো ধৃতস্ততঃ ॥ ১ ॥ ধৌতপাপং তু তত্তেন নাম্না লোকেষু বিশ্রুতম্। তত্র স্থিতো মহাদেবস্তুষ্ট্যর্থং ভৃগুসত্তমে ॥২॥ তত্র তীর্থে তু যঃ স্নাত্বা শাঠ্যেনাপি নরেশ্বর। মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥৩॥ যস্তু সম্যগ্‌বিধানেন তত্র স্নাত্বার্চ্চয়েচ্ছিবম্। দেবান্ পিতৃন্ সমভ্যর্চ্চ্য মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ ॥ ৪ ॥ ব্রহ্মহত্যা

স্তব করিতে লাগিলেন। ভগবান্ শঙ্কর ভৃগু কর্ত্তৃক এইরূপে স্তুত হইয়া যেন হাসিতে হাসিতে ভৃগুকে কহিলেন।—ঋষে! আমার নিকট পুনঃ কি প্রার্থনা করিতেছেন? ভৃগু বলিলেন,—বিভো! এই পঞ্চক্রোশী তীর্থের প্রতি লক্ষ্মী অভিশাপ প্রদান করিয়াছেন, এই ক্ষেত্র অপবিত্র ও সর্ব্বদেববিবর্জ্জিত হইবে, দেবী কমলা এইরূপ বলিয়া ত্রিদশালয়ে চলিয়া গিয়াছেন। হে মহেশান! যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে হে শঙ্কর! এই অনুত্তম ক্ষেত্র যাহাতে পুনঃ পবিত্র হয়, তাহাই করুন। ঈশ্বর কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! এই লিঙ্গ অনাদি কেদার লিঙ্গ নামে প্রসিদ্ধ হইবে, আমার অন্য দশ লিঙ্গও এই কেদারসান্নিধানে বিদ্যমান থাকিবে, ঐ সকল লিঙ্গ মধ্যে কেদারই শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইবে। এই একাদশ লিঙ্গ অদৃশ্য ভাবে ক্ষেত্রমধ্যে সন্নিহিত থাকিয়া সতত আপনার এই ক্ষেত্র পবিত্র করিবে, আমার প্রসাদে দ্বাদশাদিত্য মূর্ত্তিমান্ হইয়া ভৃগুক্ষেত্রে বাস করত ক্ষেত্রবাসিগণকে রোগদুঃখহীন করিবে। অষ্টাদশ দুর্গা, ষোড়শ ক্ষেত্রপাল, বীরভদ্রাদি গণ ও মাতৃকানিকর এই ক্ষেত্রমধ্যে বাস করিবেন, ইঁহাদের বাস হেতু এই ক্ষেত্র নিত্য পবিত্র হইবে। যে জিতেন্দ্রিয় মানব মাঘমাসের উষঃকালে স্নান করিয়া একমাস পর্য্যন্ত কেদারের পূজা করে, তাহার শিবমন্দিরে গতি হয়। হে ভারত! যে মানব এই তীর্থে স্নান করিয়া পিতৃগণের উদ্দেশে যথাবিধি শ্রাদ্ধদান করে, তদীয় পিতৃ পিতামহগণ প্রীত হন। এই তোমার নিকট কেদারতীর্থের বিস্তৃত বিবরণ সম্যক্ বর্ণন করিলাম, এই কেদারতীর্থ সর্ব্বপাপহর পুণ্য ও সর্ব্বদুঃখপ্রণাশন। ১—১৭।

ত্র্যশীত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮৩ ॥

চতুরশীত্যধিক শততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—অনন্তর ধৌতপাপ তীর্থে গমন করিবে, এই ধৌতপাপতীর্থ ভৃগুতীর্থের সমীপে বিদ্যমান। এতীর্থে ভৃগু বৃষ কর্ত্তৃক ভূয়োভূয় ধৃত অর্থাৎ কম্পিত হইয়াছিলেন, এই জন্য এতীর্থ ধৌতপাপ নামে ত্রিলোকে বিখ্যাত হইয়াছে। মহাদেব ভৃগুসত্তমের সন্তুষ্টির জন্য এই তীর্থে সন্নিহিত হইয়াছেন। হে নরেশ্বর! যে মানব শঠতাপ্রযুক্ত হইয়াও এখানে স্নান করে, সেও অখিল পাপ হইতে মুক্ত হয়, এবিষয়ে বিচারণা কর্ত্তব্য নহে। আর যে নর সম্যক্ বিধি-বিধানে এখানে স্নান করিয়া শিবের পূজা করে এবং দেব পিতৃগণের সম্যক্ অর্চ্চনা করে, তাহার ত সর্ব

গবাং বধ্যা তত্র তীর্থে যুধিষ্ঠির। প্রবিশেন্ন সদা ভীতা প্রবিষ্টাপি ক্ষয়ং ব্রজেৎ ॥ ৫ ॥ যুধিষ্ঠির উবাচ। আশ্চর্য্যভূতং লোকেঽস্মিন্ কথয়স্ব দ্বিজোত্তম। প্রবিশেন্ন ব্রহ্মহত্যা যথা বৈ ধৌতপাপ্মনি ॥ ৬ ॥ ব্রহ্মহত্যাসমং পাপং ভবিতা নেহ কিঞ্চন। কথং বা ধৌতপাপে তু প্রবিষ্টং নশ্যতে দ্বিজ। এতদ্বিস্তরতঃ সর্ব্বং পৃচ্ছামি বদ কৌতুকাৎ ॥ ৭ ॥ মার্কণ্ডেয় উবাচ। আদিসর্গে পুরা শম্ভুর্ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ। বিকারং পঞ্চমং দৃষ্ট্বা শিরোঽশ্বমুখসন্নিভম্ ॥ ৮ ॥ অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলি-যোগেন তচ্ছিরস্তেন কৃন্তিতম্। কৃত্তমাত্রে তু শিরসি ব্রহ্মহত্যাভবত্তদা ॥ ৯ ॥ ব্রহ্মহত্যাযুতশ্চাসী-দুত্তরে নর্ম্মদাতটে। ধুনিতং তু যদা রাজন্ বৃষেণ ধর্ম্মমূর্ত্তিনা ॥ ১০ ॥ তত্র ধৌতেশ্বরীং দেবীং স্থাপিতাং বৃষভেণ তু। দদর্শ ভগবান্ শম্ভুঃ সর্ব্ব-দৈবতপূজিতাম্ ॥ ১১ ॥ দৃষ্ট্বা ধৌতেশ্বরীং দুর্গাং ব্রহ্ম-হত্যাবিনাশিনীম্। তত্র বিশ্রমমাণশ্চ শঙ্করস্ত্রিপুরা-ন্তকঃ ॥ ১২ ॥ স শঙ্করো ব্রহ্মহত্যাবিহীনং মেনে স্থানং তস্য তীর্থস্য ভাবাৎ। সুবিস্মিতো দেব-দেবো বরেণ্যো দৃষ্ট্বা দূরে ব্রহ্মহত্যাঞ্চ তীর্থাৎ ॥ ১৩ ॥ বিধৌতপাপং মহিতং ধর্ম্মশক্ত্যা বিশেন্ন হত্যা দেবীভয়াৎপ্রভীতা। রক্তাম্বরা রক্তমাল্যোপযুক্তা কৃষ্ণা নারী রক্তদামপ্রসক্তা ॥ ১৪ ॥ মাং বাঞ্ছন্তী স্কন্ধদেশং রহস্যে দূরে স্থিতা তীর্থবর্য্যপ্রভাবাৎ। সঞ্চিন্ত্য দেবো মনসা স্মরারির্বাসায় বুদ্ধিং তত্র তীর্থে চকার ॥ ১৫ ॥ বিমৃশ্য দেবো বহুশঃ স্থিতঃ স্বয়ং বিধৌতপাপঃ প্রথিতঃ পৃথিব্যাম্। বভূব তত্রৈব নিবাসকারী বিধূতপাপনিকটপ্রদেশে ॥ ১৬ ॥ তদাপ্রভৃতি রাজেন্দ্র ব্রহ্মহত্যাবিনাশনম্। বিধৌত-পাপং তত্তীর্থং নর্ম্মদায়াং ব্যবস্থিতম্ ॥ ১৭ ॥ অশ্ব-যুক্শুক্লনবমী তত্র তীর্থে বিশিষ্যতে। দিনত্রয়ং তু রাজেন্দ্র সপ্তম্যাদিবিশেষতঃ ॥ ১৮ ॥ সমুপোষ্যা-ষ্টমীং ভক্ত্যা সাঙ্গং বেদং পঠেত্তু যঃ। অহোরাত্রেণ চৈকেন ঋগ্যজুঃসামসংজ্ঞকম্ ॥ ১৯ ॥ অভ্যসন্ ব্রহ্মহত্যায়া মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ। বৃষলীগমনং চৈব যশ্চ গুর্ব্বঙ্গনাগমঃ ॥ ২০ ॥ স্নাত্বা ব্রহ্মরসোৎকৃষ্টে

পাপমুক্তি হইবেই। হে যুধিষ্ঠির! ব্রহ্মহত্যা এবং গোহত্যা ভীতিবশতঃ এ তীর্থে প্রবেশ করে না, দৈবাৎ প্রবিষ্ট হইলেও ক্ষণকাল মধ্যে বিনষ্ট হয়। যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে দ্বিজসত্তম! আপনি কহিলেন, ধৌতপাপ তীর্থে ব্রহ্মহত্যা প্রবেশ করে না, ত্রিলোকে ইহা বড়ই বিস্ময়কর; এক্ষণে ইহার কারণ বর্ণন করুন। হে দ্বিজ! ইহ সংসারে ব্রহ্মহত্যার তুল্য পাতক নাই। এই ভীষণ পাপ ব্রহ্মহত্যা কেন ধৌতপাপে প্রবেশ করে না, আর প্রবিষ্ট হইয়াই বা কেন সত্বর বিনষ্ট হয়? আমার বড়ই কুতূহল হইতেছে, আমি জিজ্ঞাসু, বিস্তার-পূর্ব্বক আমার নিকট বলুন। মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—পূর্ব্বে সৃষ্টির প্রথম সময়ে পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা পঞ্চাস্য ছিলেন, শম্ভু একদা তদীয় বিকার দর্শনে তাঁহার অশ্বমুখনিভ পঞ্চম মুখ ছিন্ন করেন! শম্ভু অঙ্গুষ্ঠা-ঙ্গুলি যোগে তাঁহার মস্তক ছেদন করিয়াছিলেন, মস্তক ছিন্ন হইবামাত্র এক ব্রহ্মহত্যা সমুদ্ভূত হয়। শঙ্কর সেই ব্রহ্মহত্যালিপ্ত হইয়া নর্ম্মদার উত্তর তটে বাস করেন। হে রাজন্! ধর্ম্মমূর্ত্তি বৃষ এই স্থান ধূনিত করিয়া এখানে ধৌতেশ্বরী দেবীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই ধৌতেশ্বরী দুর্গা সর্ব্বদেব-পূজিতা ও ব্রহ্মহত্যানাশিনী। বিশ্রমমাণ ত্রিপুরান্তক শঙ্কর এই ধৌতেশ্বরী মূর্ত্তি দর্শন করিয়া আত্মাকে ব্রহ্মহত্যামুক্ত মনে করিয়াছিলেন। তীর্থের প্রভাবদর্শনে তাঁহার মহাবিস্ময় জন্মিয়াছিল। বরেণ্য দেবদেব শঙ্কর দেখিলেন,—ব্রহ্মহত্যা তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া তীর্থের দূরে বিদ্যমান রহিয়াছে, বিধৌত-পাপতীর্থ ধর্ম্মশক্তি দ্বারা পূজিত; অত্রত্য দেবীর ভয়ে ভীতা ব্রহ্মহত্যা এখানে প্রবেশ করে না। তিনি আরও দেখিলেন,—কৃষ্ণ-নারীমূর্ত্তি ব্রহ্মহত্যা রক্তাম্বরপরিহিতা, রক্তমাল্যধারিণী ও লোহিত মাল্যে আসক্তা হইয়া তাঁহার স্কন্ধদেশ কামনা করি-তেছে, তীর্থবরপ্রভাবে সে এখানে প্রবেশ করিতে পারে নাই, দূরে থাকিয়া নির্জ্জনে তাহার স্কন্ধদেশের আশ্রয় কামনা করিতেছে। মদনদহন দেবদেব শঙ্কর মনে মনে বহু বিচার করিলেন, ভাবিলেন,—পৃথিবীতে বিধৌতপাপ তীর্থই প্রথিত; তিনি এইরূপ চিন্তা করিয়া সেই তীর্থেই স্বীয় বাস স্থির করিলেন। সেইস্থানে বিধৌত পাপের সমীপদেশেই শঙ্করের বাস নির্দ্দিষ্ট হইল। ১—১৬। হে রাজেন্দ্র! তদবধি নর্ম্মদা-তীরবর্ত্তী বিধৌত-পাপ-তীর্থ ব্রহ্মহত্যা-নাশন বলিয়া প্রসিদ্ধ হইল। আশ্বিনমাসের শুক্লনবমী-দিবসে এই তীর্থ প্রশস্ত, বিশেষতঃ সপ্তমী হইতে নবমী পর্য্যন্ত এই দিনত্রয় সমধিক প্রশস্ত। যে মানব অষ্টমীদিনে উপবাসী থাকিয়া ভক্তিপূর্ব্বক সাঙ্গবেদ অধ্যয়ন করে, এক অহোরাত্রমধ্যে তাহার

কুম্ভেনৈব প্রমুচ্যতে। বন্ধ্যা স্ত্রীজননী যা তু কাকবন্ধ্যা মৃতপ্রজা ॥ ২১ ॥ সাপি কুম্ভোদকৈঃ স্নাতা জীবৎপুত্রা প্রজাবতী। অপঠন্ নরোপোষ্য ঋগ্যজুঃসামসম্ভবাম্ ॥ ২২ ॥ ঋচমেকাং জপন্ বিপ্রস্তথা পর্ব্বণি যো নৃপ। অনূচোপোষ্য গায়ত্রীং জপেদ্বৈ বেদমাতরম্ ॥ ২৩ ॥ জপন্নবম্যাং বিপ্রেন্দ্রো মুচ্যতে পাপসঞ্চয়াৎ। এবং তু কথিতং তাত পুরাণোক্তং মহর্ষিভিঃ ॥ ২৪ ॥ ধৌতপাপং মহাপুণ্যং শিবেন কথিতং মম। প্রাণত্যাগং তু যঃ কুর্য্যাজ্জলে বাগ্নৌ স্থলেঽপি বা ॥ ২৫ ॥ স গচ্ছতি বিমানেন জ্বলনার্কসমপ্রভঃ। হংসবর্হিপ্রযুক্তেন সেব্যমানোঽপ্সরোগণৈঃ ॥ ২৬ ॥ শিবস্য পরমং স্থানং যৎসুরৈরপি দুর্লভম্। ক্রীড়তে স্বেচ্ছয়া তত্র যাবচ্চন্দ্রার্কতারকম্ ॥ ২৭ ॥ ধৌতপাপে তু যা নারী কুরুতে পাপসংক্ষয়ম্ তৎক্ষণাদেব সা পার্থ পুরুষত্বমবাপ্নুয়াৎ ॥ ২৮ ॥ অথ কিং বহুনোক্তেন শুভং বা যদি বাশুভম্। তদক্ষয়ফলং সর্ব্বং ধৌতপাপে কৃতং নৃপ ॥ ২৯ ॥ সন্ন্যসেন্নিয়মেনান্নং সন্ন্যসেদ্বিষয়াদিকম্। ফলমূলাদিকং চৈব জলমেকং ন সন্ত্যজেৎ ॥ ৩০ ॥ এবং যঃ কুরুতে পার্থ রুদ্রলোকং স গচ্ছতি। তত্র ভুক্তাখিলান্‌ভোগাঞ্জায়তে ভুবি ভূপতিঃ ॥ ৩১ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ধৌতপাপতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম চতুরশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮৪ ॥

পঞ্চাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহীপাল এরণ্ডীতীর্থমুত্তমম্। স্নানমাত্রেণ তত্রৈব ব্রহ্মহত্যা প্রণশ্যতি ॥ ১ ॥ মাসি চাশ্বযুজে তত্র শুক্লপক্ষে চতুর্দ্দশীম্। উপোষ্য প্রযতঃ স্নাতস্তর্পয়েৎ পিতৃদেবতাঃ ॥ ২ ॥ পুত্রর্দ্ধিরূপসম্পন্নো জীবেচ্চ শরদাং শতম্। শিবলোকং মৃতো যাতি নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে এরণ্ডীতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম পঞ্চাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮৫ ॥

সমগ্র ঋক্, যজুঃ ও সামবেদ অভ্যাস হয় এবং নিঃসংশয় ব্রহ্মহত্যা হইতে সে মুক্ত হইয়া থাকে সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি বৃষলী কিংবা গুরুপত্নী গমন করিয়াছে, ধৌতপাপতীর্থের কুম্ভোদকে স্নান করিয়া তাহার পাপমুক্তি হয়; এই ধৌতপাপতীর্থের জল ব্রহ্মরস এবং ইহা সর্ব্বতীর্থোত্তম। বন্ধ্যা, বহুকন্যাজননী, কাকবন্ধ্যা কিংবা মৃতপুত্রা নারীও বিধৌতপাপতীর্থের কুম্ভোদকে স্নান করিয়া জীববৎসা ও বহুপুত্রবতী হয়। হে নৃপ! যে বিপ্রেন্দ্র নবমীদিনে উপবাসী থাকিয়া এখানে ঋক্ যজুঃ কিংবা সামসম্ভব এক একটীমাত্র মন্ত্র জপ করেন অথবা পর্ব্বে পর্ব্বে উপবাসী হইয়া বেদমাতা গায়ত্রী জপ করেন, তিনি পাপসঞ্চয় হইতে মুক্ত হন। হে তাত! মহর্ষিগণ পুরাণবর্ণিত ধৌতপাপতীর্থের মহিমা এইরূপই বর্ণন করিয়াছিলেন, আর ধৌতপাপ যে মহাপুণ্যতীর্থ, স্বয়ং শিবও ইহা আমার নিকট কহিয়াছিলেন। যে মানব ধৌত-পাপতীর্থের জলে, স্থলে কিংবা অনলে তনুত্যাগ করেন, তিনি হংসময়ূরযুক্ত অপ্সরোগণসেবিত দীপ্ত দিবাকরপ্রভ বিমানে আরোহণ করিয়া দেবদুর্লভ শিবলোকে গমন করেন এবং যতদিন চন্দ্র সূর্য্য বিদ্যমান থাকেন, ততকাল তথায় স্বেচ্ছায় ক্রীড়া করিয়া থাকেন। হে পার্থ! যে মানব ধৌতপাপতীর্থে প্রাণ পরিত্যাগ করে, সে তৎক্ষণাৎ পুরুষত্ব প্রাপ্ত হয়। হে নৃপ! আর অধিক বলিয়া কি হইবে, শুভই হউক আর অশুভই হউক, ধৌতপাপতীর্থে সকল ক্রিয়াই অক্ষয়ফলজনক হয়। নিয়মপূর্ব্বক অন্নত্যাগ করিতে হয়, বিষয়-ভোগাদিও ঐরূপ নিয়মপূর্ব্বক পরিত্যাজ্য; ফলমূলাদিও পরিত্যাগ করা যায়, কিন্তু একমাত্র জল পরিত্যাজ্য নহে। হে পার্থ! যে মানব জলমাত্র পান করিয়া ধৌতপাপতীর্থে বাস করেন, তাঁহার রুদ্রলোকে গতি হয় এবং তিনি সেখানে বিবিধ ভোগ্য উপভোগ করিয়া ভূতলে ভূপতি হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। ১৭—৩১।

চতুরশীত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮৪ ॥

পঞ্চাশীত্যধিকশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে মহীপাল! অনন্তর অনুত্তম এরণ্ডীতীর্থে গমন করিবে। এখানে স্নানমাত্রেই ব্রহ্মহত্যা বিনষ্ট হয়। প্রযত মানব আশ্বিনমাসের শুক্লপক্ষীয় চতুর্দ্দশীদিনে উপবাসী থাকিয়া এখানে স্নান ও পিতৃদেবগণের তর্পণ করিবে। এইরূপ করিলে নর পুত্র, সম্পৎ ও রূপসম্পন্ন হইয়া শত বৎসর জীবিত থাকে এবং

ষড়শীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহীপাল তীর্থং কনখলোত্তমম্। গরুড়েন তপস্তপ্তং পূজয়িত্বা মহেশ্বরম্॥ ১॥ দিব্যং বর্ষশতং যাবজ্জাতমাত্রেণ ভারত। তপোজপৈঃ কৃশীভূতো দৃষ্টো দেবেন শম্ভুনা॥ ২॥ ততস্তুষ্টো মহাদেবো বৈনতেয়ং মনোজবম্। উবাচ পরমং বাক্যং বিনতানন্দবর্দ্ধনম্॥ ৩॥ প্রসন্নস্তে মহাভাগ বরং বরয় সুব্রত। দুর্লভং ত্রিষু লোকেষু দদামি তব খেচর॥ ৪॥ গরুড় উবাচ। ইচ্ছামি বাহনং বিষ্ণোর্দ্বিজেন্দ্রত্বং সুরেশ্বর। প্রসন্নে ত্বয়ি মে সর্ব্বং ভবর্ত্বিতি মতির্মম॥ ৫॥ শ্রীমহেশ উবাচ। দুর্ল্লভঃ প্রাণিনাং তাত যো বরঃ প্রার্থিতোঽনঘ। দেবদেবস্য বহনং দ্বিজেন্দ্রত্বং সুদুর্ল্লভম্॥ ৬॥ নারায়ণোদরে সর্ব্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্। ত্বয়া স কথমূহ্যেত দেবদেবো জগদ্গুরুঃ॥ ৭॥ তেনৈব স্থাপিতশ্চেন্দ্রস্ত্রৈলোক্যে সচরাচরে। কথমন্যস্য চেন্দ্রত্বং ভবতীতি সুদুর্ল্লভম্॥ ৮॥ তথাপি মম বাক্যেন বাহনং ত্বং ভবিষ্যসি। শঙ্খচক্রগদাপাণের্বিহগোঽপি জগত্রয়ম্॥ ৯॥ ইন্দ্রত্বং পক্ষিণাং মধ্যে ভবিষ্যসি ন সংশয়ঃ। ইতি দত্ত্বা বরং তস্মা অন্তর্দ্ধানং গতো হরঃ॥ ১০॥ ততো গতে মহাদেবে হ্যরুণস্যানুজো নৃপ। আরাধয়ামাস তদা চামুণ্ডাং মুণ্ডমণ্ডিতাম্॥ ১১॥ শ্মশানবাসিনীং দেবীং বহুভূতসমন্বিতাম্। যোগিনীং যোগসংসিদ্ধাং বসামাংসাসবপ্রিয়াম্॥ ধ্যাতমাত্রা তু তেনৈব প্রত্যক্ষা হ্যভবত্তদা। জালন্ধরে চ যা সিদ্ধিঃ কৌলীনে উড্ডিশে পরে॥ ১৩॥ সমগ্রা সা ভৃগুক্ষেত্রে সিদ্ধক্ষেত্রে তু সংস্থিতা। চামুণ্ডা তত্র সা দেবী সিদ্ধক্ষেত্রে ব্যবস্থিতা॥ ১৪॥ সংস্তুতা ঋষিভির্দ্দেবৈর্যোগক্ষেমার্থসিদ্ধয়ে। বিনতানন্দজননস্তত্র তাং যোগিনীং

দেহাবসানে শিবলোকে গমন করে; এ বিষয়ে বিচারণা কর্ত্তব্য নহে। ১—৩।

পঞ্চাশীত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৮৫॥

ষড়শীত্যধিক শততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে মহীপাল! অনন্তর অত্যুত্তম কনখলতীর্থে গমন করিবে। এখানে গরুড় মহেশের পূজা করিয়া দিব্য শতবৎসর যাবৎ তপস্যা করিয়াছিলেন। হে ভারত! গরুড় জাতমাত্রেই তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; তিনি জপতপস্যায় কৃশ হইয়া দেবদেব শম্ভুর দৃষ্টিপথে পতিত হন। মহাদেব তাঁহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি বিনতানন্দবর্দ্ধন মনোজব গরুড়কে মধুর বাক্যে বলিলেন,—মহাভাগ সুব্রত! তোমার তপস্যায় প্রীত হইয়াছি, বর প্রার্থনা কর। হে খেচর! ত্রিলোকদুর্লভ হইলেও আজ তোমায় অভীষ্টবর প্রদান করিব। গরুড় উত্তর করিল,—হে সুরসত্তম! আমি ইন্দ্র ও বিষ্ণুর বাহন হইতে অভিলাষ করি, আমার মনে হয়,—আপনার প্রসাদে আমার অখিল অভীষ্টই সিদ্ধ হইবে। মহেশ বলিলেন,—তাত! তুমি যে বর প্রার্থনা করিয়াছ, ইহা প্রাণিগণের দুর্লভ; হে অনঘ! তোমার প্রার্থিত বর দুর্লভ; দেবদেব বিষ্ণুর বাহনত্ব সুদুর্লভ। কেননা নারায়ণের উদরে সচরাচর নিখিল ত্রিলোক বিদ্যমান; হে অণ্ডজ! তুমি কি করিয়া সেই জগদ্গুরু হরিকে বহন করিবে? তিনি সচরাচর ত্রিলোকে ইন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, এক্ষণে কিরূপে অন্য ব্যক্তির ইন্দ্রত্ব লাভ হইতে পারে, তাই বলিতেছি—তোমার প্রার্থিত বর সুদুর্লভ। তথাপি তুমি আমার বাক্যে ত্রিজগদ্বহনকারী শঙ্খচক্রগদাপাণি বিষ্ণুর বাহন হইবে, আর তোমার পক্ষিরাজ্যে ইন্দ্রত্ব লাভ ঘটিবে, সংশয় নাই। হর গরুড়কে এইরূপ বরদান করিয়া অন্তর্দ্ধান করিলেন। ১—১০। মহাদেব অন্তর্হিত হইলে এদিকে অরুণানুজ গরুড়ও বহুপুত্রসমন্বিত শ্মশানবাসিনী মুণ্ডমণ্ডিত চামুণ্ডার আরাধনা করিলেন। তখন যোগিনী যোগসংসিদ্ধা বসা-মাংস আসবপ্রিয়া চামুণ্ডাও গরুড় কর্ত্তৃক চিন্তিত হইবামাত্র প্রত্যক্ষ হইলেন। জালন্ধরে কৌলীনে এবং ক্ষেত্রোত্তম উড্ডীশে যে সিদ্ধি কথিত হয়, সিদ্ধিক্ষেত্র ভৃগুক্ষেত্রে সেই সমগ্র সিদ্ধি বিদ্যমান; কেননা দেবী চামুণ্ডা এই সিদ্ধিক্ষেত্র ভৃগুক্ষেত্রে সতত সন্নিহিত রহিয়াছেন। হে নৃপ! যোগক্ষেমসিদ্ধির জন্য সুর ও ঋষিগণ যাঁহার স্তব করেন, বিনতানন্দবর্দ্ধন গরুড় সভক্তি বৈদিক ও লৌকিক স্তোত্র দ্বারা সেই যোগিনী চামুণ্ডা দেবীর প্রসন্নতা লাভ

নৃপ। ভক্ত্যা প্রসাদয়ামাস স্তোত্রৈর্বৈদিক-লৌকিকৈঃ ॥ ১৫ ॥ গরুড় উবাচ। ওঁ যা সা ক্ষুৎক্ষামকণ্ঠা নবরুধিরমুখা প্রেতপদ্মাসনস্থা ভূতানাং বৃন্দবৃন্দৈঃ পিতৃবননিলয়া ক্রীড়তে শূলহস্তা। শস্ত্রধ্বস্তপ্রবীরব্রজরুধিরগলন্মুণ্ডমালোত্তরীয়া দেবী শ্রীবীরমাতা বিমলশশিনিভা পাতু বশ্চর্ম্মমুণ্ডা ॥ ১৬ ॥ যা সা ক্ষুৎক্ষামকণ্ঠা বিকৃতভয়করী ত্রাসিনী দুষ্কৃতানাং মুক্তজ্বালাকলাপৈর্দ্দশনকসমসৈঃ খাদতি প্রেত-মাংসম্। পিঙ্গোর্দ্ধোদ্বদ্ধজূটা রবিসদৃশতনুর্ব্যাঘ্র-চর্ম্মোত্তরীয়া দৈত্যেন্দ্রৈর্যক্ষরক্ষোঽপ্সরসুরনমিতা পাতু বশ্চর্ম্মমুণ্ডা ॥ ১৭ ॥ যা সা দোর্দ্দণ্ডচণ্ডৈর্ডমরু-রণরণাটোপটঙ্কারঘণ্টৈঃ কল্পান্তোৎপাতবাতাহত পটুপটহৈর্বল্গতে ভূতমাতা। ক্ষুৎক্ষামা শুষ্ককুক্ষিঃ খরতরনখরৈঃ ক্ষোদতি প্রেতমাংসং ১৮ ॥ মুঞ্চন্তী চাট্টহাসং ঘুরঘুরিতরবা পাতু বশ্চর্ম্মমুণ্ডা। যা সা নিম্নোদরাভা বিকৃতভব-ভয়ত্রাসিনী শূলহস্তা চামুণ্ডা মুণ্ডঘাতা রণরণিত-রণজ্ঝল্লরীনাদরম্যা। ত্রৈলোক্যং ত্রাসয়ন্তী কহকহকহকহকৈর্ঘোররাবৈরনেকৈর্নৃত্যন্তী মাতৃমধ্যে পিতৃবননিলয়া পাতু বশ্চর্ম্মমুণ্ডা ॥ ১৯ ॥ যা ধত্তে বিশ্বমখিলং নিজাংশেন মহোজ্জ্বলা। কনকপ্রসবে লীনা পাতু মাং কনকেশ্বরী ॥ ২০ ॥ হিমাদ্রিসম্ভবা দেবী দয়াদর্শিতবিগ্রহা। শিবপ্রিয়া শিবে সক্তা পাতু মাং কনকেশ্বরী ॥ ২১ ॥ অনাদির্জগদাদির্যা রত্নগর্ভা বসুপ্রিয়া। রথাঙ্গপাণিনা পদ্মা পাতু মাং কনকেশ্বরী ॥ ২২ ॥ সাবিত্রী যা চ গায়ত্রী মৃড়ানী বাগথেন্দিরা। স্মর্তৃণাং যা সুখং দত্তে পাতু মাং কনকেশ্বরী ॥ ২৩ ॥ সৌম্যাসৌম্যৈঃ সদা রূপৈঃ সৃজত্যবতি যা জগৎ। পরা শক্তিঃ পরা বুদ্ধিঃ পাতু মাং কনকেশ্বরী ॥ ২৪ ॥ ব্রহ্মণঃ সর্গসময়ে সৃষ্টাশক্তিঃ পরা তু যা। জগন্মায়া জগদ্ধাত্রী পাতু মাং কনকেশ্বরী ॥ ২৫ ॥ বিশ্বস্য পালনে বিষ্ণোর্যা শক্তিঃ পরিপালিকা। মদনোন্মাদিনী মুখ্যা পাতু মাং

করিলেন। গরুড় প্রণব উচ্চারণপূর্ব্বক বলি-লেন,—যিনি ক্ষুৎক্ষামকণ্ঠা, যাঁহার মুখে নবরুধির বিরাজিত, যিনি প্রেতপদ্মাসনে আসীনা, যিনি প্রাণিবিবহ সহ শূল লইয়া ক্রীড়া করেন, পিতৃবন যাঁহার নিলয়, শ্রেষ্ঠ বীরগণ যাঁহার অস্ত্রশস্ত্রে বিধ্বস্ত হয়, বিধ্বস্ত বীরগণের শিরোমালা-চ্যুত রুধির যাঁহার উত্তরীয় যিনি বিমল শশিশোভায় প্রভাবিত, সেই বীরজননী দেবী চামুণ্ডা তোমাদিগকে রক্ষা করুন। যাঁহার ক্ষুৎক্ষাম-কণ্ঠ বিকৃত বদন-দর্শনে ভয়ের সঞ্চার হয়, যিনি দুষ্কৃতদিগের ত্রাসদাত্রী, যিনি জ্বালামালা সমুদ্গিরণকারী দশনাবলী দ্বারা প্রেতমাংস ভক্ষণ করেন, যাঁহার আবদ্ধ পিঙ্গ জটাজুট ঊর্দ্ধগ হইয়া বিরাজ করিতেছে, যাঁহার দেহকান্তি শতশত সূর্য্যের ন্যায়, ব্যাঘ্রচর্ম্ম যাঁহার উত্তরীয়, দৈত্যেন্দ্রগণ সহ যক্ষ রক্ষ অপ্সরা ও সুরগণ যাঁহার নিকট অবনত, সই চর্ম্মমুণ্ডা দেবী তোমাদিগকে রক্ষা করুন। যিনি দোর্দণ্ড চণ্ডরব ডমরু দ্বারা রণ রণ আটোপটঙ্কার করিতেছেন, যাঁহার ঘণ্টাটঙ্কারে কল্পান্তকালীন অনিলের আবি-র্ভাব হইতেছে, বাতাঘাতে পটু পটহনিনাদ যে ভূতমাতার গুণগান করিতেছে, যে ক্ষুৎক্ষামকণ্ঠা শুষ্ককুক্ষি চামুণ্ডা খরতর নখরনিকর দ্বারা প্রেত-মাংস ক্ষোদিত করিতেছেন, আর যে ঘুরঘুরিত রবা চণ্ডমুণ্ডা অট্টহাস পরিত্যাগ করিতেছেন! সেই চর্ম্মমুণ্ডা তোমাদিগকে রক্ষা করুন। যিনি নিম্নো-দরী, বিকৃতবদনা, ভবভয়ত্রাসিনী ও শূলহস্তা; যে চামুণ্ডা শত্রুর মুণ্ডে মুণ্ডে আঘাত করিতেছেন, যাঁহার ঝল্লরীনাদ হইতে রণরণিত ধ্বনি উত্থিত হইতেছে, যিনি ত্রিলোকের ত্রাস উৎপাদন করেন, যিনি কক হক হক কহ প্রভৃতি অনেক ঘোর নাদে মাতৃগণ মধ্যে নৃত্য করেন, সেই পিতৃবনবাসিনী চর্ম্মমুণ্ডা তোমাদিগকে রক্ষা করুন। যে মহোজ্জ্বল চামুণ্ডা নিজ কলা দ্বারা অখিল বিশ্ব ধারণ করেন, যিনি স্বর্ণ প্রসবে লীনা, সেই কনকেশ্বরী আমাকে রক্ষা করুন। যিনি হিমাচলের কন্যা, যাঁহার দেহ দেখিলে দয়ার মূর্ত্তি বলিয়া অনুমিত হয়, সেই শিবাসক্তা শিবপ্রিয়া কনকেশ্বরী আমাকে রক্ষা করুন। অনাদিজগতেরও যিনি আদি, যিনি রত্নগর্ভা ও বসুপ্রিয়া, সেই কনকেশ্বরী পদ্মা রথাঙ্গ-পাণি দ্বারা আমাকে রক্ষা করুন। যিনি সাবিত্রী, গায়ত্রী মৃড়ানী, সরস্বতী, রমা এবং যিনি স্মরণ-কারীর সুখদাত্রী, সেই কনকেশ্বরী আমাকে রক্ষা করুন। যিনি সৌম্য ও অসৌম্য মূর্ত্তি দ্বারা সতত জগৎ সৃজন ও পালন করেন, সেই পরাশক্তি পরা বুদ্ধি কনকেশ্বরী আমাকে রক্ষা করুন।১১-৪। যিনি ব্রহ্মার সৃজনসময়ে অনুত্তম সৃষ্টিশক্তি এবং যিনি জগন্মায়া জগদ্ধাত্রী, সেই কনকেশ্বরী আমাকে রক্ষা করুন। বিষ্ণুর পালন কার্য্যে যিনি পরিপালিকা

কনকেশ্বরী ॥ ২৬ ॥ বিশ্বসংলয়নে মুখ্যা যা রুদ্রেণ সমাশ্রিতা। রৌদ্রী শক্তিঃ শিবানন্তা পাতু মাং কনকেশ্বরী ॥ ২৭ ॥ কৈলাসসানুসংরূঢ়কনকপ্রসবেশয়া। ভস্মকাভিহৃতা পূর্ব্বং পাতু মাং কনকেশ্বরী ॥ ২৮ ॥ পতিপ্রভাবমিচ্ছন্তী ত্রসন্তী যা বিনা পতিম্। অবলা যৈকভাবা চ পাতু মাং কনকেশ্বরী ॥ ২৯ ॥ বিশ্বসংরক্ষণে সক্তা রক্ষিতা কনকেন যা। আব্রহ্মস্তম্বজননী পাতু মাং কনকেশ্বরী ॥৩০ ॥ ব্রহ্মবিষ্ণীশ্বরাঃ শক্ত্যা শরীরগ্রহণং যয়া। প্রাপিতাঃ প্রথমা শক্তিঃ পাতু মাং কনকেশ্বরী ॥ ৩১ ॥ শ্রুত্বা তু গরুড়েনোক্তং দেবীবৃত্তচতুষ্টয়ম্। প্রসন্না সম্মুখী ভূত্বা বাক্যমেতদুবাচ হ ॥ ৭২ ॥ শ্রীচামুণ্ডোবাচ। প্রসন্না তে মহাসত্ত্ব বরং বরয় বাঞ্ছিতম্। দদামি তে দ্বিজশ্রেষ্ঠ যত্তে মনসি রোচতে ॥ ৩৩ ॥ গরুড় উবাচ। অজরশ্চামরশ্চৈব অধৃষ্যশ্চ সুরাসুরৈঃ। তব প্রসাদাচ্চৈবান্যৈরজেয়শ্চ ভবাম্যহম্ ॥ ৩৪ ॥ ত্বয়াচাত্র সদা দেবি স্থাতব্যং তীর্থসন্নিধৌ। মার্কণ্ডেয় উবাচ। এবং ভবিষ্যতীত্যুক্ত্বা দেবী দেবৈরভিষ্টুতা ॥ ৩৫ ॥ জগামাকাশমাবিশ্য ভূতসঙ্ঘসমন্বিতা যদা লক্ষ্ম্যা নৃপশ্রেষ্ঠ স্থাপিতং পুরমুত্তমম্ ॥ ৩৬ ॥ অনুমান্য তদা দেবীং কৃতং তস্যাং সমর্পিতম্। লক্ষ্মীরুবাচ। রক্ষণায় ময়া দেবি যোগক্ষেমার্থসিদ্ধয়ে ॥ ৩৭ ॥ মাতৃবৎপ্রতিপাল্যং তে সদা দেবি পুরং মম। গরুড়োঽপি ততঃ স্নাত্বা সম্পূজ্য কনকেশ্বরীম্ ॥ ৩৮ ॥ তীর্থং তত্রৈব সংস্থাপ্য জগামাকাশমুত্তমম্। তত্র তীর্থে তু যঃ স্নাত্বা পূজয়েৎপিতৃদেবতাঃ ॥ ৩৯ ॥ সর্ব্বকামসমৃদ্ধস্য যজ্ঞস্য ফলমশ্নুতে। গন্ধপুষ্পাদিভির্যস্তু পূজয়েৎ কনকেশ্বরম্ ॥ ৪০ ॥ তস্য যোগৈশ্বর্য্যসিদ্ধির্যোগজায়তে। মৃতো যোগেশ্বরং লোকং জয়শব্দাদিমঙ্গলৈঃ। স গচ্ছেন্নাত্র সন্দেহো যোগিনীগণসংযুতঃ ॥ ৪১ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে কনখলেশ্বরতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ষড়শীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮৬ ॥

পরা শক্তি সেই মুখ্যা মদনোন্মাদিনী কনকেশ্বরী আমাকে রক্ষা করুন। বিশ্বের সম্যক্ লয়সাধনের জন্য রুদ্র যে মুখ্য শক্তির আশ্রয় লন, সেই শিবা অনন্তা রৌদ্রী শক্তি কনকেশ্বরী আমাকে রক্ষা করুন। যিনি কৈলাসের সানুদেশ আশ্রয় করিয়া কনক প্রসব করেন এবং পূর্ব্বে যিনি ভস্ম আহরণ করিতেন, সেই কনকেশ্বরী আমাকে রক্ষা করুন। যিনি পতির প্রভাব অভিলাষ করেন, পতি বিহনে যিনি ত্রাসান্বিতা হন, সেই একভাবসম্পন্না অবলা কনকেশ্বরী আমাকে রক্ষা করুন। যিনি বিশ্বরক্ষণে আসক্তা, কনক দ্বারা যিনি বিশ্বের রক্ষা করেন এবং ব্রহ্মা হইতে তৃণ পর্য্যন্ত অখিল বস্তুর যিনি জননী, সেই কনকেশ্বরী আমাকে রক্ষা করুন। যে শক্তির শক্তি লইয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও ঈশ্বর শরীর গ্রহণ করিয়াছেন, সেই প্রথমা শক্তি কনকেশ্বরী আমাকে রক্ষা করুন। দেবী চামুণ্ডা গরুড়কৃত বৃত্তচতুষ্টয়সমন্বিত এই স্তব শ্রবণ করিয়া প্রসন্ন বদনে গরুড়ের সম্মুখে অবস্থানপূর্ব্বক তাঁহাকে বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিলেন। চামুণ্ডা কহিলেন,—হে মহাসত্ত্ব! আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি, অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর; হে খগরাজ! তোমার মনের যাহা রুচি, তাহাই অদ্য প্রদান করিব। গরুড় উত্তর করিল,—আমি অজর অমর ও সুরাসুরের অধৃষ্য হইতে ইচ্ছা করি, সুরাসুর কেন, আপনার প্রসাদে অন্য কেহও যেন আমাকে জয় করিতে না পারে। কেবল ইহাই নহে, দেবি! আপনি এই তীর্থসন্নিধানে নিয়ত সন্নিহিত হউন। মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—দেবারাধিতা দেবী চামুণ্ডা 'তাহাই হইবে' বলিয়া ভূতনিবহ সহ আকাশ মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক অদৃশ্যা হইলেন। হে নৃপসত্তম! রমাদেবী যখন এই উত্তমপুর প্রতিষ্ঠা করেন, তিনিও তখন দেবী চামুণ্ডার অনুমতিক্রমে এইপুর তাঁহাকেই সমর্পণ করিয়াছিলেন। লক্ষ্মী বলিয়াছিলেন,—দেবি! আমি যোগক্ষেমসিদ্ধির জন্য এইপুর প্রতিষ্ঠা করিলাম, ইহা আপনার রক্ষণীয়। দেবি! আপনি মাতার ন্যায় সতত আমার এই পুর রক্ষা করিবেন। অনন্তর গরুড় এইতীর্থে স্নান করিয়া কনকেশ্বরীর পূজা করিলেন এবং এখানে তীর্থ প্রতিষ্ঠিত করিয়া সত্বর আকাশপথে প্রস্থিত হইলেন। যে মানব এ তীর্থে স্নান করিয়া পিতৃগণের পূজা করে, সে সর্ব্ব কামনায় সমৃদ্ধ যজ্ঞের ফল লাভ করিয়া থাকে। যে নর গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা কনকেশ্বরের পূজা করেন, যোগপীঠে তাঁহার যোগৈশ্বর্য্যসিদ্ধি হয়। মরিয়াও তিনি জয়শব্দাদি মঙ্গলধ্বনি করিতে করিতে যোগিনীগণের সহিত যোগেশ্বরলোকে গমন করেন, সংশয় নাই। ২৫—৪১।

ষড়শীত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৮৬।

সপ্তাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

উবাচ। জালেশ্বরং ততো গচ্ছেল্লিঙ্গমাদ্যং স্বয়ম্ভুবঃ। কালাগ্নিরুদ্রং বিখ্যাতং ভৃগুকচ্ছে ব্যবস্থিতম্॥ ১॥ সর্ব্বপাপপ্রশমনং সর্ব্বোপদ্রবনাশনম্। ক্ষেত্রপাপবিনাশায় কৃপয়া চ সমুত্থিতম্॥ ২॥ পুরা কল্পেঽসুরগণৈরাক্রান্তে ভুবনত্রয়ে। বেদোক্তকর্ম্মনাশে চ ধর্ম্মে চ বিলয়ং গতে॥ ৩॥ দেবর্ষিমুনিসিদ্ধেষু বিশ্বাসপরমেষু চ। কালাগ্নিরুদ্রাদুৎপন্নো ধূমঃ কালোদ্ভবোদ্ভবঃ॥ ৪ ধূমাৎসমুত্থিতং লিঙ্গং ভিত্ত্বা পাতালসপ্তকম্। অবটং দক্ষিণে কৃত্বা লিঙ্গং তত্রৈব তিষ্ঠতি॥ ৫॥ তত্র তীর্থে নৃপশ্রেষ্ঠ কুণ্ডং জালাসমুদ্ভবম্। যত্র সা পতিতা জালা শিবস্য দহতঃ পুরম্॥ ৬॥ তত্রাবটং সমুদ্ভূতং ধূমাবর্ত্তস্ততোঽভবৎ। তস্মিন্ কুণ্ডে তু যঃ স্নানং কৃত্বা বৈ নর্ম্মদাজলে॥ ৭॥ কুর্য্যাচ্ছ্রাদ্ধং পিতৃভ্যো বৈ পূজয়েচ্চ ত্রিলোচনম্। কালাগ্নিরুদ্রনামানি স গচ্ছেৎপরমাং গতিম্॥ ৮॥ যৎকিঞ্চিৎ কামিকং কর্ম্ম হ্যাভিচারিকমেব বা। রিপুসঙ্ক্ষয়কৃচ্চাপি সান্তানিকমথাপি বা। অত্র তীর্থে কৃতং সর্ব্বমচিরাৎ সিধ্যতে নৃপ॥ ৯॥

ইতি শ্রীস্কান্দে কালাগ্নিরুদ্রতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম সপ্তাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥১৮৭॥

সপ্তাশীত্যধিক শততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—অনন্তর জালেশ্বরতীর্থে গমন করিবে, এখানে বিখ্যাত কালাগ্নি বিদ্যমান, ইহা স্বয়ম্ভুর আদি লিঙ্গ। এই সর্ব্বোপদ্রবনাশন অখিলকলুষধ্বংসী কালাগ্নিরুদ্রলিঙ্গ ক্ষেত্রপাপবিনাশার্থ কৃপা করিয়া স্বয়ং এখানে সমুপস্থিত হইয়াছেন। পুরাকল্পে অসুরগণ ত্রিভুবন আক্রমণ করিলে বেদোক্ত ক্রিয়া বিনষ্ট ও ধর্ম্ম বিলুপ্ত হয় এবং সুর ঋষি, মুনি ও অপরাপর কাহারও প্রতি কেহ বিশ্বাস স্থাপন করে না। তখন কালাগ্নি রুদ্রের দেহ হইতে কালকল্প ধূমরাশি নির্গত হয়। সেই ধূমমধ্য হইতে সপ্তপাতাল ভেদ করিয়া এই লিঙ্গ সমুত্থিত হন এবং তত্রত্য কূপকে দক্ষিণ রাখিয়া ঐ লিঙ্গ এই স্থানেই অবস্থান করেন। হে নৃপবর! এতীর্থে এক কুণ্ড বিদ্যমান। পুরাকালে হর যখন ত্রিপুর দাহ করেন, তখন সেই পুরের জাজল্যমান অংশবিশেষ এইস্থানে পতিত হইয়াছিল। তাহা হইতেই এই কূপ সমুদ্ভূত হয়। সেই কূপ হইতেই ধূমাবর্ত্ত প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। যে নর এই কুণ্ডে স্নান-পূর্ব্বক পিতৃগণের উদ্দেশে নর্ম্মদানীর দ্বারা শ্রাদ্ধ করিয়া কালাগ্নিরুদ্রনাম সকল উচ্চারণ করত ত্রিলোচনের অর্চ্চনা করে, তাহার পরমগতি লাভ হয়। হে নৃপ! এখানে যে কিছু কাম্যকর্ম্ম কিংবা রিপুক্ষয়কর অভিচার ক্রিয়া অথবা পুষ্টিজনক ক্রিয়া করা যায়, অচিরেই তৎসমস্ত সিদ্ধ হইয়া থাকে। ১—৯।

সপ্তাশীত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৮৭॥

অষ্টাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। ততঃ পরং মহারাজ চত্বারিংশৎক্রমান্তরে। শালগ্রামং ততো গচ্ছেৎ সর্ব্বদৈবতপূজিতম্॥ ১॥ যত্রাদিদেবো ভগবান্ বাসুদেবস্ত্রিবিক্রমঃ। স্বয়ং তিষ্ঠতি লোকাত্মা সর্ব্বেষাং হিতকাম্যয়া॥ ২॥ নারদেন তপস্তপ্তা কৃত্বা শালা দ্বিজন্মনাম্। সিদ্ধিক্ষেত্রং ভৃগুক্ষেত্রং জ্ঞাত্বা রেবাতটে স্বয়ম্॥ ৩॥ শালগ্রামাভিধো দেবো বিপ্রাণাং স্বধিবাসিতঃ। সাধূনাং চোপকারায় বাসুদেবঃ প্রতিষ্ঠিতঃ॥ ৪॥ যোগিনামুপকারায় যোগিধ্যেয়ো জনার্দ্দনঃ। শালগ্রামেতি তেনৈব নর্ম্মদাতটমাশ্রিতঃ॥ ৫॥ মাসি মার্গশিরে শুক্লা

অষ্টাশীত্যধিক শততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে মহারাজ! অতঃপর সর্ব্বদেবপূজিত শালগ্রাম তীর্থে গমন করিবে। এই তীর্থে যথাক্রমে চত্বারিংশৎ তীর্থ বিদ্যমান। অখিললোকাত্মা আদিদেব ত্রিবিক্রম ভগবান্ বাসুদেব লোকহিতার্থ স্বয়ং এ স্থানে অধিষ্ঠিত। স্বয়ং দেবর্ষি নারদ রেবাতীরস্থিত ভৃগুক্ষেত্রকে সিদ্ধিক্ষেত্র জানিয়া এখানে বিপুল তপস্যা করিয়াছিলেন এবং তিনিই এখানে দ্বিজাতিগণের গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দেন এবং অত্রত্য বিপ্রগণের জন্য শালগ্রামনামক দেবতাকে এখানে প্রতিষ্ঠিত করেন। আর সাধুদিগের উপকারার্থ বাসুদেব স্বয়ং এস্থানে অবস্থান করেন। যোগিগণের হিতার্থে যোগিধ্যেয় জনার্দ্দনই শালগ্রামনামে নর্ম্মদাতীরে সমধিষ্ঠিত হন। ১—৫। যৎকালে মার্গশীর্ষ

শুবত্যেকাদশী যদা। স্নাত্বা রেবাজলে পুণ্যে তদ্দিনং সমুপোষয়েৎ। ৬। রাত্রৌ জাগরণং কুর্য্যাৎ সম্পূজ্য চ জনার্দ্দনম্। পুনঃ প্রভাতসময়ে দ্বাদশ্যাং নর্ম্মদাজলে। ৭। স্নাত্বা সন্তর্প্য দেবাংশ্চ পিতৄন্ মাতৄস্তথৈব চ। শ্রাদ্ধং কৃত্বা ততঃ পশ্চাৎ পিতৃভ্যো বিধিপূর্ব্বকম্। ৮। শক্তিতো ব্রাহ্মণান্ পূজ্য স্বর্ণবস্ত্রান্নদানতঃ। ক্ষমাপয়িত্বা তান্ বিপ্রাং-স্তথা দেবং খগধ্বজম্। ৯। এবং কৃতে মহারাজ যৎ পুণ্যঞ্চ ভবেন্নৃণাম্। শৃণুষ্বাবহিতো ভূত্বা তৎ পুণ্যং নৃপসত্তম। ১০। ন শোকদুঃখে প্রতিপৎস্ততীহ জীবন্মৃতো যাতি মুরারিসাম্যম্। মহান্তি পাপানি বিসৃজ্য তূর্ণং পুনর্ন মাতুঃ পিবতে স্তনোদ্যৎ। ১১। শালগ্রামং পশ্যতে যো হি নিত্যং স্নাত্বা জলে নার্ম্মদেঽঘৌঘহারে। স মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যাদিপাপৈর্নারায়ণানুস্মরণেন তেন। ১২। বসন্তি যে সন্ন্যসিত্বা চ তত্র নিগৃহ্য দুঃখানি বিমুক্তসঙ্গাঃ। ধ্যায়ন্তো বৈ সাঙ্খ্যবৃত্ত্যা তুরীয়ং পদং প্রয়ান্তেঽপি তত্রৈব যান্তি। ১৩।

ইতি শ্রীস্কান্দে শালগ্রামতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নামাষ্টাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ। ১৮৮।

মাসের শুক্লা একাদশী সমুপাগত হয়, তখন এখানে পুণ্যরেবানীরে স্নান করিয়া উপবাস করিবে এবং জনার্দ্দনের সম্যক্ পূজা করিয়া রাত্রি জাগরণ করিবে; রাত্রি প্রভাত হইলে পুনরায় দ্বাদশীতে নর্ম্মদাজলে স্নান, দেব পিতৃ ও মাতৃগণের তর্পণ করিয়া পরে পিতৃগণের উদ্দেশে যথাবিধি শ্রাদ্ধ করিবে। অনন্তর দ্বিজগণকে পূজা করিয়া তাঁহাদিগকে যথাশক্তি স্বর্ণ, বস্ত্র ও অন্ন দান করিবে। তারপর ক্ষমা প্রার্থনাপূর্ব্বক দ্বিজগণকে বিদায় দিয়া গরুড়ধ্বজ জনার্দ্দনের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবে। হে মহারাজ! এইরূপ করিলে মানবগণের যে পুণ্যলাভ হয়, অবহিত হইয়া সেই পুণ্যফল শ্রবণ কর। হে নৃপসত্তম! সে জীবিতই থাকুক আর মৃতই হউক, ইহসংসারেই কি আর পরলোকেই কি, কদাচ শোকদুঃখে পতিত হয় না, পরন্তু মুরারিপুহরির সাম্য লাভ করে। তাহার মহাপাপনিবহ সঞ্চিত থাকিলেও সে সকল পরিত্যাগ করে, আর কখনও তাহাকে মাতৃস্তন্য পান করিতে হয় না। যে নর পাপহর রেবানীরে স্নান করিয়া সতত শালগ্রাম দর্শন করে, নারায়ণের অনুস্মরণে সে ব্রহ্মহত্যাদি পাপ হইতেও মুক্ত হয়। যাঁহারা সন্ন্যাস গ্রহণপূর্ব্বক দুঃখনিচয়ের নিগ্রহ করিয়া সতত শালগ্রাম তীর্থে বাস করেন এবং যে সকল বিমুক্তসঙ্গ সন্ন্যাসী সাংখ্যবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক মুরারির তুরীয় পদ ধ্যান করেন, তাঁহারাও তুরীয় পদে গমন করিয়া থাকেন। ৬—১৩।

অষ্টাশীত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৮৮

একোননবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। ততো গচ্ছেত্তু রাজেন্দ্র তীর্থং পরমশোভনম্। উদীর্ণো যত্র বারাহো শুভ-বদ্ধরণীধরঃ। ১। ধৃত্বন্ দংষ্ট্রাং করালাগ্রাং বিভ্রচ্চ পৃথিবীমিমাম্। স এব পঞ্চমঃ প্রোক্তো বারাহো মুক্তিদায়কঃ। ২। যুধিষ্ঠির উবাচ। কথমুদীর্ণ-রূপোঽভূদ্বারাহো ধরণীধরঃ। বারাহত্বং গতঃ কেন পঞ্চমঃ কেন সংজ্ঞিতঃ। ৩। মার্কণ্ডেয় উবাচ। আদিকল্পে পুরা রাজন্ ক্ষীরোদে ভগবান্ হরিঃ। শেতে স ভোগিশয়নে যোগনিদ্রাবিমোহিতঃ। ৪। লক্ষ্মীকরাম্বুজযুগমৃদ্যমানপদদ্বয়ঃ। তস্মিন্ নৃপতি দেবেশে ভারাক্রান্তা বসুন্ধরা। ৫। বভূব নৃপতি-

ঊননবত্যধিক শততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে রাজেন্দ্র! অনন্তর পরমশোভন উদীর্ণ বরাহতীর্থে গমন করিবে। বরাহদেব ধরণী ধারণ করিয়া এইখানে উদীর্ণ হইয়াছিলেন। যে বরাহদেব কম্পিত করালাগ্র দংষ্ট্রা দ্বারা এই ধরণীকে ধারণ করিয়াছিলেন, তিনিই মুক্তিদায়ক পঞ্চম বরাহ নামে কথিত হন। যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন,—ধরণীধর বরাহ কি জন্য উদীর্ণরূপ হইলেন, কি জন্যই বা তাঁহার বরাহশরীর ধারণ এবং কেনই বা তিনি পঞ্চম বরাহ নামে নির্দ্দিষ্ট হন? মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে রাজন্! পূর্ব্বে আদিকল্পে ভগবান্ হরি যোগনিদ্রাবিমোহিত হইয়া ভোগিশয়নে ক্ষীরোদ সাগরে শয়ান ছিলেন। ১—৪। তখন কমলা করাম্বুজযুগ দ্বারা তদীয় পদদ্বয় মৃদু মৃদু মার্জ্জনা করিতেছিলেন, হে নৃপসত্তম! দেবেশ ভগবান্ হরি এইরূপে

শ্রেষ্ঠ গত্বা বৈ দেবসন্নিধৌ। অবোচত্তারখিন্নাহং গমিষ্যামি রসাতলম্ ॥ ৬ ॥ দৃষ্ট্বা দেবাঃ সমুদ্বিগ্না গতা যত্র জনার্দ্দনঃ। তুষ্টুবুর্ব্বাগ্‌ভিরিষ্টাভিঃ কেশবং জগতঃ পতিম্ ॥ ৭ ॥ দেবা উচুঃ। নমো নমস্তে দেবেশ সুরার্ত্তিহর সর্ব্বগ। বিশ্বমূর্ত্তে নমস্তভ্যং ত্রাহি সর্ব্বান্মহদ্ভয়াৎ ॥ ৮ ॥ ইত্যুক্তো দৈবতৈর্দ্দেবো হ্যবাচ কিমুপস্থিতম্। কার্য্যং বদধ্বং যে দেবা যৎ কৃত্যং মা চিরং কৃথাঃ ॥ ৯ ॥ দেবা উচুঃ। ধরা ধরিত্রী ভূতানাং ভারোদ্বিগ্না নিমজ্জতি। তামুদ্ধর হৃষীকেশ লোকান্ সংস্থাপয় স্থিতৌ ॥ ১০ ॥ এবমুক্তঃ সুরৈঃ সর্ব্বৈঃ কেশবঃ পরমেশ্বরঃ। বারাহং রূপমাস্থায় সর্ব্বযজ্ঞময়ং বিভুঃ ॥ ১১ ॥ দংষ্ট্রাকরালং পিঙ্গাক্ষং সমাকুঞ্চিতমূর্দ্ধজম্। কৃত্বানন্তং পাদপীঠং দংষ্ট্রাগ্রেণোদ্ধরন্ ভুবম্ ॥ ১২ ॥ সপর্ব্বতবনামুর্ব্বীং সমুদ্রপরিমেখলাম্। উদ্ধৃত্য ভগবান্ বিষ্ণুরুদীর্ণঃ সমজায়ত ॥ ১৩ ॥ দর্শয়ন্ পঞ্চধাত্মানমুত্তরে নর্ম্মদাতটে। তথাদ্যং কেরলায়াং তু দ্বিতীয়ং যোধনীপুরে ॥ ১৪ ॥ জয়ক্ষেত্রাভিধানে তু জয়েতি পরিকীর্ত্তিতম্। অসুরান্ মোহয়ন্নিঙ্গস্তৃতীয়ঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ১৫ ॥ পাবনায় জগদ্ধেতোঃ স্থিতো যস্মাচ্ছশিপ্রভঃ। অতস্তু নৃপশার্দ্দূল শ্বেত ইত্যভিধীয়তে ॥ ১৬ ॥ উদ্ধৃত্য জগতীং দেবীমুদীর্ণো ভৃগুকচ্ছকে। ততঃ পঞ্চম উদীর্ণো বরাহ ইতি সংজ্ঞিতঃ ॥ ১৭ ॥ ইতি পঞ্চ বরাহাস্তে কথিতাঃ পাণ্ডুনন্দন। যুগপদ্দর্শনং চৈষাং ব্রহ্মহত্যাং ব্যপোহতি ॥ ১৮ ॥ জ্যৈষ্ঠে মাসি সিতে পক্ষ একাদশ্যাং বিশেষতঃ। গত্বা হ্যাদিবরাহং তু সম্প্রাপ্তে দশমীদিনে ॥ ১৯ ॥ হবিষ্যমন্নং যাল্লঘু সায়ং গতে রবৌ। রাত্রৌ জাগরণং কুর্য্যাদ্বারাহে হ্যাদিসংজ্ঞকে ॥ ২০ ॥ ততঃ প্রভাতে হ্যবসি সংস্নাত্বা নর্ম্মদাজলে। সন্তর্প্য পিতৃদেবাংশ্চ তিলৈর্যববিমিশ্রিতৈঃ ॥ ২১ ॥ ধেনুং দদ্যাদ্দ্বিজে যোগ্যে সর্ব্বাভরণভূষিতাম্। নির্ম্মমো নিরহঙ্কারো

নিদ্রিত হইলে বসুন্ধরা ভারপীড়িতা হইয়া দেবগণসমীপে গমন করেন এবং বলেন,—আমি ভূতগণের ভারে খিন্না হইয়াছি,—আমি রসাতলে যাইতে বসিয়াছি। দেবগণ বসুন্ধরাকে এইরূপ সমুদ্বিগ্না দর্শন করিয়া যেখানে জনার্দ্দন কেশব শয়ান ছিলেন, সেই ক্ষীর সাগরতীরে উপনীত হইয়া ইষ্ট বাক্যনিচয় দ্বারা জগৎপতির স্তুতি করিলেন। দেবগণ বলিলেন,—হে দেবেশ! আপনি সর্ব্বগ ও সুরগণের পীড়াহারী, আপনাকে নমস্কার; হে বিশ্বমূর্ত্তে! আপনাকে নমস্কার করি, আপনি আমাদিগকে অখিল মহাভয় হইতে ত্রাণ করুন। দেব জনার্দ্দন ত্রিদশগণ কর্ত্তৃক এইরূপে কথিত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন,—হে দেবগণ! আপনাদের কোন্ প্রয়োজন সমুত্থিত হইয়াছে? বিলম্ব করিবেন না, সত্বর বলুন,—আমি আপনাদের কোন্ কার্য্য করিব? দেবগণ বলিলেন,—ধরিত্রী ধরাদেবী ভূতগণের ভারে উদ্‌বিগ্না হইয়া সাগরগর্ভে নিমজ্জিত হইতেছেন। হে হৃষীকেশ! তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া লোকসংস্থান করুন। বিভু পরমেশ কেশব ত্রিদশগণের প্রার্থনায় সর্ব্বযজ্ঞময় বরাহবপু ধারণ করিয়া দংষ্ট্রাগ্রভাগ দ্বারা ধরার উদ্ধার সাধন করিলেন। ভগবান্ বিষ্ণু যখন বরাহরূপ ধারণ করেন, তখন তাঁহার দংষ্ট্রা অতি ভীষণ লোচন পিঙ্গল ও কেশচয় সম্যক্ আকুঞ্চিত হইয়াছিল; তিনি অনন্তকে পাদপীঠ পরিকল্পিত করিয়া পর্ব্বতবনশালিনী সাগরমেখলা বসুধার উদ্ধার সাধন করত অতীব উদীর্ণ হইয়াছিলেন। তৎকালে রেবার উত্তরতীরে তাঁহার ঐ বরাহবপু পঞ্চধাবিভক্ত দৃষ্ট হইয়াছিল। এই পঞ্চধাবিভক্ত মূর্ত্তির আদিবরাহমূর্ত্তি কেরলে ও দ্বিতীয় যোধনীপুরে জয়ক্ষেত্র নামক তীর্থে প্রতিষ্ঠিত হয়; এই দ্বিতীয় মূর্ত্তি জয় নামে অভিহিত হইয়াছে। তৃতীয় অসুরগণবিমোহনকারী লিঙ্গ-বরাহ নামে অভিহিত। তাঁহার শশিপ্রভ চতুর্থ মূর্ত্তি জগতের হেতুভূত ও পবিত্রতাবিধায়ক। হে নৃপশার্দ্দূল! শশধরপ্রভ বলিয়া এই মূর্ত্তি শ্বেত নামে কথিত হয়। বসুধার উদ্ধারের পর তদীয় পঞ্চম মূর্ত্তি ভৃগুকচ্ছে উদীর্ণ হয়, এজন্য ইহার নাম হইয়াছে পঞ্চম উদীর্ণবরাহ। হে পাণ্ডুনন্দন! এই তোমার নিকট পঞ্চ বরাহ বর্ণিত হইল। ইহাদিগের যুগপৎ দর্শন ঘটিলে ব্রহ্মহত্যা বিনষ্ট হয়। বিশেষতঃ জ্যৈষ্ঠমাসে শুক্লপক্ষীয় একাদশীতে এই সকল বরাহদর্শন প্রশস্ত। মানব দশমীদিনে আদিবরাহসমীপে গমন করিয়া দিবাকর অস্তগমন করিলে সায়ংকালে অত্যল্পমাত্রায় হবিষ্যান্ন ভোজন করিবে এবং সেই আদিবরাহসমীপেই রজনী জাগরণ করিবে। অনন্তর বিভাবরী প্রভাত হইলে প্রত্যূষে নর্ম্মদানীরে সম্যক্ অবগাহন করিয়া যবতিলমিশ্র জলদ্বারা যথাক্রমে দেবপিতৃগণের তর্পণ করিবে। ৫—২১। অনন্তর যোগ্য দ্বিজকে সর্ব্বাভরণভূষিতা ধেনু দান কর্ত্তব্য।

দানং দদ্যাদ্দ্বিজাতয়ে ॥ ২২ ॥ গত্বা সম্পূজয়েদ্দেবং বারাহং হ্যাদিসংজ্ঞিতম্ । অনেন বিধিনা পূজ্য পশ্চাদগচ্ছেজ্জয়ং স্মরন্ ॥ ২৩ ॥ ত্বরিতং তু জয়ং গত্বা পূর্ব্বকং বিধিমাচরেৎ । অশ্বং দদ্যাদ্দ্বিজাগ্র্যায় জয়পূর্ব্বাভিনির্গতম্ ॥ ২৪ ॥ লিঙ্গে চৈব তিলা দেয়াঃ শ্বেতে হিরণ্যমেব চ : উদীর্ণে চ ভুবং দদ্যাৎ পূর্ব্বকং বিধিমাচরেৎ ॥ ২৫ ॥ অনস্তমিত আদিত্যে বরাহান্ পঞ্চ পশ্যতঃ । যৎফলং লভতে পার্থ তদিহৈকমনাঃ শৃণু ॥ ২৬ ॥ ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং স্তেয়ং গুর্ব্বঙ্গনাগমঃ । এভিস্ত সহ সংযোগো বিশ্বস্তানাঞ্চ বঞ্চনম্ ॥ ২৭ ॥ শ্বস্রদুহিতৃভগিনীকুলদারোপবৃংহণম্ । আজন্মমরণাদ্‌যাবৎ পাপং ভরতসত্তম ॥ ২৮ ॥ তীর্থপঞ্চকপূতস্য বৈষ্ণবস্য বিশেষতঃ । যুগপচ্চ বিনশ্যেত তুলরাশিরিবানলাৎ ॥ ২৯ ॥ নারায়ণানুস্মরণাজ্জপধ্যানাদ্বিশেষতঃ । বিপ্রণশ্যন্তি পাপানি গিরিকূটসমান্যপি ॥ ৩০ ॥ দৃষ্ট্বা পঞ্চ বরাহান্ বৈ পৌরুষে মহতি স্থিতঃ । আপ্লবন্নর্ম্মদাতোয়ে শ্রাদ্ধং কৃত্বা যথাবিধি ॥ ৩১ ॥ উদয়াস্তমনাদর্ব্বাগ্ যঃ পশ্যেল্লোটনেশ্বরম্ । কলেবরবিমুক্তঃ স ইত্যেবং শঙ্করোঽব্রবীৎ ॥ ৩২ ॥ মুক্তিং প্রয়াতি সহসা দুষ্প্রাপাং পরমেশ্বরীম্ । পৌরুষে ক্রিয়মাণেঽপি ন সিদ্ধির্জায়তে যদি ॥ ৩৩ ॥ ব্রুবন্তি স্বর্গগমনমপি পাপান্বিতস্য চ । যত্র তত্র গতস্যৈব ভবেৎ পঞ্চবরাহকী ৩৪ ॥ জ্যৈষ্ঠস্যৈকাদশীতিথৌ ধ্রুবং তত্র বসেন্নরঃ আদিং জয়ং তথা শ্বেতং লিঙ্গমুদীর্ণমেব চ ॥ ৩৫ আশ্রিত্য তস্যা দ্রষ্টব্যা বরাহাস্ত যতস্ততঃ জ্যৈষ্ঠস্যৈকাদশীতিথৌ বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা ॥ ৩৬ বারাহং রূপমাস্থায় উদ্ধৃতা ধরণী বিভো । পুণ্যাৎ পুণ্যতমা তেন হ্যশেষাঘৌঘনাশিনী ॥ ৩৭ ॥ দৃষ্ট্বা পঞ্চবরাহান্ বৈ ক্রোড়মুদীর্ণরূপিণম্ । পূজয়িত্বা বিধানেন পশ্চাজ্জাগরণং চরেৎ ॥ ৩৮ ॥ সপঞ্চবর্ত্তিকান্ দীপান্ ঘৃতেনোজ্জ্বাল্য ভক্তিতঃ । পুরাণশ্রবণৈর্নৃত্যৈগীতবাদ্যৈঃ সুমঙ্গলৈঃ ॥ ৩৯ ॥ বেদজাপ্যৈঃ পবিত্রৈশ্চ ক্ষপয়িত্বা চ শর্ব্বরীম্ । যৎপুণ্যং

দানকালে দাতা নির্ম্মম ও নিরহঙ্কার হইবে; তারপর আদিবরাহসমীপে উপনীত হইয়া তাঁহাকে সম্যক্ পূজা করিবে। এরূপবিধানে আদিবরাহের পূজা সমাপ্ত হইলে পশ্চাৎ সত্বরগমনে জয়বরাহ সমীপে গমন করিবে। এখানেও ক্ষিপ্রকারিতাসহকারে পূর্ব্বোক্ত বিধির অনুসরণ করিয়া দ্বিজবর্য্যকে বাজী প্রদান করত জয়শব্দ উচ্চারণপূর্ব্বক তথা হইতে নির্গত হইবে। অনন্তর ক্রমে লিঙ্গ শ্বেত ও উদীর্ণ বরাহসন্নিধানে গমন করিয়া পূর্ব্বোক্ত রীতির অনুসরণ করত যথাক্রমে তিল, হিরণ্য ও ভূমি দান করিবে। হে পার্থ! সূর্য্যদেব অস্তগমন করিতে না-করিতেই পঞ্চ বরাহের দর্শন করিলে মানব যে ফললাভ করে, বলিতেছি, একমনা হইয়া শ্রবণ কর। হে ভরতসত্তম! ব্রহ্মহত্যা সুরাপান, স্তেয় ও গুরুপত্নী-গমন, এই সকল পাপীর সহিত সংসর্গ, বিশ্বস্ত জনের বঞ্চন জন্য পাপ মিলিত এই সকল পাপ এবং কন্যা, ভগিনী ও কুলকামিনীগমন প্রভৃতি জন্ম হইতে মরণ পর্য্যন্ত সঞ্চিত পাপরাশি বিনষ্ট হয়। বিশেষতঃ এই তীর্থপঞ্চকে পূত বৈষ্ণব মানবের অনলে তুলরাশিবিনাশের ন্যায় এককালে অখিল পাপ বিনষ্ট হয়। নারায়ণের নাম স্মরণ, জপ বিশেষতঃ ধ্যান করিলে গিরিশৃঙ্গসদৃশ পাপসকল অশেষরূপে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। মানব পঞ্চ বরাহ অবলোকন করিয়া মহাপৌরুষে প্রতিষ্ঠিত হয়। শঙ্কর কহিলেন,—যে মানব নর্ম্মদাজলে দেহ আপ্লুত করিয়া যথাবিধি শ্রাদ্ধ করত দিবাকরের উদয় ও অস্তমনের পূর্ব্বে লোটনেশ্বর অবলোকন করে, দেহাবসানে সদ্য তাহার দুষ্প্রাপ্য পারমেশ্বরী মুক্তি হয়। উদ্যম করিয়াও যাহার সিদ্ধি লাভ না হয়, পণ্ডিতগণ বলেন,—তাদৃশ পাপযুক্ত মানব অন্ততঃ স্বর্গও লাভ করিতে পারে এবং সে ব্যক্তি যে যে স্থানে গমন করে, সেই সেই স্থানই পঞ্চবরাহতীর্থ হইয়া থাকে। জ্যৈষ্ঠ মাসের একাদশী তিথিতে আদি, জয়, শ্বেত, লিঙ্গ ও উদীর্ণ এই পঞ্চ বরাহ দর্শন করা কর্ত্তব্য; অতএব মানব ঐ দিনে অবশ্যই তথায় বাস করিয়া পঞ্চ বরাহ দর্শন করিবে। প্রভবিষ্ণু বিষ্ণু এই জ্যৈষ্ঠ মাসের একাদশী দিনেই বরাহরূপ ধারণপূর্ব্বক বসুধার উদ্ধার করেন, তজ্জন্যই এই জ্যৈষ্ঠী একাদশী পুণ্য হইতে পুণ্যতমা ও মহাপাপরাশিনাশিনী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ২২—৩৭। মানব এই পঞ্চ বরাহকে অবলোকন ও উদীর্ণ বরাহের যথাবিধি পূজা করিবে। পশ্চাৎ রজনী জাগরণ করিবে, অনন্তর ভক্তিভরে পঞ্চবর্ত্তিকাযুক্ত ঘৃতপ্রজ্বালিত দীপদান করিবে এবং সুমঙ্গল পুরাণ শ্রবণ, নৃত্য, গীত ও বাদ্য দ্বারা রজনী অতিবাহিত করিবে। হে আজমীঢ়! যে দ্বিজ জাগরণপ্রসঙ্গে পবিত্র বেদমন্ত্র জপদ্বারা যামিনী অতি-

লভতে মর্ত্ত্যো হ্যজমীঢ় শৃণুষ তৎ। ৪০। রেবাজলং পুণ্যতমং পৃথিব্যাং তথা চ দেবো জগতাং পবিত্রহরিঃ। একাদশী পাপহরা নরেন্দ্র বহ্বায়াসৈর্লভ্যতে মানবানাম্। ৪১। একৈকশো ব্রহ্মহত্যাদিকানি শক্তানি হন্তুং পাপসত্থানি রাজন্। নৈতে সর্ব্বে যুগপদ্বৈ সমেতা হন্তুং শক্তাঃ কিন্ন তদ্‌ব্রূহি রাজন্। ৪২। যথেদমুক্তং তব ধর্ম্মসূনো শ্রুতঞ্চ যচ্ছঙ্করাচ্চন্দ্রমৌলেঃ। শ্রুত্বেদমিচ্ছন্মুচ্যতে সর্ব্বপাপৈঃ পঠন্ পদং যাতি হি বৃত্রশত্রোঃ। ৪৩।

ইতি শ্রীস্কান্দে উদীর্ণবরাহতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈকোননবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ। ১৮৯।

নবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহীপাল সোমতীর্থমনুত্তমম্। চন্দ্রহাস্তেতি বিখ্যাতং সর্ব্বদৈবতপূজিতম্। ১। যত্র সিদ্ধিং পরাং প্রাপ্তঃ সোমো রাজা সুরোত্তমঃ। ২। যুধিষ্ঠির উবাচ। কথং সিদ্ধিমনুপ্রাপ্তঃ সোমো রাজা জগৎপতিঃ। তৎসর্ব্বং শ্রোতুমিচ্ছামি কথয়স্ব মমানঘ। ৩। মার্কণ্ডেয় উবাচ। পুরা শপ্তো মুনীন্দ্রেণ দক্ষেণ কিল ভারত। অসেবনাদ্ধি দারাণাং ক্ষয়রোগী ভবিষ্যসি। ৪। উদ্বাহিতানাং পত্নীনাং যে ন কুর্ব্বন্তি সেবনম্। যা নিষ্ঠা জায়তে তেষাং তাং শৃণুষ নরোত্তম। ৫। ঋতুকালে তু নারীণাং সেবনাজ্জায়তে সুতঃ। সুতাৎ স্বর্গশ্চ মোক্ষশ্চ হীত্যেবং শ্রুতিনোদনা। ৬। তৎকালোচিতধর্ম্মেণ যে ন সেবন্তি তাং নরাঃ। তেষাং ব্রহ্মবধজং পাপং জায়তে নাত্র সংশয়ঃ। ৭। তেন পাপেন ঘোরেণ বেষ্টিতো রৌরবে পতেৎ। তস্য তদ্রুধিরং পাপাঃ পিবন্তে কালমীপ্সিতম্। ৮। ততোঽবতীর্ণকালেন যাং যাং যোনিং প্রযাস্যতি। তস্যাং তস্যাং স দুষ্টাত্মা দুর্ভগো জায়তে সদা। ৯। নারীণান্তু সদা কামোঽধিকঃ পরিবর্ত্ততে। বিশেষেণ ঋতোঃ কালে ভিদ্যতে কামসায়কৈঃ। ১০। পরিভূতা হি সা ভর্ত্রা ধ্যায়তেঽন্যং পতিং ততঃ। তস্যাঃ পুত্রঃ সমুৎপন্নো

বাঞ্ছিত করেন, তাঁহার যে পুণ্যলাভ হয় শ্রবণ কর। হে নররাজ! পৃথিবীতে রেবানীর যেমন পূততম, জগৎপতি হরি যেরূপ পবিত্র, তদ্রূপ জ্যৈষ্ঠী একাদশীও পাপহরা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। মানবগণ বহু আয়াসেই এইখানে জ্যৈষ্ঠী একাদশী লাভ করিতে পারে। হে রাজন্! রেবানীর, হরি ও একাদশী ইহাঁরা এক একটীই ব্রহ্মহত্যাদি পাপরাশিবিনাশে সমর্থ। যদি এই তিনটি এক সময়ে একত্র মিলিত হয়, বল দেখি তবে কি না বিনাশ করিতে পারেন? হে ধর্ম্মতনয়! আমি শশিশেখর শঙ্করের নিকট যেরূপ শুনিয়াছি, তাহাই তোমার নিকট বর্ণন করিলাম; ইহা শ্রবণ করিলে মানবের পাপ মুক্তি আর পাঠ করিলে বৃত্রঘাতীর পরম পদলাভ হয়। ৩৮—৪৩।

উননবত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৮৯।

নবত্যধিক শততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে মহীপাল! অনন্তর অনুত্তম সোমতীর্থে গমন করিবে, এখানে সর্ব্বদেবপূজিত বিখ্যাত চন্দ্রহাস্ত নামক শঙ্করলিঙ্গ বিদ্যমান। সুরসত্তক সোম এই তীর্থে পরম সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন,—জগৎপতি রাজা সোম কি করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন? শুনিতে অভিলাষ করি, হে অনঘ! তৎসমস্ত আমার নিকট বর্ণন করুন। মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে ভারত! পূর্ব্বে তপস্বিসত্তম দক্ষপ্রজাপতি নিশাপতির প্রতি অভিশাপ প্রদান করেন; বলেন,—পত্নীগণের সমানভাবে সেবা না করায় ক্ষপাপতি ক্ষয়রোগী হইবেন। হে নরবর! যাহারা বিবাহিত পত্নীগণের সেবা না করে, তাহাদের যে পরিণাম হয়, শ্রবণ কর। ঋতুকালে পত্নীদিগের সেবা করিলে তনয় জন্মে। আর তনয় হইতেই স্বর্গ ও মোক্ষ হইয়া থাকে—এইরূপই বেদের বিধান। যাহারা ঋতুকালোচিত ধর্ম্মানুসারে পত্নীর সেবা না করে, তাহাদের ব্রহ্মহত্যার পাতক হয়, সংশয় নাই; আর সেই ঘোর পাপে আবদ্ধ হইয়া ঋতুঘাতী রৌরবে পতিত হয়; রৌরবে পতিত হইয়াও সেই পাপমতি পত্নীর ঋতুকালোৎপন্ন শোণিত বহু কাল পান করে। তারপর কালক্রমে মর্ত্ত্যলোকে অবতীর্ণ হইয়া যে যে যোনিতে প্রবেশ করে, সেই সেই যোনিতেই নিরন্তর দুষ্টাত্মা দুর্ভগ হইয়া জন্ম প্রাপ্ত হয়। ১—৯। নারীগণের সর্ব্বদাই কাম সমধিক প্রবল থাকে, বিশেষতঃ ঋতুকালেই তাহারা মদনবাণে অত্যধিক পীড়িত হয়। তখন মানী ভর্ত্তা

হইতে কুলমুত্তমম্। ১১। স্বর্গস্থাস্তেন পিতরঃ পূর্ব্বং জাতা মহীপতে। পতন্তি জাতমাত্রেণ কুলটস্তেন চোচ্যতে। ১২। তেন কর্ম্মবিপাকেণ ক্ষয়রোগী শশী হ্যভূৎ। ত্যক্তা লোকং সুরেন্দ্রাণাং মর্ত্ত্যলোকমুপাগতঃ। ১৩। তত্র তীর্থান্যনেকানি পুণ্যান্যায়তনানি চ। ভ্রমিত্বা নর্ম্মদাং প্রাপ্তঃ সর্ব্বপাপপ্রণাশিনীম্। ১৪। উপবাসস্ত দানানি ব্রতানি নিয়মাশ্চ যে। চচার দ্বাদশাব্দানি ততো মুক্তঃ স কিল্বিষৈঃ। ১৫। স্থাপয়িত্বা মহাদেবং সর্ব্বপাতকনাশনম্। জগাম প্রভয়া পূর্ণঃ সোমলোকমনুত্তমম্। ১৬। যেনৈব স্থাপিতো দেবঃ পূজ্যতে বর্ষসংখ্যয়া। তাবদ্‌যুগসহস্রাণি তস্য লোকং সমশ্নুতে। ১৭। তেন দেবান্ বিধানোক্তান্ স্থাপয়ন্তি নরা ভুবি। অক্ষয়ং চাব্যয়ং যস্মাৎ ফলং ভবতি নান্যথা। ১৮। সোমতীর্থে তু যঃ স্নাত্বা পূজয়েদ্দেবমীশ্বরম্। জায়তে স নরো ভূত্বা সোমবৎ প্রিয়দর্শনঃ। ১৯। চন্দ্রপ্রভাসে যো গত্বা স্নানং বিধিবদাচরেৎ। ব্যাধিনা নাভিভূতঃ স্যাৎ ক্ষয়রোগেণ বা যুতঃ। ২০। চন্দ্রহাস্যে নরঃ স্নাত্বা দ্বাদশ্যাং তু নরেশ্বর। চতুর্দ্দশ্যামুপোষ্যৈব ক্ষীরস্য জুহুয়াচ্চরুম্। ২১। মন্ত্রৈঃ পঞ্চভিরীশানং পুরুষ-ত্র্যম্বকং যজেৎ। হবিঃশেষং স্বয়ং প্রাশ্য চন্দ্রহাস্যেশমীক্ষয়েৎ। ২২। অনেন বিধিনা রাজংস্তুষ্টো দেবো মহেশ্বরঃ। বিধিনা তীর্থযোগেন ক্ষয়রোগাদ্বিমুচ্যতে। ২৩। সপ্তভিঃ সোমবারৈর্যঃ স্নানং তত্র সমাচরেৎ। স বৈ কর্ণকৃতাদ্রোগান্মুচ্যতে পূজয়ঞ্ছিবম্। ২৪। অক্ষিরোগস্তথা রাজংশ্চন্দ্রহাস্যে বিনশ্যতি। চন্দ্রহাস্যে তু যো গত্বা গ্রহণে চন্দ্র-সূর্য্যয়োঃ। স্নানং সমাচরেদ্ভক্ত্যা মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ। ২৫। তত্র স্নানং চ দানং চ চন্দ্রহাস্যে শুভাশুভম্। কৃতং নৃপবরশ্রেষ্ঠ সর্ব্বং ভবতি চাক্ষয়ম্। ২৬। তে ধন্যাস্তে মহাত্মানস্তেষাং জন্ম সুজীবিতম্। চন্দ্রহাস্যে তু যে স্নাত্বা পশ্যন্তি গ্রহণং নরাঃ। ২৭। বাচিকং মানসং পাপং কর্ম্মজং যৎপুরা কৃতম্। স্নানমাত্রাত্তু রাজেন্দ্র তত্র তীর্থে

কর্ত্তৃক পরিভূত হইলে অন্য পতির চিন্তা করে, আর সেই উপপতি হইতে পুত্র উৎপন্ন হইলে সেই জারজ তনয় উত্তম কুল অটন করে অর্থাৎ হীনতাপ্রাপ্ত হয়। হে মহীপতে! যাহার কুলে জারজ সন্তান জন্মগ্রহণ করে, তদীয় স্বর্গস্থ পিতৃগণ জারজসন্তান জন্মিবামাত্র স্বর্গ হইতে পতিত হন। এই জন্যই তথাবিধ জারজ সন্তানকে কুলট কহে। ক্ষপাপতি এইরূপ কর্ম্মবিপাকে পড়িয়াই ক্ষয়রোগগ্রস্ত হন এবং মহেন্দ্র লোক পরিত্যাগপূর্ব্বক মর্ত্ত্যলোকে আগমন করেন। তিনি মর্ত্ত্যধামের অনেক তীর্থ ও বহু পুণ্যায়তন পরিভ্রমণ করিয়া সর্ব্বপাপপ্রণাশিনী নর্ম্মদা লাভ করেন এবং এখানে থাকিয়া দ্বাদশ বৎসর যাবৎ উপবাস, দান, ব্রত ও অনেক নিয়ম পালন করিয়া পাপমুক্ত হন। সেই সোম এই সোমতীর্থে সর্ব্বপাতকনাশন মহাদেবকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া প্রভাপূর্ণদেহে অত্যুত্তম সোমলোকে গমন করেন। যে ব্যক্তি যে দেবতার প্রতিষ্ঠা করিয়া যত বৎসর কাল তাঁহার পূজা করে, প্রতিষ্ঠাতার তত সহস্র যুগযাবৎ সেই দেবতার পুরে বাস হয়; কদাচ ইহার অন্যথা হয় না। দেবপ্রতিষ্ঠার ফল অক্ষয় ও অব্যয়; এজন্য নরগণ ধরাধামে বিধি-বিধানে বহু দেবপ্রতিষ্ঠা করিবে। যে মানব সোমতীর্থে স্নান করিয়া দেবেশ পরমেশ্বরের পূজা করে, সে ভূতলে জন্মগ্রহণ করিয়া সোমের ন্যায় প্রিয়দর্শন হয়। চন্দ্রপ্রভাসে গমন করিয়া যে নর যথাবিধি স্নানাচরণ করে, সে ব্যাধি দ্বারা অভিভূত হয় না এবং তাহাকে ক্ষয়রোগ আক্রমণ করে না। হে নরেশ! মানব দ্বাদশীদিনে চন্দ্রহাসে স্নান করত চতুর্দ্দশীদিনে উপবাসী হইয়া ক্ষীর চরু দ্বারা আহুতি প্রদান করিবে; অনন্তর নর পঞ্চ মন্ত্র দ্বারা ত্র্যম্বকের পূজা করিয়া স্বয়ং হবিঃশেষ ভোজন করত চন্দ্রহাস্যেশ্বরকে দর্শন করিবে। হে রাজন্! এইরূপ বিধির অনুসরণ করিলে দেবেশ মহেশ্বর তুষ্ট হন আর এইরূপ বিধিযোগে চন্দ্রহাস্য তীর্থের সেবা করিলে মানব ক্ষয় রোগ হইতে বিমুক্ত হয়।১০—২৩। যে মানব সাতটী সোমবারে চন্দ্রহাস্যে স্নান করিয়া শিব-পূজা করে, সে কর্ণরোগ হইতে মুক্ত হয়। হে রাজন্! চন্দ্রহাস্যে চক্ষুরোগও বিনষ্ট হয়। যে নর চন্দ্র সূর্য্য গ্রহণে চন্দ্রহাসে গমন করিয়া ভক্তি-পূর্ব্বক স্নান করে, সে অখিল পাতক হইতে মুক্ত হয়। হে নৃপসত্তম! এখানে স্নান দান, এমন কি শুভাশুভ যে কোন কার্য্য কৃত হয়, তৎসমস্ত অক্ষয় হইয়া থাকে। যাঁহারা চন্দ্রহাস্যে স্নান করিয়া গ্রহণ দর্শন করেন, ধরায় তাঁহারাই ধন্য ও মহাত্মা এবং তাঁহাদের জন্ম জীবন সার্থক। হে রাজন্! পূর্ব্বকৃত বাচিক মানস ও কর্ম্মজ পাপ চন্দ্রহাস্য তীর্থে স্নানমাত্রেই বিনষ্ট হয়

প্রণশ্যতি। ২৮। বহবস্তত্র জানন্তি মহামোহসমন্বিতাঃ। দেহস্থ ইব সর্ব্বেষাং পরমাত্মেব সংস্থিতম্। ২৯। পশ্চিমে সাগরে গত্বা সোমতীর্থে তু যৎফলম্। তৎসমগ্রমবাপ্নোতি চন্দ্রহাস্তে ন সংশয়ঃ। ৩০। সংক্রান্তৌ চ ব্যতীপাতে বিষুবে চায়নে তথা। চন্দ্রহাস্তে নরঃ স্নাত্বা সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে। ৩১। তে মূঢ়াস্তে দুরাচারাস্তেষাং জন্ম নিরর্থকম্। চন্দ্রহাস্তং ন জানন্তি নর্ম্মদায়াং ব্যবস্থিতম্। ৩২। চন্দ্রহাস্তে তু যঃ কশ্চিৎ সন্ন্যাসং কুরুতে নৃপ। অনিবর্ত্তিকা গতিস্তস্য সোমলোকাৎ কদাচন। ৩৩।

ইতি শ্রীস্কান্দে চন্দ্রহাস্ততীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম নবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ। ১৯০।

একনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। সিদ্ধেশ্বরং ততো গচ্ছেত্তস্যৈব তু সমীপতঃ। অমৃতস্রাবি তল্লিঙ্গমাদ্যং স্বায়ম্ভুবং তথা। ১। দৃষ্টমাত্রেণ যেনেহ হ্যনৃণো জায়তে নরঃ। পুরা বর্ষশতং সাগ্রমারাধ্য পরমেশ্বরম্। ২। প্রাপুস্তুঃ পরমাং সিদ্ধিমাদিত্যা দ্বাদশৈব তু। অতঃ সিদ্ধেশ্বরঃ প্রোক্তঃ সিদ্ধিদঃ সিদ্ধিকাঙ্ক্ষিণাম্। ৩। যুধিষ্ঠির উবাচ। কথং সিদ্ধেশ্বরে প্রাপ্তাঃ সিদ্ধিং দেবা দ্বিজোত্তম। আদিত্যা ইতি যচ্চোক্তং তন্মে বিস্মাপনং কৃতম্। ৪। তপস্যুগ্রে ব্যবসিতা আদিত্যাঃ কেন হেতুনা। সম্প্রাপ্তাস্ত দ্বিজশ্রেষ্ঠ সিদ্ধিং চৈবাভিলাষিকীম্। ৫। সংক্ষিপ্য তু ময়া পৃষ্টং বিস্তরাদ্দ্বিজ শংস মে। ৬। মার্কণ্ডেয় উবাচ। অদিতের্দ্বাদশাদিত্যা জাতাঃ শক্রপুরোগমাঃ। ইন্দ্রো ধাতা ভগস্ত্বষ্টা মিত্রোঽথ বরুণোঽর্য্যমা। ৭। বিবস্বান্ সবিতা পূষা হ্যংশুমান্ বিষ্ণুরেব চ। ত ইমে দ্বাদশাদিত্যা ইচ্ছন্তো ভাস্করং পদম্। ৮। নর্ম্মদাতটমাশ্রিত্য তপস্যুগ্রে ব্যবস্থিতাঃ। সিদ্ধেশ্বরে মহারাজ কাশ্যপেয়ৈর্মহাত্মভিঃ। ৯। পরা সিদ্ধিরনুপ্রাপ্তা দ্বাদশাদিত্যসংজ্ঞিতৈঃ। স্থাপিতশ্চ জগদ্ধাতা তস্মিংস্তীর্থে দিবাকরঃ। ১০। স্বকীয়াংশবিভাগেন দ্বাদশাদিত্যসংজ্ঞিতৈঃ। তদাপ্রভৃতি তত্তীর্থং রাজন্

পরমাত্মা সকলের দেহেই বিদ্যমান। মহামোহান্বিত মানবগণ যেমন তাহা জানিতে পারে না, তদ্রূপ বহু ব্যক্তিই এই তীর্থের মহিমা বিদিত নহে। পশ্চিমসাগরে গমন করিয়া মানব সোমতীর্থে যে ফললাভ করে, নিঃসংশয় চন্দ্রহাস্ত তীর্থেও তৎসমস্ত প্রাপ্ত হয়। সংক্রান্তি, ব্যতীপাত, বিষুব ও অয়ন প্রভৃতি দিনে মানব চন্দ্রহাস্ততীর্থে স্নান করিয়া অখিল কলুষ হইতে মুক্ত হইতে পারে। যাহারা নর্ম্মদাতীরস্থিত চন্দ্রহাস্ততীর্থ বিদিত নহে, তাহারা মূঢ়, দুরাচার এবং তাহাদের জন্ম নিরর্থক। হে নৃপ! যে কেহ চন্দ্রহাস্যতীর্থে সন্ন্যাসগ্রহণ করে, তাহার অনিবর্ত্তিকা গতি হয়, কদাচ সে সোমলোক হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করে না। ২৪—৩৩।

নবত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৯০।

একনবত্যধিক শততম অধ্যায়।

শ্রীমার্কণ্ডেয় কহিলেন,—অনন্তর চন্দ্রহাস্তের সমীপবর্ত্তী সিদ্ধেশ্বরলিঙ্গসমীপে গমন করিবে, এখানে এক অমৃতস্রাবী লিঙ্গ বিদ্যমান। ইহা স্বয়ম্ভুর আদিলিঙ্গ। মানব এই লিঙ্গের দর্শনমাত্রেই অনৃণ হয়! পূর্ব্বে দ্বাদশাদিত্য এখানে কিঞ্চিদধিক শতবর্ষকাল মহেশের আরাধনা করিয়া পরমসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। এই লিঙ্গ সিদ্ধিকামিগণের সিদ্ধিদ; এইজন্য ইহার নাম হইয়াছে—সিদ্ধেশ্বর। যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে দ্বিজোত্তম! দেব দ্বাদশাদিত্য কিরূপে সিদ্ধেশ্বর তীর্থে সিদ্ধিলাভ করিলেন? আদিত্যগণ এখানে তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করয়াছেন, এই কথা কহিয়া আমার পরম বিস্ময় জন্মাইয়া দিয়াছেন। আদিত্যগণ কি জন্য উগ্রতপস্যার উদ্যম করিয়াছিলেন? আর তপস্যায় কিরূপই বা অভীষ্টসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন? হে দ্বিজসত্তম! আমার জিজ্ঞাসা অতি সংক্ষিপ্তভাবে হইল। আপনি আমার নিকট বিস্তররূপে বর্ণন করুন।১—৬। মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—ইন্দ্র, ধাতা, ভগ, ত্বষ্টা, মিত্র, বরুণ, অর্য্যমা, বিবস্বান্, সবিতা, পূষা, অংশুমান্ ও বিষ্ণু—এই দ্বাদশাদিত্য অদিতিগর্ভে জন্মগ্রহণ করেন, ইঁহারা সকলেই শক্রোপম। ইঁহারা ভাস্করের পদলাভে অভিলাষী হইয়া নর্ম্মদাতীর আশ্রয়পূর্ব্বক উগ্রতপস্যায় প্রবৃত্ত হন। হে মহারাজ! মহাত্মা কশ্যপতনয় দ্বাদশ আদিত্য সিদ্ধেশ্বর ক্ষেত্রে তপস্যা করিয়া পরমসিদ্ধি লাভ করেন। আদিত্যগণ স্ব স্ব অংশ বিভাগপূর্ব্বক সিদ্ধেশ্বর ক্ষেত্রে জগদ্ধাতা দেব দিবাকরকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। হে

খ্যাতিং গতং ভুবি॥ ১১॥ প্রলয়ে সমনুপ্রাপ্তে হ্যাদিত্যা দ্বাদশৈব তে। দ্বাদশাদিত্যতো রাজন্ সম্ভবন্তি যুগক্ষয়ে॥ ১২॥ ইন্দ্রস্তপতি পূর্ব্বেণ ধাতা চৈবাগ্নিগোচরে। গভস্তিপতির্বৈ যাম্যে ত্বষ্টা নৈঋ´ত দিঙ্মুখঃ॥ ১৩॥ বরুণঃ পশ্চিমে ভাগে মিত্রশ্চ বায়বে তথা। অর্য্যমা সৌম্যদিগ্ভাগে বিবস্বানী-শগোচরে॥ ১৪॥ উর্দ্ধতশ্চৈব সবিতা হ্যধঃ পূষা বিশোষয়ন্। অংশুমাংশ্চ তথা বিশ্বোর্দ্ধ্বমুখতো নির্গতঃ জগৎ॥ ১৫॥ প্রদহন্ বৈ নরশ্রেষ্ঠ বহ্নমুশ্চ ইতস্ততঃ। যথৈব তে মহারাজ দহন্তি সকলং জগৎ॥ ১৬॥ তথৈব দ্বাদশাদিত্যা ভক্তানাং ভাবসাধনাঃ। প্রাতঃ-রুত্থায় যঃ স্নাত্বা দ্বাদশাদিত্যসংজ্ঞিতম্॥ ১৭॥ পশ্যতে দেবদেবেশং শৃণু তস্যৈব যৎফলম্। বাচিকং মানসং পাপং কর্ম্মজং যৎ পুরাকৃতম্॥ ১৮॥ নশ্যতে তৎক্ষণাদেব দ্বাদশাদিত্যদর্শনাৎ। প্রদক্ষিণং তু যঃ কুর্য্যাত্তস্য দেবস্য ভারত॥ ১৯॥ প্রদক্ষিণীকৃতা তেন পৃথিবী নাত্র সংশয়ঃ। তত্র তীর্থে তু সপ্তম্যা-মুপবাসেন যৎফলম্॥ ২০॥ অন্যত্র সপ্তসপ্তম্যাং লভন্তি ন লভন্তি চ। ষষ্ঠ্যাং বারে দৈনকরে দ্বাদশাদিত্যদর্শনাৎ॥ ২১॥ প্রদক্ষিণং তু যঃ কুর্য্যাত্তস্য পাপং তু নশ্যতি। অরোগী সপ্তজন্মানি ভবেদ্বৈ নাত্র সংশয়ঃ॥ ২২॥ যস্ত প্রদক্ষিণশতং দদ্যাদ্ভক্ত্যা দিনেদিনে। দদ্রুপিটককুষ্ঠানি মণ্ডলানি বিচর্চ্চিকাঃ॥ ২৩॥ নশ্যন্তি ব্যাধয়ঃ সর্ব্বে গরুড়েনেব পন্নগাঃ। পুত্রপ্রাপ্তির্ভবেত্তস্য ষষ্ঠ্যা বাসরসেবনাৎ॥২৪

ইতি শ্রীস্কান্দে দ্বাদশাদিত্যতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈকনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১৯১॥

রাজন্! তদবধি এই তীর্থ ক্ষিতিতলে খ্যাতিলাভ করিয়াছে। হে রাজন্! যুগক্ষয়ে প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে যে দ্বাদশাদিত্য উদিত হন, ঐ দ্বাদশাদিত্যও ইহাঁদেরই মূর্ত্তিবিশেষ। এই আদিত্যগণ মধ্যে ইন্দ্র পূর্ব্বদিকে, ধাতা আগ্নেয়দিকে, গভস্তিপতি যাম্যে, ত্বষ্টা নৈঋ´তদিঙ্মুখে, বরুণ পশ্চিমে, মিত্র বায়ব্যে, অর্য্যমা সৌম্যদিগ্ভাগে, বিবস্বান্ ঈশানদিকে ও সবিতা উর্দ্ধদিকে তাপ দান করেন। আর পূষা অধোদিক্ বিশোষিত করেন এবং অংশুমান্ [illegible] নির্গত বহ্নি দ্বারা জগৎ দগ্ধ করেন। হে নরবর! চরাচর সর্ব্বত্রই আদিত্যগণ পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন। হে মহারাজ! দ্বাদশ আদিত্য একদিকে যেমন অখিল জগৎ দগ্ধ করেন, তেমনই আবার ইহাঁরা অপরদিকে ভক্তগণের ভাব সাধন করিয়া থাকেন। যে নর প্রাতরুত্থানানন্তর দ্বাদশাদিত্য তীর্থে স্নান করিয় দেবদেবেশকে দর্শন করে, তাহার পুণ্যফল শ্রবণ কর। দ্বাদশাদিত্যদর্শনে তাহার পূর্ব্বকৃত বাচিক, মানস ও কর্ম্মজ পাপ সদ্য বিনষ্ট হয়। হে ভারত! যে মানব সেই সূর্য্যদেবকে প্রদক্ষিণ করে, নিঃসংশয় তাহার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করা হয়। এখানে সপ্তমীদিবসে উপবাসে যে ফল হয়, মানবগণের অন্যত্র সাতটী সপ্তমীতে উপবাস করিলে সে ফল লাভ হয় কি না সন্দেহ। রবিবারযুক্ত ষষ্ঠী তিথিতে দ্বাদশাদিত্য দর্শনে কিংবা ঐ দিন দ্বাদশাদিত্যের প্রদক্ষিণে মানব পাপমুক্ত হয় এবং সে সপ্তজন্ম পর্য্যন্ত অরোগী হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক প্রতিদিন দ্বাদশাদিত্যের শতবার প্রদক্ষিণ করে, গরুড়কর্ত্তৃক পন্নগগণের বিনাশের ন্যায় তাহার দদ্রু, পিটক, কুষ্ঠ, মণ্ডল ও বিচর্চ্চিকা প্রভৃতি ব্যাধিনিচয় বিনষ্ট হইয়া থাকে। আর ষষ্টি দিবস অর্থাৎ দুইমাস দ্বাদশাদিত্যের সেবা করিলে মানবের পুত্রপ্রাপ্তি হয়। ১—২৪।

একনবত্যধিক শততম অধ্যায়।১৯০।

দ্বিনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। তস্যৈবানন্তরং তাত দেবতীর্থ-মনুত্তমম্। দৃষ্ট্বা তু শ্রীপতিং পাপৈর্মুচ্যতে মানবো ভুবি॥ ১॥ মহর্ষেস্তস্য জামাতা ভৃগোর্দেবো জনার্দ্দনঃ॥ ২॥ যুধিষ্ঠির উবাচ। কোঽয়ং শ্রিয়ঃ পতির্দেবো দেবানামধিপো বিভুঃ। কথং জন্মাভব-ত্তস্য দেবেষু ত্রিষু বা মুনে॥ ৩॥ সম্বন্ধী চ কথং

দ্বিনবত্যধিক শততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে তাত! ইহারই পর অনুত্তম দেবতীর্থে গমন করিবে। এখানে রমাপতিকে দর্শন করিয়া মানব অখিল পাতক হইতে মুক্ত হয়। হে ভূপতে! ভূতলে দেব জনার্দ্দন মহর্ষি ভৃগুর জামাতা হইয়াছিলেন। যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন,—মুনে! এই দেবাধিপ বিভু রমাপতি কে? কিরূপে ইনি ব্রহ্মাদি দেবত্রয়ের মধ্যে একজন হইয়া জন্মিলেন? আর ভৃগুর

জাতো ভৃগুণা সহ কেশবঃ। এতদ্বিস্তরতো ব্রহ্মন্ বক্তুমর্হসি ভার্গব ॥ ৪ ॥ মার্কণ্ডেয় উবাচ। সঙ্ক্ষেপাৎ কথয়িষ্যামি সাধ্যস্য চরিতং মহৎ। নংহি বিস্তরতো বক্তুং শক্তাঃ সর্ব্বে মহর্ষয়ঃ ॥ ৫ ॥ নারায়ণস্য নাভ্যব্জাজ্জাতো দেবশ্চতুর্ম্মুখঃ। তস্য দক্ষোঽঙ্গজো রাজন্ দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠসম্ভবঃ ॥ ৬ ॥ ধর্ম্ম-স্তনান্তাৎ সঞ্জাতস্তস্য পুত্রোঽভবৎ কিল। নারায়ণ-সহায়োঽসাবজোঽপি ভরতর্ষভ ॥ ৭ ॥ মরুত্বতী বসুর্জ্জানা লম্বা ভানুমতী সতী। সঙ্কল্পা চ মুহূর্ত্তা চ সাধ্যা বিশ্বাবতী ককুপ্ ॥ ৮ ॥ ধর্ম্মপত্ন্যো দশৈবৈতা দাক্ষায়ণ্যো মহাপ্রভাঃ। তাসাং সাধ্যা মহাভাগা পুত্রানজনয়ন্নৃপ ॥ ৯ ॥ নরো নারায়ণ-শ্চৈব হরিঃ কৃষ্ণস্তথৈব চ। বিষ্ণোরংশাংশকা হ্যেতে চত্বারো ধর্ম্মসূনবঃ ॥ ১০ ॥ তথা নারায়ণনরৌ গন্ধমাদনপর্ব্বতে। আত্মন্যাত্মানমাধায় তেপতুঃ পরমং তপঃ ॥ ১১ ॥ ধ্যায়মানাবনৌপম্যং স্বং কারণমকারণম্। বাসুদেবমনির্দ্দেশ্যমপ্রতর্ক্যমন-স্তরম্ ॥ ১২ ॥ যোগযুক্তো মহাত্মানাবাস্থিতাবুগ্র-তাপসৌ। তয়োস্তপঃপ্রভাবেণ ন ততাপ দিবাকরঃ ॥ ১৩ ॥ ববাহ শঙ্কিতো বায়ুঃ সুখস্পর্শো হ্যশঙ্কিতঃ। শিশিরোঽভবদত্যর্থং জ্বলন্নপি বিভাবসুঃ ॥ ১৪ ॥ সিংহব্যাঘ্রাদয়ঃ সৌম্যাশ্চেরুঃ সহ মৃগৈর্গিরৌ। তয়ো-র্গৌরবভারার্ত্তা পৃথিবী পৃথিবীপতে ॥ ১৫ ॥ চেরুশ্চ ভূধরাশ্চৈব চুক্ষুভে চ মহোদধিঃ। দেবাশ্চ স্বেষু ধিষ্ণ্যেষু নিষ্প্রভেষু হতপ্রভাঃ। বভূবুরবনী-পাল পরমং ক্ষোভমাগতাঃ ॥ ১৬ ॥ দেবরাজস্তথা শক্রঃ সন্তপ্তস্তপসা তয়োঃ। যুযোজাপ্সরসস্তত্র তয়োর্বিঘ্নচিকীর্ষয়া ॥ ১৭ ॥ ইন্দ্র উবাচ। রম্ভে তিলোত্তমে কুব্জে ঘৃতাচি ললিতে শুভে। প্রম্লোচে সুভ্রু সুম্লোচে সৌরভেয়ি মহোদ্ধতে ॥ ১৮ ॥ অলম্বুষে মিশ্রকেশি পুণ্ডরীকে বরূথিনি। বিলোকনীয়ং বিভ্রাণা বপুর্মন্মথবোধনম্ ॥ ১৯ ॥ গন্ধমাদনমাসাদ্য কুরুধ্বং বচনং মম। নরনারায়ণৌ তত্র তপোদীক্ষান্বিতৌ দ্বিজৌ ॥ ২০ ॥ হে শাতে

সহিতই বা কেশব কিরূপে সম্বন্ধযুক্ত হইলেন? হে ভার্গব! এই সকল আমার নিকট বিস্তারপূর্ব্বক বর্ণন করুন। মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—ইহাঁর চরিত সাধু ও মহান্, সংক্ষেপে তোমার নিকট বলিতেছি; অখিল মহর্ষিরাও ইহা বিস্তারপূর্ব্বক বলিতে সমর্থ নহেন। নারায়ণের নাভিকমল হইতে চতুরানন ব্রহ্মা জন্মগ্রহণ করেন; হে রাজন্! চতুরাননের দক্ষ অঙ্গুষ্ঠ হইতে প্রজাপতি দক্ষ সমুদ্ভূত হন। ইহাঁর স্তনান্তর হইতে আর এক তনয় জন্মে, তাঁহার নাম—ধর্ম্ম। কমলযোনি অজ হইয়াও নারায়ণের সাহায্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। হে ভরতর্ষভ! মরুত্বতী, বসু, জ্ঞানালম্বা, সতী, ভানুমতী, সঙ্কল্পা, মুহূর্ত্তা, সাধ্যা, বিশ্বাবতী ও ককুপ—এই দশটী দক্ষের মহাপ্রভাশালিনী কন্যা। ইহাঁরা ব্রহ্মনন্দন ধর্ম্মের পত্নী। হে নৃপ! ইহাঁদের মধ্যে মহাভাগা সাধ্যা কতিপয় পুত্র প্রসব করেন, তাঁহাদের নাম নর, নারায়ণ, হরি এবং কৃষ্ণ। ধর্ম্মের এই তনয়চতুষ্টয় বিষ্ণুর অংশকলা হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছিলেন। ইহাঁদের মধ্যে নর ও নারায়ণ গন্ধমাদন পর্ব্বতে গমন করিয়া স্বীয় আত্মায় আত্মচিন্তা করত পরম তপশ্চরণ করেন। তাঁহারা অনুপম ধ্যান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের তপস্যায় ফলাকাঙ্ক্ষা না থাকিলেও সেই যোগযুক্ত মহাত্মদ্বয় স্ব স্ব কারণভূত অপ্রতর্ক্য অন্তরহীন অনির্দ্দেশ্য বাসুদেবের ধ্যান করত উগ্রতর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের তপঃপ্রভাবে তপনদেব নিষ্প্রভ হইয়াছিলেন, সমীরণ শঙ্কিত হইয়া প্রবাহ বিস্তার করিতেন না, পরন্তু সুখস্পর্শ হইয়া স্বীয় শঙ্কা দূর করিতেন। প্রজ্বলিত দিবা-কর বিদ্যমানেও অত্যর্থ শিশিরপাত হইয়াছিল, সিংহ, ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুগণ সৌম্যভাব অবলম্বন-পূর্ব্বক মৃগগণের সহিত গিরিপ্রদেশে বিচরণ করিত। হে পৃথিবীপাল! পৃথিবী তাঁহাদের ভারে আর্ত্তা হইলেন। ভূধরগণ বিচলিত হইতে লাগিল, সাগর ক্ষুব্ধ হইল, দেবগণ স্ব স্ব তেজোভ্রষ্ট হইয়া হতপ্রভ হইলেন। হে অবনী-পাল! বলিব কি, অখিল লোকই পরম ক্ষোভ-প্রাপ্ত হইল। তাঁহাদের তপস্যায় দেবরাজ শক্র সন্তপ্ত হইয়া তপোবিঘ্ন কামনায় কতিপয় অপ্সরা নিযুক্ত করিলেন। ১—১৭। প্রত্যেক অপ্সরাকে সম্বোধনপূর্ব্বক ইন্দ্র বলিলেন,—রম্ভে! তিলো-ত্তমে! কুব্জে! ঘৃতাচি! কল্যাণি ললিতে! সুভ্রু প্রম্লোচে! সুম্লোচে! মদোদ্ধতে সৌরভেয়ি! অলম্বুষে! মিশ্রকেশি! পুণ্ডরীকে! বরূথিনি! আমার আদেশ পালন কর; তোমাদের বদন দর্শনে মদনের উদ্বোধন হয়, তোমরা নয়নমনোহর অল-ঙ্কার ধারণ করিয়া গন্ধমাদনে গমন কর; সেখানে তপোদীক্ষিত ধর্ম্মনন্দন দ্বিজ নর-নারায়ণ সুদারুণ

ধর্ম্মতনয়ৌ তপঃ পরমদুশ্চরম্। তাবস্মাকং বরারোহাঃ কুর্ব্বাণৌ পরমং তপঃ॥ ২১॥ কর্ম্মাতিশয়দুঃখার্ত্তিপ্রদাবায়তিনাশনৌ। তদ্‌গচ্ছত ন ভীঃ কার্য্যা ভবতীভিরিদং বচঃ॥ ২২॥ স্মরঃ সহায়ো ভবিতা বসন্তশ্চ বরাঙ্গনাঃ। রূপং বয়ঃ সমালোক্য মদনোদ্দীপনং পরম্। কন্দর্পবশমভ্যেতি বিবশঃ কো ন মানবঃ॥ ২৩॥ মার্কণ্ডেয় উবাচ। ইত্যুক্তা দেবরাজেন মদনেন সমং তদা। জগ্মুরপ্সরসঃ সর্ব্বা বসন্তশ্চ মহীপতে॥ ২৪॥ গন্ধমাদনমাসাদ্য পুংস্কোকিলকুলাকুলম্। চচার মাধবো রম্যং প্রোৎফুল্লবনপাদপম্॥ ২৫॥ প্রববৌ দক্ষিণাশায়াং মলয়ানুগতোঽনিলঃ। ভৃঙ্গমালাকৃতরবৈ রমণীয়মভূদ্বনম্॥ ২৬॥ গন্ধশ্চ সুরভিঃ সদ্যো বনরাজিসমুদ্ভবঃ। কিন্নরোরগযক্ষাণাং বভূব ঘ্রাণতর্পণঃ॥ ২৭॥ বরাঙ্গনাশ্চ তাঃ সর্ব্বা নরনারায়ণাবৃষী। বিলোভয়িতুমারব্ধা বাগঙ্গললিতস্মিতৈঃ॥ ২৮॥ জগৌ মনোহরং কাচিন্ননর্ত্ত তত্র চাপ্সরাঃ। অবাদয়ত্তথৈবান্যা মনোহরতরং নৃপ॥ ২৯॥ হাবৈর্ভাবৈঃ স্মিতৈর্হাস্যৈস্তথান্যা বহুভাষিতৈঃ। তয়োঃ ক্ষোভায় তন্বঙ্গ্যশ্চক্রুরুদ্যমমঙ্গনাঃ॥ ৩০॥ তথাপি ন তয়োঃ কশ্চিন্মনসঃ পৃথিবীপতে। বিকারোঽভবদধ্যাত্মপারসম্প্রাপ্তচেতসোঃ॥ ৩১॥ নিবাতস্থৌ যথা দীপাবকম্পৌ নৃপ তিষ্ঠতঃ। বাসুদেবার্পণস্বস্থে তথৈব মনসী তয়োঃ॥ ৩২॥ পূর্য্যমাণোঽপিচাম্ভোভির্ভুবমম্ভাঃ মহোদধিঃ। যথা ন যাতি সংক্ষোভং তথা তন্মানসং কচিৎ॥ ৩৩॥ সর্ব্বভূতহিতং ব্রহ্ম বাসুদেবময়ং পরম্। মন্যমানৌ ন রাগস্য দ্বেষস্য চ বশং গতৌ॥ ৩৪॥ স্মরোঽপি ন শশাকাথ প্রবেষ্টুং হৃদয়ং তয়োঃ। বিদ্যাময়ং দীপযুতমন্ধকার ইবালয়ম্॥ ৩৫॥ পুষ্পোজ্জ্বলাংস্তরুবরান বসন্তং দক্ষিণানিলম্। তাশ্চৈবাপ্সরসঃ সর্ব্বাঃ কন্দর্পশ্চ

তপশ্চরণ করিতেছেন। হে বরারোহা রমণীগণ! তাঁহাদের এই কর্ম্ম অতি কঠোর; নর-নারায়ণের এই পরম তপস্যা আমাদের সাতিশয় পীড়াজনক হইবে; —ইহা অবশ্যই আমাদের উত্তরকালের সুখ বিনষ্ট করিবে। অতএব গন্ধমাদনে গমন কর, ভয় করিও না। তোমরা আমার এই বাক্য পালন কর। হে বরাঙ্গনাগণ! অনঙ্গ ও তদীয় সখা বসন্ত তোমাদের সহায় হইবেন। তোমাদের রূপ ও বয়স দর্শনে মদন উদ্দীপিত হয়। কন্দর্পও তোমাদের বশতাপন্ন হন; অতএব কোন্ মানব তোমাদিগকে অবলোকন করিয়া বিবশ না হইবে? মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে মহীপতে! শচীপতির আদেশে অপ্সরোগণ গমন করিল। বসন্ত ও অনঙ্গ তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা সকলেই অবিলম্বে গন্ধমাদনে উপনীত হইলেন। পুংস্কোকিলকুলে কাননভূমি আকুল হইল! বসন্ত বনভূমে বিচরণ করিতে লাগিলেন, বন-পাদপসমূহ রম্য ও প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। দক্ষিণদিক্ হইতে মলয়নির্গত অনিল প্রবাহিত হইতে লাগিল। অলিকুলের মনোহর রবে বনভূমির রমণীয় শোভা সমুদ্ভূত হইল। বনরাজি হইতে সদ্য সুরভি গন্ধ সমুত্থিত হইয়া কিন্নর, উরগ ও যক্ষগণের ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসাধন করিল। সময় বুঝিয়া নৃত্যাদি বরাঙ্গনাগণও মধুর বাক্য, অঙ্গভঙ্গী ও স্মিত হাস্য দ্বারা ঋষিনরনারায়ণকে বিলোভিত করিতে প্রবৃত্ত হইল। হে নৃপ! কোন অপ্সরা মধুর সঙ্গীত করিতে লাগিল, অপর অপ্সরা নৃত্য জুড়িয়া দিল; অন্য একজন মনোহর বাদ্য করিতে লাগিল; আবার অপর কতিপয় অপ্সরা হাব, ভাব, হাস্য, ও মৃদুমধুর বাক্যবিন্যাস করিতে লাগিল। তন্বঙ্গীগণ এইরূপে নর-নারায়ণের তপঃক্ষোভার্থ কতই না উদ্যম করিল; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। হে পৃথিবীপাল! তাঁহাদের হৃদয় অধ্যাত্মবিদ্যার অন্তসীমায় উপনীত হইয়াছিল, রমণীগণের এই ব্যাপারে তাঁহাদের মনে কোনই বিকার আশ্রয় করিল না। হে নৃপ! বায়ুবিহীন স্থানের নিষ্কম্প প্রদীপের ন্যায় তাঁহাদের মন অচল অটল ভাবে বিদ্যমান রহিল। তাঁহাদের চিত্ত বাসুদেবে অর্পিত; সুতরাং সুস্থির সাগর যেরূপ বারিদ্বারা পারপূরিত হইলেও বেলাভূমি অতিক্রম করে না, তদ্রূপ তাঁহাদের মনও অসীম বিলাসসামগ্রীর মধ্যে থাকিয়া ও ক্ষুভিত হইল না! তাঁহারা সর্ব্বভূতহিত বাসুদেবময় পরম ব্রহ্মকেই মনোমধ্যে চিন্তা করিতে লাগিলেন; রাগদ্বেষের বশ হইলেন না।১৮—৩৪। মদনও তাঁহাদের হৃদয় মধ্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইলেন না, তাঁহাদের হৃদয়মন্দির বিদ্যাময় দীপালোকে আলোকিত, তাই মদনের নিকট সেস্থান অন্ধকারময় বলিয়া বোধ হইল। হে পুরুষপ্রবর! ঋষিদ্বয়,—পুষ্পোজ্জ্বল উত্তম তরুরাজি, বসন্ত, দক্ষিণানিল, সেই সকল অপ্সরা,

মহামুনী ॥ ৩৬ ॥ যচ্চায়কং তপস্তাভ্যামাত্মানং গন্ধমাদনম্। দদর্শাতেহখিলং রূপং ব্রহ্মণঃ পুরুষর্ষভ ॥ ৩৭ ॥ দাহায় নানলো বহ্নের্নাপঃ ক্লেদায় চাম্ভসঃ। তদ্দ্রব্যমেব তদ্দ্রব্যবিকারায় ন বৈ যতঃ ॥ ৩৮ ॥ ততো বিজ্ঞায় বিজ্ঞায় পরং ব্রহ্ম স্বরূপতঃ। মধুকন্দর্পযোষিৎসু বিকারো নাভবত্তয়োঃ ॥ ৩৯ ॥ ততো গুরুতরং যত্নং বসন্তমদনো নৃপ। চক্রাতে তাশ্চ তবদ্যস্তৎক্ষোভায় পুনঃপুনঃ ॥ ৪০ ॥ অথ নারায়ণো ধৈর্য্যং সন্ধার্য্যোদীর্ণমানসঃ। উর্বোরুৎপাদয়ামাস বরাঙ্গীমবলাং তদা ॥ ৪১ ॥ ত্রৈলোক্যসুন্দরীরত্নমশেষমবনীপতে। গুণৈর্নাধবমভ্যেতি যস্যাঃ সন্দর্শনাদয়ম্ ॥ ৪২ ॥ তাং বিলোক্য মহীপাল চকম্পে মনসানিলঃ। বসন্তো বিস্ময়ং যাতঃ স্মরঃ সস্মার কিঞ্চন ॥ ৪৩ ॥ রম্ভাতিলোত্তমাদ্যাশ্চ বৈলক্ষ্যং দেবযোষিতঃ। ন রেজুরবনীপাল তল্লক্ষ্যহৃদয়েক্ষণাঃ ॥ ৪৪ ॥ ততঃ কামো বসন্তশ্চ পার্থিবাপ্সরসশ্চ তাঃ। প্রণম্য ভগবন্তৌ তৌ তুষ্টুবুর্মুনিসত্তমৌ ॥ ৪৫ ॥ বসন্তকামাপ্সরস ঊচুঃ। প্রসীদতু জগদ্ধাতা যস্য দেবস্য মায়য়া। মোহিতাঃ স্ম বিজানীমো নান্তরং বিদ্যতে দ্বয়োঃ ॥ ৪৬ ॥ প্রসীদতু স বাং দেবো যস্য রূপমিদং দ্বিধা। ধামভূতস্য লোকানামনাদেরপ্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ৪৭ ॥ নরনারায়ণৌ দেবৌ শঙ্খচক্রায়ুধাবুভৌ। আস্তাং প্রসাদসুমুখাবস্মাকমপরাধিনাম্ ॥ ৪৮ ॥ নিধানং সর্ববিদ্যানাং সর্বপাপবনানলঃ। নারায়ণোঽস্ত্বতো ভগবান্ সর্বপাপং ব্যপোহতু ॥ ৪৯ ॥ শার্ঙ্গচিহ্নায়ুধঃ শ্রীমানাত্মজ্ঞানময়োঽনঘঃ। নরঃ সমস্তপাপানি হন্তাত্মা সর্বদেহিনাম্ ॥ ৫০ ॥ জটাকলাপবদ্ধোদ্বয়মনয়োর্নঃ ক্ষমাবতোঃ। সৌম্যাস্তদৃষ্টিঃ পাপানি হন্তং জন্মার্জ্জিতানি বৈ ॥ ৫১ ॥ তথাত্মবিদ্যাদোষেণ যোঽপরাধঃ কৃতো মহান্। ত্রৈলোক্যবন্দ্যৌ যৌ নাথৌ বিলোভয়িতুমাগতাঃ ॥ ৫২ ॥ প্রসীদ দেব বিজ্ঞানঘন মূঢ়দৃশামিব। ভবন্তি সন্তঃ সততং স্বধর্ম্মপরিপালকাঃ ॥ ৫৩ ॥ দৃষ্টৈতন্নঃ

কন্দর্প,এবং তাহাদের আরব্ধ কার্য্যজাত, স্বীয় আত্মা, তপস্যা ও গন্ধমাদন এ সমস্তই ব্রহ্মের স্বরূপ দেখিতে লাগিলেন। অনলে যেমন অনলকে দগ্ধ করে না; জল যেমন জলকে ক্লিন্ন করে না; তদ্রূপ,—স্বজাতীয় দ্রব্য স্বজাতীয়ের কোনই বিকার জন্মাইতে পারে না বলিয়া সেই ঋষিদ্বয় নিরন্তর পরম ব্রহ্মই চিন্তা করিতেন; এজন্য এক্ষণে বসন্ত, মদন ও রমণীগণে তাঁহাদের কোন বিকারই হইল না; আর তাহারাও ব্যর্থমনোরথ হইল। হে নৃপ! তাহারা স্ব স্ব উদ্যম পরিত্যাগ করিল না, বসন্ত, মদন ও অপ্সরোগণ আরও গুরুতর যত্নে ঋষিদ্বয়কে ক্ষোভিত করিতে পুনঃ পুনঃ যত্ন করিল। অনন্তর উদীর্ণমনা নারায়ণ ধৈর্য্য ধারণপূর্ব্বক উরুদ্বয়ের মধ্য হইতে এক বরনারী সৃজন করিলেন; ইঁহার মত সুন্দরী কেহ ছিল না, হে অবনীপতে! এইসুন্দরীকে দেখিয় ত্রিলোকসুন্দরী সমস্ত রমণীরত্নই যেন লঘুত্ব প্রাপ্ত হইল। হে মহীপাল! এই কন্যাদর্শনে অনিল মনে মনে কম্পিত ও বসন্ত বিস্মিত হইলেন; স্মরের আর কিছুই স্মরণ হইল না, রম্ভা, তিলোত্তমাদি দেবনারীবৃন্দ তাঁহার দিকে তাকাইতে পারিল না। হে মহীপাল! তাঁর দৃষ্টিপাতে সুরললনারা বিধ্বস্তদৃষ্টি হইয়া আর প্রভা প্রাপ্ত হইল না। হে পার্থিব! অনন্তর কাম, বসন্ত ও অপ্সরাগণ ঋষিসত্তম ভগবান্ নারায়ণকে প্রণাম করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন। বসন্ত কাম ও অপ্সরাগণ বলিলেন, ইঁহাদের দ্বৈবভাব বিদূরিত হইয়াছে, আমরা যাঁহার মায়ায় বিমোহিত হইয়া ইঁহাদিগকে জানিতে পারিতেছি না, সেই জগৎপতি প্রসন্ন হউন। যিনি নরনারায়ণ এই রূপদ্বয়ে অবতীর্ণ হইয়াছেন, যিনি ত্রিলোকের আশ্রয় এবং যিনি অনাদি ও অপ্রতিষ্ঠ, সেই দেব আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন। আমরা অপরাধী। এই নর-নারায়ণ এক্ষণে শঙ্খ চক্রাদি আয়ুধধারণ করিয়া প্রীতিপ্রসন্নমনে আমাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হউন। অখিল বিদ্যা যাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত, যিনি পাপরূপ কাননের অনলস্বরূপ, সেই ভগবান্ নারায়ণ আমাদের সর্ব্ববিধ পাপ বিনষ্ট করুন। যিনি দেহীদিগের নিখিল দুরিত হরণ করেন, শার্ঙ্গধনু যাঁহার আয়ুধ এবং যিনি শ্রীমান্ আত্মজ্ঞানময় ও নিষ্কলুষ, সেই নর আমাদিগের পাপ বিনষ্ট করুন। এই ক্ষমাবান্ নর-নারায়ণের জটাকলাপবদ্ধ মস্তক ও মুখের সৌম্যদৃষ্টি আমাদের জন্মার্জ্জিত পাপ বিনষ্ট করুক। আমরা আত্ম অবিদ্যাদোষে ত্রিলোকবন্দ্য নাথদ্বয়কে বিলোভিত করিতে আসিয়া মহাপরাধ করিয়াছি, হে বিজ্ঞানঘন! আমাদিগকে মূঢ়দৃষ্টির ন্যায় মনে করিয়া আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন। হে নারায়ণ! সাধুগণ সতত স্বধর্ম্ম পরিপালন করেন।৩৫—৫৩। আপনার

সমুৎপন্নং যথা স্ত্রীরত্নমুত্তমম্। ত্বয়ি নারায়ণোৎপন্ন শ্রেষ্ঠা পারবতী মতিঃ॥ ৫৪ ॥ তেন সত্যেন সত্যাত্মন্ পরমাত্মন্ সনাতন। নারায়ণ প্রসীদেশ সর্বলোকপরায়ণ ॥ ৫৫ ॥ প্রসন্নবুদ্ধে শান্তাত্মন্ প্রসন্নবদনেক্ষণ। প্রসীদ যোগিনামীশ নর সর্বগতাচ্যুত ॥ ৫৬ ॥ নমস্যামো নরং দেবং তথা নারায়ণং হরিম্। নমো নরায় নম্যায় নমো নারায়ণায় চ ॥ ৫৭ ॥ প্রপন্নানামনাথানাং তথা নাথবতাং প্রভো। শং করোতু নরোঽস্মাকং শং নারায়ণ দেহি নঃ॥ ৫৮ ॥ মার্কণ্ডেয় উবাচ। এবমভ্যর্চ্চিতঃ স্তুত্যা রাগদ্বেষাদিবর্জ্জিতঃ। প্রাহেশঃ সর্বভূতানাং মধ্যে নারায়ণো নৃপ ॥ ৫৯ ॥ নারায়ণ উবাচ। স্বাগতং মাধবে কামে ভবত্বপ্সরসামপি। যৎকার্য্যমাগতানাঞ্চ ইহাস্মাভিস্তদুচ্যতাম্ ॥ ৬০ ॥ যূয়ং সংসিদ্ধয়ে নূনমস্মাকং বলশত্রুণা। সম্প্রেষিতাস্ততোহস্মাকং নৃত্যযোগাদিদর্শনম্ ॥ ৬১ ॥ ন বয়ং গীতনৃত্যেন নাঙ্গচেষ্টাদিভাষিতৈঃ। লুব্ধা বৈ বিষয়ৈর্নস্তে বিষয়া দারুণাত্মকাঃ ॥ ৬২ ॥ শব্দাদিসঙ্গদুষ্টানি যদা নাক্ষাণি ন শুভাঃ। তদা নৃত্যাদয়ো ভাবাঃ কথং লোভপ্রদায়িনঃ॥ ৬৩ ॥ তে সিদ্ধাঃ স্ম ন বৈ সাধ্যা ভবতীনাং স্মরস্য চ। মাধবস্য চ শক্রোঽপি ত্যাজ্যং যাত্ববিশঙ্কিতাঃ ॥ ৬৪ ॥ যোঽহসৌ পরশ্চ পরমঃ পুরুষঃ পরমেশ্বরঃ। পরমাত্মা সমস্তস্য স্থাবরস্য চরস্য চ ॥ ৬৫ ॥ উৎপত্তিহেতুরেতে চ যস্মিন্ সর্বং প্রলীয়তে। সর্বাবাসীতি দেবত্বাদ্বাসুদেবেত্যুদাহৃতঃ ॥ ৬৬ ॥ বয়মংশাংশকাস্তস্য চতুর্ব্যূহস্য মানিনঃ। তদাদেশিতবাত্মানৌ জগদ্বোধায় দেহিনাম্ ॥ ৬৭ ॥ তৎ সর্বভূতং সর্বেশং সর্বত্র সমদর্শিনম্। কুতঃ পশ্যন্তো রাগাদীন্ করিষ্যামো বিভেদিনঃ ॥ ৬৮ ॥ বসন্তে ময়ি চেন্দ্রে চ ভবতীষু তথা স্মরে। যদা স এব ভূতাত্মা তদা দ্বেষাদয়ঃ কথম্ ॥ ৬৯ ॥ তন্ময়াস্ত-

এই রমণীরত্নের সৃজন দেখিয়াই তাহা প্রতীত হইতেছে, কেননা আমরা যেরূপ অপরাধ করিয়াছি, তাহাতে আমাদিগকে অভিশপ্ত না করিয়া রমণী সৃজনপূর্ব্বক আমাদিগকে যে শিক্ষা প্রদান করিলেন, ইহাতেই তাহার পরিচয় পরিস্ফুট। হে পরমাত্মন্! হে সত্যাত্মন্ সনাতন! এই সত্যেই আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন। কেবল ইহাই নহে, আপনার নিকট এইরূপ শিক্ষালাভ করিয়া আপনাতে আমাদের পারবতী উত্তম মতিও জন্মিয়াছে, অতএব হে ঈশ নারায়ণ! প্রসন্ন হউন। হে নর! আপনি অখিল লোক-পরায়ণ, আপনার জ্ঞান নির্ম্মল, আত্মা শান্ত, বদন নয়ন প্রসন্ন, আপনি যোগিজনপ্রভু, সর্ব্বগত ও অচ্যুত; আপনি প্রসন্ন হউন। আমরা নরদেব ও নারায়ণ হরিকে নমস্কার করি; নর, নম্য নারায়ণকে আমাদের নমস্কার। আপনি প্রসন্ন, অনাথ এবং নাথবানদিগেরও প্রভু, আপনি নররূপে আমাদের মঙ্গলবিধান করুন, নারায়ণরূপে আমাদিগের মঙ্গল প্রদান করুন। মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে ভূপাল! এইরূপে স্তুত হইয়া ঋষিদ্বয়ের মধ্যে অখিলভূতপতি রাগদ্বেষশূন্য নারায়ণ বলিতে লাগিলেন। নারায়ণ কহিলেন,—কাম, বসন্ত ও অপ্সরোগণের আগমন শুভ হউক। এখানে তোমাদের আগমনকারণ কি? তাহা বল। নিশ্চিতই আমাদের প্রবল শত্রু শক্র স্বকার্য্য সিদ্ধির জন্য তোমাদিগকে এখানে পাঠাইয়াছেন, তাই তোমরা আমাদের সমীপে নৃত্য-গীতাদি প্রদর্শন করিয়াছ। আমরা জানি, রূপ-রসাদি বিষয়ভোগ দারুণাত্মক, তাই আমরা গীত, নৃত্য, অঙ্গচেষ্টা ও মধুরবাক্য প্রভৃতি বিষয়ে লুব্ধ হই না। আমরা বুঝি—ইন্দ্রিয়নিচয় শব্দাদির সংসর্গে দুষ্ট হইলে ইষ্টদায়ক হয় না, অতএব নৃত্যাদি আমাদিগকে কি করিয়া লোভাকৃষ্ট করিবে? যাঁহাদের এইরূপ দৃঢ়সংযম হইয়াছে, তাঁহারাই সিদ্ধ, এরূপ সংযমিগণের সংযম-স্খলন, মধু, মাধব ও অপ্সরোগণের সাধ্যায়ত্ত নহে। এক্ষণে তোমরা শক্রের সহিত শঙ্কা ত্যাগ কর ও সুস্থ হও। যিনি পর পরম পুরুষ পরমেশ্বর ও অখিল স্থাবর জঙ্গমের পরমাত্মা; যাঁহা হইতে এই নিখিল চরাচর উৎপন্ন হইয়াছে; যাঁহাতে সমস্ত প্রলীন হয় এবং সর্ব্বভূতে বাস করেন বলিয়া যিনি দেবদেব বাসুদেব নামে অভিহিত হন, আমরা সেই মানী চতুর্ব্যূহসম্পন্ন বাসুদেবের অংশ ও তদংশ হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছি। আমরা তাঁহারই আদেশানুবর্ত্তী হইয়া জগৎ প্রবুদ্ধ করি, দেহিগণ আমাদেরই নিকট জ্ঞানলাভ করে। বাসুদেব সর্ব্বভূতস্থিত, সর্ব্বেশ ও সর্ব্বত্র সমদর্শী; আমরা কোন প্রাণীতেই রূপাদি দর্শন করি না, অতএব কিরূপে তোমাদিগের ভেদসাধন করিব? ৫৪—৬৮। হে অপ্সরোগণ! বসন্ত, চন্দ্র, কাম ও তোমাদের দেহেও ভূতাত্মা বাসুদেব বাস করেন; অতএব

বিভক্তানি যদা সর্ব্বেষু জন্তুষু। সর্ব্বেশ্বরেশ্বরো বিষ্ণুঃ কুতো রাগাদয়স্ততঃ ॥ ৭০ ॥ ব্রহ্মাণমিন্দ্রমীশানমাদিত্যমরুতোঽখিলান্। বিশ্বেদেবানৃষীন্ সাধ্যান্ বসূন্ পিতৃগণাংস্তথা ॥ ৭১ ॥ যক্ষরাক্ষসভূতাদীন্নাগান্ সর্পান্ সরীসৃপান্। মনুষ্যপক্ষিগোরূপগজসিংহজলেচরান্ ॥ ৭২ ॥ মক্ষিকামশকাদ্ দংশাঞ্ছলভান্ জলজান্ কৃমীন্। গুল্মবৃক্ষলতাবল্লীত্বক্সারতৃণজাতিষু ॥ ৭৩ ॥ যচ্চ কিঞ্চিদদৃশ্যং বা দৃশ্যং বা ত্রিদশাঙ্গনাঃ। মত্তশ্চৈবং জাতমেকস্য তৎসর্ব্বং পরমাত্মনঃ ॥ ৭৪ ॥ জায়মানঃ কথং বিষ্ণুমাত্মানং পরমঞ্চ যৎ। রাগদ্বেষৌ তথা লোভং কঃ কুর্য্যাদমরাঙ্গনাঃ ॥ ৭৫ ॥ সর্ব্বভূতময়ে বিষ্ণৌ সর্ব্বগে সর্ব্বধাতরি। নিপাত্য তং পৃথগ্ভূতে কুতো রাগাদিকো গুণঃ ॥ ৭৬ ॥ এবমস্মাসু যুষ্মাসু সর্ব্বভূতেষু চাবলাঃ। তন্ময়ৈকত্বভূতেষু রাগাদ্যবসরঃ কুতঃ ॥ ৭৭ ॥ সম্যগ্দৃষ্টিরিয়ং প্রোক্তা সমস্তৈক্যাবলোকিনী। পৃথগ্বিজ্ঞানমাত্রৈব লোকসংব্যবহারবৎ ॥ ৭৮ ॥ ভূতেন্দ্রিয়ান্তঃকরণপ্রধানপুরুষাত্মকম্। জগদ্যস্যৈতদখিলং তদা ভেদঃ কিমাত্মকঃ ॥ ৭৯ ॥ ভবন্তি লয়মায়ান্তি সমুদ্রসলিলোর্ম্ময়ঃ। ন বারিভেদতো ভিন্নাস্তথৈবৈক্যাদিদং জগৎ ॥ ৮০ ॥ যথাগ্নেরর্চ্চিষঃ পীতাঃ পিঙ্গলারুণধূসরাঃ। তথাপি নাগ্নিতো ভিন্নাস্তথৈতদ্‌ব্রহ্মণো জগৎ ॥ ৮১ ॥ ভবতীভিশ্চ যৎ ক্ষোভমস্মাকং স পুরন্দরঃ। কারয়ত্যসদেতচ্চ বিবেকাচারচেতসাম্ ॥ ৮২ ॥ ভবন্ত্যঃ স চ দেবেন্দ্রো লোকাশ্চ সসুরাসুরাঃ। সমুদ্রাদ্রিবনোপেতা মদ্দেহান্তরগোচরাঃ ॥ ৮৩ ॥ যথেয়ং চারুসর্ব্বাঙ্গী ভবতীনাংময়াগ্রতঃ। দর্শিতা দর্শয়িষ্যামি তথা চৈবাখিলং জগৎ ॥ ৮৪ ॥ প্রয়াতু শক্রো মা গর্ব্বমিন্দ্রত্বং কস্য সুস্থিরম্। যুয়ঞ্চ মা স্ময়ং যাত সন্তি রূপান্বিতাঃ স্ত্রিয়ঃ ॥ ৮৫ ॥ কিং সুরূপং কুরূপং বা যদা ভেদো ন দৃশ্যতে। তারতম্যং সুরূপত্বে সততং ভিন্নদর্শ-

---

কিরূপে তোমাদের উদ্দেশে আমরা দ্বেষাদি করিব? বাসুদেব সমস্ত জীবেই বিদ্যমান, সকল ঈশ্বরেরও ঈশ্বর বিষ্ণু কোন জীব হইতেই বিভিন্ন নহেন; অতএব জীবনিবহের উপর রাগাদির সম্ভব কোথায়? ব্রহ্মা, ইন্দ্র, ঈশান, আদিত্য, মরুৎ, বিশ্বদেব, অখিল ঋষি, সাধ্য, মুনি ও পিতৃগণ; যক্ষ, রাক্ষস, নাগ, সর্প, সরীসৃপ প্রভৃতি প্রাণিনিচয়; মনুষ্য পক্ষী, গো, গজ, সিংহ ও জলেচর জীবজাতি, মক্ষিকা, মশক, দংশ, শলভ ও জলজ কৃমিকীটগণ, গুল্ম, বৃক্ষ, লতা, বল্লী ও ত্বক্সার তৃণনিচয়—হে সুররমণীগণ! যাহা কিছু দৃষ্ট ও অদৃষ্ট, সমস্তই সেই একমাত্র পরমাত্মার তনু হইতে জন্মিয়াছে। হে অমরাঙ্গনাগণ! বিষ্ণু হইতেই যখন এসকল সৃষ্ট হইয়াছে, তখন বিষ্ণু-দেহজাত জীবের প্রতি রাগদ্বেষাদি প্রদর্শন করায় পরমাত্মা বিষ্ণুরই দ্বেষ করা হয়; অতএব এমন মূঢ় কে আছে যে, সেই পরমাত্মা বিষ্ণুর প্রতি লোভ ও রাগদ্বেষাদি প্রদর্শন করে? বিষ্ণু সর্ব্বভূতময় সর্ব্বগ ও সকলের ধারণ-পালনকর্ত্তা, তাঁহাকে পার্থক্যের আরোপ করিলে রাগাদিগুণ কোথায় স্থান পায়? হে অবলাগণ! এরূপে তোমরা, আমরা এবং অন্যান্য প্রাণিগণও যখন সেই একমাত্র বিষ্ণুময়, তখন রাগাদির অবসর কোথায়? সমস্ত প্রাণীতে যে সমদৃষ্টি, তাহাকেই সম্যক্দৃষ্টি কহে, আর যে দৃষ্টিতে ভেদবিজ্ঞান বিদ্যমান, তাহা লোকব্যাবহারিক দৃষ্টি। এই সমগ্র জগৎ ভূত, ইন্দ্রিয়, অন্তঃকরণের সমষ্টি দ্বারা সৃষ্ট এবং প্রধান পুরুষের আত্মাস্বরূপ; অতএব ইহাতে ভেদবুদ্ধি কিরূপে সম্ভবে? সাগরসলিলে উর্ম্মিমালা জন্মে, ক্ষণকালমধ্যে তাহা আবার লীন হইয়া যায়; কিন্তু তাহাতে যেরূপ বারিভেদ হয় না, তদ্রূপ এই জাগতিক জীবাদি একই বস্তু বলিয়া ইহাদের ভেদাদি সম্ভবে না। অনলের জ্বালামালামধ্যে যেমন পীত, পিঙ্গল, অরুণ ও ধূসর প্রভৃতি বিবিধ বর্ণভেদ দৃষ্ট হয়, কিন্তু তথাপি উহা অগ্নি হইতে ভিন্ন নহে, তদ্রূপ ব্রহ্মনির্ম্মিত এই জগতের ভেদকল্পনা হয় না। পুরন্দর যে তোমাদের দ্বারা আমাদিগের ক্ষোভ জন্মাইবার উদ্যম করিয়াছেন, ইহা অন্যায় হইয়াছে; কেননা এইরূপ করা বিবেক ও আচারহীন ব্যক্তিগণেরই কার্য্য। তোমরা, দেবেন্দ্র, অখিল লোক, অসুর, সুর, সমুদ্র, কানন ও অদ্রি, এ সকল আমারই দেহমধ্যে বিদ্যমান; এই যে তোমাদের সম্মুখে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী রমণীমূর্ত্তি প্রদর্শিত হইল, আমি এইরূপ অখিল জগৎই দর্শন করাইতে পারি। দেবেন্দ্র এই উদ্যম হইতে বিরত হউন, গর্ব্ব পরিত্যাগ করুন; কেননা কাহারই বা ইন্দ্রত্ব সুস্থির থাকে? এ বিষয়ে তোমরাও বিস্মিত হইও না, তোমাদের মত অনেক রূপসী রমণী আছে;৬৯—৮৫। অথবা যখন তোমাদের ভেদদর্শন

নাৎ ॥ ৮৬ ॥ ভবতীনাং স্বয়ং মত্বা রূপৌদার্য্যগুণোদ্ভবম্। ময়েয়ং দর্শিতা তন্বী ততস্তু শমমেষ্যথ ॥ ৮৭ ॥ যস্মান্মদূরোর্নিষ্পন্না ত্বিয়মিন্দীবরেক্ষণা। উর্ব্বশী নাম কল্যাণী ভবিষ্যতি বরাপ্সরাঃ ॥ ৮৮ ॥ তদিয়ং দেবরাজস্য নীয়তাং বরবর্ণিনী। ভবত্যস্তেন চাস্মাকং প্রেষিতাঃ প্রীতিমিচ্ছতা ॥৮৯॥ বক্তব্যশ্চ সহস্রাক্ষো নাস্মাকং ভোগকারণাৎ। তপশ্চর্য্যা ন বা প্রাপ্যফলং প্রাপ্তুমভীপ্সতা ॥ ৯০ ॥ সন্মার্গমস্য জগতো দর্শয়িষ্যে করোম্যহম্। তথা নরেণ সহিতো জগতঃ পালনোদ্যতঃ ॥ ৯১ ॥ যদি কশ্চিত্তবাবাধাং করোতি ত্রিদশেশ্বর। তমহং বারয়িষ্যামি নিবৃত্তো ভব বাসব ॥ ৯২ ॥ কর্ত্তাসি চেন্মাবাধাং ন দুষ্টস্থেহ কস্যচিৎ। তং চাপি শাস্তা তদহং প্রবর্ত্তিষ্যাম্যসংশয়ম্ ॥ ৯৩ ॥ এতজ্জ্ঞাত্বা ন সন্তাপস্বয়া কার্য্যো হি মাং প্রতি। উপকারায় জগতামবতীর্ণোঽস্মি বাসব ॥ ৯৪ ॥ যা চেয়মুর্ব্বশী মত্তঃ সমুদ্ভূতা পুরন্দর। ত্রেতাগ্নিহেতুভূতেয়মেবং প্রাপ্য ভবিষ্যতি ॥ ৯৫ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে নরনারায়ণোৎপত্তিবর্ণনং
নাম দ্বিনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯২ ॥

ত্রিনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। ইত্যুক্তেঽপ্সরসঃ সর্ব্বাঃ প্রণিপত্য পুনঃপুনঃ। ঊচুর্নারায়ণং দেবং তদ্দর্শনসমীহয়া ॥ ১ ॥ বসন্তকামাপ্সরস ঊচুঃ। ভগবন্ ভবতা যোঽয়মুপদেশো হিতার্থিনা। প্রোক্তঃ স সর্ব্বো বিজ্ঞাতো মাহাত্ম্যং বিদিতঞ্চ তে ॥ ২ ॥ যশ্চৈতদ্ভবতা প্রোক্তং প্রসন্নেনান্তরাত্মনা। দর্শিতেয়ং বিশালাক্ষী দর্শয়িষ্যামি বো জগৎ ॥ ৩ ॥ তত্রার্থে সর্ব্বভাবেণ প্রসন্নানাং জগৎপতে। দর্শয়াস্মানমখিলং দর্শিতেয়ং যথোর্ব্বশী ॥ ৪ ॥ যদি

বিদূরিত হইবে," তখন স্বরূপকুরূপ একই রূপ বলিয়া বুঝিতে পারিবে। কেননা ভেদদর্শন হইতেই তারতম্যের উপলব্ধি হয়। তোমাদিগের এই রূপ ও ঔদার্য্যগুণ জন্য গর্ব্ব দর্শন করিয়া আমি এই তন্বীকে প্রদর্শন করিলাম। এক্ষণে তোমাদের সে গর্ব্ব দূর হইয়াছে; অতএব অচিরেই শান্তিলাভ করিবে। এই ইন্দীবরনয়না রমণী আমার উরু হইতে উদ্ভূত হইয়াছে; এজন্য ইহার নাম হইবে উর্ব্বশী; এই কল্যাণী অপ্সরোগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইবে। তোমরা এক্ষণে এই বরবর্ণিনী রমণীকে লইয়া দেবরাজসমীপ গমন কর; আমরা প্রীতিপূর্ণ হৃদয়েই তোমাদিগের গমন অনুমোদন করিতেছি। তোমরা সহস্রলোচন দেবরাজকে বলিবে—আমাদের তপস্যা ভোগার্থ নহে, বা কোনরূপ অপ্রাপ্য ফলের অভিলাষ করিয়া আমরা তপস্যা করিতেছি না। জীবগণকে উত্তম পথপ্রদানার্থই আমাদের তপস্যা। তোমরা আমাদের এইসকল কথা অবিকল বলিবে —"হে ত্রিদশেশ্বর! আমি নরের সহিত মিলিত হইয়া জগৎ পালন করি; যদি কেহ তোমার বাধা উৎপাদন করে আমরা তাহাকে নিরস্ত করিব; অতএব হে বাসব! নিবৃত্ত হও। তুমি দুষ্টব্যক্তির শাসন করিতে যত্ন করিও না, কারণ আমিই তাহার সমুচিত শাসন করিব। আমি আমার কর্ত্তব্য কার্য্যে নিরত হইব, সংশয় নাই। এইবার বুঝিয়া-শুনিয়া আমাদের প্রতি অনুতপ্ত হইও না। হে বাসব! আমরা জগতের উপকারার্থ অবতীর্ণ হইয়াছি। হে পুরন্দর! আমার উরু হইতে এই যে উর্ব্বশী জন্মিয়াছে, এই নারী ত্রেতাগ্নি-হেতুভূত হইবে।৮৬—৯৫।

দ্বিনবত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৯২ ॥

ত্রিনবত্যধিকশততম অধ্যায়

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—অপ্সরোগণ নরনারায়ণ কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তাঁহার দর্শনবাসনায় পুনঃপুনঃ প্রণাম করত নারায়ণকে কহিতে লাগিল। বসন্ত, কাম ও অপ্সরোগণ কহিল,—হে ভগবন্! আপনি আমাদের হিতার্থী হইয়া যে সদুপদেশ প্রদান করিলেন, আপনার আদিষ্ট সকলই বিদিত হইলাম এবং আপনার মাহাত্ম্যও জানিতে পারিলাম। এক্ষণে নিবেদন—আপনার অন্তঃকরণ আমাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়াছে। আপনি পূর্ব্বে বলিলেন,—"যেরূপ এই বিশাললোচনা ললনামূর্ত্তি অবলোকন করাইতেছেন, তদ্রূপ সমগ্র জগৎও আমাদিগকে দর্শন করাইবেন।" হে জগৎপতে! আমরা সর্ব্বতোভাবে প্রপন্ন ও জগৎ দর্শনে অভিলাষী; হে দেব! আমরা অপরাধী, যদি আমাদের প্রতি আপনার কোপ না হইয়া থাকে, তবে পূর্ব্বে যেরূপ উর্ব্বশী দর্শন করাইয়াছেন,

দেবাপরাধেঽপি নাস্মাসু কুপিতং তব। নমস্তে জগতামীশ দর্শয়াত্মানমাত্মনা ॥ ৫ ॥ নারায়ণ উবাচ পশ্যতেহখিলা লোকান্মম দেহে সুরাঙ্গনাঃ। মধুঃ মদনমাত্মানং যচ্চান্যদ্রষ্টুমিচ্ছথ ॥ ৬ ॥ শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। ইত্যুক্তা ভগবান্ দেবস্তদা নারায়ণো নৃপ। উচ্চৈর্জহাস স্বনবত্তত্রাভূদখিলং জগৎ ॥ ৭ ॥ ব্রহ্মা প্রজাপতিঃ শক্রঃ সহ রুদ্রৈঃ পিনাকধৃক্। আদিত্যা বসবঃ সাধ্যা বিশ্বেদেবা মহর্ষয় ॥ ৮ ॥ নাসত্যদস্রাবনিলঃ সর্ব্বশশ্চ তথাগ্নয়ঃ। যক্ষগন্ধর্ব্বসিদ্ধাশ্চ পিশাচোরগকিন্নরাঃ ॥ ৯ ॥ সমস্তাপ্সরসো বিদ্যাঃ সাঙ্গা বেদাস্তদুক্তয়ঃ। মনুষ্যাঃ পশবঃ কীটাঃ পক্ষিণঃ পাদপাস্তথা ॥ ১০ ॥ সরীসৃপাশ্চাথ সূক্ষ্মা যচ্চান্যজ্জীবসংস্থিতম্। সমুদ্রাঃ সকলাঃ শৈলাঃ সরিতঃ কাননানি চ ॥ ১১ ॥ দ্বীপান্যশেষাণি তথা তথা সর্ব্বসরাংসি চ। নগরগ্রামপূর্ণা চ মেদিনী মেদিনীপতে। দেবাঙ্গনাভির্দ্দেবস্য দেহে দৃষ্টং মহাত্মনঃ ॥ ১২ ॥ নক্ষত্রগ্রহতারাভিঃ সুসম্পূর্ণং নভস্তলম্। দদৃশুস্তাঃ সুচার্ব্বঙ্গাস্তস্যান্তর্ব্বিশ্বরূপিণঃ ॥ ১৩ ॥ ঊর্দ্ধং ন তির্য্যঙ্ নাধস্তাদ্যদাস্তস্য দৃশ্যতে। তমনন্তমনাদিঞ্চ ততস্তাস্তুষ্টুবুঃ প্রভুম্ ॥ ১৪ ॥ মদনেন সমং সর্ব্বা মধুনা চ বরাঙ্গনাঃ। সসাধ্বসা ভক্তিপরাঃ পরং বিস্ময়মাগতাঃ ॥ ১৫ ॥ বসন্তকামাপ্সরস উচুঃ। পশ্যাম নাদিং তব দেব নান্তং ন মধ্যমব্যাকৃতরূপপারম্। পরায়ণং ত্বাং জগতামনন্তং নতাঃ স্ম নারায়ণমাত্মভূতম্ ॥ ১৬ ॥ মহীনভোবায়ুজলাগ্নয়স্ত্বং শব্দাদিরূপশ্চ পরাপরাত্মন্। ত্বত্তো ভবত্যচ্যুত সর্ব্বমেতত্ত্বদ্দেহাদিরূপোঽসি বিভো ত্বমাত্মন্ ॥ ১৭ ॥ দ্রষ্টাসি রূপস্য পরস্য বেত্তা শ্রোতা চ শব্দস্য হরে ত্বমেকঃ। স্রষ্টা ভবান্ সর্ব্বগতোঽখিলস্য ঘ্রাতা চ গন্ধস্য পৃথক্‌শরীরী ॥ ১৮ ॥ সুরেষু সর্ব্বেষু ন সোঽস্তি কশ্চিন্মনুষ্যলোকেষু ন সোঽস্তি কশ্চিৎ। পশ্বাদিবর্গেষু ন সোঽস্তি কশ্চিদ্যো নাংশভূতস্তব দেবদেব ॥ ১৯ ॥ ব্রহ্মার্ম্বুধীন্দুপ্রমুখাণি সৌম্য শক্রাদিরূপাণি তবোত্তমানি। সমুদ্ররূপং তব ধৈর্য্যবৎসু তেজঃস্বরূপেষু রবিস্তথাগ্নিঃ ॥ ২০ ॥ ক্ষমাধনেষু ক্ষিতিরূপমগ্র্যং শীঘ্রেষু শীঘ্রো বলবৎসু

একণেও তদ্রূপ অখিল আত্মা প্রদর্শন করুন। হে জগদীশ! আপনাকে নমস্কার, আপনি স্বীয় আত্মায় আমাদিগকে আত্মা প্রদর্শন করুন। নারায়ণ কহিলেন,—হে সুররমণীগণ! আমার এই দেহে অখিল লোক অবলোকন কর; মধু, মদন ও আত্মা এবং অন্যান্য যে কিছু তোমাদের দর্শনে অভিলাষ হয়, দর্শন কর। মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে নৃপ! তখন দেবদেব ভগবান্ নারায়ণ উচ্চহাস্য করিলেন, তাঁহার সেই হাস্যধ্বনি হইতে সমগ্র জগৎ উদ্ভূত হইল। ব্রহ্মা, প্রজাপতি, শক্র, সরুদ্র শূলপাণি, দ্বাদশ আদিত্য, অষ্টবসু; সাধ্য, বিশ্বদেব ও মহর্ষিগণ; অশ্বিনীকুমারদ্বয়; অনিল, অনল, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, পিশাচ, উরগা ও কিন্নরগণ; অপ্সরা, বিদ্যা, সাঙ্গবেদ, বেদবাণী, মনুষ্য, পশু, কীট, পক্ষী ও পাদপসমূহ; সরীসৃপ ও অন্যান্য সূক্ষ্ম প্রাণিনিচয় এবং সমুদ্র, শৈল, সরিৎ, কানন, দ্বীপ ও সরোবরনিকর সমুৎপন্ন হইল। হে মহীপতে! গ্রাম ও নগরসমূহে মেদিনী পরিপূরিত হইল। মহাত্মা দেবদেব নারায়ণের দেহে দেবাঙ্গনাগণ দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। নভস্তল নক্ষত্র, তারা ও গ্রহগণে পূর্ণ হইল। সেই সকল মনোহরাঙ্গী সেই বিশ্বরূপ দেবদেহে দৃষ্ট হইতে লাগিল। ঊর্দ্ধ, অধঃ, কিংবা তির্য্যগ্‌দিকে তাঁহার অন্ত দর্শন হইল না। তখন মধু মদন ও বরাঙ্গনা অপ্সরোগণ সেই অনাদি অনন্ত প্রভু নারায়ণকে অবলোকনপূর্ব্বক ভীত হইল, তাহারা বিস্মিত হইয়া ভক্তিতৎপরহৃদয়ে দেবদেবের স্তব করিতে লাগিল ॥১—১৫॥ বসন্ত,কাম ও অপ্সরোগণ কহিল,—দেব! আপনার অব্যাকৃত রূপের পার নাই, আমরা আপনার আদি, অন্ত কিংবা মধ্য দর্শন করিতেছি না। আমরা জগতের অনন্ত আত্মভূতপরায়ণ নারায়ণকে নমস্কার করি। হে পরাপরাত্মন্! মহী, আকাশ, বায়ু, জল এবং শব্দাদি এ সকল আপনারই রূপ। হে অচ্যুত! আপনারই দেহ হইতে এ সকল উৎপন্ন হইয়াছে; আর হে বিভো! আপনিই একমাত্র আত্মা, এই যে জগতের পৃথক্ পৃথক্ রূপ দৃষ্ট হয়, ইহা আপনারই। আপনি রূপাদির দ্রষ্টা পরব্রহ্মের বেত্তা; হে হরে! আপনিই একমাত্র শব্দসমূহের শ্রোতা। আপনি অখিল জগতের স্রষ্টা, সর্ব্বগত, গন্ধনিবহের আঘ্রাণকর্ত্তা ও পৃথক্ শরীরী; হে দেবদেব! অখিল সুরলোক কিংবা মানব লোক এমন কি পশ্বাদি লোকেও এমন একটী প্রাণীও বিদ্যমান নাই যে, আপনার শরীরাংশ হইতে উৎপন্ন হয় নাই। হে সৌম্য! ব্রহ্মা, অম্বুধি, ইন্দ্র, চন্দ্র ও শক্রাদিপ্রমুখ রূপই আপনার

বায়ুঃ। মনুষ্যরূপং তব রাজবেশো মূঢ়েষু সর্ব্বেশ্বর পাদপোঽসি। ২১। সর্ব্বানয়েষ্বচ্যুত দানবস্ত্বং সনৎসুজাতশ্চ বিবেকবৎসু। রসস্বরূপেণ জলস্থিতোঽসি গন্ধস্বরূপং ভবতো ধরিত্র্যাম্। ২২। দৃশ্যস্বরূপশ্চ হুতাশনস্ত্বং স্পর্শস্বরূপং ভবতঃ সমীরে। শব্দাদিকং তে নভসি স্বরূপং মন্তব্যরূপো মনসি প্রভো ত্বম্। ২৩। বোধস্বরূপশ্চ মতৌ ত্বমেকঃ সর্ব্বত্র সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বভূত। পশ্যামি তে নাভিসরোজমধ্যে ব্রহ্মাণমীশং চ হরং ভ্রূকুট্যাম্। ২৪। তবাশ্বিনৌ কর্ণগতৌ সমস্তাস্তবাশ্রিতা বাহুষু লোকপালাঃ। ঘ্রাণোঽনিলো নেত্রগতৌ রবীন্দূ জিহ্বা চ তে নাথ সরস্বতীয়ম্। ২৫। পাদৌ ধরিত্রী জঠরং সমস্তাঁল্লোকান্ হৃষীকেশ বিলোকয়ামঃ। জঙ্ঘে বয়ং পাদতলাঙ্গুলীষু পিশাচযক্ষোরগসিদ্ধসঙ্ঘাঃ। ২৬। পুংস্ত্বে প্রজানাং পতিরোষ্ঠযুগ্মে প্রতিষ্ঠিতাস্তে ক্রতবঃ সমস্তাঃ। সর্ব্বে বয়ং তে দশনেষু দেব দংষ্ট্রাসু দেবা হুতবংশ্চ দন্তাঃ। ২৭। রোমাণ্যশেষাস্তব দেবসঙ্ঘা বিদ্যাধরা নাথ তবাঙ্ঘ্রিরেখাঃ। সাঙ্গাঃ সমস্তাস্তব দেব বেদাঃ সমাশ্রিতাঃ সন্ধিষু বাহুভূতাঃ। ২৮। বরাহভূতং ধরণীধরস্তে নৃসিংহরূপঞ্চ সদা করালম্। পশ্যাম তে বাজিশিরস্তথোচ্চৈস্ত্রিবিক্রমে যচ্চ তদাপ্রমেয়ম্। ২৯। অমী সমুদ্রাস্তব দেব দেহে মৌর্ব্বালয়ঃ শৈলধরাস্তথামী। ইমাশ্চ গঙ্গাপ্রমুখাঃ স্রবন্ত্যো দ্বীপান্যশেষাণি বনাদিদেশাঃ। ৩০। স্তুবন্তি চেমে মুনয়স্তবেশ দেহে স্থিতাস্ত্বন্মহিমানমগ্র্যম্। স্বামী শিতারং জগতামনন্তং যজন্তি যজ্ঞৈঃ কিল যজ্ঞিনোঽমী। ৩১। ত্বত্তো হি সৌম্যং জগতীহ কিঞ্চিত্ত্বত্তো ন রৌদ্রঞ্চ সমস্তমূর্ত্তে। ত্বত্তো ন শীতঞ্চ ন কেশবোষ্ণং সর্ব্বস্বরূপাতিশয়ী ত্বমেব। ৩২। প্রসীদ সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বভূত সনাতনাত্মন্ পরমেশ্বরেশ। ত্বন্মায়য়া মোহিতমানসাভির্যদ্বেহপরাদ্ধং তদিদং ক্ষমস্ব। ৩৩।

শ্রেষ্ঠ রূপ। ধৈর্য্যশীল বস্তুতে যে জলধির ন্যায় ধীরতা দৃষ্ট হয়, তাহা আপনারই রূপ, তেজঃসমূহে আপনি তপন ও হুতাশন; ক্ষমাধন আপনি ক্ষিতিস্বরূপ এবং এই ক্ষিতিরূপই আপনার প্রমাণ। ক্ষপ্রকারিতা ও বলবত্তায় আপনি পবনস্বরূপ; রাজবেশ আপনার মানুষরূপ; হে সর্ব্বেশ! তরুনিকরেই আপনার মূঢ়রূপের আবির্ভাব হয়। হে অচ্যুত! সর্ব্ববিধ অবিনয় আপনার দানবরূপ, বিবেকিগণে আপনি সনৎসুজাত, রস-স্বরূপে জল, গন্ধস্বরূপে মৃত্তিকা, দৃশ্য স্বরূপে হুতাশন, স্পর্শস্বরূপে সমীরণ, শব্দাদি বিষয়ে আকাশ এবং হে প্রভো! মন্তব্য বিষয়ে আপনি মনঃস্বরূপ। হে সর্ব্বভূতময়! বুদ্ধিবিষয়ে আপনি বোধ। হে সর্ব্বেশ! আপনার নাভিকমলে কমলযোনি ব্রহ্মা, ভ্রূকুটিতে ঈশ হর, কর্ণযুগলে অশ্বিনীকুমারদ্বয় আর অখিল লোকপাল আপনার বাহুযুগলে অবলোকন করিতেছি। আপনার নাসিকায় বায়ু, নেত্রদ্বয়ে চন্দ্রসূর্য্য এবং হে নাথ! আপনার জিহ্বায় সরস্বতী দৃষ্ট হইতেছেন। হে হৃষীকেশ! আপনার পাদদ্বয়ে ধরিত্রী ও জঠরে অখিল লোক অবলোকন করিতেছি। আমরা আপনার জঙ্ঘায় এবং পিশাচ, যক্ষ, উরগ, ও সিদ্ধসঙ্ঘ আপনার পাদাঙ্গুলীতে বিদ্যমান রহিয়াছে; আপনার পুংস্ত্বে প্রজাপতি, ওষ্ঠযুগ্মে অখিল যজ্ঞ এবং হে দেব! আপনার দশমশ্রেণীতে দেবগণ বিদ্যমান রহিয়াছেন। দেবদল দ্বারাই আপনার দশন কল্পিত হইয়াছে; আর হে নাথ! সুরগণ আপনার রোমরাজিরূপে বিরাজ করিতেছেন হে দেব! বিদ্যাধরগণ আপনার অংঘ্রিরেখা ও সাঙ্গবেদ নিবহ আপনার বাহুসন্ধিতে অবস্থান করিতেছে। আপনি বরাহ হইয়া ধরণী উদ্ধার করিয়াছেন, আপনার নৃসিংহরূপ সর্ব্বদাই ভয়দ। এক্ষণে আমরা আপনার হয়গ্রীববদন এবং যে দেহদ্বারা ত্রিলোক আক্রমণ করিয়াছিলেন, সেই অপ্রমেয় বামনবদন দর্শন করিব। হে দেব! এই সাগরসমূহ বাড়বানল ও শৈলমালা সকলই আপনার কলেবরে বিদ্যমান। এই গঙ্গাপ্রমুখ নদীনিবহ, অশেষ দ্বীপ ও বনপ্রদেশসমূহ আপনারই শরীরে অবস্থান করিতেছে।১৬—৩০। হে ঈশ! ঐ ঋষিসঙ্ঘ আপনারই দেহমধ্যে বাস করিয়া আপনার অনুপম প্রভাবের স্তব করিতেছেন, আর এই যাজ্ঞিকগণও আপনাকে ঈশ ও জগতের অনন্তরূপে দৃঢ়ভাবে বিদিত হইয়া পূজা করিতেছেন। হে জগন্মূর্ত্তে! এ জগতে আপনা হইতে আর কিছুই সৌম্যমূর্ত্তি নাই, আপনা হইতে আর কেহ রৌদ্রবদনও নহে। হে কেশব! আপনা হইতে শীত আর কিছু নাই, আপনা হইতে উষ্ণও আর কেহ নহে। আপনি অতিশয়ী সর্ব্বস্বরূপ। হে সর্ব্বেশ্বর! প্রসন্ন হউন, হে

কিং বাপরাদ্ধং তব দেবদেব যন্মায়য়া নো হৃদয়ং তবাপি। মায়াভিশক্তিপ্রণতার্ত্তিহর্ন্তর্ম্মনো হি নো বিহ্বলতামুপৈতি ॥ ৩৪ ॥ ন তেঽপরাদ্ধং যদি তেঽপরাদ্ধমস্মাভিরুন্মার্গবিবর্ত্তিনীভিঃ। তৎক্ষম্যতাং সৃষ্টিকৃতস্তবৈব দেবাপরাধঃ সৃজতোঽবিবেকম্ ॥ ৩৫ ॥ নমো নমস্তে গোবিন্দ নারায়ণ জনার্দ্দন। ত্বন্নামস্মরণাৎ পাপমশেষং নঃ প্রণশ্যতু ॥৩৬ ॥ নমোঽনন্ত নমস্তভ্যং বিশ্বাত্মন্ বিশ্বভাবন। ত্বন্নামস্মরণাৎ পাপমশেষং নঃ প্রণশ্যতু ॥ ৩৭ ॥ বরেণ্য যজ্ঞপুরুষ প্রজাপালন বামন। ত্বন্নামস্মরণাৎ পাপমশেষং নঃ প্রণশ্যতু ॥ ৩৮ ॥ নমোঽস্তু তেঽব্জনাভায় প্রজাপতিকৃতে হর। ত্বন্নামস্মরণাৎ পাপমশেষং নঃ প্রণশ্যতু ॥ ৩৯ ॥ সংসারার্ণবপোতায় নমস্তভ্যমধোক্ষজ। ত্বন্নামস্মরণাৎ পাপমশেষং নঃ প্রণশ্যতু ॥ ৪০ ॥ নমঃ পরস্মৈ শ্রীশায় বাসুদেবায় বেধসে। স্বেচ্ছয়া গুণযুক্তায় সর্গস্থিত্যন্তকারিণে ॥ ৪১॥ উপসংহর বিশ্বাত্মন্ রূপমেতৎ সনাতনম্। বর্দ্ধমানং ন নো দ্রষ্টুং সমর্থং চক্ষুরীশ্বর ॥ ৪২ ॥ প্রলয়াগ্নিসহস্রস্য সমা দীপ্তিস্তবাচ্যুত। প্রমাণেন দিশো ভূমির্গগনঞ্চ সমাবৃতম্ ॥ ৪৩ ॥ ন বিদ্মঃ কুত্র বর্ত্তামো ভবান্নাথোপলক্ষ্যতে। সর্ব্বং জগদিহৈকস্থং পিণ্ডিতং লক্ষয়ামহে ॥ ৪৪ ॥ কিং বর্ণয়ামো রূপং তে কিম্প্রমাণমিদং হরে। মাহাত্ম্যং কিং নু তে দেব যজ্জিহ্বায়া ন গোচরে ॥ ৪৫ ॥ বক্তারো বায়ুতেনাপি বুদ্ধীনামযুতাযুতৈঃ। গুণনির্ব্বর্ণনং নাথ কর্ত্তুং তব ন শক্যতে ॥ ৪৬ ॥ তদেতদ্দর্শিতং রূপং প্রসাদঃ পরমঃ কৃতঃ। ছন্দতো জগতামীশ তদেতদুপসংহর ॥ ৪৭ ॥ মার্কণ্ডেয় উবাচ। ইত্যেবং সংস্তুতস্তাভিরপ্সরোভির্জ্জনার্দ্দনঃ। দিব্যজ্ঞানোপপন্নানাং তাসাং প্রত্যক্ষমীশ্বরঃ ॥ ৪৮ ॥

সর্ব্বভূত! হে সনাতন! আপনি পরমেশ্বর ও আত্মা; আপনার মায়ায় আমাদের মন মুগ্ধ হইয়াছে, তাই আমরা অপরাধ করিয়াছি, এক্ষণে আমাদিগকে ক্ষমা করুন। অথবা হে দেবদেব! অপরাধ করিয়াছি একথাই বা বলি কেন, কেননা আপনার মায়াদ্বারাই ত' আমাদের হৃদয় গঠিত। আমরা মায়াভিশক্তা, আপনারই মায়ায় আমাদের মন বিহ্বলতা লাভ করিয়াছে, আপনি প্রণতজনের পীড়া হরণ করুন। হে দেব! আপনার মায়ায় মোহিত হইয়া আমরা এইরূপ করিয়াছি, সুতরাং অপরাধী নহি; অথবা আমরা উন্মার্গগামী হইয়া যদি আপনার নিকট অপরাধই করিয়া থাকি, তথাপি আমাদিগের অপরাধ ক্ষমা করুন; কেননা আপনি অখিল বস্তুর স্রষ্টা,আমাদের এই অবিবেকও আপনি প্রদান করিয়াছেন। হে গোবিন্দ! আপনাকে নমস্কার; হে জনার্দ্দন! হে নারায়ণ! আপনার নাম স্মরণে আমাদের পাপরাশি অশেষরূপে বিনষ্ট হউক। হে অনন্ত! আপনাকে নমস্কার, আপনি বিশ্বাত্মা, বিশ্ব আপনা হইতে অদ্ভুত, আপনার নামস্মরণে আমাদের কলুষরাশি অশেষরূপে বিনষ্ট হউক। হে বামন! আপনি বরেণ্য যজ্ঞপুরুষ, আপনা কর্ত্তৃক প্রজাকুল প্রতিপালিত হয়, আপনার নাম স্মরণে আমাদের পাপরাশি নিঃশেষরূপে বিনষ্ট হউক। হে পদ্মনাভ! আপনি প্রজাপতিকেও সৃজন করিয়াছেন, আপনার নাম স্মরণে অশেষরূপে আমাদের কলুষজাল বিলীন হউক, আপনাকে নমস্কার। হে অধোক্ষজ! আপনি সংসার-জলধির পোতস্বরূপ, আপনাকে নমস্কার; আপনার নাম স্মরণে আমাদের দুরিত অশেষরূপে বিদূরিত হউক। যিনি স্বেচ্ছায় গুণযুক্ত হইয়া সৃষ্টি স্থিতি ও পালন করেন, সেই বেধা রমাপতি পরপুরুষ বাসুদেবকে নমস্কার। হে বিশ্বাত্মন্ ঈশ্বর! আপনার এই বর্ত্তমান সনাতন রূপের উপসংহার করুন, আমাদের নয়ন এইরূপ দর্শন করিতে সমর্থ নহে; হে অচ্যুত! আপনার প্রভা সহস্র প্রলয়ানলের তুল্য। আপনার এইরূপ নিখিল দিক্, গগন ও ভূভাগ সম্যক আবৃত করিয়াছে; আমরা কোন্ স্থানে অবস্থান করিব, বুঝিতে পারিতেছি না, আপনি প্রভু, আমরা কেবল আপনাকে লক্ষ্য করিতেছি; কেবল আপনাতেই সমগ্র জগৎ একত্র পিণ্ডীকৃত বলিয়া আমাদের লক্ষ্য হইতেছে। হে হরে! আপনার রূপের কিই বা বর্ণন করিব, আর আপনাকে প্রণামই বা করিব কি বলিয়া? হে দেব! আপনার মাহাত্ম্যবর্ণন আমাদের জিহ্বার অগোচর। যদি অযুত বক্তা হয়, আর যদি তাহাদের অযুত অযুত বুদ্ধি থাকে, তথাপি হে নাথ! আপনার গুণবর্ণনে তাহারাও সমর্থ নহে। আপনি যে আমাদিগকে এইরূপ দর্শন করাইলেন, ইহা আপনার পরম অনুগ্রহকৃত বলিতে হইবে। হে জগদীশ! আপনার এইরূপরচনা উপসংহার করুন।৩১—৪৭। মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—জনার্দ্দন সেই অপ্সরোগণ কর্ত্তৃক এইরূপে স্তুত হইলেন, তাহাদের দিব্য জ্ঞানের উদয় হইল, তিনিও তাহাদিগকে

বিবেশ সর্ব্বভূতানি স্বৈরংশৈর্ভূতভাবনঃ। তং দৃষ্ট্বা সর্ব্বভূতেষু লীয়মানমধোক্ষজম্॥ ৪৯॥ বিস্ময়ং পরমং চক্রুঃ সমস্তা দেবযোষিতঃ। স চ সর্ব্বেশ্বরঃ শৈলান্ পাদপান্ সাগরান্ ভুবম্॥ ৫০॥ জলমগ্নিং তথা বায়ুমাকাশং চ বিবেশ হ। কালে দিক্ষু চ সর্ব্বাত্মা হ্যাত্মনশ্চান্তথাপি চ॥ ৫১॥ আত্ম-রূপস্থিতং যেন মহিম্না ভাবয়ন্ জগৎ। দেবদানব-রক্ষাংসি যক্ষবিদ্যাধরোরগাঃ॥ ৫২॥ মনুষ্যপশু-কীটাদিমৃগপক্ষ্যন্তরিক্ষগাঃ। যেহন্তরিক্ষে তথা ভূমৌ দিবি যে চ জলাশ্রয়াঃ॥ ৫৩॥ তান্ বিবেশ স বিশ্বাত্মা পুনস্তদ্রূপমাস্থিতঃ। নরেণ সার্দ্ধং যত্তাভি-দৃষ্টপূর্ব্বমরিন্দম॥ ৫৪॥ তাঃ পরং বিস্ময়ং জগ্মুঃ সর্ব্বাস্ত্রিদশযোষিতঃ। প্রণেমুঃ সাধ্বসাৎ পাণ্ডুবদনা নৃপসত্তম॥ ৫৫॥ নারায়ণোঽপি ভগবানাহ তাস্ত্রি-দশাঙ্গনাঃ॥ ৫৬॥ নারায়ণ উবাচ। নীয়তামুর্ব্বশী ভদ্রা যত্রাসৌ ত্রিদশেশ্বরঃ। ভবতীনাং হিতার্থায় সর্ব্বভূতেষ্বসাবিতি॥ ৫৬॥ জ্ঞানমুৎপাদিতং ভূয়ো লয়ং ভূতেষু কুর্ব্বতা। তদ্গচ্ছধ্বং সমস্তোঽয়ং ভূতগ্রামো মদংশকঃ॥ ৫৮॥ অতমধ্যাত্মভূতস্য বাসুদেবস্য যোগিনঃ। অস্মাৎ পরতরং নাস্তি যোঽনন্তঃ পরিপঠ্যতে॥ ৫৯॥ তমজং সর্ব্বভূতেশং জানীত পরমং পদম্। অহং ভবত্যো দেবাশ্চ মনুষ্যাঃ পশবশ্চ যে। এতৎ সর্ব্বমনন্তস্য বাসুদেবস্য বৈ কৃতম্॥ ৬০॥ এবং জ্ঞাত্বা সমং সর্ব্বং সদেবাসুর-মানুষম্। সপশ্বাদিগুণং চৈব দ্রষ্টব্যং ত্রিদশাঙ্গনাঃ॥ ৬১॥ মার্কণ্ডেয় উবাচ। ইত্যুক্তাস্তেন দেবেন সমস্তাস্তাঃ সুরস্ত্রিয়ঃ। প্রণম্য তৌ সমদনাঃ স-বসন্তাশ্চ পার্থিব॥ ৬২॥ আদায় চোর্ব্বশীং ভূয়ো দেবরাজমুপাগতাঃ। আচখ্যুশ্চ যথা বৃত্তং দেবরাজায় তত্তথা॥ ৬৩॥ মার্কণ্ডেয় উবাচ। তথা ত্বমপি রাজেন্দ্র সর্ব্বভূতেষু কেশবম্। চিন্তয়ন্ সমতাং গচ্ছ সমতৈব হি মুক্তয়ে॥ ৬৪॥ জ্ঞানেনৈবং বিশেষেণ ভূতেষু পরমেশ্বরম্। বাসুদেবং কথং দোষাঁল্লোভাদীন্ প্রহাস্যসি॥ ৬৫॥ সর্ব্বভূতানি গোবিন্দাদ্যদা

প্রত্যক্ষ দর্শন দান করিলেন। ভূতভাবন ভগবান স্বীয় অংশদ্বারা সর্ব্বভূতে প্রবেশ করিলেন। সুররমণী অপ্সরাগণ অধোক্ষজ জনার্দ্দনকে সর্ব্বভূতহৃদয়ে লীয়মান দর্শন করিয়া মহাবিস্ময়ে নিমগ্ন হইল। সেই সর্ব্বেশ্বর নারায়ণও শৈল, পাদপ, সাগর, মৃত্তিকা, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ ও দিক্‌সমূহে মিশিয়া গেলেন। এই সর্ব্বাত্মাই পুনরায় যথাকালে অন্যরূপ প্রাপ্ত হইবেন, ইনিই আত্মস্থ হইয়া আবার স্বীয় প্রভাব দ্বারা অখিল জগৎ সৃষ্টি করিবেন। এই আত্মা হইতেই দেব, দানব, রক্ষ, যক্ষ, বিদ্যাধর, উরগ, মনুষ্য, পশু, কীট, মৃগ ও অন্তরীক্ষচারী প্রাণিনিচয় সমুদ্‌ভূত হইবে। যাহারা অন্তরীক্ষে বিচরণ করে এবং যে সকল জীব আকাশ, জল ও ভূতলচারী—বিশ্বাত্মা নারায়ণ একবার তাহাদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন, আবার সেই সেইরূপে তাঁহার বিকাশ হয়। হে অরিন্দম! নরের সহিত নারায়ণকে এইরূপ প্রযত্ন করিতে দেখিয়া অমরনারীগণ সকলেই বিস্ময় প্রকাশ করিল; হে নৃপসত্তম! ভীতিবশত তাহাদের দেহ পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেল, তাহারা সকলেই নারায়ণকে প্রণাম করিল। তখন ভগবান্ নারায়ণও দেবাঙ্গনাগণকে কহিতে লাগিলেন। নারায়ণ কহিলেন,—তোমরা কল্যাণী উর্ব্বশীকে ত্রিদশেশসমীপে লইয়া যাও, এই উর্ব্বশী হইতে তোমাদের এবং অন্যান্য নিখিল প্রাণীর হিত সাধিত হইবে। আমি ভূত সকলে প্রলীন হইয়া তোমাদের জ্ঞান উৎপাদিত করিলাম, অতএব বিস্মিত হইও না, গমন কর। এই ভূতনিবহ আমারই অংশ হইতে সমুদ্ভূত। আমি অধ্যাত্মভূত যোগিবর বাসুদেব হইতে উদ্ভূত হইয়াছি। সেই বাসুদেব অনন্ত নামে কথিত হন, তাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠতর আর কিছুই নাই। তাঁহাকে অজ সর্ব্বভূতেশ পরমপদ বলিয়া জানিবে। আমি, তোমরা, দেব, মানব ও পশুসমূহ—এই সকল অনন্ত বাসুদেবেরই সৃষ্ট।৪৮—৬০। হে অমরনারীগণ! অতএব সুর, অসুর, মানুষ ও পশু এ সকলে সমজ্ঞান করিবে। মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে পার্থিব! সুরনারীগণ নারায়ণ কর্ত্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া উর্ব্বশীকে গ্রহণপূর্ব্বক মদন ও বসন্তের সহিত দেবরাজসমীপে আগমন করিয়া পূর্ব্বোক্ত বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিল। মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে রাজেন্দ্র! তুমিও সর্ব্বভূতে কেশবের চিন্তা করিয়া সমতাপ্রাপ্ত হও, সমতাই মুক্তির হেতু। বিশেষতঃ তুমি যদি পরমেশ বাসুদেবকে সর্ব্বভূতস্থ জানিতে পার, তবে লোভাদি রিপুগণকে তুমি কেন পরিত্যাগ করিতে পারিবে না? হে ভূপতে! ভূত সকল বাসুদেব হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে, তুমি যখন এইরূপ ভাবিতে পারিবে, তখন আর তোমার মন অন্য-

নামানি ভূপতে। তদা বৈরাদয়ো ভাবাঃ ক্রিয়ন্তাং ন তু পুত্রক ॥ ৬৬ ॥ ইতি পশ্য জগৎ সর্ব্বং বাসুদেবাত্মকং নৃপ। এতদেব হি কৃষ্ণেন রূপমাবিষ্কৃতং নৃপ ॥ ৬৭ ॥ পরমেশ্বরেতি যদ্রূপং তদেতৎ কথিতং তব। জন্মাদিভাবরহিতং তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥ ৬৮ ॥ সংক্ষেপেণাথ ভূপাল শ্রূয়তাং যদ্বদামি তে। যন্মতং পুরুষঃ কৃত্বা পরং নির্ব্বাণমৃচ্ছতি ॥ ৬৯ ॥ সর্ব্বো বিষ্ণুসমাসো হি ভাবাভাবৌ চ তন্ময়ৌ সদসৎ সর্ব্বমীশোঽসৌ মহাদেবঃ পরং পদম্ ॥ ৭০ ॥ ভবজলধিগতানাং দ্বন্দ্ববাতাহতানাং সুতদুহিতৃকলত্রত্রাণভারার্দ্দিতানাম্। বিষমবিষয়তোয়ে মজ্জতামপ্লবানাং ভবতি শরণমেকো বিষ্ণুপোতো নরাণাম্ ॥ ৭১ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে নারায়ণমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ত্রিনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯৩ ॥

চতুর্নবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। তচ্ছ্রুত্বানন্তদেবেন বিশ্বরূপমুদাহৃতম্। দেবরাজস্তথা দেবাঃ পরং বিস্ময়মাগতাঃ ॥ ১ ॥ দৃষ্ট্বা চাপ্সরসং পুণ্যামুর্ব্বশীং কমলাননাম্। সন্ত্রস্তো বিস্মিতশ্চাভূদিন্দ্রো রাজশ্রিয়া বৃতঃ ২ ॥ ন কিঞ্চিদুত্তরং বাক্যমুক্তবান্ জোষমাস্থিতঃ। ইতিবৃত্তান্তভূতং হি নারায়ণবিচেষ্টিতম্ ॥ ৩ ॥ ভৃগোঃ খ্যাত্যাং সমুৎপন্না লক্ষ্মীঃ শ্রুত্বা তু বৈ নৃপ। বৈশ্বরূপং পরং রূপং বিস্মিতাচিন্তয়ত্তদা ॥ ৪ ॥ কেনোপায়েন স স্বামী ভর্ত্তা নারায়ণঃ প্রভুঃ। ব্রতেন তপসা বাপি দানেন নিয়মেন চ ॥ ৫ ॥ বৃদ্ধানাং সেবনেনাথ দেবতারাধনেন বা। ইতি চিন্তাপরাং কন্যাং সতী জ্ঞাত্বা যুধিষ্ঠির ॥ ৬ ॥ প্রাহ প্রাপ্তো ময়া ভর্ত্তা শঙ্করস্তপসা কিল! প্রজাপতিশ্চ গায়ত্র্যা হ্যন্যাভিরভিবাঞ্ছিতাঃ ॥ ৭ ॥ তপসৈব হি তে প্রাপ্যস্তস্মাচ্চর সুব্রতে। তপস্ত্বং হি মহ-

রূপ ভাবনা করিবে না। হে পুত্র! তখন তোমার বৈরাদিভাব থাকিবে না। হে নৃপ! জগৎকে বাসুদেবাত্মক বলিয়া জানিবে। সেই জগদাত্মা বাসুদেবই এই কৃষ্ণমূর্ত্তিতে প্রকটিত হইয়াছেন। এই যে তোমার নিকট পরমেশ্বরের রূপ কথিত হইল, ইহা জন্মাদিভাবরহিত আর ইহাই সেই বিষ্ণুর পরম পদ। হে ভূপাল! অনন্তর তোমার নিকট সংক্ষেপে কিছু বলিতেছি শ্রবণ কর। মানব এই মতের অনুসরণ করিয়া পরম নির্ব্বাণ লাভ করে। সকলেই বিষ্ণুসম এবং সকলই বিষ্ণুময়, বিষ্ণু ব্যতীত অন্য কোন ভাবাভাব নাই; ইনি সৎ ও অসদ্ভাবাত্মক পরমপদ মহাদেব। যাহারা সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্বরূপ বাত দ্বারা আহত হইয়া ভবজলধিজলে মগ্ন হইয়াছে, যাহারা পুত্র কন্যা ও কলত্রের ত্রাণভারে পীড়িত, যাহারা বিষয়রূপ বিষম জলে নিমজ্জিত, অথচ উদ্ধারের উপায়হীন, তাদৃশ মানবগণেরই বিষ্ণুরূপ পোতের আশ্রয় লওয়া কর্ত্তব্য। ৬১—৭১।

ত্রিনবত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৯৩ ॥

চতুর্নবত্যধিকশততম অধ্যায়।

শ্রীমার্কণ্ডেয় কহিলেন,—অনন্তর অনন্তদেব-কৃত বিশ্বরূপধারণে বিষয় শ্রবণ করিয়া দেবরাজ ও দেবগণ পরম বিস্ময় প্রাপ্ত হইলেন। দেবরাজ সরোজবদনা পুণ্যতনু অপ্সরা উর্ব্বশীকে দর্শন করিয়া সন্ত্রস্ত ও বিস্মিত হইলেন। রাজ্যশ্রী আসিয়া তাঁহাকে আশ্রয় করিল। রমণীদর্শনে বিস্মিত দেবরাজের তখন কোনরূপ বাঙ্‌নিষ্পত্তি হইল না। হে নৃপ! ভৃগুর খ্যাতিনাম্নী পত্নীর গর্ভে লক্ষ্মীদেবী সমুৎপন্না হইয়াছিলেন; তিনি এই নর নারায়ণ-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বিস্মিতহৃদয়ে পরমরূপ বিশ্বরূপের চিন্তা করিয়াছিলেন। লক্ষ্মী ভাবিলেন,—এখন কি উপায়ে আমি নারায়ণকে স্বামী লাভ করিব। কিরূপ ব্রত, দান, নিয়ম, তপস্যা, বৃদ্ধসেবা বা দেবারাধনা করিলে বিভু আমার ভর্ত্তা হইবেন। হে যুধিষ্ঠির! ভবানী সতী, কন্যারূপিণী রমাকে এইরূপে চিন্তিতা জানিয়া তাঁহার নিকট আগমন করিলেন এবং বলিলেন,—আমিও তপস্যাদ্বারাই শঙ্করকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়াছি। হে সুব্রতে! গায়ত্রীও তপস্যা দ্বারা প্রজাপতিকে পতি পাইয়াছেন; এতদ্ভিন্ন অন্যান্য বরনারীরাও তপস্যাদ্বারা স্ব স্ব অভীষ্ট লাভ করিয়াছেন। ১—৭। তুমিও তপস্যা কর, তপস্যাদ্বারাই তুমি নারায়ণকে পতিরূপে লাভ করিবে। তীব্র তপস্যা সর্ব্ববিধ অভীষ্টদান

চ্চোগ্রং সর্ব্ববাঞ্ছিতদায়কম্ ॥ ৮ ॥ মার্কণ্ডেয় উবাচ। সাগরান্তং সমাসাদ্য লক্ষ্মীঃ পরপুরঞ্জয়। চচার বিপুলং কালং তপঃ পরমদুশ্চরম্ ॥ ৯ ॥ স্থাণুবৎ সংস্থিতা সাভূদ্দিব্যং বর্ষসহস্রকম্। তত ইন্দ্রাদয়ো দেবাঃ শঙ্খচক্রগদাধরাঃ ॥ ১০ ॥ ভূত্বা জগ্মুস্তদর্থং তে সা তু পৃষ্টবতী সুরান্। বিশ্বরূপং বৈষ্ণবং যত্তদ্দর্শয়ত মা চিরম্ ॥ ১১ ॥ বিলক্ষা ব্রীড়িতা দেবা গত্বা নারায়ণং তদা। অব্রুবন্ বৈশ্বরূপং নো শক্তা দর্শয়িতুং বয়ম্ ॥ ১২ ॥ ততো যথেষ্টং তে জগ্মুঃ স চ বিষ্ণুরচিন্তয়ৎ। উগ্ররূপা স্থিতা দেবী দেহং দহতি ভার্গবী ॥ ১৩ ॥ তাং তস্মাত্তত্র গত্বাহং বরং দত্বা তু বাঞ্ছিতম্। পুনস্তপঃ করিষ্যামি দর্শয়িষ্যামি বা পুনঃ। বৈষ্ণবং বিশ্বরূপং যদ্দুর্দ্দর্শ্যং দেবদানবৈঃ ॥ ১৪ ॥ মার্কণ্ডেয় উবাচ। ততো গত্বা হৃষীকেশঃ সাগরান্তস্থিতাং শ্রিয়ম্। প্রাহ তুষ্টোঽস্মি তে দেবি বরং বৃণু যথেপ্সিতম্ ॥ ১৫ ॥ শ্রীরুবাচ। যদি তুষ্টোঽসি মে দেব প্রপন্নায়া জনার্দ্দন। তদা দর্শয় যদ্দৃষ্টমপ্সরোভিস্ত্বানঘ ॥ ১৬ ॥ বিশ্বরূপমনন্তঞ্চ ভূতভাবন কেশব। গন্ধমাদনমাসাদ্য কৃতং যচ্চ তপস্ত্বয়া ॥ ১৭ ॥ তদ্বদস্ব বিভো বিষ্ণো ন মিথ্যা যদি কেশব। শ্রদ্দধামি ন চৈবাহং রূপস্যাস্য কথঞ্চন ॥ ১৮ ॥ বহুভির্যক্ষরক্ষোভির্ম্মায়াচারিপ্রচারিভিঃ। ছন্দিতা মম জানদ্ভির্ভাবমন্তর্গতং হরৌ ॥ ১৯ ॥ ভূত্বা বিষ্ণুস্বরূপাস্তে চক্রিণশ্চ চতুর্ভুজাঃ। সুব্রীড়িতা গতাঃ সর্ব্বে বিশ্বরূপাসহা যতঃ ॥ ২০ ॥ মার্কণ্ডেয় উবাচ। নারায়ণোঽথ ভগবাঞ্ছঙ্খচক্রগদাভৃতম্। তয়া তথোক্তস্তদ্রূপং মুক্ত্বা বৈ সুরপূজিতম্ ॥ ২১ ॥ রূপং পরং যথোক্তং বৈ বিশ্বরূপমদর্শয়ৎ। দর্শয়িত্বা বচঃ প্রাহ পঞ্চরাত্রবিধানতঃ ॥ ২২ ॥ যোঽর্চ্চয়িষ্যতি মাং নিত্যং স পূজ্যঃ স চ পূজিতঃ। ধনধান্যসমাযুক্তঃ সর্ব্বভোগসমন্বিতঃ ॥ ২৬ ॥ মূলং হি সর্ব্বধর্ম্মাণাং ব্রহ্মচর্য্যং পরং তপঃ। তেনাহং তত্র স্থাস্যামি মূল-

করে। অতএব তুমিও উগ্র তপস্যা কর। মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে পর-পুরঞ্জয়! অনন্তর রমা সাগরসীমায় উপনীত হইয়া অতি দীর্ঘকাল পরম দুশ্চর তপশ্চরণ করিলেন, তপস্যায় তাঁহার দেহ স্থাণুর ন্যায় অবস্থা প্রাপ্ত হইল। এইরূপে তাঁহার দিব্য সহস্র বৎসর কাটিয়া গেল। অনন্তর ইন্দ্রাদি দেবগণ শঙ্খচক্রগদা ধারণপূর্ব্বক বিষ্ণু সাজিয়া সাগরতীরে রমার সম্মুখে উপনীত হইলেন। লক্ষ্মী বলিলেন,—হে সুরগণ! আমাকে অচিরে বিশ্বরূপ প্রদর্শন করুন! তখন লক্ষ্যভ্রষ্ট দেবগণ বিশ্বরূপপ্রদর্শনে অসমর্থ হইয়া লজ্জিত হইলেন। তাঁহারা নারায়ণসমীপে উপনীত হইয়া বলিলেন, আমরা বিষ্ণু সাজিয়া রমার সমীপে গমন করিয়াছিলাম, কিন্তু বিশ্বরূপ প্রদর্শনে সমর্থ হই নাই। দেবগণ নারায়ণকে এইরূপ কহিয়া যথেষ্ট স্থানে প্রস্থান করিলে, বিষ্ণু চিন্তা করিলেন, ভাবিলেন,—দেবী ভার্গবী উগ্ররূপে অবস্থিত হইয়া তপস্যায় দেহ দগ্ধ করিতেছেন, অতএব আমি তাঁহার সমীপে গমন করিয়া অভীষ্টবর প্রদানপূর্ব্বক পুনর্ব্বার তপস্যা করিব কিংবা দেবদানবের সুদুর্দ্দর্শ বৈষ্ণব বিশ্বরূপ প্রদর্শন করাইব। মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—অনন্তর হৃষীকেশ সাগরান্তগামিনী রমার সমীপে উপনীত হইয়া কহিলেন,—দেবি! আমি তোমার প্রতি প্রীত হইয়াছি, অভীষ্টবর প্রার্থনা কর। লক্ষ্মী উত্তর করিলেন,—হে জনার্দ্দন! যদি প্রপন্নের প্রতি প্রীত হইয়া থাকেন, তবে হে দেব! আপনি অপ্সরোগণকে আপনার যেরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন, আমাকেও সেই বিশ্বরূপ প্রদর্শন করুন। হে অনঘ, কেশব! আপনার বিশ্বরূপের অন্ত নাই, হে ভূতভাবন বিভো! আপনি সত্য সত্যই যদি বিষ্ণু হন, তবে আপনি কি নিমিত্ত গন্ধমাদন পর্ব্বতে তপস্যা করিয়াছিলেন, তাহা আমার নিকট বলুন। আপনার এইরূপে আমার কোনই শ্রদ্ধা হইতেছে না, কেননা, বহু মায়াচারী যক্ষ-রক্ষোগণ এখানে বিচরণ করে। তাহারা আমার মনোগত ভাব বিদিত হইয়া হরিরূপে আমাকে বঞ্চিত করিতে পারে। বলিব কি, কতিপয় চক্রধারী চতুর্ভুজ বিষ্ণুরূপ আমার সমীপে আগমন করিয়াছিল, তাহারা বিশ্বরূপ প্রদর্শনে অসমর্থ হইয়া অতীব লজ্জিতহৃদয়ে প্রস্থান করিয়াছে। ৮-২০। মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—অনন্তর ভগবান্ নারায়ণ রমার প্রার্থনায় তদীয় সুরপূজিত শঙ্খ-চক্র-গদাধর চতুর্ভুজ মূর্ত্তি পরিহারপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত বিশ্বরূপ প্রদর্শন করিলেন। তিনি তদীয় পরমরূপ বিশ্বরূপ প্রদর্শন করিয়া পশ্চাৎ বলিলেন,—যে মানব পঞ্চরাত্রবিধানে সতত আমার পূজা করিবে, সে পূজ্য ও পূজিত হইয়া ধনধান্যাদিযুক্ত ও সর্ব্ব-

শ্রীপতিসংজ্ঞিতঃ। ২৪। মূলশ্রীঃ প্রোচ্যতে ব্রাহ্মী ব্রহ্মচর্য্যস্বরূপিণী। সর্ব্বযোগময়ী পুণ্যা সর্ব্বপাপহরী শুভা। ২৫। পতিস্তস্যাঃ প্রভুরহং বরদঃ প্রাণিনাং প্রিয়ে। রেবাজলে নরঃ স্নাত্বা যোঽর্চ্চয়েন্মাং যতব্রতঃ। ২৬। মূলশ্রীপতিনামানং বাঞ্ছিতং প্রাপ্নুয়াৎ ফলম্। দানানি তত্র যো দদ্যামহাদানানি চ প্রিয়ে। ২৭। সহস্রগুণিতং পুণ্যমন্যস্থানাদবাপ্যতে। দৃষ্টং ত্বয়া তত্র দেশে সম্যক্ চৈবাবধারিতম্। তদর্চ্চিত্বা পরান্ কামানাপ্স্যসি ত্বং ন সংশয়ঃ। ২৮। বরং বৃণীষ্ব দেবেশি বাঞ্ছিতং দুর্লভং সুরৈঃ। দুর্গসংসারকান্তারপতিতৈঃ পরমেশ্বরি। ২৯। শ্রীরুবাচ। নারায়ণ জগদ্ধাতর্নারায়ণ জগৎপতে। নারায়ণ পরব্রহ্ম নারায়ণ পরায়ণ। ৩০। প্রসীদ পাহি মাং ভক্ত্যা সম্যক্সর্গে নিয়োজয়। প্রিয়ো হ্যসি প্রিয়াহং তে যথা স্যাং তত্তথা কুরু। ৩১। গৃহং ধর্ম্মার্থকামানাং কারণং দেবসম্মতম্। তদাশ্রমং পুণ্যং মাং শ্রেয়সি নিয়োজয়। ৩২। নারায়ণ উবাচ। নারায়ণগিরা দেবি বিজ্ঞপ্তোঽস্মি যতস্ত্বয়া। নারায়ণগিরির্নাম তেন মেঽত্র ভবিষ্যতি। ৩৩। নারায়ণস্মৃতৌ যাতি দুরিতং জন্মকোটিজম্। যস্মাদ্গিরতি তস্মাচ্চ গিরিরিত্যেব শব্দিতম্। ৩৪। তস্মাৎ সর্ব্বাশ্রয়ো দেবি গিরিঃ পর্ব্বতরাড্ ভবেৎ। সুরাসুরমনুষ্যাণাং যথাহমপি চাশ্রয়ঃ। ৩৫। য এতৎ পূজয়িষ্যন্তি মণ্ডলস্থং পরং মম। নারায়ণগিরির্নাম দেবরূপং শুভেক্ষণে। ৩৬। তে দিব্যজ্ঞানসম্পন্না দিব্যদেহবিচেষ্টিতাঃ। দিব্যং লোকমবাপ্স্যন্তি দিব্যভোগসমন্বিতাঃ। ৩৭। মার্কণ্ডেয় উবাচ। তয়োরেবং সংবদতোর্দ্দেবা ইন্দ্রপুরোগমাঃ সমাগতা বনোদ্দেশং সাগরান্তে মহর্ষয়ঃ। ৩৮। ততো ভৃগুং দেবরাজো নারায়ণবিচিন্তিতম্। বব্রে জ্ঞাত্বা তু তৎকন্যাং ধর্ম্মাত্মা স দদৌ চ তাম্। ৩৯। ধর্ম্মেঽপি বিধিবদ্ বৎস বিবাহং সমকারয়ৎ। দেবদেবস্য রাজর্ষে দেবতার্থে সমাহিতঃ। ৪০।

ভোগসমন্বিত হইবে। ব্রহ্মচর্য্যই সকল ধর্ম্মের মূল ও পরম তপস্যা; অতএব আমি এই স্থানে মূল শ্রীপতি নামে অধিষ্ঠান করিব। তুমি ব্রহ্মচর্য্য স্বরূপিণী ব্রাহ্মী মূলশ্রী নামে কথিত হইবে, তুমিই সর্ব্বযোগময়ী পুণ্যা সর্ব্বপাপহরী ও কল্যাণদায়িনী প্রিয়ে! আমি তোমার পতি হইয়া প্রাণিগণের বরদ হইব। যে যতব্রত নর রেবানীরে অবগাহন করিয়া আমার মূলশ্রীপতিমূর্ত্তির পূজা করিবে, তাহার অভীষ্ট ফললাভ হইবে। প্রিয়ে! যে নর এস্থানে অনেক দান ও মহাদানের অনুষ্ঠান করে, অন্য স্থানের দান অপেক্ষা তাহার সহস্রগুণ দানফল লাভ হয়। কোন্ স্থানে আমি অধিষ্ঠান করিব, সে দেশ দর্শন করিলেই তুমি সম্যক্ বিদিত হইতে পারিবে। তুমি তথায় আমাকে পূজা করিয়া নিঃসংশয় উত্তম কামনা সকল লাভ করিবে। হে দেবেশি! দুর্গ সংসারকান্তারে পতিত ব্যক্তিগণের এমন কি দেবগণেরও দুর্লভ বর প্রার্থনা কর! লক্ষ্মী বলিলেন,—নারায়ণ জগতের ধাতা, নারায়ণ জগতের পতি, নারায়ণ পরব্রহ্ম, নারায়ণ পরায়ণ; আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, আমার ভক্তি বিদিত হইয়া আমাকে রক্ষা করুন; আমাকে সৃজন কার্য্যে নিযুক্ত করুন। আপনি আমার প্রিয়, এক্ষণে আমি যাহাতে আপনার প্রিয়া হইতে পারি, তাহা করুন। হে দেব! গৃহ ধর্ম্মার্থকামের হেতু, ইহা সকলেরই সম্মত; অতএব আমার শ্রেয়ঃসাধনার্থ আমাকে পূত গৃহাশ্রমে নিয়োগ করুন। নারায়ণ কহিলেন,—দেবি! তুমি বহুবার নারায়ণযুক্ত বাক্য দ্বারা তোমার অভীষ্ট জ্ঞাপন করিয়াছ; অতএব এই স্থানে আমার নাম হইবে নারায়ণগিরি। নারায়ণের স্মরণে কোটি জন্মের দুরিত দূর হয় আর গিরণ অর্থাৎ বহিঃপ্রকটন করে বলিয়া গিরি শব্দ ধ্বনিত হয়; সুতরাং আমি সর্ব্বভূতের আশ্রয় ও সর্ব্বভূতকেই প্রকটিত করি বলিয়া গিরিপদবাচ্য। অতএব হে দেবি! পর্ব্বতরাজ নারায়ণগিরি সকলেরই আশ্রয়স্থল হইবে, সুর অসুর ও মানবগণের এই গিরি আশ্রয়, এমন কি আমিও এই স্থানে অবস্থান করিব। হে শোভননয়নে! যে সকল মানব মণ্ডলরূপে অবস্থিত আমার নারায়ণগিরিমূর্ত্তির পূজা করিবে, তাহারা দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন হইয়া দিব্যদেহ ধারণ করতঃ দিব্য-চেষ্টাযুক্ত হইয়া দিব্য ভোগ সকল লাভ করিবে। ২১—৩৭। মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—যখন রমা ও নারায়ণের পরস্পর এইরূপ সম্ভাষণ চলিতেছিল, তখন ইন্দ্রপ্রমুখ সুর ও মহর্ষিগণ সাগরসমীপস্থিত বনোদ্দেশে আগমন করিয়াছিলেন। দেবরাজ বিষ্ণুর মনোগতভাব বিদিত হইয়া কন্যাদানার্থে ভৃগুকে নিবেদন করিলেন। ধর্ম্মাত্মা ভৃগুও তখন সেই কন্যা লক্ষ্মীকে কেশবের করে অর্পণ করিলেন। হে বৎস রাজর্ষে! দেবদেবের প্রিয়কামনায় ও দেবগণের হিতার্থে ধর্ম্ম স্বয়ং সমাহিত হইয়া এই

যুধিষ্ঠির উবাচ। ধর্ম্মো বিবাহমকরোদ্বিধিবদ্‌যন্ময়োদিতম্। কো বিধিস্তত্র কা দত্তা দক্ষিণা ভৃগুণাপি চ ॥ ৪১ ॥ বিবাহযজ্ঞে সমভূৎ স্রুক্‌স্রুবগ্রহণে চ কঃ। ঋত্বিজঃ কে সদস্যাশ্চ তস্যাসন্ দ্বিজসত্তম ॥ ৪২ ॥ কিং তস্যাবভৃথং হ্যাসীত্তৎ সর্ব্বং বদ বিস্তরাৎ। ত্বদ্বাক্যামৃতপানেনতৃপ্তির্মম ন বিদ্যতে ॥৪৩॥ মার্কণ্ডেয় উবাচ। নারায়ণবিবাহস্য যজ্ঞস্য চ যুধিষ্ঠির। তপসস্তস্য দেবস্য সম্যগাচরণস্য চ ॥ ৪৪ ॥ বক্তুং সমর্থো ন গুণান্ ব্রহ্মাপি পরমেশ্বরঃ। তথাপ্যুদ্দেশতো বচ্মি শৃণু ভূত্বা সমাহিতঃ ॥ ৪৫ ॥ ব্রহ্মা সপ্তর্ষয়স্তত্র স্রুক্‌স্রুবগ্রহণে রতাঃ। অগ্নৌ জুহুবিরে রাজন্ বেদির্ধাত্রী সসাগরা ॥ ৪৬ ॥ দদুঃ সমুদ্রা রত্নানি ব্রহ্মর্ষিভ্যো নৃপোত্তম। ধনদোঽপি দদৌ বিত্তং সর্ব্বব্রাহ্মণবাঞ্ছিতম্ ॥ ৪৭ ॥ বিশ্বকর্ম্মাপি দেবানাং ব্রহ্মর্ষীণাং পরন্তপ। বেশ্মানি সুবিচিত্রাণি সর্ব্বরত্নময়ানি চ ॥ ৪৮ ॥ কৃত্বা প্রদর্শয়ামাস দেবেন্দ্রায় যশস্বিনে। শতক্রতুস্ততো বিপ্রান্ কাপিষ্ঠলপুরোগমান্ ॥ ৪৯ ॥ শৌনকাদীংশ্চ পপ্রচ্ছ বাস্কলান্ ছাগলানপি। আত্রেয়ানপি রাজেন্দ্র বৃণুধ্বমভিবাঞ্ছিতম্ ॥ ৫০ ॥ দৃষ্ট্বা তে চিত্ররত্নানি প্রাহুঃ সর্ব্বেশ্বরেশ্বরম্। দেবানাঞ্চ ঋষীণাঞ্চ সঙ্গমোঽয়ং সুপুণ্যকৃৎ ॥ ৫১ ॥ অস্মিন্ পুণ্যে সুরেশান বস্তুং বাঞ্ছামহে সদা। শতক্রতুঃ প্রাহ পুনর্বাসো বোঽত্র ভবিষ্যতি। সত্যধর্ম্মরতা যূয়ং যাবৎকালং ভবিষ্যথ ॥ ৫২ ॥ মার্কণ্ডেয় উবাচ। পৃষ্টং যত্ত্বয়া রাজশার্দ্দূল কে যজ্ঞে হোত্রিণোঽভবন্। তৎপ্রোচ্যমানমধুনা শৃণু ভূত্বা সমাহিতঃ ॥ ৫৩ ॥ সনৎকুমারপ্রমুখাঃ সদস্যাস্তস্য চাভবন্। উদ্গাত্রমত্র্যঙ্গিরসৌ মরীচিশ্চ চকার হ ॥ ৫৪ ॥ হৌত্রং ধর্ম্মবশিষ্ঠৌ চ ব্রহ্মত্বং সনকো মুনিঃ। ষট্‌ত্রিংশদ্‌গ্রামসাহস্রং প্রাদাৎ তেভ্যঃ শতক্রতুঃ ॥ ৫৫ ॥ লক্ষ্মীর্ভর্ত্রা চ সংযুক্তাভবত্তৎ কৃতবান্ প্রভুঃ। ব্রহ্মণো জুহ্বতো বহ্নিং যাবদ্দেশস্থিতৈঃ সুরৈঃ ॥ ৫৬ ॥ দৃষ্টো ললাটং দেশেঽসৌ ললাট ইতি সংজ্ঞিতঃ। স

বিবাহক্রিয়া সম্পাদন করিয়াছিলেন। যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে দ্বিজসত্তম! আপনি বলিলেন,—ধর্ম্ম এই বিবাহব্যাপার সম্পাদন করাইলেন, এই বিবাহে কিরূপ বিধি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল? ভৃগু কিরূপ দক্ষিণাদান করিয়াছিলেন? বৈবাহিক যজ্ঞে কে স্রুক্ ও স্রুব গ্রহণ করেন? কাহারা ঋত্বিক্ হইয়াছিলেন? আর কে কে সদস্য হন? আর এই যজ্ঞে অবভৃথস্নানই বা কিরূপ হইয়াছিল? এই সকল বিস্তারপূর্ব্বক আমার নিকট বলুন। আপনার বাক্যামৃতপানে আমার তৃপ্তি হইতেছে না—পরন্তু পিপাসা বর্দ্ধিত হইতেছে! মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে যুধিষ্ঠির! নারায়ণের বিবাহ, যজ্ঞ, তপস্যা, সম্যক্ আচরণ ও গুণনিচয় পরমেশ্বর ব্রহ্মাও বলিতে সমর্থ নহেন। তথাপি সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ বর্ণন করিতেছি, সমাহিত হইয়া শ্রবণ কর। হে রাজন্! ব্রহ্মা ও সপ্তর্ষিগণ দেবদেবের বিবাহযজ্ঞে স্রুক্ স্রুব গ্রহণে রত হইয়া অনলে আহুতি প্রদান করেন, সসাগরা ধরিত্রী দেবী বেদী হইয়াছিলেন; আর হে নৃপসত্তম! সাগরেরা মহর্ষিগণকে বিবিধ রত্ন দক্ষিণাস্বরূপ প্রদান করিয়াছিলেন। হে পরন্তপ! এ যজ্ঞে ধনদ দ্বিজগণের অভিলষিত ধন প্রদান করেন। হে রাজেন্দ্র! তখন বিশ্বকর্ম্মা দেব ও দ্বিজগণের সর্ব্বরত্নময় সুবিচিত্র গৃহনির্ম্মাণ করিয়া যশস্বী দেবেন্দ্রসন্নিধানে নিবেদন করিলেন। শতক্রতু দেবরাজ কাপিষ্ঠলপ্রমুখ, শৌনকাদি, বাস্কল, ছাগল ও আত্রেয় দ্বিজগণকে কহিলেন,—আপনারা অভীষ্ট বস্তু প্রার্থনা করুন। তাঁহারাও বিচিত্র গৃহনিচয় অবলোকন করিয়া সর্ব্বেশ্বরেশ্বরকে কহিলেন,—সুর-ঋষিগণের অতি সুসময় উপস্থিত হইয়াছে। হে সুরেশান! আমরাও এই সুপুণ্য সময়ে ত্রব্যাদি অভিলাষ করিতেছি। শতক্রতু পুনরায় দ্বিজগণকে কহিলেন,—আপনারা সত্যধর্ম্মে রত হইলে অভিলষিত কাল এই সকল গৃহে বাস করুন। ৩৭—৫২। মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে রাজশার্দ্দূল! তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে যে, এ যজ্ঞে কাহারা হোতা হইয়াছিলেন, এক্ষণে আমি সেই হোতাদিগের কথা কহিতেছি, সমাহিত হইয়া শ্রবণ কর। এযজ্ঞে সনৎকুমারপ্রমুখ দ্বিজগণ সদস্য, অত্রি অঙ্গিরা ও মরীচি উদ্গাতা, ধর্ম্ম ও বশিষ্ঠ হোতা ও সনক ব্রহ্মা হইয়াছিলেন। শতক্রতু ইঁহাদিগকে যজ্ঞের দক্ষিণাস্বরূপ ষট্‌ত্রিংশৎ সহস্র গ্রাম দান করিয়াছিলেন। এইরূপে লক্ষ্মী স্বামীর সহিত মিলিত হইলেন। ব্রহ্মা যেস্থানে হুতাশনে আহুতি প্রদান করিয়াছিলেন, দেবগণ তথায় বিদ্যমান থাকিয়া ব্রহ্মার ললাটদেশ নিরীক্ষণ করিতেছিলেন; অতঃপর সেই স্থান ললাটনামে প্রখ্যাত হইল। এই দেশ রমাপতি বিষ্ণুর পুণ্যক্ষেত্র; দেবর্ষিগণ

দেশঃ শ্রীপতেঃ ক্ষেত্রং পুণ্যং দেবর্ষিসেবিতম্ ॥ ৫৭ ॥ সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ং দিব্যং দিব্যসিদ্ধিসমন্বিতম্। ব্রাহ্মণানাং ততঃ পঙ্ক্তিং নিবেশয়িতুমুদ্যতা ॥ ৫৮ ॥ লক্ষ্মীঃ শ্রীপতিনামানমাহ দেবং বচস্তদা। শ্রীরুবাচ। য এতে ব্রাহ্মণাঃ শিষ্যাঃ ভৃগ্বাদীনাং যতব্রতাঃ ॥ ৫৯ ॥ তান্নিবেশয়িতুমিচ্ছামি ত্বৎপ্রসাদাদধোক্ষজ। মরীচ্যাদয়ঃ সুরেন্দ্রেণ স্থাপিতা গরুড়ধ্বজ ॥ ৬৯ ॥ নৈষ্ঠিকব্রতিনো বিপ্রা বহবোহত্র যতব্রতাঃ। প্রাজাপত্যে ব্রতে ব্রাহ্মে কেচিদত্র ব্যবস্থিতাঃ। তানহং স্থাপয়িষ্যামি ত্বৎপ্রসাদাদধোক্ষজ ॥ ৬১ ॥ মার্কণ্ডেয় উবাচ। ততঃ কৌতূহলধরো ভগবান্ বৃষভধ্বজঃ। পপ্রচ্ছ ব্রতিনঃ সর্ব্বান্ বৃত্তিভেদে ব্যবস্থিতান্ ॥ ৬২ ॥ নারদোহপি মহাদেবমুপেত্য চ সতীপতিম্। প্রাহ কৃষ্ণাজিনধরো নৈষ্ঠিকা ব্রাহ্মণা হ্যমী ॥ ৬৩ ॥ অমী কার্য্যাঃ সুবস্ত্রেণ ছন্নগুহ্যা দ্বিজোত্তমাঃ। প্রাজাপত্যাশ্চতুর্ব্বিংশসহস্রাণি নরেশ্বর। ৬৪। ব্রহ্মচারিব্রতস্থানাং ব্রতব্রহ্মবিচারিণাম্। দ্বাদশৈষাং সহস্রাণি সন্তি বৈ বৃষভধ্বজ ॥ ৬৫ ॥ নারদস্য বচঃ শ্রুত্বা দেবা দেবর্ষয়োহপি চ। সাধুসাধ্বিত্যমন্যন্ত নোচুঃ কেচন কিঞ্চন ॥ ৬৬ ॥ সমাহ্বয়ত্ততো লক্ষ্মীস্তান্ বিপ্রান্ ভক্তিসংযুতা। উবাচ চরণান্ গৃহ্য প্রসাদঃ ক্রিয়তাং ময়ি ॥ ৬৭ ॥ ষট্‌ত্রিংশচ্চ সহস্রাণি বেশ্মনামত্র সংস্থিতিঃ। বিশ্বকর্ম্মকৃতানাং তু তেষু তিষ্ঠন্তু বোহখিলাঃ ॥ ৬৮ ॥ তে তথেতি প্রতিজ্ঞায় স্থিতাঃ সম্প্রীতমানসাঃ। ধনধান্যসমৃদ্ধাশ্চ বাঞ্ছিতপ্রাপ্তিলক্ষণাঃ। সর্ব্বকামসমৃদ্ধাশ্চ হ্যনারম্ভেষু কর্ম্মণাম্ ॥ ৬৯ ॥ ইতি সংস্থাপ্য তান্ বিপ্রান্ সা স্থিতা পর্য্যপালয়ৎ। চতুর্দ্ধা তু স্থিতো বিষ্ণুঃ শ্রিয়া দেব্যাঃ প্রিয়ে রতঃ ৭০ ॥ এবং বৈবাহিকমখে নিবৃত্তে ঋষয়স্ত তম্। উচুশ্চাবভৃথস্নানং কুত্র কুর্ম্মো জনার্দ্দন ॥ ৭১ ॥ ইতি শ্রুত্বা তু বচনং শ্রীপতিঃ পাদপঙ্কজাৎ। মুমোচ জাহ্নবীতোয়ং রেবামধ্যগমং শুচি ॥ ৭২ ॥ হরেঃ পাদোদকং দৃষ্ট্বা নিঃসৃতং মুনয়স্ত তে। বিস্মিতাঃ

এই ক্ষেত্রের সেবা করেন। এ দিব্য স্থানের সকলই আশ্চর্য্যময়; দিব্য সিদ্ধগণে এই স্থান সমাকীর্ণ। অনন্তর রমা এখানে ব্রাহ্মণগণকে শ্রেণীবদ্ধভাবে বাস করাইতে উদ্যত হইয়া শ্রীপতিকে বলিতে লাগিলেন। লক্ষ্মী বলিলেন,—হে অধোক্ষজ! এই সকল যতব্রত দ্বিজ ভৃগু প্রভৃতি ঋষিগণের শিষ্য, আপনার প্রসাদে এক্ষণে আমি এই দ্বিজগণকে এই স্থানে বাস করাইতে অভিলাষ করি। হে গরুড়ধ্বজ! দেবরাজ পূর্ব্বে মরীচি প্রভৃতি দ্বিজগণকে গ্রাম দানে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন; এই সকল দ্বিজ যতব্রত ও নৈষ্ঠিক ব্রতধারী, ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ প্রাজাপত্য ও কেহ কেহ ব্রাহ্মব্রতে প্রতিষ্ঠিত, হে অধোক্ষজ! আমি ইঁহাদিগকে স্থাপিত করিব, আপনি প্রসন্ন হউন। মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—অনন্তর ভগবান্ বৃষধ্বজ কৌতুকপর হইয়া তথায় আগমনপূর্ব্বক বিভিন্ন বৃত্তিসম্পন্ন ব্রতধারী দ্বিজগণকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। হে নরেশ্বর! তৎকালে কৃষ্ণাজিনধারী দেবর্ষি নারদও সতীপতি মহাদেবের সমীপে উপনীত হইলেন এবং বলিলেন,—এই সকল দ্বিজ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী। হে বৃষভধ্বজ! প্রাজাপত্যব্রতরত এই চতুর্ব্বিংশতি সহস্র দ্বিজসত্তম রহিয়াছেন; এতদ্ভিন্ন আরও ব্রহ্মচর্য্যরত ব্রহ্মব্রতচারী দ্বাদশ সহস্র দ্বিজ আছেন। ইঁহাদের সকলকে উত্তম বসনাদিদানে সম্মাননা করা কর্ত্তব্য। দেব ও দেবর্ষিগণ নারদের এবংবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া সাধু সাধু শব্দে তাঁহার বাক্যের অনুমোদন করিলেন; তদ্ভিন্ন আর কেহই কিছু বলিলেন না। অনন্তর ভক্তিমতী রমা সেই সকল দ্বিজকে আহ্বান করিলেন এবং তাঁহাদের চরণে ধরিয়া বলিলেন,—আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। বিশ্বকর্ম্মা এখানে ষট্‌ত্রিংশৎ সহস্র গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, ঐ দেখুন, গৃহ সকল বিদ্যমান রহিয়াছে, আপনারা সকলেই এই সমস্ত গৃহে বাস করুন। রমার বাক্যে বিপ্রগণের মন প্রসন্ন হইল। 'তাহাই হউক' বলিয়া তাঁহারা সেই সকল গৃহে বাস করিতে লাগিলেন। দ্বিজগণ ধনধান্যে সমৃদ্ধ হইলেন, তাঁহাদের অভীষ্টসিদ্ধির লক্ষণনিচয় পরিস্ফুট হইয়া উঠিল এবং ক্রিয়াকলাপের আরম্ভের পূর্ব্বেই তাঁহারা পূর্ণকাম হইতে লাগিলেন।৫৩—৬৯।রমা এইরূপে বিপ্রগণকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহাদিগকে পালন করিতে লাগিলেন। বিষ্ণুও তখন চতুর্দ্ধা বিভক্ত হইয়া প্রিয়া রমার প্রতি রত হইয়া তথায় বাস করিলেন। এইরূপে বৈবাহিক বিধি পরিসমাপ্ত হইলে ঋষিগণ বিষ্ণুকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে জনার্দ্দন! আমরা কোন্‌স্থানে যজ্ঞের অবভৃথ স্নান করিব? রমাপতি ঋষিগণের বাক্য শ্রবণ করিলেন, তখনই তাঁহার পাদপদ্ম হইতে পূত

সমপদ্যন্ত জানন্তস্তস্য গৌরবম্ ॥ ৭৩ ॥ রুদ্রেণ সহিতাঃ সর্ব্বে দেবতা ঋষয়স্তথা । সর্ব্বথা বিস্মিতাশ্চক্রুর্বিধুবস্তঃ শিরাংসি চ ॥ ৭৪ ॥ ঋষয় উচুঃ । ব্রূহি শম্ভো কিমত্রায়ং অকস্মাদ্বারিসম্ভবঃ । বিষ্ণোঃ পাদাম্বুজোত্থশ্চ সম্মোহকরণঃ পরঃ ॥ ৭৫ ॥ ঈশ্বর উবাচ । পাদোদকমিদং বিষ্ণোরহং জানামি বৈ সুরাঃ । দশাশ্বমেধাবভৃথৈঃ স্নানমত্রাতিরিচ্যতে ॥ ৭৬ ॥ যুষ্মাভিঃ শ্রীপতিঃ পূজ্যঃ স্নানং চাবভৃথং কৃতঃ । ভবিষ্যতীতি তেনাশু ইদং বোহর্থে বিনির্ম্মিতম্ ॥ ৭৭ ॥ স্নাত্বাত্র ত্রিদশেশানা যৎ ফলং সম্প্রপদ্যতে । বক্তুং ন কেনচিদ্যাতি ততঃ কিমুত্তরং বচঃ ॥ ৭৮ ॥ মার্কণ্ডেয় উবাচ । এবমুক্তা তু তে সর্ব্বে স্নানং কৃত্বা যথাগতম্ । জগ্মুর্দ্দেবা মহেশানপুরোগা ভরতর্ষভ ॥ ৭৯ ॥ ব্রাহ্মণাশ্চ ততঃ সর্ব্বে স্ববেশ্মান্যেব ভেজিরে । দেবতীর্থে মহারাজ সর্ব্বপাপপ্রণাশনে ॥ ৮০ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে শ্রীপতিবিবাহবর্ণনং নাম চতুর্নবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯৪ ॥

জাহ্নবীজল নির্গত হইয়া রেবামধ্যে প্রবাহিত হইল। মুনিগণ বিষ্ণুপাদোদ্ভবা জাহ্নবীর গৌরব বিদিত ছিলেন। তাঁহারা তখন সেই হরির পাদোদক নিস্থত হইতে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। তখন সরুদ্র দেব ও ঋষিগণ সকলেরই মুখে সেই বিষ্ণুপাদোদকের প্রশংসা কীর্ত্তিত হইল, বিস্ময়ে তাঁহাদের মস্তক কাঁপিতে লাগিল। ঋষিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—শম্ভো! বলুন, সহসা এই জল কোথা হইতে আসিল? আমাদের মনে হয়—এই জল জনার্দ্দনের পাদপদ্ম হইতে উদ্ভূত হইয়াছে আর এই নীর আমাদের পরম সম্মোহ উৎপাদন করিতেছে। ঈশ্বর উত্তর করিলেন, হে সুরগণ! আমি জানি,—ইহা বিষ্ণুর পাদোদক। এই নীর দশাশ্বমেধের অবভৃথস্নান হইতে অধিক পুণ্যপ্রদ। আপনারা রমাপতির পূজা যাগ সম্পন্ন করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে কোন স্থানে অবভৃত স্নান সাধিত হইবে, তজ্জন্যই তিনি আমাদের স্নানার্থ এই নীর নির্ম্মাণ করিয়াছেন। হে ত্রিদশেশ্বরগণ! আপনাদের বাক্যে কি উত্তর করিব? এই নীরে অবগাহন করিয়া যে পুণ্যফল লাভ হয়, কেহই তাহা বলিতে সমর্থ নহেন। মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে ভরতর্ষভ! সুরগণ এইরূপে কথিত হইয়া সেই জাহ্নবীজলে স্নান করিলেন এবং মহেশকে অগ্রে করিয়া যথাগত স্থানে প্রস্থিত হইলেন। হে মহারাজ! দ্বিজগণও সেই সর্ব্বপাপপ্রণাশন দেবতীর্থে নিজ নিজ গৃহে বাস করিতে লাগিলেন। ৭০—৮০।

চতুর্নবত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৯৪ ॥

পঞ্চনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।

যুধিষ্ঠির উবাচ । দেবতীর্থে তু কিন্নাম মাহাত্ম্যং সমুদাহৃতম্ । ফলং কিং স্নানদানাদিকারিণাং জায়তে মুনে ॥ ১ ॥ মার্কণ্ডেয় উবাচ । পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি দেবৈর্মুনিগণৈরপি । সেবিতানি মহাবাহো তানি ধ্যাতানি বিষ্ণুনা ॥ ২ ॥ সমাগতান্যেকতাং বৈ তত্র তীর্থে যুধিষ্ঠির । তত্তীর্থং বৈষ্ণবং পুণ্যং দেবতীর্থমিতি শ্রুতম্ ॥ ৩ ॥ কুরুক্ষেত্রং ভুবি পরমন্তরিক্ষে ত্রিপুষ্করম্ । পুরুষোত্তমং দিবি পরং দেবতীর্থং পরাৎপরম্ ॥ ৪ ॥ দেবতীর্থসমং নাস্তি তীর্থমত্র পরত্র চ । যৎপ্রাপ্য মনুজস্তপ্যেন্ন কদাচিদ্যুধিষ্ঠির ॥ ৫ ॥ দেবৈরুক্তানি তীর্থানি যোঽত্র স্নানং সমাচরেৎ । দেবতীর্থে স সর্ব্বত্র স্নাতো ভবতি মানবঃ ॥ ৬ ॥ এবমস্ত্বিতি তৈরুক্তা দেবা ঋষিগণা

পঞ্চনবত্যধিক শততম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন,—মুনে! দেবতীর্থের মাহাত্ম্য কিরূপ কথিত হয়? আর এই তীর্থে স্নানদানকারী নরগণই বা কিরূপ ফললাভ করে? মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে মহাবাহো! পৃথিবীমধ্যে সুর-ঋষি-সেবিত যে সকল পূত তীর্থ বিদ্যমান, বিষ্ণু কর্ত্তৃক চিন্ত্যমান হইয়া সে সকল এই স্থানে একত্রিত হইয়াছে। হে যুধিষ্ঠির! তজ্জন্যই এই তীর্থ পুণ্য বৈষ্ণব দেবতীর্থ নামে বিখ্যাতিলাভ করিয়াছে। ক্ষিতিতলে কুরুক্ষেত্র, অন্তরীক্ষে ত্রিপুষ্কর এবং স্বর্গে পুরুষোত্তম প্রধান; আর এই দেবতীর্থ সর্ব্বত্রই শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠতর জানিবে। কি ইহ, কি পর, কোন লোকেই দেবতীর্থের তুল্য তীর্থ নাই, হে যুধিষ্ঠির! মানব ইহা লাভ করিয়া কদাচ শোকাকুল হয় না। দেবগণ যে সকল তীর্থের কথা কহিয়াছেন, মানব একমাত্র এই দেবতীর্থে স্নান করিয়া সেই সকল তীর্থফল লাভ করে। ১—৬। হে রাজন! সুর ও ঋষিগণ

অপি। সন্তুষ্টাঃ শ্রীশমভ্যর্চ্চ্য স্বং স্বং স্থানং তু ভেজিরে ॥ ৭ ॥ সূর্য্যগ্রহেঽত্র বৈ ক্ষেত্রে স্নাত্বা যৎ ফলমশ্নুতে। স্নাত্বা শ্রীশং সমভ্যর্চ্চ্য সমুপোষ্য যথাবিধি ॥ ৮ ॥ যদ্দদাতি হিরণ্যানি দানানি বিধিবন্নৃপ। তদনন্তফলং সর্ব্বং সূর্য্যস্য গ্রহণে যথা ॥৯॥ ভূমিদানং ধেনুদানং স্বর্ণদানমনন্তকম্। বজ্রদানমনন্তঞ্চ ফলং প্রাহ শতক্রতুঃ ॥ ১০ ॥ সোমো বৈ বস্ত্রদানেন মৌক্তিকানাঞ্চ ভার্গবঃ। সুবর্ণস্য রবির্দানং ধর্ম্মরাজো হ্যনন্তকম্ ॥ ১১ ॥ দেবতীর্থে তু যদ্দানং শ্রদ্ধাযুক্তেন দীয়তে। তদনন্তফলং প্রাহ বৃহস্পতিরুদারধীঃ ॥ ১২ ॥ দেবতীর্থং ভৃগুক্ষেত্রে সর্ব্বতীর্থাধিকং নৃপ। দেবতীর্থে নরঃ স্নাত্বা শ্রীপতিং যোঽনুপশ্যতি ॥ ১৩ ॥ সোমগ্রহে কুলশতং স সমুদ্ধৃত্য নাকভাক্। দানানি দ্বিজমুখ্যেভ্যো দেবতীর্থে নরাধিপ ॥ ১৪ ॥ যৈর্দত্তানি নরৈর্ভোগভাগিনঃ প্রেত্য চেহ তে। দেবতীর্থে বিপ্রভোজ্যং হরিমুদ্দিশ্য যশ্চরেৎ ॥ ১৫ ॥ স সর্ব্বাহ্লাদমাপ্নোতি স্বর্গলোকে যুধিষ্ঠির। দেবতীর্থে নরো নারী স্নাত্বা নিয়তমানসৌ ॥ ১৬ ॥ উপোষ্যৈকাদশীং ভক্ত্যা পূজয়েদ্যঃ শ্রিয়ঃ পতিম্। রাত্রৌ জাগরণং কৃত্বা ঘৃতেনোদ্বোধ্য দীপকম্ ॥ ১৭ ॥ দ্বাদশ্যাং প্রাতরুত্থায় তথা বৈ নর্ম্মদাজলে। বিপ্রদাম্পত্যমভ্যর্চ্চ্য বিধিবৎ কুরুনন্দন ॥ ১৮ ॥ বস্ত্রাভরণতাম্বূলপুষ্পধূপবিলেপনৈঃ। অক্ষয়ে বিষ্ণুলোকেঽসৌ মোদতে চরিতব্রতঃ ॥ ১৯ ॥ যঃ সদৈকাদশীতিথৌ স্নাত্বোপোষ্যার্চ্চয়েদ্ধরিম্। রাত্রৌ জাগরণং কুর্য্যাদ্বেদশাস্ত্রবিধানতঃ ॥ ২০ ॥ ধর্ম্মরাজকৃতাং পাপাং ন স পশ্যতি যাতনাম্। পঞ্চরাত্রবিধানেন শ্রীপতিং যোঽর্চ্চয়িষ্যতি ॥ ২১ ॥ দীক্ষামবাপ্য বিধিবদ্বৈষ্ণবীং পাপনাশিনীম্। স্বর্গমোক্ষপ্রদাং পুণ্যাং ভোগদাং বিত্তদামথ ॥ ২২ ॥ রাজ্যদাং বা মহাভাগ পুত্রদাং ভাগ্যদামথ। সুকলত্রপ্রদাং বাপি বিষ্ণোর্ভক্তিপ্রদামিতি ॥ ২৩ ॥ তরিষ্যতি ভবাম্ভোধিং স নরঃ কুরুনন্দন। যোঽর্চ্চয়িষ্যতি তত্রৈব দেবতীর্থে শ্রিয়ঃপতিম্ ॥ ২৪ ॥ বিশ্বরূপমথো সম্যঙ্মূলশ্রীপতিমেব বা। নারায়ণগিরিং বাপি গৃহে চৈকাদশী-

ঈশানের মুখে দেব-তীর্থের এইরূপ মাহাত্ম্য শ্রবণপূর্ব্বক 'তাহাই হউক' বলিয়া সন্তুষ্টমনে শ্রীপতির পূজা করত স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। হে নৃপ! উপবাসী মানব দেবতীর্থে সূর্য্যগ্রহণে যথাবিধি স্নান করিয়া রমাপতির সম্যক্ পূজা করিলে অনন্ত ফল লাভ করে। বিধিপূর্ব্বক হিরণ্যদান যেমন অনন্ত ফলদ হয়, সূর্য্যগ্রহণে এই তীর্থে স্নানদানাদিও তদ্রূপ অনন্ত ফল প্রদান করে। শতক্রতু কহিয়াছেন—এখানে ভূমি, ধেনু, হীরক ও স্বর্ণদান করিলে অনন্ত ফল লাভ হয়। এতদ্ভিন্ন সোম বলেন—দেবতীর্থে বস্ত্রদানে অনন্ত ফল, শুক্র বলেন—এখানে মৌক্তিকদানে তথাবিধ ফললাভ হয় এবং ধর্ম্মরাজও রবি বলেন—সুবর্ণদান অনন্ত ফলজনক; আর উদারবুদ্ধি বৃহস্পতি বলেন,—দেবতীর্থে শ্রদ্ধাপূত হৃদয়ে যেরূপ দানই করা হউক, তাহাই অনন্ত ফল উৎপাদন করে। হে নৃপ! ভৃগুক্ষেত্রে দেবতীর্থ সকল তীর্থের শ্রেষ্ঠ। যে মানব দেবতীর্থে চন্দ্রগ্রহণে স্নান করিয়া পরে শ্রীপতিকে দর্শন করে, সে শতকুল সম্যক্ উদ্ধার করিয়া স্বয়ং স্বর্গবাসী হয়। হে নরাধিপ! দেবতীর্থে যাহারা দ্বিজগণকে বিবিধ দান করে, তাহারা ইহ-পর উভয় লোকেই ভোগভাগী হয়। যে মানব এখানে হরির উদ্দেশে ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করায়, হে যুধিষ্ঠির! সে ব্যক্তি স্বর্গলোকে সর্ব্ববিধ আহ্লাদ লাভ করে। হে কুরুনন্দন! নর কিংবা নারী নিয়তমনা হইয়া দেবতীর্থে স্নান করিবে, একাদশীদিনে উপবাস করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক রমাপতির পূজা করিবে এবং ঘৃতদ্বারা দীপ প্রজ্বালিত করিয়া দিয়া রজনী জাগরণ করিবে। অনন্তর পরদিবস প্রাতরুত্থান করিয়া দ্বাদশীতিথিযোগে নর্ম্মদাজলে স্নান করিয়া বসন, আভরণ, তাম্বুল, পুষ্প, ধূপ ও বিলেপন দ্বারা যথাবিধি দ্বিজদম্পতির পূজা করিবে। এইরূপ ব্রতাচরণে মানব অক্ষয় বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া মুদিত হয়।৭-১৯। যে মানব প্রতি একাদশীতে উপবাস করিয়া বেদশাস্ত্রানুসারে এখানে স্নান করত হরির পূজা ও রজনী জাগরণ করে, তাহার ধর্ম্মরাজকৃত পাপ-নরকযন্ত্রণা দর্শন হয় না। হে মহাভাগ! যে নর বিধিপূর্ব্বক পাপনাশিনী বৈষ্ণবী দীক্ষা গ্রহণ করত পঞ্চরাত্র বিধানে শ্রীপতির পূজা করে, সে সংসারসাগর উত্তীর্ণ হয়। হে কুরুনন্দন! এই পুণ্যা বৈষ্ণবী দীক্ষা মানবের স্বর্গ, মোক্ষ, ভোগ, বিত্ত, রাজ্য, পুত্র, ভাগ্য, মনোজ্ঞপত্নী ও বিষ্ণুভক্তি প্রদান করে। হে মনুজেন্দ্র! যে শ্রদ্ধাযুক্ত ভক্তিমান মানব দেবতীর্থে একাদশী-

তিথো ॥ ২৫ ॥ ভক্তিমান্ শ্রদ্ধয়া যুক্তঃ ক্ষীরৈস্তীর্থোদকৈরপি। সুসূক্ষ্মৈরহতৈর্বস্ত্রৈর্মহাকৌশেয়কৈর্নৃপ ॥ ২৬ ॥ বিচিত্রৈর্নেত্রজৈর্বাপি ধূপৈরগুরুচন্দনৈঃ। গুগ্গুলৈর্ঘৃতমিশ্রৈশ্চ নৈবেদ্যৈর্বিবিধৈরপি ॥ ২৭ ॥ পায়সাদ্যৈর্মনুষ্যেন্দ্র পয়সা বা যুধিষ্ঠির। পিষ্টদীপৈঃ সুবিমলৈর্বর্দ্ধমানৈর্মনোহরৈঃ ॥ ২৮ ॥ পূজয়িত্বা নরো যাতি যথা তচ্ছৃণু ভারত। শঙ্খী চক্রী গদী পদ্মী ভূত্বাসৌ গরুড়ধ্বজঃ ॥ ২৯ ॥ দেবলোকানতিক্রম্য বিষ্ণুলোকং প্রপদ্যতে। যস্তু বৈ পরয়া ভক্ত্যা শ্রীপতেঃ পাদপঙ্কজম্ ॥ ৩০ ॥ চতুর্থ্যাধিষ্ঠিতং পশ্যেচ্ছ্রিয়ং ত্রৈলোক্যমাতরম্। নৃত্যগীতবিনোদেন মুচ্যতে পাতকৈর্ধ্রুবম্ ॥ ৩১ ॥ নীরাজনে তু দেবস্য প্রাতর্মধ্যে দিনে তথা। সায়ঞ্চ নিয়তো নিত্যং যঃ পশ্যেৎ পূজয়েদ্ধরিম্ ॥ ৩২ ॥ স তীর্ত্বা হ্যাপদং দুর্গাং নৈবার্ত্তিং সমবাপ্নুয়াৎ। আয়ুঃশ্রীবর্দ্ধনং পুংসাং চক্ষুষামপি পূরকম্ ॥ ৩৩ ॥ উপপাপহরং চৈব সদা নীরাজনং হরেঃ। তদা নীরাজনাকালে যো হরেঃ পঠতি স্তবম্ ॥ ৩৪ ॥ স ধন্যো দেবদেবস্য প্রসন্নেনান্তরাত্মনা। হরেনীরাজনাশেষং পাণিভ্যাং যঃ প্রযচ্ছতি ॥ ৩৫ ॥ সংগৃহ্য চক্ষুষী তেন যোজয়েন্মার্জ্জয়ন্মুখম্। তিমিরাদীনক্ষিরোগান্নাশয়েদ্দীপ্তিমন্মুখম্ ॥ ৩৬ ॥ ভবত্যশেষদুষ্টানাং নাশয়ালং নরোত্তম। দীপপ্রজ্বলনং যস্য নিত্যমগ্রে শ্রিয়ঃ পতেঃ ॥ ৩৭ ॥ স্নাত্বা রেবাজলে পুণ্যে প্রদদ্যাদধিকং ব্রতী। সপ্তদ্বীপবতী তেন সসাগরবনাপগা ॥ ৩৮ ॥ প্রদক্ষিণীকৃতা স্যাদ্বৈ ধরণী শঙ্করোহব্রবীৎ। ইদং যঃ পঠ্যমানং তু শৃণুয়াৎ পঠতেঽপি বা ॥ ৩৯ ॥ স্মরণং সোঽন্তসময়ে বিপাপ্মা প্রাপ্নুয়াদ্ধরেঃ। ইদং যশস্যমায়ুষ্যং স্বর্গ্যং পিতৃগণপ্রিয়ম্ ॥ ৪০ ॥ মাহাত্ম্যং শ্রাবয়েদ্বিপ্রান শ্রীপতেঃ শ্রাদ্ধকর্ম্মণি। ঘৃতেন মধুনা তেন তর্পিতাঃ স্যুঃ পিতামহাঃ ॥ ৪১ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে শ্রীপতিমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম পঞ্চনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯৫ ॥

দিনে বিশ্বরূপ শ্রীপতির পূজা করেন কিংবা যিনি গৃহে থাকিয়া ঐ দিনে ক্ষীর, সাধারণ বারি, সুসূক্ষ্ম অচ্ছিন্ন মহাকৌশেয় বসন, বিচিত্র কজ্জল ধূপ, অগুরু, চন্দন, গুগ্গুলু, ঘৃতমিশ্র বিবিধ নৈবেদ্য, পায়স, দুগ্ধ অথবা সুবিমল মনোহর বর্দ্ধমান পিষ্টনির্ম্মিত দীপ দ্বারা মুলশ্রীপতি নারায়ণগিরিরূপী হরির সম্যক্ পূজা করেন, তাঁহার যে গতি হয়, হে যুধিষ্ঠির! এক্ষণে তাহা শ্রবণ কর। হে ভারত! তাদৃশ মানব শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম ধারণপূর্ব্বক গরুড়ারোহণে দেবলোক অতিক্রম করিয়া বিষ্ণুলোক লাভ করেন। যে মানব পরম ভক্তিভরে চতুর্দ্ধা প্রতিষ্ঠিত শ্রীপতির পাদপদ্ম দর্শন করেন, অথবা নৃত্য-গীতাদি বিনোদ সহকারে ত্রিলোকজননী লক্ষ্মীকে অবলোকন করেন, আমি নিশ্চয় বলিতেছি,—তিনি অখিল পাতক হইতে মুক্ত হন। যিনি প্রযত হইয়া প্রতিদিন প্রাতঃ মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্নে নীরাজনকালে রমাপতি হরিকে দর্শন ও পূজা করেন, তিনি দুরতিক্রম্য বিপদ্ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া সুখলাভ করিয়া থাকেন। হরির নীরাজন নরগণের নিরন্তর আয়ু ও সমৃদ্ধি বর্দ্ধন করে; এই নীরাজন দর্শনে মানবগণের দৃষ্টিশক্তি উজ্জ্বল হয় এবং উপপাতক বিনষ্ট হইয়া থাকে। দেবদেব হরির নীরাজনসময়ে যে মানব স্তব পাঠ করেন, তিনি ধন্য; আর যিনি নীরাজনাবসানে প্রসন্নমনা হইয়া করদ্বয় দ্বারা সেই নীরাজনাবশেষ গ্রহণপূর্ব্বক তদ্দ্বারা লোচনদ্বয় ও বদন মার্জ্জনা করেন, তাঁহার তিমিরাদি চক্ষুরোগ বিনষ্ট হয় এবং তদীয় বদনমণ্ডল ঔজ্জ্বল্য লাভ করে। হে নরোত্তম! অধিক বলিব কি, তাঁহার দুষ্ট ব্যাধিনিচয় অশেষরূপে বিনষ্ট হয়। যে ব্রতধারী নর প্রত্যহ পুণ্য রেবানীরে অবগাহন করিয়া শ্রীপতির সম্মুখে দীপ প্রজ্বালিত করেন, শঙ্কর কহিয়াছেন,—তাঁহার সপ্তদ্বীপ, সপ্তসাগর, বন ও নদীনিচয় সহ ধরণী প্রদক্ষিণ করা হয়। যে মানব এই পঠ্যমান পুণ্যাখ্যান শ্রবণ কিংবা স্বয়ং ইহা পাঠ করেন তিনি অন্তিম সময়ে শ্রীহরিকে স্মরণ করিতে সমর্থ হন এবং বিপাপ হইয়া হরির পরম পদ প্রাপ্ত হন। এই পুণ্যাখ্যান যশস্য, আয়ুষ্য, স্বর্গ্য ও পিতৃগণের প্রিয়; শ্রাদ্ধক্রিয়ায় দ্বিজগণকে এই শ্রীপতিমাহাত্ম্য শ্রবণ করাইলে পিতামহগণ ঘৃত-মধু ভোজনজনিত তৃপ্তি লাভ করেন। ২০—৪১।

পঞ্চনবত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৯৫ ॥

ষণ্নবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। ততো গচ্ছেন্নরাধীশ হংসতীর্থমনুত্তমম্। যত্র হংসস্তপস্তপ্ত্বা ব্রহ্মবাহনতাং গতঃ॥ ১॥ হংসতীর্থে নরঃ স্নাত্বা দানং দত্ত্বা চ কাঞ্চনম্। সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো ব্রহ্মলোকং স গচ্ছতি॥ ২॥ হংসযুক্তেন যানেন তরুণাদিত্যবর্চ্চসা। সর্ব্বকামসমৃদ্ধেন সেব্যমানোঽপ্সরোগণৈঃ॥ ৩॥ তত্র ভুক্ত্বা যথাকামং সর্ব্বান্ ভোগান্ যথেপ্সিতান্। জাতিস্মরো হি জায়েত পুনর্মানুষ্যমাগতঃ॥ ৪॥ সন্ন্যাসেন ত্যজেদ্দেহং মোক্ষমাপ্নোতি ভারত॥ ৫॥ এতত্তে কথিতং পার্থ হংসতীর্থস্য যৎফলম্। সর্ব্বপাপহরং পুণ্যং সর্ব্বদুঃখবিনাশনম্॥ ৬॥

ইতি শ্রীস্কান্দে হংসতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ষণ্নবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১৯৬॥

সপ্তনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। তস্মৈবানন্তরং গচ্ছেৎ সূর্য্যতীর্থমনুত্তমম্। মূলস্থানমিতি খ্যাতং পদ্মজস্থাপিতং শুভম্॥ ১॥ মূলশ্রীপতিনা দেবী প্রোক্তা স্থাপয় ভাস্করম্। শ্রুত্বা দেবোদিতং দেবী স্থাপয়ামাস ভাস্করম্॥ ২॥ প্রোচ্যতে নর্ম্মদাতীরে মূলস্থানাখ্যভাস্করঃ॥ ৩॥ তত্র তীর্থে নরো যস্তু স্নাত্বা নিয়তমানসঃ। সন্তর্প্য পিতৃদেবাংশ্চ পিণ্ডেন সলিলেন চ॥ ৪॥ মূলস্থানং ততঃ পশ্যেৎ স গচ্ছেৎ পরমাং গতিম্। গুহ্যাদ্গুহ্যতরস্তত্র বিশেষস্তু শ্রুতো ময়া॥ ৫॥ সমাগমে মুনীনাং তু শঙ্করাচ্ছশিশেখরাৎ। যদা বৈ শুক্লসপ্তম্যাং মূলমাদিত্যবাসরঃ॥ ৬॥ তদা রেবাজলং গত্বা স্নাত্বা সন্তর্প্য দেবতাঃ। পিতৄংশ্চ ভরতশ্রেষ্ঠ দত্ত্বা দানং স্বশক্তিতঃ॥ ৭॥ করবীরৈস্ততো গত্বা রক্তচন্দনবারিণা। সংস্থাপ্য ভাস্করং ভক্ত্যা সম্পূজ্য চ যথাবিধি॥ ৮॥ ততঃ সাগুরুকৈর্ধূপৈঃ কুন্দরৈশ্চ বিশেষতঃ। ধূপয়েদ্দেবদেবেশং দীপান্ বোধ্য দিশো দশ॥ ৯॥ উপোষ্য জাগরং কুর্য্যাদ্গীতবাদ্যং বিশেষতঃ। এবং কৃতে মহীপাল ন ভবেদুগ্রদুঃখভাক্॥ ১০॥ সূর্য্যলোকে বসেত্তাবদ্যাবৎ কল্প-

---

ষণ্নবত্যধিক শততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে ধরাধীশ! অনন্তর অনুত্তম হংসতীর্থে গমন করিবে। হংস এই স্থানে তপস্যা করিয়া ব্রহ্মার বাহনতা লাভ করিয়াছিল। মানব হংসতীর্থে স্নান ও কাঞ্চন দান করিয়া সর্ব্বপাপবিমুক্ত হয় ও তরুণাদিত্যকান্তি হংসযানে আরোহণপূর্ব্বক ব্রহ্মলোকে গমন করে। তাহার সর্ব্ববিধ কামনা সিদ্ধ হয় এবং ব্রহ্মলোকে অপ্সরোগণ তাহার সেবা করিয়া থাকে। সে নর ব্রহ্মলোকে ঈপ্সিত বিপুল ভোগ উপভোগ করত জাতিস্মর হইয়া পুনরায় নরলোকে জন্মগ্রহণ করে। হে ভারত! হংসতীর্থে সন্ন্যাসদ্বারা দেহত্যাগ করিলে মানবের মোক্ষ হয়। হে পার্থ! এই আমি তোমার নিকট সর্ব্বপাপহর সর্ব্বদুঃখবিনাশন হংসতীর্থের পুণ্যফল বর্ণন করিলাম। ১—৬।

ষণ্নবত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৯৬॥

সপ্তনবত্যধিক শততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—ইহারই পর অনুত্তম সূর্য্যতীর্থে গমন করিবে। এই শুভদ সূর্য্যতীর্থ মূলস্থান নামে খ্যাত এবং ইহা পদ্মযোনি ব্রহ্মা কর্তৃক স্থাপিত। মূলশ্রীপতি দেবী লক্ষ্মীকে ভাস্করের প্রতিষ্ঠার্থ আদেশ করিয়াছিলেন। দেবী রমাও দেবাদেশ অনুসারে এখানে ভাস্করের প্রতিষ্ঠা করেন। এ জন্য এইস্থান মূলস্থানাখ্য ভাস্কর নামে অভিহিত হয়। ইহা নর্ম্মদাতীরে অবস্থিত। যে নিয়তমনা মানব রেবানীরে অবগাহনপূর্ব্বক পিণ্ড জলাদি দ্বারা পিতৃগণের তৃপ্তিসাধন করিয়া পরে মূলস্থান অবলোকন করে, তাহার পরম গতি লাভ হয়। ঋষিসভায় শশিশেখর শঙ্করের মুখে আমি এই ভাস্করের কথা শ্রবণ করিয়াছি, বিশেষতঃ আমি শুনিয়াছি—এই ভাস্কর গুহ্য হইতেও গুহ্যতর। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! রবিবারযুক্ত শুক্লা সপ্তমী তিথিতে মূলভাস্করস্থানে গমন করিয়া রেবানীরে স্নান করত দেব-পিতৃগণের তর্পণ ও যথাশক্তি দান করিবে। তারপর তীরে উত্তরণপূর্ব্বক ভক্তিভরে ভাস্করমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া করবীর ও চন্দনবারি দ্বারা যথাবিধি ভাস্করের পূজা করিবে। তদনন্তর অগুরুমিশ্রিত ধূপ বিশেষতঃ কুন্দর দ্বারা দেবদেবকে প্রধূপিত করিয়া দশদিকে দীপ দান করিবে। ঐদিন উপবাসী থাকিয়া গীত-বাদ্য সহকারে রজনী জাগরণ করিবে। হে মহীপাল!

শতত্রয়ম্। গন্ধর্ব্বৈরপ্সরোভিশ্চ সেব্যমানো নৃপো-ত্তম ॥ ১১

ইতি শ্রীস্কান্দে মূলস্থানতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম সপ্তনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯৭ ॥

অষ্টনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহীপাল ভদ্রকালীতি সঙ্গমম্। শূলতীর্থমিতি খ্যাতং স্বয়ং দেবেন নির্ম্মিতম্ ॥ ১ ॥ পঞ্চায়তনমধ্যে তু তিষ্ঠতে পরমেশ্বরঃ। শূলপাণির্মহাদেবঃ সর্ব্বদেবপ্রপূজিতঃ ॥ ২ ॥ স সঙ্গমো নৃপশ্রেষ্ঠ নিত্যং দেবৈর্নিষেবিতঃ। দর্শনাত্তস্য তীর্থস্য স্নানদানাদ্বিশেষতঃ ॥ ৩ ॥ দৌর্ভাগ্যং দুর্নিমিত্তঞ্চ হ্যভিশাপো নৃপগ্রহঃ। যদন্যদ্দুষ্কৃতং কর্ম্ম নশ্যতে শঙ্করোঽব্রবীৎ ॥ ৪ ॥ যুধিষ্ঠির উবাচ। কথং শূলেশ্বরী দেবী কথং শূলেশ্বরো হরঃ। প্রথিতো নর্ম্মদাতীরে এতদ্বিস্তরতো বদ ॥ ৫ ॥ শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। বভূব ব্রাহ্মণঃ কশ্চিন্মাণ্ডব্য ইতি বিশ্রুতঃ। ধৃতিমান্ সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞঃ সত্যে তপসি চ স্থিতঃ ॥ ৬ ॥ অশোকাশ্রমমধ্যস্থো বৃক্ষমূলে মহাতপাঃ। ঊর্দ্ধবাহুর্মহাতেজাস্তস্থৌ মৌনব্রতান্বিতঃ ॥ ৭ ॥ তস্য কালেন মহতা তীব্রে তপসি বর্ত্ততঃ। তমাশ্রমমনুপ্রাপ্তা দস্যবো লোপ্ত্রহারিণঃ ॥ ৮ ॥ অনুসর্প্যমাণা বহুভিঃ পুরুষৈর্ভরতর্ষভ। তে তস্যাবসথে লোপ্ত্রং দধুঃ কুরুনন্দন ॥ ৯ ॥ নিধায় চ তদা লীনাস্তত্রৈবাশ্রমমণ্ডলে। তেষু লীনেষথো শীঘ্রং ততস্তদ্রক্ষিণাং বলম্ ॥ ১০ ॥ আজগাম ততোঽপশ্যংস্তমৃষিং তস্করানুগাঃ। তমপৃচ্ছংস্তদা বৃত্তং রক্ষিণস্তং তপোধনম্ ॥ ১১ ॥ বদ কেন পথা যাতা দস্যবো দ্বিজসত্তম। তেন গচ্ছামহে ব্রহ্মন যথা শীঘ্রতরং বয়ম্ ॥ ১২ ॥ তথা তু বচনং তেষাং ব্রুবতাং স তপোধনঃ। ন কিঞ্চিদ্বচনং রাজন্নবদৎ সাধ্বসাধু বা ॥ ১৩ ॥ ততস্তে রাজপুরুষা বিচিন্বন্তস্তমাশ্রমম্। সংযম্যৈনং ততো রাজ্ঞে সর্ব্বান্ দস্যূন্ন্যবেদয়ন্ ॥ ১৪ ॥ তং রাজা সহিতৈশ্চৌরৈরবশাদ্বধ্যতামিতি। সম্বোধ্য তঞ্চ তৈ রাজন্ শূলে

এইরূপ করিলে নর দুঃখভাজন হয় না। শতত্রয় কল্পকাল সূর্য্যলোকে গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ তাঁহার সেবা করিয়া থাকে। ১—১১।

সপ্তনবত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৯৭ ॥

অষ্টনবত্যধিকশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে মহীপাল! অনন্তর ভদ্রকালীতীর্থে গমন করিবে। ইহা একটী সঙ্গম তীর্থ। এই তীর্থ শূলতীর্থ নামেও খ্যাতিলাভ করিয়াছে এবং ইহা স্বয়ং শঙ্কর নির্ম্মাণ করিয়াছেন। সর্ব্বদেবপূজিত পরমেশ শূলপাণি মহাদেব এ স্থানে পঞ্চায়তন মধ্যে অবস্থান করেন। হে নৃপসত্তম! দেবর্ষিগণ সতত এই সঙ্গমতীর্থের সেবা করিয়া থাকেন, এ তীর্থের দর্শনে বিশেষতঃ এখানে স্নানদানে দুর্ভাগ্য, দুর্নিমিত্ত, অভিশাপ, নৃপনিগ্রহ এবং অন্যান্য যে কিছু দুষ্কৃত আছে, তৎসমস্ত বিনষ্ট হয়, ইহা শঙ্কর কহিয়াছেন। যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন,—শূলেশ্বর হর ও শূলেশ্বরী দেবী শঙ্করী কিরূপে রেবাতীরে প্রথিত হইলেন, তৎসমস্ত বিস্তারপূর্ব্বক আমার নিকট বলুন। মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—মাণ্ডব্য নামে জনৈক বিখ্যাত দ্বিজ ছিলেন। ধৃতিমান্ সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ সত্যশীল তপোনিষ্ঠ তেজস্বী মহাতপা মৌনব্রতী মুনি মাণ্ডব্য অশোকাশ্রমমধ্যস্থিত এক তরুতলে ঊর্দ্ধবাহু হইয়া অবস্থান করিতেন। এইরূপ তীব্র তপস্যায় তাঁহার বহুকাল অতিবাহিত হইলে একদা তদীয় আশ্রমে কতিপয় তস্কর আসিয়া উপস্থিত হয়। রাজপুরুষগণও সেই তস্করগণের অনুসরণ করত ঐ আশ্রমেই আসিতেছিল। হে ভরতর্ষভ! রক্ষিগণের ভয়ে তস্করেরা তাহাদের চৌর্য্যলব্ধ দ্রব্যজাত মুনি মাণ্ডব্যের আশ্রমে নিক্ষেপ করে, এবং তাহারা আত্মগোপন করিয়া সেই আশ্রমমণ্ডলে ঋষির সন্নিধানেই অবস্থিত হয়। অনন্তর তস্করেরা প্রচ্ছন্নভাবে ঋষিসন্নিধানে অবস্থিত হইলে এদিকে সেই রক্ষিদলও দ্রুতবেগে তথায় আগমন করিল, এবং তস্করগণকে দেখিতে না পাইয়া তখন রক্ষীরা তপোধনকে এই বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিল; বলিল,—হে দ্বিজসত্তম বলুন,—দস্যুরা কোন্ পথে গমন করিয়াছে? হে ব্রহ্মন্! আমরাও অতি সত্বর সেই দস্যুগণের অনুসরণ করিব। ১—১২। হে রাজন্! রক্ষীরা এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে তপোধন ভালমন্দ কিছুই বলিলেন না। অনন্তর রাজপুরুষগণ তাঁহার আশ্রমে তস্করগণের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইল, এবং সেই তস্করগণকেও গ্রহণ

প্রোক্তো মহাতপাঃ ॥ ১৫ ॥ ততস্তে শূলমারোপ্য তং মুনিং রক্ষিণস্তদা। প্রতিজগ্মুর্মহীপাল ধনান্তাদায় তান্তথ ॥ ১৬ ॥ শূলস্থঃ স তু ধর্ম্মাত্মা কালেন মহতা তদা। ধ্যায়ন্ দেবং ত্রিলোকেশং শঙ্করং তমুমাপতিম্ ॥ ১৭ ॥ বহুকালং মহেশানং মনসাধ্যায় সংস্থিতঃ। নিরাহারোঽপি বিপ্রর্ষির্মরণং নাভ্যপদ্যত ॥ ১৮ ॥ ধারয়ামাস বিপ্রাণামৃষভঃ স হৃদা হরিম্। শূলাগ্রে তপ্যমানেন তপস্তেন কৃতং তদা ॥ ১৯ ॥ সন্তাপং পরমং জগ্মুঃ শ্রুত্বৈতন্মুনয়োঽখিলাঃ। তে রাত্রৌ শকুনা ভূত্বা সন্ন্যবর্ত্তন্ত ভারত ॥ ২০ ॥ দর্শয়ন্তো মুনেঃ শক্তিং তমপৃচ্ছন্ দ্বিজোত্তমম্। শ্রোতুমিচ্ছাম তে ব্রহ্মন্ কিং পাপং কৃতবানসি ॥ ২১ ॥ শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। ততঃ স মুনিশার্দ্দূলস্তানুবাচ তপোধনান্। দোষতঃ কিং গমিষ্যামি ন হি মেঽন্যোপরাধ্যতি ॥ ২২ ॥ এবমুক্তা ততঃ সর্ব্বানাচচক্ষে ততো মুনিঃ। মুনয়শ্চ ততো রাজ্ঞে দ্বিতীয়েঽহ্নি ন্যবেদয়ন্ ॥ ৩৩ ॥ রাজা তু তমৃষিং শ্রুত্বা নিষ্ক্রান্তঃ সহ বন্ধুভিঃ। প্রসাদয়ামাস তদা শূলস্থমৃষিসত্তমম্ ॥ ২৪ ॥ রাজোবাচ। যন্ময়াপকৃতং তাত তবাজ্ঞানবশাদ্বহু। প্রসাদয়ে ত্বাং তত্রাহং ন মে ত্বং ক্রোদ্ধুমর্হসি ॥ ২৫ ॥ এবমুক্তস্ততো রাজ্ঞা প্রসাদমকরোন্মুনিঃ। কৃতপ্রসাদং রাজা তং ততঃ সমবতারয়ৎ ॥ ২৬ ॥ অবতীর্য্যমাণস্ত মুনিঃ শূলে মাংসত্বমাগতে। অতিসম্পীড়িতো বিপ্রঃ শঙ্করং মনসাগমৎ ॥ ২৭ ॥ সন্ধ্যাতঃ শঙ্করস্তেন বহুকালোপবাসতঃ। প্রাদুর্ভূতো মহাদেবঃ শূলং তস্য তথাচ্ছিনৎ ॥ ২৮ ॥ শূলমূলস্থিতঃ শম্ভুস্তুষ্টঃ প্রাহ পুনঃপুনঃ। ব্রূহি কিং ক্রিয়তাং বিপ্র সত্ত্বস্থানপরায়ণ ॥ ২৯ ॥ অদেয়মপি দাস্যামি তুষ্টোঽস্ম্যদ্যোময়া সহ। কিং নু সত্যবতাং

করিল। তাহারা মুখে কিছুই প্রকাশ না করিয়া মুনি মাণ্ডব্যকেও সেই সঙ্গে বাঁধিয়া ফেলিল। তার পর বন্দী দস্যুগণকে সেই মুনির সহিত লইয়া গিয়া রাজসমীপে উপস্থাপিত কবিল। রাজা চৌরগণের সহিত ঋষির প্রতি বধদণ্ডের আদেশ করিলেন। হে রাজন! রক্ষীরা তস্করগণকে নিহত ও ঋষিকে বন্ধন করিয়া শূলে আরোপিত করিল। হে মহীপাল! মহাতপা মুনি শূলবিদ্ধ হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন, এদিকে রক্ষীরাও তাঁহাকে শূলারোপিত করিয়া পুনরায় আশ্রমে আগমনপূর্ব্বক সেই অপহৃত ধনরাশি গ্রহণ করিল। এদিকে ধর্ম্মাত্মা মুনি মাণ্ডব্য বহুকাল শূলে বাস করিলেন, তিনি মনে মনে ত্রিলোকনাথ উমাপতি মহেশান শঙ্করকে ধ্যান করত বহুকাল অতিবাহিত করিলেন। নিরাহারে থাকিয়াও ঋষিসত্তম মরিলেন না, শূলপীড়িত মাণ্ডব্য বিপ্রসত্তম, সতত হৃদয়ে হরিকে ধ্যান করত শূলাগ্রে থাকিয়াই তপস্যা করিতে লাগিলেন। হে ভারত। ঋষিমণ্ডলী মাণ্ডব্যের এই সন্তাপবৃত্তান্ত বিদিত হইয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন, তাঁহারা পক্ষিবেশ পরিগ্রহ করিয়া রজনীযোগে তাঁহার সমীপে আগমন করিলেন। ঋষিরা মুনি মাণ্ডব্যের শক্তিদর্শনে বিস্মিত হইয়া সেই দ্বিজসত্তমকে জিজ্ঞাসা করিলেন—ব্রহ্মন্! আপনি কি পাপ করিয়াছিলেন যে, আপনার এইরূপ দুর্ঘটনা সঙ্ঘটিত হইয়াছে? এক্ষণে আমরা তাহা শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি। মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—অনন্তর মুনিশার্দ্দুল মাণ্ডব্য তপোধনগণকে কহিতে লাগিলেন। বলিলেন,—আমার দোষে এরূপ ঘটে নাই, পরন্ত অন্যকৃত অপরাধ হইতেই এরূপ ঘটিয়াছে। মাণ্ডব্য এই বলিয়া আমূল সকল বৃত্তান্তই ঋষিগণসমীপে ব্যক্ত করিলেন। অনন্তর ঋষিগণ পরদিবসে রাজার নিকট গমন করিয়া এই বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন, রাজাও তাঁহাকে ঋষি বলিয়া বুঝিতে পারিলেন এবং বন্ধুগণ সহ গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সত্বর শূলসমীপে গমনপূর্ব্বক সেই শূলারোপিত ঋষিসত্তম মাণ্ডব্যকে বিবিধ স্তুতিবাক্যে প্রসন্ন করিলেন।১৩—২৪। রাজা বলিলেন,—হে তাত! আমি আপনাকে চিনিতে না পারিয়াই আপনার বহু অপকার করিয়াছি, আপনি প্রসন্ন হউন, আমার প্রতি কুপিত হইবেন না। রাজার এইরূপ স্তুতিবাক্যে ঋষি প্রসন্ন হইলেন, অনন্তর রাজা ঋষিকে প্রসন্ন জানিয়া তাঁহাকে শূল হইতে অবরোপিত করিলেন, শূলে তাঁহার মাংস বিদ্ধ হইয়াছিল, তজ্জন্য তিনি অত্যন্ত পীড়িত হইয়াছিলেন, তথাপি তিনি শূল হইতে অবতীর্ণ হইয়াও শঙ্করের ধ্যান পরিত্যাগ করিলেন না, পরন্তু মনে মনে মহাদেবের চিন্তায় নিরত ছিলেন। ঋষি বহুকাল উপবাসী ও শঙ্করধ্যানমগ্ন; তাই শঙ্করও অদ্য শূলমূলে প্রাদুর্ভূত হইয়া তাঁহার শূলক্লেশ দূর করিয়া দিলেন অনন্তর শঙ্কর ঋষির প্রতি তুষ্ট হইয়া পুনঃপুন বলিতে লাগিলেন,—বিপ্র, বল, তোমার কি

লোকে সিদ্ধির্ন স্যাচ্চ ভূয়সী। ৩০। স্বকর্ম্মণোহমুরূপং হি ফলং ভুঞ্জন্তি জন্তবঃ। শুভেন কর্ম্মণা ভূতির্দ্দুঃখং স্যাৎ পাতকেন তু। ৩১। বহুভেদপ্রভিন্নং তু মনুষ্যেষু বিপচ্যতে। কেষাং দরিদ্রভাবেন কেষাং ধনবিপত্তিজম্। ৩২। সন্তত্যভাবজং কেষাং কেষাংশ্চিত্তদ্বিপর্য্যয়ে। তথা দুর্বৃত্তিতস্তেষাং ফলমাবির্ভবেন্নৃণাম্। ৩৩। কেষাঞ্চিৎ পুত্রমরণে বিয়োগাৎ প্রিয়মিত্রয়োঃ। রাজচৌরাগ্নিতঃ কেষাং দুঃখং স্যাদ্দৈবনির্ম্মিতম্। ৩৪। তচ্ছরীরে তু কেষাঞ্চিৎ কর্ম্মণা সম্প্রদৃশ্যতে। জরাশ্চ বিবিধাঃ কেষাং দৃশ্যন্তে ব্যাধয়স্তথা। ৩৫। দৃশ্যন্তে চাভিশাপাশ্চ পূর্ব্বকর্ম্মানুসঞ্চিতাঃ। কষ্টাঃ কষ্টতরাবস্থা গতাঃ কেচিদনাগসঃ। ৩৬। পূর্ব্বকর্ম্মবিপাকেণ ধর্ম্মেণ তপসি স্থিতাঃ। দান্তাঃ স্বদারনিরতা ভূরিদাঃ পরিপূজকাঃ। ৩৭। হ্রীমন্তো নয়সংযুক্তা অন্তে বহুগুণৈর্যুতাঃ। দুর্গমামাপদং প্রাপ্য নিজকর্ম্মসমুদ্ভবাম্। ৩৮। ন সঞ্জ্বরন্তি যে মর্ত্ত্যা ধর্ম্মনিন্দাং ন কুর্ব্বতে। ইদমেব তপো মত্বা ক্ষিপন্তি সুবিচেতসঃ। ৩৯। হা ভ্রাতর্ম্মাতঃ পুত্রেতি কষ্টেষু ন বদন্তি যে। স্মরন্তি মাং মহেশানমথবা পুষ্করেক্ষণম্। ৪০। দুষ্কৃতং পূর্ব্বজং ভোক্তুং ধ্রুবং তদুপশাম্যতি। ৪১। দিনানি যাবন্তি বসেৎ স কষ্টে যথাকৃতং চিন্তয়েদ্দেবমীশম্। তাবন্তি সৌম্যানি কৃতানি তেন ভবন্তি বিপ্র শ্রুতিনোদনৈষা। ৪২। যস্মাত্ত্বয়া কষ্টগতেন নিত্যং স্মৃতশ্চাহং মনসা পূজিতশ্চ। গৌরীসহায়স্তেন ইহাগতোঽস্মি ব্রূহ্যদ্য কৃত্যং ক্রিয়তাং কিং নু বিপ্র। ৪৩। মাণ্ডব্য উবাচ। তুষ্টো যদ্যুময়া সার্দ্ধং বরদো যদি শঙ্কর। তদা মে শূলসংস্থস্য সংশয়ং পরমং বদ। ৪৪। ন রুজা মম কাপি স্যাচ্ছূলসম্প্রোতিতেঽঙ্গকে। অমৃতস্রাবি তচ্ছূলং প্রভাবাৎ কস্য শংস মে। ৪৫।

প্রিয় সাধন করিব? তুমি সম্পূর্ণ সত্পথে নিরত হইয়াছ, আমিও অদ্য উমার সহিত তোমার প্রতি প্রীত হইয়াছি, আজ তোমাকে আমার অদেয় কিছুই নাই। আমি অদ্য অদেয় বস্তুও তোমাকে প্রদান করিব কিন্তু শুনে! সত্যশীল লোকদিগের ইহলোকে ভূয়সী সিদ্ধি হয় না। জন্তুগণ স্ব স্ব কর্ম্মানুসারেই ফলভোগ করে; শুভ কর্ম্মদ্বারা জীবের ঐশ্বর্য্যলাভ এবং পাপ কর্ম্মদ্বারা দুঃখপ্রাপ্তি হয়। এইরূপ পাপ পুণ্য কর্ম্মের ফলাফল সম্বন্ধে বহুভেদ দৃষ্ট হয়, বিশেষতঃ মানবলোকেই ইহার বিভিন্নতা সম্যক্ উপলব্ধ হইয়া থাকে। নরগণের মধ্যে কেহ দারিদ্র নিবন্ধন, কেহ ধনক্ষয় জন্য, কেহ পুত্রাভাবনিমিত্ত এবং কেহ বা বহুপুত্রতা হেতু দুঃখ পায়। স্বীয় দুর্বৃত্তি নিবন্ধন অনেক মানবের দুঃখ আসিয়া দেখা দেয়। কাহারও পুত্রমরণে, কাহারও প্রিয়মিত্রের বিরহে এবং কাহারও বা রাজা চৌর ও অগ্নি হইতে দৈবকৃত দুঃখপ্রাপ্তি ঘটে। নরগণ যে শরীরে পাপ করে, কাহারও সেই শরীরেই ফলভোগ হইতে দেখা যায়—কাহারও জরা ও কাহারও বা বিবিধ ব্যাধি দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ পূর্ব্বকর্ম্ম সঞ্চিত ফলে কেহ বা অভিশাপজ পাতকবলে কষ্ট হইতে কষ্টতর দশায় উপনীত হয়। আবার ইহাও দেখিতে পাওয়া যায় যে, তপোরত ধার্ম্মিক নিরাপরাধ নরগণও পূর্ব্বকর্ম্মবিপাকে বিবিধ দুঃখের ভাজন হয়। কত কত দান্ত, স্বদারনিরত, ভূরিদ, পরিপূজক, লজ্জাশীল, নীতিমান্ এমন কি বহুগুণান্বিত মানবগণও নিজ নিজ কর্ম্মজাত দুর্ভাগ্যের আস্পদ হইয়া থাকে। যে সকল সুচেতা মানব দুঃখেও ক্লিষ্ট হয় না, যাহারা ধর্ম্মনিন্দা করে না, যাহারা এই সকল অকর্ত্তব্যের অনাচরণকেই তপস্যা বলিয়া মনে করে, যাহাদের চিত্ত চঞ্চল নহে, কষ্টে পতিত হইয়াও যাহারা 'হা ভ্রাতা হা মাতঃ! হা পুত্র! প্রভৃতি শোকসূচক বাক্যের উচ্চারণ করে না, যাহারা ঈশ জানিয়া আমাকে কিংবা পুণ্ডরীকনয়ন নারায়ণকে স্মরণ করে,—পূর্ব্বকৃত দুঃখভোগ বিষয়ে তাহারা নিশ্চিতই শান্তিলাভ করিয়া থাকে। হে বিপ্র! শ্রুতি বলেন,—কষ্টের দশায় উপনীত হইয়া মানব যতদিন ঈশানকে স্মরণ করে, তাহার ততদিনই শুভ বলিয়া অভিহিত হয়। বিপ্র! তুমি ক্লেশদশায় উপনীত হইয়াও নিত্য মনে মনে আমার স্মরণ ও পূজা করিয়াছ। ব্রহ্মন্! বল, আজ তোমার কি প্রিয় কার্য্য করিব?২৫-৪৩। মাণ্ডব্য বলিলেন,—হে শঙ্কর! যদি উমার সহিত আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন আর যদি আমাকে বর দান করেন, তবে শূলবাসকালে আমার যে এক বিষম সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার নিরাস করুন। আমার দেহে শূল বিদ্ধ হইলে আমি কোনরূপ ব্যথিত হয় নাই, এক্ষণে আমায় বলুন কাহার প্রভাবে এই শূল অমৃতস্রাবী হইল? শূল-

শ্রীশূলপাণিরুবাচ। শূলস্থেন ত্বয়া বিপ্র মনসা চিন্তিতোঽস্মি যৎ। অনয়ানাং নিহন্তাহং দুঃখানাং বিনির্বর্হণঃ॥ ৪৬॥ ধ্যাতমাত্রো হ্যহং বিপ্র পাতালে বাপি সংস্থিতঃ। শূলমূলে স্বহং শম্ভুরগ্রে দেবী স্বয়ং স্থিতা। জগন্মাতাম্বিকা দেবী ত্বামৃতেনাথ-পূরয়ৎ॥ ৪৭॥ মাণ্ডব্য উবাচ। পূর্ব্বমেব স্থিতো যস্মাচ্ছূলং ব্যাপ্যোময়া সহ। প্রসাদপ্রবণো মহ্য-মিদানীং চানয়া সহ॥ ৪৮॥ যস্যাঃ সংস্মরণাদেব দৌর্ভাগ্যং প্রলয়ং ব্রজেৎ। ন দৌর্ভাগ্যাৎ পরং লোকে দুঃখাদ্দুঃখতরং কিল॥ ৪৯॥ কিলৈবং শ্রূয়তে গাথা পুরাণেষু সুরোত্তম। ত্রৈলোক্যং দহতস্তভ্যং সৌভাগ্যমেকতাং গতম্॥ ৫০॥ বিষ্ণোর্ব্বক্ষঃস্থলং প্রাপ্য তৎস্থিতং চেতি নঃ শ্রুতম্। পীতং তদ্দক্ষস-স্ত্রস্তদক্ষেণ পরমেষ্ঠিনা॥ ৫১॥ তস্মাৎ সতীতি সঞ্জজ্ঞ ইয়মিন্দীবরেক্ষণা। যজতস্তস্য দেবেশ তব মানাবখণ্ডনাৎ॥ ৫২॥ জুহাবাগ্নৌ তু সা দেবী হ্যাত্মানং প্রাণসংজ্ঞিতম্। আত্মানং ভস্মসাৎ কৃত্বা প্রালেয়াদ্রেস্ততঃ সুতা॥ ৫৩॥ মেনকায়াং প্রভো জাতা সাম্প্রতং যা হ্যুমাভিধা। অনাদিনিধনা দেবী হ্যপ্রতর্ক্যা সুরেশ্বর॥ ৫৪॥ যদি তুষ্টোঽসি দেবেশ হ্যুমা মে বরদা যদি। উভাবপ্যত্র বৈ স্থানে স্থিতৌ শূলাগ্রমূলয়োঃ॥ ৫৫॥ অবতারো যত্র তত্র সংস্থিতিং বৈ ততঃ কুরু॥ ৫৬॥ শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। তেনৈবমুক্তে সহসা কৃত্বা ভূমণ্ডলং দ্বিধা নিঃসৃতৌ শূলমূলাগ্রাল্লিঙ্গার্চ্চাপ্রতিরূপিণৌ॥ ৫৭ প্রদ্যোতয়দ্দিশঃ সর্ব্বা লিঙ্গং মূলে প্রদৃশ্যতে। বামত প্রতিমা দেবী তদা শূলেশ্বরী স্থিতা॥ ৫৮ বিলোভয়ন্তী চ জগদ্ভাতি পূরয়তী দিশঃ। দৃষ্ট্বা কৃতাঞ্জলিপুটঃ স্তুতিং চক্রে দ্বিজোত্তমঃ॥ ৫৯ মাণ্ডব্য উবাচ। ত্বমস্য জগতো মাতা জগৎ-সৌভাগ্যদেবতা। ন ত্বয়া রহিতং কিঞ্চিদ্-ব্রহ্মাণ্ডেঽস্তি বরাননে॥ ৬০॥ প্রসাদং কুরু ধর্ম্মজ্ঞে মম ত্বাজ্ঞপ্তুমর্হসি। ঈদৃশেনৈব রূপেণ কেষু স্থানেষু তিষ্ঠসি। প্রসাদপ্রবণা ভূত্বা বদ তানি মহেশ্বরি॥

পাণি উত্তর করিলেন,—বিপ্র! আমি অনয়গণের নিহন্তা, ও দুঃখরাশির নাশক। তুমি শূলারোপিত হইয়া মনে মনে আমাকে চিন্তা করিয়াছিলে, তাই পাতালতলে আমার অধিষ্ঠান হইলেও আমি তোমার স্মরণমাত্রে শলমুলে আগমন করি; জগন্মাতা দেবী অম্বিকাও তখন আমার সম্মুখে অধিষ্ঠিত হন এবং তিনিই তোমাকে অমৃত দ্বারা পূরিত করেন। মাণ্ডব্য বলিলেন,—পূর্ব্বে আপনি উমার সহিত যে রূপে শূলমূলে অবস্থিত হইয়াছিলেন, আমার প্রতি প্রসাদপ্রবণ হইয়া যাঁহার দর্শনমাত্রে দুর্ভাগ্য খণ্ডিত হয়, সেই পার্ব্বতীর সহিত সম্প্রতি আমাকে দেখা দিউন। হে সুরোত্তম! এ সংসারে দৌর্ভাগ্য হইতে দুঃখাদপি দুঃখতর আর কিছুই নাই। পুরাণনিচয়ে এই গাথা শ্রুত হয় যে, আপনি যখন ত্রিলোক দগ্ধ করেন, তখন অখিল সৌভাগ্য একত্র হইয়াছিল। আমরা আরও শুনিয়াছি যে, সে সকল সৌভাগ্য বিষ্ণুর বক্ষোদেশ লাভ করিয়া সেই স্থানেই অবস্থিত হইয়াছে। পরমেষ্ঠী দক্ষ ত্রস্ত হইয়া সেই বিষ্ণুবক্ষ পান করেন। এই ইন্দীবরনয়না সতী সেই দক্ষ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। হে দেবেশ! যাগকারী দক্ষ যজ্ঞস্থলে আপনার অপমান করিয়াছিলেন, তাই সতী প্রাণময় আত্মাকে অনলে আহুতি দিয়াছিলেন। তিনি আত্মাকে ভস্মসাৎ করিয়া হিমবানের কন্যা হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। হে প্রভো! সম্প্রতি যাঁহার নাম হইয়াছে উমা, ইনি হিমাচলপত্নী মেনার উদরে জন্মলাভ করিয়াছেন। হে সুরেশ! এই উমাদেবী অনাদি-নিধনা অপ্রতর্ক্যা। হে দেবেশ! যদি আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, আর যদি উমা আমার বরদা হন, তবে আপনারা উভয়েই এই শূলের মূলে ও অগ্রভাগে সন্নিহিত হউন। আপনি যে সে স্থানে অবতার করুন না কেন, এই স্থানেই নিয়ত অবস্থান করুন।৪৪—৫৫। শ্রীমার্কণ্ডেয় কহিলেন,—মুনি মাণ্ডব্য এইরূপ বলিলে সহসা ভূমণ্ডল দ্বিধা ভেদ করিয়া শূলমূল ও শূলাগ্রভাগ হইতে একটী লিঙ্গ ও একখানি প্রতিমা বহির্গত হইল। সেই লিঙ্গ দিক্‌সকল উদ্ভাসিত করিয়া শূল-মূলে পরিদৃষ্ট হইলেন। তাঁহার বামভাগে উমা-প্রতিমা শূলেশ্বরী সমগ্রজগৎ প্রলোভিত ও দিক্ সকল পূরিত করত বিরাজ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে দ্বিজোত্তম মাণ্ডব্য কৃতাঞ্জলিপুটে সেই লিঙ্গমূর্ত্তির স্তব করিতে লাগিলেন। মাণ্ডব্য বলিলেন,—আপনি এ জগতের মাতা ও সৌভাগ্য-দেবতা; হে বরাননে! আপনি ব্যতীত এ ব্রহ্মাণ্ডে আর কিছুই নাই। হে ধর্ম্মজ্ঞে! আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া বলুন,—আপনি ঈদৃশরূপে কোন্ কোন্ স্থানে অবস্থান করিয়া থাকেন? হে পরমে-

৬১। শ্রীদেব্যুবাচ। সর্ব্বগা সর্ব্বভূতেষু দ্রষ্টব্যা সর্ব্বতো ভুবি। সর্ব্বলোকেষু যৎকিঞ্চিদ্বিহিতং ন ময়া বিনা। ৬২। তথাপি যেষু স্থানেষু দ্রষ্টব্যা সিদ্ধিমীপ্সুভিঃ। স্মর্ত্তব্যা ভূতিকামেন তানি বক্ষ্যামি তত্ত্বতঃ। ৬৩। বারাণস্যাং বিশালাক্ষী নৈমিষে লিঙ্গধারিণী। প্রয়াগে ললিতা দেবী কামুকা গন্ধমাদনে। ৬৪। মানসে কুমুদা নাম বিশ্বকায়া তথাপরে। গোমন্তে গোমতী নাম মন্দরে কামচারিণী। ৬৫। মদোৎকটা চৈত্ররথে হয়ন্তী হাস্তিনে পুরে। কান্যকুব্জে স্থিতা গৌরী রম্ভা হ্যমলপর্ব্বতে। ৬৬। একাম্রকে কীর্ত্তিমতী বিশ্বাং বিশ্বেশ্বরে বিদুঃ। পুষ্করে পুরুহূতা চ কেদারে মার্গদায়িনী। ৬৭। নন্দা হিমবতঃ প্রস্থে গোকর্ণে ভদ্রকর্ণিকা। স্থানেশ্বরে ভবানী তু বিল্বকে বিল্বপত্রিকা। ৬৮। শ্রীশৈলে মাধবী নাম ভদ্রে ভদ্রেশ্বরীতি চ। জয়া বরাহশৈলে তু কমলা কমলালয়ে। ৬৯। রুদ্রকোট্যাং তু কল্যাণী কালী কালঞ্জরে তথা। মহালিঙ্গে তু কপিলা মাকোটে মুকুটেশ্বরী। ৭০। শালিগ্রামে মহাদেবী শিবলিঙ্গে জলপ্রিয়া। মায়াপুর্য্যাং কুমারী তু সন্তানে ললিতা তথা। ৭১। উৎপলাক্ষী সহস্রাক্ষে হিরণ্যাক্ষে মহোৎপলা। গয়ায়াং বিমলা নাম মঙ্গলা পুরুষোত্তমে। ৭২। বিপাশায়ামমোঘাক্ষী পাটলা পুণ্ড্রবর্দ্ধনে। নারায়ণী সুপার্শ্বে তু ত্রিকূটে ভদ্রসুন্দরী। ৭৩। বিপুলে বিপুলা নাম কল্যাণী মলয়াচলে। কোটবী কোটিতীর্থেষু সুগন্ধা গন্ধমাদনে। ৭৪। গোদাশ্রমে ত্রিসন্ধ্যা তু গঙ্গাদ্বারে রতিপ্রিয়া। শিবচণ্ডে সভানন্দা নন্দিনী দেবিকাতটে। ৭৫। রুক্মিণী দ্বারবত্যান্তু রাধা বৃন্দাবনে বনে। দেবকী মথুরায়ান্তু পাতালে পরমেশ্বরী। ৭৬। চিত্রকূটে তথা সীতা বিন্ধ্যে বিন্ধ্যনিবাসিনী। সহ্যাদ্রাবেকবীরা তু হরিশ্চন্দ্রে তু চণ্ডিকা। ৭৭। রমণা রামতীর্থে তু যমুনায়াং মৃগাবতী। করবীরে মহালক্ষ্মী রূপা দেবী বিনায়কে। ৭৮। আরোগ্যা বৈদ্যনাথে তু মহাকালে মহেশ্বরী। অভয়েত্যুষ্ণতীর্থে তু মৃগী বা বিন্ধ্যকন্দরে। ৭৯। মাণ্ডব্যে মাণ্ডুকী নাম স্বাহা মহেশ্বরে পুরে। ছাগলিঙ্গে প্রচণ্ডা তু চণ্ডিকামরকণ্টকে। ৮০। সোমেশ্বরে বরারোহা প্রভাসে পুষ্করাবতী। বেদমাতা সরস্বত্যাং পারা পারাতটে মুনে। ৮১। মহালয়ে মহাভাগা পয়োষ্ণ্যাং পিঙ্গলেশ্বরী। সিংহিকা কৃতশৌচে তু কার্ত্তিকে

খষি! আমার প্রতি প্রসাদপ্রবণা হইয়া এই সকল ব্যক্ত করুন। দেবী বলিলেন,—আমি সর্ব্বভূতাধিষ্ঠাত্রী ও ভূতলে সর্ব্বত্রই দৃশ্যমানা; লোক সকলে যে কিছু বস্তু দৃষ্ট হয়, আমা ব্যতীত এ সকল সৃষ্ট হয় নাই। তথাপি সিদ্ধিকামী মানবগণ যে যে স্থানে আমাকে অবস্থিত দর্শন করে এবং ভূতিকামী মানবগণ আমাকে যে যে স্থানে স্মরণ করে, যথাযথ কীর্ত্তন করিতেছি। বারাণসীতে আমার নাম বিশালাক্ষী, নৈমিষারণ্যে লিঙ্গধারিণী, প্রয়াগে দেবী ললিতা, গন্ধমাদনে কামুকা ও মানস সরোবরে কুমুদা; এখানে কেহ কেহ আমাকে বিশ্বকায়াও কহিয়া থাকেন। গোমন্ত পর্ব্বতে আমার নাম গোমতী, মন্দরে কামচারিণী, চৈত্ররথে মদোৎকটা, হস্তিনাপুরে হয়ন্তী, কান্যকুব্জে গৌরী, অমলাচলে রম্ভা, একাম্রকাননে কীর্ত্তিমতী, বিশ্বেশ্বর ক্ষেত্রে বিশ্বা, পুষ্করে পুরুহূতা, কেদারে মার্গদায়িনী, হিমালয়প্রস্থে নন্দা, গোকর্ণে ভদ্রকর্ণিকা, স্থানেশ্বরে, ভবানী, বিল্বকে বিল্বপত্রিকা, শ্রীশৈলে মাধবী, ভদ্রে ভদ্রেশ্বরী, বরাহশৈলে জয়া, কমলালয়ে কমলা, রুদ্রকোটীতে কল্যাণী, কালঞ্জরে কালী, মহালিঙ্গে কপিলা, কোটে মুকুটেশ্বরী, শালিগ্রামে মহাদেবী, শিবলিঙ্গে জলপ্রিয়া, মায়াপুরীতে কুমারী সন্তানে ললিতা, সহস্রাক্ষে উৎপলাক্ষী, হিরণ্যাক্ষে মহোৎপলা, গয়ায় বিমলা, পুরুষোত্তমে মঙ্গলা, বিপাশায় অমোঘাক্ষী, পুণ্ড্রবর্দ্ধনে পাটলা, সুপার্শ্বে নারায়ণী, ত্রিকূটে ভদ্রসুন্দরী, বিপুলে বিপুলা, মলয়াচলে কল্যাণী, কোটিতীর্থে কোটবী, গন্ধমাদনে সুগন্ধা, গোদাশ্রমে ত্রিসন্ধ্যা, গঙ্গাদ্বারে রতিপ্রিয়া শিবচণ্ডে সভানন্দা, দেবিকাতটে নন্দিনী, দ্বারবতীতে রুক্মিণী, বৃন্দাবন বনে রাধা, মথুরায় দেবকী, পাতালে পরমেশ্বরী, চিত্রকূটে সীতা, বিন্ধ্যাচলে বিন্ধ্যনিবাসিনী, সহ্যপর্ব্বতে একবীরা, হরিশ্চন্দ্রে চণ্ডিকা, রামতীর্থে রমণা, যমুনায় মৃগাবতী, করবীরে মহালক্ষ্মী, বিনায়কে রূপা দেবী, বৈদ্যনাথে আরোগ্যা, মহাকালে মহেশ্বরী, উষ্ণতীর্থে অভয়া, বিন্ধ্যকন্দরে মৃগী, মাণ্ডব্যতীর্থে মাণ্ডুকী মাহেশ্বরপুরে স্বাহা, ছাগলিঙ্গে প্রচণ্ডা, অমরকণ্টকে চণ্ডিকা, সোমেশ্বরে বরারোহা, প্রভাসে পুষ্করাবতী, সরস্বতীতে বেদমাতা, এবং হে মুনে! পারাতটে আমার নাম পারা। ৬৩-৮১। মহালয়ে আমার নাম মহাভাগা, পয়োষ্ণীতে পিঙ্গলেশ্বরী, কৃতশৌচে

চৈব শাঙ্করী ॥ ৮২ ॥ উৎপলাবর্ত্তকে লোলা সুভদ্রা শোণসঙ্গমে। মতা সিদ্ধবটে লক্ষ্মীস্তরঙ্গা ভারতাশ্রমে ॥ ৮৩ ॥ জালন্ধরে বিশ্বমুখী তারা কিষ্কিন্ধ পর্ব্বতে। দেবদারুবনে পুষ্টির্মেধা কাশ্মীরমণ্ডলে ॥ ৮৪ ॥ ভীমাদেবী হিমাদ্রৌ তু পুষ্টির্বস্ত্রেশ্বরে তথা। কপালমোচনে শুদ্ধির্মাতা কায়াবরোহণে ॥ ৮৫ ॥ শঙ্খোদ্ধারে ধ্বনির্নাম ধৃতিঃ পিণ্ডারকে তথা। কালা তু চন্দ্রভাগায়ামচ্ছোদে শক্তিধারিণী ॥ ৮৬ ॥ বেণায়ামমৃতা নাম বদর্য্যামুর্ব্বশী তথা। ওষধী চোত্তরকুরৌ কুশদ্বীপে কুশোদকা ॥ ৮৭ ॥ মন্মথা হেমকূটে তু কুমুদে সত্যবাদিনী। অশ্বত্থে বন্দিনীকা তু নিধির্বৈশ্রবণালয়ে ॥ ৮৮ ॥ গায়ত্রী বেদবদনে পার্ব্বতী শিবসন্নিধৌ। দেবলোকে তথেন্দ্রাণী ব্রহ্মাস্যে তু সরস্বতী ॥ ৮৯ ॥ সূর্য্যবিম্বে প্রভা নাম মাতৃণাং বৈষ্ণবী মতা। অরুন্ধতী সতীনাঞ্চ রামাসু চ তিলোত্তমা ॥ ৯০ ॥ চিত্তে ব্রহ্মকলা নাম শক্তিঃ সর্ব্বশরীরিণাম্। শৈলেশ্বরী ভৃগুক্ষেত্রে ভৃগৌ সৌভাগ্যসুন্দরী ॥ ৯১ ॥ এতত্তদ্দেশতঃ প্রোক্তং নামাষ্টশতমুত্তমম্। অষ্টোত্তরঞ্চ তীর্থানাং শতমেতদুদাহৃতম্ ॥ ৯২ ॥ ইদমেব পরং বিপ্র সর্ব্বেষাং তু ভবিষ্যতি। পঠত্যষ্টোত্তরশতং নাম্নাং যঃ শিবসন্নিধৌ ॥ ৯৩ ॥ স মুচ্যতে নরঃ পাপৈঃ প্রাপ্নোতি স্ত্রিয়মীপ্সিতাম্। স্নাত্বা নারী তৃতীয়ায়াং মাং সমভ্যর্চ্চ্য ভক্তিতঃ ॥ ন সা স্যাদ্দুঃখিনী জাতু মৎপ্রভাবান্নরোত্তম। নিত্যং মদ্দর্শনে নারী নিয়তা যা ভবিষ্যতি ॥ ৯৫ ॥ পতিপুত্রকৃতং দুঃখং ন সা প্রাপ্স্যতি কর্হিচিৎ। মদালয়ে তু যা নারী তুলাপুরুষসংজ্ঞিতম্ ॥ ৯৬ ॥ সম্পূজ্য মণ্ডয়েদ্দেবাঁল্লোকপালাংশ্চ সাগ্নিকান্। সপত্নীকান্ দ্বিজান্ পূজ্য বাসোভির্ভূষণৈস্তথা ॥ ৯৭ ॥ ভূতেভ্যশ্চ বলিং দদ্যাদৃত্বিগ্‌ভিঃ সহ দেশিকঃ। ততঃ প্রদক্ষিণীকৃত্য তুলামিত্যভিমন্ত্রয়েৎ ॥ ৯৮ ॥ শুচিরক্তাম্বরো যা স্যাদ্গৃহীত্বা কুসুমাঞ্জলিম্। নমস্তে সর্ব্বদেবানাং শক্তিস্ত্বং পরমা স্থিতা ॥ ৯৯ ॥ সাক্ষিভূতা জগদ্ধাত্রী নির্ম্মিতা বিশ্বযোনিনা। ত্বং কুলে সর্ব্বভূতানাং প্রমাণমিহ কীর্ত্তিতা ॥ ১০০ ॥ করাভ্যাং বদ্ধমুষ্টিভ্যামাস্তে পদ্মাননমামুখম্। ততোহপরে তুলাভাগে ন্যসেগদ্বিজপুঙ্গবাঃ ॥ ১০১ ॥ দ্রব্যমষ্ট-

---

সিংহিকা, কার্ত্তিকে শাঙ্করী, উৎপলাবর্ত্তকে লোলা, শোণসঙ্গমে সুভদ্রা, সিদ্ধবটে লক্ষ্মী, ভারতাশ্রমে তরঙ্গা, জালন্ধরে বিশ্বমুখী, কিষ্কিন্ধ্যাপর্ব্বতে তারা, দেবদারুবনে পুষ্টি, কাশ্মীরমণ্ডলে মেধা, হিমালয়ে ভীমাদেবী, বস্ত্রেশ্বরে পুষ্টি, কপালমোচনে শুদ্ধি, কায়াবরোহণে মাতা, শঙ্খোদ্ধারে ধ্বনি, পিণ্ডারকে ধৃতি, চন্দ্রভাগায় কালা, অচ্ছোদে শক্তিধারিণী, বেণায় অমৃতা, বদরীতে উর্ব্বশী, উত্তরকুরুতে ওষধি, কুশদ্বীপে কুশোদকা, হেমকূটে মন্মথা, কুমুদে সত্যবাদিনী, অশ্বত্থে বন্দিনীকা, বৈশ্রবণালয়ে নিধি, বেদবদনে গায়ত্রী, শিবসন্নিধানে পার্ব্বতী, দেবলোকে ইন্দ্রাণী, ব্রহ্মাস্যে সরস্বতী এবং সূর্য্যবিম্বে আমার নাম প্রভা। আমি মাতৃগণ মধ্যে মাননীয়া বৈষ্ণবী, সতীসমূহে অরুন্ধতী, রামাগণ মধ্যে তিলোত্তমা এবং চিত্তমধ্যে সর্ব্বশরীরব্যাপিনী ব্রহ্মকলানাম্নী শক্তি। আমি ভৃগুক্ষেত্রে শৈলেশ্বরী ও ভৃগুতে সৌভাগ্যসুন্দরী নামে বিখ্যাতা। এই তোমার নিকট উদ্দেশে আমার অনুত্তম অষ্টোত্তর শত নাম কীর্ত্তন করিলাম, এবং তৎপ্রসঙ্গে অষ্টোত্তর শত অনুত্তম তীর্থও কীর্ত্তিত হইল। হে বিপ্র! এই অষ্টোত্তর শত নাম ও তীর্থ সকলের পক্ষেই পরম মঙ্গলপ্রদ। যে মানব শিবসন্নিধানে এই অষ্টোত্তর শত নাম কীর্ত্তন করে, সে নর পাপরাশি হইতে মুক্ত হয় এবং অভীপ্সিত পত্নীলাভ করে। হে নরোত্তম! যে নারী এখানে তৃতীয়ায় স্নান করিয়া ভক্তিভরে আমার পূজা করে, আমার প্রভাবে সে কদাচ দুঃখভাগিনী হয় না। যে নারী আমার দর্শনার্থ নিত্য নিয়তা হয়, কদাচ সে পতিপুত্রকৃত দুঃখ প্রাপ্ত হয় না। নারী মদালয়ায় তুলাপুরুষ নামক পূজাবিধিদ্বারা পূজা করিয়া দেবগণ ও সাগ্নিক লোকপালগণকে ভূষিত করিবে ও বসন-ভূষণ দ্বারা বহু সপত্নীক দ্বিজের পূজা করিবে। অনন্তর বিবিধবিদ দ্বিজ পুরোহিতগণের সহিত ভূতগণের উদ্দেশে বলি প্রদান করিবেন। তার পর তুলাপুরুষকে প্রদক্ষিণ করিয়া বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিবে। বিশুদ্ধাত্মা দ্বিজ পুং লোহিত বসন পরিধানপূর্ব্বক কুসুমাঞ্জলি গ্রহণ করিবেন এবং বলিবেন,—আপনি সুরগণের পরম শক্তিরূপে অবস্থিতা, বিশ্বযোনি আপনাকে সাক্ষীভূত জগদ্ধাত্রীরূপে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এ সংসারে আপনিই অখিল লোকের কুলে প্রমাণরূপে কীর্ত্তিতা।”৮২—১০০। অনন্তর করদ্বয়ে মুষ্টিবন্ধনপূর্ব্বক তুলাদণ্ডের একদিকে আরোহণ করিয়া উমামূর্ত্তি মুখাবলোকন করিতে থাকিবেন। তারপর দ্বিজ

বিধং তত্র হ্যাত্মবিত্তানুসারতঃ। মদংশভূতং বিপ্রেন্দ্র পৃথিব্যাং যদধিষ্ঠিতম্॥ ১০২॥ সুবর্ণঞ্চৈব নিষ্পাবাংস্তথা রাজিকুসুম্ভকম্। তৃণরাজেন্দুলবণং কুঙ্কুমঞ্চ তথাষ্টমম্॥ ১০৩॥ এষামেকতমং কুর্য্যাদ্‌যথা বিত্তানুসারতঃ। সাম্যাদভ্যধিকং যাবৎ কাঞ্চনাদি ভবেদ্দ্বিজ॥ ১০৪॥ তাবত্তিষ্ঠেন্নরো নারী পশ্চাদিদমুদীরয়েৎ। নমো নমস্তে ললিতে তুলাপুরুষসংজ্ঞিতে॥ ১০৫॥ ত্বমুমে তারয়স্বাস্মানস্মাৎ সংসারকর্দ্দমাৎ। ততোহবতীর্য্য গুরবে পূর্ব্বমর্দ্ধং নিবেদয়েৎ॥ ১০৬॥ ঋত্বিগ্‌ভ্যোহপরমর্দ্ধঞ্চ দদ্যাদুদকপূর্ব্বকম্। তেভ্যো লব্ধ্বা ততোহনুজ্ঞাং দদ্যাদন্যেষু চার্থিষু॥ ১০৭॥ সপত্নীকং গুরুং রক্তবাসসী পরিধাপয়েৎ। অন্যাংশ্চ ঋত্বিজঃ শক্ত্যা গুরুং কেয়ূরকঙ্কণৈঃ॥ ১০৮॥ শুক্লাং গাং ক্ষীরিণীং দদ্যাল্ললিতা প্রীয়তামিতি। অনেন বিধিনা যা তু কুর্য্যান্নারী মমালয়ে॥ ১০৯॥ মত্তুল্যা সা ভবেদ্রাজ্ঞাং তেজসা শ্রীরিবামলা। সাবিত্রীব চ সৌন্দর্য্যে জন্মানি দশপঞ্চ চ॥ ১১০॥ শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। এবং নিশম্য বচনং গৌর্য্যা দ্বিজবরোত্তমঃ। নমস্কৃত্য জগামাশু ধর্ম্মরাজ নিবেশনম্॥ ১১১॥ তদা প্রভৃতি তত্তীর্থং খ্যাতং শূলেশ্বরীতি চ। তস্মিংস্তীর্থে তু যঃ স্নাত্বা তর্পয়েৎ পিতৃদেবতাঃ॥ ১১২॥ ব্রাহ্মণানন্নবাসোভিঃ পিণ্ডৈঃ পিতৃপিতামহান্। ভক্ত্যোপহারৈর্দেবেশমুময়া সহ শঙ্করম্॥ ১১৩॥ ধূপগুগ্‌গুলুদানৈশ্চ দীপদানৈঃ সুবোধিতৈঃ। সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ স গচ্ছেচ্ছিবসন্নিধিম্॥ ১১৪॥ তস্মিংস্তীর্থে তু যঃ কশ্চিদভিযুক্তো নরেশ্বর। অভিশাপী তথা স্নাতস্ত্রিদিনং মুচ্যতে নরঃ॥ ১১৫॥ কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দ্দশ্যাং রাত্রৌ জাগর্ত্তি যো নরঃ। উপবাসপরঃ শুদ্ধঃ শিবং সম্পূজয়েন্নরঃ। প্রমুচ্য পাপসম্মোহং রুদ্রলোকং স গচ্ছতি॥ ১১৬॥ ত্রিনেত্রশ্চ চতুর্ব্বাহুঃ

পুঙ্গবগণ তুলাদণ্ডের অপর ভাগে নিম্নলিখিত দ্রব্যাদি বিন্যাস করিবেন। তুলাপুরুষে অষ্টবিধ দ্রব্য বিন্যাস করিতে হয়। এই দ্রব্যবিন্যাস যাহার যেমন শক্তি, তদ্রূপ করিয়াই কর্ত্তব্য। হে দ্বিজেন্দ্র! পৃথিবীতে যে সকল বস্তু অধিষ্ঠিত দৃষ্ট হয়, সে সকল আমারই অংশসম্ভূত। পূর্ব্বোক্ত অষ্টবিধ দ্রব্য যথা—সুবর্ণ, নিষ্পাব (সীম), রাজি, কুসুম্ভক, তৃণরাজ, ইন্দু, লবণ ও কুঙ্কুম। বিভবানুসারে ইহার একতর সন্নিবেশ করিলেও চলিতে পারে। হে দ্বিজ! এই অষ্টদ্রব্য মধ্যে সকল বস্তুই সমপরিমাণ গ্রহণ করিবে। যাবৎকাল পর্য্যন্ত তুলারূঢ় নর বা নারী অপেক্ষা অধিক না হয়, তাবৎকাল তুলায় উক্ত দ্রব্যাদি প্রদান করিবে। পরে তুলারূঢ় নর বা নারী বলিবে,—হে ললিতে! তুমিই তুলাপুরুষ নামে কথিত, তোমাকে নমস্কার। হে উমে! তুমি সংসারকর্দ্দম হইতে আমাদিগকে উদ্ধার কর। অতঃপর তুলাদণ্ড হইতে অবতরণ করিয়া প্রথমে পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যের অর্দ্ধ গুরুকে নিবেদন করিবে। তারপর করে বারি লইয়া অপরার্দ্ধ পুরোহিতগণকে প্রদান করিবে। অনন্তর গুরু ও পুরোহিতগণের অনুমতি লইয়া অন্যান্য প্রার্থিগণকে দান প্রদান করিবে। অনন্তর সপত্নীক গুরুকে রক্তাম্বর পরিধান করাইবে। অন্যান্য পুরোহিতগণকে যথাশক্তি ভূষণ দান করিয়া কেবল গুরুকেই কেয়ূর ও কঙ্কন দ্বারা ভূষিত করিবে।

তারপর 'ললিতা প্রীতা হউন' বলিয়া পয়স্বতী শুক্লা গাভী দান করিবে। যে নারী এইরূপ বিধিবিধানে আমার আলয়ে তুলাপুরুষ দান করে, সে আমার তুল্যা। ঐ নারী তেজ দ্বারা অমল রাজলক্ষ্মীর ন্যায় শোভা পাইয়া থাকে। পরন্তু পঞ্চদশ জন্মপর্য্যন্ত সৌন্দর্য্যে সাবিত্রীর ন্যায় হয়। মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে ধর্ম্মরাজ! দ্বিজোত্তম মাণ্ডব্য গৌরীর এবংবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে নমস্কারপূর্ব্বক সত্বর স্বালয়ে গমন করিলেন। তদবধি এই তীর্থ দেবী শূলেশ্বরীর নামে বিখ্যাত হইল। যে মানব এ তীর্থে স্নান করিয়া পিতৃদেবগণের তর্পণ করে, অন্নবসনাদি দ্বারা দ্বিজগণকে ও পিণ্ডাদি দ্বারা পিতৃপিতামহগণকে পরিতৃপ্ত করে এবং ভক্ত উপহার দ্বারা উমার সহিত শঙ্করকে সন্তুষ্ট করিয়া ধূপ, গুগ্‌গুলু ও প্রজ্বলিত দীপ দান করে, সে সর্ব্বপাপবিমুক্ত হইয়া শিবসমীপে গমন করিয়া থাকে। হে নরেশ! এ তীর্থে অভিযুক্ত কিংবা শাপগ্রস্ত যে কোন ব্যক্তি তিন দিনমাত্র স্নান করিয়াই মুক্ত হয়। যে নর কৃষ্ণচতুর্দ্দশীর দিবস উপবাসী হইয়া এখানে রজনী জাগরণ করেন এবং শুদ্ধহৃদয়ে শিবের সমাক্ পূজা করেন, তিনি পাপসম্মোহ পরিহারপূর্ব্বক রুদ্রলোকে উপনীত হন। সেখানে ত্রিনেত্র চতুর্ব্বাহু সাক্ষাৎ দ্বিতীয় রুদ্রের ন্যায় হইয়া থাকেন এবং

শশাঙ্কাদ্রুদ্র ইবাপরঃ। ক্রীড়তে দেবকন্যাভির্যাবচ্চন্দ্রার্কতারকম্ ॥ ১১৭ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে শূলেশ্বরতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নামাষ্টনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯৮ ॥

নবনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। ততো গচ্ছেদ্‌রাজেন্দ্র আশ্বিনং তীর্থমুত্তমম্। কামিকং সর্ব্বতীর্থানাং প্রাণিনাং সিদ্ধিদায়কম্ ॥ ১ ॥ তত্র তীর্থেঽশ্বিনৌ দেবৌ স্বরূপৌ ভিষজাং বরৌ। তপঃ কৃত্বা সুবিপুলং সঞ্জাতৌ যজ্ঞভাগিনৌ ॥ ২ ॥ সম্মতৌ সর্ব্বদেবানামাদিত্যতনয়াবুভৌ। নাসত্যৌ সত্ত্বসম্পন্নৌ সর্ব্বদুঃখঘ্নসত্তমৌ ॥ ৩ ॥ যুধিষ্ঠির উবাচ। আদিত্যস্য সুতৌ তাত নাসত্যৌ যেন হেতুনা। সঞ্জাতৌ শ্রোতুমিচ্ছামি নির্ণয়ং পরমং দ্বিজ ॥ ৪ ॥ মার্কণ্ডেয় উবাচ। পুরাণে ভাস্করে তাত এতদ্বিস্তরতো ময়া। সংশ্রুতং দেবদেবস্য মার্ত্তণ্ডস্য মহাত্মনঃ ॥ ৫ ॥ তত্তে সংক্ষেপতঃ সর্ব্বং ভক্তিযুক্তস্য ভারত। কথয়ামি ন সন্দেহো বৃদ্ধভাবেন কর্শিতঃ ॥ ৬ ॥

যতকাল চন্দ্র তারকা বিদ্যমান থাকে, ততকাল তিনি দেব কন্যাগণের সহিত ক্রীড়া করেন। ১০১—১১৭।

অষ্টনবত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৯৮।

নবনবত্যধিকশততম অধ্যায়।

শ্রীমার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে রাজন! ইহারই পর অনুত্তম আশ্বিনতীর্থে গমন করিবে। এই কামদ আশ্বিনতীর্থ সর্ব্বতীর্থোত্তম ও সিদ্ধিদায়ক। এখানে ভিষগ্‌বর সুরূপ অশ্বিনীকুমারযুগল সুবিপুল তপস্যা করিয়া যজ্ঞভাগী হইয়াছিলেন। এই অশ্বিনীকুমারদ্বয় আদিত্যের তনয়, সুরগণের সম্মত, সত্ত্বসম্পন্ন, সত্তম ও দুঃখনাশে সমর্থ। যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে তাত! অশ্বিনীকুমারযুগল যে জন্য সূর্য্যের তনয় হইয়া জন্মগ্রহণ করেন, হে দ্বিজ! এবিষয়ের সবিশেষ নির্ণয় শুনিতে আমার অভিলাষ হইতেছে। মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে তাত! দেবদেব মহাত্মা মার্ত্তণ্ড আদিত্যপুরাণ বর্ণন করেন। আমি তাঁহারই মুখে এবিষয় সবিস্তর শ্রবণ করিয়াছি। হে ভারত! তুমি ভক্তিমান্, এদিকে আমিও বৃদ্ধ

অতিতেজো রবের্দৃষ্ট্বা রাজ্ঞী দেবী নরোত্তম। চচার মেরুকান্তারে বড়বা তপ উল্বণম্ ॥ ৭ ॥ ততঃ কতিপয়াহস্য কালস্য ভগবান্ রবিঃ। দৃষ্ট্বা তু রূপমুৎসৃজ্য পরমং তেজ উজ্জ্বলম্ ॥ ৮ ॥ মনোভববশীভূতো হয়ো ভূত্বা লঘুক্রমঃ। বিস্ফুরন্তী যথাপ্রাণং ধাবমানা ইতস্ততঃ ॥ ৯ ॥ হ্রেষমাণঃ স্বরেণাসৌ মৈথুনায়োপচক্রমে। সম্মুখী তু ততো দেবী নিবৃত্তা লঘুবিক্রমা ॥ ১০ ॥ যথা তথা নাসিকায়াং প্রবিষ্টং বীজমুত্তমম্। ততো নাসাগতে বীজে সঞ্জাতো গর্ভ উত্তমঃ ॥ ১১ ॥ জাতৌ যতঃ সুতৌ পার্থ নাসত্যৌ বিশ্রুতৌ ততঃ। সুসমৌ সুবিভক্তাঙ্গৌ বিম্বাদ্বিম্বমিবোদ্যতৌ ॥ ১২ ॥ রূপেণৈকৌ সর্ব্বদেবানাং রূপৈশ্বর্য্যসমন্বিতৌ। নর্ম্মদাতটমাশ্রিত্য ভৃগুকচ্ছে গতাবুভৌ। পরাং সিদ্ধিমনুপ্রাপ্তৌ তপঃ কৃত্বা সুদুশ্চরম্ ॥ ১৩ ॥ তত্র তীর্থে তু

ও কৃশ; তাই এক্ষণে এবিষয়ে তোমার নিকট সংক্ষেপে সকল কথাই কীর্ত্তন করিব, সন্দেহ নাই। হে নরোত্তম! বড়বারূপিণী রাজ্ঞী সংজ্ঞা দেবী রবির প্রখর তেজদর্শনে মেরুকান্তারে তীব্রতপস্যা করেন। ১—৭। অনন্তর তপস্যায় কতিপয় দিবস অতিবাহিত হইলে ভগবান্ রবি তাঁহাকে অবলোকন করিয়া মনোভবের বশীভূত হন এবং আপনার পরম উজ্জ্বল তেজসমূর্ত্তি পরিত্যাগ করিয়া অশ্বরূপ ধারণপূর্ব্বক ধীরগতিতে রাজ্ঞী সংজ্ঞার সমীপে আগমন করেন। অনন্তর অশ্বরূপী ভাস্কর হ্রেষারব করত মৈথুনাভিপ্রায়ে রাজ্ঞার সম্মুখীন হইলে তিনিও যথাশক্তি ইতস্তত ধাবমানা হন। তখন তাঁহার তেজোরাশি ইতস্ততঃ বিস্ফুরিত হইতে থাকে। ধাবমানা রাজ্ঞী সংজ্ঞা অনেক ছুটাছুটির পর নিবৃত্তা হইয়া লঘুগতি অবলম্বনপূর্ব্বক সূর্য্যের সম্মুখে উপনীত হইলেন। তিনি যখন ছুটাছুটি করেন, তখন সেই সূর্য্যের উত্তম তেজ তাঁহার নাসিকাবিবরে প্রবেশ করে। অনন্তর সেই নাসাগত বীজ হইতেই তাঁহার অনুত্তম গর্ভসঞ্চার হয়। হে পার্থ! সেই নাসাগত বীজ হইতে দুইটি তনয় জন্মে এবং এইজন্যই সেই তনয়দ্বয় নাসত্য নামে বিখ্যাত হন। এই সূর্য্যসুতদ্বয় সুসম, সুবিভক্তাঙ্গ, বিম্ব হইতে বিম্বান্তরের ন্যায় উদ্ভূত এবং ইহারা রূপৈশ্বর্য্যে সুরসমাজে শ্রেষ্ঠ। এই কুমারদ্বয় নর্ম্মদাতীরের ভৃগুকচ্ছে গমন করিয়া সুদুশ্চর তপশ্চরণ করত পরমসিদ্ধি লাভ করিয়া-

যঃ স্নাত্বা তর্পয়েৎ পিতৃদেবতাঃ। সুরূপঃ সুভগঃ পার্থ জায়তে যত্র তত্র চ ॥ ১৪ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে আশ্বিনতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম নবনবত্যধিক শততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯৯ ॥

দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। তস্যৈবানন্তরং পার্থ সাবিত্রীতীর্থমুত্তমম্। যত্র সিদ্ধা মহাভাগা সাবিত্রী বেদমাতৃকা ॥ ১ ॥ যুধিষ্ঠির উবাচ। সাবিত্রী কা দ্বিজশ্রেষ্ঠ কথং বারাধ্যতে বুধৈঃ। প্রসন্না বা বরং কস্য দদাতি কথয়স্ব মে ॥ ২ ॥ শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। পদ্মা পদ্মাসনস্থেনাধিষ্ঠিতা পদ্মযোগিনী। সাবিত্রতেজঃসদৃশী সাবিত্রী তেন চোচ্যতে ॥ ৩ ॥ পদ্মাননা পদ্মবর্ণা পদ্মপত্রনিভেক্ষণা। ধ্যাতব্যা ব্রাহ্মণৈর্নিত্যং ক্ষত্রবৈশ্যৈর্যথাবিধি ॥ ৪ ॥ ব্রহ্মহত্যাভয়াৎ সা হি ন তু শূদ্রৈঃ কদাচন। উচ্চারণাদ্ধারণাদ্বা নরকে পততি ধ্রুবম্ ॥ ৫ ॥ বেদোচ্চারণমাত্রেণ ক্ষত্রিয়ৈর্ধর্ম্মপালকৈঃ। জিহ্বাচ্ছেদোঽস্য কর্ত্তব্যঃ শূদ্রস্যেতি বিনিশ্চয়ঃ ॥ ৬ ॥ বালা বালেন্দুসদৃশী রক্তবস্ত্রানুলেপনা। উষঃকালে তু ধ্যাতব্যা সন্ধ্যা সন্ধান উত্তমে ॥ ৭ ॥ উত্তুঙ্গপীবরকুচা সুমুখী শুভদর্শনা। সর্ব্বাভরণসম্পন্না শ্বেতমাল্যানুলেপনা ॥ ৮ ॥ শ্বেতবস্ত্রপরিচ্ছন্না শ্বেতযজ্ঞোপবীতিনী। মধ্যাহ্নসন্ধ্যা ধ্যাতব্যা তরুণা ভুক্তিমুক্তিদা ॥ ৯ ॥ প্রদোষে তু পুনঃ পার্থ শ্বেতা পাণ্ডুরমূর্দ্ধজা। স্মৃতা তু দুর্গকান্তারে মাতৃবৎ পরিরক্ষতি ॥ ১০ ॥ বিশেষেণ তু রাজেন্দ্র সাবিত্রীতীর্থমুত্তমম্। স্নাত্বাচম্য বিধানেন মনোবাক্কায়কর্ম্মভিঃ ॥ ১১ ॥ প্রাণায়ামৈর্দহেদ্দোষান্ সপ্তজন্মার্জ্জিতান্ বহূন্। আপো হি ষ্ঠেতি মন্ত্রেণ প্রোক্ষয়েদাত্মনস্তনুম্ ॥ ১২ ॥ নব ষট্ চ তথা তিস্রস্তত্র তীর্থে নৃপোত্তম। আপো হি ষ্ঠেতি ত্রিরাবৃত্ত্যা প্রতিগ্রাহৈর্ন লিপ্যতে ॥ ১৩ ॥ অঘমর্ষণং ত্র্যচং তোয়ে যথাবেদমথাপি বা। উপপাপৈর্ন লিপ্যেত পদ্মপত্রমিবাম্ভসা ॥ ১৪ ॥ ত্র্যাপং হি কুরুতে বিপ্র

ছিলেন। হে পার্থ! নর এই আশ্বিনতীর্থের যে কোন স্থানে স্নান ও পিতৃদেবগণের তর্পণ করিয়া সুরূপ ও সুভগ হয় ।৮—১৪।

। নবনবত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৯৯

দ্বিশততম অধ্যায়।

শ্রীমার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে পার্থ! ইহারই পর অনুত্তম সাবিত্রীতীর্থে গমন করিবে। বেদমাতা মহাভাগা সাবিত্রী এখানে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! সাবিত্রী কে? বুধগণ কেন ইঁহার আরাধনা করেন? তিনি প্রসন্ন হইলে কিরূপ বরদান করেন? এ সকল আমার নিকট বর্ণন করুন। মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—ইনি পদ্মা, পদ্মাসন ব্রহ্মাকর্তৃক অধিষ্ঠিতা ও পদ্মাসনে উপবেশনপূর্ব্বক যোগনিরতা, ইঁহার তেজ সাবিত্র অর্থাৎ সূর্য্যসদৃশ, এজন্য ইঁহাকে সাবিত্রী বলে। ইনি পদ্মাননা, পদ্মবর্ণা এবং ইঁহার নয়নকান্তি পদ্মপত্রের ন্যায়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ নিত্য ইঁহাকে যথাবিধি ধ্যান করিবেন। ব্রহ্মহত্যাপাপভয়ে শূদ্র কদাচ ইঁহার চিন্তা করিবে না, শূদ্র যদি সাবিত্রী উচ্চারণ বা ধারণ করে, তবে নিশ্চিতই তাহার নরকে পতন হয়। শূদ্র বেদোচ্চারণ করিবামাত্র স্বধর্ম্মপরিপালক ক্ষত্রিয়গণ তাহার জিহ্বাচ্ছেদন করিবেন। শূদ্রসম্বন্ধে ইহাই বেদবিনিশ্চয়। সাবিত্রী বালা, বালেন্দুকিরণা, রক্তাম্বরপরিধানা ও অনুলিপ্তাঙ্গী। দিবারাত্রির উত্তমসন্ধি সময়ে উষাকালে ইঁহার সম্যক্ ধ্যান করিতে হয়। ইহা সাবিত্রীর প্রাতঃসন্ধ্যায় ধ্যেয় রূপ। অনন্তর মধ্যাহ্ন সন্ধ্যার ধ্যান,—মধ্যাহ্নকালে—ইঁহার কুচযুগ উত্তুঙ্গ ও পীবর, ইনি সুমুখী, শুভদর্শনা, সর্ব্বাভরণসম্পন্না, শ্বেত মাল্য ও অনুলেপনধারিণী, শ্বেতবস্ত্রাবচ্ছন্না এবং শ্বেত যজ্ঞোপবীতধারিণী। মধ্যাহ্নকালে ইঁহার এইরূপ ভুক্তিমুক্তিদা তরুণীমূর্ত্তির ধ্যান করিবে। হে পার্থ! পুনরায় প্রদোষে ইঁহার শ্বেতবর্ণ পাণ্ডুর মূর্দ্ধজ রূপের ধ্যান কর্ত্তব্য। হে রাজেন্দ্র! সাবিত্রী দুর্গ কান্তারে মাতার ন্যায় রক্ষা করেন; বিশেষতঃ মানব অনুত্তম সাবিত্রীতীর্থে যথাবিধি স্নান ও আচমন করিয়া প্রাণায়াম দ্বারা সপ্তজন্মার্জ্জিত মন, বাক্ ও কায়কৃত পাপনিচয় দগ্ধ করিতে সমর্থ হয়। হে নরোত্তম! দ্বিজ সাবিত্রীতীর্থে "আপো হি ষ্ঠা" ইত্যাদি মন্ত্রে নয়, ছয়, কিংবা তিন বার আত্মদেহ প্রক্ষালিত করিবেন, দ্বিজ এ তীর্থে বারত্রয় "আপো হি ষ্ঠা" ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া প্রতিগ্রহপাপে লিপ্ত হন না।১—১৩। সাবিত্রীতীর্থজলে যথামতি অঘমর্ষণ মন্ত্র পাঠ করিয়া দ্বিজ নলিনীদলগত জলের

উল্লেখত্রয়মাচরেৎ। চতুর্থং কারয়েদ্যস্ত ব্রহ্মহত্যাং ব্যপোহতি ॥ ১৫ ॥ দ্রুপদাখ্যশ্চ যো মন্ত্রো বেদে বাজসনেয়কে। অন্তর্জলে সকৃজ্জপ্তঃ সর্ব্বপাপক্ষয়ঙ্করঃ ॥ ১৬ ॥ উদুত্যমিতি মন্ত্রেণ পূজয়িত্বা দিবাকরম্। গায়ত্রীঞ্চ জপেদ্দেবীং পবিত্রাং বেদমাতরম্ ॥ ১৭ ॥ গায়ত্রীং তু জপেদ্দেবীং যঃ সন্ধ্যানন্তরং দ্বিজঃ। সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো ব্রহ্মলোকং স গচ্ছতি ॥ ১৮ ॥ দশভির্জন্মভির্জাতং শতেন তু পুরাকৃতম্। ত্রিযুগং তু সহস্রেণ গায়ত্রী হন্তি কিল্বিষম্ ॥ ১৯ ॥ গায়ত্রীসারমাত্রোঽপি বরং বিপ্রঃ সুযন্ত্রিতঃ। নাযন্ত্রিতশ্চতুর্ব্বেদী সর্ব্বাশী সর্ব্ববিক্রয়ী ॥ ২০ ॥ সন্ধ্যাহীনোঽশুচির্নিত্যমনর্হঃ সর্ব্বকর্ম্মসু। যদন্যৎ কুরুতে কিঞ্চিন্ন তস্য ফলভাগ্‌ভবেৎ ॥ ২১ ॥ সন্ধ্যাং নোপাসতে যস্তু ব্রাহ্মণো মন্দবুদ্ধিমান। স জীবন্নেব শূদ্রঃ স্যান্মৃতঃ শ্বা সম্প্রজায়তে ॥ ২২ ॥ সাবিত্রীতীর্থমাসাদ্য সাবিত্রীং যো জপেদ্দ্বিজঃ। ত্রৈবিদ্যং তু ফলং তস্য জায়তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২৩ ॥ পিতৄনুদ্দিশ্য যঃ স্নাত্বা পিণ্ডনির্বপণং নৃপ। কুরুতে দ্বাদশাব্দানি তৃপ্যন্তি তৎপিতামহাঃ ॥ ২৪ ॥ সাবিত্রীতীর্থমাসাদ্য যঃ কুর্য্যাৎ প্রাণসঙ্ক্ষয়ম্। ব্রহ্মলোকং বসেত্তাবদ্যাবদাভূতসম্প্লবম্ ॥ ২৫ ॥ পূর্ণে চৈব ততঃ কাল ইহ মানুষ্যতাং গতঃ। চতুর্ব্বেদো দ্বিজো রাজন্ জায়তে বিমলে কুলে ॥ ২৬ ॥ ধনধান্যচয়োপেতঃ পুত্রপৌত্রসমন্বিতঃ। ব্যাধিশোকবিনির্ম্মুক্তো জীবেচ্চ শরদাং শতম্ ॥ ২৭ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে সাবিত্রীতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০০ ॥

একাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহীপাল দেবতীর্থমনুত্তমম। যত্র সিদ্ধা মহাভাগা দেবাঃ সেন্দ্রা যুধিষ্ঠির ॥ ১ ॥ স্নানং দানং জপো হোমঃ স্বাধ্যায়ো দেবতার্চ্চনম্। তত্র তীর্থপ্রভাবেণ কৃতমানন্ত্যমশ্নুতে ॥ ২ ॥ বিশেষাদ্ভাদ্রপদে তু কৃষ্ণপক্ষে ত্রয়োদশীম্।

ন্যায় উপপাতকে লিপ্ত হন না। যে দ্বিজ সাবিত্রীতীর্থজলে বারত্রয় আচমন কিংবা পূর্ব্বোক্ত "আপো হিষ্ঠাদি" মন্ত্রে বারত্রয় দেহ প্রক্ষালন করেন অথবা বারত্রয় আচমন ও 'আপো হি ষ্ঠা'দি মন্ত্রে বারত্রয় দেহ প্রক্ষালন, এককালে এই কার্য্যচতুষ্টয়ের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহার ব্রহ্মহত্যাপাতক দূর হয়। বাজসনেয়ক বেদে যে দ্রুপদাখ্য মন্ত্র নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, অন্তর্জলে নিমগ্ন হইয়া সেই দ্রুপদাখ্য মন্ত্র জপ করিলে সর্ব্বপাপ বিনষ্ট হয়। অনন্তর দ্বিজ "উদুত্য" ইত্যাদি মন্ত্রে দিবাকরের পূজা করিয়া বেদমাতা পবিত্রা গায়ত্রী জপ করিবেন। যে দ্বিজ সন্ধ্যান্তে গায়ত্রী জপ করেন, তিনি সর্ব্বপাপবিমুক্ত হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া থাকেন। দশবার গায়ত্রীজপে ইহজন্মকৃত, শতবার জপে পুরাকৃত এবং সহস্র জপে ত্রিযুগসঞ্চিত পাপ বিনষ্ট হয়। যাহার গায়ত্রীমাত্র সার, সুযন্ত্রিত তাদৃশ বিপ্রও বরং উত্তম; কিন্তু সর্ব্বাশী, সর্ব্ববিক্রয়ী অযন্ত্রিত ত্রিবেদী বা চতুর্ব্বেদী দ্বিজও, শ্রেষ্ঠ নহেন। যে দ্বিজ সন্ধ্যাহীন সে সতত অশুচি; কোন কর্ম্মেই তাদৃশ দ্বিজ পূজার্হ নহেন। সন্ধ্যা পরিত্যাগ করিয়া সে দ্বিজ অন্য যে কার্য্য করে, তাহার ফলভাগী হয় না। যে মন্দবুদ্ধি দ্বিজ সন্ধ্যা উপাসনা করে না, সে জীবদ্দশায় শূদ্র, আর মরিয়া কুক্কুরযোনিলাভ করে। যে দ্বিজ সাবিত্রীতীর্থে আগমনপূর্ব্বক সাবিত্রী জপ করেন, তাঁহার ত্রৈবিদ্যফল লাভ হয়,' সংশয় নাই। হে নৃপ! যে ব্যক্তি এখানে স্নান করিয়া পিতৃগণের উদ্দেশে পিণ্ডদানাদি করে, তদীয় পিতৃপিতামহগণ দ্বাদশবার্ষিকী তৃপ্তিলাভ করেন। যিনি সাবিত্রীতীর্থে গমন করিয়া প্রাণত্যাগ করেন, কল্পকাল পর্য্যন্ত তাঁহার ব্রহ্মলোকে বাস হয়। কাল পূর্ণ হইলে তিনি পুনরায় ইহ সংসারে মানুষলোক লাভ করেন। হে রাজন! তিনি চতুর্ব্বেদী দ্বিজ হইয়া বিমলকুলে জন্ম লন এবং ধনধান্যযুক্ত, পুত্রপৌত্রসমন্বিত, ও ব্যাধিশোকবিমুক্ত হইয়া শতবৎসর জীবিত থাকেন। ১৪ - ২৭।

দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২০০ ॥

একাধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

শ্রীমার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে মহীপাল! অনন্তর অত্যুত্তম দেবতীর্থে গমন করিবে। এখানে ইন্দ্রাদি মহাভাগ দেবগণ সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। হে যুধিষ্ঠির! দেবতীর্থে স্নান, দান, জপ, হোম, স্বাধ্যায় ও দেবপূজা কৃত হইলে, তীর্থপ্রভাবে সে সকল অনন্ত ফলদ হইয়া থাকে। এই তীর্থ দেবগণের অধ্যুষিত ও সর্ব্বতীর্থোত্তম, বিশেষতঃ

প্রধানং সর্ব্বতীর্থানাং দেবৈরধ্যাসিতং পুরা ॥ ৩॥ স্নাত্বা ত্রয়োদশীদিনে শ্রাদ্ধং কৃত্বা বিধানতঃ। দেবৈঃ সংস্থাপিতং দেবং সম্পূজ্য বৃষভধ্বজম্। সর্ব্বপাপ-বিনির্ম্মুক্তো রুদ্রলোকমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৪॥

ইতি শ্রীস্কান্দে দেবতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈ-কাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০১ ॥

দ্ব্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। তস্যৈবানন্তরং চান্যচ্ছিখি-তীর্থমনুত্তমম্। প্রধানং সর্ব্বতীর্থানাং পঞ্চায়তন-মুত্তমম্ ॥১॥ তত্র তীর্থে তপস্তপ্ত্বা শিখার্থং হব্যবাহনঃ। শিখাং প্রাপ্য শিখী ভূত্বা শিখাখ্যং স্থাপয়ন্ শিবম্ ॥ ২ ॥ প্রতিপচ্ছুক্লপক্ষে যা ভবেদাশ্বযুজে নৃপ। তদা তীর্থবরে গত্বা স্নাত্বা বৈ নর্ম্মদাজলে ॥ ৩ ॥ দেবা-নৃষীন্ পিতৃংশ্চান্যাংস্তর্পয়েত্তিলবারিণা। হিরণ্যং ব্রাহ্মণে দদ্যাৎ সন্তর্প্য চ হুতাশনম্ ॥ ৪ ॥ গন্ধমাল্যৈ-স্তথা ধূপৈস্ততঃ সম্পূজয়েচ্ছিবম্। অনেন বিধি-নাভ্যর্চ্য শিখিতীর্থে মহেশ্বরম্ ॥ ৫ ॥ বিমানেনা-র্কবর্ণেন হ্যপ্সরোগণসংবৃতঃ। গীয়মানস্তু গন্ধর্ব্বৈ রুদ্রলোকং স গচ্ছতি ॥ ৬ ॥ শত্রুক্ষয়মবাপ্নোতি তেজস্বী জায়তে ভুবি ॥ ৭ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে শিখিতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম দ্ব্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০২ ॥

ত্র্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। ততো গচ্ছেদ্ধরাধীশ কোটিতীর্থমনুত্তমম্। যত্র সিদ্ধা মহাভাগাঃ কোটি-সংখ্যা মহর্ষয়ঃ ॥ ১ ॥ তপঃ কৃত্বা সুবিপুলমৃষিভিঃ স্থাপিতঃ শিবঃ। তথা কোটীশ্বরী দেবী চামুণ্ডা মহিষার্দ্দিনী ॥ ২ ॥ কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দ্দশ্যাং মাসি ভাদ্র-পদে নৃপ। তীর্থকোটীঃ সমাহূয় মুনিভিঃ স্থাপিতঃ শিবঃ ॥ ৩ ॥ তস্যাং তিথৌ চ হস্তর্ক্ষং সর্ব্বপাপ-প্রণাশনম্। তত্র তীর্থে তদা গত্বা স্নানং কৃত্বা সমাহিতঃ ॥ ৪ ॥ নরকাদুদ্ধরত্যাশু পুরুষানেক-বিংশতিম্। তিলোদকপ্রদানেন কিমুত শ্রাদ্ধদো

ভাদ্রমাসের কৃষ্ণা ত্রয়োদশীতে দেবতীর্থ সমধিক প্রশস্ত। মানব ভাদ্রকৃষ্ণা-ত্রয়োদশীতে এখানে যথোচিত স্নান ও পিতৃশ্রাদ্ধ করিয়া দেবগণ-প্রতিষ্ঠিত বৃষভধ্বজের পূজা করিলে সর্ব্বপাপবিমুক্ত হইয়া রুদ্রলোক লাভ করে। ১ ৪।

একাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২০১ ॥

দ্ব্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—ইহারই পর অন্য এক অনুত্তম শিখিতীর্থ। এই তীর্থ সর্ব্বতীর্থোত্তম ও পঞ্চায়তনবিশিষ্ট। হব্যবাহন এখানে শিখা-লাভার্থ তপস্যা করিয়াছিলেন। তপস্যায় তিনি শিখা লাভ করিয়া শিখী হন ও শিখাখ্য শিবলিঙ্গ স্থাপন করেন। হে নৃপ! আশ্বিন মাসের শুক্লা প্রতিপৎ সমাগত হইলে এই তীর্থবরে গমন করিয়া নর্ম্মদা-নীরে স্নান করিবে; তারপর তিলোদক দ্বারা ঋষি ও পিতৃগণের তর্পণ এবং ব্রাহ্মণকে হিরণ্য-দান করিয়া হুতাশনের তৃপ্তিসাধন করিবে। অনন্তর গন্ধ, মাল্য ও ধূপদ্বারা শিবের পূজা করিবে। মানব এইরূপ বিধানে শিখিতীর্থে মহেশের পূজা করিয়া অর্কবর্ণবিমানে অপ্সরোগণে পরিবৃত ও গন্ধর্ব্বগণকর্ত্তৃক গীয়মান হইয়া রুদ্রলোকে গমন করেন। কালে তিনি তেজস্বী হইয়া ভূতলে জন্ম গ্রহণ করেন। তাহার শত্রুকুল ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। ১—৭।

দ্ব্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২০২ ॥

ত্র্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

শ্রীমার্কণ্ডেয় কহিলেন—হে ধরাধীশ! অনন্তর অনুত্তম কোটিতীর্থে গমন করিবে। এখানে কোটিসংখ্যক মহাভাগ মহর্ষি সিদ্ধ হইয়াছিলেন। মহর্ষিগণ বিপুল তপস্যা করিয়া এক শিব প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাঁহারা কোটীশ্বরী নামে মহিষমর্দ্দিনী চামুণ্ডামূর্ত্তিও প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। হে নৃপ! মুনিগণ ভাদ্রমাসের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীতে কোটিতীর্থের আবাহন করিয়া এখানে শিবপ্রতিষ্ঠা করেন। এই ভাদ্র-কৃষ্ণচতুর্দ্দশীর সহিত হস্তানক্ষত্রযোগে এ তীর্থ সর্ব্বপাপপ্রণাশন হয়। তৎকালে এ তীর্থে গমন করিয়া সমাহিত মনে স্নান করিলে মানব নরক হইতে একবিংশতি পুরুষকে আশু উদ্ধার করিতে পারে। এ দিনে কেবল তিলোদক প্রদানেই

নরঃ॥ ৫॥ স্নানং দানং জপো হোমঃ স্বাধ্যায়ো দেবতার্চ্চনম্। তস্য তীর্থস্য যোগেন সর্ব্বং কোটিগুণং ভবেৎ॥ ৬॥

ইতি শ্রীস্কান্দে কোটিতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ত্র্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ২০৩॥

চতুরধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। ভৃগুতীর্থং ততো গচ্ছেত্তীর্থরাজমনুত্তমম্। পৈতামহং মহাপুণ্যং সর্ব্বপাতকনাশনম্॥ ১॥ ব্রহ্মণা তত্র তীর্থে তু পুরা বর্ষশতত্রয়ম্। আরাধনং কৃতং শম্ভোঃ কস্মিংশ্চিৎ কারণান্তরে॥ ২॥ যুধিষ্ঠির উবাচ। কিমর্থং মুনিশার্দ্দুল ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ। আরাধয়দ্দেবদেবং মহাভক্ত্যা মহেশ্বরম্॥ ৩॥ আরাধ্যঃ সর্ব্বভূতানাং জগদ্ভর্ত্তা জগদ্‌গুরুঃ। শ্রোতব্যং শ্রোতুমিচ্ছামি মহদাশ্চর্য্যমুত্তমম্॥ ৪॥ ধর্ম্মপুত্রবচঃ শ্রুত্বা মার্কণ্ডেয়ো মুনীশ্বরঃ। কথয়ামাস তদ্বৃত্তমিতিহাসং পুরাতনম্॥ ৫॥ মার্কণ্ডেয় উবাচ। স্বপুত্রিকামভিগন্তুমিচ্ছন্ পূর্ব্বং পিতামহঃ। শপ্তশ্চ দেবদেবেন কোপাবিষ্টেন সত্তম॥ ৬॥ বেদাস্তব বিনঙ্ক্ষ্যন্তি জ্ঞানং চ কমলাসন। অপূজ্যঃ সর্ব্বলোকানাং ভবিষ্যসি ন সংশয়ঃ॥ ৭॥ এবং দত্তে ততঃ শাপে ব্রহ্মা খেদাবৃতস্তদা। রেবায়া উত্তরে কূলে স্নাত্বা বর্ষশতত্রয়ম্। তোষয়ামাস দেবেশং তুষ্টঃ প্রোবাচ শঙ্করঃ॥ ৮॥ পূজ্যস্ত্বং ভবিতা লোকে প্রাপ্তে পর্ব্বণিপর্ব্বণি। অহমত্র চ বৎস্যামি দেবৈশ্চ পিতৃভিঃ সহ॥ ৯॥ শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। তদাপ্রভৃতি তত্তীর্থং খ্যাতিং প্রাপ্তং পিতামহাৎ। সর্ব্বপাপহরং পুণ্যং সর্ব্বতীর্থেষ্বনুত্তমম্॥ ১০॥ তত্র ভাদ্রপদে মাসি কৃষ্ণপক্ষে বিশেষতঃ। অমাবাস্যাং তু যঃ স্নাত্বা তর্পয়েৎ পিতৃদেবতাঃ॥ ১১॥ পিণ্ডদানেন চৈকেন তিলতোয়েন বা নৃপ। তৃপ্যন্তি দ্বাদশাব্দানি পিতরো নাত্র সংশয়ঃ॥ ১২॥ কন্যাগতে তু যস্তত্র নিত্যং শ্রাদ্ধপ্রদো ভবেৎ। অবাপ্য তৃপ্তিং তৎপূর্ব্বে বল্গন্তি চ হসন্তি চ॥ ১৩॥ সর্ব্বেষু পিতৃতীর্থেষু

পিতৃলোকের উদ্ধার হয়; শ্রাদ্ধদানের ত কথাই নাই। স্নান, দান, জপ, হোম, স্বাধ্যায় ও দেবতার্চ্চনা—এতীর্থযোগে সকলই কোটিগুণ ফলদ হয়। ১—৬।

ত্র্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥২০৩॥

চতুরধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—অনন্তর সর্ব্বতীর্থোত্তম ভৃগুতীর্থে গমন করিবে। এই ভৃগুতীর্থ সর্ব্বপাতকনাশন মহাপুণ্য পৈতামহতীর্থে বিদ্যমান। পূর্ব্বে পিতামহ ব্রহ্মা কোন কারণবশতঃ এখানে শতত্রয় বৎসর শম্ভুর আরাধনা করেন। যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে ঋষিশার্দ্দুল! জগদ্‌গুরু জগদ্ভর্ত্তা সর্ব্বভূতের আরাধ্য, লোকপিতামহ ব্রহ্মা কি নিমিত্ত পরম ভক্তিভরে দেবদেব মহেশের আরাধনা করেন? আমি তাঁহার শ্রবণযোগ্য মহাশ্চর্য্য অনুত্তম মহিমা শ্রবণে অভিলাষী। তখন মুনীশ্বর মার্কণ্ডেয় ধর্ম্মপুত্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া তদ্বৃত্তান্তসম্বলিত পুরাতন ইতিহাস বর্ণন করিতে লাগিলেন। মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে সত্তম! পিতামহ ব্রহ্মা পূর্ব্বে স্বীয় কন্যাগমনে অভিলাষী হইলে কোপবিষ্ট দেবদেব শঙ্কর তাঁহাকে অভিশাপ প্রদান করেন। বলেন,—হে কমলাসন! তোমার বেদনিচয় বিনষ্ট হইবে, তোমার জ্ঞান লোপ পাইবে আর নিঃসংশয় তুমি সর্ব্বলোকে অপূজ্য হইবে। শঙ্কর এইরূপ অভিশাপ করিলে ব্রহ্মা অতীব দুঃখিত হইলেন। তিনি রেবার উত্তরকূলে গমন করিয়া শতত্রয় বৎসর তপস্যা করত শঙ্করের তুষ্টি সাধন করিলেন। ব্রহ্মার তপস্যায় তুষ্ট শঙ্কর কহিলেন,—তুমি পর্ব্বে পর্ব্বে লোকগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইবে। আমিও দেব ও পিতৃগণের সহিত এইখানে বাস করিব। ১—৯। মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—তদবধি এই তীর্থ পৈতামহ তীর্থ নামে খ্যাতিলাভ করিল। এই পৈতামহ তীর্থ সর্ব্বপাপহর, পুণ্য ও সর্ব্বতীর্থোত্তম। হে নৃপ! যে নর ভাদ্রমাসে বিশেষতঃ ভাদ্রকৃষ্ণামাবস্যায় পৈতামহতীর্থে স্নান করিয়া তিলোদক দ্বারা দেব-পিতৃগণের তর্পণ করে, কিংবা পিণ্ডদান করে, একটী মাত্র পিণ্ডদানেই তদীয় পিতৃগণ দ্বাদশবার্ষিকী তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকেন। এ বিষয়ে সংশয় নাই। যে মানব সৌর আশ্বিন মাসে নিত্য এখানে শ্রাদ্ধ প্রদান করেন, তদীয় পূর্ব্বপুরুষগণ তৃপ্তিলাভ করিয়া আস্ফালন ও হাস্য করিয়া থাকেন। অখিল

শ্রাদ্ধং কুর্ব্বন্তি যৎফলম্। তৎফলং সমবাপ্নোতি দর্শে তত্র ন সংশয়ঃ॥ ১৪॥ পৈতামহে নরঃ স্নাত্বা পূজয়ন্ পার্ব্বতীপতিম্। মুচ্যতে নাত্র সন্দেহঃ পাতকৈশ্চোপপাতকৈঃ॥ ১৫॥ তত্র তীর্থে মৃতানাং তু নরাণাং ভাবিতাত্মনাম্। অনিবর্ত্তিকা গতী রাজন্ রুদ্রলোকাদসংশয়ম্॥ ১৬॥

ইতি শ্রীস্কান্দে পৈতামহতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম চতুরধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ২০৪॥

পঞ্চাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। গচ্ছেত্ততঃ ক্ষোণিনাথ তীর্থং পরমশোভনম্। কুর্কুরীনাম বিখ্যাতং সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্॥ ১॥ যং যং প্রার্থয়তে কামং পশুপুত্রধনাদিকম্। তং তং দদাতি দেবেশী কুর্কুরী তীর্থদেবতা॥ ২॥ ক্ষেত্রপালো বসেত্তত্র ঢৌণ্ঢেশো নাম নামতঃ। তস্য চারাধনং কৃত্বা নারী বা পুরুষোঽপি বা॥ ৩॥ বন্দনাদপি রাজেন্দ্র দৌর্ভাগ্যং নাশমাপ্নুয়াৎ। অপুত্রো লভতে পুত্রমধনো ধনমুত্তমম্॥ ৪॥ নারী নরস্তথাপ্যেবং লভতে কামমুত্তমম্। স্পর্শনাদ্দর্শনাত্তস্য তীর্থস্য বিধিপূর্ব্বকম্॥ ৫॥

ইতি শ্রীস্কান্দে কুর্কুরীতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম পঞ্চাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ২০৫॥

ষড়ধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। গচ্ছেত্ততঃ ক্ষোণিনাথ তীর্থং পরমশোভনম্। সর্ব্বপাপহরং পুণ্যং দশকন্যেতি বিশ্রুতম্। মহাদেবকৃতং পুণ্যং সর্ব্বকামফলপ্রদম্॥ ১ তত্র তীর্থে মহাদেবো দশকন্যা গুণান্বিতাঃ। ব্রহ্মণো বরয়ামাস হ্যুদ্বাহনং যুযোজ হ॥ ২॥ তদাপ্রভৃতি তত্তীর্থং দশকন্যেতি বিশ্রুতম্। সর্ব্বপাপহরং পুণ্যমক্ষয়ং কীর্ত্তিতং ফলম্॥ ৩॥ তত্র তীর্থে তু যঃ কন্যাং দদাতি সমলঙ্কৃতাম্। প্রাপ্নোতি পুরুষো দত্বা যথাশক্ত্যা স্বলঙ্কৃতাম্॥ ৪॥ তেন দানোত্থপুণ্যেন পূতাত্মানো নরাধিপ। বসন্তি রোমসংখ্যানি বর্ষাণি

পিতৃতীর্থে শ্রাদ্ধকরিলে যে ফল হয়, অমাবস্যায় পিতামহতীর্থে শ্রাদ্ধপ্রভাবে সেই সকল ফললাভ হয়, সংশয় নাই। যে মানব পৈতামহ তীর্থে স্নান করিয়া পার্ব্বতীপতির পূজা করে, সে নিশ্চয়ই পাতক ও উপপাতকনিচয় হইতে মুক্ত হয়। হে রাজন্! পৈতামহ তীর্থে মৃত ভাবিতাত্মা নরগণের রুদ্রলোকে গতি হয়, কদাচ তাঁহাদিগকে রুদ্রলোক হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয় না।১০—১৬।

চতুরধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২০৪॥

পঞ্চাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

শ্রীমার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে ক্ষিতিনাথ! অনন্তর সর্ব্বপাপপ্রণাশন পরম শোভন বিখ্যাত কুর্কুরী নামক তীর্থে গমন করিবে। এ তীর্থের দেবতা কুর্কুরী। এখানে পশু, পুত্র কিংবা ধনাদি যে যে বস্তু প্রার্থনা করা যায়, তীর্থদেবী কুর্কুরী তৎসমস্ত প্রদান করিয়া থাকেন। ঢৌণ্ঢেশ নামক জনৈক গণপ এখানে বাস করিয়া সতত ক্ষেত্র রক্ষা করেন, নর কিম্বা নারী তাহার আরাধনা করিবে; হে রাজেন্দ্র! ঢৌণ্ঢেশের বন্দনায় দৌর্ভাগ্য বিনষ্ট হয়, অপুত্র পুত্র লাভ করে, নির্ধন ধন প্রাপ্ত হয়। নরই হউক আর নারীই হউক, যথাবিধি এই কুর্কুরী তীর্থের দর্শন ও স্পর্শনে পূর্ব্বোক্ত ও অন্যান্য অখিল কামনা লাভ করে।১—৫।

পঞ্চাধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২০৫॥

ষড়ধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

শ্রীমার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে ক্ষোণীনাথ! অনন্তর পুণ্য পরমশোভন সর্ব্বপাপহর বিখ্যাত দশকন্যাতীর্থে গমন করিবে। এই সর্ব্বকামফলপ্রদ দশকন্যা তীর্থের নির্ম্মাতা দেবদেব মহাদেব। মহাদেব এখানে ব্রহ্মার গুণান্বিতা দশ কন্যাকে বিবাহার্থ বরণ করেন এবং ঐ কন্যাগণের বিবাহ কার্য্য সম্পাদন করেন। তদবধি এই তীর্থ দশকন্যা নামে বিখ্যাত হইয়াছে। এই তীর্থের পুণ্যফল অক্ষয় ও উহা সর্ব্বপাপপ্রশমনে সমর্থ। মানব দশকন্যাতীর্থে সমলঙ্কৃতা কন্যা দান করিবে। এখানে যথাশক্তি সমলঙ্কৃতা কন্যাদানে মানব নিম্নলিখিত ফল লাভ করে। হে নরাধিপ! পূতাত্মা মানবগণ কন্যাদানপুণ্যপ্রভাবে কন্যার রোমসমসংখ্যক বৎসর শিবসন্নিধানে বাস করেন

শিবসন্নিধৌ ॥ ৫ ॥ ততঃ কালেন মহতা ত্বিহ লোকে নরেশ্বর। মানুষ্যং প্রাপ্য দুষ্প্রাপং ধন কোটীপতির্ভবেৎ ॥ ৬ ॥ তত্র তীর্থে তু যো ভক্ত্যা স্নাত্বা বিপ্রায় কাঞ্চনম্। সম্প্রযচ্ছতি শান্তায় সোঽত্যন্তং সুখমশ্নুতে ॥ ৭ ॥ বাচিকং মানসং বাপি কর্ম্মজং যৎ পুরাকৃতম্। তৎসর্ব্বং বিলয়ং যাতি স্বর্ণদানেন ভারত ॥ ৮ ॥ নরো দত্ত্বা সুবর্ণং চ অপি বালাগ্রমাত্রকম্। তত্র তীর্থে দিবং যাতি মৃতো নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ ৯ ॥ তত্র বিদ্যাধরৈঃ সিদ্ধৈর্বিমানবরমাস্থিতঃ। পূজ্যমানো বসেত্তাবদ্যাবদাভূতসম্প্লবম্ ॥ ১০ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে দশকন্যাতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ষড়ধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০৬ ॥

সপ্তাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। তস্যাগ্রে পাবনং তীর্থং স্বর্ণবিন্দ্বিতি বিশ্রুতম্। যত্র স্নাত্বা দিবং যান্তি মৃতাশ্চ ন পুনর্ভবম্ ॥ ১ ॥ তত্র তীর্থে তু যঃ স্নাত্বা দত্তে বিপ্রায় কাঞ্চনম্। তেন যত্তু ফলং প্রোক্তং

হে নরেশ! তিনি দীর্ঘকাল শিবলোক-বাসের পর ইহসংসারে দুর্লভ মানবদেহ লাভ করিয়া কোটি কোটি ধনের অধিপতি হন। যে মানব ভক্তি-পূর্ব্বক দশকন্যাতীর্থে স্নান করিয়া শান্ত দ্বিজকে কাঞ্চন দান করে, তাহার অনন্ত পুণ্য লাভ হয়। হে ভারত! এখানে স্বর্ণদানে পুরাকৃত বাচিক, মানস ও কর্ম্মজ সর্ব্ববিধ পাপই বিলয় প্রাপ্ত হয়। মানব এখানে কেশাগ্রতুল্য কাঞ্চন দান করিয়াও দেহাবসানে বিমানবরে আরোহণপূর্ব্বক স্বর্গলোকে গমন করেন এবং তথায় কল্পকাল পর্য্যন্ত সিদ্ধ বিদ্যাধরগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া বাস করিয়া থাকেন।১—১০।

ষড়ধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২০৬ ॥

সপ্তাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

শ্রীমার্কণ্ডেয় কহিলেন,—দশকন্যাতীর্থের সম্মুখে পরমপাবন বিখ্যাত স্বর্ণবিন্দুতীর্থ বিদ্যমান। এখানে স্নান করিয়া মানব দেহান্তে স্বর্গে গমন করে; তাহার আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। যে মানব এখানে স্নান

তচ্ছৃণুষ্ব মহীপতে ॥ ২ ॥ সর্ব্বেষামেব রত্নানাং কাঞ্চনং রত্নমুত্তমম্। অগ্নিতেজঃসমুদ্ভূতং তেন তৎপরমং ভুবি ॥ ৩ ॥ তেনৈব দত্তা পৃথিবী সশৈলবনকাননা। সপত্তনপুরা সর্ব্বা কাঞ্চনং যঃ প্রযচ্ছতি ॥ ৪ ॥ মানসং বাচিকং পাপং কর্ম্মণা যৎ পুরাকৃতম্। তৎসর্ব্বং নশ্যতি ক্ষিপ্রং স্বর্ণদানেন ভারত ॥ ৫ ॥ স্বর্ণদানন্তু যো দত্ত্বা হ্যপি বালাগ্রমাত্রকম্। তত্র তীর্থে মৃতো যাতি দিবং নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ ৬ ॥ তত্র বিদ্যাধরৈঃ সিদ্ধৈর্বিমানবরমাস্থিতঃ। পূজ্যমানো বসেত্তাবদ্যাবদাভূতসংপ্লবম্ ॥ ৭ ॥ পূর্ণে তত্র ততঃ কালে প্রাপ্য মানুষ্যমুত্তমম্। সুবর্ণকোটিসহিতে গৃহে বৈ জায়তে দ্বিজঃ ॥ ৮ ॥ সর্ব্বব্যাধিবিনির্ম্মুক্তঃ সর্ব্বলোকেষু পূজিতঃ। জীবেদ্বর্ষশতং সাগ্রং রাজসংসৎসু বিশ্রুতঃ ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে স্বর্ণবিন্দুতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম সপ্তাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০৭ ॥

ও দ্বিজকে কাঞ্চন দান করে, দানপ্রভাবে তাহার যে পুণ্যফল কথিত হয়; হে মহীপতে! তাহা শ্রবণ কর। সর্ব্ববিধ রত্নমধ্যে কাঞ্চন শ্রেষ্ঠ রত্ন, ইহা অগ্নিতেজ হইতে সমুদ্ভূত; এইজন্যই ভূতলে কাঞ্চন শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছে। যে ব্যক্তি কাঞ্চন দান করেন, তাহার সশৈলবনকাননা ও সপুর-পত্তনা সমগ্রা ধরিত্রী দান করা হয়। হে ভারত! স্বর্ণদানে পুরাকৃত মানস, বাচিক ও কর্ম্মজ সর্ব্ববিধ পাপই বিনষ্ট হইয়া থাকে। যে মানব এখানে কেশাগ্রসম স্বর্ণ দান করেন, দেহাবসানে তিনি বিমানবরে আরোহণপূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিয়া থাকেন এবং তথায় সিদ্ধবিদ্যাধরগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া কল্পকাল বাস করেন। অনন্তর কাল পূর্ণ হইলে তিনি উত্তম মানুষজন্ম লাভ করেন। কোটি-সুবর্ণসমাকীর্ণ দ্বিজগৃহে তাহার জন্ম হয়। সেই দ্বিজ সর্ব্বব্যাধিবিবর্জ্জিত ও সর্ব্বলোকপূজিত হইয়া কিঞ্চিদধিক শতবৎসর জীবিত থাকেন এবং রাজ-সভায় তিনি বিখ্যাতি লাভ করেন।১—৯।

সপ্তাধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২০৭ ॥

অষ্টাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। ভূমিপাল ততো গচ্ছেত্তীর্থং পরমশোভনম্। বিখ্যাতং ত্রিষু লোকেষু পিতৃণামৃণমোচনম্॥ ১॥ তত্র স্নাত্বা বিধানেন সন্তর্প্য পিতৃদেবতাঃ। মনুষ্যাশ্চ নৃপশ্রেষ্ঠ দানং দত্ত্বানৃণো ভবেৎ॥ ২॥ ইচ্ছন্তি পিতরঃ সর্ব্বে স্বার্থহেতোঃ সুতং যতঃ। পুন্নাম্নো নরকাৎ পুত্রোঽস্মানয়ং মোচয়িষ্যতি॥ ৩॥ পিণ্ডদানং জলং তাত ঋণমুত্তমমুচ্যতে। পিতৃণাং তদ্ধি বৈ প্রোক্তমৃণং দৈবমতঃ পরম্॥ ৪॥ অগ্নিহোত্রং তথা যজ্ঞাঃ পশুবন্ধস্তথেষ্টয়ঃ। ইতি দেবঋণং প্রোক্তং শৃণু মানুষ্যকং ততঃ॥ ৫॥ ব্রাহ্মণেষু চ তীর্থেষু দেবায়তনকর্ম্মসু। প্রতিশ্রুত্য দদেত্তদ্ব্যবহারঃ কৃতো যথা॥ ৬॥ ঋণত্রয়মিদং প্রোক্তং পুত্রাণাং ধর্ম্মনন্দন। সৎপুত্রাস্তে তু রাজেন্দ্র স্নাত্বা য ঋণমোচনে॥ ৭॥ ঋণত্রয়াদ্বিমুচ্যন্তে হ্যপুত্রাঃ পুত্রিণস্তথা। তস্মাত্তীর্থবরং প্রাপ্য পুত্রেণ নিয়তাত্মনা। পিতৄংস্তর্পণং কার্য্যং পিণ্ডদানং বিশেষতঃ॥ ৮॥ তত্র তীর্থে হুতং দত্তং গুরবস্তোষিতা যদি। মৃতানা' সপ্ত জন্মানি ফলমক্ষয়মশ্নুতে॥ ৯॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ঋণমোচনতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নামাষ্টাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ॥২০৮॥

অষ্টাধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে ভূমিপাল! অনন্তর ত্রিলোকবিখ্যাত পরমশোভন ঋণমোচন তীর্থে গমন করিবে। এ তীর্থে পিতৃগণের ঋণ মোচন হয়। হে নৃপসত্তম! মানব এ তীর্থে যথাবিধি স্নান, পিতৃদেবগণের তর্পণ ও দ্বিজকে দান করিয়া অঋণী হয়। পিতৃগণ স্বার্থবশে সুতকামনা করেন; মনে করেন,—পুত্র আমাদিগকে পুন্নামনরক হইতে ত্রাণ করিবে। হে তাত! পিতৃগণের উদ্দেশে দেয় জল পিণ্ডই উত্তম পিতৃঋণ কথিত হয়। অতঃপর দেবঋণ কথিত হইতেছে। অগ্নিহোত্র, যজ্ঞ এবং পশুবন্ধনরূপ সত্রসমূহ দেবঋণ। মানুষঋণ শ্রবণ কর। দ্বিজে, তীর্থে, এবং দেবায়তন নির্ম্মাণে যাহা প্রতিশ্রুত হওয়া যায় ইহাকে মানুষঋণ কহে। দানসম্বন্ধে আবার বিশেষ এই যে নিজে যেরূপ বস্তু ব্যবহার করিবে, দানদ্রব্যও তদ্রূপ হইবে। হে ধর্ম্মনন্দন! এই তোমার নিকট ত্রিবিধ ঋণ কথিত হইল, হে রাজেন্দ্র! সৎপুত্রগণই ঋণমোচন-নীরে অবগাহন করিয়া ঋণত্রয় হইতে মুক্ত হন; কেবল ইহাই নহে, ঋণমোচন তীর্থপ্রভাবে, অপুত্র মানবেরাও পুত্রবান হইয়া থাকেন। অতএব নিয়তাত্মা তনয় তীর্থবর ঋণমোচনে গমন করিয়া পিতৃগণের উদ্দেশে তর্পণ, বিশেষতঃ পিণ্ডদান করিবেন। এ তীর্থে মৃতগণের উদ্দেশে হোম, দান ও গুরুসন্তোষজনক কর্ম্ম করিলে সপ্তজন্ম পর্য্যন্ত তাঁহাদের অনন্তফল ভোগ হয়।১—৯।

অষ্টাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২০৮॥

নবাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। তস্মৈবানন্তরং পার্থ পুষ্কলীতীর্থমুত্তমম্। তত্র তীর্থে নরঃ স্নাত্বা হ্যশ্বমেধফলং লভেৎ॥ ১॥ ক্ষমানাথং ততো গচ্ছেত্তীর্থং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতম্। দেবদানবগন্ধর্ব্বৈরপ্সরোভিশ্চ সেবিতম্॥ ২॥ তত্র তিষ্ঠতি দেবেশঃ সাক্ষাদ্রুদ্রো মহেশ্বরঃ। ভারেণ মহতা জাতো ভারভূতিরিতি স্মৃতঃ॥ ৩॥ যুধিষ্ঠির উবাচ। ভারভূতীতি বিখ্যাতং তীর্থং সর্ব্বগুণান্বিতম্। শ্রোতুমিচ্ছামি বিপ্রেন্দ্র পরং কৌতূহলং হি মে॥ ৪॥ শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। ভারভূতিসমুৎপত্তিং শৃণু পাণ্ডবসত্তম। বিস্তরেণ যথা প্রোক্তা পুরা দেবেন শম্ভুনা॥ ৫॥

নবাধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

শ্রীমার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে পার্থ! ইহারই পর অনুত্তম পুষ্কলীতীর্থ। এখানে স্নান করিয়া মানব অশ্বমেধফল লাভ করে। অনন্তর ত্রিলোকবিখ্যাত ক্ষমানাথ তীর্থে গমন করিবে। দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ এই ক্ষমানাথ তীর্থের সেবা করেন। সাক্ষাৎ মহেশ্বর দেবেশ রুদ্র এখানে বাস করেন। এ তীর্থের অপর নাম ভারভূতি বলিয়া কথিত হয়। কোন এক মহাভার হইতেই ঐরূপ নামের সৃষ্টি হইয়াছে। যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে বিপ্রেন্দ্র! সর্ব্বগুণান্বিত বিখ্যাত ভারভূতি তীর্থের কথা শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি, এ বিষয়ে আমার পরম কৌতূহল জন্মিতেছে।১—৪ মার্কণ্ডেয় কহিলেন, —হে পাণ্ডবসত্তম! ভারভূতি তীর্থের উৎপত্তি সম্বন্ধে পূর্ব্বে শঙ্কর যেরূপ বিস্তারপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন,

আসীৎ কৃতযুগে বিপ্রো বেদবেদাঙ্গপারগঃ। বিষ্ণু-
শর্ম্মেতি বিখ্যাতঃ সর্ব্বশাস্ত্রার্থপারগঃ ॥ ৬ ॥ ক্ষমা
দমো দয়া দানং সত্যং শৌচং ধৃতিস্তথা। বিদ্যা
বিজ্ঞানমাস্তিক্যং সর্ব্বং তস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ৭ ॥
ঈদৃগ্গুণা হি যে বিপ্রা ভবন্তি নৃপসত্তম। পতিতা-
ন্নরকে ঘোরে তারয়ন্তি পিতৄংস্ত তে ॥ ৮ ॥ ইন্দ্রিয়ৈ-
র্লোলুপা বিপ্রা যে ভবন্তি নৃপোত্তম। পতন্তি
নরকে ঘোরে রৌরবে পাপমোহিতাঃ ॥ ৯ ॥ যে
ক্ষান্তদান্তাঃ শ্রুতিপূর্ণকর্ণা জিতেন্দ্রিয়াঃ প্রাণি-
বধান্নিবৃত্তাঃ। প্রতিগ্রহে সঙ্কুচিতাগ্রহস্তাস্তে ব্রাহ্মণা-
স্তারয়িতুং সমর্থাঃ ॥ ১০ ॥ এবং গুণাগণাকীর্ণো
ব্রাহ্মণো নর্ম্মদাতটে। বসতে ব্রাহ্মণৈঃ সার্দ্ধং
শিলোঞ্ছবৃত্তিজীবনঃ ॥ ১১ ॥ তাদৃশং ব্রাহ্মণং জ্ঞাত্বা
দেবদেবো মহেশ্বরঃ। দ্বিজরূপধরো ভূত্বা তস্যাশ্রম-
মগাৎ স্বয়ম্ ॥ ১২ ॥ দৃষ্ট্বা তং ব্রাহ্মণৈঃ সার্দ্ধমুচ্চ-
রন্তং পদক্রমম্। অভিবাদয়তে বিপ্রং স্বাগতেন চ
পূজিতঃ ॥ ১৩ ॥ প্রোবাচ তং মুহূর্ত্তেন ব্রাহ্মণো
বিস্ময়ান্বিতঃ। কিমর্থং ত্বদ্বটো ব্রূহি কিং করোমি
তবেপ্সিতম্ ॥ ১৪ ॥ বটুরুবাচ। বিদ্যার্থিনমনুপ্রাপ্তং
বিদ্ধি মাং দ্বিজসত্তম। দদাসি যদি মে বিদ্যাং ততঃ
স্থাস্যামি তে গৃহে ॥ ১৫ ॥ ব্রাহ্মণ উবাচ। সর্ব্বে-
ষামেব বিপ্রাণাং বটো ত্বং গোত্র উত্তমে। দানানাং
পরমং দানং কথং বিদ্যা চ দীয়তে ॥ ১৬ ॥ গুরু-
শুশ্রূষয়া বিদ্যা পুষ্কলেন ধনেন বা। অথবা বিদ্যয়া
বিদ্যা ভবতীহ ফলপ্রদা ॥ ১৭ ॥ বটুরুবাচ।
যথান্যে বালকাঃ স্নাতাঃ শুশ্রূষন্তি হ্যহর্নিশম্। তথাহং
বটুভিঃ সার্দ্ধং শুশ্রূষামি ন সংশয়ঃ ॥ ১৮ ॥ তথেতি
চোক্তো বিপ্রেন্দ্রঃ পাঠয়ংস্তং দিনেদিনে। বর্ত্ততে সহ
শিষ্যৈঃ স শিলোঞ্ছাদ্যুপহারয়ন্ ॥ ১৯ ॥ ততঃ কতি-
পয়াহোভিঃ প্রোক্তো বটুভিরীশ্বরঃ। পঞ্চনদ্যাং
বটো কর্ম্ম কুরু ক্রমত আগতম্ ॥ ২০ ॥ তথেতি চোক্তো
দেবেশো ভারগ্রামমুপাগতঃ। ধ্যাত্বা বনস্পতীঃ সর্ব্বা
ইদং বচনমব্রবীৎ ॥ ২১ ॥ যাবদাগচ্ছতে বিপ্রো

তাহা শ্রবণ কর। সত্যযুগে বিষ্ণুশর্ম্মা নামে জনৈক বেদবেদাঙ্গপারগ সর্ব্বশাস্ত্রপারদর্শী বিখ্যাত দ্বিজ ছিলেন; ক্ষমা, দম, দয়া, দান, সত্য, শৌচ, ধৃতি, বিদ্যা, বিজ্ঞান, আস্তিক্য প্রভৃতি গুণনিচয় তাঁহাতে অধিষ্ঠিত ছিল। হে নৃপসত্তম! এইরূপ গুণসম্পন্ন বিপ্রগণই ঘোর নরকপতিত পিতৃগণের উদ্ধার সাধন করিয়া থাকেন। হে নৃপোত্তম! যে সকল দ্বিজ ইন্দ্রিয়লোলুপ, তাহারাই পাপমোহিত হইয়া রৌরব নরকে পতিত হয়। যাঁহারা ক্ষান্ত দান্ত ও জিতেন্দ্রিয়, শ্রুতিবাক্যে যাঁহাদের কর্ণযুগল পূর্ণ, যাঁহারা প্রাণিহিংসা হইতে নিবৃত্ত, প্রতিগ্রহ বিষয়ে যাঁহাদের দক্ষিণ হস্ত সঙ্কুচিত, তাদৃশ দ্বিজগণই পিতৃগণের উদ্ধার করিতে সমর্থ। দ্বিজ বিষ্ণুশর্ম্মাও এই সকল গুণে সমাকীর্ণ ছিলেন। তিনি শিলোঞ্ছ বৃত্তি দ্বারা জীবন ধারণপূর্ব্বক অন্যান্য দ্বিজগণ সহ নর্ম্মদাতীরে বাস করিতেন। একদা দেবদেব মহেশ বিষ্ণুশর্ম্মাকে তাদৃশ গুণসম্পন্ন জানিয়া দ্বিজরূপ ধারণ করত স্বয়ং তাঁহার আশ্রমে আগমন করেন। বিষ্ণুশর্ম্মা তখন দ্বিজগণ সহ বেদপদক্রম উচ্চারণ করিতেছিলেন। তিনি সমাগত দ্বিজকে দর্শন করিয়া স্বাগতবাক্যে তাঁহার অভিভাষণ করিলে দ্বিজরূপী শম্ভুও তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন এবং বিস্মিতহৃদয়ে অবিলম্বে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। বলিলেন,—হে বটো! তুমি কিজন্য আগমন করিয়াছ? তোমার কি অভীষ্টসাধন করিব? বটু বলিলেন,—হে দ্বিজসত্তম! আমাকে বিদ্যার্থী বলিয়াই বিদিত হউন। আপনি যদি আমাকে বিদ্যাদান করেন, তবে আমি আপনার গৃহে বাস করিব। ব্রাহ্মণ বিষ্ণুশর্ম্মা বলিলেন,—বটো! তুমি দ্বিজগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। উত্তম গোত্রে তোমার উৎপত্তি হইয়াছে; এদিকে বিদ্যাও অখিল দানের মধ্যে উত্তম; কিন্তু তোমাকে সেই উত্তম বিদ্যা দান কিরূপে করিব? কেবল গুরুগৃহবাসেই বিদ্যা হয় না, গুরুশুশ্রূষা, বিপুল, ধনদান কিম্বা বিদ্যা দ্বারা বিদ্যালাভ হয়, এবং এই সকলের যে কোন উপায়ে লব্ধ বিদ্যাই ফলপ্রদা হইয়া থাকে। বটু বলিলেন,—অন্যান্য স্নাতক বালকগণ যেরূপ অহর্নিশ আপনার শুশ্রূষা করে, আমিও তাহাদের সহিত মিলিত হইয়া নিঃসংশয় আপনার তাদৃশ শুশ্রূষা করিব। অনন্তর দ্বিজবর বিষ্ণুশর্ম্মা 'তাহাই হউক' বলিয়া বটুর বাক্যে অঙ্গীকারপূর্ব্বক প্রতিদিন তাঁহাকে পড়াইতে লাগিলেন। বটুও তদীয় শিষ্যগণ সহ শিলোঞ্ছাদি আহরণ করত তথায় অবস্থান করিলেন। ৫—১৯। শিষ্যগণই পর্য্যায়ক্রমে গুরুগৃহে রন্ধনাদি কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। একদা বটুর বার উপস্থিত; শিষ্যগণ কহিলেন,—বটো! অদ্য তুমি রন্ধনাদি কর। বটুরূপী দেবেশ 'তাহাই হউক' কহিয়া ভারগ্রামে গমন করিলেন এবং তত্রত্য বনস্পতিগণের ধ্যান করিয়া নিম্নলিখিত বাক্য বলিলেন;—দেবেশ বলিলেন,—যে পর্য্যন্ত দ্বিজ বিষ্ণুশর্ম্মা শিষ্যগণ সহ

বটুভিঃ সহ মন্দিরম্। অদর্শনাভিঃ কর্ত্তব্যং ত্বাবদন্নং সুসংস্কৃতম্॥ ২২ ॥ এবমুক্তা তু তাঃ সর্ব্বা বিশ্বরূপো মহেশ্বরঃ। ক্রীড়নার্থং গতস্তত্র বটুবেষধরঃ পৃথক্॥ ২৩ ॥ দৃষ্ট্বা সমাগতং তত্র বটুবেষধরং পৃথক্। ধিক্ ত্বাং চ পরুষং বাক্যমুচুস্তে গিরিসন্নিধৌ॥ ২৪ ॥ ক্ষুৎক্ষামকণ্ঠাঃ সর্ব্বে চ গত্বা তু কিলমন্দিরম্। ত্বয়া সিদ্ধেন চান্নেন তৃপ্তিং যাস্যামহে বয়ম্॥ ২৫ ॥ তদ্বৃথা চিন্তিতং সর্ব্বং ত্বয়াগত্য কৃতং দ্বিজ। মিথ্যাপ্রতিজ্ঞেন সতা ত্বয়ানুষ্ঠিতমদ্য তে॥২৬॥ বটুরুবাচ। সন্তাপমনুতাপং বা ভোজনার্থং দ্বিজর্ষভাঃ। মা কুরুধ্বং যথান্যায়ং সিদ্ধেহন্নে গৃহমেষ্যথ ২৭॥ বটুরুবাচ। দিনশেষেণ চাস্মাকং পচতাং চ দিনে দিনে। নিষ্পত্তিং যাতি বা নেতি তদসিদ্ধম শেষতঃ॥ ২৮॥ অসিদ্ধং সিদ্ধমস্মাকং যত্ত্বয়া সমুদাহৃতম্। দৃষ্টানৃতং গতাস্তত্র ত্বাং বদ্ধাম্ভসি নিক্ষিপে॥ ২৯॥ বটুরুবাচ। ভোভোঃ শৃণুধ্বং সর্ব্বেহত্র সোপাধ্যায়া দ্বিজোত্তমাঃ। প্রতিজ্ঞাং মম দুর্দ্ধর্ষাং যাং শ্রুত্বা বিস্ময়ো ভবেৎ॥ ৩০ ॥ যদি সিদ্ধমিদং সর্ব্বমন্নং স্যাদাশ্রমে গুরোঃ। যূয়ং বদ্ধা ময়া সর্ব্বে ক্ষেপ্তব্যা নর্ম্মদাম্ভসি ॥ ৩১॥ অথবান্নং ন সিদ্ধং স্যাদ্বদ্ধ্বা দৃঢবন্ধনৈঃ। গুরোস্তু পশ্যতো বদ্ধা ক্ষেপ্তব্যোঽহং নর্ম্মদাহ্রদে॥ ৩২॥ তথেতি কৃত্বা তে সর্ব্বে সময়ং গুরুসন্নিধৌ। স্নাত্বা জাপ্যবিধানেন ভূতগ্রামং ততো যযুঃ॥ ৩৩॥ দৃষ্ট্বা তে বিস্ময়ং জগ্মুর্বিপুলং তে ভক্ষ্যভোজনে। ষড়্রসেন নৃপশ্রেষ্ঠ ভুক্ত্বা হুত্বা পৃথক্ পৃথক্॥ ৩৪॥ ততঃ প্রোবাচ বচনং হৃষ্টপুষ্টো দ্বিজোত্তমঃ। বরদোঽস্মি বরং বৎস বৃণু যত্তব রোচতে॥ ৩৫॥ সাঙ্গোপাঙ্গাশ্চ তে বেদাঃ শাস্ত্রাণি বিবিধানি চ। প্রতিভাস্যন্তি তে বিপ্র মদীয়োঽস্তু বরস্তয়ম্॥ ৩৬॥ প্রণম্য বটুভিঃ সার্দ্ধং স চিক্রীড় যথাসুখম্। দ্বিতীয়ে তু ততঃ প্রাপ্তে দিবসে

গৃহে আগমন না করেন, তৎকাল মধ্যে তোমরা অদৃশ্য হইয়া সুসংস্কৃত অন্ন প্রস্তুত কর, দেখিও কেহ যেন তোমাদিগকে দর্শন না করে। বিশ্বরূপ মহেশ বনস্পতিগণকে এইরূপ কহিয়া পুনরায় বটুবেশে ক্রীড়ার্থ বিষ্ণুশর্ম্মার শিষ্যগণ সন্নিধানে গমন করিলেন। তাঁহারা গিরিসন্নিধানে ক্রীড়া করিতেছিলেন; বটুকে সমাগত দর্শন করিয়া তাঁহাকে পরুষবাক্যে তিরস্কার করিতে লাগিলেন; বলিলেন,—তোমাকে ধিক্! আমরা সকলেই ক্ষুৎক্ষামকণ্ঠ, মনে করিয়াছিলাম,—তুমি অন্ন নিষ্পন্ন করিয়াছ, আমরা আশ্রমে গিয়া সেই অন্ন দ্বারা তৃপ্তিলাভ করিব। হে দ্বিজ! তুমি এস্থানে উপস্থিত হইয়া আমাদের চিন্তিত বিষয় বিফল করিয়াছ। তুমি মিথ্যাপ্রতিজ্ঞ; অদ্য তুমি অতীব নিন্দিত কার্য্য করিয়াছ। বটু বলিলেন,—হে দ্বিজবর্য্যগণ! আপনারা ভোজনার্থ অনুতাপ সন্তাপ করিবেন না, আমি যথাযোগ্য অন্ন নিষ্পন্ন করিয়াছি। আপনারা এক্ষণে গৃহে আগমন করুন। বিষ্ণুশর্ম্মার শিষ্যগণ মধ্যে একজন বলিয়া উঠিলেন,—আমরা যখন রন্ধন করি, আমাদের সেই রন্ধন নিষ্পন্ন হইতে প্রতিদিনই দিনের অবসান হয়; দিনাবসানেই আমাদের অন্নাদি নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, কখনও এত শীঘ্র আমাদের রন্ধন নিষ্পন্ন হয় না। তুমি বলিতেছ—অন্ন নিষ্পন্ন করিয়াছ, আমাদের মনে হয় উহা সত্য নহে; যাহা হউক, আমরা গৃহে আগমন করিতেছি। যদি তোমার বাক্য মিথ্যা হয়, তবে তোমাকে বন্ধন করিয়া নর্ম্মদানীরে নিক্ষেপ করিব। বটু বলিলেন,—হে দ্বিজোত্তমগণ! উপাধ্যায় সহ আপনারা সকলেই আমার বাক্য শ্রবণ করুন। আমার প্রতিজ্ঞা অতীব কঠোর; অবশ্য তাহা শুনিলে আপনাদের বিস্ময় সমুদ্ভূত হইবে। যদি গুরুর আশ্রমে সর্ব্ববিধ অন্ন নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, তবে আমিও আপনাদিগকে বন্ধন করিয়া নর্ম্মদাজলে নিক্ষেপ করিব; অথবা যদি অন্ন নিষ্পন্ন না-হইয়া থাকে, তবে গুরুর সমক্ষে আপনারা আমাকে দৃঢ়বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া নর্ম্মদাহ্রদে নিক্ষেপ করিবেন। তখন বিষ্ণুশর্ম্মার শিষ্যগণও গুরুসমীপে 'তাহাই হউক' বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। সকলেই জাপ্যবিধানে নর্ম্মদাজলে স্নান করিয়া ভূতগ্রামে উপনীত হইলেন। দেখিলেন,—বিপুল ভক্ষ্যভোজ্য প্রস্তুত, তদ্দর্শনে শিষ্যগণও বিস্মিত হইলেন। হে নৃপবর! সকলেই পৃথক্ পৃথক্ ষড়্রসসমন্বিত ভক্ষ্য-ভোজ্য দ্বারা হোম ও ভোজন সম্পন্ন করিলেন। অনন্তর দ্বিজোত্তম বিষ্ণুশর্ম্মা হৃষ্টতুষ্ট হইয়া বটুকে বলিলেন,—বৎস! আমি তোমার বরদ; তোমার রুচি অনুসারে বর প্রার্থনা কর। হে বিপ্র! আমি বলিতেছি,—সাঙ্গোপাঙ্গ বেদনিচয় ও বিবিধ শাস্ত্রে তুমি প্রতিভাশালী হইবে। ২০—৩৬। গুরুর বরদানান্তে বটু ও অন্যান্য শিষ্যগণসহ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া তাঁহাদের সহিত

নর্ম্মদাজলে ॥ ৩৭ ॥ ক্রীড়নার্থং গতাঃ সর্ব্বে সোপাধ্যায়া যুধিষ্ঠির । ততঃ স্মৃত্বা পণং সর্ব্বে ভাষয়িত্বা বিধানতঃ ॥ ৩৮ ॥ উপাধ্যায়মথোবাচ নত্বা দেবঃ কৃতাঞ্জলিঃ । জলে প্রক্ষেপয়াম্যদ্য নিষ্প্রতিজ্ঞান বটূন্ প্রভো ॥ ৩৯ ॥ তদ্দেবস্য বচঃ শ্রুত্বা নষ্টাস্তে বটবো নৃপ । গুরোস্তু পশ্যতো রাজন ধাবমানা দিশো দশ ॥ ৪০ ॥ বায়ুবেগেন দেবেন লুণ্ঠিতাস্তে সমন্ততঃ । ভারং বদ্ধা তু সর্ব্বেষাং বটনাঞ্চ নরেশ্বর ॥ ৪১ ॥ শাপানুগ্রাহকো দেবোহাক্ষিপত্তোয়ে যথা গৃহে । ততো বিষাদমগমদ্দৃষ্ট্বা তান্নর্ম্মদাজলে ॥ ৪২ ॥ গুরুণা বটুরুক্তোহথ কিমেতৎ সাহসং কৃতম্ । এতেষাং মাতৃপিতরো বালকানাং গৃহেহঙ্গনাঃ ॥ ৪৩ ॥ যদি পৃচ্ছন্তি তে বালান্ ক্ব গতান কথয়ামাহম্ । এবং স্থিতে মহাভাগ যদি কশ্চিন্মরিষ্যতি ॥ ৪৪ ॥ তদা স্বকীয়জীবেন ত্বং যোজয়িতুমর্হসি । মৃতেষু তেষু বিপ্রেষু ন জীবে নিশ্চয়ো মম ॥ ৪৫ ॥ ব্রহ্মহত্যাশ্চ তে বহ্ব্যো ভবিষ্যন্তি মৃতে ময়ি দ্বিজবন্ধনমাত্রেণ নরকো ভবতি ধ্রুবম্ ॥ ৪৬ ॥ মরণাদ্যাং গতিং যাসি ন তাং বেদ্মি দ্বিজাধম । এবমুক্তঃ স্মিতং কৃত্বা দেবদেবো মহেশ্বরঃ ॥ ৪৭ ॥ ভারভূতেশ্বরে তীর্থ উজ্জহার জলাদ্দ্বিজান । মুক্তা ভরস্তু দেবেন চ্ছাদয়িত্বা তু তান দ্বিজান ॥ ৪৮ ॥ লিঙ্গং প্রতিষ্ঠিতং তত্র ভারভূতেতি বিশ্রুতম্ । মৃতাংস্তান্ বৈ দ্বিজান দৃষ্ট্বা ব্রহ্মহত্যা নিরাকৃতা ॥ ৪৯ ॥ গতানি পঞ্চ বৈ দৃষ্ট্বা ব্রহ্মহত্যাশতানি বৈ । ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টো দৃষ্ট্বা তান্ বালকান্ গুরুঃ ॥ ৫০ ॥ নান্যস্য কস্যচিচ্ছক্তিরেবং স্যাদীশ্বরং বিনা । জ্ঞাত্বা তং দেবদেবেশং প্রণামমকরোদ্দ্বিজঃ ॥ ৫১ ॥ অজ্ঞানেন ময়া সর্ব্বং যদুক্তং পরমেশ্বর । অপ্রিয়ং যৎকৃতং সর্ব্বং ক্ষন্তব্যং তন্মম প্রভো ॥ ৫২ ॥ দেব উবাচ । ভবান গুরুর্ভবান দেবো ভবান্মম পিতামহঃ । বেদগর্ভ নমস্তেহস্তু নাস্তি কশ্চিদ্ব্যতিক্রমঃ ॥ ৫৩ ॥ জনিতা চোপনেতা চ যশ্চ বিদ্যাং প্রযচ্ছতি ।

যথেচ্ছ ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। হে যুধিষ্ঠির! উপাধ্যায় সহ শিষ্যগণ দ্বিতীয় দিনে নর্ম্মদাতীরে ক্রীড়ার্থ গমন করিলেন, তাঁহাদের সকলেরই মনে পণ-বৃত্তান্ত স্মরণ হইল। বটু উপাধ্যায়কে যথাবিধি প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন। বলিলেন,—প্রভো! অদ্য আমি ব্যর্থপ্রতিজ্ঞ বিদ্যার্থিগণকে নর্ম্মদাজলে নিক্ষেপ করিব। হে নৃপ! বটুরূপী দেবের বাক্যে শিষ্যগণ নিষ্প্রভ হইয়া গেলেন। হে রাজন! তাঁহারা গুরুর সমক্ষেই দশদিকে ধাবমান হইলেন। শাপানুগ্রহসমর্থ দেবদেব বটু বায়ুবেগে তাঁহাদের পশ্চাৎ ধাবন করিয়া সকলকেই ধরিয়া ফেলিলেন। চারিদিক হইতে একে একে সকলকেই আনিয়া একত্র করিলেন এবং সকলকেই ভারবদ্ধ করিয়া গৃহমধ্যে নিক্ষেপের ন্যায় নর্ম্মদানীরে নিক্ষিপ্ত করিলেন। শিষ্যগণকে নর্ম্মদাজলে নিক্ষিপ্ত দেখিয়া বিষ্ণুশর্ম্মা বিষণ্ণ হইলেন, বটুকে বলিলেন,—তুমি এরূপ দুঃসাহসিক কার্য্য করিলে! ইহাদের মাতা পিতা ও গৃহাঙ্গনাগণ যখন আমাকে জিজ্ঞাসা করিবে—বালকগণ কোথায় গিয়াছে? তখন আমি তাহাদের বাক্যে কি উত্তর করিব। হে মহাভাগ! যদি এইরূপ বন্ধনাবস্থায় বালকগণ জলমধ্যে জীবন বিসর্জন করে, তবে তোমার জীবনবিনিময়ে তাহার পূরণ করিতে হইবে। আর যদি এই বিপ্র বালকগণ সকলেই মরিয়া যায়, তবে আমিও বাঁচিব না, অবশ্যই মরিয়া যাইব। এই সকল বালক ও আমার মরণে তোমার বহু ব্রহ্মহত্যা করা হইবে। দ্বিজগণের বন্ধনমাত্রেই নিঃসন্দেহ নরক হয়। হে দ্বিজাধম! তুমি প্রাণ ত্যাগ করিয়া কি গতি যে লাভ করিবে, তাহা আমি বলিতে পারি না! বিষ্ণুশর্ম্মা এইরূপ বলিলে দেবদেব মহেশ্বর ঈষৎ হাস্য করিয়া ভারভূতেশ্বরতীর্থবারি হইতে দ্বিজ বালকগণের উদ্ধার সাধন করিলেন। দেবেশ কর্ত্তৃক বালকগণের ভারমুক্ত হইল, এই ব্যাপারে পাঁচটি বালক পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল; দেবেশ শঙ্কর তাহাদিগের দেহ আচ্ছাদিত করিয়া তথায় বিশ্রুত ভারভূতি লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করিলেন; এই লিঙ্গ-প্রতিষ্ঠাপ্রভাবে শত শত ব্রহ্মহত্যা নিরাকৃত হইল। পরন্তু সেই পঞ্চ দ্বিজ বালককেও পুনরুজ্জীবিত করিয়া দিলেন। অনন্তর উপাধ্যায় দ্বিজ বিষ্ণুশর্ম্মা বালকগণকে অবলোকন করিয়া বিস্মিত হইলেন, ভাবিলেন,—ঈশ্বর ব্যতীত এরূপ শক্তি আর কাহারও সম্ভবে না! দ্বিজ বটুকে ঈশ্বর বলিয়া বুঝিতে পারিলেন, তিনি সেই দেবেশ শঙ্করকে প্রণামপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন,—হে পরমেশ্বর! অজ্ঞানবশতঃ আপনাকে যাহা বলিয়াছি এবং আপনার যাহা অপ্রিয় করিয়াছি, হে প্রভো! সে সকল আমায় ক্ষমা করুন। ৩৭—৫২। দেব বলিলেন,—হে ভগবন! আপনি আমার দেব, গুরু ও পিতামহ; হে বেদগর্ভ! আপনাকে নমস্কার। আমি যাহা কহিলাম, ইহার কোনই ব্যতিক্রম নাই। জন্মদাতা, উপনয়নদাতা,

অন্নদাতা ভয়ত্রাতা পঞ্চৈতে পিতরঃ স্মৃতাঃ ॥ ৫৪ ॥ এবমুক্ত্বা জগন্নাথো বিষ্ণুশর্ম্মাণমানতঃ। তত্র তীর্থে জগামাশু কৈলাসং ধরণীধরম্ ॥ ৫৫ ॥ তদাপ্রভৃতি তত্তীর্থং ভারভূতীতি বিশ্রুতম্। বিখ্যাতং সর্ব্বলোকেষু মহাপাতকনাশনম্ ॥ ৫৬ ॥ তত্র তীর্থে পুনর্ব্বৃত্তমিতিহাসং ব্রবীমি তে। সর্ব্বপাপহরং দিব্যমেকাগ্রস্থং শৃণুষ্ব তৎ ॥ ৫৭ ॥ পুরা কৃতযুগস্যাদৌ বৈশ্যঃ কশ্চিন্মহামনাঃ। সুকেশ ইতি বিখ্যাতস্তস্য পুত্রোঽতিধার্ম্মিকঃ ॥ ৫৮ ॥ সোমশর্ম্মেতি বিখ্যাতো মৃতঃ পৃথুললোচনঃ। স সখায়ং বণিক্‌পুত্রং কঞ্চিচ্চক্রে দরিদ্রিণম্ ॥ ৫৯ ॥ সহদেবমিতি খ্যাতং সর্ব্বকর্ম্মসু কোবিদম্। একদা তু সমং তেন ব্যবহারমচিন্তয়ৎ ॥ ৬০ ॥ সখে সমুদ্রযানেন গচ্ছাবোত্তরণৈঃ শুভৈঃ। ভাণ্ডং বহু সমাদায় মদীয়ে দ্রব্যসাধনে ॥ ৬১ ॥ পরং তীরং গমিষ্যাব উৎকর্ষস্ত্বাবয়োঃ সমঃ। ইতি তৌ মন্ত্রয়িত্বা তু মন্ত্রবৎ সমভীপ্সিতম্ ॥ ৬২ ॥ সর্ব্বং প্রয়াণকং গৃহ্য যানরূঢ়ো লবণোদধিম্। তৌ গত্বা তু পারং [illegible] বিক্রীয় পুরতস্তদা ॥ ৬৩ ॥ প্রাপ্তৌ বহু সুবর্ণঞ্চ রত্নানি বিবিধানি চ। নাবং তাং সঙ্গতাং কৃত্বা পশ্চাত্তাবারুরোহতুঃ ॥ ৬৪ ॥ নাবমম্বুজলে দৃষ্ট্বা নিশীথে স্বর্ণসম্ভৃতাম্। দৃষ্ট্বা তু সোমশর্ম্মাণমুৎসঙ্গে কৃতমস্তকম্ ॥ ৬৫ ॥ শয়ানমতিবিশ্বস্তং সহদেবো ব্যচিন্তয়ৎ। এষ নিদ্রাবশং যাতো ময়ি প্রাণানিধায় বৈ ॥ ৬৬ ॥ অস্যাধীনমিদং সর্ব্বং দ্রব্যরত্নমশেষতঃ। উৎকর্ষার্দ্ধন্তু মে দদ্যাদত্র গত্বেতি বা নবা ॥ ৬৭ ॥ ইতি নিশ্চিত্য মনসা পাপস্তং লবণোদধৌ। চিক্ষেপ সোমশর্ম্মাণং পাপধ্যাতেন চেতসা ॥ ৬৮ ॥ উত্তীর্য্য তরণাত্তস্মাচ্চাপি সংগৃহ্য তদ্ধনম্। ততঃ কতিপয়াহোভিঃ সংযুক্তঃ কালধর্ম্মণা ॥ ৬৯ ॥ গতো যমপুরং ঘোরং গৃহীতো যমকিঙ্করৈঃ। স নীতস্তেন মার্গেণ যত্র সন্তপতে রবিঃ ॥ ৭০ ॥ কৃত্বা দ্বাদশধাত্মানং সম্প্রাপ্তে প্রলয়ে যথা। সুতীক্ষ্ণাঃ কণ্টকা যত্র যত্র

বিদ্যাদাতা, অন্নদাতা এবং ভয় হইতে ত্রাণকর্ত্তা এই পাঁচ জন পিতা বলিয়া অভিহিত হন। বিশ্বস্বামী জগৎপতি ভারভূততীর্থে বিষ্ণুশর্ম্মাকে এইরূপ বলিয়া সত্বর কৈলাস শৈলে আগমন করিলেন। তদবধি এই মহাপাতকনাশন ভারভূতি তীর্থ সর্ব্বলোকে বিখ্যাতি লাভ করিল। এই ভারভূতি তীর্থসম্বন্ধে আর একটী পুরাতন ইতিহাস আছে, সেই সর্ব্বপাপহর দিব্য ইতিবৃত্ত বর্ণন করিতেছি, একাগ্রমনা হইয়া শ্রবণ কর। পুরাকালে সত্যযুগের প্রথম সময়ে সুকেশ নামক জনৈক মহামনা বিখ্যাত বৈশ্য ছিলেন। তাঁহার সোমশর্ম্মা নামে পরম ধার্ম্মিক বিখ্যাত এক তনয় জন্মে; সুকেশসুত পৃথুললোচন সোমশর্ম্মা অকালে কালকবলিত হন। সোমশর্ম্মা জনৈক দরিদ্র বণিক্‌তনয়ের সহিত সখ্য করিয়াছিলেন। তাহার নাম বিখ্যাত সহদেব। সহদেব সর্ব্বকর্ম্মেই নিপুণ ছিলেন। সোমশর্ম্মা একদা সখা সহদেবের সহিত বাণিজ্যবিষয়ে পরামর্শ করেন, বলেন,—সখে! আমরা সমুদ্রযাত্রা করিব, আমাদের সহিত বহু উপযোগী বাণিজ্যপোত থাকিবে। বহু দ্রব্য লইয়া আমরা সাগরের পরপারে গমন করিব, ইহাতে আমাদের লভ্য হইবে; আর লভ্যাংশ আমরা উভয়েই তুল্যাংশে গ্রহণ করিব। তাঁহারা এইরূপ মন্ত্রণা করিয়া মন্ত্রণানুরূপ অভীপ্সিত দ্রব্যজাত বাণিজ্যপোতে আরোপিত করাইলেন এবং উভয়েই পোতারোহণে লবণজলধি বাহিয়া গমন করিতে লাগিলেন। পোত পরপারে উত্তীর্ণ হইল। তাঁহারাও সেই সকল দ্রব্য বিক্রয় করিয়া বহু সুবর্ণ ও বিবিধ রত্ন অর্জ্জন করিলেন। অনন্তর তাঁহারা সেই সকল ধনরত্ন পোতে আরোপিত করিয়া পোতারোহণে স্বদেশ প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। নিশীথ সময়ে সুবর্ণরত্নপূরিত বাণিজ্যপোত জলধির মধ্য জলে উপনীত হইল। সোমশর্ম্মা সখা সহদেবের উৎসঙ্গে মস্তক রাখিয়া নিদ্রিত হইলেন। সোমশর্ম্মা বিশ্বস্তভাবে নিদ্রা যাইতে লাগিলেন। সহদেব ভাবিলেন,—সখা সোমশর্ম্মা আমার প্রতি প্রাণ পর্য্যন্ত সমর্পণ করিয়া সুখে নিদ্রা যাইতেছেন। এই সুবর্ণ-রত্নাদি দ্রব্যজাত ইঁহারই অধীন; দেশে গিয়া লভ্যাংশের অর্দ্ধ আমাকে না দিতেও পারেন। ৫৩—৬৩। পাপমতি পাপচিন্তক সহদেব মনে মনে এইরূপ বিচার করিয়া সোমশর্ম্মাকে লবণজলধিমধ্যে নিক্ষেপ করিল এবং তাঁহার ধনরত্ন গ্রহণপূর্ব্বক নৌযানসাহায্যে সেই বাণিজ্যপোত হইতে চলিয়া গেল। অনন্তর কতিপয় দিবস অতীত হইলে সহদেব কালধর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়া যমপুরে প্রবেশ করিল, যমকিঙ্করগণও তাহাকে গ্রহণ করিল। প্রলয়কালে দিবাকর দ্বাদশধা বিভক্ত হইয়া যেরূপ তাপ দান করেন, যমকিঙ্করগণ সহদেবকে যে পথে লইয়া গেল, ঐ পথেও তপনদেব তাদৃশ কিরণ দান করিতে লাগিলেন। যে পথে সুতীক্ষ্ণ

শ্বানঃ সুদারুণাঃ ॥ ৭১ ॥ তীক্ষ্ণদংষ্ট্রা মহাব্যালা ব্যাঘ্রা যত্র মহাবৃকাঃ। সুতপ্তা বালুকা যত্র ক্ষুধা তৃষ্ণা তমো মহৎ ॥ ৭২ ॥ পানীয়স্য কথা নাস্তি ন চ্ছায়া নাশ্রমঃ ক্বচিৎ। অন্নং পানীয়সহিতং যাবক্তদীয়তে বিষম্ ॥ ৭৩ ॥ ছায়াং সম্প্রার্থ্যমানানাং ভৃশং জ্বলতি পাবকঃ। তৈর্দহ্যমানা বহুশো বিলপন্তি মুহুর্মুহুঃ ॥ ৭৪ ॥ হা ভ্রাতর্মাতঃ পুত্রেতি পতন্তি পথি মূর্চ্ছিতাঃ। ইত্থম্ভূতেন মার্গেণ স নীতো যমকিঙ্করৈঃ ॥ ৭৫ ॥ যত্র তিষ্ঠতি দেবেশঃ প্রজাসংযমনো যমঃ। তে দ্বারদেশে তং মুক্তাচচক্ষুর্যমকিঙ্করাঃ ॥ ৭৬ ॥ বদ্ধা তং গলপাশেন হ্যাসীনং মিত্রঘাতিনম্। অবধারয় দেবেশ বুধ্যস্ব যদনন্তরম্ ॥ ৭৭ ॥ যম উবাচ। ন তু পূর্ব্বং মুখং দৃষ্টং ময়া বিশ্বাসঘাতিনাম্। যে মিত্রদ্রোহিণঃ পাপাস্তেষাং কিং শাসনং ভবেৎ ॥ ৭৮ ॥ ঋষয়োহত্র বিচারার্থং নিযুক্তা নিপুণাঃ স্থিতাঃ। তে যত্র ব্রুবতে তত্র ক্ষিপধ্বং মা বিচার্য্যতাম্ ॥ ৭৯ ॥ ইত্যুক্তাস্তে তমাদায় কিঙ্করাঃ শীঘ্রগামিনঃ। মুনীশাংস্তত্র তানুচুস্তং নিবেদ্য যমাজ্ঞয়া ॥ ৮০ ॥ দ্বিজা অনেন মিত্রং স্বং প্রসুপ্তং নিশি ঘাতিতম্। বিশ্বস্তং ধনলোভেন কো দণ্ডোহস্য ভবিষ্যতি ॥ ৮১ ॥ মুনয় উচুঃ। অদৃষ্টপূর্ব্বমস্মাভির্ব্বদনং মিত্রঘাতিনাম্। কৃত্বা পটান্তরে হ্যেনং শৃণ্বন্তু গতিমস্য তাম্ ॥ ৮২ ॥ তে শাস্ত্রাণি বিচার্য্যাথ ঋষয়শ্চ পরস্পরম্। আহূয় যমদূতাংস্তানূচুর্ব্রাহ্মণপুঙ্গবাঃ ॥ ৮৩ ॥ আলোকিতানি শাস্ত্রাণি বেদাঃ সাঙ্গাঃ স্মৃতীরপি। পুরাণানি চ মীমাংসা দৃষ্টমস্মাভিরত্র চ ॥ ৮৪ ॥ ব্রহ্মঘ্নে চ সুরাপে স্তেয়ে গুর্ব্বঙ্গনাগমে। নিষ্কৃতির্ব্বিহিতা শাস্ত্রে কৃতঘ্নে নাস্তি নিষ্কৃতিঃ ॥ ৮৫ ॥ যে স্ত্রীঘ্নাশ্চ গুরুঘ্নাশ্চ যে বালব্রহ্মঘাতিনঃ। বিহিতা নিষ্কৃতিঃ শাস্ত্রে কৃতঘ্নে নাস্তি নিষ্কৃতিঃ ॥ ৮৬ ॥ বাপীকূপতড়াগানাং ভেত্তারো যে চ পাপিনঃ। উদ্যানবাটিকানাঞ্চ ছেত্তারো যে চ দুর্জ্জনাঃ ॥ ৮৭ ॥ দাবাগ্নিদাহকা যে চ সততং যেহসুহিংসকাঃ। ন্যাসাপহারিণো যে চ গরদাঃ স্বামিবঞ্চকাঃ ॥ ৮৮ ॥ মাতাপিতৃগুরূণাঞ্চ

কণ্টক, সুদারুণ কুক্কুর, তীক্ষ্ণদংষ্ট্র মহাসর্প, মহাবৃক ব্যাঘ্র ও সুতপ্ত বালুকা বিদ্যমান; যে পথ ক্ষুধাতৃষ্ণাসঙ্কুল, মহা অন্ধকারময়; যে পথে পানীয়ের প্রসঙ্গ মাত্র নাই, কুত্রাপি ছায়া নাই, আশ্রম নাই; অন্ন পানীয় প্রার্থনা করিলে যে পথে বিষ প্রদত্ত হয়; পথিকগণ ছায়া প্রার্থনা করিলে অনল যে পথে ভীষণভাবে জ্বলিয়া উঠে, সেই অনলে দহ্যমান হইয়া মানবগণ যে পথে বহু বিলাপ করে, হা ভ্রাতঃ! হা মাতঃ! হা পুত্র! বলিতে বলিতে মূর্চ্ছিত হইয়া যে পথে পতিত হয়—যমকিঙ্করগণ এইরূপ পথে সংদেবকে লইয়া গেল। দেবেশ প্রজাসংযমন যম যে স্থানে অধিষ্ঠিত, যমকিঙ্করগণ সংদেবকে লইয়া সেই গৃহদ্বারে পরিত্যাগ করিল এবং যমকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল। কিঙ্করেরা কহিল,—হে দেবেশ! সেই মিত্রঘাতীকে গলপাশে আবদ্ধ করিয়া আনয়ন করিয়াছি, আপনি প্রবুদ্ধ হউন, অতঃপর কি কর্ত্তব্য, নিশ্চয় করুন। যম বলিলেন,—আমি পূর্ব্বেও কখনও মিত্রঘাতীর বদন দর্শন করি নাই। যাহারা মিত্রদ্রোহী, তাহারা ঘোরপাপী; তাহাদের কি শাসন হইবে; পাপপুণ্যের বিচারার্থ নিপুণ মুনিগণ নিযুক্ত আছেন, তাঁহারা বিচার করিয়া ইহার যে নরক নির্দ্দেশ করেন, ইহাকে সেই নরকেই নিক্ষেপ কর। কোন বিচার বিতর্ক করিও না। যম এইরূপ বলিলে শীঘ্রগামী কিঙ্করগণও সংদেবকে লইয়া মুনীশ্বরগণসমীপে গমনপূর্ব্বক যমের আদেশ নিবেদন করিল। বলিল,—হে দ্বিজগণ! এই সংদেব ধনলোভে নিশীথসময়ে ইহার প্রসুপ্ত বিশ্বস্ত মিত্রকে নিহত করিয়াছে, ইহার কিরূপ দণ্ড হইবে? মুনিগণ কহিলেন,—আমরা ইতিপূর্ব্বে কদাচ মিত্রঘাতীর মুখদর্শন করি নাই। তোমরা ইহাকে পটান্তরে আবৃত করিয়া ইহার গতি শ্রবণ কর। অনন্তর ব্রাহ্মণপুঙ্গব ঋষিগণ পরস্পর শাস্ত্রনিচয় বিচার করিয়া যমদূতগণকে আহ্বানপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন। আমরা সাঙ্গ বেদ ও স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রনিচয় আলোচনা করিয়াছি, পুরাণ এবং মীমাংসাদি শাস্ত্রসমূহ দেখিয়াছি; শাস্ত্রে ব্রহ্মঘ্ন, সুরাপী, স্তেয়ী ও গুরুদারগামীর নিষ্কৃতি বিহিত আছে; কিন্তু কৃতঘ্নের কুত্রাপি নিষ্কৃতি নাই। যাহারা স্ত্রী, গুরু, বাল ও ব্রহ্মঘাতী শাস্ত্রে তাহাদের নিষ্কৃতি বিহিত হইয়াছে, কিন্তু কৃতঘ্নের নিষ্কৃতি বিহিত হয় নাই। ৮৪—৮৬। বাপী, কূপ ও তড়াগের ভেদকর্ত্তা পাপিগণ, যে সকল দুর্জ্জন উদ্যান-বাটিকার ছেদক, যাহারা দাবাগ্নিদ্বারা দগ্ধ করে, যাহারা সতত ভীষণ হিংসা করে, যাহারা ন্যাসাপহারী, গরদ, প্রভুবঞ্চক, মাতা-পিতাগুরুত্যাগী কিংবা তাঁহাদের প্রতি দোষ-

ত্যাগিনো দোষদায়িনঃ। স্বভর্তৃবঞ্চনপরা যা স্ত্রী গর্ভপ্রঘাতিনী॥ ৮৯॥ বিবেকরহিতা যা স্ত্রী যাস্নাতা ভোজনে রতা। দ্বিকালভোজনরতাস্তথা বৈষ্ণববাসরে॥ ৯০॥ তাসাং স্ত্রীণাং গতির্দৃষ্টা ন তু বিশ্বাসঘাতিনাম্। বিশ্বাসঘাতিনাং পুংসাং মিত্রদ্রোহকৃতাং তথা॥ ৯১॥ তেষাং গতির্ন বেদেষু পুরাণেষু চ কা কথা। ইতি স্থিতেষু পাপেষু গতিরেষাং ন বিদ্যতে॥ ৯২॥ নাস্যা গতির্মিত্রহনে বিশ্বস্তঘ্নে চ নঃ শ্রুতম্। ইতো নীত্বা যমদূতা এনং বিশ্বস্তঘাতিনম্॥ ৯৩॥ কল্পকোটিশতং সাগ্রং পর্য্যায়েণ পৃথক্ পৃথক্। নরকেষু চ সর্ব্বেষু ত্রিংশৎ-কোটিষু সঙ্খ্যয়া॥ ৯৪॥ ক্ষিপ্যতামেষ মিত্রঘ্নো বিচারো মা বিধীয়তাম্। ইতি তে বচনং শ্রুত্বা কিঙ্করাস্তং নিগৃহ্য চ॥ ৯৫॥ যত্র তে নরকা ঘোরাস্তত্র ক্ষেপ্তুং গতাস্ততঃ। তে তমাদায় নরকে ঘোরে রৌরবসংজ্ঞিতে॥ ৯৬॥ চিক্ষিপুস্তত্র পাপিষ্ঠং ক্ষিপ্তে রাবোঽভবন্মহান্। নরকস্থিতভূতেষু মোক্তব্যো নৈষ পাপকৃৎ॥ ৯৭॥ অস্য সংস্পর্শনাদেব পীড়া শতগুণা ভবেৎ। যথা ব্যথাসিকাষ্ঠৈশ্চ সমিদ্ধৈর্দ্দহনাত্মকৈঃ॥ ৯৮॥ ভবতি স্পর্শনাত্তস্য কিমেতেন কৃতামলম্। যথা দুর্জ্জনসংসর্গাৎ সুজনো যাতি লাঘবম্॥ ৯৯॥ সন্নিধানাত্তথাস্যাশু ক্ষতে ক্ষারাবসেচনম্। প্রসাদঃ ক্রিয়তামাশু নীয়তাং নরকেঽন্যতঃ॥ ১০০॥ এবমুক্তাস্ততস্তৈস্তু গতাস্তে ত্বশুচিং প্রতি। তত্র তে নারকাঃ সন্তি পূর্ব্ববত্তেঽপি চুক্রুশুঃ॥ ১০১॥ এবং তে কিঙ্করাঃ সর্ব্বেঽপর্য্যট-ন্নরকমণ্ডলে। নরকেঽপি স্থিতিস্তস্য নাস্তি পাপস্য দুর্ম্মতেঃ॥ ১০২॥ যদা তদা তু তে সর্ব্বে তং গৃহ্য যমসন্নিধৌ। গত্বা নিবেদ্য তৎসর্ব্বং যদুক্তং নারকৈর্নরৈঃ। নরকে ন স্থিতির্যস্য তস্য কিং ক্রিয়তাং বদ॥ ১০৩॥ যম উবাচ। পাপিষ্ঠ এষ বৈ যাতু যোনিং তির্য্যগ্‌নিষেবিতাম্। কালং মুনি-ভিরুদ্দিষ্টং তির্য্যগ্‌যোনিং প্রবেশ্যতাম্॥ ১০৪॥ এবমুক্তে তু বচনে প্রজাসংযমনেন চ। স গতঃ কৃমিতাং পাপো বিষ্ঠাসু চ পৃথক্ পৃথক্॥ ১০৫॥

দাতা, প্রভুবঞ্চনপরায়ণ, এমন কি গর্ভঘাতিনী, বিবেকরহিতা, অস্নাতা ভোজনরতা, দ্বিকাল ভোজিনী এবং বিষ্ণুবাসর একাদশীর দিনে ভোজন-কারিণী নারী—ইহাদিগেরও শাস্ত্রে গতি দৃষ্ট হয়, কিন্তু বিশ্বাসঘাতীর গতি কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। বিশ্বাসঘাতী ও মিত্রদ্রোহকারী নরগণের গতি বেদেই দৃষ্ট হয় না, পুরাণের আর কথা কি? ফল কথা—এইরূপ পাপকারিগণের মুক্তি নাই। হে যমদূতগণ! মিত্রঘাতী ও বিশ্বাস-ঘাতীর কোনই নিষ্কৃতি শুনা যায় না; অতএব বিশ্বাসঘাতীকে লইয়া গিয়া বধ কর। কিঞ্চি-দধিক শতকোটি কল্পকাল ইহাকে পর্য্যায় ক্রমে ত্রিশকোটি নরকে পৃথক্ পৃথক্ নিক্ষেপ কর। এ ব্যক্তি মিত্রঘাতী; অতএব ইহার সম্বন্ধে কোনরূপ বিচার-বিবেচনা কর্ত্তব্য নহে। কিঙ্করেরা ঋষিগণের আদেশ শ্রবণপূর্ব্বক তাহাকে সেই ঘোর নরকে নিক্ষেপার্থ লইয়া গেল এবং প্রথমেই তাহাকে রৌরব নামক ঘোর নরকে নিক্ষেপ করিল। সেই পাপিষ্ঠকে রৌরবে নিক্ষেপ করিল; সেই রৌরব হইতে এক মহারব উদ্ভূত হইলে রৌরববাসী নারকীরা বলিয়া উঠিল—এ ব্যক্তি পাপকারী; অতএব মুক্তির যোগ্য নহে। তাহারা আরও বলিল,—ইহার সংস্পর্শে আমাদের শারীরিক পীড়া শতগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে, প্রজ্বলিত উল্মুকে যেমন দেহ দগ্ধ হয়, ইহার সংস্পর্শে আমাদের দেহও তদ্রূপ দগ্ধ হইতেছে, জানিনা, এ ব্যক্তি কি মহাপাপই করিয়াছে! দুর্জ্জন-সংসর্গে সাধু ব্যক্তি যেরূপ অল্পকালেই লাঘবতা লাভ করে, ইহার সংসর্গেও তদ্রূপ আমাদের শরীর যেন ক্ষারজলে সিক্ত হইতেছে। হে দূতগণ! প্রসন্ন হউন, সত্বর ইহাকে লইয়া অন্য নরকে নিক্ষেপ করুন। রৌরববাসী নারকীরা এইরূপ কহিলে দূতগণ তাহাকে লইয়া অশুচি নরকের দিকে গমন করিল। সেখানেও অনেক নারকী আছে। তাহারাও পূর্ব্ববৎ চীৎকার করিয়া উঠিল। এইরূপে কিঙ্করেরা তাহাকে নরকনিকর পরি ভ্রমণ করাইলে, দুর্ম্মতি পাপ সহদেবের কুত্রাপি স্থান হইল না। কিঙ্করগণ যে যে নরকে গমন করিল, সর্ব্বত্রই এইরূপ ঘটিল। তখন দূতগণ তাহাকে লইয়া পুনরায় যমসদনে গমন করত নারকীদিগের উক্তি সকল নিবেদন করিল এবং বলিল,—যাহার নরকেও স্থান হয় না, বলুন—তাহার সম্বন্ধে কি কর্ত্তব্য? ৮৯—১০৩। যম বলিলেন,—এই পাপিষ্ঠ তির্য্যক্‌যোনিতে গমন করুক। ঋষি-গণ ঈদৃশ পাপীর যতদিন তির্য্যক্‌যোনিবাস নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ততকাল ইহার তথায় বাস হউক। প্রজাসংযমন যম এইরূপ বলিলে সেই পাপ সহদেব

ততোঽসৌ দংশমশকান পিপীলিকসমুদ্ভবান্। যূকামৎকুণকাদ্যাংশ্চ গত্বা পক্ষিত্বমাগতঃ॥ ১০৬॥ স্থাবরত্বং গতঃ পশ্চাৎ পাষাণত্বং ততঃ পরম্। সরীসৃপানজগরবরাহমৃগহস্তিনঃ॥ ১০৭॥ বৃকশ্বানখরোষ্ট্রাংশ্চ শূকরীং গ্রামজাতিকাম্। যোনিমাশ্বতরীং প্রাপ্য তথা মহিষসম্ভবাম্॥ ১০৮॥ এতাশ্চান্যাশ্চ বহ্বীর্বৈ প্রাপ যোনীঃ ক্রমেণ বৈ। স তা যোনীরনুপ্রাপ্য ধূর্য্যোঽভূদ্ভারবাহকঃ॥ ১০৯॥ স গৃহে পার্থিবেশস্য ধার্ম্মিকস্য যশস্বিনঃ। স দৃষ্ট্বা কার্ত্তিকীং প্রাপ্তামেকদা নৃপসত্তমঃ॥ ১১০॥ পুরোহিতং সমাহূয় ব্রাহ্মণাংশ্চ তথা বহূন। ন গৃহে কার্ত্তিকীং কুর্য্যাদেতন্মে বহুশঃ শ্রুতম্॥ ১১১॥ সমেতা কুত্র যাস্যাম ইতি ব্রূত দ্বিজোত্তমাঃ। যো গৃহে কার্ত্তিকীং কুর্য্যাৎ স্নানদানাদিবর্জ্জিতঃ॥ ১১২॥ সংবৎসরকৃতাৎ পুণ্যাৎ স বহির্ভবতি শ্রুতিঃ। তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন তীর্থং সর্ব্বগুণান্বিতম্॥ ১১৩॥ সহিতাস্তত্র গচ্ছামঃ স্নাতুং দাতুং চ শক্তিতঃ। এবমুক্তে তু বচনে পার্থিবেন দ্বিজোত্তমাঃ॥ ১১৪॥ ঊচুঃ শ্রেষ্ঠং নৃপশ্রেষ্ঠ রেবায়া উত্তরে তটে। ভারেশ্বরেতি বিখ্যাতং মার্কতীর্থং নৃপোত্তম॥ ১১৫॥ তত্র যামো বয়ং সর্ব্বে সর্ব্বপাপক্ষয়াবহম্। এবমুক্তঃ স নৃপতির্গৃহীত্বা প্রচুরং বসু॥ ১১৬॥ শকটং সম্ভৃতং কৃত্বা তত্র যুক্তঃ স ধুর্ব্বহঃ। যঃ কৃত্বা মিত্রহননং গোযোনিং সমুপাগতঃ॥ ১১৭॥ ইত্থং স নর্ম্মদাতীরে সম্প্রাপ্তস্তীর্থমুত্তমম্। গত্বা চতুর্দ্দশীদিনে হ্যুপবাসকৃতক্ষণঃ॥ ১১৮॥ গত্বা স নর্ম্মদাতীরে নাম রুদ্রেত্যনুস্মরন্। শুচিপ্রদেশাচ্চ মৃদং মন্ত্রেণানেন গৃহ্যতাম্॥ ১১৯॥ উদ্ধৃতাসি বরাহেণ রুদ্রেণ শতবাহুনা। অহমপ্যুদ্ধরিষ্যামি প্রজয়া বন্ধনেন চ॥ ১২০ স এবং তাং মৃদং নীত্বা মুক্ত্বা তীরে তথোত্তরে। দদর্শ ভাস্করং পশ্চান্মন্ত্রেণানেন চালভেৎ॥ ১২১॥ অশ্বক্রান্তে রথক্রান্তে বিষ্ণুক্রান্তে বসুন্ধরে। মৃত্তিকে হর মে পাপং জন্মকোটিশতার্জ্জিতম্॥ ১২২॥ তত এবং বিগাহ্যাপো মন্ত্রমেতমুদীরয়েৎ। ত্বং নর্ম্মদে

পৃথক্ পৃথক্ তির্য্যক্‌যোনি লাভ করিতে লাগিল। সে ক্রমে বিষ্ঠার কৃমি, দংশ, মশক, পিপীলিকা, যূক ও মৎকুণযোনি ভ্রমণ করিয়া পক্ষিযোনি লাভ করিল; তারপর স্থাবর হইল, স্থাবর হইতে পাষাণ হইল, এবং পাষাণ হইতে ক্রমে সরীসৃপ, অজগর, বরাহ, মৃগ, হস্তী, বৃক, কুক্কুর, খর, উষ্ট্র ও গ্রাম্যশূকরীযোনি ভ্রমণ করিল। এই শূকরীযোনি হইতে অশ্বতরযোনি লাভ করিয়া মহিষ হইল। সহদেব ক্রমে এই সকল ও অন্যান্য অনেক যোনি পরিভ্রমণ করিয়া অবশেষে জনেক যশস্বী ধার্ম্মিক পৃথিবীপতির গৃহে ভারবাহক বলীবর্দ্দ হইয়া জন্মগ্রহণ করিল। এই নৃপসত্তম একদা দেখিলেন,—কার্ত্তিকী পূর্ণিমা উপস্থিত, তিনি পুরোহিত ও অন্যান্য অনেক ব্রাহ্মণ আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে দ্বিজসত্তমগণ! আমি শ্রুতিতে অনেকবার শ্রবণ করিয়াছি যে, গৃহে কার্ত্তিকী পূর্ণিমা কাটাইতে নাই, বলুন,—এদিনে আপনাদিগের সমভিব্যাহারে কোন স্থানে গমন করিব? যে মানব স্নানদানবিবর্জ্জিত হইয়া গৃহে কার্ত্তিকী পূর্ণিমা অতিবাহিত করে শ্রুতি বলিয়াছেন,—সে সংবৎসরকৃত পুণ্য হইতে বহিষ্কৃত হয়। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে আপনাদের সহিত কোন সর্ব্বগুণান্বিত পুণ্যতীর্থে গমন করিয়া স্নান ও যথাশক্তি দান করিব। হে নৃপোত্তম! রাজা এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে দ্বিজোত্তমগণ বলিলেন,—হে নৃপশ্রেষ্ঠ! রেবার উত্তরতটে তীর্থশ্রেষ্ঠ বিখ্যাত ভারেশ্বর তীর্থ বিদ্যমান। এই ভারেশ্বর তীর্থ মার্কতীর্থ বলিয়া অভিহিত। আমরা সকলে সেই সর্ব্বপাপক্ষয়াবহ ভারেশ্বর তীর্থেই গমন করিব। নৃপ দ্বিজগণ কর্ত্তৃক এইরূপে আদিষ্ট হইয়া প্রচুর ধন ও দ্রব্যসম্ভার সঙ্গে লইলেন। সে সকল শকটে আরোপিত হইল; মিত্রহত্যা করিয়া যে সহদেব গোযোনি প্রাপ্ত হইয়াছিল নৃপপালিত সেই বলীবর্দ্দই অদ্য এই শকটে বাহনার্থ নিযুক্ত হইল। এইরূপে নৃপ চতুর্দ্দশীদিনে তীর্থোত্তম নর্ম্মদাতটে উত্তীর্ণ হইলেন। রাজা উপবাসী হইয়া সে দিন প্রতীক্ষা করিলেন, পরদিন নর্ম্মদাতীরে গমনপূর্ব্বক রুদ্রদেবকে স্মরণ করিতে করিতে শুচি প্রদেশ হইতে নিম্নলিখিত মন্ত্রে মৃত্তিকা উত্তোলন করিলেন। মন্ত্র যথা,—"শতবাহু বরাহরূপী রুদ্র আপনার উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন, প্রজাপালন জন্য আমিও আপনাকে উদ্ধৃত করি।" ১০৬—১২০। রাজা এই মন্ত্রে মৃত্তিকা লইয়া নর্ম্মদার উত্তরতীরে নিক্ষেপ করিলেন এবং দিবাকর দর্শন করিয়া পরে নিম্নলিখিত মন্ত্রে নর্ম্মদা-জলে অবতরণ করিলেন। মন্ত্র যথা,—"হে বসুন্ধরে! আপনি অশ্বক্রান্তা, রথক্রান্তা ও বিষ্ণুক্রান্তা; হে মৃত্তিকে! আমার শতকোটি-জন্মার্জ্জিত পাপ হরণ করুন।" তারপর রাজা নিম্নলিখিত মন্ত্র

পুণ্যজলে ত্বদম্ভঃ শঙ্করোদ্ভবম্ ॥ ১২৩ ॥ স্নানং প্রকুর্ব্বতো মেহদ্য পাপং হরতু চার্জ্জিতম্ । স স্নাত্বানেন বিধিনা সন্তর্প্য পিতৃদেবতাঃ ॥ ১২৪ ॥ যযৌ দেবালয়ং পশ্চাদুপহারৈঃ সমন্বিতঃ । ভক্ত্যা সঞ্চিন্ত্য সান্নিধ্যে শঙ্করং লোকশঙ্করম্ ॥ ১২৫ ॥ পুরাণোক্তবিধানেন পূজাং সমুপচক্রমে । পূজাচতুষ্টয়ং দেবি শিবরাত্র্যাং নিগদ্যতে ॥ ১২৬ ॥ সংপ্রাপ্য প্রথমে যামে পঞ্চগব্যেন শঙ্করম্ । ঘৃতেন পূরণং পশ্চাৎ কৃতং নৃপবরেণ তু ॥ ১২৭ ॥ ধূপদীপৌ নিবেদ্যাদ্যং সঙ্কল্প্য চ যথাবিধি । অর্ঘেণানেন দেবেশং মন্ত্রেণানেন শঙ্করম্ ॥ ১২৮ ॥ নমস্তে দেবদেবেশ শম্ভো পরমকারণ । গৃহাণার্ঘমিমং দেব সংসারাঘমপাকুরু ॥ ১২৯ ॥ বিত্তানুরূপতো দত্তং সুবর্ণং মন্ত্রকল্পিতম্ । অগ্নেস্তু দেবতাঃ সর্ব্বাঃ সুবর্ণঞ্চ হুতাশনাৎ ॥ ৩০ ॥ অতঃ সুবর্ণদানেন প্রীতাঃ স্যুঃ সর্ব্বদেবতাঃ । তদর্ঘ্যং সর্ব্বদা দাতুঃ প্রীতো ভবতু শঙ্করঃ ॥ ৩১ ॥ অনেন বিধিনা তেন পূজিতঃ প্রথমে শিবঃ । যামে দ্বিতীয়ে তু পুনঃ পূর্ব্বোক্তবিধিনা চরেৎ ॥ ১৩২ ॥ স্নাপয়ামাস দুগ্ধেন গব্যেন ত্রিপুরান্তকম্ । তণ্ডুলৈঃ পূরণং পশ্চাৎ কৃতং লিঙ্গস্য শূলিনঃ ॥ ১৩৩ ॥ কৃত্বা বিধানং পূর্ব্বোক্তং দত্তং বস্ত্রযুগং সিতম্ । শ্বেতবস্ত্রযুগং যস্মাচ্ছঙ্করস্যাতিবল্লভম্ ॥ ১৩৪ ॥ প্রীতো ভবতি বৈ শম্ভুর্দত্তেন শ্বেতবাসসা । যামং তৃতীয়ং সম্প্রাপ্তং দৃষ্ট্বা নৃপতিসত্তমঃ ॥ ১৩৫ ॥ দেবং সংপ্রাপ্য মধুনা পূরণং চক্রিবাংস্তিলৈঃ । তিলদ্রোণপ্রদানং চ কুর্য্যান্মন্ত্রমুদীরয়ন্ ॥ ১৩৬ ॥ তিলাঃ শ্বেতাস্তিলাঃ কৃষ্ণাঃ সর্ব্বপাপহরাস্তিলাঃ । তিলদ্রোণপ্রদানেন সংসারশ্ছিদ্যতাং মম ॥ ১৩৭ ॥ অনেন বিধিনা রাজা যামিনীযামপূজনম্ । অতিবাহ্য বিনোদেন ব্রহ্মঘোষেণ জাগরম্ ॥ ১৩৮ ॥ চকার পূজনং শম্ভোর্বহুপুষ্পাপ্রসাধকম্ । যে জাগরে ত্রিনেত্রস্য শিবরাত্র্যাং শিবস্থিতাঃ ॥ ১৩৯ ॥ তে যাং গতিং গতাঃ পার্থ ন তাং গচ্ছন্তি যজ্বিনঃ । পাপানি যানি কানি স্যুঃ কোটিজন্মার্জ্জিতান্যপি ॥ ১৪০ ॥ হরকেশবয়োঃ শান্তি

উচ্চারণ করিয়া অবগাহন করিলেন। মন্ত্র,—"হে নর্ম্মদে! আপনি পুণ্যজলা, শঙ্করের শরীর হইতে আপনার জল উদ্ভূত হইয়াছে; আমি অদ্য আপনার নীরে অবগাহন করিতেছি, আমার সঞ্চিত পাপ হরণ করুন।" রাজা এইরূপ বিধিতে স্নান করিয়া, পিতৃদেবগণের তর্পণ করিলেন, এবং তৎপশ্চাৎ বিবিধ উপহার লইয়া দেবালয়ে গমন করিলেন। তদনন্তর লোকশঙ্কর শঙ্করসন্নিধানে গমন করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহাকে চিন্তা করত পুরাণোক্ত বিধি অনুসারে তাঁহার পূজা আরম্ভ করিলেন। শঙ্কর, শঙ্করীকে শিবরাত্রিদিনে সম্বোধন করিয়া এই পুরাণোক্ত পূজাচতুষ্টয় কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। নৃপবর রাত্রির প্রথম যামে পঞ্চগব্যদ্বারা শঙ্করকে স্নান করাইয়া পশ্চাৎ ঘৃতদ্বারা পূরণ করিলেন; তারপর যথাবিধি সঙ্কল্প করিয়া ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ও অর্ঘোদক দ্বারা নিম্নলিখিত মন্ত্রে দেবেশ শঙ্করকে পূজা করিলেন। মন্ত্র যথা—"হে দেবদেব ঈশ শম্ভো! হে পরমকারণ! আপনাকে নমস্কার। হে দেব! আমার এই অর্ঘ্য গ্রহণ করুন, আমার সংসার-দুরিত হরণ করুন।" অনন্তর মন্ত্রকল্পিত স্বর্ণ দান করিলেন। স্বর্ণদানের মন্ত্র যথা 'হুতাশন হইতেই অখিল দেবতার স্থিতি, আর হুতাশন হইতেই সুবর্ণের উৎপত্তি, অতএব সুবর্ণদানে দেবগণ প্রীত হউন; আর অর্ঘ্যদাতার প্রতি শঙ্কর সতত প্রীত হউন।" নৃপ প্রথম যামে এইরূপ বিধানে শিবের পূজা করিলেন, দ্বিতীয় যামে নৃপ পূর্ব্বোক্ত বিধানের অনুষ্ঠান করিয়া ও গব্য দুগ্ধদ্বারা ত্রিপুরারির স্নান, ও তণ্ডুল দ্বারা লিঙ্গ পূরণ করিলেন এবং পূর্ব্বোক্ত বিধির অনুষ্ঠানানন্তর শুভ্র বস্ত্রযুগল দান করিলেন; কেন না শ্বেতবস্ত্রযুগল শঙ্করের অতীব প্রিয়। শ্বেত বাসদানে শম্ভু প্রীত হইয়া থাকেন। অনন্তর তৃতীয় যাম উপস্থিত হইলে নৃপসত্তম মধুদ্বারা শঙ্করের স্নান ও তিল দ্বারা লিঙ্গপূরণ করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র উচ্চারণ করত দ্রোণপরিমাণ তিলদান করিলেন। মন্ত্র যথা—"শ্বেতই হউক আর কৃষ্ণই হউক তিল, সর্ব্বপাপহর; তিলদ্রোণ প্রদানে আমার সংসারবন্ধন ছিন্ন হউক।" এইরূপ অনুষ্ঠানে রাজা যামিনীর শেষ যামে পূজা করিয়া, বেদধ্বনি সহকারে রজনী জাগরণ করিলেন। আমোদপ্রমোদে তাঁহার সে রজনী অতিবাহিত হইল। তিনি বহু পুষ্পোপকরণ দ্বারা শঙ্করের পূজা সমাধা করিলেন। হে পার্থ! শিবরাত্রিবিধি অনুসারে যাঁহারা ত্রিনেত্রের উদ্দেশে রজনী জাগরণ করেন, তাঁহাদের যে গতি হয়, যজ্বারা সে গতি লাভ করেন না। কোটি কোটি জন্মেও যে সকল পাপ অর্জ্জিত হয়, কেশব ও দেবেশ শঙ্করের

জাগরে যান্তি সঙ্ক্ষয়ম্। যাবন্তো নিমিষা নৃণাং ভবন্তি নিশি জাগ্রতাম্ ॥ ১৪১ ॥ নিমিষে নিমিষে রাজন্নশ্বমেধফলং ধ্রুবম্। উপবাসপরাণাং চ দেবায়তনবাসিনাম্ ॥ ১৪২ ॥ শৃণ্বতাং ধর্ম্মমাখ্যানং ধ্যায়তাং হরকেশবৌ। ন তাং বহুসুবর্ণেন ক্রতুনা গতিমাপ্নুয়ুঃ ॥ ১৪৩ ॥ শিবরাত্রিস্তিথিঃ পুণ্যা কার্ত্তিকী চ বিশেষতঃ। রেবায়া উত্তরং কূলং তীরং ভারেশ্বরেতি চ ॥ ১৪৪ ॥ জাগৃতশ্চাতিদুঃখেন কথং পাপং ন হাস্যতি। ইত্থং স জাগরং কৃত্বা শিবরাত্র্যাং নরেশ্বরঃ ॥ ১৪৫ ॥ প্রভাতে বিমলে গত্বা নর্ম্মদাতীরমুত্তমম্। স্নাপিতাস্তেন তে সর্ব্বে বাহনানি গজাদয়ঃ ॥ ১৪৬॥ যস্ত বাহৈর্গতস্তীর্থং স্নাতোহহং স্নাপয়ামি তান্। তত্র মধ্যস্থিতৈঃ স্নাতস্তির্য্যক্‌ত্বান্নির্গতো বণিক্ ॥ ১৪৭ ॥ দানং দদৌ তানুদ্দিশ্য কিঞ্চিচ্ছক্ত্যনুরূপতঃ। তেন বাহকৃতাদ্দোষান্মুক্তো ভবতি মানবঃ ॥ ১৪৮ ॥ অন্যথাসৌ কৃতো লাভঃ কৃতে ব্রজতি তান্ প্রতি। সংস্নাপ্য তং ততো রাজা স্নাত্বা স্বয়ং বিধানতঃ ॥ ১৪৯ ॥ সন্তর্প্য পিতৃদেবাংশ্চ কৃত্বা শ্রাদ্ধং যথাবিধি। কৃত্বা পিণ্ডান্ পিতৃভ্যশ্চ বৃষমুৎসৃজ্য লক্ষণম্ ॥ ১৫০ ॥ গত্বা দেবালয়ং পশ্চাদ্দেবং তীর্থোদকেন চ। সংস্নাপ্য পঞ্চগব্যেন ততঃ পঞ্চামৃতেন চ ॥ ১৫১ ॥ সর্ব্বৌষধিজলেনৈব ততঃ শুদ্ধোদকেন চ। চন্দনেন সুগন্ধেন সমালভ্য চ শঙ্করম্ ॥ ১৫২ ॥ কুঙ্কুমৈশ্চ সকর্পূরৈর্গন্ধৈশ্চ বিবিধৈস্তথা। পুষ্পৌঘৈশ্চ সুগন্ধাঢ্যৈশ্চতুর্থং লিঙ্গপূরণম্ ॥ ১৫৩ ॥ কৃতং নৃপবরেণাত্র কুর্ব্বতা পূর্ব্বকং বিধিম্। গোদানং চ কৃতং পশ্চাদ্বিধিদৃষ্টেন কর্ম্মণা ॥ ১৫৪ ॥ ধেনুকে রুদ্ররূপাসি রুদ্রেণ পরিনির্ম্মিতা। অস্মিন্নগাধে সংসারে পতন্তং মাং সমুদ্ধর ॥ ১৫৫ ॥ ধেনুং স্বলঙ্কৃতাং দদ্যাদনেন বিধিনা ততঃ। ক্ষমাপ্য দেবদেবেশং ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েদ্বহূন্ ॥ ১৫৬ ॥ ষড়্বিধৈর্ভোজনৈর্ভক্ষ্যৈর্বাসোভিস্তান সমর্চয়েৎ। দক্ষিণাভির্বিচিত্রাভিঃ পূজয়িত্বা ক্ষমাপয়েৎ ॥ ১৫৭ ॥

উদ্দেশে স্নান-জাগরণে সে সকল বিনষ্ট হইয়া থাকে। রজনীজাগরণকারী নরগণের যে পরিমাণ নয়নের-নিমেষ উন্মেষ হয়, হে রাজন্ যুধিষ্ঠির! নিমেষে নিমেষে মানবগণের অশ্বমেধ ফললাভ হয়। সংশয় নাই। যাঁহারা উপবাসপরায়ণ হইয়া দেবায়তনে বাস করেন এবং হরি ও কেশবের ধ্যান করিয়া ধর্ম্মোপাখ্যান শ্রবণ করেন, তাঁহাদের যে উত্তম গতি হয়, বহু সুবর্ণদান কিংবা যজ্ঞ করিয়াও সে গতি লাভ হয় না। শিবরাত্রি যেমন পবিত্রা তিথি, কার্ত্তিকী পূর্ণিমাও তদ্রূপ পবিত্রা, বিশেষতঃ রেবার উত্তরতীরে ভারেশ্বর তীর্থে কার্ত্তিকী পূর্ণিমা সমধিক পুণ্যশালিনী; অতএব যে মানব অতিদুঃখে এখানে পূর্ণিমা রজনী জাগরণ করেন, তাঁহার পাপ কেন বিনষ্ট হইবে না? হে রাজন্ যুধিষ্ঠির! সেই নরেশ শিবরাত্রি-বিধি অনুসারে ভারেশ্বরে এইরূপে রজনী জাগরণ করিয়া প্রভাতে নর্ম্মদাতীরে গমন করিলেন এবং অনুত্তম বিমল ঐ নর্ম্মদাজলে গজাদি বাহননিচয়কে স্নান করাইলেন। তিনি বলিলেন,—আমি স্নান করিয়াছি, এক্ষণে যে সকল বাহন আমার সহিত তীর্থে আনীত হইয়াছে, তাহাদিগকেও স্নান করাইব। বাহননিচয়ের স্নান সমাহিত হইল। সেই বাহননিচয়মধ্যে বলীবর্দ্দরূপী বণিক্ সহদেব নর্ম্মদানীরে স্নান করিয়া তির্য্যগ্‌যোনি হইতে মুক্ত হইল! অনন্তর রাজা বাহনগণের সুকৃত কামনায় যথাশক্তি যৎকিঞ্চিৎ দান করিলেন, কেননা এইরূপ করিলে মানব বাহনজনিত দোষ হইতে মুক্ত হয়। বিশেষতঃ এরূপ না করিলে আরোহী নর পরজন্মে তাহাদের বাহন হয়। যাহাই হউক, বাহননিচয়ের স্নান সম্পন্ন হইলে রাজা স্বয়ং স্নান করিয়া যথাবিধি পিতৃদেবগণের তর্পণ শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদানাদি করিলেন। অনন্তর নৃপ পিতৃগণের উদ্দেশে সুলক্ষণ বৃষ উৎসর্গ করিলেন। পরে দেবালয়ে গমন করিয়া তীর্থোদক, পঞ্চগব্য, পঞ্চামৃত, সর্ব্বৌষধিজল ও শুদ্ধোদক দ্বারা দেবেশ শঙ্করকে স্নান করাইয়া সুগন্ধ চন্দন দ্বারা সেই শঙ্করলিঙ্গ অনুলিপ্ত করিলেন। তারপর নৃপবর কুঙ্কুম, সুগন্ধ, কর্পূর ও বিবিধ সুগন্ধ পুষ্প দ্বারা পূর্ব্বোক্ত বিধি অনুসারে চতুর্থযামের লিঙ্গপূরণ করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে যথাবিধি অলঙ্কৃত গোদান করিলেন। মন্ত্র যথা—"হে ধেনুকে! তুমি রুদ্ররূপা; রুদ্র তোমাকে নির্ম্মিত করিয়াছেন; আমি এই অগাধ সংসারসাগরে পতিত, আমাকে উদ্ধার কর। ১৩৮—১৫৫। রাজা উল্লিখিত বিধানে ধেনুদান করিয়া দেবদেব সমীপে ক্ষমাপণ করত ষড়্‌বিধ রসযুক্ত ভক্ষ্য ভোজ্য দ্বারা বহু দ্বিজকে ভোজন করাইলেন; এবং বহু বসন দান করিয়া দ্বিজগণের পূজা করিলেন। অনন্তর তিনি বিবিধ বিচিত্র দক্ষিণাদানে দ্বিজগণের পূজা করিয়া তাঁহাদিগের নিকট

স স্বয়ং বুভুজে পশ্চাৎ পরিবারসমন্বিতঃ। তামেব রজনীং তত্র স্থবসজ্জগতীপতিঃ ॥ ১৫৮ ॥ তস্থ তত্রোষিতস্থৈবং নিশীথেহথ নরেশ্বর। আকাশে সোহতিশুশ্রাব দিব্যবাণীসমীরিতম্ ॥ ১৫৯ ॥ বাগুবাচ। রাজন্ সমস্ততো লোকে ফলং ভবতি সাম্প্রতম্। সংসারসাগরে হ্যত্র পতিতানাং দুরাত্মনাম্ ॥ ১৬০ ॥ যদি সন্নিধিমাত্রেণ ফলং তত্রোচ্যতে কথম্। যদি শন্তনুবংশস্থ তত্রোন্মাদকরং ভবেৎ ॥ ১৬১ ॥ য এষ ত্বদ্গৃহে বোঢ়া হ্যতিভারধুরন্ধরঃ। অনেন মিত্রহননং পাপং বিশ্বাসঘাতনম্ ॥ ১৬২ ॥ কৃতং জন্মসহস্রাণামতীতে পরিজন্মনি। গতেন পাপ্মনাত্মানং নরকেষু চ সংস্থিতিঃ ॥ ১৬৩ ॥ ততো যোনিসহস্রেষু গতিস্তির্য্যক্ষু চৈব হি। গোযোনিং সমনুপ্রাপ্তস্ত্বদ্গৃহে স সুদুর্ম্মতিঃ ॥ ১৬৪ ॥ স্নাপিতশ্চ ত্বয়া তীর্থে হ্যস্মিন্ পর্ব্বসমাগমে। দৃষ্টা পূজাং ত্বয়া কৃপ্তাং কৃতা জাগরণক্রিয়া ॥ ১৬৫ ॥ তেন নিষ্কল্মষো জাতো মুক্তা দেহং ত্বাগ্রতঃ। স্বর্গং প্রতি বিমানস্থঃ সোহদ্য রাজন্ গমিষ্যতি ॥ ১৬৬ ॥ শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। এবমুক্তে নিপতিতো ধূর্য্যঃ প্রাণৈর্ব্যযুজ্যত। বিমানবরমারূঢ়স্তৎক্ষণাৎ সমদৃশ্যত ॥ ১৬৭॥ স তং প্রণম্য রাজেন্দ্রমুবাচ প্রহসন্নিব ॥ ১৬৮ ॥ বৃষ উবাচ। ভোভো নৃপবরশ্রেষ্ঠ তীর্থমাহাত্ম্যমুত্তমম্। যত্র চাস্মদ্বিধস্তীর্থে মুচ্যন্তে পাতকৈর্নরঃ। ময়া জ্ঞাতমশেষেণ মৎসমো নাস্তি পাতকী ॥ ১৬৯ ॥ অতঃ পরং কিং নু কুর্য্যাং পরং তীর্থানুকীর্ত্তনম্। ভবান্মাতা ভবান্ ভ্রাতা ভবাংশ্চৈব পিতামহঃ ॥ ১৭০ ॥ ক্ষন্তব্যং প্রণতোহস্ম্যদ্য যস্মিংস্তীর্থে হি মাদৃশাঃ। গতিমীদৃগ্বিধাং যান্তি ন জানে তব কা গতিঃ ॥ ১৭১ ॥ সমারাধ্য মহেশানং সম্পূজ্য চ যথাবিধি। কা গতিস্তব সম্ভাব্যা দেহ্যনুজ্ঞাং মম প্রভো ॥ ১৭২ ॥ ত্বরয়ন্তি চ মাং হ্যেতে দিবিস্থাঃ প্রণয়াদ্গণাঃ। স্বস্ত্যস্তু তে গমিষ্যামীত্যুক্তা সোহন্তর্দধে ক্ষণাৎ ॥ ১৭৩ ॥ শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। গতে

ক্ষমা প্রার্থনাপূর্ব্বক পরিবার সহ স্বয়ং ভোজন করিলেন। জগতীপতি সে রজনী তথায় জাগরণ করিয়া রহিলেন। হে নরেশ যুধিষ্ঠির! রাজা তথায় রজনীযাপন করিতে থাকিলে নিশীথ সময়ে আকাশে এক দিব্য বাণী উচ্চারিত হইল। তিনি সেই বিশাল বাণী শ্রবণ করিলেন। আকাশবাণী বলিলেন,—যদি সাধুসন্নিধি ঘটে, তবে সংসারসাগরপতিত দুরাত্মাদিগেরও ইহলোকেই সুফল লাভ হয়, ইহা সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হইয়া থাকে। হে রাজন। সম্প্রতি সেই ফল ফলিতে চলিল। কি বলিব! অহো যদি শান্তনব নৃপতির সংসর্গ না ঘটিত, তবে ইহার যে কিরূপ ক্লেশকর গতি হইত বলা যায় না। রাজন্! এই যে তোমার গৃহে ভারবাহী বলীয়ান বলীবর্দ্ধ রহিয়াছে, এই বলীবর্দ্ধ পূর্ব্বজন্মে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া মিত্রবধ করিয়াছিল; এ ঘটনা ইহার সহস্রজন্ম পূর্ব্বে সংঘটিত হয়। এই পাপাত্মা নরকে গমন করিয়াছিল, কিন্তু এ ব্যক্তি এতই পাপ করিয়াছে যে, ইহার নরকেও স্থান হয় নাই। তারপর এই দুর্ম্মতি সহস্র সহস্র তির্য্যক্‌যোনি ভ্রমণ করিয়া পরিশেষে গোযোনি লাভ করত তোমার গৃহে উপস্থিত হইয়াছে। তুমি পর্ব্বকালে ইহাকে তীর্থজলে স্নান করাইয়াছ, এবং এই বলীবর্দ্দ তোমার কৃত পূজাদর্শনপূর্ব্বক রজনী জাগরণ করিয়াছে। হে রাজন্! সেই পুণ্যপ্রভাবে এই বলীবর্দ্ধ নিষ্কলুষ হইয়া তোমার সম্মুখে তনুত্যাগ করত বিমানারোহণে অদ্যই স্বর্গে গমন করিবে। মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—আকাশবাণী এইরূপ বলিলে ভারবাহী বলীবর্দ্ধ তখনই ভূতলে পতিত হইয়া তনুত্যাগ করিল। তখনই সে স্থানে এক উত্তম বিমান পরিদৃষ্ট হইল। বৃষ নৃপসত্তমকে প্রণাম করিয়া বিমানে আরোহণ করিল এবং হাসিতে হাসিতে তাঁহাকে বলিতে লাগিল। বৃষ বলিল,—হে নৃপবর! আমাদের মত পাতকী নরও এক্ষণে মুক্ত হইল; অতএব এ তীর্থের মাহাত্ম্য অতীব উত্তম। আমি বেশ জানি, আমার মত পাতকী আর দ্বিতীয় নাই। এ তীর্থের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে ইহা হইতে অধিক কি কহিব? আপনি মাতা, পিতা এবং আপনিই আমার পিতামহ। আমি অদ্য আপনাকে প্রণাম করিতেছি, আমায় ক্ষমা করুন। অহো! আমাদের মত পাতকীদিগেরও এ তীর্থে এইরূপ গতি হইল! আপনি পুণ্যাত্মা, না জানি আপনার কিরূপ গতিলাভ হইবে? আপনি শঙ্করের আরাধনা করিয়া যথাবিধি পূজা করিয়াছেন আপনার সদ্‌গতি সম্বন্ধে আর বক্তব্য কি? প্রভো! আদেশ করুন, গমন করি; ঐ দেখুন, গণদেবতারা অন্তরীক্ষে থাকিয়া প্রণয়ভরে আমাকে ত্বরান্বিত করিতেছেন। আমি চলিলাম; আপনার মঙ্গল হউক। তখন সেই বৃষযোনিমুক্ত দিব্যপুরুষ এই বলিয়া ক্ষণকাল মধ্যে অন্তর্হিত হইলেন। মার্কণ্ডেয় কহি-

চাদর্শনং তত্র স রাজা বিস্ময়ান্বিতঃ। তীর্থমাহাত্ম্যমতুলং বর্ণয়ন্ স্বপুরং গতঃ ॥ ১৭৪ ॥ ইত্থম্ভূতং হি তত্তীর্থং নর্ম্মদায়াং ব্যবস্থিতম্। সর্ব্বপাপক্ষয়করং সর্ব্বদুঃখঘ্নমুত্তমম্ ॥ ১৭৫ ॥ উপপাপানি নশ্যন্তি স্নানমাত্রেণ ভারত। কার্ত্তিকস্য চতুর্দ্দশ্যামুপবাসপরায়ণঃ ॥ ১৭৬ ॥ চতুর্দ্ধা পূরয়েল্লিঙ্গং তস্য পুণ্যফলং শৃণু। ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং স্তেয়ং গুর্ব্বঙ্গনাগমঃ ॥ ১৭৭ ॥ মহাপাপানি চত্বারি চতুর্ভির্যান্তি সংক্ষয়ম্। সোমমেধস্য যজ্ঞস্য লভতে ফলমুত্তমম্ ॥ ১৭৮ ॥ কার্ত্তিকে শুক্লপক্ষস্য চতুর্দ্দশ্যামুপোষিতঃ। স্বর্ণদানাচ্চ তত্তীর্থে যজ্ঞস্য লভতে ফলম্ ॥ ১৭৯ ॥ অষ্টম্যাং বা চতুর্দ্দশ্যাং বৈশাখে মাসি পূর্ব্ববৎ। দীপং পিষ্টময়ং কৃত্বা পিতৄন সর্ব্বান বিমোক্ষয়েৎ ॥ ১৮০ ॥ তত্র যদ্দীয়তে দানমপি বালাগ্রমাত্রকম্। তদক্ষয়ফলং সর্ব্বমেবমাহ মহেশ্বরঃ ॥ ১৮১ ॥ ভারভূত্যাং মৃতানাং তু নরাণাং ভাবিতাত্মনাম্। অনিবর্ত্তিকা গতী রাজন্ শিবলোকান্নিরন্তরম্ ॥ ১৮২ ॥ অথবা লোকবৃত্ত্যাং মর্ত্ত্যলোকং জিগীষতি। সাঙ্গবেদজ্ঞবিপ্রাণাং জায়তে বিমলে কুলে ॥ ১৮৩ ॥ ধনধান্যসমাযুক্তো বেদবিদ্যাসমন্বিতঃ। সর্ব্বব্যাধিবিনির্ম্মুক্তো জীবেচ্চ শরদাং শতম্ ॥ ১৮৪ ॥ পুনস্তত্তীর্থমাসাদ্য হ্যক্ষয়ং পদমাপ্নুয়াৎ ॥ ১৮৫ ॥ এতৎপুণ্যং পাপহরং কথিতং তে নৃপোত্তম। ভারতেদং মহাখ্যানং শৃণু চৈব ততঃ পরম্ ॥ ১৮৬ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ভারভূতিতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম নবাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০৯ ॥

দশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। ততো গচ্ছেন্নরশ্রেষ্ঠ তাত পুঙ্খিলং তীর্থমুত্তমম্। তত্র তীর্থে পুরা পুঙ্খঃ পার্থ সিদ্ধিমুপাগতঃ ॥ ১ ॥ জামদগ্ন্যো মহাতেজাঃ ক্ষত্রিয়ান্তকরঃ প্রভুঃ। তপঃ কৃত্বা সুবিপুলং নর্ম্মদোত্তরতীরভাক্ ॥ ২ ॥ ততঃ প্রভৃতি বিখ্যাতং পুঙ্খতীর্থং নরেশ্বর। তত্র তীর্থে তু যঃ স্নাত্বা আরাধয়েৎ পরমেশ্বরম্ ॥ ৩ ॥ ইহলোকে ধনৈর্ভোগৈঃ পরে মোক্ষম-

লেন,—সেই পুরুষ অদর্শন হইলে রাজা বিস্ময়ান্বিত হইয়া অনুপম তীর্থমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে করিতে স্বপুরে প্রস্থান করিলেন। হে ভারত! এই সর্ব্বপাপক্ষয়কর সর্ব্বদুঃখবিনাশন অনুত্তম তীর্থ নর্ম্মদাতীরে বিদ্যমান, এখানে স্নানমাত্রেই উপপাতকসমূহ বিনষ্ট হয়। যে নর উপবাসপরায়ণ হইয়া কার্ত্তিকী চতুর্দ্দশীতে অত্রত্য শঙ্করলিঙ্গের চতুর্ব্বিধ পূজা করে, তাহার পুণ্যফল শ্রবণ কর। ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, স্তেয়, গুরুদারগমন, চতুর্ব্বিধ পূজায় মানবের এই চতুর্ব্বিধ মহাপাপ বিনষ্ট হয়। কেবল ইহাই নহে। তাহার অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুত্তম ফলও লাভ হইয়া থাকে। কার্ত্তিকী শুক্লচতুর্দ্দশীতে উপবাস করিয়া এখানে স্বর্ণদান করিলে যাগফল লাভ হয়, বৈশাখ মাসের অষ্টমী কিংবা চতুর্দ্দশীতে এখানে পূর্ব্ববৎ পূজা ও পিষ্টময় দীপদান করিয়া মানব অখিল পিতৃলোক উদ্ধার করে। মহেশ কহিয়াছেন—এখানে কেশাগ্রপরিমাণ দান করিলেও তাহা অক্ষয় ফলজনক হয়। যে সকল ভাবিতাত্মা মানব ভারভূতিতীর্থে তনুত্যাগ করেন, হে রাজন্! তাঁহাদের অনিবর্ত্তিকা গতি হয়, তাঁহারা নিরন্তর রুদ্রলোকে বাস করেন, কদাচ তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন না। যদি বা লোকবৃত্তির অনুবর্ত্তী হইয়া মর্ত্ত্যলোক জয় করিতে অভিলাষী হন, তথাপি সাঙ্গ-বেদবিদ্ দ্বিজগণের বিমল কুলে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি ধনধান্যসমাযুক্ত, বেদবিদ্যাসমন্বিত ও সর্ব্বব্যাধি-বিবর্জ্জিত হইয়া শত বৎসর জীবিত থাকেন। এ জন্মেও তিনি এই তীর্থে আগমন করিয়া পুনরায় অক্ষয়পদ লাভ করেন। হে নরোত্তম! এই তোমার নিকট পাপহর পুণ্য তীর্থমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম। হে ভারত! ইহা এক মহাপুণ্যাখ্যান অতঃপর শ্রবণ কর। ১৭৪—১৮৬।

নবাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২০৯ ॥

দশাধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে তাত! ইহারই পর অনুত্তম পুঙ্খিল তীর্থ। হে পার্থ! পূর্ব্বে পুঙ্খিল এখানে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। পুঙ্খিল জমদগ্নিগোত্রে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনিই সেই ক্ষত্রিয়ান্তক মহাতেজা জামদগ্ন্য পরশুরাম। তিনি নর্ম্মদার উত্তরতীরে সুবিপুল তপস্যা করেন। হে নরেশ! তদবধি এই পুণ্যতীর্থ পুঙ্খিল নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। যে নর পুঙ্খিলতীর্থে পরমেশ্বরের আরাধনা করে, সে ইহলোকে ধনযুক্ত হয়

বাপ্নুয়াৎ। দেবান্ পিতৄন্ সমভ্যর্চ্চ্য পিতৄণামনৃণী ভবেৎ ॥ ৪ ॥ তত্র তীর্থে নরো যস্তু প্রাণত্যাগং করোতি বৈ। অনিবর্ত্তিকা গতিস্তস্য রুদ্রলোকাদসংশয়ম্ ॥ ৫ ॥ তত্র তীর্থে নরঃ স্নাত্বা হয়মেধফলং লভেৎ ॥ ৬ ॥ তত্র তীর্থে নরো যস্তু ব্রাহ্মণান ভোজয়েন্নৃপ। একস্মিন্ ভোজিতে বিপ্রে কোটির্ভবতি ভোজিতা ॥ ৭ ॥ তত্র তীর্থে তু যঃ কশ্চিৎ পূজয়েদ্বৃষভধ্বজম্। বাজপেয়স্য যজ্ঞস্য ফলং প্রাপ্নোত্যসংশয়ম্ ॥ ৮ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে পুষ্কিলতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম দশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২১০ ॥

একাদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। আশ্চর্য্যভূতং লোকস্য দেবদেবেন যৎকৃতম্। তত্তে সর্ব্বং প্রবক্ষ্যামি নর্ম্মদাতটবাসিনাম্ ॥ ১ ॥ দ্বিজান্ সুরূপণান দেবঃ কুষ্ঠী ভূত্বা যযাচ হ। শ্রাদ্ধকালে তু সম্প্রাপ্তে রক্তগন্ধানুলেপনঃ ॥ ২ ॥ স্রবদ্বুদ্বুদগাত্রস্তু মাক্ষিকাকৃমিসংবৃতঃ।

ও পরলোকে মোক্ষ-লাভ করে। এখানে দেব ও পিতৃগণের অর্চ্চনা করিলে মানব পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হয়। এখানে যে নর তনুত্যাগ করে, তাহার অনিবর্ত্তিকা গতি হয়, নিঃসংশয় সে রুদ্রলোক হইতে প্রত্যাগমন করে না। পুষ্কিলতীর্থে স্নান করিয়া নর অশ্বমেধফল লাভ করে। হে নৃপ! যে মানব এখানে দ্বিজগণকে ভোজন করায়, একটী দ্বিজকে ভোজন করাইলে তাহার কোটি কোটি ব্রাহ্মণভোজনের ফললাভ হইয়া থাকে। এখানে যে কেহ বৃষভধ্বজের পূজা করিয়া বাজপেয় যজ্ঞের ফললাভ করে, সংশয় নাই।১—৮।

দশাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২১০ ॥

একাদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—যাহা দেবদেব-কৃত,—ইহলোকে যাহা আশ্চর্য্যভূত, তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি। একদা নর্ম্মদাতীরবাসী দ্বিজগণ শ্রাদ্ধপ্রবৃত্ত হইলে দেবদেব কুষ্ঠিবেশে সেই সুরূপণ দ্বিজগণসমীপে গমন করত যাচ্ঞা করেন। তখন তাঁহার রক্তগন্ধানুলিপ্ত দেহ হইতে বুদ্বুদাকারে স্রাব হইতেছিল, মক্ষিকা ও

দুশ্চর্ম্মা দুর্ম্মুখো গন্ধী প্রস্খলংশ্চ পদেপদে ॥ ৩ ॥ ব্রাহ্মণাবসথং গত্বা স্খলন দ্বারেঽব্রবীদিদম্। ভো ভো গৃহপতে অদ্য ব্রাহ্মণৈঃ সহ ভোজনম্ ॥ ৪ ॥ ত্বদ্গৃহে কর্ত্তুমিচ্ছামি হেভিঃ সহ সুসংস্কৃতম্। ততস্তং ব্রাহ্মণং দৃষ্ট্বা যজমানসমন্বিতাঃ ॥ ৫ ॥ প্রবন্তং সর্ব্বগাত্রেষু ধিগ্ধিগিত্যেবমব্রুবন্। নির্গচ্ছস্বাশু দুর্গন্ধ গৃহাচ্ছীঘ্রং দ্বিজাধম ॥ ৬ ॥ অভোজ্যমেতৎ সর্ব্বেষাং দর্শনাত্তব সৎকৃতম্। এবমেব তথেত্যুক্ত্বা দেবদেবো মহেশ্বরঃ ॥ ৭ ॥ জগামাকাশমমলং দৃশ্যমানো দ্বিজোত্তমৈঃ। গতে চাদর্শনং দেবে স্নাত্বাভুক্ত্বা সমন্ততঃ ॥ ৮ ॥ ভুঞ্জতে স্ম দ্বিজা রাজন্ যাবৎপাত্রে পৃথক্ পৃথক্। যত্র যত্র চ পশ্যন্তি তত্র তত্র কৃমির্বহুঃ ॥ ৯ ॥ দৃষ্ট্বা বিস্ময়মাপন্নাঃ সর্ব্বে কিমিতি চাব্রুবন্। ততঃ কশ্চিদ্বাচেদং ব্রাহ্মণো গুণবানজঃ ॥ ১০ ॥ যোগীন্দ্রঃ শঙ্করো তত্র বর্গবিপ্রসমাগমে। যোঽত্র পূর্ব্বং সমায়াতঃ স যোগী

কৃমিকুলে দেহ আকুল হইয়াছিল, তাঁহার দুশ্চর্ম্মা দুর্ম্মুখ দুর্গন্ধী দেহ পদে পদে স্খলিত হইতেছিল। দেবদেব এইরূপ স্খলিতদেহে দ্বিজগণের আবাসে আগমনপূর্ব্বক দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইয়া নিম্নলিখিত বাক্য বলিতে লাগিলেন। দেবদেব বলিলেন,—ওহে গৃহপতে! এই সকল দ্বিজের সহিত আমি অদ্য তোমার গৃহে সুসংস্কৃত অন্ন ভোজনে অভিলাষ করি। অনন্তর যজমান দ্বিজগণ সেই গলিতকুষ্ঠীকে অবলোকন করিয়া তাহাকে ধিক্কার করিলেন, বলিলেন,—রে দুর্গন্ধ দ্বিজাধম! সত্বর এ গৃহ হইতে নির্গমন কর! তোর দর্শনে এই সকল সুসংস্কৃত ভক্ষ্য ভোজ্যাদি অভোজ্য হইয়াছে। দ্বিজগণ এইরূপ বলিলে দেবদেব মহেশ্বর 'তাহাই হউক' বলিয়া সেই সকল দ্বিজসত্তমগণের সমক্ষে আকাশমণ্ডলে প্রবেশ করিয়া অদৃশ্য হইলেন। হে রাজন্! দেবদেব অদর্শন হইলে দ্বিজগণ স্নান করিলেন, তত্রত্য স্থানানিচয় ধৌত করিলেন এবং পৃথক্ পৃথক্ পাত্র পাতিয়া ভোজনে উদ্যোগী হইলেন। তাঁহারা ভোজনে প্রবৃত্ত হইয়া যে যে স্থানে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, সর্ব্বস্থানেই বহুকৃমিময় অবলোকন করিতে লাগিলেন।১—৯। দ্বিজগণ বিস্মিত হইলেন, সকলেই বলিয়া উঠিলেন,—এ কি হইল? তখন জনৈক গুণবান্ দ্বিজ বলিলেন,—এই যে পূর্ব্বে দ্বিজসভায় এক বিপ্র আগমন করিয়াছিলেন, আমার ইহাকে যোগিবর অজ-

পরমেশ্বরঃ ॥ ১১ ॥ তস্যেদং ক্রীড়িতং মন্যে ভৎ-সিতস্য বিপাকজম্ । ফলং ভবতি নান্যস্য হ্যতিথেঃ শাস্ত্রনিশ্চয়াৎ ॥ ১২ ॥ সম্পূজ্যঃ পরমাত্মা বৈ হ্যতিথিশ্চ বিশেষতঃ । শ্রাদ্ধকালে তু সম্প্রাপ্ত-মতিথিং যো ন পূজয়েৎ ॥ ১৩ ॥ পিশাচা রাক্ষসা-স্তস্য তদ্বিলুম্পন্ত্যসংশয়ম্ । কৃশান্বিতং বিরূপং বা মলিনং মলিনাম্বরম্ ॥ ১৪ ॥ যোগীন্দ্রং শ্বপচং বাপি অতিথিং ন বিচারয়েৎ । তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য যজ-মানপুরোগমাঃ ॥ ১৫ ॥ ব্রাহ্মণা দ্বিজমন্বেষ্টুং ধাবিতাঃ সর্ব্বতোদিশম্ । তাবৎকশ্চিৎ কেনাপি গহনং বনমাশ্রিতঃ ॥ ১৬ ॥ দৃষ্টো দৃষ্ট ইতি প্রোক্তং তেন তে সর্ব্ব আগতাঃ । ততঃ পশ্যন্তি তং বিপ্রং স্থাণুব-ন্নিশ্চলং স্থিতম্ ॥ ১৭ ॥ ন ক্রন্দতে ন চলতি স্পন্দতে ন চ পশ্যতি । জল্পন্তি করুণং কেচিৎ স্তবন্তি চ তথা-পরে ॥ ১৮ ॥ বাগ্ভিঃ সততমিষ্টাভিঃ স্তূয়মান-স্ত্রিলোচনঃ । ক্ষুধার্দ্দিতানাং দেবেশ ব্রাহ্মণানাং বিশেষতঃ । বিনষ্টমন্নং সর্ব্বেষাং পুনঃ সংস্কর্ত্তুমর্হসি ॥ ১৯ ॥ শ্রুত্বা তু বচনং তেষাং ব্রাহ্মণানাং যুধিষ্ঠির । পরয়া কৃপয়া দেবঃ প্রসন্নস্তানুবাচ হ ॥ ২০ ॥ ময়া প্রসন্নেন মহানুভাবাস্তদেব বোহন্নং বিহিতং সুধেব । ভুঞ্জন্তু বিপ্রাঃ সহ বন্ধুভৃত্যৈরর্চ্চন্তু নিত্যং মম মণ্ডলং চ ॥ ২১ ॥ ততশ্চায়তনং পার্থ দেবদেবস্য শূলিনঃ । মুণ্ডিনামেতি বিখ্যাতং সর্ব্বপাপহরং শুভম্ । কার্ত্তিক্যাং তু বিশেষেণ গয়াতীর্থেন তৎসমম্ ॥ ২২ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে মুণ্ডিতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈকা-কাদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২১১ ॥

মহেশ বলিয়া সংশয় হয় : আমার মনে হয়—আপনারা তাঁহার ভর্ৎসনা করিয়াছেন, তাহারই এই পরিণাম ফল ! এ তাঁহারই ক্রীড়া, একার্য্য অন্য কাহারও নহে। তিনি অতিথিবেশে সমাগত হইয়াছিলেন। শাস্ত্রে অতিথিবৈমুখ্যের ফল এই-রূপই নিশ্চিত আছে। পরমাত্মা পূজ্য, বিশে-ষতঃ অতিথি সমধিক পূজ্য। যে মানব শ্রাদ্ধ-কালে অতিথি লাভ করিয়া তাহার পূজা না করে পিশাচ ও রাক্ষসগণ নিঃসন্দেহ তাহার শ্রাদ্ধকার্য্যের বিলোপ করিয়া থাকে। কৃশা-ন্বিত, বিরূপ, মলিন, মলিনাম্বর, শ্বপচ অথবা যোগীন্দ্র—অতিথির এরূপ কোনই বিচার কর্ত্তব্য নহে। দ্বিজের বাক্য শ্রবণে যজমানপ্রমুখ দ্বিজ-গণ সেই অতিথি বিপ্রের অনুসন্ধানার্থ ইতস্ততঃ ধাবিত হইলেন। কোন দ্বিজ সমীপস্থ দুর্গম বন-স্থলীতে প্রবেশ করিয়া তাঁহার অন্বেষণ করিলেন এবং বলিলেন,—দেখিয়াছি, দেখিয়াছি, তখন তাঁহার মুখে এইরূপ শুনিয়া সমস্ত দ্বিজই সেই গহন বনে আগমন করিলেন, দেখিলেন,—সেই অতিথি দ্বিজ স্থাণুর ন্যায় নিশ্চল হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহার ক্রন্দন, গমন, স্পন্দন, অবলোকন কোন ক্রিয়াই নাই। তখন কোন কোন দ্বিজ করুণ জল্পনা করিলেন, অপর কতিপয় বিপ্র ইষ্ট বাগ্-বিন্যাসে নিরন্তর ত্রিলোচনের স্তব করিলেন। তাঁহারা বলিলেন,—দেবেশ। দ্বিজগণ ক্ষুধার্দ্দিত, বিশেষতঃ আপনি তাঁহাদের অন্ন নষ্ট করিয়াছেন, অতএব পুনরায় সেই অন্ন সংস্কৃত করুন। হে যুধিষ্ঠির ! পরম দয়াবান দেবেশ দ্বিজগণের বাক্য শ্রবণে প্রসন্ন হইয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন,—হে মহানুভাবগণ ! আমি প্রসন্ন হইয়া আপনাদের অন্ন সুধার ন্যায় সংস্কৃত করিলাম, বন্ধু বান্ধবের সহিত দ্বিজগণ ভোজন করুন। হে পার্থ ! এই ব্যাপারের পর হইতে দেবেশ শূলীর সেই আয়তন মুণ্ডী নামে বিখ্যাতি লাভ করিল। এই তীর্থ সর্ব্বপাপহর ও শ্রেয়ঃপ্রদ, বিশেষতঃ কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় এ তীর্থ গয়াতীর্থের তুল্য। ১০—২২।

একাদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২১১

দ্বাদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । অথান্যৎ সম্প্রবক্ষ্যামি দেবস্য চরিতং মহৎ । শ্রুতমাত্রেণ যেনাশু সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ১ ॥ ভিক্ষুরূপং পরং কৃত্বা দেবদেবো মহেশ্বরঃ । একশালাং গতো গ্রামং ভিক্ষার্থী ক্ষুৎপিপাসিতঃ ॥ ২ ॥ অক্ষসূত্রোদ্যতকরো

দ্বাদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায়

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—অনন্তর অন্য এক পূত দেবচরিত বর্ণন করিতেছি, ইহার শ্রবণমাত্রে সদ্য পাপমুক্তি ঘটে। একদা দেবদেব মহেশ পরম ভিক্ষু-বেশ ধারণ করিয়া ক্ষুৎপিপাসাকুলের ন্যায় ভিক্ষার্থ একশালানগরীতে গমন করেন ; তখন সেই বিশ্বপতির উদ্যত করে অক্ষসূত্র গ্রথিত, দেহ ভস্মে

ভস্মগুণ্ঠিতবিগ্রহঃ। স্ফুরত্রিশূলো বিশেশো জটাকুণ্ডলভূষিতঃ ॥ ৩ ॥ কৃত্তিবাসা মহাকায়ো মহাহিকৃতভূষণঃ। বাদয়ন্ বৈ ডমরুকং ডিণ্ডিমপ্রতিমং শুভম্ ॥ ৪ ॥ কপালপাণির্ভগবান্ বালকৈর্বহুভির্বৃতঃ। কচিদ্গায়ন্ হসংশ্চৈব নৃত্যন্ বাদন্ কচিৎ কচিৎ ॥ ৫ ॥ যত্রযত্র গৃহে দেবো লীলয়া ডিণ্ডিমং ন্যসেৎ। ভারাক্রান্তং গৃহং পার্থ তত্রতত্র বিনশ্যতি ॥ ৬ ॥ এবং সম্প্রচরন্ দেবো বেষ্টিতো বহুভির্জ্জনৈঃ। দৃশ্যাদৃশ্যেন রূপেণ নির্জ্জগাম বহিঃ প্রভুঃ ॥ ৭ ॥ ইতশ্চেতশ্চ ধাবন্তং ন পশ্যন্তি যদা জনাঃ। বিস্মিতাস্তে স্থিতাঃ শম্ভুর্ভবিষ্যতি ততোঽব্রুবন্ ॥ ৮ ॥ তেষাং তু স্তুবতাং ভক্ত্যা শঙ্করং জগতাং পতিম্। ডিণ্ডিরূপো হি ভগবাংস্তদাসৌ প্রত্যদৃশ্যত ॥ ৯ ॥ তদাপ্রভৃতি দেবেশো ডিণ্ডিমেশ্বর উচ্যতে। দর্শনাৎ স্পর্শনাদ্রাজন্ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ১০ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে একশালডিণ্ডিমেশ্বরতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম দ্বাদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২১২ ॥

আচ্ছাদিত ও মস্তক জটাকুণ্ডলে মণ্ডিত ছিল। তাঁহার কর ত্রিশূলে উজ্জ্বলীকৃত হইয়াছিল। তিনি ব্যাঘ্রাম্বর পরিধান করিয়াছিলেন এবং মহাহিসমূহ তাঁহার মহাকায়ের ভূষণস্বরূপ হইয়াছিল। তিনি ডমরু বাদ্য করিতে থাকিলে তাঁর ডমরু হইতে ডিণ্ডিমবৎ ধ্বনি উত্থিত হইতেছিল। বহু বালকপরিবৃত কপালপাণি ভগবান্ কখন গান, কখন হাস্য, কখন নৃত্য এবং কখন কখন বাদ্য করিতেছিলেন। হে পার্থ! তিনি লীলাবশে ডিণ্ডিমবাদ্যসহকারে যে যে স্থানে উপনীত হইতে লাগিলেন, সেই সেই স্থান ভারাক্রান্ত হইয়া বিনষ্ট হইতে লাগিল। তিনি কোথাও দৃশ্য ও কোথাও অদৃশ্য এইরূপে বহুজনসমাকীর্ণ হইয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, যখন সেই প্রভুর রূপ বাহিরে দৃষ্ট হইত, তখন তিনি ইতস্তত প্রধাবিত হইতেন। জনগণ তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া বিস্মিতহৃদয়ে তাঁহার স্তব করিত, মনে করিত বুঝি শম্ভু এই স্থানেই অবস্থিত আছেন। ভগবান্ জগৎপতি শম্ভু জনমণ্ডলীর সভক্তি স্তব শ্রবণ করিয়া যে স্থানে ডিণ্ডিরূপে দেখা দিয়াছিলেন, তদবধি তথায় দেবেশ শঙ্কর ডিণ্ডিমেশ্বর নামে কথিত হইয়াছেন। হে রাজন্! ইঁহার দর্শন ও স্পর্শনে মানবগণ অখিল পাতক হইতে মুক্ত হয়। ১—১০।

দ্বাদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২১২ ॥

ত্রয়োদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। পুনরন্যৎ প্রবক্ষ্যামি দেবস্য চরিতং মহৎ। শ্রুতমাত্রেণ যেনৈব সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ১ ॥ অবা.লা বালরূপেণ গ্রামণৈ্যর্বালকৈঃ সহ। আমলৈঃ ক্রীড়তে শম্ভুস্তত্তে বক্ষ্যামি ভারত ॥ ২ ॥ সর্ব্বৈস্তৈরামলাঃ ক্ষিপ্তা যে তে দেবেন পাণ্ডব। আনীতাস্তৎক্ষণাদেব ততঃ পশ্চাৎ ক্ষিপেদ্ধরঃ ॥ ৩ ॥ যাবদাশা দিশো দিগ্ভ্য আগচ্ছন্তি পৃথক্ পৃথক্। তাবত্তমামলং ভূতং পশ্যন্তি পরমেশ্বরম্ ॥ ৪ ॥ তৃতীয়ে চৈব যৎকর্ম্ম দেবদেবস্য ধীমতঃ। স্থানানাং পরমং স্থানমামলেশ্বরমুত্তমম্ ॥ ৫ ॥ তেন পূজিতমাত্রেণ প্রাপ্যতে পরং পদম্ ॥ ৬ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে আমলেশ্বরতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ত্রয়োদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২১৩ ॥

ত্রয়োদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

শ্রীমার্কণ্ডেয় কহিলেন,—পুনরায় দেবদেবের অন্য এক মহাচরিত্র কীর্ত্তন করিতেছি, ইহা শ্রবণ করিলে মানব অখিল কলুষ হইতে মুক্ত হয়। হে ভারত! শম্ভু প্রবীণ হইয়াও বালকরূপে গ্রাম্যবালকগণের সহিত আমলক দ্বারা ক্রীড়া করিয়াছিলেন। এক্ষণে তোমার নিকট সেই ক্রীড়াবিবরণ বর্ণন করিতেছি। হে পাণ্ডব! বালকগণ সকলে মিলিয়া যে সকল আমলক নিক্ষেপ করিত, হর তৎক্ষণাৎ তাহা সংগ্রহ করিয়া পরে সেই সকল আমলকই সেই বালকগণের প্রতি নিক্ষেপ করিতেন। একদা হর, ঐরূপ আমলক সকল নিক্ষেপ করিলে বালকগণ দশ দিক্ হইতে পৃথক্ পৃথক্ সেই সকল আমলক সংগ্রহপূর্ব্বক তথায় আগমন করিল, আসিয়াই দেখিল,—সেই বালরূপী পরমেশ আমলকময় হইয়া গিয়াছেন। ধীমান্ দেবদেবের ইহা তৃতীয় চরিত্র। এই স্থানের নাম অনুত্তম আমলেশ্বর। ইহা সকল স্থানের শ্রেষ্ঠ ; এই আমলেশ্বরের পূজামাত্রেই পরমপদপ্রাপ্তি হয়। ১—৬

ত্রয়োদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২১৩ ॥

চতুর্দ্দশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। চতুর্থং সম্প্রবক্ষ্যামি দেবস্য চরিতং মহৎ। শ্রুতমাত্রেণ যেনৈব সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ১ ॥ কপালী কান্থিকো ভূত্বা যথা স ব্যচরন্মহীম্। পিশাচৈ রাক্ষসৈর্ভূতৈর্ডাকিনীযোগিনীবৃতঃ ॥ ২ ॥ ভৈরবং রূপমাস্থায় প্রেতাসনপরিগ্রহঃ। ত্রৈলোক্যস্যাভয়ং দত্ত্বা চচার বিপুলং তপঃ ॥ ৩ ॥ আষাঢ়ী তু কৃতা তত্র হ্যাষাঢ়ীনাম বিশ্রুতম্। কন্থা মুক্তা ততোঽন্যত্র দেবেন পরমেষ্ঠিনা ॥ ৪ ॥ তদাপ্রভৃতি রাজেন্দ্র স কন্থেশ্বর উচ্যতে। তস্য দর্শনমাত্রেণ হ্যশ্বমেধফলং লভেৎ ॥ ৫ ॥ দেবো মার্গে পুনস্তত্র ভ্রমতে চ যদৃচ্ছয়া। বিক্রীণাতি বলাকারো দৃষ্ট্বা চোক্তো হরেণ তু ॥ ৬ ॥ যদি ভদ্র ন চেৎকোপং করোষি ময়ি সাম্প্রতম্। বলাভির্ভর মে লিঙ্গং দদামি বহু তে ধনম্ ॥ ৭ ॥ এবমুক্তোঽথ দেবেন স বণিগ্লোভমোহিতঃ। যোজয়ামাস বলকা লিঙ্গে চোত্তমমধ্যমান্ ॥ ৮ ॥ তাবদ্যাবৎ ক্ষয়ং সর্ব্বে গতাঃ কালে সুসঞ্চিতাঃ ॥ স্থিতং সমুন্নতং লিঙ্গং দৃষ্ট্বা শোকমুপাগমৎ ॥ ৯ ॥ কৃত্বা তু খণ্ডখণ্ডানি স দেবঃ পরমেশ্বরঃ। উবাচ প্রহসন্ বাক্যং তং দৃষ্ট্বা গতসাধ্বসম্ ॥ ১০ ॥ ন চ মে পূরিতং লিঙ্গং যাস্যামি যদি মন্যসে। দদামি তত্র বিত্তং তে যদি লিঙ্গং প্রপূরিতম্ ॥ ১১ ॥ বণিগুবাচ। অধন্যোঽকৃতপুণ্যোঽহং নিগ্রাহ্যঃ পরমেশ্বর। তব প্রিয়মকুর্ব্বাণঃ শোচিষ্যে শাশ্বতীঃ সমাঃ ॥ ১২ ॥ এতচ্ছ্রুত্বা বচস্তস্য বণিক্পুত্রস্য ভারত। অসঙ্খ্যং ধনং দত্ত্বা স্থিতস্তত্র মহেশ্বরঃ ॥ ১৩ ॥ তদাপ্রভৃতি রাজেন্দ্র বলাকৈরিব ভূষিতম্। প্রত্যয়ার্থং স্থিতং লিঙ্গং লোকানুগ্রহকাম্যয়া ॥ ১৪ ॥ দেবেন রচিতং পার্থ ক্রীড়য়া সুপ্রতিষ্ঠিতম্। দেবমার্গমিতি খ্যাতং ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতম্। পশ্যন প্রপূজয়ন্ বাপি সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ১৫ ॥ দেবমার্গে তু যো গত্ব

চতুর্দ্দশাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

শ্রীমার্কণ্ডেয় কহিলেন,—অনন্তর দেবদেবের চতুর্থ মহাচরিত বর্ণন করিতেছি; ইহার শ্রবণমাত্রেই মানব সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়। একদা দেবদেব কপাল ও কন্থাসম্বল হইয়া মহীমণ্ডল পরিভ্রমণ করেন। পিশাচ, রাক্ষস, ভূত, ডাকিনী ও যোগিনীগণ তাঁহার অনুগমন করে। তিনি প্রেতাসন পরিগ্রহপূর্ব্বক ভৈরবরূপ ধারণ করত অখিল লোকের অভয়দানার্থ বিপুল তপস্যা করিয়াছিলেন। শঙ্কর যে স্থানে আষাঢ় মাসে তপস্যা করিয়াছিলেন, সেই স্থান আষাঢ়ী নামে বিখ্যাত হইল। অনন্তর পরমেষ্ঠী দেব অন্যত্র কন্থা পরিত্যাগ করেন। হে রাজেন্দ্র! তদবধি সেই স্থানের নাম হয় কন্থেশ্বর; এই কন্থেশ্বরের দর্শনমাত্রে মানব অশ্বমেধ ফল লাভ করে। অনন্তর দেবদেব মার্গে যথেচ্ছ বিচরণ করিতে লাগিলেন, দেখিলেন জনৈক বণিক বলাকা বিক্রয় করিতেছে। বলাকাবিক্রয়ী বণিককে দর্শন করিয়া হর কহিলেন,—ভদ্র! যদি আমার প্রতি কুপিত না হও, তবে এক কার্য্য কর,—বলাকাদ্বারা আমার লিঙ্গ পূরণ কর, আমি তোমাকে বহু ধন দান করিব। লোভমোহিত বণিক্ এইরূপে দেববাক্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার লিঙ্গে উত্তম মধ্যম বিবিধ বলাকা যোজিত করিল, এই ব্যাপারে তাহার চিরসঞ্চিত বলকানিচয় নিঃশেষ হইয়া গেল। অনন্তর বণিক্ তথায় আর সে পুরুষ বিগ্রহ দেখিল না, দেখিল—এক সমুন্নত লিঙ্গ। তদ্দর্শনে বণিক্ শোক প্রাপ্ত হইল এবং তাহার প্রদত্ত সেই বলাকা সংগ্রহার্থ নির্ভয়ে লিঙ্গকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল। তখন পরমেশ দেব বণিককে ভীতিহীন দেখিয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন,—আমি চলিয়া যাইব মনে করিয়া আমার লিঙ্গ পূরণ কর নাই, আমি যেখানেই যাই না কেন, আমার লিঙ্গ পূরণ করিলেই আমি তোমাকে ধন দান করিব। তখন বণিক্ তাঁহাকে শঙ্কর বলিয়া বুঝিল; বলিল,—হে পরমেশ! আমি অধন্য, অকৃতপুণ্য ও অগ্রাহ্য, আপনার প্রিয় করি নাই, অতএব আমাকে অনন্তকাল শোক করিতে হইবে। ১—১২। হে ভারত! বণিক্তনয়ের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া মহেশ তাহাকে অগণিত ধনদান করিলেন ও সেই স্থানেই সন্নিহিত হইলেন। হে রাজেন্দ্র! তদবধি লোকমঙ্গলকামী দেব এই স্থানে অবস্থিত হইলেন। ইহার প্রত্যয়-প্রমাণ এই যে, এই লিঙ্গ দর্শন করিলেই মনে হয় যেন, ইনি বলাকা-ভূষিত। হে পার্থ! ক্রীড়াকৌতুকচ্ছলে স্বয়ং দেব এই লিঙ্গরূপে আবির্ভূত হন, এজন্য এস্থানের নাম হইল দেবমার্গ, এই দেবমার্গ ত্রিলোকবিখ্যাত। এই বলাকেশের দর্শন বা পূজনে মানব অখিল পাতক হইতে মুক্ত হয়।

পূজয়েন্নলাকেশ্বরম্। পঞ্চায়তনমাসাদ্য রুদ্রলোকং স গচ্ছতি ॥ ১৬ ॥ দেবমার্গে মৃতানান্তু নরাণাং ভাবিতাত্মনাম্। ন ভবেৎ পুনরাবৃত্তী রুদ্রলোকাৎ কদাচন ॥ ১৭ ॥ দেবমার্গস্য মাহাত্ম্যং ভক্ত্যা শ্রুত্বা নরোত্তম। মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ১৮ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে কপালতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম চতুর্দ্দশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২১৪ ॥

পঞ্চদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। শৃঙ্গিতীর্থং ততো গচ্ছেন্মোক্ষদং সর্ব্বদেহিনাম্। মৃতানাং তত্র রাজেন্দ্র মোক্ষপ্রাপ্তির্ন সংশয়ঃ ॥ ১ ॥ তত্রৈব পিণ্ডদানেন পিতৃণামনৃণো ভবেৎ। তেন পুণ্যেন পূতাত্মা গাণেশ্বরীং গতিম্ ॥ ২ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে শৃঙ্গিতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম পঞ্চদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২১৫ ॥

ষোড়শাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। অষাঢ়ীতীর্থমাগচ্ছেত্ততো ভূপালনন্দন। কামিকং রূপমাস্থায় স্থিতো যত্র মহেশ্বরঃ ॥ ১ ॥ চাতুর্যুগমিদং তীর্থং সর্ব্বতীর্থেষ্বনুত্তমম্। তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্ রুদ্রস্যানুচরো ভবেৎ ॥ ২ ॥ তত্র তীর্থে তু যঃ কশ্চিৎ কুরুতে প্রাণমোক্ষণম্। অনিবর্ত্তিকা গতিস্তস্য রুদ্রলোকাদসংশয়ম্ ॥ ৩

ইতি শ্রীস্কান্দে অষাঢ়ীতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ষোড়শাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২১৬ ॥

সপ্তদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। এরণ্ডীসঙ্গমং গচ্ছেৎ সুরাসুরনমস্কৃতম্। তত্তু তীর্থং মহাপুণ্যং মহাপাতকনাশনম্ ॥ ১ ॥ উপবাসপরো ভূত্বা নিয়তেন্দ্রিয়মানসঃ। তত্র স্নাত্বা বিধানেন মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যয়া ॥ ২ ॥ তত্র তীর্থে তু যো ভক্ত্যা প্রাণত্যাগ-

যে মানব দেবমার্গের পাঞ্চায়তনে গমন করিয়া নলাকেশের পূজা করে, তাহার রুদ্রলোকে গতি হয়। দেবমার্গে মৃত ভাবিতাত্মা মানবগণের কদাচ রুদ্রলোক হইতে পুনরাবৃত্তি হয় না। হে নরোত্তম! ভক্তিপূর্ব্বক দেবমার্গের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া মানব সর্ব্ববিধ পাপ হইতে মুক্ত হয়, এবিষয়ে বিচারণা কর্ত্তব্য নহে। ১৩—১৮।

চতুর্দ্দশাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২১৪

পঞ্চদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

শ্রীমার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে রাজেন্দ্র! অনন্তর দেহীদিগের মোক্ষদ শৃঙ্গিতীর্থে গমন করিবে। শৃঙ্গিতীর্থে মৃত ব্যক্তিগণের নিঃসংশয় মোক্ষপ্রাপ্তি হয়। এখানে পিণ্ডদানে মানব পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হয়, আর সেই পুণ্যপ্রভাবে পুণ্যাত্মা মানব গাণেশ্বরী গতি লাভ করে। ১।২।

পঞ্চদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২১৫ ॥

ষোড়শাধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

শ্রীমার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে ভূপালনন্দন! অনন্তর আষাঢ়ী তীর্থে আগমন করিবে। মহেশ এখানে কামিকরূপে বিরাজ করেন। চারিযুগেই এই তীর্থ সর্ব্বতীর্থোত্তম বলিয়া জানিবে। হে রাজন্! নর এই তীর্থে স্নান করিয়া রুদ্রের অনুচর হয়। যে কেহ এখানে প্রাণ পরিত্যাগ করে, রুদ্রলোকে তাহার অনিবর্ত্তিকা গতি হয়, সে কদাচ রুদ্রলোক হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করে না। ১—৩।

ষোড়শাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২১৬ ॥

সপ্তদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

শ্রীমার্কণ্ডেয় কহিলেন,—অনন্তর সুরাসুর-নমস্কৃত এরণ্ডীসঙ্গমে গমন করিবে। এই এরণ্ডীসঙ্গম তীর্থ মহাপুণ্য ও মহাপাতকনাশন। উপবাসপরায়ণ নিয়তেন্দ্রিয় সংযতমনা মানব এখানে বিধিপূর্ব্বক স্নান করিয়া ব্রহ্মহত্যা হইতে মুক্ত হয়। মানব এখানে ভক্তিভরে প্রাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক অনি-

পরো ভবেৎ। অনিবর্ত্তিকা গতিস্তস্য রুদ্রলোকাদসংশয়ম্ ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে এরণ্ডীতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম সপ্তদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২১৭ ॥

অষ্টদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। ততো গচ্ছেদ্ধরাধীশ তীর্থং পরমশোভনম্। জমদগ্নিরিতি খ্যাতং যত্র সিদ্ধো জনার্দ্দনঃ ॥ ১ ॥ যুধিষ্ঠির উবাচ। কথং সিদ্ধো দ্বিজশ্রেষ্ঠ বাসুদেবো জগদ্গুরুঃ। মানুষং রূপমাস্থায় লোকানাং হিতকাম্যয়া ॥ ২ ॥ এতৎ সর্ব্বং যথান্যায়ং দেবদেবস্য চক্রিণঃ। চরিতং শ্রোতুমিচ্ছামি কথ্যমানং ত্বয়ানঘ ॥ ৩ ॥ শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। আসীৎ পূর্ব্বং মহারাজ হৈহয়াধিপতির্ম্মহান্। কার্ত্তবীর্য্য ইতি খ্যাতো রাজা বাহুসহস্রবান্ ॥ ৪ ॥ হস্ত্যশ্বরথসম্পন্নঃ সর্ব্বশস্ত্রভৃতাং বরঃ। বেদবিদ্যাব্রতস্নাতঃ সর্ব্বভূতাভয়প্রদঃ ॥ ৫ ॥ মাহিষ্মত্যাঃ পতিঃ শ্রীমান্ রাজা হ্যক্ষৌহিণীপতিঃ। স কদাচিন্মৃগান্ হন্তুং নির্জ্জগাম মহাবলঃ ॥ ৬ ॥ বহুভির্দ্দিবসৈঃ প্রাপ্তো ভৃগুকচ্ছমনুত্তমম্। জমদগ্নির্ম্মহাতেজা যত্র তিষ্ঠতি তাপসঃ ॥ ৭ ॥ রেণুকাসহিতঃ শ্রীমান্ সর্ব্বভূতাভয়প্রদঃ। তস্য পুত্রোঽভবদ্রামঃ সাক্ষান্নারায়ণঃ প্রভুঃ ॥ ৮ ॥ সর্ব্বক্ষত্রগুণৈর্যুক্তো ব্রহ্মবিদ্ব্রাহ্মণোত্তমঃ। তোষয়ন্ পরয়া ভক্ত্যা পিতরৌ পরমার্থবৎ ॥ ৯ ॥ তং তদা চার্জ্জুনং দৃষ্ট্বা জমদগ্নিঃ প্রতাপবান্। চরন্তং মৃগয়াং গত্বা খ্যাতিথ্যেন ন্যমন্ত্রয়ৎ ॥ ১০ ॥ তথেতি চোক্তা স নৃপঃ সভৃত্যবলবাহনঃ। জগাম চাশ্রমং পুণ্যমৃষেস্তস্য মহাত্মনঃ ॥ ১১ ॥ তৎক্ষণাদেব সম্পন্নং শ্রিয়া পরময়া বৃতম্। বিস্ময়ং পরমং তত্র দৃষ্ট্বা রাজা জগাম হ ॥ ১২ ॥ গতমাত্রস্তু সিদ্ধেন পরমান্নেন ভোজিতঃ। সভৃত্যবলবান্ রাজা ব্রাহ্মণেন যদৃচ্ছয়া। কিমেতদিতি পপ্রচ্ছ কারণং শক্তিমেব চ ॥ ১৩ ॥ কামধেনোঃ প্রভাবং তং জ্ঞাত্বা প্রাহ ততো দ্বিজম্। দক্ষিণাং দেহি মে বিপ্র কল্যাষাং ধেনুমুত্তমাম্ ॥ ১৪ ॥ শতং

বর্ত্তিকাগতি লাভ করে; নিঃসংশয় তাহার রুদ্রলোক হইতে প্রত্যাবর্ত্তন হয় না। ১—৩।

সপ্তদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২১৭ ॥

অষ্টাদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

শ্রীমার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে ধরাধীশ! অনন্তর পরমশোভন বিখ্যাত জমদগ্নিতীর্থে গমন করিবে। এখানে জনার্দ্দন সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে দ্বিজসত্তম! লোকহিতার্থী জগদ্গুরু বাসুদেব মানুষদেহ ধারণ করিয়া কিরূপে এখানে সিদ্ধিলাভ করেন, আমি দেবদেব চক্রীর সেই সকল চরিত যথাযথ শ্রবণে অভিলাষী, হে অনঘ! কীর্ত্তন করুন। মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—মহারাজ! পূর্ব্বে হৈহয়াধিপ সহস্রবাহু কার্ত্তবীর্য্য নামে এক বিখ্যাত শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন। তিনি শস্ত্রধারিগণের অগ্রণী, হস্তী অশ্ব ও রথসম্পন্ন, বেদবিদ্যাব্রত-স্নাত এবং সর্ব্বভূতের অভয়প্রদ। মহাবল অক্ষৌহিণীপতি শ্রীমান রাজা কার্ত্তবীর্য্য মাহিষ্মতী পুরীর অধীশ্বর ছিলেন। তিনি একদা মৃগয়ার্থ রাজধানী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বহু দিবস পরে অনুত্তম ভৃগুকচ্ছে উপনীত হন। তাপস শ্রীমান সর্ব্বভূতের অভয়প্রদ মহাতেজা জমদগ্নি রেণুকার সহিত এই ভৃগুকচ্ছে অবস্থান করিতেন। ইঁহার এক পুত্র জন্মে, তাহার নাম পরশুরাম। প্রভু পরশুরাম সাক্ষাৎ নারায়ণ ছিলেন। নিখিল ক্ষত্রিয়গুণযুক্ত ব্রহ্মবিৎ ব্রাহ্মণোত্তম পরশুরামের পিতামাতাই পরমার্থ ছিল। তিনি পরম ভক্তি দ্বারা পিতামাতার সন্তোষ সাধন করিয়াছিলেন। অনন্তর তেজস্বী জমদগ্নি কার্ত্তবীর্য্যকে মৃগয়ার্থ পরিভ্রমণ করিতে দেখিয়া তাঁহাকে অতিথিরূপে নিমন্ত্রিত করেন। নৃপও 'তাহাই হউক' কহিয়া ভৃত্যবলবাহন-সহ মহাত্মা ঋষির পুণ্যাশ্রমে উপস্থিত হন। ঋষি তখন পরম ব্রাহ্মী সমৃদ্ধির প্রভাবে ক্ষণকাল মধ্যে তাঁহাদের আতিথ্য সম্পন্ন করিলেন, রাজা তদ্দর্শনে পরম বিস্ময় প্রাপ্ত হইলেন। রাজা আশ্রমে উপনীত হইবামাত্র দ্বিজ জমদগ্নি সুসম্পন্ন পরমান্ন দ্বারা ভৃত্য-বল-বাহন সহ রাজাকে ভোজন করাইলে ইহার কারণ জানিতে অভিলাষী হইয়া রাজা জিজ্ঞাসিলেন,—আপনি কোন্ শক্তিবলে এই দুরূহ কার্য্য সম্পন্ন করিলেন? ১—১৩। রাজা দ্বিজকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন—ইহা কামধেনুর প্রভাব। তখন তিনি জমদগ্নিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—বিপ্র! আপনি দক্ষিণার্থ আমাকে এই বিচিত্রবর্ণা উত্তম কামধেনু

শতসহস্রাণ্যযুতং নিযুতং পরম্। ভূষিতানাং চ ধেনূনাং দদামি তব চার্ব্বুদম্॥ ১৫॥ জমদগ্নিরুবাচ। অযুতৈঃ প্রযুতৈর্নাহং শতকোটিভিরুত্তমাম্। কামধেনুমিমাং তাত ন দদ্মি প্রতিগম্যতাম্॥ ১৬॥ এবমুক্তঃ স রাজেন্দ্রস্তেন বিপ্রেণ ভারত। ক্রোধসংরক্তনয়ন ইদং বচনমব্রবীৎ॥ ১৭॥ যস্ত্বেদৃশঃ কামচারো ময্যপি দ্বিজপাংসন। অহং তে পশ্যতস্তস্মান্নয়ামি সুরভিং গৃহাৎ॥ ১৮॥ দ্বিজ উবাচ। কঃ ক্রীড়তি সরোষেণ নির্ভয়ো হি মহাহিনা। মৃত্যুদংষ্ট্রান্তরেণাপি মম ধেনুং নয়েত যঃ॥ ১৯॥ এবমুক্ত্বা মহাদণ্ডং ব্রহ্মদণ্ডমিবাপরম্। গৃহীত্বা পরমক্রুদ্ধো জমদগ্নিরুবাচ হ॥ ২০॥ যস্যাস্তি শক্তিস্তেজো বা ক্ষত্রিয়স্য কুলাধমঃ। ধেনুং নয়তু মে সদ্যঃ ক্ষীণায়ুঃ সপরিচ্ছদঃ॥ ২১॥ এতচ্ছ্রুত্বা বচঃ ক্রূরং হৈহয়ঃ শতশো বৃতঃ। ধাবমানঃ ক্ষিতিতলে ব্রহ্মদণ্ডহতোঽপতৎ॥ ২২॥ হুঙ্কৃতেন ততো ধেন্বাঃ খড়্গপাশাসিপাণয়ঃ। নির্গচ্ছন্তঃ প্রদৃশ্যন্তে কল্মাষায়াঃ সহস্রশঃ॥ ২৩॥ নাসাপুটাগ্রাদ্রোমাগ্রাৎ কিরাতা মাগধা গুদাৎ। রন্ধ্রান্তরেষু চোৎপন্নাঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ॥ ২৪॥ এবমন্যোন্যমাহত্য হৈহয়ষ্টঙ্কণান্ দহন্। বিনাশং সহ বিপ্রেণ গতা হ্যর্জ্জুনতেজসা॥ ২৫॥ কার্ত্তবীর্য্যো জয়ং লব্ধ্বা সংখ্যে হত্বা দ্বিজোত্তমম্। জগাম স্বাং পুরীং হৃষ্টঃ কৃতান্তবশমোহিতঃ॥ ২৬॥ ততস্ত্বরান্বিতঃ প্রাপ্তঃ পশ্চাদ্গামী গতে রিপৌ। আক্রন্দমানাং জননীং দদর্শ পিতুরন্তিকে॥ ২৭॥ রাম উবাচ। কেনেদমাত্মনাশায় হ্যজ্ঞানাৎ সাহসং কৃতম্। মম তাতং জিঘাংসুর্য্যো দ্রষ্টুং মৃত্যুমিহেচ্ছতি॥ ২৮॥ ততঃ সা রামবাক্যেন গতসত্ত্বেব বিহ্বলা। উদরং করযুগ্মেন তাড়য়ন্তী হ্যুবাচ তম্॥ ২৯॥ অর্জ্জুনেন নৃশংসেন ক্ষত্রিয়ৈরপরৈঃ সহ। ইহাগত্য পিতা তেন নিহতো বাহুশালিনা॥ ৩০॥ তং পশ্য নিহতং তাতং গতাসুং গতচেতসম্। সংস্কৃত্য বিধিবৎ পুত্র

প্রদান করুন, আমি এই কামধেনুর বিনিময়ে আপনাকে বিবিধ ভূষণে ভূষিত শত, শতসহস্র, অযুত অথবা অর্ব্বুদ ধেনুদান করিতেছি। জমদগ্নি কহিলেন,—তাত! অযুত প্রযুত এমন কি শতকোটি ধেনুর পরিবর্ত্তেও আমি এই কামধেনু প্রদান করিব না, আপনি আশ্রম হইতে গমন করুন। হে ভারত! রাজসত্তম কার্ত্তবীর্য্য দ্বিজ জমদগ্নি কর্ত্তৃক এইরূপে কথিত হইয়া ক্রুদ্ধ হইলেন। ক্রোধে তাঁহার নয়ন রক্তবর্ণ হইল। তিনি এই বাক্য বলিলেন। রাজা বলিলেন,—হে দ্বিজপাংসন! আমার মত রাজার প্রতিও আপনার যখন এইরূপ যথেচ্ছ ব্যবহার, তখন আমি আপনার সমক্ষেই আপনার গৃহ হইতে কামধেনু গ্রহণ করিতেছি। দ্বিজ জমদগ্নি বলিলেন,—যাহার দংষ্ট্রামধ্যে সাক্ষাৎ মৃত্যু বিদ্যমান, কোন্ মানব সেই সরোষ মহাহির সহিত নির্ভয়ে ক্রীড়া করিতে সমর্থ হয়? যে আমার ধেনু হরণ করিবে, তাহারও সেই মহাহির সহিত ক্রীড়া করা হইবে। দ্বিজ জমদগ্নি এইরূপ বলিয়া দ্বিতীয় মহাদণ্ডবৎ ব্রহ্মদণ্ড গ্রহণপূর্ব্বক ক্রোধভরে বলিতে লাগিলেন;—যে শক্তিমান তেজস্বী ক্ষত্রিয়কুলাধম আমার ধেনু গ্রহণ করিবে, সে সদ্যঃ সপরিবারে ক্ষীণায়ু হইবে। তখন জমদগ্নির এই ক্রূর বাক্য শ্রবণ করিয়া শত শত বলবাহনে পরিবৃত হৈহয়পতি ক্ষিতিতলে প্রধাবিত ও ব্রহ্মদণ্ডাহত হইয়া পতিত হইলেন। তখন ধেনু এক হুঙ্কার করিল, সেই কামধেনুর হুঙ্কাররব হইতে খড়্গ-পাশ ও অসিপাণি সহস্র সহস্র সৈন্য নির্গত হইতে দেখা গেল। ধেনুর নাসাপুটাগ্র ও রোমাগ্র হইতে কিরাত এবং গুহ্য ও যোনিরন্ধ্র হইতে শত সহস্র মাগধ সমুদ্ভূত হইল। তখন উভয় দলে যুদ্ধ বাধিল, কিরাত মাগধাদি পরস্পর সমর করিয়া নিহত হইল, হৈহয়ের ধনুষ্টঙ্কারে তাহারা দগ্ধ হইলে, যাহারা অবশিষ্ট ছিল, দ্বিজ জমদগ্নির সহিত অর্জ্জুনতেজে সকলেই বিনষ্ট হইল। কৃতান্তবশমোহিত কার্ত্তবীর্য্য যুদ্ধে দ্বিজোত্তম জমদগ্নিকে বধ করিয়া জয়লাভ করিলেন, এবং তিনি হৃষ্ট হইয়া স্বীয় পুরী প্রতি প্রস্থিত হইলেন। শত্রু হৈহয় চলিয়া গেলে ত্বরান্বিত পরশুরাম আশ্রমে উপনীত হইলেন দেখিলেন জননী পিতার সমীপে বসিয়া অত্যন্ত রোদন করিতেছেন।১৪—২৭। রাম জিজ্ঞাসিলেন,—জননি! আত্মনাশবাসনায় কোন্ মানব অজ্ঞান বশে সহসা এইরূপ করিয়াছে? যে ব্যক্তি আমার পিতাকে নিহত করিয়াছে, নিশ্চিতই তাহার মৃত্যুদর্শনে বাসনা হইয়াছে। অনন্তর তনয়ের বাক্যে রামজননী গতপ্রাণার ন্যায় বিহ্বল হইয়া করদ্বয় দ্বারা উদর তাড়ন করত কহিলেন;—সহস্রবাহু নৃশংস অর্জ্জুন অপর ক্ষত্রিয়গণের সহিত মিলিত হইয়া আশ্রমে আগমনপূর্ব্বক তোমার পিতাকে নিহত করিয়াছে! ঐ দেখ, তোমার গতাসু পিতা হতচেতন হইয়া পতিত রহিয়া-

তর্পয়স্ব যথাতথম্ ॥ ৩১ ॥ এতচ্ছ্রুত্বা স বচনং জননীমভিবাদ্য তাম্। প্রতিজ্ঞামকরোদ্‌যাং তাং শৃণুষ্ব চ নরাধিপ ॥ ৩২ ॥ ত্রিঃসপ্তকৃত্বঃ পৃথিবীং নিঃক্ষত্রিয়কুলান্বয়াম্। স্নাত্বা চ তেষামসৃজা তর্পয়িষ্যামি তে পতিম্ ॥ ৩৩ ॥ তস্যাপি পরশুনা বাহূন কার্ত্তবীর্য্যস্য দুর্ম্মতেঃ। ছিত্ত্বা পাস্যামি রুধিরমিতি সত্যং শৃণুষ্ব মে ॥ ৩৪ ॥ এবং প্রতিজ্ঞাং কৃত্বাসৌ জামদগ্ন্যঃ প্রতাপবান। ক্রোধেন মহতাবিষ্টঃ সংস্কৃত্য পিতরং ততঃ ॥ ৩৫ ॥ মাহিষ্মতীং পুরীং রামো জগাম ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ। ছিত্ত্বা বাহুবনং তস্য হত্বা তং ক্ষত্রিয়াধমম্ ॥ ৩৬ ॥ জগাম ক্ষত্রিয়ান্তায় পৃথিবীমবলোকয়ন্। সপ্তদ্বীপার্ণবযুতাং সশৈলবনকাননাম্ ॥ ৩৭ ॥ পূর্ব্বতঃ পশ্চিমামাশাং দক্ষিণোত্তরতঃ কুরূন। সমন্তপঞ্চকে পঞ্চ চকার রুধিরহ্রদান ॥ ৩৮ ॥ স তেষু রুধিরাম্ভঃসু হ্রদেষু ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ। পিতৄন সন্তর্পয়ামাস রুধিরেণেতি নঃ শ্রুতম্ ॥ ৩৯ ॥ অথর্চ্চীকাদয়োপেত্য পিতরো ব্রাহ্মণর্ষভম্। তং ক্ষমস্বেতি জগদুস্ততঃ স বিররাম হ ॥ ৪০ ॥ তেষাং সমীপে যো দেশো হ্রদানাং রুধিরাম্ভসাম্। সমন্তপঞ্চকমিতি পুণ্যং তৎ পরিকীর্ত্তিতম্ ॥ ৪১ ॥ নিবর্ত্ত্য কর্ম্মণস্তস্মাৎ পিতৄন প্রোবাচ পাণ্ডব। রামঃ পরমধর্ম্মাত্মা যদিদং রুধিরং ময়া ॥ ৪২ ॥ ক্ষিপ্তং পঞ্চসু তীর্থেষু তদ্ভবত্তীর্থমুত্তমম্। তথেত্যুক্ত্বা তু তে সর্ব্বে পিতরোঽদৃশ্যতাং গতাঃ ॥ ৪৩ ॥ এবং রামস্য সংসর্গো দেবমার্গে যুধিষ্ঠির। সর্ব্বপাপক্ষয়করো দর্শনাৎ স্পর্শনান্নৃণাম্ ॥ ৪৪ ॥ রেণুকাপ্রত্যয়ার্থায় অদ্যাপি পিতৃদেবতাঃ। দৃশ্যন্তে দেবমার্গস্থাঃ সর্ব্বপাপক্ষয়ঙ্করাঃ ॥ ৪৫ ॥ তত্র তীর্থে তু রাজেন্দ্র নর্ম্মদোদধিসঙ্গমে। স্নানং কৃত্বা বিধানেন মুচ্যন্তে পাতকৈর্নরাঃ ॥ ৪৬ ॥ কুশাগ্রেণাপি কৌন্তেয় স স্পৃষ্টব্যো মহোদধিঃ। অনেন তত্র মন্ত্রেণ স্নাতব্যং নৃপসত্তম ॥ ৪৭ ॥ নমস্তে বিষ্ণুরূপায় নমস্তভ্যমপাং

ছেন। পুত্র! ইহার যথাবিধি সৎকার করিয়া শাস্ত্রানুসারে তর্পণ কর। হে নরাধিপ! জামদগ্ন্য জননীর এবংবিধ বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, শ্রবণ কর। জামদগ্ন্য বলিয়াছিলেন,—জননি শুনুন, আমার বাক্য মিথ্যা নহে। আমি এখন তর্পণ করিব না, আমি একবিংশতিবার ধরিত্রীকে নিঃক্ষত্রিয় করিব এবং ক্ষত্রিয়কুল সমূলে নির্ম্মূল করিয়া তাহাদের শোণিতে স্নান ও সেই ক্ষত্রিয়শোণিতধারায় আপনার পতির তর্পণ করিব, আর পরশু দ্বারা সেই ক্ষত্রিয়পতি দুর্ম্মতি কার্ত্তবীর্য্যের বাহুনিবহ ছেদন করিয়া রুধির পান করিব। অনন্তর মহাক্রোধাবিষ্ট প্রতাপবান জামদগ্ন্য এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া পিতার সৎকার করিলেন এবং ক্রোধমূর্চ্ছিতহৃদয়ে মাহিষ্মতী পুরীর প্রতি প্রস্থিত হইলেন। তিনি ক্ষত্রিয়াধম কার্ত্তবীর্য্যের বাহুনিচয় ছেদনপূর্ব্বক তাহাকে নিহত করিয়া ক্ষাত্রিয়ান্তক উপাধিলাভ করিলেন। অনন্তর পরশুরাম সপ্তদ্বীপ ও সপ্তসাগরমণ্ডিত সশৈলবনকাননা পৃথিবীমণ্ডল অবলোকন করিলেন, তিনি উত্তর কুরুর পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ দিক্ সকল অবলোকন করিয়া সমন্তপঞ্চকে পাঁচটী রুধিরহ্রদ প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তিনি ক্রোধপূর্ণহৃদয়ে সেই সকল হ্রদে পিতৃগণের তর্পণ করিয়াছিলেন। আমরা শুনিয়াছি—শোণিত দ্বারাই তিনি তর্পণ করেন। তখন ঋচীকাদি তদীয় পিতৃগণ সেই দ্বিজসত্তম পরশুরামের সমীপে আগমন করিয়া বলিলেন,—ক্ষান্ত হও। পরশুরামও পিতৃগণের আদেশ পাইয়া বিরত হইলেন। এই সকল রুধিরহ্রদের সমীপে যে দেশ বিদ্যমান, তাহাই পুণ্য সমন্ত-পঞ্চক নামে কীর্ত্তিত হয়। হে পাণ্ডব! অনন্তর পরম ধার্ম্মিক পরশুরাম সেই কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইয়া পিতৃগণের নিকট প্রার্থনা করেন, আমি পঞ্চতীর্থেই ক্ষত্রিয়রুধির নিক্ষেপ করিয়াছি, এক্ষণে উহা সর্ব্বোত্তম তীর্থ হউক। তখন পরশুরামের পিতৃগণ তাহাই হউক কহিয়া অদৃশ্য হইলেন। হে যুধিষ্ঠির! এইরূপে দেবমার্গে পরশুরামের সংসর্গ ঘটিয়াছিল, এই তীর্থপঞ্চকের দর্শন ও স্পর্শন মাত্রেই মানবগণের সর্ব্বপাপক্ষয় হইয়া থাকে। রেণুকার প্রত্যয়ার্থ অদ্যাপি সর্ব্বপাপক্ষয়কর পিতৃদেবতারা দেবমার্গে অবস্থিত হইয়া দর্শন দিয়া থাকেন। ৩৮ – ৪৫। এইস্থানে নর্ম্মদা ও উদধির সঙ্গম বিদ্যমান। হে রাজেন্দ্র! নরগণ এ তীর্থে যথাবিধি স্নান করিয়া সর্ব্ববিধ পাতক হইতে মুক্ত হয়। হে নৃপসত্তম কৌন্তেয়! মানব কুশাগ্রদ্বারাও এই মহোদধির জল স্পর্শ করিবে, অথবা নিম্নলিখিত মন্ত্রে স্নান করিবে। মন্ত্র যথা বিষ্ণুরূপী সাগরকে নমস্কার, হে উমাকান্ত! আপনাকে নমস্কার। হে দেবেশ! লবণ-মহোদধির জলে সান্নিহিত হউন। হে পাণ্ডব!

পতে। সান্নিধ্যং কুরু দেবেশ সাগরে লবণাম্ভসি ॥ ৪৮॥ অগ্নিশ্চ তেজো মৃড়য়া চ দেহে রেতোঽথ বিষ্ণুরমৃতস্য নাভিঃ। এতদ্ব্রুবন্ পাণ্ডব সত্যবাক্যং ততোঽবগাহেত পতিং নদীনাম্॥ ৪৯ ॥ পঞ্চরত্নসমাযুক্তং ফলপুষ্পাক্ষতৈর্যুতম্। মন্ত্রেণানেন রাজেন্দ্র দদ্যাদর্ঘ্যং মহোদধেঃ॥ ৫০ ॥ সর্ব্বরত্ননিধানস্ত্বং সর্ব্বরত্নাকরাকরঃ। সর্ব্বামরপ্রধানেশ গৃহাণার্ঘ্যং নমোঽস্তু তে॥ ৫১ ॥ আজন্মজনিতাৎ পাপান্মামুদ্ধর মহোদধে। যাহ্যর্চ্চিতো রত্ননিধে পর্ব্বতান পার্ব্বণোত্তম ॥৫২॥ কোঽপরঃ সাগরাদ্দেবাৎ স্বর্গদ্বারবিপাটন। তত্র সাগরপর্য্যন্তং মহাতীর্থ মনুত্তমম্॥ ৫৩ ॥ জামদগ্ন্যেন রামেণ তত্র দেবঃ প্রতিষ্ঠিতঃ। যত্র দেবাঃ সগন্ধর্ব্বা মুনয়ঃ সিদ্ধচারণাঃ॥ ৬৪॥ উপাসতে বিরূপাক্ষং জমদগ্নিমনুত্তমম্। রেণকাং চৈব যে দেবীং পশ্যন্তি ভুবি মানবাঃ॥ ৫৫ ॥ প্রিয়বাসে শিবে লোকে বসন্তি কালমীপ্সিতম্। তত্র স্নাত্বা নরো রাজংস্তর্পয়ন পিতৃদেবতাঃ॥ ৫৬॥ তারয়েন্নরকাদ্ ঘোরাৎ কুলানাং শতমুত্তরম্। শ্রাদ্ধ দত্ত্বাত্র সংহিতাঃ শ্রুত্বা বৈ ভক্তিপূর্ব্বকম্॥ ৫৭॥

ইতি শ্রীস্কান্দে জামদগ্ন্যতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নামাষ্টাদশাধিকাদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ২১৮॥

একোনবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। নর্ম্মদাদাক্ষণে কূলে তীর্থং কোটীশ্বরং পরম্। যত্র স্নানং চ দানং চ সর্ব্বং কোটিগুণং ভবেৎ॥ ১ ॥ তত্র দেবাঃ সগন্ধর্ব্বা ঋষয়ো যে তথামলাঃ। কোটিতীর্থে পরাং সিদ্ধিং সম্প্রাপ্তা ভুবি দুর্লভাম্॥ ২॥ স্থাপিতশ্চ মহাদেবস্তত্র কোটীশ্বরো নৃপ। তং দৃষ্ট্বা দেবদেবেশং সিদ্ধিং প্রাপ্নোত্যনুত্তমাম্॥ ৩॥ তত্র তীর্থে তু যৎকিঞ্চিচ্ছুভং বা যদি বাশুভম্। ক্রিয়তে তন্নৃপশ্রেষ্ঠ সর্ব্বং কোটিগুণং ভবেৎ॥ ৪ ॥ তত্র দাক্ষণমার্গস্থা যে কেচিন্মুনিসত্তমাঃ। সিদ্ধা মৃতাঃ পদং যান্তি পিতৃলোকং ধ্রুবং হি তে॥ ৫॥ উত্তরং নর্ম্মদাকূলং যে শ্রেষ্ঠা মুনিপুঙ্গবাঃ। দেবলোকং গতাঃ পূর্ব্বমিতি শাস্ত্রস্য নিশ্চয়ঃ॥ ৬॥

ইতি শ্রীস্কান্দে কোটিতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈকোনবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১১৯॥

অনন্তর নিম্নলিখিত সত্যবাক্য উচ্চারণ করিতে করিতে নদীপতি সাগরনীরে অবগাহন করিতে হয়। যথা—তোমার দেহ অগ্নি, তেজ ও মৃত্তিকাময়, তুমি বিষ্ণুর রেত ও অমৃতের নাভি। হে রাজেন্দ্র! অনন্তর নিম্নলিখিত মন্ত্রে মহোদধির উদ্দেশে পঞ্চরত্ন ও ফল পুষ্প এবং অক্ষতযুক্ত অর্ঘ্যদান করিবে। মন্ত্র যথা—"তুমি সর্ব্বরত্নের নিধান ও রত্নাকরনিকরের আকর। হে অমরগণের অগ্রণী, ঈশ! তোমাকে নমস্কার। তুমি অর্ঘ্য গ্রহণ কর।" অনন্তর বিসর্জ্জন কর্ত্তব্য, মন্ত্র যথা—"হে মহোদধে! আজন্মসঞ্চিত পাতক হইতে আমাকে উদ্ধার কর। হে পার্ব্বণোত্তম রত্ননিধে! তুমি আমার পূজা গ্রহণ করিয়া পর্ব্বতে গমন কর। হে স্বর্গদ্বারবিপাটন। তোমা হইতে শ্রেষ্ঠ দেবতা আর কে আছে?" হে রাজন। এখানে সাগর পর্য্যন্ত স্থান অনুত্তম মহাতীর্থ। জমদগ্নিনন্দন পরশুরাম এখানে দেবপ্রতিষ্ঠা করেন। দেব গন্ধর্ব্ব মুনি সিদ্ধ ও চারণগণ সেই বিরূপাক্ষের উপাসনা করিয়া থাকেন। ভূতলে যে সকল মানব এই অনুত্তম স্থানে দেব বিরূপাক্ষ, জমদগ্নি ও রেণুকাকে অবলোকন করে, তাহারা অভীষ্টকাল প্রিয়বাস শিবাবাসে বাস করে। হে রাজন! এই জামদগ্ন্যতীর্থে মানব স্নান ও পিতৃগণের তর্পণ করিবে। যে মানব এখানে ভক্তিপূর্ব্বক স্নান দান করিয়া সংহিতা শ্রবণ করে, সে তাহার শতকুল উদ্ধার করিতে সমর্থ হয়। ৪৬—৫৭।

অষ্টাদশাধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২১৮॥

ঊনবিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

শ্রীমার্কণ্ডেয় কহিলেন,—নর্ম্মদার দক্ষিণকূলে পরম তীর্থ কোটীশ্বর বিদ্যমান। এখানে স্নান দান করিলে তাহা কোটিগুণিত হয়। এই কোটিতীর্থে দেব, গন্ধর্ব্ব ও অমল ঋষিকুল ভুবনদুর্লভ সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। হে নৃপ! এখানে কোটীশ্বর মহাদেব প্রতিষ্ঠিত। এই কোটীশ্বরদর্শনে উত্তম সিদ্ধিলাভ হয়। এখানে শুভাশুভ যে কিছু কর্ম্ম করা যায়, হে নৃপসত্তম! সে সকল কোটিগুণিত হইয়া থাকে। অত্রত্য নর্ম্মদার দক্ষিণকূলে যে সকল ঋষিসত্তম বাস করেন, তাঁহারা সিদ্ধ, দেহাবসানে তাঁহারা নিশ্চিতই পিতৃলোকে গমন করেন। আর নর্ম্মদার উত্তর

বিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। ততো গচ্ছেদ্ধরাধীশ লোটনেশ্বরমুত্তমম্। উত্তরে নর্ম্মদাকূলে সর্ব্বপাতকনাশনম্ ॥ ১ ॥ তৎক্ষণাদেব তৎসর্ব্বং সপ্তজন্মার্জ্জিতং নৃণাম্। নশ্যতে দেবদেবস্য দর্শনাদেব তন্নৃপ ॥ ২ ॥ বাল্যাৎ প্রভৃতি যৎপাপং যৌবনে চাপি যৎকৃতম্। তৎসর্ব্বং বিলয়ং যাতি দেবদেবস্য দর্শনাৎ ॥ ৩ ॥ যুধিষ্ঠির উবাচ। আশ্চর্য্যভূতং লোকেষু নর্ম্মদাচরিতং মহৎ। ত্বয়া বৈ কথিতং বিপ্র সকলং পাপনাশনম্ ॥ ৪ ॥ যদেকং পরমং তীর্থং সর্ব্বতীর্থফলপ্রদম্। শ্রোতুমিচ্ছামি তৎসর্ব্বং দয়াং কৃত্বা বদাশু মে ॥ ৫ ॥ যে কেচিদ্দুর্লভাঃ প্রশ্নাস্ত্রিষু লোকেষু সত্তম। ত্বৎপ্রসাদেন তে সর্ব্বে শ্রুতা মে সহ বান্ধবৈঃ ॥ ৬ ॥ এতমেকং পরং প্রশ্নং সর্ব্বপ্রশ্নবিদাং বর। শ্রুত্বাহং ত্বৎপ্রসাদেন যত্র যামি সবান্ধব ॥ ৭ ॥ শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। সাধুসাধু মহাপ্রাজ্ঞ যস্য তে মতিরীদৃশী। দুর্লভং ত্রিষু লোকেষু তস্য তে নাস্তি কিঞ্চন ॥ ৮ ধর্ম্মমর্থং চ কামং চ মোক্ষং চ ভরতর্ষভ। কালে কালে চ যো বেত্তি কর্ত্তব্যস্তেন ধীমতা ॥ ৯ ॥ তস্মাত্তে সম্প্রবক্ষ্যামি প্রশ্নস্যোত্তরং শুভম্। যচ্ছ্রুত্বা সর্ব্বপাপেভ্যো মুচ্যতে ভুবি মানবাঃ ॥ ১০ ॥ নর্ম্মদা সরিতাং শ্রেষ্ঠা সর্ব্বতীর্থময়ী শুভা। বিশেষঃ কথিতস্তস্যা রেবাসাগরসঙ্গমে ॥ ১১ ॥ আগচ্ছন্তীং নৃপশ্রেষ্ঠ দৃষ্ট্বা রেবাং মহোদধিঃ। প্রণম্য চ পুনর্দেবীং সঙ্গমে রেবয়া সহ ॥ ১২ ॥ সঞ্চিন্ত্য মনসা কেয়মিতি মাং বৈ সরিদ্বরা। জ্ঞাত্বা সঞ্চিন্ত্য মনসা রেবাং লিঙ্গোদ্ভবাং পরাম্ ॥ ১৩ ॥ লুঠন্ বৈ সম্মুখস্তাত গতো রেবাং মহোদধিঃ। সমুদ্রে নর্ম্মদা যত্র প্রবিষ্টাস্তি মহানদী ॥ ১৪ ॥ তত্র দেবাধিদেবস্য সমুদ্রে লিঙ্গমুত্থিতম্। লিঙ্গোদ্ভূতা মহাভাগা নর্ম্মদা সরিতাং বরা ॥ ১৫ ॥ লয়ং গতা তত্র লিঙ্গে তেন পুণ্যতমা হি সা। নর্ম্মদায়াং বসন্নিত্যং নর্ম্মদাপ্

তীরে যে সকল ঋষিপুঙ্গবের বাস, তাঁহারা দেবলোকে গমন করিয়া থাকেন, ইহাই শাস্ত্রের বিনিশ্চয়। ১—৬।

ঊনবিংশত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥২১৯॥

বিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

শ্রীমার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে ধরাধীশ! অনন্তর অত্যুত্তম লোটনেশ্বর তীর্থে গমন করিবে, এই সর্ব্বপাতকনাশক লোটনেশ্বর তীর্থ নর্ম্মদার উত্তর তীরে বিরাজিত। হে নৃপ! দেবদেব লোটনেশ্বরলিঙ্গদর্শনেই মানবের সপ্তজন্মার্জ্জিত পাপ সদ্য বিনষ্ট হয়। বাল্যকালাবধি যে পাপ করা হয়, যৌবনেও মানব যে পাপ করে, দেবদেব লোটনেশ্বর দর্শনে তৎসমস্ত বিলীন হইয়া যায়। যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন,—ত্রিলোকে নর্ম্মদাচরিত আশ্চর্য্যভূত ও শ্রেষ্ঠ; হে বিপ্র! সে সকল পাপনাশন নর্ম্মদাচরিত আপনি আমার নিকট কীর্ত্তন করিয়াছেন। যাহা একমাত্র পরমতীর্থ, যে তীর্থ অখিল তীর্থের ফল প্রদান করে, আমি শুনিতে অভিলাষী, দয়া করিয়া সত্বর সে সকল আমার নিকট বলুন। হে সত্তম! ত্রিলোকে যে সকল দুর্লভ প্রশ্ন ছিল, আপনার প্রসাদে বান্ধবগণ সহ সে সকল আমি শ্রবণ করিয়াছি। আপনি প্রশ্নজ্ঞগণের শ্রেষ্ঠ, সম্প্রতি আমি এই একমাত্র পরম প্রশ্ন করিলাম, আপনি প্রসন্ন হউন, আমি এই প্রশ্নের উত্তর শ্রবণ করিয়া সবান্ধবে বিদায় গ্রহণ করিব। মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে মহাপ্রাজ্ঞ! সাধু সাধু; তোমার ঈদৃশী মতি জন্মিয়াছে, ত্রিলোকে কোন বস্তুই তোমার দুর্লভ নাই। হে ভরতর্ষভ! যথাকালে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ বিদিত হওয়াই ধীমান মানবের কর্ত্তব্য, অতএব তোমার এই শুভ প্রশ্নের উত্তর কীর্ত্তন করিতেছি, ভূতলে মানবগণ ইহা শ্রবণ করিয়া অখিল কলুষ হইতে মুক্ত হয়। সরিদ্বরা শুভাবহা নর্ম্মদা সর্ব্বতীর্থময়ী; বিশেষতঃ রেবাসাগরসঙ্গম সর্ব্বাধিক প্রশস্ত। ১—১১। হে নৃপসত্তম! মহোদধি রেবাকে আগমন করিতে দেখিয়া প্রথম তাঁহাকে প্রণাম করেন ও পরে তাঁহার সহিত সঙ্গত হন। মহোদধি মনে মনে ভাবিয়াছিলেন—ইনি কে আসিতেছেন, তার পর মনে মনে বিচার করিয়া জানিলেন—ইনি লিঙ্গোদ্ভবা রেবা। হে তাত! মহোদধি এইরূপ বিদিত হইয়া রেবার অভিমুখী হইলেন এবং রেবার সম্মুখে স্বীয় দেহ লুণ্ঠিত করিলেন। যে স্থানে মহানদী নর্ম্মদা সাগরে প্রবেশ করিয়াছিলেন, ঐ স্থানে জলমধ্যে দেবাধিদেবের এক লিঙ্গ উত্থিত হইয়াছে; লিঙ্গোদ্ভূতা মহাভাগা সরিদ্বরা নর্ম্মদা ঐ লিঙ্গে বিলীন হন; এজন্য নর্ম্মদা পুণ্যতমা বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন

পিবন্ সদা। দীক্ষিতঃ সর্ব্বযজ্ঞেষু সোমপানং দিনে দিনে॥ ১৬॥ সঙ্গমে তত্র যঃ স্নাত্বা লোটনেশ্বরমর্চ্চয়েৎ। সোঽশ্বমেধস্য যজ্ঞস্য ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ॥ ১৭॥ বাচিকং মানসং পাপং কর্ম্মণা যৎ-কৃতং নৃপ। লোটনেশ্বরমাসাদ্য সর্ব্বং বিলয়তাং ব্রজেৎ॥ ১৮॥ কার্ত্তিক্যান্তু বিশেষেণ কথিতং শঙ্করেণ তু। তচ্ছৃণুষ্ব নৃপশ্রেষ্ঠ সর্ব্বপাপাপনোদনম্॥ ১৯॥ সম্প্রাপ্তাং কার্ত্তিকীং দৃষ্ট্বা গত্বা তত্র নৃপোত্তম। চতুর্দ্দশ্যামুপোষ্যৈব স্নাত্বা বৈ নর্ম্মদাজলে॥ ২০॥ সন্তর্প্য পিতৃদেবাংশ্চ শ্রাদ্ধং কৃত্বা যথাবিধি। রাত্রৌ জাগরণং কুর্য্যাৎ সম্পূজ্য লোটনেশ্বরম্॥২১॥ সফলং জীবিতং তস্য সফলং তস্য চেষ্টিতম্। পঙ্গবস্তে ন সন্দেহো জন্ম তেষাং নিরর্থকম্॥ ২২॥ একাগ্রমনসা যৈস্তু ন দৃষ্টো লোটনেশ্বরঃ। পিশাচত্বং বিযোনিত্বং ন ভবেত্তস্য বৈ কুলে॥ ২৩॥ সঙ্গমে তত্র যো গত্বা স্নানং কৃত্বা যথাবিধি। পুণ্যৈশ্চৈব তথা কুর্য্যাদ্গীতৈর্নৃত্যৈঃ প্রবোধনম্॥ ২৪॥ ততঃ প্রভাতাং রজনীং দৃষ্ট্বা নত্বা মহোদধিম্। আমন্ত্র্য স্নানবিধিনা স্নানং তত্র তু কারয়েৎ॥ ২৫॥ ওঁ নমো বিষ্ণুরূপায় তীর্থনাথায় তে নমঃ। সান্নিধ্যং কুরু মে দেব সমুদ্র লবণাম্ভসি॥ ২৬॥ অগ্নিশ্চ তেজো মৃড়য়া চ দেহো রেতোঽধা বিষ্ণুরমৃতস্য নাভিঃ। এবং ব্রুবন্ পাণ্ডব সত্যবাক্যং ততোঽবগাহেত পতিং নদীনাম্॥ ২৭॥ আজন্মশতসাহস্রং যৎপাপং কৃতবান্নরঃ। সকৃৎ স্নানাদ্ব্যপোহেত পাপৌঘং লবণাম্ভসি॥ ২৮॥ অথবা হি কুরুশ্রেষ্ঠ দেবযোনিরসৌ বিভুঃ। কুশাগ্রেণাপি বিবুধৈঃ স স্পৃষ্টব্যো মহার্ণবঃ॥ ২৯॥ সর্ব্বরত্নপ্রধানস্ত্বং সর্ব্বরত্নাকরাকর। সর্ব্বামরপ্রধানেশ গৃহাণার্ঘ্যং নমোঽস্তু তে॥ ৩০॥ পিতৃদেবমনুষ্যাংশ্চ সন্তর্প্য তদনন্তরম্। উত্তীর্য্য তীরে তস্যৈব পঞ্চভির্দ্বিজপুঙ্গবৈঃ॥ ৩১॥ শ্রাদ্ধং সমাচরেৎ পশ্চাল্লোকপালানুরূপিভিঃ। কৃত্বাগ্রে লোকপালাংস্তু প্রতিষ্ঠাপ্য যথাবিধি॥ ৩২॥ সম্পূজ্য চ যথান্যায়ং তামেব ব্রাহ্মণৈঃ সহ। সুকৃতং দুষ্কৃতং পশ্চাত্তেভ্যঃ সর্ব্বং নিবেদয়েৎ॥ ৩৩॥ বাল্যাৎ প্রভৃতি যৎপাপং কৃতং বার্দ্ধকযৌবনে। প্রখ্যাপয়িত্বা তেভ্যোঽগ্রে লোকপালান্নিমন্ত্রয়েৎ॥ ৩৪॥

যে ব্যক্তি নিরন্তর নর্ম্মদায় বাস ও নর্ম্মদার জল পান করে, সে সর্ব্বযজ্ঞদীক্ষিত এবং তাহার দিনে দিনে সোমপান করা হয়। যে মানব লোটনেশ্বর তীর্থে গমনপূর্ব্বক স্নান করিয়া লোটনেশ্বরের পূজা করে, তাহার অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়। হে নৃপ! কায়িক, মানস ও কর্ম্মজ পাপ লোটনেশ্বরে আগমন করিলেই বিলীন হয়। বিশেষতঃ কার্ত্তিক পূর্ণিমায় লোটনেশ্বর-মাহাত্ম্য শঙ্কর যাহা কহিয়াছেন, হে নৃপসত্তম! সেই সর্ব্বপাপাপনোদন মাহাত্ম্য শ্রবণ কর। হে নৃপোত্তম! কার্ত্তিক পূর্ণিমা সমীপবর্ত্তী হইলে রেবাতীরে গমন করিয়া চতুর্দ্দশীর দিবস উপবাসপূর্ব্বক রেবানীরে অবগাহন করিবে। তার পর দেব-পিতৃগণের তর্পণ, যথাবিধি শ্রাদ্ধ ও রজনীজাগরণ করিয়া লোটনেশ্বরের পূজা করিবে। এইরূপ করিলে তাহার জীবন ও উদ্যম সফল হয়; আর যাহারা এরূপ না করে, তাহারা নিঃসন্দেহ পঙ্গু এবং তাহাদের জীবন নিরর্থক। যে মানব একাগ্রমনে লোটনেশ্বর দর্শন না করে, তাহার কুল পিশাচ-যোনি হইতে মুক্ত হয় না। মানব রেবাসঙ্গমে গমন করিয়া যথাবিধি স্নান ও পুণ্য গীত নৃত্য দ্বারা রজনী জাগরণ করিবে। অনন্তর বিভাবরী প্রভাত হইলে মহোদধির দর্শন ও তাঁহাকে নমস্কার করা কর্ত্তব্য। দর্শন ও প্রণামান্তে স্নান বিধি অনুসারে তীর্থামন্ত্রণ করিয়া স্নান করিতে হয়, আমন্ত্রণ মন্ত্র যথা—বিষ্ণুরূপ, তীর্থনাথকে, নমস্কার। হে দেব সমুদ্র! এই লবণজলে সন্নিহিত হউন। এই মন্ত্রের প্রথমে প্রণবযুক্ত করিবে। হে পাণ্ডব! অনন্তর "অগ্নিশ্চ—" ইত্যাদি মন্ত্রে নদীপতি লবণজলধিতে স্নান করিবে। যে নর একবারও লবণজলধি জলে স্নান করে, তাহার শত, সহস্র জন্মের রাশি রাশি পাপ বিনষ্ট হয়।১২—২৮। অথবা হে কুরুসত্তম! এই বিভু মহোদধি দেবগণের যোনি, বিবুধগণ কুশাগ্র দ্বারা মহার্ণববারি স্পর্শ করিবেন। অনন্তর অর্ঘ্যদান কর্ত্তব্য; মন্ত্র—"সর্ব্বরত্ন—" ইত্যাদি। [পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত]। অনন্তর পিতৃ, দেব ও মনুষ্যগণের তর্পণ করিয়া তীরে উত্তরণ করিবে। অনন্তর লোকপালানুরূপী পঞ্চ-দ্বিজপুঙ্গবকে লইয়া শ্রাদ্ধ করিবে। তারপর যথাবিধি লোকপালগণকে সম্মুখে স্থাপিত করিয়া ব্রাহ্মণগণের সহিত যথান্যায়ে তাঁহাদের পূজা করিবে। অনন্তর নিজের সুকৃতই থাকুক কিংবা দুষ্কৃতই থাকুক, দ্বিজগণের নিকট নিবেদন করিবে এবং বাল্য-কাল হইতে যৌবন ও বার্দ্ধক্যে যে সকল পাপ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, সে সকল কীর্ত্তন করিয়া নিম-

বাল্যাৎপ্রভৃতি যৎকিঞ্চিৎকৃতমাজন্মতোঽশুভম্। বিপ্রেভ্যঃ কথিতং সর্ব্বং তৎসান্নিধ্যং স্থিতেষু মে ॥ ৩৫ ॥ ইত্যুক্ত্বা স লুঠেৎ পশ্চাত্তেভ্যোঽগ্রেণ চ সম্মুখম্। অনুমান্য চ তান পঞ্চ পশ্চাৎস্নানং সমাচরেৎ ॥ ৩৬ ॥ শ্রাদ্ধং চ কার্য্যং বিধিবৎ পিতৃভ্যো নৃপসত্তম। এবং কৃতে নৃপশ্রেষ্ঠ সর্ব্বপাপক্ষয়ো ভবেৎ ॥ ৩৭ ॥ জিজ্ঞাসার্থং তু যঃ কশ্চিদাত্মানং জ্ঞাতুমিচ্ছতি। শুভাশুভং চ যৎকর্ম্ম তস্য নিষ্ঠামিমাং শৃণু ॥ ৩৮ ॥ স্নাত্বা তত্র মহাতীর্থে লুঠমানো ব্রজেন্নরঃ। পাপকর্ম্মান্যতো যাতি ধর্ম্মকর্ম্মা ব্রজেন্নদীম্ ॥ ৩৯ ॥ পাপকর্ম্মা ততো জ্ঞাত্বা পাপং মে পূর্ব্বসঞ্চিতম্। স্নাত্বা তীর্থবরে তস্মিন্ দানং দদ্যাদ্যথাবিধি ॥ ৪০ ॥ লোটনেশ্বরমভ্যর্চ্চ্য সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে। অবক্রগমনং গত্বা মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ ॥ ৪১ ॥ তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন জ্ঞাত্বৈবং নৃপসত্তম। স্নাতব্যং মানবৈস্তত্র যত্র সন্নিহিতো হরঃ ॥ ৪২ ॥ এবং স্নাত্বা বিধানেন ব্রাহ্মণান বেদপারগান্। পূজয়েৎ পৃথিবীপাল সর্ব্বপাপাপোপশান্তয়ে ॥ ৪৩ ॥ এবং গুণবিশিষ্টং হি তত্তীর্থং নৃপসত্তম। তস্য তীর্থস্য মাহাত্ম্যং শৃণুষ্বৈকমনা নৃপ ॥ ৪৪ ॥ তত্র তীর্থে নরঃ স্নাত্বা সন্তর্প্য পিতৃদেবতাঃ। শ্রাদ্ধং য কুরুতে তত্র পিতৃণাং ভক্তিভাবিতঃ ॥ ৪৫ ॥ দানং দদাতি বিপ্রেভ্যো গোভূতিলহিরণ্যকম্। ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি কোটিবর্ষশতানি চ ॥ ৪৬ ॥ বিমানবরমারূঢ়ঃ স্বর্গলোকে মহীয়তে। নর্ম্মদাসর্ব্বতীর্থেভ্যঃ স্নানে দানে চ যৎফলম্ ॥ ৪৭ ॥ তৎফলং সমবাপ্নোতি রেবাসাগরসঙ্গমে। সুবর্ণং রজতং তাম্রং মণিমৌক্তিকভূষণম্ ॥ ৪৮ ॥ গোবৃষঞ্চ মহীং ধান্যং তত্র দত্ত্বাক্ষয়ং ফলম্। শুভস্যাপ্যশুভস্যাপি তত্র তীর্থে ন সংশয়ঃ ॥ ৪৯ ॥ তত্র তীর্থে নরঃ কশ্চিৎ প্রাণত্যাগং যুধিষ্ঠির। করোতি ভক্ত্যা বিধিবত্তস্য পুণ্যফলং শৃণু ॥ ৫০ ॥ কোটিবর্ষস্ত বর্ষাণাং ক্রীড়িত্বা শিবমন্দিরে। বেদবেদাঙ্গবিদ্বিপ্রো জায়তে বিমলে কুলে ॥ ৫১ ॥ পুত্রপৌত্রসমৃদ্ধোঽসৌ ধনধান্যসমন্বিতঃ। সর্ব্বব্যাধিবিনির্ম্মুক্তো জীবেচ্চ শরদাংশতম্ ॥ ৫২ ॥ অপি দ্বাদশযাত্রাসু সোমনাথে যদর্চ্চিতে। কার্ত্তিক্যাং কৃত্তিকাযোগে তৎপুণ্যং

লিখিত বাক্যে লোকপালগণের আমন্ত্রণ করিবে। বাক্য যথা—আমার বাল্যাবধি অনুষ্ঠিত যে কিছু সুকৃত-দুষ্কৃত, দ্বিজগণ সমীপে সে সকল কীর্ত্তন করিতেছি, লোকপালগণ আমার সন্নিহিত হউন। অতঃপর এইরূপ বাক্য উচ্চারণ করিয়া দ্বিজগণের সম্মুখে দেহ বিলুণ্ঠিত করিবে এবং সেই দ্বিজপঞ্চকের অনুমোদনক্রমে পশ্চাৎ স্নানাচরণ করিবে। হে নৃপসত্তম! অনন্তর পিতৃগণের উদ্দেশে যথাবিধি শ্রাদ্ধ করিবে। হে নৃপবর! এইরূপ করিলে সর্ব্ববিধ পাতক বিনষ্ট হয়। যে জিজ্ঞাসু আত্মাকে জানিতে অভিলাষ করে, তাহার পাপ-পুণ্য-কর্ম্মের নিষ্ঠা শ্রবণ কর। পাপকর্ম্মা মানব এখানে স্নান ও লোটনেশ্বরসমীপে দেহ লুণ্ঠিত করিয়া অন্যত্র চলিয়া যায় আর পুণ্যকর্ম্মা ব্যক্তি স্নান ও দেহলুণ্ঠন করিয়া নদীমধ্যেই প্রবেশ করিয়া থাকেন। পাপকর্ম্মা জানে—আমার পূর্ব্বসঞ্চিত পাপ আছে। সে এরূপ জানিয়া তীর্থবর রেবায় স্নান, যথাবিধি দান ও লোটনেশ্বরসমীপে দেহ বিলুণ্ঠিত করিয়া সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত হয়। এই তীর্থের গতি অবক্র ; হর এখানে নিত্য প্রতিষ্ঠিত। এখানে সর্ব্বপাতক নষ্ট হয়। হে নৃপসত্তম! মানবগণ এইরূপ জানিয়া সর্ব্বপ্রযত্নে এখানে স্নান করিবে। বিধিপূর্ব্বক স্নান করিয়া সর্ব্বপাপশান্তির জন্য বেদপারগ দ্বিজগণের পূজা করিবে।২৯—৪৩। হে পৃথিবীপাল! এই তীর্থ এতই গুণবিশিষ্ট! নৃপসত্তম! একমনা হইয়া এই তীর্থমাহাত্ম্য শ্রবণ কর। মানবগণ এই তীর্থে স্নান, পিতৃদেবগণের তর্পণ, ভক্তিভরে পিতৃগণের শ্রাদ্ধ এবং গো ভূ তিল ও হিরণ্য বিপ্রগণকে দান করিলে বিমানবরারোহণে স্বর্গে গমন করে ও তথায় ষষ্টিসহস্র শতকোটি বৎসর বাস করিয়া থাকে। নর্ম্মদায় বহুতীর্থ বিদ্যমান। এই সকল স্থানে স্নান-দানে যে ফল হয়, একমাত্র রেবাসঙ্গমেই তৎসমস্ত ফল লাভ হয়। এখানে সুবর্ণ, রজত, তাম্র, মণি, মৌক্তিক, ভূষণ, গোবৃষ, মহী এবং ধান্য এই সকল দান করিলে তাহা অক্ষয় ফলজনক হয়। রেবাসঙ্গমে শুভাশুভ যে কোন কার্য্যই অনুষ্ঠিত হউক, নিঃসংশয় তাহা অক্ষয় হইয়া থাকে। হে যুধিষ্ঠির! যে মানব এখানে ভক্তিপূর্ব্বক যথাবিধি প্রাণ পরিত্যাগ করেন, তাঁহার পুণ্যফল শ্রবণ কর, তিনি কোটি বৎসর শিবমন্দিরে ক্রীড়া করিয়া বেদবেদাঙ্গপারগ দ্বিজরূপে বিমলকুলে জন্মগ্রহণ করেন এবং পুত্রপৌত্রসমৃদ্ধ ধনধান্যসমন্বিত ও সর্ব্বব্যাধিবিমুক্ত হইয়া শতবৎসর জীবিত থাকেন। দ্বাদশ যাত্রা ও সোমনাথের অর্চ্চনায় যে ফল,

লোটনেশ্বরে ॥ ৫৩ ॥ গয়াগঙ্গা কুরুক্ষেত্রে নৈমিষে পুষ্করে তথা। তৎপুণ্যং লভতে পার্থ লোটনেশ্বরদর্শনাৎ ॥ ৫৪ ॥ যঃ শৃণোতি নরো ভক্ত্যা পঠ্যমানমিদং শুভম্‌! সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো রুদ্রলোকং স গচ্ছতি ॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে লোটনেশ্বরতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম বিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২২০ ॥

একবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। ততো গচ্ছেত্তু রাজেন্দ্র রেবায়া দক্ষিণে তটে। ক্রোশদ্বয়ান্তরে তীর্থং মাতৃতীর্থাদনুত্তরম্‌ ॥ ১ ॥ নাম্না হংসেশ্বরং পুণ্যং বৈমনস্যবিনাশনম্‌। কশ্যপস্য কুলে জাতো হংসো দাক্ষায়ণীসুতঃ ॥ ২ ॥ ব্রহ্মণো বাহনং জাতঃ পুরা তপ্ত্বা তপো মহৎ। সৈকদা বিধিনির্দ্দেশং বিনা বৈয়গ্র্যমাস্থিতঃ ॥ ৩ ॥ অভিভূতঃ শিবগণৈঃ প্রণনাশ যুধিষ্ঠির। দক্ষযজ্ঞপ্রমথনে কান্দিশীকো বিধিং বিনা ॥ ৪ ॥ ব্রহ্মণা সংস্মৃতোঽপ্যাশু নায়াতি

কৃত্তিকাযুক্ত কার্ত্তিক পূর্ণিমায় লোটনেশ্বরেও সেই ফল লাভ হয়। গয়া, গঙ্গা, কুরুক্ষেত্র, নৈমিষ ও পুষ্কর প্রভৃতি পুণ্যক্ষেত্রে যে পুণ্য প্রাপ্তি হয়, হে পার্থ! লোটনেশ্বরের দর্শনেও সেই পুণ্য হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক পঠ্যমান লোটনেশ্বরের শুভ মাহাত্ম্য শ্রবণ করে, সে সর্ব্বপাপমুক্ত হইয়া রুদ্রলোকে গমন করে। ৪৪—৫৫।

বিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২২০ ।

একবিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে রাজেন্দ্র! অনন্তর অনুত্তম হংসেশ্বর তীর্থে গমন করিবে। এই হংসেশ্বর তীর্থ রেবার দক্ষিণকূলে মাতৃতীর্থ হইতে ক্রোশদ্বয় দূরে বিদ্যমান। এই পুণ্যতীর্থ বৈমনস্যবিনাশন। কশ্যপকুলে এক হংস জন্মগ্রহণ করে, এই হংস দক্ষকন্যার উদরে জন্মিয়াছিল। হংস পুরাকালে বিপুল তপস্যা করিয়া ব্রহ্মার বাহন হয়। একদা ব্যগ্রতাবশতঃ বিধিনির্দেশ অতিক্রম করিয়া শিবগণ কর্ত্তৃক অভিভূত ও পলায়ন পর হয়। হে যুধিষ্ঠির! দক্ষের শিবহীন যজ্ঞ নাশকালে যখন শিবানু-

স যদা খগঃ। তদা তং শপ্তবান্‌ ব্রহ্মা পাতয়ামাস বৈ পদাৎ ॥ ৫ ॥ ততঃ স শপ্তমাত্মানং মত্বা হংসস্বরান্বিতঃ। পিতামহমুপাগম্য প্রণিপত্যেদমব্রবীৎ ॥ ৬ ॥ হংস উবাচ। তির্য্যগ্‌যোনিসমুৎপন্নং ভবান্‌ শপ্তুং ন চার্হতি। স্বভাব এব তির্য্যক্ষু বিবেকবিকলং মনঃ ॥ ৭ ॥ তথাপি দেব পাপোঽস্মি যদহং স্বামিনং ত্যজে। কিন্তু ধাবদ্ভিরত্যুগ্রৈর্গণৈঃ শার্ব্বৈঃ পিতামহ। সহসাহং ভয়াক্রান্তস্ত্বত্তস্ত্যক্তা পলায়িতঃ ॥ ৮ ॥ অদ্যাপি ভয়মেবাহং পশ্যন্নস্মি বিভো পুরঃ। তেন স্মৃতোঽপি ভবতা নাব্রজং ভবদন্তিকে ॥ ৯ ॥ শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। ইতি ব্রুবন্নেব হি ধাতুরগ্রে হংসঃ শ্বসিত্যক্ষিপূজ্যঃ সুদীনঃ। তির্য্যক্কং মাং পাপিনং মূঢ়বুদ্ধিং প্রভো পুরঃ পতিতং পাহি পাহি ॥ ১০ ॥ একো দেবস্ত্বং হি সর্গস্য কর্ত্তা নানাবিধং সৃষ্টমেতত্ত্বয়ৈব। অহং ত্বদৃষ্টস্ত্বীদৃশো যত্ত্বয়া বৈ সোঽহং দোষো ধাতরদ্ধা তবৈব ॥ ১১ ॥ শাপস্য

চরগণ উপদ্রব আরম্ভ করে, তখন হংস দিশাহারা তাহাকে স্মরণ করেন, তথাপি সে আগমন করে না। তখন ব্রহ্মা হংসকে অভিশাপদানে পদচ্যুত করিলেন। হংস স্বীয় প্রভুর অভিশাপবাণী শ্রবণ করিল। সে তখন ত্বরান্বিত হইয়া ব্রহ্মার সমীপে আগমন ও প্রণামপূর্ব্বক বলিতে লাগিল ॥১—৬ হংস বলিল,—আমি তির্য্যক্‌ যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, তির্য্যক্‌ যোনির মন স্বভাবতই বিবেকবিকল; অতএব আমার প্রতি অভিশাপ প্রদান আপনার যোগ্য হয় নাই। হে দেব! যাহা হউক, আমি পাপী; কেননা আমি স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়াছি। হে পিতামহ! অত্যুগ্র শিবগণেরা যখন আমার প্রতি প্রধাবিত হয়, তখন আমি ভয়াক্রান্ত হইয়া আপনার সঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিয়াছিলাম। হে বিভো! এক্ষণে আমি আপনার সমীপে উপস্থিত, তথাপি আমি সেই বিভীষিকা দর্শন করিতেছি অতএব আপনি আমাকে স্মরণ করিলেও আমি আপনার নিকট উপস্থিত হইতে সমর্থ হই নাই। মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—সুলোচন সুদীন হংস দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে বিধাতার সমক্ষে বলিল,—প্রভো! আমি পাপী মূঢ়বুদ্ধি তির্য্যক্‌যোনি; আমি আপনার সম্মুখে পতিত, আমাকে রক্ষা করুন, রক্ষা করুন। হে দেব! আপনি বিধাতা, আপনিই একমাত্র সৃষ্টিকর্ত্তা, জগতে এই যে

বাণুগ্রহস্থাপি শক্তস্ত্বত্তো নান্যঃ শরণং কং ব্রজামি। সেবাধর্ম্মাদ্বিচ্যুতং দাসভূতং চপেটৈর্হন্তুবাং বৈ তাত মাং ত্রাহি ভক্তম্॥ বিদ্যাবিদ্যে ত্বত্ত এবাবিরাস্তাং ধর্ম্মাধর্ম্মৌ সদসদ্ ত্বয্যপীশে চ। নানাভাবান্ জগতত্ত্বং বিধৎসেত্বং ত্বামেকং শরণং বৈ প্রপদ্যে॥ ১৩॥ একোঽসি বহুরূপোঽসি নানাচিত্রৈককর্ম্মকঃ। নিষ্কর্ম্মাখিলকর্ম্মাসি ত্বামতঃ শরণং ব্রজে॥ ১৪॥ নমোনমো বরেণ্যায় বরদায় নমোনমঃ। নমো ধাত্রে বিধাত্রে চ শরণ্যায় নমোনমঃ॥ ১৫॥ শিক্ষা-ক্ষরবিযুক্তেয়ং বাণী মে স্তৌতি কিং বিভো। কা শক্তিঃ কিং পরিজ্ঞানমিদমুক্তং ক্ষমস্ব মে॥ ১৬॥ শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। এবং বদতি হংসে বৈ ব্রহ্মা প্রাহ প্রসন্নধীঃ। শিক্ষা দত্তা তবৈবেয়ং মা বিষাদং কৃথাঃ খগ॥ ১৭॥ তপসা শোধয়াত্মানং যথা শাপান্তমাপ্নুয়াঃ। রেবাসেবাং কুরু স্নাত্বা স্থাপয়িত্বা মহেশ্বরম্। অচিরেণৈব কালেন ত্বং সংস্থানমাপ্স্যসি॥ ১৮॥ যচ্চেষ্ট্বা বহুভির্যজ্ঞৈঃ সমাপ্তবরদক্ষিণৈঃ। গো-স্বর্ণ-কোটিদানৈশ্চ তৎফলং স্থাপিতে শিবে॥ ১৯॥ ব্রহ্মঘ্নো বা সুরাপো বা স্বর্ণহৃদ্গুরুতল্পগঃ। রেবাতীরে শিবং স্থাপ্য মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ॥ ২০॥ তস্মাত্ত্বং সরিত্তীরে স্থাপয়িত্বা ত্রিয়ম্বকম্। বিযুক্তঃ সর্ব্বদোষৈস্ত্বং যাস্যসে পদমুত্তমম্॥ ২১॥ এবমুক্তঃ স বিধিনা হৃষ্টতুষ্টঃ খগোত্তমঃ। তথেত্যুক্ত্বা জগামাশু নর্ম্মদাতীরমুত্তমম্॥ ২২॥ তপস্তপ্ত্বা কিয়ৎকালং স্থাপয়ামাস শঙ্করম্॥ ২৩॥ স্বনাম্না ভরতশ্রেষ্ঠ হংসেশ্বরমনুত্তমম্। পূজয়িত্বা পরং স্থানং প্রাপ্তবান্ খগসত্তমঃ॥ ২৪॥ তত্র হংসেশ্বরে তীর্থে গত্বা স্নাত্বা যুধিষ্ঠির। পূজয়েৎ পরমেশানং স পাপৈঃ পরিমুচ্যতে॥ ২৫॥ স্তবনেনৈকমনা দেবং ন দৈন্যং প্রাপ্নুয়াৎ ক্বচিৎ। শ্রাদ্ধং দীপপ্রদানঞ্চ ব্রাহ্মণানাঞ্চ ভোজনম্। দত্ত্বা শক্ত্যা নৃপশ্রেষ্ঠ স্বর্গলোকে মহীয়তে॥ ২৬॥ ত্রিকালমেককালং বা যো ভক্ত্যা পূজয়েচ্ছিবম্। নবপ্রসূতাং ধেনুঞ্চ দত্ত্বা পার্থ

নানাবিধ জীবজাতি বিরাজিত, ইহা আপনারই সৃষ্টি, আপনি আমাকে যে এইরূপ মূঢ় করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহা আপনারই দোষ; শাপ ও অনুগ্রহ আপনারই অধীন; আপনি সকলই করিতে পারেন। আমি আপনাকে ভিন্ন কাহার শরণ লইব? আমি আপনার দাস, হে তাত! আমি আপনার ভক্ত, আমাকে দাসধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত করিবেন না; একটী চপেটাঘাতে নিহত করিয়া আমাকে পরিত্রাণ করুন। বিদ্যা অবিদ্যা, ধর্ম্ম অধর্ম্ম, সৎ অসৎ, এ সকল আপনা হইতেই আবির্ভূত। আপনি বিবিধ ভাবে জগতের সৃষ্টি পুষ্টি করিয়া থাকেন; অতএব অদ্য আমি আপনার শরণ লইলাম। আপনি এক হইয়াও বহুরূপী। এককর্ম্মা হইয়া নানাবিধ বিচিত্রকর্ম্মা, নিষ্ক্রিয় হইয়াও অখিলক্রিয়; অতএব আমি আপনার শরণাপন্ন হইলাম। আপনি বরেণ্য বরদ ধাতা বিধাতা ও শরণ্য, আপনাকে নমস্কার। হে বিভো! আমার শিক্ষা ও অক্ষরশূন্য বাণী আপনার কি স্তব করিবে? আমি আপনার স্তব করিতে পারি, আমার এমন কি শক্তি বা জ্ঞান আছে? আমাকে ক্ষমা করুন। মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হংস এইরূপ বলিলে ব্রহ্মা প্রসন্ন হইয়া বলিলেন,—খগ! আমি তোমাকে শিক্ষা প্রদান করিলাম, বিষণ্ণ হইও না, তপস্যা দ্বারা আত্মা শোধিত কর। এইরূপ করিলেই তোমার শাপের অবসান হইবে। তুমি রেবার সেবা কর। রেবানীরে অবগাহন করিয়া মহেশ্বর প্রতিষ্ঠা কর, অচিরকালেই তুমি তোমার স্বপদ লাভ করিবে।—১৮। মনোজ্ঞদক্ষিণ বহু যজ্ঞদ্বারা যজন এবং কোটি গো ও স্বর্ণ দান করিলে যে ফল লাভ হয়, একমাত্র শিবপ্রতিষ্ঠায় সেই ফল লাভ হইয়া থাকে। ব্রহ্মঘ্ন, সুরাপী, স্বর্ণস্তেয়ী ও গুরুদারগামী নরও রেবাতীরে শিব-স্থাপনা করিয়া অখিল কলুষ হইতে মুক্ত হয়, অতএব তুমিও রেবাতীরে ত্রিলোচন শঙ্করের প্রতিষ্ঠা করিয়া সর্ব্বদোষবিমুক্ত হইবে এবং পরমপদ লাভ করিবে। বিধি ব্রহ্মা এইরূপ বলিলে হৃষ্টতুষ্ট খগোত্তম হংস 'তাহাই হউক' বলিয়া অনন্তর নর্ম্মদাতীরে গমনপূর্ব্বক কিয়ৎকাল তপস্যা করিয়া শঙ্কর লিঙ্গ স্থাপন করিল। হে ভরতসত্তম! খগবর হংস নিজনামে অনুত্তম হংসেশ্বর প্রতিষ্ঠা ও তাঁহার পূজা করিয়া স্বীয় পরমপদপ্রাপ্ত হইয়াছিল। হে যুধিষ্ঠির! যে মানব সেই হংসেশ্বর তীর্থে গমন করিয়া পরমেশান হংসেশ্বরের পূজা করে, সে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়। যে মানব একমনে সেই হংসেশ্বরের স্তব করে, সে কদাচ দৈন্যপ্রাপ্ত হয় না। হে নৃপবর! এখানে শ্রাদ্ধ, দীপদান, ব্রাহ্মণভোজন এবং যথাশক্তি দান এই সকল কার্য্যে মানবের স্বর্গলাভ হয়। ত্রিকালেই হউক আর এককালেই হউক,

দ্বিজোত্তমে। ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি শিবলোকে মহী য়তে ॥ ২৭ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে হংসেশ্বরতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈক-বিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২২১ ॥

দ্বাবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। ততঃ ক্রোশান্তরে গচ্ছে-ত্তিলাদং তীর্থমুত্তমম্। তিলপ্রাশনকৃদ্যত্র জাবালিঃ শুদ্ধিমাপ্তবান্ ॥ ১ ॥ পিতৃমাতৃপরিত্যাগী ভ্রাতৃ-ভার্য্যাভিলাষকৃৎ। পুত্রবিক্রয়কৃৎ পাপশ্ছলকৃদ্‌গুরুণা সহ ॥ ২ ॥ এবং দোষসমাবিষ্টো যত্র যত্রাপি গচ্ছতি ॥ তত্র তত্রাপি ধিক্কারং লভতে সৎসু ভারত। ন কোঽপি সঙ্গতিং ধত্তে তেন সার্দ্ধং সভাস্বপি ॥ ৩ ॥ ইতি লজ্জান্বিতো বিপ্রঃ কালেন মহতা নৃপ। চিন্তা-মবাপ মহতীমগতিজ্ঞো হি পাবনে ॥ ৪ ॥ চকার সর্ব্বতীর্থানি রেবাং চাপ্যবগাহয়ৎ ॥ ৫ ॥ অনি-বাপান্তমাসাদ্য দক্ষিণে নর্ম্মদাতটে। তস্থৌ যত্র

এখানে ভক্তিপূর্ব্বক শিবপূজা কর্ত্তব্য। হে পার্থ! হংসেশ্বর তীর্থে দ্বিসত্তমকে নবপ্রসূতা ধেনুদান করিলে মানবের ষষ্টিসহস্র বৎসর শিবলোকে বাস হয়।১৯—২৭।

একবিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২২১ ॥

দ্বাবিংশত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

শ্রীমার্কণ্ডেয় কহিলেন,—অনন্তর তিলাদ তীর্থে গমন করিবে। এই অনুত্তম তিলাদ তীর্থ হংস-তীর্থের ক্রোশান্তরে দূরে বর্ত্তমান। জবালি এইখানে তিল ভক্ষণে শুদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। জাবালি পিতৃমাতৃ পরিত্যাগীও ভ্রাতৃভার্য্যায় অভিলাষী হইয়াছিলেন, এবং তনয়বিক্রয় ও গুরুর সহিত ছল করিয়াছিলেন। এইরূপে দোষদুষ্ট জাবালি যে যে স্থানে গমন করিতেন, সর্ব্বত্রই সাধুসভায় তিনি ধিক্কৃত হইতেন, সভায় উপস্থিত হইলে কেহই তাঁহার সহিত সংসর্গ করিত না। হে নৃপ! দীর্ঘকাল এইরূপ চলিতে থাকিলে দ্বিজ জাবালি লজ্জাযুক্ত হন এবং আপনাকে অগতিজ্ঞ বিদিত হইয়া শুদ্ধিলাভার্থ চিন্তা করেন। হে পার্থ! তিনি সকল তীর্থ পর্য্যটন করিয়া পরিশেষে রেবায়

ব্রতী পার্থ জাবালিঃ প্রাশয়ংস্তিলান্ ॥ ৬ ॥ তিলৈ-রেকাশনং কুর্ব্বংস্তথৈবৈকান্তরাশনম্। ত্র্যহষট্-দ্বাদশাহানি পক্ষমাসাশনস্তথা ॥ ৭ ॥ কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণা-দীনি ব্রতানি চ তিলৈরপি। তিলাদত্বমনুপ্রাপ্তো দ্বাদশাসপ্ততিং ক্রমাৎ ॥ ৮ ॥ কালেন গচ্ছতা তস্য প্রসন্নোঽভবদীশ্বরঃ। প্রাদাদিহামুত্রিকীং তু শুদ্ধিং সালোক্যমাত্মকম্ ॥ ৯ ॥ তেন স স্থাপিতো দেবঃ স্বনাম্না ভরতর্ষভ। তিলাদেশ্বরসংজ্ঞাঞ্চ প্রাপ লোকা-দপি প্রভুঃ ॥ ১০ ॥ তদা প্রভৃতি বিখ্যাতং তীর্থং পাপপ্রণাশনম্। তত্র তীর্থে নরঃ স্নাত্বা চতুর্দ্দশ্যষ্টমীষু চ ॥ ১১ ॥ উপবাসপরঃ পার্থ তথৈব হরিবাসরে। তিলহোমী তিলোদ্বর্ত্তী তিলস্নায়ী তিলোদকী ॥ ১২ ॥ তিলদাতা চ ভোক্তা চ নানাপাপৈঃ প্রমুচ্যতে। তিলৈরাপূরয়েল্লিঙ্গং তিলতৈলেন দীপদঃ। রুদ্র-লোকমবাপ্নোতি পুনাত্যাসপ্তমং কুলম্ ॥ ১৩ ॥ তিলপিণ্ডপ্রদানেন শ্রাদ্ধে নৃপতিসত্তম। বিকর্ম্মস্থাশ্চ

অবগাহন করেন, এবং রেবার দক্ষিণতীরবর্ত্তী অনিবাপান্তে উপনীত হইয়া ব্রতধারণপূর্ব্বক তথায় অবস্থিত হন। জবালি তখন তিল প্রাশন করিয়া জীবন ধারণ করিয়াছিলেন। তিনি কোন দিন তিলাহার, আবার কখন তিন দিন, ছয় দিন, দ্বাদশ-দিন, পক্ষ ও মাসান্তেও তিলাহার করিতেন। জাবালি এইরূপ নিয়মপূর্ব্বক তিলাহারে কৃচ্ছ্র-চান্দ্রায়ণাদি বহু ব্রত করিয়াছিলেন। তিনি এই নিয়মে দ্বাসপ্ততি বৎসর তিলাহারে অতিবাহিত করিয়া তিলাদত্ব লাভ করেন। এইরূপে জাবালির দীর্ঘকাল কাটিয়া গেল। ঈশ্বর প্রসন্ন হইলেন এবং তাঁহাকে ইহপর উভয়লোকে শুদ্ধিদান করিয়া স্বীয় সালোক্য প্রদান করিলেন। ১—৯। হে ভরতর্ষভ! জাবালি শুদ্ধি লাভ করিয়া নিজের নামে এক লিঙ্গ স্থাপন করেন, লোকে ঐ লিঙ্গের নাম হইল,—তিলাদেশ্বর। তদবধি পাপপ্রণাশন তিলাদেশ্বর তীর্থ প্রসিদ্ধি লাভ করিল। হে পার্থ! মানব এই তীর্থে অষ্টমী ও চতুর্দ্দশীদিবসে স্নান করিবে এবং হরিবাসর দিবসে উপবাসপরায়ণ হইবে। তিলহোমী, তিলোদ্বর্ত্তী, তিলস্নায়ী, তিলোদকী এবং তিলের দাতা ও ভোক্তা সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়। যে ব্যক্তি তিল দ্বারা লিঙ্গপূরণ ও তিল তৈলের দীপ প্রদান করে, তাহার সপ্তকুল পবিত্র হয় আর সেও রুদ্রলোক লাভ করে। হে নৃপসত্তম! শ্রাদ্ধে তিলপিণ্ড প্রদত্ত হইলে তদীয়

গচ্ছন্তি গতিমিষ্টাং হি পূর্ব্বজাঃ॥ ১৪॥ স্বর্গলোক-স্থিতাঃ শ্রাদ্ধৈর্ব্রাহ্মণানাং চ ভোজনৈঃ। অক্ষয়াং তৃপ্তিমাসাদ্য মোদন্তে শাশ্বতীঃ সমাঃ॥ ১৫॥ পিতুঃ কুলং মাতৃকুলং তথা ভার্য্যাকুলং নৃপ। কুলত্রয়ং সমুদ্ধৃত্য স্বর্গং নয়তি বৈ নরঃ॥ ১৬॥

ইতি শ্রীস্কান্দে তিলাদেশ্বরতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম দ্বাবিংত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ২২২॥

ত্রয়োবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। ততঃ ক্রোশান্তরে পার্থ-বাসবং তীর্থমুত্তমম্। বসুভিঃ স্থাপিতং তত্র স্থিত্বা বৈ দ্বাদশাব্দকম্॥ ১॥ ধরো ধ্রুবশ্চ সোমশ্চ আপশ্চৈবানিলোঽনলঃ। প্রত্যূষশ্চ প্রভাসশ্চ বসবোঽষ্টাবিমে পুরা॥ ২॥ পিতৃশাপপরিক্লিষ্টা গর্ভবাসায় ভারত। নার্ম্মদং তীর্থমাসাদ্য তপশ্চক্রুর্য-তেন্দ্রিয়াঃ॥ ৩॥ আরাধয়ন্তঃ পরমং ভবানীপতি-মব্যয়ম্। দ্বাদশাব্দানি রাজেন্দ্র ততস্তুষ্টো মহেশ্বরঃ॥ ৪॥ প্রত্যক্ষং প্রদদৌ তেভ্যস্ত্বভীষ্টং বরমুত্তমম্। ততঃ স্বনাম্না সংস্থাপ্য বসবস্তং মহেশ্বরম্। জগ্মুরাকাশমাবিশ্য প্রসন্নে সতি শঙ্করে॥ ৫॥ ততঃ প্রভৃতি বিখ্যাতং তীর্থং তদ্বাসবাহ্বয়ম্। তস্মিন্ তীর্থে মহারাজ যো ভক্ত্যা পূজয়েচ্ছিবম্। যথালব্ধো-পহারৈশ্চ দীপং দদ্যাৎ প্রযত্নতঃ॥ ৬॥ শুক্লপক্ষে তথাষ্টম্যাং প্রত্যহং বাপি শক্তিতঃ। অষ্টৌ বর্ষ-সহস্রাণি স বসেচ্ছিবসন্নিধৌ॥ ৭॥ ততঃ শিবালয়ং যাতি গর্ভবাসং ন পশ্যতি। পুষ্পৈর্ব্বা পল্লবৈর্ব্বাপি ফলৈর্ব্বাপ্যস্তথাপি বা॥ ৮॥ পূজয়েদ্দেব-মীশানং স দেবং নাপ্নুয়াৎ ক্বচিৎ। সর্ব্বশোক-বিনির্ম্মুক্তঃ স্বর্গলোকে মহীয়তে॥ ৯॥ একাহমপি কৌন্তেয় যো বসেদ্বাসবেশ্বরে। পাপরাশিং বিনির্দ্ধুয় ভানু-বদ্দিবি মোদতে॥ ১০॥ বিপ্রাংশ্চ ভোজয়েদ্ভক্ত্যা দদ্যাদ্বাসাংসি দক্ষিণাম্॥ ১১॥

ইতি শ্রীস্কান্দে বাসবেশ্বরতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ত্রয়োবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ॥২২৩॥

পূর্ব্বজ পিতৃগণ বিকর্ম্মকারী হইয়াও অভীষ্ট-গতি লাভ করেন। শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণগণের ভোজন-পুণ্যে তাঁহারা স্বর্গে থাকিয়া অক্ষয় তৃপ্তি লাভ করত অনন্তকাল হৃষ্ট থাকেন, আর শ্রাদ্ধপুণ্য ফলে শ্রাদ্ধকারী তদীয় পিতৃ, মাতৃ ও পত্নীকুল উদ্ধার করিয়া স্বর্গলোকে প্রেরণ করে।১০—১৬।

দ্বাবিংশত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২২২॥

ত্রয়োবিংশত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

শ্রীমার্কণ্ডেয় কহিলেন,- হে পার্থ! তিলাদতীর্থে ক্রোশদ্বয় দূরে অনুত্তম বাসবতীর্থ। বসুগণ এখানে দ্বাদশ বৎসর বাসের পর এক লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। হে ভারত! ধর, ধ্রুব, সোম, আপ, অনিল অনল, প্রত্যূষ ও প্রভাস এই আটবসু, ইঁহারা পূর্ব্বে পিতৃশাপে পরিক্লিষ্ট হইয়া গর্ভবাস লাভ করিয়াছিলেন। অনন্তর সংযতেন্দ্রিয় বসু-গণ নর্ম্মদাতীর্থে আগমন করিয়া দুশ্চর তপস্যা করেন। হে রাজেন্দ্র! তাঁহারা দ্বাদশ বৎসর পরম দেব ভবানীপতির আরাধনা করিলে তিনি সন্তুষ্ট হইয়া বসুগণকে প্রত্যক্ষ দর্শন দান করত তাহাদিগকে উত্তম অভীষ্টবর প্রদান করেন, তখন বসুগণ—শঙ্করকে প্রসন্ন দর্শন করিয়া তথায় লিঙ্গ স্থাপনপূর্ব্বক আকাশপথে গমন করিলেন। বসুগণের নামানুসারে ঐ লিঙ্গ বাসব লিঙ্গ নামে খ্যাত হইল। তদবধি এই তীর্থও বাসব তীর্থ নামে বিখ্যাত হইয়াছে। হে মহারাজ! যে মানব এখানে যথাপ্রাপ্ত উপহার দ্বারা ভক্তিসহকারে শিবের পূজা ও প্রযত্নপূর্ব্বক দীপদান করে,—শুক্ল-পক্ষের অষ্টমী কিম্বা শক্তি অনুসারে প্রত্যহ এই-রূপ করিলে তাহার অষ্টসহস্র বৎসর শিবসন্নিধানে বাস হয়; শিবালয় লাভ করিয়া আর তাহার গর্ভবাসে প্রবেশ হয় না। যে মানব পুষ্প, পল্লব, ফল অথবা বারি দ্বারা দেবেশ ঈশানের পূজা করে, কখন তাহার দৈন্য হয় না, সে সর্ব্বশোক-নির্ম্মুক্ত হইয়া স্বর্গলোকে পূজিত হয়। হে কৌন্তেয় মানব একদিনও শিববাসর চতুর্দশী দিবে এখানে বাস করিলে তাহার পাপরাশি বিধৌত হয়। সে লোকে দিবাকরবৎ মুদিত হইয়া থাকে। বাসব-তীর্থে ভক্তিপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইবে এবং যথাশক্তি বসন ও দক্ষিণা দান করিবে।১—১১।

ত্রয়োবিংশত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত॥২২৩॥

চতুর্ব্বিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। ততঃ ক্রোশান্তরে পার্থ তীর্থং কোটীশ্বরং পরম্। যত্র স্নানং চ দানং চ জপ-হোমার্চ্চনাদিকম্। ভক্ত্যা কৃতং নরৈস্তত্র সর্ব্বং কোটিগুণং ভবেৎ॥ ১॥ তত্র দেবাঃ সগন্ধর্ব্বা ঋষয়ঃ সিদ্ধচারণাঃ। জলধিং প্রতিগচ্ছন্তি নর্ম্মদাং বীক্ষিতুং কিল॥ ২॥ মিলিতাঃ কোটিশো রাজন্ রেবাসাগরসঙ্গমে। বিনোদমতুলং দৃষ্ট্বা রেবার্ণব সমাগমে॥ ৩॥ স্নাত্বা শিবং চ সংস্থাপ্য পূজয়িত্বা মহেশ্বরম্। কোটীশ্বরাভিধানং তু স্বস্বভক্ত্যা বিধানতঃ॥ ৪॥ কোটিতীর্থে পরাং সিদ্ধিং সম্প্রাপ্তাঃ শর্ব্বতোষণাৎ। তেন তৎপুণ্যমতুলং সর্ব্বতীর্থেষু চোত্তমম্॥ ৫॥ তত্র তীর্থে তু যৎকিঞ্চিচ্ছুভং বা যদি বাশুভম্। ক্রিয়তে নৃপশার্দ্দূল সর্ব্বং কোটিগুণং ভবেৎ॥ ৬॥ তত্র তীর্থে তু মার্গস্থা যে কেচিদৃষি-সত্তমাঃ। সিদ্ধামৃতপদং যান্তি পিতৃলোকং তথোত্তমম্॥ ৭॥ উত্তরে নর্ম্মদাতীরে দক্ষিণে চাশ্রিতাশ্চ যে। দেবলোকং গতাস্তত্র ইতি মে নিশ্চিতা মতিঃ॥ ৮॥ বিল্বার্কপুষ্পৈর্ধুস্তূরকুশকাশ-প্রসূনকৈঃ। ঋতুদ্ভবৈস্তথান্যৈশ্চ পূজয়িত্বা মহেশ্বরম্॥ নানোপচারৈর্ব্বিধিবন্মন্ত্রপূর্ব্বং যুধিষ্ঠির। ধূপদীপার্ঘ্য-নৈবেদ্যৈস্তোষয়িত্বা চ ধূর্জ্জটিম্॥ ১০॥ শিবলোক-মবাপ্নোতি যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ। পৌষকৃষ্ণাষ্টমীযোগে বিশেষঃ পূজনে স্মৃতঃ॥ ১১॥ নিত্যং চ নৃপতিশ্রেষ্ঠ চতুর্দ্দশ্যষ্টমীষু চ। শিবমর্চ্চ্য বিপ্রাংশ্চ ভোজয়েদ্-ভক্তিতো বরান্॥ ১২॥

ইতি শ্রীস্কান্দে কোটীশ্বরতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম চতুর্ব্বিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ॥২২৪॥

চতুর্ব্বিংশত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে পার্থ! অনন্তর কোটীশ্বর তীর্থে গমন করিবে। এই পরম তীর্থ কোটীশ্বর বাসবতীর্থের ক্রোশান্তরে বিদ্যমান। মানবগণ এখানে ভক্তিপূর্ব্বক স্নান দান জপ হোম যে কিছু কার্য্য করে, তৎসমস্ত কোটিগুণিত হয়। দেব, গন্ধর্ব্ব, ঋষি, সিদ্ধ ও চারণগণ সাগরগামিনী নর্ম্মদার দর্শনার্থ কোটী-শ্বরতীর্থে মিলিত হন। হে রাজন্। কোটি কোটি ঋষি রেবাসাগরসঙ্গমে মিলিত হইয়া অতীব আনন্দ প্রাপ্ত হন, তাঁহারা ভক্তিভরে যথাবিধি স্নান করিয়া শিবপ্রতিষ্ঠা ও পূজা করেন। কোটি ঋষি স্ব স্ব নামানুসারে শিব প্রতিষ্ঠা করেন, তাই এখানে কোটি লিঙ্গ বিদ্যমান, আর তজ্জন্য এই তীর্থ কোটীশ্বর-নামে বিখ্যাত হইয়াছে। ঋষিগণ সর্ব্ববিধ সন্তোষের স্থান হেতু এখানে পরম সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন; তাই এই তীর্থের পুণ্য অতুল-নীয় ও ইহা সর্ব্বতীর্থোত্তম। কোটীশ্বরতীর্থে শুভা-শুভ যে কিছু কার্য্য করা যায়, হে নৃপশার্দ্দূল! তৎসমস্ত কোটিগুণিত হয়। ঋষিসত্তমগণ এই তীর্থে মার্গশীর্ষমাসে বাস করিয়া সিদ্ধ হন, অমৃত-পদ লাভ করেন এবং তাঁহারা অনুত্তম পিতৃপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যাহারা নর্ম্মদার উত্তর ও দক্ষিণ তীরের আশ্রয় লন, আমার নিশ্চয় মনে হয়—তাঁহারা স্বর্গে গমন করেন। হে যুধিষ্ঠির! মানব বিল্ব, অর্কপুষ্প, ধুস্তূর, কুশ-কাশ-কুসুম এবং অন্যান্য ঋতুজাত নানাবিধ উপহারদ্রব্য দ্বারা যথাবিধি মন্ত্রপূর্ব্বক মহেশের পূজা করিয়া ধূপ, দীপ অর্ঘ্য ও নৈবেদ্য দ্বারা ধূর্জ্জটীর সন্তোষসাধন করিয়া শিবলোক লাভ করে; চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের অধিকার কাল যাবৎ তাহার শিবলোকে বাস হয়। হে নৃপসত্তম। পৌষমাসের কৃষ্ণাষ্টমীযোগে এখানে শিবপূজা সমধিক প্রশস্ত; অথবা প্রত্যেক অষ্টমী ও চতুর্দ্দশী তিথিতে এখানে শিবপূজা করিয়া ভক্তি-পূর্ব্বক ব্রাহ্মণসত্তমগণকে ভোজন করাইবে।১—১২।

চতুর্বিংশত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২২৪।

পঞ্চবিংশত্যধিকাদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। ততঃ ক্রোশান্তরে গচ্ছেদলিকাতীর্থমুত্তমম্। অলিকা নাম গান্ধর্ব্বী কুশীলা কুটিলাশয়া॥ ১॥ চিত্রসেনস্য দৌহিত্রী বিদ্যানন্দমৃষিং গতা। বব্রে তং স্বীকৃতা তেন দশবর্ষাণি তং শ্রিতা॥ ২॥ পাতং জঘান তং সুপ্তং

পঞ্চবিংশত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

শ্রীমার্কণ্ডেয় কহিলেন,—অনন্তর ক্রোশান্তরে অনুত্তম অলিকাতীর্থে গমন করিবে। পূর্ব্বে অলিকা নাম্নী কুটিলাশয়া কুশীলা এক গন্ধর্ব্বী ছিল। গন্ধর্ব্বী অলিকা চিত্রসেনের দৌহিত্রী। সে একদিন বিদ্যানন্দ ঋষির সমীপে গমন করিয়া তাঁহার আশ্রয় প্রার্থনা করে, ঋষিও

কস্মিংশ্চিৎ কারণান্তরে। গত্বা নিবেদয়ামাস পিতরং রত্নবল্লভম্॥ ৩॥ পিত্রা মাত্রা চ সন্ত্যক্তা বহুভির্ভর্ৎসিতা নৃপ। গর্ভঘ্নী ত্বং পতিঘ্নী ত্বমিতি দর্শয় মা মুখম্॥ ৪॥ ব্রহ্মঘ্নী যাহি পাপিষ্ঠে পরিত্যক্তা গৃহাদ্‌ব্রজ॥ ৫॥ মার্কণ্ডেয় উবাচ। ইতি দুঃখান্বিতা মূঢ়া তাভ্যাং নির্ভর্ৎসিতা সতী। তনুং ত্যক্তুং মনশ্চক্রে প্রাপ্য তীর্থান্তরং ক্বচিৎ॥ ৬॥ সম্পৃচ্ছ্যমানা তীর্থানি ব্রাহ্মণেভ্যো যুধিষ্ঠির। শ্রুত্বা পাপহরং তীর্থং রেবাসাগরসঙ্গমে॥ ৭॥ তত্র পার্থ তপশ্চক্রে নিরাহারা জিতব্রতা। কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্রপারাকমহাসান্তপনাদিভিঃ॥ ৮॥ চান্দ্রায়ণৈর্ব্রহ্মকূর্চ্চৈঃ কর্শয়ামাস বৈ তনুম্। এবং বর্ষশতং সার্দ্ধং ব্যতীতং তপসা নৃপ॥ ৯॥ তস্যা বিশুদ্ধিমিচ্ছন্ত্যাঃ শিবধ্যানার্চ্চনাদিভিঃ। ততঃ কতিপয়াহোভিস্তস্যা জ্ঞাত্বা হঠং পরম্। পরিতুষ্টঃ শিবঃ প্রাহ পার্ব্বত্যা পরিনোদিতঃ॥ ১০॥ ঈশ্বর উবাচ। পুত্রি মা সাহসং কার্ষীঃ শুদ্ধদেহাসি সাম্প্রতম্। তুষ্টোঽহং তপসা তেঽদ্য বরং বরয় বাঞ্ছিতম্॥ ১১॥ অলিকোবাচ। যদি তুষ্টোঽসি দেবেশ বরার্হা যদ্যহং মতা। নানাপাপাগ্নিতপ্তায়া দেহি শুদ্ধিং পরাং মম॥ ১২॥ ত্বং মে নাথো হ্যনাথায়াস্ত্বমেব জগতাং গুরুঃ। দীনানাথসমুদ্ধর্ত্তা শরণ্যঃ সর্ব্বদেহিনাম্॥ ১৩॥ ঈশ্বর উবাচ। ত্বং ভদ্রে শুদ্ধদেহাসি মা কিঞ্চিদনুশোচিথাঃ। স্বনাম্না স্থাপয়িত্বেহ মাং ততঃ স্বর্গমেষ্যসি॥ ১৪॥ ইত্যুক্ত্বা দেবদেবেশস্তত্রৈবান্তরধীয়ত। অলিকাপি ততো ভক্ত্যা স্নাত্বা সংস্থাপ্য শঙ্করম্॥ ১৫॥ দত্ত্বা দানঞ্চ বিপ্রেভ্যো লোকমাপ মহোৎকটম্। পিতরঞ্চ সমাসাদ্য মাতরঞ্চ যুধিষ্ঠির॥ ১৬॥ তৈশ্চ সম্মানিতা প্রীত্যা বন্ধুভিঃ সালিকা ততঃ। বিমানবরমারূঢ়া দিব্যমালান্বিতা নৃপ॥ ১৭॥ গৌরীলোকমনুপ্রাপ্তা সখিত্বেঽদ্যাপি মোদতে। ততঃ প্রভৃতি তৎপার্থ বিখ্যাতমলিকেশ্বরম্॥ ১৮॥ তত্র তীর্থে তু যা নারী পুরুষো বা যুধিষ্ঠির। স্নাত্বা সম্পূজয়েদ্ভক্ত্যা মহা-

তাহাকে আশ্রয়দানে অঙ্গীকার করেন। অনন্তর অলিকা দশ বৎসর সেই ঋষির আশ্রয়ে বাস করে। হে নৃপ। একদা অলিকা কোন এক কারণ বশতঃ সুপ্ত পতিকে নিহত করিয়া তদীয় পিতা রত্নবল্লভের নিকট গিয়া সেই কথা প্রকাশ করে। তাহার পিতা মাতা এই বৃত্তান্ত বিদিত হইয়া তাহাকে বিবিধ ভর্ৎসনা করত পরিত্যাগ করেন। তাঁহারা বলেন,—তুই ব্রহ্মঘ্নী গর্ভঘ্নী ও পতিঘ্নী; অতএব আমাদিগকে আর তোর বদন দর্শন করাস্ না। রে পাপীয়সি! তোকে পরিত্যাগ করিলাম, গৃহ হইতে দূর হ। মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—মুগ্ধা অলিকা জনকজননী কর্ত্তৃক এইরূপে ভর্ৎসিতা হইয়া দুঃখিতা হইল। সে কোন তীর্থান্তরে গমন করিয়া তনুত্যাগে সংকল্প করিল। হে যুধিষ্ঠির! সে দ্বিজগণের নিকট তীর্থবিবরণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল— রেবা-সাগরসঙ্গম পাপহর পুণ্যতীর্থ। হে পার্থ। অনন্তর অলিকা তথায় গমনপূর্ব্বক নিরাহারা ও জিতব্রতা হইয়া তপস্যা করিতে লাগিল। সে কৃচ্ছ্র, অতিকৃচ্ছ্র, পরাক, মহাসান্তপন, চান্দ্রায়ণ ও ব্রহ্মকূর্চ্চ প্রভৃতি কঠোর ব্রত করিয়া শরীর শোষণ করিল। হে নৃপ। এইরূপ কঠোর তপস্যায় অলিকার সার্দ্ধ শত বৎসর কাটিয়া গেল। অলিকা আত্মশুদ্ধি কামনায় শিবের ধ্যান ও অর্চ্চনাদি কঠোর তপস্যা করিল। এইরূপে তাহার আরও কতিপয় দিবস অতিবাহিত হইলে পার্ব্বতীর অনুরোধে পড়িয়া শঙ্কর তাহার প্রতি তুষ্ট হইলেন

ঈশ্বর বলিলেন,—পুত্রি! আর সাহস করিও না সম্প্রতি তুমি শুদ্ধদেহা হইয়াছ; আমি অদ্য তোমায় তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়াছি, অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর। অলিকা বলিল,—যদি আপনি তুষ্ট হইয়া থাকেন, আর আমাকে বরার্হা বলিয়া যদি আপনার মনে হইয়া থাকে, তবে আমি নানা পাপাগ্নিতপ্ত, আমাকে পরম শুদ্ধি দান করুন। আমি অনাথা, আপনিই একমাত্র আমার নাথ, আপনি জগতের গুরু, দীন অনাথের উদ্ধর্ত্তা, সর্ব্বদেহীর শরণ্য! ঈশ্বর কহিলেন,—ভদ্রে! তুমি এক্ষণে শুদ্ধদেহা, শোক করিও না, তুমি তোমার নামানুসারে আমার লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা কর, তোমার স্বর্গ হইবে। দেবদেব এইরূপ বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। অলিকাও স্নান করিয়া ভক্তিসহকারে শঙ্কর লিঙ্গ প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক বিপ্রগণকে বিবিধ দান করিয়া উত্তমলোক লাভ করিল। হে যুধিষ্ঠির! অলিকা নির্ম্মলদেহা হইয়া জনকজননীর সমীপে উপনীত হইলে, বন্ধুবান্ধবগণ প্রীতিভরে তাহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিল; অতঃপর সে দিব্যমাল্যান্বিতা ও বিমানবরে আরূঢ়া হইয়া গৌরীলোকে গমন করিল। হে নৃপ! অলিকা অদ্যাপি গৌরীর সখী হইয়া তথায় মুদিতমনে অবস্থান করিতেছে। হে পার্থ। তদবধি অলিকেশ্বর তীর্থ

দেবমূর্ত্তমম্ ॥ ১৯ ॥ স পাপৈর্বিবিধৈর্মুক্তো লোকমাপ্নোতি শাঙ্করম্ । মানসং বাচিকং পাপং কায়িকং যৎপুরা কৃতম্ ॥ ২০ ॥ সর্ব্বং তদ্বিলয়ং যাতি ভোজয়িত্বা দ্বিজান্ সদা । দীপং দত্ত্বা চ দেবাগ্রে ন রোগৈঃ পরিভূয়তে ॥ ২১ ॥ ধূপপাত্রং বিমানং চ ঘণ্টাং কলসমেব চ । দত্ত্বা দেবায় রাজেন্দ্র শাক্রং লোকমবাপ্নুয়াৎ ॥ ২২ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে রেবাসাগরসঙ্গমেঽলিকেশ্বরতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম পঞ্চবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২৫ ॥

ষড়্বিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । ততঃ ক্রোশান্তরে পুণ্যং তীর্থং তদ্বিমলেশ্বরম্ । যত্র স্নানেন দানেন জপহোমার্চ্চনাদিভিঃ ॥ ১ ॥ বিমলেশ্বরমারাধ্য যো যদিচ্ছেৎ স তল্লভেৎ । স্বর্গলাভাদিকং বাপি পার্থিবং বা যথেপ্সিতম্ ॥ ২ ॥ পুরা ত্রিশিরসং হত্বা ত্বষ্টুঃ পুত্রং শতক্রতুঃ । যস্য তীর্থস্য মাহাত্ম্যাদ্বৈমল্যং পরমং গতঃ ॥ ৩ ॥ যত্র বেদনিধির্বিপ্রো মহত্তপ্ত্বা তপঃ পুরা । নানাকর্ম্মমলৈঃ ক্ষীণৈর্বিমলোঽভবদর্কবৎ ॥ ৪ ॥ মহাদেবপ্রসাদেন সোমবৎপ্রিয়দর্শনঃ । পুরা ভানুমতীং ভানুঃ সুতাং স্মরশরার্দ্দিতঃ ॥ ৫ ॥ চকমে তেন দোষেণ কুষ্ঠরোগার্দ্দিতোঽভবৎ । স চাপ্যত্র তপস্তপ্ত্বা বিমলত্বমুপাগতঃ ॥ ৬ ॥ মহাদেবেন তুষ্টেন স্বস্থানং মুদিতোঽভজৎ । তথৈব চ পুরা পার্থ বিভাণ্ডকসুতো মুনিঃ ॥ ৭ ॥ যোগিসঙ্গং বনে প্রাপ্য পুরে চ নৃপতেস্তথা । রাজসংসর্গদোষাদ্বৈ মালিন্যং পরমাত্মনঃ ॥ ৮ ॥ বিচারয়ন্নভ্যুপেত্য রেবাসাগরসঙ্গমম্ । শান্তয়া ভার্য্যয়া সার্দ্ধং তপ্ত্বা দ্বাদশবৎসরান্ ॥ ৯ ॥ কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণৈর্দেবং তোষয়ংস্ত্র্যম্বকং মুনিঃ । মহাদেবেন তুষ্টেন সোঽপি বৈমল্যমাপ্তবান্ ॥ ১০ ॥ শর্ব্বাণ্যা প্রেরিতঃ শর্ব্বঃ পুরা দারুবনে নৃপ । মোহনান্মুনিপত্নীনাং স্বং বাক্য বিমলং কিল ॥ ১১ ॥ বিচার্য্য পরমস্থানং নর্ম্মদোদধিসঙ্গমম্ । তত্র স্থিত্বা মহারাজ তপস্তপ্ত্বা সহো-

---

বিখ্যাতি লাভ করিয়াছে। হে যুধিষ্ঠির! যে নর বা নারী অলিকেশ্বর তীর্থে স্নান করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক সহোম মহেশের পূজা করে, সে অখিলপাপমুক্ত হইয়া শঙ্কর লোক প্রাপ্ত হয়। এখানে দ্বিজগণকে ভোজন করাইলে পূর্ব্বকৃত কায়িক বাচিক ও মানস পাপ বিলীন হয় আর দেবাগ্রে দীপ দান করিলে রোগদ্বারা অভিভূত হইতে হয় না। হে রাজন্! মানব এখানে দেবোদ্দেশে ধূপপাত্র, বিমান, ঘণ্টা ও কলস দান করিয়া ইন্দ্রলোক লাভ করে। ১—২২।

পঞ্চবিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥২২৫॥

ষড়বিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—অনন্তর ক্রোশান্তরে পুততীর্থ বিমলেশ্বরে গমন করিবে। এখানে স্নান, দান, জপ, হোম, ও অর্চ্চনাদি দ্বারা বিমলেশ্বরের আরাধনা করিয়া, স্বর্গ কিংবা পার্থিব ভোগ যে যাহা কামনা করে, তাহার তাহাই লাভ হয়। পূর্ব্বকালে শতক্রতু ত্বষ্টৃনন্দন ত্রিশিরাকে নিহত করিয়া পাপলিপ্ত হন। তিনি এই বিমল তীর্থের প্রভাবে বৈমল্য লাভ করিয়াছিলেন। এখানে বিপ্র বেদনিধি বিপুল তপস্যা করিয়াছিলেন, তপস্যায় তাঁহার নানাকর্ম্মমল ক্ষয় হয়। তিনি মহাদেবপ্রসাদে দিবাকরবৎ অমল ও সোমের ন্যায় প্রিয়দর্শন হন। পূর্ব্বকালে ভানু স্বীয় তনয়া ভানুমতীকে অবলোকন করিয়া কামবাণে পীড়িত হন। তাঁহার হৃদয়ে তৎসহ বিহার বাসনা জাগরূক হয়; অতঃপর ভানু এই পাপে কুষ্ঠরোগে পীড়িত হন। ভানুও এখানে তপস্যা করেন, তপস্যায় মহাদেব প্রসন্ন হন। তারপর তিনি বৈমল্য লাভ করিয়া মুদিতমনে স্বস্থানে গমন করেন। হে পার্থ! পূর্ব্বকালে বিভাণ্ডকতনয় যোগিসঙ্গে বনে বাস করিতেন। তিনিও ঐরূপ নৃপতি সংসর্গে মলিন হইয়াছিলেন। হে রাজন্! তাঁহার আত্মা মালিন্যযুক্ত হইলে তিনি বিচারবুদ্ধির অনুবর্ত্তী হইয়া পত্নী শান্তার সহিত রেবাসাগরসঙ্গমে আগমনপূর্ব্বক দ্বাদশ বৎসর তপস্যা করেন মুনি কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি ব্রতদ্বারা ত্রিলোচনের সন্তোষ সাধন করিয়া তাঁহার প্রসাদে বৈমল্য লাভ করিলেন। ১—১০। হে নৃপ! পূর্ব্বকালে মুনিপত্নীগণের মোহনার্থ শর্ব্বাণী শর্ব্বকে দারুবনে প্রেরণ করেন। শঙ্করও এই ব্যাপারে মলযুক্ত হন। অনন্তর তিনি আত্মাকে মলিন দর্শনে পাপক্ষালনার্থ মনে

ময়া ॥ ১২ ॥ বিমলোহসৌ যতো জাতস্তেনাসৌ বিমলেশ্বরঃ। তেন নাম্না স্বয়ং তস্থৌ লোকানাং হিতকাময়া ॥ ১৩ ॥ ততস্তিলোত্তমাং সৃষ্ট্বা ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ। প্রজানাথোহপি তাং স্রষ্টাং দৃষ্ট্বাগ্রে সুমনোহরাম্ ॥ ১৪ ॥ ভাবিযোগবলাক্রান্তঃ স তস্যামভিকোহভবৎ। তেন বীক্ষ্য সদোষত্বং রেবাতীরদ্বয়ং শ্রিতঃ ॥ ১৫ ॥ তীর্থান্যনুসরন্মৌনী ত্রিস্নায়ী সংস্মরঞ্ছিবম্। রেবার্ণবসমাযোগে স্নাত্বা সম্পূজ্য শঙ্করম্। কালেনাল্পেন রাজর্ষে ব্রহ্মাপ্যামলতাং গতঃ ॥ ১৬ ॥ এবমন্যেহপি বহুশো দেবর্ষিনৃপসত্তমাঃ। ত্যক্ত্বা দোষমলং তত্র বিমলা বহবোহভবন্ ॥ ১৭ ॥ তথা ত্বমপি রাজেন্দ্র তত্র স্নাত্বা শিবার্চ্চনাৎ। অমলোহপি বিশেষেণ বৈমল্যং প্রাপ্স্যসে পরম্ ॥ ১৮ ॥ তত্র স্নাত্বা নরো নারী পূজয়িত্বা মহেশ্বরম্। পাপদোষবিনির্ম্মুক্তো ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥ ১৯ ॥ তত্রোপবাসং যঃ কৃত্বা পশ্যেত বিমলেশ্বরম্। অষ্টম্যাং চ চতুর্দ্দশ্যাং সর্ব্বপর্ব্বসু পার্থিব ॥ ২০ ॥ সপ্তজন্মকৃতং পাপং হিত্বা যাতি শিবালয়ম্। শ্রাদ্ধং কৃত্বা বিধানেন পিতৃণামনৃণী ভবেৎ। ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েচ্ছক্ত্যা তেভ্যো দদ্যাচ্চ দক্ষিণাম্ ॥ ২১ ॥ যদ্যদিষ্টতমং লোকে যচ্চৈবাত্মহিতং গৃহে। তত্তদ্গুণবতে দেয়ং তত্রৈবাক্ষয়মিচ্ছতা। স্বর্ণধান্যানি বাসাংসি ছত্রোপানৎ কমণ্ডলুম্ ॥ ২২ ॥ গৃহং দেবস্য বৈ শক্ত্যা কৃত্বা স্যাদ্ভুবি ভূপতিঃ। গীতনৃত্যকথাভিশ্চ তোষয়েৎ পরমেশ্বরম্ ॥ ২৩ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে বিমলেশ্বরতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ষড়্বিংশত্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২২৬ ॥

সপ্তবিংশত্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। এতানি তব সংক্ষেপাৎ প্রাধান্যাৎ কথিতানি চ। ন শক্তো বিস্তরাদ্বক্তুং সংখ্যাং তীর্থেষু পাণ্ডব ॥ ১ ॥ এষা পবিত্রা বিমলা নদী ত্রৈলোক্যবিশ্রুতা। নর্ম্মদা সরিতাং শ্রেষ্ঠা মহাদেবস্য বল্লভা ॥ ২ ॥ মনসা সংস্মরেদ্যস্তু নর্ম্মদাং

মনে বিচার করিয়া রেবাসাগরসঙ্গমে গমনপূর্ব্বক উমার সহিত তপস্যা করেন। হে মহারাজ! মহাদেব এখানে তপস্যা করিয়া বিমল হন; এজন্য এই তীর্থ বিমলেশ্বর নামে বিখ্যাত হইয়াছে। আর মহাদেব এখানে বিমলেশ্বর নামে নিত্য সন্নিহিত রহিয়াছেন। অতঃপর লোকপিতামহ ব্রহ্মা তিলোত্তমাকে সৃজন করেন। মনোহরা তিলোত্তমা তাঁহার সম্মুখে উপস্থিতা হইলে তাহাকে দর্শন করিয়া ব্রহ্মা কামুক হন। তিনি প্রজানাথ হইলেও ভাবি-যোগবলে আক্রান্ত হইয়া তিলোত্তমায় কামাসক্ত হইয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার দেহ দোষযুক্ত হয়। অনন্তর তিনি দেহ দুষ্ট দর্শন করত রেবার উত্তর ও দক্ষিণতীরস্থিত অনুত্তম তীর্থনিচয়ের অনুসরণ করেন। ব্রহ্মা মৌনী হইয়া ত্রিকালীন স্নান, শঙ্করের স্মরণ ও পূজন এবং রেবাসাগরসঙ্গমে অবগাহন করিয়া বিমল হন। হে রাজর্ষে! এইরূপ অন্যান্য বহু দেবর্ষি ও নৃপসত্তমগণ এখানে মলাক্ষালনপূর্ব্বক বিমল হইয়াছিলেন। হে রাজেন্দ্র! তুমি অমল, তথাপি এখানে স্নান ও শিবার্চ্চন কর, সর্ব্বাধিক বৈমল্য লাভ করিতে পারিবে। হে মহীপতে! নর বা নারী এখানে স্নান ও মহেশের পূজা করিলে পাপদোষনির্ম্মুক্ত হইয়া ব্রহ্মলোক লাভ করে। হে পার্থ! অষ্টমী চতুর্দ্দশী এমন কি সর্ব্ববিধ পর্ব্বেই মানব উপবাস করিয়া বিমলেশ দর্শন করিলে সপ্তজন্মকৃত পাপ ক্ষালনপূর্ব্বক শিবালয় লাভ করে। এখানে যথাবিধি পিতৃশ্রাদ্ধ করিয়া পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হয়। এতীর্থে ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইয়া যথাশক্তি দক্ষিণা দিবে। লোকে যাহা যাহা ইষ্টতম এবং যাহা আত্মহিতকর, অক্ষয়পুণ্যকামী মানব প্রার্থীকে তৎসমস্ত প্রদান করিবে। যথাশক্তি স্বর্ণ, ধান্য, বসন, ছত্র, পাদুকা ও কমণ্ডলু দান এবং গৃহে দেবপ্রতিষ্ঠা করিয়া নর ভূলোকে ভূপতি হয়। বিমলেশ তীর্থে মানব গীত, নৃত্য ও পুণ্য কথা দ্বারা পরমেশের সন্তোষসাধন করিবে। ১১—২৩।

ষড়্বিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥২২৬॥

সপ্তবিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

শ্রীমার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে পাণ্ডব! এই তোমার নিকট সংক্ষেপে প্রধান প্রধান তীর্থনিচয়ের মাহাত্ম্য বর্ণন করিলাম, বিস্তারপূর্ব্বক তীর্থসমূহের সংখ্যা করিতে আমি সমর্থ নহি। ত্রিলোকবিখ্যাতা বিমলা সরিদ্বরা নর্ম্মদা মহাদেবের বল্লভা। হে নৃপ! যে মানব মনে মনে নর্ম্মদার স্মরণ করে, তাহার সদা

সততং নৃপ। চান্দ্রায়ণশতস্যাগু লভতে ফলমুত্তমম্॥ ৩॥ অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষা নাস্তিকাশ্চাত্র যে স্থিতাঃ। পতন্তি নরকে ঘোরে প্রাহৈবং পরমেশ্বরঃ॥ ৪॥ নর্ম্মদাং সেবতে নিত্যং স্বয়ং দেবো মহেশ্বরঃ। তেন পুণ্যা নদী জ্ঞেয়া ব্রহ্মহত্যাপহারিণী॥ ৫॥ ইয়ং মাহেশ্বরী গঙ্গা মহেশ্বরতনূদ্ভবা। প্রোক্তা দক্ষিণ-গঙ্গেতি ভারতস্য যুধিষ্ঠির॥ ৬॥ জাহ্নবী বৈষ্ণবী গঙ্গা ব্রাহ্মী গঙ্গা সরস্বতী: ইয়ং মাহেশ্বরী গঙ্গা রেবা নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ॥ ৭॥ যথা হি পুরুষে দেবস্ত্রৈমূর্ত্তিত্বমুপাশ্রিতঃ। ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশাখ্যং ন ভেদস্তত্র বৈ যথা। তথা সরিত্ত্রয়ে পার্থ ভেদং মনসি মা কৃথাঃ॥৮॥ কোটিশো হ্যত্র তীর্থানি লক্ষশশ্চাপি ভারত। তথা সহস্রশো রেবাতীরদ্বয়গতানি তু॥ ৯॥ বৃক্ষান্তরিক্ষ-সংস্থানি জলস্থলগতানি চ। কঃ শক্তস্তানি নির্দ্দেষ্টুং বাগীশো বা মহেশ্বরঃ॥ ১০॥ স্মরণাজ্জন্মজনিতং দর্শনাচ্চ ত্রিজন্মজম্। সপ্তজন্মকৃতং নশ্যেৎ পাপং রেবাবগাহনাৎ॥ ১১॥ দেবকার্য্যং কৃতং তেন অগ্নয়ো বিধিবদ্ধুতাঃ। বেদা অধীতাশ্চত্বারো যেন রেবাবগাহিতা॥ ১২॥ প্রাধান্যাচ্চাপি সংক্ষেপা-ত্তীর্থান্যুক্তানি তে ময়া। ন শক্যো বিস্তরঃ পার্থ শ্রোতুং বক্তুঞ্চ বৈ ময়া॥ ১৩॥ যুধিষ্ঠির উবাচ। বিধানঞ্চ যমাংশ্চৈব নিয়মাংশ্চ বদস্ব মে। প্রায়-শ্চিত্তার্থগমনে কো বিধিস্তং বদস্ব মে॥ ১৪॥ শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। সাধু পৃষ্টং মহারাজ যচ্ছ্রেয়ঃ পারলৌকিকম্। শৃণুষাবহিতো ভূত্বা যথাজ্ঞানং বদামি তে॥ ১৫॥ অধ্রুবেণ শরীরেণ ধ্রুবং কর্ম্ম সমাচরেৎ। অবশ্যমেব যাস্যন্তি প্রাণাঃ প্রাঘূর্ণিকা ইব॥ ১৬॥ দানং বিত্তাদৃতং বাচঃ কীর্ত্তিধর্ম্মৌ তথা-য়ুষঃ। পরোপকরণং কায়াদসারাৎ সারমুদ্ধরেৎ॥ ১৭॥ অস্মিন মহামোহময়ে কটাহে সূর্য্যাগ্নিনা রাত্রিদিবেন্ধনেন। মাসর্ত্তুদর্ব্বীপরিঘট্টনেন ভূতানি কালঃ পচতীতি বার্ত্তা॥ ১৮॥ জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধা-নোক্তং কর্ম্ম কর্ত্তুমিহার্হসি। নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ॥ ১৯॥ মন্ত্রে তীর্থে দ্বিজে দেবে দৈবজ্ঞে ভেষজে গুরৌ। যাদৃশী

শত চান্দ্রায়ণব্রতের অনুত্তম ফললাভ হয়। যে সকল নাস্তিক শ্রদ্ধাহীন পুরুষ এখানে বাস করে, শঙ্কর কহিয়াছেন,—তাহারা ঘোর নরকে পতিত । স্বয়ং মহেশ্বর সতত রেবার সেবা করেন, এজন্য এই পুণ্যনদী ব্রহ্মহত্যা পাপ-নাশনে সমর্থা। হে যুধিষ্ঠির! এই নর্ম্মদা মাহেশ্বরী গঙ্গা, মহাদেবের দেহ হইতে উদ্ভূতা; এজন্য ভারতে নর্ম্মদা দক্ষিণ-গঙ্গা বলিয়া কথিতা হন। জাহ্নবী বৈষ্ণবী গঙ্গা, সরস্বতী ব্রাহ্মী গঙ্গা আর রেবা মাহেশ্বরী গঙ্গা, এ বিষয়ে সংশয় নাই। যেমন একই পুরুষরূপী দেবেশ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই ত্রিমূর্ত্তিতে প্রকটিত হন, বস্তুত ঐ মূর্ত্তিত্রয়ের পার্থক্য কিছুই নাই, হে পার্থ! তদ্রূপ গঙ্গা, সরস্বতী ও নর্ম্মদা এই নদীত্রয়ে মনে মনে ভেদবুদ্ধি কর্ত্তব্য নহে। হে ভারত! যেমন ইহলোকে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি তীর্থ বিদ্যমান, তেমনই নর্ম্মদার তীরদ্বয়ে সহস্র সহস্র তীর্থের অধিষ্ঠান জানিবে। বাগীশই হউন আর মহেশই হউন, রেবার বৃক্ষ, অন্তরীক্ষ, জল ও স্থলস্থ তীর্থ-নিচয়ের নির্ণয় করিতে কেহই সমর্থ নহেন। রেবার স্মরণে একজন্মার্জ্জিত, দর্শনে ত্রিজন্মার্জ্জিত আর অবগাহনে সপ্তজন্মার্জ্জিত পাতক বিনষ্ট হয়। যিনি রেবায় অবগাহন করিয়াছেন, তাঁহার যথা বিধি দেবকার্য্য, হুতাশনে আহুতিপ্রদান ও চতু-বেদ অধ্যয়ন করা হইয়াছে।১—১২। হে পার্থ! আমি প্রধানতঃ সকল তীর্থমাহাত্ম্যই সংক্ষেপে তোমার নিকট বর্ণন করিয়াছি; কিন্তু রেবার মাহাত্ম্য আমি বিস্তৃতরূপে শ্রবণে বা কীর্ত্তনে সমর্থ নহি। যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন,—যম নিয়ম ও বিধান আমার নিকট বর্ণন করুন; প্রায়শ্চিত্তকামী মানব কোন্ বিধির অনুষ্ঠান করিবে, তাহাও আমার নিকট বলুন। মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—মহারাজ! উত্তম প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করিয়াছ; ইহাতে পারলৌকিক শ্রেয়ঃ-সাধন হয়। আমি যথামতি বলিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। প্রাণ প্রাঘূর্ণিকা'র ন্যায় নিশ্চিতই চলিয়া যাইবে; অতএব অধ্রুব শরীর দ্বারা ধ্রুব কর্ম্মাচরণ অবশ্যই কর্ত্তব্য। বিত্ত, বাক্য, আয়ু ও কায়, এই চারিটীই অসার; এই সকল অসার বস্তু হইতে যথাক্রমে দান, সত্য, কীর্ত্তি, ধর্ম্ম ও পরোপকাররূপ সার উদ্ধার করিবে। কাল ভূতসকলকে পাক করেন, মহামোহময় সংসার কটাহ এই পাকের পাত্র সূর্য্য—অগ্নি, দিবারাত্র—ইন্ধন ও মাস ঋতু দর্ব্বী (হাতা); ইহা দ্বারা ঘট্টন করা হয়। ইহাই সংসারের বার্ত্তা! তুমি সংশয়শূন্য হইয়া শাস্ত্রবিহিত কার্য্য কর সংশয়াত্মার সুখ, ইহলোকে বা পরলোকে নাই। মন্ত্র, তীর্থ, দ্বিজ, দেব, দৈবজ্ঞ, ভেষজ এবং গুরু

ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী ॥ ২০ ॥ অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ। অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ ॥ ২১ ॥ যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামকারতঃ। ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্ ॥ ২২ ॥ সন্তীহ বিবিধোপায়া নৃণাং দেহবিশোধনাঃ। তীর্থসেবাসমং নাস্তি স্বশরীরস্য শোধনম্ ॥ ২৩ ॥ কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদ্যৈর্বা দ্বিতীয়ং তীর্থসেবয়া। যদা তীর্থং সমুদ্দিশ্য প্রয়াতি পুরুষো নৃপ। তদা দেবাশ্চ পিতরস্তং ব্রজন্ত্যত্র খেচরাঃ ॥ ২৪ ॥ পরমামোদপূর্ণাস্তে প্রয়ান্ত্যস্যানুযায়িনঃ। কৃত্বাভ্যুদয়িকং শ্রাদ্ধং সমাপৃচ্ছ্য তু দেবতাম্ ॥ ২৫ ॥ ইষ্টবন্ধূংশ্চ বিষ্ণুঞ্চ শঙ্করং সগণেশ্বরম্। ব্রজেদ্দ্বিজাভ্যনুজ্ঞাতো গৃহীত্বা নিয়মানপি ॥ ২৬ ॥ একাশনং ব্রহ্মচর্য্যং ভূশয্যাং সত্যবাদিতাম্। বর্জ্জনঞ্চ পরান্নস্য প্রতিগ্রহবিবর্জ্জনম্ ॥ ২৭ ॥ বর্জ্জয়িত্বা তথা দ্রোহবঞ্চনাদি নৃপোত্তম। সাধুবেষং সমাস্থায় বিনয়েন বিভূষিতঃ ॥ ২৮ ॥ দম্ভাহঙ্কারমুক্তো যঃ স তীর্থফলমশ্নুতে। যস্য হস্তৌ চ পাদৌ চ মনশ্চৈব সুসংযতম্ ॥ ২৯ ॥ বিদ্যা তপশ্চ কীর্ত্তিশ্চ স তীর্থফলমশ্নুতে। অক্রোধনশ্চ রাজেন্দ্র সত্যশীলো দৃঢ়ব্রতঃ ॥ ৩০ ॥ আত্মোপমশ্চ ভূতেষু স তীর্থফলমশ্নুতে। মুণ্ডনং চোপবাসশ্চ সর্ব্বতীর্থেষ্বয়ং বিধিঃ ॥ ৩১ ॥ বর্জ্জয়িত্বা কুরুক্ষেত্রং বিশালাং বিরজাং গয়াম্। স্নানং সুরার্চ্চনঞ্চৈব শ্রাদ্ধে বৈ পিণ্ডপাতনম্ ॥ ৩২ ॥ বিপ্রাণাং ভোজনং শক্ত্যা সর্ব্বতীর্থেষ্বয়ং বিধিঃ। প্রায়শ্চিত্তনিমিত্তঞ্চ যো ব্রজেদ্যতমানসঃ ॥ ৩৩ ॥ তস্যাপি চ বিধিং বক্ষ্যে শৃণু পার্থ সমাহিতঃ। একাশনং ব্রহ্মচর্য্যমক্ষারলবণাশনম্ ॥ ৩৪ ॥ স্নাত্বা তীর্থাভিগমনং হবিষ্যৈকান্নভোজনম্। বর্জ্জয়েৎ পতিতালাপং বহুভাষণমেব চ ॥ ৩৫ ॥ পরীবাদং পরান্নঞ্চ নীচসঙ্গং বিবর্জ্জয়েৎ। ব্রজেচ্চ নিরুপানৎকো বসানো বাসসী শুচিঃ ॥ ৩৬ ॥ সঙ্কল্পং মনসা কৃত্বা ব্রাহ্মণানুজ্ঞয়া ব্রজেৎ। তীর্থে গত্বা তথা স্নাত্বা কৃত্বা চৈব সুরার্চ্চনম্ ॥ ৩৭ ॥ দুষ্কর্ম্মতো বিমুক্তঃ স্যাদনুতাপী ভবেদ্যদি। বেদে তীর্থে চ দেবে চ দৈবজ্ঞে

এই সকলে যাহার যেমন ভাবনা, সিদ্ধি তাহার তাদৃশই হইয়া থাকে। শ্রদ্ধাহীন হইয়া হোম, দান, তপস্যা প্রভৃতি যে কিছু কর্ম্ম করা যায়, তাহা অসৎ বলিয়া কথিত হয় আর তাহাদ্বারা ইহ পর কোন লোকই সাধিত হয় না। যে মানব শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করিয়া কামকারী হয়, তাহার সিদ্ধি, সুখ ও পরমগতিপ্রাপ্তি ঘটে না। শাস্ত্রে নরগণের দেহশুদ্ধির অনেক উপায় কথিত আছে, কিন্তু শরীরশোধনকল্পে তীর্থসেবার অনুরূপ অন্য কোন উপায় বিদ্যমান নাই। কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি দ্বারা দেহশুদ্ধি হয় বটে, কিন্তু তাহা দ্বিতীয় কল্প। পরন্তু তীর্থসেবাই প্রধান ও প্রথম। হে নৃপ! মানব যখন তীর্থের উদ্দেশে যাত্রা করে, দেব ও পিতৃগণ আমোদপূর্ণ হৃদয়ে আকাশপথে সেই তীর্থযাত্রীর অনুগমন করিয়া থাকেন। নিয়তব্রত মানব তীর্থযাত্রাকালে আভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধ করিয়া দেবতা, ইষ্ট, বন্ধু, বিষ্ণু, শঙ্কর, গণদেবতা ও দ্বিজগণের অনুজ্ঞা গ্রহণ করিবে। একবার ভোজন ও ভূমিতলে শয়ন করিবে, সত্যকথা কহিবে, পরান্ন ও প্রতিগ্রহ বর্জ্জন করিবে। বাক্য দ্বারাও পরের দ্রোহ করিবে না। সাধুবেশ পরিধান করিবে, বিনয় দ্বারা বিভূষিত হইবে, দম্ভ-অহঙ্কার পরিত্যাগ করিবে। হে নৃপসত্তম! এইরূপ করিলেই মানবের তীর্থফল লাভ হয়। যাহার করদ্বয় পদদ্বয় ও মন সুসংযত এবং বিদ্যা, তপস্যা ও কীর্ত্তি আছে, তিনিই তীর্থফল লাভ করেন। হে রাজন্! যিনি ক্রোধহীন, সত্যশীল, দৃঢ়ব্রত ও সর্ব্বভূতে সমদর্শী; তাঁহার তীর্থফললাভ হয়। মুণ্ডন ও উপবাস সকল তীর্থেই বিহিত হইয়াছে, কেবল কুরুক্ষেত্র, বিশালা, বিরাজ ও গয়ায় কর্ত্তব্য নহে। সকল তীর্থেই স্নান, দেবপূজা, শ্রাদ্ধে পিণ্ডদান ও যথাশক্তি দ্বিজগণকে ভোজ্য দান করিবে। হে পার্থ! প্রায়শ্চিত্তার্থী সমাহিতমনা মানবের কর্ত্তব্য কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। প্রায়শ্চিত্তকামী একবার হবিষ্যান্ন ভক্ষণ করিবে অথবা ক্ষার-লবণাশনপূর্ব্বক এক ভোজন করিয়া ব্রহ্মচর্য্য পালন করিবে; স্নানান্তে তীর্থাভিগমন করিবে। পতিতের সহিত সম্ভাষণ করিবে না, অনেক কথা কহিবে না, পরীবাদ পরান্ন ও হীনসঙ্গ বর্জ্জন করিবে। পাদুকাহীন হইয়া বিচরণ করিবে এবং সোত্তরীয় বসন পরিধান করিবে। ১৩—৩৬। অনন্তর শুচি হইয়া মনে মনে সঙ্কল্প করত ব্রাহ্মণগণের অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক তীর্থে উপনীত হইয়া স্নান ও দেবপূজা করিবে। পাপকর্ম্ম করিয়া যদি অনুতাপ করে, তবে দুষ্কৃতি হইতে তাহার নিষ্কৃতি হয়। আর বেদ, তীর্থ, দেব, দৈবজ্ঞ, ঔষধ ও

চোষধে গুরৌ ॥ ৩৮ ॥ যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী। উক্ততীর্থফলানাঞ্চ পুরাণেষু স্মৃতিষ্বপি ॥ ৩৯ ॥ অর্থবাদভবাং শঙ্কাং বিহায় ভরতর্ষভ। কৃত্বা বিচারং শাস্ত্রোক্তং পরিকল্প্য যথোচিতম্ ॥ ৪০ ॥ কায়েন কৃচ্ছ্রচরণে হ্যশক্তানাং বিশুদ্ধয়ে। জ্ঞাত্বা তীর্থবিশেষং হি প্রায়শ্চিত্তং সমাচরেৎ ॥ ৪১ ॥ তচ্ছৃণুষ্ব মহারাজ নর্ম্মদায়াং যথোচিতম্। চতুর্ব্বিংশতিসংখ্যেভ্যো যোজনেভ্যো ব্রজেন্নরঃ ॥ ৪২ ॥ চতুর্ব্বিংশতিকৃচ্ছ্রাণাং ফলমাপ্নোতি শোভনম্। অত ঊর্দ্ধং যোজনেষু পাদকৃচ্ছ্র উদাহৃতঃ ॥ ৪৩ ॥ তন্মধ্যে চ মহারাজ যো ব্রজেচ্ছুদ্ধিকাঙ্ক্ষয়া। যোজনে যোজনে তস্য প্রায়শ্চিত্তং বিদুর্ব্বুধাঃ ॥ ৪৪ ॥ প্রণবাগ্যে মহারাজ তথা রেবোরিসঙ্গমে। ভৃগুক্ষেত্রে তথা গত্বা ফলং তদ্দ্বিগুণং স্মৃতম্ ॥ ৪৫ ॥ সঙ্গমে দেবনদ্যাশ্চ শূলভেদে নৃপোত্তম। দ্বিগুণং পাদহীনং স্যাৎ করজাসঙ্গমে তথা ॥ ৪৬ ॥ এরণ্ডীসঙ্গমে তদ্বৎকপিলায়াশ্চ সঙ্গমে। কেচিত্ত্রিগুণিতং প্রাহুঃ কুব্জারেবোখসঙ্গমে ॥ ৪৬ ॥ ওঙ্কারে চ মহারাজ তদপি স্যাৎ সমঞ্জসম্। সঙ্গমেষু তথান্যাসাং নদীনাং রেবয়া সহ ॥ ৪৮ ॥ প্রাহুস্তে সার্দ্ধকৃচ্ছ্রং বৈ ফলং পূর্ব্বং যুধিষ্ঠির। ত্রিগুণং কৃচ্ছ্রমাপ্নোতি রেবাসাগরসঙ্গমে ॥ ৪৯ ॥ কৃচ্ছ্রং চতুর্গুণং প্রোক্তং শুক্লতীর্থে যুধিষ্ঠির। যোজনে যোজনে গত্বা চতুর্ব্বিংশতিযোজনম্। তত্র তত্র বসেদ্যস্তু সুচিরং নৃবরোত্তম ॥ ৫০ ॥ রেবাসেবাসমাচারঃ সংযুক্তঃ শুদ্ধবুদ্ধিমান্। দম্ভাহঙ্কাররহিতঃ শুদ্ধ্যর্থং স বিমুচ্যতে ॥ ৫১ ॥ ইতি তে কথিতং পার্থ প্রায়শ্চিত্তার্থলক্ষণম্। রেবাযাত্রাবিধানং চ গুহ্যমেতদ্যুধিষ্ঠির ॥ ৫২ ॥ যুধিষ্ঠির উবাচ। যোজনস্য প্রমাণং মে বদ ত্বং মুনিসত্তম। যজ্জ্ঞাত্বা নিশ্চয়ং মে স্যান্মনঃশুদ্ধেস্তু কারণম্ ॥ ৫৬ মার্কণ্ডেয় উবাচ। শৃণু পাণ্ডব বক্ষ্যামি প্রমাণং যোজনস্য যৎ। তথা যাত্রাবিশেষেণ বিশেষং কৃচ্ছ্রসম্ভবম্ ॥ ৫৪ ॥ তির্য্যগ্‌যবোদরাণ্যষ্টাবূর্দ্ধা বা ত্রীহয়স্ত্রয়ঃ। প্রমাণমঙ্গুলস্যাহুর্বিতস্তির্দ্বাদশাঙ্গুলা ॥ ৫॥ বিতস্তিদ্বিতয়ং হস্তশ্চতুর্হস্তং ধনুঃ স্মৃতম্। স এব

শুরুতে যাহার যেরূপ ভাবনা বা বিশ্বাস, সিদ্ধিও তাহার তাদৃশীই হইয়া থাকে। হে ভরতর্ষভ! স্মৃতি-পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রে যে সকল তীর্থফল বর্ণিত হইয়াছে, সে সকল বিষয়ে অর্থবাদ পরিহারপূর্ব্বক শাস্ত্রোক্তবিচার দ্বারা যথাযথ বিনিশ্চয় করিয়া লইবে। যে ব্যক্তি আত্মশুদ্ধির জন্য কায়ক্লেশকর কার্য্য করিতে অশক্ত, কোন উত্তম তীর্থের সেবা দ্বারাই তাহার প্রায়শ্চিত্তাচরণ কর্ত্তব্য। অতএব হে মহারাজ! এক্ষণে সেই উত্তমতীর্থ নর্ম্মদার যথাযথ মাহাত্ম্যাদি শ্রবণ কর। মানব নর্ম্মদাতীর্থের চতুর্ব্বিংশতি যোজন পর্য্যটন করিলে তাহার চতুর্ব্বিংশতি কৃচ্ছ্রব্রতের ফল লাভ করে; অতঃপর এক এক যোজন বিচরণ এক একটী কৃচ্ছ্রপাদের ফলপ্রদ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। হে মহারাজ! নর যদি আত্মশুদ্ধি কামনায় আরও পর্য্যটন করে, তবে এক এক যোজন পর্য্যটনেই তাহার অশেষবিধ প্রায়শ্চিত্ত হইবে। নর্ম্মদার মাহাত্ম্য জ্ঞানিগণ এইরূপই বিদিত আছেন। হে রাজন্! ওঙ্কারেশ্বর, রেবা-উরিসঙ্গম ও ভৃগুক্ষেত্রে গমন করিলে পূর্ব্বোক্ত পুণ্যের দ্বিগুণ পুণ্য হয়। হে নৃপসত্তম! দেবনদীর সঙ্গমস্থানে শূলভেদতীর্থ বিদ্যমান। এখানে পূর্ব্বোক্ত পুণ্যের অনুরূপ পুণ্য কথিত হইয়াছে। বারজাসঙ্গম, এরণ্ডীসঙ্গম ও কপিলাসঙ্গমে পদাপেক্ষা পাদোন পুণ্য বিহিত। হে মহারাজ! কেহ কেহ বলেন, কুব্জা রেবাসঙ্গম ও ওঙ্কারে পূর্ব্বোক্ত পুণ্যের ত্রিগুণ পুণ্যপ্রাপ্তি ঘটে। হে যুধিষ্ঠির! অন্যান্য নদীনিচয় যে স্থানে রেবার সহিত সঙ্গত হইয়াছে, শাস্ত্রবিদ্গণ সে সকল স্থানে সার্দ্ধকৃচ্ছ্রব্রত-ফল লাভের কথা কহিয়াছেন। রেবা-সাগরসঙ্গমে কৃচ্ছ্রত্রয় এবং শুক্লতীর্থে কৃচ্ছ্রচতুর্গুণ পুণ্য হয়। হে সত্তম নরবর! শুদ্ধবুদ্ধি মানব আত্মশুদ্ধির কামনায় পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্বিংশতি যোজনের এক এক যোজন গমন করিয়া সুচিরকাল বিশ্রাম করিবে; দম্ভ ও অহঙ্কার পরিহারপূর্ব্বক রেবার সেবায় নিরত হইবে; এইরূপ করিলেই নর শুদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হয়। হে যুধিষ্ঠির! এই তোমার নিকট প্রায়শ্চিত্তলক্ষণ বর্ণন করিলাম, হে পার্থ! এই রেবাযাত্রাবিধান পরম গুহ্য। যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে ঋষিসত্তম! আমার নিকট যোজন-পরিমাণ বর্ণন করুন, ইহা বিদিত হইলে নিশ্চিত আমার মনঃশুদ্ধি জন্মিবে। মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে পাণ্ডব! যোজনপরিমাণ এবং কৃচ্ছ্রসাধ্য বিশেষ বিশেষ যাত্রা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। বক্রভাবে স্থিত আটটী যবোদর কিংবা ঊর্দ্ধভাবে অবস্থিত ব্রীহিত্রয়ে এক অঙ্গুল কথিত হয়, দ্বাদশাঙ্গুলে এক

দণ্ডো গদিতো বিশেষজ্ঞৈর্যুধিষ্ঠির ॥ ৫৬ ॥ ধনুঃসহস্রে দ্বে ক্রোশশ্চতুঃক্রোশঞ্চ যোজনম্ । এতদ্‌যোজনমানন্তে কথিতং ভরতর্ষভ ॥ ৫৭ ॥ যেন যাত্রাং ব্রজন্ বেত্তি ফলমানং নিজার্জ্জিতম্ । উক্তং কৃচ্ছ্রফলং তীর্থে জলরূপে নৃপোত্তম ॥ ৫৮ ॥ যথাবিশেষং তে বচ্মি পূর্ব্বোক্তে তত্র তত্র চ । তন্মে শৃণু মহীপাল শ্রদ্দধানায় কথ্যতে ॥ ৫৯ ॥ যস্মিংস্তীর্থে হি যৎ প্রোক্তং ফলং কৃচ্ছ্রাদিকং নৃপ । তত্রাপ্যুপোষণাৎ কৃচ্ছ্রফলং প্রাপ্নোত্যথাধিকম্ ॥ ৬০ ॥ দিনজাপ্যাচ্চ লভতে ফলং কৃচ্ছ্রস্য শক্তিতঃ । তত্র বিখ্যাতদেবেশং স্নাত্বা দৃষ্ট্বাভিপূজ্য চ ॥ ৬১ ॥ প্রণম্য লভতে পার্থ ফলং কৃচ্ছ্রভবং সুধীঃ । তীর্থে মুখ্যফলং স্নানাদ্দ্বিতীয়ং চাপ্যুপোষণাৎ ॥ ৬২ ॥ তৃতীয়ং খ্যাতদেবস্য দর্শনাভ্যর্চ্চনাদিভিঃ । চতুর্থং জাপ্যযোগেন দেহশক্ত্যা ত্বহর্নিশম্ ॥ ৬৩ ॥ পঞ্চমং সর্ব্বতীর্থেষু কল্পনীয়ং হি দূরতঃ । তীরস্থো যোজনাদর্ব্বাগ্‌দশাংশং লভতে ফলম্ ॥ ৬৪ ॥ উক্তবীর্থফলাৎ পার্থ নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৬৫ ॥ উপবাসেন সহিতং মহানদ্যাং হি মজ্জনম্ । অপ্যর্ব্বাগ্‌যোজনাৎপার্থ দদাৎ কৃচ্ছ্রফলং নৃণাম্ ॥ ৬৬ ॥ ষড়্‌যোজনবহা কুল্যা নদ্যোহল্লা দ্বাদশৈব চ । চতুর্ব্বিংশতিগা নদ্যো মহানদ্যস্ততোহধিকাঃ ॥ ৬৭ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে তীর্থযাত্রাবিধানবিশেষকথনং নাম সপ্তবিংশত্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২২৭ ॥

অষ্টাবিংশত্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

যুধিষ্ঠির উবাচ । পরার্থং তীর্থযাত্রায়াং গচ্ছতঃ কস্য কিং ফলম্ । কিয়ন্মাত্রং মুনিশ্রেষ্ঠ তন্মে ব্রূহি কৃপানিধে ॥ ১ ॥ মার্কণ্ডেয় উবাচ । পরার্থং গচ্ছতস্তন্মে বদতঃ শৃণু পার্থিব । যথা যাবৎফলং তস্য যাত্রাদির্বিহিতং ভবেৎ ॥ ২ ॥ উত্তমেনেহ বর্ণেন দ্রব্যলোভাদিনা নৃপ । নাধমস্য ক্বচিৎ কার্য্যং তীর্থযাত্রাদিসেবনম্ ॥ ৩ ॥ ধর্ম্মকর্ম্ম মহারাজ স্বয়ং বিদ্বান সমাচরেৎ । শরীরস্থাথবা শক্ত্যা অন্যদা কার্য্যযোগতঃ ॥ ৪ ॥ ধর্ম্মকর্ম্ম সদা প্রাপ্তং সবর্ণেনৈব

বিতস্তি, দুই বিতস্তিতে এক হস্ত, চারিহস্তে এক ধনু । হে যুধিষ্ঠির ! বিশেষজ্ঞগণ এই ধনুকে দণ্ডও কহেন । দুই সহস্র ধনুতে একক্রোশ, চারি ক্রোশে এক যোজন । হে ভরতর্ষভ ! এই তোমার নিকট যোজনমান বর্ণিত হইল । এই যোজনমান জানিয়া তীর্থযাত্রা করিলে মানবের পুণ্যার্জ্জন হয় আর তাহার তীর্থযাত্রা সার্থক হইয়া থাকে । হে নৃপসত্তম ! কোন তীর্থজলে কিরূপ কৃচ্ছ্রফল লাভ হয়, পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে । হে মহীপাল ! তুমি শ্রদ্ধাবান, তাই পূর্ব্বে কথিত হইলেও বিশেষ করিয়া পুনরায় বলিতেছি, শ্রবণ কর । হে নৃপ ! যে যে তীর্থে কৃচ্ছ্রাদি ফল কথিত হইয়াছে, তথায় উপবাসেও ততোধিক কৃচ্ছ্রফল লাভ হয় ; শক্তি অনুসারে দিবসব্যাপী জপেও তদ্রূপ ফল হয় । হে পার্থ ! যে তীর্থে যে দেব প্রতিষ্ঠিত, সুধী মানব তীর্থস্নানানন্তর সেই তীর্থে সেই দেবের দর্শন পূজা ও প্রণাম করিয়া কৃচ্ছ্রব্রতফল লাভ করেন । তীর্থে স্নানই মুখ্য অর্থাৎ প্রথম ফল, উপবাস দ্বিতীয়, তীর্থদেবতার দর্শন অর্চ্চন দি তৃতীয়, শক্তি অনুসারে অহর্নিশ জাপ্যযোগ চতুর্থ এবং দূরস্থ তীর্থনিচয়ের মনে মনে কল্পনা পঞ্চম । হে পার্থ ! তীর্থতীরের একযোজন দূর হইতেই তীর্থের দশাংশ ফললাভ হয়, এ বিষয়ে বিচারণা কর্ত্তব্য নহে । উপবাসী হইয়া মহানদীমজ্জন করিলে কৃচ্ছ্রফল লাভ হয় । তীর্থ-যাত্রী মানবগণ তীর্থের একযোজন দূরে থাকিয়াই সেই ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে । কুল্যা ষড়্‌যোজনবহা, ক্ষুদ্রা নদী দ্বাদশযোজনবহা, নদী চতুর্ব্বিংশতিযোজনবহা এবং মহানদী-নিবহ তাহা হইতেও অধিক ৫৭—৬৭ ।

সপ্তবিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২২৭

অষ্টাবিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে কৃপানিধে ! আপনি মুনিপ্রধান, এক্ষণে বলুন, পরের জন্য তীর্থযাত্রা করিলে তীর্থযাত্রীর এবং যাহার জন্য গমন করা যায়, তাহার কিরূপ ফললাভ হয় ? মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে পার্থিব ! পরার্থ তীর্থযাত্রীর ফল ও যাত্রাদিবিধি তোমার নিকট বলিতেছি, শ্রবণ কর । হে নৃপ ! উত্তমবর্ণ কখন ধনলোভে হীনবর্ণের জন্য তীর্থযাত্রা করিবে না । হে মহারাজ ! বিজ্ঞব্যক্তি নিজেই ধর্ম্মকর্ম্ম করিবেন । শরীর অপটু থাকিলে কিংবা অন্যকোন কার্য্যানুরোধে বরঞ্চ সবর্ণ প্রতিনিধি দ্বারাও সতত ধর্ম্মাধর্ম্ম করাইবেন । হে যুধিষ্ঠির ! ধর্ম্মকর্ম্মের প্রতিনিধি—

কারয়েৎ। পুত্রপৌত্রাদিকৈর্বাপি জ্ঞাতিভির্গোত্রসম্ভবৈঃ॥ ৫॥ শ্রেষ্ঠং হি বিহিতং প্রাহুর্ধর্ম্মকর্ম্ম যুধিষ্ঠির। তৈরেব কারয়েত্তস্মান্নোত্তমৈর্নাধমৈরপি॥ ৬॥ অধমেন কৃতং সম্যঙ্ন ভবেদিতি মে মতিঃ। উত্তমশ্চাধমার্থে বৈ কুর্ব্বন্ দুর্গতিমাপ্নুয়াৎ॥ ৭॥ ন শূদ্রায় মতিং দদ্যান্নোচ্ছিষ্টং ন হবিষ্কৃতম্। ন চাস্যোপদিশেদ্ধর্ম্মং ন চাস্য ব্রতমাদিশেৎ॥ ৮॥ জপস্তপস্তীর্থযাত্রা প্রব্রজ্যা মন্ত্রসাধনম্। দেবতারাধনং দীক্ষা স্ত্রীশূদ্রপতনানি ষট্॥ ৯॥ পতিবত্নী পতত্যেব বিধবা সর্ব্বমাচরেৎ। সভর্তৃকাশক্তে পত্যৌ সর্ব্বং কুর্য্যাদনুজ্ঞয়া॥ ১০॥ গত্বা পরার্থং তীর্থাদৌ ষোড়শাংশফলং লভেৎ। গচ্ছতশ্চ প্রসঙ্গেন তীর্থমর্দ্ধফলং স্মৃতম্॥ ১১॥ অনুসঙ্গেন তীর্থস্য স্নানে স্নানফলং বিদুঃ। নৈব যাত্রাফলং তজ্জ্ঞাঃ শাস্ত্রোক্তং কল্মষাপহম্॥ ১২॥ পিতুর্ব্যস্য পিতুর্বাপ্য মাতুর্মাতামহস্য চ। মাতুলস্য তথা পাতুঃ শ্বশুরস্য সুতস্য চ॥ ১৩॥ পোষকার্থাদয়োশ্চাপি মাতামহ্যা গুরোস্তথা। স্বসুর্মাতুঃস্বসুঃ পৌত্র্যা আচার্য্যাধ্যাপ-

পুত্র, পৌত্র, জ্ঞাতি এমন কি স্বগোত্রমাত্রও শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; অতএব উল্লিখিত প্রতিনিধি দ্বারাই কার্য্য করাইবে, পরন্তু অন্যকোন উত্তম বা অধম ব্যক্তি দ্বারা কার্য্য করান উচিত নহে। আমার মতে অধম ব্যক্তি দ্বারা কদাচ কার্য্য করাইবে না, কেননা অসম্যক্‌কৃত কার্য্য সম্যক্ সিদ্ধ হয় না। কোন উত্তম মানব অধমের কার্য্য করিলে তিনি দুর্গতি প্রাপ্ত হন। শূদ্রকে জ্ঞান, উচ্ছিষ্ট, হোমক্রিয়াধিকার, ধর্ম্মোপদেশ ও ব্রতাধিকার দিবে না; জপ, তপ, তীর্থযাত্রা, প্রব্রজ্যা, মন্ত্রসাধন, দেবারাধন ও দীক্ষা এই ছয়টী কার্য্যে স্ত্রীশূদ্রের পাতিত্য হয়। পতিব্রতারও এই সকল কার্য্যে পাতিত্য জন্মে, কিন্তু বিধবা নারী সকলই করিতে পারে। যে নারীর পতি অশক্ত, সে পতির অনুমতি লইয়া সকলই করিতে পারিবে। পরের জন্য তীর্থগমনে তীর্থযাত্রীর ষোড়শাংশ ফললাভ হয়, প্রসঙ্গক্রমে তীর্থযাত্রায় অর্দ্ধফল হয় এবং অর্থদাতা সঙ্গে সঙ্গে স্নান করিলে সম্পূর্ণ স্নানফলই গ্রহণ করিয়া থাকে। তীর্থজ্ঞগণ বলেন,—পরার্থতীর্থস্নায়ী শাস্ত্রোক্ত পাপহর তীর্থযাত্রাফলও লাভ করে না। কিন্তু পিতা, পিতৃব্য, মাতা, মাতামহ, মাতুল, ভ্রাতা, শ্বশুর, সুত, প্রতিপালক, মাতামহ, গুরু, ভগিনী, মাতৃস্বসা, পৌত্রী, আচার্য্য এবং অধ্যাপক

কস্য চ॥ ১৪॥ ইত্যাদ্যর্থে নরঃ স্নাত্বা স্বয়মষ্টাংশমাপ্নুয়াৎ। সাক্ষাৎ পিত্রোঃ প্রকুর্ব্বাণশ্চতুর্থাংশমবাপ্নুয়াৎ॥ ১৫॥ পতিপত্ন্যোর্মিথশ্চার্দ্ধং ফলং প্রাহুর্মনীষিণঃ। ভাগিনেয়স্য শিষ্যস্য ভ্রাতৃব্যস্য সুতস্য চ। ষট্‌ত্রিপঞ্চচতুর্ভাগান্ ফলমাপ্নোতি বৈ নরঃ॥ ১৬॥ ইতি তে কথিতং পার্থ পারম্পর্য্যক্রমাগতম্। কর্ত্তব্যং জ্ঞাতিবর্গস্য পরার্থে ধর্ম্মসাধনম্॥ ১৭॥ বর্ষাস্বৃতুসমাযোগে সর্ব্বা নদ্যো রজস্বলাঃ। মুক্তা সরস্বতীং গঙ্গাং নর্ম্মদাং যমুনানদীম্॥ ১৮॥

ইতি শ্রীস্কান্দে পরার্থতীর্থযাত্রাফলবর্ণনং নামাষ্টাবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ২২৮॥

একোনত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। এবং তে কথিতং রাজন্ পুরাণং ধর্ম্মসংহিতম্। শিবপ্রীত্যা যথা প্রোক্তং বায়ুনা দেবসংসদি॥ ১॥ সপ্তিতীর্থসহস্রাণি ষষ্টিকোটিস্তথৈব চ। আদিমধ্যাবসানেষু নর্ম্মদায়াং পদে পদে॥ ২॥ ময়া দ্বাদশসাহস্রী সংহিতা যা

—ইঁহাদের উদ্দেশে তীর্থস্নায়ী নর স্বয়ং অষ্টগুণ পুণ্য প্রাপ্ত হয়। আর কেবলমাত্র পিতামাতার জন্য তীর্থস্নায়ী চতুর্থাংশ স্নানফল লাভ করিয়া থাকে। পতি-পত্নী পরস্পর মিলিত হইয়া তীর্থে শ্রাদ্ধ করিলে মনীষিগণ তাহার প্রশস্ত ফল নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভাগিনেয়, শিষ্য, ভ্রাতৃব্য ও পুত্রার্থ তীর্থগমনে মানব যথাক্রমে ষট্, ত্রি, পঞ্চ ও চতুর্ভাগ ফল প্রাপ্ত হয়। হে পার্থ! এই তোমার নিকট পরম্পরাগত তীর্থবিধি বর্ণন করিলাম, জ্ঞাতিবর্গ পর হইলেও তাঁহাদের জন্য তীর্থযাত্রা কর্ত্তব্য। ইহাতে ধর্ম্মেরই সাধন হইয়া থাকে। হে রাজন! আর একটী কথা শুনিয়া রাখ—সরস্বতী, গঙ্গা, যমুনা ও রেবা ব্যতীত বর্ষা ঋতুতে অন্য সকল নদীই রজস্বলা হয়।১—১৮।

অষ্টাবিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২২৮

ঊনত্রিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

শ্রীমার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে রাজন! এই তোমার নিকট ধর্ম্মসম্মিত পুরাণ বর্ণনা করিলাম, শিবভক্ত বায়ু, দেবসভায় এ সকল কীর্ত্তন করেন। নর্ম্মদার আদি, মধ্য ও অবসানে পদে পদে তীর্থ

শ্রুতা পুরা। দেবদেবস্য গদতঃ সাম্প্রতং কথিতা তব ॥ ৩॥ পৃষ্টস্ত্বয়াহং ভূপাল পর্ব্বতেঽমরকণ্টকে। স্থিতঃ সংক্ষেপতঃ সর্ব্বং ময়া তৎ কথিতং তব ॥ ৪॥ নর্ম্মদাচরিতং পুণ্যং শৃণু তস্যাস্তি যৎ ফলম্। যৎ ফলং সর্ব্ববেদৈঃ স্যাৎ সষড়ঙ্গপদক্রমৈঃ ॥ ৫॥ পঠিতৈশ্চ শ্রুতৈর্ব্বাপি তস্মাদ্বহুতরং ভবেৎ। সত্রযাজী ফলং যত্র লভতে দ্বাদশাব্দিকম্ ॥ ৬॥ চরিতে তু শ্রুতে দেব্যা লভতে তাদৃশং ফলম্। সর্ব্বতীর্থেষু যৎ পুণ্যং স্নাত্বা সাগরমাদিতঃ ॥ ৭॥ সকৃৎ স্নাত্বা তথা শ্রুত্বা নর্ম্মদায়াং ফলং হি তৎ॥ আদিমধ্যাবসানেন নর্ম্মদাচরিতং শুভম্ ॥ ৮॥ য শৃণোতি নরো ভক্ত্যা তস্য পুণ্যফলং শৃণু। স প্রাপ্য শিবসংস্থানং রুদ্রকন্যাসমাবৃতঃ ॥ ৯॥ রুদ্রস্যানুচরো ভূত্বা তেনৈব সহ মোদতে। এতদ্ধর্ম্মমুপাখ্যানং সর্ব্বশাস্ত্রেষু সত্তমম্ ॥ ১০॥ দেশে বা মণ্ডলে বাপি গ্রামে বা নগরেঽপি বা। গৃহে বা তিষ্ঠতে যস্য চাতুর্ব্বর্ণ্যস্য ভারত ॥ ১১॥ স ব্রহ্মা স শিবঃ সাক্ষাৎ স চ দেবো জনার্দ্দনঃ। ত্রিবিধং কারণং লোকে ধর্ম্মপন্থানমুত্তমম্ ॥ ১২॥ দেবতানাং গুরুং শাস্ত্রং পরমং সিদ্ধিকারণম্। শ্রুত্বেশ্বরমুখাৎ পার্থ ময়াপি তব কীর্ত্তিতম্ ॥ ১৩॥ দক্ষিণে চোত্তরে কূলে যানি তীর্থানি কানিচিৎ। প্রধানতঃ সুপুণ্যানি কথিতানি বিশেষতঃ ॥১৪॥ স্পর্শনাদ্দর্শনাত্তেষাং কীর্ত্তনাচ্ছ্রবণাত্তথা। মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো রুদ্রলোকং স গচ্ছতি ॥ ১৫॥ ইদং যঃ শৃণুয়ান্নিত্যং পুরাণং শিবভাষিতম্। ব্রাহ্মণো বেদবিদ্যাবান্ ক্ষত্রিয়ো বিজয়ী ভবেৎ ॥ ১৬॥ ধনভাগী ভবেদ্বৈশ্যঃ শূদ্রো বৈ ধর্ম্মভাগ্ভবেৎ। সৌভাগ্যং সন্ততিং স্বর্গং নারী শ্রুত্বাপ্নুয়াদ্ধনম্ ॥ ১৭॥ ব্রহ্মঘ্নশ্চ সুরাপশ্চ স্তেয়ী চ গুরুতল্পগঃ। মাহাত্ম্যং নর্ম্মদায়াস্তু শ্রুত্বা পাপবহিষ্কৃতাঃ ॥ ১৮॥ পাপভেদী কৃতঘ্নশ্চ স্বামিবিশ্বাসঘাতকঃ। গোঘ্নশ্চ গরদশ্চৈব কন্যাবিক্রয়কারকঃ ॥ ১৯॥ এতে শ্রুত্বৈব পাপেভ্যো মুচ্যন্তে নাত্র সংশয়ঃ। যে পুনর্ভাবিতাত্মানঃ শৃণ্বন্তি সততং নৃপ ॥ ২০॥ পূজয়ন্ত ইদং দেবা পূজিতা গুরুবচ্চ

বিদ্যমান। এই সকল তীর্থের সংখ্যা—ষষ্টি কোটি ও ষষ্টি সহস্র। আমি পুরাকালে দেবদেবের নিকট যে দ্বাদশ সহস্র শ্লোকাত্মকসংহিতা শ্রবণ করিয়াছি, সম্প্রতি তাহাই তোমার নিকট কথিত হইল। হে ভূপাল! এই স্থানের নাম অমরকণ্টক পর্ব্বত, তুমি এখানে অবস্থিত হইয়া আমার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, আমিও ঐ সংক্ষেপে সমস্ত বিবরণ তোমার নিকট বর্ণন করিলাম। এক্ষণে নর্ম্মদার পূত চরিত ও পুণ্যফল শ্রবণ কর। সষড়ঙ্গ ও সপদক্রম সমগ্র বেদ অধ্যয়ন বা শ্রবণে যে পুণ্য হয়, নর্ম্মদার পূত চরিত শ্রবণে তাহা হইতে অধিক ফল হইয়া থাকে। দ্বাদশবার্ষিক যজ্ঞ যজনে যে পুণ্য দেবী নর্ম্মদার চরিত্রশ্রবণেও তাহার তুল্য ফল হয়। সাগর হইতে আরম্ভ করিয়া যে সকল তীর্থ আছে, সেই সকল তীর্থে স্নান করিলে যে ফল, নর্ম্মদায় একবার মাত্র স্নান এবং নর্ম্মদা-মাহাত্ম্যশ্রবণে তৎসমস্ত ফল লাভ হইয়া থাকে। কি আদি, কি মধ্য, কি অবসান, নর্ম্মদাচরিত সমস্তই শুভাবহ। হে রাজন্! যে নর ভক্তিভরে নর্ম্মদামাহাত্ম্য শ্রবণ করে, তাহার পুণ্যফল শ্রবণ কর। সেই মানব রুদ্রকন্যাপরিবেষ্টিত হইয়া শিবালয়ে বাস করে এবং রুদ্রের অনুচর হইয়া তাঁহারই সহিত মুদিত থাকে। এই ধর্ম্ম উপাখ্যান সকল শাস্ত্রেই উত্তম বলিয়া অভিহিত হইয়াছে, ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণের মধ্যে যাহার দেশে, মণ্ডলে, গ্রামে নগরে বা গৃহে গৃহে ইহা বিদ্যমান থাকে, সেই ব্যক্তি সাক্ষাৎ ব্রহ্মা শিব ও জনার্দ্দনসদৃশ। হে ভারত! লোকে ধর্ম্মপথের তিনটী অনুত্তম কারণ বিদ্যমান, যথা—দেবতা, গুরু ও শাস্ত্র; এই ত্রিবিধ কারণই পরম সিদ্ধিজনক। হে পার্থ! আমি যাহা ঈশ্বরের মুখে শুনিয়াছি তাহাই তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। নর্ম্মদার দক্ষিণ উত্তর উভয় কূলে যে সকল তীর্থ বিদ্যমান, বিশেষতঃ তন্মধ্যে যে সকল প্রধানতঃ সুপুণ্য, তাহাই তোমার নিকট কথিত হইয়াছে। এই সকল পুণ্যতীর্থের স্পর্শন, দর্শন, শ্রবণ ও কীর্ত্তনে মানব পাপবিমুক্ত হইয়া রুদ্রলোকে গমন করে। ১—১৫। শিববর্ণিত এই পুরাণ নিত্য শ্রবণে ব্রাহ্মণ বেদবিদ্যাযুক্ত, ক্ষত্রিয় বিজয়ী, বৈশ্য ধনশালী এবং শূদ্র ধর্ম্মভাজন হয়। নারী এই পুরাণ শ্রবণ করিলে সৌভাগ্য সন্ততি এমন কি অন্তকালে স্বর্গ-লাভ করে। ব্রহ্মঘাতী, সুরাপায়ী, স্তেয়ী ও গুরুদার-গামীও নর্ম্মদামাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া পাপমুক্ত হয়। পাপভেদী, কৃতঘ্ন, স্বামিবিশ্বাসঘাতক, গোঘ্ন, গরদ, কন্যাবিক্রয়ী ইহারাও এই মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া নিঃসংশয় কলুষমুক্ত হয়। যে সকল ভাবিতাত্মা মানব সতত এই পুণ্যাখ্যান শ্রবণ ও পূজা করেন,

তৈঃ। নর্ম্মদা পূজিতা যেন ভগবাংশ্চ মহেশ্বরঃ॥ ২১॥ তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন গন্ধপুষ্পবিভূষণৈঃ। পূজিতং পরয়া ভক্ত্যা শাস্ত্রমেতৎ ফলপ্রদম্‌॥ ২২॥ লেখাপয়িত্বা সকলং নর্ম্মদাচরিতং শুভম্‌। উত্তমং সর্ব্বশাস্ত্রেভ্যো যো দদাতি দ্বিজন্মনে॥ ২৩॥ নর্ম্মদা সর্ব্বতীর্থেষু স্নানে দানে চ যৎফলম্‌। তৎফলং সমবাপ্নোতি স নরো নাত্র সংশয়ঃ॥ ২৪॥ এতৎ-পুরাণং রুদ্রোক্তং মহাপুণ্যফলপ্রদম্‌। স্বর্গদং পুত্রদং ধন্যং যশস্যং কীর্ত্তিবর্দ্ধনম্‌॥ ২৫॥ সর্ব্বপাপহরং পার্থ দুঃস্বপ্ননাশনম্‌। পঠতাং শৃণ্বতাং রাজন্‌ সর্ব্বকামার্থসিদ্ধিদম্‌॥ ২৬॥ শান্তিরস্তু শিবং চাস্তু লোকাঃ সন্তু নিরাময়াঃ। গোব্রাহ্মণেভ্যঃ স্বস্ত্যস্তু ধর্ম্মং ধর্ম্মাত্মজাশ্রয়॥ ২৭॥ নরকান্তকরী রেবা সতীর্থা বিশ্বপাবনী। নর্ম্মদা ধর্ম্মদা চাস্তু শর্ম্মদা পার্থ তে সদা॥ ২৮॥

ইতি শ্রীস্কান্দে শ্রবণদানাদিফলশ্রুতিবর্ণনং নামৈকোনত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ২২৯॥

ত্রিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। ইত্যুক্তোপররামাথ পাণ্ডোঃ পুত্রায় বৈ মুনিঃ। মৃকণ্ডতনয়ো ধীমান্‌ সপ্তকল্পস্মরঃ পুরঃ॥ ১॥ মার্কণ্ডমুনিনা প্রোক্তং যথা পার্থায় সত্তমাঃ। তথা বঃ কথিতং সর্ব্বং রেবামাহাত্ম্যমুত্তমম্‌॥ ২॥ ইয়ং পুণ্যা সরিচ্ছ্রেষ্ঠা রেবা বিশ্বৈকপাবনী। রুদ্রদেহসমুদ্ভূতা সর্ব্বভূতাভয়প্রদা॥ ৩॥ ওঙ্কারজলধিং যাবত্তুবাচ ভৃগুনন্দনঃ; তীর্থসঙ্গমভেদান্‌ বৈ ধর্ম্মপুত্রায় পৃচ্ছতে॥ ৪॥ সমাসেনৈব মুনয়স্তথাহং কথয়ামি বঃ। সপ্তষষ্টিসহস্রাণি ষষ্টিকোট্যস্তথৈব চ॥ ৫॥ কথং কেনাত্র শক্যান্তে বক্তুং বর্ষশতৈরপি। তথাপ্যত্র মুনিশ্রেষ্ঠাঃ প্রোক্তং পার্থায় বৈ যথা॥ ৬॥ তীর্থমোঙ্কারমারভ্য বক্ষ্যে তীর্থাবলিং শুভাম্‌। প্রোচ্যমানাং সমাসেন তাং শৃণুধ্বং মহর্ষয়ঃ॥ ৭॥ নত্বা সোমং মহেশানং নত্বা ব্রহ্মাচ্যুতাবুভৌ। সরস্বতীং গণেশানং বেদব্যা-

তাঁহাদের দেব, গুরু, নর্ম্মদা ও ভগবান্‌ মহেশ্বর পূজা করা হয়। অতএব সর্ব্ব প্রযত্নে গন্ধপুষ্প ও বিভূষণ দ্বারা পরম ভক্তিসহকারে এই ধর্ম্মগ্রন্থের পূজা কর্ত্তব্য। এইরূপ পূজায় ফল লাভ হয়। যে মান। সর্ব্বশাস্ত্রোত্তম শুভদ নর্ম্মদার চরিতনিচয় লেখাইয়া দ্বিজকে প্রদান করে, সর্ব্বতীর্থোত্তম নর্ম্মদায় স্নান দানে যে পুণ্য হয়, তাহারও সেই পুণ্যফল লাভ হয়, সংশয় নাই। ইহা পুণ্যফলদ পুরাণের বক্তা রুদ্রদেব, ইহা মহাপুণ্যফলদ, স্বর্গদ, পুত্রদ, ধন্য, যশস্য, আয়ুষ্য, কীর্ত্তিবর্দ্ধন, সর্ব্বপাপহর, দুঃখ ও দুঃস্বপ্ননাশন। হে পার্থ! যাহারা এই পুরাণ পাঠ বা শ্রবণ করে, তাহাদের অখিল কর্ম্মের উদ্দেশ্যসিদ্ধি হয়। হে রাজন্‌! তোমার শান্তি হউক, মঙ্গল হউক, অখিল লোক নিরাময় হউক; গোব্রাহ্মণগণের স্বস্তি হউক, হে ধর্ম্মতনয়! তুমিও ধর্ম্মের আশ্রয় লও। হে পার্থ! সুতীর্থ বিশ্বপাবনী নরকতারিণী ধর্ম্মদা নর্ম্মদা তোমার শর্ম্মদা হউন। ১৬—২৮।

ঊনত্রিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২২৯॥

ত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—হে সত্তমগণ! সপ্তকল্প-স্মর মৃকণ্ডতনয় ধীমান্‌ মার্কণ্ডেয় পাণ্ডুপুত্রের নিকট এতাবদ্‌বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিয়া বিরত হইলেন। মুনি মার্কণ্ডেয় পার্থকে যেরূপ বলিয়াছিলেন, আমিও ঠিক তদ্রূপ করিয়া আপনাদের নিকট অনুত্তম রেবামাহাত্ম্য বর্ণন করিলাম। এই বিশ্বপাবনী পুণ্যা সরিদ্‌বরা রেবা রুদ্রদেহ হইতে সমুদ্ভূতা হইয়াছিলেন। ইনি সর্ব্বভূতের অভয়প্রদা। ওঙ্কার জলধি পর্য্যন্ত যে সকল তীর্থ ও বিভিন্ন সঙ্গম বিদ্যমান, ধর্ম্মতনয়ের প্রশ্নানুসারে ভৃগুনন্দন মার্কণ্ডেয় এ বিষয়ে যাহা বলিয়াছিলেন, হে মুনিগণ! সে সকল আপনাদের নিকট সংক্ষেপে বলিতেছি। ঐ সকল তীর্থ ও সঙ্গমের সংখ্যা—ষষ্টিকোটি সপ্তষষ্টি সহস্র, শতবর্ষেও কেহই ইহা বলিয়া শেষ করিতে সমর্থ নহেন। তথাপি হে মুনিসত্তমগণ! ওঙ্কার হইতে তীর্থনিচয়ের কথা—মার্কণ্ডেয় যুধিষ্ঠিরের নিকট যেরূপ বলিয়াছিলেন, আমিও আপনাদের নিকট সেই শুভদ তীর্থাবলী সংক্ষেপে বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। সোম, মহেশান, ব্রহ্মা, অচ্যুত, সরস্বতী, গণেশান, বেদব্যাস-

সাঙ্ঘ্রিপঙ্কজম্ ॥ ৮ ॥ পূর্ব্বাচার্য্যাংস্তথা সর্ব্বান্ দৃষ্টাদৃষ্টার্থবেদিনঃ। প্রণম্য নর্ম্মদাং দেবীং বক্ষ্যে তীর্থাবলিং দ্বিমাম্ ॥ ৯ ॥ ওঁ নমো বিশ্বরূপায় ওঙ্কারায়াখিলাত্মনে। যমারভ্য প্রবক্ষ্যামি রেবাতীর্থাবলিং দ্বিজাঃ ॥ ১০ ॥ অস্মিন্মার্কণ্ডগদিতে রেবাতীর্থক্রমে শুভে। পুরাণসংহিতাধ্যায়া মার্কণ্ডাশ্রমবর্ণনম্ ॥ ১১ ॥ ততঃ প্রশ্নাধিকারশ্চ প্রশংসা নর্ম্মদোদ্ভবা। তথা পঞ্চদশানাং চ প্রবাহাণাং প্রকীর্ত্তনম্ ॥ ১২ ॥ নামনির্ব্বচনং তদ্বত্তথা কল্পসমুদ্ভবাঃ। একবিংশতিকল্পানাং তদ্বন্নামানুকীর্ত্তনম্ ॥ ১৩ ॥ মার্কণ্ডেয়ানুভূতানাং সপ্তানাং লক্ষণানি চ। মাহাত্ম্যং চৈব রেবায়াঃ শিববিষ্ণো-স্তথৈব চ ॥ ১৪ ॥ সংহারলক্ষণং তদ্বদোঙ্কারস্য চ সম্ভবঃ। তথৈবোঙ্কারমাহাত্ম্যমমরকন্টকীর্ত্তনম্ ॥ ১৫ ॥ অমরেশ্বরতীর্থং চ তথা দারুবনং মহৎ। দারুকেশ্বর-তীর্থং চ তীর্থং বৈ চক্রকেশ্বরম্ ॥ ১৬ ॥ চক্রকাসঙ্গম-স্তদ্বদ্ব্যতীপাতেশ্বরং তথা। পাতালেশ্বরতীর্থং চ কোটিযজ্ঞাহ্বয়ং তথা ॥ ১৭ ॥ বরুণেশ্বরতীর্থং চ লিঙ্গাষ্টোত্তরং শতম্। সিদ্ধেশ্বরং যমেশং চ ব্রহ্মেশ্বরমতঃপরম্ ॥ ১৮ ॥ সারস্বতং চাষ্টরুদ্রং সাবিত্রং সোমসংজ্ঞিতম্। শিবখাতং মহাতীর্থং রুদ্রাবর্ত্তং দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ১৯ ॥ ব্রহ্মাবর্ত্তং পরং তীর্থং সূর্য্যাবর্ত্তমতঃ পরম্। পিপ্পলাবর্ত্ততীর্থং চ পিপ্পলায়াশ্চৈব সঙ্গমঃ ॥ ২০ ॥ অমরকন্টমাহাত্ম্যং কপিলাসঙ্গমস্তথা। বিশল্যাসম্ভবশ্চাপি ভৃগুতুঙ্গাদ্রিকীর্ত্তনম্ ॥ ২১ ॥ বিশল্যাসঙ্গমঃ পুণ্যঃ করমর্দ্দাসমাগমঃ। করমর্দ্দেশ্বরং তীর্থং চক্রতীর্থমনুত্তমম্ ॥ ২২ ॥ সঙ্গমো নীলগঙ্গায়াঃ বিধ্বংসস্ত্রিপুরস্য চ। কীর্ত্তনং তীর্থদানানাং মধুকতৃতীয়াব্রতম্ ॥ ২৩ ॥ অপ্সরেশ্বরতীর্থং চ দেহক্ষেপে বিধিস্ততঃ। তীর্থং জ্বালেশ্বরং নাম জ্বালায়াঃ সঙ্গমস্তথা ॥ ২৪ ॥ শক্রতীর্থং কুশাবর্ত্তং হংসতীর্থং তথৈব চ। অম্বরীষস্য তীর্থং চ মহাকালেশ্বরং তথা ॥ ২৫ ॥ মাতৃকেশ্বরতীর্থং চ ভৃগুতুঙ্গানুবর্ণনম্। তত্র ভৈরবমাহাত্ম্যং চপলেশ্বরকীর্ত্তনম্ ॥ ২৬ ॥ চণ্ডপাণেশ্চ মাহাত্ম্যং কাবেরীসঙ্গমস্তথা। কুবেরেশ্বরতীর্থং চ বারাহীসঙ্গমস্তথা ॥ ২৭ ॥ সঙ্গমশ্চণ্ডবেগায়াস্তীর্থং চণ্ডেশ্বরং তথা। এরণ্ডীসঙ্গমঃ পুণ্য এরণ্ডেশ্বরমুত্তমম্ ॥ ২৮ ॥ পিতৃতীর্থং চ তত্রৈব ওঙ্কারস্য চ সম্ভবম্। মাহাত্ম্যং পঞ্চলিঙ্গানামোঙ্কারস্য মুনীশ্বরাঃ ॥ ২৯ ॥ কোটিতীর্থস্য মাহাত্ম্যং তীর্থং কাকহ্রদং তথা। জম্বুকেশ্বরতীর্থং চ সারস্বতমতঃ পরম্ ॥ ৩০ ॥ কপিলাসঙ্গমস্তদ্বত্তীর্থং চ কপিলেশ্বরম্। দৈত্যসূদনতীর্থং চ চক্রতীর্থং চ বামনম্ ॥ ৩১ ॥ তীর্থলক্ষং বিদুঃ পূর্ব্বে কপিলায়াস্তু সঙ্গমে। স্বর্গস্য নরকস্যাপি লক্ষণং মুনিভাষিতম্ ॥ ৩২ ॥

পাদপদ্ম, পূর্ব্বাচার্য্য দৃষ্টাদৃষ্ট তীর্থবিদ্গণ এবং দেবী নর্ম্মদাকে প্রণাম করিয়া তীর্থাবলি বলিতেছি। হে দ্বিজগণ! আমি যাঁহা হইতে আরম্ভ করিয়া অখিল রেবাতীর্থ বর্ণন করিব, সেই অখিলাত্মা ওঙ্কাররূপী বিশ্বরূপকে নমস্কার করি। কীর্ত্তিত শুভ রেবাতীর্থ বর্ণনাক্রমে প্রথমে পুরাণ সংহিতাধ্যায়, পরে মার্কণ্ডেয়াশ্রম বর্ণন, প্রশ্নাধিকার, নর্ম্মদাপ্রভাব প্রশংসা, নর্ম্মদার পঞ্চদশ প্রবাহ, তাহাদের পৃথক্ পৃথক্ নামনিরুক্তি, একবিংশতি কল্পের বিভিন্ন নাম, মার্কণ্ডেয়ানুভূত সপ্ত কল্প, তাহার লক্ষণ, রেবা, শিব ও বিষ্ণুর মাহাত্ম্য, সংহারলক্ষণ, ওঙ্কারোৎপত্তি, ওঙ্কারমাহাত্ম্য, অমরকন্টক কীর্ত্তন, অমরেশ্বর তীর্থ, মহাদারুবন, দারুকেশ্বর তীর্থ চক্রকেশ্বর তীর্থ, চক্রকাসঙ্গম, ব্যতীপাতেশ্বর, পাতালেশ্বরতীর্থ, কোটিযজ্ঞ নামক তীর্থ, বরুণেশ্বর তীর্থ, অষ্টোত্তর শত লিঙ্গ, সিদ্ধেশ্বর, যমেশ্বর, ব্রহ্মেশ্বর, সারস্বত, অষ্টরুদ্র, সাবিত্র, সোমসংজ্ঞক তীর্থ, শিবখাত, মহাতীর্থ রুদ্রাবর্ত্ত, পরমতীর্থ ব্রহ্মাবর্ত্ত ও সূর্য্যাবর্ত্ত, পিপ্পলাবর্ত্ত, পিপ্পল্যাসঙ্গম, অমরকণ্টকমাহাত্ম্য, কপিলাসঙ্গম, বিশল্যোৎপত্তি, ভৃগুতুঙ্গাদিবর্ণন, পবিত্র বিশল্যাসঙ্গম, করমর্দ্দাসমাগম, করমর্দ্দেশ্বরতীর্থ, অনুত্তম চক্রতীর্থ, নীলগঙ্গাসঙ্গম, ত্রিপুরধ্বংস, তীর্থদানকীর্ত্তন, মধুকতৃতীয়াব্রত, অপ্সরেশ্বরতীর্থ, দেহক্ষেপবিধি, জলেশ্বরতীর্থ, জ্বালাসঙ্গম, শক্রতীর্থ, কুশাবর্ত্ত, হংসতীর্থ অম্বরীষতীর্থ, মহাকালেশ্বরতীর্থ মাতৃকেশ্বরতীর্থ, ভৃগুতুঙ্গবর্ণন, তত্রত্য ভৈরবমাহাত্ম্য, চপলেশ্বরবর্ণন, চণ্ডপাণিমাহাত্ম্য, কাবেরীসঙ্গম, কুবেরেশ্বরতীর্থ, বারাহীসঙ্গম, চণ্ডবেগাসঙ্গম, চণ্ডেশ্বরতীর্থ, পুণ্য এরণ্ডীসঙ্গম, অনুত্তম এরণ্ডেশ্বরতী, পিতৃতীর্থ, ওঙ্কারোৎপত্তি, পঞ্চলিঙ্গ ও ওঙ্কারমাহাত্ম্য, কোটিতীর্থমাহাত্ম্য, কাকহ্রদতীর্থ, জম্বুকেশ্বরতীর্থ, সারস্বত, কপিলাসঙ্গম, কপিলেশ্বরতীর্থ, দৈত্যসূদনতীর্থ এবং চক্র ও বামনতীর্থ, হে মুনীশ্বরগণ! মহর্ষিরা বলেন,—একমাত্র কপিলা-

ব্যবস্থান শরীরস্থ গোপ্রদানানুবর্ণনম্। অশোক-
বনিকাতীর্থং মতঙ্গাশ্রমবর্ণনম্ ॥ ৩৩ ॥ অশোকেশ্বর-
তীর্থং চ মতঙ্গেশ্বরমুত্তমম্। তথা মৃগবনং পুণ্যং
তত্র তীর্থং মনোরথম্ ॥ ৩৪ ॥ সঙ্গমোঽঙ্গারগর্ত্তায়া
অঙ্গারেশ্বরমুত্তমম্। তথা মেঘবনং তীর্থং দেব্যা
নামানুকীর্ত্তনম্ ॥ ৩৫ ॥ সঙ্গমশ্চাপি কুব্জায়াস্তীর্থং
কুব্জেশ্বরং তথা। বিল্বাম্রকং তথা তীর্থং পূর্ণদ্বীপমতঃ
পরম্ ॥ ৩৬ ॥ তথা হিরণ্যগর্ভায়াঃ সঙ্গমঃ পুণ্য-
কীর্ত্তনঃ। দ্বীপেশ্বরং নাম তীর্থং পুণ্যং যজ্ঞেশ্বরং
তথা ॥ ২৭ ॥ মাণ্ডব্যাশ্রমতীর্থং চ বিশোকাসঙ্গম-
স্তথা। বাগীশ্বরং নাম তীর্থং পুণ্যো বৈ বাণ্ডসঙ্গমঃ ॥
৩৮ ॥ সহস্রাবর্ত্তকং তত্র তীর্থং সৌগন্ধিকং তথা।
সঙ্গমশ্চ সরস্বত্যা ঈশানং তীর্থমুত্তমম্ ॥ ৩৯ ॥
দেবতাত্রয়তীর্থং চ শূলখাতং ততঃ পরম্। ব্রহ্মোদং
শাঙ্করং সৌম্যং সারস্বতমতঃ পরম্ ॥ ৪০ ॥ সহস্র-
যজ্ঞতীর্থং চ কপালমোচনং তথা। আগ্নেয়মদি-
তীশঞ্চ বারাহং তীর্থমুত্তমম্ ॥ ৪১ ॥ তথা বেদপথং
তীর্থং তীর্থং যজ্ঞসহস্রকম্। শুক্রতীর্থং দীপ্তিকেশং
বিষ্ণুতীর্থং চ বোধনম্ ॥ ৪২ ॥ নর্ম্মদেশ্বরতীর্থং
চ বরুণেশং চ মারুতম্। যোগেশং রোহিণীতীর্থং
দারুতীর্থং চ সঙ্গমাঃ ॥ ৪৩ ॥ ব্রহ্মাবর্ত্তং চ পত্রেশং
বাহ্নং সৌরং চ কীর্ত্ত্যতে। মেঘনাদং দারুতীর্থং
দেবতীর্থং গুহাশ্রয়ম্ ॥ ৪৪ ॥ নর্ম্মদেশ্বরসংজ্ঞং
তৎ কপিলাতীর্থমুত্তমম্। করঞ্জেশং কুণ্ডলেশং
পিপ্পলাদমতঃ পরম্ ॥ ৪৫ ॥ বিমলেশ্বরতীর্থং
চ পুষ্করিণ্যাশ্চ সঙ্গমঃ। প্রশংসা শূলভেদস্য
তত্রৈবান্ধকবিক্রমঃ ॥ ৪৬ ॥ দেবাশ্বাসনদানং চ
তথৈবান্ধকনিগ্রহঃ। শূলভেদস্য চোৎপত্তিস্তথা
পাত্রপরীক্ষণম্ ॥ ৪৭ ॥ প্রশংসা দানধর্ম্মস্য ঋষিশৃঙ্গানু-
ভাবনম্। স্বর্গতিং দীর্ঘতপসো ভানুমত্যাস্তথে-
ঙ্গিতম্ ॥ ৪৮ ॥ শবরস্বর্গগমনং মাহাত্ম্যং শূল-
ভেদজম্। কপিলেশ্বরতীর্থং চ মোক্ষতীর্থমতঃ
পরম্ ॥ ৪৯ ॥ সঙ্গমো মোক্ষনদ্যাশ্চ তীর্থং চ
বিমলেশ্বরম্। তথৈবোলুকতীর্থং চ পুষ্করিণ্যাশ্চ
সঙ্গমঃ ॥ ৫০ ॥ আদিত্যেশ্বরতীর্থং চ তীর্থং বৈ
সঙ্গমেশ্বরম। সঙ্গমো ভীমকুল্যায়াস্তীর্থং ভীমেশ্বরং
শুভম্ ॥ ৫১ ॥ মার্কণ্ডেশ্বরতীর্থং চ তথা বৈ
পিপ্পলেশ্বরম্। করোটীশ্বরতীর্থং চ তীর্থমিন্দ্রেশ্বরং
শুভম্ ॥ ৫২ ॥ অগস্ত্যেশং কুমারেশং ব্যাসেশ্বর-
মনুত্তমম্। বৈদ্যনাথং চ কেদারমানন্দেশ্বরসংজ্ঞিতম্ ॥
৫৩ ॥ মাতৃতীর্থঞ্চ মুণ্ডেশং চৌরং কামেশ্বরং
তথা। সঙ্গমশ্চানুহদ্যা বৈ তীর্থে ভীমার্জ্জুনাহ্বয়ে।
তীর্থং ধর্ম্মেশ্বরং নাম লুঙ্কেশ্বরমতঃ পরম্ ॥ ৫৪ ॥ ততো
ধনদতীর্থঞ্চ জটেশং মঙ্গলেশ্বরম্। কপিলেশ্বর-
তীর্থঞ্চ গোপরেশ্বরমনুত্তমম্ ॥ ৫৫ ॥ মণিনাগেশ্বরং
নাম মণিনদ্যাশ্চ সঙ্গমঃ। তিলকেশ্বরতীর্থঞ্চ

সঙ্গমে লক্ষতীর্থের অধিষ্ঠান। হে দ্বিজসত্তমগণ! অনন্তর ঋষিকথিত স্বর্গ-নরক-লক্ষণ, শরীর-সংস্থান, গোপ্রদানানুবর্ণন, অশোকবনিকাতীর্থ, মতঙ্গাশ্রম-বর্ণন, অশোকেশ্বরতীর্থ, অনুত্তম মতঙ্গেশ্বর, পুণ্য মৃগবন, তত্রত্য মনোরথ তীর্থ, অঙ্গারগর্ত্ত-সঙ্গম, অনুত্তম অঙ্গারেশ্বর, মেঘবনতীর্থ, দেবীর নামানু-কীর্ত্তন, কুব্জাসঙ্গম, কুব্জেশ্বর তীর্থ, বিল্বাম্রকতীর্থ, পূর্ণদ্বীপ, হিরণ্যগর্ভ-সঙ্গম, পুণ্যকীর্ত্তন, দ্বীপেশ্বর-তীর্থ, পুণ্যযজ্ঞেশ্বর, মাণ্ডব্যাশ্রমতীর্থ, বিশোকা-সঙ্গম, বাগীশ্বরতীর্থ, পুণ্যবাণ্ডসঙ্গম, সহস্রাবর্ত্তক, তত্রত্য সৌগন্ধিকতীর্থ, সরস্বতী-সঙ্গম, অনুত্তম ঈশানতীর্থ, দেবতাত্রয়তীর্থ, শূলখাত, ব্রহ্মোদ, শাঙ্কর, সৌম্য, সারস্বত, সহস্রযজ্ঞতীর্থ, কপালমোচন, আগ্নেয়, অদিতীশ, অনুত্তম বারাহ, দেবপথতীর্থ, সহস্রযজ্ঞতীর্থ, শুক্রতীর্থ, দীপ্তিকেশ, বিষ্ণুতীর্থ, বোধনতীর্থ নর্ম্মদেশ্বর, বরুণেশ, মারুত, যোগেশ, রোহিণীতীর্থ, দারুতীর্থ, ব্রহ্মাবর্ত্ত পত্রেশ, বাহ্ন, সৌর, মেঘনাদ, দারুতীর্থ, এবং গুহামধ্যস্থ দেব-তীর্থ। হে সত্তমগণ! নর্ম্মদেশ্বরেরই অপর নাম অনুত্তম কপিলাতীর্থ। অনন্তর করঞ্জেশ, কুণ্ড-লেশ, পিপ্পলাদ, বিমলেশ্বরতীর্থ, পুষ্করিণীসঙ্গম, শূলভেদপ্রশংসা, তত্রত্য অন্ধকবিক্রম, দেববিগ্রহ, অশ্ব ও আসনদান, অন্ধকবিগ্রহ, শূলভেদের উৎপত্তি, পাত্রপরীক্ষণ, দানধর্ম্মের প্রশংসা, ঋষ্যশৃঙ্গের উৎ-পত্তি, দীর্ঘতপার স্বর্গগতি, ভানুমতীর ইঙ্গিত, শবরের স্বর্গগমন, শূলভেদমাহাত্ম্য, কপিলেশ্বরতীর্থ, মোক্ষতীর্থ, মোক্ষনদীর সঙ্গম, বিমলেশ্বর, উলুক-তীর্থ, পুষ্করিণীসঙ্গম, আদিত্যেশ্বরতীর্থ, সঙ্গমেশ্বরতীর্থ, ভীমকুল্যার সঙ্গম, শুভাবহ ভীমেশ্বর তীর্থ, মার্ক-ণ্ডেয়তীর্থ, পিপ্পলেশ্বর, করোটীশ্বর, শুভদ ইন্দ্রেশ্বর, অগস্ত্যেশ, কুমারেশ, অনুত্তম ব্যাসেশ্বর, বৈদ্যনাথ, কেদার, আনন্দেশ্বর, মাতৃতীর্থ, মুণ্ডেশ, কামে-শ্বর, অনুহ্রদাসঙ্গম, ভীমার্জ্জুনতীর্থ, ধর্ম্মেশ্বরতীর্থ, লুঙ্কেশ্বর, ধনদতীর্থ, জটেশ, মঙ্গলেশ, কপিলেশ্বর, অনুত্তম গোপরেশ্বর, মণিনাগেশ্বর, মণিনদীসঙ্গম,

গৌতমেশ্বরমতঃ পরম্ ॥ ৫৬ ॥ তত্রৈব মাতৃতীর্থঞ্চ মুনিনোক্তং মুনীশ্বরাঃ। শঙ্খচূড়ঞ্চ কেদারং পারাশরমতঃ পরম্ ॥ ৫৭ ॥ ভীমেশ্বরঞ্চ চন্দ্রেশমশ্ব-বত্যাশ্চ সঙ্গমঃ। বহ্বীশ্বরং নারদেশং বৈদ্যনাথং কপীশ্বরম্ ॥ ৫৮ ॥ কুম্ভেশ্বরঞ্চ মার্কণ্ডং রামেশং লক্ষ্মণেশ্বরম্। মেঘেশ্বরং মৎস্যকেশমপ্সরোহ্রদ-সংজ্ঞকম্ ॥ ৫৯ ॥ দধিস্কন্দং মধুস্কন্দং নন্দিকেশঞ্চ বারুণম্। পাবকেশ্বরতীর্থঞ্চ তথৈব কপিলেশ্বরম্ ॥ ৬০ ॥ নারায়ণাহ্বয়ং তীর্থং চক্রতীর্থমনুত্তমম্। চণ্ডাদিত্যং পরং তীর্থং চণ্ডিকাতীর্থমুত্তমম্ ॥ ৬১ ॥ যমহাসাহ্বয়ং তীর্থং তথা গঙ্গেশ্বরং শুভম্। নন্দিকে-শ্বরসংজ্ঞঞ্চ নরনারায়ণাহ্বয়ম্ ॥ ৬২ ॥ নলেশ্বরঞ্চ মার্কণ্ডং শুক্রতীর্থমতঃ পরম্। ব্যাসেশ্বরং পরং তীর্থং তত্র সিদ্ধেশ্বরং তথা ॥ ৬৩ ॥ কোটিতীর্থং প্রভাতীর্থং বাসুকীশ্বরমুত্তমম্। সঙ্গমশ্চ করঞ্জায়া মার্কণ্ডেশ্বরমুত্তমম্ ॥ ৬৪ ॥ তীর্থং কোটীশ্বরং নাম তথা সঙ্কর্ষণাহ্বয়ম্। কনকেশং মন্মথেশং তীর্থং চৈবানস্থয়কম্ ॥ ৬৫ ॥ এরণ্ডীসঙ্গমঃ পুণ্যো মাতৃতীর্থঞ্চ শোভনম্। তীর্থং স্বর্ণশলাকাখ্যং তথা চৈবাদ্ধিকেশ্বরম্ ॥ ৬৬ ॥ করঞ্জেশং ভারতেশং নাগেশং মুকুটেশ্বরম্। সৌভাগ্যসুন্দরী তীর্থং ধনদেশ্বরমুত্তমম্ ॥ ৬৭ ॥ রোহিণ্যং চক্রতীর্থঞ্চ উত্তরেশ্বরসংজ্ঞিতম্। ভোগেশ্বরঞ্চ কেদারং নিষ্কলঙ্কমতঃ পরম্ ॥ ৬৮ ॥ মার্কণ্ডং ধৌতপাপঞ্চ তীর্থমাঙ্গিরসেশ্বরম্। কোটবীসঙ্গমঃ পুণ্যং কোটি-তীর্থঞ্চ তত্র বৈ ॥ ৬৯ অযোনিজং পরং তীর্থ-মঙ্গারেশ্বরমুত্তমম্। স্কান্দঞ্চ নার্মদং ব্রাহ্মং বাল্মী-কেশ্বরসংজ্ঞিতম্ ॥ ৭০ ॥ কোটিতীর্থং কপালেশং পাণ্ডুতীর্থং ত্রিলোচনম্ কপিলেশং কম্বুকেশং প্রভাসং কোহনেশ্বরম্ ॥ ৭১ ॥ ইন্দ্রেশং বালুকেশঞ্চ দেবেশং শাক্রমেব চ। নাগেশ্বরং গৌতমেশ-মহল্যাতীর্থমুত্তমম্ ॥ ৭২ ॥ রামেশ্বরং মোক্ষতীর্থং তথা কুশলবেশ্বরৌ। নর্ম্মদেশং কপর্দ্দীশং সাগ-রেশমতঃপরম্ ॥ ৭৩ ॥ ধৌরাদিত্যং পরং তীর্থং তীর্থং চাপরযোনিজম্। পিঙ্গলেশ্বরতীর্থঞ্চ ভৃগ্বী-শ্বরমনুত্তমম্ ॥ ৭৪ ॥ দশাশ্বমেধিকং তীর্থং কোটি-তীর্থঞ্চ সত্তমাঃ। মার্কণ্ডং ব্রহ্মতীর্থঞ্চ আদিবারাহ-মুত্তমম্ ॥ ৭৫ ॥ আশাপুরাভিধং তীর্থং কৌবেরং মারুতং তথা। বরুণেশং যমেশঞ্চ রামেশং কর্কটে-শ্বরম্ ॥ ৭৬ ॥ শক্রেশং সোমতীর্থঞ্চ নন্দাহ্রদমনু-ত্তমম্। বৈষ্ণবং চক্রতীর্থঞ্চ রামকেশবসংজ্ঞিতম্ ॥ ৭৭ ॥ তথৈব রুক্মিণীতীর্থং শিবতীর্থমনুত্তমম্। জয়বারাহতীর্থঞ্চ তীর্থমস্মাহকাহ্বয়ম্ ॥ ৭৮ ॥ অঙ্গারেশঞ্চ সিদ্ধেশং তাপেশ্বরমতঃপরম্। পুনঃ সিদ্ধেশ্বরং নাম তীর্থঞ্চ বরুণেশ্বরম্ ॥ ৭৯ ॥ পরা-শরেশ্বরং পুণ্যং কুসুমেশমনুত্তমম্। কুণ্ডলেশ্বর-

---

তিলকেশ্বর এবং গৌতমেশ তীর্থ। হে মুনীশ্বরগণ! মুনি মার্কণ্ডেয় এই গৌতমেশ তীর্থেই মাতৃতীর্থের অধিষ্ঠান বর্ণন করিয়াছেন। অতঃপর শঙ্খচূড়, কেদার পারাশর, ভীমেশ্বর, চন্দ্রেশ, অশ্ববতীসঙ্গম, বহ্বীশ্বর, নারদেশ, বৈদ্যনাথ, কপীশ্বর, কুম্ভেশ্বর, মার্কণ্ড, রামেশ, লক্ষ্মণেশ, মেঘেশ্বর, মৎস্যকেশ, অপ্সরোহ্রদ, দধিস্কন্দ, মধুস্কন্দ, নন্দিকেশ, বারুণ, পাবকেশতীর্থ, কপিলেশ্বর, নারায়ণতীর্থ, অনুত্তম চক্রতীর্থ, তীর্থোত্তম চণ্ডাদিত্য, অনুত্তম চণ্ডিকাতীর্থ, যমহাস্য তীর্থ, শুভ গঙ্গেশ্বর, নন্দিকেশ্বর, নরনারায়ণতীর্থ, নলেশ্বর,মার্কণ্ড, শুক্রতীর্থ, উত্তম ব্যাসেশ্বর ও সিদ্ধে-শ্বরতীর্থ, কোটিতীর্থ, প্রভাসতীর্থ, অনুত্তম বাসুকী-শ্বর,করঞ্জাসঙ্গম, উত্তম মার্কণ্ডেশ্বর, কোটীশ্বর, সংকর্ষণ, কনকেশ, মন্মথেশ, অনস্থয়ক, পুণ্য এরণ্ডীসঙ্গম, সুশোভন মাতৃতীর্থ, স্বর্ণশলাকাতীর্থ, অদ্ধিকেশ্বর, করঞ্জেশ, ভারতেশ, নাগেশ, মুকুটেশ্বর, সৌভাগ্য-সুন্দরীতীর্থ, অনুত্তম ধনদেশ্বর, রৌহিণ্য, চক্রতীর্থ, উত্তরেশ, ভোগেশ্বর, কেদার, নিষ্কলঙ্ক, মার্কণ্ড, ধৌতপাপ, আঙ্গিরসেশ্বর, কোটবীসঙ্গম, পুণ্য কোটিতীর্থ, অযোনিজতীর্থ, অঙ্গারেশ, স্কান্দ, নার্ম্মদ, ব্রাহ্ম, বাল্মীকেশ, কোটীতীর্থ, কপালেশ, পাণ্ডুতীর্থ, ত্রিলোচন, কপিলেশ, কম্বুকেশ, প্রভাস-তীর্থ, কোহনেশ্বর, ইন্দ্রেশ বালুকেশ, দেবেশ, শাক্র, নাগেশ্বর, গৌতমেশ, অনুত্তম অহল্যাতীর্থ, মোক্ষ-তীর্থ, রামেশ্বর, কুশেশ্বর, লবেশ্বর, নর্ম্মদেশ, কপর্দ্দীশ, সাগরেশ, পরমতীর্থ ধৌরাদিত্য, অপরযোনিক, পিঙ্গলেশ্বরতীর্থ, ভৃগ্বীশ্বর, অনুত্তম দশাশ্বমেধিক, কোটিতীর্থ, মার্কণ্ড ও ব্রহ্মতীর্থ, অনুত্তম আদি-বারাহ, আশাপুর নামক তীর্থ, কৌবের, মারুত, বরুণেশ, যমেশ, রামেশ, কর্কটেশ ও শক্রেশতীর্থ, সোমতীর্থ, অনুত্তম নন্দাহ্রদ, বৈষ্ণব, চক্রতীর্থ, রামকেশবতীর্থ, রুক্মিণীতীর্থ, উত্তম শিবতীর্থ, উপ-বারাহ, অস্মাহক, অঙ্গারেশ, সিদ্ধেশ, তাপেশ্বর, দ্বিতীয় সিদ্ধেশ্বর, বরুণেশ, পুণ্য পরাশরেশ, অনুত্তম কুসুমেশ্বর, কুণ্ডলেশ্বর, কলকলেশ্বর,

তীর্থঞ্চ তথা কনকলেশ্বরম্‌ ॥ ৮০ ॥ শুক্লবারাহ-সংজ্ঞঞ্চ অঙ্কোলং তীর্থমুত্তমম্‌। শ্বেতবারাহতীর্থঞ্চ ভার্গলং সৌরমুত্তমম্‌ ॥ ৮১ ॥ হুঙ্কারস্বামিতীর্থঞ্চ শুক্লতীর্থঞ্চ শোভনম্‌। সঙ্গমো মধুমত্যাশ্চ তীর্থং বৈ সঙ্গমেশ্বরম্‌ ॥ ৮২ ॥ নর্ম্মদেশ্বরসংজ্ঞঞ্চ নদীত্রিতয়সঙ্গমঃ। অনেকেশ্বরতীর্থঞ্চ শর্বেশং মোক্ষসংজ্ঞিতম্‌ ॥ ৮৩ ॥ কাবেরীসঙ্গমঃ পুণ্যস্তীর্থং গোপেশ্বরাহ্বয়ম্‌। মার্কণ্ডেশং চ নাগেশমুদম্বর্য্যাশ্চ সঙ্গমঃ ॥ ৮৪ ॥ সাম্বাদিত্যাহ্বয়ং তীর্থমুদম্বর্য্যাশ্চ সঙ্গমঃ। সিদ্ধেশ্বরঞ্চ মার্কণ্ডং তথা সিদ্ধেশ্বরীকৃতম্‌ ॥ ৮৫ ॥ গোপেশং কপিলেশঞ্চ বৈদ্যনাথমনুত্তমম্‌। পিঙ্গলেশ্বরতীর্থঞ্চ সৈন্ধবায়তনং মহৎ ॥ ৮৬ ॥ ভূতীশ্বরাহ্বয়ং তীর্থং গঙ্গাবাহমতঃ পরম্‌। গৌতমেশ্বরতীর্থঞ্চ দশাশ্বমেধিকং তথা ॥ ৮৭ ॥ ভৃগুতীর্থং তথা পুণ্যং খ্যাতা সৌভাগ্যসুন্দরী। বৃষখাতঞ্চ তত্রৈব কেদারং ধৃতপাতকম্‌ ॥ ৮৮ ॥ তীর্থং ধূতেশ্বরীসঙ্গমেরণ্ডীসংজ্ঞকং তথা। তীর্থঞ্চ কনকেশ্বর্য্যা জ্বালেশ্বরং ততঃ পরম্‌ ॥ ৮৯ ॥ শালগ্রামাহ্বয়ং তীর্থং সোমনাথমনুত্তমম্‌। তথৈবোদীর্ণবারাহং তীর্থং চন্দ্রপ্রভাসকম্‌ ॥ ৯০ ॥ দ্বাদশাদিত্যতীর্থঞ্চ তথা সিদ্ধেশ্বরাভিধম্‌। কপিলেশ্বরতীর্থঞ্চ তথা ত্রৈবিক্রমং শুভম্‌ ॥ ৯১ ॥ বিশ্বরূপাহ্বয়ং তীর্থং নারায়ণকৃতং তথা। মূলশ্রীপতিতীর্থঞ্চ চৌলশ্রীপতিসংজ্ঞকম্‌ ॥ ৯২ ॥ দেবতীর্থং হংসতীর্থং প্রভাসতীর্থমুত্তমম্‌। মূলস্থানঞ্চ কণ্ঠেশমট্টহাসমতঃ পরম্‌ ॥ ৯৩ ॥ ভূর্ভুবেশ্বরতীর্থঞ্চ খ্যাতা শূলেশ্বরী তথা। সারস্বতং দারুকেশমাশ্বিনোস্তীর্থমুত্তমম্‌ ॥ ৯৪ ॥ সাবিত্রীতীর্থমতুলং বালখিল্যেশ্বরং তথা। নর্ম্মদেশং মাতৃতীর্থং দেবতীর্থমনুত্তমম্‌ ॥ ৯৫ ॥ মচ্ছকেশ্বরতীর্থঞ্চ শিখিতীর্থঞ্চ শোভনম্‌। কোটিতীর্থং মুনিশ্রেষ্ঠাস্তত্র কোটীশ্বরা মৃড়া ॥ ৯৬ ॥ তীর্থং পৈতামহং নাম মাণ্ডব্যেশ্বরসংজ্ঞিতম্‌। তত্র নারায়ণেশঞ্চ অক্রূরেশমতঃপরম্‌ ॥ ৯৭ ॥ দেবখাতং সিদ্ধরুদ্রং বৈদ্যনাথমনুত্তমম্‌। তথৈব মাতৃতীর্থঞ্চ উত্তরেশমতঃ পরম্‌ ॥ ৯৮ ॥ তথৈব নর্ম্মদেশঞ্চ মাতৃতীর্থং তথা পুনঃ। তথা চ কুররীতীর্থং ঢৌণ্ঢেশং দশকন্থকম্‌ ॥ ৯৯ ॥ সুবর্ণবিন্দুতীর্থঞ্চ ঋণপাপপ্রমোচনম্‌। ভারভূতেশ্বরং তীর্থং তথা মুণ্ডীশ্বরং বিদুঃ ॥ ১০০ ॥ একশালং ডিণ্ডিপাণিং তীর্থং চাপ্সরসং পরম্‌। মুণ্ডালয়ঞ্চ মার্কণ্ডং গণিতাদেবতাহ্বয়ম্‌ ॥ ১০১ ॥ আমলেশ্বরতীর্থঞ্চ তীর্থং কম্বেশ্বরং তথা। আষাঢ়ীতীর্থমিত্যাহুঃ শৃঙ্গীতীর্থং তথৈব চ ॥ ১০২ ॥ বকেশ্বরতীর্থঞ্চ কপালেশং তথৈব চ। মার্কণ্ডং কপিলেশঞ্চ এরণ্ডীসঙ্গমস্তথা ॥ ১০৩ ॥ এরণ্ডীদেবতাতীর্থং রামতীর্থমতঃ পরম্‌। যমদগ্নেঃ পরং তীর্থং রেবাসাগরসঙ্গমঃ ॥ ১০৪ ॥ লোটনেশ্বরতীর্থং তল্লকেশনামকং তথা। বৃষখাতং তত্র কুণ্ডং তথৈব ঋষি-

শুক্লবারাহ, অঙ্কোল, শ্বেতবারাহ, ভার্গলনামক অনুত্তম সৌরতীর্থ, হুঙ্কারস্বামী, সুশোভন শুক্লতীর্থ, মধুমতীসঙ্গম, সঙ্গমেশ্বর নর্ম্মদেশ্বর, নদীত্রিতয়সঙ্গম, অনেকেশেশ্বর, মোক্ষসংজ্ঞক শর্বেশ, কাবেরীসঙ্গম, পুণ্য গোপেশ্বরনামক তীর্থ, মার্কণ্ডেয় ও নাগেশতীর্থ, উদুম্বরীসঙ্গম, সাম্বাদিত্য, উদুম্বরীসঙ্গম, সিদ্ধেশ্বর, সিদ্ধেশ্বরী নির্ম্মিত মার্কণ্ড, গোপেশ, কপিলেশ, অনুত্তম বৈদ্যনাথ, পিঙ্গলেশ্বর, মহাতীর্থ সৈন্ধবায়তন, ভূতীশ্বর, গঙ্গাবাহ, গৌতমেশ্বর, দশাশ্বমেধিক, পুণ্য ভৃগুতীর্থ, বিখ্যাতা সৌভাগ্যসুন্দরী, বৃষখাত, তত্রত্য কেদার, ধৃতপাতক, ধূতীশ্বরসঙ্গম, এরণ্ডীসঙ্গম, কনকেশ্বরীতীর্থ, জ্বালেশ্বর, শালগ্রামতীর্থ, অনুত্তম সোমনাথ, উদীর্ণবরাহ, চন্দ্রপ্রভাসক, দ্বাদশাদিত্যতীর্থ, সিদ্ধেশ্বর, কপিলেশ্বর, শুভ ত্রৈবিক্রম, নারায়ণ নির্ম্মিত বিশ্বরূপতীর্থ, মূলশ্রীপতি, চৌলশ্রীপতি, দেবতীর্থ, হংসতীর্থ, প্রভাস, উত্তম মূলস্থান, কণ্ঠেশ, অট্টহাস, ভূর্ভুবেশ্বরতীর্থ, বিখ্যাতা শূলেশ্বরী, সারস্বত, দারুকেশ, আশ্বিনতীর্থ, সাবিত্রীতীর্থ, অতুলনীয় বালখিল্যতীর্থ, নর্ম্মদেশ, মাতৃতীর্থ, অনুত্তম দেবতীর্থ, মচ্ছকেশ্বর, এবং শোভনশিখিতীর্থ। হে ঋষিসত্তমগণ! অনন্তর কোটিতীর্থ, এখানে কোটীশ্বরী মৃড়া দেবী বিরাজিতা! অতঃপর পৈতামহ ও মাণ্ডব্যেশ্বরতীর্থ, এখানে নারায়ণেশ বিদ্যমান। তদনন্তর অক্রূরেশ, দেবখাত, সিদ্ধরুদ্র, অনুত্তম বৈদ্যনাথ, মাতৃতীর্থ, উত্তরেশ, নর্ম্মদেশ, অপর মাতৃতীর্থ, কুররীতীর্থ, ঢৌণ্ঢেশ, দশকন্থক সুবর্ণবিন্দু, ঋণমোচন, পাপমোচন, ভারভূতেশ্বর, মুণ্ডীশ্বর, একশাল, ডিণ্ডিপাণি, পরম অপ্সরস তীর্থ, মুণ্ডালয়, মার্কণ্ড, গণিতাদেবতা অমলকেশ্বর, কম্বেশ্বর, আষাঢ়ীতীর্থ, শৃঙ্গিতীর্থ, বকেশ্বর, কপালেশ, মার্কণ্ড, কপিলেশ, এরণ্ডীসঙ্গম, এরণ্ডীদেবতাতীর্থ, রামতীর্থ, শ্রেষ্ঠ জামদগ্ন্যতীর্থ, রেবাসাগরসঙ্গম, লোটনেশ্বর তল্লকেশ, এবং বৃষখাততীর্থ। হে ঋষিসত্তমগণ!

সত্তমাঃ ॥ ১০৫ ॥ তথা হংসেশ্বরন্নাম তিলাদং বাসবেশ্বরম্। তথা কোটীশ্বরং তীর্থমলিকাতীর্থমুত্তমম্। বিমলেশ্বরতীর্থঞ্চ রেবাসাগরসঙ্গমে ॥১০৬॥ এবং তীর্থাবলিঃ পুণ্যা ময়া প্রোক্তা মহর্ষয়ঃ। তীর্থমুক্তাবলিঃ পুণ্যা গ্রথিতা তটরজ্জুনা ॥ ১০৭ ॥ নর্ম্মদানীরনির্ণিক্তা মার্কণ্ডেয়বিনির্ম্মিতা। মণ্ডনায়েহ সাধূনাং সর্ব্বলোকহিতায় চ ॥ ১০৮ ॥ দুরিতধ্বান্তশমনী ধার্য্যা ধর্ম্মার্থিভিঃ সদা। অহোরাত্রকৃতং পাপং সকৃজ্জপ্ত্বাশু নাশয়েৎ ॥ ১০৯ ॥ ত্রিকালং জপ্ত্বা মাসোত্থং শিবাগ্রে চ ত্রিমাসিকম্। মাসং জপ্ত্বাথ বর্ষোত্থং বর্ষং জপ্ত্বা শতাব্দিকম্ ॥ ১১০ ॥ শ্রাদ্ধকালে চ বিপ্রাণাং ভুঞ্জতাং পুরতঃ স্থিতঃ। পঠংস্তীর্থাবলিং পুণ্যাং গয়াশ্রাদ্ধপ্রদো ভবেৎ ॥ ১১১ ॥ পূজাকালে চ দেবানাং শ্রদ্ধয়া পুরতঃ পঠন্। প্রীণয়েৎ সর্ব্বদেবাংশ্চ পুনাতি সকলং কুলম্ ॥ ১১২ ॥ এবং তীর্থাবলিঃ পুণ্যা রেবাতীরদ্বয়াশ্রিতা। ময়া প্রোক্তা মুনিশ্রেষ্ঠাস্তথৈব শৃণুতানঘাঃ ॥ ১১৩ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে তীর্থাবলীকথনং নাম ত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৩০ ॥

একত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীসূত উবাচ। তথৈব তু স্তবকান্ বক্ষ্যেঽহমৃষিসত্তমাঃ। যৈস্তু তীর্থাবলীগুম্ফঃ পূর্ব্বোক্তৈরেকৈকশঃ কৃতঃ ॥ ১ ॥ বিভক্তো ভক্তলোকানামানন্দপ্রথনঃ শুভঃ। মৃকণ্ডতনয়ঃ পূর্ব্বং প্রাহ পার্থায় পৃচ্ছতে ॥২॥ যথা তথাহং বক্ষ্যামি তীর্থানাং স্তবকানিহ। শিবাম্বুপানজা পুণ্যা রেবা কল্পলতা কিল ॥ ৩ ॥ তীরদ্বয়োদ্ভূততীর্থপ্রসূনৈঃ পুষ্পিতা শুভা। যৎপুণ্যগন্ধলক্ষ্মা বৈ ত্রৈলোক্যং সুরভীকৃতম্ ॥ ৪ ॥ তৎপুষ্পমকরন্দস্য রসাস্বাদবিহঙ্গমঃ। ভ্রমরঃ খলু মার্কণ্ডো মুনির্ম্মতিমতাং বরঃ ॥ ৫ ॥ তৎপুষ্পমালাং হৃদয়ে তীর্থস্তবকচিত্রিতাম্। দধাতি সততং পুণ্যাং মুনির্ভৃগুকুলোদ্বহঃ। তস্যাঃ স্তবকসংস্থানং বক্ষ্যে-

অখিলকুল পূত হয়। হে মুনিবরগণ! এই আপনাদের নিকট রেবার উভয়তীরস্থিত পুণ্য তীর্থনিচয় কথিত হইল। হে অনঘ ঋষিসকল! আবার শ্রবণ করুন। ৩৩—১১৩।

ত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৩০ ॥

বৃষখাতে এক কুণ্ডতীর্থ বিদ্যমান। অনন্তর হংসেশ্বর তীর্থ, তিলাদ বাসবেশ্বর, কোটীশ্বর তীর্থ, অনুত্তম অলিকাতীর্থ এবং রেবাসাগরসঙ্গমস্থ বিমলেশ্বর তীর্থ। হে মহর্ষিগণ! এই আপনাদের নিকট পুণ্যময় তীর্থাবলী বর্ণন করিলাম, এই তীর্থমুক্তাবলী নর্ম্মদার তটরূপ সূত্রদ্বারায় গ্রথিতা। ইহা নর্ম্মদানীরে নির্ণিক্তা এবং সাধুগণের মণ্ডন ও সর্ব্বলোকের হিতসাধনার্থ মার্কণ্ডেয় কর্ত্তৃক নির্ম্মিতা। এই দুরিতধ্বান্তনাশিনী তীর্থমুক্তাবলী ধর্ম্মার্থিগণের ধারণীয়া শিবের সমীপে একবার এই সকল তীর্থের নাম জপ করিলে অহোরাত্রকৃত পাপ সদ্য বিনষ্ট হয়। এইরূপ ত্রিকালজপে মাসসঞ্চিত, মাস জপে ত্রিমাসিক, ত্রিমাসিক জপে বর্ষকৃত, এবং বর্ষজপে শতবৎসরকৃত পাপ আশু বিনষ্ট হইয়া থাকে। শ্রাদ্ধে দ্বিজগণের ভোজনকালে তাঁহাদের সম্মুখে অবস্থিত হইয়া পূর্ব্বোক্ত পুণ্য তীর্থাবলী কীর্ত্তন করিলে গয়াশ্রাদ্ধের ফল হয়। পূজাকালে শ্রদ্ধাসহকারে দেবগণসমীপে এই তীর্থাবলী পঠিত হইলে সর্ব্বদেবতা প্রীত হন এবং পাঠকারীর

একত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—হে ঋষিসত্তমগণ! পূর্ব্ববৎ তীর্থস্তবক কীর্ত্তন করিতেছি। নর্ম্মদার উভয়তীরবর্ত্তী যে সকল বিভিন্ন তীর্থের কথা কথিত হইয়াছে, ঐ সকল তীর্থ একস্থানে বিদ্যমান ছিল। ভক্তগণের আনন্দবর্দ্ধনার্থ সেই সকল তীর্থ বিভক্ত হয়। পূর্ব্বে পার্থ যুধিষ্ঠিরের জিজ্ঞাসায় মৃকণ্ডতনয় মার্কণ্ডেয় যেরূপ বলিয়াছিলেন, আমিও ঐ সকল তীর্থ সম্বন্ধে সেইরূপ বলিতেছি। পুণ্যা রেবা একটী শিবাম্বুপানজা কল্পলতিকার ন্যায়। উভয় কূলস্থিত তীর্থনিচয় রূপ প্রসূন দ্বারা ঐ লতা পুষ্পিতা। ঐ শুভাবহা পুষ্পিতা লতার ঐ পুষ্পরাশির পুণ্য সৌরভসম্বন্ধিতে ত্রিলোক সুরভীকৃত হইয়াছে। মতিমান মার্কণ্ডেয়ই ঐ তীর্থপুষ্প মকরন্দের আস্বাদবিৎ উত্তম ভ্রমর স্বরূপ। ভৃগুকুলশ্রেষ্ঠ মার্কণ্ডেয় সতত ঐ পুষ্পের পবিত্র মালা হৃদয়ে ধারণ করেন। ঐ মালা তীর্থরূপ নানা পুষ্পস্তবকে চিত্রিত। হে ঋষিসত্তমগণ! এক্ষণে ঐ মালার স্তবকসংস্থান বর্ণন করিতেছি।

ইত্যমুনিসত্তমাঃ ॥ ৬ ॥ ওঙ্কারতীর্থমারভ্য যাবৎপশ্চিমসাগরম্। সঙ্গমাঃ পঞ্চত্রিংশদ্বৈ নদীনাং পাপনাশনাঃ ॥৭॥ দশৈকমুত্তরে তীরে সত্রিবিংশতি দক্ষিণে। পঞ্চত্রিংশত্তমঃ শ্রেষ্ঠো রেবাসাগরসঙ্গমঃ ॥ ৮ ॥ সঙ্গমৈঃ সহিতান্যেব রেবাতীরদ্বয়েঽপি চ। চতুঃশতানি তীর্থানি প্রসিদ্ধানি দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৯ ॥ ত্রিশতং শিবতীর্থানি ত্রয়স্ত্রিংশৎসমন্বিতম্। তত্রাপি ব্যক্তিতো বক্ষ্যে শৃণুধ্বং তানি সত্তমাঃ ॥ ১০ ॥ মার্কণ্ডেশ্বরতীর্থানি দশ তেষু মুনীশ্বরাঃ। দশাদিত্যভবান্যত্র নবৈব কপিলেশ্বরাঃ ॥ ১১ ॥ সোমসংস্থাপিতান্যষ্টৌ তাবন্তো নর্ম্মদেশ্বরাঃ। কোটিতীর্থান্যথাষ্টৌ চ সপ্ত সিদ্ধেশ্বরাস্তথা ॥ ১২ ॥ নাগেশ্বরাশ্চ সপ্তৈব রেবাতীরদ্বয়েঽপি তু। সপ্তৈব বাহ্নিবিহিতান্যথাপ্যাবর্ত্তসপ্তকম্ ॥ ১৩ ॥ কেদারেশ্বরতীর্থানি পঞ্চ পঞ্চেন্দ্রজানি চ। বরুণেশাশ্চ পঞ্চৈব পঞ্চৈব ধনদেশ্বরাঃ ॥ ১৪ ॥ দেবতীর্থানি পঞ্চৈব চত্বারো বৈ যমেশ্বরাঃ। বৈদ্যনাথাশ্চ চত্বারশ্চত্বারো বানরেশ্বরাঃ ॥ ১৫ ॥ অঙ্গারেশ্বরতীর্থানি তাবন্ত্যেব মুনীশ্বরাঃ। সারস্বতানি চত্বারি চত্বারো দারুকেশ্বরাঃ ॥ ১৬ ॥ গৌতমেশ্বরতীর্থানি ত্রীণি রামেশ্বরাস্ত্রয়ঃ। কপালেশ্বরতীর্থানি ত্রীণি হংসকৃতানি চ ॥ ১৭ ॥ ত্রীণ্যেব মোক্ষতীর্থানি ত্রয়ো বৈ বিমলেশ্বরাঃ। সহস্রযজ্ঞতীর্থানি ত্রীণ্যেব মুনিরব্রবীৎ ॥ ১৮ ॥ ভীমেশ্বরাস্ত্রয়ঃ খ্যাতাঃ স্বর্ণতীর্থানি ত্রীণি চ। ধৌতপাপদ্বয়ং প্রোক্তং করঞ্জেশদ্বয়ং তথা ॥ ১৯ ॥ ঋণমোচনতীর্থে দ্বে তথা স্কন্দেশ্বরদ্বয়ম্। দশাশ্বমেধতীর্থে দ্বে নন্দীতীর্থদ্বয়ং দ্বিজাঃ ॥ ২০ ॥ মন্মথেশদ্বয়ং চৈব ভৃগুতীর্থদ্বয়ং তথা। পরাশরেশ্বরৌ দ্বৌ চ অযোনিসম্ভবদ্বয়ম্ ॥২১ ॥ ব্যাসেশ্বরদ্বয়ং প্রোক্তং পিতৃতীর্থদ্বয়ং তথা। নন্দিকেশ্বরতীর্থে দ্বে দ্বৌ চ গোপেশ্বরৌ স্মৃতৌ ॥ ২২ ॥ মারুতেশদ্বয়ং তদ্বদ্দ্বৌ চ জালেশ্বরৌ স্মৃতৌ। শুক্রতীর্থদ্বয়ং পুণ্যমপ্সরেশদ্বয়ং তথা ॥ ২৩ ॥ পিপ্পলেশ্বরতীর্থে দ্বে মাণ্ডব্যেশ্বরসংজ্ঞিতে। দ্বীপেশ্বরদ্বয়ং চৈব প্রাহ তদ্বদ্ভৃগূদ্বহঃ। উত্তরেশ্বরতীর্থে দ্বে অশোকেশদ্বয়ী তথা ॥ ২৪ ॥ দ্বে যোধনপুরে চৈব রোহিণীতীর্থকদ্বয়ম্। লুঙ্কেশ্বরদ্বয়ং খ্যাতমাখ্যানং মুনিনা তথা ॥ ২৫ ॥ সৈকোনবিংশতিশতং তীর্থান্যেকৈকশো দ্বিজাঃ। স্তবকেষু কৃতং তীর্থং দ্বিশতং সচতুর্দ্দশম্ ॥ ২৬ ॥ শৈবান্যেতানি তীর্থানি বৈষ্ণবানি চ সত্তমাঃ। শৃণুধ্বং প্রোচ্যমানানি ব্রাহ্ম-

ওঙ্কার তীর্থ হইতে আরম্ভ করিয়া পশ্চিম সাগর পর্য্যন্ত নদীনিচয়ের সহিত রেবার যে সকল সঙ্গম হইয়াছে, ঐ পাপনাশন সঙ্গমসমূহের সংখ্যা পঞ্চত্রিংশৎ। তন্মধ্যে রেবার উত্তরতীরে একাদশ ও দক্ষিণতীরে চতুর্ব্বিংশতি। এই পঞ্চত্রিংশৎ রেবাসঙ্গম একটী একটী শ্রেষ্ঠ তীর্থ। হে দ্বিজোত্তমগণ! রেবার দক্ষিণ এবং উত্তর এই উভয় তীরস্থিত সঙ্গমতীর্থ লইয়া সমস্ত তীর্থনিচয়ের সংখ্যা চারিশত। এই সকল প্রসিদ্ধতীর্থের মধ্যে শিবতীর্থ তিনশত তেত্রিশটী। হে সত্তমগণ! এই সকল তীর্থের বিষয় ব্যক্ত করিতেছি, শ্রবণ করুন। হে মুনীশ্বরগণ! এই সকল তীর্থমধ্যে মার্কণ্ডেশ্বরতীর্থ দশ, আদিত্যতীর্থ দশ, কপিলেশ্বর নয়, সোমতীর্থ আট, নর্ম্মদেশ্বর আট, কোটিতীর্থ আট, সিদ্ধেশ্বর তীর্থ সাত, নাগেশ্বর সাত, বহ্নিতীর্থ সাত, আবর্ত্ততীর্থ সাত, কেদারেশ্বর পাঁচ, ইন্দ্রতীর্থ পাঁচ, বরুণেশ্বর পাঁচ, ধনদেশ্বর পাঁচ, দেবতীর্থ পাঁচ; যমেশ্বর চার, বৈদ্যনাথ চার, বানরেশ্বর চার, এবং হে মুনীশ্বরগণ! অঙ্গারকেশ্বরও চারিটী জানিবেন। এইরূপ সারস্বত চার, দ্বারকেশ্বর চার, গৌতমেশ্বর তীর্থ তিন, কামেশ্বর তিন, কপালেশ্বর তীর্থ তিন, হংসতীর্থ তিন, মোক্ষতীর্থ তিন, বিমলেশ্বর তীর্থ তিন, সহস্রযজ্ঞ তীর্থ তিন, বিখ্যাত ভীমেশ্বর তিন, স্বর্ণতীর্থ তিন, ধুতপাপ দুই, করঞ্জেশ্বর দুই, ঋণমোচন দুই, স্কন্দেশ্বর দুই, দশাশ্বমেধতীর্থ দুই, এবং হে দ্বিজগণ! নন্দিতীর্থ দুইটী। মন্মথেশ তীর্থ দুই, ভৃগুতীর্থ দুই, পরাশরেশ্বর দুই, অযোনিসম্ভব দুই, ব্যাসেশ্বর দুই, পিতৃতীর্থ দুই, নন্দিকেশ্বরতীর্থ দুই, গোপেশ্বরতীর্থ দুই, মারুতেশ্বর দুই, জালেশ্বর দুই, পুণ্য শুক্রতীর্থ দুই, এবং অপ্সরেশ্বর, পিপ্পলেশ্বর, মাণ্ডব্যেশ্বর, দ্বীপেশ্বর ও উত্তরেশ্বর, অশকেশ দুই দুইটী। ভৃগুকুলতিলক মার্কণ্ডেয় কহিয়াছেন,—এখানে দুইটী যোধনপুর, দুইটী রোহিণীতীর্থ এবং দুইটী লঙ্কেশ্বরতীর্থ বিদ্যমান। হে দ্বিজগণ, রেবারূপ কল্পলতিকার স্তবকে যে সকল তীর্থরূপ কুসুম বিদ্যমান, উহার এক একটী করিয়া সংখ্যা করিলে ঊনবিংশতিশত তীর্থ হয়। তন্মধ্যে শিবতীর্থ ষোড়শশত। হে সত্তমগণ! এই ত গেল শিবতীর্থের কথা। এক্ষণে বৈষ্ণব, ব্রাহ্ম ও শাক্ততীর্থনিচয় বলিতেছি, শ্রবণ করুন।

শাক্তানি চ ক্রমাৎ ॥ ২৭ ॥ অষ্টাবিংশতি তীর্থানি বৈষ্ণবান্যব্রবীন্মুনিঃ। তেষু বারাহতীর্থানি ষড়েব মুনিসত্তমাঃ ॥ ২৮ ॥ চত্বারি চক্রতীর্থানি শেষাণ্যষ্টাদশৈব হি। বিষ্ণুনাধিষ্ঠিতান্যেব প্রাহ পূর্ব্বং মৃকণ্ডজঃ ॥ ২৯ ॥ তথৈব ব্রহ্মণা সিদ্ধ্যৈ সপ্ততীর্থান্যবীবদৎ। ত্রিষু চ ব্রহ্মণঃ পূজা ব্রহ্মেশাশ্চতুরোঽপরে। অষ্টাবিংশন্ময়া খ্যাতা যথাসংখ্যং যথাক্রমম্ ॥ ৩০ ॥ এতৎ পবিত্রমতুলং হ্যেতৎ পাপহরং পরম্। নর্ম্মদাচরিতং পুণ্যং মাহাত্ম্যং মুনিভাষিতম্ ॥ ৩১ ॥ সূত উবাচ। এবমুদ্দেশতঃ প্রোক্তো রেবাতীর্থক্রমো ময়া। যথা পার্থায় সংক্ষেপান্মার্কণ্ডো মুনিরব্রবীৎ ॥ ৩২ ॥ অবান্তরাণি তীর্থানি তেষু গুপ্তান্যনেকশঃ। যত্র যাবৎ প্রমাণানি তান্যাকর্ণয়তানঘাঃ ॥ ৩৩ ॥ ওঙ্কারতীর্থপর্য্যন্তঃ পর্ব্বতাদমরকণ্টাৎ। ক্রোশদ্বয়ে সর্ব্বদিক্ষু সার্দ্ধকোটিত্রয়ী মতা ॥ ৩৪ ॥ তীর্থানাং সংখ্যয়া গুপ্তপ্রকটানাং দ্বিজোত্তমাঃ। কোটিরেকা তু তীর্থানাং কপিলাসঙ্গমে পৃথক্ ॥ ৩৫ ॥ অশোকবনিকযাশ্চ

মুনি মার্কণ্ডেয় কহিয়াছেন, বৈষ্ণবতীর্থের সংখ্যা অষ্টাবিংশতি। তন্মধ্যে হে ঋষিসত্তমগণ! বারাহতীর্থ ছয়, চক্রতীর্থ চার এবং অপরবিধ অষ্টাদশ। মৃকণ্ডুতনয় কহিয়াছিলেন, এই অষ্টাবিংশতি তীর্থই বিষ্ণুকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ব্রহ্মতীর্থ সাতটী মুনি কহিয়াছেন, সিদ্ধিলাভার্থ ব্রহ্মা এই সপ্ততীর্থ প্রতিষ্ঠিত করেন। এই সকল তীর্থের তিনটীতে ব্রহ্মার পূজা হয়, অপর চারিটী ব্রহ্মেশ মূর্ত্তি বিরাজিত। আমি যে অষ্টাবিংশতি বিষ্ণুতীর্থ যথাক্রমে কীর্ত্তন করিলাম; ইহা অতি পবিত্র। মুনি মার্কণ্ডেয় কহিয়াছেন—নর্ম্মদাচরিত পুণ্যমাহাত্ম্যময় এবং পাপহর। কুত্রাপি ইহার তুলনা হয় না। সূত কহিলেন—আমি উদ্দেশে রেবাতীর্থের ক্রম কীর্ত্তন করিলাম; মুনিবর মার্কণ্ডেয় পার্থ যুধিষ্ঠিরের নিকট ইহা সংক্ষেপে বলিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনে অনেক অবান্তরতীর্থ গুপ্ত রহিয়া গিয়াছে। হে অনঘগণ! যতদূর সম্ভব ঐ সকল তীর্থের নাম ও স্বরূপপ্রমাণ শ্রবণ করুন। ওঙ্কার তীর্থ হইতে অমরকণ্টক পর্ব্বত পর্য্যন্ত যে সকল স্থান বিদ্যমান, তাহার ক্রোশদ্বয় স্থান মধ্যে সার্দ্ধ ত্রিকোটী তীর্থ রহিয়াছে। হে দ্বিজসত্তমগণ! এই সকল তীর্থের কতকগুলি গুপ্ত এবং কতকগুলি প্রকট। এতন্মধ্যে এক কপিলাসঙ্গমেই এক কোটী

তীর্থং লক্ষং প্রতিষ্ঠিতম্। শতমঙ্গারগর্ত্তায়াঃ সঙ্গমে মুনিসত্তমাঃ ॥ ৩৬ ॥ তীর্থানামযুতং তদ্বৎ কুব্জায়াঃ সঙ্গমে স্থিতম্। শতং হিরণ্যগর্ভায়াঃ সঙ্গমে সমবস্থিতম্ ॥ ৩৭ ॥ তীর্থানামষ্টষষ্টিশ্চ বিশোকাসঙ্গমে স্থিতা। তথা সহস্রং তীর্থানাং সংস্থিতং বায়ুসঙ্গমে ॥ ৩৮ ॥ শতং সরস্বতীসঙ্গে শুক্রতীর্থে শতদ্বয়ম্। সহস্রং বিষ্ণুতীর্থেষু মাহিষ্মত্যামথাযুতম্ ॥ ৩৯ ॥ শূলভেদে চ তীর্থানাং সাগ্রং লক্ষং স্থিতং দ্বিজাঃ। দেবগ্রামে সহস্রঞ্চ তীর্থানাং মুনিরব্রবীৎ ॥ ৪০ ॥ লুঙ্কেশ্বরে চ তীর্থানাং সাগ্রা সপ্তশতী স্থিতা। তীর্থাষ্টোত্তরশতং মণিনদ্যাশ্চ সঙ্গমে। বৈদ্যনাথে চ তীর্থানাং শতমষ্টাধিকং বিদুঃ ॥ ৪১ ॥ এবং তাবৎপ্রমাণানি তীর্থে কুম্ভেশ্বরে দ্বিজাঃ। সাগ্রং লক্ষঞ্চ তীর্থানাং স্থিতং রেবোরসঙ্গমে ॥ ৪২ ॥ ততশ্চাপ্যধিকানি স্যুরিতি মার্কণ্ডভাষিতম্। অষ্টাশীতিসহস্রাণি ব্যাসদ্বীপাশ্রিতানি চ ॥ ৪৩ ॥ সঙ্গমে চ করঞ্জায়াঃ স্থিতমষ্টোত্তরাযুতম্। এরণ্ডীসঙ্গমে তদ্বত্তীর্থান্যষ্টাধিকং শতম্ ॥ ৪৪ ॥ ধূতপাপে চ তীর্থানাং ষষ্টিরষ্টাধিকা স্থিতা। স্কন্দতীর্থে শতং পুণ্যং তীর্থানাং মুনিরুক্তবান্ ॥ ৪৫ ॥ কোহনেশে চ তীর্থানাং ষষ্টিরষ্টাধিকা স্থিতা। সার্দ্ধকোটী চ তীর্থানাং স্থিতা বৈ কোরিলাপুরে ॥ ৪৬ ॥ রামকেশবতীর্থে চ সহস্রং সাগ্রমুক্তবান্। অস্মাহকে

তীর্থের আবির্ভাব। ঐরূপ অশোক বনিকায় এক লক্ষ, অঙ্গারগর্ত্তসঙ্গমে শত, কুব্জাসঙ্গমে অযুত, হিরণ্যগর্ভসঙ্গমে শত, বিশোকাসঙ্গমে অষ্টষষ্টি, বায়ুসঙ্গমে সহস্র, সরস্বতী-সঙ্গমে শত, শুক্রতীর্থে দ্বিশত, বিষ্ণুতীর্থে সহস্র, মাহিষ্মতী তীর্থে অযুত, শূলভেদে কিঞ্চিৎ অধিক লক্ষ, দেবগ্রামে সহস্র, লুঙ্কেশ্বরে কিঞ্চিদধিক সপ্তশত, মণিনদীসঙ্গমে অষ্টোত্তরশত ও বৈদ্যনাথে অষ্টোত্তর শত তীর্থ বিদ্যমান জানিবেন। হে দ্বিজগণ! ঐরূপ কুম্ভেশ্বর তীর্থে অষ্টোত্তর শত, রেবা-উরি সঙ্গমে কিঞ্চিদধিক লক্ষ। মার্কণ্ডেয় বলিয়াছেন,—এই রেবা-সঙ্গমে আরও অধিক তীর্থ থাকিতে পারে। এতদ্ ভিন্ন ব্যাসদ্বীপে অষ্টাশীতি সহস্র, করঞ্জাসঙ্গমে অষ্টাধিক অযুত, এরণ্ডীসঙ্গমে অষ্টাধিক শত, ধূতপাপতীর্থে অষ্টষষ্টি, স্কন্দতীর্থে শত, কোহনেশতীর্থে অষ্টষষ্টি, কোরিলাপুরে তীর্থ সার্দ্ধকোটী, রামকেশব তীর্থে কিঞ্চিদধিক সহস্রএবং শুক্রতীর্থে আটলক্ষ দুই সহস্র তীর্থের অধিষ্ঠান আছে। অস্মাহক তীর্থে আরও

সহস্রঞ্চ তীর্থানি নিবসন্তি হি ॥ ৪৭ ॥ লক্ষাষ্টকং সহস্রে দ্বে শুক্লতীর্থে দ্বিজোত্তমাঃ। তীর্থানি কথয়ামাস পুরা পার্থায় ভার্গবঃ ৪৮ ॥ শতমষ্টাধিকং প্রাহ প্রত্যেকং সঙ্গমেষু চ নদীনামবশিষ্টানাং কাবেরীসঙ্গমং বিনা ॥ ৪৯ কাবের্য্যাঃ সঙ্গমে বিপ্রাঃ স্থিতা পঞ্চশতী তথা তীর্থানাং পর্ব্বসু তথা বিশেষো মুনিনোদিতঃ ॥ ৫০ মোক্ষতীর্থং হি যৎপ্রাহুঃ পুরাণপুরুষাশ্রিতম্। ভৃগোঃ ক্ষেত্রে চ তীর্থানাং কোটিরেকা সমাশ্রিতা ॥ ৫১ ॥ সাধিকানামৃষিশ্রেষ্ঠা বক্তুং শক্তো হি কো ভবেৎ। সর্ব্বামরাশ্রয়ং প্রোক্তং সর্ব্বতীর্থাশ্রয়ং তথা ॥ ৫২ ॥ ত্রিষু লোকেষু বিখ্যাতং পূজিতং সিদ্ধিসাধনম্। ভারভূত্যাঞ্চ তীর্থানাং স্থিতমষ্টোত্তরং শতম্ ॥ ৫৩ ॥ অক্রূরেশ্বরতীর্থে চ সার্দ্ধং তীর্থশতং স্থিতম্। বিমলেশ্বরতীর্থে তু রেবাসাগরসঙ্গমে। দশাযুতানি তীর্থানাং সাধিকান্যব্রবীন্মুনিঃ ॥ ৫৪ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে তীর্থসংখ্যাপরিগণনবর্ণনং নামৈকত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৩১ ॥

দ্বাত্রিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। ইতি বঃ কথিতং বিপ্রা রেবামাহাত্ম্যমুত্তমম্। যথোপদিষ্টং পার্থায় মার্কণ্ডেয়েন বৈ পুরা ॥ ১ ॥ তথা তীর্থকদম্বাশ্চ তেষু তীর্থবিশেষতঃ। প্রাধান্যেন ময়া খ্যাতা যথাসঙ্খ্যং যথাক্রমম্ ॥ ২ ॥ এতৎপবিত্রমতুলং হ্যেতৎপাপহরং পরম্। নর্ম্মদাচরিতং পুণ্যং মাহাত্ম্যং মুনিভাষিতম্ ॥ ৩ ॥ সপ্তকল্পানুগো বিপ্রো নর্ম্মদায়াং মুনীশ্বরাঃ। মৃকণ্ডতনয়ো ধীমান্ পরমার্থবিদুত্তমঃ ॥ ৪ ॥ সংসেব্য সর্ব্বতীর্থানি নদীঃ সর্ব্বাশ্চ বৈ পুরা। বহুকল্পস্থিরাং রেবামালক্ষ্য শিবদেহজাম্ ॥ ৫ ॥ মে কলেতি চ শর্ব্বোক্তাং শরণং শর্ব্বজাং যযৌ। অজরামমরাং দেবীং দৈত্যধ্বংসকরীং পরাম্ ॥ ৬ ॥ মহাবিভবসংযুক্তাং ভবঘ্নীং ভবজাহ্নবীম্। তস্যামাবধ্য সৎ প্রেম জাতঃ সোঽপ্যজরামরঃ ॥ ৭ ॥ ষষ্টিতীর্থসহস্রাণি ষষ্টিকোট্যশ্চ সত্তমাঃ। ব্যবস্থিতানি রেবায়াস্তীরযুগ্মে পদেপদে ॥ ৮ ॥ সরিতঃ পরিতঃ সন্তি সতীর্থাস্তু সহস্রশঃ। ন তুলাং যান্তি

সহস্র তীর্থের অধিষ্ঠান আছে। হে দ্বিজোত্তমগণ! ভার্গব মার্কণ্ডেয় পূর্ব্বকালে যুধিষ্ঠিরের নিকট এই সকল তীর্থের কথা কহিয়াছিলেন। তিনি আরও বলেন, কাবেরীসঙ্গম ব্যতীত সমস্ত নদীসাগরসঙ্গমেই আরও অষ্টাধিক শত তীর্থ রহিয়াছে। আর কাবেরীসঙ্গমে পাঁচশত। হে বিপ্রগণ! তিনি তীর্থ পর্ব্বে বিশেষ করিয়া এই সকল কথা কহিয়াছেন। এতন্মধ্যে তিনি ভৃগুক্ষেত্রকেই মোক্ষতীর্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহা অতি উত্তম তীর্থ। পুরাণ পুরুষ সততই এখানে অধিষ্ঠিত এবং এককোটী তীর্থ এখানে সতত বাস করে। হে ঋষিসত্তমগণ! সকল তীর্থেই অমরগণ বিরাজ করেন। আর অমরগণও সকল তীর্থের আশ্রয় লইয়া থাকেন। এই সকল তীর্থসংখ্যা কে বলিতে পারে? এই বিখ্যাত ভৃগুক্ষেত্র ত্রিলোক পূজিত। এখানে অবশ্যই সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। মুনি মার্কণ্ডেয় আরও কয়েকটী তীর্থের কথা কহিয়াছেন, যথা,—ভারভূতি তীর্থে অষ্টোত্তর শত, অক্রুরেশ্বর তীর্থে সার্দ্ধ ত্রিশত, রেবাসাগরসঙ্গমে বিমলেশ্বর তীর্থে দশ অযুত তীর্থ বিদ্যমান। ১—৫৪।

একত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৩১ ॥

দ্বাত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—হে বিপ্রগণ! পূর্ব্বে মার্কণ্ডেয় যুধিষ্ঠিরকে যেরূপ উপদেশ করিয়াছিলেন, রেবার অনুত্তম মাহাত্ম্যবিষয়ে আমিও আপনাদের নিকট সেইরূপ বলিলাম। এতদ্ভিন্ন ঐ সকল তীর্থাবলীর যে যে তীর্থ প্রধানতঃ বিখ্যাত, তাহাও আমি আপনাদের নিকট যথাক্রমে সংখ্যানুক্রমে বর্ণন করিয়াছি। এই মুনিকথিত নর্ম্মদাচরিত পুণ্য মাহাত্ম্যময় পাপহর, পবিত্র ও অতুলনীয়। হে মুনীশ্বরগণ! মৃকণ্ডুতনয় ধীমান্ পরমার্থবিদ্‌গণের অগ্রণী মার্কণ্ডেয় সপ্তকল্প দর্শন করিয়াছিলেন। তিনি সকল তীর্থনদীর সেবা করিয়াছেন। তিনি বহুকল্পস্থায়িনী শিবদেহোৎপন্না রেবাকে অবলোকন করিয়া ‘মে কলা’ অর্থাৎ এই নদী আমার অংশ স্বরূপা, এই শিবোক্তি অনুসারে তাঁহারই শরণ লইয়াছিলেন। মার্কণ্ডেয় অজরামরা দৈত্যধ্বংসকারিণী মহাবিভবযুক্তা ভবনাশিনী ভবজাহ্নবীতে উত্তম ভক্তিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাই তিনিও অজরামর হন। হে সত্তমগণ! রেবার উভয়তীরের পদে পদে ষষ্টিকোটী ও ষষ্টি সহস্র তীর্থ অবস্থিত রহিয়াছে, প্রত্যেক তীর্থনদীর চতুর্দ্দিকে সহস্র সহস্র তীর্থ

রেবায়াস্তাশ্চ মন্যে মুনীশ্বরাঃ ॥ ৯ ॥ এতদ্বঃ কথিতং সর্ব্বং যৎপৃষ্টমখিলং দ্বিজাঃ। যন্মহেশমুখাচ্ছ্রুত্বা বায়ুরাহ ঋষীন্ প্রতি ॥ ১০ ॥ তদ্বন্মৃকণ্ডতনয়োঽপ্যনুভূয়াখিলাং নদীম্। সতীর্থাং পদশঃ প্রাহ পাণ্ডুপুত্রায় পাবনীম্ ॥ ১১ ॥ এতচ্চ কথিতং সর্ব্বং সঙ্ক্ষেপেণ দ্বিজোত্তমাঃ। নর্ম্মদাচরিতং পুণ্যং ত্রিষু লোকেষু দুর্লভম্ ॥ ১২ ॥ কিমন্যৈঃ সরিতাং তোয়ৈঃ সেবিতৈস্তু সহস্রশঃ। যদি সংসেব্যতে তোয়ং রেবায়াঃ পাপনাশনম্ ॥ ১৩ ॥ মেকলাজলসংসেবী মুক্তিমাপ্নোতি শাশ্বতীম্ ॥ ১৪ ॥ যথা যথা ভজেন্মর্ত্ত্যো যদ্যদিচ্ছতি তীর্থগঃ। তত্তদাপ্নোতি নিয়তং শ্রদ্ধয়াশ্রদ্ধয়াপি চ ॥ ১৫ ॥ ইদং ব্রহ্মা হরিরিদমিদং সাক্ষাৎপরো হরঃ। ইদং ব্রহ্ম নিরাকারং কৈবল্যং নর্ম্মদা জলম্ ॥ ১৬ ॥ তাবদ্গর্জ্জন্তি তীর্থানি নদ্যো হৃদ্যফলপ্রদাঃ। যাবন্ন স্মর্য্যতে রেবা সেবা হে বা কলৌ নরৈঃ ॥ ১৭ ॥ ধ্রুবং লোকে হিতার্থায় শিবেন স্বশরীরতঃ। শক্তিঃ কাপি সরিদ্রূপা রেবেয়মবতারিতা ॥ ১৮ ॥ তাবদ্গর্জ্জন্তি যজ্ঞাশ্চ বনক্ষেত্রাদয়ো ভৃশম্। যাবন্ন নর্ম্মদানামকীর্ত্তনং ক্রিয়তে কলৌ ॥ ১৯ ॥ গরিমা গণ্যতে তাবত্ত পাদানব্রতাদিষু। নরৈর্ন্ন প্রাপ্যতে যাবদ্ভুবি ভর্গভব ধুনী ॥ ২০ ॥ যে বসন্ত্যুত্তরে কূলে রুদ্রস্যানুচরা হি তে। বসন্তি যাম্যতীরে যে লোকং তে যান্তি বৈষ্ণবম্ ॥ ২১ ॥ ধন্যাস্তে দেশবর্য্যাস্তে যেষু দেশেষু নর্ম্মদা। নরকান্তকরী শশ্বৎ সংশ্রিতা শর্ব্বনির্ম্মিতা ॥ ২২ ॥ কৃতপুণ্যাশ্চ তে লোকাঃ শোকায় ন ভবন্তি তে। যে পিবন্তি জলং পুণ্যং পার্ব্বতীপতিসিন্ধুজম্ ॥ ২৩ ॥ ইদং পবিত্রমতুলং রেবায়াশ্চরিতং দ্বিজাঃ। শৃণোতি যঃ কীর্ত্তয়তে মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ ॥ ২৪ ॥ যৎফলং সর্ব্ববেদেষু সপদক্রমৈঃ। শ্রুতৈশ্চ পঠিতৈস্তস্মাৎফলমষ্টগুণং ভবেৎ ॥ ২৫ ॥ সত্রযাজী ফলং যচ্চ লভতে দ্বাদশাব্দিকম্। শ্রুত্বা সকৃচ্চ রেবায়াশ্চরিতং তৎ ফলং লভেৎ ॥ ২৬ ॥ সর্ব্বতীর্থাবগাহাচ্চ যৎফলং সাগরাদিষু। সকৃচ্ছ্রুত্বা চ মাহাত্ম্যং রেবায়াস্তৎফলং

বিদ্যমান। হে মুনীশ্বরগণ! আমার মনে হয়, রেবাতীরস্থিত ঐ সকল তীর্থের তুলনা হয় না। হে দ্বিজগণ! আপনারা যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, এই আপনাদের নিকট সে সকল কথিত হইল। ইহা মহেশের মুখে বায়ু শ্রবণ করিয়া ঋষিগণের নিকট কীর্ত্তন করেন। মৃকণ্ডতনয় মার্কণ্ডেয় বায়ুকথিত অখিল নদী ও তীর্থের বিষয় শ্রবণ করিয়া এই পুণ্য কথা পাণ্ডুপুত্রের নিকট বর্ণন করেন। হে দ্বিজোত্তমগণ! তাহাই আমি আজ আপনাদের নিকট সংক্ষেপে বর্ণন করিলাম। পুণ্য নর্ম্মদাচরিত ত্রিলোকদুর্লভ। অন্য বহু সহস্র নদীর জল সেবা করিয়া কি হইবে?—যদি পাপনাশিনী রেবার একাঞ্জলি জল সেবা করিলে মানব শাশ্বতী মুক্তি লাভ করে। শ্রদ্ধায়ই হউক, আর অশ্রদ্ধায়ই হউক, তীর্থগ মানব যাহা অভিলাষ করিয়া, রেবানীর সেবা করে, নিয়ত তাহারা অভীষ্ট প্রাপ্তি হইয়া থাকে। ইহা ব্রহ্মা, হরি, এবং সাক্ষাৎ হর। এই নর্ম্মদানীর নীরাকার ব্রহ্ম ও কৈবল্যদ। কলির মানব যে পর্য্যন্ত রেবানীর স্মরণ বা সেবা না করে, অভীষ্টফলদ তীর্থনদীগণ তাবৎ পর্য্যন্তই গর্ব্ব করিয়া থাকে। শঙ্কর লোকহিতার্থ স্বীয় শক্তিকে সরিৎরূপে নিজ দেহ হইতে অবতারিত করেন। কলিকালে মানব যে পর্য্যন্ত নর্ম্মদার নাম কীর্ত্তন না করে, তাবৎকাল পর্য্যন্তই যজ্ঞ এবং পুণ্য বনক্ষেত্রাদি অতীব গর্ব্ব করিয়া থাকে আর তাবৎ কালই তপোদানাদির গরিমা গণ্য হইয়া থাকে। মানব নর্ম্মদানীর প্রাপ্ত হইলে আর তীর্থ যজ্ঞাদির সে গর্ব্ব থাকে না। যাহারা রেবার উত্তরতীরে বাস করে, তাহারা রুদ্রানুচর হয়। আর যাহাদের নর্ম্মদার দক্ষিণকূলে বাস, তাহারা বৈষ্ণবপদ লাভ করে। নরকান্তকারিণী, শিবদেহোৎপন্না, শাশ্বতী নর্ম্মদা যে যে দেশে প্রবাহিত, সেই সকল দেশ ধন্য! আর তদ্দেশবাসী লোকগণ কৃতপুণ্য, তাহারা কদাচ শোকপ্রাপ্ত হয় না। যাহারা শঙ্করদেহোৎপন্ন রেবানীর পান করে, তাহারা ধন্য ও কৃতপুণ্য। হে দ্বিজগণ, এই অতুলনীয় পবিত্র রেবাচরিত যে মানব শ্রবণ বা কীর্ত্তন করে, সে আপন কলুষ হইতে মুক্ত হয়। পদক্রম সংস্কারের সহিত সর্ব্ববেদ অধ্যয়নে ও শ্রবণে যে ফললাভ হয়, রেবামাহাত্ম্যশ্রবণে তাহার অষ্টগুণ ফল হইয়া থাকে। দ্বাদশবার্ষিক সত্রযাজী যে ফল প্রাপ্ত হয়, একবার মাত্র রেবাচরিত শ্রবণ করিলে তাহার তুল্য ফল হইয়া থাকে। ১—২৬। সাগরাদি সর্ব্বতীর্থাবগাহনে যে ফল, রেবামাহাত্ম্য একবার শ্রবণে তাহার তুল্য ফল হইয়া থাকে। এই সন্ধ্যা উপ-

লভেৎ ॥২৭॥ এতদ্ধর্ম্ম্যমুপাখ্যানং সর্ব্বশাস্ত্রেষনুত্তমম্। দেশে বা মণ্ডলে বাপি নগরে গ্রামমধ্যতঃ ॥২৮॥ গৃহে বা তিষ্ঠতে যস্য লিখিতং সার্ব্ববর্ণিকম্। স ব্রহ্মা স শিবঃ সাক্ষাৎ স চ দেবো জনার্দ্দনঃ ॥ ২৯ ॥ ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং মার্গোঽয়ং দেবসেবিতঃ। গুরূণাঞ্চ গুরুঃ শাস্ত্রং পরমং সিদ্ধিকারণম্ ॥ ৩০ ॥ যশ্চেদং শৃণুয়ান্নিত্যং পুরাণং দেবভাষিতম্। ব্রাহ্মণো বেদবান্ ভূয়াৎ ক্ষত্রিয়ো বিজয়ী ভবেৎ ॥ ৩১ ॥ ধনাঢ্যো জায়তে বৈশ্যঃ শূদ্রো বৈ ধর্ম্মভাগ্ ভবেৎ ॥ ৩২ ॥ সৌভাগ্যসন্ততিং নারী শ্রুত্বৈতৎ সমবাপ্নুয়াৎ। শ্রিয়ং সৌখ্যং স্বর্গবাসং জন্ম চৈবোত্তমে কুলে ॥ ৩৩ ॥ রসভেদী কৃতঘ্নশ্চ স্বামিধ্রুক্ মিত্রবঞ্চকঃ। গোঘ্নশ্চ গরদশ্চৈব কন্যাবিক্রয়কারকঃ ॥ ৩৪ ॥ ব্রহ্মঘ্নশ্চ সুরাপী চ স্তেয়ী চ গুরুতল্পগঃ। নর্ম্মদাচরিতং শ্রুত্বা সম্বৎসরং যোঽভিনন্দতে ॥ ৩৫ ॥ সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো জায়তে নাত্র সংশয়ঃ। পাকভেদী বৃথাপাকী দেবব্রাহ্মণনিন্দকঃ ॥ ৩৬ ॥ পরীবাদী গুরোঃ পিত্রোঃ সাধূনাং নৃপতেস্তথা। তেঽপি শ্রুত্বা চ পাপেভ্যো মুচ্যন্তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৩৭ ॥ যে পুনর্ভাবিতাত্মানঃ শাস্ত্রং শৃণ্বন্তি নিত্যশঃ। পূজয়ন্তি চ তচ্ছাস্ত্রং নার্ম্মদং বস্ত্রভূষণৈঃ ॥ ৩৮ ॥ পুষ্পৈঃ ফলৈশ্চন্দনাদ্যৈর্ভোজনৈর্ব্বিবিধৈরপি। শাস্ত্রেঽস্মিন্ পূজিতে দেবা পূজিতা গুরবস্তথা ॥ ৩৯ ॥ ইহ লোকে পরে চৈব নাত্র কার্য্যা বিচারণা। তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন গন্ধবস্ত্রাদিভূষণৈঃ ॥ ৪০ ॥ পূজয়েৎ পরয়া ভক্ত্যা বাচকং শাস্ত্রমেব চ। বেদপাঠৈশ্চ যৎপুণ্যমগ্নিহোত্রৈশ্চ পালিতৈঃ ॥ ৪১ ॥ তৎফলং সমবাপ্নোতি নর্ম্মদাচরিতে শুভে। কুরুক্ষেত্রে চ যৎ পুণ্যং প্রভাসে পুষ্করে তথা ॥ ৪২ ॥ রুদ্রাবর্ত্তে গয়ায়াঞ্চ বারাণস্যাং বিশেষতঃ। গঙ্গাদ্বারে প্রয়াগে চ গঙ্গাসাগরসঙ্গমে ॥ ৪৩ ॥ এবমাদিষু তীর্থেষু যৎ পুণ্যং জায়তে নৃণাম্। নর্ম্মদাচরিতং শ্রুত্বা তৎপুণ্যং সকলং লভেৎ ॥ ৪৪ ॥ আদিমধ্যাবসানেষু নর্ম্মদাচরিতং শুভম্। যঃ শৃণোতি নরো ভক্ত্যা শৃণ্বন্তং তৎফলং মহৎ ॥ ৪৫ ॥ সমাপ্য শিবসংস্থানং দেবকন্যাসমাবৃতঃ। রুদ্রস্যানুচরো ভূত্বা শিবেন সহ মোদতে ॥ ৪৬ ॥ ধর্ম্মাখ্যানমিদং পুণ্যং সর্ব্বাখ্যানেষনুত্তমম্। গৃহেঽপি পঠ্যতে যস্য চতুর্ব্বর্ণস্য সত্তমাঃ ॥ ৪৭ ॥ ধন্যং তস্য গৃহং মন্যে

লাভ করে। রেবামাহাত্ম্য সর্ব্বশাস্ত্রেই উত্তম বলিয়া গীত হইয়াছে। দেশ, মণ্ডল, নগর কিংবা গ্রাম মধ্যে যাহার গৃহে এই রেবামাহাত্ম্য লিখিত থাকে, তিনি ব্রহ্মা শিব অথবা সাক্ষাৎ জনার্দ্দন। ইহা ধর্ম্মার্থ-কামমোক্ষের পথ-স্বরূপ। দেবগণ ইহার সেবা করেন। ইহা গুরুরও গুরু, পরমশাস্ত্র এবং সিদ্ধিজনক। যিনি এই দেবভাষিত পুণ্য পুরাণ শ্রবণ করেন, তিনি ব্রাহ্মণ হইলে বেদবান হন, ক্ষত্রিয় হইলে বিজয় লাভ করেন, বৈশ্য হইলে ধনাঢ্য আর শূদ্র হইলে ধর্ম্মভাজন হইয়া থাকেন। নারী ইহা শ্রবণে সৌভাগ্য ও সন্ততি লাভ করে। ইহার শ্রবণে লক্ষ্মী, সৌখ্য-স্বর্গলাভ ও বিমলকুলে জন্ম হয়। পাকভেদী, কৃতঘ্ন, স্বামিদ্রোহী, মিত্রবঞ্চক, গোঘ্ন, গরদ, কন্যাবিক্রয়ী, ব্রহ্মঘ্ন, সুরাপী, তস্কর, গুরুতল্পগ, ইহারাও এক বৎসর নর্ম্মদাচরিত শ্রবণ করিয়া সর্ব্বপাপবিমুক্ত হয়, সংশয় নাই। পাকভেদী, বৃথাপাকী, দেবব্রাহ্মণনিন্দক, গুরু পিতা সাধু ও নৃপতির পরিবাদ-দাতা, ইহারাও নর্ম্মদার মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া নিঃসংশয় পাপমুক্ত হয়। যাহারা ভাবিতাত্মা, তাঁহারা নিত্যই এই পুরাণ শাস্ত্র শ্রবণ করেন। বস্ত্র, ভূষণ, পুষ্প, ফল, চন্দন ও বিবিধ অনুলেপন দ্বারা নিত্য এই শাস্ত্রের পূজা করেন। এই শাস্ত্র পূজিত হইলে, কি ইহ কি পর উভয় লোকেই দেব ও গুরুগণ পূজিত হন। এ বিষয়ে বিচরণা কর্ত্তব্য নহে। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে গন্ধ, বস্ত্র ও ভূষণাদি দ্বারা ভক্তি সহকারে শাস্ত্র ও পাঠকের পূজা করিবে। সমস্ত বেদাধ্যয়ন ও বহু অগ্নিহোত্রীর যে ফল, শুভাবহ নর্ম্মদার চরিতশ্রবণে মানব সেই ফল লাভ করে। কুরুক্ষেত্র, প্রভাস, পুষ্কর, রুদ্রাবর্ত্ত, গয়া বিশেষতঃ বারাণসী, গঙ্গাদ্বার, প্রয়াগ, সাগরসঙ্গম প্রভৃতি তীর্থে যে পুণ্যফল অর্জ্জিত হয়, মানবগণ একমাত্র নর্ম্মদাচরিত শ্রবণ করিয়া সেই সকল পুণ্যফল লাভ করে। কি আদি, কি মধ্য, কি অবসান নর্ম্মদাচরিত সর্ব্বত্রই মনোজ্ঞ। ভক্তিপূর্ব্বক মানব ইহার শ্রবণে যে ফল লাভ করে, তাহা শ্রবণ করুন, সে দেবকন্যাগণে পরিবৃত হইয়া শিবালয়স্থিত বিবিধ সৌখ্যলাভের পর রুদ্রের অনুচর হইয়া শিবের সহিত বিহার করে। এই ধর্ম্মাখ্যান সর্ব্ববিধ আখ্যানের উত্তম। হে সত্তমগণ! ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের মধ্যে যাহার গৃহে এই পুণ্যাখ্যান পঠিত

গৃহস্থং চাপি তৎকুলম্। পুস্তকং পূজয়েদ্যস্তু নর্ম্মদাচরিতস্য তু। ৪৮ । নর্ম্মদা পূজিতা তেন ভগবাংশ্চ মহেশ্বরঃ। বাচকে পূজিতে তদ্বদ্দেবাশ্চ ঋষয়োঽর্চ্চিতাঃ। ৪৮ । লেখয়িত্বা চ সকলং রেবাচরিতমুত্তমম্। ভূষণং সর্ব্বশাস্ত্রাণাং যো দদাতি দ্বিজন্মনে। ৫০। নর্ম্মদাসর্ব্বতীর্থেষু স্নানদানেন যৎফলম্। তৎফলং সমবাপ্নোতি স নরো নাত্র সংশয়ঃ। ৫১। এতৎ পুরাণং রুদ্রোক্তং মহাপুণ্যফলপ্রদম্। স্বর্গদং পুত্রদং ধন্যং যশস্যং কীর্ত্তিবর্দ্ধনম্। ৫২। ধর্ম্মমায়ুষ্যমতুলং দুঃস্বপ্নদুঃস্বপ্ননাশনম্। পঠতাং শৃণ্বতাং চাপি সর্ব্বকামার্থসিদ্ধিদম্। ৫৩। যৎপ্রদত্তমিদং পুণ্যং পুরাণং বাচ্যতে দ্বিজৈঃ। শিবলোকে স্থিতিস্তস্য পুরাণাক্ষরবৎসরী। ৫৪। ইতি নিগদিতমেতন্নর্ম্মদায়াশ্চরিত্রং প্রথমগদিতমগ্র্যং শর্ব্ববক্ত্রাদবাপ্য। ত্রিভুবনজনবন্দ্যঃ শৌনকাদৌ মুনীনাং কুলপতিপুরতস্তৎ সূতমুখ্যেন সাধু। ৫৫।

ইতি শ্রীস্কান্দে রেবাখণ্ডপুস্তকদানাদিমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম দ্বাত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ। ২৩২।

ত্রয়স্ত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ

ঋষয় উচুঃ। ব্রতেন তপসা বাপি প্রাপ্যতে বাঞ্ছিতং ফলম্। সর্ব্বং তৎ শ্রোতুমিচ্ছামি কথয়স্ব মহামুনে। ১। শ্রীসূত উবাচ। নারদেনৈবমুক্তঃ স ভগবান কমলাপতিঃ। সুরর্ষয়ে যথা প্রাহ তৎ শৃণুধ্বং সমাহিতাঃ। ২। একদা নারদো যোগী পরানুগ্রহকাম্যয়া। পর্য্যটন্ বিবিধান্ লোকান্ মর্ত্ত্যলোকমুপাগতঃ। ৩। তত্র দৃষ্ট্বা জনাঃ সর্ব্বে নানাক্লেশসমন্বিতাঃ। নানাযোনিসমুৎপন্নাঃ ক্লিশ্যন্তে পাপকর্ম্মভিঃ। ৪। কেনোপায়েন চৈতেষাং দুঃখনাশো ভবেদ্ধ্রুবম্। ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসা বিষ্ণুলোকং গতস্তদা। ৫। তত্র নারায়ণং দেবং শুক্লবর্ণং চতুর্ভুজম্। শঙ্খচক্রগদাপদ্ম-বনমালা-বিভূষিতম্। দৃষ্ট্বা তং দেবদেবেশং বক্তুং সমুপচক্রমে। ৬। নারদ উবাচ। নমস্তে বাঙ্মনোঽতীতরূপায়ানন্তশক্তয়ে। আদি-মধ্যান্তহীনায় নির্গুণায় গুণাত্মনে।

হউক না কেন, আমার মনে হয় সেই গৃহ ধন্য এবং সেই গৃহস্থ ও সেই কুল ধন্য। যে মানব নর্ম্মদার পূতচরিতময় পুস্তক পূজা করে, তাহার নর্ম্মদা ও ভগবান্ মহেশের পূজা করা হয়। ঐ পুস্তকের পাঠক পূজিত হইলে দেব ও ঋষিগণ পূজিত হন। রেবাচরিত সর্ব্ব শাস্ত্রের ভূষণ। যে মানব এই উত্তম চরিত লিখাইয়া দ্বিজাতিকে দান করে নর্ম্মদার অখিল তীর্থের স্নানদানে যে ফল, তাহারও নিঃসংশয় সেই ফল হইয়া থাকে। এই মহাপুণ্য ফলদ পুরাণের বক্তা ব্রহ্মা। ইহা স্বর্গদ, পুত্রদ, ধন্য, যশস্য, কীর্ত্তিবর্দ্ধন, ধর্ম্ম্য, আয়ুষ্য, অতুলনীয় এবং দুঃস্বপ্ননাশন। যাঁহারা ইহার পাঠ বা শ্রবণ করেন, তাঁহাদের অখিল কামনাসিদ্ধি হয়। যাহার প্রদত্ত পুরাণ দ্বিজগণ পাঠ করেন, পুরাণের অক্ষরসমষ্টি সমকাল তাহার শিবলোকে বাস হয়! এই আপনাদের নিকট নর্ম্মদাচরিত কীর্ত্তন করিলাম! এই শ্রেষ্ঠ পুরাণ প্রথম বায়ু শিববক্ত্র হইতে লাভ করিয়া ব্যক্ত করেন। ইহা ত্রিভুবনজনগণের বন্দ্য। ঋষিকুলপতি শৌনকাদি ঋষিগণসমক্ষে শ্রেষ্ঠ সূত এই সাধু পুরাণবার্ত্তা বিবৃত করেন। ২৭—৫৫।

দ্বাত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২৩২।

ত্রয়স্ত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়। *

ঋষিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে মহামুনে! কিরূপ ব্রত বা তপস্যার অভীষ্ট ফল লাভ হয়? আমরা সে সমস্ত শুনিতে অভিলাষ করি, আপনি বলুন। সূত কহিলেন,—দেবর্ষি নারদ কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া ভগবান কমলাপতি তাঁহাকে যেরূপ বলিয়াছিলেন, আপনারা সমাহিত হইয়া তাহাই শ্রবণ করুন। একদা পরানুগ্রহকামী যোগী নারদ বিবিধলোক পর্য্যটনপূর্ব্বক মর্ত্ত্যলোকে সমাগত হন। তিনি দেখিলেন,—মর্ত্ত্যধামের মানবগণ নানা দুঃখসমন্বিত, তাহারা স্ব স্ব পাপকর্ম্ম দ্বারা বিবিধ যোনিতে জন্মলাভ করিয়া ক্লিষ্ট হইতেছে। ভাবিলেন, কি উপায়ে ইহাদিগের নিঃসংশয় দুঃখ বিনষ্ট হয়? মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি বিষ্ণুলোকে গমন করিলেন এবং সেখানে গিয়া শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ও বনমালা দ্বারা বিভূষিত শুক্লবর্ণ চতুর্ভুজ দেবদেবেশ নারায়ণকে অবলোকন করিয়া তাঁহাকে কিছু বলিবার উপক্রম করিলেন। নারদ বলিলেন,—বাক্য ও মনের অতীত

* বোম্বাই-মুদ্রিত পুস্তকে সত্যনারায়ণব্রত-কথা নাই, বঙ্গদেশের পুস্তকে আছে। আমরা বঙ্গদেশীয় আদর্শানুসারে এই স্থানে সেই চারিটী অধ্যায় সংযোজিত করিলাম।

৭। সর্ব্বেষামাদিভূতায় ভক্তানামার্ত্তিনাশিনে। শ্রুত্বা স্তোত্রং ততো বিষ্ণুর্নারদং প্রত্যভাষত॥ ৮॥ শ্রীভগবানুবাচ। কিমর্থমাগতোহসি ত্বং কিন্তে মনসি বর্ত্ততে। কথয়স্ব মহাভাগ তৎ সর্ব্বং কথয়ামি তে॥ ৯॥ নারদ উবাচ। মর্ত্ত্যলোকে জনাঃ সর্ব্বে নানাক্লেশ-সমন্বিতাঃ। নানাযোনি-সমুৎপন্নাঃ পচ্যন্তে পাপকর্ম্মভিঃ॥ ১০॥ তৎ সর্ব্বং শময়েন্নাথ লঘূপায়েন তদ্বদ। শ্রোতুমিচ্ছামি তৎ সর্ব্বং কৃপাস্তি যদি তে ময়ি॥ ১১॥ শ্রীভগবানুবাচ। সাধু পৃষ্টং ত্বয়া বৎস লোকানুগ্রহকাম্যয়া। যৎ কৃত্বা মুচ্যতে মোহাৎ তৎ শৃণুষ্ব বদামি তে॥ ১২॥ ব্রতমস্তি মহাপুণ্যং স্বর্গে ভুবি সুদুর্লভম্। তব স্নেহান্ময়া বিপ্র প্রকাশঃ ক্রিয়তেহধুনা॥ ১৩॥ সত্যনারায়ণস্যৈতদ্ ব্রতং সম্যগ্বিধানতঃ। কৃত্বা সম্যক্ সুখং ভুক্ত্বা পরে মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ॥ ১৪॥ তচ্ছ্রুত্বা ভগবদ্বাক্যং নারদঃ পুনরব্রবীৎ। কিং ফলং কিং বিধানঞ্চ কৃতং বা কেন তদ্‌ব্রতম্। তৎসর্ব্বং বিস্তরাদ্ ব্রূহি কদা কার্য্যং ব্রতং হি তৎ॥ ১৫॥ শ্রীভগবানুবাচ। দুঃখশোকাদিশমনং ধনধান্যবিবর্দ্ধনম্। সৌভাগ্য-সন্ততিকরং সর্ব্বত্র বিজয়প্রদম্॥ ১৬॥ যস্মিন্ কস্মিন্ দিনে মর্ত্ত্যো ভক্তি-শ্রদ্ধাসমন্বিতঃ। সত্যনারায়ণং দেবং যজেত্তুষ্টো নিশামুখে॥ ১৭॥ বান্ধবৈর্ব্রাহ্মণৈশ্চৈব সহিতো ধর্ম্মতৎপরঃ। নৈবেদ্যং ভক্তিতো দদ্যাৎ সপাদং ভক্ষ্যমুত্তমম্॥ ১৮॥ রম্ভাফলং ঘৃতং ক্ষীরং গোধূমস্য চ চূর্ণকম্। অভাবে শালিচূর্ণং বা শর্করাং বা গুড়ন্তথা॥ ১৯॥ সপাদং সর্ব্বভক্ষ্যাণি একীকৃত্য নিবেদয়েৎ। বিপ্রায় দক্ষিণাং দদ্যাৎ কথাং শ্রুত্বা জনৈঃ সহ॥ ২০॥ ততশ্চ বন্ধুভিঃ সার্দ্ধং বিপ্রেভ্যঃ প্রতিপাদয়ন্। প্রসাদং ভক্ষয়েদ্ভক্ত্যা নৃত্যগীতাদিকঞ্চরেৎ॥ ২১॥ ততস্তু স্বগৃহং গচ্ছেৎ সত্যনারায়ণং স্মরন্। এবং কৃতে মনুষ্যাণাং বাঞ্ছাসিদ্ধির্ভবেদ্ধ্রুবম্॥ ২২॥ বিশেষতঃ কলিযুগে নান্যোপায়োহস্তি ভূতলে। কথামস্য প্রব-

---

অনন্তশক্তি, আদি মধ্য ও অন্তহীন, নির্গুণ গুণাত্মা, সকলের আদিভূত, ভক্তগণের আর্ত্তিনাশন, সেই নারায়ণকে নমস্কার। অনন্তর বিষ্ণু নারদের এই স্তুতিবাণী শ্রবণ করিয়া প্রত্যুত্তর করিলেন। ভগবান বলিলেন,—হে মহাভাগ! তুমি কিজন্য আগমন করিয়াছ, তোমার অভীষ্ট কি? বল; আমি তোমার সকল কথারই উত্তর করিব। নারদ বলিলেন,—মর্ত্ত্যলোকে মানবগণ পাপকর্ম্মবশে নানাযোনিতে জন্মলাভ করিয়া নানাবিধ ক্লেশযুক্ত হইতেছে এবং স্ব স্ব পাপের পরিণাম ভোগ করিতেছে। হে নাথ! কি উপায়ে সামান্য আয়াসে তাহাদের সে সমস্ত ক্লেশ উপশমিত হয়, যদি আমার প্রতি আপনার কৃপা থাকে, তবে বলুন, সে সকল শুনিবার জন্য আমার অভিলাষ হইতেছে। ভগবান বলিলেন,—বৎস! তুমি লোকের প্রতি অনুগ্রহকামনায় উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ! মানব যেরূপ করিয়া মোহমুক্ত হইবে, আমি তোমার নিকট তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। এক মহাপুণ্য ব্রত আছে, ইহা স্বর্গে কিংবা ভূতলে দুর্লভ; আমি তোমার প্রতি স্নেহবশত সম্প্রতি তাহা প্রকাশ করিতেছি। ইহার নাম সত্যনারায়ণব্রত। ইহার বিধিবিধানসহ প্রকাশ করিব। এই ব্রত সম্যক্‌রূপে অনুষ্ঠিত হইলে ইহলোকে সুখভোগ ও পরলোকে মোক্ষলাভ হয়। নারদ ভগবানের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনরায় বলিলেন,—এই ব্রতের কি ফল? কি বিধান? এবং কোন্ ব্যক্তিই বা এই ব্রত করিয়াছিলেন? আর কোন্ কালে এই ব্রত কর্ত্তব্য? এ সকল বিস্তারপূর্ব্বক বর্ণন করুন। ভগবান্ বলিলেন,—এই ব্রতে দুঃখ-শোকাদির উপশম হয়; ইহা ধনধান্যের বৃদ্ধি সৌভাগ্য সন্ততি এবং সর্ব্বত্র বিজয় প্রদান করে। মানব ভক্তিশ্রদ্ধাসমন্বিত হইয়া যে কোন দিনে এই ব্রত করিতে পারে, কিন্তু নিশামুখে অর্থাৎ প্রদোষ সময়েই সত্যনারায়ণ দেবের পূজা করিবে। ধর্ম্মতৎপর মানব ব্রাহ্মণ ও বান্ধবগণ সহ এই ব্রতাচরণ করিবেন, ভক্তিদ্বারা আহৃত নৈবেদ্য প্রদান করিবেন, এই নৈবেদ্য উত্তম ভক্ষ্যযুক্ত হইবে এবং ইহার পরিমাণ হইবে সপাদ। রম্ভাফল, ঘৃত, দুগ্ধ, গোধূমচূর্ণ, গোধূমচূর্ণের অভাব হইলে শালি অর্থাৎ তণ্ডুলচূর্ণ এবং শর্করা কিংবা গুড় দিবে। সমস্ত দ্রব্যের পরিমাণই সপাদ হইবে এবং একত্র করিয়া নিবেদন করিবে। তারপর স্বজনগণের সহিত কথা শ্রবণ করিয়া দ্বিজকে দক্ষিণা দিবে।১—২০। অনন্তর দ্বিজগণকে প্রসাদ ভক্ষণ করাইয়া বন্ধুগণসহ ভক্তিপূর্ব্বক স্বয়ং প্রসাদভক্ষণ ও নৃত্যগীতাদি করিবে। তারপর স্তব করিয়া সত্যনারায়ণকে স্মরণ করিতে করিতে গৃহে গমন করিতে হইবে। এইরূপ করিলে নরগণের নিশ্চিতই অভীষ্টসিদ্ধি হইবে। বিশেষতঃ কলিকালে

ক্যামি কৃতকৃত্যো ভবেদ্ দ্বিজ ॥ ২৩॥ কশ্চিৎ কাশীপুরে গ্রামে আসীদ্বিপ্রশ্চ নির্দ্ধনঃ। ক্ষুৎতৃষ্ণাব্যাকুলো ভূত্বা সততং ভ্রমতে মহীম্ ॥ ২৪ ॥ দুঃখিতং ব্রাহ্মণং দৃষ্ট্বা ভগবান্ ব্রাহ্মণপ্রিয়ঃ। বৃদ্ধব্রাহ্মণরূপেণ পপ্রচ্ছ দ্বিজমাদরাৎ ॥ ২৫ ॥ কিমর্থং ভ্রমসে বিপ্র মহীং কৃৎস্নাং সুদুঃখিতঃ। তৎসর্ব্বং শ্রোতুমিচ্ছামি কথ্যতাং যদি রোচতে ॥ ২৬ ॥ ব্রাহ্মণ উবাচ। ব্রাহ্মণোহতিদরিদ্রোহহং ভিক্ষার্থং ভ্রমণং মম। উপায়ং যদি জানাসি কৃপয়া কথয় প্রভো ॥ ২৭ ॥ বৃদ্ধব্রাহ্মণ উবাচ। সত্যনারায়ণো বিষ্ণুর্বাঞ্ছিতার্থফলপ্রদঃ। তস্য ত্বং দ্বিজশার্দ্দূল কুরুষ ব্রতমুত্তমম্। যৎ কৃত্বা সর্ব্বদুঃখেভ্যো মুক্তো ভবতি মানবঃ ॥ ২৮ ॥ শ্রীভগবানুবাচ। বিধানঞ্চ ব্রতস্যাস্য বিপ্রায়াভাষ্য যত্নতঃ। সত্যনারায়ণো বৃদ্ধস্তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ২৯ ॥ ততোহসৌ মনসা বিপ্রশ্চিন্তয়ামাস চেশ্বরম্। ব্রতং নারায়ণেনোক্তং বিদিত্বা মন্দিরং যযৌ ॥ ৩০ ॥ ততোহহং তৎ করিষ্যামি ব্রতং মনসি চিন্তিতম্। ইতি নিশ্চিত্য বিপ্রোহসৌ রাত্রৌ নিদ্রাং ন লব্ধবান্ ॥৩১ ॥ ততঃ প্রাতঃসমুত্থায় সত্যনারায়ণব্রতম্। করিষ্যেহহঞ্চ সঙ্কল্প্য ভিক্ষার্থমগমদ্দ্বিজঃ ॥ ৩২ ॥ তস্মিন্নেব দিনে বিপ্রঃ প্রচুরং দ্রব্যমাপ্তবান্। তেনৈব বন্ধুভিঃ সার্দ্ধং সত্যস্য ব্রতমাচরন্ ॥ ৩৩ ॥ সর্ব্বদুঃখবিনির্ম্মুক্তঃ সর্ব্বসম্পৎসমন্বিতঃ। বভূব স দ্বিজশ্রেষ্ঠো ব্রতস্যাস্য প্রভাবতঃ ॥ ৩৪ ॥ ততঃ প্রভৃতি কালঞ্চ মাসি মাসি ব্রতং কৃতম্ ॥ ৩৫ ॥ এবং নারায়ণাদেতদ্‌ব্রতং জ্ঞাত্বা দ্বিজোত্তমঃ। সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো দুর্লভং মোক্ষমাপ্তবান্ ॥ ৩৬ ॥ ব্রতমেতদ্‌যদা বিপ্র পৃথিব্যাং সঞ্চরিষ্যতি। তদৈব সর্ব্বদুঃখং হি মানবানাং বিনশ্যতি ॥ ৩৭ ॥ সূত উবাচ। এবং নারায়ণেনোক্তং নারদায় মহাত্মনে। ময়াপি কথিতং বিপ্রাঃ কিমন্যৎ কথয়ামি বঃ ॥ ৩৮ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে সত্যনারায়ণ[illegible]প্রসংবাদো নাম ত্রয়স্ত্রিংশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥২৩৩॥

সত্যনারায়ণব্রত ব্যতীত ভূতলে অভীষ্ট সিদ্ধির অন্য উপায়ই নাই। পূর্ব্বে জনৈক দ্বিজ এই ব্রত করিয়া কৃতকৃত্য হইয়াছিলেন। সম্প্রতি তাঁহার কথা কহিতেছি। কাশীপুর গ্রামে জনৈক নির্দ্ধন দ্বিজ বাস করিতেন, তিনি ক্ষুধাতৃষ্ণায় আকুল হইয়া সতত ভূতলে ভ্রমণ করিতেন। ভূদেববল্লভ ভগবান্ দ্বিজকে দুঃখকাতর দর্শন করিয়া বৃদ্ধ-বিপ্র-রূপ ধারণপূর্ব্বক সাদরে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—বিপ্র! কি জন্য আপনি অতি দুঃখিত হইয়া সমগ্র মহীমণ্ডল পরিভ্রমণ করিতেছেন? যদি আপনার অভিরুচি হয়, আমার নিকট বলুন, এ সকল শুনিতে আমার অভিলাষ হইতেছে। ব্রাহ্মণ বলিলেন,—আমি অতি দরিদ্র দ্বিজ, ভিক্ষার্থই আমার এইরূপ ভ্রমণ, প্রভো! যদি আপনার উপায় জানা থাকে, কৃপাপূর্ব্বক বলুন। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বলিলেন,—সত্যনারায়ণ বিষ্ণু বাঞ্ছিতার্থ প্রদান করেন। হে দ্বিজশার্দ্দূল! আপনি সেই সত্যনারায়ণের অনুত্তম ব্রত করুন; মানব এই ব্রত করিয়া সর্ব্ববিধ দুঃখ হইতে মুক্ত হয়। ভগবান কহিলেন,—বৃদ্ধবেশী সত্যনারায়ণ দ্বিজকে সাদরে সম্যক্ ব্রতবিধান বলিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। অনন্তর সেই দ্বিজ মনে মনে ঈশ্বরকে চিন্তা করিয়া গৃহে গমন করিলেন। বুঝিলেন,—নারায়ণই এই ব্রতাদেশ করিয়াছেন। অতএব আমি এই ব্রত করিব, ইহাও মনে মনে চিন্তা করিলেন। দ্বিজ এইরূপ নিশ্চয় করিলেন, সে রাত্রিতে তাঁহার নিদ্রা হইল না। অনন্তর রাত্রি প্রভাত হইলে, দ্বিজ গাত্রোত্থান করিয়া আমি সত্যনারায়ণব্রত করিব। এইরূপ সঙ্কল্পপূর্ব্বক ভিক্ষার্থ গমন করিলেন। সে দিন দ্বিজ ভিক্ষায় প্রভূত দ্রব্য প্রাপ্ত হইলেন, তদ্দ্বারা বন্ধুগণ সহ সত্যনারায়ণ ব্রত করিলেন, ব্রতপ্রভাবে দ্বিজোত্তম সর্ব্বদুঃখবিমুক্ত ও সর্ব্বসম্পৎসমন্বিত হইলেন; আর তদবধি তিনি প্রতি মাসেই সত্যনারায়ণব্রত করিতে লাগিলেন। ভগবান্ বলিলেন,—সেই দ্বিজসত্তম এইরূপে সেই বৃদ্ধবেশী সত্য নারায়ণের নিকট ব্রত বিদিত হইয়া সর্ব্বপাপবিমুক্ত ও দুর্লভ মুক্তিভাজন হইয়াছিলেন। হে বিপ্র নারদ! যে সময় এই ব্রত পৃথিবীতে প্রচারিত হইবে, তখনই মানবগণের সর্ব্বদুঃখ বিনষ্ট হইবে। সূত কহিলেন,—হে বিপ্রগণ! নারায়ণ মহাত্মা নারদকে এইরূপই বলিয়াছিলেন, আমিও আপনাদের নিকট ঠিক সেই সেইরূপই বলিলাম, এক্ষণে আপনাদের সমীপে আর কি বলিব? ২১—৩৮।

ত্রয়স্ত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৩৩ ॥

চতুস্ত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় উচুঃ। তস্মাদ্বিপ্র ব্রতং কেন পৃথিব্যাং চরিতং মুনে। তৎসর্ব্বং শ্রোতুমিচ্ছামঃ শ্রদ্ধাস্মাকং প্রজায়তে ॥ ১ ॥ সূত উবাচ। শৃণুধ্বং মুনয়ঃ সর্ব্বে তস্মাদ্যেন কৃতং ভুবি। একদা স দ্বিজবরো যথাবিভববিস্তরৈঃ ॥ ২ ॥ বন্ধুভিঃ স্বজনৈঃ সার্দ্ধং ব্রতং কর্ত্তুং সমুদ্যতঃ। এতস্মিন্নন্তরে কালে কাষ্ঠকেতুঃ সমাগতঃ ॥ ৩ ॥ বহিঃ কাষ্ঠঞ্চ সংস্থাপ্য বিপ্রস্য মন্দিরং যযৌ। তৃষ্ণয়া পীড়িতো ভূত্বা বিপ্রং দৃষ্ট্বা তথাবিধম্ ॥ ৪ ॥ প্রণিপত্য দ্বিজং প্রাহ কিমিদং ক্রিয়তে ত্বয়া। কৃতে কিং ফলমাপ্নোতি বিস্তরাদ্বদ মে প্রভো ॥ ৫ ॥ বিপ্র উবাচ। সত্যনারায়ণস্যেদং ব্রতং সর্ব্বেপ্সিতপ্রদম্। দুঃখদারিদ্র্যশমনং পুত্রপৌত্রবিবর্দ্ধনম্ ॥ ৬ ॥ তস্য প্রসাদান্মে সর্ব্বং ধনধান্যাদিকং মহৎ। ততস্তদ্বচনং শ্রুত্বা কাষ্ঠহর্ত্তাতিহর্ষিতঃ ॥ ৭ ॥ পপৌ জলং প্রসাদঞ্চ ভুক্ত্বা তন্নগরং যযৌ। সত্যনারায়ণং দেবং চিন্তয়ন্ স্থিরমানসঃ ॥ ৮ ॥ কাষ্ঠং বিক্রীয় নগরে প্রাপস্যামি চাদ্য যদ্ধনম্। তেনৈব সত্যদেবস্য করিষ্যে ব্রতমুত্তমম্ ॥ ৯ ॥ ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসা কাষ্ঠং কৃত্বা তু মস্তকে। জগাম নগরং রম্যং ধনিনাং যত্র সংস্থিতিঃ ॥ ১০ ॥ তদ্দিনে কাষ্ঠমূল্যঞ্চ দ্বিগুণং প্রাপ্তবানসৌ। ততঃ প্রসন্নহৃদয়ঃ সুপক্বং কদলীফলম্ ॥ ১১ ॥ শর্করাং ঘৃতদুগ্ধঞ্চ গোধূমস্য চ চূর্ণকম্। প্রত্যেকন্তু সপাদঞ্চ গৃহীত্বা স্বপুরং যযৌ ॥ ১২ ॥ ততো বন্ধূন্ সমাহূয় চকার বিধিনা ব্রতম্। তদ্ব্রতস্য প্রসাদেন ধনপুত্রান্বিতোঽভবৎ ॥ ১৩ ॥ ইহ লোকে সুখং ভুক্ত্বা চান্তে সত্যপুরং যযৌ। পুনরন্যং প্রবক্ষ্যামি শৃণুধ্বং মুনিপুঙ্গবাঃ ॥ ১৪ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে বিপ্র-কাষ্ঠকেতুসংবাদো নাম চতুস্ত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

পঞ্চত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ

সূত উবাচ। আসীদুল্কামুখো নাম নৃপতির্বলিনাং বরঃ। জিতেন্দ্রিয়ঃ সত্যবাদী যযৌ দেবা-

চতুস্ত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

ঋষিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে বিপ্র! তাহার পর পৃথিবীতলে কোন মানব এই ব্রতাচরণ করিয়াছিল? হে মুনে! এ সকল আমরা শুনিতে অভিলাষ করি, এ বিষয়ে আমাদের শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে। সূত কহিলেন,—হে মুনিগণ! অতঃপর ভূতলে কে এই ব্রত করিয়াছিল, শ্রবণ করুন। একদা সেই দ্বিজবর বন্ধুগণের সহিত স্বীয় বিভবানুরূপ ব্রত করিতে উদ্যত হন, ইত্যবসরে জনৈক কাষ্ঠকর্ত্তা (কাঠুরিয়া) তথায় আসিয়া উপনীত হয়। কাষ্ঠকর্ত্তা বাহিরে কাষ্ঠ রাখিয়া দ্বিজমন্দিরে গমন করিল। কাষ্ঠকর্ত্তা তখন তৃষ্ণার্ত্ত, সে বিপ্রকে তথাবিধ কার্য্যে নিযুক্ত দর্শন করিয়া প্রণামপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিল—আপনি এ কি করিতেছেন? বিপ্র বলিলেন,—ইহা সত্যনারায়ণব্রত। এই ব্রত দুঃখদারিদ্রের উপশম করে, সর্ব্ববিধ অভীষ্ট প্রদান করে আর পুত্র পৌত্র বর্দ্ধিত করে। এই ব্রতপ্রভাবেই আমার ধনধান্যাদি মহাসমৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে। অনন্তর দ্বিজবাক্য শ্রবণে কাষ্ঠকর্ত্তা অত্যন্ত হৃষ্ট হইল। সে জলপান ও প্রসাদ ভক্ষণ করিয়া স্থির মনে সত্যনারায়ণ দেবকে চিন্তা করিতে করিতে সেই নগরমধ্যে গমন করিল। মনে মনে বলিল,—অদ্য নগরে কাষ্ঠ বিক্রয় করিয়া যে ধন পাইব, তদ্দ্বারাই সত্যদেবের উত্তম ব্রত করিব। সে এইরূপ মনে মনে সঙ্কল্প করিয়া মস্তকের উপর কাষ্ঠ উঠাইয়া লইল এবং নগরমধ্যে যে স্থানে ধনিগণের রম্য আবাসস্থান, তথায় গমন করিল। এদিন কাষ্ঠকর্ত্তা দ্বিগুণ কাষ্ঠমূল্য লাভ করিল, তাহার হৃদয় প্রসন্ন হইল; যে সুপক্ব কদলীফল, শর্করা, ঘৃত, দুগ্ধ ও গোধূমচূর্ণ প্রত্যেকে সপাদ পরিমাণ গ্রহণপূর্ব্বক গৃহে গমন করিল। অনন্তর বন্ধুগণকে নিমন্ত্রিত করিয়া যথাবিধি ব্রত করিয়া, সেই ব্রতপ্রভাবে কাষ্ঠকর্ত্তা ধন ও পুত্রান্বিত হইল এবং ইহলোকে সুখভোগ করিয়া অন্তকালে সত্যপুরে গমন করিল। হে মুনিপুঙ্গবগণ! পুনরায় অন্য আর এক ঘটনা বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। ১—১৪।

চতুস্ত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥২৩৪॥

পঞ্চত্রিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—পূর্ব্বকালে উল্কামুখ নামে সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় জনৈক প্রবলপরাক্রান্ত রাজা

শয়ং প্রতি ॥ ১ ॥ দিনে দিনে ধনং দত্ত্বা দ্বিজঃ সন্তোষয়েৎ সুধীঃ ॥ ২ ॥ তস্য ভার্য্যা প্রমুগ্ধা চ সরোজবদনা সতী। ভদ্রশীলা ব্রতং সত্যং সিন্ধুতীরেঽকরোন্মুনে ॥ ৩ ॥ এতস্মিন্নেব সময়ে সাধুরেকঃ সমাগতঃ। বাণিজ্যার্থং বহুবিধৈরত্নাদ্যৈঃ পরিপূরিতাম্ ॥ ৪ ॥ নাবং সংস্থাপ্য তত্তীরে জগাম তত্তটং প্রতি। দৃষ্ট্বা তত্র ব্রতং সম্যক্ পপ্রচ্ছ *বিনয়ান্বিতঃ ॥ ৫ ॥ সাধুরুবাচ। কিমিদং ক্রিয়তে* রাজন্ ভক্তিযুক্তেন চেতসা। প্রকাশং কুরু তৎ সর্ব্বং শ্রোতুমিচ্ছামি সাম্প্রতম্ ॥ ৬ ॥ রাজোবাচ। পূজনং ক্রিয়তে সাধো বিষ্ণোরতুলতেজসঃ। ব্রতঞ্চ স্বজনৈঃ সার্দ্ধং পুত্রাদিপ্রাপ্তয়ে ময়া ॥ ৭ ॥ প্রত্যুবাচ ততো নত্বা রাজানং সাদরং বচঃ। সাঙ্গং কথায় মে রাজন্ ব্রতমেতৎ করোম্যহম্ ॥ ৮ ॥ মমাপি সন্ততির্নাস্তি এতস্মাদ্ভবিতা ধ্রুবম্। ততো নিবৃত্য বাণিজ্যাৎ সানন্দং গৃহমাযযৌ ॥ ৯ ॥ কিয়দ্দিনে তস্য ভার্য্যাভবদ্গর্ভবতী সতী। গর্ভযুক্তানন্দচিত্তাঽভবদ্ধর্ম্মপরায়ণা ॥ ১০ ॥ পূর্ণে গর্ভে ততো জাতা বালিকা চাতিসুন্দরী। দিনে দিনে বর্দ্ধমানা শুক্লপক্ষে যথা শশী ॥ ১১ ॥ ততো বণিক্সুতায়াশ্চ জাতকাদীন্ সমাপ্য চ নাম্না কলাবতী চেতি তন্নামকরণং কৃতম্ ॥ ১২ ॥ ততো লীলাবতী প্রাহ স্বামিনং মধুরং বচঃ। *ন করোষি কিমর্থং বা পুরা* যচ্চ প্রতিশ্রুতম্ ॥ ১৩ ॥ সাধুরুবাচ। বিবাহসময়েঽপ্যস্যাঃ করিষ্যামি ব্রতং প্রিয়ে। ইতি ভার্য্যাং সমাশ্বাস্য জগাম তত্তটং প্রতি ॥ ১৪ ॥ ততঃ কলাবতী কন্যা বর্দ্ধিতা পিতৃবেশ্মনি। দৃষ্ট্বা কন্যাং ততঃ সাধুর্নগরে বন্ধুভিঃ সহ ॥ ১৫ ॥ মন্ত্রয়িত্বা দ্রুতং দূতং প্রেষয়ামাস ধর্ম্মবিৎ। বিবাহার্থঞ্চ কন্যায়া বরং শ্রেষ্ঠং বিচারয়ন্ ॥ ১৬ ॥ তেনাজ্ঞপ্তস্ততঃ সোঽসৌ কাঞ্চনং নগরং যযৌ। তস্মাদেকং বণিক্পুত্রং সমাদায়াগতো হি সঃ ॥ ১৭ ॥ দৃষ্ট্বা তু সুন্দরং বালং বণিক্পুত্রং গুণান্বিতম্। জ্ঞাতিভির্বন্ধুভিঃ সার্দ্ধং পরিতুষ্টেন চেতসা ॥ ১৮ ॥ দত্ত-

ছিলেন। ধীমান নৃপ প্রতিদিন দেবালয়ে গমন ও ধনদান দ্বারা দ্বিজগণের সন্তোষ সাধন করিতেন। তাঁহার ভার্য্যার নাম ভদ্রশীলা। সরোজবদনা প্রমুগ্ধা ভদ্রশীলা পতিপরায়ণা ছিলেন। রাজা পত্নীর সহিত সিন্ধুতীরে গমন করিয়া সত্যনারায়ণ ব্রত করিতেন। একদা রাজার ব্রতকালে জনৈক সাধু বণিক্ তথায় উপনীত হন, তিনি বাণিজ্যের জন্য বহুবিধ ধনরত্নপরিপূরিত তরী লইয়া বহির্গত হইয়াছিলেন। বণিক সেই সিন্ধুতীরে তরী রাখিয়া তটোপান্তে উপনীত হইলেন এবং তথাবিধ ব্রত দর্শন করিয়া সবিনয়ে রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ সাধু বলিলেন,—রাজন্! ভক্তিযুক্তচিত্তে এ কি করিতেছেন? সম্প্রতি এ সকল শুনিতে আমার অভিলাষ হইতেছে; প্রকাশ করিয়া বলুন। রাজা বলিলেন,—হে সাধো! আমি বন্ধুগণ সহ অতুলতেজা বিষ্ণুর পূজা করিতেছি, আর পুত্রাদিপ্রাপ্তির নিমিত্তই আমার এই ব্রতাচরণ জানিবে। অনন্তর সাধু রাজাকে সাদরে প্রণাম করিয়া প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—হে রাজন! অঙ্গের সহিত এই ব্রত ব্যক্ত করুন, আমিও এই ব্রত করিব; আমারও সন্ততি নাই, এই ব্রতে নিশ্চিতই আমার সন্ততি লাভ হইবে। এই বলিয়া বণিক্ সেই রাজার নিকট ব্রতবিধান সম্যক অবগত হইয়া প্রস্থান করিলেন। অনন্তর বণিক্ বাণিজ্য হইতে নিবৃত্ত হইয়া সানন্দে গৃহে আগমন করিলেন, কিয়দ্দিন পরেই তাঁহার পতিব্রতা পত্নী গর্ভবতী হইলেন। অনন্তর কালে তাঁহার অতিসুন্দরী এক বালিকা জন্মিল। বালিকা শুক্লপক্ষের শশধরের ন্যায় দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। অনন্তর বণিক্‌কন্যার জাতকর্ম্মাদি সমাপন করিয়া তাহার নাম রাখিলেন —কলাবতী ।১—১২। অনন্তর সাধুপত্নী লীলাবতী মধুর বাক্যে পতিকে কহিলেন,—আপনি পূর্ব্বে যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, এখন কিজন্য তাহা করিতেছেন না? সাধু বলিলেন,—প্রিয়ে! কলাবতীর বিবাহকালে সত্যনারায়ণ ব্রত করিব। সাধু সহধর্ম্মিণীকে এইরূপে আশ্বস্তা করিয়া সিন্ধুতটের দিকে গমন করিলেন। এ দিকে কলাবতী পিতৃগৃহে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। অনন্তর ধর্ম্মবিৎ পিতা পুত্রীকে বিবাহযোগ্যা দর্শন করিয়া বন্ধুগণসহ মন্ত্রণাপূর্ব্বক সত্বর নগরমধ্যে দূত প্রেরণ করিলেন। দূত সাধুর আদেশে কাঞ্চননগরে গমন করিয়া লীলাবতীর বিবাহযোগ্য উত্তম বর অন্বেষণপূর্ব্বক সেই নগর হইতে জনৈক বণিক্‌তনয়কে লইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইল। সাধু সেই সুন্দর ও গুণান্বিত বালক বণিক্‌নন্দনকে সন্দর্শন করিয়া হৃষ্টচিত্তে জ্ঞাতি ও

বান সাধুপুত্রায় কন্যাং বিধিবিধানতঃ। ততোহভাগ্যবশাত্তেন বিস্মৃতং ব্রতমুত্তমম্। বিবাহসময়েহপ্যস্যাস্তেন রুষ্টোহভবদ্বিভুঃ॥ ১৯॥ ততঃ কালেন কিয়তা নিজধর্ম্মবিশারদঃ। বাণিজ্যার্থং গতঃ শীঘ্রং জামাত্রা সহিতো বণিক্॥ ২০॥ রত্নসারপুরে রম্যে গত্বা সিন্ধুসমীপতঃ। বাণিজ্যং কুরুতে সাধুর্জামাত্রা শ্রীমতা সহ। পুরীং নির্ম্মায় নগরে চন্দ্রকেতুনৃপস্য চ॥ ২১॥ এতস্মিন্নেব কালে তু সত্যনারায়ণঃ প্রভুঃ। ভ্রষ্টপ্রতিজ্ঞমালোক্য শাপং তস্মৈ প্রদত্তবান্॥ ২২॥ অদ্যারভ্য কিয়ৎকালং দুঃখন্তেহত্র ভবিষ্যতি॥ ২৩॥ তস্মিন্নেব দিনে রাজ্ঞো ধনমাদায় তস্করঃ। তেনৈব বর্ত্মনায়াতঃ পৃষ্ঠদেশং বিলোকয়ন॥ ২৪॥ স পশ্চাদ্ধাবতো দূতান্ দৃষ্ট্বা ভীতেন চেতসা। ধনং সংস্থাপ্য তত্রৈব গতঃ শীঘ্রমলক্ষিতঃ॥ ২৫॥ ততো দূতাঃ সমায়াতাঃ যত্রাস্তে সজ্জনো বণিক্। দৃষ্ট্বা নৃপধনং তত্র বদ্ধা দূতা বণিক্সুতৌ। হর্ষযুক্তা ধাবমানা উচুর্নৃপসমীপতঃ॥ ২৬॥ তস্করৌ দ্বৌ সমানীতৌ বিলোক্যাজ্ঞাপয় প্রভো। তেনাজ্ঞপ্তৌস্ততঃ শীঘ্রং দৃঢ়ং বদ্ধা তু তাবুভৌ॥ ২৭॥ স্থাপিতৌ দ্বৌ মহাদুর্গে কারাগারেহবিচারতঃ। মায়য়া সত্যদেবস্য ন শ্রুতঞ্চ তয়োর্বচঃ॥ ২৮॥ ততস্তয়োর্ধনং যচ্চ গৃহীতং চন্দ্রকেতুনা। তচ্ছাপাচ্চ তয়োর্গেহে ভার্য্যাপি দুঃখিতাভবৎ॥ ২৯॥ চৌরেণাপহৃতং সর্ব্বং গেহে যচ্চ স্থিতং ধনম্। আধিব্যাধিসমাযুক্তা ক্ষুৎপিপাসাপ্রপীড়িতা॥ ৩০॥ অন্নচিন্তাপরা ভূত্বা ভ্রমতে চ গৃহে গৃহে। ততঃ কলাবতী কন্যা বভ্রাম প্রতিবাসরম্॥ ৩১॥ একদা সা তু ভবনাৎ ক্ষুধার্ত্তা দ্বিজমন্দিরম্। গত্বাপশ্যদ্ব্রতং তত্র সত্যনারায়ণস্য যা॥ ৩২॥ উপবিশ্য কথাং শ্রুত্বা বরং সম্প্রার্থ্য বাঞ্ছিতম্। প্রসাদভক্ষণং কৃত্বা যযৌ রাত্রৌ গৃহং প্রতি॥ ৩৩॥ ততো লীলাবতী কন্যাং ভর্ৎসয়ামাস তাং ভৃশম্। পুত্রি রাত্রৌ স্থিতা কুত্র কিন্তে মনসি বর্ত্ততে॥ ৩৪॥ দ্বিজালয়ে ব্রতং মাতদৃষ্টং বাঞ্ছিতসিদ্ধিদম্। তচ্ছ্রুত্বা কন্যকাবাক্যং ব্রতং কর্ত্তুং সমুদ্যতা। সমুতা সা বণিগ্‌ভার্য্যা

- - - - - - - - - - - - -

বন্ধুগণ সহ যথাবিধানে তাহাকেই কন্যা অর্পণ করিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ লীলাবতীর বিবাহকালেও তিনি সেই অনুত্তম ব্রত বিস্মৃত হইয়াছিলেন, তজ্জন্য বিভু রুষ্ট হইলেন। অনন্তর বাণিজ্য-বিশারদ বণিক্ কিয়দ্দিন পরে শ্রীমান্ জামাতার সহিত বাণিজ্যার্থ সত্বর যাত্রা করিলেন। তিনি নৃপতি চন্দ্রকেতুর অধিকারভুক্ত, সিন্ধুসমীপবর্ত্তী, রম্য, রত্নসার নগর মধ্যে এক পুরী নির্ম্মাণ করিয়া বাণিজ্য করিতে লাগিলেন। সেই সময় প্রভু সত্যনারায়ণও সাধুকে মিথ্যাবাদী জানিয়া তাঁহাকে অভিসম্পাত করিলেন, বলিলেন,—আজ হইতে কিছুদিন এখানেই তুমি দুঃখ প্রাপ্ত হইবে। এদিকে সেইদিনেই জনৈক তস্কর রাজার ধন চুরি করিয়া সাধুর বাসার পার্শ্ববর্ত্তী পথে আসিতেছিল, তস্কর পাছের দিকে চাহিয়া দেখিল,—দূতগণ তাহার পশ্চাৎ ধাবিত হইয়াছে, সে ভীতচিত্তে সেই অপহৃত ধন সেই স্থানে পরিত্যাগপূর্ব্বক সত্বর অলক্ষিত হইল। অনন্তর দূতগণ সেই সজ্জন বণিকের নিকট আগমনপূর্ব্বক সেই স্থানে নৃপধন দর্শন করিয়া জামাতার সহিত সাধুকে বাঁধিয়া ফেলিল; তাহারা হৃষ্টচিত্তে সত্বর রাজসমীপে গমন করিয়া নিবেদন করিল,—প্রভো। তস্করদ্বয় আনীত হইয়াছে, দর্শন করুন এবং আদেশ করুন, কি করিতে হইবে? অনন্তর রাজাদেশে দূতগণ বণিক্‌দ্বয়কে দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া মহাদুর্গম কারাগারে নিক্ষেপ করিল; তৎকালে তাঁহাদের আর কোন বিচারই হইল না। বণিক্‌দ্বয় অনেক বলিলেন, কিন্তু সত্যদেবের মায়ায় কেহই তাঁহাদের বাক্য শ্রবণ করিল না। অনন্তর নৃপতি চন্দ্রকেতু তাঁহাদের যে ধন সম্পত্তি ছিল, তাহা গ্রহণ করিলেন। সত্যদেবের শাপে তাঁহাদের গৃহে লীলাবতী এবং কলাবতীও দুঃখিতা হইল। গৃহে যে সকল ধন-সম্পত্তি ছিল, তস্করে সে সকল অপহরণ করিল, লীলাবতী আধিব্যাধিসমাযুক্তা ও ক্ষুধাপিপাসায় পীড়িতা হইল এবং অন্নচিন্তাপরায়ণা হইয়া নগরের গৃহে গৃহে ভ্রমণ করিতে লাগিল। এইরূপে কলাবতীও প্রতিদিন অন্নের জন্য ভ্রমণ করিতে লাগিল। ১৩—৩১। একদা ক্ষুধার্ত্তা কলাবতী গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া কোনও দ্বিজমন্দিরে গমন করিল,—দেখিল,—সেখানে সত্যনারায়ণের ব্রত হইতেছে। সে তথায় উপবেশন ও ব্রতকথা শ্রবণ করিয়া অভীষ্ট প্রার্থনা করিল এবং প্রসাদ ভক্ষণ করিয়া সেই রাত্রেই গৃহে চলিয়া গেল। তখন লীলাবতী কন্যাকে অত্যন্ত তিরস্কার করিল, বলিল,—পুত্রি! রাত্রে কোথায় ছিলে? তোমার মনে কি আছে? কলাবতী কহিল,—দ্বিজালয়ে সত্যনারায়ণ-ব্রত হইতেছিল, আমি তাহা দর্শন করিতেছিলাম; মাতঃ! সেই

সত্যনারায়ণস্য চ ॥ ৩৫ ॥ ব্রতঞ্চক্রে চ বৈ সাধ্বী বন্ধুভিঃ স্বজনৈঃ সহ। ভর্ত্তৃজামাতরৌ ক্ষিপ্র মাগচ্ছেতাং মমাশ্রমম্ ॥ ৩৬ ॥ ইতি দেবং বরং যাচে সত্যদেবং পুনঃপুনঃ। অপরাধস্ত ভর্ত্তুর্মে জামাতুঃ ক্ষন্তুমর্হসি ॥ ৩৭ ॥ ব্রতেন তস্যাস্তুষ্টোঽসৌ সত্যনারায়ণঃ প্রভুঃ। দর্শয়ামাস স্বপ্নং হি চন্দ্রকেতুং নৃপোত্তমম্ ॥ ৩৮ ॥ বন্দী তৌ মোচয় প্রাতর্ব্বণিজৌ নৃপসত্তম। দেয়ং ধনঞ্চ তৎসর্ব্বং বিধিনা দ্বিগুণীকৃতম্ ॥ ৩৯ ॥ নো চেৎ ত্বাং নাশয়িষ্যামি সরাজ্যধনপুত্রকম্। এবমাভাষ্য রাজানং ধ্যানগম্যোঽভবৎ প্রভুঃ ॥ ৪০ ॥ ততঃ প্রভাতসময়ে রাজা চ স্বজনৈঃ সহ। উপবিশ্য সভামধ্যে প্রাহ দূতজনং প্রতি। বদ্ধৌ মহাজনৌ শীঘ্রং মোচয়ধ্বং বণিকসুতৌ ॥ ৪১ ॥ ইতি রাজ্ঞো বচঃ শ্রুত্বা মোচয়িত্বা মহাজনৌ। সমানীয় নৃপস্যাগ্রে প্রোচুস্তে বিনয়ান্বিতাঃ ॥ ৪২ ॥ আনীতৌ দ্বৌ বণিকপুত্রৌ মুক্তৌ নিগড়বন্ধনাৎ ॥ ৪৩ ॥ ততো মহাজনৌ নত্বা চন্দ্রকেতুং নৃপোত্তমম্। স্মৃত্বা চ পূর্ব্ববৃত্তান্তং বিস্ময়াদ্ভয়বিহ্বলৌ ॥ ৪৪ ॥ রাজা বণিকসুতৌ বীক্ষ্য প্রোবাচ সাদরং বচঃ। দৈবাৎ প্রাপ্তং মহৎকষ্টমিদানীং নাস্তি তদ্ভয়ম্ ॥ ৪৫ ॥ ইদানীমেব মুক্তস্বং ক্ষৌরকর্ম্মাদিকং চর ॥ ৪৬ ॥ ততো নৃপবরঃ শ্রীমান্ স্বর্ণরত্নবিভূষণৈঃ। অলঙ্কৃত্য বণিকপুত্রৌ বচসাপ্রীণয়দ্ভৃশম্। পুরানীতঞ্চ যদ্দ্রব্যং দ্বিগুণীকৃত্য দত্তবান্ ॥ ৪৭ ॥ প্রোবাচ তৌ ততো রাজা গচ্ছ সাধো নিজাশ্রমম্। রাজানং প্রণিপত্যাহ গন্তব্যং ত্বৎপ্রসাদতঃ ॥ ৪৮ ॥ যাত্রাং কৃত্বা ততঃ সাধুর্ম্মঙ্গলাচারপূর্ব্বিকাম্। ব্রাহ্মণেভ্যো ধনং দত্ত্বা সহর্ষো নগরং যযৌ ॥ ৪৯ ॥ কিয়দ্দূরে গতে সাধৌ সত্যনারায়ণঃ প্রভুঃ। জিজ্ঞাসাং কৃতবান্ সাধো কিমস্তি তরণে তব ॥ ৫০ ॥ ততো মহাজনো মত্তো হেলয়া চ প্রহস্য চ। কথং পৃচ্ছসি ভো দণ্ডিন্ মুদ্রাং কিং লব্ধুমিচ্ছসি। লতাপত্রাদিব ক্ষৈব বর্ত্ততে তরণৌ মম ॥ ৫১ ॥ নিষ্ঠুরঞ্চ বচঃ শ্রুত্বা সত্যং ভবতু তে বচঃ। এবমুক্ত্বা গতঃ শীঘ্রং দণ্ডী তস্য সমীপতঃ। কিয়দ্দূরে ততো গত্বা স্থিতঃ

সত্যব্রত অভীষ্ট-প্রদ। লীলাবতী কন্যার সেই বাক্য শুনিয়া ব্রত করিতে উদ্যতা হইল, সমুৎসুকা সাধ্বী সাধুপত্নী সুহৃদ্গণসমভিব্যাহারে সত্যনারায়ণ-ব্রত করিল, 'স্বামী ও জামাতা সত্বর গৃহে আগমন করুন,' সত্যদেবসমীপে পুনঃপুনঃ এই বর প্রার্থনা করিল এবং বলিল,—আমার স্বামী ও জামাতার অপরাধ ক্ষমা করুন। বণিকপত্নীর ব্রতে প্রভু সত্যনারায়ণ প্রীত হইলেন, তিনি নৃপসত্তম চন্দ্রকেতুকে স্বপ্ন দেখাইলেন। স্বপ্নে বলিলেন,—নৃপসত্তম! প্রভাতে বন্দি বণিক্দ্বয়কে মুক্ত কর; তাহাদের যে ধন গ্রহণ করিয়াছ, যথাবিধি তাহার দ্বিগুণ করিয়া প্রদান কর; অন্যথা রাজ্য, ধন ও পুত্রের সহিত তোমাকে বিনাশ করিব। প্রভু নৃপকে এইরূপ কহিয়া অন্তর্হিত হইলেন। অনন্তর নৃপ প্রভাতসময়ে স্বজনসহ সভাগৃহে উপবেশনপূর্ব্বক দূতগণের প্রতি আদেশ করিলেন, বলিলেন,—বন্দি মহাজন বণিক্নন্দনদ্বয়কে শীঘ্র মুক্ত কর। দূতগণ ভূপতির আদেশ পাইয়া মহাজনদ্বয়কে মুক্ত করিল এবং তাঁহাদিগকে নৃপসমীপে আনয়নপূর্ব্বক বিনয়বাক্যে নিবেদন করিল,—বণিক্তনয়দ্বয়কে নিগড়বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া আনয়ন করিয়াছি। তখন মহাজনদ্বয়ের মনে পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মরণ হইল, সত্যনারায়ণের মহিমা স্মরণ করিয়া তাঁহারা বিস্ময় ও ভয়ে বিহ্বল হইলেন, এবং নৃপতি চন্দ্রকেতুকে প্রণাম করিলেন। রাজাও তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া সাদরে বলিলেন,—দৈবাৎ মহাদুঃখ প্রাপ্ত হইয়াছ, এখন আর তোমাদের সে ভয় নাই; সম্প্রতি তোমরা মুক্ত, এক্ষণে ক্ষৌরকর্ম্মাদি সম্পন্ন কর। অনন্তর নৃপবর শ্রীমান্ চন্দ্রকেতু স্বর্ণরত্ননির্ম্মিত বিভূষণ দ্বারা বণিক্তনয়দ্বয়কে অলঙ্কৃত করিয়া মধুর বাক্যে তাঁহাদিগকে অত্যন্ত প্রীত করিলেন এবং পূর্ব্বে তাঁহাদের যে ধন গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার দ্বিগুণ ধন দান করিয়া বলিলেন,—হে সাধো! নিজাশ্রমে গমন কর। সাধুও রাজাকে প্রণাম করিয়া কহিলেন,—আপনার প্রসাদেই আমরা গৃহ গমনে সমর্থ হইলাম। ৩২—৪৮। তখন সাধু সহর্ষে মঙ্গলাচারপূর্ব্বক যাত্রা করিয়া দ্বিজগণকে ধনদান করত স্বীয় নগরাভিমুখে প্রস্থিত হইলেন। সাধু কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে প্রভু সত্যনারায়ণ দণ্ডিবেশে আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন;—সাধো! তোমার তরণীতে কি আছে? অনন্তর মত্ত মহাজন হেলায় হাসিতে হাসিতে বলিল,—হে দণ্ডিন্! কি জন্য জিজ্ঞাসা করিতেছ, তুমি মুদ্রা প্রার্থনা কর কি? আমার তরণীতে লতাপত্রাদি বিদ্যমান। দণ্ডিবেশী সত্যনারায়ণ এইরূপ নিষ্ঠুর বাক্য শ্রবণ করিয়া 'তোমার বাক্য সত্য হউক'

সিন্ধুসমীপতঃ ॥ ৫২ ॥ গতে দণ্ডিনি সাধুশ্চ কৃত-নিত্যক্রিয়স্তদা। উত্থায় তরণীং দৃষ্ট্বা বিস্ময়ং পরমং যযৌ ॥ ৫৩ ॥ লতাপত্রাদিকং দৃষ্ট্বা মূর্চ্ছিতো ন্যপতদ্ভুবি। লব্ধসংজ্ঞো বণিক্‌পুত্রস্ততশ্চিন্তাপরো-হভবৎ। শ্বশুরং দুঃখিতং কান্তো বচনঞ্চেদমব্রবীৎ ॥৫৪ জামাতোবাচ। কিমর্থং কুরুষে শোকং শাপাদেতচ্চ দণ্ডিনঃ। শক্যতে তেন সর্ব্বং হি কর্ত্তুং হর্ত্তুং ন সংশয়ঃ ॥ ৫৫ ॥ ততস্তচ্ছরণং যামো বাঞ্ছিতার্থো ভবিষ্যতি। জামাতুশ্চ বচঃ শ্রুত্বা তৎসকাশং গত-স্তদা ॥ ৫৭ ॥ দৃষ্ট্বা চ দণ্ডিনং ভক্ত্যা নত্বা প্রোবাচ সাদরম্। ক্ষমস্ব চাপরাধং মে যদুক্তং তব সন্নিধৌ ॥ ৫৭ ॥ ময়া তুরাত্মনা দেব মুগ্ধোহহং তব মায়য়া। যদুক্তং তদ্বচো নাথ তুষ্টং মে ক্ষন্তুমর্হসি ॥ ৫৮ ॥ যতঃ পরস্বপাঃ সর্ব্বে ক্ষমাসারা হি সাধবঃ। পুনঃ-পুনস্ততো নত্বা রুরোদ শোকবিহ্বলঃ ॥ ৫৯ ॥ তমু-বাচ ততো দণ্ডী বিলপন্তং বিলোক্য চ। মা রোদীঃ শৃণু মে বাক্যং মম পূজাপরাঙ্মুখঃ ॥ ৬০ ॥ মামব-জ্ঞায় দুর্ব্বুদ্ধে লব্ধং দুঃখং মুহুর্ম্মুহুঃ। তচ্ছ্রুত্বা ভগব-দ্বাক্যং স্তুতিং কর্ত্তুং সমুদ্যতঃ ॥ ৬১ ॥ সাধুরুবাচ। ত্বন্মায়ামোহিতাঃ সর্ব্বে ব্রহ্মাদ্যাস্ত্রিদিবৌকসঃ। ন জানন্তি গুণং রূপং তবাশ্চর্য্যমিদং প্রভো ॥ ৬২ ॥ মূঢ়োহহং ত্বাং কথং জানে মোহিতস্তব মায়য়া। প্রসীদ পূজয়িষ্যামি যথাবিভববিস্তরৈঃ। পুত্রং বিত্তঞ্চ মে দেহি পাহি মাং শরণাগতম্ ৬৩ ॥ শ্রুত্বা ভক্তিযুতং বাক্যং পরিতুষ্টো জনার্দ্দনঃ। বরঞ্চ বাঞ্ছিতং দত্ত্বা তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ৬৪ ॥ ততোহসৌ নাবমারুহ্য দৃষ্ট্বা রত্নাদিপূরিতাম্। কৃপয়া সত্যদেবস্য যৎফলং বাঞ্ছিতং মম ॥ ৬৫ ॥ ইত্যুক্ত্বা স্বজনৈঃ সার্দ্ধং পূজাং কৃত্বা যথাবিধি। হর্ষেণ মহতা সাধুঃ প্রয়াণঞ্চাকরোদ্দ্বিজাঃ ॥ ৬৬ ॥ নাবং সংযোজ্য বেগেন স্বদেশমগমত্তদা ॥ ৬৭ ॥ ততো জামাতরং প্রাহ পশ্য বৎস পুরীং মম। দূতঞ্চ প্রেষয়ামাস নিজবিত্তস্য রক্ষকম্ ॥ ৬৮ ॥ ততো-হসৌ নগরং গত্বা সাধুভার্য্যাং বিলোক্য চ। উবাচ

বলিয়া সাধুর সমীপ হইতে সত্বর চলিয়া গেলেন। তখন দণ্ডী সাধুসন্নিধান হইতে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে সাধুও সিন্ধুতটে অবতরণ করিয়া নিত্যক্রিয়া করিলেন। অনন্তর সাধু নৌকায় উঠিয়া লতাপত্র-পূর্ণ তরণী দর্শন করিয়া পরম বিস্ময় প্রাপ্ত হইলেন, তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেলেন। অনন্তর ক্ষণকাল মধ্যেই বণিক্‌তনয় সংজ্ঞালাভ করিয়া অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন, তদ্দর্শনে জামাতা শ্বশুরকে বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিতে লাগিলেন। জামাতা বলিলেন,—কি জন্য আপনি শোক করিতেছেন? ইহা দণ্ডীর শাপে ঘটিয়াছে। তিনি সকলই করিতে পারেন। তিনি হর্ত্তা কর্ত্তা, সংশয় নাই। আমরা তাঁহার শরণাপন্ন হই, আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। জামাতার বাক্য শুনিয়া সাধু সত্বর দণ্ডিসমীপে গমন করিলেন এবং তাঁহাকে দর্শন করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক নমস্কার করত বলিতে লাগিলেন। বলিলেন,—আমি দুরাত্মা, আপনার মায়ায় মুগ্ধ হইয়া যাহা বলিয়াছি, তাহা ক্ষমা করুন। আমি আপনার সন্নিধানে দুষ্টবাক্য প্রয়োগ করিয়াছি, হে নাথ! আমাকে তজ্জন্য ক্ষমা করুন। কেননা সাধুগণের ক্ষমাই সার এবং তাঁহারা পরার্থপর। শোকবিহ্বল সাধু পুনঃপুনঃ প্রণাম ও রোদন করিতে লাগিলেন। দণ্ডী তখন সাধুকে বিলাপ করিতে দেখিয়া তাঁহাকে বলি-লেন,—রোদন করিও না, আমার বাক্য শ্রবণ কর। দুর্ম্মতে! আমাকে অবজ্ঞা করিয়া আমার পূজার পরাঙ্মুখ হইয়াছ, তাই তুমি মুহুর্ম্মুহু দুঃখ প্রাপ্ত হই-তেছ। সাধু ভগবানের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া স্তব করিতে উপক্রম করিলেন। সাধু বলিলেন,—প্রভো! ব্রহ্মাদি স্বর্গবাসী সুরগণ আপনার মায়ায় মোহিত হইয়া আপনার আশ্চর্য্য রূপগুণ জানিতে পারেন না। আমিও আপনার মায়ায় মুগ্ধ; অতএব কিরূপে আপনাকে বিদিত হইব? আপনি প্রসন্ন হউন, আমি বিভবানুসারে আপনার পূজা করিব। আমি আপনার শরণাগত, আমাকে পুত্র ও বিত্ত দান করুন—আমাকে রক্ষা করুন ।৪৯—৬৩। তখন জনার্দ্দন সাধুর এবংবিধ ভক্তিযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া পরিতুষ্ট হইলেন এবং সাধুকে অভীষ্ট বরদানপূর্ব্বক সেই স্থানেই অন্তর্ধান করি-লেন। অনন্তর বণিক্ তরী আরোহণ করিলেন, দেখিলেন,—তরী রত্নাদি দ্বারা পরিপূরিত হইয়াছে। হে দ্বিজ! 'সত্যদেবের দয়ায় আমার বাঞ্ছিত ফল লাভ হইল', সাধু এই কথা বলিয়া সুহৃদগণের সহিত যথাবিধি সত্যপূজা করিয়া মহাহর্ষে যাত্রা করিলেন। তরী মহাবেগে চালিত হইল, তিনি স্বদেশে উপ-নীত হইলেন। অনন্তর জামাতাকে কহিলেন,—বৎস! ঐ দেখ, আমার পুরী দেখা যাইতেছে। অনন্তর বণিক্ নিজ বিত্তরক্ষী দূতকে নগরে

বাঞ্ছিতং বাক্যং নত্বা বদ্ধাঞ্জলিস্তদা ॥ ৬৯ ॥ নিকটে নগরস্থৈব জামাত্রা সহিতো বণিক্। আগতো বন্ধুবর্গৈশ্চ ধনৈর্ব্বহুবিধৈস্তথা ॥ ৭০ ॥ শ্রুত্বা দূতমুখাদ্ বাক্যং মহাহর্ষযুতা সতী। সত্যপূজাং ততঃ কৃত্বা প্রোবাচ তনুজাং প্রতি। ব্রজামি শীঘ্রমাগচ্ছ সাধু সন্দর্শনায় চ ॥ ৭১ ॥ ইতি মাতৃবচঃ শ্রুত্বা ব্রতং কৃত্বা সমাপ্য চ। প্রসাদং সম্পরিত্যজ্য গতা সা চ পতিং প্রতি ॥ ৭২ ॥ তেন রুষ্টঃ সত্যদেবো ভর্ত্তারং তরণীং তথা। সংহৃত্য চ ধনৈঃ সার্দ্ধং জলে তস্মিন্ সমার্পয়ৎ ॥৭৩॥ ততঃ কলাবতী কন্যা নালোক্য বণিজং পতিম্। শোকেন মহতা তত্র রুদন্তী চাপতভুবি ॥ ৭৪ ॥ দৃষ্ট্বা তথাবিধাং কন্যাং ন দৃষ্ট্বা তৎপতিং তরীম্। ভয়েন মহতা সাধুঃ কিমাশ্চর্য্যমিদং মহৎ ॥ ৭৫ ॥ বিচিন্তয়ন্তস্তে সর্ব্বে বভূবুস্তরিবাহকাঃ ৭৬ ॥ ততো লীলাবতী সাধ্বী দৃষ্ট্বা তদ্বিহ্বলা-সতী। বিললাপাতিদুঃখেন ভর্ত্তারঞ্চেদমব্রবীৎ ॥ ৭৭ ॥ ইদানীং নৌকয়া সার্দ্ধমদৃশ্যোঽভূদলক্ষিতঃ। ন জানে কেন দৈবেন হেলয়াবাপহারিতঃ ॥ ৭৮ ॥ সত্যদেবস্য মাহাত্ম্যং কিং জ্ঞাতুং নহি শক্যতে। ইত্যুক্ত্বা বিললাপাথ তত্রস্থা স্বজনৈঃ সহ ততো। লীলাবতী কন্যাং ক্রোড়ে কৃত্বা রুরোদ চ ॥ ৭৯ ॥ ততঃ কলাবতী কন্যা নষ্টে স্বামিনি দুঃখিতা গৃহীত্বা পাদুকাং তস্য অনুগন্তুং মনোদধে ॥ ৮০ ॥ কন্যায়াশ্চরিতং দৃষ্ট্বা সভার্য্যঃ স্বজনো বণিক্ অতিশোকেন সন্তপ্তশ্চিন্তয়ামাস ধর্ম্মবিৎ ॥ ৮১ ॥ হৃতো হি সত্যদেবেন জামতা সত্যমায়য়া। সত্যপূজাং করিষ্যামি যথাবিভববিস্তরৈঃ ॥ ৮২ ॥ ইতি সর্ব্বান্ সমাহূয় কথয়িত্বা মনোরথম্। ননাম দণ্ডবদ্ভূমৌ সত্যদেবং পুনঃপুনঃ ॥ ৮৪ ॥ ততস্তুষ্টঃ সত্যদেবো গগনাদ্বণিজং প্রতি। জগাদ বচনঞ্চেদং নৈবেদ্যমবমন্য চ। আগতা স্বামিনং দ্রষ্টুমতোঽদৃশ্যোঽভবৎ প্রভুঃ ॥ ৮৫ ॥ গৃহং গত্বা প্রসাদঞ্চ ভুক্ত্বা চায়াতু সা পুনঃ। লব্ধভর্ত্তৃসুখা সাধো ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৮৬ ॥ ততঃ সা প্রাণদং বাক্যং

প্রেরণ করিলেন, দূত সাধুপত্নীসমীপে উপনীত হইয়া প্রণাম করত অঞ্জলি বন্ধনপূর্ব্বক বলিল,—বণিক্ বহুবিধ ধনরত্ন সহ জামাতা ও সুহৃদ্গণ-সমভিব্যাহারে আগমন করিয়াছেন। সাধ্বী বণিক্পত্নী দূতমুখে স্বামী ও জামাতার আগমন-বৃত্তান্ত বিদিত হইয়া মহাহৃষ্টা হইলেন, তিনি তখন সত্যপূজা করিয়া তনুজাকে কহিলেন,—আমি সাধুসন্দর্শনার্থ গমন করিব, সত্বর আমার সহিত আগমন কর। কন্যা জননীর এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া সত্যব্রত সম্পাদন করিল, কিন্তু প্রসাদ পরিত্যাগ করিয়াই পতির উদ্দেশে গমন করিল, ইহাতে সত্যদেব রুষ্ট হইলেন, তিনি ধনরত্ন ও বণিক্-জামাতা সহ তরণী জলমগ্ন করিলেন। অনন্তর কন্যা কলাবতী পতিকে অবলোকন না করিয়া অতীব শোকাবিষ্ট হইল এবং রোদন করিতে করিতে ভূতলে পড়িয়া গেল। অনন্তর সাধু—পতি ও তরী অদর্শনে তথাবিধ শোকাতুরা কন্যাকে অবলোকন করিয়া অত্যন্ত ভীত হইলেন, ভাবিলেন,—একি মহাশ্চর্য্য ব্যাপার সংঘটিত হইল! তখন তরীবাহকেরাও অত্যন্ত চিন্তিত হইল। এই ব্যাপার দর্শনে পতিব্রতা লীলাবতী অতিদুঃখে বিহ্বলা হইয়া বিলাপ করিতে করিতে স্বামীকে কহিলেন,—এই মাত্র জামাতাকে দেখিলাম, ক্ষণকালমধ্যে তরণীসহ জামাতা অদৃশ্য হইল, আর তাহাকে দেখা যাইতেছে না। না জানি কোন দৈব হেলায় তাহাকে অপহরণ করিল? আপনি কি সত্যদেবের প্রভাব বিদিত নহেন? লীলাবতী এইরূপ বলিয়া বিলাপ করিলেন, বন্ধুবান্ধবেরাও তাঁহার সহিত রোদন করিতে লাগিল। অনন্তর লীলাবতী কন্যাকে ক্রোড়ে লইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। কন্যা কলাবতীও স্বামীকে বিনষ্ট দর্শন করিয়া দুঃখিতহৃদয়ে তদীয় পাদুকা গ্রহণপূর্ব্বক স্বামীর অনুগমনে কৃতসঙ্কল্পা হইলেন। ধর্ম্মবিৎ স্বজন বণিক্, কন্যার এইরূপ আচরণ দর্শনে পত্নীর সহিত অত্যন্ত শোকসন্তপ্ত হইয়া চিন্তা করিলেন;—নিশ্চিতই সত্যদেব মায়া দ্বারা জামাতাকে অপহরণ করিয়াছেন, অতএব বিভবানুসারে সত্যদেবের পূজা করিব। বণিক্ তখন তত্রত্য সকলকে আহ্বানপূর্ব্বক এই কথা কহিলেন, তিনি মনোরথ ব্যক্ত করত দণ্ডবৎ ভূপতিত হইয়া সত্যদেবকে পুনঃপুনঃ প্রণাম করিলেন।৬৪—৮৪। ইহাতে সত্যদেব তুষ্ট হইলেন, তিনি গগনহইতে বণিকের প্রতি বলিলেন,—হে সাধো! তোমার কন্যা নৈবেদ্যের অবমান করিয়া স্বামি-দর্শনে আগমন করিয়াছে, এজন্য ইহার পতি অদৃশ্য হইয়াছে। তোমার কন্যা এক্ষণে গৃহে গমনপূর্ব্বক প্রসাদ ভক্ষণ করিয়া পুনরায় আগমন করুক, অবশ্যই স্বামিসৌখ্য লাভ করিবে

শ্রুত্বা গগনমণ্ডলাৎ। ক্ষিপ্রং তদা গৃহং গত্বা প্রসাদং প্রতিভুজ্য চ। অপশ্যৎ পুনরাগত্য পতিং নাবং জনৈঃ সহ ॥৮৭॥ ততঃ কলাবতী তুষ্টা জগাদ পিতরং প্রতি। এহি তাত গৃহং যামো বিলম্বং কুরুষে কথম্ ॥৮৮॥ তচ্ছ্রুত্বা কন্যকাবাক্যং সন্তুষ্টোঽভূদ্বণিক্সুতঃ ॥ ৮৯ ॥ পূজনং সত্যদেবস্য কৃত্বা বিধিবিধানতঃ। ধনৈর্বন্ধুগণৈঃ সার্দ্ধং জগাম নিজমন্দিরম্ ॥ ৯০ ॥ পৌর্ণমাস্যাঞ্চ সংক্রান্ত্যাং পূজাং কৃত্বা যথাবিধি। ইহলোকে সুখী ভূত্বা চান্তে সত্যপুরং যযৌ ॥ ৯১ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে শ্রীসত্যনারায়ণকথায়াং বণিক্সাধুমোক্ষবর্ণনো নাম পঞ্চত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৩৫ ॥

ষট্‌ত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ। অথ চান্যৎ প্রবক্ষ্যামি শৃণুধ্বং মুনিসত্তমাঃ। আসীদ্বংশধ্বজো রাজা প্রজাপালনতৎপরঃ। প্রসাদং সত্যদেবস্য ত্যক্ত্বা দুঃখমবাপ সঃ ॥১॥ একদা স বনং গত্বা হত্বা চ বিবিধান্ মৃগান্। আগত্য বটমূলে চ দৃষ্ট্বা সত্যস্য পূজনম্ ॥২॥ গোপাঃ কুর্ব্বন্তি সন্তুষ্টা ভক্তিযুক্তাঃ সবান্ধবাঃ। রাজা দৃষ্ট্বা তু দর্পেণ নাগতো ন ননাম সঃ ॥৩॥ ততো গোপগণাঃ সর্ব্বে প্রসাদং নৃপসন্নিধৌ। সংস্থাপ্য পুনরাগত্য ভুক্ত্বাঃ সর্ব্বে যথেপ্সিতম্ ॥৪॥ ততঃ প্রসাদং সন্ত্যজ্য রাজা দুঃখমবাপ সঃ ॥ ৫ ॥ তস্য পুত্রশতং নষ্টং ধনধান্যাদিকঞ্চ যৎ। সত্যদেবেন তৎসর্ব্বং নাশিতং মম নিশ্চিতম্ ॥ ৬ ॥ অতস্তত্রৈব গচ্ছামি যত্র দেবস্য পূজনম্। মনসেতি বিনিশ্চিত্য যযৌ গোপালসন্নিধিম্ ॥ ৭ ॥ ততোঽসৌ সত্যদেবস্য পূজাং গোপগণৈঃ সহ। ভক্তিশ্রদ্ধান্বিতো ভূত্বা চকার বিবিধরূপঃ ॥ ৯ ॥ সত্যদেবপ্রসাদেন ধনপুত্রান্বিতোঽভবৎ। ইহলোকে সুখী ভূত্বা চান্তে বিষ্ণুপুরং যযৌ ॥ ১০ ॥ য ইদং কুরুতে সত্যব্রতং পরমদুর্লভম্। শৃণোতি চ কথাং পুণ্যাং ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদাম্ ॥ ১১ ॥ ধনধান্যাদিকং তস্য ভবেৎ সত্যপ্রসাদতঃ। দরিদ্রো লভতে বিত্তং বদ্ধো মুচ্যেত বন্ধনাৎ ॥ ১২ ॥ ভীতো ভয়াৎ

সংশয় নাই। অনন্তর বণিকনন্দিনী গগনমণ্ডল হইতে এই প্রাণদ বাক্য শ্রবণ করিয়া সত্বর গৃহে গমন করিল এবং প্রসাদ ভক্ষণপূর্ব্বক পুনরায় আসিয়া পতি, তরী ও বন্ধুগণকে দেখিতে পাইল। অনন্তর কলাবতী তুষ্টা হইয়া পিতাকে কহিল,—হে তাত! আসুন, আমরা গৃহে গমন করুন, কেন বিলম্ব করিতেছেন? বণিকতনয় কন্যার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন, তিনি বিধিবিধানে সত্যপূজা করিয়া ধনরত্ন ও বন্ধুগণসহ নিজ মন্দিরে গমন করিলেন। অতঃপর সাধু সংক্রান্তি ও পূর্ণিমায় যথাবিধি সত্যপূজা করত ইহ লোকে সুখী হইয়া অন্তকালে সত্যপুরে গমন করিয়াছিলেন ।৮৫—৯১।

পঞ্চত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥২৩৫॥

ষট্‌ত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—হে মুনিসত্তমগণ! অন্য আর এক উপাখ্যান শ্রবণ করুন। পূর্ব্বে বংশধ্বজ নামক জনৈক প্রজাপালনতৎপর রাজা ছিলেন, তিনি সত্যদেবের প্রসাদ পরিত্যাগ করিয়া দুঃখ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। একদা নৃপ বনে গমন করিয়া বিবিধ মৃগ বধ করেন; তিনি বিশ্রামার্থ বটতরুর মূলে আসিয়া দেখেন যে, গোপগণ ভক্তিপূর্ব্বক সন্তুষ্টহৃদয়ে সুহৃদ্‌গণসহ সত্যদেবের পূজা করিতেছে। রাজা সত্যপূজা অবলোকন করিয়াও দর্পবশতঃ সেস্থানে গমন বা প্রণাম করিলেন না। অনন্তর গোপগণ নৃপতিসান্নিধানে প্রসাদ রাখিয়া দিয়া পুনরায় পূজাস্থানে আগমনপূর্ব্বক প্রসাদ ভক্ষণ করিয়া অভীপ্সিত স্থানে প্রস্থান করিল ।১—৪। নৃপতি এই প্রসাদপরিত্যাগে অত্যন্ত দুঃখে পতিত হইলেন, তাঁহার শতপুত্র ও ধনধান্যাদি যে কিছু সম্পত্তি সমস্তই বিনষ্ট হইল। তিনি ভাবিলেন,—সত্যদেব আমার এ সমস্ত নাশ করিয়াছেন, অতএব গোপগণ যে স্থানে সত্য পূজা করিতেছে, আমি সেই স্থানে গমন করিব। রাজা মনে মনে এইরূপ নিশ্চয় করিয়া গোপগণসন্নিধানে গমনপূর্ব্বক তাহাদের সহিত ভক্তিশ্রদ্ধান্বিত হইয়া যথাবিধি সত্য দেবের পূজা করিলেন। অনন্তর তিনি সত্যদেবপ্রসাদে ধনপুত্রান্বিত হইলেন এবং ইহলোকে সুখভাজন হইয়া অন্তকালে বিষ্ণুপুরে গমন করিলেন। যে মানব এই পরম দুর্লভ সত্যব্রত করে,—ভুক্তিমুক্তিপ্রদ পুণ্য কথা শ্রবণ করে সত্যদেবপ্রসাদে তাহার ধনধান্যাদি সমৃদ্ধি লাভ হয়। দরিদ্র বিত্ত লাভ করে, বদ্ধব্যক্তি বন্ধন

প্রমুচ্যেত সত্যমেতন্ন সংশয়ঃ। ঈপ্সিতঞ্চ ফলং ভুক্ত্বা চান্তে সত্যপুরং ব্রজেৎ॥ ১৩॥ ইতি বঃ কথিতং বিপ্রাঃ সত্যনারায়ণব্রতম্। যৎকৃত্বা সর্ব্বদুঃখেভ্যো মুক্তো ভবতি মানবঃ॥ ১৪॥ বিশেষতঃ কলিযুগে সত্যপূজা মহাফলা। সত্যনারায়ণং কেচিৎ সত্যদেবং তথাপরে *॥ ১৫॥ নানা-রূপধরো ভূত্বা সর্ব্বেষামীপ্সিতপ্রদঃ। ভবিষ্যতি কলৌ সত্যব্রতরূপী সনাতনঃ॥ ১৬॥ য ইদং পঠতে নিত্যং শৃণোতি মুনিসত্তমাঃ। তস্য নশ্যন্তি পাপানি সত্যদেবপ্রসাদতঃ॥ ১৭॥

ইতি শ্রীস্কান্দে মহাপুরাণে একাশীতিসাহস্র্যাং সংহিতায়াং পঞ্চম আবন্ত্যখণ্ডে রেবাখণ্ডে সত্যনারায়ণকথায়াং বংশধ্বজোপাখ্যানবর্ণনং নাম ষট্‌ত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ॥২৩৬॥

হইতে মুক্ত হয়, ভীত ভয় হইতে পরিত্রাণ পায়, এবং মানব ইহলোকে ঈপ্সিত ফল লাভ করিয়া অন্তকালে সত্যপুরে গমন করে, ইহা সত্য, সংশয় নাই। হে বিপ্রগণ! এই আপনাদের নিকট সত্যনারায়ণব্রত বর্ণন করিলাম, মানব এই ব্রত করিয়া সর্ব্বদুঃখ হইতে মুক্ত হয়। বিশেষতঃ কলিকালে সত্যপূজা মহাফলদ, কেহ এই দেবকে সত্যনারায়ণ, অপর কেহ কেহ সত্যদেব বলেন; ইনি নানারূপ ধারণপূর্ব্বক সকলেরই অভীষ্ট ফল দান করিয়া থাকেন; আর এই সনাতন সত্যদেব কলিকালে সত্যব্রতরূপে অবতীর্ণ হইবেন। হে মুনিসত্তমগণ! যে মানব নিত্য ইহা পাঠ বা শ্রবণ করেন, সত্যদেবপ্রসাদে তাঁহার পাপ সকল বিনষ্ট হইয়া থাকে।৫—১৭।

ষট্‌ত্রিংশাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২৩৬॥

* 'সত্য ইত্যেব বা কেচিৎ প্রবদন্তি মনীষিণঃ।' ইতি পুস্তকান্তরসম্মতোঽধিকঃ পাঠঃ।

সমাপ্তমিদং রেবাখণ্ডম্।

সমাপ্তশ্চেদমাবন্ত্যখণ্ডম্॥ ৫॥